সোমপ্রকাশ।

৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন রক্ষ্যতাং" ২২ সংখ্যা।

বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত
মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৯ সাল। ৫ ই বৈশাখ। হং ১৮৮২। ১৭ ই এপ্রেল। { অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন

গ্রাহকগণের প্রতি।

৮৮ সাল গত হইল। নূতন বর্ষ
অতএব আমরা বিনয় সহকারে
কে স্মরণ করাইয়া দিতেছি,
২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের মূল্য
তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত হই-
অতএব তাঁহারা সময়ে ১২৮৯
দয় মূল্য দান করেন। এই
অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

রীক্ষা করিয়া দেখ !!! একবার
রীক্ষা করিয়া দেখ !!!

পেটেণ্ট কম্ফ বটিকা !!!

হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ
বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, স্বর-
সহিত শুষ্ক উষ্ণ, সহজ ও শুষ্ক কাশী
ধ্যাত্মিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অক্লেশে
স্থত। একটী বটিকা বিশিষ্ট শিশির
কিং ৷৷০, বাবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে
ক্ত এবং মূল্য সকলেই নিরূপণে এই
ত পারেন। মোসার্স জনা আণ্ড কোং
ছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী
কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

মহাভারত।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে মূলসহ
চতুর্থবার বিতরণ।

মহাভারতের মূলের সম্পূর্ণই অভাব হইয়াছে। বিশেষতঃ গত সাত বৎসরে কার্য্যালয়ের আশাতীত উন্নতি হওয়ায়, ইহার স্থায়িত্ব বিধান জন্য দেশীয় ও বিদেশীয়গণের আগ্রহে আগামী বৈশাখ মাস হইতে উল্লিখিত বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। এবারে পূর্ব্বাপেক্ষা অক্ষর ও কাগজ সমস্তই উৎকৃষ্ট। তথাচ মাশুলাদি ব্যয় পূর্ব্বমতই রহিল। প্রার্থীগণ অগ্রেতে মাশুলসহ আবেদন করিবেন। মূল ও অনুবাদ পৃথক পৃথক মুদ্রিত হইতেছে। অতএব যিনি যেরূপ প্রার্থনা করেন, তিনি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মাশুল দিলেই স্বতন্ত্র মূল বা স্বতন্ত্র অনুবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইতি।

দাতব্য ভারতকার্য্যালয়
বোড়াবাগান কলিকাতা।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়।

ধর্ম্মসঙ্গীত।

বিবিধ সুরে ও তালে ঈশ্বরের গুণানুবাদ ইত্যাদি নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া। মূল্য ৵০ আনা ডাকমাশুল ১০। ঐ নিম্নলিখিত স্থানে মূল্য সাধারণের দ্বারা নির্দ্দিষ্টক। ঐ বাটীতে এক কোং কবরেজখানার ঔষধ পাওয়া যায়। সেবিং সাইরোপ, ক্রিকারা অয়েন্টমেণ্ট, চুলকানির, দাদমারা, ব্রণোপশমে মাসের দোকান। যাঁহারা ইহার এককালীন ১২ আনা পয়সা পাইলে পরি খানা ৵০ আনা হিঃ প্রতি খানা পাইবেন।

কেটচ, কে, এণ্ড, কোং।

১২ নং ডর্হাউজন স্কিয়ার্স লেন, বড়বাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, সুগন্ধিদ্রব্য, জামা, কাপড়, উত্তম উত্তম চর্ব্বি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্র
সীল মোহর, টাপরাস, নামের কার্ড, তামার
মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি।
লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকা
হইয়াছে। ইহাতে সমুদ্রমন্থন ও চন্দ্রের উৎপ
দেবগণের মর্ত্তো আগমন, মনুসংহিতা, সৃষ্টিপ্র
সম্বন্ধে প্রাকৃত লোকের মত ও বিশ্বাস, ভিক্ষা (প
শ্রীচৈতন্যবংশাবলীচরিতম্, সাংখ্যদর্শন, লমসংশো
এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডি
আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রি
মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ প
টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকে
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখি
পারিতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহা
নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরী-ক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ ৬ই টাকা, প্যাকিং ৷০ আনা

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দি
সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মে
শুক্রপদর, মলকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত য
প্রস্রবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণি
ধারা ও শুক্র নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা খ
নাম ধোয়া ভঙ্গ ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শা
বিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বে
প্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপ
থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হ

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন ক্ষীয়তাং" ২৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৯ সাল। ২ রা জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮২। ১৫ ই মে। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম

বিজ্ঞাপন

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গত হইল। নূতন বর্ষ গত। অতএব আমরা বিনয় সহকারে হকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, হারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের মূল্য াছেন, তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত হই- ছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২৮৯ লের দেয় মূল্য দান করেন, এই আমা- র অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

মহীসুর রাজ্যের রেলওয়ের নিমিত্ত ঋণ।

মহীসুরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ইক্রমে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়া টেণ্ডার পে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। এই টাকার দ্বারা মহীসুর হার সাধারণ রাজস্ব প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবে। এই াগ বাঙ্গালোর হইতে তিপ্পুর পর্য্যন্ত একটী ওয়ে প্রস্তুত করা হইবে। ইহার দূরত্ব াইল।

২। এই ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ৫ টাকা। রে ছই বার অর্থাৎ ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ও ১৫ ই ষ্ট সুদ প্রদত্ত হইবে। ২০ বৎসর এইরূপ দেনা না চলিবে। সুদের টাকা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের ীয় ধনাগার, বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহ এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই এবং তাহাদিগের শাখা ধনাগার হইতে দেওয়া যাইবে।

৩। ঋণপত্রের ফারম নিম্নে দেওয়া গেল। ৫০০ অথবা ৫ শতের গুণনীয় টাকার প্রতি ঋণপত্র (Debentnre) বাহির করা হইবে।

৪। এই ২০ লক্ষ টাকা ঋণের সমুদায় অথবা আংশিকের টেণ্ডার মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলার ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা ছই প্রহর পর্য্যন্ত বাঙ্গালোরে গ্রহণ করিবেন।

৫। নিম্ন সংযোজিত ফারমে প্রতিটেণ্ডর পাঠাইতে হইবে। যিনি টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে ফারম খামে মুড়িয়া তাহার উপর সীল করিয়া "১৮৮২ সালের মহীসুর রেলওয়ের ঋণের টেণ্ডার" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। আর ঐ টেণ্ডার বাঙ্গালোরে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মহীসুর গবর্ণমেণ্টের দাওয়ান অপরাপর লোকের সম্মুখে বাঙ্গালোরে তাঁহার আপীসে বসিয়া এই সকল টেণ্ডার খুলিবেন ও প্রথম ন্যূনকল্পের হার স্থির করিবেন।

৭। যিনি যত টাকার টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে সেই টেণ্ডারের সঙ্গে সেই টেণ্ডারের দেয় শতকরা টাকার শতকরা ২ টাকা পরিমাণ টাকা জমা দিতে হইবে। এই টাকা মহীসুরের দাওয়ানের নামে বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহে মাদ্রাজে বোম্বাই ও তাহাদিগের শাখা ব্যাঙ্কে অথবা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগারে জমা দিয়া তাহার রসিদ টেণ্ডারের সহিত পাঠাইতে পারিবেন এবং দাওয়ানের নামে মনি-অর্ডার অথবা কোম্পানির কাগজও পাঠাইতে পারিবেন।

৮। যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক টেণ্ডার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আমানতি টাকা দেয় ঋণের আংশিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং টে দাতাকে তাহার টেণ্ডারের লিখিত অবশিষ্ট ১৮৮২ সালের ১৫ ই আগষ্টের মধ্যে মহীসুর গ টের যে কোন ধনাগারেই চলিত অথবা বঙ্গ বোম্বাই, মাদ্রাজ ও তাহার শাখা ব্যাঙ্কে দাওয় নামে জমা দিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে ট জমা না দিলে আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে

৯। টেণ্ডারের টাকা প্রাপ্তির অব্যবহিত প ঋণপত্র বাহির করা হইবে।

১০। টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে টেণ্ডারের স দত্ত আমানতি টাকা আবেদন করিলেই প্রত্য করা হইবে।

১১। এক হারের ছই বা ততোধিক টে হইলে (কম হারে টেণ্ডার লইবার যে কথা আ তাহার অপেক্ষা যদি কম হার না হয়) উপরে হারে ডিপজিট দিবার কথা আছে যদি আবশ্যক সেই হারে প্রতি টেণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

১২। টেণ্ডারের যে হার বর্ণিত হইল, তাহ এক আনার ভগ্নাংশ থাকিবে না। যদি কোন টেণ্ড এক আনার ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে তাহা কা দেওয়া হইবে এবং ভগ্নাংশবিহীন বোধে টে গৃহীত হইবে।

১৩। ভ্রম প্রমাদের পরিহারার্থ প্রত্যেক টেণ্ড সহিত স্বতন্ত্র আর একটী টেণ্ডার দিতে হইবে তাহার সহিত পৃথক আমানতও করিতে হইবে।

১৪। মহীসুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব হই ১০৬০০০০০ টাকা (এক কোটী ৬ লক্ষ) আর হ থাকে। সর্ব্ব প্রকার ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে নিকট হইতে দুর্ভিক্ষনিবারণের নিমিত্ত যে টাকা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার পরিশোধের জন্য দেওয়া হইতেছে, তাহা বাদে ৫ লক্ষ টাকা উ থাকে।

১৫। ভারতবর্ষে এই গুণবিশিষ্ট যে সকল
স্থাপন করা আবশ্যক হইবে, তাহাতে ইংলণ্ড
হবে না।

ডের দাতব্যালয়ের } বি, বক্সটার্ড্
লয় বাঙ্গলোর } দাতব্যান।
মে ১৮৮২।

Form of Tender

I hereby tender for Rupees of
Loan advertised in the Notification of
Darwan of Mysore dated 1st May 1882,
agree to pay the same subject to the
ditions notified, at the rate of Rupees
for every Rs. 100 allotted to me
I enclose on account of the required
osit of 2 per cent on the amount tender-
(*here enter particulars of deposit*) and
age, if my offer is accepted to pay the
mainder of the amount of the loan allot-
to me on or before the 15th August
2, in the manner prescribed in the Noti-
tion. Any allotment made to me may be
mmunicated to the following adress.

Signature.

Full address.

Form of Debenture.

YSORE RAILWAY, FIVE PER CENT
LOAN 1882.

Bangalore. 1882.

The Government of His Highness the
aha Raja of Mysore, in consideration of
sum of Rupees received
om
omise to pay to the said
order, the sum of Rupees
enty years after the date hereof, together
th interest at the rate of five per cen-
m per annum, payable half yearly on
5th February and 15th August.

সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার।

যিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কেবল সংযুক্তি
লে সরল বঙ্গভাষা কিম্বা ইংরেজী ভাষায় হিন্দু
চার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া এক
খানি পুস্তক রচনা করিতে পারিবেন এবং যাঁহার
পুস্তক প্রেরিত পুস্তক সকল মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া
নির্ব্বাচিত হইবে, তিনি এক শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত
হইবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুস্তক সভার
অধিকৃত মুদ্রা যন্ত্র দ্বারা মুদ্রিত করা যাইতে পারিবে;
প্রার্থিগণ বর্ত্তমান বর্ষের কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে স্ব স্ব
রচিত পুস্তক সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর
রায় বাহাদুরের নিকট তাহেরপুরে কিম্বা নিম্নলিখিত
ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীভূদেবমোহন মৈত্রেয়
সোসাইটি দাতব্যসভার সম্পাদক।
কেদার রাজবাটী।



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সম্পূর্ণ ধাতু-নিগমন এবং প্রস্রাব নালী ঘড়ির ন্যায় ঘোরা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ১।০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা শিরঃপীড়া, বাত, পার্শ্বশূল, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষাস্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড়-

লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ধা
স্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ প্রাপ্তিস্থান ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

বঙ্গ রঙ্গভূমি।

"ভণ্ডামির ছাত দিয়া পোড়াও তাহারে,
ভস্মরাশি করি ফেল জাহ্নবীর জলে।"

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, বিগত চৈত্র মাসে
"সোমপ্রকাশে" "নরকের ভীষণ দৃশ্য" শীর্ষ
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর ক্রমে "ষ্টেটস্‌ম্যান
"ইণ্ডিয়ান মিরার" ও আর্য্যদর্পণ প্রভৃতি কয়ে
খানি সংবাদ পত্রে উক্ত বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দো
লন চলিতেছে; কিন্তু আজিও ইহাতে কোনরূপ
জন্মিল না; এজন্য আজি পুনরায় উক্ত বি
দুচারিটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আ
আমরা অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ দে
নাটীশালা সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি
বাধ্য হইলাম। কারণ, ইহার আক্রমণ সংক্রা
রোগের ন্যায় ক্রমশঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া
দিন বঙ্গদেশের অনেক সুকুমারমতি বালক ও
বিলাসপরায়ণ যুবককে গ্রাস করিতেছে। এই
রোগের প্রকৃত ঔষধ ব্যবস্থা করা চাই, নতুবা অ
কাল মধ্যে বঙ্গদেশ বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে।

দীর্ঘকাল হইল, বঙ্গদেশে নাট্যশালা সংস্থা
হইয়াছে, কিন্তু আজি আমরা জানিতে চাই, এক
মধ্যে বঙ্গভূমি উহা দ্বারা কি উন্নতিলাভ করি
সমাজসংস্কারের ও দেশের হিতসাধনের চলন
নীচকুলসম্ভবা, নিতান্ত পশুপ্রকৃতি বারবনিতার
যোগে বঙ্গের রঙ্গভূমিকে কলুষিত আমোদ প্র
ও ঘোরতর অসভ্যতা প্রকাশের স্থান করিয়া, অ
কুহকজাল বিস্তারে যাহারা দরিদ্র বঙ্গের নি
হইতে প্রতি সপ্তাহে রাশি রাশি অর্থ শোষণ ক
নিতেছে, আজি আমরা সেই নীচমনা যুবকদি
নিকট জানিতে চাই, তাহারা হতভাগ্য বঙ্গদে
জন্য কি করিয়াছে? যে দেশ শত শত বর্ষ ধ
গভীর অন্ধকারময় অবনতির দরুণ কশাঘা
প্রপীড়িত—দীর্ঘকাল তীব্র কশাঘাত সহ্য ক
আজিও যাহার হৃদয়ে বেদনা বোধ জন্মিল না-
দেশের মৃতকল্প হৃদয়ে প্রাণ ঢালিয়া দিবার
শ্রীচৈতন্য, মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র

র, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন,
ত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, কালীচরণ,
নন্দমোহন এবং বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল
ত্র স্বরূপ গুণশালী গ্রন্থকারনিচয় এবং সদ্গুণ
াদপত্রসম্পাদকবর্গ প্রভৃতি শত শত প্রাতঃ
ভিলাষী লোক আপন আপন হৃদয়ের শোণিত
লয়া দিয়া আজিও যখন বিন্দুই ফল পাইলেন
তখন সেই ঘোর মরুভূমি সদৃশ বঙ্গের বাঙ্গালীর
া কতিপয় সুরাপ্রিয়, বেশ্যাভক্ত, বেশ্যাসক্ত,
ষ্টস্বভাব, হৃদয়বিহীন, ভগ্নমনা ও দুরন্ত যুবক,
াজ সংস্কারের ছল করিয়া, কি কাজ করিয়াছে
নিতে চাই, এবং বঙ্গের শিরোভূষণ সদৃশ কৃতবিদ্য
েমনা ব্যক্তিবর্গকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি,
হারা উহাদের কার্য্যের আসল বিচার করুন।

বঙ্গের প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়! এই
ঠার উনবিংশ শতাব্দীতে আর কত দিন আপ-
দের চক্ষের উপর ভণ্ডামির জয়পতাকা উড়িতে
কিবে? বঙ্গের রঙ্গালয়ের অবস্থা বড় শোচনীয়!
ভাবই—উহা আমাদের দেশের শত শত
তের জীবন পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে—শত শত
ুদর্শী যুবক উহার মায়া মোহিত হইয়া
ন্মের মত উহার গিয়াছে, দিন দিন যাইতেছে
ধ অতি অল্প দিনের মধ্যে আরও কতশত যে
ইবে, তাহার সংখ্যা নাই। ঐ ছানি বৎসর পূর্ব্বে
সকল পবিত্র-হৃদয়, সাধু-স্বভাব ছাত্র, ধর্ম্মের
ক্ষমার উপাসনা দেবতা সাধারণ শরীর ধারণে দেব
ন উৎসর্গ করিয়া জীবনের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া-
ল, রঙ্গালয়ের কুহকে মজিয়া আজি তাহাদের
ধিকাংশই জীবনের মহৎ ব্রত ভঙ্গ করিয়া পাকাশা-
বে সুরা ও বেশ্যার প্রকৃত সেবক হইয়া উঠি-
াছে। নিশাসমাগমে যখন তাহারা বৈশাচিক
বশভূষায় সজ্জিত হইয়া কলঙ্কিত হৃদয়ের দুর্দ্দম
াশব পিপাসায় চঞ্চলপ্রাণা মানবে দলে দলে
াস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তখন তাহা
দের আস্ফালন নাচগতি দর্শনে চক্ষে ও কোতে দারুণ
ঘৃণা বিলীন হইয়া যায়। পূর্ব্বে এক দিন যাহা
দের সহিত আলাপ ও সম্ভাষণ করিয়া প্রাণ হইতাম,
অতি অল্পবয়সে তাহাদের উপর মোহময় কালে
পড়িয়া অধঃপাতে গিয়াছে—তাহাদের দুর্দ্দশা স্মরণ
কালের জন্য স্মরণ হইলে চক্ষে জল আইসে।
এইরূপ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়
মান হইবে যে বর্ত্তমান রঙ্গভূমি বঙ্গের বিন্দুমাত্র
হিতসাধন না করিয়া বরং সহস্র প্রকার বিষময়
ফল উৎপাদন করিয়াছে

নাট্যশালার অধ্যক্ষদিগের চরিত্র যেমন কলঙ্কিত, রুচিও তেমনি বিকৃত। এখন প্রায়ই নিতান্ত দুর্গন্ধময়, দুর্নীতিপরিপূর্ণ, ভবনা হাস্য রসোদ্দীপক সামান্য সামান্য পুস্তক অভিনীত হইতেছে; যথা, কামিনীকুঞ্জ, পাকলকুঞ্জ, ডাক্তার বাবু, চড়কপার্ব্বণ, উভয়সঙ্কট, চোরের উপর বাটপাড়ি ইত্যাদি। নিয়ত সুরাপানে ও বেশ্যা সংসর্গে যাহাদের স্বভাব পশু অপেক্ষাও নীচভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহারা এরূপ কদর্য্য চিত্র ভদ্র দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উপনীত করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাই বলিতেছিলাম, আর কত দিন শিক্ষিত সমাজের চক্ষে ধূলি দিয়া ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইবে?

সমাজের অনেক লোকের দৃষ্টি রঙ্গালয়ের প্রতি পতিত হওয়ায় এখন পূর্ব্বের ন্যায় অধিক পরিমাণে দর্শক জুটে না—দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা এক আশ্চর্য্য প্রতারণার ফাঁদ পাতিয়াছে—ঘড়ি, অঙ্গুরীয়ক, চেন প্রভৃতি দ্রব্য পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া বহু সংখ্যক দর্শকের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ শোষণ করিতেছেন—আমাদের দেশের খেলনাপ্রিয়, বালকবৎ দর্শকবৃন্দ সামান্য পুরস্কারের লোভে ভুলিয়া দলে দলে আসিয়া অর্থ দিয়া উহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন। বলিতে বড় দুঃখ হয়, উহাদের মধ্যে আমাদের স্কুলের ও কালেজের ছাত্রই অধিক। যে পুরস্কারের লোভে তাঁহারা নাট্যশালার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, তাঁহারা তাহা পান না—তাহার পরিবর্ত্তে কেহ একটী ছোট ঘণ্টা, কেহ বা কলা, কমলা, সন্দেশ, ডুবি বা কলম, কেহ বা একটু এসেন্স বা সামান্য একখানি রঙ্গে তোলা ছবি লইয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রত্যাগত হন—মনে করেন আট আনা বা একটাকার টিকিটে উপরি লাভ মন্দ হইল না। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধিটে—তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না, দুই একজনকে সামান্য দু চারি পয়সা বা দু এক আনার জিনিষ দিয়া নাট্যসমাজ কত ঠকাইয়া লইল। আমরা শুনিয়াছি সে সকল জিনিষের দু-পাঁচ টাকা মূল্য, তাহা বাহিরের লোক পায় না—যাহা নাট্য-সমাজ মধ্যে বিতরণ হয়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা জিজ্ঞাসা করি, দেশের হিত সাধিতে গিয়া এই ঘৃণিত প্রতারণা কেন? বঙ্গীয় যুবকগণ! তোমরা কত দিনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরব করিতে শিখিবে?

নাট্যশালার ঘৃণাস্পদ অধ্যক্ষগণ! এত দিনে শিক্ষিতসমাজ তোমাদের ভণ্ডামি বুঝিয়াছেন, এখনও তোমাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাহেন। অতঃপর তোমরা রঙ্গভূমি হইতে অবসর গ্রহণ কর—রঙ্গালয় পুড়িয়া ছাই হউক! নাট্যশালা যে জগতের ঘৃণার বস্তু, তাহা আমরা বলি না—সময়ে সময়ে বিশু অভিনয়-জনিত আমোদ যে বিশেষ উপকারী, তা আমরা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু বর্ত্তমান নাট্যশাল গুলির অধম-স্বভাব-সম্পন্ন লোকদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধি নীচতা দেখিয়া দেখিয়া আজি আমরা বিষম ক্ষু হৃদয়ে উহাদের বিলোপকামনা করিতেছি। অ শিক্ষিত, পশুপ্রকৃতি মনুষ্য যে নাট্যালয়ের অভিনে এবং নরকের কীটতুল্য ঘৃণিত বেশ্যা যাহার অধি নেত্রী, তাহা হইতে বিন্দুমাত্র উন্নতির আশা ক বিড়ম্বনা মাত্র। এই জন্য আমরা দেশের সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত মহাত্মাগণের নিকট প্রার্থনা ক দেছি, তাঁহারা বর্ত্তমান নাট্যশালাগুলির ধ্বং করিবার সাধ্যমত চেষ্টা পাউন। অন্যথা উহা হই দেশ দুর্দ্দশাপন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা যে দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই বি অভাব দেখিয়া বাথিত হই। এ সময় কোথায় সক সেই অভাব জন্য বেদনাবোধ করিবেন—কোথ বর্ত্তমান অধ্যয়নব্রত ছাত্রদিগের হৃদয় উচ্চ বিষ উচ্চ ভাবে পূর্ণ করিয়া দিবেন, না তাহার পরিব লোকে নীচ নাট্যশালার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া ছা গণের বিকাশোন্মুখ হৃদয় কলঙ্কিত করিয়া তু তেছেন! লোকের রুচিকে ধন্য!! যাঁহারা দেশ হিতের জন্য অসাধ্য সাধনে জীবন বিসর্জ্জন দি জয় না পান, আমরা তাঁহাদিগকে বলি—আম প স্পরের সহানুভূতির পাত্র—একবার চক্ষু মেলি দেখ। দেশের দুর্গতি দেখিয়া সকলের চক্ষে আসিবে—ঐ দেখ, যে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষি শ্বেতাঙ্গ স্বদেশে স্বীয় মুষ্টিমিত উদরান্নসংস্থা জন্য লালায়িত হইয়া যে মুহূর্ত্তে সমুদ্র প হইয়া সদর্পে ভারত-বক্ষে পদার্পণ করিল, সেই মু তেই অতুল প্রভুশক্তি তাহাকে সাদরে আলি করিল—সে একজন মহারাজাধিরাজ; দাসত্ব-শৃ লাবদ্ধ সুশিক্ষিত, সুবিনীত, ভদ্রসন্তান দরিদ্র নিবন্ধন তাহার পদসেবায় রত—নবপ্রভু ইহা সন্তুষ্ট নন, সামান্য অপরাধে বা বিনা অপরা তাহার বক্ষে পদাঘাত করিতেছে—সে একটী ক বলিতে পারিবে না। এই ভয়ানক দৃশ্য দে কয় জন কাঁদিতে শিখিয়াছে? কয় জন তাহার মরিতে শিখিয়াছে? ঐ দেখ জাতীয় জী প্রধান বল একত্ব বা একপ্রাণতার অভাবে উচ্ছিন্ন যাইতেছে। দেশের প্রত্যেক লোকের শি শিরায় অগ্নিগ্রন্থে মন্ত্র দিয়া চালিয়া দিয়া উহাকে প্রাণতার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিতে দিবার জন্য জন যত্ন পাইয়া থাকে? ঐ দেখ দুর্নীতি ও স্বার্থপর স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে—বাল বিধবার চ জল না মুছাইয়া তাহার অশ্রুজল বাড়াইবার

খ বালক-বালিকার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার
শত শত মনুষ্য তৃষিত নয়নে সুযোগ ও প্রহার
ষণ করিতেছে—এই দৃশ্য কয় জনের চক্ষে জল
য়াছে—কয়জন ইহার প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর
াছে? ঐ দেখ খাদ্যনামা, লক্ষ্মীর বরপুত্র-
মহাধনীর দ্বারদেশে অনাথ বালক বালিকা
ারাভিক্ষায় কাঁদিতেছে--ধনী মহাশয়ের অচল,
ন হৃদয় তাহাদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে বিন্দুমাত্র
ত হইল না। তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিয়া
ন,পরক্ষণেই তাঁহার সংসার সাগরের ধ্রুব নক্ষত্র
ী সাধের কাকাতুয়ার অন্নপ্রাশনে তিনি
মধ্যে ১০০০০ দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া মুক্ত-
তার পরিচয় দিলেন।—এই বীভৎস দৃশ্য দর্শনে
জন লোক স্তম্ভিত হইতে শিখিয়াছে দেশ
মেন্টের প্রসাদলোলুপ বাবু দেশীয় ভ্রাতাকে
মিত আহার না দিয়া উপাধি কিনিবার জন্য
দলে ইংরাজমহলে ভোজ ও বিবির নাচ দিয়া
র সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন! কয়জন
ক সাহস করিয়া এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে
সর হইয়াছেন? ঐ দেখ—আফিসের ঐ বড়
ুরে বাবু দেশের কোন মহৎ কার্য্যানুষ্ঠান উপ-
ক সামান্য অর্থ ব্যয় না করিয়া অঘন্য ইন্দ্রিয়-
লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য প্রতিমাসে স্বীয়
পত্নীকে ১০০ ।১৫০।২০০ শত টাকা বেতন
তেছে। কয় জন এই পাশবক্রিয়ার পরিহার
তে শিখিয়াছে? এইরূপে যে দিকে দেখিবে,
দিকেই আমাদের অভাব,সেই দিকেই আমাদের
ণতা, সেই দিকেই আমাদের লজ্জা ও কলঙ্ক, সেই
কই আমাদের অমনুষ্যত্ব! এই সকল দেখিয়া
খিয়া কোন কোন ব্যক্তির চক্ষে জল আসিতেছে—
হ কেহ বাঙ্গালী-জীবন ধিক্কার দিতেছেন,
কে অনেক কষ্টে এই সকল অভাব ও অপূর্ণ
র জন্য ক্রমে ক্রমে কাঁদিতে শিখা করিতেছেন--
সময় যদি কোন রঙ্গভূমি বাঙ্গালীচরিত্রে এই
ল অভাব ও কলঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিতরূপে
ঙ্কিত না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে নীচ
মোদ ও কলুষিত নৃত্য গীতে মাতাইয়া তাহার
য়ের অনল নিবাইয়া দেয়, তবে—

" চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও তাহারে
ভস্মরাশি করি ফেল কর্ম্মনাশা জলে।"

উপসংহারকালে আমাদিগকে ১০ ই এপ্রেলের
উদ মর্ণিং পত্রে প্রকাশিত 'কসমো'স্বাক্ষরকারী লেখ-
র অসার পত্রের দুই একটী কথার প্রতিবাদ করিতে
য় হইতে হইল। উক্ত মহাশয় গম্ভীরভাবে
লিয়াছেন " বর্ত্তমান রঙ্গভূমি হইতে বাঙ্গালী বিশেষ
তি লাভ করিয়াছে, বিশেষতঃ কলিকাতা সমধিক
উন্নতিলাভ করিয়াছে।" আমরা ঠিক ইহার বিপরীত
বলিতেছি। আমরা একবাক্যে বলিয়াছি--আবশ্যক
হইলে সহস্রবার মুক্তকণ্ঠে বলিব--বর্ত্তমান নাট্যশালা
হইতে বাঙ্গালির বিন্দুমাত্র উপকার হয় নাই, বরং
অপকার হইয়াছে—অনেক বঙ্গীয় যুবক ভস্মের মত
অধঃপাতে গিয়াছে। কলিকাতার সমধিক উন্নতি হয়
নাই,বরং পল্লীগ্রাম ও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কলিকা-
তার বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে—কারণ, কলিকাতার
ছেলেরাই অধিক পরিমাণে উচ্ছিন্ন গিয়াছে " কসমো
স্বাক্ষরকারী" মহাশয় নাট্যশালায় স্ত্রীলোকের আবশ্য-
কতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত একটী বড় আশ্চর্য্য
যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাইবলে
লিখিত আছে "পুরুষ,স্ত্রীর পরিচ্ছদ এবং স্ত্রী,পুরুষের
পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারিবেন না,কারণ যে ও
রূপ করে,প্রভু পরমেশ্বর তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন।"
আমরা " কসমো " স্বাক্ষরকারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা
করি, তিনি উল্লিখিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি বুঝি
য়াছেন? কি ভাবে, কি জন্য ইহা লিখিত হইয়াছে
তাহা আগে তিনি বুঝিয়া দেখুন। এই যুক্তির অব-
মাননা না করিয়াই বুঝি নাট্যশালায় স্ত্রীলোক আনা
হইয়াছে? বেশ কথা! আমরা দেখাইব, সে কেমন
স্ত্রীলোক—যে স্ত্রী সরলতা ও পবিত্রতার প্রিয়
নিকেতন, যে স্ত্রী বঙ্গ-সরসীর নয়নরঞ্জিনী প্রেমময়ী
প্রফুল্ল সরোজিনী। নাট্যশালার স্ত্রীরা কেমন স্ত্রী
নহে—তাহারা পবিত্র পরমারাধ্য রমণীকুলের কলঙ্ক,
নরকের কীটস্বরূপা ঘৃণিত বেশ্যা—তাহাদের ছায়া
স্পর্শে শরীর অপবিত্র হয়। তিনি যে বাইবল গ্রন্থের
দোহাই দিয়া নাট্যশালায় স্ত্রীলোক (বেশ্যা?)
রাখিবার আবশ্যকতা প্রমাণ করিয়াছেন, আমরাও
সেই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিয়াছি—কই
তাহার কোন স্থলেও এমন কথা লেখা নাই যে,
ঘৃণা ও বেশ্যার প্রভাবে নাট্যশালাকে কলুষিত
আমোদ প্রমোদের স্থান করিতে হইবে--কই
তাহাতেও এমন কথা পাইলাম না, যাহা ভণ্ডামি
করিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিতে
শিক্ষা দেয়—কই তাহাতে এমন কিছুই পাইলাম
না, যাহা দুর্নীতি ও পাপের স্রোতে দেশকে অধঃ-
পাতে লইয়া যাইতে বলে—কই তাহাতে এমন
কিছুও লিখিত নাই, যাহা বিডনষ্ট্রীটের পার্শ্বস্থিত
রঙ্গালয়ের লোকদিগকে নীচ বেশ্যাদিগের সহিত
রঙ্গভূমির লোকাশ্য লতামণ্ডপপার্শ্বে একত্র একা-
সনে উপবিষ্ট হইয়া, আধবোলায় সরবৎ
মিলিয়া তামাক খাইতে পাঠায়, অশ্লীল আমোদ
প্রমোদ ও ঘৃণিত হাস্যপরিহাস দ্বারা ভদ্র পথিক-
দিগের চক্ষু ও মনের পীড়া দিতে শিক্ষা দেয় "কসমো"
স্বাক্ষরকারী মহাশয় দিবা রাত্র যতটুকু বাইবল গ্রন্থ
হইতে বাছিয়া লইয়াছেন! আশ্চর্য্য তাঁহার শিক্ষ
তিনি যে বাইবলের ভক্ত, আমি তাহাকেই দো
দিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি, তিনি আসিয়া আমা
এই পত্রের প্রতিবাদ করুন।

২১ এ বৈশাখ, ১২৮৯ } বিনয়াবনত—
শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

"কসমো'র বাপের শ্রাদ্ধ।"

সম্পাদক মহাশয়! আপনি কি উক্ত
দেখিয়াছেন? আমরা এই গণ্ডগ্রামে বসিয়া দে
তেছি। গত পৌষমাসে যশোহরে (খ্রীষ্টের জন্ম
উপলক্ষে) এই শ্রাদ্ধের আয়োজন সুসম্পন্ন
গিয়াছে। সম্প্রতি সপিণ্ডীকরণের আয়োজন
তেছে! শনিবারে কেবল বাই, খ্যামটা, কবি,
ও জারী এই পঞ্চবিধ নৃত্যগীত ও আতসবাজি
য়াছিল; কিন্তু এবারে যে প্রকার শুনিতেছি,তাহ
বোধ হয় সমারোহের চূড়ান্ত হইবে। খ্রীখ্রী
ভারতেশ্বরীর জন্মদিন উপলক্ষে এই বঙ্গেশ্বর
উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া
শুনিলাম কলিকাতা হইতে গ্রেট্ন্যাসানাল থি
দলে এখানে সমাগত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট ন
কাভিনয় প্রদর্শন করিবেন। তজ্জন্য একটী বৃ
নাট্যশালা প্রস্তুত করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত
খ্যামটা, যাত্রা, কবি ইত্যাদির যত প্রকার নৃত্য
ও আমোদজনক ক্রিয়াকলাপ আছে, সে সম
অনুষ্ঠিত হইবে। শনিবারে চাঁদা করিয়া ন্যূনা
সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত ও তদ্দ্বারাই এবম্প কার্য্য
হইয়াছিল, কিন্তু এবারে অন্ততঃ ৫০০০ সহস্র মু
প্রয়োজন। তদনুরূপ চাঁদার ব্যবস্থা করা
য়াছে। এতদ্ভিন্ন বারবনিতা আমোদ প্রমোদের উপ
রিত ও অপকারিত, সেখানে আমরা কোন এক
প্রায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিনা, এস্থলে আমা
এইমাত্র বক্তব্য যে সাধারণের অর্থে যে কার্য্য অনু
হইবে,তাহাতে সাধারণের মত গ্রহণ করা আবশ্য
এরূপ অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে লোক-সমাজের অবস্থানু
যাহা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ পায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রা
কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়াই বিধেয়। কারণ, অর্থা
যে সমাজের বিবিধ অভাব ও দুরবস্থা দেদীপ্য
রহিয়াছে, সে সমাজ অলীক আমোদ প্রমোদে
নাশ করিয়ে তাহাকে " দুষ্টের বাপের শ্রা
ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

বাঙ্গালা রাজধানীর অন্তর্গত যশোহর এ
প্রসিদ্ধ জেলা হইলেও দেশকাল অনুসারে
সামাজিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থা যে নিতান্ত নি
তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। ব
শতাব্দীতে সুসভ্য লোক সমাজের উন্নতির নি

মস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, কৈ যশো
ত আমরা তাহার কিছুই দেখিতে পাই না।
নকার কৃতবিদ্য যুবকগণ অর্থাভাবে চেষ্টায় ক্ষ-
ব্যতিব্যস্ত; তাঁহারা বৈষয়িক কার্য্যের প
দিনের পর স্ব স্ব অবকাশকাল অনীক স্বাদে
মাদে অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ মনে করে-
রাণের চিত্তকামনা যে তাঁহাদের অন্তঃকরণে
কালে স্থান পায় না, আমরা এমন কঠোর
বলিতে চাহি না, কিন্তু তদ্রূপ চিত্তকামনার
চায়ক কোন প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান না দেখিয়া
রা যে দিন দিন হতাশ হইয়া পড়িতেছি, এ
য় অত্যুক্তিমাত্র নাই।

পাঠক! আমরা যে শাস্ত্রের দুরবস্থার বিস্তারিত
করিতে গেলে সোমপ্রকাশের সমগ্র স্তম্ভে
লান হওয়াও দুর্ঘট; অতএব স্থূল স্থূল কতিপয়
র অভাবের উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপ-
ধে প্রবৃত্ত হইতেছি। যশোহর জেলাটী যে
ত বৃহৎ, তাহা কাহারো অবিদিত নাই,
গৌরবশতঃ ঈদৃশ বৃহৎ জেলায় একটী মুদ্রাযন্ত্র
বা সাধারণমত প্রকাশোপযোগী একখানি সংবাদ
নাই। সামান্য দাখিলার চেক ও বিজ্ঞাপনাদি
ত করিবার আবশ্যক হইলে কলিকাতার যন্ত্রা-
র আশ্রয় লইতে হয়। লোকের বিদ্যোৎ-
তার পরিচয় আর কি দিব? সংস্কৃত সাহি
র অনুশীলন একরূপ লোপ পাইয়া বলিলে হয়। পুরাণ,
ত্রা, দর্শন প্রভৃতি যেন প্রকার একখানি
ও পুস্তকের প্রয়োজন হইলে তাহা প্রাণান্তেও
নে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদিও একটী সাধা-
পুস্তকালয় আছে, কিন্তু তথায় অল্পসংখ্যক
ংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়
; ঐ পুস্তকাগারে সংস্কৃত পুস্তকের সম্পর্কও
। দুই বৎসর হইল, কতিপয় ধর্ম্মানুরাগী
ক্তির প্রযত্নে এখানে একটী "হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী"
সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহাই যশোহরের
ত্র প্রতিষ্ঠার হেতু। আমাদিগের মতে
ান শাস্ত্রোদ্ধারে যে প্রকার সদ্ভাব প্রয়োজন,
সংস্থা তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করেন
(১)। আমরা বাল্যকালে পল্লীগ্রামে ভট্টাচার্য্য
শয়ের মুখে যে প্রকার পুরাণপাঠ শ্রবণ করিয়াছি,
ধর্ম্মরক্ষিণী সভা তদতিরিক্ত কিছুই আমাদিগকে
ইতে পারেন নাই। সুতরাং বর্ত্তমান সভা

(১) পাঠকবর্গকে বিস্মরণ করিয়া মনে করিবেন না। আমাদের অন্তরে অথবা কিম্বা কোন প্রকার অভ্যুক্তি হয় নাই। এখানকার ধর্ম্মসভায় এমন একটী লোক নাই যিনি শাস্ত্রীয় ন্যায় শাস্ত্রোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সাধারণের সংশয় নিরাকরণ করিতে পারেন।

হইতে আমাদিগের জ্ঞানলাভ লাভের প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র! এই ত গেল যশোহরের জ্ঞানোন্নতির বাহ্য লক্ষণ। অন্তঃপর লোকের নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে, স্বাস্থ্যের প্রধান উপাদান জল বায়ু; কিন্তু যশোহরের নাম শ্রবণেই আমরা কুম্ভীপাক দেখিতে পাই না। জেলার মধ্যস্থিত প্রাচীন ভৈরব নদ জলের পরিবর্ত্তে পঙ্ক শৈবাল কলঙ্কী বক্ষে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহার নিকট অধিবাসিগণের বারিবিন্দু প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র! তদ্ভিন্ন অতি প্রাচীন কালের খাত কতিপয় দীর্ঘী ও পুষ্করিণী যাহা আছে, তৎসমুদায়ের অবস্থা যার পর নাই নিকৃষ্ট! ঐ সকল জলাশয় এমনি পঙ্কিল স্বাস্থ্যনাশক ও শৈবাল প্রপূরিত যে দুর্গন্ধে স্নানাবগাহন করা ত লোকের সবিশেষ ক্লেশকর, এস্থলে পানীয় জলের যে কি কষ্ট তাহা পাঠক সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। এই সকল অভাব ও দুরবস্থার নিরাকরণ চেষ্টা যে সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয় অতো মান্য ও কৃতবিদ্য মহোদয়গণ একবার মনেও করেন না, ইহা যে কতদূর পরিতাপের বিষয় তাহা বলা বাহুল্য!

উপসংহারকালে আমাদিগের এইমাত্র বক্তব্য যে যিনি সমুদয় ভারতবর্ষের একমাত্র অধীশ্বরী, যাঁহার করকমলে আমাদিগের ধন প্রাণ মান সম্ভ্রম সমুদায় ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহার জন্মদিন উপলক্ষে আমরা আমোদ ও উৎসব সহকারে আনন্দ প্রকাশ করিব, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ধন সচ্ছলতা ব্যতিরেকে মানব-চিত্তে প্রকৃত আনন্দোদ্রেকের কতদূর সম্ভাবনা, তাহা পাঠক অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারেন। আমাদিগের মতে প্রতি বৎসর এইরূপ অলীক আমোদ প্রমোদে অর্থনাশ না করিয়া বার্ষিক রাজকীয় পর্ব্বোপলক্ষে দেশের হিতকর এমন এক একটী কার্য্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, যাহা রাজপুরুষগণের অক্ষয়কীর্ত্তি স্বরূপ চিরস্মরণীয় হইতে পারে। হয় রাজপুরুষবিশেষের নামকরণে দুই একটী জলাশয় খনন করা হউক। কিম্বা (২) বিদ্যার্থী দীন বালকদিগের বাসোপযোগী একটী আবাস নির্ম্মাণ করা হউক। তৎপরে মুদ্রাযন্ত্র ও সংস্কৃত পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা, এইরূপ প্রতিবর্ষে এক একটী সদনুষ্ঠান করিলে দেশের মহোন্নতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষগণের কীর্ত্তি ও যশঃসৌরভ সমস্ত ভারতে

(২) যে সকল বালক জেলার উপর মহাশয়ের কোন অভিভাবক কি আপন গৃহাদি নাই। তাহাদের এখানে স্থান করা যে কীদৃশ ক্লেশকর বলিয়া শেষ করা যায় না।

পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, এবং উৎসবের যথা উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে।

যশোহর
১৪ ই বৈশাখ
কৃপাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীজটাধর শর্ম্মণঃ-

সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ।

আগামী অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ নিরূপিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমাদিগে কিছু বক্তব্য আছে, এক মাসে দুটী হওয়া বি অসম্ভাবিত নহে, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু উ স্থিত সময়ে সেটী বিশেষ বিবেচনাধীন। প্রথম অমাবস্যার গ্রহণ লইয়া আমাদিগের অধিক বা ডম্বরের প্রয়োজন নাই, তবে নিতান্ত দুষ্কীর্ত্তা অবলম্বন করা যায় না। সূর্য্যগ্রহণটী নিশ্চি তাহাতে আর কোন সংশয় নাই, উহা সিদ্ধান্তসম্ম তবে যে বাঙ্গালার গণিতকারগণ ইহার স্থিতিক্ষ এবং গ্রাসমানের একেবারে হ্রাস করিয়াছে তাহার তাৎপর্য্য কি? বোধ করি, প্রায় প্রতি বৎ তাঁহারা যে দুই একটী সূর্য্যগ্রহণ প্রকাশ করি থাকেন, তাহা বিফল হওয়াতে উত্যক্ত হইয়া উ স্থিত গ্রহণে এরূপ অবহেলা করিয়াছেন। তাঁ দিগের স্থিতিকাল কিঞ্চিৎ অধিক ৩ দণ্ড অ ইংরাজী সোয়া ঘণ্টা, এবং গ্রাসমান এক পাদ, নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীভুক্ত হইল। প্রকৃতরূপ বিবে করিলে উক্ত পরিমাণের দ্বিগুণ হইয়া উঠিবে। আ দিগের বোধে ভোগকাল প্রায় ৭ দণ্ড, অ ইংরাজী পৌনে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং সূ মণ্ডলের কিঞ্চিৎ অধিক অঙ্গপরিমিত গ্রাস হই তাঁহাদিগের গণনার সহিত আমাদিগের বহু অনৈ হইল। এক্ষণে পরিণাম প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য, সূ গ্রহণ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। অপর আগামী পূর্ণিমা যে চন্দ্রগ্রহণ হইবে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তা মন্ত্র অদ্যাপি আমাদিগের সদ্গত হয় নাই। বাঙ্গা কোন পঞ্জিকাকার ইহাতে আবার গ্রন্থভেদে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারই বা ভাব কি? ফলব্যাপারে দুটী মত কদাচ ফলোপধায়ক হই পারে না। এ উভয়পক্ষীয় সম্মান রক্ষা না ক যদি গণিতবলে একটী পক্ষ সুদৃঢ়রূপ অবলম্বন ক তেন, তাহা হইলে তাঁহার গণিতবিষয়ে প্র নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। ফলে এটী কেবল পদ্ধ নৌকারয় আশ্রয়ের ন্যায় এক প্রকার বিড় মাত্র। আমরা বলি এই গ্রহণে যাঁহারা সম্মতি প্র করিয়াছেন, তাঁহাদিগের চিরপ্রসূত কল্পনা ি আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ সূক্ষ্মরূপে অনুধা করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, বিধুমণ্ডল হই ছায়ামার্গ এমত পরিমাণে দূরবর্ত্তী আছে

পরের স্পর্শ হওয়ার কোন মতে সম্ভাবনা নাই। এব ভদ্রদেব এবার আমাদিগের হইতে অবাহতি শন। এক্ষণে মূর্ত্তিমান চক্ষুঃশূল স্বয়ং সাক্ষা ন করিলে সহসং পক্ষ স্বতই উপস্থিত হইবে।

ন ১৮০৪ } হরপ্রসাদ
এ বৈশাখ } শ্রীচন্দ্রধর বিদ্যাসাগরযোঃ।

সোমপ্রকাশ

২ রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ভারত সাম্রাজ্য পরিদর্শন।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে ভারতভূমি নিবাসিদিগের দুরবস্থা অনুসন্ধানের কারণ বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ংখ বস্তুই অসন্তুষ্ট ও দুঃস্থ হউন না, ব্রিটিশ গবর্ণ- ষ্টর প্রতি কস্মিন্ কালে বীতানুরাগ হইতে রবেন না। তাঁহারা চিরকাল ব্রিটিশ গবর্ণ ষ্টের অনুরক্ত ভক্ত হইতে অভিলাষ করেন। ংবা ব্রিটিশ জাতির সহায়তা সর্ব্বথা প্রার্থনা ন। ইংলণ্ডবাসিরা এমন মনে করিবেন না এই আমাদিগের মৌখিক কথা; তাঁহারা এমত করিবেন না যে, আমাদের অন্তরে দারুণ বিদ্বেষ নল প্রজ্বলিত হইতেছে। আমরা আপনার , আপনার সুবিধা অসুবিধা বিলক্ষণ বুঝিতে র। ইংলণ্ডের সহায়তা ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গল কিনা, ইংলণ্ডের সহায়তা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উন্নতি লাভের দ্বার কি না, অন্য কোন পরাক্রান্ত টের আধিপত্য লাভ আমাদের পক্ষে শুভকর বে কি না, আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও রাজনীতিবিমূঢ় লেও এ সমস্ত বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। লে ভারতবর্ষের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা ত যদি ইংলণ্ড ভারতবর্ষবাসিদের চক্ষে এতদ্দেশ- নভাব নিক্ষেপ করেন,—দুদিন অতিবাহিত হইবে প্রথমেই ঘোরতর গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে। রতবর্ষের শাসনদণ্ড কে গ্রহণ করিবেন? প্রথমতঃ কলহের মীমাংসা করা সহজে হইবে না। এদেশ ন: বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত। এব একটী চীন রাজ্যও আছে। প্রাচীন রাজগণের অন্তঃ ণে এখনও পূর্ব্বাভিমান জাগরূক রহিয়াছে। নও তাঁহাদের মধ্যে সকলে সুশিক্ষিত এবং দশানুরাগী হইতে পারেন নাই। অতএব প্রভুত্ব- টের নিমিত্ত সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবেন; কলেই বাহুবলে নিজ আধিপত্য সংস্থাপনের ক্ষমা করিবেন। অতএব প্রথমেই এক সর্ব্বব্যাপী একটী সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া এই ভস্মাবৃত ভারতকে আবার দগ্ধ করিতে থাকিবে; ভারতের ত শোণিত মাংস নাই, আবার সকলে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতের ন্যায় স্বজাতির অস্থিচর্ম্ম লইয়া টানাটানি করিবে। শ্মশান সদৃশ ভারতে কেবল মাংসাশী শৃগাল কুক্কুরের আনন্দ বৃদ্ধি হইবে।

ব্রিটিশজাতি যদি এই বিবাদ বিসংবাদ মিটাইবার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে ভারতসাম্রাজ্যের একাধীশ্বর করিয়া দেন, কিম্বা এদেশে সাধারণ শাসনতন্ত্র-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া দেন, তাহাও দীর্ঘায়ু লাভ করিবে না; ক্ষণপ্রভার ন্যায় প্রকটিত হইয়াই সেই ক্ষীণালোক নিমেষাবসরে নির্ব্বাপিত হইবে; সাধারণ প্রজার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। এক কার্য্য নির্ব্বাহ করা একজন প্রজা লইয়া নহে, একখানি গ্রাম লইয়া নহে; অসংখ্য প্রজা লইয়া বহুবিস্তীর্ণ রাজ্যের উপর ন্যূনাতিক্রে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে হয়। রাজ্যের মধ্যে যত লোক, তত মন,—তত প্রকার মনের প্রবৃত্তি, তত প্রকার মত ও বিশ্বাস। কোন এক প্রকার কার্য্যপ্রণালী এক সাম্প্রদায়িক লোকের অভিমত হইতে পারে, কিন্তু অন্য সাম্প্রদায়িক লোক হয়ত তাহার বিরুদ্ধবাদী হইবেন। ঈদৃশ কার্য্যগতি সর্ব্বকালে সমান দৃষ্ট হয়, তজ্জন্যই রাজপুরুষদেরও বিস্তর মতবৈষম্য ঘটিয়া থাকে, তন্নিমিত্ত কস্মিন্ কালে কেহ এক কালে সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারেন না। যদ্যপি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যদ্যপি এবম্বিধ মতবৈধ ঘটে, তবে ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত হইবে, আবার ভারত খণ্ডখণ্ড হইয়া পড়িবে।

ভারতবর্ষ এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে সুশিক্ষিত হয় নাই, এখনও সম্যগ্রূপভাবে আত্মশাসনক্ষম হইয়া উঠে নাই। এখানকার অধিকাংশ প্রজাই নিরক্ষর, বিষয় জ্ঞানে নিতান্ত অজ্ঞ। তাঁহারা একণে সাংসারিকতা এবং রাজ্যের শাসনপ্রণালী কিছুই বুঝেন না; সুতরাং অজ্ঞতাবশতঃ সর্ব্বদাই তাঁহারা অস্থির ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন এবং পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠিবেন। তদ্ভিন্ন, এ দেশ বহু বিস্তীর্ণ, এখানকার ভাষা, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি একরূপ নহে। আমার বহুকালাবধি হিন্দু, মুসলমান, বাঙ্গালী, পশ্চিম দেশীয়, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয় মধ্যে পরস্পর বিভিন্নভাব আছে। ইহাঁরা সকলেই পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করেন। ইহাঁদের পরস্পর সহানুভূতি উদিত হইতে এখন বিস্তর বিলম্ব আছে, ইহাঁদের হৃদয় হইতে বিদ্বেষভাব অপগত হইতে এখনও যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইবে। অতএব এতদবস্থায় যদ্যপি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা হইলে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিতে এই সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্য যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইগুলি ঐ দারুণ অজ্ঞতার ফল। তদ্ভিন্ন ভারতের বলবীর্য্য, ভারতের বাক্যশাসন করিবার ক্ষমতা কই? অধুনাতন বলবিক্রম বাহুতে না লোকসংখ্যায় বা দৈহিক বলে আজিকালি কে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। অধুনা বিজ্ঞানশাস্ত্রই রাজ্যের বলবীর্য্য, বিজ্ঞানশাস্ত্রই রাজ্যের রক্ষাকর্ত্রী। বিজ্ঞানের বলে ভূধর উন্মূলিত হইতেছে, প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য উৎপাটিত হইতেছে। বিজ্ঞানের বলে অদ্যকি ইংলণ্ড পৃথ্বীতলে এত বিখ্যাত, ইংলণ্ডের আধিপত্য তাই এত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইংলণ্ডের বাহুবল কোথা? গ্রেট ব্রিটেনে কয় জন যোদ্ধা করে? কেবল বিজ্ঞানবলে ইংলণ্ডেশ্বরী বলবতী অন্যান্য জাতি যখন ইংলণ্ডের উগ্র বিজ্ঞানবলে প্রতি নেত্রপাত করেন, তাঁহাদের শরীর কম্পিত হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের প্রতি অন্যান্য জাতি এ প্রকার লোমহর্ষণ ত্রাস না থাকিলে ভারতভূমি কখনই সুস্থির থাকিত না। প্রতি বৎসর এক এক নূতন জাতি সসৈন্যে সুসজ্জিত হইয়া ভারতের দিক পরিবেষ্টন করিত, ভারতবর্ষ রণরঙ্গের প্রাঙ্গণ হইয়া পড়িত। শতাব্দির অর্দ্ধ হইল, রুষজাতি পিপাসু চক্ষে ভারতের প্রতি নেত্রক্ষেপ করিতেছেন, ধীরে ধীরে ধর্ম্মযাজকের ন্যায় ধীরে ধীরে পদানুসারিণী হইতেছে।

কিন্তু অনলে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস ক
করেন না সাধক আজ স
হইলে দুরান্ত বৈদেশিক সিংহের কবল হইতে এই অনাথ ক্ষেত্র রক্ষা করিবে? কয় ভল্লুক লোমপুচ্ছ স্ফীত করিয়া খরনখর সংযুক্ত হস্তে নখপ্রহার করিতে করিতে সম্মুখে দাঁড়াইলে বলুন দেখি,—কে এই সুন্দরীকে বড় ভারত রক্ষা করিবে? ভারতের বিজ্ঞানবল নাই, ভারতের আত্মরক্ষার কোন ক্ষমতা নাই,- বাহুন বারে বাঁটী, নাকা সুবাইবার কাঁটী, চড়কের পাট বিবাহের খোম,— ভারতের বিজ্ঞান, এইগুলি ভারতের বলবীর্য্য। কেমন, যে বিজ্ঞানবলে নরো সংযোগ করিয়া পক্ষীর হৃদয় বিদ্ধ কর, সেই কি রণপণ্ডিত বৈরীকে পরাভূত করিবে? ভারতের উপকূলে কি "আটাকাটী" পাতিয়া রাখিবে? ভি গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় জানিবেন, আমাদের হৃদয়স্থ প্রত্যয় করিবেন, আমরা স্বাধীনতার প্রার্থী ন আমরা বরং এরূপ পরাধীনতা ভাল বাসি। ই জাতি আমাদের চিরকালের সহায় হইয়া থা ইহাই আমরা কামনা করি। ইংরাজজাতি দিগের বাহুবল হইয়া থাকিলে আমরা সর্ব্বতো নিরুদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতে পারিব। আমরা আপন

তির নিমিত্ত যত্নবান হইতে বিলক্ষণ অবসর পাইব। অতীত সাক্ষী ইতিহাস আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, ইতিহাসের মুখে আমরা উপদেশ পাইতেছি,—দুর্ব্বলজাতি পরাক্রান্ত জাতির রক্ষাধীনে থাকিলে স্বীয় অবস্থার উৎকর্ষসাধন করিতে সমর্থ হয়, অন্যথা কেবল আত্মরক্ষা করিতেই নিষ্ফল সময় নষ্ট হইয়া যায়, সামাজিক কোন উন্নতি হয় না। পূর্ব্বে স্কটলণ্ড স্বাধীন ছিল, ইংলণ্ডের সঙ্গে নিয়তই বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়া থাকিত। স্কটলণ্ড বিনাকারণে মনোনিবেশ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও অবসর পাইত না, কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ এবং আত্মরক্ষার নিমিত্তই ব্যগ্র থাকিত। পরিশেষে ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড একত্র মিলিত হইলে, তখন তদ্রাজ্যের প্রকৃষ্ট উন্নতিলাভের সূত্রপাত হইল। আজ স্কটলণ্ড ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আজ বিদ্যাবুদ্ধি ও ধনসম্পত্তি কোন অংশে এতদুভয়মধ্যে বিন্দুপরিমিত প্রভেদ দেখা যায় না।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসিদের অপ্রিয়বাদে বিচলিতচিত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা কোন পক্ষে অবিশ্বাসী নহেন। তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্বেষ জন্মে নাই, ভয়ও অন্তঃপুরের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। অন্য কোন কারণ নয়, তাঁহারা ব্রিটিশ জাতিকে দ্বেষ বা ভীতি করেন না, সে কারণে এ অবিশ্বাস করেন নাই, তাঁহারা সাম্রাজ্যবিস্তারে ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহারা সাম্রাজ্যোদ্যোগপরায়ণ হইয়া পড়িতেছেন। উদ্যোগ উপলক্ষের নিমিত্ত তাঁহারা সন্ধানই করেন, বিদ্বেষের তাঁহাদের অধিকার হইতেছে না, তজ্জন্যই তাঁহারা অধিকৃতির হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ডের নিকট স্বাধীনতা ভিক্ষা করেন, তিনি জ্যোতিঃ কাহারও নিকট লুক্কায়িত থাকে না, চিন্তাশীল ব্যক্তি ভবিষ্যৎ ঘটনা অনেকটা বুঝিতে পারেন। ঈশ্বর না করুন—কিন্তু দৈবাৎ যদি কোন কালে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডের আধিপত্য বিচ্যুত হয়, পুনর্ব্বার যেন আমাদিগকে বৈদেশিক রাজপুরুষের পদতলে বিমর্দ্দিত হইতে না হয়, উদারচরিত মহাপ্রাজ্ঞ ইংরাজজাতি আমাদিগকে এ প্রকার সুশিক্ষিত করুন। অনেক সময়ে তাঁহাদের এরূপ ঔদার্য্যগুণের অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়, তজ্জন্যই আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবাদ করি। অনেক সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অসুন্যগ্রে টিপিয়া রাখিতে সচেষ্ট হন, তজ্জন্য আমরা তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করি। দেখুন সচরাচর ভারতবর্ষ নানা জাতিতে এবং নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, অনেক সময়ে গবর্ণমেণ্ট আবার এই বিচ্ছেদভাব প্রগাঢ় করিয়া দিবার নিমিত্ত বহুবিধ কুটিল কৌশল অবলম্বন করেন। বঙ্গবাসিগণ ইংরাজ জাতির পুরাতন বন্ধু, কেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বেহারে ও অন্যান্য স্থানে গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগে তদ্বংশীয় ব্যক্তি ভিন্ন কর্ম্ম পাইবেন না, এ ঔদার্য্যবিরহিত বিধিব্যবস্থার গূঢ় তাৎপর্য্য কি? অনেকে এই আশঙ্কা করেন, পাছে সর্ব্বত্র গতিবিধি থাকায় ভারতবর্ষের সমস্ত জাতির মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব হয়ে, পাছে তাহারা উত্তরকালে মিলিত হয়, ইহাই কি এই দুর্ভেদ্য বিধির দুরভিসন্ধি নহে? ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থিত লোককে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারেন, বলে তাহারা পরস্পর সহানুভূতি করিতে না পারে, গবর্ণমেণ্ট কেবল সেই দুরভিসন্ধি পরিপূর্ণ করিয়া আছেন। আমরা জানি, উদারচিত্ততার অপেক্ষা ঘটিলেই রাজ্যের মূলে দৃঢ় নহে। ইহার বহুসাহস্রেও এই মহামূল্য বাক্য চিরজাগরূক রহিয়াছে। অতএব যাহাতে সর্ব্বথা উদারতা রক্ষিত হয়, রাজপুরুষদিগের তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভারতসাম্রাজ্য যত বন্ধমূল হউক না, এখানে বহুবিধ ভাষা প্রচলিত থাকুক না, কিন্তু ইহার বিভিন্নাংশকে আশ্রয় করিয়া লোকের মনে বিভিন্নভাব হইয়া দেওয়া চিরকাল সুসঙ্গত কর্ম্ম নহে। যিনি যে প্রদেশে জন্ম করিয়াছেন, যিনি যেখানে থাকিয়া থাকেন, সেখানে তিনি কর্ম্ম করুন; সকলেই এক দেশবাসী এক ভাবের প্রজা, গবর্ণমেণ্ট তবে এত প্রতিবাদী হন কেন?

এদিকে স্বদেশসাধারণী ও উদারাশয়কারিণী রাজপ্রণালী কিছুমাত্র নহে, যদি বলেন, বাঙ্গালিদিগকে কর্ম্ম দিলে বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকদিগের উন্নতিবিঘ্ন ঘটে। আমরা বুঝি এটী বিষম দার্ঢ্যের কথা। ইহাতে বরং অবনতি হইবার সম্ভাবনা। ঐ ঐ প্রদেশের লোকেরা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লাভে চিরপরিতুষ্ট হইয়া থাকিবে। হৃদয়ে জিগীষা ও উচ্চ হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রাদুর্ভূত না হইলে মানুষের প্রকৃত উন্নতি পথ পরিষ্কৃত হয় না। যাহাতে উহাদিগের বিশেষ গুণ শিক্ষা ও উচ্চ হইয়া উঠিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহার উপায় বিধান করুন। উহারা বাঙ্গালিদিগকে পরাভব করিয়া উচ্চ হইবার চেষ্টা করুন। তাহা হইলেই উহাদিগের প্রকৃত উন্নতি লাভ হইবে। বাঙ্গালা দেশে কি কখন ঐরূপ অনৌদার্য্যদূষিত নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছিল। বঙ্গদেশে বাঙ্গালি ভিন্ন অন্য দেশীয় লোকে কর্ম্ম পাইবে না, এ দূষিত নিয়ম কি কখন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল? এ দিকে আবার ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হইয়া আসিতেছিল স্কটদ্বেষ এবং কুৎসিত কৌশল দ্বারা গবর্ণমেণ্ট তাহাও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছেন। সিবিল সর্ব্বিসের প্রসঙ্গই আমরা করিতেছি,—গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও সন্নিবেচনার কর্ম্ম করেন নাই। কেবল ঘোর স্বার্থপরতারই পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। একদিন স্কটলণ্ডের সঙ্গে, একদিন আয়র্লণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের ঘোরতর শত্রুতা গিয়াছে, আজ তিন স্থানে মিলিত হইয়া ইংলণ্ড মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও স্কটলণ্ডের প্রতি কুপণাচার করেন না। ভারত এত অপরাধী কিসে? ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কি কারণে স্নেহ মমতা নাই? ভারতের ভাবী দশা ইংলণ্ডেরই হস্তে নিহিত রহিয়াছে, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে স্বীয় সমকক্ষ করিয়া তুলুন, ভারত সাম্রাজ্য চিরকাল দৃঢ় হইয়া থাকিবে। আমরা যখন ইহার অন্যান্য প্রত্যঙ্গগুলির পর্য্যালোচনা করিব, রাজপুরুষেরা আমাদের বাক্যের সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন।

ধনি ভারতবাসীর বৈদ্যশাস্ত্রের একটী অদ্ভুত কৌশলের উদ্ভাবন।

মনুষ্য সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলে বৈদ্যরাজ শিয়রে উপবিষ্ট হইয়া মুহুর্মুহু অঙ্গুলি টিপিয়া নাড়ী টিপিতে থাকেন, এবং বোড়া কোড়া বিষয়টী প্রয়োগ করেন। সে ঔষধ যেন, সকলেই যেন সাগরের জলে ভাসিয়া যায়। রোগীর চক্ষু অন্ধকারীলিপ্ত, কর্ণনিকা আকুঞ্চিত, হস্ত পদ কম্পিত,—চিকিৎসক নয়ন মুদ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ নাড়ী টিপিতেছেন, শেষ উপায়ান্তর নাই,—"নিদানে বিধান গঙ্গাজল।" এ দেশীয় দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দরিদ্র লোকের প্রতিও ঠিক এরূপ একটী ব্যবস্থা হইয়াছে। বেহারের, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও মধ্য ভারতের প্রজাগণের দুই

...ই মুষ্টি অন্ন জুটে না ; তাহাদের বেতনসামান্য ...হা গবর্ণমেণ্ট এবং জমিদারেরাই গ্রাস করিয়া ...ন ; সুতরাং নিরবলম্ব উপবাস ভিন্ন দিনাতি... কোন উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট ভ বিনা ...য়া তাহাদের প্রাণ রক্ষার উপায় করিতে পারি... না, দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা কঠিন হইল, অবশেষ ...ী সদুপায় নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ ...নাই, দরিদ্রের বাটিকা নির্ম্মাণ হউক, আর না ..., ইংরাজজাতির অসাধারণ প্রজাহিতৈষিতার ...ব দেওয়া হইয়াছে।

...উপায়টী কঠিন নয়,—সুসাধ্য। সে কারণ ...র্ড পত্রিকার লেখক বুদ্ধি চালনা করিয়া অনাথ ...পাত্র বুঝিয়া তাহার উচিত মত ব্যবস্থা করি...ন। উক্ত পত্রিকা বলেন,—ভারতবর্ষের অধি... লোকেই যৎসামান্য খাদ্য দ্রব্য ভোজন করি... প্রাণধারণ করিতে পারে, তথাপি অনেক ...ই পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে। যাহাতে ...ভ অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য মিলিতে পারে, এবম্বিধ ...য় করা নিতান্ত আবশ্যক। অধুনা নবোদ্ভা... উপায়ের মধ্যে পর্য্যাপ্তরূপে মৌয়ার চাষ করা ...কের অভিপ্রেত হইয়াছে।

...পাঠক! দয়ার্দ্রচিত্ত সদাশয় ইংরাজ জাতি ভিন্ন ...ধারণের এমন সহজ উপায় আর কে দেখাইয়া ...ত পারে? ইংরাজেরা বলেন, ভারতবাসিরা ...আহারে অনায়াসে জীবিত থাকিতে পারেন; ...বাস করিলেও তাঁহাদের কষ্ট হয় না। এগুলি ...ক্ষণ হয়ার কথা সন্দেহ কি? এ দেশীয় ইতর ...কদিগের অবস্থা চিরকালই মন্দ। কৃষীয় ভিন্ন ...হাদের উত্তম বাসস্থান নাই; ছিন্ন বস্ত্র ভিন্ন উত্তম ...ধেয় নাই; কেহ বেগার ধরিলে মজুরাতে অধি... নাই; কেহ উৎপীড়ন করিলে রক্ষাকর্ত্তা নাই। ...কাতার আমল হইতে এই রীতি চলিয়া আসি...ছে, নবাবের আমলে বার আনা চলিয়াছে, জমি...রদের আমলে ষোল আনা চলিতেছে; দরিদ্র ...কের এ রীতি "গাসহা" হইয়া গিয়াছে। ...সাচ্ছাদনের কষ্ট, প্রবলের উৎপীড়ন কিরূপে সহ্য ...বিতে হয়, ইহা তাহারা বেশ জানে; এমন জানে ..., পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তাহাদের কাছে, ...ট খুলিতে ও পিট পাতিতে পারে না। বল দেখি ...ত কাল যাহা সহ্য হইয়া আসিতেছে, আজ সুসভ্য ...দাশয় ন্যায়পরায়ণ সমদর্শী প্রজাহিতৈষী দয়া...ন ইংরাজের আমলে কি তাহা রহিত করা কর্ত্তব্য ...? তাহা চলিয়া আসিতেছে, যদি ইংলণ্ডের ক্ষতি ...হয়—তবে চলুক; যাহা সকলে চিরকাল সহ্য ...রিয়া আসিতেছে, যদি গবর্ণমেণ্টের অর্থাগমের ...ঘাত না জন্মে,—তবে সহ্য করুক। এ কথা ত যুক্তিযুক্ত, ইহার ত স্পষ্ট মহাজনোক্ত নীতি বর্ত্ত পড়িয়া রহিয়াছে,—অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব; স্বভাবের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পীড়া হয়। অতএব এতদ্দেশীয় চিরমূর্খ ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দিলে তাহাদের মাথা ঘুরিবে; তাহাদিগকে উদর পূরিয়া খাইতে দিলে উদরাময় হইবে। উদ্যম গৃহে বাস করিতে দিলে, তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিবে। এ যুক্তি অতীব যৌক্তিকতা সঙ্গত কি!

কষ্টের কারণ থাকিলেও চিরপ্রচলিত কুপ্রথা রহিত করিতে আমাদের বাঙ্গলাসাহেব মেজর বেয়ারিংও সম্মত নহেন। লাইসেন্স টাক্সে এ দেশের দরিদ্র লোকের প্রতি বিশেষ ক্লেশদায়ক হইয়াছে। লবণের আর্থিক শুল্ক হ্রাসোচিত না করিয়া লাইসেন্স টাক্স রহিত করিবার নিমিত্ত অনেকেই তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মেজর বেয়ারিং সম্বন্ধি, অনেকেই পঞ্চবদনে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পরিশেষে এই প্রত্যুত্তর দিলেন যে, লাইসেন্স টাক্সের কষ্ট এ দেশীয় লোকের অভ্যস্ত হইয়াছে, অতএব তাহা রহিত করিবার আবশ্যকতা নাই।

যাঁহারা প্রচুর মৌয়া বৃক্ষ রোপণ করিতে পরামর্শ দেন, তাঁহারাও বিচিত্র প্রকৃতির লোক। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে মৌয়ার ফুল ধরে। ঐ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে বৃক্ষ হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, তখন বালক বালিকা এবং স্ত্রীলোকেরা উহা সংগ্রহ করে। অনেকেই সন্ধ্যাবেলায় কিছু কিছু ভক্ষণ করে, এবং বর্ষাকালের নিমিত্ত কিছু কিছু শুষ্ক করিয়াও রাখে। বড়ই, কুলের প্রভৃতির চূণের সঙ্গে এই শুষ্ক মৌয়া মিশ্র করিয়া ভক্ষণ করে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে মৌয়ার ব্যবহার স্বচক্ষে এই পর্য্যন্ত দেখিয়াছি; কিন্তু মৌয়া ভক্ষণ করিয়া দিনপাত হয়, তাহা কখন দেখি নাই,—ইংরাজ জাতির প্রসাদে এই নূতন শিখিলাম। যাহা হউক এই পুষ্প দরিদ্র লোকের পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে হিতকর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মৌয়ার বৃক্ষ যেখানে সেখানে রোপিত হউক, তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু বুদ্ধিমান ইংরাজ জাতির শাসন কালে দরিদ্র লোকদিগকে অবাধ্যে মৌয়া পুষ্প ভক্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা আর ক্ষোভের বিষয় কি হইতে পারে? যে বুদ্ধিমান জাতি বিনা অস্ত্রে প্রবল শত্রু চালাইতেছেন, তারযোগে অনায়াসে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে নিমিষাবসরে সংবাদ আনিতেছেন; যাঁহাদের বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য নিশ্চিত করিতে পারা যায় না; তাঁহারা দরিদ্র লোকের দুঃখ মোচন করিবার উপায়বিধান করিতে পরাস্ত হইলেন, ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা? ইংরাজ জাতির এ কলঙ্ক কি কোন কালে ধৌত হইবে?

দরিদ্র লোকের অবস্থা এই, ইংরাজ জাতির ব্যবস্থা এই। ইহার উপর আবার গ্রহবৈগুণ্য আছে। পশ্চিমেও স্বভাব বিলক্ষণ আড়ষ্ট পড়িয়া গিয়াছে। পাঠক! বঙ্গদেশে যেমন মন্বন্তর ঘটিতেছে,—দেখিতেছেন, বেহার এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও এইরূপ প্রবাহ বহিতেছে, সেখানে মন্বন্তরের জল কূল নাই। আমাদের দেশে চাউল এবং গুড়ে সুরা প্রস্তুত হয়, বেহারাদি প্রদেশের অধিকাংশই মৌয়ার। অধিক মদ্য প্রস্তুত হইতে সুতরাং মৌয়ার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে; পূর্ব্বে হইতে যে, যে ব্যক্তি মৌয়া পুষ্প আহরণ করিয়া আনিত, এক্ষণে বৃক্ষস্বামিগণ স্বয়ং ঐ পুষ্প সংগ্রহ পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া মদের ভাঁটীতে বিক্রয় করে। সুতরাং দরিদ্র লোকের কিঞ্চিৎ কষ্ট হইয়াছে, অস্বীকার করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যের কষ্ট দিকে; কিন্তু মৌয়া রোপণ করাইয়া ইংরাজেরা প্রকার কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা পাইলে লোকের মঙ্গল হইবে না, তাঁহারা অন্য কোন সদুপায় দেখুন

[illegible]

আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি, আমাদের গ... জেনরেল রুড বিপন একজন দার্শনিক ও সমদর্শী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার ভারতীয় অপরাধিক [illegible] বাসনা ন্যায়ানুগত হয় নাই; পারিলেও, স্বদেশীয়... তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিবেন, তিনি স্বা... অবলম্বন করিতে সাহসী হন না। এটী নিরীহ... লক্ষণ। মনের তেজস্বিতা থাকিলে, তিনি প... অযথা আপত্তিতে কর্ণপাতও করিতেন না। [illegible] বিচার কার্য্যে বিটিশ [illegible] ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা, সভ্য রাজার কর্ত্তব্য কি? ও মহৎ, স্বদেশ ও বিদেশী সকলকেই সমান দৃষ্টি করিতে হইবে। ইংরাজ ও ভারতবাসী প্রকার অপরাধ করিলে, তাহাদের বিচার এক হইবে, এদেশীয়দের বিচার অন্য বিচারপতির নি... হইবে, ইংরাজেরা এক প্রকার দণ্ড পাইবে, এ... অন্য প্রকার দণ্ড পাইবে। যাঁহারা স... অভিমানী, এবং সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ হইবার ... করেন, তাঁহাদের পক্ষে এপ্রকার বর্ণভেদ ... উচিত নহে। এই নিয়মটী ন্যায়ানুগত ... পক্ষপাত দোষাক্রান্ত, ইহা সহজ বুদ্ধিতেই উ... হয়। নানা ব্যক্তির মত লইয়া এ সম্বন্ধে [illegible] বাদানুবাদপূর্ব্বক ইহার অযৌক্তিকতা স... করিতে হয় না। এই বিধিব্যবস্থাটী রহিত উচিত কি না; তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত

রিপন সিবিলিয়ানগণের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। মৎস্যভক্ষককে আমিষ ভোজন নিষেধের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, কেমন সদুত্তরের আশা করা যায়, বাঘকে অহিংসা ধর্ম্মের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে কেমন সদুত্তর পাইব, তাহা আমরা বুঝি। ভারতবাসিদের প্রতি প্রধান ইংরাজপুরুষদের কেমন সহানুভূতি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সিবিলিয়ানগণ সকলেই এ দেশে একাত্মা, তাঁহারা এতদ্দেশীয়দের নিকট সহস্রাধে দোষী হইলেও গুরুতর অপরাধ করিলে স্বজাতি এবং স্বসম্পর্কীয় লোককে অপরাধী এবং দণ্ডার্হ জ্ঞান করেন না। এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি ইংরাজেরা সময়ে সময়ে যে প্রকার অত্যাচার করেন, তাহা সিবিলিয়ানদের চক্ষে বিদেষ বোধ নহে, বরং তদপেক্ষা অধিকতর অত্যাচার অনায়াসেই সম্ভব। আমাদের দুঃখকথা শুনিয়া ইডেন সাহেব এদেশ হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে সিবিলিয়ান সমাজে পারতোষ পূর্ব্বক দুপ্রাপ্য সুরাপানের সহিত নানা রসযুক্ত বক্তৃতা শুনিতে পাইয়া বক্তৃতা শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি বঙ্গের একাধীশ্বর, দণ্ডের নিয়ন্তা, নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয়দাতা বলিয়া গণ্য—সিবিলিয়ানগণ সম্বন্ধে এদেশীয় লোকের প্রতি অন্যায়াচরণ করেন, তাহা অসম্ভব নহে। যাঁহারা স্বদেশ, স্বজনসমাজকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের কি পদার্থ বিচলিত ও উত্তেজিত করিলে, তাহা বুঝিতে পারা নহে। অতএব তাঁহারা যেপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা যে উৎপীড়ন নয় না, তাহাই আশ্চর্য্যের কথা! কাঙ্গালের মা বাপ, তিনি যে বঙ্গের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন! ইঁহার মুখে এমন কথা বাহির না হইলে আর কাহার মুখে হইবে? ইডেন সাহেব যে প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তাহার গূঢ়মর্ম্ম যদি বাহির করা যায়, তবে নূতন অভ্যাগত ইংরাজের নিকট এ দেশীয় লোকের উপস্থিত হওয়া এক কালে আপদ বিশূন্য হয় না। কখন তিনি এক মনে এক ধ্যানে যমুনাপুলিনের কদম্ব গাছটী ভাবিতেছেন, শ্রীদাম সুদামকে মনে স্মরণ করিতেছেন,—ইতস্তত সঞ্চারী কখন তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে, অন্যে তাহা কিরূপে জানিবে? তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলাস্থল ভাবিতেছেন, আসামী কবিয়াদি এখানে এজেহার দিতেছে, উকীল বক্তৃতা করিতেছেন, ভাবনিমগ্ন মহাত্মার ধ্যান ভাঙ্গিতেছে,—তিনি ত কোপ করিবেনই, এ ত সামান্য কথা। সম্মুখীন ব্যক্তিগণ ত ভস্মীভূত হইবেই সহজ ব্যবস্থা! তাই বলিতেছি, নূতন অভ্যাগত সিবিলিয়ানদের সঙ্গলব্ধতা করা এ দেশীয় লোকের কর্ত্তব্য নহে। যে কাজে নিযুক্ত থাকিলে এ দেশীয় লোকের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবে, সে কাজে নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টেরও উচিত নহে, পরামর্শসিদ্ধ নহে। কিছু কাল এখানে থাকিতে যখন চিত্তোদ্বেগ কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্তি হইবে, তখন সিবিলিয়ানদিগকে সকল সম্মুখে বাহির করিয়া আনা বিধেয়।

লর্ড রিপন পক্ষপাত-দোষ পরিহারের জন্য প্রকাশ্য ভাবেতিনি সিবিলিয়ানগণের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। ফলটা যেমন সুখকর হইবে তাহা আমি জানি তুমি জান, এ জানে সে জানে আবোড় কণ্ঠীমূর্খও জানে। জানেন না কে?—অধিকাংশ দেব উদার চরিত গবর্ণর জেনারল; তিনি সাদাসিদা অত্যন্ত ভাল মানুষ, তাই ইঁহার ফল জানেন না। জানিলে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? তিনি ত নিজ কর্ম্মচারীদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী নন। তিনি স্বজাতির নিকট কোন কাজে অপরাধী হইলে বাঁচেন না; স্বজাতিগণ তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার তেজস্বিতা থাকিলে কখন তিনি এত সঙ্কুচিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেন না। দুই জনকে দুই প্রকার চক্ষে দৃষ্টি করিলে ন্যায়পরতা-ধর্ম্মের ত্রুটি হয়, তাহা তিনি সহজে বুঝিতে পারিতেন; কর্ত্তব্য পালন অবিচলিত থাকিলে অন্যের মুখাপেক্ষাও করিতে না। মুদ্রাযন্ত্রবিধি ব্যবস্থাপিত করিতে লর্ড লিটনের একান্ত অভিলাষ হইল, তিনি নিমেষাবসরে তাহা প্রচলিত করিয়া দিলেন। কার্পাস বস্ত্রে শুল্ক ধার্য্য করা লর্ড নর্থব্রুকের চক্ষে অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইল, তিনি বাগ্‌যুদ্ধে স্বজাতিকে আঁটিতে পারিলেন না, অগত্যা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, এগুলি মনের স্বাধীনতার তেজস্বিতার লক্ষণ। ফৌজদারী বিচারে ইংরাজদিগের বিচারপতি এবং দণ্ডের ব্যবস্থা একরূপ, এ দেশীয়দের পক্ষে অন্যরূপ—ইহা অন্যায় এবং পক্ষপাতদোষ ও সভ্য ইংরাজ নামের গ্লানি তাহাও কি আবার বিচার করিয়া দেখিতে হয়? লর্ড রিপন যদ্যপি নিজ হিতাহিত জ্ঞানকে ইহার পরামর্শ এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা জিজ্ঞাসা করিতেন তবে বলিতে পারি—যথার্থ সদুত্তর পাইতেন, কি

পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা এবং ... তাঁর নিকট আসিয়া ... পরে করা এ উভয়ে সমান কথা।

আপীলের রায়

আসিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সভা হইয়াছে এবং তাহার প্রকাশনের ... করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। ... হইয়াছে, তদ্বারা শুনিতে পাইতেছি সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। ইংলণ্ড যে শোক শূন্য ও কোলাহল শূন্য হইলেন, তাহা নিতান্তের বিষয় নহে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব অতি সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা সুখে ছিল। তাঁহার সময়ে কোন বড় বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। তিনি সকলের প্রতি সমান ভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সময়ে কোন কর্ম্মচারী অন্যায় করিলে তিনি তাহাকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি এই, ইংলণ্ডীয় সাহেব আমলাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেন। মহিমার সহিত তাঁহার মতভেদ হওয়াতে তিনি পদত্যাগ করেন। গার্ড কাউন্সিলের সভ্য প্রতিষ্ঠিত হন এবং বর্ক সাহেব অস্থায়ী লেফটেনেণ্ট হন। দুরাত্মারা অতি নৃশংস ভাবে তাঁহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছে।

কাউন্সিলের প্রধান সভ্য ও আমাদের ষ্টেট সেক্রেটরি লার্ড হার্টিংটনের সমসাময়িক লোক। হত্যাকারী দুরাচারেরা ধৃত হয় নাই। সন্দেহ ক্রমে যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহারা অব্যাহতি পাইতেছে। যে হত্যাকারিদিগকে ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাঠক ইউরোপীয় সমাচার মধ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

এই সকল দুরাত্মা পাঠ করিয়া আমাদের মনোমধ্যে কয়েকটি বিষয় উদিত হইতেছে। প্রথম, আয়র্লণ্ডের দুর্গতি ক্রমে বাড়িতে চলিল। প্রধান মন্ত্রী ষ্টেনলি সাহেব এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ব্রাইট সাহেব দুর্গতি যথার্থ উদার ভাবাপন্ন লোক। তাঁহাদের ন্যায় উদারাশয় ইংলণ্ডে অতি অল্প আছেন। আয়র্লণ্ডের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। কঠোর নিয়ম দ্বারা রোগের দমন হইল না দেখিয়া তাঁহারা নিয়মের কঠোরতার কিছু লাঘব করিবার মানস করিয়াছিলেন। এমনি সময়ে এই নৃশংস কাণ্ড সকল ঘটিতে লাগিল। তাঁহাদিগের আবার মন ফিরিয়া যাইবে, কঠোরতর নিয়ম অবলম্বিত হইতে চলিল। এখন ... মহাত্মাদিগের আধিপত্যে আয়র্লণ্ডের যদি কিছু সুবিধা না হইল, আর যে শীঘ্র সুবিধা হইবে, তাহা বোধ হয় না।

দ্বিতীয়, এই সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখিয়া ... প্রতীয়মান হইতেছে, আয়র্লণ্ড সুশিক্ষিত দেশ, ... ভাল বোধ হইতেছে না। তাহা থাকিলে কেন এমন ভীষণ কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবে।

তৃতীয়, প্রজার অবস্থা অতি মন্দ। তাহাদের অবস্থা সচ্ছল হইলে এরূপ ঘটিত না।

চতুর্থ, জমীদারের সেই নিরীহ প্রজাদিগের উপর অধিকতর অত্যাচার করেন। কদাপি তাহার নিবারণ করিবার কোন সদুপায় বা সুব্যবস্থা করেন নাই, অথবা করিতে চাহেন না।

পঞ্চম, আয়র্লণ্ডও ইংলণ্ডের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করে, অনেকের এই ইচ্ছা।

আমরা অতি বিস্তৃত হইতেছি, ইংলণ্ড এমন সভ্য সহিষ্ণু ... মহাত্মা ও সদ্‌গুণশালী ইংরাজ আয়র্লণ্ডের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছেন না। কেবল সে বাকী থাকনা বেচারী করিলে আয়র্লণ্ডও শান্তভাব ধারণ করিবে, আমাদের এমন বোধ হইতেছে না। ইহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত ... অন্য পথ অবলম্বন করা আবশ্যক হইতেছে। কল্য রাত্রে আমরা আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা অনেকেই প্রার্থনা রূপে গণনা করিয়াছি। তাহা হইলে, আয়র্লণ্ডের পরিণাম কি হয়, দেখিবার নিমিত্ত আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম।

ইউরোপীয় সমাচার।

... হইয়াছে। ... ও ফ্রান্সের ... ও অন্যান্য ... করিতেছিলেন ...

কলিকাতা সাউথ ইষ্টার্ণ ষ্টেট রেলওয়ে।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টার্ণ ষ্টেট রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশন হইতে বেলাইন ডায়মণ্ড হার্ব্বরে যাইবে ... তারা ১২ এ মে সোমবার হইতে মাল ও লোক ... লইয়া যাইবার জন্য বারুইপুর পর্য্যন্ত খোলা হইবে। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে গাড়ি চলিবে।

ডাউন ট্রেণ

ষ্টেশন	সপ্তাহের অন্যান্য দিন						রবিবার					
	১	২	৩	৪	৫	৬	১	২	৩	৪	৫	৬
	প্রাতঃ			অপরাহ্ণ			প্রাতঃ			অপরাহ্ণ		

বার পথ পায় নাই, ক্রমে কপাট উন্মুক্ত হইতে
ন।

সোমবার ঝড়ের সময়ে পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীতে
কগুলি নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। ঐ সময়ে
ব দ্বীপে একখানি জাহাজ ১৪ জন আরোহী সহ
মগ্ন হইয়াছে। কলিকাতায় অনেকগুলি গৃহে
বাস্ত হইয়াছিল।

মিউনিসিপালিটীকে পুলিসের বাহিরে রাখা হইবে
করিয়া দেওয়াতে কয়েক স্থানের মিউনিসিপা
উৎসাহ সহকারে দেশহিতকর কার্য্যে অনুষ্ঠানে
হইয়াছেন। আমাদিগের রাজপুর টীটাগ
নিসিপালিটী কি করেন?

কাসিদি মুখার্জি নামক পত্র বলেন এই মাসের ১৭ই
গ্রহণ হইবে। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, ঐ দি
য় আয়রলণ্ড, পারস্য, আফ্রিকা, আমেরিকা কাস্পিয়া
ফগান স্থানে ঘোর বিপৎপাত হইবে। এই সকল
দেশে নূতন নিয়মের পদার্পণ করার কি স্থান
ছ?

মহীসুরের অন্তর্গত আসাটুর নামক স্থানে এক
য় ভয়ানক রোগ দেখা দিয়াছে। রোগীর
বার রক্তভেদ ও রক্ত বমনের পরেই মৃত্যু হয়।
ক্তোত বড় অধিক ঘটিতে দেখিতে পাই।
য় কি উহার এত দরকার হইয়াছে? ভারত-
বৈদেশিকদিগের হাতে কি উপায় হইবে

উদয়পুরের মহারাজ পঞ্চগড় নামক স্থানে একটী
য় লৌহকারখানা প্রস্তুত করাইতেছেন।
যাহে যে লোহ জন্মে, সেই স্থান অতি উৎকৃষ্ট
রূপ পরীক্ষিত হওয়াতে মহারাজ তন্দ্বারা লোহার
গুলী সকল প্রস্তুত করিবার জন্য এক কল
দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা আনাইয়াছেন। দেশীয়
গণ কেবল বিলাসসুখে কালযাপন না করিয়া
কল বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেছেন, এ কথা
ল আমাদের মনে বড় আনন্দ জন্মে।

এডিশন সাহেব বেলের মধ্যে কাচিত রাখিবার
উৎকৃষ্ট উপায় বাহির করিয়াছেন। এই আবিষ্ক
মোটর গাড়ীর দুইপার্শ্বে বেলের সহিত সংলগ্ন
করিবে। ট্রেণ চলিবার সময়ে এই আবিষ্ক হই
যোগে প্রজ্বলিত উঠিবে এবং গাড়ি আপনা হই
ই চলিবে।

কলম্বাসের আবিষ্কারের জন্য মন্ট্রিয়লে যে
ং অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে, সেই অট্টালিকার
র বাহকদের ধ্বনি প্রকাশ হওয়াতে ৮০ জন নিযুক্ত
হইয়াছে।

ডেপুটি কমিশনর শুনিয়াছেন, খুলনা মাদারডাঙ্গা
ল গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি পার্সামেণ্টের সভ্য বার্ক
র সাহেবকে যে অভিনন্দন দেন, তিনি সেই অভি
নন্দন পত্র খানি গ্লাডষ্টোন, লর্ড হার্টিংটন ডন ব্রাইট
ও ফসেটকে দেখিতে দিয়া এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ
করিয়াছেন, উহার এক একখানির প্রতিলিপি লর্ড
রিপন, সার কেমস্ ফার্গুসন ও গ্রাণ্ড ডফের নিকট
প্রেরণ করা হয়।

অধ্যাপক রাফ্‌ল বলেন নোবেলিক আসিড ও
গ্লাইসিরিন একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ লাগাইয়া
বাদাম দ্রব্য লাগাইলে এক মাস পর্য্যন্ত অবিকৃত
থাকিবে। খাইবার সময়েও স্বাভাবিক সুস্বাদ উপ-
লব্ধ হইবে।

আমেরিকার ডাক্তার হেফে পরীক্ষা করিয়া
দেখিয়াছেন অল্প পরিমাণ আয়োডোইট পোটাসিয়ম
সেবনে মাদাবেগ্রস্ত ব্যক্তি আরোগ্য হয়।

কাশিমবাজ গঙ্গাধর রাওয়ের দত্তক পুত্র দামোদর
রাওয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে অন্যায়াচরণ করিতেছেন,
আমরা তৎপাঠে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তিনি
নিজ দুঃখ জ্ঞাপন করিয়া সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারির
নিকট এই অভিনন্দন করিয়াছেন, ১৮৫৩ সালে
গঙ্গাধর রাও তাঁহাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, গবর্ণ-
মেণ্ট এ বিষয় অবগত আছেন এবং ভবিষ্যতে
দামোদরকেই তাঁহার বিষয়ের প্রকৃত অধিকারী
বলিয়া সাব্যস্তের গোচর করেন। গঙ্গাধরের
মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট ঝান্সীকে বৃটীসরাজ্যের
অন্তর্গত করেন। তাঁহারা সেই সময়ে বিধবা
রাণীকে বার্ষিক ৬০০০০ হাজার টাকা দুঃখদান
করিতে অঙ্গীকার করেন। এইসময়ে দামোদরের অপ্রাপ্ত
বয়স্কতা নিবন্ধন গবর্ণমেণ্ট গঙ্গাধর রাওয়ের অস্থাবর
সম্পত্তি সকল বিক্রয় করেন এবং তাহার মূল্য দামো-
দরের নামে বন্দোবস্তে জমা রাখেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ
ঝান্সীর রাণী, সামীবাজা গবর্ণমেণ্টকে হস্তগত করিতে
দেখিয়া 'বদমায়েস হন এবং তিনি নিজ সম্পত্তির
জন্য সৈন্যগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্থান
করেন। সেই বীরমাতী বৃটিশসৈন্যের সহিত যুদ্ধ
করিয়া গোয়ালিয়রে পরাজিতা হন। ইহাতেই
দামোদরের দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। দামোদরের
বয়ঃক্রম তখন ৮ বৎসর মাত্র। মাতার এই কার্য্যের
সহিত তাহার কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু তথাপি
তিনি এইরূপ ঘটনার সম্পূর্ণরূপে আপ্রশ্নুণ্য হন।

গঙ্গাধর রাওয়ের একজন বিশ্বাসী অনুচর তাঁহাকে
অন্যত্র লইয়া গিয়া লালনপালন করেন। পরে
যখন বৃটিশরাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, তখন সেই
অনুচর দামোদরকে গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করে।
মহাভারতবর্ষের তাৎকালিক গবর্ণর জেনেরলের
এজেণ্ট কর্ণেল মেক্লাগীয়র, দামোদরকে ১৫০ টাকা
করিয়া মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন এবং সময়ে তাহা
বৃদ্ধি করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। রাণীর মৃত্যুর
পর গঙ্গাধরের যে সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্প
ছিল তাহা গবর্ণমেণ্ট বিক্রয় করেন এবং তাহ
মূল্য আপনাদিগের হস্তে রাখিয়া দেন। দামোদ
যে সেই অর্থের অধিকারী তাহা গবর্ণমেণ্ট অব
আছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অদ্যাবধি তাঁহ
তাহা দামোদরকে প্রদান করেন নাই। তাঁহ
কেবলমাত্র দামোদরকে দুই শত টাকা পর্য্যন্ত মাসি
বৃত্তি প্রদান করিয়াও তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে শি
প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন দামো
দরকে ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। তিনি নি
হইয়া এক স্থলে বলিয়াছেন যে, "দত্তকপুত্র হওয়
আমার সকল দুঃখের মূল। আমি এতদ্ভিন্ন
সকল কষ্ট পতিত হইয়াছি, তাহা জগতের অ
নিকট তাঁহাদিগেরও অজ্ঞানিত।" প্রভাকর।

আমাদের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছে
"বর্দ্ধমানে মহারাজের একটী পবলিক লাইব্রে
আছে; কিন্তু তাহাতে দেশীয় ভাষায় লিখিত সংব
পত্র একখানিও গৃহীত হয় না। আমরা অ
সময় ছোট ছোট বালককে ইংরাজি সংবাদ
হাতে করিয়া ভাবী গঙ্গারামের ন্যায় ভাবি
দেখিতে পাই। বর্দ্ধমানাধিপতির দেশীয় ভা
অনাদর দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আ
বর্দ্ধমানের নবীন রাজার, নিকট প্রার্থনা করি
মহারাজ বঙ্গভাষায় লিখিত সংবাদ পত্র এক
খানি লইয়া পবলিক লাইব্রেরিতে রাখিয়া সাধার
উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।"

শান্তিপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছে
"৮ ই মে প্রাতঃকালে এখানকার মিউনি
পাল বিদ্যালয়ের নূতন অট্টালিকা গৃহ অভি
সমারোহের সহিত খোলা হইয়াছে। এই নূ
বাটীর দক্ষিণ প্রাঙ্গণে চাঁদোয়া খাটাইয়া এ
মন্ত্রী সভার আহ্বান করা হয়। সভায় ছাত্র শি
নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ও উপস্থিত দর্শক প্রভৃতিতে ন্যূনা
৫। ৬ শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। সর্ব্ব প্র
কতকগুলি বোমা পোড়াইয়া সভার কার্য্য আ
করা হয়। এই বিদ্যালয়ের সুযোগ্য সেক্রে
শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ ময় মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রার্থ
ও সভ্য সাধারণের সম্মতিতে রাণাঘাটের মান
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অতুল মিউনিসিপালিটীর চে
মান শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয় সভাপ
আসন গ্রহণ করেন। রাম বাবু সভামধ্যে দ
নাম হইতে একটী সদ্বক্তৃতা সময়োচিত বহু
করিলে এই বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত বিবিধ
প্রণেতা শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়
বিদ্যালয়ের আদ্যোপান্ত বিবরণ সাধারণের নি
প্রকাশ করেন। তৎপরে বিদ্যালয়ের ছাত্র

াজি ও বাঙ্গলা রচনা পাঠ করা হয়। সভায় কগুলি অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মধ্যে তাঁহাদিগের শারীরিক কথোপকথন য়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম। রা কোন শুভকর বিষয় সূত্রে অবগত হইলাম, এই সকল নিমন্ত্রিত অধ্যাপককে, যথা ক্রমে ॥০ আনা ও ৸০ চারি আনা বিদায় দেওয়া হইবে। পাঠে প্রবেশ করিতে হইলে যে যে কার্য্যের ান হইয়া থাকে, নূতন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি- সময় সে সমস্ত কার্য্যেরই উদ্যোগ করা হইয়া- । রীতিমত পূজা ও হোমাদিও হইয়াছিল। াধারণের সম্মতিক্রমে বিদ্যালয়ের সম্পাদক াদরের নামে সঙ্কল্প হইয়াছিল। সভার কার্য্যারম্ভ ল সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু মহাভারত দার, ও শ্রীযুক্ত বাবু গৌরলাল লাহাকে অভ্যর্থনা াদ প্রদান করেন। তাঁহারা উভয়ে এই নূতন ালিকালী প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম ও য়াস করিয়াছিলেন, পরে বেলা ৯ টার সময় সভা করা হয়। সভার কার্য্য সাঙ্গ হইয়া বৈকালে বেলা ৫ টার সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ব্যায়াম হয়। ারা সকলেই বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে কুস্তি তি করিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে বিদ্যালয়ের াধিক দুইশত বালককে মিষ্টান্ন, আনার্দ্র ও িনানা প্রকার মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতোষরূপে ার করান হয়।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

াটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলু,এম ক্রে সাহেব ছুটি লইলেন।

ারোয়ের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ এচ, ., পটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ড. ডিগবিজয় মজুমদার পটনায় বদলী হইলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত মজিলাপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার ন।

ঙ্গোপসাগরীয় বন্দরসমূহের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের অস্থায়ী কমিশনর, ৺ রোবার্টসন ৪ মাস দুই সপ্তাহ বিদায় গ্রহণ রিলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

করিদপুরের অস্থায়ী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রকুমার ১ লা হইতে ২১ দিন, এবং পরে পাবনার অস্থায়ী সাবডিভিসনের ডি ব্রুটে মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ৯ই মার্চ্চ ও তিনমাস পুরের প্রথম সদর মুন্সেফ বাবু গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ লা মে হইতে এক বৎসর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সংবাদদাতার পত্র

এলাহাবাদ।

১২৮১ সালের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং অযোধ্যার জেল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অবগত হওয়া গেল যে, উক্ত বর্ষে জেলসমূহের ইনস্পেক্টর জেনরল ওয়াকার সাহেব ৭ টী সেণ্ট্রাল, ১২ টী প্রথম, ১৪ টী দ্বিতীয় এবং ১২ টী তৃতীয় শ্রেণীর জেল পরিদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৪ টী প্রাদেশিক ইন্সপেক্টার ও অনেকগুলি ডিপুটী ইন্সপেক্টার তাঁহার দর্শন করিয়াছেন। ওয়াকার সাহেব বলেন যে, পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা এ বৎসরে জেলখানার অবস্থা অনেক পরিমাণে সন্তোষজনক হইয়াছে। কারণ, তিনি ১৮৮০ সালে যে সকল দোষ নির্দ্দেশ করিয়া জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন, তাহা অনেক পরিমাণে অপনীত হইয়াছে।

বিগত ১৮৮০ সালের ন্যায় এ বৎসরও কয়েদিদিগের পীড়াতে মৃত্যু কিছু কম দাঁড়াইয়াছে। উক্ত বৎসরে শতকরা ৩৩৩২ টী কয়েদী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, এ বৎসর ২৮৩০০ টীর অধিক আয় হয় নাই। সেইরূপ জেলখানার মৃত্যু সংখ্যাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে। গত ১৮৮০ সালে ৮২৮ জন কয়েদীর মৃত্যু হয়, এ বৎসর ৬৬০ জন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। স্বাস্থ্যসম্বন্ধে জেলসমূহে যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে ইহা বোধ হয় না। তথায় নানা প্রকার কঠিন পীড়া হওয়াই ইহার এক মাত্র পরিচায়ক। ওয়াকার সাহেব বলেন যে, যে সকল জেলারের হস্তে জেলখানার ভার অর্পিত আছে, তাঁহাদের ইহা বিশেষ স্মরণ রাখা উচিত, যে পর্য্যন্ত তথায় শুরুতর পীড়া সমুদায় উপস্থিত হইবে, সে পর্য্যন্ত জেলখানার স্বাস্থ্যের অবস্থা যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা কখনই বিবেচিত হইবে না, বরং লোকে তথাকার বন্দোবস্তের প্রতি যে সন্দেহ করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে।

জেলখানায় অল্পবয়স্ক কয়েদীরা লেখা পড়া শিক্ষা বিষয়ে আস্থা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ক্রমশঃ শিক্ষা লাভও করিতেছে, কিন্তু অধিক বয়সের কয়েদিরা ঠিক ইহার বিপরীত। শুদ্ধ বর্ণপরিচয়েই তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। গড়ে দৈনিক ২৬৭৭ জন কয়েদীর মধ্যে ২৩১৫ জন পুরুষ এবং ৫১ জন স্ত্রীলোক নিয়মিতরূপে স্কুলে উপস্থিত হইয়া থাকে।

এবার জেলখানার কয়েদিদিগের ব্যবহার নি অসন্তোষজনক নহে। কেবল মিরাট সে জেলখানার একজন কয়েদী জেলরকে ভ আঘাত করে। সে দুই বার ঐরূপ অপর জন্য দণ্ডনীয় হইয়াছিল বলিয়া সেসন জজ তা যাবজ্জীবনের মত কারাবাসের আদেশ দেন; হাইকোর্টে আপীল করাতে তাহার কঠিন শ্রমের সহিত তিন বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। জেলখানায় ঐরূপ একজন কয়েদী এক প্রহ (ওয়ার্ডারকে) মারিয়াছিল।

ওয়াকার সাহেব এক স্থলে বলিয়াছেন, যে আসামী হাজতে বা বিচারাধীনে থাকে, তা আহারাদির বিষয়ে কোনরূপ যত্ন লওয়া হয় কোন প্রদেশ, উপবিভাগ বা ডেপুটি মাজি নিকট হইতে যে সকল কয়েদী দণ্ড প্রাপ্ত জেলখানায় পেরিত হয়, তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে সে পরিমাণে শকট ব পুষ্টিকর আহার প্রদান পূর্ব্বক আনিতে হয়। অবস্থাপন্ন কয়েদীরা জেলখানায় প্রবেশের অ বিষয়েই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ১৮৮০ একটী ডিষ্ট্রীক্ট জেলে ঐরূপ দশ জন ব্যক্তির হইয়াছে।

জেলখানায় অনেকগুলি দুর্নীতি অপ সম্প্রতিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার আমূল বদলন বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু কত দিনে তাহা দিত হইবে, সে কথা বলা অতীব কঠিন। ওয়া সাহেব জেলসমূহের কর্ম্মচারিদের ব্যবহারে অস প্রকাশ করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ত বেতনভোগী সামান্য কতকগুলি লোক স্বা তাহারা অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে ঐরূ প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু

ব্যক্তিরা সে বিষয়ে সবিশেষ নিপুণতা প্রদর্শন ক থাকে। যদিও তিনি এ বিষয়ের পুনঃ পুনঃ করেন, তথাপি এ কুপ্রথা বিদূরিত হইল দোষীরা যথোপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অন্যে তাহা হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না।

বিগত বর্ষ মাক্সন মেকর হল সাহেবের এলাহাবাদ সেণ্ট্রাল জেলখানার ভার ছিল, তিনি ইহার বিশেষ উন্নতিসাধন করিয় ওয়াকার সাহেব পূর্ব্ব পরিদর্শনের সময় যে দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এ বৎসর তাহার কাংশই সংশোধিত হইয়াছে।

১৮৮১ সালে একজনমাত্র কয়েদীকে যাবজ্জী মত দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিবার আদেশ হয়। তা তায় তাহার শরীর পরীক্ষিত হইলে তাহার প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি

প্রশ্ন করিতে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া তাহাকে পাঠান হয় নাই। লক্ষ্ণৌর ডাক্তার মহোদয়গণও সুস্থে তাহার শরীর পরীক্ষা করেন !!

জেলখানার রিপোর্টস্থিত একখানি তালিকার হইল, অদ্যত সেনট্রাল জেলে ১৮৮১ সালের শেষে ১৮৯৬ জন কয়েদী ছিল, তন্মধ্যে ১৭৯৯ জন এবং ৯৭ জন স্ত্রীলোক। এদিকে ডিষ্ট্রীক্ট জেলে বের প্রারম্ভে কয়েদীর সংখ্যা ৫২৭ তাহার ৪৭৪ জন পুরুষ এবং ৫৩ জন স্ত্রীলোক। দণ্ডের মধ্যে দণ্ডপ্রাপ্ত নূতন কয়েদির ১২৬৩ হইয়াছিল। এলাহাবাদে যেরূপ তাহাতে এত অধিকসংখ্যক লোকের দণ্ড হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যজনক নহে। আমরা সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, এখানকার কোতওতে ৫০০ শত বদমায়েসের নাম লিখিত আছে! অসৎ লোকের একটী আবলম্ব বলিলেও অত্যুক্তি না।

যথার্থ গুণের পুরস্কার হইলে কতদূর আনন্দ ভব করা যায়, তদ্দূর আর কিছুতেই নহে। তে যে কেবল সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে কার্য্যে ে প্রদান করা হয় এরূপ নহে, অন্যান্য ও প্রোৎসাহিত হইয়া সেই পথ অবলম্বন া যশস্বী হইবার চেষ্টা করেন। আমরা দেখিয়া হইলাম, ওয়াকার সাহেব তাঁহার প্রধান সহ বাবু গোপাল সিং মহাশয়ের কার্য্যদক্ষতার উল্লেখ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করি ন।

যশস্পৃহা মনুষ্যহৃদয়ের অত্যন্ত বলবতী তাহার সন্দেহ নাই। মানুষ যে কোন কর্ম করিতে র হউক না কেন, তাহার মূলে কিছু কিছু থাকে. স্বার্থবিহীন কার্য্য অতি অল্প লোককে তে দেখা যায়। আবার এরূপ কতকগুলি ক আছেন, তাঁহাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত, দের অধিকাংশ কার্য্য আড়ম্বরশূন্য এবং সম্পূর্ণ বিরহিত। অন্তঃসারশূন্য উপাধি প্রাপ্তির আশয়ে দের হৃদয় উদ্বেলিত হয় না এবং কোনরূপ ষ্ঠানের অগ্রে এবং পশ্চাতে ঢক্কানিনাদও নাই। রা অলক্ষিতভাবে কত শত মহৎ কার্য্য সম্পাদন য়া দেবজনসেবনীয় স্বর্গসুখ লাভ করিয়া ন। আজ আমরা এইরূপ উদ্যমশীল সদাশয় ক্তির কথা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। লাহোরী লালা কাশীপ্রসাদ এই শ্রেণীর লোক। তিনি ার বা তালুকদার নন, লক্ষ্ণৌর ডিভিসনের শনার সাহেবের আদালতে ওকালতী করিয়া ন এবং তদ্দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন হয় তাহার কাংশ সৎকার্য্যে ব্যয় করেন। সম্প্রতি তিনি

"কায়স্থ পাঠশালার" যার নির্ব্বাহার্থ একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত ১৮ টী বালক তাঁহার ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। লালা-কাশী প্রসাদ অতি সামান্য অবস্থায় দিন যাপন করিয়া থাকেন। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এতাদৃশ হৃদয়বান্ ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশ-হিত-ব্রতে সতত নিযুক্ত থাকুন।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট বিচারাসনে এ দেশীয় কোন্ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি মনোনীত হন তাহা জানিবার জন্য এক দিবস উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসিরা যে উদ্গ্রীব হইয়াছিল, অতঃপর সে বিষয় আর কাহারও অজ্ঞাত নাই। গত ৫ ই মে মাইনীতাল হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে "ওল্ডফিল্ড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে রায়বেরিলীর ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত সাহেদ মামুদ এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হইলেন।" যে এতদ্দেশীয় বিচারপতির জন্য এত আন্দোলন, এত চীৎকার তাহার আজ সকলই মিটিয়া গেল এবং ষ্টেট সেক্রেটারিরও অভিলাষ এক প্রকার পূর্ণ হইল, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই নব বিচারপতিকে পাইয়া এ দেশবাসী কি সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন? যাহা হউক, অদ্য তিনি সেই সম্ভ্রমনীয় পদে সমাসীন হইলেন এবং তৎ কালে অদ্যতা হাইকোর্টের মান্য প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে ব্যারিষ্টার এবং উকীলদিগের নিকট পরি-চিত করিয়া দিলেন। ব্যারিষ্টারেরা তাঁহাকে সানন্দ অভ্যর্থনা করিলেন।

ভাগলপুর।

এখানকার আধিধর্ম্মপ্রচারিণী সভার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। শুনিতেছি বাবারির রাজা হরবরভনারায়ণ সিংহ বাহাদুর একসভা গৃহনির্ম্মাণের জন্য না কি ১০০০ হাজার টাকা সাহায্য করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিনি ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয় হইয়া যে এ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইবেন, তাহা বড় অসম্ভব কথা নহে। কেন না ক্ষত্রিয়দিগের উপরই চিরকাল আমাদের ধর্ম্মরক্ষার ভার অর্পিত আছে। তিনি যেরূপ দাতা, অন্যান্য কার্য্যে তাঁহার যেরূপ অকাতরিক্ত দানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানে তিনি যে কিছু মাত্র কাতর হইবেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়। ঈশ্বর তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

স্থানে স্থানে অদ্যাপিও বসন্ত ও বিসূচিকার প্রকোপ হ্রাস হয় নাই। মধ্যে বসন্তের এতদূর প্রকোপ হইয়াছিল যে, শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এক দিন ভাগলপুর মিউনিসিপালিটীর মধ্যে ১১৩ জনের গাত্রে বসন্ত হইয়াছিল। কি ভয়ানক প্রকোপ! অনেকে এই রোগে প্রাণত্যাগ ক রাছে।

দিন কতক বেঙ্গল থিয়েটর বিলক্ষণ সম্মা সহিত এখানে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহ না যাইতে যাইতে আবার বোম্বাইয়ের ইন্দ্রসভা পার্সী অভিনেতৃগণ অভিনয় করিতে আসিয়াছে কিন্তু দেখিতেছি, তাঁহাদের অদৃষ্ট তেমন সুপ্র নহে; তাঁহাদিগকে প্রায় ভাঙ্গা হাটে বাজার করি হইতেছে।

যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে লোককেও আর বিশ্বাস করা কঠিন ব্যাপার হ উঠিয়াছে। এক দিন যাঁহাকে সুবর্ণ বলিয়া জ ছিল, আজ কষ্টি প্রস্তরে কষিতে গিয়া তিনিও পি হইয়া পড়িতেছেন। এখানকার স্কুলসমূহের ডে ইনস্পেক্টর মৌলবী এলাহি বক্স ও তাঁহার অধী সব ইনস্পেক্টর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া আমর কথা বলিতেছি। তাঁহারা নাকি গুরু মহা দিগকে পারিতোষিক দিব বলিয়া কতকগুলি টা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাহির করিয়া লই আপনারা কতক অংশ আত্মসাৎ করেন। বিষয় প্রকাশিত হওয়াতে তদবধি তদ্রূপপাত বিশ্বাসঘাতকতা এই দুই অপরাধে অপরাধী হ তাঁহারা বিচারালয়ে প্রেরিত হন। এখান জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ডেপুটী ইনস্পেক্ট দুই বৎসর কারাবাস ও ৫০০ শত টাকা অর্থ এবং সব ইনস্পেক্টরের দুই বৎসর কারাদণ্ড ২৫০ শত টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। তাঁহারা ই সেই জজ সাহেবের নিকট আপীল করিয়াছেন আপাততঃ জামিনে মুক্ত আছেন। এক্ষণে বাউক, বিচারে তাঁহারা দোষী কি নির্দো হন।

অনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থা উত্তম। প্র শিক্ষক বাবু চন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অ দিবস হইতে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের স বালিকাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছে কিন্তু শুনিতেছি, এক্ষণে নাকি একজন রমণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে অধিরূঢ়া হ বেন। আমাদের বিবেচনায় একজন বহুদর্শী বৃ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ ন জন স্ত্রীলোকের উপর ভার অর্পণ করা যে কেমন বোধ হইতেছে, এ সম্বন্ধে আরও বল আছে।

পীতৌলিয়ার নিকট একটী পোষ্ট আ আছে। পূর্ব্বে ইহা ডেড আফিস ছিল। ব ইহার কত ক্ষমতা ছিল। এক্ষণে যদিও ইহা আফিসে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু ইহা দ্বারা

কাশ চলিতেছিল। বেলা ৮টার সময় পীরপৈঁতির
ব ২০ মাইল অন্তর। সম্প্রতি ১ লা মে
ত পীরপৈঁতির বাজারে সেখানে একটী সব
আফিস স্থাপিত হইয়াছে।
পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের যাতায়াত বৃদ্ধি
ধা হইয়াছে সত্য; কিন্তু এখনো পোষ্ট আফিসটী
ইয়া যদি এখানে স্থাপিত হইত, তাহা হইলে
ক অনেক সুবিধা হইতে পারিত।
খর হইতেছে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট একটী চিকিৎ-
য় স্থাপিত করিয়া প্রজাদের অভাব দূর করুন,
আমাদের প্রার্থনা। এখানে একটী ডাক্তারখানা
সকলে চলিতে পারে

বিবাদিদের গত হইল, বরাহাটের একজন হিন্দু-
সব পোষ্ট মাষ্টার কিছু টাকা তছরূপ করিয়া
রোধে—করিয়াছে। আমরা ঐ বিষয়ে
শুনিতেছি, গবর্ণমেণ্ট ৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা
ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াছেন। আমরা বেতনের
ভগবের পক্ষে লোভ সম্বরণ করিতে না পারা
আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহাদের বেতন কিছু
ছু বাড়ান হইলে ঐরূপ চুরি করা দূর, তাহা
লে বোধ হয় তাহাদের চরিত্রও উন্নত হইতে
বে।

বরাহাটে একজন ব্রাহ্মণ মহাশয় মফঃস্বলে
াদি ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থ-
ছে তাঁহাকে এমন পাকে ফেলিয়াছিল যে, তাঁহার
বনসংশয়। এ কথা ও আর এখন কিছু না।
বার নূতন উপায় হইয়াছে।
বাজার দর সস্তা হইয়াছে।

নিমন্ত্রণ।

অদ্যাপি এখানে বিসূচিকা বাহির হয় নাই।
স্থের বেগও অদ্যাপি কমে নাই; বরং এক ব
ন্তু বিসূচিকা রোগ আসিয়া উপস্থিত করিয়াছে।
এবং উভয় রোগ একত্র হইয়া ১ টীকে মারণ
তিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এক্ষণে এখানে প্রবল বেগে পূজার আয়োজন
ছে। এই চাওয়া এখানকার স্কুলের পণ্ডিত
কের। যেমন ইহার বিরাম নাই, সেই রূপ
আরম্ভ হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার এখা
ই নামক পল্লিতে অগ্নি লাগিয়া অনুমান ২০।৩০
হইয়া গিয়াছে।

মহা এক পাশা খিয়েটরের দল এখানে
সিয়া ২।৩ দিন অভিনয় করিয়াছিল। শুনিলাম
হাদের সাজ পো ও দৃশ্যপট বড় সুন্দর।

কুমার ইন্দ্রকৃষ্ণ প্রসন্নের মহাশয় আয়োধস্থপ্রভা
াদ্দেশে বহির্গত হইতেছেন বলিয়া বাবুরপুর

হরিসভার সভ্যেরা গত শনিবার উক্ত সম্ভ্রান্ত
গহে একটী সভাধিবেশন করিয়া তাঁহাকে এক অভি-
নন্দনপত্র দান করিয়াছেন। অভিনন্দনপত্রের
নাম শুনিলেই আমাদের মহাত্মা লর্ড লিটন ও ডোট
কাট ইডেন সাহেবকে স্মরণ হয়। সভ্যগণ ঐ নামের
পরিবর্ত্তে বিদায়পত্র বা কৃতজ্ঞতা পত্র নাম দিলে ভাল
হইত। নির্দ্ধারিত দিনে সন্ধ্যাকালে অনেকগুলি ভদ্র-
লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভাপতির আসন
গ্রহণ করিলে পর আমাদের কোন মাননীয় বন্ধু
কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে দণ্ডায়মান হইয়া বড় লোক
হইয়াছিলেন। তিনি দর্শকদিগের প্রতি পশ্চাৎ
করিয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিবেন কি? ১।২ টী বাক্যো-
চারণ করিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। শেষে
বক্তৃতার পরামর্শ পকেট হইতে বাহির করি-
লেন বটে কিন্তু চক্ষে তখন অন্ধকার দেখিতেছিলেন।
২।১ ছত্র পাঠ করিয়া আর পড়িতে পারিলেন
না, সেইখানে সেই স্থানেই বিশ্রাম লইলেন। বন্ধু
এক জন সুবিজ্ঞ ও সুলেখক বটেন; কিন্তু কেন
যে তিনি এমন হইল বলিতে পারি না। তাহার
পর আর এক জন উঠিয়া বলিলেন, চতুরশ
মহাশয়কে ঢেকিয়া দেয় মহাশয় আসন গ্রহণ
করিলেন, আর এই উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা
দিগকে অভিনন্দনপত্র অর্পিত হইয়াছে। যাহা হউক উন-
বিংশ শতাব্দীতে বন্ধু তুলা লোক আছেন দেখিয়া
আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম। ইনি একজন
ভাই কথা। আর পাঁচটী হরিসভা লোকে দেখিতে
পাইলে আমাদের কোন মাননীয় বন্ধু
করেন নাই। ইহার পর আর একটী বাবু দাঁড়াইয়া
বা, কথা বলিতে একটী প্রবাদ বাক্য বলিলেন "ঈ কৃষ্ণ-
প্রসন্নকে বিদায় দেওয়া আমাদের যেন সাপে ছুঁচো
গেলা হইতেছে। " তাৎপর্য্যে আমরা অর্থ করিয়া
লাম শ্রীকৃষ্ণকে ছুঁচা করিয়া বাবু সাপে হইতেছেন।
যদি তাঁহাকে গেলেনও মাত্র। খান কার যদি পরি-
ত্যাগ করেন ও অধঃ চলে। কিন্তু বাবু নিজেই অর্থ
করিয়া দেওয়া আমাদের ভ্রম সংশোধন করিলেন।
তিনি কহিলেন "যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণকে আটক
করিয়া রাখিতাম তাহা হইলে ভাল প্রবাদ হইত না এবং বিদায়
দেওয়াও হইত। যাহা হউক বিদায় দেওয়াই স্থির
হইল। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন স্বয়ং দণ্ডায়মান
হইয়া সভ্যদিগের বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন এবং
তাঁহাকে চৈতন্যের সহিত তুলনা করায় যথেষ্ট দুঃখ
প্রকাশ করিলেন। তিনি অতি নম্রতার সহিত
কহিলেন, আমি এক জন সামান্য ব্যক্তি, তবে যদি
ভগবানের কৃপা থাকে, তিনি তাহার সামান্য ব্যক্তি
হইতেই নিজ কাজ সিদ্ধ করিয়া লইবেন। কিন্তু
ন্য ভগবানকেই ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য, আমাকে
ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বিনী
বাক্যে ও নম্রতার সহিত সকলের নিকট বিদ
প্রার্থনা করিলে তাঁহার সেই সময়ের সকরুণ স্ব
অনেকেরই অশ্রুপাত হইয়াছিল। আমরাও শ্রীকৃ
প্রসন্নের নম্রতা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি
এক্ষণে ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থ
তিনি যে কাজে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে
সফলমনোরথ হয়েন।

কালনা।

২৬ এ বৈশাখ এখানে অত্যল্প জল ঝড় ও শি
বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং ১২।১৪ খানি চাল
পতিত হইয়াছে।

আমরা মিউনিসিপালিটীর কার্য্য দেখিয়া অ
আহ্লাদিত হইলাম। মিউনিসিপালেরা রা
জল দিবার নিমিত্ত দুইখানি গাড়ি আনয়ন করা
ছেন, জলকষ্ট নিবারণের জন্য স্থানে স্থানে পুষ্ক
খনন করাইয়া দিতেছেন এবং চাঁচ ও কাছ
যাইবার রাস্তায় আলো দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, পাড়ার মধ্যে আ
দেওয়া হয় নাই। আমরা ভরসা করি যে, কমি
এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া পাড়ার ভিতরে আ
দিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

আমাদের "সিদ্ধেশ্বরী" নামক ষ্টীমার অ
অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার ভাড়া
ঠিক নিয়ম নাই, কোন দিবস ৭ টার সময় ও
দিবস ৯ টার সময় ছাড়েন। মাঝিদের ব্যব
মাত্রের উপর নির্ভর। অতএব আমরা সাধুনয়ে
প্রার্থনা করি যে, ম্যানেজার বাবুরা এবিষয়ে
মনোযোগ করিবেন।

এখানকার দানশীল মহাশয়েরা

ইহার কার্য্য দেখিয়া যার পর নাই আহ্লা
হইয়াছি।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভ্রম
হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সম
মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন কি
দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর
যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু

্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত
পন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত
ানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
ারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০
া; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি-
বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডি-
লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু শুকদাস চট্টোপাধ্যায়
৩৮ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখো-
ায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ প্রকাশ
র এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
ক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
ছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
াইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
ীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
স্থানে টাকা দিয়া উহাদের নিকট হইতে
য় লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সকলপ্রকার
গ নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত
ি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কবিরাজ উপযুক্ত
ৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া
াদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের
নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অদ্য
ার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,
রক্ত, গ্রহণী, অন্ত্রগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং
সংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক
৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা। পাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সকলপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সকলপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম, সরক্ত ও খড়িগুলবৎ প্রস্রাব নির্গত হইলে ৩ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাবা খড়ির ন্যায় ধোলা এই সকল রোগ জনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের কম্পতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথা নিয়মে সেবন করিলে শরীরের নূতন রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয়, এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল শারীর-যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃপীড়া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়াসকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবন স্বভাব সুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আশুবিনির্গম, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকল আশু শান্তি হয় এবং সমধিক উদ্রেকশক্তি বৃদ্ধি করে। অস্মদ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাহু ঘৃত।

সমস্তপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রি
দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বি
যতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদো
অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, কলস্র
পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দি
পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ
প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্র
প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সম্
নষ্ট হইয়া থাকে।

একশিশির মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে
মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগু
নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এ
অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
চক্রবর্ত্তী ঘোষ। ঐ
ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ
কলিকাতা।
ধর্ম্মদাস দত্ত। ঐ
বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
ঢেকানল কটক
কালিবাস ঘোষ। সিবিল সারজন
বর্দ্ধা—মার্গ।
কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডে
কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা
মেঃ ব্রজেন্দ্রনাথ দে—অয়েণ্ট মার্চিন্ট্
রাণীগঞ্জ।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবি
শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

এক বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাসুল
যোগিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস। মূল্য এক টাকা

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ৷৵০।

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকা
হইয়াছে। ইহাতে সমুদ্রমন্থন ও চন্দ্রের উৎ

...মের মধ্যে আগমন, মস্তসংহিতা, সৃষ্টিপ্রকরণ ...প্রাচীন লোকের মত ও ব্যবহার, শিক্ষা (পদ্য), ...শবংশাবলীচরিতম্, সংক্ষেপরামায়ণ, ভ্রমসংশোধন, ...৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিমাই ...খণ্ডি মূল্যের ৮ংখ্যা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ...ডাক মাশুল সমেত সর্ব্বশুদ্ধ মূল্য ৫ পাঁচ ...। এতদ্ভিন্ন মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে ...প্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে ...পাঠাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও ...করিয়া প্রেরিত হয় না।

...ার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার

পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

...পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

...সকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ ..., শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁতেধরা, স্বর-...গলার সহিত কফ উঠা, সর্দ্দি ও শুষ্ক কাশী ...প্রভৃতির অব্যর্থকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্পদিন ...ব্যবহারে আরোগ্য। ৩টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির ...১ টাকা, ডাকমাশুল ৵৹ আনা, একবারের সেবনে ...যায়। ইহা সেবনে স্ত্রী পুরুষ সকলেই নিরাময়ে এই ...সেবন করিতে পারেন। মোদক অদ্য আরোগ্য ...প্রস্তুত হইয়াছে। ঔষধালয় ১৪ নং চোরবাগান ...ষ্ট্রীটফেলন এণ্ড কোং নিকট পাওয়া।

সঙ্গীত।

বিবিধ সুরে ও তালে ঈশ্বরের গুণানুবাদ কীর্ত্তন ...দি নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া। মূল্য ৵৹ আনা। ...মাশুল ১০। শ্রীবৈদ্যনাথ ... নগর থানা টালিগঞ্জ। কিং বাহুর্কী এণ্ড কোং ...নহুয়াবাজার ষ্ট্রীট ২৫ নং। কেনিং লাইব্রেরি, কলি-...তা পটোলডাঙ্গা। রায় কোং হাবড়া এণ্ড ...ডাঙ্গা, ভবানীপুর অঘোরনাথ নাথের দোকান।

...কালীন ১২ খানা পুস্তক লইলে প্রতি খানা ৵৹ ...না দিতে পাইবেন

বিশেষ বিজ্ঞাপন

" ...ম ও ২য় ভাগ। রেজমারে ...দ্রব্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য ডাক ...ষ্টাম্পে ১৷৹। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের ...ঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির পাবেন।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নিক্তিতে [illegible] সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

...কোষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, ও মূর্চ্ছা (বা পাগরী) রোগ প্রভৃতির অন্য চিকিৎসা রোগীর গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সময়ে ডাক্তার মহাশয়কে ডাকাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত সার্টি ফা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ বিক্রী।

...জেলার অন্তর্গত ... মহাশয়ের বাটীস্থ ... বাবদ ৭৭৮৩ ৵৹ টাকা উপস্থিত বিশিষ্ট একটী নিকি-...খাস করিবার নিমিত্তে বিক্রয় করা হইবে এই ব্যাপারের কোন প্রকার গোলযোগ নাই ক্রেতাগণের ইচ্ছামত বিশেষ সুবিধা আছে। এ-বিষয়ে যিনি ক্রিতে চাহেন, তাঁহার অবগত হইবে ইহা কারণ, তিনি ৩ মাসের টাকা কলিকাতা এই ঠিকা-নায় সরিসটর সেমার্স সাণ্ডার্সন এণ্ড কোম্পানি নিকট নিম্নে পত্র লিখিবেন।

ওয়েষ্ট, ডে, এণ্ড, কোং।

১১ নং ডুমটোলার লিটুডিও পটি, বহুবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, পেন্সিলের, খাম, কাপড়, ছবির ফ্রেম ইত্যাদি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার ষ্টীম প্রেস, লেদার, লাইন কার্য্য, কালের প্রেস, অন্যান্য কার্য্য পরিপাটী রূপে সম্পাদন করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জানান যায়।

ফুলেশ্বরী সিক্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এক সিক্কোনা কুইনাইনের নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা উহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ১ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স লিখি ২০৷০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল লইয়া দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নি... লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ... প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত টি, ইংলিস সাহেব মি, এম্,—আরা

" ...ডোডাসাঁকো লাইব্রেরী—...ডোডাসাঁকো

" ...বাবু রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব—মিনাজপুর

" " কেশবচন্দ্র রায় কণ্ডক্টর—শিবরামপুর

" " উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী—জলপাইগুড়ি

" " মনোহরণ রায়—গয়া

" " আনন্দ গোপাল গুঁই—পাবনা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা হয় না।

মফঃস্বলের ইচ্ছার অগ্রিম মূল্য ত্রৈমাসিক ... সার্দ্ধ ত্রৈমাসিক ১৷০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩৷০ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ত্রৈমাসিক ১৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা সার্দ্ধত্রৈমাসিক নি... ই।

অগ্রিম মূল্য ব্যতীত মফঃস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... লইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন, তাঁহারা যে নাম ধাম লিখিবেন, সেই নাম ধাম অনুসারে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হইবে, কোন ব্যক্তি যাহাতে মাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য স্থানের অগ্রিম মূল্য টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা। তাহার পর ৵৹ এক আনা দিতে হইবে।

হুগলী এক পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর হইতে চাঙ্গড়িপোতা কলেজস্থ মন্ত্রে শ্রীকেদার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ২৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৯ সাল। ৯ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮২। ২২ এ মে। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

Mrs E D cruze 99 College Street Calcutta.

Diplomaid midwife.

Fees to attendance moderate.

Bears high testimonials.

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীমতী ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদেশে যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফি অতি অল্প।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, শাঙ্করভাষ্য আনন্দগিরিটীকা ও শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা এবং বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৭ সাত টাকা। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কলেজষ্ট্রীট নং ১ বঙ্গবাসন যন্ত্রালয়ে পাওয়া যায়।

পদ্য মহাভারত।

মূলের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদ্য মহাভারত প্রকাশিত হইবে। যদি কেহ মূলের সহিত ঐক্য না দেখেন তবে মূল্য ফেরত দিব। প্রতি মাসে ১ পেজী ৯ ফর্ম্মা আকারে প্রকাশ হইবে। সকল শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য মূল্য ১৷০ সিকা এবং মাশুল ৷৶০ আনা নির্দ্ধারিত হইল। এক শত গ্রাহক হইয়াছে। এক সহস্র হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। যিনি গ্রাহক হইবেন তিনি নগদ মূল্যসহ আমার নিকট পত্র লিখিলে গ্রাহক হইতে পারিবেন।

দিনাজপুর | শ্রীবিনোদবিহারি রায়।
মুন্সীপাড়া | পদ্য মহাভারত প্রকাশক।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ে।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশন হইতে যে লাইন ডায়মণ্ড হার্ব্বরে যাইতেছে তাহা ২২ এ মে সোমবার হইতে মাল ও লোক জন লইয়া যাইবার জন্য বারুইপুর পর্য্যন্ত খোলা হইবে। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে গাড়ি চলিবে।

ডাউন ট্রেণ

ষ্টেশন	সপ্তাহের অন্যান্য দিন				রবিবার		
	২	৩	৬	৮	৩	৬	৮
	মিক্সড	/৩	/৩	প্যাসেঞ্জর	মিক্সড	/৩	প্যাসেঞ্জর
	এ.এম	এ.এম	পি.এম	পি.এম	এ.এম	পি.এম	পি.এম
কলিকাতা ডাঃ	৬ ৩০	৭ ৪২	২ ৫০	৬ ০	৭ ৪২	২ ৫০	৬ ০
বালি ঐ	৬ ৪৫	৮ ২	৩ ৫	৬ ১২	৮ ২	৩ ৫	৬ ১২
চাঁপাহাটী	,,	,,	৩ ১২	৬ ১৮	.	.	৬ ১৮
মাহেশপুর	৭ ৫৯	৯ ১৪	৩ ১৯	৬ ২৪	৮ ১৪	৩ ১৯	৬ ২৪
পাড়িয়া	৭ ১৮	৮ ৩০	৩ ৩৮	৬ ৩৯	৮ ৩০	৩ ৩৪	৬ ৩৯
সোনাপুর (উপস্থিত	৭ ২৯	৮ ৫০	৩ ৪২	৬ ৪৩	৮ ৫০	৩ ৪২	৬ ৪৩
সোনাপুর (ডাঃ	৭ ২৪	৮ ৫২*	৩ ৪৭	৬ ৪৫	৮ ৫২	৩ ৪৭	৬ ৪৫
মাহেশপুর	,,	৯ ৪৮	৬ ৫৭	.	৯ ৫৭	৬ ৫৭	.
বারুইপুরে উপস্থিত	৮ ৪০	১০ ১০	৭ ৭	.	১০ ১	৭ ৭	.
চাঁপাহাটী ডাঃ	,,	৯ ১০	,,	,,	৯ ১০	,,	,,
বালি	,,	৯ ২৪	,,	,,	৯ ২৪	,,	,,
সোনাপুর উপস্থিত	,,	৯ ৫০	,,	,,	৯ ৫০	,,	,,

মাহেশপুরের আপীস
১১ ই মে ১৮৮২।

* কেবল শনিবারে।

অপ ট্রেণ

ষ্টেশন	সপ্তাহের অন্যান্য দিন				রবিবার		
	১	৪	৫	৭	১	৫	৭
	মিক্সড	প্যাসেঞ্জর	মিক্সড	/৩	/৩	/৩	/৩
	এ.এম	এ.এম	পি.এম	পি.এম	এ.এম	পি.এম	পি.এম
কাঁচরি	,,	,,	২ ১০	,,	,,	২ ২০	,,
বাঁশড়া	,,	,,	২ ৪৫	,,	,,	২ ৪৫	,,
চাঁপাহাটী	,,	,,	৩ ১৯	,,	,,	৩ ০	,,
বারুইপুর ব্রাঞ্চ	২ ৫৫	৮ ২৫	,,	৪ ৩০	২ ৫৫	,,	৪ ৩০
মাহেশপুর	.	৮ ৩৪	,,	,,	,,	,,	,,
সোনাপুর উপস্থিত	৩ ১০	৮ ৪৪	৩ ৩৭	৪ ৫০	৩ ১৫	৩ ৩৭	৪ ৫০
ডাঃ	৩ ৫০	৮ ৪৮	৩ ৪৯	৫ ০	৩ ৩০	৩ ৪৯	৫ ০
পাড়িয়া	৩ ৪৮	৮ ৫৫	,,	৫ ১০	৩ ৪৮	,,	৫ ১০
মাহেশপুর	৪ ১০	৯ ৭	,,	৫ ২৪	৪ ১০	,,	৫ ২৪
চাঁপাহাটী	,,	৯ ১৫	,,	,,	,,	,,	,,
বালি	৪ ২৫	৯ ২৯	৫ ২৪	৫ ৪৩	৪ ২৫	৫ ২৪	৫ ৪৩
কলিকাতা ডাঃ	৪ ৩৫	৯ ৩৯	৫ ৩৪	৫ ৫৫	৪ ৩৫	৫ ৩৪	৫ ৫৫

শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

উপস্থিত হইলে জমা, সরজমি ও পত্তন আদির বিষয় জানিতে পারিবেন। সন ১২৮৯। ২১ এ বৈশাখ।

মহাল সকলের নাম।
জেলা বীরভূমের অন্তর্গত।

১। পরগণে হবিপুর পাট পড়াপে একনং ৬ তমি দারী সহ।

। ৮ঃ ঐ ঐ ঐ

৭। পঃ ঐ চন্দা বাজেগণ্ড রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

৮। পঃ ঐ চন্দা চৌপুর রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

৯। পঃ ঐ চাটি চন্দা কপ্তা রকম ৪০ জমিদারী স্বত্ব।

১০। পঃ ঐ চন্দা পাকালয়া রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

১১। পঃ ঐ চন্দা মঙ্গলপুর রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

১২। পঃ ঐ চন্দা বাঙ্গেয়াপুর রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

১৩। পঃ ঐ চন্দা বাঙ্গেয়াপুর রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

১৪। পঃ সাতালামপুর চন্দা নওয়াবাদ এমামদ রকম ষোল আনা জমিদারী, পত্তনি, দরপত্তনি ও সেলামী স্বত্ব।

১৫। পঃ ঐ চন্দা মহনা ডাল রকম ৵৷৷৹ আনা জমিদারী স্বত্ব।

১৬। ঐ মহাল রকম ১৯৷৷ গণ্ডা সেলামী স্বত্ব।

১৭। পরগণে সাতলমপুর চন্দা পারুলদেনা রকম ১৩৷৷৹ আনা জমিদারী স্বত্ব।

১৮। পঃ ঐ চন্দা পাঁড়া রকম ষোল আনা জমিদারী, পত্তনি, দরপত্তনি ও সেলামী স্বত্ব।

১৯। পঃ ঐ চন্দা চণ্ডিপুর রকম ষোল আনা জমিদারী পত্তনি দরপত্তনি ও সেলামী স্বত্ব।

২০। পঃ ঐ চন্দা উত্তর ভাহা রকম ষোল আনা জমিদারী পত্তনি ও দরপত্তনি ও সেলামী স্বত্ব।

২১। পঃ ঐ চন্দা বৈদ্যনাথপুর রকম ৵৷৷৹ আনা জমিদারী স্বত্ব।

২২। পঃ ঐ চন্দা ভোজা রকম ৷৷৹৷৷ আনা জমিদারী স্বত্ব।

২৩। পঃ ঐ চন্দা ভোজা রকম ৷৷৹৷৷ আনা জমিদারী স্বত্ব।

২৪। পঃ ঐ চন্দা বেলুটী রকম ষোল আনা পত্তনি স্বত্ব।

২৫। পঃ ঐ চন্দা ছোটা রকম ১৯৷৷—২ আনা জমিদারী স্বত্ব।

২৬। পঃ ঐ চন্দা বাউবেন রকম ৵১৷৷৹ ২ আনা জমিদারী স্বত্ব।

২৭। পঃ ঐ চন্দা মহনা বনি রকম ৷১২১৷৷৹২ আনা জমিদারী স্বত্ব।

২৮। পঃ সেনভূম চন্দা লেলেপ্ত রকম ৷/৮৷৷৹ আনা পত্তনি স্বত্ব।

২৯। পঃ খুনি সংক্রান্ত রামপুরের জঙ্গল তমঃ। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত।

১। পরগণে সেনপাহাড়ি চন্দা শ্রীরামপুর কাসুর ১৮ রকম ৷/৮৷৷৹ আনা পত্তনি স্বত্ব।

২। পরগণে সেরগড় তালুক শ্যামসুন্দরপুর রকম ষোল আনা পত্তনি স্বত্ব।

জেলা চমকার অন্তর্গত।

১। পরগণে কুণ্ডহিত তালুক আম্বা রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

২। পরগণে মহম্মদাবাদ চন্দা পাঁচ পুকরিয়া রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

ম্যানেজার ষ্টেট হেতমপুর।

মহীসুর রাজ্যের রেলওয়ের নিমিত্ত ঋণ।

মহীসুরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়া টেণ্ডার গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই টাকায় জন্য মহীসুর রাজ্যের সাধারণ রাজস্ব প্রতিভূস্বরূপ থাকিবে। এই টাকায় বাঙ্গালোর হইতে তিপ্তুর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করা হইবে। উহার দূরত্ব ৮৫ মাইল।

২। এই ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ৪ টাকা। বৎসরে দুই বার অর্থাৎ ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ও ১৫ ই আগষ্ট সুদ প্রদত্ত হইবে। ২০ বৎসর এইরূপ দেনা পাওনা চলিবে। সুদের টাকা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের মধ্যবর্ত্তীয় ধনাগার, বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহ এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই এবং তাহাদিগের শাখা ধনাগার হইতে দেওয়া যাইবে।

৩। ঋণপত্রের কারম নিম্নে দেওয়া গেল। ৫০০ অথবা ১ শতের গুণনীয় টাকার প্রতি ঋণপত্র (Debentures) বাহির করা হইবে।

৪। এই ২০ লক্ষ টাকা ঋণের সমুদায় অথবা আংশিকের টেণ্ডার মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলর ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত বাঙ্গালোরে গ্রহণ করিবেন।

৫। নিম্ন সংযোজিত কারমে প্রতিটেণ্ডর পাঠাইতে হইবে। যিনি টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে কারম খামে মুড়িয়া তাহার উপর সীল করিয়া "১৮৮২ সালের মহীসুর রেলওয়ের ঋণের টেণ্ডার" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। আর ঐ টেণ্ডার বাঙ্গালোরে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মহীসুর গবর্ণমেণ্টের দাওয়ান অপরাপর লোকের সম্মুখে বাঙ্গালোরে তাঁহার আপীসে বসিয়া এই সকল টেণ্ডার খুলিবেন ও প্রথম নূনকল্পের স্থির করিবেন।

৭। যিনি যত টাকার টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে সেই টেণ্ডারের সঙ্গে সেই টেণ্ডরের দেয় মোট টাকার শতকরা ২ টাকা পরিমাণ টাকা জমা দিতে হইবে। এই টাকা মহীসুরের দাওয়ানের নামে বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহে মাদ্রাজ বোম্বাই ও তাহাদিগের শাখা ব্যাঙ্কে অথবা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগারে জমা দিয়া তাহার রসিদ টেণ্ডারের সহিত পাঠাইয়া দিবেন এবং দাওয়ানের নামে মনি-অর্ডার অথবা কোম্পানির কাগজও পাঠাইতে পারিবেন।

৮। যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক টেণ্ডার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আমানতি টাকা দেয় ঋণের আংশিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং টেণ্ডারদাতাকে তাহার টেণ্ডারের লিখিত অবশিষ্ট টাকা ১৮৮২ সালের ১৫ ই আগষ্টের মধ্যে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগারেই হউক অথবা বঙ্গদেশে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও তাহার শাখা ব্যাঙ্কে দাওয়ানের নামে জমা দিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে টাকা জমা না দিলে আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারের টাকা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে ঋণপত্র বাহির করা হইবে।

১০। টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে টেণ্ডারের সহিত দত্ত আমানতি টাকা আবেদন করিলেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

১১। এক হারের দুই বা ততোধিক টেণ্ডার হইলে (কম হারে টেণ্ডার লইবার যে কথা আছে তাহার অপেক্ষা যদি কম হারে না হয়) উহাতে সেই হারে ডিপজিট দিবার কথা আছে এবং আবশ্যক সেই হারে প্রতি টেণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

১২। টেণ্ডারের যে হার বর্দ্ধিত হইল, তাহার এক আনার ভগ্নাংশ থাকিবে না; যদি কোন টেণ্ডার এক আনার ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং ভগ্নাংশবিহীন বোধে টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১৩। ভ্রম প্রমাদের পরিহারার্থ প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত স্বতন্ত্র আর একটী টেণ্ডার দিতে হইবে এবং তাহার সহিত পৃথক আমানতও করিতে হইবে।

১৪। মহীসুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব হইতে

০০০০ টাকা (এক কোটী ৬ লক্ষ) আয় হইয়া
ছ। সর্ব্ব প্রকার ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
ট হইতে দুর্ভিক্ষনিবারণের নিমিত্ত যে টাকা ঋণ
করা হইয়াছিল, তাহার পরিশোধের জন্য যাহা
য়া হইতেছে, তাহা বাদে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত
ক।

১৫। ভারতবর্ষে এই ঋণসমুদ্ধক যে সকল
াবশ্য করা আবশ্যক হইবে, তাহাতে টাকা
াবে না।

সুরের দাওয়ানের
ালয় বাঙ্গালোর
মে ১৮৮২।

সি, রঙ্গাচার্য্যর
দাওয়ান

Form of Tender

I hereby tender for Rupees of
Loan advertised in the Notification of
Dewan of Mysore dated 1st May 1882,
I agree to pay the same subject to the
nditions notified, at the rate of Rupees
for every Rs. 100 allotted to me
I enclose on account of the required
posit of 2 per cent on the amount tender-
here enter particulars of deposit) and
gage, if my offer is accepted to pay the
mainder of the amount of the loan allo-
l to me on or before the 15th August
82, in the manner prescribed in the Noti-
ation. Any allotment made to me may be
mmunicated to the following address.

Signature
Full address.

Form of Debenture

YSORE RAILWAY, FIVE PER CENT
LOAN 1882.

Bangalore, 1882.

The Government of His Highness the
Raja of Mysore in consideration of
he sum of Rupees received
rom
romise to pay to the said
r order, the sum of Rupees
wenty years after the date hereof, together
with interest at the rate of five per cen-
um per annum, payable half-yearly on
0th February and 10th August

প্রেরিতপত্র

চলোয় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব।

২৪ পরগণা আলীপুরের সন্নিকটে চেতলা নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। এই গ্রামখানি ২৪ পরগণার সদর ষ্টেষণ আলীপুরের সন্নিধান প্রযুক্ত এবং ইহার বহুকাল প্রচলিত বিখ্যাত ঘাটের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাতে অন্যূন ৪০০ চারিশত ঘর ভদ্রাভদ্র লোকের বাস। তন্মধ্যে অধিকাংশ দরিদ্র এবং নিকটে সদর কাছারি থাকাতে দূরাগত অর্থী প্রত্যর্থীরাও এই স্থানে বাসা করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন বুধবারে ও শনিবারে এইখানে হাট হয়। এই হাটে বহু দূর হইতে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা আসিয়া থাকে। এত অধিকসংখ্যক লোকের একমাত্র জীবন টালিসাহেবের কৃত খাল। ইহার জল পান, ইহাতে স্নান এবং অনেক লোককে ইহার জলে গৃহকার্য্য পর্য্যন্ত করিতে হয়। নিকটে এমন কোন উত্তম পুষ্করিণী নাই যে লোকেরা তাহার জল পান করে। এই কালীঘাটের খালই এখানকার লোকের সর্ব্বেসর্ব্বা। শীতকালে এই খালে দক্ষিণের বাদা হইতে এ প্রকার ভয়ানক দূষিত জল আইসে যে তাহাতে স্নান কিম্বা সেই জল পান করিলেই লোকের পীড়া হয়, এবং এই ভয়ানক গ্রীষ্মকালে ইহার জল এ প্রকার ভয়ানক লবণাক্ত হয় যে, পান করা দূরে থাক মুখে পর্য্যন্ত দেওয়া যায় না। এই লবণাক্ত জলে স্নান ও এই জল পান করিয়া অনেকেই রোগাক্রান্ত হন। ইহাদের উপর প্রকৃতি দেবীর অতি নিষ্ঠুরতা। এই ত গেল প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা। ইহা ব্যতীত এই জলে এত বিষ্ঠা ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট মনুষ্য ও পশুর শব ভাসিয়া যায় যে, তাহা চক্ষে দেখিলে স্নান পান করা দূরে থাক, এই জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে ঘৃণা হয়। অন্য উপায় নাই বলিয়া এই জল পান করিতে হয় ও ইহাতে স্নানও করিতে হয়। এখানে এমন কোন লোক নাই যে, পানীয় জলের একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। একণে আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা যে এই প্রকার জল প্রভৃতি পক্ষে কতদূর স্বাস্থ্যকর তিনি একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। সম্পাদক মহাশয় আপনি বহুজ্ঞ লোক, আপনিই বলুন দেখি ইহা কি যমালয়ের প্রশস্ত দ্বার নয়? উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় মিউনিসিপালিটী কমিশনর মহোদয়েরা এই দরিদ্র প্রজাদিগের উপর একটু কৃপাদৃষ্টি করুন। ভবানীপুরের ন্যায় স্থানে বিশুদ্ধ পরিমাণে উত্তম পানীয় জল পাওয়া যায়, সেখানেও মিউনিসিপালিটী উত্তম পুষ্করিণী খনন করিলেন; কিন্তু যেখানে উত্তম জলের অভাবে লোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে সেখানে কি কৃপাদৃষ্টি হইবে না? এখানে এমন অনেক এঁদো পুষ্করিণী আছে যে তাহার সংস্কার করিলে তাহা হইতে উত্তম পানীয় জল পাওয়া যায়। তবে একটু কৃপাদৃষ্টি আবশ্যক। ভাল, দরিদ্রের বাপ মিউনিসিপালিটী যদি দয়া করিয়া তাহাও না করেন, তবে যে খালের জল আমাদের প্রাণ, সে জল যেন ভবিষ্যতে আর উক্তরূপ অপরিষ্কার না হয় অনুগ্রহ করিয়া ইহার কোন একটী সদুপায় স্থির করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করুন।

চেতলা } আপনার বশম্বদ
১৮ ই বৈশাখ } শ্রীনন্দলাল আঢ্য।

সোমপ্রকাশ

৯ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ভারতসাম্রাজ্যের পরিণাম।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আমরা প্রথম দুটি প্রস্তাবে প্রতিপাদন করিয়াছি যে এতদ্দেশীয় প্রজাগণ পরসেবারূপ দৃঢ় শৃঙ্খলে ছিন্ন করিয়া কস্মিন্ কালে স্বাধীন হইতে পারিবে না,—তাঁহারা স্বয়ং কোন কালে ব্রিটিস্ শাসনের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবেন না। অতএব যে সমস্ত ইংরাজ বা অপকৃষ্ট ইংরাজ এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিবেন, তাঁহারা কতদূর ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের প্রতিযোগী হইবেন, এক্ষণে তাহাই আলোচ্য।

ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ, বিশেষতঃ ইহার সমুদ্রতীরই আজ কাল ঘোর ম্যালেরিয়ার প্রভাব। ইংরাজেরা স্বভাবতঃ মাংস ও আসব প্রিয়, কিন্তু ঐ সমস্ত দ্রব্য ও পানীয় এ দেশের উপযোগী নহে। নিম্নপ্রদেশে নানা প্রকার উৎকট ব্যাধি আসিয়া তাহাদের আশ্রয় করে। পরাক্রমে যারা নিশ্চিন্ত হইয়াছে এতদ্দেশীয় লোকের বরং অপেক্ষাকৃত সুস্থদেহ, কারণ স্থানীয় উষ্ণতার নিমিত্ত যকৃতের ক্রিয়াদি ভাল হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশবাসিদের বরং তত নয়। পক্ষান্তরে আবার শীতল স্থান নিবাসী মনুষ্যের [illegible] উষ্ণতার ক্রিয়াদিকা না হইলে সর্দ্দি কাসি প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ জন্মে। এই সমস্ত হেতু বশতঃ ইংরাজেরা এদেশে যে চিরস্থায়ী উপনিবেশ সংস্থাপন করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। এ দেশ

...ি ও দাস্থ্য, ইহাতে তাহাদের ...
...ৈশাচিক স্বভাব উদ্রিক্ত হইয়া ...
...ক সহজ ঘটনায় তাহারা অত্যন্ত ...
...গণের দৈহিক গঠন ও ...
...উহা তাহাদের ...
...ড়িল। ...
...এটী ...
...হয়। ...
...কলে, ...
...ন না, ইহাই ইহাদের মূল কারণ। ইউরোপীয়দের ...
...সঙ্গে অনেকেরা তাহাদের ভাষাও জানে। ...
...সময় কোন বিদেশে গেলে ...
...ন করিতে পারেন, সে সময় উত্তর পাওয়া হইবে ...
...ড়া,—সময় বিশেষে যাই, যারা কাজী কিম্বা ...
...কোন স্থানে গমন করে, তাহারা দেখিতেই ...
...রূপ হয়। তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে ...
...র সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করে, এমন লোক ...
...ইংরাজেরা এতদ্দেশীয় ইংরাজের সঙ্গে ...
...মিশিয়া থাকেন, অন্য কাহারও সঙ্গে ...
...ন না। ইংরাজের আচারে ইউরোপীয়দের ...
...কিছু ঘৃণাস্পদ আছে; ইউরোপে ...
...ের লোক অন্য স্থানে গিয়া ...
...ছেন, অনেক স্বদেশীয় ...
...ছে থাকিবে বলিয়া, ...
...দিয়াছেন। কিন্তু দেখুন, ...
...ইংরাজেরা এ দেশে ...
...এখনও তাহাদের মনে আমাদের কোন ...

ব্যবহার তাহার সকল গুলির অনুরূপ করিয়া লন—দেখিতে পাওয়া যায়েন। পরিশেষে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকা সাহেব হইবার নিমিত্ত বিলাতে গিয়া বাস করেন। অতএব ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড মনিষ্টরা চিন্তিবার উপায়ের সম্ভাবনা নাই।

এদেশের পক্ষে যে সকল প্রদেশগুলি ইংরাজদিগের বাসোপযোগী। তথাকার স্বাস্থ্য ভাল, এবং সেখানে প্লেগের আশঙ্কা নাই। কিন্তু ইংরাজেরা সেখানে উপনিবেশ করিলে বাণিজ্যের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। সমুদ্রতীরের উপকূলের আশা নিরাপদ নয়। এই সমস্ত কারণের বিশিষ্টরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ ইংরাজদিগের স্থানের উপযুক্ত নয় ইহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হয়, অতএব যখন ইহা এক জন ইংরাজপুত্র এদেশে বাস করিতে পারেন। কত লক্ষ তাঁহাদের স্বকীয় লোকসংখ্যা অধিক হইবে সন্দেহ নাই।

এদেশে ইউরোপিয়ানেরা উপরকালে কতদূর ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিতে পারেন, তাহাও বিবেচ্য। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সমুদায়ই ইউরোপিয়ানদের প্রতি নিপীড়িত হইয়াছে। যাহাতে এই সাম্রাজ্যলোভ তাঁহাদিগকে, কখন এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠেন, তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধক আছে। কিন্তু ইংরাজেরা সেখানে উপনিবেশ করিলে তাহাদের ক্ষমতাপন্ন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইংরাজেরা ভারতসাম্রাজ্য হস্তগত করিতে পারিবেন না। এদেশে অন্যান্য জাতির সঙ্গে তাঁহারা মিলিত হইবেন না, তাহাতে তাঁহাদের বল কিরূপে অধিক হইবে আর একটী আশঙ্কা এই, সংসারে প্রকৃতির নিয়ম এবং সামাজিক বিধি এই দুইটীই এখন পরস্পর কার্য্য করিতেছে। প্রকৃতির নিয়ম অতি ভয়ঙ্কর। পৃথিবীতে যত উদ্ভিদ এবং যত কীট জন্তু সকলেই চাহিতে থাকে একটী বৃক্ষে প্রতিবৎসরে অসংখ্য ফল কিন্তু সমস্ত ফল হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না, একটী দম্পতী হইতে অসংখ্য সন্তান সন্ততি জন্মে, তন্মধ্যে সকলে থাকে না। কখন পরিপোষণাভাবে মৃত্যু পতিত হইতেছে, আবার কখন পরস্পরের দ্বারা হইতেছে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা যেমন হইতেছে, আবার যেরূপ কমিয়াও আসিতেছে, [illegible] অনেক লোক মৃত্যু পতিতেছে, যেমন সাপ প্রবল হইয়াছে বলিয়া থাকিতেছে। এই [illegible] নিয়ম। কিন্তু ইহার এই অনিবার্য্য নিয়ম এবং সামাজিক বিধি এই দুইটীই এখন [illegible]

। পান ভোজন, আবাসগৃহ, পরিধেয় বস্ত্র, বস্থার সমুচিত সেবাশুশ্রূষা কিছুই হইবে না, প্ত খাদ্যদ্রব্যও মিলিবে না, রোগে এবং অনা- অনেকের মৃত্যু হইবে। এইরূপে ভারতবর্ষের সংখ্যা কমিয়া আসিবে, কেবল অল্পমাত্র এদে- লোক অবশিষ্ট থাকিবে, তখন ইউরেসিয়ানেরা পেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন হইয়া এ দেশীয়দিগকে ভনা করিতে পারিবেন। কিন্তু সে উত্তেজনায় শ গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ শে উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হয় না। ইউ- য়ানগণ বিদ্রোহী হইলেও তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র বেন না। এদেশে যে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ আছে, মুদায় নিঃশেষিত হইলে বিদ্রোহীদিগকে ঘোর গ্রস্ত হইতে হইবে। তখন পরের আনুকূল্য আর উপায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি লেরই লালসা আছে, অতএব ইউরেসিয়ানেরা প্রতাপী হইলে অপর ক্ষমতাপন্ন রাজাকে ভারত- ায় কিঞ্চিৎ অংশ দিতে হইবে। কিঞ্চিৎ অংশ ই সর্ব্বনাশ! একবার একস্থানে বসিতে পাইলে ন শয়ন করিবারও স্থান করিয়া লইবেন। ইউরে ানদের স্বাধীনতা লাভ করা দূরে থাকুক, বরং ার এক অপরিচিত জাতির অধীনস্থ হইয়া পড়ি- । এই সমস্ত কারণ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালো- করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বিশ্বাস জন্মে যে, ঔপনি- শকদিগের দ্বারা ব্রিটিশ জাতির কখন কোন ই ঘটিবে না। যেমন পার্সিএ: মুসলমানেরা মে ভারতবাসিদের হইতে পৃথকভাবে ছিলেন, এক্ষণে এ দেশীয় হিন্দু ও অন্যান্য জাতির সঙ্গে ারা মিলিত হইতেছেন এবং পরস্পরের মনে াতীয়ত্ব ভাবের সঞ্চার হইতেছে, তাঁহারা সক- ভারতবাসী, সে কারণ এক্ষণে পরস্পর পরস্পা- গ্রহ করেন। আর কিছু দিন পরে ইহাঁদের য়ে প্রগাঢ় সদ্ভাব এবং একতা জন্মিবে, তাহাতে হ নাই। কিন্তু ইংরাজজাতি অত্যন্ত পণ্ডিত, ারা এ দেশীয়দিগকে শুচক্ষে দেখিতে পারেন না রেসিয়ানের ও প্রকৃতরূপে ইংরাজের অনুকরণ য়া থাকেন, তাঁহারাও এ দেশীয় লোকের সঙ্গে ন না। অতএব ইহাঁদের সঙ্গে আমাদের াতীয়ত্বভাব কখন জন্মিবে না, ইহাঁরা পৃথক য়া থাকিবেন। সে কারণ ঔপনিবেশিক ও দলবাসিরা কখন একসঙ্গে মিলিত হইবেন না, টিশ গবর্ণমেণ্টের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। ময়, বারান্তরে অন্যান্য কারণগুলির পর্য্যালোচনা বে।

১৮৮০। ৮১ সালের শিক্ষাবিভাগের মন্তব্য।

গত বৎসরের সাধারণ-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ক্রফ্‌ট সাহেব উহার সার-সংকলনে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত মত সর্ব্বথা অনুমোদনীয় নহে। তিনি দেখাইতেছেন, গত বর্ষে ৮১৩১ বিদ্যালয় এবং ১০৯,৪৫৯ ছাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। তদীয় মন্তব্য-পুস্তকে কলেজ এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের এবং বিদ্যার্থীর সংখ্যায় এইরূপ তালিকা দেওয়া হই-য়াছে—

কালেজ ২৬	ছাত্র ২,৫২৬
উচ্চ শ্রেণীয়	
ইংরাজি বিদ্যালয়—২১৮	ছাত্র ৪২,৫৫৮
মধ্য শ্রেণীয় ইংরাজি	
বিদ্যালয় ৫৮৮	ছাত্র ৩৫,৩৪৮
মধ্য শ্রেণীয়	
বঙ্গবিদ্যালয় ১০২৮	ছাত্র ৫৪,২০৮
নিম্ন শ্রেণীয়	
বঙ্গবিদ্যালয় ১৭০১	ছাত্র ৫৯,৩১৮
প্রাথমিক	
বিদ্যালয় ৪১,৬৯৯	ছাত্র ৭০১,৫৬৮
বৈশেষিক	
বিদ্যালয় ১,৪১৫	ছাত্র ১৩,৫৩৬
বালিকা	
বিদ্যালয় ৮২৮	ছাত্র ১২,৪২৭
৪৭,৫০৭	৯২৮,৪৮৯

গত লোকসংখ্যার তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, বঙ্গ দেশে সর্ব্বসমেত ৫,১০০,০০০ বালক বিদ্যাশিক্ষা করিবার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এখানকার ৩৪,০০০,০০০ লোকের মধ্যে শতকরা প্রায় পনর জন বিদ্যা শিক্ষা করে। এটী আহ্লাদের কথা নহে। যে পল্লীগ্রামে এক হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে কেবল দেড় শত বালক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে, ইহা অতীব শোচনীয় বিষয়। আবার এই বিদ্যার্থীর অবস্থা ভাবিলে আরও দুঃখিত হইতে হয়। কলিকাতা এবং সহরতলির নিকটবর্ত্তী গ্রাম-গুলি যদ্যপি পৃথক করিয়া ধরা যায়, তবে এদেশে বিদ্যার চর্চ্চা নাই বলিলেই চলে। সহরেই বিদ্যা-শিক্ষা করিবার অধিক সুবিধা। তাহার কারণ এই, প্রথমতঃ সহরে উত্তম বিদ্যালয় আছে, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলে এবং অবস্থায় কুলাইলে, সহরের মধ্যে অনায়াসেই সকলে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, সহরে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এবং ব্যব সায়ী লোক বাস করেন, তাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষা-কৃত উচ্চ। সে কারণ তাঁহারা বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে সমর্থ হন। কিন্তু পল্লীগ্রামের অধি কাংশ লোকের অবস্থা নিতান্ত হীন, সুতরাং তা বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না, উপযুক্ত শিক্ষক পাকিতে পারেন না। ছাত্রগণ যৎসামান্য বেত দিতেও সমর্থ নহে। গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যকৃত অনে বিদ্যালয়ে মিথ্যা আয় ব্যয় দর্শিত হইয়া থাকে অধ্যক্ষগণ যদি ১০ টাকা চাঁদা দেন, তবে হয় ত কিম্বা ৩০ টাকা চাঁদা প্রকাশিত থাকে। ছাত্রে হয় ত কেহ ৵০ কেহ ।০ বেতন দেয়, কিন্তু ছাত্র বেতনের হার ॥০ বা ১৲ টাকা এইরূপ প্রকাশিত থাকে কোন শিক্ষক হয় ত ১৫৲ টাকা বেতন পান, কি ২৫৲ টাকা প্রকাশিত থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যায় আ বার দেখাইয়াও মফস্বলের বিদ্যালয় চলে না। এক খণ্ডগ্রামে হয় ত পাঁচ শত বালক আছে, তন্মধ্যে হয় ত ২০।২৫ জন বিদ্যাশিক্ষন করে। তাহা কয় দিনের জন্য? হয় ত কোন কোন ছাত্র বিদ্যা লয়ে ভর্ত্তি হইয়া বর্ণপরিচয়ের দুপাত পাঠ করি কেহ বা বর্ণগুলি চিনিল, আর বেতন দিতে পা না; বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল। সর্ব্বত্রই পা শালার আমরা এই দুর্দ্দশা দেখিতে পাই। বালকে ক, খ লিখিতে আরম্ভ করিল, দিন কতক চণ্ডীমণ্ড করিয়া হো হা করিতে লাগিল; নামতা এবং ক গুণ্ডা পাঠের চীৎকার শব্দে আকাশ পাতাল তো পাড় করিয়া দিল। দুমাস গত না হইতেই অ অর্দ্ধেক ছাত্র নাই, পুরাতন ছাত্রের সিকিও নাই লোকসংখ্যার তালিকায় এইরূপ বিদ্যার্থীর হিস ধরা হইয়াছে। কেহ "ক, "খ" লিখিতে জা কেহ "ক" "খ" সমাপ্ত করিয়াছে। কেহ "ক" "খ" সমাপ্ত করিয়া বিদ্যালয় পরিত্য করিবার উদ্যোগ করিতেছে। যদি এই সকল বা বিদ্যার্থী ও কৃতবিদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, ত বলিতে পারি—বঙ্গদেশে কেহই মূর্খ নাই, বি শিক্ষা করে না এমন লোকও নাই। যদ্যপি এ বিদ্যাশিক্ষা করাকে বিদ্যাবিস্তার করা বলে, ত আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, ইংরাজজাতি এ দে অধিকার করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অধিক বি লোচনা ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই চট তিনটি ক ভাল পাঠশালা থাকিত। বালকদিগের হস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মুক্তার ন্যায় সুদৃশ্য হ কিসার পত্র সকলেই বেশ লিখিত। কিন্তু এ যাঁহারা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, কোণাংশ প্রভৃ উচ্চ অঙ্কের গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগ ১২ এবং ১৩ একত্র গুণিত করিলে কত হয়, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে স্লেট এবং পেন্সি লইয়া বসিবেন। আমরা জানি, পূর্ব্বে উচ্চ অ গণিত শাস্ত্র পাঠশালে অধীত হইত না, কিন্তু প

লর ছাত্রেরা চলনসহি গণিত শাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিত, ারল হিসাব গুলি তাহারা মুখে মুখে কষিত। সময়ে এই শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক । যদি পূর্ব্বের এই শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের টী তালিকা থাকিত, তবে আজ আমরা তাহার ন্যূনাধিক্য দেখাইয়া দিতাম।

এক্ষণে গ্রামে গ্রামে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত এক একটী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তদ্দ্বারা াহাদের বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় না। সমস্ত গুরুমহাশয় অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হন, াহারা পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষিত নহেন। আবার ন পাটীগণিত, অর্থ ব্যবহার প্রভৃতি পুস্তক পাঠ- ল অধীত হয়; কিন্তু পাটীগণিতের দশমিক তি ভগ্নাংশ এবং অন্যান্য স্থল এবং অর্থ ব্যবহার হ শিক্ষকেরা কিছুই বুঝেন না, তাঁহারা বালক- কে শিখাইবেন কি? বঙ্গবিদ্যালয়ে যে সমস্ত পরীক্ষা দিয়াছে, তাহাদিগকে পাঠশালায় ক্ত করিলে এক পক্ষে কিছু উপকার হইতে পারে, হারা পাটীগণিত এবং অর্থ ব্যবহার কিছু কিছু ধিতে পারে, কিন্তু আর এক পক্ষে মন্দ—তাহারা ত্বরী হিসাব বুঝে না। স্থানে স্থানে যদ্যপি ক্টেনিং বিদ্যালয় স্থাপিত হয়,তাহা হইলে তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবে, তাহাও বোধ হয় না। রূপ সে সময় আজিও উপস্থিত হয় নাই। ক বঙ্গদেশের মধ্যে কয়টী তেমন বিদ্যালয় স্থাপিত তে পারে? প্রতি জেলায় এক একটী স্থাপিত লেও উপকার নাই। পাঠশালার গুরু মহাশয়- গের আয় নিতান্ত স্বল্প। তাহারা বাসা খরচ রিয়া কোন স্থানে অধিক কাল থাকিতে পারে গুরু ট্রেনিং স্কুলে তাহারা কিরূপে শিক্ষা লাভ রিবে, তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে কেন? কেবল ুল বিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি লোক ক্ষা লাভ করিতে পারে। আমরা ইহার একটী পায় নিশ্চিত করিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট সার্কল ণ্ডিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিউন; এই কল পণ্ডিতের যোগ্যতার প্রতি তীব্র দৃষ্টি খা আবশ্যক। তাঁহারা যেন শুভঙ্করী অঙ্ক এবং টীগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব অর্থব্যবহারাদিতে উত্তম ংপন্ন হন। সার্কল পণ্ডিতেরা এক একটী ঠশালের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সপ্তাহ কাল ান্ত অবস্থিতি পূর্ব্বক গুরুমহাশয়দিগকে শিক্ষা বেন। দুই তিন ক্রোশের মধ্যে যতগুলি পাঠ- লা আছে, তথাকার সমস্ত গুরু মহাশয়কে এক নে আনাইয়া শিক্ষা দিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ন্যান্য লোকেও এই সময়ের মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষা ভ করিতে পারে। আমরা বিবেচনা করি, এই উপায় দ্বারা গুরু মহাশয়গণ অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত এবং কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিবেন। উত্তর কালে তাঁহারা ছাত্রদিগকে যথারীতি পাঠ দিতে পারিবেন, এমন আশা করা যায়।

মফস্বলের গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার এখনও বিস্তর বিলম্ব আছে। বালকেরাই বিদ্যাশিক্ষা করিতে পায় না, তবে বালিকার জন্য কে ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে? স্ত্রীলোকের শিক্ষা দান এখনও পিতা মাতা ও ভ্রাতা এবং স্বামীর দ্বারা সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এবং গবর্ণমেণ্টও কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করুন। যাহা হউক, আমরা যে কোন উপায় স্থির করি না, এখনও গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করিলে আমরা স্বয়ং এই গুরুতর ভার হস্তে লইতে পারি না। লোকের অবস্থা উন্নত না হইলে তাহারা কোন সৎকর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিতে পারে না; কিন্তু অবস্থার উন্নতি হইবে কি, ক্রমশঃ অবনতিই হইতেছে। অতএব এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টে কৃপণতা করিলে ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার অজ্ঞতাজালে জড়িত হইয়া পড়িবে। ইংরাজি বিদ্যার সারবান ও অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি যে পর্য্যন্ত না সাধারণ লোকে বুঝিতেছে, তাবৎ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাশিক্ষা দিতে বিশেষ উদ্যোগী থাকুন। আমরা স্বচক্ষে মফস্বলের অবস্থা দৃষ্টি করিতেছি, কেবল শূন্যগর্ভ তালিকা দেখিয়া আমাদের মন মোহিত হইবে না। পল্লীগ্রামের এখনও শত করা নিরানব্বই জন আপনার নাম সহি করিতে পারে না।

রাজাদের নীতিকথা ও তত্ত্বজ্ঞ কর্ত্তা রাজপুরুষদের কার্য্যপদ্ধতি।

ত্রিলোকনাথেন সদা মখস্থিয়
ত্বয়া নিয়ম্যানস্তু দিবাচক্ষুষা।
সচেৎ স্বয়ং কর্ম্মসু ধর্ম্মচারিণাং
ত্বমন্তরায়োভবসি চ্যুতোবিধিঃ॥

রাজা দিলীপ শতসংখ্যা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সংকল্প করেন, নিরানব্বইটী সমাপন করিলেন। শততম যজ্ঞের আয়োজন করিয়া যজ্ঞিয় অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। দিলীপনন্দন মহাবীর রঘু সেই অশ্বের রক্ষক হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার ত বড় বিপদ, শততম যজ্ঞে শেষ আহুতি প্রদত্ত হইলেই ত তাঁহার পদ লোপ হয়, দিলীপ সেই পদের অধিকারী হন। অতএব তিনি অশ্ব হরণ করিলেন। রঘু তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন:—

আপনি ত্রিলোকের নাথ, আপনি সকলের নিয়ম ও শাসনকর্ত্তা, আপনি দিবাচক্ষু, কোন বিষয় আপনার অগোচর নাই। আপনি কোথায় যজ্ঞ-কর্ম্মের শাসন করিবেন, তাহা না করিয়া যদি সদনুষ্ঠানকারিদিগের সৎকর্ম্মের বিঘ্ন করেন, তাহা হইলে আর কেহ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না।

আমরাও তেমনি বলি যে সকল রাজপুরুষ স্থানীয় শাসন কার্য্যে নিযুক্ত; যাঁহারা শিক্ষিত সাধারণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্বত্বাস্বত্ব সমুদায় পরিজ্ঞান রূপে দেখিতে পান, তাঁহারা যদি ঐ সকল বিষয়ের বিপরীত আচরণ করেন, তাহা হইলে ত ন্যায় পথ রুদ্ধ হইল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানের অবমাননা হইল। তাঁহারা যে পদে আছেন, তাহার গৌরব হ্রাস হইল, যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি কলঙ্কিত হইলেন। সকল অনিষ্টের দর্শন করিয়াই আমরা কর্ত্তৃপক্ষীয় স্থানীয় রাজপুরুষদিগের বিপক্ষপক্ষ দর্শন করি, তাহার যথোচিত প্রতিবাদ করিয়া থাকি; কোন কোন স্থানে উপরিস্থ কর্ত্তা ঐ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়া এবং অন্যায়কারীর পক্ষ আশ্রয় করেন। সুতরাং তাহার প্রশ্রয় হয় এবং অন্যায় অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। আমরা যদৃশ যত্ন পাই, তাহা বিফল হইয়া যায়। কেবল যে যত্ন বিফল হয়, তাহা নয়, আমরা রাজপুরুষদিগের কোপে পতিত হই, তাঁহারা ভ্রূকুটীভঙ্গে আমাদিগের প্রতি কট মট করিতে থাকেন। সুতরাং অন্যায়ের নিবারণ হয় না।

স্থানস্থ কর্ত্তা রাজপুরুষেরা অন্যায় করিলে আমরা উপরে যে যে অনিষ্টের গণনা করিয়াছি, তাহা কেবল যে তাহাই ঘটে, তাহা নয়, আরো কতকগুলি মারাত্মক অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

রঘু ইন্দ্রকে তিরস্কার করিলেন, বিনয় করিলেন, অনেক বলিলেন, তিনি কোন ক্রমে কথা শুনিলেন না। রঘুর বাহুবল ছিল, তিনি যুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রের বজ্রাঘাত সহ্য করিলেন, শেষে কৃতকার্য্য হইলেন; কিন্তু যাহাদের রঘুর ন্যায় বাহুবল নাই, তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বিচারপতি ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ ও ঘৃণা প্রদর্শন করে। পাঁচ জনের অসন্তোষের সমষ্টি হইলে উহা বিদ্রোহ প্রবৃত্তির কারণস্বরূপ অবলম্বন করে। যদি বা বিদ্রোহ না ঘটে, দেশমধ্যে তন্মূলক নানা গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। এই অসন্তোষ মূল আয়রলণ্ডে ঘুচিবার গোলযোগ চলিতেছে, গোলযোগের শান্তি হইতেছে না। ১৮৫৭ সালে ভারতে যে বিদ্রোহ ঘটনা হয়, বহুজনের অসন্তোষ তাহার নিদান। প্রধান রাজপুরুষেরা যদি স্থির ও ধীরভাবে আমাদের উপরি লিখিত বাক্য

পর্য্যা পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে
বেন, স্থানীয় কর্ত্তা রাজপুরুষদিগের দুর্ব্ব্যবহার
র্ব্বিচার নিবন্ধন কত অনিষ্টের সৃষ্টি হয়।
যে নিমিত্ত অদ্য এ প্রস্তাবের অবতারণা করা
ছে, এক্ষণে পাঠক মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।
করেরা সারণের অন্তঃপাতী মরহরা নামক গ্রামের
ধান সিং প্রভৃতি কতকগুলি প্রজার কতক-
মী নীল করিবার নিমিত্ত সাত বৎসর মিয়াদে
। লন। সাত বৎসর অতীত হইয়া গেলে
ণ সে ভূমি আর তাঁহাদিগকে দিতে চায় না।
নীলকরের লোকেরা বলপূর্ব্বক গিয়া তাহাতে
বপন করে। প্রজারা বলকারীদিগের নামে
ট মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালিশ করিল। কয়েট
ষ্ট্রেট বলিলেন, নীলকরেরা এখনও সে ভূমি
ত্যাগ করে নাই। অতএব নালিশ চলিতে
র না। এই বলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মুক্ত
য়া দিলেন। মাজিষ্ট্রেটও ঐ রায় বাহাল রাখি-
। এখন পাঠক দেখুন, কয়েট মাজিষ্ট্রেট ও
ষ্ট্রেটের কেমন অন্যায় বিচার হইল। তাঁহারা
কত লোক ও আইনে নিষ্ণাত। পাট্টার মেয়াদ
ত হইবার পর এক দিন ও একক্ষণও প্রজার
তে নীলকরের যে অধিকার ছিল না তাঁহারা
। বুঝেন নাই কিরূপে এ বিবেচনা করা সঙ্গত
ত পারে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তাঁহারা নীল-
র প্রতি পক্ষপাত করিলেন। পক্ষপাতের
ণ দয়া, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে যাহারা
ষ্টি অন্নের নিমিত্ত আজ তাহারাই প্রকৃত
র পাত্র, যদি পক্ষপাত করিতে হইল তাহা হইলে
ার প্রতি পক্ষপাত করাই উচিত ছিল। আমা-
দেশে এটী একটী প্রমাদ বাক্য হইয়া উঠি-
—

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।

ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন অর্জ্জুন! দরিদ্র-
ক ধন দান কর, ধনবানকে ধন দান করিও না।
ত ব্যক্তিরই ঔষধে প্রয়োজন, সুস্থ ব্যক্তির
র প্রয়োজন নাই।

কয়েট মাজিষ্ট্রেট ও সাহিষ্ট্রেট পদার প্রতি
না করিয়া স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় দীন নীল-
র প্রতি পক্ষপাত করিলেন। কিন্তু এ বিষয়টী
নিজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের
ত উপস্থিত হইলে তিনি স্পষ্টাক্ষরেই ঐ অন্যায়
উল্লেখ করেন। এস্থলে ইহাকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া
য়া আবশ্যক হইল। যথা—

The L. G. is unable to unders-
nd how the recognition of an un

doubted legal right can be affected by the misconduct of the Royts or why such misconduct should at all form a subject for consideration in deciding whether they should or should not be allowed to take possession of their land nor does the L. G. see what room there was in the present Case for the misconception which you apprehended. Sir Ashley Eden cannot accept the agreement that injustice may be done to planter by allowing royts to know and understand their legal rights or by the full and immidiate practical recognition of such rights on the part of the local authorities. Assuming however that there was any risk of evil consequences from the spread of such misconception as you apprehended. Sir Ashley Eden considers that it would be a much more fatal misconception and one attended with much grater evil if Royts should be led to suppose that they will not be countenanced and supported by local officers and Govt. in the assertion of their undoubted legal rights.

7. The L. G. is of opinion that the Royts should have been put in possession of their lands immidiately on the expiry of the lease, but having regard to the fact that an indigo crop is now standing on the ground, that the immidiate restoration of the lands would only cause loss to the planter without materially benefiting the Royts and also to the fact that the manager is willing to compensate the royts for the loss they have sustained by being kept out of possession. Sir Ashley Eden will not interfere on this occasion with the orders passed by you and the District Magistrate The Royats having agreed to leave the Factory in possession to the end of the present year should abide their agreement. but on the other hand the L. G. considers that the Royats have a distinct right to compensation

for the use of these lands and he rects that the magistrate shall that the Factory abides by its p of the agreement and that it pays the Royats by way of compensa the amount which they might reas ably expect to make from the pro of cultivation supposing they been placed in possession, as t ought to have been, at the begin of the year.

সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে লেপ্টেনণ্ট র শেষে যে সামঞ্জস্যের প্রস্তাব করিয়াছেন, সে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুগত হয় নাই। প্রজারা ভূমির প্রার্থী, তখন তাহারা যে ক্ষতিপূরণ সন্তুষ্ট হইবে, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। হউক, কর্ত্তারা ও পাঠকগণ দেখুন মফস্বলে প্রবা পতি বিচারপতিরা কেমন পক্ষপাত করেন কিরূপ অন্যায় বিচার হয়। নীলকরেরাই বা কি অত্যাচার করে।

নীলকরেরা যে অত্যাচার করেন, তাহা সকলে জানেন। অত্যাচার ব্যতিরেকে তাঁহারা লাভ হইতে পারেন না, এ কথা বলিলে বোধ হয়, অত্যু দোষ হয় না। সেই অত্যাচার নিবারণের কত উ উদ্ভাবিত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিল এক নীল লইয়া কতই লীলা খেলা হইয়া গে কত সহস্র প্রজা ইহার উপদ্রবে উৎসন্ন হইল, কতকগুলি নীলকরও অগত্যা কুঠি বন্ধ করিয়া চ গেল। যেখানে নীল ও নীলকর সম্বন্ধ, খানেই ঐ অত্যাচার। যেখানে নীলকর আছে, সেখানেও যে অত্যাচার আছে, ইহা সপ্রমাণ দিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হইবে না। যেখানে যেখানে নীল সম্বন্ধ, সেই সেই অত্যাচার, এ ব্যাপ্তিগ্রহ আভাসহাদি দোষে দূ নহে। ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গ পদে অভিষিক্ত হইবাই শোণপুর মেলায় গমন ক নীলকর ও জমিদারদিগকে লইয়া একটী সভা ক এবং এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া নীলকরদি অত্যাচার করিতে এবং জমিদারগণকে ইজারা দি (নীলকরগণকে বিশেষতঃ) নিষেধ করেন। মহকজন গভর্ণমেনের অবাবহিত পরেই বে প্লানটারস এসোসিয়েসন নামে সভা স্থাপিত হই কিন্তু ঐ সময়ে যদি ওডনেস সাহেব ছোট লা অজ্ঞাতে" কটন অফ আমে ইম্পরটাণ্ট প্রভৃতি নামে এক খানি পুস্তক লিখিয়া পার্লামেণ্ট সভায় পাঠ ইতেন, তাহা হইলে ইডেন সাহেব নীল গণকে অনেক অংশে ওধরিয়া লইতেন;

গোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস" খাওয়া দেখিয়াই হউন
ছের ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। কাযে নীলকরের
ক সমর্থন না করিয়া বিরত থাকিতে পারিলেন না।
কে এসোসিয়েসনের সেক্রেটরী হডসন সাহেব ব
পণে আপনাদের কলঙ্ক প্রক্ষালনার্থে নানারূপ
ত পত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ইনি বিশন-
সঙ্কেশ্বরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, নীলকুঠী সমূহে
টাকা খরচ হয়, তাহা স্থানীয় লোকেই পাইয়া
ক, কেবল সুদ আর লাভটী মাত্র বিদেশীয়গণ
া থাকেন, লাভও আবার প্রতিবৎসর হয় না,
মধ্যে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হয়। এ কথায়
পক্ষেরা বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু কেহ এ
স করিলেন যে যদি লাভ না হয় নীলকরেরা
প কুঠি চালায়, যদি লাভ না হইল, তবেই
ন্তার অত্যাচার আছে। অত্যাচার না থাকিলে
পে তাহাদের বাবুগিরি চলে। যাহা হউক,
ব এক বৎসর পরে ছোট লাট বেহার পরি-
ণে গিয়া স্বয়ং তদন্ত করেন। সকল জেলার
কমেই বলিলেন যে, নীলকরগণ আর পূর্ব্ববৎ
াচার করিতেছেন না। ইঁহারা আপনাদের
াপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কেবল এক
ণের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ম্যাকডনেল সাহেব
করগণের প্রশংসা করিলেন না। তিনি এক
ন্যায়বান্ ও প্রজার যথার্থ হিতৈষী। তিনি যদি
কিছুকাল বেহার অঞ্চলে থাকিতেন, তাহা
ল প্রজার কষ্টের নিবারণ হইত; কিন্তু দরিদ্র
তবাসীর কেমন কপাল, অনতিকাল মধ্যে হঠাৎ
ার স্থান পরিবর্ত্তনের সংবাদ আসিল।

যাহা হউক, সম্প্রতি বিভাগীয় কমিশন
একটী সদনুষ্ঠানে আমরা বড় প্রীত
াছি। ইনি নীলকর ও প্রজার সৌহার্দ্দ সম্পা-
র সংকল্প করিয়াছেন। যে সকলের বিসংবাদ
ন্ত এত বিবাদ বিসম্বাদ হইত তাহার সমূলে
ন্মূলন করিয়া প্রজা ও নীলকরগণকে সুখী করিবার
ন্য তিনি যত্নবান্ হইয়াছেন। নীলকরের আব-
ক কেবল নীলের ক্ষেত্র। যেন তেন প্রকারেণ ক্ষেত্র
তে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন, প্রজারও একমাত্র
ল সম্বল, সেও সকলে দিতে চাহে না, কাযেই
াদ বিসম্বাদ ঘটে। হাকিমেরাও ঐ বিবাদ বিস
ন নিবন্ধন ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু প্রজারা যে কি
রণে ভূমিতে নীল চাষ করিতে চাহে না তাহার
ন কোন অনুসন্ধান হয় না। প্রজা আপন ক্ষেত্রে
াজনোপযোগী ফসল উৎপাদন করিয়া
সংস্থান করিয়া লয় এবং অবশিষ্ট বিক্রয় করিয়া
লে। বেহারের প্রজারা লাভের নিমিত্ত ইক্ষু ও
স্কিম রোপণ করে। অতএব স্পষ্ট বুঝিতে পারা
যাইতেছে, প্রজারা যদি নীল রোপণ করিয়া লাভবান্
হইতে পারিত, তাহা হইলে নীল রোপণ করিতে তাহা-
দের কোন আপত্তি থাকিত না। বর্ত্তমান প্রথা অনু-
সারে বেহারের লোকেরা এক বিঘা নীলের ক্ষেত্রে ২০
টাকার অধিক কুত্রাপি পায় না। ঐ ২০ টাকার
মধ্যে ভূমির রাজস্ব দেওয়া এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত
করিবার ব্যয় আছে। মনে কর, ১ বিঘা জমির
খাজনা ৫ টাকা এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার ব্যয়ও
৫ টাকার ন্যূন নহে. মোট খরচ ১০ টাকা হইল,
নীলকর কেবল ২০ টাকা দিলেন, প্রজার লাভ প্রতি
বিঘায় ১০ টাকা রহিল। এ দিকে নীলকরের লাভ
দেখুন, তিনি এক বিঘাতে ন্যূনকল্পে অর্দ্ধমণ নীল
পাইলেন। এই নীলের মূল্য সম্ভবতঃ ১০০ টাকা।
একশত টাকার মধ্যে প্রজার প্রাপ্য ২০ টাকা এবং
সাহেবের মজুরি সকলপ্রকার খরচ ৩০ টাকা,
সর্ব্বসমেত ৫০ টাকা খরচ পড়িল, বক্রি ৫০ টাকা
লাভ রহিল। এক্ষণে বিভাগীয় কমিশনর মহোদয়
প্রস্তাব করিতেছেন যে প্রজারা যদি স্বয়ং নীল
করিয়া নীলের গাছ কাটিয়া বিক্রয় করে, তাহা
হইলে এক বিঘাতে ২০ গাড়ি নীলের গাছ হইতে
পারে, প্রতি গাড়িতে ছয় বোঝা নীল, প্রতি
বোঝা দুই মণ, প্রতি মণ চারি আনা
এরূপে ২০ গাড়িতে ৬০ টাকার মাল হইল।
প্রজার খরচ যদি ২০ টাকা বিঘা প্রতি ধর তথাচ
৪০ টাকা লাভ রহিল। নীলকরেরও ২০ গাড়িতে
১ হউজ মাল হইল তাহার মূল্য একশত টাকা।
খরচ বাদ ৩০ টাকা লাভ রহিল কারণ পূর্ব্বে
যে পঞ্চাশ টাকা খরচ পড়িত এক্ষণে তত খরচ
হইবে না সুতরাং টাকার সুদ কম হইল। এখন
টাকারও অতি অল্পসংখ্যক হইলেও চলিবে। ফলতঃ
পূর্ব্বাপেক্ষা ২০ টাকা খরচ কম হইল। এক্ষণে
উভয়েই লাভবান হইবেন। আদালতের দ্বারস্থ কাহা-
কেও হইতে হইবে না। সুখে সময় কাল চলিয়া
যাইবে। এই প্রস্তাবানুসারে কোন কোন স্থানে
কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে, প্রজাগণও স্বতঃ প্রবৃত্ত
হইয়া কার্য্য করিতেছে। এক্ষণে যদি এই প্রস্তাবটী
কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে নীলকরের
অত্যাচার একেবারে দূরীভূত হইবে।

দীনপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বিদ্যা
দানের অথবা বিদ্যাশিক্ষা বিস্তৃতির যিনি আনুকূল্য
করেন, তিনি সমগ্র সমাজের পূজ্য পাত্র। মহা-
রাণী স্বর্ণময়ী এই বিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য করেন
বলিয়া তিনি সাধারণের প্রীতির স্থান ও দেশের এক
জন প্রকৃত হিতৈষিণী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।
অনেকে তাঁহার ভরসা করিয়া অনেক স্থানে
অনেক বিদ্যালয় খুলিয়া পরিণামে দে
মহোপকার সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। আ
আমরাও সেইরূপ কতিপয় দরিদ্র বালক তাঁ
ভরসায় উৎসাহিত হইয়া ২৪ পরগণার অ
রায়-চৌধুরের অধীন দাদপুর গ্রামে একটী মধ্যমশ্রে
ইংরাজি বঙ্গবিদ্যালয় খুলিয়াছি, কিন্তু রীতিমত
না থাকাতে আমরা একখানি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মা
জন্য কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করিতেছি। আশা করি
আমাদিগের এই সদিচ্ছা পূর্ণ করিয়া দাদপুর
হরিকটস্থী গ্রামবাসীর ধন্যবাদভাজন
করিবেন

প্রাপ্ত।

মান্দ্রাজ যাত্রী

চিরশিশিরের অঙ্গবেষক্ত অনেকগুলি সুন্দর
দর্শন করিয়াছি। এত দিন মনে করিতাম, নয়
তালের তুল্য অপূর্ব্ব শোভা সম্পন্ন স্থান কুত্রাপি
কিন্তু নীলগিরি সন্দর্শনে আমার সে ভ্রম দূর
হইয়াছে, নীলাচলের মত সুন্দর স্থান কোথ
দেখি নাই। এখানকার উপত্যকা ক্রম ক্রমে অ
উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, চিরশিশিরের ন্যায় একব
অধিক খাড়া হইয়া উঠে নাই। পথের দুই
শুবাক ও নারিকেল বন; উহারা অধিত্যকা প্রদে
বিস্তার করে। স্থানে স্থানে কাটালের গ
বিস্তর দেখিলাম। এ অঞ্চলে কাঁটাল বা
সদা, এক গাছেই মুচি, এঁচড় এবং সুপক্ক
দৃষ্ট হইবে। পর্ব্বতের উপর নিবিড় বন;
অনেক, অন্যান্য সমস্ত গাছের নাম জানি
নিবিড় বনের মধ্যে লোহিত বর্ণ পুষ্পোপরে
এক একটী বৃক্ষ চতুর্দ্দিক আলো করিয়া আছে

আমরা পথিমধ্যে বুদুর, উডকামণ্ড এবং
পালঘাট এ তিনটী সুন্দর নগর দেখিতে পাইল
শেষোক্ত নগরটীতে অনেকগুলি গোরা দৃষ্ট হ
উডকামণ্ড (উটকামণ্ড) মান্দ্রাজের গবর্ণর
কালে আসিয়া হিমোদ্ভব বায়ু সেবন কর
এই স্থানটী অতীব রম্য, জলবায়ুও বিশেষ স্বা
কর। এস্থানের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া ম
বিলাতী লোকদিগেরও মনে ঈর্ষার উদয় হয়।
সিলং, নয়নীতাল, মসুরী, সিমলা অথবা
মত এস্থান কদর্য্য নহে। এখানে শীতল স
মহাসানন্দ ঋতুপতি যেন বারমাস বিরাজ ক
থেন। হিমকরকা নাই, তুষার বৃষ্টিকণা নাই,
শীতের প্রভাবে ত্বক ফাটিতেও হয় না। গ্রীষ্ম
অধিক তাপের প্রাদুর্ভাব নাই। পশ্চিমঘাট
প্রাচীর স্বরূপ হইয়া আছে, সুতরাং সাগরোত্থিত

মালা আসিয়া অন্যত্র জলবর্ষণ করিতে পারে না। ঘনিত উত্তকামণ্ড সমুদ্রতীর হইতে পাঁচ হাজার হাত উচ্চ, কিন্তু ইহার আসন্ন ভূমী এমন প্রশস্ত ও সমতল যে পর্ব্বতশিখরে আছি বলিয়া সহসা বোধ হয় না। প্রস্তাস্থ পর্ব্বত গুলি আস্তে আস্তে ঢালু হইয়াছে, উপলখণ্ড গুলি মনুষ্য কর্ত্তৃক দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, পর্ব্বতের অঙ্গ শ্যাম শাদ্বলে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের নীল যুকেলিপ্টস বন (Eucalyptus Globulus)। কয়েক বৎসর হইল, এই বৃক্ষ অষ্ট্রেলিয়া হইতে নীত হইয়াছে। ইহার পত্রগুলি [illegible] নীলবর্ণ এবং দেখিতে অতি সুদৃশ্য। [illegible] যে, এই বৃক্ষ ম্যালেরিয়ার বিষ বিনষ্ট করে। এই বৃক্ষের বৃদ্ধি শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়; ইহা ছয় কিম বৎসরের মধ্যে প্রায় বিশ হাত উচ্চ হইয়া উঠে। গবর্ণরের অট্টালিকার সন্নীপবর্ত্তি পরোপকার কূলে ইহার একটী চমৎকার উপবন রচিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বাটীর চারিদিকে রাজকীয় উদ্ভিদ্যানুশীলনের সুরম্য উদ্যান : Nilgiri Botanical Gardens, বৈদেশিক উদ্ভিদাদি অনুরোপণের নিমিত্ত প্রোদ্যেশিক সকল প্রধান প্রধান স্থানে এক একটী সরকারী উদ্যান থাকা আবশ্যক। বঙ্গদেশে শিবপুরে এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এবং আযোধ্যার মধ্যে সাহরনপুর ও লক্ষ্ণৌনগরে এ প্রকার উদ্যান আছে।

উটকামণ্ডের চারিদিকে কাফি চাষ। আমান, কাচাড়, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশে যাহার বিস্তর চাষ হইয়া থাকে, এখানে সেইরূপ কাফি ক্ষেত্র। এই চাষটিতে নীলগিরির সংস্রবোদ্ভূত ক্ষতি হইয়াছে। সাহেবেরা সস্তা মজুরে সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যানয়ন করিতে পারিলে, তাঁহারা চমৎকার কাফির চাষ বোপণ করেন, তুষির আবাদে বাঁধাইয়া না দিলে সমস্ত মৃত্তিকা শ্বেত হইয়া নিষ্ফল হয়, অবশেষে কেবল প্রস্তরময় হইয়া পড়ে, সেইজন্য আর কৃষিকার্য্য হয় না। এই স্থানে পূর্ব্বে কাফির চাষ হইয়াছিল তজ্জন্য এখন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বদেশ কাফিক্ষেত্র পরিত্যক্ত পড়ে।

পর্ব্বতের অঙ্গে মৃত্তিকা জমিতে অনেক কাল লাগে। এক ইঞ্চি চারি বৎসরের কম নয়, দুই চারি পুরুষেরও হয় না,—ইহা আমি মুখের কথা। সর্ব্বাগ্রে শৈবালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটী তুল জন্মে; সেই তুল সঞ্চিত অল্প অল্প মৃত্তিকা হয়, আবার সেই মৃত্তিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মে, তাহারা স্ফীত হইলে আবার কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা জন্মে। এই রূপে ক্রমশঃ মৃত্তিকার স্তর হয়। হইয়া উঠিলে কুশ কুশ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, পরিশেষে বড় বিস্তীর্ণ জঙ্গল হইয়া পড়ে। এই মাটী সঞ্চিত হইতে কত সহস্র সহস্র বৎসর গত হইয়াছে, কাফির কৃষকদিগের দ্বারা তাহা দুই চারি বৎসরেই ধুইয়া যাইতেছে।

আরও একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিতেছে। ঐ মৃত্তিকা ও জঙ্গল থাকাতে বর্ষার জল একস্থানে বাস করে, সুতরাং মাটী নরম থাকিত। তদ্ভিন্ন বৈজিক মৃত্তিকায় জল সঞ্চিত থাকিলে তাহা চুইয়া এক একটী নির্ঝর হয়, নিঃসরণ মান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর মিলিত হইয়া নদীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মান্দ্রাজে অনেক ক্ষুদ্র নদী হইত, কৃষিজীবী লোকেরা শত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত নদীর শাখা প্রশাখা যোগে জল আনিয়া স্ব স্ব ক্ষেত্র অভিষিক্ত করিত। পর্ব্বতের অঙ্গ এখন [illegible] পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে, একটী [illegible] চুয়নাই; আবার বর্ষার সমস্ত জল বহিয়া পড়িয়া যায়, মাটিতে শোষিত হয় না; সুতরাং নির্ঝর এবং নদী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। পাঠক! দেখুন, ব্রিটিস্ রাজক ব্রিটিস্ কৃষক ভারতবর্ষের পক্ষে কালস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই দিকেই তৎকর্ত্তৃক দোষতর অপকার ঘটিতেছে দেখিতে পাইবেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে, আজ কাল এই অনিষ্টের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অনেকটা কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন কাফিকরেরা আর সহজে ভূমি পায় না।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৪ ই মে, ডেলিনিউস নামক সাহেব [illegible] নামক স্থানে করিয়াছিলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৫ ই মে। মন্ত্রণাসভা [illegible] অধিবেশনার্থ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা [illegible] অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদিগকে [illegible] বলিতেছেন। [illegible] যে, সেনানায়ক ফেরাইদুন [illegible] নিযুক্ত করিবেন।

প্যারিস ১৫ ই মে। [illegible] সকাইকোলে মাসের হাতের [illegible] পরিচয় পাইয়া [illegible] কনেষ্টাবল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই মে। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের [illegible] আলেকজান্দ্রিয়ার অভিমুখে যাইতেছে তাহারা যাহাতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তজ্জন্য সুলতান তাঁহার নানা স্থানস্থ প্রতিনিধিবর্গকে তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন। ঐ আজ্ঞাপত্রে আরও লিখিত হইয়াছে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই কার্য্য দ্বারা মিশরে তুরস্কের যে আধিপত্য আছে, তাহার অবমাননা করা হইতেছে।

ভিয়েনা ১৬ ই মে। রুশ ও রোমানিয়ার সীমান্ত রডাই নামক স্থানে রুশিয়াধিপতি আলাহারে [illegible] ১০ হাজার ইতালি শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই মে। আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপিতে গ্রাডষ্টোন সাহেব স্বাক্ষর করিবার পর আয়র্লণ্ডের কয়েক ব্যক্তি [illegible] করিবার প্রস্তাব করাতে আয়র্লণ্ডের কয়েক ব্যক্তি [illegible] করিয়াছেন।

কায়রো ১৬ ই মে। খেদাইব বৈদেশিক কন্সালদিগের পরামর্শে মন্ত্রি সভার সভ্যগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই মে। পার্ণেল সাহেব [illegible] কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, গত রাত্রিতে টোরী সম্প্রদায় কনগ্রেসে পুনর্ব্বার এই কথার উল্লেখ করাতে পার্ণেল স্বয়ং ও তাঁহার অনুচরবর্গ এ কথা অবজ্ঞা ও অপমানসূচক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গ্লাডষ্টোনের সহিত ইহাতে যুক্ত হইয়া টোরী সম্প্রদায়কে ইহা প্রমাণ করিতে বলিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, জেনেরল [illegible] মানের মৃত্যু হইয়াছে।

মিশরস্থ বৈদেশিক কন্সালেরা সৈন্যদিগকে লণ্ডন ১৮ ই মে। পলায়িত ও বিদ্রোহী আফিসরদিগকে নির্ব্বাসিত স্থানে [illegible] করিতে উপদেশ পাইয়াছেন।

তুরস্কের লৌহাবৃত রণতরি মিশরে আসিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

লর্ড কার্নেরভন ও বর্কহে যাহারা হত্যা করিয়াছে, তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য নিউইয়র্কের পুলিস ইউরোপের যেখান হইতে সদ্য বাষ্পীয় পোত যাত্রী লইয়া তথাকার বন্দরে আসিতেছে, সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৮ ই মে। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যে সকল যুদ্ধ-জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়ার অভিমুখে যাইতেছে তাহারা যাহাতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তজ্জন্য সুলতান তাঁহার নানা স্থানস্থ প্রতিনিধিবর্গকে তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন। ঐ আজ্ঞাপত্রে আরও লিখিত হইয়াছে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই কার্য্য দ্বারা মিশরে তুরস্কের যে আধিপত্য আছে, তাহার অবমাননা করা হইতেছে।

ভিয়েনা ১৮ ই মে। রুশ ও রোমানিয়ার সীমান্ত রডাই নামক স্থানে রুশিয়াধিপতি আলাহারে [illegible] ১০ হাজার ইতালি শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই মে। আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপিতে গ্রাডষ্টোন সাহেবের স্বাক্ষর দ্বারা দোষী ব্যক্তিদিগের বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করাতে আয়র্লণ্ডের কয়েক ব্যক্তি [illegible] করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের যে শাখা ২২ এ মে সোনারপুর হইতে বারুইপুর পর্য্যন্ত খুলিবার কথা ছিল তাহা আপাততঃ ১০ ই জুন পর্য্যন্ত বন্ধ রহিল। উক্ত তারিখের পর আবার নূতন সময় নিরূপণ পত্র প্রকাশিত হইবে।

কস্যখাল।

রঙ্গপুরের প্রাচীন সহর মাহীগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয়ে একজন ডাক্তারের প্রয়োজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা মেডিকাল কালেজ কিম্বা ক্যাম্পবেল [illegible]

...লের মাইনেপ অথবা ডিগ্রো প্রাপ্ত কার্য্য-
...র্থীর আবেদন ব্যতীত অন্যের আবেদন গ্রাহ্য
...বেন না। মাসিক বেতন ... টাকা। বাহিরেও
...হসা করিতে পারিবেন আবেদনকারীরা ১৮৮৯
...১ই জুনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট
আবেদন প্রেরণ করিবেন।

...র মিউনিসিপাল } ...কে, ডি ঘোষ, এম, ডি
...স ১৭ই মে ১৮৮৯। } ...ারম্যান চেয়ারম্যান।

বিবিধ সংবাদ

...শাখা ২২ এ মে সোমবার খুলিবার কথা ছিল, ...বিশেষ কারণে তাহা ১০ ই জুন পর্য্যন্ত বন্ধ ...ল। আমরা অসময়ে বিজ্ঞাপনটী পাওয়াতে ...নিরূপণ পত্র পূর্ব্বের ন্যায় এবারও প্রকাশিত ...।

...বৃহস্পতিবার রাত্রি প্রায় ৯ টার সময়ে কলি...তা নিমতলায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ...ব কাষ্ঠব্যবসায়ীর কাষ্ঠ পুড়িয়া গিয়াছে। অগ্নি ...ণের বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছু ...ফলোদয় হয় নাই। ক্ষতির পরিমাণ আজিও ...হয় নাই। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করি...ছ প্রায় ৮।৯ লক্ষ টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে।

...গত ১লা জৈষ্ঠ রবিবার হাওড়ার বাঙ্কব পুস্ত...য়ের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ...তে অনেকগুলি ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছি...। আমরা উত্তরোত্তর এই পুস্তকালয়ের উন্নতি ...ন বড়ই প্রীত হইয়াছি।

বোম্বাইয়ের মারহাট্টা ও বিদারি নামক সংবাদ সম্পাদকেরা কোলাপুরের শাসন সংক্রান্ত বিষয় দোষারোপ করাতে তত্রত্য কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের ...যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহাতে সম্পাদক...কে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সকলে উদ্যোগী ...একটী ফণ্ড খুলিয়াছেন। যাঁহার যেমন সাধ্য, ...সেইরূপ সাহায্য করিতেছেন। সে দিন ...আনন্দোদ্বাহ নাট্যশালা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ...পাধ্যায়ের "রোমিও জুলিয়েট" নামক বিয়োগ ...উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিয়া তাহার অভিনয় ...ন, এবং উপস্থিত অর্থ সম্পাদকদিগের সাহায্যার্থ দান করিয়াছেন।

...মহমদীয় ইতের অবতার মির্জা সাহেব ও ...ওতালা পরগণার ডেপুটী কমিশনর খাজা সাহেব ...ালী ভাবের পরিচয়ে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহারা পরস্পর হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

মেয়ে মানুষেরও এমন তেজ। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌর একটী ধনী দেশীয় স্ত্রীলোক ছোট আদালতে মকদ্দমা করিতে গিয়া কোন কারণে বিচারপতির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত ও উপানৎ প্রহার করিয়াছেন। বিচারপতি আদালতের অবজ্ঞা নিবন্ধন তাঁহার একশত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি বলেন এক জন দেশীয় টীকাদার চট্টগ্রাম মিউনিসেপালিটীর মাসিক টীকা দেওয়াতে আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার ৩ মাস সপরিশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আপীলে তিনি মুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁরাই কি আদর্শ বিচারপতি? আমাদের উপরের কর্ত্তারা ইহাঁদিগকে কিছু চাঁচিয়া ছুলিয়া লইলে ভাল হয় না?

১৮৮৮-৮৯ অব্দে বোম্বাই প্রদেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে সকল পুস্তকের প্রয়োজন হইবে, তত্রত্য পুস্তক বিক্রেতা কুপার সাহেব তাহার সরবরাহ করিবার চুক্তি করিয়াছেন। দেশীয়দিগকে উৎসাহ দিবার জন্য লর্ড রিপন গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এ দেশ হইতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন: কিন্তু ইউরোপীয়েরাই যদি সকল কাজের কাটাই লইলেন তবে দেশীয়েরা কি খোয়া যাইবেন? দেশীয় দিগের কি এ কার্য্যে কোম্পানী জুঠে না?

চার্লস হল নামক এক জন ইংলিশম্যান একটী দেশীয় স্ত্রীলোককে হত্যা করাতে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পের উন্নতি কামনায় এই আদেশ দিয়াছেন যে ভবিষ্যতে ক্যাসপাসাল কন্‌ষ্ট্রাক্টকে উনন ও ডক বাঁধিবার যে সকল মুৎপাত্রের প্রয়োজন হইবে তাহা স্থানীয় শিল্পবিদ্যালয় হইতে ক্রয় করা হইবে। ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিলে কিছু কম মূল্যে পাওয়া যাইত, কিন্তু দেশীয় শিল্পের উন্নতির নিমিত্ত কিঞ্চিৎ উচ্চ মূল্য দিয়াও ক্রয় করা হইবে স্থির হইয়াছে।

পার্সিসবানিরা অশ্বমাংসের বিলক্ষণ স্বাদ পাইতে ফরাসীরা ইহার কিছু অধিক প্রিয়। তথায় এই মাংস ভক্ষকদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭৫ অব্দে ৭ হাজার অশ্ব এই নিমিত্ত বধ হয়, ১৮৮০ অব্দে ... হাজার এবং ১৮৮১ অব্দে ... হাজার অশ্ব বধ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অশ্ব মাংস ভোজীরা গত বর্ষে ৪ শত গর্দ্দভ ও খচ্চরের মাংস খাইয়াছে। ফরাসিদিগের কমরানল বড় প্রবল দেখিতেছি তাহাদের উদরে সকলই যে ভস্ম হয়

বরদার গুইকুমার কাপড়ের কল খুলিবার সং... করিয়া বোম্বাইয়ের গ্রীভস কোম্পানিকে বি... হইতে কল আনাইয়া দিবার অনুমতি দি... ছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন মহারাজ ছোল... পুষ্করতীর্থের পাণ্ডাদিগকে বিলক্ষণ পুরস্কৃত করিয়াছেন। পাণ্ডারা যেমন অর্থপ্রিয়, মহা... তাহাদিগকে তেমনি ভক্ত করিয়াছেন। মহা... তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে প্রায় ১১ শত পাণ্ডা উ... স্থিত হইয়া দাঁত মাজিবার যোগাড় দেখিতেছি... মহারাজ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া দেবা... করিবেন বলেন, এবং পাণ্ডাদিগকে জানান, ... তাঁহার সহিত উপবাসী থাকিয়া স্বস্ত্যয়নাদি করি... পারিবেন তিনি ৮০ দক্ষিণা পাইবেন। পাণ্ড... অগত্যা তাহাই স্বীকার করেন, অবশেষে তোল... স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া গোপনে পান্থিতে ক... আজমীরে গমন করেন। পাণ্ডারা একটী পয়... দক্ষিণা পান নাই! রাজা কৌতুক করিয়া দ... দেন নাই বটে, কিন্তু পাণ্ডারা পুরুষপুরুষানু... বিলক্ষণ দক্ষিণা দিয়াছে।

তোলি স্বাধীনতাকে হিন্দুস্থানীরা যে অ... গীত গায়, তাহার নিবারণের জন্য অযোধ্যার ... বদার ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট আ... দন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আজও ... সংকল্প, তবে কার্য্য করে হইবে? শুভস্য শীঘ্রম্।

বোম্বাইয়ে ইউনিভর্সিটির সম্বন্ধে নূতন নিয়ম... লিত হইতেছে। ভবিষ্যতে যাঁহারা এটর্ণি হই... তাঁহাদিগকে এল, এল, বি অথবা বি, এ প... উত্তীর্ণ হইতে হইবে। তবে যদি কেহ ই... ভাষায় বিলক্ষণ বুৎপন্ন অথচ কোন পরীক্ষায় ... হন তাহা হইলে তিনি হাইকোর্টের জজদিগের ... আদেশক্রমে অটর্ণির কার্য্যে নিযুক্ত হ... পারিবেন। এইরূপ লোককে বলে, ... শ্রেণীর লোককে ৭ বৎসর এবং তৃতীয় শ্রে... লোককে ৪ বৎসর অটর্ণির কার্য্য ক... হবে।

দুর্গাপূজার বন্ধ উপলক্ষে ডাকঘরের মণি অ... বিভাগের কার্য্য বন্ধ থাকে। এতদ্ভিন্ন যেমন ... বইর হয়, ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষ লোকের সু... নিমিত্ত বন্ধের সময়েও দুই একবার টাক... ব্যবস্থা করিতেছেন।

কলিকাতার দক্ষিণ উপবিভাগের ৭ মাই... ট্রামওয়ে কোম্পানির নিকট সম্প্রতি হইতে ... ভাড়া পর্য্যন্ত দেড় আনা ভাড়ার স্থানে এক ... ও লালদিঘী পর্য্যন্ত দুই আনার স্থানে দেড় ... করিবার জন্য এক আবেদন করিয়াছেন।

আমাদের কার্যপুরুষ সংবাদদাতা রেলওয়ে সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কৃত্তান্তগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

লওয়ে কোম্পানির নাম	১৮৭১	১৮৭২	১৮৭৩	১৮৭৪*	১৮৭৫	১৮৭৬	১৮৭৭*	১৮৭৮	১৮৭৯	১৮৮০
ইণ্ডিয়ান	২৬৫	২৮৮	২৯৯	৩৭১	২৯৩	৩৫৪	৪৪২	৩৯৭	৪১২	৪২৯
রল বেঙ্গল	২১	২৮	৩০	৩৫	২৯	৩৩	৪৩	৪২	৪০	৪৪
ঞ্জ, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ে	৪২	৪৬	৫৩	৬৬	৫৫	৬৬	৮৩	৮০	১০৯	১২১
স্রাক্ত রেলওয়ে	৫৯	৬২	৬৮	৫৯	৬৪	৭১	১০০	৬৬	৬৬	৬১
আই, পি, রেলওয়ে	২০২	১৮৭	১৮৮	২০১	২১৫	২৪৫	৩০৭	২০৩	২৫২	২৪৯
বি, সি, আই, ঐ	৫৪	৫৬	৫৫	৫৮	৬৩	৬৭	৭৭	৬৯	৭১	৮২
মোট	৬৪৩	৬৭৭	৬৯৩	৭৯০	৭১৯	৮৩৪	১০৭৩	৯৩৭	৯৭০	৯৮৬
সালে যত মাইল লাইন খুলা য়াছে।	৬৯	৬৯	২০৪	৫৮১	৮৮২	৯৩৪	১২৯১	২১৬৮	২৪১৪	২৯২৭

* ১৮৭৪। ১৮৭৭ সালে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, এজন্য এই দুই বৎসর অন্যান্য সাল অপেক্ষা রেলওয়ে কোম্পানিদের ব্যয় অধিক হইয়াছিল।

ইংলণ্ড ও ওয়েলসের মধ্যে গত ১৮৭৯ সাল ধ্য সর্ব্বশুদ্ধ ১২৫৪৭ মাইল খুলা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে গত ১৮৮১ সালে ৯৩২৫ মাইল খুলা তন্মধ্যে ষ্টেট রেলওয়ে—২৯৩১ মাইল।

ষ্টেট	২৯৩১	ঐ
ইণ্ডিয়া	১৫০৪	ঐ
ষ্টিড রেলওয়ে	৪৫০১	ঐ

ইংলণ্ডের রেলওয়ে সম্বন্ধে গত ১৮৭৯ সালে মে ট শতকরা ৩·৯৫ (দশমিক ৯৫) ভারতবর্ষে গত ১৮৮১ সালে শতকরা ৪·৬৮ (দশমিক ৬৮) লাভ হইয়াছে।

সমস্ত ষ্টেট রেলওয়ের মূল ধন			২৯৩৪৩৫৪৯৪ টাকা।
গরাণ্টিড	ঐ	ঐ	৭২৬৭৮৬৯৯১ ঐ
ষ্ট ইণ্ডিয়ান	ঐ		৩৪২৭১৩২·৪ ঐ
		মোট	১৩৬, ২৯, ৩২, ৭০৯
যত বাদ আয়		মোট	৬ ৩৭ ৫৩ ০০২

ব্রহ্মদূত সন্ধির চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণর জেনা- রও সে বিষয়ে বিলক্ষণ মত আছে। কিন্তু লযোগ বাঁধাইবার মূলীভূত কতকগুলি লোকের মত নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান ব্রহ্ম- ভারত এবং সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ন. বিশেষতঃ তিনি পাগল ও নরহত্যাকারী এব তাঁহার সহিত সন্ধি না করিয়া স্বতন্ত্র এক ককে সিংহাসন প্রদান করাই আবশ্যক। সন্ধির টী প্রকরণে এই নিয়ম করিলে কি এ রাজা যদি সুনিয়মে না চলেন ও রাজ্যশাসন না ন, এ সন্ধি ভঙ্গ হইয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা বা দেখা কি উচিত নয়?

একজন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় চীফকমিশ তাঁহার কার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এ সংবাদটী যদি এর বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। মহাকবি ক্তি বহুকাল হইল লিখিয়া গিয়াছেন "যাত্ত- ও পদার্থানাম্বরঃ কোঽপি হেতুর্ন খলু বহিক- ন্ন প্রীতয়ঃ সংশয়ন্তে।"

মানকর ও পানিগড়ের মধ্যে যাহারা রেলওয়ের লোহ রক্ষা করিয়া ডাকগাড়িকে রেলচ্যুত খার চেষ্টা পাইয়াছিল তাহারা ধৃত হইয়া দোষ ার করিয়াছে। এ দুরাত্মাদিগের গুরুতর দণ্ড আবশ্যক।

বোম্বাইয়ের একাউণ্টাণ্ট জেনারল এই আদেশ রিত করিয়াছেন যে, অতঃপর গবর্ণমেণ্টের টভুক্ত দেশীয় রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত ভদ্রতা কহ নামের পূর্ব্বে "মিষ্টর" শব্দ ব্যবহার

নবাব মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, বাবু কানাইলাল দে বাহাদুর প্রভৃতি এই নূতন সমিতির হইয়াছেন। মৌলবী নবাব আবদুললতিফ বাহাদুরকে যে এ সভার সভ্য করা হইয়াছে, আমাদিগের মনঃপূত হয় নাই। বাবু বঙ্কি চট্টোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্র করেকটী মহাত্মা ব্যতীত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদি মধ্যে অনেকেরই সহিত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভা "মামা মাশুর" ভাগিনের বউ সম্পর্ক" এ লিখিলে আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব সত্য কথা বলিতে কি ইহাঁদের মধ্যে শ দশ জনের বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার আ কি না সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে।"

ময়মনসিংহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব সা এক বিষয়ে বিচারদক্ষতার পরিচয় দিয়াছে ভদ্রতা এক ব্যক্তির গৃহে এক খানি বহুকা পুরাতন তরবারি ছিল, কার্য্যকুশল পুলিষ অ সন্ধান করিয়া গৃহস্বামীকে বিনা লাইসেন্সে ত বারি রাখা অপরাধে ধৃত করিয়া চালান দেন, বিচা পটু সাহেব তাহার ৩ মাস কারাবাসের আ দিয়াছেন। অস্ত্র সংক্রান্ত আইনটী ইংরাজ গ মেণ্টের ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রকাশ করিতে যে ভয়ে তাঁহারা এই আইনটী বিধিবদ্ধ করি ছেন, প্রকৃত পক্ষে সে ভয় উপস্থিত হইলে ইহা রক্ষা হইবে না। কেবল ঐ আইনটী অবিচারে প্রযোজিত হইবার মূল হইয়াছে এবং এ দেশীয় ভী লোকদিগকে ভীরুতর করিয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট খিদিরপুরের বার কোম্প নীর কৃত সাবান ডাক্তারখানা ও পাগলাগার ব্যবহার করিবার আদেশ দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বলরামপুরে মহারাজ অযোধ্যা ও বিন্ধ্যাচলের দেব মন্দির সমূহে প্রতিবাসী দরিদ্র ও পীড়িত ব্যক্তিদিগের নিমি অন্নসত্র করিয়া দিবার উদ্দেশে এক লক্ষ টাকা দা করিয়াছেন। এরূপ দানে কতকগুলি অলস দর্শে প্রশ্রয় বৃদ্ধি করা হয়। এ ব্যবস্থা না করিয়া সমস্ত প্রসিদ্ধ হিন্দু দেবমন্দির সংস্কারের অভা ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, তাহার সংস্কারের ব্যব করিলে ভাল হইত।

আমাদের মোকামস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছে "গত ৭ ই মে বাজিতপুর ষ্টেষণের নিকটে রা ভাঙ্গিয়া গিয়া ডাউন মেইল ট্রেন প্রায় ৩। ৪ ঘণ্ট বিলম্বে দাউদ ষ্টেষণে পৌছানতে মেইল এক দি পড়িয়া থাকে। ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের বন্দোবস্ত দেখিলে ছেলেখেলা ভিন্ন অপর কিছুই বলি

যায় না। সন্ধ্যার পর প্রায় রাস্তার দোষে ট্রেনের
স্থ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি
হইতে বারিপুর পর্য্যন্ত বাতাসে বালুকা উড়
হইলেও গাড়ির গতায়াত বন্ধ হইয়া যায়।
জন্যই বুঝি বাড় ঘাট বন্ধ করিয়া মোকামা
খুলিবার বন্দোবস্ত হইতেছে।
মোকামা ষ্টেষণে সমস্ত ট্রেণই প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ও
ধিক সময় থামিয়া থাকে। এস্থানে আরোহীরা
ভরণ করিয়া আপন আপন শৌচ ক্রিয়া ও
রাদি সম্পন্ন করে। কিন্তু অপ ট্রেণের
রোহীদিগের ক্লেশ দর্শন করিলে অতিশয় কষ্ট
কারণ, অপ প্লাটফরমের উপর পায়খানা
। আরোহীরা বৃষ্টির সময় বৃষ্টি ও দারুণ
ষ্টের সময় রৌদ্র ভোগ করিয়া পুলের উপর দিয়া
ন প্লাটফরমে না যাইতে পারিলে কোন মতেই
চারি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন না। বিশে-
স্ত্রীলোকদিগের ক্লেশ অত্যন্ত অধিক। কারণ
ট দেখাইবার নিমিত্ত লোকের জনতা নিব-
ক্লেশ ভোগ করিতে না পারিলে কিরূপে
ারা শরীর সুস্থ রাখিতে পারে। এই জন্যই
য়ে সময়ে আরোহীরা পীড়িত হয় ও গাড়ী ময়লা
য়া অপর লোকদিগকে পীড়িত করিয়া থাকে।
ন চেঞ্জিং ষ্টেষণের অপ প্লাটফরমে পায়খানা
নির্ম্মাণ করা যে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষগণের অত্যা-
ক ইহা সাধারণেই স্বীকার করিবেন।"

" আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া-
ন, সংপ্রতি ২।১ খানি গ্রামে বিসূচিকা দেখা
াছে। এক খানি গ্রামে এক সপ্তাহের মধ্যে ২২
নর মৃত্যু হইয়াছে " অনেকের আবির্ভাব ও
রোভাবের কাল নির্ণীত হইয়াছে, কিন্তু ওলা-
র আবির্ভাব তিরোভাবের কোন কাল নি-
রূপণে পারিলেন না। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হই
ম, আমাদের বাটির অনতিদূরবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে
লাউঠা দেখা দিয়াছে।

আমরা বেঙ্গসরাই হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদটী
প্ত হইলাম " ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী
ভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন
াশয় গত সপ্তাহে বেঙ্গসরায়ে শুভাগমন করিয়া
মাবেশে ছয়টী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঈশ্ব-
হ ও ধর্ম্মোদ্দীপনা অত্যন্ত আবাল বৃদ্ধের চিত্তাকর্ষণ
রিয়াছিল। এমন কি, তাঁহার সহিত সম্ভাষালাপ
রিয়া এখানকার ভদ্র মুসলমানগণও প্রীতি প্রকাশ
রিয়াছিলেন। ১।৩ ক্রোশ দূর হইতে বক্তৃতা
নিতে লোক সমাগত হইয়াছিল। তাঁহার উপ
শ ও উদ্দীপনায় এখানে একটী " সুনীতি সভা
ণী সভা " স্থাপিত হইয়াছে এবং অদ্যত্ব আর্য্য
ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী
সভার নিয়মানুসারে " তৎসহযোগিনী সভা " হইল।
অদ্যত্ব সভা ভারতে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে যথোচিত
অর্থানুকূল্য করিয়াছেন।"

বগুড়াবাসীরা সার্প সাহেবকে ছাড়িতেছেন না।
তাঁহার অত্যাচার-পীড়িত কত কগুলি লোক তাঁহার
দোষ ব্যাখ্যা করিয়া গবর্ণর জেনারলের নিকট আবে
দন করিয়াছেন। ইডেন সাহেবের নিকট অত্যা-
চারের প্রতিকারার্থ আবেদন করাতে তাঁহার পদ-
বৃদ্ধি হইয়াছে। এবার আবার হয় ত তাঁহার আরো
পদ বৃদ্ধি হইবে। যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায়
বগুড়াবাসীদিগের অধিক আন্দোলন করা উচিত
নয়। লেবু অধিক মর্দ্দনে তিক্ত হইয়া থাকে।

সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত কে, ডি গুপ্ত সংক্রান্ত অনর
পরীক্ষা দেওয়াতে ৫ সহস্র টাকা পুরস্কার পাই-
য়াছেন।

দুর্গোৎসবে ১২ দিন ছুটী দিবার নিয়ম বাহাল
রাখিবার আদেশ হওয়াতে বণিকসভা গবর্ণর জেন-
রলের নিকট উহা হ্রাস করিবার জন্য দরখাস্ত
করিয়াছেন। বণিক সভা এত নিদারুণ কেন? কম
চারিরা ত শরীর বিক্রয় করিয়াছেন। ১২ দিনের
নিমিত্তও যদি তাঁহারা জাতীয় মহোৎসবের প্রসাদে
দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা সুখ
অনুভব করেন, তাহাও বণিক সভার অসহ্য হইল!

জাতীয় মুসলমান সভার অধিবেশনে স্থির হই-
য়াছে, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসন সংক্রান্ত
কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য একটী কার্য্য নির্ব্বাহক
সভা প্রতিষ্ঠা, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ
একটী প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা স্থাপনের নিমিত্ত
তাঁহারা ষ্টেট সেক্রেটারির অনুমতি প্রার্থনা করিবেন
এবং উকীল ও এটর্ণীদিগের পরীক্ষার বর্ত্তমান নিয়ম
আর ৫ বৎসর যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার জন্য
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট প্রার্থী হই-
বেন। এটী বড় আনন্দের সংবাদ। আমাদের প্রার্থনা
এদেশীয় সাধারণ সভা মুসলমান সভার সহিত মিলিত
হইয়া প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা
করেন

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হেমচন্দ্র দত্ত ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতে বদলী হইলেন।

খোড়্দার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী গোলাম দিল
বিনা দিনের জন্য সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকার ব
হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাটালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টার বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটো
য়ায় বদলী হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন বাবু ভুবনমো
মহার প্রতি ১৮ ই তারিখে যে আদেশ হয়, তাহা রহিত হইল

পুরীর সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু দুর্গাদাস মুখোপাধ
কটকে বদলী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

ভাগলপুরের জুবর্ডিনেট জজ এবং মুন্সেফ ও ভাগলপু
ছোট আদালতের জজ বাবু বোলাকিচাঁদ ২ মাস চুটী লওয়
২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরার প্রথম মুন্সেফ বাবু রমা
শীল তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত যশোহর সদর ষ্টেষণের মুন্সেফ হইলেন
হুগলীর অন্তর্গত ভাদামাসাদের মুন্সেফ বাবু বরদাপ্রসন্ন
২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটের মুন্সেফ হইলেন:

কটকের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু ত্রিগুণাপ্রসন্ন বসু মুর্শি
সদর ষ্টেষণের মুন্সেফ হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জ
ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার ক
পারিবেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত নাতকানিয়ার মুন্সেফ বাবু ভবকুমার
ঐ জেলার অন্তর্গত উখিয়ার মুন্সেফ বদলী হইলেন

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ।

গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে " এলাহাবাদ দৈ
ষিক কুবাসি নিবারণী সভার " অনুষ্ঠানপত্র প্র
ত হইয়াছে। অনেক দিবস হইতে এ
আমাদের কয়েকটী কথা বলিবার বাসনা ছিল, কি
তাহার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হই নাই। আ
স্পষ্টই দেখিতেছি, এই ভয়ানক কলিতে শী
শইনঃ আমাদের সমাজ মধ্যে সম্পূর্ণ প্রাধান্য
লাভ করিতেছে, আমরা তদ্দ্বারা সম্পূর্ণরূপ উ
ড়িত হইতেছি, তথাপি তাহার প্রতিবিধান কি
ওপদিকর হইতেছি না। বোধ হয়, কাহারও ম
দিতে নাই যে আজকাল মধ্যশ্রেণীর ভদ্র লোকদি
কন্যার বিবাহ কতদূর কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়া
তাদৃশ ভদ্র লোকদিগের গৃহে কন্যাসন্তান জ
আনন্দ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের ম
অশনিসম্পাত হইল বলিয়া বোধ হইয়া থা
এবং সেই দিবস হইতে তাঁহাদের অন্তরে চি
বীজ রোপিত হয়। কি প্রকারে তাঁহারা চ
দিগকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবেন, ত
ভাবিয়া আকুল। কাহার এরূপ ইচ্ছা যে ত
স্নেহসম্বর্দ্ধিত কন্যাকে অসৎপাত্রে ন্যস্ত করিয়া

ব সকল স্থল হইতে জাগ্রমেত বঞ্চিত করেন ?
ভাবিয়া দেখা উচিত, সেই অভিলাষ পূর্ণ
তে হইলে তাঁহাকে কত বিঘ্ন অতিক্রম করিতে
যে সময়ে কৌলীন্য-প্রথা সমধিক প্রচলিত
তখন একজন কুলীন সন্তানকে কন্যা সম্প্রদান
তে হইলে কিছু কুলমর্য্যাদা টাকাদি দিতে
, কিন্তু এক্ষণে তাহার হস্ত হইতে সমাকর্ষণ
ত্রাণ লাভ করিতে না করিতে দ্বিতীয় আর
দয়ানক মিশ্রন কুলীনের হস্তে পতিত হইতে
ছে। পূর্ব্বে বল্লাল সেন যেরূপ কৌলীন্যের
প্রচলিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহা
পরাৎ ফিরোঁচিত হইতে চলিল। সম্প্রতি
বিবাহের এক প্রকার নূতন কুলীনের সৃষ্টি করি
ন। তথা হইতে যিনি যে কয়েকটী উপাধি
করিয়াছেন, তিনি তদনুসারে কুলীনত্ব
ত হইতেছেন. আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে মহা-
বৃদ্ধি হইতেছে। এদিকে উপাধিপ্রাপ্ত যুবক-
র বৃদ্ধাঙ্গীয়রা এরূপ পাত্রের বিবাহোপলক্ষে
তপ্রত করিবার মানসে বিশেষ আশান্বিত
। বসিয়া আছেন। তাঁহারা কন্যাকর্ত্তাদিগের
ট হইবে, তত কেন পণ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইবেন না
াদের অতৃপ্ত আশা কিছুতেই প্রশমিত হয় না
র " তথী পাশ " করা পুত্র আছে তাহার বিবা
লক্ষে কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠাইতে
সহস্র টাকার আকাঙ্ক্ষার তালিকা প্রেরিত
এবং তাহাতে কিন্তু সার টাকার কথা
কল। বরকর্ত্তা চাহিতেছেন না, সুতরাং
র জন্য আর একটি বাড়ী করিয়া দিতে হইবে,
ত্তও দাবিস্থ হইল, তাঁহার এক অবিবাহিতা
া আছে তাহার বিবাহের ব্যয়ভার হইতেছে
এ এক প্রকারে এরূপ ঘটে
ক্তিকে কি প্রকারে এরূপ ঘটে
ন্তানে করিতে সমর্থ হইতে পারেন ? তাঁহার
ইলে পারেন ? কখনই নহে। অনঙ্গত ব্যয়
ন হওয়া হয়। ইহাপেক্ষা আমরা যে
ঘটিত উল্লেখ করিলাম তাহাতেও হয় অপবাদ
ত হয়, পক্ষান্তরে এরূপ ঘটিয়া সর্ব্বত্র ঘটিয়া
ক। যাহা হউক এই কুপ্রথা হইতে
মাদের আশা উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং
র প্রতিকার আশা করা হইয়াছে। যাঁহা-
ধর্ম্ম ভয় এবং পাপকর্ম্ম ভোগ আছে তাঁহাদের
ত আপাততঃ ইহা বিশেষ অনিষ্টপ্রদ বলিয়া
ধমন হইবে কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে
ল যদি বিবাহ ব্যয় সঙ্কুচিত সংক্ষেপ হইয়া পড়ে
তা হইলে তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না,
রূপে যে আর দুটী বা ততোধিক পুত্র আছে,
ন করিতে সমর্থ হইবেন ? তাঁহার যে কন্যা নাই বা হইবে না এরূপ কখন সম্ভাবিত নহে, আজ যদি তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে কন্যাকর্ত্তার ক্ষমতানুযায়ী দান, পণ গ্রহণ করেন, কল্য তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য নিজ আবাসভূমি বিক্রয়ের কল্পনা আর করিতে হইবেনা। সুতরাং ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সকলেই যদি এক অভিপ্রায়ে কার্য্য করিতে অগ্রসর হন তাহা হইলে বর এবং কন্যার এই উভয় পক্ষের কখন কোন সময়ে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে সমাজ এই ভয়ানক কুরীতি নিবারণের জন্য কৃতবিদ্য যুবকদিগের মুখাপেক্ষা অবশ্যই করিবে, তাঁহারা এখন হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন, যখন উপযুক্ত সময়ে তাঁহারা পাণিগ্রহণ করিবেন তখন তাঁহাদের পিতা বা আত্মীয় স্বজনকে কন্যাকর্ত্তাদিগের ক্ষমতানুযায়ী দান পণ গ্রহণ করিতে বিশেষরূপে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। কিন্তু অনেক সময় ইহা আবার দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল কৃতবিদ্য যুবক বাহিরে এতাদৃশ অন্যায় কুপ্রথার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে তখন তাঁহারা পিতার অনভিমতে কার্য্য করিতে সাহস প্রকাশ করেন না, ইহা নিতান্ত লজ্জার এবং ঘৃণার কথা সন্দেহ নাই। কারণ যে কার্য্য তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত ঘোর অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে সামান্য স্বার্থের জন্য তদ্বিষয়ের বলপ্রকাশ পূর্ব্বক তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে বিমুখ হওয়া অতীব দুঃখের বিষয়। সে যাহা হউক আমরা " এলাহাবাদের বৈবাহিক কুরীতি নিবারণী সভার " অনুষ্ঠাতাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করি। সমাজের প্রার্থনীয় অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই তাঁহাদের হৃদয় বাপিত হইয়া থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই এক্ষণে হইতে মনে পুষ্টিসাধনের সবিশেষ যত্ন করা উচিত হইয়াছে। আমরা সাধারণতঃ সকল বিষয়ে যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়া থাকি এ সভার প্রতি যেন তদনুরূপ না হয়, ইহা আমাদের একটী বিশেষ প্রার্থনা। তাহাদের ইহা স্মরণে রাখা উচিত পৃথিবীতে যে সকল মহৎকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা অনেক ব্যক্তির দ্বারা কখনই অনুষ্ঠিত হয় না সুতরাং তাঁহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন যদি আত্মোৎসাহ না হইয়া অপরে হইতে তাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহা হইলে ভাল যাহাতে তাহা যে সুফলপ্রদ করিবে এ কথা বলিতে পারা যায়

লোহারাম হাইকোর্ট চীফ জষ্টীস সাণ্ডার্স সাহেবের সহিত অত্রত্য ছোট আদালতের জজ আলেকজাণ্ডার সাহেবের সম্প্রতি মনান্তর ঘটিয়া উঠিয়াছে। যেরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতে তাহাতে বোধ হয় এ অগ্নি শীঘ্র নির্ব্বাপিত হ ছেনা।

উক্ত বিবাদের কারণ এই,—ডাক্তার ওকো সাণ্ডার্স সাহেবের কন্যার চিকিৎসা করেন, এ যথা সময়ে তাঁহার দর্শনীর টাকার প্রার্থনা করি পাঠান। প্রত্যুত্তরে সাণ্ডার্স সাহেব এই লেখেন তাঁহার নিকট আপাততঃ টাকার বিশেষ অসুবি সুতরাং তাঁহাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হই আর এরূপ না ঘটিলে বোধ হয় তাঁহার পত্র লি বার পূর্ব্বেই টাকা প্রেরিত হইত। দ্বিতীয়বার ব ডাক্তার সাহেব তাঁহার টাকা চাহিয়া পাঠা না, তখন অগত্যা সাণ্ডার্স সাহেবের নামে ছে আদালতে অভিযোগ করিলেন। ডাক্তার সাহে ঋণ স্বীকার করিয়া সাণ্ডার্স সাহেব যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আলেকজাণ্ডার সাহেব সেই সাণ্ডার্স সাহেবের হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে পত্র তিনি লিখিয়াছিলেন কি না ? সাণ্ডার্স সা তাহা অস্বীকার করেন না। তৎপরে এই প্র হইল,ডাক্তার সাহেব কত টাকার দাবী করিয়াছেন সাণ্ডার্স সাহেব বলিলেন ১০০ শত টাকার। এ কথার পর আর অধিক বাকাব্যয় না করি আলেকজাণ্ডার সাহেব মকদ্দমা ডিক্রী দিয়াছে বিলাতে এই আইন প্রচলিত আছে, যে সকল ডাক্ত স্বীয় নাম রেজিষ্টরী করেন না তাঁহারা দর্শনী টাকার জন্য নালিস করিতে পারেন না। উক্ত মহোদয় এই নজীর লইয়া আপনার মকদ্দমা লড়ি গিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে উক্ত আইন ভা ব* প্রচলিত নাই। যাহা হউক এই প ক্ষান্ত হইলে সকল গোল মিটিয়া যাইত; সাণ্ডার্স সাহেব ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এই মকদ্দ পুনর্ব্বিচারের জন্য হাইকোর্টে এক আবেদন কর উক্ত আবেদনে এই লেখেন যে, তাঁহার বক্তব্য কি কিছুই না শুনিয়া ছোট আদালতের জজ মক ডিক্রী দিয়াছেন, আর উক্ত জজ সাহেবের সহি পূর্ব্বে তাঁহার কখন পরিচয় ছিল না। এই মকদ্দ উপলক্ষে জজ তাঁহার প্রতি যেরূপ অসৌজন্যতা প্র পন করিয়াছেন এবং আরও কয়েকটী কারণের উ তাঁহার ইহা অনুমান হয় যে, আলেকজাণ্ডার সা সুরা পান করিয়া আদালতে উপস্থিত হইয়া থা বেন। গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে এই মক নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। বিচারপতি ষ্ট্রেট সা নিম্ন আদালতের রায় বাহাল রাখিয়া সাণ্ডার্স স এর আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। শুনি সাণ্ডার্স সাহেব ছোট আদালতের জজের নামে পান করিয়া আদালতে উপস্থিত হইয়াছেন ই

...ছেন, তাহাতে তাহা সাধারণ
...ইকার করিতেছি।

...ছে, তাহা আবশ্যক সংস্কারে
...ক হইবার সম্ভাবনা।

...ছেন, তিনি যে রাস্তাটী তুলিয়াছেন
...ক; অমনি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্য
...বার জন্য প্রায় দুই মাইল পথ পরি
...ছি। দেখিলাম, রাস্তার সেখানে যেমন
...ই আছে, সেখানেটী তেমন উচ্চ ও যেখানটী
...ই আছে, সেখানেটী তেমন নীচ আছে। কেবল
...য়া, কোথাও বা অনাবশ্যক স্থানে দুই
...টি মাটী কিম্বা ঘাস দিয়া কার্য্যসমাধা
...ছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এ কার্য্য
...য়া লইবার লোক কেহই নাই। এ দিকে
...ত নূতনমাটী কতক ধুইয়া গেল কতক
...কস্মে পরিণত হইল। অবিষ্যতে কণ্ট্রাক্টর
...য়াসেই বলিবে, "আমি উহাতক্ষণ মেরামত
...ছিলাম, বর্ষায় সমস্ত নষ্ট হইয়াছে।" প্রস্তাব
...ঠা ও চলার কাদালা, দুই বাঁই বিলম্ব
...টাকা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এইরূপেই সহায়
...খাকে। আমরা আশা করি, হুগলীর ম্যাজি
...ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয় ইহার সদুপায়
...ন।

...মড়ায় পোষ্টাফিস ও পোষ্টমাষ্টারের
...ন উপস্থিত হইয়া অনেক সময়ে সাধারণের
...বার ক্ষতি হইতেছে। এ সকল নূতন স্থানে এই
...বের অধীনে অধিক দূর, এজন্যই গ্রাম
...গুলি লইয়াই প্রধানতঃ পোষ্টাফিস স্থাপিত হয়।
...ছয়। যে পিয়নের উপর ডাক
...ত, নূতন বন্দোবস্তে তাহার ঘাড়ে সে
...ভার পড়িয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে পোষ্ট
...পোষ্টমাষ্টার বাবু আমাদিগকে যে নূতন
...বস্ত করিয়াছেন, তাহা সকলাপেক্ষাও ভাল
...বের বিশেষ সুবিধাজনক। দ্বিতীয়তঃ, অধি
...ছে, অথচ ও কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে
...ছে পোষ্টমাষ্টার বাবুর নিকট হইতে
...ন নিকট হইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট
...করেন। সে এই কারণে বিশেষ বৃদ্ধি পরি
...ছে পোষ্টমাষ্টার বেচারা কাযে ব্যস্ত
...ত" ইত্যাদি এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট
...ক্ষ হইয়াছে। সে যে কারণে

...আমাদিগের অনেক দিন হইতে দেখিতেছি দুরা-
...শয় খিদমদ্গিরকে সত্বর স্থান স্থগিত না করিলে আর
...চলিবে নাই। কারণ উহাদিগের জন্যই অনতিপুক্কে
...পোষ্ট আপিসের বিশেষ ক্ষতি হইবার উপক্রম হইয়া-
...ছিল। কেবল বর্ত্তমান পোষ্টমাষ্টার কেদার বাবুর
...চেষ্টাতেই তাহা হইতে পারে নাই। কেদার বাবু
...সবলভাবে পঞ্চপাদশূন্যাদ্দাদ স্বকর্ত্তব্য সাধন করি-
...তেছেন। খিদমদ্গারদের আচরণ যুক্তিস্থ সুপারিণ্টে
...ণ্ডেণ্টের গোচর করা হইয়াছে। এক্ষণে দেখা
...যাউক তিনি কি বিচার করেন।

...মড়ায় আপদকাল সকলময়ই বড় প্রবল। প্রায়
...১। ৩ মাস হইতে ৫। ৫ টা ফৌজদারী মকদ্দমা
...লাগিয়াই রহিয়াছে। খাবলাটা, মাথাভাঙ্গা, বল-
...পূর্ব্বক অপরের গৃহ হইতে দ্রব্যাদি আনয়ন প্রভৃতি
...নানা রঙ্গের অভিনয় হইতেছে। ইতর লোকেই
...সকল মকদ্দমার বাদী। আমাদিগের এ দেশের
...উন্নতি প্রবল উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে যে,
...ইতর অনেকে ভদ্রলোকের মাথায় পা দিয়া চলে।
...তাহারা ভদ্রলোককে মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করে না।
...সংবাদপত্র সম্পাদকেরা ইতর লোকের দুরবস্থাও
...দেখিয়া থাকেন, তাহারা খাইতে পায় না বলিয়া
...তারস্বরে চীৎকার করেন। কিন্তু আমরা যতদূর
...দেখিয়া আসিতেছি ও ইতর প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে
...আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে
...আমরা সম্পাদক মহাশয়দিগের সহিত একমত হইতে
...পারিব না। আমাদের অঞ্চলের ইতরলোক, তাহারা
...বাহির খাইতে পায় না, কাহারও অপর ...
...টাকা দিতে পারে। সাধারণের সমক্ষে চীৎকার
...করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

...এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভদ্রলোকেরা
...ভাঙ্গিয়া কতকগুলি মুদ্রা মধ্যে চুরী করিয়া
...থাকেন। চোরে কি কখনই ধর্ম্ম করিতে পারে

...ব কথা বিশেষ বাহুল্য
...মানের সংক্রান্তিতে বাহিরে
...ন, এবং এখন ...
...ইয়া কোথায় আসিতেছিল, তাহার
...মস্তকে একখানি কুঠার দ্বারে সেই
...মো প্রবেশ করিয়া কুঠার দ্বারা উহাদের মস্তক
...ছেদন করিয়া সেই মস্তক দুটী হাতে ঝুলাইয়া বাটীর
...মধ্যে দৌড়িয়া আসিতেছিল। পরিবারের
...লোকের চিন্তা। অপরাপর লোকে
...পুলিসে দিয়াছে।

আমরা বর্ত্তমানের ম্যাজিস্ট্রেসিপাল্টির কথা

দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। রাস্তায় দুই ...
...ফল দিবার ত বন্দোবস্ত নাই। আর দুঃখের বি...
...এই, সদর রাস্তাগুলিতে ৫। ৬ রশী দূরে এ...
...করিয়া আলো আছে, তাহাতে রাস্তা দেখিয়া স...
...ঘটে কি না তাহা পাঠক মহাশয় বুঝিয়া লইবে...
...গলিগুলির দুরবস্থার কথা আর কি বলিব, তা...
...আলোর সম্বন্ধও নাই। আমরা ভরসা করি, ক...
...এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া পথিকদিগের ...
...দূর করিবেন।

১ লা বৈশাখ হইতে মহাবাজের ব...
...মাংশে আস্তাবলের সন্নিকটে মধ্যে মধ্যে একটী ...
...নক দুর্গন্ধ উত্থিত হয়, তাহাতে লোকের স্বা...
...হানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

কাশনা।

আমাদিগের জমিদার মহারাণী এক স...
ব্রাহ্মণভোজন করাইবার জন্য নবদ্বীপ ও অন্য ...
স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করাইতেছেন এবং ...
উপলক্ষে মহারাজ ও অন্যান্য কর্ম্মচারী আ...
শনিবার বর্দ্ধমান হইতে কাশনায় শুভ ...
করিবেন।

এখানে ৫। ৬ খানি পাঁড়ার ঘাড়ি হইয়া...
ইহারা গয়লার বাড়ীর ও অন্যান্য স্থানে গমনা...
করিতেছে।

বাবুরাম সাহার ও গবর্ণমেণ্টের কলাণে...
মদের অভাবে নাই। দেশীয় মদের দুটী ...
আছে, মাতালদেরও খুব সুবিধা, কিন্তু আমার ...
পেট ভয়। ছোট ছোট বোতলের ব্রাণ্ডি বা...
মাতার নিচে হইতে ভাল খাবার জন্য লোক...
তাহাদের কাপড় বাঁধা দিয়া মদ খাইতে ...
করিয়াছে এবং পুলিস সেই চারিটী কাপড় ...
পঁচ আইনে গ্রেপ্তার করিবেন। এই ...
করিতে হইবে। কিন্তু কোন ...
করি হইতেছে তাহা বলা যায় না। ...

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

৮৮ সাল গত হইল।

আগামী। অতএব আমরা বিনয় সহ...
গ্রাহকগণকে স্মরণ
যাহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের ...
দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ...
যাহে অতএব তাহারা যদি

ালের দেয় মূল্য দান করেন, এই আমা-
ের অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত
য়াছে। ইহাতে জগতের আদিম মানব-জাতি ও
দেশের জ্যোতিঃ, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, মনু-
হিতা, গোল্ড ষ্টুকরের পাণিনি সংক্রান্ত বিচার,
তিভেদ, বিষ্ণুর যোগমায়ায় স্তম্ভাবরণ, সাংখ্যদর্শন,
ভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ,
১০ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই
টপেজি ফন্ট ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত।
ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ
কা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোমপুর ডাকঘরে
মপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে
ইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও
ট করুন প্রেরিত হয় না।

কবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!
পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

অকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ
ি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁতেধরা, স্বর-
ভেদের সহিত বক্ষ উঠা, সহজ ও শুষ্ক কাশী
ি পুরাতন শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম
উপাদানে প্রস্তুত। ৩-টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির
১ টাকা, প্যাকিং ।০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে
দেওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই
ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মোসাম্মৎ জন্না আরাটুন
ক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চোরঙ্গী
ড ষ্টিফেন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

ধর্ম্মসঙ্গীত।

বিবিধ সুরে ও তালে ঈশ্বরের গুণানুবাদ কীর্ত্তন
াদি নিম্নলিখিত স্থানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।০ আনা
মাসুল ।০। শ্রীবৈলোকানাথ ঘোষাল মুন্সি-
নগর থানা টাঙ্গিপাড়া। বিঃ বাবুজী এণ্ড কোং
ওয়ালীশ ষ্ট্রীট ২৫ নং। কেনিং লাইব্রেরি, কলি-
া পটোলডাঙ্গা। বাবু কোং চাবড়া এবং
কডাঙ্গা, ভবানীপুর অঘোরনাথ নাসের দোকান।
কালীন ১০ খানা পুস্তক লইলে প্রতি খানা ।১০
ভিঃ পাইবেন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুর্ব্বর্দ্ধন" ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়মাসে মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন পাঠাইলে ১।০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া কটিত আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মুত্তুলিয়া (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

পাইকপাড়া নর্সারি।

সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব।
দাসত্বের যাতনা মনে করিয়া স্বাধীন কৃষিতে
প্রবৃত্ত হও।

দেশীয় কৃষির উন্নতি ও বিদেশীয় নানাপ্রকার লাভজনক কৃষিকার্য্য দেশমধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য কৃষিতত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে। তিন খণ্ড কৃষিতত্ত্ব সমাপ্ত হইয়াছে। ৪র্থ খণ্ড অতি মনোহর নূতন প্রকার ফুল ফল ও সবজির প্রতিমূর্ত্তি সহিত মুদ্রিত হইতেছে। গার্হস্থ্য কলম করিবার সহজ উপায় ছবির দ্বারা দেখান যাইবে এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় মাসুল ৩।০। প্রথম হইতে তিন খণ্ড কৃষিতত্ত্ব পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া প্রত্যেক খণ্ড ১৷৷০ পাঁচ সিকা মূল্যে আমাদের আফিসে, কলিকাতা পটলডাঙ্গা কার্নিং লাইব্রেরিতে, চিনাবাজার পরাণচন্দ্র নাথের দোকানে এবং দিমুলিয়া বাঁড়ুয্যে কোং দোকানে বিক্রয় হইতেছে—পাইকপাড়া নর্সারিতে যাঁহার যে কোন ফল ফুলের কলম ইত্যাদির আবশ্যক হইবে আমার নিকট লিখিলে সুলভ মূল্যে পাঠাইতে পারিবেন, গাছের মূল্যের তালিকা আবশ্যক হইলে এক আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হইবে। বীজাদি ও কৃষিতত্ত্বের গ্রাহক হইলে বার্ষিক ১৫ টাকা অগ্রি
দিতে হয়।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকা
প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহা
বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টী
১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণ
তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকা
সহিত মৎকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সম
বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০
টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতী
উজ্জ্বল নীলমণি মূলা ডাকমাসুলসহ ৭৷০ টাকা আ
বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা
ডাক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৵০, প
পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০
গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাক
আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে
কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চু
উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি
হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদি
বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকি
৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, দন্ত নড়া
রক্ত পড়া এবং পূঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগে
মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং /০।

পারার গুণ ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটি
রোগাদির শান্তি করতঃ রক্ত পরিষ্কার এবং শরী
পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০
পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদ
নাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০

প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া
যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং ৬৬কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার।

যিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কেবল সংযুক্তি
মূলে ১খানি বাঙ্গালা কিম্বা ইংরেজী ভাষায় হিন্দু

...বারহাটের শেষ্ঠী প্রাণধন ডাক্তার এক ... পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার ... পুস্তক সকল মাদ্রাজ অঞ্চলে বহুল ... হইবে, তিনি এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন ... এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুস্তক সকল ... মুদ্রা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত করিতে পারিবেন; ... বর্ত্তমান বর্ষে বার্ষিক মাসের পূর্ব্বে স্বস্ব ... পুস্তক সকল শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর ... বাহাদুরের নিকট রাজপুরে প্রেরণ করিবেন। নিম্নলিখিত ... নামে আমার নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীভুবনমোহন মৈত্রেয়।
বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক।
পোঃ রাজসাহী।

নূতন পুস্তক।

...কটি উদ্ধার প্রবেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবিবর ... ভবিনোদন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

...ার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাসুল ...

...গিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস, মূল্য এক টাকা।

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সমস্বরোধারে প্রশংসিত। মূল্য ৸০।

...ট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

...কাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

...ধুগাধবল সিদ্ধুচিকিৎসক, বড়বাজার কলিকাতা।

...দের নিকট নানাবিধ পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, কলম, ...ক্রব্য, জামা, কাপড়, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ছবি প্রভৃতি ... প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার ...মোহর, টাপরাস, নামের ব্লক, কামার ষ্ট্রেম্প, ...য়ার প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র ...লে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

ক্যান্সারের চিকিৎসা।

...রোগের এই বিষম কুটনাটের ন্যায় ... কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ... ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া ... থাকেন। কোম্পানির বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা... ইণ্ডোগেটর নিকট প্রাপ্তব্য। ১ আউন্স ১, ... আউন্স ১২, ১৬ আউন্সে বিশেষ সুবিধা আছে। নগদ ... বিক্রয়, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

রেজিষ্টার্ড (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপুয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা সুতার ন্যায় গোলা হওয়া ও তৎসঙ্গে মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য কটিদেশ এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর অধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক টনিক

প্রতি শিশির মূল্য ১৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা শিরঃপীড়া, বাত, পার্শ্বশূল, উদরাময়, লাভা যা, রক্তদুষ্টি ক্ষত এবং শরীরের কোন কারণবশতঃ ক্ষয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষা... ঘাতে এক পরিষ্কার প্রবাহিত, ধমনীগত, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সমুদয় রোগ বিনাশ করে এবং শরীরে কোন প্রকার কঠিন রোগের বীজ থাকিতে পারে না। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা ব্যবহার করিলে অতি আশ্চর্য্য ফল দর্শে। ইহা সেবনে ৭ দিবস পরে অন্য ঔষধের আবশ্যক হয় না। ঔষধ সেবনের বার্ষিক শিশি পাঠাইলে মাসুল লাগে না।

এসব ঔষধের চিকিৎসা প্রার্থনায় পত্র লিখিলে ১২ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর পাওয়া যায়।

ডাক্তার এস, কে, চৌধুরী, এল, এম, এস,
১২ নং চুনাটোলা পিতুরিয়ার লেন, বহুবাজার,
কলিকাতা।

আমাদের প্রার্থনা।

আমরা এতদ্বারা সকলকে জানাইতেছি, নিম্নলিখিত মতে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন।

ইতি সোমপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে ঐযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের আদেশানুসারে

শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ চৌধুরী—বালাপাস ১
" " বিপিনবিহারি মুখোপাধ্যায় আজমির ১
" কুমার রামনারায়ণ সিংহ দেও বাহাদুর রাজধানী কাশীপুর ১
" বাবু রসময় বসু উকীল—ডামরোল
" " পঞ্চানন মাইতি—মেদিনীপুর
" " চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—গারবিয়া
" " প্রসন্নকুমার বসু—নাসপুর
" " গঙ্গানাথ ঘোষ—চন্দননগর
" " নবদ্বীপচন্দ্র কুণ্ডু—পাবনা
" " কৈলাস ভট্টাচার্য্য—তুলাপট্টি
মুরশিদাবাদ পব্লিক লাইব্রেরি

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমস্বল্পক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৸০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৸৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা মনি অর্ডর নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোমপুর ডাকঘরের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমাপ্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন। ভ্রান্তি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইত্যাদি অন্যান্য যাহাতে যাঁহার আবশ্যক হয়, তিনি সেই উপায় অবলম্বন করিবেন। অল্প অমির আদেক মূল্য টাকটী প্রেরণ করিলে পত্রাদি হইবে না। মূল্য পরিশোধের পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রাপ্ত হইলে অবশিষ্ট মূল্য পাঠাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া ... কবিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ... আনা হারে পর ... এক আনা দিতে হইবে।

[illegible] এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোমপুর ডাকঘরের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমাপ্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

সাম্যপ্রকাশ।

১৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তয়া' প্রকৃতিহিতায় পার্থিব: সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন ছীয়তা'"। ২৮ সংখ্যা।

ম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত
কা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ১৬ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮২। ২৯ এ মে।

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৵, অসমর্থ পা
মাশুল সমেত বার্ষিক ১ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

ক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম!

াহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হই
ন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে এবন
ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব
ই নষ্ট হয়, শ্লৈষ্মকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা
ব ক্ষয়রোগের একমাত্র আরোগ্য কারক ঔষধ।
ই সাহেব এই ঔষধ প্রস্তুতকারী এবং বিশিষ্ট
ধীবং গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিরে
ই কোম্পানির নাম মুদ্রিত আছে।

ইহাতে ঐ কোম্পানির মাটিকো কাম্পসিউলস
ন ইংরেজিতে ; পিচকারি দিবার ঔষধ।
সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা মহাশয়ের গ্রিমল্ট সাহে-
ত এই বলের ফাদার ক মাটিকো নামক ঔষধ
ন এবং পুরাতন পীড়ায় রোগে ব্যবস্থা করিয়া
ন। ইহা ব্যবহার করিতে কোন স্থানের নাম
বিধাজনক নাই। এবং সেবনে স্বাস্থ্যের
করে বলিয়া অপকার নাই, পিচকারির ঔষ
ন ব্যবহারে এবং ক্যাপসিউল প্রস্রাবন ব্যবহারে
হয়।

ঐ সাহেবের খনিজ সার পেপসিন।
এই ঔষধের গুণ। ক্ষমতা ২, যখন গ্যাষ্ট্রিকরস
ন হয়, নাসিক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদি আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা	পাকাশয়ে প্রদাহ
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান	সবমন শিরঃ শূল
পেট সাঁটিয়া ধরা	পেট জ্বালা
পাকাশয়ের স্ফীততা	রক্তের পীড়া
	ডিবেচায় বমন
	পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।

হাঁপানি কাশী।
গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।
এই সিগারেট ব্যবহারে হাপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বর ভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখশুষ্ক, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।
সবমন শিরঃ পীড়া এবং শিরঃ শূল।
গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)
এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

কলিকাতা।

রঙ্গপুরের প্রাচীন সভ্য মাহাশয়দিগের চিকিৎসালয়ে এক জন ডাক্তারের প্রয়োজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা মেডিকেল কালেজ বিদ্যা কাহেল হাসপাতালের সার্টেফিকেট প্রাপ্ত কার্য্যদক্ষ ব্যক্তির আবেদন ব্যতীত অন্যের আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। মাসিক বেতন ৫০ টাকা। বাহিরেও চিকিৎসা করিতে পারিবেন। আবেদনকারীরা ১৮ সাল ৭ ই জুনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নি স্ব স্ব আবেদন প্রেরণ করিবেন।

রঙ্গপুর মিউনিসিপাল আপীস ১৭ ই মে ১৮৮২। } কে, ডি ঘোষ, এম, ভাইস চেয়ারম্যান।

Mrs E D, cruze 99 College Street C
cutta.

Diplomaid midwife.

Fees to attendance moderate.

Bears high testimonials.

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীম
ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদে
যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফী অতি অল্প।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, শাঙ্করভাষ্য আনন্দগিরিটীকা ও শ্রীধরস্ব
কৃত টীকা এবং বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত ৮ আনন্দ
বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ
মূল্য ৭ সাত টাকা। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পু
কালয়ে ও কলেজষ্ট্রীট নং ২ বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে পা
যায়।

পদ্য মহাভারত।

মূলের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদ্য মহাভা
প্রকাশিত হইবে। যদি কেহ মূলের সহিত ঐ
না দেখেন তবে মূল্য ফেরত দিব। প্রতিম
৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রকাশ হইবে। স
শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য মূল্য ১৷০ টি
এবং মাশুল ৵০ আনা নির্দ্ধারিত হইল। এক
গ্রাহক হইয়াছে। এক সংখ্যা দৃষ্টিলেই কার্য্য অ

ব। যিনি গ্রাহক হইবেন তিনি সত্বর মূল্যসহ
ত নিকট পত্র লিখিবে গ্রাহক হইতে পারিবেন।
ভপুর। শ্রীবিনোদবিহারী রায়।
পাড়া। পদ্য মহাভারত প্রকাশক।

মহীশুর রাজ্যের রেল-ওয়ের

নিমিত্ত ঋণ।

মহীশুরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
হুকুমে ৫ শতকরা সুদ ১ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণেচ্ছু হইয়া টেণ্ডার
ন্ আহ্বান করিয়াছেন। এই টাকায় কেবল মহীশুর
রাজ্যের রেলওয়ে নির্ম্মাণ হইবে। ঋণ
রাজ্যের রাজধানী হইতে তিপ্পুর পর্য্যন্ত একটী
পথে প্রস্তুত করা হইবে। ইহার দৈর্ঘ্য
৮০ মাইল।

২। এই ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ৫ টাকা।
রে ছয় মাস অর্থাৎ ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ও ১৫ ই
ই সুদ প্রদত্ত হইবে। ২০ বৎসর এইরূপ দেনা
না চলিবে। সুদের টাকা মহীশুর গবর্ণমেণ্টের
ীয় ধনাগার, বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহ এবং
াই ও বোম্বাই এবং তাহাদিগের শাখা ধনাগার
ত দেওয়া যাইবে।

৩। ঋণপত্রের ফারম নিম্নে দেওয়া গেল। ৫০০
া ৫ শতের গুদনীয় টাকার প্রতি ঋণপত্র
benture) মুদ্রিত করা হইবে।

৪। এই ১০ লক্ষ টাকা ঋণের সমুদায় অথবা
শিকের টেণ্ডার মহীশুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলার
র অব্দের ১ লা জুলাই বেলা ১০ প্রহর পর্য্যন্ত
ালোরে গ্রহণ করিবেন।

৫। নিম্ন সংযোজিত ফরমে প্রতিশ্রুতির পত্র
হইবে। যিনি টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে ফরম
মুড়িয়া তাহার উপর সীল করিয়া "১৮৮২ সালের
ুর রেলওয়ের ঋণের টেণ্ডার" এই কথা লিখিয়া
হইবে। আর ঐ টেণ্ডার বাঙ্গালোরে মহীশুর
মেণ্টের কণ্ট্রোলরের নিকট প্রেরণ করিতে
ব।

৬। ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দ্বি-প্র-
র সময় মহীশুর গবর্ণমেণ্টের দাওয়ান অপরাপর
কের সম্মুখে বাঙ্গালোরে তাঁহার আপীসে বসিয়া
সকল টেণ্ডার খুলিবেন ও প্রত্যেক মূল্যকের হার
করিবেন।

৭। যিনি যত টাকার টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে
টেণ্ডারের সঙ্গে সেই টেণ্ডারের দেয় মোট টাকার
করা ২ টাকা হারের টাকা জমা দিতে হইবে।
টাকা মহীশুরের দাওয়ানের নামে বঙ্গদেশের
সমূহে মাদ্রাজ বোম্বাই ও তাহাদিগের শাখা
বাঙ্কে অথবা মহীশুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগারে
জমা দিয়া তাহার রসিদ টেণ্ডারের সহিত পাঠাইতে
পারিবেন এবং দাওয়ানের নামে মনি-অর্ডার অথবা
পে স্যানির কাগজও পাঠাইতে পারিবেন।

৮। যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক টেণ্ডার গ্রাহ্য
হয়, তাহা হইলে আমানতি টাকা সেই অংশের
আংশিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং টেণ্ডার-
দাতাকে তাহার টেণ্ডারে লিখিত অবশিষ্ট টাকা
১৮৮২ সালের ১৫ ই আগষ্টের মধ্যে মহীশুর গবর্ণ-
মেণ্টের যে কোন ধনাগারেই হউক অথবা বঙ্গদেশ
বোম্বাই, মাদ্রাজ ও তাহার শাখা ব্যাঙ্কে দাওয়ানের
নামে জমা দিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে টাকা
জমা না দিলে আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারের টাকা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই
ঋণপত্র বণ্টিত করা হইবে।

১০। টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে টেণ্ডারের সহিত
দত্ত আমানতি টাকা আবেদন করিলেই প্রত্যর্পণ
করা হইবে।

১১। এক হারের দুই বা ততোধিক টেণ্ডার
হইলে, কম হারে টেণ্ডার লইবার যে কথা আছে
তাহার অপেক্ষা যদি কম হার না হয়। উপরে যে
হারে ডিপজিট দিবার কথা আছে যদি আবশ্যক হয়
সেই হারে প্রতি টেণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

১২। টেণ্ডারের যে হার বণ্টিত হইল, তাহার
ঊর্দ্ধ আর ভগ্নাংশ থাকিবে না। যদি কোন টেণ্ডারে
ঊর্দ্ধ আনার ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে তাহা বাদ
দেওয়া হইবে এবং ভগ্নাংশবিহীন বোধে টেণ্ডার
গৃহীত হইবে।

১৩। ভ্রম প্রমাদের পরিহারার্থ প্রত্যেক টেণ্ডারের
সহিত মূলধন আর একটী টেণ্ডার দিতে হইবে এবং
তাহার সহিত পৃথক আমানত করিতে হইবে।

১৪। মহীশুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব হইতে
১,০০,০০,০০০ টাকা (এক কোটি ৬ লক্ষ। আয় হইয়া
থাকে। সকল প্রকার ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রাপ্য হইলে, তদ্ভিন্ন বিবাদের টাকা ৯০,০০,০০০
টাকা বাদ দিলে, তাহার পরিশোধের জন্য যাহা
দেওয়া হইতেছে, তাহা বাদে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত
থাকে।

১৫। ভারতবর্ষে এই ঋণসম্বন্ধীয় যে সকল
বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইবে, তাহাতে ষ্ট্যাম্প
লাগিবে না।

মহীশুরের দাওয়ানের কার্য্যালয় বাঙ্গালোর ১ লা মে ১৮৮২।

ডি, রঙ্গাচার্য্য, দাওয়ান।

Form of Tender

I hereby tender for Rupees of the Loan advertised in the Notification of the Dewan of Mysore dated 1st May 18
and agree to pay the same subject to
conditions notified, at the rate of Ru
for every Rs 100 alloted to
I enclose on account of the requi
deposit of 2 per cent on the amount ten
ed (*here enter particulars of deposit*)
engage, if my offer is accepted to pay
remainder of the amount of the loan a
ted to me on or before the 15th Aug
1882, in the manner prescribed in the N
fication. Any allotment made to me may
communicated to the following adress.

Signature
Full addres

Form of Debenture

MYSORE RAILWAY, FIVE PER CE
LOAN 1882.

Bangalore, 18

No

The Government of His Highness
Maha Raja of Mysore, in consideration
the sum of Rupees
from
promise to pay to the said
or order, the sum of Rupees
twenty years after the date hereof, toge
with interest at the rate of five per
cum per annum, payable half yearly
15th February and 15th August

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকা
হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গদেশের আদিম মানব-কা
বঙ্গদেশের জোতিষ, হরপ্পার মহৎ আবিষ্কার,
সংহিতা, ঘোড়া ও উকরের পালিন সম্বন্ধে
বা, ভূতের, বিদ্যুৎ সোপমায়ায় ঘুমাবরণ, সাংখ্য
দ্বিজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপ
এই ১০ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডি
আটপৌরি ফরমার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মু
মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫
টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোমপ্রকাশ ভা
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লি
পাঠাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে কা
নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতার প্রধান প্রধান
স্তকালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

বর্ণপরীক্ষা। (সম্পূর্ণ) ৩য় বার মুদ্রিত। মূল্য
আনা। ডাঃ মাঃ ১০ আনা। টাকার পদ্য।
ক্ষা) ২য় বার মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা। ডাঃ মাঃ
আনা।

নব চিকিৎসাবোধ। (বহুতর পীড়া ও মতের
প্রকাশক গ্রন্থ) ২য় বার মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।
মাঃ ।১০ আনা। এই তিন খানি পুস্তক বহুতর
বাদপত্রের মতে প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীনবকুমার নাথ।
১৭ নং গোবিন্দচন্দ্র ধরের লেন,
আমড়াতলা কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে সম্বন্ধে
কয়েকটী কথা।

ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ
তে চলিল দেখিয়া তত্রত্য অধিবাসিবর্গের আন-
র পরিসীমা নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম
পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে হইলে আমাদিগেরও কথ-
ং উপকার হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু বিধাতা
মাদিগের অদৃষ্টে সে সুখ লিপিবদ্ধ করেন নাই।
যদবা সর্ব্বদা রেলওয়ে রেলওয়ে বলিয়া চীৎকার
রিলেও আমাদিগের কথায় কে কর্ণপাত করিবে?
ও হইল মনে, ঢাকা ময়মনসিংহ লৌহবর্ত্ম, ময়-
নসিংহ হইতে রঙ্গপুরের উপকূল দিয়া বরাবর ঢাকা-
...রে। কতে লাভ কতদূর দাঁড়াইবে
তা আমরা ভাবিতে পারি না।

আমাদের মনে এইরূপ ধারণা ছিল যে, ঢাকা
ময়মনসিংহের লৌহবর্ত্ম শিবালয় অথবা আরিচা
গোয়ালন্দের নিকটস্থ স্টীমারঘাটের পক্ষে উপকর
হইয়া অগ্রসর হইয়া এক শাখা টাঙ্গাইল, মাণিকগঞ্জ,
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জনপদ অতিক্রম করিয়া ঢাকা
পর্য্যন্তগত যাইবে। মাণিকগঞ্জ ও সাভার প্রভৃতি
স্থানগুলি ব্যবসায়িদিগের বিশেষ কারবারের
স্থান। এই সমস্ত স্থানে পাট, চিনি, লিবস, তামাক
প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য বহুল পরিমাণে ক্রয় বিক্রয়
হয়। সুতরাং এই সকল স্থলে রেলওয়ে নির্ম্মাণ
করিলে যে প্রচুর পরিমাণে লভ্যের সম্ভাবনা তদ্বি-
ষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু ঢাকা ও কলিকা-
তার যাত্রীদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে।

অপর শাখা শিবালয় হইতে আরম্ভ করিয়া
ফরিদগঞ্জ, দিঘির, নাগরপুর, ছিলমপুর, আটিয়া,
টাঙ্গাইল, ত্রালজা, মধুপুর ও মুক্তাগাছা হইয়া বরা-
বর ময়মনসিংহাভিমুখে যাইবে। টাঙ্গাইল ও ময়মন-
সিংহের মধ্যে উপরি উল্লিখিত স্থলগুলির অধিকাংশই
ব্যবসায়ের স্থল। তন্তুনির্ম্মিত পাট, কাপড় ও লবণ
প্রভৃতি দ্রব্য যথেষ্টরূপে আমদানী ও রপ্তানী হইয়া
থাকে, সুতরাং এই সকল স্থানে রেলওয়ে নির্ম্মিত
হইলে যে, এতদ্দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের কতদূর
উপকার হয় তাহা বর্ণনাতীত। বিশেষতঃ টাঙ্গাইল
মহকুমার অধিকাংশ পল্লীই ভদ্রলোকের ও ব্যব-
সায়ী মণ্ডলের আবাস ভূমি, সুতরাং এ অঞ্চলে
রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে যে, কর্ত্তৃপক্ষের প্রচুর লাভের
প্রত্যাশার স্থল তাহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই ঢাকা ময়মন-
সিংহ রেলওয়ে নির্ম্মিত হউক তাহাতে আমাদিগের
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু আমাদিগের প্রস্তাবিত শিবা
লয় হইতে উল্লিখিত লাইন দুটী হইলেই আমা-
দিগের কষ্ট একেবারে বিদূরীত হয়। এই রাস্তা
প্রস্তুত করিতে কর্ত্তৃপক্ষের অধিক ব্যয়বাহুল্য নাই।
পদ্মা অতি বেগবতী প্রবাহিনী তাহাতে ষ্টিমার রাখি-
লেই চলিবে। এ দিকে ঘিওরের নিকট 'ধলেশ্বরী,'
নাগরপুরের নিকট 'লৌহজ' এবং ছিলমপুরের
নিকট "এলঙ্গজানী" নাম্নী প্রবাহিনী দ্বয়ের
উপরিভাগে সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ওদিকে
(ঢাকা অঞ্চলে) কেবল সাভারের নিকট যে নদী
আছে তাহাতে ষ্টিমার বা সেতু নির্ম্মাণ করিলেও
হইতে পারে। অপর সুবিধা এই, ময়মনসিংহ
হইতে টাঙ্গাইল পর্য্যন্ত সরকারী নির্ম্মিত যে রাস্তা
আছে, তাহার উপর দিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিলে
অল্পব্যয়ে ও স্বল্প ধারে কার্য্য সম্পাদিত হইবার
সম্ভাবনা।

এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ সমীপে আমাদিগের
একান্ত বিনয় সহকারে প্রার্থনা যে, তাঁহারা অনুগ্রহ
পূর্ব্বক আমাদিগের প্রার্থনানুযায়ী রেলওয়ে প্রস্তুত
করিলে তাঁহাদিগের প্রচুর লাভের সম্ভাবনা, এবং
এতদ্দেশীয় অগণ্য সাধারণ ও ভদ্র জনগণের
বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। অধিকন্তু এতদ্দেশীয়
ব্যবসায়িবর্গের দ্বারা দিন দিন অন্তর্ব্বাণিজ্যের বিশেষ
শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়েরা কি
আমাদিগের এই প্রার্থনা পরিপূরণে উদাসীন
হইবেন?

নাগরপুরস্থ সংবাদদাতা।

বিদ্যাতীয় চিকিৎসালয়।
৫৮ নং বিডন্‌ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকা দেশের প্রায়
সমস্ত প্রধান প্রধান চিকিৎসকেই যে বিদ্যাতীয়
চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা অতি আশ্চর্য্যরূপে সম
প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতেছেন, তাহা যে
ের অনেকেই অবগত আছেন। আমি অনেক দিনা
আমার এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীর সঙ্গে সঙ
উক্ত চিকিৎসা-প্রণালী অনুসারে বহুবিধ উৎক
রোগ আরোগ্য করিয়া সম্প্রতি সাধারণের হিতে
নিমিত্ত উপরি উক্ত ঠিকানায় একটী হোমিয়ত বিদ্
তীয় চিকিৎসালয় খুলিয়াছি। বিদ্যাতীয় চিকিৎস
প্রণালী সম্পূর্ণ যুক্তিমূলক, নির্দ্দোষ, নিরাপদ
আশ্চর্য্য ফলদায়ক। যদিও প্রচলিত এলোপ্যা
ও হোমিওপ্যাথি প্রণালীদ্বয় অন্যান্য বিষয়ে সম্পূ
বিরোধী বটে, কিন্তু বিদ্যাতীয় চিকিৎসা-প্রণা
সম্বন্ধে তাহাদিগের উভয়ের মত ও কার্য্য সম্পূ
ঐক্য। সুতরাং ভরসা করি, বিদ্যাতীয় চিকিৎস
প্রণালী অনুসারে চিকিৎসিত হইবার পক্ষে কো
প্রকার রোগীরই কিছুমাত্র আপত্তি বা আশঙ্কা হই
না। কোনরূপ রোগ সম্বন্ধে দুই এক দিন পরী
করিয়া দেখিলেই বিদ্যাতীয় চিকিৎসা-প্রণালী
অনির্ব্বচনীয় গুণকারিতা সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে
পারেন। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে প্রায়ই ক্লে
পাইতে হয় না, অতি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করা যা
এবং রোগ নির্ণয় করিতে কোন কষ্ট হয় না। ম
কখন রোগ নির্ণয় করিতে ভুল হয়, তাহা হইলে
যন্ত্রের গুণে চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যাঘা
বা দোষ ঘটে না।

এই অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসা-প্রণালী যে কি, এ
এত দিন এদেশে প্রচারিত হইতেছে না তাহার অ
সন্ধান করিলে একটী মাত্র কারণ দেখিতে পাও
যায়। এই প্রণালীতে সকল প্রকার রোগে
চিকিৎসা করিতে হইলে অনেক রকম বিদ্যাতীয়
প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী রাখি
হয়। বিশেষ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সর্ব্বদা তত্ত্বা
ধারণ না করিলে এই কার্য্য কোন মতেই চ
হয় না। এদেশের ডাক্তারেরা তাদৃশ কষ্ট স্বী
করিয়া উক্ত কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া এদে
অদ্যাপি উক্ত চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত হয় না
আমি বিদ্যাতীয় চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে বহু
পুস্তক পাঠ, যন্ত্রাদি প্রস্তুত এবং তদনুসারে রো
চিকিৎসা করিবার জন্য, কোনরূপ ক্ষতি, বাধা
কষ্ট গ্রাহ্য করি নাই, বরং আনন্দের সহিত সক
সহ্য করিয়াছি।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্রে
উন্নতি সাধন করার নিমিত্ত নিতান্ত আগ্রহ থাক
বিগত ৯ বৎসর পর্য্যন্ত আমি নিয়মিত এলোপ্যাথি
চিকিৎসা ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাতীয় চিকিৎ
প্রণালী সম্বন্ধীয় নানা প্রকার পরীক্ষা করিবার জ

...ষ্ট স্বীকার করিয়াছি। যে সমস্ত যন্ত্র দ্বারা ...পরীক্ষা সমুদায় করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই ...কারের ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না বলিয়া ...আমি নিজেই দুই জন সহকারীর সাহায্যে ...ত ও মেরামত করিয়া লইয়াছি। এক্ষণে বোধ ...ইহাও বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, চিকিৎসা ...য় উক্ত পরীক্ষা সকল করিতে যাওয়ায় ঈশ্বরে- ...আমার দ্বারা কয়েকটী বিষয়ের নবোন্নতি এবং ...ী মহৎ বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। যে ...কটী বিষয়ের নবোন্নতি হইয়াছে, তাহার ...একটী বিষয় লণ্ডন নগরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার ...এলথস্ (এম, ডি, এম, আর, সি, পি,) ...ব মহোদয়কে একখানি চিঠি দ্বারা অবগত ...র, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বিজাতীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে ...ার স্বরচিত একখানি পুস্তক আমাকে উপহার ...ছেন।

বিজাতীয় চিকিৎসা-প্রণালীর কার্য্যকারিতা ...ক অন্য প্রমাণ দেওয়া অপেক্ষা এই মাত্র বলি- ...যথেষ্ট হইবে যে, এক্ষণে গ্রেটব্রিটেন ও আয়র- ...ইউরোপ এবং আমেরিকা দেশ সমুদায়ের মধ্যে ...ন প্রধান হাঁসপাতালে বিশেষ যত্ন ও বন্দোবস্তের ...ত বিজাতীয় চিকিৎসা করা হইতেছে এবং নি- ...খ্যাত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সকল (যাঁহা- ...দের মধ্যে কয়েক জনের কৃত পুস্তক এখানকার ...ডকেল কলেজের ছাত্রেরা পাঠ করিয়া ডাক্তার ...তেছেন) যে কেবল বিজাতীয় চিকিৎসা প্রণা- ...অনুরাগী এমন নহে, তাঁহারা আবার বিস্তর ...স্বীকার করিয়া উক্ত প্রণালী অনুসারে রীতিমত ...কিৎসাকার্য্যও করিতেছেন। উক্ত ডাক্তারদিগের ...া এই। যথা:—

...রাসেল রেনল্ডস (এম, ডি, এফ, আর, এস।)
...এইচ, টানার (এম, ডি, এফ, এল, এস:)
...এলথস (এম, ডি, এম, আর, সি, পি, লণ্ডন।)
...ব্রায়ান্ট (এফ, আর, সি, এস।)
...চ, টিবিটস্ (এম, ডি, এফ, আর, সি, পি, এডিনবর্গ।)
...ডি, পুরি (এম, ডি, এল, আর, সি, পি, লণ্ডন।)
...লিউ, এটকিন (এম, ডি, এফ, আর, এস, এডিনবর্গ:)
...র, এম, লরেন্স (এম, এ, এম, ডি।)
...চ, লব (এম, আর, সি, এস, ই, এল, এস, এ।)
...বাটলার (এম, ডি, এল, আর, সি, পি, ই, এল, আর, সি, এস, আই, নিউইয়র্ক।)

যে সমুদায় রোগে বিজাতীয় চিকিৎসা অত্যন্ত ...ধায়ক তাহা যদিও এস্থলে গণনা করিয়া ...করা অসম্ভব, তথাচ সাধারণকে তৎ- সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত তন্মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান রোগের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে।

জ্বর (নূতন ও পুরাতন)	বাধক বেদনা।
প্লীহা ও যকৃৎ।	ধাতুর পীড়া প্রমেহ।
অজীর্ণ দোষ বা অম্লপিত্ত।	মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র।
উদরাময়।	অন্ত্রবৃদ্ধি।
গ্রহণী, রক্তামাশয়।	জলোদরী ও একধিয়া।
ওলাউঠা।	জলোদরী।
পক্ষাঘাত।	গলগণ্ড।
বাত।	গোদ।
মৃগী।	টিউমর।
হিষ্টীরিয়া।	শিরাব্রণ।
অস্থিভঙ্গ।	নালী বা শোষ।
হাঁপানি কাশী।	ভগন্দর।
উন্মাদ রোগ।	কারবঙ্কল ক্ষত।
সর্ব্বপ্রকার শূল ও বেদনা।	ক্যানসার ক্ষত,
দৃষ্টিক্ষীণতা।	দুষ্টক্ষত।
বধিরতা।	পচাক্ষত।
শির:শূল।	গরমাইডনিত ক্ষত।
রক্তোরোধ।	বিবিধ রূপ চর্ম্ম-রোগ।

দীন দুঃখি লোক ভিন্ন সকল রোগীর নিকট হইতেই সামর্থ্য অনুসারে টাকা লওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীসীতানাথ ঘোষ।
ডাক্তার।

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ভারতসন্তানের উন্নতির প্রতিবন্ধক।

প্রায় দেড় শত বৎসর অতীত হইতে চলিল ভারতবর্ষ ইংলণ্ড দ্বীপ জাতির শাসনাধীন হইয়াছে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বিদ্যানুশীলনের সূত্রপাত হইয়া উহা দিন দিন পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, প্রায় পঁচিশ বৎসর গত হইল বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার সৃষ্টি হওয়ায় প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছে, কিন্তু লোকের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না কেন? ভারতবর্ষ এখনও ঘোরতর দৈন্যাবস্থায় মুহ্যমান রহিয়াছে, ইহার কারণ কি? লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট বাড়িতেছে বই কমিতেছে না, ইহার প্রকৃত হেতু কি? রাজার স্বার্থপরতা একটী প্রধান কারণ তাহা সকলেই স্বীকার করেন। এ দেশীয়দিগের প্রশস্ত অর্থাগমের পথ ইংলণ্ডবাসিরা যে অবরুদ্ধ করিতেছেন, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। কি...ভিন্ন আমাদের নিজের একটী মহৎ দোষ আ... আমরা প্রকৃত অর্থাগমের উপায়ানুসরণ করি ন... সন্ধিস্থান অন্বেষণার্জ্জনের পথে পদার্পণ করি... আমাদের বিষম বিপদ উপস্থিত হয়। কোথাও চাকু... করিব, মাস কাবার হইবে নির্দ্দিষ্ট বেতনটী পাই... কোন গোল নাই, লাভের পক্ষে শঙ্কা নাই; এ... সকল কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে আমরা বুক পু... সাহস দেখাই। যে কার্য্যে ব্রতী হইলে অ... লাভের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধি হই... কি না এই আশঙ্কায় আমরা তাদৃশ কাজে হস্তক্ষে... করিতে পারি না, আমাদের ভরসাতেও কুলায় ন... তজ্জন্যই আমাদের অবস্থার উন্নতি হয় না।

আধুনিক শিক্ষিত সমাজের লোকেরা আপ... দের শিক্ষা ও বিদ্যানুসারে কেহ ডেপুটী মাজিষ্ট্রে... মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার, কেরাণী, হেডমাষ্টা... ফুলমাষ্টার, স্কুলেরপণ্ডিত প্রভৃতি কার্য্যের প্র... হইয়া থাকেন। কোনরূপে এই স... কার্য্যে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে, কিছু নি... উপার্জ্জন হয়, তাহাতে বড় বাবাদের অন্নে ... মাসান্তে কে কত বেতন পাইবেন ইহা এক প্রক... নিশ্চিত; কেবল উকিল ও মোক্তারের ব্যবস... তাহার কোন স্থিরতা নাই। তাঁহাদের সংখ... প্রয়োজনাতিরিক্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, অত... আর এখন লোকে ঐ সকল বিভাগে প্রবেশ করি... ইচ্ছুক নহেন। নিশ্চিত লাভের পক্ষে এই ... গেল। কিন্তু অনিশ্চিত-লাভ বাণিজ্য-কার্য্যে এ... ভারতবাসিরা উদ্যোগী হন নাই কেন? ভারতব... সামাজিক অবস্থা কি প্রকার পরিবর্ত্তিত ও সংশ... হইলে তাঁহারা এই কার্য্যে উদ্যত হইতে পারিবে... আমাদের সাহস নাই; অর্থব্যবহারে আমা... ঈদৃশী সাবধানতা যে তাহা এক্ষণে ভীরুতায় প... পরিণত হইয়াছে। আমাদের এ কলঙ্ক কি... প্রক্ষালিত হইবে? যাবৎ ইহার উপায় নির্দ্ধা... না হইতেছে, তৎকাল পর্য্যন্ত ভারতবাসিরা কে... পরসেবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিবেন, কে... চাকুরীর চেষ্টায় পরোপাসনা করিবেন, মান ... সকলই হারাইবেন।

আমরা অনেক বিচার করিয়া দেখিলাম, অ... চারিত বিবাহ এবং অনাথাশ্রমের অসদ্ভাব অ... দের অবস্থাবনতির কারণ। এই দুটী প্রতিব... চারী হইয়া আমাদিগকে সন্দিগ্ধক্ষেত্রে পদ... করিতে দেয় না; ইহারা প্রতিবাদী হইয়া আম... গকে দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নি... করে। সকল দেশেই মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশে... লোক কর্ত্তৃক সমাজের মহোপকার সাধিত

টা ব্যক্তিরা এক প্রকার অপদার্থ জীব, সমাজের
র ভার মাত্র। তাঁহারা সাধারণের হিতার্থে কোন
জই লিপ্ত থাকেন না, যদি কখন নড়েন চড়েন,
শ্রম স্বীকার করিয়া স্বয়ং পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন
ন,—সে কেবল আপনার স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত।
কথাগুলি অন্যদেশে কতদূর পর্য্যন্ত খাটিবে
া নিশ্চিত বলিতে পারি না, কিন্তু এই হতভাগা
ভবর্ষের পক্ষে এটী ধ্রুববাক্য। এ দেশে যত
ান্ ব্যক্তি আছেন, যদি তাঁহাদের পান
জনে স্পৃহা না থাকিত, তবে গড়ের মাঠের এখানে
নে সেখানে এক একটীকে কাঁকালে হাত
য়াইয়া খাড়া রাখিলে দেশের অপূর্ব্ব শোভা
র হইত,—মুবদ গড়াইতে বিফল আর অর্থব্যয়
তে হইত না।

মধ্যবিধ এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই সমাজের
কারী। কিন্তু তাঁহাদের অর্থবল নাই; সাহস
কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া যে, কোন
ন করিবেন, সে বোধ নাই। তাঁহাদের পা
লাবদ্ধ, তাঁহারা নড়িতে পারেন না। পুত্র কল-
কে প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা থাকুক আর
থাকুক, আমাদিগকে বিবাহ করিতে হইবে।
ন পান ভোজন নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য, না হই-
নয়; বিবাহও তদ্রূপ জীবনের নৈমিত্তিক
। যদি বিবাহ না হইল, তবে জীবনটা বৃথা
। যিনি যত কিছু করেন, সকলি কেবল বিবা-
নিমিত্ত। এই দৃঢ় রজ্জু বন্ধন আমাদের পক্ষে
স্বরূপ হইয়াছে। যাঁহারা অক্লেশে পরিবার
পালন করিতে পারিবেন, সন্তানে সন্ততিকে
াধ্যয়ন করাইতে পারিবেন, কাহারও পীড়া
ল চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করাইতে সক্ষম
ন, তাঁহারা বিবাহ করুন, ক্ষতি নাই। কিন্তু
াদের সঞ্চিত ধন নাই, কেবল কায়িক শ্রমের
র নির্ভর করিয়া দিনপাত করিতে হয়, তাঁহাদের
বিবাহে যার পর নাই অত্যন্ত অনায় ও গর্হিত
। এই সম্প্রদায়ের লোক কোন ভয়ানক
য় অনুচিত চাকরি করিতে সাহস করেন না। যে কোন
রে দু শত কিছু আয় হবে বুঝেন, তাহাতেই
ক হন। তাঁহে পরিবার আসে, কোন রূপে
াদিগকে ভাত কাপড় দিতেই হইবে, অতএব
হান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যদি সর্ব্বনাশ
। যায়, তাহা হইলে পরিবার অনাহারে
হইবে। তাহাদিগকে আশ্রয় দিবার স্থল কুল
হবে না।

যথাবিধি পরিচারিত বিবাহ হইত এবং এক একটী
াশ্রম স্থাপিত হয়, তবে অনেকেই ভয়ানক
য় অনুচিত চাকরি হইতে পারেন। মধ্য-
বিধ লোকের অধিক অর্থবল নাই, কিন্তু যৎসামান্য পুঁজি লইয়াই তাঁহারা দল বন্ধন পূর্ব্বক এক একটী নূতন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারেন। নিজের ভরণ পোষণ চলিলেই হইল; পরিবারের নিমিত্ত ভাবনা চিন্তা নাই, অতএব লাভ হউক আর ক্ষতিই হউক নিশ্চিন্ত মনে একটী কাজে নিযুক্ত থাকিয়া তাহার বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। দৈবাৎ যদি বাণিজ্যে সর্ব্বস্বান্ত হন এবং জীবিকা অর্জ্জনের অন্য কোন উপায় করিতে না পারেন, তখন তাঁহারা অনাথাশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইবেন।

এ দেশে সাবান, বাতি, দেসলাই, ডাল কালি, ছাতি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু লোকের উদ্যোগ অভাবে এই সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত হয় না। আপন আপন সংসার লইয়াই সকলে ব্যস্ত, অন্য কোন কাজের পরীক্ষার্থ দুই টাকা ব্যয় করিবেন, সে সামর্থ্য কাহারও নাই। প্রথমে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিলে এই সমস্ত ব্যবসায়ে কেহই হস্তক্ষেপ করিবেন না। যাঁহারা স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা চাঁদা করিয়া একটী অনাথাশ্রম সংস্থাপন করুন। দেশীয় লোকদিগের চাটুকর কার্য্যে বিলক্ষণ উদ্যম দেখা যায়, ইডেন সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের নিমিত্ত চাঁদা আদায়ের মত ধুম ধাম পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই বদান্যতা-গুণের একশেষ দেখাইতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে কি দেশের কোন উপকার আছে? না, যাঁহারা চাঁদা দিয়া অনর্থক অর্থরাশির শ্রাদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে? না, তাঁহাদের অভীষ্ট দেবতা ইডেনের কিছু মঙ্গল হইতে পারিবে? রাজপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি দেখাইবার অনেক সদুপায় আছে; কিন্তু ভারতবর্ষের যে প্রকার দীনাবস্থা, তাহাতে এ দেশীয়দিগের উদ্যম, যত্ন ও অর্থ এরূপ অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে নষ্ট করিবার সময় নহে। যে সমস্ত কাজে স্বদেশের স্থায়ী উপকার সাধিত হয় এমন কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়। ইডেন-ভক্তগণ অমূল্য অর্থরাশি নষ্ট না করিয়া, একটা ঢাকের মুখে আগুন দিয়া পাড়া কাঁদিয়া না বাধিয়া বরং কোন সৎকার্য্যে ঐ অর্থরাশি ইডেন সাহেবের নামে উৎসর্গ করিলে সকল দিকেই শুভ হইত।

আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি, এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই শুভকার্য্যে চাঁদা দিলে শীঘ্রই দেশের শ্রীসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য একটী অনাথ আশ্রম স্থাপিত হইলে, যাঁহারা সেইখানে যাইয়া থাকিবেন, তাঁহারা তথায় আশ্রয় লইতে পারিবেন তদ্ভিন্ন আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই উক্ত অনাথ-আশ্রমের একটী স্বতন্ত্র মূল ধন থাকিবে। উহার চারী ও অধ্যক্ষগণ এক একটী ব্যবসায়ে চারি জন করিয়া লোক নিযুক্ত করিবেন। যাঁহারা ব্যবসায় বিশেষে ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক হইবে তাঁহারা অবিবাহিত থাকিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা চাই এবং তাঁহাদের গৃহে যে নগদ টাকা থাকিবে তাহাও এই ব্যবসায়ে আনিয়া দিবে। যিনি যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার সেই ব্যবসায়ের মূল ধন ও অন্যান্য ব্যয়াদি এই আশ্রমের ধন হইতে নির্ব্বাহিত হইবে। ব্যবসায়ে যে লাভ হইবে তাহাও ঐ আশ্রমে গচ্ছিত হইবে, যে ব্যক্তি বিশেষের তাহাতে অধিকার থাকিবে না, কিন্তু তাহার স্ত্রী পুত্রদিগের ভরণ পোষণের ব্যয় ঐ আশ্রমের ধন হইতে নিষ্পন্ন হইবে, তাঁহারা ঐ আশ্রমেই বাস করিবেন। কোন একটী নূতন ব্যবসায়ে সিদ্ধিলাভ হইলে আশ্রম তখন গৃহস্থ লোকদিগকে সেই কার্য্যের উপদেশ দিবেন। অন্যান্য লোক অনায়াসে তখন সেই ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন। পুনরায় সাধারণিক সভা দেশের উন্নতি সম্পাদনের একটী উৎকৃষ্ট স্থান হইয়াছে, সভ্যগণ উন্নতির উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। আমরা সর্ব্বতোভাবে সভ্যগণকে উৎসাহ দিতেছি। কিন্তু আমাদের ইয়ং অকুতদার কিম্বা মৃতপত্নীক যুবকদিগকে অনুরোধ তাঁহারাও এক একটী নূতন কাজে ব্রতী হউন, অচিরে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে।

পাঠক। এমন বিবেচনা করিবেন না যে, ভারতবর্ষে ঈদৃশ নিঃস্বার্থ লোক কেহ নাই যে, জন্মাবধি বিবাহ না করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধনে জীবন উৎসর্গ করিবেন। এমন নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী লোক যদ্যপি ভূমণ্ডলের কুত্রাপি থাকেন, তবে এই ভারতবর্ষেই আছেন। দেখুন গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া উদাসী হন, সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দেহকে ক্লিষ্ট করেন ও এককালে সুখ তৃষ্ণা বিসর্জ্জন করেন, ভারতবর্ষই তাহার প্রমাণ স্থল। ধর্ম্মতত্ত্বানুশীলন, ধর্ম্মসাধন ধর্ম্মগুরুর অনুরোধে স্ত্রী পুত্র গৃহ সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভারতবাসিরাই দেহকে বিসর্জ্জন করিতে পারেন। এতাবৎকাল ধর্ম্মই এদেশীয় লোকের উপজীব্য হইয়া আছে, সকলে ধর্ম্মকেই চিনিয়াছে, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছেন, ধর্ম্মলাভের জন্য তাঁহারা সকলি করিতে পারেন। তাহাতে কাহারও বিলম্ব নাই, আলস্য নাই; এক দণ্ডের জন্য মনোমধ্যে ক্ষোভ নাই। আবার যখন তাঁহারা দেশের মঙ্গল সাধন একটী মহৎ ব্রত বলিয়া জানিবেন, তখন তাঁহারা অক্লেশে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিবেন। আমরা এই মহাপ্রেমে তাঁহারা প্রেমিক হইয়া উঠিবেন

আমরা যে প্রকার আশ্রম প্রতিষ্ঠাপনের প্র

রিলাম, যদ্যপি কার্য্যতঃ উহা ঘটিয়া উঠে, তাহা
ল অচিরে এদেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া
। দিন দিন শিল্প কার্য্যের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধিত
এবং নানাবিধ নূতন নূতন দ্রব্য প্রস্তুত হইতে
ও বাণিজ্য বহু বিস্তীর্ণ হইতে পারে। ক্রমে
ক অর্থ সঞ্চিত হইলে এক একটী যুবাকে শিল্পাদি
। করাইবার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা যাইতে
রবে। কতকগুলি দেশহিতৈষী লোক উদ্যোগী
। উঠিলেই অনায়াসে অভীষ্টসিদ্ধি হয়। অতএব
তনাম্ শিক্ষিত নবযুবকগণ এবং ধনবান্ ভূস্বা-
ণ অন্যান্য বিফল কার্য্যের আড়ম্বরে বাক্য ও অর্থ
না করিয়া এই সদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হউন।

বলপূর্ব্বক মজুর খাটাইবার কুপ্রথা।

১৮৬৭ সালের ৩ রা সেপ্টেম্বর বিচারপতি
কসন এবং হবহাউসের বিচারে একটী নজির
াশিত হয় যে, কোন কালেক্টরের নাজির মৌজা-
দিগকে গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত কোন দ্রব্য ও কুলি
তির আয়োজন করিবার জন্য আদেশ দিলে
াদারেরা বলপূর্ব্বক কুলিদিগকে ধরিয়া খাটা-
পারিবেন। এই প্রকার কদর্য্য ও ঘৃণাকর
র প্রকাশিত হইল, মৌজাদারেরা বিলক্ষণ স্বাধী-
া পাইলেন। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য উপস্থিত
লে জমিদারগণ ব্যাগার ধরিতেন, লোকের দ্রব্য-
গ্রী বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিতেন—জনপদের
ট্র একশেষ হইত। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ সভ্য
াজজাতির শাসনকালে হাইকোর্টের প্রধান বিচার-
ণ যে, এতাদৃশ কুৎসিত নজির প্রকাশ করেন,
র অপেক্ষা নিন্দার কথা আর কি হইতে পারে?
কের অবস্থা হীন হউক আর না হউক, কাহা-
ও বলপূর্ব্বক কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় পর
ঃ অন্যায়। এতগুলি সদ্বিবেচক বিচার
ত বিচারাসনে আসীন হইলেন, এতগুলি ন্যায়
রণ ছোট বড় লাট সাহেব শাসনদণ্ড পরিচালন
লেন, কিন্তু এই কুরীতির প্রতি কাহারও দৃষ্টি
তিত হইল না। আসাম অঞ্চলে অদ্যাবধি এই
র নিন্দনীয় প্রথা প্রচলিত আছে। সরকারী
ন কার্য্য উপস্থিত হইলে মৌজাদারগণ বলপূর্ব্বক
াদিগকে খাটাইয়া লন। সম্প্রতি ষ্টেটসম্যান
এই অবৈধ রীতির একটী বিস্তারিত বিবরণ
কাশিত হইয়াছে। পাঠকের গোচরার্থ আমরা
া নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

ব্রহ্মপুত্র নদের কূলবর্ত্তী অনেকগুলি প্রাদেশিক
ভাগে রোডসেস কমিটির এলাকাধীন রাস্তাগুলি
রোপীয় চা-কর এবং গবর্ণমেণ্টের মৌজাদার-
গের দ্বারা ডেপুটী কমিশনরগণ নির্ম্মাণ করাইয়া
লন। ঐ সমস্ত চা-করেরা রোডসেস কমিটির সভ্য।
সে কারণ তাঁহারা রথ্যাকর আইনানুসারে পথ নির্ম্মা-
ণের ঠিকা লইতে পারেন না। তাঁহারা নিজ নিজ
বাগানের কুলি দ্বারা পথ নির্ম্মাণ করাইয়া থাকেন।
সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য
নাই। কিন্তু মৌজাদারেরা যে প্রণালীতে কার্য্য
করিয়া থাকেন, তাহারই আলোচনা করা এই প্রস্তা-
বের মুখ্য উদ্দেশ্য। মৌজাদারেরা রথ্যাকার্য্য নিষ্পন্ন
করিবার নিমিত্ত প্রজাগণকে টাকা দাদন দেন। কিন্তু
এই সকল হতভাগা প্রজা যদ্যপি টাকা দাদন লইতে
কিম্বা রাস্তার কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে তাহা-
দিগকে বলপূর্ব্বক বাটী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া
অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দেওয়া হয়। ইহাতেও যদি
প্রজাগণ নম্র না হয়, কিম্বা মৌজাদারেরা অত্যাচার
করিতে ভয় পান, তবে তাঁহারা ডেপুটী কমিশনরকে
এতদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত করেন। হাকিম বাহাদুর তৎ-
ক্ষণাৎ চাপড়াসি দ্বারা প্রজাদিগকে ধরিয়া আনাইয়া
থাকেন। এই নালিশের কোর্ট ফি কিম্বা চাপড়াসির
বেতন অভিযুক্ত কুলির নিকট হইতে আদায় করা
হয়।

ডেপুটী কমিশনরগণ তাহাদিগকে বিস্তর তাড়না
করেন, অবিমানা করেন, জেলে দিব বলিয়া ভয়-
প্রদর্শন করেন। ইহাতেও যদ্যপি কোন ফলোদয়
না হয়, তবে তাহাদিগকে পুলিষে প্রেরণ করেন।
তথায় প্রজাদের যন্ত্রণার চূড়ান্ত হইয়া থাকে। এই
সকল অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভের একটীমাত্র
উপায় আছে, কিন্তু দীনহীন দরিদ্র লোকের অবস্থায়
তাহা ঘটিয়া উঠে না। যে সমস্ত প্রজা মৌজাদার-
দিগকে কোনপ্রকারে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহারাই
নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। প্রজাগণ আপনা-
দের পশ্বাদি ও কুটীরের ভাবনা কতবার ভাবিয়া তবে
অব্যাহতি লাভের জন্য অনাহারে থাকিতেও অভি-
লাষ করে।

এইখানেই কাজের শেষ হয় নাই; ইহার আরও
কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। শিবসাগরের ডেপুটী
কমিশনর প্রধান কমিশনরের আদেশানুসারে এই
প্রকার অনুমতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত
প্রজা কুলির কার্য্য করিবার যোগ্য, তাহাদের নামের
যেন একটী তালিকা প্রেরিত হয়। মৌজাদারগণ
এই আদেশে আরও দ্বিগুণতর অত্যাচার করিতে
সাহসী হন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত যাবতীয় পাট্টাদারের
নাম এই তালিকায় লিখিত হইয়াছে। মৌজাদার-
দিগকে অর্থ দ্বারা অর্চ্চনা ব্যতীত কেহই মুক্তি পাইতে
পারে না। দেশীয় মৌজাদারগণ নিজ ক্ষমতার অপব্য-
বহার দ্বারা যে ধনী হইয়া উঠিতেছেন, এ কথার
আর উল্লেখ করিতে হয় না।

পাঠক! এই লোমহর্ষণ ব্যাপারটী এক
মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখুন। ভাবিলে শ
হইতে হয়, অর্থনীতি ও রাজনীতি-প্রবীণ ম্যান
তার পক্ষপাতী ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ এবম্বিধ অ
আচরণে উৎসাহ প্রদান করেন শুনিলে মনকে বি
করাইতে পারা যায় না। এ রাজনীতি অসভ্যত
ই আভরণ, সদসদ্বিবেকপরিশূন্য অসভ্য
নৃপতির শাসনপ্রণালীর অনুগত। উৎকট বি
ভিন্ন সভ্য রাজার রাজ্যে এ নীতি ঘোর কল
আকর। কি কারণে কুলিদিগকে রাস্তার ক
বলপূর্ব্বক নিযুক্ত করিতে হয়? যাহারা শ্রমোপ
দরিদ্র ব্যক্তি, তাহারা কেন শ্রম করিতে ইচ্ছুক ন
অবস্থাই ইহার অভ্যন্তরে কোন্ নিগূঢ় কারণ আ
বোধ করি, মজুরেরা পরিশ্রম করিয়া উপযুক্ত বে
পায় না। তাহারা ষোল আনা পরিশ্রম
কিন্তু মৌজাদারগণ কেবল যৎসামান্য বেতন
তাহাদিগকে বিদায় করিতে চাহেন। যদ্যপি
অনুমান সত্য হয়, তবে নিরন্ন দরিদ্র লোকের
যত দূর পর্য্যন্ত উৎপীড়ন হইতে পারে, তাহার
হইতেছে না, যদ্যপি সেখানে কুলির অসদ্ভাব
থাকে, গবর্ণমেণ্ট তবে সরকারি কুলি অন্য
হইতে তথায় প্রেরণ করুন। আসামের চিফ
শনর এ বিষয়ে যে, ঈদৃশ উদ্যোগী হইয়া থা
এতদপেক্ষা ঘৃণার কথা আর কিছুই নাই। আশ্চ
বিষয় এই প্রখরনেত্র গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের চতুর্দ্দি
তীব্র দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া থাকেন; কিন্তু জানি
ত,—কেমন কার্য্যে প্রখর দৃষ্টি নিপতিত হয়
কার্য্যানুষ্ঠানে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থাগমের
বনা আছে, কেবল সেই দিকেই চঞ্চল চক্ষু চা
হইতেছে। যে কার্য্যে এদেশীয় লোকের কষ্ট
রিত হইবে, তাদৃশ বিষয় ব্যাপারে পরিহার
চলে না, অনেক টা কাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ঠেকে
দেশীয় লোকের ক্লেশমোচন করিতে গবর্ণমেণ্ট
নই স্বয়ং উদ্যোগী হন না; যদ্যপি প্রজাবর্গের
কেহ কোন প্রকার অত্যাচারের কারণ গবর্ণমে
চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেন, তাহাতে অ
অপমান বোধ করেন, কিন্তু লোকে কথায় বলে
বসিতে জানিলে উঠিতে হয় না; কহিতে জা
শুনিতে হয় না। আমরাও তাই বলিতেছি,—গ
মেণ্ট যদি সকল সময়ে সুচারুরূপে প্রজার
দূর করিতে জানিতেন, তবে আমাদিগকে
কার্য্য প্রণালীর প্রতিবাদ করিতে হইত না।

কুপার হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

ভারতবর্ষের পূর্ত্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার
ইংলণ্ডে কুপার হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এ

হয়। কিন্তু ইহার অন্তর্নিগূঢ় তাৎপর্য্য এবং নীতন ষ্টেট্‌সেক্রেটারীর আন্তরিক ইচ্ছা তাহা আমরা এস্থলে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত । এতদ্দেশে তখন যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল, হার সুশিক্ষিত ছাত্রদিগের দ্বারা এবং ইংলণ্ড তে অভ্যাগত ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা এখানকার তীয় কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইত। ১৮৬৯ লে তৎকালীন ষ্টেট্‌সেক্রেটারী ডিউক অব্‌ র্গাইল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোন পরা না করিয়া এবং অন্যত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ান সংবাদ না দিয়া হঠাৎ কৃপারহিল কালেজ পন করিলেন। অবিলম্বে ভারতবর্ষের রাজকোষ তে উহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইঞ্জিনিয়ারী দ্যা শিক্ষা করিবার জন্য বিলাতে উপযুক্ত বিদ্যা- য় আছে, তথাপি ভারতকে কি কারণে অতিরিক্ত য় ভারে অবনত করিবার নিমিত্ত এ প্রকার অস- ণ কার্য্যে ষ্টেট্‌সেক্রেটারী মহোদয় হস্তক্ষেপ করিয়া ছলেন, তাহা বলিতে পারি না এমন কথা নয়। ন্তু বলিতে হইলে অনেক দুঃখের কথা বাহির ইয়া পড়ে, সুতরাং আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

এই কলেজ সংস্থাপনের অযৌক্তিকতা এবং নৈষ্প্রয়োজনতা সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ পত্রে বিস্তর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহাতে ভারতের উপকার সাধিত হয়, তাদৃশ কার্য্যে রাজপুরুষদিগের চিত্তাকর্ষণ করা নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নয়। ভারতবর্ষের অর্থে প্রতিপালা কলেজটী স্থাপন করিতে কৃপাবলম্বন হইল না, কাহারও পরামর্শ গ্রহণের আবশ্যকতা থাকিল না; কিন্তু উহাকে উঠাইয়া দিবার জন্য কত হুল স্থূল চলিতেছে, কিন্তু সে পক্ষে ভারতবর্ষের হিতেচ্ছু মহোদয়গণ একবারে বধির। তাহা হউক, সম্প্রতি এই কালেজের তিরোধানের নিমিত্ত ইংলণ্ডের অনেক ন্যায়পরায়ণ রাজনীতিজ্ঞ মহাত্মার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে অনেকেই ইহার অনুপযোগিতা ও অবৈধতা বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সুবিস্তীর্ণ পূর্ত্তকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত বিস্তর ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হইত, এমন কি প্রতিবৎসর ৫০ জন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইতেন। এক্ষণে পূর্ত্তকার্য্যের কর্ম্মণ্যতা হেতু আর তত লোকের প্রয়োজন হয় না, বৎসরে ১০। ১৫ জন ইঞ্জিনিয়ার হইলেই যথেষ্ট হয়। অতএব ভারতবর্ষের মস্তকে ব্যয়ভার নিক্ষেপ করিয়া একটী স্বতন্ত্র কলেজ রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই। গত ২১ এপ্রেল বিলাতের কমন্স সভায় এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। তথায় গিবসন নামক অনুদারনীতিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তি এক এই প্রস্তাব করেন যে, কৃপার হিল কলেজের কার্য্যপ্রণালী এবং ব্যয় সম্বন্ধে তদন্ত লইবার নিমিত্ত একটী সভা যেন নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সাধারণের বিবেচনার্থ উক্ত কলেজ রক্ষিত হওয়া উচিত কি না, কিম্বা উহার কোন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়াছে কি না, সভ্যেরা যেন এই সমস্ত বিষয় নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

উক্ত কলেজের ছাত্রসংখ্যা এবং বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে —১৮৭৭। ৭৮ সালে ১৮, ২৫৪ পাউণ্ড আয় এবং ২০৪২৭ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে। সুতরাং ঐ বৎসরে কিঞ্চিদধিক ২০,০০০ টাকা রাজকোষ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ১৮৮০। ৮১ সালে ১৫, ১২৫ পাউণ্ড আয় এবং ১৯,৮১২ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে, সুতরাং এ বৎসর প্রায় ৪৬,৮৭০ টাকা ভারতের শূন্য কোষ হইতে আকৃষ্ট হইয়াছে। ১৮৭৯ সালে ৩৭ জন ছাত্র উক্ত কলেজে ভর্ত্তি হয়; ১৮৮০ সালে ২৫ জন, এবং ১৮৮১ সালে ৩৯ জন।

প্রথমতঃ এই কলেজ সংস্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই। একান্ত যদি পূর্ত্তকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত বিলাতি ইঞ্জিনিয়ারের আবশ্যক হয়, তবে অন্যান্য বিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত ছাত্রকে নিয়োগ করিলেই চলিতে পারে। ভারতবর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত বিলাতি ছাত্রের শিক্ষা-ভার যদি ভারতবর্ষকে বহন করিতে হয়, তবে অন্যান্য বিভাগের ছাত্রগণও স্ব স্ব বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার ভারতের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতে পারেন। আমরা জানি, এ দেশের উপকার সাধনোদ্দেশে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে না, সে কার্য্যের ব্যয়ভার ভারতবর্ষের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হওয়া অবিধেয়। কেবল ভারতবর্ষের কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় রাখিয়াও কোন ফল নাই। দ্বিতীয়তঃ, যে কার্য্যে প্রতিযোগিতা না থাকে, সে কার্য্যের উন্নতি হয় না। কৃপার হিল কলেজে যত গুলি ছাত্র শিক্ষা লাভ করে, তাহারা সকলেই এক একটী কর্ম্ম পায়, ইহাতে ভারতবর্ষবাসিদিগের উৎকর্ষ লাভের প্রত্যাশা নাই। এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা বিস্তীর্ণ হয় তাহাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। এ দেশীয় লোক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া যাহাতে উচ্চপদলাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোনিবেশ করা উচিত। আমরা নিবদ্ধ সহকারে এই অনুনয় বিনয় করিতেছি, বিলাতের রাজনীতিজ্ঞ মহাত্মাগণ যখন এই অসঙ্গত কার্য্য-প্রণালীর অবৈধতা বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন সত্বর ইহা রহিত করিয়া ইংরাজ নামের গৌরব রক্ষা করুন।

ভারতবাসিদের আত্মশাসন শিক্ষার উপায়।

আমাদের মনোহারপ্রকৃতি গবর্ণর জেনরল লার্ড রিপন বাহাদুর এত দিনের পর একটী বিরুদ্ধক্রিয়ার অপনোদন করিতে চলিলেন। এদিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রজাগণকে সুশিক্ষা দান দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতেছেন, ও দিকে কতকগুলি কর্ত্তা প্রধান রাজপুরুষ তাহাদিগকে চাপিয়া চিরকাল বালকবৎ করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া যথাযথ রূপে উন্মেষিত ও পরিমার্জ্জিত হয়; এটি অনেক কর্ত্তা রাজপুরুষের অভিমত নয়। তাঁহাদের মনোগত কথা এই, এদেশীয়েরা কোন ক্রমে মস্তক তুলিতে না পারে, চিরকাল বালকবৎ ইংরাজদিগের অনুগত হইয়া থাকে। তাঁহাদের মনের কথা এই বটে; কিন্তু তাঁহারা লোককে স্তোকবাক্যে মোহিত করিবার নিমিত্ত এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এ দেশীয়েরা আজও উপযুক্ত হন নাই; উপযুক্ত হইলেই যোগ্যতার অনুরূপ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। ইহাই বিরুদ্ধ ক্রিয়া। গবর্ণমেণ্ট একদিকে ভারতবাসিদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, আবার কর্ত্তা রাজপুরুষেরা অপর দিকে তাহাদিগকে টানিতেছেন। সুতরাং ইহাদিগের প্রকৃত উন্নতিপথে উন্নীত হইবার মহাবিঘ্ন ঘটিতেছে। এ দেশীয়েরা আজও উপযুক্ত হন নাই, এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা ইহাদিগকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদের যুক্তি শুনিয়া আমাদের একটী কৌতুককর কথা স্মরণ হইল। একজন গুরু জন এক ব্যক্তিকে হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল " আগে হাত পাকুক, তাহার পরে লিখিব। " পাঠক এ বাক্যটী কৌতুককর কি না? লিখিতে লিখিতে হাত পাকে, না, না লিখিয়া হাত পাকে? আমাদের রাজপুরুষদের বাক্যও কি ঐরূপ কৌতুককর নয়? " কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ " কাজের ভার না দিলে কি কখন কাজ শিখা যায়? সম্মুখে কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া না দিয়া যত চাপিয়া রাখিবে চেষ্টা করিবে, ততই বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারণ, উন্মেষণ পরিমার্জ্জন না হইয়া ক্রমে সঙ্কোচ ও মলিনতা জন্মিবে। চীনদেশীয়েরা রমণীগণের চরণবৃদ্ধির প্রতিরোধ করিয়া দেয় বলিয়া পদদ্বয় ক্ষুদ্র হইয়া যায়। যে বৃক্ষ স্বাধীন ভাবে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিবার পথ না পায়, তাহা ক্রমে হ্রস্ব হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আমাদের আহ্লাদের বিষয় এই প্রশস্তহৃদয় প্রশস্তমস্তক লার্ড রিপন বাহাদুর এইরূপ একটী বিরুদ্ধ ক্রিয়ার অপনোদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এদেশীয়দিগের আত্মশাসনশি

ায় বলিয়া এতদিন যে প্রস্তাবের আন্দোলন
তেছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত এক প্রকার বিড়ম্বনা
বলিয়া অবজ্ঞাত হইত। তদ্বিষয়ে এ দেশীয়দিগের
মাত্র স্বাধীনতা ছিল না। রাজকর্ম্মচারিরাই
ার এক মাত্র অধীশ্বর ছিলেন। এক একজন
কর্ম্মচারী এক এক কমিটীর অধিপতি হইয়া
ীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের অমতে
কাজ হইত না। ঐ যে কথায় বলে "নামে
ালা কাঁজি ভক্ষণ।" তদ্রূপ কমিটীর এ দেশীয়
শনরদিগের অদৃষ্টে অবিকল ঐ ঘটনা ঘটিত।
দেশীয়দিগের টাকা, এ দেশীয়দিগের কার্য্য,
কার্য্যে কিরূপ শুভাশুভ ঘটিবার সম্ভাবনা,
দেশীয়দিগেরই তাহা সুন্দররূপে বুঝিবার অধি-
, কিন্তু এ দেশীয়দিগের ই করিবার যো ছিল
লিলে অত্যুক্তি হয় না। এ দেশীয় কমিশন-
কোন কথা কহিলে তাহা ভাসিয়া যাইত।
যাঁহাদের দেশের কাজ নয়, যাঁহাদের কার্য্যের
ও গতি সুন্দররূপে বুঝিবার অধিকার নাই,
রাই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সম্প্রতি লার্ড রিপন
ভুরের প্রসাদে এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হইতেছে।
ন যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে
টির দেশীয় সভ্যদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া
তেছে। তাঁহার মত এই, যেখানে দেশীয় সভ্য
ভাপতি মিলিবেন, সেখানে রাজকর্ম্মচারিদিগকে
কার্য্যে বরণ করা হইবে না। এত দিনের পর
দেশীয়দিগের যথার্থ স্বশাসন শিক্ষার উপায়
টিত হইল। দেশের প্রকৃত হিতকর কার্য্য
ও অনুষ্ঠিত হইবে। এতদিন মিউনিসিপাল আয়-
যেন ভূতে উড়াইয়া লইয়া যাইত। কতক
য গ্রাস করিতেন, কতক কর্ম্মচারিদিগের উদর-
হইত, এখন আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা
এখন অর্থ যথোচিতরূপে গ্রামনগরাদির স্বাস্থ্য ও
বাদি সম্পাদন-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

পাঠক। হয় ত এস্থলে এই অভাব্যভাবনা করিয়া
বিপাকে পড়িবেন যে এতদিন মিউনিসিপালিটী
তি হইয়াছে, কিন্তু এতদিন এ সুব্যবস্থা হয় নাই
? ইহার উত্তর এই, এতদিন উদারাশয় মহাপ্রভু
যুক্ত কর্ত্তার হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হয় নাই। নলের
যদি ক্ষুদ্র ও বক্র হয়, জলধারাও সঙ্কীর্ণ ও বক্র
ব পড়িয়া থাকে। দিবাকরের আয়তন বৃহৎ বলিয়াই
সহস্র কিরণ নির্গত হয়। যাঁহার মন প্রশস্ত
তাঁহা হইতে প্রশস্ত কার্য্যের উদ্ভাবন হইবার
রণা কি? বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনন্ট
র্ব কাম্বেল সাহেব এক জন যথার্থ প্রজাহিতৈষী ছিলেন। তাঁহার আন্তরিক এই
ছিল যে বাঙ্গালিরা শ্রেষ্ঠ কার্য্যক্ষম ও মানুষের
মত হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি এককালে কতক
গুলি বিষয়ের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করাতে মহা-
বিপ্লব উপস্থিত হইল, সকলে তাঁহার হৃদয়গত ভাবও
বুঝিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তৎকালের উপ-
রের কর্ত্তাটীও তদনুরূপ ছিলেন না। সুতরাং তিনি
কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা এই, রিপন বাহাদুর
একটী বিরুদ্ধ ক্রিয়ার অপনোদনে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন
সর্ব্বত্র যশস্বী হইতেছেন, এইরূপ আর যে যে বিষয়ে
বিরুদ্ধভাব আছে, তিনি সে গুলিরও অপনোদন
করিয়া অপ্রতিহিত যশোলাভ করুন এবং ইংলণ্ডেরও
গৌরব বৃদ্ধি করুন। লণ্ডন টাইমস ভারতের "সেলফ
গবর্ণমেণ্ট" প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া লিখিয়াছেন,
এটী একটী প্রকাণ্ড পরীক্ষা স্থল এবং ইংরাজজাতির
উপযুক্ত কার্য্য। ইংরাজ জাতির উপযুক্ত নয়, ভারতে
এমন অনেক কার্য্য আছে। রিপন বাহাদুর সেই
সেই কার্য্যের দোষ সংশোধন করিয়া ইংরাজজাতির
যোগ্য করিয়া তুলেন, এই আমাদের ইচ্ছা।

উপসংহারে মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে আমাদের
একটী প্রস্তাব এই যে যে স্থলে ৫।৬ খা ততোধিক
গ্রাম লইয়া মিউনিসিপালিটী হইয়াছে, সেই সেই
স্থলে এইরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের
আয় হইতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের রাস্তা ঘাট প্রভৃতির
ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, তবে বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি
সাধারণ ব্যয়ার্থ উহা হইতে বিবেচনা পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করা হইবে। স্থানীয় কমিটী
সমুদায় আয় যথাযথরূপে ব্যয়িত হইল কি না তাহার
তত্ত্বাবধান ও অন্য অন্য বিষয়ের অনুসন্ধান রাখি-
বেন। যে গ্রামের আয় সেই গ্রামে তাহার ব্যয়ের
ব্যবস্থা না হইলে আমরা দেখিতে পাই, অনেক
গ্রাম স্বাভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হয়। হয় ত এক গ্রামের
আয় লইয়া আর এক গ্রামে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ
করিল যাব যে গ্রামের টাকা লওয়া হইল, সে গ্রাম
হতশ্রী হইয়া পড়িয়া রহিল। এ বিসদৃশ ব্যবহার
দর্শনে আর আমরা অভিলাষী নহি।

আত্ম শাসন-প্রণালী বিস্তার সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণ
মেণ্টের মত গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট
অবশেষে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা
সংক্ষেপে তদ্বৃত্তান্ত নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। গব-
র্ণর জেনেরল বলেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এক প্রণা-
লীতে বোর্ড সংস্থাপিত হইতে পারে না। স্থানীয়
লোকের অবস্থা ও রুচি অনুসারে বোর্ড সংগঠিত
হইলে আত্ম শাসন-প্রণালীর উপযোগী সূত্র বাহির
হইয়া পড়িবে এবং তদনুসারে কার্য্য হইলে দেশের
মহোপকার সাধিত হইবে। ফলতঃ কোন স্থানেই
মূল সূত্রের ব্যত্যয় ঘটিবে না। স্থানীয় গবর্ণ
মিউনিসিপাল শাসন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্থা
বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা পাইবেন। বো
অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা থাকিবে। ও
হইলে প্রত্যেক স্থানীয় সভা স্ব স্ব অভিজ্ঞতা
সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে
গবর্ণর জেনেরল জেলায় জেলায় এক একটী ক
সভা করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না
তিনি বলেন, দূরবর্ত্তী স্থানের সভ্যগণ নিয়মিত
উপস্থিত হইতে পারিবেন না। সুতরাং সর্ব্বত্র
ভাবে কার্য্যও হইবে না এবং অনেক কার্য্য বিভা
কর্ম্মচারীদিগকে সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কা
ইহাঁর মত প্রতি মহকুমায় এক একটী সভা হ
অধিক কার্য্য হইবে ও অধিক উপকার দর্শিবে। ডি
কাউন্সিল এই সভার যথাসাধ্য সাহায্য করিবে
গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কবিহীন দুই তৃতীয়াংশ
স্থানীয় সভার সভ্য হইবেন। দুই বৎসর ইহাঁদি
কার্য্যকাল নিরূপিত হইবে। যতদূর সম্ভব নির্ব্ব
করিয়া সভ্য নিযুক্ত করা হইবে; কিন্তু আপা
এ প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে না। প্রাদে
গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে স্থানীয় লোকদিগের স
পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবে
এই সকল গুরুতর কার্য্যে দেশীয় লোকদি
উপযোগী করিবার জন্য যখন যে উপায় অবল
হইবে, তদ্দ্বারা কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে
দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সচেষ্ট হইয়া দক্ষতা সহ
এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলে সম্মান
উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স
কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।
যাহাতে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তৎ
তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন, ঋণ গ্রহণ ও কর নির্দ্ধ
প্রভৃতি কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সম্মতি গ্রহণ ক
হইবে, তবে তাঁহাদিগের কার্য্যে বিশেষ দোষ ল
হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে
অনুমতি ক্রমে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারি
এবং যাহাতে তাহার সংশোধন হয়, তজ্জন্য স
করিয়া দিবেন। বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা সর্ব্বত্র
সভার সভাপতির পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন
এই সকল সভাকে আদর্শ করিয়া আত্মশাসন প্র
শিক্ষা করিতে হইবে। অতএব যাহাতে এ দে
গণ স্বাধীন ভাবে আপনাদিগের দায়িত্ব বুঝিয়া
করিতে সমর্থ হন, তাহা করিতে হইবে। জে
মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা বিবেচনা সহ
সভার কার্য্য প্রণালীর তত্ত্বাবধান করিতে পা
তাঁহাদিগের যথোচিত সম্মান রক্ষা হইবে। চট্ট
স্থান ব্যতীত অপর যে সকল স্থানে গবর্ণমে

সম্পর্ক রহিত লোক না পাওয়া যাইবে, সেই খানেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু স্থানীয় সভা তাঁহার মতে কার্য্য করিতে বাধ্য হইবেন না। সভাপতি নিয়োগ কালে গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইতে হইবে। কিন্তু নির্ব্বাচনের ভার সভার হস্তে থাকিবে। আর যার দর্শনের ভার সভারই হস্তে থাকিবে। পুস্তকাদি প্রভৃতিতে যাহাতে অনর্থক অর্থব্যয় না হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট এক জন কমিসনর রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিসনার নিযুক্ত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক কার্য্য এই সভার দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লইতে পারিবেন।

সংচর বলেন " বিগত ১৫ ই মে শনিবার অপরাহ্ণ চারিটার পরে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম বাটীর নিকটে রাত্রি ১ টা হইতে ২ টার মধ্যে একটি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই সময়ে এ, ডবলু ব্লেয়র সাহেব ও তাঁহার জনৈক বন্ধু শকটারোহণে আপার সারকিউলার রোড হইতে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে দুইজন সাদা কোট ও প্যাণ্টলন পরিধায়ী ইউরোপীয় তাঁহাদের গাড়ি ধরিবার উপক্রম করিল এবং গবর্ণর সাহেবের ঘড়ি ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। ইহাতে সাহেব এক ধাক্কা দিলেন। গাড়োয়ান ঘোড়া থামাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু থামিল না। পরিশেষে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল। গবর্ণর সাহেব ও তদীয় বন্ধু " পুলিষ " " পুলিষ " বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন পুলিষের চিহ্ন মাত্রও ছিল না। " কলিকাতার কখন এই ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তখন মফস্বলের অবস্থা পাঠক সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। আমরা একটী স্থানের কথা বলিতেছি, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাঁকীপুর থানার কোথাও এরূপ অত্যাচার নিত্যই ঘটিয়া থাকে। এই স্থানের অধিকাংশ নিরক্ষর মূর্খ লোকের বাসই অধিক। দাঙ্গা, চুরী, ডাকাইতি ও নরহত্যা প্রভৃতি ব্যাপারের মুখের কথা। পুলিষ তাহাদিগকে রক্ষা করেন, অথের লোভও রাখেন ; সুতরাং কেহ শাসন করে না। ইহাদিগের ভয়ে কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হয় না। দুরাত্মারা বর্দ্ধিত থাকে, দুষ্কর্ম্মের কথা কেহ প্রকাশ করিলে অগ্রে তাহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, তাহাতে উপযুক্ত অবসর না পায় তাহা হইলে পুলিষ স্বরূপ কারাগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া পরে জল গ্রহণ করে। সকলেই শঙ্কিত। আমরা এই থানার এলাকার ভদ্র লোকদিগের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা বলেন তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যান্তর্গত নহেন, তাঁহাদিগের সামান্য অন্যায় কার্য্যেরও প্রতিবাদ-সামর্থ্য নাই। কখন কি হয় এই ভয়েই তাঁহারা আকুল। ফলতঃ ২৪ পরগণার সেসন আদালত ডায়মণ্ডহারবারের এলাকাভুক্ত স্থানগুলির মামলা মকদ্দমা লইয়াই ব্যস্ত আছেন। যাহা হউক, স্থানীয় কর্ত্তারা ইহাদিগের শাসন করিতে পারেন না, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইলে আমরা কোথায় গিয়া শান্তিলাভ করিব ? জমীদারেরা অত্যাচার করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার নিবারণোপায় অবলম্বন করিয়া দরিদ্র প্রজাগণকে বাঁচাইলেন। পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে হইলে অগ্রে নিজের ছিদ্র দূর করা কর্ত্তব্য। আমরা উপরে যে কথা কয়েকটী বলিলাম গবর্ণমেণ্টের উড়িষ্যাস্থ খাসমহলের প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচারই তাহার কারণ। প্রজাদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন পাকা বন্দোবস্ত নাই, সুতরাং ইচ্ছানুরূপ কর আদায় করিয়া থাকেন। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা আবার ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনেন, গবর্ণমেণ্টের এক গুণ কর বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায় থাকিলে কর্ম্মচারীদিগের গুণে দশ গুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই রূপে প্রজাদিগের জমা এত বৃদ্ধি হইয়াছে, যে দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে একগুণ রাজস্ব দিতে হইত এক্ষণে তাহাকে তাহার দশগুণ দিতে হইতেছে। প্রজা না দিতে পারিলে নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করা হইয়া থাকে। ফলতঃ কর্ম্মচারীর দোষে যে এই অত্যাচারের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। লর্ড রিপন এক জন ধার্ম্মিক লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব তাঁহার শাসন কালে যদি এরূপ অধর্ম্ম কর্ম্ম প্রশ্রয় পায়, তাহা হইলে তাঁহারও অগৌরব এবং প্রজারও মৃত্যু।

সাধিলেই সাধনা। সার সালর জঙ্গের এই সাধনার ফলও হইয়াছে। বেরার প্রদেশ তাঁহার পুনঃ-প্রাপ্তির সূচনা হইতেছে। তিনি বহু দিবস হইতে এই বিষয়ে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। সম্প্রতি পার্লামেণ্ট মহাসভার অনারেবল সর্জ্জা রিড সাহেব কমন্স সভায় বলিয়াছেন আগামী ২ রা জুন মহারাণীর নিকট এই প্রার্থনা করা হইবে যে তিনি হাইদ্রাবাদ হইতে কণ্টিঞ্জেণ্ট সৈন্যদল তুলিয়া লইয়া বেরার প্রদেশ নিজামকে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলকে আদেশ দেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ মে। আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ দমন সম্বন্ধে কমন্স সভাতে যে পাণ্ডুলিপি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডে বিপক্ষতা হওয়াতে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয় নাই। অনেক দিন পূর্ব্বে ইহার কল্পনা করা হইয়াছিল।

আলেকজাণ্ড্রিয়া ২০ এ মে। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধ জাহাজ সমূহ অদ্য পৌঁছিয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ মে। চেম্বিট সাহেব শনিবার ম্যাঞ্চেষ্টরে বলিয়াছেন, আয়র্লণ্ডের কৃষ্ণকায়দিগের তত্রত্য ভূমী হইতে স্বামিত্ব লোপ করাই ল্যাণ্ডলিগদিগের অভিপ্রেত।

সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে সেনাপতি কাফমান পিণ্ড মৃত সেনাপতি কফমানের স্থলে তুর্কিস্থানের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ মে। ডবলিন হইতে সংবাদ আসিয়াছে আর্চবিশপ ল্যাল ম্যাকেবের প্রাণ বিনাশের জন্য প্রদর্শিত হওয়াতে তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত পুলিষ প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সার চার্লস ডাইক অদ্য কমন্স হাউসে বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই সুয়েজ যোজক রক্ষার উপায় স্থির করিবেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২২ এ মে। তুরস্কের বৈদেশিক কার্য্যের মন্ত্রী ইংরাজ ও ফরাসীদিগকে তাঁহাদিগের লৌহাবৃত রণতরী সমূহ আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে প্রত্যাগমন করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন মিসরে শান্তি স্থাপন হইয়াছে।

ইংরাজ ও ফরাসী দূত এ বিষয়ে পরস্পর গবর্ণমেণ্টের মত প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কায়রো ২২ এ মে। মিসর গবর্ণমেণ্টের সহিত বৈদেশিক কন্সলদিগের আজিও প্রকৃত সন্ধি হয় নাই। আরাবি যে ও তাঁহার সেনাপতিগণকে মিসর ত্যাগ করাইবার উদ্দেশে যদ্যপি সন্ধি হইতেছে। নির্ব্বিবাদে গোলযোগের মীমাংসার সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ২৩ এ মে। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল যে উপায়ে আত্মশাসন বিস্তৃতির কল্পনা করিয়াছেন টাইমস তাহার পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন এটী অতি প্রকাণ্ড পরীক্ষার স্থল এবং ব্রিটিশ জাতির উপযুক্ত কার্য্য।

গত কল্য সেণ্ট পথ'ড স্থদৃশ্য মহা সমারোহে খোলা হইয়াছে।

কায়রো ২৩ এ মে। আরাবি পাশা ও তাঁহার সেনাপতিগণ যাহাতে মিসর পরিত্যাগ করেন সন্ধি দ্বারা বিদেশীয় কন্সলের তাহার চেষ্টা পাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা বিফল হইয়াছে। মিসর গবর্ণমেণ্ট সংগ্রামের আয়োজন করিতেছেন এবং প্রজাবর্গকে এ বিষয়ে প্রোৎসাহিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধ জাহাজ যে পর্য্যন্ত আলেকজাণ্ড্রিয়া পরিত্যাগ না করিবে সে পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজবলের সহিত সন্ধি করিবেন না।

লর্ড হার্টিংটন কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ হইতে রিইউনিয়নে কুলি পাঠাইবার জন্য ফরাসীদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। এবং এ কথাও বলা হইয়াছে তাঁহারা অধিক পীড়াপীড়ি না করেন তাহা হইলে কুলি প্রেরণ বন্ধ হইয়া যাইবে।

কমন্স সভা বেজলিউসন করিয়া বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ দমন ও বাকী খাজনা সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি অন্যান্য সকল কার্য্যের অপেক্ষা গুরুতর। কার্য্যবাহুল্য নিবন্ধন

সভা বন্ধ হয় নাই। গত রাত্রিতে নাবী গণনা সম্বন্ধে পাণ্ডুলেখ দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছিল ইহার অনুকূলে ও প্রতিকূলে ১৫৭ জন মত প্রদান করিয়াছেন।

ইনষ্টাণ্টিনোপল হইতে ইংরাজ ও রুষীয় দূত কুর সৈন্যেরা মিশরে শান্তি স্থাপিত ল বলগরি সমুদ্র আলেকজান্দ্রিয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত ।

সেণ্টপিটার্স বর্গ হইতে কলিয়াস্থ ইংরাজদিগের উপর যে অত্যাচার করে রুষ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে গুরুতর শাসন বন পালের আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

ডন ২০ এ মে। গতকল্য কমন্স হাউসে বিদ্রোহ দমন ণ্ড আইনের পাণ্ডুলিপি লইয়া বাদানুবাদ হইয়াছিল। সাহেব বলিয়াছেন প্রজাদিগের জোতস্বত্ব চলি- তএব তিনি তাঁহাদিগের কৃত অত্যাচারকে দোষ- বলিয়া স্বীকার করেন না। গ্লাডষ্টোন সাহেব এই অনেক ক্ষণ বক্তৃতা করিয়া অবশেষে ডিলন সাহেবের রের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন আয়ার্লণ্ডে বল ন্য উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

বরো ২৩এ মে। এইরূপ একটী আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্মত না হন তাহা হইলে সৈন্য মিশরে আনীত হইবে। ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজানৈতিক ট মহি সভার সভাপতির নিকট এই মর্ম্মে শেষ পত্র লিখিয়া ছেন আয়ার্লণ্ডীয় পাদ্রী ও সেনাপতিদিগকে কিছুদিনের জন্য হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। অধিকন্তু বর্ত্তমান স্থানাধ্যক্ষকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

য়ার্লণ্ডের বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির কঠোরতা আছে তাহার সংশোধন উদ্দেশে জে, ক্যাডন যে প্রস্তাব করেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

প্রাপ্তি স্বীকার—(১) শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ত চন্দ্র দুতম। (২) নবকুমার নাথ প্রণীত ক্ষা। (৩) শ্রীযুক্ত নীলরত্ন চৌধুরী প্রণীত নিক পরাক্রম। (৪) শরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত ূকা। সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রণীত সায়ং- । (৫) নবকুমার নাথ প্রণীত টাকার পদ্য। শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রণীত প্রসাদ কুসু- । (৭) সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রণীত তৃতীয় বা (রোগপ্রকাশ)। (৮) তারকনাথ বিশ্বাস ত নৈশবিহার। (৯) শ্রীযুক্ত নন্দলাল ভট্টা- প্রণীত স্তুতি পঞ্চাশৎ। (১০) আচার্য্যধীরে- কবি বিরচিত বৃত্তমঞ্জরী। (১০) যোগীন্দ্রনাথ াপাধ্যায় প্রণীত পাগলিনী নাটক। (১১) ব্রত সামশ্রমি কর্ত্তৃক অনুবাদিত সামবেদ সংহিতা, মুমী খণ্ড। ৬ষ্ঠ ৭ম ৮ম সংখ্যা। (১২) ক্ষ ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত বামন- ণ প্রথম খণ্ড। (১৩) কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত অধ্যাত্ম রামায়ণ ২য় খণ্ড। (১৪) শ্রীরামপুর কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মে মাসের বেঙ্গল মিসলেনি। (১৫) কুমারী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত মাঘ মাসের খৃষ্টীয় মহিলা। (১৬) বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা। (১৭) পাবনা দিবাকর যন্ত্রে মুদ্রিত বার্ত্তাবহ সাপ্তাহিক পত্র। (১৮) ভাগলপুর হইতে প্রচারিত ভাগলপুর নিউস নামক পাক্ষিক পত্র।

আলীপুর পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রাট সাহেব গত ১৫ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার টালীগঞ্জের থানা দেখিতে গিয়া এক বিষয়ে নিজের স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। ঐ দিন সব ইনস্পেক্টর স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। হেড কনষ্টেবল থানায় উপস্থিত ছিল, হঠাৎ সাহেব উপস্থিত হইলে কনষ্টেবলেরা সত্বর স্ব স্ব পোষাক পরিধান করিতে যায়। ৫ মিনিট পরে হেড কনষ্টেবল প্রত্যাগত হইলে সাহেব কনষ্টেবলদিগের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। হেড কনষ্টেবল তাহাদিগের পোষাক পরিধান করিতে যাইবার কথা বলে, কিন্তু তিনি সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার গণ্ডদেশে এমন প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করেন যে তাহাতে তাহাকে চতুর্দ্দশ ভুবন দেখিতে হইয়াছিল। এরূপ কোপ দর্প ও প্রতাপ না হইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাজে না। এরূপ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কতগুলি আছেন, গবর্ণমেণ্টের তালিকা করা কর্ত্তব্য।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মহারাজ সতীন্দ্র মোহন ঠাকুর সম্প্রতি কে. সি. এস. আই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৭ ই মার্চ্চ যে নূতন দেওয়ানী কার্য্যবিধি গবর্ণর জেনেরলের সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আগামী ১ লা জুন হইতে তদনুসারে কার্য্য হইবে।

অযোধ্যার অন্তর্গত রামপুরের তালুকদার রাজা রামপাল সিংহ পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার উদ্দেশে পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছেন। কিন্তু এ দিকে ঋণের নিমিত্ত তাঁহার ৪০ খানি গ্রাম বিক্রয়ার্থ ক্রোক দেওয়া হইয়াছে। রাজা রামপাল স্বদেশের উপকারার্থ নানা প্রকার চেষ্টা পাইতেছেন, তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিলাত গমন করিয়া পার্লামেণ্টের সভ্য হইয়া স্বদেশের দুঃখ জানাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ দিকে তাঁহার বিষয় বিক্রয় হইয়া যায়, নিশ্চিন্তমনে তিনি যে পরোপকারের চেষ্টা করিবেন তাহার পথ ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এরূপ লোকের ঋণ দেশীয় লোকের আগ্রহসহকারে পরিশোধ করা অথবা তাঁহার পার্থিব ব্যয় তারতবর্ষীয়দিগের চাঁদা দ্বারা সং করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা আবো এ ক বলি, নিজের বিষয় রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া কে পরোপকারে নত হওয়া নীতিজ্ঞদিগের অভি নহে।

ডেনেভার এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ৭ বৎসর বালক একদা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যায়। সময়ে একটী অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া তা কহে, তোমার মাতা বিশেষ প্রয়োজন ব তোমাকে ডাকিতেছেন, তিনি রাস্তায় দাঁড়া আছেন, অতএব তুমি শীঘ্র শুনিয়া যাও। বা এই কথায় বাহিরে আইসে, তৎপরে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। পরে তাহার পি নিকট এই ভাবে পত্র আইসে, যদি তুমি ৫০ হা ফ্রাঙ্ক দিতে পার, তাহা হইলে পুত্রকে পাবে, অ তাহার প্রাণ বিনাশ করা হইবে। আমাদের দে জুয়াচোরেরা এর কাছে কোথায় আছেন?

বিলাতে চোরের উপদ্রব হওয়াতে বাক্সের প্রকার নূতন আবরণ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে এ তার ঘণ্টা সংলগ্ন থাকে যে, স্পর্শমাত্রেই শ ব দিতে থাকে, সুতরাং গৃহস্থ অনায়াসে জা পারেন

জেম্‌স মিল এ, ডি, ডি, বলেন মৃত দেহ দা করাই দেশে পীড়া বৃদ্ধির মূল। মৃত দেহ দাহ ক সকল প্রকার কঠিন পীড়া ক্রমে অপসারিত তিনি বলেন, আন্থ্রাক্স প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত কাহারও মৃত্যু হইলে যদি তাহার শবদাহ ক হয়, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ কীট সমূহের দ্বা পীড়া নানা স্থানে নীত হয়। অতএব কি কি মনুষ্য সকলেরই মৃতদেহ দাহ করা উ যাবৎ এই প্রথা সাধারণতঃ অবলম্বিত না হইবে তাবৎ পীড়া হ্রাসের সম্ভাবনা নাই। ভা বর্ষে ত বহুকাল হইতে শবদাহ প্রথা প্র আছে?

পাঁঠার একটী আশ্চর্য্য গুণ সম্প্রতি প্রকা হইয়াছে। পাঁঠার আবক নাকি কুকুরের ক্ল অমোঘ ঔষধ। ইহার মধ্যে যে পদার্থে মাদ আছে, একজন ইউরোপীয় ডাক্তার তাহা ন পরিত্যাগ করিয়া তাহার আরক বাহির করিয়া ক কুকুরে কামড়ান রোগীকে আরাম করিয়াছে প্রদেশে কি এই ঔষধ ব্যবহার হইতে পারে তাহা হইলে শোদলপাড়ায় ঔষধওয়ালাদের অ ক্ষতি হইবে।

কে, এফ নরিস কলিকাতা হাইকোর্ট টর্ণি কোরাইট সাহেবের পদে আসিতেছেন। ইনি মাস হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের জজ বাবু ব্রজমোহন দত্ত ইডেন সাহেবের অপরাপর স্তুতিবাদকের ন্যায় অসার নহেন। ইডেন সাহেবের উপর ভক্তি নিবন্ধন তিনি যাহাই বলুন; কিন্তু এতদুপলক্ষে তিনি একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অপরাপর লোকে যেমন ইডেনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের উদ্দেশে চাঁদা দিতেছেন, ইনি সেরূপ না করিয়া তাঁহার ... নাথ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে ৭ টী পুরস্কার দিবার বাসনা করিয়াছেন। প্রথম ৩ টী একশত টাকা ও অবশিষ্ট ৪ টী ৫০ টাকা করিয়া। যে কোন স্ত্রীলোক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদিষ্ট বিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিতে পারিবেন, তিনিই এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগীয় কর্ম্মচারী অথবা পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচক সভা প্রেরিত প্রবন্ধের ভাল দোষ বিচার করিবেন। পরিশেষে এই সকল প্রবন্ধ একত্র মুদ্রিত করিয়া পাঠ্যপুস্তক মধ্যে পরিগণিত করা হইবে। এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যে আয় হইবে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে তাহা ব্যয়িত হইবে। এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার ব্যয়ও ব্রজমোহন বাবু দিবেন।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা শেষে অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসো মং নামক এক-জন ফরাসী বিজ্ঞানবিৎ পরীক্ষা করিয়াছেন, কি জলে কি অনিলে প্রকৃতির সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু সুরাসার মিশ্রিত আছে। তবে মাতালেরা এত অধিক পরিমাণে বায়ু ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করুন না?

বোম্বাইয়ের একখানি সংবাদপত্র বলেন, অজ্ঞতা গঙ্গানামে এক ব্যক্তি দায়গ্রস্ত হইয়া ৮ শত টাকা লইয়া তাহার স্ত্রীকে অপর এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে। তাহার স্বজাতীয়গ এই কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে লইয়া মহা পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। গঙ্গা তখন তাহার উদ্ধারের চেষ্টা পায়। ঐ ব্যক্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করে। গঙ্গা তখন অনন্যোপায় হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ অভাবে তিনি সে মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি, আগামী ২১ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি ৯ ঘটিকার পর কলিকাতার বঙ্গ রঙ্গভূমিতে শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত অভিনব নাটক রামের বনবাসের অভিনয় হইবে। ইহাতে যে টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহা গ্রন্থকর্ত্তার সাহায্যার্থে বিনিয়োজিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যে কয়জন রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট মেডিকাল কালেজের দক্ষিণে একটী হাঁসপাতাল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কোন্ কোন্ যুবতী ডাক্তারী শিখিতে ইচ্ছা করেন, শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার ক্রপ্ট সাহেব তাহাদিগের মন জানিতে চাহিয়াছেন।

ভাগলপুরের নবাব মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ১৮৭৭ অব্দে ১০ লাখ টাকা দান করেন। এই টাকা লাহোরের ধনাগারে গচ্ছিত ছিল, কিন্তু কাহারও স্মরণ না থাকাতে এই টাকা তৎকালে ব্যয়িত হয় নাই। এক্ষণে এই বিষয় মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের গোচর হওয়াতে তিনি টাকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই টাকা দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত আবশ্যক কার্য্যে ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। স্মরণশক্তিটে প্রবল বটে! এক জনের দশ হাজার টাকা দানের খবরই হইল না। এই টাকাগুলি সময়ে পাইলে অনেক গুলি লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারিত।

আমাদের মোকামস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "আজ কাল এস্থানে বিসূচিকার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ৫।৭ দিনের মধ্যে প্রায় ৬০।৭০ জন উক্ত পীড়ায় পীড়িত হইয়াছে। যাঁহারা স্থানান্তর হইতে বা অন্যত্র রেলওয়ের ডাক্তারের রীতিমত সাহায্য পাইয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন প্রায় অপর কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এখানকার জল বায়ু উৎকৃষ্ট হইলেও গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রারম্ভে এই পীড়া প্রাদুর্ভূত হয়। এখানকার অধিবাসীরা সর্ব্বদা অপরিষ্কার গৃহে অবস্থান ও কুখাদ্য ভক্ষণ করে বলিয়াই প্রায় অনেকে উক্ত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এমন জন পূর্ণ স্থানে রীতিমত চিকিৎসক ও চিকিৎসালয় থাকা আবশ্যক।"

সুরবন মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের গত অধিবেশনে সভাপতি ডি, আর লায়েল সাহেব উপবিভাগে জলের কল আনিবার ব্যয় ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভাপতি হারিসন সাহেব বলেন, এই মিউনিসিপালিটীতে যদি দিন ২০ লক্ষ গ্যালন জল খরচ হয়, তাহা হইলে প্রতি সহস্র গ্যালনে দুই আনা করিয়া ব্যয় পড়িবে। আর যদি ৪০ লক্ষ গ্যালন ব্যয় হয়, তাহা হইলে প্রতি সহস্র গ্যালনে /১৫ ব্যয়িত হইবে। এত জল যোগাইবার সম্বন্ধে একটী সদুপায় স্থির করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়র বকলী নিযুক্ত হন। তিনি ১০ লক্ষ গ্যালন জলদানের প্রস্তাব করাতে কমিশনরগণ তদনুসারে কার্য্য করাই স্থির করিয়াছেন।

রেবিনিউ বোর্ডের সভ্য অনরেবল ডাম্পিয়র সাহেব শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগের সেক্রেটারি ককরেল সাহেব তৎপদে এবং ককরেল সাহেবের পদে নিম্ন প্রদেশের পুলিস ইনস্পেক্টার জেনেরল মনরো এবং মনরোর পদে ডি, আর লায়াল প্রতিষ্ঠিত হইবেন। প্রেসিডেন্সি কমিশনর পিকক সাহেব সেক্রেটারির পদ গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন। তিনি রেবিনিউ বোর্ডের সভ্য অথবা চীফ কমিশনরের পদ বাঞ্ছা করেন। কটন সাহেব ছুটী লইয়া বিলাতে গিয়াছেন, তিনি প্রত্যাগত হইলে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন এবং ম্যাকডোনাল সাহেব বঙ্গদেশের একাউণ্টেণ্ট জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইবেন। গ্রিনলে সাহেব আপাততঃ কটন সাহেবের কর্ম্ম করিবেন। আর্ম্মষ্ট্রং কলিকাতার কষ্টম কালেক্টার হইবেন। ঐ পদের বেতন মাসিক ২ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস গার্থ সাহেব জুনমাসে তিন মাসের ছুটী লইয়া বিলাত যাইবেন। কনিংহাম পৎপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। হোয়াইট সাহেব না কি এই ক্ষোভে পদত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। গুণী ব্যক্তির গুণের পুরস্কার না হইলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

১৮৮১ সালে সমস্ত ব্রিটনে ১২২২৭৯২৭৫০ এবং ১৮৮২ সালে ১২৭০৭৫৪৬৫ টাকার মদ্য বিক্রয় হইয়াছে। ৩৫ লোকের মধ্যে ১৪ কোটী লোকে এই সুরাপান করিয়াছে। প্রতি ব্যক্তি ২২৫ গ্যালন মদ্য পান করিয়াছে। ভারতেও ইহার ঢেউ লাগিয়াছে।

কলিকাতার সংস্কৃত কালেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন লিখিয়াছেন "আমি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের মাতার শ্রীশ্রীপারায়ণ পাঠ সমাপন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অম্বিকা রাজবাটিতে গমন করিয়া যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তাহার সংক্ষিপ্ত অবিকল বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইল। গত ৩১ বৈশাখ পাঠারম্ভ হইয়া ৬ ই জ্যৈষ্ঠ সমাপন হয়। ঐ পাঠ যথানিয়মে উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা সুসম্পন্ন করা হইয়াছে। তদুপলক্ষে প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজন কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব সাধু মহান্ত দণ্ডি সন্ন্যাসিগণের সম্মান পূর্ব্বক আহারাদি দান ও প্রচুর অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। মহারাণী ব্রতী পাঠক শ্রোতা ও সদস্যগণকে সভামধ্যে সুবর্ণ ভূষণ নানা প্রকার বস্ত্র জোড়া শাল ও প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তৎকালে সেই সভা অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল। এক দিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদায় অন্যদিকে ন্যায় বেদান্ত স্মৃতি কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের বিচার, তাহার মধ্যে সুললিত স্বরে উত্তম পাঠ, এবং ধ্বজা পতাকা তোরণ চন্দ্রাতপের শোভা। নানা দেশীয়

...স্থিত অধ্যাপকগণের পরম-সাহায্যজনক পুস্তক ...দানে বিদায় এবং দীন দরিদ্র গুরু পক্ষ অন্ধ ...লিগণকে বিশেষ রূপে অর্থ প্রদান করা হই-...। রত্নমাতার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বংশগোপাল বাবু ...শয়ের পরিশ্রমের ও অধ্যক্ষতার গুণে এই কার্য্য ...পন্ন হইয়াছে।"

আমরা শ্রীযুক্ত পরাণচন্দ্র ধরের অধ্যবসায় ...য়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। সাত বৎসর ..., তিনি মহাশয়ের সাহায্য ও বিনা মূল্যে বিত-...কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি ধনী ব্যক্তি ...ন। সাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ...য়া অবাধে তিনি এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া ...সিতেছেন। অতএব তাঁহাকে ও তাঁহার সাহায্য-...রিগণকে সহস্র সাধুবাদ দিতে হয়। তবে তাঁহার ...টী ক্ষোভ এই, এই কার্য্যটীকে স্থায়ী করিবার ...ত যে মূলধন সংস্থান আবশ্যক, তাহা তাঁহার ...নাই; ভারতে ধর্ম্মার্থ ব্যয়শীল ব্যক্তি অনেক ...ছেন। যদি তাঁহার অধ্যবসায়-শৈথিল্য না হয় ...ার এ ক্ষোভ অবিলম্বে দূরীভূত হইবে সন্দেহ ...। আজি এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার কারণ ..., আমরা এক খণ্ড মহাভারত উপহার প্রাপ্ত ...য়া জানিতে পারিলাম, তাঁহার মুদ্রিত মহা-...রত চতুর্থবার সংস্কৃত হইয়াছে। এবার আমরা ...টী বিশেষ উন্নতি দেখিলাম। প্রথমে মূল সংস্কৃত, ...ার পরে বাঙ্গালা অনুবাদ। ধার্ম্মিক দাতৃগণ ...হার পৃষ্ঠ পূরক হইয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, এই ...মাদের অনুরোধ।

"গোল্ডন ডিডস" নামক পুস্তক ১৮৮০ অব্দের ...বেশিকা পরীক্ষার সাহিত্য স্থির হইয়াছে। কিন্তু ...ার যে যে অংশ বালকদিগকে পাঠ করাইতে ...বে, আজিও তাহা স্থির হয় নাই।

রাজস্বমন্ত্রী মেজর বেরিং সুস্থ হইয়াছেন। তিনি ...সোমবার স্বকার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

...শিক্ষাসংক্রান্ত সভার সভাপতি হন্টর সাহেব শিক্ষা ...ষয়ের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই ভারত ...বর্ষের নানা স্থানে গমন করিবেন। সাধারণ লোকের ...ক্ষা জিজ্ঞাসা করাই ইঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

...লিকাতার কালেক্টার গুডরিচ ও হাওড়া ষ্টেসন-...র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাইলাণ্ড সাহেব ছুটী লইয়া ...ন যাত্রা করিবেন। প্রেসিডেন্সির কমিশনর মাজি...ন হাওড়া ষ্টেসনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ...বু হাডেন্দ্র নাথ মিত্র অথবা বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ...কলিকাতার কালেক্টরের পদ লাভের সম্ভাবনা ...ছে।

...মাদের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে চা-করদিগের সভা হইতে ইঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ উকীল ব্যারিষ্টার প্রভৃতি প্রেরিত হইয়াছেন।

বৈদ্যবাটী হইতেই তারকেশ্বর রেলওয়ে খুলা স্থির হইল। প্রথম হাবড়া হইতে খুলিবার যে কল্পনা হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইল।

সাড়ে বার টাকা মূল্যের ২ লক্ষ টাকা নোট ইংলণ্ড হইতে আসিতেছে।

কুচবিহার হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত ৩০ এ চৈত্র কুচবিহার মহারাজের একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। অতি আহ্লাদের বিষয়। এই উপলক্ষে রাজধানীস্থ সমস্ত ভদ্র লোকের বাসায়, ও অপর সাধারণ সমস্ত রাজকর্ম্মচারীর বাসায় যথোপযুক্ত রূপে সন্দেশ, দধি, মৎস্য ইত্যাদি বিতরিত হইয়াছিল এবং সর্ব্ব সাধারণের আমোদ, প্রমোদ জন্য কলিকাতা হইতে "ন্যাশনাল" থিয়েটর ও এক দল যাত্রা (বউতলা নামে খ্যাত) আসিয়াছিল। এই আমোদ, প্রমোদ দর্শনার্থ, বিশেষতঃ "ন্যাশনাল" থিয়েটার এদেশীয়দিগের ভাগ্যে কখন ঘটে নাই, এজন্য, রঙ্গপুর প্রভৃতি দূরস্থ প্রদেশ হইতেও অনেক ভদ্র লোকের সমাগম হইয়াছিল।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

...মনসিংহের [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ...ক্ষেত্রগোপাল রায় ঐ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণার ভার প্রা... হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্ট... এইচ এফ মাথেউজ বর্দ্ধমানের সদর ষ্টেসনে বদলি হইলেন।

চট্টগ্রামের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু [illegible] মিলিসস হুগলীর সদর ষ্টেসনে বদলি হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যো... পাধ্যায় মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গিপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ ডবালউ, র‍্যা... কক ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে আসিলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জের মুন্সেফ বাবু নীলমাধব ... দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁও বদলী হইলেন।

২৪ পরগণার সুপরিণ্টেনডেণ্ট জজ এবং নদীয়া ও মেদিনীপুর... অতিরিক্ত সুপরিণ্টেনডেণ্ট জজ বাবু কুরুমে হন মুখোপাধ্যায় ... গ্রামের অতিরিক্ত সুপরিণ্টেনডেণ্ট জজ হইলেন।

মৈমনসিংহের অতিরিক্ত সুপরিণ্টেনডেণ্ট জজ বাবু পার্ব্বতীচরণ মিত্র ঐ জেলার সুপরিণ্টেনডেণ্ট জজ হইলেন।

হালীর অন্তর্গত মহিষরাথার মুন্সেফ বাবু শশীভূষণ মুখো... পাধ্যায় পাবনার অন্তর্গত বগুড়ায় মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের মুন্সেফ বাবু অনাথ... বোধ মহিষরাথার বদলী হইলেন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুরের মুন্সেফ বাবু সুধাংশু... রায় দিনাজপুর সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন। ইঁনি [illegible] ... ফির অন্তর্গত স্থান সমূহের বাকী পাওনার মকদ্দমার বি... করিবেন, এবং ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ... পন্যান্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

বগুড়ার মুন্সেফ বাবু মতিলাল ভাদুরির রাখরগঞ্জের অন্ত... পিরোজপুরে ভার প্রাপ্ত হইলেন এবং ঐ ঠোকীর বাকি মকে... মকদ্দমা করিবেন। ইঁনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ... ৩০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

হুগলীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ... [illegible] ও ২৮ পরগণার [illegible] ...

চট্টগ্রামের ব্যাঙ্কক সাহেব [illegible] ... পাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

নাগরপুর।

এ বৎসর [illegible] এ অঞ্চলের ... বড়ই প্রতিকূল হইয়াছেন। এতদ্ভি... গত ১৩ এ বৈশাখ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা এবং ... বৈশাখ রজনী ৯ ঘটিকার সময়ে ভয়ানক ঝড় ... গিয়াছে। এই ঝড়ে নাগরপুর ও তন্নিকট... গ্রামসমূহের অনেক গৃহ ও স্থানে স্থানে ... [illegible] ও বৃক্ষশাখা ভূতলশায়ী করিয়াছে। ... শাখা সকল বৃক্ষচ্যুত হওয়ায় এবং গৃহের ছা... হুগল উড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়ায়, গ্রামগুলি

আর ধারণ করিয়াছে। ১২৮৬ সালের পর আমরা আর এরূপ ঝড় হইতে দেখি নাই। আমাদিগের বোধ হয় যে, বঙ্গেশ্বর ইডেন প্রভুর বঙ্গ পরিত্যাগেই বুঝি পবন দেব এত স্বাধীনতা প্রকাশ করিতেছেন?

গোয়ালন্দের নিকটস্থ পদ্মানদী অত্যন্ত বিস্তৃত ও ভয়ঙ্কর। সময়ে সময়ে ইহার প্রবল তরঙ্গমালা সন্দর্শন করিলে হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিশেষ এই স্থলে পদ্মার সহিত যমুনা ও ছরা সাগর সংমিলিত হওয়ায় স্থানটী আরও ভয়াবহ হইয়াছে। সুতরাং এই প্রকার প্রবল নদীতে নৌকা দ্বারা খেয়া পার হওয়ায় পথিকদিগের পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এবং তাহা সময়ে সময়ে ঘটিয়াও থাকে। বর্ত্তমান সময়ে আরিচা ও গোয়ালন্দে যে খেয়াঘাট আছে, তথাপি এই স্থানে বাষ্পীয় পোত দ্বারা পারাপারের বন্দোবস্ত করা যায় তবে পথিকদিগের যথেষ্ট উপকার হয়। উল্লিখিত ঘাটদ্বয় এক্ষণে সরকারী খাস মহলের অন্তর্ভূত। এ জন্য আমরা কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণ সমীপে প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কোম্পানি দ্বারা গোয়ালন্দ ও আরিচা ঘাট পারাপারের জন্য এক খানি ষ্টিমার যোগান, তাহা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়। ষ্টিমার হইলে গবর্ণমেণ্টের ডাক পারাপারের জন্য আর স্বতন্ত্র নৌকার প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং এ ব্যয়টী বাঁচিয়া যাইবে।

চন্দননগর।

আজকাল এখানে ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে। বেলা আট্টা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে থাকে. অনেকগুলি পুষ্করিণী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এতদ্ভিন্ন দুই এক স্থানে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নাই।

গত এপ্রেল মাসে পারিস হইতে এক জন নূতন ডাক্তার আসিয়াছেন। ইঁহার নাম মঁসিএ দেলেসার ইনি ফ্রান্সের অতীব সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও চিকিৎসা বিদ্যা-বিশারদ। ইঁহার নিকট মেডিসিন নিপার নাই। নিম্নস্থ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি সদা সহাস্য বদন।

এখানকার ছোট আদালতের "গ্রেফিএর" অর্থাৎ রেজিষ্ট্রারের পদ শূন্য হওয়ায় তৎপদে কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত নামক একজন দেশীয় লোক নিযুক্ত হইয়াছেন: এতাবৎকাল উক্ত পদ সাহেবদিগেরই একচেটিয়া ছিল।

পাপাত্মিক গর্ভস্রাব অপরাধে দুটী স্ত্রীলোক এখানকার চিকিৎসালয়ে ছিল। প্রথমটী ৬ই সপ্তাহ আসিয়া মরিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় শুনিলাম দ্বিতীয়টীর পাপাত্মিকা বশতঃ আরোগ্য হইয়া এক্ষণে হাজতে আছে, বলা বাহুল্য যে দ্বিতীয়টীও উপপতিও গ্রেপ্তার হইয়া হাজত সুখ ভোগ করিতেছে।

নূতন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের শাসনে পুলিষম্যানেরা ভয়ে জড়সড়! সম্প্রতি প্রয়াগ সিং নামক জনৈক জমাদার ঘুস লওয়া অপরাধে বিচারার্থ আনীত হয়,বিচারে দোষ প্রমাণ না হওয়ায়, কেবলমাত্র কর্ম্মটী গিয়াছে। ইহার দুই এক দিন পরে শিবদত্ত নামক জনৈক বরকন্দাজ উক্ত অপরাধে ধৃত হইয়া হাজতে আছে।

এলাহাবাদ।

অদ্যতা হাইকোর্টের পঞ্চম জজের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এখানকার মাননীয় বিচারপতি মহোদয়েরা প্রত্যেকে এক একটী মিনিট লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি। এ সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য। ১৮৭১ সালের নবেম্বর মাস হইতে তিনি এই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই দশ বৎসর কাল মধ্যে যে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে চারি জন জজে এই হাইকোর্টের কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া অতীব অসম্ভব। এই বিষয় তিনি গবর্ণমেণ্টকে পুনঃ পুনঃ জ্ঞাত করিতে ক্ষান্ত হন না। তাঁহার মতে এখানে ছয় জন জজ হওয়া আবশ্যক। "চার্টারের" একস্থলে এইরূপ লিখিত আছে যে "আমরা এতদ্দ্বারা আদেশ করিতেছি, যত দিবস আমাদের বা আমাদের উত্তরাধিকারীর দ্বারা অন্য কোন নিয়ম না হইতেছে, তত দিবস উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টে একজন চীফ জষ্টিস এবং পাঁচ জন জজ নিযুক্ত থাকিবেন।" সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এখানে ছয় জন জজের সম্পূর্ণ আবশ্যক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বহু বিস্তৃত স্থান, এখানে প্রায় চারি কোটী লোকের বাস, এরূপ স্থলে কত মকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। মকদ্দমার সংখ্যা ক্রমশঃ যতই বৃদ্ধি হয়, তৎসঙ্গে কার্য্যও বাড়িতে থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সকল কার্য্যের দায়িত্ব যে কত অধিক, তাহা বলা যায় না, সুতরাং সমাকরূপে পর্য্যালোচনা না করিয়া মতামত প্রকাশ কখনই সম্ভবে না। সময়ে সময়ে কার্য্য এত অধিক উপস্থিত হইয়া থাকে যে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে তাহা সমাধা করিয়া উঠিতে পারা যায় না, অনেক সময়ে তাহার কিছু কিছু বাকী থাকে. অবকাশ মতে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান, এইকালে এখানে সূর্য্যের উত্তাপ অতীব প্রখর হইয়া থাকে। এরূপ সময়ে বিচারকার্য্য বিশেষ কষ্টপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। আবার যদি জজদিগের মধ্যে কাহার পীড়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে অনেক কার্য্য পড়িয়া থাকে। এইরূপ নানাপ্রকার কারণ দর্শাইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট মিমিট প্রেরিত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক পত্রাদি লেখা লেখি হয়। অবশেষে এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে একজন পঞ্চম জজ নিযুক্ত হইবেন, কিন্তু তিনি আপাততঃ স্থায়ী পদ প্রাপ্ত হইতেছেন না। কলিকাতা, বম্বে এবং মান্দ্রাজ হাইকোর্টে এক জন দেশীয় জজ আছেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টে সেইরূপ একজন দেশীয় বিচারপতি হওয়া উচিত, ইহা স্থির করিয়া গবর্ণমেণ্ট একজন দেশীয় উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিবার ভার এই হাইকোর্টের মান্য বিচারপতিদিগের উপর অর্পণ করেন। তদনুসারে তাঁহারা অগ্রে সব জজদিগের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে বারাণসীর সুবর্ডিনেট জজ বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস একজন বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি বহুদিবস গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ফৌজদারী আইনের বিষয় অবগত নন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বাবু রামকালী চৌধুরী। তিনি আপাততঃ মৃতাপুরের সুবর্ডিনেট জজ। রামকালী বাবু বিশেষ প্রশংসার সহিত স্বীয় কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি যেরূপ দেওয়ানী কার্য্য বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, ফৌজদারী আইন বিষয়ে ততদূর দক্ষতা লাভ করেন নাই। তৃতীয় আলিগড়ের সব জজ মৌলবী মহম্মদ মসীউল্লা খাঁ চতুর্থ কানপুরের সব জজ মৌলবী ফরিদুদ্দীন। ইহাঁরা উভয়ে বিচারকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ইংরাজিভাষা কিছুই অবগত নহেন। তজ্জন্য তাঁহারা এ কার্য্যে উপযোগী হইতে পারেন না। এই ত গেল সব জজদিগের বিবরণ। তাহার পর মান্য জজদিগের দৃষ্টি উকীল শ্রেণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে মুন্সি হনুমান প্রসাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি একজন বিশেষ সম্মানিত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি, অনেক দিবস হইতে ওকালতী করিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু তিনি ইংরাজি ভাল রূপ জানেন না। আর যদি এই কার্য্যে তাঁহাকে মনোনীত করা যায়,তাহা হইলে তিনি স্বীকার করেন কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়, পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নাথ। ইনি একজন অতি ধীর প্রকৃতির লোক, বিশেষ বুদ্ধিমান, ইংরাজিভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি আছে. কিন্তু তাঁহার

...ছেন। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ... স্বাধীনচেতা, ...জিস্তাসাক্ত কিন্তু তিনি ... লোক। চতুর্থ, ... ল লালা সুখরামপুর ... ... ছেন এমন নহে, বিলাতে যে সকল আইন প্রচ... আছে তাহাও সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। ...মেণ্ট সংক্রান্ত যে সকল ফৌজদারী মকদ্দমা ...স্থত হয় তাহাতে ইনি নিযুক্ত হইয়া থাকেন, ...না উক্ত আইন ইঁহার সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হই...ছে। এই সকল কারণের জন্য মানা বিচার... বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাট...টের জজ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ ...রোধ করেন। সেই সময়ে সার জন কুপার ...মেণ্টের সীমস্থানে ছিলেন তিনি যে বাঙ্গা... এই কার্য্য প্রদান করিতে বিশেষ আপত্তি ...াপন করিয়াছিলেন এ কথা বলা বাহুল্য। যাহা ...ক পরিণামে যে ফল ফলিয়াছে তাহা পাঠক ...ত্রই অবিদিত নাই। একটী ... ছাসা আছে, গবর্ণমেণ্ট ... ...দের প্রদেশীয় একজন ... করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি ...ঁহারা যেরূপ ভাবে উকীলদিগের ... করিয়াছেন তাহা কাহার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু ...ঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। আর পাঠ... ...কে বলি, তুমি আর কিছু দিন সবুর ... ...ালতে না প্রবেশিতে চাটুর্য্যে উকীল... ...ার, তাহা হইলে ইহার ... কাহার কাহার ... ...পরে মন্দির ... চাটুর্য্যের সহিত ... ...দের পরম বান্ধবের সহিত ... ...বিতে ইচ্ছা করেন তিনিও একজন ...যুক্ত ... ...ছাড়া ...

নিকট হইতে এরূপ প্রলাপবাক্য শুনিলে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া থাকি।

গত ১৬ ই মে বুধবার সার সালার জং বাহাদুর এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। তিনি কর্ণেল লরি সাহেবের হোটেলে অবস্থিতি করেন। শুনিলাম তিনি বিশেষ শিষ্টাচারী, এখানকার মানা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আইসেন নাই।

সম্প্রতি এখানে একজন যোগী আসিয়াছেন, তাঁহার নাম শিবপক্ষি সদানন্দ যোগী। তিনি আপাততঃ এখানকার একজন পণ্ডিত উকীলের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। মাদ্রাজ উপকূলে ইঁহার জন্ম। ইনি ইতিপূর্ব্বে শিক্ষকতা কার্য্য করেন তৎপরে বাঙ্গালোরে কিছু দিন ওকালতী করিয়াছিলেন সে সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রায় দশ বৎসর হইল এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। বোক্তলোকাক্রান্ত হইয়া আমরা এক দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স ৩৫। ৩৬ হইবে, মস্তকে জটাভার, পরিধেয় বাঘছাল, হস্তে একটী ভয়ানক ত্রিশূল। তাঁহার আকৃতিতে সরলতা ভিন্ন আপাততঃ আর কিছুই অনুভব হয় না। তিনি ইংরাজিতে আমাদের সহিত কথা কহিলেন। শুনিলাম তাঁহার আহার অতি সামান্য, মুষ্টিমেয় চাউলভাজা আহার করিয়া থাকেন, আর কোন প্রকার পুষ্টিকর সামগ্রী খাইতে দেখা যায় নাই, অথচ তাঁহার শরীর বিশেষ বলিষ্ঠ। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া এরূপ বোধ হইল না যে তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান কিম্বা শাস্ত্রে বিশেষ তাঁহার অধিকার দেখা আছে। যে যাহা হউক, তিনি ইহার মধ্যে অনেকগুলি শিষ্য ... হইতে সমর্থ হইয়াছেন। শিষ্য... মধ্যে স্ত্রীলোকও, ইহাতে বোধ হয় যোগের কিছু ক্ষমতা আছে। তিনি অনেক ... লোক ... ভাল ... তাঁহার ... সম্বাদদাতা বলিয়া থাকেন। তিনি ... যে কতপ্রকার লোক ... ভাল ...

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গত হইল। নূতন বর্ষ আগত। অতএব আমরা বিনয় সহকারে গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যাঁহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ...য়াছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২৮... সালের দেয় মূল্য দান করেন, এই আম... দের অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রব...
কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়া... হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ে... মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি... দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর ক... যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমে... মল্যাদি নিম্নোক্ত মহাশয় ঠিকানায় ঠিক ও কা... পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযু... উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখি... ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সে...
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাই... যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা ক... আমরা সোমপ্রকাশের ... ...

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৯০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন আরোগ্য।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, অম্লরোগ, গ্রহণী, অন্নগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তদন্তর্ভুক্ত অর্শ বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক এ ঔষধ এই সমুদায় সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা

নবারিষ্ট মহৌষধ ৬জনাময়

সর্ব্বপ্রকার যেহ রোগ অর্শ মহৌষধ।

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ রোগ অল্প দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, প্রস্রাবের যন্ত্রণা, মূত্র ধাতু নিগম, সর্ব্বাঙ্গ ও অণ্ডকোষের স্ফীতি নিবারণ হয়। এ সকল ঔষধ সেবনে শরীরে অতুল বল হইবে। এতদ্ভিন্ন অম্লপিত্ত ও অজীর্ণ, কলিকাশূল এবং হৃদ্রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। যাহারা অতি মাত্রায় ধাতু ক্ষয় রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাহারা এই ঔষধ সেবনে সুস্থ হইবেন। এতদ্ভিন্ন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, হৃৎকম্প, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ রোগ প্রভৃতি রোগ সকল এই ঔষধ সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং ৵০ আনা

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তাহার কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু বেলোবোনাথ ঘোষ এল, এম, এস, ... অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ ... তারকনাথ ঘোষ। ঐ ... ক্ষেত্রমোহন মিত্র ঐ কলিকাতা। ... রসময় বসু। ঐ ... বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী ঐ ডেকারসন কর্ণক। ... কালিদাস ঘোষ; সিবিল সার্জ্জন। বহরমপুর। ... কে, এম, চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার। ... উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি। ... রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রোসেডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা। ... ব্রজেন্দ্রনাথ দে— চেম্বর্স মাষ্টার, রাণীগঞ্জ।

নূতন ঔষধ।

এক শিশি মূল্য——১ টাকা – প্যাকিং ৵০।

সুবাস ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্কের মহৌষধ।

এই সুগন্ধি ঘৃত গভীর জলরাশির উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জলরাশির সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, গর্ভস্রাব, পরিষ্কার বন্ধে দাগ লাগা, অন্তর পর ১০। ১৫ দিন পর্য্যন্ত শোণিত নির্গত হইয়া এবং গর্ভাশয়ের জল প্রসব সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুগন্ধি ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

একশোয়ার মূল্য ——৪ টাকা –প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তাহার কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু বেলোবোনাথ ঘোষ এল, এম, এস, ... অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ ... তারকনাথ ঘোষ। ঐ ... ক্ষেত্রমোহন মিত্র ঐ কলিকাতা। ... রসময় বসু। ঐ ... বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী ঐ ডেকারসন কর্ণক। ... কালিদাস ঘোষ; সিবিল সার্জ্জন। বহরমপুর। ... কে, এম, চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার। ... উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি। ... রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রোসেডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা। ... ব্রজেন্দ্রনাথ দে— চেম্বর্স মাষ্টার, রাণীগঞ্জ।

কফনোদ্ধীপক বল।

হৈমন্তিক ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তাহার কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু বেলোবোনাথ ঘোষ এল, এম, এস, ... অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ ... তারকনাথ ঘোষ। ঐ ... ক্ষেত্রমোহন মিত্র ঐ কলিকাতা। ... রসময় বসু। ঐ ... বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী ঐ ডেকারসন কর্ণক। ... কালিদাস ঘোষ; সিবিল সার্জ্জন। বহরমপুর। ... কে, এম, চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার। ... উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি। ... রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রোসেডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা। ... ব্রজেন্দ্রনাথ দে— চেম্বর্স মাষ্টার, রাণীগঞ্জ।

সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার।

যিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কেবল সংযুক্তি মূলে সরল বাঙ্গালা কিম্বা ইংরেজী ভাষায় হিন্দু আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া এক খানি পুস্তক রচনা করিতে পারিবেন এবং যাঁহার পুস্তক প্রেরিত পুস্তক সকল মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তিনি এক শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুস্তক সভার অধিকৃত মূলা যন্ত্র দ্বারা মুদ্রিত করা যাইতে পারিবে; প্রার্থিগণ বর্ত্তমান বর্ষে কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে স্ব স্ব রচিত পুস্তক সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের নিকট তাহেরপুরে কিম্বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীভুবনমোহন মৈত্রেয়
বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক।
জেলা রাজসাহী।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবিবর শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

এক বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাশুল ১০।

যোগমণী-বিয়োগ ও ইন্দুমতী। মূল্য এক টাকা।

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত - মূল্য ৷৵০।

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, বহুবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, সুগন্ধিদ্রব্য, খাম, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার সীল মোহর, নামাবাস, নামের কাঠ, তামার প্লেট, মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

ভূতনাশক সিক্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিক্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৸০, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স সিকি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বেঙ্গলে, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

নিম্নের বিজ্ঞাপন :

" আয়ুর্দ্ধন " ১ম ... মাত্রায়
-কার্য্য ... ... মাস ...
হইলে ১৷৷ ... ... সদাশয়গণের
...পরোপী ... ... ডাক্তারখানা
প্রদাতব্য ...

... ...

ডাক্তার শ্রীনিবাসচরণ ভট্টাচার্য্য।

...কার পরীক্ষা করিয়া দেখা ... ডাকযোগে
পরীক্ষা করিয়া দেখা ...
পেটেণ্ট ঔষধ বটিকা ...

...প্রকাশ, ঢাপানি, ...ডাইটিস, ...ডা, পুরাণ
...শ, অগ্নি প্রদীপ্ত করণে ...ক্ষ, বুক ...ধরা, অব-
...গের সহিত বক্ত উঠা, ...ক ও ...ক কাশী
...ক প্রভৃতির একমাত্র ...ক ঔষধ। ...
...ঔষধ ১ টাকা, প্যাকিং ... আনা। ...
...ময় যায়। পুরুষ এবং ...ময় সকলেরই ...
...ন সেবন করিতে পারেন। মোহাগে ...না আরোগ্য
...ক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। কলিকাতা ... ...
...ন ঔষধের ... কাহার নিকট পাওয়া।

...বার ... ঔষধের ...ধান কারণ
...বিশেষ লাভ ... ... মূল্য ১৷৷ আনা
... ১৷৷ ... ...লোকনাথ ... মূল্য
...ধারণ ... ... বিশেষ ... ...
... ...
... ...
... ...

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং"। ২৯ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৬ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ২৩ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮২। ৫ ই জুন।

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ ৩ মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম

বিজ্ঞাপন

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
Paris: 8, Rue Vivienne, 8, Paris.

ক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম ব্যবহার করিলে, চাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্য কারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রং বিশিষ্ট ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্ (এই ঔষধ সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেব এই বিশেষ ফংশনিক ম্যাটিকো নামক ঔষধ দ্বারা এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক তাহাদের ন্যায় ক্ষতিজনক নহে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন স্থানের ন্যায় বাস্তবিক উপকার নাই, পিচকারির ঔষধ ব্যবহারে ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে হয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন। এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন প্যাষ্টিকজুস (পাচক রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেবা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা	পাকাশয়ে প্রদাহ
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান	সবমন শিরঃ শূল
পেট সাঁটিয়া ধরা	পেট আলা
পাকাশয়ের স্ফীততা	যকৃতের পীড়া
	গর্ভাবস্থায় বমন
	পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বর বন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

সবমন শিরঃ পীড়া এবং শিরঃ শূল।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গয়ানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই উহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

ধাতুপরীক্ষা। (সম্পূর্ণ) ৩য় বার মুদ্রিত। মূল্য ৵৹ আনা। ডাঃ মাঃ ৵১০ আনা। টীকার পদ্য। (হেয়ার) ২য় বার মুদ্রিত। মূল্য ৵৹ আনা। ডাঃ মাঃ ৵১০ আনা।

নব চিকিৎসাবোধ। (বহুতর পীড়া ও মস্তের ঔষধ প্রকাশক গ্রন্থ) ২য় বার মুদ্রিত। মূল্য ২ টাকা। ডাঃ মাঃ ৵১০ আনা। এই তিন খানি পুস্তক ব সংবাদপত্রের মতে প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীনবকুমার নাথ।
১৭ নং গোবিন্দচন্দ্র ধরের
আমড়াতলা কলিকা

Mrs E D, cruze 99 College Street cutta,

Diplomaid midwife.

Fees to attendance moderate.

Bears high testimonials.

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রী ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বি যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফী অতি অল্প।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, শাঙ্করভাষ্য আনন্দগিরিটীকা ও শ্রীধর কৃত টীকা এবং বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত ৮ আনন বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্ মূল্য ৭ সাত টাকা। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের কালয়ে ও কলেজষ্ট্রীট নং ২ বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে পা যায়।

পদ্য মহাভারত।

মূলের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদ্য মহাভ প্রকাশিত হইবে। যদি কেহ মূলের সহিত ঐ না দেখেন তবে মূল্য ফেরত দিব। প্রতি ৮ পেজী ১ ফর্ম্মা আকারে প্রকাশ হইবে। স শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য মূল্য ১৷৹ ি এবং মাশুল ৵৹ আনা নির্দ্ধারিত হইল। এক গ্রাহক জুটিয়াছে। এক সহস্র জুটিলেই কার্য্য অ

ে। যিনি গ্রাহক হইবেন তিনি সহর মুলাধ
ার নিকট পত্র লিখিলে তাহা হইতে পারিবেন।
ওপর) ই ডেপোজিটারি রায়।
পাড়া) ... প্রকাশক।

মহীসুর রাজ্যের রেলওয়ের ঋণ।

মহীসুরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হুকুমে ... টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়া টেণ্ডার ... করিতেছেন। এই টাকার জন্য মহীসুর ... রাজস্ব প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবে। এই ... বাঙ্গালোর হইতে তিপ্পুর পর্য্যন্ত একটী ... করা হইবে। ইহার দূরত্ব ... হইল।

১। এই ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ৫ টাকা। ... ছয় মাস অর্থাৎ ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ও ১৫ ই ... সুদ প্রদত্ত হইবে। ২০ বৎসর এইরূপ দেনা ... চলিবে। সুদের টাকা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের ... ধনাগার, বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহ এবং ... ও বোম্বাই এবং তাহাদিগের শাখা ধনাগার ... দেওয়া যাইবে।

৩। ঋণপত্রের ফারম নিম্নে দেওয়া গেল। ৫০০ ... ৫ শতের গুণনীয় টাকার প্রতি ঋণপত্র ... debenture) বাহির করা হইবে।

৪। এই ২০ লক্ষ টাকা ঋণের সমুদায় অংশ ... শিকের টেণ্ডার মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলর ... ২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ... বাঙ্গালোরে গ্রহণ করিবেন।

৫। নিম্ন সংযোজিত ফারমে প্রতিটেণ্ডর পাঠা- ... হইবে। যিনি টেণ্ডার দিবেন, তাহাকে ফারম ... মুড়িয়া তাহার উপর সীল করিয়া "১৮৮২ সালের ... সুর রেলওয়ের ঋণের টেণ্ডার" এই কথা লিখিয়া ... হইবে। আর ঐ টেণ্ডার বাঙ্গালোরে মহীসুর ... মেণ্টের কণ্ট্রোলরের নিকট প্রেরণ করিতে ... ব।

৬। ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দ্বিপ্র- ... সময় মহীসুর গবর্ণমেণ্টের দাওয়ান অপরাপর ... সমক্ষে বাঙ্গালোরে তাঁহার আপীসে বসিয়া ... সকল টেণ্ডার খুলিবেন ও প্রথম ন্যূনকল্পের কার ... করিবেন।

৭। যিনি যত টাকার টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে ... টেণ্ডারের সঙ্গে সেই টেণ্ডারের দেয় মোট টাকার ... করা ৫ টাকা হিসাবে টাকা জমা দিতে হইবে। ... টাকা মহীসুরের দাওয়ানের নামে বঙ্গদেশের ... সমূহে মাদ্রাজে বোম্বাই ও তাহাদিগের শাখা ... অথবা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগারে ... জমা দিয়া তাহার রসিদ টেণ্ডারের সহিত পাঠাইতে পারিবেন এবং দাওয়ানের নামে মনি-অর্ডার অথবা কোম্পানির কাগজও পাঠাইতে পারিবেন।

৮। যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক টেণ্ডার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আমানতি টাকা দেয় ঋণের আংশিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং টেণ্ডার-দাতাকে তাহার টেণ্ডারের লিখিত অবশিষ্ট টাকা ১৮৮২ সালের ১৫ ই আগষ্টের মধ্যে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগারেই হউক অথবা বঙ্গদেশ বোম্বাই, মাদ্রাজ ও তাহার শাখা ব্যাঙ্কে দাওয়ানের নামে জমা দিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে টাকা জমা না দিলে আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারের টাকা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ঋণপত্র বাহির করা হইবে।

১০। টেণ্ডার গ্রাহ্য হইলে টেণ্ডারের সহিত দত্ত আমানতি টাকা আবেদন করিলেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

১১। এক হারের দুই বা ততোধিক টেণ্ডার হইলে (কম হারে টেণ্ডার লইবার যে কথা আছে তাহার অপেক্ষা যদি কম হারে না হয়) উপরে যে হারে ডিপজিট দিবার কথা আছে যদি আবশ্যক হয় সেই হারে প্রতি টেণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

১২। টেণ্ডারের যে হার বর্ণিত হইল, তাহাতে এক আনার ভগ্নাংশ থাকিবে না। যদি কোন টেণ্ডারে এক আনার ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং ভগ্নাংশবিহীন রোখে টেণ্ডার পূরীত হইবে।

১৩। সম প্রমাণের পরিহারার্থ প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত স্বতন্ত্র আর একটী টেণ্ডার দিতে হইবে এবং তাহার সহিত পৃথক আমানতও করিতে হইবে।

১৪। মহীসুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব হইতে ... টাকা (এক কোটী ৩ লক্ষ) আয় হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রকার ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চাইক্লনিবারণের নিমিত্ত যে টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার পরিশোধের জন্য যাহা দেওয়া হইতেছে, তাহা বাদে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।

১৫। ভারতবর্ষীয় ঐ ঋণবিষয়ক যে সকল বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইবে, তাহাতে টাকা লাগিবে না।

মহীসুরের দাওয়ানের কার্য্যালয় বাঙ্গালোর ১ লা মে ১৮৮২। } সি, রঙ্গাচার্য্য দাওয়ান।

Form of Tender

I hereby tender for Rupees of the Loan advertised in the Notification of the Dewan of Mysore dated 1st May 1 and agree to pay the same subject to conditions notified, at the rate of Ru

for every Rs. 100 alloted to

I enclose on account of the requi deposit of 2 per cent on the amount ten ed (*here enter particulars of deposit*) engage, if my offer is accepted to pay remainder of the amount of the loan a ted to me on or before the 15th Au 1882, in the manner prescribed in the N fication. Any allotment made to me may communicated to the following address.

Signature
Full addre

Form of Debenture

MYSORE RAILWAY, FIVE PER CE

LOAN 1882.

Bangalore, 1

No.

The Government of His Highnes Maha Raja of Mysore, in consideratio the sum of Rupees rece from promise to pay to the said or order, the sum of Rupees twenty years after the date hereof tog with interest at the rate of five per tum per annum, payable half yearly 15th February and 15th August

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ মুদ্রণ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের মুদ্রণ সংখ্যা প্রকা হইয়াছে। ইহাতে জগতের আদিম মানবজাতি ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ, দেবগণের মর্ত্ত্য আগমন, সংহিতা, গোদ্ধ পুরুষের পাণিনি সংক্রান্ত বি ভাষাভেদ, বিষ্ণুর লোকান্তরায় স্বয়ম্ভুবত্ব, সাংখ্য দ্বিজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক চৌম্বক, পারদ এই ১০ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। বি আটপেজি ফরমার ৮ ফর্ম্মা ভাল বাঁধাতে মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লি পাঠাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কা নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র

যশোহরের অপূর্ব্ব উৎসব।

সম্পাদক মহাশয়। আপনার ২৬ সংখ্যক পত্রিকায় প্রকাশিত "ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত ভবিষ্যদ্বাক্য সমাকরূপেই সুসিদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গোদ্যুক্ত পাশাত্মার চঙ্গার হস্ত হইতে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টরিয়ার অমূল্য জীবননিধি সুরক্ষিত হওয়ার নিমিত্ত তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে ২৪ এ মে হইতে ২৭ এ মে পর্য্যন্ত যশোহরে যে একটী আনন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার স্থূল স্থূল সমাচার আপনার পাঠকগণকে উপহার দেওয়াই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

উৎসব উপলক্ষে বহুব্যয়ে এখানে একটী নূতন নাট্যশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই নাট্যগৃহে নব রসাত্মক নাটকাভিনয় প্রদর্শন জন্য কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ন্যাসানল থিয়েটর সদলে সমাগত হইয়াছিলেন। উৎসবের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে যেরূপ চাঁদার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, দর্শক সাধারণের নিমিত্ত সেইরূপ প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় এইরূপ শ্রেণীভেদে যথাক্রমে ৫। ২ ও ১ টাকা মূল্যের কতকগুলি টিকিট করা হইয়াছিল। টিকিটধারী সাধারণ দর্শকের আসন যেরূপ শ্রেণীভেদে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, তদ্রূপ চাঁদা প্রদাতা মহাত্মাদিগের নিমিত্ত "রিজার্ভ সিট" নামে স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঐকান্তিক যত্নে যদিও উৎসব-ব্যাপার সুচারু হয় বটে, কিন্তু দেশীয় বিচারক, উকীল, আমলা প্রভৃতি জেলার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই কার্য্যের তত্ত্বাবধারক ও অধিনায়ক ছিলেন। অতএব তাঁহাদের অধ্যক্ষতা হইতে যেরূপ ফল উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের আশাতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ রঙ্গালয়ে প্রবেশের পূর্ব্বে আমরা কখন এরূপ প্রত্যাশা করি নাই যে, এতদুপলক্ষে সাম্প্রদায়িকতার দুর্ব্বার গতিবেগে সমাজ আলোড়িত হইবে! প্রত্যুত লোকসংখ্যানুসারে আসনের স্বতন্ত্রতাযুক্ত সম্প্রদায় ভেদ পরস্পর যে প্রকার বিদ্বেষ প্রকাশ ও বাধিত হইয়া গিয়াছে, তাহা লোকসমাজে প্রকাশ করিতেও আমাদের লজ্জাবোধ হয়। বলিতে কি অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এমন কি আমাদের উপাস্য দেবতার মধ্যেও কেহ কেহ আসবানন্দে বিভোর হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। এমত-ক্ষেত্রে শান্তিদেবী স্থিরভাবে কতক্ষণ অবস্থান করিতে পারেন? উৎসবের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বর্ণন করিতে হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়ে, সুতরাং তদ্বিষয়ে বিরত থাকিয়া শেষ দিনের একটী শোচনীয় ঘটনার আভাসমাত্র পাঠকগণের গোচর করিতেছি। আমলা শ্রেণীস্থ কোন সুসভ্য যুবক সুধাপানে প্রমত্ত হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ ও সম্ভ্রান্ত লোকের প্রতি অত্যাচার ও উপদ্রব আরম্ভ করেন। পুলিষ প্রহরিগণ তদীয় আচরণে বিরক্ত হইয়া নিবারণ চেষ্টা করায়, যুবক তাহাদিগকেও আক্রমণ করেন, অনন্তর শোণিতপাত সহকারে পুলিষকর্ত্তৃক বিলক্ষণ "উত্তম মধ্যম" পাইয়া বন্দীকৃত ও হাজতে নীত হইয়াছিলেন। অতঃপর পুলিষকর্ত্তৃক তাঁহার নামে অভিযোগ হইয়া পর দিবস শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাদানুবাদের বিচারে যুবার বেদমুদ্রা (৪ টাকা) অর্থ দণ্ড হইয়াছে। ভদ্র লোকের পক্ষে সাধারণ্যে এইরূপ অবমানিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর! কিন্তু অধুনাতন সভ্য যুবকগণ এবম্বিধ ঘটনাকে লজ্জা ও অবমাননার কারণ বিবেচনা করিয়া ক্ষুব্ধ বা সঙ্কুচিত হন না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! পাঠক! আমরা এতক্ষণ লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া মনের দুঃখে আমাদের সমাজের কৃতবিদ্য যুবকগণের আশ্চর্য্য সভ্যতার পরিচয় দিতেছিলাম। এক্ষণে গ্রেট ন্যাসানল থিয়েটরের আচার ব্যবহার ও অভিনয়দক্ষতার বিষয় সংক্ষেপে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক এই প্রস্তাবের উপসংহারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সামাজিক দূষণীয় আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির সংস্করণ পূর্ব্বক দেশের সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধন করাই থিয়েটরের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ন্যাসানল থিয়েটর কি বীরাচারে আমাদের সমাজ সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? সুরাপান এবং গণিকাশক্তিই যদি সমাজ সংস্করণের প্রধান উপাদান হইয়া থাকে, তবে এরূপ নিকৃষ্ট সমাজ অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হউক! আর উহার সংস্করণে প্রয়োজন নাই! একে বঙ্গ সমাজ সুরা ও গণিকাশক্তির প্রবল স্রোতে রসাতলে নিমগ্নপ্রায়, তাহাতে আবার রঙ্গালয়ে যাইয়া তদ্রূপ পাশবাচারের শিক্ষা ও উপদেশ পাইলে দিন দিন সমাজের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদিগের মতে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ এই সকল দূষিত আচার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অপকৃষ্ট নাটকের অভিনয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ প্রণালীতে সাধু সম্মত নাটকাদির অভিনয় করিলে দেশের ও সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে। অন্যথা বিষময় ফলোৎপত্তির নিতান্ত সম্ভাবনা। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে দেশীয় সম্পাদকগণ মধ্যে মধ্যে লেখনী পরিচালন করেন, ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

এখানকার নব নির্ম্মিত রঙ্গালয়ে ক্রমে তিন রাত্রি ন্যাসনাল থিয়েটরের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় রাত্রির অভিনয় স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ন্যাসানল থিয়েটরের যে প্রকার গুণগ্রামের কথা শুনা হইয়াছিল, অভিনয় দ্বারা তদনুরূপ তৃপ্তিলাভ হয় নাই। প্রথম দিনে মেঘনাদবধ ও যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল প্রহসনের অভিনয় যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে সভ্যগণ প্রীতি লাভ করিবেন কি অনেকে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রির অভিনয় অপেক্ষাকৃত উত্তম হইয়াছিল। সে দিন সীতার বনবাস ও চোরের উপর বাটপাড়ি প্রহসনের অভিনয় হয়। দৃশ্যগুলির অধিকাংশ উত্তম এবং অভিনয়ক্রিয়া সভ্যগণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তথাপি কয়েকটী বিষয় যে নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (১) অভিনেত্রীগণ পাউডারের দ্বারা অঙ্গরাগ করায় ও অভিনেতৃগণ তাহা না করায় রঙ্গস্থলে ঠিক এক জাতীয় পুরুষ ও অপর জাতীয় স্ত্রী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। (২) লব কুশের অভিনয় যদিও মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুটী বারবনিতাকে লব কুশ সাজাইয়া দেওয়ার দ্রষ্টব্য নিতান্ত অসঙ্গতি-দোষে দূষিত হইয়াছিল। আমাদিগের মতে শ্মশ্রুযুক্তদের পূর্ব্বে পুংজাতিকে স্ত্রী সাজাইলে বরং সঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রী জাতিকে পুরুষ সাজাইলে কখনই সঙ্গতি রক্ষা হয় না। এই সকল ও অন্যান্য নানা কারণে ন্যাসানল থিয়েটরের নাটকাভিনয় আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তৃতীয় রাত্রির অভিনয় আমরা স্বচক্ষে অবলোকন করি নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার মতামত ব্যক্ত করিতে উদ্যুক্ত নহি। ২৬ মে পর্য্যন্ত থিয়েটর এবং ২৭ মে আতসবাজি হইয়া উৎসব ক্রিয়ার সমাপ্তি হইয়াছে। ৪।৫ সহস্র টাকার মধ্যে পর্ণকুটির এক খানি সামান্য নাট্যশালামাত্র যশোহর বাসীদিগের দৃষ্টিপথে অবস্থিত রহিয়াছে। এই টাকাগুলি সাধারণ হিতকর কোন প্রকার স্থায়ী কার্য্যে ব্যয় করিলে যশোহরের একটী প্রধান অভাব দূর হইত, আর উৎসঙ্গে সঙ্গে প্রধান অধ্যক্ষের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত: কিন্তু "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম" আমাদের কেবল অরণ্যে রোদন করা মাত্র "অলমতি বিস্তরেণ।"

কৃপাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীজটাধর শর্ম্মণঃ।

সোমপ্রকাশ

২৩ এ [illegible]

[illegible]

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

[illegible] ভাব সম্বন্ধ ধারণা বিচার করিলে আমরা ভাবতের কিছু কিছু আভাস পাইতে পারি। অতীত ইতিহাস কি সাক্ষ্য দিতেছে, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে এবং বর্ত্তমান রাজ্যশাসন প্রণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলে [illegible] ভারতসাম্রাজ্যের পরিণাম অনেকটা বুঝিতে পারি।

ইতিহাস যতদূর পর্য্যন্ত আত্মপরিচয় প্রদানে সক্ষম হইতেছে, তাহাতে আমরা দেখিতেছি,—অতি প্রাচীনকালাবধি ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা-ধনে বঞ্চিত হইয়া আছেন। উত্তর পশ্চিমের গিরিপ্রাকার অতিক্রম করিয়া বিজিগীষু নৃপতিগণ পুনঃ পুনঃ স্বপ্রভুত্ব ভারতবর্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্য সমুদয় হস্তগত করিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়গণ এতকাল পর্য্যন্ত সেই জয়শীল বীরবৃন্দের পদবিমর্দ্দিত হইয়া আসিতেছেন। পৌরাণিক ক্ষত্রিয়দিগের শৌর্য্যবীর্য্য বিশ্বাস করিলেও ভারতবর্ষ যে, বৈদেশিক ক্ষত্রিয়দিগের দ্বারা দলিত হইয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণগ্রন্থেই উক্ত আছে, যবন [illegible] পাশ্চাত্যজাতি ভারতবর্ষে আসিয়া অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, খৃষ্ট পূর্ব্ব শতাব্দীর পূর্ব্বে পারসীরাজ সাইরস ভারতবর্ষের কিয়দংশ পরাজয় করেন। অনন্তর [illegible] ডেরায়স এদেশে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া সিন্ধুনদ [illegible] স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া যান। [illegible] খৃঃ পূর্ব্ব ৩২৬ বৎসর পূর্ব্বে মাসিডনরাজ আলেকজাণ্ডর ভারতবর্ষে আগমন করেন। তদনন্তর মুসলমানেরা পুনঃ পুনঃ এদেশে আসিয়া নিষ্ঠুর অত্যাচারের সহ চতুর্দ্দিকে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইতিহাস পাঠে আমরা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে পারি, ভারতবর্ষের [illegible] অনেক দিন অবধিই হইয়াছে। বৈদেশিক রাজগণ পুনঃ পুনঃ এদেশে আসিয়া বিস্তর অত্যাচার করেন এবং অবশেষে আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হন। ভারতবর্ষের ন্যায় পৃথিবীর কোন দেশ বিদেশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক এতাদৃশ উৎপ্রপীড়িত হয় নাই এবং কোন রাজ্যের রাজা পুনঃ পুনঃ এত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলির উপর যদ্যপি আমরা সম্যক্‌রূপে নির্ভর করি, তাহা হইলে ভারতসাম্রাজ্য পরিণামে যে অন্য কোন বৈদেশিক রাজার হস্তগত হইবে না, অবিচারিতচিত্তে আমরা এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। সকল মনুষ্যের মৃত্যু আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্যের চরমদশায় মৃত্যু ঘটে; এতদ্দর্শনে যাহারা জীবিত আছে, এক দিন তাহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এই সিদ্ধান্ত আমরা মনে মনে করিয়া থাকি। ভারতসাম্রাজ্যের পক্ষেও কি তদ্রূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধিত হইতেছি, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেবল বিদেশীয় রাজগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া এখানে স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন করিয়া আসিতেছেন, বর্ত্তমান রাজাকেও যে, কোন বৈদেশিক নৃপতি অধিকার বিচ্যুত করিবেন অতীত ঘটনা দর্শনে তাহার অনুমান হইতে পারে। কিন্তু ইংরাজজাতির বিষয়ে সে অনুমান সুসঙ্গত কি না, একবার পূর্ব্বাপর যাবতীয় বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, কি কারণে ভারতবর্ষ পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক রাজগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। কেন এই বিশাল রাজ্য বিদেশীয়গণের লীলাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে? ভারতবর্ষের যাবতীয় জাতি নিস্তেজ ও যুদ্ধনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ নহেন, তবে কি কারণে তাঁহারা বিদেশীয় দিগের পদতলে এত বারম্বার দলিত হইয়াছেন? ইহার অনেকগুলি বিশিষ্ট কারণ আছে। আমরা ভারতবর্ষের চিরন্তন অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি, এই সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য চিরকাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। কস্মিন্ কালে এ দেশ এক রাজার করতলস্থ ছিল না। যখন কোন নৃপতি প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেন, তিনি বাহুবলে অন্যান্য রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন। ফলতঃ একতা কোন কালে ছিল না, সুতরাং ভারতের বলবিক্রম কোনকালে দৃঢ় হইতে পায় নাই। পরস্পর সদ্ভাব না থাকিলে পদে পদে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টলাভের সম্ভাবনা থাকে না। কোন বিদেশীয় শত্রু একটী রাজার রাজ্য আক্রমণ করিলে পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিগণ স্বপক্ষ ও শত্রুর পক্ষীয় হইয়া দাঁড়াইলেন। এ দেশের নৃপতিগণ বিদেশীয় শত্রুকে [illegible] করিবার নিমিত্ত কখন মিলিত হইয়া সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হন নাই; বরং তাঁহারা স্বদেশের বিরুদ্ধাচরণই করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণ চিরকাল অত্যন্ত বিলাসাসক্ত। রাজকার্য্যের প্রতি তাঁহাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, কেবল অন্তঃপুরেই অঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐশ্বর্য্য সুখভোগের বৃথামোদে কাল যাপন করিতেন। অমাত্যই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। বিশেষতঃ ভয় অনিষ্ট নিবারণের জন্য কাহারও প্রচুর যুদ্ধায়োজন থাকিত না। সৈনিকগণ আপন আপন বিষয়-কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত করা হইত। বিবেকশূন্য জমিদারেরা এক্ষণে যেমন দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হইবার সময় ইতর জাতিদিগকে বেতন দিয়া মারপিট করিতে লইয়া যান, তদানীন্তন যুদ্ধকার্য্যও অনেক পরিমাণে তদ্রূপ ছিল। ভারতবর্ষ এত বৃহৎ এবং এখানে বিলক্ষণ বীরপুরুষও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এত দূর দুরবস্থা কখন একীভূত হয় নাই এবং বীরগণও শিক্ষা ও একতাভাবে নিজ নিজ দুর্দ্দমনীয় প্রকাশের সুবিধা পান নাই। এই সমস্ত কারণে সুবিশাল ভারতবর্ষ চিরকাল পর রাজার মৃষ্টিমেয় নিষ্পিষ্ট হইয়া আসিতেছে।

পাঠক এখন দেখুন, উপরে যে সমস্ত অসুবিধার কথা লিখিত হইল, অধুনা তাহার অনেক নিরাকৃত হইয়াছে। ভারতে ইংরাজ আধিপত্য প্রকৃতভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, আর ইহা নানা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত নাই, সমুদায় ভারত এক বিশাল অখণ্ড রাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। এদেশীয় রাজগণ নিরস্ত্র সম্পন্ন হইয়াছেন। এখন বিদেশীয় রাজার বলভৃত্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে লর্ডলিটনের বক্তৃতার রাজার রাজাচ্যুতি [illegible] একটী প্রথা কালে আছে, তাহার ক্রমে [illegible] লিত হইতেছে। তাহা সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত হইলে আর কোন আশঙ্কা থাকেনা। সে আশঙ্কা প্রজার বিরাগ। সেই বিরাগের আবার প্রধান কারণ কোম্পানির [illegible] বর্ত্তমান থাকাতে ইংরাজ ও ভারতবাসীর পরস্পর সদ্ভাব সম্যক সংস্থাপিত হইতেছে না। উভয়ের হৃদয়ে সম্প্রেমভাব উদ্দীপ্ত না হইলে বিষময় বিদ্বেষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াও কালক্রমে তাহাতেই আবার বিষময় ফল প্রসব করে। ইংরাজেরা এদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বহুকাল ভারতবাসিদের সঙ্গে কোন ভিন্নদেশীয় ভাব না রাখিতেন, তবে ঈদৃশ পরাক্রান্ত সুখের রাজ্য কোথাও দৃষ্ট হইত না। আয়র্লণ্ড ইংরাজদিগের অধিকৃত হইয়াছে, ইংরাজেরা অনেক দিন সে দেশ আপনাদের শাসনাধীনে আনিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডবাসিদের প্রতি তাঁহারা সদয়

ন নাই, এবং অধুনাতন ইংলণ্ডের ভূস্বামিগণ রিষদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অশ্রদ্ধাভাব ছেন। তজ্জন্যই আজ আয়র্লণ্ডে এত গোল ব চলিতেছে। ইংরাজেরা যদ্যপি তাঁহাদের সঙ্গে ন প্রকার ভিন্নভেদভাব না রাখিতেন এবং মিগণ যদ্যপি প্রজাদের প্রতি সদয় ব্যবহার তেন তবে আজ তদ্দ্বীপে এত লোমহর্ষণ ঘটনা টিত হইত না।

ভারতবর্ষেও ইংরাজ ও এদেশীয় লোকের বিলক্ষণ ক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যভাব দিন দিন তে অপগত হয় এবং ভারতবাসিগণ যাহাতে ন্তুলারূপে ইংরাজদের সঙ্গে রাজকার্য্যে অধি- লাভ করিতে পারেন, ক্রমশঃ এরূপ যত্ন া একান্ত আবশ্যক। প্রজার মনে কোন র বিরাগের কারণ রাখা উচিত নয়। প্রজারা মনে মনে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ থাকে, নানা রে উৎপীড়িত হইলে কাহারও মুখে বাঙ্‌নি- করিবার ক্ষমতা না থাকে এবং হৃদয়ে দারুণ াব বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহা হইলে সময় উপ- হইলে উহার ফল সুখবহারক হয় না।

প্রজার বিরাগ যে অনিষ্টের কারণ, ইহা রাজ- -কুশল ইংরাজজাতির হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার াবশ্যকতা। তথাপি আমরা দুই একটী কথা । আজ ইংরাজজাতির সহিত আইরিষ র পরস্পর বিদ্বেষও অশুভ ভাব উপস্থিত াছে। কল্য যদি ইউরোপীয় অন্য কোন র সঙ্গে ইংলণ্ডের ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ য়া উঠে, তবে আইরিষেরা আরও ভীষণমূর্ত্তি া করিতে পারে। এমন কি তখন ভয়ঙ্কর ৎসের উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব নহে। ইংরা- এইরূপে দুই দিকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিবেন, অবসরে রুষজাতি যদ্যপি ভারতবর্ষ আক্রমণ , তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। লকার লোক অসন্তুষ্ট হইয়া এ কথা শেও যে, অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হইবে না, তাহা ন সম্ভাবিত নহে। এইরূপে চতুর্দ্দিকে শত্রুবৃদ্ধি ল এই ভারতবাসিগণ অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হইয়া কলে তাহা বিলক্ষণ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ বিদেশীয় রাজগণের অধীনস্থ হইবার একটী কারণ আছে। দেশীয় স্থানের াবিক অথবা পর আক্রমণের অনুকারিণী য়া বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষে সমতল ভূমি বিস্তীর্ণ, মধ্যে মধ্যে উপরেও অনেকাংশে বিলক্ষণ ই, অধিকাংশ স্থলে আত্মরক্ষোপযোগী পর্ব্বত ারাদি কিছুই নাই; যতই কেন লোকবল ক না, এটী সাম্মুখ যুদ্ধে এক পক্ষ পরাভূত হয়; এই সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া ইংরাজেরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সীমা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত বহুকাল হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কয়েকবার অনর্থক আফ- গান যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাহ্য দুর্গ, বাহ্য সীমা- প্রদেশ দৃঢ়করা অপেক্ষা ভারতবর্ষের অন্তর্দুর্গ দৃঢ় করা অধিকতর আবশ্যক হইয়াছে। ইংরাজদিগের যেমন সুশিক্ষিত সেনা ও সেনাপতির বল আছে, সেমনি যদি ভেদ বিজিগীষু ভাবের দূরীকরণ ও প্রজার বিরাগ কারণের উন্মূলন করিয়া তাহাদিগকে একান্ত অনুগত করিয়া তুলা হয়, তাহাদিগের ইংরাজ রাজ বকে আপনাদের রাজত্ব বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আর বাহ্য দুর্গ দৃঢ়ীভূত করিবার প্রয়োজন হইবে না। স্পার্টাবাসিরা স্বনগরকে যেমন প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে ঘৃণাবোধ করিয়াছিলেন, ইংরাজেরাও সেইরূপ ঘৃণাবোধ করিবেন এবং সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে পারিবেন। যাহা হউক, বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী যেরূপে পরিবর্ত্তিত হইলে ভারতসাম্রাজ্য দৃঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে, আগামী বারে তাহার পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কারাবাসিদিগের যাবজ্জীবন শাস্তির অবৈধতা।

আমরা কারাগারের বর্ত্তমান দণ্ডপদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেকবার লেখনী ধারণ করিয়াছি। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে মনুষ্যের হৃদয় কোমল ও দয়াপূর্ণ হইয়া আসিতেছে; পূর্ব্বে যে স্থলে সূচ্যগ্রে দেহ বিদীর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে লবণ পুরিয়া দিলে ক্রোধের শান্তি হইত, এক্ষণে তাদৃশাপরাধে অপরাধীকে একমাস কারারুদ্ধ করিলেই পর্য্যাপ্ত হয়। অপরাধীর প্রতি নৃশংস আচরণ এখন সভ্যসমাজ হইতে দিন দিন অপগত হইতেছে। এটী মনুষ্যের চিত্তোন্নতির লক্ষণ। অসভ্য লোকেরা হিংস্র পশুর তুল্য, তাহাদের ক্রোধবৃত্তি অতিশয় প্রবল। অপরাধীর প্রতি নির্দ্দয় আচরণ না করিলে তাহাদের প্রজ্বলিত ক্রোধের উপশম হয় না। এ দিকে সভ্য লোকের অভিমান-বৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অল্প কারণেই মানের আকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং জনসমাজে সম্মান লাভের জন্য ব্যস্ত হন। অসভ্য লোকে প্রতি হিংসা করিবার নিমিত্ত অপরের অনিষ্ট করে, সভ্যেরা মান ও প্রতিপত্তি রক্ষার নিমিত্ত করেন। অসভ্যেরা যে স্থলে অপরাধীর পাদদেশ হইতে পুঁতিয়া পুঁতিয়া কাটিতে কাটিতে ছয় মাসে তাহার প্রাণ নষ্ট করিবে, সভ্যেরা শাণিতাস্ত্রে এক চোটে পলকমধ্যে তাহার প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই অপরাধীর শাস্তিবিধান আছে; কিন্তু এই শাস্তিবিধানের প্রণালী ও উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। অপরাধীর চরিত্র সংশো ধন এবং সাধারণকে সতর্ক করা দণ্ডবিধানের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক এবং লোমহর্ষণ দণ্ডবিধি- গুলি এককালে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দুঃশীল লোকের মনে আতঙ্ক জন্মাইবার কারণ কিয়ৎপরি মাণে দণ্ডের কঠোরতা রাখা বিধেয়, কিন্তু যন্দ্বারা প্রাণের প্রতি ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, তাদৃশ দণ্ড প্রণালী সর্ব্বথা পরিহার্য্য। পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সভ্যজনোচিত এই বিশুদ্ধ ব্যবস্থা সর্ব্বদা রাজ পুরুষদিগের লক্ষ্যপথে পতিত হয় না। রাজপু আসামী এবং জেলখানার বন্দীদিগের কষ্ট দেখিলে হৃদয় চমকিত হয়। প্রথমে অপরাধী ধৃত হইলে দুরন্ত কালপুরুষ পুলিসের হস্তে তাহার প্রথম পরীক্ষা। বেদাগী করিয়া যত যন্ত্রণা দিতে পার— ধাও; চেঁচিয়া, ঠাসিয়া, মাড়িয়া, বুকে বাঁশ দিয়া অপরাধ কবুল করাও। চৌদ্দ বৎসর কারাবাসে স্বস্তি আছে, কিন্তু একরাত্রি পুলিসের হস্তে থাকিলে নিস্তার নাই, প্রাণরক্ষার উপায় নাই। আসামী কি করে?—নির্দ্দোষ হইলেও অপরাধ স্বীকার করিল পুলিসের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত লোক প্রবেশ করাতে এখন এ ভাবের বহুল প্রচার নাই বটে; কিন্তু এককালে এ ভাবের অন্তর্দ্ধানও হয় নাই কেশরীর কবলোত্তীর্ণ হইয়া এখন শার্দ্দূলের ভীষণ দংশন—আসামী হাজতে আসিল। জেলখানা কেমন স্থান? কেবল অসত্ত্বপিশাচে পরিপূর্ণ, তাহার উপর প্রহরিগণ ক্ষুদ্র রাক্ষস। সেখানেও কষ্টের একশেষ হইল। তৎপরে বিচারের নিষ্পত্তি হইয়া গেল,— কঠিন পরিশ্রমের সহিত আসামীর কারাবাস বলীবর্দ্দের ন্যায় অপরাধীকে ঘানিগাছে জুড়িয়া দেওয়া হইল। ছাগলে যব মাড়িতে পারে না, বলদের কার্য্য মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। ঘানিতে ফিরিয়া কত লোক উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

এদেশীয় লোক স্বভাবতঃ অতিশয় দুর্ব্বল, বক্ষঃস্থল নিতান্ত ক্ষীণ। দুর্জ্জয় ঘানিগাছ টানিয়া সুস্থ দেহে থাকিতে পারে, এ প্রকার বলিষ্ঠ লোক অতি বিরল। ঘানি টানিতে টানিতে অনেকেরই হৃদয় ও ফুসফুসে সাংঘাতিক রোগ উৎপন্ন হয়। এতাদৃশ শোচনীয় ঘটনা সময়ে সময়ে অনেক জেল খানায় ঘটিয়া থাকে। যাহাদিগকে কিছুদিনের নিমিত্ত কেবল কারারুদ্ধ করা হয়, প্রকারান্তরে তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবার কারণ কি? পরিশ্রমের কঠোর প্রণালীই কি ইহার একমাত্র হেতু নহে? সেই কঠোর পরিশ্রমের নিয়ন্ত্রী রাজপুরুষদিগের অবিবেকতাই কি তাহার মূল কারণ নহে? এই কঠিন পরিশ্রমের সাক্ষাৎ ফল

ব্রোগ ও ফুসফুসের পীড়া এক এক সময়ে এঠাৎ
থাকে। জেলখানার চিকিৎসকগণ তাহার
ত কারণ অনায়াসে বুঝিতে পারেন। কিন্তু এই
ণ পরিশ্রমে পরম্পরা সম্বন্ধে যে সকল রোগের
ত্তি হয়, চিকিৎসক তৎপ্রতি প্রায় মনঃসংযোগ
ন না। যাহা হউক, আমরা স্বীকার করি-
ব,—খানি টানিয়া সংবাদের কয়েদীরা ছরারোগ্য
গ্রস্ত হইতেছে না, কিন্তু সময়ে সময়ে দুই একটী
কও যদাপি চিরবন্ধন পীড়িত হইয়া পড়ে,
রও ঘোর অনুশোচনার বিষয়। প্রথমতঃ, অন
ধির মধ্যে প্রবাহিত করা দেহের পক্ষে সাতিশয়
হকর; তাহাতে হৃদ্রোগ, মস্তিষ্কের পীড়া এবং
র্ণ ব্যাধি উপস্থিত হয়। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক-
ই দুই কথার সারবত্তা অবশ্য স্বীকার করি-
। দ্বিতীয়তঃ খানিগাছের দণ্ড বক্ষস্থলে লইয়া
া বেড়ান কতদূর কষ্টকর, তাহা আমাদের বল-
ত আইসে না। এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ড এবং ফুস-
র সূত্রে সূত্রে ভয়ঙ্কর চাড় পাইতে থাকে, সুতরাং
র পরিণাম যে ঘোর অনিষ্টকর হইবে, তাহাতে
ন সন্দেহ নাই। যে সমস্ত চিকিৎসকের হস্তে
ভাগ্য বন্দীদিগের জীবন সমর্পিত আছে, শ্রমের
ার ভেদে পরিণামে কিরূপ অশুভ ফলোৎপত্তি
ত পারে, ইহা তাঁহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা
ধ্য। কয়েদিরা কি প্রকার শ্রম করিতে সক্ষম
ব এবং পীড়িত হইলে কি প্রকার ঔষধ ও
ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কেবল এই সকল
ষয়ের তত্ত্বাবধান করিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম
ম্পাদন করা হয় না। কোন শ্রম মনুষ্যদেহের
যোগ্য, স্বাধীনভাবে এ বিষয়েও নিজ নিজ মত
কাশ করা উচিত। জেলখানায় কি প্রকার
গের প্রাদুর্ভাব অধিক, সেই রোগোৎপত্তির
ণ কারণ কি, এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট
লে বিস্তর অনিষ্টকর কারণের সংশোধন হইতে
র।

আমরা জেলখানার আভ্যন্তরিক নানাবিধ অত্যা-
রের কথা এ স্থলে প্রকাশিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের
া-শৈথিল্যের ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ করিতাম।
ক কারাগারের ভিতর কি অন্যায় ও অবৈধ কার্য্য-
ল ঘটিতেছে, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেও তাহা
মাণ করিবার কাহার সামর্থ্য আছে? পর্জ্জন্যদেব
া প্রকাশ পূর্ব্বক যে কয়েক আড়ক জল বিতরণ
রন, তাহার অধিকাংশই সমুদ্রে এবং পর্ব্বতে
তিত হয়,—কৃষকের ক্ষেত্রে প্রায় যৎসামান্য পতিত
য়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভাগা বন্দীদিগের ভাগ্যে
প্রকার খাদ্যোপভোগের লিপি লিখিয়া দিয়াছেন,
হার সমস্ত ধারা ভঠরানলকিষ্ট কয়েদিদিগের
শুষ্ক বদনে পতিত হয় না,—অধিকাংশই এদিকে
ওদিকে প্রবাহিত হইয়া যায়। কিল, চাপড় ও
ঘুসি ত কথার মাত্রা। কাছারীর নায়েব গোমস্তা,
থানার বরকন্দাজ এবং জেলের প্রহরী—ইহারা দিন
দুনিয়ার মালিক। কয়েদির তামাক খাওয়া অভ্যাস
ছিল; জেলে তামাক খাইতে নাই,—কিন্তু টাকা
দিলে আছে। কয়েদী এক আধ টান গাঁজা টানিত;
জেলখানায় গাঁজা চলে না, তবে তাহার মত ব্যবস্থা
করিতে পারিলে চলে। কয়েদী পূর্ব্ব হইতে দু
একটা ছিটা টানিত, বড় মটরের মত এক বার
আফিমেরও মৌতাত ছিল; গুলি কিম্বা আফিম না
পাইলে নেশাখোরের পেট ফাঁপে; কিন্তু পেট
ফাঁফক, ফাটুক, চটুক আর যাহাতম হউক, জেল-
খানায় নেশার চলন নাই, কিন্তু প্রহরীকে শাসনা
করিতে পারিলে চলে। প্রমাণ হয় না, নচেৎ
জেলের কয়েদিদিগেরও বাজে খরচ আছে। আমরা
অপরাধ ধরিয়া দিতে পারি না, আমাদের তেমন
সুযোগও নাই, তজ্জন্য জেলের প্রহরীদিগের দোষ
সপ্রমাণ করিতে পারি না। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মনো-
যোগী হইলে জেলের অনেক অপরাধ ধরিতে পারেন;
তাঁহাদের সুবিধা বিস্তর, সুতরাং অপরাধ সপ্রমাণ
করিতেও পারেন এবং তাহার প্রতিকারও হয়।
কিন্তু কার্য্যের সুব্যবস্থা নাই, জেলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা
কতক্ষণ থাকেন? ক্ষণকালের নিমিত্ত জেল পর্য্য-
বেক্ষণ করিয়া আসিলে অপরাধী ধৃত হয় না।
আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব করিতেছি,
জেলখানায় খানিটানা শাস্তি বিধানটী কত দূর-
সঙ্গত একবার তাহা উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখা
আবশ্যক। দুর্ব্বল ব্যক্তি এই দুরূহ কার্য্য নির্ব্বাহে
অসমর্থ হয়, তথাপি তাহাদের যন্ত্রণার লাঘব নাই।
একে খানিটানার শ্রমে দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে,
তাহার উপর প্রহারের ধমক,—"বাপ" বলিলে
রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। গবর্ণমেণ্ট কয়েদিদিগের
যে প্রকার শ্রমের ব্যবস্থা করুন না, প্রহরিদিগের
হস্তে তাহার ষোল আনা আদায় হইয়া যায়। অত-
এব জেলের আদ্যোপান্ত কার্য্য প্রণালীর প্রতি উত্ত-
তম কর্ম্মচারিদিগের তীব্র দৃষ্টি থাকা সর্ব্বতোভাবে
বিধেয়।

ইণ্ডিয়ন ডেলিনিউসের বিদ্রোহস্বপ্ন।

ভারতে যে সকল ইউরোপীয় আছেন, তাঁহারা সকলেই যে নীচমনা ও পর শুভদ্বেষী, এ কথা আমরা বলি না। তন্মধ্যে অনেক ভারতহিতৈষী মহামনা ব্যক্তি আছেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভারতের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। ভারতবাসিরা উন্নত হইয়া উঠেন, এটী তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা পক্ষান্তরে, আবার এরূপ কতকগুলি নিকৃষ্ট স্বভ
সম্পন্ন ইউরোপীয় আছেন, তাঁহাদের এ ইচ্ছা
যে, এ দেশীয়েরা মস্তক উন্নত করিয়া তুলেন।
দিগকে পদ দ্বারা দলিত করিয়া রাখাই তাঁহা
অভিপ্রেত। অতএব তাঁহারা যে এ দেশীয়দি
বাক্যে কার্য্যে ও লেখায় দুঃস্বপ্ন দর্শন করিবেন, ত
আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহাদের সুনিদ্রা
সুষুপ্তি হয় না, মাদকসেবীর ন্যায় তাহাদের নি
নানা প্রকার দুঃস্বপ্নে কলুষিত ও বিপ্লুত হয়। যা
যেমন স্বভাবের দোষ, সে তেমনি দুঃস্বপ্ন দর্শন ক
কামুক স্বপ্ন দেখে সে যেন দিব্যাঙ্গনা পরিবে
হইয়া অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। লো
স্বপ্ন দেখে, পুলিষ প্রহরিরা আসিয়া তাহাকে ব
করিয়া নিদারুণ প্রহার করিতেছে। যাহারা
দেশীয়দিগের অনিষ্টকারী, তাহারা যে ইহা
হইতে প্রত্যনিষ্ট স্বপ্ন দর্শন করিবে, তাহা বিস্ময়
নহে। বর্ত্তমান বর্ষের ২৬ এ মের ইণ্ডিয়ান ডে
নিউসের প্রথম প্রস্তাব লেখক সোমপ্রকাশে
"ভারত সাম্রাজ্যের পরিণাম" প্রস্তাব দর্শন করি
এইরূপ একটী অদ্ভুত বিদ্রোহ স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

প্রথমে যদি আমরা ডেলিনিউসের প্রস্তা
লেখকের ধৈর্য্যশালিতার প্রশংসা না করি, তা
হইলে বোধহয়, নিরয়গামী হইব! তিনি এম
ধীর পুরুষ যে আমাদের প্রস্তাবের শেষ পর্য
অপেক্ষা করিতে পারেন নাই! সোমপ্রকাশে
"ভারতসাম্রাজ্যের পরিণাম" প্রস্তাবটী ভাগ ভ
ক্রমে প্রচারিত হইতেছে। এখনও তাহার উ
সংহার হয় নাই। এ স্থলে ডেলিনিউসের প্রস্তাব লে
কের সহৃদয়তার ও সামাজিকতার ও সর্ব্বতোভা
প্রশংসা করা আবশ্যক! তাঁহারা দুই এ
কথা শুনিয়াই যে স্বরক্ততা ব্যক্ত করেন, আ
ডেলিনিউসের নিকটে আজ এই সভ্য
টীর শিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম: আমরা যে প্রস্ত
লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদে
প্রতিপন্ন করা মুখ্য উদ্দেশ্য যে ভারতবর্ষীয় গ
মেণ্ট সর্ব্বপ্রকারে বদ্ধমূল হইয়াছেন, তাঁহা
স্থায়ীতার উপযোগী উপকরণ সমুদায়ই এ
সংঘটিত হইয়াছে, কেবল একটী বিষয়ের অসঙ্গ
আছে, সেই অসঙ্গতিটী দূর করিয়া গবর্ণমে
সর্ব্বতোভাবে স্থায়ী হন, এই আমাদের বাঞ্ছনী
সে অসঙ্গতিটী এই:—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভ
প্রভাব অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই। ইং
রাজপুরুষেরা এখন অধিকাংশ বিষয়ে জেতৃ বি
তত্ত্ব ভাবের পরিচয় দিতেছেন এবং জো ও বি
তার প্রতি সপক্ষপাত ব্যবহার করিতেছে
যাহাতে! এই বিসদৃশ ব্যবহারের 'লোপ

বর্ণমেণ্টের সর্ব্বত্র সমদর্শিতা হয় ইহাই আমাদের
র্থনীয়। সমদর্শিতা না থাকাতে যে যে অনিষ্ট
টিবার আশঙ্কা আছে, তাহা বিশদরূপে রাজপুরুষ
গের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত আমরা অতি
স্তুতভাবে এই প্রস্তাবটী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।
ডেলিনিউসের ভ্রমপ্রদর্শনার্থ আমাদিগকে প্রথম
লখিত প্রস্তাবের কোন কোন অংশ এ স্থলে উদ্ধৃত
রিয়া দিতে হইল।

যদি ব্রিটিশ জাতি এই ভাবিয়া মনে মনে গর্ব্বিত
ন, যে আমরা যেরূপ ধনজনসম্পন্ন হইয়া ভারত-
র্ষে বদ্ধমূল হইয়াছি, তাহাতে আমাদের কোন
ালে উন্মূলন সম্ভাবনা নাই। প্রজা অনুরক্ত হউক
াব বিরক্ত হউক, তাহা আমাদের দেখা আবশ্যক
রে না। আমরা সেই অভিমানের উন্মূলনার্থ ইতি-
স প্রমাণ দিয়া লিখিয়াছিলাম, জগতে কেহ স্থায়ী
ন। কালচক্র পরিবর্ত্তিত হইয়া সকলকে পরি-
র্ত্তিত করিতেছে। ব্রিটিশ জাতি যে এই নিয়মের
ধীন হইবেন না, ইহা সম্ভাবিত নহে। আমরা
থম প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম:—

"সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কিছুই অবিনশ্বর নহে,
ুদাকার বৃক্ষ প্রবল বাত্যায় উৎপাটিত হইতেছে,
াল সহকারে শুষ্ক হইতেছে; দুর্দ্দান্ত সিংহ, ব্যাঘ্র
, ভল্লী, বৃদ্ধ হইতেছে, কাল পূর্ণ হইলে মৃত্যুমুখে
তিত হইতেছে, মহাপরাক্রান্ত বাজার রাজা ও
ভূশক্তিও যে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা
রূপ বিশ্বাস করিতে পারা যায়। অতীত সাক্ষী ইতি-
স প্রমাণ দিতেছে কোন রাজার রাজ্য চিরকাল
কভাবে থাকিতে পারে না। আজ ব্রিটিশ সিংহ
কশর ফুলাইয়া ঘোর পিঙ্গল চক্ষু ঘুরাইতে ঘুরাইতে
র্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু অতীত ইতিহাসে যদি
শ্বাস করি, অদ্য হউক, আর শতাব্দে হউক,নিশ্চিত
প্রতাপ কখন অবিচলিত থাকিবে না। মৃত্যু
পরিহার্য্য, এক দিন সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত
ইতে হইবে" ইত্যাদি।

এই বাক্য গুলি কি বিদ্রোহের উদ্দীপনকারী?
কোন রাজার রাজা চিরকাল এক ভাবে থাকিতে
রে না" এই কথা বলাতে কি প্রজাদিগকে এই
পদেশ দেওয়া হইয়াছে, প্রবাগণ। তোমরা আর
লম্ব করিতেছ কেন? ইংরাজরাজ্য ত পরিণামে
াকিবে না, অতএব তোমরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রণ-
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও? ডেলিনিউসের প্রস্তাব-লেখ-
কের বুদ্ধির কি সূক্ষ্মতা! কি সরলতা! এই কথায়
ঞ্জবিধবার নিকটে চুণ চাহিবার গল্পটী আমাদের
তিপথে উদিত হইল। যিনি এমন খষের খাঁ! চরি-
ব বিরিঞ্চি প্রভৃতি কালে লীন হইবেন। কাল অতি
লবন্তর। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও কালে লয় প্রাপ্ত হই-
বেন, একথা শুনিয়াও যার শির কাঁপিয়া গেল,
দেহ শিহরিয়া উঠিল! ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এমন
ভক্তকে যে আজও কোন প্রকার পুরস্কার দেন
নাই এবং সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করেন
নাই, এটী আমাদের বড় ক্ষোভের বিষয়!

ইহার পরেই সোমপ্রকাশে কি লেখা হইয়াছে
পাঠক তাহা একবার শ্রবণ করুন। বদ্ধমূল সাম্রাজ্য
যে যে কারণে বিনষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া বলা
হইয়াছে "বিজিত রাজ্যে স্বদেশবাসিদের আক্রমণ,
ক্ষেত্রাজকর্ম্মচারিদিগের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন এবং
অন্য রাজার আক্রমণ, এই তিনটী রাজ্য-বিনাশের
হেতু।" তাহার পরেই, লিখিত হইয়াছে, "ভারত
বাসিরা কস্মিন্‌কালে বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজদিগের
অনিষ্ট সাধন করিবেন, সে সম্ভাবনা নাই।" তাহার
পর তাহার কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ডেলিনিউ-
সের চাটুক্রিয় প্রভূভক্ত প্রস্তাব লেখককে আমরা
জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিদ্রোহের উদ্দীপনের কি এই
উপায় ও এই রীতি? আর অধিক উদ্ধৃত করিয়া
প্রস্তাবটীকে বৃহৎ করিয়া তুলিবার প্রয়োজন হই-
তেছে না। যদি স্মরণ না থাকে, পাঠক
এক বার ২৬ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশ খানি
দেখিবেন।

ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখকের বাঙ্গালা জ্ঞানও
বড় টন টনে! আমরা অস্ত্র-সংক্রান্ত আইন-
ঘটিত অত্যাচারের গুরুতা প্রতিপাদন নিমিত্ত পরি-
হাস করিয়া লিখিয়াছিলাম "দশকর্ম্মা ব্রাহ্মণেরা
আর খোলা কাটিবার ছুরিকা পান না, এবং নাপি-
তের ঘরে ক্ষুর নকন নাই, একথা বলিলেও অত্যুক্তি
হয় না। গৃহলক্ষ্মীরা মস্তকে হস্ত দিয়া রোদন করেন
এবং রাবণানুজা শূর্পনখা হইবার নিমিত্ত বর প্রার্থনা
করেন। তাঁহারা আর ক্ষুদ্র নখাগ্রে তরকারি কুটিতে
পারেন না?" ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখক পরি-
হাস বুঝিতে না পারিয়া এই লেখাটুকুকে তাত্ত্বিক-
রূপে গ্রহণ করিয়া তুমুল করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি
সোমপ্রকাশের লিখনভঙ্গী ও শব্দপ্রয়োগভঙ্গী
বুঝিতে না পারুন, পরিহাস-সূচক চিহ্নটী একবার
ভাল করিয়া দেখেন নাই কেন? তাহা হইলে ত
সকল গোল ঘুচিয়া যাইত। যাহা হউক, আমরা
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এইগুলি কি বিদ্রোহো-
দ্দীপক লেখা? এ লেখাটুকু পড়িলে লোকের মনে
হাস্যরসের উদ্দীপন হয়? না, বিদ্রোহ প্রবৃত্তির
উদ্দীপন হয়? ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখক কি
জানেন না, অস্ত্রসংক্রান্ত আইন ঘটিত কত অত্যাচার
হইয়া গেল? পাটনার হরমন্দিরের চিরপূজিত
সামান্য কয়েকটী পুরাণ বন্দুক কাড়িয়া লওয়া কি
অত্যাচার নয়? এইরূপ শত শত অত্যাচার ঘটি-
য়াছে, কত লোক কারাগ্রস্ত হইয়াছে, এ সকল
মিথ্যা?

ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখকের সকল প্রকা
বিদ্যাই আছে। তিনি সোমপ্রকাশের কতক লেখ
গোপন করিয়া কতক ছাড়িয়া দিয়া নিজের মনোম
করিয়া লইয়াছেন। আমরা লিখিয়াছিলাম "ভারত
বাসিরা কস্মিন্ কালে বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজদিগে
অনিষ্ট সাধন করিবেন, সে সম্ভাবনা নাই। কার
এখানে ব্রিটিশ আধিপত্য যত বদ্ধমূল হইতেছে
এতদ্দেশীয় সাধারণ লোক তত হীনবল নিস্তে
এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছেন।" স্বাধীনতা যত সম্
চিন্ত হয়, লোক তত নিস্তেজ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়
পড়ে, ডেলিনিউসের প্রস্তাবলেখক জানিবেন, এ
কথা মিথ্যা নয়। এখানকার ইংরাজেরা যত প্রব
হইতেছেন, এ দেশীয়েরা তত দুর্ব্বল হইতেছেন
এ কথাও মিথ্যা নয়। পাশাপাশি দুটী বৃক্ষ থাকিলে
একটী হৃষ্টপুষ্ট হইলে আর একটী ক্ষীণ হইয়া যায়
যাঁহারা এ দেশের গ্রামের অবস্থা জানেন না
তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট দেখিয়াই মনে
করেন, এ দেশের অধিকাংশ লোকের উচ্চতর শিক্ষ
হইতেছে, কিন্তু আমরা গ্রামে বাস করিতেছি
দেখিতে পাইতেছি, অধিকাংশ গ্রামে প্রকৃত ক্ষ
বিদ্যা একজনও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএ
আমরা যে লিখিয়াছি, শিক্ষিতের ভাগ সামান
মাত্র, তাহা মিথ্যা নহে। লর্ড রিপন কয়েকটী
অসঙ্গত আইন করিয়াছেন, তাহাও মিথ্যা নয়
প্রকৃত কথা বলাও কি বিদ্রোহ? প্রধান রাজপুরুষে
কি দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে চান না? ডেলি
নিউসের প্রস্তাব লেখক বিদ্রোহের যে প্রক
সূত্র করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহা হইতে সাংখ্য ন্যা
প্রভৃতির সূত্রকার কপিল গৌতম প্রভৃতির কী
লোপ হইল?

প্রজার সন্তোষ সাধন গবর্ণমেণ্টের একা
কর্ত্তব্য। ইহার প্রতিপাদনার্থ আমরা লিখিয়া
ছিলাম "প্রজা সন্তুষ্ট থাকিলে সে রাজ্য দীর্ঘকা
স্থায়ী হয়। প্রজা অসন্তুষ্ট হইলে অচিরে সে রাজ্যে
বিনাশ ঘটে। প্রজাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া কো
ফলোদয় নাই। যদ্যপি তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে
ইংরাজ জাতির প্রতি যদি প্রজাদের এক প্রকা
ঘৃণা ও বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া থাকে, তবে বিদেশী
নৃপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেই সমস্ত ভারত
বাসী সেই বিজাতীয় নৃপতির পক্ষে দাঁড়াইবেন
আক্রমণকারীরাও এ দেশীয়দিগকে অস্ত্র শস্ত্র দা
সুসজ্জিত করিবেন। তদ্ভিন্ন খানসামা বেহা
বাবুর্চ্চি প্রভৃতি সকলেই সুযোগ পাইয়া তৎকা
এক এক ঘোরতর অনিষ্ট করিয়া বসিবে। তাহা

মহা বিভ্রাট ঘটিবে। কোন রাজ্যের মূল উৎপাটিত হইবার পূর্ব্বে এই প্রকারই ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যদ্যপি প্রজাগণ সন্তুষ্ট থাকে, যে কোন নৃপতি আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করুন না, ভারতবাসী ইংরাজের অনুকূলে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন।" পাঠক কি বিবেচনা করেন, ভারতবাসীরা এই লেখাটুকু পড়িয়া এককালে বিদ্রোহে উন্মত্ত হইবে? আপনারা কি দেখিতেছেন, বিকীর্ণ নৃপতি আসিয়া ভারত আক্রমণ করিয়াছেন এবং এ দেশীয়দিগের হস্তে অস্ত্র শস্ত্র সমর্পণ করিয়াছেন এবং ভারতবাসীরা সেই বিদেশীয় রাজার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন? ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখকের কি চাতুরী! তিনি ইহার কোন কোন অংশ পরিহার করিয়া এমনি কৌশলে স্বমত পোষণ করিয়াছেন যে, ডেলিনিউসের লেখা পড়িলে বোধ হয়, সোমপ্রকাশের উত্তেজনায় ভারতবাসিরা যেন ইংরাজের বিপক্ষে অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখককে যখন সহায় পাইয়াছেন, তখন আর তাঁহাদের মার নাই। গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র তাঁহার বৃত্তি বিধান করিয়া দিন। তাঁহার বিশেষ কিছু পুরস্কার করা কর্ত্তব্য! কারণ, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিতোপদেশলিখিত বকের পদ্মিত অনধিকার চর্চ্চা করিয়া যেমন পুরস্কার লাভ করিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট ইঁহারও পক্ষে সেইরূপ ব্যবস্থা করেন, এই আমাদের ইচ্ছা।

ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী কি এ দেশের ভূমি ও জল বায়ুর উপরেও ক্রিয়া করিয়াছে? এদুত্তরে আমরা বলি, ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী ক্রিয়া করুক, না, করুক, ইংরাজদিগের শুভাগমনে এ দেশের ভূমি ও জল বায়ুর অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ভারতে অনেকের রাজত্ব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কখন এরূপ সাংক্রামিক রোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। এ দেশীয়েরা যে অতীব জঘন্য গৃহে ও দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিতেছে, সেটীও ইংরাজ মাহাত্ম্যের পরিচায়ক। কারণ, অনেক মহাপ্রভুই গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকেন, ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী ভারতকে উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহিত করিয়াছেন।

এদিকে আবার দেখিতেছি, ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখক বিলক্ষণ রসিক লোক। ন্যাসনাল কন্বেনশনের যদি তাঁহাকে পান, অনেক কাজ করিয়া লইতে পারেন। লেখকের অনুমান শক্তিটীও অতি তীক্ষ্ণ! যাহা হউক, উপসংহারে বক্তব্য এই, আমরা এমন নীচ নহি যে, গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে অথবা গবর্ণমেণ্টের প্রিয় হইবার আকাঙ্ক্ষায় একের লেখার বিপরীত অর্থ ঘটাইয়া অনর্থ বাধাইয়া বাহাদুরী লই। আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মই সম্পাদন করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের নিকট যাহা জানিতে চাহেন, আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহাই জানাইতেছি। প্রতিবাদী যে সেক্রেটারিয়েটের কথা কহিয়াছেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই, আমাদের গবর্ণমেণ্ট এমন নীচমনা ও অধীর নন যে, সকল বক্তব্য না শুনিয়া একটী ছল ধরিয়া কোন কার্য্য করেন। যাহা হউক, আর অধিক আড়ম্বর করিয়া প্রস্তাবটীকে নিতান্ত বৃহৎ করিয়া তুলা উচিত নয়। এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, রাজপ্রসাদাকাঙ্ক্ষির অকর্ত্তব্য কিছুই নাই। তাহাদের হইতেই এক পুষ্করিণীর এক দিকের জল উঁচু ও আর এক দিকের জল নীচু হইয়া থাকে। ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখক দণ্ডবিধির ১২৪ ধারার উল্লেখ করিয়া নিজের অপূর্ব্ব আইনজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি অপরের লেখার সমুদায় অংশ উদ্ধৃত না করিয়া একাংশ লইয়া অনর্থ ঘটায়, দণ্ডবিধি তাদৃশ পাপিষ্ঠের কি দণ্ড বিধিয়াছে?

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি এই সভার প্রতিনিধি সভাপতি ও কার্য্য নির্ব্বাহিকা সভার সভাপতি ছিলেন, ইঁহার পদত্যাগে সভার যে বিশেষ ক্ষতি তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি যে কয়েকটি কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলেন, অন্যান্য বিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানের মূল সূত্র শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দ্বারা উক্ত জ্ঞানের উন্নতি করিতে না পারিলে প্রকৃত উপকারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সভা এতাবৎকাল আবশ্যক যন্ত্রাদি সংগ্রহ করেন নাই, তন্নিবন্ধন বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী দ্বারা বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। এতদ্ভিন্ন অধ্যাপকদিগকে বিনা বেতনে কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা সুন্দররূপে কার্য্য সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। নিয়মিত বেতন পাইলে তাঁহারা ভাল ভাল বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য শ্রম করিতে পারেন, অন্যথা নিজের ইচ্ছানুসারে যাহা তাহা করিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞান সভা এ পর্য্যন্ত তদ্বিষয়েও মনোযোগী হইলেন না। কেবল বৃহৎ অট্টালিকা ও ঘর সাজাইবার জন্য এক ঘর পাঁচটী রাখিয়া অনর্থক অর্থ ব্যয় ও আড়ম্বর প্রকাশ করিতেছেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে কিছু মাত্র চেষ্টা নাই, তিনি এই সকল বিষয়ে বারম্বার বলিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত না হওয়াতেই পদত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তার মিত্র যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্য যুক্তিমূলক। এক দিনে কোন বিষয়ের সম্যক্ উন্নতি লাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। সভার এই শৈশব অবস্থায় ইহাকে ক্রমশঃ উন্নত করিবার চেষ্টা করাই ভাল। তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ লোকে সামান্য কারণে যদি ধৈর্য্যচ্যুত হন, তাহা হইলে ইহা দ্বারা কোন কালেও দেশের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি সভার সংস্রব ত্যাগ না করিয়া যদি তাঁহার অবলম্বিত নীতি ও যুক্তি অনুসারে কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে যত উপকারের সম্ভাবনা ছিল, পদত্যাগে তাহার তিলার্দ্ধও নাই।

কমিশরিয়েটের চুরী নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট আজকাল বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত চোর ধরা বড় কঠিন। তাহারা দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত থাকে। যাহা হউক, বড় দুঃখের বিষয় এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের পাপের শাস্তি সহজে হইতেছে না, ইহাদিগকে যে কিরূপ কষ্ট দেওয়া হইতেছে, পাঠক নিম্ন লিখিত ঘটনা দ্বারা তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। জনাই নিবাসী বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় আফগান যুদ্ধের সময়ে কমিশরিয়েট বিভাগে কেরাণীর কাজ করিতেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার নামে ফিরোজাবাদের ডেপুটী কমিশনের নিকট অভিযোগ করেন। গ্রেপ্তারী পরয়ানা বাহির হইল। প্রসন্ন বাবু দেশে ছিলেন, এই কথা শুনিয়া কয়েকজন আত্মীয় সমভিব্যাহারে হুগলীর মাজিষ্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন কনষ্টেবল তাঁহাকে ধরিয়া সাহেবের নিকট লইয়া যায় এবং হাজতে রাখে। কিছু দিন এই অবস্থায় রাখিয়া তাঁহাকে আলীপুরের জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আজ ছয় মাস হইল তিনি জেলে আছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার মকদ্দমা প্রভৃতি কিছুই হইল না। তিনি পঞ্জাবের চীফকোর্টে এই বিষয়ে দরখাস্ত করাতে নিম্ন আদালতে যাহাতে শীঘ্রই তাঁহার মকদ্দমার বিচার হয় তাহার আদেশ হইয়াছে। এখন কত দিনে যে ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে, তাহার স্থিরতা নাই।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ ক্রমে যেরূপ বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন, আমরা তৎপাঠে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তিনি জব্বলপুরের বালিকাবিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহাতেই তাঁহার বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে নিম্ন মর্ম্ম

প্রকাশ করিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত সদ্ভাব গোচর করিবার নিমিত্ত মান্দ্রাজের গবর্ণরের নিকট যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, পাঠকগণের গোচরার্থ আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা :—

সাধারণের সংস্কার এই গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার ভার দেশীয়দিগের উপর সমর্পণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যাবৎ গবর্ণমেণ্ট সুস্পষ্টরূপে তাঁহাদিগের মনোগত ভাব সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া না দিবেন, তাবৎ এই সংস্কার অপগত হইবে না। আর ইহাও অতি দুঃখের বিষয়, আজ ৪০ বৎসর অবধি উচ্চ ও নিম্ন শিক্ষার মধ্যে কাহার অধিকতর প্রয়োজন, এই বিষয়ে যেরূপ গুরুতর বাদানুবাদ হইতেছে, তাহাতে যেন স্পষ্টই বোধ হয় এই দুই শিক্ষার পরস্পর সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে প্রজাগণকে শিক্ষিত করা প্রত্যেক সভ্য গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য। সত্য বটে সমাজের হিতকর যাবতীয় কার্য্য প্রজাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং হার্ব্বর্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতদিগেরও তাহাই অভিমত কিন্তু সমাজের বিশিষ্ট উৎকর্ষ লাভ ব্যতীত কদাচ তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভাবিত নহে। তাদৃশ উন্নতি কখন হইতেও পারে না। এই কারণে প্রজাদিগের বিদ্যা শিক্ষা কার্য্য শাসনকার্য্যের অন্তর্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অতএব এরূপ স্থলে উচ্চ শিক্ষা ও নিম্ন শিক্ষা এতদুভয়ের পরস্পর এত প্রভেদ করিবার তাৎপর্য্য কি, তাহা ত বুঝা যায় না। ইংলণ্ডের অবস্থার সহিত ভারতবর্ষের অবস্থার তুলনা হইতে পারে না। সুতরাং তথাকার লোকের বিদ্যাশিক্ষার সহিত এখানকার লোকের বিদ্যা শিক্ষা কোন অংশেই সমকক্ষ নহে। তথায় প্রজারা আপনা হইতে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইংলণ্ডের কোন দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খাটিতে পারে না। এখানে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার ব্যয় দানে হস্ত সংকোচ করিলে কখনই ইহার উন্নতি হইবে না এবং ক্রমশঃ অবনতিই হইবে। আর যদি তাঁহারা মিশনরিদিগের হস্তে এই কার্য্যের ভার সমর্পণ করেন, তাহা হইলে লোকের এইরূপ বোধ হইবে যে গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে না পারিয়া মিশনরীদিগের দ্বারা তৎকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এজন্য কখন কোন ভদ্র লোকই উক্ত প্রকার শিক্ষার পক্ষপাতী হইবেন না। বিশেষতঃ মিশনরীরা যে গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নিয়মানুসারে সাধারণে বিদ্যাশিক্ষা দিবেন, তাহারই বা প্রমাণ কি?

গবর্ণমেণ্ট এখন যে প্রণালীতে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা শিক্ষার্থীদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচালনা হয় না বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিলে নিন্দনীয় হইতে পারেন। দেশে আজিও নিম্ন শিক্ষার সম্যক শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয় নাই। এই নিমিত্ত ইহার উন্নতিকল্পে উদ্বৃত্ত রাজস্ব হইতে গবর্ণমেণ্টের কিছু কিছু ব্যয় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চ শিক্ষার ব্যয় হ্রাস করা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত দেশীয়দিগের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতেছে। ফলতঃ উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত দেশীয়দিগের দ্বারা নিম্নশিক্ষার উত্তরোত্তর যে উন্নতি হইতেছে, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং শিক্ষা বিভাগীয় কর্ম্মচারীরাও এ কথা স্পষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। আর, উচ্চশিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে যাঁহারা রাজ্যের অনিষ্ট আশঙ্কা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের উচ্চশিক্ষার সংসর্গ পরিত্যাগ বাসনা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

প্রাপ্ত।

(মান্দ্রাজ যাত্রী।)

নীলগিরি পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আমরা পুনর্ব্বার রেল গাড়ীতে চড়িয়া ভারত সমুদ্রের তীরবর্ত্তী বেপুর নগরে উপনীত হইলাম। অতঃপর কালিকট দর্শনাভিলাষে যাত্রা করিলাম। কালিকটে রেলের পথ নাই। বেপুর হইতে এই নগর ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। পথিমধ্যে তাল ও নারিকেল উদ্যান এত যে তাহার সংখ্যা নাই। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় জাতির সম্বন্ধ ভাবিলেই কালিকট নগর সর্ব্বাগ্রে আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া এই খানেই পর্ত্তুগিজ জাতি প্রথমে উপস্থিত হন এবং জামোরিণের সঙ্গে কপট সদ্ভাব করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনের সংকল্প করেন। ভারতের ইতিবৃত্ত পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন যে, ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কোভিলহাম নামক একজন পর্ত্তুগিজ এখানে আইসেন; অনন্তর ১৪৯৮ খ্রীঃ অব্দে ভাস্কোডিগামা এ দেশে উপস্থিত হন। যদ্রূপ স্পেনবাসিরা আমেরিকা আবিষ্কার পূর্ব্বক এককালে তদ্দেশ অধিকার করিয়া লন, পর্ত্তুগিজেরাও মনে করিয়াছিলেন ভারতবর্ষও বুঝি তদ্রূপ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়া গেল। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তৎকালে ইউরোপে এই সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কোন জাতি একটি নূতন দেশ আবিষ্কার করিলে সেই দেশ উক্ত জাতির অধিকারভুক্ত হইয়া থাকিবে। ইঁহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টা পোপ এই বিধিতে স্বীয় সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। মহম্মদের ন্যায় ইঁহারও বাক্যে একটী নিষ্ঠুর আজ্ঞা শ্রুত হয়,—ইনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগকে ছলে বলে কৌশলে বিনষ্ট করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। বৈধর্ম্মীগণ খ্রীষ্টীয় উপাসক হউক, না হয় তাঁহাদের তরবারি অগ্রে মস্তকাবনত করুক, এই তাঁহার আদেশ। সম্প্রতি বিদ্যা বুদ্ধি ও সভ্যতার উন্নতি হওয়ায় পোপের অনুগামিবর্গ আর সেই সমস্ত উপদেশানুসারে কার্য্য করেন না। কিন্তু যৎকালে পর্ত্তুগিজেরা এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন সে সময়ে তাহাদের চিত্ত এতাদৃশ পরিমার্জ্জিত হয় নাই; তাহারা এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। কিন্তু তন্মধ্যে গজোনাস নামক একজন পর্ত্তুগিজের অত্যাচার মুসলমানদিগের ইতিহাসকেও পরাজয় করিয়াছে। অধিকন্তু অনেকেই তৎকর্ত্তৃক ক্রীত দাস হইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বাখরগঞ্জ, সন্দীপ এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলকে সেই অত্যাচার তরঙ্গ অধিকতর সংক্ষুব্ধ করিয়াছিল। তৎকর্ত্তৃক খ্রীষ্টানগণ অদ্যাবধি চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বলিয়া বিখ্যাত।

কালসহকারে পর্ত্তুগিজদিগের পতন হইল। ক্রমে ওলন্দাজ, ফরাশিস ও অবশেষে ইংরাজজাতির সৌভাগ্যসূর্য্য ভারতে প্রকাশিত হইল। কালিকট নগরও নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তির ক্রোড়ে ক্রীড়া কৌতুক করিয়া অবশেষে ইংরাজদিগের সর্ব্বভুক্ বিক্টোরিয়া কবলে আসিয়া পড়িল। ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজেরা প্রথম এইখানে বাণিজ্যস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। ১৬৯৫ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজদিগের সঙ্গে জেমরিণের বিবাদ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য কাপ্তেন কিড্ডো জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ দ্বারা কালিকট বন্দর ধ্বংস করেন। ১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে ইহা মহীসুর সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হয়। ১৭৬৬ সালে হাইদার আলী সসৈন্যে ঐ নগর অবরোধ করেন। তদানীন্তন জেমরিণ শত্রুহস্তে পতিত হইবার ভয়ে দুর্গে অগ্নি লাগাইয়া সপরিবারে ভস্মীভূত হইলেন অতঃপর টিপুসুলতানের পতনাবধি কালিকট ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়ে। কালিকটের রাজা জেমরিণ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। এখনও তথায় জেমরিণ আছেন। কিয়দ্দিন অতীত হইল তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণরকে অতি সমাদর পূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনকার জেমরিণ একটী সামান্য জমিদার সদৃশ। কালিকট বৃহৎ নগর নহে। ইহার লোক সংখ্যা ৪৮,০০০। আমরা কালিকটে কেবল এক দিবস থাকিয়া পুনর্ব্বার মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করিলাম।

ইউরোপীয় সমাচার

...য়রো ২৬ এ মে। মন্ত্রিগণ শেষ পত্র অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ...ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে সুলতানের নিকট পত্র প্রেরণ করিতে ...ছেন। ক্ষেদাইব উহা মঞ্জুর করিয়াছেন। মন্ত্রীসম্প্রদায় ...গ করিয়াছেন।

...য়রো ২৭ এ মে। ক্ষেদাইব প্রধান সৈনাপত্য গ্রহণ করি... । সেনাপতিরা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলিতেছেন, ...২ ঘণ্টার মধ্যে আরাবি-বেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ...ছেন।

...ডন ২৭ এ মে। গ্লাডষ্টোন সাহেব কমন্স হাউসে বলিয়া ...মিশরে বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য করা হইবে না এরূপ অঙ্গী... করিতে তিনি সম্মত নহেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে ...ও ফ্রান্সে যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল উপস্থিত স্থলে সেই... আছে।

...লবার্ট ইহা রাজীকে ভয় প্রদর্শন করিয়া পত্র লেখাপরাধে ...ধী হওয়াতে ১০ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

...য়রো ২৮ এ মে। রাজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। ...অরাজক কাণ্ড উপস্থিত। ক্ষেদাইব খোর্দ্দ পুরুষদিগের ভয়ে ...ন্ত লোকদিগের অনুরোধে আরাবি-বেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ...ছেন। সুলতান কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে মিশরে এক ...ন পাঠাইয়াছেন।

...নষ্টাণ্টিনোপল ২৯ এ মে। ইংরাজ ও ফরাসী দূত একত্র ...সুলতানের নিকট এক পত্র পাঠাইয়াছেন। আরাবি পাশা ...হার অনুচরবর্গকে কনষ্টাণ্টিনোপলে আহ্বান করা হয় এই ...দিগের ইচ্ছা। তুরস্কের লৌহাস্ত্রক বেড়ায় মিশরে আসিবার ...গ করিতেছে।

...ডন ৩১ এ মে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের সাহায্যার্থ যাঁহারা ...সাহায্য করিতেন ডবলিনের কতাকাণ্ডের পর তাঁহার অনেক ...হইয়াছে। এই নিমিত্ত গ্লাডষ্টোন সাহেব সাহায্য প্রার্থনা ...ছেন।

...ডন ১ লা জুন। ফরেন সেক্রেটারি লর্ড গ্রন্থয় ও পাঁচ ...সাহেব কমন্স সভায় বলিয়াছেন, ফ্রান্স, মিশরের ...র স্বীমাংসার জন্য সুলতান ও রাজ্ঞীকে লইয়া এক সভা ...র প্রস্তাব করিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই প্রস্তাবে সম্মত ...ছেন। তাঁহারা বলেন এতদ্দ্বারা সত্বরেই গোলযোগ মীমাংসা ...সম্ভাবনা আছে।

...বর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে মিশরদেশে সৈন্য পাঠাইবার ...া করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা ...লক।

...পারিস ১ লা জুন। অদ্য এন ডি ক্রিসেনেট ফরাসীদিগের ...টী চেম্বার সভায় বলিয়াছেন, মিশরদেশে কোন ফরাসী ...্য প্রেরণ করিবার কোন কথা নাই। ইউরোপীয় বাক্যে ...ষ্ট হইলেই গোলযোগের শান্তি হইবে।

...তুরস্কের কমিশনরেরা কনফরেন্স সভার প্রস্তাবের ফল পর্য্যন্ত ...পেক্ষা না করিয়া কায়রো অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

২৪ পরগণার পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রাট সাহেব কি ঋষ্যশৃঙ্গের পদ পাইয়াছেন। তিনি সে দিন টালিগঞ্জ থানার হেড কনষ্টেবলকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন আবার সম্প্রতি ডায়মণ্ডহার্ব্বার থানার সব ইনেস্পেক্টার বাবুর পাচক ব্রাহ্মণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার এরূপ গলা টিপিয়াছিলেন যে তাহাতে তাহার জিহ্বা বাহির হইয়াছিল। উপরের কর্ত্তাদের তাঁহার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে এরূপ এলো ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।

ডেকান হেরাল্ড শুনিয়াছেন, মান্দ্রাজের গবর্ণর স্যর জেমস্ ফার্গুসন সাহেব পার্লামেণ্ট মহা সভার সভ্য হইবার নিমিত্ত শীঘ্রই এদেশ ত্যাগ করিবেন।

১৮৮২।৮৩ অব্দে আঠার কোটী ৪১ হাজার টাকা বিলাতে পাঠাইবার কথা। গত এপ্রেল মাসে এক কোটী পনর লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছে। তবে যে বলা হয়, ভারতবর্ষ হস্তে রাখিয়া ইংলণ্ডের কোন লাভ নাই?

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় সংস্কার সভা এদেশের স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার উন্নতি উদ্দেশে নূতন পরীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া সেই পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে পুরস্কার দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। পরীক্ষার উচ্চ ও নিম্ন দুটী শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী ২০৲ দ্বিতীয়া, ১০৲ তৃতীয়া ৭৲ এবং চতুর্থা ৬৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন। উচ্চ শ্রেণীর বিশেষ পারিতোষিক—ইংরাজি প্রবন্ধ-বিশেষ রচনায় ১০৲ বাঙ্গালা প্রবন্ধবিশেষ রচনায় ১০৲ চিত্রকার্য্যে পারদর্শিতায় ৫৲ এবং রন্ধনাদি গৃহকার্য্যজ্ঞতার পরিচয়ে ২৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণা সর্ব্বোৎকৃষ্টা ছাত্রী ১০৲ দ্বিতীয়া ৫৲ তৃতীয়া ৩৲ চতুর্থা ২৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন। নিম্ন শ্রেণীর বিশেষ পারিতোষিক—বাঙ্গালা গদ্য প্রবন্ধবিশেষ রচনায় ৫৲ পদ্য রচনায় ৫৲ সূচিকার্য্যে পারদর্শিতায় ২৲ টাকা করিয়া চারিটী; এবং হস্তাক্ষরনৈপুণ্যে ১৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এডুকেশন গেজেট।

বেহার হেরল্ডে একব্যক্তি লিখিয়াছেন আরার মাজিষ্ট্রেট নোলান সাহেব একদা গাড়িতে আরোহণ করিয়া কাছারির অভিমুখে আসিতেছেন পথিমধ্যে আরা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের একটী ছাত্রের সহিত দেখা হয়। বালক তাঁহাকে চিনিত না। সুতরাং সেলামও করে নাই। সাহেব এতদ্দর্শনে কুপিত হইয়া গাড়ি থামাইয়া তাহার নিকট আসিলেন এবং তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোককে সেলাম না করা নিবন্ধন তাহাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করেন। পরিশেষে "তোমাকে দেখিব" বলিয়া চলিয়া যান। বালক বিদ্যালয়ে গিয়া এই সংবাদ প্রধান শিক্ষককে দেয়। প্রধান শিক্ষক ইহাতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার ও একটাকা অর্থদণ্ড করেন। বালক তাহার বন্ধুবর্গের পরামর্শে মাজিষ্ট্রেটের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া একখানি দরখাস্ত করাতে তিনি প্রধান শিক্ষকের শাসন-পদ্ধতির প্রশংসা করিয়া বালকের জরিমানা মাপ করিতে লিখিয়া দেন। তবে বালক অব্যাহতি পায়।

ইষ্টের চট্টগ্রামস্থ সংবাদদাতা বলেন, তত্রত্য এডিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র জনসন সাহেব একদা কোন কারণে হেডক্লার্ক বাবুর উপর কুপিত হইয়া তাঁহাকে গলাটিপিয়া আপনার কামরায় লইয়া যান এবং কাগজের ঝুড়ি মাথায় দিয়া দাঁড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এরূপ উগ্রচণ্ডা লোককে যে আজিও এরূপ গুরুতর কার্য্যভার দিয়া রাখিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমাদিগের বিবেচনায় ইনি সরকারী কার্য্যে না থাকিয়া ডেলিনিউজের সম্পাদক হইলেই ভাল হইত।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম প্রেসিডেন্সি কমিশনর পিকক সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হইলেন।

গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বদলী হইবার সময়ে মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের অধীনস্থ প্রিয় কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইহা জানিতে পারিয়া এই অন্যায় নিবারিত করিয়া দিয়াছেন।

২১ এ মে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৫১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

এ, আর, বেলিলিয়স প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ বঙ্গদেশের সাক্ষন জেনেরলের নিকট ৬ জন হিন্দু আসিষ্টাণ্ট সাহেব চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহাঁরা মাসিক ৩৫০ টাকা বেতন পাইবেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব বেহারবাসিদিগের সম্বন্ধে যেমন পক্ষপাত করিয়া গিয়াছেন তেমনি শ্রীহট্টের ডেপুটী কমিশনর স্থানীয় মুসলমানদিগের সম্বন্ধে তেমনি পক্ষপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি আদেশ দিয়াছেন পুলিষের আদৌ কোন হিন্দু যেন কর্ম্ম না পায়, যে সকল হিন্দু পুলিষের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে করিয়া তাহাদিগের পদে মুসলমানদিগকেই নিযুক্ত করা হয়।

বিলাতের উচ্চপদস্থ কাসল নামক রাজভবনে কুমারের বিবাহোপলক্ষে যে ভোজ দেওয়া তাহাতে এক শত লোকের নিমন্ত্রণ হই- ল। এতদুপলক্ষে ২০ লক্ষ টাকার ভোজন পাত্র র করা হয়। এক একটী মেজের উপর এক একটী নির্ম্মিত অপূর্ব্ব পক্ষী রক্ষা করা হইয়াছিল। র প্রত্যেকটী ৪০০০০০ টাকা মূলের প্রস্তরে খচিত ছিল। লর্ড মনিংটন টিপুসাহেবের নিকট ত একটী বাঘের মস্তক প্রাপ্ত করিয়া- ন। ইহার মূল্য ১০০০০০ টাকা। ভারত- র অধিকাংশই এই বড়মানুষী। ইহার অধিকাংশই াসী মুসলমান রাজাদিগের ধন।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভা লাহোরের কর্ত্তারি, পাওএল, ল্ডষ্টীম এবং ওয়াবেন প্রভৃতি সিবিলিয়ানগণের ও নট সভার দেশীয় সভ্য সর্দ্দার বিক্রম সিং, র সিং, পাতিয়ালার বৈদেশিক মন্ত্রী খলিফা ব্দর হোসেন, ডাক্তার রহিম খাঁ বাহাদুর, ন সোদি হুকুম সিং প্রভৃতির সাক্ষ্য গ্রহণ য়াছেন।

আগষ্ট মাসে রুশ সম্রাটের অভিষেক হইবার া ছিল, কিন্তু তাহা হইবে না। সম্রাট এখন তিনিধি শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে উৎসুক য়াছেন। কিন্তু কি প্রণালীতে উহা সংগঠিত বে, তাহার উপায় নিদ্ধারণের জন্য এক কমিশন ধারিত করিতেছেন। ফলতঃ প্রজাদিগের তামতানুসারে কার্য্য না হইলে সম্রাটের জীবন া হওয়া ভার।

এপ্রেল মাসে যে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা হয়, াতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উত্তীর্ণ হইয়া নিম্ন- খিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।:—

সাহিত্য।

শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, কৃষ্ণকুমার াচার্য্য কাব্যতীর্থ, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় কাব্যালঙ্কার, লীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কাব্যভূষণ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য াব্যকান্ত, গীতানাথ ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন, অম্বিকা- ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিধি, কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য্য বিদ্যা- ণ, দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি, করালচরণ াচার্য্য কাব্যরত্ন, ত্রৈলোকানাথ গোস্বামী বিদ্যা- , গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যকান্ত, সদাশিব মিশ্র দ্যাভূষণ।

স্মৃতি।

গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য স্মৃতিভূষণ, অভয়কান্ত ভট্টা- র্য্য স্মৃতিকান্ত, শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য স্মৃতিভূষণ।

ন্যায় ও দর্শন।

প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য তর্কনিধি, হৃদয়নাথ ভট্টাচার্য্য র্কাস্ত, দীননাথ ভট্টাচার্য্য তর্কভূষণ, রামতারণ ভট্টাচার্য্য ন্যায়চঞ্চু, মুকুন্দনাথ ভট্টাচার্য্য ন্যায়ভূষণ, প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ন্যায়ালঙ্কার, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বেদান্তচঞ্চু,- করিনাথ স্মৃতিভূষণ সাংখ্যকান্ত। উপাধি গুলি দেখিয়া বোধ হইতেছে উপাধিরচয়িতার মত সন্তুদয়তা নাই।

আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "গত ২৯ ও ৩০ এ মে দুই দিন এখানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ব দিবস ঝড়ও হইয়াছিল, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহও পতিত হইয়াছে, বৃক্ষের ডাল পালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন প্রাণী বিনষ্ট হয় নাই। এত বৃষ্টি (প্রায় ৫ ইঞ্চ) দেখিয়া লোকে আশঙ্কা করিতেছে যে, বোধ হয় এ বৎসর আগামী ভাদ্র মাসে সুবৃষ্টি হইবে না।"

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোম- বার বেলা ১১ ঘটিকার সময় প্রবল বৃষ্টির সহিত অত্যন্ত মেঘ গর্জ্জন ও তৎসহ বজ্রপাত হইয়া এই সিরাজগঞ্জ বন্দরে রাধাকৃষ্ণ সুবলচন্দ্র চৌধুরীর বাসায় কৈলাস- চন্দ্র দে ও গোপীপাল নামক দুটী ব্যক্তি সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হয়, প্রথমোক্ত ব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমতঃ অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া নানারূপ চিকিৎসার পর চৈতন্য লাভ করিয়াছে।"

সার চার্লস এচিসন লাহোরে একটী কৃষিবিদ্যা- লয় সংস্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশেও এইরূপ এক একটী কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অতি আবশ্যক। কিন্তু আমাদিগের লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের সে উদ্যোগিতা কই?

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রেজ- লিউসন অনুসারে সিমলা মিউনিসিপালিটীতে আত্ম শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলেন।

কি দেশীয় কি ইউরোপীয় অগ্রে সকলেই বন- বিভাগের কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য শিক্ষানবিশ থাকিতে পারিবেন এবং কাজ শিখিলে সব-আসিষ্টাণ্ট কনসরভেটরের পদলাভ করিতেন। কিন্তু ভারত- বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অতঃপর সে নিয়ম রহিত করিয়া দিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে লোক গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

আমাদের মোক্কামাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "গত ৩০ এ মে মোগল সরাই ষ্টেষনের নিকটে দিনা নামক ষ্টেষণে একখানি গাড়ি উল্টাইয়া পড়াতে ডাকগাড়ি প্রায় ৭ ঘণ্টা বিলম্বে কলিকাতায় পৌছিয়াছিল। অন্যান্য গাড়িরও উক্তরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। ইহাতে রেলওয়ে কোম্পানির অনেক ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। এ বৎসর প্রায় সকলই গাড়ি উল্টাইয়া পড়িতেছে। লাইন ইনস্পেক্টার- গণের সতর্ক হওয়া উচিত।

হাবড়ায় ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবার বিষয়ে মিউনি- সিপাল কমিশনরদিগের মত হইয়াছে।

লর্ড রিপন ভারতবর্ষস্থ ইংরাজ সৈনিকপুরু- ষদিগের পরিচ্ছদ এদেশে প্রস্তুত করাইবার কথা করিয়া ষ্টেট সেক্রেটরিকে পত্র লিখিয়াছিলেন, কি তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। ত এই মাত্র বলিয়াছেন, উক্ত পরিচ্ছদ যদি ইংল ইইতে প্রেরিত পরিচ্ছদের তুল্য হয়, তাহা হই তিনি তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

বাকুড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যে ডাক লাই সোলা হইয়াছে, ইহাতে সাধারণের পক্ষায়াতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু বসিবার স্থ সংকীর্ণ হওয়াতে হৃষ্টপুষ্ট লোকের পক্ষে কিছু কষ্ট বোধ হয়। কণ্ট্রাক্টর দামোদর তীরে কুলির বন্দে বস্ত না করাতে আরোহীদিগকে নদী পার হই প্রায় অর্দ্ধ মাইল রাস্তা স্বীয় গাঁঠরি প্রভৃতি বহ জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। সেখানে পয় দিয়াও লোক পাওয়া সুকঠিন।

কবাসী দেশের একজন রাসায়নিক ব্রাণ্ডি জমা বার নূতন উপায় বাহির করিয়াছেন। ইহা দ্বা ব্রাণ্ডি বোতলে দিবা চাপ বাঁধিয়া যায়। ই জমিলে কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ হয় এবং কিছুম দুর্গন্ধ থাকে না।

মিসিসিপি নদী প্লাবিত হইয়া লতাপত্র প্রভৃ পচিয়া আমেরিকায় ভয়ানক মশক জন্মিয়াছে ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে যে পশুর উপর ব তাহারই প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই কারণে রাত্রিকা পশুশালায় ধূম দান ব্যতিরেকে কেহ পশুর জী রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

কেপ টাউন হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছে বাসুতোরা ক্রমেই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। আ কিম্বারলে তাহাদিগকে ধৃত করিবার আদেশ দে য়াতে তাহারা দলবদ্ধ হইয়াছে এবং বলিতে দেশের পরাধীনতার সঙ্গে যদি প্রাণত্যাগ করি হয় তাহাও শ্রেয় তথাপি জীবন থাকিতে স্বাধী নষ্ট করিব না।

কেম্ব্রিজে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এ স্বতন্ত্র কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮ বৎসর হ ৫০ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকেরা দলে দলে আ এই কালেজে ভর্ত্তি হইতেছে। গ্লাডষ্টোন সাহে দুহিতা ইহার অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনেরল নিয়ম করিয়াছেন অত কোন দেশীয় সিবিলিয়ান কাহারও ভূমি সম্প ক্রয় করিতে পারিবেন না। তবে দানসূত্রে অ উত্তরাধিকারিতা সূত্রে বিষয়ের অধিকারী হ তাহাতে কোন আপত্তি নাই।

ভিয়ানার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চ্চা ক্রমেই
ভাব বৃদ্ধি হইতেছে। সংস্কৃত পাঠার্থীর সংখ্যা
ওয়াতে আর একজন অধ্যাপক নিয়োগের
শাক হইয়াছে। শেষে কি আমাদিগের ভাল
রাপে গিয়া মরিবে? আর কিছু কাল পরে
ধ হয় সংস্কৃত বোল ভাষির ভাষা তাহার
সা করিবার প্রয়োজন হইবে।

৮ই মার্চ্চের তারযোগে সংবাদ আসি-
কাপেন পানা শীকার করিতে গিয়া এক জন
কে বন্য হিংস্র পশুবোধে তাহার মস্তকে গুলি
য়াছিলেন, আহত ব্যক্তি দুই দিবস হাঁসপাতালে
য়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির
ডেণ্ট চেনহি সাহেবের নিকট বিচার হয়, তিনি
না সাহেবকে তাঁহার অসতর্কতা নিবন্ধন ভির-
করিয়া ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রগণ-
৪০০ টাকা দেওয়াইয়াছেন।

খ্রীষ্টান হেরাল্ড বলেন অধুনা কলিকাতার উপ-
াগীয় মিসনরি স্কুল সমূহে ৪ সহস্র বালিকা নিয়-
বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। এটী সুলক্ষণ
হ নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

রভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু
মোহন ঘোষ গয়ার সদর থানায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, থার, হ্যাণ্ড সাহেব
বাদের সদর থানায় কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি প্রথম
র মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে সমাসমি বিচার করিতে
বেন।

মেদিনীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, ডব্লু
াইল যশোহরের সদর থানায় বদলী হইলেন।

বর্দ্ধমানের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কুমার সত্যেন্দ্র
ণ বাঁকুড়ার সদর থানায় বদলী হইলেন।

বাঁকুড়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার
ীনবন্ধু সেনগুপ্তের সদর থানায় বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী
ল করিম ১০ ই হইতে এক মাস নিমিত্ত পুরীর
পুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, সি ইউলিয়মসন
ন্ত ছুটীর ১০ ই হইতে ৩ মাস নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলেন।

ঐতিহাসিক বাবু রামকমল সেন চৌধুরী সাহেব ছুটী
াইতে ছয় মাস ছুটী পাওয়াতে হরিপালের ২য় মুন্সেফ বাবু চন্দ্র-
ন মুখোপাধ্যায় হুগলি জজ আদালতের ঐতিহাসিক
ধুরী মহাশয় পদে ২য় মুন্সেফ হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

হিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ আলী
ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মক-
দ্দমা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২য় পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ,
ডলু ব্যাডকক্ ফৌজদারী আইনের ৩২২ ধারানুসারে সমানরি
বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চন্দ্রাবতের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সারণের অন্তর্গত মজিহানীর মুন্সেফ হইলেন।

সেওয়ানের মুন্সেফ বাবু রামাযরলাল সাবণের সদর ষ্টেষনে
বদলী হইলেন।

মজিহানীর মুন্সেফ বাবু হেমেন্দ্র মিত্র সেওয়ানে বদলী
হইলেন।

চাপরার ৩য় মুন্সেফ বাবু চন্দ্রচন্দ্র দাস ঐ স্থানের বাকী
থাজনার মকদ্দমা করিবেন এবং ছোট আদালতের জজের
ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে
পারিবেন।

সংবাদদাতার পত্র

রাণাঘাট।

আমরা নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি এই সবডিবিজনের অধীন উলা বীরনগর নিবাসী প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২৯ এ ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বয়স ন্যূনাধিক ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। অন্নদা বাবু শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে অন্নদা বাবুর কিছুমাত্র কপটতা ছিল না। সঙ্গীত-বিদ্যায় অন্নদা বাবুর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। অধিকন্তু দুঃখের এই যে ইঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা একটী বিধবা রমণী আছে। প্রায় দুই মাস হইল এই নূতন বিবাহ করিয়াছিলেন!!

আমাদিগের এখানকার নূতন সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে মানুষ খাওয়ার বোধন আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি আমরা জনৈক দুই একটী বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম এক ব্যক্তি ট্রেণিতে উঠিবার সময় পড়িয়া যাওয়াতে পায়ে আঘাত লাগে ও সেই আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আর গাজনাপুরের নিকট একখানি বালাষ্ট ট্রেণ উলটিয়া যাওয়াতে কয়েক ব্যক্তি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছে। উল্লিখিত ঘটনা দুটী যদি সত্য হয় তবে আমরা উক্ত রেলওয়ের কর্ম্মচারীগণকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি এ সংবাদ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বা পুলিশকে দিয়াছিলেন? আমরা ভরসা করি আমাদিগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয় এবিষয়ের সবিশেষ তদন্ত করিবেন।

প্রায় দুই মাস অতীত হইল শ্রীযুক্ত বাবু মহিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখানকার পুলিসে কোর্ট ইন্‌সপেক্টর হইয়া আসিয়াছেন। মতিলাল বাবু একজন উপযুক্ত পরিশ্রমী পুলিষ কর্ম্মচারী যাহাতে অধীনস্থ পুলিষের কর্ম্মচারীগণ সর্ব্বসাধারণের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পা সে বিষয়ে মতি বাবুর সবিশেষ দৃষ্টি আছে। আমরা ভরসা করি রাণাঘাটের বাতাস লাগিয়া ইঁহার মনকে দূষিত করিবে না। মতি বাবু এখানে কিছু দি থাকিয়া কোর্ট আপিসের পঙ্কোদ্ধার করেন ইহ আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা।

গত ১৮ ১ অব্দের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর অক্টোবর নবেম্বর এই চারিমাসে রাণাঘাট থানার ম্যাপে বিষা জ্বরে ১০৫৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। শোচনীয় বিষয়!!!

এলাহাবাদ।

গত ২০ এ মের ইণ্ডিয়াগেজেটে দেখা গেল আমাদে সহৃদয় গবর্ণর জেনারল আত্মশাসন প্রণালীর অ প্রশংসনীয় পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা তৎপ বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং ইহাতে তাঁহার বিশেষ মনস্বীতা প্রকাশ পাইয়াছে তদ্বিষয়ে দ্বি মত নাই। এই পরিবর্ত্তিত মন্তব্য পাঠ করি ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় যে ভা বর্ষে আত্মশাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করা মহাত্মা রিপনের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এবং তি ক্রমশঃ ইহার সর্ব্বত্র বিস্তার না করিয়া ক্ষান্ত হই ছেন না। যে সকল কুতবিদ্য মনীষীবাক্তি গ মেণ্ট সংক্রান্ত কোন কার্য্যেই নিযুক্ত নন, তাঁহা মার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধির নিষ্ফল অপব্যয় না করি বরং তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করাই উচিত য়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জন্য চির দিন স কার্য্য করিবেন ইহা নির্দ্ধারিত নাই, এঁরা ও হইতে আত্মানুকূলের চেষ্টা করুন। আত্মশ সুশৃঙ্খলে প্রচলিত হইলে যে সকল অসুবিধা অনুভব হইয়াছিল এবারে তাহা একপ্রকার নি কৃত হইয়াছে; কারণ এ সম্বন্ধে যে সকল সংস্থাপিত হইবে, তাহার সভাপতি (চেয়ারম্যা যে একজন ডিষ্ট্রীক্ট অফিসার হইবেন এইরূপ বিধি নহে, সুতরাং তাঁহার সহযোগী এক্ষণে যে স্থা ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। উক্ত বোর্ডের দেশীয় সদস্যদি একটী প্রলোভন দেখান হইয়াছে, তাঁহারা দিবস ঐ পদে অভিষিক্ত থাকিবেন অন্য দিন তাঁ "রায় বাহাদুর" "খাঁ বাহাদুর" এই নামে অ ভিহিত হইবেন। "আত্মশাসন" কথাটী যেরূপ সু মধুর তাহার বন্দোবস্তও তদনুরূপ উৎকৃষ্ট হইয় কিন্তু ভারতবাসিদিগের ততদূর ঘোর কপাল

এক ভাবনা। উদারচেতা গবর্ণর জেনারল যে এই প্রণালী প্রচলিত করিতেছেন অক্ষুণ্ণভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে এ আশা সুদূর পরাহত। এ সম্বন্ধে গত বারে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহাই ভাবিলে হইবে। অত্রত্য ভূতপূর্ব্ব লেঃ গবর্ণর কুপার এই উক্ত প্রণালীর সকল সৌন্দর্য্য সংহার করিয়া ফ্রেঞ্চিজের মত একপ্রকার আত্মশাসন গঠন করেন। আবার এ দিকে আমাদের ন্যায়পরায়ণ বন্ধুবৎসল পায়নিয়র কত কথাই বলিতে লাগিলেন। যে বাঙ্গালীরা তাঁহার চক্ষুঃশূল আপনার পক্ষ সমর্থনার্থে সেই বাঙ্গালিদের একেবারে স্বর্গে তুলিলেন!! তিনি বলিয়া উঠিলেন যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বাসিদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালীরা অনেক পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে সম্পূর্ণ আলোকিত, কিন্তু যখন এরূপ প্রদেশের সকল স্থানে আত্মশাসন প্রণালী প্রচলিত করিতে বঙ্গের লেঃ গবর্ণর ইডেন সাহেব ইচ্ছুক অনিচ্ছুক তখন এরূপ অনুন্নত প্রদেশে উক্ত প্রণালী প্রচলিত করা বিড়ম্বনা মাত্র। সেই জন্যই বলিতেছিলাম ভারতবাসিদিগের কপাল বড় মন্দ, যখন একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের কল্পনা হইলেই একটা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সে যাহা হউক সকল ব্যক্তির প্রতি এতদঞ্চলের আত্মশাসন প্রণালীর ভার অর্পিত হইবে, গত ১৩ ই মের স্থানীয় গেজেটে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ লোক নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাহাতে আমরা কোন কথা বলিতে চাহি না, কারণ এবারে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তখন পুনরায় আমরা বলিতে পারিব যেন ভবিষ্যতে বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করা হয়। আত্মশাসন প্রণালী এখন পরীক্ষাস্থলে রহিয়াছে, ইহার শুভাশুভ ফল নিঃসন্দেহ লোক নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করিবে। যদি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ মেম্বর হন তাহা হইলে আশানুরূপ ফললাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

আমরা যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় আমাদের প্রাচীন মুমূর্ষু যোগ শাস্ত্র বুঝি পুনর্জ্জীবিত হইবে। চতুর্দ্দিকে এই বিষয় লইয়া কিছু কিছু আন্দোলন হইতেছে। গত নবেম্বর মাস হইতে এখানে একটী "যোগ থিয়োসফিক সোসাইটী" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দিন দিন ইহা উন্নতিসোপানে আরূঢ় হইতেছে। ইহার সভ্যের সংখ্যা ১২। ১৩ জন হইবে, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত। তন্মধ্যে কেহ হাইকোর্টের উকীল, কেহ বা ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার, কেহ বা ডাক্তার, কেহ বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ইহাঁদের ১ ম উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের বিস্তার। ২য় ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান এবং শিল্পবিদ্যার অনুশীলন। ৩য় প্রাকৃতিক গুহ্য নিয়মের আবিষ্কার। আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহা বলিতে পারা যায় যে, এ বিষয়ে ইহাঁদের সম্পূর্ণ যত্ন আছে। কিয়দ্দিবস অতীত হইল, যখন থিয়োসোফিষ্ট দলের নেতা কর্ণেল আলকট সাহেব এলাহাবাদে পদার্পণ করেন, তখন এখানে বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। উক্ত সাহেব সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। সে যাহা হউক, অনুপযুক্ত ব্যক্তি নাই, তাঁহারা যে সকল কথা বলিয়া থাকেন এবং যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, যদিও তাহার অধিকাংশই নূতন নহে, কিন্তু তাহা সহজে আমরা অবিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি না, তথাচ তাহা বিবেকের সম্পূর্ণ অননুমোদনীয়। এই দলের দুই এক জনের মেসমেরাইজ করিবার ক্ষমতা আছে এবং ক্রমশঃ তাহার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। মেসমেরিজম একটী অসাধারণ কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না এবং আজ কাল যে ইহার আবিষ্কার হইয়াছে এমত নহে। পূর্ব্বে এক দিন ইহার বিশেষ আন্দোলন হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি সর্ব্ব প্রথমে মেডিকেল কালেজে এ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত এবং কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইবার সময়ে ছাত্রেরা মেসমেরাইজ করিতে সমর্থ হইয়াছে, কি না তাহার পরীক্ষা লওয়া হইত। পূর্ব্বে যখন ক্লোরোফরমের আবিষ্কার হয় নাই, তখন কোন রোগীর হস্ত পদ ছেদন বা অন্য কোন প্রকার অস্ত্র করিবার সময়ে মেসমেরাইজ করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিতে হইত মনুষ্যের বুদ্ধি দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সহজ উপায়ও উদ্ভাবিত হইতেছে। যখন দেখা গেল মেসমেরিজম আশানুরূপ ফল প্রদান করিতেছে না, তখন বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া উপরি উক্ত ঔষধের নব প্রকাশ হইল। আর তখন এ বিদ্যার আদর থাকিল না। আমাদের থিওসফিক দলে কেহ কেহ ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কয়েক ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা ইহার নিগূঢ় কারণ কাহার নিকট প্রকাশ করেন না বটে, কিন্তু আমাদের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে ইহার মূলে অবশ্যই মেসমেরিজম আছে। তাঁহারা শুদ্ধ জল প্রয়োগ দ্বারা রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন, ইহাও আমাদের পক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হয় না কারণ যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, ইতর লোকদিগের শিশুসন্তানের পীড়া হইলে তাহারা "জল পড়া" দ্বারা অনেক রোগ করে, সেরূপ পড়া আর কিছুই নহে, কেবল জলে মেসমেরাইজ করা মাত্র। যাহা হউক, আমরা একটী বিষয়ে বিশেষ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি, এই দলের মধ্যে যিনি উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কাহাকে পত্র লিখিলে তাহার উত্তর উপাধানে দিয়ে পাইয়া থাকেন!! সেরূপ শুনিতেছি ইহাঁদের দল ক্রমশঃ পুষ্টি হইতে চলিল, রুশিয়ার একজন কাউণ্ট এই দলভুক্ত হইবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। ফল কি হইয়াছে তাহা জানি না।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ২৭ মে সন্ধ্যার সময় বলরামপুরের মহারাজ তাঁহার এলাহাবাদের বাড়ীতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ ত্রিবেণীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং তৎপরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইয়া গিয়াছে। মহারাজের মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে মহারাণীরা লক্ষ্ণৌ হইতে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। সার জর্জ্জ কুপার সাহেবকে বিদায় প্রদানার্থ গত এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে মহারাজ এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেই পর্য্যন্তই নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইয়াছেন। বলরামপুরের মহারাজ শীকারে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং প্রায় ৮০০ শত ব্যাঘ্র বধ করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি শীকার করিতে গিয়া হস্তী হইতে পতিত হইয়া ছিলেন। এবং তাহাতে যে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন তাহা হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি গবর্ণমেণ্টকে সমধিক সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে।

ভাগলপুর।

এখানকার মাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপালিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত ডলি সাহেবের উদ্যোগে ভাগলপুর জলের কল হইবার প্রস্তাব হইতেছে। বোধ হয় শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। জলের কল হইলে যে অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে। তন্মধ্যে রাজা জমিদার বিখ্যাত রায় নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এক লক্ষ টাকা এবং মুঙ্গেরের অন্তর্গত খিদিরপুরের রাজা রামনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ২০০০ টাকা দান বা সাহায্য করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ কার্য্যে ১৮০০৯ টাকা উঠিয়াছে। শুনিতেছি, ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এডলি ইডেন বাহাদুর না কি গবর্ণমেণ্ট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। জলের কল হইলে একটি

বাসিগণের বড় উপকার হইবে ও অন্য
ক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া
বে।

অত্রত্য জনৈক খাঁসনবিশ উকীল "ভাগলপুর
স" নামক একখানি পাক্ষিক ইংরাজী সংবাদ-
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে
টী ভাষা আছে। প্রথম ইংরাজী, দ্বিতীয় স্তম্ভে
ার হিন্দী ও তৃ য় স্তম্ভে উর্দ্দু অনুবাদ লিখিত
হতেছে। পত্রা এখানকার আলবার্ট প্রেসে
ত হইতেছে।

অত্রে ন্যায়ধর্ম্মরক্ষিণী ও প্রচারিণী সভার গৃহ-
াপন জন্য যে বারাণসীর রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ
এক সহস্র টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত
ছেন, লিখিয়াছিলাম সে বিষয়ে বারাণসী লেখা
হইয়াছিল। তিনি শোনবর্ষার রাজা। বারাণসীর
ার বাবু নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ও (যিনি
ের কলের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন)
ধ্যের উন্নতি ও গৃহনির্ম্মাণের জন্য এক সহস্র
া দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। আর সাঁওতাল
গণার অন্তর্গত রোহিণীর অধিকারিণী এই
য়ের নিমিত্ত ৫০০ শত টাকা দান করিয়াছেন।
ার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহার এই দান
বিশেষ প্রশংসার্হ, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ
। এই দান দ্বারা তিনি অর্থাবশ্যকারিণী সভাকে
ক্রতা ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন। সভা হইতে নায়েব
াবে নিকট কৃতজ্ঞতা প্রেরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সহিত আর্য্যধর্ম্ম প্রচা-
শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় এখানে
বালকদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য "সুনীতি-
ারিণী" সভা স্থাপন করিয়াছেন; আমরা
খিতেছি ইহার মধ্যেই বহুতর বালক এই সভার
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া সকলে অনেক পরিমাণে
পন আপন চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।
দিন সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে বালকেরা স্নেচ্ছা প্রণো-
ত হইয়া ভাগীরথী কূলে দণ্ডায়মান হইয়া যেরূপে
াদেবের উপাসনা করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া
াদের মনে হইয়াছিল সেই প্রাচীনকালের
াবনবাসী আর্য্য ঋষিবালকেরাই যেন সূর্য্যো-
না করিতেছে। সে ভাব কি হৃদয়ানন্দদায়ক।
া সভাই কি আবার এই সকল বালকের দ্বারা
াদে আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি হইবে?

সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে বারাণসীর শ্রীযুক্ত জয়রাম
দাস্বামী এখানের লোকদের যেরূপ গণনা করিয়াছি-
ন, এখানে ঠিক তৎক্ষণে স্থায়ী সূর্য্যগ্রহণ হইয়া-
ণ। বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকাকারগণের এ বিষয়ে গণনার
হইয়াছিল বলিতে পারি না।

বালিকাবিদ্যালয়ে স্ত্রীলোক তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত হইবার সংবাদ আমরা যে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে শুনিতেছি, আমাদের বালিকারা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া চাকুরী করিবে না। যাহাতে তাহারা বিদ্যাশিক্ষার সহিত শিল্প-কার্য্যাদি শিক্ষা করিয়া পরিণামে সংসারের উন্নতিসাধন করিতে পারে, সেই উদ্দেশে স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইবে। এ উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু কোন্ ধর্ম্মাক্রান্ত স্ত্রীলোক নিযুক্তা হইবেন? হিন্দু, না ব্রাহ্মিকা, না অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বিনী?

এখানকার গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতেছে। মধ্যে স্কুল কমিটির এক অধিবেশন হয়; তাহার কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, এই বিদ্যালয়ে গত বৎসর পড়ে ৪১২ টী বালক বিদ্যাশিক্ষা করিত। তাহাদের জন্য শিক্ষকদিগের মাসিক বেতনে ৯৯৩৶৯ ও বাৎসরিক বেতনাদিতে ১১৯২৬ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এ বৎসর ৫০৭ টী বালক ইহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে মাসিক ২৫০ শত টাকা এবং বাৎসরিক ৩০০০ টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। ছাত্রদিগের বেতনাদিতে প্রায় ৮২৫।৮৩০ টাকা মাসিক আদায় হইত। বালক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ইহাতে আর দুইজন অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন ও বিদ্যালয় গৃহেরও আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করা হইবে। এই বিদ্যালয় যাহাতে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এজন্য অনেকের বিশেষ যত্ন ও ইচ্ছা আছে। গবর্ণমেণ্টও তাহাতে অসম্মত নহেন। তবে স্থানীয় লোকে যদি আনুমানিক ৭৫০০০ টাকা গবর্ণমেণ্টকে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তবে গবর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট অর্থ দিয়া ইহাকে হাইস্কুলে পরিণত করিতে পারেন: এই প্রস্তাবিত অর্থের মধ্যে বিদায়প্রাপ্ত কমিসনার মেং বার্লো মহোদয়ের যত্নে প্রায় ৪৮৫০০ শত টাকার উপায় হইয়াছিল; অবশিষ্ট টাকা উঠিবার উপায় হইলেই ভাগলপুরের একটী অভাব দূর হইতে পারিত। এক্ষণে দেখা যাউক, কতদূর কি হয়।

ব্রাহ্মমহাশয়দিগের উদ্যোগে এখানে যে "ব্যাণ্ড অব হোপ" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর ভোপ নাই। কারণ অধিকাংশ হিন্দু বালক এই সভার সভ্য ছিলেন। সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হওয়ায়, ও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয় সেই সভার সভাপতি থাকায় তাঁহারা সকলেই সেই সভা হইতে স্বীয় স্বীয় নাম কর্ত্তন করাইয়া লইয়াছেন। কেবল সামান্য কয়েকজন মাত্র সভ্য আছেন। তাহাতে সভার কার্য্য চলা ভার হইবে। সভা উদ্যমরূপে চলিলে পরে ভাল হইবার সম্ভাবনা ছিল।

অদ্যাপিও এখানে রীতিমত বৃষ্টিপাত হয় নাই। ১০।১২ দিবস পূর্ব্বে কেবল সামান্য ছট এক বারিপাত হইয়াছিল মাত্র। জল না হওয়ায় এ যতদূর গরম হইবার তাহা হইয়াছে। গৃহে তিষ্ঠান ভার হইয়া পড়িয়াছে। বসন্ত এখনও স্থানে স্থানে হইতেছে।

বাজার দর প্রায় একইরূপ আছে। আ ইতর বিশেষ হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গত হইল। নূতন আগত। অতএব আমরা বিনয় সহকা গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে যাঁহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের মূ দিয়াছেন, তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত হ য়াছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২ সালের দেয় মূল্য দান করেন, এই অ দের অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রব কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জব হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময় মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও ক পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রী উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলি ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সে পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
রা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০
া ; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের-
্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি-
বাবু সীতানাথ দত্ত ৫ ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডি-
লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখো-
ায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প
র এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
ক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
ছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
ইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
নীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে
দ লইবেন।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায়
কারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয়
দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া
কন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা-
ণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ১ আউন্স ৬,
আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ
া বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

পাইকপাড়া নর্সরি।

চিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব।
দাসত্বের যাতনা মনে করিয়া স্বাধীন কৃষিকে
প্রবৃত্ত হও।

দেশীয় কৃষির উন্নতি ও বিদেশীয় নানাপ্রকার
হজনক কৃষিকার্য্য দেশমধ্যে প্রচলিত করিবার
কৃষিতত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে। তিন খণ্ড কৃষি
সমাপ্ত হইয়াছে। ৪র্থ খণ্ড অতি মনো-
নূতন প্রকার ফুল ফল ও সবজির প্রতিমূর্ত্তি
ত মুদ্রিত হইতেছে। যাবতীয় কলম করিবার
জ উপায় ছবির দ্বারা দেখান যাইবে এরূপ
ভাবস্থ করা হইয়াছে—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশু
ল ৩৸০। প্রথম হইতে তিন খণ্ড কৃষিতত্ত্ব
কাকারে বাঁধাই হইয়া প্রত্যেক খণ্ড ১৷০ পাঁচ
কা মূল্যে আমাদের আফিসে, কলিকাতা পটল-
ডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরিতে, চিনাবাজার পদ্মচন্দ্র
নাথের দোকানে এবং সিমুলিয়া বাঁড়ুয্যে কোং
দোকানে বিক্রয় হইতেছে—পাইকপাড়া নর্সরিতে
যাঁহার যে কোন ফল ফুলের কলম ইত্যাদির আবশ্যক
হইবে আমার নিকট ফর্দ্দ ও মূল্য পাঠাইলে পাইতে
পারিবেন, গাছের মূল্যের তালিকা আবশ্যক হইলে
এক আনার ষ্টাম্প পাঠাইতে হইবে। বীজাদি ও
কৃষিতত্ত্বের গ্রাহক হইলে বার্ষিক ১৫ টাকা অগ্রিম
দিতে হয়।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত মৎকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ভট্ট।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, সুগন্ধিদ্রব্য, জামা, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার সীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, তামার প্লেট, মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, দন্ত নড়
রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগে
মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং ।০।

পারার স্নুত ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটি
রোগাদির শান্তি করতঃ রক্ত পরিষ্কার এবং শরী
পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০
পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বে
নাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০

প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাও
যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপু
কলিকাতা।

সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার।

যিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কেবল সংযুক্ত
মূলে সরল বাঙ্গালা কিম্বা ইংরেজী ভাষায় হি
আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া এ
খানি পুস্তক রচনা করিতে পারিবেন এবং যাঁহ
পুস্তক প্রেরিত পুস্তক সকল মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলি
বিবেচিত হইবে, তিনি এক শত টাকা পুরস্কার প্রা
হইবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুস্তক সভ
অবিকৃত মুদ্রা যন্ত্র দ্বারা মুদ্রিত করা যাইতে পারি
প্রার্থিগণ বর্ত্তমান বর্ষের কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে স্ব
রচিত পুস্তক সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরে
রায় বাহাদুরের নিকট তাহেরপুরে কিম্বা নিম্নলি
ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীভুবনমোহন মৈত্রে
বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদ
জেলা রাজসাহী।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবি
শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

এক বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১ ডাকমাশুল
যোগিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস। মূল্য এক টাক

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ৷৵০

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা
কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুর্ব্বর্দ্ধন" ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়ম
মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৩
পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধার

ঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার
অন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
নে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
দর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
লোকদের পীড়া ঋটিতি আরোগ্য ও প্রসব
াদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
কৃত করিতেছেন।

ল-কোষও, মাংস-কোষও, ও মূত্রশিলা (থা
রী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে
য়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎ-
পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বড়ো, পুরাণ
শ, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁতেরা, স্বর-
, গয়ের সহিত রক্ত উঠা, সর্দ্দি ও শুষ্ক কাশী
ি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম
গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির
১ টাকা, প্যাকিং ১০, ডাকমাশুল সহিত মাশু
ওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরাপদে এই
ধ সেবন করিতে পারেন। মোদাস্ সমা আবাউন
ক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চোরবাগা
ড ষ্টকেলন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

—:০:—

প্রমাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে
ল ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্তম্ভ
ও পুরুষত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় বাস্তবিক তিন
র্ষ শুক্র বৃদ্ধির ও ধারার প্রবলতার প্রমাণ
য়া যায়, উদ্ধামন ও অকালের, অল্প দিবসেই
কার হয়। পুরাতন পেসের অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার
ব পীড়া ও ধ্বজ প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য
প্রমেহ যদি কিছু অধিক থাকিলে ঔষধ সেবা
অন্য প্রকার চিকিৎসা নাই। প্রমেহ
ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন।

ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, রেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুল সহ ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বানারস।

রেজিষ্টারী (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত-স্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত-প্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শুক্র-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া গাত্র, শারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষান্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কাবুলিদের অমেল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ধারা স্থাদি শিশির গায়ে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী—বারুইপু
" " গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—চালতা-বেড়িয়া
" " কালীচরণ তরফদার—শান্তিপুর
" " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ভবানীপু
" শিবগঞ্জ সভার সম্পাদক—মালদহ
" সেক্রেটারি কালনা মেও লাইব্রেরি মালদহ

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকম
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ ট
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর
নোট, চিঠি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ ব
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঁপাতলা ক্ষুদ্রযন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৩০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৬ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ৩০ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮২। ১২ ই জুন।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ ৪ মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপনী

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"শিবাক্ষর ঘৃত।"

শরীরস্থ পারা নাশক অব্যর্থ মহৌষধ।

যেমন মহাত্মা রঞ্জিত সিংহ "যার মনে আটক তারি আটক" এই কথা বলিয়া কতকগুলি পারিষদ সহিত আটক নদী পার হইয়াছিলেন, সেই এই পারারোগ গ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেও, যাঁহাদের গ্রহ সুপ্রসন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই এই মহৌষধে বিশ্বাস রাখিয়া ব্যবহার করিয়াছেন এবং করিতেছেন, এবং তাঁহারাই রঞ্জিতের আটক পার হওয়া সদৃশ এই রোগের কষ্ট এবং সমাজের ঘৃণা হইতে পার পাইয়া স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যাহা নিম্নের আরোগ্য সমাচার পত্রের দ্বারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

এক সপ্তাহ ঔষধের প্রতি শিশির মূল্য ৯ ডাক মাসুল ৸৹

কে. সি. চট্টোপাধ্যায়।

সারদাদা ফার্মাকেল

পরাণচন্দ্র কলিকাতা।

পারা রোগারোগ্য সমাচার পত্র।

শ্রীযুক্ত কে. সি. চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

সারদাদা ফার্মাকেল পরাণচন্দ্রা কলিকাতা।

মহাশয়, আপনার আবিষ্কৃত শিবাক্ষয় ঘৃত সেবন করিতে ছিলাম, [illegible] দিয়া আরোগ্য হইয়াছে। সুতরাং সংসারাশ্রমী দিগের কোন প্রকার শঙ্কা নাই। [illegible] নিদান সে বিলক্ষণ উপশম পাইতেছে। এক্ষণে মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে যে আপনি উৎকৃষ্ট ঔষধ বাহির করিয়াছেন, তজ্জন্য ইতি। তারিখ ৯ ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২৮৯ সাল।

রাজা শ্রীকালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র।

সাবড়া পোষ্ট, জেলা মেদনীপুর।

—:০:—

মহাশয়! আপনার প্রেরিত শিবাক্ষয় ঘৃত সেবনে রোগীর শরীরে প্রথমতঃ ঘামাচির মত দানা হইয়া অবশেষে শরীর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, বোধ হয় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মহাশয়ের ঔষধের প্রত্যক্ষ ও সদ্য ফল দৃষ্টে ঔষধের গুণ এই নগরে ও সন্নিহিত পল্লিতে যাহাতে সর্ব্বসাধারণে অবগত হয় তজ্জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ করিতেছি এবং করিব। মহাশয়ের ঔষধের প্রতি আমার অতিশয় ভক্তি জন্মিয়াছে। ইতি তারিখ ২৭ এ এপ্রেল সন ১৮৮২ সাল।

শ্রীরসমাদীন উকীল।

মুন্সেফী আদালত ঢাকা।

ধাত্রী শিক্ষাকার ডাঃ শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব বলিয়াছেন, "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত যত পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা এইটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়"। অনেক পণ্ডিত বলিয়াছেন, "ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, ইহাকে ইহার নাম অন্নপূর্ণেশ্বরী রাখিলেই ভাল হইত"।

প্রতি ১২ বার শিশির মূল্য ১৷৹ কমিশন শতকরা ২৫৲; এক ডজনের নীচে কমিশন্ নাই। ফরিদপুর নং ৬৮ নং বাজার ষ্ট্রীট আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীকালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত [illegible] য়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কে গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, স্বাসনালী প্রদাহ এবং ন প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্য কারক ঔ গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রং বি এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশি গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্ এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সা বের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔ নূতন এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা ক থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থে উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔ নূতন ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধি ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজু (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সে করিলে অনায়াসে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়। প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপে

রবা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য
ক।

নজীর্ণতা	পাকাশয়ের প্রদাহ
অম্লমিষা এবং উদরাধ	মস্তক শিরঃশূল
পেট সাঁটিয়া ধরা	পেট জ্বালা
পাকাশয়ের	যকৃতের পীড়া
পীড়াতে দোষ	গর্ভাবস্থায় বমন

গিমলট কোম্পানির গুয়ারানা (Guarana)
এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে
নক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ
উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের
তি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই
দ্বারা আরোগ্য হয়।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতার প্রধান প্রধান
কালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

ণপরীক্ষা। (সম্পূর্ণ) ৩য় বার মুদ্রিত। মূল্য
আনা। ডাঃ মাঃ ৵০ আনা। টাকার পদ্য।
লো) ২য় বার মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা। ডাঃ মাঃ
আনা।

নব চিকিৎসাবোধ। (শৈশব পীড়া ও মতের
প্রকাশক গ্রন্থ) ২য় বার মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।
মাঃ ৵১০ আনা। এই তিন খানি পুস্তক বহুতর
দপত্রের মতে প্রশংসার যোগ্য।

ঔষধালয়:
১৭ নং গোবিন্দচন্দ্র বসের লেন,
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট কলিকাতা।

Mrs E D'cruze 99 College Street Cal
ta.
Diplomaid midwife.
Fees to attendance moderate.
Bears high testimonials.
মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীমতী
ডিক্রুজ, ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদেশে
উপযুক্ত ফি, সহজ ও দর্শনের জন্য অতি অল্প।

পদ্য মহাভারত।

মূলের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদ্য মহাভারত
কাশিত হইবে। যিনি মূলের সহিত ঐক্য
না দেখেন তবে মূল্য ফেরত দিব। প্রতিমাসে ৮ পেজী ১ ফর্ম্মা আকারে প্রকাশ হইবে। সকল শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য মূল্য ১৷০ সিকা এবং মাশুল ৵০ আনা নির্দ্ধারিত হইল। এক শত গ্রাহক জুটিয়াছে। এক সহস্র জুটিলেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। যিনি গ্রাহক হইবেন তিনি সত্বর মূল্যসহ আমার নিকট পত্র লিখিলে গ্রাহক হইতে পারিবেন।

দিনাজপুর শ্রীবিনোদবিহারি রায়।
মজীপাড়া পদ্য মহাভারত প্রকাশক।

মহীসুর রাজ্যের রেলওয়ের নিমিত্ত ঋণ।

মহীসুরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সমভিক্রমে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়া টেণ্ডার গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই টাকায় জমা মহীসুর রাজ্যের সাধারণ রাজস্ব প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবে। এই টাকায় বাঙ্গালোর হইতে তিপ্তুর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করা হইবে। ইহার দূরত্ব ৮৫ মাইল।

২। এই ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ৫ টাকা। বৎসরে দুই বার অর্থাৎ ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ও ১৫ ই আগষ্ট সুদ প্রদত্ত হইবে। ২০ বৎসর এইরূপ দেনা পাওনা চলিবে। সুদের টাকা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের

ক, বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহ এবং

খ, বোম্বাই এবং তাহাদিগের শাখা ধনাগার হইতে দেওয়া যাইবে।

৩। ঋণপত্রের আকার নিম্নে দেওয়া গেল। ১০০ অথবা ১০০ শতের গুণনীয় টাকার প্রতি ঋণপত্র (Debenture) বাহির করা হইবে।

লক্ষ টাকা ঋণের সমুদায় অথবা আংশিকের টেণ্ডার মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলর ১৮৮৯ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত বাঙ্গালোরে গ্রহণ করিবেন।

পত্র

হইল। যিনি টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে ফারম খানে মুদ্রিত তাহার উপর সীল করিয়া "১৮৮৯ সালের মহীসুর রেলওয়ের ঋণের টেণ্ডার" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। আর ার বাঙ্গালোরে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। ১৮৮৯ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মহীসুর গবর্ণমেণ্টের দাওয়ান অপরাপর লোকের সম্মুখে বাঙ্গালোরে তাঁহার আপীসে বসিয়া এই সকল টেণ্ডার খুলিবেন ও প্রথম ন্যূনকল্পের তার স্থির করিবেন।

৭। যিনি যত টাকার টেণ্ডার দিবেন, তাঁহা সেই টেণ্ডারের সঙ্গে সেই টেণ্ডারের দেয় মোট টাকা শতকরা ২ টাকা পরিমাণ টাকা জমা দিতে হইবে এই টাকা মহীসুরের দাওয়ানের নামে বঙ্গদেশে ব্যাঙ্কসমূহে মান্দ্রাজ বোম্বাই ও তাহাদিগের শা ব্যাঙ্কে অথবা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগা জমা দিয়া তাহার রসিদ টেণ্ডারের সহিত পাঠাই পারিবেন এবং দাওয়ানের নামে মনি-অর্ডার অ কোম্পানির কাগজও পাঠাইতে পারিবেন।

৮। যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক টেণ্ডার গ্রা হয়, তাহা হইলে আমানতি টাকা দেয় ঋ আংশিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং টেণ্ড দাতাকে তাহার টেণ্ডারের লিখিত অবশিষ্ট টা ১৮৮৯ সালের ১৫ ই আগষ্টের মধ্যে মহীসুর গ ণ্টের যে কোন ধনাগারেই হউক অথবা বঙ্গ বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও তাহার শাখা ব্যাঙ্কে দাওয়া নামে জমা দিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে টা জমা না দিলে আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারের টাকা প্রাপ্তির অব্যবহিত প ঋণপত্র বাহির করা হইবে।

১০। টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে টেণ্ডারের স দত্ত আমানতি টাকা আবেদন করিলে করা হইবে।

১১। এক হারের দুই বা ততোধিক টে হইলে (কম হারে টেণ্ডার গ্রহণের যে কো তাহার অপেক্ষা যদি কম হারে না হয়) উহা হারে ডিপজিট দিবার কথা আছে যদি আবশ্য সেই হারে প্রতি টেণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

১২। টেণ্ডারের যে হার বর্দ্ধিত হইবে, তা এক আনার ভগ্নাংশ থাকিবে না। যদি কোন টে এক আনার ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে বা দেওয়া হইবে এবং ভগ্নাংশবিহীন হারে গণ্য হইবে।

১৩। ক্রম প্রমাণের পরিচায়ক প্রত্যেক টে সহিত স্বতন্ত্র আর একটী টেণ্ডার দিতে হইবে তাহার সহিত পূর্ব্বে আমানতও করিতে হইবে

১৪। মহীসুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব ১ ১০০০০০০০ টাকা (এক কোটী ৬ লক্ষ) আয় থাকে। সকল প্রকার ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে নিকট হইতে দুর্ভিক্ষনিবারণের নিমিত্ত যে টাকা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার পরিশোধের জন্য দেওয়া হইতেছে, তাহা বাদে ৫ লক্ষ টাকা থাকে।

১৫। ভারতবর্ষে এই ঋণবিষয়ক যে

জাবশ্য করা আবশ্যক হইবে, তাহাতে ষ্টাম্প গিবে না।

ীসুরের দাওয়ানের) দি, বঙ্গাচার্য্য
র্য্যালয় বাঙ্গালোর) দাওয়ান।
া মে ১৮৮২।)

Form of Tender

I hereby tender for Rupees of
Loan advertised in the Notification of
Dewan of Mysore dated 1st May 1882
I agree to pay the same subject to the
ditions notified, at the rate of Rupees
for every Rs. 100 alloted to me.

I enclose on account of the required
osit of 2 per cent on the amount tender-
(here enter particulars of deposit) and
rage, if my offer is accepted to pay the
ainder of the amount of the loan allo-
to me on or before the 15th August
2, in the manner prescribed in the Noti-
ion. Any allotment made to me may b
mmunicated to the following adress.

Signature.

Full address.

Form of Debenture.

SORE RAILWAY, FIVE PER CENT
LOAN 1882.

Bangalore, 1882.

The Government of His Highness the
ja Raja of Mysore in consideration of
sum of Rupees received
n
ust to pay to the said
der the sum of Rupees
ty years after the date hereof, toge ther
interest at the rate of five per cen-
per annum, payable half yearly on
February and 15th August

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ অষ্টম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হচে। ইহাতে বেদব্যাসের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন, দয় (পদ্য), দেবগণের মর্ত্যে আগমন, জ ও সৌর কলঙ্ক, মনুসংহিতা, সংশয়-আক্ষেপ (পদ্য), কবি (পদ্য), সাংখ্যদর্শন, বসুন্ধরা বৃক্ষ, এই ৯ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোমপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কদাচ্চম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র।

মধ্য ইংরাজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

মহাশয়! আপনি গত ৫ ই পৌষের সোমপ্রকাশে মধ্য ইংরাজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ফলোপধায়ক হইবে আমরা এত দিন এইরূপ আশা করিতেছিলাম। যদিও বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলীর আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি বিশেষ ফল কিছুই হয় নাই। পূর্ব্বেও যেরূপ মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের বালক ও শিক্ষকগণকে দারুণ পরিশ্রমে প্রপীড়িত হইতে হইত, এখনও সেইরূপ হইতে চলিল। মহাশয় শিক্ষকগণের কষ্টের কোন উল্লেখ করেন নাই। অতএব তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে। পরীক্ষিতব্য বিষয় সকলের সংখ্যাতিরেক ও অল্পবয়স্ক বালকবৃন্দের পক্ষে উহার দুর্ব্বোধ্যতা প্রযুক্ত শিক্ষকগণকে কিপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা অন্ততঃ মফস্বলের প্রায় সমস্ত মধ্য শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপনা কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানিতে পারা যায়। হেডমাষ্টার বা হেডপণ্ডিতগণকে প্রায় সর্ব্বদাই অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। প্রাতে, মধ্যাহ্ন (বিদ্যালয়ের সময়ে) ও রাত্রিতে সর্ব্বদাই তাঁহা বালকদিগকে শিক্ষা দান করিতেও ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না। উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যার্থিগণ সমক্ষের নিম্নতন পরীক্ষা শেষ হইলে পর প্রবেশিকাপরীক্ষার্থিগণকে আর বিদ্যালয়ে আসিতে হয় না, শিক্ষকগণও অধ্যাপনা কার্য্য হইতে একপক্ষের সম্পূর্ণ অবকাশ লাভ করেন। তবে কোন ছাত্র সন্দেহ ভঞ্জনার্থ যেমন অন্য আত্মীয়ের নিকট গিয়া থাকেন, সেইরূপ শিক্ষকের নিকটও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হন। কিন্তু মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই শিক্ষকগণকে অধিকতর পরিশ্রম করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি, একটী গবর্ণমেণ্ট পাঠশালার হেডমাষ্টার মহাশয় গত পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বদিন সমবেত পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে যথারীতি ইংরাজি পড়াইতেছেন। একটী উপনগরীস্থ বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত মহাশয় স্কুলের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এইরূপ আবেদন করিয়াছেন "মহাশয়! বালকদিগকে বিদ্যালয়ের সময় ভিন্ন প্রাতে ও অপরাহ্ণে না পড়াইলে তাহারা পরীক্ষাদানে সমর্থ হইবে না, কিন্তু এরূপ করিতে হইলে আমি প্রাইভেট টুইসন্ রাখিতে পারি না, সুতরাং আমাকে মাসের ১ লা বেতন দিতে হইবে, নচেৎ আমার অত্যন্ত কষ্ট হইবে।" আর এক মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছেন "পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক সকলের সংখ্যাতিরেক ও দুর্ব্বোধ্যতা বশতঃ আমাকে প্রতি দিন অধ্যাপনার কার্য্য করিতে হইবে, স্কুলের ছুটির সময় অধ্যাপনা বন্ধ করিলে পাঠ্যপুস্তকসকল কোনক্রমে শেষ হইবে না, সুতরাং বালকগণ পরীক্ষাদানে সমর্থ হইবে না, অতএব অতিরিক্ত পরিশ্রম জন্য আমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে, অথবা আগামী মধ্য ইংরাজি পরীক্ষায় বালক পাঠাইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি দিতে হইবে।" অনুসন্ধান করিলে এরূপ সর্ব্বত্রই শিক্ষকগণের এইরূপ অসন্তোষ লক্ষিত হইবে।

এক্ষণে মধ্য ইংরাজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই—

কোন ভাষায় সম্ভবপর ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে সেই ভাষায় লিখিত পুস্তক সকল যে অধিক পরিমাণে আলোচনা করিতে হয়, তাহা সামান্য লোকেও বুঝিতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সহজ উপায়ে উপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের অনুজ্ঞা অনুসারে আটটী পরীক্ষার্থ বিষয়ের মধ্যে সাতটী বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যয়ন করিয়া তাহার পর ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইবে অর্থাৎ পরীক্ষার্থিদিগকে পূর্ণ সংখ্যার তৃতীয়াংশ পাইতে হইবে, কেবল ইহা নহে, প্রথমশ্রেণী ভিন্ন অপর নিম্নশ্রেণীগুলিতেও ইংরাজি সাহিত্য ভিন্ন সমস্ত বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, প্রথম হইতে কেবল বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন করিয়া একখানিমাত্র ইংরাজি সাহিত্যের কিতাব অধ্যয়ন করিয়া পূর্ণ সংখ্যার তৃতীয়াংশ পাইবে, ইহা কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? এক্ষণে দেখা যাউক, এ প্রকার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি? স্থূল উদ্দেশ্য এই মাত্র অনুমিত হয় যে বিজ্ঞান প্রভৃতি ছয়টী বিষয় সকল মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইলে বালকেরা অনায়াসে ধারণ করিতে সক্ষম হয়, এ কথা সত্য কিন্তু ইতিহাস ও ভূগোল ইংরাজিতে পড়াইলে

কি দোষ হয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। অধিকাংশ অনুবাদের প্রশ্ন প্রায়ই ঐতিহাসিক রচনা হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। আবোট, ৩৭, গোলন্দাজ সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য, পদাতিক সৈন্য সেনাপতি, উত্তরাধিকারী, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি শব্দের ইংরাজি প্রতিবাক্য প্রায় ইংরাজি ইতিহাস ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। সুতরাং বালকদিগের অ ও যার পর নাই মন্দ হইয়া থাকে। ইংরাজি ঘাস ও ইতিহাস না পড়িয়া বালকেরা ধাত্রি স্থানবাচক শব্দ ইংরাজিতে লিখিতে হইলে পরিহাসজনক বর্ণাশুদ্ধি করিয়া থাকে: যথা,— England, Afrika, Temz, Russhia, Parshia, Karnalis, Dalhousiee, ইত্যাদি। বিজ্ঞান পড়ুতি বাঙ্গালায় শিক্ষিত হইলে বালকেরা সহজে তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে সক্ষম হয় সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কতকগুলা পুস্তক পড়াইয়া তাহাদিগের কোমল মস্তিষ্কের পীড়া উৎপাদন করা উচিত নহে। দুগ্ধ, এরারুট প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য শিশুগণ অনায়াসে পরিপাক করিতে সক্ষম হয়, তাহা বলিয়া কোন একটী শিশুর পথ্যের জন্য ৫ সের দুগ্ধ ও ৫ সের এরারুট ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। এ দিকে আবার আর এক বিপদ উপস্থিত। আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত মহাত্মাগণ কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে সম্মত নহেন। কিন্তু ভাল হউক বা মন্দ হউক, আবশ্যক হউক বা অনাবশ্যক হউক, গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা নামে পরিচিত হইতে অনেকে উৎসুক। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকসকল প্রণয়ন দ্বারা আমাদের শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি যে সকল সুশিক্ষিত ও অর্থশালী হইতেছেন দেখিয়া সেই কেহ কেহ ঈর্ষাপরবশ হইয়া অল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য অসার রাশি রাশি পুস্তক প্রচারিত করিতেছেন। এই সকল গ্রন্থকর্ত্তার ভাষাজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান এতদুভয়েরই অভাব। বড় আক্ষেপের বিষয় এই, স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টরেরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিতে অক্ষম। যিনি অনুরোধ করেন, তাঁহারই পুস্তক পাঠ্যপুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে সেই অসংখ্য পুস্তকরাশির মধ্য হইতে কোন একখানি নির্ব্বাচন করার ভার শিক্ষক অথবা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি অর্পিত হয়। এই প্রকার ব্যবস্থায় যে কি অনিষ্ট হয়, তাহা মহাশয় পূর্ব্ব ২ পোষের সোমপ্রকাশে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। আর একটী কথা—শিক্ষক অথবা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বদা ইন্সপেক্টরের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারেন না। তাঁহাদের প্রণীত বা তাঁহাদের আত্মীয়গণ প্রণীত পুস্তক নির্ব্বাচিত না হইলে তাঁহাদের আক্রোশের সীমা থাকে না। এ প্রকার অসহ্য ক্ষমতা প্রকাশ যে কতদূর গর্হিত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

অতঃপর মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমীপে আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই যে তাঁহারা অল্পবয়স্ক কোমলমতি বালকদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা হ্রাস ও প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত গ্রন্থনির্ব্বাচন পক্ষে যত্নবান্ হন।

কতিপয় শিক্ষক।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

সাধুজনবাঞ্ছনীয় শ্রীযুক্ত বনমালি ভট্টাচার্য্য পুস্তক প্রণেতার নিকটে নিজ সংশয়ের বিষয় জানাইবেন। তাহা হইলে সুসঙ্গতরূপে তাঁহার সন্দেহভঞ্জন হইবে। সামান্য বিষয় লইয়া সোমপ্রকাশে আন্দোলন করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

সোমপ্রকাশ।

৩০ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আসামের শোচনীয় অবস্থা।

আমরা পূর্ব্ব আসামের বিদ্রোহের বিবরণ পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। সম্প্রতি নবাগত পলাম সেক্রেটারি মর্ড হে ডরিক কারেফিস এবং তদীয় সহকারী সেক্রেটারি বর্ক সাহেব কিরূপ তদন্ত করিয়াছেন, তাহার আভাসমাত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বৃত্তান্ত আমেরের গোচরার্থ আমরা এ স্থলে প্রকটিত করিতেছি।

গত ৬ ই মে শনিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে মর্ড কারেফিস এবং বার্ক সাহেব ডিমিয়াপাণি সাহেবের সমভিব্যাহারে সেবন করিতেছিলেন। পাঠক জ্ঞাত আছেন, পূর্ব্বাবধি আসামের চুতিয়াগণ স্বাধীনতার আশা লইয়া মহা বাত্যুদ্যম চালাইতেছে। তাহাদিগের নিষ্ঠুর ভরিদার কর্ত্তৃক মূলপাবানাদি উৎসাদিত হইয়া অনেকেরই প্রাণ সংহার করিয়াছে। কিন্তু কেবল যে ভরদারের অত্যাচার আইবিষদিগের মনোবিকার ঘটাইবার একমাত্র কারণ তাহা নহে, অন্যবিধ অনেক অত্যাচার আছে। সেই সমস্ত নিদারুণ কষ্টের বিষয় আইবিষদিগের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, সে অত্যাচারও অনেক পরিমাণে উপশান্ত হইয়াছে, কিন্তু বজ্রাক্ষরোদিত তাহার অবিনশ্বর অঙ্ক আইবিষদিগের সন্তানসন্ততি পরম্পরায় চিত্তক্ষেত্র হইতে অদ্যাবধি অপগত হয় নাই। তাঁহারা প্রতিহিংসার নিমিত্ত সুযোগ অন্বেষণ করেন, তাঁহারা আয়শাসন ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিষ্ঠুর নিপীড়ক জমিদারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহেন। এইগুলি তদ্দ্বীপবাসিদিগের মনের অন্তরতম নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, অতীত অত্যাচারের উত্তেজনায় এখনও কি আইবিষদিগের হৃদয় ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইতেছে? তবে কি তাহারা লোকেরা নিতান্ত অমর্ষপরায়ণ এবং প্রতিহিংসক? ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ প্রকার আচরণ অনুচিত। বিষয়ী লোক তিতিক্ষাগুণে গত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া যান; কিন্তু সমস্ত জাতির পক্ষে এ নিয়ম নহে। রাজনীতির অনুগামী একটী জাতি তাদৃশ তিতিক্ষাকে অগৌরবের কারণ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহারা গত অপরাধ বিস্মৃত হইতে পারেন না; নিতান্ত পরপীড়ন সাহিষ্ণু ধীর জাতিরা সুযোগ পাইলে অত্যাচারীর উৎপীড়নের প্রতিশোধ দিয়া থাকেন। চিরকাল মহাপরাক্রান্ত রাজা এইরূপে বিনষ্ট হইয়া আসিতেছে। এটী নিরপেক্ষ স্বভাবের একটী নিশ্চল নিয়ম। কোন ব্যক্তি বা জাতি পরাক্রান্ত হইলে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই অত্যাচার পরিণামে অত্যাচারীর বিনাশের কারণ হয়। জন্ম উৎপীড়িত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠে কালেতে তাহারা প্রবল হয়, তখন অত্যাচারীকে সহজে শাসন করিতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে আসামের ফরেষ্টর সাহেব প্রধান সেক্রেটরী ছিলেন। ব্রাডাম্যান সাহেব নমপ্রকাশ, তাহাতে আবার বৃদ্ধ হইয়াছেন। কঠিন আইন দ্বারা আইবিষদিগকে দমন করিবেন, এটি তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। তিনি তদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি সদয়ব্যবহার দ্বারা শান্তি স্থাপন করিবার অভিলাষ করেন। পূর্ব্বাপরাধে যাহারা কারারুদ্ধ হয়, তাহাদিগকে মুক্তি দিবার অনুমতি করেন। ফরেষ্টর সাহেব এই যুক্তির প্রতিবাদী, তাঁহার মতে আইবিষদিগের প্রতি বিলক্ষণ কঠিন আইনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অপরাধানুসারে তাহাদের প্রতি কঠিন শাস্তি বিধান না করিলে কিছুতেই তাহারা নিরস্ত হইবে না। ফরেষ্টর সাহেব এরূপ মতের পক্ষপাতী হইলেও তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীন হইতে পারেন না, সুতরাং মনের বিকারে পদ পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে আমাদের বর্ত্তমান ছোট সেক্রেটরি মর্ড হাটিংটনের ভ্রাতা মর্ড ফ্রেডরিক

ণ্ডিস্ আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারির পদে
ক্ত হন। বার্ক সাহেব পূর্ব্ব হইতেই সহকারী
ক্রেটারি ছিলেন; কিন্তু তিনি সত্বর পদ পরি-
গর নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছিলেন।

র্ড ক্যাভেণ্ডিস্ কেবল ছয় ঘণ্টা মাত্র এই
নব পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।
আইরিষদিগের প্রতি সদয় আচরণ করিবার নিমি
থায় গমন করেন। তাঁহার সোজন্য এবং
য়িকতাতে অনেকে প্রীত হইয়াছিলেন।
ঃ. ছয় ঘণ্টাকালের মধ্যে তিনি এমন কোন
। করেন নাই, যদ্দ্বারা তথাকার লোকের ক্রোধ
দ্রিক হইতে পারে। আইরিষদিগের মনোগত
শা এই যে, প্রধান ব্যক্তির প্রাণসংহার করিতে
লে ইংলণ্ড ভীত হইয়া তাহাদের মনোরথ
করিবেন, তজ্জন্যই তাহারা এপ্রকার নৃশংস-
য মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিতে সাহস
য়াছে।

যে চারি জন সেক্রেটরিদ্বয়ের প্রাণনাশ
য়াছে, কেবল তাহারা দুই জনই কার্য্যের অনু-
এমন বোধ হয় না। আমাদের বিবেচনায়
লকেই ঐ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে; আমরা যে
কা—সমস্ত আয়র্লণ্ড এবং তাহার বিশেষ
াধী।

র্ড ক্যাভেণ্ডিস্ আফিসে উপস্থিত হইলে
ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন
লন। তাহারা কি কথা বলিয়া বোধ করি
ন প্রধান সেক্রেটরিকে ছলক্রমে চলিয়া
হিরে লইয়া যায়। এই সময় দুই জনের মনে সন্দেহের
হয় তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া সঙ্গে
লেন। বাহিরে গাড়ী প্রস্তুত ছিল। ঘাতকেরা
ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিবামাত্র "এখানে কি করে
ক্যাভেণ্ডিস্ আসিতেছেন" বলিয়া তাহাদিগকে
কথা জিজ্ঞাসা করে। তাহারা ঐ কথার উত্তর
ন না। তখন ঘাতকেরা "লর্ড ক্যাভে-
ণ্ডিস্ এখানে আসিতেছেন" বলিয়া তাহাদিগকে
ঃ দেয়। তাহারা ঐ কথা শুনিয়া "তিনি
ও আসিতেছেন?" এই কথা বলিয়া তাহাদের
হাশয়" আর উহার কথা শেষ—এই কয়ে
য়া প্রস্থান করে। তাহারা যে তখন
পাদিত হয় তাহা বুঝিতে পারে নাই।

র্ড লেপ্টেনাণ্ট অপরাহ্ণ ৩ টার সময় ডব্লিটী
তে বহির্গত হইয়া রায় সাহেবের মন্ত্রীর সঙ্গে
বোহণে উদ্যান পরিষ্কার করিতে
লেন, কিন্তু ঐ সময় তাঁহার
নের আকৃতি
কথা
ণ না।
ণ্ডিস্
ট্রীস্থ
বাণ্ডেণ্ডিস্।" তাহাতে
হাশয়" আর
য়া প্রস্থান
পাদিত হয়

সেক্রেটারির নিমন্ত্রণ ছিল। লর্ড লেপ্টেনাণ্ট
করিবার কিয়ৎকাল পরেই লর্ড ফ্রেডরিক ক্যাভে
ণ্ডিস পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। তৎ-
পরে বার্ক সাহেবও বহির্গত হইলেন, পার্ক পর্য্যন্ত গিয়া
বোধ হয় তাঁহার শ্রমানুভব হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি
ফিন নামক জনেক গাড়য়ানের গাড়ী ভাড়া করেন।
কিয়দ্দূর গিয়া তিনি লর্ড ক্যাভেণ্ডিসের সাক্ষাৎ পাই
লেন এবং গাড়ী হইতে অবতরণপূর্ব্বক দুই জনেই
পদব্রজে চলিতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহারা রাজ
প্রতিনিধির বাটীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই
সময়ে ম্যাগুইর এবং ফ্রনি নামক দুই ব্যক্তি
ট্রাইসিকন গাড়ী আরোহণে সেই দিক দিয়া চলিয়া
যান; তাহারা লর্ড ফ্রেডরিক ক্যাভেণ্ডিস এবং পার্ক
সাহেবকে জীবিত দেখিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর
চারিজন লোকে একখানি গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া
ছুরিকা দ্বারা উক্ত ভদ্রলোকদিগের প্রাণ হত্যা করে।
বোধ হয় ঘাতকেরা পশ্চাদ্ভাগ হইতে প্রথমে বার্ক
সাহেবের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকা বিদ্ধ করে। লর্ড ক্যাভে
ণ্ডিস তাঁহার রক্ষার্থ অগ্রসর হন, পরে তাঁহারও দেহ
ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। লর্ড ফ্রেড-
রিক ক্যাভেণ্ডিসের অঙ্গে আটটী আঘাত-চিহ্ন দৃষ্ট
হয়; দক্ষিণ বাহুমূলে একটী বৃহৎ আঘাত,
সেখানকার ধমনী বিখণ্ডিত হইয়া গিয়া-
ছিল। উত্তর পার্শ্বকায়, স্কন্ধে এবং গলায় আর
সাতটী আঘাত চিহ্ন ছিল। বার্ক সাহেবের অঙ্গে
এগারটী আঘাত চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল; তাঁহার বাম
হস্তের অঙ্গুলীতে তিনটী আঘাত লক্ষিত হয়; বোধ
করি প্রাণরক্ষার্থ তিনি ঘাতকদিগকে ধরিতে গিয়া-
ছিলেন।

যৎকালে এই শোচনীয় তুমুল ব্যাপার ঘটে
সেকালে জেকব নামক ষোড়শবর্ষবয়স্ক এক
বালক পার্কে একটী বৃক্ষের উপর কুলায় হইতে
পক্ষিশাবক পাড়িতেছিল। সে স্বচক্ষে এই সমস্ত
ব্যাপার দেখিল, কিন্তু মদোন্মত্ত ব্যক্তিরা "মাতলামী"
করিতেছে, এই স্থির করিয়া তৎপ্রতি বিশেষ মনো-
যোগ দেয় নাই। তৎপরে দেখিল, দুই ব্যক্তি
সবেগে আসিল, পরে চারি জন গাড়ী আরোহণে
প্রস্থান করিল। লর্ড লেপ্টেনাণ্ট এবং কর্ণাল কল-
হাঁহাদের নিকট সম্মুখে পাদচারণ করিতে-
ছিলেন; তাঁহারাও স্বচক্ষে এই ব্যাপার দর্শন
করেন। কিন্তু এই মহাত্মাদ্বয় উক্ত অদ্ভুতপূর্ব্ব তুমুল
কাণ্ডকে মাতলামি জ্ঞান করিয়া উহাতে উপেক্ষা
করিয়াছিলেন। কাপ্তেন গ্রিফেথ্স এই ঘাতকাণ্ড
স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও ইহাকে গুরুতর
ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। তৎপরে তিনি
অগ্রসর হইয়া দেখেন যে, লর্ড ক্যাভেণ্ডিস এবং
বার্ক সাহেব বিনষ্ট হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি
ধর্ণাল কলফিল্ড এবং লর্ড লেপ্টেনাণ্টকে সঙ্কেত
করিয়া বলিলেন যে—"এ স্থানে লোকহত্যা হই
য়াছে।" যে দুই জন পূর্ব্বে ট্রাইসিকন গাড়ী চড়িয়া
গিয়াছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে তথায় উপনীত হই
লেন। হত ব্যক্তিদিগের মৃতদেহ ষ্টিফেন হাঁসপা
তালে প্রেরিত হইল। লর্ড ক্যাভেণ্ডিস তখন-
জীবিত ছিলেন, কিন্তু সত্বর তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ
হইল।

পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন সন্ধ্যা
সময় প্রকাশ্য জনাকীর্ণ স্থানে এতাদৃশ লোম
র্ষণ ব্যাপার ঘটিয়া গেল, কিন্তু কেহই ঘাতকদিগকে
ধৃত করিতে পারিলেন না। ইহাতে কি বিস্ময়
হয়? এই ষড়যন্ত্রে অনেকেই লিপ্ত আছেন, এ ভিন্ন
আর কিছুই আমরা অনুমান করিতে পারি না।
কেহ কেহ বিবেচনা করেন, ঘাতকদিগের লর্ড ক্যাভে
ণ্ডিসের প্রাণহত্যা করিবার অভিসন্ধি ছিল না,
তাহারা বার্ক সাহেবকেই বিনষ্ট করিতে আইসে।
এ প্রকার অসঙ্গত সিদ্ধান্ত আমাদের মনঃপূত নহে।
কেবল বার্ক সাহেবের প্রাণ বিনাশ করিবা
তাহাদের ইচ্ছা থাকিলে বহুকাল পূর্ব্বে তাহাদে
মনোরথ পূর্ণ হইতে পারিত। বার্ক সাহেব কখ
প্রহরিগণে বেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করিতেন না, তি
সর্ব্বদাই একাকী যথা তথা স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করি
তেন; অতএব তাঁহার বিনাশসাধন অনায়াসসা
ছিল। ইংলণ্ডের একজন প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
নিহত করাই ঘাতকদিগের ঐকান্তিক বাসনা; কো
কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণসংহার করিয়া ইংলণ্ড
ভয় প্রদর্শন করাই ঘাতকদিগের মনোগত অভি
প্রায়। সুযোগ উপস্থিত হইল, তাহারা এককা
দুই জনকেই বিনষ্ট করিল।

এ সমাচারে ফ্রান্সের এবং রুষিয়ার সোসি
য়ালিষ্ট সাম্প্রদায়িক লোকেরা ত আহ্লাদে গদগ
হইতেছে; রুষরাজ্যের নিহিলিষ্টদিগের ত কথাই নাই
তাহারা প্রেমানন্দে মাতিয়া পড়িতেছে। আয়র্ল
হইলে সোডশোপচারে অক্টাই দেবতার পূজা করিত
আয়ারলণ্ডবাসিদেরও আনন্দের সীমা নাই। এ
দুষ্কর্ম ব্যাপারের পর স্থানে স্থানে কত সভা হইল
কত বক্তৃতার ধুম পড়িয়া গেল; কিন্তু কুত্রাপি এ
শোচনীয় কাণ্ডের নামগন্ধও উল্লিখিত হয় নাই
বোধ হয় "ইউনাইটেড আইরিশম্যান" নাম
সংবাদপত্রের সম্পাদক এই ঘাতকাণ্ড সবিশে
অবগত আছেন। তিনি সর্ব্বদাই গর্ব্ব করেন
যে, ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে তিনি
বিলক্ষণ সক্ষম; অদ্যও এই দুর্ঘটনার পর তি
এই স্পর্দ্ধাসূচক বাক্য করেন যে, দুষ্কর্ম দ্বারা সমগ্র

লওবাসিদের স্বার্থ রক্ষিত হয়, তাহা হইলে কেরূপ দণ্ডার্হ নহে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, সম্পাদক এই সমস্ত কার্য সর্ব্বতোভাবে আছেন। অনেকে অনুমান করেন, আয়র্লণ্ড ত্যাগী কতকগুলি আমেরিকাবাসী ইহার প্রধান াগী; কেহ কেহ বলেন, আমেরিকাবাসিরাই সমস্ত কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। র্যান্ত খাতকগণ ধৃত হয় নাই, বোধ হয় আর াদের অনুসন্ধানও পাওয়া যাইবে না।

মহামান্য ষ্টিভিলিয়ান সাহেব লর্ড ক্যানিঙ্গের পদে নিযুক্ত হইতেছেন। আইরিষদিগকে ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এইবার কঠিন ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এ প্রকার নীতি র অনুমোদনীয় সংকীর্ণ বুদ্ধিবলে আমরা তাহা ত করিতে অশক্ত। আয়র্লণ্ড, ইংলণ্ডের বাহুস্বরূপ; যাহাতে মৃগবিচ্ছেদ উপস্থিত না সর্ব্বথা তাদৃশী নীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর; া ইহার পরিণামে ইংলণ্ডের বিপদ হইবে। ত্র যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিলে, এই অসন্তোষবাদ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি করিবে, ইংলণ্ডের অত্যন্ত বলহানি হইয়া বে। আইরিষদিগকে স্বাধীনতন্ত্র আত্মশাসন া দিয়া এবং ভূস্বামিদিগের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে ার করিয়া ইংলণ্ড গৃহের শান্তিরক্ষা করুন।

ছোট নাগপুরে রেলওয়ে নির্ম্মাণের প্রস্তাব।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত গে দৃষ্ট হয় যে, কলিকাতা হইতে বোম্বাই গমন নিমিত্ত ছোটনাগপুর দিয়াই সরল পথ। এলাদ ও ওয়ারঙ্গলপুরের অন্তর্দেশ ভেদ করিয়া যে রেল য়া গিয়াছে, সে পথ সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত নহে। গঞ্জ হইতে মানভূম ও রাকি দিয়া রেলওয়ে াণের প্রস্তাব অনেক দিন হইল হইয়াছে, কিন্তু র্যান্ত উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি নগ- ল চারিটী রেলওয়ে বিশেষ আবশ্যক: প্রথমটী কাতা হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত। ইহা মেদনীপুর লেশ্বর কটক পুরী সম্বলপুর বিজয়নগর ও মৎস্য র (মসলীপত্তন) পথে মান্দ্রাজে গিয়া মিলিত বে। দ্বিতীয়টী, গোয়ালন্দ ঢাকা ময়মনসিংহ আসাম রেলওয়ে। তৃতীয়টী, ঢাকা হইতে রগঞ্জ ও চট্টগ্রাম। চতুর্থটী, যে রেলওয়ে সম্বন্ধে মান প্রস্তাবলী লিখিত হইতেছে।

প্রথমোক্ত তিনটী রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে হইলে র নদী ও খাল বাঁধিতে হইবে, সুতরাং তাহা িশেষ ব্যয়সাধ্য। অতএব উহা প্রস্তুত িতে কিছু বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু ছোটনাগ- র রেলওয়ে অদ্যাবধি নির্ম্মিত হইতেছে না, ইহার কারণ কি? গত বৎসর রাস্তা নির্ম্মাণের নিমিত্ত যে যে ভূমির মাপ করা হইয়াছিল, তন্নিয়ে বিস্তর পাথুরিয়া কয়লা আছে। সেই ক্ষতির আশঙ্কায় পথের উপযুক্ত ভূমি দুর্লভ হয়, কিন্তু এক্ষণে সে অসুবিধাও নিরাকৃত হইয়াছে। এখন ঐ পথের নির্ম্মাণে গবর্ণমেণ্টের যত্নবান্ হওয়া উচিত।

ছোট নাগপুরের রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে কোম্পনি বিলক্ষণ লাভবান্ হইতে পারিবেন। সত্য বটে, এই প্রদেশের অনেক স্থান পর্ব্বতময়, কিন্তু উহার ভূমি সাতিশয় উর্ব্বরা। ভূগর্ভে নানাপ্রকার ধাতু আছে। বনে নানা প্রকার বহুমূল্য বনজাত দ্রব্য আছে। তদ্ভিন্ন চাকারিবাগ লোহারডগা মানভূম সিংহভূম সম্বলপুর রাইপুর বিলাসপুর পালাঘাট প্রভৃতি অনেকগুলি স্থানের বাণিজ্যদ্রব্য নানা স্থানে প্রেরিত হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত বোনাই, চক্রধরপুর, গঙ্গপুর, রাঁচি, কোরিয়া, সরগুজা, উদয়পুর, রায়গড়, সারঙ্গগড়, পাটনা, শোণপুর, বেরাখোল, বামরা, সটিক, কাণ্ডরা, কোরকা, কর্কের খরসাগড়, ও নন্দগ্রাম প্রভৃতি করদ রাজ্যের রাজাদিগের নিকটে রেলওয়ে কোম্পানি বিশেষ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবেন। এ সমস্ত স্থানের আয়তন প্রায় ১৫,০০০০০০ বিঘা ভূমি। তন্মধ্যে প্রতি বৎসর ৪,০০০০০০ বিঘা ভূমির কর্ষণ হয় এবং তথায় দশ কোটি মণের অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু সে স্থলে লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প। সুতরাং সমস্ত দ্রব্যের তৃতীয়াংশ ভোজন করিয়া শেষ করিতে পারে না। ঐ সমস্ত দ্রব্য অনায়াসে প্রেরণের সুবিধা হইলে তথাকার বাণিজ্য-কার্য্যের উন্নতি হইবে, বঙ্গে যে দশ কোটি বিঘা ভূমি পতিত আছে, তাহাতেও কৃষিকর্ম্ম চলিবে, এবং যে যে স্থানে তথাকার দ্রব্যের আমদানি হইবে, তথায় দ্রব্যসামগ্রী সস্তা হইয়া উঠিবে। দুর্ভিক্ষাশঙ্কার অনেকটা লাঘব হইয়া আসিবে।

কোন স্থানে লোকে ভূমির জন্য লালায়িত, কৃষিকর্ম্মের জন্য টাকার রাশি ঢালিয়াও এক বিঘা জমি পায় না, অথচ আবার কোটি কোটি বিঘা ভূমি অনর্থক আছে,—মনুষ্যের কোন কার্য্যে লাগিতেছে না। যদ্যপি সম্বৎসরে প্রত্যেক মনুষ্য গড়ে পাঁচ মণ দ্রব্য ভক্ষণ করে, তবে দশ কোটি বিঘার উপস্বত্ব বিশ কোটি মণ দ্রব্য ছয় কোটি লোকের পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশের পরিচর্য্যা নির্ব্বাহ হয়। ছোট নাগপুর অঞ্চলে রেলওয়ে নাই, ভাল রাস্তা নাই, বহুদূরে নদী নাই। সুতরাং বাণিজ্যের কিছুমাত্র সুযোগ নাই; সে কারণ ঐ সমস্ত ভূমি এত কাল কর্ষিত হয় নাই। প্রস্তাবিত রেলওয়েটী নির্ম্মিত হইলে কে যে, ছোট নাগপুরের উপকার হইবে এমত সমস্ত ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার সাধিত হই

ছোট নাগপুর প্রদেশ একটী সামান্য উপত স্বরূপ। ইহার বায়ু অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ শীত তজ্জন্য এখানে চা ও কাফির চাষ হইতে পা চাকারিবাগ এবং লোহারডগা জেলায় চায় আরম্ভ হইয়াছে। রেলওয়ে হইলে চার চা বিলক্ষণ উন্নতি হইবে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য কবদ রা গুলিতে অনেক সাল বন আছে; তজ্জাত শালকড়ী প্রস্তুত হইতে পারে। ঐ সকল কাষ্ঠ কা কাটায় আনিতে এক্ষণে অনেক ব্যয় পড়ে। দা দব, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদ নদী দিয়া ভা ইয়া আনিবার অনেক বার চেষ্টা করা হইয়াছি কিন্তু বর্ষাকালে উহাদের স্রোত এত বেগবান্ এবং স্থানে স্থানে এত উচ্চ হইতে জল পতিত হ থাকে যে, তৎসহযোগে কোন প্রকার পণ্য ভাসাইয়া আনিবার কিঞ্চিৎ মাত্র সুবিধা নাই।

সকলেই জ্ঞাত আছেন, পূর্ব্বে নেপাল হই উৎকৃষ্ট চকোর আসিত। সম্প্রতি উক্ত রাজ্যের সালবন প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে দে জঙ্গ বাহাদুর ভয় পাইয়াছেন: এক্ষণে তদ্দেশ হইতে কদাচিৎ চকোর কাষ্ঠ আনীত হয়। এ বঙ্গদেশে উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের অনুকার হওয়ায় দেশ হইতে সেগুণ কাষ্ঠের আমদানি হইতে ব্রহ্মদেশের যে অঞ্চল ইংরাজ অধিকার সে স্থলে উত্তম সেগুণ কাষ্ঠ জন্মে না, ব্রহ্মদেশের সেগুণ কাষ্ঠ মোলমীন নগরে নীত ঐ স্থানে শান ও কারেন জাতি বাস করে। উহাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি অল্প দিনের মধ্যে কার সেগুনবনও নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। শত বৎসরের পুরাতন সাল কিম্বা সেগুণ বৃ হইলে কার্য্যোপযোগী হয় না। অতএব নে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে একশত বৎসর আর আমরা কিম্বা সেগুণ কাষ্ঠ পাইব না। যদি ছোট নাগ রেলওয়ে নির্ম্মিত হয়, তবে তদঞ্চলজাত পুরা কাষ্ঠে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্য চ পারিবে; ইতিকাল মধ্যে এদিকে নেপাল এবং দেশেরও কাষ্ঠ পুরাতন এবং কার্য্যোপযোগী উঠিবে। এতদ্ভিন্ন আমলকী, হরীতকী, বহেড়া প বনজাত ফল এক্ষণে বৃক্ষতলে পড়িয়া নষ্ট হয়, রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে কলিকাতা এবং নগরে অনায়াসে ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রেরিত পারিবে। প্রতিবৎসর বিস্তর হরীতকী বি প্রেরিত হইতেছে; কয়েক বৎসর যাবৎ অ লোকেও উহা যথেষ্টরূপে ক্রয় করিতেছেন।

পুরে ঘৃত, চুণ, গালা,লোম,তসর ও ধুনাও বিল-সুলভ। স্থানে স্থানে পাথুরিয়া কয়লারও বিস্তীর্ণ আছে। যাবতীয় পার্ব্বতীয় প্রদেশে লৌহ, তাম্র , প্রভৃতি ধাতুর আকর থাকে। সুবর্ণরেখা তে স্বর্ণরেণুও দৃষ্ট হয়। তথাকার বালুকা ধৌত রা স্বর্ণ নিষ্কাশন পূর্ব্বক অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহ । সম্বলপুরে হীরকের আকর আছে। পূর্ব্বে ন হইতে অনেক হীরা উত্তোলিত হইয়াছে।

আমরা সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, এ দেশে রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে ব্যবসায়ের সমধিক ি সাধিত হইবে। এদেশের ধনাঢ্য জমিদার-সর টাকায় ছাতা ধরিতেছে, মরীচা পড়িতেছে, র উপর গাদি করিতে আর স্থান হইতেছে না ; গীতে কুলাইতেছে না,—প্যালার তারে বাই ীর হাতে খিল লাগিতেছে। তাঁহারা ঐ সমস্ত স্থ কতকগুলা টাকা একবার চক্ষু মুদিয়া নষ্ট রা দেখুন না ?—ভাল, অদৃষ্টে যা থাকে, ভরসা য়া একবার সাগরে ঝাঁপ দিউন না। গবর্ণমেণ্ট ণে অধিক টাকা ঋণ করিয়া আর কোন কার্য্যে ক্ষেপ করিবেন না। আমরা শুনিয়াছি, মহামান্য সেক্রেটারি মহোদয় এইরূপ আদেশ করিয়াছেন প্রতিবৎসর তিন কোটি টাকার অধিক ঋণ হইবে না। সুতরাং যে সমস্ত রেলওয়ে অত্যা ক, তৎসমুদ্রের নির্ম্মাণ সমাধা হইতে বিস্তর ষ হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যে আর র্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই। ন প্রথম প্রথম রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল, তৎ লে এ দেশের একপ্রকার অবস্থা ছিল। সে সময়ে ওয়ে এ দেশীয় লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন য়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে কাহারও সাহস বার প্রত্যাশা ছিল না। তদনীন্তন রেলওয়ে াম্পানির উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ শতকরা পাঁচ টাকা দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট দায়ী হইয়াছিলেন। ন এক্ষণকার অবস্থা অন্যরূপ ; এক্ষণে রেলওয়ের থাপ্রণালী এবং লাভ দেখিয়া সকলেরই সাহস য়াছে। এখন রথশ্চাইল্ডদিগের ন্যায় অনেকেই এই মহৎকার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন এদেশীয় টো ব্যক্তিগণ একটি কোম্পানি খুলিয়া ছোটনাগপুর ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ করাইতে পারেন। অতএব হাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা যদি এমন কর্ম্মে গ্রসর না হন, তাঁহারা যদাপি পরের দেখিয়াও শিক্ষা করেন, তবে এ দেশের উন্নতি হইবার াবনা কি ?

ভারতের কুলি নমস্যা।

বোধ করি, সকলেই অবগত আছেন, বেহার উত্তর শ্চিমাঞ্চল এবং মধ্য ভারতে যে সমস্ত কুলি বৎসর বৎসর সংগৃহীত হয়, তাহারা যে কেবল ভারতবর্ষের অন্তর্গত আসাম কাছাড় ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে নিদারুণ কষ্টকর প্রাক্তনের ফল ভোগ করিতে যায়, এমত নহে ; সেই অন্নবস্ত্র বিহীন মনুষ্য মূর্ত্তির কাঙ্গাল অবতারেরা ললাটের লিখন সম্ভোগ করিবার জন্য দেশ দেশান্তরেও প্রেরিত হয়। কুলিরা কিরূপ, তাহাদিগকে জাহাজে পুরিয়া ঠাসিয়া মাড়িয়া বিদেশে লইয়া যাইতে হইবে, পথের এই সমস্ত অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে থাকিতে যথা স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে কি না, ইহার যথাযথ অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য একজন মনস্বী চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। তাঁহার নাম গ্রাণ্ট সাহেব। তিনিই এখন কলিকাতায় থাকিয়া যাবতীয় কুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যে সমস্ত লোক কুলি সংগ্রহ করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী নহেন। যে সকল সওদাগর কুলি গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নিকট ঐ সমস্ত ব্যক্তি যথাসম্ভব কিছু কিছু পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হন। কলিকাতা রাজধানীতে সর্ব্বসমেত ছয় জন কুলির এজেণ্ট আছেন। তন্মধ্যে চারি জন ইংরাজ, এক জন ওলন্দাজ, এবং এক জন ফরাসি।

ভারতের বহির্ভূত আটটী স্থানে এতদ্দেশীয় কুলিরা প্রেরিত হয়। তন্মধ্যে ছয়টী স্থান ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত। একটী স্থান ওলন্দাজদিগের অধীন এবং অপর একটী স্থান ফরাসিদিগের শাসনগত। গতবর্ষে যে যে স্থানে যতগুলি কুলি প্রেরিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে,—

স্থানের নাম	কোন জাতির অধিকৃত।	কুলির সংখ্যা	কুলির বেতন
মারসস	ইংরাজের	২০৫	খোরাক ও বেতন ৫,
ডেমেরারা	ঐ	৪৬১৮	ঐ
ট্রিনিডাড	ঐ	৩৩৪২	১৬, টাকা মাত্র।
জামেকা	ঐ	৫১৩	১৫, ঐ
লুশিয়া	ঐ	৩০১	১৬, ঐ
নেটাল	ঐ	৯৮০	৫, এবং খোরাক
সুরিনাম	ওলন্দাজের	৯৮৫	১৫, টাকা মাত্র।
গোয়াডিলোপ	ফরাসির	১৮১৩	৫, এবং খোরাক

বাসস্থানের নিমিত্ত কুলিরা সর্ব্বত্রই সরকারী গৃহ পাইয়া থাকে। কেহ পীড়িত হইলে সরকার হইতে চিকিৎসার ব্যয়ও নির্ব্বাহিত হয়। যে স্থলে কুলিদের কেবল মাত্র বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে, তথায় স্থলে তাহারা সমুচিত মূল্যে খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হ ইংরাজের অধিকৃত কোন স্থানে কুলিরা প্রেরি হইলে তাহাদের সঙ্গে দশ বৎসরের একরার লিখি হয় ; তৎকাল যাবৎ তাহারা ঐ একরার পত্রের স আবদ্ধ থাকে। ঐ সময় অতীত হইলে তাহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারে। স্বদেশে প্রত্য গমনের পাথেয় কুলিদিগের লাগে না। ওলন্দ এবং ফরাসি অধিকৃত কোন স্থানে যাইতে হই পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত করার পত্র লিখিত হয়। ব্যবস্থানুসারে কার্য্য চলিলে এই বিধি প্রশংস সন্দেহ নাই। বিদেশীয় রাজার অধীনে কুলিরা পাইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ ক বার বিশেষ সুবিধা ও স্বাধীনতা নাই, সে কা তাহাদের মেয়াদের সময় স্বল্প করিয়া দে হইয়াছে।

যে সমস্ত কুলি বিদেশে প্রেরিত হয়, তন্ম অনেকেই পশ্চিম প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হ থাকে। উপরে ১২,১৮৫ জন কুলির যে তালি দর্শিত হইয়াছে, তাহারা নিম্ন লিখিত স্থান সমূ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

পশ্চিম	৭১৬০
অযোধ্যা	১৯১৩
বেহার	১৭৫৮
পঞ্জাব	৭৬২
বাঙ্গালা	২০৬
মধ্যভারতবর্ষ	২১১
নেপাল	৪৩
উড়িষ্যা	১৯
অন্যান্য স্থান	৮৩

পথিমধ্যে কুলিদের যাহাতে কোনপ্রকার কষ্ট হয়, তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের তীব্র দৃষ্টি আছে। সমস্ত জাহাজে তাহাদিগকে প্রেরণ করা হয়, গ মেণ্টের কর্ম্মচারী বিশেষরূপে সেই সকল জাহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। প্রত্যেক জাহাজে এক করিয়া ডাক্তার থাকেন। গত বৎসর উল্লি ১২,১৮৫ জন লোক পঁচিশখানি জাহাজে প্রে হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রত্যেক জাহাজে গড়ে কিঞ্চি ধিক ৪৮৭ জন কুলি আরোহী ছিল। কিন্তু স জাহাজের লোকসংখ্যা সমান ছিল না। আমা বিবেচনায় প্রত্যেক জাহাজে আরও কিছু লোক লইয়া গেলে ভাল হয়। একে ত কু দিগকে ডেকে প্রেরণ করা হয়, তাহাতে প মাঝে মাঝে অনেক প্রকার কষ্ট হইয়া থাকে ; বিদে কুলিদিগকে প্রেরণের নিমিত্ত এখনও পালে জাহাজ ব্যবহৃত হয়। আজি কালি পালে জাহাজে বাণিজ্য দ্রব্যই প্রেরিত হইয়া থাকে, আ হীর নিমিত্ত বাষ্পপোত চলিত হইয়াছে। পালে

হাজের গতি অত্যন্ত মন্দ, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারে না। বাষ্পপোত দ্রুতগামী, ারণ অনতিকাল বিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত অধিককাল জাহাজে থাকিলে আরোহিদিগের ন্ত কষ্ট হয়, এবং দের শূল প্রভৃতি রোগগ্রস্ত পড়ে। যাহাদের জলপথে গমনাগমনের অভ্যাস তাদৃশ ব্যক্তি এই কষ্ট অতিশয় অনুভব করে। দিগকে অন্যূন তিন চারি মাস কাল জাহাজে হয়। যে সকল ব্যক্তি কস্মিন্ কালে সমুদ্র দেখে নাই, তাদের আর কোন সুখ না —ঊর্দ্ধবৃদ্ধির অনুসরণে সমস্ত দিন মাঠে বসা ত,—তাহাদের ভাগ্যে নির্ম্মল বায়ুসেবন ঘটিত। জলপথে যাত্রার সময় তিন চারি মাস জাহাজে ঠাসি করিয়া উপবিষ্ট থাকা তাহাদের পক্ষে ানা ক্লেশের কথা নহে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা য়া কেবল সুস্থ ও সবল ব্যক্তিকে বিদেশে প্রেরণ ন, তথাচ জাহাজের কষ্টে অনেকেরই মৃত্যু । এক একখানি জাহাজে ২০০ হইতে ৬০০ ক বোঝাই হইয়া থাকে।

গত বৎসর যে পঁচিশখানি জাহাজ প্রেরিত হই ল, তন্মধ্যে ১৯ খানির মৃত্যু সংখ্যার হিসাব য়া গিয়াছে। এই ১৯ খানিতে ৯২৮৬ জন ধাই ছিল, তন্মধ্যে ১০৯ জন লোকের মৃত্যু হই- ছে। পাঠকের গোচরার্থ নিম্নে আমরা একটী ারিত তালিকা দিতেছি,—

নাম।	কবে যাত্রা করিবে।	কবিরার দিন।	কোথায় যাইবে।	কবে পৌঁছিবার দিন।	যাত্রী সংখ্যা।
ডিমেমারা	১১ অক্টোবর	১৮৮০	ডিমেমারা	১১ জানুয়ারি ১৮৮১	৩৫৮
ট্রিনিদাদ	১১ সেপ্টেম্বর	২৬ নবেম্বর	ট্রিনিদাদ	১৮ ফেব্রুয়ারি	৩৫৬
জী	২৯ জুলাই	২৫ ডিসেম্বর	গোয়াডিলোপ	২৬ মে	৩৫৬
ডিমেমারা	১১ অক্টোবর	১১ জানুয়ারি	ডিমেমারা	১১ ফেব্রুয়ারি	৩৫৮

১৯ খানি জাহাজের হিসাব দর্শিত হইল, বক্রি ছয়খানি জাহাজের হিসাব পাওয়া যায় নাই। ভগবান জানেন, তাহারা দুর্ভাগ্যে কুলিদিগকে প্রাণে প্রাণে জীবিত থাকিতে যথাস্থানে লইয়া পৌঁছিতে পারিয়াছে কি না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন হিসাব না দেওয়ায় আমাদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কুলিদিগের এই প্রকার নির্ব্বাসন প্রথা ভাবিলে যশোহরের কই খলিসা মৎস্যের আমদানি আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। মৎস্য ব্যবসায়িরা নৌকাতে গাদাগাদি করিয়া কই খলিসা মৎস্য বোঝাই করে, তৎপরে মরা গলা খসা বাদ দিয়া যতগুলি জীবিত থাকে তাহাই লাভ। কুলি নির্ব্বাসন প্রণালীও ঠিক তদনুরূপ; অলসগামী পালতোলা জাহাজে গাদাগাদি করিয়া অসংখ্য লোক বোঝাই করা হয়, তৎপরে পীড়ার মুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া যতগুলি লোক নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারে তাহাই লাভ। আমরা বাকি ছয়খানি জাহাজের মৃত্যুসংখ্যার হিসাব পাই নাই, তাহাতে স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে, সে সংখ্যা সাধারণে প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়। যদি প্রকাশ করিবার যোগ্য হইত তবে এত কাল গুপ্ত থাকিত না।

আমরা স্বীকার করি যে, কুলি দিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা সর্ব্বথা শুভদায়িনী হয় না। সেটী তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারিদিগেরই দোষ। যাহা হউক কুলিদিগকে বাষ্পপোতে পাঠাইবার জন্য এজেণ্ট দিগকে আদেশ করা উচিত। অধিকন্তু ক্ষেত্র স্বামিগণ কুলিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা প্রকাশিত হয় না, ইহাতে কোন প্রকার দোষ সংশোধন হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ আদেশ আছে, প্রত্যেক কুলি সপ্তাহে কেবল ছয় দিন কার্য্য করিবে এবং প্রতিদিন সাত ঘণ্টা হইতে নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে পারিবে। কুলিরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে ক্ষেত্রস্বামিরা তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া লন, তখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে থাকে। ঐ সমস্ত ক্ষেত্র সহরের নিকটবর্ত্তী নহে, সুতরাং ক্ষেত্রস্বামিরা মজুরদের প্রতি কিপ্রকার আচরণ করেন, তাহা প্রকাশিত হইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে কুলিদের প্রতি বিশেষ অত্যাচার হয় না আমাদের এমন বিশ্বাস আছে। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে স্বেচ্ছানুসারে যাইতে ইচ্ছুক হয়, ইহাই তাহার অভ্রান্ত বহুলোত্তর প্রমাণ। তাহারা অত্যাচারিত হইলে কদাচ পুনর্ব্বার সাগরাভিমুখী হইতে সাহস করিত না। গত বৎসর ১২১৮৫ কুলি বিদেশে প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে ৪৮৫ জন পুরাতন কুলি: তা একবার স্বদেশে আসিয়া পুনর্যাত্রা করিয়া এতদ্ভিন্ন আমরা দেখিতেছি, কুলিরা স্বদেশে প্র গমনের সময় প্রচুর অর্থও লইয়া আইসে। বৎসর ৪১৩৭ জন কুলি এ দেশে প্রত্যাগত তাহারা সর্ব্বসমেত ৭৪৭,৩৭০ টাকা আনিয়াছি অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে প্রায় ১৮০৲ টাকা য়াছে। ভরণ পোষণ বাদে প্রত্যেক ব্যক্তির টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল, ইহাও পরম আহ্লা বিষয় সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে কু বিদেশে পরিশ্রম করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে, অনেকটা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা প্রতি এককালে কোন অত্যাচার যে হয় না, এমন কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ফ শাসনান্তর্গত গোয়াডিলোপে রিউইন নামক এ স্থান আছে। তথায় ইউরোপীয়দিগের ঔরসে নিগ্রো স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন ক্রিয়োলোন নামক এ সঙ্করজাতি বাস করে। আমরা অনেক স্বদেশ প্র গত কুলির প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, উক্ত ক্রিয়োলে কর্ম্মচারীরা কুলিদিগের উপর যৎপরোনা অত্যাচার করিয়া থাকে। ভীরু ভারতবর্ষবা অত্যাচারের নৃশংস হস্তে কণ্ঠাগতপ্রাণ হই কখন বিরক্তি করিতে জানে না। যখন অস হার সীমান্ত দেশে গিয়া উত্তীর্ণ হয়, যখন অ চারীর নিষ্ঠুর হস্ত হইতে নিস্তারলাভের আর উপায় দেখিতে পায় না, তখন আর গতি কি ধীর-হৃদয় নম্র-প্রকৃতি কুলিরা মনস্তাপে বা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ ক এদেশে যদ্রূপ মহামহোদয় শ্রীল শ্রীযুক্ত সাহে কিল ঘুসি লাথি চড় চাপড় প্রভৃতি মনিহা দোকানের ন্যায় নানাজাতীয় প্রহারের ধ সন্নিকটস্থ চাপ তাসীর, বেহারার, চাকরের পৃ কাটাইয়া দেন, ক্রিয়োলোন জাতির অত্যা তদ্ভোধিক। তাহারাও মর্ম্মান্তিক প্রহারের স অনেক কুলীর প্রাণ সংহার করে। সম্প্রতি সমস্ত লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা-বৃত্তান্ত প্রায় প্রকা হইতে পায় না; কচিৎ যদ্যপি প্রকাশিত হয়, সাহেবেরা ভারতবাসিদিগের প্রাণনাশ কি যে প্রকার অত্যাশ্চর্য্য বিচার হইয়া থা সেখানেও ক্রিয়োলোন জাতি নরহ পরাধে দোষী হইলে বিচারকার্য্যের রকমটা তদনুরূপ। সেখানেও অপরাধীর নিষ্কৃতিলা অনেকগুলি সদুপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। বলিতে তৎসমস্ত উপায় স্বল্পবুদ্ধিতে কল্পিত হয় ন অনেকটা মস্তিষ্ক চালন করিতে হইয়াছে। প্র

দিগের সাক্ষ্য বিশ্বাস্য নহে। দ্বিতীয়, সাক্ষি
র বাক্যে বিস্তর গোল উপস্থিত হয়। তৃতীয়,
ভ্য কুলিদি গর কুব্যবহারে সহসা ক্রোধোদ্রেক
া থাকে। চতুর্থ, কুলিরা এতদ্দেশীয় লোক;
রাং তাহাদের প্রীহা ও যকৃৎ নিতান্ত ভগ্ন-প্রবণ।
, যদ্যপি যম-দণ্ডসম যষ্টিপ্রহারে কুলির প্রাণ
াগ হয়,তবে অবশ্যই মাথার খুলি জীর্ণ ও দুর্ব্বল
, তাহার ভারসহ শক্তি নাই বলিলেই চলে।
প্রহারকালে অত্যাচারীর মানসিক বিকার
য়া থাকে, কাজেই সে অজ্ঞাতসারে লোক হত্যা
। কদাচিৎ যদ্যপি অপরাধীর পক্ষে প্রাণদণ্ড
ন ধারা না থাটে,তবে অগত্যা তাহার কিঞ্চিৎ
ও অথবা ছই তিন মাস কারাবাসের
দণ্ড দেওয়া হয়। এটী কেবল কুলিদিগের
াধার্থ, তাহাও সহস্রাপরাধের একটী স্থলে
কি না, সন্দেহ।

এই ফরাসি বাক্য ইংরাজদিগের একজন
ণ আছেন। অত্যাচারের সংবাদ পাইলে
ন তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারার্থ যত্ন করেন;
ঁহার নিকট প্রায় যথাযথ সমাচার উপযুক্ত
য় উপস্থিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কোন অত্যা
রের বিবরণ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তাহা সপ্র-
করা সুকঠিন হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ উক্ত
ল স্বাধীনভাবে নিজ বিবেচনামত কার্য্য করি-
, তাঁহার এত কি আছে আমরা
সঙ্কাতিশয় সহকারে অনুরোধ করি, কুলি
গের রক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট সত্বর কোন উপায় অবলম্বন
ন। যেখানে কুলিদিগের প্রতি বংসামান্য
াচারের কথা প্রচারিত হইবে, সে স্থানে কুলি
রণ করা একেবারে রহিত করুন। তাহার যে যে
া এতদ্দেশীয় কুলি পাওয়া হয়, তাহাদিগের
প্রবায়ণ, সাহসী এবং সচ্চরিত্র করিয়া
ক্ত করা আবশ্যক। তিনি যেন নিযুক্ত কুলি-
ার তত্ত্বাবধান করেন। প্রতি বৎসর কুলিরা
শ অবস্থায় থাকে, কোন্ কোন্ স্থান হইতে
কুলি প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতজন
দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছে, বৎসর
ার কতজন জীবিত থাকিতেছে, ইহার পরিষ্কার
লকা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করা তাঁহাদিগের উচিত।
স্বন্ধে গ্রাণ্ট সাহেব বর্ষে বর্ষে যে মন্তব্য প্রকাশ
য়া থাকেন তাহাতে কেবল প্রেরিত কুলির সংখ্যা
। নিরূপিত থাকে। অতঃপর কুলিদিগের অবস্থার
। কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। যাঁহারা কুলি-
কে নিযুক্ত করেন, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মশীল
হাশয় ব্যক্তি নহেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই
দায়ের লোকেই আমেরিকার দুর্ভাগ্য নিগ্রো-

দিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিত। অঙ্কল
টমস নামক ইংরাজি পুস্তকে এই উৎপীড়নের বৃত্তান্ত
যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে অশ্রুবেগ সম্বরণ
করা যায় না। শোণিত-মাংস নির্ম্মিত কোমল
মনুষ্য-হৃদয়ও যে কতদূর কঠিন ও নৃশংস, এবং
মানুষেরা স্বজাতির প্রতি কতদূর যে নিষ্ঠুর আচরণ
করিতে পারে, ঐ পুস্তক পাঠে তাহা সুস্পষ্টরূপ
হৃদয়ঙ্গম হয়। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি
নিশ্চয় রাক্ষসের ন্যায় আচরণ করিয়াছিল, ইতি-
মধ্যে তাহারা যে দয়ার সাগর হইয়া উঠিয়াছে, ইহা
আমরা বিশ্বাস করি না। অতএব গবর্ণমেণ্ট
আদ্যোপান্ত সমুদায় অবস্থা জ্ঞাত হইয়া কি উপায়
দ্বারা দরিদ্র কুলিদিগকে নিরাপদে রাখিতে পারি-
বেন, তৎপক্ষে যত্নবান্ হউন। কুলিরা স্বদেশে
কঠোর-যন্ত্রণায় কাতর হইবে, বিদেশে অত্যাচারীর
হস্তে উৎপীড়িত হইবে, তবে ত্রৈলোক্যেও কি
তাহাদের ভাগ্যে সুখস্বচ্ছন্দতা ঘটিবে না?

কলিকাতা ছোট আদালতের ১৮৮১ অব্দের কার্য্যবিবরণ।

মকদ্দমা সমাজের অবস্থা ও মানব প্রকৃতি পরী-
ক্ষার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। যে দেশে মকদ্দমার
সংখ্যা বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, সে দেশের অধিকাংশ লোক যে
কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ন্যায়পরায়ণ ও সদসদ্বিবেকশালী নয়,
তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইয়া থাকে। যেখানে অপরাধের
ও অসত্যের সংখ্যা অধিক, সেই খানেই বিরোধেরও
সংখ্যা অধিক। পরস্বাপহরণ, পরপ্রতারণা প্রভৃতি
দোষেই মকদ্দমা হয়। সকলে যদি ন্যায় পথে চলে,
তাহা হইলে আদৌ মকদ্দমার সৃষ্টি হয় না। কত
লোক যে কত লোককে কত প্রকারে ঠকাইবার চেষ্টা
পায়, যাঁহারা বিচারাসনে আসীন আছেন, তাঁহারাই
তাহা সুন্দর রূপে বুঝিতে পারেন। এই মকদ্দমাই
আবার দেশের দুরবস্থা বৃদ্ধির অন্যতর একটি প্রধান
কারণ। সাধারণতঃ প্রবল লোকের দুর্ব্বল লোকের
উপরে অত্যাচার নিবন্ধন অধিকাংশ মকদ্দমা উপ-
স্থিত হয়, আদালতে যে রীতিতে মকদ্দমা হইয়া থাকে,
তাহাতে দুঃখীর দুরবস্থার অধিকতর বৃদ্ধি হয়, প্রবলে-
রাও ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই মকদ্দমা পাপ-
স্রোত বৃদ্ধি করিবারও একটী প্রধান কারণ। দেশে
এমন অনেক অসাধু ও অপদার্থ লোক দেখিতে পাওয়া
যায় যে তাহারা কোন শ্রমকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে
পারে না। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতি দেওয়া তাহাদিগের
ব্যবসা এবং তাহাই তাহাদিগের জীবন যাত্রা
নির্ব্বাহের উপায় হইয়া থাকে। অদ্য কলিকাতা
ছোট আদালতের ১৮৮১ অব্দের কার্য্যবিবরণই
আমাদিগকে এই বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে
বলা হইল, আমরা প্রস্তাবিত বর্ষে উক্ত আদালতের

মকদ্দমার হ্রাস দেখিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দলাভ ক
লাম। ঐ আদালতের মকদ্দমার সংখ্যা ১৮৭৮
অব্দে ৩৭,৬৮১। ১৮৭৯ অব্দে ৩৮১১৯। ১৮৮০ অ
৩৫,৩০৪ ছিল ১৮৮১ অব্দে ৩৪১০৮ হইয়াছে। ফ
১১৯৬ টী মকদ্দমা হ্রাস হইয়াছে। এ প্রকার ম
দ্দমা হ্রাসের একটী কারণ এই অনুমান হয়, লো
চৈতন্য হইয়াছে। ক্রমে লোকের যত চৈতন্যো
হইতেছে, তত মধ্যস্থতা দ্বারা বিবাদের মীমাং
হইতেছে,এখন আর লোকে পারত পক্ষে আদালত
আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে না। তাহাতেই বোধ
অল্প দাবীর মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। তথ
আজিও যেরূপ সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হইতেছে, এ
১৮৭৯ অব্দের পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। দো
মকদ্দমার সংখ্যাও ক্রমে হ্রাস হইতেছে। ১৮৬৮
অব্দে ৮৫৯৮। ১৮৬৯-৭০ অব্দে ১০০৭৬। ৭০
অব্দে ৮৮৫৩। ৭১-৭২ অব্দে ৯৫৫৫, ৭২-৭৩ অ
৯৯০৭। ৭৩-৭৪ অব্দে ৯২১২। ৭৪-৭৫ অব্দে ৯
৭৫-৭৬ অব্দে ৯১৫০। ৭৬-৭৭ অব্দে ৮৯০৪। ৭৮
অব্দে ১০২৬৮। ৭৯ অব্দে ৯৫১৩। ১৮৮০ অব্দে ৬
এবং ৮১ অব্দে ৬৬১৬।

বিচারপতিরা বলেন, উকীলের সংখ্যা
নিবন্ধন সকলেই সকল মকদ্দমায় উ
নিযুক্ত করে। সুতরাং তাঁহাদিগের সকল
শুনিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতে অনেক সময় য
ইহাতে ও অন্যান্য কারণে আদালতের ব
বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে অল্প দাবীর ম
দ্দমার বিচার করিবার জন্য আদালতের কেরা
উপর পঞ্চম জজের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এত
রেজিষ্ট্রারেরও ২০ টাকা দাবীর মকদ্দমার বি
করিবার ক্ষমতা আছে। ১৮৮১ অব্দে যে স
মকদ্দমা রুজু হইয়াছে তাহার দাবীর পরিমাণ ১
৯৬০ এবং পূর্ব্ব বর্ষ রুজু দাবীর পরিমাণ ১৭৭০
টাকা।

প্রস্তাবিত বর্ষের পূর্ব্ব বর্ষের ১২৮৮ টী মকদ্দ
বিচার বাকী ছিল। এ বর্ষে মোটে ৩৫৩৯৬ টী ম
দ্দমা শুনানী হয়। ইহার মধ্যে ৩৪৬৩ টীর নি
হইয়াছে। বিচারপতিরা ১৩৩৩ টীর বিচার ক
উঠিতে না পারাতে ঐ মকদ্দমাগুলি ৮২ অঙ্কের ব
গৃহীত হইয়াছে। নিষ্পাদিত মকদ্দমার মধ্যে ১৩
দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় ঘটিত, ৪৬৭৩ দলিল ঘটিত।
৯৭ বেতন প্রভৃতি ঘটিত ২৫৩৬ বাচনিক চুক্তি ঘ
৩৪৪৯ কর সংক্রান্ত, ৮৭২ হিসাব বাকী, ৬৮৮ অ
পূরণ, ৫৫১ অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ঘটিত।
উকীলের পরিশ্রম ঘটিত এবং ১৮২৩ মকদ্দমা য
কোন বিষয় নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহার মধ্যে শালিসী দ্বা
সাং ৫১৮৫, বাদীর এজেহারে একতরফা ৯৩১৬,
ডিক্রী দ্বারা মীমাংসিত ১২৫৮৬। নামঞ্জুর ২

মিস ১৪৮৩। বাদীর দেয়ে খারিজ ৩০৮৫। সকল মকদ্দমার মধ্যস্থতা দ্বারা মীমাংসা হইয়াছে দের প্রদত্ত ২৩৭৮৫৬ টাকা খরচা জমা হইয়া। ইহার মধ্যে ১৫৯৫১১ টাকা ব্যয় বাদে ৭৮৩ টাকা রাজকোষে জমা দেওয়া হইয়াছে। ক! এক্ষণে দেখুন বাদী প্রতিবাদী বিবাদ য়া মরিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্টই সার গ্রংথ লেন।

ইউরোপীয় সমাচার

ডন ২ রা জুন। সাণ্ডহ্রষ্ট সাহেব কমন্স হাউসে বলিয়া ংরাজ ও ফারাসীদিগের রণপোত সুয়েজ যোজকের উত্তর ক্ষা করিতেছে। সার চার্লস ডাইক বলিয়াছেন কন- সভার প্রস্তাবে বাঙ্গণ সম্মত হইবেন এই তাঁহার বিশ্বাস। আর বলিয়াছেন, আলেকজাণ্ড্রিয়ায় প্রাকারাদি প্রস্তুত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট আডমিরাল সিমোরের সহিত মর্শে পরামর্শ করিতেছেন।

নপল ৩ রা জুন। সুলতান ফরাসী দূতের নিকট ছেন, তিনি মিশরের গোলযোগের শান্তি করিতে পারিবেন বিশ্বাস। ইহার নিমিত্ত কনফরেন্স সভা করিবার জন নাই।

রাম ৪ ঠা জুন। ইটালীর প্রসিদ্ধ বীর গারিবল্ডি প্রাণত্যাগ ছেন। সকল লোকেই তাঁহার নিমিত্ত শোকপ্রকাশ ছেন। তিনি উইলপত্রে তাঁহার দেহ দাহ করিবার প্রার্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

নষ্টাণ্টিনোপল ৪ ঠা জুন। ডুবন্ত কমিশনের প্রধান সভ্য স পাশা ও অন্যান্য সভ্য গতকল্য আলেকজাণ্ড্রিয়ার অভি- যাত্রা করিয়াছেন।

ণাবারি পাশা যাহাতে যুদ্ধের আয়োজন না করেন ও কজাণ্ড্রিয়ার দুর্গ সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, সুলতান ইসকে তাদৃষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে লিখিয়া ছেন।

ন পৌসি নামক বাষ্পীয়পোত চড়ায় লাগাতে সুয়েজ যোজকের পথের গতায়াত পুনরায় বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার করিয়া পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে

ডন ৬ ই জুন। অদ্যও সভায় অমৃতসরের বিদ্রোহ দমন ও আইনের পাণ্ডুলিপি লইয়া তর্ক বিতর্ক হইতেছে। ইহার কিয়দংশ মাত্র মঞ্জুর হইয়াছে।

নষ্টাণ্টিনোপল ৬ ই জুন। মিশরের গোলযোগ মীমাংসায় ফরাসী দূত সুলতানকে কনফরেন্স সভার বিষয়ে সম্মতি ন জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। গত চব্বিশ ঘণ্টা ইহার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন।

আলেকজাণ্ড্রিয়া ৭ ই জুন। ডাক্তার পাশা স্বয়ং উপনীত ছেন। কল্য কায়রো অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

রো ৮ ই জুন। গারিবল্ডি তাঁহার দেহ দাহ করিবার বিষয়ে ইল করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ৮ ই কাপেরিয়া স্থানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বিস্তর লোক পলক্ষে সমাগত হইয়াছিলেন।

ডন ৮ ই জুন। পার্লিয়ামেণ্টে ডুরবী বার্ক সাহেবকে আব- ড্রাহান নামক স্থানে গুলি মারিয়া হত্যা করিয়াছে। ইনি অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ব্যারিষ্টারি করিয়াছিলেন। যে সৈনিকদল তাঁহার শরীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারাও হত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

হাইকোর্টের অনাত্তর জজ প্রিন্সেপ সাহেব ১৯ এ জুন হইতে ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিবেন।

রেঙ্গুন হইতে সংবাদ আসিয়াছে সুইফ্রিয়া নামক জাহাজ মার্সে নামক স্থান হইতে ১৪ শত টন কয়লা বোঝাই লইয়া ঐরাবতীতে আসিতেছিল। পয়োপত নামকনদীতে প্রবেশ করিয়া উহা জলমগ্ন হয়। কেবল ৩ জনকে মাত্র জীবিত পাওয়া গিয়াছে। কাপ্তেন ও আর ৯ জনের উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি মিরাটে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ৩৪ একটী লোকও মারা পড়িয়াছে। লোকের জানালা দরজা ও চাদ ভগ্ন হইয়াছে। টেলিগ্রাফের খুঁটী প্রভৃতি পড়িয়া গিয়াছে।

ডেলিনিউস মার্সেলিস হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, মরক্কো কোর্টের ইংরাজ মন্ত্রী একদা ভ্রমণার্থ রাস্তায় বহির্গত হইলে মুরেরা দলে দলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে থাকে। যাহা হউক তিনি বেগতিক দেখিয়া প্রস্থান করাতে প্রাণে বাঁচিয়াছেন। পরে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই অপরাধে সুলতান ৩৬ শত লোককে ধৃত করিয়াছেন।

শতকরা ৩ টাকা সুদের কাগজ ১০১৮৶ হইতে ১০২

৪॥০ " ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১৷৶০

৫৷৹ " ১ ৭৷৹ (১৮৯০) ১০৮৸০ " ১০৮৸৶০

৫৷৹ ১৮৭২ (১৮৯৩) ১০৮৸০ " ১০৮৸৶০

শালিকাকে বিবাহ করা যাইতে পারে কি না এই প্রস্তাব লইয়া বিলাতে মহা হুলস্থুল বাঁধিয়াছে। লিন কনের ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিত ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদপত্রে ২৩৪৫ টী স্ত্রীলোকের স্বাক্ষর আছে। বার্থ ও ওয়েলসের ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিতেরাও ওয়েলিংটন এবং টানটনের পুরো হিত দিগের নিকট হইতে ইহার বিরোধী অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বুধবার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ১৮৭৫ অব্দের ভারতবর্ষীয় বন্দর সংক্রান্ত আইনের সংশো- ধনলিপি বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত কালাহস্তির খন্দ নামক জাতি যুদ্ধার্থ উত্তেজিত হইয়াছে। ইহারা অনেক লোককে বধ করিয়াছে। ইহারা ভিজিগাপত্ত অন্তর্গত জয়পুর, পাটনা, শোণপুর ও ব প্রভৃতি স্থানবাসী খন্দদিগকে প্রোৎসাহিত ক তেছে।

মেডিকাল কালেজের অনাত্তর অধ্যাপক ডাক চন্দ্র দুই বৎসরের ছুটী লইলেন।

কলিকাতা ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থান স ১৯২৯৭৪১ মণ চাউল মজুদ আছে।

শুক্রবার বোম্বায়ে যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড় হ গিয়াছে। ইহার উপর আবার বন্যায় বিশেষ ক করিয়াছে। অস্মদ্দেশেও বৃষ্টির বিশ্রাম নাই। হইতে বহির্গত হওয়া ভার, এতন্নিবন্ধন কৃষিকা ক্ষতি হইতেছে।

সেনেটর এডমণ্ড সাহেবের যত্নে অটা স্থানে বহু বিবাহ নিষেধক রাজাজ্ঞা প্রচারিত যাতে তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকারে তাঁ সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন।

বারাণসীর অন্তর্গত পাঁড়েহাউলির প্রভা যন্ত্র হইতে তিন খানি সংবাদ পত্র প্রচারিত হই একখানি হিন্দি, একখানি ইংরাজী ও অপর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইবে। বাঙ্গালা খা নাম দর্পণ, এখানি মাসিক পত্র, ৫ শত গ্রাহক লেই প্রচারিত হইবে, ইংরাজীখানির নাম " দি ফরমার " এখানি সাপ্তাহিক পত্র, ৫ শত গ্রাহ অপেক্ষা। হিন্দি খানির নাম আর্য্যমিত্র। এখা সাপ্তাহিক পত্র। ফলতঃ সংবাদ পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় ততই দেশের মঙ্গল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চ আজিও ইহার বিলক্ষণ অভাব আছে, অতএব ইহ উন্নতিকল্পে সাধারণের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হ হইয়াছে। যথাঃ—

পণ্ডিত শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত যজ্ঞম্। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্প বৈশাখ মাসের আচার্য্য। উদাসিনী. রাজ ক গুপ্তকথা ৮ ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপা সম্পাদিত কৃষিতত্ত্ব চতুর্থ খণ্ড। ফাল্গুন ও মাসের ত্রৈমাসিক প্রচারক। জুন মাসের ই বান্ধব। জ্যৈষ্ঠ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা। শ্রী তারকনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত বৈশাখ মা আদরিণী। পাবনা দিবাকর যন্ত্রে মুদ্রিত উষা ন মাসিক পত্রের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা। ১৮৮ অব্দের ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের ৫ ম বা রিপোর্ট। জন ডিকেন্সন কোম্পানীর জুন মা দ্রব্যের মূল্যাদি বিষয়ক পত্র।

গত শনিবার রাত্রিতে কলুটোলার কলাধা

কুলি রমণী একটী ৬ষ্ঠ পোষ্য ও একটী ৫।৬ বয়স্ক বালক লইয়া শয়ন করিয়াছিল। এই র একটী শৃগাল আসিয়া কনিষ্ঠ সন্তানটীকে লইয়া য়ন করে, স্ত্রীলোকটী শিশুর ক্রন্দনে চ ৎকার ী উঠাতে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং লের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, কিন্তু কোন ফলোদয়ই নাই।

ভারতীয় শিল্পের ক্রমে আদর বাড়িতেছে, কিছু পূর্ব্বে ভারতেশ্বরী, লর্ড লিটন এবং অন্যান্য ক ব্যক্তি যত্ন পূর্ব্বক ভারতবর্ষজাত কতকগুলি ষ্ট শিল্পদ্রব্য বিলাতে লইয়া যান এবং সেইগুলি র্টনের প্রদর্শনতে প্রেরণ করেন, যাঁহারা এই ল দ্রব্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা সংস্র মুখে উহার ংসা করিয়াছেন। এই সকল দ্রব্য আবার ইক ম প্রেরিত হইয়াছে।

গিবন সাহেব স্থাপত্যক সভার অধিবেশনে বে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে একখানি পাণ্ড উপস্থিত করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী সুসঙ্গের মহারাজের ত যে অন্যায় হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে তদ্বৃত্তান্ত ারিতরূপে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। তি মহারাজ আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া লর্ড ন বাহাদুরের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। যুক্ত পাত্রের নিকটেই তাঁহার দুঃখ ব্যক্ত করা াছে। বোধ হয়, এবারে আর তাঁহাকে হতাশ ত হইবে না। লর্ড মহোদয় তাঁহার বিষয়ে চার করিয়া যে নিজ নাম-মাহাত্ম্য রক্ষা করিবেন, কথা বলা বাহুল্য। তিনি স্বাস্থ্যের নিমিত্তই ভারতে আগমন করিয়াছেন। অত- তাঁহাকে "অমুকের প্রতি অন্যায় হইয়াছে, নি তাহার প্রতীকার করুন" এ অনুরোধ করা ক্তিতাদোষ দূষ্য সন্দেহ নাই।

আমরা একটী বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, গুপ্ত প্রেসের াধ্যক্ষ শ্রযুক্ত সত্যচরণ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ সরল লাভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদ করিতে আরম্ভ য়াছেন। সম্পূর্ণ ভাগবতের অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা । তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যতগুলি অগ্রিম পাহবেন, ততগুলি খণ্ড মুদ্রিত করিবেন।

দার্জ্জিলিঙে একটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। ও পাত্রী উভয়েই নেপাল দেশীয়। এই বিবাহে ক হিন্দু ও ব্রাহ্ম যোগদান করিয়াছিলেন।

রুশের এক নাবিক সমুদ্রের গভীরতা পরীক্ষার টী সুন্দর কল বাহির করিয়াছেন। এই যন্ত্রের এক চক্র বায়ুপূর্ণ নল আছে। জলের পরিমাণ বার সময়ে বায়ুপূর্ণ নল যাহাতে মগ্ন হয় এরূপ বিশিষ্ট সীস উহার সহিত সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। ক্রমে তলস্পর্শ হইলে সীস আপনা হইতে খুলিয়া যায় এবং বায়ুপূর্ণ নল জোরে ভাসিয়া উঠে। তৎপরে ঐ চক্র কতবার ঘুরিয়াছে, তাহা দেখিলেই জলের পরিমাণ হয়।

কলিকাতা চৌরঙ্গী লাইনে অধুনা কলে ট্রাম গাড়ি চলিতেছে।

ইক নোট কলিকাতার ষ্ট্যাম্প ষ্টেষনরী হইতে বাহির হইবার কথা শুনা যাইতেছে। রেবিনিউ বোর্ডের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ হইতেছে।

ইষ্ট বলেন স্বাধীন ত্রিপুরারাজের পুলিষের সহিত গবর্ণমেণ্ট পুলিষের বিরোধ চলিতেছে। ঘটনা এই, রাজার রাজ্য মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একজন প্রজার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধান করিয়া মৃত ব্যক্তির গোর দিতে অনুমতি দেন. কিন্তু রাজার নিয়োজিত পুলিষ তাঁহাদিগের এলাকায় হত্যাকাণ্ড হওয়াতে লাস পরীক্ষার জন্য উহা রাখিতে চাহিতেছেন।

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, লর্ড রিপন বাহাদুর স্থানীয় স্বশাসন প্রণালী সম্বন্ধে যে অভি- প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তদর্থ ইণ্ডিয়ান এসোসি- য়েসন সভা দেশের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সভার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করাই হইয়াছে। লর্ড বাহাদু- রের এই প্রস্তাবটী যদি সফল হয়, ভারতের যে কি মহোপকার সাধিত হইবে, তাহা অদূরদর্শী হৃদয় ব্যক্তিরা এখনও বুঝিতে পারেন নাই। এটী কেবল যে লর্ড বাহাদুরের চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি হইবে এরূপ নয়, ব্রিটিশ জাতির প্রতি এ দেশীয়দিগের আন্তরিকতা জ্ঞানের প্রধান দ্বার স্বরূপ হইবে। আর উভয় জাতির ভিন্নভাব থাকা ভাল দেখায় না। আমাদের এই বিশ্বাস জন্মিতেছে ইহা ক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণ- মেণ্টের কার্য্যে এদেশীয়দিগের অধিকার লাভের সূত্রভূত হইবে সন্দেহ নাই। রিপন বাহাদুর যদি কিছু কাল ভারতে থাকেন, এবং তাঁহারপর তৎসদৃশ মহোদারগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাহা হইলে যে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে, সে বিষয়েও সংশয় নাই। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভা বিশেষতঃ বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমাদের একান্ত কৃতজ্ঞতার পাত্র। সুরেন্দ্র বাবু দৃঢ়ব্রত হইয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া- ছিলেন। আমাদের মনে হয়, তাঁহার যত্নে ও উদ্যো- গেই যেন আমরা এই মহাফল লাভ করিলাম। একাগ্রচিত্ত হইয়া কোন মহৎ কার্য্য সাধনে যত্নবান হইলে যে অভীষ্ট লাভ করা যায়, সুরেন্দ্র বাবু তাহারও একটী নূতন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

আগামী ১ লা জুলাই পুনঃ ভারতবর্ষীয় রেলও- য়ের ৩য় শ্রেণীর আরোহীদিগের ভাড়া ইং৷ ৩ পাইয়ের স্থলে আড়াই পাই মাইল হইবে।

গবর্ণর জেনরল সিবিলিয়ান কালেক্টারদি জুনিয়ার ও সিনিয়র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ক তেছেন। জুনিয়ার কালেক্টারগণ মাসিক ১৮০০ টাকা বেতন পাইবেন। সিনিয়র হইলে আরো বৃদ্ধি হইবে।

আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন বা গত মঙ্গলবার সর্ব্বপ্রকার সুরক্ষি খেলার নিষেধা প্রচার করিয়াছেন।

২১ জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে ঢাকায় ভয়ানক ঝড় হ গিয়াছে অনেকগুলি গৃহাদি পতিত হইয়াছে।

এতদিনের পর সোণাবপুর মগরাহাট রেল খোলা হইল। গত শনিবার হইতে মাল-ও আরো যাতায়াত করিতেছে।

পদচ্যুত দেশীয় সৈনিক পুরুষেরা পীড়িত হইলে অ পর দেশীয় সৈনিকদিগের হাঁসপাতালে তাহাদি চিকিৎসা করা হইবে,এইরূপ ব্যবস্থা করা হইতে

পেনাগে জলপ্রপাতে বৈদ্যুতিক আলো কল চালিত হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা আলোকাধ আলোক সকল প্রজ্বলিত হয়।

পঞ্জাবের আকাউণ্টাণ্ট জেনরলও গ্রীষ্মের মাস সিমলা বাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্র সিমলা গুলজার।

নিজামের সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। তা সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দগ্ধ করিয়াছে।

আজ কাল অনেকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অহি ব্যবসায়ের প্রতিকূল হইয়াছেন,হার্টিংটন সাহেব অপকারিতা বুঝিয়াছেন ; কিন্তু এই ব্যবসায় নি হইলে রাজস্বের বিস্তর ক্ষতির সম্ভাবনা, এই কা সহসা তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন কিন্তু মালবব্যবসিরা ইহাতে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া তদ্দেশে অহিফেনের চাসই অধিক, গবর্ণমেণ্ট অ ফেনের ব্যবসায় হইতে বিরত হইলে তাহাদি সম্পূর্ণ ক্ষতি। এই কারণে তাহারা স্পষ্টাভিধা গবর্ণমেণ্টকে ইহার ব্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত হই নিষেধ করিতেছে। তাহারা বলিয়াছে গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের বি ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু দরিদ্র ভারতবাসী কে প্রকারেই ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে না, তা হইলে অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় একে বিলুপ্ত হইবে। তাঁহারা ইংলণ্ডবাসি দয়ালু ব্যক্তি দিগকে বলিয়াছেন তাঁহারা যেন এরূপ নিদা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে নিরন্ন ভারত বা প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করেন। মালবে কি প্র মনোপযোগী অন্য শস্য উৎপন্ন হয় না?

পুরন্দরের রাণার সহিত কাণ্ডওয়ারের পোলিটী-
এজেণ্টের বিষম বিরোধ চলিতেছে; ঘটনা এই,
ব একজন দাওয়ানের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি
ব্যক্তিকে উক্ত পদ প্রদান করেন। কিন্তু
লিটীকাল এজেণ্ট ই কার্য্য তাঁহার নিজের
ন লোক ি চাহেন। রাণা সে কথা
ন নাই। কেবল নিয়ম এই, দাওয়াননিয়োগ
পোলিটীকাল এজেণ্টের সম্মতি গ্রহণ করিতে
ব ... এই ছল পাইয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের
ট রাণার দোষোল্লেখ করেন, গবর্ণমেণ্ট সে কথা
লিয়া রাণাকে অভিমত দাওয়ান নিয়োগের
করিতে উপদেশ দেন। তখন সাহেব
লিখিলেন, এরূপ যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমো
করিলে তাঁহার ক্ষমতা লোপ হইবে। গবর্ণমেণ্ট
কথায় রাণাকে পোলিটীকাল এজেণ্টের সহিত
ং করিয়া ইহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ
ন। কিন্তু রাণা তদনুসারে কার্য্য না করাতে
লিটীকাল এজেণ্ট তাঁহার নিত্য জরিমানা করি-
ছেন। যাহা হউক, এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের
লিটীকাল এজেণ্টকে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য।
থা পুরন্দরের বরদাকাণ্ডের অভিনয় হইবে।
ওয়ান নিয়োগ বিষয়ে রাণার স্বাধীনতা থাকাই
চিত।

মিরারের চট্টগ্রামস্থ সম্পাদকতা বলেন, তদাকার
টী খ্রীষ্টান স্ত্রীলোক গভ নষ্ট করা অপরাধে অভি-
হইয়া বিচারার্থী হয়। সিবল সার্জ্জন পরীক্ষা
য়া তাহার দোষের উল্লেখ করাতে বিচারে রমণীর
ন মাস কারাবাসের আদেশ হয়। কিন্তু আশ্চ-
র বিষয় এই, পনর দিন সে কারাগৃহে অব
স্থিতির পর একটী দিব্য পুত্র প্রসব করিয়াছে।
লার তাহার উদরের স্ফীতিকে গুল্ম-রোগ নিরূপ
করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়ের দোষের সংসর্গ
দান প্রদান হইতে চলিল। আমরা শুনিতেছি,
লাতে আজ কাল বলয় ব্যবহার প্রচলিত
তে আরম্ভ হইয়াছে। কেবল স্ত্রীলোকে নয়
নেক পুরুষেও পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ভারতসংস্কারক সভা স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ
ক্ষার নিমিত্ত একটী কালেজ খুলিবার সংকল্প
রিয়াছেন।

আসামে অস্ত্রবিধি প্রচলিত করাতে লোকের
বড় উপস্থিত হইয়াছে। আসাম বন জঙ্গলে
, সেখানে অস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত লোকে নির্ভয়ে
ভাবে চলিতে পারে না কিন্তু; প্রাণভয়ে অস্ত্র ব্যব-
র করিলে ত নিজের আত্মীয়ের কারাগার সম্মুখে
স্থাপিত হইতে হয় এই ভয়ে অনেকে ইতি-
করিয়াছিলেন।

সত্ত্বেও প্রাণের অগ্রে মান রাখিবার জন্য অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। এই কারণে ক্রমে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক লোক অধিক পরিমাণে হতও হইতেছে, তথাপি রাজপুরুষদিগের চৈতন্য নাই। স্বয়ং কমিশনর ইহার অনিষ্টকারিতা স্বীকার করিয়া তথা হইতে এই বিধি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

"ভারত সাম্রাজ্যের পরিণাম" প্রস্তাব দেখিয়া ডেলিনিউস সম্পাদক যেরূপ বিদ্রোহ স্বপ্ন দেখিয়াছেন, প্রভাকর সম্পাদকেও সেই স্বপ্ন সংক্রামিত হইয়াছে। প্রভাকর না দেখিয়া না শুনিয়া একটী যে সে মত প্রকাশ করাতে তাঁহার চিত্তের অনৈ দার্য্য প্রকাশ হইয়াছে। ডেলিনিউস সম্পাদক ইংরাজ, তিনি বাঙ্গালার ধার ধারেন না সুতরাং আমাদিগের লেখার মর্ম্মগ্রহেও সমর্থ হন নাই, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি না। কিন্তু প্রভাকর সম্পাদক ত তাহা নহেন, তবে তিনি না দেখিয়া হঠাৎ একটী মত প্রকাশ করিয়া কেন যে ধৃষ্টতা করিয়াছেন, আমরা তাহার কোন কারণই বুঝিতে পারি না। সহযোগী প্রভাতী তাঁহার এই অন্যায় কার্য্য নিবন্ধন রূঢ় প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক বাক্যগুলির প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগের অভিপ্রায় সাধারণ্যে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক না দেখিয়া অথবা না বুঝিয়া কোন মত প্রকাশ করা সম্পাদকের পক্ষে গুরুতর দোষ।

নাগপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন "চতিপুর্ব্বে কএক দিবস অত্যন্ত গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি উপর্য্যুপরি বৃষ্টি হওয়ায় গ্রীষ্ম অনেকাংশে কমিয়াছে। গতো এক দিবসযামিনীতে ঝটিকাও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধারণের কোন ক্ষতি হয় নাই। পবন দেব এবং বরুণ দেব এক্ষণে কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রাম-ভবনে প্রস্থান করিলে ভাল হয়। নতুবা কৃষকের কৃষিকার্য্য এবং দরিদ্রের ভাঙ্গা কুটির রক্ষা করা বড়ই কষ্টের ব্যাপার হইয়া উঠিবে।

তাহাহইলে মফঃস্বলস্থ ডেপুটী কালেক্টর বাবু অতুল্য ব্যবসায়ীদিগের প্রতি বর্ত্তমান বর্ষের লাইসেন্স টাক্সের নোটিস দিয়াছেন। অতুল্য ব্যবসায়িবর্গের প্রতি যে, অবধে টাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে, একথা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নাই। যদিও আমাদিগের মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত বৎসর কোন কোন ব্যবসায়ীর টাক্স কমাইয়া এবং কোন কোন ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তথাপি এখনও অনেকেই অন্যায় করভারে প্রপীড়িত হইতেছে, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি না।"

আমাদের রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছে "এই থানার অধীন সাড়াগড় নামক গ্রামে পুঁটী না একটী স্ত্রীলোক বাস করে, তাহার সহিত ঐ গ্রামে মহেশ জেলের অবৈধ প্রণয় ছিল। স্ত্রীলোকটী বি দিন মহেশকে বাটীতে যাইতে না দেওয়ায় মহে সেই রাগে এক রাত্রিতে পুঁটীর অনুপস্থিতিরূপ সুযো পাইয়া পুঁটীর ঘরের মেজে হইতে (পোতা টাকা) শত উনিশ টাকা তুলিয়া লইয়া চম্পট দেয়। শান্তি রের নবাগত পুলিষ সবইনস্‌পেক্টার বাবু প্যারিল বোষ অনেক অনুসন্ধান ও কৌশল করিয়া চোর ধৃত করিয়া এখানকার ফৌজদারী আদালতে প্রে করেন। ডেপুটী বাবু আসামীর দোষের প্রমাণ পা ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির ৪৪১ ধারামতে ৯ মাস ক পরিশ্রম সহ কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। ইনস্পেক্টার বাবু এই মকদ্দমার কিনারা করা ডেপুটী বাবু তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন।

শান্তিপুরের ঘোড়ার গাড়ীর গাড়য়ানেরা পূ ভদ্রলোকদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিতে আ করিয়াছে। মধ্যে ডেপুটী বাবু তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখাতে ও কয়েক জনের জরিমানা কর গাড়য়ানেরা কিছু শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি আমরা ভরসা করি আমাদিগের মাননীয় ডে মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তবাবু রামচরণবসু মহাশয় গাড়য়ানগণকে বিলক্ষণরূপে শিক্ষা দিয়া সকলসাধ ভদ্র লোকদিগের অজস্র ধন্যবাদের পাত্র হইবেন

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারে
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডব্লু, পেজ সাহেব ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

বাবু কমলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী কিছু দিনের জন্য হুগলীর অ জাহানাবাদের ২য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

মৌলবী সুভান খাঁ খাঁ কিছু দিনের জন্য গয়ার অ নওয়াদার সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

নওয়াদার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নগেন্দ্র দত্ত ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে বা.ল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সুন্দরবনের ডেপুটী কালেক্টার জে. এলসন কিছু দি জন্য সুন্দরবনের কমিশনরের কার্য্য ও অন্যান্য কার্য্য করি

২৪ পরগণা ও হুগলীর আডিসনাল ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন রেট সাহেব ২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা এফ, ডব্লু, ব্যাডকের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ ক তিনি প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঃ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু
রণ দাস এবং রঙ্গপুরের বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৮০
ন ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।
টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্তর্গত সুভা নামক স্থানের
নধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, টি, জারো
র সদর ষ্টেষণে বদলী হওয়াতে ঢাকার ডবলু, এফ,সি মর্টন্ও
দে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

ও, আর, বেলিলিয়স কলিকাতা সহরের প্রেসিডেন্সি মাজি-
হইলেন।

ঙ্গপুরের অন্তর্গত গাইবান্ধার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু ললিত-
বসু দিনাজপুর সদর ষ্টেষণের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।
ওয়াখালীর অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জের মুন্সেফ বাবু হরিশ্চন্দ্র
টগ্রামের অন্তর্গত নাতকানীয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।
াগরগঞ্জের অন্তর্গত বরিশালের অতিরিক্ত প্রতিনিধি মুন্সেফ
রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী নওয়াখালীর অন্তর্গত দাওয়ানগঞ্জে
হইলেন।
ালেশ্বরের অন্তর্গত ভদ্রকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
রাম ডবলু, আর, বিকেন্স ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানু-
সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।
াকার প্রথম সব জজ ও ছোট আদালতের জজ বাবু নবীন-
াঙ্গুলী, ২ য় ও ২৪ পরগণার বাবু নফরচন্দ্র ভট্ট, ৩ য় এবং
পুরের বাবু জগৎদুর্লভ মজুমদার ৪ র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হই-
। জগৎ বাবু সব জজের পদে স্থায়ী হইলেন।
র্ণিয়ার প্রতিনিধি সব জজ বাবু মাতিলাল সরকার ৪ র্থ
তে উন্নীত হইলেন।
নয় লিপিত মুন্সেফ ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।
মেদনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
মের অন্তর্গত সিউড়ির বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, নদী-
অন্তর্গত মেহেরপুরের বাবু জগবন্ধু গাঙ্গুলী, পাবনার অন্তর্গত
জগঞ্জের বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য।
নয় লিপিত মুন্সেফগণ ২ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।
পুরের অন্তর্গত চাঁদপুরের মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ আলী,
অন্তর্গত বালুচরহাটের বাবু অতুলবিহারী ঘোষ,
ার অন্তর্গত বগুড়ার বাবু দেবীপালচন্দ্র বসু ও বর্দ্ধমানের
তে কালনার বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায়।
নয় লিপিত মুন্সেফগণ ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।
ক পুরের অন্তর্গত মূলফৎগঞ্জের মুন্সেফ বাবু রসিকচন্দ্র
পুরের অন্তর্গত মধুবনীর বাবু ভৈরবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও
ার বাবু বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।
নয় লিখিত ব্যক্তিগণ ৪ র্থ শ্রেণীর প্রতিনিধি মুন্সেফ হই-
। মেদনীপুরের প্রতিনিধি প্রথম মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র
াপাধ্যায়, ও ২ য় মুন্সেফ বাবু গোবিন্দচন্দ্র দে, ও পানি-
লার প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু নন্দলাল দে।

সংবাদদাতার পত্র

শান্তিপুর।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া-গবর্ণমেণ্ট আত্মশাসন-প্রণালী
চলন সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ও নিয়ম প্রকাশ করি-
য়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল এবং আমাদের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন বাহাদুরের উন্নত হৃদয়ের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে দিন সিমলা-শিখর হইতে বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ-যোগে ঐ শুভ সন্দেশ ষ্টেটসম্যান্ ও ইংলিসম্যান্ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় সংবাদপত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, সে দিন আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে দুই হাত তুলিয়া ধার্ম্মিকপ্রবর লর্ড রিপণকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। এক্ষণে পরমপিতা পরমেশ্বর প্রসাদাৎ যদি লর্ড রিপন বাহাদুর কিছুকাল ভারতের গবর্ণর জেনেরলী করেন, তাহা হইলে আমাদের বিস্তর উপকার-লাভের সম্ভাবনা; কারণ ইনি কুমন্ত্রণার বশীভূত ও মন্ত্রীদিগের মন্ত্র-শিষ্য নহেন। এই আত্ম শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বড়বড় রাজপুরুষেরা ইতিপূর্ব্বে যে ধুয়া ধরেন, লর্ড রিপন যদি তাহাতে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে আত্মশাসন-প্রণালী প্রচলন প্রজা-পুঞ্জের উৎপীড়ন-শেল হইত সন্দেহ নাই। যাহা-হউক ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কল্যাণে ও লর্ড রিপণের গুণে আত্মশাসন-প্রণালী প্রচলন সম্বন্ধে আমাদের আর সে আশঙ্কা নাই, কিন্তু পাছে "ঘরের ঢেঁকী কুষ্ঠীর" হইয়া বসেন, এক্ষণে এই আশঙ্কাই অধিক। জেলায় ও সব-ডিবিজনে যাঁহারা বোর্ডের মেম্বর হইবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে "রায়বাহাদুর" ও "খাঁ বাহাদুর" রূপ উপাধি-ভূষণ সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু তাঁহারা বোর্ডের মেম্বরী পদ হইতে অবসর লইলেই আবার তাহা কাড়িয়া লইয়া নূতন মেম্বরকে প্রদান করা হইবে। আমাদের বিবেচনায় বোর্ডের মেম্বরগণকে বেঁড়ে করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া অনুচিত। যাহাহউক বোর্ডের নিয়মাবলী হইবার পূর্ব্বে আমরা যে সকল প্রার্থনা করিয়াছিলাম, উন্নতমনা লর্ড রিপণ প্রায়ই তৎসমস্ত মঞ্জুর করিয়াছেন। সেখানে স্বাধীনচেতা কৃতবিদ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইবে, সেখানে তিনিই বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইবেন। যেখানে ঐরূপ ব্যক্তির অসদ্ভাব, সেখানে অগত্যা মাজিষ্ট্রেট সাহেবই বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইবেন। এক্ষণে আমাদের দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ স্বাধীনভাবে বোর্ডের কার্য্য-প্রণালী নির্ব্বাহ করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

আজ কাল আমাদের মিউনিসিপালিটী "কল্পতরু" হইয়া পড়িয়াছেন এবং ক'মশনরেরা প্রথমতঃ রাজপথের পতিত জমী স্বেচ্ছানুসারে অন্য কমিশনরকে বিক্রয় করিতেছেন। সে দিন এক জন কমিশনর কৃষ্ণনগর রাজপথের কিয়দংশ ক্রয় করণাভিপ্রায়ে মিউসিপালিটীতে যে দরখাস্ত করেন, আমাদের আইনজ্ঞ চেয়ারম্যান বাবু ও কমিশনরেরা তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ রাজপথটী গবর্ণমেণ্টের অ সংপ্রক্ত, কিন্তু মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বাধীন মা এমন অবস্থায় কোন আইনের কোন ধারার বি মতে উক্ত রাজপথের পতিত জমী আমাদের চেয়ারম ও কমিশনরেরা অন্যতম কমিশনরকে বিক্রয় ক লেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। এক্ষণে ব দাতা বারিক ওস্তাগর ঐ কৃষ্ণনগর রাজপথের প জমী ক্রয় করণার্থ যে দরখাস্ত দিয়াছেন, তা কি চেয়ারম্যান বাবু ও কমিশনরেরা ম করিবেন?

সম্প্রতি আমাদের মিউনিসিপালিটী গৃহ কর সং রণ করণার্থ কয়েকজন কমিশনরকে পান সুপা দিয়া বরণ করিয়াছেন, এতদনুসারে তাঁহারাও আদাজল খাইয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ভাইসচেয়ারম্যান বাবু আনন্দময় মৈত্রেয় মহাশ আমলে একবার গৃহকর সংস্করণ হইয়াছিল, কি তাহার কার্য্যভার কমিশনর বাবুদের হস্তে বিন্যস্ত করিয়া তৎকালেই চেয়ারম্যান বাবু জনৈক এসেসর ঐ কার্য্যে ব্রতী করেন। এসেসর বাবুও ধর্ম্মে উপর দৃষ্টি রাখিয়া ঐ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পা পূর্ব্বক করদাতৃগণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলে আমাদের বর্ত্তমান কমিশনর বাবুগণ কি ধর্ম্মের উ দৃষ্টি রাখিয়া ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন?

আমাদের এখানে একটীও সুশিক্ষিতা ধা পাওয়া যায় না, এতন্নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে প্রসূতি ভ্রূণ হত্যা হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সুশিক্ষিতা ধাত্রীর অভাবে কেহ অশিক্ষিতা ধাত্রী পরিত্যাগ করিতে পারে না। অতএব আমা নিতান্ত ইচ্ছা যে, কলিকাতার ২। ৩ জন সুশিক্ষি ধাত্রী এখানে আসিয়া ব্যবসায় করিলে তাঁহা ও গৃহস্থের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। দুই জন সুশিক্ষিতা ধাত্রী এখানে আসিলে আ তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের গ্যারাণ্টী হই পারি।

মুন্সের।

মুন্সের রাজকীয় বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত রাম অগ্নিহোত্রি মহাশয়কে প্রাচীন বলিয়া হইতে অবসর দেওয়ায়, উক্ত বিদ্যালয়ের ছা স্কুলগৃহে একটী সভা করিয়া তাঁহাকে এক প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং পণ্ডিত ম কর্ম্ম পরিত্যাগে যথেষ্ট দুঃখও প্রকাশ করিয়াছে সভার দিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি মনো করা হইয়াছিল। শিক্ষক মহাশয় সংক্ষেপে প তের গুণ বর্ণনা করিয়া নিজের বিষয়েই অধিক ব

ন। তিনি কহেন " আমার নিকট পাঠ করিয়া
চন্দ্র, শরৎচন্দ্র, ধীরাজ মহেন্দ্র প্রভৃতি শত শত
এক্ষণে মুন্সেফি ও ওকালতী করিতেছেন এবং
কে রায়বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন।
বিস্তর লোকের চাকরি করিয়া দিয়াছি, বর্ত্তমান
ও এবং আমারই আনীত।"
ই সময়ের পলায়নকারী শুনিয়া
কের মনে হইল, ইহার পাচীন বয়সে
যাহা হউক আমরা মাষ্টার
ন বাবু, তুমি প্রাচীন বয়সে আর
ন না ভাসাইয়া অবসর গ্রহণ করুন। ঈশ্বরা-
ন তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ সকলেই এক্ষণে উপযুক্ত
ছেন, লোকে জগতে আসিয়া যাহা কামনা
ইহার ও ভাগ্যে ঘটিয়াছে। অতএব প্রাচীন
ক পরিবারদিগের শুশ্রূষা বহন করিলে সুখভোগ
করিবেন। সের বালকগণ অবধি এক
ও তাঁহার উপর সন্তুষ্ট নহে এই জন্যই আমরা
ক অবসর লইতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা
লপত্রেও তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা দেখিতে
। বস্তুতঃ— সাহেব ঢাকা আসাটের পূর্ব্বে
ারে একবার্ত্তি দিয়েছিলেন—" মুন্সের স্কুলের
ষ্টার অপেক্ষাও বাবু শশীর শিক্ষকের সম্পূর্ণ
সদৃশ। তিনি কোনকালে বড় লোকের তোষামোদ
য়া চাকরী বজায় রাখিয়াছেন। যে
হয়, তাহারা প্রায়ই অন্য স্কুল হইতে এখানে
সখা কিছু দিন পাঠ করে। তিনি বালকদিগকে
শিক্ষা দেন তাহা তাহারা ভাল বুঝিতে পারে
" দূত নামক একখানি পত্রিকার ঠিক এইরূপ
া দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি ভারতবন্ধুতেও ঐ
ার দেখিলাম। সেই জন্যই আমরা তাঁহাকে
ন লইতে অনুরোধ করিতেছি: নচেৎ কি জানি
া বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের কাণে উঠিলে অপ-
ওয়া অপেক্ষা নিজের মান নিজে রাখাই
হইতেছে। শুনিতেছি অঘোর বাবুই আগ
ত্রিকে ঠোক্কর মেরে কাড়াইয়া একজন
লোককে আনিয়া ঐ পদে বহাল করিয়া-
। অঘোর বাবু যে এতদূর পাপাচরণ করিবেন
ন বিশ্বাস হয় না, তবে অগ্নিতাপী কাঁচা অপেক্ষা
ক, সুতরাং ইহা কাহারও কথায় অনিচ্ছাসত্ত্বে
ন পড়ে... তথ তাহার মধ্যে কিছু
া বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।
ে অন্ন মারে ঈশ্বর তাহারে অন্ন
া দুঃখের কষ্টকারিণী রাত্রে ভল-
করিয়াছে। যখন যে ভয়ঙ্কর
, প্রায়
পাক ঘটে স্নান করিতে

ছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে তুলিবার জন্য যত্ন করে নাই। এদেশের লোককে কেহ তুলিতে বলিলে কহে " বা! ও মরিতে যাইতেছে, আমরা কেন উহার সহিত মরিতে যাইব?" ঘাটে একটী বাঙ্গালী এই সময় স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িতেছিলেন, তিনি ও ঘাটের মহাস্ত ছুটিয়া গিয়া জলে পড়েন, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন ৮০ টাকার উপর বেতনের কেরাণীরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং তদ্নিম্নের বেতনের কেরাণী ইটতে খানসামা ও মেথর পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীতে যাইবার পাশ পাইবেন। উক্ত কোম্পানী পাশের বিষয়ে দিন দিন যেরূপ কড়াকড় করিতেছেন, শেষে চাকায় কুলাইয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা না করেন।

জামালপুরে বসন্ত থামিতে না থামিতে ওলাউঠা আসিয়া দেখা দিয়াছেন। গত ২।১ টী পাহারাওয়ালাকে মারিয়া নয়াগ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং ঐ স্থান হইতে মোরাবোট নামক স্থান পর্য্যন্ত সীমানার মধ্যে প্রত্যহ ৫।৭ টী করিয়া গ্রহণ করিতেছেন। বসন্তের পর কলেরা, তৎপরে আষাঢ় মাসে মা মনসা আসিবেন, এইরূপ ২।৪ বৎসর হইলেই জামালপুর গিয়াছেন। সকলই বাঙ্গালীর ভাগ্য।

অডিট আফিসের শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায় আমাদিগকে মুষ্টিযোগ সংগ্রহ ও রোগ পরিচয় নামক দুইখানি পুস্তক উপঢৌকন দিয়াছেন। পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথমখানিতে যে সমস্ত রোগ সচরাচর এদেশে ঘটে, তাহার আশু প্রতিকারক কতকগুলি মুষ্টিযোগ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় খানিতে আয়ুর্বেদ গ্রন্থ হইতে কতিপয় রোগ সহজে নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অতি সহজ উপায়ে ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তক দুইখানির মূল্য অতি অল্প অর্থাৎ /৯ আনা ও ৵০ আনা হইলেও ইহার গুণ বহুমূল্য বোধ করি। এই পুস্তক এক এক খণ্ড নিকটে রাখিলে সকলেই অতি সহজ উপায়ে রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইবেন। মরণোন্মুখ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধন করিতে হইলে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের বহুলপ্রচার হওয়া আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গত হইয়াছে। নূতন বর্ষ আগত। অতএব আমরা বিনয় সহকারে গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যাঁহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের মূল্য দিয়াছেন, তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২৮৯ সালের দেয় মূল্য দান করেন, এই আমাদের অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়া
হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ে
মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমে
মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগ
পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত
উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখি
ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণ
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৯০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সকল
রোগের নানাবিধ মাতৃষ্টিক ঔষধ, তৈল ও
প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপ
চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা ক
ঔষধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধাল
মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়,
আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সকলপ্রকার আম

আমরক্ত, গ্রহণী, অন্নগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন প্রমেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম, সরক্ত ও খড়িগুলবৎ প্রস্রাব নির্গত হইলে ৩ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও কণ্ডুরুচ্ছু, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ধোলা এই সকল রোগ জনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্তপদাদির জ্বালা, নেত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের চিহ্ন অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে তাহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক মাত্রা নিয়মে সেবন করিলে শরীরের নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন হয়, এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল শরীর-যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃপীড়া, হৃৎকম্প, বৃদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়াসকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবন সুলভ স্বভাব সুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় স্ত্রীসুখ-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আনুষঙ্গিক বীর্য্য নির্গম, স্বরভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকল শীঘ্র শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে। এদেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জলস্রাব, পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

একপোয়ার মূল্য —৪ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে যে মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এস,
" " অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
" " চকড়ী ঘোষ। ঐ
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ
কলিকাতা।
" " ধর্ম্মদাস বসু। ঐ
" " বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
ঢেকালন কটক।
" " কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন।
বর্দ্ধমান।
" " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি
কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা।
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—ডয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
রাণীগঞ্জ।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা, /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অ গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান তেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতা ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট রসিদ লইবেন।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরো ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় ক থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সু রিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ১০৵০ আনা। মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিকা

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, ক সুগন্ধিদ্রব্য, জামা, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্র সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্র সীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, তামার প মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার।

যিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কেবল সংস্কৃ মূলে সরল বাঙ্গালা কিম্বা ইংরেজী ভাষায় বি আভাষ ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া খানি পুস্তক রচনা করিতে পারিবেন এবং যাঁ পুস্তক প্রেরিত পুস্তক সকল মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলি বিবেচিত হইবে, তিনি এক শত টাকা পুরস্কার প্র হইবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুস্তক স অধিকৃত মূদ্রা যন্ত্র দ্বারা মুদ্রিত করা যাইতে পারি প্রার্থিগণ বর্ত্তমান বর্ষের কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে প রচিত পুস্তক সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরে রায় বাহাদুরের নিকট গোহেলপুরে কিম্বা নিম্নলি ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীভুবনমোহন মৈত্রে
গোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদ
জেলা রাজসাহী।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি ক শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাশুল ৵০।

াগিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস, মূল্য এক টাকা।

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ৸৹।

ব্রুট উদ্ভার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

টাকা ... প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

" ১ ম ও ২য় ভাগ। দেড়মাসে
হইবে। অগ্রিম মূল্য ঐ
১৷০। টাকা সর্ব্বসাধারণের
াগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার
দাচরণ কাস্তগির প্রণীত।
১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ন থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার ৭৫ বৎসরের
র্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিরঃ পীড়া,
কদের পীড়া ফার্টিত আরোগ্য ও প্রসব
দি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
করিতেছেন।
ভল-কোরড, মাদ্রাজ-কোরড, ও মুর্শিদা (বা
রী) রোগ প্রভৃতির অন্য চিকিৎসা রোগীর গৃহে
া করেন।
প্রসব সচরাচর সহজে করা পারেন। তাঁহার
ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রী রোগ পীড়া চিকিৎ
পুস্তক একখণ্ড বিনামূল্যে
।

বার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!
প্রেটেট কম্প বটিকা!!!
ক্ষকাশ, হাপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ
শ, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁতেসা, শ্লেষ
, গলেতের সহিত রক্ত উঠা নতুন ও শুষ্ক কাশী
ও প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অগ্রিম
ডাকমাশুল প্রস্তুত। ১০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির
টাকা, প্যাকিং ব্যবহারের নিয়মের সঙ্গে
। পত্র দ্বারা মূল্য সকলেই নিম্নলিখিত এই
না
কলিকাতা ১৮ নং বহুবাজার
প্রাপ্তব্য।

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্তম্ভন শক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয় বাস্তবিক তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রখরতার প্রমাণ পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের, অল্প দিবসেই প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ধাতুর পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য হয়। প্রমেহ ঘটিত কিছু অঙ্গ থাকিলে ঔষধ সেবা কিন্তু অন্য প্রকার জ্বর সত্ত্বে সেবা নহে। প্রমেহ জন্য ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন। ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুল সহ ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বানারস।

রেজিষ্টারী (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১ দুই টাকা, প্যাকিং ।৵ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অর, শরীরের যে কোন স্থানের ক্ষত বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপুয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা খড়ির ন্যায় সাদা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও পাণ্ডুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অন্ততঃ পুস্তক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ২৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশ
রুগ্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে প
স্তর রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ
ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ
এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে প
ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু
সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও
লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের
স্তাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজা
কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহ
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত ত্রৈমাসিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ ট
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে যেন সোমপ্রকাশ
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি সংখ্যক ৵
আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঁপাতলিপোস্তা কালিদহ যন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন ক্ষীয়তাং" ২৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৯ সাল। ২ রা জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮২। ১৫ ই মে। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম

বিজ্ঞাপন

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গত হইল। নূতন বর্ষ গত। অতএব আমরা বিনয় সহকারে হকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, হারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের মূল্য াছেন, তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত হই- ছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২৮৯ লের দেয় মূল্য দান করেন, এই আমা- র অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

মহীসুর রাজ্যের রেলওয়ের নিমিত্ত ঋণ।

মহীসুরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ইক্রমে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়া টেণ্ডার পে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। এই টাকার দ্বারা মহীসুর হার সাধারণ রাজস্ব প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবে। এই াগ বাঙ্গালোর হইতে তিপ্পুর পর্য্যন্ত একটী ওয়ে প্রস্তুত করা হইবে। ইহার দূরত্ব াইল।

২। এই ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ৫ টাকা। রে ছই বার অর্থাৎ ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ও ১৫ ই ষ্ট সুদ প্রদত্ত হইবে। ২০ বৎসর এইরূপ দেনা না চলিবে। সুদের টাকা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের ীয় ধনাগার, বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহ এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই এবং তাহাদিগের শাখা ধনাগার হইতে দেওয়া যাইবে।

৩। ঋণপত্রের ফারম নিম্নে দেওয়া গেল। ৫০০ অথবা ৫ শতের গুণনীয় টাকার প্রতি ঋণপত্র (Debentnre) বাহির করা হইবে।

৪। এই ২০ লক্ষ টাকা ঋণের সমুদায় অথবা আংশিকের টেণ্ডার মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলার ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা ছই প্রহর পর্য্যন্ত বাঙ্গালোরে গ্রহণ করিবেন।

৫। নিম্ন সংযোজিত ফারমে প্রতিটেণ্ডর পাঠাইতে হইবে। যিনি টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে ফারম খামে মুড়িয়া তাহার উপর সীল করিয়া "১৮৮২ সালের মহীসুর রেলওয়ের ঋণের টেণ্ডার" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। আর ঐ টেণ্ডার বাঙ্গালোরে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মহীসুর গবর্ণমেণ্টের দাওয়ান অপরাপর লোকের সম্মুখে বাঙ্গালোরে তাঁহার আপীসে বসিয়া এই সকল টেণ্ডার খুলিবেন ও প্রথম ন্যূনকল্পের হার স্থির করিবেন।

৭। যিনি যত টাকার টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে সেই টেণ্ডারের সঙ্গে সেই টেণ্ডারের দেয় শতকরা টাকার শতকরা ২ টাকা পরিমাণ টাকা জমা দিতে হইবে। এই টাকা মহীসুরের দাওয়ানের নামে বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহে মাদ্রাজে বোম্বাই ও তাহাদিগের শাখা ব্যাঙ্কে অথবা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগারে জমা দিয়া তাহার রসিদ টেণ্ডারের সহিত পাঠাইতে পারিবেন এবং দাওয়ানের নামে মনি-অর্ডার অথবা কোম্পানির কাগজও পাঠাইতে পারিবেন।

৮। যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক টেণ্ডার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আমানতি টাকা দেয় ঋণের আংশিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং টে দাতাকে তাহার টেণ্ডারের লিখিত অবশিষ্ট ১৮৮২ সালের ১৫ ই আগষ্টের মধ্যে মহীসুর গ টের যে কোন ধনাগারেই চলিত অথবা বঙ্গ বোম্বাই, মাদ্রাজ ও তাহার শাখা ব্যাঙ্কে দাওয় নামে জমা দিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে ট জমা না দিলে আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে

৯। টেণ্ডারের টাকা প্রাপ্তির অব্যবহিত প ঋণপত্র বাহির করা হইবে।

১০। টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে টেণ্ডারের স দত্ত আমানতি টাকা আবেদন করিলেই প্রত্য করা হইবে।

১১। এক হারের ছই বা ততোধিক টে হইলে (কম হারে টেণ্ডার লইবার যে কথা আ তাহার অপেক্ষা যদি কম হার না হয়) উপরে হারে ডিপজিট দিবার কথা আছে যদি আবশ্যক সেই হারে প্রতি টেণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

১২। টেণ্ডারের যে হার বর্ণিত হইল, তাহ এক আনার ভগ্নাংশ থাকিবে না। যদি কোন টেণ্ড এক আনার ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে তাহা কা দেওয়া হইবে এবং ভগ্নাংশবিহীন বোধে টে গৃহীত হইবে।

১৩। ভ্রম প্রমাদের পরিহারার্থ প্রত্যেক টেণ্ড সহিত স্বতন্ত্র আর একটী টেণ্ডার দিতে হইবে তাহার সহিত পৃথক আমানতও করিতে হইবে।

১৪। মহীসুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব হই ১০৬০০০০০ টাকা (এক কোটী ৬ লক্ষ) আর হ থাকে। সর্ব্ব প্রকার ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে নিকট হইতে দুর্ভিক্ষনিবারণের নিমিত্ত যে টাকা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার পরিশোধের জন্য দেওয়া হইতেছে, তাহা বাদে ৫ লক্ষ টাকা উ থাকে।

১৫। ভারতবর্ষে এই গুণবিশিষ্ট যে সকল
স্থাপন করা আবশ্যক হইবে, তাহাতে ইংলণ্ড
হবে না।

ডের দাতব্যালয়ের } বি, বক্সটার্ড্
লয় বাঙ্গলোর } দাতব্যান।
মে ১৮৮২।

Form of Tender

I hereby tender for Rupees of
Loan advertised in the Notification of
Darwan of Mysore dated 1st May 1882,
agree to pay the same subject to the
ditions notified, at the rate of Rupees
for every Rs. 100 allotted to me
I enclose on account of the required
osit of 2 per cent on the amount tender-
(*here enter particulars of deposit*) and
age, if my offer is accepted to pay the
mainder of the amount of the loan allot-
to me on or before the 15th August
2, in the manner prescribed in the Noti-
tion. Any allotment made to me may be
mmunicated to the following adress.

Signature.

Full address.

Form of Debenture.

YSORE RAILWAY, FIVE PER CENT
LOAN 1882.

Bangalore. 1882.

The Government of His Highness the
aha Raja of Mysore, in consideration of
sum of Rupees received
om
omise to pay to the said
order, the sum of Rupees
enty years after the date hereof, together
th interest at the rate of five per cen-
m per annum, payable half yearly on
5th February and 15th August.

সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার।

যিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কেবল সংযুক্তি
লে সরল বঙ্গভাষা কিম্বা ইংরেজী ভাষায় হিন্দু
চার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া এক
খানি পুস্তক রচনা করিতে পারিবেন এবং যাঁহার
পুস্তক প্রেরিত পুস্তক সকল মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া
নির্ব্বাচিত হইবে, তিনি এক শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত
হইবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুস্তক সভার
অধিকৃত মুদ্রা যন্ত্র দ্বারা মুদ্রিত করা যাইতে পারিবে;
প্রার্থিগণ বর্ত্তমান বর্ষের কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে স্ব স্ব
রচিত পুস্তক সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর
রায় বাহাদুরের নিকট তাহেরপুরে কিম্বা নিম্নলিখিত
ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীভূদেবমোহন মৈত্রেয়
সোসাইটি দাতব্যসভার সম্পাদক।
কেদার রাজবাটী।



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সম্পূর্ণ ধাতু-নিগমন এবং প্রস্রাব নালী ঘড়ির ন্যায় ঘোরা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ১।০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা শিরঃপীড়া, বাত, পার্শ্বশূল, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষাস্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড়-

লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ধা
স্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ প্রাপ্তিস্থান ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

বঙ্গ রঙ্গভূমি।

"ভণ্ডামির ছাত দিয়া পোড়াও তাহারে,
ভস্মরাশি করি ফেল জাহ্নবীর জলে।"

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, বিগত চৈত্র মাসে
"সোমপ্রকাশে" "নরকের ভীষণ দৃশ্য" শীর্ষ
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর ক্রমে "ষ্টেটস্‌ম্যান
"ইণ্ডিয়ান মিরার" ও আর্য্যদর্পণ প্রভৃতি কয়ে
খানি সংবাদ পত্রে উক্ত বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দো
লন চলিতেছে; কিন্তু আজিও ইহাতে কোনরূপ
জন্মিল না; এজন্য আজি পুনরায় উক্ত বি
দুচারিটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আ
আমরা অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ দে
নাটীশালা সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি
বাধ্য হইলাম। কারণ, ইহার আক্রমণ সংক্রা
রোগের ন্যায় ক্রমশঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া
দিন বঙ্গদেশের অনেক সুকুমারমতি বালক ও
বিলাসপরায়ণ যুবককে গ্রাস করিতেছে। এই
রোগের প্রকৃত ঔষধ ব্যবস্থা করা চাই, নতুবা অ
কাল মধ্যে বঙ্গদেশ বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে।

দীর্ঘকাল হইল, বঙ্গদেশে নাট্যশালা সংস্থা
হইয়াছে, কিন্তু আজি আমরা জানিতে চাই, এক
মধ্যে বঙ্গভূমি উহা দ্বারা কি উন্নতিলাভ করি
সমাজসংস্কারের ও দেশের হিতসাধনের চলন
নীচকুলসম্ভবা, নিতান্ত পশুপ্রকৃতি বারবনিতার
যোগে বঙ্গের রঙ্গভূমিকে কলুষিত আমোদ প্র
ও ঘোরতর অসভ্যতা প্রকাশের স্থান করিয়া, অ
কুহকজাল বিস্তারে যাহারা দরিদ্র বঙ্গের নি
হইতে প্রতি সপ্তাহে রাশি রাশি অর্থ শোষণ ক
নিতেছে, আজি আমরা সেই নীচমনা যুবকদি
নিকট জানিতে চাই, তাহারা হতভাগ্য বঙ্গদে
জন্য কি করিয়াছে? যে দেশ শত শত বর্ষ ধ
গভীর অন্ধকারময় অবনতির দরুণ কশাঘা
প্রপীড়িত—দীর্ঘকাল তীব্র কশাঘাত সহ্য ক
আজিও যাহার হৃদয়ে বেদনা বোধ জন্মিল না-
দেশের মৃতকল্প হৃদয়ে প্রাণ ঢালিয়া দিবার
শ্রীচৈতন্য, মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র

র, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন,
ত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, কালীচরণ,
নন্দমোহন এবং বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল
ত্র স্বরূপ গুণশালী গ্রন্থকারনিচয় এবং সদ্গুণ
াদপত্রসম্পাদকবর্গ প্রভৃতি শত শত প্রাতঃ
ভিলাষী লোক আপন আপন হৃদয়ের শোণিত
লয়া দিয়া আজিও যখন বিন্দুই ফল পাইলেন
তখন সেই ঘোর মরুভূমি সদৃশ বঙ্গের বাঙ্গালীর
া কতিপয় সুরাপ্রিয়, বেশ্যাভক্ত, বেশ্যাসক্ত,
ষ্টস্বভাব, হৃদয়বিহীন, ভগ্নমনা ও দুরন্ত যুবক,
াজ সংস্কারের ছল করিয়া, কি কাজ করিয়াছে
নিতে চাই, এবং বঙ্গের শিরোভূষণ সদৃশ কৃতবিদ্য
েমনা ব্যক্তিবর্গকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি,
হারা উহাদের কার্য্যের আসল বিচার করুন।

বঙ্গের প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়! এই
ঠার উনবিংশ শতাব্দীতে আর কত দিন আপ-
দের চক্ষের উপর ভণ্ডামির জয়পতাকা উড়িতে
কিবে? বঙ্গের রঙ্গালয়ের অবস্থা বড় শোচনীয়!
ভাবই—উহা আমাদের দেশের শত শত
তের জীবন পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে—শত শত
ুদর্শী যুবক উহার মায়া মোহিত হইয়া
ন্মের মত উহার গিয়াছে, দিন দিন যাইতেছে
ধ অতি অল্প দিনের মধ্যে আরও কতশত যে
ইবে, তাহার সংখ্যা নাই। ঐ ছানি বৎসর পূর্ব্বে
সকল পবিত্র-হৃদয়, সাধু-স্বভাব ছাত্র, ধর্ম্মের
ক্ষমার উপাসনা দেবতা সাধারণ শরীর ধারণে দেব
ন উৎসর্গ করিয়া জীবনের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া-
ল, রঙ্গালয়ের কুহকে মজিয়া আজি তাহাদের
ধিকাংশই জীবনের মহৎ ব্রত ভঙ্গ করিয়া পাকাশা-
বে সুরা ও বেশ্যার প্রকৃত সেবক হইয়া উঠি-
াছে। নিশাসমাগমে যখন তাহারা বৈশাচিক
বশভূষায় সজ্জিত হইয়া কলঙ্কিত হৃদয়ের দুর্দ্দম
াশব পিপাসায় চঞ্চলপ্রাণা মানবে দলে দলে
াস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তখন তাহা
দের আস্ফালন নাচগতি দর্শনে চক্ষে ও কোতে দারুণ
ঘৃণা বিলীন হইয়া যায়। পূর্ব্বে এক দিন যাহা
দের সহিত আলাপ ও সম্ভাষণ করিয়া প্রাণ হইতাম,
অতি অল্পবয়সে তাহাদের উপর মোহময় কালে
পড়িয়া অধঃপাতে গিয়াছে—তাহাদের দুর্দ্দশা স্মরণ
কালের জন্য স্মরণ হইলে চক্ষে জল আইসে।
এইরূপ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়
মান হইবে যে বর্ত্তমান রঙ্গভূমি বঙ্গের বিন্দুমাত্র
হিতসাধন না করিয়া বরং সহস্র প্রকার বিষময়
ফল উৎপাদন করিয়াছে

নাট্যশালার অধ্যক্ষদিগের চরিত্র যেমন কলঙ্কিত, রুচিও তেমনি বিকৃত। এখন প্রায়ই নিতান্ত দুর্গন্ধময়, দুর্নীতিপরিপূর্ণ, ভবনা হাস্য রসোদ্দীপক সামান্য সামান্য পুস্তক অভিনীত হইতেছে; যথা, কামিনীকুঞ্জ, পাকলকুঞ্জ, ডাক্তার বাবু, চড়কপার্ব্বণ, উভয়সঙ্কট, চোরের উপর বাটপাড়ি ইত্যাদি। নিয়ত সুরাপানে ও বেশ্যা সংসর্গে যাহাদের স্বভাব পশু অপেক্ষাও নীচভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহারা এরূপ কদর্য্য চিত্র ভদ্র দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উপনীত করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাই বলিতেছিলাম, আর কত দিন শিক্ষিত সমাজের চক্ষে ধূলি দিয়া ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইবে?

সমাজের অনেক লোকের দৃষ্টি রঙ্গালয়ের প্রতি পতিত হওয়ায় এখন পূর্ব্বের ন্যায় অধিক পরিমাণে দর্শক জুটে না—দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা এক আশ্চর্য্য প্রতারণার ফাঁদ পাতিয়াছে—ঘড়ি, অঙ্গুরীয়ক, চেন প্রভৃতি দ্রব্য পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া বহু সংখ্যক দর্শকের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ শোষণ করিতেছেন—আমাদের দেশের খেলনাপ্রিয়, বালকবৎ দর্শকবৃন্দ সামান্য পুরস্কারের লোভে ভুলিয়া দলে দলে আসিয়া অর্থ দিয়া উহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন। বলিতে বড় দুঃখ হয়, উহাদের মধ্যে আমাদের স্কুলের ও কালেজের ছাত্রই অধিক। যে পুরস্কারের লোভে তাঁহারা নাট্যশালার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, তাঁহারা তাহা পান না—তাহার পরিবর্ত্তে কেহ একটী ছোট ঘণ্টা, কেহ বা কলা, কমলা, সন্দেশ, ডুবি বা কলম, কেহ বা একটু এসেন্স বা সামান্য একখানি রঙ্গে তোলা ছবি লইয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রত্যাগত হন—মনে করেন আট আনা বা একটাকার টিকিটে উপরি লাভ মন্দ হইল না। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধিটে—তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না, দুই একজনকে সামান্য দু চারি পয়সা বা দু এক আনার জিনিষ দিয়া নাট্যসমাজ কত ঠকাইয়া লইল। আমরা শুনিয়াছি সে সকল জিনিষের দু-পাঁচ টাকা মূল্য, তাহা বাহিরের লোক পায় না—যাহা নাট্য-সমাজ মধ্যে বিতরণ হয়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা জিজ্ঞাসা করি, দেশের হিত সাধিতে গিয়া এই ঘৃণিত প্রতারণা কেন? বঙ্গীয় যুবকগণ! তোমরা কত দিনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরব করিতে শিখিবে?

নাট্যশালার ঘৃণাস্পদ অধ্যক্ষগণ! এত দিনে শিক্ষিতসমাজ তোমাদের ভণ্ডামি বুঝিয়াছেন, এখনও তোমাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাহেন। অতঃপর তোমরা রঙ্গভূমি হইতে অবসর গ্রহণ কর—রঙ্গালয় পুড়িয়া ছাই হউক! নাট্যশালা যে জগতের ঘৃণার বস্তু, তাহা আমরা বলি না—সময়ে সময়ে বিশু অভিনয়-জনিত আমোদ যে বিশেষ উপকারী, তা আমরা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু বর্ত্তমান নাট্যশাল গুলির অধম-স্বভাব-সম্পন্ন লোকদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধি নীচতা দেখিয়া দেখিয়া আজি আমরা বিষম ক্ষু হৃদয়ে উহাদের বিলোপকামনা করিতেছি। অ শিক্ষিত, পশুপ্রকৃতি মনুষ্য যে নাট্যালয়ের অভিনে এবং নরকের কীটতুল্য ঘৃণিত বেশ্যা যাহার অধি নেত্রী, তাহা হইতে বিন্দুমাত্র উন্নতির আশা ক বিড়ম্বনা মাত্র। এই জন্য আমরা দেশের সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত মহাত্মাগণের নিকট প্রার্থনা ক দেছি, তাঁহারা বর্ত্তমান নাট্যশালাগুলির ধ্বং করিবার সাধ্যমত চেষ্টা পাউন। অন্যথা উহা হই দেশ দুর্দ্দশাপন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা যে দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই বি অভাব দেখিয়া বাথিত হই। এ সময় কোথায় সক সেই অভাব জন্য বেদনাবোধ করিবেন—কোথ বর্ত্তমান অধ্যয়নব্রত ছাত্রদিগের হৃদয় উচ্চ বিষ উচ্চ ভাবে পূর্ণ করিয়া দিবেন, না তাহার পরিব লোকে নীচ নাট্যশালার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া ছা গণের বিকাশোন্মুখ হৃদয় কলঙ্কিত করিয়া তু তেছেন! লোকের রুচিকে ধন্য!! যাঁহারা দেশ হিতের জন্য অসাধ্য সাধনে জীবন বিসর্জ্জন দি জয় না পান, আমরা তাঁহাদিগকে বলি—আম প স্পরের সহানুভূতির পাত্র—একবার চক্ষু মেলি দেখ। দেশের দুর্গতি দেখিয়া সকলের চক্ষে আসিবে—ঐ দেখ, যে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষি শ্বেতাঙ্গ স্বদেশে স্বীয় মুষ্টিমিত উদরান্নসংস্থা জন্য লালায়িত হইয়া যে মুহূর্ত্তে সমুদ্র প হইয়া সদর্পে ভারত-বক্ষে পদার্পণ করিল, সেই মু তেই অতুল প্রভুশক্তি তাহাকে সাদরে আলি করিল—সে একজন মহারাজাধিরাজ; দাসত্ব-শৃ লাবদ্ধ সুশিক্ষিত, সুবিনীত, ভদ্রসন্তান দরিদ্র নিবন্ধন তাহার পদসেবায় রত—নবপ্রভু ইহা সন্তুষ্ট নন, সামান্য অপরাধে বা বিনা অপরা তাহার বক্ষে পদাঘাত করিতেছে—সে একটী ক বলিতে পারিবে না। এই ভয়ানক দৃশ্য দে কয় জন কাঁদিতে শিখিয়াছে? কয় জন তাহার মরিতে শিখিয়াছে? ঐ দেখ জাতীয় জী প্রধান বল একত্ব বা একপ্রাণতার অভাবে উচ্ছিন্ন যাইতেছে। দেশের প্রত্যেক লোকের শি শিরায় অগ্নিগ্রন্থে মন্ত্র দিয়া চালিয়া দিয়া উহাকে প্রাণতার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিতে দিবার জন্য জন যত্ন পাইয়া থাকে? ঐ দেখ দুর্নীতি ও স্বার্থপর স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে—বাল বিধবার চ জল না মুছাইয়া তাহার অশ্রুজল বাড়াইবার

খ বালক-বালিকার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার
শত শত মনুষ্য তৃষিত নয়নে সুযোগ ও প্রহার
ষণ করিতেছে—এই দৃশ্য কয় জনের চক্ষে জল
য়াছে—কয়জন ইহার প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর
াছে? ঐ দেখ খাদ্যনামা, লক্ষ্মীর বরপুত্র-
মহাধনীর দ্বারদেশে অনাথ বালক বালিকা
ারাভিক্ষায় কাঁদিতেছে--ধনী মহাশয়ের অচল,
ন হৃদয় তাহাদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে বিন্দুমাত্র
ত হইল না। তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিয়া
ন,পরক্ষণেই তাঁহার সংসার সাগরের ধ্রুব নক্ষত্র
ী সাধের কাকাতুয়ার অন্নপ্রাশনে তিনি
মধ্যে ১০০০০ দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া মুক্ত-
তার পরিচয় দিলেন।—এই বীভৎস দৃশ্য দর্শনে
জন লোক স্তম্ভিত হইতে শিখিয়াছে দেশ
মেন্টের প্রসাদলোলুপ বাবু দেশীয় ভ্রাতাকে
মিত আহার না দিয়া উপাধি কিনিবার জন্য
দলে ইংরাজমহলে ভোজ ও বিবির নাচ দিয়া
র সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন! কয়জন
ক সাহস করিয়া এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে
সর হইয়াছেন? ঐ দেখ—আফিসের ঐ বড়
ুরে বাবু দেশের কোন মহৎ কার্য্যানুষ্ঠান উপ-
ক সামান্য অর্থ ব্যয় না করিয়া অঘন্য ইন্দ্রিয়-
লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য প্রতিমাসে স্বীয়
পত্নীকে ১০০ ।১৫০।২০০ শত টাকা বেতন
তেছে। কয় জন এই পাশবক্রিয়ার পরিহার
তে শিখিয়াছে? এইরূপে যে দিকে দেখিবে,
দিকেই আমাদের অভাব,সেই দিকেই আমাদের
ণতা, সেই দিকেই আমাদের লজ্জা ও কলঙ্ক, সেই
কই আমাদের অমনুষ্যত্ব! এই সকল দেখিয়া
খিয়া কোন কোন ব্যক্তির চক্ষে জল আসিতেছে—
হ কেহ বাঙ্গালী-জীবন ধিক্কার দিতেছেন,
কে অনেক কষ্টে এই সকল অভাব ও অপূর্ণ
র জন্য ক্রমে ক্রমে কাঁদিতে শিখা করিতেছেন--
সময় যদি কোন রঙ্গভূমি বাঙ্গালীচরিত্রে এই
ল অভাব ও কলঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিতরূপে
ঙ্কিত না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে নীচ
মোদ ও কলুষিত নৃত্য গীতে মাতাইয়া তাহার
য়ের অনল নিবাইয়া দেয়, তবে—

" চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও তাহারে
ভস্মরাশি করি ফেল কর্ম্মনাশা জলে।"

উপসংহারকালে আমাদিগকে ১০ ই এপ্রেলের
উদ মর্ণিং পত্রে প্রকাশিত 'কসমো'স্বাক্ষরকারী লেখ-
র অসার পত্রের দুই একটী কথার প্রতিবাদ করিতে
য় হইতে হইল। উক্ত মহাশয় গম্ভীরভাবে
লিয়াছেন " বর্ত্তমান রঙ্গভূমি হইতে বাঙ্গালী বিশেষ
তি লাভ করিয়াছে, বিশেষতঃ কলিকাতা সমধিক
উন্নতিলাভ করিয়াছে।" আমরা ঠিক ইহার বিপরীত
বলিতেছি। আমরা একবাক্যে বলিয়াছি--আবশ্যক
হইলে সহস্রবার মুক্তকণ্ঠে বলিব--বর্ত্তমান নাট্যশালা
হইতে বাঙ্গালির বিন্দুমাত্র উপকার হয় নাই, বরং
অপকার হইয়াছে—অনেক বঙ্গীয় যুবক ভস্মের মত
অধঃপাতে গিয়াছে। কলিকাতার সমধিক উন্নতি হয়
নাই,বরং পল্লীগ্রাম ও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কলিকা-
তার বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে—কারণ, কলিকাতার
ছেলেরাই অধিক পরিমাণে উচ্ছিন্ন গিয়াছে " কসমো
স্বাক্ষরকারী" মহাশয় নাট্যশালায় স্ত্রীলোকের আবশ্য-
কতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত একটী বড় আশ্চর্য্য
যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাইবলে
লিখিত আছে "পুরুষ,স্ত্রীর পরিচ্ছদ এবং স্ত্রী,পুরুষের
পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারিবেন না,কারণ যে ও
রূপ করে,প্রভু পরমেশ্বর তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন।"
আমরা " কসমো " স্বাক্ষরকারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা
করি, তিনি উল্লিখিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি বুঝি
য়াছেন? কি ভাবে, কি জন্য ইহা লিখিত হইয়াছে
তাহা আগে তিনি বুঝিয়া দেখুন। এই যুক্তির অব-
মাননা না করিয়াই বুঝি নাট্যশালায় স্ত্রীলোক আনা
হইয়াছে? বেশ কথা! আমরা দেখাইব, সে কেমন
স্ত্রীলোক—যে স্ত্রী সরলতা ও পবিত্রতার প্রিয়
নিকেতন, যে স্ত্রী বঙ্গ-সরসীর নয়নরঞ্জিনী প্রেমময়ী
প্রফুল্ল সরোজিনী। নাট্যশালার স্ত্রীরা কেমন স্ত্রী
নহে—তাহারা পবিত্র পরমারাধ্য রমণীকুলের কলঙ্ক,
নরকের কীটস্বরূপা ঘৃণিত বেশ্যা—তাহাদের ছায়া
স্পর্শে শরীর অপবিত্র হয়। তিনি যে বাইবল গ্রন্থের
দোহাই দিয়া নাট্যশালায় স্ত্রীলোক (বেশ্যা?)
রাখিবার আবশ্যকতা প্রমাণ করিয়াছেন, আমরাও
সেই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিয়াছি—কই
তাহার কোন স্থলেও এমন কথা লেখা নাই যে,
ঘৃণা ও বেশ্যার প্রভাবে নাট্যশালাকে কলুষিত
আমোদ প্রমোদের স্থান করিতে হইবে--কই
তাহাতেও এমন কথা পাইলাম না, যাহা ভণ্ডামি
করিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিতে
শিক্ষা দেয়—কই তাহাতে এমন কিছুই পাইলাম
না, যাহা দুর্নীতি ও পাপের স্রোতে দেশকে অধঃ-
পাতে লইয়া যাইতে বলে—কই তাহাতে এমন
কিছুও লিখিত নাই, যাহা বিডনষ্ট্রীটের পার্শ্বস্থিত
রঙ্গালয়ের লোকদিগকে নীচ বেশ্যাদিগের সহিত
রঙ্গভূমির লোকাশ্য লতামণ্ডপপার্শ্বে একত্র একা-
সনে উপবিষ্ট হইয়া, আধবোলায় সরবৎ
মিলিয়া তামাক খাইতে পাঠায়, অশ্লীল আমোদ
প্রমোদ ও ঘৃণিত হাস্যপরিহাস দ্বারা ভদ্র পথিক-
দিগের চক্ষু ও মনের পীড়া দিতে শিক্ষা দেয় "কসমো"
স্বাক্ষরকারী মহাশয় দিবা রাত্র যতটুকু বাইবল গ্রন্থ
হইতে বাছিয়া লইয়াছেন! আশ্চর্য্য তাঁহার শিক্ষ
তিনি যে বাইবলের ভক্ত, আমি তাহাকেই দো
দিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি, তিনি আসিয়া আমা
এই পত্রের প্রতিবাদ করুন।

২১ এ বৈশাখ, ১২৮৯ } বিনয়াবনত—
শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

"কসমো'র বাপের শ্রাদ্ধ।"

সম্পাদক মহাশয়! আপনি কি উক্ত
দেখিয়াছেন? আমরা এই গণ্ডগ্রামে বসিয়া দে
তেছি। গত পৌষমাসে যশোহরে (খ্রীষ্টের জন্ম
উপলক্ষে) এই শ্রাদ্ধের আয়োজন সুসম্পন্ন
গিয়াছে। সম্প্রতি সপিণ্ডীকরণের আয়োজন
তেছে! শনিবারে কেবল বাই, খ্যামটা, কবি,
ও জারী এই পঞ্চবিধ নৃত্যগীত ও আতসবাজি
য়াছিল; কিন্তু এবারে যে প্রকার শুনিতেছি,তাহ
বোধ হয় সমারোহের চূড়ান্ত হইবে। খ্রীখ্রী
ভারতেশ্বরীর জন্মদিন উপলক্ষে এই বঙ্গেশ্বর
উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া
শুনিলাম কলিকাতা হইতে গ্রেট্ন্যাসানাল থি
দলে এখানে সমাগত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট ন
কাভিনয় প্রদর্শন করিবেন। তজ্জন্য একটী বৃ
নাট্যশালা প্রস্তুত করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত
খ্যামটা, যাত্রা, কবি ইত্যাদির যত প্রকার নৃত্য
ও আমোদজনক ক্রিয়াকলাপ আছে, সে সম
অনুষ্ঠিত হইবে। শনিবারে চাঁদা করিয়া ন্যূনা
সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত ও তদ্দ্বারাই এবম্প কার্য্য
হইয়াছিল, কিন্তু এবারে অন্ততঃ ৫০০০ সহস্র মু
প্রয়োজন। তদনুরূপ চাঁদার ব্যবস্থা করা
য়াছে। এতদ্ভিন্ন বারবনিতা আমোদ প্রমোদের উপ
রিত ও অপকারিত, সেখানে আমরা কোন এক
প্রায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিনা, এস্থলে আমা
এইমাত্র বক্তব্য যে সাধারণের অর্থে যে কার্য্য অনু
হইবে,তাহাতে সাধারণের মত গ্রহণ করা আবশ্য
এরূপ অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে লোক-সমাজের অবস্থানু
যাহা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ পায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রা
কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়াই বিধেয়। কারণ, অর্থা
যে সমাজের বিবিধ অভাব ও দুরবস্থা দেদীপ্য
রহিয়াছে, সে সমাজ অলীক আমোদ প্রমোদে
নাশ করিয়ে তাহাকে " দুষ্টের বাপের শ্রা
ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

বাঙ্গালা রাজধানীর অন্তর্গত যশোহর এ
প্রসিদ্ধ জেলা হইলেও দেশকাল অনুসারে
সামাজিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থা যে নিতান্ত নি
তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। ব
শতাব্দীতে সুসভ্য লোক সমাজের উন্নতির নি

মস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, কৈ যশো
ত আমরা তাহার কিছুই দেখিতে পাই না।
নকার কৃতবিদ্য যুবকগণ অর্থাভাবে চেষ্টায় ক্ষ-
ব্যতিব্যস্ত; তাঁহারা বৈষয়িক কার্য্যের প
দিনের পর স্ব স্ব অবকাশকাল অনীক স্বাদে
মাদে অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ মনে করে-
রাণের চিত্তকামনা যে তাঁহাদের অন্তঃকরণে
কালে স্থান পায় না, আমরা এমন কঠোর
বলিতে চাহি না, কিন্তু তদ্রূপ চিত্তকামনার
চায়ক কোন প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান না দেখিয়া
রা যে দিন দিন হতাশ হইয়া পড়িতেছি, এ
য় অত্যুক্তিমাত্র নাই।

পাঠক! আমরা যে শাস্ত্রের দুরবস্থার বিস্তারিত
করিতে গেলে সোমপ্রকাশের সমগ্র স্তম্ভে
লান হওয়াও দুর্ঘট; অতএব স্থূল স্থূল কতিপয়
র অভাবের উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপ-
ধে প্রবৃত্ত হইতেছি। যশোহর জেলাটী যে
ত বৃহৎ, তাহা কাহারো অবিদিত নাই,
গৌরবশতঃ ঈদৃশ বৃহৎ জেলায় একটী মুদ্রাযন্ত্র
বা সাধারণমত প্রকাশোপযোগী একখানি সংবাদ
নাই। সামান্য দাখিলার চেক ও বিজ্ঞাপনাদি
ত করিবার আবশ্যক হইলে কলিকাতার যন্ত্রা-
র আশ্রয় লইতে হয়। লোকের বিদ্যোৎ-
তার পরিচয় আর কি দিব? সংস্কৃত সাহি
র অনুশীলন একরূপ লোপ পাইয়া বলিলে হয়। পুরাণ,
ত্রা, দর্শন প্রভৃতি যেন প্রকার একখানি
ও পুস্তকের প্রয়োজন হইলে তাহা প্রাণান্তেও
নে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদিও একটী সাধা-
পুস্তকালয় আছে, কিন্তু তথায় অল্পসংখ্যক
ংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়
; ঐ পুস্তকাগারে সংস্কৃত পুস্তকের সম্পর্কও
। দুই বৎসর হইল, কতিপয় ধর্ম্মানুরাগী
ক্তির প্রযত্নে এখানে একটী "হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী"
সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহাই যশোহরের
ত্র প্রতিষ্ঠার হেতু। আমাদিগের মতে
ান শাস্ত্রোদ্ধারে যে প্রকার সদ্ভাব প্রয়োজন,
সংস্থা তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করেন
(১)। আমরা বাল্যকালে পল্লীগ্রামে ভট্টাচার্য্য
শয়ের মুখে যে প্রকার পুরাণপাঠ শ্রবণ করিয়াছি,
ধর্ম্মরক্ষিণী সভা তদতিরিক্ত কিছুই আমাদিগকে
ইতে পারেন নাই। সুতরাং বর্ত্তমান সভা

(১) পাঠকবর্গকে বিস্মরণ করিয়া মনে করিবেন না। আমাদের অন্তরে অথবা কিম্বা কোন প্রকার অভ্যুক্তি হয় নাই। এখানকার ধর্ম্মসভায় এমন একটী লোক নাই যিনি শাস্ত্রীয় ন্যায় শাস্ত্রোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সাধারণের সংশয় নিরাকরণ করিতে পারেন।

হইতে আমাদিগের জ্ঞানলাভ লাভের প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র! এই ত গেল যশোহরের জ্ঞানোন্নতির বাহ্য লক্ষণ। অন্তঃপর লোকের নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে, স্বাস্থ্যের প্রধান উপাদান জল বায়ু; কিন্তু যশোহরের নাম শ্রবণেই আমরা কুম্ভীপাক দেখিতে পাই না। জেলার মধ্যস্থিত প্রাচীন ভৈরব নদ জলের পরিবর্ত্তে পঙ্ক শৈবাল কলঙ্কী বক্ষে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহার নিকট অধিবাসিগণের বারিবিন্দু প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র! তদ্ভিন্ন অতি প্রাচীন কালের খাত কতিপয় দীর্ঘী ও পুষ্করিণী যাহা আছে, তৎসমুদায়ের অবস্থা যার পর নাই নিকৃষ্ট! ঐ সকল জলাশয় এমনি পঙ্কিল স্বাস্থ্যনাশক ও শৈবাল প্রপূরিত যে দুর্গন্ধে স্নানাবগাহন করা ত লোকের সবিশেষ ক্লেশকর, এস্থলে পানীয় জলের যে কি কষ্ট তাহা পাঠক সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। এই সকল অভাব ও দুরবস্থার নিরাকরণ চেষ্টা যে সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয় অতো মান্য ও কৃতবিদ্য মহোদয়গণ একবার মনেও করেন না, ইহা যে কতদূর পরিতাপের বিষয় তাহা বলা বাহুল্য!

উপসংহারকালে আমাদিগের এইমাত্র বক্তব্য যে যিনি সমুদয় ভারতবর্ষের একমাত্র অধীশ্বরী, যাঁহার করকমলে আমাদিগের ধন প্রাণ মান সম্ভ্রম সমুদায় ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহার জন্মদিন উপলক্ষে আমরা আমোদ ও উৎসব সহকারে আনন্দ প্রকাশ করিব, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ধন সচ্ছলতা ব্যতিরেকে মানব-চিত্তে প্রকৃত আনন্দোদ্রেকের কতদূর সম্ভাবনা, তাহা পাঠক অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারেন। আমাদিগের মতে প্রতি বৎসর এইরূপ অলীক আমোদ প্রমোদে অর্থনাশ না করিয়া বার্ষিক রাজকীয় পর্ব্বোপলক্ষে দেশের হিতকর এমন এক একটী কার্য্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, যাহা রাজপুরুষগণের অক্ষয়কীর্ত্তি স্বরূপ চিরস্মরণীয় হইতে পারে। হয় রাজপুরুষবিশেষের নামকরণে দুই একটী জলাশয় খনন করা হউক। কিম্বা (২) বিদ্যার্থী দীন বালকদিগের বাসোপযোগী একটী আবাস নির্ম্মাণ করা হউক। তৎপরে মুদ্রাযন্ত্র ও সংস্কৃত পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা, এইরূপ প্রতিবর্ষে এক একটী সদনুষ্ঠান করিলে দেশের মহোন্নতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষগণের কীর্ত্তি ও যশঃসৌরভ সমস্ত ভারতে

(২) যে সকল বালক জেলার উপর মহাশয়ের কোন অভিভাবক কি আপন গৃহাদি নাই। তাহাদের এখানে স্থান করা যে কীদৃশ ক্লেশকর বলিয়া শেষ করা যায় না।

পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, এবং উৎসবের যথা উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে।

যশোহর
১৪ ই বৈশাখ
কৃপাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীজটাধর শর্ম্মণঃ-

সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ।

আগামী অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ নিরূপিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমাদিগে কিছু বক্তব্য আছে, এক মাসে দুটী হওয়া বি অসম্ভাবিত নহে, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু উ স্থিত সময়ে সেটী বিশেষ বিবেচনাধীন। প্রথম অমাবস্যার গ্রহণ লইয়া আমাদিগের অধিক বা ডম্বরের প্রয়োজন নাই, তবে নিতান্ত দুষ্কীর্ত্তা অবলম্বন করা যায় না। সূর্য্যগ্রহণটী নিশ্চি তাহাতে আর কোন সংশয় নাই, উহা সিদ্ধান্তসম্ম তবে যে বাঙ্গালার গণিতকারগণ ইহার স্থিতিক্ষ এবং গ্রাসমানের একেবারে হ্রাস করিয়াছে তাহার তাৎপর্য্য কি? বোধ করি, প্রায় প্রতি বৎ তাঁহারা যে দুই একটী সূর্য্যগ্রহণ প্রকাশ করি থাকেন, তাহা বিফল হওয়াতে উত্যক্ত হইয়া উ স্থিত গ্রহণে এরূপ অবহেলা করিয়াছেন। তাঁ দিগের স্থিতিকাল কিঞ্চিৎ অধিক ৩ দণ্ড অ ইংরাজী সোয়া ঘণ্টা, এবং গ্রাসমান এক পাদ, নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীভুক্ত হইল। প্রকৃতরূপ বিবে করিলে উক্ত পরিমাণের দ্বিগুণ হইয়া উঠিবে। আ দিগের বোধে ভোগকাল প্রায় ৭ দণ্ড, অ ইংরাজী পৌনে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং সূ মণ্ডলের কিঞ্চিৎ অধিক অঙ্গপরিমিত গ্রাস হই তাঁহাদিগের গণনার সহিত আমাদিগের বহু অনৈ হইল। এক্ষণে পরিণাম প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য, সূ গ্রহণ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। অপর আগামী পূর্ণিমা যে চন্দ্রগ্রহণ হইবে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তা মন্ত্র অদ্যাপি আমাদিগের সদ্গত হয় নাই। বাঙ্গা কোন পঞ্জিকাকার ইহাতে আবার গ্রন্থভেদে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারই বা ভাব কি? ফলব্যাপারে দুটী মত কদাচ ফলোপধায়ক হই পারে না। এ উভয়পক্ষীয় সম্মান রক্ষা না ক যদি গণিতবলে একটী পক্ষ সুদৃঢ়রূপ অবলম্বন ক তেন, তাহা হইলে তাঁহার গণিতবিষয়ে প্র নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। ফলে এটী কেবল পদ্ধ নৌকারয় আশ্রয়ের ন্যায় এক প্রকার বিড় মাত্র। আমরা বলি এই গ্রহণে যাঁহারা সম্মতি প্র করিয়াছেন, তাঁহাদিগের চিরপ্রসূত কল্পনা ি আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ সূক্ষ্মরূপে অনুধা করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, বিধুমণ্ডল হই ছায়ামার্গ এমত পরিমাণে দূরবর্ত্তী আছে

পরের স্পর্শ হওয়ার কোন মতে সম্ভাবনা নাই। এব ভদ্রদেব এবার আমাদিগের হইতে অবাহতি শন। এক্ষণে মূর্ত্তিমান চক্ষুঃশূল স্বয়ং সাক্ষা ন করিলে সহসং পক্ষ স্বতই উপস্থিত হইবে।

ন ১৮০৪ } হরপ্রসাদ
এ বৈশাখ } শ্রীচন্দ্রধর বিদ্যাসাগরযোঃ।

সোমপ্রকাশ

২ রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ভারত সাম্রাজ্য পরিদর্শন।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে ভারতভূমি নিবাসিদিগের দুরবস্থা অনুসন্ধানের কারণ বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ংখ বস্তুই অসন্তুষ্ট ও দুঃস্থ হউন না, ব্রিটিশ গবর্ণ- ষ্টর প্রতি কস্মিন্ কালে বীতানুরাগ হইতে রবেন না। তাঁহারা চিরকাল ব্রিটিশ গবর্ণ ষ্টের অনুরক্ত ভক্ত হইতে অভিলাষ করেন। ংবা ব্রিটিশ জাতির সহায়তা সর্ব্বথা প্রার্থনা ন। ইংলণ্ডবাসিরা এমন মনে করিবেন না এই আমাদিগের মৌখিক কথা; তাঁহারা এমত করিবেন না যে, আমাদের অন্তরে দারুণ বিদ্বেষ নল প্রজ্বলিত হইতেছে। আমরা আপনার , আপনার সুবিধা অসুবিধা বিলক্ষণ বুঝিতে র। ইংলণ্ডের সহায়তা ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গল কিনা, ইংলণ্ডের সহায়তা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উন্নতি লাভের দ্বার কি না, অন্য কোন পরাক্রান্ত টের আধিপত্য লাভ আমাদের পক্ষে শুভকর বে কি না, আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও রাজনীতিবিমূঢ় লেও এ সমস্ত বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। লে ভারতবর্ষের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা ত যদি ইংলণ্ড ভারতবর্ষবাসিদের চক্ষে এতদ্দেশ- নভাব নিক্ষেপ করেন,—দুদিন অতিবাহিত হইবে প্রথমেই ঘোরতর গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে। রতবর্ষের শাসনদণ্ড কে গ্রহণ করিবেন? প্রথমতঃ কলহের মীমাংসা করা সহজে হইবে না। এদেশ ন: বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত। এব একটী চীন রাজ্যও আছে। প্রাচীন রাজগণের অন্তঃ ণে এখনও পূর্ব্বাভিমান জাগরূক রহিয়াছে। নও তাঁহাদের মধ্যে সকলে সুশিক্ষিত এবং দশানুরাগী হইতে পারেন নাই। অতএব প্রভুত্ব- টের নিমিত্ত সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবেন; কলেই বাহুবলে নিজ আধিপত্য সংস্থাপনের ক্ষমা করিবেন। অতএব প্রথমেই এক সর্ব্বব্যাপী একটী সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া এই ভস্মাবৃত ভারতকে আবার দগ্ধ করিতে থাকিবে; ভারতের ত শোণিত মাংস নাই, আবার সকলে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতের ন্যায় স্বজাতির অস্থিচর্ম্ম লইয়া টানাটানি করিবে। শ্মশান সদৃশ ভারতে কেবল মাংসাশী শৃগাল কুক্কুরের আনন্দ বৃদ্ধি হইবে।

ব্রিটিশজাতি যদি এই বিবাদ বিসংবাদ মিটাইবার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে ভারতসাম্রাজ্যের একাধীশ্বর করিয়া দেন, কিম্বা এদেশে সাধারণ শাসনতন্ত্র-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া দেন, তাহাও দীর্ঘায়ু লাভ করিবে না; ক্ষণপ্রভার ন্যায় প্রকটিত হইয়াই সেই ক্ষীণালোক নিমেষাবসরে নির্ব্বাপিত হইবে; সাধারণ প্রজার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। এক কার্য্য নির্ব্বাহ করা একজন প্রজা লইয়া নহে, একখানি গ্রাম লইয়া নহে; অসংখ্য প্রজা লইয়া বহুবিস্তীর্ণ রাজ্যের উপর ন্যূনাতিক্রে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে হয়। রাজ্যের মধ্যে যত লোক, তত মন,—তত প্রকার মনের প্রবৃত্তি, তত প্রকার মত ও বিশ্বাস। কোন এক প্রকার কার্য্যপ্রণালী এক সাম্প্রদায়িক লোকের অভিমত হইতে পারে, কিন্তু অন্য সাম্প্রদায়িক লোক হয়ত তাহার বিরুদ্ধবাদী হইবেন। ঈদৃশ কার্য্যগতি সর্ব্বকালে সমান দৃষ্ট হয়, তজ্জন্যই রাজপুরুষদেরও বিস্তর মতবৈষম্য ঘটিয়া থাকে, তন্নিমিত্ত কস্মিন্ কালে কেহ এক কালে সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারেন না। যদ্যপি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যদ্যপি এবম্বিধ মতবৈধ ঘটে, তবে ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত হইবে, আবার ভারত খণ্ডখণ্ড হইয়া পড়িবে।

ভারতবর্ষ এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে সুশিক্ষিত হয় নাই, এখনও সম্যগ্রূপভাবে আত্মশাসনক্ষম হইয়া উঠে নাই। এখানকার অধিকাংশ প্রজাই নিরক্ষর, বিষয় জ্ঞানে নিতান্ত অজ্ঞ। তাঁহারা একণে সাংসারিকতা এবং রাজ্যের শাসনপ্রণালী কিছুই বুঝেন না; সুতরাং অজ্ঞতাবশতঃ সর্ব্বদাই তাঁহারা অস্থির ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন এবং পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠিবেন। তদ্ভিন্ন, এ দেশ বহু বিস্তীর্ণ, এখানকার ভাষা, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি একরূপ নহে। আমার বহুকালাবধি হিন্দু, মুসলমান, বাঙ্গালী, পশ্চিম দেশীয়, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয় মধ্যে পরস্পর বিভিন্নভাব আছে। ইহাঁরা সকলেই পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করেন। ইহাঁদের পরস্পর সহানুভূতি উদিত হইতে এখন বিস্তর বিলম্ব আছে, ইহাঁদের হৃদয় হইতে বিদ্বেষভাব অপগত হইতে এখনও যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইবে। অতএব এতদবস্থায় যদ্যপি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা হইলে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিতে এই সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্য যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইগুলি ঐ দারুণ অজ্ঞতার ফল। তদ্ভিন্ন ভারতের বলবীর্য্য, ভারতের বাক্যশাসন করিবার ক্ষমতা কই? অধুনাতন বলবিক্রম বাহুতে না লোকসংখ্যায় বা দৈহিক বলে আজিকালি কে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। অধুনা বিজ্ঞানশাস্ত্রই রাজ্যের বলবীর্য্য, বিজ্ঞানশাস্ত্রই রাজ্যের রক্ষাকর্ত্রী। বিজ্ঞানের বলে ভূধর উন্মূলিত হইতেছে, প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য উৎপাটিত হইতেছে। বিজ্ঞানের বলে অদ্যকি ইংলণ্ড পৃথ্বীতলে এত বিখ্যাত, ইংলণ্ডের আধিপত্য তাই এত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইংলণ্ডের বাহুবল কোথা? গ্রেট ব্রিটেনে কয় জন যোদ্ধা করে? কেবল বিজ্ঞানবলে ইংলণ্ডেশ্বরী বলবতী অন্যান্য জাতি যখন ইংলণ্ডের উগ্র বিজ্ঞানবলে প্রতি নেত্রপাত করেন, তাঁহাদের শরীর কম্পিত হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের প্রতি অন্যান্য জাতি এ প্রকার লোমহর্ষণ ত্রাস না থাকিলে ভারতভূমি কখনই সুস্থির থাকিত না। প্রতি বৎসর এক এক নূতন জাতি সসৈন্যে সুসজ্জিত হইয়া ভারতের দিক পরিবেষ্টন করিত, ভারতবর্ষ রণরঙ্গের প্রাঙ্গণ হইয়া পড়িত। শতাব্দির অর্দ্ধ হইল, রুষজাতি পিপাসু চক্ষে ভারতের প্রতি নেত্রক্ষেপ করিতেছেন, ধীরে ধীরে ধর্ম্মযাজকের ন্যায় ধীরে ধীরে পদানুসারিণী হইতেছে।

কিন্তু অনলে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস ক
করেন না সাধক আজ স
হইলে দুরান্ত বৈদেশিক সিংহের কবল হইতে এই অনাথ ক্ষেত্র রক্ষা করিবে? কয় ভল্লুক লোমপুচ্ছ স্ফীত করিয়া খরনখর সংযুক্ত হস্তে নখপ্রহার করিতে করিতে সম্মুখে দাঁড়াইলে বলুন দেখি,—কে এই সুন্দরীকে বড় ভারত রক্ষা করিবে? ভারতের বিজ্ঞানবল নাই, ভারতের আত্মরক্ষার কোন ক্ষমতা নাই,- বাহুন বারে বাঁটী, নাকা সুবাইবার কাঁটী, চড়কের পাট বিবাহের খোম,— ভারতের বিজ্ঞান, এইগুলি ভারতের বলবীর্য্য। কেমন, যে বিজ্ঞানবলে নরো সংযোগ করিয়া পক্ষীর হৃদয় বিদ্ধ কর, সেই কি রণপণ্ডিত বৈরীকে পরাভূত করিবে? ভারতের উপকূলে কি "আটাকাটী" পাতিয়া রাখিবে? ভি গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় জানিবেন, আমাদের হৃদয়স্থ প্রত্যয় করিবেন, আমরা স্বাধীনতার প্রার্থী ন আমরা বরং এরূপ পরাধীনতা ভাল বাসি। ই জাতি আমাদের চিরকালের সহায় হইয়া থা ইহাই আমরা কামনা করি। ইংরাজজাতি দিগের বাহুবল হইয়া থাকিলে আমরা সর্ব্বতো নিরুদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতে পারিব। আমরা আপন

তির নিমিত্ত যত্নবান হইতে বিলক্ষণ অবসর পাইব। অতীত সাক্ষী ইতিহাস আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, ইতিহাসের মুখে আমরা উপদেশ পাইতেছি,—দুর্ব্বলজাতি পরাক্রান্ত জাতির রক্ষাধীনে থাকিলে স্বীয় অবস্থার উৎকর্ষসাধন করিতে সমর্থ হয়, অন্যথা কেবল আত্মরক্ষা করিতেই নিষ্ফল সময় নষ্ট হইয়া যায়, সামাজিক কোন উন্নতি হয় না। পূর্ব্বে স্কটলণ্ড স্বাধীন ছিল, ইংলণ্ডের সঙ্গে নিয়তই বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়া থাকিত। স্কটলণ্ড বিনাকারণে মনোনিবেশ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও অবসর পাইত না, কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ এবং আত্মরক্ষার নিমিত্তই ব্যগ্র থাকিত। পরিশেষে ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড একত্র মিলিত হইলে, তখন তদ্রাজ্যের প্রকৃষ্ট উন্নতিলাভের সূত্রপাত হইল। আজ স্কটলণ্ড ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আজ বিদ্যাবুদ্ধি ও ধনসম্পত্তি কোন অংশে এতদুভয়মধ্যে বিন্দুপরিমিত প্রভেদ দেখা যায় না।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসিদের অপ্রিয়বাদে বিচলিতচিত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা কোন পক্ষে অবিশ্বাসী নহেন। তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্বেষ জন্মে নাই, ভয়ও অন্তঃপুরের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। অন্য কোন কারণ নয়, তাঁহারা ব্রিটিশ জাতিকে দ্বেষ বা ভীতি করেন না, সে কারণে এ অবিশ্বাস করেন নাই, তাঁহারা সাম্রাজ্যবিস্তারে ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহারা সাম্রাজ্যোদ্যোগপরায়ণ হইয়া পড়িতেছেন। উদ্যোগ উপলক্ষের নিমিত্ত তাঁহারা সন্ধানই করেন, বিদ্বেষের তাঁহাদের অধিকার হইতেছে না, তজ্জন্যই তাঁহারা অধিকৃতির হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ডের নিকট স্বাধীনতা ভিক্ষা করেন, তিনি জ্যোতিঃ কাহারও নিকট লুক্কায়িত থাকে না, চিন্তাশীল ব্যক্তি ভবিষ্যৎ ঘটনা অনেকটা বুঝিতে পারেন। ঈশ্বর না করুন—কিন্তু দৈবাৎ যদি কোন কালে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডের আধিপত্য বিচ্যুত হয়, পুনর্ব্বার যেন আমাদিগকে বৈদেশিক রাজপুরুষের পদতলে বিমর্দ্দিত হইতে না হয়, উদারচরিত মহাপ্রাজ্ঞ ইংরাজজাতি আমাদিগকে এ প্রকার সুশিক্ষিত করুন। অনেক সময়ে তাঁহাদের এরূপ ঔদার্য্যগুণের অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়, তজ্জন্যই আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবাদ করি। অনেক সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অসুন্যগ্রে টিপিয়া রাখিতে সচেষ্ট হন, তজ্জন্য আমরা তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করি। দেখুন সচরাচর ভারতবর্ষ নানা জাতিতে এবং নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, অনেক সময়ে গবর্ণমেণ্ট আবার এই বিচ্ছেদভাব প্রগাঢ় করিয়া দিবার নিমিত্ত বহুবিধ কুটিল কৌশল অবলম্বন করেন। বঙ্গবাসিগণ ইংরাজ জাতির পুরাতন বন্ধু, কেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বেহারে ও অন্যান্য স্থানে গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগে তদ্বংশীয় ব্যক্তি ভিন্ন কর্ম্ম পাইবেন না, এ ঔদার্য্যবিরহিত বিধিব্যবস্থার গূঢ় তাৎপর্য্য কি? অনেকে এই আশঙ্কা করেন, পাছে সর্ব্বত্র গতিবিধি থাকায় ভারতবর্ষের সমস্ত জাতির মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব হয়ে, পাছে তাহারা উত্তরকালে মিলিত হয়, ইহাই কি এই দুর্ভেদ্য বিধির দুরভিসন্ধি নহে? ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থিত লোককে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারেন, বলে তাহারা পরস্পর সহানুভূতি করিতে না পারে, গবর্ণমেণ্ট কেবল সেই দুরভিসন্ধি পরিপূর্ণ করিয়া আছেন। আমরা জানি, উদারচিত্ততার অপেক্ষা ঘটিলেই রাজ্যের মূলে দৃঢ় নহে। ইহার বহুসাহস্রেও এই মহামূল্য বাক্য চিরজাগরূক রহিয়াছে। অতএব যাহাতে সর্ব্বথা উদারতা রক্ষিত হয়, রাজপুরুষদিগের তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভারতসাম্রাজ্য যত বন্ধমূল হউক না, এখানে বহুবিধ ভাষা প্রচলিত থাকুক না, কিন্তু ইহার বিভিন্নাংশকে আশ্রয় করিয়া লোকের মনে বিভিন্নভাব হইয়া দেওয়া চিরকাল সুসঙ্গত কর্ম্ম নহে। যিনি যে প্রদেশে জন্ম করিয়াছেন, যিনি যেখানে থাকিয়া থাকেন, সেখানে তিনি কর্ম্ম করুন; সকলেই এক দেশবাসী এক ভাবের প্রজা, গবর্ণমেণ্ট তবে এত প্রতিবাদী হন কেন?

এদিকে স্বদেশসাধারণী ও উদারাশয়কারিণী রাজপ্রণালী কিছুমাত্র নহে, যদি বলেন, বাঙ্গালিদিগকে কর্ম্ম দিলে বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকদিগের উন্নতিবিঘ্ন ঘটে। আমরা বুঝি এটী বিষম দার্ঢ্যের কথা। ইহাতে বরং অবনতি হইবার সম্ভাবনা। ঐ ঐ প্রদেশের লোকেরা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লাভে চিরপরিতুষ্ট হইয়া থাকিবে। হৃদয়ে জিগীষা ও উচ্চ হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রাদুর্ভূত না হইলে মানুষের প্রকৃত উন্নতি পথ পরিষ্কৃত হয় না। যাহাতে উহাদিগের বিশেষ গুণ শিক্ষা ও উচ্চ হইয়া উঠিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহার উপায় বিধান করুন। উহারা বাঙ্গালিদিগকে পরাভব করিয়া উচ্চ হইবার চেষ্টা করুন। তাহা হইলেই উহাদিগের প্রকৃত উন্নতি লাভ হইবে। বাঙ্গালা দেশে কি কখন ঐরূপ অনৌদার্য্যদূষিত নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছিল। বঙ্গদেশে বাঙ্গালি ভিন্ন অন্য দেশীয় লোকে কর্ম্ম পাইবে না, এ দূষিত নিয়ম কি কখন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল? এ দিকে আবার ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হইয়া আসিতেছিল স্কটদ্বেষ এবং কুৎসিত কৌশল দ্বারা গবর্ণমেণ্ট তাহাও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছেন। সিবিল সর্ব্বিসের প্রসঙ্গই আমরা করিতেছি,—গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও সন্নিবেচনার কর্ম্ম করেন নাই। কেবল ঘোর স্বার্থপরতারই পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। একদিন স্কটলণ্ডের সঙ্গে, একদিন আয়র্লণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের ঘোরতর শত্রুতা গিয়াছে, আজ তিন স্থানে মিলিত হইয়া ইংলণ্ড মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও স্কটলণ্ডের প্রতি কুপণাচার করেন না। ভারত এত অপরাধী কিসে? ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কি কারণে স্নেহ মমতা নাই? ভারতের ভাবী দশা ইংলণ্ডেরই হস্তে নিহিত রহিয়াছে, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে স্বীয় সমকক্ষ করিয়া তুলুন, ভারত সাম্রাজ্য চিরকাল দৃঢ় হইয়া থাকিবে। আমরা যখন ইহার অন্যান্য প্রত্যঙ্গগুলির পর্য্যালোচনা করিব, রাজপুরুষেরা আমাদের বাক্যের সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন।

ধনি ভারতবাসীর বৈদ্যশাস্ত্রের একটী অদ্ভুত কৌশলের উদ্ভাবন।

মনুষ্য সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলে বৈদ্যরাজ শিয়রে উপবিষ্ট হইয়া মুহুর্মুহু অঙ্গুলি টিপিয়া নাড়ী টিপিতে থাকেন, এবং বোড়া কোড়া বিষয়টী প্রয়োগ করেন। সে ঔষধ যেন, সকলেই যেন সাগরের জলে ভাসিয়া যায়। রোগীর চক্ষু অন্ধকারীলিপ্ত, কর্ণনিকা আকুঞ্চিত, হস্ত পদ কম্পিত,—চিকিৎসক নয়ন মুদ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ নাড়ী টিপিতেছেন, শেষ উপায়ান্তর নাই,—"নিদানে বিধান গঙ্গাজল।" এ দেশীয় দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দরিদ্র লোকের প্রতিও ঠিক এরূপ একটী ব্যবস্থা হইয়াছে। বেহারের, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও মধ্য ভারতের প্রজাগণের দুই

...ই মুষ্টি অন্ন জুটে না ; তাহাদের বেতনসামান্য ...হা গবর্ণমেণ্ট এবং জমিদারেরাই গ্রাস করিয়া ...ন ; সুতরাং নিরবলম্ব উপবাস ভিন্ন দিনাতি... কোন উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট ভ বিনা ...য়া তাহাদের প্রাণ রক্ষার উপায় করিতে পারি... না, দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা কঠিন হইল, অবশেষ ...ী সদুপায় নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ ...নাই, দরিদ্রের বাটিকা নির্ম্মাণ হউক, আর না ..., ইংরাজজাতির অসাধারণ প্রজাহিতৈষিতার ...ব দেওয়া হইয়াছে।

...উপায়টী কঠিন নয়,—সুসাধ্য। সে কারণ ...র্ড পত্রিকার লেখক বুদ্ধি চালনা করিয়া অনাথ ...পাত্র বুঝিয়া তাহার উচিত মত ব্যবস্থা করি...ন। উক্ত পত্রিকা বলেন,—ভারতবর্ষের অধি... লোকেই যৎসামান্য খাদ্য দ্রব্য ভোজন করি... প্রাণধারণ করিতে পারে, তথাপি অনেক ...ই পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে। যাহাতে ...ভ অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য মিলিতে পারে, এবম্বিধ ...য় করা নিতান্ত আবশ্যক। অধুনা নবোদ্ভা... উপায়ের মধ্যে পর্য্যাপ্তরূপে মৌয়ার চাষ করা ...কের অভিপ্রেত হইয়াছে।

...পাঠক! দয়ার্দ্রচিত্ত সদাশয় ইংরাজ জাতি ভিন্ন ...ধারণের এমন সহজ উপায় আর কে দেখাইয়া ...ত পারে? ইংরাজেরা বলেন, ভারতবাসিরা ...আহারে অনায়াসে জীবিত থাকিতে পারেন; ...বাস করিলেও তাঁহাদের কষ্ট হয় না। এগুলি ...ক্ষণ হয়ার কথা সন্দেহ কি? এ দেশীয় ইতর ...কদিগের অবস্থা চিরকালই মন্দ। কৃষীয় ভিন্ন ...হাদের উত্তম বাসস্থান নাই; ছিন্ন বস্ত্র ভিন্ন উত্তম ...ধেয় নাই; কেহ বেগার ধরিলে মজুরাতে অধি... নাই; কেহ উৎপীড়ন করিলে রক্ষাকর্ত্তা নাই। ...কাতার আমল হইতে এই রীতি চলিয়া আসি...ছে, নবাবের আমলে বার আনা চলিয়াছে, জমি...রদের আমলে ষোল আনা চলিতেছে; দরিদ্র ...কের এ রীতি "গাসহা" হইয়া গিয়াছে। ...সাচ্ছাদনের কষ্ট, প্রবলের উৎপীড়ন কিরূপে সহ্য ...বিতে হয়, ইহা তাহারা বেশ জানে; এমন জানে ..., পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তাহাদের কাছে, ...ট খুলিতে ও পিট পাতিতে পারে না। বল দেখি ...ত কাল যাহা সহ্য হইয়া আসিতেছে, আজ সুসভ্য ...দাশয় ন্যায়পরায়ণ সমদর্শী প্রজাহিতৈষী দয়া...ন ইংরাজের আমলে কি তাহা রহিত করা কর্ত্তব্য ...? তাহা চলিয়া আসিতেছে, যদি ইংলণ্ডের ক্ষতি ...হয়—তবে চলুক; যাহা সকলে চিরকাল সহ্য ...রিয়া আসিতেছে, যদি গবর্ণমেণ্টের অর্থাগমের ...ঘাত না জন্মে,—তবে সহ্য করুক। এ কথা ত যুক্তিযুক্ত, ইহার ত স্পষ্ট মহাজনোক্ত নীতি বর্ত্ত পড়িয়া রহিয়াছে,—অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব; স্বভাবের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পীড়া হয়। অতএব এতদ্দেশীয় চিরমূর্খ ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দিলে তাহাদের মাথা ঘুরিবে; তাহাদিগকে উদর পূরিয়া খাইতে দিলে উদরাময় হইবে। উদ্যম গৃহে বাস করিতে দিলে, তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিবে। এ যুক্তি অতীব যৌক্তিকতা সঙ্গত কি!

কষ্টের কারণ থাকিলেও চিরপ্রচলিত কুপ্রথা রহিত করিতে আমাদের বাঙ্গলাসাহেব মেজর বেয়ারিংও সম্মত নহেন। লাইসেন্স টাক্সে এ দেশের দরিদ্র লোকের প্রতি বিশেষ ক্লেশদায়ক হইয়াছে। লবণের আর্থিক শুল্ক হ্রাসোচিত না করিয়া লাইসেন্স টাক্স রহিত করিবার নিমিত্ত অনেকেই তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মেজর বেয়ারিং সম্বন্ধি, অনেকেই পঞ্চবদনে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পরিশেষে এই প্রত্যুত্তর দিলেন যে, লাইসেন্স টাক্সের কষ্ট এ দেশীয় লোকের অভ্যস্ত হইয়াছে, অতএব তাহা রহিত করিবার আবশ্যকতা নাই।

যাঁহারা প্রচুর মৌয়া বৃক্ষ রোপণ করিতে পরামর্শ দেন, তাঁহারাও বিচিত্র প্রকৃতির লোক। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে মৌয়ার ফুল ধরে। ঐ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে বৃক্ষ হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, তখন বালক বালিকা এবং স্ত্রীলোকেরা উহা সংগ্রহ করে। অনেকেই সন্ধ্যাবেলায় কিছু কিছু ভক্ষণ করে, এবং বর্ষাকালের নিমিত্ত কিছু কিছু শুষ্ক করিয়াও রাখে। বড়ই, কুলের প্রভৃতির চূণের সঙ্গে এই শুষ্ক মৌয়া মিশ্র করিয়া ভক্ষণ করে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে মৌয়ার ব্যবহার স্বচক্ষে এই পর্য্যন্ত দেখিয়াছি; কিন্তু মৌয়া ভক্ষণ করিয়া দিনপাত হয়, তাহা কখন দেখি নাই,—ইংরাজ জাতির প্রসাদে এই নূতন শিখিলাম। যাহা হউক এই পুষ্প দরিদ্র লোকের পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে হিতকর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মৌয়ার বৃক্ষ যেখানে সেখানে রোপিত হউক, তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু বুদ্ধিমান ইংরাজ জাতির শাসন কালে দরিদ্র লোকদিগকে অবাধ্যে মৌয়া পুষ্প ভক্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা আর ক্ষোভের বিষয় কি হইতে পারে? যে বুদ্ধিমান জাতি বিনা অস্ত্রে প্রবল শত্রু চালাইতেছেন, তারযোগে অনায়াসে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে নিমিষাবসরে সংবাদ আনিতেছেন; যাঁহাদের বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য নিশ্চিত করিতে পারা যায় না; তাঁহারা দরিদ্র লোকের দুঃখ মোচন করিবার উপায়বিধান করিতে পরাস্ত হইলেন, ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা? ইংরাজ জাতির এ কলঙ্ক কি কোন কালে ধৌত হইবে?

দরিদ্র লোকের অবস্থা এই, ইংরাজ জাতির ব্যবস্থা এই। ইহার উপর আবার গ্রহবৈগুণ্য আছে। পশ্চিমেও স্বভাব বিলক্ষণ আড়ষ্ট পড়িয়া গিয়াছে। পাঠক! বঙ্গদেশে যেমন মন্বন্তর ঘটিতেছে,—দেখিতেছেন, বেহার এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও এইরূপ প্রবাহ বহিতেছে, সেখানে মন্বন্তরের জল কূল নাই। আমাদের দেশে চাউল এবং গুড়ে সুরা প্রস্তুত হয়, বেহারাদি প্রদেশের অধিকাংশই মৌয়ার। অধিক মদ্য প্রস্তুত হইতে সুতরাং মৌয়ার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে; পূর্ব্বে হইতে যে, যে ব্যক্তি মৌয়া পুষ্প আহরণ করিয়া আনিত, এক্ষণে বৃক্ষস্বামিগণ স্বয়ং ঐ পুষ্প সংগ্রহ পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া মদের ভাঁটীতে বিক্রয় করে। সুতরাং দরিদ্র লোকের কিঞ্চিৎ কষ্ট হইয়াছে, অস্বীকার করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যের কষ্ট দিকে; কিন্তু মৌয়া রোপণ করাইয়া ইংরাজেরা প্রকার কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা পাইলে লোকের মঙ্গল হইবে না, তাঁহারা অন্য কোন সদুপায় দেখুন

[illegible]

আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি, আমাদের গ... জেনরেল রুড বিপন একজন দার্শনিক ও সমদর্শী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার ভারতীয় অপরাধিক [illegible] বাসনা ন্যায়ানুগত হয় নাই; পারিলেও, স্বদেশীয়... তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিবেন, তিনি স্বা... অবলম্বন করিতে সাহসী হন না। এটী নিরীহ... লক্ষণ। মনের তেজস্বিতা থাকিলে, তিনি প... অযথা আপত্তিতে কর্ণপাতও করিতেন না। [illegible] বিচার কার্য্যে বিটিশ [illegible] ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা, সভ্য রাজার কর্ত্তব্য কি? ও মহৎ, স্বদেশ ও বিদেশী সকলকেই সমান দৃষ্টি করিতে হইবে। ইংরাজ ও ভারতবাসী প্রকার অপরাধ করিলে, তাহাদের বিচার এক হইবে, এদেশীয়দের বিচার অন্য বিচারপতির নি... হইবে, ইংরাজেরা এক প্রকার দণ্ড পাইবে, এ... অন্য প্রকার দণ্ড পাইবে। যাঁহারা স... অভিমানী, এবং সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ হইবার ... করেন, তাঁহাদের পক্ষে এপ্রকার বর্ণভেদ ... উচিত নহে। এই নিয়মটী ন্যায়ানুগত ... পক্ষপাত দোষাক্রান্ত, ইহা সহজ বুদ্ধিতেই উ... হয়। নানা ব্যক্তির মত লইয়া এ সম্বন্ধে [illegible] বাদানুবাদপূর্ব্বক ইহার অযৌক্তিকতা স... করিতে হয় না। এই বিধিব্যবস্থাটী রহিত উচিত কি না; তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত

রিপন সিবিলিয়ানগণের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। মৎস্যভক্ষককে আমিষ ভোজন নিষেধের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, কেমন সদুত্তরের আশা করা যায়, বাঘকে অহিংসা ধর্ম্মের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে কেমন সদুত্তর পাইব, তাহা আমরা বুঝি। ভারতবাসিদের প্রতি প্রধান ইংরাজপুরুষদের কেমন সহানুভূতি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সিবিলিয়ানগণ সকলেই এ দেশে একাত্মা, তাঁহারা এতদ্দেশীয়দের নিকট সহস্রাধে দোষী হইলেও গুরুতর অপরাধ করিলে স্বজাতি এবং স্বসম্পর্কীয় লোককে অপরাধী এবং দণ্ডার্হ জ্ঞান করেন না। এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি ইংরাজেরা সময়ে সময়ে যে প্রকার অত্যাচার করেন, তাহা সিবিলিয়ানদের চক্ষে বিদেষ বোধ নহে, বরং তদপেক্ষা অধিকতর অত্যাচার অনায়াসেই সম্ভব। আমাদের দুঃখকথা শুনিয়া ইডেন সাহেব এদেশ হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে সিবিলিয়ান সমাজে পারতোষ পূর্ব্বক দুপ্রাপ্য সুরাপানের সহিত নানা রসযুক্ত বক্তৃতা শুনিতে পাইয়া বক্তৃতা শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি বঙ্গের একাধীশ্বর, দণ্ডের নিয়ন্তা, নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয়দাতা বলিয়া গণ্য—সিবিলিয়ানগণ সম্বন্ধে এদেশীয় লোকের প্রতি অন্যায়াচরণ করেন, তাহা অসম্ভব নহে। যাঁহারা স্বদেশ, স্বজনসমাজকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের কি পদার্থ বিচলিত ও উত্তেজিত করিলে, তাহা বুঝিতে পারা নহে। অতএব তাঁহারা যেপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা যে উৎপীড়ন নয় না, তাহাই আশ্চর্য্যের কথা! কাঙ্গালের মা বাপ, তিনি যে বঙ্গের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন! ইঁহার মুখে এমন কথা বাহির না হইলে আর কাহার মুখে হইবে? ইডেন সাহেব যে প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তাহার গূঢ়মর্ম্ম যদি বাহির করা যায়, তবে নূতন অভ্যাগত ইংরাজের নিকট এ দেশীয় লোকের উপস্থিত হওয়া এক কালে আপদ বিশূন্য হয় না। কখন তিনি এক মনে এক ধ্যানে যমুনাপুলিনের কদম্ব গাছটী ভাবিতেছেন, শ্রীদাম সুদামকে মনে স্মরণ করিতেছেন,—ইতস্তত সঞ্চারী কখন তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে, অন্যে তাহা কিরূপে জানিবে? তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলাস্থল ভাবিতেছেন, আসামী কবিয়াদি এখানে এজেহার দিতেছে, উকীল বক্তৃতা করিতেছেন, ভাবনিমগ্ন মহাত্মার ধ্যান ভাঙ্গিতেছে,—তিনি ত কোপ করিবেনই, এ ত সামান্য কথা। সম্মুখীন ব্যক্তিগণ ত ভস্মীভূত হইবেই সহজ ব্যবস্থা! তাই বলিতেছি, নূতন অভ্যাগত সিবিলিয়ানদের সঙ্গলব্ধতা করা এ দেশীয় লোকের কর্ত্তব্য নহে। যে কাজে নিযুক্ত থাকিলে এ দেশীয় লোকের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবে, সে কাজে নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টেরও উচিত নহে, পরামর্শসিদ্ধ নহে। কিছু কাল এখানে থাকিতে যখন চিত্তোদ্বেগ কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্তি হইবে, তখন সিবিলিয়ানদিগকে সকল সম্মুখে বাহির করিয়া আনা বিধেয়।

লর্ড রিপন পক্ষপাত-দোষ পরিহারের জন্য প্রকাশ্য ভাবেতিনি সিবিলিয়ানগণের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। ফলটা যেমন সুখকর হইবে তাহা আমি জানি তুমি জান, এ জানে সে জানে আবোড় কণ্ঠীমূর্খও জানে। জানেন না কে?—অধিকাংশ দেব উদার চরিত গবর্ণর জেনারল; তিনি সাদাসিদা অত্যন্ত ভাল মানুষ, তাই ইঁহার ফল জানেন না। জানিলে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? তিনি ত নিজ কর্ম্মচারীদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী নন। তিনি স্বজাতির নিকট কোন কাজে অপরাধী হইলে বাঁচেন না; স্বজাতিগণ তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার তেজস্বিতা থাকিলে কখন তিনি এত সঙ্কুচিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেন না। দুই জনকে দুই প্রকার চক্ষে দৃষ্টি করিলে ন্যায়পরতা-ধর্ম্মের ত্রুটি হয়, তাহা তিনি সহজে বুঝিতে পারিতেন; কর্ত্তব্য পালন অবিচলিত থাকিলে অন্যের মুখাপেক্ষাও করিতে না। মুদ্রাযন্ত্রবিধি ব্যবস্থাপিত করিতে লর্ড লিটনের একান্ত অভিলাষ হইল, তিনি নিমেষাবসরে তাহা প্রচলিত করিয়া দিলেন। কার্পাস বস্ত্রে শুল্ক ধার্য্য করা লর্ড নর্থব্রুকের চক্ষে অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইল, তিনি বাগ্‌যুদ্ধে স্বজাতিকে আঁটিতে পারিলেন না, অগত্যা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, এগুলি মনের স্বাধীনতার তেজস্বিতার লক্ষণ। ফৌজদারী বিচারে ইংরাজদিগের বিচারপতি এবং দণ্ডের ব্যবস্থা একরূপ, এ দেশীয়দের পক্ষে অন্যরূপ—ইহা অন্যায় এবং পক্ষপাতদোষ ও সভ্য ইংরাজ নামের গ্লানি তাহাও কি আবার বিচার করিয়া দেখিতে হয়? লর্ড রিপন যদ্যপি নিজ হিতাহিত জ্ঞানকে ইহার পরামর্শ এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা জিজ্ঞাসা করিতেন তবে বলিতে পারি—যথার্থ সদুত্তর পাইতেন, কি

পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা এবং ... তাঁর নিকট আসিয়া ... পরে করা এ উভয়ে সমান কথা।

আপীলের রায়

আসিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সভা হইয়াছে এবং তাহার প্রকাশনের ... করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। ... হইয়াছে, তদ্বারা শুনিতে পাইতেছি সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। ইংলণ্ড যে শোক শূন্য ও কোলাহল শূন্য হইলেন, তাহা নিতান্তের বিষয় নহে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব অতি সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা সুখে ছিল। তাঁহার সময়ে কোন বড় বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। তিনি সকলের প্রতি সমান ভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সময়ে কোন কর্ম্মচারী অন্যায় করিলে তিনি তাহাকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি এই, ইংলণ্ডীয় সাহেব আমলাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেন। মহিমার সহিত তাঁহার মতভেদ হওয়াতে তিনি পদত্যাগ করেন। গার্ড কাউন্সিলের সভ্য প্রতিষ্ঠিত হন এবং বর্ক সাহেব অস্থায়ী লেফটেনেণ্ট হন। দুরাত্মারা অতি নৃশংস ভাবে তাঁহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছে।

কাউন্সিলের প্রধান সভ্য ও আমাদের ষ্টেট সেক্রেটরি লার্ড হার্টিংটনের সমসাময়িক লোক। হত্যাকারী দুরাচারেরা ধৃত হয় নাই। সন্দেহ ক্রমে যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহারা অব্যাহতি পাইতেছে। যে হত্যাকারিদিগকে ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাঠক ইউরোপীয় সমাচার মধ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

এই সকল দুরাত্মা পাঠ করিয়া আমাদের মনোমধ্যে কয়েকটি বিষয় উদিত হইতেছে। প্রথম, আয়র্লণ্ডের দুর্গতি ক্রমে বাড়িতে চলিল। প্রধান মন্ত্রী ষ্টেনলি সাহেব এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ব্রাইট সাহেব দুর্গতি যথার্থ উদার ভাবাপন্ন লোক। তাঁহাদের ন্যায় উদারাশয় ইংলণ্ডে অতি অল্প আছেন। আয়র্লণ্ডের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। কঠোর নিয়ম দ্বারা রোগের দমন হইল না দেখিয়া তাঁহারা নিয়মের কঠোরতার কিছু লাঘব করিবার মানস করিয়াছিলেন। এমনি সময়ে এই নৃশংস কাণ্ড সকল ঘটিতে লাগিল। তাঁহাদিগের আবার মন ফিরিয়া যাইবে, কঠোরতর নিয়ম অবলম্বিত হইতে চলিল। এখন ... মহাত্মাদিগের আধিপত্যে আয়র্লণ্ডের যদি কিছু সুবিধা না হইল, আর যে শীঘ্র সুবিধা হইবে, তাহা বোধ হয় না।

দ্বিতীয়, এই সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখিয়া ... প্রতীয়মান হইতেছে, আয়র্লণ্ড সুশিক্ষিত দেশ, ... ভাল বোধ হইতেছে না। তাহা থাকিলে কেন এমন ভীষণ কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবে।

তৃতীয়, প্রজার অবস্থা অতি মন্দ। তাহাদের অবস্থা সচ্ছল হইলে এরূপ ঘটিত না।

চতুর্থ, জমীদারের সেই নিরীহ প্রজাদিগের উপর অধিকতর অত্যাচার করেন। কদাপি তাহার নিবারণ করিবার কোন সদুপায় বা সুব্যবস্থা করেন নাই, অথবা করিতে চাহেন না।

পঞ্চম, আয়র্লণ্ডও ইংলণ্ডের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করে, অনেকের এই ইচ্ছা।

আমরা অতি বিস্তৃত হইতেছি, ইংলণ্ড এমন সভ্য সহিষ্ণু ... মহাত্মা ও সদ্‌গুণশালী ইংরাজ আয়র্লণ্ডের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছেন না। কেবল সে বাকী থাকনা বেচারী করিলে আয়র্লণ্ডও শান্তভাব ধারণ করিবে, আমাদের এমন বোধ হইতেছে না। ইহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত ... অন্য পথ অবলম্বন করা আবশ্যক হইতেছে। কল্য রাত্রে আমরা আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা অনেকেই প্রার্থনা রূপে গণনা করিয়াছি। তাহা হইলে, আয়র্লণ্ডের পরিণাম কি হয়, দেখিবার নিমিত্ত আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম।

ইউরোপীয় সমাচার।

... হইয়াছে। ... ও ফ্রান্সের ... ও অন্যান্য ... করিতেছিলেন ...

কলিকাতা সাউথ ইষ্টার্ণ ষ্টেট রেলওয়ে।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টার্ণ ষ্টেট রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশন হইতে বেলাইন ডায়মণ্ড হার্ব্বরে যাইবে ... তারা ১২ এ মে সোমবার হইতে মাল ও লোক ... লইয়া যাইবার জন্য বারুইপুর পর্য্যন্ত খোলা হইবে। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে গাড়ি চলিবে।

ডাউন ট্রেণ

ষ্টেশন	সপ্তাহের অন্যান্য দিন						রবিবার					
	১	২	৩	৪	৫	৬	১	২	৩	৪	৫	৬
	প্রাতঃ			অপরাহ্ণ			প্রাতঃ			অপরাহ্ণ		

বার পথ পায় নাই, ক্রমে কপাট উন্মুক্ত হইতে
ন।

সোমবার ঝড়ের সময়ে পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীতে
কগুলি নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। ঐ সময়ে
ব দ্বীপে একখানি জাহাজ ১৪ জন আরোহী সহ
মগ্ন হইয়াছে। কলিকাতায় অনেকগুলি গৃহে
বাস্ত হইয়াছিল।

মিউনিসিপালিটীকে পুলিসের বাহিরে রাখা হইবে
করিয়া দেওয়াতে কয়েক স্থানের মিউনিসিপা
উৎসাহ সহকারে দেশহিতকর কার্য্যে অনুষ্ঠানে
হইয়াছেন। আমাদিগের রাজপুর টীটাগ
নিসিপালিটী কি করেন?

কাসিদি মুখার্জি নামক পত্র বলেন এই মাসের ১৭ই
গ্রহণ হইবে। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, ঐ দি
য় আয়রলণ্ড, পারস্য, আফ্রিকা, আমেরিকা কাস্পিয়া
ফগান স্থানে ঘোর বিপৎপাত হইবে। এই সকল
দেশে নূতন নিয়মের পদার্পণ করার কি স্থান
ছ?

মহীসুরের অন্তর্গত আসাটুর নামক স্থানে এক
য় ভয়ানক রোগ দেখা দিয়াছে। রোগীর
বার রক্তভেদ ও রক্ত বমনের পরেই মৃত্যু হয়।
ক্তোত বড় অধিক ঘটিতে দেখিতে পাই।
য় কি উহার এত দরকার হইয়াছে? ভারত-
বৈদেশিকদিগের হাতে কি উপায় হইবে

উদয়পুরের মহারাজ পঞ্চগড় নামক স্থানে একটী
য় লৌহকারখানা প্রস্তুত করাইতেছেন।
যাহে যে লোহ জন্মে, সেই স্থান অতি উৎকৃষ্ট
রূপ পরীক্ষিত হওয়াতে মহারাজ তন্দ্বারা লোহার
গুলী সকল প্রস্তুত করিবার জন্য এক কল
দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা আনাইয়াছেন। দেশীয়
গণ কেবল বিলাসসুখে কালযাপন না করিয়া
কল বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেছেন, এ কথা
ল আমাদের মনে বড় আনন্দ জন্মে।

এডিশন সাহেব বেলের মধ্যে কাচিত রাখিবার
উৎকৃষ্ট উপায় বাহির করিয়াছেন। এই আবিষ্ক
মোটর গাড়ীর দুইপার্শ্বে বেলের সহিত সংলগ্ন
করিবে। ট্রেণ চলিবার সময়ে এই আবিষ্ক হই
যোগে প্রজ্বলিত উঠিবে এবং গাড়ি আপনা হই
ই চলিবে।

কলম্বাসের আবিষ্কারের জন্য মন্ট্রিয়লে যে
ং অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে, সেই অট্টালিকার
র বাহকদের ধ্বনি প্রকাশ হওয়াতে ৮০ জন নিযুক্ত
হইয়াছে।

ডেপুটি কমিশনর শুনিয়াছেন, খুলনা মাদারডাঙ্গা
ল গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি পার্সামেণ্টের সভ্য বার্ক
র সাহেবকে যে অভিনন্দন দেন, তিনি সেই অভি
নন্দন পত্র খানি গ্লাডষ্টোন, লর্ড হার্টিংটন ডন ব্রাইট
ও ফসেটকে দেখিতে দিয়া এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ
করিয়াছেন, উহার এক একখানির প্রতিলিপি লর্ড
রিপন, সার কেমস্ ফার্গুসন ও গ্রাণ্ড ডফের নিকট
প্রেরণ করা হয়।

অধ্যাপক রাফ্‌ল বলেন নোবেলিক আসিড ও
গ্লাইসিরিন একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ লাগাইয়া
বাদাম দ্রব্য লাগাইলে এক মাস পর্য্যন্ত অবিকৃত
থাকিবে। খাইবার সময়েও স্বাভাবিক সুস্বাদ উপ-
লব্ধ হইবে।

আমেরিকার ডাক্তার হেফে পরীক্ষা করিয়া
দেখিয়াছেন অল্প পরিমাণ আয়োডোইট পোটাসিয়ম
সেবনে মাদাবেগ্রস্ত ব্যক্তি আরোগ্য হয়।

কাশিমবাজ গঙ্গাধর রাওয়ের দত্তক পুত্র দামোদর
রাওয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে অন্যায়াচরণ করিতেছেন,
আমরা তৎপাঠে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তিনি
নিজ দুঃখ জ্ঞাপন করিয়া সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারির
নিকট এই অভিনন্দন করিয়াছেন, ১৮৫৩ সালে
গঙ্গাধর রাও তাঁহাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, গবর্ণ-
মেণ্ট এ বিষয় অবগত আছেন এবং ভবিষ্যতে
দামোদরকেই তাঁহার বিষয়ের প্রকৃত অধিকারী
বলিয়া সাব্যস্তের গোচর করেন। গঙ্গাধরের
মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট ঝান্সীকে বৃটীসরাজ্যের
অন্তর্গত করেন। তাঁহারা সেই সময়ে বিধবা
রাণীকে বার্ষিক ৬০০০০ হাজার টাকা দুঃখদান
করিতে অঙ্গীকার করেন। এইসময়ে দামোদরের অপ্রাপ্ত
বয়স্কতা নিবন্ধন গবর্ণমেণ্ট গঙ্গাধর রাওয়ের অস্থাবর
সম্পত্তি সকল বিক্রয় করেন এবং তাহার মূল্য দামো-
দরের নামে বন্দোবস্তে জমা রাখেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ
ঝান্সীর রাণী, সামীবাজা গবর্ণমেণ্টকে হস্তগত করিতে
দেখিয়া 'বদমায়েস হন এবং তিনি নিজ সম্পত্তির
জন্য সৈন্যগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্থান
করেন। সেই বীরমাতী বৃটিশসৈন্যের সহিত যুদ্ধ
করিয়া গোয়ালিয়রে পরাজিতা হন। ইহাতেই
দামোদরের দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। দামোদরের
বয়ঃক্রম তখন ৮ বৎসর মাত্র। মাতার এই কার্য্যের
সহিত তাহার কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু তথাপি
তিনি এইরূপ ঘটনার সম্পূর্ণরূপে আপ্রশ্নুণ্য হন।

গঙ্গাধর রাওয়ের একজন বিশ্বাসী অনুচর তাঁহাকে
অন্যত্র লইয়া গিয়া লালনপালন করেন। পরে
যখন বৃটিশরাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, তখন সেই
অনুচর দামোদরকে গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করে।
মহাভারতবর্ষের তাৎকালিক গবর্ণর জেনেরলের
এজেণ্ট কর্ণেল মেক্লাগীয়র, দামোদরকে ১৫০ টাকা
করিয়া মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন এবং সময়ে তাহা
বৃদ্ধি করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। রাণীর মৃত্যুর
পর গঙ্গাধরের যে সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্প
ছিল তাহা গবর্ণমেণ্ট বিক্রয় করেন এবং তাহ
মূল্য আপনাদিগের হস্তে রাখিয়া দেন। দামোদ
যে সেই অর্থের অধিকারী তাহা গবর্ণমেণ্ট অব
আছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অদ্যাবধি তাঁহ
তাহা দামোদরকে প্রদান করেন নাই। তাঁহ
কেবলমাত্র দামোদরকে দুই শত টাকা পর্য্যন্ত মাসি
বৃত্তি প্রদান করিয়াও তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে শি
প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন দামো
দরকে ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। তিনি নি
হইয়া এক স্থলে বলিয়াছেন যে, "দত্তকপুত্র হওয়
আমার সকল দুঃখের মূল। আমি এতদ্ভিন্ন
সকল কষ্ট পতিত হইয়াছি, তাহা জগতের অ
নিকট তাঁহাদিগেরও অজ্ঞানিত।" প্রভাকর।

আমাদের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছে
"বর্দ্ধমানে মহারাজের একটী পবলিক লাইব্রে
আছে; কিন্তু তাহাতে দেশীয় ভাষায় লিখিত সংব
পত্র একখানিও গৃহীত হয় না। আমরা অ
সময় ছোট ছোট বালককে ইংরাজি সংবাদ
হাতে করিয়া ভাবী গঙ্গারামের ন্যায় ভাবি
দেখিতে পাই। বর্দ্ধমানাধিপতির দেশীয় ভা
অনাদর দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আ
বর্দ্ধমানের নবীন রাজার, নিকট প্রার্থনা করি
মহারাজ বঙ্গভাষায় লিখিত সংবাদ পত্র এক
খানি লইয়া পবলিক লাইব্রেরিতে রাখিয়া সাধার
উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।"

শান্তিপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছে
"৮ ই মে প্রাতঃকালে এখানকার মিউনি
পাল বিদ্যালয়ের নূতন অট্টালিকা গৃহ অভি
সমারোহের সহিত খোলা হইয়াছে। এই নূ
বাটীর দক্ষিণ প্রাঙ্গণে চাঁদোয়া খাটাইয়া এ
মন্ত্রী সভার আহ্বান করা হয়। সভায় ছাত্র শি
নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ও উপস্থিত দর্শক প্রভৃতিতে ন্যূনা
৫। ৬ শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। সর্ব্ব প্র
কতকগুলি বোমা পোড়াইয়া সভার কার্য্য আ
করা হয়। এই বিদ্যালয়ের সুযোগ্য সেক্রে
শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ ময় মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রার্থ
ও সভ্য সাধারণের সম্মতিতে রাণাঘাটের মান
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অতুল মিউনিসিপালিটীর চে
মান শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয় সভাপ
আসন গ্রহণ করেন। রাম বাবু সভামধ্যে দ
নাম হইতে একটী সদ্বক্তৃতা সময়োচিত বহু
করিলে এই বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত বিবিধ
প্রণেতা শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়
বিদ্যালয়ের আদ্যোপান্ত বিবরণ সাধারণের নি
প্রকাশ করেন। তৎপরে বিদ্যালয়ের ছাত্র

াজি ও বাঙ্গলা রচনা পাঠ করা হয়। সভায় কগুলি অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মধ্যে তাঁহাদিগের শারীরিক কথোপকথন য়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম। রা কোন শুভকর বিষয় সূত্রে অবগত হইলাম, এই সকল নিমন্ত্রিত অধ্যাপককে, যথা ক্রমে ॥০ আনা ও ৸০ চারি আনা বিদায় দেওয়া হইবে। পাঠে প্রবেশ করিতে হইলে যে যে কার্য্যের ান হইয়া থাকে, নূতন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি- সময় সে সমস্ত কার্য্যেরই উদ্যোগ করা হইয়া- । রীতিমত পূজা ও হোমাদিও হইয়াছিল। াধারণের সম্মতিক্রমে বিদ্যালয়ের সম্পাদক াদরের নামে সঙ্কল্প হইয়াছিল। সভার কার্য্যারম্ভ ল সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু মহাভারত দার, ও শ্রীযুক্ত বাবু গৌরলাল লাহাকে অভ্যর্থনা াদ প্রদান করেন। তাঁহারা উভয়ে এই নূতন ালিকালী প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম ও য়াস করিয়াছিলেন, পরে বেলা ৯ টার সময় সভা করা হয়। সভার কার্য্য সাঙ্গ হইয়া বৈকালে বেলা ৫ টার সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ব্যায়াম হয়। ারা সকলেই বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে কুস্তি তি করিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে বিদ্যালয়ের াধিক দুইশত বালককে মিষ্টান্ন, আনার্দ্র ও িনানা প্রকার মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতোষরূপে ার করান হয়।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

াটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলু,এম ক্রে সাহেব ছুটি লইলেন।

ারোয়ের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ এচ, ., পটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ড. ডিগবিজয় মজুমদার পটনায় বদলী হইলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত মজিলাপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার ন।

ঙ্গোপসাগরীয় বন্দরসমূহের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের অস্থায়ী কমিশনর, ৺ রোবার্টসন ৪ মাস দুই সপ্তাহ বিদায় গ্রহণ রিলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

করিদপুরের অস্থায়ী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রকুমার ১ লা হইতে ২১ দিন, এবং পরে পাবনার অস্থায়ী সাবডিভিসনের ডি ব্রুটে মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ৯ই মার্চ্চ ও তিনমাস পুরের প্রথম সদর মুন্সেফ বাবু গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ লা মে হইতে এক বৎসর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সংবাদদাতার পত্র

এলাহাবাদ।

১২৮১ সালের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং অযোধ্যার জেল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অবগত হওয়া গেল যে, উক্ত বর্ষে জেলসমূহের ইনস্পেক্টর জেনরল ওয়াকার সাহেব ৭ টী সেণ্ট্রাল, ১২ টী প্রথম, ১৪ টী দ্বিতীয় এবং ১২ টী তৃতীয় শ্রেণীর জেল পরিদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৪ টী প্রাদেশিক ইন্সপেক্টার ও অনেকগুলি ডিপুটী ইন্সপেক্টার তাঁহার দর্শন করিয়াছেন। ওয়াকার সাহেব বলেন যে, পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা এ বৎসরে জেলখানার অবস্থা অনেক পরিমাণে সন্তোষজনক হইয়াছে। কারণ, তিনি ১৮৮০ সালে যে সকল দোষ নির্দ্দেশ করিয়া জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন, তাহা অনেক পরিমাণে অপনীত হইয়াছে।

বিগত ১৮৮০ সালের ন্যায় এ বৎসরও কয়েদিদিগের পীড়াতে মৃত্যু কিছু কম দাঁড়াইয়াছে। উক্ত বৎসরে শতকরা ৩৩৩২ টী কয়েদী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, এ বৎসর ২৮৩০০ টীর অধিক আয় হয় নাই। সেইরূপ জেলখানার মৃত্যু সংখ্যাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে। গত ১৮৮০ সালে ৮২৮ জন কয়েদীর মৃত্যু হয়, এ বৎসর ৬৬০ জন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। স্বাস্থ্যসম্বন্ধে জেলসমূহে যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে ইহা বোধ হয় না। তথায় নানা প্রকার কঠিন পীড়া হওয়াই ইহার এক মাত্র পরিচায়ক। ওয়াকার সাহেব বলেন যে, যে সকল জেলারের হস্তে জেলখানার ভার অর্পিত আছে, তাঁহাদের ইহা বিশেষ স্মরণ রাখা উচিত, যে পর্য্যন্ত তথায় শুরুতর পীড়া সমুদায় উপস্থিত হইবে, সে পর্য্যন্ত জেলখানার স্বাস্থ্যের অবস্থা যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা কখনই বিবেচিত হইবে না, বরং লোকে তথাকার বন্দোবস্তের প্রতি যে সন্দেহ করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে।

জেলখানায় অল্পবয়স্ক কয়েদীরা লেখা পড়া শিক্ষা বিষয়ে আস্থা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ক্রমশঃ শিক্ষা লাভও করিতেছে, কিন্তু অধিক বয়সের কয়েদিরা ঠিক ইহার বিপরীত। শুদ্ধ বর্ণপরিচয়েই তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। গড়ে দৈনিক ২৬৭৭ জন কয়েদীর মধ্যে ২৩১৫ জন পুরুষ এবং ৫১ জন স্ত্রীলোক নিয়মিতরূপে স্কুলে উপস্থিত হইয়া থাকে।

এবার জেলখানার কয়েদিদিগের ব্যবহার নি অসন্তোষজনক নহে। কেবল মিরাট সে জেলখানার একজন কয়েদী জেলরকে ভ আঘাত করে। সে দুই বার ঐরূপ অপর জন্য দণ্ডনীয় হইয়াছিল বলিয়া সেসন জজ তা যাবজ্জীবনের মত কারাবাসের আদেশ দেন; হাইকোর্টে আপীল করাতে তাহার কঠিন শ্রমের সহিত তিন বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। জেলখানায় ঐরূপ একজন কয়েদী এক প্রহ (ওয়ার্ডারকে) মারিয়াছিল।

ওয়াকার সাহেব এক স্থলে বলিয়াছেন, যে আসামী হাজতে বা বিচারাধীনে থাকে, তা আহারাদির বিষয়ে কোনরূপ যত্ন লওয়া হয় কোন প্রদেশ, উপবিভাগ বা ডেপুটি মাজি নিকট হইতে যে সকল কয়েদী দণ্ড প্রাপ্ত জেলখানায় পেরিত হয়, তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে সে পরিমাণে শকট ব পুষ্টিকর আহার প্রদান পূর্ব্বক আনিতে হয়। অবস্থাপন্ন কয়েদীরা জেলখানায় প্রবেশের অ বিষয়েই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ১৮৮০ একটী ডিষ্ট্রীক্ট জেলে ঐরূপ দশ জন ব্যক্তির হইয়াছে।

জেলখানায় অনেকগুলি দুর্নীতি অপ সম্প্রতিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার আমূল বদলন বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু কত দিনে তাহা দিত হইবে, সে কথা বলা অতীব কঠিন। ওয়া সাহেব জেলসমূহের কর্ম্মচারিদের ব্যবহারে অস প্রকাশ করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ত বেতনভোগী সামান্য কতকগুলি লোক স্বা তাহারা অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে ঐরূ প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু

ব্যক্তিরা সে বিষয়ে সবিশেষ নিপুণতা প্রদর্শন ক থাকে। যদিও তিনি এ বিষয়ের পুনঃ পুনঃ করেন, তথাপি এ কুপ্রথা বিদূরিত হইল দোষীরা যথোপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অন্যে তাহা হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না।

বিগত বর্ষ মাক্সন মেকর হল সাহেবের এলাহাবাদ সেণ্ট্রাল জেলখানার ভার ছিল, তিনি ইহার বিশেষ উন্নতিসাধন করিয় ওয়াকার সাহেব পূর্ব্ব পরিদর্শনের সময় যে দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এ বৎসর তাহার কাংশই সংশোধিত হইয়াছে।

১৮৮১ সালে একজনমাত্র কয়েদীকে যাবজ্জী মত দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিবার আদেশ হয়। তা তায় তাহার শরীর পরীক্ষিত হইলে তাহার প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি

প্রশ্ন করিতে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া তাহাকে পাঠান হয় নাই। লক্ষ্ণৌর ডাক্তার মহোদয়গণও সুস্থে তাহার শরীর পরীক্ষা করেন !!

জেলখানার রিপোর্টস্থিত একখানি তালিকার হইল, অদ্যত সেনট্রাল জেলে ১৮৮১ সালের শেষে ১৮৯৬ জন কয়েদী ছিল, তন্মধ্যে ১৭৯৯ জন এবং ৯৭ জন স্ত্রীলোক। এদিকে ডিষ্ট্রীক্ট জেলে বের প্রারম্ভে কয়েদীর সংখ্যা ৫২৭ তাহার ৪৭৪ জন পুরুষ এবং ৫৩ জন স্ত্রীলোক। দণ্ডের মধ্যে দণ্ডপ্রাপ্ত নূতন কয়েদির ১২৬৩ হইয়াছিল। এলাহাবাদে যেরূপ তাহাতে এত অধিকসংখ্যক লোকের দণ্ড হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যজনক নহে। আমরা সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, এখানকার কোতওতে ৫০০ শত বদমায়েসের নাম লিখিত আছে! অসৎ লোকের একটী আবলম্ব বলিলেও অত্যুক্তি না।

যথার্থ গুণের পুরস্কার হইলে কতদূর আনন্দ ভব করা যায়, তদ্দূর আর কিছুতেই নহে। তে যে কেবল সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে কার্য্যে ে প্রদান করা হয় এরূপ নহে, অন্যান্য ও প্রোৎসাহিত হইয়া সেই পথ অবলম্বন া যশস্বী হইবার চেষ্টা করেন। আমরা দেখিয়া হইলাম, ওয়াকার সাহেব তাঁহার প্রধান সহ বাবু গোপাল সিং মহাশয়ের কার্য্যদক্ষতার উল্লেখ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করি ন।

যশস্পৃহা মনুষ্যহৃদয়ের অত্যন্ত বলবতী তাহার সন্দেহ নাই। মানুষ যে কোন কর্ম করিতে র হউক না কেন, তাহার মূলে কিছু কিছু থাকে. স্বার্থবিহীন কার্য্য অতি অল্প লোককে তে দেখা যায়। আবার এরূপ কতকগুলি ক আছেন, তাঁহাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত, দের অধিকাংশ কার্য্য আড়ম্বরশূন্য এবং সম্পূর্ণ বিরহিত। অন্তঃসারশূন্য উপাধি প্রাপ্তির আশয়ে দের হৃদয় উদ্বেলিত হয় না এবং কোনরূপ ষ্ঠানের অগ্রে এবং পশ্চাতে ঢক্কানিনাদও নাই। রা অলক্ষিতভাবে কত শত মহৎ কার্য্য সম্পাদন য়া দেবজনসেবনীয় স্বর্গসুখ লাভ করিয়া ন। আজ আমরা এইরূপ উদ্যমশীল সদাশয় ক্তির কথা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। লাহোরী লালা কাশীপ্রসাদ এই শ্রেণীর লোক। তিনি ার বা তালুকদার নন, লক্ষ্ণৌর ডিভিসনের শনার সাহেবের আদালতে ওকালতী করিয়া ন এবং তদ্দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন হয় তাহার কাংশ সৎকার্য্যে ব্যয় করেন। সম্প্রতি তিনি

"কায়স্থ পাঠশালার" যার নির্ব্বাহার্থ একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত ১৮ টী বালক তাঁহার ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। লালা-কাশী প্রসাদ অতি সামান্য অবস্থায় দিন যাপন করিয়া থাকেন। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এতাদৃশ হৃদয়বান্ ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশ-হিত-ব্রতে সতত নিযুক্ত থাকুন।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট বিচারাসনে এ দেশীয় কোন্ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি মনোনীত হন তাহা জানিবার জন্য এক দিবস উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসিরা যে উদ্গ্রীব হইয়াছিল, অতঃপর সে বিষয় আর কাহারও অজ্ঞাত নাই। গত ৫ ই মে মাইনীতাল হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে "ওল্ডফিল্ড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে রায়বেরিলীর ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত সাহেদ মামুদ এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হইলেন।" যে এতদ্দেশীয় বিচারপতির জন্য এত আন্দোলন, এত চীৎকার তাহার আজ সকলই মিটিয়া গেল এবং ষ্টেট সেক্রেটারিরও অভিলাষ এক প্রকার পূর্ণ হইল, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই নব বিচারপতিকে পাইয়া এ দেশবাসী কি সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন? যাহা হউক, অদ্য তিনি সেই সম্ভ্রমনীয় পদে সমাসীন হইলেন এবং তৎ কালে অদ্যতা হাইকোর্টের মান্য প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে ব্যারিষ্টার এবং উকীলদিগের নিকট পরি-চিত করিয়া দিলেন। ব্যারিষ্টারেরা তাঁহাকে সানন্দ অভ্যর্থনা করিলেন।

ভাগলপুর।

এখানকার আধিধর্ম্মপ্রচারিণী সভার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। শুনিতেছি বাবারির রাজা হরবরভনারায়ণ সিংহ বাহাদুর একসভা গৃহনির্ম্মাণের জন্য না কি ১০০০ হাজার টাকা সাহায্য করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিনি ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয় হইয়া যে এ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইবেন, তাহা বড় অসম্ভব কথা নহে। কেন না ক্ষত্রিয়দিগের উপরই চিরকাল আমাদের ধর্ম্মরক্ষার ভার অর্পিত আছে। তিনি যেরূপ দাতা, অন্যান্য কার্য্যে তাঁহার যেরূপ অকাতরিক্ত দানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানে তিনি যে কিছু মাত্র কাতর হইবেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়। ঈশ্বর তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

স্থানে স্থানে অদ্যাপিও বসন্ত ও বিসূচিকার প্রকোপ হ্রাস হয় নাই। মধ্যে বসন্তের এতদূর প্রকোপ হইয়াছিল যে, শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এক দিন ভাগলপুর মিউনিসিপালিটীর মধ্যে ১১৩ জনের গাত্রে বসন্ত হইয়াছিল। কি ভয়ানক প্রকোপ! অনেকে এই রোগে প্রাণত্যাগ ক রাছে।

দিন কতক বেঙ্গল থিয়েটর বিলক্ষণ সম্মা সহিত এখানে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহ না যাইতে যাইতে আবার বোম্বাইয়ের ইন্দ্রসভা পার্সী অভিনেতৃগণ অভিনয় করিতে আসিয়াছে কিন্তু দেখিতেছি, তাঁহাদের অদৃষ্ট তেমন সুপ্র নহে; তাঁহাদিগকে প্রায় ভাঙ্গা হাটে বাজার করি হইতেছে।

যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে লোককেও আর বিশ্বাস করা কঠিন ব্যাপার হ উঠিয়াছে। এক দিন যাঁহাকে সুবর্ণ বলিয়া জ ছিল, আজ কষ্টি প্রস্তরে কষিতে গিয়া তিনিও পি হইয়া পড়িতেছেন। এখানকার স্কুলসমূহের ডে ইনস্পেক্টর মৌলবী এলাহি বক্স ও তাঁহার অধী সব ইনস্পেক্টর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া আমর কথা বলিতেছি। তাঁহারা নাকি গুরু মহা দিগকে পারিতোষিক দিব বলিয়া কতকগুলি টা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাহির করিয়া লই আপনারা কতক অংশ আত্মসাৎ করেন। বিষয় প্রকাশিত হওয়াতে তদবধি তদ্রূপপাত বিশ্বাসঘাতকতা এই দুই অপরাধে অপরাধী হ তাঁহারা বিচারালয়ে প্রেরিত হন। এখান জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ডেপুটী ইনস্পেক্ট দুই বৎসর কারাবাস ও ৫০০ শত টাকা অর্থ এবং সব ইনস্পেক্টরের দুই বৎসর কারাদণ্ড ২৫০ শত টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। তাঁহারা ই সেই জজ সাহেবের নিকট আপীল করিয়াছেন আপাততঃ জামিনে মুক্ত আছেন। এক্ষণে বাউক, বিচারে তাঁহারা দোষী কি নির্দো হন।

অনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থা উত্তম। প্র শিক্ষক বাবু চন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অ দিবস হইতে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের স বালিকাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছে কিন্তু শুনিতেছি, এক্ষণে নাকি একজন রমণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে অধিরূঢ়া হ বেন। আমাদের বিবেচনায় একজন বহুদর্শী বৃ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ ন জন স্ত্রীলোকের উপর ভার অর্পণ করা যে কেমন বোধ হইতেছে, এ সম্বন্ধে আরও বল আছে।

পীতৌলিয়ার নিকট একটী পোষ্ট আ আছে। পূর্ব্বে ইহা ডেড আফিস ছিল। ব ইহার কত ক্ষমতা ছিল। এক্ষণে যদিও ইহা আফিসে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু ইহা দ্বারা

কাশ চলিতেছিল। বেলা ৮টার সময় পীরপৈঁতির
ব ২০ মাইল অন্তর। সম্প্রতি ১ লা মে
ত পীরপৈঁতির বাজারে সেখানে একটী সব
আফিস স্থাপিত হইয়াছে।
পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের যাতায়াত বৃদ্ধি
ধা হইয়াছে সত্য; কিন্তু এখনো পোষ্ট আফিসটী
ইয়া যদি এখানে স্থাপিত হইত, তাহা হইলে
ক অনেক সুবিধা হইতে পারিত।
খর হইতেছে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট একটী চিকিৎ-
য় স্থাপিত করিয়া প্রজাদের অভাব দূর করুন,
আমাদের প্রার্থনা। এখানে একটী ডাক্তারখানা
সকলে চলিতে পারে

বিবাদিদের গত হইল, বরাহাটের একজন হিন্দু-
সব পোষ্ট মাষ্টার কিছু টাকা তছরূপ করিয়া
রোধে—করিয়াছে। আমরা ঐ বিষয়ে
শুনিতেছি, গবর্ণমেণ্ট ৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা
ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াছেন। আমরা বেতনের
ভগবের পক্ষে লোভ সম্বরণ করিতে না পারা
আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহাদের বেতন কিছু
ছু বাড়ান হইলে ঐরূপ চুরি করা দূর, তাহা
লে বোধ হয় তাহাদের চরিত্রও উন্নত হইতে
বে।

বরাহাটে একজন ব্রাহ্মণ মহাশয় মফঃস্বলে
াদি ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থ-
ছে তাঁহাকে এমন পাকে ফেলিয়াছিল যে, তাঁহার
বনসংশয়। এ কথা ও আর এখন কিছু না।
বার নূতন উপায় হইয়াছে।
বাজার দর সস্তা হইয়াছে।

নিমন্ত্রণ।

অদ্যাপি এখানে বিসূচিকা বাহির হয় নাই।
স্থের বেগও অদ্যাপি কমে নাই; বরং এক ব
ন্তু বিসূচিকা রোগ আসিয়া উপস্থিত করিয়াছে।
এবং উভয় রোগ একত্র হইয়া ১ টীকে মারণ
তিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এক্ষণে এখানে প্রবল বেগে পূজার আয়োজন
ছে। এই চাওয়া এখানকার স্কুলের পণ্ডিত
কের। যেমন ইহার বিরাম নাই, সেই রূপ
আরম্ভ হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার এখা
ই নামক পল্লিতে অগ্নি লাগিয়া অনুমান ২০।৩০
হইয়া গিয়াছে।

মহা এক পাশা খিয়েটরের দল এখানে
সিয়া ২।৩ দিন অভিনয় করিয়াছিল। শুনিলাম
হাদের সাজ পো ও দৃশ্যপট বড় সুন্দর।

কুমার ইন্দ্রকৃষ্ণ প্রসন্নের মহাশয় আয়োধস্থপ্রভা
াদ্দেশে বহির্গত হইতেছেন বলিয়া বাবুরপুর

হরিসভার সভ্যেরা গত শনিবার উক্ত সম্ভ্রান্ত
গহে একটী সভাধিবেশন করিয়া তাঁহাকে এক অভি-
নন্দনপত্র দান করিয়াছেন। অভিনন্দনপত্রের
নাম শুনিলেই আমাদের মহাত্মা লর্ড লিটন ও ডোট
কাট ইডেন সাহেবকে স্মরণ হয়। সভ্যগণ ঐ নামের
পরিবর্ত্তে বিদায়পত্র বা কৃতজ্ঞতা পত্র নাম দিলে ভাল
হইত। নির্দ্ধারিত দিনে সন্ধ্যাকালে অনেকগুলি ভদ্র-
লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভাপতির আসন
গ্রহণ করিলে পর আমাদের কোন মাননীয় বন্ধু
কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে দণ্ডায়মান হইয়া বড় লোক
হইয়াছিলেন। তিনি দর্শকদিগের প্রতি পশ্চাৎ
করিয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিবেন কি? ১।২ টী বাক্যো-
চারণ করিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। শেষে
বক্তৃতার পরামর্শ পকেট হইতে বাহির করি-
লেন বটে কিন্তু চক্ষে তখন অন্ধকার দেখিতেছিলেন।
২।১ ছত্র পাঠ করিয়া আর পড়িতে পারিলেন
না, সেইখানে সেই স্থানেই বিশ্রাম লইলেন। বন্ধু
এক জন সুবিজ্ঞ ও সুলেখক বটেন; কিন্তু কেন
যে তিনি এমন হইল বলিতে পারি না। তাহার
পর আর এক জন উঠিয়া বলিলেন, চতুরশ
মহাশয়কে ঢেকিয়া দেয় মহাশয় আসন গ্রহণ
করিলেন, আর এই উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা
দিগকে অভিনন্দনপত্র অর্পিত হইয়াছে। যাহা হউক উন-
বিংশ শতাব্দীতে বন্ধু তুলা লোক আছেন দেখিয়া
আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম। ইনি একজন
ভাই কথা। আর পাঁচটী হরিসভা লোকে দেখিতে
পাইলে আমাদের কোন মাননীয় বন্ধু
করেন নাই। ইহার পর আর একটী বাবু দাঁড়াইয়া
বা, কথা বলিতে একটী প্রবাদ বাক্য বলিলেন "ঈ কৃষ্ণ-
প্রসন্নকে বিদায় দেওয়া আমাদের যেন সাপে ছুঁচো
গেলা হইতেছে। " তাৎপর্য্যে আমরা অর্থ করিয়া
লাম শ্রীকৃষ্ণকে ছুঁচা করিয়া বাবু সাপে হইতেছেন।
যদি তাঁহাকে গেলেনও মাত্র। খান কার যদি পরি-
ত্যাগ করেন ও অধঃ চলে। কিন্তু বাবু নিজেই অর্থ
করিয়া দেওয়া আমাদের ভ্রম সংশোধন করিলেন।
তিনি কহিলেন "যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণকে আটক
করিয়া রাখিতাম তাহা হইলে ভাল প্রবাদ হইত না এবং বিদায়
দেওয়াও হইত। যাহা হউক বিদায় দেওয়াই স্থির
হইল। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন স্বয়ং দণ্ডায়মান
হইয়া সভ্যদিগের বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন এবং
তাঁহাকে চৈতন্যের সহিত তুলনা করায় যথেষ্ট দুঃখ
প্রকাশ করিলেন। তিনি অতি নম্রতার সহিত
কহিলেন, আমি এক জন সামান্য ব্যক্তি, তবে যদি
ভগবানের কৃপা থাকে, তিনি তাহার সামান্য ব্যক্তি
হইতেই নিজ কাজ সিদ্ধ করিয়া লইবেন। কিন্তু
ন্য ভগবানকেই ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য, আমাকে
ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বিনী
বাক্যে ও নম্রতার সহিত সকলের নিকট বিদ
প্রার্থনা করিলে তাঁহার সেই সময়ের সকরুণ স্ব
অনেকেরই অশ্রুপাত হইয়াছিল। আমরাও শ্রীকৃ
প্রসন্নের নম্রতা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি
এক্ষণে ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থ
তিনি যে কাজে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে
সফলমনোরথ হয়েন।

কালনা।

২৬ এ বৈশাখ এখানে অত্যল্প জল ঝড় ও শি
বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং ১২।১৪ খানি চাল
পতিত হইয়াছে।

আমরা মিউনিসিপালিটীর কার্য্য দেখিয়া অ
আহ্লাদিত হইলাম। মিউনিসিপালেরা রা
জল দিবার নিমিত্ত দুইখানি গাড়ি আনয়ন করা
ছেন, জলকষ্ট নিবারণের জন্য স্থানে স্থানে পুষ্ক
খনন করাইয়া দিতেছেন এবং চাঁচ ও কাছ
যাইবার রাস্তায় আলো দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, পাড়ার মধ্যে আ
দেওয়া হয় নাই। আমরা ভরসা করি যে, কমি
এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া পাড়ার ভিতরে আ
দিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

আমাদের "সিদ্ধেশ্বরী" নামক ষ্টীমার অ
অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার ভাড়া
ঠিক নিয়ম নাই, কোন দিবস ৭ টার সময় ও
দিবস ৯ টার সময় ছাড়েন। মাঝিদের ব্যব
মাত্রের উপর নির্ভর। অতএব আমরা সাধুনয়ে
প্রার্থনা করি যে, ম্যানেজার বাবুরা এবিষয়ে
মনোযোগ করিবেন।

এখানকার দানশীল মহাশয়েরা

ইহার কার্য্য দেখিয়া যার পর নাই আহ্লা
হইয়াছি।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভ্রম
হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সম
মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন কি
দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর
যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু

্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত
পন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত
ানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
ারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০
া; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি-
বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডি-
লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু শুকদাস চট্টোপাধ্যায়
৩৮ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখো-
ায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ প্রকাশ
র এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
ক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
ছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
াইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
ীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
স্থানে টাকা দিয়া উহাদের নিকট হইতে
য় লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সকলপ্রকার
গ নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত
ি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কবিরাজ উপযুক্ত
ৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া
াদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের
নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অদ্য
ার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,
রক্ত, গ্রহণী, অন্ত্রগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং
সংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক
৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা। পাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সকলপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সকলপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম, সরক্ত ও খড়িগুলবৎ প্রস্রাব নির্গত হইলে ৩ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাবা খড়ির ন্যায় ধোলা এই সকল রোগ জনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের কম্পতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথা নিয়মে সেবন করিলে শরীরের নূতন রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয়, এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল শারীর-যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃপীড়া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়াসকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবন স্বভাব সুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আশুবিনির্গম, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকল আশু শান্তি হয় এবং সমধিক উদ্রেকশক্তি বৃদ্ধি করে। অস্মদ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাহু ঘৃত।

সমস্তপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রি
দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বি
যতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদো
অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, কলস্র
পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দি
পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ
প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্র
প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সম্
নষ্ট হইয়া থাকে।

একশিশির মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে
মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগু
নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এ
অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
চক্রবর্ত্তী ঘোষ। ঐ
ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ
কলিকাতা।
ধর্ম্মদাস দত্ত। ঐ
বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
ঢেকানল কটক
কালিবাস ঘোষ। সিবিল সারজন
বর্দ্ধা—মার্গ।
কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডে
কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা
মেঃ ব্রজেন্দ্রনাথ দে—অয়েণ্ট মার্চিন্ট্
রাণীগঞ্জ।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবি
শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

এক বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাসুল
যোগিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস। মূল্য এক টাকা

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ৷৵০।

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকা
হইয়াছে। ইহাতে সমুদ্রমন্থন ও চন্দ্রের উৎ

...মের মধ্যে আগমন, মস্তসংহিতা, সৃষ্টিপ্রকরণ ...প্রাচীন লোকের মত ও ব্যবহার, শিক্ষা (পদ্য), ...শবংশাবলীচরিতম্, সংক্ষেপরামায়ণ, ভ্রমসংশোধন, ...৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিমাই ...খণ্ডি মূল্যের ৮ংখ্যা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ...ডাক মাশুল সমেত সর্ব্বশুদ্ধ মূল্য ৫ পাঁচ ...। এতদ্ভিন্ন মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে ...প্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে ...পাঠাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও ...করিয়া প্রেরিত হয় না।

...ার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার

পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

...পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

...সকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ ..., শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁতেধরা, স্বর-...গলার সহিত কফ উঠা, সর্দ্দি ও শুষ্ক কাশী ...প্রভৃতির অব্যর্থকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্পদিন ...ব্যবহারে আরোগ্য। ৩টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির ...১ টাকা, ডাকমাশুল ৵৹ আনা, একবারের সেবনে ...যায়। ইহা সেবনে স্ত্রী পুরুষ সকলেই নিরাময়ে এই ...সেবন করিতে পারেন। মোদক অদ্য আরোগ্য ...প্রস্তুত হইয়াছে। ঔষধালয় ১৪ নং চোরবাগান ...ষ্ট্রীটফেলন এণ্ড কোং নিকট পাওয়া।

সঙ্গীত।

বিবিধ সুরে ও তালে ঈশ্বরের গুণানুবাদ কীর্ত্তন ...দি নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া। মূল্য ৵৹ আনা। ...মাশুল ১০। শ্রীবৈদ্যনাথ ... নগর থানা টালিগঞ্জ। কিং বাহুর্কী এণ্ড কোং ...নহুয়াবাজার ষ্ট্রীট ২৫ নং। কেনিং লাইব্রেরি, কলি-...তা পটোলডাঙ্গা। রায় কোং হাবড়া এণ্ড ...ডাঙ্গা, ভবানীপুর অঘোরনাথ নাথের দোকান।

...কালীন ১২ খানা পুস্তক লইলে প্রতি খানা ৵৹ ...না দিতে পাইবেন

বিশেষ বিজ্ঞাপন

" ...ম ও ২য় ভাগ। রেজমারে ...দ্রব্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য ডাক ...ষ্টাম্পে ১৷৹। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের ...ঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির পাবেন।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নিক্তিতে [illegible] সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

...কোষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, ও মূর্চ্ছা (বা পাগরী) রোগ প্রভৃতির অন্য চিকিৎসা রোগীর গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সময়ে ডাক্তার মহাশয়কে ডাকাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত সার্টি ফা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ বিক্রী।

...জেলার অন্তর্গত ... মহাশয়ের বাটীস্থ ... বাবদ ৭৭৮৩ ৵৹ টাকা উপস্থিত বিশিষ্ট একটী নিকি-...খাস করিবার নিমিত্তে বিক্রয় করা হইবে এই ব্যাপারের কোন প্রকার গোলযোগ নাই ক্রেতাগণের ইচ্ছামত বিশেষ সুবিধা আছে। এ-বিষয়ে যিনি ক্রিতে চাহেন, তাঁহার অবগত হইবে ইহা কারণ, তিনি ৩ মাসের টাকা কলিকাতা এই ঠিকা-নায় সরিসটর সেমার্স সাণ্ডার্সন এণ্ড কোম্পানি নিকট নিম্নে পত্র লিখিবেন।

ওয়েষ্ট, ডে, এণ্ড, কোং।

১১ নং ডুমটোলার লিটুডিও পটি, বহুবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, পেন্সিলের, খাম, কাপড়, ছবির ফ্রেম ইত্যাদি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার ষ্টীম প্রেস, লেদার, লাইন কার্য্য, কালের প্রেস, অন্যান্য কার্য্য পরিপাটী রূপে সম্পাদন করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জানান যায়।

ফুলেশ্বরী সিক্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এক সিক্কোনা কুইনাইনের নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা উহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ১ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স লিখি ২০৷০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল লইয়া দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নি... লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ... প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত টি, ইংলিস সাহেব মি, এম্,—আরা

" ...ডোডাসাঁকো লাইব্রেরী—...ডোডাসাঁকো

" ...বাবু রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব—মিনাজপুর

" " কেশবচন্দ্র রায় কণ্ডক্টর—শিবরামপুর

" " উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী—জলপাইগুড়ি

" " মনোহরণ রায়—গয়া

" " আনন্দ গোপাল গুঁই—পাবনা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা হয় না।

মফঃস্বলের ইচ্ছার অগ্রিম মূল্য ত্রৈমাসিক ... সার্দ্ধ ত্রৈমাসিক ১৷০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩৷০ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ত্রৈমাসিক ১৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা সার্দ্ধত্রৈমাসিক নি... ই।

অগ্রিম মূল্য ব্যতীত মফঃস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... লইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন, তাঁহারা যে নাম ধাম লিখিবেন, সেই নাম ধাম অনুসারে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হইবে, কোন ব্যক্তি যাহাতে মাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য স্থানের অগ্রিম মূল্য টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা। তাহার পর ৵৹ এক আনা দিতে হইবে।

হুগলী এক পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর হইতে চাঙ্গড়িপোতা কলেজস্থ মন্ত্রে শ্রীকেদার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ২৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৯ সাল। ৯ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮২। ২২ এ মে। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

Mrs E D cruze 99 College Street Calcutta.

Diplomaid midwife.

Fees to attendance moderate.

Bears high testimonials.

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীমতী ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদেশে যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফি অতি অল্প।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, শাঙ্করভাষ্য আনন্দগিরিটীকা ও শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা এবং বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৭ সাত টাকা। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কলেজষ্ট্রীট নং ১ বঙ্গবাসন যন্ত্রালয়ে পাওয়া যায়।

পদ্য মহাভারত।

মূলের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদ্য মহাভারত প্রকাশিত হইবে। যদি কেহ মূলের সহিত ঐক্য না দেখেন তবে মূল্য ফেরত দিব। প্রতি মাসে ১ পেজী ৯ ফর্ম্মা আকারে প্রকাশ হইবে। সকল শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য মূল্য ১৷০ সিকা এবং মাশুল ৷৶০ আনা নির্দ্ধারিত হইল। এক শত গ্রাহক হইয়াছে। এক সহস্র হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। যিনি গ্রাহক হইবেন তিনি নগদ মূল্যসহ আমার নিকট পত্র লিখিলে গ্রাহক হইতে পারিবেন।

দিনাজপুর | শ্রীবিনোদবিহারি রায়।
মুন্সীপাড়া | পদ্য মহাভারত প্রকাশক।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ে।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশন হইতে যে লাইন ডায়মণ্ড হার্ব্বরে যাইতেছে তাহা ২২ এ মে সোমবার হইতে মাল ও লোক জন লইয়া যাইবার জন্য বারুইপুর পর্য্যন্ত খোলা হইবে। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে গাড়ি চলিবে।

ডাউন ট্রেণ

ষ্টেশন	সপ্তাহের অন্যান্য দিন				রবিবার		
	২	৩	৬	৮	৩	৬	৮
	মিক্সড	/৩	/৩	প্যাসেঞ্জর	মিক্সড	/৩	প্যাসেঞ্জর
	এ.এম	এ.এম	পি.এম	পি.এম	এ.এম	পি.এম	পি.এম
কলিকাতা ডাঃ	৬ ৩০	৭ ৪২	২ ৫০	৬ ০	৭ ৪২	২ ৫০	৬ ০
বালি ঐ	৬ ৪৫	৮ ২	৩ ৫	৬ ১২	৮ ২	৩ ৫	৬ ১২
চাঁপাহাটী	,,	,,	৩ ১২	৬ ১৮	.	.	৬ ১৮
মাহেশপুর	৭ ৫৯	৯ ১৪	৩ ১৯	৬ ২৪	৮ ১৪	৩ ১৯	৬ ২৪
পাড়িয়া	৭ ১৮	৮ ৩০	৩ ৩৮	৬ ৩৯	৮ ৩০	৩ ৩৪	৬ ৩৯
সোনাপুর (উপস্থিত	৭ ২৯	৮ ৫০	৩ ৪২	৬ ৪৩	৮ ৫০	৩ ৪২	৬ ৪৩
সোনাপুর (ডাঃ	৭ ২৪	৮ ৫২*	৩ ৪৭	৬ ৪৫	৮ ৫২	৩ ৪৭	৬ ৪৫
মাহেশপুর	,,	৯ ৪৮	৬ ৫৭	.	৯ ৫৭	৬ ৫৭	.
বারুইপুরে উপস্থিত	৮ ৪০	১০ ১০	৭ ৭	.	১০ ১	৭ ৭	.
চাঁপাহাটী ডাঃ	,,	৯ ১০	,,	,,	৯ ১০	,,	,,
বালি	,,	৯ ২৪	,,	,,	৯ ২৪	,,	,,
সোনাপুর উপস্থিত	,,	৯ ৫০	,,	,,	৯ ৫০	,,	,,

মাহেশপুরের আপীস
১১ ই মে ১৮৮২।

* কেবল শনিবারে।

অপ ট্রেণ

ষ্টেশন	সপ্তাহের অন্যান্য দিন				রবিবার		
	১	৪	৫	৭	১	৫	৭
	মিক্সড	প্যাসেঞ্জর	মিক্সড	/৩	/৩	/৩	/৩
	এ.এম	এ.এম	পি.এম	পি.এম	এ.এম	পি.এম	পি.এম
কাঁচরি	,,	,,	২ ১০	,,	,,	২ ২০	,,
বাঁশড়া	,,	,,	২ ৪৫	,,	,,	২ ৪৫	,,
চাঁপাহাটী	,,	,,	৩ ১৯	,,	,,	৩ ০	,,
বারুইপুর ব্রাঞ্চ	২ ৫৫	৮ ২৫	,,	৪ ৩০	২ ৫৫	,,	৪ ৩০
মাহেশপুর	.	৮ ৩৪	,,	,,	,,	,,	,,
সোনাপুর উপস্থিত	৩ ১০	৮ ৪৪	৩ ৩৭	৪ ৫০	৩ ১৫	৩ ৩৭	৪ ৫০
ডাঃ	৩ ৫০	৮ ৪৮	৩ ৪৯	৫ ০	৩ ৩০	৩ ৪৯	৫ ০
পাড়িয়া	৩ ৪৮	৮ ৫৫	,,	৫ ১০	৩ ৪৮	,,	৫ ১০
মাহেশপুর	৪ ১০	৯ ৭	,,	৫ ২৪	৪ ১০	,,	৫ ২৪
চাঁপাহাটী	,,	৯ ১৫	,,	,,	,,	,,	,,
বালি	৪ ২৫	৯ ২৯	৫ ২৪	৫ ৪৩	৪ ২৫	৫ ২৪	৫ ৪৩
কলিকাতা ডাঃ	৪ ৩৫	৯ ৩৯	৫ ৩৪	৫ ৫৫	৪ ৩৫	৫ ৩৪	৫ ৫৫

শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

উপস্থিত হইলে জমা, সরজমি ও পত্তন আদির বিষয় জানিতে পারিবেন। সন ১২৮৯। ২১ এ বৈশাখ।

মহাল সকলের নাম।
জেলা বীরভূমের অন্তর্গত।

১। পরগণে হবিপুর পাট পড়াপে একনং ৬ তমি দারী সহ।

। ৮ঃ ঐ ঐ ঐ

৭। পঃ ঐ চন্দা বাজেগণ্ড রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

৮। পঃ ঐ চন্দা চৌপুর রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

৯। পঃ ঐ চাটি চন্দা কপ্তা রকম ৪০ জমিদারী স্বত্ব।

১০। পঃ ঐ চন্দা পাকালয়া রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

১১। পঃ ঐ চন্দা মঙ্গলপুর রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

১২। পঃ ঐ চন্দা বাঙ্গেয়াপুর রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

১৩। পঃ ঐ চন্দা বাঙ্গেয়াপুর রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

১৪। পঃ সাতালামপুর চন্দা নওয়াবাদ এমামদ রকম ষোল আনা জমিদারী, পত্তনি, দরপত্তনি ও সেলামী স্বত্ব।

১৫। পঃ ঐ চন্দা মহনা ডাল রকম ৵৷৷৹ আনা জমিদারী স্বত্ব।

১৬। ঐ মহাল রকম ১৯৷৷ গণ্ডা সেলামী স্বত্ব।

১৭। পরগণে সাতলমপুর চন্দা পারুলদেনা রকম ১৩৷৷৹ আনা জমিদারী স্বত্ব।

১৮। পঃ ঐ চন্দা পাঁড়া রকম ষোল আনা জমিদারী, পত্তনি, দরপত্তনি ও সেলামী স্বত্ব।

১৯। পঃ ঐ চন্দা চণ্ডিপুর রকম ষোল আনা জমিদারী পত্তনি দরপত্তনি ও সেলামী স্বত্ব।

২০। পঃ ঐ চন্দা উত্তর ভাহা রকম ষোল আনা জমিদারী পত্তনি ও দরপত্তনি ও সেলামী স্বত্ব।

২১। পঃ ঐ চন্দা বৈদ্যনাথপুর রকম ৵৷৷৹ আনা জমিদারী স্বত্ব।

২২। পঃ ঐ চন্দা ভোজা রকম ৷৷৹৷৷ আনা জমিদারী স্বত্ব।

২৩। পঃ ঐ চন্দা ভোজা রকম ৷৷৹৷৷ আনা জমিদারী স্বত্ব।

২৪। পঃ ঐ চন্দা বেলুটী রকম ষোল আনা পত্তনি স্বত্ব।

২৫। পঃ ঐ চন্দা ছোটা রকম ১৯৷৷—২ আনা জমিদারী স্বত্ব।

২৬। পঃ ঐ চন্দা বাউবেন রকম ৵১৷৷৹ ২ আনা জমিদারী স্বত্ব।

২৭। পঃ ঐ চন্দা মহনা বনি রকম ৷১২১৷৷৹২ আনা জমিদারী স্বত্ব।

২৮। পঃ সেনভূম চন্দা লেলেপ্ত রকম ৷/৮৷৷৹ আনা পত্তনি স্বত্ব।

২৯। পঃ খুনি সংক্রান্ত রামপুরের জঙ্গল তমঃ। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত।

১। পরগণে সেনপাহাড়ি চন্দা শ্রীরামপুর কাসুর ১৮ রকম ৷/৮৷৷৹ আনা পত্তনি স্বত্ব।

২। পরগণে সেরগড় তালুক শ্যামসুন্দরপুর রকম ষোল আনা পত্তনি স্বত্ব।

জেলা চমকার অন্তর্গত।

১। পরগণে কুণ্ডহিত তালুক আম্বা রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

২। পরগণে মহম্মদাবাদ চন্দা পাঁচ পুকরিয়া রকম ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

ম্যানেজার ষ্টেট হেতমপুর।

মহীসুর রাজ্যের রেলওয়ের নিমিত্ত ঋণ।

মহীসুরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়া টেণ্ডার গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই টাকায় জন্য মহীসুর রাজ্যের সাধারণ রাজস্ব প্রতিভূস্বরূপ থাকিবে। এই টাকায় বাঙ্গালোর হইতে তিপ্তুর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করা হইবে। উহার দূরত্ব ৮৫ মাইল।

২। এই ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ৪ টাকা। বৎসরে দুই বার অর্থাৎ ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ও ১৫ ই আগষ্ট সুদ প্রদত্ত হইবে। ২০ বৎসর এইরূপ দেনা পাওনা চলিবে। সুদের টাকা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের মধ্যবর্ত্তীয় ধনাগার, বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহ এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই এবং তাহাদিগের শাখা ধনাগার হইতে দেওয়া যাইবে।

৩। ঋণপত্রের কারম নিম্নে দেওয়া গেল। ৫০০ অথবা ১ শতের গুণনীয় টাকার প্রতি ঋণপত্র (Debentures) বাহির করা হইবে।

৪। এই ২০ লক্ষ টাকা ঋণের সমুদায় অথবা আংশিকের টেণ্ডার মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলর ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত বাঙ্গালোরে গ্রহণ করিবেন।

৫। নিম্ন সংযোজিত কারমে প্রতিটেণ্ডর পাঠাইতে হইবে। যিনি টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে কারম খামে মুড়িয়া তাহার উপর সীল করিয়া "১৮৮২ সালের মহীসুর রেলওয়ের ঋণের টেণ্ডার" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। আর ঐ টেণ্ডার বাঙ্গালোরে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মহীসুর গবর্ণমেণ্টের দাওয়ান অপরাপর লোকের সম্মুখে বাঙ্গালোরে তাঁহার আপীসে বসিয়া এই সকল টেণ্ডার খুলিবেন ও প্রথম নূনকল্পের স্থির করিবেন।

৭। যিনি যত টাকার টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে সেই টেণ্ডারের সঙ্গে সেই টেণ্ডরের দেয় মোট টাকার শতকরা ২ টাকা পরিমাণ টাকা জমা দিতে হইবে। এই টাকা মহীসুরের দাওয়ানের নামে বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহে মাদ্রাজ বোম্বাই ও তাহাদিগের শাখা ব্যাঙ্কে অথবা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগারে জমা দিয়া তাহার রসিদ টেণ্ডারের সহিত পাঠাইয়া দিবেন এবং দাওয়ানের নামে মনি-অর্ডার অথবা কোম্পানির কাগজও পাঠাইতে পারিবেন।

৮। যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক টেণ্ডার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আমানতি টাকা দেয় ঋণের আংশিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং টেণ্ডারদাতাকে তাহার টেণ্ডারের লিখিত অবশিষ্ট টাকা ১৮৮২ সালের ১৫ ই আগষ্টের মধ্যে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগারেই হউক অথবা বঙ্গদেশে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও তাহার শাখা ব্যাঙ্কে দাওয়ানের নামে জমা দিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে টাকা জমা না দিলে আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারের টাকা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে ঋণপত্র বাহির করা হইবে।

১০। টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে টেণ্ডারের সহিত দত্ত আমানতি টাকা আবেদন করিলেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

১১। এক হারের দুই বা ততোধিক টেণ্ডার হইলে (কম হারে টেণ্ডার লইবার যে কথা আছে তাহার অপেক্ষা যদি কম হারে না হয়) উহাতে সেই হারে ডিপজিট দিবার কথা আছে এবং আবশ্যক সেই হারে প্রতি টেণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

১২। টেণ্ডারের যে হার বর্দ্ধিত হইল, তাহার এক আনার ভগ্নাংশ থাকিবে না; যদি কোন টেণ্ডার এক আনার ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং ভগ্নাংশবিহীন বোধে টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১৩। ভ্রম প্রমাদের পরিহারার্থ প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত স্বতন্ত্র আর একটী টেণ্ডার দিতে হইবে এবং তাহার সহিত পৃথক আমানতও করিতে হইবে।

১৪। মহীসুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব হইতে

০০০০ টাকা (এক কোটী ৬ লক্ষ) আয় হইয়া
ছ। সর্ব্ব প্রকার ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
ট হইতে দুর্ভিক্ষনিবারণের নিমিত্ত যে টাকা ঋণ
করা হইয়াছিল, তাহার পরিশোধের জন্য যাহা
য়া হইতেছে, তাহা বাদে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত
ক।

১৫। ভারতবর্ষে এই ঋণসমুদ্ধক যে সকল
াবশ্য করা আবশ্যক হইবে, তাহাতে টাকা
াবে না।

সুরের দাওয়ানের
ালয় বাঙ্গালোর
মে ১৮৮২।

সি, রঙ্গাচার্য্যর
দাওয়ান

Form of Tender

I hereby tender for Rupees of
Loan advertised in the Notification of
Dewan of Mysore dated 1st May 1882,
I agree to pay the same subject to the
nditions notified, at the rate of Rupees
for every Rs. 100 allotted to me
I enclose on account of the required
posit of 2 per cent on the amount tender-
here enter particulars of deposit) and
gage, if my offer is accepted to pay the
mainder of the amount of the loan allo-
l to me on or before the 15th August
82, in the manner prescribed in the Noti-
ation. Any allotment made to me may be
mmunicated to the following address.

Signature
Full address.

Form of Debenture

YSORE RAILWAY, FIVE PER CENT
LOAN 1882.

Bangalore, 1882.

The Government of His Highness the
Raja of Mysore in consideration of
he sum of Rupees received
rom
romise to pay to the said
r order, the sum of Rupees
wenty years after the date hereof, together
with interest at the rate of five per cen-
um per annum, payable half-yearly on
0th February and 10th August

প্রেরিতপত্র

চলোয় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব।

২৪ পরগণা আলীপুরের সন্নিকটে চেতলা নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। এই গ্রামখানি ২৪ পরগণার সদর ষ্টেষণ আলীপুরের সন্নিধান প্রযুক্ত এবং ইহার বহুকাল প্রচলিত বিখ্যাত ঘাটের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাতে অন্যূন ৪০০ চারিশত ঘর ভদ্রাভদ্র লোকের বাস। তন্মধ্যে অধিকাংশ দরিদ্র এবং নিকটে সদর কাছারি থাকাতে দূরাগত অর্থী প্রত্যর্থীরাও এই স্থানে বাসা করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন বুধবারে ও শনিবারে এইখানে হাট হয়। এই হাটে বহু দূর হইতে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা আসিয়া থাকে। এত অধিকসংখ্যক লোকের একমাত্র জীবন টালিসাহেবের কৃত খাল। ইহার জল পান, ইহাতে স্নান এবং অনেক লোককে ইহার জলে গৃহকার্য্য পর্য্যন্ত করিতে হয়। নিকটে এমন কোন উত্তম পুষ্করিণী নাই যে লোকেরা তাহার জল পান করে। এই কালীঘাটের খালই এখানকার লোকের সর্ব্বেসর্ব্বা। শীতকালে এই খালে দক্ষিণের বাদা হইতে এ প্রকার ভয়ানক দূষিত জল আইসে যে তাহাতে স্নান কিম্বা সেই জল পান করিলেই লোকের পীড়া হয়, এবং এই ভয়ানক গ্রীষ্মকালে ইহার জল এ প্রকার ভয়ানক লবণাক্ত হয় যে, পান করা দূরে থাক মুখে পর্য্যন্ত দেওয়া যায় না। এই লবণাক্ত জলে স্নান ও এই জল পান করিয়া অনেকেই রোগাক্রান্ত হন। ইহাদের উপর প্রকৃতি দেবীর অতি নিষ্ঠুরতা। এই ত গেল প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা। ইহা ব্যতীত এই জলে এত বিষ্ঠা ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট মনুষ্য ও পশুর শব ভাসিয়া যায় যে, তাহা চক্ষে দেখিলে স্নান পান করা দূরে থাক, এই জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে ঘৃণা হয়। অন্য উপায় নাই বলিয়া এই জল পান করিতে হয় ও ইহাতে স্নানও করিতে হয়। এখানে এমন কোন লোক নাই যে, পানীয় জলের একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। একণে আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা যে এই প্রকার জল প্রভৃতি পক্ষে কতদূর স্বাস্থ্যকর তিনি একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। সম্পাদক মহাশয় আপনি বহুজ্ঞ লোক, আপনিই বলুন দেখি ইহা কি যমালয়ের প্রশস্ত দ্বার নয়? উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় মিউনিসিপালিটী কমিশনর মহোদয়েরা এই দরিদ্র প্রজাদিগের উপর একটু কৃপাদৃষ্টি করুন। ভবানীপুরের ন্যায় স্থানে বিশুদ্ধ পরিমাণে উত্তম পানীয় জল পাওয়া যায়, সেখানেও মিউনিসিপালিটী উত্তম পুষ্করিণী খনন করিলেন; কিন্তু যেখানে উত্তম জলের অভাবে লোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে সেখানে কি কৃপাদৃষ্টি হইবে না? এখানে এমন অনেক এঁদো পুষ্করিণী আছে যে তাহার সংস্কার করিলে তাহা হইতে উত্তম পানীয় জল পাওয়া যায়। তবে একটু কৃপাদৃষ্টি আবশ্যক। ভাল, দরিদ্রের বাপ মিউনিসিপালিটী যদি দয়া করিয়া তাহাও না করেন, তবে যে খালের জল আমাদের প্রাণ, সে জল যেন ভবিষ্যতে আর উক্তরূপ অপরিষ্কার না হয় অনুগ্রহ করিয়া ইহার কোন একটী সদুপায় স্থির করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করুন।

চেতলা } আপনার বশম্বদ
১৮ ই বৈশাখ } শ্রীনন্দলাল আঢ্য।

সোমপ্রকাশ

৯ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ভারতসাম্রাজ্যের পরিণাম।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আমরা প্রথম দুটি প্রস্তাবে প্রতিপাদন করিয়াছি যে এতদ্দেশীয় প্রজাগণ পরসেবারূপ দৃঢ় শৃঙ্খলে ছিন্ন করিয়া কস্মিন্ কালে স্বাধীন হইতে পারিবে না,—তাঁহারা স্বয়ং কোন কালে ব্রিটিস্ শাসনের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবেন না। অতএব যে সমস্ত ইংরাজ বা অপকৃষ্ট ইংরাজ এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিবেন, তাঁহারা কতদূর ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের প্রতিযোগী হইবেন, এক্ষণে তাহাই আলোচ্য।

ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ, বিশেষতঃ ইহার সমুদ্রতীরই আজ কাল ঘোর ম্যালেরিয়ার প্রভাব। ইংরাজেরা স্বভাবতঃ মাংস ও আসব প্রিয়, কিন্তু ঐ সমস্ত দ্রব্য ও পানীয় এ দেশের উপযোগী নহে। নিম্নপ্রদেশে নানা প্রকার উৎকট ব্যাধি আসিয়া তাহাদের আশ্রয় করে। পরাক্রমে যারা নিশ্চিন্ত হইয়াছে এতদ্দেশীয় লোকের বরং অপেক্ষাকৃত সুস্থদেহ, কারণ স্থানীয় উষ্ণতার নিমিত্ত যকৃতের ক্রিয়াদি ভাল হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশবাসিদের বরং তত নয়। পক্ষান্তরে আবার শীতল স্থান নিবাসী মনুষ্যের [illegible] উষ্ণতার ক্রিয়াদিকা না হইলে সর্দ্দি কাসি প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ জন্মে। এই সমস্ত হেতু বশতঃ ইংরাজেরা এদেশে যে চিরস্থায়ী উপনিবেশ সংস্থাপন করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। এ দেশ

...ি ও দাস্থ্য, ইহাতে তাহাদের ...
...ৈশাচিক স্বভাব উদ্রিক্ত হইয়া ...
...ক সহজ ঘটনায় তাহারা অত্যন্ত ...
...গণের দৈহিক গঠন ও ...
...উহা তাহাদের ...
...ড়িল। ...
...এটী ...
...হয়। ...
...কলে, ...
...ন না, ইহাই ইহাদের মূল কারণ। ইউরোপীয়দের ...
...সঙ্গে অনেকেরা তাহাদের ভাষাও জানে। ...
...সময় কোন বিদেশে গেলে ...
...ন করিতে পারেন, সে সময় উত্তর পাওয়া হইবে ...
...ড়া,—সময় বিশেষে যাই, যারা কাজী কিম্বা ...
...কোন স্থানে গমন করে, তাহারা দেখিতেই ...
...রূপ হয়। তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে ...
...র সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করে, এমন লোক ...
...ইংরাজেরা এতদ্দেশীয় ইংরাজের সঙ্গে ...
...মিশিয়া থাকেন, অন্য কাহারও সঙ্গে ...
...ন না। ইংরাজের আচারে ইউরোপীয়দের ...
...কিছু ঘৃণাস্পদ আছে; ইউরোপে ...
...ের লোক অন্য স্থানে গিয়া ...
...ছেন, অনেক স্বদেশীয় ...
...ছে থাকিবে বলিয়া, ...
...দিয়াছেন। কিন্তু দেখুন, ...
...ইংরাজেরা এ দেশে ...
...এখনও তাহাদের মনে আমাদের কোন ...

ব্যবহার তাহার সকল গুলির অনুরূপ করিয়া লন—দেখিতে পাওয়া যায়েন। পরিশেষে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকা সাহেব হইবার নিমিত্ত বিলাতে গিয়া বাস করেন। অতএব ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড মনিষ্টরা চিন্তিবার উপায়ের সম্ভাবনা নাই।

এদেশের পক্ষে যে সকল প্রদেশগুলি ইংরাজদিগের বাসোপযোগী। তথাকার স্বাস্থ্য ভাল, এবং সেখানে প্লেগের আশঙ্কা নাই। কিন্তু ইংরাজেরা সেখানে উপনিবেশ করিলে বাণিজ্যের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। সমুদ্রতীরের উপকূলের আশা নিরাপদ নয়। এই সমস্ত কারণের বিশিষ্টরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ ইংরাজদিগের স্থানের উপযুক্ত নয় ইহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হয়, অতএব যখন ইহা এক জন ইংরাজপুত্র এদেশে বাস করিতে পারেন। কত লক্ষ তাঁহাদের স্বকীয় লোকসংখ্যা অধিক হইবে সন্দেহ নাই।

এদেশে ইউরোপিয়ানেরা উপরকালে কতদূর ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিতে পারেন, তাহাও বিবেচ্য। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সমুদায়ই ইউরোপিয়ানদের প্রতি নিপীড়িত হইয়াছে। যাহাতে এই সাম্রাজ্যলোভ তাঁহাদিগকে, কখন এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠেন, তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধক আছে। কিন্তু ইংরাজেরা সেখানে উপনিবেশ করিলে তাহাদের ক্ষমতাপন্ন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইংরাজেরা ভারতসাম্রাজ্য হস্তগত করিতে পারিবেন না। এদেশে অন্যান্য জাতির সঙ্গে তাঁহারা মিলিত হইবেন না, তাহাতে তাঁহাদের বল কিরূপে অধিক হইবে আর একটী আশঙ্কা এই, সংসারে প্রকৃতির নিয়ম এবং সামাজিক বিধি এই দুইটীই এখন পরস্পর কার্য্য করিতেছে। প্রকৃতির নিয়ম অতি ভয়ঙ্কর। পৃথিবীতে যত উদ্ভিদ এবং যত কীট জন্তু সকলেই চাহিতে থাকে একটী বৃক্ষে প্রতিবৎসরে অসংখ্য ফল কিন্তু সমস্ত ফল হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না, একটী দম্পতী হইতে অসংখ্য সন্তান সন্ততি জন্মে, তন্মধ্যে সকলে থাকে না। কখন পরিপোষণাভাবে মৃত্যু পতিত হইতেছে, আবার কখন পরস্পরের দ্বারা হইতেছে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা যেমন হইতেছে, আবার যেরূপ কমিয়াও আসিতেছে, [illegible] অনেক লোক মৃত্যু পতিতেছে, যেমন সাপ প্রবল হইয়াছে বলিয়া থাকিতেছে। এই [illegible] নিয়ম। কিন্তু ইহার এই অনিবার্য্য নিয়ম এবং সামাজিক বিধি এই দুইটীই এখন [illegible]

। পান ভোজন, আবাসগৃহ, পরিধেয় বস্ত্র, বস্থার সমুচিত সেবাশুশ্রূষা কিছুই হইবে না, প্ত খাদ্যদ্রব্যও মিলিবে না, রোগে এবং অনা- অনেকের মৃত্যু হইবে। এইরূপে ভারতবর্ষের সংখ্যা কমিয়া আসিবে, কেবল অল্পমাত্র এদে- লোক অবশিষ্ট থাকিবে, তখন ইউরেসিয়ানেরা পেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন হইয়া এ দেশীয়দিগকে ভনা করিতে পারিবেন। কিন্তু সে উত্তেজনায় শ গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ শে উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হয় না। ইউ- য়ানগণ বিদ্রোহী হইলেও তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র বেন না। এদেশে যে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ আছে, মুদায় নিঃশেষিত হইলে বিদ্রোহীদিগকে ঘোর গ্রস্ত হইতে হইবে। তখন পরের আনুকূল্য আর উপায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি লেরই লালসা আছে, অতএব ইউরেসিয়ানেরা প্রতাপী হইলে অপর ক্ষমতাপন্ন রাজাকে ভারত- ায় কিঞ্চিৎ অংশ দিতে হইবে। কিঞ্চিৎ অংশ ই সর্ব্বনাশ! একবার একস্থানে বসিতে পাইলে ন শয়ন করিবারও স্থান করিয়া লইবেন। ইউরে ানদের স্বাধীনতা লাভ করা দূরে থাকুক, বরং ার এক অপরিচিত জাতির অধীনস্থ হইয়া পড়ি- । এই সমস্ত কারণ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালো- করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বিশ্বাস জন্মে যে, ঔপনি- শকদিগের দ্বারা ব্রিটিশ জাতির কখন কোন ই ঘটিবে না। যেমন পার্সিএ: মুসলমানেরা মে ভারতবাসিদের হইতে পৃথকভাবে ছিলেন, এক্ষণে এ দেশীয় হিন্দু ও অন্যান্য জাতির সঙ্গে ারা মিলিত হইতেছেন এবং পরস্পরের মনে াতীয়ত্ব ভাবের সঞ্চার হইতেছে, তাঁহারা সক- ভারতবাসী, সে কারণ এক্ষণে পরস্পর পরস্পা- গ্রহ করেন। আর কিছু দিন পরে ইহাঁদের য়ে প্রগাঢ় সদ্ভাব এবং একতা জন্মিবে, তাহাতে হ নাই। কিন্তু ইংরাজজাতি অত্যন্ত পণ্ডিত, ারা এ দেশীয়দিগকে শুচক্ষে দেখিতে পারেন না রেসিয়ানের ও প্রকৃতরূপে ইংরাজের অনুকরণ য়া থাকেন, তাঁহারাও এ দেশীয় লোকের সঙ্গে ন না। অতএব ইহাঁদের সঙ্গে আমাদের াতীয়ত্বভাব কখন জন্মিবে না, ইহাঁরা পৃথক য়া থাকিবেন। সে কারণ ঔপনিবেশিক ও দলবাসিরা কখন একসঙ্গে মিলিত হইবেন না, টিশ গবর্ণমেণ্টের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। ময়, বারান্তরে অন্যান্য কারণগুলির পর্য্যালোচনা বে।

১৮৮০। ৮১ সালের শিক্ষাবিভাগের মন্তব্য।

গত বৎসরের সাধারণ-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ক্রফ্‌ট সাহেব উহার সার-সংকলনে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত মত সর্ব্বথা অনুমোদনীয় নহে। তিনি দেখাইতেছেন, গত বর্ষে ৮১৩১ বিদ্যালয় এবং ১০৯,৪৫৯ ছাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। তদীয় মন্তব্য-পুস্তকে কলেজ এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের এবং বিদ্যার্থীর সংখ্যায় এইরূপ তালিকা দেওয়া হই-য়াছে—

কালেজ ২৬	ছাত্র ২,৫২৬
উচ্চ শ্রেণীয়	
ইংরাজি বিদ্যালয়—২১৮	ছাত্র ৪২,৫৫৮
মধ্য শ্রেণীয় ইংরাজি	
বিদ্যালয় ৫৮৮	ছাত্র ৩৫,৩৪৮
মধ্য শ্রেণীয়	
বঙ্গবিদ্যালয় ১০২৮	ছাত্র ৫৪,২০৮
নিম্ন শ্রেণীয়	
বঙ্গবিদ্যালয় ১৭০১	ছাত্র ৫৯,৩১৮
প্রাথমিক	
বিদ্যালয় ৪১,৬৯৯	ছাত্র ৭০১,৫৬৮
বৈশেষিক	
বিদ্যালয় ১,৪১৫	ছাত্র ১৩,৫৩৬
বালিকা	
বিদ্যালয় ৮২৮	ছাত্র ১২,৪২৭
৪৭,৫০৭	৯২৮,৪৮৯

গত লোকসংখ্যার তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, বঙ্গ দেশে সর্ব্বসমেত ৫,১০০,০০০ বালক বিদ্যাশিক্ষা করিবার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এখানকার ৩৪,০০০,০০০ লোকের মধ্যে শতকরা প্রায় পনর জন বিদ্যা শিক্ষা করে। এটী আহ্লাদের কথা নহে। যে পল্লীগ্রামে এক হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে কেবল দেড় শত বালক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে, ইহা অতীব শোচনীয় বিষয়। আবার এই বিদ্যার্থীর অবস্থা ভাবিলে আরও দুঃখিত হইতে হয়। কলিকাতা এবং সহরতলির নিকটবর্ত্তী গ্রাম-গুলি যদ্যপি পৃথক করিয়া ধরা যায়, তবে এদেশে বিদ্যার চর্চ্চা নাই বলিলেই চলে। সহরেই বিদ্যা-শিক্ষা করিবার অধিক সুবিধা। তাহার কারণ এই, প্রথমতঃ সহরে উত্তম বিদ্যালয় আছে, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলে এবং অবস্থায় কুলাইলে, সহরের মধ্যে অনায়াসেই সকলে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, সহরে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এবং ব্যব সায়ী লোক বাস করেন, তাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষা-কৃত উচ্চ। সে কারণ তাঁহারা বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে সমর্থ হন। কিন্তু পল্লীগ্রামের অধি কাংশ লোকের অবস্থা নিতান্ত হীন, সুতরাং তা বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না, উপযুক্ত শিক্ষক পাকিতে পারেন না। ছাত্রগণ যৎসামান্য বেত দিতেও সমর্থ নহে। গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যকৃত অনে বিদ্যালয়ে মিথ্যা আয় ব্যয় দর্শিত হইয়া থাকে অধ্যক্ষগণ যদি ১০ টাকা চাঁদা দেন, তবে হয় ত কিম্বা ৩০ টাকা চাঁদা প্রকাশিত থাকে। ছাত্রে হয় ত কেহ ৵০ কেহ ।০ বেতন দেয়, কিন্তু ছাত্র বেতনের হার ॥০ বা ১৲ টাকা এইরূপ প্রকাশিত থাকে কোন শিক্ষক হয় ত ১৫৲ টাকা বেতন পান, কি ২৫৲ টাকা প্রকাশিত থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যায় আ বার দেখাইয়াও মফস্বলের বিদ্যালয় চলে না। এক খণ্ডগ্রামে হয় ত পাঁচ শত বালক আছে, তন্মধ্যে হয় ত ২০।২৫ জন বিদ্যাশিক্ষন করে। তাহা কয় দিনের জন্য? হয় ত কোন কোন ছাত্র বিদ্যা লয়ে ভর্ত্তি হইয়া বর্ণপরিচয়ের দুপাত পাঠ করি কেহ বা বর্ণগুলি চিনিল, আর বেতন দিতে পা না; বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল। সর্ব্বত্রই পা শালার আমরা এই দুর্দ্দশা দেখিতে পাই। বালকে ক, খ লিখিতে আরম্ভ করিল, দিন কতক চণ্ডীমণ্ড করিয়া হো হা করিতে লাগিল; নামতা এবং ক গুণ্ডা পাঠের চীৎকার শব্দে আকাশ পাতাল তো পাড় করিয়া দিল। দুমাস গত না হইতেই অ অর্দ্ধেক ছাত্র নাই, পুরাতন ছাত্রের সিকিও নাই লোকসংখ্যার তালিকায় এইরূপ বিদ্যার্থীর হিস ধরা হইয়াছে। কেহ "ক, "খ" লিখিতে জা কেহ "ক" "খ" সমাপ্ত করিয়াছে। কেহ "ক" "খ" সমাপ্ত করিয়া বিদ্যালয় পরিত্য করিবার উদ্যোগ করিতেছে। যদি এই সকল বা বিদ্যার্থী ও কৃতবিদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, ত বলিতে পারি—বঙ্গদেশে কেহই মূর্খ নাই, বি শিক্ষা করে না এমন লোকও নাই। যদ্যপি এ বিদ্যাশিক্ষা করাকে বিদ্যাবিস্তার করা বলে, ত আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, ইংরাজজাতি এ দে অধিকার করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অধিক বি লোচনা ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই চট তিনটি ক ভাল পাঠশালা থাকিত। বালকদিগের হস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মুক্তার ন্যায় সুদৃশ্য হ কিসার পত্র সকলেই বেশ লিখিত। কিন্তু এ যাঁহারা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, কোণাংশ প্রভৃ উচ্চ অঙ্কের গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগ ১২ এবং ১৩ একত্র গুণিত করিলে কত হয়, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে স্লেট এবং পেন্সি লইয়া বসিবেন। আমরা জানি, পূর্ব্বে উচ্চ অ গণিত শাস্ত্র পাঠশালে অধীত হইত না, কিন্তু প

লর ছাত্রেরা চলনসহি গণিত শাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিত, ারল হিসাব গুলি তাহারা মুখে মুখে কষিত। সময়ে এই শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক । যদি পূর্ব্বের এই শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের টী তালিকা থাকিত, তবে আজ আমরা তাহার ন্যূনাধিক্য দেখাইয়া দিতাম।

এক্ষণে গ্রামে গ্রামে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত এক একটী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তদ্দ্বারা াহাদের বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় না। সমস্ত গুরুমহাশয় অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হন, াহারা পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষিত নহেন। আবার ন পাটীগণিত, অর্থ ব্যবহার প্রভৃতি পুস্তক পাঠ- ল অধীত হয়; কিন্তু পাটীগণিতের দশমিক তি ভগ্নাংশ এবং অন্যান্য স্থল এবং অর্থ ব্যবহার হ শিক্ষকেরা কিছুই বুঝেন না, তাঁহারা বালক- কে শিখাইবেন কি? বঙ্গবিদ্যালয়ে যে সমস্ত পরীক্ষা দিয়াছে, তাহাদিগকে পাঠশালায় ক্ত করিলে এক পক্ষে কিছু উপকার হইতে পারে, হারা পাটীগণিত এবং অর্থ ব্যবহার কিছু কিছু ধিতে পারে, কিন্তু আর এক পক্ষে মন্দ—তাহারা ত্বরী হিসাব বুঝে না। স্থানে স্থানে যদ্যপি ক্টেনিং বিদ্যালয় স্থাপিত হয়,তাহা হইলে তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবে, তাহাও বোধ হয় না। রূপ সে সময় আজিও উপস্থিত হয় নাই। ক বঙ্গদেশের মধ্যে কয়টী তেমন বিদ্যালয় স্থাপিত তে পারে? প্রতি জেলায় এক একটী স্থাপিত লেও উপকার নাই। পাঠশালার গুরু মহাশয়- গের আয় নিতান্ত স্বল্প। তাহারা বাসা খরচ রিয়া কোন স্থানে অধিক কাল থাকিতে পারে গুরু ট্রেনিং স্কুলে তাহারা কিরূপে শিক্ষা লাভ রিবে, তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে কেন? কেবল ুল বিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি লোক ক্ষা লাভ করিতে পারে। আমরা ইহার একটী পায় নিশ্চিত করিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট সার্কল ণ্ডিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিউন; এই কল পণ্ডিতের যোগ্যতার প্রতি তীব্র দৃষ্টি খা আবশ্যক। তাঁহারা যেন শুভঙ্করী অঙ্ক এবং টীগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব অর্থব্যবহারাদিতে উত্তম ংপন্ন হন। সার্কল পণ্ডিতেরা এক একটী ঠশালের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সপ্তাহ কাল ান্ত অবস্থিতি পূর্ব্বক গুরুমহাশয়দিগকে শিক্ষা বেন। দুই তিন ক্রোশের মধ্যে যতগুলি পাঠ- লা আছে, তথাকার সমস্ত গুরু মহাশয়কে এক নে আনাইয়া শিক্ষা দিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ন্যান্য লোকেও এই সময়ের মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষা ভ করিতে পারে। আমরা বিবেচনা করি, এই উপায় দ্বারা গুরু মহাশয়গণ অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত এবং কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিবেন। উত্তর কালে তাঁহারা ছাত্রদিগকে যথারীতি পাঠ দিতে পারিবেন, এমন আশা করা যায়।

মফস্বলের গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার এখনও বিস্তর বিলম্ব আছে। বালকেরাই বিদ্যাশিক্ষা করিতে পায় না, তবে বালিকার জন্য কে ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে? স্ত্রীলোকের শিক্ষা দান এখনও পিতা মাতা ও ভ্রাতা এবং স্বামীর দ্বারা সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এবং গবর্ণমেণ্টও কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করুন। যাহা হউক, আমরা যে কোন উপায় স্থির করি না, এখনও গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করিলে আমরা স্বয়ং এই গুরুতর ভার হস্তে লইতে পারি না। লোকের অবস্থা উন্নত না হইলে তাহারা কোন সৎকর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিতে পারে না; কিন্তু অবস্থার উন্নতি হইবে কি, ক্রমশঃ অবনতিই হইতেছে। অতএব এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টে কৃপণতা করিলে ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার অজ্ঞতাজালে জড়িত হইয়া পড়িবে। ইংরাজি বিদ্যার সারবান ও অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি যে পর্য্যন্ত না সাধারণ লোকে বুঝিতেছে, তাবৎ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাশিক্ষা দিতে বিশেষ উদ্যোগী থাকুন। আমরা স্বচক্ষে মফস্বলের অবস্থা দৃষ্টি করিতেছি, কেবল শূন্যগর্ভ তালিকা দেখিয়া আমাদের মন মোহিত হইবে না। পল্লীগ্রামের এখনও শত করা নিরানব্বই জন আপনার নাম সহি করিতে পারে না।

রাজাদের নীতিকথা ও তত্ত্বজ্ঞ কর্ত্তা রাজপুরুষদের কার্য্যপদ্ধতি।

ত্রিলোকনাথেন সদা মখস্থিয়
ত্বয়া নিয়ম্যানস্তু দিবাচক্ষুষা।
সচেৎ স্বয়ং কর্ম্মসু ধর্ম্মচারিণাং
ত্বমন্তরায়োভবসি চ্যুতোবিধিঃ॥

রাজা দিলীপ শতসংখ্যা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সংকল্প করেন, নিরানব্বইটী সমাপন করিলেন। শততম যজ্ঞের আয়োজন করিয়া যজ্ঞিয় অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। দিলীপনন্দন মহাবীর রঘু সেই অশ্বের রক্ষক হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার ত বড় বিপদ, শততম যজ্ঞে শেষ আহুতি প্রদত্ত হইলেই ত তাঁহার পদ লোপ হয়, দিলীপ সেই পদের অধিকারী হন। অতএব তিনি অশ্ব হরণ করিলেন। রঘু তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন:—

আপনি ত্রিলোকের নাথ, আপনি সকলের নিয়ম ও শাসনকর্ত্তা, আপনি দিবাচক্ষু, কোন বিষয় আপনার অগোচর নাই। আপনি কোথায় যজ্ঞ-কর্ম্মের শাসন করিবেন, তাহা না করিয়া যদি সদনুষ্ঠানকারিদিগের সৎকর্ম্মের বিঘ্ন করেন, তাহা হইলে আর কেহ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না।

আমরাও তেমনি বলি যে সকল রাজপুরুষ স্থানীয় শাসন কার্য্যে নিযুক্ত; যাঁহারা শিক্ষিত সাধারণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্বত্বাস্বত্ব সমুদায় পরিজ্ঞান রূপে দেখিতে পান, তাঁহারা যদি ঐ সকল বিষয়ের বিপরীত আচরণ করেন, তাহা হইলে ত ন্যায় পথ রুদ্ধ হইল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানের অবমাননা হইল। তাঁহারা যে পদে আছেন, তাহার গৌরব হ্রাস হইল, যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি কলঙ্কিত হইলেন। সকল অনিষ্টের দর্শন করিয়াই আমরা কর্ত্তৃপক্ষীয় স্থানীয় রাজপুরুষদিগের বিপক্ষপক্ষ দর্শন করি, তাহার যথোচিত প্রতিবাদ করিয়া থাকি; কোন কোন স্থানে উপরিস্থ কর্ত্তা ঐ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়া এবং অন্যায়কারীর পক্ষ আশ্রয় করেন। সুতরাং তাহার প্রশ্রয় হয় এবং অন্যায় অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। আমরা যদৃশ যত্ন পাই, তাহা বিফল হইয়া যায়। কেবল যে যত্ন বিফল হয়, তাহা নয়, আমরা রাজপুরুষদিগের কোপে পতিত হই, তাঁহারা ভ্রূকুটীভঙ্গে আমাদিগের প্রতি কট মট করিতে থাকেন। সুতরাং অন্যায়ের নিবারণ হয় না।

স্থানস্থ কর্ত্তা রাজপুরুষেরা অন্যায় করিলে আমরা উপরে যে যে অনিষ্টের গণনা করিয়াছি, তাহা কেবল যে তাহাই ঘটে, তাহা নয়, আরো কতকগুলি মারাত্মক অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

রঘু ইন্দ্রকে তিরস্কার করিলেন, বিনয় করিলেন, অনেক বলিলেন, তিনি কোন ক্রমে কথা শুনিলেন না। রঘুর বাহুবল ছিল, তিনি যুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রের বজ্রাঘাত সহ্য করিলেন, শেষে কৃতকার্য্য হইলেন; কিন্তু যাহাদের রঘুর ন্যায় বাহুবল নাই, তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বিচারপতি ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ ও ঘৃণা প্রদর্শন করে। পাঁচ জনের অসন্তোষের সমষ্টি হইলে উহা বিদ্রোহ প্রবৃত্তির কারণস্বরূপ অবলম্বন করে। যদি বা বিদ্রোহ না ঘটে, দেশমধ্যে তন্মূলক নানা গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। এই অসন্তোষ মূল আয়রলণ্ডে ঘুচিবার গোলযোগ চলিতেছে, গোলযোগের শান্তি হইতেছে না। ১৮৫৭ সালে ভারতে যে বিদ্রোহ ঘটনা হয়, বহুজনের অসন্তোষ তাহার নিদান। প্রধান রাজপুরুষেরা যদি স্থির ও ধীরভাবে আমাদের উপরি লিখিত বাক্য

পর্য্যা পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে
বেন, স্থানীয় কর্ত্তা রাজপুরুষদিগের দুর্ব্ব্যবহার
র্ব্বিচার নিবন্ধন কত অনিষ্টের সৃষ্টি হয়।
যে নিমিত্ত অদ্য এ প্রস্তাবের অবতারণা করা
ছে, এক্ষণে পাঠক মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।
করেরা সারণের অন্তঃপাতী মরহরা নামক গ্রামের
ধান সিং প্রভৃতি কতকগুলি প্রজার কতক-
মী নীল করিবার নিমিত্ত সাত বৎসর মিয়াদে
। লন। সাত বৎসর অতীত হইয়া গেলে
ণ সে ভূমি আর তাঁহাদিগকে দিতে চায় না।
নীলকরের লোকেরা বলপূর্ব্বক গিয়া তাহাতে
বপন করে। প্রজারা বলকারীদিগের নামে
ট মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালিশ করিল। কয়েট
ষ্ট্রেট বলিলেন, নীলকরেরা এখনও সে ভূমি
ত্যাগ করে নাই। অতএব নালিশ চলিতে
র না। এই বলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মুক্ত
য়া দিলেন। মাজিষ্ট্রেটও ঐ রায় বাহাল রাখি-
। এখন পাঠক দেখুন, কয়েট মাজিষ্ট্রেট ও
ষ্ট্রেটের কেমন অন্যায় বিচার হইল। তাঁহারা
কত লোক ও আইনে নিষ্ণাত। পাট্টার মেয়াদ
ত হইবার পর এক দিন ও একক্ষণও প্রজার
তে নীলকরের যে অধিকার ছিল না তাঁহারা
। বুঝেন নাই কিরূপে এ বিবেচনা করা সঙ্গত
ত পারে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তাঁহারা নীল-
র প্রতি পক্ষপাত করিলেন। পক্ষপাতের
ণ দয়া, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে যাহারা
ষ্টি অন্নের নিমিত্ত আজ তাহারাই প্রকৃত
র পাত্র, যদি পক্ষপাত করিতে হইল তাহা হইলে
ার প্রতি পক্ষপাত করাই উচিত ছিল। আমা-
দেশে এটী একটী প্রমাদ বাক্য হইয়া উঠি-
—

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।

ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন অর্জ্জুন! দরিদ্র-
ক ধন দান কর, ধনবানকে ধন দান করিও না।
ত ব্যক্তিরই ঔষধে প্রয়োজন, সুস্থ ব্যক্তির
র প্রয়োজন নাই।

কয়েট মাজিষ্ট্রেট ও সাহিষ্ট্রেট পদার প্রতি
না করিয়া স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় দীন নীল-
র প্রতি পক্ষপাত করিলেন। কিন্তু এ বিষয়টী
নিজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের
ত উপস্থিত হইলে তিনি স্পষ্টাক্ষরেই ঐ অন্যায়
উল্লেখ করেন। এস্থলে ইহাকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া
য়া আবশ্যক হইল। যথা—

The L. G. is unable to unders-
nd how the recognition of an un

doubted legal right can be affected by the misconduct of the Royts or why such misconduct should at all form a subject for consideration in deciding whether they should or should not be allowed to take possession of their land nor does the L. G. see what room there was in the present Case for the misconception which you apprehended. Sir Ashley Eden cannot accept the agreement that injustice may be done to planter by allowing royts to know and understand their legal rights or by the full and immidiate practical recognition of such rights on the part of the local authorities. Assuming however that there was any risk of evil consequences from the spread of such misconception as you apprehended. Sir Ashley Eden considers that it would be a much more fatal misconception and one attended with much grater evil if Royts should be led to suppose that they will not be countenanced and supported by local officers and Govt. in the assertion of their undoubted legal rights.

7. The L. G. is of opinion that the Royts should have been put in possession of their lands immidiately on the expiry of the lease, but having regard to the fact that an indigo crop is now standing on the ground, that the immidiate restoration of the lands would only cause loss to the planter without materially benefiting the Royts and also to the fact that the manager is willing to compensate the royts for the loss they have sustained by being kept out of possession. Sir Ashley Eden will not interfere on this occasion with the orders passed by you and the District Magistrate The Royats having agreed to leave the Factory in possession to the end of the present year should abide their agreement. but on the other hand the L. G. considers that the Royats have a distinct right to compensation

for the use of these lands and he rects that the magistrate shall that the Factory abides by its p of the agreement and that it pays the Royats by way of compensa the amount which they might reas ably expect to make from the pro of cultivation supposing they been placed in possession, as t ought to have been, at the begin of the year.

সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে লেপ্টেনণ্ট র শেষে যে সামঞ্জস্যের প্রস্তাব করিয়াছেন, সে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুগত হয় নাই। প্রজারা ভূমির প্রার্থী, তখন তাহারা যে ক্ষতিপূরণ সন্তুষ্ট হইবে, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। হউক, কর্ত্তারা ও পাঠকগণ দেখুন মফস্বলে প্রবা পতি বিচারপতিরা কেমন পক্ষপাত করেন কিরূপ অন্যায় বিচার হয়। নীলকরেরাই বা কি অত্যাচার করে।

নীলকরেরা যে অত্যাচার করেন, তাহা সকলে জানেন। অত্যাচার ব্যতিরেকে তাঁহারা লাভ হইতে পারেন না, এ কথা বলিলে বোধ হয়, অত্যু দোষ হয় না। সেই অত্যাচার নিবারণের কত উ উদ্ভাবিত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিল এক নীল লইয়া কতই লীলা খেলা হইয়া গে কত সহস্র প্রজা ইহার উপদ্রবে উৎসন্ন হইল, কতকগুলি নীলকরও অগত্যা কুঠি বন্ধ করিয়া চ গেল। যেখানে নীল ও নীলকর সম্বন্ধ, খানেই ঐ অত্যাচার। যেখানে নীলকর আছে, সেখানেও যে অত্যাচার আছে, ইহা সপ্রমাণ দিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হইবে না। যেখানে যেখানে নীল সম্বন্ধ, সেই সেই অত্যাচার, এ ব্যাপ্তিগ্রহ আভাসহাদি দোষে দূ নহে। ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গ পদে অভিষিক্ত হইবাই শোণপুর মেলায় গমন ক নীলকর ও জমিদারদিগকে লইয়া একটী সভা ক এবং এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া নীলকরদি অত্যাচার করিতে এবং জমিদারগণকে ইজারা দি (নীলকরগণকে বিশেষতঃ) নিষেধ করেন। মহকজন গভর্ণমেনের অবাবহিত পরেই বে প্লানটারস এসোসিয়েসন নামে সভা স্থাপিত হই কিন্তু ঐ সময়ে যদি ওডনেস সাহেব ছোট লা অজ্ঞাতে" কটন অফ আমে ইম্পরটাণ্ট প্রভৃতি নামে এক খানি পুস্তক লিখিয়া পার্লামেণ্ট সভায় পাঠ ইতেন, তাহা হইলে ইডেন সাহেব নীল গণকে অনেক অংশে ওধরিয়া লইতেন;

গোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস" খাওয়া দেখিয়াই হউন
ছের ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। কাযে নীলকরের
ক সমর্থন না করিয়া বিরত থাকিতে পারিলেন না।
কে এসোসিয়েসনের সেক্রেটরী হডসন সাহেব ব
পণে আপনাদের কলঙ্ক প্রক্ষালনার্থে নানারূপ
ত পত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ইনি বিশন-
সঙ্কেশ্বরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, নীলকুঠী সমূহে
টাকা খরচ হয়, তাহা স্থানীয় লোকেই পাইয়া
ক, কেবল সুদ আর লাভটী মাত্র বিদেশীয়গণ
া থাকেন, লাভও আবার প্রতিবৎসর হয় না,
মধ্যে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হয়। এ কথায়
পক্ষেরা বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু কেহ এ
স করিলেন যে যদি লাভ না হয় নীলকরেরা
প কুঠি চালায়, যদি লাভ না হইল, তবেই
ন্তার অত্যাচার আছে। অত্যাচার না থাকিলে
পে তাহাদের বাবুগিরি চলে। যাহা হউক,
ব এক বৎসর পরে ছোট লাট বেহার পরি-
ণে গিয়া স্বয়ং তদন্ত করেন। সকল জেলার
কমেই বলিলেন যে, নীলকরগণ আর পূর্ব্ববৎ
াচার করিতেছেন না। ইঁহারা আপনাদের
াপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কেবল এক
ণের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ম্যাকডনেল সাহেব
করগণের প্রশংসা করিলেন না। তিনি এক
ন্যায়বান্ ও প্রজার যথার্থ হিতৈষী। তিনি যদি
কিছুকাল বেহার অঞ্চলে থাকিতেন, তাহা
ল প্রজার কষ্টের নিবারণ হইত; কিন্তু দরিদ্র
তবাসীর কেমন কপাল, অনতিকাল মধ্যে হঠাৎ
ার স্থান পরিবর্ত্তনের সংবাদ আসিল।

যাহা হউক, সম্প্রতি বিভাগীয় কমিশন
একটী সদনুষ্ঠানে আমরা বড় প্রীত
াছি। ইনি নীলকর ও প্রজার সৌহার্দ্দ সম্পা-
র সংকল্প করিয়াছেন। যে সকলের বিসংবাদ
ন্ত এত বিবাদ বিসম্বাদ হইত তাহার সমূলে
ন্মূলন করিয়া প্রজা ও নীলকরগণকে সুখী করিবার
ন্য তিনি যত্নবান্ হইয়াছেন। নীলকরের আব-
ক কেবল নীলের ক্ষেত্র। যেন তেন প্রকারেণ ক্ষেত্র
তে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন, প্রজারও একমাত্র
ল সম্বল, সেও সকলে দিতে চাহে না, কাযেই
াদ বিসম্বাদ ঘটে। হাকিমেরাও ঐ বিবাদ বিস
ন নিবন্ধন ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু প্রজারা যে কি
রণে ভূমিতে নীল চাষ করিতে চাহে না তাহার
ন কোন অনুসন্ধান হয় না। প্রজা আপন ক্ষেত্রে
াজনোপযোগী ফসল উৎপাদন করিয়া
সংস্থান করিয়া লয় এবং অবশিষ্ট বিক্রয় করিয়া
লে। বেহারের প্রজারা লাভের নিমিত্ত ইক্ষু ও
স্কিম রোপণ করে। অতএব স্পষ্ট বুঝিতে পারা
যাইতেছে, প্রজারা যদি নীল রোপণ করিয়া লাভবান্
হইতে পারিত, তাহা হইলে নীল রোপণ করিতে তাহা-
দের কোন আপত্তি থাকিত না। বর্ত্তমান প্রথা অনু-
সারে বেহারের লোকেরা এক বিঘা নীলের ক্ষেত্রে ২০
টাকার অধিক কুত্রাপি পায় না। ঐ ২০ টাকার
মধ্যে ভূমির রাজস্ব দেওয়া এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত
করিবার ব্যয় আছে। মনে কর, ১ বিঘা জমির
খাজনা ৫ টাকা এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার ব্যয়ও
৫ টাকার ন্যূন নহে. মোট খরচ ১০ টাকা হইল,
নীলকর কেবল ২০ টাকা দিলেন, প্রজার লাভ প্রতি
বিঘায় ১০ টাকা রহিল। এ দিকে নীলকরের লাভ
দেখুন, তিনি এক বিঘাতে ন্যূনকল্পে অর্দ্ধমণ নীল
পাইলেন। এই নীলের মূল্য সম্ভবতঃ ১০০ টাকা।
একশত টাকার মধ্যে প্রজার প্রাপ্য ২০ টাকা এবং
সাহেবের মজুরি সকলপ্রকার খরচ ৩০ টাকা,
সর্ব্বসমেত ৫০ টাকা খরচ পড়িল, বক্রি ৫০ টাকা
লাভ রহিল। এক্ষণে বিভাগীয় কমিশনর মহোদয়
প্রস্তাব করিতেছেন যে প্রজারা যদি স্বয়ং নীল
করিয়া নীলের গাছ কাটিয়া বিক্রয় করে, তাহা
হইলে এক বিঘাতে ২০ গাড়ি নীলের গাছ হইতে
পারে, প্রতি গাড়িতে ছয় বোঝা নীল, প্রতি
বোঝা দুই মণ, প্রতি মণ চারি আনা
এরূপে ২০ গাড়িতে ৬০ টাকার মাল হইল।
প্রজার খরচ যদি ২০ টাকা বিঘা প্রতি ধর তথাচ
৪০ টাকা লাভ রহিল। নীলকরেরও ২০ গাড়িতে
১ হউজ মাল হইল তাহার মূল্য একশত টাকা।
খরচ বাদ ৩০ টাকা লাভ রহিল কারণ পূর্ব্বে
যে পঞ্চাশ টাকা খরচ পড়িত এক্ষণে তত খরচ
হইবে না সুতরাং টাকার সুদ কম হইল। এখন
টাকারও অতি অল্পসংখ্যক হইলেও চলিবে। ফলতঃ
পূর্ব্বাপেক্ষা ২০ টাকা খরচ কম হইল। এক্ষণে
উভয়েই লাভবান হইবেন। আদালতের দ্বারস্থ কাহা-
কেও হইতে হইবে না। সুখে সময় কাল চলিয়া
যাইবে। এই প্রস্তাবানুসারে কোন কোন স্থানে
কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে, প্রজাগণও স্বতঃ প্রবৃত্ত
হইয়া কার্য্য করিতেছে। এক্ষণে যদি এই প্রস্তাবটী
কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে নীলকরের
অত্যাচার একেবারে দূরীভূত হইবে।

দীনপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বিদ্যা
দানের অথবা বিদ্যাশিক্ষা বিস্তৃতির যিনি আনুকূল্য
করেন, তিনি সমগ্র সমাজের পূজ্য পাত্র। মহা-
রাণী স্বর্ণময়ী এই বিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য করেন
বলিয়া তিনি সাধারণের প্রীতির স্থান ও দেশের এক
জন প্রকৃত হিতৈষিণী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।
অনেকে তাঁহার ভরসা করিয়া অনেক স্থানে
অনেক বিদ্যালয় খুলিয়া পরিণামে দে
মহোপকার সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। অ
আমরাও সেইরূপ কতিপয় দরিদ্র বালক তাঁ
ভরসায় উৎসাহিত হইয়া ২৪ পরগণার অ
রায়-চৌধুরের অধীন দাদপুর গ্রামে একটী মধ্যমশ্রে
ইংরাজি বঙ্গবিদ্যালয় খুলিয়াছি, কিন্তু রীতিমত
না থাকাতে আমরা একখানি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মা
জন্য কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করিতেছি। আশা করি
আমাদিগের এই সদিচ্ছা পূর্ণ করিয়া দাদপুর
হরিকটস্থী গ্রামবাসীর ধন্যবাদভাজন
করিবেন

প্রাপ্ত।

মান্দ্রাজ যাত্রী

চিরশিশিরের অঙ্গবেষক্ত অনেকগুলি সুন্দর
দর্শন করিয়াছি। এত দিন মনে করিতাম, নয়
তালের তুল্য অপূর্ব্ব শোভা সম্পন্ন স্থান কুত্রাপি
কিন্তু নীলগিরি সন্দর্শনে আমার সে ভ্রম দূর
হইয়াছে, নীলাচলের মত সুন্দর স্থান কোথ
দেখি নাই। এখানকার উপত্যকা ক্রম ক্রমে অ
উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, চিরশিশিরের ন্যায় একব
অধিক খাড়া হইয়া উঠে নাই। পথের দুই
শুবাক ও নারিকেল বন; উহারা অধিত্যকা প্রদে
বিস্তার করে। স্থানে স্থানে কাঁটালের গ
বিস্তর দেখিলাম। এ অঞ্চলে কাঁটাল বা
সস্তা, এক গাছেই দুই, এঁচড় এবং সুপক্ক
দুই হইবে। পর্ব্বতের উপর নিবিড় বন;
অনেক, অন্যান্য সমস্ত গাছের নাম জানি
নিবিড় বনের মধ্যে লোহিত বর্ণ পুষ্পোপরে
এক একটী বৃক্ষ চতুর্দ্দিক আলো করিয়া আছে

আমরা পথিমধ্যে বুদুর, উডকামণ্ড এবং
পালঘাট এই তিনটী সুন্দর নগর দেখিতে পাইল
শেষোক্ত নগরটীতে অনেকগুলি গোরা দৃষ্ট হ
উডকামণ্ড (উটকামণ্ড) মান্দ্রাজের গবর্ণর
কালে আসিয়া হিমোদ্ভব বায়ু সেবন কর
এই স্থানটী অতীব রম্য, জলবায়ুও বিশেষ স্বা
কর। এস্থানের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া ম
বিলাতী লোকদিগেরও মনে ঈর্ষার উদয় হয়।
সিলং, নয়নীতাল, মসুরী, সিমলা অথবা
মত এস্থান কদর্য্য নহে। এখানে শীতের প
সহজানন ঋতুরাজ যেন বারমাস বিরাজ ক
থেন। হিমকরকা নাই, তুষার বৃষ্টিকণা নাই,
শীতের প্রভাবেও ত্বক ফাটিতেও হয় না। গ্রীষ্ম
অধিক তাপের প্রাদুর্ভাব নাই। পশ্চিমঘাট
প্রাচীর স্বরূপ হইয়া আছে, সুতরাং সাগরোত্থিত

মালা আসিয়া অন্যত্র জলবর্ষণ করিতে পারে না। ঘনিত উত্তকামণ্ড সমুদ্রতীর হইতে পাঁচ হাজার হাত উচ্চ, কিন্তু ইহার আসন্ন ভূমী এমন প্রশস্ত ও সমতল যে পর্ব্বতশিখরে আছি বলিয়া সহসা বোধ হয় না। প্রস্তাস্থ পর্ব্বত গুলি আস্তে আস্তে ঢালু হইয়াছে, উপলখণ্ড গুলি মনুষ্য কর্ত্তৃক দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, পর্ব্বতের অঙ্গ শ্যাম শাদ্বলে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের নীল যুকেলিপ্টস বন (Eucalyptus Globulus)। কয়েক বৎসর হইল, এই বৃক্ষ অষ্ট্রেলিয়া হইতে নীত হইয়াছে। ইহার পত্রগুলি [illegible] নীলবর্ণ এবং দেখিতে অতি সুদৃশ্য। [illegible] যে, এই বৃক্ষ ম্যালেরিয়ার বিষ বিনষ্ট করে। এই বৃক্ষের বৃদ্ধি শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়; ইহা ছয় কিম বৎসরের মধ্যে প্রায় বিশ হাত উচ্চ হইয়া উঠে। গবর্ণরের অট্টালিকার সন্নীপবর্ত্তি পরোপকার কূলে ইহার একটী চমৎকার উপবন রচিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বাটীর চারিদিকে রাজকীয় উদ্ভিদ্যানুশীলনের সুরম্য উদ্যান : Nilgiri Botanical Gardens, বৈদেশিক উদ্ভিদাদি অনুরোপণের নিমিত্ত প্রোদ্যেশিক সকল প্রধান প্রধান স্থানে এক একটী সরকারী উদ্যান থাকা আবশ্যক। বঙ্গদেশে শিবপুরে এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এবং আযোধ্যার মধ্যে সাহরনপুর ও লক্ষ্ণৌনগরে এ প্রকার উদ্যান আছে।

উটকামণ্ডের চারিদিকে কাফি চাষ। আমান, কাচাড়, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশে যাহার বিস্তর চাষ হইয়া থাকে, এখানে সেইরূপ কাফি ক্ষেত্র। এই চাষটিতে নীলগিরির সংস্রবোদ্ভূত ক্ষতি হইয়াছে। সাহেবেরা সস্তা মজুরে সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যানয়ন করিতে পারিলে, তাঁহারা চমৎকার কাফির চাষ বোপণ করেন, তুষির আবাদে বাঁধাইয়া না দিলে সমস্ত মৃত্তিকা শ্বেত হইয়া নিষ্ফল হয়, অবশেষে কেবল প্রস্তরময় হইয়া পড়ে, সেইজন্য আর কৃষিকার্য্য হয় না। এই স্থানে পূর্ব্বে কাফির চাষ হইয়াছিল তজ্জন্য এখন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বদেশ কাফিক্ষেত্র পরিত্যক্ত পড়ে।

পর্ব্বতের অঙ্গে মৃত্তিকা জমিতে অনেক কাল লাগে। এক ইঞ্চি চারি বৎসরের কম নয়, দুই চারি পুরুষেরও হয় না,—ইহা আমি মুখের কথা। সর্ব্বাগ্রে শৈবালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটী তুল জন্মে; সেই তুল সঞ্চিত অল্প অল্প মৃত্তিকা হয়, আবার সেই মৃত্তিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মে, তাহারা স্ফীত হইলে আবার কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা জন্মে। এই রূপে ক্রমশঃ মৃত্তিকার স্তর হয়। হইয়া উঠিলে কুশ কুশ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, পরিশেষে বড় বিস্তীর্ণ জঙ্গল হইয়া পড়ে। এই মাটী সঞ্চিত হইতে কত সহস্র সহস্র বৎসর গত হইয়াছে, কাফির কৃষকদিগের দ্বারা তাহা দুই চারি বৎসরেই ধুইয়া যাইতেছে।

আরও একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিতেছে। ঐ মৃত্তিকা ও জঙ্গল থাকাতে বর্ষার জল একস্থানে বাস করে, সুতরাং মাটী নরম থাকিত। তদ্ভিন্ন বৈজিক মৃত্তিকায় জল সঞ্চিত থাকিলে তাহা চুইয়া এক একটী নির্ঝর হয়, নিঃসরণ মান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর মিলিত হইয়া নদীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মান্দ্রাজে অনেক ক্ষুদ্র নদী হইত, কৃষিজীবী লোকেরা শত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত নদীর শাখা প্রশাখা যোগে জল আনিয়া স্ব স্ব ক্ষেত্র অভিষিক্ত করিত। পর্ব্বতের অঙ্গ এখন [illegible] পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে, একটী [illegible] চুয়নাই; আবার বর্ষার সমস্ত জল বহিয়া পড়িয়া যায়, মাটিতে শোষিত হয় না; সুতরাং নির্ঝর এবং নদী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। পাঠক! দেখুন, ব্রিটিস্ রাজক ব্রিটিস্ কৃষক ভারতবর্ষের পক্ষে কালস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই দিকেই তৎকর্ত্তৃক দোষতর অপকার ঘটিতেছে দেখিতে পাইবেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে, আজ কাল এই অনিষ্টের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অনেকটা কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন কাফিকরেরা আর সহজে ভূমি পায় না।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৪ ই মে, ডেলিনিউস নামক সাহেব [illegible] নামক স্থানে করিয়াছিলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৫ ই মে। মন্ত্রণাসভা [illegible] অধিবেশনার্থ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা [illegible] অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদিগকে [illegible] বলিতেছেন। [illegible] যে, সেনানায়ক ফেরাইদুন [illegible] নিযুক্ত করিবেন।

প্যারিস ১৫ ই মে। [illegible] সকাইকোলে মাসের হাতের [illegible] পরিচয় পাইয়া [illegible] কনেষ্টাবল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই মে। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের [illegible] আলেকজান্দ্রিয়ার অভিমুখে যাইতেছে তাহারা যাহাতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তজ্জন্য সুলতান তাঁহার নানা স্থানস্থ প্রতিনিধিবর্গকে তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন। ঐ আজ্ঞাপত্রে আরও লিখিত হইয়াছে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই কার্য্য দ্বারা মিশরে তুরস্কের যে আধিপত্য আছে, তাহার অবমাননা করা হইতেছে।

ভিয়েনা ১৬ ই মে। রুশ ও রোমানিয়ার সীমান্ত রডাই নামক স্থানে রুশিয়াধিপতি আলাহারে [illegible] ১০ হাজার ইতালি শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই মে। আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপিতে গ্রাডষ্টোন সাহেব স্বাক্ষর করিবার পর আয়র্লণ্ডের কয়েক ব্যক্তি [illegible] রক্ষা করিবার প্রস্তাব করাতে আয়র্লণ্ডের কয়েক ব্যক্তি [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] কোনোরূপ হেলে অসাম্প্রতিকভাবে বলিয়াছিলেন, যাহা পাওনা সম্বন্ধে কোন প্রকার বন্দোবস্ত হইলে অত্যাচার কমিবে এবং তিনিও গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন।

কায়রো ১৬ ই মে। খেদাইব বৈদেশিক কন্সালদিগের পরামর্শে মন্ত্রি সভার সভ্যগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই মে। পার্ণেল সাহেব [illegible] কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, গত রাত্রিতে টোরী সম্প্রদায় কনগ্রেসে পুনর্ব্বার এই কথার উল্লেখ করাতে পার্ণেল স্বয়ং ও তাঁহার অনুচরবর্গ এ কথা অবজ্ঞা ও অপমানসূচক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গ্লাডষ্টোনের সহিত ইহাতে যুক্ত হইয়া টোরী সম্প্রদায়কে ইহা প্রমাণ করিতে বলিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, জেনেরল [illegible] মানের মৃত্যু হইয়াছে।

মিশরস্থ বৈদেশিক কন্সালেরা সৈন্যদিগকে

লণ্ডন ১৮ ই মে

পলায়ন ও বিদ্রোহী আফিসরদিগকে নির্ব্বাসিত [illegible] করিতে উপদেশ পাইয়াছেন।

তুরস্কের লৌহাবৃত রণতরি মিশরে আসিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

লড কার্নেভণ্ড ও বর্কে যাহারা হত্যা করিয়াছে, তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য নিউইয়র্কের পুলিস ইউরোপের যেখান হইতে সদ্য বাষ্পীয় পোত যাত্রী লইয়া তথাকার বন্দরে আসিতেছে, সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৮ ই মে। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যে সকল যুদ্ধ-জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়ার অভিমুখে যাইতেছে তাহারা যাহাতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তজ্জন্য সুলতান তাঁহার নানা স্থানস্থ প্রতিনিধিবর্গকে তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন। ঐ আজ্ঞাপত্রে আরও লিখিত হইয়াছে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই কার্য্য দ্বারা মিশরে তুরস্কের যে আধিপত্য আছে, তাহার অবমাননা করা হইতেছে।

ভিয়েনা ১৮ ই মে। রুশ ও রোমানিয়ের সীমান্ত রডাই নামক স্থানে রুশিয়াধিপতি আলাহারে [illegible] ১০ হাজার ইতালি শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই মে। আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপিতে গ্রাডষ্টোন সাহেবের স্বাক্ষর দ্বারা দোষী ব্যক্তিদিগের বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করাতে আয়র্লণ্ডের কয়েক ব্যক্তি [illegible] করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের যে শাখা ২২ এ মে সোনারপুর হইতে বারুইপুর পর্য্যন্ত খুলিবার কথা ছিল তাহা আপাততঃ ১০ ই জুন পর্য্যন্ত বন্ধ রহিল। উক্ত তারিখের পর আবার নূতন সময় নিরূপণ পত্র প্রকাশিত হইবে।

কস্যখাল।

রঙ্গপুরের প্রাচীন সহর মাহীগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয়ে একজন ডাক্তারের প্রয়োজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা মেডিকাল কালেজ কিম্বা ক্যাম্পবেল [illegible]

...লের মাইনেপ অথবা ডিগ্রো প্রাপ্ত কার্য্য-
...র্থীর আবেদন ব্যতীত অন্যের আবেদন গ্রাহ্য
...বেন না। মাসিক বেতন ... টাকা। বাহিরেও
...হসা করিতে পারিবেন আবেদনকারীরা ১৮৮৯
...১ই জুনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট
আবেদন প্রেরণ করিবেন।

...র মিউনিসিপাল } ...কে, ডি ঘোষ, এম, ডি
...স ১৭ই মে ১৮৮৯। } ...ারম্যান চেয়ারম্যান।

বিবিধ সংবাদ

...শাখা ২২ এ মে সোমবার খুলিবার কথা ছিল, ...বিশেষ কারণে তাহা ১০ ই জুন পর্য্যন্ত বন্ধ ...ল। আমরা অসময়ে বিজ্ঞাপনটী পাওয়াতে ...নিরূপণ পত্র পূর্ব্বের ন্যায় এবারও প্রকাশিত ...।

...বৃহস্পতিবার রাত্রি প্রায় ৯ টার সময়ে কলি...তা নিমতলায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ...ব কাষ্ঠব্যবসায়ীর কাষ্ঠ পুড়িয়া গিয়াছে। অগ্নি ...ণের বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছু ...ফলোদয় হয় নাই। ক্ষতির পরিমাণ আজিও ...হয় নাই। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করি...ছ প্রায় ৮।৯ লক্ষ টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে।

...গত ১লা জৈষ্ঠ রবিবার হাওড়ার বাঙ্কব পুস্ত...য়ের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ...তে অনেকগুলি ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছি...। আমরা উত্তরোত্তর এই পুস্তকালয়ের উন্নতি ...ন বড়ই প্রীত হইয়াছি।

বোম্বাইয়ের মারহাট্টা ও বিদারি নামক সংবাদ সম্পাদকেরা কোলাপুরের শাসন সংক্রান্ত বিষয় দোষারোপ করাতে তত্রত্য কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের ...যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহাতে সম্পাদক...কে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সকলে উদ্যোগী ...একটী ফণ্ড খুলিয়াছেন। যাঁহার যেমন সাধ্য, ...সেইরূপ সাহায্য করিতেছেন। সে দিন ...আনন্দোদ্বাহ নাট্যশালা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ...পাধ্যায়ের "রোমিও জুলিয়েট" নামক বিয়োগ ...উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিয়া তাহার অভিনয় ...ন, এবং উপস্থিত অর্থ সম্পাদকদিগের সাহায্যার্থ দান করিয়াছেন।

...মহমদীয় ইতের অবতার মির্জা সাহেব ও ...ওতালা পরগণার ডেপুটী কমিশনর খাজা সাহেব ...ালী ভাবের পরিচয়ে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহারা পরস্পর হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

মেয়ে মানুষেরও এমন তেজ। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌর একটী ধনী দেশীয় স্ত্রীলোক ছোট আদালতে মকদ্দমা করিতে গিয়া কোন কারণে বিচারপতির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত ও উপানৎ প্রহার করিয়াছেন। বিচারপতি আদালতের অবজ্ঞা নিবন্ধন তাঁহার একশত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি বলেন এক জন দেশীয় টীকাদার চট্টগ্রাম মিউনিসেপালিটীর মাসিক টীকা দেওয়াতে আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার ৩ মাস সপরিশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আপীলে তিনি মুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁরাই কি আদর্শ বিচারপতি? আমাদের উপরের কর্ত্তারা ইহাঁদিগকে কিছু চাঁচিয়া ছুলিয়া লইলে ভাল হয় না?

১৮৮৮-৮৯ অব্দে বোম্বাই প্রদেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে সকল পুস্তকের প্রয়োজন হইবে, তত্রত্য পুস্তক বিক্রেতা কুপার সাহেব তাহার সরবরাহ করিবার চুক্তি করিয়াছেন। দেশীয়দিগকে উৎসাহ দিবার জন্য লর্ড রিপন গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এ দেশ হইতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন: কিন্তু ইউরোপীয়েরাই যদি সকল কাজের কাটাই লইলেন তবে দেশীয়েরা কি খোয়া যাইবেন? দেশীয় দিগের কি এ কার্য্যে কোম্পানী জুঠে না?

চার্লস হল নামক এক জন ইংলিশম্যান একটী দেশীয় স্ত্রীলোককে হত্যা করাতে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পের উন্নতি কামনায় এই আদেশ দিয়াছেন যে ভবিষ্যতে ক্যাসপাসাল কন্‌ষ্ট্রাক্টকে উনন ও ডক বাঁধিবার যে সকল মুৎপাত্রের প্রয়োজন হইবে তাহা স্থানীয় শিল্পবিদ্যালয় হইতে ক্রয় করা হইবে। ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিলে কিছু কম মূল্যে পাওয়া যাইত, কিন্তু দেশীয় শিল্পের উন্নতির নিমিত্ত কিঞ্চিৎ উচ্চ মূল্য দিয়াও ক্রয় করা হইবে স্থির হইয়াছে।

পার্সিসবানিরা অশ্বমাংসের বিলক্ষণ স্বাদ পাইতে ফরাসীরা ইহার কিছু অধিক প্রিয়। তথায় এই মাংস ভক্ষকদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭৫ অব্দে ৭ হাজার অশ্ব এই নিমিত্ত বধ হয়, ১৮৮০ অব্দে ... হাজার এবং ১৮৮১ অব্দে ... হাজার অশ্ব বধ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অশ্ব মাংস ভোজীরা গত বর্ষে ৪ শত গর্দ্দভ ও খচ্চরের মাংস খাইয়াছে। ফরাসিদিগের কমরানল বড় প্রবল দেখিতেছি তাহাদের উদরে সকলই যে ভস্ম হয়

বরদার গুইকুমার কাপড়ের কল খুলিবার সং... করিয়া বোম্বাইয়ের গ্রীভস কোম্পানিকে বি... হইতে কল আনাইয়া দিবার অনুমতি দি... ছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন মহারাজ ছোল... পুষ্করতীর্থের পাণ্ডাদিগকে বিলক্ষণ পুরস্কৃত করিয়াছেন। পাণ্ডারা যেমন অর্থপ্রিয়, মহা... তাহাদিগকে তেমনি ভক্ত করিয়াছেন। মহা... তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে প্রায় ১১ শত পাণ্ডা উ... স্থিত হইয়া দাঁত মাজিবার যোগাড় দেখিতেছি... মহারাজ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া দেবা... করিবেন বলেন, এবং পাণ্ডাদিগকে জানান, ... তাঁহার সহিত উপবাসী থাকিয়া স্বস্ত্যয়নাদি করি... পারিবেন তিনি ৮০ দক্ষিণা পাইবেন। পাণ্ড... অগত্যা তাহাই স্বীকার করেন, অবশেষে তোল... স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া গোপনে পান্থিতে ক... আজমীরে গমন করেন। পাণ্ডারা একটী পয়... দক্ষিণা পান নাই! রাজা কৌতুক করিয়া দ... দেন নাই বটে, কিন্তু পাণ্ডারা পুরুষপুরুষানু... বিলক্ষণ দক্ষিণা দিয়াছে।

তোলি স্বাধীনতাকে হিন্দুস্থানীরা যে অ... গীত গায়, তাহার নিবারণের জন্য অযোধ্যার ... বদার ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট আ... দন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আজও ... সংকল্প, তবে কার্য্য করে হইবে? শুভস্য শীঘ্রম্।

বোম্বাইয়ে ইউনিভর্সিটির সম্বন্ধে নূতন নিয়ম... লিত হইতেছে। ভবিষ্যতে যাঁহারা এটর্ণি হই... তাঁহাদিগকে এল, এল, বি অথবা বি, এ প... উত্তীর্ণ হইতে হইবে। তবে যদি কেহ ই... ভাষায় বিলক্ষণ বুৎপন্ন অথচ কোন পরীক্ষায় ... হন তাহা হইলে তিনি হাইকোর্টের জজদিগের ... আদেশক্রমে অটর্ণির কার্য্যে নিযুক্ত হ... পারিবেন। এইরূপ লোককে বলে, ... শ্রেণীর লোককে ৭ বৎসর এবং তৃতীয় শ্রে... লোককে ৪ বৎসর অটর্ণির কার্য্য ক... হবে।

দুর্গাপূজার বন্ধ উপলক্ষে ডাকঘরের মণি অ... বিভাগের কার্য্য বন্ধ থাকে। এতদ্ভিন্ন যেমন ... বইর হয়, ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষ লোকের সু... নিমিত্ত বন্ধের সময়েও দুই একবার টাক... ব্যবস্থা করিতেছেন।

কলিকাতার দক্ষিণ উপবিভাগের ৭ মাই... ট্রামওয়ে কোম্পানির নিকট সম্প্রতি হইতে ... ভাড়া পর্য্যন্ত দেড় আনা ভাড়ার স্থানে এক ... ও লালদিঘী পর্য্যন্ত দুই আনার স্থানে দেড় ... করিবার জন্য এক আবেদন করিয়াছেন।

আমাদের কার্যপুরুষ সংবাদদাতা রেলওয়ে সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কৃত্তান্তগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

লওয়ে কোম্পানির নাম	১৮৭১	১৮৭২	১৮৭৩	১৮৭৪*	১৮৭৫	১৮৭৬	১৮৭৭*	১৮৭৮	১৮৭৯	১৮৮০
ইণ্ডিয়ান	২৬৫	২৮৮	২৯৯	৩৭১	২৯৩	৩৫৪	৪৪২	৩৯৭	৪১২	৪২৯
রল বেঙ্গল	২১	২৮	৩০	৩৫	২৯	৩৩	৪৩	৪২	৪০	৪৪
ঞ্জ, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ে	৪২	৪৬	৫৩	৬৬	৫৫	৬৬	৮৩	৮০	১০৯	১২১
স্রাক্ত রেলওয়ে	৫৯	৬২	৬৮	৫৯	৬৪	৭১	১০০	৬৬	৬৬	৬১
আই, পি, রেলওয়ে	২০২	১৮৭	১৮৮	২০১	২১৫	২৪৫	৩০৭	২০৩	২৫২	২৪৯
বি, সি, আই, ঐ	৫৪	৫৬	৫৫	৫৮	৬৩	৬৭	৭৭	৬৯	৭১	৮২
মোট	৬৪৩	৬৭৭	৬৯৩	৭৯০	৭১৯	৮৩৪	১০৭৩	৯৩৭	৯৭০	৯৮৬
সালে যত মাইল লাইন খুলা য়াছে।	৬৯	৬৯	২০৪	৫৮১	৮৮২	৯৩৪	১২৯১	২১৬৮	২৪১৪	২৯২৭

* ১৮৭৪। ১৮৭৭ সালে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, এজন্য এই দুই বৎসর অন্যান্য সাল অপেক্ষা রেলওয়ে কোম্পানিদের ব্যয় অধিক হইয়াছিল।

ইংলণ্ড ও ওয়েলসের মধ্যে গত ১৮৭৯ সাল ধ্য সর্ব্বশুদ্ধ ১২৫৪৭ মাইল খুলা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে গত ১৮৮১ সালে ৯৩২৫ মাইল খুলা তন্মধ্যে ষ্টেট রেলওয়ে—২৯৩১ মাইল।

ষ্টেট	২৯৩১	ঐ
ইণ্ডিয়া	১৫০৪	ঐ
ষ্টিড রেলওয়ে	৪৫০১	ঐ

ইংলণ্ডের রেলওয়ে সম্বন্ধে গত ১৮৭৯ সালে মে ট শতকরা ৩·৯৫ (দশমিক ৯৫) ভারতবর্ষে গত ১৮৮১ সালে শতকরা ৪·৬৮ (দশমিক ৬৮) লাভ হইয়াছে।

সমস্ত ষ্টেট রেলওয়ের মূল ধন			২৯৩৪৩৫৪৯৪ টাকা।
গরাণ্টিড	ঐ	ঐ	৭২৬৭৮৬৯৯১ ঐ
ষ্ট ইণ্ডিয়ান	ঐ		৩৪২৭১৩২·৪ ঐ
		মোট	১৩৬, ২৯, ৩২, ৭০৯
যত বাদ আয়		মোট	৬ ৩৭ ৫৩ ০০২

ব্রহ্মদূত সন্ধির চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণর জেনা- রও সে বিষয়ে বিলক্ষণ মত আছে। কিন্তু লযোগ বাঁধাইবার মূলীভূত কতকগুলি লোকের মত নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান ব্রহ্ম- ভারত এবং সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ন. বিশেষতঃ তিনি পাগল ও নরহত্যাকারী এব তাঁহার সহিত সন্ধি না করিয়া স্বতন্ত্র এক ককে সিংহাসন প্রদান করাই আবশ্যক। সন্ধির টী প্রকরণে এই নিয়ম করিলে কি এ রাজা যদি সুনিয়মে না চলেন ও রাজ্যশাসন না ন, এ সন্ধি ভঙ্গ হইয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা বা দেখা কি উচিত নয়?

একজন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় চীফকমিশ তাঁহার কার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এ সংবাদটী যদি এর বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। মহাকবি ক্তি বহুকাল হইল লিখিয়া গিয়াছেন "যাত্ত- ও পদার্থানাম্বরঃ কোঽপি হেতুর্ন খলু বহিক- ন্ন প্রীতয়ঃ সংশয়ন্তে।"

মানকর ও পানিগড়ের মধ্যে যাহারা রেলওয়ের লোহ রক্ষা করিয়া ডাকগাড়িকে রেলচ্যুত খার চেষ্টা পাইয়াছিল তাহারা ধৃত হইয়া দোষ ার করিয়াছে। এ দুরাত্মাদিগের গুরুতর দণ্ড আবশ্যক।

বোম্বাইয়ের একাউণ্টাণ্ট জেনারল এই আদেশ রিত করিয়াছেন যে, অতঃপর গবর্ণমেণ্টের টভুক্ত দেশীয় রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত ভদ্রতা কহ নামের পূর্ব্বে "মিষ্টর" শব্দ ব্যবহার

নবাব মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, বাবু কানাইলাল দে বাহাদুর প্রভৃতি এই নূতন সমিতির হইয়াছেন। মৌলবী নবাব আবদুললতিফ বাহাদুরকে যে এ সভার সভ্য করা হইয়াছে, আমাদিগের মনঃপূত হয় নাই। বাবু বঙ্কি চট্টোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্র করেকটী মহাত্মা ব্যতীত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদি মধ্যে অনেকেরই সহিত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভা "মামা মাশুর" ভাগিনের বউ সম্পর্ক" এ লিখিলে আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব সত্য কথা বলিতে কি ইহাঁদের মধ্যে শ দশ জনের বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার আ কি না সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে।"

ময়মনসিংহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব সা এক বিষয়ে বিচারদক্ষতার পরিচয় দিয়াছে ভদ্রতা এক ব্যক্তির গৃহে এক খানি বহুকা পুরাতন তরবারি ছিল, কার্য্যকুশল পুলিষ অ সন্ধান করিয়া গৃহস্বামীকে বিনা লাইসেন্সে ত বারি রাখা অপরাধে ধৃত করিয়া চালান দেন, বিচা পটু সাহেব তাহার ৩ মাস কারাবাসের আ দিয়াছেন। অস্ত্র সংক্রান্ত আইনটী ইংরাজ গ মেণ্টের ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রকাশ করিতে যে ভয়ে তাঁহারা এই আইনটী বিধিবদ্ধ করি ছেন, প্রকৃত পক্ষে সে ভয় উপস্থিত হইলে ইহা রক্ষা হইবে না। কেবল ঐ আইনটী অবিচারে প্রযোজিত হইবার মূল হইয়াছে এবং এ দেশীয় ভী লোকদিগকে ভীরুতর করিয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট খিদিরপুরের বার কোম্প নীর কৃত সাবান ডাক্তারখানা ও পাগলাগার ব্যবহার করিবার আদেশ দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বলরামপুরে মহারাজ অযোধ্যা ও বিন্ধ্যাচলের দেব মন্দির সমূহে প্রতিবাসী দরিদ্র ও পীড়িত ব্যক্তিদিগের নিমি অন্নসত্র করিয়া দিবার উদ্দেশে এক লক্ষ টাকা দা করিয়াছেন। এরূপ দানে কতকগুলি অলস দর্শে প্রশ্রয় বৃদ্ধি করা হয়। এ ব্যবস্থা না করিয়া সমস্ত প্রসিদ্ধ হিন্দু দেবমন্দির সংস্কারের অভা ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, তাহার সংস্কারের ব্যব করিলে ভাল হইত।

আমাদের মোকামস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছে "গত ৭ ই মে বাজিতপুর ষ্টেষণের নিকটে রা ভাঙ্গিয়া গিয়া ডাউন মেইল ট্রেন প্রায় ৩। ৪ ঘণ্ট বিলম্বে দাউদ ষ্টেষণে পৌছানতে মেইল এক দি পড়িয়া থাকে। ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের বন্দোবস্ত দেখিলে ছেলেখেলা ভিন্ন অপর কিছুই বলি

যায় না। সন্ধ্যার পর প্রায় রাস্তার দোষে ট্রেনের
স্থ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি
হইতে বারিপুর পর্য্যন্ত বাতাসে বালুকা উড়
হইলেও গাড়ির গতায়াত বন্ধ হইয়া যায়।
জন্যই বুঝি বাড় ঘাট বন্ধ করিয়া মোকামা
খুলিবার বন্দোবস্ত হইতেছে।
মোকামা ষ্টেষণে সমস্ত ট্রেণই প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ও
ধিক সময় থামিয়া থাকে। এস্থানে আরোহীরা
ভরণ করিয়া আপন আপন শৌচ ক্রিয়া ও
রাদি সম্পন্ন করে। কিন্তু অপ ট্রেণের
রোহীদিগের ক্লেশ দর্শন করিলে অতিশয় কষ্ট
কারণ, অপ প্লাটফরমের উপর পায়খানা
। আরোহীরা বৃষ্টির সময় বৃষ্টি ও দারুণ
ষ্টের সময় রৌদ্র ভোগ করিয়া পুলের উপর দিয়া
ন প্লাটফরমে না যাইতে পারিলে কোন মতেই
চারি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন না। বিশে-
স্ত্রীলোকদিগের ক্লেশ অত্যন্ত অধিক। কারণ
ট দেখাইবার নিমিত্ত লোকের জনতা নিব-
ক্লেশ ভোগ করিতে না পারিলে কিরূপে
ারা শরীর সুস্থ রাখিতে পারে। এই জন্যই
য়ে সময়ে আরোহীরা পীড়িত হয় ও গাড়ী ময়লা
য়া অপর লোকদিগকে পীড়িত করিয়া থাকে।
ন চেঞ্জিং ষ্টেষণের অপ প্লাটফরমে পায়খানা
নির্ম্মাণ করা যে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষগণের অত্যা-
ক ইহা সাধারণেই স্বীকার করিবেন।"

" আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া-
ন, সংপ্রতি ২।১ খানি গ্রামে বিসূচিকা দেখা
াছে। এক খানি গ্রামে এক সপ্তাহের মধ্যে ২২
নর মৃত্যু হইয়াছে " অনেকের আবির্ভাব ও
রোভাবের কাল নির্ণীত হইয়াছে, কিন্তু ওলা-
র আবির্ভাব তিরোভাবের কোন কাল নি-
রূপণে পারিলেন না। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হই
ম, আমাদের বাটির অনতিদূরবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে
লাউঠা দেখা দিয়াছে।

আমরা বেঙ্গসরাই হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদটী
প্ত হইলাম " ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী
ভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন
াশয় গত সপ্তাহে বেঙ্গসরায়ে শুভাগমন করিয়া
মাবেশে ছয়টী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঈশ্ব-
হ ও ধর্ম্মোদ্দীপনা অত্যন্ত আবাল বৃদ্ধের চিত্তাকর্ষণ
রিয়াছিল। এমন কি, তাঁহার সহিত সম্ভাষালাপ
রিয়া এখানকার ভদ্র মুসলমানগণও প্রীতি প্রকাশ
রিয়াছিলেন। ১।৩ ক্রোশ দূর হইতে বক্তৃতা
নিতে লোক সমাগত হইয়াছিল। তাঁহার উপ
শ ও উদ্দীপনায় এখানে একটী " সুনীতি সভা
ণী সভা " স্থাপিত হইয়াছে এবং অদ্যত্ব আর্য্য
ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী
সভার নিয়মানুসারে " তৎসহযোগিনী সভা " হইল।
অদ্যত্ব সভা ভারতে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে যথোচিত
অর্থানুকূল্য করিয়াছেন।"

বগুড়াবাসীরা সার্প সাহেবকে ছাড়িতেছেন না।
তাঁহার অত্যাচার-পীড়িত কত কগুলি লোক তাঁহার
দোষ ব্যাখ্যা করিয়া গবর্ণর জেনারলের নিকট আবে
দন করিয়াছেন। ইডেন সাহেবের নিকট অত্যা-
চারের প্রতিকারার্থ আবেদন করাতে তাঁহার পদ-
বৃদ্ধি হইয়াছে। এবার আবার হয় ত তাঁহার আরো
পদ বৃদ্ধি হইবে। যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায়
বগুড়াবাসীদিগের অধিক আন্দোলন করা উচিত
নয়। লেবু অধিক মর্দ্দনে তিক্ত হইয়া থাকে।

সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত কে, ডি গুপ্ত সংক্রান্ত অনর
পরীক্ষা দেওয়াতে ৫ সহস্র টাকা পুরস্কার পাই-
য়াছেন।

দুর্গোৎসবে ১২ দিন ছুটী দিবার নিয়ম বাহাল
রাখিবার আদেশ হওয়াতে বণিকসভা গবর্ণর জেন-
রলের নিকট উহা হ্রাস করিবার জন্য দরখাস্ত
করিয়াছেন। বণিক সভা এত নিদারুণ কেন? কম
চারিরা ত শরীর বিক্রয় করিয়াছেন। ১২ দিনের
নিমিত্তও যদি তাঁহারা জাতীয় মহোৎসবের প্রসাদে
দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা সুখ
অনুভব করেন, তাহাও বণিক সভার অসহ্য হইল!

জাতীয় মুসলমান সভার অধিবেশনে স্থির হই-
য়াছে, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসন সংক্রান্ত
কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য একটী কার্য্য নির্ব্বাহক
সভা প্রতিষ্ঠা, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ
একটী প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা স্থাপনের নিমিত্ত
তাঁহারা ষ্টেট সেক্রেটারির অনুমতি প্রার্থনা করিবেন
এবং উকীল ও এটর্ণীদিগের পরীক্ষার বর্ত্তমান নিয়ম
আর ৫ বৎসর যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার জন্য
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট প্রার্থী হই-
বেন। এটী বড় আনন্দের সংবাদ। আমাদের প্রার্থনা
এদেশীয় সাধারণ সভা মুসলমান সভার সহিত মিলিত
হইয়া প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা
করেন

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হেমচন্দ্র দত্ত ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতে বদলী হইলেন।

খোড়্দার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী গোলাম দিল
বিনা দিনের জন্য সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকার ব
হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাটালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টার বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটো
য়ায় বদলী হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন বাবু ভুবনমো
মহার প্রতি ১৮ ই তারিখে যে আদেশ হয়, তাহা রহিত হইল

পুরীর সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু দুর্গাদাস মুখোপাধ
কটকে বদলী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

ভাগলপুরের জুবর্ডিনেট জজ এবং মুন্সেফ ও ভাগলপু
ছোট আদালতের জজ বাবু বোলাকিচাঁদ ২ মাস চুটী লওয়
২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরার প্রথম মুন্সেফ বাবু রমা
শীল তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত যশোহর সদর ষ্টেষণের মুন্সেফ হইলেন
হুগলীর অন্তর্গত ভাদামাসাদের মুন্সেফ বাবু বরদাপ্রসন্ন
২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটের মুন্সেফ হইলেন:

কটকের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু ত্রিগুণাপ্রসন্ন বসু মুর্শি
সদর ষ্টেষণের মুন্সেফ হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জ
ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার ক
পারিবেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত নাতকানিয়ার মুন্সেফ বাবু ভবকুমার
ঐ জেলার অন্তর্গত উখিয়ার মুন্সেফ বদলী হইলেন

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ।

গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে " এলাহাবাদ হৈ
ষিক কুরীতি নিবারণী সভার " অনুষ্ঠানপত্র প্র
ত হইয়াছে। অনেক দিবস হইতে এ
আমাদের কয়েকটী কথা বলিবার বাসনা ছিল, কি
তাহার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হই নাই। আ
দেখিতেছি, এই ভয়ানক কুরীতি
লইয়া আমাদের সমাজ মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশাধি
লাভ করিয়াছে, আমরা অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূপ উ
ড়িতে হইতেছি, তথাপি তাহার প্রতিবিধান কি
একপরিকর হইতেছি না। বোধ হয়, কাহারও অ
দিতে নাই যে আজকাল মধ্যশ্রেণীর ভদ্র লোকদি
কন্যার বিবাহ কতদূর কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়া
তাদৃশ ভদ্র লোকদিগের গৃহে কন্যাসন্তান জ
আনন্দ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের ম
অশনিসম্পাত হইল বলিয়া বোধ হইয়া থা
এবং সেই দিবস হইতে তাঁহাদের অন্তরে চি
বীজ রোপিত হয়। কি প্রকারে তাঁহারা চ
দিগকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবেন, ত
ভাবিয়া আকুল। কাহার এরূপ ইচ্ছা যে ত
স্নেহসম্বর্দ্ধিত কন্যাকে অসৎপাত্রে ন্যস্ত করিয়া

ব সকল স্থল হইতে জাগ্রমেত বঞ্চিত করেন ?
ভাবিয়া দেখা উচিত, সেই অভিলাষ পূর্ণ
তে হইলে তাঁহাকে কত বিঘ্ন অতিক্রম করিতে
যে সময়ে কৌলীন্য-প্রথা সমধিক প্রচলিত
তখন একজন কুলীন সন্তানকে কন্যা সম্প্রদান
তে হইলে কিছু কুলমর্য্যাদা টাকাদি দিতে
, কিন্তু এক্ষণে তাহার হস্ত হইতে সমাকর্ষণ
ত্রাণ লাভ করিতে না করিতে দ্বিতীয় আর
দয়ানক মিশ্রন কুলীনের হস্তে পতিত হইতে
ছে। পূর্ব্বে বল্লাল সেন যেরূপ কৌলীন্যের
প্রচলিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহা
পরাৎ ফিরোঁচিত হইতে চলিল। সম্প্রতি
বিবাহের এক প্রকার নূতন কুলীনের সৃষ্টি করি
ন। তথা হইতে যিনি যে কয়েকটী উপাধি
করিয়াছেন, তিনি তদনুসারে কুলীনত্ব
ত হইতেছেন. আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে মহা-
বৃদ্ধি হইতেছে। এদিকে উপাধিপ্রাপ্ত যুবক-
র বৃদ্ধাঙ্গীয়রা এরূপ পাত্রের বিবাহোপলক্ষে
তপ্রত করিবার মানসে বিশেষ আশান্বিত
। বসিয়া আছেন। তাঁহারা কন্যাকর্ত্তাদিগের
ট হইবে, তত কেন পণ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইবেন না
াদের অতৃপ্ত আশা কিছুতেই প্রশমিত হয় না
র " তথী পাশ " করা পুত্র আছে তাহার বিবা
লক্ষে কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠাইতে
সহস্র টাকার আকাঙ্ক্ষার তালিকা প্রেরিত
এবং তাহাতে কিন্তু সার টাকার কথা
কল। বরকর্ত্তা চাহিতেছেন না, সুতরাং
র জন্য আর একটি বাড়ী করিয়া দিতে হইবে,
ত্তও দাবিস্থ হইল, তাঁহার এক অবিবাহিতা
া আছে তাহার বিবাহের ব্যয়ভার হইতেছে
এ এক প্রকারে এরূপ ঘটে
ক্তিকে কি প্রকারে এরূপ ঘটে
ন্তানে করিতে সমর্থ হইতে পারেন ? তাঁহার
ইলে পারেন ? কখনই নহে। অনঙ্গত ব্যয়
ন হওয়া হয়। ইহাপেক্ষা আমরা যে
ঘটিত উল্লেখ করিলাম তাহাতেও হয় অপবাদ
ত হয়, পক্ষান্তরে এরূপ ঘটিয়া সর্ব্বত্র ঘটিয়া
ক। যাহা হউক এই কুপ্রথা হইতে
মাদের আশা উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং
র প্রতিকার আশা করা হইয়াছে। যাঁহা-
ধর্ম্ম ভয় এবং পাপকর্ম্ম ভোগ আছে তাঁহাদের
ত আপাততঃ ইহা বিশেষ অনিষ্টপ্রদ বলিয়া
ধমন হইবে কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে
ল যদি বিবাহ ব্যয় সঙ্কুচিত সংক্ষেপ হইয়া পড়ে
তা হইলে তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না,
রূপে যে আর দুটী বা ততোধিক পুত্র আছে,
ন করিতে সমর্থ হইবেন ? তাঁহার যে কন্যা নাই বা হইবে না এরূপ কখন সম্ভাবিত নহে, আজ যদি তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে কন্যাকর্ত্তার ক্ষমতানুযায়ী দান, পণ গ্রহণ করেন, কল্য তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য নিজ আবাসভূমি বিক্রয়ের কল্পনা আর করিতে হইবেনা। সুতরাং ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সকলেই যদি এক অভিপ্রায়ে কার্য্য করিতে অগ্রসর হন তাহা হইলে বর এবং কন্যার এই উভয় পক্ষের কখন কোন সময়ে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে সমাজ এই ভয়ানক কুরীতি নিবারণের জন্য কৃতবিদ্য যুবকদিগের মুখাপেক্ষা অবশ্যই করিবে, তাঁহারা এখন হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন, যখন উপযুক্ত সময়ে তাঁহারা পাণিগ্রহণ করিবেন তখন তাঁহাদের পিতা বা আত্মীয় স্বজনকে কন্যাকর্ত্তাদিগের ক্ষমতানুযায়ী দান পণ গ্রহণ করিতে বিশেষরূপে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। কিন্তু অনেক সময় ইহা আবার দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল কৃতবিদ্য যুবক বাহিরে এতাদৃশ অন্যায় কুপ্রথার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে তখন তাঁহারা পিতার অনভিমতে কার্য্য করিতে সাহস প্রকাশ করেন না, ইহা নিতান্ত লজ্জার এবং ঘৃণার কথা সন্দেহ নাই। কারণ যে কার্য্য তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত ঘোর অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে সামান্য স্বার্থের জন্য তদ্বিষয়ের বলপ্রকাশ পূর্ব্বক তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে বিমুখ হওয়া অতীব দুঃখের বিষয়। সে যাহা হউক আমরা " এলাহাবাদের বৈবাহিক কুরীতি নিবারণী সভার " অনুষ্ঠাতাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করি। সমাজের প্রার্থনীয় অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই তাঁহাদের হৃদয় বাপিত হইয়া থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই এক্ষণে হইতে মনে পুষ্টিসাধনের সবিশেষ যত্ন করা উচিত হইয়াছে। আমরা সাধারণতঃ সকল বিষয়ে যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়া থাকি এ সভার প্রতি যেন তদনুরূপ না হয়, ইহা আমাদের একটী বিশেষ প্রার্থনা। তাহাদের ইহা স্মরণে রাখা উচিত পৃথিবীতে যে সকল মহৎকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা অনেক ব্যক্তির দ্বারা কখনই অনুষ্ঠিত হয় না সুতরাং তাঁহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন যদি আত্মোৎসাহ না হইয়া অপরে হইতে তাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহা হইলে ভাল যাহাতে তাহা যে সুফলপ্রদ করিবে এ কথা বলিতে পারা যায়

লোহারাম হাইকোর্ট চীফ জষ্টীস সাণ্ডার্স সাহেবের সহিত অত্রত্য ছোট আদালতের জজ আলেকজাণ্ডার সাহেবের সম্প্রতি মনান্তর ঘটিয়া উঠিয়াছে। যেরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতে তাহাতে বোধ হয় এ অগ্নি শীঘ্র নির্ব্বাপিত হ ছেনা।

উক্ত বিবাদের কারণ এই,—ডাক্তার ওকো সাণ্ডার্স সাহেবের কন্যার চিকিৎসা করেন, এ যথা সময়ে তাঁহার দর্শনীর টাকার প্রার্থনা করি পাঠান। প্রত্যুত্তরে সাণ্ডার্স সাহেব এই লেখেন তাঁহার নিকট আপাততঃ টাকার বিশেষ অসুবি সুতরাং তাঁহাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হই আর এরূপ না ঘটিলে বোধ হয় তাঁহার পত্র লি বার পূর্ব্বেই টাকা প্রেরিত হইত। দ্বিতীয়বার ব ডাক্তার সাহেব তাঁহার টাকা চাহিয়া পাঠা না, তখন অগত্যা সাণ্ডার্স সাহেবের নামে ছে আদালতে অভিযোগ করিলেন। ডাক্তার সাহে ঋণ স্বীকার করিয়া সাণ্ডার্স সাহেব যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আলেকজাণ্ডার সাহেব সেই সাণ্ডার্স সাহেবের হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে পত্র তিনি লিখিয়াছিলেন কি না ? সাণ্ডার্স সা তাহা অস্বীকার করেন না। তৎপরে এই প্র হইল,ডাক্তার সাহেব কত টাকার দাবী করিয়াছেন সাণ্ডার্স সাহেব বলিলেন ১০০ শত টাকার। এ কথার পর আর অধিক বাকাব্যয় না করি আলেকজাণ্ডার সাহেব মকদ্দমা ডিক্রী দিয়াছে বিলাতে এই আইন প্রচলিত আছে, যে সকল ডাক্ত স্বীয় নাম রেজিষ্টরী করেন না তাঁহারা দর্শনী টাকার জন্য নালিস করিতে পারেন না। উক্ত মহোদয় এই নজীর লইয়া আপনার মকদ্দমা লড়ি গিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে উক্ত আইন ভা ব* প্রচলিত নাই। যাহা হউক এই প ক্ষান্ত হইলে সকল গোল মিটিয়া যাইত; সাণ্ডার্স সাহেব ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এই মকদ্দ পুনর্ব্বিচারের জন্য হাইকোর্টে এক আবেদন কর উক্ত আবেদনে এই লেখেন যে, তাঁহার বক্তব্য কি কিছুই না শুনিয়া ছোট আদালতের জজ মক ডিক্রী দিয়াছেন, আর উক্ত জজ সাহেবের সহি পূর্ব্বে তাঁহার কখন পরিচয় ছিল না। এই মকদ্দ উপলক্ষে জজ তাঁহার প্রতি যেরূপ অসৌজন্যতা প্র পন করিয়াছেন এবং আরও কয়েকটী কারণের উ তাঁহার ইহা অনুমান হয় যে, আলেকজাণ্ডার সা সুরা পান করিয়া আদালতে উপস্থিত হইয়া থা বেন। গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে এই মক নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। বিচারপতি ষ্ট্রেট সা নিম্ন আদালতের রায় বাহাল রাখিয়া সাণ্ডার্স স এর আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। শুনি সাণ্ডার্স সাহেব ছোট আদালতের জজের নামে পান করিয়া আদালতে উপস্থিত হইয়াছেন ই

...ছেন, তাহাতে তাহা সাধারণ
...ইকার করিতেছি।

...ছে, তাহা আবশ্যক সংস্কারে
...ক হইবার সম্ভাবনা।

...ছেন, তিনি যে রাস্তাটী তুলিয়াছেন
...ক; অমনি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্য
...বার জন্য প্রায় দুই মাইল পথ পরি
...ছি। দেখিলাম, রাস্তার সেখানে যেমন
...ই আছে, সেখানেটী তেমন উচ্চ ও যেখানটী
...ই আছে, সেখানেটী তেমন নীচ আছে। কেবল
...য়া, কোথাও বা অনাবশ্যক স্থানে দুই
...টি মাটী কিম্বা ঘাস দিয়া কার্য্যসমাধা
...ছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এ কার্য্য
...য়া লইবার লোক কেহই নাই। এ দিকে
...ত নূতনমাটী কতক ধুইয়া গেল কতক
...কস্মে পরিণত হইল। অবিষ্যতে কণ্ট্রাক্টর
...য়াসেই বলিবে, "আমি উহাতক্ষণ মেরামত
...ছিলাম, বর্ষায় সমস্ত নষ্ট হইয়াছে।" প্রস্তাব
...ঠা ও চলার কাদালা, দুই বাঁই বিলম্ব
...টাকা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এইরূপেই সহায়
...খাকে। আমরা আশা করি, হুগলীর ম্যাজি
...ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয় ইহার সদুপায়
...ন।

...মড়ায় পোষ্টাফিস ও পোষ্টমাষ্টারের
...ন উপস্থিত হইয়া অনেক সময়ে সাধারণের
...বার ক্ষতি হইতেছে। এ সকল নূতন স্থানে এই
...বের অধীনে অধিক দূর, এজন্যই গ্রাম
...গুলি লইয়াই প্রধানতঃ পোষ্টাফিস স্থাপিত হয়।
...ছয়। যে পিয়নের উপর ডাক
...ত, নূতন বন্দোবস্তে তাহার ঘাড়ে সে
...ভার পড়িয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে পোষ্ট
...পোষ্টমাষ্টার বাবু আমাদিগকে যে নূতন
...বস্ত করিয়াছেন, তাহা সকলাপেক্ষাও ভাল
...বের বিশেষ সুবিধাজনক। দ্বিতীয়তঃ, অধি
...ছে, অথচ ও কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে
...ছে পোষ্টমাষ্টার বাবুর নিকট হইতে
...ন নিকট হইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট
...করেন। সে এই কারণে বিশেষ বৃদ্ধি পরি
...ছে পোষ্টমাষ্টার বেচারা কাযে ব্যস্ত
...ত" ইত্যাদি এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট
...ক্ষ হইয়াছে। সে যে কারণে

...আমাদিগের অনেক দিন হইতে দেখিতেছি দুরা-
...শয় খিদমদ্গিরকে সত্বর স্থান স্থগিত না করিলে আর
...চলিবে নাই। কারণ উহাদিগের জন্যই অনতিপুক্কে
...পোষ্ট আপিসের বিশেষ ক্ষতি হইবার উপক্রম হইয়া-
...ছিল। কেবল বর্ত্তমান পোষ্টমাষ্টার কেদার বাবুর
...চেষ্টাতেই তাহা হইতে পারে নাই। কেদার বাবু
...সবলভাবে পঞ্চপাদশূন্যাদ্দাদ স্বকর্ত্তব্য সাধন করি-
...তেছেন। খিদমদ্গারদের আচরণ যুক্তিস্থ সুপারিণ্টে
...ণ্ডেণ্টের গোচর করা হইয়াছে। এক্ষণে দেখা
...যাউক তিনি কি বিচার করেন।

...মড়ায় আপদকাল সকলময়ই বড় প্রবল। প্রায়
...১। ৩ মাস হইতে ৫। ৫ টা ফৌজদারী মকদ্দমা
...লাগিয়াই রহিয়াছে। খাবলাটা, মাথাভাঙ্গা, বল-
...পূর্ব্বক অপরের গৃহ হইতে দ্রব্যাদি আনয়ন প্রভৃতি
...নানা রঙ্গের অভিনয় হইতেছে। ইতর লোকেই
...সকল মকদ্দমার বাদী। আমাদিগের এ দেশের
...উন্নতি প্রবল উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে যে,
...ইতর অনেকে ভদ্রলোকের মাথায় পা দিয়া চলে।
...তাহারা ভদ্রলোককে মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করে না।
...সংবাদপত্র সম্পাদকেরা ইতর লোকের দুরবস্থাও
...দেখিয়া থাকেন, তাহারা খাইতে পায় না বলিয়া
...তারস্বরে চীৎকার করেন। কিন্তু আমরা যতদূর
...দেখিয়া আসিতেছি ও ইতর প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে
...আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে
...আমরা সম্পাদক মহাশয়দিগের সহিত একমত হইতে
...পারিব না। আমাদের অঞ্চলের ইতরলোক, তাহারা
...বাহির খাইতে পায় না, কাহারও অপর ...
...টাকা দিতে পারে। সাধারণের সমক্ষে চীৎকার
...করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

...এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভদ্রলোকেরা
...ভাঙ্গিয়া কতকগুলি মুদ্রা মধ্যে চুরী করিয়া
...থাকেন। চোরে কি কখনই ধর্ম্ম করিতে পারে

...ব কথা বিশেষ বাহুল্য
...মানের সংক্রান্তিতে বাহিরে
...ন, এবং এখন ...
...ইয়া কোথায় আসিতেছিল, তাহার
...মস্তকে একখানি কুঠার দ্বারে সেই
...মো প্রবেশ করিয়া কুঠার দ্বারা উহাদের মস্তক
...ছেদন করিয়া সেই মস্তক দুটী হাতে ঝুলাইয়া বাটীর
...মধ্যে দৌড়িয়া আসিতেছিল। পরিবারের
...লোকের চিন্তা। অপরাপর লোকে
...পুলিসে দিয়াছে।

আমরা বর্ত্তমানের ম্যাজিস্ট্রেসিপাল্টির কথা

দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। রাস্তায় দুই ...
...ফল দিবার ত বন্দোবস্ত নাই। আর দুঃখের বি...
...এই, সদর রাস্তাগুলিতে ৫। ৬ রশী দূরে এ...
...করিয়া আলো আছে, তাহাতে রাস্তা দেখিয়া স...
...ঘটে কি না তাহা পাঠক মহাশয় বুঝিয়া লইবে...
...গলিগুলির দুরবস্থার কথা আর কি বলিব, তা...
...আলোর সম্বন্ধও নাই। আমরা ভরসা করি, ক...
...এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া পথিকদিগের ...
...দূর করিবেন।

১ লা বৈশাখ হইতে মহাবাজের ব...
...মাংশে আস্তাবলের সন্নিকটে মধ্যে মধ্যে একটী ...
...নক দুর্গন্ধ উত্থিত হয়, তাহাতে লোকের স্বা...
...হানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

কাশনা।

আমাদিগের জমিদার মহারাণী এক স...
ব্রাহ্মণভোজন করাইবার জন্য নবদ্বীপ ও অন্য ...
স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করাইতেছেন এবং ...
উপলক্ষে মহারাজ ও অন্যান্য কর্ম্মচারী আ...
শনিবার বর্দ্ধমান হইতে কাশনায় শুভ ...
করিবেন।

এখানে ৫। ৬ খানি পাঁড়ার ঘাড়ি হইয়া...
ইহারা গয়লার বাড়ীর ও অন্যান্য স্থানে গমনা...
করিতেছে।

বাবুরাম সাহার ও গবর্ণমেণ্টের কলাণে...
মদের অভাবে নাই। দেশীয় মদের দুটী ...
আছে, মাতালদেরও খুব সুবিধা, কিন্তু আমার ...
পেট ভয়। ছোট ছোট বোতলের ব্রাণ্ডি বা...
মাতার নিচে হইতে ভাল খাবার জন্য লোক...
তাহাদের কাপড় বাঁধা দিয়া মদ খাইতে ...
করিয়াছে এবং পুলিস সেই চারিটী কাপড় ...
পঁচ আইনে গ্রেপ্তার করিবেন। এই ...
করিতে হইবে। কিন্তু কোন ...
করি হইতেছে তাহা বলা যায় না। ...

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

৮৮ সাল গত হইল।

আগামী। অতএব আমরা বিনয় সহ...
গ্রাহকগণকে স্মরণ
যাহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের ...
দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ...
যাহে অতএব তাহারা যদি

ালের দেয় মূল্য দান করেন, এই আমা-
ের অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত
য়াছে। ইহাতে জগতের আদিম মানব-জাতি ও
দেশের জ্যোতিঃ, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, মনু-
হিতা, গোল্ড ষ্টুকরের পাণিনি সংক্রান্ত বিচার,
তিভেদ, বিষ্ণুর যোগমায়ায় স্তম্ভাবরণ, সাংখ্যদর্শন,
ভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ,
১০ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই
টপেজি ফন্ট ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত।
ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ
কা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোমপুর ডাকঘরে
মপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে
ইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও
ট করুন প্রেরিত হয় না।

কবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!
পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

অকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ
ি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁতেধরা, স্বর-
ভেদের সহিত বক্ষ উঠা, সহজ ও শুষ্ক কাশী
ি পুরাতন শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম
উপাদানে প্রস্তুত। ৩-টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির
১ টাকা, প্যাকিং ।০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে
দেওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই
ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মোসাম্মৎ জন্না আরাটুন
ক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চোরঙ্গী
ড ষ্টিফেন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

ধর্ম্মসঙ্গীত।

বিবিধ সুরে ও তালে ঈশ্বরের গুণানুবাদ কীর্ত্তন
াদি নিম্নলিখিত স্থানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।০ আনা
মাসুল ।০। শ্রীবৈলোকানাথ ঘোষাল মুন্সি-
ানগর থানা টাঙ্গিগড়। বিঃ বাবুজী এণ্ড কোং
ওয়ালীশ ষ্ট্রীট ২৫ নং। কেনিং লাইব্রেরি, কলি-
া পটোলডাঙ্গা। বাবু কোং চাবড়া এবং
কডাঙ্গা, ভবানীপুর অঘোরনাথ নাসের দোকান।
কালীন ১০ খানা পুস্তক লইলে প্রতি খানা ৵১০
ভিঃ পাইবেন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুর্ব্বর্দ্ধন" ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়মাসে
মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন
পাঠাইলে ১।০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের
পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার
শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঘটিত আরোগ্য ও প্রসব
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
কৃত করিতেছেন।

কল-কোষণ্ড, মাংস-কোষণ্ড, ও মৃত্তিলা (বা
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎ-
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

পাইকপাড়া নর্সারি।

সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব।
দাসত্বের যাতনা মনে করিয়া স্বাধীন কৃষিতে
প্রবৃত্ত হও।

দেশীয় কৃষির উন্নতি ও বিদেশীয় নানাপ্রকার
লাভজনক কৃষিকার্য্য দেশমধ্যে প্রচলিত করিবার
জন্য কৃষিতত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে। তিন খণ্ড কৃষি-
তত্ত্ব সমাপ্ত হইয়াছে। ৪র্থ খণ্ড অতি মনো-
হর নূতন প্রকার ফুল ফল ও সবজির প্রতিমূর্ত্তি
সহিত মুদ্রিত হইতেছে। ভারতীয় কলম করিবার
সহজ উপায় ছবির দ্বারা দেখান যাইবে এরূপ
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায়
মাসুল ৩।৵০। প্রথম হইতে তিন খণ্ড কৃষিতত্ত্ব
পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া প্রত্যেক খণ্ড ১৷৷০ পাঁচ
সিকা মূল্যে আমাদের আফিসে, কলিকাতা পটল
ডাঙ্গা কার্নিং লাইব্রেরিতে, চিনাবাজার পরাণচন্দ্র
নাথের দোকানে এবং দিমুলিয়া বাঁড়ুয্যে কোং
দোকানে বিক্রয় হইতেছে—পাইকপাড়া নর্সারিতে
যাঁহার যে কোন ফল ফুলের কলম ইত্যাদির আবশ্যক
হইবে আমার নিকট লিখ ও মূল্য পাঠাইলে পাইতে
পারিবেন, গাছের মূল্যের তালিকা আবশ্যক হইলে
এক আনার ষ্টাম্প পাঠাইতে হইবে। বীজাদি ও
কৃষিতত্ত্বের গ্রাহক হইলে বার্ষিক ১৫ টাকা অগ্রি
দিতে হয়।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়
পাইকপাড়া নর্সারি কলিকাতা।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকা
প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহা
বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টী
১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণ
তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টী
সহিত মৎকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সম
বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০
টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতী
উজ্জ্বল নীলমণি মূলা ডাকমাসুলসহ ৭৷০ টাকা আ
বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা
ডাক মাসুল ।৵০, পদ্মামৃত সমগ্র সটীক ৩৸০, প
পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸
গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাক
আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে
কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চু
উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি
হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদি
বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকি
৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, দন্ত নড়া
রক্ত পড়া এবং পূঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগে
মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং /০।

পারার গুড় ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটি
রোগাদির শান্তি করতঃ রক্ত পরিষ্কার এবং শরী
পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০
পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদ
নাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০

প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া
যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং ৬৬কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার।

যিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কেবল সংযুক্তি
মূলে ১বল বাঙ্গালা বিদ্যা ইংরেজী ভাষায় হিন্দু

...বারহাটের শেষ্ঠী প্রাণধন ডাক্তার এক ... পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার ... পুস্তক সকল মাদ্রাজ অঞ্চলে বহুল ... হইবে, তিনি এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন ... এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুস্তক সকল ... মুদ্রা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত করিতে পারিবেন; ... বর্ত্তমান বর্ষে বার্ষিক মাসের পূর্ব্বে স্বস্ব ... পুস্তক সকল শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর ... বাহাদুরের নিকট রাজপুরে প্রেরণ করিবেন। নিম্নলিখিত ... নামে আমার নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীভুবনমোহন মৈত্রেয়।
বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক।
পোঃ রাজসাহী।

নূতন পুস্তক।

...কটি উদ্ধার প্রবেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবিবর ... ভবিনোদন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

...ার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাসুল ...

...গিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস, মূল্য এক টাকা।

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সমস্বরোধারে প্রশংসিত। মূল্য ৸০।

...ট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

...কাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

...ধুগাধবল সিদ্ধুচিকিৎসক, বড়বাজার কলিকাতা।

...দের নিকট নানাবিধ পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, কলম, ...ক্রব্য, জামা, কাপড়, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ছবি প্রভৃতি ... প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার ...মোহর, টাপরাস, নামের ব্লক, কামার ষ্ট্রেম্প, ...য়ার প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র ...লে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

ক্যান্সারের চিকিৎসা।

...রোগের এই বিষম কুটনাটের ন্যায় ... কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ... ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া ... থাকেন। কোম্পানির বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা... ইণ্ডোগেটর নিকট প্রাপ্তব্য। ১ আউন্স ১, ... আউন্স ১২, ১৬ আউন্সে বিশেষ সুবিধা আছে। নগদ ... বিক্রয়, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

রেজিষ্টার্ড (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপুয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা সুতার ন্যায় গোলা হওয়া ও তৎসঙ্গে মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য কটিদেশ এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর অধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক টনিক

প্রতি শিশির মূল্য ১৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা শিরঃপীড়া, বাত, পার্শ্বশূল, উদরাময়, লাভা যা, রক্তদুষ্টি ক্ষত এবং শরীরের কোন কারণবশতঃ ক্ষয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন তাহা সেবনে পক্ষা... ধ্যে রক্ত পরিষ্কার, ধাতুপুষ্টি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সমুদয় রোগ বিনাশ করে এবং শরীরে কোন প্রকার কঠিন রোগের বীজ থাকিলে সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সাধারণ ও বহুদিবস ব্যাপী রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা শিশির গায়ে মুদ্রিত আছে।

এসব ঔষধের চিকিৎসা শ্রীযুক্ত ডাক্তার ... ১২ নং চোরবাগান লিন্ডসে ষ্ট্রীট, বহুবাজার,

ক্যাম্প্রাপ্ত।

আমরা ... প্রকাশ করিতেছি, নিম্ন ... এবং ... সোমপ্রকাশের মূল্য ... প্রেরণ করিবেন।

... সম্পাদক ...

শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ চৌধুরী—বালাপস ...
" " বিপিনবিহারি মুখোপাধ্যায় আজমির ...
" কুমার রামনারায়ণ সিংহ দেও বাহাদুর রাজধানী কাশীপুর ...
" বাবু রসময় বসু উকীল—ডামরোল ...
" " পঞ্চানন মাইতি—মেদিনীপুর ...
" " চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—গারবিয়া ...
" " প্রসন্নকুমার বসু—নাসপুর ...
" " গজনাথ ঘোষ—চন্দননগর ...
" " নবদ্বীপচন্দ্র কুণ্ডু—পাবনা ...
" " হরিদাস ভট্টাচার্য্য—তুলাপঞ্জ ...
মুরশিদাবাদ পব্লিক লাইব্রেরি ...

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমস্বল্পক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৸ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৸৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ২ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা মনি অর্ডর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার অফিস সোমপুর ডাকঘর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমাচন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট চিঠি, রেজেষ্টরি চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে পাঠাইবার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় অবলম্বন করিবেন। কিন্তু আমার আদৌ মূল্য টাকা প্রেরণ করিলে গ্রাহক হওয়া হইবে না। মূল্য বিজ্ঞাপক হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইলে অগ্রিম মূল্য ১৸ টাকা প্রেরণ করিতে হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া ... কবিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ... আনা হারে পরে এক আনা দিতে হইবে।

১৫ই এর পর কলিকাতার গ্রাহক ... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার গ্রাহকদিগের নিকট প্রেরিত হয়।

সাম্যপ্রকাশ।

১৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তয়া' প্রকৃতিহিতায় পার্থিব: সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন ছীয়তা'"। ২৮ সংখ্যা।

ম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত
কা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ১৬ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮২। ২৯ এ মে।

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৵, অসমর্থ পা
মাশুল সমেত বার্ষিক ১ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

ক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম!

াহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হই
ন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে এবন
ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব
ই নষ্ট হয়, শ্লৈষ্মকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা
ব ক্ষয়রোগের একমাত্র আরোগ্য কারক ঔষধ।
ই সাহেব এই ঔষধ প্রস্তুতকারী এবং বিশিষ্ট
ধীবং গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিরে
ই কোম্পানির নাম মুদ্রিত আছে।

ইহাতে ঐ কোম্পানির মাটিকো কাম্পসিউলস
ন ইংরেজিতে ; পিচকারি দিবার ঔষধ।
সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা মহাশয়ের গ্রিমল্ট সাহে-
ত এই বলের ফাদার ক মাটিকো নামক ঔষধ
ন এবং পুরাতন পীড়ায় রোগে ব্যবস্থা করিয়া
ন। ইহা ব্যবহার করিতে কোন স্থানের নাম
বিধাজনক নাই। এবং সেবনে স্বাস্থ্যের
করে বলিয়া অপকার নাই, পিচকারির ঔষ
ন ব্যবহারে এবং ক্যাপসিউল প্রস্রাবন ব্যবহারে
হয়।

ঐ সাহেবের খনিজ সার পেপসিন।
এই ঔষধের গুণ। ক্ষমতা ২, যখন গ্যাষ্ট্রিকরস
ন হয়, নাসিক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদি আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা	পাকাশয়ে প্রদাহ
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান	সবমন শিরঃ শূল
পেট সাঁটিয়া ধরা	পেট জ্বালা
পাকাশয়ের স্ফীততা	রক্তের পীড়া
	ডিবেচায় বমন
	পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।

হাঁপানি কাশী।
গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।
এই সিগারেট ব্যবহারে হাপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বর ভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখশুষ্ক, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।
সবমন শিরঃ পীড়া এবং শিরঃ শূল।
গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)
এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

কলিকাতা।

রঙ্গপুরের প্রাচীন সভ্য মাহাশয়দিগের চিকিৎসালয়ে এক জন ডাক্তারের প্রয়োজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা মেডিকেল কালেজ বিদ্যা কাহেল হাসপাতালের সার্টেফিকেট প্রাপ্ত কার্য্যদক্ষ ব্যক্তির আবেদন ব্যতীত অন্যের আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। মাসিক বেতন ৫০ টাকা। বাহিরেও চিকিৎসা করিতে পারিবেন। আবেদনকারীরা ১৮ সাল ৭ ই জুনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নি স্ব স্ব আবেদন প্রেরণ করিবেন।

রঙ্গপুর মিউনিসিপাল আপীস ১৭ ই মে ১৮৮২। } কে, ডি ঘোষ, এম, ভাইস চেয়ারম্যান।

Mrs E D, cruze 99 College Street C
cutta.

Diplomaid midwife.

Fees to attendance moderate.

Bears high testimonials.

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীম
ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদে
যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফী অতি অল্প।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, শাঙ্করভাষ্য আনন্দগিরিটীকা ও শ্রীধরস্ব
কৃত টীকা এবং বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত ৮ আনন্দ
বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ
মূল্য ৭ সাত টাকা। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পু
কালয়ে ও কলেজষ্ট্রীট নং ২ বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে পা
যায়।

পদ্য মহাভারত।

মূলের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদ্য মহাভা
প্রকাশিত হইবে। যদি কেহ মূলের সহিত ঐ
না দেখেন তবে মূল্য ফেরত দিব। প্রতিম
৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রকাশ হইবে। স
শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য মূল্য ১৷০ টি
এবং মাশুল ৵০ আনা নির্দ্ধারিত হইল। এক
গ্রাহক হইয়াছে। এক সংখ্যা দৃষ্টিলেই কার্য্য অ

ব। যিনি গ্রাহক হইবেন তিনি সত্বর মূল্যসহ
ত নিকট পত্র লিখিবে গ্রাহক হইতে পারিবেন।
ভপুর। শ্রীবিনোদবিহারী রায়।
পাড়া। পদ্য মহাভারত প্রকাশক।

মহীশুর রাজ্যের রেল-ওয়ের

নিমিত্ত ঋণ।

মহীশুরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
হুকুমে ৫ শতকরা সুদ ১ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণেচ্ছু হইয়া টেণ্ডার
ন্ আহ্বান করিয়াছেন। এই টাকায় কেবল মহীশুর
রাজ্যের রেলওয়ে নির্ম্মাণ হইবে। ঋণ
রাজ্যের রাজধানী হইতে তিপ্পুর পর্য্যন্ত একটী
পথে প্রস্তুত করা হইবে। ইহার দৈর্ঘ্য
৮০ মাইল।

২। এই ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ৫ টাকা।
রে ছয় মাস অর্থাৎ ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ও ১৫ ই
ই সুদ প্রদত্ত হইবে। ২০ বৎসর এইরূপ দেনা
না চলিবে। সুদের টাকা মহীশুর গবর্ণমেণ্টের
ীয় ধনাগার, বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহ এবং
াই ও বোম্বাই এবং তাহাদিগের শাখা ধনাগার
ত দেওয়া যাইবে।

৩। ঋণপত্রের ফারম নিম্নে দেওয়া গেল। ৫০০
া ৫ শতের গুদনীয় টাকার প্রতি ঋণপত্র
benture) মুদ্রিত করা হইবে।

৪। এই ১০ লক্ষ টাকা ঋণের সমুদায় অথবা
শিকের টেণ্ডার মহীশুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলার
র অব্দের ১ লা জুলাই বেলা ১০ প্রহর পর্য্যন্ত
ালোরে গ্রহণ করিবেন।

৫। নিম্ন সংযোজিত ফরমে প্রতিশ্রুতির পত্র
হইবে। যিনি টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে ফরম
মুড়িয়া তাহার উপর সীল করিয়া "১৮৮২ সালের
ুর রেলওয়ের ঋণের টেণ্ডার" এই কথা লিখিয়া
হইবে। আর ঐ টেণ্ডার বাঙ্গালোরে মহীশুর
মেণ্টের কণ্ট্রোলরের নিকট প্রেরণ করিতে
ব।

৬। ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দ্বি-প্র-
র সময় মহীশুর গবর্ণমেণ্টের দাওয়ান অপরাপর
কের সম্মুখে বাঙ্গালোরে তাঁহার আপীসে বসিয়া
সকল টেণ্ডার খুলিবেন ও প্রত্যেক মূল্যকের হার
করিবেন।

৭। যিনি যত টাকার টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে
টেণ্ডারের সঙ্গে সেই টেণ্ডারের দেয় মোট টাকার
করা ২ টাকা হারের টাকা জমা দিতে হইবে।
টাকা মহীশুরের দাওয়ানের নামে বঙ্গদেশের
সমূহে মাদ্রাজ বোম্বাই ও তাহাদিগের শাখা
বাঙ্কে অথবা মহীশুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগারে
জমা দিয়া তাহার রসিদ টেণ্ডারের সহিত পাঠাইতে
পারিবেন এবং দাওয়ানের নামে মনি-অর্ডার অথবা
পে স্যানির কাগজও পাঠাইতে পারিবেন।

৮। যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক টেণ্ডার গ্রাহ্য
হয়, তাহা হইলে আমানতি টাকা সেই অংশের
আংশিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং টেণ্ডার-
দাতাকে তাহার টেণ্ডারে লিখিত অবশিষ্ট টাকা
১৮৮২ সালের ১৫ ই আগষ্টের মধ্যে মহীশুর গবর্ণ-
মেণ্টের যে কোন ধনাগারেই হউক অথবা বঙ্গদেশ
বোম্বাই, মাদ্রাজ ও তাহার শাখা ব্যাঙ্কে দাওয়ানের
নামে জমা দিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে টাকা
জমা না দিলে আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারের টাকা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই
ঋণপত্র বণ্টিত করা হইবে।

১০। টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে টেণ্ডারের সহিত
দত্ত আমানতি টাকা আবেদন করিলেই প্রত্যর্পণ
করা হইবে।

১১। এক হারের দুই বা ততোধিক টেণ্ডার
হইলে, কম হারে টেণ্ডার লইবার যে কথা আছে
তাহার অপেক্ষা যদি কম হার না হয়। উপরে যে
হারে ডিপজিট দিবার কথা আছে যদি আবশ্যক হয়
সেই হারে প্রতি টেণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

১২। টেণ্ডারের যে হার বণ্টিত হইল, তাহার
ঊর্দ্ধ আর ভগ্নাংশ থাকিবে না। যদি কোন টেণ্ডারে
ঊর্দ্ধ আনার ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে তাহা বাদ
দেওয়া হইবে এবং ভগ্নাংশবিহীন বোধে টেণ্ডার
গৃহীত হইবে।

১৩। ভ্রম প্রমাদের পরিহারার্থ প্রত্যেক টেণ্ডারের
সহিত মূলধন আর একটী টেণ্ডার দিতে হইবে এবং
তাহার সহিত পৃথক আমানত করিতে হইবে।

১৪। মহীশুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব হইতে
১,০০,০০,০০০ টাকা (এক কোটি ৬ লক্ষ। আয় হইয়া
থাকে। সকল প্রকার ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রাপ্য হইলে, তদ্ভিন্ন বিবাদের টাকা ৯০,০০,০০০
টাকা বাদ দিলে, তাহার পরিশোধের জন্য যাহা
দেওয়া হইতেছে, তাহা বাদে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত
থাকে।

১৫। ভারতবর্ষে এই ঋণসম্বন্ধীয় যে সকল
বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইবে, তাহাতে ষ্ট্যাম্প
লাগিবে না।

মহীশুরের দাওয়ানের কার্য্যালয় বাঙ্গালোর ১ লা মে ১৮৮২।

ডি, রঙ্গাচার্য্য, দাওয়ান।

Form of Tender

I hereby tender for Rupees of the Loan advertised in the Notification of the Dewan of Mysore dated 1st May 18
and agree to pay the same subject to
conditions notified, at the rate of Ru
for every Rs 100 alloted to
I enclose on account of the requi
deposit of 2 per cent on the amount ten
ed (*here enter particulars of deposit*)
engage, if my offer is accepted to pay
remainder of the amount of the loan a
ted to me on or before the 15th Aug
1882, in the manner prescribed in the N
fication. Any allotment made to me may
communicated to the following adress.

Signature
Full addres

Form of Debenture

MYSORE RAILWAY, FIVE PER CE
LOAN 1882.

Bangalore, 18

No

The Government of His Highness
Maha Raja of Mysore, in consideration
the sum of Rupees
from
promise to pay to the said
or order, the sum of Rupees
twenty years after the date hereof, toge
with interest at the rate of five per
cum per annum, payable half yearly
15th February and 15th August

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকা
হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গদেশের আদিম মানব-কা
বঙ্গদেশের জোতিষ, হরপ্পার মহৎ আবিষ্কার,
সংহিতা, ঘোড়া ও উকরের পালিন সম্বন্ধে
বা, ভূতের, বিদ্যুৎ সোপমায়ায় ঘুমাবরণ, সাংখ্য
দ্বিজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপ
এই ১০ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডি
আটপৌরি ফরমার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মু
মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫
টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোমপ্রকাশ ভা
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লি
পাঠাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে কা
নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতার প্রধান প্রধান
স্তকালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

বর্ণপরীক্ষা। (সম্পূর্ণ) ৩য় বার মুদ্রিত। মূল্য
আনা। ডাঃ মাঃ ১০ আনা। টাকার পদ্য।
ক্ষা) ২য় বার মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা। ডাঃ মাঃ
আনা।

নব চিকিৎসাবোধ। (বহুতর পীড়া ও মতের
প্রকাশক গ্রন্থ) ২য় বার মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।
মাঃ ।১০ আনা। এই তিন খানি পুস্তক বহুতর
বাদপত্রের মতে প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীনবকুমার নাথ।
১৭ নং গোবিন্দচন্দ্র ধরের লেন,
আমড়াতলা কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে সম্বন্ধে
কয়েকটী কথা।

ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ
তে চলিল দেখিয়া তত্রত্য অধিবাসিবর্গের আন-
র পরিসীমা নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম
পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে হইলে আমাদিগেরও কথ-
ং উপকার হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু বিধাতা
মাদিগের অদৃষ্টে সে সুখ লিপিবদ্ধ করেন নাই।
যদবা সর্ব্বদা রেলওয়ে রেলওয়ে বলিয়া চীৎকার
রিলেও আমাদিগের কথায় কে কর্ণপাত করিবে?
ও হইল মনে, ঢাকা ময়মনসিংহ লৌহবর্ত্ম, ময়-
নসিংহ হইতে রঙ্গপুরের উপকূল দিয়া বরাবর ঢাকা-
...রে। কতে লাভ কতদূর দাঁড়াইবে
তা আমরা ভাবিতে পারি না।

আমাদের মনে এইরূপ ধারণা ছিল যে, ঢাকা
ময়মনসিংহের লৌহবর্ত্ম শিবালয় অথবা আরিচা
গোয়ালন্দের নিকটস্থ স্টীমারঘাটের পক্ষে উপকর
হইয়া অগ্রসর হইয়া এক শাখা টাঙ্গাইল, মাণিকগঞ্জ,
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জনপদ অতিক্রম করিয়া ঢাকা
পর্য্যন্তগত যাইবে। মাণিকগঞ্জ ও সাভার প্রভৃতি
স্থানগুলি ব্যবসায়িদিগের বিশেষ কারবারের
স্থান। এই সমস্ত স্থানে পাট, চিনি, লিবস, তামাক
প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য বহুল পরিমাণে ক্রয় বিক্রয়
হয়। সুতরাং এই সকল স্থলে রেলওয়ে নির্ম্মাণ
করিলে যে প্রচুর পরিমাণে লভ্যের সম্ভাবনা তদ্বি-
ষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু ঢাকা ও কলিকা-
তার যাত্রীদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে।

অপর শাখা শিবালয় হইতে আরম্ভ করিয়া
ফরিদগঞ্জ, দিঘির, নাগরপুর, ছিলমপুর, আটিয়া,
টাঙ্গাইল, ত্রালজা, মধুপুর ও মুক্তাগাছা হইয়া বরা-
বর ময়মনসিংহাভিমুখে যাইবে। টাঙ্গাইল ও ময়মন-
সিংহের মধ্যে উপরি উল্লিখিত স্থলগুলির অধিকাংশই
ব্যবসায়ের স্থল। তন্তুনির্ম্মিত পাট, কাপড় ও লবণ
প্রভৃতি দ্রব্য যথেষ্টরূপে আমদানী ও রপ্তানী হইয়া
থাকে, সুতরাং এই সকল স্থানে রেলওয়ে নির্ম্মিত
হইলে যে, এতদ্দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের কতদূর
উপকার হয় তাহা বর্ণনাতীত। বিশেষতঃ টাঙ্গাইল
মহকুমার অধিকাংশ পল্লীই ভদ্রলোকের ও ব্যব-
সায়ী মণ্ডলের আবাস ভূমি, সুতরাং এ অঞ্চলে
রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে যে, কর্ত্তৃপক্ষের প্রচুর লাভের
প্রত্যাশার স্থল তাহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই ঢাকা ময়মন-
সিংহ রেলওয়ে নির্ম্মিত হউক তাহাতে আমাদিগের
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু আমাদিগের প্রস্তাবিত শিবা
লয় হইতে উল্লিখিত লাইন দুটী হইলেই আমা-
দিগের কষ্ট একেবারে বিদূরীত হয়। এই রাস্তা
প্রস্তুত করিতে কর্ত্তৃপক্ষের অধিক ব্যয়বাহুল্য নাই।
পদ্মা অতি বেগবতী প্রবাহিনী তাহাতে ষ্টিমার রাখি-
লেই চলিবে। এ দিকে ঘিওরের নিকট 'ধলেশ্বরী,'
নাগরপুরের নিকট 'লৌহজ' এবং ছিলমপুরের
নিকট "এলঙ্গজানী" নাম্নী প্রবাহিনী দ্বয়ের
উপরিভাগে সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ওদিকে
(ঢাকা অঞ্চলে) কেবল সাভারের নিকট যে নদী
আছে তাহাতে ষ্টিমার বা সেতু নির্ম্মাণ করিলেও
হইতে পারে। অপর সুবিধা এই, ময়মনসিংহ
হইতে টাঙ্গাইল পর্য্যন্ত সরকারী নির্ম্মিত যে রাস্তা
আছে, তাহার উপর দিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিলে
অল্পব্যয়ে ও স্বল্প ধারে কার্য্য সম্পাদিত হইবার
সম্ভাবনা।

এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ সমীপে আমাদিগের
একান্ত বিনয় সহকারে প্রার্থনা যে, তাঁহারা অনুগ্রহ
পূর্ব্বক আমাদিগের প্রার্থনানুযায়ী রেলওয়ে প্রস্তুত
করিলে তাঁহাদিগের প্রচুর লাভের সম্ভাবনা, এবং
এতদ্দেশীয় অগণ্য সাধারণ ও ভদ্র জনগণের
বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। অধিকন্তু এতদ্দেশীয়
ব্যবসায়িবর্গের দ্বারা দিন দিন অন্তর্ব্বাণিজ্যের বিশেষ
শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়েরা কি
আমাদিগের এই প্রার্থনা পরিপূরণে উদাসীন
হইবেন?

নাগরপুরস্থ সংবাদদাতা।

বিদ্যাতীয় চিকিৎসালয়।
৫৮ নং বিডন্‌ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকা দেশের প্রায়
সমস্ত প্রধান প্রধান চিকিৎসকেই যে বিদ্যাতীয়
চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা অতি আশ্চর্য্যরূপে সম
প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতেছেন, তাহা যে
ের অনেকেই অবগত আছেন। আমি অনেক দিনা
আমার এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীর সঙ্গে সঙ
উক্ত চিকিৎসা-প্রণালী অনুসারে বহুবিধ উৎক
রোগ আরোগ্য করিয়া সম্প্রতি সাধারণের হিতে
নিমিত্ত উপরি উক্ত ঠিকানায় একটী হোমিয়ত বিদ্
তীয় চিকিৎসালয় খুলিয়াছি। বিদ্যাতীয় চিকিৎস
প্রণালী সম্পূর্ণ যুক্তিমূলক, নির্দ্দোষ, নিরাপদ
আশ্চর্য্য ফলদায়ক। যদিও প্রচলিত এলোপ্যা
ও হোমিওপ্যাথি প্রণালীদ্বয় অন্যান্য বিষয়ে সম্পূ
বিরোধী বটে, কিন্তু বিদ্যাতীয় চিকিৎসা-প্রণা
সম্বন্ধে তাহাদিগের উভয়ের মত ও কার্য্য সম্পূ
ঐক্য। সুতরাং ভরসা করি, বিদ্যাতীয় চিকিৎস
প্রণালী অনুসারে চিকিৎসিত হইবার পক্ষে কো
প্রকার রোগীরই কিছুমাত্র আপত্তি বা আশঙ্কা হই
না। কোনরূপ রোগ সম্বন্ধে দুই এক দিন পরী
করিয়া দেখিলেই বিদ্যাতীয় চিকিৎসা-প্রণালী
অনির্ব্বচনীয় গুণকারিতা সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে
পারেন। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে প্রায়ই ক্লে
পাইতে হয় না, অতি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করা যা
এবং রোগ নির্ণয় করিতে কোন কষ্ট হয় না। ম
কখন রোগ নির্ণয় করিতে ভুল হয়, তাহা হইলে
যন্ত্রের গুণে চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যাঘা
বা দোষ ঘটে না।

এই অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসা-প্রণালী যে কি, এ
এত দিন এদেশে প্রচারিত হইতেছে না তাহার অ
সন্ধান করিলে একটী মাত্র কারণ দেখিতে পাও
যায়। এই প্রণালীতে সকল প্রকার রোগে
চিকিৎসা করিতে হইলে অনেক রকম বিদ্যাতীয়
প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী রাখি
হয়। বিশেষ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সর্ব্বদা তত্ত্বা
ধারণ না করিলে এই কার্য্য কোন মতেই চ
হয় না। এদেশের ডাক্তারেরা তাদৃশ কষ্ট স্বী
করিয়া উক্ত কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া এদে
অদ্যাপি উক্ত চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত হয় না
আমি বিদ্যাতীয় চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে বহু
পুস্তক পাঠ, যন্ত্রাদি প্রস্তুত এবং তদনুসারে রো
চিকিৎসা করিবার জন্য, কোনরূপ ক্ষতি, বাধা
কষ্ট গ্রাহ্য করি নাই, বরং আনন্দের সহিত সক
সহ্য করিয়াছি।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্রে
উন্নতি সাধন করার নিমিত্ত নিতান্ত আগ্রহ থাক
বিগত ৯ বৎসর পর্য্যন্ত আমি নিয়মিত এলোপ্যাথি
চিকিৎসা ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাতীয় চিকিৎ
প্রণালী সম্বন্ধীয় নানা প্রকার পরীক্ষা করিবার জ

...ষ্ট স্বীকার করিয়াছি। যে সমস্ত যন্ত্র দ্বারা ...পরীক্ষা সমুদায় করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই ...কারের ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না বলিয়া ...আমি নিজেই দুই জন সহকারীর সাহায্যে ...ত ও মেরামত করিয়া লইয়াছি। এক্ষণে বোধ ...ইহাও বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, চিকিৎসা ...য় উক্ত পরীক্ষা সকল করিতে যাওয়ায় ঈশ্বরে- ...আমার দ্বারা কয়েকটী বিষয়ের নবোন্নতি এবং ...ী মহৎ বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। যে ...কটী বিষয়ের নবোন্নতি হইয়াছে, তাহার ...একটী বিষয় লণ্ডন নগরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার ...এলথস্ (এম, ডি, এম, আর, সি, পি,) ...ব মহোদয়কে একখানি চিঠি দ্বারা অবগত ...র, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বিজাতীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে ...ার স্বরচিত একখানি পুস্তক আমাকে উপহার ...ছেন।

বিজাতীয় চিকিৎসা-প্রণালীর কার্য্যকারিতা ...ক অন্য প্রমাণ দেওয়া অপেক্ষা এই মাত্র বলি- ...যথেষ্ট হইবে যে, এক্ষণে গ্রেটব্রিটেন ও আয়র- ...ইউরোপ এবং আমেরিকা দেশ সমুদায়ের মধ্যে ...ন প্রধান হাঁসপাতালে বিশেষ যত্ন ও বন্দোবস্তের ...ত বিজাতীয় চিকিৎসা করা হইতেছে এবং নি- ...খ্যাত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সকল (যাঁহা- ...দের মধ্যে কয়েক জনের কৃত পুস্তক এখানকার ...ডকেল কলেজের ছাত্রেরা পাঠ করিয়া ডাক্তার ...তেছেন) যে কেবল বিজাতীয় চিকিৎসা প্রণা- ...অনুরাগী এমন নহে, তাঁহারা আবার বিস্তর ...স্বীকার করিয়া উক্ত প্রণালী অনুসারে রীতিমত ...কিৎসাকার্য্যও করিতেছেন। উক্ত ডাক্তারদিগের ...া এই। যথা:—

...রাসেল রেনল্ডস (এম, ডি, এফ, আর, এস।)
...এইচ, টানার (এম, ডি, এফ, এল, এস:)
...এলথস (এম, ডি, এম, আর, সি, পি, লণ্ডন।)
...ব্রায়ান্ট (এফ, আর, সি, এস।)
...চ, টিবিটস্ (এম, ডি, এফ, আর, সি, পি, এডিনবর্গ।)
...ডি, পুরি (এম, ডি, এল, আর, সি, পি, লণ্ডন।)
...লিউ, এটকিন (এম, ডি, এফ, আর, এস, এডিনবর্গ:)
...র, এম, লরেন্স (এম, এ, এম, ডি।)
...চ, লব (এম, আর, সি, এস, ই, এল, এস, এ।)
...বাটলার (এম, ডি, এল, আর, সি, পি, ই, এল, আর, সি, এস, আই, নিউইয়র্ক।)

যে সমুদায় রোগে বিজাতীয় চিকিৎসা অত্যন্ত ...ধায়ক তাহা যদিও এস্থলে গণনা করিয়া ...করা অসম্ভব, তথাচ সাধারণকে তৎ- সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত তন্মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান রোগের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে।

জ্বর (নূতন ও পুরাতন)	বাধক বেদনা।
প্লীহা ও যকৃৎ।	ধাতুর পীড়া প্রমেহ।
অজীর্ণ দোষ বা অম্লপিত্ত।	মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র।
উদরাময়।	অন্ত্রবৃদ্ধি।
গ্রহণী, রক্তামাশয়।	জলোদরী ও একধিয়া।
ওলাউঠা।	জলোদরী।
পক্ষাঘাত।	গলগণ্ড।
বাত।	গোদ।
মৃগী।	টিউমর।
হিষ্টীরিয়া।	শিরাব্রণ।
অস্থিভঙ্গ।	নালী বা শোষ।
হাঁপানি কাশী।	ভগন্দর।
উন্মাদ রোগ।	কারবঙ্কল ক্ষত।
সর্ব্বপ্রকার শূল ও বেদনা।	ক্যানসার ক্ষত,
দৃষ্টিক্ষীণতা।	দুষ্টক্ষত।
বধিরতা।	পচাক্ষত।
শির:শূল।	গরমাইডনিত ক্ষত।
রক্তোরোধ।	বিবিধ রূপ চর্ম্ম-রোগ।

দীন দুঃখি লোক ভিন্ন সকল রোগীর নিকট হইতেই সামর্থ্য অনুসারে টাকা লওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীসীতানাথ ঘোষ।
ডাক্তার।

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ভারতসন্তানের উন্নতির প্রতিবন্ধক।

প্রায় দেড় শত বৎসর অতীত হইতে চলিল ভারতবর্ষ ইংলণ্ড দ্বীপ জাতির শাসনাধীন হইয়াছে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বিদ্যানুশীলনের সূত্রপাত হইয়া উহা দিন দিন পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, প্রায় পঁচিশ বৎসর গত হইল বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার সৃষ্টি হওয়ায় প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছে, কিন্তু লোকের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না কেন? ভারতবর্ষ এখনও ঘোরতর দৈন্যাবস্থায় মুহ্যমান রহিয়াছে, ইহার কারণ কি? লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট বাড়িতেছে বই কমিতেছে না, ইহার প্রকৃত হেতু কি? রাজার স্বার্থপরতা একটী প্রধান কারণ তাহা সকলেই স্বীকার করেন। এ দেশীয়দিগের প্রশস্ত অর্থাগমের পথ ইংলণ্ডবাসিরা যে অবরুদ্ধ করিতেছেন, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। কি...ভিন্ন আমাদের নিজের একটী মহৎ দোষ আ... আমরা প্রকৃত অর্থাগমের উপায়ানুসরণ করি ন... সন্ধিস্থান অন্বেষণার্জ্জনের পথে পদার্পণ করি... আমাদের বিষম বিপদ উপস্থিত হয়। কোথাও চাকু... করিব, মাস কাবার হইবে নির্দ্দিষ্ট বেতনটী পাই... কোন গোল নাই, লাভের পক্ষে শঙ্কা নাই; এ... সকল কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে আমরা বুক পু... সাহস দেখাই। যে কার্য্যে ব্রতী হইলে অ... লাভের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধি হই... কি না এই আশঙ্কায় আমরা তাদৃশ কাজে হস্তক্ষে... করিতে পারি না, আমাদের ভরসাতেও কুলায় ন... তজ্জন্যই আমাদের অবস্থার উন্নতি হয় না।

আধুনিক শিক্ষিত সমাজের লোকেরা আপ... দের শিক্ষা ও বিদ্যানুসারে কেহ ডেপুটী মাজিষ্ট্রে... মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার, কেরাণী, হেডমাষ্টা... ফুলমাষ্টার, স্কুলেরপণ্ডিত প্রভৃতি কার্য্যের প্র... হইয়া থাকেন। কোনরূপে এই স... কার্য্যে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে, কিছু নি... উপার্জ্জন হয়, তাহাতে বড় বাবাদের অন্নে ... মাসান্তে কে কত বেতন পাইবেন ইহা এক প্রক... নিশ্চিত; কেবল উকিল ও মোক্তারের ব্যবস... তাহার কোন স্থিরতা নাই। তাঁহাদের সংখ... প্রয়োজনাতিরিক্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, অত... আর এখন লোকে ঐ সকল বিভাগে প্রবেশ করি... ইচ্ছুক নহেন। নিশ্চিত লাভের পক্ষে এই ... গেল। কিন্তু অনিশ্চিত-লাভ বাণিজ্য-কার্য্যে এ... ভারতবাসিরা উদ্যোগী হন নাই কেন? ভারতব... সামাজিক অবস্থা কি প্রকার পরিবর্ত্তিত ও সংশ... হইলে তাঁহারা এই কার্য্যে উদ্যত হইতে পারিবে... আমাদের সাহস নাই; অর্থব্যবহারে আমা... ঈদৃশী সাবধানতা যে তাহা এক্ষণে ভীরুতায় প... পরিণত হইয়াছে। আমাদের এ কলঙ্ক কি... প্রক্ষালিত হইবে? যাবৎ ইহার উপায় নির্দ্ধা... না হইতেছে, তৎকাল পর্য্যন্ত ভারতবাসিরা কে... পরসেবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিবেন, কে... চাকুরীর চেষ্টায় পরোপাসনা করিবেন, মান ... সকলই হারাইবেন।

আমরা অনেক বিচার করিয়া দেখিলাম, অ... চারিত বিবাহ এবং অনাথাশ্রমের অসদ্ভাব অ... দের অবস্থাবনতির কারণ। এই দুটী প্রতিব... চারী হইয়া আমাদিগকে সন্দিগ্ধক্ষেত্রে পদ... করিতে দেয় না; ইহারা প্রতিবাদী হইয়া আম... গকে দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নি... করে। সকল দেশেই মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশে... লোক কর্ত্তৃক সমাজের মহোপকার সাধিত

টা ব্যক্তিরা এক প্রকার অপদার্থ জীব, সমাজের
র ভার মাত্র। তাঁহারা সাধারণের হিতার্থে কোন
জই লিপ্ত থাকেন না, যদি কখন নড়েন চড়েন,
শ্রম স্বীকার করিয়া স্বয়ং পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন
ন,—সে কেবল আপনার স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত।
কথাগুলি অন্যদেশে কতদূর পর্য্যন্ত খাটিবে
া নিশ্চিত বলিতে পারি না, কিন্তু এই হতভাগা
ভবর্ষের পক্ষে এটী ধ্রুববাক্য। এ দেশে যত
ান্ ব্যক্তি আছেন, যদি তাঁহাদের পান
জনে স্পৃহা না থাকিত, তবে গড়ের মাঠের এখানে
নে সেখানে এক একটীকে কাঁকালে হাত
য়াইয়া খাড়া রাখিলে দেশের অপূর্ব্ব শোভা
র হইত,—মুবদ গড়াইতে বিফল আর অর্থব্যয়
তে হইত না।

মধ্যবিধ এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই সমাজের
কারী। কিন্তু তাঁহাদের অর্থবল নাই; সাহস
কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া যে, কোন
ন করিবেন, সে বোধ নাই। তাঁহাদের পা
লাবদ্ধ, তাঁহারা নড়িতে পারেন না। পুত্র কল-
কে প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা থাকুক আর
থাকুক, আমাদিগকে বিবাহ করিতে হইবে।
ন পান ভোজন নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য, না হই-
নয়; বিবাহও তদ্রূপ জীবনের নৈমিত্তিক
। যদি বিবাহ না হইল, তবে জীবনটা বৃথা
। যিনি যত কিছু করেন, সকলি কেবল বিবা-
নিমিত্ত। এই দৃঢ় রজ্জু বন্ধন আমাদের পক্ষে
স্বরূপ হইয়াছে। যাঁহারা অক্লেশে পরিবার
পালন করিতে পারিবেন, সন্তানে সন্ততিকে
াধ্যয়ন করাইতে পারিবেন, কাহারও পীড়া
ল চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করাইতে সক্ষম
ন, তাঁহারা বিবাহ করুন, ক্ষতি নাই। কিন্তু
াদের সঞ্চিত ধন নাই, কেবল কায়িক শ্রমের
র নির্ভর করিয়া দিনপাত করিতে হয়, তাঁহাদের
বিবাহে যার পর নাই অত্যন্ত অনায় ও গর্হিত
। এই সম্প্রদায়ের লোক কোন তাৎসাহসিক
য় অনুষ্ঠানে সাহস করেন না। যে কোন
কার্য্যে শত কিছু ব্যয় হইবে বুঝেন, তাহাতেই
ক হন। ইহা পরিবার আছে, কোন রূপে
াদিগকে ভরণ পোষণ করিতেই হইবে, অতএব
ন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যদি সর্ব্বনাশ
য়, তাহা হইলে পরিবার অনাহারে
হইবে। তাহাদিগকে আশ্রয় দিবার স্থল কুল
বে না।

যকালে পরিচারিত বিবাহ হইত এবং এক একটী
াশ্রম স্থাপিত হয়, তবে অনেকেই তাৎসাহসিক
য় অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারেন। মধ্য-
বিধ লোকের অধিক অর্থবল নাই, কিন্তু যৎসামান্য পুঁজি লইয়াই তাঁহারা দল বন্ধন পূর্ব্বক এক একটী নূতন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারেন। নিজের ভরণ পোষণ চলিলেই হইল; পরিবারের নিমিত্ত ভাবনা চিন্তা নাই, অতএব লাভ হউক আর ক্ষতিই হউক নিশ্চিন্ত মনে একটী কাজে নিযুক্ত থাকিয়া তাহার বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। দৈবাৎ যদি বাণিজ্যে সর্ব্বস্বান্ত হন এবং জীবিকা অর্জ্জনের অন্য কোন উপায় করিতে না পারেন, তখন তাঁহারা অনাথাশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইবেন।

এ দেশে সাবান, বাতি, দেসলাই, ডাল কালি, ছাতি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু লোকের উদ্যোগ অভাবে এই সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত হয় না। আপন আপন সংসার লইয়াই সকলে ব্যস্ত, অন্য কোন কাজের পরীক্ষার্থ দুই টাকা ব্যয় করিবেন, সে সামর্থ্য কাহারও নাই। প্রথমে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিলে এই সমস্ত ব্যবসায়ে কেহই হস্তক্ষেপ করিবেন না। যাঁহারা স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা চাঁদা করিয়া একটী অনাথাশ্রম সংস্থাপন করুন। দেশীয় লোকদিগের চাটুকর কার্য্যে বিলক্ষণ উদ্যম দেখা যায়, ইডেন সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের নিমিত্ত চাঁদা আদায়ের মত ধুম ধাম পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই বদান্যতা-গুণের একশেষ দেখাইতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে কি দেশের কোন উপকার আছে? না, যাঁহারা চাঁদা দিয়া অনর্থক অর্থরাশির শ্রাদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে? না, তাঁহাদের অভীষ্ট দেবতা ইডেনের কিছু মঙ্গল হইতে পারিবে? রাজপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি দেখাইবার অনেক সদুপায় আছে; কিন্তু ভারতবর্ষের যে প্রকার দীনাবস্থা, তাহাতে এ দেশীয়দিগের উদ্যম, যত্ন ও অর্থ এরূপ অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে নষ্ট করিবার সময় নহে। যে সমস্ত কার্য্যে স্বদেশের স্থায়ী উপকার সাধিত হয় এমন কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়। ইডেন-ভক্তগণ অমূল্য অর্থরাশি নষ্ট না করিয়া, একটা ঢাকের মুখে আনিয়া খাড়া করিয়া না রাখিয়া বরং কোন সৎকার্য্যে ঐ অর্থরাশি ইডেন সাহেবের নামে ইৎসর্গ করিলে সকল দিকেই শুভ হইত।

আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি, এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই শুভকার্য্যে চাঁদা দিলে শীঘ্রই দেশের শ্রীসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য একটী অনাথ আশ্রম স্থাপিত হইলে, যাঁহারা সেউলিয়া হইবেন, তাঁহারা তথায় আশ্রয় লইতে পারিবেন ইহা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই উক্ত অনাথ-আশ্রমের একটী স্বতন্ত্র মূল ধন থাকিবে। উহার চারী ও অধ্যক্ষগণ এক একটী ব্যবসায়ে চারি জন করিয়া লোক নিযুক্ত করিবেন। যাঁহারা ব্যবসায় বিশেষে ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক হইবে তাঁহারা অবিবাহিত থাকিবেন, এইরূপ প্রতি করা চাই এবং তাঁহাদের গৃহে যে সমস্ত থাকিবে তাহাও এই ব্যবসায়ে আনিয়া দিবে যিনি যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার সেই ব সায়ের মূল ধন ও অন্যান্য ব্যয়াদি এই আশ্রমের ধন হইতে নির্ব্বাহিত হইবে। ব্যবসায়ে যে হইবে তাহাও ঐ আশ্রমে গচ্ছিত হইবে, যে ব্যক্তি বিশেষের তাহাতে অধিকার থাকিবে না, সাহিদিগের ভরণ পোষণের ব্যয় ঐ আশ্রমের হইতে নিষ্পন্ন হইবে, তাঁহারা ঐ আশ্রমেই বাস ক বেন। কোন একটী নূতন ব্যবসায়ে সিদ্ধি হইলে আশ্রম তখন গৃহস্থ লোকদিগকে সেই ব উপদেশ দিবেন। অন্যান্য লোক অনায়াসে ত সেই ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন। পুনরায় সা জনিক সভা দেশের উন্নতি সম্পাদনের একটী উৎ স্থান হইয়াছে, সভ্যগণ উন্নতির উৎকৃষ্ট উ উদ্ভাবন করিতেছেন। আমরা সর্ব্বতোভাবে স গণকে উৎসাহ দিতেছি। কিন্তু আমাদের ই অকৃতদার কিম্বা মৃতপত্নীক যুবকদিগকে অ তাঁহারাও এক একটী নূতন কাজে ব্রতী হউন, অ অচিরে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে।

পাঠক। এমন বিবেচনা করিবেন না যে, ভা বর্ষে ঈদৃশ নিঃস্বার্থ লোক কেহ নাই যে, জন্মাবধি বিবাহ না করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধনে জীব ক্ষয়িত করিবেন। এমন নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী লো যদ্যপি ভূমণ্ডলের কুত্রাপি থাকেন, তবে এই ভা বর্ষেই আছেন। দেখুন গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করি উদাসী হন, সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দেহকে ক্লি করেন ও একাকালে সুখ তৃষ্ণা বিসর্জ্জন করেন, ভা বর্ষই তাঁহার প্রমাণ স্থল। ধর্ম্মতত্ত্বানুশীলন, ধর্ম্মসা ধর্ম্মকল্পের অনুরোধে স্ত্রী পুত্র গৃহ সকল পরিত্ করিয়া কেবল ভারতবাসিরাই দেহকে বিসর্জ্জন কর পারেন। এতাবৎকাল ধর্ম্মই এদেশীয় লোকের জী যথা হইয়া আছে, সকলে ধর্ম্মকেই চিনিয়াছে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছেন, ধর্ম্মলাভের জন্য তাঁহা সকলি করিতে পারেন। তাহাতে কাহারও বি নাই, আলস্য নাই; এক দণ্ডের জন্য মনোম ক্ষোভ নাই। আবার যখন তাঁহারা দেশের ম সাধন একটী মহৎ ব্রত বলিয়া জানিবেন, ত তাঁহারা অক্লেশে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিবেন। আ এই মহাপ্রেমে তাঁহারা প্রেমিক হইয়া উঠিবেন

আমরা যে প্রকার আশ্রম প্রতিষ্ঠাপনের প্র

রিলাম, যদ্যপি কার্য্যতঃ উহা ঘটিয়া উঠে, তাহা
ল অচিরে এদেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া
। দিন দিন শিল্প কার্য্যের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধিত
এবং নানাবিধ নূতন নূতন দ্রব্য প্রস্তুত হইতে
ও বাণিজ্য বহু বিস্তীর্ণ হইতে পারে। ক্রমে
ক অর্থ সঞ্চিত হইলে এক একটী যুবাকে শিল্পাদি
। করাইবার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা যাইতে
রবে। কতকগুলি দেশহিতৈষী লোক উদ্যোগী
। উঠিলেই অনায়াসে অভীষ্টসিদ্ধি হয়। অতএব
তনাম্ শিক্ষিত নবযুবকগণ এবং ধনবান্ ভূস্বা-
ণ অন্যান্য বিফল কার্য্যের আড়ম্বরে বাক্য ও অর্থ
না করিয়া এই সদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হউন।

বলপূর্ব্বক মজুর খাটাইবার কুপ্রথা।

১৮৬৭ সালের ৩ রা সেপ্টেম্বর বিচারপতি
কসন এবং হবহাউসের বিচারে একটী নজির
াশিত হয় যে, কোন কালেক্টরের নাজির মৌজা-
দিগকে গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত কোন দ্রব্য ও কুলি
তির আয়োজন করিবার জন্য আদেশ দিলে
াদারেরা বলপূর্ব্বক কুলিদিগকে ধরিয়া খাটা-
পারিবেন। এই প্রকার কদর্য্য ও ঘৃণাকর
র প্রকাশিত হইল, মৌজাদারেরা বিলক্ষণ স্বাধী-
া পাইলেন। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য উপস্থিত
লে জমিদারগণ ব্যাগার ধরিতেন, লোকের দ্রব্য-
গ্রী বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিতেন—জনপদের
ট্র একশেষ হইত। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ সভ্য
াজজাতির শাসনকালে হাইকোর্টের প্রধান বিচার-
ণ যে, এতাদৃশ কুৎসিত নজির প্রকাশ করেন,
র অপেক্ষা নিন্দার কথা আর কি হইতে পারে?
কের অবস্থা হীন হউক আর না হউক, কাহা-
ও বলপূর্ব্বক কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় পর
ঃ অন্যায়। এতগুলি সদ্বিবেচক বিচার
ত বিচারাসনে আসীন হইলেন, এতগুলি ন্যায়
রণ ছোট বড় লাট সাহেব শাসনদণ্ড পরিচালন
লেন, কিন্তু এই কুরীতির প্রতি কাহারও দৃষ্টি
তিত হইল না। আসাম অঞ্চলে অদ্যাবধি এই
র নিন্দনীয় প্রথা প্রচলিত আছে। সরকারী
ন কার্য্য উপস্থিত হইলে মৌজাদারগণ বলপূর্ব্বক
াদিগকে খাটাইয়া লন। সম্প্রতি ষ্টেটসম্যান
এই অবৈধ রীতির একটী বিস্তারিত বিবরণ
কাশিত হইয়াছে। পাঠকের গোচরার্থ আমরা
া নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

ব্রহ্মপুত্র নদের কূলবর্ত্তী অনেকগুলি প্রাদেশিক
ভাগে রোডসেস কমিটির এলাকাধীন রাস্তাগুলি
রোপীয় চা-কর এবং গবর্ণমেণ্টের মৌজাদার-
গের দ্বারা ডেপুটী কমিশনরগণ নির্ম্মাণ করাইয়া
লন। ঐ সমস্ত চা-করেরা রোডসেস কমিটির সভ্য।
সে কারণ তাঁহারা রথ্যাকর আইনানুসারে পথ নির্ম্মা-
ণের ঠিকা লইতে পারেন না। তাঁহারা নিজ নিজ
বাগানের কুলি দ্বারা পথ নির্ম্মাণ করাইয়া থাকেন।
সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য
নাই। কিন্তু মৌজাদারেরা যে প্রণালীতে কার্য্য
করিয়া থাকেন, তাহারই আলোচনা করা এই প্রস্তা-
বের মুখ্য উদ্দেশ্য। মৌজাদারেরা রথ্যাকার্য্য নিষ্পন্ন
করিবার নিমিত্ত প্রজাগণকে টাকা দাদন দেন। কিন্তু
এই সকল হতভাগা প্রজা যদ্যপি টাকা দাদন লইতে
কিম্বা রাস্তার কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে তাহা-
দিগকে বলপূর্ব্বক বাটী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া
অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দেওয়া হয়। ইহাতেও যদি
প্রজাগণ নম্র না হয়, কিম্বা মৌজাদারেরা অত্যাচার
করিতে ভয় পান, তবে তাঁহারা ডেপুটী কমিশনরকে
এতদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত করেন। হাকিম বাহাদুর তৎ-
ক্ষণাৎ চাপড়াসি দ্বারা প্রজাদিগকে ধরিয়া আনাইয়া
থাকেন। এই নালিশের কোর্ট ফি কিম্বা চাপড়াসির
বেতন অভিযুক্ত কুলির নিকট হইতে আদায় করা
হয়।

ডেপুটী কমিশনরগণ তাহাদিগকে বিস্তর তাড়না
করেন, অবিমানা করেন, জেলে দিব বলিয়া ভয়-
প্রদর্শন করেন। ইহাতেও যদ্যপি কোন ফলোদয়
না হয়, তবে তাহাদিগকে পুলিষে প্রেরণ করেন।
তথায় প্রজাদের যন্ত্রণার চূড়ান্ত হইয়া থাকে। এই
সকল অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভের একটীমাত্র
উপায় আছে, কিন্তু দীনহীন দরিদ্র লোকের অবস্থায়
তাহা ঘটিয়া উঠে না। যে সমস্ত প্রজা মৌজাদার-
দিগকে কোনপ্রকারে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহারাই
নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। প্রজাগণ আপনা-
দের পশ্বাদি ও কুটীরের ভাবনা কতবার ভাবিয়া তবে
অব্যাহতি লাভের জন্য অনাহারে থাকিতেও অভি-
লাষ করে।

এইখানেই কাজের শেষ হয় নাই; ইহার আরও
কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। শিবসাগরের ডেপুটী
কমিশনর প্রধান কমিশনরের আদেশানুসারে এই
প্রকার অনুমতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত
প্রজা কুলির কার্য্য করিবার যোগ্য, তাহাদের নামের
যেন একটী তালিকা প্রেরিত হয়। মৌজাদারগণ
এই আদেশে আরও দ্বিগুণতর অত্যাচার করিতে
সাহসী হন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত যাবতীয় পাট্টাদারের
নাম এই তালিকায় লিখিত হইয়াছে। মৌজাদার-
দিগকে অর্থ দ্বারা অর্চ্চনা ব্যতীত কেহই মুক্তি পাইতে
পারে না। দেশীয় মৌজাদারগণ নিজ ক্ষমতার অপব্য-
বহার দ্বারা যে ধনী হইয়া উঠিতেছেন, এ কথার
আর উল্লেখ করিতে হয় না।

পাঠক! এই লোমহর্ষণ ব্যাপারটী এক
মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখুন। ভাবিলে শ
হইতে হয়, অর্থনীতি ও রাজনীতি-প্রবীণ ম্যান
তার পক্ষপাতী ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ এবম্বিধ অ
আচরণে উৎসাহ প্রদান করেন শুনিলে মনকে বি
করাইতে পারা যায় না। এ রাজনীতি অসভ্যত
ই আভরণ, সদসদ্বিবেকপরিশূন্য অসভ্য
নৃপতির শাসনপ্রণালীর অনুগত। উৎকট বি
ভিন্ন সভ্য রাজার রাজ্যে এ নীতি ঘোর কল
আকর। কি কারণে কুলিদিগকে রাস্তার ক
বলপূর্ব্বক নিযুক্ত করিতে হয়? যাহারা শ্রমোপ
দরিদ্র ব্যক্তি, তাহারা কেন শ্রম করিতে ইচ্ছুক ন
অবস্থাই ইহার অভ্যন্তরে কোন্ নিগূঢ় কারণ আ
বোধ করি, মজুরেরা পরিশ্রম করিয়া উপযুক্ত বে
পায় না। তাহারা ষোল আনা পরিশ্রম
কিন্তু মৌজাদারগণ কেবল যৎসামান্য বেতন
তাহাদিগকে বিদায় করিতে চাহেন। যদ্যপি
অনুমান সত্য হয়, তবে নিরন্ন দরিদ্র লোকের
যত দূর পর্য্যন্ত উৎপীড়ন হইতে পারে, তাহার
হইতেছে না, যদ্যপি সেখানে কুলির অসদ্ভাব
থাকে, গবর্ণমেণ্ট তবে সরকারি কুলি অন্য
হইতে তথায় প্রেরণ করুন। আসামের চিফ
শনর এ বিষয়ে যে, ঈদৃশ উদ্যোগী হইয়া থা
এতদপেক্ষা ঘৃণার কথা আর কিছুই নাই। আশ্চ
বিষয় এই প্রখরনেত্র গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের চতুর্দ্দি
তীব্র দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া থাকেন; কিন্তু জানি
ত,—কেমন কার্য্যে প্রখর দৃষ্টি নিপতিত হয়
কার্য্যানুষ্ঠানে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থাগমের
বনা আছে, কেবল সেই দিকেই চঞ্চল চক্ষু চা
হইতেছে। যে কার্য্যে এদেশীয় লোকের কষ্ট
রিত হইবে, তাদৃশ বিষয় ব্যাপারে পরিহার
চলে না, অনেক টা কাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ঠেকে
দেশীয় লোকের ক্লেশমোচন করিতে গবর্ণমেণ্ট
নই স্বয়ং উদ্যোগী হন না; যদ্যপি প্রজাবর্গের
কেহ কোন প্রকার অত্যাচারের কারণ গবর্ণমে
চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেন, তাহাতে অ
অপমান বোধ করেন, কিন্তু লোকে কথায় বলে
বসিতে জানিলে উঠিতে হয় না; কহিতে জা
শুনিতে হয় না। আমরাও তাই বলিতেছি,—গ
মেণ্ট যদি সকল সময়ে সুচারুরূপে প্রজার
দূর করিতে জানিতেন, তবে আমাদিগকে
কার্য্য প্রণালীর প্রতিবাদ করিতে হইত না।

কুপার হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

ভারতবর্ষের পূর্ত্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার
ইংলণ্ডে কুপার হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এ

হয়। কিন্তু ইহার অন্তর্নিগূঢ় তাৎপর্য্য এবং নীতন ষ্টেট্‌সেক্রেটারীর আন্তরিক ইচ্ছা তাহা আমরা এস্থলে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত । এতদ্দেশে তখন যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল, হার সুশিক্ষিত ছাত্রদিগের দ্বারা এবং ইংলণ্ড তে অভ্যাগত ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা এখানকার তীয় কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইত। ১৮৬৯ লে তৎকালীন ষ্টেট্‌সেক্রেটারী ডিউক অব্‌ র্গাইল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোন পরা না করিয়া এবং অন্যত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ান সংবাদ না দিয়া হঠাৎ কৃপারহিল কালেজ পন করিলেন। অবিলম্বে ভারতবর্ষের রাজকোষ তে উহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইঞ্জিনিয়ারী দ্যা শিক্ষা করিবার জন্য বিলাতে উপযুক্ত বিদ্যা- য় আছে, তথাপি ভারতকে কি কারণে অতিরিক্ত য় ভারে অবনত করিবার নিমিত্ত এ প্রকার অস- ণ কার্য্যে ষ্টেট্‌সেক্রেটারী মহোদয় হস্তক্ষেপ করিয়া ছলেন, তাহা বলিতে পারি না এমন কথা নয়। ন্তু বলিতে হইলে অনেক দুঃখের কথা বাহির ইয়া পড়ে, সুতরাং আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

এই কলেজ সংস্থাপনের অযৌক্তিকতা এবং নৈষ্প্রয়োজনতা সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ পত্রে বিস্তর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহাতে ভারতের উপকার সাধিত হয়, তাদৃশ কার্য্যে রাজপুরুষদিগের চিত্তাকর্ষণ করা নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নয়। ভারতবর্ষের অর্থে প্রতিপালা কলেজটী স্থাপন করিতে কৃপাবলম্বন হইল না, কাহারও পরামর্শ গ্রহণের আবশ্যকতা থাকিল না; কিন্তু উহাকে উঠাইয়া দিবার জন্য কত হুল স্থূল চলিতেছে, কিন্তু সে পক্ষে ভারতবর্ষের হিতেচ্ছু মহোদয়গণ একবারে বধির। তাহা হউক, সম্প্রতি এই কালেজের তিরোধানের নিমিত্ত ইংলণ্ডের অনেক ন্যায়পরায়ণ রাজনীতিজ্ঞ মহাত্মার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে অনেকেই ইহার অনুপযোগিতা ও অবৈধতা বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সুবিস্তীর্ণ পূর্ত্তকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত বিস্তর ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হইত, এমন কি প্রতিবৎসর ৫০ জন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইতেন। এক্ষণে পূর্ত্তকার্য্যের কর্ম্মণ্যতা হেতু আর তত লোকের প্রয়োজন হয় না, বৎসরে ১০। ১৫ জন ইঞ্জিনিয়ার হইলেই যথেষ্ট হয়। অতএব ভারতবর্ষের মস্তকে ব্যয়ভার নিক্ষেপ করিয়া একটী স্বতন্ত্র কলেজ রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই। গত ২১ এপ্রেল বিলাতের কমন্স সভায় এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। তথায় গিবসন নামক অনুদারনীতিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তি এক এই প্রস্তাব করেন যে, কৃপার হিল কলেজের কার্য্যপ্রণালী এবং ব্যয় সম্বন্ধে তদন্ত লইবার নিমিত্ত একটী সভা যেন নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সাধারণের বিবেচনার্থ উক্ত কলেজ রক্ষিত হওয়া উচিত কি না, কিম্বা উহার কোন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়াছে কি না, সভ্যেরা যেন এই সমস্ত বিষয় নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

উক্ত কলেজের ছাত্রসংখ্যা এবং বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে —১৮৭৭। ৭৮ সালে ১৮, ২৫৪ পাউণ্ড আয় এবং ২০৪২৭ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে। সুতরাং ঐ বৎসরে কিঞ্চিদধিক ২০,০০০ টাকা রাজকোষ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ১৮৮০। ৮১ সালে ১৫, ১২৫ পাউণ্ড আয় এবং ১৯,৮১২ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে, সুতরাং এ বৎসর প্রায় ৪৬,৮৭০ টাকা ভারতের শূন্য কোষ হইতে আকৃষ্ট হইয়াছে। ১৮৭৯ সালে ৩৭ জন ছাত্র উক্ত কলেজে ভর্ত্তি হয়; ১৮৮০ সালে ২৫ জন, এবং ১৮৮১ সালে ৩৯ জন।

প্রথমতঃ এই কলেজ সংস্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই। একান্ত যদি পূর্ত্তকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত বিলাতি ইঞ্জিনিয়ারের আবশ্যক হয়, তবে অন্যান্য বিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত ছাত্রকে নিয়োগ করিলেই চলিতে পারে। ভারতবর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত বিলাতি ছাত্রের শিক্ষা-ভার যদি ভারতবর্ষকে বহন করিতে হয়, তবে অন্যান্য বিভাগের ছাত্রগণও স্ব স্ব বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার ভারতের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতে পারেন। আমরা জানি, এ দেশের উপকার সাধনোদ্দেশে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে না, সে কার্য্যের ব্যয়ভার ভারতবর্ষের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হওয়া অবিধেয়। কেবল ভারতবর্ষের কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় রাখিয়াও কোন ফল নাই। দ্বিতীয়তঃ, যে কার্য্যে প্রতিযোগিতা না থাকে, সে কার্য্যের উন্নতি হয় না। কৃপার হিল কলেজে যত গুলি ছাত্র শিক্ষা লাভ করে, তাহারা সকলেই এক একটী কর্ম্ম পায়, ইহাতে ভারতবর্ষবাসিদিগের উৎকর্ষ লাভের প্রত্যাশা নাই। এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা বিস্তীর্ণ হয় তাহাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। এ দেশীয় লোক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া যাহাতে উচ্চপদলাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোনিবেশ করা উচিত। আমরা নিবদ্ধ সহকারে এই অনুনয় বিনয় করিতেছি, বিলাতের রাজনীতিজ্ঞ মহাত্মাগণ যখন এই অসঙ্গত কার্য্য-প্রণালীর অবৈধতা বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন সত্বর ইহা রহিত করিয়া ইংরাজ নামের গৌরব রক্ষা করুন।

ভারতবাসিদের আত্মশাসন শিক্ষার উপায়।

আমাদের মনোহারপ্রকৃতি গবর্ণর জেনরল লার্ড রিপন বাহাদুর এত দিনের পর একটী বিরুদ্ধক্রিয়ার অপনোদন করিতে চলিলেন। এদিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রজাগণকে সুশিক্ষা দান দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতেছেন, ও দিকে কতকগুলি কর্ত্তা প্রধান রাজপুরুষ তাহাদিগকে চাপিয়া চিরকাল বালকবৎ করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া যথাযথ রূপে উন্মেষিত ও পরিমার্জ্জিত হয়; এটি অনেক কর্ত্তা রাজপুরুষের অভিমত নয়। তাঁহাদের মনোগত কথা এই, এদেশীয়েরা কোন ক্রমে মস্তক তুলিতে না পারে, চিরকাল বালকবৎ ইংরাজদিগের অনুগত হইয়া থাকে। তাঁহাদের মনের কথা এই বটে; কিন্তু তাঁহারা লোককে স্তোকবাক্যে মোহিত করিবার নিমিত্ত এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এ দেশীয়েরা আজও উপযুক্ত হন নাই; উপযুক্ত হইলেই যোগ্যতার অনুরূপ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। ইহাই বিরুদ্ধ ক্রিয়া। গবর্ণমেণ্ট একদিকে ভারতবাসিদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, আবার কর্ত্তা রাজপুরুষেরা অপর দিকে তাহাদিগকে টানিতেছেন। সুতরাং ইহাদিগের প্রকৃত উন্নতিপথে উন্নীত হইবার মহাবিঘ্ন ঘটিতেছে। এ দেশীয়েরা আজও উপযুক্ত হন নাই, এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা ইহাদিগকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদের যুক্তি শুনিয়া আমাদের একটী কৌতুককর কথা স্মরণ হইল। একজন গুরু জন এক ব্যক্তিকে হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল " আগে হাত পাকুক, তাহার পরে লিখিব। " পাঠক এ বাক্যটী কৌতুককর কি না? লিখিতে লিখিতে হাত পাকে, না, না লিখিয়া হাত পাকে? আমাদের রাজপুরুষদের বাক্যও কি ঐরূপ কৌতুককর নয়? " কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ " কাজের ভার না দিলে কি কখন কাজ শিখা যায়? সম্মুখে কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া না দিয়া যত চাপিয়া রাখিবে চেষ্টা করিবে, ততই বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারণ, উন্মেষণ পরিমার্জ্জন না হইয়া ক্রমে সঙ্কোচ ও মলিনতা জন্মিবে। চীনদেশীয়েরা রমণীগণের চরণবৃদ্ধির প্রতিরোধ করিয়া দেয় বলিয়া পদদ্বয় ক্ষুদ্র হইয়া যায়। যে বৃক্ষ স্বাধীন ভাবে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিবার পথ না পায়, তাহা ক্রমে হ্রস্ব হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আমাদের আহ্লাদের বিষয় এই প্রশস্তহৃদয় প্রশস্তমস্তক লার্ড রিপন বাহাদুর এইরূপ একটী বিরুদ্ধ ক্রিয়ার অপনোদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এদেশীয়দিগের আত্মশাসনশি

ায় বলিয়া এতদিন যে প্রস্তাবের আন্দোলন
তেছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত এক প্রকার বিড়ম্বনা
বলিয়া অবজ্ঞাত হইত। তদ্বিষয়ে এ দেশীয়দিগের
মাত্র স্বাধীনতা ছিল না। রাজকর্ম্মচারিরাই
ার এক মাত্র অধীশ্বর ছিলেন। এক একজন
কর্ম্মচারী এক এক কমিটীর অধিপতি হইয়া
ীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের অমতে
কাজ হইত না। ঐ যে কথায় বলে "নামে
ালা কাঁজি ভক্ষণ।" তদ্রূপ কমিটীর এ দেশীয়
শনরদিগের অদৃষ্টে অবিকল ঐ ঘটনা ঘটিত।
দেশীয়দিগের টাকা, এ দেশীয়দিগের কার্য্য,
কার্য্যে কিরূপ শুভাশুভ ঘটিবার সম্ভাবনা,
দেশীয়দিগেরই তাহা সুন্দররূপে বুঝিবার অধি-
, কিন্তু এ দেশীয়দিগের ই করিবার যো ছিল
লিলে অত্যুক্তি হয় না। এ দেশীয় কমিশন-
কোন কথা কহিলে তাহা ভাসিয়া যাইত।
যাঁহাদের দেশের কাজ নয়, যাঁহাদের কার্য্যের
ও গতি সুন্দররূপে বুঝিবার অধিকার নাই,
রাই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সম্প্রতি লার্ড রিপন
ভুরের প্রসাদে এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হইতেছে।
ন যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে
টির দেশীয় সভ্যদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া
তেছে। তাঁহার মত এই, যেখানে দেশীয় সভ্য
ভাপতি মিলিবেন, সেখানে রাজকর্ম্মচারিদিগকে
কার্য্যে বরণ করা হইবে না। এত দিনের পর
দেশীয়দিগের যথার্থ স্বশাসন শিক্ষার উপায়
টিত হইল। দেশের প্রকৃত হিতকর কার্য্য
ও অনুষ্ঠিত হইবে। এতদিন মিউনিসিপাল আয়-
যেন ভূতে উড়াইয়া লইয়া যাইত। কতক
য গ্রাস করিতেন, কতক কর্ম্মচারিদিগের উদর-
হইত, এখন আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা
এখন অর্থ যথোচিতরূপে গ্রামনগরাদির স্বাস্থ্য ও
বাদি সম্পাদন-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

পাঠক। হয় ত এস্থলে এই অভাব্যভাবনা করিয়া
বিপাকে পড়িবেন যে এতদিন মিউনিসিপালিটী
তি হইয়াছে, কিন্তু এতদিন এ সুব্যবস্থা হয় নাই
? ইহার উত্তর এই, এতদিন উদারাশয় মহাপ্রভু
যুক্ত কর্ত্তার হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হয় নাই। নলের
যদি ক্ষুদ্র ও বক্র হয়, জলধারাও সঙ্কীর্ণ ও বক্র
ব পড়িয়া থাকে। দিবাকরের আয়তন বৃহৎ বলিয়াই
সহস্র কিরণ নির্গত হয়। যাঁহার মন প্রশস্ত
তাঁহা হইতে প্রশস্ত কার্য্যের উদ্ভাবন হইবার
রণা কি? বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনন্ট
র্ব কাম্বেল সাহেব এক জন যথার্থ প্রজাহিতৈষী ছিলেন। তাঁহার আন্তরিক এই
ছিল যে বাঙ্গালিরা শ্রেষ্ঠ কার্য্যক্ষম ও মানুষের
মত হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি এককালে কতক
গুলি বিষয়ের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করাতে মহা-
বিপ্লব উপস্থিত হইল, সকলে তাঁহার হৃদয়গত ভাবও
বুঝিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তৎকালের উপ-
রের কর্ত্তাটীও তদনুরূপ ছিলেন না। সুতরাং তিনি
কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা এই, রিপন বাহাদুর
একটী বিরুদ্ধ ক্রিয়ার অপনোদনে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন
সর্ব্বত্র যশস্বী হইতেছেন, এইরূপ আর যে যে বিষয়ে
বিরুদ্ধভাব আছে, তিনি সে গুলিরও অপনোদন
করিয়া অপ্রতিহিত যশোলাভ করুন এবং ইংলণ্ডেরও
গৌরব বৃদ্ধি করুন। লণ্ডন টাইমস ভারতের "সেলফ
গবর্ণমেণ্ট" প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া লিখিয়াছেন,
এটী একটী প্রকাণ্ড পরীক্ষা স্থল এবং ইংরাজজাতির
উপযুক্ত কার্য্য। ইংরাজ জাতির উপযুক্ত নয়, ভারতে
এমন অনেক কার্য্য আছে। রিপন বাহাদুর সেই
সেই কার্য্যের দোষ সংশোধন করিয়া ইংরাজজাতির
যোগ্য করিয়া তুলেন, এই আমাদের ইচ্ছা।

উপসংহারে মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে আমাদের
একটী প্রস্তাব এই যে যে স্থলে ৫।৬ খা ততোধিক
গ্রাম লইয়া মিউনিসিপালিটী হইয়াছে, সেই সেই
স্থলে এইরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের
আয় হইতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের রাস্তা ঘাট প্রভৃতির
ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, তবে বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি
সাধারণ ব্যয়ার্থ উহা হইতে বিবেচনা পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করা হইবে। স্থানীয় কমিটী
সমুদায় আয় যথাযথরূপে ব্যয়িত হইল কি না তাহার
তত্ত্বাবধান ও অন্য অন্য বিষয়ের অনুসন্ধান রাখি-
বেন। যে গ্রামের আয় সেই গ্রামে তাহার ব্যয়ের
ব্যবস্থা না হইলে আমরা দেখিতে পাই, অনেক
গ্রাম স্বাভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হয়। হয় ত এক গ্রামের
আয় লইয়া আর এক গ্রামে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ
করিল যাব যে গ্রামের টাকা লওয়া হইল, সে গ্রাম
হতশ্রী হইয়া পড়িয়া রহিল। এ বিসদৃশ ব্যবহার
দর্শনে আর আমরা অভিলাষী নহি।

আত্ম শাসন-প্রণালী বিস্তার সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণ
মেণ্টের মত গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট
অবশেষে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা
সংক্ষেপে তদ্বৃত্তান্ত নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। গব-
র্ণর জেনেরল বলেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এক প্রণা-
লীতে বোর্ড সংস্থাপিত হইতে পারে না। স্থানীয়
লোকের অবস্থা ও রুচি অনুসারে বোর্ড সংগঠিত
হইলে আত্ম শাসন-প্রণালীর উপযোগী সূত্র বাহির
হইয়া পড়িবে এবং তদনুসারে কার্য্য হইলে দেশের
মহোপকার সাধিত হইবে। ফলতঃ কোন স্থানেই
মূল সূত্রের ব্যত্যয় ঘটিবে না। স্থানীয় গবর্ণ
মিউনিসিপাল শাসন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্থা
বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা পাইবেন। বো
অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা থাকিবে। ও
হইলে প্রত্যেক স্থানীয় সভা স্ব স্ব অভিজ্ঞতা
সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে
গবর্ণর জেনেরল জেলায় জেলায় এক একটী ক
সভা করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না
তিনি বলেন, দূরবর্ত্তী স্থানের সভ্যগণ নিয়মিত
উপস্থিত হইতে পারিবেন না। সুতরাং সর্ব্বত্র
ভাবে কার্য্যও হইবে না এবং অনেক কার্য্য বিভা
কর্ম্মচারীদিগকে সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কা
ইহাঁর মত প্রতি মহকুমায় এক একটী সভা হ
অধিক কার্য্য হইবে ও অধিক উপকার দর্শিবে। ডি
কাউন্সিল এই সভার যথাসাধ্য সাহায্য করিবে
গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কবিহীন দুই তৃতীয়াংশ
স্থানীয় সভার সভ্য হইবেন। দুই বৎসর ইহাঁদি
কার্য্যকাল নিরূপিত হইবে। যতদূর সম্ভব নির্ব্ব
করিয়া সভ্য নিযুক্ত করা হইবে; কিন্তু আপা
এ প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে না। প্রাদে
গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে স্থানীয় লোকদিগের স
পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবে
এই সকল গুরুতর কার্য্যে দেশীয় লোকদি
উপযোগী করিবার জন্য যখন যে উপায় অবল
হইবে, তদ্দ্বারা কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে
দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সচেষ্ট হইয়া দক্ষতা সহ
এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলে সম্মান
উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স
কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।
যাহাতে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তৎ
তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন, ঋণ গ্রহণ ও কর নির্দ্ধ
প্রভৃতি কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সম্মতি গ্রহণ ক
হইবে, তবে তাঁহাদিগের কার্য্যে বিশেষ দোষ ল
হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে
অনুমতি ক্রমে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারি
এবং যাহাতে তাহার সংশোধন হয়, তজ্জন্য স
করিয়া দিবেন। বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা সর্ব্বত্র
সভার সভাপতির পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন
এই সকল সভাকে আদর্শ করিয়া আত্মশাসন প্র
শিক্ষা করিতে হইবে। অতএব যাহাতে এ দে
গণ স্বাধীন ভাবে আপনাদিগের দায়িত্ব বুঝিয়া
করিতে সমর্থ হন, তাহা করিতে হইবে। জে
মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা বিবেচনা সহ
সভার কার্য্য প্রণালীর তত্ত্বাবধান করিতে পা
তাঁহাদিগের যথোচিত সম্মান রক্ষা হইবে। চট্ট
স্থান ব্যতীত অপর যে সকল স্থানে গবর্ণমে

সম্পর্ক রহিত লোক না পাওয়া যাইবে, সেই খানেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু স্থানীয় সভা তাঁহার মতে কার্য্য করিতে বাধ্য হইবেন না। সভাপতি নিয়োগ কালে গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইতে হইবে। কিন্তু নির্ব্বাচনের ভার সভার হস্তে থাকিবে। আর যার দর্শনের ভার সভারই হস্তে থাকিবে। পুস্তকাদি প্রভৃতিতে যাহাতে অনর্থক অর্থব্যয় না হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট এক জন কমিসনর রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিসনার নিযুক্ত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক কার্য্য এই সভার দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লইতে পারিবেন।

সংচর বলেন " বিগত ১৫ ই মে শনিবার অপরাহ্ণ চারিটার পরে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম বাটীর নিকটে রাত্রি ১ টা হইতে ২ টার মধ্যে একটি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই সময়ে এ, ডবলু ব্লেয়র সাহেব ও তাঁহার জনৈক বন্ধু শকটারোহণে আপার সারকিউলার রোড হইতে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে দুইজন সাদা কোট ও প্যাণ্টলন পরিধায়ী ইউরোপীয় তাঁহাদের গাড়ি ধরিবার উপক্রম করিল এবং গবর্ণর সাহেবের ঘড়ি ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। ইহাতে সাহেব এক ধাক্কা দিলেন। গাড়োয়ান ঘোড়া থামাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু থামিল না। পরিশেষে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল। গবর্ণর সাহেব ও তদীয় বন্ধু " পুলিষ " " পুলিষ " বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন পুলিষের চিহ্ন মাত্রও ছিল না। " কলিকাতার কখন এই ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তখন মফস্বলের অবস্থা পাঠক সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। আমরা একটী স্থানের কথা বলিতেছি, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাঁকীপুর থানার কোথাও এরূপ অত্যাচার নিত্যই ঘটিয়া থাকে। এই স্থানের অধিকাংশ নিরক্ষর মূর্খ লোকের বাসই অধিক। দাঙ্গা, চুরী, ডাকাইতি ও নরহত্যা প্রভৃতি ব্যাপারের মুখের কথা। পুলিষ তাহাদিগকে রক্ষা করেন, অথের লোভও রাখেন ; সুতরাং কেহ শাসন করে না। ইহাদিগের ভয়ে কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হয় না। দুরাত্মারা বর্দ্ধিত থাকে, দুষ্কর্ম্মের কথা কেহ প্রকাশ করিলে অগ্রে তাহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, তাহাতে উপযুক্ত অবসর না পায় তাহা হইলে পুলিষ স্বরূপ কারাগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া পরে জল গ্রহণ করে। সকলেই শঙ্কিত। আমরা এই থানার এলাকার ভদ্র লোকদিগের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা বলেন তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যান্তর্গত নহেন, তাঁহাদিগের সামান্য অন্যায় কার্য্যেরও প্রতিবাদ-সামর্থ্য নাই। কখন কি হয় এই ভয়েই তাঁহারা আকুল। ফলতঃ ২৪ পরগণার সেসন আদালত ডায়মণ্ডহারবারের এলাকাভুক্ত স্থানগুলির মামলা মকদ্দমা লইয়াই ব্যস্ত আছেন। যাহা হউক, স্থানীয় কর্ত্তারা ইহাদিগের শাসন করিতে পারেন না, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইলে আমরা কোথায় গিয়া শান্তিলাভ করিব ? জমীদারেরা অত্যাচার করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার নিবারণোপায় অবলম্বন করিয়া দরিদ্র প্রজাগণকে বাঁচাইলেন। পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে হইলে অগ্রে নিজের ছিদ্র দূর করা কর্ত্তব্য। আমরা উপরে যে কথা কয়েকটী বলিলাম গবর্ণমেণ্টের উড়িষ্যাস্থ খাসমহলের প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচারই তাহার কারণ। প্রজাদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন পাকা বন্দোবস্ত নাই, সুতরাং ইচ্ছানুরূপ কর আদায় করিয়া থাকেন। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা আবার ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনেন, গবর্ণমেণ্টের এক গুণ কর বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায় থাকিলে কর্ম্মচারীদিগের গুণে দশ গুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই রূপে প্রজাদিগের জমা এত বৃদ্ধি হইয়াছে, যে দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে একগুণ রাজস্ব দিতে হইত এক্ষণে তাহাকে তাহার দশগুণ দিতে হইতেছে। প্রজা না দিতে পারিলে নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করা হইয়া থাকে। ফলতঃ কর্ম্মচারীর দোষে যে এই অত্যাচারের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। লর্ড রিপন এক জন ধার্ম্মিক লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব তাঁহার শাসন কালে যদি এরূপ অধর্ম্ম কর্ম্ম প্রশ্রয় পায়, তাহা হইলে তাঁহারও অগৌরব এবং প্রজারও মৃত্যু।

সাধিলেই সাধনা। সার সালর জঙ্গের এই সাধনার ফলও হইয়াছে। বেরার প্রদেশ তাঁহার পুনঃ-প্রাপ্তির সূচনা হইতেছে। তিনি বহু দিবস হইতে এই বিষয়ে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। সম্প্রতি পার্লামেণ্ট মহাসভার অনারেবল সর্জ্জা রিড সাহেব কমন্স সভায় বলিয়াছেন আগামী ২ রা জুন মহারাণীর নিকট এই প্রার্থনা করা হইবে যে তিনি হাইদ্রাবাদ হইতে কণ্টিঞ্জেণ্ট সৈন্যদল তুলিয়া লইয়া বেরার প্রদেশ নিজামকে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলকে আদেশ দেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ মে। আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ দমন সম্বন্ধে কমন্স সভাতে যে পাণ্ডুলিপি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডে বিপক্ষতা হওয়াতে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয় নাই। অনেক দিন পূর্ব্বে ইহার কল্পনা করা হইয়াছিল।

আলেকজাণ্ড্রিয়া ২০ এ মে। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধ জাহাজ সমূহ অদ্য পৌঁছিয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ মে। চেম্বিট সাহেব শনিবার ম্যাঞ্চেষ্টরে বলিয়াছেন, আয়র্লণ্ডের কৃষ্ণকায়দিগের তত্রত্য ভূমী হইতে স্বামিত্ব লোপ করাই ল্যাণ্ডলিগদিগের অভিপ্রেত।

সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে সেনাপতি কাফমান পিণ্ড মৃত সেনাপতি কফমানের স্থলে তুর্কিস্থানের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ মে। ডবলিন হইতে সংবাদ আসিয়াছে আর্চবিশপ ল্যাল ম্যাকেবের প্রাণ বিনাশের জন্য প্রদর্শিত হওয়াতে তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত পুলিষ প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সার চার্লস ডাইক অদ্য কমন্স হাউসে বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই সুয়েজ যোজক রক্ষার উপায় স্থির করিবেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২২ এ মে। তুরস্কের বৈদেশিক কার্য্যের মন্ত্রী ইংরাজ ও ফরাসীদিগকে তাঁহাদিগের লৌহাবৃত রণতরী সমূহ আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে প্রত্যাগমন করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন মিসরে শান্তি স্থাপন হইয়াছে।

ইংরাজ ও ফরাসী দূত এ বিষয়ে পরস্পর গবর্ণমেণ্টের মত প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কায়রো ২২ এ মে। মিসর গবর্ণমেণ্টের সহিত বৈদেশিক কন্সলদিগের আজিও প্রকৃত সন্ধি হয় নাই। আরাবি যে ও তাঁহার সেনাপতিগণকে মিসর ত্যাগ করাইবার উদ্দেশে যদ্যপি সন্ধি হইতেছে। নির্ব্বিবাদে গোলযোগের মীমাংসার সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ২৩ এ মে। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল যে উপায়ে আত্মশাসন বিস্তৃতির কল্পনা করিয়াছেন টাইমস তাহার পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন এটী অতি প্রকাণ্ড পরীক্ষার স্থল এবং ব্রিটিশ জাতির উপযুক্ত কার্য্য।

গত কল্য সেণ্ট পথ'ড স্থদৃশ্য মহা সমারোহে খোলা হইয়াছে।

কায়রো ২৩ এ মে। আরাবি পাশা ও তাঁহার সেনাপতিগণ যাহাতে মিসর পরিত্যাগ করেন সন্ধি দ্বারা বিদেশীয় কন্সলের তাহার চেষ্টা পাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা বিফল হইয়াছে। মিসর গবর্ণমেণ্ট সংগ্রামের আয়োজন করিতেছেন এবং প্রজাবর্গকে এ বিষয়ে প্রোৎসাহিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধ জাহাজ যে পর্য্যন্ত আলেকজাণ্ড্রিয়া পরিত্যাগ না করিবে সে পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজবলের সহিত সন্ধি করিবেন না।

লর্ড হার্টিংটন কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ হইতে রিইউনিয়নে কুলি পাঠাইবার জন্য ফরাসীদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। এবং এ কথাও বলা হইয়াছে তাঁহারা অধিক পীড়াপীড়ি না করেন তাহা হইলে কুলি প্রেরণ বন্ধ হইয়া যাইবে।

কমন্স সভা বেজলিউসন করিয়া বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ দমন ও বাকী খাজনা সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি অন্যান্য সকল কার্য্যের অপেক্ষা গুরুতর। কার্য্যবাহুল্য নিবন্ধন

সভা বন্ধ হয় নাই। গত রাত্রিতে নাবী গণনা সম্বন্ধে পাণ্ডুলেখ দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছিল ইহার অনুকূলে ও প্রতিকূলে ১৫৭ জন মত প্রদান করিয়াছেন।

ইনষ্টাণ্টিনোপল হইতে ইংরাজ ও রুষীয় দূত কুর সৈন্যেরা মিশরে শান্তি স্থাপিত ল বলগরি সমুদ্র আলেকজান্দ্রিয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত ।

সেণ্টপিটার্স বর্গ হইতে কলিয়াস্থ ইংরাজদিগের উপর যে অত্যাচার করে রুষ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে গুরুতর শাসন বন পালের আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

ডন ২০ এ মে। গতকল্য কমন্স হাউসে বিদ্রোহ দমন ণ্ড আইনের পাণ্ডুলিপি লইয়া বাদানুবাদ হইয়াছিল। সাহেব বলিয়াছেন প্রজাদিগের জোতস্বত্ব চলি- তএব তিনি তাঁহাদিগের কৃত অত্যাচারকে দোষ- বলিয়া স্বীকার করেন না। গ্লাডষ্টোন সাহেব এই অনেক ক্ষণ বক্তৃতা করিয়া অবশেষে ডিলন সাহেবের রের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন আয়ার্লণ্ডে বল ন্য উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

বরো ২৩এ মে। এইরূপ একটী আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্মত না হন তাহা হইলে সৈন্য মিশরে আনীত হইবে। ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজানৈতিক ট মহি সভার সভাপতির নিকট এই মর্ম্মে শেষ পত্র লিখিয়া ছেন আয়ার্লণ্ডীয় পাদ্রী ও সেনাপতিদিগকে কিছুদিনের জন্য হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। অধিকন্তু বর্ত্তমান স্থানাধ্যক্ষকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

য়ার্লণ্ডের বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির কঠোরতা আছে তাহার সংশোধন উদ্দেশে জে, ক্যাডন যে প্রস্তাব করেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

প্রাপ্তি স্বীকার—(১) শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ত চন্দ্র দুতম। (২) নবকুমার নাথ প্রণীত ক্ষা। (৩) শ্রীযুক্ত নীলরত্ন চৌধুরী প্রণীত নিক পরাক্রম। (৪) শরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত ূকা। সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রণীত সায়ং- । (৫) নবকুমার নাথ প্রণীত টাকার পদ্য। শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রণীত প্রসাদ কুসু- । (৭) সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রণীত তৃতীয় বা (রোগপ্রকাশ)। (৮) তারকনাথ বিশ্বাস ত নৈশবিহার। (৯) শ্রীযুক্ত নন্দলাল ভট্টা- প্রণীত স্তুতি পঞ্চাশৎ। (১০) আচার্য্যধীরে- কবি বিরচিত বৃত্তমঞ্জরী। (১০) যোগীন্দ্রনাথ াপাধ্যায় প্রণীত পাগলিনী নাটক। (১১) ব্রত সামশ্রমি কর্ত্তৃক অনুবাদিত সামবেদ সংহিতা, মুমী খণ্ড। ৬ষ্ঠ ৭ম ৮ম সংখ্যা। (১২) ক্ষ ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত বামন- ণ প্রথম খণ্ড। (১৩) কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত অধ্যাত্ম রামায়ণ ২য় খণ্ড। (১৪) শ্রীরামপুর কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মে মাসের বেঙ্গল মিসলেনি। (১৫) কুমারী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত মাঘ মাসের খৃষ্টীয় মহিলা। (১৬) বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা। (১৭) পাবনা দিবাকর যন্ত্রে মুদ্রিত বার্ত্তাবহ সাপ্তাহিক পত্র। (১৮) ভাগলপুর হইতে প্রচারিত ভাগলপুর নিউস নামক পাক্ষিক পত্র।

আলীপুর পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রাট সাহেব গত ১৫ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার টালীগঞ্জের থানা দেখিতে গিয়া এক বিষয়ে নিজের স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। ঐ দিন সব ইনস্পেক্টর স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। হেড কনষ্টেবল থানায় উপস্থিত ছিল, হঠাৎ সাহেব উপস্থিত হইলে কনষ্টেবলেরা সত্বর স্ব স্ব পোষাক পরিধান করিতে যায়। ৫ মিনিট পরে হেড কনষ্টেবল প্রত্যাগত হইলে সাহেব কনষ্টেবলদিগের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। হেড কনষ্টেবল তাহাদিগের পোষাক পরিধান করিতে যাইবার কথা বলে, কিন্তু তিনি সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার গণ্ডদেশে এমন প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করেন যে তাহাতে তাহাকে চতুর্দ্দশ ভুবন দেখিতে হইয়াছিল। এরূপ কোপ দর্প ও প্রতাপ না হইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাজে না। এরূপ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কতগুলি আছেন, গবর্ণমেণ্টের তালিকা করা কর্ত্তব্য।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মহারাজ সতীন্দ্র মোহন ঠাকুর সম্প্রতি কে. সি. এস. আই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৭ ই মার্চ্চ যে নূতন দেওয়ানী কার্য্যবিধি গবর্ণর জেনেরলের সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আগামী ১ লা জুন হইতে তদনুসারে কার্য্য হইবে।

অযোধ্যার অন্তর্গত রামপুরের তালুকদার রাজা রামপাল সিংহ পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার উদ্দেশে পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছেন। কিন্তু এ দিকে ঋণের নিমিত্ত তাঁহার ৪০ খানি গ্রাম বিক্রয়ার্থ ক্রোক দেওয়া হইয়াছে। রাজা রামপাল স্বদেশের উপকারার্থ নানা প্রকার চেষ্টা পাইতেছেন, তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিলাত গমন করিয়া পার্লামেণ্টের সভ্য হইয়া স্বদেশের দুঃখ জানাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ দিকে তাঁহার বিষয় বিক্রয় হইয়া যায়, নিশ্চিন্তমনে তিনি যে পরোপকারের চেষ্টা করিবেন তাহার পথ ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এরূপ লোকের ঋণ দেশীয় লোকের আগ্রহসহকারে পরিশোধ করা অথবা তাঁহার পার্থিব ব্যয় তারতবর্ষীয়দিগের চাঁদা দ্বারা সং করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা আবো এ ক বলি, নিজের বিষয় রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া কে পরোপকারে নত হওয়া নীতিজ্ঞদিগের অভি নহে।

ডেনেভার এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ৭ বৎসর বালক একদা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যায়। সময়ে একটী অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া তা কহে, তোমার মাতা বিশেষ প্রয়োজন ব তোমাকে ডাকিতেছেন, তিনি রাস্তায় দাঁড়া আছেন, অতএব তুমি শীঘ্র শুনিয়া যাও। বা এই কথায় বাহিরে আইসে, তৎপরে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। পরে তাহার পি নিকট এই ভাবে পত্র আইসে, যদি তুমি ৫০ হা ফ্রাঙ্ক দিতে পার, তাহা হইলে পুত্রকে পাবে, অ তাহার প্রাণ বিনাশ করা হইবে। আমাদের দে জুয়াচোরেরা এর কাছে কোথায় আছেন?

বিলাতে চোরের উপদ্রব হওয়াতে বাক্সের প্রকার নূতন আবরণ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে এ তার ঘণ্টা সংলগ্ন থাকে যে, স্পর্শমাত্রেই শ ব দিতে থাকে, সুতরাং গৃহস্থ অনায়াসে জা পারেন

জেম্‌স মিল এ, ডি, ডি, বলেন মৃত দেহ দা করাই দেশে পীড়া বৃদ্ধির মূল। মৃত দেহ দাহ ক সকল প্রকার কঠিন পীড়া ক্রমে অপসারিত তিনি বলেন, আন্থ্রাক্স প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত কাহারও মৃত্যু হইলে যদি তাহার শবদাহ ক হয়, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ কীট সমূহের দ্বা পীড়া নানা স্থানে নীত হয়। অতএব কি কি মনুষ্য সকলেরই মৃতদেহ দাহ করা উ যাবৎ এই প্রথা সাধারণতঃ অবলম্বিত না হইবে তাবৎ পীড়া হ্রাসের সম্ভাবনা নাই। ভা বর্ষে ত বহুকাল হইতে শবদাহ প্রথা প্র আছে?

পাঁঠার একটী আশ্চর্য্য গুণ সম্প্রতি প্রকা হইয়াছে। পাঁঠার আবক নাকি কুকুরের ক্ল অমোঘ ঔষধ। ইহার মধ্যে যে পদার্থে মাদ আছে, একজন ইউরোপীয় ডাক্তার তাহা ন পরিত্যাগ করিয়া তাহার আরক বাহির করিয়া ক কুকুরে কামড়ান রোগীকে আরাম করিয়াছে প্রদেশে কি এই ঔষধ ব্যবহার হইতে পারে তাহা হইলে শোদলপাড়ায় ঔষধওয়ালাদের অ ক্ষতি হইবে।

কে, এফ নরিস কলিকাতা হাইকোর্ট টর্ণি কোরাইট সাহেবের পদে আসিতেছেন। ইনি মাস হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের জজ বাবু ব্রজমোহন দত্ত ইডেন সাহেবের অপরাপর স্তুতিবাদকের ন্যায় অসার নহেন। ইডেন সাহেবের উপর ভক্তি নিবন্ধন তিনি যাহাই বলুন; কিন্তু এতদুপলক্ষে তিনি একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অপরাপর লোকে যেমন ইডেনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের উদ্দেশে চাঁদা দিতেছেন, ইনি সেরূপ না করিয়া তাঁহার ... নাথ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে ৭ টী পুরস্কার দিবার বাসনা করিয়াছেন। প্রথম ৩ টী একশত টাকা ও অবশিষ্ট ৪ টী ৫০ টাকা করিয়া। যে কোন স্ত্রীলোক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদিষ্ট বিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিতে পারিবেন, তিনিই এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগীয় কর্ম্মচারী অথবা পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচক সভা প্রেরিত প্রবন্ধের ভাল দোষ বিচার করিবেন। পরিশেষে এই সকল প্রবন্ধ একত্র মুদ্রিত করিয়া পাঠ্যপুস্তক মধ্যে পরিগণিত করা হইবে। এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যে আয় হইবে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে তাহা ব্যয়িত হইবে। এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার ব্যয়ও ব্রজমোহন বাবু দিবেন।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা শেষে অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসো মং নামক এক-জন ফরাসী বিজ্ঞানবিৎ পরীক্ষা করিয়াছেন, কি জলে কি অনিলে প্রকৃতির সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু সুরাসার মিশ্রিত আছে। তবে মাতালেরা এত অধিক পরিমাণে বায়ু ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করুন না?

বোম্বাইয়ের একখানি সংবাদপত্র বলেন, অজ্ঞতা গঙ্গানামে এক ব্যক্তি দায়গ্রস্ত হইয়া ৮ শত টাকা লইয়া তাহার স্ত্রীকে অপর এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে। তাহার স্বজাতীয়গ এই কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে লইয়া মহা পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। গঙ্গা তখন তাহার উদ্ধারের চেষ্টা পায়। ঐ ব্যক্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করে। গঙ্গা তখন অনন্যোপায় হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ অভাবে তিনি সে মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি, আগামী ২১ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি ৯ ঘটিকার পর কলিকাতার বঙ্গ রঙ্গভূমিতে শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত অভিনব নাটক রামের বনবাসের অভিনয় হইবে। ইহাতে যে টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহা গ্রন্থকর্ত্তার সাহায্যার্থে বিনিয়োজিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যে কয়জন রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট মেডিকাল কালেজের দক্ষিণে একটী হাঁসপাতাল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কোন্ কোন্ যুবতী ডাক্তারী শিখিতে ইচ্ছা করেন, শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার ক্রপ্ট সাহেব তাহাদিগের মন জানিতে চাহিয়াছেন।

ভাগলপুরের নবাব মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ১৮৭৭ অব্দে ১০ লাখ টাকা দান করেন। এই টাকা লাহোরের ধনাগারে গচ্ছিত ছিল, কিন্তু কাহারও স্মরণ না থাকাতে এই টাকা তৎকালে ব্যয়িত হয় নাই। এক্ষণে এই বিষয় মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের গোচর হওয়াতে তিনি টাকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই টাকা দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত আবশ্যক কার্য্যে ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। স্মরণশক্তিটে প্রবল বটে! এক জনের দশ হাজার টাকা দানের খবরই হইল না। এই টাকাগুলি সময়ে পাইলে অনেক গুলি লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারিত।

আমাদের মোকামস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "আজ কাল এস্থানে বিসূচিকার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ৫।৭ দিনের মধ্যে প্রায় ৬০।৭০ জন উক্ত পীড়ায় পীড়িত হইয়াছে। যাঁহারা স্থানান্তর হইতে বা অন্যত্র রেলওয়ের ডাক্তারের রীতিমত সাহায্য পাইয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন প্রায় অপর কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এখানকার জল বায়ু উৎকৃষ্ট হইলেও গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রারম্ভে এই পীড়া প্রাদুর্ভূত হয়। এখানকার অধিবাসীরা সর্ব্বদা অপরিষ্কার গৃহে অবস্থান ও কুখাদ্য ভক্ষণ করে বলিয়াই প্রায় অনেকে উক্ত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এমন জন পূর্ণ স্থানে রীতিমত চিকিৎসক ও চিকিৎসালয় থাকা আবশ্যক।"

সুরবন মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের গত অধিবেশনে সভাপতি ডি, আর লায়েল সাহেব উপবিভাগে জলের কল আনিবার ব্যয় ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভাপতি হারিসন সাহেব বলেন, এই মিউনিসিপালিটীতে যদি দিন ২০ লক্ষ গ্যালন জল খরচ হয়, তাহা হইলে প্রতি সহস্র গ্যালনে দুই আনা করিয়া ব্যয় পড়িবে। আর যদি ৪০ লক্ষ গ্যালন ব্যয় হয়, তাহা হইলে প্রতি সহস্র গ্যালনে /১৫ ব্যয়িত হইবে। এত জল যোগাইবার সম্বন্ধে একটী সদুপায় স্থির করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়র বকলী নিযুক্ত হন। তিনি ১০ লক্ষ গ্যালন জলদানের প্রস্তাব করাতে কমিশনরগণ তদনুসারে কার্য্য করাই স্থির করিয়াছেন।

রেবিনিউ বোর্ডের সভ্য অনরেবল ডাম্পিয়র সাহেব শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগের সেক্রেটারি ককরেল সাহেব তৎপদে এবং ককরেল সাহেবের পদে নিম্ন প্রদেশের পুলিস ইনস্পেক্টার জেনেরল মনরো এবং মনরোর পদে ডি, আর লায়াল প্রতিষ্ঠিত হইবেন। প্রেসিডেন্সি কমিশনর পিকক সাহেব সেক্রেটারির পদ গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন। তিনি রেবিনিউ বোর্ডের সভ্য অথবা চীফ কমিশনরের পদ বাঞ্ছা করেন। কটন সাহেব ছুটী লইয়া বিলাতে গিয়াছেন, তিনি প্রত্যাগত হইলে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন এবং ম্যাকডোনাল সাহেব বঙ্গদেশের একাউণ্টেণ্ট জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইবেন। গ্রিনলে সাহেব আপাততঃ কটন সাহেবের কর্ম্ম করিবেন। আর্ম্মষ্ট্রং কলিকাতার কষ্টম কালেক্টার হইবেন। ঐ পদের বেতন মাসিক ২ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস গার্থ সাহেব জুনমাসে তিন মাসের ছুটী লইয়া বিলাত যাইবেন। কনিংহাম পৎপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। হোয়াইট সাহেব না কি এই ক্ষোভে পদত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। গুণী ব্যক্তির গুণের পুরস্কার না হইলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

১৮৮১ সালে সমস্ত ব্রিটনে ১২২২৭৯২৭৫০ এবং ১৮৮২ সালে ১২৭০৭৫৪৬৫ টাকার মদ্য বিক্রয় হইয়াছে। ৩৫ লোকের মধ্যে ১৪ কোটী লোকে এই সুরাপান করিয়াছে। প্রতি ব্যক্তি ২২৫ গ্যালন মদ্য পান করিয়াছে। ভারতেও ইহার ঢেউ লাগিয়াছে।

কলিকাতার সংস্কৃত কালেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন লিখিয়াছেন "আমি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের মাতার শ্রীশ্রীপারায়ণ পাঠ সমাপন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অম্বিকা রাজবাটিতে গমন করিয়া যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তাহার সংক্ষিপ্ত অবিকল বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইল। গত ৩১ বৈশাখ পাঠারম্ভ হইয়া ৬ ই জ্যৈষ্ঠ সমাপন হয়। ঐ পাঠ যথানিয়মে উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা সুসম্পন্ন করা হইয়াছে। তদুপলক্ষে প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজন কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব সাধু মহান্ত দণ্ডি সন্ন্যাসিগণের সম্মান পূর্ব্বক আহারাদি দান ও প্রচুর অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। মহারাণী ব্রতী পাঠক শ্রোতা ও সদস্যগণকে সভামধ্যে সুবর্ণ ভূষণ নানা প্রকার বস্ত্র জোড়া শাল ও প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তৎকালে সেই সভা অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল। এক দিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদায় অন্যদিকে ন্যায় বেদান্ত স্মৃতি কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের বিচার, তাহার মধ্যে সুললিত স্বরে উত্তম পাঠ, এবং ধ্বজা পতাকা তোরণ চন্দ্রাতপের শোভা। নানা দেশীয়

...স্থিত অধ্যাপকগণের পরম-সাহায্যজনক পুস্তক ...দানে বিদায় এবং দীন দরিদ্র গুরু পক্ষ অন্ধ ...লিগণকে বিশেষ রূপে অর্থ প্রদান করা হই-...। রত্নমাতার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বংশগোপাল বাবু ...শয়ের পরিশ্রমের ও অধ্যক্ষতার গুণে এই কার্য্য ...পন্ন হইয়াছে।"

আমরা শ্রীযুক্ত পরাণচন্দ্র ধরের অধ্যবসায় ...য়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। সাত বৎসর ..., তিনি মহাশয়ের সাহায্য ও বিনা মূল্যে বিত-...কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি ধনী ব্যক্তি ...ন। সাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ...য়া অবাধে তিনি এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া ...সিতেছেন। অতএব তাঁহাকে ও তাঁহার সাহায্য-...রিগণকে সহস্র সাধুবাদ দিতে হয়। তবে তাঁহার ...টী ক্ষোভ এই, এই কার্য্যটীকে স্থায়ী করিবার ...ত যে মূলধন সংস্থান আবশ্যক, তাহা তাঁহার ...নাই; ভারতে ধর্ম্মার্থ ব্যয়শীল ব্যক্তি অনেক ...ছেন। যদি তাঁহার অধ্যবসায়-শৈথিল্য না হয় ...ার এ ক্ষোভ অবিলম্বে দূরীভূত হইবে সন্দেহ ...। আজি এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার কারণ ..., আমরা এক খণ্ড মহাভারত উপহার প্রাপ্ত ...য়া জানিতে পারিলাম, তাঁহার মুদ্রিত মহা-...রত চতুর্থবার সংস্কৃত হইয়াছে। এবার আমরা ...টী বিশেষ উন্নতি দেখিলাম। প্রথমে মূল সংস্কৃত, ...ার পরে বাঙ্গালা অনুবাদ। ধার্ম্মিক দাতৃগণ ...হার পৃষ্ঠ পূরক হইয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, এই ...মাদের অনুরোধ।

"গোল্ডন ডিডস" নামক পুস্তক ১৮৮০ অব্দের ...বেশিকা পরীক্ষার সাহিত্য স্থির হইয়াছে। কিন্তু ...ার যে যে অংশ বালকদিগকে পাঠ করাইতে ...বে, আজিও তাহা স্থির হয় নাই।

রাজস্বমন্ত্রী মেজর বেরিং সুস্থ হইয়াছেন। তিনি ...সোমবার স্বকার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

...শিক্ষাসংক্রান্ত সভার সভাপতি হন্টর সাহেব শিক্ষা ...ষয়ের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই ভারত ...বর্ষের নানা স্থানে গমন করিবেন। সাধারণ লোকের ...ক্ষা জিজ্ঞাসা করাই ইঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

...লিকাতার কালেক্টার গুডরিচ ও হাওড়া ষ্টেসন-...র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাইলাণ্ড সাহেব ছুটী লইয়া ...ন যাত্রা করিবেন। প্রেসিডেন্সির কমিশনর মাজি...ন হাওড়া ষ্টেসনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ...বু হাডেন্দ্র নাথ মিত্র অথবা বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ...কলিকাতার কালেক্টরের পদ লাভের সম্ভাবনা ...ছে।

...মাদের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে চা-করদিগের সভা হইতে ইঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ উকীল ব্যারিষ্টার প্রভৃতি প্রেরিত হইয়াছেন।

বৈদ্যবাটী হইতেই তারকেশ্বর রেলওয়ে খুলা স্থির হইল। প্রথম হাবড়া হইতে খুলিবার যে কল্পনা হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইল।

সাড়ে বার টাকা মূল্যের ২ লক্ষ টাকা নোট ইংলণ্ড হইতে আসিতেছে।

কুচবিহার হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত ৩০ এ চৈত্র কুচবিহার মহারাজের একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। অতি আহ্লাদের বিষয়। এই উপলক্ষে রাজধানীস্থ সমস্ত ভদ্র লোকের বাসায়, ও অপর সাধারণ সমস্ত রাজকর্ম্মচারীর বাসায় যথোপযুক্ত রূপে সন্দেশ, দধি, মৎস্য ইত্যাদি বিতরিত হইয়াছিল এবং সর্ব্ব সাধারণের আমোদ, প্রমোদ জন্য কলিকাতা হইতে "ন্যাশনাল" থিয়েটর ও এক দল যাত্রা (বউতলা নামে খ্যাত) আসিয়াছিল। এই আমোদ, প্রমোদ দর্শনার্থ, বিশেষতঃ "ন্যাশনাল" থিয়েটার এদেশীয়দিগের ভাগ্যে কখন ঘটে নাই, এজন্য, রঙ্গপুর প্রভৃতি দূরস্থ প্রদেশ হইতেও অনেক ভদ্র লোকের সমাগম হইয়াছিল।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

...মনসিংহের [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ...ক্ষেত্রগোপাল রায় ঐ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণার ভার প্রা... হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্ট... এইচ এফ মাথেউজ বর্দ্ধমানের সদর ষ্টেসনে বদলি হইলেন।

চট্টগ্রামের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু [illegible] মিলিসস হুগলীর সদর ষ্টেসনে বদলি হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যো... পাধ্যায় মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গিপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ ডবালউ, র‍্যা... কক ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে আসিলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জের মুন্সেফ বাবু নীলমাধব ... দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁও বদলী হইলেন।

২৪ পরগণার সুপরিণ্টেনডেণ্ট জজ এবং নদীয়া ও মেদিনীপুর... অতিরিক্ত সুপরিণ্টেনডেণ্ট জজ বাবু কুরুমে হন মুখোপাধ্যায় ... গ্রামের অতিরিক্ত সুপরিণ্টেনডেণ্ট জজ হইলেন।

মৈমনসিংহের অতিরিক্ত সুপরিণ্টেনডেণ্ট জজ বাবু পার্ব্বতীচরণ মিত্র ঐ জেলার সুপরিণ্টেনডেণ্ট জজ হইলেন।

হালীর অন্তর্গত মহিষরাথার মুন্সেফ বাবু শশীভূষণ মুখো... পাধ্যায় পাবনার অন্তর্গত বগুড়ায় মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের মুন্সেফ বাবু অনাথ... বোধ মহিষরাথার বদলী হইলেন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুরের মুন্সেফ বাবু সুধাংশু... রায় দিনাজপুর সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন। ইঁনি [illegible] ... ফির অন্তর্গত স্থান সমূহের বাকী পাওনার মকদ্দমার বি... করিবেন, এবং ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ... পন্যান্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

বগুড়ার মুন্সেফ বাবু মতিলাল ভাদুরির রাখরগঞ্জের অন্ত... পিরোজপুরে ভার প্রাপ্ত হইলেন এবং ঐ ঠোকীর বাকি মকে... মকদ্দমা করিবেন। ইঁনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ... ৩০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

হুগলীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ... [illegible] ও ২৮ পরগণার [illegible] ...

চট্টগ্রামের ব্যাঙ্কক সাহেব [illegible] ... পাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

নাগরপুর।

এ বৎসর [illegible] এ অঞ্চলের ... বড়ই প্রতিকূল হইয়াছেন। এতদ্ভি... গত ১৩ এ বৈশাখ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা এবং ... বৈশাখ রজনী ৯ ঘটিকার সময়ে ভয়ানক ঝড় ... গিয়াছে। এই ঝড়ে নাগরপুর ও তন্নিকট... গ্রামসমূহের অনেক গৃহ ও স্থানে স্থানে ... [illegible] ও বৃক্ষশাখা ভূতলশায়ী করিয়াছে। ... শাখা সকল বৃক্ষচ্যুত হওয়ায় এবং গৃহের ছা... হুগল উড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়ায়, গ্রামগুলি

আর ধারণ করিয়াছে। ১২৮৬ সালের পর আমরা আর এরূপ ঝড় হইতে দেখি নাই। আমাদিগের বোধ হয় যে, বঙ্গেশ্বর ইডেন প্রভুর বঙ্গ পরিত্যাগেই বুঝি পবন দেব এত স্বাধীনতা প্রকাশ করিতেছেন?

গোয়ালন্দের নিকটস্থ পদ্মানদী অত্যন্ত বিস্তৃত ও ভয়ঙ্কর। সময়ে সময়ে ইহার প্রবল তরঙ্গমালা সন্দর্শন করিলে হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিশেষ এই স্থলে পদ্মার সহিত যমুনা ও ছরা সাগর সংমিলিত হওয়ায় স্থানটী আরও ভয়াবহ হইয়াছে। সুতরাং এই প্রকার প্রবল নদীতে নৌকা দ্বারা খেয়া পার হওয়ায় পথিকদিগের পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এবং তাহা সময়ে সময়ে ঘটিয়াও থাকে। বর্ত্তমান সময়ে আরিচা ও গোয়ালন্দে যে খেয়াঘাট আছে, তথাপি এই স্থানে বাষ্পীয় পোত দ্বারা পারাপারের বন্দোবস্ত করা যায় তবে পথিকদিগের যথেষ্ট উপকার হয়। উল্লিখিত ঘাটদ্বয় এক্ষণে সরকারী খাস মহলের অন্তর্ভূত। এ জন্য আমরা কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণ সমীপে প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কোম্পানি দ্বারা গোয়ালন্দ ও আরিচা ঘাট পারাপারের জন্য এক খানি ষ্টিমার যোগান, তাহা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়। ষ্টিমার হইলে গবর্ণমেণ্টের ডাক পারাপারের জন্য আর স্বতন্ত্র নৌকার প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং এ ব্যয়টী বাঁচিয়া যাইবে।

চন্দননগর।

আজকাল এখানে ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে। বেলা আট্টা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে থাকে. অনেকগুলি পুষ্করিণী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এতদ্ভিন্ন দুই এক স্থানে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নাই।

গত এপ্রেল মাসে পারিস হইতে এক জন নূতন ডাক্তার আসিয়াছেন। ইঁহার নাম মঁসিএ দেলেসার ইনি ফ্রান্সের অতীব সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও চিকিৎসা বিদ্যা-বিশারদ। ইঁহার নিকট মেডিসিন নিপার নাই। নিম্নস্থ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি সদা সহাস্য বদন।

এখানকার ছোট আদালতের "গ্রেফিএর" অর্থাৎ রেজিষ্ট্রারের পদ শূন্য হওয়ায় তৎপদে কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত নামক একজন দেশীয় লোক নিযুক্ত হইয়াছেন: এতাবৎকাল উক্ত পদ সাহেবদিগেরই একচেটিয়া ছিল।

পাপাত্মিক গর্ভস্রাব অপরাধে দুটী স্ত্রীলোক এখানকার চিকিৎসালয়ে ছিল। প্রথমটী ৬ই সপ্তাহ আসিয়া মরিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় শুনিলাম দ্বিতীয়টীর পাপাত্মিকা বশতঃ আরোগ্য হইয়া এক্ষণে হাজতে আছে, বলা বাহুল্য যে দ্বিতীয়টীও উপপতিও গ্রেপ্তার হইয়া হাজত সুখ ভোগ করিতেছে।

নূতন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের শাসনে পুলিষম্যানেরা ভয়ে জড়সড়! সম্প্রতি প্রয়াগ সিং নামক জনৈক জমাদার ঘুস লওয়া অপরাধে বিচারার্থ আনীত হয়,বিচারে দোষ প্রমাণ না হওয়ায়, কেবলমাত্র কর্ম্মটী গিয়াছে। ইহার দুই এক দিন পরে শিবদত্ত নামক জনৈক বরকন্দাজ উক্ত অপরাধে ধৃত হইয়া হাজতে আছে।

এলাহাবাদ।

অদ্যতা হাইকোর্টের পঞ্চম জজের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এখানকার মাননীয় বিচারপতি মহোদয়েরা প্রত্যেকে এক একটী মিনিট লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি। এ সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য। ১৮৭১ সালের নবেম্বর মাস হইতে তিনি এই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই দশ বৎসর কাল মধ্যে যে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে চারি জন জজে এই হাইকোর্টের কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া অতীব অসম্ভব। এই বিষয় তিনি গবর্ণমেণ্টকে পুনঃ পুনঃ জ্ঞাত করিতে ক্ষান্ত হন না। তাঁহার মতে এখানে ছয় জন জজ হওয়া আবশ্যক। "চার্টারের" একস্থলে এইরূপ লিখিত আছে যে "আমরা এতদ্দ্বারা আদেশ করিতেছি, যত দিবস আমাদের বা আমাদের উত্তরাধিকারীর দ্বারা অন্য কোন নিয়ম না হইতেছে, তত দিবস উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টে একজন চীফ জষ্টিস এবং পাঁচ জন জজ নিযুক্ত থাকিবেন।" সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এখানে ছয় জন জজের সম্পূর্ণ আবশ্যক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বহু বিস্তৃত স্থান, এখানে প্রায় চারি কোটী লোকের বাস, এরূপ স্থলে কত মকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। মকদ্দমার সংখ্যা ক্রমশঃ যতই বৃদ্ধি হয়, তৎসঙ্গে কার্য্যও বাড়িতে থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সকল কার্য্যের দায়িত্ব যে কত অধিক, তাহা বলা যায় না, সুতরাং সমাকরূপে পর্য্যালোচনা না করিয়া মতামত প্রকাশ কখনই সম্ভবে না। সময়ে সময়ে কার্য্য এত অধিক উপস্থিত হইয়া থাকে যে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে তাহা সমাধা করিয়া উঠিতে পারা যায় না, অনেক সময়ে তাহার কিছু কিছু বাকী থাকে. অবকাশ মতে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান, এইকালে এখানে সূর্য্যের উত্তাপ অতীব প্রখর হইয়া থাকে। এরূপ সময়ে বিচারকার্য্য বিশেষ কষ্টপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। আবার যদি জজদিগের মধ্যে কাহার পীড়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে অনেক কার্য্য পড়িয়া থাকে। এইরূপ নানাপ্রকার কারণ দর্শাইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট মিমিট প্রেরিত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক পত্রাদি লেখা লেখি হয়। অবশেষে এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে একজন পঞ্চম জজ নিযুক্ত হইবেন, কিন্তু তিনি আপাততঃ স্থায়ী পদ প্রাপ্ত হইতেছেন না। কলিকাতা, বম্বে এবং মান্দ্রাজ হাইকোর্টে এক জন দেশীয় জজ আছেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টে সেইরূপ একজন দেশীয় বিচারপতি হওয়া উচিত, ইহা স্থির করিয়া গবর্ণমেণ্ট একজন দেশীয় উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিবার ভার এই হাইকোর্টের মান্য বিচারপতিদিগের উপর অর্পণ করেন। তদনুসারে তাঁহারা অগ্রে সব জজদিগের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে বারাণসীর সুবর্ডিনেট জজ বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস একজন বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি বহুদিবস গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ফৌজদারী আইনের বিষয় অবগত নন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বাবু রামকালী চৌধুরী। তিনি আপাততঃ মৃতাপুরের সুবর্ডিনেট জজ। রামকালী বাবু বিশেষ প্রশংসার সহিত স্বীয় কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি যেরূপ দেওয়ানী কার্য্য বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, ফৌজদারী আইন বিষয়ে ততদূর দক্ষতা লাভ করেন নাই। তৃতীয় আলিগড়ের সব জজ মৌলবী মহম্মদ মসীউল্লা খাঁ চতুর্থ কানপুরের সব জজ মৌলবী ফরিদুদ্দীন। ইহাঁরা উভয়ে বিচারকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ইংরাজিভাষা কিছুই অবগত নহেন। তজ্জন্য তাঁহারা এ কার্য্যে উপযোগী হইতে পারেন না। এই ত গেল সব জজদিগের বিবরণ। তাহার পর মান্য জজদিগের দৃষ্টি উকীল শ্রেণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে মুন্সি হনুমান প্রসাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি একজন বিশেষ সম্মানিত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি, অনেক দিবস হইতে ওকালতী করিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু তিনি ইংরাজি ভাল রূপ জানেন না। আর যদি এই কার্য্যে তাঁহাকে মনোনীত করা যায়,তাহা হইলে তিনি স্বীকার করেন কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়, পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নাথ। ইনি একজন অতি ধীর প্রকৃতির লোক, বিশেষ বুদ্ধিমান, ইংরাজিভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি আছে. কিন্তু তাঁহার

...ছেন। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ... স্বাধীনচেতা, ...জিস্তাসাক্ত কিন্তু তিনি ... লোক। চতুর্থ, ... ল লালা সুখরামপুর ... ... ছেন এমন নহে, বিলাতে যে সকল আইন প্রচ... আছে তাহাও সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। ...মেণ্ট সংক্রান্ত যে সকল ফৌজদারী মকদ্দমা ...স্থত হয় তাহাতে ইনি নিযুক্ত হইয়া থাকেন, ...না উক্ত আইন ইঁহার সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হই...ছে। এই সকল কারণের জন্য মানা বিচার... বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাট...টের জজ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ ...রোধ করেন। সেই সময়ে সার জন কুপার ...মেণ্টের সীমস্থানে ছিলেন তিনি যে বাঙ্গা... এই কার্য্য প্রদান করিতে বিশেষ আপত্তি ...াপন করিয়াছিলেন এ কথা বলা বাহুল্য। যাহা ...ক পরিণামে যে ফল ফলিয়াছে তাহা পাঠক ...ত্রই অবিদিত নাই। একটী ... ছাসা আছে, গবর্ণমেণ্ট ... ...দের প্রদেশীয় একজন ... করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি ...ঁহারা যেরূপ ভাবে উকীলদিগের ... করিয়াছেন তাহা কাহার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু ...ঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। আর পাঠ... ...কে বলি, তুমি আর কিছু দিন সবুর ... ...ালতে না প্রবেশিতে চাটুর্য্যে উকীল... ...ার, তাহা হইলে ইহার ... কাহার কাহার ... ...পরে মন্দির ... চাটুর্য্যের সহিত ... ...দের পরম বান্ধবের সহিত ... ...বিতে ইচ্ছা করেন তিনিও একজন ...যুক্ত ... ...ছাড়া ...

নিকট হইতে এরূপ প্রলাপবাক্য শুনিলে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া থাকি।

গত ১৬ ই মে বুধবার সার সালার জং বাহাদুর এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। তিনি কর্ণেল লরি সাহেবের হোটেলে অবস্থিতি করেন। শুনিলাম তিনি বিশেষ শিষ্টাচারী, এখানকার মানা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আইসেন নাই।

সম্প্রতি এখানে একজন যোগী আসিয়াছেন, তাঁহার নাম শিবপক্ষি সদানন্দ যোগী। তিনি আপাততঃ এখানকার একজন পণ্ডিত উকীলের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। মাদ্রাজ উপকূলে ইঁহার জন্ম। ইনি ইতিপূর্ব্বে শিক্ষকতা কার্য্য করেন তৎপরে বাঙ্গালোরে কিছু দিন ওকালতী করিয়াছিলেন সে সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রায় দশ বৎসর হইল এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। বোক্তলোকাক্রান্ত হইয়া আমরা এক দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স ৩৫। ৩৬ হইবে, মস্তকে জটাভার, পরিধেয় বাঘছাল, হস্তে একটী ভয়ানক ত্রিশূল। তাঁহার আকৃতিতে সরলতা ভিন্ন আপাততঃ আর কিছুই অনুভব হয় না। তিনি ইংরাজিতে আমাদের সহিত কথা কহিলেন। শুনিলাম তাঁহার আহার অতি সামান্য, মুষ্টিমেয় চাউলভাজা আহার করিয়া থাকেন, আর কোন প্রকার পুষ্টিকর সামগ্রী খাইতে দেখা যায় নাই, অথচ তাঁহার শরীর বিশেষ বলিষ্ঠ। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া এরূপ বোধ হইল না যে তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান কিম্বা শাস্ত্রে বিশেষ তাঁহার অধিকার দেখা আছে। যে যাহা হউক, তিনি ইহার মধ্যে অনেকগুলি শিষ্য ... হইতে সমর্থ হইয়াছেন। শিষ্য... মধ্যে স্ত্রীলোকও, ইহাতে বোধ হয় যোগের কিছু ক্ষমতা আছে। তিনি অনেক ... লোক ... ভাল ... তাঁহার ... সম্বাদদাতা বলিয়া থাকেন। তিনি ... যে কতপ্রকার লোক ... ভাল ...

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গত হইল। নূতন বর্ষ আগত। অতএব আমরা বিনয় সহকারে গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যাঁহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ...য়াছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২৮... সালের দেয় মূল্য দান করেন, এই আম... দের অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রব...
কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়া... হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ে... মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি... দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর ক... যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমে... মল্যাদি নিম্নোক্ত মহাশয় ঠিকানায় ঠিক ও কা... পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযু... উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখি... ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সে...
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাই... যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা ক... আমরা সোমপ্রকাশের ... ...

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৯০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন আরোগ্য।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, অম্লরোগ, গ্রহণী, অন্নগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তদন্তর্ভুক্ত অর্শ বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক এ ঔষধ এই সমুদায় সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা

নবারিষ্ট মহৌষধ ৬জনাময়

সর্ব্বপ্রকার যেহ রোগ অর্শ মহৌষধ।

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ রোগ অল্প দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, প্রস্রাবের যন্ত্রণা, মূত্র ধাতু নিগম, সর্ব্বাঙ্গ ও অণ্ডকোষের স্ফীতি নিবারণ হয়। এ সকল ঔষধ সেবনে শরীরে অতুল বল হইবে। এতদ্ভিন্ন অম্লপিত্ত ও অজীর্ণ, কলিকাশূল এবং হৃদ্রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। যাহারা অতি মাত্রায় ধাতু ক্ষয় রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাহারা এই ঔষধ সেবনে সুস্থ হইবেন। এতদ্ভিন্ন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, হৃৎকম্প, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ রোগ প্রভৃতি রোগ সকল এই ঔষধ সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং ৵০ আনা

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তাহার কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু বেলোবোনাথ ঘোষ এল, এম, এস, ... অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ ... তারকনাথ ঘোষ। ঐ ... ক্ষেত্রমোহন মিত্র ঐ কলিকাতা। ... রসময় বসু। ঐ ... বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী ঐ ডেকারসন কর্ণক। ... কালিদাস ঘোষ; সিবিল সার্জ্জন। বহরমপুর। ... কে, এম, চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার। ... উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি। ... রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রোসেডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা। ... ব্রজেন্দ্রনাথ দে— চেম্বর্স মাষ্টার, রাণীগঞ্জ।

নূতন ঔষধ।

এক শিশি মূল্য——১ টাকা – প্যাকিং ৵০।

সুবাস ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্কের মহৌষধ।

এই সুগন্ধি ঘৃত গভীর জলরাশির উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জলরাশির সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, গর্ভস্রাব, পরিষ্কার বন্ধে দাগ লাগা, অন্তর পর ১০। ১৫ দিন পর্য্যন্ত শোণিত নির্গত হইয়া এবং গর্ভাশয়ের জল প্রসব সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুগন্ধি ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

একশোয়ার মূল্য ——৪ টাকা –প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তাহার কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু বেলোবোনাথ ঘোষ এল, এম, এস, ... অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ ... তারকনাথ ঘোষ। ঐ ... ক্ষেত্রমোহন মিত্র ঐ কলিকাতা। ... রসময় বসু। ঐ ... বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী ঐ ডেকারসন কর্ণক। ... কালিদাস ঘোষ; সিবিল সার্জ্জন। বহরমপুর। ... কে, এম, চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার। ... উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি। ... রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রোসেডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা। ... ব্রজেন্দ্রনাথ দে— চেম্বর্স মাষ্টার, রাণীগঞ্জ।

কফনোদ্ধীপক বল।

হৈমন্তিক ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তাহার কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু বেলোবোনাথ ঘোষ এল, এম, এস, ... অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ ... তারকনাথ ঘোষ। ঐ ... ক্ষেত্রমোহন মিত্র ঐ কলিকাতা। ... রসময় বসু। ঐ ... বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী ঐ ডেকারসন কর্ণক। ... কালিদাস ঘোষ; সিবিল সার্জ্জন। বহরমপুর। ... কে, এম, চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার। ... উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি। ... রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রোসেডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা। ... ব্রজেন্দ্রনাথ দে— চেম্বর্স মাষ্টার, রাণীগঞ্জ।

সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার।

যিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কেবল সংযুক্তি মূলে সরল বাঙ্গালা কিম্বা ইংরেজী ভাষায় হিন্দু আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া এক খানি পুস্তক রচনা করিতে পারিবেন এবং যাঁহার পুস্তক প্রেরিত পুস্তক সকল মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তিনি এক শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুস্তক সভার অধিকৃত মূলা যন্ত্র দ্বারা মুদ্রিত করা যাইতে পারিবে; প্রার্থিগণ বর্ত্তমান বর্ষে কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে স্ব স্ব রচিত পুস্তক সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের নিকট তাহেরপুরে কিম্বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীভুবনমোহন মৈত্রেয়
বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক।
জেলা রাজসাহী।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবিবর শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

এক বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাশুল ১০।

যোগমণী-বিয়োগ ও ইন্দুমতী। মূল্য এক টাকা।

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত - মূল্য ৷৵০।

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, বহুবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, সুগন্ধিদ্রব্য, খাম, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার সীল মোহর, নামাবাস, নামের কাঠ, তামার প্লেট, মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

ভূতনাশক সিক্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিক্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৸০, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স সিকি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বেঙ্গলে, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

নিম্নের বিজ্ঞাপন :

" আয়ুর্দ্ধন " ১ম ... মাত্রায়
-কার্য্য ... ... মাস ...
হইলে ১৷৷ ... ... সদাশয়গণের
...পরোপী ... ... ডাক্তারখানা
প্রদাতব্য ...

... ...

ডাক্তার শ্রীনিবাসচরণ ভট্টাচার্য্য।

...কার পরীক্ষা করিয়া দেখা ... ডাকযোগে
পরীক্ষা করিয়া দেখা ...
পেটেণ্ট ঔষধ বটিকা ...

...প্রকাশ, ঢাপানি, ...ডাইটিস, ...ডা, পুরাণ
...শ, অগ্নি প্রদীপ্ত করণে ...ক্ষ, বুক ...ধরা, অব-
...গের সহিত বক্ত উঠা, ...ক ও ...ক কাশী
...ক প্রভৃতির একমাত্র ...ক ঔষধ। ...
...ঔষধ ১ টাকা, প্যাকিং ... আনা। ...
...ময় যায়। পুরুষ এবং ...ময় সকলেরই ...
...ন সেবন করিতে পারেন। মোহাগে ...না আরোগ্য
...ক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। কলিকাতা ... ...
...ন ঔষধের ... কাহার নিকট পাওয়া।

...বার ... ঔষধের ...ধান কারণ
...বিশেষ লাভ ... ... মূল্য ১৷৷ আনা
... ১৷৷ ... ...লোকনাথ ... মূল্য
...ধারণ ... ... বিশেষ ... ...
... ...
... ...
... ...

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং"। ২৯ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৬ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ২৩ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮২। ৫ ই জুন।

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ ৩ মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম

বিজ্ঞাপন

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
Paris: 8, Rue Vivienne, 8, Paris.

ক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম ব্যবহার করিলে, চাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্য কারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রং বিশিষ্ট ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্ (এই ঔষধ সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেব এই বিশেষ ফংশনিক ম্যাটিকো নামক ঔষধ দ্বারা এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক তাহাদের ন্যায় ক্ষতিজনক নহে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন স্থানের ন্যায় বাস্তবিক উপকার নাই, পিচকারির ঔষধ ব্যবহারে ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে হয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন। এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন প্যাষ্টিকজুস (পাচক রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেবা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা	পাকাশয়ে প্রদাহ
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান	সবমন শিরঃ শূল
পেট সাঁটিয়া ধরা	পেট আলা
পাকাশয়ের স্ফীততা	যকৃতের পীড়া
	গর্ভাবস্থায় বমন
	পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বর বন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

সবমন শিরঃ পীড়া এবং শিরঃ শূল।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গয়ানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই উহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

ধাতুপরীক্ষা। (সম্পূর্ণ) ৩য় বার মুদ্রিত। মূল্য ৵৹ আনা। ডাঃ মাঃ ৵১০ আনা। টীকার পদ্য। (হেয়ার) ২য় বার মুদ্রিত। মূল্য ৵৹ আনা। ডাঃ মাঃ ৵১০ আনা।

নব চিকিৎসাবোধ। (বহুতর পীড়া ও মস্তের ঔষধ প্রকাশক গ্রন্থ) ২য় বার মুদ্রিত। মূল্য ২ টাকা। ডাঃ মাঃ ৵১০ আনা। এই তিন খানি পুস্তক ব সংবাদপত্রের মতে প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীনবকুমার নাথ।
১৭ নং গোবিন্দচন্দ্র ধরের
আমড়াতলা কলিকা

Mrs E D, cruze 99 College Street cutta,

Diplomaid midwife.

Fees to attendance moderate.

Bears high testimonials.

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রী ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বি যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফী অতি অল্প।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, শাঙ্করভাষ্য আনন্দগিরিটীকা ও শ্রীধর কৃত টীকা এবং বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত ৮ আনন বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্ মূল্য ৭ সাত টাকা। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের কালয়ে ও কলেজষ্ট্রীট নং ২ বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে পা যায়।

পদ্য মহাভারত।

মূলের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদ্য মহাভ প্রকাশিত হইবে। যদি কেহ মূলের সহিত ঐ না দেখেন তবে মূল্য ফেরত দিব। প্রতি ৮ পেজী ১ ফর্ম্মা আকারে প্রকাশ হইবে। স শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য মূল্য ১৷৹ ি এবং মাশুল ৵৹ আনা নির্দ্ধারিত হইল। এক গ্রাহক জুটিয়াছে। এক সহস্র জুটিলেই কার্য্য অ

ে। যিনি গ্রাহক হইবেন তিনি সহর মুলাধ
ার নিকট পত্র লিখিলে তাহা হইতে পারিবেন।
ওপর) ই ডেপোজিটারি রায়।
পাড়া) ... প্রকাশক।

মহীসুর রাজ্যের রেলওয়ের ঋণ।

মহীসুরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হুকুমে ... টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়া টেণ্ডার ... করিতেছেন। এই টাকার জন্য মহীসুর ... রাজস্ব প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবে। এই ... বাঙ্গালোর হইতে তিপ্পুর পর্য্যন্ত একটী ... করা হইবে। ইহার দূরত্ব ... হইল।

১। এই ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ৫ টাকা। ... ছয় মাস অর্থাৎ ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ও ১৫ ই ... সুদ প্রদত্ত হইবে। ২০ বৎসর এইরূপ দেনা ... চলিবে। সুদের টাকা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের ... ধনাগার, বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহ এবং ... ও বোম্বাই এবং তাহাদিগের শাখা ধনাগার ... দেওয়া যাইবে।

৩। ঋণপত্রের ফারম নিম্নে দেওয়া গেল। ৫০০ ... ৫ শতের গুণনীয় টাকার প্রতি ঋণপত্র ... debenture) বাহির করা হইবে।

৪। এই ২০ লক্ষ টাকা ঋণের সমুদায় অংশ ... শিকের টেণ্ডার মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলর ... ২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ... বাঙ্গালোরে গ্রহণ করিবেন।

৫। নিম্ন সংযোজিত ফারমে প্রতিটেণ্ডর পাঠা- ... হইবে। যিনি টেণ্ডার দিবেন, তাহাকে ফারম ... মুড়িয়া তাহার উপর সীল করিয়া "১৮৮২ সালের ... সুর রেলওয়ের ঋণের টেণ্ডার" এই কথা লিখিয়া ... হইবে। আর ঐ টেণ্ডার বাঙ্গালোরে মহীসুর ... মেণ্টের কণ্ট্রোলরের নিকট প্রেরণ করিতে ... ব।

৬। ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দ্বিপ্র- ... সময় মহীসুর গবর্ণমেণ্টের দাওয়ান অপরাপর ... সমক্ষে বাঙ্গালোরে তাঁহার আপীসে বসিয়া ... সকল টেণ্ডার খুলিবেন ও প্রথম ন্যূনকল্পের কার ... করিবেন।

৭। যিনি যত টাকার টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে ... টেণ্ডারের সঙ্গে সেই টেণ্ডারের দেয় মোট টাকার ... করা ৫ টাকা হিসাবে টাকা জমা দিতে হইবে। ... টাকা মহীসুরের দাওয়ানের নামে বঙ্গদেশের ... সমূহে মাদ্রাজে বোম্বাই ও তাহাদিগের শাখা ... অথবা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগারে ... জমা দিয়া তাহার রসিদ টেণ্ডারের সহিত পাঠাইতে পারিবেন এবং দাওয়ানের নামে মনি-অর্ডার অথবা কোম্পানির কাগজও পাঠাইতে পারিবেন।

৮। যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক টেণ্ডার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আমানতি টাকা দেয় ঋণের আংশিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং টেণ্ডার-দাতাকে তাহার টেণ্ডারের লিখিত অবশিষ্ট টাকা ১৮৮২ সালের ১৫ ই আগষ্টের মধ্যে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগারেই হউক অথবা বঙ্গদেশ বোম্বাই, মাদ্রাজ ও তাহার শাখা ব্যাঙ্কে দাওয়ানের নামে জমা দিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে টাকা জমা না দিলে আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারের টাকা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ঋণপত্র বাহির করা হইবে।

১০। টেণ্ডার গ্রাহ্য হইলে টেণ্ডারের সহিত দত্ত আমানতি টাকা আবেদন করিলেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

১১। এক হারের দুই বা ততোধিক টেণ্ডার হইলে (কম হারে টেণ্ডার লইবার যে কথা আছে তাহার অপেক্ষা যদি কম হারে না হয়) উপরে যে হারে ডিপজিট দিবার কথা আছে যদি আবশ্যক হয় সেই হারে প্রতি টেণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

১২। টেণ্ডারের যে হার বর্ণিত হইল, তাহাতে এক আনার ভগ্নাংশ থাকিবে না। যদি কোন টেণ্ডারে এক আনার ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং ভগ্নাংশবিহীন রোখে টেণ্ডার পূরীত হইবে।

১৩। সম প্রমাণের পরিহারার্থ প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত স্বতন্ত্র আর একটী টেণ্ডার দিতে হইবে এবং তাহার সহিত পৃথক আমানতও করিতে হইবে।

১৪। মহীসুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব হইতে ... টাকা (এক কোটী ৩ লক্ষ) আয় হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রকার ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চাইক্লনিবারণের নিমিত্ত যে টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার পরিশোধের জন্য যাহা দেওয়া হইতেছে, তাহা বাদে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।

১৫। ভারতবর্ষীয় ঐ ঋণবিষয়ক যে সকল বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইবে, তাহাতে টাকা লাগিবে না।

মহীসুরের দাওয়ানের কার্য্যালয় বাঙ্গালোর ১ লা মে ১৮৮২। } সি, রঙ্গাচার্য্য দাওয়ান।

Form of Tender

I hereby tender for Rupees of the Loan advertised in the Notification of the Dewan of Mysore dated 1st May 1 and agree to pay the same subject to conditions notified, at the rate of Ru

for every Rs. 100 alloted to

I enclose on account of the requi deposit of 2 per cent on the amount ten ed (*here enter particulars of deposit*) engage, if my offer is accepted to pay remainder of the amount of the loan a ted to me on or before the 15th Au 1882, in the manner prescribed in the N fication. Any allotment made to me may communicated to the following address.

Signature
Full addre

Form of Debenture

MYSORE RAILWAY, FIVE PER CE

LOAN 1882.

Bangalore, 1

No.

The Government of His Highnes Maha Raja of Mysore, in consideratio the sum of Rupees rece from promise to pay to the said or order, the sum of Rupees twenty years after the date hereof tog with interest at the rate of five per tum per annum, payable half yearly 15th February and 15th August

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ মুদ্রণ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের মুদ্রণ সংখ্যা প্রকা হইয়াছে। ইহাতে জগতের আদিম মানবজাতি ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ, দেবগণের মর্ত্ত্য আগমন, সংহিতা, গোদ্ধ পুরুষের পাণিনি সংক্রান্ত বি ভাষাভেদ, বিষ্ণুর লোকান্তরায় স্বয়ম্ভুবত্ব, সাংখ্য দ্বিজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক চৌম্বক, পারদ এই ১০ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। বি আটপেজি ফরমার ৮ ফর্ম্মা ভাল বাঁধাতে মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লি পাঠাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কা নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র

যশোহরের অপূর্ব্ব উৎসব।

সম্পাদক মহাশয়। আপনার ২৬ সংখ্যক পত্রিকায় প্রকাশিত "ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত ভবিষ্যদ্বাক্য সমাকরূপেই সুসিদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গোদ্যুক্ত পাশাত্মার চঙ্গার হস্ত হইতে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টরিয়ার অমূল্য জীবননিধি সুরক্ষিত হওয়ার নিমিত্ত তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে ২৪ এ মে হইতে ২৭ এ মে পর্য্যন্ত যশোহরে যে একটী আনন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার স্থূল স্থূল সমাচার আপনার পাঠকগণকে উপহার দেওয়াই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

উৎসব উপলক্ষে বহুব্যয়ে এখানে একটী নূতন নাট্যশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই নাট্যগৃহে নব রসাত্মক নাটকাভিনয় প্রদর্শন জন্য কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ন্যাসানল থিয়েটর সদলে সমাগত হইয়াছিলেন। উৎসবের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে যেরূপ চাঁদার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, দর্শক সাধারণের নিমিত্ত সেইরূপ প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় এইরূপ শ্রেণীভেদে যথাক্রমে ৫। ২ ও ১ টাকা মূল্যের কতকগুলি টিকিট করা হইয়াছিল। টিকিটধারী সাধারণ দর্শকের আসন যেরূপ শ্রেণীভেদে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, তদ্রূপ চাঁদা প্রদাতা মহাত্মাদিগের নিমিত্ত "রিজার্ভ সিট" নামে স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঐকান্তিক যত্নে যদিও উৎসব-ব্যাপার সুচারু হয় বটে, কিন্তু দেশীয় বিচারক, উকীল, আমলা প্রভৃতি জেলার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই কার্য্যের তত্ত্বাবধারক ও অধিনায়ক ছিলেন। অতএব তাঁহাদের অধ্যক্ষতা হইতে যেরূপ ফল উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের আশাতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ রঙ্গালয়ে প্রবেশের পূর্ব্বে আমরা কখন এরূপ প্রত্যাশা করি নাই যে, এতদুপলক্ষে সাম্প্রদায়িকতার দুর্ব্বার গতিবেগে সমাজ আলোড়িত হইবে! প্রত্যুত লোকসংখ্যানুসারে আসনের স্বতন্ত্রতাযুক্ত সম্প্রদায় ভেদ পরস্পর যে প্রকার বিদ্বেষ প্রকাশ ও বাধিত হইয়া গিয়াছে, তাহা লোকসমাজে প্রকাশ করিতেও আমাদের লজ্জাবোধ হয়। বলিতে কি অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এমন কি আমাদের উপাস্য দেবতার মধ্যেও কেহ কেহ আসবানন্দে বিভোর হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। এমত-ক্ষেত্রে শান্তিদেবী স্থিরভাবে কতক্ষণ অবস্থান করিতে পারেন? উৎসবের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বর্ণন করিতে হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়ে, সুতরাং তদ্বিষয়ে বিরত থাকিয়া শেষ দিনের একটী শোচনীয় ঘটনার আভাসমাত্র পাঠকগণের গোচর করিতেছি। আমলা শ্রেণীস্থ কোন সুসভ্য যুবক সুধাপানে প্রমত্ত হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ ও সম্ভ্রান্ত লোকের প্রতি অত্যাচার ও উপদ্রব আরম্ভ করেন। পুলিষ প্রহরিগণ তদীয় আচরণে বিরক্ত হইয়া নিবারণ চেষ্টা করায়, যুবক তাহাদিগকেও আক্রমণ করেন, অনন্তর শোণিতপাত সহকারে পুলিষকর্ত্তৃক বিলক্ষণ "উত্তম মধ্যম" পাইয়া বন্দীকৃত ও হাজতে নীত হইয়াছিলেন। অতঃপর পুলিষকর্ত্তৃক তাঁহার নামে অভিযোগ হইয়া পর দিবস শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাদানুবাদের বিচারে যুবার বেদমুদ্রা (৪ টাকা) অর্থ দণ্ড হইয়াছে। ভদ্র লোকের পক্ষে সাধারণ্যে এইরূপ অবমানিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর! কিন্তু অধুনাতন সভ্য যুবকগণ এবম্বিধ ঘটনাকে লজ্জা ও অবমাননার কারণ বিবেচনা করিয়া ক্ষুব্ধ বা সঙ্কুচিত হন না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! পাঠক! আমরা এতক্ষণ লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া মনের দুঃখে আমাদের সমাজের কৃতবিদ্য যুবকগণের আশ্চর্য্য সভ্যতার পরিচয় দিতেছিলাম। এক্ষণে গ্রেট ন্যাসানল থিয়েটরের আচার ব্যবহার ও অভিনয়দক্ষতার বিষয় সংক্ষেপে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক এই প্রস্তাবের উপসংহারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সামাজিক দূষণীয় আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির সংস্করণ পূর্ব্বক দেশের সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধন করাই থিয়েটরের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ন্যাসানল থিয়েটর কি বীরাচারে আমাদের সমাজ সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? সুরাপান এবং গণিকাশক্তিই যদি সমাজ সংস্করণের প্রধান উপাদান হইয়া থাকে, তবে এরূপ নিকৃষ্ট সমাজ অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হউক! আর উহার সংস্করণে প্রয়োজন নাই! একে বঙ্গ সমাজ সুরা ও গণিকাশক্তির প্রবল স্রোতে রসাতলে নিমগ্নপ্রায়, তাহাতে আবার রঙ্গালয়ে যাইয়া তদ্রূপ পাশবাচারের শিক্ষা ও উপদেশ পাইলে দিন দিন সমাজের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদিগের মতে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ এই সকল দূষিত আচার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অপকৃষ্ট নাটকের অভিনয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ প্রণালীতে সাধু সম্মত নাটকাদির অভিনয় করিলে দেশের ও সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে। অন্যথা বিষময় ফলোৎপত্তির নিতান্ত সম্ভাবনা। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে দেশীয় সম্পাদকগণ মধ্যে মধ্যে লেখনী পরিচালন করেন, ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

এখানকার নব নির্ম্মিত রঙ্গালয়ে ক্রমে তিন রাত্রি ন্যাসনাল থিয়েটরের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় রাত্রির অভিনয় স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ন্যাসানল থিয়েটরের যে প্রকার গুণগ্রামের কথা শুনা হইয়াছিল, অভিনয় দ্বারা তদনুরূপ তৃপ্তিলাভ হয় নাই। প্রথম দিনে মেঘনাদবধ ও যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল প্রহসনের অভিনয় যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে সভ্যগণ প্রীতি লাভ করিবেন কি অনেকে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রির অভিনয় অপেক্ষাকৃত উত্তম হইয়াছিল। সে দিন সীতার বনবাস ও চোরের উপর বাটপাড়ি প্রহসনের অভিনয় হয়। দৃশ্যগুলির অধিকাংশ উত্তম এবং অভিনয়ক্রিয়া সভ্যগণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তথাপি কয়েকটী বিষয় যে নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (১) অভিনেত্রীগণ পাউডারের দ্বারা অঙ্গরাগ করায় ও অভিনেতৃগণ তাহা না করায় রঙ্গস্থলে ঠিক এক জাতীয় পুরুষ ও অপর জাতীয় স্ত্রী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। (২) লব কুশের অভিনয় যদিও মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুটী বারবনিতাকে লব কুশ সাজাইয়া দেওয়ার দ্রষ্টব্য নিতান্ত অসঙ্গতি-দোষে দূষিত হইয়াছিল। আমাদিগের মতে শ্মশ্রুযুক্তদের পূর্ব্বে পুংজাতিকে স্ত্রী সাজাইলে বরং সঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রী জাতিকে পুরুষ সাজাইলে কখনই সঙ্গতি রক্ষা হয় না। এই সকল ও অন্যান্য নানা কারণে ন্যাসানল থিয়েটরের নাটকাভিনয় আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তৃতীয় রাত্রির অভিনয় আমরা স্বচক্ষে অবলোকন করি নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার মতামত ব্যক্ত করিতে উদ্যুক্ত নহি। ২৬ মে পর্য্যন্ত থিয়েটর এবং ২৭ মে আতসবাজি হইয়া উৎসব ক্রিয়ার সমাপ্তি হইয়াছে। ৪।৫ সহস্র টাকার মধ্যে পর্ণকুটির এক খানি সামান্য নাট্যশালামাত্র যশোহর বাসীদিগের দৃষ্টিপথে অবস্থিত রহিয়াছে। এই টাকাগুলি সাধারণ হিতকর কোন প্রকার স্থায়ী কার্য্যে ব্যয় করিলে যশোহরের একটী প্রধান অভাব দূর হইত, আর উৎসঙ্গে সঙ্গে প্রধান অধ্যক্ষের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত: কিন্তু "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম" আমাদের কেবল অরণ্যে রোদন করা মাত্র "অলমতি বিস্তরেণ।"

কৃপাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীজটাধর শর্ম্মণঃ।

সোমপ্রকাশ

২৩ এ [illegible]

[illegible]

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

[illegible] ভাব সম্বন্ধ ধারণা বিচার করিলে আমরা ভাবতের কিছু কিছু আভাস পাইতে পারি। অতীত ইতিহাস কি সাক্ষ্য দিতেছে, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে এবং বর্ত্তমান রাজ্যশাসন প্রণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলে [illegible] ভারতসাম্রাজ্যের পরিণাম অনেকটা বুঝিতে পারি।

ইতিহাস যতদূর পর্য্যন্ত আত্মপরিচয় প্রদানে সক্ষম হইতেছে, তাহাতে আমরা দেখিতেছি,—অতি প্রাচীনকালাবধি ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা-ধনে বঞ্চিত হইয়া আছেন। উত্তর পশ্চিমের গিরিপ্রাকার অতিক্রম করিয়া বিজিগীষু নৃপতিগণ পুনঃ পুনঃ স্বপ্রভুত্ব ভারতবর্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্য সমুদয় হস্তগত করিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়গণ এতকাল পর্য্যন্ত সেই জয়শীল বীরবৃন্দের পদবিমর্দ্দিত হইয়া আসিতেছেন। পৌরাণিক ক্ষত্রিয়দিগের শৌর্য্যবীর্য্য বিশ্বাস করিলেও ভারতবর্ষ যে, বৈদেশিক ক্ষত্রিয়দিগের দ্বারা দলিত হইয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণগ্রন্থেই উক্ত আছে, যবন [illegible] পাশ্চাত্যজাতি ভারতবর্ষে আসিয়া অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, খৃষ্ট পূর্ব্ব শতাব্দীর পূর্ব্বে পারসীরাজ সাইরস ভারতবর্ষের কিয়দংশ পরাজয় করেন। অনন্তর [illegible] ডেরায়স এদেশে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া সিন্ধুনদ [illegible] স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া যান। [illegible] খৃঃ পূর্ব্ব ৩২৬ বৎসর পূর্ব্বে মাসিডনরাজ আলেকজাণ্ডর ভারতবর্ষে আগমন করেন। তদনন্তর মুসলমানেরা পুনঃ পুনঃ এদেশে আসিয়া নিষ্ঠুর অত্যাচারের সহ চতুর্দ্দিকে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইতিহাস পাঠে আমরা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে পারি, ভারতবর্ষের [illegible] অনেক দিন অবধিই হইয়াছে। বৈদেশিক রাজগণ পুনঃ পুনঃ এদেশে আসিয়া বিস্তর অত্যাচার করেন এবং অবশেষে আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হন। ভারতবর্ষের ন্যায় পৃথিবীর কোন দেশ বিদেশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক এতাদৃশ উৎপ্রপীড়িত হয় নাই এবং কোন রাজ্যের রাজা পুনঃ পুনঃ এত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলির উপর যদ্যপি আমরা সম্যক্‌রূপে নির্ভর করি, তাহা হইলে ভারতসাম্রাজ্য পরিণামে যে অন্য কোন বৈদেশিক রাজার হস্তগত হইবে না, অবিচারিতচিত্তে আমরা এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। সকল মনুষ্যের মৃত্যু আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্যের চরমদশায় মৃত্যু ঘটে; এতদ্দর্শনে যাহারা জীবিত আছে, এক দিন তাহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এই সিদ্ধান্ত আমরা মনে মনে করিয়া থাকি। ভারতসাম্রাজ্যের পক্ষেও কি তদ্রূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধিত হইতেছি, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেবল বিদেশীয় রাজগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া এখানে স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন করিয়া আসিতেছেন, বর্ত্তমান রাজাকেও যে, কোন বৈদেশিক নৃপতি অধিকার বিচ্যুত করিবেন অতীত ঘটনা দর্শনে তাহার অনুমান হইতে পারে। কিন্তু ইংরাজজাতির বিষয়ে সে অনুমান সুসঙ্গত কি না, একবার পূর্ব্বাপর যাবতীয় বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, কি কারণে ভারতবর্ষ পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক রাজগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। কেন এই বিশাল রাজ্য বিদেশীয়গণের লীলাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে? ভারতবর্ষের যাবতীয় জাতি নিস্তেজ ও যুদ্ধনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ নহেন, তবে কি কারণে তাঁহারা বিদেশীয় দিগের পদতলে এত বারম্বার দলিত হইয়াছেন? ইহার অনেকগুলি বিশিষ্ট কারণ আছে। আমরা ভারতবর্ষের চিরন্তন অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি, এই সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য চিরকাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। কস্মিন্ কালে এ দেশ এক রাজার করতলস্থ ছিল না। যখন কোন নৃপতি প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেন, তিনি বাহুবলে অন্যান্য রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন। ফলতঃ একতা কোন কালে ছিল না, সুতরাং ভারতের বলবিক্রম কোনকালে দৃঢ় হইতে পায় নাই। পরস্পর সদ্ভাব না থাকিলে পদে পদে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টলাভের সম্ভাবনা থাকে না। কোন বিদেশীয় শত্রু একটী রাজার রাজ্য আক্রমণ করিলে পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিগণ স্বপক্ষ ও শত্রুর পক্ষীয় হইয়া দাঁড়াইলেন। এ দেশের নৃপতিগণ বিদেশীয় শত্রুকে [illegible] করিবার নিমিত্ত কখন মিলিত হইয়া সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হন নাই; বরং তাঁহারা স্বদেশের বিরুদ্ধাচরণই করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণ চিরকাল অত্যন্ত বিলাসাসক্ত। রাজকার্য্যের প্রতি তাঁহাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, কেবল অন্তঃপুরেই অঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐশ্বর্য্য সুখভোগের বৃথামোদে কাল যাপন করিতেন। অমাত্যই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। বিশেষতঃ ভয় অনিষ্ট নিবারণের জন্য কাহারও প্রচুর যুদ্ধায়োজন থাকিত না। সৈনিকগণ আপন আপন বিষয়-কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত করা হইত। বিবেকশূন্য জমিদারেরা এক্ষণে যেমন দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হইবার সময় ইতর জাতিদিগকে বেতন দিয়া মারপিট করিতে লইয়া যান, তদানীন্তন যুদ্ধকার্য্যও অনেক পরিমাণে তদ্রূপ ছিল। ভারতবর্ষ এত বৃহৎ এবং এখানে বিলক্ষণ বীরপুরুষও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এত দূর দুরবস্থা কখন একীভূত হয় নাই এবং বীরগণও শিক্ষা ও একতাভাবে নিজ নিজ দুর্দ্দমনীয় প্রকাশের সুবিধা পান নাই। এই সমস্ত কারণে সুবিশাল ভারতবর্ষ চিরকাল পর রাজার মৃষ্টিমেয় নিষ্পিষ্ট হইয়া আসিতেছে।

পাঠক এখন দেখুন, উপরে যে সমস্ত অসুবিধার কথা লিখিত হইল, অধুনা তাহার অনেক নিরাকৃত হইয়াছে। ভারতে ইংরাজ আধিপত্য প্রকৃতভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, আর ইহা নানা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত নাই, সমুদায় ভারত এক বিশাল অখণ্ড রাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। এদেশীয় রাজগণ নিরস্ত্র সম্পন্ন হইয়াছেন। এখন বিদেশীয় রাজার বলভৃত্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে লর্ডলিটনের বক্তৃতার রাজার রাজাচ্যুতি [illegible] একটী প্রথা কালে আছে, তাহার ক্রমে [illegible] লিত হইতেছে। তাহা সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত হইলে আর কোন আশঙ্কা থাকেনা। সে আশঙ্কা প্রজার বিরাগ। সেই বিরাগের আবার প্রধান কারণ কোম্পানির [illegible] বর্ত্তমান থাকাতে ইংরাজ ও ভারতবাসীর পরস্পর সদ্ভাব সম্যক সংস্থাপিত হইতেছে না। উভয়ের হৃদয়ে সম্প্রেমভাব উদ্দীপ্ত না হইলে বিষময় বিদ্বেষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াও কালক্রমে তাহাতেই আবার বিষময় ফল প্রসব করে। ইংরাজেরা এদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বহুকাল ভারতবাসিদের সঙ্গে কোন ভিন্নদেশীয় ভাব না রাখিতেন, তবে ঈদৃশ পরাক্রান্ত সুখের রাজ্য কোথাও দৃষ্ট হইত না। আয়র্লণ্ড ইংরাজদিগের অধিকৃত হইয়াছে, ইংরাজেরা অনেক দিন সে দেশ আপনাদের শাসনাধীনে আনিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডবাসিদের প্রতি তাঁহারা সদয়

ন নাই, এবং অধুনাতন ইংলণ্ডের ভূস্বামিগণ রিষদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অশ্রদ্ধাভাব ছেন। তজ্জন্যই আজ আয়র্লণ্ডে এত গোল ব চলিতেছে। ইংরাজেরা যদ্যপি তাঁহাদের সঙ্গে ন প্রকার ভিন্নভেদভাব না রাখিতেন এবং মিগণ যদ্যপি প্রজাদের প্রতি সদয় ব্যবহার তেন তবে আজ তদ্দ্বীপে এত লোমহর্ষণ ঘটনা টিত হইত না।

ভারতবর্ষেও ইংরাজ ও এদেশীয় লোকের বিলক্ষণ ক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যভাব দিন দিন তে অপগত হয় এবং ভারতবাসিগণ যাহাতে ন্তুলারূপে ইংরাজদের সঙ্গে রাজকার্য্যে অধি- লাভ করিতে পারেন, ক্রমশঃ এরূপ যত্ন া একান্ত আবশ্যক। প্রজার মনে কোন র বিরাগের কারণ রাখা উচিত নয়। প্রজারা মনে মনে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ থাকে, নানা রে উৎপীড়িত হইলে কাহারও মুখে বাঙ্‌নি- করিবার ক্ষমতা না থাকে এবং হৃদয়ে দারুণ াব বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহা হইলে সময় উপ- হইলে উহার ফল সুখবহারক হয় না।

প্রজার বিরাগ যে অনিষ্টের কারণ, ইহা রাজ- -কুশল ইংরাজজাতির হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার াবশ্যকতা। তথাপি আমরা দুই একটী কথা । আজ ইংরাজজাতির সহিত আইরিষ র পরস্পর বিদ্বেষও অশুভ ভাব উপস্থিত াছে। কল্য যদি ইউরোপীয় অন্য কোন র সঙ্গে ইংলণ্ডের ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ য়া উঠে, তবে আইরিষেরা আরও ভীষণমূর্ত্তি া করিতে পারে। এমন কি তখন ভয়ঙ্কর ৎসের উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব নহে। ইংরা- এইরূপে দুই দিকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিবেন, অবসরে রুষজাতি যদ্যপি ভারতবর্ষ আক্রমণ , তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। লকার লোক অসন্তুষ্ট হইয়া এ কথা শেও যে, অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হইবে না, তাহা ন সম্ভাবিত নহে। এইরূপে চতুর্দ্দিকে শত্রুবৃদ্ধি ল এই ভারতবাসিগণ অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হইয়া কলে তাহা বিলক্ষণ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ বিদেশীয় রাজগণের অধীনস্থ হইবার একটী কারণ আছে। দেশীয় স্থানের াবিক অথবা পর আক্রমণের অনুকারিণী য়া বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষে সমতল ভূমি বিস্তীর্ণ, মধ্যে মধ্যে উপরেও অনেকাংশে বিলক্ষণ ই, অধিকাংশ স্থলে আত্মরক্ষোপযোগী পর্ব্বত ারাদি কিছুই নাই; যতই কেন লোকবল ক না, এটী সাম্মুখ যুদ্ধে এক পক্ষ পরাভূত হয়; এই সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া ইংরাজেরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সীমা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত বহুকাল হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কয়েকবার অনর্থক আফ- গান যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাহ্য দুর্গ, বাহ্য সীমা- প্রদেশ দৃঢ়করা অপেক্ষা ভারতবর্ষের অন্তর্দুর্গ দৃঢ় করা অধিকতর আবশ্যক হইয়াছে। ইংরাজদিগের যেমন সুশিক্ষিত সেনা ও সেনাপতির বল আছে, সেমনি যদি ভেদ বিজিগীষু ভাবের দূরীকরণ ও প্রজার বিরাগ কারণের উন্মূলন করিয়া তাহাদিগকে একান্ত অনুগত করিয়া তুলা হয়, তাহাদিগের ইংরাজ রাজ বকে আপনাদের রাজত্ব বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আর বাহ্য দুর্গ দৃঢ়ীভূত করিবার প্রয়োজন হইবে না। স্পার্টাবাসিরা স্বনগরকে যেমন প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে ঘৃণাবোধ করিয়াছিলেন, ইংরাজেরাও সেইরূপ ঘৃণাবোধ করিবেন এবং সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে পারিবেন। যাহা হউক, বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী যেরূপে পরিবর্ত্তিত হইলে ভারতসাম্রাজ্য দৃঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে, আগামী বারে তাহার পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কারাবাসিদিগের যাবজ্জীবন শাস্তির অবৈধতা।

আমরা কারাগারের বর্ত্তমান দণ্ডপদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেকবার লেখনী ধারণ করিয়াছি। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে মনুষ্যের হৃদয় কোমল ও দয়াপূর্ণ হইয়া আসিতেছে; পূর্ব্বে যে স্থলে সূচ্যগ্রে দেহ বিদীর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে লবণ পুরিয়া দিলে ক্রোধের শান্তি হইত, এক্ষণে তাদৃশাপরাধে অপরাধীকে একমাস কারারুদ্ধ করিলেই পর্য্যাপ্ত হয়। অপরাধীর প্রতি নৃশংস আচরণ এখন সভ্যসমাজ হইতে দিন দিন অপগত হইতেছে। এটী মনুষ্যের চিত্তোন্নতির লক্ষণ। অসভ্য লোকেরা হিংস্র পশুর তুল্য, তাহাদের ক্রোধবৃত্তি অতিশয় প্রবল। অপরাধীর প্রতি নির্দ্দয় আচরণ না করিলে তাহাদের প্রজ্বলিত ক্রোধের উপশম হয় না। এ দিকে সভ্য লোকের অভিমান-বৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অল্প কারণেই মানের আকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং জনসমাজে সম্মান লাভের জন্য ব্যস্ত হন। অসভ্য লোকে প্রতি হিংসা করিবার নিমিত্ত অপরের অনিষ্ট করে, সভ্যেরা মান ও প্রতিপত্তি রক্ষার নিমিত্ত করেন। অসভ্যেরা যে স্থলে অপরাধীর পাদদেশ হইতে পুঁতিয়া পুঁতিয়া কাটিতে কাটিতে ছয় মাসে তাহার প্রাণ নষ্ট করিবে, সভ্যেরা শাণিতাস্ত্রে এক চোটে পলকমধ্যে তাহার প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই অপরাধীর শাস্তিবিধান আছে; কিন্তু এই শাস্তিবিধানের প্রণালী ও উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। অপরাধীর চরিত্র সংশো ধন এবং সাধারণকে সতর্ক করা দণ্ডবিধানের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক এবং লোমহর্ষণ দণ্ডবিধি- গুলি এককালে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দুঃশীল লোকের মনে আতঙ্ক জন্মাইবার কারণ কিয়ৎপরি মাণে দণ্ডের কঠোরতা রাখা বিধেয়, কিন্তু যন্দ্বারা প্রাণের প্রতি ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, তাদৃশ দণ্ড প্রণালী সর্ব্বথা পরিহার্য্য। পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সভ্যজনোচিত এই বিশুদ্ধ ব্যবস্থা সর্ব্বদা রাজ পুরুষদিগের লক্ষ্যপথে পতিত হয় না। রাজপু আসামী এবং জেলখানার বন্দীদিগের কষ্ট দেখিলে হৃদয় চমকিত হয়। প্রথমে অপরাধী ধৃত হইলে দুরন্ত কালপুরুষ পুলিসের হস্তে তাহার প্রথম পরীক্ষা। বেদাগী করিয়া যত যন্ত্রণা দিতে পার— ধাও; চেঁচিয়া, ঠাসিয়া, মাড়িয়া, বুকে বাঁশ দিয়া অপরাধ কবুল করাও। চৌদ্দ বৎসর কারাবাসে স্বস্তি আছে, কিন্তু একরাত্রি পুলিসের হস্তে থাকিলে নিস্তার নাই, প্রাণরক্ষার উপায় নাই। আসামী কি করে?—নির্দ্দোষ হইলেও অপরাধ স্বীকার করিল পুলিসের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত লোক প্রবেশ করাতে এখন এ ভাবের বহুল প্রচার নাই বটে; কিন্তু এককালে এ ভাবের অন্তর্দ্ধানও হয় নাই কেশরীর কবলোত্তীর্ণ হইয়া এখন শার্দ্দূলের ভীষণ দংশন—আসামী হাজতে আসিল। জেলখানা কেমন স্থান? কেবল অসত্ত্বপিশাচে পরিপূর্ণ, তাহার উপর প্রহরিগণ ক্ষুদ্র রাক্ষস। সেখানেও কষ্টের একশেষ হইল। তৎপরে বিচারের নিষ্পত্তি হইয়া গেল,— কঠিন পরিশ্রমের সহিত আসামীর কারাবাস বলীবর্দ্দের ন্যায় অপরাধীকে ঘানিগাছে জুড়িয়া দেওয়া হইল। ছাগলে যব মাড়িতে পারে না, বলদের কার্য্য মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। ঘানিতে ফিরিয়া কত লোক উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

এদেশীয় লোক স্বভাবতঃ অতিশয় দুর্ব্বল, বক্ষঃস্থল নিতান্ত ক্ষীণ। দুর্জ্জয় ঘানিগাছ টানিয়া সুস্থ দেহে থাকিতে পারে, এ প্রকার বলিষ্ঠ লোক অতি বিরল। ঘানি টানিতে টানিতে অনেকেরই হৃদয় ও ফুসফুসে সাংঘাতিক রোগ উৎপন্ন হয়। এতাদৃশ শোচনীয় ঘটনা সময়ে সময়ে অনেক জেল খানায় ঘটিয়া থাকে। যাহাদিগকে কিছুদিনের নিমিত্ত কেবল কারারুদ্ধ করা হয়, প্রকারান্তরে তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবার কারণ কি? পরিশ্রমের কঠোর প্রণালীই কি ইহার একমাত্র হেতু নহে? সেই কঠোর পরিশ্রমের নিয়ন্ত্রী রাজপুরুষদিগের অবিবেকতাই কি তাহার মূল কারণ নহে? এই কঠিন পরিশ্রমের সাক্ষাৎ ফল

ব্রোগ ও ফুসফুসের পীড়া এক এক সময়ে এঠাৎ
থাকে। জেলখানার চিকিৎসকগণ তাহার
ত কারণ অনায়াসে বুঝিতে পারেন। কিন্তু এই
ণ পরিশ্রমে পরম্পরা সম্বন্ধে যে সকল রোগের
ত্তি হয়, চিকিৎসক তৎপ্রতি প্রায় মনঃসংযোগ
ন না। যাহা হউক, আমরা স্বীকার করি-
ব,—খানি টানিয়া সংবাদের কয়েদীরা ছরারোগ্য
গ্রস্ত হইতেছে না, কিন্তু সময়ে সময়ে দুই একটী
কও যদাপি চিরবন্ধন পীড়িত হইয়া পড়ে,
রও ঘোর অনুশোচনার বিষয়। প্রথমতঃ, অন
ধির মধ্যে প্রবাহিত করা দেহের পক্ষে সাতিশয়
হকর; তাহাতে হৃদ্রোগ, মস্তিষ্কের পীড়া এবং
র্ণ ব্যাধি উপস্থিত হয়। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক-
ই দুই কথার সারবত্তা অবশ্য স্বীকার করি-
। দ্বিতীয়তঃ খানিগাছের দণ্ড বক্ষস্থলে লইয়া
া বেড়ান কতদূর কষ্টকর, তাহা আমাদের বল-
ত আইসে না। এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ড এবং ফুস-
র সূত্রে সূত্রে ভয়ঙ্কর চাড় পাইতে থাকে, সুতরাং
র পরিণাম যে ঘোর অনিষ্টকর হইবে, তাহাতে
ন সন্দেহ নাই। যে সমস্ত চিকিৎসকের হস্তে
ভাগ্য বন্দীদিগের জীবন সমর্পিত আছে, শ্রমের
ার ভেদে পরিণামে কিরূপ অশুভ ফলোৎপত্তি
ত পারে, ইহা তাঁহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা
ধ্য। কয়েদিরা কি প্রকার শ্রম করিতে সক্ষম
ব এবং পীড়িত হইলে কি প্রকার ঔষধ ও
ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কেবল এই সকল
ষয়ের তত্ত্বাবধান করিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম
ম্পাদন করা হয় না। কোন শ্রম মনুষ্যদেহের
যোগ্য, স্বাধীনভাবে এ বিষয়েও নিজ নিজ মত
কাশ করা উচিত। জেলখানায় কি প্রকার
গের প্রাদুর্ভাব অধিক, সেই রোগোৎপত্তির
ণ কারণ কি, এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট
লে বিস্তর অনিষ্টকর কারণের সংশোধন হইতে
র।

আমরা জেলখানার আভ্যন্তরিক নানাবিধ অত্যা-
রের কথা এ স্থলে প্রকাশিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের
া-শৈথিল্যের ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ করিতাম।
ক কারাগারের ভিতর কি অন্যায় ও অবৈধ কার্য্য-
ল ঘটিতেছে, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেও তাহা
মাণ করিবার কাহার সামর্থ্য আছে? পর্জ্জন্যদেব
া প্রকাশ পূর্ব্বক যে কয়েক আড়ক জল বিতরণ
রন, তাহার অধিকাংশই সমুদ্রে এবং পর্ব্বতে
তিত হয়,—কৃষকের ক্ষেত্রে প্রায় যৎসামান্য পতিত
য়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভাগা বন্দীদিগের ভাগ্যে
প্রকার খাদ্যোপভোগের লিপি লিখিয়া দিয়াছেন,
হার সমস্ত ধারা ভঠরানলকিষ্ট কয়েদিদিগের
শুষ্ক বদনে পতিত হয় না,—অধিকাংশই এদিকে
ওদিকে প্রবাহিত হইয়া যায়। কিল, চাপড় ও
ঘুসি ত কথার মাত্রা। কাছারীর নায়েব গোমস্তা,
থানার বরকন্দাজ এবং জেলের প্রহরী—ইহারা দিন
দুনিয়ার মালিক। কয়েদির তামাক খাওয়া অভ্যাস
ছিল; জেলে তামাক খাইতে নাই,—কিন্তু টাকা
দিলে আছে। কয়েদী এক আধ টান গাঁজা টানিত;
জেলখানায় গাঁজা চলে না, তবে তাহার মত ব্যবস্থা
করিতে পারিলে চলে। কয়েদী পূর্ব্ব হইতে দু
একটা ছিটা টানিত, বড় মটরের মত এক বার
আফিমেরও মৌতাত ছিল; গুলি কিম্বা আফিম না
পাইলে নেশাখোরের পেট ফাঁপে; কিন্তু পেট
ফাঁফক, ফাটুক, চটুক আর যাহাতম হউক, জেল-
খানায় নেশার চলন নাই, কিন্তু প্রহরীকে শাসনা
করিতে পারিলে চলে। প্রমাণ হয় না, নচেৎ
জেলের কয়েদিদিগেরও বাজে খরচ আছে। আমরা
অপরাধ ধরিয়া দিতে পারি না, আমাদের তেমন
সুযোগও নাই, তজ্জন্য জেলের প্রহরীদিগের দোষ
সপ্রমাণ করিতে পারি না। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মনো-
যোগী হইলে জেলের অনেক অপরাধ ধরিতে পারেন;
তাঁহাদের সুবিধা বিস্তর, সুতরাং অপরাধ সপ্রমাণ
করিতেও পারেন এবং তাহার প্রতিকারও হয়।
কিন্তু কার্য্যের সুব্যবস্থা নাই, জেলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা
কতক্ষণ থাকেন? ক্ষণকালের নিমিত্ত জেল পর্য্য-
বেক্ষণ করিয়া আসিলে অপরাধী ধৃত হয় না।
আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব করিতেছি,
জেলখানায় খানিটানা শাস্তি বিধানটী কত দূর-
সঙ্গত একবার তাহা উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখা
আবশ্যক। দুর্ব্বল ব্যক্তি এই দুরূহ কার্য্য নির্ব্বাহে
অসমর্থ হয়, তথাপি তাহাদের যন্ত্রণার লাঘব নাই।
একে খানিটানার শ্রমে দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে,
তাহার উপর প্রহারের ধমক,—"বাপ" বলিলে
রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। গবর্ণমেণ্ট কয়েদিদিগের
যে প্রকার শ্রমের ব্যবস্থা করুন না, প্রহরিদিগের
হস্তে তাহার ষোল আনা আদায় হইয়া যায়। অত-
এব জেলের আদ্যোপান্ত কার্য্য প্রণালীর প্রতি উত্ত-
তম কর্ম্মচারিদিগের তীব্র দৃষ্টি থাকা সর্ব্বতোভাবে
বিধেয়।

ইণ্ডিয়ন ডেলিনিউসের বিদ্রোহস্বপ্ন।

ভারতে যে সকল ইউরোপীয় আছেন, তাঁহারা সকলেই যে নীচমনা ও পর শুভদ্বেষী, এ কথা আমরা বলি না। তন্মধ্যে অনেক ভারতহিতৈষী মহামনা ব্যক্তি আছেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভারতের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। ভারতবাসিরা উন্নত হইয়া উঠেন, এটী তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা পক্ষান্তরে, আবার এরূপ কতকগুলি নিকৃষ্ট স্বভ
সম্পন্ন ইউরোপীয় আছেন, তাঁহাদের এ ইচ্ছা
যে, এ দেশীয়েরা মস্তক উন্নত করিয়া তুলেন।
দিগকে পদ দ্বারা দলিত করিয়া রাখাই তাঁহা
অভিপ্রেত। অতএব তাঁহারা যে এ দেশীয়দি
বাক্যে কার্য্যে ও লেখায় দুঃস্বপ্ন দর্শন করিবেন, ত
আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহাদের সুনিদ্রা
সুষুপ্তি হয় না, মাদকসেবীর ন্যায় তাহাদের নি
নানা প্রকার দুঃস্বপ্নে কলুষিত ও বিপ্লুত হয়। যা
যেমন স্বভাবের দোষ, সে তেমনি দুঃস্বপ্ন দর্শন ক
কামুক স্বপ্ন দেখে সে যেন দিব্যাঙ্গনা পরিবে
হইয়া অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। লো
স্বপ্ন দেখে, পুলিষ প্রহরিরা আসিয়া তাহাকে ব
করিয়া নিদারুণ প্রহার করিতেছে। যাহারা
দেশীয়দিগের অনিষ্টকারী, তাহারা যে ইহা
হইতে প্রত্যনিষ্ট স্বপ্ন দর্শন করিবে, তাহা বিস্ময়
নহে। বর্ত্তমান বর্ষের ২৬ এ মের ইণ্ডিয়ান ডে
নিউসের প্রথম প্রস্তাব লেখক সোমপ্রকাশে
"ভারত সাম্রাজ্যের পরিণাম" প্রস্তাব দর্শন করি
এইরূপ একটী অদ্ভুত বিদ্রোহ স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

প্রথমে যদি আমরা ডেলিনিউসের প্রস্তা
লেখকের ধৈর্য্যশালিতার প্রশংসা না করি, তা
হইলে বোধহয়, নিরয়গামী হইব! তিনি এম
ধীর পুরুষ যে আমাদের প্রস্তাবের শেষ পর্য
অপেক্ষা করিতে পারেন নাই! সোমপ্রকাশে
"ভারতসাম্রাজ্যের পরিণাম" প্রস্তাবটী ভাগ ভ
ক্রমে প্রচারিত হইতেছে। এখনও তাহার উ
সংহার হয় নাই। এ স্থলে ডেলিনিউসের প্রস্তাব লে
কের সহৃদয়তার ও সামাজিকতার ও সর্ব্বতোভা
প্রশংসা করা আবশ্যক! তাঁহারা দুই এ
কথা শুনিয়াই যে স্বরক্ততা ব্যক্ত করেন, আ
ডেলিনিউসের নিকটে আজ এই সভ্য
টীর শিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম: আমরা যে প্রস্ত
লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদে
প্রতিপন্ন করা মুখ্য উদ্দেশ্য যে ভারতবর্ষীয় গ
মেণ্ট সর্ব্বপ্রকারে বদ্ধমূল হইয়াছেন, তাঁহা
স্থায়ীতার উপযোগী উপকরণ সমুদায়ই এ
সংঘটিত হইয়াছে, কেবল একটী বিষয়ের অসঙ্গ
আছে, সেই অসঙ্গতিটী দূর করিয়া গবর্ণমে
সর্ব্বতোভাবে স্থায়ী হন, এই আমাদের বাঞ্ছনী
সে অসঙ্গতিটী এই:—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভ
প্রভাব অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই। ইং
রাজপুরুষেরা এখন অধিকাংশ বিষয়ে জেতৃ বি
তত্ত্ব ভাবের পরিচয় দিতেছেন এবং জো ও বি
তার প্রতি সপক্ষপাত ব্যবহার করিতেছে
যাহাতে! এই বিসদৃশ ব্যবহারের 'লোপ

বর্ণমেণ্টের সর্ব্বত্র সমদর্শিতা হয় ইহাই আমাদের
র্থনীয়। সমদর্শিতা না থাকাতে যে যে অনিষ্ট
টিবার আশঙ্কা আছে, তাহা বিশদরূপে রাজপুরুষ
গের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত আমরা অতি
স্তুতভাবে এই প্রস্তাবটী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।
ডেলিনিউসের ভ্রমপ্রদর্শনার্থ আমাদিগকে প্রথম
লখিত প্রস্তাবের কোন কোন অংশ এ স্থলে উদ্ধৃত
রিয়া দিতে হইল।

যদি ব্রিটিশ জাতি এই ভাবিয়া মনে মনে গর্ব্বিত
ন, যে আমরা যেরূপ ধনজনসম্পন্ন হইয়া ভারত-
র্ষে বদ্ধমূল হইয়াছি, তাহাতে আমাদের কোন
ালে উন্মূলন সম্ভাবনা নাই। প্রজা অনুরক্ত হউক
াব বিরক্ত হউক, তাহা আমাদের দেখা আবশ্যক
রে না। আমরা সেই অভিমানের উন্মূলনার্থ ইতি-
স প্রমাণ দিয়া লিখিয়াছিলাম, জগতে কেহ স্থায়ী
ন। কালচক্র পরিবর্ত্তিত হইয়া সকলকে পরি-
র্ত্তিত করিতেছে। ব্রিটিশ জাতি যে এই নিয়মের
ধীন হইবেন না, ইহা সম্ভাবিত নহে। আমরা
থম প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম:—

"সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কিছুই অবিনশ্বর নহে,
ুদাকার বৃক্ষ প্রবল বাত্যায় উৎপাটিত হইতেছে,
াল সহকারে শুষ্ক হইতেছে; দুর্দ্দান্ত সিংহ, ব্যাঘ্র
, ভল্লী, বৃদ্ধ হইতেছে, কাল পূর্ণ হইলে মৃত্যুমুখে
তিত হইতেছে, মহাপরাক্রান্ত বাজার রাজা ও
ভূশক্তিও যে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা
রূপ বিশ্বাস করিতে পারা যায়। অতীত সাক্ষী ইতি-
স প্রমাণ দিতেছে কোন রাজার রাজ্য চিরকাল
কভাবে থাকিতে পারে না। আজ ব্রিটিশ সিংহ
কশর ফুলাইয়া ঘোর পিঙ্গল চক্ষু ঘুরাইতে ঘুরাইতে
র্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু অতীত ইতিহাসে যদি
শ্বাস করি, অদ্য হউক, আর শতাব্দে হউক,নিশ্চিত
প্রতাপ কখন অবিচলিত থাকিবে না। মৃত্যু
পরিহার্য্য, এক দিন সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত
ইতে হইবে" ইত্যাদি।

এই বাক্য গুলি কি বিদ্রোহের উদ্দীপনকারী?
কোন রাজার রাজা চিরকাল এক ভাবে থাকিতে
রে না" এই কথা বলাতে কি প্রজাদিগকে এই
পদেশ দেওয়া হইয়াছে, প্রবাগণ। তোমরা আর
লম্ব করিতেছ কেন? ইংরাজরাজ্য ত পরিণামে
াকিবে না, অতএব তোমরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রণ-
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও? ডেলিনিউসের প্রস্তাব-লেখ-
কের বুদ্ধির কি সূক্ষ্মতা! কি সরলতা! এই কথায়
ঞ্জবিধবার নিকটে চুণ চাহিবার গল্পটী আমাদের
তিপথে উদিত হইল। যিনি এমন খষের খাঁ! চরি-
ব বিরিঞ্চি প্রভৃতি কালে লীন হইবেন। কাল অতি
লবন্তর। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও কালে লয় প্রাপ্ত হই-
বেন, একথা শুনিয়াও যার শির কাঁপিয়া গেল,
দেহ শিহরিয়া উঠিল! ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এমন
ভক্তকে যে আজও কোন প্রকার পুরস্কার দেন
নাই এবং সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করেন
নাই, এটী আমাদের বড় ক্ষোভের বিষয়!

ইহার পরেই সোমপ্রকাশে কি লেখা হইয়াছে
পাঠক তাহা একবার শ্রবণ করুন। বদ্ধমূল সাম্রাজ্য
যে যে কারণে বিনষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া বলা
হইয়াছে "বিজিত রাজ্যে স্বদেশবাসিদের আক্রমণ,
ক্ষেত্রাজকর্ম্মচারিদিগের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন এবং
অন্য রাজার আক্রমণ, এই তিনটী রাজ্য-বিনাশের
হেতু।" তাহার পরেই, লিখিত হইয়াছে, "ভারত
বাসিরা কস্মিন্‌কালে বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজদিগের
অনিষ্ট সাধন করিবেন, সে সম্ভাবনা নাই।" তাহার
পর তাহার কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ডেলিনিউ-
সের চাটুক্রিয় প্রভূভক্ত প্রস্তাব লেখককে আমরা
জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিদ্রোহের উদ্দীপনের কি এই
উপায় ও এই রীতি? আর অধিক উদ্ধৃত করিয়া
প্রস্তাবটীকে বৃহৎ করিয়া তুলিবার প্রয়োজন হই-
তেছে না। যদি স্মরণ না থাকে, পাঠক
এক বার ২৬ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশ খানি
দেখিবেন।

ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখকের বাঙ্গালা জ্ঞানও
বড় টন টনে! আমরা অস্ত্র-সংক্রান্ত আইন-
ঘটিত অত্যাচারের গুরুতা প্রতিপাদন নিমিত্ত পরি-
হাস করিয়া লিখিয়াছিলাম "দশকর্ম্মা ব্রাহ্মণেরা
আর খোলা কাটিবার ছুরিকা পান না, এবং নাপি-
তের ঘরে ক্ষুর নকন নাই, একথা বলিলেও অত্যুক্তি
হয় না। গৃহলক্ষ্মীরা মস্তকে হস্ত দিয়া রোদন করেন
এবং রাবণানুজা শূর্পনখা হইবার নিমিত্ত বর প্রার্থনা
করেন। তাঁহারা আর ক্ষুদ্র নখাগ্রে তরকারি কুটিতে
পারেন না?" ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখক পরি-
হাস বুঝিতে না পারিয়া এই লেখাটুকুকে তাত্ত্বিক-
রূপে গ্রহণ করিয়া তুমুল করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি
সোমপ্রকাশের লিখনভঙ্গী ও শব্দপ্রয়োগভঙ্গী
বুঝিতে না পারুন, পরিহাস-সূচক চিহ্নটী একবার
ভাল করিয়া দেখেন নাই কেন? তাহা হইলে ত
সকল গোল ঘুচিয়া যাইত। যাহা হউক, আমরা
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এইগুলি কি বিদ্রোহো-
দ্দীপক লেখা? এ লেখাটুকু পড়িলে লোকের মনে
হাস্যরসের উদ্দীপন হয়? না, বিদ্রোহ প্রবৃত্তির
উদ্দীপন হয়? ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখক কি
জানেন না, অস্ত্রসংক্রান্ত আইন ঘটিত কত অত্যাচার
হইয়া গেল? পাটনার হরমন্দিরের চিরপূজিত
সামান্য কয়েকটী পুরাণ বন্দুক কাড়িয়া লওয়া কি
অত্যাচার নয়? এইরূপ শত শত অত্যাচার ঘটি-
য়াছে, কত লোক কারাগ্রস্ত হইয়াছে, এ সকল
মিথ্যা?

ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখকের সকল প্রকা
বিদ্যাই আছে। তিনি সোমপ্রকাশের কতক লেখ
গোপন করিয়া কতক ছাড়িয়া দিয়া নিজের মনোম
করিয়া লইয়াছেন। আমরা লিখিয়াছিলাম "ভারত
বাসিরা কস্মিন্ কালে বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজদিগে
অনিষ্ট সাধন করিবেন, সে সম্ভাবনা নাই। কার
এখানে ব্রিটিশ আধিপত্য যত বদ্ধমূল হইতেছে
এতদ্দেশীয় সাধারণ লোক তত হীনবল নিস্তে
এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছেন।" স্বাধীনতা যত সম্
চিন্ত হয়, লোক তত নিস্তেজ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়
পড়ে, ডেলিনিউসের প্রস্তাবলেখক জানিবেন, এ
কথা মিথ্যা নয়। এখানকার ইংরাজেরা যত প্রব
হইতেছেন, এ দেশীয়েরা তত দুর্ব্বল হইতেছেন
এ কথাও মিথ্যা নয়। পাশাপাশি দুটী বৃক্ষ থাকিলে
একটী হৃষ্টপুষ্ট হইলে আর একটী ক্ষীণ হইয়া যায়
যাঁহারা এ দেশের গ্রামের অবস্থা জানেন না
তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট দেখিয়াই মনে
করেন, এ দেশের অধিকাংশ লোকের উচ্চতর শিক্ষ
হইতেছে, কিন্তু আমরা গ্রামে বাস করিতেছি
দেখিতে পাইতেছি, অধিকাংশ গ্রামে প্রকৃত ক্ষ
বিদ্যা একজনও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএ
আমরা যে লিখিয়াছি, শিক্ষিতের ভাগ সামান
মাত্র, তাহা মিথ্যা নহে। লর্ড রিপন কয়েকটী
অসঙ্গত আইন করিয়াছেন, তাহাও মিথ্যা নয়
প্রকৃত কথা বলাও কি বিদ্রোহ? প্রধান রাজপুরুষে
কি দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে চান না? ডেলি
নিউসের প্রস্তাব লেখক বিদ্রোহের যে প্রক
সূত্র করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহা হইতে সাংখ্য ন্যা
প্রভৃতির সূত্রকার কপিল গৌতম প্রভৃতির কী
লোপ হইল?

প্রজার সন্তোষ সাধন গবর্ণমেণ্টের একা
কর্ত্তব্য। ইহার প্রতিপাদনার্থ আমরা লিখিয়া
ছিলাম "প্রজা সন্তুষ্ট থাকিলে সে রাজ্য দীর্ঘকা
স্থায়ী হয়। প্রজা অসন্তুষ্ট হইলে অচিরে সে রাজ্যে
বিনাশ ঘটে। প্রজাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া কো
ফলোদয় নাই। যদ্যপি তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে
ইংরাজ জাতির প্রতি যদি প্রজাদের এক প্রকা
ঘৃণা ও বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া থাকে, তবে বিদেশী
নৃপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেই সমস্ত ভারত
বাসী সেই বিজাতীয় নৃপতির পক্ষে দাঁড়াইবেন
আক্রমণকারীরাও এ দেশীয়দিগকে অস্ত্র শস্ত্র দা
সুসজ্জিত করিবেন। তদ্ভিন্ন খানসামা বেহা
বাবুর্চ্চি প্রভৃতি সকলেই সুযোগ পাইয়া তৎকা
এক এক ঘোরতর অনিষ্ট করিয়া বসিবে। তাহা

মহা বিভ্রাট ঘটিবে। কোন রাজ্যের মূল উৎপাটিত হইবার পূর্ব্বে এই প্রকারই ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যদ্যপি প্রজাগণ সন্তুষ্ট থাকে, যে কোন নৃপতি আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করুন না, ভারতবাসী ইংরাজের অনুকূলে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন।" পাঠক কি বিবেচনা করেন, ভারতবাসীরা এই লেখাটুকু পড়িয়া এককালে বিদ্রোহে উন্মত্ত হইবে? আপনারা কি দেখিতেছেন, বিকীর্ণ নৃপতি আসিয়া ভারত আক্রমণ করিয়াছেন এবং এ দেশীয়দিগের হস্তে অস্ত্র শস্ত্র সমর্পণ করিয়াছেন এবং ভারতবাসীরা সেই বিদেশীয় রাজার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন? ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখকের কি চাতুরী! তিনি ইহার কোন কোন অংশ পরিহার করিয়া এমনি কৌশলে স্বমত পোষণ করিয়াছেন যে, ডেলিনিউসের লেখা পড়িলে বোধ হয়, সোমপ্রকাশের উত্তেজনায় ভারতবাসিরা যেন ইংরাজের বিপক্ষে অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখককে যখন সহায় পাইয়াছেন, তখন আর তাঁহাদের মার নাই। গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র তাঁহার বৃত্তি বিধান করিয়া দিন। তাঁহার বিশেষ কিছু পুরস্কার করা কর্ত্তব্য! কারণ, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিতোপদেশলিখিত বকের পদ্মিত অনধিকার চর্চ্চা করিয়া যেমন পুরস্কার লাভ করিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট ইঁহারও পক্ষে সেইরূপ ব্যবস্থা করেন, এই আমাদের ইচ্ছা।

ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী কি এ দেশের ভূমি ও জল বায়ুর উপরেও ক্রিয়া করিয়াছে? এদুত্তরে আমরা বলি, ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী ক্রিয়া করুক, না, করুক, ইংরাজদিগের শুভাগমনে এ দেশের ভূমি ও জল বায়ুর অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ভারতে অনেকের রাজত্ব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কখন এরূপ সাংক্রামিক রোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। এ দেশীয়েরা যে অতীব জঘন্য গৃহে ও দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিতেছে, সেটীও ইংরাজ মাহাত্ম্যের পরিচায়ক। কারণ, অনেক মহাপ্রভুই গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকেন, ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী ভারতকে উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহিত করিয়াছেন।

এদিকে আবার দেখিতেছি, ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখক বিলক্ষণ রসিক লোক। ন্যাসনাল কন্বেনশনের যদি তাঁহাকে পান, অনেক কাজ করিয়া লইতে পারেন। লেখকের অনুমান শক্তিটীও অতি তীক্ষ্ণ! যাহা হউক, উপসংহারে বক্তব্য এই, আমরা এমন নীচ নহি যে, গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে অথবা গবর্ণমেণ্টের প্রিয় হইবার আকাঙ্ক্ষায় একের লেখার বিপরীত অর্থ ঘটাইয়া অনর্থ বাধাইয়া বাহাদুরী লই। আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মই সম্পাদন করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের নিকট যাহা জানিতে চাহেন, আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহাই জানাইতেছি। প্রতিবাদী যে সেক্রেটারিয়েটের কথা কহিয়াছেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই, আমাদের গবর্ণমেণ্ট এমন নীচমনা ও অধীর নন যে, সকল বক্তব্য না শুনিয়া একটী ছল ধরিয়া কোন কার্য্য করেন। যাহা হউক, আর অধিক আড়ম্বর করিয়া প্রস্তাবটীকে নিতান্ত বৃহৎ করিয়া তুলা উচিত নয়। এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, রাজপ্রসাদাকাঙ্ক্ষির অকর্ত্তব্য কিছুই নাই। তাহাদের হইতেই এক পুষ্করিণীর এক দিকের জল উঁচু ও আর এক দিকের জল নীচু হইয়া থাকে। ডেলিনিউসের প্রস্তাব লেখক দণ্ডবিধির ১২৪ ধারার উল্লেখ করিয়া নিজের অপূর্ব্ব আইনজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি অপরের লেখার সমুদায় অংশ উদ্ধৃত না করিয়া একাংশ লইয়া অনর্থ ঘটায়, দণ্ডবিধি তাদৃশ পাপিষ্ঠের কি দণ্ড বিধিয়াছে?

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি এই সভার প্রতিনিধি সভাপতি ও কার্য্য নির্ব্বাহিকা সভার সভাপতি ছিলেন, ইঁহার পদত্যাগে সভার যে বিশেষ ক্ষতি তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি যে কয়েকটি কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলেন, অন্যান্য বিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানের মূল সূত্র শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দ্বারা উক্ত জ্ঞানের উন্নতি করিতে না পারিলে প্রকৃত উপকারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সভা এতাবৎকাল আবশ্যক যন্ত্রাদি সংগ্রহ করেন নাই, তন্নিবন্ধন বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী দ্বারা বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। এতদ্ভিন্ন অধ্যাপকদিগকে বিনা বেতনে কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা সুন্দররূপে কার্য্য সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। নিয়মিত বেতন পাইলে তাঁহারা ভাল ভাল বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য শ্রম করিতে পারেন, অন্যথা নিজের ইচ্ছানুসারে যাহা তাহা করিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞান সভা এ পর্য্যন্ত তদ্বিষয়েও মনোযোগী হইলেন না। কেবল বৃহৎ অট্টালিকা ও ঘর সাজাইবার জন্য এক ঘর পাঁচটী রাখিয়া অনর্থক অর্থ ব্যয় ও আড়ম্বর প্রকাশ করিতেছেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে কিছু মাত্র চেষ্টা নাই, তিনি এই সকল বিষয়ে বারম্বার বলিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত না হওয়াতেই পদত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তার মিত্র যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্য যুক্তিমূলক। এক দিনে কোন বিষয়ের সম্যক্ উন্নতি লাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। সভার এই শৈশব অবস্থায় ইহাকে ক্রমশঃ উন্নত করিবার চেষ্টা করাই ভাল। তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ লোকে সামান্য কারণে যদি ধৈর্য্যচ্যুত হন, তাহা হইলে ইহা দ্বারা কোন কালেও দেশের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি সভার সংস্রব ত্যাগ না করিয়া যদি তাঁহার অবলম্বিত নীতি ও যুক্তি অনুসারে কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে যত উপকারের সম্ভাবনা ছিল, পদত্যাগে তাহার তিলার্দ্ধও নাই।

কমিশরিয়েটের চুরী নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট আজকাল বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত চোর ধরা বড় কঠিন। তাহারা দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত থাকে। যাহা হউক, বড় দুঃখের বিষয় এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের পাপের শাস্তি সহজে হইতেছে না, ইহাদিগকে যে কিরূপ কষ্ট দেওয়া হইতেছে, পাঠক নিম্ন লিখিত ঘটনা দ্বারা তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। জনাই নিবাসী বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় আফগান যুদ্ধের সময়ে কমিশরিয়েট বিভাগে কেরাণীর কাজ করিতেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার নামে ফিরোজাবাদের ডেপুটী কমিশনের নিকট অভিযোগ করেন। গ্রেপ্তারী পরয়ানা বাহির হইল। প্রসন্ন বাবু দেশে ছিলেন, এই কথা শুনিয়া কয়েকজন আত্মীয় সমভিব্যাহারে হুগলীর মাজিষ্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন কনষ্টেবল তাঁহাকে ধরিয়া সাহেবের নিকট লইয়া যায় এবং হাজতে রাখে। কিছু দিন এই অবস্থায় রাখিয়া তাঁহাকে আলীপুরের জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আজ ছয় মাস হইল তিনি জেলে আছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার মকদ্দমা প্রভৃতি কিছুই হইল না। তিনি পঞ্জাবের চীফকোর্টে এই বিষয়ে দরখাস্ত করাতে নিম্ন আদালতে যাহাতে শীঘ্রই তাঁহার মকদ্দমার বিচার হয় তাহার আদেশ হইয়াছে। এখন কত দিনে যে ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে, তাহার স্থিরতা নাই।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ ক্রমে যেরূপ বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন, আমরা তৎপাঠে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তিনি জব্বলপুরের বালিকাবিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহাতেই তাঁহার বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে নিম্ন মর্ম্ম

প্রকাশ করিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত সদ্ভাব গোচর করিবার নিমিত্ত মান্দ্রাজের গবর্ণরের নিকট যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, পাঠকগণের গোচরার্থ আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা :—

সাধারণের সংস্কার এই গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার ভার দেশীয়দিগের উপর সমর্পণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যাবৎ গবর্ণমেণ্ট সুস্পষ্টরূপে তাঁহাদিগের মনোগত ভাব সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া না দিবেন, তাবৎ এই সংস্কার অপগত হইবে না। আর ইহাও অতি দুঃখের বিষয়, আজ ৪০ বৎসর অবধি উচ্চ ও নিম্ন শিক্ষার মধ্যে কাহার অধিকতর প্রয়োজন, এই বিষয়ে যেরূপ গুরুতর বাদানুবাদ হইতেছে, তাহাতে যেন স্পষ্টই বোধ হয় এই দুই শিক্ষার পরস্পর সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে প্রজাগণকে শিক্ষিত করা প্রত্যেক সভ্য গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য। সত্য বটে সমাজের হিতকর যাবতীয় কার্য্য প্রজাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং হার্ব্বর্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতদিগেরও তাহাই অভিমত কিন্তু সমাজের বিশিষ্ট উৎকর্ষ লাভ ব্যতীত কদাচ তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভাবিত নহে। তাদৃশ উন্নতি কখন হইতেও পারে না। এই কারণে প্রজাদিগের বিদ্যা শিক্ষা কার্য্য শাসনকার্য্যের অন্তর্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অতএব এরূপ স্থলে উচ্চ শিক্ষা ও নিম্ন শিক্ষা এতদুভয়ের পরস্পর এত প্রভেদ করিবার তাৎপর্য্য কি, তাহা ত বুঝা যায় না। ইংলণ্ডের অবস্থার সহিত ভারতবর্ষের অবস্থার তুলনা হইতে পারে না। সুতরাং তথাকার লোকের বিদ্যাশিক্ষার সহিত এখানকার লোকের বিদ্যা শিক্ষা কোন অংশেই সমকক্ষ নহে। তথায় প্রজারা আপনা হইতে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইংলণ্ডের কোন দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খাটিতে পারে না। এখানে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার ব্যয় দানে হস্ত সংকোচ করিলে কখনই ইহার উন্নতি হইবে না এবং ক্রমশঃ অবনতিই হইবে। আর যদি তাঁহারা মিশনরিদিগের হস্তে এই কার্য্যের ভার সমর্পণ করেন, তাহা হইলে লোকের এইরূপ বোধ হইবে যে গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে না পারিয়া মিশনরীদিগের দ্বারা তৎকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এজন্য কখন কোন ভদ্র লোকই উক্ত প্রকার শিক্ষার পক্ষপাতী হইবেন না। বিশেষতঃ মিশনরীরা যে গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নিয়মানুসারে সাধারণে বিদ্যাশিক্ষা দিবেন, তাহারই বা প্রমাণ কি?

গবর্ণমেণ্ট এখন যে প্রণালীতে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা শিক্ষার্থীদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচালনা হয় না বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিলে নিন্দনীয় হইতে পারেন। দেশে আজিও নিম্ন শিক্ষার সম্যক শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয় নাই। এই নিমিত্ত ইহার উন্নতিকল্পে উদ্বৃত্ত রাজস্ব হইতে গবর্ণমেণ্টের কিছু কিছু ব্যয় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চ শিক্ষার ব্যয় হ্রাস করা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত দেশীয়দিগের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতেছে। ফলতঃ উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত দেশীয়দিগের দ্বারা নিম্নশিক্ষার উত্তরোত্তর যে উন্নতি হইতেছে, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং শিক্ষা বিভাগীয় কর্ম্মচারীরাও এ কথা স্পষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। আর, উচ্চশিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে যাঁহারা রাজ্যের অনিষ্ট আশঙ্কা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের উচ্চশিক্ষার সংসর্গ পরিত্যাগ বাসনা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

প্রাপ্ত।

(মান্দ্রাজ যাত্রী।)

নীলগিরি পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আমরা পুনর্ব্বার রেল গাড়ীতে চড়িয়া ভারত সমুদ্রের তীরবর্ত্তী বেপুর নগরে উপনীত হইলাম। অতঃপর কালিকট দর্শনাভিলাষে যাত্রা করিলাম। কালিকটে রেলের পথ নাই। বেপুর হইতে এই নগর ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। পথিমধ্যে তাল ও নারিকেল উদ্যান এত যে তাহার সংখ্যা নাই। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় জাতির সম্বন্ধ ভাবিলেই কালিকট নগর সর্ব্বাগ্রে আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া এই খানেই পর্ত্তুগিজ জাতি প্রথমে উপস্থিত হন এবং জামোরিণের সঙ্গে কপট সদ্ভাব করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনের সংকল্প করেন। ভারতের ইতিবৃত্ত পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন যে, ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কোভিলহাম নামক একজন পর্ত্তুগিজ এখানে আইসেন; অনন্তর ১৪৯৮ খ্রীঃ অব্দে ভাস্কোডিগামা এ দেশে উপস্থিত হন। যদ্রূপ স্পেনবাসিরা আমেরিকা আবিষ্কার পূর্ব্বক এককালে তদ্দেশ অধিকার করিয়া লন, পর্ত্তুগিজেরাও মনে করিয়াছিলেন ভারতবর্ষও বুঝি তদ্রূপ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়া গেল। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তৎকালে ইউরোপে এই সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কোন জাতি একটি নূতন দেশ আবিষ্কার করিলে সেই দেশ উক্ত জাতির অধিকারভুক্ত হইয়া থাকিবে। ইঁহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টা পোপ এই বিধিতে স্বীয় সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। মহম্মদের ন্যায় ইঁহারও বাক্যে একটী নিষ্ঠুর আজ্ঞা শ্রুত হয়,—ইনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগকে ছলে বলে কৌশলে বিনষ্ট করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। বৈধর্ম্মীগণ খ্রীষ্টীয় উপাসক হউক, না হয় তাঁহাদের তরবারি অগ্রে মস্তকাবনত করুক, এই তাঁহার আদেশ। সম্প্রতি বিদ্যা বুদ্ধি ও সভ্যতার উন্নতি হওয়ায় পোপের অনুগামিবর্গ আর সেই সমস্ত উপদেশানুসারে কার্য্য করেন না। কিন্তু যৎকালে পর্ত্তুগিজেরা এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন সে সময়ে তাহাদের চিত্ত এতাদৃশ পরিমার্জ্জিত হয় নাই; তাহারা এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। কিন্তু তন্মধ্যে গজোনাস নামক একজন পর্ত্তুগিজের অত্যাচার মুসলমানদিগের ইতিহাসকেও পরাজয় করিয়াছে। অধিকন্তু অনেকেই তৎকর্ত্তৃক ক্রীত দাস হইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বাখরগঞ্জ, সন্দীপ এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলকে সেই অত্যাচার তরঙ্গ অধিকতর সংক্ষুব্ধ করিয়াছিল। তৎকর্ত্তৃক খ্রীষ্টানগণ অদ্যাবধি চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বলিয়া বিখ্যাত।

কালসহকারে পর্ত্তুগিজদিগের পতন হইল। ক্রমে ওলন্দাজ, ফরাশিস ও অবশেষে ইংরাজজাতির সৌভাগ্যসূর্য্য ভারতে প্রকাশিত হইল। কালিকট নগরও নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তির ক্রোড়ে ক্রীড়া কৌতুক করিয়া অবশেষে ইংরাজদিগের সর্ব্বভুক্ বিক্টোরিয়া কবলে আসিয়া পড়িল। ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজেরা প্রথম এইখানে বাণিজ্যস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। ১৬৯৫ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজদিগের সঙ্গে জেমরিণের বিবাদ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য কাপ্তেন কিড্ডো জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ দ্বারা কালিকট বন্দর ধ্বংস করেন। ১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে ইহা মহীসুর সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হয়। ১৭৬৬ সালে হাইদার আলী সসৈন্যে ঐ নগর অবরোধ করেন। তদানীন্তন জেমরিণ শত্রুহস্তে পতিত হইবার ভয়ে দুর্গে অগ্নি লাগাইয়া সপরিবারে ভস্মীভূত হইলেন অতঃপর টিপুসুলতানের পতনাবধি কালিকট ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়ে। কালিকটের রাজা জেমরিণ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। এখনও তথায় জেমরিণ আছেন। কিয়দ্দিন অতীত হইল তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণরকে অতি সমাদর পূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনকার জেমরিণ একটী সামান্য জমিদার সদৃশ। কালিকট বৃহৎ নগর নহে। ইহার লোক সংখ্যা ৪৮,০০০। আমরা কালিকটে কেবল এক দিবস থাকিয়া পুনর্ব্বার মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করিলাম।

ইউরোপীয় সমাচার

...য়রো ২৬ এ মে। মন্ত্রিগণ শেষ পত্র অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ...ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে সুলতানের নিকট পত্র প্রেরণ করিতে ...ছেন। ক্ষেদাইব উহা মঞ্জুর করিয়াছেন। মন্ত্রীসম্প্রদায় ...গ করিয়াছেন।

...য়রো ২৭ এ মে। ক্ষেদাইব প্রধান সৈনাপত্য গ্রহণ করি... । সেনাপতিরা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলিতেছেন, ...২ ঘণ্টার মধ্যে আরাবি-বেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ...ছেন।

...ডন ২৭ এ মে। গ্লাডষ্টোন সাহেব কমন্স হাউসে বলিয়া ...মিশরে বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য করা হইবে না এরূপ অঙ্গী... করিতে তিনি সম্মত নহেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে ...ও ফ্রান্সে যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল উপস্থিত স্থলে সেই... আছে।

...লবার্ট ইহা রাজীকে ভয় প্রদর্শন করিয়া পত্র লেখাপরাধে ...ধী হওয়াতে ১০ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

...য়রো ২৮ এ মে। রাজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। ...অরাজক কাণ্ড উপস্থিত। ক্ষেদাইব খোর্দ্দ পুরুষদিগের ভয়ে ...ন্ত লোকদিগের অনুরোধে আরাবি-বেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ...ছেন। সুলতান কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে মিশরে এক ...ন পাঠাইয়াছেন।

...নষ্টাণ্টিনোপল ২৯ এ মে। ইংরাজ ও ফরাসী দূত একত্র ...সুলতানের নিকট এক পত্র পাঠাইয়াছেন। আরাবি পাশা ...হার অনুচরবর্গকে কনষ্টাণ্টিনোপলে আহ্বান করা হয় এই ...দিগের ইচ্ছা। তুরস্কের লৌহাস্ত্রক বেড়ায় মিশরে আসিবার ...গ করিতেছে।

...ডন ৩১ এ মে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের সাহায্যার্থ যাঁহারা ...সাহায্য করিতেন ডবলিনের কতাকাণ্ডের পর তাঁহার অনেক ...হইয়াছে। এই নিমিত্ত গ্লাডষ্টোন সাহেব সাহায্য প্রার্থনা ...ছেন।

...ডন ১ লা জুন। ফরেন সেক্রেটারি লর্ড গ্রন্থয় ও পাঁচ ...সাহেব কমন্স সভায় বলিয়াছেন, ফ্রান্স, মিশরের ...র স্বীমাংসার জন্য সুলতান ও রাজ্ঞীকে লইয়া এক সভা ...র প্রস্তাব করিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই প্রস্তাবে সম্মত ...ছেন। তাঁহারা বলেন এতদ্দ্বারা সত্বরেই গোলযোগ মীমাংসা ...সম্ভাবনা আছে।

...বর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে মিশরদেশে সৈন্য পাঠাইবার ...া করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা ...লক।

...পারিস ১ লা জুন। অদ্য এন ডি ক্রিসেনেট ফরাসীদিগের ...টী চেম্বার সভায় বলিয়াছেন, মিশরদেশে কোন ফরাসী ...্য প্রেরণ করিবার কোন কথা নাই। ইউরোপীয় বাক্যে ...ষ্ট হইলেই গোলযোগের শান্তি হইবে।

...তুরস্কের কমিশনরেরা কনফরেন্স সভার প্রস্তাবের ফল পর্য্যন্ত ...পেক্ষা না করিয়া কায়রো অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

২৪ পরগণার পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রাট সাহেব কি ঋষ্যশৃঙ্গের পদ পাইয়াছেন। তিনি সে দিন টালিগঞ্জ থানার হেড কনষ্টেবলকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন আবার সম্প্রতি ডায়মণ্ডহার্ব্বার থানার সব ইনেস্পেক্টার বাবুর পাচক ব্রাহ্মণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার এরূপ গলা টিপিয়াছিলেন যে তাহাতে তাহার জিহ্বা বাহির হইয়াছিল। উপরের কর্ত্তাদের তাঁহার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে এরূপ এলো ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।

ডেকান হেরাল্ড শুনিয়াছেন, মান্দ্রাজের গবর্ণর স্যর জেমস্ ফার্গুসন সাহেব পার্লামেণ্ট মহা সভার সভ্য হইবার নিমিত্ত শীঘ্রই এদেশ ত্যাগ করিবেন।

১৮৮২।৮৩ অব্দে আঠার কোটী ৪১ হাজার টাকা বিলাতে পাঠাইবার কথা। গত এপ্রেল মাসে এক কোটী পনর লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছে। তবে যে বলা হয়, ভারতবর্ষ হস্তে রাখিয়া ইংলণ্ডের কোন লাভ নাই?

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় সংস্কার সভা এদেশের স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার উন্নতি উদ্দেশে নূতন পরীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া সেই পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে পুরস্কার দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। পরীক্ষার উচ্চ ও নিম্ন দুটী শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী ২০৲ দ্বিতীয়া, ১০৲ তৃতীয়া ৭৲ এবং চতুর্থা ৬৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন। উচ্চ শ্রেণীর বিশেষ পারিতোষিক—ইংরাজি প্রবন্ধ-বিশেষ রচনায় ১০৲ বাঙ্গালা প্রবন্ধবিশেষ রচনায় ১০৲ চিত্রকার্য্যে পারদর্শিতায় ৫৲ এবং রন্ধনাদি গৃহকার্য্যজ্ঞতার পরিচয়ে ২৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণা সর্ব্বোৎকৃষ্টা ছাত্রী ১০৲ দ্বিতীয়া ৫৲ তৃতীয়া ৩৲ চতুর্থা ২৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন। নিম্ন শ্রেণীর বিশেষ পারিতোষিক—বাঙ্গালা গদ্য প্রবন্ধবিশেষ রচনায় ৫৲ পদ্য রচনায় ৫৲ সূচিকার্য্যে পারদর্শিতায় ২৲ টাকা করিয়া চারিটী; এবং হস্তাক্ষরনৈপুণ্যে ১৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এডুকেশন গেজেট।

বেহার হেরল্ডে একব্যক্তি লিখিয়াছেন আরার মাজিষ্ট্রেট নোলান সাহেব একদা গাড়িতে আরোহণ করিয়া কাছারির অভিমুখে আসিতেছেন পথিমধ্যে আরা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের একটী ছাত্রের সহিত দেখা হয়। বালক তাঁহাকে চিনিত না। সুতরাং সেলামও করে নাই। সাহেব এতদ্দর্শনে কুপিত হইয়া গাড়ি থামাইয়া তাহার নিকট আসিলেন এবং তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোককে সেলাম না করা নিবন্ধন তাহাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করেন। পরিশেষে "তোমাকে দেখিব" বলিয়া চলিয়া যান। বালক বিদ্যালয়ে গিয়া এই সংবাদ প্রধান শিক্ষককে দেয়। প্রধান শিক্ষক ইহাতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার ও একটাকা অর্থদণ্ড করেন। বালক তাহার বন্ধুবর্গের পরামর্শে মাজিষ্ট্রেটের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া একখানি দরখাস্ত করাতে তিনি প্রধান শিক্ষকের শাসন-পদ্ধতির প্রশংসা করিয়া বালকের জরিমানা মাপ করিতে লিখিয়া দেন। তবে বালক অব্যাহতি পায়।

ইষ্টের চট্টগ্রামস্থ সংবাদদাতা বলেন, তত্রত্য এডিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র জনসন সাহেব একদা কোন কারণে হেডক্লার্ক বাবুর উপর রুষিত হইয়া তাঁহাকে গলাটিপিয়া আপনার কামরায় লইয়া যান এবং কাগজের ঝুড়ি মাথায় দিয়া দাঁড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এরূপ উগ্রচণ্ডা লোককে যে অদ্যাপি এরূপ গুরুতর কার্য্যভার দিয়া রাখিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমাদিগের বিবেচনায় ইনি সরকারী কার্য্যে না থাকিয়া ডেলিনিউজের সম্পাদক হইলেই ভাল হইত।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম প্রেসিডেন্সি কমিশনর পিকক সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হইলেন।

গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বদলী হইবার সময়ে মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের অধীনস্থ প্রিয় কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইহা জানিতে পারিয়া এই অন্যায় নিবারিত করিয়া দিয়াছেন।

২১ এ মে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৫১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

এ, আর, বেলিলিয়স প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ বঙ্গদেশের সাক্ষন জেনেরলের নিকট ৬ জন হিন্দু আসিষ্টাণ্ট সাহেব চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহাঁরা মাসিক ৩৫০ টাকা বেতন পাইবেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব বেহারবাসিদিগের সম্বন্ধে যেমন পক্ষপাত করিয়াছেন তেমনি শ্রীহট্টের ডেপুটী কমিশনর উড় শীয় মুসলমানদিগের সম্বন্ধে তেমনি পক্ষপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি আদেশ দিয়াছেন পুলিষে আদৌ কোন হিন্দু যেন কর্ম্ম না পায়, যে সকল হিন্দু পুলিষের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে করিয়া তাহাদিগের পদে মুসলমানদিগকেই নিযুক্ত করা হয়।

বিলাতের উচ্চপদস্থ কাসল নামক রাজভবনে কুমারের বিবাহোপলক্ষে যে ভোজ দেওয়া তাহাতে এক শত লোকের নিমন্ত্রণ হই- ল। এতদুপলক্ষে ২০ লক্ষ টাকার ভোজন পাত্র র করা হয়। এক একটী মেজের উপর এক একটী নির্ম্মিত অপূর্ব্ব পক্ষী রক্ষা করা হইয়াছিল। র প্রত্যেকটী ৪০০০০০ টাকা মূলের প্রস্তরে খচিত ছিল। লর্ড মনিংটন টিপুসাহেবের নিকট ত একটী বাঘের মস্তক প্রাপ্ত করিয়া- ন। ইহার মূল্য ১০০০০০ টাকা। ভারত- র অধিকাংশই এই বড়মানুষী। ইহার অধিকাংশই াসী মুসলমান রাজাদিগের ধন।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভা লাহোরের কর্ত্তারি, পাওএল, ল্ডষ্টীম এবং ওয়াবেন প্রভৃতি সিবিলিয়ানগণের ও নট সভার দেশীয় সভ্য সর্দ্দার বিক্রম সিং, র সিং, পাতিয়ালার বৈদেশিক মন্ত্রী খলিফা ব্দর হোসেন, ডাক্তার রহিম খাঁ বাহাদুর, ন সোদি হুকুম সিং প্রভৃতির সাক্ষ্য গ্রহণ য়াছেন।

আগষ্ট মাসে রুশ সম্রাটের অভিষেক হইবার া ছিল, কিন্তু তাহা হইবে না। সম্রাট এখন তিনিধি শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে উৎসুক য়াছেন। কিন্তু কি প্রণালীতে উহা সংগঠিত বে, তাহার উপায় নিদ্ধারণের জন্য এক কমিশন ধারিত করিতেছেন। ফলতঃ প্রজাদিগের তামতানুসারে কার্য্য না হইলে সম্রাটের জীবন া হওয়া ভার।

এপ্রেল মাসে যে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা হয়, াতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উত্তীর্ণ হইয়া নিম্ন- খিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।:—

সাহিত্য।

শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, কৃষ্ণকুমার াচার্য্য কাব্যতীর্থ, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় কাব্যালঙ্কার, লীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কাব্যভূষণ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য াব্যকান্ত, গীতানাথ ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন, অম্বিকা- ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিধি, কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য্য বিদ্যা- ণ, দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি, করালচরণ াচার্য্য কাব্যরত্ন, ত্রৈলোকানাথ গোস্বামী বিদ্যা- , গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যকান্ত, সদাশিব মিশ্র দ্যাভূষণ।

স্মৃতি।

গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য স্মৃতিভূষণ, অভয়কান্ত ভট্টা- র্য্য স্মৃতিকান্ত, শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য স্মৃতিভূষণ।

ন্যায় ও দর্শন।

প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য তর্কনিধি, হৃদয়নাথ ভট্টাচার্য্য র্কাস্ত, দীননাথ ভট্টাচার্য্য তর্কভূষণ, রামতারণ ভট্টাচার্য্য ন্যায়চঞ্চু, মুকুন্দনাথ ভট্টাচার্য্য ন্যায়ভূষণ, প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ন্যায়ালঙ্কার, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বেদান্তচঞ্চু,- করিনাথ স্মৃতিভূষণ সাংখ্যকান্ত। উপাধি গুলি দেখিয়া বোধ হইতেছে উপাধিরচয়িতার মত সন্তুদয়তা নাই।

আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "গত ২৯ ও ৩০ এ মে দুই দিন এখানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ব দিবস ঝড়ও হইয়াছিল, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহও পতিত হইয়াছে, বৃক্ষের ডাল পালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন প্রাণী বিনষ্ট হয় নাই। এত বৃষ্টি (প্রায় ৫ ইঞ্চ) দেখিয়া লোকে আশঙ্কা করিতেছে যে, বোধ হয় এ বৎসর আগামী ভাদ্র মাসে সুবৃষ্টি হইবে না।"

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোম- বার বেলা ১১ ঘটিকার সময় প্রবল বৃষ্টির সহিত অত্যন্ত মেঘ গর্জ্জন ও তৎসহ বজ্রপাত হইয়া এই সিরাজগঞ্জ বন্দরে রাধাকৃষ্ণ সুবলচন্দ্র চৌধুরীর বাসায় কৈলাস- চন্দ্র দে ও গোপীপাল নামক দুটী ব্যক্তি সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হয়, প্রথমোক্ত ব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমতঃ অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া নানারূপ চিকিৎসার পর চৈতন্য লাভ করিয়াছে।"

সার চার্লস এচিসন লাহোরে একটী কৃষিবিদ্যা- লয় সংস্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশেও এইরূপ এক একটী কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অতি আবশ্যক। কিন্তু আমাদিগের লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের সে উদ্যোগিতা কই?

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রেজ- লিউসন অনুসারে সিমলা মিউনিসিপালিটীতে আত্ম শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলেন।

কি দেশীয় কি ইউরোপীয় অগ্রে সকলেই বন- বিভাগের কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য শিক্ষানবিশ থাকিতে পারিবেন এবং কাজ শিখিলে সব-আসিষ্টাণ্ট কনসরভেটরের পদলাভ করিতেন। কিন্তু ভারত- বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অতঃপর সে নিয়ম রহিত করিয়া দিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে লোক গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

আমাদের মোক্কামাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "গত ৩০ এ মে মোগল সরাই ষ্টেষনের নিকটে দিনা নামক ষ্টেষণে একখানি গাড়ি উল্টাইয়া পড়াতে ডাকগাড়ি প্রায় ৭ ঘণ্টা বিলম্বে কলিকাতায় পৌছিয়াছিল। অন্যান্য গাড়িরও উক্তরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। ইহাতে রেলওয়ে কোম্পানির অনেক ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। এ বৎসর প্রায় সকলই গাড়ি উল্টাইয়া পড়িতেছে। লাইন ইনস্পেক্টার- গণের সতর্ক হওয়া উচিত।

হাবড়ায় ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবার বিষয়ে মিউনি- সিপাল কমিশনরদিগের মত হইয়াছে।

লর্ড রিপন ভারতবর্ষস্থ ইংরাজ সৈনিকপুরু- ষদিগের পরিচ্ছদ এদেশে প্রস্তুত করাইবার কথা করিয়া ষ্টেট সেক্রেটরিকে পত্র লিখিয়াছিলেন, কি তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। ত এই মাত্র বলিয়াছেন, উক্ত পরিচ্ছদ যদি ইংল ইইতে প্রেরিত পরিচ্ছদের তুল্য হয়, তাহা হই তিনি তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

বাকুড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যে ডাক লাই সোলা হইয়াছে, ইহাতে সাধারণের পক্ষায়াতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু বসিবার স্থ সংকীর্ণ হওয়াতে হৃষ্টপুষ্ট লোকের পক্ষে কিছু কষ্ট বোধ হয়। কণ্ট্রাক্টর দামোদর তীরে কুলির বন্দে বস্ত না করাতে আরোহীদিগকে নদী পার হই প্রায় অর্দ্ধ মাইল রাস্তা স্বীয় গাঁঠরি প্রভৃতি বহ জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। সেখানে পয় দিয়াও লোক পাওয়া সুকঠিন।

কবাসী দেশের একজন রাসায়নিক ব্রাণ্ডি জমা বার নূতন উপায় বাহির করিয়াছেন। ইহা দ্বা ব্রাণ্ডি বোতলে দিবা চাপ বাঁধিয়া যায়। ই জমিলে কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ হয় এবং কিছুম দুর্গন্ধ থাকে না।

মিসিসিপি নদী প্লাবিত হইয়া লতাপত্র প্রভৃ পচিয়া আমেরিকায় ভয়ানক মশক জন্মিয়াছে ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে যে পশুর উপর ব তাহারই প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই কারণে রাত্রিকা পশুশালায় ধূম দান ব্যতিরেকে কেহ পশুর জী রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

কেপ টাউন হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছে বাসুতোরা ক্রমেই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। আ কিম্বারলে তাহাদিগকে ধৃত করিবার আদেশ দে য়াতে তাহারা দলবদ্ধ হইয়াছে এবং বলিতে দেশের পরাধীনতার সঙ্গে যদি প্রাণত্যাগ করি হয় তাহাও শ্রেয় তথাপি জীবন থাকিতে স্বাধী নষ্ট করিব না।

কেম্ব্রিজে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এ স্বতন্ত্র কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮ বৎসর হ ৫০ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকেরা দলে দলে আ এই কালেজে ভর্ত্তি হইতেছে। গ্লাডষ্টোন সাহে দুহিতা ইহার অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনেরল নিয়ম করিয়াছেন অত কোন দেশীয় সিবিলিয়ান কাহারও ভূমি সম্প ক্রয় করিতে পারিবেন না। তবে দানসূত্রে অ উত্তরাধিকারিতা সূত্রে বিষয়ের অধিকারী হ তাহাতে কোন আপত্তি নাই।

ভিয়ানার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চ্চা ক্রমেই
ভাব বৃদ্ধি হইতেছে। সংস্কৃত পাঠার্থীর সংখ্যা
ওয়াতে আর একজন অধ্যাপক নিয়োগের
শাক হইয়াছে। শেষে কি আমাদিগের ভাল
রাপে গিয়া মরিবে? আর কিছু কাল পরে
ধ হয় সংস্কৃত বোল ভাষির ভাষা তাহার
সা করিবার প্রয়োজন হইবে।

৮ই মার্চ্চের তারযোগে সংবাদ আসি-
কাপেন পানা শীকার করিতে গিয়া এক জন
কে বন্য হিংস্র পশুবোধে তাহার মস্তকে গুলি
য়াছিলেন, আহত ব্যক্তি দুই দিবস হাঁসপাতালে
য়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির
ডেণ্ট চেনহি সাহেবের নিকট বিচার হয়, তিনি
না সাহেবকে তাঁহার অসতর্কতা নিবন্ধন ভির-
করিয়া ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রগণ-
৪০০ টাকা দেওয়াইয়াছেন।

খ্রীষ্টান হেরাল্ড বলেন অধুনা কলিকাতার উপ-
াগীয় মিসনরি স্কুল সমূহে ৪ সহস্র বালিকা নিয়-
বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। এটী সুলক্ষণ
হ নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

রভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু
মোহন ঘোষ গয়ার সদর থানায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, থার, হ্যাণ্ড সাহেব
বাদের সদর থানায় কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি প্রথম
র মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে সমাসমি বিচার করিতে
বেন।

মেদিনীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, ডব্লু
াইল যশোহরের সদর থানায় বদলী হইলেন।

বর্দ্ধমানের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কুমার সত্যেন্দ্র
ণ বাঁকুড়ার সদর থানায় বদলী হইলেন।

বাঁকুড়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার
ীনবন্ধু সেনগুপ্তের সদর থানায় বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী
ল করিম ১০ ই হইতে এক মাস নিমিত্ত পুরীর
পুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, সি ইউলিয়মসন
ন্ত ছুটীর ১০ ই হইতে ৩ মাস নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলেন।

ঐতিহাসিক বাবু রামকমল সেন চৌধুরী সাহেব ছুটী
াইতে ছয় মাস ছুটী পাওয়াতে হরিপালের ২য় মুন্সেফ বাবু চন্দ্র-
ন মুখোপাধ্যায় হুগলি জজ আদালতের ঐতিহাসিক
ধুরী মহাশয় পদে ২য় মুন্সেফ হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

হিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ আলী
ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মক-
দ্দমা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২য় পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ,
ডলু ব্যাডকক্ ফৌজদারী আইনের ৩২২ ধারানুসারে সমানরি
বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চন্দ্রাবতের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সারণের অন্তর্গত মজিহানীর মুন্সেফ হইলেন।

সেওয়ানের মুন্সেফ বাবু রামাযরলাল সাবণের সদর ষ্টেষনে
বদলী হইলেন।

মজিহানীর মুন্সেফ বাবু হেমেন্দ্র মিত্র সেওয়ানে বদলী
হইলেন।

চাপরার ৩য় মুন্সেফ বাবু চন্দ্রচন্দ্র দাস ঐ স্থানের বাকী
থাজনার মকদ্দমা করিবেন এবং ছোট আদালতের জজের
ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে
পারিবেন।

সংবাদদাতার পত্র

রাণাঘাট।

আমরা নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি এই সবডিবিজনের অধীন উলা বীরনগর নিবাসী প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২৯ এ ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বয়স ন্যূনাধিক ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। অন্নদা বাবু শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে অন্নদা বাবুর কিছুমাত্র কপটতা ছিল না। সঙ্গীত-বিদ্যায় অন্নদা বাবুর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। অধিকন্তু দুঃখের এই যে ইঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা একটী বিধবা রমণী আছে। প্রায় দুই মাস হইল এই নূতন বিবাহ করিয়াছিলেন!!

আমাদিগের এখানকার নূতন সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে মানুষ খাওয়ার বোধন আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি আমরা জনৈক দুই একটী বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম এক ব্যক্তি ট্রেণিতে উঠিবার সময় পড়িয়া যাওয়াতে পায়ে আঘাত লাগে ও সেই আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আর গাজনাপুরের নিকট একখানি বালাষ্ট ট্রেণ উলটিয়া যাওয়াতে কয়েক ব্যক্তি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছে। উল্লিখিত ঘটনা দুটী যদি সত্য হয় তবে আমরা উক্ত রেলওয়ের কর্ম্মচারীগণকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি এ সংবাদ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বা পুলিশকে দিয়াছিলেন? আমরা ভরসা করি আমাদিগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয় এবিষয়ের সবিশেষ তদন্ত করিবেন।

প্রায় দুই মাস অতীত হইল শ্রীযুক্ত বাবু মহিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখানকার পুলিসে কোর্ট ইন্‌সপেক্টর হইয়া আসিয়াছেন। মতিলাল বাবু একজন উপযুক্ত পরিশ্রমী পুলিষ কর্ম্মচারী যাহাতে অধীনস্থ পুলিষের কর্ম্মচারীগণ সর্ব্বসাধারণের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পা সে বিষয়ে মতি বাবুর সবিশেষ দৃষ্টি আছে। আমরা ভরসা করি রাণাঘাটের বাতাস লাগিয়া ইঁহার মনকে দূষিত করিবে না। মতি বাবু এখানে কিছু দি থাকিয়া কোর্ট আপিসের পঙ্কোদ্ধার করেন ইহ আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা।

গত ১৮ ১ অব্দের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর অক্টোবর নবেম্বর এই চারিমাসে রাণাঘাট থানার ম্যাপে বিষা জ্বরে ১০৫৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। শোচনীয় বিষয়!!!

এলাহাবাদ।

গত ২০ এ মের ইণ্ডিয়াগেজেটে দেখা গেল আমাদে সহৃদয় গবর্ণর জেনারল আত্মশাসন প্রণালীর অ প্রশংসনীয় পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা তৎপ বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং ইহাতে তাঁহার বিশেষ মনস্বীতা প্রকাশ পাইয়াছে তদ্বিষয়ে দ্বি মত নাই। এই পরিবর্ত্তিত মন্তব্য পাঠ করি ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় যে ভা বর্ষে আত্মশাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করা মহাত্মা রিপনের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এবং তি ক্রমশঃ ইহার সর্ব্বত্র বিস্তার না করিয়া ক্ষান্ত হই ছেন না। যে সকল কুতবিদ্য মনীষীবাক্তি গ মেণ্ট সংক্রান্ত কোন কার্য্যেই নিযুক্ত নন, তাঁহা মার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধির নিষ্ফল অপব্যয় না করি বরং তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করাই উচিত য়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জন্য চির দিন স কার্য্য করিবেন ইহা নির্দ্ধারিত নাই, এঁরা ও হইতে আত্মানুকূলের চেষ্টা করুন। আত্মশ সুশৃঙ্খলে প্রচলিত হইলে যে সকল অসুবিধা অনুভব হইয়াছিল এবারে তাহা একপ্রকার নি কৃত হইয়াছে; কারণ এ সম্বন্ধে যে সকল সংস্থাপিত হইবে, তাহার সভাপতি (চেয়ারম্যা যে একজন ডিষ্ট্রীক্ট অফিসার হইবেন এইরূপ বিধি নহে, সুতরাং তাঁহার সহযোগী এক্ষণে যে স্থা ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। উক্ত বোর্ডের দেশীয় সদস্যদি একটী প্রলোভন দেখান হইয়াছে, তাঁহারা দিবস ঐ পদে অভিষিক্ত থাকিবেন অন্য দিন তাঁ "রায় বাহাদুর" "খাঁ বাহাদুর" এই নামে অ ভিহিত হইবেন। "আত্মশাসন" কথাটী যেরূপ সু মধুর তাহার বন্দোবস্তও তদনুরূপ উৎকৃষ্ট হইয় কিন্তু ভারতবাসিদিগের ততদূর ঘোর কপাল

এক ভাবনা। উদারচেতা গবর্ণর জেনারল যে এই প্রণালী প্রচলিত করিতেছেন অক্ষুণ্ণভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে এ আশা সুদূর পরাহত। এ সম্বন্ধে গত বারে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহাই ভাবিলে হইবে। অত্রত্য ভূতপূর্ব্ব লেঃ গবর্ণর কুপার এই উক্ত প্রণালীর সকল সৌন্দর্য্য সংহার করিয়া ফ্রেঞ্চিজের মত একপ্রকার আত্মশাসন গঠন করেন। আবার এ দিকে আমাদের ন্যায়পরায়ণ বন্ধুবৎসল পায়নিয়র কত কথাই বলিতে লাগিলেন। যে বাঙ্গালীরা তাঁহার চক্ষুঃশূল আপনার পক্ষ সমর্থনার্থে সেই বাঙ্গালিদের একেবারে স্বর্গে তুলিলেন!! তিনি বলিয়া উঠিলেন যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বাসিদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালীরা অনেক পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে সম্পূর্ণ আলোকিত, কিন্তু যখন এরূপ অসভ্য প্রদেশের সকল স্থানে আত্মশাসন প্রণালী প্রচলিত করিতে বঙ্গের লেঃ গবর্ণর ইডেন সাহেব সাহস অনিচ্ছুক তখন এরূপ অসুস্থত প্রদেশে উক্ত প্রণালী প্রচলিত করা বিড়ম্বনা মাত্র। সেই জন্যই বলিতেছিলাম ভারতবাসিদিগের কপাল বড় মন্দ, যখন একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের কল্পনা হইলেই একটা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সে যাহা হউক সকল ব্যক্তির প্রতি এতদঞ্চলের আত্মশাসন ভার অর্পিত হইবে, গত ১৩ ই মের স্থানীয় গেজেটে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ লোক নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাহাতে আমরা কোন কথা বলিতে চাহি না, কারণ এবারে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তখন পুনরায় আমরা বলিয়া রাখি যেন ভবিষ্যতে বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করা হয়। আত্মশাসন প্রণালী এখন পরীক্ষাস্থলে রহিয়াছে, ইহার শুভাশুভ ফল নিঃসন্দেহ লোক নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করিবে। যদি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ মেম্বর হন তাহা হইলে আশানুরূপ ফললাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

আমরা যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় আমাদের প্রাচীন মুমূর্ষু যোগ শাস্ত্র বুঝি পুনর্জ্জীবিত হইবে। চতুর্দ্দিকে এই বিষয় লইয়া কিছু কিছু আন্দোলন হইতেছে। গত নবেম্বর মাস হইতে এখানে একটী "প্রয়াগ থিয়োসফিক সোসাইটী" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দিন দিন ইহা উন্নতিসোপানে আরূঢ় হইতেছে। ইহার সভ্যের সংখ্যা ১২।১৩ জন হইবে, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত। তন্মধ্যে কেহ হাইকোর্টের উকীল, কেহ বা ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার, কেহ বা ডাক্তার, কেহ বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ইহাঁদের ১ ম উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের বিস্তার। ২য় ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান এবং শিল্পবিদ্যার অনুশীলন। ৩য় প্রাকৃতিক গুহ্য নিয়মের আবিষ্কার। আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহা বলিতে পারা যায় যে, এ বিষয়ে ইহাঁদের সম্পূর্ণ যত্ন আছে। কিয়দ্দিবস অতীত হইল, যখন থিয়োসোফিষ্ট দলের নেতা কর্ণেল আলকট সাহেব এলাহাবাদে পদার্পণ করেন, তখন এখানে বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। উক্ত সাহেব সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। সে যাহা হউক, অনুপযুক্ত ব্যক্তি নাই, তাঁহারা যে সকল কথা বলিয়া থাকেন এবং যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, যদিও তাহার অধিকাংশই নূতন নহে, কিন্তু তাহা সহজে আমরা অবিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি না, তথাচ তাহা বিবেকের সম্পূর্ণ অননুমোদনীয়। এই দলের দুই এক জনের মেসমেরাইজ করিবার ক্ষমতা আছে এবং ক্রমশঃ তাহার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। মেসমেরিজম একটী অসাধারণ কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না এবং আজ কাল যে ইহার আবিষ্কার হইয়াছে এমত নহে। পূর্ব্বে এক দিন ইহার বিশেষ আন্দোলন হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি সর্ব্ব প্রথমে মেডিকেল কালেজে এ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত এবং কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইবার সময়ে ছাত্রেরা মেসমেরাইজ করিতে সমর্থ হইয়াছে, কি না তাহার পরীক্ষা লওয়া হইত। পূর্ব্বে যখন ক্লোরোফরমের আবিষ্কার হয় নাই, তখন কোন রোগীর হস্ত পদ ছেদন বা অন্য কোন প্রকার অস্ত্র করিবার সময়ে মেসমেরাইজ করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিতে হইত মনুষ্যের বুদ্ধি দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সহজ উপায়ও উদ্ভাবিত হইতেছে। যখন দেখা গেল মেসমেরিজম আশানুরূপ ফল প্রদান করিতেছে না, তখন বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া উপরি উক্ত ঔষধের নব প্রকাশ হইল। আর তখন এ বিদ্যার আদর থাকিল না। আমাদের থিওসফিক দলে কেহ কেহ ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কয়েক ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা ইহার নিগূঢ় কারণ কাহার নিকট প্রকাশ করেন না বটে, কিন্তু আমাদের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে ইহার মূলে অবশ্যই মেসমেরিজম আছে। তাঁহারা শুদ্ধ জল প্রয়োগ দ্বারা রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন, ইহাও আমাদের পক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হয় না কারণ যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, ইতর লোকদিগের শিশুসন্তানের পীড়া হইলে তাহারা "ঝাড়া পড়া" দ্বারা অনেক রোগ করে, সেরূপ পড়া আর কিছুই নহে, কেবল জলে মেসমেরাইজ করা মাত্র। যাহা হউক, আমরা একটী বিষয়ে বিশেষ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি, এই দলের মধ্যে যিনি উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কাহাকে পত্র লিখিলে তাহার উত্তর উপাধানে দিয়ে পাইয়া থাকেন!! সেরূপ শুনিতেছি ইহাঁদের দল ক্রমশঃ পুষ্টি হইতে চলিল, রুশিয়ার একজন কাউণ্ট এই দলভুক্ত হইবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। ফল কি হইয়াছে তাহা জানি না।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ২৭ মে সন্ধ্যার সময় বলরামপুরের মহারাজ তাঁহার এলাহাবাদের বাড়ীতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ ত্রিবেণীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং তৎপরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইয়া গিয়াছে। মহারাজের মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে মহারাণীরা লক্ষ্ণৌ হইতে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। সার জর্জ্জ কুপার সাহেবকে বিদায় প্রদানার্থ গত এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে মহারাজ এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেই পর্য্যন্তই নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইয়াছেন। বলরামপুরের মহারাজ শীকারে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং প্রায় ৮০০ শত ব্যাঘ্র বধ করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি শীকার করিতে গিয়া হস্তী হইতে পতিত হইয়া ছিলেন। এবং তাহাতে যে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন তাহা হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি গবর্ণমেণ্টকে সমধিক সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে।

ভাগলপুর।

এখানকার মাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপালিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত ডলি সাহেবের উদ্যোগে ভাগলপুর জলের কল হইবার প্রস্তাব হইতেছে। বোধ হয় শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। জলের কল হইলে যে অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে। তন্মধ্যে রাজা জমিদার বিখ্যাত রায় নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এক লক্ষ টাকা এবং মুঙ্গেরের অন্তর্গত খিদিরপুরের রাজা রামনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ২০০০ টাকা দান বা সাহায্য করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ কার্য্যে ১৮০০৯ টাকা উঠিয়াছে। শুনিতেছি, ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এডলি ইডেন বাহাদুর না কি গবর্ণমেণ্ট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। জলের কল হইলে একটি

বাসিগণের বড় উপকার হইবে ও অন্য
ক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া
বে।

অত্রত্য জনৈক খাঁসনবিশ উকীল "ভাগলপুর
স" নামক একখানি পাক্ষিক ইংরাজী সংবাদ-
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে
টী ভাষা আছে। প্রথম ইংরাজী, দ্বিতীয় স্তম্ভে
ার হিন্দী ও তৃ য় স্তম্ভে উর্দ্দু অনুবাদ লিখিত
হতেছে। পত্রা এখানকার আলবার্ট প্রেসে
ত হইতেছে।

অত্রে ন্যায়ধর্ম্মরক্ষিণী ও প্রচারিণী সভার গৃহ-
াপন জন্য যে বারাণসীর রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ
এক সহস্র টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত
ছেন, লিখিয়াছিলাম সে বিষয়ে বারাণসী লেখা
হইয়াছিল। তিনি শোনবর্ষার রাজা। বারাণসীর
ার বাবু নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ও (যিনি
ের কলের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন)
ধ্যের উন্নতি ও গৃহনির্ম্মাণের জন্য এক সহস্র
া দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। আর সাঁওতাল
গণার অন্তর্গত রোহিণীর অধিকারিণী এই
য়ের নিমিত্ত ৫০০ শত টাকা দান করিয়াছেন।
ার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহার এই দান
বিশেষ প্রশংসার্হ, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ
। এই দান দ্বারা তিনি অর্থাবশ্যকারিণী সভাকে
ক্রতা ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন। সভা হইতে নায়েব
াবে নিকট কৃতজ্ঞতা প্রেরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সহিত আর্য্যধর্ম্ম প্রচা-
শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় এখানে
বালকদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য "সুনীতি-
ারিণী" সভা স্থাপন করিয়াছেন; আমরা
খিতেছি ইহার মধ্যেই বহুতর বালক এই সভার
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া সকলে অনেক পরিমাণে
পন আপন চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।
দিন সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে বালকেরা স্নেচ্ছা প্রণো-
ত হইয়া ভাগীরথী কূলে দণ্ডায়মান হইয়া যেরূপে
াদেবের উপাসনা করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া
াদের মনে হইয়াছিল সেই প্রাচীনকালের
াবনবাসী আর্য্য ঋষিবালকেরাই যেন সূর্য্যো-
না করিতেছে। সে ভাব কি হৃদয়ানন্দদায়ক।
া সভাই কি আবার এই সকল বালকের দ্বারা
াদে আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি হইবে?

সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে বারাণসীর শ্রীযুক্ত জয়রাম
দাস্বামী এখানের লোকদের যেরূপ গণনা করিয়াছি-
ন, এখানে ঠিক তৎক্ষণে স্থায়ী সূর্য্যগ্রহণ হইয়া-
ণ। বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকাকারগণের এ বিষয়ে গণনার
হইয়াছিল বলিতে পারি না।

বালিকাবিদ্যালয়ে স্ত্রীলোক তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত হইবার সংবাদ আমরা যে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে শুনিতেছি, আমাদের বালিকারা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া চাকুরী করিবে না। যাহাতে তাহারা বিদ্যাশিক্ষার সহিত শিল্প-কার্য্যাদি শিক্ষা করিয়া পরিণামে সংসারের উন্নতিসাধন করিতে পারে, সেই উদ্দেশে স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইবে। এ উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু কোন্ ধর্ম্মাক্রান্ত স্ত্রীলোক নিযুক্তা হইবেন? হিন্দু, না ব্রাহ্মিকা, না অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বিনী?

এখানকার গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতেছে। মধ্যে স্কুল কমিটির এক অধিবেশন হয়; তাহার কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, এই বিদ্যালয়ে গত বৎসর পড়ে ৪১২ টী বালক বিদ্যাশিক্ষা করিত। তাহাদের জন্য শিক্ষকদিগের মাসিক বেতনে ৯৯৩৶৯ ও বাৎসরিক বেতনাদিতে ১১৯২৬ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এ বৎসর ৫০৭ টী বালক ইহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে মাসিক ২৫০ শত টাকা এবং বাৎসরিক ৩০০০ টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। ছাত্রদিগের বেতনাদিতে প্রায় ৮২৫।৮৩০ টাকা মাসিক আদায় হইত। বালক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ইহাতে আর দুইজন অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন ও বিদ্যালয় গৃহেরও আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করা হইবে। এই বিদ্যালয় যাহাতে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এজন্য অনেকের বিশেষ যত্ন ও ইচ্ছা আছে। গবর্ণমেণ্টও তাহাতে অসম্মত নহেন। তবে স্থানীয় লোকে যদি আনুমানিক ৭৫০০০ টাকা গবর্ণমেণ্টকে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তবে গবর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট অর্থ দিয়া ইহাকে হাইস্কুলে পরিণত করিতে পারেন: এই প্রস্তাবিত অর্থের মধ্যে বিদায়প্রাপ্ত কমিসনার মেং বার্লো মহোদয়ের যত্নে প্রায় ৪৮৫০০ শত টাকার উপায় হইয়াছিল; অবশিষ্ট টাকা উঠিবার উপায় হইলেই ভাগলপুরের একটী অভাব দূর হইতে পারিত। এক্ষণে দেখা যাউক, কতদূর কি হয়।

ব্রাহ্মমহাশয়দিগের উদ্যোগে এখানে যে "ব্যাণ্ড অব হোপ" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর ভোপ নাই। কারণ অধিকাংশ হিন্দু বালক এই সভার সভ্য ছিলেন। সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হওয়ায়, ও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয় সেই সভার সভাপতি থাকায় তাঁহারা সকলেই সেই সভা হইতে স্বীয় স্বীয় নাম কর্ত্তন করাইয়া লইয়াছেন। কেবল সামান্য কয়েকজন মাত্র সভ্য আছেন। তাহাতে সভার কার্য্য চলা ভার হইবে। সভা উদ্যমরূপে চলিলে পরে ভাল হইবার সম্ভাবনা ছিল।

অদ্যাপিও এখানে রীতিমত বৃষ্টিপাত হয় নাই। ১০।১২ দিবস পূর্ব্বে কেবল সামান্য ছট এক বারিপাত হইয়াছিল মাত্র। জল না হওয়ায় এ যতদূর গরম হইবার তাহা হইয়াছে। গৃহে তিষ্ঠান ভার হইয়া পড়িয়াছে। বসন্ত এখনও স্থানে স্থানে হইতেছে।

বাজার দর প্রায় একইরূপ আছে। আ ইতর বিশেষ হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গত হইল। নূতন আগত। অতএব আমরা বিনয় সহকা গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে যাঁহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের মূ দিয়াছেন, তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত হ য়াছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২ সালের দেয় মূল্য দান করেন, এই অ দের অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রব কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জব হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময় মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও ক পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রী উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলি ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সে পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
রা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০
া ; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের-
্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি-
বাবু সীতানাথ দত্ত ৫ ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডি-
লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখো-
ায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প
র এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
ক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
ছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
ইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
নীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে
দ লইবেন।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায়
কারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয়
দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া
কন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা-
ণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ১ আউন্স ৬,
আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ
া বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

পাইকপাড়া নর্সরি।

চিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব।
দাসত্বের যাতনা মনে করিয়া স্বাধীন কৃষিকে
প্রবৃত্ত হও।

দেশীয় কৃষির উন্নতি ও বিদেশীয় নানাপ্রকার
হজনক কৃষিকার্য্য দেশমধ্যে প্রচলিত করিবার
কৃষিতত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে। তিন খণ্ড কৃষি
সমাপ্ত হইয়াছে। ৪র্থ খণ্ড অতি মনো-
নূতন প্রকার ফুল ফল ও সবজির প্রতিমূর্ত্তি
ত মুদ্রিত হইতেছে। যাবতীয় কলম করিবার
জ উপায় ছবির দ্বারা দেখান যাইবে এরূপ
ভাবস্থ করা হইয়াছে—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশু
ল ৩৸০। প্রথম হইতে তিন খণ্ড কৃষিতত্ত্ব
কাকারে বাঁধাই হইয়া প্রত্যেক খণ্ড ১৷০ পাঁচ
কা মূল্যে আমাদের আফিসে, কলিকাতা পটল-
ডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরিতে, চিনাবাজার পদ্মচন্দ্র
নাথের দোকানে এবং সিমুলিয়া বাঁড়ুয্যে কোং
দোকানে বিক্রয় হইতেছে—পাইকপাড়া নর্সরিতে
যাঁহার যে কোন ফল ফুলের কলম ইত্যাদির আবশ্যক
হইবে আমার নিকট ফর্দ্দ ও মূল্য পাঠাইলে পাইতে
পারিবেন, গাছের মূল্যের তালিকা আবশ্যক হইলে
এক আনার ষ্টাম্প পাঠাইতে হইবে। বীজাদি ও
কৃষিতত্ত্বের গ্রাহক হইলে বার্ষিক ১৫ টাকা অগ্রিম
দিতে হয়।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত মৎকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ভট্ট।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, সুগন্ধিদ্রব্য, জামা, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার সীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, তামার প্লেট, মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, দন্ত নড়
রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগে
মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং ।০।

পারার স্নুত ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটি
রোগাদির শান্তি করতঃ রক্ত পরিষ্কার এবং শরী
পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০
পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বে
নাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০

প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাও
যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপু
কলিকাতা।

সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার।

যিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কেবল সংযুক্ত
মূলে সরল বাঙ্গালা কিম্বা ইংরেজী ভাষায় হি
আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া এ
খানি পুস্তক রচনা করিতে পারিবেন এবং যাঁহ
পুস্তক প্রেরিত পুস্তক সকল মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলি
বিবেচিত হইবে, তিনি এক শত টাকা পুরস্কার প্রা
হইবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুস্তক সভ
অবিকৃত মুদ্রা যন্ত্র দ্বারা মুদ্রিত করা যাইতে পারি
প্রার্থিগণ বর্ত্তমান বর্ষের কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে স্ব
রচিত পুস্তক সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরে
রায় বাহাদুরের নিকট তাহেরপুরে কিম্বা নিম্নলি
ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীভুবনমোহন মৈত্রে
বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদ
জেলা রাজসাহী।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবি
শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

এক বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১ ডাকমাশুল
যোগিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস। মূল্য এক টাক

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ৷৵০

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা
কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুর্ব্বর্দ্ধন" ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়ম
মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৩
পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধার

ঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার
অন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
নে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
দর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
লোকদের পীড়া ঋটিতি আরোগ্য ও প্রসব
াদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
কৃত করিতেছেন।

ল-কোষও, মাংস-কোষও, ও মূত্রশিলা (থা
রী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে
য়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎ-
পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বড়ো, পুরাণ
শ, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁতেরা, স্বর-
, গয়ের সহিত রক্ত উঠা, সর্দ্দি ও শুষ্ক কাশী
ি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম
গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির
১ টাকা, প্যাকিং ১০, ডাকমাশুল সহিত মাশু
ওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরাপদে এই
ধ সেবন করিতে পারেন। মোদাস্ সমা আবাউন
ক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চোরবাগা
ড ষ্টকেলন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

—:০:—

প্রমাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে
ল ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্তম্ভ
ও পুরুষত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় বাস্তবিক তিন
র্ষ শুক্র বৃদ্ধির ও ধারার প্রবলতার প্রমাণ
য়া যায়, উদ্ধামন ও অকালের, অল্প দিবসেই
কার হয়। পুরাতন পেসের অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার
ব পীড়া ও ধ্বজ প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য
প্রমেহ যদি কিছু অধিক থাকিলে ঔষধ সেবা
অন্য প্রকার চিকিৎসা নাই। প্রমেহ
ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন।

ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, রেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুল সহ ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বানারস।

রেজিষ্টারী (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত-স্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত-প্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শুক্র-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া গাত্র, শারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষান্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কাবুলিদের অমেল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ধারা স্থাদি শিশির গায়ে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী—বারুইপু
" " গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—চালতা-বেড়িয়া
" " কালীচরণ তরফদার—শান্তিপুর
" " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ভবানীপু
" শিবগঞ্জ সভার সম্পাদক—মালদহ
" সেক্রেটারি কালনা মেও লাইব্রেরি মালদহ

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকম
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ ট
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর
নোট, চিঠি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ ত
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঁপাতলা ১৫ নং ভবনে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৩০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৬ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ৩০ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮২। ১২ ই জুন।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ ৪ মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপনী

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"শিবাক্ষর ঘৃত।"

শরীরস্থ পারা নাশক অব্যর্থ মহৌষধ।

যেমন মহাত্মা রঞ্জিত সিংহ "যার মনে আটক তারি আটক" এই কথা বলিয়া কতকগুলি পারিষদ সহিত আটক নদী পার হইয়াছিলেন, সেই এই পারারোগ গ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেও, যাঁহাদের গ্রহ সুপ্রসন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই এই মহৌষধে বিশ্বাস রাখিয়া ব্যবহার করিয়াছেন এবং করিতেছেন, এবং তাঁহারাই রঞ্জিতের আটক পার হওয়া সদৃশ এই রোগের কষ্ট এবং সমাজের ঘৃণা হইতে পার পাইয়া স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যাহা নিম্নের আরোগ্য সমাচার পত্রের দ্বারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

এক সপ্তাহ ঔষধের প্রতি শিশির মূল্য ৯ ডাক মাসুল ৸৹

কে. সি. চট্টোপাধ্যায়।

সারদাদা ফার্মাকেল

পরাণচন্দ্র কলিকাতা।

পারা রোগারোগ্য সমাচার পত্র।

শ্রীযুক্ত কে. সি. চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

সারদাদা ফার্মাকেল পরাণচন্দ্রা কলিকাতা।

মহাশয়, আপনার আবিষ্কৃত শিবাক্ষয় ঘৃত সেবন করিতে ছিলাম, [illegible] দিয়া আরোগ্য হইয়াছে। সুতরাং সংসারাশ্রমী দিগের কোন প্রকার শঙ্কা নাই। [illegible] নিদান সে বিলক্ষণ উপশম পাইতেছে। এক্ষণে মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে যে আপনি উৎকৃষ্ট ঔষধ বাহির করিয়াছেন, তজ্জন্য ইতি। তারিখ ৯ ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২৮৯ সাল।

রাজা শ্রীকালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র।

সাবড়া পোষ্ট, জেলা মেদনীপুর।

—:০:—

মহাশয়! আপনার প্রেরিত শিবাক্ষয় ঘৃত সেবনে রোগীর শরীরে প্রথমতঃ ঘামাচির মত দানা হইয়া অবশেষে শরীর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, বোধ হয় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মহাশয়ের ঔষধের প্রত্যক্ষ ও সদ্য ফল দৃষ্টে ঔষধের গুণ এই নগরে ও সন্নিহিত পল্লিতে যাহাতে সর্ব্বসাধারণে অবগত হয় তজ্জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ করিতেছি এবং করিব। মহাশয়ের ঔষধের প্রতি আমার অতিশয় ভক্তি জন্মিয়াছে। ইতি তারিখ ২৭ এ এপ্রেল সন ১৮৮২ সাল।

শ্রীরসমাদীন উকীল।

মুন্সেফী আদালত ঢাকা।

ধাত্রী শিক্ষাকার ডাঃ শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব বলিয়াছেন, "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত যত পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা এইটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়"। অনেক পণ্ডিত বলিয়াছেন, "ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, ইহাকে ইহার নাম অন্নপূর্ণেশ্বরী রাখিলেই ভাল হইত"।

প্রতি ১২ বার শিশির মূল্য ১৷৹ কমিশন শতকরা ২৫৲; এক ডজনের নীচে কমিশন্ নাই। ফরিদপুর নং ৬৮ নং বাজার ষ্ট্রীট আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীকালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত [illegible] য়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কে গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, স্বাসনালী প্রদাহ এবং ন প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্য কারক ঔ গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রং বি এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশি গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্ এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সা বের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔ নূতন এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা ক থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থে উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔ নূতন ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধি ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজু (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সে করিলে অনায়াসে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়। প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপে

রবা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য
ক।

নজীর্ণতা	পাকাশয়ের প্রদাহ
অম্লমিষা এবং উদরাধ	মস্তক শিরঃশূল
পেট সাঁটিয়া ধরা	পেট জ্বালা
পাকাশয়ের	যকৃতের পীড়া
পীড়াতে দোষ	গর্ভাবস্থায় বমন

গিমলট কোম্পানির গুয়ারানা (Guarana)
এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে
নক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ
উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের
তি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই
দ্বারা আরোগ্য হয়।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতার প্রধান প্রধান
কালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

ণপরীক্ষা। (সম্পূর্ণ) ৩য় বার মুদ্রিত। মূল্য
আনা। ডাঃ মাঃ ৵০ আনা। টাকার পদ্য।
লো) ২য় বার মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা। ডাঃ মাঃ
আনা।

নব চিকিৎসাবোধ। (শৈশব পীড়া ও মতের
প্রকাশক গ্রন্থ) ২য় বার মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।
মাঃ ৵১০ আনা। এই তিন খানি পুস্তক বহুতর
দপত্রের মতে প্রশংসার যোগ্য।

ঔষধালয়:
১৭ নং গোবিন্দচন্দ্র বসের লেন,
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট কলিকাতা।

Mrs E D'cruze 99 College Street Cal
ta.
Diplomaid midwife.
Fees to attendance moderate.
Bears high testimonials.
মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীমতী
ডিক্রুজ, ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদেশে
উপযুক্ত ফি, সহজ ও দর্শনের জন্য অতি অল্প।

পদ্য মহাভারত।

মূলের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদ্য মহাভারত
কাশিত হইবে। যিনি মূলের সহিত ঐক্য
না দেখেন তবে মূল্য ফেরত দিব। প্রতিমাসে ৮ পেজী ১ ফর্ম্মা আকারে প্রকাশ হইবে। সকল শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য মূল্য ১৷০ সিকা এবং মাশুল ৵০ আনা নির্দ্ধারিত হইল। এক শত গ্রাহক জুটিয়াছে। এক সহস্র জুটিলেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। যিনি গ্রাহক হইবেন তিনি সত্বর মূল্যসহ আমার নিকট পত্র লিখিলে গ্রাহক হইতে পারিবেন।

দিনাজপুর শ্রীবিনোদবিহারি রায়।
মজীপাড়া পদ্য মহাভারত প্রকাশক।

মহীসুর রাজ্যের রেলওয়ের নিমিত্ত ঋণ।

মহীসুরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সমভিক্রমে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়া টেণ্ডার গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই টাকায় জমা মহীসুর রাজ্যের সাধারণ রাজস্ব প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবে। এই টাকায় বাঙ্গালোর হইতে তিপ্তুর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করা হইবে। ইহার দূরত্ব ৮৫ মাইল।

২। এই ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ৫ টাকা। বৎসরে দুই বার অর্থাৎ ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ও ১৫ ই আগষ্ট সুদ প্রদত্ত হইবে। ২০ বৎসর এইরূপ দেনা পাওনা চলিবে। সুদের টাকা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের

ক, বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহ এবং

খ, বোম্বাই এবং তাহাদিগের শাখা ধনাগার হইতে দেওয়া যাইবে।

৩। ঋণপত্রের আকার নিম্নে দেওয়া গেল। ১০০ অথবা ১০০ শতের গুণনীয় টাকার প্রতি ঋণপত্র (Debenture) বাহির করা হইবে।

লক্ষ টাকা ঋণের সমুদায় অথবা আংশিকের টেণ্ডার মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলর ১৮৮৯ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত বাঙ্গালোরে গ্রহণ করিবেন।

পত্র

হইল। যিনি টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে ফারম খানে মুদ্রিত তাহার উপর সীল করিয়া "১৮৮৯ সালের মহীসুর রেলওয়ের ঋণের টেণ্ডার" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। আর ার বাঙ্গালোরে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। ১৮৮৯ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মহীসুর গবর্ণমেণ্টের দাওয়ান অপরাপর লোকের সম্মুখে বাঙ্গালোরে তাঁহার আপীসে বসিয়া এই সকল টেণ্ডার খুলিবেন ও প্রথম ন্যূনকল্পের তার স্থির করিবেন।

৭। যিনি যত টাকার টেণ্ডার দিবেন, তাঁহা সেই টেণ্ডারের সঙ্গে সেই টেণ্ডারের দেয় মোট টাকা শতকরা ২ টাকা পরিমাণ টাকা জমা দিতে হইবে এই টাকা মহীসুরের দাওয়ানের নামে বঙ্গদেশে ব্যাঙ্কসমূহে মান্দ্রাজ বোম্বাই ও তাহাদিগের শা ব্যাঙ্কে অথবা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনাগা জমা দিয়া তাহার রসিদ টেণ্ডারের সহিত পাঠাই পারিবেন এবং দাওয়ানের নামে মনি-অর্ডার অ কোম্পানির কাগজও পাঠাইতে পারিবেন।

৮। যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক টেণ্ডার গ্রা হয়, তাহা হইলে আমানতি টাকা দেয় ঋ আংশিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং টেণ্ড দাতাকে তাহার টেণ্ডারের লিখিত অবশিষ্ট টা ১৮৮৯ সালের ১৫ ই আগষ্টের মধ্যে মহীসুর গ ণ্টের যে কোন ধনাগারেই হউক অথবা বঙ্গ বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও তাহার শাখা ব্যাঙ্কে দাওয়া নামে জমা দিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে টা জমা না দিলে আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারের টাকা প্রাপ্তির অব্যবহিত প ঋণপত্র বাহির করা হইবে।

১০। টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে টেণ্ডারের স দত্ত আমানতি টাকা আবেদন করিলে করা হইবে।

১১। এক হারের দুই বা ততোধিক টে হইলে (কম হারে টেণ্ডার গ্রহণের যে কো তাহার অপেক্ষা যদি কম হারে না হয়) উহা হারে ডিপজিট দিবার কথা আছে যদি আবশ্য সেই হারে প্রতি টেণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

১২। টেণ্ডারের যে হার বর্দ্ধিত হইবে, তা এক আনার ভগ্নাংশ থাকিবে না। যদি কোন টে এক আনার ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে বা দেওয়া হইবে এবং ভগ্নাংশবিহীন হারে গণ্য হইবে।

১৩। ক্রম প্রমাণের পরিচায়ক প্রত্যেক টে সহিত স্বতন্ত্র আর একটী টেণ্ডার দিতে হইবে তাহার সহিত পূর্ব্বে আমানতও করিতে হইবে

১৪। মহীসুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব ১ ১০০০০০০০ টাকা (এক কোটী ৬ লক্ষ) আয় থাকে। সকল প্রকার ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে নিকট হইতে দুর্ভিক্ষনিবারণের নিমিত্ত যে টাকা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার পরিশোধের জন্য দেওয়া হইতেছে, তাহা বাদে ৫ লক্ষ টাকা থাকে।

১৫। ভারতবর্ষে এই ঋণবিষয়ক যে

জাবশ্য করা আবশ্যক হইবে, তাহাতে ষ্টাম্প গিবে না।

ীসুরের দাওয়ানের) দি, বঙ্গাচার্য্য
র্য্যালয় বাঙ্গালোর) দাওয়ান।
া মে ১৮৮২।)

Form of Tender

I hereby tender for Rupees of
Loan advertised in the Notification of
Dewan of Mysore dated 1st May 1882
I agree to pay the same subject to the
ditions notified, at the rate of Rupees
for every Rs. 100 alloted to me.

I enclose on account of the required
osit of 2 per cent on the amount tender-
(here enter particulars of deposit) and
rage, if my offer is accepted to pay the
ainder of the amount of the loan allo-
to me on or before the 15th August
2, in the manner prescribed in the Noti-
ion. Any allotment made to me may b
mmunicated to the following adress.

Signature.

Full address.

Form of Debenture.

SORE RAILWAY, FIVE PER CENT
LOAN 1882.

Bangalore, 1882.

The Government of His Highness the
ja Raja of Mysore in consideration of
sum of Rupees received
n
ust to pay to the said
der the sum of Rupees
ty years after the date hereof, toge ther
interest at the rate of five per cen-
per annum, payable half yearly on
February and 15th August

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ অষ্টম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হচে। ইহাতে বেদব্যাসের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন, দয় (পদ্য), দেবগণের মর্ত্যে আগমন, জ ও সৌর কলঙ্ক, মনুসংহিতা, সংশয়-আক্ষেপ (পদ্য), কবি (পদ্য), সাংখ্যদর্শন, বসুন্ধরা বৃক্ষ, এই ৯ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোমপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কদাচ্চম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র।

মধ্য ইংরাজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

মহাশয়! আপনি গত ৫ ই পৌষের সোমপ্রকাশে মধ্য ইংরাজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ফলোপধায়ক হইবে আমরা এত দিন এইরূপ আশা করিতেছিলাম। যদিও বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলীর আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি বিশেষ ফল কিছুই হয় নাই। পূর্ব্বেও যেরূপ মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের বালক ও শিক্ষকগণকে দারুণ পরিশ্রমে প্রপীড়িত হইতে হইত, এখনও সেইরূপ হইতে চলিল। মহাশয় শিক্ষকগণের কষ্টের কোন উল্লেখ করেন নাই। অতএব তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে। পরীক্ষিতব্য বিষয় সকলের সংখ্যাতিরেক ও অল্পবয়স্ক বালকবৃন্দের পক্ষে উহার দুর্ব্বোধ্যতা প্রযুক্ত শিক্ষকগণকে কিপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা অন্ততঃ মফস্বলের প্রায় সমস্ত মধ্য শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপনা কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানিতে পারা যায়। হেডমাষ্টার বা হেডপণ্ডিতগণকে প্রায় সর্ব্বদাই অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। প্রাতে, মধ্যাহ্ন (বিদ্যালয়ের সময়ে) ও রাত্রিতে সর্ব্বদাই তাঁহা বালকদিগকে শিক্ষা দান করিতেও ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না। উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যার্থিগণ সমক্ষের নিম্নতন পরীক্ষা শেষ হইলে পর প্রবেশিকাপরীক্ষার্থিগণকে আর বিদ্যালয়ে আসিতে হয় না, শিক্ষকগণও অধ্যাপনা কার্য্য হইতে একপক্ষের সম্পূর্ণ অবকাশ লাভ করেন। তবে কোন ছাত্র সন্দেহ ভঞ্জনার্থ যেমন অন্য আত্মীয়ের নিকট গিয়া থাকেন, সেইরূপ শিক্ষকের নিকটও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হন। কিন্তু মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই শিক্ষকগণকে অধিকতর পরিশ্রম করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি, একটী গবর্ণমেণ্ট পাঠশালার হেডমাষ্টার মহাশয় গত পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বদিন সমবেত পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে যথারীতি ইংরাজি পড়াইতেছেন। একটী উপনগরীস্থ বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত মহাশয় স্কুলের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এইরূপ আবেদন করিয়াছেন "মহাশয়! বালকদিগকে বিদ্যালয়ের সময় ভিন্ন প্রাতে ও অপরাহ্ণে না পড়াইলে তাহারা পরীক্ষাদানে সমর্থ হইবে না, কিন্তু এরূপ করিতে হইলে আমি প্রাইভেট টুইসন্ রাখিতে পারি না, সুতরাং আমাকে মাসের ১ লা বেতন দিতে হইবে, নচেৎ আমার অত্যন্ত কষ্ট হইবে।" আর এক মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছেন "পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক সকলের সংখ্যাতিরেক ও দুর্ব্বোধ্যতা বশতঃ আমাকে প্রতি দিন অধ্যাপনার কার্য্য করিতে হইবে, স্কুলের ছুটির সময় অধ্যাপনা বন্ধ করিলে পাঠ্যপুস্তকসকল কোনক্রমে শেষ হইবে না, সুতরাং বালকগণ পরীক্ষাদানে সমর্থ হইবে না, অতএব অতিরিক্ত পরিশ্রম জন্য আমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে, অথবা আগামী মধ্য ইংরাজি পরীক্ষায় বালক পাঠাইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি দিতে হইবে।" অনুসন্ধান করিলে এরূপ সর্ব্বত্রই শিক্ষকগণের এইরূপ অসন্তোষ লক্ষিত হইবে।

এক্ষণে মধ্য ইংরাজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই—

কোন ভাষায় সম্ভবপর ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে সেই ভাষায় লিখিত পুস্তক সকল যে অধিক পরিমাণে আলোচনা করিতে হয়, তাহা সামান্য লোকেও বুঝিতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সহজ উপায়ে উপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের অনুজ্ঞা অনুসারে আটটী পরীক্ষার্থ বিষয়ের মধ্যে সাতটী বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যয়ন করিয়া তাহার পর ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইবে অর্থাৎ পরীক্ষার্থিদিগকে পূর্ণ সংখ্যার তৃতীয়াংশ পাইতে হইবে, কেবল ইহা নহে, প্রথমশ্রেণী ভিন্ন অপর নিম্নশ্রেণীগুলিতেও ইংরাজি সাহিত্য ভিন্ন সমস্ত বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, প্রথম হইতে কেবল বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন করিয়া একখানিমাত্র ইংরাজি সাহিত্যের কিতাব অধ্যয়ন করিয়া পূর্ণ সংখ্যার তৃতীয়াংশ পাইবে, ইহা কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? এক্ষণে দেখা যাউক, এ প্রকার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি? স্থূল উদ্দেশ্য এই মাত্র অনুমিত হয় যে বিজ্ঞান প্রভৃতি ছয়টী বিষয় সকল মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইলে বালকেরা অনায়াসে ধারণ করিতে সক্ষম হয়, এ কথা সত্য কিন্তু ইতিহাস ও ভূগোল ইংরাজিতে পড়াইলে

কি দোষ হয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। অধিকাংশ অনুবাদের প্রশ্ন প্রায়ই ঐতিহাসিক রচনা হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। আবোট, ৩৭, গোলন্দাজ সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য, পদাতিক সৈন্য সেনাপতি, উত্তরাধিকারী, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি শব্দের ইংরাজি প্রতিবাক্য প্রায় ইংরাজি ইতিহাস ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। সুতরাং বালকদিগের অ ও যার পর নাই মন্দ হইয়া থাকে। ইংরাজি ঘাস ও ইতিহাস না পড়িয়া বালকেরা ধাত্রি স্থানবাচক শব্দ ইংরাজিতে লিখিতে হইলে পরিহাসজনক বর্ণাশুদ্ধি করিয়া থাকে: যথা,— England, Afrika, Temz, Russhia, Parshia, Karnalis, Dalhousiee, ইত্যাদি। বিজ্ঞান পড়ুতি বাঙ্গালায় শিক্ষিত হইলে বালকেরা সহজে তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে সক্ষম হয় সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কতকগুলা পুস্তক পড়াইয়া তাহাদিগের কোমল মস্তিষ্কের পীড়া উৎপাদন করা উচিত নহে। দুগ্ধ, এরারুট প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য শিশুগণ অনায়াসে পরিপাক করিতে সক্ষম হয়, তাহা বলিয়া কোন একটী শিশুর পথ্যের জন্য ৫ সের দুগ্ধ ও ৫ সের এরারুট ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। এ দিকে আবার আর এক বিপদ উপস্থিত। আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত মহাত্মাগণ কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে সম্মত নহেন। কিন্তু ভাল হউক বা মন্দ হউক, আবশ্যক হউক বা অনাবশ্যক হউক, গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা নামে পরিচিত হইতে অনেকে উৎসুক। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকসকল প্রণয়ন দ্বারা আমাদের শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি যে সকল সুশিক্ষিত ও অর্থশালী হইতেছেন দেখিয়া সেই কেহ কেহ ঈর্ষাপরবশ হইয়া অল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য অসার রাশি রাশি পুস্তক প্রচারিত করিতেছেন। এই সকল গ্রন্থকর্ত্তার ভাষাজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান এতদুভয়েরই অভাব। বড় আক্ষেপের বিষয় এই, স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টরেরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিতে অক্ষম। যিনি অনুরোধ করেন, তাঁহারই পুস্তক পাঠ্যপুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে সেই অসংখ্য পুস্তকরাশির মধ্য হইতে কোন একখানি নির্ব্বাচন করার ভার শিক্ষক অথবা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি অর্পিত হয়। এই প্রকার ব্যবস্থায় যে কি অনিষ্ট হয়, তাহা মহাশয় পূর্ব্ব ২ পোষের সোমপ্রকাশে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। আর একটী কথা—শিক্ষক অথবা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বদা ইন্সপেক্টরের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারেন না। তাঁহাদের প্রণীত বা তাঁহাদের আত্মীয়গণ প্রণীত পুস্তক নির্ব্বাচিত না হইলে তাঁহাদের আক্রোশের সীমা থাকে না। এ প্রকার অসহ্য ক্ষমতা প্রকাশ যে কতদূর গর্হিত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

অতঃপর মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমীপে আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই যে তাঁহারা অল্পবয়স্ক কোমলমতি বালকদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা হ্রাস ও প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত গ্রন্থনির্ব্বাচন পক্ষে যত্নবান্ হন।

কতিপয় শিক্ষক।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

সাধুজনবাঞ্ছনীয় শ্রীযুক্ত বনমালি ভট্টাচার্য্য পুস্তক প্রণেতার নিকটে নিজ সংশয়ের বিষয় জানাইবেন। তাহা হইলে সুসঙ্গতরূপে তাঁহার সন্দেহভঞ্জন হইবে। সামান্য বিষয় লইয়া সোমপ্রকাশে আন্দোলন করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

সোমপ্রকাশ।

৩০ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আসামের শোচনীয় অবস্থা।

আমরা পূর্ব্ব আসামের বিদ্রোহের বিবরণ পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। সম্প্রতি নবাগত পলাম সেক্রেটারি মর্ড হে ডরিক কারেফিস এবং তদীয় সহকারী সেক্রেটারি বর্ক সাহেব কিরূপ তদন্ত করিয়াছেন, তাহার আভাসমাত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বৃত্তান্ত আমেরের গোচরার্থ আমরা এ স্থলে প্রকটিত করিতেছি।

গত ৬ ই মে শনিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে মর্ড কারেফিস এবং বার্ক সাহেব ডিমিয়াপাণি সাহেবের সমভিব্যাহারে সেবন করিতেছিলেন। পাঠক জ্ঞাত আছেন, পূর্ব্বাবধি আসামের চুতিয়াগণ স্বাধীনতার আশা লইয়া মহা বাত্যুদ্যম চালাইতেছে। তাহাদিগের নিষ্ঠুর ভরিদার কর্ত্তৃক মূলপাবানাদি উৎসাদিত হইয়া অনেকেরই প্রাণ সংহার করিয়াছে। কিন্তু কেবল যে ভরদারের অত্যাচার আইবিষদিগের মনোবিকার ঘটাইবার একমাত্র কারণ তাহা নহে, অন্যবিধ অনেক অত্যাচার আছে। সেই সমস্ত নিদারুণ কষ্টের বিষয় আইবিষদিগের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, সে অত্যাচারও অনেক পরিমাণে উপশান্ত হইয়াছে, কিন্তু বজ্রাক্ষরোদিত তাহার অবিনশ্বর অঙ্ক আইবিষদিগের সন্তানসন্ততি পরম্পরায় চিত্তক্ষেত্র হইতে অদ্যাবধি অপগত হয় নাই। তাঁহারা প্রতিহিংসার নিমিত্ত সুযোগ অন্বেষণ করেন, তাঁহারা আয়শাসন ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিষ্ঠুর নিপীড়ক জমিদারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহেন। এইগুলি তদ্দ্বীপবাসিদিগের মনের অন্তরতম নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, অতীত অত্যাচারের উত্তেজনায় এখনও কি আইবিষদিগের হৃদয় ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইতেছে? তবে কি তাহারা লোকেরা নিতান্ত অমর্ষপরায়ণ এবং প্রতিহিংসক? ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ প্রকার আচরণ অনুচিত। বিষয়ী লোক তিতিক্ষাগুণে গত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া যান; কিন্তু সমস্ত জাতির পক্ষে এ নিয়ম নহে। রাজনীতির অনুগামী একটী জাতি তাদৃশ তিতিক্ষাকে অগৌরবের কারণ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহারা গত অপরাধ বিস্মৃত হইতে পারেন না; নিতান্ত পরপীড়ন সাহিষ্ণু ধীর জাতিরা সুযোগ পাইলে অত্যাচারীর উৎপীড়নের প্রতিশোধ দিয়া থাকেন। চিরকাল মহাপরাক্রান্ত রাজা এইরূপে বিনষ্ট হইয়া আসিতেছে। এটী নিরপেক্ষ স্বভাবের একটী নিশ্চল নিয়ম। কোন ব্যক্তি বা জাতি পরাক্রান্ত হইলে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই অত্যাচার পরিণামে অত্যাচারীর বিনাশের কারণ হয়। জন্ম উৎপীড়িত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠে কালেতে তাহারা প্রবল হয়, তখন অত্যাচারীকে সহজে শাসন করিতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে আসামের ফরেষ্টর সাহেব প্রধান সেক্রেটরী ছিলেন। ব্রাডাম্যান সাহেব নমপ্রকাশ, তাহাতে আবার বৃদ্ধ হইয়াছেন। কঠিন আইন দ্বারা আইবিষদিগকে দমন করিবেন, এটি তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। তিনি তদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি সদয়ব্যবহার দ্বারা শান্তি স্থাপন করিবার অভিলাষ করেন। পূর্ব্বাপরাধে যাহারা কারারুদ্ধ হয়, তাহাদিগকে মুক্তি দিবার অনুমতি করেন। ফরেষ্টর সাহেব এই যুক্তির প্রতিবাদী, তাঁহার মতে আইবিষদিগের প্রতি বিলক্ষণ কঠিন আইনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অপরাধানুসারে তাহাদের প্রতি কঠিন শাস্তি বিধান না করিলে কিছুতেই তাহারা নিরস্ত হইবে না। ফরেষ্টর সাহেব এরূপ মতের পক্ষপাতী হইলেও তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীন হইতে পারেন না, সুতরাং মনের বিকারে পদ পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে আমাদের বর্ত্তমান ছোট সেক্রেটরি মর্ড হাটিংটনের ভ্রাতা মর্ড ফ্রেডরিক

ণ্ডিস্ আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারির পদে
ক্ত হন। বার্ক সাহেব পূর্ব্ব হইতেই সহকারী
ক্রেটারি ছিলেন; কিন্তু তিনি সত্বর পদ পরি-
গর নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছিলেন।

র্ড ক্যাভেণ্ডিস্ কেবল ছয় ঘণ্টা মাত্র এই
নব পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।
আইরিষদিগের প্রতি সদয় আচরণ করিবার নিমি
থায় গমন করেন। তাঁহার সোজন্য এবং
য়িকতাতে অনেকে প্রীত হইয়াছিলেন।
ঃ. ছয় ঘণ্টাকালের মধ্যে তিনি এমন কোন
। করেন নাই, যদ্দ্বারা তথাকার লোকের ক্রোধ
দ্রিক হইতে পারে। আইরিষদিগের মনোগত
শা এই যে, প্রধান ব্যক্তির প্রাণসংহার করিতে
লে ইংলণ্ড ভীত হইয়া তাহাদের মনোরথ
করিবেন, তজ্জন্যই তাহারা এপ্রকার নৃশংস-
য মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিতে সাহস
য়াছে।

যে চারি জন সেক্রেটরিদ্বয়ের প্রাণনাশ
য়াছে, কেবল তাহারা দুই জনই কার্য্যের অনু-
এমন বোধ হয় না। আমাদের বিবেচনায়
লকেই ঐ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে; আমরা যে
কা—সমস্ত আয়র্লণ্ড এবং তাহার বিশেষ
াধী।

র্ড ক্যাভেণ্ডিস্ আফিসে উপস্থিত হইলে
ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন
লন। তাহারা কি কথা বলিয়া বোধ করি
ন প্রধান সেক্রেটরিকে ছলক্রমে চলিয়া
হিরে লইয়া যায়। এই সময় দুই জনের মনে সন্দেহের
হয় তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া সঙ্গে
লেন। বাহিরে গাড়ী প্রস্তুত ছিল। ঘাতকেরা
ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিবামাত্র "এখানে কি করে
ক্যাভেণ্ডিস্ আসিতেছেন" বলিয়া তাহাদিগকে
কথা জিজ্ঞাসা করে। তাহারা ঐ কথার উত্তর
ন না। তখন ঘাতকেরা "লর্ড ক্যাভে-
ণ্ডিস্ এখানে আসিতেছেন" বলিয়া তাহাদিগকে
ঃ দেয়। তাহারা ঐ কথা শুনিয়া "তিনি
ও আসিতেছেন?" এই কথা বলিয়া তাহাদের
হাশয়" আর উহার কথা শেষ—এই কয়ে
য়া প্রস্থান করে। তাহারা যে তখন
পাদিত হয় তাহা বুঝিতে পারে নাই।

র্ড লেপ্টেনাণ্ট অপরাহ্ণ ৩ টার সময় ডব্লিটী
তে বহির্গত হইয়া রায় সাহেবের মন্ত্রীর সঙ্গে
বোহণে উদ্যান পরিষ্কার করিতে
লেন, কিন্তু ঐ সময় তাঁহার
নের আকৃতি
কথা
ণ না।
ণ্ডিস্
ট্রীস্থ
বাণ্ডেণ্ডিস্।" তাহাতে
হাশয়" আর
য়া প্রস্থান
পাদিত হয়

সেক্রেটারির নিমন্ত্রণ ছিল। লর্ড লেপ্টেনাণ্ট
করিবার কিয়ৎকাল পরেই লর্ড ফ্রেডরিক ক্যাভে
ণ্ডিস পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। তৎ-
পরে বার্ক সাহেবও বহির্গত হইলেন, পার্ক পর্য্যন্ত গিয়া
বোধ হয় তাঁহার শ্রমানুভব হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি
ফিন নামক জনেক গাড়য়ানের গাড়ী ভাড়া করেন।
কিয়দ্দূর গিয়া তিনি লর্ড ক্যাভেণ্ডিসের সাক্ষাৎ পাই
লেন এবং গাড়ী হইতে অবতরণপূর্ব্বক দুই জনেই
পদব্রজে চলিতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহারা রাজ
প্রতিনিধির বাটীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই
সময়ে ম্যাগুইর এবং ফ্রনি নামক দুই ব্যক্তি
ট্রাইসিকন গাড়ী আরোহণে সেই দিক দিয়া চলিয়া
যান; তাহারা লর্ড ফ্রেডরিক ক্যাভেণ্ডিস এবং পার্ক
সাহেবকে জীবিত দেখিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর
চারিজন লোকে একখানি গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া
ছুরিকা দ্বারা উক্ত ভদ্রলোকদিগের প্রাণ হত্যা করে।
বোধ হয় ঘাতকেরা পশ্চাদ্ভাগ হইতে প্রথমে বার্ক
সাহেবের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকা বিদ্ধ করে। লর্ড ক্যাভে
ণ্ডিস তাঁহার রক্ষার্থ অগ্রসর হন, পরে তাঁহারও দেহ
ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। লর্ড ফ্রেড-
রিক ক্যাভেণ্ডিসের অঙ্গে আটটী আঘাত-চিহ্ন দৃষ্ট
হয়; দক্ষিণ বাহুমূলে একটী বৃহৎ আঘাত,
সেখানকার ধমনী বিখণ্ডিত হইয়া গিয়া-
ছিল। উত্তর পার্শ্বকায়, স্কন্ধে এবং গলায় আর
সাতটী আঘাত চিহ্ন ছিল। বার্ক সাহেবের অঙ্গে
এগারটী আঘাত চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল; তাঁহার বাম
হস্তের অঙ্গুলীতে তিনটী আঘাত লক্ষিত হয়; বোধ
করি প্রাণরক্ষার্থ তিনি ঘাতকদিগকে ধরিতে গিয়া-
ছিলেন।

যৎকালে এই শোচনীয় তুমুল ব্যাপার ঘটে
সেকালে জেকব নামক ষোড়শবর্ষবয়স্ক এক
বালক পার্কে একটী বৃক্ষের উপর কুলায় হইতে
পক্ষিশাবক পাড়িতেছিল। সে স্বচক্ষে এই সমস্ত
ব্যাপার দেখিল, কিন্তু মদোন্মত্ত ব্যক্তিরা "মাতলামী"
করিতেছে, এই স্থির করিয়া তৎপ্রতি বিশেষ মনো-
যোগ দেয় নাই। তৎপরে দেখিল, দুই ব্যক্তি
সবেগে আসিল, পরে চারি জন গাড়ী আরোহণে
প্রস্থান করিল। লর্ড লেপ্টেনাণ্ট এবং কর্ণাল কল-
হাঁহাদের নিকট সম্মুখে পাদচারণ করিতে-
ছিলেন; তাঁহারাও স্বচক্ষে এই ব্যাপার দর্শন
করেন। কিন্তু এই মহাত্মাদ্বয় উক্ত অদ্ভুতপূর্ব্ব তুমুল
কাণ্ডকে মাতলামি জ্ঞান করিয়া উহাতে উপেক্ষা
করিয়াছিলেন। কাপ্তেন গ্রিফেথ্স এই ঘাতকাণ্ড
স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও ইহাকে গুরুতর
ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। তৎপরে তিনি
অগ্রসর হইয়া দেখেন যে, লর্ড ক্যাভেণ্ডিস এবং
বার্ক সাহেব বিনষ্ট হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি
ধর্ণাল কলফিল্ড এবং লর্ড লেপ্টেনাণ্টকে সঙ্কেত
করিয়া বলিলেন যে—"এ স্থানে লোকহত্যা হই
য়াছে।" যে দুই জন পূর্ব্বে ট্রাইসিকন গাড়ী চড়িয়া
গিয়াছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে তথায় উপনীত হই
লেন। হত ব্যক্তিদিগের মৃতদেহ ষ্টিফেন হাঁসপা
তালে প্রেরিত হইল। লর্ড ক্যাভেণ্ডিস তখন-
জীবিত ছিলেন, কিন্তু সত্বর তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ
হইল।

পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন সন্ধ্যা
সময় প্রকাশ্য জনাকীর্ণ স্থানে এতাদৃশ লোম
র্ষণ ব্যাপার ঘটিয়া গেল, কিন্তু কেহই ঘাতকদিগকে
ধৃত করিতে পারিলেন না। ইহাতে কি বিস্ময়
হয়? এই ষড়যন্ত্রে অনেকেই লিপ্ত আছেন, এ ভিন্ন
আর কিছুই আমরা অনুমান করিতে পারি না।
কেহ কেহ বিবেচনা করেন, ঘাতকদিগের লর্ড ক্যাভে
ণ্ডিসের প্রাণহত্যা করিবার অভিসন্ধি ছিল না,
তাহারা বার্ক সাহেবকেই বিনষ্ট করিতে আইসে।
এ প্রকার অসঙ্গত সিদ্ধান্ত আমাদের মনঃপূত নহে।
কেবল বার্ক সাহেবের প্রাণ বিনাশ করিবা
তাহাদের ইচ্ছা থাকিলে বহুকাল পূর্ব্বে তাহাদে
মনোরথ পূর্ণ হইতে পারিত। বার্ক সাহেব কখ
প্রহরিগণে বেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করিতেন না, তি
সর্ব্বদাই একাকী যথা তথা স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করি
তেন; অতএব তাঁহার বিনাশসাধন অনায়াসসা
ছিল। ইংলণ্ডের একজন প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
নিহত করাই ঘাতকদিগের ঐকান্তিক বাসনা; কো
কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণসংহার করিয়া ইংলণ্ড
ভয় প্রদর্শন করাই ঘাতকদিগের মনোগত অভি
প্রায়। সুযোগ উপস্থিত হইল, তাহারা এককা
দুই জনকেই বিনষ্ট করিল।

এ সমাচারে ফ্রান্সের এবং রুষিয়ার সোসি
য়ালিষ্ট সাম্প্রদায়িক লোকেরা ত আহ্লাদে গদগ
হইতেছে; রুষরাজ্যের নিহিলিষ্টদিগের ত কথাই নাই
তাহারা প্রেমানন্দে মাতিয়া পড়িতেছে। আয়র্ল
হইলে সোডশোপচারে অক্টাই দেবতার পূজা করিত
আয়ারলণ্ডবাসিদেরও আনন্দের সীমা নাই। এ
দুষ্কর্ম ব্যাপারের পর স্থানে স্থানে কত সভা হইল
কত বক্তৃতার ধুম পড়িয়া গেল; কিন্তু কুত্রাপি এ
শোচনীয় কাণ্ডের নামগন্ধও উল্লিখিত হয় নাই
বোধ হয় "ইউনাইটেড আইরিশম্যান" নাম
সংবাদপত্রের সম্পাদক এই ঘাতকাণ্ড সবিশে
অবগত আছেন। তিনি সর্ব্বদাই গর্ব্ব করেন
যে, ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে তিনি
বিলক্ষণ সক্ষম; অদ্যও এই দুর্ঘটনার পর তি
এই স্পর্দ্ধাসূচক বাক্য করেন যে, দুষ্কর্ম দ্বারা সমগ্র

লওবাসিদের স্বার্থ রক্ষিত হয়, তাহা হইলে কেরূপ দণ্ডার্হ নহে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, সম্পাদক এই সমস্ত কার্য সর্ব্বতোভাবে আছেন। অনেকে অনুমান করেন, আয়র্লণ্ড ত্যাগী কতকগুলি আমেরিকাবাসী ইহার প্রধান াগী; কেহ কেহ বলেন, আমেরিকাবাসিরাই সমস্ত কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। র্যান্ত খাতকগণ ধৃত হয় নাই, বোধ হয় আর াদের অনুসন্ধানও পাওয়া যাইবে না।

মহামান্য ষ্টিভিলিয়ান সাহেব লর্ড ক্যানিঙ্গের পদে নিযুক্ত হইতেছেন। আইরিষদিগকে ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এইবার কঠিন ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এ প্রকার নীতি র অনুমোদনীয় সংকীর্ণ বুদ্ধিবলে আমরা তাহা ত করিতে অশক্ত। আয়র্লণ্ড, ইংলণ্ডের বাহুস্বরূপ; যাহাতে মৃগবিচ্ছেদ উপস্থিত না সর্ব্বথা তাদৃশী নীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর; া ইহার পরিণামে ইংলণ্ডের বিপদ হইবে। ত্র যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিলে, এই অসন্তোষবাদ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি করিবে, ইংলণ্ডের অত্যন্ত বলহানি হইয়া বে। আইরিষদিগকে স্বাধীনতন্ত্র আত্মশাসন া দিয়া এবং ভূস্বামিদিগের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে ার করিয়া ইংলণ্ড গৃহের শান্তিরক্ষা করুন।

ছোট নাগপুরে রেলওয়ে নির্ম্মাণের প্রস্তাব।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত গে দৃষ্ট হয় যে, কলিকাতা হইতে বোম্বাই গমন নিমিত্ত ছোটনাগপুর দিয়াই সরল পথ। এলাদ ও ওয়ারঙ্গলপুরের অন্তর্দেশ ভেদ করিয়া যে রেল য়া গিয়াছে, সে পথ সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত নহে। গঞ্জ হইতে মানভূম ও রাকি দিয়া রেলওয়ে াণের প্রস্তাব অনেক দিন হইল হইয়াছে, কিন্তু র্যান্ত উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি নগ- ল চারিটী রেলওয়ে বিশেষ আবশ্যক: প্রথমটী কাতা হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত। ইহা মেদনীপুর লেশ্বর কটক পুরী সম্বলপুর বিজয়নগর ও মৎস্য র (মসলীপত্তন) পথে মান্দ্রাজে গিয়া মিলিত বে। দ্বিতীয়টী, গোয়ালন্দ ঢাকা ময়মনসিংহ আসাম রেলওয়ে। তৃতীয়টী, ঢাকা হইতে রগঞ্জ ও চট্টগ্রাম। চতুর্থটী, যে রেলওয়ে সম্বন্ধে মান প্রস্তাবলী লিখিত হইতেছে।

প্রথমোক্ত তিনটী রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে হইলে র নদী ও খাল বাঁধিতে হইবে, সুতরাং তাহা িশেষ ব্যয়সাধ্য। অতএব উহা প্রস্তুত িতে কিছু বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু ছোটনাগ- র রেলওয়ে অদ্যাবধি নির্ম্মিত হইতেছে না, ইহার কারণ কি? গত বৎসর রাস্তা নির্ম্মাণের নিমিত্ত যে যে ভূমির মাপ করা হইয়াছিল, তন্নিয়ে বিস্তর পাথুরিয়া কয়লা আছে। সেই ক্ষতির আশঙ্কায় পথের উপযুক্ত ভূমি দুর্লভ হয়, কিন্তু এক্ষণে সে অসুবিধাও নিরাকৃত হইয়াছে। এখন ঐ পথের নির্ম্মাণে গবর্ণমেণ্টের যত্নবান্ হওয়া উচিত।

ছোট নাগপুরের রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে কোম্পনি বিলক্ষণ লাভবান্ হইতে পারিবেন। সত্য বটে, এই প্রদেশের অনেক স্থান পর্ব্বতময়, কিন্তু উহার ভূমি সাতিশয় উর্ব্বরা। ভূগর্ভে নানাপ্রকার ধাতু আছে। বনে নানা প্রকার বহুমূল্য বনজাত দ্রব্য আছে। তদ্ভিন্ন চাকারিবাগ লোহারডগা মানভূম সিংহভূম সম্বলপুর রাইপুর বিলাসপুর পালাঘাট প্রভৃতি অনেকগুলি স্থানের বাণিজ্যদ্রব্য নানা স্থানে প্রেরিত হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত বোনাই, চক্রধরপুর, গঙ্গপুর, রাঁচি, কোরিয়া, সরগুজা, উদয়পুর, রায়গড়, সারঙ্গগড়, পাটনা, শোণপুর, বেরাখোল, বামরা, সটিক, কাণ্ডরা, কোরকা, কর্কের খরসাগড়, ও নন্দগ্রাম প্রভৃতি করদ রাজ্যের রাজাদিগের নিকটে রেলওয়ে কোম্পানি বিশেষ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবেন। এ সমস্ত স্থানের আয়তন প্রায় ১৫,০০০০০০ বিঘা ভূমি। তন্মধ্যে প্রতি বৎসর ৪,০০০০০০ বিঘা ভূমির কর্ষণ হয় এবং তথায় দশ কোটি মণের অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু সে স্থলে লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প। সুতরাং সমস্ত দ্রব্যের তৃতীয়াংশ ভোজন করিয়া শেষ করিতে পারে না। ঐ সমস্ত দ্রব্য অনায়াসে প্রেরণের সুবিধা হইলে তথাকার বাণিজ্য-কার্য্যের উন্নতি হইবে, বঙ্গে যে দশ কোটি বিঘা ভূমি পতিত আছে, তাহাতেও কৃষিকর্ম্ম চলিবে, এবং যে যে স্থানে তথাকার দ্রব্যের আমদানি হইবে, তথায় দ্রব্যসামগ্রী সস্তা হইয়া উঠিবে। দুর্ভিক্ষাশঙ্কার অনেকটা লাঘব হইয়া আসিবে।

কোন স্থানে লোকে ভূমির জন্য লালায়িত, কৃষিকর্ম্মের জন্য টাকার রাশি ঢালিয়াও এক বিঘা জমি পায় না, অথচ আবার কোটি কোটি বিঘা ভূমি অনর্থক আছে,—মনুষ্যের কোন কার্য্যে লাগিতেছে না। যদ্যপি সম্বৎসরে প্রত্যেক মনুষ্য গড়ে পাঁচ মণ দ্রব্য ভক্ষণ করে, তবে দশ কোটি বিঘার উপস্বত্ব বিশ কোটি মণ দ্রব্য ছয় কোটি লোকের পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশের পরিচর্য্যা নির্ব্বাহ হয়। ছোট নাগপুর অঞ্চলে রেলওয়ে নাই, ভাল রাস্তা নাই, বহুদূরে নদী নাই। সুতরাং বাণিজ্যের কিছুমাত্র সুযোগ নাই; সে কারণ ঐ সমস্ত ভূমি এত কাল কর্ষিত হয় নাই। প্রস্তাবিত রেলওয়েটী নির্ম্মিত হইলে কে যে, ছোট নাগপুরের উপকার হইবে এমত সমস্ত ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার সাধিত হই

ছোট নাগপুর প্রদেশ একটী সামান্য উপত স্বরূপ। ইহার বায়ু অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ শীত তজ্জন্য এখানে চা ও কাফির চাষ হইতে পা চাকারিবাগ এবং লোহারডগা জেলায় চায় আরম্ভ হইয়াছে। রেলওয়ে হইলে চার চা বিলক্ষণ উন্নতি হইবে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য কবদ রা গুলিতে অনেক সাল বন আছে; তজ্জাত শালকড়ী প্রস্তুত হইতে পারে। ঐ সকল কাষ্ঠ কা কাটায় আনিতে এক্ষণে অনেক ব্যয় পড়ে। দা দব, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদ নদী দিয়া ভা ইয়া আনিবার অনেক বার চেষ্টা করা হইয়াছি কিন্তু বর্ষাকালে উহাদের স্রোত এত বেগবান্ এবং স্থানে স্থানে এত উচ্চ হইতে জল পতিত হ থাকে যে, তৎসহযোগে কোন প্রকার পণ্য ভাসাইয়া আনিবার কিঞ্চিৎ মাত্র সুবিধা নাই।

সকলেই জ্ঞাত আছেন, পূর্ব্বে নেপাল হই উৎকৃষ্ট চকোর আসিত। সম্প্রতি উক্ত রাজ্যের সালবন প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে দে জঙ্গ বাহাদুর ভয় পাইয়াছেন: এক্ষণে তদ্দেশ হইতে কদাচিৎ চকোর কাষ্ঠ আনীত হয়। এ বঙ্গদেশে উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের অনুকার হওয়ায় দেশ হইতে সেগুণ কাষ্ঠের আমদানি হইতে ব্রহ্মদেশের যে অঞ্চল ইংরাজ অধিকার সে স্থলে উত্তম সেগুণ কাষ্ঠ জন্মে না, ব্রহ্মদেশের সেগুণ কাষ্ঠ মোলমীন নগরে নীত ঐ স্থানে শান ও কারেন জাতি বাস করে। উহাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি অল্প দিনের মধ্যে কার সেগুনবনও নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। শত বৎসরের পুরাতন সাল কিম্বা সেগুণ বৃ হইলে কার্য্যোপযোগী হয় না। অতএব নে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে একশত বৎসর আর আমরা কিম্বা সেগুণ কাষ্ঠ পাইব না। যদি ছোট নাগ রেলওয়ে নির্ম্মিত হয়, তবে তদঞ্চলজাত পুরা কাষ্ঠে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্য চ পারিবে; ইতিকাল মধ্যে এদিকে নেপাল এবং দেশেরও কাষ্ঠ পুরাতন এবং কার্য্যোপযোগী উঠিবে। এতদ্ভিন্ন আমলকী, হরীতকী, বহেড়া প বনজাত ফল এক্ষণে বৃক্ষতলে পড়িয়া নষ্ট হয়, রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে কলিকাতা এবং নগরে অনায়াসে ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রেরিত পারিবে। প্রতিবৎসর বিস্তর হরীতকী বি প্রেরিত হইতেছে; কয়েক বৎসর যাবৎ অ লোকেও উহা যথেষ্টরূপে ক্রয় করিতেছেন।

পুরে ঘৃত, চুণ, গালা,লোম,তসর ও ধুনাও বিল-সুলভ। স্থানে স্থানে পাথুরিয়া কয়লারও বিস্তীর্ণ আছে। যাবতীয় পার্ব্বতীয় প্রদেশে লৌহ, তাম্র , প্রভৃতি ধাতুর আকর থাকে। সুবর্ণরেখা তে স্বর্ণরেণুও দৃষ্ট হয়। তথাকার বালুকা ধৌত রা স্বর্ণ নিষ্কাশন পূর্ব্বক অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহ । সম্বলপুরে হীরকের আকর আছে। পূর্ব্বে ন হইতে অনেক হীরা উত্তোলিত হইয়াছে।

আমরা সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, এ দেশে রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে ব্যবসায়ের সমধিক ি সাধিত হইবে। এদেশের ধনাঢ্য জমিদার-সর টাকায় ছাতা ধরিতেছে, মরীচা পড়িতেছে, র উপর গাদি করিতে আর স্থান হইতেছে না ; গীতে কুলাইতেছে না,—প্যালার তারে বাই ীর হাতে খিল লাগিতেছে। তাঁহারা ঐ সমস্ত স্থ কতকগুলা টাকা একবার চক্ষু মুদিয়া নষ্ট রা দেখুন না ?—ভাল, অদৃষ্টে যা থাকে, ভরসা য়া একবার সাগরে ঝাঁপ দিউন না। গবর্ণমেণ্ট ণে অধিক টাকা ঋণ করিয়া আর কোন কার্য্যে ক্ষেপ করিবেন না। আমরা শুনিয়াছি, মহামান্য সেক্রেটারি মহোদয় এইরূপ আদেশ করিয়াছেন প্রতিবৎসর তিন কোটি টাকার অধিক ঋণ হইবে না। সুতরাং যে সমস্ত রেলওয়ে অত্যা ক, তৎসমুদ্রের নির্ম্মাণ সমাধা হইতে বিস্তর ষ হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যে আর র্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই। ন প্রথম প্রথম রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল, তৎ লে এ দেশের একপ্রকার অবস্থা ছিল। সে সময়ে ওয়ে এ দেশীয় লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন য়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে কাহারও সাহস বার প্রত্যাশা ছিল না। তদনীন্তন রেলওয়ে াম্পানির উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ শতকরা পাঁচ টাকা দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট দায়ী হইয়াছিলেন। ন এক্ষণকার অবস্থা অন্যরূপ ; এক্ষণে রেলওয়ের থাপ্রণালী এবং লাভ দেখিয়া সকলেরই সাহস য়াছে। এখন রথশ্চাইল্ডদিগের ন্যায় অনেকেই এই মহৎকার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন এদেশীয় টো ব্যক্তিগণ একটি কোম্পানি খুলিয়া ছোটনাগপুর ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ করাইতে পারেন। অতএব হাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা যদি এমন কর্ম্মে গ্রসর না হন, তাঁহারা যদাপি পরের দেখিয়াও শিক্ষা করেন, তবে এ দেশের উন্নতি হইবার াবনা কি ?

ভারতের কুলি নমস্যা।

বোধ করি, সকলেই অবগত আছেন, বেহার উত্তর শ্চিমাঞ্চল এবং মধ্য ভারতে যে সমস্ত কুলি বৎসর বৎসর সংগৃহীত হয়, তাহারা যে কেবল ভারতবর্ষের অন্তর্গত আসাম কাছাড় ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে নিদারুণ কষ্টকর প্রাক্তনের ফল ভোগ করিতে যায়, এমত নহে ; সেই অন্নবস্ত্র বিহীন মনুষ্য মূর্ত্তির কাঙ্গাল অবতারেরা ললাটের লিখন সম্ভোগ করিবার জন্য দেশ দেশান্তরেও প্রেরিত হয়। কুলিরা কিরূপ, তাহাদিগকে জাহাজে পুরিয়া ঠাসিয়া মাড়িয়া বিদেশে লইয়া যাইতে হইবে, পথের এই সমস্ত অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে থাকিতে যথা স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে কি না, ইহার যথাযথ অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য একজন মনস্বী চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। তাঁহার নাম গ্রাণ্ট সাহেব। তিনিই এখন কলিকাতায় থাকিয়া যাবতীয় কুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যে সমস্ত লোক কুলি সংগ্রহ করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী নহেন। যে সকল সওদাগর কুলি গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নিকট ঐ সমস্ত ব্যক্তি যথাসম্ভব কিছু কিছু পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হন। কলিকাতা রাজধানীতে সর্ব্বসমেত ছয় জন কুলির এজেণ্ট আছেন। তন্মধ্যে চারি জন ইংরাজ, এক জন ওলন্দাজ, এবং এক জন ফরাসি।

ভারতের বহির্ভূত আটটী স্থানে এতদ্দেশীয় কুলিরা প্রেরিত হয়। তন্মধ্যে ছয়টী স্থান ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত। একটী স্থান ওলন্দাজদিগের অধীন এবং অপর একটী স্থান ফরাসিদিগের শাসনগত। গতবর্ষে যে যে স্থানে যতগুলি কুলি প্রেরিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে,—

স্থানের নাম	কোন জাতির অধিকৃত।	কুলির সংখ্যা	কুলির বেতন
মারসস	ইংরাজের	২০৫	খোরাক ও বেতন ৫,
ডেমেরারা	ঐ	৪৬১৮	ঐ
ট্রিনিডাড	ঐ	৩৩৪২	১৬, টাকা মাত্র।
জামেকা	ঐ	৫১৩	১৫, ঐ
লুশিয়া	ঐ	৩০১	১৬, ঐ
নেটাল	ঐ	৯৮০	৫, এবং খোরাক
সুরিনাম	ওলন্দাজের	৯৮৫	১৫, টাকা মাত্র।
গোয়াডিলোপ	ফরাসির	১৮১৩	৫, এবং খোরাক

বাসস্থানের নিমিত্ত কুলিরা সর্ব্বত্রই সরকারী গৃহ পাইয়া থাকে। কেহ পীড়িত হইলে সরকার হইতে চিকিৎসার ব্যয়ও নির্ব্বাহিত হয়। যে স্থলে কুলিদের কেবল মাত্র বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে, তথায় স্থলে তাহারা সমুচিত মূল্যে খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হ ইংরাজের অধিকৃত কোন স্থানে কুলিরা প্রেরি হইলে তাহাদের সঙ্গে দশ বৎসরের একরার লিখি হয় ; তৎকাল যাবৎ তাহারা ঐ একরার পত্রের স আবদ্ধ থাকে। ঐ সময় অতীত হইলে তাহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারে। স্বদেশে প্রত্য গমনের পাথেয় কুলিদিগের লাগে না। ওলন্দ এবং ফরাসি অধিকৃত কোন স্থানে যাইতে হই পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত করার পত্র লিখিত হয়। ব্যবস্থানুসারে কার্য্য চলিলে এই বিধি প্রশংস সন্দেহ নাই। বিদেশীয় রাজার অধীনে কুলিরা পাইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ ক বার বিশেষ সুবিধা ও স্বাধীনতা নাই, সে কা তাহাদের মেয়াদের সময় স্বল্প করিয়া দে হইয়াছে।

যে সমস্ত কুলি বিদেশে প্রেরিত হয়, তন্ম অনেকেই পশ্চিম প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হ থাকে। উপরে ১২,১৮৫ জন কুলির যে তালি দর্শিত হইয়াছে, তাহারা নিম্ন লিখিত স্থান সমূ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

পশ্চিম	৭১৬০
অযোধ্যা	১৯১৩
বেহার	১৭৫৮
পঞ্জাব	৭৬২
বাঙ্গালা	২০৬
মধ্যভারতবর্ষ	২১১
নেপাল	৪৩
উড়িষ্যা	১৯
অন্যান্য স্থান	৮৩

পথিমধ্যে কুলিদের যাহাতে কোনপ্রকার কষ্ট হয়, তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের তীব্র দৃষ্টি আছে। সমস্ত জাহাজে তাহাদিগকে প্রেরণ করা হয়, গ মেণ্টের কর্ম্মচারী বিশেষরূপে সেই সকল জাহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। প্রত্যেক জাহাজে এক করিয়া ডাক্তার থাকেন। গত বৎসর উল্লি ১২,১৮৫ জন লোক পঁচিশখানি জাহাজে প্রে হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রত্যেক জাহাজে গড়ে কিঞ্চি ধিক ৪৮৭ জন কুলি আরোহী ছিল। কিন্তু স জাহাজের লোকসংখ্যা সমান ছিল না। আমা বিবেচনায় প্রত্যেক জাহাজে আরও কিছু লোক লইয়া গেলে ভাল হয়। একে ত কু দিগকে ডেকে প্রেরণ করা হয়, তাহাতে প মাঝে মাঝে অনেক প্রকার কষ্ট হইয়া থাকে ; বিদে কুলিদিগকে প্রেরণের নিমিত্ত এখনও পালে জাহাজ ব্যবহৃত হয়। আজি কালি পালে জাহাজে বাণিজ্য দ্রব্যই প্রেরিত হইয়া থাকে, আ হীর নিমিত্ত বাষ্পপোত চলিত হইয়াছে। পালে

হাজের গতি অত্যন্ত মন্দ, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারে না। বাষ্পপোত দ্রুতগামী, ারণ অনতিকাল বিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত অধিককাল জাহাজে থাকিলে আরোহিদিগের ন্ত কষ্ট হয়, এবং দের শূল প্রভৃতি রোগগ্রস্ত পড়ে। যাহাদের জলপথে গমনাগমনের অভ্যাস , তাদৃশ ব্যক্তি এই কষ্ট অতিশয় অনুভব করে। দিগকে অন্যূন তিন চারি মাস কাল জাহাজে তে হয়। যে সকল ব্যক্তি কস্মিন্ কালে সমুদ্র দেখে নাই, ভাগ্যে আর কোন সুখ না —ঊর্দ্ধবুদ্ধির অনুসরণে সমস্ত দিন মাঠে বসা ত,—তাহাদের ভাগ্যে নির্ম্মল বায়ুসেবন ঘটিত। জলপথে যাত্রার সময় তিন চারি মাস জাহাজে ঠাসি করিয়া উপবিষ্ট থাকা তাহাদের পক্ষে ানা ক্লেশের কথা নহে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা য়া কেবল সুস্থ ও সবল ব্যক্তিকে বিদেশে প্রেরণ ন, তথাচ জাহাজের কষ্টে অনেকেরই মৃত্যু । এক একখানি জাহাজে ২০০ হইতে ৬০০ ক বোঝাই হইয়া থাকে।

গত বৎসর যে পঁচিশখানি জাহাজ প্রেরিত হইল, তন্মধ্যে ১৯ খানির মৃত্যু সংখ্যার হিসাব য়া গিয়াছে। এই ১৯ খানিতে ৯২৮৬ জন ধাই ছিল, তন্মধ্যে ১০৯ জন লোকের মৃত্যু হইছে। পাঠকের গোচরার্থ নিম্নে আমরা একটী ারিত তালিকা দিতেছি,—

নাম।	কবে যাত্রা করিবে।	কবিরার দিন।	কোথায় যাইবে।	কবে পৌঁছিবার দিন।	যাত্রী সংখ্যা।	মৃত্যু সংখ্যা।
ঐরাবতী	১১ অক্টোবর	৩৫	ডিমেরারা	১৯ জানুয়ারি ১৮৮৩	৩৫০	৩
জী	গোয়ালিয়র ২৬ ঐ	৩৫	ডিমেরারা	২৫ ডিসেম্বর	৩৫০	৩
ঐরাবতী	১১ সেপ্টেম্বর	৩৫	ডিমেরারা	২৬ নবেম্বর	৩৫০	৩
ঐরাবতী	১১ অক্টোবর	৩৫	ডিমেরারা	১৯ জানুয়ারি ১৮৮৩	৩৫০	৩

১৯ খানি জাহাজের হিসাব দর্শিত হইল, বক্রি ছয়খানি জাহাজের হিসাব পাওয়া যায় নাই। ভগবান জানেন, তাহারা দুর্ভাগ্যে কুলিদিগকে প্রাণে প্রাণে জীবিত থাকিতে যথাস্থানে লইয়া পৌঁছিতে পারিয়াছে কি না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন হিসাব না দেওয়ায় আমাদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কুলিদিগের এই প্রকার নির্ব্বাসন প্রথা ভাবিলে যশোহরের কই খলিসা মৎস্যের আমদানি আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। মৎস্য ব্যবসায়িরা নৌকাতে গাদাগাদি করিয়া কই খলিসা মৎস্য বোঝাই করে, তৎপরে মরা গলা খসা বাদ দিয়া যতগুলি জীবিত থাকে তাহাই লাভ। কুলি নির্ব্বাসন প্রণালীও ঠিক তদনুরূপ; অলসগামী পালতোলা জাহাজে গাদাগাদি করিয়া অসংখ্য লোক বোঝাই করা হয়, তৎপরে পীড়ার মুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া যতগুলি লোক নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারে তাহাই লাভ। আমরা বাকি ছয়খানি জাহাজের মৃত্যুসংখ্যার হিসাব পাই নাই, তাহাতে স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে, সে সংখ্যা সাধারণে প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়। যদি প্রকাশ করিবার যোগ্য হইত তবে এত কাল গুপ্ত থাকিত না।

আমরা স্বীকার করি যে, কুলি দিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা সর্ব্বথা শুভদায়িনী হয় না। সেটী তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারিদিগেরই দোষ। যাহা হউক কুলিদিগকে বাষ্পপোতে পাঠাইবার জন্য এজেণ্ট দিগকে আদেশ করা উচিত। অধিকন্তু ক্ষেত্র স্বামিগণ কুলিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা প্রকাশিত হয় না, ইহাতে কোন প্রকার দোষ সংশোধন হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ আদেশ আছে, প্রত্যেক কুলি সপ্তাহে কেবল ছয় দিন কার্য্য করিবে এবং প্রতিদিন সাত ঘণ্টা হইতে নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে পারিবে। কুলিরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে ক্ষেত্রস্বামিরা তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া লন, তখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে থাকে। ঐ সমস্ত ক্ষেত্র সহরের নিকটবর্ত্তী নহে, সুতরাং ক্ষেত্রস্বামিরা মজুরদের প্রতি কিপ্রকার আচরণ করেন, তাহা প্রকাশিত হইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে কুলিদের প্রতি বিশেষ অত্যাচার হয় না আমাদের এমন বিশ্বাস আছে। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে স্বেচ্ছানুসারে যাইতে ইচ্ছুক হয়, ইহাই তাহার অভ্রান্ত বহুলোত্তর প্রমাণ। তাহারা অত্যাচারিত হইলে কদাচ পুনর্ব্বার সাগরাভিমুখী হইতে সাহস করিত না। গত বৎসর ১২১৮৫ কুলি বিদেশে প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে ৪৮৫ জন পুরাতন কুলি: তা একবার স্বদেশে আসিয়া পুনর্যাত্রা করিয়া এতদ্ভিন্ন আমরা দেখিতেছি, কুলিরা স্বদেশে প্র গমনের সময় প্রচুর অর্থও লইয়া আইসে। বৎসর ৪১৩৭ জন কুলি এ দেশে প্রত্যাগত তাহারা সর্ব্বসমেত ৭৪৭,৩৭০ টাকা আনিয়াছি অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে প্রায় ১৮০৲ টাকা য়াছে। ভরণ পোষণ বাদে প্রত্যেক ব্যক্তির টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল, ইহাও পরম আহ্লা বিষয় সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে কু বিদেশে পরিশ্রম করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে, অনেকটা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা প্রতি এককালে কোন অত্যাচার যে হয় না, এমন কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ফ শাসনান্তর্গত গোয়াডিলোপে রিউইন নামক এ স্থান আছে। তথায় ইউরোপীয়দিগের ঔরসে নিগ্রো স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন ক্রিয়োলোন নামক এ সঙ্করজাতি বাস করে। আমরা অনেক স্বদেশ প্র গত কুলির প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, উক্ত ক্রিয়োলে কর্ম্মচারীরা কুলিদিগের উপর যৎপরোনা অত্যাচার করিয়া থাকে। ভীরু ভারতবর্ষবা অত্যাচারের নৃশংস হস্তে কণ্ঠাগতপ্রাণ হই কখন বিরক্তি করিতে জানে না। যখন অস হার সীমান্ত দেশে গিয়া উত্তীর্ণ হয়, যখন অ চারীর নিষ্ঠুর হস্ত হইতে নিস্তারলাভের আর উপায় দেখিতে পায় না, তখন আর গতি কি ধীর-হৃদয় নম্র-প্রকৃতি কুলিরা মনস্তাপে বা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ ক এদেশে যদ্রূপ মহামহোদয় শ্রীল শ্রীযুক্ত সাহে কিল ঘুসি লাথি চড় চাপড় প্রভৃতি মনিহা দোকানের ন্যায় নানাজাতীয় প্রহারের ধ সন্নিকটস্থ চাপ ভাসীর, বেহারার, চাকরের পৃ কাটাইয়া দেন, ক্রিয়োলোন জাতির অত্যা তদ্ভোধিক। তাহারাও মর্ম্মান্তিক প্রহারের স অনেক কুলীর প্রাণ সংহার করে। সম্প্রতি সমস্ত লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা-বৃত্তান্ত প্রায় প্রকা হইতে পায় না; কচিৎ যদ্যপি প্রকাশিত হয়, সাহেবেরা ভারতবাসিদিগের প্রাণনাশ কি যে প্রকার অত্যাশ্চর্য্য বিচার হইয়া থা সেখানেও ক্রিয়োলোন জাতি নরহ পরাধে দোষী হইলে বিচারকার্য্যের রকমটা তদনুরূপ। সেখানেও অপরাধীর নিষ্কৃতিলা অনেকগুলি সদুপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। বলিতে তৎসমস্ত উপায় স্বল্পবুদ্ধিতে কল্পিত হয় ন অনেকটা মস্তিষ্ক চালন করিতে হইয়াছে। প্র

দিগের সাক্ষ্য বিশ্বাস্য নহে। দ্বিতীয়, সাক্ষি
র বাক্যে বিস্তর গোল উপস্থিত হয়। তৃতীয়,
ভ্য কুলিদি গর কুব্যবহারে সহসা ক্রোধোদ্রেক
া থাকে। চতুর্থ, কুলিরা এতদ্দেশীয় লোক;
রাং তাহাদের প্রীহা ও যকৃৎ নিতান্ত ভগ্ন-প্রবণ।
, যদ্যপি যম-দণ্ডসম যষ্টিপ্রহারে কুলির প্রাণ
াগ হয়,তবে অবশ্যই মাথার খুলি জীর্ণ ও দুর্ব্বল
, তাহার ভারসহ শক্তি নাই বলিলেই চলে।
প্রহারকালে অত্যাচারীর মানসিক বিকার
য়া থাকে, কাজেই সে অজ্ঞাতসারে লোক হত্যা
। কদাচিৎ যদ্যপি অপরাধীর পক্ষে প্রাণদণ্ড
ন ধারা না থাটে,তবে অগত্যা তাহার কিঞ্চিৎ
ও অথবা ছই তিন মাস কারাবাসের
দণ্ড দেওয়া হয়। এটী কেবল কুলিদিগের
াধার্থ, তাহাও সহস্রাপরাধের একটী স্থলে
কি না, সন্দেহ।

এই ফরাসি বাক্য ইংরাজদিগের একজন
ণ আছেন। অত্যাচারের সংবাদ পাইলে
ন তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারার্থ যত্ন করেন;
ঁহার নিকট প্রায় যথাযথ সমাচার উপযুক্ত
য় উপস্থিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কোন অত্যা
রের বিবরণ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তাহা সপ্র-
করা সুকঠিন হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ উক্ত
ল স্বাধীনভাবে নিজ বিবেচনামত কার্য্য করি-
, তাঁহার এত কি আছে আমরা
সঙ্কাতিশয় সহকারে অনুরোধ করি, কুলি
গের রক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট সত্বর কোন উপায় অবলম্বন
ন। যেখানে কুলিদিগের প্রতি বংসামান্য
াচারের কথা প্রচারিত হইবে, সে স্থানে কুলি
রণ করা একেবারে রহিত করুন। তাহার যে যে
া এতদ্দেশীয় কুলি পাওয়া হয়, তাহাদিগের
প্রবায়ণ, সাহসী এবং সচ্চরিত্র করিয়া
ক্ত করা আবশ্যক। তিনি যেন নিযুক্ত কুলি-
ার তত্ত্বাবধান করেন। প্রতি বৎসর কুলিরা
শ অবস্থায় থাকে, কোন্ কোন্ স্থান হইতে
কুলি প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতজন
দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছে, বৎসর
ার কতজন জীবিত থাকিতেছে, ইহার পরিষ্কার
লকা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করা তাঁহাদিগের উচিত।
স্বন্ধে গ্রাণ্ট সাহেব বর্ষে বর্ষে যে মন্তব্য প্রকাশ
য়া থাকেন তাহাতে কেবল প্রেরিত কুলির সংখ্যা
। নিরূপিত থাকে। অতঃপর কুলিদিগের অবস্থার
। কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। যাঁহারা কুলি-
কে নিযুক্ত করেন, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মশীল
হাশয় ব্যক্তি নহেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই
দায়ের লোকেই আমেরিকার দুর্ভাগ্য নিগ্রো-

দিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিত। অঙ্কল
টমস নামক ইংরাজি পুস্তকে এই উৎপীড়নের বৃত্তান্ত
যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে অশ্রুবেগ সম্বরণ
করা যায় না। শোণিত-মাংস নির্ম্মিত কোমল
মনুষ্য-হৃদয়ও যে কতদূর কঠিন ও নৃশংস, এবং
মানুষেরা স্বজাতির প্রতি কতদূর যে নিষ্ঠুর আচরণ
করিতে পারে, ঐ পুস্তক পাঠে তাহা সুস্পষ্টরূপ
হৃদয়ঙ্গম হয়। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি
নিশ্চয় রাক্ষসের ন্যায় আচরণ করিয়াছিল, ইতি-
মধ্যে তাহারা যে দয়ার সাগর হইয়া উঠিয়াছে, ইহা
আমরা বিশ্বাস করি না। অতএব গবর্ণমেণ্ট
আদ্যোপান্ত সমুদায় অবস্থা জ্ঞাত হইয়া কি উপায়
দ্বারা দরিদ্র কুলিদিগকে নিরাপদে রাখিতে পারি-
বেন, তৎপক্ষে যত্নবান্ হউন। কুলিরা স্বদেশে
কঠোর-যন্ত্রণায় কাতর হইবে, বিদেশে অত্যাচারীর
হস্তে উৎপীড়িত হইবে, তবে ত্রৈলোক্যেও কি
তাহাদের ভাগ্যে সুখস্বচ্ছন্দতা ঘটিবে না?

কলিকাতা ছোট আদালতের ১৮৮১ অব্দের কার্য্যবিবরণ।

মকদ্দমা সমাজের অবস্থা ও মানব প্রকৃতি পরী-
ক্ষার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। যে দেশে মকদ্দমার
সংখ্যা বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, সে দেশের অধিকাংশ লোক যে
কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ন্যায়পরায়ণ ও সদসদ্বিবেকশালী নয়,
তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইয়া থাকে। যেখানে অপরাধের
ও অসত্যের সংখ্যা অধিক, সেই খানেই বিরোধেরও
সংখ্যা অধিক। পরস্বাপহরণ, পরপ্রতারণা প্রভৃতি
দোষেই মকদ্দমা হয়। সকলে যদি ন্যায় পথে চলে,
তাহা হইলে আদৌ মকদ্দমার সৃষ্টি হয় না। কত
লোক যে কত লোককে কত প্রকারে ঠকাইবার চেষ্টা
পায়, যাঁহারা বিচারাসনে আসীন আছেন, তাঁহারাই
তাহা সুন্দর রূপে বুঝিতে পারেন। এই মকদ্দমাই
আবার দেশের দুরবস্থা বৃদ্ধির অন্যতর একটি প্রধান
কারণ। সাধারণতঃ প্রবল লোকের দুর্ব্বল লোকের
উপরে অত্যাচার নিবন্ধন অধিকাংশ মকদ্দমা উপ-
স্থিত হয়, আদালতে যে রীতিতে মকদ্দমা হইয়া থাকে,
তাহাতে দুঃখীর দুরবস্থার অধিকতর বৃদ্ধি হয়, প্রবলে-
রাও ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই মকদ্দমা পাপ-
স্রোত বৃদ্ধি করিবারও একটী প্রধান কারণ। দেশে
এমন অনেক অসাধু ও অপদার্থ লোক দেখিতে পাওয়া
যায় যে তাহারা কোন শ্রমকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে
পারে না। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতি দেওয়া তাহাদিগের
ব্যবসা এবং তাহাই তাহাদিগের জীবন যাত্রা
নির্ব্বাহের উপায় হইয়া থাকে। অদ্য কলিকাতা
ছোট আদালতের ১৮৮১ অব্দের কার্য্যবিবরণই
আমাদিগকে এই বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে
বলা হইল, আমরা প্রস্তাবিত বর্ষে উক্ত আদালতের

মকদ্দমার হ্রাস দেখিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দলাভ ক
লাম। ঐ আদালতের মকদ্দমার সংখ্যা ১৮৭৮
অব্দে ৩৭,৬৮১। ১৮৭৯ অব্দে ৩৮১১৯। ১৮৮০ অ
৩৫,৩০৪ ছিল ১৮৮১ অব্দে ৩৪১০৮ হইয়াছে। ফ
১১৯৬ টী মকদ্দমা হ্রাস হইয়াছে। এ প্রকার ম
দ্দমা হ্রাসের একটী কারণ এই অনুমান হয়, লো
চৈতন্য হইয়াছে। ক্রমে লোকের যত চৈতন্যো
হইতেছে, তত মধ্যস্থতা দ্বারা বিবাদের মীমাং
হইতেছে,এখন আর লোকে পারত পক্ষে আদালত
আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে না। তাহাতেই বোধ
অল্প দাবীর মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। তথ
আজিও যেরূপ সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হইতেছে, এ
১৮৭৯ অব্দের পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। দো
মকদ্দমার সংখ্যাও ক্রমে হ্রাস হইতেছে। ১৮৬৮
অব্দে ৮৫৯৮। ১৮৬৯-৭০ অব্দে ১০০৭৬। ৭০
অব্দে ৮৮৫৩। ৭১-৭২ অব্দে ৯৫৫৫, ৭২-৭৩ অ
৯৯০৭। ৭৩-৭৪ অব্দে ৯২১২। ৭৪-৭৫ অব্দে ৯
৭৫-৭৬ অব্দে ৯১৫০। ৭৬-৭৭ অব্দে ৮৯০৪। ৭৮
অব্দে ১০২৬৮। ৭৯ অব্দে ৯৫১৩। ১৮৮০ অব্দে ৬
এবং ৮১ অব্দে ৬৬১৬।

বিচারপতিরা বলেন, উকীলের সংখ্যা
নিবন্ধন সকলেই সকল মকদ্দমায় উ
নিযুক্ত করে। সুতরাং তাঁহাদিগের সকল
শুনিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতে অনেক সময় য
ইহাতে ও অন্যান্য কারণে আদালতের ব
বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে অল্প দাবীর ম
দ্দমার বিচার করিবার জন্য আদালতের কেরা
উপর পঞ্চম জজের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এত
রেজিষ্ট্রারেরও ২০ টাকা দাবীর মকদ্দমার বি
করিবার ক্ষমতা আছে। ১৮৮১ অব্দে যে স
মকদ্দমা রুজু হইয়াছে তাহার দাবীর পরিমাণ ১
৯৬০ এবং পূর্ব্ব বর্ষ রুজু দাবীর পরিমাণ ১৭৭০
টাকা।

প্রস্তাবিত বর্ষের পূর্ব্ব বর্ষের ১২৮৮ টী মকদ্দ
বিচার বাকী ছিল। এ বর্ষে মোটে ৩৫৩৯৬ টী ম
দ্দমা শুনানী হয়। ইহার মধ্যে ৩৪৬৩ টীর নি
হইয়াছে। বিচারপতিরা ১৩৩৩ টীর বিচার ক
উঠিতে না পারাতে ঐ মকদ্দমাগুলি ৮২ অঙ্কের ব
গৃহীত হইয়াছে। নিষ্পাদিত মকদ্দমার মধ্যে ১৩
দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় ঘটিত, ৪৬৭৩ দলিল ঘটিত।
৯৭ বেতন প্রভৃতি ঘটিত ২৫৩৬ বাচনিক চুক্তি ঘ
৩৪৪৯ কর সংক্রান্ত, ৮৭২ হিসাব বাকী, ৬৮৮ অ
পূরণ, ৫৫১ অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ঘটিত।
উকীলের পরিশ্রম ঘটিত এবং ১৮২৩ মকদ্দমা য
কোন বিষয় নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহার মধ্যে শালিসী দ্বা
সাং ৫১৮৫, বাদীর এজেহারে একতরফা ৯৩১৬,
ডিক্রী দ্বারা মীমাংসিত ১২৫৮৬। নামঞ্জুর ২

মিস ১৪৮৩। বাদীর দেয়ে খারিজ ৩০৮৫। সকল মকদ্দমার মধ্যস্থতা দ্বারা মীমাংসা হইয়াছে দের প্রদত্ত ২৩৭৮৫৬ টাকা খরচা জমা হইয়া। ইহার মধ্যে ১৫৯৫১১ টাকা ব্যয় বাদে ৭৮৩ টাকা রাজকোষে জমা দেওয়া হইয়াছে। ক! এক্ষণে দেখুন বাদী প্রতিবাদী বিবাদ য়া মরিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্টই সার গ্রংথ লেন।

ইউরোপীয় সমাচার

ডন ২ রা জুন। সাণ্ডহ্রষ্ট সাহেব কমন্স হাউসে বলিয়া ংরাজ ও ফারাসীদিগের রণপোত সুয়েজ যোজকের উত্তর ক্ষা করিতেছে। সার চার্লস ডাইক বলিয়াছেন কন- সভার প্রস্তাবে বাঙ্গণ সম্মত হইবেন এই তাঁহার বিশ্বাস। আর বলিয়াছেন, আলেকজাণ্ড্রিয়ায় প্রাকারাদি প্রস্তুত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট আডমিরাল সিমোরের সহিত মর্শে পরামর্শ করিতেছেন।

নপল ৩ রা জুন। সুলতান ফরাসী দূতের নিকট ছেন, তিনি মিশরের গোলযোগের শান্তি করিতে পারিবেন বিশ্বাস। ইহার নিমিত্ত কনফরেন্স সভা করিবার জন নাই।

রাম ৪ ঠা জুন। ইটালীর প্রসিদ্ধ বীর গারিবল্ডি প্রাণত্যাগ ছেন। সকল লোকেই তাঁহার নিমিত্ত শোকপ্রকাশ ছেন। তিনি উইলপত্রে তাঁহার দেহ দাহ করিবার প্রার্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

নষ্টাণ্টিনোপল ৪ ঠা জুন। ডুবন্ত কমিশনের প্রধান সভ্য স পাশা ও অন্যান্য সভ্য গতকল্য আলেকজাণ্ড্রিয়ার অভি- যাত্রা করিয়াছেন।

ণাবারি পাশা যাহাতে যুদ্ধের আয়োজন না করেন ও কজাণ্ড্রিয়ার দুর্গ সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, সুলতান ইসকে তাদৃষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে লিখিয়া ছেন।

ন পৌসি নামক বাষ্পীয়পোত চড়ায় লাগাতে সুয়েজ যোজকের পথের গতায়াত পুনরায় বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার করিয়া পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে

ডন ৬ ই জুন। অদ্যও সভায় অমৃতসরের বিদ্রোহ দমন ও আইনের পাণ্ডুলিপি লইয়া তর্ক বিতর্ক হইতেছে। ইহার কিয়দংশ মাত্র মঞ্জুর হইয়াছে।

নষ্টাণ্টিনোপল ৬ ই জুন। মিশরের গোলযোগ মীমাংসায় ফরাসী দূত সুলতানকে কনফরেন্স সভার বিষয়ে সম্মতি ন জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। গত চব্বিশ ঘণ্টা ইহার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন।

আলেকজাণ্ড্রিয়া ৭ ই জুন। ডাক্তার পাশা স্বয়ং উপনীত ছেন। কল্য কায়রো অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

রো ৮ ই জুন। গারিবল্ডি তাঁহার দেহ দাহ করিবার বিষয়ে ইল করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ৮ ই কাপেরিয়া স্থানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বিস্তর লোক পলক্ষে সমাগত হইয়াছিলেন।

ডন ৮ ই জুন। পার্লিয়ামেণ্টে ডুরবী বার্ক সাহেবকে আব- ড্রাহান নামক স্থানে গুলি মারিয়া হত্যা করিয়াছে। ইনি অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ব্যারিষ্টারি করিয়াছিলেন। যে সৈনিকদল তাঁহার শরীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারাও হত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

হাইকোর্টের অনাত্তর জজ প্রিন্সেপ সাহেব ১৯ এ জুন হইতে ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিবেন।

রেঙ্গুন হইতে সংবাদ আসিয়াছে সুইফ্রিয়া নামক জাহাজ মার্সে নামক স্থান হইতে ১৪ শত টন কয়লা বোঝাই লইয়া ঐরাবতীতে আসিতেছিল। পয়োপত নামকনদীতে প্রবেশ করিয়া উহা জলমগ্ন হয়। কেবল ৩ জনকে মাত্র জীবিত পাওয়া গিয়াছে। কাপ্তেন ও আর ৯ জনের উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি মিরাটে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ৩৪ একটী লোকও মারা পড়িয়াছে। লোকের জানালা দরজা ও চাদ ভগ্ন হইয়াছে। টেলিগ্রাফের খুঁটী প্রভৃতি পড়িয়া গিয়াছে।

ডেলিনিউস মার্সেলিস হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, মরক্কো কোর্টের ইংরাজ মন্ত্রী একদা ভ্রমণার্থ রাস্তায় বহির্গত হইলে মুরেরা দলে দলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে থাকে। যাহা হউক তিনি বেগতিক দেখিয়া প্রস্থান করাতে প্রাণে বাঁচিয়াছেন। পরে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই অপরাধে সুলতান ৩৬ শত লোককে ধৃত করিয়াছেন।

শতকরা ৩ টাকা সুদের কাগজ ১০১৸৵ হইতে ১০২

৪॥০ " ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১৷৵০

৫৷৹ " ১ ৭৷৹ (১৮৯০) ১০৮৷৹ " ১০৮৷৵০

৫৷৹ ১৮৭২ (১৮৯৩) ১০৮৷৹ " ১০৮৷৵০

শালিকাকে বিবাহ করা যাইতে পারে কি না এই প্রস্তাব লইয়া বিলাতে মহা হুলস্থুল বাঁধিয়াছে। লিন কনের ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিত ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদপত্রে ২৩৪৫ টী স্ত্রীলোকের স্বাক্ষর আছে। বার্থ ও ওয়েলসের ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিতেরাও ওয়েলিংটন এবং টানটনের পুরো হিত দিগের নিকট হইতে ইহার বিরোধী অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বুধবার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ১৮৭৫ অব্দের ভারতবর্ষীয় বন্দর সংক্রান্ত আইনের সংশো- ধনলিপি বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত কালাহস্তির খন্দ নামক জাতি যুদ্ধার্থ উত্তেজিত হইয়াছে। ইহারা অনেক লোককে বধ করিয়াছে। ইহারা ভিজিগাপত্ত অন্তর্গত জয়পুর, পাটনা, শোণপুর ও ব প্রভৃতি স্থানবাসী খন্দদিগকে প্রোৎসাহিত ক তেছে।

মেডিকাল কালেজের অনাত্তর অধ্যাপক ডাক চন্দ্র দুই বৎসরের ছুটী লইলেন।

কলিকাতা ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থান স ১৯২৯৭৪১ মণ চাউল মজুদ আছে।

শুক্রবার বোম্বায়ে যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড় হ গিয়াছে। ইহার উপর আবার বন্যায় বিশেষ ক করিয়াছে। অস্মদ্দেশেও বৃষ্টির বিশ্রাম নাই। হইতে বহির্গত হওয়া ভার, এতন্নিবন্ধন কৃষিকা ক্ষতি হইতেছে।

সেনেটর এডমণ্ড সাহেবের যত্নে অটা স্থানে বহু বিবাহ নিষেধক রাজাজ্ঞা প্রচারিত যাতে তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকারে তাঁ সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন।

বারাণসীর অন্তর্গত পাঁড়েহাউলিং প্রভৃ যন্ত্র হইতে তিন খানি সংবাদ পত্র প্রচারিত হই একখানি হিন্দি, একখানি ইংরাজী ও অপর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইবে। বাঙ্গালা খা নাম দর্পণ, একখানি মাসিক পত্র, ৫ শত গ্রাহক লেই প্রচারিত হইবে, ইংরাজীখানির নাম " দি ফরমার " একখানি সাপ্তাহিক পত্র, ৫ শত গ্রাহ অপেক্ষা। হিন্দি খানির নাম আর্য্যমিত্র। এখা সাপ্তাহিক পত্র। ফলতঃ সংবাদ পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় ততই দেশের মঙ্গল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চ আজিও ইহার বিলক্ষণ অভাব আছে, অতএব ইহ উন্নতিকল্পে সাধারণের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হ হইয়াছে। যথাঃ—

পণ্ডিত শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত যজ্ঞম্। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্প বৈশাখ মাসের আচার্য্য। উদাসিনী. রাজ ক গুপ্তকথা ৮ ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপা সম্পাদিত কৃষিতত্ত্ব চতুর্থ খণ্ড। ফাল্গুন ও মাসের ত্রৈমাসিক প্রচারক। জুন মাসের ই বান্ধব। জ্যৈষ্ঠ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা। শ্রী তারকনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত বৈশাখ মা আদরিণী। পাবনা দিবাকর যন্ত্রে মুদ্রিত উষা ন মাসিক পত্রের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা। ১৮৮ অব্দের ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের ৫ ম বা রিপোর্ট। জন ডিকেন্সন কোম্পানীর জুন মা দ্রব্যের মূল্যাদি বিষয়ক পত্র।

গত শনিবার রাত্রিতে কলুটোলার কলাধা

কুলি রমণী একটী ৬ষ্ঠ পোষ্য ও একটী ৫।৬ বয়স্ক বালক লইয়া শয়ন করিয়াছিল। এই র একটী শৃগাল আসিয়া কনিষ্ঠ সন্তানটীকে লইয়া য়ন করে, স্ত্রীলোকটী শিশুর ক্রন্দনে চ ৎকার ী উঠাতে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং লের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, কিন্তু কোন ফলোদয়ই নাই।

ভারতীয় শিল্পের ক্রমে আদর বাড়িতেছে, কিছু পূর্ব্বে ভারতেশ্বরী, লর্ড লিটন এবং অন্যান্য ক ব্যক্তি যত্ন পূর্ব্বক ভারতবর্ষজাত কতকগুলি ষ্ট শিল্পদ্রব্য বিলাতে লইয়া যান এবং সেইগুলি র্টনের প্রদর্শনতে প্রেরণ করেন, যাঁহারা এই ল দ্রব্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা সংস্র মুখে উহার ংসা করিয়াছেন। এই সকল দ্রব্য আবার ইক ম প্রেরিত হইয়াছে।

গিবন সাহেব স্থাপত্যক সভার অধিবেশনে বে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে একখানি পাণ্ড উপস্থিত করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী সুসঙ্গের মহারাজের ত যে অন্যায় হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে তদ্বৃত্তান্ত ারিতরূপে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। তি মহারাজ আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া লর্ড ন বাহাদুরের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। যুক্ত পাত্রের নিকটেই তাঁহার দুঃখ ব্যক্ত করা াছে। বোধ হয়, এবারে আর তাঁহাকে হতাশ ত হইবে না। লর্ড মহোদয় তাঁহার বিষয়ে চার করিয়া যে নিজ নাম-মাহাত্ম্য রক্ষা করিবেন, কথা বলা বাহুল্য। তিনি স্বাস্থ্যের নিমিত্তই ভারতে আগমন করিয়াছেন। অত- তাঁহাকে "অমুকের প্রতি অন্যায় হইয়াছে, নি তাহার প্রতীকার করুন" এ অনুরোধ করা ক্তিতাদোষ দূষ্য সন্দেহ নাই।

আমরা একটী বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, গুপ্ত প্রেসের াধ্যক্ষ শ্রযুক্ত সত্যচরণ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ সরল লাভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদ করিতে আরম্ভ য়াছেন। সম্পূর্ণ ভাগবতের অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা । তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যতগুলি অগ্রিম পাহবেন, ততগুলি খণ্ড মুদ্রিত করিবেন।

দার্জ্জিলিঙে একটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। ও পাত্রী উভয়েই নেপাল দেশীয়। এই বিবাহে ক হিন্দু ও ব্রাহ্ম যোগদান করিয়াছিলেন।

রুশের এক নাবিক সমুদ্রের গভীরতা পরীক্ষার টী সুন্দর কল বাহির করিয়াছেন। এই যন্ত্রের এক চক্র বায়ুপূর্ণ নল আছে। জলের পরিমাণ বার সময়ে বায়ুপূর্ণ নল যাহাতে মগ্ন হয় এরূপ বিশিষ্ট সীস উহার সহিত সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। ক্রমে তলস্পর্শ হইলে সীস আপনা হইতে খুলিয়া যায় এবং বায়ুপূর্ণ নল জোরে ভাসিয়া উঠে। তৎপরে ঐ চক্র কতবার ঘুরিয়াছে, তাহা দেখিলেই জলের পরিমাণ হয়।

কলিকাতা চৌরঙ্গী লাইনে অধুনা কলে ট্রাম গাড়ি চলিতেছে।

ইক নোট কলিকাতার ষ্ট্যাম্প ষ্টেষনরী হইতে বাহির হইবার কথা শুনা যাইতেছে। রেবিনিউ বোর্ডের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ হইতেছে।

ইষ্ট বলেন স্বাধীন ত্রিপুরারাজের পুলিষের সহিত গবর্ণমেণ্ট পুলিষের বিরোধ চলিতেছে। ঘটনা এই, রাজার রাজ্য মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একজন প্রজার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধান করিয়া মৃত ব্যক্তির গোর দিতে অনুমতি দেন. কিন্তু রাজার নিয়োজিত পুলিষ তাঁহাদিগের এলাকায় হত্যাকাণ্ড হওয়াতে লাস পরীক্ষার জন্য উহা রাখিতে চাহিতেছেন।

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, লর্ড রিপন বাহাদুর স্থানীয় স্বশাসন প্রণালী সম্বন্ধে যে অভি- প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তদর্থ ইণ্ডিয়ান এসোসি- য়েসন সভা দেশের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সভার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করাই হইয়াছে। লর্ড বাহাদু- রের এই প্রস্তাবটী যদি সফল হয়, ভারতের যে কি মহোপকার সাধিত হইবে, তাহা অদূরদর্শী হৃদয় ব্যক্তিরা এখনও বুঝিতে পারেন নাই। এটী কেবল যে লর্ড বাহাদুরের চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি হইবে এরূপ নয়, ব্রিটিশ জাতির প্রতি এ দেশীয়দিগের আন্তরিকতা জ্ঞানের প্রধান দ্বার স্বরূপ হইবে। আর উভয় জাতির ভিন্নভাব থাকা ভাল দেখায় না। আমাদের এই বিশ্বাস জন্মিতেছে ইহা ক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণ- মেণ্টের কার্য্যে এদেশীয়দিগের অধিকার লাভের সূত্রভূত হইবে সন্দেহ নাই। রিপন বাহাদুর যদি কিছু কাল ভারতে থাকেন, এবং তাঁহারপর তৎসদৃশ মহোদারগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাহা হইলে যে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে, সে বিষয়েও সংশয় নাই। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভা বিশেষতঃ বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমাদের একান্ত কৃতজ্ঞতার পাত্র। সুরেন্দ্র বাবু দৃঢ়ব্রত হইয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া- ছিলেন। আমাদের মনে হয়, তাঁহার যত্নে ও উদ্যো- গেই যেন আমরা এই মহাফল লাভ করিলাম। একাগ্রচিত্ত হইয়া কোন মহৎ কার্য্য সাধনে যত্নবান হইলে যে অভীষ্ট লাভ করা যায়, সুরেন্দ্র বাবু তাহারও একটী নূতন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

আগামী ১ লা জুলাই পুনঃ ভারতবর্ষীয় রেলও- য়ের ৩য় শ্রেণীর আরোহীদিগের ভাড়া ইং৷ ৩ পাইয়ের স্থলে আড়াই পাই মাইল হইবে।

গবর্ণর জেনরল সিবিলিয়ান কালেক্টারদি জুনিয়ার ও সিনিয়র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ক তেছেন। জুনিয়ার কালেক্টারগণ মাসিক ১৮০০ টাকা বেতন পাইবেন। সিনিয়র হইলে আরো বৃদ্ধি হইবে।

আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন বা গত মঙ্গলবার সর্ব্বপ্রকার সুরক্ষি খেলার নিষেধা প্রচার করিয়াছেন।

২১ জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে ঢাকায় ভয়ানক ঝড় হ গিয়াছে অনেকগুলি গৃহাদি পতিত হইয়াছে।

এতদিনের পর সোণাবপুর মগরাহাট রেল খোলা হইল। গত শনিবার হইতে মাল-ও আরো যাতায়াত করিতেছে।

পদচ্যুত দেশীয় সৈনিক পুরুষেরা পীড়িত হইলে অ পর দেশীয় সৈনিকদিগের হাঁসপাতালে তাহাদি চিকিৎসা করা হইবে,এইরূপ ব্যবস্থা করা হইতে

পেনাগে জলপ্রপাতে বৈদ্যুতিক আলো কল চালিত হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা আলোকাধ আলোক সকল প্রজ্বলিত হয়।

পঞ্জাবের আকাউণ্টাণ্ট জেনরলও গ্রীষ্মের মাস সিমলা বাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্র সিমলা গুলজার।

নিজামের সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। তা সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দগ্ধ করিয়াছে।

আজ কাল অনেকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অহি ব্যবসায়ের প্রতিকূল হইয়াছেন,হার্টিংটন সাহেব অপকারিতা বুঝিয়াছেন ; কিন্তু এই ব্যবসায় নি হইলে রাজস্বের বিস্তর ক্ষতির সম্ভাবনা, এই কা সহসা তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন কিন্তু মালবব্যবসিরা ইহাতে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া তদ্দেশে অহিফেনের চাসই অধিক, গবর্ণমেণ্ট অ ফেনের ব্যবসায় হইতে বিরত হইলে তাহাদি সম্পূর্ণ ক্ষতি। এই কারণে তাহারা স্পষ্টাভিধা গবর্ণমেণ্টকে ইহার ব্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত হই নিষেধ করিতেছে। তাহারা বলিয়াছে গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের বি ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু দরিদ্র ভারতবাসী কে প্রকারেই ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে না, তা হইলে অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় একে বিলুপ্ত হইবে। তাঁহারা ইংলণ্ডবাসি দয়ালু ব্যক্তি দিগকে বলিয়াছেন তাঁহারা যেন এরূপ নিদা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে নিরন্ন ভারত বা প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করেন। মালবে কি প্র মনোপযোগী অন্য শস্য উৎপন্ন হয় না?

পুরন্দরের রাণার সহিত কাণ্ডওয়ারের পোলিটী-
এজেণ্টের বিষম বিরোধ চলিতেছে; ঘটনা এই,
ব একজন দাওয়ানের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি
ব্যক্তিকে উক্ত পদ প্রদান করেন। কিন্তু
লিটীকাল এজেণ্ট ই কার্য্য তাঁহার নিজের
ন লোক ি চাহেন। রাণা সে কথা
ন নাই। কেবল নিয়ম এই, দাওয়াননিয়োগ
পোলিটীকাল এজেণ্টের সম্মতি গ্রহণ করিতে
ব ... এই ছল পাইয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের
ট রাণার দোষোল্লেখ করেন, গবর্ণমেণ্ট সে কথা
লিয়া রাণাকে অভিমত দাওয়ান নিয়োগের
করিতে উপদেশ দেন। তখন সাহেব
লিখিলেন, এরূপ যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমো
করিলে তাঁহার ক্ষমতা লোপ হইবে। গবর্ণমেণ্ট
কথায় রাণাকে পোলিটীকাল এজেণ্টের সহিত
ং করিয়া ইহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ
ন। কিন্তু রাণা তদনুসারে কার্য্য না করাতে
লিটীকাল এজেণ্ট তাঁহার নিত্য জরিমানা করি-
ছেন। যাহা হউক, এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের
লিটীকাল এজেণ্টকে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য।
থা পুরন্দরের বরদাকাণ্ডের অভিনয় হইবে।
ওয়ান নিয়োগ বিষয়ে রাণার স্বাধীনতা থাকাই
চিত।

মিরারের চট্টগ্রামস্থ সম্পাদকতা বলেন, তদাকার
টী খ্রীষ্টান স্ত্রীলোক গভ নষ্ট করা অপরাধে অভি-
হইয়া বিচারার্থী হয়। সিবল সার্জ্জন পরীক্ষা
য়া তাহার দোষের উল্লেখ করাতে বিচারে রমণীর
ন মাস কারাবাসের আদেশ হয়। কিন্তু আশ্চ-
র বিষয় এই, পনর দিন সে কারাগৃহে অব
স্থিতির পর একটী দিব্য পুত্র প্রসব করিয়াছে।
লার তাহার উদরের স্ফীতিকে গুল্ম-রোগ নিরূপ
করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়ের দোষের সংসর্গ
দান প্রদান হইতে চলিল। আমরা শুনিতেছি,
লাতে আজ কাল বলয় ব্যবহার প্রচলিত
তে আরম্ভ হইয়াছে। কেবল স্ত্রীলোকে নয়
নেক পুরুষেও পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ভারতসংস্কারক সভা স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ
ক্ষার নিমিত্ত একটী কালেজ খুলিবার সংকল্প
রিয়াছেন।

আসামে অস্ত্রবিধি প্রচলিত করাতে লোকের
বড় উপস্থিত হইয়াছে। আসাম বন জঙ্গলে
, সেখানে অস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত লোকে নির্ভয়ে
ভাবে চলিতে পারে না কিন্তু; প্রাণভয়ে অস্ত্র ব্যব-
র করিলে ত নিজের আত্মীয়ের কারাগার সম্মুখে
স্থাপিত হইতে হয় এই ভয়ে অনেকে ইতি-
করিয়াছিলেন।

সত্ত্বেও প্রাণের অগ্রে মান রাখিবার জন্য অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। এই কারণে ক্রমে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক লোক অধিক পরিমাণে হতও হইতেছে, তথাপি রাজপুরুষদিগের চৈতন্য নাই। স্বয়ং কমিশনর ইহার অনিষ্টকারিতা স্বীকার করিয়া তথা হইতে এই বিধি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

"ভারত সাম্রাজ্যের পরিণাম" প্রস্তাব দেখিয়া ডেলিনিউস সম্পাদক যেরূপ বিদ্রোহ স্বপ্ন দেখিয়াছেন, প্রভাকর সম্পাদকেও সেই স্বপ্ন সংক্রামিত হইয়াছে। প্রভাকর না দেখিয়া না শুনিয়া একটী যে সে মত প্রকাশ করাতে তাঁহার চিত্তের অনৈ দার্য্য প্রকাশ হইয়াছে। ডেলিনিউস সম্পাদক ইংরাজ, তিনি বাঙ্গালার ধার ধারেন না সুতরাং আমাদিগের লেখার মর্ম্মগ্রহেও সমর্থ হন নাই, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি না। কিন্তু প্রভাকর সম্পাদক ত তাহা নহেন, তবে তিনি না দেখিয়া হঠাৎ একটী মত প্রকাশ করিয়া কেন যে ধৃষ্টতা করিয়াছেন, আমরা তাহার কোন কারণই বুঝিতে পারি না। সহযোগী প্রভাতী তাঁহার এই অন্যায় কার্য্য নিবন্ধন রূঢ় প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক বাক্যগুলির প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগের অভিপ্রায় সাধারণ্যে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক না দেখিয়া অথবা না বুঝিয়া কোন মত প্রকাশ করা সম্পাদকের পক্ষে গুরুতর দোষ।

নাগপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন "চতিপুর্ব্বে কএক দিবস অত্যন্ত গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি উপর্য্যুপরি বৃষ্টি হওয়ায় গ্রীষ্ম অনেকাংশে কমিয়াছে। গতো এক দিবসযামিনীতে ঝটিকাও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধারণের কোন ক্ষতি হয় নাই। পবন দেব এবং বরুণ দেব এক্ষণে কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রাম-ভবনে প্রস্থান করিলে ভাল হয়। নতুবা কৃষকের কৃষিকার্য্য এবং দরিদ্রের ভাঙ্গা কুটির রক্ষা করা বড়ই কষ্টের ব্যাপার হইয়া উঠিবে।

তাহাহইলে মফঃস্বলস্থ ডেপুটী কালেক্টর বাবু অতুল্য ব্যবসায়ীদিগের প্রতি বর্ত্তমান বর্ষের লাইসেন্স টাক্সের নোটিস দিয়াছেন। অতুল্য ব্যবসায়িবর্গের প্রতি যে, অবধে টাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে, একথা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নাই। যদিও আমাদিগের মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত বৎসর কোন কোন ব্যবসায়ীর টাক্স কমাইয়া এবং কোন কোন ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তথাপি এখনও অনেকেই অন্যায় করভারে প্রপীড়িত হইতেছে, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি না।"

আমাদের রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছে "এই থানার অধীন সাড়াগড় নামক গ্রামে পুঁটী না একটী স্ত্রীলোক বাস করে, তাহার সহিত ঐ গ্রামে মহেশ জেলের অবৈধ প্রণয় ছিল। স্ত্রীলোকটী বি দিন মহেশকে বাটীতে যাইতে না দেওয়ায় মহে সেই রাগে এক রাত্রিতে পুঁটীর অনুপস্থিতিরূপ সুযো পাইয়া পুঁটীর ঘরের মেজে হইতে (পোতা টাকা) শত উনিশ টাকা তুলিয়া লইয়া চম্পট দেয়। শান্তি রের নবাগত পুলিষ সবইনস্‌পেক্টার বাবু প্যারিল বোষ অনেক অনুসন্ধান ও কৌশল করিয়া চোর ধৃত করিয়া এখানকার ফৌজদারী আদালতে প্রে করেন। ডেপুটী বাবু আসামীর দোষের প্রমাণ পা ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির ৪৪১ ধারামতে ৯ মাস ক পরিশ্রম সহ কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। ইনস্পেক্টার বাবু এই মকদ্দমার কিনারা করা ডেপুটী বাবু তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন।

শান্তিপুরের ঘোড়ার গাড়ীর গাড়য়ানেরা পূ ভদ্রলোকদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিতে আ করিয়াছে। মধ্যে ডেপুটী বাবু তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখাতে ও কয়েক জনের জরিমানা কর গাড়য়ানেরা কিছু শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি আমরা ভরসা করি আমাদিগের মাননীয় ডে মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তবাবু রামচরণবসু মহাশয় গাড়য়ানগণকে বিলক্ষণরূপে শিক্ষা দিয়া সকলসাধ ভদ্র লোকদিগের অজস্র ধন্যবাদের পাত্র হইবেন

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারে
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডব্লু, পেজ সাহেব ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

বাবু কমলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী কিছু দিনের জন্য হুগলীর অ জাহানাবাদের ২য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

মৌলবী সুভান খাঁ খাঁ কিছু দিনের জন্য গয়ার অ নওয়াদার সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

নওয়াদার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নগেন্দ্র দত্ত ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে বা.ল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সুন্দরবনের ডেপুটী কালেক্টার জে. এলসন কিছু দি জন্য সুন্দরবনের কমিশনরের কার্য্য ও অন্যান্য কার্য্য করি

২৪ পরগণা ও হুগলীর আডিসনাল ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন রেট সাহেব ২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা এফ, ডব্লু, ব্যাডকের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ ক তিনি প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঃ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু
রণ দাস এবং রঙ্গপুরের বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৮০
ন ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।
টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্তর্গত সুভা নামক স্থানের
নধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, টি, জারো
র সদর ষ্টেষণে বদলী হওয়াতে ঢাকার ডবলু, এফ,সি মর্টন্ও
দে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

ও, আর, বেলিলিয়স কলিকাতা সহরের প্রেসিডেন্সি মাজি-
হইলেন।

ঙ্গপুরের অন্তর্গত গাইবান্ধার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু ললিত-
বসু দিনাজপুর সদর ষ্টেষণের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।
ওয়াখালীর অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জের মুন্সেফ বাবু হরিশ্চন্দ্র
টগ্রামের অন্তর্গত নাতকানীয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।
াগরগঞ্জের অন্তর্গত বরিশালের অতিরিক্ত প্রতিনিধি মুন্সেফ
রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী নওয়াখালীর অন্তর্গত দাওয়ানগঞ্জে
হইলেন।
ালেশ্বরের অন্তর্গত ভদ্রকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
রাম ডবলু, আর, বিকেন্স ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানু-
সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।
াকার প্রথম সব জজ ও ছোট আদালতের জজ বাবু নবীন-
াঙ্গুলী, ২ য় ও ২৪ পরগণার বাবু নফরচন্দ্র দত্ত, ৩ য় এবং
পুরের বাবু জগৎদুর্লভ মজুমদার ৪ র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হই-
। জগৎ বাবু সব জজের পদে স্থায়ী হইলেন।
র্ণিয়ার প্রতিনিধি সব জজ বাবু মতিলাল সরকার ৪ র্থ
তে উন্নীত হইলেন।
নয় লিপিত মুন্সেফ ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।
মেদনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
মের অন্তর্গত সিউড়ির বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, নদী-
অন্তর্গত মেহেরপুরের বাবু জগবন্ধু গাঙ্গুলী, পাবনার অন্তর্গত
জগঞ্জের বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য।
নয় লিপিত মুন্সেফগণ ২ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।
পুরের অন্তর্গত চাঁদপুরের মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ আলী,
অন্তর্গত বালুচরহাটের বাবু অতুলবিহারী ঘোষ,
অন্তর্গত বালুচরের বাবু দেবীপালচন্দ্র বসু ও বর্দ্ধমানের
কালনার বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায়।
নয় লিপিত মুন্সেফগণ ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।
পুরের অন্তর্গত মুলফৎগঞ্জের মুন্সেফ বাবু রসিকচন্দ্র
পুরের অন্তর্গত মধুবনীর বাবু ভৈরবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও
ার বাবু বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।
নয় লিপিত ব্যক্তিগণ ৪ র্থ শ্রেণীর প্রতিনিধি মুন্সেফ হই-
। মেদনীপুরের প্রতিনিধি প্রথম মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র
োপাধ্যায়, ও ২ য় মুন্সেফ বাবু গোবিন্দচন্দ্র দে, ও পানি-
লার প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু নন্দলাল দে।

সংবাদদাতার পত্র

শান্তিপুর।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া-গবর্ণমেণ্ট আত্মশাসন-প্রণালী
চলন সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ও নিয়ম প্রকাশ করি-
য়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল এবং আমাদের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন বাহাদুরের উন্নত হৃদয়ের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে দিন সিমলা-শিখর হইতে বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ-যোগে ঐ শুভ সন্দেশ ষ্টেটসম্যান্ ও ইংলিসম্যান্ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় সংবাদপত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, সে দিন আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে দুই হাত তুলিয়া ধার্ম্মিকপ্রবর লর্ড রিপণকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। এক্ষণে পরমপিতা পরমেশ্বর প্রসাদাৎ যদি লর্ড রিপন বাহাদুর কিছুকাল ভারতের গবর্ণর জেনেরলী করেন, তাহা হইলে আমাদের বিস্তর উপকার-লাভের সম্ভাবনা; কারণ ইনি কুমন্ত্রণার বশীভূত ও মন্ত্রীদিগের মন্ত্র-শিষ্য নহেন। এই আত্ম শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বড়বড় রাজপুরুষেরা ইতিপূর্ব্বে যে ধুয়া ধরেন, লর্ড রিপন যদি তাহাতে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে আত্মশাসন-প্রণালী প্রচলন প্রজা-পুঞ্জের উৎপীড়ন-শেল হইত সন্দেহ নাই। যাহা-হউক ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কল্যাণে ও লর্ড রিপণের গুণে আত্মশাসন-প্রণালী প্রচলন সম্বন্ধে আমাদের আর সে আশঙ্কা নাই, কিন্তু পাছে "ঘরের ঢেঁকী কুষ্ঠীর" হইয়া বসেন, এক্ষণে এই আশঙ্কাই অধিক। জেলায় ও সব-ডিবিজনে যাঁহারা বোর্ডের মেম্বর হইবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে "রায়বাহাদুর" ও "খাঁ বাহাদুর" রূপ উপাধি-ভূষণ সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু তাঁহারা বোর্ডের মেম্বরী পদ হইতে অবসর লইলেই আবার তাহা কাড়িয়া লইয়া নূতন মেম্বরকে প্রদান করা হইবে। আমাদের বিবেচনায় বোর্ডের মেম্বরগণকে বেঁড়ে করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া অনুচিত। যাহাহউক বোর্ডের নিয়মাবলী হইবার পূর্ব্বে আমরা যে সকল প্রার্থনা করিয়াছিলাম, উন্নতমনা লর্ড রিপণ প্রায়ই তৎসমস্ত মঞ্জুর করিয়াছেন। সেখানে স্বাধীনচেতা কৃতবিদ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইবে, সেখানে তিনিই বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইবেন। যেখানে ঐরূপ ব্যক্তির অসদ্ভাব, সেখানে অগত্যা মাজিষ্ট্রেট সাহেবই বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইবেন। এক্ষণে আমাদের দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ স্বাধীনভাবে বোর্ডের কার্য্য-প্রণালী নির্ব্বাহ করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

আজ কাল আমাদের মিউনিসিপালিটী "কল্পতরু" হইয়া পড়িয়াছেন এবং ক'মশনরেরা প্রথমতঃ রাজপথের পতিত জমী স্বেচ্ছানুসারে অন্য কমিশনরকে বিক্রয় করিতেছেন। সে দিন এক জন কমিশনর কৃষ্ণনগর রাজপথের কিয়দংশ ক্রয় করণাভিপ্রায়ে মিউসিপালিটীতে যে দরখাস্ত করেন, আমাদের আইনজ্ঞ চেয়ারম্যান বাবু ও কমিশনরেরা তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ রাজপথটী গবর্ণমেণ্টের অ সংপ্রক্ত, কিন্তু মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বাধীন মা এমন অবস্থায় কোন আইনের কোন্ ধারার বি মতে উক্ত রাজপথের পতিত জমী আমাদের চেয়ারম ও কমিশনরেরা অন্যতম কমিশনরকে বিক্রয় ক লেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। এক্ষণে ব দাতা বারিক ওস্তাগর ঐ কৃষ্ণনগর রাজপথের প জমী ক্রয় করণার্থ যে দরখাস্ত দিয়াছেন, তা কি চেয়ারম্যান বাবু ও কমিশনরেরা ম করিবেন?

সম্প্রতি আমাদের মিউনিসিপালিটী গৃহ কর সং রণ করণার্থ কয়েকজন কমিশনরকে পান সুপা দিয়া বরণ করিয়াছেন, এতদনুসারে তাঁহারাও যে আদাজল খাইয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ভাইসচেয়ারম্যান বাবু আনন্দময় মৈত্রেয় মহাশ আমলে একবার গৃহকর সংস্করণ হইয়াছিল, কি তাহার কার্য্যভার কমিশনর বাবুদের হস্তে বিন্যস্ত করিয়া তৎকালেই চেয়ারম্যান বাবু জনৈক এসেসর ঐ কার্য্যে ব্রতী করেন। এসেসর বাবুও ধর্ম্মে উপর দৃষ্টি রাখিয়া ঐ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পা পূর্ব্বক করদাতৃগণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলে আমাদের বর্ত্তমান কমিশনর বাবুগণ কি ধর্ম্মের উ দৃষ্টি রাখিয়া ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন?

আমাদের এখানে একটীও সুশিক্ষিতা ধা পাওয়া যায় না, এতন্নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে প্রসূতি ভ্রূণ হত্যা হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সুশিক্ষিতা ধাত্রীর অভাবে কেহ অশিক্ষিতা ধাত্রী পরিত্যাগ করিতে পারে না। অতএব আমা নিতান্ত ইচ্ছা যে, কলিকাতার ২। ৩ জন সুশিক্ষি ধাত্রী এখানে আসিয়া ব্যবসায় করিলে তাঁহা ও গৃহস্থের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। দুই জন সুশিক্ষিতা ধাত্রী এখানে আসিলে আ তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের গ্যারাণ্টী হই পারি।

মুন্সের।

মুন্সের রাজকীয় বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ত রাম অগ্নিহোত্রি মহাশয়কে প্রাচীন বলিয়া হইতে অবসর দেওয়ায়, উক্ত বিদ্যালয়ের ছা স্কুলগৃহে একটী সভা করিয়া তাঁহাকে এক প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং পণ্ডিত ম কর্ম্ম পরিত্যাগে যথেষ্ট দুঃখও প্রকাশ করিয়াছে সভার দিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি মনো করা হইয়াছিল। শিক্ষক মহাশয় সংক্ষেপে প তের গুণ বর্ণনা করিয়া নিজের বিষয়েই অধিক ব

ন। তিনি কহেন " আমার নিকট পাঠ করিয়া
চন্দ্র, শরৎচন্দ্র, ধীরাজ মহেন্দ্র প্রভৃতি শত শত
এক্ষণে মুন্সেফি ও ওকালতী করিতেছেন এবং
কে রায়বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন।
বিস্তর লোকের চাকরি করিয়া দিয়াছি, বর্ত্তমান
ও এবং আমারই আনীত।"
ই সময়ের পলায়নকারী শুনিয়া
কের মনে হইল, ইহার পাচীন বয়সে
যাহা হউক আমরা মাষ্টার
ন বাবু, তুমি প্রাচীন বয়সে আর
ন না ভাসাইয়া অবসর গ্রহণ করুন। ঈশ্বরা-
ন তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ সকলেই এক্ষণে উপযুক্ত
ছেন, লোকে জগতে আসিয়া যাহা কামনা
ইহার ও ভাগ্যে ঘটিয়াছে। অতএব প্রাচীন
ক পরিবারদিগের শুশ্রূষা বহন করিলে সুখভোগ
করিবেন। সের বালকগণ অবধি এক
ও তাঁহার উপর সন্তুষ্ট নহে এই জন্যই আমরা
ক অবসর লইতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা
লপত্রেও তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা দেখিতে
। বস্তুতঃ— সাহেব ঢাকা আসাটের পূর্ব্বে
ারে একবার্ত্তি দিয়েছিলেন—" মুন্সের স্কুলের
ষ্টার অপেক্ষাও বাবু শশীর শিক্ষকের সম্পূর্ণ
সদৃশ। তিনি কোনকালে বড় লোকের তোষামোদ
য়া চাকরী বজায় রাখিয়াছেন। যে
হয়, তাহারা প্রায়ই অন্য স্কুল হইতে এখানে
সখা কিছু দিন পাঠ করে। তিনি বালকদিগকে
শিক্ষা দেন তাহা তাহারা ভাল বুঝিতে পারে
" দূত নামক একখানি পত্রিকার ঠিক এইরূপ
া দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি ভারতবন্ধুতেও ঐ
ার দেখিলাম। সেই জন্যই আমরা তাঁহাকে
ন লইতে অনুরোধ করিতেছি: নচেৎ কি জানি
া বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের কাণে উঠিলে অপ-
ওয়া অপেক্ষা নিজের মান নিজে রাখাই
হইতেছে। শুনিতেছি অঘোর বাবুই আগ
ত্রিকে ঠোক্কর মেরে কাড়াইয়া একজন
লোককে আনিয়া ঐ পদে বহাল করিয়া-
। অঘোর বাবু যে এতদূর পাপাচরণ করিবেন
ন বিশ্বাস হয় না, তবে অগ্নিতাপী কাঁচা অপেক্ষা
ক, সুতরাং ইহা কাহারও কথায় অনিচ্ছাসত্ত্বে
ন পড়ে... তথ তাহার মধ্যে কিছু
া বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।
ে অন্ন মারে ঈশ্বর তাহারে অন্ন
া দুঃখের কষ্টকারিণী রাত্রে ভল-
করিয়াছে। যখন যে ভয়ঙ্কর
, প্রায়
পাক ঘটে স্নান করিতে

ছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে তুলিবার জন্য যত্ন করে নাই। এদেশের লোককে কেহ তুলিতে বলিলে কহে " বা! ও মরিতে যাইতেছে, আমরা কেন উহার সহিত মরিতে যাইব?" ঘাটে একটী বাঙ্গালী এই সময় স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িতেছিলেন, তিনি ও ঘাটের মহাস্ত ছুটিয়া গিয়া জলে পড়েন, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন ৮০ টাকার উপর বেতনের কেরাণীরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং তদ্নিম্নের বেতনের কেরাণী ইটতে খানসামা ও মেথর পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীতে যাইবার পাশ পাইবেন। উক্ত কোম্পানী পাশের বিষয়ে দিন দিন যেরূপ কড়াকড় করিতেছেন, শেষে চাকায় কুলাইয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা না করেন।

জামালপুরে বসন্ত থামিতে না থামিতে ওলাউঠা আসিয়া দেখা দিয়াছেন। গত ২।১ টী পাহারাওয়ালাকে মারিয়া নয়াগ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং ঐ স্থান হইতে মোরাবোট নামক স্থান পর্য্যন্ত সীমানার মধ্যে প্রত্যহ ৫।৭ টী করিয়া গ্রহণ করিতেছেন। বসন্তের পর কলেরা, তৎপরে আষাঢ় মাসে মা মনসা আসিবেন, এইরূপ ২।৪ বৎসর হইলেই জামালপুর গিয়াছেন। সকলই বাঙ্গালীর ভাগ্য।

অডিট আফিসের শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায় আমাদিগকে মুষ্টিযোগ সংগ্রহ ও রোগ পরিচয় নামক দুইখানি পুস্তক উপঢৌকন দিয়াছেন। পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথমখানিতে যে সমস্ত রোগ সচরাচর এদেশে ঘটে, তাহার আশু প্রতিকারক কতকগুলি মুষ্টিযোগ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় খানিতে আয়ুর্বেদ গ্রন্থ হইতে কতিপয় রোগ সহজে নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অতি সহজ উপায়ে ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তক দুইখানির মূল্য অতি অল্প অর্থাৎ /৯ আনা ও ৵০ আনা হইলেও ইহার গুণ বহুমূল্য বোধ করি। এই পুস্তক এক এক খণ্ড নিকটে রাখিলে সকলেই অতি সহজ উপায়ে রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইবেন। মরণোন্মুখ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধন করিতে হইলে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের বহুলপ্রচার হওয়া আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গত হইয়াছে। নূতন বর্ষ আগত। অতএব আমরা বিনয় সহকারে গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যাঁহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের মূল্য দিয়াছেন, তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২৮৯ সালের দেয় মূল্য দান করেন, এই আমাদের অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়া
হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ে
মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমে
মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগ
পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত
উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখি
ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণ
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৯০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সকল
রোগের নানাবিধ মাতৃষ্টিক ঔষধ, তৈল ও
প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপ
চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা ক
ঔষধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধাল
মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়,
আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সকলপ্রকার আম

আমরক্ত, গ্রহণী, অন্নগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন প্রমেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম, সরক্ত ও খড়িগুলবৎ প্রস্রাব নির্গত হইলে ৩ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও কণ্ডুরুচ্ছু, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ধোলা এই সকল রোগ জনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্তপদাদির জ্বালা, নেত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের চিহ্ন অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে তাহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক মাত্রা নিয়মে সেবন করিলে শরীরের নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন হয়, এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল শরীর-যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃপীড়া, হৃৎকম্প, বৃদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়াসকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবন সুলভ স্বভাব সুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় স্ত্রীসুখ-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আনুষঙ্গিক নির্গম, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকল সত্বর শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে। সুদেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জলস্রাব, পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

একপোয়ার মূল্য —৪ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে যে মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এস,
" " অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
" " চকড়ী ঘোষ। ঐ
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ
কলিকাতা।
" " ধর্ম্মদাস বসু। ঐ
" " বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
ঢেকালন কটক।
" " কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন।
বর্দ্ধমান।
" " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি
কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা।
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—ডয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
রাণীগঞ্জ।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা, /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অ
গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান
তেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতা
ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা
উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট
রসিদ লইবেন।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরো
ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় ক
থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সু
রিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স
৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ১০৵০ আনা।
মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিকা

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, ক
সুগন্ধিদ্রব্য, জামা, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্র
সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্র
সীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, তামার
মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি।
লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার।

যিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কেবল সংস্কৃ
মূলে সরল বাঙ্গালা কিম্বা ইংরেজী ভাষায়
আর্য্য ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া
খানি পুস্তক রচনা করিতে পারিবেন এবং যাঁ
পুস্তক প্রেরিত পুস্তক সকল মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব
বিবেচিত হইবে, তিনি এক শত টাকা পুরস্কার প্র
হইবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুস্তক স
অধিকৃত মূল্য যন্ত্র দ্বারা মুদ্রিত করা যাইতে পারি
প্রার্থিগণ বর্ত্তমান বর্ষের কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে প
রচিত পুস্তক সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরে
রায় বাহাদুরের নিকট তাহেরপুরে কিম্বা নিম্নলি
ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীভুবনমোহন মৈত্রে
বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদ
জেলা রাজসাহী।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি ক
শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাশুল ৵০।

াগিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস, মূল্য এক টাকা।

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ৸৹।

ব্রুট উদ্ভার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

টাকা ... প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

" ১ ম ও ২য় ভাগ। দেড়মাসে
হইবে। অগ্রিম মূল্য ঐ
১৷০। টাকা সর্ব্বসাধারণের
াগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার
দাচরণ কাস্তগির প্রণীত।
১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ন থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার ৭৫ বৎসরের
র্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিরঃ পীড়া,
কদের পীড়া ফার্টিত আরোগ্য ও প্রসব
দি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
করিতেছেন।
ভল-কোরড, মাদ্রাজ-কোরড, ও মুর্শিদা (বা
রী) রোগ প্রভৃতির অন্য চিকিৎসা রোগীর গৃহে
া করেন।
প্রসব সচরাচর সহজে করা পারেন। তাঁহার
ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রী রোগ পীড়া চিকিৎ
পুস্তক একখণ্ড বিনামূল্যে
।

বার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!
প্রেটেট কম্প বটিকা!!!
ক্ষকাশ, হাপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ
শ, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁতেসা, শ্লেষ
, গলেতের সহিত রক্ত উঠা নতুন ও শুষ্ক কাশী
ও প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অগ্রিম
ডাকমাশুল প্রস্তুত। ১০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির
টাকা, প্যাকিং ব্যবহারের নিয়মের সঙ্গে
। পত্র দ্বারা মূল্য সকলেই নিম্নলিখিত এই
না
কলিকাতা ১৮ নং বহুবাজার
প্রাপ্তব্য।

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্তম্ভন শক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয় বাস্তবিক তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রখরতার প্রমাণ পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের, অল্প দিবসেই প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ধাতুর পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য হয়। প্রমেহ ঘটিত কিছু অঙ্গ থাকিলে ঔষধ সেবা কিন্তু অন্য প্রকার জ্বর সত্ত্বে সেবা নহে। প্রমেহ জন্য ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন। ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুল সহ ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বানারস।

রেজিষ্টারী (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১ দুই টাকা, প্যাকিং ।৵ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অর, শরীরের যে কোন স্থানের ক্ষত বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপুয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা খড়ির ন্যায় সাদা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও পাণ্ডুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অন্ততঃ পুস্তক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ২৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশ
রুগ্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে প
স্তর রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ
ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ
এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে প
ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু
সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও
লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের
স্তাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজা
কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহ
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত ত্রৈমাসিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ ট
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে যেন সোমপ্রকাশ
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি সংখ্যক ৵
আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঁপাতলিপোস্তা কালিদহ যন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং"। ৩১ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৯ সাল। ৬ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮২। ১৯ এ জুন। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

বিজ্ঞাপন

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত। বঙ্গবিজেতা ১৷০, জীবনসন্ধ্যা ১৷০, মাধবী-কঙ্কন ১৷০, জীবন প্রভাত ১৷০ ঐ চারি খণ্ড একত্র, নাম শতবর্ষ অর্থাৎ মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে শিবাজীর মৃত্যু পর্য্যন্ত একশত বৎসরের ঘটনা সম্বন্ধীয় উপন্যাস চতুষ্টয় মূল্য ৩৷৷০ ভারতবর্ষের ইতিহাস মূল্য ৸৷৷০ মাত্র। আমার নিকট প্রাপ্তব্য এতদ্ব্যতীত বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক এবং ডাক্তারি কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, জানাইলে ছাপান তালিকা পাঠান যায়।

যাত্রী শিক্ষাকার ভাং শ্রীহরনাথ মুখোপাধ্যায়ের।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব বলিয়াছেন, "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত যত পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে এইটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়"। কতক পণ্ডিত বলিয়াছেন, "ইহা যেরূপ অল্প, তাহাতে ইহার নাম অল্পকেশরী রাখিলেই ভাল হইত।"

প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১৷০ কমিশন শতকরা ১৫৲। এক ডজনের নীচে কমিশন্ নাই। কলিকাতা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"শিবাক্ষর ঘৃত।"

শরীরস্থ পারা নাশক অব্যর্থ মহৌষধ।

যেমন মহারাজ রঞ্জিত সিংহ "যার মনে আটক তাহারি আটক" এই কথা বলিয়া কতকগুলি পারিষদের সহিত আটক নদী পার হইয়াছিলেন, সেই মত এই পারারোগ গ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেও, যাঁহাদিগের গ্রহ সুপ্রসন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই এই মহৌষদের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া ব্যবহার করিয়াছেন এবং করিতেছেন, এবং তাঁহারাই রঞ্জিতের আটক পার হওয়া সদৃশ এই রোগের কষ্ট এবং সমাজের ঘৃণা হইতে পার পাইয়া স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যাহা নিম্নের আরোগ্য সমাচার পত্রের দ্বারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

এক সপ্তাহ ঔষধের প্রতি শিশির মূল্য ৪ ডাক মাঃ ৸০।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়।

গরাণহাটা কলিকাতা। সারদায়ী পুস্তকালয়।

পারা রোগারোগ্য সমাচার পত্র।

শ্রীযুক্ত কে, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

সারদায়ী পুস্তকালয় গরাণহাটা কলিকাতা।

মহাশয়, আপনার আবিষ্কৃত শিবাক্ষর ঘৃত যে একজন স্বর্ণকারের পুত্রকে ব্যবস্থা মত সেবন করিতে দিয়াছিলাম, সে কতদূর দিবা আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া সংবাদাদি দিতে কোন দরকার বুঝে নাই। বিশেষ তদন্তে জানিলাম সে বিলক্ষণ উপশম পাইয়াছে। এক্ষণে মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে যে আপনি উৎকৃষ্ট ঔষধ বাহির করিয়া ইত্যাদি ইতি। তারিখ ৯ ই জৈষ্ঠ সন ১২৮৯ সা

রায় শ্রীকালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপা

সাবড়া পোষ্ট, জেলা মেদনীপুর

মহাশয়! আপনার প্রেরিত শিবাক্ষর ঘৃত সে রোগীর শরীরে প্রথমত ঘামাচির মত দানা হইয়া শেষে শরীর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, বোধ হয় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মহাশয়ের ঔ প্রত্যক্ষ ও সদ্য ফল দৃষ্টে ঔষধের গুণ এই নগরে সন্নিহিত পল্লীর যাহাতে সর্ব্বসাধারণে অবগত তজ্জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ করি এবং করিব। মহাশয়ের ঔষধের প্রতি আমার শেষ ভক্তি জন্মিয়াছে। ইতি তারিখ ২৭ এ এ সন ১৮৮২ সাল।

শ্রীওসমাদ্দীন উকীল

মুন্সেফী আদালত ঢা

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট

কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো

ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্য কারক গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রং

ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে
ণ্ট কোম্পানির নাম লিখা আছে।
গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্
এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)
সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে-
এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ
ণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া
কন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায়
মিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের
কার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ
ল ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে
য়ে।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।
এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস
ন হয়) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
ত পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন
লে অনায়াসে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়। যক
ার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা
সেবা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য
ক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট কাঁটিয়া বমা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা।	পাকাশয়ের পীড়া।
পীড়াতে দোর্ব্বল্য।	শরীরস্থায় রোগ।

হাঁপানি রোগ।

গ্রিমল্ট কোম্পানির হাঁপানি সিগারেট।
এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, হুপিং
ই, শ্বাসকষ্টপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, শুষ্ককাশ, নিদ্রা
অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

সবমন শিরঃপীড়া এবং শিরঃশূল।
গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)
এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে
ক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ
উদরাময়, আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের
ত বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই
দ্বারা আরোগ্য হয়।

পদ্য মহাভারত।

মূলের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদ্য মহাভারত
শিত হইবে। যদি কেহ মূলের সহিত ঐক্য
দোষ ধরে মূল্য ফেরত দিব। পরিমাণে
ণ্ড ডবল আকারে প্রকাশ হইবে। সকল
র লোকের নিকট হইতে মূল্য ১৷০ সিকা
মাশুল৷৵০ আনা নির্দ্ধারিত হইল। এক অঙ্ক
ক মুদ্রিত হইয়াছে। এক সপ্তাহ মধ্যেই কার্য্য আরম্ভ
হইবে। যিনি গ্রাহক হইবেন তিনি সত্বর মূল্যসহ
আমার নিকট পত্র লিখিলে গ্রাহক হইতে পারিবেন।

দিনাজপুর } শ্রীবিনোদবিহারি রায়।
মুন্সীপাড়া } পদ্য মহাভারত প্রকাশক।

Mrs E D' cruze 99 College Street Cal cutta.

Diplomaid midwife.

Fees to attendance moderate.

Bears high testimonials.

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীমতী ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদেশে যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফী অতি অল্প।

মহীসুর রাজ্যের রেলওয়ের নিমিত্ত ঋণ।

মহীসুরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়া টেণ্ডার গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই টাকার জন্য মহীসুর রাজ্যের সাধারণ রাজস্ব প্রতিভূস্বরূপ থাকিবে। এই টাকায় বাঙ্গালোর হইতে তিপ্টুর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করা হইবে। ইহার দূরত্ব ৮৪ মাইল।

২। এই ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ৫ টাকা। বৎসরে দুই বার অর্থাৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারি ও ১৫ই আগষ্ট সুদ প্রদত্ত হইবে। ২০ বৎসর এইরূপ দেনা পাওনা চলিবে। সুদের টাকা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের সাধারণ ধনাগার, বম্বাইসহরের ব্যাঙ্কসমূহ এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই এবং তাহাদিগের শাখা ধনাগার হইতে দেওয়া যাইবে।

৩। ঋণপত্রের ফারম নিম্নে দেওয়া গেল। ৫০০ অথবা ৫ শতের গুণনীয় টাকার প্রতি ঋণপত্র (Debenture) বাহির করা হইবে।

৪। এই ১০ লক্ষ টাকা ঋণের সমুদায় অথবা আংশিকের টেণ্ডার মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলার ১৮৮২ অব্দের ১লা জুলাই বেলা ১২ প্রহর পর্য্যন্ত বাঙ্গালোরে গ্রহণ করিবেন।

৫। নিম্ন সংযোজিত ফারমে প্রতি টেণ্ডার পাঠাইতে হইবে। যিনি টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে ফারম খামে মুড়িয়া তাহার উপর সীল করিয়া "১৮৮২ সালের মহীসুর রেলওয়ের ঋণের টেণ্ডার" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। আর ঐ টেণ্ডার বাঙ্গালোরে মহীসুর গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রোলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। ১৮৮২ অব্দের ১লা জুলাই বেলা দ্বিপ্র-
হরের সময় মহীসুর গবর্ণমেণ্টের দাওয়ান অপর
লোকের সম্মুখে বাঙ্গালোরে তাঁহার আপীসে ঐ
এই সকল টেণ্ডার খুলিবেন ও প্রথম ন্যূনকল্পের
স্থির করিবেন।

৭। যিনি যত টাকার টেণ্ডার দিবেন, তাঁহা
সেই টেণ্ডারের সঙ্গে সেই টেণ্ডরের দেয় মোট টা
শতকরা ২ টাকা পরিমাণ টাকা জমা দিতে হই
এই টাকা মহীসুরের দাওয়ানের নামে বঙ্গদে
ব্যাঙ্কসমূহে মাদ্রাজ বোম্বাই ও তাহাদিগের
ব্যাঙ্কে অথবা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন ধনা
জমা দিয়া তাহার রসিদ টেণ্ডারের সহিত পাঠা
পারিবেন এবং দাওয়ানের নামে মনি-অর্ডার
কোম্পানির কাগজও পাঠাইতে পারিবেন।

৮। যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক টেণ্ডার
হয়, তাহা হইলে আমানতি টাকা দেয়
আংশিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং টে
দাতাকে তাহার টেণ্ডারের লিখিত অবশিষ্ট
১৮৮২ সালের ১৫ই আগষ্টের মধ্যে মহীসুর
টের যে কোন ধনাগারেই হউক অথবা বম্
বোম্বাই, মাদ্রাজ ও তাহার শাখা ব্যাঙ্কে দাওয়া
নামে জমা দিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে
জমা না দিলে আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে

৯। টেণ্ডারের টাকা প্রাপ্তির অব্যবহিত প
ঋণপত্র বাহির করা হইবে।

১০। টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে টেণ্ডারের স
দত্ত আমানতি টাকা আবেদন করিলেই প্রত্য
করা হইবে।

১১। এক জনের দুই বা ততোধিক টে
হইলে (কম হারে টেণ্ডার দিবার যে কথা
তাহার অপেক্ষা যদি কম হার না হয়) উপরো
হারে ডিপজিট দিবার কথা আছে যদি আবশ্য
সেই হারে প্রতি টেণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

১২। টেণ্ডারের যে হার বলিত হইল, তা
এক আনার ভগ্নাংশ থাকিবে না। যদি কোন টে
এক আনার ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে তাহা ক
দেওয়া হইবে এবং ভগ্নাংশবিহীন বোধে টে
গৃহীত হইবে।

১৩। ভ্রম প্রমাদের পরিহারার্থ প্রত্যেক টেণ্ড
সহিত স্বতন্ত্র আর একটী টেণ্ডার দিতে হইবে
তাহার সহিত পৃথক আমানতও করিতে হইবে।

১৪। মহীসুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব
১০৮০০০০০০ টাকা (এক কোটী ৮ লক্ষ) আয়
থাকে। সকল প্রকার ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে
নিকট হইতে চাহিদানিবারণের নিমিত্ত যে টাকা
গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার পরিশোধের জন্য
দেওয়া হইতেছে, তাহা বাদে ৫ লক্ষ টাকা
থাকে।

১৫। ভারতবর্ষে এই ঋণবিষয়ক যে সকল
াবস্ত করা আবশ্যক হইবে, তাহাতে ষ্টাম্প
গবে না।

স্থরের দাওয়ানের
ালয় বাঙ্গালোর
মে ১৮৮২।

সি, রঙ্গাচার্লু
দাওয়ান।

Form of Tender

I hereby tender for Rupees of
Loan advertised in the Notification of
Dewan of Mysore dated 1st May 1882
agree to pay the same subject to the
ditions notified, at the rate of Rupees
for every Rs. 100 alloted to me.

I enclose on account of the required
osit of 2 per cent on the amount tender-
(*here enter particulars of deposit*) and
age, if my offer is accepted to pay the
ainder of the amount of the loan allo-
to me on or before the 15th August
2, in the manner prescribed in the Noti-
ion. Any allotment made to me may be
mmunicated to the following adress.

Signature.
Full address.

Form of Debenture.

SORE RAILWAY, FIVE PER CENT
LOAN 1882.

Bangalore, 1882.

The Government of His Highness the
ha Raja of Mysore, in consideration of
sum of Rupees received
n
mise to pay to the said
order, the sum of Rupees
nty years after the date hereof, together
h interest at the rate of five per cen-
per annum, payable half yearly on
h February and 15th August.

সোমপ্রকাশ

৬ ই আষাঢ় সোমবার।

রেলগাড়ীর পৌনঃপুনিক দুর্ঘটনা।

পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ের মোকামা, আরা, মোঙ্গল-
ই প্রভৃতি ষ্টেষণের সান্নিধ্যে কয়েকবার গাড়ীর
এক একটী ভয়ঙ্কর ফাঁড়া গিয়াছে। আরোহীর মন্দগামী গাড়ীগুলি কয়েকবার রেলচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল; বিধির শুভদৃষ্টি এই যে, কয়েকবার রেলচ্যুতিতে একজনেরও প্রাণহানি হয় নাই। ভাগ্যে ভাগ্যে সমস্ত আরোহী প্রাণে বাঁচিয়াছে। গ্রহ সুপ্রসন্ন, তাই এ প্রকার আকস্মিক বিপৎপাতে লোক ক্ষয় হইতে পারে নাই, নতুবা এটী সামান্য দুর্ঘটনা নহে। যে এঞ্জিন কোটি উগ্রশ্রবাকে পরাজয় করিয়া ক্ষিপ্র বেগে ছুটিতে থাকে, একবার তাহার পদস্খলন হইলে নিস্তার নাই। অসংখ্য আরোহীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া যায়। পরস্পরের সংঘর্ষে এবং উৎক্ষিপ্যমাণ শকটের আন্দোলনে অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করে।

একবার নয়, এমন দুর্ঘটনা উপর্য্যুপরি কয়েকবার ঘটিল। বাড় হইতে মঙ্গলসরাই পর্য্যন্ত উহার মনোনীত স্থান দেখিতেছি। এই রাস্তাটুকুর মধ্যেই কয়েকবার উল্লিখিত লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়া গেল। স্থলোদর সিকুশোষক ইঞ্জিনিয়ার বাহাদুরেরা কি এতাবৎ কাল নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন? কোন একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেলে তাহার পর কি তাঁহারা তৎকারণানুসন্ধানে ধাবিত হন?—তখন কি ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি ব্যক্ত করিয়া স্বীয় স্বীয় অসাধারণ গুণগরিমার পরিচয় দিয়া থাকেন? ভারতবর্ষের মধ্যে পূর্ব্ব ভারত রেলওয়েই অতি প্রসিদ্ধ, উহার কার্য্যশৃঙ্খলা সর্ব্বত্রই পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাদৃশ রেলওয়ের কর্ম্মচারিদিগের কার্য্য-শৈথিল্যে পুনঃ পুনঃ ঈদৃশ দুর্ঘটনা ঘটে, পাঠক! বলুন দেখি, এ মনের খেদ কাহার নিকট প্রকাশ করি। সুখের বিষয় এই,—এ সময় আমাদের গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কর্ম্মচারিদের সঙ্গে নিদ্রালস্যে অভিভূত হন নাই। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট উভয়েই রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারদিগকে তীব্র ভৎর্সনার পর বিশেষরূপে সতর্ক করিয়াছেন। প্রথমোক্ত গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছেন;—

"আরা সন্নিহিত রাস্তা সম্বন্ধে তৎপ্রদেশীয় মাজিষ্ট্রেট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বিবেচনা করেন, রেলওয়ের একজন বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা এতদ্বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক।"

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ গত ৩ রা মে প্রকাশিত হয়। তৎপরে ২৫ এ মে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ারকে এই অনুমতি করেন,—

"আপনি এবং প্রধান ইঞ্জিনিয়ার আরা হইতে বক্সর পর্য্যন্ত রাস্তা পরিদর্শন করিয়া ১৮৮২ সালের ৪ ঠা এপ্রেল যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তা ৫৭ ধারা দৃষ্টে বুঝিতেছি, এ স্থানের রেল-পথ অ
ক্ষত ও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় ছিল। যে দুর্ঘটনা ঘ
গিয়াছে, তাহাও ঐ মতের সমর্থন করিতেছে।
তদ্বিভাগস্থ ইঞ্জিনিয়ারের বিশেষ অখ্যাতির বি
আমি বলিতেছি, প্রাদেশীয় মাজিষ্ট্রেট এবং
সাহেব যে প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,
ভারতের প্রধানতম রেলওয়ে "পূর্ব্ব ভারত"
ওয়ের পক্ষে অতীব নিন্দার কথা। স্পষ্ট প্রতি
হইতেছে যে, উক্ত স্থানের স্লিপার স্প
খোয়া প্রভৃতি রাস্তার উপাদান বিকৃত হওয়
সে স্থান দিয়া কোন গাড়ী আর দ্রুতবেগে যাতা
করিতে পারে না। আমার ইচ্ছা এই, আ
যেন উক্ত বিভাগের সমস্ত রাস্তা সুচারুরূপে পর্য
করিয়া দেখেন। বিশেষতঃ স্লিপার এবং জোড়
উত্তমরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক। যাবৎ
রাস্তা সংস্কৃত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত উক্ত স্থ
মন্দ পদে গাড়ী চালাইবার নিমিত্ত এজেণ্ট সা
যেন আদেশ প্রদান করেন।"

রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারদিগের পক্ষে এই ভৎর্স
বাদ বিলক্ষণ অখ্যাতির কথা। ইঞ্জিনিয়ারগণ এক
হইয়া উক্ত দুর্ঘটনার এই হেতু নির্দ্দেশ করিতে
যে রৌদ্রের দারুণ সন্তাপে রেল স্ফীত হইয়া উ
যে দিবস প্রথম দুর্ঘটনাটী সংঘটিত হয়, সেই
ছায়াতে ১০৯° তাপ দৃষ্ট হইয়াছিল। রৌদ্রত
রেল ঈদৃশ প্রসারিত হয় যে, ২২ এ এপ্রেল সন্ধ
সময় সিল সাহেব রেল পরীক্ষা করিতে গমন কর
তিনি দেখিলেন, এক জোড়া রেল হইতে
কাটিয়া ফেলিলে পর তবে তাহা গাড়ীর যাইবার
যুক্ত হইল।

২০ এ এপ্রেলের মেল ট্রেণের দুর্ঘটনার
যে সমস্ত ব্যক্তি রেলের অবস্থা পরিদর্শন ক
য়াছেন, সকলেই একমত হইয়া উক্ত কারণে সম
দিয়াছেন। সাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট নোলান সা
বলেন যে, উক্ত রাস্তা অকর্ম্মণ্য হইলেও যথা স
উহার সংস্কার করা হয় নাই।

আমরা দেখিতেছি, যতগুলি মন্তব্য এবং দু
টনার হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোনটী
নূতনত্ব নাই। পূর্ব্বাপর সকলেই জ্ঞাত আছেন
রৌদ্রের উত্তাপে রেল প্রসারিত হইয়া থাকে,
নূতন আবিষ্কিয়া নহে। কি কারণে ইঞ্জিনিয়ার
পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হন নাই? কি নিমিত্ত তাঁ
পূর্ব্বাহ্নে তৎপ্রতিবিধানোপায় করেন নাই? আ
নূতন কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে কাহা
অনুরোধ করিতেছি না; নূতন কোন উপা
কল্পনা করিতে পারেন ভালই, না পারেন

প্রচলিত যে উপায় আছে, কি নিমিত্ত তাহা অবলম্বিত হয় নাই? আমরা মহাপ্রাণ ইউনিয়নের কর্ণধারদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—এ ঘোরতর লোকময় এত ক্ষতি ও প্রমাদ ঘটিতেছে কেন? রেলওয়ে কয়েকবারেই ত বেলুনে চড়িল, আবার গত বৎসর মঙ্গলসহায়ের নিকট প্যাসেঞ্জার ট্রেণ পুনরায় রেল খুলিতে হইয়াছিল। পুরুষপক্ষ বহুকালের এই সমস্ত [illegible] রেল ছিল, রৌদ্রের [illegible] কম হয় নাই, কিন্তু এত ঘটনা ত আমাদের [illegible] নাই, ইহারই বা কারণ কি? [illegible] রেলের [illegible] আরও কিছু [illegible] কারণ বিদ্যমান আছে, ইহা কি সম্ভবপর [illegible] আমাদের অনুমান হইতেছে, উক্ত বিভাগের [illegible] সাহেব স্বীয় কর্তব্যকর্ম প্রতিপালনে [illegible] অমনোযোগী ছিলেন; তিনি সুচারুরূপে [illegible] তত্ত্বাবধান করেন নাই, রেল ও পোয়া [illegible] যথোপযুক্ত উপায় করেন নাই, তজ্জন্যই [illegible] এ প্রকার ঘটনা ঘটিতেছে। আশ্চর্য্য [illegible], ভাগ্যবান মাত্রেরই যতটুকু ভেজ আছে, [illegible] সমস্তই কি আরো হইতে মঙ্গলসরাইয়ের [illegible] রাস্তায় আসিয়া সংকীর্ণ হইয়াছে! [illegible]হাবাদ, কানপুর, দিল্লি প্রভৃতি স্থানে রোদের ত [illegible] সন্তাপ বৃদ্ধি হয়, কই—তত্রত্য স্থানে পুনঃ পুনঃ [illegible] হইতেছে না কেন? অতএব সেই প্রতীতি [illegible]তেছে, তাপকর্তৃক রেলসম্প্রসারণ ভিন্ন এই [illegible] অন্য কোন কারণ আছে, ইঞ্জিনিয়রগণ সংযোগ পূর্ব্বক তাহার প্রতিকার করুন। [illegible] মনুষ্যের প্রাণবিয়োগ হইলে, তাহাদের [illegible]নোদয় হইবে,—এ কোন বিচারের কথা!

মিসর দেশের বর্ত্তমান অবস্থা।

মিসরে পুনর্ব্বার মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয় সমাচারে পাঠক অবগত আছেন। এই গোলযোগ উপলক্ষে ফরাসি এবং ইংলণ্ডের রণপোতও মিসরকূলে উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয় রাজগণ একটী সভা করিয়া [illegible]য়াছেন বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলার দূরীকরণার্থ [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু তুরস্কের সুলতান তৎ [illegible] সম্মত নহেন। তদীয় এতাদৃশী অসম্মতি [illegible]র একটী গুরুতর কারণ আছে। যৎকালে [illegible] তুরস্কের পোরতর সমরানলের একটী [illegible] অল্প অল্প প্রধূমিত হইতেছিল, [illegible] ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্তর্দেশ দিঙ্মণ্ডল ঘুমাবৃত ঘন [illegible] করে নাই; সেই সময় ইউরোপীয় [illegible] নৃপতিগণের প্রতিনিধি বার্লিন [illegible], কত দিন হইয়া সন্ধির অধিবেশন হইল, কত তর্ক বিতর্ক ও কত কথার আন্দোলন হইয়া গেল, কিন্তু সেই সভা সমিতির চরম ফল কোথা আসিয়া দাঁড়াইল? তাঁহারা কি রুশ তুরস্কের তুমুল যুদ্ধব্যাপার নিবারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? সক্ষম হন নাই,—মহাযুদ্ধই ঘটিয়া গেল; দুর্ব্বল তুরস্করাজ্য ধনে প্রাণে মানে একেবারে মারা গেল; এতগুলি বড় বড় রাজপ্রতিনিধি একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আন্তরিক যত্ন করিলে কি সেই বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতে পারিতেন না? অবশ্য পারিতেন,—কিন্তু বিবাদ ভঞ্জনার্থ কেহ বিশেষ যত্নবান্ হন নাই। তবে সভা সমিতির ফল হইল কি? রুষ-তুরস্ক যুদ্ধের অবসানের পর যাঁহার যাহাতে সুবিধা হইল,তুরস্কের ভূভাগগুলি তাঁহারা মনের মত করিয়া বণ্টন করিয়া লইলেন। তুরস্কের এই মাত্র মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছিল, তিনি আপনার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া, যাঁহারা প্রকাণ্ড কুড়িয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক সুন্দর পরিণাম প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের বদনে এক এক খণ্ড নিজ অস্থিমাংস দিয়া শীতল করিলেন! নূতন সভার প্রস্তাব শুনিয়া সুলতানের সেই দিনটী মনে পড়িয়া গেল,—এ আবার সেই পুরাণ প্রস্তাব। মানুষ দেখে শিক্ষা করেন,আর ঠেকে শিক্ষা করেন; সুলতান না কি একবার ঠেকিয়াছেন; তিনি সভা-বিবরণের কথা শ্রবণমাত্র মাথা নাড়িয়া দিলেন। ফরাসি এবং ইংলণ্ডকে স্ব স্ব রণপোত স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া লইয়া যাইবার জন্য সানুনয় নিষ্কপট সদ্ভাবে অনুরোধ করিলেন। মিসরের গোলযোগ তিনি স্বয়ং মিটাইয়া দিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডবাসী এবং ফরাসিগণ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই।

মিসরদেশের সঙ্গে এই দুই প্রবল রাজ্যের একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। য়ুরোপের খাদ্য ফরাসি দিগের খাদ্য, এ দিকে মিসরের ইস্মাইল পাশা চারি কোটী টাকা সহসা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সুয়েজ-খালের অংশ বিক্রয় করিয়াছেন। অতএব মিসরে কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইলে এই দুই রাজ্যেরই সমধিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

এই গেল একটী প্রত্যক্ষ কারণ। এই কারণ দর্শাইয়া প্রত্যক্ষ প্রবল রাজদ্বয় আপনাদের রণপোত মিসরের উপকূলে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তরে একটী দূরবর্ত্তী কারণ আছে। রাজনীতিপ্রাজ্ঞ মহীয়সী বুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল পৃথিবীর দ্বার স্বরূপ। যিনি ঐ স্থান নিজ হস্তগত করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই পৃথিবীর একাধীশ্বর হইয়া উঠিবেন। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজ্যের প্রধান সম্পত্তি। ভারতবর্ষে আসিতে হইলে মিসর কিম্বা তুরস্ক রাজ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যদ্যপি এই দুই রাজ্য অন্য কোন রাজার হস্তগত হইয়া পড়ে, তবে ভারতবর্ষের অধিকার স্বল্প দিনে বিচ্যুত হইবে, এটী যেন ভারতের প্রাক্তন লিখন। অতএব মিসর কিম্বা তুরস্কে আধিপত্য বিস্তার করাই ইংলণ্ডের আন্তরিক ইচ্ছা। উক্ত রাজ্যের দিন দিন প্রকার শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে উহা যে অচিরে প্রবল ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িবে না, আমরা এমন কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না।

সুয়েজখালে ইংরাজের সমধিক আধিপত্য থাকিলে ভারতবর্ষেও ইংরাজাধিপত্য অবিচলিত থাকিবে। আবার সুয়েজখালে ইংরাজাধিপত্যের [illegible] হইলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিবে। তজ্জন্য মিসরের উপকূলে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তার করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ইংলণ্ডের এই মনোরথ শীঘ্র পূর্ণ হইবে না সত্য, এবং ইংলণ্ড একাকী সমস্ত দেশ গ্রাস করিতে পারিবেন না তাহাও আমরা স্বীকার করি; কিন্তু এইরূপে দুই তিনটী বিবাদে মধ্যস্থতা করিতে পাইলে উত্তরকালে মিসর ও তুরস্করাজ্য বিভক্ত হইয়া ইউরোপীয় প্রবল রাজগণের উদরসাৎ হইবে, তাহা যেন কোন সিদ্ধপুরুষ আসিয়া আমাদের কাণে কাণে বলিয়া দিতেছেন।

সেবাষ্টপুলের যুদ্ধে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স একত্র মিলিত হইয়া রুষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কি কারণে তাঁহারা তুরস্কের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ঘোরতর রণমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা কি তুরস্কের বাধার বাধী? তুরস্ক কষ্টগ্রস্ত বা অবমানিত হইলে ইহাঁদের কি হৃদয় বিদীর্ণ হয়? তজ্জন্য কি তাঁহারা রুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? নয়,—আপনাদের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে তুরস্ক আত্মরক্ষার কতক সমর্থ ছিল, ৬৭ পর্য্যন্ত উক্ত নিয়মোদয় তুরস্কের আত্মরক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে তুরস্ক আপনার রক্ষণাবেক্ষণে প্রায় অসমর্থ, অতএব মিসর এবং তুরস্ক ইংলণ্ড ও ফরাসীর স্বহস্তে না থাকিলে আর চলে না। সম্রাট নাপোলিয়ন ক্রমশঃ পূর্ব্বগামী হইতেছেন; এ দিকে ইউরোপের কোন রাজা তাঁহার প্রতিরোধক নাই, সে দিকে প্রায় তাঁহার গতি নিরুদ্ধ হইতেছে না। কিন্তু ইউরোপে রুষের প্রতিযোগী বিস্তর অতএব তুরস্ক কিম্বা মিসর দেশ রুষের হস্তগত হইলেও তিনি একাকী উহা ভোগ করিতে পারি

ব্রিটিশ জাতিও ভারতে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ
বার নিমিত্ত উহাতে অগ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন।
মিসর রাজ্য অনায়াসেই ইংলণ্ডের হস্তগত হইতে
ব। এমন কি, আমাদের বিবেচনা হয়—অৎ-
দ্ধ বিশেষ যুদ্ধ বিগ্রহও না ঘটিতে পারে। কিন্তু
াতে ইংলণ্ডের একটী মহৎ আশঙ্কার কারণ আছে
শ গবর্ণমেণ্ট মিসর রাজ্য অধিকার করিলে
ন্দেশ বোম্বেপশম করা ভার হইয়া উঠিবে।
ল ইংলণ্ডের সাংঘাতিক শত্রু হইয়া পড়িবেন।
পক্ষে ফ্রান্সের সঙ্গে শত্রুতা, অপরপক্ষে ভারত
ইংলণ্ডের ক্ষমতা দৃঢ়ীকরণ, ইহার অনাতর
নটী প্রার্থনীয় হইতে পারে? এ কথার উত্তর
রা কি দিব?—অন্ধ ব্যক্তিই বলিতে পারেন।
নি পা তখানি ভাঙ্গিয়া সরল পথে চলিতে পারেন,
া পা লইয়া বক্রপথে গমন করিতে সমর্থ হন—
র উত্তর অন্ধই জানেন।

এ দিকে সুয়েজখালের অবস্থা দেখুন। মসিয়োঁ
সেপ গভীর বুদ্ধিবলে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া-
লেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উহাতে যে
কার অর্থব্যয় হইতেছে, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র লাভের
াশা নাই। কিন্তু সেকারণ ফরাসিরা যে আপ-
দের অংশ ইংলণ্ডকে বিক্রয় করিবেন, তাহা কদাচ
শ্বাস নহে। বরং ফ্রান্স মিসররাজ্যে স্বীয় আধি-
া বিস্তারপূর্ব্বক আপনার ক্ষতি পরিপূরণার্থ
বান হইবেন। অতএব মিসরের প্রতি সকলেরই
লুপ দৃষ্টি রহিয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হই-
ছে, মিসর রাজ্য কখন এক জনের ভাগ্যে ঘটিবে
।

উত্তরকালে যে যে জাতি মিসরের অধিপতি
উন, উহা দেশ শাসন করিতে তাঁহাদিগকে
ান কষ্ট পাইতে হইবে না। ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
ক্যে বিভক্ত, এখানকার ভাষা, ধর্ম্ম এবং জাতি
প্রকার; সে কারণ ভারতবর্ষ অধীনস্থ করিতে
টিশ গবর্ণমেণ্টকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইয়া
ল। কিন্তু এক্ষণে মিসরের ভাষা, ধর্ম্ম এবং
াতির কোন বিভিন্নতা নাই। নিতান্ত-নিকেতন-
ারী তুচ্ছ খেদিভ বাস্তবিক তাহার রাজা নাই,
স্বার্থী নাই, তথাকার লোক এরূপ অত্যা-
রিত হইয়াছে যে কেহ তাহাদিগকে সুখে রাখিতে
রিলে, তাহারা সাদরে সেই অভ্যাগত রাজাকে
ভ্যর্থনা করিবে।

যৎকালে মিসরদেশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কনষ্টান্টি-
নোপলের শাসনাধীনে ছিল, তখন প্রজাদের উপর
অত্যন্ত পীড়ন হইত। সুলতানের প্রেরিত পাশা
র্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন; কখন রাজ্যে ষড়যন্ত্র
উপস্থিত হইবে, কখন তাঁহাকে পদচ্যুত হইতে হইবে
তাহার স্থিরতা ছিলনা। সুতরাং কেবল অর্থরাশি-
সংগ্রহই তাঁহার শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।
তৎপরে মহম্মদ আলি বিদ্রোহী হইলে, মিসরের
অত্যাচারের অনেক লাঘব হইয়া পড়ে। তৎ-
কাল হইতে মিসর রাজ্যে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত
হইয়া আসিতেছেন, রাজ্যেরও উন্নতি হইতে
আরম্ভ হয়। ক্রমে মিসর দুর্ব্বহ ঋণভারে অবনত
হইয়া পড়ে, পুনর্ব্বার প্রজাপীড়ন আরম্ভ হয়।
খেদিভ স্বয়ং সচ্চরিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি;
কিন্তু তাঁহার সদ্‌গুণ থাকিলে কি হইবে অর্থগৃধ্নুতা
হেতু তাঁহার সকল গুণ বিনষ্ট হইতেছে। অনেক
স্থানে প্রজারা কর প্রদানের নিমিত্ত আপন আপন
ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধিত হয়। এক্ষণে কায়িক
পরিশ্রম ব্যতিরেকে অনেক প্রজার জীবিকা নির্ব্বা-
হের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু মজুরী করিয়াও
দরিদ্র লোকে যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাও কর
দিতে ব্যথিত হইয়া যায়। যিনি এই সমস্ত অত্যা-
চারের নিবারণ করিবেন, প্রজারা আহ্লাদ সহকারে
তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবে।

মিসরে যে প্রকার সামাজিক নিয়ম প্রচলিত
আছে, তাহার অন্যথাচরণ না করিলে কেহই কষ্ট
হইবে না। তথায় সেখ সম্প্রদায় প্রত্যেক পল্লীগ্রামের
অধিনায়ক। এক একটী গ্রামে এক এক জন সেখ
আছেন। প্রজাদের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
কোন সংস্রব নাই; প্রজাদের সঙ্গে সেখদিগেরই
সম্বন্ধ। রাজ্যের এবং সমাজের যত কিছু কার্য্য
সেখেরাই তাহার তত্ত্বাবধান করেন; তাঁহারাই
সর্ব্বে সর্ব্বা, প্রজাগণের একমাত্র নিয়ন্তা। গবর্ণমেণ্ট
সেখদিগের সঙ্গে রাজকার্য্যের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সম্পন্ন
করিয়া থাকেন। কোন নূতন নৃপতি মিসর সিংহা-
সন অধিকৃত করিয়া সেখদিগের মনোরঞ্জন করিতে
পারিলে রাজ্যে কিঞ্চিন্মাত্র গোলযোগ উপস্থিত
হইবে না।

ইস্মাইল পাশা রাজ্যের বিস্তর উন্নতি বিধান
করিয়া যান। তিনি ৮০,০০০০০০ আশী কোটী টাকা
ঋণ করিয়া মিসরের বিলক্ষণ উৎকর্ষসাধন করিয়া-
ছেন। রেলওয়ে নির্ম্মাণ, টেলগ্রাফ স্থাপন; ডাকঘর
ও বিচারালয় প্রতিষ্ঠা, পূর্ত্তবিভাগের উন্নতি প্রভৃতি
নানা প্রকার মঙ্গলকর কার্য্য সমাধান করেন।
মিসর ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িল, এত যে উন্নতি—
তাহা কেবল বিনাশের প্রধানতম কারণ হইয়া
উঠিল। ইস্মাইল পাশা এই ঋণ পরিশোধার্থ যত্নের
ত্রুটি করেন নাই। অবশেষে ইউরোপের পরাক্রান্ত
নৃপতিবর্গ তাঁহাকে সিংহাসনবিচ্যুত করিয়া স্বীয়
পুত্র মহম্মদ তৌফিককে রাজপদে অভিষিক্ত করি-
লেন। ইনি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি। ইস্মাইল পাশা
স্বরাজ্যের যে প্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন,
ক্রমশঃ তাহা বিনষ্ট হইয়া পড়িতেছে। প্রজাগণ
মহম্মদ পাশার নাম শুনিলে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া
উঠে। সুতরাং রাজ্যে রাজার যত দূর ক্ষমতা, তাহা
সহজেই বুঝা যাইতেছে।

এক্ষণে মিসরে দেশহিতৈষী এবং মন্ত্রি সম্প্রদা
এই দুটী সমাজ আছে। আরাবি বে এই সমাজে
কর্ত্তা ও অধিনেতা। সৈনিক বিভাগেরও প্রা
যাবতীয় লোক ইঁহার অনুগত। কিন্তু সম্প্রতি
কতকগুলি সাকেশীয় সৈনিকপুরুষ স্ব স্ব পদে
রিবর প্রস্তাব লই। ঘোর আন্দোলন উপস্থিত ক
এবং তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির তাদৃশ প্রত্যাশা
দেখিয়া তাহারা আরাবি বের প্রাণসংহার করি
উদ্যত হয়। মিসরাধিপতির সঙ্গে আরবি বের আন্তরি
সদ্ভাব নাই, সুতরাং তিনিও এই নির্দ্দয় ও নিষ্ঠু
কার্য্যে সৈনিকদিগকে উত্তেজিত করেন। ইহা
মন্ত্রিসম্প্রদায় এবং দেশহিতৈষি সমাজ বার পর না
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অচিরে পদচ্যুত করি
বদ্ধপরিকর হন। সুতরাং মিসররাজ্যে এক
উভয় সম্প্রদায়ের বিবাদ সংঘর্ষে মহাবিপ্ল
উপস্থিত হইয়াছে। ফরাসি এবং ব্রিটিশ রণপো
মিসরের উপকূলে উপনীত হইয়াছে। এইরূপ প্রস
ইঁহারা নাকি খেদিভের আনুকূল্য করিবেন।
স্থের স্থলতান তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগত হই
বারম্বার অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু সে ধর্ম্মকথা
কে শুনে? আমরা দেখিতেছি, এইরূপে ক্রমে মি
রের এবং তুরস্কের অধঃপতন হইবে—বিধাতা স্ব
গৃহে উভয়ের ললাটে এই পরিণাম এল লিপি
রাখিয়াছেন।

কয় অপরাধীদিগের নির্ব্বাসন।

প্রতি বৎসর প্রায় ১৭ · ১৮ হাজার রুষ অপ
সাইবিরিয়াতে নির্ব্বাসিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে
হাজার লোক যথার্থ অপরাধী, অবশিষ্ট ছয় হা
অপরাধিদিগের আত্মীয় স্বজন। রাজদ্বারে আ
লইয়া তাহারাও বন্ধুগণের অনুগমন করে। ঐ স
অপরাধী কষবাতা হইতে ভলগা নদী দিয়া ক
পিয়ান সাগরে নীত হয়। তথা হইতে পা
তৎপরে ইউরিয়াল নদ দিয়া টিউমেন নামক
আনীত হইয়া থাকে। এই খানে অপরাধিদি
একটী ছাউনী আছে। এই স্থান হইতে
নৌকা যোগে টিউবা ও হটিস নদ দিয়া তাহাদি
অবনদে আনা হয়। তৎপরে তাহারা উ
আসিয়া পঁহুছে। নৌকাগুলিতে অপরাধীদি
ঠাসাঠাসি করিয়া বোঝাই করা হয়, ইজ্জন্য পথি

কই রোগাক্রান্ত এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ।

নির্ব্বাসিতদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ত ১৮৭৮ সালে বেভারেণ্ড হেন্‌রী ল্যাম্সডেল তদঞ্চলে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, অপরা- নির্ব্বাসন স্থানে উপস্থিত হইলে বিক্রিৎ নতা লাভ করে। তাহারা স্বোপার্জ্জিত অর্থ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই- প্রবাদ ছিল, যে ঐ সমস্ত অপরাধী সাইবিরি অধিবাসী পাষদের পদিতে কার্য্য করে। সে ভয়ানক অনিষ্টকর ধাতুর বিষময় বাষ্প অনেকের বিয়োগ হয়। এই জনপ্রবাদ অতি মিথ্যা। তারা স্বর্ণ রোপ্য এবং পার্থিব রত্নাদির আকরে করিয়া থাকে। উক্ত পাদরি বলেন যে, ণ্ডের এবং অন্যান্য স্থানের নির্ব্বাসিতদিগের পকার অবস্থা, কর্ম্মনির্ব্বাসিতদিগের অবস্থা তদ- কোন অংশে ন্যূন নহে। যে সমস্ত অপরাধী গ্রামে গমন করে, তাহাদেরই অত্যন্ত কষ্ট হইয়া কে। উহারা এক দিন হাঁটিয়া থাকে ও এক বিশ্রাম করে, কিন্তু সহস্র সহস্র ক্রোশ হইলে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না, অনেকেরই মৃত্যু ঘটে। সম্প্রতি অধিকাংশ কাসপিয়ান সাগর এবং কৃষ্ণসাগরে প্রেরিত য়া পরে আসিয়া পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সেণ্টপিটর্স- আমুর নদে নীত হয়। ১৮৭৯ সালে একখানি তাহাতে ঠাসাঠাসি করিয়া বিস্তর অপরাধী প্রেরিত ইয়াছিল। সে বারে অনেকেই রোগাক্রান্ত হইয়া হত পায়। এই প্রবাদে রুষদেশীয় অনেকেই ত্তেজিত হইয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক এ সংবাদটী ন্ত অমূলক।

বন্দীরা পরিমাণে দৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে, সুতরাং হাদের নানাপ্রকার কষ্ট হয় পাঠক দেখুন ভাবেরোফের এই ত উন্নতি।—প্রতিবেদন ১৭। ১৮ গার বলবান ও সাহসী লোক স্বদেশ হইতে নির্ব্বা- ন হইতেছে। যে রাজ্যে এতাদৃশ উদ্যমের অভা- ভাব, সে দেশ কখন অন্যের রাজ্য আক্রমণ রিয়া জয় লাভ করিবে, ইহা কখন সম্ভবিতে পারে ! ফরকাতি আসিয়া মহাপরাক্রান্ত ভারতবর্ষ করতল করিবেন, এ গোল কেবল মুণ্ডমালার ঈর্ষ্যাস্ফোটমাত্র। ফরে বলিবেন, গত তুরস্ক সংগ্রামে কি প্রকারে জয়ী হইলেন? রুষের সংখ্যা এরূপ অসারতাবে গত সংগ্রামে বিস্তর ক্ষয় করিয়াছে কেন উদ্যমী হইল? ইহার কটী তাৎপর্য্য আছে। তুরস্ক নিতান্ত হীনবল। আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, মুসলমান জাতি ইকাল ব্যসনাসক্ত, উহারা রাজকার্য্যের প্রতি তাদৃশ যত্ন ও মনঃসংযোগ করেন না। সকলই বিশৃঙ্খলাপন্ন, যুদ্ধের আয়োজন থাকে না, সৈন্য- সামন্তকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হয় না। সুতরাং যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলেই পরাভূত হইতে হয়। এই দোষে ভারতবর্ষ হইতেও মুসলমান- প্রভুত্ব বিচ্যুত হইয়াছে। রুশ তুরস্কের যুদ্ধ দর্শনে রুষের প্রকৃত বল পরীক্ষিত হয় নাই। সিংহ ও শৃগাল শাবকে কখন সমান নহে। আমরা ইংলণ্ডের যে প্রকার প্রতাপ দেখিতেছি, তাহাতে রুষ হইতে কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি রুশিয়ার সম্রাট চৌদ্দখানি বৃহৎ রণতরি প্রস্তুত করাইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে প্রেরণ করিবেন। এ দিকে যতই কেন সমরের আয়োজন হউক না, কিন্তু অদৃষ্টবাদে না মিটিলে রুষের বিক্রম বিস্তীর্ণ হইবে না।

যাবদ্জীবনিক নিয়োগপত্র।

এতাবৎকাল মোক্তার কিম্বা উকীলের হস্তে কোন মকদ্দমার ভার সমর্পণ করিতে হইলে তাঁহাদের নিয়োগের প্রমাণ স্বরূপ মোক্তারনামা কিম্বা ওকালতনামা পত্র লিখিত হইয়া থাকে। এটী এক প্রকার স্বহস্তে দায়িত্ব গ্রহণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা স্বরূপ। মোক্তারনামা এবং ওকালতনামা পত্র লিখিত হইলে মকদ্দমাকারী একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে মোক্তার এবং উকীল মকদ্দমার তত্ত্বাবধান লন, এটী তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে তাঁহারা সর্ব্বাংশে দায়ী হইতে পারেন। কিন্তু ব্যারিষ্টারগণের এপ্রকার দায়িত্ব নাই, সুতরাং তাঁহাদের নিয়োগপত্রও লিখিত হয় না। ব্রিটিশ শাসনাধীনের মধ্যে ভারতবর্ষ, চীন, নিউজিলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানেডা, প্রভৃতি সকল স্থানেই চিরকাল এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আদৌ ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারদিগের নিয়োগ পত্র লিখনের রীতি প্রচলিত নাই; সুতরাং ব্রিটেনের ব্যারিষ্টারগণ যে দেশে গমন করুন না, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সেই স্বদেশচরিত চিরাচরিত প্রথার অনুসরণ করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি মহামান্য গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সভায় শ্রীযুক্ত ষ্টোক্স সাহেব একখানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাহার অন্যতম ধারায় ব্যারিষ্টারদিগেরও নিয়োগপত্র লিখনের প্রথা চলিত করিবার নিমিত্ত তিনি প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে ব্যারিষ্টারগণ হাইকোর্ট, প্রধান কমিশনরের নিকট, রাজস্ব বিভাগের সভ্যগণের নিকট, কালেক্টরদিগের সমীপে, মাজিষ্ট্রেটের আদালতে, ডেপুটি কমিশনরের আদালতে এবং অন্যান্য বিচার- পতির সমীপে কোন মকদ্দমার ভার গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে নিয়োগপত্র দাখিল করিতে হইবে। এই পাণ্ডুলিপি সত্বর বিধিবদ্ধ হইয়া যাইবে, এমন অনুমান হইতেছে।

প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইল সেওয়ানে মাজিষ্ট্রেটের এক জন ব্যারিষ্টারের সঙ্গে কথা হয়। ব্যারিষ্টার বলেন যে, মকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত তাঁহারা নিয়োগপত্র রাখেন না, এবং স্বীয় মত সমর্থনের জন্য কলিকাতার বেথুন সাহেব পোরিত একটী তারের সংবাদও দেখান। করাচির বিচার বিভাগের কমিশনর স্বীকার করেন যে, ফৌজদারী মকদ্দমায় ব্যারিষ্টারদিগের নিয়োগ পত্রের প্রয়োজন নাই।

ব্যারিষ্টারগণ বিনা নিয়োগপত্রে চিরকাল মকদ্দমা চালাইয়া আসিতেছেন, এই রীতিটী এক্ষণে তাঁহাদের সম্মানের চিহ্নস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদৃচ্ছাক্রমে নানা প্রকার অবৈধ আইন বিধিবদ্ধ করেন। অতএব এই নীতি যদি তাঁহারা ব্যবস্থাপিত করিয়া ফেলেন, এতদ্দেশীয় লোকে মস্তাত্মিক বেদনা পাইয়া মৌনভাবে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু ইংরাজ ব্যারিষ্টারগণ নীরব থাকিবেন যে এমন বোধ হয় না, এ ইংলণ্ডে এই নিয়ম কদাচ পরিগৃহীত হইবে না। অশেষে হয় ত দেশীয় এবং বিলাতি ব্যারিষ্টারে ইহা বিশেষ হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ এই অভিনব নীতি প্রচলিত করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না,—গবর্ণমেণ্টের কিছু কিছু ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইবে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপকার দেখি না।

অপরাধীদের পাত্র চরিত্র।

লর্ড ক্যাম্ডেণ্ডিস এবং বার্ক সাহেবের চেষ্টাকে অনুসন্ধায়ী পুলিষ এই তদন্ত লইতে বিলক্ষণ তৎপর হইয়া আছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিতেছেন না। কিংপূর্ব্বে মোজি হইতে বলগার নামক এক ব্যক্তিকে ধৃত করা হইয়াছিল। এই ব্যক্তি আমেরিকায় যাত্রা করিয়া উদ্যত হয়; ধৃত আসামীর এজেহারে গত দুর্ঘটনার কোন সংশ্রব প্রকাশিত হইল না, সে কারণ তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বাহকদিগের আকৃতি প্রকৃতির এইরূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে—এক জনের বয়ঃক্রম অনুমান ৩০ বৎসর, দেহ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, শ্যামল বর্ণ, কেশ গোঁপ ও দাড়ী সম্প্রতি ছেদন করা হইয়াছে, ললাট সংকীর্ণ, নাসিকা টীকল এবং বৃহচ্ছিদ্র বিশিষ্ট, কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত; মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র টুপি

য় ব্যক্তির বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর। কেশ ও
প দাড়ী কটাবর্ণ; অঙ্গের কোট রৌদ্রদগ্ধের
। ঈষৎ ধূসরবর্ণ, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ টুপি। তৃতীয়
ক্রম বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বৎসর; ক্ষুদ্র ও
বর্ণ গোঁপ, দাড়ী নাই; কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র এবং কৃষ্ণবর্ণ
। চতুর্থ ব্যক্তির বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর;
এবং গোঁপ কটাবর্ণ; চিবুকে অল্প দাড়ী, কৃষ্ণ-
বস্ত্র এবং কৃষ্ণবর্ণ টুপি। সকলেই গাড়ীতে উপ
ছিল, সে কারণ তাহাদের দীর্ঘতা নিরূপিত হয়
। গাড়োয়ানের বয়ঃক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর;
মণ্ডল রক্তবর্ণ দাড়ী কর্ত্তনের পর পুনর্ব্বার
অল্প উঠিতেছে, ধূসর বর্ণ কোট এবং কৃষ্ণবর্ণ
টুপি মাথায়। ঘোটক বাদামি বর্ণের। ঐ
কগুলির আকৃতি নাবিকের সদৃশ।

আমরা ঘাতকচতুষ্টয়ের যে প্রকার অবয়বাকৃতির
র বর্ণন করিলাম, পাঠক! দেখুন, ইহাতে—
চোরদিগকে চিনিবার বিশেষ কোন লক্ষণ নাই।
চ্ছদ, কেশ, গোঁপ ও দাড়ী ত অত্যল্প কাল
। পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; এ গুলি নিদর্শন
ধ্যেই পরিগণিত নহে। তদ্ভিন্ন মুখাকৃতি দেখিয়াই
হাদিগকে কে চিনিয়া দিতে সমর্থ হইবেন?
কেহ তাহাদিগকে ক্ষণকাল মাত্র দেখিয়া
ল। এতদবস্থ ঘাতকদিগের পরিচিত কোন
ক্তি তাহাদিগকে ধৃত করিয়া না দিলে, কিম্বা
ছুরাত্মারা স্বয়ং অপরাধ স্বীকার না করিলে এই
মহর্ষণ ব্যাপারের কোন তত্ত্ব হইবার সম্ভাবনা
।

আয়র্লণ্ডের লর্ড লেপ্টেনাণ্ট মহাত্মা আরল
শয়ার এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে,—
।পি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক লর্ড ক্যাভেণ্ডিসের
ং বার্ক সাহেবের ঘাতকদিগকে আশ্রয় দেয়,
বা তাহাদিগের নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করে, তবে
দৃশ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা হইবে।
শারা ঘাতকদিগের সহায়তা করিবে, তিন মাসের
ধ্য যিনি তেমন ব্যক্তির সন্ধান করিয়া দিবেন
হাকে ৫০০ পাউণ্ড পুরস্কার প্রদান করা যাইবে।

১৬ ই মে এইরূপ প্রকাশিত হয় যে, ডবলিন
রের দক্ষিণাংশে ঘাতকদিগের কিঞ্চিদাভাস
ওয়া গিয়াছে। তথায় ঐ দুরাচারচতুষ্টয় গাড়ী
তে অবতীর্ণ হইয়াছিল। উক্ত স্থানে কতকগুলি
ড়ী আছে, তাহাদের লাইসেন্স নাই। অন্যান্য
ড়োয়ানেরা আপনাদের গাড়ীর সংস্কার করিতে
লে ঐ সমস্ত লাইসেন্স-রহিত গাড়ী তাহাদিগকে
ড়া দেওয়া হয়। ঘাতকেরা যে গাড়ীতে আরোহণ
ক এই শোচনীয় ব্যাপার সমাধানার্থ আসিয়া-
ল, তৎস্বামী এইরূপ প্রকাশ করিয়াছে যে, এক
ব্যক্তি তাহার গাড়ী ভাড়া করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু সে ব্যক্তির সঙ্গে তাহার আলাপ নাই। গাড়ীর ভিতরে বসিবার আসন ছিল না, কুত্রাপি রক্তের চিহ্নও দৃষ্ট হয় নাই। এতদ্ভিন্ন অপরাবিদিগের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ছুরিকাঘাতের যে প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎশ্রবণে গিণ্ড সেপার্ড পেজ নামক আমেরিকার এক জন বলিয়াছেন যে,—যে অস্ত্রে লর্ড ক্যাভেণ্ডিসের এবং বার্ক সাহেবের প্রাণ বিনষ্ট করা হইয়াছে আমেরিকায় তাহা পগী ছুরী নামে প্রসিদ্ধ। ঐ ছুরিকার দৈর্ঘ্য ৮ হইতে ১০ ইঞ্চি; ২ ইঞ্চি প্রশস্ত, উহার পাতা ক্রমশ সরু হইয়া আসিয়াছে। উহা অত্যন্ত ভারী। পাতাখানি বাঁটে সমকোণভাবে সংলগ্ন থাকে। মধ্যস্থলে মধ্যমাঙ্গুলির ন্যায় পুরু একটী লৌহপাত আছে। উহার একটী আঘাতেই প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। প্রায় ছয় বৎসর অতীত হইল এই ছুরী প্রথমে নিউইয়র্কে ব্যবহৃত হয়।

সম্প্রতি আমেরিকায় যত জাহাজ যাইতেছে, তাহার সকল আরোহীকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে; কিন্তু প্রকৃত অপরাধী এ পর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই।

দাহ্য তৈল সংক্রান্ত আইন।

এতদ্দেশে এক্ষণে কেরোসিন তৈলের ভূরি ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। এক একটী দোয়াতের মত ল্যাম্প লইয়া বালক বালিকা গৃহিণী সকলেই গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সর্ষপ তৈল যে প্রকার সকলেই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কেরোসিন তৈলও তদ্রূপ সকলেই অসাবধান হইয়া ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহার আনুসঙ্গিক যে কি বিপদ আছে, তাহা অজ পল্লীগ্রামবাসীরা জ্ঞাত নহে। কেরোসিন ও গৈরিক তৈলের কয়েকটী জাতি আছে, তন্মধ্যে কোন কোন তৈল আমেরিকার ও ইংলণ্ডের পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, ৭৩ ডিগ্রির ঊর্দ্ধ তাপাংশ না হইলে উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে না। কিন্তু শীতপ্রধান ইংলণ্ড ও গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষের উষ্ণতার সঙ্গে কখন তুলনা হইতে পারে না। এখানে বায়ুর সন্তাপ অত্যধিক, অতএব ইংলণ্ডে যে তাপাংশে ঐ সমস্ত তৈল প্রজ্বলিত হয় না, এদেশে তদূন তাপাংশে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে এবং তন্নিবন্ধন অনেকের প্রাণহানিও হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া একটী নূতন বিধির ব্যবস্থাপনে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে ষ্টেট সেক্রেটরি মহোদয়েরও বিশেষ অনুরোধ আছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত ইলবার্ট সাহেব এই আইনের পাণ্ডুলিপি গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত আইনটী কোন সংশোধন প্রকাশ হয় নাই। কিরূপ পরিবর্ত্ত করিলে প্রকৃত উপকার সাধিত হইতে পারিবে তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার পর গবর্ণর জেনার শেষ অনুমতি প্রদান করিবেন।

আমরা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতেছি, স্বভাবে বিরুদ্ধে কেহই হস্ত সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইবে না। নূতন বিধি ব্যবস্থাপন দ্বারা স্বভাবের নিয় বিরুদ্ধ কার্য্য হওয়া অসম্ভব। ভারতবর্ষের স্বাভাবি সন্তাপহেতু যে জ্বলা স্বতঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠি তৎপক্ষে আইনের বিরোধে কোন ফল ফলিতে পা না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এ শ্রেণীয় লোক নিতান্ত অজ্ঞ, আপামর সাধারণ সক লেই দাহ্য তৈল আজ কাল ব্যবহার করিতেছেন দোকানীরাও উহার বিশেষ ফল জ্ঞাত নহে। আ এবং অন্যান্য দাহ্য তৈলের আমদানী এককালে রহি করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন দোকানীদের প্রতি এ আদেশ করা হয় যে, তাহারা যেন তৈল বিলক্ষ সাবধানতা সহকারে রক্ষা করে। আর সামা গৃহস্থের ব্যবহার জন্য দোয়াতের মত যে ল্যা প্রচলিত হইয়াছে, আইন দ্বারা তাহা এক কা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। অধিক মূল্যের ল্যা প্রভৃতি উপাদান ক্রয় করিয়া ঐ তৈল ব্যবহ করিতে হইলে সচরাচর সামান্য লোকে আর উ গৃহে রাখিতে পারিবে না। এদিকে উৎকৃষ্ট তৈলে আমদানী করিলে তাহারও মূল্য বৃদ্ধি হইবে, সুতরা দুর্ম্মূল্য হইলে সহসা লোকে তাহা ক্রয় করি পারিবে না। ফলতঃ কোনরূপে উক্ত তৈলে ব্যবহার এ দেশে সংকীর্ণ করিয়া আনাই যুক্তি সঙ্গত, অন্যথা অভীষ্ট সিদ্ধির প্রত্যাশা নিত্ত স্বল্প।

ভারতবর্ষীয় কৃষিকার্য্যের উন্নতি।

সম্প্রতি স্কটলণ্ডের কৃষিবিভাগের রাসায়নি পণ্ডিতেরা হেয়ারলা এবং পর্থ্ টন স্থানে বি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, কৃষিকার্য্যে এক যে শ্রম ও কষ্ট করিতে হয়, বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসা চাষ করিলে তাহার দশভাগের এক ভাগ করিলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফসল জন্মিতে পা এটী কেবল আনুমানিক বাক্য নহে, কৃষকেরা ভূরি পরীক্ষা দ্বারা ইহার ফললাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায় আর কিছুই নহে—সার ও ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা মাত্র। যেমন এ ভাণ্ডারে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন থাকি কোন ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করিয়া অনায়াসে কাজ

ত পারে : শ্রমীর শরীর শ্রম দ্বারা অবসন্ন
পড়িলে, খাদ্যদ্রব্য দ্বারা পুনর্ব্বার তাহার
র পুষ্টি সাধিত হয়। কিন্তু খাদ
শষিত হইলে, শ্রমী আর অবসন্ন হইয়া
, আর তাহার শ্রম করিবার সম্ভাবনা থাকে না।
র পক্ষেও ঠিক তদ্রূপ। ভূমির যে উৎপাদিকা
ক আছে, পুনঃ পুনঃ শস্য উৎপন্ন হইলে তাহার
বশ্যই হ্রাস আসিয়া সার দ্বারা সেই উৎপা-
...করিলে হারাইয়া শস্যোৎ
থাকে না।
...বৈজ্ঞানিক ডাক্তার এইরূপ সার দ্বারা
ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বর্দ্ধিত করিবার উপদেশ
করেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের এমনি
রদৃষ্ট যে, তাহারা তদনুসারে কার্য্য করিতে
র্থ । গরীব গোময় সকল দগ্ধ করিয়া
গে, কাষ্ঠের অভাবে তাহারা সময়েই খুঁটে ব্যব-
র করে। তদ্ভিন্ন যে প্রকারে সার দেওয়া
উচিত, তাহা কৃষকদিগের সম্পূর্ণ ঘটিয়া উঠে না।
প্রথমতঃ কৃষকদিগের অবস্থা কিছু কিছু উন্নত
ওয়া আবশ্যক, তাহারা সকল প্রকার
পায় অবলম্বন করিতে পারিবে। কিন্তু সে হিতকর
পায় কি? কৃষকেরা যাহাতে সহজে কৃষিকার্য্যের
য়োজনের নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে সক্ষম হয়, পূর্ব্বাপে
এ প্রকার যত্ন করা উচিত। তাহাতে সদাশয়
ভর্ণমেণ্ট এবং ভূস্বামিগণ মনোযোগী না হইলে
কদাচ কৃষকের অবস্থা উন্নত হইতে পারিবে না।
ভর্ণমেণ্ট ও ভূস্বামিগণ সর্ব্বাগ্রে প্রজাদিগকে
বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দিউন এবং তদ্দ্বারা যে
প্রকারে সার দিতে হইবে তদনুরূপ উপদেশ
প্রদান করুন। ক্রমে দুই এক জন প্রজা পাইবেন্
হইলে অন্যান্য কৃষক তদ্দৃষ্টে শিক্ষা পাইবে, সুতরাং
তাহারাও সেই পথ অবলম্বন করিবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে
ক্ষমতাশালী বিজ্ঞ ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া ইহার উপ-
দেশ ও উৎসাহ না দিলে, পুস্তকের ও পত্রিকায় সদু-
পদেশ পুস্তকে ও পত্রিকায় থাকিবে, ক্ষেত্রের দুরবস্থা
যেমন ক্ষেত্রেই থাকিয়া যাইবে। হিতবাক্যের
বক্তার অসদ্ভাব নাই, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করি
বার লোক দুর্লভ। কেহ আলস্যপ্রযুক্ত উপদেশ
বাক্যে কর্ণপাত করে না, কেহ শঙ্কাপ্রযুক্ত নূতন
কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না; কেহ উপকার বুঝিলেও
অক্ষমতাপ্রযুক্ত উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে
না। অতএব গবর্ণমেণ্ট এবং ভূস্বামী মনোযোগী
না হইলে কৃষিসংস্কার সম্ভাবনা কোথায়?

মধ্য বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

কতিপয় শিক্ষক স্বাক্ষর করিয়া এতৎসংক্রান্ত যে এক খানি পত্র আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করেন, গত বারে তাহা যথাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধ এই, আমরা এ বিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখি। আমরা তাঁহাদের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম, কিন্তু আমরা শিক্ষকগণকে পরামর্শ দি, তাঁহারা ধৈর্য্যশালী হউন, ক্রমে তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে তাঁহারা উৎসাহ না হইয়া যদি নিরন্তর চেষ্টা করেন, পরিণামে কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই। বোধ হয় এরূপ কথাটী তাঁহাদের অবিদিত নাই, একদা এক জন সেনাপতি একাদশ বার শত্রুর সহিত রণে পরাজিত হইয়া শিবিরে শয়ন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন একটী ঊর্ণনাভ উচ্চ-স্থানে আরোহণ করিতে গিয়া একাদশ বার পতিত হইয়া দ্বাদশবারে কৃতকার্য্য হইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভগ্ন হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। তিনি দৃঢ়বিশ্বাসসহকারে পুনর্ব্বার রণপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন এবং সেই সংগ্রামে জয়ী হইয়া নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করিলেন। শিক্ষকগণ দেখুন, সেনাপতির ধৈর্য্যটী মূল, ঊর্ণনাভ কেবল উপলক্ষ মাত্র। সেইরূপ শিক্ষকগণ অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যসম্পন্ন হইলে পরিণামে সে কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই

আমরা দেখিতেছি, নূতন নিয়মানুসারে বালকদিগের দুটী বিষয়ে উপকার হইয়াছে। প্রথম, কতকগুলি অত্যাবশ্যক বিষয়ের সহিত অল্প আবশ্যক বিষয়ের সংযোগ সমস্যা বিধানের দ্বিতীয় পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট করার ভার উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের রচিত সভার উপর সমর্পণ। দ্বিতীয় আমরা ও আর কোন বিষয়ে হিতকর সংস্কার দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু উপস্থিত স্থলে ইহা পর্য্যাপ্ত বোধ না হওয়াতেই আমরা শুভোদ্দেশে বর্ত্তমান প্রস্তাবে কয়েকটী বিষয়ের প্রস্তাবনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। পুত্রদান ব্যক্তিমাত্রেরই ইহাতে বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে কারণ, অগ্রে তাঁহাদিগের বালকগণের আত্মা সম্পাদন পরে বিদ্যা শিক্ষা। কিন্তু বর্ত্তমান নিয়মানুসারে এ দুইয়ের কোনটী সম্যক ফলোপধায়ী হইতেছে না। শিক্ষকগণ পড়াইতে পারেন, কিন্তু বালকগণের হইয়া পড়িতে পারেন না। তাঁহাদিগের শ্রম সকলই উলুবনে মুক্তা ছড়াইবার ন্যায় ফল প্রসব করে। যাহা জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ধারণার উপযুক্ত, তাহা একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালকের ধারণা করাইয়া দিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বয়ং ভাবগ্রহে সমর্থ না হইলে পঠিত বিষয় পাঠে সুখানুভব হয় না, সুতরাং তাহা পড়িতে ইচ্ছা যায় না, এবং পাঠ করিলেও তাহা অধিক দিন স্মরণ থাকে না। এরূপ পাঠের ফল বালকের অনর্থক ক্লেশ ও শিক্ষকগণের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, এবং অপযশ।

জীবমাত্রেরই নিয়ম এই, কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিবার সময় সহজ কর্ম্ম দিয়া তাহাকে কাজ শিখাইতে হয়, সহজ শক্ত ও কার্য্যোপযোগী হয়, ততই গুরুভার সমর্পিত হয়, এবং তখন তাহারা অনায়াসে তাহা করিতেও সমর্থ হয়। ছাত্রবৃত্তি সম্বন্ধে এই নীতিটী সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, এক জন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকের অপেক্ষা মধ্য শ্রেণীর ইংরাজী অথবা বাঙ্গালা পরীক্ষার্থীকে অধিক বিষয় পড়িতে হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালককে কেবল এক ইংরাজী ভাষাতেই পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু মধ্য ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা এতদুভয় বিষয়েই ব্যুৎপন্ন হইতে হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালককে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা এবং অঙ্ক শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু একটী মাইনর পরীক্ষার্থীকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য এতদুভয়, তদ্ভিন্ন ব্যাকরণ ও রচনা, অনুবাদ, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, পাটীগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত, ও পরিমিতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, এবং রসায়নশাস্ত্র শিক্ষা করিতে হয়। এখন দেখা উচিত প্রবেশিকাপরীক্ষার্থীর বয়ঃক্রম অধিক কি এক মধ্য ইংরাজী পরীক্ষার্থীর বয়ঃক্রম অধিক। এক প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর বয়ঃক্রম যতই কেন অধিক হউক না, পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তিনি বৃত্তি লাভে অধিকারী হইবেন, কিন্তু এক মধ্য ইংরাজী পরীক্ষার্থীর বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ উর্দ্ধ হইলে বৃত্তিলাভে অধিকার নাই। এক পাঠক বিচার করিয়া দেখুন, মাইনর পরীক্ষার্থীদিগকে যাহা শিক্ষা করিতে হয়, অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি উপাধিধারী যুবকদিগকে তাহাই শিক্ষা করিতে হইতেছে। আমাদিগের বোধ হয় এ পুস্তকনিক্ষা প্রথা বালকদিগের শরীরগত অথবা প্রকৃতি অবস্থা দর্শনে হয় নাই। এটী নিয়মগত অ দর্শনেই হইয়া থাকিবে।

এরূপ ব্যবস্থায় বালকদিগের অনর্থক নই, মানসিক কষ্ট ও শারীরিক পীড়া জন্মে। জিজ্ঞাসা করি, স্বাস্থ্যরক্ষা, বিজ্ঞান, পদার্থবি ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি শিক্ষা ফল কি? তাহারা কি উহার কিছু বুঝিতে প না, বুঝিতে পারিলেও তদনুসারে কোন

তে সমর্থ হয়? আর এমন যদি হইত, পরে এই
গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইবে, কাজেই
হইতে তাহার পথ কিঞ্চিৎ সুগম করিবার
এই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা ও নহে।
কি উদ্দেশ্যে যে এ বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে,
তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।
এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বালকদিগের
করিবা ৮ টী বিষয়ের ৭ টী বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা
ব্যবস্থা করিয়া কেবল অল্পমাত্র কাল
ইংরাজী সাহিত্য পড়াইয়া ইংরাজী
ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিবার চেষ্টা ইংরাজ
কভিন্ন দেশীয় বালকে কদাচ সম্ভবে না।
তঃ বর্ত্তমান নিয়ম দ্বারা বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার
রোধ করা হইতেছে মাত্র। এরূপ নিয়ম অব্যা-
থাকিলে নিম্ন শিক্ষার কোন কালেই উন্নতি
বে না। যদি প্রকৃত উপকারের উদ্দেশে এই
ক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে
াইংরাজী পরীক্ষার নিয়মমধ্যে সাহিত্য, ইতিহাস,
গোল ও পাটীগণিত ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়া
উক এবং ক্ষেত্রতত্ত্ব, নীতগণিত ও পরিমিতি এবং
াঙ্গালা সাহিত্য ও ব্যাকরণাদি বাঙ্গালায় শিক্ষা
ওয়া হউক। এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্যরক্ষা, বিজ্ঞান,
র্থবিদ্যা, ধর্ম্মবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়ন শিক্ষা মধ্য-
রাজী ও মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষা হইতে উঠাইয়া
ওয়া হউক। এরূপ করিলে বালকগণ পঠিত
বিষয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে এবং তাহা-
দের শ্রমও অনেকাংশে হ্রাস হইয়া আসিবে এবং
স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক না পড়িলেও তাহারা স্ব স্ব
স্বাস্থ্যরক্ষায় সমর্থ হইবে।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, শিক্ষা-
সংক্রান্ত সভা দেশের শিক্ষা বিষয়ে ও তাহার ফলা-
নুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহারা একবার যদি এই সময়ে
প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর মর্ম্ম করেন, তাহা হইলে
আমাদিগের কথার যাথার্থ্য স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে
পারিবেন।

হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালাদেশে ও উড়িষ্যায় আসিয়া
যেরূপে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহার এক ব্যক্তি
তাহার একটী বোনকে যেরূপ লিখিয়া পাঠাইয়া-
ছেন। নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল। পাঠক দেখুন,
একজন নিজ পরিশ্রম ও চতুরতাবলে কেমন সঙ্গতি-
শালী ও অপর ব্যক্তি নিজ আলস্য ও বুদ্ধি দোষে
কেমন উৎসন্ন যাইতেছে। এই অনেকের শিক্ষাস্থল
হইবে সন্দেহ নাই।

"ভাগলপুরিয়া ও জয়পুরিয়া প্রভৃতি স্বদেশ হইতে
আসিয়া কোন আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে প্রথ-
মতঃ এক মণের এক গাঠরি কাপড় স্কন্ধে ৩০ ৩৫
বাণ্ডিল ছাতি বগলে লইয়া দ্বারে দ্বারে কিছু দিন
বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। পরে সামান্যতঃ একখানি
দোকান খুলিয়া সরকারি আমলা, কেরাণী ও
কিছু সম্ভ্রান্তিপন্ন লোক দেখিয়া এক টাকা মূল্যের
দ্রব্য দশ টাকা মূল্যে ধার দিয়া কারবার আরম্ভ
করে। গ্রাহকেরা কিছু ভড়াইয়া পড়িয়া আদায়ে অক্ষম
হইলে তখন টাকায় আধ আনা ও কোন কোন স্থলে
এক আনা হারে সুদ ধরিয়া খত লিখিয়া লয়।
খতের মিয়াদ গত হইতে না হইতে নালিশ করিয়া
বসে। অভিযুক্ত ব্যক্তির অবস্থা যদি সচ্ছল থাকে,
নালিশের পর সে টাকা শোধ দিয়া দায়ে মুক্ত হয়,
আর যে ব্যক্তি শোধ দিতে না পারে, তাহার উপর
ডিক্রী করিয়া, সে চাকরে হইলে মাহিয়ানা ক্রোক
করে, না হয় কিছু সিয়ারি বা ভদ্রাসন থাকিলে,
তাহা ক্রোক নিলাম করিয়া কিম্বা ওয়ারেণ্ট করিয়া
গ্রেপ্তার করিয়া সে কোন প্রকারে হউক, কড়া গণ্ডা
আদায় করিয়া লয়।

এই প্রকারে কারবার বদ্ধমূল ও অর্থ জমিয়া উঠিলে
তাহার পর রাজারাজড়া ও বড় বড় জমিদার দেখিয়া
হুণ্ডি কারবার আরম্ভ করে। রাজারাজড়া ও জমি-
দারদিগের আমলাগণ ঐ সব ব্যাবসায়ির
প্রায়ই গোমেদা স্বরূপ হইয়া থাকে। প্রভুর অতিবৃষ্টি
বা অনাবৃষ্টি বশতঃ রাজ্যে বা তালুকে অজন্মা হইল,
রাজস্বের টাকা অপ্রতুল পড়িল। পাঁচ হাজার
টাকার প্রয়োজন হইল, আমলারা বলিল, অমুক
মহাজনের নিকট হইতে টাকা লওয়া হউক, পূর্ব্বে
যাহার নিকট হইতে দশ হাজার টাকা আনা হই-
য়াছে, তাহার কথা সে সর্ব্বদা খিট খিট করিতেছে,
আবার তাহার নিকট গেলে সে গরজ বুঝিয়া সুদ ও
মিয়াইখিয়া (কটকাঞ্চলে মিয়াইখিয়া একটী নূতন
কথা) বিষয়ে চাপিয়া ধরিবে, অমুক লোক আজ
কাল অনেককে টাকা দিতেছে, এবং শুনিয়াছি
লোক ও বড় ভাল, আমরা যেখানে হউক টাকা
লইব সুদ দিব তার কি? বলেন ত উহাকে এখানে
ডাকিয়া আনি। প্রভু উত্তর দিলেন, তাই ভাল
সন্ধ্যাতে ফির কথা যাইবে। আমলাদিগের যোগে
এইরূপ পুরাতন মহাজনকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন
মহাজনকে ডাকা হইল।

মহাজন বাটীতে আসিলেন, ঋণগ্রহীতা পাঁচ
হাজার টাকা কত্ত লইবার প্রস্তাব করিয়া সুদ
প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাজন ত
দিবার মানসেই আসিয়াছে, সে কথা শুনিয়া বক্তৃতা
করিতে আরম্ভ করিল "হুজুরকা যেত্তা দরকার
লিখিয়ে, আপকা যেইসা হুকুম হোগা, বন্দা
হাজির হেয়, হুজুর রাজা, জমিদারবন্দা পরদেশী মেহর
বানি হোনেসে বন্দা পঁহুবস্থী হোগা, হুজুরকো
তো সব মালুমহে, বাজ (সুদ) শুরুমে দো দো
রোপেয়া ঔর মিয়াইখিয়া হাজার মে কোড়ি সওয়া
ভি দে আচ্ছা, কোড়ি পচাসভি দে আচ্ছা, ইসমে
হুজুরকা যেইসা মরজি ওই হোগা, উসমে তরফ
কা হে। লেকিন বন্দাসে কুছ কাপড়া ভি তো লেনা
চাইয়ে, আচ্ছা আচ্ছা সড়িয়া বনারসি পোসাক,
টোপি ঔর চিজ বস্তা মজুদ আছে, হুজুর লোগ নহি
লেনে সে ওঁহা কোন লেগা" এই প্রকারে মহাজন
তোষামোদ করিল, অনেকে তোষামোদের প্রিয় না
হইয়াও কি করেন দায়গ্রস্ত, বিশেষতঃ এ নূতন
বলিয়া (টোপ গিলাইবার জন্য) হাজার করা ৫০
টাকা মিয়াইখিয়া লইতে সম্মত হইতেছে, দেখিয়া
স্বীকার করিলেন।

পাঁচ হাজার টাকার আবশ্যকতা স্থলে সাড়ে
ছয় হাজার টাকার খত লেখা হইল, তন্মধ্যে নগদ
পাঁচ হাজার টাকা ও পাঁচশত টাকা মূল্যের বারা-
ণসী কাপড় প্রভৃতিতে আটশত টাকা দেওয়া হইল
বাকি সাত শত টাকার মধ্যে মহাজনের মিয়াইখিয়
হাজারে ৫০ টাকা হিসাবে ২৫০ শত টাকা গিয়া অ
শিষ্ট ৪৫০ টাকা খতের ইষ্টাম্প প্রভৃতি খরচা।
ইত্যাদি।

ইউরোপীয় সমাচার

বার্লিন ১০ ই জুন। প্রিন্স চার্লস পাশা সামরিক ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সুলতানের আদেশ পালন করেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাদিগে প্রশংসা করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১০ ই জুন। রুমলি, এজিয়া, ইউরোপ
কল দল একদেশে সভার অধিবেশনার্থ সুলতানের নিকট এ
গাঁয়ে তার প্রেরণ করিতেছেন।

টিহারাণ ১০ ই জুন। ৪০ হাজার কুর্দ্দোমান আক্রমণ
রুলে। সৈনিক-শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে।

মরক্কো ১০ ই জুন। আমেরিকার পশ্চিমে একজন কুসম
সা অধিকৃতরূপে স্থাপিত হইয়াছে। আর দুইজনকেও
আঘাত করা হয়।

কায়রো ১১ ই জুন। আসা আলেকজান্দ্রিয়ার ভয়ানক
হইয়াছে। মাল্টাবাসিদিগের সহিত সেকেন্দরিয়াসিদিগের
মারামারি হইয়াছিল। এই ঘটনাই ইহার মূল। ইহাতে ২০ জন মাল্ট
হত ও আহত হইয়াছে। ইংরাজ ও ইটালীর কন্সল ভ
আহত হইয়াছেন। এই বিষয়ে ভদ্রলোকেরা ইউরোপীয়দি
আক্রমণ করিয়া কয়েকজনকে হত ও আহত এবং গৃহাদি ভগ্ন
করিয়াছে। ব্রিটিশ কন্সল কুকসন গুরুতর আহত হইয়াছে
মহারাণীর স্তুপাদ নামক লৌহাবৃত সপ্তরির ইঞ্জিনিয়ারকে
করিয়া মারিয়াছে। সৈনিক সাহায্যে দাঙ্গাকারীদিগকে ছো
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আপাততঃ আর গোলযোগ নাই।

বার্লিন ১২ ই জুন। সংবাদ আসিয়াছে সিরিয়ার আ
ডিয়ায় বড়ই গোলযোগ হইয়াছে। মাল্টাবাসী এ

ক অঞ্চলকে অন্যায় করাতে ভয়ানক রাজা উপস্থিত হয়। ৬৭ জন ইউরোপীয় হত ও অনেকে আহত হইয়াছে। মশস্ত্রদেশীয় সেনাগণ গ্রীসের কর্ণেল কনোপে এম, থাঙ্গা- প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছে।

ারদি পাশা ক্রেলাইবের আদেশ পালন করিবেন বলিয়া ন পাশার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ডন ১২ ই জুন। শ্যামিকা বিষয় সম্পর্কীয় আইনের লিপ ১৬৮ জন লোকের অনুকূলে ও ১৩২ জন লোকের কূল মতে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ডন ১৩ ই জুন। ডেলোক কংগ্রেসের মন্ত্রী সিনিবর ম্যাসিন ী চেম্বার্স সভায় বলিয়াছেন, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মিশরে লপ্রণালী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইটালী তাহাতে না করেন।

ডন ১৩ ই জুন। আমেরিকার তুলার চাষের সমাচার প্রঃ।

ডন ই জুন। কমন্স হাউসে অদ্য সন্ধ্যাকালে কল্য নিশ্চের পোলযোগ ঘটিবে বলিয়া ভয় করে- ন করেন. গ্লাডষ্টোন সাহেব আপাতত এ বিষয়ে বাদানুবাদ দিয়া সংক্ষেপে বিটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতির ব্যাখ্যা করেন পলক্ষে তিনি বলিয়াছেন মিশরে যাহার যে স্বত্ব আছে, সেই অবাহত রাখা এবং তাহার প্রতিকূল গ্রহণ করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য: তিনি বলিয়াছেন, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য শ অভিপ্রায়ে তাঁহাদের সহিত কার্য্য করিবেন বলিয়া স্কৃত হইয়াছেন।

রোমো ১৪ ই জুন। আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্ত্তা এই া পত্র প্রচার করিয়াছেন, ফেলাইজ ও লাউস পাসা উপনীত হইয়াছেন এবং শান্তিরক্ষা করিবেন বলিয়া ছেন। সৈন্যের কমল জেনেরাল সমুদ্রতীরে পৌঁছিয়াছেন।

ডন ১৫ ই জুন। টাইমস আলেকজেণ্ড্রিয়া হইতে তাঁহার সংবাদ পাইয়াছেন, ফেলাইজ ও লর্ডিন পাসা ডনকে ১৮০০০ তুরস্ক সেনা মিশরে প্রেরণ করিতে অনুরোধ য়াছেন। সৈন্যগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে।

মশস্ত্র ইউরোপীয়দের অধীনস্থ সমস্ত আর্সেনাল বন্ধ হই- এবং ইউরোপীয় সাধারণে ঐ দেশ হইতে চালয়া হেছে।

রো, ১৩ ই জুন। গতবার যে দাঙ্গা হয় তাহাতে শতেরও অধিক হত হইয়াছে। উহার মধ্যে ৬ জন ক কর্ত্তৃপক্ষ দুই শত দাঙ্গাকারীকে ধৃত করিয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়ায় দুর্গরক্ষি সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া ১২০০০ হইয়াছে।

ডন ১৫ ই জুন সার চার্লস ডাইক কমন্স হাউসে বলি- ছেন যে এডমিরাল কাম্পেটকে আলেকজান্দ্রিয়ায় ফেলা রের সঙ্গে যাইতে বলা হইয়াছে।

ডন ১৬ ই জুন। প্রধানীস্থ যুদ্ধ জাহাজ সমূহকে জিবরা- ণ হইতে পুনঃ দিকে যাইতে বলা হইয়াছে।

ফরাসী, রুসীয়, জার্মাণ ও গ্রীক রণতরি সমূহের প্রতি লেকজান্দ্রিয়ার বন্দর রক্ষা লইয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই জুন। আলেকজেণ্ড্রিয়াতে অত্যন্ত অধিক লোক জন হইয়া. ব্যবসায়ের প্রধান সেক্রেটারি মি. ও ব্রিলিয়ণ্ট সাহেব পাঠ করিতে কমন্স হাউসে তাহা ীকার করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

আশামের জঙ্গল হইতে চন্দ্রী দ্রব্য করিয়া বিক্রয় করাতে ৬৩১০৮ টাকা আয় হইয়াছে।

আহম্মদাবাদের একটী ব্রাহ্মণ সন্তান ইউরোপীয়ের কৃত কয়েকটী চুরাট নিকটে রাখাতে সমাজচ্যুত হইয়াছে।

১০ ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২২৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ভারত জাল বিলাতী গান এদেশীয় সুরে বাঁধিবার জন্য বিলাতে একটী সভা হইয়াছে। এই সভার সভ্যগণ সঙ্গীত শাস্ত্রাধ্যাপক রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে এ বিষয়ে সদ্যুক্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট লামিনি সাহেব কলিকাতা হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। বরণ কোম্পানীর সহিত ইহাঁর কথা বার্ত্তা হইয়াছে। এখন গবর্ণমেণ্ট টাকা দিলেই কার্য্যারম্ভ হয়। এই রেলওয়েটী বর্দ্ধমান কটোয়া রেলওয়ে নামে অভিহিত হইবে, ইহা প্রস্তুত করিতে ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে।

হুগলীর নিকট নূতন সেতু প্রস্তুত করিবার জন্য যে স্থানটী মনোনীত করা হইয়াছিল সে খানে আর তাহা প্রস্তুত হইতেছে না। এই স্থানে সেতু প্রস্তুত হইলে মুসলমানদিগের বহু কালের উপাসনার স্থান মাটা যায়। এই জন্য মুসলমানেরা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সেতুর কার্য্য বন্ধ রাখিতে বলিয়া নূতন স্থান মনোনীত করিবার আদেশ দিয়াছেন। লেস্‌লি সাহেব নূতন নক্সা করিতেছেন।

গত এপ্রেল মাসে ভিয়ানাতে একটী নূতন রকমের প্রদর্শনী হইয়াছিল। ইহাতে মৌমাছি মৌচাক ও মোম দেখান হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টে এখন মকদ্দমার বিচার বড় বিলম্বে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন অর্থী প্রত্যর্থীর অত্যন্ত কষ্ট হয়। বিচারপতির সংখ্যা বরং বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি কার্য্যে কেন যে এত বিলম্ব হয় আমরা তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পাঠক দেখুন ১৮৭৯ অব্দে ২১৫ নম্বর ও ঐ অব্দে ২৫১ নম্বরের দুটী আপীল উক্ত আদালতে রুজু হয়, কিন্তু গত বৃহস্পতিবার তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে। ১৮৮১ অব্দের ২৩ এ মার্চ্চ এই মকদ্দমা শুনা ও সেই উ লক্ষে বাদানুবাদ হয়। তৎপরে গত বৃহস্পতিব তাহার রায় প্রকাশ হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতর বিচারপ ষ্টিস নরিস শনিবার বিলাত হইতে এখা আগমন করিয়াছেন। তিনি অদ্য হইতে কা করিবেন।

এক জন কবির কবিতার শেষ অংশটুকু এ "বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ" আমাদের স্ত্রীলোকে বিদ্যা বিহীন হইয়া যে পশুতুল্য হইয়া আছে তাহা প্রত্যেক সহৃদয় বুদ্ধিমান গৃহস্থ অনুভব কি থাকেন। অতএব যাঁহারা বুঝিয়াছেন, জ্ঞানা শলাকা দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলি করিয়া দিবার চেষ্টা পাওয়া তাঁহাদের যে একান্ত ক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা দেখিয়া আহ্লা হইলাম, বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা, ষ্ট্রীহট্ট হিতৈ সভা, বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা, ফরিদপুর সুহৃৎস পশ্চিম ঢাকা হিতকরী সভার সভ্যগণ গতবর্ষে ত স্কুলের ৫৫০ স্ত্রীলোকের পরীক্ষা করিয়া উৎসাহ করিয়াছেন। ইহাঁদের সভা কলিকাতায় আ কিন্তু ইহাঁরা তন্নিকটস্থ বালিকা ও বয়োহ সম্পন্ন স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ সবিশেষ যত্নবান প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। সভ্যগণ শিক্ষাবিভা ডাইরেক্টরের নিকটেও একখানি আবেদন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে এ বি প্রধান উদ্যোগী হইতে কহিতেছেন। কোন এ নূতন কার্য্য করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইলে তাহা সুসিদ্ধ হয় না সত্য; কিন্তু আমা বিবেচনায় স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে এদেশীয় সুশি ব্যক্তিদিগের প্রধান উদ্যোগী হওয়াই কর্ত্তব্য। গ মেণ্ট সহকারী হউন। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উদ্যো হইয়া এদেশীয়দিগের যে উচ্চ শিক্ষার সমস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে আর এ সময়ে অ বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। তখন সকলেই প্রায় অজ্ঞ তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার কেহ অবগত ছিলেন না। সে সময়ে যদি গবর্ণ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া স্বয়ং সর্ব্ব বিষয়ের গ্রহণ না করিতেন, আজও ভারত সেই অবস্থায় পতিত হইয়া থাকিত; কিন্তু এখন সে দিন নাই। এখন ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখনও যদি আমাদিগকে মেণ্টের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়, হইলে আর আমাদিগের কি হইল? গবর্ণ আমাদিগকে সকল বিষয়েই স্বভার-বহনক্ষম ক তুলিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের ভার ত্যাগ করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত

হইলে ত চিরকাল আমাদিগকে অক্ষম ও অপদার্থ হইয়া থাকিতে হইবে। ভার বহন না করিলে স্কন্ধ শক্ত হয় না। "ভারী" বলিয়াও খ্যাতি লাভ করিতে পারা যায় না। শিক্ষিতগণের এ বিষয়টীরও বিবেচনা কর্ত্তব্য, আমরা গবর্ণমেণ্টের উপরে যত ভারক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিব, সে ভার নিতান্ত গুরুতর হইয়া আমাদের স্কন্ধেই প্রতিক্ষিপ্ত হইবে। গবর্ণমেণ্ট হংগণ্ড হইতে টাকা আনিয়া আমাদিগকে দিবেন না। "মাছের তেলেই মাছ ভাজিবেন।" তাঁহাদের টাকার অপব্যয় হইলেই আমাদিগকে ট্যাক্স প্রভৃতির ক্লেশকর ভার বহন করিতে হইবে। অতএব আমাদের মতে স্ত্রীশিক্ষার্থিদিগের কেবল শ্রমভাবনার ; ব্যয়ভারও প্রধানতঃ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

এক ব্যক্তি ইংলণ্ডের এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বালকদিগকে কত বয়সে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত। ডাক্তার উত্তর করিলেন, সন্তানের ভূমিষ্ঠ হইবার বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে মাতাকে উত্তম রূপে শিক্ষা দেওয়া উচিত। পাঠক! প্রশ্নকর্ত্তা কেমন সদুত্তর পাইলেন, বুঝিলেন ত? স্ত্রীশিক্ষাতে কেমন আবশ্যক।

জেনেরল বুথ একটী "সালভেসন আর্ম্মি" প্রস্তুত করিয়াছেন। মদ্যপাননিবারণই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহার এমনি বক্তৃতাশক্তি যে প্রাইডন নগরে ছয় সপ্তাহ বক্তৃতা করিতে না করিতে ১২০০০ লোক [illegible] বক্তৃতায় মোহিত হইয়া সুরা স্পর্শ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং সালভেসন আর্ম্মির বিশেষ চিহ্ন দেহে ধারণ করিয়াছেন।

শিমলাও ক্রমে নিম্ন বঙ্গের মাথা হইয়া উঠিল [illegible] দুই প্রায় তথায় লাগিয়া রহিয়াছে। সোমবার হইতে তথায় নাকে [illegible] দুষ্ট হইতেছে।

অমৃতবাজার বলেন:—আমেরিকার অন্তর্গত ইলিনোইস নামক স্থানে ডোভড নাডারো নামে একটী [illegible] আগমন করিয়াছে। এ ব্যক্তি একটী অদ্ভুত দ্রষ্টব্য পদার্থ মধ্যে [illegible] ছিল। এ এরূপ স্থূলকায় ছিল, যে ইহার শরীরের ভার ১১ মণ ১০ সের। ইহার বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে একবার ওজন হয়, তাহাতে ৯ মণ ১২ সের হয়। পিটস বর্গের প্রদর্শনীতে ইহাকে একবার উপস্থিত করা হইয়াছিল। এই সময়ে মিস ক্লিওনিং নামে এক ষোড়শী রমণী ইহার পাণিগ্রহণার্থিনী হয়; কিন্তু তাহার মাতা পিতা এই বিবাহের প্রতিবাদী হওয়াতে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পায় না। দেহের স্থূলতা হ্রাস করিবার নিমিত্ত নির্জ্জনবাস, অনাহার প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও কোন ফলোদয় হয় নাই। অবশেষে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলে ৭ জন বলিষ্ঠ ব্যক্তিতে উহাকে চাঁদপাড়ায় লইয়া যায় এবং তথায় প্রাণত্যাগ করে। মৃত্যু হইলে ১১ মণ ২৭॥ সের ওজন হয়।

গত সপ্তাহের ইউরোপীয় সমাচারে আমরা ইটালীর প্রসিদ্ধ বীর গারিবল্ডির মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিয়াছি। বিশেষ জীবনী প্রকাশ না হওয়াতে আমরা বিস্তারিত কিছুই লিখি নাই, অদ্যিও তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশিত হয় নাই, তাই আমরা তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিতে পারিলাম না। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য ও অধ্যবসায়ে জগৎ মোহিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহাকে কখন চক্ষে দেখি নাই, তাঁহার কার্য্যকলাপের দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় নাই, কিন্তু তথাপি আমাদিগের—শুদ্ধ আমাদিগের কেন ভূমণ্ডলের সকল লোকের যে কেহ তাঁহার নাম শুনিয়াছেন সেই ব্যক্তি এই মহাত্মার মৃত্যুতে যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমেরিকার একখানি সংবাদপত্র বলেন, রেভারেণ্ড জন গ্রের স্ত্রী রেলওয়ে দ্বারা স্থানান্তরে যাত্রাকালে স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত নিরূপিত প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার না পাওয়াতে তত্রত্য সদরণ রেলওয়ে কোম্পানির নামে মানহানির নালিশ করিয়া ১০০০ টাকার ডিক্রী করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কর্ত্তাদিগকে এইরূপে কিছু শিক্ষা দিতে পারিলে ভাল হয়। এখানে স্ত্রীলোকের জন্য নিরূপিত গাড়ি পূর্ণ হইলে প্রায়ই পুরুষের গাড়িতে অনেক ভদ্রবংশীয় অসূর্য্যম্পশ্যা ললনাকে আরোহণ করিতে হয়। বাস্তবিক ইহা যে অত্যন্ত অন্যায় ও কষ্টকর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার বলেন, সুরাটের অধিবাসিদিগের মধ্যে ১৬০০০ লোকে মদ্যপান করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে ১৪০০ স্ত্রীলোক। নিম্ন শ্রেণীর ১৫০০০ লোকে মদ্যপান করে, ইহার মধ্যে ৪০০০ স্ত্রীলোক। ব্রোচের উচ্চ শ্রেণীর ৮০০ হিন্দু পানাসক্ত। ইহার মধ্যে ৩০০০ স্ত্রীলোক নিম্ন শ্রেণীর ১৫০০ লোক মাতাল, তাহার মধ্যে ৪০০০ স্ত্রীলোক। বরদার ২৪০০০ ভদ্র লোকে মদ্যপায়ী। ইহার মধ্যে ৯০০০ স্ত্রীলোক। নিম্ন শ্রেণীর ১০০০০ লোক মাতাল। আহমদাবাদের ভদ্রবংশোদ্ভূত ১১০০০ মদ্যপায়ী। তন্মধ্যে ২২০০ স্ত্রী। নিম্ন শ্রেণীর ১৬০০০ লোক মদ্যপান করিয়া থাকে।

কলিকাতার কতকগুলি ধূর্ত্ত লোক বোর্ডেট ক্রিউট, ওয়াইভারণ প্রভৃতি কল্পিত নাম গ্রহণ করিয়া কমিশন লইয়া লোকের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দিব বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করে এবং বিস্তর লোককে এইরূপে ঠকায় সম্প্রতি এই প্রতারকদিগের একজন ধৃত হইয়াছে। অবশিষ্টগুলির অনুসন্ধান করা হইতেছে।

কলিকাতার দুই জন জাহাজী গোরা গঙ্গাস্নানগামী স্ত্রীলোকদিগকে মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিত। সম্প্রতি তাহারা ধৃত হইয়া দুই মাস করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। দণ্ড লঘু হইয়াছে, এরূপ দুর্দ্দান্তের গুরুতর শাসন হওয়া কর্ত্তব্য।

আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কের বিস্তর লোকে গুলি খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি রাজশাসন ব্যতীত ইহার নিবারণ সম্ভাবনা নাই। এই বার শুনিতে আমেরিকা উৎসন্নে যান।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০২ হইতে ১০২৵০

৪৷৹ " ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১৷৵০

৪৷৹ " ১,৭১ (১৮৯৭) ১০৮৶০ "

৪৷৹ ১৮৭২ (১৮৯২) ১০৮৶০ "

মলুকচাঁদ চৌকিদার নামক এক ব্যক্তি হত্যাপরাধে নদীয়ার জজ ডিকেন্স সাহেবের বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ব্যক্তি পূর্ব্বাপর নিজ নির্দ্দোষিতার বিষয় সমভাবে বলিয়া আসিয়াছে। বিচারে স্থির হয়, মলুক তাহার শত্রুপক্ষীয় লোকদিগকে বিপদগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে নিজ কন্যাকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু সে এ কথা অস্বীকার করে, তথাপি তাহার প্রতি এই নিদারুণ আদেশ হইলে সে অতি ক্ষুব্ধচিত্তে আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পায়, এই ঘটনায় কয়েকটী ভদ্র লোকের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া হাইকোর্টে উহার আপীল করেন। দয়ালু ব্যক্তিদিগের শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত হন। জষ্টিস উইলসন ও জষ্টিস মাকফারসান সাহেবের বিচারে এ ব্যক্তি নির্দ্দোষী স্থির হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা পুনর্ব্বিচারের জন্য মকদ্দমা জজ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

মধ্য আমেরিকার কাষ্টারিকা প্রদেশটী ভূমিকম্পে পূর্ণীপত হইয়াছে এবং বিস্তর আগ্নেয় গিরি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

গ্লাসগো হইতে আটাবান নামক যে জাহাজ বেঙ্গলে উপস্থিত হইয়াছে সমুদ্রের ভীষণ ঝড়ে তাহার ৪ জন লোক ডেকের উপর হইতে ভাসিয়া গিয়াছে। বঙ্গোপসাগরে ভয়ানক ঝড় হইবার সম্ভাবনা।

জনরব উঠিয়াছে কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস গার্থ সাহেব ৩ মাস ছুটী লইলে অন্যান্য জজ জষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র তৎপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। এটী অতি সুসংবাদ সন্দেহ নাই। জষ্টি

ত্রের বিচারে অধুনা সকলেই সন্তুষ্ট। আর চাই-
াটে এক্ষণে যাঁহারা জজ আছেন, মিত্র সক-
া অপেক্ষা পুরাতন। সুতরাং এই পদে তাঁহারই
য়া। গবর্ণমেণ্ট যদি উহাতে পক্ষপাতশূন্য হন, তাহা-
ল নিতান্ত অবিচার করা হইবে। আমরা আশা-
া জনরব সত্যে পরিণত হইবে।

আগামী ১ লা জুলাই হইতে আমেরিকার সহিত
ত্তবর্ষের মণিঅর্ডার আদান প্রদান চলিবে।
াতে মণিঅর্ডার পাঠাইতে যে খরচ পড়ে, উহাতে
াই পড়িবে।

ষ্টিকানাট চারাইলে করেন্সি নোটের ন্যায় গবর্ণ-
তাহার মূল্য দিবেন।

গোয়ালিয়রের কাগজের কল ঘাসে কাগজ
ত হইতেছে। ইহা দিবা কার্য্যোপযোগী হইয়াছে,
বিদেশে কাগজ পাঠাইবার খরচা ও গিরিডি
ত করিয়া আনাইয়া কল চালাইবার খরচা অধিক
াতে কাগজের মূল্য হ্রাস হইতেছে না, নতুবা
রা অতি অল্প মূল্যে এই কাগজ ক্রয় করিতে
তাম।

এপ্রেল মাসের শেষে বার্লিন হইতে চাল টন-
র্যন্ত তাড়িতবেগে রেলের গাড়ি চালান হইয়া-
। কিন্তু ইহার দুটি মহৎ বিঘ্ন আছে। এক, গাড়ি
ার সময়ে ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, দ্বিতীয়, অধিকক্ষণ
তে থাকিলে শরীরস্থ স্নায়ুসকলে প্রদাহ জন্মে।
দুই দোষের সংশোধন হইলে রেল গাড়ি চালান
সুখকর ও অল্পব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিবে।

১৮৮০ অব্দে ইউনাইটেড ষ্টেটে ৪০৪৯ জন জলমগ্ন
প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৩২৭৭ জন
ও ৭৭০ স্ত্রীলোক।

লাহাবাদ দলিপ সিং অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন রাজো-
পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছেন।

৪ পরগণার জজ গ্রাণ্ট সাহেব সে দিন ক্রোধ-
ন্ধ হইয়া সব জজ বাবু নফরচন্দ্র ভট্টকে কতক-
কটুকথা বলেন। এ নিমিত্ত তাঁহার যথোচিত
ও হইয়াছে। সাহেব এক্ষণে নিজের দোষ
তে পারিয়া নফর বাবুকে ডাকিয়া স্বদোষ স্বীকার
য়া তাঁহার সান্ত্বনা করিয়াছেন। নিজের দোষ
তে পারিয়া তাহা স্বীকার করা মহতের কাজ।
ট সাহেবের স্বাভাবিক মহত্ত্ব আছে সন্দেহ নাই।
আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, হাইকোর্টের প্রধান
ধিপতি মিত্র শ্রেণীর বর্ত্তমান ওকালতী পরীক্ষা
আর দুই বৎসর অব্যাহত রাখিবার আদেশ
াছেন।

আলিপুরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্র্যাট্ সাহে
ব চৈকিৎসা চলিতেছে। তাঁহার একটু
ি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

মকদ্দমা বাবদে ষ্টাম্প বিক্রয়ে গবর্ণমেণ্টের এবার
প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকা আয় হইবে, অনুমান করা
হইয়াছে।

গত বর্ষে বাঙ্গালাদেশের পাগ্‌লা গারদ সমূহে সমু-
দায়ে ২১৩ জন পাগল প্রবেশ করে। কিন্তু তৎপূর্ব্ব
বর্ষের লইয়া গত বর্ষে মোট ১০১৫ জন পাগল কারা-
রুদ্ধ ছিল। ইহার মধ্যে মলঙ্গার বাতুলালয়ে ২৯৩,
ঢাকায় ২১৭, পাটনায় ১৬০, কটকে ৪৩ ও বহরমপুরে
২০২ জন। গত বৎসর ৯ জন আরোগ্যলাভ করিয়াছে
ও ৮৪ জন পীড়াতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই
পাগল দিগের নিমিত্ত গতবর্ষে ৪১৭১৫ টাকা ব্যয়
হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের আত্মীয়ের নিকট
হইতে ১৯৭৭ এবং তাহাদিগের প্রস্তুত করা দ্রব্যাদি
বিক্রয়ে ৭৫১১ টাকা আয় হয়।

আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি
সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্ন চাঙ্গড়িপোতা
হরি সভায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া সাধা
রণের বিশেষ সন্তোষ সাধন করিয়া গিয়াছেন।
তাঁহারা উপদেশ দ্বারা অনেকের মন পরিবর্ত্ত হই-
য়াছে। সদুপদেষ্টা দ্বারা এই সকল উপকার হইয়া
থাকে।

আগামী ৭ ই আগষ্ট সোমবার বেলা ১০ ঘটিকার
সময়ে আগরা আজমীর, আহম্মদাবাদ, এলাহাবাদ
আলবার, আসেরাম, আমরাওতী, আবটা, ইন্দোর,
জব্বলপুর, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, মৌ, মুলতান, আবু
পাহাড়, মিরাট, নাগপুর, নিমচ, রাওলপিণ্ডী, রেঙ্গুন,
সৈয়দপুর, বিলং ও সিমলায় পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের কর্ম্ম-
চারীদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থীগণকে
৩১ শে জুলাইয়ের মধ্যে স্ব স্ব আবেদন প্রেরণ করিতে
হইবে, যাঁহারা আকাউণ্টাণ্টের পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা
করেন তাঁহারাও এই সময়ের মধ্যে আবেদন
করিবেন।

সংশোধিনী বলেন, তামাকের পত্র হইতে
তৈলের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নির্গত করা যাইতে
পারে, ইহা তামাকের সার পদার্থ। ইহার ১।১
ফোটা বিড়ালের শিরায় দিলে কয়েক মিনিটের
মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। যাহারা তামাক খান, তাঁহা-
দের শোণিতের মধ্যেও এই পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে
প্রবিষ্ট হইয়া যে স্বাস্থ্যহানি করে, তাহাতে সন্দেহ
নাই।

এম, ডি, আবাডি নামক এক ব্যক্তি পারিসের
ভৌগোলিক সভায় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, পঙ্কের
ধূম গ্রহণ করিলে ম্যালেরিয়া-পীড়িত ব্যক্তির পীড়া
ক্রমে আরোগ্য হয়। যাহা হউক, পরীক্ষা করিয়া
দেখা উচিত।

ভার্জ্জিনিয়ার বাতুলালয়ে একজন কাফ্রি পাগ-
লের মৃত্যু হইয়াছে। উহার মস্তকটী বড় থাক
মৃত্যুর পরে উহার মস্তিষ্কের পরিমাণ করা হয়। উ
ওজনে দুই সের তিন ছটাক হইয়াছে। অলিভ
ক্রমওয়েলের মস্তক ব্যতীত এত অধিক মস্তিষ্ক কা
তেও লক্ষিত হয় নাই।

দরিদ্র লোক দায়গ্রস্ত হইয়া ঋণ গ্রহণে ইচ্ছ
হইলে তাহাকে অল্প সুদে অথবা ন্যায্য সুদে ঋণ দ
করা কর্ত্তব্য। শিক্ষিত লোকেরা কোথায় এই অ
নিবারণ করিবেন না তাঁহারাই ইহার উত্তরসা
হইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছেন, দেখি
মিরার অতি আক্ষেপ করিয়াছেন।

পচা চর্ম্মে জামেকা রম প্রস্তুত হইয়া থাকে
আমেরিকা অঞ্চলে লোকের জুতা অকর্ম্মণ্য হই
গেলে চর্ম্মকারেরা তাহা সংগ্রহ করে এবং তাহি
যাহা বিক্রয় করিতে পারে তাহা বিক্রয় করিয়া অ
শিষ্ট এই মদ্য প্রস্তুতকারীদিগকে বিক্রয় করে
ইহারা ঐ সকল জুতার পচা চর্ম্ম পরিষ্কার করি
স্পিরিটে সিদ্ধ করে, এবং কয়েক সপ্তাহ তদ্ধা
রাখিয়া দেয়। তৎপরে গন্ধদ্রব্য, চিনি ও স্পি
দিয়া এই রম প্রস্তুত করে।

সার্জ্জন জে, হিউম বিসূচিকা রোগের একটী উ
কৃষ্ট ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। তিনি বলে
উক্ত পীড়ায় দেশে আক্রান্ত হইলে সাধারণ
২ গ্রেণ কর্পূরের সহিত ৩ গ্রেণ চিনি মিশ্রিত করি
বটিকা পাকাইয়া প্রাতে একটী ও সন্ধ্যাকালে এক
খাইলে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভা
অল্প থাকে। আর উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগ
ঐরূপ বটিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এক এক ফে
অহিফেন মিশ্রিত করিয়া প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর
একটী বটিকা খাওয়াইলে রোগী নিঃশেষে আরো
লাভ করে।

পঞ্জাবের দুই জন দেশীয় ব্যবসায়ী গবর্ণমেণ্
নিকট হইতে ৪০লোটের টিকা লইতেছেন। ত
যাঁহার এই নোটের প্রয়োজন হইবে, হাঁদি
নিকট হইতে তাঁহাকে উহা ক্রয় করিতে হইবে
ইঁহারা অন্যূনতঃ ৩ লক্ষ টাকার নোট ক্রয় করিবে

১৮৮০ অব্দে বঙ্গদেশের শৈল সমূহ হইতে ক
ম্বীর প্রস্তুত করা দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ৪১৩৪৯৫ টা
আয় হইয়াছে।

গবর্ণর জেনেরল আদেশ দিয়াছেন অতঃ
প্রেসিডেন্সি কমিশনর ও জেলার মাজিষ্ট্রে
৫ টাকা লাইসেন্স লইয়া বন্দুক বারুদ প্রভৃতির অ
দানী করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন, তবে যাঁ
আপনাদিগের শরীর রক্ষার্থ বারুদ ও অস্ত্র
আনাইবেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে অপেক্ষা
অল্প লাইসেন্স লওয়া হইবে।

কলিকাতায় একটী বিদ্বজ্জন সভা হইবে। এই
র কেবল ২৪ টী মাত্র গ্রন্থকর্ত্তা সভ্য হইবেন,
ভিন্ন ৫০ জন অবৈতনিক সভ্য থাকিবেন।
বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা মৎস্য ধরিবার একটী
র উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। একটী গোলা-
কাচের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোক রাখিয়া
র অর্দ্ধাংশ জলে মগ্ন রাখিবার নিমিত্ত নিম্নে
টী ভারী দ্রব্য এরূপে বাঁধিয়া দিতে হয়
ঐ আলোকাধারটী ইচ্ছামত ঘুরাণ ফিরাণ
তে পারে। এইরূপে একখানি নৌকার
র পার্শ্বে দুই জনে বসিয়া এই আলোক নাড়িলে
ীয় মৎস্য ইহার আকর্ষণী শক্তিতে নিকটে
সে এবং অপর লোকে জালের দ্বারা অনায়াসে
ত পারে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, ময়ূরভঞ্জের
রাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করি
ছেন।

বেহার হেরাল্ড বলেন চম্পারণের অন্তর্গত বেরা
ক কুঠির তত্ত্বাবধায়ক জন গেল সাহেব একজন
রাপীয় কর্ম্মচারীকে তিরস্কার করিয়া কর্ম্মচ্যুত
তে সাহেব দুরদৃষ্টগ্রস্ত হইয়া ক্ষোভে জলে ডুবিয়া
ত্যাগ করিয়াছেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভা এ দেশের শিক্ষা বিষয়ে
ব ব্রাহ্ম সমাজের কি মত জানিতে চাহিয়াছেন।
নবীনচন্দ্র রায় সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ
া হণ্টর সাহেবের নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত
বেন।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্নর সার জন্ড
খেল সাহেব গত ১৫ ই মের টাইমস পত্রে
টী প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতবর্ষের নামে আয়রলণ্ডে
দ্বারা দুষ্কৃতদিগের অত্যাচার নিবারণের পরা-
দেওয়াতে গবর্ণমেণ্ট এতুপায় অবলম্বন করি-
ছেন।

দেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন,
কাতা প্রেসিডেন্সি জেলে পুলিষ যে পাহারা
থাকে, অতঃপর তাহাদিগের পদ খালী হইলে
র সৈনিকদিগকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া
ক শ্রেণী হইতে তাহাদিগের নাম কাটিয়া
া হইবে।

আমরা অতি দুঃখ সহকারে প্রকাশ করিতেছি,
কাতা ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের অনারর অধ্যা
তামিজ খাঁ বাহাদুর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্নর ও লাইটনার
বের যত্নে ওরিএণ্টা লোকদিগের ইংরাজী শিক্ষার
বন্ধ হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু ব্যবস্থা-
সভায় এতদ্বিষয়ক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হওয়াতে
গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে এত
দ্বিষয়ে লোকের মতগ্রহণ করিতেছেন। কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়েরও মতগ্রহণ করা হইবে, এই সকল
কারণে আগামী শীতকাল ব্যতীত ইতিমধ্যে এই
আইন বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। শনি ছাড়ি
য়াছে, এখন কাজ হইলেও হইতে পারে।

চার্লস পি, মিসল নামক একজন ব্রাহ্মণ সম্প্রতি
বোম্বাইয়ের জুম্মা মসীদে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত
হইয়াছেন। ইহার নাম এক্ষণে আবদুল্লা হইয়াছে।

ইংলিসম্যান সংবাদ পাইয়াছেন খন্দ নামক
জাতি বিদ্রোহী হওয়াতে তাহাদিগের পার্শ্বস্থ পল্লী
সমূহের লোকেরা তাহাদিগের সহিত যোগদান
করিয়াছে। বেরি, কণ্যাল স্মিথ ও সাণ্ডিলাণ্ড
সাহেব অনেকগুলি লোককে ধৃত করিয়া ফাঁসী
দিয়াছেন, কিন্তু তথাপি লোকেরা ভীত হইতেছে
না। উহাদিগের দেশে সেনানিবেশ করাতেই
উহারা প্রোৎসাহিত হইয়াছে, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট
এক্ষণে ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি উক্ত
সেনানিবেশ উঠাইয়া দিবার বিষয়ে চিন্তা করিতে-
ছেন। পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে অন-
র্থক এ দুর্ঘটনা ঘটিত না।

এম, মণ্টিথ পদত্যাগ করাতে এক, আর হগ
ভারতবর্ষীয় ডাকঘর সমূহের ডাইরেক্টার জেনারল,
এবং এচ, ই, এম জেম্‌স বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার
জেনেরলের পদে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

হাকিম আবদুল কাযেম নামক এক ব্যক্তি কেডা
হইতে ৪ টী বালিকা ক্রয় করিয়া আনাতে বোম্বা-
ইয়ে ধৃত হইয়াছে। বিচারকালে সে বলিয়াছে
তুরস্কের রাজসংসারের আদেশক্রমে এই কার্য্য
করা হইয়াছে।

ডাক্তার ডি, বিচার্ড সর্প বিষের ঔষধ বাহির
করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি বলেন সর্প
দষ্ট ব্যক্তির পক্ষে Liquor Potassoeus ব্যবহার
ও ক্ষত স্থানে permangenate of potash দিলে
বিশেষ উপকার দর্শে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

প্রতিনিধি কমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডি, ডি, এলেন বারবাঙ্গের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, ডেবের
১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা
হইলেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ক
পদ মুখোপাধ্যায় রাজসাহীর সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

আসকারির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কলিকাতার কালেক্টার
এম, ওডরিক ১ লা জুলাই অবধি ৩ মাস বিদায়
হইলেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার
দুর্গাদাস চৌধুরী ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা
হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবারের ডেপুটী মাজি
ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরিমোহন সেন ১৮৭০ অব্দে
আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ক
বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস পুরীর সদর ষ্টেসনে বদলী হই

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রামনা
বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসাহীর সদর ষ্টেসনে পদ প্রাপ্ত হইলেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বি
গের সেক্রেটারি অনরেবল জোরেস এ কক্‌রেল রেবিনিউ বো
প্রতিনিধি সভ্য পদ প্রাপ্ত হওয়াতে প্রেসিডেন্সি কমিশনর পি
সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির পদ এবং পুলি
ইনেস্পেক্টার জেনেরল মনরো সাহেব প্রেসিডেন্সি কমি
এবং ২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডি,
লরেন্স সাহেব পুলিসের ইনেস্পেক্টর জেনারল ও ২৪ পর
মণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, ডবলু পল মাজি
ও কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার
প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ ধারানুসারে সরাসরি
কারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাবড়ার অন্তর্গত চাতরার মুন্সেফ মুন্সি হরিচরণ
লোহারডাঙ্গায় বদলী হইলেন।

মেদিনীপুরের সাব্‌অর্ডিনেট জজ বাবু সুরেন্দ্র
বসু বঙ্কিম সেনের সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

পুরীর অন্তর্গত বালুর মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপ
রঙ্গপুর সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

হিজলির অস্থায়ী হাজিপুরের মুন্সেফ বাবু গোপীনাথ
(ইনি ছুটি লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছেন) কলিকার
হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত শিয়ালদহের প্রতিনিধি সব জজ
বলরাম মল্লিক স্থায়ীরূপে জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

ভাগলপুর।

আজ কাল ভাগলপুরের বিলক্ষণ উন্নতি
য়াছে ও হইতেছে বলিতে হইবে। ইহার
স্থানে আর্য্য সন্তানগণ আর্য্যাবস্থা ক্ষণ ও প্রচা
সভায় বসিয়া মনের আনন্দে সকলে মিলিত

ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে ছন ও
ধা মধ্যে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন। আর্য্য
কেরা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার দ্বারা সৎপরামর্শ
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আপন আপন চরিত্রের
কর্ষ সাধনে যত্নবান হইতেছেন। কোন স্থানে
যোষী সঙ্গ হইলেই ব্রাহ্ম মন্দিরে বসিয়া
মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিয়া থাকেন। এক দিকে
ক বিদ্যালয়ে বালক ও যুবকেরা সংগীত শিক্ষায়
আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, অন্য দিকে বাব-
যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয়, সেই জন্য
ন মহাশয়েরা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কোন
যাহাতে শিক্ষা-বিভাগের উৎকর্ষ সাধন হয়,
বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতে
, তজ্জন্য অনেকেই যত্নবান। এ দিকে মিউনি-
ল কমিশনর মহাশয়েরা যাহাতে কলের কালের
সংগৃহীত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র কলের কার্য্য আরম্ভ
তাহা করিতেছেন। ওদিকে ভাগলপুরে
ধর্ষিক হইতে বন্দী পর্য্যন্ত যাহাতে ট্রামওয়ে
শীঘ্র চলিতে পারে, অনেক বিলম্বিত প্রকারে
। করিতে ঔদাসীন্য করিতেছেন না। এরূপ
ল দিকেই উন্নতির চিহ্ন। এইরূপ যখন সকল
ন করিতে আরম্ভ করিবে, তখন কি সুখের
স হইবে

আর্য্যধর্ম্মরক্ষিণী ও প্রচারিণী সভার দিন দিন
তি হইতেছে দেখিয়া অনেকে যথার্থই সুখী
ওছেন। ইতিমধ্যে রামপুরহাট "ভবিষ্যদ্ধ
ায়িনী" ও চটার "আর্য্যধর্ম্মরক্ষিণী" সভার
ত ইহার ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছে, পাকা গৃহ
ণের জন্যও অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। আমরা
দিন সাঁওতাল পরগণাস্থ দেওঘরের সন্নিকটবর্ত্তী
হিণীর রাণী ইহাতে ৫০০ শত টাকা দান করিয়া-
ন এ সংবাদ প্রদান করিয়াছে। তাঁহার নাম
বীকুমারী। আবার এখানকার খ্যাতনামা
ীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়
নি ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের ব্রাহ্মমন্দির নির্ম্মাণ
ধরের জন্য সর্ব্বাগ্রে অর্থ ও ভূমিদান করিয়াছিলেন)
সভার গৃহনির্ম্মাণার্থে ২০০ শত টাকা দান করিয়া
ন। আর্য্যসন্তান হইয়া আর্য্যধর্ম্মের পুনরুন্নতির
া তিনি যে এই সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য
নি হিন্দুস্থানগণের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ
য়াছেন। আপাততঃ বর্ষাকাল উপস্থিত হই-
ছে বলিয়া পাকা-গৃহ নির্ম্মাণ হইল না, অনুমানিক
০। ৩২৫ টাকা ব্যয়ে একটী খোলার গৃহ
ম্মাণ হইতেছে। পরে খোলা ভাঙ্গিয়া পাকা
া হইবে। পাকা যতদিন না হইতেছে বলিতে
ত ততদিন পর্য্যন্ত সন্দেহ দূর হইবে না।

এই আর্য্যসভায় এক্ষণে নিয়মিতরূপে মনু-
সংহিতা ও ভাগবতাদি পাঠ হইয়া থাকে। বেদের
স্তোত্র ও গায়ত্রাদির জন্য তৈলঙ্গদেশীয় কয়েকজন
পণ্ডিত ঠিকায় নিযুক্ত হইয়াছেন। গৃহনির্ম্মাণ
হইলে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্থায়িরূপে নিযুক্ত
হইবেন। আমাদের মতে সংস্কৃতের শিক্ষা যাহাতে
হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। সংস্কৃত বিদ্যা না হইলে
আর্য্যধর্ম্মের উদারতা ও গৌরব অবগত হইবার
কোন উপায় নাই।

গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত এক
দিনের জন্যও বিন্দুমাত্র বারিপাত না হওয়ায় আমরা
মহাশঙ্কিত হইয়া সে সংবাদ সোমপ্রকাশে প্রকাশ
করায় আমাদের কোন বন্ধু কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন;
কিন্তু এ বৎসর সে সময়ে আর সেরূপ হয় নাই।
যদিও বৈশাখ মাস এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের অনেক দিন
পর্য্যন্ত জল হয় নাই সত্য; কিন্তু এক্ষণে পর্জ্জন্য-
দেব দয়া হইয়াছে। জল হইতেছে, ঘোর ঘন
ঘটায় নভ ডাকিতেছে, বিদ্যুৎ চঞ্চলা যুবতী রমণীর
ন্যায় পশ্চিম অঙ্কে ছুটাছুটি করিতেছে; পবনের তাহা
সহ্য হইতেছে না, সে মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বদিক হইতে
আসিয়া মেঘ দূর করিয়া দিতেছে। ভেক "মকো
মকো" রবে ডাকিতেছে। এই সকল দেখিয়া
শুনিয়া আর মেঘ প্রচুর বর্ষণ না করিয়া
থাকিতে পারিল না। করিল বটে, কিন্তু কয়েক
দিবস পূর্ব্বে হইলেই সকল পক্ষেই উপকার
হইতে পারিত। যে ভূট্টা এখানকার সাধারণ অধি-
বাসিগণের ৮। ৫ মাসের খাদ্য, তাহা বৈশাখ মাসে
রোপন করিবার প্রকৃত সময়। কিন্তু সেভাবে
অনেকে রোপণ করিতে পারে নাই। এক্ষণে অস-
ময়ে করিতেছে। স্বাস্থ্যসম্বন্ধেও বলিতে গে ল
অবশ্য বলিতে হইবে, সময়ে বারি বর্ষণ হইলে বিস
চিকা ও বসন্তে অনেকে হয় ত অকালে কালগ্রাসে
পতিত হইত না।

সম্প্রতি পাইটপৈঁতিতে দুটী ব্যাঘ্র মারা পড়ি-
য়াছে। একটী রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে অন্য বাঘা-
রের নিকটে এক পানের বরজে প্রবেশ করিয়াছিল।
প্রথমটি প্রকাণ্ড, লম্বে ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি। দ্বিতীয়টি
৭ ফুট ৮ ইঞ্চি। পাহাড়িয়ারা প্রথমে বিষাক্ত তীর
মারে, তৎপরে পৈঁতির নীলকুঠির কলি সাহেব
গুলি মারিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন। যখন গুলি
মারেন, তখন নিকটে এই দেশীয় এক ব্যক্তি তাড়ী
পান করিয়া ব্যাঘ্র মারিতে দণ্ডায়মান ছিল! ব্যাঘ্র
গুলি খাইয়া তাহাকে এমন আঘাত করিয়াছিল যে,
কাতালগ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাইয়া তাহার
মৃত্যু হইয়াছে। এক জন পাহাড়িয়াকে আঘাত করি
য়াছিল; কিন্তু সে রক্ষা পাইয়াছে। এতদিন
বাঘের ভয় ছিল না, এক্ষণে এ ভয়ও উপ
হইল।

বাজার দর মন্দ নহে। ১০৫ সিক্কার ওজনে
১৷৷৵০ আনা করিয়া ও কলাই ১৶০—।০ অ
করিয়া মণ বিক্রীত হইতেছে। যে বাজারে কল
যের এত মাহাত্ম্য, সে বাজারে আমরা যে আ
বলশালী হইয়া, দুর্ব্বল বাঙ্গালি নাম ঘুচে প্রে
করিতে পারিব, এ আশা দুরাশা মাত্র। বুটের
ও মর্য্যাদা অবগত হইতে আমাদের আজিও
বিলম্ব আছে।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গত হইয়াছে। নূতন
আগত। অতএব আমরা বিনয় সহকা
গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে
যাঁহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের মূ
দিয়াছেন, তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত হ
য়াছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২
সালের দেয় মূল্য দান করেন, এই আ
দের অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রব
কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবও
হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সম
মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন কি
দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে নিবেদনের গো
যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু
মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কা
পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রী
উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলি
ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সে
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাই

যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব মফঃস্বলস্থ মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে বাধিত হইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ অষ্টম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন, নিবাত কবচ (পদ্য), দেবগণের মর্ত্যে আগমন, কলির দোষ ও সোম কলঙ্ক, মনুসংহিতা, সংশয়-আক্ষেপ (পদ্য), কবি (পদ্য), সাংবাদিকদর্পণ এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই ৫ ফর্ম্মা কাগজে ৫ ফর্ম্মা দাল বাঙ্গালা মুদ্রিত। ইহার মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। গ্রাহকমহোদয়গণ সোনাপুর ডাকঘরে মনিঅর্ডার কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নামে কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবিবর শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট বিজয় মহাকাব্য।

এক বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাসুল /০।

যোগমায়া-বিয়োগান্ত উপন্যাস। মূল্য এক টাকা।

জীবন সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ৵০।

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

ও সোমপ্রকাশের সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ১০৵০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ মিত্রজির গলি, বড়বাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, সুগন্ধিদ্রব্য, কালী, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার গীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, কাসার প্লেট, মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

পাইকপাড়া নর্সরি।

সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব।

দাসত্বের যাতনা মনে করিয়া স্বাধীন কৃষিতে প্রবৃত্ত হও।

দেশীয় কৃষির উন্নতি ও বিদেশীয় নানাপ্রকার লাভজনক কৃষিকার্য্য দেশমধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য কৃষিতত্ত্ব পত্রাকারে প্রচারিত হইতেছে। তিন খণ্ড কৃষিতত্ত্ব সমাপ্ত হইয়াছে। ৪র্থ খণ্ড অতি মনোহর নূতন প্রকার ফুল ফল ও সবজির প্রোক্সমূর্ত্তি সহিত মুদ্রিত হইতেছে। যাবতীয় কলম করিবার সহজ উপায় ছবির দ্বারা দেখান হইবে এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় মাসুল ৩৷৵০ প্রথম হইতে তিন খণ্ড কৃষিতত্ত্ব পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া প্রত্যেক খণ্ড ১৷০ পাঁচ সিকা মূল্যে আমাদের আফিসে, কলিকাতা পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরিতে, চিনেবাজার পদ্মচন্দ্র নাগের দোকানে এবং সিমুলিয়া বাঁড়ুয্যে কোং দোকানে বিক্রয় হইতেছে—পাইকপাড়া নর্সরিতে যাঁহার যে কোন ফল ফুলের কলম ইত্যাদির আবশ্যক হইবে আমার নিকট পত্র ও মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন, গাছের মূল্যের তালিকা আবশ্যক হইলে এক আনার ষ্টাম্প পাঠাইতে হইবে। বীজাদি ও কৃষিতত্ত্বের গ্রাহক হইলে বার্ষিক ১৫ টাকা অগ্রিম দিতে হয়।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গক্ষেত্রে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০০। টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ৷৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর বাধাকমল যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, দন্ত নড়া, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। ১ কৌটা ৷০ আনা প্যাকিং /০।

পাদার পুক—ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটিত রোগাদির শান্তি করতঃ রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর পুষ্ট করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০। পাদার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি ক্ষত এবং বেদনাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুরক্ষণ" ১ম ও ২য় ভাগ। মেডমাসে মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের

...পযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার ...রণচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

...সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ...ন থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২২ বৎসরের ...শিতার ফল স্বরূপ মালেরিয়া জ্বর, শিরঃ পীড়া, ...রোগের পীড়া ঋতুতে আরোগ্য ও প্রসব, ...ভৃতি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া দাম্পত্যকে বিশেষ উপ-...করিতেছেন।

...কোরথ, মাংস-কোরথ, ও মজ্জাশলা / বা ...রোগ প্রভৃতির অন্য চিকিৎসা রোগীর গৃহে ...া করেন।

...প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার ...ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎ... পুস্তক একত্র বাঁধাম ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া ...।

...বার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট ঔষধ বটিকা!!!

...ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ ...শ, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, স্বর-..., গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক কাশী ...প্রভৃতির অব্যর্থকারক ঔষধ এই। অগ্রিম ...গাঠডায় প্রস্তুত। ৩২টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির ...১ টাকা, প্যাকিং ।৵, মাশুলাদি ঔষধের মূল্যে ...ওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিঃসঙ্কোচে এই ...ধ সেবন করিতে পারেন। মোদার জন্য আলাহি-...ক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চোরবাগান ...ড টিকেশন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

—:০:—

...গাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

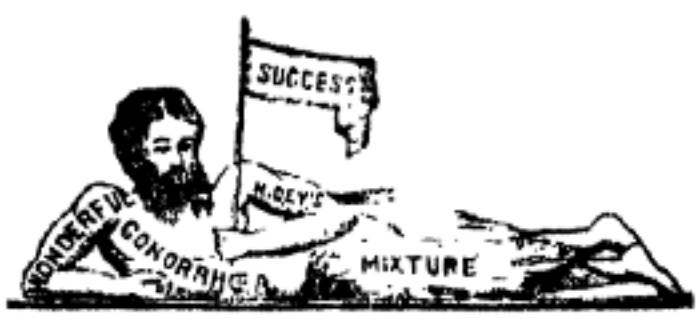
...প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে ...ন ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্তম্ভন ...ক ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয় বাস্তবিক তিন ...সেবেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রখরতার প্রমাণ ...করা যায়, উনরোগময় ও অজীর্ণের, অল্প দিবসেই ...কার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ...ক্ষুধা পীড়া ও রোগ পনর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য ...। প্রমেহ ঘটিত কিছু অধিক থাকিলে ঔষধ সেব-...ন্য প্রকার অন্য সঙ্গে সেবা নহে। প্রমেহের ...ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন।

ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুল সহ ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।

দশাশ্বমেধ বানারস।

রেজিষ্টারী (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা, প্যাকিং।০ আনা।

এই মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সকলপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, শুক্রদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অন্য, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সম্পূর্ণ ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা প্রভৃতি নানা রোগ, চক্ষুর ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও যাতনা প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না, কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এ অনুরোধ।

শক্তি সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা, প্যাকিং।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারদদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ফোঁড় এবং শরীরে যে কোন কারণবশতঃ ক্ষত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষাস্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা বারভাব করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কফলিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের বার স্থানি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নি... লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ... প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র শীল—চুচুড়া

" " গিরিশচন্দ্র চৌধুরী—মণ্ডু

" " কাদম্বিনীমোহন সেন—পাঁচদোনা

" " সনয়াবিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দিনাজপুর

" " অন্নদাচরণ কাস্তগিরি—বহুবাজার

" " কেদারনাথ দত্ত—চোরবাগান

" " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল—জোড়াসাঁকো

" " নলিনীগোপাল চট্টোপাধ্যায়—চকোর...

" মুন্সি মহম্মদ করিমুল্লা সাহেব—বোম্বা...

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১৮ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ ট... অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অস... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন... নোট, চিঠি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইত্যাদি অন... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য অনার অধিক মূ... টাকার প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফি... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

ঃ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর হইতে চাঙ্গড়িপোতা কয়দম যন্ত্রে শ্রীকেদার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। | প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" | ৩২ সংখ্যা

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত
াকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ১৩ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮২। ২৬ এ জুন।

অগ্রিম বার্ষিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে
মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা গ্রাহ

বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি এক প্রকার রুমালের আমদানী হই-
; তাহার উপর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
ঙ্গি নোটের ছাপা আছে। উক্ত রুমাল হইতে
কল নোট কাটিয়া লইয়া পাতলা কাগজের উপর
ইয়া কেহ কেহ তাহা প্রকৃত নোট বলিয়া চালা-
ছে। পুলিষের প্রতি আদেশ হইয়াছে যে ঐরূপ
ঘনা করিবার উপায় সাধারণের গোচর করিয়া
ান করিয়া দেন এবং যাহাতে এইরূপ প্রতারণা
লিতে পারে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হন।

রিচার্ড জর্জ্জ
রেজিষ্ট্রার
বেঙ্গল পুলিষ।

চক্ষুরোগের উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

ইহা চক্ষে দিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা বোধ হয় না
স্নিগ্ধতা ও শান্তি বোধ হয়। এই মহৌষধ
ারে, চক্ষুজ্বালা, চক্ষুউঠা, চক্ষুশূল, অধিমাংস,
চক্ষুর পার্শ্বস্ফোট, রাত্রান্ধতা, তিমির, উদ্ধক
শিরঃপীড়াজনিত দৃষ্টের স্বল্পতা, চক্ষের জলস্রাব,
াদি চক্ষের বহুতর রোগের নিশ্চয় আশু প্রতি-
হয়। এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে চক্ষে দিলে চক্ষু-
ার কোন রোগ থাকে না। ৮ বৎসর যাবৎ ইহা
র করা হইতেছে এবং ইহার দ্বারা অনেক হতাশ
রোগী দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন এবং শত শত
ংসা পত্র দিয়াছেন।

এক শিশির মূল্য প্যাকিং খরচা সহিত ২৷৷০
প্রয়োজন পত্র সহিত মনিঅর্ডর পাঠাইলে অবি-
লম্বে ঔষধ পাঠান যায়, ডাক মাসুল ফি শিশি।০
গ্রাহককে দিতে হয়।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাঙ্গালিটোলা বানারস।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

"আর্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত"

এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য দর্শনে বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন.। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমতি অনুসারে ইহা তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৷০, গ্রন্থকারীদিগের প্রতি ১৲। শতাধিক অগ্রিম গ্রাহক হইয়াছেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এরূপ গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত। স্বাক্ষরকারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

ইসলামপুর
পোষ্ট গোরাস
জেলা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত।
কায়স্থবান্ধব।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরীর

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত। বঙ্গবিজেতা ১৷০, জীবনসন্ধ্যা ১৷০, মাধবী-কঙ্কণ ১৷০, জীবন প্রভাত ১৷০, ঐ চারি খণ্ড একত্র, নাম শতবর্ষ অর্থাৎ মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে শিবজীর মৃত্যু পর্য্যন্ত একশত বৎসরের ঘটনা সম্বন্ধীয় উপন্যাস চতুষ্টয় মূল্য ৩৷৷০, ভারতবর্ষের ইতিহাস মূল্য ৸৷৷০ মাত্র। আমার নিকট প্রাপ্তব্য এতদ্ব্যতীত বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক এবং ডাক্তারি কবিরাজী ও

পরগণে মহম্মদ সাহির অন্তঃপাতী জেলা যশো
রের মোজলকে মৌজে গোপালপুর, নওদাপাড়
পরেতপুর, ওয়াড়িয়া, দাদপুর ও জেলা নদীয়ার অ
র্গত নিজ গোপালপুর ও ঘুনগোয়ানিতে আমাদিগে
জমিদারী ও কালেক্টরি বন্দোবস্তে ব্রহ্মোত্তর দেবোত্ত
ও মৌরসী জমাই ইত্যাদি যে কোন স্বত্ব আছে,তাহা
লোতদার প্রজাগণ ও পত্তনিদার ও ইজারদার
দিগকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা যাইতেছে যে, বর্ত্তমা
সনের সুরু হইতে আমাদিগের মোহর দস্তখত চে
দাখিলা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের দাখিলা
আমানত লইলে তাহা অগ্রাহ্য ও বাতিল ও
মঞ্জুর হইবে। ইতি সন ১২৮৯। ১ লা আষাঢ়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী
ও শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী
সাং গোপালপুর
জেলা নদীয়া।

ধাত্রী শিক্ষাকার ডাঃ শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহে
বলিয়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য
যত প্রোটেণ্ট মেডিসিন বাহির হইয়াছে, সব চে
এইটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়"। জনৈ
পণ্ডিত বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ অমৃত, তাহা
ইহার নাম অমৃতেশ্বরী রাখিলেই ভাল হইত।"

প্রতি ১২ ড্রাম শিশির মূল্য ১৷০, কমিশন শতক
১৫। এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। ক
কাতা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট আমার নিকট পা
যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"শিবাক্ষয় ঘৃত।"

শরীরস্থ পারা নাশক অব্যর্থ মহৌষধ।

যমন মহাত্মা রণজিৎ সিংহ যার মনে আটক রি আটক এই কথা বলিয়া কতকগুলি পারি- সহিত আটক নদী পার হইয়াছিলেন, সেই এই পারারোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেও, যাঁহা- র গ্রহ সুপ্রসন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই এই মহৌ- প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া ব্যবহার করিয়াছেন এবং তেছেন, এবং তাঁহারাই রক্ষিতের আটক পার র সদৃশ এই রোগের কষ্ট এবং সমাজের ঘৃণা ত পার পাইয়া স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছেন এবং তেছেন। যাহা নিম্নের আরোগ্য সমাচার পত্রের সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

সপ্তাহ ঔষধের প্রতি শিশির মূল্য ৪ ডাক মাঃ ৸০।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়।

গরাণহাটা কলিকাতা। সারদাশ্রী পুস্তকালয়।

পারারোগারোগ্য সমাচার পত্র।

শ্রীযুক্ত কে, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

সারদাশ্রী পুস্তকালয় গরাণহাটা কলিকাতা।

মহাশয়, আপনার আবিষ্কৃত শিবাক্ষয় ঘৃত যে জন স্বর্ণকারের পুত্রকে ব্যবস্থামত সেবন করিতে রিতেছিলাম, সে কৃপায় দিব্য আরোগ্য হইয়াছে য়া সংবাদাদি দিতে কোন দরকার বুঝে নাই। শেষ তদন্তে জানিলাম সে বিলক্ষণ উপশম পাই- ছে। এক্ষণে মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া যাই- তেছে যে আপনি উৎকৃষ্ট ঔষধ বাহির করিয়াছেন. রাদি ইতি। তারিখ ৯ ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২৮৯ সাল।

রাজশ্রীকালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র।

সাবড়া পোষ্ট, জেলা মেদনীপুর।

মহাশয়! আপনার প্রেরিত শিবাক্ষয় ঘৃত সেবনে গীর শরীরে প্রথমতঃ ঘামাচির মত দানা হইয়া অব- দে শরীর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, বোধ হয় রোগী র্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মহাশয়ের ঔষধের ত্যক্ষ ও সদ্য ফল দৃষ্টে ঔষধের গুণ এই নগরের ও প্রিচিত পল্লীর যাহাতে সর্ব্বসাধারণে অবগত হয় তজ্জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ করিতেছি ং করিব। মহাশয়ের ঔষধের প্রতি আমার অতি ক্তি জন্মিয়াছে। ইতি তারিখ ২৭ এ এপ্রেল ১৮৮২ সাল।

শ্রীওসমাদ্দীন উকীল।

মুন্সেফী আদালত ঢাকা।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS.

Paris: 8, Rue Vivienne, 8, Paris.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোঃ

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হই- য়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্য কারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রং বিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্ এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে- বের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবানামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গাষ্টিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট সাঁটীয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

সবমন শিরঃপীড়া এবং শিরঃশূল।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহা ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষ দ্বারা উদরাময়, আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রে বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

Mrs E D' cruze 99 College Street Ca cutta.

Diplomaid midwife.

Fees to attendance moderate.

Bears high testimonials.

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীম ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদে যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফী অতি অল্প।

মহীসুর রাজ্যের রেলওয়ের নিমিত্ত ঋণ।

মহীসুরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্মতিক্রমে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়া টেণ্ড গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই টাকার জন্য মহী রাজ্যের সাধারণ রাজস্ব প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবে। টাকায় বাঙ্গালোর হইতে তিপ্তুর পর্য্যন্ত এ রেলওয়ে প্রস্তুত করা হইবে। ইহার দৈ ৮৫ মাইল।

২। এই ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ৫ টাক বৎসরে দুই বার অর্থাৎ ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ও ১ আগষ্ট সুদ প্রদত্ত হইবে। ২০ বৎসর এইরূপ দে পাওনা চলিবে। সুদের টাকা মহীসুর গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় ধনাগার, বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহ ও মাদ্রাজ ও বোম্বাই এবং তাহাদিগের শাখা ধনা হইতে দেওয়া যাইবে।

৩। ঋণপত্রের ফারম নিয়ে দেওয়া গেল। অথবা ৫ শতের গুণনীয় টাকার প্রতি ঋণ (Debenture) বাহির করা হইবে।

৪। এই ২০ লক্ষ টাকা ঋণের সমুদায় অ অংশিকের টেণ্ডার মহীসুর গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রে ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দুই প্রহর প বাঙ্গালোরে গ্রহণ করিবেন।

৫। নিম্ন সংযোজিত ফারমে প্রতি টেণ্ডর প হইতে হইবে। যিনি টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে য খামে মুড়িয়া তাহার উপর সীল করিয়া "১৮৮২ সা মহীসুর রেলওয়ের ঋণের টেণ্ডার" এই কথা লি দিতে হইবে। আর ঐ টেণ্ডার বাঙ্গালোরে মহী গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলরের নিকট প্রেরণ ক হইবে।

৬। ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুলাই বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মহীসুর গবর্ণমেণ্টের দাওয়ান অপরাপর লোকের সম্মুখে বাঙ্গালোরে তাঁহার আপীসে বসিয়া এই সকল টেণ্ডার খুলিবেন ও প্রথম ন্যূনকল্পের হার স্থির করিবেন।

৭। যিনি যত টাকার টেণ্ডার দিবেন, তাঁহাকে সেই টেণ্ডারের সঙ্গে সেই টেণ্ডরের দেয় মোট টাকার শতকরা ২ টাকা পরিমাণ টাকা জমা দিতে হইবে। এই টাকা মহীসুরের দাওয়ানের নামে বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কসমূহে মান্দ্রাজ বোম্বাই ও তাহাদিগের শাখা ব্যাঙ্কে অথবা মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন খনাগারে জমা দিয়া তাহার রসিদ টেণ্ডারের সহিত পাঠাইতে পারিবেন এবং দাওয়ানের নামে মনি-অর্ডার অথবা কোম্পানির কাগজও পাঠাইতে পারিবেন।

৮। যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক টেণ্ডার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আমানতি টাকা দেয় অংশের আংশিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং টেণ্ডার দাতাকে তাহার টেণ্ডারের লিখিত অবশিষ্ট টাকা ১৮৮২ সালের ১৫ ই আগষ্টের মধ্যে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের যে কোন খনাগারেই হউক অথবা বঙ্গদেশ বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও তাহার শাখা ব্যাঙ্কে দাওয়ানের নামে জমা দিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে টাকা জমা না দিলে আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারের টাকা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই কবুলত লিখিয়া দিতে হইবে।

১০। টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে টেণ্ডারের সহিত দত্ত আমানতি টাকা আবেদন করিলেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

১১। এক হারের দুই বা ততোধিক টেণ্ডার হইলে কম হারে টেণ্ডার লইবার যে কথা আছে তাহার অপেক্ষা যদি কম হারে না হয়) উপরে যে হারে ডিপজিট দিবার কথা আছে যদি আবশ্যক হয় সেই হারে প্রতি টেণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

১২। টেণ্ডারের যে হার বর্ণিত হইল, তাহাতে এক আনার ভগ্নাংশ থাকিবে না। যদি কোন টেণ্ডারে এক আনার ভগ্নাংশ থাকে, তাহা হইলে বাদ কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং ভগ্নাংশবিহীন রোখে টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে।

১৩। ভ্রম প্রমাদের পরিহারার্থ, প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত স্বতন্ত্র আর একটী টেণ্ডার দিতে হইবে এবং তাহার সহিত পৃথক আমানতও করিতে হইবে।

১৪। মহীসুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব হইতে ১০৬০০০০০ টাকা (এক কোটী ৬ লক্ষ) আয় হইয়া থাকে। সকল প্রকার ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দুর্ভিক্ষনিবারণের নিমিত্ত যে টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার পরিশোধের জন্য যাহা দেওয়া হইতেছে, তাহা বাদে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।

১৫। ভারতবর্ষে এই ঋণবিষয়ক যে সকল বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইবে, তাহাতে ষ্টাম্প লাগিবে না।

মহীসুরের দাওয়ানের কার্য্যালয় বাঙ্গালোর ১ লা মে ১৮৮২।

সি, রঙ্গাচার্লু
দাওয়ান।

Form of Tender

I hereby tender for Rupees of the Loan advertised in the Notification of the Dewan of Mysore dated 1st May 1882 and agree to pay the same subject to the conditions notified, at the rate of Rupees for every Rs. 100 alloted to me.

I enclose on account of the required deposit of 2 per cent on the amount tendered (*here enter particulars of deposit*) and engage, if my offer is accepted to pay the remainder of the amount of the loan alloted to me on or before the 15th August 1882, in the manner prescribed in the Notification. Any allotment made to me may be communicated to the following adress.

Signature.

Full address.

Form of Debenture.

MYSORE RAILWAY, FIVE PER CENT LOAN 1882.

Bangalore, 1882.

The Government of His Highness the Maha Raja of Mysore, in consideration of the sum of Rupees received from promise to pay to the said or order, the sum of Rupees twenty years after the date hereof, together with interest at the rate of five per centum per annum, payable half yearly on 15th February and 15th August.

প্রেরিতপত্র।

আদর্শ কর্ম্মচারী।

১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিন জন সব ইনস্পেক্টর নিয়োগের জন্য আলীপুর কা[র্য্যা]লয়ে একটী পরীক্ষা গৃহীত হয়। তাহাতে ৭০ জন প্রার্থী উপস্থিত হন। যে তিন জন নী[র্ব্বা]চিত হন, আলীপুরের প্রথম সব ইনস্পেক্টর [বা]বু মহেন্দ্রনাথ দত্ত তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রথম হইয়াছিলে[ন]। ইনি এইরূপে পরীক্ষায় যোগ্যতা দেখাইয়া কা[র্য্যে] প্রাপ্ত হন। অতঃপর গত ৯ বৎসর ইনি কি[রূপ] স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তাহ[ার] আলোচনার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা [করা] হইতেছে।

মহেন্দ্র বাবু পরিশ্রম, অধ্যবসায়, কার্য্যতৎপ[রতা] ও বুদ্ধিমত্তাদিগুণের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া ঊর্দ্ধতন [কর্ম্ম]চারীদিগের অতিশয় আদরের পাত্র হইয়াছে[ন]। ডাইরেক্টর হইতে ডেপুটী ইনস্পেক্টর পর্য্যন্ত ও [সর্ব্ব] দিকে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি নিম্ন শিক্ষার তত্ত্বাবধায়[ক] সকলেই তাঁহাকে যত্ন করিয়া থাকেন।

মহেন্দ্র বাবুর যত্নে এ অঞ্চলে নিম্ন শিক্ষার [যে] বিস্তার দেখা যাইতেছে। ইহাঁর বিদ্যালয় পরি[দর্শ]ন প্রণালী অতি প্রশংসনীয়। পরিদর্শনের দিন বি[দ্যা]লয়ে উপস্থিত হইয়া প্রথম হইতে সর্ব্ব নিম্ন প[র্য্যন্ত] সকল শ্রেণীর বালকদিগকে প্রায় সকল বি[ষয়ে] পরীক্ষা করেন। বালকদিগকে প্রায়ই কঠিন [কঠিন] জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, অথচ প্রশ্নগুলি কূট, [অ]শুদ্ধ, অথবা দুর্ব্বোধ হয় না। যে সকল বিষয় বা[লক]দিগের জানা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই জিজ্ঞা[সা] হয়। বালকেরা কোন প্রশ্নে উত্তর দিতে [অ]ক্ষম হইলে শিক্ষকে যে প্রকারে তাহাদিগকে বুঝা[ইয়া] দেন, সেইরূপ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া [তা]হাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। ফলতঃ এ [বি]ষয়ে পরীক্ষক ও শিক্ষকগণ বালকদিগের ত্রুটি স্পষ্ট[রূপে] বুঝিতে সক্ষম হইয়া যার পর নাই উপকৃত [হইয়াছেন]। মহেন্দ্র বাবুর তদন্ত ও অমায়িকতার যথেষ্ট [প্রশং]সা পাওয়া গিয়াছে। বালকেরা তাঁহাকে [ভ]ক্তি অপেক্ষাও আত্মীয় মনে করিয়া থাকে। কি [ছা]ত্র কি শিক্ষক কি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সক[লেই] ইহাঁর ভদ্রতায় বশীভূত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠতায় চম[ৎকৃত] হইয়াছেন। এই ৯ বৎসরের মধ্যে কখন সা[মান্য] বিষয়েও তাঁহার অণুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় [নাই]। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কর্ত্তব্যপ[রতা] তার ও ভদ্রতার সামঞ্জস্য রাখিতে অক্ষম। [কো]ন আত্মীয় অপরাধী হইলে হয় কর্ত্তব্যানুরোধে [তা]হাকে

ষ্ট অনিষ্ট করিয়া ভদ্রতার জলাঞ্জলি দেন, অনুরোধপর-তন্ত্র হইয়া আত্মীয়ের দোষে গোপনা য়া ন্যায়পরতা ভাসাইয়া দিয়া ছরপনেয় কলঙ্কিত হন। মহেন্দ্র বাবু সে প্রকারের ড় নহেন। ও ন্যায়পরতায় বিবাদ স্থিত হইলে তিনি যে প্রকার কৌশলে তাহার ধা করিতে কৃতকার্য্য হন, তাহা বাস্তবিক বিস্ম- ক। পরিদর্শনকালে কোন গুরুতর দোষ ত হইলে মহেন্দ্র বাবু তাহা ক্ষমা করেন না। ন্তর কাহারও কোন বিশেষ অনিষ্ট না হয় রোধে তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করেন। ে নিষ্ফল হইলে অগত্যা যাহা বিহিত, তাহাই করিয়া থাকে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা কেবল আমা- র কথা নহে; আমরা প্রতি বৎসর ছাত্রবৃত্তি ক্ষার সময়ে পরীক্ষাস্থলে অনেক শিক্ষক একত্র । হইয়া; তথায় কথাপ্রসঙ্গে অনেকের মুখে দ্র বাবুর গুণানুবাদ শুনিয়াছি। ফলতঃ মহেন্দ্র একজন যোগ্য ব্যক্তি। এ প্রকার লোক যাহাই মেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহাই দেশের াণ। এ প্রকার লোকের উন্নতি যার পর বাঞ্ছনীয়। মহেন্দ্র বাবুর উন্নতিও হইয়াছে। নি শীঘ্র ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়া অন্যত্র যাই- । আমরা আন্তরিক দুঃখের সহিত এই বিষয় খিলাম। উপযুক্ত ব্যক্তির উন্নতি স্থলের কারণ এ প্রকার লোকের সাহচর্য্য পরিত্যাগই হয়।

গোবিন্দপুর স্কুলের জনৈক শিক্ষক।

বিষ্ণু বা হরি কে? কাহাদের দেবতা? এবং পৌত্তলিকই বা কাহারা?

মনুষ্যহৃদয় ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। দুর্ব্বল ও সঙ্কী- র্ণ সেই নিরাকার ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির ধারণা তে পারে না বলিয়া যে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ াকে বহুতরভাবে সাকাররূপে কল্পনা করিয়া াছেন, একথা আর্য্যসন্তানমাত্রেই অবগত ছেন এবং সকল আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রেই ইহার অসংখ্য ণে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঈশ্বর যে সকল সাকার প কল্পিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার বিষ্ণুরূপ ধান। হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে বিষ্ণু বা হরি শঙ্খ চক্র গদা দ্মধারী বর্ণিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই বর্ণনা কেবল লাপগ্রস্ত ব্যক্তির প্রলাপ বাক্য পূর্ণ নহে, ইহাতে ার অত্যুত্তমভাবপূর্ণ উপদেশ আছে, ইহা দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা,—সর্ব্বশক্তিমত্তারও কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে আছে , বিষ্ণুর অঙ্গ এবং ভূধরসমূহ বিশ্বের স্বরূপ মাত্র; ই অস্ত্রাদি ধারণ দ্বারা তিনি তাবৎ সংসারকে ধারণ করিতেছেন। জগতের আত্মাস্বরূপ কৌস্তুভ মণি, প্রকৃতিস্বরূপ শ্রীবৎস চিহ্ন, বুদ্ধিস্বরূপ গদা, অহঙ্কারস্বরূপ শঙ্খ, চক্র স্বরূপ অন্তঃকরণ, পঞ্চতন্মাত্রময়ী বৈজয়ন্তী মালাস্বরূপ পঞ্চভূত, শরস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ এবং অসিরূপ বিমল জ্ঞান, এই সমুদয় ভগবান নারায়ণ, বিষ্ণু বা হরির অঙ্গ শোভিত করিতেছে।

বিষ্ণুর প্রকৃত অর্থ ব্যাপনশীল। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সকল সংসারকে ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই সে ঈশ্বর, ইহাতে আর আপত্তি কি আছে? যখন অজ্ঞানরূপ পাপ বা পাপাত্মারা পৃথিবীকে প্রপীড়িতা করিয়াছে, তখনই এই বিষ্ণু বিমল জ্ঞান-অসিতে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ধরিত্রীর ভার লাঘব করিয়াছেন। যতকাল মনুষ্য থাকিবে, ততকাল তাঁহাকে অসুরহন্তা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। তিনিই পৃথিবী পালন করিতেছেন। এ অবস্থায় ঈশ্বরই বিষ্ণু এবং বিষ্ণুই ঈশ্বর। তবে ঈশ্বর নিরাকার আর বিষ্ণু সাকার এই মাত্র প্রভেদ। এ বলা বাহুল্য এ প্রভেদ কেবল মনুষ্যের মনে। নতুবা ঈশ্বরে ও হরিতে কোন প্রভেদ নাই।

বিষ্ণু বা হরি যে আর্য্যদিগের হিন্দুসন্তানগণের দেবতা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। নিরাকার ঈশ্বরকে সাকার হরিরূপে উপাসনা করাতেই হিন্দুগণ পৌত্তলিক বলিয়া অভিহিত ও অনেক জ্ঞানালোক-সম্পন্ন মহাত্মার নিকট নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। নিন্দনীয় বৈ মন্দ কিছু নাই, কিন্তু সাকার উপাসনা অপেক্ষা নিরাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত? না, নিরাকার অপেক্ষা সাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত? বোধ হয় নিরাকার হইতে সাকার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। কেননা সাকার উপাসনার ফল প্রত্যক্ষীভূত নিরাকার উপাসনা কষ্টজনক ও সাকার উপাসনা সুখ ও সুবিধাজনক। সুখের পর দুঃখ ভাল নহে, দুঃখের পর সুখই ভাল। এই জন্যই বুঝি কোন কোন ব্রাহ্ম দুঃখের পর সুখভোগের ইচ্ছায় সাকার উপাসনার অনুষ্ঠান করিতেছেন?

যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য এই যে, যাঁহারা ঈশ্বরের পালন-কর্ত্তৃত্ব-শক্তিকেই হরি বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা ত হিন্দু; কিন্তু যাঁহারা "একমেবাদ্বিতীয়ং" কে আবার হরি বলিয়া থাকেন, যাঁহারা উপাসনার সময় বলেন "হরি তুমি যেমন প্রহ্লাদ ও ধ্রুবকে রক্ষা করিয়াছিলে, সাপের মুখ হইতে ব্যাঙের বদন হইতে বাঁচাইয়াছিলে, আমাদিগকেও সেই রূপ রক্ষা কর ইত্যাদি" তাঁহারা বিধর্ম্মী বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা কোন ধর্ম্মাবলম্বী? স্বীকার করুন আর নাই করুন; তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করুন আ নাই করুন, আমাদের মনে কিন্তু দৃঢ় সংস্কার বংস্কার জন্মিয়াছে তাঁহারাও হিন্দু। যতদিন সন্দেহ বা সংস্কার অপনীত না হইবে, ততদি তাঁহারা আমাদিগের নিকট হিন্দু বলিয়া গণ্য হ বেন। আমাদের এ সংস্কার কি ভ্রমাত্মক? হ কাহাদের দেবতা? যদি এক নিরাকার ঈশ্ব উপাসনার পাত্র হন, তবে আবার হরি কেন কৃষ্ণকায় ডাকাইয়া খড়, দড়ি ও মৃত্তিকা দিয়া প্রতি গঠন পূর্ব্বক পূজা ও ব্রাহ্মণাদির ভোজনে অর্থব্য করাতেই বুঝি হিন্দুরা দোষী হইয়া পড়িয়াছেন?

গৌরাঙ্গ যেমন হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া শিষ্য সঙ্গে লইয়া খোল করতাল বাজাইয়া মালা গল দিয়া পথে পথে ভ্রমণ ও প্রতিবেশীদিগের নিক ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেন; শুনি পাই ইতিবৃত্তে প্রধান ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক মহ না কি গৌরাঙ্গের ন্যায় হস্তে বলয় দিয়া হরিপ্রে বিহ্বল হইয়া শিষ্যগণের নিকট ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নে একদিন জীবন ধারণ করিয়াছে কিন্তু আমাদের সেই নবদ্বীপের গৌরাঙ্গদেব—বি বৈষ্ণবগণের প্রাণস্বরূপ; নবীন বয়সে সংসারধ ভোগলালসায় জলাঞ্জলি দিয়া যিনি হরি-প্রেমে হইয়া বৈরাগ্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক বৈরাগী হই ছিলেন, তিনি ত সাকারবাদী পৌত্তলিক ছিলে ইনি কি? ইনিও কি বৈষ্ণব? বৈরাগ্য-পথের আ বাদী হরির উপাসক বর্ত্তমান প্রধান ধর্ম্মপ্রচা মহাশয়ও কল্পিত আকারবিশিষ্ট ঈশ্বরকে বা হরি উপাসনা করিয়া কি পৌত্তলিকতার গৌরব প্রক করিতেছেন না?

উপসংহারে বক্তব্য যদি কোন ব্যক্তি নূতন আমাদের এই সন্দেহ দূর করিয়া দেন, তবে আ বাধিত হইব। অন্যথা আমাদের সন্দেহ আরও মূল হইবে।

ভাগলপুর
তারিখ ৩ই আষাঢ়। শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যা

সোমপ্রকাশ

মান্দ্রাজের কৃষিবিদ্যালয়।

মান্দ্রাজের কৃষিবিদ্যালয় হইতে এখন দে কিছু কিছু উপকার হইতে চলিল। আম সাংসারিক অবশ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য্যই মতঃ সামান্য সহজ বুদ্ধিতে কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সে কার্য্যের সুশৃঙ্খলা থাকে না এবং ত

ঙ্গ মার্জ্জিত এবং সমুন্নতও হয় না। তৎপরে
ুক্ত বিধিব্যবস্থার দ্বারা তাহা নিয়মিত হইলে
আমরা সুশৃঙ্খলার মুখাবলোকন করিতে পারি।
নান্যতঃ আমরা কথা কহিতেছি, মনের ভাব
য়াসে ব্যক্ত করিতেছি; এই বাক-শক্তি আমা-
স্বাভাবিক বুদ্ধির ফল; কিন্তু যাবৎ ব্যাকরণ
মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমাদের উচ্চারিত শব্দ এবং
র ভাববোধক বাক্যকে নিয়মিত না করে
ৎ ভাষা মার্জ্জিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় না। গৃহ-
াণাদিরও কার্য্য দেখ, আমরা সহজ বুদ্ধিতে
দ্র জল-নিবারণোপযোগী কুটীর নির্ম্মাণ করিতে
; কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার সূক্ষ্ম সূত্র শিক্ষা
লে স্থাপত্যবিদ্যায় আমাদের যে কীদৃশী নিপুণতা
, তাহা ব্যক্ত করিবার নহে। আমাদের সামান্য
ধীর সঙ্গে এক জন কৃতবিদ্য ইঞ্জিনিয়ারের
না কর, উভয়ের মহৎ অন্তর দৃষ্টিমাত্র উপমিত
বে। যদ্যপি আমাদের এমন ধারণা থাকিত যে,
াদি নির্ম্মাণ করা সামান্য মুটে মজুর ও ইতর
কেরই কার্য্য, তাহা হইলে আজ তাজমহল
টী অভাবনীয় অদ্ভুত কীর্ত্তি স্বরূপ হইয়া
কগণের নয়ন ও মনের আনন্দ বিধান করিত না;
ন্ত ভাগীরথী কটিতটে কাঞ্চন-মেখলা স্বরূপ হাও-
পুল অঙ্গে ধারণ করিতেন না।

এতদ্দেশীয় লোকের এমনি আশ্চর্য্য চিত্তগতি যে,
সাধ্য কার্য্য করিতে মর্য্যাদাহানি হয়, এইরূপ
লে বিশ্বাস করেন। চিত্রপটখানির মত এক
ন নিশ্চল ভাবে বসিয়া যদ্যপি কোন লঘু দ্রব্য
প্রসনপূর্ব্বক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তবে
তাহে মানহানি নাই; কিন্তু গুরুতর দ্রব্য তুলিয়া
া করিতে হইলে সম্পূর্ণ অবমাননার ও অখ্যাতির
া! শ্রমে অমর্য্যাদা এবং আলস্যে মর্য্যাদা
, ইহাই কি এই বাক্যের মূল তাৎপর্য্য? একটী
লেখনী ধারণ পূর্ব্বক টেবিলের উপর অবনত
কে, ক্যাশের পিসিলে অমর্য্যাদা নাই। কাং!
খানীটী যে হাল্কা। কিন্তু কলমটী যদি দেড় মণ
র্য্যা হইত, তবে কেরাণীর কার্য্যে সমাজনীয় সম্ভ্রম স্পর্শ করিত। তাহা হইলে সে কাজ মটে
রের কর্ম্ম হইত। তাহারা আসিয়া কটিতে
পীন আঁটিয়া হেই হেই করিয়া কলমটা তুলিয়া
ধাপ শব্দে কাগজের উপর ফেলিত এবং কড়
চড় চড় গম্ভীর শব্দে আঁখর টানিত। যাহা হউক,
াজনোচিত কার্য্যের আমরা যে প্রকার ব্যাখ্যা
রিলাম, তাহা ঠিক হইল না। লঘু দ্রব্য তুলিয়া
ভাবে কার্য্য করিলেই সভ্য ব্যক্তির যোগ্য হয়
। তাহা হইলে সকলেই দর্জ্জি হইতেন, কেরাণী-
রির নিমিত্ত দলে দলে নব যুবকেরা এত ফ্যা ফ্যা
করিয়া ফিরিতেন না, অনেকেই স্বর্ণকারের বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। মর্য্যাদাটী তবে মনে, এবং চিরপ্রচলিত প্রথায়। সকলে বলিলেন,—দর্জ্জির কাজ ভদ্র লোকের যোগ্য নহে,—তাহা করিব না, মান-হানি হইবে। সকলে বলিলেন,—ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার গড়িতে নাই,—যাহাতে মান যাইবে সে কাজ করিয়া ফল কি? এইরূপ অলীক মান মান করিয়া কৃষ্ণবাসিনী মানিনী শ্রীরাধিকা অপেক্ষা মেরুগিরিসদৃশ ভারি হইয়া পড়িতেছেন।

কৃষিকর্ম্মটাও চাষার কর্ত্তব্য। যাহারা এক আঁটু কাদায় কটির উপর বসন আঁটিয়া গোরু ঠেঙ্গাইতে পারিবে, তাহারাই কৃষিকর্ম্ম করিবে,—ইহা ত শিরোমণিমহাশয়ের কার্য্য নয়। পাঠক! কেমন এইরূপ সকলের ধারণা নয়? এই ভ্রমেই ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধান হইতেছে না। ভূমির অবস্থা যথা পূর্ব্ব তথা পর, কিন্তু জ্ঞানা-লোকপরিদীপিত পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের মন হইতে সেই কুসংস্কার দূরীভূত করিতেছে; যেমন উৎকৃষ্ট গৃহাদি নির্ম্মাণ করা বিদ্যাসাপেক্ষ, কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করাও তদ্রূপ একটী স্বতন্ত্র বিদ্যার অধীন।

প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল, মান্দ্রাজে একটী আদর্শ খামার করা হয়। এই খামার দেশীয় লোকের তত্ত্বাবধানে থাকে। তথায় কতকগুলি বৈতনিক শিক্ষার্থী নিযুক্ত হয়। যাহাতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ খামারে আসিয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষা করেন, তাহার অনেক প্রলোভন দেখান হইয়াছিল। কিন্তু কৃষিকর্ম্ম ভদ্র লোকের অযোগ্য, বলিয়া প্রথমে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে ভর্ত্তি হন নাই। তৎপরে ১৮৭৬ অব্দে একটী কৃষিবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল। তখন অনেক শিক্ষিত ছাত্র আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন এবং মনোযোগপূর্ব্বক কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিন বৎসরের মধ্যে ২৮ জন ছাত্র উত্তম শিক্ষালাভ করেন: তন্মধ্যে ১৭ জন ছাত্র প্রথম শ্রেণীর এবং ৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত উত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে ৮ জনকে ডেকান প্রদেশের কৃষিবিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। দুই জন জমিদারী বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮৭৮ সালে অনেক গুলি ব্রাহ্মণ এবং পার্সি ছাত্র কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি সাতলো ৪২ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই তালিকা দেখিয়া আমাদের প্রতীতি হয়, গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হইলে এদেশ হইতে সত্বর জাতাভিমান তিরোধান করিবে, ইতর ভদ্র সকলেই ফলরূপে কায়িক পরিশ্রম করিতে শিখিবে, তাহাতে আর কাহারও অভিমান থাকিবে না। কিন্তু একস্থানে একটী বিদ্যা স্থাপিত থাকিলে সমগ্র ভারতবর্ষের উপকার না বঙ্গদেশে জমিদারেরা নিজ ব্যয়ে এক একটী কৃ বিদ্যালয় সংস্থাপন করুন। গবর্ণমেণ্ট তাহার উ সাধক হউন। ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা মফস্বলের নায়েব হইতে পারিবেন। ভূ মিগণ এই নায়েবদিগকে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন দি আর প্রজাপীড়নের সম্ভাবনা থাকিবে না, এ দি কৃষকগণও সুচারুরূপে কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া আ নার অবস্থার সমধিক উন্নতি সাধন করিতে পারি

কুলি-সংগ্রাহকদিগের অবৈধ আচরণ।

ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত প্যালামে এলাকাধীন সুখুগ্রামের মঙ্গরী নাম্নী এক বা কাকে আসামের চা ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হ এই বালিকাটী অবিবাহিতা। তাহার পিতা অন্য অভিভাবক কেহই নাই, আত্মীয়ের ম কেবল নয়নবিহীন বৃদ্ধা জননী। মঙ্গরী সেই মাতার বৃদ্ধদশার যষ্টিস্বরূপ।

আসামের অন্তর্বর্ত্তী তেজপুরের চা-কর ব্রি সাহেবের সর্দ্দার ধনসহায় উক্ত বালিকাকে তা মাতার অনভিমতে ও অজ্ঞাতসারে আসামে ল যায়। বৃদ্ধা জননী কন্যার অদর্শনে কাতরা হ রোদন করিতে থাকে। অতঃপর রাঞ্চির ডে কমিশনর ব্রিস্কো সাহেবের নামে ওয়ারেণ্ট জ করিয়া তাঁহাকে আসাম হইতে রাঞ্চিতে আন লেন। গত ৩১ এ মে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হ গিয়াছে, বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় নির্দ্দোষ স মাণ হইয়াছে।

আমরা এই অভিযোগ সম্বন্ধে অধিক কিছু ব্য মত প্রকাশ করিতে সাহস করি না; বিশে অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় যখন বিচারে নিরপরাধ সপ্র হইয়াছে, তখন এতাদৃশ স্থলে কোন স্বতন্ত্র প্রকাশ করিবার আমাদের অধিকারও নাই। ম মকদ্দমাটীর যে প্রকার আদ্যোপান্ত অবস্থা আ পাঠ করিলাম, তাহাতে দুই একটী কথা না বলি কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করা মকদ্দমাটীর মূল তাৎপর্য্য এই, যে মঙ্গরীর (ব নাম সহরী) আসাম যাত্রাকালে ষোড়শবর্ষ বয়ঃ উত্তীর্ণ হইয়াছিল কি না? গবর্ণমেণ্টের কুলিদি সম্বন্ধীয় বিধির ব্যবস্থা এই যে, কোন ব্যক্তি ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়ঃক্রমে কার্য্যসূত্রে স্থানা গমন করিলে তাহার সঙ্গে কোন আত্মীয় স্বজন থ চাই। ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিলে নাবালক ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে, ত রূপে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পা না।

উপস্থিত ক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেব বলিতেছেন যে, দীক্ষাকালে মঙ্গরীর বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু কুলির তালিকা পুস্তকে মঙ্গরী নাম্নী এক বালিকার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর লিখিত আছে। এই তালিকাধৃত মঙ্গরী মকদ্দমোদ্দিষ্ট মঙ্গরী কি না তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। অপহৃত মঙ্গরীর আর একটী নাম সহরী। কুলি তালিকায় এ নামটী উল্লিখিত নাই। এ দিকে ডাক্তার সোএন সাহেব বলিতেছেন যে, কুলি পরীক্ষাকালে তিনি দুইবার মঙ্গরীকে দেখিয়াছিলেন, সেকালে উহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু তালিকাধৃত মঙ্গরীর বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর লিখিত আছে। মঙ্গরী নাম্নী অন্য কোন বালিকা আসামযাত্রা করিয়াছে কি না, তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। অতএব অপহৃষ্ট মঙ্গরীর বয়ঃক্রম সম্বন্ধে বিস্তর সন্দেহ থাকিতেছে। এ দিকে কন্যাটীর বৃদ্ধা জননী বলিতেছে যে, মঙ্গরীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর। যদিচ এই অল্পবয়স্কা বর্ষীয়সী রমণী সাক্ষ্য স্থলে বিস্তর গোল করিয়াছিল, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা এক প্রকার মার্জ্জনীয়। কারণ, ইতর লোকে কখন আপনাদের বয়স নিশ্চিত রূপে বলিতে পারে না, এবং সামান্য কথায় বারম্বার জেরা করিলে তাহারা এ প্রকার হাস্যজনক উত্তর দেয় যে, তৎশ্রবণে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। এস্থলে পাঠকবিগকে আমরা একটী কৌতুককর গল্প উপহার দিতেছি।—একদা জনৈক মোক্তার এক অশিক্ষিত ইতরজাতীয় সাক্ষীকে জেরা করিলেন,—দেখ, কদাচ মিথ্যা বলিবে না, মিথ্যা বলিলে কি হয়, তাহা জান? সাক্ষী উত্তর করিল,—আজ্ঞা হাঁ! আমরা মূর্খ লোক তাহা কেমন করিয়া জানিব? মোক্তার পুনশ্চ তাহাকে উপদেশ দিলেন,—মিথ্যা বলিলে অন্ধ হয়, নরকে যায়। সাক্ষী বলিল,—আজ্ঞা তা কই ত দেখি নাই, আপনি ত বলিতে পারেন! অজ্ঞ ইতর লোকের এই রকম কথার ধারা। এতাদৃশ বিনয়-বুদ্ধি-বিহীন দিগ্বিজ্ঞান-শূন্য মূর্খ লোককে জেরা করিলে তাহারা প্রশ্নের যে প্রকার সদুত্তর দিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মঙ্গরীর মাতা সুকারু মঙ্গরীর বয়ঃক্রম নিশ্চিত বলিতে পারে নাই, কিন্তু সে যে অজ্ঞাতসারে কন্যাটী প্রস্থান করিয়াছে, তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছে। ধনসহায় বলিল, সে সুকারুকে দশ টাকা দিয়া মঙ্গরীকে লইয়া গিয়াছে।

এ স্থলে সাক্ষ্যের ঘটনা যাহাই হউক, কিন্তু বৃদ্ধা অন্ধ জননী স্বীয় দুঃখ একমাত্র সন্তান মঙ্গরীকে যে, তাদৃশ দুঃসময়ে আসামে বিদায় দিয়াছিল, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। বিশেষতঃ যদি ধনসহায়ের কথাই সত্য হয়, সুকারু যদ্যপি দশ টাকা গ্রহণ করিয়া স্বীয় কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তবে উহাও কি দোষাবহ নহে? উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজশাসনেও কি মনুষ্য বিক্রয় প্রথা প্রচলিত আছে? এমনও হইতে পারে, মঙ্গরী বয়োদোষে ধনসহায়ের সঙ্গ প্রেমাসক্ত হইয়া তাহার অনুগামিনী হইয়াছিল, কিন্তু কুলিসংগ্রাহকদিগের পক্ষে তাদৃশ আচরণও নিন্দনীয় সন্দেহ নাই।

আসামে কার্য্যক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ, আমরা স্বীকার করি। তথায় কার্য্যোপযোগী শ্রমিক পাওয়া যায় না। এমন স্থলে মনুষ্য লোক তথায় গিয়া উপনিবেশ করিলেই মঙ্গল। কিন্তু দুঃখের কথা এই, গবর্ণমেণ্টের বিহিত ব্যবস্থানুসারে সর্ব্বত্র কার্য্য হয় না। অজ্ঞ মনুষ্য লোকেরা সময়ে সময়ে দারুণ কষ্ট পাইয়া থাকে। ভবিষ্যতে প্রত্যেক কুলির নাম পিতা মাতার নামও লিখিত থাকিলে ভাল হয়, এবং কুলি সংগ্রহের প্রতি গবর্ণমেণ্ট আর একটু তীব্র দৃষ্টি রাখুন। গত ঘটনাটীতে এই একটী অনুমান করিতে হইবে যে, সুকারু এক জন দরিদ্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোক; সে একটী মিথ্যা ঘটনা কল্পনা করিয়া এবম্বিধ ছল স্থল করিয়াছে, তাহা কখন বিশ্বাস্য নহে। ইহার অভ্যন্তরে অবশ্য কোন গূঢ় তাৎপর্য্য থাকিবে, এমন অনুমান হইতেছে।

ভারত সাম্রাজ্যের পরিণাম।

(পঞ্চম প্রস্তাব)

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে ভারতবর্ষের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্য বৃত্তান্তের যথাসম্ভব সমালোচনা করিয়াছি। ভারতের অদৃষ্টচক্র পূর্ব্বাপর কি প্রণালীতে ঘুরিয়া আসিতেছে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতে ইংরাজাধিপত্য কি প্রকারে দৃঢ়ীভূত হইতে পারে, ইংরাজ ও ভারতহিতৈষিমাত্রেরই তাহা নিশ্চিত করা কর্ত্তব্য; কি সদুপায় অবলম্বন করিলে কোনকালে ভারতবর্ষে আর রাজবিপ্লব ঘটিতে পারিবে না, প্রণিহিত চিত্তে তাহার অনুসন্ধান করা বিধেয়। ব্রিটিশজাতিই হউন, আর ভারতবর্ষবাসীই হউন, যাঁহারা পরস্পর পরস্পরের কেবল দোষ দেখাইয়া ও ছিদ্রান্বেষণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহারা কেহ কাহারও মিত্র নহেন,—পরস্পর পরস্পরের দারুণ কষ্টশত্রু। কোন কোন কার্য্যে ব্রিটিশজাতি আমাদের চক্ষে অপরাধী সপ্রমাণ হইতে পারেন, এবং আমরাও কোন কোন কার্য্যে ব্রিটেনবাসিদের নিকট দোষী হইতে পারি; কিন্তু আমরা যদ্যপি পরস্পরের দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টা না করি, তবে আমাদের আন্তরিক স্নেহ মমতা কোথায়?—আমাদের কি তার বা পরিচয় কই? মনুষ্যচিত্ত চঞ্চল, দোষ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এমন মানুষ নাই যিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন দোষ করেন নাই। মনুষ্য সহজে কোন না কোন অবৈধ আচরণ করিতে পারে, কিন্তু তদ্দর্শনে কাহারও ঔদাস্য প্রকাশ করা উচিত নহে, কিম্বা নিন্দাবাদ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। দোষ দেখিলে তাহার সংশোধন করা আবশ্যক। ব্রিটিশজাতি আমাদিগকে সুচারুরূপে পালন করিতেছেন না, শুদ্ধ এইরূপ নিন্দাবাদ করিয়া আমরা কেন নিশ্চিন্ত থাকিব? এ দিকে ইংরাজেরা বলিবেন,—ভারতবাসিরা অত্যন্ত কৃতঘ্ন, তাঁহারাই বা কেন শুদ্ধ এইরূপ দুর্নাম ঘোষণা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? যে কারণে আমরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি দোষারোপ করি, সেই কারণ দূরীভূত করা চাই; এবং যে কারণে ইংরাজেরা আমাদিগকে কৃতঘ্ন বলেন, তাহারও কারণ উন্মূলন করা আবশ্যক। পরস্পর এইরূপ আচরণ করিলে প্রকৃত মিত্রতা সম্বর্দ্ধিত হয়, অন্যথা কেবল মৌখিক অমায়িকতা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই হয় না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে জনক জননী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন যেমন দৈবজ্ঞ দ্বারা তাহার জন্মকোষ্ঠীগণনা করাইয়া লন; এবং ভবিষ্য গ্রহবৈগুণ্যাদি দৃষ্ট হইলে বিধিবিধানানুসারে তাহার শান্তিচেষ্টা করেন, ভারত সাম্রাজ্যের পক্ষেও তদ্রূপ কার্য্য করণ আবশ্যক। সম্বন্ধে যদ্যপি কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যায়, বিঘ্নের আশঙ্কা প্রকাশ করিলে তাহাতে দ্রোহ ভার পরিচয় বিদিত হয় না। চিকিৎসক যদি রোগীর পরীক্ষার কালে কোন উপসর্গ গোপন করিয়া তাহার প্রতিকার বিধানের নিমিত্ত যত্নপর না হন, তবে তিনি চিকিৎসক রোগীর শত্রু; রাজকার্য্যেও তদ্রূপ। যদি ভাবী বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া কেহ তাহার প্রতিকার চেষ্টা না করেন, তবে তিনিও রাজশত্রু। ব্রিটিশজাতির সঙ্গে আমাদের যতই কেন পার্থক্য থাকুক না; আমাদের পরস্পরের জাতি, বর্ণ ও ভাষা যতই কেন বিভিন্ন হউক না; কিন্তু আমরা সকলাংশে ইংরাজদের কার্য্যের ফলভোগী। অতএব অবিকিৎকর বর্ণাদিতে পার্থক্য থাকিলেও ক্ষতি নাই, ঐহিক জীবনের সুখদুঃখরূপ দৃঢ় বন্ধনে আমরা পরস্পর আবদ্ধ হইয়া আছি। এমন স্থলে যদি কেহ বলেন,—ভারতবাসিদের মতামত প্রকাশের অধিকার নাই, তোমাদের মনের ভাব বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করা কি?—এ কথা কখন কি শোভা পায়? যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর সঙ্গে আমাদের সুখসচ্ছন্দের এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে স্থলে নীরব থাকিলে কি চলে? আমরা কস্মিন্ কালে সুখদুঃখ সম্বন্ধে

র্কার হইতে পারিব না, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গেও
াদের কোন কালে সম্বন্ধবিচ্যুতি ঘটিবে না।
দৃশ ক্ষেত্রে রাজ্যের মঙ্গলকামনা করাই
ন্তর।

ভারতসাম্রাজ্য দৃঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার
য় কি? কি উপায়ে ভারতে শান্তি-লক্ষ্মী চির
বিরাজ করিতে পারিবেন? কি উপায় অবলম্বন
লে ভারতের ক্রোড আর নরশোণিতস্রাবে
ষিক্ত হইবে না, এক্ষণে তাদৃশ উপায়ের উদ্ভাবন
ই সকলের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কথায় কথায় অনে
বলেন, দেহবিজিতস্বভাব দূরীভূত কর, পর
পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর, তাহা
লই সকলের মনোমালিন্য দোত হইবে। কিন্তু
বিজিতস্বভাব দূরীভূত করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার
শল কি? এ সমস্ত ক কে নিশ্চিত করেন
ভারতের ইতরশ্রেণী দুর্ভিক্ষরূপ দুঃসময়ে মুখামানে
তছে, কিন্তু সে দুঃখ নিবারণেরও কোন উপায়
খন না। ভারতের শাসন-প্রণালী যে প্রকারে
বর্দ্ধিত হইলে শাসন কার্য্যে কোন প্রকার পক্ষ-
কিম্বা বিদ্বেষের না ঘটে তাহার চেষ্টা পাওয়া
বরই কর্ত্তব্য। সর্ব্বসাধারণ প্রজার অবস্থা
উৎকর্ষ সাধনের সদুপায় কি? তাহার নির্ণয় করা
শ্যক।

ভারতহিতৈষী মহাত্মা হাইণ্ডমান সাহেব ভার
কষ্ট দেখিয়া অস্থির হইয়া লিখিয়াছিলেন,—
াদের শাসনাধীনে ভারতবর্ষ নিতান্ত দীনাদশায়
ত হইয়াছে এবং দুরবস্থা ক্রমশই বর্দ্ধিত হচ্ছে। নানাবিধ কর হইতে প্রায় ৩৬,০০০,০০০
ও সংগৃহীত হয়; এই করদাতৃগণের বার
া লোক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
৭ অবধি ১৮৭৬ পর্য্যন্ত প্রায় ১২,০০০,০০০
ব্দ বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু তাহার অধিকাংশই
র কৃষকদিগের ললাটঘেদাক্তিত ধন; তদ্ভিন্ন
, ষ্টাম্প এবং মাদক দ্রব্যের শুল্কও দরিদ্র-
কে পীড়ন করিয়া সংগৃহীত হয়। ভারতে-
র যেখানে দ্রব্য সামগ্রী অত্যন্ত সস্তা, সেখানে
ক কারাবাসীর প্রতি বৎসরে ৪৮, টাকা
ত হয়; কিন্তু একজন কৃষকের আয় বৎসরে
১৬ টাকার অধিক হয় না। এই আয়ে বলদের
াক, নিজ গ্রাসাচ্ছাদন এবং চাষের অন্য শস্যের
ার করিতে হয়।

বোম্বাই নগরের দা দাভাই নাওরোজি ভারত
র সাধারণ লোকের বিষম দুরবস্থার বিবরণ
ওমান সাহেবকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন। আমা-
এই অন্তঃশুষ্ক শীর্ণকায় মুমূর্ষু ভারতের এতাদৃশ
ুর কথা জ্ঞাত হইয়া ইংলণ্ড চমকিত হইলেন;
বক্ষবিদীর্ণ উন্নতপাদপের ন্যায় বিদীর্ণ হইলেন। ইংলণ্ডে পাহাড় পর্ব্বত আছে বটে, কিন্তু সকলই ত কঠিন পাষাণ নয় এবং সমস্ত ইংলণ্ডবাসীই ত ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস এবং পাওনিয়রের সম্পাদক নহেন। সেখানে শোণিত মাংস গঠিত মানুষও আছেন; পরদুঃখে দুঃখিত হন এমন দয়ার্দ্রচিত্ত অনেক মহাত্মা সভ্যতম ইংলণ্ডের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহারা গলদশ্রু নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ডেলিনিউসের যমজ সহোদরস্বরূপ কেয়ার্ড সাহেব পকেটের সুদীর্ঘ রুমালে (সাহেবের ত অঞ্চল নাই!) পরদুঃখকাতর দয়াবান্ বারিদের অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। কেয়ার্ড সাহেব না কি কখন এই নিরন্ন ভারতবর্ষ দেখেন নাই, তিনি নাকি ইহার অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ভগ্ন-পঞ্জরের কাটী কখন নাড়ান নাই, তাই সর্ব্বদর্শী সর্ব্ব-বিৎ সিরপুরুষের ন্যায় পঞ্জাবের হিসাব আনা পত্র দেখাইয়া ভারতের কৃষীবলগণের অতুল সুখৈশ্বর্য্যের একটা বিশ্বাসোপযোগী উদাহরণ দিয়া দিলেন। তিনি স্বীয় মত সমর্থনার্থ দেখাইলেন,—পঞ্জাবে ২১,০০০,০০০ একার ভূমিতে চাস দেওয়া হয়; বিবেচনা কর, প্রত্যেক একার ভূমিতে এক পাউণ্ড চৌদ্দ সিলিং মূল্যের দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সমুদায় ১,১২০,০০০ একার ভূমির উৎপন্ন গোধূমের মূল্য ১,৯০৫,০০০ পাউণ্ড রাজস্ব লাগে। বক্রি ৫,৫০০,০০০ একার ভূমির গোধূমে, এবং ১২,০০০,০০০ একার ভূমির অন্যান্য শস্যে ১৭,০০০০০০ জন লোকের প্রত্যহ এক সের করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির খাদ্যের স্থিতি হইতে পারে। তদ্ভিন্ন উদ্যানের শাক সবিজি আছে, দুগ্ধ আছে; আরও দেখিতে হইবে ৮৪৫,০০০ একার ভূমিতে তিল সর্ষপাদি জন্মে, ২২০,০০০ একার ভূমিতে কার্পাস এবং পাট ও শণ ৩২১,০০০ একার ভূমিতে ইক্ষু; ১২০,০০০ ভূমিতে নীল ৬৯০০০ একার ভূমিতে তামাক; ৮৮,০০০ একার ভূমিতে মসলা, ওষধদেবা ও রঙ্গক দ্রব্য; ৯১,০০০ ভূমিতে অহিফেন, এবং ৮,৮০০ একার ভূমিতে চা উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সাতেই গবর্ণমেণ্টের প্রায় দ্বিগুণ রাজস্ব উঠিয়া থাকে। কেয়ার্ড সাহেব কালী করিয়া ঘরে ঘরে ও চাঁটি জল করিয়া দিলেন। কিন্তু যে এই চাঁটু জল দেখিয়া নদী পার হইতে যায়, সে যে ডুবিয়া যায়, কেয়ার্ড সাহেব তাহার কি করিলেন? ঐ উৎপন্ন দ্রব্য সকলকে সমানরূপে ভোগ করিয়া দিবার লোক কি ভারতে কেহ আছেন? ঐ উৎপন্ন দ্রব্যের কত অংশ কোথায় গিয়া জমে, কেয়ার্ড সাহেব কি তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন? ঐ উৎপন্ন দ্রব্যের কত অংশ বিদেশে যায়, কত অংশ বা স্বদেশে থাকে, বিদেশ প্রেরিত দ্রব্যের কে কত লাভভাগী হয়, কেয়ার্ড সাহেব কি তাহা কবিয়াছেন ভাল আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভারতে ইতরশ্রেণী যদি সচ্ছল হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের আঘা মাত্র তাহারা প্রাণত্যাগ করে কেন? এ বৎসর শ সুলভ মূল্য হইয়াছে, ভূমির খাজনা দিয়া কত প্রজা ঘরে কত শস্য সঞ্চিত আছে, কেয়ার্ড সাহেব তাহার নিশ্চয় করিয়াছেন? জমীদারেরা প্রজ নিকট আপনাদের প্রাপ্য সমুদায় খাজনা পা য়াছেন কি না, কেয়ার্ড সাহেব কি তাহার ত লইয়াছেন? কত খাজনা বাকী পড়িয়া আ তিনি কি তাহার সন্ধান জানেন?

যাহা হউক, আমরা বাধিত হইলাম, কেবল অনুগৃহী নয়,—কেয়ার্ড সাহেব আমাদের অবস্থার সচ্ছল দেখাইয়াছেন, সে কারণ আমরা তাঁহার নিকট চি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলাম। এইরূপ প্রকৃতির ম পুরুষদিগের গুণেই ভারতের দুঃখ ঘুচিতে পায় ন এই সমস্ত মহাপুরুষই নিবিড় মেঘস্বরূপ হই ভারতের সুখসূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন কেয়ার্ড সাহেব যাহা বলিলেন, আরস্কিন পে সাহেব তাহাতেই মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। কি সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ সাহেব বাহাদুরেরা চক্ষের চট ভাঙ্গিয়া একবার দৃষ্টি করুন, ভারতের দুঃখের রা কি কষ্টে পোহাইতেছে, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন এ দেশের সকলেরই ভূমি নাই, সকল ব্যক্তিই কৃষ নহে। অধিকাংশ ইতর লোক শ্রমোপজীবী বাটীর মধ্যে হয় ত একটী লোক মজুরী করে, প্রত দুই তিন আনা বেতন পায়; তাহাতেই স্ত্রী পু এবং কন্যাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়; ভদ্রি বিবাহ আছে, শ্রাদ্ধ শান্তি আছে, বস্ত্র ক্রয় করি হয়; গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই গেল নি মিত্ত ও অনিয়মিত ব্যয়। আয়ের অনিয়মিত লাঘ এবং ব্যয়ের অনিয়মিত বৃদ্ধি কি সহৃৎসরে ঘটে না ভূমিদার ও পুলিসের কাছে বেগার খাটিতে হ যাহাতে এক সন্ধ্যা অন্ন ঘরে আইসে না। পী দিন পীড়িত হইয়া শয্যাগত থাকিলে এক কড় ঘরে আইসে না। যাহার দৈনিক ৶০ কি ৵০ আ তাহার এক দিন কামাই কেমন ক্ষতিজনক? যাহ নিত্য আনে নিত্য খায়, তাহারা এক দিন বসি থাকিলে কেমন বিপদ? এই গেল আয় ল বের কথা। ব্যয়বৃদ্ধি দেখুন,—ভারতবাসিরা ত কে আপন পেটে খায় না,—আজ স্বজন কুটুম্ব আসি তাহাদিগের খাদ্যায়োজন করিতে হইল। কাল পী হইল, বৈদ্যকে কিছু দিতে হইল। এই স অতিরিক্ত ব্যয় কোথা হইতে চলে? যাহার স্বল্প নিশ্চিই আয়, কষ্টে স্বষ্টে পেটের এক কোণও পরি হয় না, তাহার অতিরিক্ত ব্যয় কি সর্ব্বনাশের কা

? ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক শ্রমজীবী। শ্রম-
বিদিগের এই দুরবস্থা।

এখন কৃষকদের দুরবস্থা ভাবুন। প্রথমে
শের কথাই বলি। বাঙ্গালায় বড় চাষী কৃষ-
ন আছে?—তাহার লোকের মধ্যে দুই জনও
। পনর আনা কৃষকের সামান্য চাষী। পনর
ানা কৃষকেরই এক খানি হালের নাই। পাঠক!
ারে আসে বায় দেখুন। দুটা চলনসই হালের
দের মূল্য ৯ টাকা। এক জোড়া গরু
দের হাল টানিতে পারে। অতএব

ধান ও বিঘালী ৯০	
বিঘা জমির খাজনা	
কিবা ১, হিসাবে ১০	কলাই ৬
ন কাটিবার ও	
াশ করিবার খরচা	
চারী মজুরের খোরাক ১	ইক্ষু ৩০
ের অমাদি ১	তরকারী ১০
াদের খরচ ৩	
র ও অন্যান্য	
হেশ্বরচ ১০	সর্ষপ ইত্যাদি ৫

ব্যক্তি বলিষ্ঠ এবং অন্যান্য সাহায্যে
ই একাকী সম্বৎসরে ৩০ টাকা মূল্যে উৎপাদন
রিতে পারে অর্থাৎ যদি একজন কৃষকের নিজ ভূমি
া আয় হইতে পারে। যেবার শস্য ভাল
বৎসর না হয় কিছু বেশী লাভ করিল। আবার
বৎসর অজন্মা হইল সেবার খাজনার টাকাও
ত পারিল না। মজুরী করা এবং চাষ করা উভয়
সমান; তবে কৃষকের গৃহে গোরু মহিষাদি কিছু
াম বটে। এখানে ধানের গোলা, ওখানে বিচ-
পাদী, উপর উপর দেখিলে পল্লীগ্রামের মধ্যে-
ব মনটী পুরিয়া পড়িতে পারে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই, অযোধ্যা এবং
বের এরূপেক্ষা অধিক চুরবস্থা। বাঙ্গালার কৃষক
াকে তাতে কিছুকাল ভাবিত থাকে, ঐ সমস্ত
লে আবার দরিদ্রদের থাকেও মিলে না। যাঁহারা
ব ও রাজধানীতে ফিরিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের
নিবেশকে অত্যুক্তি বলিয়া উপহাস করিবেন
যাঁহারা মফস্বলের আড্ডা ভাঙ্গি আছেন তাঁহারা
এই নিবেশকে প্রকার পর্য্যাপ্ত দুঃখ পরিচা-
য় নাই বলিয়া না জানি আমাদিগকে কত দোষা
বেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলাদিস্থান গবর্ণমেণ্টের
মংগ্রহ। থাকে। মেদনীপুরের খাজনার হার
নন? ও দিকেও চাই। সেটেলমেণ্ট আফিসার
রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া সুখ্যাতি লন; তসিলদার, কান-
নগুই ও পাটোয়ারিরা সকলেই না চটুন,—অনেকেই
যেমন করিয়া চটক একপ্রকার সুখ সচ্ছন্দে দিনগুজ-
রান করেন। তারপর ঠিকা জমিদার আছেন, নিশ্চিই
ইক্ষুকাণ্ড হইতে রস বাহির করিতে হইবে। প্রজার
সত্ব কোথা? জগৎ জুড়িয়া ভূমির তালিকা দিলে ত
হয় না। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দেখাইলেও হয়
না। বোঝার ওজন দেখিলে কি হইবে? বলদে
কতটুক নি খাইতে পায় তাহাই দেখা
চাই।

কেবার্ণ সাহেব কতকটা বড় কৌতুককর বিষয়ে
ভারতীয় প্রজাদের অভিজ্ঞতার আয় দেখাইয়াছেন।
আফিম, নীল এবং চা। এই কয়েকটি দ্রব্যের চাষে
কৃষক দের কি লাভ হয়? মজুরী কিম্বা আর কি
অতিরিক্ত উপার্জ্জন হইয়া থাকে? নীলের চাষে
প্রজার কেমন লাভ হয় তাহা এ দেশের কোট পতঙ্গকের
জিজ্ঞাসা কর পেটে ও পৃষ্ঠে হাত দিয়া দেখাইয়া
দিবে—উদরে অন্ন নাই, যেখানে পৃষ্ঠে আর স্থান
নাই। আফিম ও চার লাভ এ দেশীয় লোকের
নহে, তবে এ দেশীয় বণিকের লাভ বটে। এটী
সুরসঙ্গত লাভ, কার্য্যতঃ নহে। বৈদেশিকেরা
আয়ের দিকে প্রতি দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু কার্য্যে কি
হাত উৎপত্তি হইতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই। এই চাষগুলিতে
এ দেশের এক একটী বাণিজ্যের পথ মুক্ত আছে
আমরা এইরূপে উহাদিগকে অর্থকর জ্ঞান করি,
কৃষিসম্বন্ধে কোন উপকার নাই।

প্রতি প্রদেশে ভারতবর্ষের কৃষকেরা সুখে
সচ্ছন্দে নাই। তাহাদের দৈনন্দিন ক্রমশই বৃদ্ধি
হইতেছে। তাহার কারণ এই, উপরি স্থানে লোক
সংখ্যা অধিক। এদিকে পতঙ্গকুল হইতে ভূমিকে
শস্য উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু তাহার সারে কোথাও দেওয়া
হয় না। ভারতবর্ষের ভূমির অবস্থা যেরূপ নিকৃষ্ট
হইয়াছে, তাহাতে প্রতিবিঘায় ৩।৪ তিন টাকার সার
প্রতি বৎসর দিলে পর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হইবার
কোন সম্ভাবনা নাই। এখানকার মত পৃথিবীর
ভূমিকে যদ্যপি সংসামান্য কারকিত করা হইত
তাহা হইলে লোকের একসন্ধ্যারও অন্ন সংস্থান
হইত না। এ দেশের কৃষকদিগের হস্তে পুঁজি নাই।
অর্থসংযোগ না থাকিবারও কয়েকটী কারণ আছে।
প্রথম এ দেশীয় দায়ভাগ বিধি; একটী বিষয়
অধস্তন চারি পাঁচ পুরুষে গিয়া পড়িলেই তাহা ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া, সুতরাং কাহারও হস্তে
মূলধন জমিতে পাইল না। এই পুরাতন বিধি
রহিত করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কষ্টের কারণ, ভূমির
রাজস্ব গ্রহণ ও জমিদারী পদ্ধতি। এই প্রথাও
যাহাতে শীঘ্র সংশোধিত হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন
করা বিধেয়। এ বিষয়ে অপর বক্তব্য গুলি
স্তরে ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৮৮১ অব্দের জেল রিপোর্ট।

এবারের জেল রিপোর্টটীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জেল রি
টের সহিত সাদৃশ্যতা সম্বন্ধ নাই। এ রিপোর্ট
অনাবিধ সৃষ্টি বলিয়া বোধ হইতেছে। এবারে এ
দেখিতেছি, অনেক বিষয়ে উৎকর্ষ সাধিত হইয়া
সমাচার পত্রের উত্তেজনাই ইহার প্রধান ক
যাঁহারা এদেশীয় সংবাদপত্রের প্রতি বিরূপ, তাঁ
দেখুন, এদেশীয় সংবাদ পত্র হইতে কত কাজ
দূষিত ব্যক্তির চরিত্র সংশোধন এবং দুর্জ্জনকে সু
করিবার নিমিত্ত জেলের সৃষ্টি ও কারাবাসের
প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের লাভে তাহার
সন্নিক ফলমাত্র। যে গবর্ণমেণ্ট লাভের প্রত্যা
কয়েদীদিগকে সেই যমালয় সদৃশ স্থানে লইয়া
ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রম করাইয়া লন, তাহাদিগের স্বা
প্রতি অণুমাত্র দৃষ্টি রাখেন না, অথবা যার সংক্ষে
জন্য উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার দেন না, তিনি
রূপী রাক্ষস, আর আমরা তেমন চরিত্র সংশোধনে
গোপী নহি, তদপেক্ষা আমাদিগের শত গু
কটক নিপীড়িত করা প্রার্থনীয়। আমা
আয়ের বের বিষয় এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট
আয়ের লোভে মুগ্ধ হইয়া কার্য্য করেন না। ক
দেশের উন্নতির প্রতি তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ
আছে। উল্লিখিতই জেলের উত্তরোত্তর উ
সাধিত হইতেছে।

বঙ্গদেশের জেল সমূহের কার্য্যপ্রণালী
প্রবন্ধাবস্থের শুনে দেখা যাইতেছে গতবর্ষে কয়
দিগের নরক যন্ত্রণার অনেক হ্রাস হইয়াছে। তা
জেলগ্রিত এক জন সুযোগ্য ব্যক্তি পাই তাঁহার
জেলের অকালমৃত্যু এতদ পরিমাণে নিবৃত্ত হইয়া
আমরা দেখিতেছি তিনি কয়েদিদিগের শারী
দণ্ড হ্রাস, ডাক্তারি স্থাপন, উত্তম খাদ্যের পরি ও উ
পুষ্টি করিয়া আহার, প্রতি পক্ষান্তরে কয়েদিদি
নিয়মিতরূপে স্নান করিয়া তাহাদিগের খা
বিধান, পরীক্ষা ও সচ্চরিত্রের পুরস্কার প্রদ
কয়েদিদিগের নিয়মকাল হ্রাস করিবার ব্য
করাতে কয়েদিদিগের অসাধ্যান কি অকালমৃ
কি দুশ্চরিত্রতা সকলই বহুল পরিমাণে হ্রিয়ো
হইয়াছে। অকারণ অধিক কষ্ট দিলে তাহা হ
মুক্ত হইবার নিমিত্ত এক জন নিরীহ লোকেরও
নানা প্রকার দুরভিসন্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়
বর্ত্তমানে কষ্টের লাঘব হওয়াতে তাহাদের
প্রবৃত্তি হৃদয়ে স্থান পায় না। সুতরাং তাহাদি

হরের ও হ্রাস হইতেছে। লেথব্রিজ সাহেব এই
ালীতে চিরকাল কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত বহু
য় শেষে জেল কোড নামে আইনের পাণ্ডুলিপি
ত করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের জন্য প্রদান
য়াছেন। এইটী বিধিবদ্ধ হইলে প্রকৃত উপকার
ত ও গবর্ণমেণ্টের প্রচুর লাভের পথ
ব। কয়েদিরা সুস্থ শরীর ও সবলকায় থাকিলে
মেণ্টের কাজ অধিক হইবে, কাহাকেও বসিয়া
াইতে হইবে না। শ্রমেরও ব্যবস্থা হইবে কেহ
র হাতে কোদালে পাকিবে না, কয়েদীরা সংখ্যায়
লে স্বতন্ত্র পুলিস পাহারা রাখিবার প্রয়োজন হইবে
সুতরাং তদ্দ্বারা অনেক অর্থও বাঁচিয়া
বে।

লেথব্রিজ সাহেব তাঁহার অসাধারণ নীতিজ্ঞতার গুণে
ত্র কয়েদির দ্বারা জেলের অত্যাবশ্যক পুলিস
রির কার্য্য নির্ব্বাহেও সমর্থ হইয়াছেন। পুলিস
পে কেবল বহিভাগের পাহারা-রক্ষা সম্বন্ধে করিয়া
কন, কিন্তু ইহার বিস্তৃত ক্ষেত্রের দ্বারা সম্প্রতি
ইবার কথা হইতেছে। আপাততঃ প্রেসি
ল, মেদনীপুর, পাবনা ও ঢাকার জেলে উহার
া হইবে। সুবিধা হইলে ক্রমে সকল জেলেই
নিয়ম প্রচলিত করা হইবে। এই পেশার
রিদিগকে স্বাধীনভাবে ইংরাজিতে পোষাক
য়ামরিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং সময়ে
ব সার্জেণ্ট কয়েদীদিগের নায় বুটী বিলাত
রণ করিয়াছে। কয়েদিকে প্রহরী কার্য্যে
ক করিতে হইলে বয়স ২১ বৎসর মাত্র হইলে
হবে সঙ্গত বোধ হয়; কিন্তু পুলিস প্রহরিদিগের
এই কার্য্যের ভার থাকিতে ২৫ বৎসরের ন্যূন
ই হইতে পারিবে না। এই জন্য
ক লোকের প্রস্তাবও বিশেষ সুবিধা নিবন্ধন
াছে। গত বর্ষে ১৭ টী নূতন জেল কয়েদি
র দ্বারা প্রস্তুত করান হইতেছিল। সেই প্রস্তাবে
ধিক জন প্রদান করিয়াছে। কয়েদিদিগকে
রেনিয়ারের, হাতের পাহারা ও ওয়ার্ডারের কার্য
বাতে অনেক স্থানে সংক্ষেপ হইয়াছে। এতদ্ভি
অন্যান্য কার্য্যেও সজ্জিত হইয়া উক্তরূপ পদ
বার জন্য প্রতিযোগিতা করিবার ইচ্ছা অধি-
, ফলতঃ সঙ্কুচিত হইয়া যাহা করিলে কারাবাস
করিয়া দেওয়া হইবে, এই প্রলোভন প্রদর্শন
তে অনেক কয়েদিরই চরিত্র সংশোধন চেষ্টা
য়াছে।

গতবর্ষে সমুদায়ে ৭৭৭০৪ জন কারারুদ্ধ হয়।
া মধ্যে ২৮ হাজার কারাবাসকাল উত্তীর্ণ হও-
, ২১৮৮ প্রম সহকারে ও বিশ্বস্ত ভাবে কার্য্য
ছে, ১৬৫১ আপীল করাতে, ১১ জন পীড়ানিবন্ধন
এবং ৬ জন গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে মুক্তিলাভ করি-
য়াছে। গতবর্ষে ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ৮৬ জন
বালক ও ৮ টী বালিকা কারারুদ্ধ হইয়াছিল।
বালক কয়েদিদিগের নিমিত্ত আলীপুরে যেমন চরিত্র
সংশোধক বিদ্যালয় থাকাতে তাহাদিগের বিশেষ
উপকার দর্শিতেছে, সেইরূপ সেতার প্রদেশের অপরাধী
বালকদিগের নিমিত্ত ভাগলপুরেও গবর্ণমেণ্ট
ি স্কুল স্থাপন করিতে অভিলাষী হই-
য়াছেন।

পুলিস অপরাধির অনুসন্ধান করিয়া ধৃত করাতে
লেপ্টেনাণ্টগণের তাহাদিগের সুখ্যাতি করিয়াছেন।
কয়েদিদিগকে অধিক দিন হাজতে রাখার নিয়ম ও
হ্রস হইয়াছে। গত বর্ষে আপীলীরা মোটে ১৪১৫
দিন হাজতে অবস্থিতি করিয়াছে। ঢাকায় ৩৮৩৯,
হুগলীতে ৩১৫৭, জলপাইগুড়িতে ১০৯০, বগুড়ায়
২৫৩৭, ফরিদপুরে ২৪০৫, ময়মনসিংহে ১১৭৬,
আলীপুরে ১১৩১ দিন থাকিতে হইয়াছে। অতঃপর
হাজতে অধিক দিন বিলম্ব হইলে মাজিষ্ট্রেটদিগকে
তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। যে সকল কয়েদি
হাজতে যাইবে, তাহাদিগের প্রবেশের তারিখ
দিয়া এক একখানি টিকিট দিবার প্রস্তাব হই-
য়াছে। গত বর্ষে দেওয়ানী জেলে ৩০১৬ জন
প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে খাওনাব দেনার
অধিক; শতকরা সুদস্থ ওজনাট ফেরের মূল। ১৮৭৮
অব্দে যে ডিক্রি হয়, তাহাতে প্রত্যহ মূল
বৃদ্ধি হওয়াতে ১৪৮৩ জন মাত্র দেওয়ানী আদালতের
ডিক্রি নিবন্ধন কারারুদ্ধ ছিল।

প্রস্তাবিত বর্ষে জেল মেরামত ও স্থানে স্থানে
উহার আয়তন বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হওয়াতে
৭৬২৬৩ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। আবদুল করীম
নামক প্রেসিডেন্সি জেলের একজন কয়েদী ডেপুটী
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রস সাহেবকে অকারণ আক্রমণ
করাতে হাইকোর্টের বিচারে তাহার যাবজ্জীবন
দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে। গত বর্ষে ৮৮৯৭
কয়েদ নিয়ম ভঙ্গ করিবার অপরাধে অপরাধী হই
য়াছে। এতদ্ভিন্ন ১০১ জনের অতিরিক্ত কারাবা
সের আদেশ, ২৪৬৭ জনের নিছক নির্বাস, ২৫১১ জনের
অন্ধাহার, ২১৩৮ জনের নিছক নির্বাস ও অন্ধাহার
২১৪ জনের বেত এবং অবশিষ্ট ৩৫৪৩ জনের
হাতকড়া, চটপরিধান ও সুখ্যাতির সহিত কর্ম্মকালের
তালিকা হইতে নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গত বর্ষে প্রতি কয়েদীর খোরাক খাড়ে ৩৩৷৩
পাই হিসাবে পড়িয়াছে। পীড়িত কয়েদির খোরাক
গড় পড়তায় ৪৪৷৯। ও পরিধেয় বস্ত্র গড় পড়তায়
৩/৫, বাবদে খরচ ৭১৷৬৮ ও গত বৎসরের প্রস্তাবিতে
একবার ১৩৩২ ও আর এক ২৮৭৯, সুপারি-
ণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদিগের
১১৭৮৫৫; জেলর ও ডেপুটী জেলর ও আসিষ্ট
জেলরদিগের জন্য ১০০৭৮৮, মেটীর ডাক্তার ও ক
উণ্ডারদিগের জন্য ১২৩৮৩ এবং ওয়ার্ড রক্ষকদি
জন্য ১১১১৩১ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ক
দিগের মধ্যে ৩৭১০ জন কারাগারের কাজ ক
৭৪২ জন কারাগারের কর্ম্মচারী, ১৪৯৭ ভৃত্য, ন
জন বাগান প্রস্তুত করে, ৪২৮ জন কয়েদিদি
ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করে, ও ১৩৮ জন মিস্ত্রির ব
করিয়াছিল।

অপরাপর কয়েদির দ্বারা যে সকল বস্তু প্রস্তু
করার ব্যয় বাদে তাহা হইতে ৫৩৫৯৬৯ টাকা আ
হইয়াছে। আলীপুর জেলে যে সকল কয়েদী আ
তাহাদিগের দ্বারা গড় পড়তা ৭২৷৩ টাকা
কাজ হয়। প্রেসিডেন্সি জেলে কয়েদিদি
দ্বারা ছাপাখানার কার্য্য উত্তরোত্তর অধিক চলা
গবর্ণমেণ্টের ১০৮৮১৬ টাকা আয় হইয়াছে। কয়ে
দিগের মৃত্যু সংখ্যা শত করা ৬০৬৭।

কর্ণেল হেডেশবাসী ইহুদিদিগের প্রতি যেরূ
নৃশংস ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে, তৎপাঠে শরী
শিহরিয়া উঠে। এমন যে সিপাহি বিদ্রোহে
অত্যাচার তাহাও ইহার নিকট লজ্জা পায়। ই
রোপের অন্যান্য রাজ্যও এই সকল অত্যাচ
দেখিয়া শুনিয়া কিরূপে যে মৌনাবলম্বন করি
রহিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। যাহ
একটা রক্ত-মাংস আছে, সে ও কখনই এরূপ ঘট
দর্শনে নৈর্ম্মাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে না
তুরস্কের বিষয়ে কনফরেন্স সভা হইয়াছিল, মিশরে
বিষয়ে কনফরেন্স সভা হইতেছে। ইহুদিদিগে
প্রতি অত্যাচারের নিবারণ বিষয়ে সভা না ব
কেন? ইহাতে কোন স্বার্থ সম্বন্ধ নাই, তাহাই
কারণ? সম্প্রতি একজন অষ্ট্রীয় ডাক্তার ওডেস
একটী হাঁসপাতাল রাখিয়া যেরূপ নিষ্ঠুরতাপূ
সংবাদ পাঠান করিয়াছেন, তৎপাঠে হৃদয় বিদী
হয়। কলেরা ইহুদি দেখিলেই চলা করে। কলি
করে ইহুদি শূন্য হইয়া উঠিতেছে। ডাক্তার লিখি
ছেন, ডুবাওয়া চজোলা নামক স্থানের একজ
ইহুদির বাটী আক্রমণ করিলে সে আত্মরক্ষার চে
পাশবিকে উহারা তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করে, এ
তাহার অণ্ডকোষদ্বয় ক্ষুর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলে
পরে তাহার শিশুসন্তানটীকে আনিয়া ত
চোখ কাকার দ্বারা তাহার চক্ষু বিদ্ধ করিয়া দে
এবং বন্ধনদশাগ্রস্ত ইহুদিকে কোথায় লইয়া যা
তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহা

...তেশি এক গৃহস্থের বাটী আক্রমণ করিয়া ...দ্বারা গৃহস্বামিনী এক বৃদ্ধা রমণীকে ক্ষতবিক্ষত ...রিয়াছে, তাহার সম্মুখে তাহার এক আত্মীয়ের ...খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছে, ইহারা প্রায় সকল গৃহ... এইরূপ দুর্দশা করিয়া অবশেষে একটী ফিরিঙ্গী ...লোককে বন্ধন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন তৈল ...দগ্ধ করিয়াছে এবং যে সময়ে সেই যন্ত্রণার সময়ে ...পে তাহার পুত্র কন্যা পৌত্র প্রভৃতিকে গৃহের ...ছ দগ্ধীভূত করিতেছে। উহারা তাহারও পাঁচটী ...রও দগ্ধ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। কলিকাতা ...মাত্রেরই সাধারণতঃ এই অবস্থা। যাহারা ...ত আছে, তাহারা পলায়ন করিয়া গোপনে ...ইতেছে। পুলিসের লোকেরা রমণীগণের ...সন্ধিহিত করিয়া পায়।

পুস্তক সমালোচন

...নেশ বিহার। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত তারকনাথ ...স প্রণীত। কলিকাতা ... স্কুল কণ্ডয়ালিস ...ষ্ট্রপ্রেসে মুদ্রিত। নৈশ বিহার ... বালকদিগের ... উদ্দেশ্য মহৎ। গ্রন্থখানি ... বিদ্যালয় ... বাদরিণী বঙ্গবাসীর ... ...ন দাতেবার এক এক খণ্ড ... ...কে যে উৎসাহ দেন, সেই ... তিনি উপন্যাসের ধরণে ... ...কির প্রতিকৃতি তুলিয়াছেন। অনেক ... ...ত যাঁহারা মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হন, তাঁহাদিগের ...র নিমিত্ত এখানি রচিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ...ভাষার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দোষ লক্ষিত হয়, ...। করি তারক বাবু অতঃপর ইহার সংশোধনে ...ন হইবেন।

...দার্শনিক পত্রিকম। শ্রীযুক্ত নীলরতন রায় ...ণী প্রণীত। কলিকাতা ... নম্বর কণ্ডয়ালিস ...ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। এখানি উপন্যাস গ্রন্থ, ইহার ...ইনও মন্দ নহে। সুতরাং পাঠ করিতে আমা... অনেক সময় ব্যয় করিয়াছে, কিন্তু তাহার বিষয় ...কারের গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য যে কি তাহা ...রা বুঝিতে পারিলাম না। উদ্দেশ্যবিহিন ...তা গ্রন্থ প্রণয়ন করা আর অর্থ জলে ফেলিয়া ...য়া উভয়ই সমান কথা। আমরা কেবল নীল... ন বাবুর দোষ দিই না, সাধারণতঃ উপন্যাসগ্রন্থ ...ই শ্রেণীর এই দোষ ঘটিয়াছে। আর এই ...ল কারণে বঙ্গীয় গ্রন্থ সমূহের প্রতি অনেকে ...শ্রদ্ধ হইয়াছেন।

টাকার গল্প। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস প্রণীত। ...লিকাতা ১ নম্বর চোরবা... লেন এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান ...প্রেসে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত। এখানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তক, টাকার মাহাত্ম্য বর্ণনাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। অর্থগর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের যে সকল দুঃখ গ্রন্থকার সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

বঙ্গ পরীক্ষা। কলিকাতা আমড়াতলা ১৭ নম্বর গোবিন্দচন্দ্র ধরের লেন, বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে তৃতীয়বার মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত নবকুমার নাথ প্রণীত, ইহা অল্প বয়স্ক বালকদিগের বিলক্ষণ শিক্ষোপযোগী হইয়াছে।

মহাপূজা। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী প্রণীত। শ্রীহট্ট ইউনাইটেড প্রেসযন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি অতি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ। ভারতের পরাধীনতার বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে। লিখিবার সময়ে গ্রন্থকারের হৃদয় যে ক্ষোভে দুঃখাদি রসে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা কবিতাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পুস্তক লিখন রীতিতে গ্রন্থকারকে নবীন বয়স্ক বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব শক্তি ও ঐতিহাসিক গবেষণা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কবিতাগুলি সরল মধুরতা ও উৎসাহ ব্যঞ্জক।

...নির তৃষ্ণা (রোগ প্রকাশ) শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ। বিদ্রাফের ছন্দে রচিত। কবিতাগুলি সরস ও গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক।

...ঘ চিন্তা। শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ... নম্বর ত্রিগলাগ লেন হইতে প্রকাশিত। এখানিও ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ। এখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। নামেই বিষয়ের পরিচয় হইতেছে। কবিতাগুলি সরল হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

...ন ... জুন। ... ইতে ... ...ন ইতেছে। ... ...। এ পর্য্যন্ত ... ... হইয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়া ... জুন। কায়রোতে ... ...কমলক্ষ্ণ ... হইতেছে। ... ও ... ভিন্ন ভিন্ন ... ... প্রস্তাবকে ... ...

কনষ্টাণ্টিনোপল ... জুন। ... ... নিমিত্ত ... ...

আলেকজান্দ্রিয়া ... জুন। ... ...

ইংলণ্ড গবর্ণমেণ্টের ... মাস ... এক্ষণে ... ...

লণ্ডন ২০ এ জুন। ... ...

কনষ্টাণ্টিনোপল ২০ এ জুন। ... ...

বিবিধ সংবাদ।

তুরস্কের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত মন্ত্রী আদিম পাশার সা... সাক্ষাৎ হয়, তিনি প্রস্তাবিত কনফরেন্স স... অধিষ্ঠান এই বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে, মিসর স... পোলযোগ ফেলাইব, আবার বে ও দাণ্ডস পাশাকে ল... বাপোসে মীমাংসা করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুন। আজলণ্ডে ... পোলযোগ ... ছেড়ে। আশা যাহাতে গোলযোগের উৎপত্তি না হইতে প... তজ্জন্য অতিরিক্ত সৈন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে।

সার চার্লস ডাইক কমন্স হাউসে লর্ডোক্তরে বলিয়াছে... সুলতানিয়ার কনষ্টাণ্টিনোপলে তুরস্কের আসন্তিথিতেও কনফরে... সভার প্রথম অধিবেশন হইবে।

কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, জুলুরাজা গৃহশত্রু বাঁধিয়... সেটীওয়ের ভ্রাতা ডাবুরা কতকগুলি সর্দারকে আক্রমণ ক... তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ জুন। সার চার্লস ডাইক অদ্য রাত্রিকে ক... হাউসে বলিয়াছেন, আলেকজান্দ্রিয়ায় ইংরাজ গবর্ণমে... প্রজাগণের উপর যে অত্যাচার হইয়াছে, ইংরাজ গবর্ণ... তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবেন। তিনি বলিয়া... সুয়েজ যোজকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ স্বার্থ রহিয়া... তাহার রক্ষা বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ সতর্ক হইবেন।

লণ্ডন ২২ এ জুন। প্রাপ্ত সংবাদিক লোক ইস্লিংটন হ... মার্চ্চা সহ পুলিস ও এথেন্সে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে, ইহাদি... সাহায্যার্থ মানসন হাউসে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে।

আলেকজান্দ্রিয়া ২১ এ জুন। ইংরা... ও ফরাসী ব... কোনোরূপ নূতন মন্ত্রীসভার সহিত কোন সম্পর্ক রা... নাই।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২২ এ জুন। সুলতান ডাক্তার পাম... কার্যযোগে জানাইয়াছেন তিনি আরোগ্য লাভে সমর্থ। ... গাঁহাতে কনষ্টাণ্টিনোপল আগমন করেন ডাক্তারকে ... তজ্জন্য বলিয়া পাঠাইয়াছেন। সুলতান ফেরাইজকেও স... দিয়াছেন তিনি তাঁহার কর্তৃপক্ষে বহাল করিয়া রাখিবেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। মিসর সম্বন্ধে যে মাসের মধ্য... পর্য্যন্ত পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কীয় যত পত্র লেখা লিখি হয় তাহা প্র... হইয়াছে। প্রিন্স বিসমার্ক ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কার্য্যের অনু... করিয়া ঐ দুইদেশ একযোগে কার্য্য করিবার প্রস্তাব ক... করিয়াছেন বলিয়াছেন ভবিষ্যতে অন্যান্য শক্তি ... সম্ভাবনা।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। ... ...

বাঙ্গালার অন্তর্গত বর্দ্ধমান হইতে এক ব... লিখিয়াছেন চৌকীদারেরা পঞ্চায়তদিগের নি... হইতে নিয়মিত বেতন পায় না। অতএব তাহ... নিয়মিত চৌকীও দেয় না। পত্র প্রেরক উপসংহ... বলেন আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই ভিক্ষা চাই... পঞ্চায়তগণ বেতন আদায় করিয়া থানায় পা... চৌকীদারগণ তথা হইতে বখীদ দিনা বেতন ... তাহা হইলে চৌকীদারগণ উচিত বেতন প্রাপ্ত হ... চৌকীও দিবে, এবং পঞ্চায়তগণ নিস্বার্থ ভাবে ... প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি রাখিবেন।

আমরা সুজামুটী হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ প্র... প্রাপ্ত হইলাম " তমলুকের উপযুক্ত বাঁধ বন্ধ... জল নির্গমের পথ পরিষ্কার অর্থাৎ খাল খনন ... হওয়ায় যে, অধিকাংশ ভূমী জলে প্লাবিত হইয়া ... ও প্রজার বিস্তর ক্ষতি হইত; এ বৎসর সেই স... বাঁধ, ও খালের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ঐ ... নির্ব্বাহের জন্য বর্দ্ধমানাধিপতির তরফ হইতে শ্রী... প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক উপযুক্ত ব... ১৩০ টাকা বেতনে নিযুক্ত থাকিয়া কার্য্য করাই...

। খালের কতক অংশ, এবং ক্রমে ভেড়ী
তে ১৬০০০ হাজার টাকার মাটী খননঁ, এবং
০ হাজার টাকার চাপড়া চা বন্দী হইবে, এষ্টিমেট
হইয়াছে। অধুনা প্রায় ৪০০ শত কৃষী কার্য্য
তেছে এবং কোন কোন জমির কার্য্য শেষ
াছে।

আমাদের দয়াবান ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অনুমত
বে লবণের মূল্য হ্রাস হইয়া সমুদ্র-পথে কি স্থলপথে
দানী করা লবণের ২ টাকা মণ ধার্য্য হইয়াছে বটে
আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার কোন উপকার প্রাপ্ত
হছি না। ইতি পূর্ব্বে এ খানে মহাজনেরা লবণের
দিগকে ৩৸০ হিসাবে মন দিত। তাহারা
ারে ৪৷৵০ হিসাবে বিক্রয় করিত। এখানে মহা-
রা ৩।০ মণ বিক্রয় করিতেছে, এবং বাজার হইতে
ক্রেতৃগণকে গ্রহণ করিতে হইতেছে।

বাবাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব
হের সুবিচারগুণে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাকে
পর নাই আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সে দিন তিনি
ঘরজ্বালানী মকদ্দমায় সুবিচারের পরাকাষ্ঠা
র্শন করিয়াছেন। বিচারের একজন সংবাদদাতা
ধিয়াছেন, মণিরামপুরের চুনিলাল নামক একটী
লাক নিধুমণি নামক অপর একটী স্ত্রীলোকের
ম ঘরজ্বালানির অভিযোগ করাতে প্রমাণ না
া ব্রাইট সাহেব তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন,
রার বিচারে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এক
র যে বৃথা কষ্ট ও অর্থ ক্ষতি হইল, সে ক্ষতি
ণ করে কে?

ডি, ই ক্রানবর্ণ সাহেব এ দেশীয় ফৌজদারী
ন-পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে হাই-
র্টের অনারেবল বিচারপতি পিকক সাহেবের
চিত ফৌজদারী আইন পুস্তকের অনেক অংশ
ণ করা হইয়াছে বলিয়া বারিষ্টার ইয়ংসে সাহেব
ার প্রচার বন্ধ করিবার উদ্দেশে বিচারপতি
র্টের নিকট নালিস করিয়াছেন। বিচারপতি
সপ্তাহ পুস্তক বিক্রয় বন্ধ রাখিতে বলিয়া
তবাদীর উকীলকে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শ
আদেশ দিয়াছেন। অন্যথা সপ্তাহকাল
তাঁহার পুস্তক প্রচার বন্ধ হইয়া যাইবে
বিক্রয় করিয়া যে উপস্বত্ব পাইয়াছেন, তাহা
রূপ সাহেবকে দিতে হইবে। "লোভঃ পাপস্য
গং" আমরা একবার এইরূপ একটী ঘটনা
ধরাছিলাম।

আমরা কলিকাতা গেজেটে দেখিয়া সুখী হই-
, আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সব
ও মুন্সেফদিগের অবস্থার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি-
করিয়াছেন। তাঁহার কৃত নূতন নিয়মানু-
সারে ৭ জন সব জজ মাসিক ১০০০ টাকা, ১৫ জন
৮০০ টাকা ২৬ জন ৬০০ টাকা বেতন পাইবেন,
এবং ৭৫ জন মুন্সেফ ৪০০ টাকা, ৭০ জন ৩০০ টাকা,
৬৫ জন ২৫০ টাকা ও ২৫ জন ২০০ শত টাকা
বেতন পাইবেন। পূর্ব্ব নিয়মে ৭ জন সব জজ
১০০০ টাকা ১০ জন ৮০০ টাকা, ১০ জন ৭০০ টাকা
১৬ জন ৬০০ ও ৫ জন অতিরিক্ত ৫৫৫ টাকা এবং
৬০ জন মুন্সেফ ৪০০ টাকা ৭৬ জন ৩০০ টাকা
৭৬ জন ২৫০ টাকা, ৪২ জন ২০০ টাকা অতিরিক্ত
১১ জন ১৫০ টাকা বেতন পাইতেন।

আলবার্ট স্কুলের যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ
হইবে, তাহাকে দুই বৎসর ৮ টাকা করিয়া একটী
বৃত্তি দিবার জন্য জয়পুরের মহারাজ কেশব বাবুর
নিকটে ১২২ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা
দেখিতেছি, জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজ মৃত মহারাজ
রামসিংহের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। কেবল
মৃগয়াদিব্যসনে আসক্ত না থাকিয়া এ সকল বিষয়ে
যে মতি করিতেছেন, এটী বড় আহ্লাদের
বিষয়।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজ ব্যয়ে মৃত
প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করা
ইয়া সেনেট হাউসে স্থাপন করিবার সংকল্প
করিয়াছেন। প্রতিমূর্ত্তি করিতেছেন করুন, কিন্তু
প্রসন্ন বাবু স্মরণার্থ শিল্পশিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠা করুন। ইহাতে ধর্ম্ম ও যশ উভয়ই আছে।
মহারাজ কোন বিষয়েই অসমর্থ নহেন।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম দুই মাসে ভারতবর্ষ হইতে
বিলাতে যে টাকা প্রেরণ করা হয়, তাহাতে ৩৩৭০-
১২০ টাকা বাঁটা লাগিয়াছে। বার কত এরূপ বাঁটা
লাগিলেই ত প্রতুল।

গবর্ণমেণ্ট হায়ৎ খাঁর ন্যায় অনুপসিং রায় বাহা-
দুরকে, আফগান যুদ্ধের সময়ে বিশ্বস্ত ভাবে কার্য্য
করিয়াছিলেন, বলিয়া উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন,
আজ আবার তিনি উৎকোচ দান করিয়াছিলেন
বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছেন।

আমাদের মোকামস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন
"গত ১৯ এ জুন একখানি মহাজনি নৌকা এলা
হাবাদ হইতে কলিকাতায় যাইতেছিল। এখানে
আসিয়াই বেলা প্রায় ১০ টার পর গঙ্গার ঘোর
তুফানে পতিত হইয়া জলস্রোতে একটী গুপ্তচড়ায়
লাগিয়া ২৫ জন আরোহী ও কাটরা মাল সহিত জল-
মগ্ন হইল। দাঁড়ি মাঝিরা নৌকা মগ্নপ্রায় দেখিয়া
আরোহিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র ডিঙ্গির
আশ্রয়ে প্রস্থান করিল। আরোহীদিগের প্রাণভয়ে
চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া ২।১ জন বাঙ্গালি তত্রত্য
একজন ঘাটওয়ালা মহাজ্ঞের সাহায্যে দুই খানি
নৌকা পাঠাইয়া অনেক ক্লেশে আরোহীদিগ
মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু এ
লোকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহারা সাহ
কারী দাঁড়ি ও মাঝিদিগকে নিষেধ করিতে
করে নাই!"

মির্জাপুরের সংবাদদাতা বলেন,
ওরে নামক একটী গ্রামে ১৩৭ বৎসরবয়স্ক একটী
বাস করে। এ ব্যক্তি আজিও বিলক্ষণ স
আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহার এক গ
চুল পাকে নাই অথবা একটী দাঁতও প
নাই।

আমরা শুনিয়া অতি দুঃখিত হইলাম, প্রী
ডাক্তার বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত মানবলীলা সং
করিয়াছেন। ইঁহার কৃত পুরাতন জ্বর ও প্লীহ
রোগের ঔষধ বড় বিখ্যাত। ইনি ডি, গুপ্ত ন
সাধারণে পরিচিত ছিলেন।

পেগুর খালের কণ্ট্রাকটর বন্যায় ভাসি
গিয়াছে। শীঘ্র মেরামত করিবার সুবিধাও না
এই কারণে সেগুন কাষ্ঠের আমদানী হওয়া
সম্ভাবনা অল্প।

জনরব উঠিয়াছে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর শীঘ্র
পূর্ব্ব-বঙ্গ যাত্রা করিতে যাইতেছিলেন। প
নৌকাডুবি হওয়াতে সকলেই প্রাণত্যাগ ক
য়াছে।

কল্য আপীস উঠিয়া যাওয়াতে বোম্বাই গ
মেণ্টের ১৬০০০০ টাকা খরচ বাঁচিয়াছে। সমুদ
দুই লক্ষ টাকা ব্যয় লাঘব হয়, ভারতবর্ষীয় গ
মেণ্টের এই ইচ্ছা।

বোকদাদের লোকেরা সূর্য্য গ্রহণে অতি ভ
হইয়াছে। উহাদিগের বিশ্বাস এই, সূর্য্য অথবা
গ্রহণ হইলে দেশে ভয়ানক মড়ক হয়। আ
কুসংস্কারের এত প্রাদুর্ভাব!

স্থানীয় আত্মশাসন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়
গবর্ণর জেনেরলকে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞ
করাতে তিনি তাহাতে যথোচিত সন্তোষ প্রক
করিয়াছেন।

আমেরিকার এক খানি সংবাদপত্র বলে
এক জন ডাক্তার এক নূতন উপায়ে বহু লো
বহু দিনের রোগাক্রান্ত আরোগ্য করিয়াছেন। রো
বিশেষে ৪ দিন হইতে ৮ দিন উপবাস দেওয়াইতে
এবং ক্ষুধা হইলে কেবল শীতল জল ও লেম
খাইতে হয়। এরূপ করিলে নিঃশেষে আরো
হইয়া যায়।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বাবু নবীনচন্দ্র
পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হইয়াছেন।

আমাদিগের দেহুড়দাস্থ সংবাদদাতা ব

পুরী হইতে "পুরুষোত্তম পত্রিকা" নামক এক খবরের কাগজ বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমানে ড্যায় ৫ খানি সংবাদপত্র হইল। তন্মধ্যে বালেশ্বরে কটকে ১, এবং পুরীতে এক খানি মাত্র।

এ বৎসর স্নান যাত্রার দিবস পুরীতে এমন গ্রীষ্ম য়াছিল যে পাণ্ডারা জগন্নাথ দেবকে রৌদ্রের ধিকা হেঁট করাইতে আর ঘর হইতে বাহির তে পারিল না। প্রায় বেলা ২ ঘণ্টা থাকিতে ত্রাথের স্নান হইল।"

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কলিকাতা হাই-র্টের জষ্টিস মিত্র ও মাকলীন সাহেব তাঁহা-দের আদালত হইতে এই ধারাটী তুলিয়া দিয়া ন। এই ধারার মর্ম্ম এই, কেহ কোন মকদ্দমার পীল করিলে বিচারের পূর্ব্বে তাহা মঞ্জুর হইবার যোগ্য কি না বিচারপতি তাহার বিচার করি-ন, কিন্তু উহা উঠিয়া যাওয়াতে কেহ আপীল রিলে অতঃপর নিয়মিতরূপে তাহার কার্য্য হইবে ং বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই উপস্থিতিতে বিচার ষ্পত্তি হইবে। এতদ্বিবন্ধন এক মকদ্দমার দুইবার চার করিয়া আর অনর্থক সময় নষ্ট করিতে হবে না।

বাণিজ্যবিষয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মাণ্ডালেতে কটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে রমা বাইয়ের কি মত, শিক্ষাসংক্রান্ত সভা তাঁহার নিকট তাহা জানিতে ভিলাষী হইয়াছেন। মনু বলেন, বালকের নিকট ইতেও ভাল কথা গ্রহণ করিবেন। আমাদের শিক্ষা ভা কি মনুর অনুসরণ করিয়া কার্য্য করি তেছেন?

চাক জষ্টিস গার্থ সাহেব ৩ দুটী লইয়া বিলাত াইতেছেন। জষ্টিস মিত্রই বর্ত্তমান জজদিগের মধ্যে পুরাতন। তবে যে তিনি তাঁহার পদে মিত্রকে মনো-নীত করেন নাই কেন, লর্ড রিপন তাহার তথ্যানু-সন্ধান করিতেছেন। লর্ড রিপন এই কার্য্যটী সাধিত করিতে পারিলে তাহার একটী মহৎ কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে, কিন্তু সাহেবদিগের নিকটে অনুস-ন্ধান করিলে অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। বোধ হয়, গার্থ সাহেব জষ্টিস মিত্রকে বাঙ্গালী বলিয়াই মনোনীত করেন নাই।

আমরা রেঙ্গুনের অন্তর্গত সাগেন হইতে সংবাদ পাইলাম, শুক্রবারের পূর্ব্ব শুক্রবারে তথায় এবং তাহার নিকট হইয়া গিয়াছে যে অত্রত্য অধি-বাসিদিগের অনেকেরই গবাদি পশু রোগে মরিয়াছে। রেঙ্গুনেরও অনেক লোকের গরু পতিত হইয়াছে এবং কয়েকজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

প্রাণদণ্ডের তুল্য নিষ্ঠুর দণ্ড আর নাই, এ দণ্ড কাহারও উপর বিহিত হইবার পূর্ব্বে অপরাধীর দোষের বিষয় উত্তমরূপে অবগত হওয়া রাজপুরুষ দিগের কর্ত্তব্য। অন্যথা নিরপরাধ ব্যক্তিকে যদি অপরাধি-বোধে তাহার প্রাণদণ্ড করা হয়,তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহাকে নির্দ্দোষ জানিলেও আর তাহার কোন উপায় হয় না। কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, নিরপরাধ ব্যক্তিরও প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। এই কারণে অনেক সহৃদয় ব্যক্তির মত এই,এ নিষ্ঠুর দণ্ডটী উঠিয়া যায়। সময়ে সময়ে যেরূপ কাণ্ডের ঘটনা হয়,তাহাতে এ দণ্ডটী অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা উপরে যে কথাগুলি বলিলাম, রামপুর বোয়া-লিয়ায় পাঁচু নামক এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ডই তাহার কারণ। তত্রত্য অধিবাসিগণের ধারণা এই পাঁচু নির-পরাধ। অতএব তাহার এ দণ্ড হওয়াতে মার পর নাই অন্যায় হইয়াছে। ঘটনাটী এই, পাঁচু একদা এক বেশ্যার নিকট যায়। মহাবীর নামক অপর এক ব্যক্তি তথায় গিয়াছিল। বেশ্যা মহাবীরকে রাখিতে অস-ম্মত হওয়াতে সে তাহাকে ভয় প্রদর্শন করে। রাত্রিতে পাঁচু ও বেশ্যা উভয়ে নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ বেশ্যাটী তাহাকে কে ছোরা মারিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিল। পাঁচু মহাবীরেরই নাম করে, এবং তাহাকে হত্যা করিতে দেখিয়াছে এই কথা বলে। কিন্তু বিচারে পাঁচুই দোষী স্থির হয়। দায়-রায় তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। তখন সকলে মনে করিলেন, পাঁচু নির্দ্দোষ, হাইকোর্টে আপীল সে মুক্তিলাভ করিবে, কিন্তু হাইকোর্ট রায় বহাল রাখিলেন। যাঁহারা এই মুকদ্দমা জানিতেন, তাঁহারা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে ১০ দিন ফাঁসী বন্ধ রাখিয়া পুনরনুসন্ধানের জন্য প্রার্থনা করেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে কয়েক-জন পাঁচুর নির্দ্দোষীতার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন এবং একজন জমীদার বলেন, তিনি রাত্রিতে মহাবীরকে দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছেন। এক জন ডাক্তার বলেন, মহাবীরের মাতা তাঁহার নিকট ১০ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিল, সে পুলিষকে ঘুস দিয়া সেই টাকা লইয়া যায়। এরূপ প্রমাণসত্ত্বেও লেপ্টে-নণ্ট গবর্ণর তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ বহাল রাখেন। যাঁহারা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে তার যোগে সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার গবর্ণর জেনরলের নিকট তারযোগে পাঁচুর প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করেন, কিন্তু প্রত্যুত্তর না আসিতে আসিতে ১০ ই জুন তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। নিরপরাধ ব্যক্তিও যে দোষী বলিয়া স্থির হয়, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সে বৎসর হাবড়ার এক জন নাপিত কন্যাহত্যাকারী বলিয়া ধৃত হইয়া বিচারে অপরাধী হয়। তাহার কন্যা আসিয়া উপ-স্থিত না হইলে তাহার নিঃসংশয় প্রাণদণ্ড হইত। প্রাচীন কালেরও অনেক প্রমাণ আছে। মুদ্ধ-ফটিকের চারুদত্তের এই ঘটনা হইয়াছিল। অন্ততঃ সংশয়স্থলে প্রাণদণ্ড রহিত করা একান্ত আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রহ্মনাথ সেন রেবিনিউ বোর্ডের অধীনে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া ২৬ এ এপ্রেলের যে আদেশ প্রচারিত হয়, তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে রাজা লীলানন্দসিংহের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার পি, জি, মিলসন বর্দ্ধমানের এডিসনেল জজের পদে বদলী হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন রঙ্গপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, এফ, মাথিউজের বর্দ্ধমানে বদলী হইবার যে আদেশ হয়, তাহা রহিত হইল।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতার হাফ কালেক্টার ও আসিষ্টাণ্ট রাজস্বসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন। তিনি ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতানুসারে ভূমির রাজস্বসম্বন্ধীয় বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ রায় চাঙ্গড়িপোতার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কুসুমনাথ মুখোপাধ্যায় হুগলীর সদর আমলা নিযুক্ত হইলেন।

ই, জি এণ্ডরসন কলিকাতার হাফ ষ্টেসনরীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বারাসত পুলীসের মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন কিছু দিনের জন্য মোকাম ঘোষপুরে অস্থায়ী মুন্সেফী কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

সাহাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার আর, পোল্ক প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, তিনি দোজরাদা আইনের বলে বারাণসীর ন্যায় বিচার করিতে পারিবেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণার প্রথম মুন্সেফ কাশীচন্দ্র ভাদুড়ী যশোহরের অন্তর্গত পুলনার মুন্সেফ হইলেন।

বারাসতের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন পাবনায় স্থায়ী পদ প্রাপ্ত হইলেন।

াজসাহীর অন্তর্গত শিবগঞ্জের মুন্সেফ বাবু সর্ব্বেশ্বর মজুমদার
রপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁর মুন্সেফ হইলেন।
াকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জের মুন্সেফ বাবু নীলমাধব রায়
ঞ্জের মুন্সেফ হইলেন।
রমনসিংহের অন্তর্গত হোসেন পুরের মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্র-
ুখোপাধ্যায় ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০
পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

কাণপুর।

বিগত ৫।৬ দিবসাবধি ক্রমান্বয়ে এখানে বৃষ্টি
াতে মেদিনীর দগ্ধ বক্ষ অনেক শীতল হইয়াছে।
শীঘ্র যে এদেশে বৃষ্টিপাত হইবে, ইহার আমরা
াশা করি নাই, কিন্তু দেবচরিত্র কে বুঝিয়া
তে পারে? ঈশ্বরপ্রসাদে এখানে এবার বসন্ত,
উঠা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর সাংক্রামিক রোগ দেখা দেয়
। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই রোগে ফাইজাবাদ,
বেরিলী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি কতিপয় সহরস্থ অধিবা-
ল বিলক্ষণ ভীত ও মৃত্যুগ্রাসে কবলিত হইয়া-
। এই সাময়িক বর্ষণে নীল ও ইক্ষুর চাস
তি লাভ করিবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইক্ষুর চাসে
াদিগের বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। আমাদের
ালা দেশ অপেক্ষা এতদ্দেশে গুড় ও চিনি অধিক
। আপনার পাঠকদিগের অবগতির জন্য
মেণ্ট গেজেট হইতে এতৎসংক্রান্ত একটী
লিকা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দ্রাজ প্রদেশস্থ বাৎসরিক উৎপন্ন চিনির মূল্য

				৩০০২২৪০ টাকা
ঐ	ঐ	ঐ	গুড়	৮৮,৩৪,১৬০
ম্বাই	ঐ	ঐ	চিনি	১৩৮,৩৫,৭০০
দেশ	ঐ	ঐ	ঐ	৩,৬৫,৬৪,৮৭৭
ঐ	ঐ	ঐ	গুড়	২৭,৩৫,৭২০
র পশ্চিমাঞ্চল		ঐ	চিনি	৯,৫২,২৬,২৫৩
বাধ্যা		ঐ	ঐ	১২৫,৮৩,৪৫৩
ব	ঐ	ঐ	ঐ	৪,৭৭,৭৫,৯৬০
াম	ঐ	ঐ	ঐ	৩২,৯৭,৯৩৭
শব্রহ্ম	ঐ	ঐ	ঐ	৫ ৯০,৫৩৭
ুর	ঐ	ঐ	ঐ	৩১,১৫,৮৪০

ঃ আক্ষেপের বিষয় যে ভারতের বক্ষস্থল
দিন যেমন নানা কারণে শতধা বিদীর্ণ হইয়া
তেছে, ইহার উৎপাদিকা শক্তি সত্ত্বেও, ভারত-
দের অযত্নে, সে দগ্ধ ও সে ভগ্নহৃদয় শীতল
বার কোন মহুপায় অবলম্বিত হইতেছে না।
র বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিখিবার প্রয়োজন
ই, এক চিনি সংক্রান্ত ভারতীয় বর্ত্তমান বাণিজ্যের অবস্থা বিষয়ের আলোচনা করিলে নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত লোকেরা গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় কেরাণিগিরিতে না মরিয়া যদি আমাদের দেশজাত অল্পায়াসলভ্য কৃষিসাধ্য এক একটী দ্রব্যের উৎকর্ষসাধন করিতে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থার অনেক উপশম হইতে পারে।

ভারতবর্ষে বাৎসরিক প্রায় ৫৪,০০০,০০০ মণ ইক্ষু, চিনি ও খর্জ্জুর এবং তালরসোৎপন্ন ৪০৫০০০০ মণ চিনি হয়। কিন্তু ভারতবাসীদের সৌখীনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং চারিদিকে রেলওয়ের খোলায় চিনির ব্যবহার ক্রমশঃ এত বাড়িয়াছে যে, ভারতমাতা নিজহস্তে সন্তানদের মুখে একটু গুড় কি চিনি দিয়া সন্তোষলাভ করিতে পারিতেছেন না। যে ভারতবর্ষ ১৮৭৬—৭৭ সালে অপর দেশবাসিদিগের জন্য ন্যূনাধিক ৯,২৫১,৯৭০ টাকা মূল্যের চিনি রপ্তানি করিয়াছিলেন, সেই ভারতীয় সন্তানদিগের জন্য অপর দেশ হইতে ১৮৮০—৮১ সালে প্রায় ১৬১১১৫৭০ টাকা মূল্যের চিনি আমদানি হইয়াছে! ইহার অধিকাংশই এখন মরিসস দ্বীপ হইতে আইসে। ভারতবাসিদের একটু শ্রম স্বীকার করিয়া কি গুড় চিনি স্বদেশে উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা হয় না?

কাণপুরে যদিও আশাতীত বৃষ্টি হইতেছে, তথাপি দ্রব্যাদির দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। কতকগুলি জিনিসের উপস্থিত বাজারদর নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

উৎকৃষ্ট	গোধূম	প্রতিমণ	২৸৵১৫
ঐ	যব	ঐ	১৷৵১৫
ঐ	চাউল (আতপ)	ঐ	৪৵০
মধ্যম	ঐ	ঐ	২৸৵১০
উত্তম	ছোলা	ঐ	১৷৵০
ঐ	মসুর	ঐ	১৷৵১০
ঐ	অরহর দাউল	ঐ	১৷১০
ঐ	চিনি	ঐ	২৸৵০
ঐ	বেড়িদানা	ঐ	২৷১০
ঐ	পোস্তদানা	ঐ	২৸৵
ঐ	গুড়	ঐ	৩৸৵
ঐ	সম্বর লবণ	ঐ	৪
ঐ	রেড়িতৈল	ঐ	
ঐ	ঘৃত	ঐ	১৯৲
ঐ	কাশীর চিনি	ঐ	১২৵০
ঐ	জোয়ানপুর তুলা	ঐ	১৯৲
ঐ	তামাক	ঐ	১০৷৵

লবণের শুল্ক উঠিয়া যাওয়াতে লবণ শস্তা হওয়া দূরে থাকুক বরং মহার্ঘ্য হইল! ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা দুঃখী ভারতীয় প্রজাদের সুলভ মূল্যে ল সরবরাহ করিবেন বলিয়া যে লবণ শুল্ক সংক্র রাশি রাশি টাকা ছাড়িয়া দিলেন, কৈ তাহার শুভফল ফলিল? দুঃখী অভাগা প্রজাদের ভা সুপ্রসন্ন হইয়াও হইল না ইহার কারণ কি? বিষয় তদন্ত করা কি উচিত নয়? যদি লবণ পূ পেক্ষা সুলভ না হয় তবে রাজকোষের রাশী অর্থনাশ করিয়া ফল কি? লবণশুল্ক পুনঃ প্রবর্ত্তি হওয়া উচিত।

এখানকার সামাজিক অবস্থা প্রশংসনীয় নহে সমাজহিতকর কোন অনুষ্ঠানই এখানে স্থায়ী না, এবং তদুদ্দেশে কাহাকেও বদ্ধপরিকর হই দেখা যায় না। বাঙ্গালা পাঠশালাটীর অবস্থা উৎ হওয়া নহে। কমিটীর মেম্বরদের এ বিষয়ে এ মনোযোগী হওয়া উচিত।

হুগলী—৭ ই আষাঢ় ১২৮৯।

অনেক দিন হইল সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠ গণের সন্দর্শন লাভ করিতে পারি নাই। ম আমরা ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃপাতী কোন স্থা গমন করিয়াছিলাম। যাহা যাহা দর্শন করিয়া পাঠকবর্গের ও কর্ত্তৃপক্ষের গোচরার্থ লিখিতেছি।

আজকাল গঙ্গা পার হইতে খেয়া নৌকায় পয়সা করিয়া দিতে হয়। সামান্য ব্যক্তিদি পক্ষে ইহা নিতান্ত কষ্টকর। মনে করুন কে ব্যক্তি নগরে চারি আনার দ্রব্য বিক্রয় করি তদ্দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তা এক আনা গঙ্গায়াতে ব্যয় হইল। আমরা স্বচ দেখিয়াছি, এরূপ অনেক লোক হুগলী চুঁচুড়ায় নি আইসে। অতএব বোধ হয় কেবল সরকারী কর বৃ করিবার জন্য ঘাট ইজারদারদিগের ক্ষতিপূরণ মান গবর্ণমেণ্ট দীন দুঃখীদিগকে কষ্ট দিতেছেন। আম কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, এই নিয়মটী অবি সংশোধিত হয়। খেয়া নৌকায় প্রায় দাঁড়ি থা না এবং লোকও মধ্যে মধ্যে অপরিমিত লওয়া তাহাতে সাধারণের কষ্ট ও বিপদ হইবার সম্ভাবন আমাদিগের অনুমান হয় পুলিষ ইহা দেখিয় দেখেন না।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের একটী অন্যায় দে লাম। পূর্ব্বে নৈহাটী হইতে গোয়ালন্দ যা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে তিন টাকা লাগিত, এখ পাঁচ পয়সা অধিক হইয়াছে। শুনিলাম ভাড়া হইবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে ভাগুতী হইতে এ বারে গাড়ী গোরাই নদী পার হইত এবং কুষ্টি যাইবার স্বতন্ত্র গাড়ী ছিল। এক্ষণে গাড়ী কু হইয়া উক্ত নদী পার হয়। অতএব ঘুরিয়া যা

ন্ধ হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই
র করায় আরোহীদিগের সুবিধা, না বাঙ্গাল
ত্রে কোম্পানির সুবিধা? কেন আরোহীরা
ড়া কেন দিবেন? সেতুবন্ধরেলওয়ের পূর্ব্বে
লপুর দিয়া পুরিয়া কলিকাতা যাইতে হইত, এক্ষণে
লাইন দিয়া অতি সহজ পথ হইয়াছে।
রোহীদিগের সুবিধা হইয়াছে। তাহাতে উভয়-
র সুবিধা। সময় ও অর্থ দুই লাভ, আর পূর্ব্ব
ালা [illegible] সময় নাশ ও অর্থ
।

[illegible] রেলওয়ে দ্বারা শিয়ালদহ হইতে নাগরপুর
[illegible], ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, কাগমারি দিয়া যদি
[illegible] যায়, তাহা হইলে সাধার-
[illegible] উপকার, ইষ্টকোম্পানিরও তদ্রূপ
[illegible] সম্ভাবনা। এই সকল স্থান ও নিকটবর্ত্তী
[illegible] অনেক ভদ্র লোকের বাস আছে এবং
[illegible] ব্যবসা হইয়া থাকে। অতএব কর্ত্তৃ-
[illegible] অদ্য চিঠি হইলে ভাল হয়। আপনার
[illegible] পত্রের আমরা সম্পূর্ণ
[illegible]।

আমরা এ [illegible] প্রস্তাব, নদীয়া, ফরিদ-
[illegible], পাবনা, বাকরগঞ্জ ও ত্রিপুরাবাসীদিগের যে যে ভাগ
[illegible]ছি, সকল গুলি মনোযোগি হইয়া বুঝি-
য়া নিষ্পন্ন হইতেছে।

এই উপলক্ষে আমরা সাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের
[illegible] নয়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের দানশীলা
[illegible]ধিকারিণী শ্রীমতী লাবণ্যময়ী চৌধুরাণীর এক-
[illegible] পরিচয় না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।
[illegible] মহোদয়া নিজ গ্রামে একটী মধ্য ইংরাজি
[illegible]টী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া অনেকগুলি
[illegible]কে বৃত্তি দিয়া ও ভরণপোষণ করিয়া থাকেন।
[illegible] নিজ ব্যয়ে অনেক লোক নিযুক্ত করিয়া
[illegible] সমস্ত হইতে ছাত্রদিগের বিদ্যালয়ে
[illegible] ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সুবিধা
[illegible] দিয়া থাকেন।

[illegible] কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কেট-
[illegible]সাহেব [illegible] মাসের [illegible] ছুটী লইয়াছেন। অনিলাম
[illegible]খিয়া অধিক দিন না। আমরা বোধ
[illegible]করি না হওয়াতে সাহেবের স্বাস্থ্যহানির
[illegible] মন ভাল থাকিলে শরীর ভাল থাকে।
[illegible] এক লোকে কর্ত্তৃপক্ষের বিদ্বেষী হইয়া
[illegible] বোধ হয়। উক্ত সাহেবের
[illegible] হইলেন, তাহার বিপরীত ঘটে।
[illegible], অথবা উপযুক্ত হস্তে অর্পিত
[illegible]।

বিজ্ঞাপন

গ্রাহকগণের প্রতি

১২৮৮ সাল গত হইয়াছে। নূতন বর্ষ আগত। অতএব আমরা বিনয় সহকারে গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যাঁহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের মূল্য দিয়াছেন, তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২৮৯ সালের দেয় মূল্য দান করেন, এই আমাদের অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বারের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴ আনা; ৴ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কা
ঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আ
দের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু
এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অত
গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান য
তেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায়
ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উ
উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হ
রিদ হইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।
১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সকলপ্র
রোগের নানাবিধ বাড়ীটিক ঔষধ, তৈল ও
প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কৃতবিদ্য
চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা ক
ঔষধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধা
মূল্য নিষ্কৃষ্ট পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়,
আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আম
আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, কুক্ষিকাগ্রহণী,
তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থা
৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হই
কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বি
রূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া
তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে
করিয়াছি। ইহা নিশ্চয়ে গ্রাহক, পাঠকগণকে
করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পার্শ্বে
নবাবিদ্র মহৌষধ। চন্দনাসব।
(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পু
মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্র
কালীন জ্বালা, সর্ব্বপ্রকার ধাতু নির্গম, সরক্ত ও পূতি
প্রস্রাব নির্গত হইলে ও মাত্রায় এই ঔষধ সে
তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন মেহপ্রম
মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রতারল্য এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোথ
এবং প্রস্রাবে বালা পড়িবার ন্যায় ধোঁয়া এই
রোগ চলিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির
গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ দূ
সহিত অন্তর্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহ

ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে
র উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহস-
ক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট
এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়মে
ন করিলে শরীরের নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন
এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল
র-যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃ-
া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির
উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য
ও পীড়াসকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ
নস্বভাবসুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয়
য়-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আন্তরিক
ন,ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকলের
ও শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে।
দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।
এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা
ক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত
শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ
রোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।
এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাত ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া
করিয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে-
ষতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর,বাধক বেদনা,বন্ধ্যাদোষ,
কালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জলস্রাব,
ধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন
ঘৃত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য
ত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব
তি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে
হইয়া থাকে।
একপোয়ার মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে যে
াদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন,তন্মধ্যে কতকগুলির
নিম্নে লিখিত হইল।

ক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এস,
" অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
" চকড়ী ঘোষ। ঐ
" ক্ষেত্রমোহন মিত্র ঐ
কলিকাতা।
" ধর্ম্মদাস বসু। ঐ
" বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
চেকালন কটক।
" কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন।
বর্দ্ধা—মার্গ।
" কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
" উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি
কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা।
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
রাণীগঞ্জ।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ অষ্টম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন, নিরাশ-হৃদয় (পদ্য), দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, সৌর তেজ ও সৌর কলঙ্ক, মনুসংহিতা, সংশয়-আক্ষেপ (পদ্য), কবি (পদ্য), সাংখ্যদর্শন, বর্ষুক বৃক্ষ, এই ৯ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবিবর শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

এক বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাসুল /০।

যোগিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস। মূল্য এক টাকা।

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ৷৵০।

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৵০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিকা
আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, ক
সুগন্ধিদ্রব্য, জামা, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্র
সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্র
সীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, জামার
মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি।
লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

পাইকপাড়া নর্সরি।

সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব
দাসত্বের লাঞ্ছনা মনে করিয়া স্বাধীন কৃষিতে
প্রবৃত্ত হও।

দেশীয় কৃষির উন্নতি ও বিদেশীয় নানাপ্র
লাভজনক কৃষিকার্য্য দেশমধ্যে প্রচলিত করি
জন্য কৃষিতত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে। তিন খণ্ড
তত্ত্ব সমাপ্ত হইয়াছে। ৪র্থ খণ্ড অতি ম
হয় নূতন প্রকার ফুল ফল ও সবজির প্রতি
সহিত মুদ্রিত হইতেছে। যাবতীয় কলম করি
সহজ উপায় ছবির দ্বারা দেখান যাইবে এ
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
মাসুল ৩৷৵০। প্রথম হইতে তিন খণ্ড কৃষি
পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া প্রত্যেক খণ্ড ১৷০
সিকা মূল্যে আমাদের আফিসে, কলিকাতা পটু
ডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরিতে, চীনাবাজার পদ্ম
নাথের দোকানে এবং সিমুলিয়া বাঁড়ুয্যে
দোকানে বিক্রয় হইতেছে—পাইকপাড়া নর্সরি
যাঁহার যে কোন ফল ফুলের কলম ইত্যাদি আব
হইবে আমার নিকট কর্দ্দ ও মূল্য পাঠাইলে পা
পারিবেন, গাছের মূল্যের তালিকা আবশ্যক হ
এক আনার ষ্টাম্প পাঠাইতে হইবে। বীজা
কৃষিতত্ত্বের গ্রাহক হইলে বার্ষিক ১৫ টাকা অ
দিতে হয়।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যা
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকা

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুর্ব্বর্দ্ধন" ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়ম
মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য
পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধার
পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক
শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯

মে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
র্শিতার ফল স্বরূপ মালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
ীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব,
াদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করাণকে বিশেষ উপ-
করিতেছেন।

জল-কোরক, মাংস-কোরক, ও মূত্রশিলা (বা
রী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে
া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎ-
পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া

বার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!! একবার
পরীক্ষা করিয়া দেখ !!!
পেটেণ্ট কফ বটিকা।!!

ক্ষনকাশ, হাপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ
ি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁতেধরা, স্বর-
. গলেরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক কাশী
প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম
ুগাছড়ার পাওয়া। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির
১ টাকা, প্যাকিং ।০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে
ওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই
ধ সেবন করিতে পারেন। মোসার্স অনা আরটুন
ক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী
ড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট পাওয়া।

াণাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক
মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে
ল ইন্দ্রিয়সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্ত্রী
ক্ত ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয়, বাস্তবিক তিন
মেই শুক্রবৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রখরতার প্রমাণ পাওয়া
া, উদরাময় ও অজীর্ণদোষে, অল্প দিবসেই
তিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার
ত্র পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য
। প্রমেহ নূতন কিছু অল্প থাকিলে ঔষধ সেবা
ম্ব অন্য প্রকার অল্প সত্বে সেবা নহে। প্রমেহ
না ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন।
ধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা
ং দিয়াছেন। বেয়ারিং পত্র গ্রহীতব্য নহে, মূল্য
ওয়া সহ ১ টাকা।

শ্রীরাধীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বানারস।

রেজিষ্টারী করা (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ ৬ই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত-স্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ২৷৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ রুগ্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা, সেবনে পক্ষাণ্ডের রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সালসা ও কড্‌লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ধারাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
কলিকাতা পাথুরেঘাটা
" রাজা শ্রীনারায়ণ পাল—মাণিকপুর
" বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—খুলনিয়া
" " অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—এলাহাবাদ
" " শ্রীনাথ অধিকারী—বাজিতপুর
" " কালাচাঁদ চৌধুরী—মদনগঞ্জ
" " রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল সেক্রেটরি আফিষ
" " দুর্গাচরণ লাহা—কলিকাতা
" " দ্বারকানাথ দত্ত—ভবানীপুর
" " নরসিংহ দত্ত—বড়বাজার
" ঢাকা লাইব্রেরি—ঢাকা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের গ্রাহক পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ড্রাফ্ট, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যথা যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় অবলম্বন মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রাহক অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৶০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এক পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং"। ৩৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা

১২৮৯ সাল। ২০ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮২। ৩ রা

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

THE YATRAS ;

or

The popular dramas of Bengal.

by

Nisikanto Chattopadhyaya

Price one Rupee.

Sold at the

...nning Library, Patuldangah, Calcutta.

চক্ষুরোগের উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

ইহা চক্ষে দিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা বোধ হয় না ...ধ স্নিগ্ধতা ও শান্তি বোধ হয়। এই মহৌষধ ...হারে, চক্ষু জ্বালা, চক্ষুউঠা, চক্ষুশূল, অধিমাংস, ...ত, চক্ষুঃ পার্শ্বস্থদাহ, রাত্রান্ধতা, তিমির, উদ্ধক শিরঃপীড়াঘটিত দৃষ্টের স্বল্পতা, চক্ষের জলস্রাব, ...ত্যাদি চক্ষের বহুতর রোগের নিশ্চয় আশু প্রতি...ার হয়। এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে চক্ষে দিলে চক্ষু...াগের কোন ভয় থাকে না। ৮ বৎসর যাবৎ ইহা ...চার করা হইতেছে এবং ইহার দ্বারা অনেক হতাশ ...ক্ষ রোগী দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন এবং শত শত ...শংসা পত্র দিয়াছেন।

এক শিশির মূল্য প্যাকিং খরচা সহিত ২৷৷০

প্রয়োজন পত্র সহিত মনিঅর্ডর পাঠাইলে অবি...ম্বে ঔষধ পাঠান যায়, ডাক মাশুল ফিশিশি।০ ...াহককে দিতে হয়।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালিটোলা বানারস।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

"আর্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত"

এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য দর্শনে বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে ইহা তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৷০, স্বাক্ষরকারীদিগের প্রতি ১৲। শতাধিক অগ্রিম গ্রাহক হইয়াছেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এরূপ গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত। স্বাক্ষরকারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

ইসলামপুর
পোষ্ট গোরাস
জেলা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত। বঙ্গবিজেতা ১৷৷০, জীবনসন্ধ্যা ১৷৷০, মাধবী-কঙ্কণ ১৷৷০, জীবন প্রভাত ১৷৷০, ঐ চারি খণ্ড একত্র, নাম শতবর্ষ অর্থাৎ মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে শিবজীর মৃত্যু পর্য্যন্ত একশত বৎসরের ঘটনা সম্বন্ধীয় উপন্যাস চতুষ্টয় মূল্য ৩৷৷০। ভারতবর্ষের ইতিহাস মূল্য ৸৷৷০ মাত্র। আমার নিকট প্রাপ্তব্য এতদ্ব্যতীত বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক এবং ডাক্তারি কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, জানাইলে ছাপান তালিকা পাঠান যায়।

শুকদাস চট্টোপাধ্যায়।

ধাত্রী শিক্ষাকার ডাং শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহে... বলিয়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্য... যত পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব চে... এইটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়"। জনৈ... পণ্ডিত বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, তাহা... ইহার নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত।"

প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১৷৷০, কমিশন শতক... ১৫৲। এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। ক... কাতা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আমার নিকট পাও... যায়।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS - 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোঃ

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত ...য়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে মে... গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং ... প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঐ গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী বর্ণ... এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শি... গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্
এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)
সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে-
এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ
এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া
ন। ইহা কোবেবা নামক ঔষধের ন্যায়
মিষ্টজনক এতৎসেবনে স্বাদের
কার ব্যাঘাত জন্মাবে নাই, পিচকারির ঔষধ
ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে
স্থেয়।
গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।
এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস
রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন
লে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত
এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা
সেবা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য
ক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট নাটীয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের দুর্বলতা।	মস্তকের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	অতিরিক্ত বমন।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল।
গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।
এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপ নি কাশী, শ্লৈষ্মিক
, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল,
অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।
সবমন শিরঃপীড়া এবং শিরঃশূল।
গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)
এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে
ক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ
উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের
ি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই
দ্বারা আরোগ্য হয়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

" আয়ুর্ব্বন্ধন " ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়মাসে
শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন
৩ টাকা; পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের
ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার
অন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।
১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব, ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।
জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।
প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি, বহুবাজার কলিকাতা।
আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, সুগন্ধিদ্রব্য, জামা. কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার সীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, তামার প্লেট, মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

" শিবাক্ষয় ঘৃত। "
শরীরস্থ পাণ্ডু নাশক অব্যর্থ মহৌষধ।
যেমন চ্যবনপ্রাশ রসায়ণ " যার মনে আটক " তারি আটক " এই কথা বলিয়া একখণ্ডলি পারিষদের সহিত আটক নদী পার হইয়াছিলেন, সেই মত এই পারারোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেও, যাঁহাদিগের গ্রহ সুপ্রসন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই এই মহৌষধের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া ব্যবহার করিয়াছেন এবং করিতেছেন, এবং তাঁহারাই বন্ধিতের আটক পার হওয়ার সদৃশ এই রোগের কষ্ট এবং সমাজের ঘৃণা হইতে পার পাইয়া স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যাহা নিম্নের আরোগ্য সমাচার পত্রের দ্বারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।
এক সপ্তাহ ঔষধের প্রতি শিশির মূল্য ৪ ডাক মাঃ ৸০।
কে, সি, চট্টোপাধ্যায়।
গরাণহাটা কলিকাতা। সারদায়ী পুস্তকালয়।

পারারোগারোগ্য সমাচার পত্র।

শ্রীযুক্ত কে, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।
সারদায়ী পুস্তকালয় গরাণহাটা কলিকাতা।

মহাশয়, আপনার আবিষ্কৃত শিবাক্ষয় ঘৃত
একজন স্বর্ণকারের পুত্রকে ব্যবস্থামত সেবন ক
দিয়াছিলাম, সে কয়েক দিবা আরোগ্য হইয়
বলিয়া সংবাদাদি দিতে কোন দরকার বুঝে না
বিশেষ তদন্তে জানিলাম সে বিলক্ষণ উপশম প
য়াছে। এক্ষণে মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া য
তেছে যে আপনি উৎকৃষ্ট ঔষধ বাহির করিয়াছে
ইত্যাদি ইতি। তারিখ ৯ ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২৮৯ সা
রাজশ্রীকালী প্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপা
সাবড়া পোষ্ট, জেলা মেদনীপুর

মহাশয়! আপনার প্রেরিত শিবাক্ষয় ঘৃত সে
রোগীর শরীরে প্রথমতঃ ঘামাচির মত দানা হইয়া
শেষে শরীর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে,বোধ হয় সে
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মহাশয়ের ঔষ
প্রত্যক্ষ ও সদ্য ফল দৃষ্টে ঔষধের গুণ এই নগরে
সন্নিহিত পল্লীর যাহাতে সর্ব্বসাধারণে অবগত
তজ্জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ করি
এবং করিব। মহাশয়ের ঔষধের প্রতি আমার
শয় ভক্তি জন্মিয়াছে। ইতি তারিখ ২৭ এ এ
সন ১২৮২ সাল।
শ্রীওসমাদ্দীন উকীল।
মুন্সেফী আদালত চাঁ

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহ
কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের পুষ্টি, ও
উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং
হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগ
বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্য
৵০ আনা।
টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, দন্ত নড়
রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরো
মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং ৵০।
পাথার ঘৃত। ইহাতে উপদংশ এবং পারা
রোগাদির শান্তি করতঃ রক্ত পরিষ্কার এবং
পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং
পাথার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং
নাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং
প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই প
যায়।
শ্রীমতিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তা
৩ নং চড়কডাঙ্গা--ভবানী
কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

পুরীরাজসম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

দোষ করিলেই দণ্ডনীয় হইতে হয়, এটী প্রসিদ্ধ ও শাস্ত্রীয় কথা। পুরীরাজ যে নরহত্যা করেন তাতে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে দণ্ড পাই-লেন, তাঁহার নির্দ্দোষতার বিষয়ে আমাদিগের কিছুই বক্তব্য নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় নবীনও আপন স্ত্রী এলোকেশীকে স্বহস্তে করিয়া সেই অপরাধে দণ্ডনীয় হইয়া যাবজ্জী-বনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইয়াছিল; কিন্তু সে হত্যার একটী কারণ থাকাতে তাহা দেশব্যাপী হইয়া পড়িল এবং দেশস্থ ধনী, দরিদ্র, ছোট বড় যাবতীয় লোক তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বিশেষতঃ অর্থ দ্বারা ভারত হইতে ইংলণ্ডের রাজদ্বার পর্য্যন্ত দূর করিতে হয় উপায় করিয়া অবশেষে তাঁহাকে খালাস করিলেন।

এ হত্যার সেরূপ কারণ না থাকিলেও ইহাতে অন্য এমন অনেক গুরুতর কারণ আছে, তাহা সাধারণে কিছুমাত্র প্রকাশিত নাই, থাকিলে অবশ্য তাঁহার প্রতি সকলের দয়া সঞ্চার হইত, সকলে তাঁহার উদ্ধারে যত্নবান্ হইতেন এবং মহামান্য বিদ্বান রাজপ্রতিনিধিগণও তৎসমস্ত অবগত হইলে অবশ্য তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া ক্ষমা করিতেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সকল সাধারণের কর্ণগোচর করে কে? রাজসংসারে একটীও লোক নাই। রাজপুত্রটী নিতান্ত। রাজমাতা ও রাজমহিষী স্ত্রীলোক, তাঁহারা করিবেন, কোন উপায় না পাইয়া অনবরত রোদন করিতেছেন। যাহারা রাজকর্ম্মচারী তাহারা রাজার অবর্ত্তমানে রাজ্যটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাহাদিগের হইতেই রাজার এত সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, যাহারা রাজার বাল্যাবস্থাবধি দ্বীপান্তর গমন পর্য্যন্ত নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বনে নানারূপ চুটকা উত্তেজনা করিয়া তাঁহাকে একটী মনুষ্যাকার পুতলিকার ন্যায় সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক যাহা বলিতে বলিত, যাহা বলিতে বলিত, রাজা তাহাই করিতেন ও তাহাই করিতেন। অন্যথা আজ তাঁহাকে এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত? যাহা হউক, তাহারা এখন আপনাদিগের দোষ ব্যক্ত করিয়া রাজার উদ্ধারের বিষয়ে যত্নবান্ হইবে, তাহা অতীব অসম্ভব। বরং শিশু রাজপুত্রটিকে কি প্রকারে পিতার ন্যায় মূর্খ করিয়া আত্মাধীনে রাখিবে, তাহারা তাহারই চেষ্টায় আছে।

যে সময়ে পুরীরাজ দণ্ডনীয় হইয়া দ্বীপান্তরে গমন করেন, তৎকালে রাজার বিষয়াদি যাহাতে নষ্ট হইতে না পারে, উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব কমিশনর মাননীয় বেভ্মা সাহেব এবং তৎকালীন পুরীর কালেক্টর আর্স্কাইন সাহেব পরামর্শ করিয়া কমিশনরের সেরেস্তাদার বাবু রামপ্রসাদ সিংহ মহাশয়কে রাজবাটীর ম্যানেজর করেন। তাঁহার প্রযত্নে রাজবাটীর কার্য্য ও ৺ জগন্নাথ দেবের পূজা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমানে পূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারিদিগের লুণ্ঠন না চলাতে উহারা সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। যেই কমিশনর ও কালেক্টার মহোদয় স্থানান্তরিত হইলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে কৌশল করিয়া তাহারা তাঁহাকে তাড়াইয়া আপনারা রাজবাটীর সর্ব্বেসর্ব্বা হয়। যাহা হউক, এখন আমাদের প্রার্থনা যে, শিশু রাজপুত্রটির প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ সুদৃষ্টি রাখিয়া রাজকার্য্যাদির কোন সুবন্দোবস্ত করিয়া না দিলে বিষয়াদি লুঠপাট হইয়া ছারখার যাইবে এবং রাজপুত্রটিও পিতার ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন হইয়া অবশেষে যে দুর্দ্দশাপন্ন হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা দ্বীপান্তরিত রাজার সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখিত রহিয়াছি, তাই আজ আমরা ঘটনা বৃত্তান্ত সাধারণের গোচরার্থ সোমপ্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

বন্দী রাজার পিতা ৺ধীরকেশরী দেব মহারাজ মহাব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, তিনি যৌবনে অপুত্রক হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করাতে তাঁহাকে পোষ্যপুত্র করিয়া যান, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চম বৎসরমাত্র। কিন্তু তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয়াদি যদি কোর্ট অব ওয়ার্ডের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের হস্তে যায়, তাহা হইলে রাজকর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, এইরূপ ভাবিয়া রাজার মুমূর্ষু অবস্থায় উহারা এক পানি উইল প্রস্তুত করাইয়া লয়। যথা।—

পোষ্যপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মহিষী আমার বিষয়ের অধিকারিণী থাকিবেন। যদি পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কোন ব্যাধি বশতঃ বা দৈব ঘটনায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তবে রাজমহিষী আপন ইচ্ছামতে অন্য এক পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সে পুত্রেরও বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পুত্রবৎ বিষয়াধিকারিণী থাকিবেন। এই উইল অনুসারে বিষয়াদি হস্তে রহিল এবং শিশুরাজকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতার ওয়ার্ডে পাঠাইবার কথা হইল; কিন্তু ৺ জগন্নাথ দেবের এমত পূজা অনেক আছে, যাহা রাজার অবর্ত্তমানে এক দিবস চলিতে পারে না, সুতরাং তাহা অগ্রাহ্য করিয়া রাজাকে স্থানান্তরিত করিলে হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয়, এই প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার বিদ্যা শিক্ষারও বাধা দেওয়া হইল।

রাজবাটীতে মাধবচন্দ্র লাল নামে এক শূদ্র ব্যক্তি বন্দীরাজের পিতামহ ৺ রামচন্দ্র দেব মহারাজের সময় হইতে তিন পুরুষ দাওয়ানী করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি যদিও ষড়যন্ত্রকারিদিগের ইচ্ছানুযায়িক ঐ উইল স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে কোন অসদভিপ্রায় ছিল না, তিনি সরল ভাবে কিসে রাজগৃহ বজায় থাকে, প্রকারে শিশুরাজ বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞানবান হন, লোকে তাঁহার দুর্নাম না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু তাহা দুষ্ট কর্ম্মচারিগণের কৌশল বিফল হওয়াতে সকলে একবাক্য হইয়া মৃতরাজার পীড়ার সময় "কলে রাউতারা" নামক যে এক নব্য ভৃত্য সেবাশুশ্রূষা করায় রাজমহিষী তাহার প্রতি কিছু সন্তুষ্ট থাকা তাহাকে আপনাদিগের দলপতি করিয়া পরে যড়যন্ত্র দ্বারা বৃদ্ধ দেওয়ানকে রাজবাটী হইতে তাড়াইল।

বৃদ্ধ দেওয়ান মাধবচন্দ্র রাজবাটী ত্যাগ করিয়া কলের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিল, কিন্তু সে এক ভৃত্য, তাহাতে মূর্খ। সুতরাং রাজকার্য্যের কি বুঝিত না, কেবল অর্থ উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল, তার সঙ্গে সঙ্গে সদর হইতে মফস্বল পর্য্যন্ত যত কর্ম্মচারী ছিল সকলে লুঠিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে অল্প দিবসের মধ্যে সমস্ত কার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইয়া রাজবাটীর ব্যয় নির্ব্বাহ ও ৺ জগন্নাথ দেবের পূজা চলা সুকঠিন হইয়া পড়িল।

ও দিকে শিশুরাজের লেখা পড়ার বিষয়ের কেহ ভুলেও একবার নাম করিত না বরং বৃদ্ধ দেওয়ান শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্কুলের প্রথানুযায়িক যে শিক্ষা দিতেছিলেন, তাহাকে তাড়াইয়া তৎস্থলে এক অধ্যাপক রাখিল। ইহার কারণ এই, ইংরাজী পড়িলে রাজা চাকুরি করিতে যাইবেন না, তাঁহাদিগের নিকট সংস্কৃত জানা আবশ্যক। পরে স্থির হয়, রাজা অধ্যাপনার সময় পণ্ডিত মহাশয়কে দাঁড়াইয়া শিক্ষা দিতে হইবে। কারণ, তিনি শিশু হইলেও সর্ব্বরাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ। অতএব তাঁহার সাক্ষাতে গুরুদেব বসিতে পারেন না। এই ব্যবস্থার পরে যদি রাজা কোন সময় পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিতে বসিতেন, কতকগুলি পশুপক্ষী আনিয়া তাহাদিগের ক্রীড়াদি দেখাইত। রাজাও বালসুলভ স্বভাববশতঃ ছুটিয়া যাইতেন। সুতরাং সে দিবস সেই পর্য্যন্ত লেখা পড়া হইত।

এই সব শুনিয়া বন্দীরাজের জন্মদাতা পিতা (দক্ষিণ প্রদেশস্থ বড় খিমিটির রাজা) পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয়াদি হয় তাঁহার হস্তে না গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিবার প্রার্থনায় দেওয়

দালতে নালিশ করেন, কিন্তু তাহাতেও
লিস্থত্রে তাহা বিফল হয়। সেই উপলক্ষে
কোষ হইতে এত অর্থ নির্গত হইয়া যায় এবং
বর বড়মানুষ হইয়া উঠে ও অন্যান্য সকলে
কিছু লাভ করে পরে থিমিটরাক্ষ পুরীতে
সন্ধ্যা পুরাক আপনি বসায় লইতে চাহেন,
হাকে এই সোপারিশ হয়, তিনি এক সামান্য রাজা,
মহারাজ সাহেবের সহিত প্রথম কি সম্বন্ধ আছে,
হইবে। উহাতে থিমিটরাক্ষ অপ
হইয়া কমিশনর সাহেব মহোদয়কে
নিবেদন পূর্ব্বক রাজবাটীর সমস্ত বিবরণ
হাঁহার আদেশক্রমে পুরুকে বাসাবাটীতে
আসিয়া, এবং তৎসম্বন্ধে সাহেব মহোদয় এই
নিয়ম করিয়া দেন যে, থিমিটরাক্ষ পুরীতে
অন্তর, সপ্তাহে দুই দিবস থিসনরনে
আসিয়া দর্শন দিবেন। ইঃবঃ—

সোমপ্রকাশ।

২০ এ আষাঢ় সোমবার।

কমিশন ও সংবাদপত্রের কলিজী।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দের
প্রেরিত পত্রের অনুরূপ কার্য্য হইতেছে কি
তাহার অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য
সিবের ভাবেতহিতৈষী বড়লাট গবর্ণর জেনরল
আপন বাহাদুর হইতে শিক্ষা কমিশনের সৃষ্ট
হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শিক্ষা
শনের উদ্দেশ্য যেমন মহৎ, উহার কার্য্যপ্রণালী
রূপ গুরুতর। উক্ত কমিশনের কার্য্যপ্রণালী
যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে বোধ
হয়েন কমিশন আপনাদিগের চেষ্টা সার্থক করি-
বেন। কিন্তু আমাদের দগ্ধ অদৃষ্টের প্রভাবে
"ব্রাহ্মণে সম্প্রক্রিয়া" র শঙ্কা জন্মিতে পারে।
পরিমাণে তাহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে।
দেশ শুদ্ধ লোকের প্রাণপণে চেষ্টা করা
হইলে, তাহাতে শিক্ষা কমিশন উঠিয়া গবর্ণমেণ্টের
উদ্দেশ্যের সাধনে সমর্থ হইতে পারেন।
যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে অসঙ্কোচে বলিতে
এই কমিশনের ক্ষমতা যথেষ্ট। আবশ্যক
তাঁহারা শিক্ষিতব্য বিষয়বিশেষে দূরে থাকুক,
দেশের শিক্ষাবিষয়িণী নীতিরও পরিবর্ত্তন
পারেন। ভারতবর্ষের পঁচিশ কোটী
অনাথ তাঁহাদের কার্য্যের উপর নির্ভর
করিতেছে, তাঁহারা কর্ত্তব্যসাধনে সমর্থ হন, ইহার
অধিক প্রার্থনীয় আর কি হইতে পারে? সাহেব
ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা (পাদ্রী-সাহেবেরা) কমিসনের
চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের চেষ্টায় আছেন। সংপ্রতি সিম
লায় কমিসনের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে ঐ
রূপ একজন সাহেব ভট্টাচার্য্য মেম্বর রূপেও
প্রবেশ করিবেন। যাঁহাদের কথা কোন বিষয়ের
অনুকূল বা প্রতিকূল বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে,
দেশের সেই প্রধান প্রধান লোকের মধ্যে কেহ কেহ
অভিমান করিয়া কমিসনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে
অস্বীকার করিতেছেন; কেহ বাচনিক সাক্ষ্য দিবার
বিষয়ে আপত্তিও করিয়াছেন,—কিন্তু লিখিত সাক্ষ্য
অপেক্ষা বাচনিক সাক্ষ্য যে অধিকতর ফলোপধায়ক,
সে বিষয়ে সংশয় নাই। তাহা না হইলে আদালতে
বড় বড় বিদ্যাবাগীশ ও তর্কপঞ্চাননদিগেরও বাচনিক
সাক্ষ্য লওয়া হয় কেন? যাহা হউক সাক্ষিগণের মনে
করা উচিত যে, উপস্থিত কার্য্য কমিসনের নহে,—
তাঁহাদেরই।

কমিসন ত ভারতবর্ষের উপর প্রশ্নের শিলাবৃষ্টি
করিতেছেন। উত্তরও যাঁহার যেরূপ মনে আসি-
তেছে, তিনি সেইরূপ দিতেছেন: সহজে অনুমান হই-
তেছে, এক বোঝার বোঝা একখানি রিপোর্টও
হইবে: এই সকল উপাদানে বর্ত্তমান কাল
গর্ভ ধারণ করিতেছে, ভবিষ্যৎ এই গর্ভের সন্তান
প্রসব করিবে। ঐ ভবিষ্যৎ গর্ভস্থ সন্তানের লক্ষণ
করা গণকের অসাধ্য। আবার যে গণক
সেই বলে,—অমা প্রসূতি সন্তান প্রসব করে,
সে গণনা যে কিরূপ অসাধ্য, তাহা সহজে
হইতেছে। যাহা হউক, এরূপ অধিক কথা
আমাদিগের প্রয়োজন নাই,—কেবল শিক্ষা
কমিসনের নিকট আমরা সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক এই প্রার্থনা
করিতে, তাঁহারা যেন উচ্চশিক্ষার পথে কুঠারের
আঘাত না করেন। মহাত্মা লার্ড রিপন বাহাদুর
যে শিক্ষার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাই-
তেছেন, তাহার কার্য্যকারী সম্বন্ধে অনুসন্ধান কমিশনের
প্রতিপন্ন করা কর্ত্তব্য। এদেশীয়েরা স্বশাসনক্ষম
হন এবং আপনাদের শিক্ষাভার আপনারা নির্ব
হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন, এই একান্ত বাঞ্ছনীয়।
কিন্তু ইহার কিরূপ ফল ফলে, তাহা অনুসন্ধান করা
কমিশনের তখন একান্ত আবশ্যক।

নিম্ন শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের তিনটী বক্তব্য
আছে। প্রথম, পুরাতন পাঠশালা-প্রণালীর লোপ
করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশের একটী অনিষ্ট করিয়াছেন।
কমিশন এটীর যেন বিবেচনা করেন। অনিষ্ট এই,
এখনকার কোন ছাত্র পূর্ব্বের ন্যায় বাজার হিসাব
লিখিতে এবং উৎকৃষ্ট অক্ষর লিখিতে পারে না।
দ্বিতীয়, সাধারণে যাহাতে বহুল পরিমাণে কৃষি, শিল্প ও
বাণিজ্যের শিক্ষা পায়, কমিশন যেন তৎপক্ষে বিশে
দৃষ্টি রাখেন। তৃতীয়, ইংরাজসমাজে যাহাতে মদ্যপা
বিশেষ সন্নিবেশ প্রতিহত হয়, তাহারও উপায় বিধা
নিতান্ত আবশ্যক। ইতর শ্রেণীর লোকেরা মদ্যপায়ী
হইয়াতে সমাজের সবিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গা
ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার যে সকল বিষয় নির্দি
করিয়া দেন, সেণ্ট্রাল টেক্সটবুককমিটী সে
সকল বিষয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন. এ
বিভাগীয় ইনস্পেক্টরগণ সেই সকল নির্ব্বাচি
পুস্তক স্ব স্ব বিভাগীয় স্কুলে পাঠ করিবার আদে
দিতেন। সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ কমিটি
মেম্বর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরা
পরীক্ষণীয় বিষয়ের পুস্তক নির্ব্বাচনের আদেশ দিয়া
ছেন। পূর্ব্বে ঐ ৩টী পরীক্ষায় বাঙ্গালা ও ইংরাজ
সাহিত্য ও ব্যাকরণ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট থাকিত না। এক
ঐ দুই বিষয়েরও পুস্তক নির্ব্বাচিত হইবে।

অতঃপর শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার সাহে
স্বয়ং ঐ তালিকা প্রচার করিবেন। পূর্ব্বে বিভাগী
ইনস্পেক্টরগণ (অবশ্যই সকল নহে) মধ্য শ্রেণী
ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুল এবং নিম্ন শ্রেণীর বাঙ্গা
স্কুলের প্রথম শ্রেণী হইতে নিম্নতন শ্রেণীর উপযো
বাঙ্গালা সাহিত্য ও ব্যাকরণ সংক্র
কতকগুলি করিয়া পুস্তক বাঁধিয়া দিতেন। স্কুল
সম্পাদক বা শিক্ষকগণকে স্ব স্ব বিদ্যালয়ে পড়াইব
জন্য ঐ তালিকার মধ্য হইতে পুস্তক মনোনী
করিতে হইত। এই প্রণালীতে বিভিন্ন বিভা
বিভিন্ন পুস্তক সকল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে
ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে পাঠ্যপুস্তকের সমতা রক্ষা
অতঃপর ঐ তালিকাও ডাইরেক্টর সাহেব কা
করিবেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, এই তালিকা
পুস্তকগুলিও এক কমিটী নির্ব্বাচন করিবেন
কেহ কেহ বলেন, সে কথা মিথ্যা; এক কমিটী ৩
শ্রেণীর উপযোগী পুস্তক ভিন্ন আর কিছুই বে
বেন না। কিন্তু এডুকেশন গেজেটে এক কমিটী
সেক্রেটারী নাম সাহেব যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করি
ছেন, তাহার ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয়, কমিটী সা
তার শ্রেণীর পুস্তকগুলি নির্ব্বাচন করিবেন, সমুদা গ্রন্থকা
গণকে স্কুলের পাঠ্য যাবতীয় পুস্তক মেম্বরদিগে
নিকটে পাঠাইতে আদেশ করিবেন কেন যে
হউক, এক কমিটীর নিকটে বক্তব্য এই, যদি তাঁহা
ছাত্রবৃত্তির পুস্তক ভিন্ন অন্য শ্রেণীর পুস্তক নির্ব্বাচ
না করেন, তাহা হইলে বিজ্ঞাপনে তাহা বিশদরূপে
বলিয়া দেওয়া উচিত। কেন না, তাহা হইলে
অনেক গ্রন্থকারকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে না
যত গ্রন্থকার তাহাদিগের নিকট পুস্তক পাঠাইবে

ছেন, সকলের পুস্তকই যে কমিটীর গ্রাহ্য হইবে, এরূপ সম্ভাবনা করা যায় না; অথচ সকলেই আশ্বস্ত হইয়া পুস্তক প্রেরণ করিতেছেন। এমন স্থলে কমিটীর সমস্ত পুস্তকের মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা করাও উচিত। গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত কমিটীর ভিক্ষাবৃত্তি ভাল দেখায় না। যদিও গ্রন্থ প্রেরণ করায় গ্রন্থকারদিগের স্বার্থ আছে কিন্তু সেই স্বার্থের ফলভোগী হইবার চেষ্টা মহতের কর্ত্তব্য নহে।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহোদয় অবসর গ্রহণ করিতেছেন। এক্ষণে তৎপদে অনাটম কোন্ জজ অধিষ্ঠিত হইবেন, এই কথা লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান চিফ্‌জষ্টিসের পরেই উক্ত পদ মহাত্মা কোয়াইট সাহেবের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এইরূপ জনরব উপস্থিত হয় যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া হাইকোর্টের অন্যতম জজ কনিংহামকে প্রধান বিচারপতির আসনে বরণ করিবেন। হোয়াইট সাহেব একজন বিলক্ষণ কর্ম্মঠ ও সুযোগ্য পাত্র; তিনি সমস্ত মকদ্দমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্য লইয়া অতি সূক্ষ্ম বিচার করিতেন। তদীয় কার্য্যপ্রণালীতে অর্থী ও প্রত্যর্থী সকলেই যার পর নাই প্রীত ছিলেন। মকদ্দমার কূটার্থে তাঁহার প্রবেশশক্তিও প্রশংসনীয়। কিন্তু এমন যোগ্য পাত্রের প্রতি গবর্ণমেণ্টের শুভ দৃষ্টি নিপতিত হইল না। সেই অভিমানে তিনি পদত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পরেই উক্ত পদে জষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্রের সম্পূর্ণ অধিকার। শুনিতে পাওয়া যায়, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে উক্ত মহাত্মাকেই চিফ্ জষ্টিসের পদে নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। যদ্যপি ন্যায়পরতার অবমাননা করা না হয়, তবে রমেশচন্দ্র মিত্র যে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইবেন, ইহা বিবেচনা সাপেক্ষ নহে। মিত্র মহোদয়ও স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। যদ্যপি জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম ন্যায্য অধিকার লাভের পথে দুর্ভেদ্য অন্তরায় হইয়া না দাঁড়ায়, তবে জষ্টিস মিত্রকেই আমরা প্রধান বিচারাসনে আসীন দেখিতে পাইব।

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্য প্রতিপালনে কাতর নহেন এবং ন্যায়নিষ্ঠার মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে উদারতা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু ভারতের সৌভাগ্যকারক সাহেবদের হৃদয় ইহাতে দগ্ধ হইয়া উঠিতেছে। কাল্য বাঙ্গালী হইয়া হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইবেন, ইহাও কখন কি চক্ষে দেখিয়া সহ্য করা যায়? অনেকে এই আপত্তি করেন যে, ওকালতী করিয়া যিনি জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহা হইতে হাইকোর্টের কর্ত্তব্য সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। হাইকোর্টের নিম্নপদস্থ জজদিগের মধ্যে অনেকে ব্যারিষ্টার ছিলেন। তাঁহাদের বিচারে যে সমস্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, প্লিডার জজেরা কিরূপে তাহা পুনর্ব্বিচারে সমর্থ হইতে পারেন? যে সমস্ত প্লিডার, জজের আসনে আসীন হইয়া থাকেন, তাঁহারা ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম, কিন্তু কটিল দেওয়ানী মকদ্দমার স্বত্বাস্বত্ব বিচারে তাঁহাদের তাদৃশ অধিকার নাই। বোম্বাইয়ের হাইকোর্টে এইরূপ একটী ঘটনা হইয়াছিল, তথাকার প্রধান বিচারপতি, ব্যারিষ্টার ভিন্ন অন্য কাহাকেও চিফ্ জষ্টিসের পদে নিযুক্ত করিতে সম্মত হন নাই। এই যুক্তি কতদূর বিচারসঙ্গত, তাহা বলিয়া শেষ পাওয়া বিষম। আমরা স্বীকার করি যে, প্লিডার অপেক্ষা ব্যারিষ্টারদিগের বিদ্যা ও বিচারশক্তি অধিক, কিন্তু ব্যারিষ্টারদিগের নিষ্পন্ন মকদ্দমার যে প্লিডারদিগের কথা কহিবার অধিকার নাই এবং তাঁহারা সকল প্রকার মকদ্দমার অবস্থা সুচারুরূপে বুঝিতে পারেন না, এমন অনুমান করা কখন সঙ্গত হয় না। জষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র বহুকাল ওকালতী করিয়া দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাহার পর দীর্ঘকাল বিচারপতির আসনে আসীন হইয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। ওকালতীর অবস্থায় যদি কিছু ত্রুটি থাকে, তাহা সংশোধিত হইয়াছে। এখন তিনি অনেক ব্যারিষ্টার ও ব্যারিষ্টার-জজের অপেক্ষা উৎকর্ষ ও দক্ষতা লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তিনি এদেশীয় লোক। এদেশীয় আচার ব্যবহার ও শাস্ত্রাদির মতে তিনি স্বভাবতঃ শিক্ষিত। ব্যারিষ্টার হউন, আর সিবিলিয়ান হউন, অন্য কেহ এ সকল বিষয়ে তাঁহাকে পরাস্ত ও নিরস্ত করিতে পারিবেন না। হাইকোর্টে এদেশীয়েরই অধিক সংখ্যক মকদ্দমা হইয়া থাকে। সে সকল মকদ্দমায় তাঁহার মত যে সমধিক আদরণীয় হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত আইন ও ইংরাজী আইনজ্ঞান বিষয়ে সবিশেষ নিষ্ণাত। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, জষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্রকে উপেক্ষা করিলে ন্যায়ের নিতান্ত অবমাননা করা হইবে। তিনি প্রধান বিচারপতি পদলাভের অযোগ্য, অনুমানে এ সিদ্ধান্ত করা উচিত হয় না। আপাততঃ তিনি পদে নিয়োজিত করা হইতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বিলক্ষণ অবসর উপস্থিত। অতএব গার্থ সাহেবের অবসরকালে তাঁহার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তিনি যদি যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে না পারেন, তিনি স্বয়ংই সেই উচ্চস্থান হইতে পতিত হইবেন, তাঁহারও কোন কথা বলিবার পথ থাকিবে না, অন্যেও কোন কথা কহিতে পারিবেন না। কাহারও মনে ক্ষোভও থাকিবে না। আমাদের গবর্ণমেণ্ট গুণানুসারিণী পদদান প্রথা স্থাপন করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মের অনুরোধ রক্ষা করিয়া কার্য্য করা আর ভাল দেখায় না। বর্ত্তমান ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট যদি কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমরা কাহার নিকটে উদার ব্যবহার দর্শনের আশা করিব?

মিসরের বিপ্লব।

মিসররাজ্যের বিপ্লব-বহ্নি ক্রমশই দিগন্ত দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল: আর বুঝি সহজে নির্ব্বাণ হয় না। যত দিন না তুরস্কের অধঃপতন সাধিত হইতেছে, যত দিন না মিসররাজ্য ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, তৎকাল পর্য্যন্ত এই বিপ্লবাগ্নি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, সপ্তসাগরের জলাভিষেকেও তাহা নির্ব্বাণ হইবে না। কায়রো নগরে সৈনিকগণের অতিশয় উপদ্রব বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহারা ঘোর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সময়ে সময়ে লুটপাটও করিতেছে। বৈদেশিক বণিকগণ বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; এমন কি, বাবতীয় দোকান ও ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইউরোপের সকল জাতির রণতরী আসিয়া স্ব স্ব দেশীয় ব্যবসায়িগণকে লইয়া যাইতেছে। আসন্ন বিপৎপাতের এই প্রত্যক্ষ লক্ষণ। মিসর রাজ্যে শীঘ্রই একটা ভয়ঙ্কর বিভ্রাট উপস্থিত হইবে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সে কারণ বৈদেশিকগণ পূর্ব্বাহ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

তুরস্কের সম্রাট এখন ইউরোপীয় রাজগণের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সভাধিবেশনের জন্য পোর্টকে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতে তাঁহার মন ফিরে নাই। আমরা দেখিতেছি, সুলতান ঘোরতর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছেন, সভাধিবেশনে অনুমতি প্রকাশ করিলেও নিস্তার নাই, সম্মতি দিলেও তাঁহার পরিত্রাণ নাই। এ দিকে ইউরোপীয় প্রধান রাজপ্রতিনিধিগণ তুরস্কের অনুপস্থিতিতে সভাধিবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সভায় সুলতানের প্রতিনিধির উপস্থিত থাকিবার আবশ্যকতা নাই। ইউরোপীয় প্রতিনিধিগণ যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তাহা সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইউরোপের রাজপ্রতিনিধিগণ যেমন মত প্রকাশ করিবেন, সুলতান তাহাতে বিরুক্তি করিলেই বিপদ ঘটিবে। অতএব তাঁহার নিকট মন্তব্য প্রেরণ করায় ফল লাভের প্রত্যাশা কি? আরবি পাশা এবং

ত সেনাধিনায়ক। তাঁহার ভয়ে সভা প্রভৃ
প্রহার ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে
ান্য সকলেই প্রায় আরবি পাসার আনুগত্য
কার করিয়াছেন, কেবল খেদিব কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ
লন। পরিশেষে রাজ্যের প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত
ক্তি এবং পুরোহিতগণ খেদিবকে জানাইলেন যে,
াহাতে তিনি অসম্মত হইলে সৈন্যগণ বিদ্রোহী
য়া উঠিবে এবং নিশ্চয় গোলযোগ ঘটিবে। খেদিব
ন মনে পরিণামফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রকৃতিবর্গের
স্তাবে অগত্যা সম্মতি দিয়াছেন। এক্ষণে আরবি
সার প্রভুত্ব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসি ও
রাজদিগের যে আধিপত্য ছিল, তাহা অত্যন্ত
র্ল হইয়া পড়িয়াছে। আলেকজেণ্ড্রিয়ার নিকটে
উরোপীয়দের রক্ষার্থ যে সমস্ত রণপোত প্রেরিত
য়াছে, তাহা নিতান্ত সামান্য। শুনিতেছি যে মিস-
র ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার্থে নিরুদ্বেগে থাকিবে
হার সম্ভাবনা নাই। এ দিকে সুয়েজ খালের
ীপে মেডনামক বন্দরে মিসরের একখানি
রপোত আসিয়া টর্পিডো ডুবাইয়া রাখিয়াছে।
নকে অনুমান করেন যে, এই প্রবাদ কদাচ
শ্বাস্য নহে। যাহা হউক, ইংরাজ ও ফরাসি রণ-
রীগুলি সবিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতেছে। আরবি
সা সমরসচিব হইয়াছেন, যাবতীয় সৈন্য সামন্ত
যুদ্ধোপকরণ তাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়াছে। এ
কে ইংরাজদের প্রতিও তাঁহার আন্তরিক অনুরক্তি
াই। এই কারণসমষ্টির সদ্ভাব দর্শন করিয়া
ামরা যেন বসুমতীকে ক্রমিকপ্রবাহে স্থাপিত
ইতে দেখিতেছি, চতুর্দ্দিকে যেন শিবাপ্রভৃতি
হিংসাশী পশুদিগের করাল হুঙ্কার শুনিতেছি।

এ দিকে আরবগণ দলবদ্ধ হইয়া লোহিত সমু-
দ্র উপকূলে ও সুয়েজ খালের সমীপে পরিভ্রমণ
রিতেছে। লুটপাট করিবে, ইহাই তাহাদের
শেশা। পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, আজ কি কষ্টে
গরের দুঃখ-সর্ব্বরীর অবসান হইতেছে।

আত্মশাসনাধিকার।

আমাদের উদারচেতা বড় লাট বাহাদুর সহস্র
ধ বিঘ্ন বিপত্তি এবং স্বজাতীয়বর্গের সনির্ব্বন্ধ
নুরোধ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষবাসিদের হস্তে
আত্মশাসনভার সমর্পণ করিয়াছেন। আমাদিগকে
এই মহৎ অধিকার প্রদান করা লর্ড রিপন সদৃশ
লিবেল দেবাত্মপুরুষদেরই চিত্তের উপযোগী। এক্ষণে
আমাদের নিজের যত্ন পরিশ্রম কার্য্যদক্ষতা ও স্বার্থ-
ন্যতা ভিন্ন তদীয় মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা
নাই। একে চতুর্দ্দিকে শত্রুবল, কেবল ভয় প্রদর্শন
রিতেছেন, তাহাও একপদ অগ্রসর হইতে যাই-
তেছে অমনি সম্মুখে জুজু হাবা বিছা দেখাইতেছেন,
ভারতের পদযুগল নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখিবার যত্ন
পাইতেছেন। অতএব এখন আর ভারতবাসিদের
কেবল বাক্যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে চলিতেছে
না। তাঁহারা স্বার্থত্যাগী হইয়া কায়মনোবাক্যে
প্রবৃত্ত হউন। আমরা যে ক্ষমতার অধিকারী হইলাম,
অনেকদিনাবধি তাহাতে আমাদের অভ্যাস নাই।
নূতন কার্য্য শিক্ষা করিতে হইলে, নূতন অঙ্কে নম্বর
করিতে হইলে কতবার আমাদের ভ্রম হইবে, তাহা
বলিয়া শেষ করা যায় না। লর্ড রিপন উদার প্রকৃতির
লোক বটেন, কিন্তু তিনি আমাদিগকে শিক্ষা
দান করিবার নিমিত্ত কতবার উপদেশ দিবেন?
আমাদিগের ত্রুটী কতবার মার্জ্জনা করিবেন?
কর্ত্তব্যসাধনে যাহাতে আমাদের পটুতা জন্মে, তৎ-
পক্ষে তিনি যত্নের কিঞ্চিৎমাত্রও ত্রুটি করিবেন না
সত্য; কিন্তু এমন সদাশয় দয়াবান্ ব্যক্তি চিরকাল ত
উচ্চতম আসন অলঙ্কৃত করিয়া থাকিবেন না। তিনি
ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে এমন ঘটিতে পারে,
দ্বিতীয় লর্ড লিটন হয় ত এখানকার গবর্ণর জেনরল
হইয়া আসিবেন, আবার হয় ত দহ্যমান ভারত-
বর্ষ ধার হইতে থাকিবে। আবার হয় ত তিনি হস্ত-
পদ বন্ধন পূর্ব্বক এই উচ্চ স্থান হইতে আমাদিগকে
নিম্নে ফেলিয়া দিবেন। আজ আমরা যে সমস্ত অধিকার
প্রাপ্ত হইলাম, পুণ্যাক্ষয়ে দৈবাৎ কখন কোন দোষ
দেখিলে আবার সেইগুলি কাড়িয়া লইবেন। আমরা
যদ্যপি কার্য্যে পটুতা প্রদর্শন করিতে পারি, তাহা
হইলেও যে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পাইব, মনে
এরূপ আশারও সঞ্চার অল্প। চতুরতার সহিত কার্য্য
সম্পন্ন করিতে পারিলে অনেকের মনে ঈর্ষ্যার উদ্রেক
হইবে, অনেকের চক্ষু কট্ কট্ করিতে থাকিবে,
তাঁহারা যে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পারিবেন,
এমন বিবেচনা হয় না। কারণ, অন্যান্য কার্য্য
দেখিতেছি, উচ্চপদ হাতে ভারতবাসিগণ যত পটুতা
দেখাইতেছেন, গবর্ণমেণ্ট ততই এক একটী ভাগ
করিয়া তাঁহাদের হস্ত হইতে সকল ক্ষমতা কাড়িয়া
লইতেছেন, উচ্চতর কার্য্যে ভারতবাসিদের প্রবেশা-
ধিকার বন্ধ করিয়া দিতেছেন। সেগুলি দারুণ
হিংসার লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাহা হউক, আমরা পুনরায় কহিতেছি, এক্ষণে
ভারতবাসিদের কর্ত্তব্য এই, তাঁহারা যেন কায়মনো-
বাক্যে এই গুরুতর কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর হন।
তাঁহাদের অপটুতা যেন কোন কার্য্যে প্রকাশিত না
হয়, তাঁহাদের নিজের দোষে যেন অধিকারবিচ্যুতি
না ঘটে। অনেকের মনে এ প্রকার ধারণা আছে
যে, অনেক পল্লীগ্রামেই ইংরাজিবিদ্যায় সুশিক্ষিত
কার্য্যক্ষম ব্যক্তি নাই। অতএব মফস্বল বোর্ডের
কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে।
আমাদের বিবেচনায় এই আপত্তি অতি লঘু। আমরা
সোজাসোজি এই মাত্র বুঝি, নিঃস্বার্থ শ্রমসহিষ্ণু ও
উদ্যমশীল ব্যক্তি হইলেই অনায়াসে বোর্ডের যাব-
তীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। ছয় মাস যাবৎ
উপদেশ পাইলে সমস্ত কার্য্যে তাঁহাদের অসাধারণ
ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা জন্মিবে। যখন নির্ব্বাচনবিধি
প্রচলিত হইতেছে, তখন বোর্ডের মেম্বরগণ হইতে
কোন প্রকার অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।
কোন মেম্বর অত্যাচারী হইয়া উঠিলে অনায়াসেই
তাঁহাকে পদচ্যুত করা চলিবে। অবশ্য এমন ঘটিতে
পারে, পূর্ব্বে যিনি দয়ালু নারায়ণস্বরূপ ও নিঃস্বার্থ
প্রবৃত্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, হস্তে ক্ষমতা
আসিলে তিনি বিপরীত মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন।
তাঁহার চরিত্র ও চিত্তগতি এককালে পরিবর্ত্তিত
হইতে পারে। কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তি যে মেম্বরসম্প্র-
দায়ে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবেন, এমন কোন কথা
নাই। একবার কেহ সভ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত হইলে
আর যে তিনি পদচ্যুত হইবেন না, এমন কোন
ব্যবস্থা নাই।

ভাষাজ্ঞানের আপত্তিও বলবত্তর নহে। যে
কোন ভাষাতেই বোর্ডের কার্য্য চলুক না। পুলি-
সের কার্য্য স্থানীয় ভাষায় চলিতেছে, তাহাতে কিছু-
মাত্র কার্য্য বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে না। বোর্ডের কার্য্যও
স্থানীয় ভাষায় চালাইলে কি কারণে কার্য্যে বিঘ্ন
উপস্থিত হইবে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি
না। এটী অলীক আপত্তি ভিন্ন আর কিছুই
নহে।

আমাদের স্বদেশহিতৈষী উদ্যোগী নবযুবকদিগের
এখন কর্ত্তব্য এই, তাঁহারা যেন সময়ে সময়ে এক এক
স্থানের বোর্ডের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করিয়া
বেড়ান। কোন্ স্থানে কেমন কার্য্য চলিতেছে, কোন
স্থানে কি প্রকার লোক নির্ব্বাচন করিলে সুবিধা
হইতে পারিবে, কোথায় কি কি উপদেশ প্রদান
করা আবশ্যক হইতেছে, এই সমস্তের তত্ত্বাবধারণ
লইলে বিশুদ্ধরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবারই সম্ভাবনা।
যেখানে ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা
অধিক, যে স্থলে সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা নিতান্ত
স্বল্প, তাদৃশ স্থলে এইরূপ তত্ত্বাবধান হইতে বিশেষ
ফলোদয় হইবে, সন্দেহ নাই। নব যুবকেরা যে মহৎ
উদ্দেশ্যে এই দুষ্কর ব্রতের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে
পরস্পর সহানুভূতি প্রদর্শন ও অকপটভাবে কার্য্য
করিবার চেষ্টা পাওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহা
হইলে বিনা বিঘ্নে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে সন্দেহ
নাই।

জমীদার সন্তানদিগের বিদ্যাশিক্ষার একটী বিশেষ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

আমরা পাঠকগণকে বিশেষতঃ রাজপুরুষগণকে স্বরূপে অনুরোধ করিতেছি, "পুরীর রাজ-ক্ষ কয়েকটী কথা" বলিয়া যে প্রেরিত পত্রখানি শিত হইয়াছে, তাঁহারা অপাঙ্গভঙ্গীতেও যেন এক অন্ততঃ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। পুরীর যে দ্বীপান্তরিত হইবেন, পূর্ব্বেই তাহার সূত্র হইয়াছিল। তিনি অসৎসংসর্গে ব্যসনদোষে ামলাদিগের চক্রান্তেই মারা গিয়াছেন। তিনি চেষ্টায় লেখা পড়া শিখেন নাই, আমলারাও স্ত করিয়া তাঁহাকে লেখা পড়া শিখিতে দেয় । বিদ্যাবিহীন হইলে মানুষে আর পশুতে বিশেষ থাকে না। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, আইন , ন্যায়ান্যায়জ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি জ্ঞান, কিছুই ছিল না। এরূপ অবস্থায় তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় । যাহাদিগের উপরে রাজ্যভার থাকে, মনু াদিগকে ব্যসনাদি-পরিত্যাগের ভূয়োভূয়ঃ উপ- দিয়াছেন। ব্যসনাসক্ত হইলে তাহাতে আর র্থ থাকে না। ব্যসনাসক্ত ব্যক্তির শ্রীসম্পত্তি রে চতুষ্পরিভ্রষ্ট হইয়া যায়। মনু বলেন: —

দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি ত্বত্যন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।

ব্যসন আঠার প্রকার। তন্মধ্যে দশটী অভিলাষ ক, আর আটটী ক্রোধমূলক। ব্যসনগুলি আপা- সুখকর বটে, কিন্তু পরিণামে কষ্ট ও রকর। অতএব যত্নপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ

কামজেষু প্রসক্তোহি ব্যসনেষু মহীপতিঃ
বিযুজ্যতে ধনধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু॥

কামজনিত ব্যসনে আসক্ত হইলে তাহার ধন ও ঊর্জ্জ হানি হয় এবং ক্রোধজ ব্যসনে আসক্ত লে আত্মবিনাশ সম্পন্ন হয়।

মৃগয়াক্ষদিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাটাচ্যা কামজোদশকোগণঃ॥

মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবা নিদ্রা, পরনিন্দা লইয়া লক্ষেপণ, স্ত্রীগণ লইয়া সদা বিহার, মদ্যপান, গীত বাদ্য ও বৃথা ভ্রমণ, এই আটটী ইহা- ক ব্যসন।

পৈশুন্যাং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণং।
বাগ্দণ্ডজঞ্চপারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ॥

যাহার যে দোষ অপরে কহ সর্ব্বসমক্ষে দোষ প্রকাশ করিয়া দেওয়া, সাধু ব্যক্তির দি দ্বারা নিগ্রহ, গোপনে বধ, অন্যের গুণ সহিতে পারা, পরের যে গুণ আছে, তাহাতে দোষারোপ, অন্যের অর্থ অপহরণ বা যাহার যে প্রাপ্য তাহা না দেওয়া, লোককে গালি দেওয়া এবং তাড়নাদি, এই আটটী ক্রোধজনিত ব্যসন।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অধিকাংশ ধনি-সন্তানের নানা কারণে যথাবিধি লেখা পড়া শিক্ষা হয় না, অসৎ সংসর্গও ঘটিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা সহজে ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়ে। ব্যসনা-সক্তের অকর্ত্তব্য কোন দুষ্কর্ম্ম থাকে না। ঐ দুষ্কর্ম্ম প্রভাবে কেবল যে তাহাদিগের বিষয় বিভব বিনষ্ট হয় এরূপ নয়, তাহাদিগের আত্মবিনাশও ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে সমস্ত ধনিসন্তানের মস্তকের উপরে কর্ত্তা না থাকেন, অথবা কর্ত্তা নিজের অপ-দার্থতা হেতু সন্তানের দোষের প্রশ্রয় দেন, তাহা-দিগের সংসর্গ-দোষ ও ব্যসনাসক্তি সহজে ঘটিয়া উঠে। কিন্তু বাল্যাবধি বিদ্যাশিক্ষার একটী সৎ ব্যবস্থা থাকিলে এ সকল দোষ ঘটিতে পায় না। বিদ্যাশিক্ষায় কেবল যে বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান জন্মিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের উদয় হয়, এরূপ নয়, সৎকার্য্যের এবং সৎ বিষয়ের অনুষ্ঠানেরও দৃঢ়তর অভ্যাস হইয়া উঠে। তাহা হইলে দুষ্কর্ম্মে অরুচি ও অপ্রবৃত্তি জন্মে। শিক্ষা সদভ্যাসের অপর পর্য্যায়। আমরা দেখিতে পাই, অনেক ধনিসন্তান অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন, আর কতকগুলি পিতার প্রশ্রয়-দোষে বিপথগামী হইয়া পড়েন। যাহাতে এরূপ না হইতে পারে, তদর্থ আমরা প্রস্তাব করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট এদেশের জমী-দার সন্তানদিগের শিক্ষার একটী সৎ ব্যবস্থা করুন।

আমাদের মনে যে ব্যবস্থার উদয় হইতেছে, এ স্থলে আমরা তদুল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। জমীদার সন্তান পিতৃমান হউন, আর পিতৃবিহীন হউন, গবর্ণ-মেণ্ট তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান করিয়া দিবেন। স্থানীয় কালেক্টার ও স্কুল ইনস্পেক্টরদিগকে এ বিষয়ের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা কেবল শিক্ষক নিয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি বেন না, জমীদার সন্তানদিগের কিরূপ শিক্ষা হই-তেছে, পরীক্ষা করিয়া কালেক্টারদিগকে তাহার স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিতে হইবে এবং ইনস্পেক্টরদিগকে স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিতে হইবে। রিপোর্ট দর্শনে যদি এরূপ প্রকাশ পায়, লেখা পড়া ভাল হইতেছে না, তাহার অনুসন্ধান লইয়া সে কারণের উন্মূলন করিতে হইবে। এ নিয়মটী জন্মপত্রির ন্যায় বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করুন, আর নাই করুন, সকল জমীদার সন্তানকেই লেখা পড়া শিখিতে হইবে। এটী গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত হইবে। এ নিমিত্ত যদি ব্যয় গ্রহণ আব-শ্যক হয়, গবর্ণমেণ্ট জমীদারীর আয় হইতে তা গ্রহণ করিবেন। যদি কেহ এ স্থলে জমীদারসন্তা দিগের আয় ক্ষতির আপত্তি করেন, তদুত্তরে আম দের বক্তব্য এই, জমীদার সন্তানেরা অশিক্ষিত অ স্থায় থাকিলে পরিণামে সমুদায়ই বিনষ্ট হই তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ আয়ের ক্ষতি করিয়া যদি সমু য়ের রক্ষা হয়, তাহা কি ভাল নয়? জমীদারস নেরা অশিক্ষিত হইলে কেবল তাঁহাদিগের নিজে সর্ব্বনাশ নয়, তাঁহাদিগের অধিকারস্থ যাবত লোকের যার পর নাই অনিষ্ট ও প্রাণান্তপরিচে হয়। এক জন কবি কহিয়াছেন:—

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ং॥

যৌবনকাল, ধনসম্পত্তি থাকা, প্রভুত্ব থা এবং অবিবেচনা, ইহার এক একটীই অনর্থের কার আর যেখানে চারিটীর একত্র সংস্থান, সে স্থা কথা কি বলিব।

কিন্তু বাল্যাবধি যদি সৎ শিক্ষা হইয়া সৎ অভ হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত অনর্থগুলির ঘটনা না। শৈশবাবধি শিক্ষালাভ হেতু পশু পক্ষী এ তিরও স্বভাবের পরিবর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যা ভল্লুক শিক্ষিত হইয়া নৃত্য করে। গোরু যে নির্ব্বোধ, সেও নাচিতে শিখে। দুর্দ্দান্ত অশ্ব হ প্রভৃতিও শিক্ষাবলে বশীভূত হইয়া নিয়ন্তার ইচ্ছা গতিবিধি করিয়া থাকে। শুকসারিকাদি শিক্ষা- স্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করে। আর, বুদ্ধিমান্ ম শিক্ষা পাইলে যে সৎপথগামী হইবে না, ইহা ব সম্ভবিতে পারে না। মনুষ্য কীট পতঙ্গ পশু প প্রভৃতি সকলেই বিধাতার একবিধ নিয়মের ব ভূত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। দুগ্ধে সংযোগ কর, তাহা দধিভাবে পরিণত হইবে। দধি কিছু দিন রাখিয়া দাও, তাহাতে কীট জন্মি মনুষ্য পক্ষি প্রভৃতিরও এই রীতিতে জন্ম। শোণি শুক্র সংযোগ হইয়া তাহা বিকৃত হয়। সেই বি পদার্থে মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি জন্ম পরিগ্রহ ক উত্তম দুগ্ধে উত্তম অম্ল যোগ হইলে যেমন উত্তম এবং অপকৃষ্ট দুগ্ধে অপকৃষ্ট অম্ল যোগ হইলে অ দধি হয়, সেইরূপ উত্তম শোণিত শুক্র যোগে উ মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদির ও অপকৃষ্ট যোগে অপকৃ উৎপত্তি হয়। কিন্তু জন্মকালে অপকৃষ্ট হই শিক্ষাবলে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পা পশুপক্ষ্যাদি তাহার প্রমাণ। পক্ষান্তরে সু পাত্র না হইলে উত্তমেরও স্বভাব দূষিত ও দু হইয়া উঠে।

পূর্ব্বকার রাজগণ নিজ নিজ সন্তানগণের শি ক্ষার সৎ ব্যবস্থা করিতেন। আমরা কা

পাঠ করিয়া জানিতে পারিতেছি, তাবাপীড় পীড়ের পাঠার্থ একটী স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করিয়া শিক্ষক নিয়োগ করিয়াছিলেন। পাঠ সমাপ্তির মন্ত্রিপ্রধান শুকনাস তাঁহাকে গৃধ্নুলুব্ধ অথ- অসৎ লোকদিগকে পরিত্যাগের উপদেশ প্রভৃতি প্রকার সদুপদেশ দিয়াছিলেন। পুরীর রাজার অসৎ সংসর্গ হইতে সমুদায় অবিকল ঘটিয়াছিল। এব তাঁহার পতিবিপত্তি না ঘটিবে, কাহার বিপদ র?

নিংলোনান সাহেবেরা ক্রমে যে ঘোর অত্যাচার ক করিলেন। এখানে ওয়েষ্টমাকট ওখানে র্স, সেখানে গ্রাণ্ট এইরূপ প্রায় সকল স্থান কই দুই একটী মহাপুরুষ এককালে বেড়া আগুন ংয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ও আর নিশ্চিন্ত থাকিলে না। প্রভুশক্তি সম্পন্ন বলিয়া আপনার পাগল নি সাবধান না করিলে অবিলম্বে দুর্নাম রটিবে, ানিগের সহযোগী মেদিনীর প্রকাশিত অজ মিয়ার ভবের ব্যবহারই আমাদিগের এই প্রসঙ্গের ণ। তিনি বেশ বাঙ্গালা জানেন; কিন্তু দুই ব্যতীত কথাটা শিখেন নাই এবং সেটী উচ্চারণ করিতে লই যেন থাকেন যে আদালতের জনতা করিবার জন্য কোশলক্রমে উকীলদেরও য়ার পথ বন্ধ করিয়াছেন। সাক্ষীর কেবল কথা য়াই ক্ষান্ত হন না, মুখ দেখাও চাই পুরুষের কথাই নাই স্ত্রীলোকের হইলেও চাই। হয়ের া ভদ্র এ বিবেচনা নাই; কেন না সে দিন র নিকট একটী ডাকাইতি মকদ্দমার বিচার ডাকাইতী এক ব্রাহ্মণের বাটীতে হইয়াছিল। টের ব্রাহ্মণী প্রধান সাক্ষী সুতরাং সাহেবের াসেও তাঁহাকে উপস্থিত হইতে হয়। কিন্তু র বিষয় তিনি প্রগলভা অথবা চকলা নহেন; রাং সাহেবের নিকট এজাহার দিবার জন্য কে দাঁড় করাইলে তিনি স্বাভাবিক লজ্জা নিব- ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেবের তাহা াইতন করাইবার অভিপ্রায় হইল। তিনি াভিধানে তাঁহাকে ঘোমটা খুলিতে বলিলেন, ; তিনি তাহাতে অসম্মত হওয়াতে সাহেব ার স্বামীকে বুঝাইয়া বলিতে আদেশ করিলেন; তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না, স্ত্রীলোকটী বরং কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চাপরাশীদিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ ছেন কি না তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন, পাইলেন না। অনেকে মনে করিলেন, ণী নিস্তার পাইল কিন্তু তাহাও নহে। তঃ তখন সাহেবের জিদ বাড়িয়া গিয়াছে, কাজেই তিনি তাঁহার আফিসের হেড ক্লার্ক গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ডাকাইয়া ঘোমটা খুলিয়া দিতে বলেন, গোলোক বাবু চাকর না কুক্কুর অমনি গিয়া টানা হেঁচড়া করিয়া ঘোমটা উন্মোচন করিয়াছিলেন। এই সময়ে স্ত্রীলোকটীর অবস্থা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই কাতর হইয়াছেন, কিন্তু নিষ্ঠুরপ্রকৃতি জজের কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না।

প্রভাতী পুলিসের একটী অত্যাচারবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহা আর নূতন বলিয়া বোধ হয় না। পুলিসকর্ম্মচারীরা মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ব্যতীত জগতে আর কাহাকেও মানুষ বলিয়া গণ্য করেন না। গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে ইহাদিগের সুখ্যাতি করেন বলিয়া ইহারা অহঙ্কারে মট্ মট্ করেন এবং কোন অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে যদি প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে ধরিতে না পারেন, তবে নিরীহ ব্যক্তিকে লইয়া টানাটানি করিয়া অনর্থক কষ্ট দেন। ফলতঃ সাধারণতঃ পুলিসের অত্যাচার দর্শন করিলে এমন বোধ হয় না যে ইহারা শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত। পুলিস মানুষ মারা কল। পাঠক! স্থানান্তরে গয়ার সংবাদ দাতার পত্র খানি পাঠ করিয়া দেখিবেন; শুনা গেল সে দিন ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর পুলিস এক ব্যক্তিকে দোষ স্বীকার করাইবার জন্য এমন পীড়ন করিয়াছিলেন যে তাহাতেই তাহার প্রাণান্ত হইয়াছে। আবার প্রভাতী লিখিয়াছেন সম্প্রতি উত্তর বাঁটরা নিবাসী কেদার নাথ দাস নামক এক ব্যক্তি রাত্রে প্রায় ১০॥০ টার সময়ে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক পীড়িত প্রতিবেশীকে দেখিতে যাইতেছিল। পথিমধ্যে একজন কনষ্টেবল তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল, কেদার তাহাকে অনেক বুঝাইলেন ও দুই একজনকে ডাকিয়া তাহার নির্দ্দোষীতা প্রমাণও করিলেন কিন্তু কনষ্টেবল তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। কেদার এই সকল দেখিয়া শুনিয়া উক্ত পূর্ণচন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কনেষ্টবল আর কয়েক জন কনষ্টেবলকে ডাকিল এবং সকলে পরামর্শ করিয়া পূর্ণচন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কেদারকে ধরিয়া আনে ও বিস্তর নিগ্রহ করে, তৎপরে সমস্ত রাত্রি পুলিসে রাখিয়া পরদিন তদন্তে প্রকাশ পাইল যে কেদার চোর নহে, তখন সে অব্যাহতি লাভ করিল। এখন কেদার কনষ্টেবলদিগের নামে তাহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার নিবন্ধন ও পূর্ণচন্দ্র অনধিকার প্রবেশের নালিশ করিয়াছেন। ভদ্র লোকের ত তিষ্ঠান ভার হইল দেখিতেছি। আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয় এ অত্যাচার গুলির যথা-বিধি অনুসন্ধান করিয়া প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন না?

গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থ চিকিৎসা বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় সমূহের ১৮৮১ অব্দের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গতবর্ষে সমুদায়ে ১৩০৩০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। উহার মধ্যে বিসূচিকায় ১৬৯৩ উদরাময়ে ১৭৯১, জ্বরে ৩১৬৫, বসন্তে ১১৩ ও অন্যান্য পীড়ায় ৫৯৯৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত বর্ষে মেডিকাল কালেজ হাঁসপাতালে ভিতরের ও বাহিরের ৬৪৪৬৬, জেনেরল হাঁসপাতালে ২৮৬৩, মেও হাঁসপাতাল ও ডিস্পেন্সরিতে ১৮৫৪৭৯। ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে ৬০৭৪, মিউনিসিপাল পুলিস হাঁসপাতালে ২৬৮১, হাবড়া জেনেরল হাঁসপাতালে ১৪১৫১ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। এই বর্ষে ৬৫০০ বাহিরের ও ১০০৮ চিকিৎসালয়স্থ রোগী যাত্রী দ্বারা এবং ৬০৮ জন চক্ষুর পীড়াক্রান্ত রোগী তন্মধ্যে এই বর্ষে নূতন ৫৫৫ চিকিৎসিত হয়। ইহার মধ্যে ২৯৯ আরোগ্য ও ১৮৮ জনের পীড়ার উপশম হয়। এই সকল রোগীর মধ্যে ৩৬০ জনের অস্ত্রচিকিৎসা করাতে ২১৮ আরোগ্য লাভ করে ও ৮৮ জন উপশম প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন ৬৫০৫ বাহিরের রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। এই সকল রোগীর চিকিৎসা ও বাটী প্রভৃতি নির্ম্মাণে গত বর্ষে ৪০৩২০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। উহার মধ্যে রোগীদিগের জন্য প্রকৃত ব্যয় ২৯০১০ টাকা। কিন্তু ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ২৭৪৩৮০ টাকা সাহায্য আদায় হইয়াছে। এই হাঁসপাতাল সমূহে দৈনিক গড়ে ২৮৮৯ জন রোগী অবস্থিতি করিয়াছে। ইহার মধ্যে ২৫০৮ জন দেশীয় ও ৩৮১ জন ইউরোপীয়। স্বভাবতঃ গতবর্ষে রোগীর মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

পুস্তক সমালোচনা।

দক্ষযজ্ঞ—উত্তরার্দ্ধ (১)

পাঠক! ইহার পূর্ব্বার্দ্ধ পাঠ করিয়াছেন, ইহার গুণের বিষয়ও অবগত হইয়াছেন। অতএব উত্তরার্দ্ধের গুণের নূতন পরিচয় দিবার নিমিত্ত আমাদিগকে প্রয়াস পাইতে হইবে না। যিনি দ্রাক্ষার কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছেন, অপরাংশের আস্বাদ যে কিরূপ, তাহা তাঁহাকে বলিয়া দিতে হয় না। যিনি বোম্বাই আঁবের অর্দ্ধেক ভোজন করিয়াছেন, তিনি অপরার্দ্ধের

(১) শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। সিবিশ বিদ্যা রত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

াদ স্বয়ংই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। উপমাই যথেষ্ট হইল, আমরা এই স্থানেই ত হইলাম। প্রসাদগুণই কাব্যের প্রধান ভূষণ। কালিদাস কেবল উপমা দ্বারা বিখ্যাত নন, ার কাব্যগুলির প্রসাদ গুণ থাকাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা করিয়াছে। তর্করত্নের দক্ষযজ্ঞেও সেই প্রসাদ অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে। এখন এরূপ াদ গুণান্বিত কাব্যের বিরল প্রচার দেখিতে য়া যায়। এই নিমিত্তই আমরা ইহার এত স্তাবক। কটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠক ন কাব্যখানি কেমন সুললিত হইয়াছে।

অন্তরে কনখলে দেশে দেবর্ষিমন্ত্রতঃ।
মহানাড়ম্বরো যজ্ঞে ভবদ্ধক্ষপ্রজাপতেঃ॥
প্রজাপতিনিযুক্তেন খণ্ডরেণ দ্বিধাং পতেঃ।
নির্ম্মিতাসীৎ পুরা যজ্ঞবাটী তস্য পুরঃ পুরঃ।
সুমেরুশিখরাকারপ্রাকারপরিবেষ্টিতা।
সুধাসিক্তা ভবাসেয়ং পুরন্দরপুরীমপি॥
অধ্বর্য্যুহোতৃপোতৃণা মুদ্গাতৃনাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
পৃথগ্বেদো হোমবেদ স্তথা যজ্ঞসভা পুথা।

শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে ষোড়শবর্ষ একটী বালক বর্দ্ধমান হইতে এই কয়টী া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। এই তাঁহার প্রথম ম। কবিতাগুলির গুণ দর্শন করিয়া তাঁহার সাহসদানার্থ আমরা সোমপ্রকাশে উহার উদ্ধারে খ হইতে পারিলাম না।

কহিনূর।

কোথা কহিনূর এবে ভারতের ধন!
দুঃখিনী-হৃদয়-নিধি অমূল্য রতন
বল বল কোন দোষে
এবে তুমি দূর দেশে
গিয়াছ ত্যজিয়া প্রিয় বাসের ভবন
হারাইব তোমা ধনে কে জানে এমন।
করেছিলে চির দিন ভারত উজ্জ্বল
কোন পাপে আঁধারিলে পাইয়া কি ছল
হায় কহিনূর নিধি
ত্যজিয়া কোন বিধি
হইলে নিকের সহ ভারতের বল
অভাগী দুঃখিনী ভাই কাঁদে অবিরল।
আর কি ভারতে কভু আসিবে ফিরিয়া?
কিম্বা চির দিন তরে গিয়াছ চলিয়া
ভারতের কান্নাভার
সহিতে না পারি আর
সেই অশ্রুস্রোতে বুঝি ভাসিয়া ভাসিয়া
উচ্চ রাজশিরে লাগি আছ উজলিয়া!
অথবা হে কহিনূর কি বলিব আর
উচিত যতন বুঝি হয়নি তোমার!
তাই সেই অপমানে
বিরক্ত হইয়া মানে
কাঙ্গালির গৃহ ছাড়ি গিয়াছ এবার
পেয়েছ আপন যোগ্য সোণার আধার
কি বলিব আছে মণি তুমি যার ধন!
(স্মরিতে পূর্ব্বের কথা উথলে নয়ন)
হায় সে ভারত এবে
চা অন্ন যো অন্ন রবে
কাঁদিয়া কবিছে সদা শোকাশ্রু মোচন
দেখে যাও একবার দুঃখিনী রোদন।
এই কি হে কৃতজ্ঞতা এই কি উচিত?
এই কি সাধিলে তুমি স্বদেশের হিত?
চিরদিন থাকি হেথা
দুর্দ্দিন দেখিয়া কোথা
পলাইলে ধীরে ধীরে এই কি বিহিত।
দিক্ হে সংসাররীতি চিতে বিপরীত!
কিম্বা মণি তোমা কেন দোষি বার বার!
জানি পরাধীন দেশ অযোগ্য তোমার!
যে জন স্বাধীন রাজা
উড়ায় স্বাধীন ধ্বজা
স্বাধীন প্রদেশে বসি বহে রাজ্যভার
সেই রাজগির তব প্রিয় বাসাধার
আর কি ভারত কভু স্বাধীনতা বেশে
সাজিবে? আসিবে তুমি ফিরিয়া এ দেশে
অনন্ত কালের ঝড়ে
সে সাধ গিয়াছে উড়ে
এ কি স্বপ্ন! তবে কেন ডাকি ঘন শ্বাসে,
আসিতে তোমায় মণি ভারতবরষে?
যদিও না এস প্রিয় হীরক রতন
যেখানে থাকিবে তুমি আমাদেরি ধন
আশীর্ব্বাদ করি তোরে
জনম জনম তরে
সুখে থাক মণি তবু জুড়াবে শ্রবণ
ভুলিতে নারিব তোরে গেলেও জীবন!

ইউরোপীয় সমাচার

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৩ এ জুন। সুলতান খাঁয়ের পাশকে ওস্মুল নামক স্থানে আসিতে বলায় তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন সৈন্যগণ তাঁহাকে শিবির পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দিতেছে না।

অষ্ট্রীয় ও আঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের স্ব স্ব দূতকে কনষ্টরেন্স সভায় যেরূপ কার্য্য করিতে হইবে তাহার উপদেশ দিয়াছেন।

আলেকজাণ্ড্রিয়া ২৪ এ জুন। মিশরে বিলক্ষণ যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে। সৈনিকগণ ভগকুলে প্রাচীরাদি প্রস্তুত করিতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ জুন। আভ্যন্তরিক কনফারেন্স সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি কিছুই প্রকাশ হয় নাই। সমুদায় আয়োজন সম্পন্ন হইতেছে।

লণ্ডন ২৫ এ জুন। ইংরাজদিগের অস্ত্রশস্ত্র ও সমর সম্বর সংস্কার হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সুয়েজ যোজক রক্ষার জন্য মাল্টা ও জিব্রাল্টার হইতে মিশরে সৈন্য আনয়ন করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। টাইমস বলেন যুদ্ধার্থ ইংলণ্ড পাঁচ সেট সৈন্য ও সেনাপতি প্রভৃতি ঠিক করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে এখন ২০ হাজার সৈন্য যাইতে পারে।

সেটীবাওর অবিলম্বে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৬ এ জুন। রাজদূতগণ এই মর্ম্মে খানি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন যে তাঁহারা কনফরেন্স সভা হইতে মিশরে নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনের চেষ্টা পাইবেন না।

আলেকজাণ্ড্রিয়া ২৭ এ জুন। গোলযোগ কিছুদিন নিবারিত হইয়াছিল। কিন্তু পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। লোকে সশস্ত্র হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ জুন। ডেলি টেলিগ্রাফ মিশর হইতে এক যোগে সংবাদ পাইয়াছেন মিশর-দেশীয় সৈন্যগণ সুয়েজ যোজক অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং তাহারা তোপে বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

লণ্ডন ২৯ এ জুন। সার ইডলিন উডকে যুদ্ধার্থ মিশরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে।

টাইমস কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন ডফারিন এই প্রস্তাব করিয়াছেন কনফরেন্স সভায় সুলতানের স্বত্ব; নোটেবল ও কণ্ট্রোলরদিগের ক্ষমতা এবং মিশরে যাহাতে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা হইবে।

খেদীভ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৯ এ জুন। রাজদূতগণ সুলতানকে এখনও কনফরেন্স সভায় যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। তিনি যদি তাঁহাদিগের বাক্য হেলন করেন তাহা হইলে তাঁহারা কোন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ না লইয়া সংকল্প গোলযোগের মীমাংসা করিবেন।

পারিস ২৯ এ জুন। ফরাসি সংবাদপত্রে সম্পাদকেরা স্বাধীনতার প্রকাশ করিতেছেন যে সুয়েজ যোজকে ইংলণ্ডের স্বার্থ অধিক অতএব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুন।

লণ্ডন ২৯ এ জুন। মর্ড হাটিণ্টন অদ্য সন্ধ্যাকালে ডাকে বলিয়াছেন মিশরে যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য আনয়ন করিবার উদ্যোগ করা হইতেছে কি না তাহার উত্তরদানে সম্মত নহেন।

লণ্ডন ৩০ এ জুন। ওলসলি নামক যুদ্ধজাহাজ সৈন্য লইয়া অদ্য সন্ধ্যাকালে আলেকজাণ্ড্রিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ট্রাইমস একটী প্রস্তাবে লিখিয়া বলিয়াছেন ইংলণ্ড জগৎকে দেখাইতেছেন যে তিনি তাঁহার স্বার্থ ও রক্ষায় সক্ষম।

গত কল্য লণ্ডনে কনসরবেটীবদিগের সভা হয় তাহাতে লর্ড সালিসবরি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে ইংলণ্ড এই সভায় মিশরে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষা ও সুয়েজ প্রণালীর রক্ষা বিষয়ে যাহাতে চেষ্টা করা হয় এই রেজলিউশন হইয়াছে।

নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডের এজেণ্ট ব্লেক ও কর্ণেলটী ফেরারি গুলি করিয়া মারিয়াছে। হত্যাকারীর অন্যায়ও দৃষ্ট হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

ম্যাট্রিক্স জষ্টিফায়ার অর্থাৎ [illegible] সই করিবার
মিস্ত্র কতগুলি লোকের আবশ্যক আছে। উপযুক্ত
ক পাইলে ভাল বেতন দেওয়া যাইবে। নং
৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গবর্ণমেণ্ট
প্রিণ্টিং অফিসে দরখাস্ত করিবে।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা খড়দহনগর নরসদির কার্য্যসম্পাদক বাবু
শচন্দ্র সেন গুপ্তের এক খানি পত্রে জানিতে
লাম, উক্ত নরসদিতে স্বদেশীয় ও বিদেশীয়
দ্ধাতীয় তরকারের ফল মূল ও মসলা প্রভৃতির
সংগৃহীত হইয়াছে। যে সময়ে যে বীজ বপন
তে হয় এবং যাহার কার্য্যপ্রণালী যেরূপ, নর-
র কার্য্যাধ্যক্ষেরা তাহা বলিয়া দেন। যাঁহাদের
কারো উৎসাহ আছে, তাঁহারা ঐ নরসরির
তায় কার্য্য করিলে কৃষির বিশেষ উন্নতি সাধনে
হইবেন।

আমরা দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম, সেল্ফ
মেণ্ট শব্দের অনুবাদ লইয়া মহা আন্দোলন
য়াছে। কেহ বলিতেছেন, স্বরাজ শাসন উহার
ত অনুবাদ, কেহ বলেন, স্বাধীন শাসন; কাহার
আত্মকৃত শাসন। বিলাতের কা-
রা বুঝিতে পারিতেছি না। আত্মশাসন এবং অনু
করিলেই ত সকল আপদের শান্তি হয়। অনু-
নও ঠিক হয়। সেল্ফ শব্দের অর্থ আত্মন এবং
মেণ্ট শব্দের অর্থ শাসন। আত্মশাসন শব্দটিকে
পদলোপী সমাস করিয়া ইচ্ছামত অর্থ সম্পাদন
তে পারা যায়। আপনাদিগের কর্ত্তব্য আপনা
র শাসনকার্য্য, এ অর্থ উহা হইতে অনায়াসে
ত হইতে পারে। এক ব্যক্তি এ বিষয়ে আমা
র নিকটে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। সেখানি
শে করিয়া উহার আন্দোলন করিবার প্রয়োজন
। পাইতেছে না।

হিন্দুদের বিধবা ভগ্নী পোষার ন্যায় ইংরাজদের
লের আমার পোষা হইয়াছে। তিনি মডেন
ন আর লায় জানাইয়া ক্রন্দন স্বরে বলেন। ভারত
র গবর্ণমেণ্ট যত টাকা দিতেছেন, তাহাই তাঁহার
ি পাইতেছে না। সম্প্রতি আবার ইংরাজদের
ট্রিশ এই বলিয়া কাঁদুনী গাহিয়াছেন, ব্রিটিশ
ক তাঁহাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য না করিলে তিনি
র রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহার খরচের
ট নাই, টাকার আবশ্যক হইতেছে আর
তবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে হাত পাতিতেছেন।

না পাইলেই মহা আক্রোশ, ভাল ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
মেণ্টের ইহাতে লাভ কি? যদি গবর্ণমেণ্ট আমাদের
পরামর্শ শুনেন, তবে এমন বালাই ঘরের কড়ি দিয়া
বিদায় করুন।

আমরা দেখিতে পাই, রেলওয়ের পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিগুলি
প্রায় পতিত অবস্থাতেই থাকে। বিলাতের ষ্টাণ্ডার্ড
পত্র বেলজিয়ম প্রভৃতি রেলওয়ের পার্শ্ববর্ত্তী জমীতে
ভাল ভাল বৃক্ষাদি রোপণ ব্যবস্থা দর্শনে সাধারণতঃ
ঐ প্রথা অবলম্বন করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি-
তেছেন। রেলওয়ের পার্শ্ববর্ত্তী জমীগুলি বন জঙ্গলে
পূর্ণ করিয়া না রাখিয়া রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি
ভাল ভাল গাছ বসাইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে
তদ্দ্বারা বিলক্ষণ দশটাকা আয়ও হইতে পারে অথচ
দেখিতেও সুন্দর হয়।

আরডাঙ্গার উত্তর অংশে ভয়ানক ঝড় হইয়া
লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

চিকাগোর লৌহখণ্ডিতে যাহারা কাজ করিতে-
ছিল, তাহারা ঘোরতর দাঙ্গা বাধাইয়াছে। ১লা জুন
কতক গুলি কুলি একখানি ট্রেণে যাইতেছিল। দাঙ্গা
কারিরা উহাদিগকে দাঙ্গা করিতে বলে; কিন্তু তাহারা
সম্মত না হওয়াতে উহারা ট্রেণের গতি বন্ধ করিয়া
তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রহার করিয়াছে। এই ট্রেণে
জন পুলিসবরি যাইতেছিলেন, দাঙ্গাকারীরা তাহা-
দের গুলি করিয়া গুরুতর আহত করিয়াছে।

টেলিগ্রাফের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য মৌল-
মিনে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
শিক্ষার্থীদিগকে ৩ মাস এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন
করিতে হইবে। যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া
প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইবেন, তিনি ৪০ টাকা বেত
নের কার্য্যও পাইবেন। শিক্ষানবীশ দিগকে ডাক-
ঘরের কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হইবে।

কোচিনে অতিরিক্ত বৃষ্টিনিবন্ধন বন্যা হওয়াতে
লোকের গবাদি পশুও জলমগ্ন হইয়াছে। বিস্তর
লোক স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। কত টাকার দ্রব্য
সামগ্রী যে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা স্থির হয়
নাই। যে সকল স্থানে রাস্তা প্রভৃতি ছিল, তথায়
এখন ভীষণ জলকষ্ট বিচরণ করিতেছে।

মরক্কোয় বিলক্ষণ দাস ব্যবসায় চলিতেছে।
তথাকার মুরেরা প্রকাশ্য বাজারে দাস ক্রয় বিক্রয়
করিয়া থাকে। অতি সুশ্রী বালিকাদিগের মূল্য
উর্দ্ধসংখ্যা ১ সহস্র টাকা। ফস নামক প্রদেশেও
ইহার বিলক্ষণ ব্যবসায় চলে। তাহারাও পুত্র
কন্যা বিক্রয় করে। তাহাদিগের সন্তান সন্ততিরা
দেখিতে অতি সুশ্রী। দেখিলে বোধ হয় না যে অন্ন-
বস্ত্রের কোন কষ্ট আছে, তথাপি দাস ব্যবসায় করা
কেমন রোগ ইহা কিছুতেই ছাড়ে না।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া
"এত দিনের পর আমাদের নগরে স্বাধীন-বেঞ্চ স
পিত হইল। মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ার
বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায় ঐ বেঞ্চের প্রেসিডেণ্ট
লেন। ইতিপূর্ব্বে প্রতি সোমবার রাণাঘাটের ডে
মাজিষ্ট্রেট বাবু এখানে আসিয়া বেঞ্চের বিচার ক
তেন। এখন অবধি তাঁহাকে আর বেঞ্চের
শান্তিপুরে আসিতে হইবে না

পুলিসের বার্ষিক ব্যয় বাবদী আমাদের মি
সিপালিটীর ৩,৯৩৫৷৷০ বাঁচিয়া গেল সত্য,
দাতব্য চিকিৎসালয়ে ও রাস্তাঘাট প্রভৃতির ব
পুঁচল না।

বর্ষাসমাগমে এখানে এবার বড় সর্পভয়
য়াছে। সম্প্রতি তিন ব্যক্তি সর্পাঘাতে প্রাণ
করিয়াছে।

গাজিমের বিবাহের সময় এখানকার ছোট
মাতালেরা প্রতিবৎসর রাস্তাঘাটে বড় মাত
করে, এজন্য ডেপুটী বাবু মাতাল ধরিবার জন্য প
সকে উপদেশ দেন। তদনুসারে পুলিসের কনষ্টে
গণ ঐ সময় কতকগুলি মাতাল ধরিয়া আ
মিউনিসিপাল কমিশনরগণ তাহাদের অবস্থা
অর্থদণ্ড করিয়া ছাড়িয়া দেন। এক্ষণে দে
পাওয়া যাইতেছে, কনষ্টেবলগণ প্রায় প্রতি
বেশ্যালয়ের দ্বার হইতে মাতাল ধরিয়া আ
যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন আরম্ভ করিতেছে।

বঙ্গবাসী বলেন হুগলীর নিকটবর্ত্তী কালি
গ্রামে কৃষ্ণমণি নামে একটী দরিদ্র স্ত্রীলোক বি
সে কষ্টে এর ওর বাড়ী হত আবাস করিয়া
গুজরান করিত। অতিশয় মিতব্যয়ী অথবা
ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তার হাজার টাকা জমে।
ন্যায় ঐ টাকার ৫০০৲ টাকা তালিমের স্ত্
উন্নতির জন্য দান করিল, এবং অবশিষ্ট ৫০০৲
একটী শবদাহের ঘাট নির্ম্মাণার্থ দিল।

ইডেন সাহেবের স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের নি
৩০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। যা
সাধারণের উপকার হয়, এরূপ কোন স্মরণচিহ্ন
সেই ভাল হয়।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া শুনিয়াছেন লণ্ডনস্থ ভা
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সন্ধিপ্রস্তাব লইয়া
যোগ উপস্থিত হইয়াছে। মান্দালে হইতে দূতে
নিকট তারযোগে সংবাদ আসিতেছে। তাঁহাদি
প্রত্যাগমনের সময় অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।
লাভ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বড়ই বিরক্ত হইয়াছে
সন্ধির কথাবার্ত্তা আর যাহাতে না চলে এই তাঁহ
ইচ্ছা। কিন্তু এই প্রস্তাব হইয়াছে এক্ষণে
একটী দিন স্থির করিবেন। হয় সেই দিনের

তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনামত কার্য্য করি
ন না হয় সন্ধিপ্রস্তাব ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইবেন।
ম ব্রাণ্ড গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সরকারী কার্য্যে যোগ্য
লমানদিগকে নিয়োগেরই চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা
লমানদিগকে অধিকতর কার্য্যোপযোগী করিবার
মত্ত সরল ও সুগম পথ অবলম্বন করিতেছেন।

করা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০০৲ হইতে ১০১
৪॥০ " ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০২ " ১০১৷৹
৪॥০ " ১৮৭৯ (১৮৯১) } ১০৮৷৹
৪॥০ ১৮৭২ (১৮৯৩) }

বেঙ্গলি বলেন কয়েকজন দরিদ্র লোক সম্প্রতি
উনিসিপালিটীর নিয়মভঙ্গ অপরাধে অপরাধী
ওয়াতে বেঞ্চমাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট তাহাদিগের
চার হয়। বিচারে তাহাদিগের দোষ উপেক্ষার
াগ্য বিবেচনা হওয়াতে বেঞ্চমাজিষ্ট্রেটগণের
অতিক্রমে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে ভয়-
দর্শন করিয়া ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সরলান্তঃকরণ
আর্ম্মচিত্ত চাইসচেয়ারম্যান বেঞ্চমাজিষ্ট্রেটদিগের
ট ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া চেয়ারম্যান ২৬ পরগণার
ষ্ট্রীক্ট মজিষ্ট্রেট লায়েল সাহেবকে এই বিষয় জানান,
হেব উহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ডেপুটী বাবুকে
গোচর তিরস্কার করিয়া আসামীদিগের পুনর্ব্বি-
রের জন্য হাইকোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করেন
ন্তু হাইকোর্ট এই তুচ্ছ বিষয় লইয়া বাড়াবাড়ি
রিতে নিষেধ করাতে সাহেব গায়ের আগুন গায়ে
ইয়াছেন।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন
মস্ব মন্ত্রী মেকর রেরিং ও আইন প্রণেতা ইলবার্ট
াহেব ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিত্রকেই প্রতিনিধি চীফ
ষ্টিসের পদ প্রদানের সংকল্প স্থির করিয়াছেন। কিন্তু
বর্ণর জেনেরলের সভার যাবতীয় সভ্যই ইহার ঘোর
র প্রতিবাদী হওয়াতে আগামী সভার অধিবেশনে
হা হউক এতদ্বিষয় স্থির করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

ডনসিনের আদালতে একটী ১৫ বৎসর বয়স্ক
বা ৬০ বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রীলোকের নামে বিবাহ
জের নালিশ করাতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্ত্রীলোকটীর
ত্রি আনা অর্থদণ্ড হইয়াছে। তেমন প্রবৃত্তি
ক্তিযুক্ত বিচার হইয়াছে। আরো বঙ্গদেশ আছে।
এখানে পঞ্চাশৎ বৎসরের বৃদ্ধ দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার
াণিগ্রহণ করেন, ইউরোপে পঁচিশ বৎসরের যুবা
াটি বৎসরের বৃদ্ধার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছিলেন!

বর্ত্তমান সনের প্রথমে ইউনাইটেড কিঙডম
ইতে নিম্নলিখিত সংখ্যা সংবাদপত্র প্রচারিত হই-
াছে। যথা—

লণ্ড
ণ্ডন ৩৭৫
প্রবেশ সমূহ হইতে ১০১২
ওয়েল্স ৭১
স্কটলণ্ড ১৮৩
আয়র্লণ্ড ১৫৬
দ্বীপসমূহ হইতে ২০

ইহার মধ্যে ইংলণ্ডের ১২৪, ওয়েলসের ৫, স্কটলণ্ডের ১১, আয়র্লণ্ডের ১৬, দ্বীপসমূহের ২ খানি প্রাত্যহিক পত্র।

আমরা যশোহর ইউনিয়নের একটী সদনুষ্ঠান দর্শনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, সভা কেবল বাগাড়ম্বর করেন নাই স্বয়ং কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়া সভা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থী হইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্ট যাহাতে মনোযোগী হন এই ইউনিয়ন তদভিপ্রায়ে ডাইরেক্টর ক্রফ্ট সাহেবের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ইউনিয়নের ইচ্ছা গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে স্বতন্ত্র কিছু টাকা দান করেন ও সেই ফণ্ডের নিয়োগ বিষয়ে একটী সদুপায় স্থির করিয়া দেন। আমরা আবেদনপত্র পাঠে আরও অবগত হইলাম, এই ইউনিয়ন বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী অনুসারে বালিকা দিগকে শিক্ষা দান করিতেছেন। ইহাঁদিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহ হইতে গত বর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পরীক্ষায় ৩০ বালিকা, ৭০০ বালক শারীর তত্ত্বের পরীক্ষায় ও ৪০ টী বালক নীতি বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা ভালরূপ পরীক্ষা দিয়াছে, তাহারা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, ক্রফ্ট সাহেবের এ বিষয়ে আনুকূল্য করিবার চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য; বাস্তবিক এখন গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত ইহার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সভা যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা বিবেচনাসঙ্গত। আমরা আশা করি ক্রফ্ট সাহেব এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৮২। ৮৩ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইংরাজি—রেবরেণ্ড জে, এডওয়ার্ড, মিঃ এচ পেরি, রেবরেণ্ড এচ্ ফিন্টার, এবং মিঃ এচ্ এস পার্সিভাল।

সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা—পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন; মাধবচন্দ্র শর্ম্মা; শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় এবং বাণেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গণিত—ডাঃ এচ্ ডব্লু ম্যাক্লান, কাদার ই, এচ্ ইউনান; রেবরেণ্ড বি ডেবিস; বাবু বিপিনবিহারী গুপ্ত।

ইতিহাস এবং ভূগোল—ডাঃ সি বাউম্যান; মিঃ আর কাটার, ডাঃ পি কে রায়; রেবরেণ্ড এ বিহারী দে।

হিন্দি এবং উড়িয়া—রেবরেণ্ড কে এম বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফাষ্ট আর্ট এবং বি, এ।

ইংরাজি—মিঃ কে ডেটন; এবং মিঃ এ এডওয়ার্ড।

সংস্কৃত—রেবরেণ্ড কে এম বন্দ্যোপাধ্যায়; পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

ইতিহাস—মিঃ ডাব্লু টি ওয়েব; এবং প্রথরো।

দর্শন—ডাঃ এ, এফ, রডল্ফ্, কোর্ণল; মি টম্সন্।

গণিত—মিঃ এ, এম, নাশ; রে, মাটিন।

প্রকৃতি-বিজ্ঞান—মিঃ এস, এ, হিল এবং মি পেডলার।

উদ্ভিদ-বিদ্যা—মিঃ এম এল, ব্রেস।

এণ্ট্রান্স, এফ, এ, এবং বি, এ।

গ্রীক এবং লাটিন—রেবরেণ্ড জে হিউলেট এচ ষ্টিফেন।

আরবী, পারসী ও উর্দ্দু—মৌলবী আবদুল এবং মৌলবী আহম্মদ।

আদালতের কার্য্য যে কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে সহজে ও বিনা অর্থব্যয়ে সম্পন্ন হয়, পাঠক তা একটী উদাহরণ দেখুন। আমাদের মোকা সংবাদদাতা লিখিয়াছেন। "সম্প্রতি একটি পাওনার মকদ্দমা গত মে মাসে বাঁকিপুরের মুন্সেফ বাবুর নিকট রুজু হয়। তিনি প্রথ ১৯ এ জুন দিন ধার্য্য করিয়া আসামী ও সাক্ষি নামে সমন বাহির করেন। সাক্ষিরা সমন প নির্দ্দিষ্ট দিনে আদালতে উপস্থিত হইল। আসামী সমন প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং হাজির হ কেন। অনুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গেল আসামী এক জন রেইলওয়ে কর্ম্মচারী, তাহার দানাপুর ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দরবার হইবে। সেই নিয়মানুসারে সমন দা পৌঁছিল; কিন্তু তথায় কি হইল জানা গেল পরে পুনর্ব্বার ২৯ এ জুন দিন স্থির হইল; তাহাতেও আসামী সমন পাইল না। করি ক্রমাগতই সাক্ষিগণ সহিত আদালতের খরচা ক উপস্থিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, এ খরচার দায়ী কে হইবে? প্রথমতঃ ইহারই নি আবশ্যক, পরে মকদ্দমা হউক। এ বিষয়ে কর্ত্ত গণের দৃষ্টিপাত নিতান্ত আবশ্যক। নচেৎ ফরি দেরা খরচায় খরচায় ধনে প্রাণে মারা যা

রুশিয়া সুলতানের নিকট হইতে বাটু উব গ্রহণ
াতে উহার ৮০ হাজার প্রজা দেশত্যাগ করিয়া
লতানের অধিকৃত স্থানে বাস করিবার জন্য আসি
ছে। তথায় যে ৬০ হাজার অধিবাসী অবশিষ্ট
য়ছে,তাহারাও শীঘ্র আসিবে। কশরাজত্ব যে কেমন
শের, এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। ইহাও
মাণ হইতেছে, সুলতানের প্রজাগণ অপর রাজার
ধীনতা স্বীকারে কেমন ঘৃণা করে।

১৪ ই জুন হিসাব হইতে ১২০১০০৬ পাউণ্ড
ষ্টার্লিংএর রপ্তানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে
৬০৫৮ ষ্টেটসে ২৬৫৫৫ আমেরিকার
৬০৮৩৫২ পাউণ্ড ইউরোপের অন্যান্য স্থানে
রিত হইয়াছে। আমেরিকায় এক প্রকার চায়ের
বিষ্কার হইয়াছে, তাহার চাল সিঙ্কোনা অপেক্ষা
ধক উপকারী, অথচ অল্পব্যয়সাধ্য।

ভারতবর্ষ হইতে যে আফিম বিদেশে রপ্তানী
ে, তাহার মাশুল প্রতি সিন্দুক ৫০ টাকা
ল হইল।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থ ধনাগারে
ই জুন ১৭৮৭৩১৭২ টাকা ১৩ ই ১৮২৪৩৭৭৭ টাকা
এ ১৯৬৯৮৮৪৫ ও ১৭ এ ২৩৫৮৫৮২৩ টাকা
ক্ত ছিল।

২৪ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই
াহে কলিকাতার ট্রামওয়ে কোম্পানীর ৮৮৭৩৯/১০
কা আয় হইয়াছে।

ইরূপ জনরব মিশরে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অত্যল্পকার
ও ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য লইয়া যাওয়া আবশ্যক,
এবং কতগুলি সৈন্য এ নিমিত্ত প্রস্তুত আছে,
সেক্রেটারি তদ্বিষয় জানিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়
মিনিষ্টরকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

মহীশূরে ভয়ানক জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।
র অভাবে কৃষিকার্য্য বন্ধ হইয়াছে, খাদ্যসামগ্রীর
শীঘ্র বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। পুষ্করিণী সকল শুষ্ক।
কে এক্ষণে কেবল ফোয়ারার জল পান করিয়া
ধারণ করিতেছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বঙ্গদেশের বর্ত্তমান
প্টনণ্ট গবর্ণর বিডার্স টমসন সাহেব ডাক্তার
কারের বিজ্ঞান সভার সভাপতির পদ গ্রহণ
রিয়াছেন।

এরূপ জনরব উঠিয়াছে, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের
ত অভাবে কোন ট্রেভেলিয়ন পরীক্ষোত্তীর্ণ বালক
পাইবা মাত্রাতে বিদ্যা শিক্ষার্থ ইংলণ্ডগামী কোন
দু বালক প্রাপ্ত হয়, তাহার উপায় বিধানার্থ
ট কমিটী হইয়াছে।

বেঙ্গারী তিন বেহারের কোন সরকারী কর্ম্ম
া কাহাকে দেওয়া হইবে না এরূপ ব্যবস্থা
করাতে পুঞ্জ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডন সাহেবের যে অবিজ্ঞতা ও একপক্ষপাতিতা প্রকাশ পায়, বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহার সংশোধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

পাবনা অঞ্চলে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি কৃতবিদ্য বাক্তি গত ১২ ই আষাঢ় পাটনা জেলাস্কুলে এক বৃহৎ সভা করিয়াছিলেন। অনেক লোক সভাস্থলে সমাগত হইয়াছিলেন। সকলেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে কেহ বিধবাবিবাহ করিবে, ইঁহারা তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন, এবং কেহ কেহ এই কার্য্য করিয়া অন্যের পথপ্রদর্শক হইবেন। শুনা যায়, অনেক অশিক্ষিত লোকও ইহার উপকারিতা বুঝিয়া ইহার অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছে। আমরা অনেক সভা দেখিলাম, তাহার আড়ম্বর প্রায় শরৎকালের মেঘাড়ম্বর হইয়া উঠে। অতএব কার্য্য না দেখিলে আর আমাদের আহ্লাদ জন্মে না।

শিমলার পাহাড়ে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মধ্যে ওলাউঠারও আবির্ভাব হইয়াছিল। আমরা দেখিতেছি, শিমলা ক্রমে ব্যাধিমন্দির হইয়া উঠিতে চলিল। কলিকাতা রাজধানী তবে কিসে অপরাধী হইল?

গবর্ণমেণ্ট ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত টেলিফোনের তার বসাইতেছেন।

কুকুরের বুদ্ধিমত্তা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি বিবি বিচার্ডসনের একটী কুকুর ইহার আর একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। একদা বিবি ঐ কুকুরের প্রতিমূর্ত্তি তুলিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া একজন ফটোগ্রাফরকে আনান। সে দুই তিন বার কুকুরকে ঠিক করিয়া বসাইয়া যেমন প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করে, কুকুরটী অমনি নড়িয়া উঠে। সুতরাং তাহার প্রতিকৃতি তুলা বন্ধ হয়। বিবি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নানা প্রকার ভৎর্সনা করাতে সে সমস্ত দিন মস্তক অবনত করিয়া থাকে। পর দিন এক বারে অদৃশ্য হয়। পরিশেষে ফটোগ্রাফরের দোকানে গিয়া সে এরূপ ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করে যে ফটোগ্রাফর তাহাকে তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া এক টুকরা বস্ত্রে বন্ধন করিয়া তাহার গলবেশে বাঁধিয়া দেয়। পরক্ষণেই কুকুর আসিয়া উপস্থিত হয়। বিবি গলদেশের বন্ধ সহিত বস্ত্র টুকরা খুলিয়া দেখেন, তাহার মধ্যে প্রতিকৃতি রহিয়াছে। তখন তিনি ফটোগ্রাফরের নিকট গমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

শনিবার টাউন কাউন্সিলে যে সভা হয়, সেই সভায় যে সকল সভ্য উপস্থিত হন,তাঁহাদিগের অধিকাংশই কলিকাতার মধ্যস্থলে রেলওয়ে ষ্টেষণ নির্ম্মা প্রস্তাবের বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন। কলি কাতাবাসিদিগের সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা বোধ হয় এই অমতের কারণ।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ডাক্তার পি গুপ্ত বঙ্গদেশের সানিটারি কমিশনরের পদ প্রা হইয়াছেন।

সঙ্গীত শাস্ত্র ধ্যাপক ডাক্তার শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকু পারসোর সাহের নিকট হইতে নবাব উপা পাইয়াছেন।

আমরা দেখিতেছি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট গুলিকে গব মেণ্টের বশে রাখা ভার হইল। চাম্পারণ জেলার জ মাজিষ্ট্রেট পসফোর্ড সাহেব নিতান্ত স্বেচ্ছাচা হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রায়গুধ সহায় নামক ঐ জেলার এক ব্যক্তি নীলকরদিগে কতকগুলি জমী ইজারা দেন। মেয়াদ অন্তে রা গুধড় উক্ত ভূমি গ্রহণের সংকল্প করেন; কিন্তু নী কর ভূমি ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন না। সুতরা তাঁহারা রায় গুধড়ের উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন এবং মেয়াদ অন্তে বলপূর্ব্বক জমী দখল করি লাগিলেন। রায়গুধড় ইহার প্রতিবাদ করাতে নী কর সাহেবেরা দাঙ্গা করিলেন, তাঁহার অবমান করিলেন, শেষে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তিরস্কা করাইলেন, ও জেলে পর্য্যন্ত দিলেন। জজের নিক আপীল হইল। তিনি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের অন্যা কার্য্য দেখিয়া আসামীকে কারামুক্ত করিলেন ও জরিমানা ফেরত দেওয়াইলেন। এই ঘটনায় সাহেব রাগ বাড়িয়া গেল। তিনি আবার তাহাকে অন্য উপায়ে জেলে দিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। শেষে কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বাহিরবাস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই তিনি অত্যাচারমুক্ত হইবার প্রত্যাশায় ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনেরলের নিকট এক আবেদন করিয়া ছেন। নীলসম্পর্কে কি সাহেবদের গুরু জয়ন্ত নী হইয়া উঠিল?

শাস্ত্রকারেরা আলস্যকে একটী প্রধান রি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পাঠক তাহার একটী উদা হরণ দর্শন করুন। রোমের অলস এক ব্যক্তি কো রূপে পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ না হইয়া আপ সুন্দরী স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বলে স্ত্রী তাহাতে অসম্মত হয়। স্বামী উত্তরোত্তর পীড়া পীড়ি করিতে থাকে, ক্রমে উভয়ে বিবাদ হইতে থাকে। এই সময়ে স্ত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর গলদেশে ছোরার আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করে বিচারে স্ত্রীলোকটী নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সাগুহেডনামক স্থানে ভয়ানক ঝড় হইয়া
াছে। অনেকগুলি তাহাজ জলমগ্ন হই-
ছ।

ফরিদপুরে ডাক চুরি গিয়াছে, ৮ শত টাকার
পানি বেজিষ্টারী চিঠি পাওয়া যাইতেছে না।

বর্দ্ধমানের মহারাজের অধিকৃত স্থান দিয়া ব্রিটিশ
না যখন গমনাগমন করে, মহারাজকে তাহার
ন যোগাইতে হয়; কিন্তু তিনি তৎপ্রদানে নিতান্ত
মর্খ হইয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট একখানি
বেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ
,পত্র যেন গবর্ণর জেনরলের নিকটে প্রেরিত
। এটী এক প্রকার জুলুম। গবর্ণমেণ্ট যদি
ম করেন, তদ্দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অপরে যে কত
ম করিবে, বলা যায় না। অতএব অবিলম্বে
প্রথাটী রহিত করাই কর্ত্তব্য।

এবার পূর্ব্ব বঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা বৃত্তি পরীক্ষায়
ন বিদ্যার পরীক্ষা গৃহীত হইবে না।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত পিদাকুনামক গ্রামে খর্জ্জুর
ের ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষের আবির্ভাব
য়াছে। এই বৃক্ষ সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে সমস্ত
ত্রি হেলিয়া মুদ্রিকার সহিত প্রায় সংলগ্ন থাকে,
ম মত বেলা হয়, ইহা ততই সরল ভাবে উত্থিত
। এই ঘটনা দর্শনের জন্য তথায় লোকে লোকা
হইতেছে, কিন্তু ইহার কারণনির্ণয় কেহই
ম করেন নাই।

ভারতবর্ষের পরিচালনাবিষয়ের ইংলণ্ডস্থ
ারিণী সভা নানা কারণ ক্রমশঃ হাউসের বক্তৃ
অধিবেশনে ঐ বিষয়ের বিশেষ বাদানুবাদ
তে পারিলেন না। আফিংএর ব্যবসায়ের
ন্তুন চুক্তি আগামী সালের এপ্রেল মাসে হইবার কথা
ের কারণ কমন্স সভা অপেক্ষা করিতেছেন।

সাধারণে বলেন, বর্দ্ধমানের কমিশনর বিমস্
হব হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত
টী পরিবর্ত্তনের (বোধ হয় জনাই হইবে) পক্ষা-
র কার্য্যকারিতার এইরূপ বিবরণ প্রদান করি-
ছেন। ইহাদের মধ্যে বেঙ্গলেরা গবর্ণমেণ্ট
ারা, উকীল, ব্যবসায়ীর এবং অন্য শ্রেণীর ভদ্র
ক আছেন। তাঁহারা লোককে কোনরূপ পীড়ন
রিয়া প্রমের মধ্যে তাঁরা তুলেন। সেই তাঁকায়
ও সাঁকো প্রস্তুত করিবার ও জল নিকাশ
ার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই স্থানের অধি
ন লোক আপনাদের স্বত্ব বুঝেন; সুতরাং পঞ্চা
যে জবরদস্তী করিয়া কোন কার্য্য করিবেন বা
করিয়া চাঁদা আদায় করিবেন, সে সম্ভাবনা
। আইনের সহায়তা ইহাঁদের নাই বলিয়া কখন
ন কিছু অসুবিধা হইয়া থাকে। আইন করিয়া

এরূপ সমাজকে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা দিলে কার্য্য অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

খানদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কাপারগেয়ন, শ্যামগামনার ও আকল্মদ নগরের পার্থরিতালুক সমূহে এবং কারেদ ভালভা ও সোলাপুরের মাস তালুক সমূহে ভয়ানক পঙ্গপাল দেখা দিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, শ্রীযুক্ত এ, চাটোপাধ্যায় বিলাতের এম, আর সি, পি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ভিন্ন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এডার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রের পরীক্ষায়; মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এস, এ, ও এম, আর, সি এস, পরীক্ষায়; এন, পি, দত্ত এস, পি রায় ও এন,পি সিংহ প্রথম এম, আর সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং সৈয়দ সাকওয়াত হোসেন সাহেরেন সেহারের কৃষিবিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন ও জিসি বসু উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমরা আবার শুনিতেছি, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর সবডিবিজনটী উঠিয়া যাইতেছে। কাগজ পত্র সকল শীঘ্রই আলীপুরে প্রেরিত হইবে। গবর্ণমেণ্টের এ বিধানের উদ্দেশ্য যে কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি ম সকল কারণে এখানে ফৌজদারি আদালতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার কোনটীই অদ্যাপি অপনীত হয় নাই। ইহার এলাকাধীন স্থানসমূহের বার আনা ভাগ অধিবাসীই নিম্নশ্রেণীর লোক। তাহারা সর্ব্বদা দাঙ্গা হাঙ্গাম লইয়াই আছে। খুন ত অনেসা লুটপাট করিলেই হয়। এবার মধ্যে কয়টী খুন হইয়া গেল। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্ট যদি এখান হইতে সবডিবিজন উঠাইয়া লেন, তাহা হইলে ইহার যে কি শোচনীয় পরিণাম ঘটিবে, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

বারাসতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কিছুদিনের জন্য ফরিদপুরের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

বাদীগঞ্জের প্রাতনিধি অফেট মাজিষ্ট্রেট বি, ডে; পলনাথ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারাকুমার ঘোষ

ও ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর দুর্গাদাস চৌধুরী ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, ফ্রেজার নারায়ণগঞ্জের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু চন্দ্রকান্ত নাথ কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গিপুরের সবডেপুটী কালেক্টর কালীকুমার রায় চৌধুরী ৩ মাস ছুটী পাইলেন বলিয়া যে যে আদেশ প্রচারিত হয়,তাহা রহিত হইল।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রাজেন্দ্রনাথ মিত্র জি, এম, গুডরিক সাহেবের অনুপস্থিতি ১৮৭৮ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কলিকাতার কালেক্টর নিম্নলিখিত স্থান সমূহের আবগারির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন যথা—

(১) ডিষ্ট্রিক্ট কলিকাতা ও কলিকাতার পুলিস কমিসনর এবং হাবড়া মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থান সমূহে।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মূলফৎগঞ্জের দ্বিতীয় মুন্সেফ রসিকচন্দ্র রায় চট্টগ্রামের অন্তর্গত দক্ষিণপুটীয়ার ভার হইলেন। ইনি হুকুম চৌকীর বাকী খাজনা সংক্রান্ত মকদ্দমা বিচার করিবেন এবং ছোট আদালতের জজের ক্ষমতায় ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বি, এল মূলফৎগঞ্জের মু হইলেন।

মুলফৎগঞ্জের প্রথম মুন্সেফ বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদা চৌকী বাকী খাজনা মকদ্দমা করিবেন এবং ছোট আদা মতো ক্ষমতাপন্ন হইয়া ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার ক পারিবেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত দাতনের মুন্সেফ বাবু অতুলচন্দ্র ১৮৭৮ অব্দের ৭ আইনের ৩ ধারানু ক্ষমতাপন্ন হইয়া দাতনের মুন্সেফীর অন্তর্গত স্থান সমূহের লোকদি স্বত্বঘটিত মকদ্দমা বিচার করিবেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু এম, এ, বি এল হুগলীর মু হইলেন, কিন্তু শীঘ্রই স্থানান্তর যাইবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

সোমড়া ১৬ ই আষাঢ় ১৮০৭।

এখানে "নিরঞ্জনী" ষ্টীমারের ষ্টেসন হওয়া সম্বাদ পূর্ব্বে লিখিয়াছি। আমরা দেখিয়া প সুখী হইলাম,ইহাতে আশাতীত ফললাভ হইতেছে ১০।১২ দিন বা ততোধিক আরোহী এখান হই প্রত্যেক বারে গমনাগমন করিয়া থাকে। আ সুখী হইব, যখন প্রত্যহ একখানি ষ্টীমার যাইবে আর একখানি আসিবে।

আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বলাগ ডাকঘরের অধীন কদুবা, পাঁচপাড়া কাকসাগ প্রভৃতি স্থানের সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগ

ও পাঠাইবার অসুবিধাহেতু ঐ ঐ গ্রামগুলি মড়া পোষ্ট আপিসের অধীনে আনিবার জন্য ষ্টমাষ্টার জেনরলের নিকটে আবেদন করিয়া-ন। বলাগড় হইতে ঐ সকল গ্রাম যত দূরে অব-, সোমড়া হইতে কোন অংশেই তদপেক্ষা ক নহে; কতকগুলি সমুদ্র, কতকগুলি বা ক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী। সোমড়া পোষ্ট আপিসের নে ঐ সকল গ্রামের বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ । কারণ, সোমড়াতে যে সময়ে ডাক পৌঁছিয়া ক, বলাগড়ে তদপেক্ষা প্রায় দেড় ঘণ্টা বিলম্বে হে; এবং বলাগড় হইতে ডাক রওয়ানা হইবার দুই ঘণ্টা পরে সোমড়া হইতে রওয়ানা হইয়া । এই হেতু সোমড়ার অধীনে আসিলে গ্রাম-গণ প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে চিঠি পাইবেন এবং দিবার জন্য অনেক সময় পাইবেন। বর্ত্তমান াবস্থে তাঁহারা কেবল ডাকে প্রত্যুত্তর দিবার পান না এবং পাঁচপাড়ার যে একটী ষ্টেসন আছে, তাহার চিঠিসকল সেই দিন বওয়ানা না। অধিকন্তু সিউন টিটী বিলি করিতে য়া অপরাহ্ণে সেই ধাকস খুলিয়া লইয়া যায়; ই চিঠিগুলি বিলি হইতে অনর্থক একদিন ম হয়। আমরা ভরসা করি, বিভাগীয় কর্ত্তৃ গণ আবেদনকারীদিগের প্রার্থনা পূ করিয়া াদিগের অসুবিধা দূর করিবেন।

গুপ্তিপাড়া, সোমড়া, বলাগড়, ত্রিবেণী প্রভৃতি ধিক গ্রামের অধিবাসিগণ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল-র চাকদহ ষ্টেসন হইয়া সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া কেন। অধিক কি, এই সকল গ্রামের ভদ্র ও রণ লোকের যাতায়াতে চাকদহ ষ্টেসনের ক আয় হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু হইতে চাকদহের ঘাট প্রায় ২ মাইল কাঁচা যে কি ভয়ানক দুর্গম, তাহা ভুক্তভোগী মহা-ণ সকলেই অবগত আছেন। আমরা অবনী-র যত কাঁচা ও অপকৃষ্ট রাস্তা দেখিয়াছি, বোধ হয় টিই ইহার সমকক্ষ নহে। ইহা দুর্গমতায় সর্ব্ব , বন্ধুরতায় সকলের উপর এবং কর্দ্দমে সকলের ন। রৌদ্রের সময় এক আঁটু ধূলি ও বৃষ্টির ন জানুপরিমিত কর্দ্দম ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ য়া থাকে। প্রথমতঃ এই রাস্তাটী দিয়া কেবল-আমাদের এ অঞ্চলের রেলওয়েযাত্রী মাসে ১ সহস্র চলিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ গ্রহণ, যোগ, ী ও বৈশাখী পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নান উপলক্ষে পূর্ব্বা-হইতে সহস্র সহস্র লোকের আনাগোনা হয়। তীয়তঃ সদাগরির জন্য প্রত্যহ বহুসংখ্যক মুমূর্ষু ও ব্যক্তি পূর্ব্বদেশ হইতে চাকদহের নিম্নে ীরথী তীরে আনীত হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ শীতকালে এখানে (চাকদহের ঘাটে) বিখ্যাত গুড়ের হাট হইয়া থাকে। তজ্জন্য সেই সময়ে প্রকাণ্ড শকটাদিক গরুর গাড়ী ও বহুসংখ্যক লোকের আমদানী হয়। ষ্টেসন হইতে ঘাটপর্য্যন্ত কাঁচা দুর্গম রাস্তাটী সকলকেই অতিক্রম করিতে হয়। যে রাস্তাটী এত প্রয়োজনীয়, এত উপকারী, ও এত বাধ্যকার্য্য, তাহা পাকা না হওয়া বড় দুঃখের বিষয়। কয়েকবার এতদ্বিষয়ে চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যে ত কিছুই দেখা যায় নাই। আমরা শুনিয়াছি, রাণাঘাটের বর্ত্তমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয় অতি বিচক্ষণ, ন্যায়দর্শী ও প্রজা-হিতৈষী। আমরা তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচচিত্তে সসম্ভ্রমে অনুরোধ করি, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই রাস্তাটী পাকা করিবার আদেশ দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যান। বলিতে পারি না, মাসিক ৫।৭ জানার লোকের কষ্ট তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিবে কি না।

কোটচাঁদপুর।

বিগত চৈত্র মাসে ষ্টেসন কোটচাঁদপুরের অন্তর্গত সুলেমানপুর গ্রামে বাবুরাম কর্ম্মকারের বাটীতে ডাকাইতি হইয়া ৮০০। ১০০ শত টাকা চুরী গিয়াছে। পরদিবস থানার সব ইনস্পেক্টর বাবু মতিলাল বসু তদারক করিয়া অকৃতকার্য্য হন। তৎপরে যশোহরের এসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক মহাশয় কোটচাঁদপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ঝিনাইদহের সুযোগ্য থানাতনামা পুলিস ইন্সপেক্টর বাবু বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতি তদন্তের ভারার্পণ করিয়া গোপালচন্দ্র বাবু যশোহরে গিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যশোহরের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তদাগমন করিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর বাবুও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে ঢেঁড়ার দ্বারা ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, যে ব্যক্তি ঐ ডাকাইত গ্রেপ্তার করিয়া দিতে সমর্থ হইবে, তাহাকে ১২০ আড়াই শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে এবং সে ব্যক্তি যে কার্য্যের উপযুক্ত হইবে, তাহাকে তদুপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ১০ বৎসরান্তে পূর্ণ বেতনে পেনসন দেওয়া হইবে। পুনরায় বিশ্বেশ্বর বাবু আসিয়া গ্রাম্য লোকের দরখাস্ত মতে কয়েক জন লোককে চালান দিয়াছেন। বিশ্বেশ্বর বাবুর ভয়ে কোটচাঁদপুরবাসী বদ লোকেরা যার পর নাই শঙ্কিত হইয়াছে। দেখা যাউক, এইবার কি সিদ্ধান্ত হয়।

ঝিনাইদহের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিয়ার সাহেবের প্রযত্নে কোটচাঁদপুরের বিদ্যালয়টী পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। এবার কোটচাঁদপুরের রেজিষ্টার বাবু শ্রীধর রায় মহোদয় সম্পাদকীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভরসা করি শ্রীধর বাবুর যত্নে বিদ্যালয়টী দীর্ঘজীবী হইয়া সাধারণের মঙ্গল সাধন করিবে। দুঃখের বিষয় এই, অদ্যাপি স্থায়িরূপে মাষ্টার ও পণ্ডিত নিয়োজিত হন নাই।

এ বৎসর সর্ব্বত্রই আশাতীত বারিবর্ষণ হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে ধান্যের আবাদ হইয়াছে। আবাদী জমিতে বিদের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ধান্যের জমিতে নেত্রপাত করিলে নয়ন সবুজ সাগরে ভাসিতে থাকে। এই জন্যই চাষা (কৃষক) লোকে বলে, যদি আশাজনক ফসল হইত, তবে কোন বেটে মহাজন কাজ করিতাম।

এবার চিনি গুড়ে কারখানাদার ও খরিদ্দার প্রায় সকলেরই লোকসান হইবে।

কালনা।

এখানে অদ্যাপি কিছুমাত্র বারিবর্ষণ হয় নাই। দুই প্রহরের পর হইতে বাড়ী হইতে বাহির হওয়া কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখানকার মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা পাকা রাস্তাগুলির উপর একবার মনোযোগ দিয়া দেখেন না। পাকা রাস্তাগুলি কাঁচা রাস্তা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ গঞ্জের যাইবার দুই একটী রাস্তা সর্ব্বাপেক্ষা অধমা হইয়াছে।

এখানে ক্রমে চুরির প্রাদুর্ভাব হইতেছে। কয়েক দিবস হইল, এখানকার একটী দোকান সিঁদ হইয়া গিয়াছে। চোরেরা ৩০০ শত টাকা মূল্যের ও ২০০ শত টাকার গহনা লইয়া গিয়াছে।

আজ কাল গঙ্গাপার হইতে খেয়া নৌকায় পয়সা করিয়া দিতে হয়। সামান্য লোকের পক্ষে ইহা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদিগের "সিদ্ধেশ্বরী" নামক ষ্টীমার ১৯ আষাঢ় হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতেছে।

এখানকার দানশীলা মহারাণী রূপমালা বিস্তর লক্ষে দীনদরিদ্রদিগকে অনেক দান করিতেছেন।

কিছু দিন হইল এখানকার ভাগীরথীতে একটী স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

গয়া।

সম্প্রতি এখানে একটী লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইয়াছে। বৌদ্ধ-গয়ার আউট পো

কনষ্টেবল দেওনদার বক্স তাহার অভিনেতা। টাউনের অদূরবর্ত্তী মুরাদপুর পল্লীবাসী, গাঙ্গু- নামক এক ব্যক্তি কোন কার্য্যোপলক্ষে দক্ষিণ শে যাইতেছিল। বৌদ্ধ গয়ার পার্শ্বস্থিত ছাচ গ্রাম পর্য্যন্ত গেলে তাহার সন্ধ্যা হয়। একনা ামে রাত্রিযাপন মানসে অবস্থিতি করে। গাঙ্গু- ার নিকট ৫০ টী টাকা ছিল, কোন গতিকে গ্রামের চৌকীদার তাহা জানিতে পারে ও মির চোর বলিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া গয়ার ফাঁড়িতে লইয়া যায়। হেড কনষ্টেবল দার বক্স শীকার সম্মুখে পাইয়া টাকাগুলি সাৎ করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু সহজে কৃতকার্য্য না পারিয়া মারপিট করিতে প্রবৃত্ত হয়। াভনের উত্তেজনায় তিনি এতদূর অধীর হইয়া লন যে, ক্রমে গুরুতর প্রহার আরম্ভ করেন। প্রহারেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবায়ু নিঃশে- হইয়া যায়। পরে গাঙ্গুমালীর মৃতদেহের িকা কর্ণ ছেদন ও চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফাল্গু র বালুকার মধ্যে প্রোথিত করে। কুকর্ম্মান্তে র্ম্মীর মন সন্দিগ্ধতার আশ্রয়স্থল হয়। ক্ষণে বিভীষিকা প্রদর্শন করেন। সবাত দীপের ন্যায় কাঁপিতে থাকে। মৃতদেহ নিভৃত স্থানে পুতি- বটে, কিন্তু আশঙ্কা ঘুচিল না। বোধ হইল কোন ব্যক্তি তাহা জানিতে পারিয়াছে। যে ল পুতিয়াছিলেন কথা হইতে উঠাইলেন, অপর টী স্থলে লইয়া গেলেন, তথায় পুতিয়া আসি- ন। সত্য গোপন থাকিবার নয়, কুকার্য্যের— াশ অবশ্যম্ভাবী। লোকে জানিল, ক্রমে বৌদ্ধ র প্রধান মহন্তের কর্ণগোচর হইল। তিনি ঐ াদ সাহেবগণের সদর দপ্তরে পাঠাইলেন। সমা- প্রাপ্তিমাত্রেই ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট 'মিয়াচ' ল স্বয়ং ঘটনাস্থলে গমন করিলেন। অনু নাম পাওয়া গেল। বাঙ্গালার ভিতর হইতে ান হইল। গত ২০ এ জুন এখানে চালান া আসিয়াছিল। তদনুসারে জমাদার ও চৌকীদার পার হইয়া আইসে। আসামীরা এখন হাজতে। মরা এই দুরাত্মাদিগের দণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছি, রে যাহা হয় পরে লিখিব। ইতিপূর্ব্বেও বার এখানকার পুলিসদলের নামে একটী গুরুতর ভিযোগ উপস্থিত হইতে দেখিয়াছিলাম। তাহারা যুক্তির দ্বারা পথিকদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ রিত। তদনন্তর নিরপরাধী লোকদিগকে ধরিয়া নিয়া প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত করাইয়া দিত। রূপে কত লোকের যে সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল কত নির্দ্দোষী ব্যক্তি যে কারাদণ্ড ভোগ করি- , তাহার ইয়ত্তা নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেব গোপন অনুসন্ধানে তদ্বিষয় জানিতে পারিয়া পুলি- সের বিপক্ষে মকদ্দমা চালান। সেসনের বিচারে আসামীগণের কঠিন দণ্ড হইয়াছিল। পরে হাইকোর্ট তাহাদিগকে অব্যাহতি দেন। উহারাই কি শান্তি রক্ষক? লোকের সুখশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখি- বার জন্যই কি এই পুলিসের সৃষ্টি? যদি তাহা হয়, তবে যত শীঘ্র এ পাপ এদেশ হইতে বিদূরীত হয় তাহাই প্রার্থনীয়।

বিজ্ঞাপন

গ্রাহকগণের প্রতি

১২৮৮ সাল গত হইয়াছে। নূতন বর্ষ আগত। অতএব আমরা বিনয় সহকারে গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যাঁহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের মূল্য দিয়াছেন, তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত হই- য়াছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২৮৯ সালের দেয় মূল্য দান করেন, এই আমা- দের অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা- পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা; ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কাশী ঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহা বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকা সহিত মহকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ, সহ মূল বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা ও ডাক মাশুল ১৸০ টাকা। ইহা বা উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭৸০ টাকা বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ডাক মাশুল ৷৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৸০, পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন য

—:০:—

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!
পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!
ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো. পুরাতন কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, ভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক কাশি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্প গাছগাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টি বটিকা বিশিষ্ট শি

া ১ টাকা, প্যাকিং ॥০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে ওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই ধ সেবন করিতে পারেন। মোসার্স অনা আরাটুন ক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী ড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ নবম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের নবম সংখ্যা প্রকাশিত য়াছে। ইহাতে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, সমী- ণ ও নিরস্তিবাদ, জাতি-ভেদ, ষষ্ঠী বাঁটায় চন্দ কাগ, দেবগণের মর্ত্তো আগমন, মনুসংহিতা, বাদশন, ৭ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই ঃপক্তি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ । গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে মপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে ইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও কট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবিবর যুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাসুল /০।

যোগিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস। মূল্য এক টাকা।

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ৷৵০।

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

লিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় কারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া কেন। কলিকাতা মেডিকেল গার্ডেনের সুপা- ণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৯ আউন্স ৩, আউন্স ১২, ১৬ আউন্স শিশি ১৸০ আনা। নগদ লো বিক্রয় ৩, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

Mr. E D'cruze 93 College Street Cal ...

Highly valuable midwife ...

Fees & attendance moderate.

Bears high testimonials.

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীমতী ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদেশে যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফী অতি অল্প।

রেজিষ্টারী করা (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত-স্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব পাদা খড়ির ন্যায় ধোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত-প্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ১৷৵০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পাকাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদুষ্টি ফোড় এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও রক্তশূন্য হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষান্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড়-লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের বার স্যাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নি লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী—বহরমপুর

শ্রীযুক্ত বাবু রামযাদব বসু—পটামণ্ডী

" " মনোহর মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা

" " অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়—চাঁদভাগ

" " রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—আউলিয়া

" " মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক—পাতিলপাড়া

" " গিরিশচন্দ্র মজুমদার—কলিকাতা বহুবাজার

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা নিকট প্রেরণ করা যায় না,

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশু সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অস পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রক প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূ পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর না নোট, ড্রাফ্ট, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় ম মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যে টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূ নিঃশেষিত হইবার পরে কেহ সোমপ্রকাশ অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রে করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করি তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

৬ শ ভাগ। | প্রবর্ত্ধনাং প্রর্দ্ধনস্থিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিসম্ভতী ন স্তীয়তাং" | ৩৪ সংখ্যা।

১২৮৯ সাল। ২৭ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮২। ১০ ই জুলাই।

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল ম্মা লর্ড রিপন ভারতে স্বায়ত্তশাসন (Self ernment.) প্রথার প্রবর্ত্তনায় কৃতসংকল্প হইয়া ই মে তারিখে যে উদারনৈতিক ও উচ্চ আদর্শের া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভারতবাসী ব্যক্তি ত্রেরই চিরপোষিত আশার প্রথম সোপান। ম্মা লর্ড রিপনকে ভারতীয় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপ ও ধন্যবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগামী ২৪ এ ই ৯ ই শ্রাবণ অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় চাকা াগ স্থলঘাটে পুরবঙ্গ প্রদেশের এক জাতি-সাধা- বিরাট সভার অধিবেশন হইবে এবং এদেশে ত্বশাসন প্রণালী কিরূপে গঠিত হওয়া উচিত, সভায় তাহারও আলোচনা করা যাইবে। ইহা ন করা যাইতে পারে যে স্বদেশবৎসল ভারত- ন মাত্রেরই উক্ত সভায় সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান বেন।

ঢাকা।
পূর্ব্বাঞ্চল সভার গৃঃ
৯ সন, ১২ ই আষাঢ়

নিবেদক।
ইন্দ্রনারায়ণকুমার রায়,
সভাপতি।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাস, সম্পাদক

ত্ত শিক্ষাকার ডাং শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাক্রান্ত

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব ছাড়েন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত পেটেণ্ট মেডিসিন বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে তাতেই বেশী ফল পাওয়া যায়"। জনৈক ত বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, তাহাতে ব নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত।"

প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১।০, কমিশন শতকরা ১৫৲। এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। কলিকাতা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীতারাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

THE YATRAS;

or

The popular dramas of Bengal.

by

Nisikanto Chattopadhyaya

Price one Rupee.

Sold at the

Canning Library, Patuldangah, Calcutta.

ম্যাটীক্স জষ্টিফায়ার অর্থাৎ জামা সই করিবার নিমিত্ত কতগুলি লোকের আবশ্যক আছে। উপযুক্ত লোক পাইলে ভাল বেতন দেওয়া যাইবে। নং ১৬৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং আফিসে দরখাস্ত করিবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

"আর্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত"

এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখা দর্শনে বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে ইহা তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৷০, গ্রাহকদিগের প্রতি ১৲। পত্রাধিক অগ্রিম গ্রাহক হইয়াছেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হই এরূপ গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচি স্বাক্ষরকারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

ইসলামপুর
পোষ্ট গোয়াস
জেলা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গু
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণী বঙ্গবিজেতা ১।০, জীবনসন্ধ্যা ১।০, মাধবী-কঙ্কণ ভাঁষন প্রভাত ১।০, ঐ চারি খণ্ড একত্র, নাম শ অর্থাৎ মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে শিখ মৃত্যু পর্য্যন্ত একশত বৎসরের ঘটনা সম্বন্ধীয় ঐ ন্যাস চতুষ্টয় মূল্য ৩৸০। ভারতবর্ষের ইতিহাস ৸৵০ মাত্র। আমার নিকট প্রাপ্তব্য এতদ্ব্য বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক এবং ডাক্তারি কবিরাজ হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আ জানাইলে ছাপান তালিকা পাঠান যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যা

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

Paris, 8, Rue Vivienne, 8, Paris.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, ক ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

সদ্যঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট

কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো

ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভাঙ্গরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত য়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে খে

...ন্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব
...ইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা
...ার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ।
...ন্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট
...ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে
...ন্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

...গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস
এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)
সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সহরস্থ গ্রিমল্ট সাহে-
এই বিশেষ ঔষধদ্বয় ম্যাটিকো নামক ঔষধ
...ন এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া
...কন। ইহা বোপেবা নামক ঔষধের ন্যায়
...মিষ্টান্নক নহে এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের
...কার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ
...ন ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে
...তেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।
এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস
...ন রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
...থ পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন
...লে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত
...য় এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা
...সেবা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য
...ক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
...বমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃপীড়া।
পেট সাঁটীয়া ধরা।	পেট ফাঁপা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।
এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক
...ী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল,
অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

সবমন শিরঃপীড়া এবং শিরঃশূল।
গ্রিমল্ট কোম্পানির গুরানা (Guarana)
এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে
...নক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ
উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের
...তি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই
...দ্বারা আরোগ্য হয়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।
"আয়ুর্ব্বর্দ্ধন" ১ম ও ২য় ভাগ। দেড়মাসে
...-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন
পাঁঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের
পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার
শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ১৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব, ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, মসিদ্রব্য, কালি, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার সীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, তাম্রের প্লেট, মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"শিবাক্ষয় ব্রত।"

শরীরস্থ পারা নাশক অব্যর্থ মহৌষধ।

যেমন মহাত্মা রণজিৎ সিংহ "যার মনে আটক তাহারি আটক" এই কথা বলিয়া কতকগুলি পারিষদের সহিত আটক নদী পার হইয়াছিলেন, সেই মত এই পারারোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেও, যাঁহাদিগের গ্রহ সুপ্রসন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই এই মহৌষধের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া ব্যবহার করিয়াছেন এবং করিতেছেন, এবং তাঁহারাই রসিতের আটক পার হওয়ার সদৃশ এই রোগের কষ্ট এবং সমাজের ঘৃণা হইতে পার পাইয়া স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যাহা নিম্নের আরোগ্য সমাচার প
দ্বারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন;

এক সপ্তাহ ঔষধের প্রতি শিশির মূল্য ৪ ডাক মা

কে, সি, চট্টোপাধ্যা
গরাণহাটা কলিকাতা। সারদায়ী পুস্তকাল

পারারোগারোগ্য সমাচার পত্র।

শ্রীযুক্ত কে, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

সারদায়ী পুস্তকালয় গরাণহাটা কলিকাতা।

মহাশয়, আপনার আবিষ্কৃত শিবাক্ষয় ব্র
একজন স্বর্ণকারের পুত্রকে ব্যবস্থামত সেবন ক
দিয়াছিলাম, সে কৃতঘ্ন দিবা আরোগ্য হই
বলিয়া সংবাদাদি দিতে কোন দরকার বুঝে ন
বিশেষ তদন্তে জানিলাম সে বিলক্ষণ উপশম
য়াছে। এক্ষণে মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া
তেছে যে আপনি উৎকৃষ্ট ঔষধ বাহির করিয়া
ইত্যাদি ইতি। তারিখ ৯ ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২৮৯ সা

রাজশ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যা
সাবড়া পোষ্ট, জেলা মেদনীপুর

মহাশয়! আপনার প্রেরিত শিবাক্ষয় ব্রত সে
রোগীর শরীরে প্রথমতঃ ঘামাচির মত দানা হইয়া
শেষে শরীর পুস্কাবৃত প্রাপ্ত হইয়াছে, বোধ হয় সে
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মহাশয়ের ঔষ
প্রত্যক্ষ ও সদ্য ফল দৃষ্টে ঔষধের গুণ এই নগরে
সন্নিহিত পল্লীর যাহাতে সর্ব্বসাধারণে অবগত
তজ্জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবে
এবং করিব। মহাশয়ের ঔষধের প্রতি আমার অ
শয় ভক্তি জন্মিয়াছে। ইতি তারিখ ২৭ এ এ
সন ১২৮২ সাল।

শ্রীওসমাদ্দীন উকীল।
মুন্সেফী আদালত ঢাকা

প্রেরিতপত্র।

কলিকাতাতে লাইসেন্স ট্যাক্সের অত্যাচার।

সম্পাদক মহাশয় সকলেই বলিয়া থাকেন, গ
মেণ্ট কোন প্রত্যক্ষ করনির্দ্ধারণ করিলে মফ
বাসিগণের উপরেই অধিক অত্যাচার হইয়া থাকে

কিন্তু আমরা দেখিতেছি সুবিচার ও সুসভ
বিষয়ে কলিকাতা যেরূপ ভারতবর্ষের আদর্শ, অ
চার ও অত্যাচার বিষয়েও সেইরূপ। তবে কথা এই
কলিকাতা বহু জনাকীর্ণ স্থান এখানে নানা দে

জাতীয় লোকের বাস। প্রায় কাহারও সঞ্চিত
ার সমস্থথচ্ছতা নাই। এই নিমিত্ত একজনের
আর একজন জানেন না ও সংবাদ লন না
থাং কলিকাতার অত্যাচারের বিষয় সাধারণে স্থ
াশ হয় না। নিম্নলিখিত ঘটনাবলী পাঠ করিলে
ার এই বাক্যের যাথার্থ্য অনুভূত হইবে।

ছয় সাত বৎসর যাবৎ একটী কবিরাজ আয়ুর্ব্বেদ
সমাপন করিয়া কলিকাতার কোন স্থানে নিজ
ুচিত সামান্য একটী গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক
ৎসাব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। আয়ুর্বেদ অধ্যয়নার্থী
ক জন ছাত্রও আসিয়া ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে।
াত্রগণের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে ইনিও
চিকিৎসাধীন রোগিগণের অবস্থা বিবে-
য অনেককে মূল্য ঔষধ প্রদান করেন।
য় সমাগত দিগকে বিনা দর্শনীতে ব্যবস্থা ও
মূল্যে ঔষধ দিয়া থাকেন। তবে যাঁহাদের
া ভাল এবং যাচ্ঞাপূর্ব্বক কিছু প্রদান করেন
াই লন।

যে বৎসর প্রথম লাইসেন্স টাক্স হয় সেই বৎসর
কে ১২ টাকা দিতে হইয়াছিল। তৎপর বৎ-
পুনর্ব্বার নোটিশ হইল ইনি ঐ টাক্সের বিষয়
শেষ অবগত হইয়া কয়েক জন বন্ধুর পরামর্শ
করি করিয়া ১২ টাকার স্থলে ৫ টাকা দি। অব্যা-
পান।

তুর্থীয় বৎসর ৫ টাকা টাক্স-দাতা কবিরাজ
কার উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ লাইসেন্স
ক্সের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ায় সে বৎসর
ইঁহার নামে নোটিশ হয় না।

পরে গত ১৮৮১ সালে ঐষধ বিক্রেতা বলিয়া ১০
টাক্স দেওয়ার নিমিত্ত ইঁহার উপর নোটিশ
সে। ইহাতে কবিরাজ মহাশয় এই আপত্তি
ন যে আমি ঔষধ বিক্রেতা নহি, আমি চিকিৎসক,
ার উপর টাক্স হইতে পারে না। পরন্তু কবিরাজ
র চিরপ্রথা অনুসারে অন্যান্য কবিরাজের ন্যায়
ম ও নিজ চিকিৎসাধীন রোগিগণকে ঔষধ দিয়া
কি কিন্তু অনেক স্থলেই ঔষধের মূল্য বলিয়া কিছু
ন। স্থানবিশেষে কিছু কিছু পাই, তাহা বলিলেও
টাকা টাক্স দিতে হয় এমন লাভ হয় না সুতরাং
ঔষধ ক্রয় বিক্রয়ের কোন খাতাপত্রও রাখি না।
সাধারণ যে জমা খরচ আছে তাহা হইতে উক্ত
ঔষধ বিক্রয়ের আয় ও ঔষধ প্রস্তুত করণ ব্যয়
ত করিয়া দেখাইতে প্রস্তুত আছি।

এই দরখাস্ত পাইয়া কলিকাতার মহামান্য
লক্টার সাহেব এক জন ইন্সপেক্টরকে তদন্ত
তে পাঠান এবং দিন অবধারিত করিয়া খাতাপত্র
উপস্থিত হইবার নিমিত্ত নোটিশ দেন। ইনস্পে-
ক্টার মহাশয় তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করেন যে, আমি
উপস্থিত হইয়া ইঁহার ঔষধ বিক্রয়ে আয় ব্যয়ের
বিষয় সন্ধান জানিলাম তাহাতে আমার বিবেচনায়
ইঁহার টাক্স হইতে পারে না। পরে অবধারিত দিনে
কবিরাজ মহাশয়ের একটী ছাত্র যাইয়া দরখাস্ত
অনুসারে আপত্তি করিয়া ঐ জমাখরচ এবং
খাতা উপস্থিত করেন। মহামতি সর্ব্ববিৎ কালেক্টার
সাহেব ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট, ছাত্রের বাক্য কিম্বা
তৎপরন্তু খাতা কিছুর উপরই লক্ষ্য না করিয়া
ছাত্রকে বলিলেন, তোমাদের আপত্তি অগ্রাহ্য, অদ্য
হইতে দশ দিনের মধ্যে টাক্স দিতে হইবে, না দিলে
জরিমানা হইবে। কবিরাজ মহাশয় গ্রন্থবৈগুণ্য
বশতঃ ও দুর্ব্বুদ্ধি নিবন্ধন দশ দিনের মধ্যে টাকা দিয়া
সুবিচারের প্রার্থনায় ছুই টাকার কোর্টফী দিয়া কমি-
শনর বাহাদুরের নিকট আপীল করিলেন। তাঁহার
ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, কালেক্টার ও
কমিশনরেই পদার্থগত কোন বৈলক্ষণ্য নাই, পদের
পার্থক্যমাত্র। আজ যিনি কমিশনর, দশ দিন পূর্ব্বে
তিনিই কালেক্টার ছিলেন এবং এখন যিনি কালেক্টার
আছেন তিনি এইরূপ সুবিচার করিয়া কিছু দিন
পরে কমিশনর হইবেন। উভয়েই সর্ব্বজ্ঞ, ইঁহাদের
নিকট প্রমাণ প্রয়োগের অপেক্ষা করে না।
কমিশনর সাহেবও কালেক্টার সাহেবের ন্যায় সূক্ষ্ম
বিচার করিলেন। এই পর্য্যন্তই কবিরাজ মহা-
শয়ের গ্রন্থবৈগুণ্যের শেষ হইল না, তাঁহার দৃঢ়
বিশ্বাস ইংরাজরাজ্যে অবিচার হইবে না, একবার
ভ্রমপ্রমাদবশতঃ হইলেও বারান্তরে তাহা সংশোধিত
হইবে।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ১৮৮২ সালের
টাক্সের নোটিশ হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বতন কথার
উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু কালেক্টর
এবার আর সেই পুরাতন রীতি অনুসারে কার্য্য
করিলেন না। তিনি দিন অবধারণের নোটিশ অথবা
ইনস্পেক্টার প্রেরণ না করিয়া আপত্তিকারীর
অসমক্ষে আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন ও একবারে
ক্রোকী নোটিশ দ্বারা ঔষধ ও পুস্তকাদি ক্রোক করি
লেন। ঐ নোটিশে লিখিত আছে, টাক্স ১০ টাকা,
জরিমানা ১০ টাকা ও ক্রোকী সম্পত্তি লইয়া যাওয়া ও
তাহার বিক্রয়ের খরচ ২৷৷০ টাকা। এইরূপ ক্রোক হই-
বার পরে কবিরাজ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইল,
তিনি লোক দ্বারা টাকা পাঠাইয়া জরিমানা ৫ টাকা
ও খরচা ২৷৷/ আনায় রফা করিয়া গতকল্য ১৭৷৷/
দিয়া এবার উদ্ধার হইলেন।

আমরা মহামান্য কালেক্টর সাহেবকে জিজ্ঞাসা
করি, এ নিরীহ ভদ্রলোকের উপর এত অত্যাচার
কেন? যদি ইনস্পেক্টারের রিপোর্ট বিনা কারণে
অগ্রাহ্য হইবে এবং খাতাপত্র না দেখিয়াই তা
উপর অন্যান্য প্রদর্শিত হইবে মনে ছিল, তবে ই
স্পেক্টার প্রেরণ ও খাতা উপস্থিত করার নি
নোটিশ দেওয়া হইল কেন? যেমন দরখাস্ত হই
ছিল অমনি হুকুম দিলেই হইত যে, দরখাস্ত অগ্রা
এবার দিন অবধারণের নোটিশ দেন নাই বা ই
স্পেক্টার প্রেরণ করেন নাই, মনোমত কার্য্য ক
বেস করিয়াছেন। কিন্তু দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল অ
তারিখের মধ্যে টাক্স না দিলে জরিমানা হই
এরূপ একখান নোটিশ দেওয়াও কি আবশ
বোধ হইল না? আইনে ত আছে কোন ব
আপত্তি করিলে শুনানীর দিন স্থির করিয়া তাহা
নোটিশ দিতে হইবে। পরে অবধারিত দি
আপত্তির কারণ শুনিয়া অগ্রাহ্য হইলে তাহা
পুনর্ব্বার টাকা আদায়ের নিমিত্ত কিছু সময় দি
ও সেই সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে জরিমানা হ
এইরূপ নোটিশ দিতে হইবে। কিন্তু কই কা
ক্টার সাহেবের শেষ বিচারে ত তাহার যে
লক্ষণই দেখিলাম না! আইন কি কেবল লি
রাখিবার নিমিত্তই প্রণীত হইয়াছে না তদনুস
কার্য্য করার নিমিত্ত হইয়াছে? এরূপ স্থলে কবি
মহাশয়ের শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া জরিমা
টাকা কয়েকটা মাপ করিলে কি কালেক্টর মহাশ
সূক্ষ্ম বিবেচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইত
ক্রোকীনোটিশে আছে ক্রোকী সম্পত্তি লইয়া যাও
তাহা বিক্রয় করার খরচা আড়াই টাকা। কিন্তু এ
জিনিষপত্র লইয়া যাইতে কি বিক্রয় করিতে হ
না তবে খরচা ২৷৷/ আনা লওয়া হইল কেন?

মহাশয় যদি দেশীয় কবিরাজ গণের দুরব
বিষয় একবার মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর
তাহা হইলে কখনই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন
ইঁহাদিগকে বাল্যাবস্থায় পিতা মাতার সঙ্গ
ত্যাগ করিয়া অধ্যয়নার্থ কোন বৈয়াকরণের টো
যাইয়া অবস্থান করিতে হয়। তথায় পরমুখাপে
হইয়া পরের মনরক্ষা করিয়া তৎপ্রদত্ত গ্রাসা
ভোজন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। বৈয়া
রণের নিকট পাঠ সমাপন হইল অমনি কোন ব
রাজের আশ্রয় লইলেন এবং সাংসারিক ও ব্যবসা
নানাবিধ কার্য্য দ্বারা তাঁহার সন্তোষ সম্পাদন পূ
বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অ
রাদির ক্লেশের বিবরণ শুনিলে পাষাণহৃদয়েও দ
উদ্রেক হয়। এই পরপ্রত্যাশীগণ গুরুর যে স
যেমন হইবে তাহাই পাইবেন, ক্ষুধা হইলে কি
পাইলে বলিবার যো নাই। কোন একটী ক
অনুমতি করিলে ভৃত্যের বরং সময়বিশেষে অস্বী
দোষ হয় না। কিন্তু ছাত্র তাহাতে অসম্মত হ

...বেন না। এই প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া ...দ্যা হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে ...ার পরিবর্ত্তন হইল সত্য কিন্তু উন্নতি বড় ...। আজ কাল চাকরি ও চিকিৎসার বড় প্রচার ...য় করিবার উপায়ও উপার্জ্জনের অনেক হ্রাস ...ছে। এদিকে দেশের পরিচ্ছদাদির ভারতর ...য় বাড়ে অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ সামান্য ...জ্জনে সাধ্যের ভদ্র লোকের ন্যায় পরিচ্ছদাদি ও ...বিটী ছাত্রকে অন্নদান এবং অতিথি অভ্যাগতের ...চিত সৎকার,দশ জনের সহিত সামাজিকতা রক্ষা, ...খীর দুঃখীকে বিনা মূল্যে ঔষধ প্রদান ও পরি...বের ভরণপোষণ ইত্যাদি যথোচিতরূপে সম্পা... হওয়া সুকঠিন হইয়াছে। এই সকল ...ণে ইঁহারা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন সুতরাং ...মাস মাসই আছে। কোন সময়ে নিজের পীড়া ...অন্যবিধ আপদ বিপদ উপস্থিত হইলে ঋণ ভিন্ন ...ার উদ্ধারের উপায়ান্তর থাকে না। আমি উপরে ...রূপ বর্ণনা করিলাম ইহা অত্যুক্তি দোষ-দুষ্ট নহে। ...কাতায় দুই এক জন সৌভাগ্যশালী চিকিৎসক ...ীত সকলেরই এই দশা। এরূপ অবস্থার লোকের ...ব গবর্ণমেণ্টের কি অত্যাচার করা কর্ত্তব্য? ...হারা প্রজাবর্গের বিদ্যা ও অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি ...য়ে সর্ব্বদা যত্ন করিতেছেন,কিন্তু দেশীয় চিকিৎসক ...র উন্নতির নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই, ...ান্তরে ইঁহাদের উপর অবজ্ঞাই প্রদর্শন করেন। ...ান গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী পীড়িত হইলে সামান্য ...জন নেটিব ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাইয়া অব...ণ লইতে পারেন, অথচ ঐ ডাক্তার বাবুকে দশ ...সর চিকিৎসাবিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন, এমন ...জন মহামহোপাধ্যায় কবিরাজের সার্টিফিকেট ...াহা। এই পর্য্যন্ত হইয়া ক্ষান্ত থাকিলেও কোন ...া ছিল না, ইহার উপর আবার অত্যাচার? ...ন একটী ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন:—

...মামপহায় বিশ্বভরন ব্যাপারভারং ভবং।
...ন্যাধিকরণ্য মন্যমনুবীক্ষ্য ত্বামি বিশ্বস্তরঃ।
...থাঃ তদ্ভরণায়ং ত্বমনিশং মামেব সম্পীড়য়ন্
...গোবিন্দ জনার্দ্দনো ভবসি কিং তেনাপি ন লজ্জসে।

...ে গোবিন্দ, তুমি বিশ্বম্ভর, আমি দীন অসমর্থ ...ত সমুদায় বিশ্বসংসারের পোষণ করিয়া তুমি ...শ্বর নাম সার্থক করিতেছ, তাহা কর। কিন্তু ...মি তোমার শরণাগত, আমাকে পীড়ন (অর্দ্দন) ...রোই জনার্দ্দন নামের চরিতার্থতা সম্পাদন করি...ছ, ইহাতে কি তোমার লজ্জা হয় না? বর্ণিত ...কারে আমাদের কবিরাজ মহাশয় কি দয়াবান্ ...বর্ণমেণ্টকে এ কথা বলিতে পারেন না। ইতি—

...৮৯—১৭ই আষাঢ়। শ্রীরাধাগোবিন্দ সিংহ।

একটী ভিক্ষা।

বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যছাত্রবৃত্তিপরীক্ষক
মহাশয়গণ সমীপেষু।

বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষাকাল উপস্থিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর নবেম্বর মাসের শেষে উক্ত পরীক্ষা গৃহীত হইত, এ বৎসর অক্টোবর মাসের ১ ম সপ্তাহে অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দেড় মাস পূর্ব্বে উহা গৃহীত হইবে। এ বৎসরের পরীক্ষার্থ কয়েকটী নূতন বিষয়ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতএব গত ৬ সপ্তাহ অধিকাংশ পরীক্ষক যেপ্রকার শেল, শূল, জাটা, মুষল, মুদ্গর, ভিন্দিপাল, প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রণস্থলে কোমলমতি বালকবৃন্দের সম্মুখীন হইতেছেন, এ বৎসর সেরূপ হইলে অনেকেই সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মাণিকচাঁদের সেনাগণের ন্যায় যুদ্ধের পূর্ব্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। আমরা শুনিয়াছি,অন্যান্য বৎসরে যে প্রকার পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এ বৎসর সেরূপ হন নাই। এ বৎসর সুবিবেচক লোক নিযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। অতএব আমরা আশা-করি,এ বৎসর পরীক্ষার প্রশ্ন সকল সহজ,সরল ও বিদ্যা পরীক্ষার উপযোগীই হইবে। এক্ষণে পরীক্ষকগণকে কোন পরামর্শ দেওয়া আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমরা কার্য্য-ক্ষেত্রে যে প্রকার বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছি,তাহারই সাক্ষ্য প্রদানে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া নিম্নে কয়েকটী বিবেচ্য বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। ইহাতে যদি দুইটা প্রকাশ হইয়া থাকে, উদারচিত্ত পরীক্ষকগণ ও সোমপ্রকাশের মহোদয় পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন:—

১। পরীক্ষার্থিগণের প্রশ্ননির্ব্বাচনকালে একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে, " আমরা এই বয়সে কিরূপ ছিলাম, কত উন্নতি করিয়াছিলাম, আমাদিগের বুদ্ধি কতদূর পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল, সে সকল প্রশ্ন দ্বাদশ বর্ষীয়দিগের জন্য নির্ব্বাচন করিতেছি, আমরা ঐ বয়সে ঐ সকল অথবা তত্তুল্য প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানে সক্ষম হইতাম কিনা?

২। প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষার সময় ২॥০ ঘণ্টা মাত্র নির্দ্দিষ্ট। বয়স, বিজ্ঞতা, ও বিদ্যার তারতম্য বিবেচনা করিয়া বোধ হয় আমাদিগের পরীক্ষক অর্দ্ধ ঘণ্টায় যে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া উঠিতে পারেন,পরীক্ষার্থী সেই প্রশ্নের উত্তর ২॥০ ঘণ্টায় লিখিতে পারে। অতএব প্রশ্নগুলি নির্ব্বাচন করিয়া একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, এই প্রশ্নের উত্তর আমি অর্দ্ধ ঘণ্টায় লিখিতে পারি কি না? এমন কি বাস্তবিক ঘড়ি সম্মুখে রাখিয়া পরীক্ষকের স্বয়ং সেই সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

৩। প্রশ্নের রচনা যার পর নাই সরল হওয়া উচিত। প্রশ্নে ব্যর্থ শ্লেষাত্মক বা ক্বচিৎ প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা উচিত নহে। ব্যাসবাক্যের পরিবর্ত্তে " বিগ্রহ বাক্য " ব্যবহার কেবল আত্মবিদ্যার পরিচয় প্রদান মাত্র। পাটীগণিতের প্রশ্ন প্রায়ই ইংরাজি পাটীগণিত হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অঙ্কের বাক্যগুলি ইংরাজি হইতে বাঙ্গালায় যথাযথ অনুবাদিত হইল কি না তাহা বিশেষ করিয়া দেখা উচিত। ইংরাজি পাটীগণিতের অঙ্কগুলি ইংরাজি পরিমাণাদির ক্রমে লিখিত। কোন কোন পরীক্ষক সেই সকল অঙ্ক অনুবাদ করিবার সময়ে কি উদ্দেশে বলা যায় না, অঙ্কগুলি পূর্ব্ববৎ রাখিয়া ইংরাজি পরিমাণাদির পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা পরিমাণাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৩ পাউণ্ড ৭ শিলিংয়ের সহিত ৫ পাউণ্ডের যে অনুপাত, ৩৲ র সহিত ৫ টাকার সেই অনুপাত হইতে পারে না। অর্থাৎ ৩ পাউণ্ড ৭ শিলিংয়ের পরিবর্ত্তে ৩৲ লিখিলে অঙ্কটী যে কত কঠিন হইল, তাহা তাঁহারা একবার মনেও স্থান দেন না। যাহাতে এরূপ না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

৪। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার কোন বিষয়ের বিধিমতঃ বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষার নির্দ্দিষ্ট পুস্তক নাই; সুতরাং প্রশ্নগুলি এ প্রকার অতিশয় প্রচলনীয় বিষয় সম্বন্ধে হওয়া উচিত, যে বালকেরা তৎসম্বন্ধীয় যে কোন পুস্তক পাঠ করুক না কেন, তাহার উত্তর লিখিতে সক্ষম হয়। একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণে অগ্নি শব্দের পত্নী বুঝাইলে কিরূপ হয় লিখিত আছে, অন্য ব্যাকরণে তাহা নাই। এমন স্থলে অগ্নি শব্দের পত্নীবাচক শব্দের প্রশ্ন দেওয়া উচিত নহে। ব্যাখ্যার জন্য কোন অকবির কবিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করাও উচিত নহে। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ইতিহাসে গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের একটী তালিকা আছে। আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় জানা বালকদিগের ততদূর আবশ্যক নহে। বিশেষতঃ ঐরূপ তালিকা বাঙ্গালা ইতিহাসেও নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় প্রশ্ন পরিত্যাজ্য। শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর রসায়নে পিত্তল ও কাঁসা যে যে মূল পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়, তাহা লিখিত আছে। অন্য বাঙ্গালা রসায়নে তাহা নাই সুতরাং ইহাও পরিত্যাজ্য।

৫। সর্ব্বশেষে সভয়ে ইংরাজি ভাষার পরীক্ষক মহাশয়দিগের নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি। ভয়ের কারণ অন্য কিছু নয় গত বৎসরের আচরণ। ইংরাজি বৈদেশিক ভাষা; বিশেষ অধিক বয়স ও যথেষ্ট আলোচনা না হইলে তাহার ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। কিন্তু মধ্য ইংরাজি

-পরীক্ষার্থিদিগের বয়স উর্দ্ধসংখ্যা ১৫ বৎসর।
ত বয়স, যে সমস্ত বাঙ্গলা পুস্তক পরীক্ষার্থ
াহিত হয়, তাহারই সম্যক আলোচনা হয় না,
রূপে উৎরাণীর যথেষ্ট সম্ভাবনা হইবে ?
াদিগকে ১৪ খানি মাত্র !!! বাঙ্গলা পুস্তক
তে হয়। ইহার পর আর কি তাহাদিগের
াজীতে বুৎপত্তি লাভের প্রত্যাশা করেন ?
ালিগের রচনায় বর্ণশুদ্ধি দেখিয়া হাস্য করিতে
বেন না। তাহারা বাঙ্গালায় আমেরিকা
া ইংরাজিতে America ভিন্ন আর কি
বে ? আলকজান্দার পড়িয়া Alexander
আর কি লিখিতে পারে ? তবে বাস্ত হইবেন
আমাদিগের মন্ত্রবিদ শুভানুধ্যায়ী গবর্ণমেণ্ট
শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয় শীঘ্রই ইহার
ন প্রতিকার করিবেন। তখন কেবল বয়সের
ও লক্ষ্য রাখিয়া প্রশ্ন নির্ব্বাচন করা হইবে।

অনেক শিক্ষক।

সোমপ্রকাশ

২৭ এ আষাঢ় সোমবার।

মেরা যে কেরবিং তত্ত্বভাব দূরীভূত হইয়া ভারতে
র্শিতা দর্শনের নিমিত্ত এতদিন এত প্রয়াস
েছিলাম, সে নিমিত্ত আমরা ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউ-
নিকট অত্যন্ত উচিত তিরস্কৃত হইয়াছিলাম, আজ
া সেই রিপন মহোদয়ের কৃপায় সেই সমদর্শিতা
াকে প্রত্যক্ষ করিলাম। কবিবর রামেশ্বর
কলিকাতা হইতে ঐ সময়ে বিদায়গীত গাইতে
ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার বিদায়গীত গাইতে
ন হইল। ঐ সময়ে তাঁহার [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

অবলম্বন করিয়া বেওনপোড়া ভাত খাইয়া অতি
ষ্ট কবিরাজের নিকটই বিদ্যা শিক্ষা করেন।
র্ণমেণ্ট বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী রপ্তানি করি
যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা কখন
তারও ফলভোগী হন নাই। তাঁহারা দেশীয় স্থূল
পরিধান ও দেশীয় স্থূল আহার করেন।
সকল বিষয়ে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন
শে ঋণী নহেন।
ইয়া চিকিৎসা করেন, তখনও গবর্ণমেণ্টের
ত তাঁহাদিগের কে কখনও বাধাবাধকতা হয়
তাঁহারা পাঁজিপুঁথি তুলিয়া ঔষধ
ন এবং দেশীয় লোকদিগকেই চিকিৎসা করেন।
তাঁহারা যে রাস্তা দিয়া রোগিগৃহে গমনাগমন করেন,
হের স্বহস্ত নির্দ্মিত এই কোদালের তাঁহারা
ন। কখনও তাঁহারা কোন বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের
কটে ঋণী নহেন।

যদি রাজপুরুষেরা যদি তাঁহাদিগের রক্ষা না করেন,
হইলে কোথায় থাকেন তাঁহারা, কোথায়
কে তাঁহাদের চিকিৎসা, আর কোথায় থাকে
হাদের রোগী হইবে উপরদান স্থলে আমরা
ি, এ যুক্তি ধরিয়া যদি কার্য্য করিতে হয়, তাহা
হইলে ত গবর্ণমেণ্টের সুশৌভনীয় ধর্ম্ম, ডাক্তার ও
কুরেদিগের লাইসেন্স রদ করিতে হয়। তাঁহারা
বর্ণমেণ্টের নিকটে অধিকতর সাহায্যপ্রার্থী হইয়া
াকেন। তাঁহাদিগের এ্যাসেস্টেণ্ট-সাহায্য লাভ না
হইলে একক্ষণ চলে না, কিন্তু কবিরাজের গবর্ণমেণ্টের
নিকট কোনপ্রকার সাহায্য লাভের প্রয়োজন হয় না।
তাঁহারা স্বাবলম্বী হইয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া
থাকেন। তাঁহাদিগের অবলম্বন গবর্ণমেণ্ট নন,
দেশীয় লোকেরাই তাঁহাদের অবলম্বন। এখন গবর্ণ-
মেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাঁহারা আত্মোদরকে
করিয়া নিজ চেষ্টায় নিজে প্রতিপালন হই-
তেছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করা
উচিত হইতেছে কি না?

আমাদিগের বিবেচনায় কবিরাজের নিকট হইতে
লাইসেন্স গ্রহণ করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। ন্যায়সঙ্গত
হয় যদি না হয়, তাহা হইলে ত এটী গবর্ণমেণ্টের
উপরিলাভ হইল। কথায় বলে "যেমন তেমন চাকরী
যদি ভাত।" পাঁচশ টাকার চাকরী করে, সে পঞ্চাশ
টাকা উপরি লাভ করিয়া থাকে। সকল কাজেই
দিনাভ দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরাজের
ই লাইসেন্স গ্রহণ কি গবর্ণমেণ্টের সেইরূপ
উপার্জ্জনের মধ্যে পরিগণিত? উপসংহারে আমরা
বিপন মহোদয়ের নিকট সবিনয়ে নিবেদন
করিতেছি তিনি একবার স্থির চিত্তে এ বিষয়টীর
বিবেচনা করিয়া দেখেন। যদি এটী বাস্তবিক
অন্যায় বলিয়া বোধ হয়, কবিরাজের লাইসেন্স
অবিলম্বে উঠাইয়া দেন। গবর্ণমেণ্ট যে বিষয়ের অনু-
মোদন করেন না, সে বিষয়ের কর গ্রহণও বিধেয়
হয় না। তীর্থঙ্কর উঠিয়া গেল কেন?

জেনারেল গারিবল্ডি।

ইতালির ইটালির পুনর্গৌরব স্থাপনের প্রধান
অধিনায়ক মহাবীর গারিবল্ডি ইহলোক পরিত্যাগ
করিয়াছেন। আজ তাঁহার শোকে জগৎ কাতর।
সমস্ত পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার
বীজ রোপণ করাই তাঁহার জীবনের সংকল্প ছিল।
তিনি বীর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বাধীনতার উপাসক
স্বরূপ মর্ত্ত্যে আসিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার পবিত্র
জীবনচরিত মনুষ্যমাত্রেরই কর্ম্মক্ষেত্রের আদর্শ।
সেই তেজস্বী বীরবর ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ এ জুলাই
নাইস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জনক
জননী অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। সে কারণ শৈশবা-
বস্থায় উত্তমরূপে বিদ্যা শিক্ষা করিবার সুবিধা হয়
নাই। অল্প বয়সেই তিনি নৌকার্য্যে নিযুক্ত
হন। এই সূত্রে তিনি ওডেসা, জেনোয়া, রোম
এবং নেপল্‌স নগর অনেকবার যাতায়াত করেন।
বাল্যকাল হইতেই রাজনীতি ও কুটিল ষড়যন্ত্রে
তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল। পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম
কালে ম্যাজিনির সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয় এবং
তিনি সাধারণতন্ত্রশাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী হইয়া
উঠেন। ১৮৩৪ খ্রিঃ তিনি ম্যাজিনির সঙ্গে মিলিত
হইয়া সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস আলবার্টের বিরুদ্ধে
সেই নিমিত্ত তিনি ইটালি
এই প্রকার নির্ব্বাসিত হন। ১৮৩৫ খ্রীঃ
করে একটী বড়যন্ত্র লিপ্ত হইয়াছিলেন। সেই
ষড়যন্ত্রের তাঁহার অধ্যক্ষদিগেরই তাঁহার প্রাণবধের
আজ্ঞা হয়। মার্সেলীতে পলায়ন করিয়া তিনি
জীবন রক্ষা করেন। অতঃপর টিউনিসে গিয়া তথা
কার শাসনকর্ত্তার অধীনে কার্য্য করিতে লাগি-
লেন; কিন্তু সে স্থলে দেখিলেন যে কিছুমাত্র
স্বাধীনতা নাই, তিনি কেবল অপরের যন্ত্রস্বরূপ।
যে ব্যক্তি স্বাধীনতামন্ত্রে অভিষিক্ত, স্বাধীনতাই
যাঁহার সাধনের মূলতন্ত্র, তিনি কি কখন পরাধীন-
তার ক্রোড়ে সুখী হইতে পারেন? গারিবল্ডি
মনের ধিক্কারে আমেরিকায় গমন করিলেন।
তথায় দেখিলেন, তাঁহার ইষ্টশক্তি মূলাধারে কেলী
করিতেছেন,—স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত ব্রেজিলের
সঙ্গে রাইওগ্রাণ্ডীর ঘোরতর বিরোধ বাঁধিয়াছে।
তিনি রাইওগ্রাণ্ডীর অনুকূলে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই-
লেন। তিনি একটী জাহাজের অধ্যক্ষ হইয়া-
ছিলেন, কিন্তু গোবরনীতে বন্দীকৃত হন। তিনি
তথন হইতে গোপনে পলায়ন করিবার চেষ্টা পান,
কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তন্নিবন্ধন
তাঁহাকে এরূপ কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় যে,
দর্শনে নিষ্ঠুরাচারের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে।
তিনি মুক্তিলাভ করিয়া পুনর্ব্বার রাইওগ্রাণ্ডীর পক্ষ
সমর্থন করেন। এই সময়ে তিনি নৈতিক ও মান-
সিক নানাপ্রকার কষ্ট পাইয়াছিলেন; এমন কি,
এক এক সময় তাঁহার জীবনসংশয় হইয়াছিল।
তৎকালে তাঁহার পত্নী আনিটা সঙ্গে না থাকিলে
মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া কঠিন হইত।
১৮৪৮ অব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া অষ্ট্রিয়ার
অত্যাচার হইতে রোমকে রক্ষা করিবার বিস্তর
চেষ্টা পান; কিন্তু মনোরথ পূর্ণ হইল না। এই
সময় পতিব্রতা আনিটার মৃত্যু হইল। অতঃপর
গারিবল্ডি কখন মার্কিণে ব্যাপৃত, কখন বা
কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে লাগিলেন। কণ
কালের জন্যও তাঁহার স্বস্তি ছিল না। তিনি
পুনর্ব্বার আমেরিকায় গমন করিয়া কিয়ৎকাল
তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ১৮৫৪ অব্দে স্বদেশে আসিয়া
কনশুনা কাপ্রেরা দ্বীপে বাস করিলেন। এখা
কৃষিকার্য্যে কিছু দিন অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার
সার্ডিনিয়ার বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইলেন
কিসে ইটালি স্বাধীন হইবে, এ সংকল্প তিনি ক্ষণ
কালের নিমিত্তও পরিত্যাগ করেন নাই। অতএ
১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইমানুয়েলকে সিংহাসনে অধিষ্ঠি
করিবার নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগী হইলেন, কি
এবারেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এ
সময় তিনি ইংলণ্ডে ভ্রমণ করিতে যান। তি
সর্ব্বত্র সমাদৃত হইলেন। ১৮৬৪তে তিনি স্বদেশে
স্বাধীনতা সম্পাদন নিমিত্ত রোমের বিরুদ্ধে যাত্রা
বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। রোমগবর্ণমেণ্ট অনে
কৌশলে তাঁহাকে ধৃত করিলেন, কিন্তু তিনি অল্প
ভাবে পলায়ন করিয়া বিদ্রোহিদিগের পক্ষ সমর্থ
করিলেন। বারম্বার এইরূপ বিফলপ্রযত্ন হইয়া পরি
শেষে ইটালিবাসিদিগকে ফরাসিদিগের বিরুদ্ধে অ
ধারণ করিবার পরামর্শ দিলেন। এবার তাঁহ
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি ১৮৬৬ সংক্রান্ত স্বা
নতার উদ্ধারে সমর্থ হইলেন। এই স্বাধীনতা
মহাবীর গত ৩রা জুন মানলোয়া সম্বরণ করি
ছেন। ইঁহার প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর ইনি দ্বিতী
বার বিবাহ করেন, তাঁহার পঞ্চ পাঁচ পুত্র এ
৬টী কন্যা হয়। এক্ষণে পুত্র কয়েকটী জী
আছে।

১৮৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গারিবল্ডি অত
পীড়িত হন. সে যাত্রা তিনি যে আরোগ্য ল
করিবেন, এমন আশা ছিল না। যদি চ তিনি র

লেন, কিন্তু সম্যক্ রূপে সুস্থ হইতে পারিলেন না, বস্থায় তিনি চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। প্রথম ার আক্রমণ কালে যখন তাঁহার প্রাণসংশয় া উঠিল, তিনি ডাক্তার প্রাণ্টিনাকে নির্ব্বন্ধ কারে এই পত্রখানি লিখেন—"আপনি কৃপা- র্শন পূর্ব্বক আমার দাহাদি সৎকার্য্য করিবেন মি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিলাম। বাটীর উত্তর দিগ্‌ভাগে সাগরকূলের নিকট হ ধারে, অন্যূন ১৫০ পদ বামে প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষিদবলম্ভ ভূমি আছে। তথায় একাসিয়া, লিণ্ডেন ন প্রভৃতি সুগন্ধ কাষ্ঠ উচ্চ চিতা সাজাইয়া াতে একটী লৌহ খট্টা স্থাপনপূর্ব্বক আমাকে বস্ত্র পরাইয়া দাহ করিবেন। তৎপরে এক মুষ্টি সিন্ধুকে বদ্ধ করিয়া আমার মৃত কন্যাদ্বয় সোফা ভ্রিটার সমাধির নিকট সমাহিত করিবেন।"

গারিবল্ডির মৃত্যুসংবাদে ইটালীর লোকেরা কেমন কাতর হন, নিম্ন লিখিত বৃত্তান্তটী করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। অনেক শালায় নূতন গীত হইতেছিল, এই সমাচার মাত্র সে সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। সিগ্‌নর ডেলি গতে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, তিনি ত্রবর্গকে এই দুঃখের সংবাদ জানাইতে গেলেন, ন তাঁহার স্বরভঙ্গ হইল। মিউনিসিপাল সভার বেশন হইতেছিল, এই সংবাদ আসিবামাত্র ভারা উঠিয়া পড়িলেন এবং মৃত মহাত্মার সম্মান লাটী গারিবল্ডির শোকসূচক সংবাদ লন। রাজপ্রাসাদের পতাকাগুলি নিম্ন ও ল করিয়া দেওয়া হইল। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী প্রস্তাব করিলেন যে, সাধারণ ব্যয় হইতে বলম্বাড়ির সৎকারার্থ ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইবে। স্থ হইতে একটী স্মরণচিহ্ন নির্ম্মিত হইবে এবং মহাত্মার বিধবা পত্নী ও তাঁহার পাঁচটী সন্তানের তাঁহাকে ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া বে। মহারাজ ভাম্বার্টের গারিবল্ডির সম্বা- এক খানি শোকসূচক পত্র লিখিলেন।

গারিবল্ডির মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ তাঁহার সৎকার্য্যসাধন প্রথমে দগ্ধ করিবেই বলিয়া ছিলেন, পরিশেষে উহা সমাহিত হইয়াছে।

অযোধ্যা প্রদেশের কৃষকদিগের অবস্থা।

১৮৮১ অব্দের অবসানের সঙ্গে ইং আর চমৎকার অযোধ্যার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ... ... কৃপা- ও শাসনকার্য্যের অবসান হইয়াছে। এই রাজ- ত্ব পঞ্চবিংশতি বৎসর ভারতবর্ষে অতিবাহিত ন, কিন্তু শাসনকার্য্যে সাধারণের অনুরাগভাজন তে পারেন নাই। তথাপি অযোধ্যার রাজস্ব সংক্রান্ত মন্তব্যপুস্তকে তদীয় সুখ্যাতির আভা তরবর্ত্তী খদ্যোতজ্যোতির ন্যায় মিট্ মিট্ করি- তেছে। উক্ত মন্তব্যে লিখিত আছে যে, মহাত্মা কৃপার পক্ষে প্রজাদের যেরূপ দুরবস্থা দেখিয়া- ছিলেন, সদিচ বন্যা ও অনাবৃষ্টিতে বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার অনেক উন্নতি হইয়াছে। উন্নতি হয়, ইহাই ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কেবল রিপোর্ট মধ্যে উন্নতির কথা লিখিত থাকিলে সে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, কার্য্যে উন্নতি দেখা চাই। আমরা ত দেখিতে পাই, পূর্ব্বেও তাহাদের অন্ন মিলিত না, এখনও মিলে না। গ্রামা কুক্কুরের ন্যায় দুর্বিসহ জঠরযন্ত্রণায় কাতর হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দিবসে ভর্জ্জিত কলাই, রাত্রিতে স্থূল বজরার রুটী, এই ত অবলম্বন! কত লোকের দুই বেলা গমের রুটীর সংযোগ হয়, ভারতহিতৈষী উদার রাজপুরুষেরা তাহার তালিকা দিতে পারেন? প্রজাগণ কতদূর পর্য্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত ১৮৬৮ অব্দে প্রধান কমি- শনর সার হেনরী ডেভিজ সাহেব বিশেষ তদন্ত করাইয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৭৪ এ পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষ কমিশন তাহার অনুসন্ধান লন। তাহাতে জানা যায়, ১৮৬৮ তে লক্ষ্ণৌর এলাকাস্থ স্থানসমূহে শত- করা ৮০ জন প্রজা ঋণভারগ্রস্ত ছিল; ১৮৭৪ এ শতকরা ৬০ জন প্রজাকে ঋণগ্রস্ত দেখা যায়। উনাতে পূর্ব্বে শতকরা ৯০ জন ঋণী ছিল, তৎপরে ৯৫ জন হইয়া দাঁড়ায়। সীতাপুরের অবস্থা পূর্ব্বাপর সমান, তথায় শতকরা ৭৫ জন ঋণী। হাদইয়ে ৫০ জন; বাহরইয়ে ৫০; গণ্ডাতে ৩১ জন; ফাই- জাবাদে পূর্ব্বে ৯০ জন ছিল, তৎপরে ৫০ জন হয়; সুলতানপুরে ৭৫ জন; রায়বেরেলিতে পূর্ব্বে ৮০ জন ছিল, এক্ষণে ৭০ জন হইয়াছে; প্রতাপগড়ে পূর্ব্বে ৩১ জন ছিল, এক্ষণে তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

অযোধ্যার শতকরা প্রায় ৩১ জন কৃষকের মধ্যে প্রত্যেকের গড়ে পাঁচ বিঘা ভূমি আছে। পাঠক! পশ্চিমে ও অযোধ্যায় যেপ্রকার রাজস্বের হার, তাহাতে খাজনা দিয়া পাঁচ বিঘা ভূমির উপস্বত্বে একটী গৃহস্থের প্রতিপালিত হওয়া সহজ কথা নহে। পশ্চিমে কৃষিকর্ম্ম করা অতিশয় কষ্টকর। মৃত্তিকায় বিন্দুমাত্র রস থাকে না। সুতরাং ভূমিতে জলসেক করিতে করিতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়। তদ্ভিন্ন দিবসে পক্ষীর অত্যাচার, রাত্রিতে নানাপ্রকার বন্য পশুর উপদ্রব। আমরা দেখিয়াছি, দিবাকালে টীয়া প্রভৃতি পক্ষী শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া সর্ব্বনাশ করিয়া দেয়; রাত্রিকালে শূকরাদি পশু বিস্তর ক্ষতি করে; তজ্জন্য কৃষককে সমস্তই ক্ষেত্রে চৌকী দিতে হয়, অন্য কোন কার্য্য করিবার ক্ষণকালও অবসর পা না। এতাদৃশ কষ্টার্জ্জিত শস্য কেহ সুখে ভো করিতে পায় না, রাজস্ব প্রদানেই প্রায় সমস্ত বিক্র হয়। এতদ্ভিন্ন শতকরা প্রায় ৩০ জনের গ প্রত্যেকের গড়ে দুই তিন বিঘার অধিক ভূমি না ইহাদিগকে অন্নাভাবে যে কিপর্য্যন্ত কষ্ট পাই হয়, পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছে আমরা দেখিতে পাই, অযোধ্যার শতকরা প্রায় ধারিক কৃষিকর্ম্ম ও মজুরী প্রধান উপজীবা। কৃ কর্ম্মে যত লাভ হয়, তাহা ত উল্লিখিত হইল; মজু লাভও তথৈবচ। তথাকার পল্লীগ্রামে কোনপ্রক কার্য্য নাই বলিলেই হয়। সকলে সহরতলি আসিয়া স্বল্প বেতনে এক একটী চাকুরী লয় ও ক স্ত্রীপুত্র তাহাতেই জীবীকানির্ব্বাহ করে। তাই সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? অনেকেই কা ভাবে শীর্ণদেহ হইয়া মৃতকল্পের ন্যায় কালযা করিতেছে। যে স্থলে শতকরা গড়ে ৬০ জন প্র ঋণ অধিক ঋণগ্রস্ত, তথায় অন্ন সচ্ছলতার সম্ভা কি? সেটলমেণ্ট আফিসর বলেন,—হিন্দুদি অবশ্যপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপে বিস্তর অর্থ অন ব্যয়িত হয়, সেই হেতু তাহারা ঋণী হইয়া প আমরা স্বীকার করি, এ কথা সত্য; কিন্তু ও বণিক্‌দিগের পক্ষেই এতাদৃশ নির্দ্দেশ সম্ভ পারে। কইরী, ধানক, কাহার প্রভৃতি শ্রমোপজী নীচজাতির পক্ষে তাহা নহে। তাহারা ক্রয় করিবার জন্যই ঋণ করিয়া থাকে। যখন উপা নের কোন উপায় থাকে না, তৎকালে তাহারা ম কের গৃহে দ্রব্যসামগ্রী ঋণ করিয়া লয়। ক্র ইহার সুদ বৃদ্ধি হয়, উহাদের আর তাহার পরি হয় না। শতকরা প্রায় ৪০ জন প্রজা এত ঋণ হইয়াছে যে, তাহাদের তিন চারি বৎসরের আয় দিলেও তাহাদের সে ঋণ পরিশোধ হইবে যাহা হউক, সেটলমেণ্ট আফিসের অকপটে স্বী করিয়াছেন যে, সমস্ত লোকসংখ্যার মধ্যে ২০। ২৫ জন ব্যবসায়ী এবং সম্ভ্রান্ত সং লোকের যৎকিঞ্চিৎ অর্থসংস্থান আছে। শ ৭৫। ৮০ জন কৃষক; চতুর্দ্দশ লোক শ্রমোপজী তাহাদের প্রায় আয়ের সংস্থান হয় না।

গবর্ণমেণ্ট কখন কখন দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া ভাবে বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান রাজস্ব আদা শক্তির দোষে প্রজার অবস্থার অবনতি হইতে হইলে প্রমাণিত হইলে কার্য্য-প্রণালী পরিব করিবেন। দুঃখের মুখে হাসিও আইসে, আ জিজ্ঞাসা করি,- গবর্ণমেণ্ট আবার কতদূর অব চাহেন? যে স্থলে শতকরা প্রায় ৬০ জন ঋণজালে জড়িত; শতকরা ৫০ জন প্রজাকে

র মাসের মধ্যে পনর দিবস নিশ্চেতনে থাকিতে সেখানে গবর্ণমেণ্ট ইহার অপেক্ষা আর কি ক অবনতি দেখিতে চাহেন? এখনও কি দয়ার ক হইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই? এক ী দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইতেছে; কষ্ট যে আবার কাহাকে বলে আমরা ত তাহা ত্তে পারিতেছি না অল্পবেতন দরিদ্র কের জীবন কিরূপে যাপন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে ার উপযুক্ত কালের পরীক্ষা করিতে হইবে না। দিন আসিবে না, সে দিন গত হইয়া াছে, সেই দারুণ দিন অনেক নিরন্ন ব্যক্তির ন সাধন করিয়াছে।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য এই, রাজস্ব ানের অন্য প্রকার পদ্ধতি করুন। অন্নপ্রাণ ানি পরিবারকে দুরন্ত রাজস্বভার হইতে নিষ্কৃতি করিতে পারে, তাহার সদুপায় দেখুন। অন্যথা তিন চারিটী দুর্ভিক্ষে ভারতবর্ষ একেবারে কঙ্কালসার হইয়া পড়িবে।

১৮৮১ অব্দের কলিকাতার পুলিষ রিপোর্ট

কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী। এখানে ন পুলিষের ধাঁটাধাঁটি, আইনের বাঁধাবাঁধি, ষের কোন স্থানেই সেরূপ নহে। তথাপি দস্যু বতা প্রভৃতির যে উপশম হয় না, ইহাই আশ্চ র বিষয়। এখন দেশে মন্বন্তর নাই, খাদ্যদ্রব্য ই সুলভ, এখন যদি চুরাদের হ্রাস না হইল, া কবে আমরা তাহার প্রত্যাশা করিব? গবর্ণ ট যতই কেন পুলিষের প্রশংসা করুন না, কিন্তু তপক্ষে যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। পুলিষ বাহিরে আড়ম্বর দেখান কার্য্যে তত নহে। পাঠক লিখিত কার্য্যবৃত্তান্ত দ্বারা তাহার গুণ দোষের র করুন।

১৮৮০ অব্দে ৪২১৬১ মকদ্দমা হয়, কিন্তু গত বর্ষে ১৮ টী হইয়াছে। ফলতঃ নিজ কলিকাতায় ৪০৮৫ হর কলিতে ১০২৬ বৃদ্ধি হইয়াছে। মোট সংখ্যার া ১০০৭৮ গুরুতর ও ২৭১৯৪ সামান্য মকদ্দমা। ারে ৩৮৭১৩ জন দণ্ডনীয় হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০৫১৮ র গুরুদণ্ড ও ২৮১২৫ জনের অপেক্ষাকৃত অল্প দণ্ড । এই অপরাধীদিগের মধ্যে ৩৮১ সহরের ও সহরতলির। এতন্মধ্যে সহরের ৫১৯ ও দস্যুর ১৮ টী মকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত াছে। ঐ বর্ষে সহর ও সহরতলিতে ১৩৭৬২৭ অপহৃত হয়, তন্মধ্যে ৮৭৪৫৪ টাকা উদ্ধার হইয়াছে। এই অপহৃত মধ্যে ১২৮০৫২ সহরের এবং ১১৫৮২ সহর-

প্রস্তাবিত বৎসরে ৪৯ টী আত্মহত্যা হয়। তন্মধ্যে ৩৬ টী সহরে, ১১ টী উপনগরে এবং ২ টী নদীতে। এই সকল আত্মহত্যার মধ্যে ১৪ জন উদ্বন্ধনে, ৪ জন জলে ডুবিয়া, ২ জন গলদেশ কাটিয়া, ১১ জন অহিফেন সেবন করিয়া এবং ৮ জন সেঁকো ও অন্যান্য বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ২৩২ জনের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০০ কলিকাতায়, ৭৭ উপনগরে ও ৫১ কলিকাতা বন্দরে। মৃতব্যক্তিদিগের মধ্যে ১২ জন সর্প দ্বারা, ৯২ জন জলমজ্জনে, ৪৬ জন অট্টালিকা ও বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া, ১৭ জন গাড়িচাপা পড়িয়া, ৬৫ জন অন্যান্য দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পূর্ব্বমধ্যে ঐরূপ দুর্ঘটনায় গত বর্ষে একবার ৩২৫ জন আহত ও অন্যবার ট্রামওয়ের গাড়িতে ৩২ জন আহত হইয়াছে।

গত বৎসর সহর এবং সহরতলিতে ৮৭৭২১৬ টাকা মূল্যের দ্রব্য অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়াছে। ইহার মধ্যে একখানি জাহাজে অগ্নি লাগিয়া ৪০৫০৭ টাকার দ্রব্য ও চিৎপুর পাটের গুদামে আগুন লাগিয়া সাড়ে চারি লক্ষ টাকার দ্রব্য বিনষ্ট হয়। ঐ বর্ষে কলিকাতায় ৪১০ টী বন্দুক ও ৮১৬৯৪ পাউণ্ড বারুদ, ১২৮৭৬ ব্যাগ গুলি ও ১৯৩১০৬০০ ক্যাপের আমদানী হইয়াছে। কিন্তু অস্ত্র সংক্রান্ত আইন হইবার পূর্ব্বে ইহার বিস্তর আমদানী ছিল, এক্ষণে প্রতি অস্ত্রের নিমিত্ত প্রতিভূ স্বরূপ ৫০ টাকা জমা দিতে হয়, তাহাতেই ব্যবসায়িগণের লাভ হয় না এবং তাহারাও আর ইহার অধিক আমদানী করে না; কিন্তু কালেক্টার সাহেব অস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে প্রতিভূ স্বরূপ শত কথা ১০ টাকা জমা ও অস্ত্র বিক্রয় হইলে তাহা প্রত্যর্পণ করিবার অনুরোধে অভিলাষী হইয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করাতে তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন।

গত বর্ষে ১৫ জন অকর্ম্মা, বাসহীন পর্য্যটক নাম লেখাইয়াছেন। ৩০ জন পূর্ব্ব হইতে আটক ছিল। তন্মধ্যে ১৮ জনের কর্ম্মের জোগাড় এবং ১৫ জনকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। একজন পলায়ন করে। একজনকে বাতুলালয়ে প্রেরণ করা হয়। ১২ জন আটক থাকে, ইহাদিগের মধ্যে ৬ জনকে বিলাতে ও ছই জনকে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহাদিগের নিমিত্ত সমুদায়ে ৩৮৪৭৷৷০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

গত বৎসর কলিকাতার পুলিষে ৪১৬৪৪১ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৪৯৫৩১ টাকা মিউনিসিপালিটী দিয়াছেন। অবশিষ্ট টাকার মধ্যে ৪৯০৩৯ টাকা জরিমানাতে আদায় হইয়াছে এবং ৯৫৮১৫ টাকা গবর্ণমেণ্টকে নিজ তহবিল হইতে দিতে হইয়াছে। উপনগরের পুলিষের ব্যয় ১৫১৫৬০ টা ইহার মধ্যে মিউনিসিপাল সাহায্যলব্ধ ৭১৩৬০ টা জরিমানা আদায়ে ৮৮৪০ টাকা, তদ্ব্যতীত ৭১৩৬০ টা গবর্ণমেণ্টের খরচ। নদীর পুলিষের ব্যয় ২৯৯ ইহার মধ্যে পোর্ট কমিশনরেরা ২২৪৫০৪০ টা সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্টকে নি তহবিল হইতে ৭৪৮৩৷৷০ টাকা দিতে হইয়াছে।

১৮৮০ অব্দের রিপোর্ট সম্বন্ধে লেপ্টেনাণ্ট গ এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে ১৮৭০ সালে ষ্টেবল্‌দিগের বেতন বৃদ্ধি হইলেও ঐ কার্য্যে বাঙ্গালি সংখ্যা অধিক হয় নাই। ১৮৮০ অব্দে সহরে ১১৮ জ সহরতলিতে ৮৭ জন বাঙ্গালি কনষ্টেবল ছিল। ১৮ অব্দে সহরের পুলিষে ৯৬ জন ও উপনগর পু ৭৩ জন মাত্র বাঙ্গালি কনষ্টেবল থাকে। সুত বাঙ্গালি কনেষ্টেবলের সংখ্যা আরো কমিয়া গিয়াছে বাঙ্গালী কনষ্টেবল দিগের মধ্যে ফরিদপুর জে লোকই অধিক। বাঙ্গালীরা এই কাজে বড় আই না। কিন্তু যাহারা আছে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র প্র প্রতি করিতেছে। ১৮৮১ অব্দে ১৪ জন বাঙ্গ কনষ্টেবল পুলিষের উচ্চ কর্ম্ম পাইয়াছে।

দেশীয় কলচালকের কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট অ প্রীত হইয়াছেন। প্রীত হইবারই ত কথা— প্র পয়সা বাঁচে দ্বিতীয় কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন ১৮৮০—৮১ অব্দের তৎসংক্রান্ত রিপোর্টে গবর্ণ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া রেলওয়ে পক্ষগণকে উদ্যোগী হইয়া দেশীয় কলচালক প্র নিয়োগ দ্বারা অর্থ বাঁচাইবার উপদেশ দিয়াছে গত বর্ষে উত্তরবঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ে ৫ জন কলচাল জন সর্টার ও একজন সহকারী সর্টার নিযুক্ত ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ৩ জন কলচালক একজন স ও ১ জন সহকারী সর্টার নিযুক্ত করা হইয়াছি অতএব উত্তরোত্তর কলচালকের সংখ্যা বৃদ্ধ হইতেছে। এই সকল সর্টারের বেতন ১৫ ৩ ও কলচালকদিগের বেতন ৭০ হইতে ৩৮ টা কিন্তু এই কার্য্যের জন্য ইউরোপীয়দি বেতন ১৫০ হইতে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থা দেশীয়দিগকে এই কার্য্যে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ই লিখিতে পড়িতে শিখিয়া পরম ফায়ারম্যানের ক প্রমোশন হইবার সম্ভাবনা লাভ হইলে প দিয়া যাই হইতে পারে, তাহা হইলে সর্ট ক্রমে ড্রাইভারের পদ প্রাপ্ত হয়। সৈয়দ একটী নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে; তাহার আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না।

ত্রিহুত, পাটনা ও গয়া ষ্টেট রেলওয়ে

ষ সংটার নিযুক্ত আছে, পূর্ব্ব বর্ষেও ইহাই ছিল, দিগের বেতন গড়ে ২০ হইতে ২২ টাকা, কিন্তু দিগকে শিক্ষা দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত হয় , তবে অনেক দিন ইহারা ফায়ারম্যানের কার্য্য রা দক্ষ হওয়াতে উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা ও সাউথ ইষ্ট রণ এবং নলহাটী ষ্টেট ওয়ের সমুদায় কলচালকই দেশীয়, ইহারা ক্রমে রম্যানের কার্য্য হইতে কিঞ্চিৎ লিখিতে পড়িতে য়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতেই উক্ত পদ প্রাপ্ত াছে। কিন্তু ইহাদিগের কার্য্য ইউরোপীয় র অপেক্ষা কিছুতেই মন্দ নহে। এই কারণে মেণ্টের ইচ্ছা ডাকগাড়ি ও দ্রুতগামী আরোহীর বাতীত রেলওয়ের অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য দিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। যাহারা মনোযোগ- ক লেখা পড়া শিখিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, মেণ্ট তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত বেতন বৃদ্ধির াবও করিয়াছেন।

প্রাপ্ত

মান্দ্রাজ যাত্রা।

মান্দ্রাজের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ষ্কার লিখিতে হইলে একখানি বৃহদাকার পুস্তক া পড়ে। তজ্জন্য এখানে সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র ত হইতেছে। এক্ষণে যে স্থলে মান্দ্রাজ নগর ষ্ঠিত আছে, পূর্ব্বে উহা কর্ণাটরাজ্যের অন্তর্গত । ইংরাজদিগের ভারতবর্ষ আগমনের অল্প দিন অর্থাৎ ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে ইঁহারা মান্দ্রাজ অঞ্চ- মসলিপত্তননগরে প্রথম বাণিজ্যের স্থান নির্দ্দিষ্ট । তৎকালে মান্দ্রাজ চন্দ্রগিরি নামক একটী হিন্দুরাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৬৩৯ এ গিরিরাজের অনুমত্যনুসারে ইংরাজেরা ঐ স্থানে কি সামান্য দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ক্রমে মুসলমান াজের পতনকাল উপস্থিত হইল; পরাক্রান্ত রাষ্ট্রীয় জাতির প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত উদয়োন্মুখ হইয়া ল; কালের কেমন কুচক্র—এদিকে দাক্ষিণা- ব নৃপতিবর্গের অস্তবিচ্ছেদ ঘটিতে লাগিল। গৃহবিবাদই ইংরাজ এবং ফরাশিদের পক্ষে শুভ হইল, তাঁহারা সাদরে অন্যতম পক্ষের পৃষ্ঠপো- হইলেন। এক একটী যুদ্ধ শেষ হয় আর উভয় তই কিছু কিছু ভূসম্পত্তি লাভ করিতে থাকেন। ১ খ্রী অব্দে এইরূপ বিপ্লবে সভবপরিহার দ্বারা ব সাহেব কর্ণাটরাজ্যের আর্কট নগর অধিকার য়া বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করেন। তৎপরে ১৭৫৭ ল পলাশির যুদ্ধে ইনি জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়েন। মানদিগের পতনের পর সকলেরই এ প্রকার অনুমান হইয়াছিল যে, অচিরে ভারতের সর্ব্বত্র মহা- রাষ্ট্রীয় বিজয়পতাকা উড্ডীন হইবে,—মহারাষ্ট্রীয়েরাই ভারতের একাধীশ্বর হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের শাসন- কালে রাজমধ্যে যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইল, তাহাতে ঈশ্বর প্রসন্ন হইলেন না। ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, কোন জাতি এ পর্য্যন্ত প্রজাপীড়ক হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। জঙ্গিস খাঁ,নাদীর সাহ, আলমগীর, প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে পৃথিবী থরহর কম্পিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের অন্তিম জ্যোতি। পাণিপত যুদ্ধে আহম্মদ সাহের নিকট মহারাষ্ট্রীয় দিগের পরাভব হইলেই তাহাদের প্রতাপের খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইল।

অনন্তর ঈদৃশ অনুমান হইল যে, ফরাশিরা দক্ষিণ ভারতের এবং ইংরাজেরা উত্তর ভারতের অধিপতি হইবেন। কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধ,—এই সময়ে প্রথম ফরাসিযুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনন্তর নেপোলিয়ান ফরাসিরাজ্যের সম্রাট হইয়া ইউরোপের যাবতীয় দেশ পরাজয় করিতে উৎসুক হইলেন। সুতরাং ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার তাঁহার অবসর হইল না। নেপোলিয়নের অধঃপতনে ফ্রান্সের ও অধঃপতন হয়। এইসকল কারণে ইংরাজেরা বিল- ক্ষণ সুযোগ পাইলেন এবং অল্পে২ চতুর্দ্দিকে রাজ্য- বিস্তার করিতে লাগিলেন। হাইদর আলি এবং টিপু সুলতানকে পরাজয় করিয়া একেবারে দক্ষিণ ভার- তের অধীশ্বর হইয়া পড়িলেন।

মান্দ্রাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই। উক্ত নগরের যে প্রকার অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিলাম এক্ষণে তাহাই লিখিত হইতেছে। যাঁহারা কখন ভাল করিয়া সমুদ্র দেখেন নাই, অকূল জলনিধি তাঁহাদের পক্ষে একটী অদ্ভুত পদার্থ। চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত কর,— অগাধ নীল জলরাশি আকাশের সঙ্গে মিশিয়া আছে। পর্ব্বত সদৃশ উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা বারিধিকে পৃথিবীকে সংযুক্ত করিতেছে; দর্শনে বাগ্ দেবীর রচয়িতা আমির খসরুর জন্য বিস্ময়ে স্তিমিত হইয়া- ছিল; যাহার ভীষণ গর্জ্জন শ্রবণে সুভদ্রার হৃৎপদ্ম উদরে প্রবেশ করিয়াছিল। মুহূর্ত্তের জন্য যাহার তরঙ্গদর্শনে চমৎকৃত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কেলিপর উদ্বেল তরঙ্গমালাকে দেখিলে বোধ- হয় যেন তাহাদের জীবন আছে। প্রথমে একটী ছোট ঢেউ আসিয়া ভূমির উপর আঘাত করিল, তৎপরে একটী বড় ঢেউ আসিল। কিন্তু ইহারা দুজনে সবেগে আঘাত করিতে পারিল না, সে কারণ যেন তৃতীয় তরঙ্গ রোষভরে উচ্চাবত বপু বিস্তার করিয়া বলপূর্ব্বক বিপুল ফেনরাশি মস্তকে লইয়া ভূমিতে প্রতিঘাত করিল। ইহার বিক্রম দর্শনে সকল তরঙ্গের অস্তি- শয় আহ্লাদ জন্মিল, সকলেই একসঙ্গে হাসি হাসিতে নাচিতে নাচিতে সমুদ্রে ফিরিয়া গে তৎপরে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব ক্রীড়া আরম্ভ করিল। অতএব সমুদ্র দর্শন করাই আমার প্রথম কর্ত্তব্য হইল।

সর্ব্বাগ্রে মান্দ্রাজ বন্দরে উপস্থিত হইলা ইংরাজ পল্লী হইতে এস্থান প্রায় দুই ক্রোশ উত্ত মধ্যস্থলে মান্দ্রাজ দুর্গ। এই স্থানে যাবতীয় জা আসিয়া লাগে,এবং এই স্থানেই বণিকদিগের কা লয়। কলিকাতার বন্দরে যত জাহাজ দৃষ্ট হয় মান্দ্র তত নহে.মান্দ্রাজের বন্দরকে তদ্দেশীয় লোক তা ভাষায় পটনম কহে এবং ইংরাজেরা উহ ব্রাক টাউন কহেন। উক্ত বন্দর দৃঢ় করণার্থ বৃহ কায় প্রস্তররাশি সাগরকলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঐ বাঁধ সমুদ্রের ভিতর অনেকদূর পর্য্যন্ত চ গিয়াছে। জাহাজে মাল বোঝাই করিবার নি ঐ বাঁধের উপরিভাগে রেলের রাস্তা নির্ম্মিত য়াছে। আমি উক্ত বাঁধের উপর দিয়া সমুদ্রের দৃ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। বাঁধটী জল হ প্রায় দশ হাত উচ্চ। তথাপি এক একটী ত ঈদৃশ উন্নত আকারে আসিতেছিল যে, বা লাগিয়া উহা উচ্ছলিত হইতে লাগিল। এ কখন বাঁধের উপর দিয়াও তরঙ্গ চলিয়া যায়, ত রক্ত বিস্তর নিদর্শন প্রত্যক্ষগোচর হইল। কে লোহদণ্ড ধরিয়াছে, সমুদ্রস্থ তৃণ পল্ল পড়িয়া রহিয়াছে, শম্বুকাদির খোলা সংসক্ত আ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একখণ্ড কাষ্ঠফ লিখিত আছে,—"এই বাঁধের উপরিভাগে যাত্রা করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। যেহেতু সমু তরঙ্গ ইহার উপর দিয়া বেগে চলিয়া যায়। শায় থাকিলেও বিপদ নাই, কারণ তদবস্থা পেবল তরঙ্গ উত্থিত হয়।" এই সতর্কতার স পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলাম। কিন্তু দেখি কিয়দ্দূরে ধীবরেরা কাষ্ঠস্তম্ভ দণ্ডায়মান হইয়া হস্তে প্রতীক্ষা করিতেছে। তদ্দর্শনে অনে সাহসী হইলাম, মনে করিলাম, তাদৃশ বিপৎপা আশঙ্কা না করে জালিকেরা কখন বাঁধের নি থাকিত না। তখন নির্ভয়চিত্তে তাহাদের সন্নি গিয়া নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগি এবং কি কারণে তাহারা তদবস্থায় প্রতীক্ষা ক তেছে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম। জালিকেরা ব লে, তাহারা স্বজন পরিবার জন্য প্রতীক্ষা ক তেছে। মান্দ্রাজ বন্দরে ঝঞ্ঝরের আশঙ্কা হইয়াছে তাহারা অনেক গুলি মনুষ্যকেও নষ্ট করিয়াছে কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম। ধীব মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হ

রব ভয়ে এখানে জাল নামিবার যো নাই। এই
পালে পালে মনুষ্যের আগমন প্রতীক্ষা ক'র
ত, কেহ জলে নামিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্র
করে। জাঙ্গরের আঘাতে কিরূপ অস্ত্রকরণীয়
জাহাজ হইতে কেহ জলে পতিত হইলে কিম্বা
ী অথবা মাংস জলে ফেলিয়া দিলে এই আশায়
াবা সচল সকল এক এক জাহাজের সঙ্গে যাইবা
ক। জাহাজ হইতে যে কোন বস্তু জলে নিক্ষিপ্ত
ক না উহারা তৎক্ষণাৎ তাহা টপ্ করিয়া গিলিয়া
নাবিকেরা ইহাদিগকে নিষ্কপ করিবার
শূন্য হোলোকে বন্ধ করিয়া ফেলিয়া দেয়।
হইবা মাত্র জাঙ্গরেরা তাহা আস্ত
য়া ফেলে। কিন্তু উহাদের কঠরাগ্নিতে কাচ
পাক হয় কি না বলা যায় না। একবার কতক-
নাবিক একটী জাহাজ পরিষ্কারার্থে বাকর
য়া এবং তৎসঙ্গে কাচির বারের যোগ প্রাপ্তিয়া
জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। জাঙ্গর যেমন
দয়া উহা ভক্ষণ করিয়াছে, নাবিকেরা নিমেষা
ব জাহাজে বারুদে অগ্নি উৎপাদন কি-
। বোল কুটিবার মাপ পাতলের দেড় ছিদ্র ছিদ্র
া কোথায় গেল এই ভয়ে তাহার স্থিরতা

ফ্রান্স বন্দরে জাঙ্গরেরা নিক্ষেপার্থে যে সকল
উহাদিগকে নষ্ট করিতে পারে গবর্নমেণ্ট তাহা
কে পারতোষিক দেন। জাঙ্গর সকল চুম্বাদি যদ্যপি
য় কার্য্যোপযোগী হইত, তবে এত দিনে উহা
ণ হইয়া যাইত। আমেরিকায় এইরূপে চুম্বক
শোধিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য
ত হয়, সুতরাং অনেকেই কৃত্রিম বস্তু করিবার
যত্ন করিয়া থাকে। সে কারণ এক্ষণে তথায়
ন সুলভ নহে। আজ কাল আবার সকল কৃত্রি
বংশবৃদ্ধি করিবার পরামর্শ করিতেছেন;
জাঙ্গরের জাঙ্গরবাহক ধীবরদিগকে দেখিলাম
। মনুষ্যের হইতে অনেক দূরে কাষ্ঠের
য় বসিয়া তলবর্ত্তী জলের দিকে এক দৃষ্টে নিরী-
করিতেছে। জাঙ্গরের আগমন চিহ্ন দৃষ্ট হইবামাত্র
ছাল নিয়া বেড়িয়া আইসে। জাঙ্গর ডুবিলে
য়া পড়ে। জাপানেরা বিপ্রকারে জাঙ্গর
, তাহা সম্যক্ জানিতে পারি নাই। কিন্তু কাল পর চারি পাঁচ
দিবা একটী ডুলাকার মোটা কালের ভিতর
য়া পাইয়া পুনর্বার বলপ্রয় হইল। আমরা
হইয়া অনায়াসে ক্রমের নিকট
যে দেখিতে পাইতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ প্রবল
আমাকে বাঁধ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত
ম ও আমরা বিপদকালে ধীবরেরাই
হইয়া, তাহারা অবিলম্বে আমাকে
বলিতে আমি
কি করিতে পারি নাই। নাবিকা
প্রবেশ করিয়াছিল,
হয় নাই, এবং মস্ত-

কের টুপিটী ভাসিয়া গিয়াছিল তদ্ভিন্ন আর কিছু ক্ষতিও হয় নাই। কিন্তু আমাকে তুলিবার জন্য সংকালে ধীবরেরা জাল ছাড়িয়াছিল সেই সময়ে হাঙ্গরটী পলায়ন করে।

এখানে রবিকিরণ অতিশয় প্রখর। কূলে উঠিলে দৌদ্যতাপে বস্ত্র শুষ্ক হইয়া গেল। মান্দ্রাজে আলপাকের এক প্রকার টুপি বিক্রয় হয় বিলাতি নাবিক এবং চীনদেশীয়েরা উহা পরিধান করে অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, কলিকাতার চামেলের মস্তকেও উহা দৃষ্ট হয়। আমি ঐ রূপ একটি টুপি ক্রয় করিয়া মস্তকে দিলাম।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] হইয়াছে। নিহিলিষ্ট [illegible] আসিয়াছে, [illegible] কলম্বাটনোপল সমাচার [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] হইয়াছে। [illegible] অত্যন্ত [illegible] আইন সঙ্কট করণার্থ [illegible]

[illegible] এক বিদ্রোহ হইয়াছিল। পার্লামেণ্ট [illegible] হইবার কারণ সভাপতির [illegible] প্রস্তাব করাতে তাহাদিগকে [illegible] আদেশ [illegible] সেখানে [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] আক্রমণ করিতে [illegible] করিয়াছে। [illegible] বন্দুক [illegible] করিয়া [illegible] করিতেছে। [illegible] হইয়াছে।

[illegible] হইয়াছে। [illegible] করিতে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ই জুলাই। [illegible] সংবাদ [illegible] আইনের [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন। [illegible] হইয়াছে।

[illegible] করিতেছেন। [illegible] করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ই জুলাই। টাইমস বলিয়াছেন, কলে ক [illegible] বন্দরের উপর যে প্রতীবন্ধি প্রস্তুত হইতেছে, তাহার কার্য্য যাবৎ বন্ধ না হইবে আমাদিগের নিমন্ত্রণ পত্র তাহা [illegible] দিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

প্রধান মন্ত্রী কমন্সহাউসে বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট পার্লামে
সভার মত প্রতীক্ষা করিবেন না, উপস্থিত স্থলে এ বিষয়ে
করিতে গেলে চলিবে না।

লণ্ডন ৫ই জুলাই। মিশরে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য
হাজার সৈন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার মধ্যে লণ্ডন হইতে
ও ভারতবর্ষ ও এডেন প্রভৃতি হইতে দশ হাজার যাইবে।

বিবিধ সংবাদ।

গত বর্ষে ভারতবর্ষ ও ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদে
সমস্তশুদ্ধ ১৯১৮৮৩ বিঘা ভূমির ইক্ষু, ১৬৮১৬২ বি
ভূমির খর্জ্জুর, ১৪১০০ বিঘা ভূমির তাল ও ২৯
বিঘা ভূমির তাল বৃক্ষ বিশেষের রসে যিনি প্রস্তু
হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে ১৮৭২
বিঘা ভূমিতে ইক্ষুর চাস হইয়াছিল।

অধ্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কলিকাতায় পদার্পণ
করিবেন এবং সপ্তাহকাল অবস্থানের পর ভ্রমণ
বহির্গত হইবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজার সু
ার্থ খাজনা আদায়ের কিস্তিবন্দির কিছু পরি
করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। যে যে সম
ক্ষেত্রের শস্য পক্ক হয় ও বিক্রয় করিয়া কৃষকে অ
য়াসে টাকা দিতে পারে, গবর্ণমেণ্ট একপ সম
জমীদারদিগের খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে অ
লাষী হইয়াছেন। চাষের সময়ে খাজনা আদায়
সর্ব্ব থাকিলে কৃষক দিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হ
প্রথমতঃ কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, দ্বিতীয়তঃ উচ্চ
ঋণ করিয়া জমীদারের খাজনা দেওয়াতে তাহ
জীবনে ঋণমুক্ত হইতে পারে না। এরূপ ব্য
হইলে ভালই হয় কিন্তু এই সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের ব্য
আদায়ের সময়েরও পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে

লোকে বলে "যথা রাজা তথা প্রজা" এক্ষণে আমরা দেখিতেছি "যথা মৃত্যুঞ্জয় অপ
অনুসরণ করে।" কাকে সপ্তাহের মধ্যে দুই
কোম্পানীর কুমারদ্বয়ে তিনটী খুন হইয়া গে
প্রথমতঃ বৈদ্যনাথে [illegible] নাটক অভিনয়
মদ খাইয়া গায়ের ঝাল নিবারণ করিবার জন্য [illegible]
দিয়া ইহাঁর হত্যাপাত করে। পরে ধানবাদে [illegible]
সাহায্য নামক জনৈক আসিষ্টাণ্ট সাহেব মারা
[illegible] ছুরি দিয়া [illegible]
[illegible] নামক জনৈক [illegible] বর্ষীয়া বা
[illegible] ছুরিয়া মারা গিয়াছে।
মৃত্যুটী অত্যন্ত সন্দেহজনক। ঐ [illegible]
একটী বিলক্ষণ আছে, তাহার সহিত ঐ বালি
[illegible] সম্পর্কে [illegible] হইত। প্রথম প্রথম প
বেলারা উপস্থিত হইয়া ঝগড়া মিটাইয়া দি
[illegible] তাহারা আর উহাতে [illegible]
[illegible] নিকট চলিয়া গিয়াছিল। ঐ আব
বালিকা [illegible] হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পু
আসিয়া যখন [illegible] তাঁরে তুলিল, তখন
গেল তাহার বুকের সহিত গামছা দিয়া হাত
বন্ধিয়াছে। এই মৃত্যুর, অনেকেই অনেক রূপ
নির্দ্দেশ করিতেছেন। এমতস্থলে পুলিস যেন নি
সতর্কতার সহিত তদারক কার্য্য সমাধা করেন

ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থ ধনাগারে লিখিত দিবসে নিম্ন লিখিত টাকা সঞ্চিত ছিল।

১০ ই জুন ১৮৮১	১৮১৪৩৭৭৭ টাকা।
২০ এ " "	১২৬৯১৮৮৫
২৭ এ " "	১৩৫৮৫৮১২
৪ ঠা জুলাই "	১৮৩৫৬১০৯

কলিকাতা পুলিস কেটি বাটী পুরাতন তহবাতে বাজার হইতে হেয়ার ষ্ট্রীটে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া কিন্তু পরীক্ষায় সে বাটী আরও পুরাতন ও ভগ্ন য়া প্রমাণ হওয়াতে তথা হইতে ৪ ঠা নম্বর স্কালেনে লইয়া যাওয়া হইবে।

মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব সার্জ্জন জেনরল জনসন ন বলিয়াছেন, ক্যালসিনিক আসিড ফলের সহিত প্রয়োগ করিয়া কুষ্ঠব্যাধিবিশিষ্ট রোগীকে খাওয়াইলে পীড়া আরোগ্য হয়।

শিক্ষার্থে পাঠাইবার জন্য এলাহাবাদ হইতে দুই বোম্বাইয়ে প্রেরিত হইয়াছে। যে দশ ার সৈন্য প্রস্তুত আছে, তন্মধ্যে আর ১৫ ার প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার বলিয়াছেন, ক আইশাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার উৎ- উপায়ে ইংরাজদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া। আমরা দেখিতেছি, স্পেক্টর বড় কৌতুক- উপায়ের আবিষ্কার করিয়াছেন।

ক্ষমতা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গত ৩ রা জুন ষ্টেনার্ট কলেজ হলায়ুধ আলী খাঁ সি, আই, ই রোগে জীলাসম্বরণ পরিহার্য্য করিয়াছেন। ন একজন সামান্য সৈনিকের পদ হইতে এত পদ লাভ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ার উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি ১৮৫৭-৫৮ অব্দে থম ও দ্বিতীয় বার মুলতান অবরোধ করেন। পরে রামনগর ও লক্ষ্ণৌয়ের যুদ্ধে নাম। ১৮৫৭ র বিদ্রোহ কালে তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া ন করেন, ১৮১০ অব্দে ১৮ এ অক্টোবর সাহারাণপুরে দোহ দমন করিতে গিয়াছিলেন, ১৮১১ অব্দে কিমের যুদ্ধে যান। তৎপরে নক্ষত্রপুরের বিদ্রোহ ন-র্থে যাত্রা করেন। ১৮১১ অব্দে ঝাঁসির কথঞ্চিয়ার বিদ্রোহ দমনার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি ভূপালে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। প্রত্যেক যুদ্ধেই তিনি যোগ্যতার সহিত কার্য্য রাতে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিবারেই তাঁহাকে ক একটী উপাধি ও উচ্চ পদ প্রদান করিয়া ছিলেন যোগ্যতার পুরস্কার করিতে ছাড়েন নাই।

মেদিনী সমাচার পত্র বলেন, বরিশাল ডেপুটী জিষ্ট্রেট বাবু অতুলবিহারী মিত্র এক্ষণে তাঁহার একজন সহিসের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নামে খুরপা চুরীর অভিযোগ করেন। সহিস বলে বাবুর নিকট তাহার কিছু বেতন বাকী আছে, তিনি তাহা উড়াইবার অভিপ্রায়ে এই নালী দিয়াছেন। সহিসের স্ত্রী বলে সে তাহার একটী শিশুসন্তানকে লইয়া বাবুর নিকট তাহার স্বামীর প্রাপ্য বেতন চাহিতে গেলে বাবু কক্কুশ বলিয়া দেন। যাহা হউক, বাবু না কি বলিয়াছেন, সহিস ৫ দিন তাঁহার বাটীতে আহার করিয়াছিল, অতএব তাহার যৎসামান্য পাওনা উহাতে মুসমা দিবার জন্য বেতন আটক করা হইয়াছিল। বিচারে সহিস মুক্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু বাবুর এই নীচ ব্যবহার দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। কোন্ স্থানে যে কোন অবতার আছেন, কে বলিতে পারে?

গত বৎসর কলিকাতা হইতে ৬০১ জন পুরুষ ও ৮৪ জন স্ত্রীলোক ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অপরাধী হইয়া আণ্ডামানে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ২৩০ পুরুষ ও ৮২ জন স্ত্রীলোক দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।

গত তিন বৎসরে ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহ হইতে প্রত্যাগতকুলীরা নগদ ২০,২৫০০০ টাকা ও বিস্তর অলঙ্কারপত্র আনিয়াছে।

গত সোমবার সরকারী নীলামে ২৩৫০ বাক্স বেঙ্গালের অহিফেন ৩০২৬২০০ টাকায় এবং ২৩৫০ বাক্স কাশীর অহিফেন ২৬১২৫১০০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

মণিরামদাস লোহি নামক বোম্বাইয়ের একজন ধনী ভাটিয়া প্রচার করিয়াছেন যে কোন পণ্ডিত পুরুষের পূর্ব্ব শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। তাঁহার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন? শাস্ত্রে সাকার উপাসনা না থাকিলে কি কখন ঐ উপাসনা-বিধি এত দিন ভূ ভরতে চলিয়া আইসে?

আগামী ১৪ ই আষাঢ়ে বোম্বাইয়ের প্রতি-যোগিতা হইবে। ৮ খানি বোম্বযান ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উঠিবে।

কালাচাঁদি হইতে সংবাদ আসিয়াছে, বিদ্রোহী খন্দরা ছোড়ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। যদিও তাহারা যুদ্ধে নিরস্ত হইয়াছে; কিন্তু আজিও আত্মসমর্পণ করে নাই। ইউরোপীয় সৈনিকগণ পাহিফোঁ করিতেছে। কুলটেরা ভয়ে তাহাদিগের নিজ গ্রাম প্রত্যাগমন করিতে পারিতেছে না, তাহাতে এই হেতু শীঘ্রই চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত মাসিক পত্র ও পুস্তকগুলি আমাদের হ গত হইয়াছে। যথা:—

(১) জুলাই মাসের খ্রীষ্টীয় বান্ধব। (২) অষ্টাদ পুরাণ প্রথম খণ্ড মূল ও অনুবাদ সহিত রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তৎকর্ত্তৃ জোড়াসাঁকো হইতে প্রকাশিত। (৩) শ্রীযু প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত দশম খণ্ড রাম য়ণ। (৪) উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল ঘোষকর্ত্তৃক প্রকাশিত। (৫ শ্রীরামপুর কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টো পাধ্যায় সম্পাদিত জুন মাসের বেঙ্গল মিসলেনি (৬) আষাঢ় মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা। (৭ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড অধ্যাত্ম রামায়ণ শ্রীযু বলাইচাঁদ গোস্বামিকর্ত্তৃক সরল ভাষায় অনুবাদি ও সোমাগাড়ি ১২ নং রামরত্ন শীলের লেন টাউ যন্ত্রে মুদ্রিত। (৮) দ্বিতীয় কাণ্ড পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ পঞ্চানন্দ। (৯) ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষৎ ১ ভাগ ১ ম সংখ্যা এবং যজুর্ব্বেদীয় ঈশ, সামবেদী কেনোপনিষৎ ২ য় ও ৩ য় ভাগ ২ য় ও ৩ য় সং (মূল ও শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সমেত) নিরপে ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভার অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ মহেশ পালকর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত (১০) শ্রী কারকনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত বৈশাখ মাসের অ বিলী। (১১) শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরক এম, ডি সম্পাদিত মে মাসের কলিকাতা জার্ণাল মেডিসিন। (১২) শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মুখোপাধ্য সম্পাদিত ১ ম ২ য় ও ৩ য় সংখ্যা প্রবাহ। (১ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস সম্পাদিত প্রথমভা ১ ম ও ২ য় সংখ্যক বিজ্ঞান দর্পণ। (১৪) শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত ১ ম সং সংক্ষেপ ভাগবত মূল। (১৫) বিশুদ্ধ মুখো ধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত ভৈষজ্যতত্ত্বের প্রথম খণ্ড।

গত বুধবার প্রাতঃকালে কলিকাতা সাউথ ই বণ রেলওয়ের শিয়ালদহ ষ্টেসনে দুটী ম ব বসাধিনী গাড়িতে কাটা পড়িয়াছে। ঐ দি প্রাতঃকালে যখন বৃষ্টি হয়, সেই সময়ে স্ত্রীলো দুটী এক খানি গাড়ির নিম্নে বসিয়া ছিল, হঠাৎ এ আসিয়া গাড়িগুলিকে যখন যোগ করিয়া দেয়, সময়ে উহারা কায় বাহির হইবার চেষ্টা করে, সেই চাকায় কাটিয়া যায়।

ডাইরেক্টর গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম সভায় সৈনিক এই পুরুষ মধ্যে বিদ্যার্থে থাকিবার জন্য প্র হইতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহাদিগের আবাসগৃহ অন্যান্য দ্বার হওয়ায় সেনাপতির আদেশ হইয়া মিশ্বারের মধ্যে কি ডাইরেক্টর হইবার পূর্ব্বে না ডাইরেক্টর হইবার পর হইতে দেওয়া হইবে

...াইসেন্স ট্যাক্স ...রাতে কলিকাতার ...র গাড়ির গাড়োয়ানেরা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। মহাজনসংঘের মহাবিপদ। ...প্রভৃতি দেওয়া লওয়া একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে। ...ম্বে পরিচিত অ...নামের মার্কিনপ্রবাসী সংবাদ ...বলেন, সম্প্রতি সাহারাপ্রান্তীয় এক ব্যক্তি আহার ...গায় বসেছে ...র আত্মপ্রতীক সমভিব্যাহারে এক আত্মীয়ের বাটীতে ...। পথিমধ্যে পথে ঝড় আরম্ভ হয় ... আশ্রয় করিলে গাছ হইয়া স্বস্ব জীবন ...নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমূহ পলায়ন করিল। বাদি ...র্দ্দি কাষ্ঠে বদ্ধ পাইয়া এক পাটফেরেট ...উপস্থিত হয়। এই সময়ে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান তাহাকে দূর করিয়া আপনাদিগের ...হইয়া যায়। বাদিকা বিস্তর ক্রন্দন করিয়া ...সরকারে তাহাদিগকে তাহাকে পরিত্যাগ ...বলে; কিন্তু তাহারা তাহাকে ত্যাগ ক... ...থাকে যে তাহাকে তাহাদিগের সন্তানের ন্যায় ...করে। সে আবার ক্রমে ক্রমে চালান হয়া ...শেষে মদিনানিবাসী একজন মুসলমান ...কে ক্রয় করে। এদিকে বালিকার পিতৃব্য ...য়ে সংবাদ পায়, বিস্তর অনুসন্ধানের পর প্রকৃত ...ক্রয়কারীরা ...হয়। তাহারা বালিকার আত্মীয়দিগের ...বালিকার আত্মীয়তা স্বীকার করিয়াছে। ...বালিকাকে আর ফিরাইয়া দেয় নাই।

...যে মুসলমান আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাসী আনে ...অপরাধে বোম্বাইয়ে অভিযুক্ত হয়, তাহার ...স কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

...দীতে একজন ফেনীয় মহাজন ৫ জন ও বারো ...একজনও লক্ষ টাকার উপর নোট ব্যবহারের ...করিয়াছেন।

...পাপে স্ত্রীশিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। ...কেরা রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় ...হইয়াছেন। অনেকে অনেক স্থানে সভা ...সুরাপান রহিতের বক্তৃতা করিতেছেন।

...মিশরের যুদ্ধে ভারতবর্ষ হইতে যে সৈন্য যাইবে, ...হাজার লড় নেপিয়র তাহাদিগের প্রধান সেনাপতি ...হইবেন। সা... যে উপলক্ষে ক্লার্ক সাহেব ...হইয়া তাহাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সেনাগণের মধ্যে দশ আনা দেশীয় ও আনা ইউরোপীয়। আফ্রিকা যুদ্ধে নাকি ...যের সেনাপতি হইবেন?

...ক্ষ ... কাজ দেওয়া হইয়াছে ভারতবর্ষীয় ...মাসে ১৮ হাজার টাকা খরচ

কলের ৫০ খানি টর্পিডো প্রস্তুত করিয়াছে। এই টর্পিডোগুলি কামান হইয়া জলের নিম্ন দিয়া গিয়া শত্রুর জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, ডাক্তার কে, পি গুপ্তকে বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিশনরের পদ প্রদান করা হইল না। এ অবিচারের কথা কি বিপন্ন বাহাদুরের কর্ণগোচর হয় নাই?

হিন্দুশাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা মহাপাপ। বাস্তবিক ইহা অত্যন্তায় বটে। বিলাতে স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া প্রহার করা পুরুষদিগের রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার নিবারণের জন্য তথায় একটী আইন চালাইবার আবশ্যক হইতেছে। অতঃপর যাহারা স্ত্রীলোক প্রহার করিবে, তাহাদিগের গালদেশে বিলুতী দিয়া আটক করিয়া বাঁধা হইবে। ভারতেও এ আইনটী প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। এখানেও স্ত্রীপ্রহারকারী অনেক মহাপুরুষ আছেন।

মরকর্দ্দের মকদ্দমা ক্রমে গড়াইল। নদীয়ার জজ ডিক্রুজ সাহেব আফার লইয়াছেন। তিনি ডুইয়ে হইতে যে মুখ চাবি হয় বলিয়াছেন, সেই মুখ হাইকোর্টে শ্যামধোপানী জজদিগের কথায় পাঁচ বলিতে পারিবেন না। তিনি তাঁহার মনের মত ভুরী চান। হাইকোর্ট যদি ইহাতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে এ মকদ্দমার অন্য বিচারপতির দ্বারা বিচার করান হয়, এই তাঁহার মত। আমাদিগেরও মত অন্য বিচারপতির নিকটে ইহার বিচার হয়।

আলেকজান্দ্রিয়ার সমুদায় অধিবাসীর সংখ্যা ... ইহার মধ্যে ২১০০০ গ্রীক, ১৫০০০ ইটালীয়, ১০... সুইজ, ৫ হাজার ইংরাজ, ৪৫০০ জার্ম্মণ ও সুইস, ভিন্ন জাতি ৫০০; অবশিষ্ট মুসলমান।

...শিগিরেবের নামক ... উকীল বাঙ্গালোর ...তে একটী ইউরোপীয় রমণীর পাণি গ্রহণ ... করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন, প্রথম ...হাইকোর্টের বিচারে তাঁহাকে ৫ শত টাকা দণ্ড হয়। ... খালাস হইয়াছেন, এবং নিজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

...হেন যুদ্ধের কথা শুনি, সেও সম্রাটের মাথায় মুক্ত ...এবার যুদ্ধের ঘোষণা ... নিজের নিকটে সৈন্য ... লাভের লোভে তুলিয়া ...দের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্রাজ্ঞী ...।

...বার আবার মিশর সম্রাজ্ঞী ...দের নিকটে সৈন্যপতি চাহিয়া ...পাঠাইয়াছেন। ...সহিত যুদ্ধ বড় পায় ছিল, ...ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিলে এবার আর তাঁহাকে ...পাওয়া ভার হইবে। কাজেকাজেই তাঁহাকে ইংরাজদিগের সহিত ঘোর সমরতরঙ্গে ফেলিয়া কার্য্যকালে নিশ্চয় বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু

শেষ মীমাংসার সময়ে মিশররাজ্য বিভাগ করি... বসিবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ঢাকার অন্ত... ভূতপূর্ব্বের কৃপায় রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় গবর্ণমেণ্ট হইতে ৬০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই টা... সুদে একটী বৃত্তি দেওয়া হইবে। ঢাকা কালেজ... যিনি বি, এ পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়া ... এ অধ্যয়ন করিবেন, তিনিই এই বৃত্তি এক বৎসর... জন্য প্রাপ্ত হইবেন। এই বৃত্তি তিনি পিতার ... গাথ দান করিলেন।

পূর্ব্ব আয়ারলণ্ডবাসী বেলফাষ্টের মোকামা ষ্টেষ... নিকটে এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া... তথাকার দুই দলে পরস্পর ঘোরতর শত্রুতা ... একপক্ষ অপর পক্ষকে বিপন্নগ্রস্ত করিবার ... স্বপক্ষীয় একটী যুবাকে দারুণ আঘাত ক... বিপক্ষ দলের সর্দ্দারের বাটীর নিকট ফেলিয়া ... কিছুক্ষণ পরেই তাহার প্রাণ বিয়োগ ... এ ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। দুরাত্মার অ... কিছুই নাই।

ভারতবর্ষের ন্যায় আয়ার্লণ্ডেও বাল্যবি... প্রচলিত আছে। একজন বিজ্ঞ ইংরাজ বলিয়া... এতদ্বিষয়ক ইউরোপের অন্যান্য স্থান অপে... আয়ারলণ্ডের স্ত্রীলোকগণ সহীত্ব রক্ষায় অ... সমর্থ। তা বলিয়া পাঠক পুতুলের বিবাহ ... করিবেন না। বিশেষতঃ আয়ারলণ্ড শীতপ্র... স্থান বলিয়া ভারতবর্ষের ন্যায় তথায় উক্ত বি... বিষময় ফল ফলিত হয় না।

চাকদীঘী বলেন, পাঞ্জিপুরের কোন এক স... গোলে ৩টী সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মণবংশীয় যুবক অ... ব হইত। এক দিন একজন পুলিস সর্দ্দার ... তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। আমাদের বন্ধুর দুটী অ... সেখানে তাহারা বুজরুগী করে পুলিসের অর্থ ... হরণ করিতে পারিবে, এইরূপ প্রলোভন দেখ...

...নিজ বাসে ... ...কে কলিকাতায় ... আইসে, ও মধ্যে পৌঁছিয়া ... যে, একে ... কাপড়ে চুপড়ে না করিলে তাহারা কিনা ... আসামে যাইতে পারিবে না। সুবোধ ছা... পড়িয়া করে, কিছুক্ষণ পরে তাহারা দুর্দ্দান্ত পা... তাহারা তিন বৎসরের জন্য দায়ের স্বীকার ... যায়। তাহারা বিলাতে রোগীদের সম্মান, কখন ... করে নাই। ... কাঁদিতে লা... কিছুতি করে, আসামে যাইতে হইল। তা... দের ... সমস্ত প্রাণ ... দয়ার... তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। "কিন্তু ... কুলি সংগ্রহ হয়, এ সংবাদটী রাজপুরুষ... তাহা জানাইয়া দিতেছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে সকল উনিসিপালিটী ও ফণ্ড (পোর্টট্রষ্ট ও নাবালকী র সংক্রান্ত ফণ্ড) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন রহিল, হাতে পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের ও গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসা স্থা ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ঃপর ইচ্ছামত দর্শনাদি করিবেন। সাধারণের ত না করিয়া যিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে যৎকিঞ্চিৎ াধ্য করিবেন, তাহাই অনুগ্রহলভ্য বিবেচিত বে। এ ব্যবস্থা লর্ড রিপনের উদার অন্তঃকরণের ার ভাবের ফল।

১৮৮২ অব্দের আগষ্ট মাসে দেশীয়দিগের জন্য ণ'রক বিদ্যালয় খোলা হইবে। আপাততঃ গবর্ণ- ট ১৫ জনকে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবেন। এ স্থাটীও বোধ হয় লর্ড রিপন বাহাদুর এদেশে না দিলে হইত না।

আমরা এ সপ্তাহে ভারতহিতৈষী নামে এক- নি পাক্ষিক পত্র প্রাপ্ত হইলাম। বরিশাল হইতে নি প্রচারিত হইতেছে। আমরা সহযোগীর ণ্ণ ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

আমেরিকাবাসেরা কেরোসিন তৈলে এঞ্জিন াইবার চেষ্টা দেখিতেছে।

১ লা জুলাই হইতে কলিকাতা জেনেরল পোষ্ট- পীসে ৫॥ টা পর্য্যন্ত চিঠি রেজিষ্টারি করিবার সময় ৃদ্ধিত হইয়াছে। তাহার পর চারি আনা অধিক ুলে ৬ টা পর্য্যন্ত রেজিষ্টারি করা হইবে।

হালিসহর পত্রিকার পাইকপাড়াস্থ সংবাদদাতা খিয়াছেন, গত ২৭ এ জুন মুরগীহাটার মোড়ে এক ন যোচার গাড়ি হইতে হঠাৎ একটী গরু উল্টী পতিত । হওয়াতে মনুষ্যের মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করা বাঁধা ল ; গাড়োয়ান উহা ফেলিয়া দিয়া দ্রুত বেগে চলিয়া ল, পুলিষ ঘটনার কিছুই উদ্দেশ করিতে পারেন ই।

গবর্ণমেণ্টবিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

অসেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি. জি ডে ঢাকার ষ্ট্রর ও সেসন জজ হইলেন।

নদীয়ার অন্তর্গত মেহেরপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালে- এফ, এ ষ্লাক মেদনীপুরের অন্তর্গত কাঁথিতে বদলী হইলেন, যে পর্য্যন্ত ইনি উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ না করিতেছেন, সে পর্য্যন্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তথায় কার্য্য করিবেন।

চম্পারণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ হলমউড মেহেরপুরে বদলী হইলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত ও অফিসিয়েটিং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ. ডি বি গোমিজ পাটনার অন্তর্গত বাড়ে বদলী হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ, পি পিটার্সন সাহাবাদের অন্তর্গত বক্সরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু, সি মলার ১৮৮০ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মজফরপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শাম্ভপ্রসাদ কিছু দিনের জন্য পূর্ত্তকার্য্যের জল সেচন বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

বালেশ্বরের অন্তর্গত ভদ্রকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু, আর ব্রিকেটস জষ্টিস অব পীস হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি অয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, এফ, মার্থিউজ সদর মুন্সেফীর অধীনস্থ স্থান সমূহে মুন্সেফের কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কটকের অন্তর্গত জাজপুরের মুন্সেফ বাবু হরকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঐ জেলার সদর ষ্টেষনের মুন্সেফ হইলেন এবং ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

যশোহরের অন্তর্গত ঝিনিয়াদহের মুন্সেফ বাবু প্রসন্নকুমার রায় জাজপুরে বদলী হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

নওয়াখালির অন্তর্গত শুধারাম ও বেগমগঞ্জের ২য় মুন্সেফ বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায় ঝিনিয়াদহের মুন্সেফ হইলেন।

দিনাজপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু ললিতকুমার বসু নওয়াখালির অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের মুন্সেফ হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্রীনাথ ভদ্র প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুরিগ্রামের মুন্সেফ হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

চন্দননগর।

এ বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে অধিক জনতা হইয়াছিল। নানাবিধ দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ও হইয়াছিল। পুলিষের যত্নে কোনপ্রকার গোল হয় নাই। কিন্তু রথ নিতান্ত জীর্ণ বলিয়া পুনর্যাত্রার দিবস রথ অচল পর্ব্বতের ন্যায় যেখানকার সেইখানেই ছিল, তিন দিবস নাড়াচাড়ার পর অতি কষ্টে টিকানায় আসিয়াছে। আহ্লাদের বিষয় রথের কর্ত্তৃপক্ষ ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া দিবেন।

গত ১৮ ই জুন এখানকার ইউরোপীয় বালি বিদ্যালয়ের ছাতের খিলান চাপা পড়িয়া তৎক্ষ একটী শ্রমজীবী স্ত্রীলোক মারা পড়ে। পরে আ একটী স্ত্রীলোক এক সপ্তাহ হাঁসপাতালে থাকি মরিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, উপর হই খিলান ভাঙ্গিয়া যে স্থানে পতিত হয়, ঠিক সে স্থানে একটী তিন মাসের শিশু শুইয়াছিল, কি তাহার গাত্রে একটী আঁচড়ও লাগে নাই!

গত ২০ এ জুন জনৈক পাহারাওয়ালা ব পুলিষে রিপোর্ট দিয়া থানায় যাইতেছিল, সেই সম হেলাপুকুরের মুক্তিমণ্ডপ হইতে ননীকুণ্ডু ও অ তিন জন গুলিখোর যৎসামান্য কারণে পাহার ওয়ালাকে প্রহার করে। শেষে বিচারে ননীর প শত ফ্রাঙ্ক জরিমানা হইয়াছে, এবং অপর তিন জ দুই মাস কারাবাস ও পঁচিশ ফ্রাঙ্ক জরিম হইয়াছে।

পালপাড়ার শ্রীশ্রী৺ হরিসভার সাম্বৎসরি উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্ম অধ্যাপক ও কাঙ্গালিবিদায় ও ভোজন উত্তমরূ সম্পন্ন হইয়াছে। সভার কার্য্য দেখিয়া বাস্তবি আনন্দ হয়, এবং উত্তরকালে সভা হইতে দেশের হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

অদ্যাপি আশানুরূপ বৃষ্টি হয় নাই। মে গতিক দেখিয়া বোধ হইতেছে, যে শীঘ্র বৃষ্টি হ না। এ দিকে পুষ্করিণীর জল শুষ্ক হইতেছে।

এলাহাবাদ।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাল অতীত হই গেল সোমপ্রকাশের বিরু পাঠকদিগের সহিত সাক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, সে জন্য বিশেষ দুঃখি আছি। যদিও এক মাস অতি দীর্ঘকাল নহে কি সেই সময়ের মধ্যে মনুষ্য জীবনে কত যে ঘ ঘটিতে পারে তাহা বলা যায় না। সময়ের স্রো যতই প্রবাহিত হইতেছে সেই সঙ্গে সঙ্গে অশেষ ঘটনা অভিনীত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য বিষয় এই, সময় কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, উ রোধ বা অনুরোধে দিক্‌পাত নাই, নিতান্ত ক পরায়ণের ন্যায় অবিরাম গতিতে স্বীয় কার্য্য স করিয়া যথাস্থানে বিলীন হইতেছে। যাহাদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাহারা এই সময় মধ্যে অ সুখভোগ করিতেছে আর যাহাদের দগ্ধ অদৃষ্ট, তাহ আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক পীড়ায় প্রপীড়ি হইতেছে। কত শত হৃদয়বিদারক আক্রন্দ য বক্ষে ধারণ করিয়া তাহাদের হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি স

ভিন্ন হইয়া যাইতেছে এবং কেহ বা মতভেদা
নায় অধীর হইয়া বলিতেছে—

অনয়ৃতি ধনুমন্ত দাহং কাপাতে ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি নিদাঘস্যোদ্যা ন কৃন্ততি জীবিতম।

আমাদের বুদ্ধি দ্বারা ইহজগতে কেবল বৈষয়িক
পরিচিত হওয়া যায়। ইহার সকল বিষয়ই অনন্ত
তাহাদিগের কেন যাহার গূঢ় কারণ নিশ্চয়ই
আমরা অল্পদিন দেখিতে পাই
ইহারা দুঃখের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক
আনন্দ সুখের নিশান তুলিয়া দিয়া মনুষ্য
সময়াতিপাত করিতেছে। আর যিনি আজন্ম
দুঃখালোকন করেন নাই, সাধ্যমত পরহিত-
নিযুক্ত, যিনি চিরদিন দুঃখের মুখরা হইয়া
আবরিত করিতে ছন। সংসারে এ তার-
কে দুঃখের? আমরা এখানে কেবল মুষ্টি
নিষ্ঠুরতাই দেখিলাম, তাহার কঙ্কালময় দোঃ
নিষ্ঠুর স্পর্শ। সহৃদয়তা কাহাকে
এই দুঃখময় স্থানে বিন্দুমাত্র নাই।
সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় এই, এখানে
সহৃদয় ব্যক্তি নাই যে পরের হৃদয়ের কথা
প্রকারে বুঝিবেন, তাই বলিতে—

নিবে যদি আলো
তার গলা ধরি রোই এ অমা নিশাই।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে যোগীর কথা
লাম, কিয়দ্দিবস অতীত হইল তিনি এ স্থান
ত্যাগ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি যেরূপ
স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার কিছুই দেখিতে
য়া গেল না। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে অনেক
অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইবেন বলিয়া স্বীকার
য়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে সকল বিষয় তাঁহার
কই পর্য্যবসিত হইল। শিষ্যদিগকে যোগা-
করাইবার জন্য প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দুই এক
চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসাইয়া রাখিতেন, এবং
মধ্যে এর প্রশ্ন করিতেন আপনারা কি
পাইতেছেন?" বলা বাহুল্য নয়ন
করিয়া তাঁহারা কেবল অন্ধকারই দেখিতেন।
তাহার মধ্যে আবার যাঁহারা প্রিয়তম শিষ্য
তাহাদের কেহ কেহ সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে পাইতেন।
দিবসের অবসান করিয়া যোগীর ক্রমশঃ
তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাঁহার আর মুষ্টি-
ভিক্ষায় উদরপূর্ত্তি হইত না; ক্রমে
করিতেন এবং শুষ্ক পানও সন্দেশ ভক্ষণ
করিতে লাগিলেন। দাড়ি ভিন্ন দুইপদ আর অগ্র
হইতে যাইতেন না। এই সকল দেখিয়া
অনেক শিষ্য ক্রমশঃ গাটাকা দিতে লাগি-
লেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা একবারে বন্ধ
করিয়া দিলেন। আমরা দুঃখিত হইয়া বলিতেছি,
এস্থান পরিত্যাগ করিবার সময় উক্ত যোগী কিছু
মনঃকষ্ট পাইয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমরা
শুনিলাম তিনি প্রথমতঃ এখান হইতে কাণপুরে
যান, এবং তথা হইতে আগ্রায় গিয়াছেন। তিনি
যখানে থাকুন না কেন, আমরা তৎস্থানবাসিদিগকে
এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, শিবশক্তি
সদানন্দ যোগীর কোনরূপ অসাধারণ ক্ষমতা নাই।
তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় ক্ষুৎপিপাসাদি শারী-
রিক বৃত্তির সম্পূর্ণ বশীভূত। তাঁহার মেসমেরাইজ
করিবার কিছু ক্ষমতা আছে, তদ্ব্যতীত এখানে আর
কিছুই দেখাইতে পারেন নাই।

আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে,
এখানে "ইণ্ডিয়ান" নামক একখানি সাপ্তাহিক
সমাচার পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম
পত্র বিশেষ যোগ্যতার সহিত লিখিত হইয়াছে,
এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সংবাদ
পত্র যতই প্রচারিত হয়, ততই সাধারণের মঙ্গল
তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে
আজও ইহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। এখানে
এরূপ একখানি সংবাদপত্রের বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু
ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বদা সন্দেহ
হইয়া থাকে। সে দিন "ইণ্ডিয়ান হেরল্ডের"
অকাল মৃত্যুতে আমাদের এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ বলবতী
হইয়াছে এবং মনে হয় পাছে ইণ্ডিয়ানও উক্ত দশা-
গ্রস্ত হয়। এতদঞ্চল নিরতিশয় সত্যানুভূত শূন্য স্থান
এখানে সংবাদপত্রের স্থায়িত্বের আশা করা বিড়ম্বনা
মাত্র। যদিও ইণ্ডিয়ানের বার্ষিক মূল্য অতি সামান্য
তথাপি অধিক সংখ্যক গ্রাহকের আশা করিতে
পারা যায় না। যাহা হউক, এক্ষণে কেবলমাত্র
আমরা ইণ্ডিয়ানের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি,
এবং তৎসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে, নানা
কারণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসিদিগের অবস্থা অতি
শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, যাহাতে তাহাদের
ক্ষতদেহে প্রলেপ দেওয়া হয়, যাহাতে তাহাদের
অত্যন্তম প্রদেশের তীব্র জলাভাব শান্তি
প্রদান করিতে সক্ষম হওয়া যায়, তাহাই যেন ইণ্ডি-
য়ানের একমাত্র ব্রত হয়। শুধু "পাঁচফুলে সাজি-
পূর্ণ" করার ন্যায় তাহার কলেবর পুষ্ট করা
না হয়।

ইতিপূর্ব্বে সিন্ধিয়ার মহারাজ এলাহাবাদে আগ-
মন করিয়াছিলেন, বিগত ২৮ এ জুন প্রাতঃকালে
এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দোর যাত্রা করি
য়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুটী ঋতুর প্রাদুর্ভাব দেখিতে
পাওয়া যায়, এক গ্রীষ্ম অপর শীত। সর্ব্বপ্রক
গ্রীষ্মকালই অশেষ কষ্টদায়ক হইয়া উঠে।
সময়ে সূর্য্যের কিরণ ভয়ানক প্রখর হইয়া লোক
অসহ্য যন্ত্রণার হেতুভূত হইয়া থাকে। কাহার সা
যে বেলা দুই প্রহরের সময় গৃহ হইতে বহির্গত হ
সে সময়ে প্রাণ আহি আহি করিতে থাকে। আ
এইকালে দুটী রোগের অপরিসীম প্রাদুর্ভাব হ
থাকে; এক বিসূচিকা দ্বিতীয় বসন্ত। এ বৎ
মাঘমেলার সময় হইতে কিছু দিন বিসূচিকা দে
অকালে অনেকগুলিকে সমন সদনে লইয়া গিয়া
তদনন্তর দুর্নিবার পরাক্রমের সহিত বসন্ত আ
উপস্থিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিম
নষ্ট না হইলে আরও কত অনিষ্টপাত হইত ত
বলা যায় না, তথাপি উক্ত রোগ অনেককে অ
করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কত জনক জননীর
হইতে তাঁহাদের জীবনের অদ্বিতীয় সহায়, সংসা
একমাত্র সম্বল উপযুক্ত পুত্রকে হরণ করিয়া অ
দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছে। কত পতি
য়ণা রমণীর জীবনসর্ব্বস্ব পতিকে হরণ করিয়া তা
পার্থিব সকল সুখের অবসান করিয়াছে। কেহ
এই কণ্টক পরিপূরিত সংসারারণ্যে পতিপ্রাণা, ক
মরুভূমির একমাত্র শান্তিপ্রদায়িনী পত্নীর স
সুখে কালযাপন করিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু
সেই নিদারুণ দয়ামমতা বিরহিত রোগ অস
তাহাকেও অপহৃত করিয়াছে,- নাথে হ
দিয়ে বাণা চলিলহ?"

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গত হইয়াছে। নূতন
আগত। অতএব আমরা বিনয় সহক
গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে
যাঁহারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের
দিয়াছেন, তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত
য়াছে। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২
সালের দেয় মূল্য দান করেন, এই অ
দের অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্র
কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবও
হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সম

য্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া ওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা ইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের ্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ াদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত পেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত কানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ঁপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা- ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, ারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, ারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা- র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম ধার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০ া ; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের াধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩১ নং কালী- রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমা- অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের ণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ক্ষ মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই- ছ, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য ইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও নীপুর পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

৩১০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার পর নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত তি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত ৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া দি প্রদান করেন।

র্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অগ্নগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। উহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাব-কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম, সরক্ত ও খড়িজলবৎ প্রস্রাব নির্গত হইলে ৩ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা এই সকল রোগ জনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহস-পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়মে সেবন করিলে শরীরের নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন হয়, এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল শারীর-যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃ-পীড়া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়াসকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবনস্বভাবসুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আন্তরিক নির্গম, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকলের আশু শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে। অস্মদ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিষ ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরো আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। যতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জল পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভ প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে স নষ্ট হইয়া থাকে।

একপোয়ার মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতক নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোকানাথ ঘোষ এল, এম, অমৃতকৃষ্ণ বসু। ডকড়ী ঘোষ। ক্ষেত্রমোহন মিত্র। কলিকাতা। দর্পদাস বসু। বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। চেকালন কট " " কালিদাস ঘোষ। সিবিল সার বশ্বা—মার্গ। " " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার। " " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি। " " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসি কলেজের অধ্যাপক কলিকা মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—জয়েণ্ট মাজি রাণীগঞ্জ।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একব

পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পু কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁটেধরা, ভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্প গাছগাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শি

১ টাকা, প্যাকিং ।৵. বাবতীয় ওষধের সঙ্গে
যায় যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই
সেবন করিতে পারেন। মোসার্স জনা আবাটন
প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী
ষ্টকেলস এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

... চতুর্থ ভাগ নবম সংখ্যা।

... চতুর্থ ভাগের নবম সংখ্যা প্রকাশিত
... শিবাজীশবংশাবলীচরিতম্, সমী-
... নিবন্ধিবার, আক্টি-কেদ, বন্ধ্যা বাঁটায় বন্ধ
... দেবগণের মর্ত্যে আগমন, মনুসংহিতা,
... ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই
... ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত।
... মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ
... গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে
... প্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে
... পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও
... কখনই প্রেরিত হয় না।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রত্যেক স্বপ্রসিদ্ধ কবি কবিবর
... হরিমোহন কবিরত্ন বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

... বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১৲ ডাকমাসুল /৹।
... যোগিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস। মূল্য এক টাকা।

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ৷৵০।

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

... সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

... গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায়
... কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয়
... দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া
... কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা-
... টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৯ আউন্স ৬,
... আউন্স ১১, ১৮ আউন্স শিশি ১৸০ আনা। নগদ
... বিক্রীত, ভাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

Mrs. E D'cruze 39 College Street Cal
...a.
Diplomaid midwife.
Fee to attendance moderate.
Bear highest testimonials.

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীমতী
ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদেশে
যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফী অতি অল্প।

রেজিষ্টারী করা (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা থড়ির ন্যায় ধোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা পারাদির দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ২৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ রুগ্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা, সেবনে পক্ষান্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এক আধক কিছুদিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও বড়ি-লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের
প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার—করচমাড়িয়া
" " কালিদাস দাস—কীর্ণাহার
" " অমৃতলাল বসু—বহুবাজার
" " নন্দলাল মল্লিক—কলিকাতা
যোড়াসাঁকো
" " মহেন্দ্রনাথ ভালদার—মেদিনীপুর
" " পরাণচন্দ্র দত্ত—চট্টগ্রাম
" গোকুলপাড়া ডিস্পেন্সরি—চন্দননগর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা।
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোম
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশে
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ড
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
নোট, চিঠি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপা
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অঙ্ক আনার অধিক
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাই
হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি
আনা তাহার পর ।৵ এক আনা দিতে হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপু
হইয়া চাঁপাতলা ক্ষুদ্রযন্ত্রে শ্রীকে
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে
প্রকাশিত হয়।

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং " । ৩৫ সংখ্যা।

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত
াকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ২ রা শ্রাবণ। ইং ১৮৮২। ১৭ ই জুলাই।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম

বিজ্ঞাপন।

ছই ক্রোড়া অল্পবয়স্ক সুশিক্ষিত হৃষ্টপুষ্ট কল
ইবার উপযুক্ত বলদ আবশ্যক। বিস্তারিত অত্র
াখানায় তদন্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক-
সংস্কৃত ডিপজিটরী, ক্যানিং লাইব্রেরী প্রভৃতি
কালয়ে প্রাপ্তব্য।

ু-হৃদয় ১
্যা-সংঙ্গীত (নব প্রকাশিত) ... ৷৷০

ম্যাট্রিক্স হইতে ভায়া সই করিবার
নিম্ন কতগুলি লোকের আবশ্যক আছে। উপযুক্ত
ক পাইলে ভাল বেতন দেওয়া যাইবে। নং
, ধর্মতলা ষ্ট্রীট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গবর্ণমেণ্ট
ন্টিং আফিসে দরখাস্ত করিবে।

ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল
ম্মা লর্ড রিপন ভারতে স্বায়ত্তশাসন (Self
vernment) প্রথার প্রবর্ত্তনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া
ই মে তারিখে যে উদারনৈতিক ও উচ্চ আদর্শের
থা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভারতবাসী ব্যক্তি
ত্রই চিরপোষিত আশার প্রথম সোপান।
ম্মা লর্ড রিপনকে জাতীয় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপ
ও ধন্যবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগামী ২৪ এ
াই ৯ ই শ্রাবণ অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ঢাকা
রাথ স্কুলগৃহে পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশের এক জাতি-সাধা-
বিরাট সভার অধিবেশন হইবে এবং এদেশে
ত্তশাসন প্রণালী কিরূপে গঠিত হওয়া উচিত,
এই সভায় তাহারও আলোচনা করা যাইবে। ইহা
ভরসা করা যাইতে পারে যে স্বদেশবৎসল ভারত-
সন্তান মাত্রেই উক্ত সভায় সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান
করিবেন।

ঢাকা।
জন সাধারণ সভার গৃহ
১২৮৯ সন, ১২ ই আষাঢ়

নিবেদক।
শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়,
সভাপতি।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাস, সম্পাদক

ধাত্রী শিক্ষাকার ডাং শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব
বলিয়াছেন " এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত
যত পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে
এইটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায় "। অনেক
পণ্ডিত বলিয়াছেন " ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, তাহাতে
ইহার নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত ."

প্রতি ১২ ডজ শিশির মূল্য ১।০, কমিশন্ শতকরা
১৫৲। এক ডজনের নীচে কমিশন্ নাই। কলি-
কাতা ১৫০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ আমার নিকট পাওয়া
যায়।

শ্রীতারাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

"আর্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত"

এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ
পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে
সুপরিচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখা দর্শনে
বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে
ইহা তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৷০, খা
কারীদিগের প্রতি ১৲। শতাধিক অগ্রিম গ্রা
হইয়াছেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হই
এরূপ গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচি
স্বাক্ষরকারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

ইসলামপুর
পোষ্ট গোয়াস
জেলা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গু
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণী
বঙ্গবিজেতা ১।০, জীবনসন্ধ্যা ১।০, মাধবী-কঙ্কণ
জীবন প্রভাত ১।০, ঐ চারি খণ্ড একত্র, নাম শ
অর্থাৎ মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে শিব
মৃত্যু পর্য্যন্ত একশত বৎসরের ঘটনা সম্বন্ধীয়
ন্যাস চতুষ্টয় মূল্য ৩৷৷০। ভারতবর্ষের ইতিহাস
৸৷০ মাত্র। আমার নিকট প্রাপ্তব্য এতদ্ব্য
বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক এবং ডাক্তারি কবিরা
হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আ
জানাইলে ছাপান তালিকা পাঠান যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যা

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।
বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম।

...চারা বক্ষোভাস্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হই-
...ন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল
...ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব
...ই যক্ষ্মা, চাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা
...র কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ।
...ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী বর্ণবিশিষ্ট
...ইহা বোতলের মধ্যে থাকে। শিশিতে
...ধারণের নাম সহ আছে।
...শ্রম। ...নের মাটিকো ক্যাথসিউলস
...ক্ষেত্র পিচকারি দিবার ঔষধ)
...পাতে চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে-
...ই বিশেষ ফলদায়ক মাটিকো নামক ঔষধ
...এবং পরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া
...ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায়
...দায়ক নহে এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের
...কার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারি ঔষধ
...ব্যাধিতে এবং ক্যাথসিউল পুরাতন ব্যাধিতে
...য়।
গ্রিমল্ট সাহেবের এসিডেড অব পেপসিন।
...ঔষধের একপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্টিকজুস
...রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
...পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন
...লে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত
...র এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা
...সেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য
...ক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট কাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থার বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক
শী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল,
অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

সবমন শিরঃপীড়া এবং শিরঃশূল।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই স্নিগ্ধ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে
নেক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ
উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের
স্থিতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই
দ্বারা আরোগ্য হয়।

প্রেরিতপত্র

পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র কঙ্গ্রেস।

বঙ্গদেশে বহুতর পল্লীগ্রামে কঙ্গ্রেসের অনুরূপ এক একটী ক্ষুদ্র সভা আছে। গ্রামের মধ্যে যে চণ্ডীমণ্ডপখানি শ্রেষ্ঠ, বা যে বৈটকখানা সদর স্থানে নির্ম্মিত, সাধারণের যাহাতে গতিবিধি হয়, সেই খানিতেই তাহার দৈনন্দিন অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যবিবরণ অতীব রহস্য ও চমৎকারজনক। পল্লীগ্রামবাসী পাঠকবর্গের অনেকে সম্ভবতঃ ইহার কার্য্যকলাপের অবগত থাকিতে পারেন, কিন্তু সুসভ্য উন্নত নগরবাসী পাঠকেরা বোধ হয় ইহার বিষয় যাদৃশ জ্ঞাত নহেন। এ কারণ তাঁহাদিগের বিদিতার্থ আজ আমরা পল্লীগ্রামের কঙ্গ্রেস সম্বন্ধে দুই একটী কথা প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। দেখুন ইহা দ্বারা সমাজের কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে।

পল্লীগ্রামের কঙ্গ্রেসের কার্য্যকলাপ বর্ণনের পূর্ব্বে কঙ্গ্রেস কি তাহার পরিচয় প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড জ্ঞান ও বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রজাতন্ত্র রাজত্বপ্রচলিত তুহিনাচ্ছন্ন শ্বেতদ্বীপ স্বর্গভূমি ইংলণ্ডে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রজাদিগের স্থাপিত যেমন মহা সভা পার্লামেণ্ট আছে ও সেই পার্লামেণ্টে যেমন হাউস অব্ কমান্স, হাউস অব্ লর্ডস ও মহারাজ্ঞী ভূটেন ও ভারতেশ্বরী এই তিন নামের তিনটী বিভাগ আছে, সেইরূপ আমেরিকা মহাদ্বীপের অন্তর্গত প্রবর্ত্তিত সাধারণতন্ত্র রাজত্ব ইউনাইটেডষ্টেট নামক সুসভ্য উন্নত জ্ঞানালোকসম্পন্ন দেশের রাজকার্য্য ও অন্যান্য শুভকর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত সাধারণ প্রজামণ্ডলীর প্রতিষ্ঠিত একটী মহাসভা আছে। তাহারই নাম কঙ্গ্রেস। এই কঙ্গ্রেসও তিনভাগে বিভক্ত। একটীর নাম হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভ, দ্বিতীয় সেনেট ও তৃতীয় প্রেসিডেণ্ট। সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এই গ্রহত্রয় যেমন পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণশক্তিতে একস্থানে অবস্থিত থাকিয়া আপন আপন কার্য্যসম্পাদন করিতেছে, কখন নিজপথ কক্ষভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে না; কঙ্গ্রেসও সেইরূপ হাউস অব্ রিপ্রেজেণ্টেটিভ, সেনেট ও প্রেসিডেণ্ট এই তিনটীর পরস্পর সহায়তাশক্তিবলে চলিয়া দেশের মহান উপকার সংসাধন করিতেছে। হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভে সাধারণ প্রজাদিগের প্রতিনিধি মনোনীত ও প্রেরিত হয়। সেনেটে দেশের প্রধান প্রধান লোকেরা মতামত প্রকাশ করেন ও ইহাঁদের কর্ত্তা-স্বরূপ হইয়া ৬ বৎসরের জন্য একজন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সে দিন দুরাত্মা গিটো যে গারফিল্ডের প্রাণবিনাশ করিয়াছে, তিনি এ কঙ্গ্রেসেরই প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

আজ ইউনাইটেডষ্টেট যে পৃথিবীর মধ্যে সে ও উন্নত দেশ বলিয়া গণনীয় হইয়াছে, কঙ্গ্রে সেই উন্নতির মূলস্বরূপ। ইহাতে দেশের যত ক ও হিতজনক বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে কঙ্গ্রেস যে উপাদানে নির্ম্মিত, ইহা যেরূপ গর্ভ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিচারক্ষেত্র, পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র কঙ্গ্রেস সে উপাদানে নির্ম্মিত নহে। অ ইহা দেশহিতৈষীব্যক্তিগণের পরিবর্ত্তে দেশের পল্লীর অহিতকারী ব্যক্তিগণের বিরামস্থল; সন্ধিস্থ আলোচনা না হইয়া ইহাতে প্রায়ই অসদ্বিষয়ের চ হইয়া থাকে। তবে আকৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে ই মহাসভা কঙ্গ্রেসের অনুরূপ! ইহাতেও তি বিভাগ আছে। প্রথম যুবকদিগের বিভাগ; এ টীই হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভের তুল্য। গ্রা সাধারণ যুবকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ কতক বয়াটে যুবকই ইহার সভাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সেনেটে একদিকে প্রৌঢ় ও অন্যদিকে বৃ বসিয়া মতামত প্রকাশ করেন। আর যিনি স্বামী, তিনিই প্রেসিডেণ্ট। এই তিনটী বি লইয়াই পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র কঙ্গ্রেস গঠিত। গ্রা যত শুভানুষ্ঠান (!) তাহা প্রায় ইহা হইতেই থাকে। এখানে কাহারও ডিক্রী, কাহারও ডিস হইতেছে; কেহ রাজনীতির আলোচনা, বিষয়চর্চ্চা করিতেছে। ফলকথা ইহাতে প্রায় তীয় বিষয়েরই অনুশীলনা হইয়া থাকে।

কুড়ের বাদশাস্বরূপ ইহার কোনস্থানে পাশা চলিতেছে, কেহ তামাক খা অনবরত টাল সাজ করিতেছে। যে যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধগণের কিছু সম্মান করিয়া থাকেন, তিনি এক পার্শ্বে গিয়া তামাক টানিতেছেন ও দুই টানেই তামাককে ভস্মরূপে পরিণত করিয়া দি ছেন। তাঁহার টান টোন সকলই ঠিক্ আছে, কে কেলায় চক্ষুলজ্জার খাতিরেই এই ঘোর দুর্দ্দশা। কেরা চরস্বরূপ বা কোন বিষয়ের প্রথম আন্দো কারী। তাঁহারা পল্লীস্থ লোকের কার্য্যকলাপ করিয়া তাহা সেনেটের গোচর করিলে সে তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়। বিচারস্থলে যে প্রেসিডেণ্ট সম্মতিদান করেন, সেই পক্ষের মতই সকলের অবলম্বনীয় হইয়া থাকে।

এখানে যে সকল শুভবিষয়ের আলোচনা থাকে, এস্থলে তাহার একটু নমুনা দেওয়া কর্ত্ত মনে করুন, একজন লোক কোন বিশেষ ক

র পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া যে গ্রামে
স আছে এমন একটী পল্লীতে বাসের জন্য
স্ত্রীর সহিত আসিলেন। তিনি কি কারণে
বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার স্থিরতা নাই
সে বিষয়েরও অনুসন্ধান করা নাই; অথচ
যুবক কন্গ্রেসে আসিয়া তাঁহার কথা তুলি-
। কেহ বলিলেন ঋণ ত দেনার দায়ে পূর্ব্ব বাস-
ত্যাগ করিয়াছেন; অন্যে বলিলেন না, না
নহে, কোন কারণে সমাজচ্যুত হইয়াছিল তাই
নে আসিয়াছে। তৎপরে দ্বিতীয়ের কথাই যুক্তি-
বাদে অনেকে সেই মতানুযায়ী হইয়া কি কারণে
চ্যুত হইয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান করিতে
লেন। অবশেষে বলিতে লজ্জা হয় ঘৃণা করে,
ক তর্ক বিতর্কের পর এই স্থির হইল যে, তাহার
স্ত্রিণীই দেশত্যাগের মূল কারণ! হরিবোল
! এইরূপে না জানিয়া শুনিয়া হঠাৎ এক-
ক দোষী করা হইল, তাঁহার দেশত্যাগের চূড়ান্ত
করিল। তখন বাসকর্ত্তা মস্তকে থাকুক, তিনি
টবার পথও দেখিতে পান না!

এইরূপ ও অন্যরূপ নানা অনিষ্টকারক বিষয়ে-
আলোচনা হইয়া থাকে। যাহাতে গ্রামে
াসয় স্থাপিত হইয়া পল্লীস্থ বালকেরা শিক্ষিত
ত পারে, চিকিৎসালয় দ্বারা নিরাশ্রয় ব্যক্তি-
র উপকার সাধিত হয়, কি জলাশয় প্রতিষ্ঠা,
ঘাটের উৎকর্ষ সাধন কি অপরাপর শুভকার্য্য
য় হয়, তাহা করিবার কোন ইচ্ছা ও চেষ্টা নাই।
কেহ চেষ্টা করিলে অনেকে তাহাতে অসন্তুষ্ট হন।
ামে আবার দলাদলি আছে, সে গ্রামের অবস্থা
শোচনীয়। এক পক্ষ চেষ্টা করিল অন্য
যাহাতে তাহা না হয়, বিধিমতপ্রকারে
রই চেষ্টা করেন। সেখানে দুটী কন্গ্রেস!
দের এ সকল কথা স্বকপোলকল্পিত নহে, সত্য-
। তবে সকল পল্লীতেই যে এক একটী সভা
ত তাহা নহে। আর যে গ্রামে আছে, সেখান-
সকল ব্যক্তিই যে পরের দোষ বা অনিষ্টের অনু-
ন করিয়া থাকেন তাহাও নহে। অনেক
ত দেশহিতৈষী গুণবান ব্যক্তি আছেন। কিন্তু
য়া বড় কন্গ্রে বা স্থান পান না। আজ কাল
পল্লীতেই দুই চারি জন করিয়া ইংরাজীশিক্ষিত
বধা ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় সত্য বটে,
তাঁহারা ভয়েই হউক অথবা অন্য কোন কারণে
, দেশহিতকর কোন কার্য্যে সচরাচর মনো-
েন না। দয়ালু গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন
ভুরের কৃপায় এক্ষণে শিক্ষাসংক্রান্ত কমিসন
াছে, যাহাতে কমিসনরেরা পল্লীগ্রামে বিদ্যার
প্রচার হয়, তাহা করিয়া দিউন। আবার
আত্মশাসনক্ষম হইবার জন্য মফস্বল বোর্ড হইতে
চলিল। চতুর্দ্দিকেই সুবাতাস বহিতেছে। এই
সময়ে তাঁহারা চেষ্টা করুন, চেষ্টা করিয়া যাহাতে
পল্লীগ্রামের কন্গ্রেস বাঙ্গালীজাতির ভবিষ্যৎ জাতীয়
কন্গ্রেসের এক একটী উপাদানস্বরূপ হইতে পারে
তাহা করুন। তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের
উন্নতি হইবে।

পল্লীগ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার
ইচ্ছা আছে, বারান্তরে তাহা প্রকাশ করিব।

ভাগলপুর।
২৭ এ আষাঢ়
} শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দুঃখের কথা।

জলকষ্ট।

সাতক্ষীরা উপবিভাগের অন্তর্গত ভবানীপুর, টেঙ্গরা ও বাঁশদহা গ্রামের মধ্যস্থলে একটী বাওড় আছে; তাহার জল পূর্ব্বে অত্যন্ত বিশুদ্ধ ছিল। নিকটবর্ত্তী ৮। ১০ খানি গ্রামের লোক এই বাওড়ের বিশুদ্ধ জল পান করিয়া স্বাস্থ্যসুখ অনুভব করিত। এক্ষণে কয়েক বৎসরাবধি বাওড় শৈবালপূর্ণ হওয়াতে জল অত্যন্ত কদর্য্য এবং নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা যেরূপ দুর্গন্ধ ও যেরূপ বর্ণ হইয়াছে, তাহা পান কি স্নান করা দূরে থাকুক, রন্ধনাদি অপরাপর সাংসারিক কার্য্যও নির্ব্বাহ করা দুষ্কর। বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা যে পরিমাণ ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহার এক তৃতীয়াংশ হইয়াছে এবং প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই ম্যালেরিয়া প্রভৃতি পীড়াগ্রস্ত হইয়া জীর্ণ, শীর্ণ ও স্ফূর্ত্তিবিহীন হইয়াছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব যে এরূপ দুর্ঘটনার প্রধান কারণ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কি পরিতাপের বিষয়! প্রজাবৎসল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের সুখের জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছেন বটে, কিন্তু সে সকল কারণ আমাদের সুখভোগের বিষম অন্তরায় হইয়া আমাদিগকে নিষ্ক্রীয় ও নিস্তেজ করিতেছে, সে দিকে গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইতেছে না। এই বাওড়ের মালিক জমিদার জলাশয়ের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করেন না। এক্ষণে যদি গবর্ণমেণ্ট হইতে সত্বর ইহার কোন প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে দুই এক বৎসর পরে বিজড়িত শৈবালদাম এরূপ কঠিন হইবে যে, শৃগাল কুক্কুর অনায়াসে হাঁটিয়া পার হইয়া যাইবে এবং পচা দুর্গন্ধ জলপান নিবন্ধন অচিরে এই সকল স্থান মনুষ্যশূন্য হইয়া শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণারণ্যে পরিণত হইবে।

গত বৎসর আমাদের স্থানীয় বর্ত্তমান ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখ
আগমনপূর্ব্বক বাওড়ের অবস্থা পরিদর্শন ক
গিয়াছিলেন, এবং প্রতীকারোপায়ের কথা শু
আমাদের অস্তমিত সুখসূর্য্য পুনরুদিত হইবে ভ
য়াছিলাম। কিন্তু হায়! "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে
ভ্রাণাং মনোরথাঃ।" তৎপরে বৎসরাবধি
হইল আর কোন উচ্চবাচ্য শুনিতে পাইতেছি
এ বৎসর সুরাপানের সুবিধার নিমিত্ত আমাদের
গ্রামের এক মাইল দূরে মোকামতলার হাট ন
স্থানে মদের একটী খোলাভাঁটী হইয়াছে।
সর্ব্বনাশ! একেই ত রোগে, শোকে, জীর্ণ
তদুপরি সুলভ সুরাপানে সুরাদেবীর সেবকেরা এ
উন্মত্ত হইয়াছে!! এই নূতন ভাঁটীতে গবর্ণমে
মাসিক ১৪ টাকা আয় হইতেছে, সুতরাং গবর্ণ
তাহা কখনই বন্ধ করিবেন না জানিতেছি।
আমরা জিজ্ঞাসা করি, বিশুদ্ধ পানীয় জলাভ
এবং সুরাপানের প্রস্তাবে অনতিদীর্ঘকাল প
এস্থান মনুষ্যশূন্য হইলে তখন মদের ভাঁটী
কার্য্যে লাগিবে? যাহা হউক, আমরা সাতক্ষী
সুযোগ্য ডেঃ বাবু মহোদয়ের নিকট সানুনয় প্রা
করি যে, আমাদের বিশুদ্ধ জলপানের উপায় ক
অগ্রসর হউন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি এ দিকে অ
হইলেই সে উপায় নিতান্ত কঠিন হইবে না। আ
দেখিতেছি ইহার একমাত্র উপায় এই যে,
বাওড় গবর্ণমেণ্ট খাস করিয়া লইয়া বাওড়
দক্ষিণ ৪। ৫ মাইল খাল কাটাইয়া ভাঁড়ুখালি ন
স্থানের নিম্নে যে বাওড় আছে, (যাহার বিলদ-
ভাঙ্গা ও এই বাওড়ের সহিত যোগ আ
তাহার সহিত সংমিলিত করিয়া দিলে আ
বাওড়ে শৈবাল দাম বদ্ধ হইতে পারে না।
নৌকা গতায়াতের পন্থা হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে
বিশেষ সুবিধা হয়। এক্ষণে ডেপুটী মাঃ বাবু
উদ্যোগী হইয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন,
হইলে বহুসংখ্যক টাকা চাঁদা দ্বারা নিকট
কয়েকখানি গ্রাম হইতে উঠিতে পারে; অ
কিয়দংশ টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে দিলে অনা
এ কার্য্য সমাধা হয়। আমাদের বর্ত্তমান ডে
বাবু বিচক্ষণ এবং বহুদর্শী। ভরসা করি,
আমাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া বহু লোকের অ
কষ্ট নিবারণ দ্বারা অসীম যশ ও অক্ষয় পুণ্য
করিবেন।

ভবানীপুর
সব ডিঃ সাতক্ষীরা
} শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যা

সোমপ্রকাশ

২ রা শ্রাবণ সোমবার।

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

মহানুভব লর্ড রিপন বাহাদুর কৃষ্টিস মিত্রকে সাহেবের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ন্যায়পরতার দা রক্ষা করিলেন, ইংরাজজাতির মুখ উজ্জ্বল লেন, কিন্তু তিনি নিজে যেন সাবধান হইয়া । পশ্চিম নভোভাগ নিবিড় নীরদজালে ত্র হইয়াছে। সেই মেঘমালা হইতে দুর্দ্ধর্ষ নিপাতের অসম্ভাবনা নয়। আকাশের অন্য গ মেঘ হইলে তত আশঙ্কা থাকিত না। কারণ, াগের মেঘ অতি দুর্ব্বল। মন্দ দক্ষিণমারুতের ন্য আঘাতেই তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। পশ্চিম মেঘ প্রায় সেরূপ হয় না। মহাবর্ষণ রপাতাদি একটা তুমুল কাণ্ড না করিয়া বিলীন না। পাঠক! আমাদের এ বাক্যগুলিকে কি ালি বোধ করিতেছেন? এ হেয়ালি নয়। রিপন াদুর এদেশে আত্মশাসন-প্রণালীর বিস্তার াতে অধিকাংশ ইংরাজের মনে মালিন্য জন্মে, ষে রমেশচন্দ্র মিত্রের প্রধান বিচারপতির পদলাভ তু সেই মালিন্য নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। যদি ন, যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করে, তাহারই মনে আতঙ্ক । চোর ডাকাইত বা হত্যাকারী স্থির হইয়া কিতে পারে না। লর্ড রিপন বাহাদুর উত্তম জই করিয়াছেন। তাঁহা হইতে ইংলণ্ডের ারব বৃদ্ধি হইয়াছে, তবে তাঁহার শঙ্কার বিষয় ? পাঠক! এটী ত আপনি সহজ কথা কহিলেন, ন্তু মহাকবি ভারবি প্রণীত একটী কবিতার ৎপর্য্য যদি একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, হা হইলে এরূপ কথা বলিবেন না। কবিতাটী ঃ—

মুনিরস্মি নিরাগসঃ কুতোমে
ভয়মিত্যেব ন ভূতয়েঽভিমানঃ।
পরবাঞ্ছিষু বজ্রমৎসরাণাং
কিমিব হাস্ত্রি দুরাত্মনামলঙ্ঘ্যং॥

মূক দানব বরাহরূপ ধারণ করিয়া তপস্তপ্যমান ার্জ্জুনকে যখন বধ করিতে যায়, তৎকালে নি মনে মনে যে সকল তর্ক করেন, তাহার অন্য র তর্ক এই:—

আমি মুনি নিরপরাধ, আমার ভয় কি, এ অভি- ান মঙ্গলের নয়। কারণ, পরশুভন্বেষী দুরাত্মাদিগের কছুই অসাধ্য নাই।

লর্ড কাস্লেরিস নিহত হইলেন কেন? তিনি ত ইংলণ্ড ও আয়রলণ্ড উভয়ের হিতার্থী হইয়া আয়রলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। দুরাত্মারা তাহা বুঝিল কৈ? তাহাদের মত স্বতন্ত্র, বিবেচনা স্বতন্ত্র, অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। রিপন বাহাদুর রমেশচন্দ্র মিত্রকে গার্থ সাহেবের পদে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ড ও ভারত উভয়েরই হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের যে ভিন্নভাব আছে, তাহা দূরীভূত হইতে চলিল। তাহার তুল্য হিত আর কি আছে? কিন্তু সকলে কি এ হিত বুঝিতে পারে? যে দুরাত্মা লর্ড রিপনের অনিষ্ট সম্পাদনে যত্নবান হইবে, সে এই বিবেচনা করিবে, ইংরাজেরা ভারত জয় করিয়াছে, অতএব ইংরাজেরাই ভারতের সার বস্তু ভোগ করিবে। কিন্তু লর্ড রিপনের কার্য্য দোষে সেই রত্ন ইংরাজের হস্তভ্রষ্ট হইতে চলিল, অতএব লর্ড রিপন দুরাত্মা! তাঁহার ইহলোকে থাকা উচিত নয়। ইংরাজের গোলাগুলি চালাইবার নিবারক বিধি নাই, লাইসেন্সও নাই। যদি কোন দুরাত্মা রিপন বাহাদুরের অনিষ্ট করিবে মনে করে, সে স্বচ্ছন্দে অভীষ্ট সাধন করিয়া লইবে। এই কারণেই আমরা তাঁহাকে এত সাবধান করিতেছি। এরূপও ঘটনা হইতে পারে, যে সকল ইংরাজের মন নিতান্ত নিকৃষ্ট নয়, মহোন্নতও নয়; তাদৃশ ইংরাজেরা দলবদ্ধ হইয়া রিপন বাহাদুরকে লর্ড এলেনবরার ন্যায় অসময়ে এ দেশ হইতে অপসারিত করিবার উপায় করিতে পারেন। সে পক্ষেও রিপন বাহাদুরের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সময় থাকিতে তিনি ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষের চিত্তকে সদুপদেশরূপ সুদৃঢ় প্রস্তর দ্বারা নিবদ্ধ করিয়া রাখুন, তাহা যেন কোনরূপে বিচলিত না হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের মোক্তার নিয়োগ।

কলিকাতা হাইকোর্টের মোক্তারেরা এত দিন জুয়ারে ভাসিতেছিলেন, এখন তাঁহাদিগের একটা হিল্লা লাগিল। এত দিন তাঁহারা অচিহ্নিত ছিলেন, চিহ্নিত হইলেন। এখন আর যে সে ব্যক্তি হাইকোর্টে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বাক্য-বিক্রয়ী গাঁটকাটা দলের অন্ন উঠিল। হাইকোর্ট নিয়ম করিয়াছেন, যাঁহারা কলিকাতা মান্দ্রাজ বা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায়, বাঙ্গালা অথবা মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রশংসাপত্র প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তাঁহারাই মোক্তার হইতে পারিবেন। নূতন মোক্তারদিগকে সচ্চরিত্রতার প্রমাপক পত্রও প্রদর্শন করিতে হইবে। অসচ্চরিত্রতা প্রকাশ হইলে দণ্ডেরও বিধি হইয়াছে। তাহাও সামান্য নয়, ৫০০ টাকা। এ নিয়মটী অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে কেবল হাইকোর্টের কার্য্যের শৃঙ্খলা ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে তাহা নয়, যাঁহারা বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদেরও জীবিকা লাভের একটী প্রধান উপায় হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে ২০০০ দুই হাজার টাকা প্রতিভূ স্বরূপ দিতে হইত, এক্ষণে ১০০০ এক হাজার টাকা দিতে হইবে। এটীও বিলক্ষণ সুবিধার কথা। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের দুই হাজার টাকা জমা দেওয়া সহজ নয়। তাহাদের অনেকে মধ্যবিধ ও দরিদ্র লোকের সন্তান। তাহাদের অনেকাংশের দুই হাজার টাকার সংস্থান করা দুষ্কর হইত। সুতরাং দুই হাজার টাকা জমা দিবার যে খাটী—অনেকের হাইকোর্টে প্রবেশ-পথের কণ্টক হইত।

যাঁহারা মোক্তার হইবেন, কলিকাতার সীমার মধ্যে তাঁহাদিগের একটী কার্য্যস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে এবং সেই কার্য্যস্থানের ঠিকানা আপীল বিভাগের রেজিষ্ট্রারের নিকটে দিতে হইবে। মোক্তারদিগের কার্য্য কর্ত্তব্য ও ক্ষমতার বিষয় নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

তাঁহারা নিজ নিজ মক্কেলের নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিয়া উকীল আটর্ণি প্রভৃতিকে তাহা জানাইবেন এবং তাহাদের নিজ নিজ মক্কেলের মকদ্দমার সময় আদালতে উপস্থিত থাকিতে হইবে। মক্কেলের কোন প্রকার আবেদন করিতে হয়, আদালতের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারির নিকটে করিবেন, সাক্ষ্য সম্বন্ধে আদালতের নিকটে করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগকে আদালতের নথি দেখিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। এ নিয়মটী শুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে না। তাঁহারা যদি নথি দেখিতে পান, উকীল আটর্ণি প্রভৃতিকে সেই কার্য্য করিতে হইবে। তাহাতে তাঁহাদিগের অনর্থক সময় নষ্ট হইবে। সে সময়ে তাঁহারা আইন ও নজীর প্রভৃতির অন্বেষণ করিলে তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে। বিশেষতঃ এ নিয়ম মোক্তারদিগের অবমাননাসূচক। ইহাতে ক্ষমতার সঙ্কোচ করা হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার সংশোধন করা কর্ত্তব্য।

যাহাদিগের উপরে বিশ্বাস্য কার্য্যভার ন্যস্ত করা হইতেছে, তাহাদিগকে যদি এরূপে অবিশ্বাস করা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মোক্তারী ক্ষমতা প্রদান করা বিড়ম্বনার বিষয় বলিতে হইবে। ইহাতে কেবল যে তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইবেন, এরূপ নয়, তাঁহাদের মনও বিকৃত হইয়া উঠিবে। তাঁহাদের যে সচ্চরিত্রতার প্রমাণ লওয়া হইতেছে, তাহারও যোগিতা ও বলবত্তা থাকিবে না।

মোক্তারেরা মক্কদ্দমার নথির অনুবাদ প্রভৃতির ও প্রতিভূস্বরূপ টাকা জমা দেওয়া ও টাকা ইয়া লওয়া প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারিবেন। রা পুনর্বার কহিতেছি, যাহাদিগের হস্তে এরূপ ভার ন্যস্ত হইতেছে, তাঁহাদিগকে নথি বার ক্ষমতা না দেওয়া কোনক্রমেই বৈধ হইতে না। যখন ৫০০ টাকা দণ্ডের বিধি ও আদা- হইতে চিরকালের মত বহিষ্কৃত করিয়া দিবার হইতেছে, তখন তাঁহারা নথির কাগজ বাহির য়া লইবেন, এ আশঙ্কা করা কি উচিত হয়? সকল গাঁটকাটা দলেরই কাজ। এখন যাঁহারা ক্লার হইতে চলিলেন, তাঁহাদের সে দোষ থাকি- সম্ভাবনা নয়। যাঁহাদের স্বভাব ভদ্র না হইবে, হাদের হাইকোর্ট যাইবারও সাহস হইবে না। াস করিয়া তাঁহাদিগকে অধিকতর ভদ্র করিয়া বার চেষ্টা পাওয়াও হাইকোর্টের কর্ত্তব্য। যেমন াভার না দিলে লোক কণ্ঠ হয় না, তেমনি াস না করিলে লোক বিশ্বাসপাত্র হয় না।

মকদ্দমার নিষ্পত্তির এক মাসের মধ্যে মোক্তা- নিজ মক্কেলের নিকট তিনি যে ভাষায় বুঝেন ভাষায় ব্যয়ের সমুদায় হিসাব দিতে হইবে। াতে উকীলের স্বাক্ষর থাকিবে। যে ফরমে ত হইবে, তাহাও নিয়াবলীর অন্তর্নিবেশিত হই- ত। যে মোক্তার এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করি- , তাঁহার ৫০০ টাকার অতিরিক্ত না হয়, এরূপ হইবে এবং তিনি কার্য্যে স্থগিত হইবেন। ন্নে, যে মোক্তার অসদ্ব্যবহার-দোষে দূষিত হই- , তিনি কার্য্যে স্থগিত বা পদচ্যুত হইবেন

মোক্তারেরা মক্কেলের নিকটে শতকরা ১৫ টাকা শন পাইবেন এবং উকীলেরা ৮৫ টাকা পাই- । এ নিয়মটীও ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। ক্ষ মোক্তারদিগের যে পঞ্চার ২০ টাকা কমিশন ল, সেইরূপই রাখা উচিত। উকীলদিগের শত- া ৮০ টাকা কমিশনের ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা তিগ্রস্ত হইবেন না।

নিয়ম করা হইয়াছে, ২০ বৎসরের মধ্যে কেহ ালতী পদ পাইবেন না। এ নিয়মটীরও কিছু বিবরণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কুড়ি সরের পরে মোক্তারীতে প্রথম প্রবিষ্ট হইতে বে। তাহার পর তিন বৎসরকাল বহুদর্শী পাকা াক্তারের নিকটে থাকিয়া কাজ শিখিতে হইবে। হার পর পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন। এ ব্যবস্থা লে মক্কেল ও আদালত উভয়ের পক্ষে মঙ্গল ইবে।

নিয়মাবলীতে নিম্ন লিখিত তের জন জজের স্বাক্ষর াছে।

১। রিচার্ড গার্থ।
২। রমেশচন্দ্র মিত্র।
৩। এইচ, এস, কনিংহাম।
৪। ডবলিউ এফ, মাকডনাল।
৫। এইচ, টি, প্রিন্সেপ।
৬। এইচ, উইলসন।
৭। এস, আর, টটেনহাম।
৮। এ, টি, মাকলীন।
৯। সি, ডি, ফিলড।
১০। জে, ওকিনেলি।
১১। মাকেঞ্জনাথ বসু।
১২। ডবলিউ, মাকফর্সন।
১৩। জে, কিউ, পিগট।

মিরারের একটী কর্ত্তব্য কর্ম্মের সদনুষ্ঠান।

দেশীয় সংবাদপত্রে যে সমস্ত মত প্রকটিত হয়, দেশীয় সম্পাদকগণ প্রজাসাধারণের মুখস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের যে সমস্ত মনোভাব ব্যক্ত করেন, অনেক সময়ে তৎসমুদায় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইতে পার না। ইংরাজি সংবাদপত্রের ইংরাজ সম্পাদকেরা কেবল ছিদ্রান্বেষী, তাঁহারা পদে পদে কেবল দেশীয় সংবাদপত্রের ছলান্বেষণ করিয়া বেড়ান। দেশীয় ভাষায় তাঁহাদের তাদৃশ অধিকার নাই, সুতরাং সময়ে সময়ে নানা কথার বিপরীত অর্থ ঘটাইয়া অন র্থপাতের উপক্রম করেন। দেশীয় সংবাদপত্রের বিনাশসাধনই তাঁহাদের চিরানুষ্ঠেয় ব্রত। অতএব তাদৃশ পত্রিকা হইতে এ দেশের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

আমাদের সুযোগ্য সহযোগী মিরর সম্পাদক এদেশীয় সম্পাদকদিগের মনের খেদ মিটাইবার অনেকটা যত্ন পাইয়া থাকেন। তিনি দেশীয় সংবাদ পত্র প্রকাশিত মতগুলি মধ্যে মধ্যে স্বীয় পত্রিকায় উদ্ধৃত করেন। এ প্রকার আচরণ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। আশা করি ইংরাজিভাষায় লিখিত অন্যান্য সংবাদপত্রের দেশীয় সম্পাদক মহোদয়গণ মিররের সদনুষ্ঠানের অনুকরণ করেন। তাহাতে স্বদেশের যে বিলক্ষণ হিত সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। সকলেই যদি সমস্বরে দেশীয় সংবাদ পত্রের সারবান্ মতের স্থূল স্থূল তাৎপর্য্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অবশ্যই গবর্ণমেণ্টের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে। এই অশিক্ষিত ভারতবর্ষে সাধারণ মত যে কি পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

এতদ্দেশে সাধারণ প্রজার স্বতন্ত্র মত আছে কি না, গবর্ণমেণ্ট তাহা কিরূপে জ্ঞাত হইবেন? ইংরাজি সংবাদপত্রের মুখেই গবর্ণমেণ্ট প্রজার মন ও সুখ দুঃ জানিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন সাধারণের মতামত অব গত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু ইংরা সম্পাদকগণ নবাগত গবর্ণর জেনরলের অপেক্ষ এ দেশের অবস্থা বড় অধিক জানেন। আর যাহাও জানেন, ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য মুখে হস্তাচ্ছাদ করিয়া রাখে, তাহাও প্রকাশ করিতে দেয় না শিক্ষিত সমাজের নব যুবকেরা যদাপি আপনাদে মতামত প্রকাশ করেন, তাহা বিদ্রোহসূচক বা বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি এরূপ হইল, মফস্বলে সাধারণ প্রজার মত কে মাথায় করিয়া আনিয়া ল সাহেবের দিবা মন্দিরে পৌঁছিয়া দিবে? সন্ধ্যার কার্য্যে অবকাশ পাইলে চণ্ডীমণ্ডপে, গুরুমহাশয় পাঠশালে, ঘাটের ঘাটে এবং বরযাত্রীর সভ তাহার কতকটা প্রকাশিত হয়। দেশীয় সংবা পত্রেও সেই মত কিছু কিছু ব্যক্ত হয়, কিন্তু গব মেণ্ট তাহার বিশেষ তত্ত্ব লন না। এরূপ অবস্থ যদি ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা স্ব পত্রিকায় দেশীয় ভাষায় লিখিত সমাচার প্র প্রস্তাবের সারাংশ উদ্ধৃত করেন, তাহা হইলে বি ফল দর্শে।

মধুমক্ষিকাপালন।

ভারতবর্ষে এমন অনেক দ্রব্য জন্মে, যাহা উৎ দন করিতে অর্থব্যয় নাই, অধিক বুদ্ধিখরচ ন এবং কোন কষ্টও নাই। অথচ তৎসমুদয় পর্য্যাপ্ত উৎপাদন করিতে পারিলে লোকে বিল লাভবান্ হইতে পারেন। কিন্তু এ দেশীয় কোন বিষয়েই উন্নতি করিতে অগ্রসর নহেন, কাল যেমন চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ চল কিছুরই উন্নতি করিব না, কমলযোনির বেদ নিষেধ আছে: অবনতি হয় যদি, যুগধর্ম্মের দিব, অদৃষ্টের নিন্দা করিব। আমরা আর শিখি নাই, পুরুষানুক্রমে কেবল কলিকা এবং প্রাক্তনের দোষবাদ করিতেই শিখিয়া বুদ্ধি ও অধ্যবসায়বলে ইংলণ্ডীয়েরা যে স্থলে গলাইবেন, আমরা সেখানে একটী তৃণেরও উৎপ করিতে পারি না।

এ দেশে মধু ও মোম হইতে বেশ দশ উপার্জ্জিত হয়। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভার হইতে অন্যূন ৫২০,০০০ টাকার মধু ও মোম বি প্রেরিত হইয়াছে। এই ব্যবসায়ের দ্রব্য উৎপ করা কষ্টসাধ্য নহে, এবং ইহাতে মূলধনেরও শ্যকতা নাই। যত্নবান্ হইলে অতি সামান্য লো এই ব্যবসায় বিস্তীর্ণ করিতে পারেন। হিম পর্ব্বতের নানা স্থানের অধিবাসিগণ আপনাদের

নির্ম্মাণের সময় মধুমক্ষিকা বাসবার উপযুক্ত
করিয়া রাখে। আসাম অঞ্চলেও এই রীতি প্রচ-
ত আছে, কিন্তু কৃত্রাপি উহার উন্নতিসাধনের
দৃষ্টি নাই। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হই-
, ভারতবর্ষের টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মচারী
লস সাহেব বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া
শে মধুমক্ষিকাপালনের উন্নতি করিবেন। ভারত-
গণ তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, উহাই আমাদের
না। নড়বা চা, আফম, রেশম, নীল প্রভৃতি
ার ন্যায় লাভের সারাংশটুকু যদি ইংরাজ বণি-
া গ্রাস করেন, তবে আর উপকার কি? ভারত-
রা কোন আদপেটার মজুর খাটিবেন আর
াত খাইবেন।

লর্ড রিপন বাহাদুরের প্রতি দেশের লোকের মনের ভাব।

গোকুল বিপিনে বিনোদ বেণুর সুমধুর স্বরমাধুরী
করিয়া বনের পশু পক্ষীরও নয়ন ঝুরিয়াছিল,
াদেরও নয়ন হইতে প্রেমধারা বহিয়াছিল।
াদের শ্রদ্ধাস্পদ লর্ড রিপণেরও সজলয় আচরণে
সমস্ত ভারত প্রেমধারায় ভাসিতেছে; মানুষের
কি?—আজ পশু পক্ষীরও চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু
লিত হইতেছে। আজ ভারতবাসিগণ হৃদয়ের
জ্ঞতা ভার সাদরে লর্ড রিপণকে উপহার দিতে-
। আজ সকলে মনের অনুরাগে উদ্বাহ হস্তে
রিপনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। সেই আশী
দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা-সংযোজন আজ ফলে পরিণত
ল। সেই ১৮৫৮ অব্দের প্রতিজ্ঞা আজ কার্য্যে
য়া দাঁড়াইল। ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতের শাসন-
স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের
শ কোটি লোকের সুখ দুঃখের দাত্রী হইলেন
বর্ণভেদ থাকিবে না; ধর্ম্মভেদ—তৎপ্রতিও
আর নেত্র নিক্ষেপ করিবে না। ইংলণ্ড
ত মহোদধি দ্বারা ব্যবহিত; কিন্তু আজ হইতে
জল মিশ্রিত হইয়া গেল। এখন যোগ্যতাই
রণীয়—জাতীয়ত্ব নহে। গুণবত্তাই পূজনীয়—
ত্ব নহে। যিনি গুণবান হইবেন, যিনি কার্য্যক্ষম
ন, তিনিই সাম্রাজ্যের উচ্চাসন লাভে অধিকারী
বন।

এতাবৎকাল এই প্রস্তাব কেবল বাক্যেই ছিল,
য্যে পরিণত হয় নাই। আজ পবিত্রাত্মা মহোদার-
সম্পন্ন লর্ড রিপন ন্যায়পরতা ও সমদর্শিতাগুণের
থ পরিচয় দিলেন। তিনি পর্ব্বততুল্য রাশিপরি-
বিঘ্নকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া কেবল ঔদার্য্য-
র মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। পাঠক! কলি-
তার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে কিয়ৎ-
দিনের নিমিত্ত মান্যবর শ্রীযুক্ত জষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র নিয়োজিত হইলেন। লর্ড রিপনকে চতুর্দ্দিকে যে প্রকার আত্মম্ভরি ভারতবিদ্বেষী মহাপুরুষেরা আসিয়া ঘিরিয়াছিলেন; ভয় হইয়াছিল—বুঝি বা তাঁহার নির্ম্মল চিত্ত কলুষিত হয়। ন্যায়াঙ্ক চিত্তাহিত-বিবেকপরিশূন্য যে সমস্ত লোকে দলে দলে আসিয়া লর্ড রিপনের অমৃতময় চিত্ত বিষাক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অত্যন্ত আশঙ্কা হইয়াছিল, বুঝি বা আজ জগতের আনন্দনিধি সুধাগারে গরল উঠিয়া পড়ে। কিন্তু লর্ড রিপনের হৃদয়ে প্রজ্বলিত অগ্নি-তুল্য ন্যায়পরতার শিখা জ্বলিতেছে, যাবতীয় আপত্তি ও স্বজাতির প্রতিবাদে তদীয় সেই ন্যায়পরতার অগ্নি গিয়া ভস্মীভূত হইয়া পড়িল। এখন ইংলিসম্যান আবার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বিরলে অশ্রুবর্ষণ করুন। তাঁহার সহযোগীরা দুঃখের দুঃখী হইয়া এক বার গলা ধরিয়া কাঁদুন।

আমরা পবিত্রচিত্ত লর্ড রিপনকে আর অধিক কি বলিব,—আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতাই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর সেই সমস্ত অমূল্য ধনের অধিকারী হইয়া আজ আমাদের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিলেন। অনেকে মনে করিবেন, আমরা চাটুবাক্যে মহাত্মা লর্ড রিপনের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেছি; কিন্তু বলিব কি, আমাদের হৃদয়ে এ প্রকার আনন্দের স্রোত ও কৃতজ্ঞতার প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া বহিয়া যাইতেছে যে, তৎসমুদায় ব্যক্ত করিলে প্রকৃত চাটুবাদেরও অধিক হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর জেনরেলদিগের শাসনকাল স্মরণ করিয়া দেখুন, তাঁহাদের শাসননীতি শাসনপ্রণালী একবার পর্য্যালোচনা করুন,—বলুন দেখি, স্বর্গ মর্ত্তের ন্যায় প্রভেদ উপলক্ষিত হয় কি না? কোন্ গবর্ণর জেনরলের শাসনকালে ন্যায়পরতা এরূপ বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল? দেখাইয়া দিউন, কোন্ গবর্ণর জেনরলের শাসন কালে উদারতা সর্ব্বসমক্ষে আসিয়া আপনার এরূপ পরিচয় দিয়াছিল? প্রায় দেড় শত বৎসর অতীত হইল, ইংরাজজাতি ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কই—এমন সমদর্শিতা কখন কি দর্শিত হইয়াছে? আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, আজ যদি অন্য গবর্ণর জেনরেল ভারতে উচ্চতম আসনে আসীন থাকিতেন, তাহা হইলে কখনই আমরা জষ্টিস মিত্রকে হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতির পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতাম না। তাঁহারা অবশ্যই সত্যের, গুণের, ন্যায়পরতার অবমাননা করিয়া স্বজাতির সম্মান রক্ষা করিতেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা ও সত্যনিষ্ঠায় জলাঞ্জলি দিয়া ভারতের হ্রী-সৌভাগ্য-কাতর বিষম ভারতবিদ্বেষীদিগের থাকোই আদর করিবেন। কিন্তু লর্ড রিপন প্রকৃতির লোক নহেন। ধর্ম্মনীতি তদীয় সকল কা নিয়ন্ত্রী; সত্যপরায়ণতাই তদীয় কার্য্যকলা অভিনেত্রী।

যৎকালে তিনি ভারতের উচ্চাসনে অভি হইবেন, এইরূপ কল্পনা হইল, অনেকেই তাঁ বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। হইবেন অনেকেই যে, ভারতের বিদ্বেষী। ভারতবাসী ব্রিটিশ জাতির সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইবেন, অনেকের ইচ্ছা নহে। আজ লর্ড রিপন ভা আসিয়া অপক্ষপাত ব্যবহার করিবেন, সদ্গু মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, এটী কি তাঁহাদের প্র সহ্য হয়? তিনি সহধর্ম্মিতা মানিতেছেন না, স জীয়তা ও সবর্ণতা গ্রাহ্য করিতেছেন না, স্বা কোন্ কুটিলচিত্ত ব্যক্তি ঈদৃশ ব্যক্তির হস্তে ভার সমর্পণ করিতে সাহস করিতে পারেন? অ কথা যাহাই হউক, এখন আমরা কায়মনোবা এই প্রার্থনা করি, লর্ড রিপন দীর্ঘজীবী হ ভারতবাসিগণ প্রার্থনা করুন, লর্ড রিপন যেন অ অতিরিক্ত পাঁচ বৎসর এ দেশের শাসন ক নিযুক্ত থাকেন। আমাদের সর্ব্বপ্রকার আশ একেবারে নির্ম্মূল হইতেছিল, আজ আবার পুনর্মুকুলিত হইতে চলিল। সিবিল সর্ভিসের প দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ভারতবাসিগণ এই আর একবার আবেদন করুন। লর্ড রিপন অব আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবেন। তিনি ২৫ ব বয়ঃক্রম পরীক্ষার কাল নির্দ্ধারিত করিয়া দি ভারতবাসিগণ যাহাতে পরীক্ষা দিতে সক্ষম তিনি তাহার পথ সুগম করিয়া দিউন।

যাঁহারা জানেন, আমরা কেবল ইংরাজ গ মেণ্টের নিন্দাবাদ করিয়া থাকি: যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিদ্ আজ সেই সমস্ত ভ্রান্ত মহাত্মারা আমাদের হৃদ অনুরাগ স্রোত এবং কৃতজ্ঞতা প্রবাহ দৃষ্টি ক কিরূপে লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে হয়, তৎ তাঁহারা একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। এই ভ স্নেহ মমতায় মুগ্ধ হইয়া থাকে, এই ভারতে সদয়াচরণে বশীভূত হয়। লর্ড রিপন সদৃশ বান, সদ্গুণান্বিত ব্যক্তি ভারতের উচ্চ আ অধিষ্ঠিত থাকিলে এতদ্দেশে সৈন্য সামন্ত রা প্রয়োজন নাই,—কৃতজ্ঞতা পাশে ভারত বদ্ধ থাকিবে। আমাদের প্রার্থনা, আমাদের এক এই আকিঞ্চন—লর্ড রিপন সদৃশ সহৃদয় ব্যক্তি চিরকাল ভারতের গবর্ণর জেনরল হইয়া আইসে

আয়র্লণ্ডের পরিণাম।

আমরা দেখিতেছি, আয়রলণ্ডের প্রজ্বলিত অগ্নি ক নির্ব্বাণ হইতেছে না। তথাকার লোকেরা নতালাভার্থী হইয়া এককালে উন্মত্ত হইয়াছে। তাহাদিগের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও ভাব ন ঐ রঙ্গের রঙ্গিগণ তাহাদিগের সহিত মিলিত ার অভিলাষী হইতেছে। ইউরোপে আজ কাল ঙ্গের রঙ্গির অপ্রতুল নাই। যদি ক্রমে ক্রমে সক এক হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। রাজ র বিষম বিপদ, তাঁহাদের প্রাণরক্ষা ভার হইয়া বে, পৃথিবী রক্তে প্লবিত হইবে, রণপ্রাঙ্গণ শ্মশান র ন্যায় শৃগাল কুক্কুরের আবাস হইয়া উঠিবে। ক! ইংলণ্ডেই বুঝি এই ব্যাপারের প্রথম অভি- হয়। আয়রলণ্ডবাসিগণের স্বাধীন হইবার চেষ্টা ন রাজপুরুষগণ মন্ত্রণা করিতেছেন এবং রাজ্যের ত্ব রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন। বার হয় আয়রলণ্ড শ্মশান, না হয় স্বাধীন হইবে। ফেনিয়ানদিগের হইতে ব্যাপার যখন এরূপ ন্তর হইয়াছে, তখন লিবিলিষ্টদিগের সাহায্য লে আয়রলণ্ডবাসিরা যে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিবে, ষয়ে সন্দেহ নাই। আয়রলণ্ডবাসিরা প্রাণ অপেক্ষা ানতা ধনকে অধিকতর মূল্যবান জ্ঞান করিয়াছে। হারা মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন করিবে য়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। লিবিলিষ্টেরা উহা- কে আপনাদিগের ন্যায় এতে ব্রতী দেখিয়া ীবন্ধন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করি- প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

গত ২৫ শে জুন সোমবার সায়ংকালে এক গৃহে মবিকার দেশের ৬ কোটি লিবিলিষ্টদিগের হইতে প্রধান ব্যক্তি সমবেত হইয়া একটী সভা করেন। ম পরস্পরে মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার প্রস্তাব । ইংরেজ মন্ত্রী মিনিষ্টার মাইকেল কার্লোভিজ লিবিলিদিগের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া বলি- ছেন, তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগের কার্য্যের সহিত রলণ্ডবাসিদিগের বর্ত্তমান কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য ছে। গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার ও দাসত্ব নিবন্ধন ড় রাজ্যের প্রজাগণ যেরূপ উত্তেজনাগ্রস্ত হইয়া, তাহা হইতে মুক্ত হইবার পরস্পরের উদ্দেশ্য। ং এক্ষণে লিবিলিষ্টদিগের অবস্থা দর্শন করিলে াদিগকে মাসিয়া শাসনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া প্রতীত হইবে। এই কার্য্যে কার্শর অদ্ধেক ক এবং অর্দ্ধেক সরকারী কর্ম্মচারীর যোগ ছে। এক্ষণে তাঁহাদিগের যেরূপ দলপুষ্টি হই- ছে, তাহাতে তাঁহারা অন্যের সাহায্য করিলে কার্য্য হইতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছে। তিনি বলিয়াছেন, আয়রলণ্ডবাসিদিগের বর্ত্তমান কার্য্যনীতি প্রশস্ত নহে। উহার কোন কোন অংশের সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া লিবিলিষ্টদিগের ন্যায় দৃঢ় করা কর্ত্তব্য। বক্তা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন, আয়রলণ্ড সম্বন্ধে তাঁহাদিগের বিষম ভ্রম হইয়াছে। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও প্রচার যে সকল শস্ত্র থাকা আবশ্যক, তাহা সহজে না দিলে বলপূর্ব্বকই গ্রহণ করিতে হইবে। আর ইংলণ্ড যতই কেন ভাল হউন না, বর্ত্তমান ব্যবহার দর্শনে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে তাঁহারা আয়রলণ্ড শাসনের যোগ্য পাত্র নহেন। এই কারণেই আয়রলণ্ডবাসীরা স্বাধীন হইবার চেষ্টা পাইতেছেন। বক্তা উপসংহারে বলিয়াছেন, বিলাতের সোসালিষ্ট অথবা কমিউনিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদিগের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই, ঐ দুটী দল অতি অকর্ম্মণ্য।

দ্বিতীয় বক্তা ব্যাল্টিমোর নিবাসী পিটার ও কেলান। তিনি বলিয়াছেন, আয়রলণ্ডবাসীদিগের কার্য্যপ্রণালী ভিন্নরূপ হইলেও তাহাদিগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য লিবিলিষ্টদিগের তুল্য। আয়রলণ্ডবাসিরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব ও অত্যাচার সহ্য করিয়া স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা বিস্মৃত হইয়াছে, এবং কিরূপ করিলে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আয়রলণ্ডের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ক্রীতদাসের ন্যায় স্বাধীনতাবিহীন হইয়া আছেন, এই কারণে তাঁহারা ফেনিয়ান দলের কৃত নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়াছেন। উপস্থিত ঘটনায় তাঁহারা প্রবল পরাক্রান্ত লিবিলিষ্টগণের সহানুভূতি পাইলে নিশ্চয়ই কার্য্যোদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। তাহা হইলেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, আয়রলণ্ডবাসীরা তাঁহাদিগের প্রবল বৈদেশিক শত্রু। গ্রেট ব্রিটেন হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজত্ব লোপ করা আয়রলণ্ডবাসীদিগের অভিপ্রেত নহে। ওয়েলস ও স্কটলণ্ডবাসী প্রভৃতি যদি দাসত্ব স্বীকার করিয়া থাকিতে চাহেন থাকুন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের কার্য্য ভুলিবেন না।

তৃতীয় বক্তা কায়েক নিবাসী টমেস পেট্রোভস্কি ও ব্যাল্টিমোরবাসী ডেনিস মলোনি। ইঁহারাও পূর্ব্বোক্ত বক্তাদিগের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের এরূপ একটী সন্ধি করা উচিত, যে পরস্পরে পরস্পরের বিপত্তিতে সহায়তা করিবেন, আর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট আয়রলণ্ডবাসীদিগের উপর যে অত্যাচার করিতেছেন, তদ্দ্বারা আয়রলণ্ডবাসিরা অধিকতর উত্যক্ত হইতেছে, পরিণামে তাহারা আরও ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিবে। ফল প্রকৃত লিবারল কেহই নাই। রক্ষণশীল ও লিবারল দুই অত্যাচারী, তবে কিছু কমবেশ এই প্রভেদ। এই মাসের শেষে পার্লিমেণ্ট এই দল সভা বসিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।"

পাঠক! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ভয়ের কারণ কি না? প্রথম বক্তার বাক্যে ব য়ার লিবিলিষ্টদিগেরও ক্ষমতার বিলক্ষণ প পাওয়া যাইতেছে। একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তির দশ জন দুর্ব্বল লোক পড়িলে পরাক্রান্ত ব্যক্তি ক ক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে পারেন? আয়রলণ্ড এ যেরূপ বিক্রমের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ য়াছে, তাহাতেই ত বিষম শঙ্কা জন্মিয়াছে। তা পর আবার যদি লিবিলিষ্ট প্রভৃতির যোগ হয়, ত হইলে যে ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবে তাহাতে স সন্দেহ নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও যেরূপ প্রতিজ্ঞ ও প্রবল পরাক্রান্ত, তাঁহারাও যে সহ নিবৃত্ত হইবেন তাহাও বোধ হয় না। এ অব আয়রলণ্ডবাসিদিগকে কতক কতক স্বাধীনতা প্র ও জমীদারের অত্যাচার নিবারণের উপায় বি করিয়া সামঞ্জস্যের একটী ব্যবস্থা না করিলে ত ম দেখি না। ইংলণ্ড বিদ্রোহদমনের যত ক আইন করুন, কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, এ বোধ হইতেছে না। ইংলণ্ড যত কঠোর বিধি ক তেছেন, আয়রলণ্ড তত উত্তেজিত হইতেছে। সহজ ব্যাপার নহে। আমরা কার্য্য দ্বারা দেখি পাইতেছি, আয়রলণ্ড ভারত নয়, মিশর নয়, ব্র নয়, আফগানস্থানও নয়, তথায় ইংলণ্ডীয় রাজ যেরা সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। দুঃখের বিষয়, এক অভিমানের প্রভাবে ইংলণ্ড লোকক্ষয় হইতে চলিল।

মিত্ররাজগণ ও পলিটিকাল এজেণ্ট।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্র রাজগ ণ গোলযোগ ঘটে, তাহার পোলিটিকাল এজেণ্ট তাহার অধিকাংশের কারণ। ভাল লোক যে ণ্ডেণ্ট পদে নিযোজিত না হওয়াতেই বড় অ ঘটিয়া থাকে। মিত্র রাজগণ সদা বিপন্ন হ আছেন। তাঁহারা নামে স্বাধীন; কিন্তু কার্য্ত পোলিটিকাল এজেণ্টের দাস। অন্য কথা তাঁহারা হস্তপদ বিস্তার করিয়া শয়নস্থলও অধি করিতে পারেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁ দের মিত্র। পোলিটিকাল এজেণ্টেরা গবর্ণমে প্রতিনিধি। তাঁহাদের হইতে মিত্রোচিত ব হওয়াই উচিত। কিন্তু মিত্রোচিত কার্য্য না

যোচিত কার্য্যেরই প্রাদুর্ভাব হয়। পোলিটি-
এজেন্টগণ যদি মিত্ররাজগণকে লওয়াইয়া তাঁহা-
রাজ্যের উন্নতিসাধনের উপায় বিধান করিতে
ন, তাহা হইলেই মিত্রোচিত কার্য্য হয়; কিন্তু
প্রায় কার্য্যে ঘটে না। যে নিমিত্ত আমরা এ
ণ্ডর প্রসঙ্গ করিলাম, তাহা এই:—
কাঠিওয়ারের পোলিটিকাল এজেন্ট কর্ণেল
ন দরা পরিচালন। পুরবন্দরের রাণার প্রতি
যে অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত
াছে। রাণা পোলিটিকাল এজেন্টের অনুগত
করিতে দেওয়ানের পদ প্রদান না করাতেই বত
ঘটিয়াছে। এজেন্ট গবর্ণর জেনেরল রাণাকে
লিটিকাল এজেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোল-
গুর মীমাংসা করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু
তাঁহার নিকট না যাওয়াতে এজেন্ট তাঁহার
মানা করেন। ইহাতেও তাঁহার ক্রোধশান্তি
নাই। তিনি এক্ষণে যদুবংশীয় মলহর রাওর ন্যায়
াকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি
াকে উপ্‌রতে আনাইয়া তাঁহাকে তাঁহার নামের
কগুলি বিরুদ্ধ পত্র দেখাইয়া লেখককে অবিলম্বে
করিতে বলেন। রাণা যদি আদেশমত কার্য্য না
ন, তবেই মহা গোলযোগ। পোলিটিকাল এজেন্ট
াকে এ কথাও বলেন, রাণার নিয়োজিত দেও-
নগেন দাস তাঁহার বিপক্ষ। তিনি তাঁহার (পলি-
াল এজেন্টের) যথোচিত নিন্দা করিয়া থাকেন
তাঁহাকে বিলক্ষণ অপমানিত করিয়াছেন
এব দেওয়ানকে পদচ্যুত রাখিলে রাণার ইংরাজ
মেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পাইবে। এই-
নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া তিনি দেও
কে অবসর দেওয়াইয়াছেন। এই নগেন
একজন বিচক্ষণ কার্য্যদক্ষ ও আইনজ্ঞ ব্যক্তি।
দেওয়ান থাকিলে সাহেবের প্রভুত্ব বিষ্ণা-
ব্যাঘাত জন্মে, এই ভাবিয়া নানাপ্রকার কৌশলে
াকে তাড়াইলেন বটে, কিন্তু তিনি গুপ্ত কথা
ার পত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বোম্বাই
মেণ্ট এ বিষয়ে যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন
ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সাহেব এক্ষণে
রূপ কুপিত হইয়াছেন, তাহাতে রাণার অপদস্থ
ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ভাল জিজ্ঞাসা করি,
ার নামের চিঠিপত্র পোলিটীকাল এজেন্ট
রূপে পাইলেন? আর এতদিন এ বিষয়ে কোন
াই হয় নাই, যেই রাণার সহিত তাঁহার
াদ হইল, অমনি বিরুদ্ধ পত্র সকল প্রকাশ হইয়া
ড়ল, তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে কুপরামর্শ
া, পত্র লিখিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই
া কর্ণেল বাউনকে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য,
অন্যথা দ্বিতীয় বরদাকান্তের অভিনয় হইবে।
আমরা জানি, যেখানে পোলিটিকাল এজেন্ট, সেই
খানেই গোলযোগ। পোলিটিকাল এজেন্টদিগের
অত্যাচারবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় না, হইলেও উপায়
থাকে না। প্রমাণ সংগ্রহ যে কিরূপ দুরূহ হইয়া
উঠে, হাইদরাবাদ-সংক্রান্ত ষ্টেটসম্যানের ব্যাপার
যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন।
রাজা প্রজা সকলেই ভয়ে ত্রস্ত। পোলিটিকাল
এজেন্টেরা আইন অনুসারে কার্য্য করেন না।
আইন জানে না। আইনও মানেন না। তাঁহাদিগের
শ্রীমুখ হইতে যাহা বহির্গত হয়, তাহাই আইন।
তাঁহাদিগের নিকট উকীলের ওকালতী চলে না,
ব্যারিষ্টারের ব্যারিষ্টারী চলে না। আইন দেখাও,
নজীর দেখাও সকলই অগ্রাহ্য। তাঁহাদিগের মনে
যেরূপ উদয় হয়, কার্য্য তদনুরূপ হইয়া থাকে।
আর এক কথা, এ বিভাগে সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিত লোকের
সংখ্যাও অল্প। সামরিক বিভাগের লোকেই এই পদ
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের হস্তে রাজ্যশাসন
সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ন্যস্ত হয়। কি স্বত্বাস্বত্বের
বিচার, কি ফৌজদারী বিচার, কি রাজস্বসংগ্রহের
উপায়, কি সংগ্রামকার্য্যের আয়োজন, সকলই তাঁহা-
দিগকে করিতে হয়। তাঁহারা যুদ্ধকার্য্য ভিন্ন আর
কোন বিষয়ে অভ্রান্ত ও শিক্ষিত নন। অতএব তাঁহা-
দিগের হস্তে ঐ সকল গুরুতর কার্য্যভার সমর্পণ করা
কোনক্রমে বৈধ হয় না। যাঁহারা বহুকাল আইনের
আলোচনা ও বি[illegible]কার্য্য করিয়া পরিপক্ক হইয়াছেন,
তাঁহাদেরওস্খলন পদেপদে ভ্রম হয়, তখন সে বিষয়ে
অনভিজ্ঞ ব্যক্তি একাধিপত্য লাভ করিলে তাহার যে
কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হয়, বুদ্ধিমান লোক-
মাত্রেই তাহা অক্লেশে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।
পলিটিকাল এজেন্টদিগের কৃত অন্যায় কার্য্যের আপীল
নাই। আপীল হইলেও তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয়
না। কোন ব্যক্তি কোন দোষে অভিযুক্ত হইলে
তাহার নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার জন্য দুটা কথা
বলে এরূপ লোক পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ যে
সকল স্থানে পোলিটিকাল এজেন্ট থাকেন, সে সকল
স্থানের লোক নিতান্ত নির্ব্বোধ, পশুসদৃশ। তাহা-
দিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই, তাহারা নানা
প্রকার অবিচার ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত। এজেন্ট
গবর্ণর জেনরল সর্ব্বোচ্চ আদালত। তাঁহাকে
কোন বিষয় জানান ও আমাদিগের বিলাত আপীল
এতদুভয় সমান। বিশেষতঃ যে সকল লোক
নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অসমর্থ, সেরূপ
লোকের পক্ষে এজেন্ট গবর্ণর জেনেরলের নিকট
মনের ভাব জানান যে কেমন দুরূহ, তাহা
বলা বাহুল্য। জানাইতে গেলে লোককে সর্ব্বস্বান্তও
হইতে হয়। এই সকল কারণে গুরুতর অত্যাচ
বৃত্তান্ত কাহারও কর্ণগোচর হয় না।

আমরা শুনি এক সময়ে রেওয়া রাজ্যের একজ
উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী অপর একজন কর্ম্মচারীর বিপ
হইয়া তদানীন্তন পোলিটিকাল এজেন্টের নিক
তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া প্রকাশ করেন। এজে
তচ্ছ্রবণে কুপিত হইয়া অমনি তাঁহাকে রাজ্য প
ত্যাগের অনুমতি করেন। তিনিও তদনুসারে রেও
পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূরে আসিয়া বেলায় আধি
নিবন্ধন আহারাদির উদ্যোগ করিতেছেন এ
সময়ে সেই বিপক্ষ ব্যক্তি পোলিটিকাল এজেন্টে
জানাইলেন, দোষী ব্যক্তি অমুক স্থানে অবস্থি
করিয়া যুদ্ধার্থ লোক সংগ্রহ করিতেছেন। পোলি
কাল এজেন্ট ইহার অনুসন্ধান না করিয়া অবিল
তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ দিলেন। ভো
নের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে কতকগু
লোক তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অন্ন বা
ফেলিয়া দিল এবং তাঁহাকে শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করি
লইয়া গেল, তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এ.জণ্ট গব
জেনরলের নিকট অভিযোগ করিলেন, বিচার
হইতে প্রায় বৎসর অতীত হইয়া গেল, শেষে হু
হইল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে উক্ত রাজ্য ত
করিতে হইবে! তদনুসারে তিনি শৃঙ্খলমু
হইলেন এবং তাহাই করিয়া অব্যাহতি পাইলে
পাঠক! এইরূপ যে কত শত অত্যাচার হয়, তা
উহারা নাই, কিন্তু কিছুই প্রকাশ হইতে
না। যিনি প্রকাশ করিবেন, তাঁহার মহা বিপ
তাঁহার অপরাধের বিচার আচার নাই, অমনি ব
কারো শৃঙ্খল পায়ে দিয়া কারাগারে নিক্ষেপ।
কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! এ অবস্থায় লোকের সন্তুষ্ট হ
থাকিবার সম্ভাবনা। কথায় বলে "উড়িতে পারে
পোষ মানে" উড়িবার একটু সুযোগ পাইলেই গে
যোগ বাঁধে। তাই আমরা আমাদিগের দয়ালু গব
জেনরেল লর্ড রিপনের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, দি
দেশীয় মিত্র রাজগণের রাজ্যে উল্লিখিত প্রকার রে
ডেণ্ট নিয়োগের প্রথা রহিত করিয়া এরূপ রে
নিয়োগের ব্যবস্থা করুন, যাহা হইতে মিত্ররাজগ
মঙ্গল হয় এবং তদ্রত্য প্রজারা সুখী হইতে পা
এক্ষণকার রেসিডেণ্টেরা কি মিত্ররাজগণকে স্বস্ব রা
সৎ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের উপদেশ দিতে পারে
কিরূপ আইন ও আদালত প্রতিষ্ঠা করিলে ও কি
রাজস্বপ্রণালীর ব্যবস্থা করিলে রাজ্যের মঙ্গল
এক্ষণকার রেসিডেণ্টদিগের কি রাজাকে লওয়া
সে সকল কার্য্য করাইবার চেষ্টা ও যত্ন আ
তাঁহারা কেবল ছিদ্রান্বেষী। তাঁহাদের হইতে
রাজগণের কেবল অনিষ্ট হয়। যাঁহারা উল্লিখিত

করিতেপারেন এবং আচরনে অভিজ্ঞ ও শান্ত
ব সম্পন্ন হন, তাদৃশ লোক নিয়োগই বিধেয়

ভারত সাম্রাজ্যের পরিণাম।

(ষষ্ঠ প্রস্তাব।)

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি,
ারা যদি গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত থাকে, তাহা
ল রাজ্য স্থিরস্থায়ী হয়। কি কি কার্য্য দ্বারা
ার হৃদয়ে অনুরাগ বদ্ধমূল হয়, অদ্যকার প্রস্তাবে
লোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রথম,
াতে গবর্ণমেণ্টকে প্রজার আত্মীয়-জ্ঞান জন্মে,
ার উপায় বিধান। সে উপায় শাসনপ্রণালীর
ল বিভাগে জেতৃগণের সহিত সমভাবে প্রজার
কার দান। ব্যবস্থাপন বিভাগে যে অধিকার
য়া হইয়াছে, তাহা সামান্য মাত্র। তাহার কিছু
কার্য্যকারিতা ও উপযোগিতা নাই বলিলেই
। রাজস্ব বিভাগে ত অধিকার মাত্র নাই।
ারা যদি আপনাদিগের আয় ব্যয়ের বিষয় আপ-
া জানিতে পারে, বুঝিতে পারে ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য
বেচনা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের
স্তোষের কারণ থাকে না। এখন রাজস্বকার্য্য
পে বিবেচিত ও নির্ব্বাহিত হয়, তাহাতে জেতৃ-
জতত্বভাব স্পষ্ট উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। এ ভাবের
াতে অন্তর হয়, তাহা করা একান্ত আবশ্যক।
ানে ও বিচারকার্য্যেও এ ভাব অন্তরিত করা
ব্য। কোন বিষয়ে কোন অংশে পক্ষপাতের
ন প্রকার সম্পর্ক থাকা বিধেয় নয়, যাহাতে
য় সমদর্শিতা বিরাজমান হয়, তাহার উপায়
ান নিতান্ত আবশ্যক। ফলতঃ যদ্দ্বারা প্রজার
স্তোষ দূর হইবার এবং মঙ্গল ও উন্নতিলাভ হই
সম্ভাবনা, সে সমুদায়ই রাজার প্রতি প্রজার
রাগ বদ্ধমূল করিবার উপায়। আজ আমরা
ল উপায়ের একটী বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা
তে প্রবৃত্ত হইলাম।

হিন্দু দায়ভাগবিধি। যাবৎ ঔদার্য্য সহকারে
মেণ্ট এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করি
ছেন, তৎকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রকৃতরূপে
লাভ হওয়া দুর্ঘট। যিনি যতই কেন সদুপায়
লম্বন করুন না, ভারতীয় প্রজার অবস্থা উন্নত
বার জন্য যিনি যতই কেন চেষ্টা করুন না, এক
টী যদ্যপি সংস্কৃত না হয়, অভীষ্টসিদ্ধি হইবে
বহুকষ্টে অর্থোপার্জ্জন করিয়া কেহ কোটি
হইলেও পঞ্চম পুরুষে তাঁহাকে দ্বারের ভিখারী
ত হইবে। বিবেচনা করুন, কোন ব্যক্তির বার্ষ
ক এক লক্ষ টাকা আয়। তাঁহার যদ্যপি পাঁচটী
পুত্রসন্তান থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় পুরুষে প্রত্যেক ব্যক্তির ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা আয় হইয়া দাঁড়ায়। আবার তাঁহাদের প্রত্যেকের যদি পাঁচটী করিয়া সন্তান জন্মে, তবে তৃতীয় পুরুষে প্রত্যেকের ৪,০০০, চারি হাজার টাকা আয় হইয়া পড়ে। পাঠক! দেখুন, চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষে তাহারা নিম্ন শ্রেণীর গৃহস্থ হইয়া পড়িল। তদ্ভিন্ন হিন্দুদের পরিবার অত্যন্ত বৃহৎ, অনেকেই পরপ্রত্যাশী; প্রায়ই পাঁচ ছয় জন একজনের স্কন্ধের বোঝা। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহস্থের মধ্যে এক ব্যক্তি কার্য্যক্ষম ও উপার্জ্জনশীল, তাঁহার স্কন্ধে চারি পাঁচটী ভ্রাতা তাহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা; মাসতুতো ভাই, খুড়তুতো ভাই, এইরূপ অনেকেই অন্ন ধ্বংস করেন। স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন চলে; কোন ভাবনা চিন্তা নাই, সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত কষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এ দিকে যাঁহারা আলস্যে কালহরণ করেন, অংশের সময় তাঁহারা সমান ভাগ পাইয়া থাকেন। ইহাতে মূলধন সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? পাঠক! দেখুন, যে সমস্ত ধনাঢ্য জমিদারের সংসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র যাবতীয় বিষয়ের অধিকারী হন, অন্যান্য অংশিরা যথাসম্ভব মাসিক নিয়মিত টাকা পাইয়া থাকেন, তত্তৎ স্থলে বিষয়টী নষ্ট হইতে পায় নাই, অন্যথা ভারতবর্ষে একটীও ধনাঢ্য সংসার দৃষ্ট হইত না। সে কারণ আমাদের বিবেচনায় হিন্দু দায়ভাগ পদ্ধতির সংস্কার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের জ্যেষ্ঠ সন্তানেরা বিষয় বিভবের অধিকারী হউন, অন্য অন্য সন্তানেরা এককালে কিছু মূলধন লইয়া কোন একটী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হউন। আর মধ্যবিধ ব্যক্তিরা সামান্য অংশীদিগকে বিদ্যা ও কোন প্রকার ব্যবসায় শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিউন; তৎপরে তাঁহারা স্বয়ং আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিবেন। এই প্রথা অবলম্বন করিলে অনেকগুলি মঙ্গলকর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। প্রথম, ক্রমে বিস্তর লোকের হস্তে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হইতে পারিবে। মূলধন জমিলে বাণিজ্য বিস্তারের সুবিধা হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়, কেহ পরপ্রত্যাশী না হইলে আলস্যের নামমাত্র থাকিবে না। ফলতঃ তখন আর কেহ অলসভাবে কালক্ষেপ করিতে পারিবে না। যে কোন উপায়ে হউক, অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে, সুতরাং অর্থাগমের নানা প্রকার সহজ পথ আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে। তৃতীয়, লোকে সঞ্চয়ী হইবে এবং অর্থের অপব্যয় করিয়া আসিবে। (ক্রমশঃ)

মিশরের দুরবস্থা।

মিশরের দুরবস্থার বিষয় প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে কোন নূতন কথা কহিতে হইবে না। রিউটার যে সংবাদগুলি পাঠাইয়াছেন, আ
এস্থলে তাহার অনুবাদ করিয়া দিতেছি, তাহা পর্য
স্বরূপে পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবে। ৭
জুলাইয়ের সংবাদ এই, আডমিরাল সেমুর অন্য অ
কন্সলের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে বলেন, তিনি মি
গবর্ণমেণ্টের নিকটে ইংলণ্ডের যে শেষ আদেশ প্র
করিয়াছেন তিনি তদনুসারে অবশ্যই কার্য্য ক
বেন, তবে এইমাত্র তিনি অঙ্গীকার করিতে পারে
গোলা নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টা সময় দিবে
ওদিকে মিসরবাসীরা যুদ্ধজাহাজ অস্ত্রশস্ত্রাদির দ্ব
সুসজ্জিত করিবার কার্য্য হইতে বিরত হয়, ম
জুলাইয়ের সংবাদ এই বর্ণ সায়রের প্রথম সৈনা
ভিবরাল্টর হইতে মিসরের অভিমুখে গত কল্য যা
করিয়াছে। মিসরবাসীরা আলেকজাণ্ড্রিয়ার বন্দ
পুনরায় যুদ্ধজাহাজ সাজাইতেছে। এডমিরাল সে
১২ ঘণ্টার মধ্যে সমুদায় দুর্গ তাঁহার হস্তে সম
করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আবার বিবেচনা স্থল
কনষ্টাণ্টিনোপলে যাইবার যে আদেশ দেন তাহা
তিনি অসম্মত হইয়াছেন। বিদেশীয় সমুদায় ক
সলই নিজ নিজ জাহাজে গমন করিয়াছেন। প্র
নিধি ব্রিটিশ কন্সল কার্টরাইট অন্য অন্য কন্সল
জানাইয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ প্রজাগণকে
ঘণ্টার মধ্যে নিজ নিজ জাহাজে তুলিয়া লন, গোল
ক্ষেপ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মিশর কর্ত্তৃপক্ষকে
সংবাদ দিবার নিমিত্ত আডমিরাল সেমুর
গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন। ১
জুলাইয়ের সংবাদ এই, আডমিরল সেমুর মিশর ব
পক্ষকে জানাইয়াছেন মঙ্গলবার ভোর ৪ টার স
তিনি আলেকজাণ্ড্রিয়ায় গোলাক্ষেপ আরম্ভ ক
বেন। ফরাশী যুদ্ধজাহাজ এ কার্য্যে তাঁহার স
যোগী হইবেন না। ব্রিটিশ কন্সল জেনেরল মি
গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন তাঁহাদের সহিত
ন্ধের বিচ্ছেদ হইল। তিনি ন্যরডিস পাশ
এ কথাও জানাইয়াছেন, তাঁহাকে ফেদিভের র
দায়ী থাকিতে হইবে।

১১ ই জুলাইয়ের সংবাদ এই, অন্য অন্য কন্স
সেনুরের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন, অন্য
জাতির যুদ্ধজাহাজ বন্দরের বাহিরে আছে। কে
ব্রিটিস জাহাজ দুর্গের অভিমুখে রহিয়াছে। মি
কর্ত্তৃপক্ষের অধীনতা স্বীকারের কোন লক্ষণ ল
হইতেছে না, অদ্য বেলা ৯ টার সময়ে আলেকজা
য়ায় অতিবেগে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে।
দুর্গ উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। একটা হইতে গো
গুলি আসিতেছে না। অন্য আর একটার গো
নিক্ষেপ শিথিল হইয়া আসিয়াছে। আডমিরাল সে
যে পর্য্যন্ত আলেকজাণ্ড্রিয়ায় গোলাবর্ষণ চ

২ বণিক্ জাহাজ সুয়েজ খালে প্রবেশ করিতে
ধ করিয়াছেন। সুয়েজ খাল কোম্পানি ইহার
বাদ করিয়া কহিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের খাল
াস সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছে। লোহিতসাগর কাঁহা
াজদিগের পক্ষে বন্ধ আছে ইই-
। মিশরবাসিদিগের পক্ষে অনিষ্ট ঘটিবার।
লেকজান্ড্রিয়ার সমুদয় দুর্গ আছে
ইউরোপীয় সৈন্য রক্ষিত হইতেছে না। সমস্ত
ধু কিন্তু বিদেশীয় লোকদিগের বিশ্বাস নাই।
ই সুয়েজ খালে তাহাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিবে।
াশা প্রাসাদ উৎসন্ন করা হইয়াছে।
ইংরাজগণ যুদ্ধ করিয়াছে।
ই ফেব্রুয়ারির সংবাদ এই, গতকল্য ইংরাজদিগের
ত জন ও তুর্ক জন আহত হইয়াছে। মিশর-
দিগের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। ব্রিটিশ জাহা
ড় অধিক অনিষ্ট হয় নাই। লণ্ডনস্থ তুরস্ক
লোবর্ণ পামার্ষ্টন নিমিত্ত অন্যান্য পীড়াপীড়ি
বাছেন। অদ্য (১ ফেব্রুয়ারি) প্রাতঃকালে পুন-
গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। মিশর সৈন্যগণ
রাত্রিতে তাহাদিগের উপর এই প্রকার করিয়া-
। মিশরবাসিরা তুর্ক জাহাজে সঙ্কেতক নিশান
য়া দিয়াছে। সঙ্কেতক নিশানধারী জাহাজ
ব্রিশ জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। সন্ধি প্রস্তাব
যাতে আপাতত গোলাবর্ষণ নিবৃত্ত হইয়াছে।
লেকজান্ড্রিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বদিক হইতে আবার গোলা
ত হইতেছে। এডমিরাল সেমুর অধিকাংশ
াজ লইয়া যাইবার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু
রো আপন আপন ক্ষতিপূরণ আপনারা
বেন।

১৩ ই ফেব্রুয়ারির সংবাদ এই, যে পর্য্যন্ত বন্দরস্থ
মকো ইংরাজ হস্তে সমর্পিত না হইবে তাবৎ আড-
াল সেমুর আরবীবের সহিত সন্ধি করিতে অসম্মত
াছেন। আরবী এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই কিন্তু
াবধান নিযুক্ত আছে। ক্ষেদাইব নিরপেক্ষ আছেন।
পালামেণ্ট সভায় ব্যাডকাল সাধারণ গবর্ণমেণ্টের
ব সাম্রাজ্য নীতির প্রতি দোষারোপ করাতে
ধান সাহেব কহিয়াছেন তাহাদের রক্ষার্থ
যথাপ্রয়োজন গোলাবর্ষণ আবশ্যক হইয়াছে।
য়িজেন ই লার্ড সাহেব ভ্রান্তির বিষয় হইয়াছে,
কথা তিনি অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার মত-
ই আমাদের সর্ব্বপ্রস্তাবভঞ্জনার্থ। মিশর সৈন্য
ক তাহাদের সহায়তা সভায় যাইবার অভি-
য় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত ঐ প্রস্তাব করা
।

১৪ ফেব্রুয়ারির সংবাদ এই, আলেকজান্ড্রিয়ার অভ্যন্তরে মিশর সৈন্যদিগকে লইয়া গিয়া
ছেন। ক্ষেদাইব কোথায় তাহা জানা যায় নাই।
আলেকজান্ড্রিয়া উৎসন্ন হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে কেবল
অগ্নিশিখা উত্থিত হইতেছে। কয়েদিদিগকে খালাস
করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা বিস্তর ঘরে আগুন
দিয়া ভয়ঙ্কর অনিষ্ট করিয়াছে। যে স্থানে ইউরো-
পীয়েরা বাস করে তাহা বিনষ্ট ও একশত ইউ-
রোপীয়কে হত্যা করা হইয়াছে। অনেরা যুদ্ধ
করিতে করিতে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হওয়ায়
তাহাতে তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়াছে। ক্ষেদাইব
মিশর সৈন্য বেষ্টিত হইয়া রামলের প্রাসাদে আছেন,
কিন্তু তাঁহার কি হয় বলা যায় না। আডমিরাল
সেমুর ৬ শত নাবিক সৈন্যকে সমুদ্রতীরে উঠাইয়া
দিয়াছেন। এইরূপ জনরব, মিশর সৈন্যেরা নগরের
বহির্ভাগে একত্রিত হইতেছে। নগরের যাবতীয়
দুর্গের নিম্নে সঙ্কট করা হইয়াছে। ১৯ ই মের
সংবাদ এই, বদরাবেদেরা আলেকজান্ড্রিয়া লুঠ
করিতেছে নাবিকেরা তাহাদিগকে আক্রমণ
করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে। ৭ জন হত হই-
য়াছে। আরাবী বে নিজ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে
নগরের একপ্রান্ত পথ অন্তরে আছেন। তাঁহার হস্ত
হইতে মিশর নগর রক্ষা করিবার পর্য্যাপ্ত ইংরাজ-
সৈন্য ।

ইউরোপীয় সমাচার।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৭ ই জুলাই। কনফরেন্স সভা সোমবার
পুনরায় পামর্ষ্টন সাহেবের বাসায় এক রূপ করিবার নিমিত্ত
আহ্বান করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার অভিপ্রায় হয়, সকলে মিলিয়া
মিশর রাজকার্য্যের বন্দোবস্ত করিবেন সকলের।

মঙ্গল ৮ ই জুলাই। ... আজি সভা হইবে বলিয়া
গত রাত্রিতে ড... সাহেবের নিকট
ছেন, তাঁহারা আলেকজান্ড্রিয়া
ন্দরাবাদ, সাইপ্রসের রাজধানে নিমন্ত্রণ
হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৮ ই জুলাই। কনফরেন্স সভার অধ্যক্ষেরা
তুলহসেন নিকটে ঐ সভার প্রতিনিধি প্রেরণের যে প্রস্তাব
করিয়া পাঠান, সুলতান তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

প্যারিস ৮ ই জুলাই। ফরাসীয় নাবিক সাহায্যার্থ নাসরে
সেনার অসদ্ভাব ৭৮০০০০ ফ্রাঙ্ক (ফরাসী মুদ্রা) দান করি-
য়াছেন।

আলেকজান্ড্রিয়া ৮ ই জুলাই। কর্ণেল সেমুর সৈন্যে
পুনরায় মিশর সৈন্যদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন, মিশর
সেনাদিগের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, তিনি এক্ষণে সেনাদে
যাইতেছেন।

মঙ্গল ৮ ই জুলাই। কনষ্টাণ্টিনোপল ৮ ই জুলাই। কনফরেন্স সভা অদ্য প্রাতঃকালে
প্রতীক্ষায় কনফরেন্স সভা স্থগিত আছে। গত রাত্রিতে আ
প্রানাডল গ্রাণ্ড সভায় কহিয়াছেন, চতুর্দ্দশ ব্যক্তিদিগকে নিয়ত করি
সার প্রতিপ্রায়ে আলেকজান্ড্রিয়াস্থ দুর্গ সকল কিছু দিনের জ
অধিকার করা প্রয়োজক হইয়াছে।

গ্রাডষ্টোন সাহেব কমন্স সভায় কহিয়াছেন, শীঘ্রই সভ
কার্য্য সঙ্ক হইবে। অক্টোবর মাসে সভার পুনরধিবেশন হইবে

কনষ্টাণ্টিনোপল ১১ ই জুলাই। সৈন্যদলপতি প্রধান উজী
হইয়াছেন।

গ্রাডষ্টোন সাহেব কমন্স সভায় কহিয়াছেন, আবশ্যকীয় সৈ
মিশরে পাঠাইবার বিষয়ে ইংলণ্ডেশ্বরী কোন পরামর্শ দেন নাই

আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ দমন বিষয়ক আইনের পার্লিয়ামেণ্ট
সভ্য লিখিবদ্ধ হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

আত্মশাসন সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট দেশী
দিগের অনুকূল যে রেজলিউসন করিয়াছে
তাহা স্থানাভাব বশতঃ আমরা এ সপ্তা
প্রকাশ করিতে পারিলাম না আগামিবারে উ
বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, হাইকোর্টে
উকীল বাবু দুর্গামোহন দাসের পুত্র সিবিল সার্বি
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

উড়িষ্যায় রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার কল্পনা স্থি
দেখা হইয়াছে। ইহার অনধিক বেটি হয় একটি পু
পর্য্যন্ত যাইবে। প্রথমটি কটক, মেদনীপুর ও বা
শ্বর, দ্বিতীয়টি ভাদ্রমণ্ড হাবার রেলওয়ে, মেদনীপুর
ভদ্রক প্রভৃতির নিকট দিয়া পুরী পর্য্যন্ত যাইয়া যা
হইবে। প্রথমটির অপেক্ষা দ্বিতীয়টি প্রশস্ত বলি
বিবেচিত হইয়াছে, ইহাতে প্রথম কল্পনাপেক্ষা অধি
দামোদর নদ বাঁধিবার কষ্ট পাইতে হইবে না।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাব চাঁদ বাহাদুর
তাঁহার দেওয়ান মাধব বাবুকে ৩০ হাজার টাকা পু
স্কার দিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, সম্প্রতি আর আড়াই ল
টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

আমেরিকার এসিয়েটা নামক এক প্রকার মা
তথা আছে, তাহাদিগের গালে যে রেশম হয় তা
রেশম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও দেখিতে সুন্দর। এই কারণে এক
উহা দ্বারা পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইতেছে।

বৃষ্টি নিবন্ধন গয়া রেলওয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে
হইবার এক নামক একখানি সংবাদপত্রে প্রকা
শিত হওয়াতে উক্ত রেলওয়ের একজন ইনেস্পেক্ট
সম্পাদককে আক্রমণ করিয়া গুরুতর প্রহার ক
য়াছে, এবং আর বিলম্ব উহার প্রাণ বধ করি
দিয়াছেন। কি সুবিচার!

মান্দ্রাজের ১৪ নম্বর রসাব সৈনিক দলের ডাক্তার
। সাহেব তদ্দেশীয় ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া
ণে সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমে-
র নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাতে উত্তীর্ণ
লে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এতদ্দেশের কোন
লেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক করিয়া দিবেন বলি-
ছেন।

একজন বৈজ্ঞানিক তারযোগে পাথরিয়া কয়লার
রূপ আনিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি
তি সহজ। তিনি বলেন যে কয়লা উত্তাপের জন্য
ব্যবহার করা হয়, সেই উত্তাপ যদি খনি হইতে
ক্রের এক ইঞ্চি পরিধি নল দ্বারা আনা যায়, তাহা
লে তদ্দ্বারাই কয়লা ব্যবহারের কার্য্য হইতে
রে। কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত এই নল
াইতে হইলে প্রতি মাইল ৫০০০ টাকা ব্যয় হইতে
বে। পরিশেষে এক একটী খনির সহিত যোগ
রিয়া দিয়া তাহা হইতে ঐ উত্তাপ অতি
ল্প ব্যয়ে আসিতে পারে। ইহাতে কোন প্রকার
ন্ধি বাহির হইতে পারে না এবং গ্যাসের
ল যেমন গৃহস্থেরা বাটীতে লইয়া যাইতে পারে
াও সেইরূপ লইয়া গিয়া জ্বালাইয়া রন্ধনকার্য্য
ম্পন্ন করা যাইতে পারিবে।

কৃষ্ণনগরের বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপ
লের একটী ভাল ছাত্রকে বার্ষিক এক শত টাকার
কটী বৃত্তি প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত সভা রেভরেণ্ড কালীচরণ চট্টো-
ধ্যায়ের স্ত্রীর মত গ্রহণ করিতেছেন। ইহার পরে
লী বাবুর মত গ্রহণ করিবেন, এই কারণে ইহাঁরা
লায় গিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই সুশিক্ষিত এবং
নেক দিন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ২৭৪৮১১৩৭
কা জমা হইয়াছে।

গত সপ্তাহে ট্রামওয়ে কোম্পানীর ১৩১৫/১০ টাকা
য় হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বালাবিবাহ-দোষ ইংলণ্ডে সংক্রা-
ত হইয়া পড়িতেছে। সে দিন মর্টিন সাহেব
কৃতাকালে একটী যুবকের নামোল্লেখ করিয়া বলি
ছেন, এই বালকের উনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমে ছটী সন্তান
য়াছে। যুবক এক্ষণে পরিবার প্রতিপালনে অস-
হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাকে
দেশে প্রেরণ করিবার প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু
কা বলিয়াছেন যে ব্যক্তি বালাবিবাহ করিয়া
ছাপূর্ব্বক দারিদ্র্য দশাগ্রস্ত হইবে, সে কোন ক্রমে
হাতে সাহায্য না পায়, তাহার চেষ্টা করিতে
বে।

হেসুণে গত শুক্রবার স্বাধীন শাসনপ্রণালীর নির-
মাণসমারোহে সভা গঠন কার্য্য সম্পন্ন হই-
য়াছে। ঐ দিবস সকলে কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া এতদুপ-
লক্ষে আমোদ প্রমোদ করিয়াছিল। মিউনিসিপাল
প্রতিনিধি নিয়োগকারিগণ আনন্দে ভাসমান
হইয়াছিলেন। মিউনিসিপাল গৃহাদি ধ্বজপতাকা
পরিশোভিত হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের কতকগুলি
শিক্ষিত যুবক স্থানে স্থানে আত্মশাসনপ্রণালীর মর্ম্ম
প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। যখন এত উৎসাহ, তখন
লর্ড রিপন বাহাদুরের মনোরথ যে বিফল হইবে, তাহা
বোধ হইতেছে না।

গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে বরণ কোম্পানী
বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত
করিবার ব্যয়ের একটী আনুমানিক হিসাব দিয়া-
ছেন। ইহাতে ১৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।
তাঁহারা শতকরা ১২ টাকা লাভ লইবেন। এক্ষণে
গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিলে তাঁহারা কার্য্যারম্ভ করিয়া
দেন।

এম ডিউলেফাইট পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,
মৃত সাগরের জলে লিথিয়া নামক খনিজ ক্ষার ও
বোরেসিক আসিড নামক সোডা ও অম্লজান মিশ্রিত
আছে।

"আমাদের মোকামাস্থ সংবাদদাতা বলেন,
গত ১১ ই পূর্ব্বভাবত রেলওয়ের অন্তর্গত মেদিনী-
পুর ও লক্ষ্মীসরাই ষ্টেষণের ১১৯ মাইলের
সন্নিকট রাস্তার উপর একটী মৃতদেহ পাওয়া
গিয়াছে। উহার গলদেশ ও হস্তে রজ্জু বন্ধনের
চিহ্ন, বক্ষে লাঠির আঘাত ও স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়া
রক্তপাত হয়, তাহা লক্ষিত হইয়াছিল। তুরাত্মারা,
গাড়িতে কাটা পড়িয়া মরিয়াছে প্রমাণ করিবার
জন্য রেলওয়ে রাস্তার মধ্যস্থানে ফেলিয়া যায়, কিন্তু
তথায় রেলে কাটা যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।
মৃত ব্যক্তির নাম অক্রুর আচির। অতিশয় বলবান,
লম্পট, পর অনিষ্টকারক, কিছু অর্থ সংস্থানও ছিল।
পূর্ব্ব রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় অনেকে উহাকে নিরাপদ
দর্শন করিয়াছে; কিন্তু রাত্রি প্রভাতের সময় আর
কেহই জীবিত নিরীক্ষণ করে নাই। ধন, জন, সম্পদ,
কোথায় রহিল, কেহই কালের করাল গ্রাস হইতে
রক্ষা করিতে পারিল না। পরে মৃতদেহ পরীক্ষার
জন্য মুঙ্গেরে সিভিল সার্জ্জনের নিকট প্রেরিত হই-
য়াছে ও পুলিষে তদন্ত করিতেছেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত
হন্তাদিগের কোন অনুসন্ধানই প্রাপ্ত হওয়া যায়
নাই।

বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের পার্সনাল
আসিষ্টাণ্ট কর্ণওয়াল সাহেবকে ভারতবর্ষীয় সৈন্য-
গণের সহিত মিশরে যাইতে বলা হইয়াছে। তথায়
ডাকের বন্দোবস্ত করাই অভিপ্রেত। তারযোগে
যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, এতদূর করি
হইবে বোধ হইতেছে না।

মিশরের নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান সহরে
লিখিত সংখ্যক লোকের বাস আছে। যথা:—

আলেকজান্দ্রিয়া ২২০০০০। রসেটা ১৫০০০
রেটা ২৮০০০, কায়রো ৩৫০০০০, টান্টা ৪০
জাগাজিগ ৬০০০০, পোর্টসেড ৯০০০, ইস্মালিয়া ৩
সুয়েজ ১২,০০০।

টি বিউন বলেন, বিফুদেবী নামে লাহোরের এ
হিন্দু কামিনী পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উ
হইয়াছেন। ইনি তত্রত্য দীৎসিং নামক এক
শিক্ষিত যুবকের বনিতা।

গত মার্চ্চ এপ্রেল ও মে এই তিন মাসে বঙ্গে
২২০০০০০, মাদ্রাজে ১৮২৯০০০, বোম্বায়ে ২৬,২২
উত্তর ভারতবর্ষে ১৬৯৯০০০ মণ লবণের উপর
গ্রহণ করা হইয়াছিল।

সিমলায় সম্প্রতি মহা ঝড় হইয়া গিয়া
বৃষ্টিও অবিশ্রান্ত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে প
হইতে ভূমি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বাবু মতিলাল
বিলাতের ইনিসকোর্টের আইনের পরীক্ষায় উ
হইয়াছেন।

মুসলমানদিগের পরিণাম শীর্ষক এক
পুস্তকে লেখক ১৮৮৩ অব্দে তুরস্করাজের রাজা
গণনা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেখিয়া শু
বোধ হয় লেখকের ভ্রম হয় নাই।

১১ ই জুলাই জাপানে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হ
গিয়াছে শিলাগুলি এক একটী কমলালেবুর ন্যায় প
হইয়াছিল। এতদ্বিবন্ধন শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি
কতকগুলি লোক হত ও আহত হইয়াছে। বি
এত বড়! বোধ হয় অত্যুক্তি।

সমুদ্রের যে যে স্থানে বিপদের আশঙ্কা আ
সেই সেই স্থানে "লাইট হাউস" অর্থাৎ আলোক
আছে। এই আলোক গৃহগুলি এক এক ইংরা
তত্ত্বাবধানে আছে, কিন্তু তাহাতে ব্যয়াধিক্য হয় ব
বোধাই গবর্ণমেণ্ট ইহার ভার দেশীয়দিগের
সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি দে
দিগের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমশীলতাদিগুণের যথেষ্ট প্রশ
করেন। তিনি একা প্রশংসা করিলে কি হই
অনেক মহাপ্রভু যে তাহার বিপরীত বলেন।

১৮৮১ অব্দের জুন হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬ ম
ব্যয় বাদে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ১৪৮৮৯
গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন সুলার রেলওয়ের ৬২৬০২
ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের ২৪৭৭৫৩৪, কলিক
সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ের ১৮১৮৪ টাকা
হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, শতাধিক লোক সব-ডেপুটী
কলেক্টার হইবেন বলিয়া রেজিষ্টরীভুক্ত হইয়াছেন ;
কর্ম্ম খালী নাই। এই কারণ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট
আপাততঃ কিছু দিনের নিমিত্ত উক্ত পদপ্রার্থীদিগকে
নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মিশরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইতেছেন। ভারতবর্ষীয় অনেক মুসলমান
উৎসুক হইয়াছেন। অনেক বিজ্ঞ মুসলমান ইংরাজ-
দিগের এ যুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধ মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া-
ছেন। যুদ্ধ হওয়াই কথা, এ যুদ্ধ উপস্থিত করিবার
কোন কারণই ত আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

এই ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে ইউরোপ
কন্টিনেণ্টালিয়র হইতে কানপুর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার
প্রস্তাব হইয়াছে।

সুদূর বিপন দেশে শিশুশিক্ষার উৎসাহ প্রদান
করিতে বোম্বাইয়ের শিবজি সম্বন্ধে উক্ত বিদ্যালয়
স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

দারিদ্র্য পাহাড়েও মদ প্রবেশ করিয়াছে। গত
বৎসর আবগারির আয় ৮০৬ টাকা হইয়াছিল।
এখানে এদেশীয়দিগের আর্থিক ও মানসিক
অবস্থা হইতেছে কি না, গবর্ণমেণ্ট কমিশন নিয়োগ-
করিয়া ইহার অনুসন্ধান করেন, এই আমাদের অনু-
রোধ।

কলিকাতার মেডিকেল কালেজের ছাত্রদিগের
প্রতি হোমিক বিহরণকালে ডীন ফষ্টর গার্থ সাহেব
যাহা করিয়া বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীদিগের সহিত
ইংরাজদিগের প্রতিযোগিতার সময় নিকটবর্ত্তী হই
তেছে। বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে পঠনাদি না
করিলে সম্মান রক্ষা করা ভার হইবে। বাস্তবিক কথাও
তাই। মাদ্রাজ হইতে এবার কতকগুলি যুবতী চিকিৎসা
বিদ্যার পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মিস হে
নামক এক রমণী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া চিকিৎসা
বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। গতবর্ষে তিনি
উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা তিনি
চিকিৎসা বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইয়াছেন। আর একটী
যুবতী ইহাঁর অপেক্ষাও ভালরূপ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ
হইয়াছেন এবং চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইবার জন্য
প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। মিস ফ্রিষ্টি নামক
আর এক যুবতী খ্রীষ্টান কন্যা অস্ত্রচিকিৎসার বিদ্যা ও
শিখিয়া মেডিকাল পরীক্ষায় সবিশেষ পারদর্শী
হইয়া প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মাসে বিলাত ভারতবর্ষ হইতে ৪০,০০০০০
পাউণ্ড টাকা হস্তগত হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের ইউলসন
সাহেব পাঁড়ে সোলাপুরে অবস্থান করিত। একদা সে ভৃ
ত্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া তপ্ত লৌহ
শলাকার দ্বারা উরু ও পাদদেশ দগ্ধ করিতে থাকে।
ভৃত্য দারুণ যাতনায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে সে
আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। আর একজন
বন্ধুর সাহায্যে তাহাকে আরও যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ
করিল। এই অসহ্য যাতনায় ক্রমে ভৃত্য সংজ্ঞাশূন্য
হইয়া পড়িল। লুইস নামক এক ব্যক্তি তাহার দুর-
বস্থার সংবাদ পাইয়া ছয় তিন জন লোক সমভিব্যা-
হারে গিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। উইলসনের
সহকারী এই সময়ে পলায়ন করিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের
বিষয় এই যে, বিচারে উইলসনের ৫০ টাকা মাত্র
অর্থদণ্ড হইয়াছে। ন্যায়ের দিব্য মর্য্যাদা রক্ষা
হইল।

কার্বলিক অ্যাসিডের ধূম কুষ্ঠব্যাধির যেমন শান্তি
কারক তেমনি অক্ষিরোগেরও বিশেষ উপকারী।
অধিক দিন এই ধূম গ্রহণ করিলে পীড়া আরোগ্য
হইয়া যায়।

একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন গত ১৮ ই আষাঢ়
নিবার বেলা ৪ ঘণ্টার সময় কীলহাবের প্রসিদ্ধ ধনী
বাবু হরেশ্বর দাস ৯৬ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সম্ব-
রণ করিয়াছেন। এই ব্যক্তি সামান্য লোকের সন্তান
অতি সামান্য অবস্থা হইতে কেবল নিজের আর্থিক
প্রতিভাগুণে অগাধ ধনরাশি উপার্জ্জন করিয়া গিয়া-
ছেন। যৎসামান্য কিতাবাদি লেখা পড়া শিখিয়া এবং
অপরের কিছুমাত্র সাহায্য না লইয়া কেবল নিজের
স্বাধীন কার্য্যময় জীবনের বলে তিনি যাহা করিয়া
গিয়াছেন তাহা মনে করিলে, তাঁহাকে একজন
অসাধারণ মনুষ্য না বলিয়া থাকা যায় না। তাঁহার
কার্য্যানুরাগতা ও অর্থনীতি এত উৎকৃষ্ট যে তাহার
অনুকরণে ও অনুসরণে যে কোন ব্যক্তি অবশ্যোন্নতি
করিতে পারে। বিধাতা তাঁহাকে যেন লৌহ দ্বারা
নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৯৬ বৎসর বয়ঃক্রমেও
তিনি যুবার ন্যায় কার্য্যতৎপর ও প্রখরবুদ্ধি সম্পন্ন
ছিলেন। জরা কি স্থবিরতা নিবন্ধন তাঁহাকে কিছু
মাত্র ক্লেশ পাইতে হয় নাই।"

আমাদের সশোহরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন
কতিপয় স্বধর্ম্মানুরাগী মহোদয়ের আন্তরিক যত্নে এই
যশোহরে যে একটী হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত
হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গের
অবিদিত নাই। গত ১৭ ই আষাঢ় হইতে ১৯ এ
আষাঢ় পর্য্যন্ত তিন দিবস যথোচিত সমারোহের
সহিত এই সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন
হইয়া গিয়াছে! এতদুপলক্ষে হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত কতি-
পয় অবশ্যজ্ঞাতব্য প্রশ্নের মীমাংসার জন্য অনেকগুলি
অধ্যাপক নিমন্ত্রিত ও যথাকালে সভাস্থলে সমবেত
হইয়াছিলেন। * * * * অধ্যাপক ঐ সকল পূর্ব্ব-
পক্ষের যে মীমাংসা করিয়াছেন ন্যায় ও যুক্তির দ্বারা
উহার সারবত্তা রক্ষিত হয় কি না সে স্বতন্ত্র কথা
কিন্তু তৎসমুদায় যে আমাদিগের প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম
সুসোদিত, তাহাতে আর সংশয় নাই।

আমাদিগের মতে জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম
প্রচলিত আছে তাহার কিছুই অলৌকিক বা অপ
বঞ্চনীয় নহে। সুতরাং দেশকাল অনুসারে প্রত্যে
ধর্ম্মশাস্ত্রের সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আ
স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে প্রাচীনকাল হই
বরাবর ধর্ম্মশাস্ত্রের যথাবশ্যক সংস্করণ হইয়া আ
তেছে, এই ভারতবর্ষে ঋগ্বেদই—একমাত্র বে
ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল, কিন্তু কালক্রমে ঐ বেদ
যখন সমাজের অনুপযোগী হইয়া উঠিল, তখন উ
সংস্করণ পূর্ব্বক কতকগুলি সংহিতা রচিত হইয়াছি
এইরূপে দেশকাল সহকারে মানুষের মানসিক অ
পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণ, যোগ, তন্ত্র, ই
প্রভৃতি নানা প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র সময়ে স
রচিত ও সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।
এবং আজ কাল প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষিত
দের অন্তঃকরণ যে প্রকার সন্দিহান হইয়া উঠি
তাহাতে অচিরে ধর্ম্মশাস্ত্রের সংস্কার না হইলে অ
দিগের সামাজিক বিশৃঙ্খলা যে দিন দিন বৃদ্ধি হ
থাকিবে, তাহা একরূপ নিঃসংশয়।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আলাহা
কর্ণেল এফ, কাটনের যত্নে পশু ও পক্ষীর
নিষ্ঠুরতানিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ
সভার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই ভাল, ভারতব
প্রতি গ্রামে গ্রামে যদি এরূপ এক একটী সভা প্র
ষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে অধিকতর মঙ্গললাভ হ
পারে।

আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর উডবরণ সা
মিসিপালিটীর কার্য্যপদ্ধতি দর্শনে প্রীত হইয়া এ
মিদি সভাপতি বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে সভ
তির পদ প্রদান করিয়াছেন। আমাদের ক
যদি ন্যায়পর হইয়া কার্য্য করেন, অনেক স্থা
অনেক সহকারী সভাপতি সভাপতির পদ
হইতে পারেন।

ষ্টাণ্ডার্ড পত্রের আলেকজাণ্ড্রিয়াস্থ সংবাদ
লিখিয়াছেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সুয়েজ যোজক ব
যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, আরাবি পে
সমস্ত টর্পিডো কামান দ্বারা একেবারে নষ্ট ক
দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত কা
হইতে রেলওয়ে গমনাগমনের পথ বন্ধ করিয়া
ইংরাজ সৈনিকদিগের তথায় গমনাগমনোপ
ব্যাঘাত করিবেন।

ষ্টেট সেক্রেটারি এই আদেশ দিয়াছেন, অত
যখন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন প্রয়োজন হ

পূর্ত্তকার্য্য বিভাগে সেই কার্য্যের উপযোগী
ক না পাইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দেশীয় যোগ্য
কে ২৫০ টাকা হইতে ৯৫০ বেতনে কর্ম্ম প্রদান
তে পারিবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বাবু গণেশচন্দ্র চন্দ্র
র্ণিপরীক্ষার অনাতর পরীক্ষকের পদ প্রাপ্ত
াছেন। এই কার্য্যে এই প্রথম বাঙ্গালী নিয়োগ
।

সাধুসপত্র শুনিয়াছেন, কলিকাতার একজন
বাঙ্গালী পুত্রের বিবাহ কালে বৈবাহিকের
ট হইতে সমস্ত বাব গ্রহণ করিয়া পরিশেষে
া যদি বিধবা হয় তাহা হইলে তাহার কিছু
ন থাকা আবশ্যক বলিয়া পাঁচ শত টাকা গ্রহণ
য়াছেন। কন্যার বাস ঘর মেরামতের খরচটা
বাকি রহিল কেন?

ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলের আদিতে কি প্রকার
ালা ছিল, অধ্যাপক লেইস তাহার আবিষ্কার
য়াছেন।

মরক্কোর সুলতান একজন ফরাসী চিত্র লেখককে
ার ৩৬৪ জন পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার
দেশ দিয়াছেন। পত্নীগুলি সংখ্যায় বড় অল্প
খিতে পাই। এই গুণেই সুলতানদিগের রাজ-
র এত উন্নতি!

আমাদের কোটচাঁদপুরস্থ সংবাদদাতা বলেন
আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে,
লমানপুর গ্রামে যে ডাকাইতি হইয়াছিল, ঝিনাই
ের সুযোগ্য পুলিষ ইনস্পেক্টার বাবু বিশ্বেশ্বর
বর্ত্তী মহোদয়ের প্রযত্নে তাহার ডাকাইত কয়েক-
গ্রেপ্তার হইয়াছে। ২০ এ আষাঢ়ের সোম-
কাশে ২৫০ আড়াই শত টাকা পুরস্কারের কথা
খা হইয়াছিল, এখন বিশ্বস্তসূত্রে ৫০০ পাঁচ শত
কার কথা শুনা গেল। বিশ্বেশ্বর বাবু ঐ পারি-
ষিক পাইবার উপযুক্ত লোক। পুলিষের মধ্যে
নি একজন সুচতুর পুরাতন কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি। ঐ
রিতোষিকের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বর বাবুর ২০০ দুই
ত টাকা বেতনের পরিবর্ত্তে ২৫০ আড়াই শত
কা বেতন নির্দ্ধারিত হয়, ইহা আমাদের সকলে-
নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। ঐ ডাকাইত গ্রেপ্তারের সঙ্গে
নি আরও কয়েক ব্যক্তির অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার
রিয়াছেন।

গত ১৯ এ আষাঢ় যশোহরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট
জিষ্ট্রেট ও কালেক্টার স্কাইন সাহেব এবং পুঃ সুঃ
হেব কোটচাঁদপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন।
মা লোকের দরখাস্তমতে বিশ্বেশ্বর বাবু যে কয়েক
ক্তিকে যশোহরে চালান দিয়াছিলেন, কালেক্টার
হেব তাহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া অব্যাহতি দিয়া
গিয়াছেন। কেবল চুদসরা গ্রামের একটী লোক নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে নাই। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, স্কাইন সাহেব এখানকার ইউনিয়নের ফণ্ড হইতে কোটচাঁদপুরের স্কুলে ১৫ পনর টাকা প্রদানের কথা বলিয়া গিয়াছেন।"

গবর্ণমেণ্টবিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

পাটনার বিশেষ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র ঐ বিভাগে পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীনাথ বসু ফরিদপুরের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

মৌলবী ওয়াহিস আলী খারভাঙ্গার অন্তর্গত তাজপুরের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন বলিয়া ১৮ ই মে যে আদেশ প্রচারিত হয়, তাহা রহিত হইল।

২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডবলু, আর, রাইট বারাকপুরের প্রতিনিধি আসিষ্টাণ্ট ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে অবসর পাইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দ্বারকানাথ সেন গয়ার অন্তর্গত আরঙ্গাবাদে বদলী হইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু মন্মথ কুমার বসু পাটনার বিশেষ সব ডেপুটি কালেক্টারের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু কালীনাথ বসু মাদারীপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু মহিমচন্দ্র সরকার মানভূমের অন্তর্গত বড়বাজারের মুন্সেফ হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

আমরা গত ২৬ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম যে "দ্বাপরের অন্তে ও কলির প্রারম্ভে যে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদি সঞ্চারিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিল, আগামী ৭ ই কার্ত্তিক সেই সকল গ্রহ নক্ষত্রাদি সঞ্চারিত হইবে; অস্মদ্দেশীয় পঞ্জিকা-প্রণেতৃগণ এ বৎসর এরূপ গণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ গণনা কতদূর ফলে পরিণত হইবে, তাহা এক্ষণে ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত। কিন্তু লণ্ডন নগর হইতে গত ১১ ই জুলাই পূর্ব্বাহ্ণ ৬ টা, ৪১ মিনিটের সময় রিউটর সাহেব বৈদ্যুতিক বার্ত্তা বহযোগে যে সংবাদটী পাঠাইয়াছেন, তৎপাঠে জান গেল যে অ্যাড্‌মিরাল সেমুর সাহেব মিসরদেশে অন্তঃপাতী আলেকজান্দ্রিয়ানামক স্থানটী গোলে উড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মিসরদেশে কুরুপাণ্ডবে কাণ্ড উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

এত দিনের পর আমাদের অবৈতনিক ম্যজিষ্ট্রে গণ স্বাধীন বিচারের ক্ষমতা পাইলেন। ইতিপূ রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অম্বিকা বেণে প্রেসিডেণ্ট থাকিয়া ফৌজদারী মকদ্দমার বি করিতেন, এখন অবধি তিনি আর প্রতি সোমব এখানকার বেঞ্চে আসিবেন না। আমাদের মিউ সিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান বাবু পরমার্থ গঙ্গো পাধ্যায় বেঞ্চের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। গবর্ণমে কবে এখানে নির্ব্বাচন প্রণালী প্রচলিত করি অনুমতি দিবেন?

লর্ড রিপন বাহাদুরের ঔদার্য্যগুণে প্রায়ে মিউনিসিপালিটীগুলি পুলিষের ব্যয়ভার হইতে মু লাভ করিয়াছে। এতদনুসারে আমাদের মিউ সিপালিটীতে পুলিষের ব্যয় বাবুদী বাৎসরিক সাত হাজার টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃ বিষয় এই যে, ঐ উদ্বৃত্ত টাকাগুলি কমিশনরেরা বাবুদী ব্যয় করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জা ইতিপূর্ব্বে প্রতিবৎসর নাগরিক রাস্তাঘাটগুলির তদনুরূপ সংস্করণ হইত, এবার তাহারও কোন দেখা যাইতেছে না। এই নগরের রাস্তাঘাট সেই মান্ধাতার আমলে প্রস্তুত হইয়াছে, এ অবস্থানুরূপ সংস্করণের অভাবে উহার বিস্তু বহির্গত হইয়াছে; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই তথাপি কমিশনর বাবুদের চৈতন্য হইতেছে অতঃপর প্রেসিডেন্সিবিভাগের কমিশনর সা যখন মিউনিসিপালিটীর লেজে বাড়ি মারিবেন, কি কমিশনর বাবুদের চৈতন্য হইবে?

আমালপুর।

অদ্যাপি এখনে সন্তোষজনক বারিবর্ষণ নাই। বোধ হয় এবৎসর আর আমালপুরের বর্ষার মুখ দেখিতে পাইবে না। বিসূচিকা রো উপদ্রবও কিছুমাত্র কমে নাই। প্রত্যহ প্রায় একটী লোক উক্ত রোগে প্রাণ হারাইতেছে। ৪ ঠ হইতে ৭ ই জুলাই পর্য্যন্ত ১৯০ জনের মৃত্যু হইয়া তন্মধ্যে টোলা নামক একটী পল্লী বা গ্রামের ৪২ উক্ত রোগে প্রাণত্যাগ করায় গ্রামটী একব ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। বৎসর বৎসর এখানে ওলা ও বসন্ত রোগ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া রেলওয়ের

...ভবেরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন। ...ব উঠিয়াছে বৈদ্যনাথে যত বসতি হওয়াই বোধ ...ধান করেন। এজন্য রেলওয়ে কোম্পানী ঐ ...র অধিবাসিদিগকে পঞ্চাশৎ মুদ্রা দিয়া অর্দ্ধ ...ল দূরে উঠাইয়া দেবার মানস করিয়াছেন। ...জনরব সত্য হইলে দুঃখের বটে। ফলতঃ জামাল... যত বসতি হওয়ায় ...দিন স্থানটী অস্বাস্থ্যকর ...নিবন্ধিত হইয়া ...ছে।

...পুরে এ...মে চুরী হইয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে ...য় ইনস্পেক্টরের বাসায় রন্ধনীতে এবং একটী ...লী বাবুর বাসায় দিনে। ইনস্পেক্টর বাবু স্নানা ...ন করিতে গেলে চোরেরা তাঁহার গৃহে ...দিয়া পূর্ব্বে হাজার টাকার দ্রব্যাদি অপহরণ ...; আজিও বাবুর জলপাত্র পর্য্যন্ত রাখিয়া যায় ...বাসার হইতে নূতন জলপাত্র কিনিয়া আনিয়া ...তাঁহাকে পিপাসা দূর করিতে হয়। চোরেরা ...সবার সন্দেহের বাড়ীতে সিঁদ মারিয়া বাহাদুরী ...ইয়াছে। বাঙ্গালী বাবুর বাসায় দিনে চুরী হয়। ...র তাঁহার পরিচারিকা। ঐ চুরী সুবিধামত ...এক একটী থালা অপহরণ করে। উহাতে প্রায় দুই ...টাকা মূল্যের গহনাদি ছিল। পুলিস কৌশলে ...ধরেন এবং অপহৃত দ্রব্যাদিরও কতক কতক ...র করিয়া লন। বিচারে এই স্ত্রীলোকের চুরী ...াধে এবং তাহার স্বামীর সহায়তা করা প্রমা... প্রত্যেকের দুইবৎসর করিয়া কারাবাসের ...া হইয়া গিয়াছে।

...ামালপুর হরিসভা গৃহ হইতে মোরাবো নামক ...া মধ্য দিয়া যে রাস্তাটী অডিট আফিসের দিকে ...ছে, তাহার অবস্থা দেখিলে বড় কষ্ট হয়। ...স্থানটী মিউনিসিপালিটীর অধীনে; কিন্তু রাস্তা ...র প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন ইহার মা ...নাই। একে রাস্তার দশা এরূপ, তাহাতে তৎ...ানে মিউনিসিপালিটীর পাইখানা বিরাজ করায় ...কে যেন নরককুণ্ড বলিয়া বোধ হয়। আমরা ...নিসিপাল কমিশনরগণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা ...তেছি, তাঁহারা যেন এক দিন অনুগ্রহ করিয়া ...রবে ঐ দিকে ভ্রমণ করিতে যান। তাহা হইলে ...ময় প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদের দুঃখ দূরিলে ...বাসীদিগের অনেকটা উপকার হইবার ...না।

...ামালপুর পাবলস্ স্কুলের অবস্থা বড় ভাল ...। সম্পাদক দক্ষতার সহিত লিখিতেছেন এবং ...তে কাগজখানি জীবিত থাকে, তৎপক্ষে ...ত্ন করিতেছেন; কিন্তু এখানকার লোকের ...যে ...র নাই। ...ামালপুরে যত বাঙ্গালী আছেন, ...র একচতুর্থাংশ ব্যক্তি যদাপি এই পত্রিকাখানির গ্রাহক হইয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে এ খানিরও জীবন থাকে, তাঁহারাও দরিদ্র কাগজের জীবন দানের ফল প্রাপ্ত হন। এবিষয়ে কাহারও যত্ন নাই দেখিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। জামালপুর হইতে কোন সংবাদ পত্র বাহির হইলে জামালপুরের লোকের গৌরব বৃদ্ধি হয়, ইহা প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। পত্রখানির মূল্য অতি কম; অতএব বাজার খরচ মনে করিয়া যাঁহাদিগের সচ্ছল অবস্থা তাঁহারা করি গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া উৎসাহ প্রদান করিবেন। কাগজখানিকে পাঁচজনে যত্ন করিয়া জীবিত রাখিলে আমরা মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যুবক সভার সভাগণ এখানে একটী রবিবার-স্কুল খুলিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে দরিদ্র শ্রমজীবী বালকগণকে রবিবারে রবিবারে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইবে। ইতিমধ্যে স্কুলটীতে ৩০। ৩৫ জন বালক জন্মিয়াছে। এই শুভকার্য্যের জন্য যুবকসভা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সোনড়া।

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে লাইনের গাড়ীর সময় পরিবর্ত্তন হওয়াতে কাঁচড়াপাড়া, চাকদহ, বনগ্রাম, যশোহর, ঝিরাট, খলাগড়, সোনড়া, সুখচিয়া, গুপ্তিপাড়া, রাণাঘাট, উলা, শান্তিপুর, বগুলা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি প্রায় সংখ্যাধিক বর্দ্ধিষ্ণু ও সমৃদ্ধ গ্রামের—অর্থাৎ কি তিনটী বিখ্যাত জেলার (হুগলী, কৃষ্ণনগর ও যশোহর) লোকের অপরিসীম অসুবিধা ও কষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে দারজিলিং মেল ১৯ ঘটিকার সময় কলিকাতা হইতে ছাড়িত, এক্ষণে তাহা ৩ টার সময়ে ছাড়িয়া থাকে। এ কারণ কাঁচড়াপাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাইবার জন্য প্রাতে ৭৷৷০ ঘটিকা ও তৎপরে একেবারে ৩ টা ভিন্ন আর গাড়ী নাই। ১১ টা ২০ মিনিটে শিয়ালদহ হইতে যে ট্রেণ ছাড়ে, তাহা নৈহাটী পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। কলিকাতাভিমুখে আসিবার গাড়ীরও ঐরূপ এক সময় ব্যবধান। দারজিলিং মেল বেলা ১০ টা ৫৫ মিনিটে কলিকাতা পৌঁছিয়া থাকে; তৎপরে সন্ধ্যা ৩॥ টার সময়ে আর একখানি গাড়ী পূর্ব্বদিক হইতে আইসে। কলিকাতা হইতে যাইবার সময় ৭৷৷ টার পর ৩ টার গাড়ী এবং আসিবার সময়ও ১১ টার পর ৩॥ টার ট্রেণ। উভয় দিকেই ৭॥ ঘণ্টা অন্তর ট্রেণের বন্দোবস্ত হওয়াতে সাধারণের যে কিরূপ কষ্ট ও ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়, সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ এবং রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়গণ অনুভব করিয়া দেখিবেন। সাড়ে সাত ঘণ্টা সময়ের মধ্যে শত শত জীবন নষ্ট হইতে পারে, বহুসংখ্যক মকদ্দমার বিচার নিষ্পন্ন হইতে পারে এবং কত লোকের যে কত ক্ষতি হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ এত অধিক সময় ব্যবধানে ট্রেণের বন্দোবস্ত করা রেলওয়ে কোম্পানির বড়ই লজ্জার কথা! আমরা ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির এজেণ্ট মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রেষ্টেজ সাহেব মহোদয়কে অনুরোধ করি যে, তিনি ১১-২০ মিনিটে যে ট্রেণখানি কলিকাতা হইতে ছাড়িয়া নৈহাটী পর্য্যন্ত যায়, সেখানি ঐ সময়ে অথবা সময় পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ১২ টার সময় কলিকাতা হইতে ছাড়িয়া যেন বরমলা পর্য্যন্ত যায়, এইরূপ আদেশ প্রদান এবং কলিকাতাভিমুখে আসিবার মধ্যাহ্ন সময়ে কোন গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া বহুসংখ্যক লোকের কষ্ট দূর ও অসুবিধা নিবারণ করেন। তাঁহার উপর আমাদের যেরূপ বিশ্বাস আছে, তাহাতে তিনি আমাদের সুযুক্তিপূর্ণ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন, নিশ্চয় ভরসা করিতে পারি।

আমরা সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ে "কলিকাতা আর্টষ্টুডিওর" প্রদত্ত হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি ও অন্যান্য ছবিসকল, লেখ্যাদর্শ এবং পত্রপত্রিকা দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইউরোপীয় চিত্রে যদি নৈপুণ্য থাকে এবং যদি তাহা উৎকৃষ্ট হয়, তবে বাঙ্গালীর হস্তে সেই নিপুণতা ও সেই উৎকৃষ্টতা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, এবং দেশীয় রুচির কতদূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, আর্টষ্টুডিওর চিত্রসকল তাহার জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। বাস্তবিক ছবিগুলি দেখিলে নয়ন ও মন শীতল হয়। চিত্তবিনোদনার্থই হউক আর গৃহশোভা সম্পাদনার্থ হউক ছবিগুলি গৃহসজ্জার বিশেষ উপযোগী। যে বাড়ীতে এ সকল ছবি নাই, সে বাড়ী এখনও অসম্পূর্ণ হীন। লেখ্যাদর্শ ও বর্ণপরিচয় পত্রগুলি সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

এখানে সন্ধ্যাদি বৃষ্টি হইতেছে। কৃষিকার্য্য উত্তম চলিতেছে। শস্যাদির অবস্থা ভাল। ভাদইয়া ধান্যে থোড় থোড় করিতেছে।

সোমড়ার বাজার দল, সাধারণ আয়ের ক্রমশঃ উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, এক্ষণে অতীত না হইতেই সমাধিস্থ হইয়াছে। কবিতা থাকিলে ইহা সঙ্গীতব্যবসায়িদিগের একটী সোনার স্থান হইত।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য!

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জরওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের

মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু শুকদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও জবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

চক্ষুরোগের উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

ইহা চক্ষে দিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা বোধ হয় না অথচ স্নিগ্ধতা ও শান্তি বোধ হয়। এই মহৌষধ ব্যবহারে, চক্ষুজ্বালা, চক্ষুউঠা, চক্ষুশূল, অধিমাস, কুণ্ড, চক্ষুর পার্শ্বস্থঘাত, রাতকাণা, তিমির, উষ্ণক বা শিরঃপীড়াজনিত দৃষ্টির স্বল্পতা, চক্ষের জলস্রাব, ইত্যাদি চক্ষের বহুতর রোগের নিশ্চয় আশু প্রতিকার হয়। এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে চক্ষে দিলে চক্ষুরোগের কোন ভয় থাকে না। এ বৎসর যাবৎ ইহা প্রচার করা হইতেছে এবং ইহার দ্বারা অনেক হতাশ চক্ষুর রোগী দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন এবং শত শত প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

এক শিশির মূল্য প্যাকিং খরচা সহিত ২৵০

প্রয়োজন পত্র সহিত মনিঅর্ডার পাঠ হইলে অবিলম্বে ঔষধ পাঠান যায়, ডাক মাসুল ফিশিশি ।০ গ্রাহককে দিতে হয়।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালিটোলা বানারস।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম স্কন্ধ হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০০। টাকা ও ডাক মাসুল ১৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন গুপ্ত।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, সুগন্ধিদ্রব্য, জামা, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার সীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, তামার প্লেট, মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, দন্ত নড়া, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং /০।

পারার ঘৃত। ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটিত রোগাদির শান্তি করতঃ রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০।

পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদনাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমতিলালচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।

৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর

কলিকাতা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুর্ব্বন্ধন" ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়মাসে মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন পাঠাইলে, ১।০। পরে ২, টাকা। সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মুত্রশিলা (পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার

পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

কফকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরা কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, স্বর ভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক কাশ সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রি গাছগাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশি

১ টাকা, প্যাকিং ॥০, ডাকমাশুল ঔষধের সঙ্গে
যা যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই
সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আরাটুন
ক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী
ষ্টিফেনস এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ নবম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের নবম সংখ্যা প্রকাশিত
ছে। ইহাতে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, সমী-
ণ নৈষধিবার, কাফি-ভেদ, বঙ্গী বাটায় ভক্ত
ল, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, মনুসংহিতা,
লোচন, ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই
পেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত।
মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ
। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে
মপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে
তে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও
ট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবিবর
ক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিড়ম্বন মহাকাব্য।

বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাশুল /০।

যোগিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস। মূল্য এক টাকা।

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ॥৵০।

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

কাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায়
কারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয়
দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া
কন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা-
ণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬,
আউন্স ১১, ১৮ আউন্স শিশি ১৸০ আনা। নগদ
না ভিঃপিঃ, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

Mrs E D'cruze 99 College Street Cal
tta.

Diplomaid midwife.

Fees to attendance moderate.

Bears high testimonials.

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীমতী
ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদেশে
যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফা অতি অল্প।

রেজিষ্টারী করা (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরা-
ক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস
সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ,
শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর,
প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত-
স্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা খড়ির
ন্যায় ধোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারী-
রিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত-
প্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ
থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়।
যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল
হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমা-
দের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই
অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক
আরক

প্রতি শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা,
শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা,
রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ
কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা, সেবনে পক্ষা-
ন্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি
ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে
এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা
ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন
সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড়-
লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যব
স্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ
প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন বিশ্বাস—চাঁচল
" " যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—
ষোড়াইক্ষেত্র
" " নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী—কলিকাতা
" " তারাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—চিৎপুর রো
" " শ্রীরাম পালিত—বড়বাজার
" ভারতবর্ষীয় সভা—কলিকাতা
" " তারিণীচন্দ্র দত্ত—বড়বাজার
" " যদুনাথ মজুমদার—কলিকাতা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টা
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঁদড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদা
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং ৩৬ সংখ্যা

...ম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ...টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ৯ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮২। ২৪ এ জুলাই।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

বিজ্ঞাপন।

...ই ছোড়া অল্পবয়স্ক সুশিক্ষিত হৃষ্টপুষ্ট কল ...বার উপযুক্ত বলদ আবশ্যক। বিস্তারিত অত্র ...খানায় তদন্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

...শ্রীযুক্ত নীলরত্ন ঠাকুর প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক- ...সংস্কৃত ডিপজিটরী, ক্যানিং লাইব্রেরী প্রভৃতি ...কালয়ে প্রাপ্তব্য।

...হৃদয় ১

...ো-সঙ্গীত (নব প্রকাশিত) ... ৷৷০

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দু যুগ।

প্রথম খণ্ড।

...র্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত"

এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ ...স্ত বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে ...রিচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখা দর্শনে ...ব অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার ...চন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে ...তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷০, গ্রাহক- ...দিগের প্রতি ১৲। শতাধিক অগ্রিম গ্রাহক ...ছেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ...গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত। ...কারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

...সলামপুর
...ই গোরাস
...লা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ

ধাত্রী শিক্ষাকার ডাং শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব বলিয়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত যত পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে এইটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়"। অনেক পণ্ডিত বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, তাহাতে ইহার নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত"

প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১৷০, কমিশন শতকরা ১৫৲। এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। কলিকাতা ১৬৷১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাঃ হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত বঙ্গবিজেতা ১৷০, জীবনসন্ধ্যা ১৷০, মাধবী-কঙ্কণ ১৷০, জীবন প্রভাত ১৷০, ঐ চারি খণ্ড একত্র, নাম শতবর্ষ অর্থাৎ মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে শিবজীর মৃত্যু পর্য্যন্ত একশত বৎসরের ঘটনা সম্বন্ধীয় উপন্যাস চতুষ্টয় মূল্য ৩৷০। ভারতবর্ষের ইতিহাস মূল্য ৸৷০ মাত্র। আমার নিকট প্রাপ্তব্য এতদ্ব্যতীত বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক এবং ডাক্তারি কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, জানাইলে ছাপান তালিকা পাঠান যায়।

শুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবি এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শি গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সঁটা আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির মাটিকো ক্যাপসিউল এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ) সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট স ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতদ্ব্যতীত সা উপকার বাহীত অপকার নাই, পিচকারির করণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যা ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এসিন্স অব পেপসিন :

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রি (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সে করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অ সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আ কারক।

অজীর্ণতা। শোথ রোগ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান। সামান্য শিরঃপীড়া।
পেট সাঁটিয়া ধরা। পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্থানভ্রষ্টতা। প্লীহার পীড়া।
পীড়াহে দোষাভাব। পীড়াহ্রাস হেমন।

চাঁপানি কাশী।

[illegible] চাঁপানির চিকিৎসা নিষ্প্রয়োজন।
এই ঔষধের ব্যবহারে চাঁপানি কাশী, স্নায়বিক
[illegible], অম্লপ্রসাদ, স্বরভঙ্গ, কণ্ঠভঙ্গ, মুখশোষ,
অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

হেমন শিরঃপীড়া এবং শিরঃশূল।

[illegible] কোম্পানির প্রধান। (Guarana)
এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে
হেমন শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ
উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের
তি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই
রোগ্য হয়।

প্রেরিতপত্র

পুরীবাসসম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

(গত প্রকাশিতের পর)

মহাশয়! মাননীয় কমিশনর সাহেব মহোদয়
রাটির সমস্ত বিবরণ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন এবং
নিষ্টরাজের" প্রমুখাৎ আবার তাহা অবগত হইয়া
দেওয়ান "মাধবচন্দ্র মালকে" পুনর্ব্বার আনাইয়া
বাটীতে রাখান এবং কলেবর রাউতারাকে রাজ-
হইতে দূরীভূত করিয়া দিবার জন্য রাজমাতার
আদেশ প্রদান করেন। সে আদেশ প্রতি-
ন হইলেও "কলেবর" একেবারে রাজবাটী
ত্যাগ না করিয়া গোপনভাবে থাকেন। এই
র কিছু দিন পরে, এক দিন রজনীযোগে
র হইতে আসিবার সময় পথিমধ্যে "মাধব-
র" মস্তকে প্রায় দুই সের হইবে এক খণ্ড
রাঘাত হয়। সৌভাগ্যক্রমে "বৃদ্ধ দেওয়ান"
বাত মৃত্যুর হস্ত হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া
ভয়ে রাজবাটী ত্যাগ করেন।
রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার মাতার ভৃত্যের
ত তাঁহার ভৃত্যদিগের কিছু দিন মহা গণ্ড-
চলে, অবশেষে রাজভৃত্যেরা জয়লাভ করে ও
ধা "পদন সামন্তরা" নামক এক ব্যক্তি রাজা-
হে উহাদিগের দলাধিপতি হয়, অবশেষে কৌশল
রা সে "কলেবরকে" একেবারে রাজবাটী হইতে
রিয়া দিয়া নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করে। "পদন"
গোমূর্খ, লেখাপড়া কিছুই জানিত না, রাজভক্ত
থাকিয়া সৌভাগ্যক্রমে "রাজাকে" বশ করিয়া
মন্ত্রিত্ব লাভ করে সত্য, কিন্তু তাহার পদ বা বেতন
কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই পূর্ব্বে যে সাড়ে তিন টাকা বেতন
পাইত তাহাই থাকিল এবং "রাজার" লক্ষভিবাহারে
পূর্ব্ববৎ চামর লইয়া যাইতেও দেখা যাইত। এদিকে
সাড়ে তিন শত টাকা বেতনভোগী কোন ব্যক্তি
তাহার সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারিবেন না।

কি মাননীয় কমিশনর সাহেব, কি কালেক্টর সাহেব সকলেই রাজাকে সদুপদেশ দিতেন, কিন্তু উহারা এমন বিপরীতভাবে বুঝাইয়া দিয়া আশঙ্কান্বিত করিত, যে রাজা বিদ্যাবুদ্ধিবিহীনতা বশতঃ তাহাই সত্য জ্ঞান করিতেন। এক সময়ে কমিশনর মহোদয় বলেন, আপনার রাজ-সরকারে যে সকল দুষ্ট লোক আছে তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া সুশিক্ষিত ভদ্র লোক নিযুক্ত করুন, এবং আপনি স্বয়ং সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ভদ্রসংসর্গে চলুন, সর্ব্ব-প্রকারে উন্নতি হইবে। সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা বলে, মহারাজ, সাহেবের কথার মর্ম্ম কিছু বুঝিয়াছেন? তাঁহাদিগের কটকে ছাপাখানা আছে, উহাতে সত্য মিথ্যা নানাপ্রকার কথা ছাপা হয়, বড় লোক ও রাজারাজড়ায় না লইলে বিক্রয় হইবে কেন। যাহা হউক, যখন সাহেব বলিয়াছেন, তখন দশ টাকা ক্ষতি হইলেও লইতে হইবে, কিন্তু তাহা পাঠ করা দূরে থাক হস্তে গ্রহণও করিবেন না। সে সব পাঠ করিলে বুদ্ধি বিপরীত হয়, স্বধর্ম্মে মতি থাকে না অনেকে খ্রীষ্টান হইয়া যায়। আর সাহেব যে সুশিক্ষিত ভদ্রলোক রাখিতে বলেন, যাহারা তাঁহাদিগের স্কুলে ইংরাজী পড়িয়াছে (বিশে যশঃ বাঙ্গালি) তাঁহারা উহাদিগকেই ভদ্রলোক বলেন, কিন্তু তন্মধ্যে একজনও ভদ্রলোক নাই, সক-লেই অভক্ষ ভক্ষণকারী খ্রীষ্টান, উহারা রাজগৃহে পদার্পণ করিলে আর কি মঙ্গল আছে, সেই দিন রাজলক্ষ্মী ছাড়িয়া যাইবেন, রাজবাটী ছারখার হইয়া যাইবে। রাজা তাহাই সত্য মনে করিয়া বাঙ্গালিকে স্পর্শ করা দূরে থাক, কথাও কহিতেন না। এক সময়ে পুরীর কালেক্টর শ্রীযুক্ত আর্স্কিন সাহেব রাজবাটীর দুরবস্থা দেখিয়া রাজাকে নানাপ্রকার উপদেশবাক্যে সংসনা করিয়া কালেক্টরির সেরেস্তা-দার মহাশয়কে তাঁহার ম্যানেজার করিয়া দেন। তাঁহার যত্নে অল্প দিবস মধ্যে রাজবাটীর কিছু অর্থ সচ্ছলতা হইয়া সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। তাহাতে রাজভৃত্য "পদনের" আধিপত্য লোপ ও উপার্জ্জন একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং সে তাঁহাকে তাড়াইবার উপায় অনুসন্ধান করে। ম্যানেজারকে পূর্ব্ব রাজগণের সময়ের আয় ব্যয়, এবং তৎকালীন আয় ব্যয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ দেখিয়া রাজাকে বলে, ম্যানেজার মহাশয় সরকা চাকর, সাহেব রাজবাটীর আয় ব্যয় জানিবার জ তাঁহাকে কৌশল করিয়া রাজবাটীতে রাখাইয়া দি ছেন, তাই তিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কাগজ কোথায় কি আছে, সেই সব অনুসন্ধান কবি আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা সরকারে প্রকাশ হ কি আর ভদ্রস্থ থাকিবে? এইরূপ নানা প্রকা রাজাকে ভয় দেখাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে প এ প্রকার ষড়যন্ত্র করে যে, সেরেস্তাদার মহা বিরক্ত হইয়া আপন ইচ্ছায় কার্য্য ত্যাগ করেন।

কিছু দিন গত হইলে পর মাননীয় কমিশ সাহেব মহোদয় রাজবাটীর সেইরূপ নানাপ্রক বিশৃঙ্খলা দেখিয়া কটকের ভূতপূর্ব্ব সদর আ আলা শ্রীযুক্ত বাবু তারাকান্ত বিদ্যাসাগর মহা পেন্সন লইয়া পুরীবাস করিয়া থাকায় তাঁহাকে অ রোধপূর্ব্বক রাজবাটীর ও জগন্নাথ দেবের মন্দি কার্য্যাদি তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত অবৈতনি ম্যানেজার করিয়া দেন, তিনিও সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক সকল কার্য্য কিছু দিন নির্ব্বাহ করেন। সেই সম শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজপুত্র বাহাদুর ভারত সাম্রাজ্ঞী স্ব গমন করাতে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য কমিশ মহোদয় উড়িষ্যা হইতে রাজাকে কলিকাতা যা ধানীতে প্রেরণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অ রোধপূর্ব্বক তৎসমভিব্যাহারে পাঠান। কিন্তু ক কাতায় পৌঁছিলে রাজভৃত্যগণ রাজাকে বলে সকল রাজার মধ্যে প্রধান আসন যদ্যপি আপনা দেওয়া হয় তাহা হইলে আপনি সভায় যাইবে তদ্ব্যতীত গমনে অপমানিত হইতে হইবে। সামা লোকের ন্যায় যেখানে সেখানে আসন পা কুল-গৌরব নষ্ট করা অপেক্ষা তথায় না যা সদ্যুক্তিতে প্রেরণ করে। রাজা তাহাই স্থির করে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানাপ্রকারে বুঝাইয়া ব যে, বড় বড় স্বাধীন রাজগণের অগ্রে আপনা আসন দিবার কথা কে বলিতে পারে, শুনি লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে, আপনি সব দুষ্টবুদ্ধি লোকের কথা না শুনিয়া যাহা স ভাহাই করুন। উহাতে কিছুই মানহানি হইবে বরং অনেক রাজার সহিত আলাপাদি হই মান বৃদ্ধি হইবে। তাহাতে রাজা তখন সম্মত লেন, কিন্তু সভার দিবস ভৃত্যগণ কি বুঝাইয়া রাজা অসুস্থ আছি বলিয়া সভায় গেলেন না, উহ বিদ্যাসাগর মহাশয় যথোচিত বিরক্ত হইয়া তদ রাজসংসর্গ ত্যাগ করিলেন।

তৎপরে যে সময় শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ভার স্বর্গীয় পদ গ্রহণ করেন, সেই সময়ে পুরী

যে সভা হয়, ঐ সভার সভাপতির আসন রাজাকে দিবার কথা স্থির করা হয়। কিন্তু তাঁহার দুষ্ট-বুদ্ধি ভৃত্যগণ পরামর্শ দেয় যে, সভায় মহারাজের উপস্থিত থাকা পর্য্যন্ত সাহেবগণ ব্যতীত অন্যান্য সকলে বসিতে না পাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে তিনি সভায় যাইতে পারেন। স্বয়ং গমনপূর্ব্বক সকলের সহিত একত্র বসিলে গৌরবের হানি হইবে। রাজা সেই মন্ত্রণানুসারে অসুস্থতার ভাণ করিয়া সেবারও সভায় গমন করেন না। তাহাতে কি সাহেবগণ কি অন্যান্য লোক সকলে রাজার উপর অসন্তুষ্ট হয়েন। ইহাদিগের উদ্দেশ্য যে রাজা সেরূপ সভায় কি প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন করিলে পাঁচজনের দেখিয়া শুনিয়া চক্ষু ফুটিবে, সৎসংসর্গলাভে জ্ঞানবান্ হইবেন, তাহা হইলে উঁহাদিগের বশে আর থাকিবেন না, সব বৃথা হইয়া যাইবে, তাই রাজাকে কোন স্থানে যাইতে দিত না, যাইবার কথা হইলে নানা কৌশলে তাহা বন্ধ করিত।

তদনন্তর প্রধান রাজভৃত্য "পদন সামন্তরা" সকল কাটক খুলাইয়া রাজাকে নিতান্ত বশতাপন্ন করিয়া ফেলে ও তাঁহাকে সাক্ষিগোপাল স্বরূপ রাখিয়া সমস্ত কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করতঃ অর্থ শোষণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সে নিত্যনৈমিত্তিক উপার্জ্জনে মন তৃপ্তি হইল না। তখন কলের রাউচারার ন্যায় রাতারাতি একেবারে বড়মানুষ হইবার মানসে একটী বড় মামলার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটী সঙ্গিন মামলা স্থির করিল। রাজার প্রপিতামহ ৺ মুকুন্দ দেব মহারাজ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করাতে আজি চারি পুরুষ গত হইল তাঁহার যে খোর্দ্দা রাজ্য গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লইয়াছেন, সেই রাজ্য হাইকোর্টে মামলা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে ফিরাইয়া লইবার জন্য রাজাকে এই বলিয়া উত্তেজনা করিতে লাগিল, যে বৃদ্ধ দেওয়ান মাধবচন্দ্র লালের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, হাইকোর্টে মামলা করিবার যোগাড় করিতে পারিলে রাজ্য ফিরিতে পারে। তাই যে সময়ে মহারাজ কলিকাতা গমন করেন, সেই সময়ে আমি হাইকোর্টের উকীলদিগকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলাতে তাঁহারা বলেন যে, এ মামলায় জয় পড়িয়া রহিয়াছে, তোমরা কি জন্য নালিশ করিতেছ না, করিলেই খেসারতসহ রাজ্য ফিরিয়া পাইবে। অতএব আপনাকে বলিতেছি, শুভকার্য্যে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। রাজা পদনের সেই কাল্পনিক কথা সত্যজ্ঞানে রাজ্য ফিরিয়া পাইবার আশায় পদনকে মামলা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। পদন কলিকাতায় পৌঁছিয়া মামলার যোগাড় করিবার জন্য যখন যত টাকা পাঠাইতে লেখে, রাজা রাজকোষে টাকা না থাকিলেও কর্জ্জ করিয়া তদনন্তর প্রেরণ করেন। পদন এই প্রকারে টাকার উপর টাকা পাইয়া (মামলা আদৌ মিথ্যা) কয়েক মাস কলিকাতায় বাবুগিরি করিয়া কিছু অর্থ হস্তগত হইলে ফিরিয়া গিয়া বলে, আমাদের পক্ষে মামলা সব স্থির হইয়া কেবল হুকুম দিতে বাকি ছিল, কিন্তু আমাদের ভুল হইল, বিশেষতঃ অধিক টাকা খরচ হইবে বলিয়া নম্বরিতে মামলা না করিয়া বেনম্বরি (মুৎফরকাতে) করায়, হাকিম এতবড় সঙ্গিন মামলা বেনম্বরিতে চলিতে পারে না, এই বলিয়া খারিজ করিলেন। কিন্তু উকীল মোক্তারগণ বলেন যে, মামলার সব স্থির হইয়া গিয়াছে, কেবল ষ্ট্যাম্পের খরচা দিয়া নম্বরিতে দাখিল করিলেই ডিক্রী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, ইহাতে মহারাজের যেমত ইচ্ছা। রাজা বিদ্যাবুদ্ধি বিহিনতাবশতঃ পদনের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তাহা সত্যজ্ঞানে টাকার যোগাড় করিয়া মামলা নম্বরিতে পুনর্ব্বার দাখিল করিবার কথা স্থির করিতেছেন, এই সময়ে "শিবদাস বাবাজির" হত্যাকাণ্ড উপস্থিত করিয়া তদ্দ্বারা একমাত্র পদন নহে, সকল রাজকর্ম্মচারী ও রাজভৃত্য অর্থ উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার করিয়া লয় ও রাজাকে জন্মের মত বিদায় দেয়।

শ্রীনারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য

আঁধারে আলোক।

ভেবে দেখ একবার—ভেবে দেখ একবার—
কিছু দিন আগে কি ছিল ভারতে—
আঁধার করিয়াছিল গ্রাস—
তারা শশী অসীম আকাশ,
ছিনু অন্ধ মোরা নয়ন থাকিতে ;
প্রলয় পর্জ্জন্যে ঢাকা ছিল প্রভাকর,
বিন্দুমাত্র আলো তার নাহি পাইতাম আর,
আঁধারে আলোকে নাহি ঘটিত সমর,
আঁধারের ছিল হেথা একায়ত্ত অধিকার,
নাচিত চৌদিকে সদা নিবিড় আঁধার।
অন্ধকারে পথাপথ নারিয়া চিনিতে,
চলিত ভারতবাসী বিপথে বিপথে ;
মর্ম্মভেদী দৃশ্যে তম এমন (ই) চাহিত,
তামসে ভারতচিত্র আচ্ছন্ন করিত।
সে পর্জ্জন্য ঘন ঘন করিত গর্জ্জন,
রাশি রাশি তিরস্কার করিত বর্ষণ,
বহিত নিয়ত অত্যাচার স্রোত,
ভারতে করিত নিত্য ওতপ্রোত,
মাঝে মাঝে পড়িত অশনি,
মাঝে মাঝে কাঁপিত মেদিনী,
হায়রে! ভারতবক্ষ করিত বিদীর্ণ,
ভারতের সুখভিত্তি করিত বিচূর্ণ।
ইংরাজের রাজনীতি প্রকৃতি এখন
সত্য বটে স্থিরভাব করেছে ধারণ,
কিন্তু সেই বজ্রপাত চিহ্ন অঙ্কিত
আছয়ে ভারতবক্ষে এখনো অঙ্কিত।
যেমতি শরদাগমে মেঘজাল ক্রমে ক্রমে
একে একে সরে হয় অন্তর্হিত,
প্রকৃতি কাঁদে না আর অবিরত,
কিন্তু হায়! বরষায় যে ক্ষতি করিয়া যায়,
সে ক্ষতি পূরণ নাহি হয় অনায়াসে ;—
ভগ্ন গৃহ মেরামত হয় বহু ক্লেশে,
ভগ্ন তীর-পথে স্রোত বহু দিন ছুটে,
কৃষক ভাণ্ডার হতে বহু ধন লুটে,
বজ্রাহত তরু নাহি হয় অঙ্কুরিত,
পথিক সহসা হায়! নাহি পায় পথ।
সেই দশা ভারতের ঘটেছে এখন,
প্রলয় পর্জ্জন্য সম ইডেন লিটন
সত্য বটে নাহি আর, নাহি নব অত্যাচার,
কিন্তু হায়! ভারতের প্রতি অঙ্গ মাঝে
গত বিপ্লবের চিহ্ন এখনো বিরাজে।
নাহি বটে অভ্রভেদী শোকার্ত্ত চীৎকার,
কিন্তু থেকে থেকে উঠে শোকোচ্ছ্বাস ভার,—
যথা শিশু ক্রন্দনের বহু ক্ষণ পরে,
থেকে থেকে ফুকরিয়া উঠে বারে বারে।
না থাক্ না থাক্ এবে নিবিড় আঁধার,
দিবাকর নাহি হেথা উদিল আবার।
আঁধারে যে আলো দান করিছে এখন,
নাহি তাঁর তেজস্কর প্রখর কিরণ।
না থাক্ না থাক্ তাঁর প্রখর কিরণ,
যা চায় ভারত তাই পেয়েছে এখন।
রিপন তপন নহে শারদীয় শশী,
স্বায়ত্ত শাসনবিধি কৌমুদী তাঁহার,
চৌদিকে বিকীর্ণ তাঁর যশঃসুধা রাশি,
হেরিয়া কিরণ তাঁর কাঁপিছে আঁধার।
আঁধারে আলোকে দ্বন্দ্ব লেগেছে এবার,
আঁধারের নাহি আর একায়ত্ত অধিকার,
আলোক করিছে এবে স্বরাজ্য বিস্তার।
সুখ দুঃখ বিমিশ্রিত অন্তরে যেমন
যে যখন লভে তথা জয়,
তাহার (ই) একাধিপত্য হয়,
আঁধারে আলোকে হেথা যুঝিছে তেমন,
উড়ায় পর্য্যায়ক্রমে বিজয় নিশান।
হয়ত আসিতে পারে পুনঃ অমানিশি,
আবার গ্রাসিতে পারে এই পূর্ণ শশী ;
তা বলে চকোর কিরে এবে সেই চিন্তাভরে

করিয়া চন্দ্রিকার সুধা পান,
করিয়া শশাঙ্কের গুণ গান
ভের গগন ভরিয়া,
ী হয়ে থাকিবি বসিয়া ?
সবে এক স্বরে সুমধুর তানে
ছা রিপন বল গাও এক মনে !
কবিকুল বাঁধিবে ঝঙ্কারে
হও তাঁর সুযশঃ প্রচারে।
হাস। তুমি অন্ধ ভিতরে
নের বল সুদৃঢ় অক্ষরে
রে লিখিয়া, যেন সবে পারে
ত সহজে ভরিয়া আঁধারে।
পথ নাচিয়া নাচি ।,

যাজি হাসিয়া হাসিয়া,
ন সুধাতে সবে সুখ অবিরত ;
ক জাগুক বিশ্ব কৃতজ্ঞ ভারত।
মহত্ত্ব গৌরব—তাঁর যশের সৌরভ—
নিধি কল্লোলে কল্লোলে,
গতি হিল্লোলে হিল্লোলে
ক বহন তারা যত দূর যায় ;
াতি রাখিতে স্থান আছে কি ধরায় ?
রত ! আঁধারে আলো পেয়েছে এখন,
রাজনীতি-পথে করি বিচরণ।
ন্ধ—
মোদে উন্মত্ত হোয়ে চলিতে চলিতে,
াহারা হোয়ে যেন যেওনা বিপথে :
লোক হেরিয়া যেন ভেবোনা দিবস,
াচরে তোরে যেন না করে পরশ।
হ শিক্ষিত সোদরগণ !
মাদের ফুটেছে নয়ন,
মরাই হও আগে অগ্রসর ;
ভ্রাতৃগণে ধরি, হাত ধরাধরি করি,
, তথা সবে মিলি করিয়া ভ্রমণ,
ঠির মানের সাধে সুধাংশু কিরণ।
ভ্রাতৃগণ সাথে চলিতে একই পথে
াহেলি করিও না যেন পরস্পর ;
তা শিক্ষার এই যোগ্য অবসর।
পথে নিয়ত কত ফিরে শত্রুগণ,
বার হও যদি স্খলিত চরণ,
ান আঁকিয়া ধরিবে তারা,
জে দুঃখে তোরা পড়বি মারা,
ত বিপরীত ভাব ঘটিবে আবার,
আলোকে পুনরায় আসিবে আঁধার।
: বটে সেই পথ অতীব বিস্তীর্ণ,
ভাগ্যদোষে তাহা কণ্টকে আকীর্ণ।

রিপন আলোক দিল, পথ নিরখিয়া চল,
দুপা না চলিতে যেন কাঁটা নাহি ফুটে,
তা হলে জন্মের মত যাবে বল টুটে।
তবে যদি সাহসে করিয়া ভর,
সকলে চলিয়া কাঁটার উপর,
চরণে দলিতে পার পার যদি, তবে হবে !
বুঝিব—তোমরা বটে আর্য্য বংশধর,
বুঝিব—ভারত নহে অসাড় অম্বর।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ! সুরেন্দ্র রাজন !
তব যত্নে আলো দান করিল রিপন।
ধন্য হে সুরেন্দ্র তুমি ! ধন্য হে রিপন !
আঁধারে আলোক মোরা পাইনু এখন।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীকালীবোধচরণ বসু
মেদিনীপুর।

সোমপ্রকাশ।

৯ ই শ্রাবণ সোমবার।

ভবিষ্য ইংলিসম্যানের চিন্তাবিকার।

ভবিষ্য রমেশচন্দ্র মিত্র কলিকাতার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে কিয়দ্দিনের নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন, এই সুসমাচার আমরা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিয়াছি। কিন্তু সংসার এমনি স্থান, যে দিকে নেত্রপাত করিবে, সেই দিকেই ভাববৈপরীত্য দৃষ্টিগোচর হইবে, —কেহ প্রেম প্রবাহে গলদক্ষ হইয়া আহ্লাদে গদগদ হইতেছেন, কেহ বিষাদে মুহ্যমান, মুখে হাসিটুকু নাই, শোকভরে নয়নযুগল জলধারায় প্লাবিত করিতেছেন। কৃতবিদ্য, সুযোগ্য, কার্য্যদক্ষ মহাপ্রাজ্ঞ মিত্রমহোদয় আজ কলিকাতার প্রধান বিচারাসন স্বীয় লোকাতীত মহিমচ্ছটায় সুশোভিত করিয়াছেন : আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি, হস্তদ্বয় উদ্যত করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ, উদারচরিত লর্ড রিপনের ন্যায়পরতার এবং সমদর্শিতার সাধুবাদ করিতেছি, কিন্তু ইংলিসম্যান অম্বুজল ত্যাগ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। মিত্রকে প্রধান বিচারাসনে দেখিয়া যেমন আমাদের আহ্লাদ হইয়াছে, আজ ইংরাজপক্ষসমর্থনকারী, পক্ষপাতের সর্দ্দার-পড়ো ইংলিসম্যানকে শোকাকুল দেখিয়া সেইরূপ নিদারুণ উদ্বেগে আমাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। পরদুঃখে কাতর হওয়া আমাদের কেমন সহজ ধর্ম্ম ; ইংলিসম্যানের এতাদৃশ শোকসাগর উথলিয়া উঠিবে জানিলে আমরা না হয় লর্ড রিপনের হাত ধরিয়া নিষেধ করিতা বিনয়নম্র সকরুণ বাক্যে বলিতাম,—"কাজ ন দেশে গিয়া ন্যায়পরায়ণ হইবেন ; যাথার্থ্যের সম্ম রক্ষা করিতে হয়, স্বদেশে গিয়া করিবেন, এখা আপনি স্বজাতির অবদায় রক্ষা করুন।" কি হাকিম ফিরে ত হুকুম ফিরে না, তিনি ধর্ম্মপা চাঁইয়া হঠাৎ একটা ন্যায়সঙ্গত কাজ করিয়া ফে ছাচেন, এখন আর উপায় কি ? লর্ড লিটন থাকি কদাচ তিনি স্বজাতিকে মনক্ষুণ্ণ করিতেন না ; এ তিনি নাই, দৈববিপাকে একটা কাজ হই গিয়াছে ; ইংলিসম্যান দুটা মাস সহ্য করি থাকুন ; শরীরমেব আয়তনং, সুখস্য চ দুঃখস্য চ দুঃখ ঘটিয়াছে, কিন্তু এ দিন থাকিবে না। সো মুহ্যমান হওয়া মূঢ়ের কার্য্য, তিনি ধৈর্য্যাবল করুন, দুর্জ্জয়ভাবে তাঁহাকে আমরা এই উপ দিতে পারি।

আমাদের শোকসন্তপ্ত সহযোগী বলেন, ভ দিগের বেতন কমাইয়া একে ত গবর্ণমেণ্ট, ক কোর্টের মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তির লাঘব করিয়া দি ছেন, তাহাতে আবার এতদ্দেশীয় লোক প্রধ বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন, এখন হাইকো ছি ছির সামগ্রী হইয়া গেল। তা গেল,—প্রধ বিচারপতির উচ্চতম সিংহাসনে কেমন চকচ ঝকঝকে গোলাপী রঙের আয়নাখানি আলো করি বসিয়া থাকিতেন, দেখিলে দণ্ড তাকিয়া থাকি হইত। এখন মিস্‌মিসে কাল রঙের একটা মু বসান থাকিবে, তাও কি প্রাণে বরদাস্ত হয় ? ভ জিজ্ঞাসা করি, তেজস্বিতা, ওজস্বিতা, উদ্যমশীল প্রভৃতি কোন্ মহদ্গুণে ইংলিসম্যান এবং তৎপ সমর্থনকারিগণ বাঙ্গালীকে ন্যূন দেখিয়াছেন ? শা বিভাগের কোন্ গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করি বাঙ্গালিরা অক্ষম ? তাঁহারা বলেন, আলস্যের কারণ বিচার বিভাগের কার্য্য সম্পন্ন করিতেই বা লিরা সুদক্ষ ; তাঁহারা কৌন্সেলের মেম্বর হই পারেন, যথাকালে অবকাশমত ধীরে ধীরে ত কার্য্য ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে চলে কিন্ত কার্য্য তেজস্বিতা সাপেক্ষ তাহা বাঙ্গালির সা য়ত্ত নহে। এ ভ্রম ইংলিসম্যানেরই শোভা প আর শোভা পায় যাঁহারা তাঁহার কথায় তুড়ী দি থাকেন। কিন্তু যাঁহারা কৃতবিদ্য বাঙ্গালির ক দক্ষতার ভূরি পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের প এতাদৃশ নির্দ্দেশ কেবল উন্মত্তের প্রলাপবাদ ম মুখে আনিতে হাসি পায়, লোকের নিকট প্রক করিতে লজ্জা বোধ হয়।

উত্তরকালে এতদ্দেশীয় লোকে চিফ কমিশন এবং লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদপ্রার্থী হইবেন,

য় কথা নহে। যিনি উপহাস করেন,—করুন, তত্তৎপদলাভে এখনি আমাদের যোগ্যতা য়াছে। আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার ন্যায় ঐ র্য্যকে সুখসাধ্য জ্ঞান করি। উচ্চ- কর্ম্মচারীরা স্বয়ং কি করিয়া থাকেন? সহ লোকেই ঠিক দিয়া পাঁচ এবং সাত দেখাইয়া , কর্ত্তারা তদ্দৃষ্টে বলেন—পাঁচ অপেক্ষা সাত া অধিক। ইংরাজের দেহ যে উপাদানে গঠিত, রাও সেই উপাদানে নির্ম্মিত; এতাবৎকাল রা বিষয়াশয়ে ব্যাপৃত ছিলাম, আমরা এতকাল বিধ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতাম; কুটিল রাজ- ত্বর প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই, সে কারণ আমরা নীতিতে অনভিজ্ঞ ছিলাম। এক্ষণে রাজনীতি- ায় মনোনিবেশ করিয়াছি, কোন বিষয় আমা- দুর্ব্বোধ বিবেচিত হয় না। আমরা যে কার্য্যে ক্ষেপ করিয়াছি, তাহার কোন অংশে আমরা াহাদের অপেক্ষা ন্যূন নহি। আমাদের হস্ত পদ ধিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের কিছুমাত্র নাই, বুদ্ধিও খেলিতে পাইতেছে না; নচেৎ ক বিষয়ে আমরা ইংরাজদের উপর টেকা দিয়া তাম। ঈশ্বর করুন, লর্ড রিপনের মত উদার- ত সদাশয় ব্যক্তি উপর্য্যুপরি ভারতের প্রধান শনে আসীন হউন, এই ভস্মরাশির মধ্যে কীদৃশ ত্তম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত আছে, তাহা বাহির য়া দেখাইব। আমাদের কতদূর ক্ষমতা, কত- বুদ্ধির প্রখরতা, তাহার ভাল করিয়া পরিচয় । অকাতরে রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ ব।

ইংলিসম্যান বলেন, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সভ্যেরা দেশের বিষয় কিছুই জানেন না। তজ্জন্য যাঁহারা দেশের অবস্থা বিশেষ জ্ঞাত আছেন, গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে শঙ্কিত হন নাই। লর্ড ন যে কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আত্মপ্রশংসাধিকার ান করিয়া তিনি শৃঙ্খল-বিমুক্ত দেশীয় সংবাদ- ত্রের সম্পাদকদিগের নিকট হইতে যে আদর প্রাপ্ত য়াছেন, তাহা অন্তর্হিত হইল। দেশীয় সংবাদ- যে ব্যক্তিকে বিচারাসনে নিযুক্ত করিতে অনু- ধ করিতেছেন, তিনি যদ্যপি তাহার অন্যথাচরণ রিতেন, নিজ পদের কর্ত্তব্যতার বশানুবর্ত্তী হইয়া দালিদের ইচ্ছার এবং স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্য্য রলে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ যে সমস্ত নিন্দা- করিয়া থাকেন, তিনি তৎসমুদায়ের ভাগী হই- ন। এই সমস্ত মতে অবিচলিত থাকিতে হইলে ময় অধিকতর তেজস্বিতা এবং দৃঢ়তা চাই।"

আমরাও তাই বলি, যিনি নিজের বুদ্ধি বিবেচ- নার এবং নিজের চিন্তান্বিত জ্ঞানের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া পরের কথায় মাতিয়া উঠেন, তাঁহার মনের দৃঢ়তা নাই তেজস্বিতাও নাই। অন্য কোন গবর্ণর জেনরল আজ ভারতবর্ষে উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই স্বজাতির মনোরঞ্জনার্থ যত্নবান্ হইতেন। স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় লোকে ক্ষোভ প্রকাশ করিবেন, ইহাতে ভীত ও চমকিত হইয়া তিনি অবশ্যই ইংলিসম্যানের কাতরোক্তি শুনিতেন। কিন্তু লর্ড রিপন তেজস্বী ব্যক্তি, তিনি ইংলিসম্যানের অনুরোধ রক্ষা করিতে এদেশে শুভাগমন করেন নাই, তদীয় আগমনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। তিনি ন্যায়ানুসারে রাজ্য পালন করিবেন, সুতরাং তিনি ন্যায়পরতাকেই প্রধান উপদেষ্টা জ্ঞান করিয়া তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। এত দিন হাইকোর্টে যে রীতি চলিয়া আসিতেছে, তিনি নির্ভীক চিত্তে সেই রীতিরই অনুসরণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে টেভর, কেম্প এবং জ্যাক্সন সাহেব চিফ জষ্টিসের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। এতন্মধ্যে কেহই ব্যারিষ্টার ছিলেন না; ব্যারিষ্টার ভিন্ন অন্য কেহ প্রধান বিচারপতির আসন লাভে অধিকারী হইবেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম খাটে নাই, আজ জষ্টিস রমেশচন্দ্রের পক্ষে তবে কেন খাটিবে? এই বিচার করিয়া তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে মিত্রকেই চিফজষ্টিসের পদে অভিষিক্ত করিলেন।

ন্যায়কে অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়, এটী ইংলিসম্যানের কথা, এবং অসঙ্গত বাক্যও যদ্যপি একবার মুখ হইতে বিনির্গত হয় প্রাণান্তে তাহা স্বীকার করিব না, এ যুক্তি ইংলিসম্যান এবং ডিকেন্স সাহেব উঁহাদের দুই জনেরই। কৃষ্ণনগরের জজ ডিকেন্স একবার যাহা বলিয়াছেন, সত্যাদি দেখাইলেও আর তাহার বিপরীত কথা বলিবেন না। এটী তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা। ইংলিসম্যানও একবার বলিয়াছেন, রমেশচন্দ্রকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করা অনুচিত, আর তিনি কিছুতেই তদ্বিপরীত বাক্য মুখাগ্রে আনিবেন না। এই সমস্ত একগোঁয়ে মানুষের হাতে পড়িয়া আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইল।

পাঠক! দেখুন, লর্ড রিপন কীদৃশ সঙ্কট অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। এক দিকে ন্যায়পরতার মান রক্ষা, অন্য দিকে স্বজাতির মনস্তুষ্টি সম্পাদন। কিন্তু তিনি ন্যায়পরতার গৌরব রক্ষা করা শ্রেয়ঃকল্প জ্ঞান করিলেন। ইংলিসম্যান বলেন, রিপন আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া এদেশীয় লোকের অনুরাগ ভাজন হইতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু এটী তাঁহার উৎকট ভ্রম। যদি আমাদের অনুরোধ রক্ষার্থ তিনি এতই ব্যগ্র হইতেন, তবে মিথি কাপড়ের শুল্ক রহিত হইত না। আমরা ত দেশ লোকে ঝুলিয়া মরিয়াছিলাম। দৃঢ়চিত্ত ধার্ম্মি রিপন অন্য কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করেন ন তিনি চিন্তান্বিত জ্ঞানেরই অনুরোধ রক্ষা করেন।

দেশীয়দিগকে সামরিক বিদ্যায় শিক্ষাদান।

উদারপ্রকৃতি লর্ড রিপন এবং মেজর বে বিড়ের সুশাসনাধীনে ক্রমে এতদ্দেশের শ্রীবৃ হইতে চলিল। ব্রিটিশ জাতির মনে যে হেতৃনি ভদ্রভাব বর্ত্তমান আছে, ক্রমে তাহা তিরোহি হইবে, তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে। এতদ্দে শীয় লোককে সামরিক বিদ্যায় শিক্ষা দিবার নি সম্প্রতি লর্ড রিপন সংকল্প করিয়াছেন। আ সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে কিন্তু আমাদের প্রার্থনা, যেন এই প্রস্তাবটী কে আড়ম্বর স্বরূপ হইয়া না থাকে, তাহা হইলে উ কোন ফলের প্রত্যাশা নাই। ইতিপূর্ব্বে পঞ্জা নবাব ওওরাকে ব্রিটিশ সৈন্যের অবৈতনিক ক করা হইয়াছিল; এবং গোয়ালিয়রের ও কশ্মী মহারাজকে ব্রিটিশ সৈন্যের জেনরল করা হ ছিল। কিন্তু এগুলি কেবল শূন্যগর্ভ উপাধিম ইহার অভ্যন্তরে কিছুমাত্র সার পদার্থ নাই। গ মেণ্ট যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোককে সামরিক বি উপযুক্ত শিক্ষা দান করিয়া তাঁহাদিগকে সৈ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলেই যথার্থ ফলে হইবে।

অনেক ইউরোপীয় মহাপুরুষের এ প্রকার বিশ্বাস আছে যে, এতদ্দেশীয় লোক সামরিককা নিতান্ত অযোগ্য, ইঁহারা শান্তভাবে মনোবৃত্তিক কর্ম্ম করিবারই উপযুক্ত পাত্র। পরীক্ষা না ক একটা সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে অনে বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবাসিরা উচ্চতম কোন কা বই ভারগ্রহণে সমর্থ নহেন, তজ্জন্য পূর্ব্বে এদে গণ ব্যারিষ্টার এবং কভেনাণ্ট সিবিল সর্ভি পরীক্ষা দিতে পারিতেন না। কিন্তু যদবধি তাঁ ঐ সমস্ত কার্য্যে প্রবেশলাভ করিয়াছেন, সেই হইতে তাঁহারা যথেষ্ট যোগ্যতা ও গুণবত্তার প দিয়া আসিতেছেন; এমন কি ইঁহাদের অসাম অধ্যবসায় এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য দর্শনে ব্রিটিশজাতি শঙ্কিত হইতে হয়; কত কৌশলে কত ছলনায় প ক্ষার্থিদিগের বয়ঃক্রম কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ দেশীয় অনেকেই বীরজাতি; বীরত্বে তাঁ দের আমোদ, বীরত্বেই তাঁহাদের স্ফূর্ত্তি। রণ সাহস, পরাক্রম এবং রণদক্ষতার পরিচয় অনে দেখাইয়াছেন। অনেকেই পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় বী যুদ্ধবিগ্রহে ইংরাজজাতিকে পুনঃ পুনঃ সা

রিয়াছেন। এ দেশীয় সৈনিকগণের বলে অনেক
ন ইংরাজজাতি জয়লাভ করিয়াছেন। সামরিক
কা পাইলে আজ সেই সমস্ত বীরজাতির মন
নকটা সুস্থির হইবে।

ভারতবর্ষের নানাস্থানের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত
কদিগকে গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় পদে নিযুক্ত করুন।
াজজাতি আমাদের, আমরা তাঁহাদের প্রজাজাতির, এই
প্রণয়ের ভাব চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত এখন সৈনিক-
াগে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে অধিকার প্রদান
বিধেয়। এতদ্দ্বারা অনেক উপকার সাধিত
ব। ক্রমে এ দেশীয়গণ সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত
ল বৎসর বৎসর বিলাতে যে অর্থরাশি প্রেরিত
তছে, তাহা বন্ধ হইতে পারিবে। ভারতবর্ষের
প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহাতে এখান হইতে
কপর্দ্দকও অন্যত্র প্রেরণ করা উচিত নহে।
দেশের বিস্তর অর্থরাশি বাঁচিয়া যাইবে, এই এক
উপকার। দ্বিতীয়, ক্রমে রাজনীতিতে সকলেই
কৃরূপে অধিকার লাভ করিতে পারিবেন। রাজ-
্যের সমস্ত বিষয়ে সকলেই স্বাধীনভাবে মতামত
াশ করিতে পারিবেন এবং ভারতবর্ষ রক্ষার
স্ত সকলেই সমান উদ্যোগী হইবেন। ১৮৫৮
র ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা সর্ব্বতোভাবে ফলবতী
ত, এই আমাদের কামনা।

ভারত সাম্রাজ্যের পরিণাম।

(সপ্তম প্রস্তাব।)

আমরা গতবারে এতৎসম্বন্ধে যে যে অভিপ্রায়
শ করিয়াছি বোধ হয়, তাহা পাঠকগণের স্মৃতি-
ট হয় নাই। এ দেশে রাজভাগসংক্রান্ত যে
া প্রচলিত আছে, তন্নিবন্ধন যে অনিষ্ট ঘটিতেছে
রে তদ্বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।
সংগ্রহ-বিষয়ক ব্যবস্থার আলোচনা করাই
স্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। এক্ষণে ভূমির
প্রদান পদ্ধতিটী কতদূর সঙ্গত, এক বার
করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। দশ হাজার লোকের
র-প্রমার্জ্জিত ধন এক ব্যক্তি সুখসিংহা-
বসিয়া উপভোগ করিতেছেন। ভূমিকর্ষণে
র কতদূর কষ্ট হয়, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই,
র গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান থাকিল কি না
তি দৃষ্টি নাই। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এক
প্রমার্জ্জিত ধন অন্য ব্যক্তি কি কারণে উপ-
করিবে? ভূস্বামীর তাহাতে অধিকার কি?
রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া স্বীয় বেতনস্বরূপ কিঞ্চিৎ
া অবশিষ্ট প্রজার হিতার্থ ব্যয় করেন না, তবে
'ক কারণে প্রজার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ
করিবেন? প্রজার এই দুর্দ্দশা আজ নূতন হইয়াছে, তাহা নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে। কালক্রমে ভূস্বামীরা যত ক্ষমতাপন্ন হইতেছেন, প্রজাদের কষ্ট ততই বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে।

১৮৩১—৩২ খ্রী অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নূতন সনন্দপত্র গ্রহণ করেন। তদুপলক্ষে ভারত শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ পার্লামেণ্টে একটী সভা হয়। তদানীন্তন ভারতবর্ষের বণিকেরা এবং রাজপুরুষেরা সেই সভায় সাক্ষ্য দেন, মৃত রাজা রামমোহন রায়ও স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সভা জিজ্ঞাসা করিলেন—

সম্প্রতি বঙ্গদেশে জমিদারীপদ্ধতি এবং মাদ্রাজ বিভাগে রায়তী পদ্ধতি পরিষ্কৃত হওয়াতে কৃষকের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে?

এই প্রশ্নে মহাত্মা রামমোহন রায় উত্তর দিলেন—

"উভয় বন্দোবস্তেই প্রজার নিতান্ত দুরবস্থা। এক স্থলে প্রজারা ভূস্বামির অর্থগৃধ্নুতার কৃপাপাত্র হইয়া আছে, অন্য স্থলে কৃষকগণ আমিন ও রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারির অর্থশোষকতা ও দুরভিসন্ধির অধীন হইয়া পড়িয়াছে। আমি উভয় স্থানেরই কৃষকের দশা বর্ণিত করিয়াছি; তবে এই মাত্র প্রভেদ দেখি যে, বঙ্গদেশের কৃষকের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট জমিদারের বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু প্রজার কোন সুবিধা করেন নাই। যে বৎসর সুবৃষ্টি হয়, সেবার শস্য অতিশয় সস্তা হইয়া পড়ে, যাবতীয় শস্য বিক্রয় না করিলে ভূস্বামির রাজস্ব শোধ হয় না, সুতরাং বীজের জন্য ও কৃষকের পরিবারের প্রতিপালনার্থ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।"

সভা তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

যাহাতে কৃষকদিগের ও সাধারণ প্রজার অবস্থা উন্নত হয়, আপনি এমন কোন উপায় বলিতে পারেন? এতদ্বাক্যে রামমোহন রায় উত্তর করিলেন,—

এই নূতন পদ্ধতি অনুসারে চল্লিশ বৎসর কার্য্য চলিতেছে, এক্ষণে ভূমির যথাযথ পরিমাণ হইয়াছে। ভূস্বামিদের আর তদ্বিষয়ে ক্লেশ নাই, পুনঃ পুনঃ খাজনা বৃদ্ধি করায় রাজস্বেরও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, আমি এইক্ষণে সহজ উপায়ের প্রস্তাব করিতে পারি এবং প্রজার অবস্থার উন্নতি করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টও অনায়াসে তাহা অবলম্বন করিতে পারিবেন,—এমন দৃঢ় নিয়ম করিয়া দেওয়া হউক যে, কোন ছলনায় আর যেন খাজনা বৃদ্ধি হইতে না পায়।

পাঠক! রাজা রামমোহন রায় কেবল ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন না; তিনি অতুল ভূসম্পত্তির অধীশ্বরও ছিলেন। তাঁহার জমিদারী বঙ্গের অনেক স্থলে অদ্যাপি বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। তথাপি তিনি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে একটীও কপটবাক্য প্রয়োগ করেন নাই। কৃষকদিগের দীনাবস্থা দর্শন করিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক না হয়? উত্তরোত্তর যে প্রকার রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কৃষকদিগের গৃহে অন্নসংস্থান হওয়া কঠিন। বঙ্গের অনেক স্থানের কৃষকের অনেক প্রকার সুবিধ আছে। ভূস্বামিদিগকে অনেকটা শঙ্কিত হইয়া চলিতে হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের খাসমহলের ত কথাই নাই। জমিদারেরা শস্য ও সস্ব-গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং আঁটিসমেত গিলিয়া ফেলেন। এই উভয়বিধ রাজস্ব সংগ্রহবিধির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন না করিলে প্রজাগণের কিছুতেই উন্নতি হইবে না, ক্রমশঃ তাহারা আরও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। সে কারণ আমাদের একান্ত অভিলাষ, রুশ গবর্ণমেণ্ট যেমন জমিদারদিগকে ভূমির মূল্য দিয়া প্রজার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও ভারতবর্ষে তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করুন। প্রত্যেক ভূস্বামিকে তাঁহার জমিদারীর মূল্যস্বরূপ লাভের বিশ গুণ পণ প্রদত্ত হউক। ঐ পণের অর্দ্ধেক প্রজাগণ দিবে অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্ট দিউন। প্রজারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করুক। ইহাতে মহোপকার সাধিত হইবে। কৃষকগণের গৃহে অর্থ সঞ্চিত হইবে, কদাচিৎ দুর্ভিক্ষের নাম শ্রুত হইবে না। তাহারা ক্রমে উন্নত হইয়া সমাজের পদস্থ লোক হইয়া উঠিবে। যে সমাজে অধিকসংখ্যক সচ্ছল লোকের বাস না থাকে, সে সমাজ উন্নত নয়। এ দিকে জমিদারদের হস্তে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হইবে, তাঁহারা নানা প্রকারে বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্টেরও রাজস্বের বিন্দুপরিমিত ক্ষতি হইবে না, নির্দ্ধারিত কর দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে। অধিকন্তু একটী মহৎ পক্ষপাতও দেশ হইতে এককালে নিরাকৃত হইবে। কৃষকগণ সম্পূর্ণ শ্রম করিয়া বহুবিধ কষ্টভারে অবনত হইয়া পড়িতেছে পক্ষান্তরে জমিদারেরা আলস্যে কালক্ষেপ করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, ক্বচিৎ তাঁহাদিগকে যৎসামান্য কর দিতে হয়। এই কুপ্রথাটী কোন ক্রমে উপেক্ষণীয় নহে, আবহমান চলিয়া আসিতেছে, সে কারণ ইহাতে লোকের আশ্চর্য্য বোধ হয় না, নচেৎ এবম্বিধ নিন্দনীয় কুরীতি সভ্যসমাজে প্রচলিত থাকে, ইহা সামান্য অনুশোচনার বিষয় নহে।

মিসরে ভারতের সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাব।

লসহকারে এমনি ভাব হইয়া দাঁড়াইল যে, গ্রেট নর সঙ্গে যে কোন দেশের যে কোন জাতির দ বিসম্বাদ উপস্থিত হউক না, তাহাতেই ভবর্ষের স্বার্থ আছে এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়া । ভারতের স্বার্থের সঙ্গে বৈদেশিক বিবাদের ব থাকিলেই তাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে হইতে হয়; সুতরাং এখান হইতে সৈন্য ণ করাও আবশ্যক হইয়া পড়ে, নির্ধন ভারতের ক্তিও হয়।

গত রুশ-তুরস্কের যুদ্ধে ভারতবর্ষ হইতে মাল্টায় প্রেরিত হইয়াছিল। তুরস্করাজ্য ভারতবর্ষের স্বরূপ; তুরস্কের উপর ইংলণ্ডের আধিপত্য না লে ভারতবর্ষ বিপদগ্রস্ত হইতে পারে। এইরূপ র্ক করিয়া লর্ড বিকন্‌সফিল্ড ভারতবর্ষ হইতে ায় সৈন্য প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রদান ন। তাঁহার আরও একটী গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। র সর্ব্বব্যাপক ইম্পিরিয়াল যুদ্ধ বাঁধাইবার অভি- করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে উদার সাম্প্র- ক লোকদিগের তাহাতে সম্মতি ছিল না। ারা এ কার্য্যপ্রণালীর বিস্তর প্রতিবাদ করেন। এক্ষণে সেই উদারনীতিক সম্প্রদায়ের হস্তে ণ্ডের শাসনভার সমর্পিত রহিয়াছে, তবে কি ণে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ হইতে মিসরে সৈন্য ণের প্রস্তাব চলিতেছে?

পূর্ব্বে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য রিত হইয়াছিল, এবং এদেশীয় বীরপুরুষেরা সংগ্রামে বিলক্ষণ সাহস ও রণপারিপাট্যের পরি- দিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে একটী অসঙ্গত কার্য্য া গেলে পুনঃ পুনঃ তাহার অনুসরণ করিতে ব. সেইটীকে উদাহরণস্থলীয় জ্ঞান করিয়া ুসারে কার্য্য করিতে হইবে, এ ব্যবস্থা কখন সঙ্গত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের স্বার্থ ইয়া আমরাই মিসরে ভারতসৈন্য প্রেরণের বাধা প্রতিপন্ন করিতেছিলাম, কিন্তু আমরা ারা করি, কূট তর্ক করিলে ভারতের স্বার্থ নাই ধী ইংলণ্ড ভারতের রক্ষাকর্ত্তা, ইংলণ্ডের হস্তে তের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। নে ইংলণ্ডের অসুবিধা, ক্ষতি এবং বলহানির ঘটনা ঘটিবে, সেইখানেই ভারতের সম্বন্ধ আছে। র যদি আমেরিকার ইংলণ্ডের সঙ্গে কোন বিবাদ স্থিত হয়, এবং সেই বিবাদে যদ্যপি ইংলণ্ড পরা- হইবে, এমন সম্ভাবনা হইয়া উঠে, তবে তাহা- ও ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, বলিতে বে। আমেরিকাবাসিরা ইংরাজদিগকে রণক্ষেত্রে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারেন। এই ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করিয়া ভারতবর্ষ কিরূপে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ চিত্তে থাকিতে পারেন? এরূপ আজি যদি আয়র্লণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের গৃহ- বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, তাহাতেও ভারতবর্ষের সেই সম্বন্ধ লক্ষিত হইবে। কূট তর্ক করিলে কিছুতেই আমাদের নিস্তার নাই। কিন্তু সরলপথে অবতীর্ণ হইয়া সরলচিত্তে বিচার করিয়া দেখুন, মিসরে ভার- তবর্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সংস্রব আছে কি না? মিসরকে উৎসন্ন দিয়া ভারতের ধর্ম্মার্থকামলাভের সম্ভাবনা আছে কি না? এ বিষয়ে কি ভারতের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল? ভারত এ যুদ্ধের ব্যয় দানে সমর্থ কি না, তাহার কি একবার বিবেচনা করা হইয়াছিল? এ যুদ্ধের কার্য্যকারণভাবে ভারত কি কোনক্রমে লিপ্ত?

স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, মিসরে ইংলণ্ডের বাণিজ্য; ইংলণ্ডের কারবার; সুয়েজখালে ইংলণ্ডের অংশ আছে, এ গুলি ইংলণ্ডেরই স্বার্থ। ইংলণ্ড আপনার স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন, তাহাতে অনর্থক ভারতবর্ষকে জড়িত করিবার প্রয়োজন নাই। ফরাসিরা ডোভর প্রণালী কিম্বা বিস্কে উপসাগর অবরুদ্ধ করিলে তাহাতে ভারতবর্ষ কেন লিপ্ত হইবে? আর একটী প্রশ্ন এই, ভারত হইতে যদি সৈন্য লইয়া যাওয়া হয়, উহার ব্যয় কে দিবে? আবিসিনিয়া ও আফগান যুদ্ধের ন্যায় এ ব্যয়ভার কি ভারতের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে? এক এক জন কর্ত্তা নিরঙ্কুশ ইচ্ছার বশীভূত হইয়া এক একটী খাম- খেয়ালী কাজ করিবেন, আর ভারত তাহার বিষময় ফলভোগ করিবে! ভারত অধীন দেশ, মাথা তুলিয়া মুখামুখি কোন কথা কহিবার শক্তি নাই, যিনি যে অন্যায় কাজ করুন, উহাকে মূকের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া সমুদায় সহিতে হইবে। ভারত সহ্য করুন, কিন্তু আমরা এই বুঝি, যুক্তি ও ন্যায় অনুসারে যে কার্য্যভার ভারতের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা সঙ্গত নয়, বলপূর্ব্বক সে কার্য্যভার সমর্পণ করিলেই অত্যাচার করা হইল।

মিসরের দুরবস্থা।

আমরা এই শোচনীয় দুরবস্থার বিষয়ে শতবারে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। বোধ হয়, আজও তাহা আলেগজাণ্ড্রিয়ার অনির্ব্বাণ বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া পাঠকহৃদয়ে জ্বলিতেছে। মিসরের পতনকাল আসন্নতরবর্ত্তী হইয়াছে। শীঘ্রই উহাকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিজিগীষু লোলুপ নৃপতিগণের ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক করাল গ্রাসে গিয়া পতিত হইতে হইবে। যে সভা- বিবেশনের অনুষ্ঠান হইতে ছিল, তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। তুরস্করাজ কিছুতেই সভার সভা- দিগের অভিপ্রায়ে সম্মতি প্রদান করিলেন না, ইউ- রোপের অন্যান্য রাজগণও নিরপেক্ষ হইয়া দাঁড়াই- লেন; কিন্তু ইংলণ্ড কিছুতেই উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে স্বার্থবহ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। তাহা কদাচ শীঘ্র নির্ব্বাণ হইবার নহে। আড্‌মিরাল সেমুর ইংলণ্ডের পক্ষে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আজ আর তাহার নূতন পরি- চয় দিবার প্রয়োজন হইতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন রাজার প্রেরিত পোতাধ্যক্ষ ও প্রতিনিধীভূত কন্সল- গণের ব্যবহারবৃত্তান্ত পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই। ইংরাজ সৈন্যগণ মিসর অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আরাবি পাশা সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে নগরের ১৮ মাইল অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। এ সংবাদে মিসরস্থ ইংরাজ রাজপুরুষেরা সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা আরাবির দমনোপায় অবলম্বনের চেষ্টায় আছেন।

ইংলণ্ডের সুখসমৃদ্ধি দর্শনে ইউরোপের অন্যান্য যাবতীয় রাজা ঈর্ষ্যাকষায়িত নেত্রে গ্রেটব্রিটনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। যাহাতে ইংলণ্ডের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়, সকলেরই এই আন্ত- রিক ইচ্ছা। ভয়ে কেহ ব্যক্ত করিতে পারেন না, কিন্তু মনে মনে সকলেই ইংলণ্ডের পতনকামনা করেন। ইউরোপীয় রাজপ্রতিনিধিগণ এই বিবাহ ভঞ্জন করিতে গিয়া কি কারণে নিরস্ত হইলেন? তাঁহাদের মনস্কামনা ঘটিল। মিসরের পতনসাধন হয়, এটী তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। ইউরোপের অন্যান্য রাজগণ যুদ্ধকালে যখন নিরপেক্ষভাবে দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহারা যে, ইংলণ্ডের কার্য্যের অনুমোদন করেন, আমরা এমন বিশ্বাস করিতে পারি না। সুয়েজখালে ফরাসিদিগের স্বার্থ থাকিলেও তাঁহারা বিবাদে মত্ত হইতেছেন না, উহার উৎপত্তি অনায়াসে অনুমিত হইতেছে। ফরাসিরা এই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে জর্ম্মণি ও ইটালী-গবর্ণমেণ্ট তুরস্কের পক্ষে দাঁড়াইতে পারেন। তজ্জন্য দূরদর্শী ফরাসীরা নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একবারে হইয়া যে এ কার্য্য করিতে পারি- লেন না, এ কথা পরিণামদর্শী তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতি বিশারদ মহিমবর প্রিন্স বিসমার্ক ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় বহু পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইংলণ্ড কিছু- তেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একে ত সুয়েজখালে ব্রিটেনের স্বত্ব রহিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষে আগমনের পথ রুদ্ধ হইতেছে; আবার মিসরে অনেক ইংরাজও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে কারণ, ইংলণ্ড মিসরের উৎসাদনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

সম্প্রতি যদি কোনরূপে বিবাদের নিষ্পত্তি হয়, হাতেও মিশরের কল্যাণ দেখিতেছি না। উক্ত কা একে ঋণভারে কুব্জপৃষ্ঠ হইয়া আছে, তাহার ণর বর্ত্তমান বিবাদের ক্ষতিপূরণ-দায় নিহিত ইলে মিশর নিঃসংশয়ই পাতালতলশায়ী হইবে। প্রথমতঃ, ইংলণ্ড যুদ্ধব্যয়ের দাবি করিয়া বসিবেন। ই দাবি পূরণ করিবার জন্য অবশ্যই কিছু ভূসম্পত্তি বা সাগরকূলবর্ত্তী দুর্গাদি ছাড়িয়া দিতে হইবে। গদ টাকাও যে মারিবে না, তাহারই বা প্রমাণ ? দ্বিতীয়তঃ, সুয়েজখালে যে সমস্ত বাণিজ্যাত যাতায়াত করিয়া থাকে, তাহাদের গতিবিধি হইয়াছে; বণিকেরাও যে, ক্ষতিপূরণার্থ অর্থমনা করিবেন না, তাহাও আমরা বিশ্বাস করিতে রি না। আবার সুয়েজখালের কার্য্য বন্ধ হওয়াতে ল কোম্পানিরও ক্ষতি হইয়াছে, তাঁহারাও অনেক কার দাবি করিতে পারেন। এই কারণগুলির শিষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মিশরের ল আমাদের হৃদয়গোচর হয় না। বরং মিশরতা অধিকতর হীনবল ও দরিদ্র হইয়া পড়িবেন, দে পদে তাহারই পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাইতেছে। দিকে আবার ইউরোপের রাজগণ অন্তঃসলিলে তিয়া তুরস্ককে কুমন্ত্রণা দিতেছেন। তাঁহাদেরও ধ্যে দুরভিসন্ধি বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে, হাতে ইউরোপে ও মিশরে একটা মহা গোলযোগ পস্থিত হয়, তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিয়া পশ্চাৎ াহার ফলভোগী হইতে পারেন, এমন কামনা রিতেছেন।

এ স্থলে কয়েকটী অন্যায় ও অত্যাচারের কথা তিপথে উদিত হইয়া আমাদের অন্তঃকরণকে কান্ত আলোড়িত করিয়া তুলিল। মিশর বহুালের সুসমৃদ্ধ প্রাচীন রাজ্য। ইহার প্রাচীনতা সমৃদ্ধি পরিজ্ঞাপক অনেক পদার্থ আছে। পিরা ডগুলি তাহার মধ্যে প্রধান। এই রাজ্যের সৌষ্ঠব শোভাসম্পাদনার্থ অনেক যত্ন ও বহুল অর্থ ব্যয়িত ইয়াছে। ইহা নামমাত্র তুরস্কের অধীন, বাস্তবিক ত দিন স্বাধীনতা সুখভোগ করিতেছিল। এখন ই বহুমূল্য স্বাধীনতারত্ন হইতে বঞ্চিত হইতে লি। সেই বাঞ্ছনীয় স্বাধীনতার যে কেন লোপ , আমরা তাহার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি । ইউরোপীয় রাজগণের বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় বর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এই, তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বে মিশরের বর্তীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বর্ত্তমান খেদাইব হাদের অনুগত। তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া চলা াহার অনভিমত নহে। কিন্তু আরাবি পাশা ও হার মতাবলম্বী লোকদিগের সে মত নয়। মিশরের াধীনতা যে বিনষ্ট হয়, ইহা কোনক্রমেই তাঁহাদের অভিমত নহে। তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ যত্নবান হন, তাহাই অনেক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিবার কারণভূত হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ড আরাবিকে বিদ্রোহী স্থির করিয়া তদনুসারী কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই, ইংলণ্ড আরাবি থেকে বিদ্রোহী বলিয়া স্থির করিবার কিরূপে অধিকারী হইলেন ? মিশরে কি ইংলণ্ডের বংশের আধিপত্য চলিয়া আসিয়াছে ? ইংলণ্ড কি মিশরের রাজা ? তিনি যদি মিশরের রাজা না হন তাহা হইলে আরাবি থেকে বিদ্রোহী বলিয়া স্থির করিবার কিরূপে অধিকারী হইলেন ? আরাবি বিদ্রোহী বলিয়া যদি সিদ্ধান্ত হইল, তাহার অপরাধে মিশরের স্বাধীনতা হৃত হয় কেন ? অপর প্রশ্ন এই, উপস্থিত যুদ্ধে ইংলণ্ডের যে ক্ষতি হইয়াছে, তিনি মিশর গবর্ণমেণ্টকে সে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত দায়ী করিবেন কি না ? যদি দায়ী করেন কি যুক্তিতে দায়ী করিবেন ? এক ব্যক্তি অপরাধ করিল, আর এক ব্যক্তির দণ্ড হইল। এ কিরূপ বিচার ? আরাবির অপরাধে মিশর গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণের দায়ী হন, এটী কি ন্যায়সঙ্গত ? বিশুদ্ধ যুক্তি কি বলিতেছে ? এগর্হিত ব্যবহারকে কি অত্যাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে না ? ইংলণ্ডের উদার মতাবলম্বী দলের কর্ণধারে এই কুপ্রস্তাব অভিনীত হইল, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক ক্ষোভের বিষয়।

আলেগজাণ্ড্রিয়া নিমেষমধ্যে যে উৎসন্ন গেল, তাহারই বা কারণ কি ? ঐ নগরীটিকে সুসমৃদ্ধ ও সুশোভিত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত বিপুল বিত্তরাশি ও অসীম পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্রে তাহা ভস্মসাৎ করা হইল ! ইহার বিনা-শার্থ ইট পাথর চূণ সুরকি জল মজুর প্রভৃতির বহু কাল ধরিয়া মধুমক্ষিকার ন্যায় আহরণ করিতে হয় নাই। কয়েকখানি জাহাজ গোটাকত কামান ও কিছু বারুদ আনয়ন করিতে হইয়াছিল। জলপথে এ সকলের সংগ্রহে কিছুমাত্র কষ্ট নাই। যে সকল সৈন্য প্রাণে মারা গেল, তাহারা মরিতে জন্মিয়াছিল, মরিল, তাহাতে দুঃখ কি ?

ইউরোপের অপর রাজগণ উদাসীনভাবে রহিলেন, ইংলণ্ড যে এত আগ্রহসহকারে একটী প্রাচীন সুসমৃদ্ধ নগরীকে উৎসন্ন দেন, নিজ স্বার্থের বিশেষ ব্যাঘাত সম্ভাবনা না ঘটিলে এরূপ হইবার সম্ভাবনা নয়। সে স্বার্থ কি ? সুয়েজখালে মিশরের যে স্বত্ব ছিল, ইংলণ্ড তাহা ক্রয় করিয়াছেন। আরাবি বে ও তাঁহার সম্প্রদায়স্থ লোকেরা মিশরের প্রভুশক্তি সম্পন্ন হইলে ইংলণ্ডের সেই স্বত্বহানির সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, মিশর দিয়া ইংরাজদিগের ভারতে আসিবার পথ। আর বির প্রভুত্ব হইলে তাহারও বিঘ্ন ঘটিব সম্ভাবনা। এই দুটী যদি ইংলণ্ডের যুদ্ধপ্রবৃত্তি প্রধান কারণ হয়, তাহা হইলেও আলেকজাণ্ড্রিয়াকে উৎসন্ন দেওয়া ও মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকটে ক্ষতি পূরণের দাওয়া করা উচিত হয় না। আরাবি যে দমনের অনেক পথ ছিল। তিনি মেষপাল লই সিংহের সম্মুখে কতক্ষণ স্থিরচিত্তে পারিতেন ? আলেগজাণ্ড্রিয়াকে অক্ষত রাখিয়া ইংলণ্ড এ কার্য্য সাধ করিতে পারিতেন না, এমন বিশ্বাস হয় না। স্থি হইয়া কার্য্য করিলে সকলই সম্পাদিত হইত সুয়েজখাল রক্ষার চেষ্টাই আপাততঃ প্রবল হ আলেগজাণ্ড্রিয়াকে অক্ষত রাখিয়া যে ঐ খাল রক্ষাকার্য্য সাধিত হইতে পারে না, তাহাও বিশ্ব হয় না।

এস্থলে আলেগজাণ্ড্রিয়ার বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করি তাহা পাঠকগণের অরুচিকর হইবে এরূপ বোধ না। মহাবীর আলেগজাণ্ডার ৩৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূ ইহার নির্ম্মাণ করেন। ডিনক্রাটিস নামে এক প্রসিদ্ধ শিল্পী ইহার নক্সা করিয়া দেন, এটী বর্ত্তম আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরীর দক্ষিণে অবস্থিত ছি ইহার পরিধি ১৫ মাইল, ৬ লক্ষ লোকের বস ছিল। ইহার চতুর্থাংশে মন্দির প্রাসাদ ও সাধা রাজগৃহ ছিল। ইহার সমৃদ্ধতা দর্শনে রোমকে ইহাকে রোমনগরীর দ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ ক তেন। ইহা একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এখা ইউরোপ, আরব ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য চলি ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে কালিফ ওমরার আমর নামে এ জন সেনাপতি ১৪ মাস অবরোধের পর ঐ অধিকার করিয়া লন। তাহাতে ২৩ হাজার লোকে প্রাণ বিনষ্ট হয়। ঐ স্থানের তদবধি দুরবস্থা উ স্থিত হয়। ঐ স্থানের পুস্তকাগার অতি প্রসি টলেমি সুটার উহার প্রতিষ্ঠা করেন, উহাতে ৭ ল পুস্তক ছিল। জুলিয়স সিজরের সময়ে চিত্রশা হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। সিরাপিস মন্দির কা ওমরার আদেশে বিনষ্ট হয়। এই স্থানে কে বলিয়া যে একটী প্রসিদ্ধ সৌধ ছিল, তাহা পৃথি ৭ টী অদ্ভুত পদার্থের অন্যতর, বর্ত্তমান আলেগজা ণ্ড্রিয়া নগরীও দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা পু নগরীর সদৃশ নয় বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি কোন অংশে ন্যূন নহে। এই প্রস্তাবের লিখন স হইলে পর যে যে নূতন ঘটনা হয় তৎসংবাদ পা ইউরোপীয় সমাচারে দর্শন করিবেন।

আজকাল গবর্ণমেণ্টের ডাকবিভাগ কল্পবৃ ন্যায় ফল প্রসব করিতেছে। বাস্তবিক আমরা ই জন্য যে অর্থ দি, তাহা যথার্থই সার্থক হয়। পা

ন, আমরা গত বর্ষে ডাক বিভাগের কত টাকা
ছি।

প্রস্তাবিত বর্ষে ভারতবর্ষে সমুদায়ে ৫৬৬৫ টী
ঘর ছিল, ইহা দ্বারা যত চিঠিপত্র প্রেরিত হই-
পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনা করিয়া নিম্নে
ার তালিকা প্রদত্ত হইল। যথা:—

১৮৮১ অব্দের আগষ্ট মাসে রেজিষ্টরির মাসুল চারি আনার স্থানে দুই আনা নির্দ্ধারিত হয়। প্রথম, কতদূর মনে করিয়াছিলেন, এতদ্বারা ক্ষতি হইবে, কিন্তু পরিশেষে দেখা গিয়াছে সে ক্ষতি টাকা আয়	৪৮৮১-৮২	১২৫৯৯৮৫৩	৫৩৯৮০৩৪	১১৯৯৯৮৫৩	৫৮৮০-৮১
	১৮৮২-৮৩	১৩৩৮৯৮৫৩	৬৪৪৮০৩৪	১২৯৯৯৮৫৩	৫৮৮১-৮২
	১৮৮৩-৮৪	১৩৯৯৯৮৫৩	৬৪৪৮০৩৪	১২৯৯৯৮৫৩	৫৮৮২-৮৩
	১৮৮৪-৮৫	১৪৩৯৯৮৫৩	৬৪৪৮০৩৪	১২৯৯৯৮৫৩	৫৮৮৩-৮৪
	১৮৮৫-৮৬	১৪৩৯৯৮৫৩	৬৪৪৮০৩৪	১২৯৯৯৮৫৩	৫৮৮৪-৮৫
হইয়াছে। গত ১৫ ই নবেম্বর হইতে ৩ তোলা ওজনের	১৮৮৫-৮৬	১৪৩৯৯৮৫৩	৬৪৪৮০৩৪	১২৯৯৯৮৫৩	৫৮৮৫-৮৬
মাসুলে প্রেরণ করিবার নিয়ম হওয়াতে ৩ তোলার অল্প	১৮৮৬-৮৭	১৪৩৯৯৮৫৩	৬৪৪৮০৩৪	১২৯৯৯৮৫৩	৫৮৮৬-৮৭
২৪৭ খানির মাসুল জমা হইয়াছে।	১৮৮৭-৮৮	১৪৩৯৯৮৫৩	৬৪৪৮০৩৪	১২৯৯৯৮৫৩	৫৮৮৭-৮৮

মণিঅর্ডারের কার্য্যও উত্তমরূপ চলিতেছে। এক
সরে ২৬৪৫১২৯ খানি মণিঅর্ডার প্রেরিত হই-
ছে। এপ্রেল মাস হইতে ৪০১৪ টী ডাকঘরে
ংস ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। সেই অবধি নিম্ন
খিতরূপ টাকা জমা হইতেছে। যথা:—

১৫ ই এপ্রেল	১০১৫৫৭ টাকা
২২ এ "	১২৫৫৬৩ "
২৯ এ "	১৬১১১৪ "
৬ ই মে	৩১৫৭০৯ "
১৩ ই "	৪০৫১১৩ "
২০ এ "	৪৫১৭৫৬ "
২৭ এ "	৪৯৮৬২৬ "
৩ রা জুন	৫৬৭৬৬১ "
১০ ই "	৬০৪৯১০ "
১৭ ই "	৬৫৮৪৭৩ "
২৪ এ "	৭১৬৩১৪ "
১ লা জুলাই	৭৬৭১৯৪ "
সমুদায়ে	৫৫৪৩১১৩

পুস্তক সমালোচনা।

পাগলিনী নাটক। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ভবানীপুর যন্ত্রে মুদ্রিত। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকারের অন্য কোন লক্ষ্য না থাকুক, মনুষ্যের স্বভাবচিত্র উত্তমরূপ হইয়াছে। নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোকনদের রাজা চন্দ্রকান্তের দুহিতা প্রমদার সখী মনোরমার নিঃস্বার্থ পরোপকার ও আশ্চর্য্য বুদ্ধিশক্তি অতীব প্রশংসনীয়। বিজয়নগরাধিপতি বিজয়কৃষ্ণের সেনাপতির উদারচিত্ততা, বীরত্ব ও সরলতা সুন্দর হইয়াছে। মন্ত্রীর ও তদীয় ভ্রাতার নির্ব্বুদ্ধিতা এবং কলিঙ্গরাজের সহিত রাজা চন্দ্রকান্তের দুহিতার বিশুদ্ধ প্রণয়ের সুন্দর চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। এ মন্ত্রীর মৃত দীনবন্ধু বাবুর কল্পিত ছোটলকৃৎকুতে মন্ত্রীর সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে। গ্রন্থকার পর পর ঘটনাগুলিও উত্তমরূপে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন।

চন্দ্রদূতম্ (খণ্ড কাব্যম্)। শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রণীত। কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। অধুনা সংস্কৃত ভাষার মুমূর্ষু দশা। ইহার যেমন বিরল চর্চ্চা তেমনি বিরল-প্রচার। ইংরাজী অর্থকরী বিদ্যা হওয়াতে এমন গভীর ভাবার্থক সুললিত সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনার যেরূপ হ্রাস হইয়াছে, তদ্দর্শনে হৃদয় ক্ষোভ ও দুঃখে অবনত হইয়া পড়ে, এ সময়ে এতৎসংক্রান্ত পুস্তকাদি দর্শন করিলে হারাণ ধন পুনঃ প্রাপ্তির সুখ অনুভব হয়। চন্দ্রদূত ক্ষুদ্র খণ্ড কাব্য হইলেও ইহাতে তর্করত্ন মহাশয়ের বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কবিতাগুলি অতি সরল হইয়াছে।

মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী। কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৪০ সংখ্যক ভবনে গুপ্ত এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নামেই বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে। গ্রন্থকার আমেরিকার প্রসিদ্ধ থিওডোর পার্কার ও ডোরাথি উইণ্ডলো প্যাটিসনকে ভগিনী ডোরা নামে অভিহিত করিয়া তাঁহাদিগেরই জীবন চরিত লিখিয়াছেন। এখানি বালকদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে। ইহাঁদিগের জীবনে যদিও অন্য কোন অলৌকিক ঘটনা হয় নাই বটে, কিন্তু ইহাঁদিগের ধার্ম্মিকতা অন্যের জীবনের আদর্শ।

স্তুতিপঞ্চাশৎ। শ্রীযুক্ত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা দর্জ্জিপাড়া ১৩ নম্বর রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন গ্রেট ইডিন প্রেসে মুদ্রিত। এখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকার সমস্ত কবিতায় কালীর স্তব লিখিয়াছেন। আমরা ইহার পদলালিত্য ও কবিত্ব দর্শনে প্রী হইয়াছি।

নবরুশ বিজয় নাটক। শ্রীযুক্ত গোপালচ সিংহ প্রণীত। ভবানীপুর যন্ত্রে মুদ্রিত। আম যন্ত্র সহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। গ্র কার রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে নবরুশে সহিত যুদ্ধে পরাভব ও বাল্মীকি কর্ত্তৃক সকলের জী প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে নাটকাকারে সন্নিবদ্ধ ক রাছেন। ইহাতে নূতন কিছুই নাই। স্থানে স্থা ভাষার দোষ ও বর্ণাশুদ্ধি লক্ষিত হইল। গ্রন্থে প্রথমাংশ অপেক্ষা শেষাংশ অপেক্ষাকৃত ভা হইয়াছে।

কৃত্তিবাস বিরচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। শ্রীযু দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত মূ ৷৷০ আনা মাত্র। বটতলার ছাপাখানা ওয়ালাদে এইবার অন্ন মারা গেল। দুর্গাচরণ বাবু যে অল্প মূল্যে এই রামায়ণ প্রচার করিয়াছেন, এর আমরা দেখি নাই। ইহার ছাপা পরিষ্কার হইয়াছে বর্ণাশুদ্ধি-দোষও নাই এবং প্রতি ঘটনাসূত্রান্তে প্রথমেই এক একখানি সুন্দর চিত্র আছে। ত বদ্ধ পাঠকদিগের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইয়াছে। অ গুলি কিছু ছোট। অন্ততঃ স্মলপাইকায় মুদ্রি হইলে ভাল হইত।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৪ ই জুলাই। মেহাইব ও দরভিস পাশা আলে জান্দ্রিয়ার বন্দরে একখানি জাহাজে আশ্রয় ক করিয়াছেন।

এইরূপ অনুমান শত গোলাবরণকালে মিশরের ২০০০ সে হত হইয়াছে।

আমেরবাল টার সেক্রেটরি কমলহাউস প্রশ্নোত্তরে কহি ছেন, শুয়েজ খালগামী জাহাজের রক্ষার্থ কামানের নে নিয়োজিত করা হইয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়ার সংবাদ এই, আরাবির সৈন্যের দুই তৃ ভাগ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। অন্য অন্য সৈন্য ছড়িভঙ্গ হইতেছে। গোলাবরণকালে আরাবি একখান নৌ আরোহণ করিয়া আলেকজান্দ্রিয়ার পালে আশ্রয় গ্রহণ করি ছিলেন।

মেহাইব একণে বাসেলটন প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছে ৭০০ নাবিক সৈন্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। কতকগুলি নি সৈন্য তাঁহার অনুগত হইয়াছে। অদ্য মহম্মদ পাশা ও অন্য প্রধান লোকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে শরিফ পাশা তাঁহার সমক্ষে আনীত হইয়াছিলেন। করিয়াছেন, শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা করিবেন।

নাবিকেরা নেপোলিয়ান দুর্গ অধিকার করিয়াছে। আ জান্দ্রিয়া নগরে ত্রাসের উৎপন্ন হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে এ অগ্নিশিখা উত্থিত হইতেছে।

আলেকজান্ড্রিয়া ১৫ ই জুলাই। ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান নৌসৈন্য নগর অধিকার করিয়াছে। তাহাদিগের প্রতি সৈন্যগণকে নিরস্ত্র করিবার এবং বন্দুকধারীদিগকে বন্দী করিবার আদেশ হইয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই জুলাই। আমীর যে প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডকে ভয় প্রদর্শন করিবেন এবং অনেকগুলি লুট করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। সেই ইংরেজ উৎকোচদান দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৬ ই জুলাই। ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ ফুয়েজ খালের [illegible] পঁহুছিয়াছে। আবশ্যক উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ [illegible] উপস্থিত হইবে।

[illegible] আয়ু নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে এবং লুটপাট [illegible]।

[illegible] অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

[illegible] নাবিক সেনা মাল্টা পরিত্যাগ করিয়া আলেকজান্দ্রিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৫ ই জুলাই। প্রধান প্রধান রাজগণের [illegible] হইয়া মুলতানকে মিসরে সৈন্য প্রেরণার্থ পত্র লিখিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই জুলাই। জন রাইট মন্ত্রিসভায় সভাপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আফগানস্থানে বিদ্রোহ সমনের যে নূতন আইন হইয়াছে, সন্তবটী [illegible] উপরে তাহার কার্য্য চালাবে।

লণ্ডন ১৫ ই জুলাই। [illegible] সার্ড হার্টিংটন গত সপ্তাহে সব সালার জজের পুত্রগণকে বাটীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুলাই। আরাবি পাশা [illegible] সৈন্যসহ এখন আলেকজান্দ্রিয়ার আছেন। তাঁহার সৈন্যগণ সুশৃঙ্খল অবস্থায় [illegible]

ব্রিটিশ রকেট সৈন্যেরা আলেকজান্দ্রিয়ার দুর্গপ্রাচীরকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে। তাহারা লোকের শান্তভাবে [illegible] হইয়া আছে। অনেকে এনফ্রাদে বিপদ্ধনে [illegible]।

রাশিয়ানকোটে ও পর্ব্বতরক্ষক নামক লোহ-জাহাজ [illegible] নাবিকেরা আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কায়রো নিস্তব্ধ।

লণ্ডন ১৭ ই জুলাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ফরাসি গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া হরেকপাশা বরাবর যে [illegible] করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইয়াছেন।

ডাডমিরাল সেমুর এই ভাবে একটী ঘোষণা করিয়াছেন, মিসর গবর্ণমেণ্ট সম্মত নহে, তিনি শান্তি স্থাপন করিতে [illegible]

আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসিগণ অন্য স্থানে [illegible] অবরোধকারীদিগের [illegible] অধ্যক্ষের নিকট [illegible] আশ্রয় প্রার্থনার্থ আগমন করেন। [illegible] সঙ্কট হইয়াছেন। যুদ্ধের [illegible]

আলেকজান্দ্রিয়া ১৫ ই জুলাই। [illegible] সৈন্য [illegible] হইয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়া [illegible]

মিনিষ্টর সভার সভাপতি আডমিরাল সেমুরকে পত্র লিখিয়াছেন। তিনি আরাবি থেকে মিসর গবর্ণমেণ্টের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার না করেন।

ফরাসি ন্যাসনাল টুবিউন ও পোষ্ট অফিস উভয় পুনরায় খোলা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৭ ই জুলাই। মুলতান মিসরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। ইউরোপীয় রাজগণের দূতেরা এই স্থির করিতেছেন, মুলতান মিসরে সৈন্য প্রেরণ করিবেন, কিন্তু তিন মাসের অধিক কাল তথায় তাঁহার অধিকার থাকিবে না। যে ব্যয় হইবে, তাহা মিসর গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লইতে হইবে।

আলেকজান্দ্রিয়ায় আক্রান্ত কীট ধরিয়াছে, শস্যহানির সম্পূর্ণ আশঙ্কা জন্মিয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই জুলাই। ৩৬ মেম্বর মিলস ও টমসে সব সালার জজের পুত্রগণের ও হাইড্রাবাদের দূত আবদুল হকের সন্তানার্থ ভোজ দিয়াছেন। সর সালার জঙ্গ হাইদ্রাবাদ গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে যে যে কাজ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য নিষ্কণ্টক যে যে উপকার হইয়াছে এবং ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ ব্রিটিশ রাজত্বের ভক্ত, ডোজ হলে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। উপসংহারে এ কথারও উল্লেখ করা হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া সর সালার জঙ্গের কার্য্য করিবার অকপট ইচ্ছা আছে। সকলেরই ভোজেই হার্দ্দিক প্রীতি হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ জুলাই। ইংরাজেরা আলেকজান্দ্রিয়ার ওএতা লোকদিগকে পুলিসের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন।

মুলতানের [illegible] পাশা কে কনষ্টাণ্টিনোপলে যাইতে কহিয়াছেন।

[illegible] কনষ্টাণ্টিনোপলে [illegible]।

[illegible] ফরাসি গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের [illegible] মুলতান মিসরে সৈন্য প্রেরণ করিবেন, এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়াছেন, ফ্রিমেসন সম্প্রতি বিজ্ঞাপন [illegible] ফরাসি গবর্ণমেণ্ট [illegible] কনষ্টাণ্টিনোপলে ব্রিটিশ ও ফরাসি [illegible]

[illegible] ফরাসি গবর্ণমেণ্ট [illegible]

[illegible] কনষ্টাণ্টিনোপল [illegible]

[illegible] [illegible]

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। [illegible] মুলতান মিসরে সৈন্য [illegible] করিবেন না।

আলেকজান্দ্রিয়া ২০ এ জুলাই। আলেকজান্দ্রিয়ার পার্শ্বস্থ জলা নিবার নিমিত্ত আরাবি পাশা বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ সেনাপতিরা আরাবির অবস্থান স্থানে যখন [illegible] নিরাস্ত্র করিয়াছেন, উহা দৃঢ়তররূপে সুরক্ষিত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২০ এ জুলাই। ইউরোপীয় রাজদূতেরা একযোগে মুলতানের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে উত্তর দিয়াছেন, কনফরেন্স সভার প্রতিনিধি [illegible] করিবেন, কিন্তু মিসরে সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাবের কোন উল্লেখ করেন নাই।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। গ্লাডষ্টোন সাহেব অদ্য এই সংবাদ দিয়াছেন, তুমধ্য সাগরে সৈন্য [illegible] তিনি মিসরের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিবেন।

লণ্ডন ২১ এ জুলাই। মুলতান দূতগণের প্রেরিত পত্রের যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই [illegible] যে মুলতান মিসরে সৈন্য প্রেরণ করিবেন না।

সৈন্যগণ জাহাজে আরোহণ করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের [illegible] প্রস্তুত হইতেছে। সর গার্ণেট উমলি প্রধান সেনাপতি হইবেন। এগার শত সৈন্য ও কামানশ্রেণী গত কল্য মাল্টা হইতে মিসর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়া ২০ এ জুলাই। মিসরে দিন দিন ওলন্দাজের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজেরা আলেকজান্দ্রিয়া আপনাদিগের অবস্থান-স্থানে দৃঢ়তররূপে সুরক্ষিত করিতেছেন। সেখানে যে জল আছে, কিছু দিন তাহার অভাব হইবে না।

পারিস ২০ এ জুলাই। ফরাসি মন্ত্রিসম্প্রদায় পদত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সভাপতি তাঁহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য না করাতে তাঁহাদিগকে পদস্থ থাকিতে হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

জাপান গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন, [illegible] জাপানরাজ্য মধ্যে ২০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক [illegible] পুরুষ বিবাহ করিতে ও ১৮ বৎসরের ন্যূন কন্যা কেহ পাত্রস্থ করিতে পারিবেন না।

গত বর্ষে বিহারে ২৩৯ টী কল [illegible] তন্মধ্যে ১০১ টী বেঙ্গলিদের ও ৩৩ টী বাঙ্গালী ও ইউরোপীয়কে প্রদান করা হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট নিজরাজ্যে একটী কারাগার করিতেছেন।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের হাউস অফ কমন্সে আয়র্লণ্ডের [illegible] সম্বন্ধে কথোপকথন হয়। উইলিয়ম আর্ডন বলেন যুরোপ যেমতে বিবাহ [illegible] বাইবার জন্য সমুদায় আবশ্যকীয় পাথেয় [illegible] করা অপেক্ষা ভারতবর্ষে যাইবার আর [illegible] সহজ পথের আবিষ্কার করিলেই ভাল হয়। [illegible] বলিয়াছেন, ইংলণ্ড হইতে কিছু দূর রেলওয়ে করিয়া ইউফ্রেটীস নদীর উপত্যকাস্থ রেলওয়ের যোগ করিয়া দিলে লোক ধন ও দ্রব্যাদি ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে অনায়াসে গমনাগমন [illegible]

বে। এতদ্দ্বারা দুটী উপকার হইতেছে। এক
ধয় ব্যয়ের লাঘব হইবে দ্বিতীয় আর একটী সহজ
র আবিষ্ক্রিয়া হইবে এবং ভবিষ্যতে সামান্য
ণে বিবাদ উপস্থিত হইলে লোক অথবা দ্রব্যাদির
াগমন বন্ধ হইবে না। এত বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম
তে গেলে বিলম্ব হয়, বেগ থামে কৈ, রাস্তাটী
য় কৈ ?

বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁহার পুত্রকে বিদ্যা
থে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম
ৎসর মাত্র।

গুজরাটবাসিদিগের বিবাহই বিষম দায়। বিশ
ার টাকার ন্যূন পণে কেহ কন্যা পাত্রস্থ
তে পারেন না। কন্যার পিতা তালুক বিক্রীর
মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। এক জন ১০
ার টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিবে বলিয়া স্থির
লে অপর কোন বৃদ্ধ ৫০ হাজার টাকা পণ দিয়া
শে তাহাকে বিবাহ করিতে পারে।

নাগপুরে এক প্রকার সর্পভয় হইয়াছে। উহারা
গোপনে লোককে দংশন করিয়া এরূপে পলায়
কিছুতেই তাহার সন্ধান হয় না। গবর্ণমেণ্ট এই
বধার্থ প্রত্যেক সর্পে ১০ টাকা পুরস্কার দিবার
ণা করিয়াছেন।

রুশিয়াবাসিরা ইহুদিদিগের প্রাণবধ করাতে রুশ
'মেণ্টের ২৫০০০০০ পাউণ্ড রাজস্ব ক্ষতি হই-
। যাহারা প্রাণবধ করে, তাহাদের কি লাভ
াছে, তাহার একটী তালিকা প্রকাশ করা
ছিল।

কলিকাতার উচ্চন্যায়ে আবার চৌদ্দ আইন প্রচ
র বিবাহ বিষয়ে বিবেচনা করা হইতেছে। ইডেন
ব একটী উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। আবার কেন ?
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে লজ্জার বিষয়, পুলিষের
াচারের একটী পথ।

মাদ্রাজ আত্মশাসন-প্রণালী প্রচলিত হয়, ইহা
া গবর্ণরের অভিপ্রেত নহে। তিনি বলেন,
বা এই গুরুতর কার্য্যের ভারগ্রহণে সম্পূর্ণ
ময়ুক্ত। এজন্য লোকদিগের এ বিষয়ে মত
ানিবার জন্য তিনি সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে লইয়া
একটী সভা করিবেন। কার্য্যের ভার না দিলে
কে উপযুক্ত হয় না। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা
য়া গিয়াছেন "কর্ম্মণা বাধতে বুদ্ধিঃ।" গ্রাণ্ট ডফ
ব যদি ইহার বিরোধী হন,তাহা হইলে মাদ্রাজ-
রা কোন কালে আত্মশাসনের সুখভোগ করিতে
বে না। তাহারা যেরূপ উপযুক্ত হইয়াছে,
পরিমাণে কার্য্যের ভার দিলেই ভাল হয়। এ
শ যে, পঞ্চায়ত আছে, তাহাতে কি আত্মশাসন
লীর আভাস পাওয়া যায় না ?

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

(১) গোন্দলপাড়া পাঠসমাজের ২য় বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ পুস্তিকা। (২) প্রথম খণ্ড ১ ম সংখ্যা নবীন মাসিক পত্র, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। (৩) আষাঢ় মাসের উষা, পাবনা হইতে প্রকাশিত। (৪) নবম সংখ্যা আচার্য্য, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, নড়াল হইতে প্রকাশিত। (৫) জুন মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন, শ্রীযুক্ত লালবিহারি দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত। (৬) শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ-বিদ্যারত্ন-কর্ত্তৃক অনুবাদিত ৬ ষ্ঠ সংখ্যা সংক্ষেপ ভাগবতামৃত। (৭) মহাভারত, আদিপর্ব্বের ২ য় খণ্ড, মূল ও অনুবাদ সহিত, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক বিনা মূল্যে বিতরিত। (৮) ঢাকা দর্পণ, প্রথম ভাগ ২ য় খণ্ড সাপ্তাহিক পত্র, ডিমাই অর্দ্ধ ফর্ম্মা, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। (৯) ভারত হিতৈষী, পাক্ষিক পত্র, ১ ম ভাগ ২ য় সংখ্যা, রয়াল দুই ফর্ম্মার আকারে বরিশাল হইতে প্রকাশিত। (১০) বালক বন্ধু, মাসিক পত্র, রয়াল ৮ পেজি ফর্ম্মার এক ফর্ম্মা, কলিকাতা ৬ নং কালেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত। (১১) The Leisure Hour। সাপ্তাহিক পত্র ডিমাই দুই ফর্ম্মা, কলিকাতা ৩৬ নম্বর ভবানীচরণ দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মিশরগামী সৈনিক ও কর্ম্মচারীদিগকে ৩ মাসের অগ্রিম বেতন দিবার আদেশ দিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন, কে যায় কে থাকে তাহার ত ঠিকানা নাই।

শুনা যাইতেছে মিশরগামী মুসলমান সৈনাগণ আরাবির সহিত যুদ্ধ করিবে না। তাহারা দাঁড়া ইয়া প্রাণ দিতে স্বীকার তথাপি স্বজাতির প্রাণবধ করিতে পারিবে না। তাহাদিগের বিশ্বাস, ইংরাজেরা জিগীষু হইয়া এই অনর্থপাত করিতেছেন।

ইংলিসম্যান এলাহাবাদ হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন,ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কমিশনরদিগকে অবিলম্বে তত্তৎ স্থানে আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনের আজ্ঞা দিয়াছেন।

রেলিনিউবোর্ড নিয়ম করিয়াছেন, রেলওয়ে ষ্টেষণের পার্শ্বে চতুর্দ্দিকে এক পোয়া জমী গবর্ণমেণ্টের বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইহার কারণ ষ্টেষণের কোন অংশ বৃদ্ধি করিতে হইলে অথবা কোন অংশে রেল বসাইতে হইলে যে অসুবিধা হয়, ইহা দ্বারা তাহার নিরাকরণ হইবে। অকারণ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করা কেন ? যখন যেখানে প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে এই ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয় না ?

১৫ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতার ট্রামওয়ে কোম্পানীর ৮৯৮০ টাকা আয় হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থ ধনা গত ৪ সপ্তাহে নিম্নলিখিত টাকা জমা হইয়াছে।

২৭ এ জুন	২৩৫৮৫৮২২
৪ ঠা জুলাই	২৬৩৫৬১০৮
১১ ই "	২৭৪৮১১৩৭
১৮ ই "	২৮৪৩০৫০২

ইতিপূর্ব্বে রঙ্গলাল বাবু একটী অদ্ভুত পা পাতার কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বোধ পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হন নাই। এক্ষণে তি পত্রের গুণ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে উহাতে কাটা মৎস্য বা মাংস ছোড়া লাগিয়া যা কথা মিথ্যা। তিনি মৎস্যের এবং ছাগের ঐ পত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, মাংস খণ্ডগুলি একত্র লাগিয়া যায় নাই। কিন্তু ঐ পত্র কাটা ক্ষতের ষধ। কোন স্থান কাটিয়া গেলে ঐ পত্র বাটিয়া স্থানে লাগাইলে ২৪ ঘণ্টায় এককালে লাগিয়া যায়। লতাটী দেখিতে প্রায় বিছুতড় মত। বীরভূম জেলায় উহাকে 'আমডেও' ক পাতাগুলি শশাপাতার মত বৃহদাকার, কিঞ্চিৎ খসে, কিন্তু উহাতে রোঁয়া নাই। বৃন্তের উ ভাগে তিনটী সূচাগ্রসদৃশ কোণ আছে। সোয়া হয়। এখনও উহার পুষ্পাদি দৃষ্ট হয় অতএব লতাটী কোন্ জাতীয়, তাহা নি হইল না।

নবাই বিবি নামক রঙ্গপুরের একটী মুসল রমণী একদা শূল বেদনায় বড় কষ্ট পাইতেছিল। সময়ে তাহার দেড় বৎসরবয়স্ক একটী পুত্র বা তাহাকে বিরক্ত করায় সে ক্রুদ্ধ হইয়া বালক কাটিয়া ফেলে। বিচারে রমণীর যাবজ্জীবন স্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

বন্দীভূত গুইকুমার মলহররাওর পীড়া স তাঁহার এ যাত্রা রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা ডাক্তারেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। পোলিটি এজেণ্ট মলহর রাওর কন্যাকে আসিতে তারে স দিয়াছেন। ইনি মারা পড়িলেই লর্ড নর্থব্রু কীর্ত্তি লোপ হইবে।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লি ছেন। "আমরা নিরতিশয় দুঃখিত চিত্তে প্র করিতেছি যে, অদ্যত্য বারেন্দ্রকুলচূড়ামণি শ্র বাবু শিবচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় বিগত ৩০ এ সোমবার পূর্ব্বাহ্নে ১১ টা ৫৫ মিনিটের সময় ভ রথী গর্ভে মায়াময় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগা গমন করিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয় এখান

জন প্রাচীন ভদ্রলোক। ইঁহার বয়ঃক্রম ৭২ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহার চক্ষুর জ্যোতি এমনি প্রখর ছিল যে, তিনি পঁচিশ মহাভারত, সোমপ্রকাশ ও কয়েকখানি (বিনা চসমায়) পাঠ করিতেন এবং সাইদা সদানন্দ পুরুষের ন্যায় সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহার প্রদর্শনে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিতেন না।

আমাদিগের দেশে কপোতে কোন কাজই হয় না। আমাদের মধ্যে ইহা কেবল পীড়িত ব্যক্তির পথ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইউরোপের স্থানে স্থানে ইহা দ্বারা বিস্তর কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। নেপোলিয়নের সহিত প্রসিয়ার যুদ্ধকালে এই কপোত বার্ত্তা বহন করিয়া দূতের কার্য্য করিয়াছে। সম্প্রতি আবার ফ্রান্সের অন্তর্গত নিউইয়র্ক ও পেনসালবেনিয়া-বাসীরা ইহাদিগের দ্বারা অনেক কার্য্য করাইয়া লইতেছে। কাহার নিকট কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে খণ্ড কাগজে লিখিয়া তাহা এই কপোতদিগকে দিলে উহারা চঞ্চু দ্বারা ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যায়। কাহারও পীড়া হইলে ডাক্তারের নিকট এই সংবাদ লইয়া যায় এবং তিনি যেরূপ পরামর্শ তাহা লিখিয়া দেন, তাহা লইয়া স্বস্বামীর নিকট আইসে।

গত বর্ষে উড়িষ্যায় ৩৮৩৬৮০ টাকার অফিম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ২৫৭৪২০ টাকার উৎপন্ন হইয়াছিল। ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি

ভারতবর্ষ হইতে যে সকল সৈন্যকে মিশরের যুদ্ধে যাইতে হইবে, তাহারা বোম্বাইয়ে গিয়া যুদ্ধের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সঙ্গে ৩৮ অশ্ব ও ৪ টী কামান যাইবে। পূর্ব্বে ১৩ শত সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত কোলিগালে ভয়ানক বন্যা হইয়া গিয়াছে। কাবেরী নদী উচ্ছলিত হইয়া মায়াকোনাম এক কালে জলময় হইয়া গিয়াছে। বহু গৃহ ও সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। লোকের ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত।

ডাক্তার এচ, বি কেনিডি বলিয়াছেন, কার্ব্বলিক এসিড ফোটা, পুরাতন ন্যাকড়া, বিষাক্ত জীব দ্বারা দষ্ট হইলে ক্ষত স্থানে, অগ্নিদগ্ধে, পৃষ্ঠব্রণে ও ঘায়ের উপর দিলে আরোগ্য হইয়া যায়।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্র কলিকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হওয়াতে ভারতবর্ষীয় সভা আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

মধুসূদন চৌকীদারের মকদ্দমা নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট জজ মিঃ কেম্প সাহেবের এজলাস হইতে আলীপুরে উঠিয়া আসিয়াছে। এই বার সুবিচারের সম্ভাবনা আছে।

অক্সমানি পত্রিকা নামক সংবাদ পত্র বলেন, শিমলা ও কইথরা নামক স্থানের মধ্যস্থ পল্লীসমূহের সম্ভ্রান্ত বংশে এক স্ত্রীকে বহু পতির আশঙ্কিব প্রথা প্রচলিত আছে। পাণ্ডুনন্দনেরা যেমন একমাত্র পাঞ্চালীকে বিবাহ করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপ সকল ভাতায় মিলিত হইয়া এক দারপরিগ্রহ করেন।

চীনে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যে চিলি, সান্টং ও হোনানের স্থানে স্থানে ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বৃষ্টির অভাবে শস্যনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

বেঙ্গলের হোমম্যান সাহেব ৪ ঠা শিমলায় শিক্ষাসংক্রান্ত সভার নিকট এক্রাহার দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগের যাবতীয় কার্য্যভার মিশনরীসভার হস্তে ন্যস্ত করেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। যে কয়জন মিশনরী সাক্ষ্য দিলেন সকলেই কি এক ধাতুর গঠন?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, ভারতীয় রেলওয়ে সমূহে অধিক পরিমাণে দেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের আদেশ প্রদান করাতে রেলওয়ে ভলণ্টিয়রেরা বড় চটিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পদত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস, এই ভয় প্রদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবেন। কর্ড রিপনের নিকট এ আবদার রক্ষা হইবার সম্ভাবনা অল্প। দেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের দুটী ফল, প্রথম কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান, দ্বিতীয় ব্যয় লাঘব। সুতরাং বিজ্ঞবর গবর্ণর জেনেরল পুরা আশায় আশাকৃত হইয়া সদনুষ্ঠানে নিরস্ত রহিবেন। আমাদিগের তাহা বোধ হইতেছে না। ভলণ্টিয়রেরা ক্রুদ্ধতা ত্যাগ করিয়া সকল ব্যবহার করিতে শিখুন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম পুনার সাম্বৎসরিক সভা অর্থাভাবে এবৎসর সাধন করিতে পারিতেছেন না, উহারা শিক্ষাবিষয়ে শিক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি দেশীয় যুবককে বর্ষে বার ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, অধিকন্তু একজনকে প্রেরণও করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে আর কাহাকেও প্রেরণ করিতে পারিতেছেন না এবং যিনি গিয়াছেন তাঁহাকেও অর্দ্ধপথে অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহারও অর্থ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। দেশের লোকের যে তামাসার বেলায় কুড়ি কুড়ি টাকা বাহির হয়, কিন্তু উহার বেলায় মনের ঘরে শনির দৃষ্টি পড়ে। এই সকল কারণেই ত ভারতবাসির অখ্যাতি জগৎ জুড়িয়া

আমরা আশা করি, দেশের সকলেই এ বিষয়ে মনোযোগ করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

অতঃপর বৎসরের শেষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত হইবে সেই সময় মিউনিসিপালিটীর আয় ব্যয়ও দেখান হইবে।

ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মক্কায় যাওয়ার এক যে সকল অসুবিধা ছিল তাহা একেবারে দূর হইল। ভারত গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে তাঁহারা আবশ্যক বোধ করিলে তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছাড়পত্র দেখাইতে হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ নিয়ম তাঁহাদিগের অধিকৃত স্থান সমূহের যাত্রীদিগকে বিনা মূল্যে এই ছাড় চিঠি প্রদান করিবেন। এই চিঠি দেখাইলে কোন ব্যক্তি যাত্রীদিগের উপরে কোন প্রকার অত্যাচার করিবে না, এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট জেদ্দায় একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে কন্সল ভাইস কন্সল নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

গত ১১ ই জুলাই ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত স্থানে নিম্ন লিখিতরূপ বৃষ্টি হইয়াছে। যথা:—

কর্গে অত্যল্প, মহীশূরের স্থানে স্থানে অপর্য্যাপ্ত এবং সাধারণতঃ প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়াছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সের স্থানে স্থানে পর্য্যাপ্ত, স্থানে স্থানে সাধারণ এবং কোন কোন স্থানে যৎসামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। নিম্ন সিন্ধের রাজো ও বেরারে পরিমিত, মধ্যপ্রদেশের সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে কেবল দুটী জেলায় অতি সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। রাজপুতানায় সাধারণতঃ উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে কেবল একটী স্থানে কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। পঞ্জাবের কোন কোন স্থানে উত্তম ও কোন কোন স্থানে মধ্যম এবং পেশোয়ারে অল্পে নষ্টশাক হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যায় মধ্যমরূপ, রোহিলখণ্ডে অপর্য্যাপ্ত অন্যান্য স্থানে মধ্যমরূপ এবং পূর্ব্ব অংশে সামান্য বারিবর্ষণ হইয়াছে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র উত্তম দুই এক স্থানে কিছু অল্প। আসামের কেবল এক স্থানে কিছু বৃষ্টির আধিক্য। ব্রহ্মে সাধারণতঃ উত্তম বারিপাত হইয়াছে কেবল কয়েকটী স্থানে কিছু অল্প

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগ।

এখন হেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও হেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] নাথ কিছু দিনের জন্য ঐ জেলার অন্তর্গত আহ্লাদাবাদের প্রাপ্ত হইলেন।

...রভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী ...কর হোসেন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ...তা প্রাপ্ত হইলেন।

...ভের এড্. সি. ফীক্ ২য় পরগণার অন্তর্গত সাবাকপুরের ...খাসী ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইলেন। ইনি ছোট আদা-...তের জজের ক্ষমতা অনুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মাল্কম ...তে পারিবেন।

...পথার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ ডবল্ ককরাপ ...কলপুরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

...সাঁওতাল পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরিমোহন ...ল পূর্ণিয়ায় বদলী হইলেন।

...ড়ীডার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার আর. সি. ...বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

...ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীনকৃষ্ণ সাকার ...ধার সদর ষ্টেশনে থাকা ভার প্রাপ্ত হইলেন।

...সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি. পি. ক্যাম্পবেলি সাহা-...বের অস্থায়ি সাবিবাসের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

...ধীনস্থের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ...ে বাঁকুড়ার বদলী হওয়ায় মালবাজারের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ...লেক্টার ই, ই, লিস সাহেব ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

...মলপুরের অস্থায়ী হেমোরুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ...টী কালেক্টার বাবু নিমেশচন্দ্র বিশ্বাস ফৌজদারী আদালতে ...ধারণতঃ সাধারণ ক্ষমতার কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত ...

...নকদের ডেপুটী ইন্সপেক্টর ...ও ঐ জেলার কালেক্টারের কার্য্য ...

সংবাদদাতার পত্র।

ভাগলপুর।

এখানে যাহাতে শস্য নষ্ট হয়, তাহার কল সম্প্রতি হইতেছে। আগামী আগষ্ট মাসে বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আসিয়া স্বহস্তে ইহার ভিত্তিপত্তন করিয়া দিবেন, এরূপ স্থির হইয়াছে।

আষাঢ়স্বদক্ষিণা ও পচারিণী সভার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। সভ্যেরা ব্যতীত সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ইহার উন্নতিসাধনে বিশেষরূপ যত্ন করিতেছেন। খোলার গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে পাকা গৃহ নির্ম্মাণ হইলেই হয়। স্থায়িত্বসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইবে।

সভাস্থ বিদ্যালয়ের কার্য্য পূর্ব্ববৎ সমভাবে চলিতেছে। বার লাইব্রেরির অবস্থা দিন দিন বিশেষ রূপ উন্নত হইতেছে। সম্প্রতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজ ইহার সাহায্যার্থ ১২০০ শত টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতে পারা হইতেছি, এখানকার স্থায়ীনামা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কিয়দ্দিবস অতীত হইল, রোডসেস কমিটির ভাইসচেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিতেছেন, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, কিছু দিন পরে অনেকেই কি কথা বোডসেস ট্যাক্স দিয়া থাকেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এখানে বেঙ্গল থিয়েটর আসিয়া যে কতেক দিবস অভিনয় করিয়া যান, আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম, সেই অভিনয়ের মোহিনী শক্তিতে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর যুবকের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহারা যাহাতে এখানে স্থায়ি আনন্দ উপভোগ করিতে পারা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কুরীতি দূর হইয়া যায়, সেই অভিপ্রায়ে একটী থিয়েটরের দল করিয়াছেন। ষ্টেজ ও সিন প্রভৃতি সকল সংগৃহীত হইয়াছে। শুনিতেছি আপাততঃ "আদর্শ সতীত্ব" অভিনয় হইবে। অভিনয় হইবে হউক, কিন্তু আমাদের বড় আশঙ্কা হইতেছে, বাঙ্গালার জল বায়ু বড় মন্দ। ইহা দৈহিক বৃত্তিগুলির সহিত মানসিক বৃত্তিগুলিকেও মন্দ করিয়া ফেলে। দেখে ভাল করিতে গিয়া যেন মন্দ হইয়া না পড়ে। সময় হইতে সকলের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া কার্য্য করা উচিত নতুবা পরিণামের পথ খোর অন্ধকারময়। বাঙ্গলার বর্ত্তমান দুই একটী ন্যাশনালাই আমাদের এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্থল ঘোড়ারোগ

কিহলা ব্যাধি। সাইকে" ঘোড়ারোগে ধরে ঘাড় ঘুরী যায়, বাতী যায়, ভাত—পুপু ওরে। এই অপ-মৃত্যু দিকটি, ভ্রাতৃগণ! সাবধানে কার্য্য করিবেন। সাবধানের কোন কালেই অপযশ ও বিনাশ নাই।

এ দেশের যমে জঙ্গলে সর্ব্বত্রই প্রতি বৎসর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বনা-সিন্ধি জন্মিয়া থাকে। যাহার যেরূপ আবশ্যক হইত, সে সেরূপ সিন্ধি সংগ্রহ করিয়া রাখিত, কোন কোন দরিদ্র আবার সিন্ধি গাছের বড় বড় ডাল গৃহের ঝাঁপ বাঁধিয়া দিত। কিন্তু এ বৎসর সিন্ধি গবর্ণমেণ্টের আবগারীভুক্ত হওয়ায় আর সে সুখের দিন নাই। অতিরিক্ত সিন্ধি কোন ব্যক্তিকে গৃহে রাখিবার উপায় নাই। "সিন্ধিবধ"র পাঠ উঠিয়া গেল। যাহার বাটীতে ৵৹ সের কি ৸৹ পোয়া সিন্ধি পাওয়া যাইতেছে, পুলিষ তাহাকে চালান দিতেছেন। সম্প্রতি অমতা আদালতে মফস্বলের কয়েক ব্যক্তির ১ টাকা ৫ ১ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে। সপ্তম সিন্ধির গাছও পুলিষ রাখিতে দিতেছেন না। ইহাতে দরিদ্র সিন্ধিখোর-দিগের অনাথ কষ্ট হইবে। অর্থ ব্যয় করিয়া লোটা লোটা পান আর ভাগো খাইয়া উঠিবে না।

আশা করিয়াছিলাম, ঈশ্বরেচ্ছায় এ বৎসর বৃষ্টি গৃহদাহের সংবাদ আর দিতে হইবে না। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি পীরপৈঁতির নিকটস্থ তাড়োয়া নামক এক খানি পল্লীর কয়েকখানি গৃহ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

এ বৎসর আর বোধ হয়, রীতিমত বৃষ্টিপাত হইল না। এই শ্রাবণ মাস কোথায় অনবরত মুষলধারে বারিবর্ষণ হইবে, না, পথ ঘাট শীতকালের ন্যায় দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক। সামান্য দুই এক বিন্দু যাহা হইতেছে, তাহাতে ভূট্টাদির উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু অদ্যাপি রোপণকার্য্য কিছুই হয় নাই। সময় অতীত হইয়া যাইতেছে। আমাদিগের বাসস্থান নদীয়া জেলার সুবর্ণপুর, মোহারেলিয়া কুঞ্জবেলিয়া প্রভৃতি অনেক গ্রামে জলাভাব হইয়াছে। ধান্য রোপণ আরম্ভ হয় নাই। অধিকন্তু আর দুই চারি দিবস জল না হইলে আউস ধান্যের সমূহ ক্ষতি হইবে। দরিদ্র ব্যক্তিদিগের মাথায় মাথায় ভাবনা পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা কি করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। এই ভাবনার উপর আবার স্থানে স্থানে সর্পভয় হইয়াছে।

সে দিন আমাদের পরম বন্ধু মুঙ্গের ও জামালপুরের সম্পাদদাতা মহাশয় যে বলিয়াছিলেন "দ্বাদশ মাসের মধ্যে আর আমাদের কোন মাসেই সুখ নাই। মাঘ হইতে কয়েক মাস বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব, তাহার পর বসন্ত, তাহার পর মনসা আছেন।" এখানে তাহাই হইয়াছে। এখন মনসার পালা পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক পল্লীতেই সর্পদংশনে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। এরূপে আর লোকের সুখ কিরূপ হইতে? এই স্থলে আমাদের একটী সত্য ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। সেটী এই—

এক ঐশ্বর্য্যশালী বহু-পরিবার-পরিবৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহিণীগুলি অদৃষ্টদোষে ক্রমে স্ত্রী পুত্র কন্যা জ্ঞাতি পরিবারস্থ সকলে প্রাণত্যাগ করিল; কেবলমাত্র একটী অল্পবয়স্কা পুত্রবধূ রহিল। তাহাকেই লইয়া তিনি কোনরূপ দিন অতিবাহিত করেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন পুত্রটীরও মৃত্যু হইল। তিনি ভাবনায় একেবারে চেতনা হইয়া পড়িলেন যে, কোন্ দিক দিয়া কি গেল, কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন সন্ধ্যার সময় একটী প্রদীপ হস্তে লইয়া এক প্রতিবেশীর বাটীতে তাহা আনিতে গেলেন। তাঁহার এমন অদৃষ্টের দোষ, একবার দুই বার তিন বার গিয়া আলিয়া আনিলেন। কিন্তু যেমন দ্বারের নিকট আসেন, অমনি নিবিয়া যায়। তখন নিরুপায় অন্ধকারে ক্রোধভরে প্রদীপটী গৃহের

[illegible]ক্ষেপ করিয়া অন্ধকারে, [illegible] [illegible]ক্ত রবে "মুন্নু" [illegible] [illegible]বে প্রতিধ্বনিত [illegible] [illegible]কারণ জিজ্ঞাসা করিলে [illegible] [illegible]র সন্ধানে প্রবৃত্ত [illegible] [illegible]লিয়া আসিতেছে, [illegible] [illegible]ছিল। তাই [illegible] [illegible]কাম্পানির সঙ্গে [illegible] [illegible]ল দিন একটী [illegible] [illegible]ল বল সহ কার্য্যক্ষেত্রে [illegible] [illegible]ঙ্গা আর হয় নাই। তবে [illegible] [illegible]মাংসা হয় নাই।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
ন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
ক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
ছ, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
ইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
নীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে
ব লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার
গব নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত
তি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং তদ্ভিন্ন উপযুক্ত
হসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া
াদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরে, পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের
নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অদ্য
ে ইচ্ছা সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,
রক্ত, গ্রহণী, অন্নগ্রহণী, কৃমিকাগ্রহণী, এবং
মযুক্ত অর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক
ন এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।
কাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষ-
পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন,
া আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত
য়াছি। ইহা নিশ্চিত বালক, বৃদ্ধ-সকলেই সেবন
তে পারেন।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা। পার্কিং ৵০ আনা

নবারিষ্ট মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন
বিকারের মেহ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবে-
ন জ্বালা, সপূয় বা শুদ্ধ নিসরণ, সাঙ্গ ও অণ্ডিকোষবৎ
ার নিসৃত হইলে ও মাত্রা এই ঔষধ সেবনে
ার আশু শান্তি হইবে। অতিরিক্ত মৈথুনের ও
কৃত স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব
প্রভৃতি সাদা ঘড়ির ন্যায় ঘোলা এই সকল
ন্ত্রনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা,
ত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের
ত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়
ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে
ার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহস-
পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট
ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—পার্কিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক সপ্তাহমধ্যে
সেবন করিলে শরীরের নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন
হয়, এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, তদ্বারা
শরীরস্থ সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃ-
পীড়া, হৃৎকম্প, বৃদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির
হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য
প্রভৃতি পীড়াসকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ
যৌবনস্বভাবসুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয়
ইন্দ্রিয়-পরবশতা কারণে ধাতুর দুর্ব্বলতা ও আধুনিক
নিগম, প্রভৃতি পুরুষত্বহীনতা প্রভৃতি রোগ সকলের
আশু শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে।
অমুদ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—পার্কিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা
(টাক) ও অকালে পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত
ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ
আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল করে।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—পার্কিং ৵০।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঘৃত গর্ভস্থ হওয়ার উপর ক্রিয়া
দর্শাইয়া বন্ধ্যাত্ব সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে-
ষতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যালোষ,
অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, কষ্টপ্রদ
পরিবেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১৫। ১৬ দিন
পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য
গর্ভস্থ সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব
প্রভৃতি রোগ সকল এই সুবিখ্যাত ঘৃত সেবনে সমূলে
নষ্ট হইয়া থাকে।

একপোয়ার মূল্য ——৬ টাকা—পার্কিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে যে
মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলির
নাম নিম্নে লিখিত হইল।

ডাক্তার বাবু বৈদ্যনাথ ঘোষ এল, এম, এস,
" " অম্বিকাকান্ত বসু। ঐ
" " গুরুচরণ ঘোষ। ঐ
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ
কলিকাতা।
" " হরিদাস বসু। ঐ
" " বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
চেরাপুঞ্জি খাসিয়া।
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ। সিবিল সার্জ্জন
বগুড়া—মাগুরা।
" " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডে
কলেজের অধ্যাপক কলিকাত
মেঃ ব্রজেন্দ্রনাথ দে—জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রে
রাণীগঞ্জ।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১১ নং ভগাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিকা

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, ক
সুগন্ধিদ্রব্য, জামা, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্র
সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্র
সীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, জামার
মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি।
লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

" আয়ুর্ব্বর্দ্ধন " ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়ম
মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য
পাঠাইলে ১৷৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধার
পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভা
শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৯২ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎস
বঙ্গদেশীয় কল প্রকৃপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর প
স্ত্রীলোকের পীড়া ঋতুটিত আরোগ্য ও প্র
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ
কৃত করিতেছেন।

যকৃৎ-কোষত, মাংস-কোষত, ও মূত্রশিলা
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। ত
স্ত্রীরোগবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চি
সার পুস্তক এবং বাঁধানে ৫ টাকা মূল্যে পা

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা !!! একব
পরীক্ষা করিয়া দেখ !!!
পেটেণ্ট কফ বটিকা ।।
কলবাঙ্ক, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, প্র

...ধ, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি সহ, বুক ধড়ফড়ানি, গা-
...ধারের সহিত বমি হওয়া, মাথা ও মাথা ধরা
...প্রভৃতির আশ্চর্য্যরূপ উপকার দর্শে। অধিক
...ছাড়ায় প্রস্তুত। ...বিশেষ
...ধের সঙ্গে
...বিশেষ এই
...সেবন করা আবশ্যক
...হয়
...ধারণ ১৷৷ নং চোরবা-
...। ...আছে।

...ক্রীম ডাকমাশুল ৵৹ আনা।

...সংখ্যা।

...প্রকাশিত
...ধারণ করিয়া দেখ—মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ৵৹।
...বিনা-বিবাহে উপন্যাস। মূল্য এক টাকা।

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

...ধারে প্রশংসিত মূল্য ।৵৹।

মুক্তি উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

...ধারে সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া।

ভূতনাশক সিঙ্কোনা।

...ধারে এই সিঙ্কোনা পাইবেন নাম
...কলিকাতার প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে
...ধার সিঙ্কোনা হয়। বিজ্ঞ ডাক্তার
...ধারে সোডানিকাল গাম মেশা থা-
...ধারে নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ১,
...৷৷ আউন্স শিশি ১৷৷০ আনা। মফস্বল
...ধারে ডাকমাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

(Registered) রেজিষ্টারী করা



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশি মূল্য ১ এক টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এক আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রস্রাবের সহিত শ্বেত স্রাব ও সর্ব্বপ্রকার মূত্র-বিকার নষ্ট হইয়া ধাতু সবল ও সতেজ হয় এবং যাহারা পারদিক দোষজন্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও গর্ভস্রাব পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন এষধ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এত অনুরোধ।

শুক্র-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশি মূল্য ১৷৷ এক টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এক মহৌষধ ধাতু দৌর্ব্বল্য জনিত হস্তপদাদি, অতীসার, কিম্বা পীড়া, বাত, পক্ষাঘাত, উপদংশ, নানা বা, বহুমূত্র এক কথায় শরীরে যে কোন কারণে শুক্র ও রক্তাল্পতা হইয়া নানা রোগ জন্মিয়াছে এবং যাহারা বেশী প্রকার ঔষধ সেবন করিয়াছেন, তাঁহাদের এই ঔষধ কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা খাইতে মিষ্ট ও রং লিবর অং। আকৃতি উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের নিয়ম শিশির গায়ে আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা ক্রীতদাস দে
১২ নং চুণাচরণ শিকদারের গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

Mrs. D'Cruze 90 College Street Calcutta.

Diplomaid midwife

Fees to attendance moderate.

Hours high to timeonmin.

...ডিক্যাল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রী...
...ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদে...
...যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের কী অধি অন্য।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কলিকাতা সহরে স্বীকার করিতেছি, নি...
...লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ...
...প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল চাটুর্য্যে—হুগলী
" " মধুসূদন ঢাকী—বরাহনগর
" " প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী—সৈদাবাদ
" " আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা
" " চন্দ্রনাথ মিত্র—কলিকাতা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা...
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমগ্রাহক হইবার অগ্রিম মূল্য ডাকমা...
সমেত বার্ষিক ১৩ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৬৷৷ ট...
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ...
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নি...
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সমগ্রাহক সোমপ্র...
শ্রেণিভুক্ত হন না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠেচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক...
লিখিবেন। কলিকাতায় দক্ষিণ সোমপুর ব্রাহ্ম...
কার্য্যনির্ব্বাহক শ্রীযুক্ত [redacted] প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ম...
মোর, ১ সিং, কলাপ্ট্রি, মির্জাপুর, ইহাঁর নি...
সকাশে টাকা দিলে, তিনি যত টাকা...
মূল্য প্রদান করিবেন। অন্য সম্পাদক কাহা...
টাকা প্রেরণ করিলে পরীক্ষা হইবে না।...
নিয়মিত হইবে পত্রে তাহা সোমপ্রকাশে প...
অনিয়ম হইলে অভিযোগ করা যাইবে...
হইবে না।

যাঁহারা চাহিয়া না নিয়া
কাহাকে, তাঁহাদিগের ঠেকে গচ্ছিত টা...
যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশের নিয়মিত নিয়ে কাগ...
অনেক প্রমাণ ছিল যে আর ৩...
আনা তাহার নিকট এক বৎসরের...

ইহা এই পক্ষ কলিকাতার নানা স্থানে...
হওয়া চাহিয়াছিলাম কিন্তু সময়...
ডাকবাবু দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে...
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

১৬ শ ভাগ | " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " । | ৩৭ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৯ সাল। ১৬ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮২। ৩১ এ জুলাই | অগ্রিম বাণ্মাসিক ১৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের ... শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া ... বন্ধ, মাথা ঠাণ্ডা ও চক্ষু পরিষ্কার ... এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া ... ১৷৷০ প্যাকিং ১০ আনা।

টাকলোগের মহৌষধ।

... টাক হয় তাহার এক শিশিতে ... উঠিবে। মূল্য ... প্যাকিং ১০।

পাঁড়ারোগের মহৌষধ।

... করিলে পাঁড়া, উপদংশ (গরমী) ... আমাশা, স্ত্রীর বেদনা, চাউ ... শরীরের উপদংশ, ও বহুমূত্র সময়ে ... আরোগ্যকারক, ইহাদিগের বিশেষ উপকারক। ... শিশি ১৷৷০ ও বড় ২৷৷০ টাকা প্যাকিং ১০। ... কলিকাতা কলেজষ্ট্রীটস্থ ৫৩।১ নং আমার নিকটে পাওয়া।

... নাশের ঔষধ নিশ্চিত নিরীক্ষিত পুস্তক-... ১ম খণ্ড ... ২য় খণ্ড, কাটতি সাহায্যার্থ প্রস্তুত ... ব্যবসায় প্রার্থনা।

... ... ১

... সঙ্গীত (নব প্রকাশিত) ..

... শিক্ষকের ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

... করিয়া অনেক লব্ধ বাঙ্গালী ও সাহেব ... ছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত যত পেটেণ্ট মেডিসিন বাহির হইয়াছে, সব ... এইটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়।" জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন " ইহা যেরূপ জ্বর, তাহাতে ইহার নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত "

প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১৷৷০, কমিশন শতকরা ১৫৲। এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। কলিকাতা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুখণ্ড

প্রথম খণ্ড।

"আর্য্য জাতির আগমন হইতে ইংরাজ অধিকার পর্য্যন্ত"

এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যের সুপরিচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা রাজকৃষ্ণলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে ইহা তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৷০, গ্রাহকদিগের প্রতি ১৲। শতকরা অগ্রিম গ্রাহক হইয়াছেন ; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এরূপ গ্রন্থ ভারতের ঘরে ঘরে থাকা উচিত। গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত আমার নিকট নাম লিখিবেন।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
পোষ্ট গোয়াস
জেলা মুর্শিদাবাদ

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত ... পরিবেষ্টা ১৷৷০, জীবনসন্ধ্যা ১৷৷০, মাধবী-কঙ্কণ ... জীবন প্রভাত ১৷৷০, ঐ চারি খণ্ড একত্র. নাম শ ... অর্থাৎ মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে শিব ... মৃত্যু পর্য্যন্ত একশত বৎসরের ঘটনা সম্বন্ধীয় ... নাম চতুষ্টয় মূল্য ৩৷৷০। ভারতবর্ষের ইতিহাস ... ৸৷০ মাত্র। আমার নিকট প্রেরিত হইলে এতদ্ব্য ... বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক এবং ডাক্তারি কবিরাজি ... হোমিওপাথিক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আ ... তালিকা পাঠান যায়।

শুরুদাস চট্টোপাধ্যা

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PALAIS-ROYAL VIVIENNE, 8, PARIS.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

পাঁড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট

কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো

ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা যক্ষ্মোদ্ভাস্থরের পাঁড়া দ্বারা আক্রান্ত ... থাকেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে ... গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট ... লাইমই এক্ষা, চাঁপকাশ, স্বাদনালী প্রদাহ এবং ... প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ... গ্রিমল্ট সাহেবের এই সরল গোলাপী রংবি ... এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শি ... গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম লিখা আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউল্স ... এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ) ... সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট ... বের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক

তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, চিকিৎসিত ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্রোনিক পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহেয়।

সিমণ্ড সাহেবের এসিডের অব পেপসিন :

এই ঔষধ এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (ডক বল) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এসিডের আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সধমন শিরঃশূল।
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, সর্ব্বদা, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

সধমন শিরঃপীড়া এবং শিরঃশূল।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়।

প্রেরিতপত্র।

বিষ্ণু বা হরি কে ? কাহাদের দেবতা ?
এবং পৌত্তলিকই বা কাহারা ?

আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপরিউক্ত প্রশ্নগুলি লক্ষ্য করিয়া ১৩ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে একটী প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন, এবং তাঁহার মনে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, অভিনব ব্রাহ্মসম্প্রদায়বিশেষ নববিধানান্তর্গত সম্প্রদায় " একমেবাদ্বিতীয়ং " ব্রহ্ম " পরব্রহ্ম " ইত্যাদি শব্দসমূহের পরিবর্ত্তে স্থলত পৌত্তলিক হিন্দুদিগের চিরব্যবহৃত " হরি " শব্দ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেন কেন, এবং এরূপ পরিবর্ত্তন কি তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্যমুখিন পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেছে না ? কোন কোন সময়ে বিহারি বাবুর ন্যায় আমাদেরও মনে এইরূপ সংশয়ের আবির্ভাব হইত। কিন্তু অনেক তর্ক বিতর্ক ও চিন্তার পরে সেরূপ সংশয়ের অনেক তিরোধান হইয়াছে। আমাদিগের তর্ক বিতর্ক ও চিন্তার চরম সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই আপনাকে অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদী বলিয়া পরিচয় দেওয়া শ্লাঘার বিষয় মনে করিয়া থাকেন ; এমন কি আমরা দেখিয়াছি যে, এই একেশ্বরবাদের আবরণে অনেকে মহান অনিষ্টকর, অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার ভাবসকল গোপন করিয়া রাখেন, বলিতে কি বর্ত্তমান সভ্যতার স্রোত বিষয়ভাগে অধিক একেশ্বরবাদ মতটী সভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া পরিগণিত। ব্রাহ্মেরা স্বীকার করুন বা না করুন, আমরা কিন্তু অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, যত দিন মনুষ্য সংসারপাশে আবদ্ধ থাকিবে, যত দিন তাহার মন বাহিরের বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট হইবে তত দিন তাহার " পৌত্তলিকতার " হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশা কোথায় ? তবে আমাদের ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁহাদের বিভিন্নতা এই যে, আমরা জড় " পৌত্তলিক " এবং তাঁহারা সূক্ষ্ম " পৌত্তলিক " কেবল তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে সূক্ষ্ম পৌত্তলিক শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে অধিকার দিলাম, কি তাহা না হইলে বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতার গৌরব রক্ষা কি। বিহারি বাবু ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতেছেন, আমরাও করিতে পারি। ভারতে এমন অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, যাহাদের আচার ব্যবহার উপাসনা পদ্ধতি ইত্যাদি মূল হিন্দুসম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র হইলেও তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তবে আমরা ইহাই বলি, যখন ব্রাহ্মেরা হরিভক্ত পৌত্তলিকদের সঙ্গে মিলিত হইতে অনিচ্ছুক, তখন বিহারি বাবু কেন তাঁহাদিগকে এত পীড়াপীড়ি করিতেছেন ? মেষপালের মধ্যে ব্যাঘ্রের প্রবেশাধিকার দিয়া শেষে কি আপনাকে বিপদগ্রস্ত দেখিতে চাহেন ?

বিহারি বাবু তাঁহার পত্রের উপসংহারকালে লিখিয়াছেন যে, প্রধান ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাশয় গৌরাঙ্গের ন্যায় হস্তে বসন পরিধান করিয়া প্রেমোন্মত্তভাবে শিষ্যদিগের নিকটে ভিক্ষালব্ধ অন্নাদির দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার মনে ইহাই সংশয় হইতেছে যে " তিনি কি ? তিনি কি বৈষ্ণব ? বৈরাগ্যপথের অভিলাষী হরির উপাসক বর্ত্তমান প্রধান ধর্ম্মপ্রচারক মহাশয় কল্পিত আকার বিশিষ্ট ঈশ্বরকে বা হরিকে উপাসনা করিয়া কি পৌত্তলিকতার গৌরব প্রকাশ করিতেছেন না ? বিহারি বাবুর মনে এরূপ সংশয়ের উদয় হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে ; কেন না আমাদের বোধ হইতেছে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্মদিগের আভ্যন্তরিক গূঢ় তত্ত্বসকল অবগত নহেন। আমরা ঘটনাসূত্রে ইহার কিছু কিছু অবগত আছি, সুতরাং বিহারি বাবুর সংশয় অপনয়নোদ্দেশে ইহাই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহার সমস্ত সংশয়ই তাঁহার কল্পনাপ্রসূত। প্রধান " নববিধান " প্রচারক মহাশয় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিলেন এখন তাহাই আছেন, কেবলমাত্র কতকগুলি নূতন বচনের আবরণে নিজের চিরপোষিত মতসমূহকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন মাত্র স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির অবসর পাইলেই প্রকাশ করিয়া থাকেন। আজ যাঁহাকে হরি, দুর্গা, কালি, কৃষ্ণ ইত্যাদি দেব দেবীর নামোল্লেখ করিয়া হিন্দুদিগের হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যান সমূহ প্রকাশ করিতে দেখিতেছেন, কাল আবার দেখিবেন তিনি মহনীয় খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছেন, এবং এই সকল শুনিয়া বিহারিবাবুর ন্যায় শ্রেণীর মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে " তিনি কি ? তিনি কি মুসলমান না খ্রীষ্টান, কাল ইহাঁকে হিন্দু বলিয়া মনে করিয়াছিলাম আজ একি ব্যাপার দেখিতেছি ! ধন্য মনুষ্য-প্রকৃতির বিচিত্রতা !

উপসংহার কালে আমরা বিহারি বাবুর অবগতির জন্য নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্মদিগের দ্বারা প্রচারিত ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে একটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, যে নববিধানি ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠানাদি কিরূপ অচিরস্থায়ী ও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। অনেকে দেখিয়া বিস্মিত হন আমরা একবার অনুষ্ঠান করি বিহারিবাবু আর তাহার নিকটে যাই না : কোন, জলাভিষেক প্রভৃতি ব্যাপার একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হইল আর এক দিনের তরেও তাহা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা গেল না ইহার অর্থ কি ? এ সকল অনুষ্ঠান পূর্ণ পূর্ণ আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করিবার জন্য হইলেও প্রায় সকল যাহা অনুষ্ঠানেরই এই একটি প্রকৃতি যে উহারা চিরদিন ভাবের পোষাক নহে। অনুষ্ঠানের সময় মাত্র ধ্যানী। চিরদিন এক অনুষ্ঠানে থাকিলে উহা ভাব বিচ্যুত হইয়া অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হয় : উৎসব অনুষ্ঠান মৃতধর্ম্মের জ্ঞাপক। ভাবের পর ভাব

...সবে, অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান আসিবে ইহা না ...লে নিত্য নূতনত্ব স্থিতি করে না।

...ঙ্কর
১ এ আষাঢ় } ইতিগনবীচরণ রায়।

কলিকাতা হাইকোর্টের মোক্তার নিয়োগ

সম্পাদক মহাশয়! গত ২ রা শ্রাবণের সোম ...কাশে "কলিকাতা হাইকোর্টে মোক্তার নিয়োগ" ...র্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার এক স্থলে ...নি লিখিয়াছেন * "মকদ্দমা নিষ্পত্তির এক মাসের ...া মোক্তারকে নিজ মক্কেলের নিকট তিনি যে ...ায় বুঝেন সেই হিসাবে বাদের সমুদায় হিসাব ...ত হইবে। তাহাকে উকিলের স্বাক্ষর থাকিবে। ...ধিক এ কথাই সত্য নহে। মোক্তারের হিসাবের ...য় উকিলকে স্বাক্ষর করিতে হইবে, নূতন নিয়...লাতে এমন কোন বিধান নাই। মোক্তার স্বয়ং ...কল বারিষ্টারের হিসাবপত্র সহ হিসাব প্রস্তুত ...য়া দিবেন, তজ্জন্য অপর কাহাকেও দায়ী হইতে ...ে না।

...োক্তারের পরিচয় সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়া ...াকাতে আমার কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। ...নি বলিয়াছেন ১০০৲ টাকা জামিনের নিয়ম ...য় ...ভদ্র সন্তান ও অনেক পুরিয়া হই ...া কাটি অবশ্যই যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিবে ...কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাদ্বারা অর্থী প্রত্যর্থীদিগের ...র্থীরা এরূপ এ কথাও অস্বীকার করা ...ে পারে না। আমি দেখিয়াছি ১০০৲ টাকা ...ন সওয়ার নিয়ম হইলে তাহাদের লোকদিগকে ...বিরা অধিকাংশ পুরিয়া হইত এবং এক ...ীন আদালত টাকা চালান করিবার ভয়ে অন্য ...ে মোক্তারদিগকে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে সাহসী ...। উচ্চতম বিচারালয়ের মকদ্দমা উপলক্ষে বড় ...লোকদিগকে মোক্তারের নিকট সময়ে সময়ে লক্ষ ...ক্ষ অধিক টাকা গচ্ছিত রাখিতে হয়। মোক্তার ...দের মধ্যে অনেকেই ধনাঢ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনে ...ে, এরূপ পাইয়া একজন মোক্তার সমুদায় টাকা ...ে করিলেন। এমত অবস্থায় অপরাধ টাকা ...ে জামিনের টাকার সংখ্যা অতিরিক্ত না হইলে ...দের নিকট হইতে তাহার ক্ষতিপূরণ করা কঠিন ...। আমি এই বিষয়ের পক্ষপাতী নহি। আমি উচ্চতম ...ালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি ...ছি তাহারা বোধ হয় [illegible], যাহা জামিনের

...হাইকোর্টে বিচারকার্য্য মোক্তারদিগের দ্বারা করা ...ে ...ায় তাহার সম্পূর্ণ বিপক্ষে আমাদিগের বক্তব্য ...ছে। আমাদিগের বক্তব্য বুঝাইতে আমরা [illegible]

নিয়ম না হইলে সাধারণের আশানুরূপ সুবিধা হইবে না।

নব প্রকাশিত নিয়মানুসারে দালালদিগকে শাসন করিবার কোন প্রশস্ত উপায় নাই। বি, এল, পাশ করা নূতন উকীলদিগের মধ্যে অনেকেই দালালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়া লইবেন বলিয়া এখন হইতে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছেন। ফলতঃ যে সকল দালাল গোপনে মোক্তারের কার্য্য করিবে বা যে সকল উকীল ঈদৃশ লোকের নিকট হইতে মকদ্দমা গ্রহণ করিবে তাহাদের দণ্ডের একটী প্রকাশ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। নতুবা এই নিয়মের দ্বারা অভীষ্ট ফল লাভ হইবে না। সম্প্রতি কতিপয় দালাল একত্রিত হইয়া নূতন নিয়মাবলী প্রচলিত না হইবার জন্য প্রধান বিচারপতির নিকট আবেদন করিয়াছে। আবেদনকারীদিগের মধ্যে অধিকাংশই উকীলের মুহুরী। এখনও ইহার কিছু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই। কিন্তু "পাটিকাটাদিগের" প্রার্থনা পূর্ণ হইলে কলিকাতা উচ্চতম বিচারালয় আবার "মধের মুল্লুক" হইয়া উঠিবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কলিকাতা } নগণ্য ভক্ত
১২৮৯—৮ ই শ্রাবণ। } শ্রীযা.
তদৈনক বৃদ্ধ মোক্তার

লর্ড রিপন।

"Pirate, there power by murder gain.
Wise kings by love and mercy reign."

হায় মা ভারত! চারিধার দিন
ঘোরেছে ঘনানি, কপালে তোর,—
রাজপ্রতিনিধি দয়ার রিপন
এসেছিল তব যাতনা দূর।
নিরাশ-সাগরে আশার তরণী,
দরিদ্র মিলিল যখন কালে
মরুভূমি মাঝে প্রেমের পয়োধর,
অমৃতের ধারা ঢালিয়া আসি;
দুঃখপূর্ণ ঘর, দুঃখে দুঃখী আহা
এক চন্দ্রোদয়ে বিগত রজনী,
এই দিন পরে ঘটিল বিষাদ,
মরি হেন ঘোর কালের প্রভাব!
মানবের চিত্ত সদা সুখে ভরা,
জানিতাম নাহি হেরিব শোক,
সবারি হৃদয়ে সম উপাদান;—
কাঁদে প্রাণ মোর ভাবিলে এখন।
মানুষ, দেবতা নাহি ব্যবধান
থাকিত, পাইত ভারত সাধ,
পুজিত সকলে এক মনপ্রাণে
বলার নাহিক তোমার নাই।

অভাগিনী তুমি চির পরাধীনা,
পর মুখ পানে আছ মা চেয়ে,
যার যা বাসনা নিতেছ মিটায়ে,
বন্ধ্যা কেশরিণী পিঞ্জরে পেয়ে।
স্বভাবতঃ স্নেহ নাহি তোর প্রতি,—
গাভীর আদর দুধের তরে।
কামধেনু পেয়ে ছুটিছে নিয়ত,
তব বৎসগণে বঞ্চনা করে।
খাস জল খেয়ে হবে মা থাকিতে,
কে মুছাবে তব নয়ন ধারা?
দাদা ভাইকের সম্বন্ধ যখন,—
তুমি পরাজিতা—বিজেতা তারা।
ভুল পূর্ব্ব সুখ, মহিমা, গৌরব,—
উন্নতিতে তব কুলিশাঘাত;
মারিতে কাটিতে রাখিতে বাঁচাতে
সকলি এখন ওদেরি হাত।
এক ছটাক নয় পঞ্চবিংশ কোটি,
তনয় তোমার!—শুনিতে সুখ—
দাসীপুত্র জ্ঞানে ঘৃণে জেতৃজাতি,—
তুলিতে মা শির, ফুটিতে মুখ।
মুছি আঁখিজল, সম্বরি রোদন,
কোলে অভিমানে ভারত মাতা
কন, বৎসগণ জানি প্রতিক্ষণ
এক দিন হতে আমারে দাতা;—
বীর পৃথ্বীরাজ পবনের বলে
যে দিন ত্যজিল অমূল্য প্রাণ
সেই দিন হতে ভেঙ্গেছে কপাল
গেছে অভাগীর বিপুল মান।
সাড়ে পঞ্চশত বরষ ব্যাপিয়া
কত যে যাতনা সয়েছি আমি—
ভাবিলে সে কথা কাঁদে প্রাণ
ডাকেন অন্তরে অন্তরযামী।
ক্রমে প্রতিক্ষণ বিষময় তরু
আচ্ছন্ন করিল সকল দেশ—
নাশি আশা দিশা বিজ্ঞান জ্যোতিঃ
মরুভূমি মোরে করিল শেষ।
মন্ত্রণা ক্রাইব কৌশল-কুঠারে,
সেই বিষতরু নিষ্মূল করি।
ক্ষণপাশে বাঁধিল আমারে,—
স্নেহের পিঞ্জরে রাখিল ধরি,
পরে ধীরভাবে নূতনীয় বেশ—
(সদা হাস্যময় মাধুরী মাখা)
আঁধার গগনে উঠিল হাসিয়া
শিবাকের সাধ্য সে তেজ রাখা?
পলাসীর ক্ষেত্রে বিধাতা আমার—
ভবিষ্যের দ্বার খুলিল হেসে,

কারাগার হতে মুক্ত করে পুন.
যদি কারাগারে হয়েছি প্রেরণ
স্বাধীনতা তরে মরিতে কাতর
অপক্ষপাতিতা বিচার নিয়ে—
পক্ষাপক্ষ করি শত শত অঙ্ক,
নিজ স্বার্থ তরে অন্যকে দিয়ে
দণ্ড বাড়া, উলনা ওজনে.
সম ভার যদি দুদিকে রয়,
তবে অপরাধ এক পক্ষ প্রতি,—
ফলের আঘাত নাহিবে সহ।
বিচারের চক্ষে সকলি সমান .
সম পুত্রগণ কি দোষে করে,—
উন্নতির আশা দিয়া বিসর্জন,
উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত করে'—
বিচারের চক্ষে সকলি সমান ,
কি বিচারে তবে এ দুঃখ রাশি.
সিবিল সার্জ্জন সিবিলেন চরে,
মারিবে অভাগা ভারতবাসী ;—
বিচারের চক্ষে সকলি সমান ,
কোন্ বিচারেতে প্রভেদ হায়
টির রাজভক্ত সম পুত্র প্রতি
অস্ত্র দণ্ডবিধি প্রচার কেন ?
বিচারের চক্ষে সকলি সমান :—
কেন অবিচার বিচারে করে.
সম অপরাধ এক দণ্ডবিধি,
বর্ণভেদে কেন বিভিন্ন হবে ?
এই সব দুখে পুড়েরে হৃদয়,
নতুবা সকলি সুখের বটে,
দার উন্নত শাসনপ্রণালী,
কর্ম্মচারী দোষে অখ্যাতি রটে।
কাণা মেটকাফ, বেন্টিঙ্ক, ক্যানিং
উইলেম জোন্স উজ্জ্বল মণি।
পেয়েছি কৌন্তভ রতনের সার,
মহাত্মা রিপন ঔদার্য্যখনি।
মূক নিরাশ্রয় অনাথ চঞ্চল,—
মারিলে কাটিলে ফুটিতে নারে
রক্ষাকর পদে হয়ে প্রতিষ্ঠিত,
ডাকায় সকলে নয়নাসারে।
দিন দিন দিন বাড়ে অত্যাচার—
শত শত নির্দ্দোষী ধরি—
রাখি কারাগারে দেয় যে যাতনা,
ভাবিলে হৃদয়ে জীবনে মরি।
সম্পাদক যত দেখি অত্যাচার—
অনাথের পক্ষে লেখনী ধরে,—
সে পথ রোধিতে কর্ত্তৃপক্ষ মিলে—
সম্বাদ পত্রের স্বাতন্ত্র্য হরে,—

চক্ষু কর্ণ মুদি ছাড়ি ধর্ম্মভয়,
করে যেচ্ছ চার মনে যা আছে,
হস্ত পদ মুখ করে অবরোধ—
কি হানি ইংলণ্ড শুনেরে পাছে।
কুলক্ষে মুখ মস্তক যেমতি,
করে আস্ফালন শুনে মা ধরি;—
কাঁদে পুত্রগণ মর্ম্মভেদী ভাগে,
কে শুনে নিশার কাতরধ্বনি!
শুনিলেন সেই অনন্ত অনাদি,
অনাথের গতি অনাথ নাথ,—
দীন হীনা হলে কাতরিণী নয়
দীন কাঙ্গা নাহি নয়নে হাত।
অভয়দাতা হয়ে এলা অবনীতে,—
দূর হলো সব দুঃখ ভাবনা,
মহাত্মা রিপন হলে মনোনীত,—
অভাগীর প্রতি প্রসন্ন বিধি।
মহা আন্দোলন পুনঃ পড়িল,
কি হইবে আর ভারতবাসী।
বিলে পড়ে ফুল ফল চীন,
পাইল মনের মতন কাজে;
বসন্তে আসিয়া কল মুকুলিত
হয় কুসুমের নিয়মভাগে;
নিষ্ঠুরের পেয়ে বিপন আশ্রয়,
একাদশে গুরু ছাড়িল শনি!
এলেন রিপন উদার রিপন—
মর্ম্মরে রিপন, সঙ্গীত ধ্বনি।
মুক্তাগণ বিধি তাল আসমান,
পরাধীনতা আর রবে না দিতে —
স্বাধীন নদীস্থ সুখের তরঙ্গ
কি সুখ আসিবে ভাবে চিতে!!
শান্তি! শান্তি! শান্তি! গায় প্রতিধ্বনি,
হিমাচল হতে কুমারী আজি—
আয় রে নগর, বন, উপবন,
সিন্ধু নদ নদী সকলে সাজি।
বঙ্গ জয় জয়, রিপনের জয়,
বেরিতের জয় শুষ্ক ধরা;
যদি কাঙ্গালেতে হইয়াছে যোগ,
ভারত আঁধার ঘুচিবে ত্বরা!
আয় শাসনের আসিয়াছে দিন,—
ভারত প্রতিষ্ঠা রিপন দাতা—
ঘুচি বলি সুখে লহ মহাদান;
ভারতের ভাগ্যে প্রসন্ন ধাতা!
চির খ্রীষ্টিয়ের পদে প্রতিষ্ঠিত,—
রমেশ তনয় তোর—

গাও মোর সাথে দুঃখিনী ভারত.—
অতুল আনন্দে হইয়া ভোর,—
শান্তি! শান্তি! শান্তি! গায় প্রতিধ্বনি,
হিমাচল হতে কুমারী আজি—
আয়রে নগর বন উপবন
সিন্ধু নদ নদী সকলে সাজি!—
বঙ্গ জয় জয় রিপনের জয়
বেরিতের জয় শুষ্ক ধরা.
যদি কাঙ্গালেতে হইয়াছে যোগ,
ভারত আঁধার ঘুচিবে ত্বরা!

সোমপ্রকাশ

১৬ ই শ্রাবণ সোমবার।

ভারতবর্ষের যতদূর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহা
আমাদের করগত হইয়া আসে, তদ্দ্বারা নিঃসং
জ্ঞান পরিপক্ক হয় অপক্ষপাতিতা এবং বি
চিত্তের পক্ষে আমাদের চিরকাল অনুকূল নী
বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহারা মানসিক ও না
বিধ প্রকারে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, স
প্রজা ও অনুকরণ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, কি
আপনার সাধারণ প্রভুদের তুলিয়াছিল ও দক্ষিণ
উপযুক্ত হয়, এই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না। গ্রী
কবির এবং টাসা সিজ্ঞ অন্যান্য সাহিত্য গ্রে
চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ হইয়া থাকি
কি রাজা কি সমাজে অথবা রাজনের শূদ্রদি
অপেক্ষা উন্নত কোন শ্রেণীর কখন সৃষ্টি হয় না
এই তাঁহাদের অশেষ অপকারের কারণ; অ
টির লোকের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে যাহারা
নাধি উপরিতন তাহার নীচের লোকের অন
করেন, সে কারণ হইয়াছিল কখন বিদ্যা
দেওয়া হয় নাই।

নীচজাতিকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হ
তাহাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিতে হইবে, এ প
উচ্চশিক্ষা হতে ভাগ্যবান্ হয়েছে। এটি পাশ্চ
সভ্যতা বিস্তারের একটী উৎকৃষ্ট ফল। ব্রিটিশ গ
মেণ্ট কর্ত্তৃক শিক্ষাবিস্তার সাধিত হইবার পূর্ব্বে
দেশে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা স্থাপিত হইয়া
এবং তথায় ইতর ও ভদ্র সকলেই বিদ্যা শিক্ষা ক
কিন্তু তদ্দ্বারা শিক্ষাদানে বিশেষ কোন ফলে
হইত না, কারণ সংস্কৃতই ভারতবর্ষের উচ্চ অ
শাস্ত্র। নীতি ও দর্শন প্রভৃতি উচ্চতর বিষয় স
ভাষায় লিখিত। কিন্তু ইতর জাতি সে ভাষা শি
বঞ্চিত ছিল, সুতরাং তাহারা সমাজরূপে জ্ঞান

তে পাইত না। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট নিম্নশ্রেণীর
কর মধ্যে বিদ্যাবিস্তার করিবার মানসে অনেক
করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির
য় দেখা যাইতেছে না। ইতর লোকদিগকে
পে যে শিক্ষিত করা যাইবে, এইটী কঠিন সমস্যা
াছে। আমরা দেখিতেছি, একমাত্র দরিদ্রতাই
বিদ্যাবিস্তারের পথ অবরুদ্ধ করিতেছে। অন্ত
লোকেরা প্রথমে বিদ্যাশিক্ষার সাক্ষাৎ ফল
তে অভিলাষ করে। তাদৃশ লোক যত্ন করি
প্রথমে যৎসামান্য বিদ্যাশিক্ষা করিতে সক্ষম
কিন্তু সামান্য বিদ্যার ফল তাহাদের তাদৃশ
া দেওয়া দুষ্কর। সুতরাং অল্পলোকদিগের
শিক্ষায় রুচি হয় না। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক,—
শ্রেণীর লোকদিগের দরিদ্রতা। দরিদ্র লোকেরা
নাদের সন্তানকে পাঠশালায় বিদ্যাধ্যয়ন
তে দিলে মাসিক এক আনা কিম্বা
আনা বেতন লাগিবে। ইহা তাহাদের পক্ষে
র হইয়া থাকে। সদাপি বিদ্যাশিক্ষার আশু
ফল দৃষ্ট হইত, তবুও তাহারা ক্লেশ স্বীকার
ও সে ব্যয় দিতে অনিচ্ছু হইত না। কিন্তু
ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এ ব্যয়
া ক্ষতিজনক জ্ঞান করে। তদ্ভিন্ন শ্রমজীবী
র সন্তানের বিদ্যালয়ে বদ্ধ থাকাই দুষ্কর
ক্ষতিকর। বালকেরা পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ বর্ষ
ক্রম উত্তীর্ণ হইলেই গোরু চরাইতে আরম্ভ করে।
বিদ্যালয়ে বদ্ধ থাকিলে তাহাদের পিতা
গোরক্ষার নিমিত্ত রাখাল নিযুক্ত করিতে
না,—তাহাদের অবস্থা হীন, গোপালের বেতন
র সঙ্গতি নাই। এই সমস্ত অসুবিধা দর্শনে
বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কিন্তু মাঠে মাঠে
দিন পক্ষীর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শরীর
ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে শয়ন করিয়া
ং বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেই ইচ্ছা
অতএব তখন বিদ্যাশিক্ষায় মনঃসংযোগ করা
নহে। অপরন্তু সেখানে এত অসুবিধা, সে
বিদ্যাবিস্তার পক্ষে একটী বিশেষ যত্ন করা
ছু অধিক অর্থ ব্যয় করা চাই। কিন্তু
র কিছুই হইতেছে না। যজ্ঞোপবীত হইলে
াহাকে আচার্য্যগৃহে গিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে
এখন নামে কেবল সেই নিয়মটী প্রতিপালিত
থাকে। নূতন ব্রহ্মচারী কেবল সপ্তপদ ভিক্ষা
ন, অমনি জননী আসিয়া ধরিয়া লইয়া যান।
শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেও সেইরূপ একটা সংস্কার
উঠিয়াছে: নামে এক বিন্দু নিয়ম প্রতিপালিত
কিন্তু যজ্ঞ ও বাগ করিবার সময় ব্রাহ্মণেরা তাহাকে
ইয়া লন, আর অগ্রসর হইতে দেন না।

সামান্য অজ্ঞ লোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ তাহাদিগের মনকে নম্র করাই দুষ্কর। এখনও এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকের দৃঢ় সংস্কার আছে যে, বিদ্যাশিক্ষা করিলেই এক একটী চাকরী করিতে হইবে। ইতর লোককে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে হইলে অগ্রে সে সংস্কার দূরীভূত করা চাই। অতএব হাতে-খড়ির সময়ে এই উপদেশ ও এক গুরুতর শিক্ষা। যাবৎ মন কিঞ্চিৎ নম্র করিতে না পারিবেন, তৎকাল পর্য্যন্ত স্বয়ং দুঃস্পাপ্য কিম্বা শুরু আসিলেও কাহাকে একটী বর্ণ শিখাইতে সমর্থ হইবেন না। তবে ভাবিয়া দেখুন, এমন উপদেশ দিবার যোগ্য পাত্র কে? সামান্য গুরুমহাশয় কি লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেন?—না, মূঢ় লোকের শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারেন? ঈদৃশ কঠিন ক্ষেত্রে সদ্গুরুই আবশ্যক। সামান্য লোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ শিক্ষিত উপদেষ্টা নিযুক্ত করা চাই। কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবীদিগের পক্ষে সম্প্রতি রাত্রিই উপযুক্ত সময়। দিবসের পরিশ্রমের পর তাহারা ক্লান্ত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু এ অসুবিধাটী উপেক্ষা করিতে হইবে। অন্যথা সাধারণ লোকের অবকাশ নাই; দিবাভাগে অবসর করিয়া লইতে হইলে কেহই ক্ষতি স্বীকার করিতে পারিবে না।

এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ ফল না দেখাইতে পারিলে, বিদ্যাধ্যয়নে কাহারও অনুরাগ জন্মিবে না। তাহার উপায় কি? যে কোন প্রকারে হউক ইহার কিছু কিছু ফল দেখাইতে হইবে। আজ কাল ভারতবর্ষের এতাদৃশ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, যিনি সংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা, এ বিষয়ে তাঁহাকেও ভাবিত হইয়া পড়িতে হয়। তিনিও বিদ্যাশিক্ষার আশু ফল কি দেখাইবেন, তাহা স্থির করিতে অক্ষম। বিদ্যাশিক্ষার আশু ফল কি?—ইতর লোকেরা জ্ঞানলাভ বুঝিবে না, তাহারা মনোপাড়ন চায়। বিদ্যালাভে সদ্যপি সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তবেই কিছু দিন লেখাপড়া করিতে লোকের ইচ্ছা হইবে। আমরা তাই বলিতেছি, ইহার কোন একটী উপায় স্থির করা আবশ্যক। নিম্নশ্রেণীর যে সকল লোক কিছু কিছু বিদ্যাধ্যয়ন করিতে পারিবে, তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট ক্রমশঃ রেলওয়ের ড্রাইভরের পদে নিযুক্ত করুন। ইহাতে রেলওয়ের ব্যয় সাশ্রয় হইবে এবং সামান্য লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারিবে। তদ্ব্যতিরিক্ত সহজ এবং নিম্নশ্রেণীর অন্যান্য ব্যক্তিকে কৃষিকার্য্যের নানাবিধ নিয়ম এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় শিখাইলে তাহারা বিদ্যাধ্যয়নের অনেকটা ফল বুঝিতে সমর্থ হইবে।

এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রায় সকল পল্লীতে চৌজ

দারী পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইতে চলিল। ঐ পঞ্চায়তের সভ্যগণ যদ্যপি কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া ইতর লোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে বিশেষ ফলোদয়ের সম্ভাবনা। তাঁহারা গ্রামস্থ সমস্ত লোককে নৈশবিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবেন। অল্প অল্প শিক্ষালাভ করিতে করিতে যদ্যপি সামান্য লোকে ক্রমে স্ব স্ব ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে, তাহা হইলে সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে সকলেই চলিবে।

এ দেশীয় সমস্ত লোকে চাকরী করাই বিদ্যাশিক্ষার পুরস্কার বলিয়া জানে, তাহার কারণ কি? ইহার হেতু নির্দ্দেশ করা নিতান্ত সুগম। ইউরোপের কৃতবিদ্য পুরুষেরা বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া তাহার যথোপযুক্ত ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি যে প্রকার ব্যবসায়ে প্রবেশ করুন না বিদ্যাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সহচরি এবং জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র অনুকারিণী। ইউরোপের প্রায় যাবতীয় কার্য্য বিজ্ঞানানুকূল্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের তদ্রূপ অবস্থা নহে, এখানকার নিম্নশ্রেণীস্থ কৃষকেরা পুরুষতন সংস্কার অনুসারে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে কিন্তু জ্ঞানের বলে কৃষিকর্ম্মের যে কতদূর পর্য্যন্ত উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে স্বপ্নযোগেও এই চিন্তা তাহাদের হৃদয়ে উদিত হয় না, এদিকে যৎসামান্য বাণিজ্য প্রচলিত আছে তাহাতেও অধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নাই সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার সাক্ষাৎ ফল দেখাইতে না পারিলে ইতর লোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে।

সুয়েজ খাল।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ভারতবর্ষের সত্বাধিকার নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার নিমিত্তই বর্ত্তমান মিসর-সংগ্রামের উৎপত্তি। ইংলণ্ড হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে বিস্তর কালবিলম্ব হইত, কিন্তু সুয়েজখাল খাত হওয়াতে এক্ষণে প্রায় ২,৫০০ ক্রোশ পথ কমিয়া গিয়াছে অতএব এদেশে যাতায়াতের এখন সুবিধার চূড়ান্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু মিসরে ইংলণ্ডের অধিকার না থাকিলে সুয়েজখাল সম্বন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন একটী কথা কহিবার অধিকার থাকে না, সে কারণ কিঞ্চিৎ অংশ ক্রয় করা হইয়াছিল। আবার রুষতুর্ক সমরের অবসানের পর কুটিল রাজনীতি বিশারদ মৃত বিকন্সফিল্ড যখন সাইপ্রস দ্বীপ গ্রহণ করিলেন, তৎকালে ইংলণ্ডবাসিদের আক্ষেপের পরিসীমা থাকিল না। সকলেরই মনোগত অভিলাষ ছিল যে সেই সুবিধায় মিসরে কিঞ্চিৎ অংশলাভ হইলে

...মনের মত হইত। বন-জঙ্গলে যুদ্ধ ..., হলাহুল লাভদান হইবেন না ... ইহা ...ইলে রাজনীতির কটিলতাই বা কি যাহা ..., ইথন মিসর স্বপ্রধান হইতে পারিবে না বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের হেলুপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকা। কি উদারনীতির, অনুদারনীতির সকল সম্প্রদায়ের লোকেই ... করিলেন যে, ... ঠিক অথবা কিয়ৎকাল ...ই হউক, ... ইংলণ্ডের হস্তগত হইবে, ...কে নিরুপায় হইয়া ...।

... এখন ... হুসেনখালি লইয়া বিবাদ আরম্ভ ..., তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে সন্নিবেশিত হইতেছে। খেদিবের পর এই খাল পাত হয়। ...সাহেব ইহার কাটিকল,কিন্তু ইহার অস্তু- ...এই খাল দৈর্ঘ্যে ... প্রস্থে ১২ ফিট, ... ও উপরিভাগে ১২০ হইতে ১৫০ ফিট। ইহার ...রা ২৬ ফিট। আক্ষেপের বিষয় এই, প্রথমাবধি কালে ইহা আরও কিছু প্রশস্ত করা হয় নাই। ...কার যাহাজ যাতায়াতকালে ইহার যদি কোন ... সংলগ্ন হইয়া যায়, তবে অন্যান্য জাহাজ আসিতে পায় না, মধ্যেমধ্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া থাকে।

এক্ষণে ঐ খাল প্রশস্ত করিতে হইলে, বিস্তর ...বায় হইবে। অধিকন্তু খালের উভয় পার্শ্ব ...ল শিথিল বালুকাবালিতে পরিপূর্ণ, সামান্যেই স্তূপাকার ধস নামিয়া খালকে বুজাইয়া ফেলে, ...জন্য নিয়তই জলের নিম্নভাগ বালুকারাশি দ্বারা উত্তোলিত হইতেছে। এক্ষণে সর্ব্বদা ইহার সংস্কারে কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে ...খানা দিয়া জাহাজের গতিরোধ একেবারে বন্ধ। এই সমস্ত কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া ...ন্তি আর একটী অধিক প্রশস্ত খাল খননের কল্পনা ...ছে। উহা সম্পন্ন করিতে অন্যূন দশ কোটী ...। ব্যয়িত হইবে।

...সুয়েজখাল পূর্ব্বদিক অর্থাৎ হইতে আরম্ভ হইয়া ...শঃ বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্ব এবং ...ম দিকে সুরম্য পর্ব্বতমালা, তৎপরে দক্ষিণে ...ত্ত্ব সুবিস্তৃত সুচেক্ষ লোহিতের জলা ভূমি চলিয়া ...ছে। ইহার ... পর্য্যন্ত অত্যন্ত গভীর। ...ই অংশে ইহা ... বিস্তৃত অধিক উর্দ্ধে প্রশস্ত ... এবং নিম্নে ... ইহার অধিক নহে; ইহার ... দিয়া ইহার ভিতর দিয়া খালের গতি প্রায় ... যাইতে সাইবেরিয়া ... । অবশেষে উক্ত ... তিমসাহ হ্রদ আসিয়া পড়িয়াছে। ইতি ... এই ... খাল খননের পর হইতে ইহা অতি সুন্দর

এবং নিরোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার ভূমি সমুদ্রতল হইতে প্রায় ৬০ ফিট উন্নত। এখানকার মহানা তিন ক্রোশ দীর্ঘ। ক্রমে বালা এবং এল্‌কানতারা হ্রদের ভিতর দিয়া মেনজেলা হ্রদে প্রবেশ করিয়াছে, তৎপরে ১৩॥ ক্রোশ চলিয়া গিয়া উক্ত খাল হুমধাসাগরে মিলিত হইয়াছে, এই সঙ্গম স্থান প্রায় এক হাজার ফিট প্রশস্ত। এই খালের কূলে তিনটী নগর, তন্মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী এবং হেলওয়ের রেলপথ আছে।

লোহিত সমুদ্রের সন্নিকটে প্রাচীন কিচমা বন্দর কিন্তু যাবৎ এই খালে নিখাত হয় নাই, তৎকাল পর্য্যন্ত এই বন্দরের কিছুমাত্র গৌরব বৃদ্ধি হয় নাই। কেবল এখানে আরবদিগের মৃত্তিকার নির্ম্মিত কতকগুলি কুটীর ও সামান্য রকমের মসজিদ এবং ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গালা ছিল। বিদ্যমান খালের কূলে ইস্‌মেলীয়া নগর। এই স্থানে খালের কার্য্যকারকেরা অবস্থিতি করিত, সম্প্রতি অধিকাংশ লোক ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। যে খালের উত্তর দিক হ্রদধাসাগরের উপকূলে পোর্টসেড নামক প্রসিদ্ধ বন্দর তাহার পশ্চিমে নীল নদের সংগম স্থানের ডামেটা নগর, তাহার পশ্চিমে নীল হ্রদের সংগমে রোসেটানগর। এই নগরের পূর্ব্বদিকে বলচ হ্রদ, পশ্চিমে আবুকির অবস্থান। এই আবুকির অর্থাৎ তার পশ্চিম উত্তর ভূভাগে আবুকির অবস্থান, তাহার পশ্চিমে আলেকজান্দ্রিয়া নগর। সম্প্রতি এই খানে তুলা মুদ্রাঙ্কণাগার স্থাপিত হইতেছে।

সচিবগণ নিয়তই ভূবিদ্যাবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যকারক কেবল নিজের কার্য্যের চমৎকারিত্ব করিয়াছিলেন এমন তাহার উপযুক্ত অনুমান হিসাব হইয়াছে। অতএব উক্ত মনোরঞ্জন শালী সভা ...গের কিঞ্চিদংশ হ্রাস না করিয়া বিস্তৃতিই নির্দ্ধারিত হইল ।

অতঃপর যাহা বলিবে আমরা, পঠন ... হ্রদচতুষ্টয় পূরিয়া আসিবে তদংশ হইতেছে। ... খালের উদরসাৎ হইয়া যাইবে। ... মিসর রাজের স্বাধীনতা বিলুপ্ত না হয়, ... তাহার পর্য্যন্ত ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের অন্তরের ... নাই।

বোম্বাই প্রদেশের কার্পাস।

গত বৎসর বোম্বাই বিভাগে যে প্রকার কার্পাস উৎপন্ন হইয়া ছে,তাহাতে তদঞ্চলের ভবিষ্যৎ ঘটিতেছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বেরার এবং বোম্বাই অঞ্চল কার্পাস উৎপাদনের প্রসিদ্ধ স্থান। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কার্পাস জন্মিয়া থাকে, সেই কার্পাস দেশ দেশান্তরে নীত হয়। গত বৎসর বম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কাণ্ডিষ প্রদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে অন্তর্গত ধারবার ও কলাগী প্রদেশে অধিক কার্পাস চাস হয় নাই এবং যে যে স্থানে কার্পাস রোপিত হইয়াছিল, তাহাও অসাময়িক বৃষ্টিতে বিনষ্ট হইয়া যায়। উক্ত স্থানগুলিতে গড়ে বীজ সমেত প্রতি বিঘায় ৭০ পাউণ্ড তুলা জন্মে। তাহাতে প্রায় ৭ মণের অধিক তুলা পাওয়া যায়। ১৮৭৯-৮০ সালে ৮১৫, ৮০৬ একার ভূমিতে কার্পাসের চাস দেওয়া হয়, তন্মধ্যে প্রত্যেক একার ভূমিতে পাউণ্ড তুলা জন্মে এবং ১৮৮০-৮১ সালে ৭৪৭, ৫ একার ভূমিতে কার্পাসের চাস দেওয়া হয়, তন্মধ্যে প্রত্যেক একারে ২৫ পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, ১৮৭৯-৮০ সালের অপেক্ষা ১৮৮০-৮১ সালে ১১২,৭৪৫ একার ভূমিতে কার্পাসের চাস দেওয়া হইয়াছিল; এদিকে আবার গড় উৎপন্ন ২০ পাউণ্ড প্রত্যেক একারে হইয়া গিয়াছে।

কার্পাস ভারতবর্ষের একটী প্রধান পণ্যদ্রব্য এই কার্পাস রপ্তানির সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্বতন ইণ্ডিয়া কোম্পানি এখানকার অনেক বাণিজ্য অনেক সম্পত্তি অন্যায় উপায় দ্বারা আত্মসাৎ করিয়াছেন, আজ সেই কার্পাসের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে অনাদৃত হইয়া পতিত হইয়া পড়িতে লাগিল। হায় যার পর নাই অনুতাপ হইতেছে। ঢাকা অঞ্চলের মসলিন এবং সুক্ষ্মতম তুলা জন্মিত। এখন ... এক বস্ত্র প্রস্তুত করা ... আমাদের নিকট উপকথা হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে আর সেমন ... করা না। ইহার পশ্চিম ... এবং বোম্বাই প্রদেশে যেরূপ তুলা উৎপন্ন হয়, তাহার দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। ভারতবর্ষের কার্পাস ... বিলাতের কলওয়ালারা কোন আক্রমের চেষ্টা ... চেষ্টায় বর্দ্ধিত কার্পাসের নানা কারণে কার্পাসোৎপত্তির অবনতি হইতেছে এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে ... উন্নত হইতে পারে, তাহাই তাহার মীমাংসা করা ... প্রথমোক্তের নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কার্পাস চাষের সম্বন্ধে আমরা তুটী প্রধান ... দেখিতে পাই। এক কারণ এই, কৃষকেরা ভূমি ... যোগোপযুক্ত সার দেয় না, কতকগুলি ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তির অনেক লাঘব হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ অপকৃষ্ট বীজ। চাষারা অপকৃষ্ট বীজ রোপণ করে, তাহাতে বৃক্ষ সতেজ হয় না এবং সুচারুরূপে কার্পাসও উৎপন্ন হয় না। আমেরিকা হইতে যে উৎকৃষ্ট বীজ আনিয়া এখানকার আবাদে রোপিত হইয়া থাকে, তাহাতে বিলক্ষণ সতেজ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং প্রচুর কার্প

। কিন্তু ইহার একটী মহৎ দোষ আছে। সকল বৃক্ষে সকল বৎসর সমান কার্পাস য় না। বৃষ্টির কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হইলেই কম জন্মে। এ অঞ্চল উত্তম ক্ষেত্রের তুলা স্থানে রোপণ করিয়া দেখিতে হয়, তাহা সকল বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে। সেখানে কাল পর্য্যাপ্ত তুলা উৎপন্ন হইতেছিল, এক্ষণে াবণে তাহার ন্যূনতা ঘটিল, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান ণ অবশ্যই সে গূঢ় হেতু নির্দ্দিষ্ট হইবে। অক- বিলম্ব গেলে অধ্যক্ষগণ সহজে এ বিষয়ে মনো- শ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

কার্য্য অনুকূলপক্ষে।

টীর কর্ত্তা বাস হইলে, গঠনী যৌ কি পুর ক্ষ চতুর্দ্দী পর্য্যন্ত শান্ত শিষ্ট ও বশ্যতা হইবা । এখন ধার্ম্মিক লর্ড রিপন আবহমানের , সুতরাং তাঁহার সম্পর্কীয় যিনি যেখানে ন, সকলেই অবশ্যরূপ। যাঁহাদিগের মনে তাঁহারাও দেখিয়া শুনিয়া মোমের নাক হই- ন, যে দিকে ফিরাইতেছেন, সেই দিকেই ফিরি- ন। কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে এটীও মহৎ ার বিষয়। যাহা রিপনের কল্যাণে তাঁহার কোন পর্য্যন্ত হইতে থাকিবার কথা, পশ্চাৎ ও পাকে আছে তাহা হইবে। কয় ক ইহার ংশও করিতে পারে। কারণ "সংসর্গে যা

র্ড রিপনের কেপ্টেনন্ট গবর্ণর রিচার্ড টেম্পল ে সন্দেহ নাই, তিনি গবর্ণর জেনেরলের টে থাকিয়া তাঁহার মন রক্ষিয়াছেন। আমা ন হইলে তাঁহার যেরূপ অভিপ্রায় হউক না ন্টে তাহাতেও তদ্রূপ। আত্মশাসন া যত সীমিত হয়, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে ধ করিবার জন্য যে সকল উপায় গ্রহণ াছেন, সে সমুদায় বিচার করিয়া তে মধ্যে আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ াপযোগী দেখি গ্রহণ ও আর অনিষ্ট াধন করিয়া আপনাদিগের কার্য্য হইতে াদিগকে বঞ্চিত হইবে যে, গবর্ণমেণ্টকে কার াদিগের স্বাধীনতা নিমিত্ত প্রার্থনা না হয়। ত্রের যে অসামান্য উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মশাসনই তাহার মূল। গবর্ণমেণ্টকে কোন ষয়ই দেখিতে হয় না, প্রজারা আপনাদিগের আপনারা করিয়া লয়, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান র রেসলে এখানকার লোকদিগকে সেইরূপ াধীনতা দিতে অভিলাষী হইয়াছেন। াহা হউক উহা উপকার হইতেছে, প্রায় সকলদিগকে

কার্য্যোপযোগী করা ও দ্বিতীয় গবর্ণমেণ্টের ভার লাঘব করা হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমাদিগের লেপ্টেনন্ট গবর্ণর এ বিষয়ে বিলক্ষণ উপযোগী। আত্মশাস- নের কার্য্য গুরুতর বলিয়া তিনি এক্ষণে কোন্ কোন্ মিউনিসিপালিটী এই ভার বহনে সমর্থ তাহার তত্ত্ব লইতেছেন। তাঁহারা যে মিউনিসিপালিটীকে যেরূপ ভার বহনে সমর্থ বিবেচনা করিবেন, তাহার উপর সেই পরিমাণে ক্ষমতা দান করিয়া এই কার্য্যে শিক্ষা দিবেন, পরিশেষে সমস্ত ভার ন্যাস্ত করিবেন। তদুপলক্ষে লেপ্টেনন্ট গবর্ণর ইডন সাহেব মাজিষ্ট্রেট- দিগকে স্থানীয় বোর্ডের সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কাহারও মনঃপূত হয় নাই। কারণ তাহা হইলে কিছু বিশেষ উপ- কারের প্রত্যাশা থাকিত না। গবর্ণর জেনেরল ইহার তাৎপর্য্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া উহার পরি- বর্ত্তন করিয়াছেন। আমাদিগের লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সেই গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিয়া বিশেষ যশো- ভাজন হইতেছেন।

বঙ্গদেশে এক্ষণে সমুদায়ে ১৬ টী মাত্র প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপালিটী আছে। কলিকাতা ও টীতে কেবল নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত। কিন্তু লেপ্ট- নন্ট গবর্ণর বলেন উহার সভ্যগণও যেরূপ কৃতী অন্যান্য মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন। আবার এই সকল গুরুতর কার্য্যের ভার ও দায়িত্ব তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত হইলে তাঁহারা যে আরও কার্য্যতৎপর ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবেন, সন্দেহ নাই। মিউনিসিপালিটী সমূহে সভ্য নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে করদাতাদিগের এক তৃতীয়াংশকে দরখাস্ত করিয়া আপনাদিগের অভিপ্রায় জানাইতে হয়; গবর্ণমেণ্ট এ বৎসর সাধারণ প্রজার মত জানিবার জন্য সাধারণ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সাধারণতঃ অজ্ঞাত থাকায় তৎসম্বন্ধে কোন মিউনিসিপালিটীই আপনাদিগের অভিপ্রায় জানান নাই। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে তিনটী মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার একটীতে আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে অন্য মিউনিসিপা- লিটীতে ইহা প্রবর্ত্তিত হইবে না তাহা যেন কেহ মনে না করেন। সাধারণতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সব সব মিউনিসিপালিটী মাত্রেই এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে।

গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কবিহীন যাবতীয় স্থানীয় বোর্ডের সভ্যপতি হন, গবর্ণর জেনেরলের এরাই ইচ্ছা; আছি ১০ বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশে মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে ইহার কার্য্যে উত্তমরূপ দীক্ষিত হইয়াছেন, বিশেষতঃ অধুনা শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই কার্য্যের ভার এখন তাঁহাদিগের হস্তেই অধিক পরি- মাণে ন্যাস্ত করা কর্ত্তব্য। কলিকাতা ও হাবড়া প্রভৃতি মিউনিসিপালিটীতে পুলিষ কমিশনর ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সভাপতি স্বত্বেও সভ্যগণ যেমন স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারেন মফস্বলে সেরূপ পারেন না। তথায় গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক- বিহীন লোক সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে কার্য্য অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবারই কথা। তবে কমিশনর ও সভাপতির কার্য্যোদ্যো- গিতা পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম- চারীরা মধ্যে মধ্যে দেখেন, তৎপক্ষে তাঁহার অমত নাই। সাধারণে যেমন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন, সেইরূপ সভাপতিও নির্ব্বাচন করিলে ভাল হইবে। ফলতঃ যাঁহার দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, লেপ্টেনন্ট গবর্ণর এরূপ লোকের হস্তেই প্রভূত ক্ষমতা দিতে ইচ্ছুক। তাহার প্রমাণ হুগলীর অন্তর্গত উত্তর- পাড়া মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি অতি বিবেচনা সহকারে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করাতে তিনি প্রীত হইয়া তাঁহাকে সভাপতির পদ প্রদান করিয়া সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। অন্যান্য মিউনিসিপালিটীর যোগ্য লোকদিগের তিনি এই- রূপেই পদোন্নতি করিয়া দিবেন।

যাঁহারা স্থানীয় বোর্ডের সভ্য মনোনীত হই- বেন ও যাঁহারা সভ্য মনোনীত করিবেন, তাঁহা- দিগের কিছু কিছু ভূমি সম্পত্তি অথবা বাণিজ্য ব্যব- সায়াদি থাকা আবশ্যক। কিন্তু এ নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে গেলে সম্যক ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। কারণ এ দেশে এমন অনেক ধনী ও বিজ্ঞ লোক আছেন যে, তাঁহাদের নগদ টাকা বিস্তর আছে, ভূসম্পত্তি কিছুমাত্র নাই। অতএব তাঁহা- দিগকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। এই কারণে সাধারণতঃ তিনি এইরূপ নিয়ম করিতে ইচ্ছুক, যে ব্যক্তি ১০ টাকা পথকর অথবা ২০ টাকা লাইসেন্স কিম্বা বার্ষিক চারি টাকার ভূমির উপস্বত্ব দেখাইতে পারিবেন, তিনিই সভ্য মনোনীত হইবেন এবং যিনি ১০ টাকা পথকর, কিম্বা লাইসেন্স দিবেন অথবা ৫০ শত টাকা বিষয়ের আয় দেখাইতে পারিবেন, তিনিই সভানির্ব্বাচনে অধিকারী হইবেন। তদ্ব্যতীত সম্পত্তির আয় অনুসারে এক ব্যক্তি পাঁচ ছয়টী ভোটও দিতে পারিবেন।

দেশহিতৈষী ব্যক্তি ব্যতীত কেহ বোর্ডের সভ্য হইতে চাহিবেন না। সুতরাং তাঁহারা দেশের জন্য অক্লেশে ত্যাগস্বীকার করিতে পারিবেন। অতএব

াদিগকে সভায় সাক্ষাৎকারের যে কারণ লেপ্টেনণ্ট
ব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। বাস্তবিক
র সাক্ষাৎ ও নিমন্ত্রণে, চন্দ্রনাথে পড়ি ও ও
লীর সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য সাহেব মাজিষ্টর
কজনগুলি অধ্য আদেশ দিয়া থাকেন বলিয়াই
া হইয়াছে। তাহা নিশ্চিত। বিদ্যালয়ের বায়
ক্ষা যদি কোন স্থানে অন্য কোন প্রয়োজন
তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট অনুমতি প্রদান করিতে
ন। এই সকল নিয়ম উল্লিখিত করা করিয়া না
ণে ও সাধারণে যে অসন্তোষোদ্দীপিকা প্রকাশ
লে অনেক গবর্ণমেণ্ট আত্মরক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের
ক্ষেপে একটাকাল বোর্ড উঠাইয়া দিতে পারে-
নিমন্ত্রী লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের মনস্তাপ
র্থে, এবং নিমিত্ত তিনি ইহার সংশোধন প্রস্তাব
ন গবর্ণর জেনেরলের নিকট পত্র লিখিতে অভি-
ইয়াছেন।

আলীপুরের চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয় সম্পর্কে

১৮৮৮—৮৯ অব্দের রিপোর্ট।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যতই কেন দোষেন
ন না, নীচ প্রকৃতি ইউরোপীয়েরা আমাদিগকে
ই কেন কীট পতঙ্গের ন্যায় হত্যা করুক না,
ন কেন যতই পক্ষপাত-দূষিত হউক না, তথাপি
মেণ্টের এক একটী সদনুষ্ঠান দর্শন আমরা
াদিগের প্রতি ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি
আমরা যখনই ক্ষোভ ও দুঃখে ব্রিটিশ রাজের
ও বীতরাগ হইয়াছি, তাহার পরক্ষণেই তাঁহাদিগের
একটী সদনুষ্ঠানের কথা স্মৃতিপটে উদিত হইয়া
কে বাধিত করিয়াছে, অন্য জাতির প্রতি তা
ইয়া দিয়াছে। ফলতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী গার্ণর ও লেপ্ট-
গবর্ণর প্রভৃতির অসদাচরণ ও রাজনীতিক
ছেলেনই আমাদিগের যাবতীয় ক্ষোভ ও দুঃখের
মাত্র কারণ। প্রজার হিতচিন্তা করা রাজার
ান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কিন্তু লর্ড লিটন প্রভৃতি
পুরুষগণ তাহা না করাতে আমরা নানাপ্রকার
হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। লর্ড রিপন কর্ত্তব্যবোধে
া করিতেন, তাহাতেই আমরা পরম পরিতুষ্ট
তেছি। সামান্য উপকারে অজস্র ধন্যবাদ দিতে
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ভারতবাসি যেরূপ
যুক্ত এরূপ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।
ডন সাহেব যতই কেন দোষী হউন না, আলী-
র চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয়টীর প্রতিষ্ঠা করিয়া
নি যে একটী মহৎ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন,
থে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়টী
ই নিয়শ্রেণীর লোকদিগের অসচ্চরিত্র সন্তান
পর ভাবী উন্নতির একমাত্র সোপান। এই বিদ্যা-
লয়ের দ্বারা দেশের যে একটী মহোপকার সাধিত
হইতেছে তাহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে
হইবে। পাঠক নিম্নে ইহার গত বৎসরের কার্য্য
বিবরণ পাঠ করিয়া দেখুন। প্রস্তাবিত বর্ষের
আরম্ভে এই বিদ্যালয়ে ১০৩ টী বালক ছিল, তৎপরে
১০১ টী ভর্ত্তি হয়। ইহাদিগের মধ্যে ১৫
জন ফরিকারা পুলিসকোর্ট ও অবশিষ্টগণ ভিন্ন
ভিন্ন জেলা হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সমস্তশুদ্ধ ১২৪
টী বালকের মধ্যে ১৭ জনের কারাবাসকাল পরিসমাপ্ত
হওয়াতে অব্যাহতি লাভ করে, দুই জন হাইকোর্টের
বিচারে মুক্ত হয়, এক জন পলায়নকরে ও তিন জন
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তেইশজন ১৮ বৎসর
ঊর্দ্ধে নিয়মিত অবস্থিতি করাতে তাহাদিগের
মধ্যে ৬ জন ভিন্ন, এক জন অবশিষ্ট ৫ জন
ইংরাজী।

এই বিদ্যালয়ের জন্য গত বর্ষে গবর্ণমেণ্টের
১৯৬৫ টাকা আয়ব্যয় প্রতি মাসে ১২২/১
বর্দ্ধিত হইয়াছে। তথাপি পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনায়
১০৮১ টাকা ন্যূন ব্যয় হইয়াছে, তাহার অনুমতিই
ইহার কারণ। কিন্তু এই বর্ষে বালকেরা যে সকল
দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছে তাহা বিক্রয়ে ব্যয় বাদে
৪৯৯৩৸৯ টাকা আয় হইয়াছে। এই আয় পূর্ব্ব
পূর্ব্ব বর্ষের অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, কারণ
১৮৮৮ অব্দে বালকদিগের প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয়ে ১০৩৮ ও
তৎপূর্ব্ব বর্ষে ১৫৮ টাকা আয় হইয়াছিল। এই
বালকদিগকে এখানে ছুতর, কর্ম্মকার,
বস্ত্রের রাজ ও টিনের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়
থাকে সাধারণ ইহাদিগের চরিত্র উন্নত।
তত্ত্বাবধায়ক সাহেবের চক্ষে ইহাদিগের তত্ত্বাবধানের ভার
লওয়াতে অনেক উন্নত হইয়াছে। তিনি কাহাকেও
প্রহার শাসন অথবা কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন না।
ইহাতে তাহারা স্নেহাকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব চরিত্র
সংশোধন করিতেছে। এ সংশোধন সত্যবিষয়ের
প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিলে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা
করাতে বালকদিগের চরিত্র সংশোধনের পথ আরও
পরিষ্কৃত হইয়াছে। গত বর্ষে তাহারা সত্যবিষয়ের যত
প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা নিম্নে ক
পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাইয়ে এইরূপ একটী
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা স্থির হইয়াছে, এবং যাহারা
মুক্তিলাভ করিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে ১৩ জন সচ্চ-
রিত্রতার সহিত কাজকর্ম্ম করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা
উপার্জ্জন করিতেছে

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, বালক
দিগকে কিছু কিছু নীতিশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।
এদ্দ্বারা যে উপকার লাভ হইবে তাহাই স্থায়ী
হইবে। ভয়প্রদর্শনের দ্বারা স্বভাবের কখনই প্রকৃত
সংশোধন হইতে পারে না। যদি বল, যাহারা ক
মুক্ত হইয়াছে তাহারা এক্ষণে সচ্চরিত্রতার স
কাজকর্ম্ম করিতেছে, তদুত্তরে বক্তব্য এই, অ
দ্রব্যাদির মূল্য সুলভ, তাহাতে আবার তাহারা
কিছু কাজকর্ম্ম শিখিয়াছে, দশ টাকা উপার্জ্জ
করিতে পারিতেছে, তাই তাহারা চৌর্য্যাদি ক
বিরত আছে। বাজার সুলভ আছে বলিয়াই
বৎসর অপরাধীর সংখ্যাও অল্প হইয়াছিল। ফল
দরিদ্র লোকের সন্তানেই বহুল পরিমাণে এই বি
করে পরিণত হইয়া থাকে। সচ্ছলের পিতামা
বালকদিগকে ভ ও পোষণে অসমর্থ হইয়া উদরা
নিমিত্ত নিকৃষ্টবৃত্তি অবলম্বন করিতে উপদেশ দে
সুযোগ মহাধা নিবন্ধন যখন প্রচুর সামগ্রী
পায়, তখন মাতাপিতার নিষেধের ন্যায় উ
চুরি করিতে শিখে। পূর্ব্বে এই সকল বালকে
সামান্য সাজা দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত বটে, কি
তাহাতে তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি দূরগত হইত না। কা
পুনরায় চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া দণ্ডনীয় হইত। এই
বারম্বার দণ্ড পাইয়া পাকা চোর হইয়া দাঁড়াই
ফলতঃ বালাবস্থায় যে চুরী করে, সে পিতামাত
ভরণপোষণের নিমিত্ত নহে, কেবল নিজ উদরা
নিমিত্ত; কেন এই চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয়
যাহাতে উহারা চুরী করিয়া খেতে না পায়, এবং
দণ্ড না পায় এবং আর উহাদিগকে উদরান্নের
কষ্ট পাইতে হয় না। সুতরাং উহারা মনোযো
সহকারে হাতেকলম শিখিয়া ভবিষ্যতে সচ্চরি
সহিত বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া
মাতাকে ভরণপোষণ করিতে পারে। কিন্তু
লোকে অবশ্য বিবেচনা করিয়া বিদ্যা করিবে
করিবে, তবেই এই আশ্রম সম্পাদনে নিয়
হইবে না।

ব্যবহার না করিলে লোক চিনা যায় না। ক
বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রথমকালে আমরা বিদ্যালয়
মেণ্টকে নানারূপে ভূষিত দেখিয়াছিলাম। তাঁ
হাতে পদত্যাগ করিবার প্রার্থনা করিয়াছি
সে প্রার্থনা ঈশ্বর পূরণ করিলেন। কিন্তু কই আ
রূপ সুযোগ্য ও সমর্থ হইলাম না। তাঁহারা অন
বারে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, বো
কর্ণরবেটের গবর্ণমেণ্টের হস্ত অনেক অংশে কা
প্রতিবাদ করিয়া নিজ বিবেচনা-বুদ্ধির পরি
প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার আপনাদি
কোথা পূর্ব্বনীতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতে
না ইহাই বার পর নাই ক্ষোভ ও দুঃখের বি

পলায়ন সংক্ষ কাজে করা যে ভত সহজ , তাঁহাদিগের দ্বারা এই নীতির স্বাতন্ত্র্য সম্পা হইতেছে। কন্সরবেটিব গবর্ণমেণ্ট আফগান উপস্থিত করিয়া কলঙ্কভাগী হইয়াছিলেন। লর্ড- লিবারল গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ অকারণ মিসরে যুদ্ধ স্থিত করিয়া নিন্দাভাজন হইতেছেন। কন্সর- ব গবর্ণমেণ্ট আফগান যুদ্ধ বাঁধাইলে লিবারল দায় যেমন তাঁহাদিগের নীতির প্রতি দোষারোপ য়াছিলেন, কন্সরবেটিব সম্প্রদায় এক্ষণে সেইরূপ ব যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতির প্রতি দোষারোপ করিতে- । রুশিয়া পাছে ভারত আক্রমণ করে এই অমূ- রা যেমন কাবুলে যুদ্ধযাত্রা করেন বর্ত্তমান মেণ্ট আরবি ব যুদ্ধ না হইলে পাছে হয়েক খাল ও তাঁহাদিগের ঘর লোপ হয় এই আশঙ্কায় ানল আফগানিস্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু ভাসা করি, রুশেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে ভবাসীদিগের আহাতে স্বাধীনতার সম্ভাবনা াইয়া গবর্ণমেণ্ট যেমন ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর সুখে ব ব্যয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় মুখে সেরূপ কিছু আছে ? ইংরাজ রাজমেণ্ট সুখেপাল রক্ষা তে না পারিলে ভারতবাসী: আর কি ? সুখের ক ভিন্ন যদি ভারতবাসী অসিধার অন্য পথ থাকিত, তাহা হইলেও এক এক দিবস সহ্য কত। কিন্তু যখন ব্রিটিশ, ইলবার্ট অন্তর্বীপ ত হইয়া আসিবার পথ করিয়াছে, তখন সুখের জন্য ভারতবাসীদিগের কাঁদাকাঁদি নাই। সুগম পথের অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে ও হইতে সাবধানে সামান্য ব্যয়ে প্রকৃত লোক সে অনায়াসে সিদ্ধি হইতে পারে। তাহাতে ভারতবাসীদিগের অধিকার উপকার আছে। ন কাহাকেও বিনাশে ডাকিতে হইলে সংস্র মুদ্রার ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। কিন্তু টেলিগ্রাফে ২৫০ টাকার মধ্যে ১ মাসে সাধন হইতে ব। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট মিসরের ভূতের জন্য যে ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই অর্থের ব ভাগ কিছু দিয়া টেলিগ্রাফ প্রস্তুত করিলে ট মহোপকার লাভ হইতে পারে। কারণ একটী ন সুগম ও নিরাপদ পথের আবিষ্ক্রিয়া। দ্বিতীয়, টী জাতিকে স্বাধীনতা দান। দ্বিতীয় সংকীর্ণ প্রবেশকে পাঠশালা থাকায় উচ্চশিক্ষার ব্যয় ও অত্যাচারি সাধ্য হইবে। আর আবার সর্পো- া থাকিলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের যে বিপক্ষ হইবেন তাহার সম্ভাবিত নাই। তিনি ব্রিটিশ তের প্রবল প্রতাপের বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছেন, বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে পরি- ট কার্য্য করিলে আপনি তারা সুখের গাল রক্ষা হইতে পারিবে, অথচ তদ্দ্বারা তাঁহারা অনায়াসে যাত্রায়াত করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া যে অনাবশ্য যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিতেছেন কম্মিনকালে তাহাদিগের ভারতবর্ষ হইতেও সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করাই অকর্ত্তব্য। যদিস্ত তাহা করিলেন, তথাপি গবর্ণমেণ্ট কিরূপে যে তাহাদিগের ব্যয় ভার ভারতবাসিদিগেরই স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতেছেন, আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না। ভারতবাসিরা একে নানাপ্রকার কারণে প্রপীড়িত হইয়া আপনাদিগের নিত্য ব্যয় নির্ব্বাহেই অক্ষম, তাহাতে যদি আবার নূতন কর দিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে অনাহার ও অদ্ধাহারে দিনপাত করিতে হইবে। দুর্ভাগ্য দেশের উপর হইতে মাতৃল উঠিয়া যাওয়াতে এবার আমের অনেক হ্রাস হইয়াছে, তাহাতে আবার এই ব্যয় স্কন্ধে চাপাইলে নিশ্চয়ই নূতন করের সৃষ্টি করিতে হইবে। কাজে কাজেই প্রজাগণ বিব্রত হইয়া পড়িবে। যদি মিশরের যুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বার্থ দেখান হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এতদর্থ যে ২৩০০০০০০ টাকা পণগ্রহণ করিতেছেন, তাহার কিয়দংশের জন্য ভারতবাসিকে দায়ী করিবেন না, তাহারই বা প্রমাণ কি ? আমাদিগের বিবেচনায় গ্লাডষ্টোন সাহেব ইংলণ্ডের মাথাপিছু ছয় আনা ট্যাক্সের উপর যে ৩ পেন্স বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া ভারতবর্ষকে মুক্তি দিলে প্রকৃত উদারতার কার্য্য করা হইবে। ইংলণ্ড ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র নহে, তথাকার লোকে অনায়াসে এই ব্যয় দানে সমর্থ হইবেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ডেপুটী কালেক্টর সব ডেপুটী কালেক্টার ও তহশিলদারদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়মের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ১লা আগষ্ট হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

পুরাতন বন্দোবস্তে প্রত্যেকের বেতন।

৫ জন	ডেপুটী কালেক্টার	৮০০
১১	ঐ	৭০০
১৪		
৫১		
৫৬		
অস্থায়ী ৫		
৯ জন ডেপুটী কালেক্টার		বেতন।
৯ জন		

৬৩	ঐ	
৫৮	ঐ	৩০০
৩৭	ঐ	২৫০
২৩১		

পূর্ব্ব নিয়ম ও নূতন নিয়মে কিছু বি ইতর বিশেষ ও লক্ষিত হয় না। লেপ্টেনণ্ট গ সামান্যতঃ কিছু ভাঙ্গাচুরি করিয়াছেন ম তবে একটী বিশেষ উপকার দেখিতেছি, পূর্ব্ব নি যে ৫ জন ডেপুটী কালেক্টার স্থায়ী পদ লাভ ক পাইতেন নূতন নিয়মে সেই ৫ জন স্থায়ী পদ হইয়াছেন। পূর্ব্বে ৮ ম শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টা ১৫০ টাকা বেতন পাইতেন, এবং পরীক্ষায় উ হইলে ২০০ টাকা বেতন হইত। কিন্তু নূতন নি অনুসারে ৮ ম শ্রেণী উঠাইয়া দিয়া ৭ ম শ্রেণীর ডে কালেক্টারদিগের প্রথম ২০০ টাকা ও পরীক্ষায় উ হইলে ২৫০ টাকা বেতন লাভের নিয়ম হইয়া সব ডেপুটী কালেক্টার ও তহশিলদারদিগের সম্ব এইরূপ নিয়ম।

পুরাতন বন্দোবস্ত।

		প্রত্যেকের বেতন
৩৬	সব ডেপুটী কালেক্টার	১৫০
৩৭	ঐ	১০০
১	তহশিলদার	২০০
১	ঐ	১৫০
১	ঐ	১২৫
	ঐ	১০০

নূতন বন্দোবস্ত।

১৬	জন ঐ	২০০
১৩	" ঐ	১৭৫
১৬	" ঐ	
১১	" ঐ	১০০
৭১		

ইউরোপীয় সমাচার।

সমুদয় ২৫ জুলাই। মিসরে যুদ্ধের তেমন কোন বিশেষ কথা সম্প্রতি শুনিতে পাওয়া যায় নাই। কাবুলের সমাচার শুনিয়া ভয়ানক ভয় হইয়াছে।

সমুদয় ২৬ জুলাই। মিসরে সৈন্যের জন্য ২৩০০০০০০ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। পার্লামেণ্টের সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই ব্যয় অধিক বোধ করিতেছেন। এই সমষ্টির মধ্য হইতে ৬০০০ টাকা সৈন্যের যাতায়াত ও ১০০০০০০ টাকা রসদের জন্য ব্যয় হইবে।

ইংলণ্ডের অনেকগুলি বাণিজ্যের ব্যবসায়ে ধর্ম্মঘট হওয়াতে অনেক লোক অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। ধর্ম্মঘটিদিগের অর্থ যোগাইবার জন্য সকল স্থানে চাঁদা তোলা হইতেছে। কিন্তু আমেরিকা হইতে অনেক টাকা আসিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

বঙ্গদেশের মহারাণী প্রতিবৎসর গবর্ণমেণ্টকে [illegible] টাকা [illegible] প্রদান করিয়া থাকেন।

মর্ড্রিদ নগরীতে মহারাণীর পদটী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পুরুষাপেক্ষা এত বহুতর ইতালি কারিগর [illegible] সেই সাহেব এই [illegible]

[illegible] ভাবে, পুলিস ও মেজিষ্ট্রেটের নাম [illegible] গঠনার [illegible] করেক জন বাবু এই [illegible] ও কলিকাতার সহরে [illegible] আসে এবং [illegible] বাবু। [illegible] ঐ [illegible] বাবুর [illegible] ঐ [illegible] ঐ [illegible] ঐ

কুল্লা ও তন্নিকটে ভয়ানক জলকষ্ট হইয়াছে সকল শুষ্কপ্রায়। লোকে তৃষ্ণায় হাহাকার তেছে।

১৮ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই হের বৃষ্টির অবস্থা। যথা :—

দ্রাজে সাধারণতঃ অতি সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। ল দক্ষিণাঞ্চলে বন্যা হইয়া গিয়াছে। কুর্গে পুনরায় বৃষ্টি এবং মঙ্গলুর, নিজামের রাজ্য ও বেরারে র বাধিবয়ণ হইয়াছে। বোম্বাইয়ের মধ্যে সিন্ধু ল কিঞ্চিৎ অধিক বিন্ন অন্যান্য স্থানে উত্তম হইয়াছে। মধ্য প্রদেশের স্থানে স্থানে ও স্থানে স্থানে অত্যধিক পরিমাণে এবং মধ্য তবর্ষ, রাজপুতানা ও পঞ্জাবের সর্ব্বত্রই উত্তম হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যার একটী জেলাতে বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু সাধারণতঃ ামান্য মাত্র। বঙ্গদেশের মধ্যে উড়িষ্যায় র্দ্দিক হবিস্যাতে অভাব এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য ন উত্তমরূপ বৃষ্টি হইয়াছে। আসামের কোন কোন কিছু অধিক, কোন কোন স্থানে অতি অল্প েরাজধিক বৃষ্টিপাতের চলী জেলাতে প্রচুর অন্যান্য জেলার উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে।

শিমলা হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে ার বিদেশসচিব ও তাঁহার মাতৃর রাত্র ২৬ এ ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তারেরা বিস্তর করিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। ণ্ডার হিল উদরের রোগে আক্রান্ত হইয়া ন্ত কষ্ট পান। এই সময়ে তাঁহার তত্ত্বাবধারক ত্ব তাঁহার প্রতি হৃদ্য ব্যবহার করেন। তাঁহার পক্ষসমর্থনার্থে নিযুক্ত ব্যারিষ্টারকে তাহা ত করেন এবং পাথেয় অসুস্থতা নিবন্ধন তে হইত পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা খাটিয়া প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট এরূপ কথাটি কহিল। তাঁর বাসস্থান জাহাজ সামান্য কারাবাসীর ন্যায় তে আনয়ন করিয়া দণ্ড প্রদান করা শীতল ল।

আসাম নিউজ নামক সপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ানি আসামী ভাষায় লিখিত ও এক ফর্ম্মা ইংরাজী র। আসামে কোন সংবাদ পত্র না থাকাতে শামের দুরবস্থার বিষয় বিশেষরূপ অবগত হইবার ায় নাই। ভরসা করি আসাম নিউজ হইতে সে অভাবের দূরীকরণ হইবে। আমরা সহযোগীর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নিম্ন লিখিত স্থান সমূহ ভ্রমণ করিবেন।

২ রা আগষ্ট কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ক্যানিং যাইবেন। ঐ দিবস ক্যানিং হইতে প্রত্যাগত হইয়া ৪ ঠা খুলনিয়া ৫ ই পিরোজপুর দেখিয়া ৬ ই বরিশালে উপস্থিত হইবেন। তথায় ৭ ই ৮ ই অবস্থান করিয়া ৯ ই যাত্রা করিবেন। ১০ ই ঢাকায় উপনীত হইবেন। ১১ ই ১২ ই ও ১৩ ই তথায় থাকিয়া ১৪ ই ময়মনসিংহে উপস্থিত হইবেন। তথায় ২০ এ পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া ২৩ এ সিরাজগঞ্জ ও ২৪ এ আটীয়ায় যাইবেন। ২৫ এ, ২৬ এ ফরিদপুরে থাকিয়া ২৮ এ পাবনায় আসিবেন, ৩০ এ রামপুর বোয়ালিয়ায় উপস্থিত হইবেন এবং একদিন অবস্থান করিয়া ২ রা বহরমপুরে আসিবেন। ৩ রা ও ৪ ঠা বহরমপুরে থাকিয়া ৫ ই কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইবেন। তথায় ৬ ই ৭ ই থাকিয়া ৮ ই সারায় উপনীত হইবেন।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত হারউইচ নামক স্থানে একটি মূক বালক ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া গুরুতর আহত হয়। পতনকালে একস্থানে ক্ষত হইয়া ছিল, সেই স্থান দিয়া পঞ্চস্র শোণিতপাত হওয়াতে বালকটীর কথা ফুটিয়াছে এবং বধিরতাও দূরীকৃত হইয়াছে।

পার্লামেণ্ট মহাসভায় অনারেবল সর্ জন ব্রাইট সাহেব সভাপদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ভারতের একজন প্রধান হিতৈষী ছিলেন, ইহাঁর বক্তৃতায় অনেকে ভারতবর্ষের প্রতি ইংরাজ রাজপুরুষ দিগের অত্যাচারের বিষয় অবগত হইয়াছেন। ফলতঃ ইহাঁর পদত্যাগে ভারতবাসীর বিশেষ অনিষ্ট হইল।

মিণ্টোর ভাউনর নামক একজন সৈনিকপুরুষ একদা নিকটস্থ এক পল্লীতে শীকার করিতে গিয়া একটী বালককে গুলি করে। পল্লীর লোকেরা তাহাকে তাড়া করাতে সে আর ৬ জনকে গুলি করিয়া নিজ দুরভিসন্ধির পরিচয় দিয়াছে।

কিছুদিন হইল বিলাতের মৃত ডিউক হামিল্টনের গৃহের কতকগুলি চিত্র ৯ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। একখানি চিত্রের মূল্যই ৫০ হাজার টাকা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এক জোড়া চীনের পাত্র ১২৩০০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে।

কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের মুসলমান জমীদারেরা কোরাণের নিয়মানুসারে স্ব স্ব জমীদারীতে বেশ্যা দিগকে স্থান দান করিতেছেন না। এবং যাহারা আছে তাহাদিগকে উঠাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা বেশ্যার নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন না।

আলীপুরের সেসন জজ এট সাহেবের বিচারে মূলুকচাঁদ চৌকীদার অব্যাহতি লাভ করিয়াছে ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ বিনা পারিশ্রমিকে পুলীসের ইতর পক্ষসমর্থন করিয়া নিজ দয়ালুত্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আগামী ২ রা অক্টোবর কলিকাতা মিউনি সিপালিটীতে নূতন কমিশনর নির্ব্বাচিত হইবেন করদাতৃগণ এই জন্য আপন আপন ওয়ার্ডের ক শনর মনোনীত করিয়াছেন।

অনরেবল উইলসন সাহেব পুনরায় কলিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার মনোনীত হ য়াছেন।

আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছে এক মাস কাল গত হইল, এতদঞ্চলে যেরূপ বিসূচিক লোক কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, এরূপ কখন নাই এবং ঈশ্বর করুন যেন আর কখন না হ এক একটী গৃহস্থের বাটীর ৫।৬ জন পরিজ মধ্যে ৪।৫ জন মরিয়া গিয়াছে। আমরা কলিকা হইতে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলরডাইনের শিশি আ ইয়া ছিলাম, ৫।৭ দিবস মধ্যে সমস্ত ফুরাইয়া গে তার পর বড় বড় শিশি এক ডজন আনাই, তাহাতে কুলাইয়া উঠিতে পরিলাম না। অবশেষে হোমি প্যাথিক ঔষধ আনাইলাম, সপ্তাহকাল মধ্যে সে ও ফুরাইয়া গেলে আবার আনাইলাম। কিন্তু দেখিল কলরডাইন অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা রো সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এক দিবস কে প্রকার ঔষধ না থাকায় এক জন ইউরোপীয় সে গ্লাসের অর্দ্ধেক পেনকিলর ঔষধে অর্দ্ধেক জল মিশ্রি করিয়া দিলেন এবং তৎপরে এক গ্লাস ভিনিগ দিলেন, পীড়িত ব্যক্তি তৎসেবনে আরোগ্য লাভ ক দেখিয়া এইরূপ ঔষধ দ্বারা ২০।২২ জন রোগী আরোগ্য করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনা বিসূচিকার এটীও উত্তম ঔষধ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজপুরুষগণ ভারতবর্ষের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে অনেকের অ সহিত ভোজন খাওয়া হইত না। কিন্তু তথাপি এ তিথিডি সে অভাব বহুপরিমাণে দূর করিয়াছি এক্ষণে দেখা যাইতেছে তাহাও পাওয়া সুকঠি সাহেবেরা এক্ষণে ইহার স্বাদ পাইয়াছেন, ব্যবসা দারেরা ক্রমে ইউরোপের সর্ব্বত্র ইহার রপ্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এই কারণে তিথিডি ক্র মহার্ঘ্যও হইয়া উঠিতেছে।

শুনা যাইতেছে মিশরের আবারি পাশা বলি ছেন তিনি প্রাণ থাকিতে ইংরাজ দিগের সহিত ভঙ্গ দিবেন না। সুলতান যদি এ সময়ে তাঁ সাহায্য না করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার জনাস্পদ পত্র সকল প্রকাশ করিয়া দিবেন।

ন এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া উভয়সঙ্কটে পড়িয়া
। তথাপি তিনি বাসা হইয়া সৈনাদিগকে যুদ্ধ ও
স্তুত করিতেছেন। তন্মধ্যে কয়েকজন সৈনিক-
ার সুশিক্ষিত লোক দ্বারা সব সৈনিক পুরুষ-
কে নূতন প্রণালীতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন।
র্ণমেণ্টের বিশেষ প্রার্থনা উভয়রূপ শিক্ষিত
ক ভারার সৈনা সংগ্রহ করিয়াছে। তাহারাও
দলকে বিশেষ যুদ্ধ করিবার সেনা পাঠাইতে
ব, পরন্তু তাহাদের মুসলমানেরাও সেই পথ নাই
ছে। এই কারণ সমূহ দর্শন করিয়া আমাদিগের
নানাপ্রকার আশঙ্কা হইতেছে। ইংরাজদিগের
রূপ সম্ভাবনা যদিও অল্প বটে, তথাপি গৃহবিচ্ছেদে
অনিষ্ট হইতে পারে।

বোম্বাইয়ে পীড়িত পশুদিগের চিকিৎসার্থ যে
পাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে প্রতিষ্ঠাংগণ তাহার
ন্দাবস্ত করাতে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হই
ছে। আমাদিগের দেশে ঐরূপ এক একটী চিকিৎ-
য় করিতে পারিলে ভাল হয়।

গোদাবরী নদী প্লাবিত হওয়াতে তালাপদী নামক
নের একশত লোকের গৃহ পতিত হইয়াছে।
ধি পশু ও ভল্লুকাদি বিস্তর হিংস্র জন্তু স্রোতে
য়া গিয়াছে। নদীর জল ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত রাজপিপলা নামক স্থানের
কগুলি জমীদার প্রভৃতি একত্র হইয়া গবর্ণর
নরলের নিকট তাহাদিগের রাজার রাজ্য সংক্রান্ত
কগুলি দোষের সংশোধন প্রার্থনা করিয়া এক
াস্ত করিয়াছেন। পিপলা-রাজের রাজ্যে পুলিষ
বিচার সংক্রান্ত কার্য্য যে প্রণালীতে নির্ব্বাহ
তাহার দোষানুসন্ধান করা এবং ভূমির করবৃদ্ধি
াচার ও অন্যান্য কুনিয়মের যাহাতে নিবো-
হয় এই তাঁহাদিগের ঐকান্তিক ইচ্ছা।
বদনকারিরা মনে করিয়াছেন রাজ-পিপলারই
ল এই দুরবস্থা কিন্তু তাহা নহে, দেশীয়
গণের রাজ্য মাত্রেই সাধারণতঃ নানাপ্রকার
থা প্রবর্ত্তিত আছে। গবর্ণমেণ্ট একবার সকলরাজ্য
অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বিস্তর উপকার
ার সম্ভাবনা।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ওয়েছেল
গঞ্জের সদর থেকে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজমোহন রায় খুলনায় কাস্য করিবার
ধীনস্থ ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চাঙ্গড়িপোতার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
বাবু সি. আর. মাসিওন কিছু দিনের জন্য ডেপুটী কমিশনর
হইলেন।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
কালেক্টর বাবু অমূল্যরতন মল্লিক দিনাজপুরের সদর ষ্টেসনে বদলী
হইলেন।

মজঃফরপুরের অন্তর্গত সীতামারির সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টর ডি. জে মাকফারসন ১৭ ই জুলাই বিদায় গ্রহণ
করিয়া স্বদেশে গমন করিলে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় খুলনার সদর থানায় কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এই
আদেশ নিবন্ধন ১৭ ই তারিখে বাবু নবীনচন্দ্র সাকারের উপর
যে আদেশ হয়, তাহা রদ হইল।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
বাবু প্রসন্নকুমার দত্ত, ১ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা
প্রাপ্ত হইলেন।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
কালেক্টর মৌলবী আজহরল্ হক কিছু দিনের জন্য ঐ জেলার
সদর ষ্টেসনে রহিলেন।

হাজিপুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র
মিত্র ২য় পরগণার অন্তর্গত নিজামতের বদলী হওয়াতে, ছাপরার
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি. জি এম. সিংকোর
হাজিপুর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী
আবদুল হক বীরভূমের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

হিজুলির প্রধান শিক্ষক বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এফ
এ ক্লাস খিলায় খুলিবার প্রস্তাব করাতে, ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু চন্দ্রনাথ
রায় প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible] বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফ
ও ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণার ডেপুটী মুন্সেফ বাবু
হরলাল রায় চতুর্থ শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

নিম্ন লিখিত ডিষ্ট্রিক্ট ও তৃতীয় শ্রেণীর সব জজ ও প্রথম,
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মুন্সেফদিগের পদোন্নতি হইল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সব জজ ও ছোট আদালতের জজ।

বাঁকুড়ার বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বারুইপুরের বাবু গণেশচন্দ্র চৌধুরী। কুমিল্লার বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পাটনার বাবু পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়। বালেশ্বরের বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তৃতীয় শ্রেণীর সব জজ ও ছোট-আদালতের জজ।

সাহেবের বাবু অমৃতলাল পাল। পাটনার বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র। ময়মনসিংহের বাবু পার্ব্বতীকুমার মিত্র। বালেশ্বরের বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মেহেরের বাবু নীলমণি রায়।

প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফ।

সাহাবাদের বাবু উমাচরণ দত্ত। সাহাবাদের বাবু গিরি
চট্টোপাধ্যায়। কাটোয়ার বাবু রামগোপাল ঢাকী। ছগ
পুরের বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বামুয়ের সাহেব ফকির
হেসেন। আটিয়ার বাবু ক্ষেত্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। হাঁচি
নীলমাধব চক্রোপাধ্যায়। দাঁড়ুনের বাবু অতুলচন্দ্র
আবাদি মোলবী আবদুর আজীজ। গোয়ালন্দের বাবু রাখা
বসু। পাটনার বাবু শিবশরণ লাল। আজীমগঞ্জের বাবু
চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বোয়ালিয়ার বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্য
বড়নগরের বাবু নীলমাধব দাস। দক্ষিণ বাটিজানের বাবু অ
চন্দ্র মল্লিক। গড়ডাব বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্কম
বাবু শ্যামচাঁদ বর। মাদারীপুরের বাবু চন্দ্রকুমার দাস।
সাহাজেপুরের বাবু হেমাঙ্গচন্দ্র বসু। সাবাশতের বাবু
প্রসন্ন সোম। ডায়মণ্ডহারবারের বাবু গোপালচন্দ্র বন্দে
ধ্যায়। কাঁথিয়ার বাবু যদুনাথ রায়। হেমনগরের বাবু
তাপ্ত চৌধুরী। বালেশ্বরের বাবু হরনাথ ঘোষ। হাজারি
সদানন্দ। হাজড়ার বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম। বালুচরের বাবু
রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সারণের সৈয়দ ইমাম আলী। জাঙ্গি
মহম্মদ ইকরা হোসেন। মালদহের বাবু কৃষ্ণদাস বসু। মেহে
রের বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। বারুইপুরের বাবু আনন্দ
সন্দারিকারী। তমোলুকের বাবু জয়গোপাল সিংহ। বঙ্গ
বাবু গোপালচন্দ্র বসু। শিবগঞ্জের বাবু নীলমাধব রায়।
ইলের বাবু অম্বিকাচরণ ঘোষ। নিমকের বাবু কালীকৃষ্ণ
বাগাটের বাবু সর্ব্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। পুরীর বাবু দে
লাল সোম। পালামৌর বাবু কুমার সচ্চিদানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
পুরের বাবু পরমকুমার রায়। দিনাজপুরের বাবু গোপ
বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজসাহীর বাবু চন্দ্রনাথ বসু। জাঙ্গি
কৃষ্ণচন্দ্র দাস। পাবনার বাবু শরচ্চন্দ্র দাস। জামালপুরের
কৃষ্ণধন চৌধুরী। মজঃফরপুর বাবু ভবনাথ ঘোষ। ব
বাবু গোপীনাথ আঢ্য। ছাপড়ার বাবু সদানন্দ মুখ
ছাপড়া ও জীরামপুরের বাবু প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ।

চাকুরিয়ার বাবু সতীশচন্দ্র মজুমদার। আলার বাবু যাদ
চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গবাসীর বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। হরি
বাবু চন্দ্রীচরণ সেন। কলিকাতার বাবু বিহারীলাল
পাটনার বাবু শ্যামাচরণ বসু। বোয়ালিয়ার বাবু গোপী
বসু। ফরিদপুরের বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ। ময়মনসিংহে
বাবুচরণ রায়। ঐহট্টের বাবু শশীকান্ত সেন। ঢাকার
বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। বরিশালের বাবু তারাপ্রসন্ন
পাধ্যায়। ছাপরার বাবু গোপীনাথ রায়। আলীপুরের
মহেন্দ্রনাথ রায়। বালেশ্বরের বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র। হি
পুরের বাবু শ্যামাচরণ রায়। ফরিদপুরের বাবু গিরীশ
চক্রবর্ত্তী। নিমকের বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র পাল। মাদারিপু
প্রবোধচন্দ্র বসু। ভাগলপুর বাবু ভূপতিনাথ ঘোষ। বাঁকু
বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। বর্দ্ধমানের বাবু সচ্চিদানন্দ দাস
বাবু বিশেশ্বর সরকার। সিউড়ির বাবু মতিলাল চা
কালীগঞ্জের বাবু নীলমণি নাগ। ঢাকার বাবু শ্যামা
বসু। বেতুলিয়ার বাবু তারাপ্রসন্ন ঘোষ। জাহানাবাদে
কৈলাসচন্দ্র মজুমদার। খুলনার বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র ভাদুড়ি।

...ব বাবু ভগবতীচরণ মিত্র। মুঙ্গেরের বাবু অক্ষয়কুমার বসু। ...ার বাবু যদুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদের বাবু ত্রিগুণা ...ন্ন বসু। রামবন্ধগ্রামের বাবু লালগোপাল সেন। কালির ...বু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়। কুমিলার বাবু জানকীনাথ দত্ত। ...পুরের বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। ঢাকার বাবু যদুনাথ ঘোষ। ...রুপুরের বাবু কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়। যশোহরের ...বু লোকনাথ নন্দী। ভাগলপুরের আবদুল গনি। ...ইয়ার বাবু ভগেন্দ্রনাথ ঘোষ। পুর্ণিয়ার বাবু ধনেশ্যাম গুপ্ত। ...ইলের বাবু কালীনাথ বসু।

৩ য় শ্রেণীর মুন্সেফ।

পাটনার বাবু কেদারনাথ রায়। দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ...বু বিপিনচন্দ্র রায়। বেগমসরাএর বাবু হরপ্রসাদ দাস। গড়- ...হার বাবু নন্দলাল দত্ত। মেওয়ানের বাবু হেমচন্দ্র মিত্র। ...ক্ষম দের বাবু মাখনলাল মিত্র। হাজিপুরের বাবু গোপালেন্দ্র ...ন্দ্যোপাধ্যায়। কুষিয়ার বাবু বিপিনবিহারী সেন। ভাগলা- ...রের বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। গয়ার বাবু মহেন্দ্রলাল ঘোষ। ...াগলপুরের বাবু হরিদাস বসু। কাটিয়ার বাবু তারাকিশোর ...য়। পাবনার বাবু ঈশানচন্দ্র বসু। রঙ্গপুরের বাবু ...ার্ত্তিকচন্দ্র সান্যাল। চাকুলিয়ার বাবু কালীপ্রসন্ন বসু রায় ...ৌধুরী। মুঙ্গেরের বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভাগলপুরের বাবু দেবেন্দ্রনাথ ...োপাধ্যায়। কাঁথিতে বাবু প্রসন্নকুমার বসু। ...ার বাবু ভগবতীচরণ মিত্র। ভাগলপুরের বাবু ভোলানাথ চন্দ্র। ...ারের বাবু হরিনাথ মুখোপাধ্যায়। ভাগলপুরের বাবু হরিনাথ ...ুখোপাধ্যায়। ভাগলপুরে বাবু প্রসন্নকুমার বসু। ...ার বাবু ভগবতীচরণ মিত্র। ভাগলপুরের বাবু ভোলানাথ চন্দ্র। ...ারের বাবু হরিনাথ মুখোপাধ্যায়। ভাগলপুরে বাবু প্রসন্নকুমার

...শা সংক্রান্তে বিবাহ করিলেন। ...ব ...
...বিদ্যুৎনোথ্ত সর্পের ন্যায় ফণা ধরেই সাহেবও ...
...ন করেন। ...ব ...ব ...ব ...
...ব ...ব ...ব ...ব ...
...ব ...ব ...ব ...ব ...
...ব

ল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
ত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত
পেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত
কানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
র ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
হারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
হারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
নের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
নবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০
না; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের-
ধ্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ
: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালী-
ট রোড শ্রীপ্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় আমা-
র অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
জেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
হৃদ্ধ মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
তেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
ক স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে
মূল্য লইবেন।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে
কাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে
দব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা
: হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-
তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার
হিত মৎকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত
গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪॥০
কা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত
ঞ্জল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭॥০ টাকা আর
ক্ষর ধর্ম্ম প্রকাশিত। ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও
ক মাসুল ।৵০, পদ্যামৃত সমগ্র সটীক ৩৸০, পদ্য
ঘাল ১৬ শ খণ্ড ৫॥০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০,
াপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা
আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন শর্ম্ম।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, দন্ত নড়া, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং /০।

পারার মৃত। ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটিত রোগাদির শান্তি করত রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০।

পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদনাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

চক্ষুরোগের উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

ইহা চক্ষে দিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা বোধ হয় না অথচ স্নিগ্ধতা ও শান্তি বোধ হয়। এই মহৌষধ ব্যবহারে, চক্ষুর্জ্বালা, চক্ষুউঠা, চক্ষুশূল, অধিমাস, কৃষ্ণ, চক্ষুর পার্শ্বস্থথার, রাত্রান্ধতা, তিমির, উদ্ধক বা শিরঃপীড়াজনিত দৃষ্টির স্বল্পতা, চক্ষের জলস্রাব, ইত্যাদি চক্ষের বহুতর রোগের নিশ্চয় আশু প্রতিকার হয়। এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে চক্ষে দিলে চক্ষুরোগের কোন ভয় থাকে না। ৮ বৎসর যাবৎ ইহা প্রচার করা হইতেছে এবং ইহার দ্বারা অনেক হতাশ চক্ষুর রোগী দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন এবং শত শত প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

এক শিশির মূল্য প্যাকিং খরচা সহিত ২৸০।

প্রয়োজন পত্রের সহিত মনিঅর্ডার পাঠাইলে অবিলম্বে ঔষধ পাঠান যায়, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র শিশি ।০ গ্রাহককে দিতে হয়।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বাঙ্গালিটোলা বানারস।

Mrs E D' cruze 99 College Street Calcutta.

Diplomaid midwife.

Fees to attendance moderate.

Bears high testimonials.

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীম
ই, ডিক্রুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বিদে
যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফী অতি অল্প।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং ভূর্গাচরণ মিত্রের গলি, বড়বাজার কলিকা

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম
সুগন্ধিদ্রব্য, খামা, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃ
সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রক
সীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, খামার প্রে
মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি।
লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুর্ব্বর্দ্ধন" ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়মা
মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এ
পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণে
পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্ত
শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১৮৯
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎস
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পী
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রস
ইত্যাদি নিশ্চিন্তে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উ
কৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গ
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহ
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকি
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৪ টাকা মূল্যে পাও
যায়।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবা
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বড়ো, পু
কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁদেঁধরা,

...প্রবেরের মাতৃক ... ...
...পড়িবার শারিরিক ... ...। অকৃত্রিম
...গাছড়ায় প্রস্তুত। ... ... বিশিষ্ট চিকিৎ
... টাকা, ...
...যায়। ... ...
... আগম ... ...। ...
...গণ ... ...
...দিকের ... ...
...ম মূল্য না ... ...
...ত হয়না।

নূতন পুস্তক।

...কৃত উদ্ধার ... ...
...ক হরিমোহন ... ...।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

...র পাঠ করিয়া ... মূল্য ১, ডাকমাশুল ...
...গিনী-বিয়োগক উপন্যাস। মূল্য এক টাকা।

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বত্রই প্রশংসিত। মূল্য ১৷৷০।

মৃতে উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

...কাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া।

জ্বরনাশক সিরোনা।

...র ... সিরোনা ... ...
...রা। ... ...
... ...
...ট ... ...।

(Illustration)


সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সকলপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরোগ এবং শুক্রদোষ প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শ্বেতবর্ণ স্রাব ও সর্ব্বপ্রকার ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা গঠিত ন্যায় ধোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা পারিপাক দৌর্ব্বল্য কীলহা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত প্রদর ও দাহ, পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার দোষযুক্ত থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এত অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরিষ্ট

প্রতি শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ ধাতুগত দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারদোষ, উপদংশ, ধাতুগত ও রক্তগত দোষ এবং শরীর যে কোন কারণেই কৃশ ও রোগগ্রস্ত হউক না কেন ইহা ব্যবহারে অতি শীঘ্র, অল্পদিনে, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হওয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে এবং থাকে। যে সকল কঠিন রোগে পীড়িত ব্যক্তিরা চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরিষ্ট কিছুদিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা আসব ও কাথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার সেবনে কোন আদি শিশির আ ও সংলগ্ন আছে।

ইসব পাইকার ঠিকানা ইণ্ডিয়ান ড্রে ১২ নং হুগাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কত জনের স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু অনেক মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—রাজসাহী
" " শরৎচন্দ্র কুণ্ডু—কলিকাতা
" " বনমালিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইসলামপুর
" " দ্বারকানাথ দাস—নলডাঙ্গা
" " গিরিজানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বারমাসী
" " অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় সিমলাপাহাড়
" " ...—দিনাজপুর
" " ...—ধলবাড়ি।

...সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে ...

অধিক মূল্যে ... সোমপ্রকাশ ... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

...ক ... অধিক মূল্য ... মূল্যে ... ও ... ...

...

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তনা' প্রকৃতিহিতায় পার্থিব: সরস্বতী অমিমরতা ন ছীয়তা' " ৩৮ সংখ্যা।

ম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত
কা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ২৩এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮২। ৭ ই আগষ্ট।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম
কাতা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আমার নিকট প
যায়।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

তৃতীয় সংস্করণ।

অদ্ভুত রহস্য!!—মাসিক পত্র।

১৮৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় রাহাখরচ ১৷৷৵০ আনা
। গ্রাহক মহোদয়গণ! কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে
এখনি পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন!!
কাধ্যসম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
(পত্রিকা নমুনা এবারিণ টাকা ৩ নং কার্য্যালয়।)

কেশরাগ তৈল।

এই সুনিপাতে তৈল ব্যবহার করিলে চুলের
শুষ্কতা, চুল খন কালো, চুল উঠিয়া যাওয়া
কা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নিবা
এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া
ডাকমাসুল ৷৵০ পার্কিং ৷৷০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

গোলপ টাক হইবা ইহার এক শিশিতে
চুল উঠিবে। মূল্য ১৷৷০ পার্কিং ৷৷০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী)
সত নারিবা, গাত্রে বেদনা, হাত
লা, শরীরের দুর্গন্ধতা, ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত
য় মাশাযোগা, ইহাদির বিশেষ উপকারক।
ছোট শিশি ৷৷০ ও বড় ৸৷০ টাকা পার্কিং ৷৷০।
না কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৪৮ নং,
মিত্রের ডিস্পেন্সারিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক-
কলি সংযুক্ত ডিসপেন্সিটরী, ক্যামিং লাইব্রেরী প্রভৃতি
পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

ভগ্ন-হৃদয় ১
সন্ধ্যা-সঙ্গীত (নব প্রকাশিত) ... ৷৷০

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

কফকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, ঘুড়ো, পরাণ কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেনো, স্বর-ভঙ্গ, গলের সঞ্চিত রক্ত উঠা, সর্দ্দি ও শুষ্ক কাশী সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অগ্রিম মাশুলাদি প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, পার্কিং ৷৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়। মূল্য ও মূল্য মনিঅর্ডরে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স জন্সন আণ্ডার্সন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৮ নং চোরঙ্গী রোডে ইণ্ডিয়ান ড্রাগ কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

মাতৃশিক্ষাকার ডাঃ শ্রীযুতনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী সাহেব বলিয়াছেন "এ দেশে মাকেঞ্জিয়া-অপেক্ষা এ ঔষধ পাওয়া যায়।" অনেক পণ্ডিত বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ ঔষধ, ইহার নাম অন্যরূপ হইলে ভাল হইত"

প্রতি ১২ ডজন শিশির মূল্য ১০, কমিশন শতকরা ১৫। এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। কলি

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রে

৯৫ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের
বঙ্গবিজেতা ১৷০, ভারতমঙ্গল ১৷০, মাধবী-কঙ্কণ
জীবন-প্রভাত ১৷০, ঐ চারি খণ্ড একত্র, নাম শ
অর্থাৎ মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে শ
মৃত্যু পর্য্যন্ত একশত বৎসরের বাঙ্গালা সমগ্রীয়
নাল চতুষ্টয় মূল্য ৩৷০। ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

*আর্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য

এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস
পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহি
সুপরিচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য ব
বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ড
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনু
ইচ্ছা তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৷০, স
কারাদিগের প্রতি ১৷। শতাধিক অগ্রিম গ্রা
হইয়াছেন; পুস্তক সমাপ্ত। শীঘ্রই প্রকাশিত হই
এরূপ গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচি
গ্রাহকগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

ইসলামপুর
পোষ্ট গোয়াস
জেলা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গু
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মাত্র। আমার নিকট প্রাপ্তব্য এতদ্দেশীয়
প বাঙ্গালা পুস্তক এবং ডাক্তারি বাবহারী ও
মিওপাথিক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে,
ইলে ছাপান তালিকা পাঠান যায়।

কালীদাস চট্টোপাধ্যায়।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS.

PARIS & PLACE VENDOME, PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

কেমিক্যাল ৮, পারিস।

ক্ষ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম।

োগ স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হই-
ন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল
ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব
ই পদ্ধা, চাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা
ব কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ।
ট সাহেবের এই ঔষ যোগাপী বংবিশিষ্ট
ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে
ল্ট কোম্পানির নাম লিখিত আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ব্যাপসিউলস্
এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)
সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে-
এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ
এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া
ন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায়
মিষ্টজনক নহে। এতদ্ব্যবহারে আহারে
কার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ
ব্যাধিতে এবং ব্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে
ব্যবহার্য।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।
এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস
য় রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
ষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন
রিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত
ার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা
সেরা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য
ক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ের প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদ্গারোদ্গম।	সমন শিরঃশূল।
পেট ফাঁপা।	পেট আলা।
পাকাশয়ের দুর্বলতা	যকৃতের পীড়া।
পীড়ার পরাভব।	গুরুভোজন বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

সমন শিরঃপীড়া এবং শিরঃশূল।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গুরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়।

প্রেরিতপত্র

পুরীধাম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

(গত প্রকাশিতের পর)

বাটীর একাংশে সামান্য পুষ্পোদ্যান মধ্যে একটী বাগান-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ঐসব ভদ্রলোক রাজা ভদ্রলোক বাগানমণ্ডলে রাজাকে লইয়া প্রত্যহ বৈকাল ৬টা হইতে রাত্রি এক দেড় প্রহর পর্য্যন্ত সেই স্থলে বন্ধু

মাদক দ্রব্য সেবন এবং গীত বাদ্যাদি নানারূপ কৌতুক করিত। একদা রাত্রিযোগে উক্ত স্থানে থাকিয়া রাজা উন্মত্তপ্রায় হইয়া বস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক ইতঃস্তত ছুটিয়া বেড়ান। তদ্দৃষ্টে রাজভৃত্যেরা অতি ভীত হইয়া রাজাকে সাব দান করত বস্ত্র পরাইয়া রাজবাটীর মধ্যে লইয়া আইসে এবং বৈদ্যকে আনাইয়া চিকিৎসা করা হইতে থাকে।

বলা বাহুল্য এই ঘটনা গোপন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিলেও কয়েক দিবস মধ্যে অন্তঃপুরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, ইহাতে রাজমাতা অধীর হইয়া নানারূপে চিকিৎসা করান এবং পীড়ার কথঞ্চিৎ উপশমও হয় কিন্তু রোগ একবারে আরোগ্য না হওয়াতে রাজমাতা কেবল চিকিৎসার উপর নির্ভর না করিয়া নানা প্রকার দৈবানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করেন.

রাজবাটীর বৃদ্ধ ভৃত্যেরাই ঐ সব দৈবানুষ্ঠান দেখিয়া রাজমাতাকে সম্বাদ দেয় যে "শিবদাস" নামে এক দৈবজ্ঞ মহাপুরুষ আছেন, তিনি কোন প্রকার ঔষধ সেবন না করাইয়া দৈববলে শত শত উৎকট পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। তাঁহাকে আনাইয়া মহারাজকে দেখাইলে ভাল হয়।

রাজমাতা এই কথা শুনিয়া শিবদাস বাবাজিকে ডাকাইয়া আনেন এবং রাজাকে আরোগ্য করিয়া দিতে

বলেন কিন্তু তিনি তদুত্তরে বলিলেন যে ইহা রা দৈহিক বা মানসিক পীড়া নহে, ধূমঘটিত মাদকদ্র সেবনে মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়াতেই এই উন্মাদরোগ য গিয়াছে। অতএব চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। যে বলি সেইরূপ করিলে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবে এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মাদকদ্রব্য সেবনে রাজার যে উন্মাদরো ঘটিয়াছে রাজমাতা ইতিপূর্ব্বে তাহার কিছুই জা তেন না। শিবদাস বলাতে তিনি ভৃত্য পরিজন সাম প্রভৃতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং নানা প্রক ভর্ৎসনা করেন। অধিকন্তু রাজা আরোগ্য করিলে রাজবাটী হইতে তাহাদিগকে দূরী করিয়া দিবার সংকল্প ও করিয়াছিলেন। তৎ শিবদাসকে তাঁহার আদেশমত দৈবানুষ্ঠানের দিয়া, তাহার আরোগ্যলাভ করা যথার্থ মধ্যে ম অনুগ্রহ পূর্ব্বক রাজবাটীতে আসিতে বলেন।

শিবদাস বারম্বার অনুরোধে, বিশেষতঃ পালকীর মধ্যে মধ্যে রাজবাটীতে আসিয়া যে দৈবানুষ্ঠান করিতেছেন তাহার সংবাদ দিতেন, র মাতাও শিবদাসের দৈবানুষ্ঠানে হউক বা অন্য কা হউক রাজার পীড়ার দিন দিন উপশম দেখিয়া স সহকারে কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিতেন।

যখন রাজভৃত্যগণ শুনিতে পাইল যে শিব বাবাজির প্রসাদাৎ রাজমাতা রাজার মাদকদ্রব্যে নিবন্ধন রোগোৎপত্তি হইবার বিষয় শ্রবণ ক তাহাদিগকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়াছেন শিবদাসকে রাজবাটী হইতে দূরীকৃত করিবারও স করিয়াছেন তখন শিবদাস যাহাতে উত্তমরূপে প্রতিফল লাভ করে ও আর রাজবাটীতে প্র করিতে না পারে এবং রাজমাতাও রাজার দ্বারা এ শুনিতে হন যে, তাহাদিগকে কোন কথা বলিতে পারেন বিশেষতঃ যাহারা রাজবাটীতে শুভদি আনয়ন করিয়াছে তাহারা হাতে কোপদাইট পতিত হয় তাহাই উপা করিতে লাগিল। মুক্তি স্থির করিয়া রাজাকে মহারাজ! রাজবাটীতে একটী অতি শোচনীয় উপস্থিত, তাহা মহারাজের কাণে দুই আমরা এ অবধি কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই বিষয় মহারাজের উপস্থিত পীড়াবস্থায় বলা উ

হইলেও বাধ্য হইয়া বলিতে হইতে মহারাজ! শিবদাস নামে মহা-দণ্ড, ভণ্ড মণি, বদমায়েসের শেষ, একজন বৈরাগী আ তাহার কার্য্য এই যে, কোন বড় লোকের পী হইয়াছে শুনিলে কৌশলক্রমে অন্তঃপুরে সংবাদ দেয় যে, অমুক বাবাজী একজন দৈবজ্ঞ পুরুষ, কোন ঔষধ সেবন না করাইয়া দৈববলে উ

। আরোগ্য করেন, অথচ অর্থ গ্রহণ
ন না। ইত্যাদি প্রকারে স্ত্রীলোকদিগকে
য়।

সহজেই স্ত্রীলোকদিগের দৈবে বিশ্বাস ও ভক্তি
লা। তাহাতে আবার স্বামী বা পুত্রের পীড়ায়
কাতরা থাকিয়া তাহারা সে কথা শুনলে,
ণ্ড তাহাকে ডাকাইয়া আনে। কিন্তু মহা-
! সেই ভণ্ড দুরাচার এমন কি কুহক জানে যে,
াটীতে একবার মাত্র পদার্পণ করে সে বাটীর
ভদ্রস্থ থাকে না সর্ব্বনাশ ঘটায়। অর্থের ত
টি নাই, যাহা মনে করে তাহাই লয়, অধিকন্তু
াটীর কোন স্ত্রীলোকের সতীত্ব পর্য্যন্ত রাখে
। এমন কি শুনিলাম সেই দুরাচার মহারাজের
রের কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ ভৃত্যদিগকে অর্থদানে
ণ করতঃ তাহাদিগের দ্বারা অন্তঃপুরে ঐ সংবাদ
য়াকে রাজমাতা কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা
করিয়া আপন ইচ্ছায় তাহাকে ডাকাইয়া
নেন এবং অর্থ দিয়া আপনাকে আরোগ্য করিবার
মিনতি পূর্ব্বক দৈবানুষ্ঠান করিতে বলিয়া
।

সেই অবধি ঐ ভণ্ড দুষ্টবুদ্ধি শিবদাস সন্ধ্যার
ে দুই এক দিবস অন্তর আগমনপূর্ব্বক বৃদ্ধ ভৃত্য-
গের সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া,
ত রাত্রি নয় দণ্ডটা, কোন কোন দিবস দুই
। অবধি থাকে। ফলতঃ এ কথা বাহিরে প্রকাশ
ণে আর বিলম্ব নাই। যেরূপ আমরা শুনিয়াছি
া আমরা শুনিলে দেশবাসী হইয়া পড়িবে, লজ্জায়
দেখান ভার হইবে। অতএব এ বিষয়ে যাহা
ব্য হয় শীঘ্র করুন। আর বিবেচনা করিয়া
পুন, যদি তাহার কোন দুরভিসন্ধি না থাকিত
সত্য সত্য মহারাজকে আরোগ্য করিবার
নায় আসিত, তাহা হইলে ক্ষতি কি ছিল? যে
মহারাজের নিকটে আসিয়া, যাহা বলিতে কহিতে
বলিয়া দৈবানুষ্ঠানের ছলা অকোশ অর্থ লইতেও
বিলম্ব তাহা না করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে সংবাদ
য়া ও তাহাদের নিকট হইতে টাকা লওয়া এবং
াদিগের সহিত গোপনে পরামর্শ করিবারই
য়োজনই বা কি? আর আপনার মাথাতেই বা এ
রূপ বাদুড়ের বে, আপনার অজ্ঞাতে তাহাকে
ডাকিয়া আনা ও তাহার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করা
ং অন্তঃপুরের দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া কি
ল দেখায়? বিশেষতঃ বৃদ্ধ ভৃত্যেরা মহারাজের
ক্ষাতে যে এই সব দুর্ঘটনা সংঘটন করে, তাহাই বা
রূপ, মহারাজ কি রাজবাটীর কেহই নন? যাহা
উক, এই সকল ঘটনা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা
করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহাতে রাজপরি-
বারের কিরূপ দুর্নাম হইতেছে তাহাও বুঝিতে
পারিতেছেন।

এই সব ঘৃণিত কুলকলঙ্কিত কথা শুনিয়া রাজা
একদালে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইলেন। একে
অন্ধ তাহাতে বায়ুরোগগ্রস্ত সুতরাং এই ঘটনায়
কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা স্থির
করিতে পারিলেন না। পরিশেষে ক্রোধে অন্ধ হইয়া
বলিলেন সে "বদমায়েসকে" এই দণ্ডে লইয়া
আইস, উত্তম শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিব, যেন কুত্রাপি
এমন ভণ্ডামি আর কখন না করে।

এই বলিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা
এ কথা কি করিয়া জানিলে, দেখিয়াছ না শুনিয়াছ?
চক্রীরা বলিল সে গোপনে গতায়াত করে তাই
দেখিতে পাই নাই, বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি
উহার কিছুমাত্র মিথ্যা নহে। সন্দেহ হয়, প্রহরি-
দিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সব জানিতে
পারিবেন।

রাজা বলিলেন প্রহরিরা কাহার আজ্ঞায় তাহাকে
যাইতে দেয়? তবে কি তাহারা ইচ্ছানুরূপ দ্বারক্ষা
করিয়া থাকে? চক্রীরা বলিল প্রহরিদের অপরাধ
কি? রাজমাতা আদেশ দিয়াছেন, এবং বৃদ্ধ ভৃত্যেরা
তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যায়, তাহাদিগের
কি সাধ্য যে রাজমাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, অথবা
বৃদ্ধ ভৃত্যদিগের গমনে বাধা দেয়, বিশেষতঃ তাহা-
দিগের প্রতি সেরূপ কোন আদেশ নাই।

তখন রাজা অপেক্ষাকৃত কিছু শান্ত হইয়া বলি-
লেন তবে এখন কোন গোলযোগের আবশ্যক নাই,
তোমরা সতর্ক থাক এবং প্রহরিদিগকেও বলিয়া
রাখ, সে বদমাইস যে সময়ে পুনর্ব্বার রাজবাটীতে
আসিবে সেই সময়ে তাহাকে ও সমভিব্যাহারী বৃদ্ধ
ভৃত্যদিগকে এককালে ধৃত করিয়া আনিবে, তাহা
হইলে উভয় পক্ষকে প্রতিফল প্রদান করিব। বৃদ্ধ
ভৃত্যদিগকে এককালে রাজবাটী হইতে দূর করিয়া
দিব। অননীকে আর কি বলিব, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব-
ভার ঘুচাইব।

চক্রীরা রাজাকে যাহা শুনাইল সে সমুদায় মিথ্যা।
যেহেতু শিবদাস কস্মিনকালে রাত্রিযোগে গোপনে
রাজবাটীতে আসিত , কি রাজার অন্তঃ-
পুরের মধ্যভাব পর্য্যন্ত যাইত না। সে দিবসেই
আসিত এবং সিংহদ্বারে বসিয়া বৃদ্ধ ভৃত্যদিগের
সহিত যাহা যাহা বলিবার বলিয়া দিত এবং
রাজমাতা যাহা কিছু দিতেন দিগের নিকট
হইতে তাহাই লইয়া যাইত। এক্ষণে রাজার আদেশ
মত তাহাকে ধৃত করা কঠিন হইল দেখিয়া চক্রীরা
পরামর্শ করিয়া শিবদাসের মঠে এক জন লোক
পাঠাইল এবং তাহাকে বলিয়া দিল কোন বিশেষ
কারণে মহারাজ তাঁহাকে ডাকিতেছেন, অতএব শী
তাঁহাকে সত্বর লইয়া আসিবে।

প্রেরিত লোক শিবদাসের মঠে উপস্থিত হই
তাঁহাকে বলে যে আপনাকে কি জন্য মহারাজ ডা
য়াছেন কোন বিশেষ কার্য্য আছে, অনুগ্রহ পূর্ব
অবিলম্বে আপনাকে যাইতে হইবে। শিবদাসের ম
কোনরূপ পাপ না থাকাতে রাজার আহ্বানে সমা
জ্ঞান করিয়া তদ্দণ্ডে দুই জন শিষ্যসহ রাজসদ
গমন করেন। কিন্তু হায়! সেই দিবস রা
যোগে তাঁহার প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা
তাহা স্মরণ হইলে হৃদয় ভয় ও দুঃখে আপ্লুত হ
উঠে। যাহা হউক তিনি কুক্ষণে মঠ হইতে যে গ
করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার শেষ যাত্রা হই
আর মঠে ফিরিয়া আসিতে হইল না।

লাইসেন্স ট্যাক্সের অত্যাচার।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

মহাশয় গত ২৭ এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে ল
সেন্স ট্যাক্স সম্বন্ধীয় প্রেরিত পত্রখানি প্রক
করিয়াছেন এবং স্বয়ং দয়াপরবশ হইয়া সুযুক্তি
র্শন পূর্ব্বক দেশীয় চিকিৎসক সম্প্রদায়ের নি
হইতে ট্যাক্স গ্রহণের অন্যায্যতা প্রতিপাদন ক
একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাতে যৎপরোনা
সন্তুষ্ট হইয়াছি, কারণ কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বেই উ
মোক্তার প্রভৃতি ব্যবহারাজীব ডাক্তারদি
সহিত দেশীয় কবিরাজগণকেও বর্ত্তমান
সেন্স ট্যাক্সের দায় হইতে মুক্ত করিয়াছে
তবে নিয়ন্ত্রন কর্ম্মচারিগণ যে নামান্তরিত ক
কোন কোন কবিরাজের নিকট হইতে
ট্যাক্স আদায় করিতেছেন এইটীই এখন
আলোচ্য বিষয়। উহারা কবিরাজদিগকে
বিক্রেতা বলিয়া ধরিয়াছেন। উহার একটি বি
উদাহরণ ২৭ এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশের প্রে
স্তম্ভে প্রচারিত হইয়াছে। এখন বক্তব্য এই যে,
দেশীয় কবিরাজগণকে (যাঁহাদিগের স্বতন্ত্র ঔষধ
নাই) ঔষধ বিক্রেতা বলিয়া ট্যাক্স দিতে
তাহা হইলে কোন কবিরাজই ট্যাক্স না
রক্ষা পাইতে পারেন না, তবে উদ্ভিদ রাজপু
গণ যে কবিরাজদিগকে লাইসেন্স ট্যাক্স মাপ
লেন তাহার মাহাত্ম্য কি থাকিল। কারণ ডা
ঔষধালয়ের ন্যায় দেশীয় ঔষধ বিক্রয়ের
ঔষধালয় নাই এবং ঔষধ প্রস্তুতকারক স্বতন্ত্র
সম্প্রদায় (এপথিকারী) নাই। তবে আজ কা
দুই একটী ঔষধালয় দেখা যায় সে কেবল তৎ
ষ্ঠাতাদিগের চিকিৎসাধীন রোগীর নিমিত্ত ও
দের আবিষ্কৃত ঔষধ (পেটেন্ট মেডিসিন্) বি

। অন্যান্য কবিরাজগণ ঐ সকল ঔষধ সেবন
। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না সুতরাং নিজ চিকিৎ-
ব রোগীকে দিতে পারেন না। এই সকল কারণে
চিকিৎসক তিনি অবশ্যই ব্যবসায়ক্ষেত্রে অনন্ত
ও ধাতু দ্রব্য প্রস্তুত ও ক্রয় করিয়া স্বয়ং ঔষধ
ও বিক্রয় নিজ চিকিৎসালয়ে রোগীকে প্রদান
ন। কিন্তু অন্য কোন ব্যবসায়ী কবিরাজ
ধাতু ঘটিত কোন ঔষধ ব্যবহার
ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী ও গুণাগুণ
করিলে অতি সহজে ঔষধ-
ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন
প্রণালী অবগত হন না।
ঔষধ-বিক্রেতা বলিয়া যাহা
ঔষধ কিরূপ অবিচার তাহা বিজ্ঞতম পাঠকগণের
স্থানে অনুভূত হইবে।

এখন মহামান্য ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় দেশীয় চিকিৎসকদিগকে একেবারে চিকিৎসক বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন, তাঁহারা ঔষধ-বিক্রেতা বলিয়া যান মাত্র। আমরা কিরূপ অবিচার তাহা বিজ্ঞতম পাঠকগণের বিচারে অনুভূত হইবে।

এখন মহামান্য ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়, মহামতি মেকলে ও মাণ্টিকার বিদ্যার্থী উমসন বাবুচিরের সাগ্রহ প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা অনুগ্রহ-ক একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, যাঁহারা যাঁহাদিগকে লাইসেন্স ট্যাক্সের দায় হইতে করিয়াছেন নিয়তন কর্মচারি বিশেষতঃ আদে-ন কিরূপে তাঁহাদের আজ্ঞার অবমাননা করিয়া দেশীয় চিকিৎসকগণের নিকট হইতে টাকা পূর্ব্বক অত্যাচার করিতেছেন।

সামান্য বিষয় বলিয়া উপেক্ষা করিলে তাঁহাদিগের ব্যাপী নির্ম্মল যশোরাশিতে কলঙ্ক স্পৃষ্ট হইবে, দের ন্যায় সমদর্শী রাজার রাজ্যে যদি একটী প্রকার অত্যাচরিত হয় তাহাও তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হইবে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ সিংহ।

আচমীর বঙ্গ বিদ্যালয়।

কিছু দিন গত হইল, আচমীর বঙ্গ বিদ্যালয়ের ষ্টিতোষিক বিতরণকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া ছে। আচমীর বঙ্গ বিদ্যালয় এ কথাটী শুনিলে পনার পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে হয়ত কথঞ্চিৎ সুধাপন্ন হইবেন। কিন্তু হিমালয়ের উচ্চতম শীত খর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ান স্থান, নানা-চিন্তন বাঙ্গালীর পক্ষে অগম্য? কথা হাতুড়েনা বেলুচের অনুচরে দেখিতে দেখিতে এখানেও প্রায় শতাধিক বঙ্গবাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক স্থলে এতগুলি অনাবৃতমস্তক বাঙ্গালীর সমাগম দেখিয়া আমরা এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিয়াছিলাম; বিশেষতঃ জন্মভূমি হইতে প্রায় পাঁচ শত ক্রোশ দূরে রাজপুতনার মরুভূমিতে বাসাহে নিযুক্ত থাকিয়াও ইহাঁরা যে আপনাদের সন্তানদিগের মাতৃভাষা শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা এখানে সমবেত হইয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া আমরা অধিকতর আনন্দিত হইয়াছিলাম।

বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক নিম্ন রচিত কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে, কয়েকটী বালক ও বালিকা কোমল কণ্ঠে কয়েকটী সুললিত কবিতার আবৃত্তি করে। বালক বালিকার মুখে এতাদৃশ সুন্দর আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া উপস্থিত বাঙ্গালীমাত্রেই অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। আবৃত্তিকৃত কবিতা গুলির মধ্যে আমাদিগের কতিপয় বন্ধুর বিরচিত বালক বালিকাদিগের প্রবোধোদ্দেশ্যক কয়েকটী কবিতা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। গল্পোক্তির ছলে ও ছাত্রদিগকে বয়ঃক্রম ও শারীরিক অবস্থার পুস্তক বাটীর কটক হইতে আনীত একটি সুন্দর বৈপালয়-ফুল দেখানো, ছবি, ফিতা প্রভৃতি এবং সমস্ত বালক বালিকাকে মিষ্টান্ন দিয়া বিদায় করা হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল বাঙ্গালী বাস করেন, তাঁহাদের অধিকাংশ সন্তানদিগকে বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষাদান বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ইহাঁদিগের বালক বালিকারা মাতৃভাষা শিক্ষা করা দূরে থাকে; "বাবাকে" "বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। ভরসা করি, এরূপ পিতা মাতারা বালক বালিকাদের শিক্ষাবিষয়ে আচমীরস্থ বঙ্গবাসিদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবেন।

বালক—উঠলো ভগিনী ভাবক নন্দিনী,
কতকাল বল ঘুমাবে আর।
বালিকা—কি হবে ডাকিলে দৃষ্টি নাহি চলে
ঘেরিয়া রয়েছে অজ্ঞানআঁধার।
বালক—ভয় নাই বোন উঠলো এখন,
শুভ সমাচার শুনলো কাণে।
বালিকা—কি বলিবে ভাই বল ত্বরা করি,
শুনিয়ে জুড়াই বাসিব প্রাণে।
বালক—চখের রজনী হল বোন, গত,
সুখের তপন উদিত হলো।
বালিকা—কি কথা বলিলে, অমিয় ঢালিলে,
বল বল বল আবার বল।
বালক—ঐ দেখ বোন্ জ্ঞানের আলোক,
অজ্ঞান আঁধার দূরে পলায়।
বালিকা—কি বলিলে ভাই মধুর কথাই,
বল বল বল আবার বল।
বালক—উঠ বোন্ তবে, উঠ ত্বরা করি,
করগো সকলে সুদৃঢ় পণ।
বালিকা—এই উঠিলাম, কেন বা ডরিব,
আজি মোরা সবে ভায়ের বোন্।
বালক—আমাদের তরে, কেঁদে দিবারাত্রি,
আঁখি দুটী মায়ের অশ্রুপাত।
বালিকা—আমাদের তরে, মার এত দুঃখ
শুনিলে মোদের বুক ফেটে যায়।
বালক—চল ভাই বোনে মিলে বসি সবে
কোলে,
মুছাব মায়ের চখের জল।
বালিকা—(করি) হাতে ধরাধরি, চল সাগো
দাদা,
(করে) হাতে হাত দিয়ে করিব গমন।
বালক—মত মা মতন, ভাবক ভগিনী,
কোলে লব তব সমবয়া সকলে।
বালিকা—কোঁদোনা ভগিনী, দেখ মেলি
আঁখি
(মোরা) ভাই বোনে সবই তোমার কোলে।
বালক—আর কেন মাতঃ, মনে বিষাদিনী,
দুখ নিশা তব হল অবসান।
বালিকা—আজি তোরে মোরা, ভায়ের সঙ্গিনী
দেব মা তোমায় শুনরা হতে।
বালক—আজি তোরে মোরা, নহি গো
একাকী,
দেশুদ্ধ কলাকে মেলিয়ে আমি।
বালিকা—ধন্যরে ভগিনী, ভবের সঙ্গিনী,
সকল দেবির পারিলে থাকিতে
সমস্বরে,
মিলে ভাই বোনে, মায়ের সদনে,
বালক ও বালিকা
আজি হতে এই করিনু পণ;
পরস্পরে ছাড়ি, নাহি কোন মতে
বাঁধনের পথে করিব গমন।
যত দিন তব যন্ত্রণা বিহার,
বালক ও বালিকা
শোণিতসিন্ধু রবেগে। বহিবে
উঠিব পড়িব, হাত না ছাড়িব,
এক প্রাণ হব ভাই ভগিনী।
শুনহে ঈশ্বর, দয়ার সাগর,
বালক ও বালিকা
ভাই বোনে মিলি করি প্রার্থনা।
মনে বল দাও, বাসনা পুরাও,
তাপিত মোদের দুখবাসনা॥

একান্ত বশম্বদ
শ্রীঃ—

সোমপ্রকাশ

২৩ এ শ্রাবণ সোমবার।

বঙ্গদেশের দাতব্য চিকিৎসালয়।

বঙ্গদেশের দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির ১৮৮১ সালের মন্তব্যপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিকিৎসালয়গুলি সাধারণ প্রজার পক্ষে কত দূর হিতকর হইয়াছে, দরিদ্র লোকে সর্ব্বত্র কিরূপ উপকার লাভ করিয়া থাকে এবং গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি কিরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এই রিপোর্টে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর কতকগুলি চিকিৎসালয়ের অবস্থা ও অনুপকারিতা দর্শনে গবর্ণমেণ্ট ৬৪ টী ডিস্পেন্সরীতে আনুকূল্য দান করিতে নিরস্ত হন; অর্থাৎ উহাদের মধ্যে ১৬ টী অচিরে এককালে উঠিয়া যায়।

বর্ত্তমান নিয়মানুসারে বঙ্গদেশের সাধারণ দাতব্য চিকিৎসালয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। কতকগুলি গবর্ণমেণ্ট ডিস্পেন্সরি, কতকগুলি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত ডিস্পেন্সরি এবং কতকগুলি অসাহায্যকৃত। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত সাহায্যকৃত ডিস্পেন্সরীতে ঔষধ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রয়োজনানুসারে আর চিকিৎসকও নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন না। ডিস্পেন্সরীতে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিয়া যাঁহাদিগকে চিকিৎসক নিযুক্ত করেন।

১৮৮১ সালে বঙ্গদেশে ২৬৭ টী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল, এক্ষণে কেবল ২৫১ টী আছে। যে ১৬ টী চিকিৎসালয় বিলুপ্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের প্রজাসাধারণের কোন উপকার সাধিত হইত না। গত বৎসর ৪৮ টী ডিস্পেন্সরী প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে এবং ৪টী নূতন ডিস্পেন্সরীর সংস্থাপন হইয়াছে। তাহাতে মোকদ্দমা, ১৭০৫৩ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়, তন্মধ্যে ৩৫,৪৭০ জনকে কাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল, বাকী ১৩৭৩৩ জন বহির্ভাগের রোগী। যাহাদিগকে ডিস্পেন্সরীতে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে শতকরা ১৫ জন মৃত্যু হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ১৩।৷৷ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

গত বৎসর সাকল্যে ৯৩,০৬৫৲ টাকা আদায় হয়। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য ১০৯,৩৮৪৷৷ ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদা ১০,০২৯ টাকা। দেশীয় লোকের নিকট হইতে চাঁদা ১২৭,৭৮৷৷, ফিস ১৯০, অবশিষ্ট টাকা মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত ও দত্ত টাকার সুদ। ঐ বৎসর সাকল্যে ৩৭৬,২৮৩৲ টাকা ব্যয়িত হয়। ১৮৮১ সালে ২৭২ টাকার বিলাতি ঔষধ ক্রয় করা হয়, ১৮৮০ সালে ৯,৫৩৯ এবং ১৮৭৯ সালে ৫০,১৩৬ টাকার ক্রয় করা হইয়াছিল।

মফস্বলের দাতব্য চিকিৎসালয় গুলির অবস্থা ক্রমশ কি কারণে নিতান্ত শোচনীয় হইয়া আসিতেছে, কি কারণে কার্য্যকলাপ সুচারুরূপে নিষ্পন্ন এবং কেনই বা আগত রোগীর সুচিকিৎসা হয় না, উপরি উক্ত ঔষধের মূল্যের খর্ব্বতাই তাহার সুন্দর পরিচয় দিতেছে। সর্ব্বত্র দাতব্য চিকিৎসালয় গুলির একটী মহা দুর্নাম রটিয়া গিয়াছে, ঐ সমস্ত ডিসপেন্সরীতে উপযুক্ত ঔষধ থাকে না এবং রোগীরও সুচিকিৎসা হয় না, সকলেই এই কলঙ্ক রটাইয়া থাকে। আমরা বলিতে পারি, এটী সম্পূর্ণ মিথ্যা কলঙ্ক নহে। পাঠক! দেখুন, বিলাতি ঔষধের পরিমাণ উত্তরোত্তর কত হ্রাস হইয়া আসিতেছে, ইহারই পরিবর্ত্তে ক্রমে ডিস-পেন্সরীতে চিরতা এবং নাটাফল আসিয়া আবির্ভূত হইতেছেন, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। পাঁচন নয়, ঘুসড়া নয়, যে যা তা সিদ্ধ করিয়া দিলেই চলিবে। কাশের মলা তুলিয়া বটী পাকাইয়া সুদীর্ঘ অনুপানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেও চলিবে না। তান লয়মানসংযুক্ত সুললিত শ্লোক আবৃত্তি করিলেও রোগের প্রতিকার হইবে না। ইংরাজি চিকিৎসা ব্যবসায়। কিন্তু দাতব্য চিকিৎসালয়ে দুই দুলা ঔষধ থাকে না, সে কারণ মনের ঘৃণায় সকল রোগী যাইতে চায় না। দাঁতে দাঁত দিয়া অনশনে পড়িয়া থাকে, তাও ভাল; তথাপি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঔষধ সেবন করিয়া পীড়ার শান্তি করিতে সকলে ইচ্ছা করে না। আবার ডাক্তার বাবুর মেজাজ বলিব কি? তিনি রেলওয়ের টিকিট বাবু অপেক্ষাও অধিক ভারী। ফল ফলে না, কিন্তু যেন সাক্ষাৎ অহঙ্কারের গাছটী। তাঁহার বাটির হইতে দশ টাকা লাভ করিয়া চাই, সুতরাং ঘর ঘর করিয়া গোঁত গোঁত করিতে করিতে কেবল আপনার কাজেই ফিরিতেছেন। এ ডাকে যাইতে হইবে, ও ডাকটায় শীঘ্র না গেলে নয়। এক শত টাকা পুরস্কার পাই যেন, কাল বড় বাবুর বাড়ীতে সারারাত্রি রোগীর পরিচর্য্যা করিয়াছেন, বেলা ১০ টা তাই এখনও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। কাহারও হাত কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কোন ঢুলীতে রোগী ঢি ঢি করিতেছে, কোন ঢুলীতে আম চাই করিতেছে, নর্দ্দামা মুখে এক এক গণ্ডুষ জল দিতেছে, আর তাহের কাকের মত বসিয়া আছে। যদি ঠিক অবকাশমত কেহ ডিস্পেন্সরীতে যাইতে পারিল তাহাকেই ভাগ্যে বোতলভরা ঔষধ মিলল কিন্তু হয় ত বাবু তিনখানি কাগজ ধরিয়া বিধি দেখাইতেছেন, দৈব বিপাকে রোগী আসিয়া উপস্থিত, কি হইবে? উত্তর হইল "যাও কাল সকালে আইস" বাবু আড়াই ঘরে ঘোড়ার কিস্তি দিয়াছেন, তা রোগীর যাওয়া না যাওয়া সমান।"ব'ও এখন হবে না আমরা বলি, এরূপ যন্ত্রে দাতব্য ডিস্পেন্সরীতে চিকিৎসা হইবে কেন? কর্তৃপক্ষীয়েরা চিকিৎসালয় সুব্যবস্থা করিয়া দিউন, অবশ্যই সকলে যথে উপকার লাভ করিতে পারিবে এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের সমধিক উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে।

মলহর রাও।

বরদার ভূতপূর্ব্ব গুইকুমার মলহর রাও ২৬এ জুলাই অপরাহ্ণ ২ টার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ রাজনীতির কঠোরতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। হায়! এত দিনে লর্ড নর্থব্রুকের অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ ভগ্ন হইয়া গেল, দক্ষিণ ভারতীয় অপূর্ব্ব মহিমার স্মরণ-চিহ্ন বিলুপ্ত হইল। দেশীয় রাজগণের রাজ্যমধ্যে এক একটী কালস্বরূপ পোলিটিক্যাল এজেণ্ট থাকেন। তাঁহাদের অস্তিত্ব মূর্ত্তিমতি বিপত্তির স্বরূপ। পোলিটিক্যাল এজেণ্টেরা সর্ব্বেসর্ব্বা রাজ্যের কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, রাজগণ তাঁহাদের হস্তের ক্রীড়নক তুল্য হইয়া আছেন। পোলিটিক্যাল এজেণ্ট বলিলেন, উঠিয়া এক পায়ে দাঁড়াও, রাজা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দারুকাঠের মত দাঁড়াইলেন। 'বৈস'—রাজা সোট হইয়া জুজুটীর মত বসিলেন। 'এ তা কর, অমুক অমুক বিষয়ে যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট কর' নিরুত্তর হইয়া অবিচারিত চিত্তে তাহাই করিলেন। কোন রাজার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই, শয়নে স্বপনেও স্বাধীনতা নাই—কেবল নাক ফোড়া বলদের মত কর্ত্তা সাহেবদের হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। একটা কুলি মজুরের যে স্বাধীনতা আছে, স্বাধীনতা আছে, বলিতে কি?—দেশীয় রাজ ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ জাতির হস্তে পড়িয়া সে স্বাধীনতাটুকুও উপভোগ করিতে পান না। মলহর রাও মিথ্যা অপবাদে অপরাধী হইয়া রাজ্যচ্যুত হইলেন, নির্জ্জন ও নিভৃত স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়া দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের ন্যায় মনঃকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিদারুণ মানসিক কষ্টই একমাত্র উৎকট রোগ, ব্রিটিশজাতির কুটিল বিচার ফলই তাঁহার দুরারোগ্য ব্যাধি—অন্য সমস্ত লক্ষণ ঘটিয়াছিল তাহা সেই মূল পীড়ার উপসর্গ মাত্র। মলহর রাও অনেক দিন পর্য্যন্ত উদরাময় রোগে যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলেন। পূর্ব্বে দেশীয় বৈদ্যেরাই তাঁহার চিকিৎসায় ব্রতী ছিলেন। একে ইংরাজি ঔষধ অশুদ্ধ ও অপবিত্র, ইংরাজজাতির মনটীও তিনি তদপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ ও পবিত্র বিবেচনা করিতেন না; সুতরাং ইংরাজ চিকিৎসক ও ইংরাজ

ধের প্রতি তাঁহার যত দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি তাহা
পাঠককে বুঝাইয়া দিতে হইবে কেন? মনের
য় তিনি ইংরাজি ঔষধ স্পর্শও করিলেন না, ইং-
র চিকিৎসার নাম প্রসঙ্গও তিনি মুখাগ্রে আনি-
না। ক্রমে তাঁহার জীবনীশক্তি অবসন্ন হইয়া
সল, আরোগ্যের কোন প্রত্যাশা থাকিল না;
ন পারিষদ্‌বর্গের উপদেশানুসারে তিনি চিরঘৃণিত
াক্ত বৈদ্যের ঔষধ গ্রহণ করিতে বাধিত হইলেন।
ম প্রথম কিঞ্চিৎ উপকারের সম্ভাবনা দেখা
তে লাগিল, পরন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল
মৃত্যু তাঁহার দয়ালু হৃদয়ের নিদারুণ সন্তাপ
াণ পরিয়া দিল—সোণাটীকরি প্রজেক্টের বড়-
র অদ্ভুত কীর্ত্তি এইখানে বিলুপ্ত হইয়া গেল।
—আর আমরা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া
র হাতকে দেখাইতে পারিব না. তাঁহার নিভৃত
কজন শূন্য হইল; কিন্তু ইতিহাসের হৃদয়ে এই
ও দক্ষাক্ষরে ক্ষোদিত রহিল, ইতিহাসের হৃদয়
তভাগা ভূপতির নিষ্পাসন বিবরণ চিরকালের
ও ধারণ করিয়া থাকিল।

সাহায্যকৃত স্কুলের শিক্ষকগণ।

একে একে গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগীয় কর্ম্ম-
র অবস্থার উন্নতি সাধিত হইল। সাহায্যকৃত
ার শিক্ষকদের দুরবস্থা কিছুতেই অপনীত হইল
তাঁহাদিগকে এখনও সেই পূর্ব্ববৎ লাঞ্ছনা ভোগ
তে হইতেছে। তাঁহাদের ত পেন্সন পাইবার
াই নাই—পরিণামে যে তাঁহাদের কোনরূপ উন্নতি
ব, তাহারও ত কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।
াদিগকে সামান্যমাত্র বেতনে আপন আপন
বাকার্য্য নির্ব্বাহিত করিয়া আসিতে হইতেছে।
াদের এরূপ অবস্থা অতীব শোচনীয় বলিতে
ব। তাঁহাদের এরূপ অবস্থার কতক পরিমাণে
বর্ত্তন হয়, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া দাঁড়াই-
ছে। এই পরিবর্ত্তন সংসাধন কার্য্যে এ সময়
াস্ত অনুকূল। শিক্ষাবিভাগের কার্য্যের অনুসন্ধানের
একটী কমিশন বসিয়াছে। এ সময়ে সাহায্যকৃত
াষ্টারদের দুরবস্থাব্যঞ্জক আন্দোলন সংবাদ
প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ আন্দো-
নে ফলোপধায়ক হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ
। এখন কথা হইতেছে, কি উপায়ে এই হত-
া শিক্ষকদের কোনরূপ উন্নতি সংসাধিত হইতে
ব? আমরা ত উপায়ান্তর দেখি না, তবে নিম্ন
ংক্ষেপভাবে কার্য্য করিলে কিয়ৎপরিমাণে তাঁহা-
অবস্থার উন্নতি হইতে পারে।

সাহায্যকৃত স্কুলের কোন শিক্ষক আপন
য্যে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিলে
গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা আব-
শ্যক। গবর্ণমেণ্টের কোন অফিসে একটী কার্য্য খালি
হইলে বাহিরের লোককে না দিয়া সাহায্যকৃত স্কুলের
কার্য্যকুশল শিক্ষককে দিবার নিয়ম করা বিধেয়।

প্রতি বর্ষে নিম্নতর পরীক্ষার জন্য কতক-
গুলি পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হয়েন। এই পদগুলি
প্রায়ই জেলা স্কুলের শিক্ষকদিগকে প্রদত্ত হয়।
জেলা স্কুলের শিক্ষকদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত।
এই পরীক্ষকের পদগুলি কেবলমাত্র সাহায্যকৃত
স্কুলের কৃতীকুশল শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত হওয়া
আবশ্যক। এই কার্য্যের জন্য পরীক্ষকগণ ৮০ হইতে
১০০ শত মুদ্রা পাইয়া থাকেন। এই টাকাগুলি এই
হতভাগ্য শিক্ষকদের হস্তে পড়িলে তাঁহাদের দুরবস্থার
কিঞ্চিৎ উপশম হয়।

প্রাইমারি, জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলরশিপ সম্বন্ধে
নিম্নের পরিবর্ত্তন।

নিম্ন শ্রেণীর প্রাইমারি বৃত্তি।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত অথবা সাহায্য বিহিন
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই বৃত্তিলাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু
কোন বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র এক বর্ষে নিম্ন ও উচ্চ
শ্রেণীর প্রাইমারি পরীক্ষা দান করিতে পারিবে না।
বিশেষতঃ কোন বিদ্যালয়েই এক বৎসরে একাধিক
বৃত্তি প্রদত্ত হইবে না। পরীক্ষার্থী দলের বয়ঃক্রম
একাদশ বর্ষের অধিক হইলে চলিবে না।

এক একটী জেলার মধ্যস্থলে কোন নির্দ্দিষ্ট
স্থানে পরিদর্শকগণ বালকদিগকে পরীক্ষা করিবেন।
বিদ্যালয়ের যে বালক পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ
হইবে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাধারণ শিক্ষাবিভাগস্থ ডিষ্ট্রীক্ট
কমিটীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে বৃত্তি প্রদান
করিবেন। যে বালক সচ্চরিত্রতা ও মনোযোগ সহ-
কারে উচ্চ শ্রেণীর প্রাইমারি, মধ্যবাঙ্গালা অথবা
মধ্য ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিবে তাহাকে দুই
বৎসর মাসিক ৬৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হইবে।
বৃত্তিপ্রাপ্ত বালক অবাধ্যতাদি দোষে দোষী হইলে,
ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত তাহার বৃত্তি
বন্ধ হইবে না।

এই পরীক্ষার্থীদিগের নিকট পরীক্ষার ফি গৃহীত
হইবে না এবং বিদ্যালয়ে পূর্ণ এক বৎসর অধ্যয়ন
না করিয়া কোন বালকই পরীক্ষা দিতে পারিবে না।
কিন্তু যে বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত
হইবে, সে গবর্ণমেণ্ট অথবা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত
বিদ্যালয়ে দুই বৎসর বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতে
পারিবে।

প্রাইমারি বৃত্তির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা
গৃহীত হইবে।

		সংখ্যা
(১)	হস্তলিপি পাঠ	৫০
	হস্তলিপি	৫০
	বোধোদয়ের আবৃত্তি ও অর্থ	৫০
(২)	ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে পাটীগণি	
প্রথম ৪ টী নিয়মের অঙ্ক		৭৫
	সুলভঙ্করী	৭৫
(৩)	বাকার হিসাব	৫০
	জমীদারী হিসাব	৫০
	সহজ পরিমিতি	৫০
(৪)	স্বাস্থ্যরক্ষার আবৃত্তি ও অর্থ	১০০
মোট		৪০০

পরীক্ষার্থীদিগকে চারিটী বিষয়ের প্রত্যেকটী
সিকি অথবা মোট সংখ্যার ১ রাখিতে হইবে।

উচ্চ শ্রেণীর প্রাইমারি পরীক্ষা।

সার্কেল ইনস্পেক্টরেরা এই পরীক্ষার্থীদি
পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ১৩ বৎসরের ঊর্দ্ধ ব
বালকের পরীক্ষা গৃহীত ও এক বৎসরে যে
বিদ্যালয়ে একাধিক বৃত্তি প্রদত্ত হইবে
যে বালক মনোযোগ ও সচ্চরিত্রতা সহকারে
বাঙ্গালা অথবা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ করি
সম্মত হইবে, তাহাকে দুই বৎসরের নিমিত্ত মা
৩ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে। সার্কেল ইনস্পেক্ট
বিনা অনুমতিতে কোন বালকের স্থানান্তর নি
বৃত্তি বন্ধ হইবে না এবং এই বৃত্তিপ্রাপ্ত বা
গবর্ণমেণ্ট অথবা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত বিদ্যা
বৃত্তিলাভের কাল পর্য্যন্ত বিনা বেতনে অধ্
করিতে পারিবে।

পরীক্ষিতব্য বিষয়।	সংখ্যা
বঙ্গ ভাষায় পরীক্ষায়	১০০
অঙ্ক	১০০
জ্যামিতি প্রথম অধ্যায়	৫০
স্বভাব ও শারীর বিজ্ঞান	১০০
স্বাস্থ্য-রক্ষা	১০০
মোট	৬০০

অঙ্ক ও বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষায় শতকরা
না রাখিলে কোন বালক বৃত্তিলাভে সমর্থ হ
না। সামান্যতঃ শতকরা ২৫ রাখিলে পরী
উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। অন্যান্য বিষয়ের পরী
সংখ্যার সমষ্টি করিয়া তদনুসারে বালকদি
বৃত্তি ও উত্তীর্ণ হইবার সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইবে

পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণ তিন শ্রেণীতে বি
হইবে। যাহারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অর্দ্ধেক

...ারও অধিক রাখিবে, তাহারা ১ ম বিভাগে। ...হারা অর্দ্ধেকের কম ও ২ এর অধিক রাখিবে, ...হারা দ্বিতীয় বিভাগে এবং যাহারা সিকির অধিক ২ এর কম সংখ্যা প্রাপ্ত হইবে, তাহারা তৃতীয় ...ভাগে উত্তীর্ণ হইবে।

জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

...বঙ্গদেশের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকদিগের ...না ১৫২ টী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। এতন্মধ্যে ১০ টী ...প্রথম শ্রেণীর মাসিক ২০ টাকা, ৪৭ টী ২ য় শ্রেণীর ...াসিক ১৫ টাকা, এবং ৯৫ টী ৩ য় শ্রেণীর মাসিক ... টাকা। পরীক্ষোত্তীর্ণ বালক এই বৃত্তিলাভ ...করিয়া যে কোন কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিতে পারি...বেন। এই বৃত্তি দুই বৎসর প্রদত্ত হইবে এবং যে ...কালেজে অধ্যয়ন করিবেন সেই কালেজের অধ্যক্ষ ক...তাহার উন্নতির বিষয়ে প্রথম বর্ষের শেষে শিক্ষা ...বিভাগের ডাইরেক্টরকে জানাইতে হইবে। ডাই...রেক্টর ইচ্ছা করিলে তাঁহার স্বয়ং পরীক্ষা গ্রহণও ...করিতে পারিবেন। তবে বিদ্যার্থী যদি গবর্ণমেণ্টের ...সাহায্য বিরহিত কালেজে অধ্যয়ন করেন, তাহা ...হইলে ডাইরেক্টর অবাধের অনুমোদনক্রমে উহাঁর ...অপর লোককে তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণে নিযুক্ত করি...বেন। কিন্তু যদি অসন্তোষজনক হইলে বৃত্তি বন্ধ ...করিয়া দিবেন।

...যে বালক যে বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা ...দিবেন তাঁহাকে অন্যূনাধিক্যে সেই বিদ্যালয়ে ৯ মাস ...অধ্যয়ন করিতে হইবে। পরীক্ষার্থী বালকগণ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ...যে, যেরূপ সংখ্যা প্রাপ্ত হইবেন তাহার সমষ্টি ...করিয়া দেখা হইবে। যিনি অধিক সংখ্যা প্রাপ্ত ...হইবেন তিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভে সমর্থ ...হইবেন। তাঁহার বৃত্তি নিম্নলিখিতরূপে—

...বিভাগীয় কমিশনর সাহেবেরা নিম্নোক্ত রূপে বণ্টিত করিয়া আগামী ডিসেম্বর মাসের পরীক্ষার ...ফল বাহির হইবার পূর্ব্বে জেলার যতগুলি বৃত্তি প্রদত্ত হইবে, তাহার তালিকা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন। কিন্তু তদনুরূপ বৃত্তিলাভের যোগ্য বালক না থাকিলে শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর ইচ্ছানুসারে বৃত্তি লাভের উপযোগী অন্য বিভাগের বালককে সেই বৃত্তি দান করিবেন। আর দেশের যে যে স্থানে কালেজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যক বুঝিবেন তত্তৎ স্থলে তিনি তাহা স্থাপন করিবার বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

যে বালক অনায়াসে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে না পারিবেন, তিনি বৃত্তিলাভে অধিকারী হইবেন না।

গবর্ণমেণ্ট কালেজে অধ্যয়নার্থী বৃত্তিভোগী বালকগণকে অন্যান্য বালকের ন্যায় মাসে মাসে বেতন দিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট হইতে মাসিক দশ টাকার অধিক গৃহীত হইবে না।

বালিকাদিগের নিমিত্ত বিশেষ বৃত্তি।

যে সকল বালিকা বঙ্গদেশের বিদ্যালয় সমূহ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষাদান করিবেন তাঁহাদিগের জন্য ৩ টী বৃত্তি স্থাপিত হইবে। বালকগণ যে যে নিয়মে বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন, ইহাঁদিগের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম।

সিনিয়র বৃত্তি।

বঙ্গদেশ হইতে যাঁহারা এল, এ পরীক্ষা দান করিবেন, তাঁহাদিগের জন্য ৪৯ টী বৃত্তি স্থাপিত হইবে এই বৃত্তি দুই ভাগে বিভক্ত যথা—প্রথম ১০টী ২০ টাকা ও ৩৯ টী ১০ টাকা হইবে, বৃত্তি প্রাপ্তছাত্রগণ বঙ্গদেশের যে কোন কালেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন এবং সচ্চরিত্রতা ও মনোযোগীতার সহিত পড়া শুনা করিয়া যেরূপ উন্নতি করিবেন, কালেজের অধ্যক্ষকে বৎসরের শেষে তদ্বিষয় ডাইরেক্টরের গোচর করিতে হইবে, যে সকল ছাত্র পরীক্ষিত বিষয় সমূহের মোট সংখ্যার মধ্যে অধিক সংখ্যা রাখিতে পারিবেন, তাঁহারাই প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভে সমর্থ হইবেন। অবশিষ্ট ৩৯ টী বৃত্তি নিম্নলিখিতরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

হুগলী জেলার	১
মেদনীপুরে	১
কলিকাতায়	১
প্রেসিডেন্সি বিভাগে	৩
মুর্শিদাবাদে	১
রাজসাহীতে	১
ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে	৩
পাটনা ও ভাগলপুর	৩
উড়িষ্যা	১

বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ব্যতীত সংখ্যার তারতম্য অনুসারে সকলেরই নাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়া প্রকাশ করা হইবে। বেহারও উড়িষ্যার যে সকল ছাত্র তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইবে তাহাদিগের মধ্যেও বিবেচনা করিয়া বৃত্তি দান করা হইবে যাঁহারা বৃত্তি প্রাপ্তহইয়া গবর্ণমেণ্ট কালেজে পড়িবেন, তাঁহাদিগকে অন্যান্য বালকের ন্যায় নিয়মিত বেতন দিতে হইবে।

বিশেষ বৃত্তি।

যে সকল স্ত্রী লোক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরএল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগের উৎসাহের নিমিত্ত ৩ই শ্রেণীর ৩টী বৃত্তি স্থাপিত হইবে। পুরুষেরা যে যে নিয়মে বৃত্তি লাভে অধিকারী হইবেন, ইহাঁদিগকেও সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে হইবে।

বিশর সংগ্রাম।

আমরা উৎপ্রেক্ষা করিতেছি, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী লর্ড বিকন্সফিল্ডের অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে কৃত ভ্রমপরম্পরা উদারনীতিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উপহসিত ও অবমানিত হইয়াই যেন দৈবনির্য্যাতনার্থ উদারনীতিক মন্ত্রি সম্প্রদায়ের আরম্ভ মিশর সংগ্রামরূপে বৃহত্তর ভ্রমপরম্পরা উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। পরে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায়ই তাহা উৎকর্ষলাভ করিয়া থাকে। অতি আমরা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের দুটী ভ্রম সংক্রান্ত উৎকর্ষ বুদ্ধান্ত পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

প্রথম আলেগজান্ড্রিয়ার সংসাধন করা হইল, মিশরের যতদূর অনিষ্ট করিবার করা হইল, এখন আবার কেন বিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ চেষ্টা এখন কেন? এ চেষ্টায় ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকার কি? বরং সুলতানের কথঞ্চিৎ অধিকার আছে। তিনি বরাবর মিশরের প্রতি স্বত্বাভিমান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার স্বত্বাভিমান দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি সুয়েজ খালে মিশরের স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। এ স্বত্বের ক্রয়াধীন মিশর খালের উপরে স্বত্ব জন্মিতে পারে না। তবে বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের এইরূপ ইচ্ছা বটে, লর্ড বিকন্সফিল্ড যেরূপ আপনাদিগের অনুগত আর্ল্ড নিয়োজিত করিয়া আফগানস্থানের রাজত্ব পর্য্যন্ত সম্বন্ধে স্বহস্তে রাখিবার বাসনা করেন, বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ অনুগত খেদাইবকে মিশরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরোক্ষ সম্বন্ধে মিশরের রাজত্ব হস্তগত করিয়া লন।

দ্বিতীয়, আরম্ভ হইতে যে সকল সৈন্য মিশরে

হইতেছে, তাহার [illegible] রূপ করা স্থির হইয়া গিয়াছে। আবার [illegible] লইয়া [illegible] আরম্ভ হইবেন, পাঠক [illegible] সমাচার মনো[illegible] করিবেন। [illegible] ভারবর্ষে সৈন্যের [illegible] প্রস্তাব [illegible] আমাদের [illegible] সভায় [illegible] তদ্বিষয় পাঠক [illegible] করুন। [illegible] সাহেবের লণ্ডনের সংবাদ [illegible] স্টিফেন পক্ষ [illegible] লর্ড [illegible] করিয়াছেন যে [illegible] না করিলে [illegible] বায় দিয়া ভারতের [illegible] ওয়া কর্ত্তব্য। [illegible] দর্শান করুন, ইংলণ্ড [illegible] না। ইংলণ্ড কেমন নির্ভর করেন। [illegible] বায় দিবার বিষয়ে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ষ্টিফেন কহিলেন, পার্লিয়ামেণ্ট [illegible] কোন অন্যায় কার্য্য করিতেছেন না, ইংলণ্ড [illegible] কিছু নিয়মিত বায় দানের অনুরোধ করি[illegible] হেন। অমনলো সাহেব প্রস্তাব করিলেন, [illegible] এ বায় পরে পরিশোধ করিবেন, চাইলডর্স [illegible] করিলেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভা পরে ইহার [illegible] সিদ্ধান্ত করেন, সেইরূপ হইবে। অনন্তর [illegible] সভ্যের অমতে ও [illegible] সভ্যের মাত্র ভারতবর্ষকে [illegible] দিতে হইবে, ইহা স্থিরীকৃত হইল।

লর্ড হার্টিংটন এই একটী কৌতুককর কথা কহিয়াছেন, "পৃথিবী দেখুন ইংলণ্ড ভারতের উপর কেমন নির্ভর করেন।" ভারত সাহেবের কথায় বায় নিক্ষেপ না করিলে কি পৃথিবীকে দেখান যায় না যে ইংলণ্ড ভারতের উপরে কেমন নির্ভর করেন? ইংলণ্ড বায় দিয়া ভারতের সৈন্য লইয়া গেলে সেই দর্শনক্রিয়াটী সাঙ্গ হইত না? ইংলণ্ড কি বায় দিয়া সমর্পণ করিবেন, চাইলডর্স সাহেবের বাক্যদ্বারা তাহা একপ্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এবার প্রেরণীয় সৈনিক সংখ্যার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পাঠক জ্ঞাত আছেন, পূর্ব্বে প্রত্যেক হইতে ৭,০০০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিবার কথা হয়,—যথা এক পল্টন গোলন্দাজ, দুই পল্টন [illegible] পদাতিক, এক পল্টন এতদ্দেশীয় তুরগ [illegible] পাঁচ পল্টন এতদ্দেশীয় পদাতিক এবং দুই দল [illegible]।

সম্প্রতি তাহার সংশোধন করিয়া এক পল্টন ইংরাজ পদাতিক, তিন পল্টন এতদ্দেশীয় তুরগসোয়ার, তিন পল্টন এতদ্দেশীয় পদাতিক, এবং দুই দল [illegible] প্রেরণ করিবার অনুমতি আসিয়াছে। বোম্বাই হইতে এক পল্টন ইংরাজ পদাতিক এবং এক দল [illegible] করিয়াছে, অবশিষ্ট সৈন্যগণ কখন [illegible] সাইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। ও দিকে যুদ্ধ কাণ্ডের যে সহজে নিষ্পত্তি হইবে, তাহার আশু সম্ভাবনা দেখা যায় না। এ রস অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইবে। এই সমরানলের প্রখর স্ফুলিঙ্গ অনেক দূর পর্য্যন্ত ছুটিয়া উড়িয়া পড়িবে। ইউরোপের ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা ঘটিবে; ইউরোপের নৃপতিবর্গের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব এককালীন একহস্ত হওয়াইয়া ক্ষান্ত করিতে পারিবে না।—কিন্তু সেই প্রজ্বলিত অনলশিখায় পড়িয়া আমাদিগকে যে দগ্ধ হইতে হয়, তাহার উপায় কি? ইংলণ্ড প্রবল পরাক্রান্ত, তাঁহার আশাতৃষ্ণা অনিবার্য্য, সেই আশার তৃপ্তি সম্পাদনার্থ আমাদের জীবন সংশয় হইয়া পড়িল। মিসরের বর্ত্তমান যুদ্ধব্যাপার বলিতে কি?—একপ্রকার অকারণেই ঘটিয়াছে। যদি কেহ কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন, সে কারণ ইংরাজ জাতির স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু ইংলণ্ডের সঙ্গে সহযোগী হইয়া আমরা তাঁহার অভিলাষিত আশাসিন্ধু পরিপূরণ করিব, আমাদের তাদৃশী ক্ষমতা কই? ইংলণ্ড ক্রমশঃ কিছুদিন পরাজয় করিবেন, তিনি পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজগণকে স্বীয় মুষ্টির ভিতর আনিবেন, পৃথিবীকে একচ্ছত্রিত করিয়া সমস্ত রাজ্যকে আপনার করতলে আনিয়া ফেলিবেন, আমরা অন্ধকারময় পৃষ্ঠক ইংলণ্ডের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিব, এ দুর্ব্বল দেহে আমাদের [illegible] কি?

সে দিন আফ্‌গান যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মহা [illegible] হইয়া গেল। কোন ক্রমে ভারতবর্ষের [illegible] পাইলেন না, ইল্লিডিয়াল সংগ্রামের ভার [illegible] ভারতের অঙ্গ দোহন করিয়া লওয়া হইল। [illegible] সংগ্রামেও তদ্রূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, [illegible] ভারতবর্ষ নিস্তার পান নাই। উদারনীতিক সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদিগকে অন্যায় ভারভূত করিবেন না, সকলেই মনে এই রূপ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু গ্লাডষ্টোন [illegible] পার্লিয়ামেণ্ট আজ আমাদের অন্যায় ও অসঙ্গত নীতির হস্তে নিপতিত হইব, অগ্রে এমত আশঙ্কা কখন করি [illegible]। কিন্তু দেখিতেছি, অভীষ্টসিদ্ধির সময় সকল সম্প্রদায়ের লোকই সমান, আমরা অন্ধকার নীতিক এবং উদার নীতিকসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রভেদ বুঝিতে পারি নাই।

উপস্থিত বিবাদে সুয়েজ খালপথে ইংলণ্ডের গতিবিধি অবরুদ্ধ হইতেছে। ঐ খানে অন্যান্য রাজন্যবর্গের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিবাদ লাগিয়া থাকিলে তাহারাদি নীয় ভারতবর্ষে আসিতে পারিবেনা; ভারতবর্ষের এই মাত্র সম্বন্ধ ও সংস্রব দর্শাইয়া ইংলণ্ড আমাদের স্কন্ধে বিপুল ব্যয়ভার নিক্ষেপ করিতেছেন। এক্ষণে আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—য়ুরোপখণ্ড ভারতবাসিরা ধনদ না করিয়া যদ্যপি ইংলণ্ডভূমি ধনদ করিতেন, তবে কে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিত? ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের যাতায়াতের সুবিধা হইবে বলিয়া কি আমাদিগকে সেই অর্থরাশি ঢালিয়া দিতে হইত?—অথবা কোন সুবিবেচক ব্যক্তি এরূপ অসঙ্গত যুক্তিতে অনুমোদন করিবেন না। ইংলণ্ডের লাভের নিমিত্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য দ্রব্যের দেশে যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে, সে ব্যয় ব্রিটিশ ভাণ্ডারের বহন করিতে হইবে। [illegible] এক্ষণে সুয়েজ খাল [illegible] করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষ ব্যয়ের ভাগী হইবেন। [illegible] সমস্ত দেনা পরিশোধ হইবে তাহার ভারগ্রস্ত ইংলণ্ডবাসীদিগের হইবে।

পুনশ্চ ব্যয় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, সে ব্যয় ঐ ব্যয় মধ্যে গণ্য করার যাদৃচ্ছাচার দেখা গিয়াছে। পূর্ব্ব হইতে ইংলণ্ডের [illegible] রাজনীতি ভারতের অনিষ্টকারিণী হইয়াছে। অন্যায় করিয়া পরে সকল ব্যয়ের ভারতবর্ষের [illegible] নিষ্পীড়ন করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব প্রদর্শিত চিরকাল আমাদের নীতি [illegible] অনুযায়ী; কার্য্যকারক [illegible] হইতেছে, অমনি এ [illegible] ব্যয় [illegible] মতোদয় এই [illegible] বহন হইতে দেন। [illegible] মুক্তিপ্রদান করুন। [illegible] ন্যায়ানুযায়ী বিচার করিবেন, তাঁহারা যদি অন্যায় করেন, তবে আর কে ন্যায় সংস্থাপন করিবেন

গত বৎসর [illegible] ভাগ্যে [illegible] অধিক। [illegible] সেইরূপ [illegible] সাধারণতঃ [illegible] কারণ। [illegible] হইয়া পড়ে, ক্রমে [illegible] অনেক স্থলে [illegible] মাতৃহীন [illegible] থাকে, ক্রমে [illegible] অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। পিতা [illegible] ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া দিবারাত্রি মনে

যাপন করেন, তদ্ভিন্ন এক একটী পুত্র কন্যার হইলে এক একখানি পত্রাদি ভগ্ন হইয়া যায়। বন্ধন আত্মীয় পরিজনগণের মনোকষ্ট ও অসু পীড়িত ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকাতে একশেষ হয়। পীড়িত লোকের সেবার কঠিন কার্য্য কিছুই নাই, যাহারা বহিবাটী কা ছিন্ন করিয়া পড়ে তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র, অন্যের পক্ষে মৃত্যু। ইহা নবকথবহা ভিন্ন কিছুই নহে। ইহাতে শরীর ও মন যেরূপ নষ্ট এরূপ আর কিছুতেই হয় না। দুই এক দিন সেবা করা যায় চলে, কিন্তু দীর্ঘকাল হইলেই বিসর্জন। রোগী ও শুশ্রূষাকারী উভয়েরই । বিশেষতঃ যে কন্যা মৃত্যু সম্পাদিক যাইতেছে, ইহা কোনক্রমে নিবার্য্য নিয়ম বোধ কোথাও হয়ে, কিন্তু প্রায়ে দরিদ্র লোক- মধ্যেই। চারিদিন ধরে পড়িয়া যাহাদিগের ব্যাধে তত্ত্ব লয়ে, —এ সংসারটি তাহাদি- ই।

ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগের কতিপয় ে হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগের কষ্টের তত্ত্ব কারণ। বহু প্রকৃতি শাস্ত্রবেত্তা সাম্য দেশের লোক। প্রকৃতি হইতে যে সকল করে পরাস্ত করিয়াছেন, আমরা এক্ষণে তাহা ব্যবহারে ও ব্যাধি নিবারণে শীতপ্রধান দেশবাসী ব্যবহারিক মাত্রে ব্যবহারে অক্ষমতার প্রতি ঘটিত। অনেক ঔষধ ও সংসর্গ স্থানের হইতে পারে। অনেক ঔষধকরণ যে কতদূর ব্যবহার করা যায় না। ইউরোপীয়দিগের শরীর পরিপোষক আমাদের শরীর কিরূপে ব্যবহারে ইউরোপীয়দিগের ধাতুর সহিত আমাদিগের ধাতুর এত পার্থক্য, বিলাতী ঔষধ অত্যন্ত গরম, দিবারাত্রি ব্যবহার করা ও মদ্য মাংস ভোজন করা যাহাতে ব্যবস্থা হইয়া শাকান্নভোজীর ধাতুর পক্ষে কদাচ উপযোগী হইতে পারে? তাহাতে দেশীয়দিগের ধাতু ভঙ্গিয়া যায়। এই সকল নানা কারণে মৃত্যুর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, অনাচার ও অত্যাচার নিবন্ধন সেইরূপ ভগ্ন সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে। মহর্ষি মনু এ ব্যবস্থা দিয়াছেন:—

নিন্দ্যাহ্নষ্ট সু চান্যাসু স্ত্রিয়োরাত্রিষু বর্জয়েৎ,
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।

বানপ্রস্থাশ্রমে হউক আর গৃহস্থাশ্রমে হউক পুরুষ যে কোন আশ্রমে বাস করুক স্ত্রীর ঋতুকালে নিন্দিত ছয় রাত্রি ও অনিন্দিত অপর যে কোন আট রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঐ রাত্রি গমন করে সে ব্রহ্মচারী হয়। এই বিশেষ বিধান দ্বারা অত্যধিক স্ত্রী সংসর্গ নিষেধই মনুর অভিপ্রেত। কিন্তু এক্ষণে কতজনে দ্বারা তাঁহার সে অভিপ্রেত সিদ্ধি হইতেছে? আজি কালি অনেকে কৌলীন্যস্থ হইয়াও অনাহারে, কষ্টের প্রথম চারিদিন একেবারে দিন নিশ্চিত গমনেও কষ্টিত হন না। সুতরাং এই সকল কারণে ভগ্ন সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষের কথা দূরে থাকুক বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র নিয়মিত রূপ মৃত্যু রেজিষ্টরি হয় না, সুতরাং প্রকৃত সংখ্যা জানিবার উপায় নাই। তবে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট কমিশন গত বর্ষে ভগ্ন মৃত্যুর সংখ্যা যে আরও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। সামান্যতঃ ৩০ টী জেলার অন্তর্গত ১০ সহরে ভগ্ন মৃত্যু রেজিষ্টরি করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। তাহাতেই জানা যাইতেছে প্রস্তাবিত বর্ষে ৩০৩১ জনের ভগ্ন হয়, তৎপূর্ব্ববর্ষে ৩৫৩১১ জনের ভগ্ন হইয়াছিল ১৫টী জেলায় এই সংখ্যার কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে। ভগ্নিষ্ট সন্তান গণের মধ্যে ২০৬০৮ পুত্র অবশিষ্ট কন্যা।

গত বর্ষে ১২৫৫৭৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব বর্ষে ১১১৬৭৩ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। তন্মধ্যে সহরে ৭৬৮৭৮ এবং পল্লীগ্রামে ১১৭৮৭৮ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, ও হাজারিবাগে বিস্ত লোকের মৃত্যু হওয়াতে এই সংখ্যাধিক্য দেখা যা করিয়াছে। আর ইহারই কারণানুসন্ধানের নিমি কমিশন নিয়োজিত হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় তাঁহা কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন নাই। স্বাস্থ্য সংক্র কমিশর বলিয়াছেন নদীয়ায় যেরূপ মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাতে প্রকৃত সংখ্যা করা ও হয় না প্রকৃত গণনা হইলে মৃত্যুসংখ্যা আরও বৃদ্ধি হই এক্ষণে পুলিস যে প্রণালীতে ভগ্ন মৃত্যুর বি রাখেন তাহাতে প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ের সম্ভা নাই। ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ পুলিসে সংবাদ দি তাঁহারা লিখিয়া রাখিয়া থাকেন, না দিলে কি লেখা হয় না। কিন্তু বাঁকুড়ার চৌকীদারদি উপর আপন আপন এলাকার ভগ্ন মৃত্যু থা ও নাইবার ভা. থাকাতে গণনা অপেক্ষাকৃত হইয়াছে। পুলিসের দ্বারা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না বলিয়া লিউ বেভেন সাহেব এতদ্বিষয়ের স্থানে বেতনভোগী একেণ্ট নিয়োগের প্রস্তাব ক তিনেন, কিন্তু তাহা আপাততঃ কার্য্যে পরিণত নহে বলিয়া স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগের উপর রূপ অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইয়াছে।

ভগ্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে ৩০৩১৫ পুরুষ ও ৩ ৩৭৩ স্ত্রীলোক। এতদ্ভিন্ন বালিকা ও শিশুর সংখ্যা ইহাতে ধৃত হয় নাই। পার্ব্বতীয় প্রদে বেতুল, হোসঙ্গাবাদ, ভাণ্ডারা, কোঁতরা, সাগর, ন পানাকুল শ্যামবাজার, নদীয়া ও কুমারখালি ভগ্ন মৃত্যু রেজিষ্টারি করিবার আইন প্রচ হইয়াছে। অবশিষ্ট সমুদায়ে ৩০ টী সহরে এই আ প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে ১৩ টী সহরের ৩০

ক এই নিয়মভঙ্গাপরাধে আদালতে হয়-
ধা ২২০ জনের দণ্ড হইয়াছে। রামপুর বোয়া-
ষ গত বর্ষে ১০ জন এই অপরাধে দণ্ডিত
কিন্তু সকলেই মুক্তি পাইয়াছে। এই নিমিত্ত
টনাটি পর্যন্ত এখানে বাণিজ্য প্রতি অম-
প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তিদিগের মধ্যে
পর হইতে নিজে কী বোধে মুক্তা হই-
। এখন কোন কোন জনের মৃত্যু হইয়া-
। সেজন্য কোন কোন জনের মৃত্যু হয়। পুর্ব
জনের মৃত্যু হইয়াছিল। আরে ১৩০৯-
জনে, এক্ষণে বসে ৬৯৩০ জনের মৃত্যু হই-
। এখন এলায় আরের আধিক্য নিবন্ধন
কোথায় সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইলে
মত প্রকার নানাপ্রকার নিবারণোপায়

গবর্ণমেণ্টের কর্ণপাতন চাহিতেছে কিন্তু এপর্যন্ত মুদ্রাযন্ত্রের
স্বাধীনতা হরণ করা হয় নাই।

কনষ্টান্টিনোপল ২৮ এ জুলাই। সুলতান মিশরে সৈন্য প্রেরণ
করিবার সংবাদ স্থগিত রাখিয়াছেন। তাঁহার আশা আছে সৈন্য
প্রেরণ ব্যতীত খেদিবের দ্বারা ইংরাজ সৈন্য মিশর পরিত্যাগ
করিবে। অনেকে অনুমান করিতেছেন, তুরস্ক ব্রিটানিকের পরা-
মর্শেই সহসা মিশর সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

সুলতান মাহমুদ আবদিকে দ্বিতীয় খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন
তাহাতে ইউরোপীয় গভর্ণমেণ্ট এসময় হইয়াছেন।

ফরাসী পার্লমেণ্টের মিশর সময়ের জন্য ৯ কোটি ফ্রাঙ্কের প্রস্তাব
হইবার সময় ৩৭ জন তাহার অনুকূলে ও ৪৩ জন প্রতিকূলে
মত প্রদান করাতে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়া ২৯ এ জুলাই। কায়রোর প্রতিনিধিরা তথা
ইউরোপীয়দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া [illegible] প্রকাশ
করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...অল্প কাল ক্ষীণদৃষ্টি বালকের সংখ্যা ক্রমেই ...হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যেই ...পীড়াধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইউমাই... ...ষ্টেটের অন্তর্গত ডিট্রয়েট নগরের ডাক্তার ...বলিয়াছেন মিডমিডে আলোকে পড়িবে না। ...থে অথবা পশ্চাতে আলোক না রাখিয়া পার্শ্বে ...বে, অত্যন্ত ক্লান্তি অথবা দৌর্ব্বল্য থাকিতে ...নিষিদ্ধ। শয়ন করিয়া পড়িবে না। ক্ষুদ্র ...বিশিষ্ট পুস্তক অধিকক্ষণ পাঠ করা উচিত নহে। ...মিত পড়া শুনা করাই কর্ত্তব্য। অধিকক্ষণ ...মুণ্ডে অধ্যয়ন করা বিধেয় নহে। চক্ষুর কিছু ...ন জন্মিলে ভাল চশমা লইয়া তাহার সংশোধন কর্ত্তব্য। স্নায়ুতন্ত্র ...রূপ কাজ অথবা সুরা ...মপান করা নিষিদ্ধ। পরিষ্কৃত বায়ুতে ব্যায়াম ...মানসিক শ্রমের অনুরূপ শারীরিক শ্রম করা ...ত। এরূপ করিলে প্রায় চক্ষুরোগে আক্রান্ত ...ত হয় না।

...টিটেগড়ে একটী কাগজের কল খোলা হইবে। ...নিমিত্ত একটী কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। ইহাঁ... ...র মূলধন ৬০০০০০ টাকা হইবে। প্রত্যেক ...শর মূল্য ১০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

...আগামী ২৭ এ নবেম্বর সোমবার প্রবেশিকা ও ...এ এবং ২ রা ডিসেম্বর বি, এ পরীক্ষা গৃহীত ...ব।

...সেনাপতির সর্দ্দার বিক্রম সাহ সেনার বাণ... ...বিক্রমকে সর্দ্দারের অন্তর্গত উৎকামুণ্ড আটক ...বার জন্য অবধারিত হইয়াছে।

...থে মঙ্গলবার বেলভিডিয়রে যে সভা হয় ...হাতে বর্দ্ধমান বিভাগের সমস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট উপ... ...ছিলেন। আত্মশাসনের বিষয় হইবাই এই ...আন্দোলন হইয়াছিল। অবৈতনিক সভাপতি ...ন করা কাহারও মত নহে। কিন্তু স্বয়ং গবর্ণর ...মহল ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ইহার অনুকূল ...কাহাকে তাঁহাদিগের কথা শ্রাব্য হয় নাই।

...পাইওনিয়র ও আমাদিগকে বড় ভয় দেখাইতে ...ন করিয়াছেন। মিসর যুদ্ধের ব্যয়ের কতক ...ভারতবর্ষীয়দিগকে দিতে হইবে শুনিয়াই পাও... ...ধো ধরিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইনকম ...করিবার বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ...ণ্ট করুন না করুন কিন্তু পাওনিয়র সম্পাদক ...ছেন বটে, ইনকম ট্যাক্স হইলে তাঁহার হাসি ...না হইলেই লুকাইয়া যাইবে, কারণ তাহা ...আপনার ফাঁদে আপনাদেরও পড়িতে হইবে। ...নিয়র ও এই শুনিয়াছেন কিন্তু আমরা আবার ...তছি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মিসর যুদ্ধের ব্যয় ...সহ্য হন নাই।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মাসিক পত্র ও পুস্তক এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। যথা:—

(১) মনুসংহিতা ১ম সংখ্যা কুল্লুক ভট্টকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিতা। কলিকাতা ১২ নম্বর কুমারপুকুর লেন বি, পি এমস্ যন্ত্রে মুদ্রিত। (২) সামবেদ সংহিতা কৌথুমী শাখা ১১ শ সংখ্যা। শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত কলিকাতা ১৬ নম্বর সোণার লেন সত্যযন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত। (৩) মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ বালকাণ্ড বাঙ্গালা অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত প্রথম খণ্ড কলিকাতা গোপীকৃষ্ণ পালের লেন ১৫ নম্বর নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। (৪) ৭ম ও ৮ম সংখ্যা সংক্ষেপ ভাগবতামৃত। শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত। (৫) মে মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন, শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড লালবিহারী দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত কলিকাতা ৮৮ নম্বর বলরামদের ষ্ট্রীট হেরাল্ড যন্ত্রে মুদ্রিত। (৬) আগষ্ট মাসের সচিত্র খ্রীষ্টীয় বান্ধব কলিকাতা ব্যাপ্টিষ্ট মিশন যন্ত্রে মুদ্রিত। (৭) জুন মাসের কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ৫১ নম্বর সীকারিটোলা ইংরাজী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। (৮) জুলাই মাসের বেঙ্গল মিসলেনী, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও চুচুড়া সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিত। (৯) আষাঢ় মাসের আদর্শিণী শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত কলিকাতা ১৩৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কয়প্রেসে মুদ্রিত।

এ সপ্তাহে প্রতিভা নামক এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি এক ফর্ম্মার আকারে ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সহযোগীর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনীয়।

গোপাল ভাঁড় ১ম ভাগ ২য় সংখ্যা। এখানি রহস্যজনক মাসিক পত্রিকা শ্রীকিষণলাল বসুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত কলুটোলা ৮ নম্বর তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। ইহাতে সমাজ ও রাজনীতির আলোচনা অতি রহস্যের সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে।

আমাদের গয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, এতদিনের পরে বৌদ্ধ গয়ার পুনী মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হইল, গত ২৮ শে জুলাই শ্রীযুক্ত জজ সাহেব বাহাদুরের বিচারে আসামীরা খালাস পাইয়াছে। যদি ইংরাজ রাজত্বে এরূপ অবাধগতি পাইতে আমরা সচরাচর শুনিয়া থাকি বটে, কিন্তু সেগুলি ইউরোপীয় হত্যাকারীগণের মধ্যে। দেশীয়দিগের ভিতর প্রায় দেখা যায় না। তন্নিমিত্তই আমরা বিস্মিত এবং অবাক হইয়াছি। সাক্ষীগণ যেরূপ প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে মুক্তিলাভের কোন ভরসা ছিল না। বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়াছে, হেডকনেষ্টবল মেনদার বক্সের প্রহারেই গাঙ্গুমালীর প্রাণত্যাগ হইয়াছিল। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে সময়ে সরজমিন তদারক করিয়া আসামীগণকে গ্রেপ্তার করেন তৎকালে তাঁহার নিকটেও উহা প্রমাণ হইয়াছিল। জমাদার সাহেবও গাঙ্গুমালীকে যে প্রহার করিয়াছিলেন একথা অস্বীকার করেন নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন গাঙ্গুমালী তাঁহার সমক্ষে আনীত হইলে তিনি তাহাকে যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করেন, সে তাহার কোন উত্তর না করায় তৎপ্রতি সন্দেহ হওয়াতে প্রহার করিয়াছিলেন। পরে যখন আঘাত পাইয়াছে সে, কথা কহিল না তখন পাগল বিবেচনায় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তদনন্তর কিরূপে সে মারা পড়ে তিনি তাহার কিছুমাত্র জানেন না। বৌদ্ধগয়ার লোকের সহিত তাঁহার বিবাদ আছে মহান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি বিরক্ত। তাঁহারাই ষড়যন্ত্র করিয়া এই মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। বৌদ্ধগয়ার লোকের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর থাকার নিদর্শন স্বরূপ তিনি একখানি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেন। উপস্থিত দুর্ঘটনার এক মাস পূর্ব্বে তিনি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে এই মর্ম্মে এক রিপোর্ট দেন যে বৌদ্ধগয়ার লোকের আমার প্রতি বিরূপ, অতএব আমি স্থানান্তরিত হইতে ইচ্ছা করি।

মোকামাস্থ সংবাদদাতা বলেন, গত ২৫ এ জুলাই এক মহাজনী নৌকার চড়নদার একটী স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে যাইতে বাড়ঘাটের নিকট নৌকা বন্ধ করিয়া দাঁড়ি ও মাঝির সহিত বাসে সুধাপান করিতে আসিয়াছিল। মদ্য পানান্তর প্রত্যাগমন সময়ে সকলে তাহার নিকট কিছু টাকা আছে জানিতে পারিয়া ইংলিস নামক স্থানে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায় ও নৌকায় পৌঁছিয়া স্ত্রীলোকটিকে কহে যে সে পুনর্বার মদ্যপানের জন্য ফিরিয়া গিয়াছে। পরে রাত্রি প্রভাতে মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা অপর এক নৌকায় তথায় পৌঁছে ও ভ্রাতার বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য অনুসন্ধান করিতে পুলিসে আসিয়া তাহাকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। উক্ত রাত্রিতে ইংলিসে একটী চুরি হইয়াছিল। পুলিস মৃত ব্যক্তিকে চোর ও গৃহস্থকে তাহার নিধনকর্ত্তা স্থির করিয়া পীড়াপীড়ি করিতেছিল কিন্তু যথা ধর্ম্ম তথা জয়। এক্ষণে গৃহস্থ নির্দ্দোষী ও দাঁড়ি মাঝিরা গ্রেপ্তার হইয়াছে।

নর্দ্দার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের সাবাস ষ্টেশনে ১০ ই শ্রাবণ সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি মধ্যে পর...

...নে ...লসাং হইয়াছে। এখন দামকাদিয়া ...তে ষ্টিমার একবারে বামুনগাঁ ষ্টেশনে যাতায়াত ...রিতেছে।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তরাংশ পর্ব্বত সমূহের অধিবাসী বিশেষতঃ খসিয়া পর্ব্বতের লোকেরা মধুমক্ষিকা ...মধুচক্র প্রস্তুত করিয়া প্রভূত মধু সঞ্চয় করিয়া ...ক। ঐ মধু বিক্রয়ে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ ...। মক্ষিকারা শীতল হইয়া এক স্থান হইতে ...স্থানে যায় সেই সময়ে উহারা ক্ষুদ্র জালের ...ারা Queen bee অর্থাৎ দলের কর্ত্রীকে ধৃত করে, অন্যান্য মক্ষিকা হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া ...প্রস্তুত স্থানে লইয়া গিয়া রাখিয়া রাখে, এই অপরাপর মক্ষিকারা তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন ...য়া তথায় চক্র রচনা করিতে থাকে। একবার ...বাঁধিতে আরম্ভ করিলে কর্ত্রীকে ছাড়িয়া দিতে ...তখন সে সগণে নানা ফুল হইতে মধু আহরণ ...য়া চক্রে লইয়া আইসে।

সম্প্রতি বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট বাবু ব্রজেন্দ্রলাল ...র জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার সহিত বাবু প্রমথনাথ ...হিন্দুমতে শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরকন্যা উভয়েই বিলাতের জেতৃ। ব্রজেন বাবু ...লিয়ান, প্রমথ বাবু ভূতত্ত্ববেত্তা, উভয়েই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী।

টেলিগ্রাফের কার্য্যের জন্য মিশরে লোক প্রেরণ ...বার আবশ্যক হওয়াতে মান্দ্রাজের এক জন ...ঙ্গি কর্ম্মপ্রার্থী হয়। কিন্তু স্বামী সমভিব্যাহারে ...স্ত্রীর এরূপ অভিপ্রায় নহে। তিনি প্রথমে ...হাকে অনেক বুঝাইয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছু ...নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া পরিশেষে টেলিগ্রাফ ...গের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তারযোগে এই সংবাদ ...ন যে, আমার স্বামীকে মিশরে পাঠাইবেন না ...ণ তাঁহার চিত্তবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। মিশর মিশর ...া তিনি পাগল হইয়াছেন। ক্ষিপ্ত লোক কোন ...টির উপযুক্ত অথবা দায়ী হইতে পারে না।

...ত্রিপুরায় ফলের কল প্রস্তুত করিবার বিষয়ে ...া রাজা বিষম আপত্তি করিতেছেন। কলের ...পান করিলে জাতি থাকিবে না, এই আশঙ্কায় ...ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। উক্তরা মাজি...ষ্টেনবি সাহেব তাঁহার ভ্রাতার অপনোদনার্থ ...ড়তলায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ...া করিয়াছেন। তিনি সহজে সম্মত না হইলে ...ই বিষয় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর ...বেন।

...ক্ষেত্রের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর ...করে প্রেরণ করিবার আদেশ হইয়াছে। ...ণ্টের ডিসিপ্লা জেনেরল সৈন্যদিগের জন্য ১০০০০০ পাউণ্ড মাংস সরবরাহের টেণ্ডার গ্রহণার্থী হইয়াছেন।

ভূপালের বেগম মিশর যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাহায্য করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সন্তোষ প্রকাশ করিয়া এখন আর সৈন্য পাঠাইবার সুবিধা নাই বলিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন নাই।

গত ৭ই জুলাই ফলের প্রধান সেনাপতি জেনারল স্কবেলফ হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় মস্কাউয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

জাপান গবর্ণমেণ্ট অতঃপর বালকদিগকে শিল্প ও বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে না পাঠাইয়া জার্ম্মণিতে পাঠাইবার কল্পনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে যাহারা শিখিতে ছিলেন তাঁহাদিগকে জার্ম্মণিতে যাইতে বলিয়াছেন।

আমরা প্রেসকমিশনরের নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম, ১৮৮১ অব্দের লোক সংখ্যায় জানা গিয়াছে মরিসসে উপরোধের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭২ অব্দে তথায় ৩৬২৪৫ জন লোক অবস্থিতি করিয়াছিল, এক্ষণে ২৪৮৯১৩ জন বাস করিতেছে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত কুলী ১৮৬১৭৮, স্বেচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া গিয়াছে ৫৬১৭ ও তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে ১১৩৩৯৮। ইহার মধ্যে ১১৬৬৩ পুরুষ ও ১৭৬৪২ স্ত্রী।

আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের মনিকাগন যোগ হইয়াছে। এবার যে কত হতাদরের দেখিব তাহার আর সম্ভব নাই। সে দিন ব্রাইস রমেশচন্দ্রকে হাইকোর্টের প্রতিনিধি পদানেম বিচারপতির পদে আসীন দেখিলাম, আজ আবার বাবু হুদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সাধারণ শিক্ষাবিভাগের প্রতিনিধি ডাইরেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। যাহা কখন হয় নাই ও হইবার সম্ভব করে নাই, এই দিনের প্রথম দেখা আমরা চাহাই প্রত্যক্ষ করিলাম। এই দেশের দেশীয় লোক এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ডাইরেক্টরের কর্ম্ম সাধের কিছু বিলের জন্য শিমলায় গমন করিয়াছেন।

আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল [illegible] কোর্টের অন্যতর জজের কার্য্য হইতে রমেশচন্দ্র মিত্রকে প্রতিনিধি চীফ জষ্টিসের পদ প্রদান করাতে তাঁহার পুত্র বাসিগণ একটী প্রকাশ্য সভা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। আবার গত ১৪ই শ্রাবণ কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল সম্প্রদায় রাউটীস্ট গ্রিফরি সাহেবের বাটীতে রমেশ বাবু প্রতিনিধি চীফ জষ্টিস হওয়াতে তাঁহাকে লইয়া মহা আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কটকের অন্তর্গত ভাঙ্গপুর ব্রাঞ্চের [illegible]

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] অন্তর্গত আরাবাদের ভার লইলেন।

বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় লোহারডাঙ্গার অন্তর্গত [illegible] ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

পুলিষ।

[illegible] চীফ [illegible]

[illegible] চীফ [illegible]

[illegible] চীফ [illegible]

[illegible] চীফ [illegible]

[illegible] চীফ [illegible]

[illegible] চীফ [illegible]

ঃ সাসিরামে এবং সাহাবাদের এডিসনল মজফরবদলী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

ঞ্জপুরের সবর্ডিনেট জজ বাবু মধুরানাথ গুপ্ত পূর্ণিয়ায় ভজতা প্রতিনিধি সবর্ডিনেট জজ বাবু মতিলাল সরকার বদলী হইলেন।

বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র ময়মনসিংহের অতিরিক্ত সবর্ডিনেট এবং পাটনা ডোট আদালতের জজ ও সবর্ডিনেট জজ ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি ময়মনসিংহে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন তাহাতে প্রতিনিধি অতিরিক্ত সবর্ডিনেট জজ বাবু কাশীনাথ মিত্র ময়মনসিংহে কার্য্য করিতেছেন।

সংবাদদাতার পত্র

কানপুর।

আজ কাল এখানকার জলবায়ু মন্দ নয়, শীতাকেমন পাঠভাব দেখা যায় না। বৃষ্টি আশানুহইতেছে, শস্যাদির অবস্থা বিশেষ প্রফুল্লকর, যুদ্ধ উপলক্ষে এখানকার দ্রব্য সামগ্রীর দর হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। গোধূমের বাজার পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক মন্দা হইয়া উঠিয়াছে, ক্রমশঃ যে আরও দিন দিন হইবে না তাহা-কে বলিতে পারে। এখানকার কেণ্টনমেণ্টে যে সকল সিপাহি আছেন, তাহারা সুসজ্জিত হইয়াছেন, আবশ্যক হইলে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইবেন। কমিশরিয়েট বিভাগে খুব ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির এই সময়ে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন, পাঁচ দিন বিশেষ ট্রেণে সামরিক সামগ্রী বোঝাই হইতেছে। মিলিটরি সাহেবেরা আমোদ উত্তর পশ্চিমে অনেক বেগ উৎসাহিত হইয়াছে। আমাদের বাসনা যে ব্রিটিশ-সিংহ থাবা করুন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য পাঠান হইতেছে, তাহার নায়কার তাহাদের চক্ষের উপর হেলা কি ন্যায়সঙ্গত হইতেছে ? ইউরোপীয় সমাচারপাঠে অবগত হইলাম যে, ফ্রান্সের আমাদের উদার চেতা সেক্রেটরী লর্ড হ্যামিল্টন বলিয়াছেন যে, এ যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের প্রেরণের গবর্ণমেণ্ট যতন করিবেন। আমরা আশা করি কোন যুক্তিতে ভারতবাসিরা—তাহারা ব্রিটিশসন্তানেরা এই উপস্থিত সময়ে বঞ্চিত হইতে পারে ? গত বৎসর পূর্ব্বে মাল্টাপর্ব্বত গ্রাণ্ড ডিউক সাহেব আফগান যুদ্ধব্যয় সংক্রান্ত বাদানুবাদে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি কাহারও স্মরণ নাই। ভারতবন্ধু ডিউক সাহেবের গত আফগান যুদ্ধ বায় সম্বন্ধীয় "মোশনে" সভায় ভারতের প্রকৃত মিত্রের ন্যায় তিনি যে, সব সদ্যুক্তি পরম্পরা দ্বারা উক্ত যুদ্ধব্যয় সমস্তই ইংলণ্ডের বহন করা বিধেয় সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব বিশেষ উৎসাহের সহিত সে "মোশন" সমর্থন করিয়া ন্যায়দণ্ড সম্মুখে রাখিয়া বলিয়াছিলেন যে, "ভারতবাসিদের এ যুদ্ধে কোন সংস্রব নাই" তাহারা নির্দ্দোষী, তাহাদের পক্ষসমর্থনকারী "কোন প্রতিনিধি এ মহাসভায় নাই, এমন অবস্থায় তিনি উক্ত যুদ্ধব্যয় ভারতের মস্তকে স্থাপন করিতে প্রস্তুত নন, এবং ইহার সপক্ষে মত দিতে তিনি স্বীকৃত নন।" এখন সেই ফসেট সেট গ্লাডষ্টোন সাহেব ভারতের "ভাগ্যলক্ষ্মীর" উদার মন্ত্রি হইয়া যদি এই ইউরোপীয় মিশরযুদ্ধে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সপক্ষতা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বলিয়া তাহার সুখের অন্ন কাড়িয়া লন, তাহা কি ন্যায়সঙ্গত ন্যায়ানুমোদিত ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গৌরবজনক হইবে ? কখনই না। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের খ্যাতি প্রতিপত্তিতে যশস্বী সন্দেহ নাই, তেমনি ইংলণ্ডেরও ভারতের সৌভাগ্যে সুখী হওয়া উচিত। ভারত দুর্ব্বল ও দুঃখী, ইংলণ্ড প্রবলশক্তি সম্পন্ন ও ধনী, এমতাবস্থায় অন্যায় পূর্ব্বক ভারতের শোণিত শোষণ করা কি ইংরাজ মন্ত্রিসম্প্রদায়ের ধর্ম্মসঙ্গত কর্ত্তব্যপালন হইতেছে ? আমরা অনুরোধ করি, আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রাণ লর্ড রিপন এই অন্যায় বিচারে যেন মত না দেন। যদি একার্থই দিতে হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় ধনিকগণের উপকারার্থ সে দিন বিলাতি বস্ত্রের উপর যে আমদানি-শুল্ক অন্যায় পূর্ব্বক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা তাঁহাদেরই হিতার্থ পুনঃ সংস্থাপিত হউক, ইন্কম্ ট্যাক্স তাঁহাদেরই বাণিজ্যাগার, তাঁহাদেরই টাকার জন্য স্বার্থের জন্য এই বর্ত্তমান যুদ্ধবিগ্রহনা, এ কারণ তাঁহাদেরই চুরোনি চুরোর উপর "কসটম ডিউটী" পুনঃ স্থাপন করা যার পর নাই কর্ত্তব্য। ইনকম ট্যাক্স কিম্বা কোন সর্ব্বস্বান্তকর কর দিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমরা অক্ষম। ভারতের প্রতি দয়া ও সুবিচার প্রকাশ করা যদি উদারনীতিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে তাঁহারা একবাক্যে লর্ড হার্টিংটনের বিদ্রূপবিদ্রূপ-পূর্ণ নিদারুণ বাক্যের প্রতিবাদ করুন।

গত ১ লা জুলাই হইতে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি এলাহাবাদ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের সুবিধার্থ ঐ শ্রেণীর ভাড়া ইংরাজী তিন পাইয়ের পরিবর্ত্তে আড়াই পাই করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা দুঃখী লোকদের উপর গবর্ণমেণ্ট বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভূতপূর্ব্ব ট্রাফিক ম্যানেজার ব্যাচিলার সাহেব যে নিদারুণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। এত তাহাতেই যে উহার কার্য্য এক প্রকার স্থগিত তাহা অদ্যাপি আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক আ পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের নিকট হইতে গত বৎসর কত লাভ করিয়াছেন, পাঠকগণের বিদিতার্থ তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

প্রথম শ্রেণী ২০৪৮৫ আরোহী ২৩১৭৪৭ টাকা
দ্বিতীয় শ্রেণী ৭৬৫৮১ ঐ ৩১৩১৫২
মধ্য শ্রেণী ৩০৬,৬৮৮ ঐ ২৩৯,১৭৬
তৃতীয় শ্রেণী ৩,৯৮৯,৩০৮ ঐ ৪৩,৮২৯১৬

আমাদের অনুরোধ যে ভারতবর্ষস্থ অপর যে যে রেলওয়ে কোম্পানি অদ্যাপি তৃতীয় শ্রে ভাড়া কমান নাই, তাঁহারা পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রে য়ের অনুকরণ করুন, তাঁহাদের বিলক্ষণ আয় হইবে। ভারতবর্ষস্থ সমুদায় রেলওয়ে গত বৎসর আরোহীর সংখ্যা ২,৬৬,৪৫,৮,৮০, এবং ১,৮০,৪ ১২,টাকা মোট ভাড়ার মধ্যে ২৪,২৩৫,৭৩৮ জন তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী ১, ৪৭,৭৭, ৭৭৯,টাকা দিয়াছে। অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর (প্রথম দ্বিতী মধ্যম) ২৪১০,১৪২ লোকের ভগ্ন হইতে যৎসা ১৩০৫,৪৩৪টাকা মাত্র আয় হইয়াছিল। তবু তৃ শ্রেণীর আরোহীদের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার হয় তাহা কাহার না বিদিত আছে, তাহারা কখন পস্তর গাড়ীতে ও কয়লার ওয়াগানে দাঁ বার স্থান পায় না !! ওহো কি সহিষ্ণুতা।

সোমড়া।

আমরা শুনিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম, না হওয়াতে আগামী ১লা আগষ্ট হইতে বল সবরেজেষ্টরী আপিসটী উঠিয়া যাইবার আদেশ যাছে। সাত বৎসরাবধি এই আপিসটী স্থাপিত এক্ষণে উঠিয়া যাওয়াতে সাধারণের বড়ই অসুবি কষ্টকর হইবে। কেবলমাত্র লাভের উদ্দেশ্যে কাহা করা গ্রভার কর্ত্তব্য নহে; ব্যবসাদারে কার্য্য। আমাদের গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রারদিগের বে নের যে নূতন ভার করিয়াছেন তাহাতে বড় রেজেষ্টরী আপিস মাত্রেই লাভবান হইবেন, কে ১।১টি ক্ষুদ্র আপিসে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। তি তাই বলিয়া প্রজাসাধারণকে কষ্ট দেওয়া সু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বড়ই নিন্দার কথা! ব বড় সবরেজেষ্টরী আপিসটী উঠিয়া যাইবার আ শুনিয়া এ অঞ্চলের আপামর সাধারণ ইতর ও সকল লোকের মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছেন। বিশে পাণ্ডুয়ায় পুনর্ম্মুদ্রিত হইবার আদেশ আরও ন কর। কারণ পাণ্ডুয়া হইতে স্থানানুসারে ২।৮ ও

শ দূর; অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা; যাতায়াতের ন সুবিধা বা যান নাই। পদব্রজে বা পোষাকটে চড়িয়া । কাযেই পাড়ায় বেড়াইতে যাওয়া প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। তদপেক্ষা গুপলীর অধীন বো সুবিধা হইত। যাহা হউক আমরা বিনীত নি ও অনুরোধ করি, মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গব- াহাদুর মহোদয় বলাগড় সবরেজেষ্টরী আপিসটীর পাপন করিয়া কিঞ্চিৎ চক্ষুঃকটাক্ষ প্রদর্শন করিয়া ত্থ আপ্যায়িত করেন।

সোমড়া পোষ্ট আপিসের পত্রকটীরটীর অবস্থা ন্তোষজনক। ঘরখানির চুদ্দশা দেখিলে গোশালা বোধ হইতে পারে। রণারোহীদিগের থাকিবার ঘর- ানারও অভাব। প্রেরণ মাসে টাকা মঞ্জুর ছে। কিন্তু অক্ষরদিগের কাযের এমনই সুব ত যে সে টাকা কোথায় অদ্যাপি তাহার ন খোঁজখবর নাই। এদিকে যে চাপাটীক সমভূম ব উপক্রম হইয়াছে। যখন মেরামতের সামান্য আসিবে তখন পাঁচশে আবার নূতন করিয়া াণ করিতে হইবে। অতএব মেরামতের টাকা নিষ্প্রয়োজন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। গবর্ণমেণ্টের াব দশাই এই।"

বলাগড়ের সবরেজেষ্টরী আপিস উঠিয়া গেল। ার শ্রীপুরের ষ্টাম্পবিক্রেতা নগেন্দ্রনাথ সেন ক যিনি যেত্তার আছেন তাঁহার নিকট যখন যে মূল্যের ষ্টাম্প ক্রয় করিতে যান, সেবার মূল্যের ষ্টাম্প পান না। এজন্য স্থানীয় কর গংসারোনাস্তি কষ্ট, অসুবিধা, ক্ষতি ও বায়- া হইয়া থাকে। কারণ দুই আনা দামের এক ন ষ্টাম্প চুঁচুড়া হইতে আনাইতে প্রায় এক খরচ হইয়া থাকে। বলাগড় থানার মধ্যে উহা- চেটিয়া; কিন্তু কার্য্য এইরূপ। তথা- তাঁহার কার্য্যের আরও অনেক দোষ আছে, া এক্ষণে তাহা প্রকাশ করিলাম না। ছগলীর লক্টর সাহেবের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা

যোগসঙ্ঘে এদেশের গোকুল নিষ্ফল হইল। র মূল্য অতি সুলভ হইয়াছে কিন্তু গ্রাহক কেহই । অতএব চুঁচুড়া ও চুঁচোপো কা ক।

চন্দননগর।

গত ১০ ই শ্রাবণ সাধারণ-তন্ত্রের জন্মতিথী উপ- ক্ষে এখানে অতীব সমারোহ হইয়াছিল। ঐ দিবস াতে প্রথমে তোপ হয়, পরে ৮ টার সময় মিউনি- পল অফিস হইতে দুঃখী লোকদিগকে বস্ত্র ও ল দেওয়া হয়। বৈকালে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে নাচ এবং গঙ্গাধারে একটী বিশ হস্ত লম্বা কাষ্ঠের খুঁটা পুতিয়া তাহার চারি দিকে চর্ব্বী মাখাইয়া তাহার মাথার উপর গোলাকারে ছয়টা ছাতা, দশযোড়া কাপড় ও আটটী পশমের থলিতে চারি আনার হিসাবে বাঁধা হয়। যে কেহ যেমন করিয়া হউক খুঁটীর উপর উঠিয়া উপরি উক্ত দ্রব্যাদি লইতে পারিবে উহা তাহার হইবে। কতকগুলি ইতর লোক অনেক কষ্টের পর উহা লইয়াছিল। পরে বৈকালে পুনরায় তোপ হয়, তৎপরে গঙ্গাতে হাঁস ছাড়া হয়। এবং দেশীয় মাঝিদিগের দ্বারা নৌকার বাইচ খেলা হয়। যে মাঝির নৌকা উত্তম চালিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেক নৌকায় ছয় চারি ও তিন টাকার হিসাবে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। পরে অপরাহ্ণে দেশীয় বালকদিগের পদব্রজে দৌড় হয়, এবং যোগ্যতানুসারে প্রত্যেক বালককে আট আনা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। পরে যুবকদিগের ঐরূপ দৌড় এবং তৎপরে চারি জন বলবান ব্যক্তিকে থলের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দৌড় করান হয়, ইহার পারিতোষিক তিন হইতে চারি টাকা। পরে সন্ধ্যার পর পুনরায় তোপ হয়, এবং সাহেবপটী আলোকমালায় আলোকিত হয়, রাত্রি নয়টার পর ভিখারিদিগের পারেড হইয়া নানাবিধ বাজী পোড়ান হয়। শেষে গবর্ণমেণ্ট হাউসে নিমন্ত্রিত অনেক দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত লোক শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এপোটায় পর সাহেবদিগের ডোল হইয়া উৎসব শেষ হয়। মোট সমেত চারিশত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

এখানকার বড় আদালতের ভূতপূর্ব্ব মুন্সি ও সাহেবের সহিত বহুকাল একত্রে কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার বিচারপ্রণালী প্রশংসনীয় এবং তিনি নম্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার পদে মুন্সি ভূপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তি আছেন।

শিবদত্ত নামে ৫. সবরেজিষ্ট্রার বার আনা পয়সা যুক্ত লক্ষ্মণ অপহরণে ধৃত হইয়াছিল, তাহার ৫ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

শান্তিপুর।

বর্ষার সমাগমে প্রতি বৎসর ভাগীরথী জল বৃদ্ধি হইয়া মরাগাঙ্গে প্রবেশ করে, এতন্নিবন্ধন নদীটী অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মরাগাঙ্গের উপর স্থানীয় ও বিদেশীয় স্ত্রী পুরুষে মল মূত্র পরিত্যাগ করাতে বিষময় ফল প্রসবিত হয়। অতএব আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ঐ দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

গবর্ণমেণ্ট রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুকে আবার প্রতি সোমবার অগ্রতা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবু বেঞ্চে প্রেসিডেণ্ট হইয়া বিচারাদি করিতে অনুম প্রদান করিয়াছেন। যতদিন অবৈতনিক মাজি বাবুরা কার্য্যবিধি ও দণ্ডবিধি এবং সাক্ষীর আইন সারে কার্য্য করিতে অসমর্থ হইবেন, ততদিন ডেপ বাবু তাঁহাদের শিক্ষাগুরু থাকিয়া কার্য্য করিবে ভাল, প্রায় ৬। ৭ বৎসর হইল এখানে অবৈতনি মাজিষ্ট্রেট বাবুদের বেঞ্চ সংস্থাপিত হইয়াছে। এ রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুগণও ঐ বেঞ্চে প্রতি সোমব প্রেসিডেণ্ট থাকিয়া বিচার করিয়াছেন, তবে কে আজিও আমাদের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবু বিচারপ্রণালী শিক্ষা করিতে পারিলেন না?

এখানকার বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ছাত্রে বেতন দিয়া অদ্যাপি মিডলিসিগুলে পড়ে থাকে, কিন্তু ছাত্রের [illegible], তাহাদের অতীত হইলেই আপন আপন বেতন টাকা দিয়া এটী অত্যন্ত গর্হিত প্রথা, অতএব আমরা আশা যে, পশ্চিম বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইন্সপেক্ট ঐ পদ্ধতি ও প্রথাটী উঠাইয়া দিয়া ছাত্রবৃত্তি নিধন ছাত্রগণের আর্থিক অসুবিধা নিবারণ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জ হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময় মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর সাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও প্র পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রী উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলি ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সো পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতৃদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাই যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দেবার বাঞ্ছা ক তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

পার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০
া ; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের-
াধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩১ নং কালী-
রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমা-
অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
েণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
ক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
ছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
ইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
নীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
স্থানে টাকা দিয়া উহাদের নিকট হইতে
ল লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।
৫৮০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।
এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার
গর নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত
ি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত
বৈদ্যক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া
াদি প্রদান করেন।
বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের
নিম্নলিখিত পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অর্দ্ধ
ার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,
রক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং
াক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক
ন এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।
কান্ত সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষ-
পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন,
া আমাদের নিকটে তালিকাপত্র মুদ্রিত
য়াছি। ইহা নিরীহ বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন
রিতে পারেন।
এক শিশির মূল্য—২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)
এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন
। দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাব-
ন জ্বালা, সপূয় বা পূতি নির্গম, সরক্ত ও খড়িমাবৎ
ব নির্গত হইলে ও নিদ্রাযোগে এই ঔষধ সেবনে
তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও
মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব
এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা এই সকল
রোগ জনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্তপদাদির জ্বালা,
গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের
সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়
এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে
ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহস-
পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট
ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়মে
সেবন করিলে শরীরের নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন
হয়, এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল
শারীর-যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃ-
পীড়া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির
হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য
প্রভৃতি পীড়াসকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ
যৌবনস্বভাবসুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয়
ইন্দ্রিয়-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আশুবিক
নির্গম, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকলের
আশু শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে।
অন্যদেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।
এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা
(টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত
ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ
আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।
এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।
এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া
দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে-
ষতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, যোনি বেদনা, বন্ধ্যাদোষ,
অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, কষ্টার্ত্তব,
পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন
পর্য্যন্ত শোণিত নিঃ হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য
প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব
প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে
নষ্ট হইয়া থাকে।
একপোয়ার মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে যে
মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতক গুলির
নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এ
" " অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
" " দুকড়ী ঘোষ। ঐ
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ
কলিকাতা।
" " ধর্ম্মদাস বসু। ঐ
" " বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
ঢেকানল কট
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজ
বর্ম্মা—মার্গ।
" " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডে
কলেজের অধ্যাপক কলিকাত
মে° ব্রজেন্দ্রনাথ দে—ডয়েণ্ট মাজিষ্ট

Mrs E D' cruze 99 College Street C
cutta.
Diplomaid midwife
Fees to attendance moderate.
Bears high testimonials.
মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রী
ই, ডিকুজ ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। নি
যাইবার পথ খরচ ও দর্শনের ফী অতি অল্প।

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১৯ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিক
আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, ক
সুগন্ধিদ্রব্য, খাম, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্র
সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্র
সীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, তামার
মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি।
লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন!

" আয়ুরঞ্জন " ১ ম ' ম ভাগ দেড়ম
মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইলে অগ্রিম মূল্য
পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টা। সর্ব্বসাধার
পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডা
শ্রী অন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।
১৮৷৷ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৷

থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গভ ২৫ বৎসরের
শিক্ষার ফল স্বরূপ মাংলেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া,
ীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রচার,
াদি নিবিষ্টে করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বিশেষ উপ-
করিবেছেন।
ফোরেপ, মারফ-কোরেপ, ও ম্যাক্সিমা (বা
ী) রোগ পুরাতন অস্থ চিকিৎসা রোগীর গাত্রে

প্রথমে পরীক্ষার সহিত করাইয়া থাকেন। তাঁহার
ারীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎ
পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দশম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দশম সংখ্যা প্রকাশিত
হইল। ইহাতে পিপীলিকাদিগের মনোহর-বাক্তি
পশুপক্ষী, সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে প্রাকৃত লোকের
ও বিশ্বাস, মৃত্তিকটিক, জগতের আদিম মানব
ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ,মনুসংহিতা, কল্পলতি,
জাতের মতের আগমন, সাংখ্যদর্শন, এই ৮ টী
সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আট্‌পেজি ফর্ম্মার
উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল
সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকে
মহাশয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কা-
য়ালকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন।
মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট পত্রিকা
করা হয় না।

নূতন পুস্তক।

ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে কবি হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট বিজয় মহাকাব্য।

পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১ ডাকমাশুল ।
ঐতিহাসিক উপন্যাস। মূল্য এক টাকা।

ভারত সঙ্গীত কাব্য।

সমাপ্ত—মূল্য ।০

অশ্রু উচ্ছ্বাস মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

সর্ব্বত্র প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া

রেজিষ্টারী করা (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১ এক টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য ঔষধের নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, হস্তপদদাহ এবং ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য জন্য, পরিশ্রমোপলক্ষে অধিক বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব, শুক্রতারল্য, ধাতু-নিঃসরণ এবং প্রস্রাবের সহিত শ্বেত বর্ণ ধাতু যোগে ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়সংক্রান্ত স্থান ঘোর শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও ধাতু পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার ঔপদর্গিক লক্ষণ সমূহ বা যেরূপ লক্ষণ যোগে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা কোন-প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অন্ততঃ একবার আমাদের এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখিলে আমাদের এই অত্যুক্তি

শারীরিক ও ইন্দ্রিয়ঘটিত

আরোগ্য

প্রতি শিশির মূল্য ১ এক টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

[illegible] ৭, কলুটোলা
[illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সোনাগাছি,
[illegible] বেলেঘাটা।

[illegible] ঔষধালয়ে [illegible] ঔষধ
[illegible] ষ্ট্রীট [illegible] ষ্ট্রীট
[illegible] ষ্ট্রীট [illegible] ষ্ট্রীট
[illegible] ষ্ট্রীট [illegible] ষ্ট্রীট

ঔষধ পাইবার ঠিকানা। শ্রীহরিদাস দে
১২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মেডিকেল হল,
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ দে—টালী
" " শ্রীশচন্দ্র বসু—ভাস্তাড়া
" " মধুসূদন আলুকদার—নওদাপাড়া
" " প্রতাপচন্দ্র বসু—মাদারিপুর
" " গোপালচন্দ্র রায়—পাবনা
" " ত্রৈলোক্যনাথ মল্লিক—মাকড়দহ
" " গদাধর রায়—মাকড়দহ
" " তুর্গাপ্রসাদ মিশ্র—বহরাকাব
" " ভূতনাথ রায়—কলিকাতা

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী নিবেদন।

অগ্রিম মূল্য না [illegible] সোমপ্রকাশ কা[illegible] নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমস্থলস্থ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহ ৫ পাঁচ টাকা এবং মফস্বলস্থ গ্রাহক অগ্রিম ৬ ছয় টাকা [illegible] মফস্বলস্থ গ্রাহকদিগের নিকট মাসিক ৴৫ আনা এবং মফস্বলস্থ গ্রাহকদিগের নিকট মাসিক ৴৬ আনা [illegible] হইবে না।

[illegible] সোমপ্রকাশের [illegible] পাইতেছেন, তাঁহারা [illegible] সোমপ্রকাশের [illegible] লিখিয়া [illegible] কার্য্যালয়ের [illegible]

[illegible] মূল্য [illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ৩৯ সংখ্যা।

...ম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ...কা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৯ সাল। ৩০ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮২। ১৪ ই আগষ্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ ... মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ...

বিজ্ঞাপন

WANTED.

A Clerk and Cashier on Rupees 20 ...th, for the Rajpur Municipal Office. ...rence will be given to a Candidate who ...good knowledge of accounts and has ...experience of Office duties. The suc... ...ful candidate will have to furnish secu... ...of Rupees 400 either in Cash or by ...rement promissory notes.

Applications with Copies of Testimonials ... ...be received ... up to ... August 1882.

...n Master's Office, ... Station, ...th August 1882. | Notice Board Office, ... Chowrasta, Rajpur Municipality.

ডাক্তার শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিশুদ্ধ ঔষধালয়।

...০ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

...শ্বাস ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মমতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় ... আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ ...ার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ ...হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্ত ...দির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, ...ত্বর হ্রাসতা, অত্যন্ত পিপাসা, ক্ষুধাগ্নির লাঘবতা ...র্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া ...বারে ও ...রূপে স্বাভাবিক হয়।

ছয় সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

ডাক্তার শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রেষ্ট্রীট শ্যামপুকুর কলিকাতা।

এই চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ পাওয়া যায়। ইদানিং আমরা বহুবিধ নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া দুরূহ চিকিৎসাদ্বারা পীড়া সকল অল্প সময়ে আরোগ্য করিতেছি; আমাদের চিকিৎসাপ্রণালী ও ঔষধ সকলের গুণের পরীক্ষা আমাদের ১২৮৯ সালের বিনপঞ্জিকা সহ ঔষধের পত্রিকা পত্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন। এই পঞ্জিকা বিনা মূল্যে প্রদত্ত হয়।

যোগসিন্ধু রস। ইহা সেবনে সপ্তাহ মধ্যে সকল প্রকার মেহ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ১ টাকা। ...কং ৵০।

সঞ্জিবনী রসায়ন। ইহা সেবনে ধাতু তরলতা, শুক্রক্ষয়, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ব্রহ্মচর্য্যাদি পীড়া সকল আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ১ টাকা ৵০।

সুরভি।

বিবিধ বিষয়িনী নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা।

আগামী ১ লা আশ্বিন শনিবার হইতে "সুরভি" নামে একটী নূতন বিবিধ বিষয়িনী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। এ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আলোচনা, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার করা "সুরভির" উদ্দেশ্য। সকল সম্বাদ পত্রের ন্যায় ইহাতে নিয়মিত রূপে রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনা ও নূতন সম্বাদ প্রকাশিত হইবে এবং তদ্ব্যতীত বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, পুরাবৃত্ত, রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস, জীবনচরিত, ভ্রমণবৃত্তান্ত, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক প্রভৃতি নানা বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ ও মনোরঞ্জক ইংরাজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সারাংশ বা সমুদায়ের বঙ্গ... বাদ প্রকাশিত হইবে। ইংলণ্ডের জ্ঞানভাণ্ডার ... বিশাল ও নানা রত্নে পরিপূর্ণ, এরূপ অনুবাদ ... সেই ভাণ্ডারের দ্বার সাধারণ বঙ্গবাসীর নিকট উ... হইবে। অন্যান্য বিষয় ব্যতীত "সুরভির" এ... সংখ্যায় একটী চিত্তবিনোদক ইংরাজী উপন্যা... কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশিত হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ও সুপ্রসিদ্ধ ... কার শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ত... দ্বারণে এই পত্রিকার কার্য্য সম্পাদিত হইবে। "... ...ির আকার রয়েল ৪ পেজি দুই ফরমা হই... কলিকাতাবাসীগণের জন্য ইহার বার্ষিক মূল্য ... ষাণ্মাসিক ১৷০। বিদেশস্থ গ্রাহকগণের জন্য ... মাসুল সমেত বার্ষিক ৩৷০ ষাণ্মাসিক ১৷৸০, এ... সংখ্যার মূল্য এক আনা। পত্রিকাটী কলিকাতা ... বাজারস্থ বসুপ্রেস হইতে প্রকাশিত হইবে। গ্রাহক মহাশয়গণ অগ্রিম মূল্য সহ নিম্নলিখিত ঠিকা... আপনাদিগের নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বালানারায়ণ ... বয়ের বাসা, দেওঘর, কর্ড লাইনইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল... ওয়ে। ১ শ্রাবণ, ১২৮৯।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ... সম্পাদক।

ভিন্নসিনী রাজকুমারীর গুপ্ত কথা।

তৃতীয় সংস্করণ।

অদ্ভুত রহস্য।। পারিবারিক পত্র।

(১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত হ...

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাত্র ডাকাদরচ ১৸৵০ ... মাত্র। গ্রাহক মহোদয়গণ! কার্য্যালয়ে পত্র লি... প্রথম হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।।

কার্য্যসম্পাদক।—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ

কলিকাতা নথ সুরকুলর রোড ২ নং কার্য্যালয়

ত্রী শিক্ষাকার ডাঃ প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরান্তক।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব
াছেন। "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত
পটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে
তেই ফল পাওয়া যায়।" জনৈক
ক্তি বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ জ্বর, তাহাতে
র নাম অরেকশটী রাখিলেই ভাল হইত।"
প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১।০, কমিশন শতকরা
এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। কলি-
১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আমার নিকট পাওয়া

শ্রীতারাপদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

র্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্য
এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ
ন্তু বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্য
রচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য দর্শ
ব অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার
ন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে
তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১।০, গ্রাহক-
ীদিগের প্রতি ১৲। শতাধিক অধ্যাপক গ্রাহক
াছেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
প গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত।
করকারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

সলামপুর
াট গোয়াস
লা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত
বিজেতা ১।০, জীবনসন্ধ্যা ১।০, মাধবী-কঙ্কণ ১।০,
ন প্রভাত ১।০, ঐ চারি খণ্ড একত্র, নাম শতবর্ষ
াৎ মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে শিবজীর
পর্য্যন্ত একশত বৎসরের ঘটনা সম্বলীয় উপ-
ন চতুষ্টয় মূল্য ১৸০। ভারতবর্ষের ইতিহাস মূল্য
০ মাত্র। আমার নিকট পাওয়া এতদ্ব্যতীত
বিধ বাঙ্গালা পুস্তক এবং ডাক্তারি কবিরাজী ও
মিওপ্যাথিক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে,
নাইলে ছাপান তালিকা পাঠান যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

Paris. 8, Rue Vivienne, 8, Paris.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট

কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো

ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম ইহা কাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার চাপারোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। সিরপ সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ৪০২ গ্রেণ মাত্রা শিশির মধ্যে থাকে। সিরপে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম মুদ্রিত আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো কাপসিউলস এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিরেচনজনক নহে। এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্যের উন্নতিকর ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ গুরুতর ব্যাধিতে এবং কাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহার্য্য

গ্রিমল্ট সাহেবের এসিডিয়ন অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, আকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এসিডের আছে, তাহা সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্যকারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদ্গারোদ্গম।	মরমন শিবশূল।
পেট সাটীয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দেখিলে।	গর্ভাবস্থায় বমন।

ইণ্ডিয়ান কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে ইণ্ডিয়ান কাশী, চ রবিক কাশী, শ্বাসনালীপ্রদাহ, বক্ষ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহা
অনেক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔ
দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রে
বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত
আরোগ্য হয়।

প্রেরিতপত্র

বেহারের প্রজা।

বেহারের প্রজার ন্যায় দুরবস্থাগ্রস্ত প্রজা ব
দেশের কোন বিভাগেই নাই। অন্নাভাব আছে

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের ধনবানদিগের কথা যে
অনায়াসে যদি কাড়া পাওয়া যায়, তবে তাহার
তাঁহাদিগের সমবস্থার লোক। বেহারী প্রজার
আছে বাড়ী, না আছে ঘর, না আছে অন্ন, না আ
বস্ত্র। আপনার পরিবার প্রতিপালন পরিমাণ ভূ
নাই। অধস্তন প্রজার মধ্যে দুই শ্রেণীর লো
অধিক। এক শ্রেণী মজুর, দ্বিতীয় শ্রেণী কৃষ
মজুরেরা দৈনন্দিন পরিশ্রমলব্ধ মজুরীর দ্বারা সং
চালায়, কৃষকেরা ক্ষেতের কাম করে, শস্যের ভাগ
মজুরের বৈধ দুরবস্থা এক দিবস মজুরী না দ
কি রোগাদি প্রযুক্ত মজুরী করণে অসমর্থ থাকি
তাহাদিগের অন্ন মিলা ভার। তাহাদিগকে সপরিব
উপবাসী থাকিতে হয়। অন্য দিকে মজুর খাটাই
লোক অপেক্ষা মজুরের সংখ্যা বেশী, তন্নি
মজুরের মজুরী এতদূর অল্প যে, অপর স্থলের সহি
তাহার তুলনা হয় না। একটী পাইবার দিবার
পরিশ্রম করিয়াও এক দিবসের আবশ্যকীয় দ্র
সংগ্রহ করিতে পারে না। যে পরিবারে বা
ও স্ত্রীলোক অধিক, তাহাদের ত কথাই নাই। এ
অর্দ্ধাহারী হইয়া দিনাতিপাত করিতে হয়। কৃ
শ্রেণীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত শোচনীয়। এদে
বাঙ্গালার ন্যায় পর্জ্জন্যদেবের সহায়তার উপর কৃ
কার্য্য নির্ভর করে না; কায়িক শ্রমের উপরেই ফ
ফল বিনাস্ত রহিয়াছে। কূপ, আহার ও
(গবর্ণমেণ্টের কৃত খাল) প্রভৃতির জল কর্ত্তৃক
ক্ষেত্র পচাইতে হয়। অন্যান্য ও লক্ষ সকল স্থ
নাই, কিন্তু কূপ সর্ব্বত্রে আছে। এদেশীয় কূপের
নিম্নভাগে জল থাকে। প্রায় বিশ পঁচিশ হাত
হইতে জল তুলিয়া সেই জল নালা কাটিয়া ক্ষেত্রে
সাইতে হয়, এরূপ শ্রমসাধ্য দেশের প্রান্তর মধ্য
আবহমান বিরহিত প্রখর সূর্য্যকিরণে দগ্ধ হয়মান
কূপগর্ভ হইতে জলোত্তোলন করা যে কিরূপ ভ

া ভুক্তভোগী ব্যক্তি ভিন্ন অপরের অনভু-
নীয়। যে স্থলে আহারা আছে, তথায় জল লওয়া
াদক সদৃশ কষ্টপদ না হইলেও শ্রমবিহীন নয়।
ারা সকল ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী থাকে না। কোন
ন ক্ষেত্রের সুদূরে আহারা আছে, তথা হইতে
আনিতে সুদীর্ঘ নালা খননের প্রয়োজন। সেই
া সুগভীর করিয়া না কাটিলেও জল আইসে
শুদ্ধ এক লহরের নিকটবর্ত্তী স্থলে জলের নিমিত্ত
ক শ্রমের প্রয়োজন হয় না। কারণ লহর-
ক্ষেত্রে জল দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে
র্থক কষ্টভোগ আছে। লহরের জলের মূল্য
ত হয়, মূল্যের ভাবও কম নয়। অনেক সময়ে
মূল্যের জন্য কৃষকদিগকে মহাজনদিগের দ্বারে
লালায়িত হইয়া ফিরিতে হয়। এই ত
জলের কষ্ট। এতদ্ব্যতীত ক্ষেত্রসংক্রান্ত অন্যান্য
ও পরিশ্রম আছে। সেই সমস্ত সুচারুরূপে
া করিতে পারিলে শস্য জন্মে। যদি প্রজাগণ
কঠোর শ্রমোৎপন্ন শস্যের অদ্ধাংশও নিরাপদে
ভোগ করিতে পারিত, তাহা হইলেও কতক
া ছিল। কিন্তু তাহা পায় কৈ? ফসলোৎপত্তির
সঙ্গে অনেকগুলি অংশীদার প্রস্তুত হইতে
ছে। যাহারা কৃষিকার্য্যের বিষয়ে কৃষকগণকে
ন না কোন প্রকারে কিছু আনুকূল্য করিয়াছে,
াদিগের প্রত্যেকেই এক একটী অংশ পায়
মোতার বড়ই (চুকায়), চামার, ভাটিই (শস্য
ক) প্রভৃতি। ইহার ভূস্বামীদিগের আমলা,
দা, খরাতিন (শস্যরক্ষক), পাটো রাণী
ছন। পাটোয়ারীরা কেবল কালেক্টার কর্ত্তৃক
ক হন, জমিদারের কর্ম্ম করেন, প্রজার নিকট
(পারিশ্রমিক এক। যে পাটোয়ারি যে
ার নিমিত্ত নিযুক্ত, তিনি তথাকার আয় ব্যয় ও
ষের হিসাব পত্র রাখেন, এবং তাঁহার কর্ম্ম।
সকল লোককে দিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট
ক, তাহাই প্রজার নিকস্ব। যে প্রজা তিন
বিঘা ভূমির কোলবার, তাহাকে সম্পন্ন বৎসরটী
ভূমির শস্য লইয়া বাটিবাস্ত থাকিতে হয়।
ী কি অন্য কোন ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থোপা-
নের সময় পায়ে না। সুতরাং আধী শস্যের মূল্য
া মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া শস্য প্রস্তুত
ৎপাদনের ব্যয়, প্রভৃতি সমাধা করিতে
ঐরূপ শস্য জন্মিল ভালই, ঋণ পরিশোধ
, যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিল আপনাদের খাইবার
রাখিয়া দিল। নচেৎ বিপত্তি ঘটিল, উপায়ান্তর
ন হইয়া পড়িল, উদরের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া
াইতে লাগিল। গৃহে ক্ষুধার্ত্ত বালক বালিকাগণের
ক্ষিক রোদনধ্বনি, বাহিরে মহাজনদিগের কটূক্তি
ও গঞ্জনা। প্রজাগণ এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াও জমি-
দার ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে মধ্যে মধ্যে সেলামী
ও পূজা দিতে ত্রুটি করে না। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে
সন্তুষ্ট হইবার লোক নহেন। সময়ে সময়ে প্রজার
নিকট বেগার ও মাঙ্গন লইতে ছাড়েন না।
যদি প্রজারা তাহাতে আপত্তি কি অসন্তোষ
প্রকাশ করে, তবে আর রক্ষা থাকে না।
গরু বাছুর ধরিয়া টান পড়ে, ঘরে থাকা কঠিন
হইয়া উঠে। ঘর জমিদারের, ক্ষেত্র জমিদারের,
সুতরাং প্রজাদিগকে সকল দৌরায়, অবনত-
মস্তকে সহ্য করিতে হয়। যিনি যেরূপ দেবতা
তাঁহার ভূষণ বাহনগুলিও তদ্রূপ। জমিদারের
কর্ম্মচারীগণ জমিদার অপেক্ষা প্রজাপীড়ক ও প্রজা-
দ্রোহী। তাঁহাদের শরীরে দয়া নাই, ন্যায়-
পরতার গন্ধ নাই, কেবল স্বার্থসাধনে পটুতা
আছে। জমিদারগণ যে শুদ্ধ প্রজার পার্থিব সুখের
বিরোধী তাহা নহেন। প্রজার পারত্রিক জীবনের
প্রতিও তাঁহাদের হস্তক্ষেপ আছে। ভূম্যধিকারীরা
প্রজার দ্বারা অনেক সময়ে অনেক অকর্ম্ম করাইয়া
লন। প্রজার পক্ষে তৎকার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ
বা জন্মস্থান পরিত্যাগের পন্থা প্রস্তুত একই
কথা। পৃথিবীতে এরূপ কয়জন ধর্ম্মবীর পাওয়া
যায়, যাঁহারা ভবিষ্যতে গণিয়া বর্ত্তমানকে বিস-
র্জ্জন দিতে সক্ষম। আমরা বেহারীদিগের ভিতর
যে বহুতর ক্ষয়রোগ ও উৎকট রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দেখিতে
পাই, দুরবস্থা নিবন্ধন নানাপ্রকারে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম
ভঙ্গ ও শাক পাতা খাইয়া উদর পূরণ, তাহার মূল
কারণ। স্বচ্ছন্দতা যে কি বস্তু তাহা ইহারা জানে
না, দুঃখের সময়ই লইয়াই ইহাদিগের ঘরকন্না। এই
দুঃখের মূল কি? কণ্টকতরু কে? পূর্ব্বোক্তদলাদিরা
বলিবেন আমরা বলি জমিতে স্বত্বরহিত,
চক্রান্তের প্রতি প্রবলের অত্যাচার ও অবিচার।
প্রজার স্বত্ব সম্বন্ধে জমিদার ও তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ
পোষকগণের উক্তি এই যে, প্রজারা নিতান্ত নিঃস্ব।
তাহারা কৃষিকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া শস্যোৎপা
দনে সম্পূর্ণ অক্ষম। যদি কৃষিকর্ম্ম না চলিল, শস্যোৎপন্ন
না হইল, তবে তাহাদের ভূমিতে সত্ত্বলাভে ফল কি? বরং
তদ্দ্বারা তাহাদের সমধিক অনিষ্টের সম্ভাবনা। ভক্তনি
জমি (যে ভূমি শস্য ভাগের নিয়মে বিলি করা হয়)
বলিয়া জমিদারেরা আবাদ পত্তনের সাহায্য করেন,
এ সমস্ত কৃষিকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়, ইহাতে
প্রজাদিগের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। তাঁহারা ইহার
বলেন, জমিদারেরা যে সাধারণ প্রজাকেই ভূমির
স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, এমত নয়। কোন
কোন প্রজার নগদী সকত্ব আছে। কিন্তু
তাহাতে তাহাদের কোন প্রকার উন্নতির পরিচয়
পাওয়া যায় না বরং অবনতিই দৃষ্ট হইয়া থাকে
প্রজারা যে নিতান্ত নিঃস্ব, তাহারা অপরের সাহা
ভিন্ন কৃষিকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহে অযোগ্য, এ ক
মিথ্যা নয় ও সময়ে সময়ে যে জমিদার কর্ত্তৃক কৃ
কার্য্যের কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য হইয়া থাকে
কথাও সত্য, তবে ঐ সাহায্য রহিত হইলেই
কৃষিকার্য্য বন্ধ থাকিবে, শস্য জন্মিবে না, এ ক
অনুমোদন করা যায় না। যখন এদেশে মহ
আছে, ঋণ আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত রহিয়া
তখন তত্ত্বায় সঙ্কুলানে আটক কি? যে সা
জমিদারের হইতে পাইত তাহা না হয় মহাজ
নিকটে গৃহীত হইবে। মহাজন হইতে ঋণ ক
কার্য্য সম্পাদন, প্রজার চিরঅভ্যাস। বরং ভূমি
স্বত্ববান্ হইলে, উৎপন্নের পূর্ণাধিকারী হই
তাহাদের ঋণগ্রহণ পন্থা সুগম হইবে। মহাজ
বিনা আপত্তিতে ঋণদানে সম্মত হইবেন। মহাজ
সাহায্য সকাম, জমিদারেরও নিষ্কাম নহে। উ
কেই সুদে আসলে পরিশোধ করার প্রয়োজ
আর যদি প্রজাদের পূর্ব্ব হইতে ভূমিতে স্বত্ব থা
তাহা হইলে তাহাদের এতাদৃশ নিঃস্ব হইয়া পড়ি
সম্ভাবনা ছিল না. এখনও যদি তাহারা স্বত্ব
হইতে পারে, নিশ্চয়ই তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার
বর্ত্তন হইবে। শীঘ্রই তাহারা উন্নতির মুখ দে
অভাব ঘুচিবে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে
জমিদারেরা বা তাঁহাদের তোষামোদকারীরা, যা
সকর ভূমি বলেন, বস্তুতঃ তাহা বিড়ম্বনার
এখানকার নগদী ও ভক্তনি উভয় বন্দোবস্তই
তুল্যরূপ। ভক্তনি জমি যেরূপ কোন প্রজা স্বে
পূর্ব্বক চিরদিন ভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ ন
জমিও ভোগ হয় না। নগদী জমির না আছে প
না আছে কবুলিয়ত। যে স্থলে পাট্টা কবুলিয়ত
পড়া হয়, তথায় তাহাতে এরূপ সর্ত্ত লিখিত হ
ভূমাধিকারীগণ ইচ্ছা করিলে ছাড়াইয়া লইয়া অ
নিশ্চিত বন্দোবস্ত কি কবরুদ্ধি করিতে পারেন।
কারণে শস্যের অংশদাতা প্রথা অপেক্ষা
প্রজার অবস্থা যে ভাল, তাহার কোন প্রমাণ পা
যায় না। ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়
একজন বিলাসের সুকোমল শয্যায় শায়িত
নানাপ্রকার ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবেন অ
অপব্যবহার করিবেন ও লোকের প্রতি অ
চার করিবেন, অপরে যে সকল উৎপীড়ন নি
হইয়া সহ্য করিবে, ভোগোপকরণ সংগ্রহ ক
দিবে, অথচ তাহাকে তা অরও অল্প করিয়া চিরকা
বিচরণ করিতে হইবে, আপনার বসিবার
কোন অংশ পাইবে না। ইহা অপেক্ষা অন্য
অবিচার আর কি আছে, ইহা হইতে গাঢ় অন্ধ

...রবাসীর এ কষ্ট কি ...না? ...বার ...উপায় নাই? উপায় আছে, সে উপায় রাজাজ্ঞা ... ভূমিদারেরা মনে করিলে প্রজার কষ্ট নিবারণ ...রিতে পারেন, অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন। ...তাঁহাদের সে ইচ্ছা হইবার নয়, হইবে না। ...রিবর্ত্তে যে তাঁহারা স্বার্থের ব্যাঘাত করিয়া প্রজার ... স্থাপন করিবেন, ...দের অবশ্য তাহা ... করিয়া দিলেন সে আশা নিতান্ত অলীক, ...ত দুরাশা। রাজাজ্ঞাও সুলভ নয়, কারণ ...ও তাঁহাদিগের স্বার্থের ব্যাঘাত আছে। আসল ...গুলিই সেই স্বার্থবাদনের ফল। কিন্তু এ ...হাদিগের স্বার্থ নিবন্ধন, এটী স্বার্থ বিহীন ...নেন। ইহাতে পরস্ত ...ক্ষার যত্ন ...শিত আছে। বিশেষতঃ রাজপুরুষেরা যাহা ...ন ইডেন বাহাদুর এ বিষয়ের গুরু আন্দোলন ...য়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই আন্দোলন আমাদের ...হাং আমাদিগকে সুকীর্ত্ত রাখিয়াছে। তাঁহার প্রস্তাবিত ...র দখলী-স্বত্ব শীঘ্র যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, ...রা তজ্জন্য বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি ডিলাস টম-...বাহাদুরের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করি। দেশের ...প্রজাবৃন্দ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, ...ন তাহাদিগকে নৈরাশ না করেন। ইডেন ...ত্ব মনে করিলে কার্য্যটী শেষ করিয়া ...তে পারিতেন, তিনি তাহা করেন নাই, তাঁহার ...কার্য্যের অনুষ্ঠান ছিল, বাহ্যাড়ম্বর ছিল, কিন্তু ...পূর্ণতা ছিল না, পূর্ণতা থাকিলে তিনি এই সুযোগে ...ক্ষণ যশস্বী হইয়া যাইতে পারিতেন। দেহারের ...রা তাঁহাকে উপঢৌকন দিতে না পারুক, অভি-...ন পত্র দিতে না পারুক, আনন্দাশ্রু উপহার ...ত পারিত। সে অশ্রু সামান্য জলবিন্দু নয়, এক ...নয়, দশজন নয়, সমস্ত দেহারবাসীর কৃতজ্ঞতা ...শ। কালে অবস্থোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রবল প্রবাহ ...হইয়া উহা ইডেনকীর্ত্তিকে দিগ্‌দিগন্তর প্রবাহিত ...ত, ইডেনকে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী করিত, ...রা ভরসা করি, মহামতি টমসন বাহাদুর এবম্বিধ ...ও পুণ্যকর কার্য্যটীকে উপেক্ষা করিবেন না, ...য় কার্য্য শেষ করিয়া রাজকর্ত্তব্য প্রতিপালন ...বেন।

...নুরোধে এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি, যদি ...ন দেহারবাসী প্রজার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, গবর্ণ-...ট তাহাদের ভূমিতে স্থায়ী স্বত্বদানের সুব্যবস্থা ...ন, তবে যেন সুদ্ধ আইন করিয়া ক্ষান্ত না থাকেন ...ন প্রস্তাবে ভূমিতে অস্বত্বাধিকারী হইল কি ...স্বত্বাধিকারী হইল, সেটী তাহাদের কত দূর ...ঙ্গল হইল, তৎপ্রতি যেন রাজপুরুষগণের দৃষ্টি ...খে, তদ্বিষয়ে যেন অনুসন্ধান লওয়া হয়, নতুবা

সোমপ্রকাশ

১০ এ শ্রাবণ সোমবার।

...

জমিদারেরা যেরূপ প্রবল ও স্বার্থপর, তাহাতে প্রজার স্বত্বাধিকার কেবল শ্রবণ-সুখদ হইবে, কার্য্যে ফলপ্রদ হইবে না।

শ্রীবিহারীলাল দাস।

...গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণী ...

কলুর বলদ এবং গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণী ...রোগাণ এক বিষয়ের কর্ম্মে নিযুক্ত লিখাইয়া ...আসিয়াছে। ইহারা পাকে পাকে ঘোর সংক্ষিপ্ত ...নিদ্দিষ্টচক্রে ঘুরিয়া বেড়ায়, পরিশ্রমের ত্রুটি নাই ...হয়, কিন্তু অগ্রসর হইতে পারে না; একবার যে ...খানে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, পাকে পাকে চির ...কালটা সেই খানেই ঘুরিতে থাকে।

আমরা অনেক কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ব্রিটীশ পার্লামেণ্ট এতদ্দেশীয়দিগকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিবেন। তাহাতে এতদ্দেশীয়দিগের ক্রমশঃ পদোন্নতি হয়, গবর্ণমেণ্ট নিয়তই সেই আশ্বাস দিয়া থাকেন। আমরা স্বীকার করি, অনেক ইংরাজের এটী মনের কথা, তাঁহারা মন হইতেই এই আশ্বাসবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, সেরূপ ইংরাজের সংখ্যা অধিক নহে; অনেকেরই ওটা কেবল মুখের কথা। তাঁহারা বেশ ভদ্রলোক কিনা, তাই থাকেন থাকেন আর ভদ্রতা করিয়া এক একবার আশ্বাসবাক্যের ঢেউ তুলেন। পরন্তু কাজের সময় দেখিতে পাই, এতদ্দেশীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ অনেক ইংরাজের চক্ষুঃশূল। যাহাতে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য অধ্যবসায়শীল কার্য্যক্ষম যুবকেরা মস্তক উন্নমিত করিতে না পারে; যাহাতে তাঁহারা হেয় ও হতপ্রভ হইয়া থাকেন, যাহাতে তাঁহাদিগকে মুষ্টিমধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারেন, তাহাই অনেকের চেষ্টা। যাহাতে ভারতবর্ষ বাসীরা গোলামী শিক্ষা করেন, যাহাতে তাঁহারা চিরকাল পদানত দাস গোলাম হইয়া থাকেন, এইটী অনেকেরই কার্য্য প্রণালীর দুরভিসন্ধি। আমরা কৃতঘ্ন, গুণ থাকিয়া গুণ গাই না; আমাদের এই অপরাধ গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়া থাকেন, নড়িতে চড়িতে ও প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে গবর্ণমেণ্ট এই কথাটা আমাদের

কীদৃশ লোকের গুণ গাই না? কিরূপ পুরুষের গুণ কোথা যে আমরা তাহা কীর্ত্তন করিব? যখন বাপার ব্যথী পাই, সন্তুষ পুরুষ যখন আমা... দৃষ্টিপথে পতিত হন, তখন গুণ গাইব না কেন? তখন আমরা পঞ্চবদনে উদ্বাহু তানসংযো... তাঁহার গুণগরিমা উদ্ঘোষণ করিতে থাকি। মহামান্য লর্ড রিপণ এবং মহাত্মা মেজর বেয়া... ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত সম্প্রতি যা... ভারতবাসীরা তাঁহাদিগকে দেবতুল্য জ্ঞান করে... কিন্তু ইঁহারা দুই জনে কি করিবেন, অধ... সর্ব্বশক্তিমান সিবিলিয়ান দল অন... তাঁহাদিগকে দমনে রাখা অল্প ক্ষমতার ... নহে। রিপণ ও সিবিলিয়ান নন, তাঁহার ... সাগরের তরঙ্গে তৃণবৎ ভাসিয়া যায়

...সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বদ... তাঁহারা রাজ্যের প্রধান প্রধান আসন... অধিকার করিয়া আছেন। তিনি সিবিলিয়ান ... তিনি হয় ত সিবিলিয়ান রাজপুরুষের আত্মীয় স্ব... অন্ততঃ গলেশাদি পদার্পণকর্ত্তার পর ইঁহাদের ... চাই। তাহার পর আবার বিবিধ বাধা... এই দুঃ গুলির ... ছাড়াইয়া যে আঁটিয়া উঠিতে পারিয়াছে, তাহাই আমাদের। উচ্চ হউক আর নীচ হ... সেই পদ গুলি এদেশীয় লোকে পাইতে পা... তাহাতে গবর্ণমেণ্টের তত আপত্তি নাই। ... তত্ত্বা বল, সদাশয়তা বল, সমদর্শিতা বল, ই... জাতির যত গুলি সদ্‌গুণের কথা তাঁহাদের ... মুখে ব্যক্ত করিতে ...রেন না। ... নিম্ন শ্রেণীর কেরাণীর মধ্যে তাহা প্রকাশিত আ... যত পদোন্নতি, তাহা এই খানে উল্লেখ করিয়া... পদোন্নতি Step—বেশ, ছত্রাদল হইতে কু... আরোহণ কর; অপা... নাই, কোন ভয় না... কিন্তু সাবধান চু... শিকার প্রতি যেন ... দিও না।

...র্কে গবর্ণমেণ্টের এই ... আফিসে এদে... কেরাণী ছিলেন, এখন ও দুই এক জন আছে... কিন্তু তাঁহাদের উন্নতির আশা এক কালে উন্... হইয়াছে। উচ্চ পদ খালি হইলে বিশেষ যোগ... থাকিলেও আর কাহারও তাহাতে অধিকার ন... তবে সে... আফিসে সদাশয় প্রশস্তমনা যা... কর্ত্তা সাহেব আছেন তাঁহারা কখন কখন ... দেশীয় লোকের প্রতি কৃপাবলোকন করেন।

আমাদের এই অনুযোগ এবং অনুশো... প্রমাণের নিমিত্ত অধিক আয়াস পাইতে হ... না। ভারতের প্রধানতম কর্ত্তা লর্ড রিপ...

সৈনিক বিভাগের কার্য্যালয় ব্যতিরিক্ত গবর্ণ... অন্য উচ্চপদের চারিটী বড় বড় আফিস অ...

আফিস,—এখানে বিদ্যালয় ও বিচারালয় যাবতীয় কার্য্য কলাপের হিসাবপত্র বধানের এবং কার্য্যপ্রণালীর সমস্ত ব্যবস্থা ত হইয়া থাকে। ফিনানসিয়াল বিভাগ— নে রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের অনুশীলন ফরেণ বিভাগ,—এখানে বৈদেশিক রাজগণের ত যে কার্য্যকলাপ চলিতেছে, তাহার পর্য্যা- চনা করা হয়। চতুর্থ, নূতন প্রতিষ্ঠিত কৃষি াগ,—এখানে এদেশীয় কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি কার্য্য- লী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এই আফিস গুলিতে বিস্তর দেশীয় কর্ম্ম- ছিলেন। তাঁহারা উচ্চতর পদে থাকিয়া স্থূল ন ভোগ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে দেশীয় চারিদিগকে বঞ্চিত করিয়া গৌরাঙ্গ পুরুষ- কে, ফিরিঙ্গিদিগকে এবং অভাবতঃ এদেশীয় ানদিগকে সমস্ত উচ্চতর পদে নিযুক্ত করি ছেন। এই সমস্ত আফিসেই ভারতবাসিদের কোন আশা ভরসা নাই, তাঁহারা যে হস্ত প্রসা- করিবেন তেমন সম্ভাবনাও নাই। এক্ষণে কেবল স্বিভাগে দুই একজন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী দৃষ্ট । অন্যান্য সকল আফিস হইতেই ভারত- দিগকে দূরীভূত করা হইয়াছে। সম্প্রতি কোন্ ন আফিসে কত বেতনে কোন্ জাতীয় কর্ম্মচারী ছেন, নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা প্রকাশিত ।

...ই বিতীয় ব্যবসায় অনায়াসে নির্ব্বাহ হইয়া ...ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশীয়গণ ক্রমে ...সুপথ অবলম্বন করিতেছেন। অযোধ্যায়, ...পশ্চিমাঞ্চলে, বোম্বাইয়ে, মাদ্রাজে এক একটী ...খানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ব্যবসায় বাণিজ্যও ...রূপে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ...দিগের এখন মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, ...দের পরস্পর বিশ্বাসও নাই। সুতরাং এখানে ...খানি প্রতিষ্ঠাপিত হওয়া সহজ নহে, অর্থ সংগ্রহ ...সুখের। কিন্তু এরূপ অবিশ্বাস আর বদ্ধমূল ...থাকিলে অধিক চলিতে পারে না, প্রধান ব্যক্তিরা ...উদ্যোগী হইয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ...। আমাদের যে প্রকার দরিদ্রাবস্থা হইতেছে, ...উক আর কাল হউক, শীঘ্রই আমাদিগকে ...শিল্পে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে; অতএব ইহা ...শীঘ্র আরম্ভ হয় ততই মঙ্গল। সে কারণ আমরা ...শীঘ্রদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতেছি, ...রা আর আলস্যের দাস হইয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রা ...বেন না। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে এক্ষণে ...বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। বোম্বাই ...লে অনেকগুলি কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে, ...হইতে বিলক্ষণ ধন টাকা উপস্বত্বও হইতেছে! ...তি লক্ষ্ণৌ নগরে একটী কাগজের কল প্রতি- ...হইয়াছে। মুন্সি নিউল কিশোর ইহার প্রধান ...াগী। ভদ্রতা লোকেরা নিরুদ্বেগে তাঁহার হস্তে ...লক্ষ টাকা সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা ...ভীরু এবং পরস্পর অবিশ্বাসী দেখুন, তাঁহারা ...য়ও হস্তে একটী টাকা দিয়া বিশ্বাস করেন ...বঙ্গবাসীগণ যে অবিশ্বাসী আমরা এমত কথা ...না। তাঁহাদের সাহস নাই এবং তাঁহারা অত্যন্ত ...ধান। পাছে কোন বিপদ ঘটে, পাছে ব্যবসায়ে ...হইয়া পড়ে, কেবল এই আশঙ্কায় তাঁহারা ...হসিক কার্য্যে অর্থ প্রদান করিতে অগ্রসর হন ...তাঁহাদের অতি ভয়, অতি সন্দেহ এবং অতি ...ধানতা অবিশ্বাসে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এ দেশের ধনাঢ্য এবং উদ্যমশীল নবযুবকেরা ...রা এক্ষণে অলিতে গলিতে, মাঠে ঘাটে বাটে, ...বক্তৃতা করিয়া গাড়ীঘোড়া ঘোড়ার মত গাজা- ...গৃহে আসেন, যাঁহার অনর্থক উলুবনে মুক্তা ...ইয়া বেড়াইতেছেন, ধরের খাইয়া বনের ...ষ তাড়াইতেছেন, তাঁহারা যদ্যপি উদ্যোগী ...তবে এই মতদ্বৈধতা অচিরে সিদ্ধ হইতে ...কাগজের বলে বিলক্ষণ লাভ আছে, ...কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ...শুল্ক বটে কিন্তু সুতরাং উহার মূল্য কম ...চাই, যে কারণ ম্যাঞ্চেষ্টার কাপড়ের ভিতর কতকগুলা ছাই ভস্ম পুরিয়া দিতেছেন। তাঁহাদের টাকা হইলেই হইল, তুমি কেন সকালে বৈকালে নূতন বস্ত্র ক্রয় কর না, তাহাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের ক্ষতি কি?—বরং সমধিক লাভেরই কথা।

এ দেশ হইতে কার্পাস বিলাতে প্রেরিত হয়; সেখানকার তাঁতীরা আপনাদের কৌশলবলে তাহা কুটিয়া, তাঁতে ফেলিয়া, চাকচিক্যশালী করিয়া আমাদের মন চমকাইয়া দিতেছেন, আমরা আগ্রহান্বিত হইয়া তাহা ক্রয় করিতেছি। কিন্তু এ দেশের তুলার যদ্যপি আমরা এ দেশেই উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারি, তবে অনায়াসেই আমরা বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারিব। কার্পাস লইয়া যাইতে এবং বস্ত্র এ দেশে আনিতে যে ব্যয় হয়, এতদ্দেশে বস্ত্র প্রস্তুত হইলে সেই অর্থব্যয় বাঁচিয়া যাইবে। কাগজের কলেও বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। বিলাতে এবং চলাণ্ডে বিস্তর কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যস্থলে কাগজ প্রস্তুত করিবার উপাদান অত্যল্প, সে জন্য নানাপ্রকার পরিষ্কৃত সামান্য দ্রব্যে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে কাগজ প্রস্তুত করিবার নানাপ্রকার উপাদান আছে, তাহা অনায়াসলভ্য। এখানে ঐ সমস্ত দ্রব্য অনর্থক নষ্ট হইতেছে, মনুষ্যের কোন কার্য্যে আইসে না। লিণ্ডসে সাহেব একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষীয় যে যে দ্রব্যে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে তাহার একটী তালিকা আছে। তন্মধ্যে কলার বাসনা, নারিকেল, তাল ও সুপারি-পাতা, আকন্দগাছ এবং অন্যান্য নানা প্রকার গাছ ও পাতার বিবরণ উল্লিখিত আছে। যদ্যপি এদেশে কাগজের কল স্থাপিত হয়, তবে ঐ সমস্ত অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য আমাদের বিলক্ষণ কাজে লাগিবে এবং স্বল্প মূল্যে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিবে। ভবিষ্যতে আমাদিগকে আর বিদেশ হইতে কাগজ আনিতে হইবে না, বরং আমরা এতদ্দেশজাত উৎকৃষ্ট কাগজ রাশি অক্লেশে বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিব।

প্রতি বৎসর এতদ্দেশে ত্রিশ লক্ষ টাকার কাগজ আমদানী হয়। ইংলণ্ডে যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহাতে এ দেশের কুলান হয় না। ইংলণ্ড হইতে অনেক কাগজ ও কাগজের উপাদান বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে। আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, যে বিলাতে প্রতি বৎসর ইংলণ্ড হইতে ১৪,৪৮,২৯৭ মণ কাগজ প্রেরিত হইয়া থাকে; ইহার মূল্য ১,৪৩,৭ ,৮৭০ টাকা। এতদ্ভিন্ন ১,২৮,০ ১৭,১০০ টাকার কাগজ প্রস্তুত করিবার উপাদান ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে তিন কোটী টাকার দ্রব্য ইংলণ্ড হইতে বিলাতে আনীত হয়, এবং ভারতবর্ষে যে কাগজের আমদানী হয়, তাহার মূল্য ধরিলে প্রায় চারি কোটী টাকার কাগজের প্রয়োজন হইয়াছে। এই সমস্ত কাগজ ভারতবর্ষে অতি স্বল্পমূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে। এখন যে সমস্ত দ্রব্য বৃথা মাটিতে পড়িয়া পচিয়া নষ্ট হইতেছে, এবং চতুর্দ্দিকে মহা অনিষ্টকর ম্যালেরিয়ার বীজ বিকীর্ণ করিতেছে, তাহাতে অথবা নিহিত রহিয়াছে, আমরা একবারও ফিরিয়া দেখি না। বলুন দেখি, ঐ সমস্ত দ্রব্যে কাগজ প্রস্তুত হইলে এদেশের কত টাকা আর বিদেশে যাইতে পারিবে না, ধনী ও দরিদ্র সকলেরই কত লাভ হইবে? কিন্তু কি দুঃখ, আমাদের উদ্যম নাই, সাহস নাই। আমরা অন্য পাঠ পড়ি নাই, অন্য উপদেশ পাই নাই,—দাসত্ব করিতেই বেশ শিখিয়াছি, কেবল করিয়া গোলামী করিতে হয়, সে উপদেশ পাইয়াছি।

সম্প্রতি আমরা অন্য কোন বৃহৎ ব্যবসায়ের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। শিক্ষাবিভাগের প্রাদুর্ভাবে এদেশে এখন কাগজের ব্যবসায়ই বিশেষ উপযোগী। এক্ষণে যদ্যপি আমরা এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ না করি, তবে দুই দিনের মধ্যে ইংরাজেরা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়াছি, কলিকাতার মোহন কিল্ কোম্পানি কলার বাসনা কাগজ প্রস্তুত করিবার উপযোগী করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এখনও তাহার কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে বিশেষ আলস্য হইতেছে। একাকী যদ্যপি কাগজ প্রস্তুত করিতে না পারি, কিন্তু কাগজ প্রস্তুত করিবার উপযোগী উপাদান প্রস্তুত করিয়া অনায়াসে আমরা বিদেশে প্রেরণ করিতে পারিব।

১৮৮০ অব্দে বঙ্গদেশের পুলিস বিভাগে ৩৬৫৭ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চট্টগ্রাম ... প্রদেশস্থ পুলিসের নিমিত্ত ১৮৩০০ এবং রেলওয়ে ... কলিকাতা পুলিসের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৭৭৭০০ ... প্রদান করিয়াছেন। ১৮৮০ অব্দে এতদ্ব্যতীত ৩৬৪০ ... টাকা ব্যয় হয়। গত বৎসর ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ... এ বিভাগে ৭৮ জন ইউ, ৩০৮১ নিম্ন কর্ম্মচারী ১৭৩৮৮ জন কনেষ্টেবল নিযুক্ত ছিল। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় গত বর্ষে ১৮ জন নিম্ন কর্ম্মচারীর ... এবং ৪৫ জন কনেষ্টেবল বৃদ্ধি হইয়াছে।

রাজকীয় বর্ষে প্রজার শান্তিরক্ষা করা নিমিত্ত ... ব্যক্তিদিগের জন্য ২১০৮৬০০ টাকা ব্যয় হয়, পূর্ব্ব ... ১৭০৬৬ টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ...

...য় সহিত তুলনা করিলে প্রতি ব্যক্তিকে গড়ে ৬২ ...দিতে হইয়াছে। ঐ বর্ষে নিম্ন বাঙ্গ পল্লি ৩৯৩৩ ...এক জন, উড়িষ্যায় ২৯২৬ জনে একজন, ছোট-...পুর ৩৩৩৩ জনে ১ জন এবং বরারে ৮৮৭৮ জনে ...জন শান্তিরক্ষা করিয়াছে। গত বর্ষে ইনেস্পেক্টার ...নবল পঞ্চম শ্রেণীর সব ইনেস্পেক্টরে পদের সৃষ্টি ...কতকগুলি অতিরিক্ত কনষ্টেবল নিয়োগ এবং ...বেতনভোগী কনষ্টেবলদিগের বেতন বৃদ্ধি করা ...বাগাধিকা হইয়াছে। মিউনিসিপাল পুলিসে ...বর্ষে ৩৭১ জন কর্ম্মচারী ও ৫৭০২ জন কনষ্টেবল ...রাজীয় ১৮৬১ অব্দের ৫ আইনসঙ্গত নহে, এরূপ ...জন চৌকীদার ছিল। এই বর্ষে যেমন একজন ...স্পেক্টর ও একজন সব ইনেস্পেক্টর নিযুক্ত ...হেন, সেইরূপ ৫ জন হেড কনষ্টেবল, একজন ...রোগীয় ও ১৭৩ জন দেশীয় কনষ্টেবল হ্রাস করা ...ছে। স্থানীয় আত্মশাসন পদ্ধতি প্রচলিত ...স্থির হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা ও উহার ...নগর এবং তদ্ভিন্ন পুলিস বাতীত অন্যান্য মিউনি-...ল পুলিসের ব্যয় নি... স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ...এই সকল পুলিস কর্ম্মচারীকে বেঙ্গলের পুলিস ...পদীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়া সব্ নিম্ন শ্রেণীর কন-...দিগের বেতন বৃদ্ধি ও কতক ... হইতে কর্ম্মচ্যুত ...য়াছেন এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের ৪১৬৯২৮ ...গায় বাঁচি হইয়াছে।

...চৌকীদারী আইনের দ্বারা স্থানে স্থানে বিশেষ ...কার হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে উহার ...নিষ্টাধ সম্পাদক, চব্বিশ পরগণার মাজিষ্ট্রেট এই ...নের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন, ...দ্বারা সুফল লাভের সম্ভাবনা অল্প, তাঁহার জানিত ...সমুদয় কোথাও এই আইন দ্বারা সুচারুরূপে ...সম্পন্ন হইতেছে না এবং যে উদ্দেশে ... হইতে ...য় তাহা কখনই হইতে পারে, তাহার শ্রীবৃদ্ধি ...নের কোন চেষ্টাও হইতেছে না। কিন্তু অন্যান্য ...ক জেলার মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বলিয়াছেন, চৌকী-...দার সকল নিয়মিত বেতন পাইতেছে না বটে, ...কিন্তু গ্রামবাসীর বিশ্বাস তাহাদিগের দ্বারা বিলক্ষণ ...রূপে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহারা গ্রামের ...লোকদিগকে চিনিতে পারিতেছে এবং তাহা ...দের এলাকায় কোন চুরী হইলে পুলিসে তাহার ...মিক সংবাদও দিয়া থাকে। আর পঞ্চায়তগণও ...নিক হিসাব পত্রও রাখিয়া থাকেন। কিন্তু ইনে-...ক্টর জেনেরল ইহার কোনটীরই পোষকতা করেন ...। তিনি বলিয়াছেন, পল্লীগ্রামের পুলিসের যত ...হইতেই চৌকীদারী আইনের সুবন্দ ঘোষিত ...ছে। কিন্তু মনরো সাহেব এ কথা আদৌ ...কার করিয়াছেন, তিনি বলেন, গত বর্ষে চৌকী-...দারী আইনের ফল তৎপূর্ব্বে বর্ষ অপেক্ষা অসন্তোষ-...কর এবং চৌকীদারদিগের নিয়মিত ও পূর্ণ বেতন না পাওয়াই এই অনিষ্টের মূল। এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত শীতকালে কমিশন নিয়োজিত হয় এই তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ইচ্ছা এই স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদিগের আগামী মফস্বল ভ্রমণকালে এই বিষয়ের তদন্ত করিয়া তাঁহাকে জানাইলে তিনি তদনুসারে পঞ্চায়তি প্রথার উন্নতি হইয়াছে কি না, কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক পঞ্চায়ত হইতে চাহে কি না, এবং বিশৃঙ্খলভাবে কার্য্য করে কি না, চৌকীদারেরা নিয়মিত বেতন পায় কি না, তাহার নিয়মিত হাজিরা ও দুষ্কার্য্যের বিষয়ে থানায় রিপোর্ট দেয় কি না, এই সকল বিষয়ের তদন্ত করিয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় যেরূপেই হউক, সর্ব্বত্র ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। পঞ্চায়তদিগের হস্তে স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের অপেক্ষা ক্ষমতা অধিক. তাহাদিগের বিবেচনার উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল বহুল পরিমাণে নির্ভর করে কিন্তু এমন অনেক স্থল আছে. যেখানে এই সকল গুরুভার বহনের উপযোগী ব্যক্তি আদৌ নাই, এই একাধিপত্য তাহাদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে তাহারা নানাপ্রকারে লোকের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, এবং চৌকীদারের বেতন দিবার জন্য যে ট্যাক্স আদায় করে, তাহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করে, তাহারা দেশের উপকার কিছুই করে না। তাহাদিগের কার্য্যাদি দেখিয়া লইবার উপযুক্ত লোকও বিরল। সুতরাং কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না তবে যেখানে বিদ্বান ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি আছেন, সেই খানে ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। তথাপি সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান রাখিয়া সুশৃঙ্খল ও পরিষ্কার কার্য্যের প্রত্যাশা করা যাহা হউক, এই সকল বিষয়ের যত অনুসন্ধান হইবে তত সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইবার পথ সুগম হইবে। ফলতঃ যে কোন উপায়ই অবলম্বন হউক না, যেখানে পঞ্চায়তদিগের মধ্যে সকলেই মূর্খ সেখানে কিছুই খাটিবে না। তবে অন্যান্য স্থানে যে সুশৃঙ্খলে কার্য্য চলিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গত বর্ষে রেলওয়ে পুলিসের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই বিভাগে একজন প্রধান, ৩৩ জন নিম্ন কর্ম্মচারী ও ৫০১ জন কনষ্টেবল ছিল। এই বর্ষে জল পথ ও স্থল পথে রেঙ্গুনগত করার উদ্যমও হয়। গয়া ও মানভূমের মধ্যবর্ত্তী রাস্তায় যে এক একটী মাত্র ডাকাইতি হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য ২৬৯৪৬ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

লোকসংখ্যা গ্রহণোপলক্ষে সাঁওতালেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহা নিবারণের জন্য ... জেলা হইতে তথায় ৮ জন ইনেস্পেক্টর, ৩ জন ইনেস্পেক্টার, ৬০ জন হেড কনষ্টেবল ও ৭৬৬ কনষ্টেবল প্রেরিত হয়। ফরিদপুরেও বিদ্রো... আশঙ্কা করিয়া ৩৪৬ জন নূতন লোককে কনষ্টেব... কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার নি... করাতে তাহাদিগের কতক অংশ ২৮ টী জে... বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট লোকদি... মধ্যে কতকগুলিকে স্থানীয় লোকের প্রা... ক্রমে দ্বাদশটী স্থানে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তাহা... তাহাদিগের ব্যয় দান করে। ম-নরো সাহেব ব... শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকাতে তাহারা নীত হ... ছিল। কিন্তু লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ব্যক্তিবিশেষের অ... পুলিস নিয়োগ করাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া... তিনি বলেন শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে স্থ... পুলিসের শাখা স্বরূপ এক একটী পুলিস ... করিয়া বিরোধের শান্তি করিবার চেষ্টা পা... উচিত। মনুরস্তাজও বিদ্রোহের আশঙ্কা হওয়... তথায় ১২ দল ও অবশিষ্ট বাখরগঞ্জ ও সাঁও... পরগণায় প্রেরিত হইয়াছিল। এই বর্ষে ১৯... মেলায়, ৩৩১০৯৫০ জন দর্শক উপস্থিত হয়. ... দিগের মধ্যে ১৪১ জন ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অভি... হয়। মেলাস্থল হইতে ১৪২২ টাকা অপহৃত হ... ছিল। তন্মধ্যে ৭২১৮০ টাকার উদ্ধার হইয়াছে।

গত বর্ষে পুলিস কর্ম্মচারীদিগের বিদ্যালোচন... হ্রাস হয়। ১৮৮০ অব্দে একজন সব ইনেস্পেক্টার ... জন হেড কনষ্টেবল ও ১৮৩০ জন কনষ্টেবল ... রাখিয়া পড়ে। কিন্তু গত বর্ষে কেবল মাত্র ৩৮ ... হেড কনষ্টেবল ও ৯২৮ জন কনষ্টেবল পড়িয়াছি... প্রস্তাবিত বর্ষে পুলিসের কত লোক লিখিতে প... জানিত, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

	১৮৮০		১৮৮১
ইনেস্পেক্টার	শতকরা	৯৯	শতকরা
সব ইনেস্পেক্টার	"	৯৭	"
হেড কনষ্টেবল	"	৮৫	"
কনষ্টেবল	"	৩৬	"

মিউনিসিপাল পুলিসের ইনেস্পেক্টার শতকরা ... সব ইনেস্পেক্টার ৯৪, হেড কনষ্টেবল ৬৭, কনষ্টে... ১১, গত বর্ষে এই পুলিসের একজন হেড কনষ্টেব... ৪৮৮ জন কনষ্টেবল শিক্ষক রাখিয়া পড়িয়াছে। ... ফল অতি শোচনীয়। বিদ্যা শিক্ষার হ্রাস পুলি... অনুবৃত্তির কারণ। এই বিভাগে মূর্খ ও অল্প শি... লোকের সংখ্যা অধিক বলিয়া পুলিস এখন লো... আশঙ্কার স্থল। যে উপায়ে হউক, পুলিসকে শি... করিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ য... আবশ্যক।

গত বর্ষে এই বিভাগের ৩১৫ জন দণ্ডবিধি
ইনানুসারে ও ৫০৫৩ বিভাগীয় নিয়মানুসারে
ভোগ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ৩৮৮ জন
বিধি আইন ও ৩৯১২ জন বিভাগীয় নিয়মানু
ত দণ্ড ভোগ করিয়াছিল এবং ৭৯৩৮ জন সচ্চরি-
। নিবন্ধন ৮১২৬ টাকা ভাতা প্রাপ্ত হইয়াছে।
এই বর্ষে ১৩৫৯ জন আসুচেতা ও ২৬০৬৬ জনের
টনা নিবন্ধন মৃত্যু হইয়াছে। অপরাধের সংখ্যাও
বোত্তর হ্রাস হইতেছে। ১৮৮০ অব্দে ১০৮২৭৫
ভঙ্গের জন্য দণ্ড হয়, কিন্তু ১৮৮১ অব্দে ১০৪১৫৩
ন হইয়াছিল। বিচারকালে পুলিসের মিথ্যা
ভযোগ খণ্ডিয়া প্রমাণ হওয়াতে মুক্তিলাভ করিয়া
৮৯ জন প্রকৃত অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

উপরি উল্লিখিত হিসাবটী দেখিলেই পুলিসের
োষের পরাকাষ্ঠা স্পষ্ট উপলব্ধী হইবে। পুলিস
রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইয়া স্বয়ং যে শান্তিভঙ্গ
ন তাহার দায়ী কে? গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রতি
অত্যাচার করিতে সাহসী না হন, পুলিস অনেক
া না করিয়া তাহার চতুর্গুণ অত্যাচার করিতে
রেন। ইহাঁদিগের কোপে পড়িলে ভদ্র লোকের
ম সম্ভ্রম রক্ষা কি কুলবধূর লজ্জা নিবারণ কিছুই
না। কর্ত্তৃপক্ষের সুখ্যাতিভাজন হইবার জন্য
রা যে কতই চেষ্টা করিয়া নিরীহ লোকদিগকে
দাসয় করিয়া থাকে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।
ক! সে দিন আলীপুরের দায়রার বিচারে যে
কচাঁদ অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, নদীয়ার জজ
কল ইহারই ফাঁসীর আদেশ দিয়াছিলেন। ইহার
ারের সর্পদংশনে মৃত্যু হয়, কিন্তু পুলিস বিচার-
ের নিকট মুন্নুকচাঁদকে কন্যাহন্তা প্রমাণ করিয়া
। এই নৃশংস দুরাত্মারা তাহার অবোধ কন্যা
ীকে এরূপে শিখায় যে তাহারা মুন্নুকের বিপক্ষে
সাক্ষ্য দেয়। ইনেস্পেক্টর আবার এমনি চতুর
ডাক্তারের দ্বারা আঘাত নিবন্ধন মুন্নুকের কন্যার
হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট করাইতে ত্রুটী করেন
। যাহা হউক বহু চেষ্টায় মুন্নুক অব্যাহতি
ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে এরূপ
? দুই তিন জন ব্যারিষ্টার, ৫।৭ জন উকীল
া বেতনে কাহার নিমিত্ত কোথায় শ্রম করিয়া-
ন, আর যদিই করেন, তাহা হইলে মুন্নুকের ন্যায়
স্থ ও নির্দ্দোষী ব্যক্তির যে জীবন যাইতেছে,
হারা তাহা কিরূপেই বা অবগত হইবেন? পুলিস
কাকে একবার গ্রাস করেন, তাহাকে আর তাঁহার
ল হইতে বাহির করা সুসাধ্য নহে। মুন্নুকের
না দৈবাৎ সকল দোষী ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে,
ও একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তি দণ্ডিত না হয়, ইহাই
রোচ বাবস্থাপক অভিপ্রেত। কিন্তু কার্য্যে
ইহার বিপরীত। দোষী অপেক্ষা নির্দ্দোষী ব্যক্তিই
অনেক স্থলে দণ্ডভোগ করিয়া থাকে। পুলিস সন্দেহ
ক্রমে ধৃত করিয়া লোককে যেরূপ প্রহারাদি করেন,
তাহাতে নির্দ্দোষী ব্যক্তিকেও দোষ স্বীকার করিয়া
আত্মরক্ষা করিতে হয়। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের কৃত
নিগ্রহ কারাবাস অপেক্ষা গুরু। অতএব বিশেষ
তদন্ত ব্যতীত কেবল পুলিসের উপর নির্ভর করিয়া
যখন যাহার উপর যে দণ্ড বিহিত হইবে, তাহাই
প্রায় অন্যায় হইবে। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক
কর্ত্তৃপক্ষের দোষেই পুলিস এইরূপ ভয়ঙ্কর অত্যা-
চারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে
পাই কি বিচার সংক্রান্ত বিভাগ আর কি পুলিস
বিভাগ যে কোন বিভাগে যে কোন বর্ষে অপরাধী
অথবা দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা অল্প হয়, সেই বর্ষে
লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ প্রকাশ
করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগের মনযোগাইতে
গিয়া অত্যাচার ও অবিচারের স্রোত প্রবাহিত
করিতে হয়।

স্ত্রীশিক্ষা।

স্ত্রীলোক শিক্ষিত হইয়া সমাজের কার্য্যোপযোগী
হন ইহার পর আর সুখের বিষয় কি আছে। দাসা-
বৃত্তি করিবার জন্য স্ত্রীলোকের জন্ম নয়। অন্ন সিদ্ধ
করা, গৃহ মার্জ্জন, গোয়াল কাড়া, ভ্রাতৃবিক্রের উপ-
স্থিত করা ও কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করার জন্য ঈশ্বর
তাহাদিগের সৃষ্টি করেন নাই। স্ত্রী পুরুষের কাজ
প্রায় একই প্রকার, কিন্তু পুরুষ আত্মম্ভরিতা ও বলি-
ষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন
করিয়া তাহাদিগকে অবোধ পশু সদৃশ করিয়া রাখি-
য়াছেন। অন্যত্র স্ত্রীলোকের তত্ত্ব কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা
আছে কিন্তু যে যে স্থলে মুসলমানদিগের আধিপত্য
ছিল সেই সেই স্থানের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় স্বাধী-
নতা বিহীন রমণী পৃথিবীর আর কুত্রাপি দেখিতে
পাওয়া যায় না। এখন সেই মূর্খ ও দুরাত্ম যবন
সম্রাটের অধীনতা হইতে ভারত মুক্ত হইয়াছে।
পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে লোকের মনের অন্ধকার
দূরগত হইতেছে। আপনাদিগের ন্যায় স্ত্রীগণকে
শিক্ষিত করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে বটে
কিন্তু স্ত্রীলোক শিক্ষিত হইয়া সমাজের কি কি কার্য্য
করিবে তাহা আজিও স্থিরীকৃত হয় নাই। অনে-
কের মনের ভাব স্ত্রীলোক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গৃহ
কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা সভা সভা হইয়া চরি
খানির ন্যায় চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িবে,
স্বামীর সহিত রসালাপ করিবে, স্বাধীনভাবে একলে
বেড়াইবে, তাহা হইলেই স্ত্রীশিক্ষার চরম ফল
ফলিল। ফলতঃ সাহেবী ধরণটী আপনাদিগের মধ্যে
চালাইবার চেষ্টাই যাঁহাদিগের স্ত্রীশিক্ষার প্র
পক্ষপাতিতার কারণ আমরা তাঁহাদিগের স
কোন কথা বলিতে চাহি না। তবে এই প
বলা যাইতে পারে ভারতবর্ষস্থ সাহেবদিগকে
করিয়া কার্য্য করিলে স্ত্রীশিক্ষা নিবন্ধন সুফল
ফলিবা, কুফলই ফলিবে। তাহার কারণ ভারতব
ইংরাজেরা ঘোর বিলাসী।

পৃথিবীতে যে কোন বিষয়ে নূতন আবিষ্ক
হইয়াছে দরিদ্র ব্যক্তিই তাহার মূলে। অভা
বুদ্ধি যোগাইবার এক মাত্র উপায়, যাহার অ
নাই তাহার উদ্ভাবনী-শক্তি নাই। এই কার
আমরা ভারতবর্ষস্থ ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ ক
ইংলণ্ডস্থ সাহেবদিগের সদৃষ্টান্তের অনুকরণ ক
পরামর্শ দিই। এই স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে এ
তথায় ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। এ
কার ইংরাজদিগের অপেক্ষা তথাকার সাহেবদি
অভাব অধিক। সুতরাং তাঁহারা স্ত্রীলোকের বি
শিক্ষার সহিত অর্থোপার্জ্জনের ও নানা উপায় উ
বন করিতেছেন। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শি
সহিত মনোপার্জ্জন হয় অথচ সমাজের ক
সাধিত হইতে পারে এরূপ উপায়ের উদ্ভ
করিবার জন্য বিলাতে আজ ২০ বৎসর
একটি সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেক বুদ্ধিমান
বিচক্ষণ লোক ইহার সভ্য আছেন স্বয়ং ইংল
শ্বরী ও তাঁহার বংশের অনেকেই এই সভার প্র
হিতৈষী। এক সভার কর্তৃক স্থাপিত পাঁচ টী বাস
আছে। পাঠোদ্যতা যুবতীরা তাহাতে অবস্থিতি ক
থাকে। এই সকল রমণী ৩ টী কালেজিয়েট
সন্ধ্যার পর বিদ্যালাভ করিয়া থাকেন, ইহাঁদি
অধিক পরিমাণে পারমার্থিক শিক্ষা দিবার নি
মাসিক পত্রে ভাল ভাল প্রস্তাবের অবতারণা
হয়। ইংলণ্ডের দশ লক্ষের ও অধিক রমণী ই
উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া নিয়ত গৃহকর্ম্মে নি
থাকিতে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা আপ
দিগের জীবিকোপায় আপনারাই করিয়া ল
অভিলাষী। তথাকার লোক বালিকাদিগকে শি
পারিভাষিক শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অধিকতর য
হইতেছে। সূচিকর্ম্ম ও শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্ম ব্য
নিম্নলিখিত কার্য্যে ইংলণ্ডীয় রমণীগণ প্রবেশ
ছেন। যথা:—

চীনের বাসনে নক্সাদি করা, পশম বা রেশ
বুনান, কাষ্ঠ সকল ভাস্করকার্য্যের উপযোগী ক
দেওয়া, ভাস্করকার্য্য, অট্টালিকা প্রভৃতির নক্সা ক
রসায়ন ও ঔষধ বিক্রয়। দাসীর কার্য্য; বুকফি
সচিত্র লেখা, লিথোগ্রাফি করা, লিথো
লেখা, টেলিগ্রাফ, প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা,

া, চুল প্রস্তুত করা, অন্তরাদি রক্ষা করিবার
ল, সেলাইয়ের কল, ঘরের সরঞ্জাম প্রস্তুত, হৈয
া কাজ, লেস পরিষ্কার প্রভৃতি আর কয়েকটী
া করিয়া থাকেন, রমণীগণ এইসকল কাজ
লে ভাল ভাল কর্ম্ম পান। বাঙ্গালোরের একটী
মহিলা ইউরোপ হইতে এই সকল শিল্পকার্য্য
য়া আসিয়াছেন। তিনি এরূপ চিত্র করিতে
ন যে দেখিলে নয়ন মন প্রীত হয়। ঐ সভার
এক্ষণে মান্দ্রাজের বালিকা বিদ্যালয় সমূহে চিত্র-
। শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের
ান্য স্থান এ সুখে বঞ্চিত কেন? আপনাদিগের
আপনারা না করিলে কোন কালেই আমাদের
ষ্ট হইবে না। ইংলণ্ডের ন্যায় অস্মদ্দেশীয় বালি-
গকে পাস্থিভাষিক বিদ্যার সহিত শিল্পবিদ্যা
া দেওয়াই উচিত। ইহাতে স্ত্রীলোকেরা জ্ঞান
করিতে সমর্থ হইবে এবং স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা
ক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জনও করিতে পারিবে।
নে অন্য কর্ম্ম ভাল চলুক না চলুক কিন্তু ভাস্ক-
কার্য্য, নক্সা করা ও বসায়ন কার্য্য যে উত্তমরূপে
বে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন ভাল
র কার্য্যের প্রাদুর্ভাব হইলে ইংলণ্ড বাতীত সম্পন্ন
য়া ভার। এখানে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত
কেই নক্সাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু ভাল
করিবার লোক এদেশে অতি অল্প। এই
রণে অস্মদ্দেশীয় ১৩৪ টী ফারমে বিলাতের শিক্ষিত
নক্সা প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন।
দেশীয় রমণীগণ যদি এই কার্য্যে পারিপাট্য লাভ
রিতে পারেন তাহা হইলে বিলাত হইতে আর
কারে ও নক্সা প্রস্তুত করিবার জন্য আনিবার
প্রয়োজন হয় না। ঐ রূপ এ দেশীয় স্ত্রীলোকে যদি
ায়ন করিতে শিখেন তাহা হইলে তাঁহারা যেমন
ভবান হইতে পারেন তেমনি দেশের অর্থ দেশে
কিয়া যায়, ভারতবর্ষের এখন যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে
ও কিছুদিন পরে স্ত্রী পুরুষে অর্থোপার্জ্জন করিতে
পারিলে উভয়ের সংসার চলিবে না। অতএব স্ত্রী
কার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল শিক্ষা করা নিতান্ত
আবশ্যক।

ভারতবর্ষের লোহার কারখানায় যাহাতে উন্নতি
, তদুদ্দেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অভি-
য় প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে লোকে সম্প্রদায়-
হইয়া কুচবিহার, ব্রহ্মদেশ, কুমায়ুন পর্ব্বত-
লা, বাঙ্গালার রাণীগঞ্জ, সাঁওতাল পরগণা, ছোট-
াপুর, মধ্যপ্রদেশ সমূহের মধ্যে সম্বলপুর, চান্দা
বস্তারশ্রেণী এবং পাঞ্জাবের সৌহখনি সমূহ হইতে
ও উত্তোলন করিয়া যাহাতে লোকে ব্যবহারোপ-
যোগী করে, গবর্ণমেণ্টের তাহাই ইচ্ছা। উপরি উক্ত
প্রদেশসমূহ হইতে উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যাইতে পারে।
ঐ সকল প্রদেশে লৌহের কারখানা স্থাপিত হইলে
তাহাতে ঢালা ও পেটা লোহা ও প্রচুর ইস্পাত
পাওয়া যাইতে পারে, এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভেরও
সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল কারখানার প্রস্তুত
করা লৌহ আপনাদের প্রয়োজনার্থ গ্রহণ করিতে
প্রস্তুত আছেন।

গবর্ণমেণ্ট সাড়ে চারি লক্ষ টাকা মূল্যে রাণীগঞ্জে
যে লৌহের কারখানা ক্রয় করিয়াছেন, তাহা কেনা
দরেই বিক্রয় করিতে চাহিতেছেন। তাহাতে যে
লোহা উৎপন্ন হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে ও
অন্যান্য পর্ত্তকার্য্যের জন্য গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত
হইতেছেন।

এক্ষণে পৃথিবীতে লৌহের ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি
পাইয়াছে। এ দেশের নানা স্থানে লৌহখনি আছে
সে সকল হইতে লৌহ উদ্ধারের উপায় বিহিত হইলে
এবং নূতন নূতন স্থানে লোহার খনি আবি-
ষ্কৃত হইতে থাকিলে এ দেশের একটী আরের পথ
প্রস্তুত হইবে।

গত বর্ষের জেলরিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।
অন্যান্য বর্ষ অপেক্ষা গত বর্ষে কর্ত্তৃপক্ষ কয়েদিদিগের
স্বাস্থ্যরক্ষা ও আহারাদির বিষয়ে বিশেষ উদারতা
প্রকাশ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বর্ষে নিত্য ১৬৭৪৭
জন কয়েদী জেলে অবস্থিতি করিয়াছে। কিন্তু ১ লা
জানুয়ারিতে হাজত, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দ-
মায় ১৭৩০৫ জন কারারুদ্ধ থাকে তৎপরে সমস্ত
বৎসরে ৭৭৭০৪ জন কারারুদ্ধ হয়। এই সমষ্টির মধ্য
হইতে প্রস্তাবিত বর্ষে ৭৮৬৭০ জন মুক্তি লাভ করে,
গত বর্ষে ১৭০৯৪ ভিন্ন জেল হইতে স্থানান্তরিত
হইয়া আইসে। মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা
৪০৩ আপীলে খালাস পাইয়াছিল। অবস্থিত কয়ে-
দিদিগের মধ্যে ৯৮ জন খ্রীষ্টান, ৫৯৮০ মুসলমান,
৮৪৬৩ হিন্দু, ৬৭ বৌদ্ধ ও চৈন এবং ৬২৩ ভিন্ন
জাতীয় ১৮৮০ অব্দের শেষে ৬৫৩ টী স্ত্রীলোক কারা-
রুদ্ধ থাকে। প্রস্তাবিত বর্ষে আবার ১৫৬৬ টী কারা-
রুদ্ধ হয়। ইহার মধ্যে ৬২৪ স্থানান্তরিত হইয়া আসি-
য়াছিল। ১৮৮১ অব্দের শেষ ভাগে ৫৬৬ টী আবদ্ধ
থাকে তন্মধ্যে ২৪৭ বিধবা, ১৯৬ সধবা, ১১৬ বেশ্যা ও
৬৭ অবিবাহিতা। এই বর্ষে ৩০১৬ জন দেওয়ানী
জেলে অবরুদ্ধ ছিল। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা গত
বর্ষে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। শস্যের মূল্য
হ্রাস নিবন্ধন প্রজা জমীদারের কর ও অধমর্ণ উত্তমর্ণের
ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হওয়াতেই এই নিগ্রহ ভোগ
করিয়াছে। এই সকল কয়েদির নিমিত্ত ৩৪৯৮৭
টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। প্রত্যেক কয়েদির প্র
গড়ে ৫৮৯/৩ টাকা খরচ হইয়াছে। কিন্তু এই কয়ে
সমূহের মধ্যে গড়ে ৩৬১৩ জন নিত্য কারখান
কাজ করে। তাহাদিগের দ্বারা যে সকল দ্র
প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বিক্রয়ে ৫২৫৯৯ টাকা আ
হইয়াছে।

পুস্তক সমালোচনা

দার্জ্জিলিঙের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত এরিমো
সান্যাল প্রণীত। কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত
প্রকাশিত। এ খানি কোন ইংরাজী পুস্তকের অ
বাদ নহে। গ্রন্থকার দীর্ঘকাল দার্জ্জিলিঙ বাস ক
স্থান বহুদর্শিতার দ্বারা নানা বিষয়ের সংগ্র করি
ছেন; দার্জ্জিলিঙ হিমাচলের অধিত্যকা বিশে
অতীব সুরম্য, রাজপুরুষগণ ইহার অনিষ্টক
শোভা ও ইহাকে স্বাস্থ্য-গুণসম্পন্ন দেখিয়া অ
বাসনির্দ্দেশ করাতে ক্রমে এই স্থানে উৎ
বৃদ্ধি এবং বহু লোকের সমাগম হইতেছে। সুত
এক্ষণে ইহার ইতিহাস সাধারণের জ্ঞাতব্য। গ্র
মোহন বাবু যে প্রণালীতে এই ইতিহাস লিখি
ছেন তাহাতে তাঁহার বহু অনুসন্ধিৎসার পরি
হইতেছে, এতন্নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক পুস্তক দেখিতে
হইয়াছে। নানা বিষয়ের অবতারণা নি
ইতিহাস খানির অবয়বও বৃহৎ হইয়া পড়িয়া
ইহার ভাষা সরল ও উত্তম হইয়াছে।

কবিতা কৌরক। শ্রীক্ষীরোদাচরণ বসু ক
প্রণীত। মেদিনীপুর বাণীযন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি
কবিতা গ্রন্থ। ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের কবিতা সন্নি
হইয়াছে। ভূর্যোধনের প্রতি ভীষ্ম, কবি ও বস
মিলন নামক কবিতা পাঠে আমরা পরিতোষ
করিয়াছি। অন্যান্য গুলিও আমাদিগের প্রী
কর। গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম, তথাপি ই
লিখনপদ্ধতি দর্শনে বোধ হয় চেষ্টা করিলে ভবিষ
ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে সুকবি বলিয়া পরিচিত হ
পারিবেন।

সুধাধাম উপন্যাস। ভাঙ্গামোড়া নিবাসী
অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা ১৩৭ নম্বর
ওয়ালিস ষ্ট্রীট করপোরেস যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি ক্ষু গ্রন্থ
লেখক ইহার উদ্দেশ্য মহৎ। ১ম ক্ষেত্রে কুলীনিগে
বস্তায় কুলীসংগ্রাহকদিগের দুরভিসন্ধি বিশেষরূপে
করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবে উপন্যা
ছলে এই গুলি বর্ণনা করিতে গ্রন্থকারকে অন
কয়েকটী ঘটনার সমাবেশ করিতে হইয়া
আমরা তৎসমুদায় পাঠে প্রী হইয়াছি। অ
বাবু সাহিত্য সমাজে অপরিচিত নহেন, অ

সম্বন্ধে আমাদিগের সবিশেষ বলিবার প্রয়োজন
হে না।
প্রণীত কুসুমমঞ্জরী। খণ্ড কাব্যের। ইহাদেবেশ্বর
ম্বর পাল ২৪ ঈশ্বর পিতৃবিদ্যারত্নের লেন
বিদ্যারত্ন য মুদ্রিত। নামেই বিষয়াংশের
য় হইতেছে। গ্রন্থকারের কবিতা রচনায় বিল
টুকা আছে। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ
া পীড়িতাংশ কিঞ্চিৎ। এবিধাপুলি সকল
তের ও আদি কবির ন্যায় ভাবসম্পন্ন হও-
।
পুষ্পমঞ্জরী। ইহা নানা ছন্দোবন্ধক গ্রন্থ।
র্যা বিদ্যেশ্বর কবিবর বিরচিত। এই গ্রন্থে ছন্দের
পুষ্প উত্তম হইয়াছে কবিতাগুলি পাঠ
লে চিত্ত অপহারী কবিত্বশক্তির পরিচয়
য়। ইহা সুকুমারমতি বালকগণের সাধুত
প্রদানের বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লস্তমহই আগষ্ট, ইংরাজেরা কাবুলে হস্তক্ষেপ
ম করায় জন্য বাহির করিতে না পারেন, এম. ডি
লক্ষ্মী ভাবে তাহার চাতুরী করিয়াছেন। ইহা স্থ
ছাড়া যেরূপ ভাবে পত্র লিখিয়া
লিখিতেছে। হইতেছে যে ইংরাজেরা
ারির দৈ কে আক্রমণ করিয়াছেন। এমত পক্ষে
রামেরা আরবির সৈন্যগণের সহিত
ারস্থ সৈন্য, যাহা এই যুদ্ধে যোগ দিতে হইয়াছিল।
যেরূপ দৃঢ়তা সহকারে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন
। কিন্তু যে সকল ইংরেজ সন্ধি ভাঙ্গ করা করিয়াছেন,
তাহা পশ্চাৎ উহাদের সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে
ইংরাজদিগের বহু বহু সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে।
আবার ভারতীয় সৈন্যগণের সাহসের ও
স্থানে প্রশংসা করিতেছেন। গ্রামসের দুই ইংরেজ
অনেক বন্দীকৃত করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছে আমাদের
খানে ১৮ হাজার মাত্র সৈন্য আছে। তাহাদের আরও তাঁহার
সংখ্যা বেশী নহে। ইংরাজ ও করাসী গবর্নমেণ্টের পরিবর্তে
কনষ্টাণ্টাইন সভাস্থ সাধীয় রাজ-প্রতিনিধি ইউরোপীয়
সুরোপীয়দিগের রক্ষার চেষ্টায় সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা
নগরে পৌঁছিবার উপদেশ দেন, তাঁহার
যে তাহাতে সম্মত হইয়াছিল, তিনি বলেন যুদ্ধের
তাহা সম্ভব করিলেন।

যে স্থানে পলিয়াছেন, সিলেট সাহেব
উপায় করিবার কোন কারণ
দেখিতে পাইতেছি না। ইহাদের সমস্ত
ধনের পাঁচ শত হইতে পারে। তাহারা
বিপিন দে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তজ্জন্যই
আমরা বিস্মিত হইতেছি না, কৃতঘ্নতা মনুষ্য স্বভাবের
সহিতই নয়। গোবিন্দ বাবু বিজ্ঞলোক হইয়া
তাদৃশ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ইহাই
আমাদের বিস্ময়ের কারণ। পুত্র মূর্খ হইলে অনেক
পিতা পুত্রকে তিরস্কার করিয়া থাকেন; কিন্তু আমা-
দের মতে বিপিনে তিরস্কার যোগ্য। পিতা তাদৃশ
সন্তানকে ধন্য দিলেন কেন?

আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,
জুলাই মাসের মধ্যে ৩ ইঞ্চ মাত্র বৃষ্টি হইয়াছে,
ধানের বীজ শুকাইয়া যাইতেছে, বিসূচিকার প্রা-
র্ভাব হ্রাস হইতেছে না। আমাদের এ অঞ্চলেও
বৃষ্টি না হওয়াতে ধান্য রোপণক্রিয়া চলিতেছে না।
যাহা রোপিত হইয়াছে, তাহাও রুক্ষবর্ণ হইয়া আছে
আর দুই চারি দিন বৃষ্টি না হইলেই কার্য্য শেষ
হইল। এবার আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে পবনদেব
মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের এ অঞ্চলে যে অবতীর্ণ হই-
বেন এ ভরসা আমার পক্ষপাতিনী। ঈশ্বর যে মনুষ্য
আকারে না থাকিলেও সাংবাদিক পীড়া হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের অনারেবল বিচারপতি
হরিণ ফিন্ড সাহেব দুর্গোৎসবগুলি বিভাগ হইতে বাহ-
সাহী বিভাগের মকদ্দমার বিচারকার্য্যে নিযুক্ত
হইলে পেসিডেন্সি বিভাগ হইতে প্রধানী কার্য্য
বিধি আইনের ৫৫১ ধারা উঠিয়া যাইবে।

বেহার হইতে এক বাঙ্গালি ভদ্রলোক
ইংরাজ অধীনস্থ দেশীয় কর্ম্মচারীকে "শালা" বলিয়া
গালি প্রদানে ক্ষিপ্ত হইয়া সাহেবের লক্ষ
করিয়া একটী লোহ নিক্ষেপ দ্বারা নিক্ষেপ করেন
হইতে সাহেব ভীত হইয়া তাঁহার সহিত আর কথা
ব্যবহার করিবেন না
এমন সময়ে
।
এ, বাবু, পড়িয়া গেলে
এরূপ দুষ্কর দ্বারা আমাদের দেশে যু
সাক্ষ্য [illegible]।

১১ই আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা ৪ ঘটিকার সময়
মঙ্গলবার সাহেবগঞ্জ [illegible]
আসিয়া হইয়াছে। [illegible] প্রায় ৩৭ হাত
হইয়াছে। সাহেবগঞ্জে একটি খাদ খনি [illegible]
কারণ ইলাহাবাদ পড়িতে [illegible] কাহার
ও আরোহিদিগের অনেকেই অত্যন্ত প্রাণে হইয়াছে
এবং ইষ্টরোডার সকলেই কহিতে আছে [illegible]
খানির আড্ডা পরিবর্ত্তন করিয়া সাহা করিতে [illegible]
আর নদীটি বিলম্ব হইয়াছে।

ভাগলপুর সহায় নামক মাসিক পত্রে [illegible]
[illegible] নামক আর এ
নিকট কোন অপরাধে দুঃখ করিয়া তাহা
তাহার দোষের বিষয় [illegible] করেন; সে অ
ধার করিলে তাহার [illegible] সম্প্র
নের কন্যা তাহার হস্তে [illegible] প্রা
[illegible] ইহা [illegible] দণ্ড করিলে [illegible]
[illegible] করা হয়। সে হস্তের দণ্ড হওয়া
তাহাকে দোষী স্থির করে। মুখে [illegible]
বিশ্বাস স্থির সহায়ারাণীর হস্ত আঘাত দণ্ড হয়
ছেড়কনেষ্টবল [illegible] বিচারাধীন আছে।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই কলিকাতা ও তা
পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে [illegible] মণ পাটনা কমা
হইবার মধ্যে সাড়ে নয় লক্ষ মণ রপ্তানীর উপযো

বিবিধ সংবাদ।

নিশানের যুদ্ধ উপলক্ষে আমেরিকা বাসীর পরিচয়
দিতেছে। এদিকে সাহেবগঞ্জ [illegible] সৈন্য যাই-
তেছে; ওদিকে ইংলণ্ড হইতে সৈন্য আসিতেছে,
সেদিকে চমৎকারের সভা বসিতেছে, সাম্রাজ্ঞী
পরমসুখে, এই উপলক্ষে পদরাজ করিতেছেন,
আর হাজারই [illegible] সংগ্রাম সংক্রান্ত নীতির
পোষকতা করিবার চলিতেছে; অনিচ্ছু [illegible]
[illegible] সৈন্য [illegible] করা হইতেছে। এত
[illegible] এত আয়োজনই বা কেন? আবার
[illegible] দমন করা [illegible] এরূপ উদ্যোগ কি,
আর কোন গূঢ় কারণ আছে? আমাদের
কথা [illegible] সৈন্য। কিন্তু [illegible]
[illegible] সৈন্য [illegible] যুদ্ধে [illegible]
[illegible] সকল সৈন্য [illegible] সহিত [illegible]
[illegible] সাহেবের আশঙ্কা [illegible] প্রয়োজন
[illegible]। ইউরোপীয় [illegible]
[illegible] সহিত [illegible]
[illegible] প্রধান
[illegible] কারণ [illegible]
করিবার ইচ্ছা হইল, কন ফরেন্স সভা
[illegible] দিলে [illegible] আলোকস্তম্ভ [illegible]
করিলে কি চলিত না? কন ফরেন্স [illegible]
[illegible] পূর্ব্বেই সভা আহূত করা হইল, তখন
এ একটী বিড়ম্বনামাত্র সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া লোক
হাসান হইল কেন?

বাবু গোবিন্দমোহন রায় ক কিনিয়া হইতে
লিখিয়াছেন, তাঁহার আশ্রিত বিপিন বিহারি চক্র
বর্ত্তী তাঁহার বিপুল সম্পত্তি অপহরণ করিয়া পলায়ন
করিয়াছে, সে রাজমাহিতে ধরা পড়িয়াছে।
রাজমাহির পুলিস প্রশংসাযোগ্য সন্দেহ নাই।

মেকসিকোর ৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে একটী আগ্নেয়গিরি প্রকাশ হইয়াছে। ইহা উর্দ্ধে ১৭৭৮৪ এবং পরিধি ৩ মাইল।

ইংলণ্ডের মধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্ব্ব। এই সহরে সর্ব্ব শুদ্ধ ২১ টী কালেজ ও ৫ টী আছে।

গত বর্ষে ইংলণ্ডের ৫০ টী রমণী বক্তৃতাপারের শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ বর্ষে অপরা ছাত্রীদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয়, তন্মধ্যে ১৫ টী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা ঐ কার্য্য শিক্ষা ন, তাঁহাদিগকে সোম ও মঙ্গলবার ব্যতীত ৭ টার বিশদরূপে হিসাব পত্র লিখিয়া দেওয়া হয়। শ্রমিক শিক্ষায়িত্রীদিগকে সপ্তাহে ৮।৯ আনা দেওয়া হয়। কেলি সাহেব গৃহ কার্য্য স্ত্রী কেরাণীদিগের দ্বারা পোষ্ট আপীসের ডাইরী এরূপে প্রস্তুত করাইয়াছেন যে, লক্ষণে হইতে হয়, এতদ্ভিন্ন ৪০ জন স্ত্রীলোককে বিভাগে কর্ম্ম প্রদান করা হইয়াছে। ইহা র কার্য্যাদির তত্ত্বাবধানের জন্য ৮টী উপযুক্ত কে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ প্রদান করা হই-। ঐ বর্ষে ৮২ টী রমণীকে লিপিগ্রাফের কার্য্যে করা হয়। ২০০ টী রমণী অতিরিক্ত কার্য্য করেন, ৫২ টী যুবতী এক্ষণে এই কার্য্য করিতেছেন।

দেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কলিকাতা ও উপনগর, ড়া, হুগলী, শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বারাসাত, ও ধামপুর মেয়রিয়া মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে অভিলাষী ছেন। এই সকল মিউনিসিপালিটীতে গবর্ণরের সম্পাদিত ... ৪ জন সভ্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ২৪ পরগণার দিনর ও বারাসত মহকুমা, হুগলীর সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমা এবং ড়া ও ঢাকার সকল মহকুমার স্থানীয় সভ্য নির্ব্বাচন প্রণালী স্থাপন করিবেন। লেপ্টেনণ্ট রের প্রথম প্রস্তাব সমস্ত মিউনিসিপালিটীতে এ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। কিন্তু ফ সার আসলি হডসনের মত বড় প্রবল । তিনি গ্রাম শ্রেণীর সমস্ত মিউনিসিপা-টীতেই নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে অভি ছিলেন। যাহা হউক লোকে আত্মশাসনের রে টমসন সাহেবের উদার মত বলিয়া জানাতে অল্পকালের মধ্যে তাঁহার যশ সমধিক বিস্তীর্ণ য়াছে। এ সময়ে সুচিন্তিত ও অনুদারনীতি-পরতন্ত্র য়া কার্য্য করিলে ... অযশ ঘোষিত হইবে।

উত্তর বাঁটরা নিবাসী ডাক্তার রাধানাথ দত্ত তাহাতে লিখিয়াছেন, পান মর্দ্দন করিয়া এক খণ্ড ছিন্ন বস্ত্র বাঁধিয়া বসটুক বাহির করিয়া লইয়া রোগীর চক্ষুতে দিলে আরোগ্যলাভ করে। ডাক্তার ৩৫ বৎসরের রোগীকে ঐরূপে চারি দিনে আরোগ্য করিয়াছেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু অল্পকালের জন্য হাইকোর্টের প্রসিডিন্সি জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহার কর্ম্মকাল শেষ হওয়াতে তিনি শিয়ালদহ ছোট আদালতের প্রথম জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং বাবু বলরাম মল্লিক আলীপুরের ২য় সুপরিণ্টেণ্ডিনের পদ হইলেন।

...স্থির গাড়ীর ... অঙ্কিত করিতে করেকখানি ছবি বাহির হইয়াছে সলোমন এতদ্ভাব একটী অকৃতকর মকদ্দমার বিচার করিয়া যে রায় দেন, এই ছবির মধ্যে এক খানিতে ঠিক সেই ঘটনাটী চিত্রিত আছে। চিত্রকর বিচারাসন অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে এক স্থানে ৩ জন জজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, একটী স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের পদপ্রান্তে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া যেন, কি প্রার্থনা করিতেছে; ইহার কিঞ্চিৎ দূরে ঘাতকের স্থান, তথায় একটী শিশু শায়িত। এক ব্যক্তি তাহাকে বধ করিবার জন্য যেন একখানি বৃহৎ ছুরিকা গ্রহণ করিতেছে, ইহার কিঞ্চিৎ দূরে যেন একটী স্ত্রীলোক উদাসিনীর ন্যায় দণ্ডায়মানা আছে। এবং ঘটনা স্থলের চতুষ্পার্শ্বে সৈনিকপুরুষ ও দর্শকবৃন্দ দণ্ডায়মান। ইংরাজদিগের হাইকোর্টের বিচারপ্রণালীর সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে দণ্ডের ইতরবিশেষ এই, এখন ফাঁসী হইতেছে, তৎকালে যাতকের দ্বারা বধসাধন করা হইত। এ নিয়ম তৎকালে ভারতীয় রাজাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বধ্যভূমির চতুষ্পার্শ্বে সৈনিক ও লোক দাঁড়াইবার নিয়ম ইংরাজদিগের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ফরাসী ডেপুটী চেম্বার্স সভায় মকদ্দমা করিবার বিষয়ে আইনের একটী ... উপস্থিত করা হইয়াছে অধিকাংশ লোকের ইহার সপক্ষে মত দিবার সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাইয়ের যে সকল বন্দরে সাধারণে জাহাজে আরোহণ ও অবতরণ করে, তাহার কয়েকটীতে কয়েদীরা কার্য্য করিবার জন্য শীঘ্রই নাকি বাষ্পীয় সহায় আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইবে। আদালত সমুদ্র যে কেহ যাইবে, তাহাকে কিছু কিছু কর দিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিস্তর লাভ হইবার সম্ভাবনা।

সিন্ধু নদ উচ্ছলিত হওয়াতে সিন্ধু উপত্যকা রেলওয়ের অনেক স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বোম্বাইয়ের ... বিভাগের কর্ম্মচারী বাবু ঈশান... বঙ্গবাসীদেশের আসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলর হইলেন।

পৃথিবীতে প্রায় ১৪০ লোকের ... প্রতি মিনিটে ৭৫ জন কমায় ও ৬২ জন ম... সুতরাং প্রতি মিনিটে ১ জন করিয়া বৃদ্ধি পা... হেছে। এই হিসাবে প্রতি দিন ১৮৭২০ জন লো... বাড়িতেছে।

সুপিরিয়র নামক হ্রদের ন্যায় পরিষ্কার জ... বৃহৎ হ্রদ পৃথিবীতে আর নাই। ইহা ৪৩০ মা... দীর্ঘ ও ১৬০ মাইল প্রশস্ত এবং ৮ শত ... গভীর।

অষ্ট্রেলিয়াই পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ দ্বীপ। ই... পরিমাণ ২৯৮১২৮৭ বর্গ মাইল।

কালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত ইয়ো... নামক স্থ... একটী বৃক্ষের কুঞ্জ আছে। ইহার ন্যায় বৃহৎ দীর্ঘ কুঞ্জ কুত্রাপি নাই। ইহা উর্দ্ধে ২৬০ ... এবং পরিধি ১০৬ ফিট। ইহার মধ্যে যে... বৃক্ষ আছে তাহার প্রত্যেকটি ৩৭৬ ফুট উচ্চ ও ... ফুট মোটা।

গত সপ্তাহে বোলিলপণ্ডে ভয়ানক বৃষ্টি ... য়াছে। কীচা নদী বৃদ্ধি হইয়া বেরিলে ও ... বাঘের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমুদ্র প্লাবিত করিয়াছে।

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম বোম্বাই মুহেরসী নামক পার্সী বালক এবার বিলাতের সি... সর্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁর বয়... এক্ষণে সাড়ে সতর বৎসর। গত ১৮৮১ অব্দ বৎসর বয়ঃক্রমে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইনি ষ... বর্ষ বয়সে মাদ্রাজে ম্যাট্রিকিউলেসন প... দিয়াছিলেন।

আমেরিকার একখানি সংবাদ পত্র লেখেন ... নর, মাঁচের আবক, রোরাকরম, কবার্ট ও ক... সমভাগে গ্রহণ করিয়া বয়ঃক্রম অনুসারে ১০ হ... ৩০ ফোঁটা খাওয়াইলে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত রো... অবিলম্বে আরোগ্য লাভ করে।

লেপ্টেনাণ্ট এচ, পামসন সাহেব কেরোসিন ... পরীক্ষা করিবার যে উপায় আবিষ্কার করিয়া... তিনি তাহার পেটেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন।

... বর্ষীয়া বৃদ্ধা বয়সে যেরূপ শ্রম করেন যু... সেরূপ পারে না। তিনি প্রতিদিন প্রাতে ৪ ... প্রাপ্ত সেই ডালি লেখেন ... সঙ্গে তাহার মর্ম্ম লিখিয়া রাখেন। ... বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান করিবার পূর্ব্বে বিস্তা... করেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে বেড়াইতে ... আসিয়া বিশ্রাম পূর্ব্বক বেলা ৯ ঘটা পর্য্যন্ত ... লিখন পাঠ করেন। তাহার টীকা দান করেন, পু... রাত্রি ৮ টার পর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

...সভ্য বাঙ্গালা আবদ্ধচাঁদ রায় বাহাদুরের মৃত্যু ...তুর্ণিয় পাত্রী ডায়েরবাদের নানা স্থানে স্বাধীর ...ছিল লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন :

...বাঙ্গালে হিন্দু ও মুসলমানে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া ...ছে। উভয় পক্ষে ...ক হত ও আহত হই যাছে ...ক্ষের দুই চারিজন ইহাদিগের ...নহে। আসল এবার ...

...কাতর ...বিনা ম্যাজিস্ট্রেসিপালিটীর সহকারী সভাপতি ...গের সঙ্গে এক দিবস ক ...ছেব দিগের সহিত দেশীয় ...বিবাদ আড়াআড়ি চলিতেছিল, সাহেব দিগের ...হবন সাহেব ঐ পদ প্রাপ্ত হন কিন্তু দেশীয় ...হইয়া ইহার বিপক্ষতা। সেই সাহেবেরা দেশীয় ...ই অসন্তুষ্টিতে কন্ত্রা অ্যাসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপা-...ইণ্ডেণ্ট মিথ সাহেবকে উক্ত পদে মনোনীত ...ন, কিন্তু দেশীয়েরা অসম্মতি করাতে লেপ্টেনাণ্ট ...র পুনরায় সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচনের ...দেশ দেন। সাহেবেরা পুনরায় স্মিথকে মনোনীত ...ন এবং এই কার্য্যের ...ত তাঁহাকে মাসিক ...শত টাকা পারিশ্রমিক দিতে চাহেন.

...প্টেনাণ্ট গবর্ণর এতদুত্তরে বলিয়াছেন যদি ...র সাহেব দিগের কার্য্য করিয়া মিউনিসিপা-...লটীর কাজ করিবার অবসর পান তাহা হইলে ...নি করিতে বাধ্য। অতএব তদ্ভিন্ন তাহাকে ...ন্য বেতন দেওয়া হইতে পারে না। তথাপি ...ল মিউনিসিপাল কমিশনরেরা মাসিক এক শত ...কা দান তাহা হইলে উহা সাধারণ রাজস্বে জমা ...হবে।

হিন্দু পেট্রিয়টের আশামস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া-...ন উত্তরলক্ষ্মীপুরের একটী চা-বাগানের ৪০ জন ...লী বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের ...পুরুষ ও বালক ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাদিগের ...সন্ধানই হইল না। উক্ত সংবাদদাতা আর লিখি-...ছেন গাড়িপুরের ডাক্তার কুলীসংগ্রাহক যেমন তাহার ...লের ৩টী ছাত্রের আশামে বিস্তর শিখা ঠাহাইয়া ...বার প্রলোভন দেখাইয়া কুলীশ্রেণীভুক্ত করিয়া ...ঠাইয়াছিল সেইরূপ কলিকাতার একজন কুলী ...ন্ট কন্ট্রাক্টরিনী একটী আসামি বিবিকে প্রতারণা ...রিয়া আশামের চা-বাগানে প্রেরণ করিয়াছে। ...ক বলে আশাম হইতে একজন ইউ-...পীয় তাঁহাকে লিখিয়াছেন তথাকার কুলী ...দিগের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য একটী ইউরো-...পীয়ের প্রয়োজন। এজন্য মোটা বেতন ...। অতএব যদি কেহ ইচ্ছা করিবে ...পারেন। এই প্রস্তাবে তিনি যাইতে সম্মত ...ন এজেণ্ট তাঁহার যাতায়াত পারিবর্ত্ত করিয়া

নাম রেজেষ্টরি করাইয়া লয়। এবং গোয়ালন্দে গিয়া জাহাজে উঠাইয়া দিয়া আইসে। রমণীর নিকট টাকা ছিল, সুতরাং এজেণ্ট তাহার সেই টাকা লইয়া জাহাজের উচ্চ শ্রেণীর কামরা ভাড়া করিয়া প্রকৃত সম্ভ্রান্ত রমণীর ন্যায় তাঁহাকে পাঠাইয়া দেয়। পরিশেষে জাহাজ কোকিলামুখ নামক স্থানে লাগিলে বিবি নামিলেন, এবং কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সামান্য কুলীরমণীর ন্যায় চার পাশা উঠাইতে আদেশ দিলেন।

লর্ড বায়রণের যে সকল পত্র অপ্রকাশিত আছে লণ্ডনের এথিনিয়ম পত্রে তাহা প্রকাশিত হইবে।

গবর্ণর জেনেরল নিয়ম করিয়াছেন যে সকল গবর্ণমেণ্ট ডাক্তারের উপর লাস পরীক্ষা করিবার ভার নাই অতঃপর তাঁহাদিগের দ্বারা মৃতদেহ পরীক্ষা করাইলে ১৬ টাকা ফি প্রদত্ত হইবে। কিন্তু আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইলে সাক্ষীর নির্দ্দিষ্ট বারবরদারী ব্যতীত আর কিছুই পাইবেন না।

বার্ত্তাবহ বলেন, আউট পোষ্ট ফরিদপুরের নিকট দণ্ডী পুঙ্গলি নামক স্থানের প্রজারা পাবনার প্রজা দিগের ন্যায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। বিদ্রোহী প্রজাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

উক্ত পত্রে বিলাতের সাইডেনহেমেষ্টাড হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন মফঃস্বলের নগরাদি হাট বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের নিয়ম অতি সুন্দর। দোকান দারেরা কোন বিষয়ের দর করে না। একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। আর এক ...ণ্ড লাভ আশ্চর্য্য হইবে, তুমি দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার দাম দিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিবে, তোমার দ্রব্য তোমার ঠিক বাসায় পাঠাইয়া দিবে এবং ...র আর কিছু দিবার আবশ্যক হইবে না। এখানকার দোকানদার, চাকর ও চাকরাণী অতি সৎ রাণীর ভাগই অধিক, তুমি তোমার দ্রব্যাদি অধিকন্তু টাকা পর্য্যন্ত ফেলিয়া গেলে প্রায় তাহা নষ্ট হয় না। এখানে ভিক্ষুক দেখা যায় না, তোমার নিকট কেহ ভিক্ষা চাহিলে তুমি আইন অনুসারে তাহাকে পুলিসে দিতে পার। দরিদ্রদিগের নিমিত্ত এখানে কার্য্যালয় আছে। তথায় তাহারা আশ্রয় পাইতে পারে, কিন্তু কেহ ইচ্ছানুসারে তথায় যায় না। লণ্ডনের বাজারে যাবতীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। আম, কাঁঠাল, কলা, কমলালেবু, আনারস, নারিকেল প্রভৃতি সমস্ত ফল মূল পাওয়া যায়। কেবল তত দরে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রভৃতি হইতে যে সকল দ্রব্য এখায় নীত হয়, তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। একটী ভাল আনারস

দশ বার টাকার ন্যূনে পাওয়া যায় না। বিল অতি সামান্য ভাবে একজন লোকের থাকিতে মা ছয় শত টাকা ব্যয় পড়ে, তাহার ন্যূনে হয় না।

এত দিনের পর স্থির হইল, ট্রাভেলিসিপ ক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে আর কেহ সেমেষ্টর ব্যয় চা প্রদত্ত বৃত্তি লাভে সমর্থ হইবেন না। এখন এম পরীক্ষা দিয়া যিনি বিলাতে অধ্যয়নার্থ যাইতে অ লাষী হইবেন, তাঁহাদেরই এই বৃত্তি দান করা হই এখন হইতে বৃত্তির সদ্ব্যবহার হইবার সম্ভাবনা।

বহরমপুর হইতে এক বাবু লিখিয়াছেন, ম বর কুমার কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় পাদ ছই হইল জেলা মুর্শিদাবাদে সমাগত হইয়া বহ পুরে রহিয়াছেন। তিনি এখানে আসিয়া বাগ, রামপুর হাট, বীরভূম, কাঁদি, গে ও বেলডাঙ্গা আদি স্থানে অধ্যাত্ম প্রচা গমন করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যেখানে ব করিয়াছেন, সেই থানকার লোকে উৎসাহিত উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্র করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এখানে খ্রীষ্টিয়ানদিগের আ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ব্রাহ্ম ও থিয়োসফিষ্টগণ বি যত্ন করিয়াও তাঁহাদের পরিবারে প্র নাই, কিন্তু উক্ত সকার উদ্যোগে খ্রীষ্টিয়ানদি মুখ ম্লান ও আশা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। বলিতে বহরমপুরে একটী যুগপ্রসব হইয়া গেল। সম চতুর্দ্দিকে ঘোর আন্দোলন আরাধ্য দে শাস্ত্রের প্রতি লোকের অনুরাগ আকৃষ্ট হই ভারতে আরাধ্য প্রচারিণী সভার কার্য্যা পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা নিযুক্ত করিয়াছেন।

...বাবু অন্নদাপ্রসাদ বাগচী বাহাদুর সভাপতি ...ক, শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ... বাবু রামপ্রসাদ দাস ..., বাবু ... বাবু নবেন্দ্রনাথ রায় ..., ডাক্তার বাবু ...বর্ত্তী ..., বাবু আশুতোষ ... পুরুষোত্তম লাল ..., বাবু জগমোহন ... বাবু নন্দলাল সিংহ ..., বাবু ... সিংহ গোপালচন্দ্র সরকার ..., বাবু শ্রীনাথ ... নৃসিংহপ্রসাদ সিংহ ..., বাবু ভবতারিণী দত্তবাবী লাল ..., বাবু ... প্রসাদ গোপেশ্বরচন্দ্র ... ..., এবং ত্রিলোকসুন্দর ... বাবু শ্রীনাথ রায় ..., বাবু কেদারনাথ ... বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ..., বিবিধ ...।

...ভার অন্তর্গত বালী ভারড়া মিউনিসি... হইতে স্বতন্ত্র হইয়া স্থানীয় বোর্ডের ... লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়া বালী যেরূপ প্রসিদ্ধ জনপদ, বিশেষতঃ

ল ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের বাস তাহাতে
চা মিউনিসিপালিটী হইতে পৃথক্ করিয়া
তে স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটীর প্রতিষ্ঠা করিলে
া যে সুচারুরূপে চলিবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র
ত নাই। যাঁহাদিগের হস্তে কার্য্যের ভার
ল সুচারুরূপে চলিবার সম্ভাবনা, বর্ত্তমান লেপ্টে
ট গবর্ণর তাদৃশ লোকের হস্তেই কার্য্যভার দিয়া
ন যোগ্য লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে উৎসুক,
ন বালীতে স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটীর প্রতিষ্ঠা
লে সর্ব্বতোভাবে তাহাই হইবে।

১৮৮৩—৮৪ অব্দের উচ্চ ও নিম্ন পরীক্ষার্থী
ক্ষায় নিম্নলিখিত আইন পাঠ করিতে হইবে।

প্রথম। বঙ্গদেশে মাদকদ্রব্যবিষয়ক যে ব্যবস্থা
ত আছে।

ক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমির উপর গবর্ণ-
টের দাওয়া ও লাখেরাজরূপে ভূমি ভোগ করি-
বার দাওয়া ও বাকী খাজনার নিমিত্ত যে প্রণালীতে
ল বিক্রয় করা যাইতে পারে, সেই প্রণালী বিষ-
ব্যবস্থা।

খ। পেটাও কানুনগোদি নিয়োগ ব্যবস্থা ও বাকী
নার নিমিত্ত তাহা বেদখল করিবার নিয়ম

গ। ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ।

ঘ। বন্ধক ও নিলামের সর্ত্ত লিখিয়া করণ।

ঙ। দায় ও উত্তরাধিকারিত্ব ও দত্তক গ্রহণ বিষয়ক
হিন্দু ব্যবস্থা।

চ। মুসলমানদের ঐ।

ছ। ভারতবর্ষীয় উইলবিষয়ক ও হিন্দুদিগের
হিন্দুদের চরমপত্র বিষয়ক আইন।

দ্বিতীয়। চুক্তি হইতে যে দায় জন্মে তদ্বিষয়ক
ধ

তৃতীয়। দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালী।

চতুর্থ। সাক্ষ্য বিষয়ক আইন।

পঞ্চম। ষ্ট্যাম্প ও কোর্ট ফি বিষয়ক আইন।

ষষ্ঠ। মিয়াদ বিষয়ক আইন।

সপ্তম। ফৌজদারী আইন " বিধান ও
বিধি।"

মোক্তারী পরীক্ষার পাঠ্য।

দেওয়ানী মকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক
ইন।

মিয়াদ বিষয়ক আইন।

ষ্ট্যাম্প বিষয়ক আইন।

মফঃস্বলের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন।

দণ্ডবিধি।

ফৌজদারী মকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক আইন।

সাক্ষ্য বিষয়ক আইন।

চুক্তি বিষয়ক আইন।

১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় আইন।

এই সকল আইন যে যে আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে তাহাও পাঠ করিতে হইবে।

বিলাসপুরের ডেপুটী কমিশনর প্রজার উন্নতি এবং সুখের প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখেন। তাঁহার অধীনস্থ যে সমস্ত আমলা ভালরূপে লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই, তাহাদের জন্য তিনি একটী নৈশস্কুল স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আমলাদিগকে পাটোয়ারির কার্য্য এবং উড়িষ্যা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

আমেরিকার একটন রেলওয়ে কর্ম্মচারী এক প্রকার অদ্ভুত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা দুই খানা গাড়িতে করিয়া লওয়া যায়। রেলওয়ে লাইন ধ্বংস হইলে এক ঘণ্টার মধ্যে সেই স্থানে একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়া গাড়ী গমনাগমনের উপযোগী হয়।

আজকাল মানুষ গুলটা সৈনিকপুরুষদিগের মধ্যেই বিস্তৃত পরল। বাঙ্গালীর হাতে ছুরী থাকিলে যেমন কাগজটা কলমটা, অন্ততঃ নখটা কাটিতে প্রবৃত্তি যায়, সেইরূপ সৈনিকপুরুষদিগের হস্তে অস্ত্র থাকিলে পার্শ্বীপক্ষ অন্ততঃ দেশীয়বধে সক্ষ হইয়া থাকে। পাঠক! গত সপ্তাহে সংবাদপত্রে দেখিয়াছেন সার্জ্জেণ্ট হুইটেকার ময়ূর শীকার করিতে একটী কৃষকপুত্রকে শীকার করিয়াছিলেন, তাহার পর বালকের ক্রন্দন শব্দে তাহার দুইজন আত্মীয় দৌড়িয়া আসাতে হুইটেকারের আর দুটী শীকার জুটে। ইহাতে দুই চারি জন গৌরাঙ্গ সম্পাদক বলিয়াছেন, হুইটেকারের পক্ষে ইহা গুরুতর দোষের বিষয় নহে, কারণ প্রথমটী দৈবাৎ বাকী দুটী আত্মরক্ষার জন্য। যাহা হউক এ কথার এখন প্রয়োজন নাই, কারণ উহা এক্ষণে বিচারাধীন, কিন্তু সাধারণতঃ উহাদিগের কিরূপ উশৃঙ্খল ব্যবহার তাহা দেখানই আমাদিগের উদ্দেশ্য। লাহোর ট্রিবিউনের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন " একদা আমি লাহোর ষ্টেসন হইতে আসিতেছিলাম। দেখিলাম একজন ইউরোপীয় পদাতি সৈন্য ষ্টেসন অভিমুখে যাইতেছে। একজন দরিদ্র এক্কাওয়ালা এই মদমত্ত, দর্শনে ভীত হইয়া রাস্তা ছাড়িয়া একধারে এক্কা থামাইয়া দাঁড়ায়। উহাদিগের দলপতি হাসিতে হাসিতে এক্কাওয়ালাকে উত্তম মাধ্যমে আরম্ভ করেন। কিয়ক্ষণ এইরূপ আমোদ করাতে সে অক্ষম হইয়া পড়ে, আমি এক্কাওয়ালার এই দুরবস্থা দর্শন করিয়া তাহার সাহায্য সম্পাদন করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া এক্কায় যাইতে দিই। কিন্তু আমি তাহাকে যখন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন সে উত্তর দিল, বিনা দোষেই যখন এই দুরবস্থা করিল, কোন দোষ পাইলে অথবা বল প্রকাশ করিলে আমাকে কি জীবিত রাখিত।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ শ্রযুক্ত বাবু ম্যাকফার্সন ২৮ শে আষাঢ় ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী বাজলস কাইম বাপরপক্ষের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

মাণিকগঞ্জ পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী শেখ সিলাহি পূর্ণিয়ায় বদলী হইলেন। এই আদেশ নিমন্ত্রন ডাক্তার মোহন সান্যালের প্রতি পূর্ণিয়ায় যাইবার আদেশ রহিত হইল।

মজঃফরপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ষ্টুয়ার্ট যে এক মাস বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা রহিত হইল।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বিহারের প্রথম এসিষ্টেণ্ট জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু সিউড়ীর জেলা আদালতের জজ হইলেন, এবং বাবু বলরাম মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরের দ্বিতীয় সুপারনিউমেরি জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মুরশিদাবাদের অস্থায়ী সাবজজীবার দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুরের অস্থায়ী বেঞ্চসরাইয়ের মুন্সেফ হইলেন।

সাবজজীবার প্রথম প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদের বাকী খাজনার এবং ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পুনরায় ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

বেঞ্চসরাইয়ের অস্থায়ী প্রথম সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু [illegible] ২য় শ্রেণীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ।

[illegible] যে বিশৃঙ্খলতা [illegible] তাহাতে উহার [illegible] থাকিতে পারিলাম না। আশা করি ডাক্তার

: কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ
ধবেন না। সাধারণতঃ যে সকল অসুবিধা এখানে
া থাকে অদ্য সবিস্তারে তাহাই বলিব।
কাতা হইতে প্রত্যহ রাত্রি ৭-৯ মিনিটের সময়
নে ডাকের গাড়ি আসিয়া থাকে, পর দিবস
কালে তাহা বিলি হয়। যাঁহাদের বাড়ীর
নায় পত্র থাকে তাঁহারা প্রাতঃকাল বেলা ৮।৯
কার সময়ে পত্র পাইয়া থাকেন, আর অনেক
য় বিলম্বও হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের আফিস
াদালতের ঠিকানায় পত্র থাকে তাঁহারা বেলা
। ঘটিকা ভিন্ন পত্র পাপ্ত হন না। এক
ন আমরা এরূপ বিলম্বে পত্র পাইবার কারণ
হরকরাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে এই উত্তর
, এখানে যে ৫।৬ টী আফিস (সেক্রেটরিয়েট,
পোর্ট, রেবেনিউ বোর্ড, একাউণ্টাণ্ট জেনারেল
বের আফিস ইত্যাদি) একত্রে আছে তাহার
ল পত্রই তাহাকে বিলি করিতে হয়, এতদ্ব্যতীত
ার অন্যান্য স্থানে স্থানে পত্র বিলি করিতে হইয়া
ক। এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক এই
কটী আফিসে কত লোক এবং প্রত্যহ তথায়
পত্র আসিবার সম্ভাবনা। এক জন হিন্দুস্থানী
নই সময়মধ্যে পত্র বিলি করিয়া উঠিতে পারে না।
রাং সহজেই বিলম্ব ঘটিয়া পড়ে। একণে যদি
জন হিন্দুস্থানীর যে সম্পূর্ণ আবশ্যক তাহা কে না
ার করিবেন? কলিকাতায় অনেকগুলি ব্রাহ্মণ
ছেন, বাঙ্গালা পত্র অনেক আসিয়া থাকে।
নকার ডাকের হিন্দুস্থানী সকল কি দেশীয়,
রা বাঙ্গালার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহে এরূপ
ক সময়ে বাঙ্গালা পত্র হস্তান্তর হইয়া থাকে।
ক স্থলে ২।৪ জন বাঙ্গালি হিন্দুস্থানী রাখা কি
া নহে? এস্থলে একটী ঘটনার কথা স্মরণ
হইল। আমাদের এক জন সাহেব
কে কোন এক ডাকের হিন্দুস্থানী এক খানি
র শিরোনামা পাঠ করিতে দিলে, শিরোনামা
ালায় লিখিত ছিল। সে পত্র খানি তাঁহার হাতে
ত করিয়া পড়িল। বাবুটী অনেকক্ষণ পাঠের
ার অপেক্ষা করিয়া পত্র খানি পোষ্টমাষ্টার
নরল মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। আমরা
কালে করিয়া জানিলাম যাঁহার পত্র তিনি পাপ্ত
ন। পত্র খানি যে কি ভাষা বলা কঠিন,
মানের বোধ হয় সে খানি পোষ্টমাষ্টার জেনেরল
হাশয়ের নিকট গত হয় নাই। আমরা এস্থলে আর
ও পোষ্ট আফিসের অন্যান্য দোষীর কথা উল্লেখ
া ও পাঠকের বিরক্তি জন্মাইব না। আমাদের
ব্য এই যে, যখন এক খানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র
ক্ষের নিকট গমন করে, তখন তাহার একটী সংখ্যা না

পাঠাইবার প্রচলিত রীতানুসারে ক্রমশঃ দুই বা তিন খানি পত্র এলাহাবাদের পোষ্ট মাষ্টারকে লিখিয়াছিলেন। তিনি সেই সংবাদ পত্রের কত দূর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাহার আর বলিতে হইবে না তবে এই পর্য্যন্ত বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে যে পোষ্ট মাষ্টার মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বন্ধুর দুই খানি পত্রের প্রত্যুত্তর ও প্রদান করেন নাই। এলাহাবাদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি সংবাদ পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে এই ঘটনার কথা লিখেন। তথা হইতে এই উত্তর আসিল যে নিয়মিতরূপে তাঁহাকে সংবাদ পত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষের পত্র সহ পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলকে এই সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছেন, এক্ষণে ইহার কি পরিণাম হয়। স্থানীয় ডাক সংবাদ পত্রে দেখিলাম এক জন পত্রপ্রেরক পোষ্ট মাষ্টারের অনেক যশ ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি তাহা করুন, তাহাতেও আমাদের নাই কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি ৩ বৎসরী কর্ম্মচারী হইয়া কোন্ অপরাধে আমাদের বন্ধুর দুই খানি পত্রের প্রত্যুত্তর দেন নাই, শুনিয়াছি পোষ্ট আফিসে এরূপ একটী প্রথা আছে যে যদি কেহ উক্ত আফিসের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষগণ গোপনে করেন, তাঁহার পত্র প্রাপ্তির সংবাদ প্রদান করিবেন এবং তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ভাল হউক আর মন্দই হউক আমরা এই স্থানে বলিয়া রাখিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কোন পোষ্ট আফিসের কোন আমরা জানিতে পারি, তাহা সাধারণের গোচর করিতে আমাদের কোনরূপ বাধক হইবে না।

এ বিষয়ের আমার পরামর্শ এই যে, দেখা গেল এখানকার হাইকোর্ট এই আদেশ করিয়াছেন আগামী ১৮৮০ সালে যাঁহারা B এবং তদূর্দ্ধ শ্রেণীর ইংরাজী পরীক্ষা দিবেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে ফিস লওয়া হইবে না, তদ্রূপ আমাদের বিবেচনায় এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইবে না। ১৮৮০ সাল হইতে এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ হইবে আমাদের বিবেচনায় এক খানি পুস্তক এক বারেই পরিত্যাগ করিলে ভাল হইত কারণ পরীক্ষা কমন করিয়া দিলে এবং পুস্তকের সংখ্যাও দুই তিন খানি হ্রাস হইবে না। পূর্ব্বোক্ত গেজেটে আরও দেখা গেল আগামী ৭ই আগষ্ট সোমবার এখানকার হাইকোর্টে সেসন বসিবে।

যাঁহারা বাস্তবিক সদ্‌গুণে বিভূষিত তাঁহাদে প্রশংসা করিতে মন স্বতই উৎসুক হইয়া থাকে এ তাহাতে চিত্তপ্রসাদও লাভ করিতে পারা যায়। যাঁহা গুণের কথা আজ আমরা এস্থলে উল্লেখ করি তিনি মেডিকেল কালেজের ইংরাজী শ্রেণী হইতে উত্তীর্ণ ডাক্তার বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইনি বিশেষ প্রশংসার সহিত ঐক্ত কালেজ হইতে বহির্গত হন এবং সাতটী সুবর্ণ পদক (গোল্ড মেডেল) লাভ করেন। অবিনাশ বাবু বিগত ১৮৮০ সালে শেষ ভাগে এখানে আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন এবং এই অল্পকালের মধ্যে তিনি সুচিকিৎসক বলে যশস্বীও হইয়াছেন। আমরা এরূপ বলিতেছি না তাঁহার ন্যায় সুচিকিৎসক এখানে আর নাই কিন্তু উহা নির্ম্মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করা যায় যে তেমন সদ্গুণ করুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়

বর্ষাকাল সমাগত। গগনমণ্ডল সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টি হইতেছে, রাস্তা কর্দ্দমপূর্ণ, ভদ্রজনা পথিকদিগের গমনাগমের অসুবিধা হইতেছে। আজ বেলা অনেক হইয়াছে তথাপি সূর্য্য দেব দর্শন প্রদান করিতেছেন না। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছে এবং সকল বস্তুই স্নিগ্ধ দেখিতে হইয়াছে। এই কারণে বোধ হইতেছে। এই কারণে বোধ হয় অদ্য ভয়ঙ্কর বৃষ্টি পাত হইবে। আমরা উহা দেখিয়া আজ একদিবস অপরাহ্ণে কোথায় গমন করিব ভাবিতেছিলাম উপায় একটী মনে পড়িল। এখানে মধ্যে মধ্যে কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে উপাসনা হয় কোন মনে করিলে ঐ সময়ে উপাসনা হইতে পারে। আজ উপাসনার দিন ছিল বেলা ৫টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে। আমরা ৫টার সময় তথায় গমন করিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা হইতেছে। ব্যাখ্যা শুনিয়া বোধ হইল ব্যাখ্যাকর্ত্তা ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম ভালরূপ অবগত আছেন। ব্যাখ্যা শেষ হইলে পর উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনা সমাপ্ত হইলে পর আমরা বাটী প্রত্যাগমন করিলাম।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলেজের সহিত নানাপ্রকার [illegible] হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও ভাল সময়ে মাল দেওয়া স্বীকারপূর্ব্বক সাধারণ কোন দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর ক

ইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত
পন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত
ঠানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
ারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
ারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০
না ; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩১ নং কার্ণা-
রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমা-
অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
ণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
ক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
ছ, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
ইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
নীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে
ল লইবেন।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!! একবার
পরীক্ষা করিয়া দেখ !!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা !!!

ফকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ
ল, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁতেনা, স্বর-
, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সর্দ্দি ও শুষ্ক কাশ
প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম
গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির
১ টাকা, প্যাকিং ৷৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে
য়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই
সেবন করিতে পারেন। মেসার্স জনা আরাটুন
ক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী
চিকেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

চক্ষুরোগের উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

ইহা চক্ষে দিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা বোধ হয় না অথচ স্নিগ্ধতা ও শান্তি বোধ হয়। এই মহৌষধ ব্যবহারে, চক্ষুজ্বালা, চক্ষুউঠা, চক্ষুশূল, অধিমাস, ক্ষত, চক্ষুর পার্শ্বস্থবাত, রাত্রান্ধতা, তিমির, ঊর্দ্ধক বা শিরঃপীড়াজনিত দৃষ্টির স্বল্পতা, চক্ষের জলস্রাব, ইত্যাদি চক্ষের বহুতর রোগের নিশ্চয় আশু প্রতিকার হয়। এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে চক্ষে দিলে চক্ষুরোগের কোন ভয় থাকে না। ৮ বৎসর যাবৎ ইহা প্রচার করা হইতেছে এবং ইহার দ্বারা অনেক হতাশ চক্ষুর রোগী দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন এবং শত শত প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

এক শিশির মূল্য প্যাকিং খরচা সহিত ১৷৵০।

প্রয়োজন পত্রের সহিত মনিঅর্ডর পাঠাইলে অবিলম্বে ঔষধ পাঠান যায়, ডাক মাসুল ফি শিশি ০ গ্রাহককে দিতে হয়।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়।
বাঙ্গালিটোলা বানারস।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের পুষ্টি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্তশূল, দন্ত নড়া, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং /০।

পারার মলম। ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটিত রোগাদির শান্তি করত রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০।

পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদনাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকা সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা ও ডাক মাসুল ১৸০ টাকা। ইহা বাদে উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭৷৷০ টাকা ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৭ টাকা ডাক মাসুল ৷৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৵০, পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চু গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যা ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নি রণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক শি ৸৵০ অর্দ্ধসের ১৷৵০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক হউক ইহার এক শি নিশ্চয় চুল উঠিবে। মূল্য ১৷ প্যাকিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গ বাত, দূষিত নালিঘা, গাত্রে বেদনা, পা ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত স সময়ে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকা মূল্য ছোট শিশি ১৷০ ও বড় ৪৷৷০ টাকা প্যাকিং ঠিকানা—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ১৮ ডি. মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুর্ব্বেদ" ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়ম মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এ পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধার পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডা শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎস বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পী স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্র

—:০:—

...মুদ্রিত চতুর্থ ভাগ দশম সংখ্যা।

...চতুর্থ ভাগের দশম সংখ্যা প্রকাশিত ...। ইহাতে বিশ্বনিকাতন্ত্রিক মনোযোগ-বাদি ...শক, ঈশ্বরকণ সম্বন্ধে পাকর ...াকের ...বিধান, মাংকটিক, জগতের আদিম মানব ...ও সম্বন্ধস্থ জ্যোতিঃ,চতুসংহিতা কলকাতি, ...কের মাস্তা আগমন, সাংস্কারশন, এই ... টী সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ...কথা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল ...অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকচ্ছু ...মহাশয় সোমপ্রকাশ আফিসে সোমপ্রকাশ কার্য্যা ...ধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইবেন। ...ম্য না পাইলে কারণ লিখিয়া জানাইলে ...ি হইবে।

নূতন পুস্তক!

...টীকার সোজা সুপ্রণালী মতে বঙ্গানুবাদ ...ও চারেয়াকরণ বিভীষণ বিরচিত।

...ট্টি নিত্য মহাকাব্য।

...ার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১ টাকামাত্র।

...উপন্যাস। মূল্য এক টাকা।

...বিষয়ক কাব্য।

...সোপায়ে প্রকাশিত - মূল্য ৸৹।

...ট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা।

...কাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া।

...রনাশক বিজ্ঞাপন।

...ধারণের এই বিজ্ঞাপন কলমেরের নায় উপ...। কলিকাতার প্রধান প্রধান উপযোগে ও ...ে এবং বিদেশস্থ ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। ...ার নিকটস্থ শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের ...ে এই ঔষধের নিকট পাইবেন। ১ আনা ৬, ...ার ১২, ১৮ ৬, টাকা দিলে ভাল পাওয়া যায়।

বেঙ্গিটাবা কপা (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক ৭ সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত মা... প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত সার ও সপূয় ধাতু-নিগরণ এবং প্রস্রাব দ্বারা পচিয়া যায় খোলা হইয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ধোরা ধাতু দৌর্ব্বল্য জীবনী এবং স্ত্রীলোকদিগের ...প্রদর ও ধাতুর দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধে যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া নিষ্ফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অন্তত একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এত অনুরোধ।

...ক্তি-সঞ্জীবক ও রক্ত-পরিষ্কারক

প্রতি শিশির মূল্য ১৸৹ দেড় টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

...ধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণতা, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, গাত্র, পায়ের উপর ও, ...রক্তের ... ...

সোমপ্রকাশ।

১৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং " ৪০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৯ সাল। ৬ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮২। ২১ এ আগষ্ট। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সন্ন্যাসীদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই ত্রিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপ· প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা কণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত ত্রিবিধ ঔষধের ডাক কৌটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত মূল্য াকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, কম্প, ও যকৃৎ সংযুক্ত ও কুইনাইন সংসৃষ্ট জ্বর নাশ বে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমাশুল ত মূল্য ১৷৷০, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে বে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।

রঙ্গপুর। আতংঘাটা পোষ্ট।

রোগাঙ্কুশ!

শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটনকালীন জনৈক উদাসীন পুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য চমৎপ্রদ ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার দুঃস্বপ্নময়, র্য্য, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মূত্রবৎসালোষ ও স্ত্রী কিম্বা ষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি দিবসেই আরোগ্য হয়। এবং প্রত্যক্ষ দেখা ছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য

এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য ন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবনভাব জানা যায়।

জ্বর সত্ত্বে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

WANTED.

A Clerk and Cashier on Rupees 20 a month, for the Rajpur Municipal Office. Preference will be given to a Candidate who has a good knowledge of accounts and has some experience of Office duties. The successful candidate will have to furnish security of Rupees 500 either in Cash or by Government promissary notes.

Applications with Copies of Testimonials will be received by the undersigned up to 30 August 1882.

Rajpur Municipal Office Harinavi The 8th August 1882. } Nobin Chand Ghose Vice—Chairman Rajpur Municipality.

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নিবারণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া ৸৹ অর্দ্ধসের ১৷৷০ প্যাকিং ।৹ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ

যেরূপ টাক হউক ইহার এক শিশিতে নিশ্চয় চুল উঠিবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।৹।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী) ব্যাত, দূষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, পা ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত স সময়ে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকা মূল্য ছোট শিশি ২৷৷০ ও বড় ৪৷৷০ টাকা প্যাকিং ঠিকানা—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৪৮ ভি, মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

তৃতীয় সংস্করণ।

অদ্ভুত রহস্য!!—মাসিক পত্র।

(১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাকখরচ ১৸৹ মাত্র। গ্রাহক মহোদয়গণ! কার্য্যালয়ে পত্র লি প্রথম হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন!!

কার্য্যসম্পাদক!—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ

(কলিকাতা নর্থ সুবার্ব্বন টালা ২ নং কার্য্যালয়

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বঙ্গবাসীর কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নি রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ স ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্র হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীন পুরুষত্বের হ্রাসতা, অত্যন্ত পিপাসা, অতিবর্ণ প্রভৃ উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বাহে পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ২ টা

ং ধাং ঈ কদাচনাদ ডাং.পাধ্যায়ের

ধান্বন্তরি চিকিৎসালয়।

... নং গ্রেইট ... কলিকাতা।

... ডাক্তারখানা ধান্বন্তরি সকল প্রকার ...
... হয়। এখানে আমরা বহুবিধ মূতন ...
... হইয়া কঠিন দুরূহ চিকিৎসাদ্বারা পীড়া ...
... অল্প সময়ে আরোগ্য করিতেছি। আমাদের ...
... ঔষধপ্রস্তুতকারী ও ধুনা সকলের শুদ্ধর পরীক্ষা ...
... ১২৮৯ সালের দিনপঞ্জিকা সহ ঔষধের ...
... পত্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন। এই ...
... বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

... সিদ্ধ মস। ইহা সেবনে সপ্তাহ মধ্যে সকল ...
... রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ১ টাকা। ...
৵০ ৵০।

... ধ্বনী রসায়ন। ইহা সেবনে ধাতু তরল, শুক্র-
... দৌর্ব্বল্য ও স্নায়বীয় পীড়া সকল আরোগ্য
১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

সুরভি।

বিবিধ বিষয়িনী নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা।

... ৯ লা আশ্বিন শনিবার হইতে "সুরভি" ...
একটী নূতন বিবিধ বিষয়িনী সাপ্তাহিক পত্রিকা ...
... হইবে। এ দেশের রাজনৈতিক ও সামা-
... অবস্থার আলোচনা, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে
... পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার করা "সুরভির" ...
... সকল সম্বাদ পত্রের ন্যায় ইহাতে নিয়মিত ...
রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রস্তাব ও নূতন ...
প্রকাশিত হইবে এবং তদ্ব্যতীত বিজ্ঞান, দর্শন, ...
... নীতি, পুরাতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস, ...
... চরিত, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, উপন্যাস, গল্প, কাব্য, ...
প্রভৃতি নানা বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ ও মনোরঞ্জক ...
... গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সারাংশ বা সমুদায়ের বঙ্গানু ...
প্রকাশিত হইবে। ইংলণ্ডের জ্ঞানভাণ্ডার অতি ...
... ও নানা রত্নে পরিপূর্ণ, এরূপ অনুবাদ দ্বারা ...
ভাণ্ডারের দ্বার সাধারণ বঙ্গবাসীর নিকট উন্মুক্ত ...
... অন্যান্য বিষয় ব্যতীত "সুরভির" প্রতি ...
... একটী চিত্তবিনোদকর ইংরাজী উপন্যাসের ...
... অনুবাদ প্রকাশিত হইবে।

... প্রাক্সমাজের সভাপতি ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ...
শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের তত্ত্বাব-
... এই পত্রিকার কার্য্য সম্পাদিত হইবে। "সুর-
... আকার রয়েল ১ পেজি ৮ই ফরমা হইবে,
... গ্রাহকশ্রেণীর জন্য ইহার বার্ষিক মূল্য ৩,
... ২৲। বিদেশস্থ গ্রাহকগণের জন্য ডাক
... বার্ষিক ৩৸০ অগ্রিম ১৸৵০, প্রতি

সংখ্যার মূল্য এক আনা। পত্রিকাটী কলিকাতা বহু বাজারস্থ বসুপ্রেস হইতে প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ অগ্রিম মূল্য সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনাদিগের নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর বাসা, দেওঘর, কড লাইন, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল-ওয়ে। ১ শ্রাবণ, ১২৮৯।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS, 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউল্‌স এবং ইঞ্জেক্‌শন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফার্ম্মাকে ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ৬০। কোপেবা নামক ওষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতদ্ব্যতীত সাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবস্থেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদ্গার।	সবমন শিরঃশূল।
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, রায়ু কাশী, শ্বাসনালীপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখ এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যব ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকয বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সম আরোগ্য হয়।

প্রেরিতপত্র

পুরীরাজ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গণন রাজা শুনিলেন যে "শিবদাসকে" তাঁহার কহিয়া ডাকাইয়া আনা হইয়াছে, তখন তাঁহার এ ঘটনা হৃদ্গত হইল, তিনি কর্ত্তাদিগকে বলি "শিবদাস" পুনর্ব্বার রাজবাটীতে আসিলে উ দৃত করিয়া আমার নিকট আনিতে বলা হইয়াছি কিন্তু সম্প্রতি আমার নাম করিয়া কে কখন ডাকিয়া আনা হইল ? একবার তোমরা "বৈদ্যনা আমার নাম করিয়া ডাকাইয়া নানাপ্রকার মিথ্যা তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া রাজার কোপানলে দিয়াছি যে আমার নামে না বাস করিতে উদ্যত হয়, অথ আমি তাহাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক তোমা করিয়া সে দায় হইতে রক্ষা পাইলাম, অ ইহাকে সেইরূপে যমালয় দিয়া আমাকে কি পু দায়ে ফেলিবার ইচ্ছা করিয়াছ ?

দূতেরা বলে "শিবদাস" পুনর্ব্বার আ মহারাজ ধরিয়া আনিতে বলেন সত্য, কিন্তু দূতেরা তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিবে "শি দাসকে" সংবাদ দিতে উদ্যত হয়, সে বিষয় রাজকে জানাইয়া ডাকিতে গেলে "শিবদা সংবাদ পাইয়া সতর্ক হইয়া পড়ে, তাই তাহার মহারাজের নাম করিয়া ডাকান হইয়াছে। আপনি যদি সেই সামান্য বিষয়ের জন্য আ অনর্থক আশঙ্কা করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দেন হইলে নিশ্চয়ই দণ্ডের প্রত্যয় দেওয়া হইবে ম ভাল মহারাজ, জিজ্ঞাসা করি বৈদ্য যদি না করিত, তাহাতে আপনার কি ক্ষতি হইত ? পুনা

। মকদ্দমা হয় না, কিন্তু আমরা যে বৈদ্যকে যন্ত্রণা
ছিলাম তাহা কে দেখিয়াছিল, যে বলিত ? মহা-
আমাদিগের নিবারণ না শুনিয়া অনর্থক ভীত
। কতকগুলি টাকা উহাকে দিলেন সুতরাং
রা তাহার কি করিব ? যাহা হউক, দুষ্ট লোককে
ন না করিলে তাহার উত্তরোত্তর উৎসাহ বৃদ্ধি হয়
লোকের অধিক অনিষ্ট করিতে থাকে, বিশেষতঃ
শাসন ও শিষ্ট পালন রাজার প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম। যে
। তাহা না করেন তাঁহাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়,
রাং শিবদাসকে শাসন না করিলে সে এই প্রকার
তা করিয়া কত লোকের যে অনিষ্ট করিবে, তাহার
ইয়া নাই, বিশেষতঃ সে রাজবাটীতে যাহা-
করিতেও ছাড়িবে না, আমাদের ভর্ণামেরও শেষ
বে। মহারাজ ! বিরক্ত হন ছাড়িয়া দিব, তাহাতে
মাদের ক্ষতি কি ? তবে আপনি ত বাহিরে যান না
হলেও কেহ কিছু সাহস করিয়া মুখের উপর
াতে পারিবে না, কাজে কাজেই যত কথা আমা-
গকেই শুনিতে হইবে।

ভৃত্যেরা এইরূপ বলিলে রাজা উত্তর করিলেন
শিবদাসকে আমার নিকট লইয়া আইস, তোমা-
গকে বিশ্বাস নাই, তোমাদিগকে কি বলিব, তোমরা
করিবে তাহার নিশ্চয় কি ? আমি স্বয়ং তাহার
সন করিয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক মুখে চুন কালি
খাইয়া এরূপে ছাড়িয়া দিব যে সে জীবনে আর
হারও অনিষ্ট না করে এবং চিরদিন স্মরণ থাকে,
ন্তু এ প্রকারে শাসন করা (প্রহার করা) আব-
ক যেন কোন স্থলে কিছু চিহ্ন না থাকে, কি
ংঘাতিকও না হয়।

ভৃত্যেরা বলে, সে সব কার্য্য এ স্থলে হইবার নহে,
কে সদর রাস্তার ধার তাহাতে সন্ধ্যার আরতি
নে বহু লোক মন্দিরে গমনাগমন করিতেছে এবং
বদাসের সঙ্গে দুইজন সিপাহী রহিয়াছে, অল্পেই
ানিতে পারিবে, বিশেষতঃ আমাদের বৃদ্ধ ধূর্ত্ত
তোরা চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে, তিল প্রমাণ কিছু
ইলে তাল প্রমাণ করিয়া তুলিবে। আর এক কথা
ই যে, মহারাজের উপস্থিতে সে সব করা উচিত হই-
ছে না, কি জানি পরে কোন কথা যদ্যপি হয়, তাহা
লে তাহা আমাদিগের উপর দিয়াই যাইবে, মহা-
জের সহিত কোন সংস্রব থাকিবে না। আমরা
বদাসকে কোন গুরুতর যাতনা দিব না।
তএব মহারাজ আপনি সে জন্য কোন আশঙ্কা
রিবেন না। বিশেষতঃ আপনার আদেশ অমান্য
য়, এরূপ কোন কাজ আমরা প্রাণ থাকতে
রিব না। দুরাত্মারা রাজাকে এই প্রকারে
বোধ দিয়া অধিক রাত্রি হইলে "শিবদাসকে" বলে
হারাজ এক্ষণে একাকী পুষ্পোদ্যানে অবস্থিতি করি
তেছেন, তিনি আপনাকে তথায় আহ্বান করিতে-
ছেন। এই বলিয়া তাহাকে বাহির-গৃহে লইয়া গিয়া
যে ভয়ানক যন্ত্রণা প্রদান করে, সে কথা মনে
হইলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, লেখনি
অচল হইয়া পড়ে, চক্ষে জল আইসে।
দুরন্ত রাক্ষস কাহারও শোণিত-লোলুপ হইয়া
বরং এককালে তাহার নিধনসাধন করিতে পারে,
কিন্তু মানুষ হইয়া মানুষকে যে সেরূপে দগ্ধিয়া
মারিতে পারে ইহা আমাদিগের ধারণার অতীত।
বলা বাহুল্য যে সে যন্ত্রণার বিষয় মহাশয়ের পাঠক-
বর্গের কিছুমাত্র অবিদিত নাই, বিশেষতঃ দুষ্কৃতিত
বলিয়া এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন হই-
তেছে না। শিবদাসের সেই নিদারুণ যন্ত্রণার উচ্চ
আর্ত্তনাদে রাজপুরী কাঁপিয়া উঠিল। সেই চীৎকার
ধ্বনি রাজার কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি অন্তঃপুরের
শয়নাগারে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ঘটনা-
স্থলে দৌড়িয়া আসিলেন। দেখিলেন "শিবদাস"
মৃতবৎ ভূতলে পতিত রহিয়াছে, নিষ্ঠুর ভৃত্যগণ
তাহার হস্ত পদের বন্ধন মোচন করিয়া দিতেছে।
কেহ কর্ণে ফুঁ দিতেছে, কেহ বস্ত্র দ্বারা বায়ু সঞ্চালন
করিতেছে, কেহ বা জল আনিতে বলিতেছে, কোন
কোন পাষাণ হৃদয় তাহার নাসিকায় হস্ত দিয়া বলি
তেছে, ভাই মরে নাই, মরে নাই, বোধ হয় আমা
দিগকে ভয় দেখাইবার জন্য ভান করিয়াছে। রাজা
এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শনে ভয়ে কাতর হইয়া বলিলেন,
হায়! তোমরা কি সর্ব্বনাশ করিলে। আমি যাহার
ভয় করিতেছিলাম, তাহাই আমার ভাগ্যে ঘটাইলে,
তোমরা আমার বাটীতে ব্রহ্মহত্যা করিয়া আমাকে
উৎসন্ন দিলে। আমি এখন কি উপায় করিব।
এই বলিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, কিছু
ক্ষণ পরে স্বয়ং শিবদাসের মুখে জল দিয়া শুশ্রূষা
করাতে তাহার একবার মাত্র চৈতন্য হইল। পর-
ক্ষণে যন্ত্রণায় পুনর্ব্বার অচেতন হইয়া পড়িল।
তখন রাজা "শিবদাসের" মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া
দুঃখ ও ভয়ে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে
রাজবাটী হইতে লইয়া গিয়া অন্যত্র শুশ্রূষা
করিবার জন্য সেই নিষ্ঠুর হত্যাকারীদিগকে আদেশ
দিলেন কিন্তু চরাত্মারা তাঁহাকে এ বিষয়ে চিন্তা
করিতে নিষেধ করিয়া বলিল এক্ষণে যাহা ভাল হয়
আমরা করিতেছি, আপনি অন্তঃপুর মধ্যে গিয়া
অবস্থান করুন। এই বলিয়া শিবদাসকে গোপনে
লইয়া গিয়া আর সেবা শুশ্রূষা না করিয়া পথিমধ্যে
এক স্থানে সেই অচেতন অবস্থায় ফেলিয়া দিয়া
যথাস্থানে প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শিবদাস
পুলিসের হস্তগত হয়। বহু চেষ্টায় তাহার চৈতন্য
লাভ হইলে পুলিস তাহাকে তাহার দুরবস্থাকারীর
নাম জিজ্ঞাসা করে। শিবদাস রাজভৃত্যগণের নামো-
ল্লেখ করে এবং বলে তাহারাই আমাকে মারিয়া
ফেলিল, কিন্তু রাজার নাম একবারও জিহ্বাগ্রে আনে
নাই। তৎপরে কি জন্য বলিতে পারি না, (শিবদাস
চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক ঘটনাস্থলে রাজাকে একবার
দেখিয়াছিল বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই
হউক) তাঁহার নাম করাতে তাঁহাকে দায়ী হইতে
হইল। কিন্তু বাস্তবিক শিবদাস ও তাহার নিগ্রহ-
কর্ত্তা ভৃত্যগণ ব্যতীত ঘটনাস্থলে আর কেহই ছিল
না, এবং অপরে তাহার কিছুই জানিত না, সুতরাং
শিবদাস যাহা বলিল তাহাই সত্য হইল। আর
অন্যপক্ষ অর্থাৎ * * * এই ঘটনাকে যথাসাধ্য
অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল, এদিকে
বিশ্বাসঘাতক নিষ্ঠুর ভৃত্যেরা রাজাকে ইহাতে লিপ্ত
করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। তাহাদিগের বিশ্বাস
ছিল মহারাজের ইহাতে সংস্রব থাকিলে তিনি
নিজ উদ্ধারের জন্য অর্থ ব্যয় করিবেন, সুতরাং সেই
সঙ্গে আমরাও নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিব, এই
ভাবিয়া উহারাও মৌনাবলম্বন করিল। সুতরাং
প্রকৃত ঘটনা গোপন রহিল, বাহিরে ষড়যন্ত্র দ্বারা
যাহা প্রকাশ পাইল, তাহাই প্রমাণিত হইল এবং
রাজাই দোষী সাব্যস্ত হইলেন।

এই দুর্ঘটনার রাত্রিতে রাজা যে প্রকার চারি
পাঁচ সহস্র টাকা ব্যয় করিতে উদ্যত ছিলেন, তাহা
করিলে কোন আপদই হইত না, তিনি নিরাপদে
এবং সুখে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিতেন, এবং
শিবদাসের মুখে তাঁহার নাম অগ্রে যে প্রকার অনু-
চ্চারিত ছিল তাহাই থাকিত। অন্যান্য রাজকর্ম্মচারি-
গণ রাজার এই বিপদ দর্শনে দশ টাকা উপার্জ্জন করি-
বার মানসে তাঁহাকে বলে মহারাজ অনর্থক আশঙ্কা
করিয়া এ প্রকার টাকা ব্যয় করিলে অর্থপ্রয়াসী লোক
দিগের আশা দিন দিন আরও বাড়িয়া উঠিবে, তাহার
সময়ের সময়ে এই প্রকার টাকা পাইবার আশয়ে বাহি
রের বিপদ ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিবে, শিবদাসকে
আমাদের রাজবাটী হইতে কেহ প্রাপ্ত হয় নাই, আর
আমরা যে তাহাকে যন্ত্রণা দিয়াছি তাহা কেহ দেখে
নাই, তজ্জন্য ভয় কি ? অতএব আপনি নিশ্চিন্ত
হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া বসিয়া থাকুন, মামলা আমরা
আর আমরা জানি, এইরূপ প্রবোধ দিয়া রাজাকে
অর্থব্যয়ে ক্ষান্ত করিল।

তখন অপরাপর অর্থলোলুপ ব্যক্তিরা ব্যাঘ্রের
শীকার কাড়িয়া লইলে সে যে প্রকার ক্রুদ্ধ হয় সেইরূ
ক্রোধান্বিত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে যাহাতে মকদ্দমা
প্রমাণ হয় তাহার চেষ্টা বিশেষরূপে করিতে লাগিল
আর ইতিপূর্ব্বে "রাজা" দুষ্কৃতদিগের উত্তেজনায়
যে বৃদ্ধ ভৃত্যদিগকে রাজবাটী হইতে দূরীকৃত করি

...ব কারণ...ছিল, ...ার এই ...ণ বুঝিয়া ...হারে ...ন্তঃপুরস্থ লোক ...প্রমাণিত ...পনে ...ণ ...বলিয়া "রাজাকে" ...ন সম্বন্ধে ...প্রকাশ করিতে পরা ...ল এবং ...লিয়া সাহেবকে ...জ্ঞাসা করিলে ...শিবদাসের ...ন্তু আমি কিছুই জানি না. ...কে রাজবাটীতে ...লো, কি ...দি দেওয়া ...ই; আপনি এইরূপ বলিলে সাহেবের কথা ...ত করিবার জন্য নানা প্রকারে আপনাকে ...করিবার চেষ্টা পাইবেন কিন্তু সাবধান যেন ...রাজের" কথা কিছুই প্রকাশ না হয়, তাহা ...আপনি দায়ী হইবেন। রাজা এই কথা ...নিজকৃতা বশতঃ সত্য ঘটনা গোপন করিয়া ...ই বাহবার প্রত্যাশ করিলেন, কিন্তু সাক্ষীর "শিবদাসকে" রাজবাটী ও আনা ও তাহাকে ...দেওয়ার বিষয় সপ্রমাণ হইয়া যায়। সুতরাং ...র কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইল ও তিনি দোষী ...ন। ওদিকে দুরদৃষ্টক্রমে "শিবদাসও" যন্ত্রণা ...য় পর ...সপ্তাহ জীবিত থাকিয়া হঠাৎ ...প্রাপ্ত হইল। সুতরাং মকদ্দমা আরো একতর ...দাঁড়াইল, রাজবাটী হইতে অনবরত অর্থস্রোত ...তে লাগিল, অবশেষে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়া ...। মকদ্দমা জেল-কোর্ট হইতে হাইকোর্টে ...ল, কিন্তু কোন ফল লাভ হইল না। তাহা ...কজন ভৃত্যের সহিত দণ্ডনীয় হইয়া জন্মের ...সুখ সচ্ছন্দতা হারাইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপবাসী ...ন।

...দিন রাত্রে কয়েক জন ভৃত্যের সহিত দণ্ডনীয় ...দ্বীপে গমন করিলেন সত্য, কিন্তু ঐ সব ঘটনার ...এবং যাহা হইতে ঐ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল, ...ঘটনাস্থলে কর্ত্তা স্বরূপ থাকিয়া "শিবদাসকে" ...প্রদান করিল, সেই প্রধান ভৃত্য ধূর্ত্তশিরো- "...পদন সামন্তরা" এমন কৌশল করিয়া রক্ষ ...হইতে আপনি পৃথক্ থাকিল যে তাহার নাম ...য় উল্লেখ হইল না। মহারাজ এদিকে দোষী ...হইলেন দেখিয়া "পদন" তাঁহাকে বিপদ ...ত উদ্ধার করিবার উপায় স্থির করিয়াছি, ...৬ টাকা হইলেই তাহা হয়, এই কথা ...য়া গোপনে "রাজার" নিকট হইতে টাকা ...া সে কোথায় অন্তর্ধান হইল আর কেহ তাহার ...সন্ধান পাইল না। যখন "রাজা" অন্যান্য ...ভার সহিত দণ্ডনীয় হইয়া দ্বীপে গমন করিলেন, ...ল সকল গোল থামিয়া গেল সেই সময়ে সে ...বে আবার উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্ব দুষ্কৃত ...দনে সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল। ...ক কি ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় যে একটী জ্ঞানবিহীন, বিদ্যাবুদ্ধিহীন পশুবৎ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য দ্বারা উপলক্ষ মাত্র করিয়া নিজে এক মহাপ্রাণী হত্যার কারণ হইল, সে অবাধে নিষ্কৃতি পাইল, উপলক্ষকারী দণ্ডনীয় হইল।

উপসংহারে আমরা বলিতেছি যে "পূর্ব্বাপর" সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইল ইহার কিছুমাত্র মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে বরং অনেক স্থলে অনেক সত্য ঘটনা (প্রমাণ না হওয়ার ভয়ে ও অশ্লীলতা নিবন্ধন) ত্যাগ ও গোপন করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে সর্ব্বময় কর্ত্তা ভূতোরা যথাসর্ব্বস্ব লুপ্ত-মানসে রাজাকে তাঁহার বাল্যকাল হইতে যেরূপ চমৎকার সম্পন্ন ও চক্ষুর্দ্বার বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা উৎকলবাসী লোক সাধারণের কমিশনর ও কালেক্টর প্রভৃতি কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু "শিবদাসের" মকদ্দমা সংক্রান্ত যাহা লিখিত হইল, তাহার সম্বন্ধে কেহ কিছু জ্ঞাত নহেন, আমরা সেই অবধি নানা প্রকার গোপন অনুসন্ধান দ্বারা বিস্তারিতরূপে যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাই সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ করিলাম, তদ্ব্যতীত শত বৎসরেও প্রকাশ হইতে পারিত কি না সন্দেহ। এক্ষণে ইহাই বক্তব্য এই ঘটনা আমাদের মহামান্য দয়ার সাগর রাজপ্রতিনিধি মহোদয়ের কর্ণগোচর হইলে কখনই "রাজার" দুঃখ দূর হইতে পারে। তাই সবিনয় প্রার্থনা যে আমাদের দেশীয় (কি ইংরাজি কি বাঙ্গালা) দেশহিতৈষী সংবাদপত্র সম্পাদক মহাশয়গণ কৃপা পূর্ব্বারাধের প্রতি কৃপা করিয়া সাক্ষাতে স্ব স্ব পত্রে এই বিষয়ের আন্দোলন করিতে যত্নবান্ হয়েন, তাহাই একান্ত প্রার্থনা। অধিকন্তু আমাদের দেশহিতৈষী ভারতসভা নিবেদন পুরীবাসের এই ঘটনা শ্রবণে যাহাতে দয়াপরবশ হইয়া ঐঁহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য ঘটনাস্থলে কর্ত্তা স্বরূপ থাকিয়া "শিবদাসকে" আবেদন করিয়া দেবেন, এই আমাদের প্রার্থনা, এই আমাদের ভরসা। ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অধুনা যাঁহারা রাজসংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই পুরাতন পাপী। তাঁহারাই রাজাকে দ্বীপে পাঠাইয়া স্বাধীনভাবে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। তাহারা যে তাঁহার মুক্তির চেষ্টা করিবে সে সম্ভাবনা নাই।

সোমপ্রকাশ

৬ ই ভাদ্র সোমবার।

মৃত্যুক চাঁদের মুক্তিলাভ।

পাঠক। সদ্বিচারক বিচারপতি নবদ্বীপের জজ মহাত্মা ডিকেন্স সাহেবের উৎসর্গ করা বলি হতভাগ্য মৃত্যুক চাঁদ আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি প... হইতে। যদিও সে জন্য বিচারপতির হস্তে ... যদিও তাহাকে টাঁর কলের বক্স হই... না উঠিতেন, যদিও দেশহিতৈষী মহোদয়গণ তাহ... পুঃ পাত্র না হইতেন, আজ আমরা মৃত্যুক চাঁদ ... শিকারে ঝুলিতে দেখিতাম, আজ ডিকেন্স ... ও কীর্ত্তিপতাকা গগনের অঙ্গের মানদণ্ড হই... তাহাকে তুলিতে উড়িতে থাকিত, জগতে তাঁহ... হস্ত বিচারের ডঙ্কানিনাদ প্রতিধ্বনিত হইত।

ডিকেন্স সাহেব সিবিলিয়ান, অতএব সর্ব্বশ... মান মাহে নিম্ন। উচ্চপদের হাকিম হইলে কে... করিয়া যে, খামখেয়ালির পরিচয় দিতে হয়, ডিকে... সাহেব বিশেষ মনোযোগী হইয়া তদীয় অপত্যস্থান শি... নবীন বিচারপতিদের উপদেশার্থ একটী বেশ আ... রাখিয়া গেলেন। এখন নূতন নূতন ডেপুটী সি... সিবিলেরা দিবা রাত্রি তাহা পড়ুন, এবং স্বা... ভাবে যথাক্রমে কেমন ক' উচ্চপদের হা... মানো, মজাক দেখাইতে হা ...। শিখিয়া এই... দোষী ব্যক্তির প্রতি সকলেই ... সিবিলিয়ান হবে কিন্তু নিরপরাধ ব্যক্তির কাছে দণ্ডবিধাতা হ... অনেক টা স্বাধীনপ্রকৃতি এবং মস্তিষ্কের উ... চাই,—আইনে বদ্ধ থাকিয়া কেবল শাস্ত্রানু... বিচার করিলে এতদূর হইবার যো নাই; ... এতদ্দেশ আকাশ এইরূপ উচ্চ নাদে ধ্বনিত হ... হেন, আমরা এমন ভরসা করিতে পারি।

সাহেব। মৃত্যুক চাঁদের প্রতি যে অভিযোগ বিচারে এই—সে আপনার নাম বদল করিয়া অন্য নামে পরিচয় দিয়াছে, এই বলিয়া অভিযোগ হয়। মকদ্দমাটী সহজে মিটা, তাহার পক্ষ সাজাইয়া গোছাইয়া একদম পাকাপাকি করিয়াছিল। পলিস মহাপ্রকাশেরা উহার কিঞ্চিৎ চিহ্নীকরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে যেরূপে মৃত্যুকের পক্ষ সাব্যস্ত হইয়াছে ও কিঞ্চিৎ বড় ছড় ছিল, তাহা সাহেবের মাথা ঘুরাইয়া দিলেন,—তাহাতে প্রকার মড় যন্ত্রে পড়িয়া মৃত্যুক চাঁদের জীবন হইয়া উঠিল।

কদম আলি ফকির নামক একজন মুসলমা... পক্ষের সঙ্গে মৃত্যুক চাঁদের প্রণয়ক্তি ছিল। সন্দেহ করিয়া কদম আলি তাহার শত্রুকে ... করিতে চেষ্টা পায়। মৃত্যুক চাঁদও দেখিল, ... আলিকে শাসন করিবার উপায়ান্তর ... তখন সে স্বীয় ঔরসজাত প্রাণসমা দুহি... প্রাণ সংহার করিয়া তাহার শত্রুকে খুনী অপ... ফেলিবে, এই রূপ মানস করে। মকদ্দমাটি ... রূপে সাজান হইয়াছিল। নবদ্বীপের জজ এই

মুন্নুক চাঁদকে যথার্থ দোষী জ্ঞান করিয়া তাহার
ণ্ডের অনুমতি দেন। প্রত্যুত, মুন্নুক চাঁদের
ধে স্পষ্ট কিছুই প্রমাণ নাই। গত ২৭ এ
সোমবার মুন্নুক চাঁদ আপনার পত্নীকে তাহার
ভবনে পাঠাইয়া দেয়। উহার সমভিব্যাহারে
টী বালিকা এবং আর একটী দুগ্ধ-পোষ্য শিশু
করে। মুন্নুক চাঁদের নেকজান এবং
লোক নাম্নী আর দুটী কন্যা বাটীতে থাকিল।
কালে ইহারা তিন জনেই সবের পিড়াতে
শয্যায় শয়ন করে। রাত্রিতে নেকজানের
ঘাতে গোলোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তৎকালে
চাহিয়া দেখিল তাহার পিতা জোঠা ভগিনী নেক
নের কণ্ঠে পা দিয়া চাপিয়া আছে তজ্জন্য তাহার
ক্তি হইতেছে না। কিয়ৎকাল পরে
টা যন্ত্রণার খোঁচাতে তাহার পেট বিঁধিয়া
। গোলোক নাড়িয়া দেখিল তাহার ভর্ত্তা
বিত নাই।

৩০ এ মার্চ্চ মুন্নুক চাঁদ থানায় সংবাদ দিল যে,
ার কন্যা বোধ হয় সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করি
ছ এবং তাহার পেটে একটী ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্ন
হইয়াছিল। পাঠক! এখন আশ্চর্য্য দেখুন,
র নেটিভ ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া যে
ার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে
মুণ্ড কিছুই বুঝিবার যো নাই। তিনি বলেন
বোধ জন্য বালিকাটির মৃত্যু ঘটে নাই। উদরের
টি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহাই মৃত্যুর কারণ। উপবিভাগ
ার মহোদয়, নেটিভ ডাক্তারের রিপোর্ট দৃষ্টে
য়াছেন মৃতদেহ পরীক্ষার দ্বারা যেরূপ মন্তব্য
শিত হইয়াছে তদ্দর্শনে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ
ছুই নিশ্চিত হইতে পারে না। বালিকাটির
ঘাতে মৃত্যুর পরে কিম্বা পূর্ব্বে উদরের ক্ষত
া দেওয়া হইয়াছে কি না, তাহারও কোন
ংসা করিবার উপায় নাই।

মৃতদেহ পরীক্ষা, মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের একটি
ন সহায়; কিন্তু এমনি গুণবান মহাপুরুষের
এই গুরুতর ভার ন্যস্ত হইয়াছিল যে, কোন
মস্তান পরিক্ষত হওয়া দূরে থাকুক,— এক
ক্ষায় যাবতীয় বিবরণ ঘোর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত
ছে। এ গুণবান মহাপুরুষটি কে? ছি!
অযোগ্য পাত্রের হস্তেও এমন গুরুতর কার্য্য
কখন সমর্পণ করিতে হয়? গবর্ণমেণ্ট কি
বিচার করিতে সমর্থ নহেন? যাঁহাদের
বিবেচনার এতদূর দৌড়, তাঁহারা হাঁসপাতালে
ল সাফ করেন না কেন?

পুলিষের হেড কনষ্টেবল সুরথালের পর রিপোর্ট
ন যে, পেটের ক্ষতটী ত্রিকোণ এবং নিতান্ত
সামান্য মাত্র। উমাচরণ পঞ্চায়েতও এই কথা স্বীকার করিয়া ছিল। কিন্তু এই ক্ষত সময় পাইয়া আবার দীর্ঘাকার এবং চতুষ্কোণও হইয়া উঠিয়াছিল। সময়ে সকলি হয়,—এক বিন্দু শোণিতপিণ্ড কিছু সময়ে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বৃহদাকার হইয়া উঠিতেছে, তবে ক্ষত স্থানটী বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িবে না কেন? মুন্নুক চাঁদের কন্যা গোলোক, সাক্ষ্য দিল যে, যৎকালে তাহার পিতা নেকজানকে খুন করিতেছিল, তখন মৃত্যুত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু ইহার কথার কোন স্থিরতা নাই; আবার সে এজেহার দিল যে, নেকজানের পদাঘাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; কখন বলিল যে, তাহার গায়ে যেন একটা কি ঠেকিল তাহাতেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। গোলোক জাগরিত হইলে, মুন্নুক চাঁদ বলিল যে,—চুপ কর; কদম আলি নেকজানকে খুন করিয়াছে, এইরূপ ব্যক্ত করিতে হইবে। গোলোক সদুপদেষ্টার উপদেশ গুণে এ প্রকার মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ২৪ পরগণার জজ আদালতে শুক্রবার এই মকদ্দমার বিচার আরম্ভ হয়, সে দিন তথায় গোলোক নাম্নী বালিকা উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই। শনিবার তাহার এজেহার গ্রহণ করা হয়। শুক্রবার সে কোথায় গিয়াছিল এবং কি কি করিয়াছিল, এই কথা জিজ্ঞাসা করায় গোলোক বলিল যে, সে এবং তাহার মাতা পুলিষের ইন্সপেক্টরের নিকট নীত হইয়াছিল। এবং তাহারা একেক ক্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুলিষবাবু তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মতলা লইয়াছিলেন। বলিকাটীকে অবশ্যই এইরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পিতা নেকজানকে নষ্ট করিয়াছে; এমত নিষ্ঠুর পিতা সকলি করিতে পারে, এক দিন তোমাকেও খুন করিতে পারে। এইরূপ উপদেশের প্রভাবে, গোলোকের মন ফিরিয়া গিয়াছিল: তজ্জন্য সে আপনার পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। মকদ্দমাটী একপ্রকার বেশ দাঁড়ান হইয়াছিল, যদ্যপি বিচক্ষণ বিচারপতির হাতে না পড়িত তবে মুন্নুক চাঁদের অদৃষ্টাকাশে এই খানেই শেষ হইত। আমরা ২৪ পরগণার এডিসনাল জজকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিই। তাঁহার সদ্বিচারে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করুন। এস্থলে ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষকেও ধন্যবাদ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকার-চেষ্টাই মুন্নুক চাঁদের জীবনলাভের প্রধান কারণ। তিনি কৃপা করিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন না করিলে মুন্নুক চাঁদের পুনরায় ইহলোক দর্শন দুর্লভ হইত।

ইংলণ্ডের সামরিক বিবরণ।

যাহার শরীরে বল থাকে; তাহার মনে
ও সাহস থাকে; কাহাকেও সে দৃক্‌পাত করে
সকলের সম্মুখ দিয়া সে নির্ভয়ে গা দোলাইয়া চ
যায়। ইংলণ্ড এতাদৃশ নির্ভীকচিত্তে কেন চে
চলিয়া বেড়ান, কেন তিনি সকল কথাতেই গ
স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন? ইংলণ্ডের বলবীর্য্যের ই
নাই; স্বদেশে ও বিদেশে তাঁহার সৈন্য স
অমিততেজের অনিবার্য্য কণ্ডূয়নে নিয়তই আস্ব
করিতেছে, তজ্জন্যই তিনি অভিমানভরে সকল
তৃণবৎ জ্ঞান করেন।

ইংলণ্ডের মহারাণী সমুদ্রের অধীশ্বরী, ত
তুল্য সমুদ্রবল আর কোন জাতির নাই। ই
রণপোতের বাৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ই
ণ্ডের ১৫,০০,০০,০০০ টাকা ব্যয়িত হয়। ১
সালে ঐ রণপোতে ১,৯৩৮ প্রধান অধ্যক্ষ, ২০,৫৬২
অধস্তন অধ্যক্ষ এবং নাবিক, এই গুলি প্রথম শ্রে
রণপোতের কর্ম্মচারী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২,৬০৪
প্রধান অধ্যক্ষ, এবং ১৫,২২৫ জন নিম্ন কর্ম্ম
নাবিক। তদ্ভিন্ন ১৬৬ জন পতাকাধারী প্র
আরো অনেকগুলি কর্ম্মচারী আছে, ইহাদের সা
৫৮,৮০০ জন কর্ম্মচারী হইতেছে।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডের উৎকৃষ্ট রণপোত গুলি ৫০
পুরু লৌহপর্দ্দায় মণ্ডিত ছিল। তৎপরে ৬ই
পোত নির্ম্মিত হয়; উহারা ৮ ইঞ্চ পুরু লৌহপ
মণ্ডিত এবং প্রত্যেকটী ৭,৬০৪ টন বোঝাই
অতঃপর আরও চারি খানি যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মিত
উহারা ৮-৬৫ ইঞ্চ পুরু লৌহপর্দ্দায় মণ্ডিত
প্রত্যেকে প্রায় ৮,৭০০ টন বোঝাই লয়। অ
আর একখানি জাহাজ গঠিত হইয়াছিল,
১৩-২৮ ইঞ্চ পুরু লৌহ পর্দ্দায় মণ্ডিত এবং ৮,
টন বোঝাই লয়। তাহার পরে আর দুই
জাহাজ নির্ম্মিত হয়, উহারা ১৫ ইঞ্চ পুরু লৌহপ
মণ্ডিত এবং প্রত্যেকে ৯,৬০৬ টন বোঝাই ল
পারে। সর্ব্ব শেষে আর এক খানি জাহাজ নি
হইয়াছে উহা ২১-৬৫ ইঞ্চ পুরু লৌহপর্দ্দায় ম
এবং ১০,৫০০ টন বোঝাই লইতে সক্ষম। পা
দেখুন ইংলণ্ডের যুদ্ধজাহাজ গুলি নিতান্ত সাম
নহে। উহাদের সংখ্যা যেমন অত্যধিক উ
ভারসহ ও মহদ্রূপ।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ড এই কয়ে
সমবেত রাজ্যে ১০১, ৫৬০ সৈন্য নিযুক্ত আছে,
উপনিবেশে ২৩,২৯০ সৈন্য। ইহারা ইউরো
আসিয়া আমেরিকা এবং আফ্রিকাতে অবস্থিতি ক
ভারতবর্ষে সঙ্গ সমেত ৬১,১২০ জন ব্রিটিশ সৈ
আছে। ঔপনিবেশিক সৈন্যের মধ্যে ৯,৫৯০ মা

সবল আর্টিলারী, ৫টী ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া রেজিমেণ্ট, ইংলণ্ড ও সিংহলে কতকগুলী ওলন্দাজ সৈন্য। মাদ্রাজে সর্ব্বসমেত ৩৭৯ সৈন্য, ৫টী ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া রেজিমেণ্ট ১,৮২৮ জন [illegible] এবং মোলাক্কা লস্করের ৪৭৮ জন লোক। বম্বাই নৌবিভাগের ১২,৮০০ অধ্যক্ষ ও অনুচর, তদ্ভিন্ন ২৮ কটন বিদ্রোহ। সৈন্যবিভাগে ২৬,০০০ প্রথম শ্রেণীর লোক, ... মিলিসিয়া। তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৯,৬০০ ... এতদ্ব্যতীত সহকারী বিস্তর সৈন্যও আছে। ... এবং নিম্ন শ্রেণী। অনেকেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ... বিদ্রোহের সময় সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত ... থাকেন। সম্প্রতি ইহাদের সংখ্যা ৩৩০,০০০ ... ন্যূন নহে।

এক্ষণে স্বদেশের ও বিদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, ইংলণ্ডের ... এখনও সর্ব্বত্র বিলক্ষণ সতেজভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইংলণ্ড যখন মনে করিবেন তখন ... রণক্ষেত্রে অনায়াসে ৮৮১,১৪০ সংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং ... ভূমণ্ডল রণস্থলী তথায় গমন করিয়া গগনস্পর্শী ভূধর উৎপাটিত করিতে পারিবে, অতলস্পর্শ সিন্ধু শোষণ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এই বিক্রম ... ভাবে রাখিতে হইলে আমরা ইংলণ্ডেশ্বরীকে ... সদুপদেশ না দিয়া কোন ক্রমে ক্ষান্ত থাকিতে ... না। বিক্রম বিস্তার যেমন সুখের বিষয় ... ভয়েরও হেতু বলিয়া জানিবেন। চতুর্দ্দিকে ... আধিপত্য বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িলে তখন ... ভাব অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক হইয়া ... তৎকালে উদার ভাব অবলম্বন না করিলে ... জনসাধারণে বিরক্ত হইয়া উঠে, এবং সেই ... ভাতে স্বাধীনতাকে পীড়াদায়ক জ্ঞান করে। প্রভু ক্ষমতাশালী হইলেন, গর্ব্বে তাঁহার দেহ ফুটিয়া পড়িতে লাগিল, পৃথিবীকে সরাখানা জ্ঞান করিল; দ্বাদশ ... সহস্র জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়া ... । তাঁহার মান সম্ভ্রম কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী ... না। স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত পারিষদ্‌গণ কেবল ... বাক্যে তাঁহার তোষামোদ করে, ফলতঃ অন্তরের ... তাঁহাকে কেহই স্নেহ ও শ্রদ্ধা করে না। ... গর্ব্বিত হইলে অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া ... কারণেই তাঁহার অভিমান হয়, অভিমান ... কোন প্রকার একটা ছেদ উপস্থিত হইয়া ... সুতরাং অবশেষে অত্যাচার ঘটে। একবার ... নৃপতির আচরণ স্বরূপ হন, নৃপতি গর্ব্বিত ... তাঁহারাই আবার তাঁহার বিনাশের কারণ ... [illegible] ইংলণ্ডের ... বৃদ্ধি হইয়াছে, এমত অবসরে কখনই অন্যথা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। উদার ও সমদর্শী হইয়া ইংলণ্ড যদ্রাপি প্রজাপালন করেন, তবে তাঁহার এই ক্ষমতা অবশ্যই দীর্ঘকাল স্থায়িনী হইবে।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভা ও হণ্টর সাহেব

ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ গূঢ় অভিপ্রায়ে প্রবেশ করা ভার, কোন্ কার্য্য ভারতবাসীর হিতার্থে, কোন্ কার্য্য অহিতার্থে অনুষ্ঠিত হইবে, ভারতবাসিদিগের তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই, তাঁহারা আমাদিগকে আদৌ বিশ্বাস করেন না, মহাত্মা লর্ড রিপন আমাদিগকে তাঁহার ছন্দাংশে যাইতে দেন না, এই কারণে আমরা রাজপুরুষদিগের কার্য্যারম্ভে নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিয়া থাকি। মনে করা উচিত হয় তাহাই অবাধে করা রাজপুরুষদিগের [illegible] কিসে প্রজার সুবিধা হইবে, কিসে অসুবিধা হইবে, তাহা চর্চ্চিয়া দেখিবার জন্য এ দেশীয় লোকদিগকে মত গ্রহণ করিবার কথা ভুলিয়াও তাঁহারা একবার মুখাগ্রে আনেন না, লর্ড রিপনই বলুন আর যিনিই বলুন এ রোগ সকলেই সংক্রামিক। তবে যিনি অধার্ম্মিক হন, তিনি ভারতবর্ষ শোষণ করিতে যাইবেন শোষণ করিয়া চলিয়া যান, আর যিনি ধার্ম্মিক ও দয়ালু হন, তিনি প্রজাকে কোন কথা কি জানা করেন না তখন তথাপি নিজ বুদ্ধিবৃত্তির বশীভূত হইয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাবৎ গবর্ণমেণ্ট কোন কার্য্যের আরম্ভে এদেশীয়দিগের মতামত গ্রহণ না করিবেন, তাবৎ তাঁহারা প্রকার অসুযোগের কারণ উদ্ভাবনে সমর্থ হইবেন না। ভারতবাসী আত্মশাসন লাভের অধিকারী হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যাবৎ তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে প্রতিনিধি বাধ্য করিতে না পারিবেন, তাবৎ দেশের সম্পূর্ণ মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু স্থানীয় শিক্ষিত লোকদিগের দ্বারা ভারত সভার ন্যায় সভার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ইহা সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই

আমরা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে যখন তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যের বৃত্তান্ত দেখিতে পাই, তখন আর আমাদিগের কোন প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিবার অবসর থাকে না, তাঁহারা অভিলষিত বিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াই গেজেটে মুদ্রিত করিয়া থাকেন, তাই তখন আমাদিগের চীৎকার ব্যর্থ হইয়া যায়, কোন ফলই দর্শে না, এই কারণে বহুদিন হইতে আমরা গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিষয় অবগত হইয়া সাধারণ প্রজার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট এক একখানি অভিপ্রায়লিপির প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু আমরা এমনি মন্দভাগ্য, গবর্ণমেণ্টের এমনি ঘৃণার পাত্র যে তাঁহারা আমাদিগকে সে অধিকার দানেও সম্মত নহেন, আমাদিগের অবনত মস্তকে তাঁহাদিগের অত্যাচার সহ্য করাই তাঁহাদিগের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও চেষ্টা। [illegible] রিপন দয়ালু ও ধার্ম্মিক, অতএব তাঁহার রাজ্যে যদি আমরা এই ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বিচ্যুত হইলাম তবে আর আমাদিগের সে অধিকার লাভের আশা কোথায়? ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে সৎস্বভাবশালী যিনি যে শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না? লর্ড রিপন পরম ধার্ম্মিক, শিক্ষা সংক্রান্ত সভার সভাপতি হণ্টর সাহেবও মহাশয় ব্যক্তি, অতএব তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই বটে, তথাপি ইহার উদ্দেশ্য কি তাহার অবধারণ করিবার জন্য আমাদের কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া মিথ্যা দুঃস্বপ্ন দর্শন অপেক্ষা যাহাতে আমরা তাঁহাদিগের মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারি, তাঁহাদিগের কি সে চেষ্টা করা সঙ্গত নহে? হণ্টর সাহেব পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে যদিও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, উচ্চ শিক্ষা অনিষ্ট করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু তাহা বিদ্যুতের পক্ষে মন্ত্র পাঠবাও কমিশন নিয়োগের উদ্দেশ্য নহে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারই এই সকলের প্রধান উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবপত্র। হণ্টর সাহেব বলিয়াছেন, কমিশন নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কে কে যোগ্য এবং কে কে অযোগ্য তাহাও আমরা এ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাঁহাদিগের হইতে ভারতের অনিষ্ট তাঁহারা অশিক্ষিত বা মূর্খ নহেন। এক স্থানে তাই তাঁহাদিগের মনকে কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে হণ্টর সাহেব স্বয়ং এতদ্দেশে পণ্ডিত ও বহুদর্শী বলিয়া যখন উচ্চ শিক্ষার দায় দেশীয়দিগের স্কন্ধে করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অপর লোকের কথা কি? তিনি বহুকাল ভারতবর্ষে স্থিতি করিতেছেন, ভারতবাসীর নাড়ীনক্ষত্র জানা তাঁহার বাকী নাই, তথাপি যখন তাঁহাদিগের ঘাড়ে সম্পূর্ণ ভার লইবার কথা বলিয়াছেন, তখন প্রকারান্তরে উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত করা যে তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাহা কে বলিবে? ফলতঃ গবর্ণমেণ্টের কমিশন নিয়োগ পরম্পরা সম্বন্ধে সিদ্ধির উপায়। জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কমিশন নিযুক্ত করেন, কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে কমিশনরেরা প্রায় সকল স্থলেই গবর্ণমেণ্টের প্রায় অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রধানি

না যাহা পাকে তাহা হয়,কেবল অনর্থক আড়-
কিছু অর্থ ব্যয় হয় মাত্র। অতএব প্রস্তাবিত কমি-
র দ্বারা যে উচ্চশিক্ষার কোন উপকার দর্শিবে,
সম্ভাবনা নাই। যদিও কতকগুলি দেশীয় লোক
তে সংলিপ্ত আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে কি
দেশ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় তাঁহারা
ও নহেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তৃত হয়,ইহা অবশ্য
লেরই ইচ্ছা, কিন্তু উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত করিয়া
ন পুষ্টিসাধন করা হয়, ইহাও প্রার্থনীয় নহে,
শন স্বয়ং সে প্রস্তাব না করিলেও কার্য্যতঃ যে
াই ঘটিয়া উঠিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় দান হইতে গবর্ণমেণ্টকে
করিবার জন্য যখন তাঁহাদিগের ইচ্ছা আছে,
ন গবর্ণমেণ্ট যে উচ্চশিক্ষা-কল্পে কিছু ব্যয় করি-
, তাহা ত আর বোধ হয় না। এ দেশীয়-
কে কথঞ্চিৎ আত্মশাসনে অধিকার দেওয়াতে
র যত ফল হউক না হউক, এ দেশীয়দিগকে যে
রিষোধে এই সমস্ত ব্যয়দানে বাধ্য করা হইবে,
া বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। হণ্টার সাহেব
ডিধানে বলিয়াছেন, আপনাদিগের কাজ অপনা-
পর করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। প্রজারা আপনা-
র শিক্ষার উপায় আপনারা করিয়া লইলে যাব-
র গোলযোগের মীমাংসা হইয়া যায়। তাঁহার
াগত অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার জন্য
কিছু সাহায্য করেন, কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য
টী পয়সাও ব্যয় না করেন। এই বাক্যের দৃঢ়তা
নার্থ তিনি এ কথারও উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃত
ালাভ বিদ্যালয়ে হয় না, উপদেশদ্বারাই যে শিক্ষা
তাঁহাই প্রকৃত শিক্ষা। বিদ্যালয় কেবল ছোট ছে ট
কদিগেরই নিমিত্ত কিন্তু যুবাপুরুষদিগের শিক্ষা
বল আপনাদিগেরই উপর নির্ভর করে। সম্ভ্রান্ত
ল ভাল পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া তাহারা আপ
াই অধ্যয়ন করেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা, এতদ্দ্বারা
ুর জ্ঞানলাভ হইবে এই তাঁহার বিশ্বাস।
পনাদিগের কার্য্য আপনাদিগেরই করা উচিত
ং শাস্তি করিতে পারিলে আর কোন গোলযোগ
কে না, হণ্টর সাহেব এ কথা না বলিলেও আমরা
া বিলক্ষণ বুঝি। কুটীল রাজনীতির ঘোর-
ঙ্গে পড়িয়া আমরা হাবুডুবু খাইতেছি। এ সময়ে
আমরা আপনাদিগের পথ আপনারা দেখিয়া
, আমাদিগের সে সামর্থ্য নাই। তাঁহারা প্রতি
ে আমাদিগকে ইংলণ্ডের উপমা দিয়া থাকেন,
ন্তু ইংলণ্ডবাসীর সহিত আমাদিগের অবস্থার যে
ক ইতর বিশেষ তাঁহারা সব বুঝেন, আর এইটী
ঝেন না ইহাই বড় আশ্চর্য্যের। গবর্ণমেণ্ট
ক্ষ পক্ষে যদি আমাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইতেন,
তাহা হইলে অগ্রে আমাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ
সাধন করিতেন, পরে ক্রমে ক্রমে আমাদিগের উপর
এই ভার নিক্ষেপ করিলে আমরা তাহা বহনে
সমর্থও হইতাম, অন্যথা কেবল দেশের ধনীদিগকে
দেখাইয়া হাত কটাইলে আমাদিগকে ঘোর বিপদে
মগ্ন করা হইবে মাত্র।

ভারতবাসীদিগের এই দরিদ্র অবস্থায় যদি গবর্ণ-
মেণ্ট বিদ্যা শিক্ষার বায়দানে কুণ্ঠিত হন,তাহা হইলে
এতদর্থ এত যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই
ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এক্ষণে তাঁহারা যে প্রণালীতে
কালের প্রভৃতিতে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন, তাহা-
তেই সকলে প্রচুর ইংরাজী শিখিতে ও লিখিতে
পারেন না, ভাল ভাল অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতীত
সন্দেহভঞ্জনও হয় না, এরূপ স্থলে যদি প্রাথমিক
শিক্ষার পরেই আপনা আপনি পড়িয়া শুনিয়া পণ্ডিত
হইতে হয়, তাহা হইলে চূড়ান্ত বিদ্যা হইবে। বালক-
েরা এখনও এল, এ, পর্য্যন্ত না পড়িলে পুস্তকালয়ের
ভাল ভাল পুস্তক পড়িয়া তাহার মর্ম্মগ্রহে সমর্থ
হয় না, আর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া যে তৎ-
পাঠে বিদ্বান হইবে, হণ্টর সাহেবের ন্যায় বিজ্ঞ
লোকের মুখে এ কথা যে কিরূপে বাহির হইল,
তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট
এখন সর্ব্বপ্রকারে উচ্চশিক্ষার সাহায্য করিতেছেন,
তথাপি ভারতবর্ষের অর্দ্ধেকেরও অধিক লোক অর্থা-
ভাবে স্ব স্ব পুত্র প্রভৃতিকে বিদ্যাধ্যয়ন করাইতে
পারিতেছে না। এমত অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট ইহা হইতে
সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলে বিদ্যা শিক্ষার যে ব্যয় বৃদ্ধি হইবে
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, সুতরাং তখন যে ভারতবর্ষের
সমগ্র লোক সংখ্যার মধ্যে এক চতুর্থাংশ লোকও
উচ্চ বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে, তাহা ত
কোন প্রকারেই বোধ হয় না। ভারতবাসীরা উচ্চ
শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া রাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা
করেন যে সকল রাজপুরুষের তাহা ইচ্ছা নয়,
এডিসনের শাসনে সেই ক্ষুদ্রাশয় নীচমনা বাক্তি-
দিগের দুর্নীতির ফলোপযারিতার সূত্রপাত হইবে।

মিশর।

আমরা যে কোন স্থানে নূতন অধিকার ও
আধিপত্য বিস্তার দেখি, সভ্যসম্প্রদায়েই হউক আর
অসভ্য সম্প্রদায়েই হউক, অত্যাচারের লৌহদণ্ড
তথায় পরিচালিত হইতেছে—অধিকার বিস্তারের
সময়, আধিপত্য বিস্তারের সময়, স্বার্থসাধনের
সময়,—অসভ্য সভ্য সমান। তখন দয়া থাকে না,
মনুষ্যত্ব থাকে না, ন্যায়পরতা থাকে না—অত্যা-
চার করিয়া ব্রিটনে রোমকেরা অধিকার বিস্তার
করিয়াছিলেন, অত্যাচার দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে
অধিকার স্থাপন করিয়াছেন, অনাদর ও অত্যাচ
দ্বারা মিশরে মহম্মদ আলি অধিকার লাভ করেন।
মহম্মদ আলির দ্বারা মিশরের অনেক উন্নতি সা
হইয়াছিল। তিনি ম্যাসিডোনিয়ার অন্তঃপা
কবল্লা নগরে জন্মপরিগ্রহ করেন। তথায় তাঁ
পিতা পুলিসের ইনস্পেক্টর ছিলেন। মহম্মদ আ
রণপ্রিয় মহাবীর ছিলেন, সামরিক কার্য্যে তাঁ
বিশেষ অনুরক্তি ছিল। অতি বালাকালে তি
তুরস্কের সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৭
সালে ফরাসিরা মিশর আক্রমণ করিলে মহম্মদ আ
সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় প্রেরিত হন। তি
আলবিরান সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন, সুতরাং তাঁ
বলবীর্য্য ও রণনৈপুণ্য প্রকাশের বিশেষ অব
হইয়াছিল। তাঁহার আকাঙ্খা অতীব উ
মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না, তিনি অসমসাহ
কার্য্যে সর্ব্বদাই তৎপর ছিলেন ও স্বীয় স্বার্থসি
নিমিত্তই ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন। এক একটী প্র
লইতে লইতে ক্রমে সমগ্র মিশর তাঁহার হস্ত
হইয়া পড়িল এবং ১৮০৫ সালে তিনি তদ্দে
শাসনকর্ত্তা ও রাজপ্রতিনিধি হইলেন। তি
মামলুকদিগের একেবারে মূলোৎপাটন করেন।
জাতি তাহার পূর্ব্বপুরুষ তুরস্ক পাশাদিগের বি
স্বার্থাপহরণ করিয়াছিল। মহম্মদ আলির আর
যত্ন আর কিছুই ছিল না, কিসে মিশরকে বি
করিয়া তথায় স্বয়ং স্বাধীন হইতে পারিবেন,
উদ্দেশে তিনি সর্ব্বদাই অত্যাচার ও যুদ্ধবি
প্রবৃত্ত হইতেন। কিয়ৎকাল পরে তদীয় পুত্র এ
ছিম সসৈন্যে সিরিয়াতে গমন পূর্ব্বক তথায়
লীলাক্রমে আধিপত্য সংস্থাপন করেন। ই
তুরস্কের সুলতান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত
উঠেন। এ দিকে মহম্মদ আলির বল বিক্রম দ
ইউরোপের যাবতীয় রাজগণ ব্যাকুল হইয়া প
লেন। তাঁহারা কিছুতেই আর নিশ্চিন্ত থাকি
পারিলেন না, সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার ক্ষ
সংকোচ করিবার নিমিত্ত এইরূপ বন্দোবস্ত করি
যে সিরিয়া তাঁহার হস্তে থাক্ এবং তদীয় বংশ
পরম্পরা মিশরের শাসনকর্ত্তা হইতে পারিবেন,
তিনি সুলতানের অনুমতি উল্লঙ্ঘন করিতে প
বেন না। তাঁহাকে সম্বাত্তোভাবে সুলতানের বশ
স্বীকার করিতে হইবে। ১৮৩৩ সালে এই
বন্দোবস্ত করা হইল। আট বৎসর পরে, ই
সুলতানকে সিরিয়া প্রত্যর্পণ করিয়া পুরুষানু
মিশর শাসনের জন্য পাকা সনন্দ লাভ করি
এই সময়ে মিশরের ধনসম্পত্তি পরিবর্দ্ধিত ক
মানসে তিনি বিজ্ঞান, শিল্প এবং বাণিজ্যের উ
সাধন করিতে পারিলেন; চতুর্দ্দিকে পু

ও করিলেন এবং ইউরোপীয় প্রধা অনুসারে সামু-
ও স্থলের সৈনিক বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি
য়া করিলেন। অনন্তর মিশরকে নানা বিভাগে
ক করিয়া এক একটী প্রদেশে সেখ নামক এক
জন প্রধান ব্যক্তি নিযুক্ত করিলেন। এই সমস্ত
প্রাদেশিক বিচারপতি স্বরূপ; তাঁহারা শুল্ক
হ করেন এবং পুলিসকার্য্যের তত্ত্বাবধারণও করেন।
রে কৃষিকর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি বিশেষ
স পাঠাইয়াছিলেন। কার্পাস, নীল, ইক্ষু প্রভৃতি
বিধ দ্রব্যের চাস তিনি মিশরে প্রবর্ত্তিত করেন।
ক্ষা দিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিদ্যা-
স্থাপন করেন। ক্রমে তদীয় রাজ্যের রাজস্ব
ন ৩,০০,০০,০০০ টাকা হইয়াছিল। ইহার
শ, ভূমির কর এবং প্রজাপীড়ন দ্বারা উৎপন্ন
, অবশিষ্ট অষ্টাংশ তাড়ির উপর কর, ইনকম
এবং ভূমির নানা প্রকার উপস্বত্ব হইতে সংগৃ-
হইত।

সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, নৃপতি মাত্রেরই উদ্দেশ্য একই
র। প্রজার সর্ব্বস্বাপহরণই তাঁহাদের জীবনের
মাত্র ব্রত। যাঁহারা সভ্যতাভিমানী তাঁহারা
শলে প্রজাপীড়ন করেন, অনেক চাতুরী করিয়া
র যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করেন। লর্ড ডেলহাউসী
পুরের মণিমাণিক্য প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব অপ-
করিলেন, হামিল্টন কোম্পানির দোকানে সেই
ন সম্পত্তি বিক্রীত হইল, তথাপি তিনি সভ্য
দার ও ন্যায়পরায়ণ,—তাঁহাকে অত্যাচারী কে
তে পারে? কাহার স্কন্ধে দশটা মাথা যে,
াকে অন্যায়াকারী বলিবে? আউটরাম গবর্ণর
নরলের তালে তালে নাচিতে নাচিতে লক্ষ্ণৌ
বের সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন, নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে
সমস্ত ধনসম্পত্তি বিক্রয় করিলেন—কিন্তু তথাপি
বা ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিক এবং প্রজাহিতৈষী-
ও অসভ্য এই প্রভেদ আর কি? সভ্য
কে দোষ করিলে দোষী হয় না, অসভ্য লোকে
করিলে দোষী হইয়া পড়ে,—সে দোষ গোপন
বার চাতুরী জানে না। মহম্মদ আলির ভাগ্যে
ই ঘটিয়াছিল। তিনি ভূরি ভূরি অত্যাচার
তে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে অত্যা-
কে সদ্বিচারের সুন্দর পরিচ্ছদ পরাইয়া স্বয়ং সভ্য
ন্যায়পরায়ণ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলেন না।
তিনি সভ্যতা দেবীর নিকট দীক্ষিত হইলেন,
কোটি কোটি নন্দকুমারকে ফাঁসিকাটে ঝুলা-
সমাজে নিন্দনীয় হইয়া উঠিলেন না।

মহম্মদ আলি ঘোর স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন,
নাই, কোন অপরাধ প্রদর্শন না করিয়াই
দিগকে বধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে
সমস্ত প্রজাকে ভূসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া ফেলি-
লেন। সৎকর্ম্মের নিমিত্ত তিনি মসজিদ, জলনির্ঝর
এবং বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া রাজা হইতে তাহাদের
ব্যয় নির্ব্বাহের সুবিধা করিয়া দিলেন। সত্য কথা
বলিতে গেলে, আমরা মহম্মদ আলির সভ্যতা
প্রশংসা না করিয়া কখনই নিরস্ত থাকিতে পারি
না। তিনি মিশরের অরাজকতা দূরীভূত করেন,
প্রজার অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত ক'রয়া দেন এবং
নানা প্রকার উপায়ে রাজ্যের শ্রীসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন।
এক কথা, তিনি ঘোর অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু
যদ্যপি চর্ম্মচক্ষের আবরণ উল্টাইয়া আমরা দিব্য
চক্ষে অবলোকন করি, তবে কোন্ রাজা যে অত্যা-
চারী নন, কাহারও কোষ্ঠীতে ত এমত লিখন দৃষ্টি
গোচর হয় না। ১৮৪৮ অব্দে মহম্মদ আলি উন্মাদ
রোগগ্রস্ত হন এবং ১৮৫১ সালে সেই ব্যাধিতে
তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়।

সিরিয়া বিজয়ী ইব্রাহিম তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহম্মদ আলির মৃত্যুর পর ইনিই সিংহাসন অধি-
রোহণ করেন, কিন্তু ইনি দুই মাসের অধিক জীবিত
ছিলেন না। তৎপরে তুসুমের পুত্র আব্বাস তৎ-
পদে অভিষিক্ত হন। ১৮৫৪ সালে আব্বাসের পর
মহম্মদ আলির চতুর্থ সন্তান সৈড রাজপ্রতিনিধি
হইলেন। তাঁহার ষষ্ঠ সন্তান হামিস কোন অপরাধ
বিশেষে দোষী হওয়ায় কনষ্টান্টিনোপলে নির্ব্বাসিত
হইয়াছিলেন। ১৮৭৯ অব্দে ইস্মাইলপাশা পদচ্যুত
হইলে ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। আব্বাস রাজ-
শাসন করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়া পড়িলেন,
তাঁহার শাসন-প্রণালীতে মিশরের
অবনতি হইতে লাগিল; সুতরাং তাঁহার পরলোক
গমনে প্রজাবর্গ আনন্দিত চিত্তে সৈডকে সিংহাসনে
বরণ করিলেন।

প্রসিদ্ধ শিল্পনিপুণ মসিউ লেসেপ্স আব্বাসের
শাসনকালে সুয়েজ খাল খনন করিবার প্রস্তাব
উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ঐ প্রস্তাবের
অনুমোদন করেন নাই। এক্ষণে আব্বাসের মৃত্যু
সংবাদ পাইয়া লেসেপ সাহেব যার পর নাই সাহি-
শয় প্রোৎসাহিত হইয়া পুনর্ব্বার মিশরের তদানীন্তন
শাসনকর্ত্তা সৈডের নিকট সেই পূর্ব্বতন প্রস্তাব
উপস্থাপিত করিলেন। এই প্রস্তাব সৈদ মহম্মদের
বিশেষ মনঃপূত হইল। তিনি লিনাণ্ট বে এবং
মোজেন বে নামক আপনার দুই জন ইঞ্জিনিয়ারকে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাবতীয় বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া
দেখিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। তাঁহারা দেখিলেন,
লেসেপ যে প্রকার প্রস্তাব করিয়াছেন, অবশ্যই তাহা
সফল হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু
দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি সুয়েজ খাল খনন করিতে

আদেশ দিয়া আর অধিককাল জীবিত ছিলেন না
১৮৬৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে মি
বিলক্ষণ উন্নত ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ই
রাজস্ব প্রায় ৫,০০,০০,০০০ টাকা হইয়া উঠে, কি
রাজের ঋণও প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ছিল। ই
মহম্মদের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ইস্মাইল পা
মিশরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনি এ
তিমের সন্তান। ইহাঁর শাসন কালেই সুয়েজ খ
সমাপ্ত হইয়া যায়। অতঃপর যে সমস্ত ঘটনা
ঘটিয়া গিয়াছে, আমরা পাঠকদিগকে তাহা পূ
বিদিত করিয়াছি।

ভারত সাম্রাজ্যের পরিণাম।

(উপসংহার)

ভারত সাম্রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে যে যে পরিবর্
অত্যাবশ্যক বর্ত্তমান প্রস্তাবে তৎসমুদয় আলোচি
হইতেছে। এখানকার শাসনপ্রণালী ঈদৃশ বি
চনা-বিরুদ্ধ ও নীতি-বহির্ভূত হইয়াছে যে স
জাতি মাত্রেই তদ্দৃষ্টে উপহাস করিতে পারে
এখানকার কুটীল রাজনীতি যে এতদ্দেশীয় হীনবী
লোক দিগকে অঙ্গুলির অগ্রভাগে অনায়াসে টি
রাখিতে সক্ষম তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, ইহাতে ব্রি
জাতির সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু এ
শীয় লোকের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া উঠিতে
ভারতভূমি যেন কামধেনু ধেনু হয়াছে, ইংরাজে
ইচ্ছা করিলেই ইহার অর্থরাশি লইয়া তাহার অ
ব্যবহার করিতেছেন এ দিকে ভারতবাসীরা
দিন এত দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন—যে তাঁহা
প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উ
তেছে। ভারতবর্ষের জন্য গবর্ণমেণ্ট দুঃখিত
সেটা কেবল মুখের কথা। তবে তাঁহার দুই এক
ধর্ম্মভীরু পদস্থ কর্ম্মচারী দুঃখিত হইলেও হই
পারেন।

আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারল মহাম
লর্ড রিপন যে প্রকার দয়াবান এবং উদারপ্রকৃ
লোক তাহাতে তিনিও তাঁহার ন্যায় দুই এক
দয়ালু ব্যক্তি ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা দেখিয়া ক
হইতে পারেন। কিন্তু সাধারণের
বলি, তাঁহাদের ভারতবর্ষের প্রতি
সহানুভূতি নাই, আত্মম্ভরিতাই তাঁহাদের
নের এক মাত্র উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ সুঠ কা
ভারতবর্ষকে অকূল দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া ইংল
ধনাগার পরিপূর্ণ করিবেন তাঁহারা এই মন্ত্রে দী
হইয়া পরমবন্ধুর কপট-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ভা
বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।—যে দিন ইংরা
ভারতবর্ষ হস্তগত করিয়াছেন, সেই দিন তাঁহ

তা ও প্রবঞ্চনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যে তাঁহারা সরল মিত্রভাবে এক একটী রাজার কৌশলক্রমে প্রবেশ করিলেন এবং পরিশেষে শত্রু হইয়া সেই সেই রাজ্যগুলিকে করাল গ্রাস করিতে লাগিলেন, সেই দিন জানিয়াছি আমাদিগের সরল বন্ধু নয়, এই যে সভ্যতার ন পোষাক আপাদ মস্তক ঢাকিয়া আছে, তই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইবে।

আমরা তাই বলিতেছি যে অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে, র উপায়ান্তর নাই ; কিন্তু যাহাতে উত্তরকালে না ঘটিতে পারে এখন তাহার সদুপায় করা থাক। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যতকাল তশাসনের উপর এ দেশীয় লোকের সমধিক কার না জন্মিবে তাবৎ এ দেশের এইরূপ দুর্থাকিয়া যাইবে এবং দুর্দ্দম ইংরাজ কর্ম্মচারীর চারিতার দমন হইবে না। তাঁহারা যখন যাহা করিবেন তখন তাহাই করিয়া বসিবেন। কোটী লোকে হাহাকার করিলেও তাহাতে কর্ণপাত বেন না। সে কারণ আমরা প্রস্তাব করিতেছি, দেশে বিলাতের পার্লামেণ্টের ন্যায় একটী মহা- সংস্থাপন করা আবশ্যক। সেই সভায় এতদ্দেশ- কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া নিযুক্ত হইবে, কোন বিদেশীয় লোক তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। গবর্ণর জেনরল নিযুক্ত র পূর্ব্বে দুই বৎসরকাল এদেশে আসিয়া সকল নর অবস্থা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিবেন, পল্লীগ্রাম তে ভ্রমণ করিয়া সামান্য অবস্থার লোক গুলির বাক্যালাপ করিবেন, যাহাতে দেশের প্রকৃত া জ্ঞাত হইতে পারেন তৎপক্ষে যত্নের ত্রুটি বেন না। তৎপরে তিনি গবর্ণর জেনরলের নিযুক্ত হইবেন। তাঁহার সভায় অর্দ্ধেক এদে- লোক এবং অর্দ্ধেক বিদেশীয় লোক নিযুক্ত করা শাক। কিন্তু এ দেশীয় লোকের মধ্যে জমিদার া ইংরাজভক্ত ও ইংরাজ উপাসকদিগকে নিযুক্ত না করা সমান কথা। তাঁহাদের দিব্যচক্ষের নি মহিমা যে তাঁহারা সর্ব্বদা জল উচ্চ নীচ খিয়া থাকেন, তাঁহারা কেবল আমর লোকনার্থ কীগোপাল ভিন্ন আর কিছুই নন। তাঁহাদের া দেশের উপকার হওয়া দূরে থাক বরং পদে খোর অপকার হইয়া থাকে। ত দৃশ লোককে লেই অপদার্থ জ্ঞান করেন। তাঁহাদের ধন ছে তাই আদর, নতুবা সাধারণের মনে অত্যন্ত ঘৃণা, কেহই তাঁহাদিগকে স্নেহ মমতা করেন না। ারা আপনাদের স্বপ সৌখীনতা লইয়াই থাকে, শের শুভাশুভের কোন ধার ধারেন না। তদ্ভিন্ন াদের ইচ্ছা, গবর্ণর জেনরলের সভায় যে সমস্ত সভ্য নিয়োজিত হইবেন তাঁহারা যেন সাধারণ প্রজা- কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। গবর্ণর জেনেরলের সভায় কিম্বা বিলাতের সভায় যে কোন প্রস্তাব হইবে তাহা এদেশীয় মহাসভার অনুমোদিত হইলে গবর্ণ- মেণ্ট তদনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন। তদ্ভিন্ন যে প্রস্তাব এ দেশীয় মহাসভার অনুমোদিত না হইবে গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই সে কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন না।

এ দিকে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, চিফ কমিশনর জজ মাজিষ্ট্রেট এবং অন্যান্য উচ্চ পদ যেন এদেশীয় কৃতবিদ্য কণ্ঠ ব্যক্তিদিগকে প্রদান করা হয়। তাহাতে বয়ঃক্রমের ওজর, জাতিগত ধর্ম্মগত এবং বর্ণগত সকল আপত্তি যেন বিদূরিত করা হয়। ব্রিটিশ জাতি পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিয়া দেখুন তাঁহারা সরলভাবে মৌখিক যতটুকু আত্মী- য়তা প্রকাশ করেন কার্য্যে তাহার কিছুই ফলবতী হয় না। ইহাতে লোকের মনে অবিশ্বাস জন্মিবে না কেন ? কেনই বা না লোকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য- প্রণালীর প্রতিবাদ করিবেন ? গবর্ণমেণ্ট পদে পদে অনেক অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছেন এদেশীয় লোকে কিরূপে সেই সকল আচরণ বিস্মৃত হইবেন ? ইংরাজ জাতি মহা পরাক্রান্ত, বিক্রমে কেহ তাঁহা- দিগের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না এবং কথায়ও কেহ আটিতে পারিবেন না। আমরা দুর্ব্বল ভারত- বাসী আমাদিগের মুখে রাঙ্গা নাই, শরীরে বল নাই, মক্কিকার ঝঙ্কারে মূর্চ্ছাপন্ন হই, তাই বলিয়া আমাদিগকে কষ্ট দেওয়া কি ন্যায়পরায়ণ সভ্যজাতির উচিত ? বিলাতের সিভিলিয়ানগণ এদেশে অল্প বয়সে আগমন করিতে পারিলে পেন্সন- ভোগী হইয়া অতি বৃদ্ধ না হইতেই তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন, কিম্বা প্রত্যাগমন না করিলেও অল্প বয়স হইতে অশীতিপর বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত এদেশের মূল বেতন ভোগ করিতে পারিবেন, এ গুলি ইংলণ্ডের পক্ষে সুবিধা বটে, কিন্তু ভারত বর্ষের পক্ষে ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমে বিলাতে গিয়া পরীক্ষা দেওয়া সহজ কর্ম্ম নহে। সুতরাং সত্বর এ বিধি পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক।

আমরা হোম গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করি ছেন তাঁহারা ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষকে সমান সম্বন্ধ সূত্রে যেন দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করেন। ইংলণ্ড ভারতবর্ষের আশ্রয়দাতা, ভারতবর্ষ আশ্রিত ; কিন্তু এখন হইতে উভয়ের বল সম্মিলনে উভয়ে যাহাতে প্রবল সাম্রাজ্য হইয়া উঠে। তাঁহাদিগের স্বতঃ পরতঃ সেই চেষ্টা করা উচিত। ইংলণ্ড ভারত- বর্ষকে এই স্বাধীনতা প্রদান করুন যেন, আমরা রাজকার্য্যে মনের স্ফূর্ত্তিতে স্পষ্ট আন্তরিক ভাব ব্যক্ত করিতে পারি। রাজ্যশাসন বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকে, আমরা যে প্রকার মতের অ মোদন করিব তাহা যেন সর্ব্বথা পরিগৃহীত হয়। মত আমরা অনিষ্টকর বোধ করিব তাহা যেন প তাক্ত হয়। যাবৎ ভারতের রাজকার্য্য এইরূ সম্পাদিত না হইতেছে, তৎকাল পর্য্যন্ত ভারতবা গণ কখনই প্রকৃত সুখের মুখ ! দেখিতে পা বেন না।

আমাদিগের বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি ভা বর্ষীয় সৈনিক-বিভাগের ব্যয়সংক্ষেপে উৎসুক য়াছেন। ভারতবাসীদিগের শরীরের অর্দ্ধেক অধিক রক্ত এই বিভাগ চুষিয়া লইতেছেন, অনেকদিন হইতে আমরা ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার প্রতিকার উপায় দেখিতে বলিয়া আসিতে হার্টিংটন সাহেবের এ বিষয়ে যে অনুকূল দৃষ্টি প হইয়াছে, ইহা আমাদিগের শুভগ্রহ বলিতে হই তিনি কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষের পদ উঠাইয়া দি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা উত্তম বটে, কি তাহাতেও প্রকৃত ব্যয়সংক্ষেপ হইবে না, ভারত হইতে ইউরোপীয় সৈনিক সংখ্যা হ্রাস করিয়া অ শাক মত দেশীয় লোককে সৈনিকপদে নি করিলে সে উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হই কিন্তু যাবৎ ভারতবর্ষ রক্ষার্থ ইংলণ্ডস্থ ইংরাজ সৈ পুরুষের সংখ্যা হ্রাস করা না হইবে তাবৎ এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ভারতবাসীর ম কাঁঠাল রাখিয়া তাঁহারা যে কোষ পান ইহা কি সহ্য ভারত এই ব্যয় দানে ফকির হইয়াছে। হার্টি সাহেবের দৃষ্টি এই দিকে পড়িলেই তাঁহার অভি সিদ্ধি হইতে পারে এবং ভারতবাসীরা অপেক্ষা সম্বল হইয়া তাঁহার যশোঘোষণা করেন। হউক যখন তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগী আছেন আমাদিগের দয়ালু গবর্ণরের সম্পূর্ণ ইচ্ছা অ তখন কৌন্সিল অন্যায় প্রতিবাদ করিয়া যে অস প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিবেন তাহা বোধ হয় তিনি এতন্নিমিত্ত দুঃখিত হইয়া সে দিন পার্লা সভায় ভারতব ধীর আয় ব্যয়ের হিসাব উপ করিয়া বলিয়াছেন, সৈনিক বিভাগে যথো ব্যয় হ্রাস করা হয় নাই, সুতরাং ইংল সৈনিক-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায়ানু কার্য্যও হয় নাই। তাঁহার মত এই যে এবং মাদ্রাজের সৈন্যদিগের নিমিত্ত পৃথক সৈ ধ্যক্ষ না রাখিয়া ঐ সকল সৈনিকদিগকে ভা বর্ষের সৈন্যাধ্যক্ষের অধীন করিতে পারিলে অ ব্যয় হ্রাস হইতে পারিত। কিন্তু এ বিষয় কৌন্সি সহিত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের মতভেদ

। কৌন্সিল এই ব্যবস্থার প্রতিকূল। যাহা
, এ সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট সভায় চূড়ান্ত মিষ্পত্তি
না করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রস্তাবের বিষয় সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দেখা
র।

এবার কলিকাতা এক্সেটে পকার শত ৮৭ খানি
ণের অন্তর্গত কাঞ্চননগরে প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী
এক্সন কর্ম্মকার আছে। সেবাক্তি ছুরী
প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট লোহময় অস্ত্রাদি প্রস্তুত
তে পারে। কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ
ীয় চিত্রশালিকায় যে শিল্পপ্রদর্শনী মেলা
াছিল, সেই মেলায় উক্ত কর্ম্মকার স্বনির্ম্মিত
কগুলি ছুরী কাঁচি প্রভৃতি প্রেরণ করিয়াছিল।
তবর্ষীয় শিল্পদ্রব্যের মধ্যে তাহার নির্ম্মিত
কাঁচি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় ঐ বিষয় ভারত-
গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হয়। উল্লিখিত
কারকে উৎসাহ দিবার আদেশ করায় প্রেম-
গবর্ণমেণ্ট আফিস সমূহের নিমিত্ত প্রয়ো-
ন ছুরী কাঁচি ফরমাইস অনুসারে সুলভ মূল্যে
রাহ করিতে পারিবে কি না, তাহার অনুসন্ধান
া হয়। গবর্ণমেণ্টের ষ্টেষনরি বিভাগের কর্ত্তা
লণ্ড সাহেব বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে লেখেন যে
চাঁদ কর্ম্মকারের ছুরী কাঁচি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট
ভাল ভাল ইংরাজি ছুরী কাঁচি অপেক্ষা
দের মূল্য অনেক কম। কিন্তু প্রেমচাঁদ
মেণ্টের ফরমাইস কতদূর সরবরাহ করিতে
বে তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, তাহাকে
াহতঃ অল্প পরিমাণে ফরমাইস দেওয়া যাইতে
র। রাইলণ্ড সাহেব প্রেমচাঁদের নির্ম্মিত নানা
ছুরী কাঁচির নিম্নলিখিতরূপ দরের হিসাব গবর্ণ-
ট অর্পণ করেন।

কাঠের বাঁটের ছুরী, ১ ডজন	৩।৶০
ঐরূপ ইংরাজি ছুরীর দর প্রতি ডজন	৬।০
কাঠের বাঁটের ডেস্ক ছুরী এক ফলা ১ ডজন	২।০
ঐরূপ ইংরাজি ছুরীর দর প্রতি ডজন	৫,
কাঠের বাঁটের মোড়া যায় এমন এক ফলা ছুরী ১ ডজন	৩।৶০
ঐরূপ ইংরাজি ছুরীর দর প্রতি ডজন	৬
কাঠের বাঁটের মোড়া যায় এমন দু-ফলা ছুরী ১ ডজন	৬
ঐরূপ ইংরাজি ছুরীর দর প্রতি ডজন	১৪
হাড়ের বাঁটের মোড়া যায় এমন এক ফলা ছুরী ১ ডজন	২৸৶০
ঐরূপ ইংরাজি ছুরীর দর প্রতি ডজন	৫
শিঙের বাঁটের মোড়া যায় এমন দু-ফলা ছুরী ১ ডজন	৫।০
ঐরূপ ইংরাজি ছুরীর দর প্রতি ডজন	১২
বড় কাঁচি ১ ডজন	৮।০
ঐরূপ ইংরাজি কাঁচির দর প্রতি ডজন	১৩
ছোট কাঁচি ১ ডজন †	৭॥০
ঐরূপ ইংরাজি কাঁচির দর প্রতি ডজন	৯।০
অবশেষে প্রেমচাঁদ কর্ম্মকার	১৫৷৷০

টাকার তিন প্রকার ছুরী কাঁচি ১২ ডজন করিয়া ফরমাইস দেওয়ার আদেশ হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

বাঙ্গলে পরস্পর মিলিত হইয়া সুয়েজখাল বন্ধ করেন বলিয়া ইটালী যে প্রস্তাব করেন, লর্ড ডফরিন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, খালের উপকূলের যে অংশে ইংলণ্ড যাহাতে স্বাধীনভাবে সংগ্রামকার্য্যের আয়োজন করিতে পারেন তাঁহাকে এরূপ স্বাধীনতা দিতে হইবে, এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হওয়াতে সাক্ষপত্রে লেখা পড়া হইয়া গিয়াছে।

সিরিয়ায় খ্রীষ্টানদিগকে লইয়া ঘোর আন্দোলন হইতেছে। রাজদূতগণ এই বিষয় সুলতানের কর্ণগোচর করিয়াছেন।

সুলতানের সহিত ইংলণ্ডের কয়েকটী বিষয়ে মতের অনৈক্য হওয়াতে তাঁহাদিগের পরস্পরে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবার বিষয়ে কিছুই স্থির হয় নাই।

আরব সৈন্যেরা মেক নামক দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা পাইতেছিল, কিন্তু ইংরাজদিগের সৈন্যেরা কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়াছে।

আবার উৎসাহ সহকারে নানা স্থানে সভা হইতেছে। ১৪ ই আগষ্ট সেটাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডেশ্বরীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহাকে পদস্থ করা স্থির হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার নিকট একজন হাইকমিসনর থাকিবেন।

আমেরিকার যুদ্ধজাহাজেরা যে জল পান করিয়া থাকে তাহা নষ্ট হইয়া গেলে, তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কেনীর রাজপুত্রের ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সুয়েজযোজকে সংগ্রামকার্য্যের আয়োজন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে।

৬০০০ তুরস্ক সৈন্য ক্রীটে আসিয়াছে। ৩০০০ ইংরাজ সৈন্য শীঘ্র সুবধাবোধে উপনীত হইবে।

সার গারেট উলসলি, আডমিরাল সেমোর ও অন্যান্য ইংরাজ সেনাপতি ১৬ ই আগষ্ট লাইকাকো আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে করিয়া কিরূপে যুদ্ধ আরম্ভ করা হইবে, তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। উলসলি সাহেব বলেন, মিশরীয় সৈন্যদিগের কর্ত্তৃত্ব রক্ষা করা ইংরাজদিগের আইনের এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা মিশর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা রাজভক্ত মিশরবাসিগণও এই যুদ্ধে যোগদান করিবেন।

ইংরাজ সৈন্যেরা আরাবিকে আক্রমণ করিবে। শনিবার সন্ধ্যাকালে ও রবিবার প্রত্যুষে যাত্রা করিয়া দুই দিবসে কার্য্য শেষ করা হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

ইংলণ্ডের ডেপুটী কমিশনর জনসন সাহে
হতভাগ্য দেশের মনিপুরী কয়েদীদিগকে বাঙ্গা
ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন খাইতে বলেন। কি
তাহারা তাহাদিগের পাচকের রন্ধন ব্যতীত অ
কাহারও হস্তের অন্ন গ্রহণে সম্মত হইল না
এই জন্য তাহারা তিন দিন উপবাসী রহিল, ১
ডেপুটী কমিশনর এতদ্নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করে
পরিশেষে কোন কোন কয়েদিকে বেত্রাঘাত
অপরাপরকে অন্ধাহার ও নির্জ্জনবাস করিবার আ
দেন। এই ব্যবহারে যাবতীয় মণিপুরী অত্য
অসন্তুষ্ট হইয়াছে এবং তাহারা তজ্জন্য তারযো
টেলিফ কমিশনরের নিকট এই বিষয়ের আপ
করিয়াছে।

শুনা যাইতেছে কলিকাতার দ্বিতীয় ফি
একাউণ্টাণ্ট আপীস শীঘ্রই উঠাইয়া দে
হইবে।

প্যারিসে মাটীর ভিতর দিয়া রেলওয়ে চালাই
প্রস্তাব হইয়াছে। এই রেলওয়ে সেণ্টক্লাউড হ
লিঙ্কন পর্য্যন্ত যাইবে। ২৯ মাইল পথ পক্কা ক
৬০০০০০০০ টাকা ব্যয় হইবে এইরূপ অনুমান
হইয়াছে।

আমাদের মোকামস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া
গত ৬ই আগষ্ট একজন বিদেশীয় রাজপুরুষ অ
ষ্টেষনে অবতরণ করিয়া কিছুকাল বিশ্রামালয়ে বিশ্র
সুখ সম্ভোগ করেন। তিনি ট্রেণে রাত্রিতে নিদ্রিত
রাত্রিশেষে, তৎপরে দ্রব্যাদিসহ গমন কষ্টকর বিবে
করিয়া বাহির হইতে একজন কুলিকে ডাকিলেন।
আপনার মস্তকে সমস্ত দ্রব্যাদি বহন করিয়া, স
বের গাড়ী বোঝাই করিল, সাহেব দেখিলেন
গাড়ী বোঝাই হইয়াছে ও সমস্ত দ্রব্যাদি পৌঁছি

ানি অনামনা হইয়া খবরের কাগজ পড়িতে
স্থ করিলেন,কিছুক্ষণ পরে কুলি বেচারা বক্সিস্
র্থনা করিল ও সে যে কোম্পানির বেতনভোগী
লি নহে তাহা জানাইল। ইহাতে সাহেব ক্রোধে
ীর হইয়া কুলির কৃত উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ
কার রীতিমত বক্স দর্শন পর্য্যন্ত না করিয়া আস্ত
লেন না। নিকটে বেলওয়ে পুলিষ হেড কনষ্টেবল
লেন,তিনি যে গতিক দেখিয়া দস্যুকে দূরে পরিহার
রিয়া আস্তে আস্তে স্থানান্তরে গমন করিলেন ও
রিলেন সাহেব বড় লোক, উহার নিকট বক্সিস্
ওয়াই কুলিবেটার অন্যায়।

লণ্ডনে একটী অভিনব সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।
ার উদ্দেশ্য এই যে, যেখানে পুরুষ অপেক্ষা রম-
ভাগ অল্প, সেই স্থানে ঐ সভা শিক্ষিতা যুবতী
দীদিগকে পাঠাইয়া তত্রত্য পুরুষ জাতির পত্নীর
ভাব বিদূরিত করিবেন। এইরূপে ইংরাজ যুবতীর
মদানী হইবে। এই সভার সঙ্কল্পিত বিষয়ে এক
নি স্থানীয় সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন যে, যদি এরূপ
ণী-বিরল স্থান দেখিতে হয় তাহা হইলে বোম্বাই
ারকেই সর্ব্বাগ্রে মনোনীত করা উচিত। কারণ
ম্বাইয়ে বিবাহার্থিনী যুবতীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা
নেক কম। কিন্তু সভার কার্য্য ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত
সারিত হইবে কি না তাহা বলা যায় না।

এক তন্ত্র আর ছার দোষ গুণ কব কার" ছেনে-
া গ্রাণ্ট সাহেব বলিয়াছেন, নিশ্চরবাসীদিগের দুর
া কাফ্রিদিগের অপেক্ষা দশগুণ অধিক। অতএব
াফ্রিদিগের হস্তে পড়িলে তাহাদিগের অবস্থার
কর্ষ সাধিত হবে, সুতরাং তাঁহারাই উহার ভার
হণের উপযোগী। যাহা হউক, পরামর্শ ভাল,
ন্ত পরোপকারের হইয়া এই যুক্তি উপস্থিত
রিয়া তাঁহাদিগের দেশের লোকের বিশেষ ধনাধাদের
ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

কদিন হইতে ইংলণ্ডের সেনা মিশরযুদ্ধে ইংরাজ
র্ণমেণ্টকে সেনা দ্বারা সাহায্য করিতে উৎসুক হই-
ছিলেন, সম্প্রতি আবার ভাবলপুরের নবাবের এই
ব প্রস্তাবিত হইয়াছে।

পেগু রাজ্য, রেঙ্গুনাটীমো নামক স্থানে বাঁশের চাস
িবার জন্য লোকে ভূমি দেখিতেছে। এই বাঁশে
াগজ প্রস্তুত হইবে। কটলেণ্ড সাহেব সম্প্রতি রাজের
কট হইতে এক দীর্ঘ দশ সহস্র একর ভূমি পাইবার
াদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গত জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত ৬ মাসে বোম্বাই
ইতে ১৫০৬০০০ গাঁইট তুলা বিদেশে প্রেরিত হই-
ছে। এই তুলার মূল্য ১৪০৬৬০০০ টাকা। গত
ষের এই ছয় মাসে ৯৪৫০০০ গাঁইট তুলা প্রেরিত
য়, তাহার মূল্য ৯১৫২৯০০০ টাকা।

গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থ ধনাগারে গত চারি মঙ্গল বারে নিম্নলিখিত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে।

২৫ এ	জুলাই	২৯৫৭৯৮১৬
১ লা	আগষ্ট	৩১৯৯৪৬১২
৮ ই	"	৩১৩২১৯৯৬
১৫ ই	"	৩১৭৩৪১৬২

ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ শুনিয়াছেন,তথায় এক ব্যক্তিকে বলিদান করা হইয়াছে। হত ব্যক্তির নাম কপি রায়, অসভ্য পার্ব্বতীয়, সে চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। প্রতিবেশীরা প্রচার করে,কপি রায় খোদ্দা হইয়াছে। সে বাণ মারিতে শিখিয়াছে, অতএব তাহাকে বধ না করিলে দেশের মঙ্গল নাই। পরিশেষে কয়েক-জন পরামর্শ করিয়া তাহার স্ত্রীকে এই কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলে ইহাতে সে সম্মতা হইলে সকলে তাহার স্বামীকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়া কালীর নিকটে বলি দেয়।

হাউটন সাহেব পার্লামেণ্ট সভায় বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মিশরে ভারতবর্ষীয় সৈন্যের তিন মাস থাকিতে ১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এতৎশ্রবণে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছেন, যাহাই হউক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে তাঁহাদের বর্ত্তমান বন্দোবস্তের কোনরূপ অন্যথা করিতে শক্ত হইবেন না।

মিরাটের ছাউনির ইষ্টবেঙ্গল নামক সৈনিকপুরুষ কুকুট স্বীকার করিতে গিয়া যে তিন জন লোককে খুন করে, এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারপতি ষ্ট্রেট সাহেবের বিচারে তাহার পাঁচ বৎসর কারা-বাসের আদেশ হইয়াছে। ষ্ট্রেট সাহেব ইষ্টবেঙ্গলকে দণ্ড দিয়া যে প্রকার আক্ষেপ করিয়াছেন, তৎপাঠে বোধ হয় সাহেবের অন্তরে ঘা লাগিয়াছে। আমা-দিগের এলাহাবাদস্থ সংবাদদাতা ইহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বিশদ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, স্থানা-ভাব বশতঃ এবার তাহা প্রকাশিত হইল না; আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।

ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট নামজাদা হইবার চেষ্টায় আছেন। সম্প্রতি এক দিবস এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট অপর এক ব্যক্তির নামে উপানৎ প্রহারের অভিযোগ করে, তাহের বিনয় তাহার দেহে কোন আঘাত-চিহ্ন ছিল না। সাহেব তাহার অভিযোগ মিথ্যাবোধে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন এবং নিজের পায়ের জুতা খুলিয়া তাহাকে এরূপে কিল ঘা মারেন যে তাহাতে চিহ্ন থাকিয়া যায়, পরি-শেষে তিনি অভিযোগকারীকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহার নামে নালিষ করিতে উপদেশ দেন, অভি-যোগকারী তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার পূর্ব্বে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল,গবর্ণমেণ্ট এরূপ ঔদ্ধত্যশূন্য হাকিমদিগকে কত দিন এলে ছাড়িয়া রাখিবেন?

১৮৮০ অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ১৮১২ খানি নূত পুস্তক প্রচারিত হয়। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ১৩৯১ খা প্রচারিত হইয়াছিল, এই বর্ষে মান্দ্রাজ হইতে ৯৭৫ পূ বর্ষে ৭৭৫। বোম্বাই হইতে ৯৮০ পূর্ব্ব বর্ষে ১০৯৭ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা হইতে ৪০৯ পূর্ব্ব ব ৫৪১। পঞ্জাব হইতে ১০৩৭ পূর্ব্ব বর্ষে ৯২৬, ব্রিটী ব্রহ্ম হইতে ৯৬ পূর্ব্ব বর্ষে ৭৮। মহীশূর হইতে পূর্ব্ব বর্ষে ২৭ খানি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতে নিম্নলিখিত মাসিক পত্র ও ক্ষুদ্র পুস্তক গুলি আম দিগের হস্তগত হইয়াছে। যথাঃ—(১) সন্ধান ১২ শ সংখ্যা বিদ্রূপ পত্র ও সমালোচন শ্রীহরিচরণ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা আর্য্যা মুদ্রিত (২) কৃষিতত্ত্ব, ৩ য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীবি দাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও পাইকপা নর্সরি হইতে প্রকাশিত (৩) কলিকাতা হরিভ প্রদায়িনী সভার চতুর্থ বাৎসরিক অনুষ্ঠান পত্র (উষা প্রথম খণ্ড ৩ য় সংখ্যা। পাবনা হইতে শ্রীতার নাথ অধিকারী দ্বারা প্রকাশিত (৫) ভাগবতা ৯ ম সংখ্যা। শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বহ পুর হইতে প্রকাশিত (৬) উদাসিনী রাজকন্যা গুপ্ত কথা। দশম খণ্ড। ২ নং টালা হইতে শ্রীযু রাজেন্দ্রনাথ বোষ দ্বারা প্রকাশিত (৭) জন ডিকে কোম্পানীর আগষ্ট মাসের মূল্য নিরূপণ পত্রি (৮) শ্রীযুক্ত লাল বিহারী দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত ফু মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন (৯) ভাদ্রমাসের প্রবাস কলিকাতা হইতে শ্রীনাথোদয় মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃ সম্পাদিত (১০) রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১১) আয়ুর্ব্বেদীয় সভ অনুষ্ঠিত ১২৮৭ ৮৮ সালের আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষার বি রণ। কলিকাতা ৪৩। ১ নম্বর ভবানীচরণ দত্তের লে হইতে প্রকাশিত (১২) আষাঢ় মাসের তত্ত্বকল্পদ্র শ্রীপ্রসন্নকুমার কর কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও চট্টগ্রাম হই প্রকাশিত।

এণ্টি ক্রীষ্টান নামক ইংরাজী মাসিক পত্র জা য়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত ছয় সংখ্যা আমাদিগে হস্তগত হইয়াছে। এখানি বিলাতের ন্যাসন সিকিউলার সোসাইটীর অনারর সভ্য বাবু কা প্রসন্ন কাব্যবিশারদ এফ. এ, সি, এস কর্ত্তৃক সম্প দিত ও ভবানীপুর প্রেসে মুদ্রিত। ক্রীষ্টানে অমূলকতা প্রতিপাদন করাই ইহার মুখ্য উদ্দে আমরা ইহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া প্রী হইয়াছি।

মিশরযুদ্ধ উপলক্ষে আজকাল কলিকাতে হল
ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে
কর্ম্মচারী ও অশ্বপ্রভৃতি যাইতেছে। সকলে
লইয়া মহা ব্যস্তসমস্ত। এই উপলক্ষে অসৎ
কর্ম্মকারেরা নিরীহ-লোকদিগের উপর নানা
অত্যাচার করিতেছে, চুরী ডাকাইতি
কথা: ১১ ই কলিকাতা হইতে তারযোগে সংবাদ
আছে ১০ ই রাত্রিতে তত্রত্য বিস্তর দোকান
দিগের দ্বার ভগ্ন হইয়াছে, ৩০ জন গুরুতর
এবং অনেকে অত্যল্প প্রহৃত হইয়াছে। এক
পুলিষ ইনেস্পেক্টর এতদুপলক্ষে বিলক্ষণ মার
খাইয়াছেন। দোকান প্রভৃতি সমস্ত এককালে বন্ধ
হইয়া গিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস এই, বেলুচি
সৈন্যদিগের কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া এই অত্যাচার
আরম্ভ করিয়াছে। আবার যোগদাদী সৈন্যদিগের
মধ্য হইতে এক সহস্র ঘোষি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জীভূত
হইয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া তত্রত্য লোকেরা অত্যন্ত
ভীত হইয়াছে।

এতদিনের পর বগুড়ার সংকীর্ত্তনকারিদিগের
বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। সংকীর্ত্তনকারীরা
লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের বিচারের বিরুদ্ধে গবর্ণর
জেনরলের নিকটে আপীল করিয়াছিলেন, কিন্তু
তিনি নিম্নের রায় বাহাল রাখিয়াছেন। আমরা
পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম লেবু অধিক মর্দ্দনে তিক্ত
হইয়া থাকে, এখন কাজেও তাহাই হইল। সার্প
সাহেবের অপমানের শেষ হইয়াছে, তাঁহাকে আর
অধিক শাস্ত করিবার চেষ্টা না করাই উচিত ছিল।

মার্চ্চিবল্ড কর্ণর সাহেব মেলবোরণ নামক স্থানে
তাকালে বলিয়াছেন ভারতীয় সৈন্যগণ ইউরো
সৈন্যগণের সম্মুখীন হইবার আদৌ উপযোগী
। মিশর ইউরোপের মধ্যে নহে, অতএব এ
তাহারা প্রতিযোগীতা করিতে বোধ হয় সমর্থ
ব। রুশতুরস্ক যুদ্ধের সময় কতকগুলি মিশর
সুলতানের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিল।
রা রুশের সহিত তুরস্ক সৈন্যের সংগ্রামের পূর্ব্বে
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়াছিল, অতএব ভারতবর্ষস্থ
নক পুরুষেরা যে ইউরোপীয় সৈনিকের সহিত
কালে সেইরূপ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য
যাহা হউক সাহেবের বড় সূক্ষ্মবুদ্ধি বলিতে
ব। তিনি প্রকারান্তরে মিশর সৈন্যের দুর্ব্বলতা
ারতবাসীর প্রতি ঘৃণা এতদ্দ্বারাই প্রকাশ করি-
ছেন, কিন্তু যে যুক্তিতে এই কথা গুলি বলিয়াছেন
। ভাবিলে তাঁহাকে পাগল বলিয়াই বোধ

বড়ড়াস্থ সেরপুর হইতে এক ব্যক্তি ভারত
র পত্রে লিখিয়াছেন যে, সামান্য মনসা পূজা
ও অন্নপ্রাসন প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে সেরপুর হইতে
৭। ৮ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বগুড়ায় গেল তবে পাশ
পাওয়া যায়। আবার এই পাশের জন্য আবেদন
করিতে আট আনার ষ্ট্যাম্প ও মোক্তার খরচ
করিতে হয়।

আর একজন দেশীয় সুবর্ডিনেট জজকে জেলার
জজের পদ প্রদান করিবার কল্পনা করা হইতেছে।

বাঙ্গালোর নিবাসী বেনকথা বয়দান ইয়াঙ্গার
পিতার নাম স্মরণার্থ বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের হস্তে
৫০,০০০ সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ অর্পণ করিয়া
বলিয়া দিয়াছেন যে, তাহার সুদ হইতে ৫০০ টাকা
লইয়া পাঁচটী স্বর্ণ পদক নির্ম্মাণ করাইতে হইবে,
এবং যে যে ছাত্র কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের
সাহিত্য, ব্যবহারতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব এবং কৃষিতত্ত্বের
পরীক্ষায় প্রথম হইবে তাহাদিগকে এক একটী
পদক পুরস্কার স্বরূপ দিতে হইবে। এই স্থানের
আর যে টাকা বাঁচিবে, তাহা লইয়া শিক্ষাবিভাগের
ডাইরেক্টর আপন অভিলাষ অনুসারে শিক্ষার উন্নতি-
কল্পে ব্যয় করিতে পারিবেন।

মেদিনী বলেন এক জন নিরীহ শিষ্ট সদানন্দ
সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনায় তত্রত্য ডেপুটী
মাজিষ্ট্রেট অটল বাবুর নিকট গিয়াছিলেন। অটল
বাবু ক্রোধে অগ্নিসংপ্রেক্ষ হইয়া সেই অবোধ সন্ন্যা-
সিটীর শরীর দারুণ বেত্রাঘাতে দলিত ও স্ফীত
করিলেন, এবং তাঁহার কেশপাশ ছিঁড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন
করিয়া ফেলিলেন!! সন্ন্যাসী কোন কথাই বলেন
নাই কিন্তু তাঁহার প্রতিশোধ না লওয়ার কারণ
জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিয়াছেন "আমি একটী
মারিলে তৎক্ষণ বাঙ্গালীর প্রাণ কোন দিক দিয়া বাহির
হইয়া যাইত তাহার ঠিকানা থাকিত না। বিশেষতঃ
ক্ষমাই আমাদের ধর্ম্ম, প্রতিহিংসা দ্বারা দক্ষিত পুণ্য
ক্ষয় করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তিনিই ইহার
প্রতিফল দিবেন, যাঁহার মহিমা আমাকে সন্ন্যাসী ও
তাঁহাকে ডেপুটী করিয়াছেন।"

আমরা নিম্নলিখিত সংবাদ কয়েকটী সহচর হইতে
গ্রহণ করিলাম " যদি এক হাড়ি জলে মের পানেক
আলু সিদ্ধ কর, পরে নিদ্রার পূর্ব্বে সেই গরম জলে
তোমার সেই বেতো অঙ্গ চুবাইয়া খানিকক্ষণ রাখিয়া
হাত তাহার পর অঙ্গ ঢাকিয়া নিদ্রা যাও, প্রাতে
উঠিয়া দেখিবে তোমার বাত বার আনা সারিয়া
গিয়াছে।

দুগ্ধে সোডা মিশাইয়া সেই দুগ্ধ দুগ্ধ শিশুদিগকে
খাওয়াইবে। গাদার দুগ্ধে যেমন কাজ করে এই
সোডা মিশ্রিত দুগ্ধও সেইরূপ কাজ করিবে।

কাবনেট অব ম্যাগনেসিয়া এবং প্রেসিপিটেড
গন্ধক প্রত্যেকের এক চানচা লইয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধের
সহিত মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহে একবার ক
মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে মাসাবধি সেবন কর
রং করসা হয়।

বিচু, কামড়াইলে এক মুটা টাটকা তেঁতুল প
একটী পেঁয়াজ একটু ছিরকার সঙ্গে বাটিয়া দই স
প্রলেপ দিলে বেশ উপকার হইবে।"

রুশ সম্রাটের অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি স্কোবে
নাহিলিষ্টদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন,
ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। পাছে তাঁহার
বিশ্বাসঘাতকতা নিবন্ধন ঘৃণা ও অপমান
করিতে হয় এই আশঙ্কায় তিনি বিষপান ক
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি আয়র্লণ্ডের ল্যাণ্ডলি
দিগের দিন দিন সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তা
এক্ষণে ৬ই সকদল সৈন্য আরাবির সপক্ষতা করি
জন্য মিশরে প্রেরণ করিতে পারে, কিন্তু এ
দেখিতেছি কার্য্যতঃ বুঝি তাহাই ঘটিয়া উ
আমেরিকান্থ আইরিস সংবাদপত্র সম্পাদকেরা
উদ্যোগে আয়র্লণ্ডবাসীদিগকে বিপক্ষতা কি
পরামর্শ দিতেছেন। সুয়েজ যোজক ইংরাজদি
যাহাতে হস্তভ্রষ্ট হয় তজ্জন্য তাঁহারা সৈন্য প্রেরণে
উপদেশ দিতে ত্রুটী করিতেছেন না। শুনা
যেতেছে এই পরামর্শ ক্রমে কেহ কেহ কার্য্য কি
উৎসুকও হইয়াছে। একেই বলে ঝোপ বু
কোপ করা।

আশামী ভাষার গ্রন্থকারদিগের উৎসাহ
করে আশামের চীফ কমিশনরের বড় অনুকূল
পড়িয়াছে। প্রাঞ্জল আশামী ভাষায় যে
বিজ্ঞান অথবা সাহিত্য ঘটিত পাঠ্যপুস্তক লি
পারিবেন কমিশনর তাঁহাকে পুরস্কার দান করি
কোন ইংরাজী অথবা বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্ত
অনুবাদে ২০০ টাকা এবং নিজে রচনা ক
লিখিলে ৫০০ টাকা প্রদত্ত হইবে।

কাছিওয়ার হইতে ... ব্যাক্তি লিখিয়া
উদয়ানের নিকটস্থ খেরালা নামক পল্লীতে
শোচনীয় কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ৩
এক গৃহস্থের বাটীতে পাঁচ জনের মৃতদেহ প
গিয়াছে। ইহাদিগকে খোলিস বলে। মৃত ব্য
দিগের মধ্যে গৃহস্বামী ও গৃহিণী এবং তি
বড় বড় পুত্র। ইহাদিগের সকলকেই বলি
করা হইয়াছিল। কয়েকটি মৃতদেহ তাহাদিগের ব
সন্নিহিত খোদিয়ার মাতা নামক মন্দিরে প
গিয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন
গৃহস্থ সপরিবারে কালীর নিকট আত্মবলি
বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল এবং তদনুসারে
বলি দিয়াছে।

...ক প্রকার খাদ্য অধিক দিন উপর্য্যুপরি খাওয়া ...নহে। ইহা খাইতে যেমন অরুচি জন্মে সেই ...তৎসঙ্গে পীড়া ও জন্মিয়া থাকে। এই জন্য ...মধ্যে তাজা শাক সবজী ও খাদ্যের পরিবর্ত্তন ...উচিত। যাহারা তাহা না করে তাহাদিগের ...কাংশ স্থলে কোন না কোন প্রকার চর্ম্মরোগ ...। বিশেষতঃ দদ্রু নামক চর্ম্মরোগ হইবার ...ক সম্ভাবনা। কিন্তু লেবুর রস ও আমচুর খাইলে ...অনেক উপশম হয়। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি অল্প ...লেবুর রস খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

সোমপ্রকাশ সংবাদদাতা বলেন আমরা বাৎসরিক ...নুসারে আবার পাট পচানির কথা লিখিতে ...ছু ক'রলাম। আজ পাঁচ বৎসর হইতে এই ...রের আমরা যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি ...ত বৎসরেই সংবাদ পত্রে লেখা হয়, মাজিষ্ট্রেট ...রের নিকট দরখাস্ত করা হয় এবং স্থানীয় পুলি- ...জানান হয়। কিন্তু গরিবের কথা কে শোনে? ...সকল কষ্ট যদি টাকা দেখিতেন তবে ত রাম- ...হইত! অধিকাংশ কৃষকেই এখন আর ধান্য ...করে না, লাভের আশায় পাট উৎপন্ন করে। ...পচাইবার অন্য স্থান নাই। যে জল টুকু ১০। ১৫ ...গ্রামের জীবন, স্বার্থান্বেষী, উচ্ছৃঙ্খল কৃষকগণ ...তেই পাট পচাইয়া সাধারণের যৎপরো- ...অনিষ্ট ও স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া থাকে। এখানে ...দশ হাজার বিঘা জমির পাট, আবদলপুর হইতে ...চার নিম্ন পর্য্যন্ত খালের জলে পচাইতে দিয়াছে ...ও সুরপাট হইয়াছে; আর দিন কয়েক পরে ...গ্রামে ব্যাপক হইয়া পড়িবে। আমরা জানি ...এই জলাভাবের চতুষ্পার্শ্বে কাহার কত ...জমি আছে, পুলিস হইতে তাহার একটী ...করা হইয়াছিল। তাহাতে ৪। ৫ বৎসর ...রোগের কষ্ট ও দরখাস্ত করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট ...দেখে তৃপ্ত হইলেন। আসান করিবেন; কিন্তু ...দের এখন অনাচারের শাস্তি হইলনা তখন ...তেছি পত্র বাহকের তালিকা সাধারণের হিতের ...না নহে। পুলিসের অথবা জেলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের ...কোন উদ্দেশ্য! গরিব ... লোকের ...না কষ্ট ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এবং ৪। ৫ বৎসর ...গত দরখাস্ত ও কতিপয় বিশেষ ব্যক্তি সাধারণের ...হইতে উপস্থিত হইয়া আবেদন করাতেও মাজি- ...সাহেব মনোযোগ করিলেন না তখন আমরা ...নারর শ্রীযুক্ত লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বাহাদুরের সমীপে ...নয় প্রার্থনা করি তিনি যদি এই গরিব প্রজা- ...গের কষ্ট ও অসুস্থতায় ব্যথিত হইয়া উল্লিখিত ...চারের কোন প্রতীকার বিধান করেন তবেই ...নতুবা অন্য উপায় নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

খাগড়াছড়ির অন্তর্গত পাটুয়াখালির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত রাজসাহীর অন্তর্গত নওগাঁর ভার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজসাহির প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এল, হেয়ার ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভৈরব নাথ পালিত ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ও মজফেরপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টার সি, এফ, ওয়াসলে ১৮৮২ অব্দের ৩ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, ইলট্ বাডকক ফৌজদারী আইনের ১৪১। ২৩৬ ও ৪১৭ ধারানুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু প্রসন্ননাথ পালিনার সব্ ডেপুটীর মুন্সেফ হইলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ... ... রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের তৃতীয় মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রনাথ বেরা তাজপুরের আতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং প্রায় দুবেরে থাকিবেন।

ঢাকার অন্তর্গত ফুলিয়ার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু আনন্দ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মাণিকগঞ্জের ৩য় মুন্সেফ হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

মেমো মিউনিসিপাল ভাইসচেয়ারম্যান মহামান্য কার্ডিস সাহেব অস্থ বেলওয়ে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া বৈদ্যপাড়ায় রোগোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উক্ত পল্লির রাস্তা ঘাট এবং কূপের জল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু রোগোৎপত্তির কি কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন অদ্যাপি তাহা প্রকাশ পায় নাই। আমরা রোগোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি মিউনিসিপালটী হইতে রাস্তা ঘাট গুলি পরিষ্কার ও প্রশস্ত করা এবং ড্রেন-গুলি পাকা করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। উল্লিখিত ঐ পল্লিতে যদ্যপি ২। ৩ টী কূপ খনন করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে রোগো... পত্তির মূল নষ্ট হইতে পারিবে। যেদিন তাঁহা... বৈদ্যপাড়ায় আসেন সেই দিন যদ্যপি অনুগ্র... করিয়া আর দুই এক পা অগ্রসর হইতেন তা... হইলে রোগের বীজক্ষেত্র মোয়ারো পল্লী তাঁহাদিগে... দৃষ্টিপথে পতিত হইত।

পীপলস্ ফ্রেণ্ডের কলেবর বৃদ্ধি দেখিয়া আম... সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইতেছি। ভগবান কর... ইহার কলেবর বৃদ্ধির সহিত চতুর্দ্দিকে গৌরব বৃ... হইতে থাকুক। সম্পাদকের কাগজ খানির প্রতি... যথেষ্ট যত্ন ও শ্রম আছে, এই সময়ে স্থানীয় মহাত্মা... করুণা কটাক্ষপাত করিলে সোণায় সোহাগা হয়।

মহাত্মা লর্ড রিপন মহোদয় আত্মশাসন পদ্ধ... প্রচলিত করায় অত্রস্থ যুবকসভা তাঁহাকে অভি... নন্দন পত্র দিবার জন্য মধ্যে একটী স... করিয়াছিলেন। সভায় যেরূপ লোক সংখ্যা বে... হওয়া আবশ্যক তাহা হয় নাই, এবিষয়ে যুব... গণের কোন দোষ দেখিতেছি না। বোধ হয় নি... ন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিমন্ত্রণ স্মরণ ছিল না। যাহা হউ... যুবকসভা হইতে এক একবার ডাক হইলে অ... হইত। যুবকসভার সভ্যগণ যেমন স্ব স্ব স্ব... চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিয়া দেশের উন্নতি করিতে যত্ন... হইতেছেন; তেমনি কতকগুলি দলছাড়া যুবক বা... বের নিকটে মদ এবং বেশ্যার ঘর খুলিয়া উৎ... যাইতে বসিয়াছে।

মফস্বল— ৮ই আগষ্ট।

মফস্বলের নিকটস্থ আমদহ নামে একটী বি... প্রসিদ্ধ বিল আছে, সেই বিলের জল পান ক... ২০। ২৫ খানি গ্রামের লোকে জীবন ধারণ ক... থাকে, বর্ষাকালে কৃষকেরা এই বিলের জলে ... রাশি পাট নিক্ষেপ করিয়া জলরাশিকে বিষা... করিয়া তুলে, সেই জল পান করিয়া এখান... লোকে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি পীড়ায় কিছু দিন ভ... থাকে, এই সকল কারণে ম্যালেরিয়া ও মৃত্যুর... এখানে অধিক। আমরা আশা করি আমাদের ... খান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু আমদ... নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি ... করিয়া এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

এখানে ভয়ানক বাঘের উপদ্রব হইয়... সন্ধ্যার পর গৃহের বাহির হওয়া কঠিন, এদেশে ... বাঘের উপদ্রবের প্রধান কারণ, একবার রাম... বাবু এই সকল স্থান পরিদর্শন করিতে আসিয়া ... পরিষ্কার করিবার আদেশ প্রদান করিবেন ব... যান, কিন্তু কার্য্যে তাহার কিছুই প... হইল না।

: বা আগষ্ট বেলা ১১ টার সময় নওপাড়ার
ণ্ড ছিলডাঙ্গা গ্রামে একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া মুসল-
: বালিকা তাহার বাপ্তড়ির সঙ্গে বসিয়া কবিয়া
ছ দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

আজ কাল সুরা-দেবীর রাজ্য বিস্তৃত হওয়ায়
নে সুরাপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, এমন কি
র লোকে বাজার খরচের পয়সা দিলে তাহারা
পয়সা দিয়া সুরাপান করিয়া আইসে, যুবা
বংশোদ্ভবেরা সুরাপানে পরমারাধ্য পিতৃদেবদিগকে
ধন পরিশোধক অঙ্কচন্দ্র দ্বারা পুরাম নরকোদ্ধার
তে দেখা গিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট কেন মদের ভাঁটী
উঠাইয়া লবণ-কর পূর্ব্ববৎ রাখুন না ?

এখানে ভাঙ্গই শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে।
ক বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষকেরা হৈমন্তিক ধান্য
ণ করিতে পারে নাই। অদ্য ৫।৭ দিবস
ও এখানে বিন্দু মাত্র বারি পতিত হয় নাই।
র জল ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে।

এ বৎসর এখানে ৩।৪ টী বজ্র পতিত হইয়া
তাহাতে ২।৩ টী বৃক্ষ ও একটী গোরু মারা
য়াছে।

২ রা আগষ্ট রাণাঘাটে আত্মশাসন সম্বন্ধে সভা
াছিল এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে নিমন্ত্রণ
য়া এই সভায় আনা হইয়াছিল।

হরিব পুরের স্কুলঘর নির্ম্মাণের জন্য বাবু চণ্ডী-
দত্ত এক কালে ৬০০, শত টাকা দান করিয়া-
ন" উক্ত মহাশয় দিগের যত্নে এখানকার বিদ্যা
র উন্নতি। ঐকান্তিক প্রার্থনা করি দত্ত মহাশয়
ীবী হইয়া স্বদেশের উন্নতি করুন।

গয়া।

গত ২৮ এ শ্রাবণ শনিবার দিবা ১ টার
কান্ত নদীতে নৌকা-ডুবি হইয়া অনেক লোক
পড়িয়াছে। কত লোক মরিয়াছে এখনও তাহা
ীকৃত হয় নাই। নৌকাস্থিত লোকের মধ্যে
অনের মাত্র জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। অবশিষ্ট
ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে। পুলিস
দেহের অনুসন্ধান করিতেছেন ১৫টী শব
ধারিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত অপর গুলির
ন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সাধারণের বিশ্বাস
ছে, ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা, বস্তুতঃ অধিকাংশ
র অন্তঃসলিলাই বটে, উপরে শুষ্ক বালুকারাশি,
তে সৈকত মিশ্রিত জল। দেখিলে একটী প্রকাণ্ড
ভূমি বলিয়া বোধ হয়। স্থানে স্থানে জলের
একটী ক্ষীণ স্রোত বহিতে দেখা যায়। সমস্ত
নে তাহাও থাকে না। কিন্তু বর্ষাকালে ভিন্ন
ি। প্রচুর বারিশিতে প্লাবিত ও তরঙ্গায়িত।

যে দিবস কিছু অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়, সে দিন অতি ভীষণ হইয়া উঠে। দক্ষিণ দিক হইতে অতি প্রবল-বেগে বান আসিতে থাকে। বর্ষাকালে প্রাণ হাতে করিয়া পারাপার হইতে হয়। বানের জল কখন আইসে কখন যায়, তাহার স্থিরতা নাই, তৎসম্মুখে তরী পড়িলেও তাহার পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। ক্ষুদ্র তরণী গাড়ি পতিত হইলেও শস্যাদি বিনীত হইয়া যায়। যদি তরণী ও কাণ্ডারী উপযুক্ত হয়, তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ ভরসা থাকে। কিন্তু এদেশীয় পাটনীগণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, এবং নৌকা সকল জীর্ণ ও ভগ্ন। কোন কোন ঘাটে নৌকার পরিবর্ত্তে "ভিলী" অর্থাৎ কতকগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত কলসী উদ্ভব করিয়া তদুপরি বাঁশের চালী বান্ধিয়া যে তরণী প্রস্তুত করা হয় তাহার উপর লোক উঠাইয়া এক ব্যক্তি তাহা ধারণ করিয়া সন্তরণ দিতে দিতে টানিয়া লইয়া পরপারে উপস্থিত করে।

সম্প্রতি এখানকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে, আত্মশাসন সম্বন্ধে এক সভা হইয়াছিল। প্রায় ৩।৪ শত লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টর আবদুল হালিম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষগণের বন্দোবস্তের দোষে অনেক সভাতে আসিতে পারেন নাই। নতুবা এবম্বিধ মহৎ আন্দোলনে লোকে লোকারণ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল। সভাস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিই আত্মশাসনের পক্ষ সমর্থক দুই চারিটী কথা বলিয়াছিলেন। শুদ্ধ অনুরোধ ক্রমে যে সকল গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী আসিয়াছিলেন তাঁহারা নীরব ছিলেন। তাঁহাদিগকে যেন স্বতন্ত্র সৃষ্টির লোক, জন্মভূমির সহিত যেন তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই এরূপ বোধ হইয়াছিল। জজ কোর্টের উকিল বাবু ইন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ইংরাজি ভাষায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বিপণ বাজারকে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছিলেন পরে গয়ায় যাহাতে আত্মশাসন প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য বাঙ্গালার প্রতিনিধি টমসন সাহেবের নিকট আবেদন পত্র পাঠান স্থির করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতি পুস্তক।

নীতিসার প্রথম ভাগ (অল্পাক্ষরে মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ (মধ্যমাক্ষরে মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
ঐ তৃতীয় ভাগ (বড় অক্ষরে মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
বিশেষ নিয়ম (বড় অক্ষরে মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০

গ্রীসের ইতিহাস। এরূপ ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় অতি প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ও ভবানীপুরে বাঙ্গালা যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৩৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩১ নং কলেজ ষ্ট্রীট বোর্ড শ্রীপাথরিয়াঘাটা মুখোপাধ্যায় আফিসের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কলিকাতায় পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৯০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সকল প্রকার রোগের নানাবিধ রাসায়নিক ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং একজন উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, আমার ষ্ট্যাম্প ১০ পত্র লিখিলেই পাঠাইতে পারি।

নবীন অম্বলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সকলপ্রকার অম্ল অম্লরক্ত, গলগণ্ড, অম্লপ্রদর, অম্লপ্রমেহ, হৃৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুন এই মহৌষধ সেবনে সত্বর আরোগ্য হইবে। কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক ডাক্তার কবিরাজ এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা আমাদের [illegible] করিয়াছি। ইহা নিশ্চয়ই পাঠক, গ্রাহকগণের [illegible] করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা। পার্সেল [illegible]

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ চন্দ্রনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পুরাতন এবং দুরা

৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাব-
লীন জ্বালা, সপুয় ধাতু নির্গম, সরক্ত ও খড়িমলবৎ
স্রাব নির্গত হইলে ৩ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে
হার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও
কৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব
ং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা এই সকল
াগ জনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্তপদাদির জ্বালা,
ত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের
ন্তিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়
ই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে
ার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহস-
ক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট
ধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়মে
বন করিলে শরীরের নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন
য়, এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল
রীর-যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃ-
ীড়া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির
াস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য
ভৃতি পীড়াসকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ
াবনস্বভাবসুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয়
ন্তা পরিশ্রম কারণে ধাতুর তরলতা ও আনুষঙ্গিক
র্ম, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্বহীনতা) প্রভৃতি রোগ সকলের
ঘ্র শান্তি হয় এবং সম্যক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে।
ম্পূর্ণদেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা
টক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত
শাঢ্যযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ
ারোগ্য ও মস্তিষ্ক সবল হয়।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাস দ্রব।

সহস্রপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ দ্রব গর্ভস্থ করাযুর উপর ক্রিয়া
াইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে
ঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বেদনা, বন্ধ্যাদোষ,
কালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জলস্রাব,
রিবের বস্তে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন
যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য
সূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব
ভৃতি এই সকল রোগ সুসিদ্ধ দ্রব সেবনে সমূলে
ষ্ট হইয়া থাকে।

একপোয়ার মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে যে
মহোদয় প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলির
নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এস,
" " অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
" " দুকড়ী ঘোষ। ঐ
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ
কলিকাতা।
" " ধর্ম্মদাস বসু। ঐ
" " বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
ঢেকানল কটক।
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন।
বর্দ্ধা—মার্গ।
" " কে, এম, চাটুর্য্যে ব্যারিষ্টার।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি
কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা।
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
রাণীগঞ্জ।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুর্ব্বর্দ্ধন" ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়মাসে
মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন
পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের
পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার
শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঋতিনি আরোগ্য ও প্রসব,
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
কৃত করিতেছেন।

কফ-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎ
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপ-
কারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও
দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন
কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনে
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স
৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৵০ আনা। ন
মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবি
শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

এক বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১৲ ডাকমাসুল /
যোগিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস। মূল্য এক টাকা

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ৷৵০।

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাকা

কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত

-:০:-

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দশম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দশম সংখ্যা প্রকা
হইয়াছে। ইহাতে পিপীলিকাজাতির মনোভাব-ব্য
ও সংলাপশক্তি, সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে প্রাকৃত লো
মত ও বিশ্বাস, মৃচ্ছকটিক, জগতের আদিম মা
জ্যোতিঃ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ, মনুসংহিতা, কল্পজ
দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, সাংখ্যদর্শন, এই ৮
বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফ
৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক ম
সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহ
মহোদয়গণ সোলাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ ক
সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারি
অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট ক
প্রেরিত হয় না।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! এক
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো,
বাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা,
ঙ্গ, গলেরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক
সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অ
গাছগাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট বি
মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৵০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের
পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিঃসঙ্কোচে
ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স জনা আ
কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌ
রোড ফিরেঙ্গল এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

ধার্ড়া নিবাসী ডাঃ শ্রীযুতনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব লিখিয়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত ৎ পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে ইহাতেই বেশী ফল পাওয়া যায়।" কেহ কেহ ত লিখিয়াছেন "ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, তাহাতে ার নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত"

প্রতি ১২ ডাম শিশির মূল্য ১৷০, কমিশন শতকরা ০। এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। কলি- ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ আমার নিকট পাওয়া ।

শ্রীকাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

র্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত" এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে রিচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য দর্শনে ব অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷০, গ্রাহক- ীদিগের প্রতি ১,। শতাধিক অগ্রিম গ্রাহক াছেন; পুস্তক প্রস্তুত। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। প গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত। ংকারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

সলামপুর
ষ্ট গোবাস
লা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

য় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৯১ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত প্রবেতা ১৷০, জীবনসন্ধ্যা ১৷০, মাধবী-কঙ্কণ ১৷০, প্রভাত ১৷০, ঐ চারি খণ্ড একত্র, নাম শতবর্ষ ং মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে শিবজীর পর্য্যন্ত একশত বৎসরের ঘটনা সম্বন্ধীয় উপ- চতুষ্টয় মূল্য ৩৷০। ভারতবর্ষের ইতিহাস মূল্য । আমার নিকট প্রাপ্তব্য এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা পুস্তক এবং ডাক্তারি কবিরাজী ও ষধোপযোগিক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, ছাপান তালিকা পাঠান যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রেজিষ্টারী করা (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা পড়িবার ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক

প্রতি শিশির মূল্য ২৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা, সেবনে পকাশ্বার রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড়লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালা বাজার
" আশুতোষ মিত্র—নাগোদ
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ভাগলপুর
" বিনোদলাল সেনগুপ্ত—ভবানীপুর
" হারাধন মল্লিক এণ্ড সন—ঘাটাল
" মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রেয়—কৈবেলা স্কুল
" শিবনাথ ঘোষ—পাবনা
" রাজকুমার দাস—গাইবান্ধা
" তারাপ্রসাদ গুপ্ত—পটুয়াখালী হিতৈষিণী সভা
" পূর্ণচন্দ্র সরকার—পেশোয়ার
" রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়—খোর্দ্ধা
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা
" বিনোদবিহারী হাজরা—হাটখোলা
পুসমেদ-আলী—গোলাঘাট

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যে কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ছয় আনা হারে পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে ডাকচিপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" । ৪১ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৫ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৯ সাল। ১৩ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮২। ২৮ এ আগষ্ট। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ ৩ মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম

বিজ্ঞাপন

সেবনাল্লভ্যতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে তন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও কার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ ৩২। ৩৩ নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীটস্থ প্রধান বিক্রীত হয়।

দেড় পোয়া বোতলের নমুনা মূল্য ৸৹ ও ডাকের ৵৹ খরচ ১৷৵ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

পারফিউমড্ চেয়ার অয়েল।

ইহা মর্দ্দন করিলে মস্তকের খুস্কি ২ দিনা কারণে উঠিয়া যাওয়া নিবারিত হয়, মস্তিষ্ক সর্ব্বদা ল থাকে ও কেশ নরম, কোমল, সুচিকন ও বিশিষ্ট হয় এবং ইহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়।

১ বোতল ১৷৷০ ১ ডজন ৮৷৷০ ও পেকিং প্রতি ৷৷০ আনা।

ন্ডড্রফ্ কেষ্টর অয়েল ... ... ১ বোতল ৸৹

ওর সেটলেস্ কোকোয়ানট অয়েল ১ বোতল ৸৹

ক্ষেত্রমোহন বসাক এণ্ড সন্স

৩ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই বিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই ঔষধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত বিবিধ ঔষধের প্রত্যেক কৌটার প্যাকিং ডাকমাসুল সমেত মূল্য ২৲ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, কম্প, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর নাশ করিবে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমাসুল সমেত মূল্য ১৸৹, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে থাকিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।

রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

WANTED.

A Clerk and Cashier on Rupees 20 a month, for the Rajpur Municipal Office. Preference will be given to a Candidate who has a good knowledge of accounts and has some experience of Office duties. The successful candidate will have to furnish security of Rupees 500 either in Cash or by Government promissary notes.

Applications with Copies of Testimonials will be received by the undersigned up to 30 August 1882.

Rajpur Municipal Office Harinavi The 8th August 1882. } Nobin Chand Ghose Vice-Chairman Rajpur Municipality.

রোগাঙ্কুশ---শুক্রক্ষয় ও প্রেমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্তম্ভন শক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয় বাস্তবিক তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রখরতার প্র পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের, অল্প দিব প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রেমেহ অর্থাৎ সপ্ত প্র ধাতুর পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরো হয়। প্রেমেহ ঘটিত কিছু জ্বর থাকিলে ঔষধ সে কিন্তু অন্য প্রকার জ্বর সত্বে সেবা নহে। প্রে জন্য ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবে ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশ পত্র দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মা সহ ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন ও

দশাশ্বমেধ ঘেনা

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নি রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ স ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্র হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হী পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিশয় প্র উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বা পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ১ টা

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চু গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যা ও শীঘ্র পাকা, মাথা ধোরা ও হাত পা জ্বালা নি রণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক ৸৹ অন্তরের ১৷৵৹ প্যাকিং ৷৷০ আনা।

হৃদ্‌রোগের মহৌষধ।

...রোগ টক টক ইত্যার এক শিশিতে ... মূল্য ৩, প্যাকিং ।০।

পাকাশয়রোগের মহৌষধ।

...সেবন করিলে পাকা, উপদংশ (গরমী) ... মাদাখোরা, গাত্র বেদনা, হাত ..., শরীরের জড়তা, ও ঋতুসংক্রান্ত সময়ে ... মাদাখোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক। ... শিশি ২৷০ ও বড় ৪৷০ টাকা প্যাকিং ।০। ...কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫।১৮ আর, ...মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রেষ্ট্রীট শ্যামপুকুর কলিকাতা।

এই চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ... পাওয়া যায়। ইদানীং আমরা বহুবিধ নূতন ... আবিষ্কার করিয়া দুরূহ চিকিৎসাদ্বারা পীড়া ... অল্প সময়ে আরোগ্য করিতেছি। আমাদের ...ৎসাপ্রণালী ও ঔষধ সকলের গুণের পরীক্ষা ...ঙ্গের ১২৮৯ সালের দিনপঞ্জিকা সহ ঔষধের ...কা পত্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন। এই ...কা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

...রোগসিন্ধু রস। ইহা সেবনে সপ্তাহ মধ্যে সকল ...ব মেহ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। ...কিং ৵০।

...সঞ্জীবনী রসায়ন। ইহা সেবনে ধাতু সরল, শুক্র-...ধাতুদৌর্ব্বল্য ও স্নায়বিক পীড়া সকল আরোগ্য। ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

সুরভি।

বিবিধ বিষয়িণী নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা।

...আগামী ১ লা আশ্বিন শনিবার হইতে "সুরভি" ...এক একটী নূতন বিবিধ বিষয়িণী সাপ্তাহিক পত্রিকা ...শিত হইবে। এ দেশের রাজনৈতিক ও সামা-... অবস্থার আলোচনা, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ...দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার করা "সুরভির" ...ঃ। সকল সম্বাদ পত্রের ন্যায় ইহাতে নিয়মিত ... রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রস্তাব ও নূতন ...র প্রকাশিত হইবে এবং তদ্ব্যতীত বিজ্ঞান, দর্শন, ...নীতি, পুরাতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস, ...হিত, ভ্রমণবৃত্তান্ত, উপন্যাস, গল্প, কাব্য, ...প্রভৃতি নানা বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ ও মনোরঞ্জক ...বা গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সারাংশ বা সমুদায়ের বঙ্গানু... প্রকাশিত হইবে। ইংলণ্ডের জ্ঞানভাণ্ডার অতি

বিশাল ও নানা রত্নে পরিপূর্ণ, এরূপ অনুবাদ দ্বারা সেই ভাণ্ডারের দ্বার সাধারণ বঙ্গবাসীর নিকট উন্মুক্ত হইবে। অন্যান্য বিষয় ব্যতীত "সুরভির" প্রতি সংখ্যায় একটী চিত্তবিনোদকর ইংরাজী উপন্যাসের কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশিত হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধারণে এই পত্রিকার কার্য্য সম্পাদিত হইবে। "সুরভির" আকার রয়েল ৪ পেজি ৪ই ফরমা হইবে। কলিকাতাবাসিগণের জন্য ইহার বার্ষিক মূল্য ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০। বিদেশস্থ গ্রাহকগণের জন্য ডাক মাশুল সমেত বার্ষিক ৩৷৵০ ষাণ্মাসিক ১৷৮০, প্রতি সংখ্যার মূল্য এক আনা। পত্রিকাটী কলিকাতা বহুবাজারস্থ বসুপ্রেস হইতে প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ অগ্রিম মূল্য সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনাদিগের নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর বাসা, দেওঘর, কড লাইন, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে। ১ শ্রাবণ, ১২৮৯।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দত্ত। গ্রাহক।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS: 8, Rue Vivienne & 1 rue ...

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিএন, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো কাম্পসিউলস এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ ব্যবহার এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ

ভগ্ন ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধি ...বাধের।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিক (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হই... যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সে... করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। ...প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপে... সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আশে... কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দোকলা।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়ু... কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখ... এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গুরানা (Guarana)

এই উদ্ভিদ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহ... ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔ... দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকয... বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সম... আরোগ্য হয়।

উদাসিনী নায়িকন্যার গুপ্ত কথা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

অদ্ভুত রহস্য!!—মাসিক পত্র।

(১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ১৷৵০ মাত্র। গ্রাহক মহোদয়গণ! কার্য্যালয়ে পত্র লি... প্রথম হইতে পাঠাইতে প্রেরণ করিতে পারিবেন।।

কার্য্যসম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

(কলিকাতা নর্থ সুবার্কান টালা ৯ নং কার্য্যালয়

প্রেরিতপত্র

আত্মশাসন।

আজ কাল "আত্মশাসন" সংক্রান্ত মহান্ আন্দোলনে ভারতীয় অনেক সংবাদপত্রই মধ্যে আগ্রহাতিশয় সহকারে ভারতবাসির শীতল শো... উত্তেজিত করিতেছেন। এক দিন আমাদের দুঃ... কিয়দংশ যে প্রশমিত হইবে, তাহার আশা

ইতে পারে। স্বদেশের উন্নতির জন্য কৃতবিদ্য
ত্রেই অগ্রসর হইতেছেন, দেখিয়া কে না আন-
ত হইবেন? ভারতবর্ষ এক সময় ঔদার্য্য ও
র্গৌর সহিত স্বদেশহিতৈষণায় যে প্রাণ দান করি-
ছিল, তাহার প্রমাণ রাশি রাশি ইতিহাস প্রচার
রিতেছে। বহুশতবর্ষব্যাপী ম্লেচ্ছাধীনতায় সর্ব্ব-
ন্ত হইয়া আজও যে ভারতসন্তান স্বজাতির জন্য
দেশের জন্য সমবেত যত্নে পরস্পরের সহিত পর-
রে বদ্ধপরিকর হইতেছেন, ইহা কি সামান্য
হ্লাদের বিষয়। বঙ্গদেশ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল
পেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে অগ্রগামী। বঙ্গদেশের মুখপাত্র
প কয়েক খানি দেশী ও ইংরাজী ভাষার সংবাদ
দিবারাত্রি নিজ নিজ দুঃখ ও মনস্তাপ রাজসন্নিধানে
পন করিতেছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মানসিক
ঞ্জনা তাদৃশ নাই, সাধারণ প্রতিনিধি স্বরূপ
মন কোন ভাল সংবাদ পত্রও নাই, সে জন্য যদি
ও এমন স্থির করেন যে, এ দেশের আত্মশাসনে
া নাই, তিনি যার পর নাই ভ্রান্ত। যে দেশের
তিশাস্ত্র "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বমাত্মবশং
খং" বলিয়া চিরকাল প্রচার করিতেছেন, সে
বাসীরা রাজপ্রসাদে "আত্মশাসন" সাদরে গ্রহণ
তে যে অপ্রস্তুত,এমন কদাপি হইতে পারে না।
ালবুদ্ধনিতা "আত্মশাসনের" প্রশংসা করি-
ছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আপনাদের দত্ত
কর আপনারা স্বদেশের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবে
াহার চিন্তা করিবে, ইহাতে কাহার সাধ নাই?
ীন চিন্তা যে দেশে যত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে দেশ
শাসনের জন্য তত ই ব্যাকুল হইয়াছে। লোকের
ও বুদ্ধি যত সুসাধিত হইতে থাকে, স্বাধীন চিন্তা
ই দিবা লতিকার নাম সেই দেশের, সেই জাতির,
ই মনের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে থাকে।
স্বাধীন চিন্তার মূলে জ্ঞান নাই, তাহা যথেচ্ছা-
র পরিণত হইয়া সমাজের ও দেশের সমূহ অমঙ্গল
াধন করিয়া থাকে। এ দেশে যে পরিমাণে
ত্যা বিদ্যা ও জ্ঞানের বিকাশ হইতেছে, সেই
মাণে লোকের স্বাধীনতায় মন যে দিন দিন
ও স্বাধীনতালাভে যত্নবান হইতেছে ইহা কে
ীকার করিবেন? এ স্বাধীনতা বিদ্রোহিতার
ী নহে, এ স্বাধীনতা রাজার নিকট প্রজার
প বশ্যতার শিক্ষা দেয়, যেমন পিতার কাছে
র। পিতা মাতার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াও
ক বালিকা যেমন স্বাধীন ভাবে চলিতে পারে,
তে পারে, খেলিতে পারে, হাসিতে পারে,
দার করিতে পারে, নাচিতে পারে, দৌড়িতে
, ভারতের এ স্বাধীনতা ব্রিটিশ রাজ-সন্নিধানে
সেইরূপ।—

ভারতে আত্মশাসনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের আদর হওয়া চাই। আজ কাল এই প্রকাণ্ড ভারতে ২৫ কোটী লোকের চিন্তাধার উন্মোচন করিবার উপযুক্ত কয় খানি সংবাদ পত্র আছে? এবং কয় জন লোকই বা তাহা পাঠ করে? যদি সমগ্র ভারতে আত্মশাসন দৃঢ়মূল ও পুষ্টকায় করিতে হয়, তাহা হইলে যাহাতে লোকের সংবাদপত্রের উপর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। দুই একটী বক্তৃতার কাজ নয়, স্থানে স্থানে সংবাদ পত্রকে রাজনীতি ও সমাজনীতির কুটিলতা ভেদ করিয়া সাধারণ লোককে আত্মশাসনের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে এ শিক্ষা হয় না—ভারতের লোক সংখ্যার সঙ্গে ভারতীয় সংবাদ পত্রের দুর্দ্দশার বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন বাস্তবিক হতাশ হই। মনে হয় এ অসাধ্য সাধন কিরূপে সুসাধিত হইবে? যে বঙ্গদেশে "আত্মশাসনের" তরঙ্গ সর্ব্বাগ্রে উঠিয়াছে, সেই বঙ্গের সোমপ্রকাশ ও মিরার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ দেশীয় সংবাদপত্রের গ্রাহক কয় জন? সম্পাদকের উৎসাহদাতা কোথায়? বরং মধ্যে মধ্যে অর্থকষ্টে তাঁহাদের লেখার তেমন তেজস্বিতা ও স্বাধীনতা লক্ষিত হয় না;—আমরা যে রাজার অধীনে ও অনুগ্রহে "আত্মশাসন" লাভ করিতেছি, সেই ব্রিটিশ জাতির সংবাদপত্রের সংখ্যা ৯৮২ খানি। এই সব পত্রিকার বাৎসরিক প্রচার ন্যূনাধিক ২,১৬২,০০ খণ্ড। ইহার মধ্যে দৈনিক পত্র শতকরা ৫ খানি; সাপ্তাহিক পত্র ৩৮ খানি; মাসিক পত্র ২৮ খানি; বার্ষিক পত্র ৪ খানি। একা লণ্ডন হইতে ১০৬২ খানি স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রকাশ হইয়া থাকে। কলিকাতায় কয় খানি দেশী কাগজ আছে? যে বাঙ্গালি জাতি ের এত অনুকরণপ্রিয় যে পাতের উচ্ছিষ্ট পাইলেও মহাপ্রসাদ জ্ঞান করে, তাহাদের জানা উচিত যে একা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত ১৬০০ খানি ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্র ইংরাজ সমাজকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেটে বাৎসরিক ৫৬২,৬৩৩,৫৬৭ খণ্ড সংবাদপত্র প্রচার স্বাধীন চিন্তা শিক্ষা দিতে ব্রতী আছে। সমস্ত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অধিবাসীর সংখ্যা ৩৭৭,৩০,০,৫৪৫ জন এবং পৃথিবীর অপরাপর দেশবাসী ১,২৬৫,-৭৮৮,০১৬ লোক। এ হিসাবে আমেরিকা ও ইউরোপে ১১,৪০৯ লোকের জন্যে এক খানি মাত্র সংবাদ পত্র দেওয়া যাইতে পারে এবং পৃথিবীর অপর জাতি ৫৩৭৬৭৩ জনে এক খানি পাইয়া জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে।

ইউরোপীয় কৃষের স্বাধীন চিন্তার কথা বলিলে কর্ত্তৃপক্ষ খড়্গহস্ত হন। "আত্মশাসন" কি তাহা তাহারা জানিতে পায় না। এজন্য কৃষের অ
ত্যধিক দুর্দ্দশার সীমা নাই। তত্রত্য ৮৫০০০,
প্রজার মধ্যে বাৎসরিক ১২৪০০,০০০ সং
পত্র প্রচারিত হয়!! কিন্তু বেলজিয়ম যদি
বঙ্গদেশ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, আয়তনে বঙ্গদেশের এ
জেলা বলিলেও বলা যাইতে পারে, কিন্তু ৫৯১
সংবাদপত্রের বাৎসরিক গ্রাহক সংখ্যা ৩২৫০০০,
আছে!! দেখুন বঙ্গদেশের এত গর্ব্ব, এত বি
লয় ও এত স্বদেশহিতৈষণা কত নীচে পড়িয়া গে
বলিতে কি লজ্জা হয় না যে এই উত্তর পশ্চিমাং
৪৪,১০৭,৮৬৯ জন অধিবাসীর মধ্যে এক খা
দেশী ভাল সংবাদপত্র নাই!! যাঁহারা "আ
শাসন" দেশময় বদ্ধমূল করিতে চান, তাঁহারা সর্ব্ব
সংবাদপত্রের উৎসাহ দিন এবং লোকের রাজন
শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করুন।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যা

পল্লীগ্রামের অবস্থা।

আমরা "পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র কন্গ্রেস" শী
প্রস্তাবে পল্লীগ্রামবাসী অধিকাংশ ব্যক্তির ছ
কিরূপ উন্নত ও তাঁহারা কিরূপ সুশিক্ষিত,ইহা স
রণের গোচর করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহাদের স
রিক, শারীরিক ও অন্যান্য অবস্থা কিরূপ শো
এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে তাহার উ
হইতে পারে, তাহা প্রকাশ করিতেছি।

পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র কন্গ্রেস সভ্যগণ যে
পরের দোষানুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের
কিছুমাত্র গুণ নাই আমরা এ কথা বলি না। তাঁ
গুণদোষে জড়িত। মনুষ্য একবারে গুণহীন হ
পারে না। তবে গুণের ভাগ অপেক্ষা তাঁহা
দোষের ভাগ অধিক হইয়া পড়িয়াছে। সৎশি
অভাব ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অসার অনুকরণই ই
দিগকে দিন দিন সৎপথ হইতে অসৎপথে ল
যাইতেছে। পূর্ব্বে যখন এদেশে ইংরাজী বিদ
বহুল প্রচার হয় নাই, কিন্তাবতী লেখাপড়াই
পল্লীগ্রামবাসিগণের নিকট উচ্চ শিক্ষা বলিয়া গ
গণিত হইত, তখন প্রায় প্রতিপল্লীতে এক এ
গুরুপাঠশালা ছিল। সেই সকল পাঠশালায় ম
বিধ ও দরিদ্র লোকের সন্তানেরা কিংবদন্তী লে
পড়া শিক্ষা করিয়া পরিণামে যেমন মান স
ঐশ্বর্য্যের সহিত কাল যাপন করিয়া গিয়াছেন। এ
নর অনেক পল্লীতে পাঠশালা আছে ও হইতে
সত্য, কিন্তু যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে
পূর্ব্ববৎ সামান্য লেখাপড়া শিখায় আর সেরূপ উ
কার হইতেছে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুক
লোকের দিন দিন অভাব বৃদ্ধি হইতেছে। সে

...ছে না। ...লোকে অসৎপথাবলম্বী ...ছে। ...ও নীতিই মনুষ্যের চরিত্রের ...রক্ষা করিতে পারে। আবার সৎশিক্ষা হই... বন্ধ ও নীতি লাভ হয়। এ অবস্থায় যেন পল্লী-...বাসিগণের যথোচিত সৎশিক্ষা হয় না, তখন ...দের চিত্তের উৎকর্ষসাধন কিরূপে হইতে ...? তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎশিক্ষা প্রদান ...আবশ্যক। দরিদ্র সন্তানগণের শিক্ষার জন্য ...পল্লীতে উচ্চ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হউক, আমরা ...সংক্রান্ত রাজপুরুষগণের নিকট এরূপ প্রার্থনা ...না; তবে শিক্ষাসংক্রান্ত কমিশন বসিয়াছে। ...তে পাঠশালা ও নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়-...ও বর্ত্তমান গঠনপ্রণালীর কিছু কিছু ...হউন হয়--যাহাতে দরিদ্র ও মধ্যবিধ অবস্থা-...ক্তিগণের বালকেরা সাহিত্য ও গণিতাদি শিক্ষার ...ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করিতে পারে, কমিশনরেরা ...ব্যবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়সংখ্যা বর্দ্ধিত ...য়া দিউন, আমাদের এই প্রার্থনা। এরূপ হইলে ...গামে পল্লীগ্রামবাসী ব্যক্তিগণের সন্তানদিগের ...বহু পরিমাণে উন্নত হইতে পারিবে।

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামবাসিগণের অনেক বিষয়ে সুখ ...। কিন্তু এখন আর তাহা নাই। মধ্যবিধ ও ...দ্রগণের দুঃখের অনেকগুলি কারণ আছে। ...রে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে। পল্লী-...গমন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় ...পূর্ণই জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রাস্তাঘাট কিছুই ...বলিলে হয়। কোন্ দিক দিয়া গ্রামের ভিতর ...ণ করিবার পথ আছে, তাহা ঠিক করিবার ...য় নাই। বর্ষাকালে সর্ব্বত্র জানুপরিমিত কর্দ্দম ...থাকে। জঙ্গলের ভিতর কোন স্থানে শৃগাল ...তেছে, বোধায়ও বন্যবরাহ বা অপরাপর ...জন্তু বিচরণ করিতেছে। কোন গ্রামের ...র হইতে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আবার শৃগালে ...পায়া বালককেও মুখে করিয়া লইয়া গিয়া ...! শৃগাল যেন সে স্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা!! ...ড় জঙ্গলহেতু গ্রামের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর গমনা-...নের উপায় নাই। এজন্য অনেকের স্বাস্থ্য ...হইয়া যাইতেছে। কিজন্য যে পল্লীগ্রামবাসিরা ...সর ট্যাক্স দিয়া থাকে, তাহা অনেক স্থানের ...কে অবগত নহে। তাহারা ইহাকে কেবল ...মেণ্টের প্রজাপীড়ক কর মনে করিয়া থাকে। ...কি নগরের নিকটস্থিত অনেক গণ্ড-...কি কি নূতন রাস্তাঘাট হইতেছে বটে, কিন্তু ...অনেক পল্লীতে রাস্তার সম্পর্ক নাই। ...এরূপ হইলে অনেকের

স্বাস্থ্যের ও অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। এখানে অনেকে পথের অভাবে কোন দ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারে না, এ অভাব দূর হইলে তাহারা স্থানান্তরে দ্রব্যাদি লইয়া তাহার বিক্রয়ের দ্বারা কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া কিয়ৎপরিমাণে আপনাদের দারিদ্র্যদুঃখ দূর করিতে সক্ষম হইবে। এ অভাব দূর করা বড় সহজ কথা নহে। দয়ালু গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপনের অনুকম্পায় ভারতে যদি আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তবে কিছু কাল পরে এ অভাব দূর হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। শ্রমোপার্জ্জিত ধনের লোকে নিজে নিজে যেমন সদ্ব্যবহার করিতে জানে, অন্যে সেরূপ করিতে জানে না।

পল্লীগ্রামবাসিগণের দ্বিতীয় কষ্ট জলাভাব। জল জীবনরক্ষার একটী প্রধান পদার্থ বলিয়া ইহার নাম জীবন হইয়াছে। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, অনেক স্থানের অধিবাসিরা সেই জীবনাভাবে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জীবন্মৃতবৎ হইয়া থাকে। তাহাদের পরস্পরের এমত একতা বা অর্থ নাই যে সকলে মিলিত হইয়া বিশুদ্ধ পানীয়ের কোনরূপ উপায় করিতে পারে। যতগুলি বিল, খাল, বা নদ-নদী পূর্ব্বে জলপূর্ণ ছিল, এক্ষণে ক্রমশঃ নানা কারণে ভরাট ও স্রোত বন্ধ হইয়া শৈবালাদির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং জলকে বিষতুল্য করিয়া ফেলিতেছে। সেই বিষপান দ্বারা পল্লীগ্রামবাসিগণের যে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইবে; তাহারা ম্যালেরিয়া বিসূচিকাদি দুরন্ত চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইয়া মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণকে দারুণ শোকসাগরে নিমগ্ন করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? জলকষ্ট দূর করিবার উপায় কি? কিরূপে দরিদ্র ও মধ্যবিধ ব্যক্তিরা বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে পারিবে? জলাশয় প্রতিষ্ঠা দিকে আর কেহ প্রায় পুণ্যকর্ম্মের মধ্যে গণনা করেন না। কলিকাতার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচনার্থ প্রায় দেখেন না! গবর্ণমেণ্টের সাহায্যেরও সকল স্থানে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এরূপ স্থলে পল্লীগ্রামবাসিদিগের মৃত্যুই কি চিরনিশ্চয় নহে? আমরা বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবসম্বন্ধে অনেকবার অনেক কথা বলিয়াছি; আর অধিক বলিতে চাহি না। তবে এই মাত্র আমাদের বক্তব্য, কবে আমাদিগের দেশের ধনাঢ্য ও জমিদারগণ দরিদ্রদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতে যত্নবান হইবেন? দরিদ্র ব্যক্তিরা আর কতকাল দারুণ ক্লেশে কালযাপন করিবে? তাহাদের অদৃষ্টলিখিত মনোভাব কি চিরকালই হৃদয়ে বিলীন করিতে হইবে?

আহার বিহার সম্বন্ধেও পল্লীগ্রামবাসিদি... দিন দিন অত্যন্ত অবনতি ও দারুণ কষ্ট হইতেছে পূর্ব্বে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কষ্ট অনে... ছিল না। এখন সে কষ্টও উপস্থিত। আহার লোকলৌকিকতা সম্বন্ধে বলিতে কি পূর্ব্বে পল্লীগ্র... বাসিরা অনেক সহর ও নগরবাসিগণ অপেক্ষা অ... বাংশে সুখী ও উন্নতমনা ছিল। নগরবাসি... বাহিরে সভ্যতা প্রদর্শনে বিলক্ষণ সুদক্ষ, কি... আত্মীয় কুটুম্ব দেখিলে অনেকে প্রায় গৃহের ... মুক্ত করেন না, পল্লীগ্রামবাসিরা সভ্যতা না জানি... তাহাদের দ্বার কখন বন্ধ রাখেন না! তাহা... দ্বার সর্ব্বদা মুক্ত। অর্থাৎ তাহাদের নি... পরম দেবতা, কুটুম্ব নারায়ণ স্বরূপ পূজ... ছিল। (এখন ও অনেকের নিকট আছে) কি... পাঠ উঠিতে চলিল। আর গৃহে অপর ব্যক্তি ... আসিলে অনেকে তাহার প্রতি ফিরিয়া দেখেন ন... এখন নিজের অন্ন হয় না; সামান্য অন্ন কষ্ট ক... যখন তাহারা শত শত লোকে খাদ্যাভাবে প্রাণত... করিয়া থাকে, তখন তাহারা পরের অন্ন যোগা... কিরূপে?

অন্নাভাব হইবার অনেক কারণ হইয়া... আমরা পর প্রস্তাবে তাহার উল্লেখ করিব।

শ্রীবিচারি লাল চট্টোপাধ্যায়—ভাগলপু...

সোমপ্রকাশ

১৩ ই ভাদ্র সোমবার।

মহীসুর।

১৮১০ সালে মহীসুর রাজ্য হায়দরবিগের ... পূর্ব্বে মহীসুর রাজ্য ১৪ ৬৬০ বর্গ মাইল; ... ৫,৭১৭ বর্গ মাইল ইংরেজের যোগা, বাকি ... পতিত আছে। ১৮৮১ সালের লোকসং... ৪,১৮৭,১৮৮ জন হইয়াছে। ১৮৭৬ সাল ... ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়া... মারাত্মক বজ্রও পরিচালন করিয়াছিল, তা... আঘাতে প্রায় অর্দ্ধেক লোক প্রাণোপবেশনে

ত্যাগ করিয়াছে। সম্প্রতি পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোক সংখ্যা ১৩,৫০৪ অধিক।

ব্রিটিশজাতির চক্ষে তাঁহাদের নিজের কার্য্যকলাপ ও নিজের কার্য্যনীতিই পবিত্র বোধ হয়। তাহার সকলই অপবিত্র ও অবিশুদ্ধ। মহীশূর ইংরাজদের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে উহার যেরূপ সচ্ছল অবস্থা ছিল, প্রজাগণও সুখে স্বচ্ছন্দে যাপন করিত। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন কষ্ট ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উহার ভার গ্রহণ করিলেই রাজ্যের বায়বাহুল্য হইয়া উঠিল, ব্রিটিশ শাসনের সহচর ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া অধিষ্ঠান করিল, প্রজাগণ দুস্থ ও নিরন্ন হইয়া উদরজ্বালায় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

১৮৩১ সালে মহীশূর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইল বেতনভোগী দুই জন কমিশনর রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত হইলেন। একে স্বাধীন রাজার রাজ্য; তাহাতে দেশীয় রাজার রাজ্য; মাথার উপরে চক্ষু রাঙ্গাইবার কেহ নাই, সুতরাং তাঁহারা মহীশূরের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দুদিকে দুই জন কর্ত্তা, বড় সহজ কথা নয়! তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল, ঘাঁড়ে ঘাঁড়ে ঘোরতর দ্বন্দ্ব বাঁধিল,—নল রাজার মত লোকপ্রাণ প্রজা চূর্ণ, দলিত এবং ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। এত ১৮৩৪ সালে সার মার্ক কবন একেশ্বর কমিশনর হইলেন। তিনি মহীশূর রাজ্যকে বাঙ্গালোর, চিতলদুর্গ এবং অন্তগ্রাম এই চারি বিভাগে বিভক্ত করিলেন। প্রত্যেক বিভাগেই এক একজন ইউরোপীয় অধ্যক্ষ এবং তাঁহাদের সহকারী একজন করিয়া ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। এই সমস্ত লোকের হস্তে রাজস্ব ও বিচার-কার্য্য যাবতীয় কার্য্যের ভার সমর্পিত হইয়াছিল। রাজ্যের উন্নতির জন্য অনেক ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত হইলেন।

১৮৩১ সালে মহীশূরে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। রাজস্বের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পর বৎসরে ৫৫ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইল। ১৮৩৪ সালে রাজস্ব ৫৮ লক্ষ টাকা হইয়া উঠে এবং ১৮৬৩ সালে এক কোটি টাকার অধিক হইয়া পড়িল। কর্ম্মচারিদের বেতন বাৎসরিক ৬৯ লক্ষ টাকা লাগিত। রাজস্ব অপব্যয় হইয়া পড়িয়াছিল; মহারাজের নিজের ৩৯ লক্ষ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন রাজকর্ম্মচারী এবং সৈনিকদিগের বেতন বাকি পড়িয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক ঋণ ছিল; ১৮৬২ সালে সেই ৮৫ লক্ষ টাকা দিয়া যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করা হয়। পূর্ব্বে দুস্থ প্রজাবর্গের নিকট বিবিধ কর সংগৃহীত হইত; কবন সাহেব তন্মধ্যে ৭৮ বার এক কালে রহিত করিয়া দেন। দেশীয় কর্ম্মচারিগণও কৃষকদিগের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেন, তৎসমুদায়ও নিবারিত হয়। বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যেরও সমধিক উন্নতি সাধন করা হইয়াছিল। পরিশেষে প্রধান কমিশনরের সহকারিতার জন্য একজন জুডিশিয়াল কমিশনর নিযুক্ত হইলেন। ১৮৬১ সালে কবন সাহেব পদত্যাগ করিলে বাউরিং সাহেব তৎস্থানে নিযুক্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্ব বিভক্ত চারিটী বিভাগকে পুনর্ব্বার আটটী বিভাগে বিভক্ত করিলেন। প্রত্যেক বিভাগেই এক এক জন মিয় শ্রেণীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। ১৮৬৩ সালে ভূমির জরিপ ও নূতন বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল।

উপরের বিবরণটী পাঠ করিলে সহসা এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে মহীশূরের বিলক্ষণ শ্রীসৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল; কিন্তু উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে আমাদের সে বিশ্বাস নিরস্ত হইয়া পড়ে। ব্রিটিশ শাসনের গুণে রাজ্যের সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়াছিল, এ কথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু পুরাতন রাজবংশের বহুমূল্য রত্নরাশি বিস্তর নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কর্ম্মচারিদের বেতনে এত ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, মহীশূর লাভের ভূমি না হইলে দেউলিয়া হইত। ব্রিটিশ জাতির রাজ্যশাসনের এইটী মহৎ দোষ। সমগ্র ভারত শাসনেও আমরা প্রত্যেক বিভাগে তাহার জীবন্ত উদাহরণ দেখিতে পাইতেছি। ক্রমশঃ এখানকার ব্যয় এত বৃদ্ধি হইয়া পড়িতেছে যে, পরিণামে এই বৃহৎ সাম্রাজ্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। হয় প্রজাবর্গের গৃহে আর কিছুমাত্র সম্পত্তি থাকিবে না,—তুবা গবর্ণমেণ্টকে এক কালে দেউলিয়া হইতে হইবে। মহীশূরে এতাদৃশ ব্যয়বাহুল্য না হইলে আজ তথাকার রাজা একজন ধনকুবের হইয়া উঠিতেন এবং তাঁহার ধনাগার রত্নরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। বর্ত্তমান মহীশূররাজ বিলক্ষণ কার্য্যচতুর এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার রাজত্বকালে মহীশূরের অবস্থা সমাক উন্নত হইবে, আমরা সর্ব্বতোভাবে এমন আশা করিতে পারি।

রেলওয়ের দুর্ঘটনা।

গত ১১ ই আগষ্ট শুক্রবার নোয়াদি ও সিমুলতলার সন্নিকটে মেল ট্রেণ রেলভ্রষ্ট হওয়ায় যে প্রকার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল, আমরা পাঠকদিগকে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। সেই গাড়ীর এক জন আরোহী ইংলিসম্যান সংবাদ পত্রে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,— গত শুক্রবার বেলা ৬ টার সময় (গাড়ীর) শয়নকক্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় আমি জাগিয়া উঠিলাম। তৎপর কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইলে আঘাতের দ্বারা এবং নানা প্রকার শব্দ দ্বারা নিশ্চিত করিলাম যে, গাড়ী উল্টিয়া চুরমার হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ আবার গাড়ী চুরমার হইয়া ভাঙ্গিবার একটা মড় মড় শব্দ হইল। ব্যাপার কি—তাহাতে আমরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তখন দেখিলাম আমরা একটা উচ্চ পাড়ের উপর আসিয়া ঠাসিয়া পড়িয়াছি, আমাদের অন্য পার্শ্বে একখানি মালগাড়ী ছিল। উহার এঞ্জিনখানির কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু উহার অনেকগুলি গাড়ী একবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং উহাদের ছাদ ভাঙ্গিয়া কাগজের ন্যায় গুটাইয়া গিয়াছিল। লৌহ এবং কাষ্ঠচূর্ণে সে স্থান পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

সকলেই বিবেচনা করিলেন যে, এক খণ্ড রেল অত্যন্ত শিথিল হওয়ায় এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। এঞ্জিনের নিকটস্থ টক এবং টেণ্ডার বেলভ্রষ্ট হইয়া এঞ্জিন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং উহার সঙ্গে সমস্ত গাড়ীগুলি চলিয়া গিয়াছিল। ইহার বিপাকে তৎকালে একখানি মালগাড়ীও আসিয়া উপস্থিত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী গাড়ী ছাদ মাল গাড়ীর প্রথম গাড়ীখানিতে আবদ্ধ হইয়া যায়; তৎকর্ত্তৃক উভয় গাড়ীই বিদীর্ণ হইয়া খুলিয়া যায়। আমাদের মেল গাড়ীর ভ্যানখানি উল্টিয়া পড়ে। তাহার পার্শ্বের গাড়ীর সাম্মুখটী চূর্ণ হইয়া যায়। আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ইত্যবসরে গার্ড আসিয়া বলিল যে, আর কিছুর আশঙ্কা নাই। তৎশ্রবণে আমি বস্ত্র পরিতে লাগিলাম। কিন্তু গাড়ীখানি এত হেলিয়া পড়িয়াছিল যে, গাড়ীর উপর দণ্ডায়মান থাকা সুকঠিন হইয়াছিল। বস্ত্র পরিচ্ছিত হইলে এক জন ভদ্র লোক আসিয়া, আমাকে কোন আঘাত লাগিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ধরিয়া যত্নপূর্ব্বক আমাকে গাড়ী হইতে বাহির করিয়া আনিলেন এবং সমস্ত দ্রব্যজাত তাঁহার চাকরের নিকট রাখিয়া দিলে আমি পাড়ের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। গাড়ীগুলি চূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, মালগাড়ীখানি নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে, এবং আমাদের গাড়ীখানি আরও ভগ্ন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শোচনীয় দৃশ্যটীর একখানি চিত্র তুলিয়া লইতে আমার অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিয়াছিল। সৌভাগ্যের কথা এই যে, ট্রেণখানি উটন লাইন পায় না হইয়া পাড়ের দিকেই গিয়া পড়িয়াছিল। যদ্যপি উহা লাইনের দিকে গাড়ীখানি যাইত, তাহা হইলে সমস্তগুলি মালগাড়ীতে লাগিয়া একেবারে

হয়া ...ইত। অথবা গাড়ী ভিন্ন না হইয়া যদাপি ...ে গিয়া লাগিত, তাহা হইলেও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ...পার হইয়া পড়িত। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা ...াগি হইয়া যাইত, এই দুর্ঘটনায় তাহাদের ... সম্ভাবনা অধিক ঘটিয়াছিল,—ইহা আশ্চর্য্যের ...র সন্দেহ নাই। ঐ গাড়ীগুলির এক পার্শ্ব ...কবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং গাড়ীর ভিতর ...লোহ ও কাষ্ঠ খণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

...টী ভদ্র লোক আমার বিশেষ আনুকূল্য করি-...লেন, এবং এক খণ্ড ভগ্ন দ্বার বালি ও কয়লার ...ডর উপর বসিবার আসন করিয়া দিলেন।

আমাদের ট্রেণের এঞ্জিনখানি অখণ্ড ছিল। ...ডিন এক ক্রোশ দূরস্থিত মোয়াদিতে চলিয়া ...। উহা সত্বর একখানি ব্রেক ও আর একখানি ...সর ভাঙ্গা গাড়ী লইয়া প্রত্যাগত হইল। ঐ ...তে আমরা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া উঠিলাম। ...১০ ঘটিকার সময় মোকামা হইতে স্পেশিয়াল ... আমাদিগকে লইতে আসিল। এইরূপে ...াদের চারি ঘণ্টা বিলম্ব হয়; সুতরাং রাত্রি সাড়ে ...ার সময় এলাহাবাদে পৌঁছিয়া সেখানে তৎকা-... ট্রেণ পাইব তাদৃশী আশা পরিত্যাগ করিতে ...।

...ই দুর্ঘটনা এরূপ অতর্কিতভাবে ঘটিয়াছিল যে, ভীত ...ারও আমাদের অবসর হয় নাই। রেলভ্রষ্ট গাড়ী ...া যখন প্রস্তরখণ্ডে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল এবং ...ড় আঘাত লাগিতেছিল ও গড়াগড়ি দিতেছিল, ...রে আরও কি ঘটিবে এবং গাড়ীর কোন পার্শ্ব ..., কেবল হতজ্ঞান হইয়া তাহাই ভাবিতে ...ম।

রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ আমাদিগকে সান্ত্বনা ...বার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন; ...বতঃ যে ভদ্র লোকের তত্ত্বাবধানে ঐ মেল ...ছিল, তাঁহার ব্যস্তসমস্ততার কথা বলি-... নহে।

...পএ প্রেরক মহোদয় লিখিয়াছেন যে, রেল ...গা হইয়া পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু ...ওয়ের সূক্ষ্মবুদ্ধি ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্ম্মারা ইহার ...ক সূক্ষ্ম কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—আমরা তত-..., এখনও আমাদের তাহা কর্ণগোচর হয় নাই। ...কর্ণগোচর হইবে, আমাদের বেশ আশা ভরসা ...ছ,—কোন আকস্মিক নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের ... এই দুর্ঘটনার কারণ নিষ্কৃষ্ট হইবে। গ্রীষ্ম-...লর প্রখর সন্তাপে লোহ প্রসারিত হইয়াছিল, ...াভাবিক নিয়ম; তাই অষ্টপ্রহর গাড়ীগুলা ...তে হুড় হুড় করিয়া হটিয়া পড়িত, আরোহি ... ভণ্ড হইয়া যাইত। এখন বর্ষাকাল, অনর্গল মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, সুতরাং লোহার রেলগুলা অবিশ্রান্ত জলে সিক্ত হইয়া চুপসিয়া গিয়াছে, সে কারণ গাড়ীর চাকা রেলচ্যুত হইতে আরম্ভ হইল! এখন ভাদ্র মাসের অনেক দিন বাকি, আরও কত জলে রেলগুলা আর্দ্র হইতে থাকিবে, অতএব এখনও অনেকবার রেলচ্যুতি ঘটিবে, বিজ্ঞান আমাদিগকে সে উপদেশ দিতেছে।

বিজ্ঞান যে প্রকার প্রতিকূলাচারী হইয়া দাঁড়াইল, বৃষ্টিরা রেলওয়ের কার্য্যকর্ত্তৃ, রেলওয়ের ব্যবসায়টা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। গ্রীষ্মের তাপে লোহার রেল প্রসারিত হইবে, বর্ষার জলে চুপসিয়া যাইবে, শারদীয় পূতিগন্ধি বাষ্পে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হইবে, শীতে সঙ্কুচিত হইবে,—আবার যার পর আর কথা নাই, হেমন্ত বসন্ত কাল আছেন। শুষ্ক কাষ্ঠ মজ্জারিত হয়, বিরহিণীর দগ্ধ হৃদয় বসে ফাটিয়া পাড়ে, লৌহরেল কেন না রসে ফুলিয়া টল টল করিবে? আরোহিদের পোড়া কপালে কোন কালে স্বস্তি নাই। তবে কি পরিণামে রেলওয়ের ব্যবসাটা উঠিয়া যাইবে না?

যদাপি হঠাৎ কোন দৈববিপাকে দেশীয় গার্ড্‌দের হস্তে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে তাহারা অকর্ম্মণ্য, অলস, মূর্খ প্রভৃতি যাবতীয় নিন্দা-প্রতিপাদক বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পাকা পাকা বিলাতি ইঞ্জিনিয়ার, পাকা পাকা বিলাতি অধ্যক্ষ, মোটা মোটা বেতন ভোগ করিতেছেন, সূচি প্রবেশ হয় না ঈদৃশী সূক্ষ্মবুদ্ধি ধারণ করেন, কই—তাঁহাদের ত কোন তদন্তনা দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মকালে যখন আবার নিকট বারম্বার রেলগাড়ী রেলবিচ্যুত হইতে লাগিল, খাসকামরা হইতে চাঁপ্‌সিনিবার বাহাদুরেরা সূক্ষ্ম কারণ নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে, রৌদ্রের উত্তাপে লোহগুলি ফাঁক হইয়াছে। কিন্তু যখন চাক্ষুষ পরিদর্শন করা হইল, তখন গুণের গুণধরদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহাতে দৃষ্ট হইল যে, রেলের স্প্লাইস্‌গুলি শিথিল হইয়া গিয়াছে। পাঠক! বলুন দেখি, তবে নাকি রৌদ্রের স্ফাটিই সেই রেলবিচ্যুতির কারণ? রৌদ্রে রেল স্ফাটিত কথায় সোণার শুকতা বাদের একটী গল্প মনে পড়িল। একদা এক রাজা নিজ কর্ম্মচারীদিগের চরিত্র পরীক্ষার নিমিত্ত পাঁচ মণ সোণা শুকাইবার আদেশ দেন। রৌদ্রে দিবার সময়ে সোণা ওজন করিয়া দেওয়া হইল। অপরাহ্নে তাণ্ডারে তুলিবার সময় পুনরায় ওজন করা হইল। দেখা গেল এক মণ সোণা কমিয়া গিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কর্ম্মচারিরা বলিল, মহারাজ সোণার শুকাত বাদ গিয়াছে!

উপস্থিত দুর্ঘটনাস্থলের তত্ত্বাবধায়কদিগের ... কার্য্যশৈথিল্যই অনিষ্টের একমাত্র কারণ,—... শৈথিল্য নহে। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার কোনরূপ ... বিধান করিবেন না? যে কার্য্যে সহস্র সহস্র লো... জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়া... তাহাতে এরূপ অমনোযোগিতা অতিশয় নিন... সন্দেহ নাই। সে বার ছোট বড় উভয় গবর্ণমেণ্ট আ... কাগজ কালি ব্যয় করিয়াছিলেন, রাশি রাশি ... অহঙ্কারের কারখানা বলওয়ে আফিস ছাইয়া গে... কড়া কড়া মিষ্ট ভর্ৎসনাও অনেকে খাইলেন... দেশীয় কর্ম্মচারী হইলে আরও কিছু বেশী ... খাইতেন, পালেস দিয়া তৃতীয় শ্রেণীর আরো... যেমন গলাধাক্কা খাইয়া গাড়ীতে উঠিতে পায়, ... রূপ কিছু কিছু গলাধাক্কা খাইতেন। বিলাতি ... চাষীর চতটা করা ভাল দেখায় না, তাই পত্রে... কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা প্রয়োগ হইল; ... তাহাতে কাহারও চৈতন্য হইল না। যে সমস্ত ... কর্ত্তব্যবিমূঢ় লোকের কার্য্যশৈথিল্যে অসংখ্য লো... প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে পদ... করা বিধেয়। গবর্ণমেণ্ট সত্বর কোন কড়া ... জারি করুন, এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণের ... বিশেষ উপায় অবলম্বন করুন, নতুবা ইহার প্র... কার হইবে না।

মুসলমান ও ইংরেজ সম্বন্ধে নূতন কথা।

মার রিচার্ড টেম্পল ভারতে অনেক কাল ক... করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারত প্রধান প্রদেশের লে... নাণ্ট গবর্ণরও করিয়াছেন। পাঠক তাঁহার অ... পরিচয় জানেন, আমাদের আর নূতন কিছু লি... হইয়া দিবার নাই। তাঁহার ভারতের প্রতি যে ... অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তিনি তাহা আজও বি... হইতে পারেন নাই সম্প্রতি তাঁহার অনু... তরঙ্গ খেলাতে খেলিতে মুসলমান জাতির উ... পড়িয়াছে। এইবার তাঁহার পদোন্নতি ... আর যে কাবুল যুদ্ধ হইবে না, আর যে ইংলণ্ড... রাজনীতি-চক্রে পড়িয়া মিসরকে উলটি প... থাকিতে হইবে না, মিসরকে আর পুড়িয়া অঙ্গার ... হইতে হইবে না, টেম্পল সাহেবের বাক্যের ধ্বনি দে... এইবার আমাদের মনে সেই আশার সঞ্চার হইতে... বিলাতের হাঙ্গামং নিউস নামক সংবাদপত্রে টে... সাহেব মুসলমান জাতির সহিত বিলক্ষণ সহানু... সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অনু... আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের যদ্যপি সম্যক্ উ... হয়, তবে তাহার অপেক্ষা আর আহ্লাদের বিষয়... আছে? টেম্পল সাহেবের বাক্যের স্থূল তাৎপর্য্য... যে, সম্প্রতি বহুসংখ্যক মুসলমানকে ইংরাজ

ত করিবার আশা পরিত্যাগ করা চাই। কারণ
, বৌদ্ধ প্রভৃতি পৌত্তলিক ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায়
মানদের শাস্ত্রে অধিক অযৌক্তিকতা নাই।
মান ধর্ম্মে মনের ভাবোদ্দীপক অনেক বিশুদ্ধ
সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা সহজে বিচলিত হইবার
। মুসলমান ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ
। খ্রীষ্টীয় উপাসকেরা অনায়াসে অন্য ধর্ম্মের
ক্তি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার মূলোচ্ছেদ করেন,
মুসলমান ধর্ম্মকে সে প্রকার করিতে
ন না।

যাহা হউক, খ্রীষ্টীয় মত মহম্মদের মতাপেক্ষা
, সে কারণ মুসলমানদের মন অনেকটা বিচ
হইয়াছে। অন্যান্য পূর্ব্বদেশবাসিদের ন্যায়
মানেরাও আমাদের গুণে উপেক্ষা করিয়া
ল দোষ দেখিয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ড সভ্যতা
র্ম্মবৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ, সে কারণ তাঁহার অপরিসীম
নাতা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। মুসলমানেরা
র, কিন্তু ইংলণ্ড উপকার করিলে তাঁহারা কৃতজ্ঞ
তে পারেন, অনেক বিষয়ে তাহার পরিচয়ও
য়া গিয়াছে।

যে সমস্ত মুসলমান ইংলণ্ডের প্রজা, সর্ব্বাগ্রে
াদের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা উচিত। তাঁহাদের
সম্পত্তি রক্ষা করিলে, তাঁহাদের প্রমানুরূপ উপ-
য় করিলে, ন্যায়ানুগত নিয়মানুসারে তাঁহাদিগকে
ন করিলে, তাঁহাদের প্রতি অল্প কর নির্দ্দিষ্ট
রলে, এবং পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা তাঁহাদের বাসস্থানের
দ্ধি করিলেই যথেষ্ট হইবে না। তাঁহাদের
িজ্ঞান ও মনোবৃত্তির উন্নতি করিয়া দেওয়া চাই।
াদিগকে আত্মশাসন শিক্ষা দিতে হইবে। ভাবী
লের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া সম্বর এই সমস্ত
ধাগুলি সিদ্ধ করা উচিত। বিদেশের পক্ষে
বলিতে পারা যায়, ইংলণ্ড আর নূতন রাজ্য
ধিকার করিবেন না। তাঁহার ভাগ্যে যাহা
য়াছে, তাহাই রক্ষা করিতে ইংলণ্ড
বধা যাও।

মহাত্মা টেম্পল সাহেবের বক্তৃতার এই গুলি মূল
ংপর্য্য। তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মকে এককালে
জ্ঞান করিয়াছেন। তিনি যে হিন্দুধর্ম্মের বিশে-
জ্ঞ নহেন, তাঁহার তর্ক ও যুক্তি দেখিয়া কেবল
হাই জানিতে পারা যাইতেছে। বোধ হয় তিনি
কগুলি মূর্খ হিন্দুর ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্য দেখিয়া
দ্ধান্ত করিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্ম কিছু নয়; কিন্তু তিনি
দি মূর্খ মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সংক্রান্ত কার্য্য বিশেষ
পে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে
াহার এ ভ্রম ঘুচিয়া যাইত। মূর্খ মুসলমানদিগের
শ্রদ্ধেয় মূর্খ হিন্দুদিগের ধর্ম্মান্ধতা অপেক্ষা অধিক-
তর ভয়ঙ্কর। সাধারণের সমক্ষে যিনি স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হন, সর্ব্বথা তাঁহার ঔদার্য্যভাব অবলম্বন করাই উচিত। পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার না করিলে কেবল আপনার মূঢ়তারই পরিচয় দেওয়া হয়। আমরা বলিতে পারি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা যদ্যপি যত্নপূর্ব্বক হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন, তবে পৃথিবীতে এক দিন বৈদান্তিক মত আদরপূর্ব্বক পরিগৃহীত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। এখনি তাহার স্পষ্ট প্রমাণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টীয় মতের মূলে কীট লাগিয়াছে, ইডেন উদ্যানের বৃক্ষ ম্লান হইয়া পড়িতেছে; অধুনাতন বৈজ্ঞানিক ও ভৌতিক অনুশীলনই খ্রীষ্টীয় মতের সমগ্র মূলোৎপাটন করিতে বসিয়াছে, তদ্বিষয়ে অপর ধর্ম্মপ্রচারককে আর বদ্ধপরিকর হইতে হইবে না।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপাসকেরা মুসলমানদের চিত্ত বিচলিত করিবেন কি, যদ্যপি উভয় জাতির ধর্ম্মপুস্তক সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখা যায়,তাহা হইলে মুসলমানদের ধর্ম্মপুস্তককেই উচ্চাসন দিতে হইবে। মুসলমানদের মার্ফতী মতের সঙ্গে যদ্যপি আমাদের ভগবদ্গীতা, যোগ বাশিষ্ঠ এবং বেদান্তের তুলনা করা যায়, তবে আমরাই বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে পারি। আমাদের পরমাত্মতত্ত্ব সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত, মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে আরবিভাষায় আরবি অক্ষরে লিখিত, এইমাত্র প্রভেদ; নচেৎ উভয়ের যোগসাধনের মত এবং যথার্থ ঈশ্বরজ্ঞান এবং উপদেশমালা একই প্রকার। মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের যত নিকট সম্বন্ধ, তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা আর কোন জাতির সঙ্গে নাই। অতি প্রাচীনকালে আর্য্য, আরবি, পারসীক এবং আবস্তান একই প্রকার মত সমর্থন করিতেন। তাঁহাদের পরস্পর বিলক্ষণ গাঢ় হৃদ্যতা এবং সহানুভূতি ছিল, তাঁহাদের আবার ব্যবহারও একই প্রকার ছিল। পরিশেষে যখন তাঁহারা বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন হইলেন, তখনও তাঁহাদের সম্বন্ধ তিরোহিত হয় নাই। বিদ্যানুশীলন এবং বাণিজ্য কার্য্যেও তাঁহাদের সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আরব ও পারসীক জাতি ভারতবর্ষে বাণিজ্যোপলক্ষে আসিতেন, ভারতবর্ষের গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতিষ আরবিভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক সময়েই রাজত্ব করিয়াছেন। আমরা দুদিনের কথা বলিতেছি না, মহম্মদ ও নাদির সা ত সে দিনের লোক, আমরা তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতেছি না,—পৌরাণিক সময়েও মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া আপনাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন। অনেক মুসলমান ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছেন, অনেক হিন্দুও মুসলমান হইয়াছেন। আহম্মদ সে কাহারও চাচা, আবদুল মিয়া কাহারও মামু অধিক কি, মুসলমানের সঙ্গে কত ঘুটুম্বিতা জন্মি য়াছে। মুসলমান জাতির সহিত ধর্ম্মগত যে পার্থক্য আছে, তাহা ভদ্র ও বিবেচক ব্যক্তির নিকট গুরুত নহে। হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যেই দেখ না, তাহাতে কত পার্থক্য উপলক্ষিত হইবে। ইনি শাক্ত, উ বৈষ্ণব, তিনি জৈন,—ইঁহাদের মধ্যেই কত মতা ন্তর। ফলতঃ কাল ক্রমে নানা কারণে হিন্দু ও মুসল মানে বিষম বিভিন্নতা জন্মিয়াছে।

কাবুলের শিখরে দুরন্ত বীর, কাবুলের অধীশ্বর শৌর্য্যমদে প্রমত্ত হইয়া সর্ব্বদাই অস্ত্র ফুলাইতেছেন ওদিকে ভারতে প্রবেশার্থ উৎসুক তুরস্কের সুলতান তিনি কখন্ কোন্ সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করি বেন, তাহার স্থিরতা নাই। এখানে আবার পা সকীরাজ, তিনি ও আপনার আসনে দৃঢ়ভাবে উ বিষ্ট আছেন। এই সমস্ত ব্যাপার সন্দর্শনে ইং ভীতচিত্ত হইয়া মুসলমান জাতির মনস্তুষ্টি সম্পা করিতেছেন। প্রিয়বাক্যে প্রিয়াচারে তাঁহাদিগ ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মুসলমানেরা দৃঢ়ত তিজ্ঞ ও একতাসম্পন্ন। তাঁহাদের পরস্পর সহা ভূতি সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ আছে। পাছে মুসলমানজা অন্যের আনুকূল্য লইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, এ ভয়ে ইংলণ্ড সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া আছেন। অত ব্রিটিশজাতি প্রিয়কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের সন্তোষ সা চেষ্টা পাইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কি তাঁহাদের প্রিয়বাক্য কোন কার্য্যকারী নহে; তাঁহ স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত সকলি বিস্মৃত হইতে পারে টেম্পল সাহেবই মিষ্ট কথা বলুন, আর অন্যে ব মুসলমানেরা ভুলিবার নহেন। মুসলমানদিগের প্র ইংলণ্ডের যত অনুগ্রহ, তাঁহারা তাহার ভূরি প পাইয়াছেন। আজও বিস্মৃত হন নাই। প্র ভারতরাজ্য যখন ইংরাজেরা আপনাদের হস্ত করিয়া লন, সে এক অনুগ্রহের কথা। রোহি খণ্ড পাঠানদের সঙ্গে সংগ্রাম, আর এ ভালবাসার পরিচয়। লক্ষ্ণৌ নগরের নবা রাজ্যচ্যুত ও তদীয় বিষয়সম্পত্তি গ্রাস ক আর এক স্নেহের নিদর্শন। কয়েক বারের ক যুদ্ধ, মুসলমানদের প্রতি দয়ার আর একটী নি মুর্শিদাবাদের নবাব চিরকাল পুরুষানুক্রমে উ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে " বাহাদুর " " রাজাবাহাদুর " প্রভৃতির ন্যায় ন উপাধিটী ইংরাজপ্রসাদে প্রদত্ত না হইলে কেহ সহসা স্বীয় নাম ঐ উপাধি দ্বারা বিভূ করিতে পারিবেন না। একটী রৌপ্যিক স্বত্ব কথা হইল, ইহাও মন্দ অনুগ্রহের কথা নহে।

মন মিশর সংগ্রাম দেশে দেশে মুসলমান জাতির প্রতি সিলণ্ডের অনুগ্রহ ঘোষণা করিয়া দিতেছে। এত অনুগ্রহ, এত দয়া, এত মেকনজর, ইহাতে মুসলমান জাতি কেন না মুগ্ধ হইবেন?

এই সকল দয়ার কথা গেল। আবার মুসলমান জাতিকে ইংরাজেরা এমন বিশ্বাস করেন যে, মিশরে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, এখানে তলস্থুল বাধিয়াছে। মুসলমানেরা কলিকাতার মসজিদে অহর্নিশ মনোযোগাসনা করিতেছেন। এই মিথ্যাপবাদ কেন প্রচারিত হইল? কেন কাগজে পত্রে এই কথা লইয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে? মুসলমানদিগকে ইংরাজেরা নিতান্ত অবিশ্বাস করেন, তাঁহাদের উপর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই, সে কারণ বাজারে বাজারে কলেই তাঁহাদের দোষ ঘোষণা করিতেছেন।

টেম্পল সাহেব যেরূপ পরামর্শ দিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট যদি তদনুসারে কার্য্য করেন, বিপরীত ফল লিবার সম্ভাবনা। ইংরাজেরা খোসামোদ করিতেছেন মনে করিয়া মুসলমানেরা গর্ব্বিত হইবেন এবং হিন্দু প্রভৃতি জাতিরা অসন্তুষ্ট হইবেন, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হিংসা দ্বেষও বিলক্ষণ বিদ্ধিত হইয়া উঠিবে। আমাদের ইচ্ছা এই, গবর্ণমেণ্ট হিন্দু মুসলমান সকল জাতির উপর সমান কৃপাদৃষ্টি ক্ষেপ করেন, সকলেরই প্রতি সমান অনুগ্রহ কাশ করেন; উপকারীর প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞ তে হয়, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি আছি; মরা কার্য্যে তাহার পরিচয় দিতে পারিব। কিন্তু র্ণমেণ্ট যদ্যপি কেবল মুসলমানের নামোল্লেখ রিয়া বাচনিক কৃপা প্রকাশ করেন, তবে তাহার ভ্যন্তরে কোন দুরভিসন্ধি আছে, ইহা সকলেই াস করিবেন। ইংলণ্ড যদ্যপি নিরপেক্ষভাবে করেন, তাহা হইলে তাঁহার চক্ষে হিন্দু ও মুসল সকলই তুল্য, এদের নামোল্লেখ করিলে বহুতর নিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।

ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমানে সময়ে র অত্যন্ত বিরোধ উপস্থিত হয়। সে স্থলে রা রাজপুরুষদিগকে দোষী জ্ঞান করি। তাঁহা- শান্তিভঙ্গের মুখ্য কারণ। বঙ্গবাসী ও বিহার- র পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইবার একটী র বীজ রোপিত হইয়াছে। কূটবুদ্ধি ইডেন ব নিয়ম করিয়াছেন, বঙ্গবাসীরা বিহারের মেণ্ট আফিসে কর্ম্ম পাইবেন না। এই অনুদার ভবিষ্যতে ঘোর অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিবে। ও মুসলমানের পরস্পর বিরোধ ঠিক তদ্রূপ ল জন্মিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, অযো- , বোম্বাই প্রদেশে মধ্য প্রদেশে এবং মাদ্রাজে ুকদের সম্পূর্ণ পক্ষপাত আছে। কোথাও তাঁহারা হিন্দুদিগকে বিলক্ষণ স্নেহ করেন, মুসলমান দিগকে দেখিতে পারেন না। কোথাও আবার মুসলমানদিগকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, হিন্দু দেখিলেই তাঁহাদের মন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে। এই কারণে অনাতর জাতি স্পর্দ্ধা পাইয়া বিরোধে প্রবৃত্ত হন। এ স্থলে আমাদেরও অপরাধ আছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, ইঁহাদের মধ্যে মূঢ় ও ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিরা প্রথমে বিরোধের সূত্রপাত করে, শেষে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁহারা কেহই স্মরণ ক'রয়া দেখেন না যে দেহ পৃথক হইলে পরিবারস্থিত পুত্র কন্যা দারার প্রতি স্নেহ মমতা করিতে হয় তাহা না করিলে সংসার বিনষ্ট হইয়া যায়। তদ্রূপ ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস পৃথক হইলেও তাঁহারা পরস্পর স্নেহমমতা না করিলে একটী জাতীয়ত্ব ভাব জন্মিবে না, স্ব দেশের এবং স্বজাতির কিছুমাত্র উন্নতিও হইবে না। এই উভয় জাতির কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী মহোদয়গণের নিতান্ত কর্ত্তব্য এই যে, হিন্দু মুসলমানদিগকে পরস্পর প্রণয়ে নিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত যত্নবান হন, অন্যথা উভয় জাতিকেই উৎসন্ন যাইতে হইবে। তাঁহারা এক একটী প্রধান নগরে এক একটী জাতীয় সম্মিলনী সভা সংস্থাপন করুন। ঐ সভায় প্রতিষ্ঠিতনামা ও ধনাঢ্য হিন্দু মুসলমানগণ সমবেত হইয়া উভয়ের অন্তরস্থ বিদ্বেষাঙ্কুর উদ্ঘোলন করিয়া সৌহার্দ্দ বন্ধনের চেষ্টা করুন। যাহাতে উভয় জাতি প্রণয়পাশে বদ্ধ হইতে পারেন, যাহাতে পরস্পরের স্নেহ মমতা ও সহানুভূতি জন্মে, তাদৃশ উপায় অবলম্বন করুন. দেখুন, ইউরোপের তুরস্ক ব্যতীত আর যাবতীয় দেশের অধিবাসিগণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। অষ্ট্রিয়ার অধিবাসিগণ খ্রীষ্টীয় উপাসক, রুষের অধিবাসিগণও খ্রীষ্টীয় উপাসক, কিন্তু স্ব স্ব দেশের প্রতি সকলেরই সমান অনুরক্তি। তাঁহারা এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহাদের বিষবৎ দারুণ বৈরভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষের যিনি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন না, কিন্তু সকলেই এক দেশবাসী। তাঁহাদের একটী সাধারণ একদেশবাসিত্ব সম্বন্ধ আছে। অতএব ভারতবর্ষের হিতচিন্তা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের মতবৈষম্য লইয়া এতাদৃশ বিবাদ বিসম্বাদ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কার্য্য নহে। গবর্ণমেণ্টে যথার্থই যদি ভারতবর্ষের মঙ্গলকামনা করেন, তবে এ প্রকার বিদ্বেষভাব দূরীভূত করিবার চেষ্টা করুন, অন্যথা কাহারও কোন উপকার হইবে না।

টেম্পল সাহেব যে ভাবে তর্কগুলি করিয়াছেন, তাহাতে বরং সাধারণের মনে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ জন্মিবার সম্ভাবনা। তিনি লিখিয়াছেন "সম্প্রতি" আমরা 'অধিকসংখ্যক' মুসলমানকে খ্রীষ্টীয় ম লম্বী করিবার আশা করিব না। ইহাতে মুসল জাতি কি ভীত ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিবেন না? ই কেরা সম্প্রতি মুসলমানদিগকে খ্রীষ্টীয় মত করাইবার চেষ্টা করিবেন না, তবে ক্রমে নানা প্র কৌশলে তাঁহাদিগকে আপনাদের মতে আনি মনের মধ্যে এ প্রকার আশা আছে; এক্ষণে গোপন রাখিতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি যে একেবা মুসলমানদিগকে স্ব মতে আনিতে চেষ্টা ক রি না, এমন নহে। এক্ষণে ইংলণ্ডের দুরভিসন্ধি যে, একবার "অধিক সংখ্যক মুসলমানকে স্ব আনিবার চেষ্টা করা বিফল" ক্রমশঃ নানা প্র শিক্ষা দিয়া অনেক উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে উ কালে খ্রীষ্টান করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। অর্থ বুঝিয়া মুসলমানেরা কি আশ্বস্ত থাকিবেন?

প্রাপ্ত।

সাহায্যকৃত স্কুল ও এডুকেশন কমিটী।

দেখিলাম এডুকেশন কমিটীতে নানা কূট উপস্থিত হইতেছে। ভাব গতিক দেখিয়া বোধ এই কমিটীর কার্য্য শেষ হইলে শিক্ষা-বিষয়ে আ দের গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি সমীচীন ও সন্তোষসূচ হইবে—কোন স্থলে কোন বিষয়ে কোনরূপ অ হীনতা দৃষ্ট হইবে না। তবে একটী বিষয় এখন কমিটীর আলোচ্য হয় নাই—সাহায্যকৃত স্কুল বি রক ব্যাপার এখনও কমিটী বিবেচনাধীনে গ্র করেন নাই। এ বিষয়ের কোনরূপ অনুসন্ধান হই কি না, কমিটীর কার্য্যদৃষ্টে কিছুই বুঝা যায় না সত্য কয়েকজন শিক্ষকের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে কিন্তু তাঁহারা সকলেই গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক, নগরবাসী। সাহেবী প্রণালীতে শিক্ষা বিস্তারে কার্য্য মফস্বলেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং নগরবাসী গব মেণ্ট স্কুলের শিক্ষকদের কর্তৃক সাহায্যকৃত স্কু বিষয়ক ব্যাপার সম্যক্ উদঘোষিত হইবার বিষ কি? এমন অবস্থায় ২।৪ জন সুবেজ দুবেদী সাহায্য কৃত স্কুলের শিক্ষকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা নিতান্ত অব শাক। সাহায্যকৃত স্কুলে অনেক বহুজ্ঞ শিক্ষক আছেন, তাঁহাদের একেহার হইলে অনেক গুরুত ব্যাপার প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। আপনি সে দিন সাহায্যকৃত স্কুল মাষ্টারদের জন্য একটী প্রস্তাবের অবতারণা করেন। এ প্রসঙ্গ অসাময়িক হয় নাই বস্তুতঃ ইঁহাদের তুল্য হতভাগ্য ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত কর্ম্মচারী আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহাদের কোনরূপ অব স্থার উন্নতি হয়, ইহা প্রার্থনীয় ও বাঞ্ছনীয়। আমরা অদ্য যে ২।৪ জন বহুজ্ঞ শিক্ষকের সাক্ষ্য গ্রহণের

াব করিতেছি, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, ায়ুক্ত স্কুলের শিক্ষকদের যে কোন না কোন ত্তি সংসাধিত হইবে, তাহা আমরা স্পষ্টাভিধানে তে পারি।

মাদ্রাজ যাত্রী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মাদ্রাজী নাবিকেরা কাষ্ঠের ভেলা আরোহণে ত্তরঙ্গ-লীলা-রঞ্জিত দূরসমুদ্রে মৎস্য ধরিতে যায়, াতে কোন প্রকার আশঙ্কা নাই। বরং বৃহদাকার ত জলমগ্ন হইতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত ভাষ্টের প জলমগ্ন হয় না। এই ভেলা তিন খানি কাষ্ঠ ন খানি কাষ্ঠ রজ্জুতে বাঁধিয়া জলে ভাসাইয়া , প্রত্যাগমনকালে রজ্জু খুলিয়া গৃহে আনাইয়া, করেকখানি তুলিয়া রাখে। উত্তুঙ্গ পর্ব্বত র ন্যায় তরঙ্গ হইলেও ঐ ভেলা একবার উপরে বার তরঙ্গকে নাচিয়া বেড়ায়, কিন্তু কিছুতেই মগ্ন হয় না।

আমি আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া ধ্র কূলে দাঁড়াইয়া আছি; দেখিলাম দূরতর সাগর তে মৎস্যজীবীরা প্রত্যাগত হইতেছে। তাহারা কি মৎস্য ধরিয়া আনিতেছে, তাহা দেখিবার মিত্ত আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় প্রতীক্ষা রিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরে করেকখান র স্থলে উত্তীর্ণ হইল। দেখিলাম তন্মধ্যে এক- নর নিকট কচ্ছপাকার একটী আশ্চর্য্য মৎস্য রা- ছে। মৎস্যটীর আকারাবয়ব দেখিলে ভয়ে শরীর মাঞ্চিত হয়। বোধ করি, আমাদের দেশের বালক- গকে সেই মৎস্যকে ভূ ভূ বলিয়া বিলক্ষণ ভয়প্রদর্শন রা যাইতে পারে। উহার চক্রাকার নয়নযুগল ভয় করিতেছে। গাত্রের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য বর্গলি বং সম্মুখে দীর্ঘ কুমির সদৃশ ছটা সোঁ। ইংরাজিতে হাকে প্রেত মৎস্য (devil Fish) কহে। এই মৎস্য র্শন মাত্র ফরাসি গ্রন্থকর্ত্তা ভিক্টর হিউগোর বিবরণ ামাদের স্মৃতিপথে উদিত হইল। উক্ত প্রসিদ্ধ মা গ্রন্থকারের প্রণীত প্রসিদ্ধ ডেরভেটের গল্প যিনি ঠ করিয়াছেন, তিনি কদাচ ভোজন মৎস্যকে লিতে পারিবেন না। এই মৎস্য অত্যন্ত বৃহদাকার য়। বজ্রূপ ওরাই প্রদেশস্থ ময়াল অজাগর গোসেধ- িধাদিকে স্বীয় শরীর পাশে আবদ্ধ করিয়া ভক্ষণ রে, প্রেতমৎস্যও তদ্রূপ আপনার দীর্ঘ শুঁড়ে অন্য ীবকে বদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে। এ মৎস্য কেহ ভোজনার্থ ক্রয় করে না। জালিক আপনার কন্যাকে কৌতুক দেখাইবার নিমিত্ত এইটী ধরিয়া আনিয়াছিল াহার দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা দুহিতা পিতার প্রত্যাগমনা- শায় সাগরকূলে প্রতীক্ষা করিতেছিল। পিতা উপ- স্থিত হইয়াই কন্যার মনোরঞ্জনার্থ তাহার সম্মুখে মৎস্যটী আনিয়া রাখিল। এই আশ্চর্য্য জলজন্তুকে দেখিবার নিমিত্ত সেস্থলে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। সকলেই মৎস্যকে বেষ্টন করিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। আমি বৈদেশিক, তাদৃশ অদ্ভুত মৎস্য কখন দেখি নাই, উহা জানিতে পারিয়া কন্যাটী পিতৃ- হস্ত উপঢৌকনটী আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে দিল।

ধীবর বালিকা চটুলা ও চারুহাসিনী; অঙ্গের একটু একটু ভাবন আছে। নবসঞ্জাত চম্পক- কলির ন্যায় কোমল অঙ্গুলিগুলি দিয়া মৎস্যের এক স্থান দেখাইতেছিল। মৎস্য দর্শনে আমাকে আহ্লাদিত দেখিয়া চরিতার্থতা যেন মূর্ত্ত হাসি হইয়া আসিয়া তাহার অধর ও চঞ্চল নয়নযুগলকে প্রফুল্ল করিতে লাগিল। আমি কখন মৎস্য দেখিতেছি, কখন বালিকাটির সাদর হাব ভাব নিরীক্ষণ করিতেছি। দেখিলাম তাহার কাঁচুলী-কোষে একটী কজ্জলাধার রহিয়াছে। মাদ্রাজের শৈব ও শাক্তগণ সেই কজ্জলে ললাট রঞ্জিত করেন। আমার কপালে তাহার ফোঁটা দিবার জন্য সঙ্কেত করিলাম। আমার বেশ বিশেষতঃ মাথায় টুপি দেখিয়া কেহই আমাকে হিন্দু বিবেচনা করেন নাই। বালিকাটী ইঙ্গিত করিয়া বলিল যে, হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি এই কজ্জল ব্যবহার করেন না। কজ্জল না পরিলে নয়, আবার হিন্দু স্পষ্ট তাহার প্রমাণ না দিতে পারিলেও কজ্জল পরিতে পাইব না। অন্য হিন্দুকূলে জন্মপরিগ্রহ করিলে সঙ্গে আর জাতিপরিচায়ক কি প্রমাণ থাকিত? কপালেও কজ্জল তিলক ঘটিত না। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জাতিপরিচায়ক অনুগামী যজ্ঞসূত্র তদ্দণ্ডেই বাহির করিয়া দেখাইলাম। যজ্ঞো- পবীত সন্দর্শনে প্রীতচিত্ত হইয়া বালিকাটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলির অগ্রভাগে আমার ললাটে ফোঁটা করিয়া দিল। মাথার তাল পত্রের টুপি, পরিচ্ছদ আহাজী নাবিকের পোষাক, তাহার উপর আবার উজ্জ্বল কজ্জলের তিলক,—দেখিতে সে এক আশ্চর্য্য ভঙ্গী হইল আর কি!

তখন এই বেশে নগর ভ্রমণ করিতে চলিলাম। বেশটী অপূর্ব্ব হইয়াছে, বিলাতি নাবিকের মত পথে হেলিতে দুলিতে চলিলাম। কিয়ৎকাল পরে শ্রমাকুল হইয়া জনেক ব্রাহ্মণের আস্থানায় আসিয়া বসিলাম। ব্রাহ্মণটী গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ,—অঙ্গারের প্রতিযোগী, আমার নিকট আসিয়া এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহারও নাবিক ভ্রম উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, ইনি বিলাতি নাবিক না মাদ্রাজী শাক্ত ব্রাহ্মণ? পরিশেষে আমার যথার্থ পরিচয় না লইয়া আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। আমাকে ইংরাজি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন,— আপনি কে?—আমি বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ। এই বলিয়া তাঁহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল দূর হইবে কি, আরও দ্বিগুণতর প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন তবে ঈদৃশ বেশ কেন? আমি বলিলাম, কেন, কি প্রকার বেশ? টুপিটাই সকলের উপর কিছু বেশী বেশী জাহির ছিল, তজ্জন্য সাহেব প্রথমে টুপির কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিলাম, এ প্রকার টুপি মস্তকে পরিলে অধিক রৌদ্র লাগিতে পায় না, সে কারণ ইহা পরিয়াছি। কেন ইহাতে কি পাপ আছে? তিনি বলিলেন, না পাপ হয় না, তবে দেশাচার নহে। আমি বলিলাম, দেখুন দেশের আচার ব্যবহার কখন এক ভাবে থাকে না। দিন দিন কত যে পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। আমাদের বঙ্গদেশে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে, হ্যাট কোট পরা চলিতেছে, সাবান মাখিয়া গা ছরস্ত করিবার প্রথা চলিতেছে, মদ্য কুক্কুট ভিল্, মটন্, বিফ্, প্রভৃতি সাহেবী খাদ্য খাইয়া সকলে সাহেব হইবার বাসনা করিতেছে, প্রণাম নমস্কারের স্থানে 'হাতনাড়া' আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। "শ্রীচরণকমলে নিরাপদেষু" মরিচা ধরা পাঠের স্থানে,—"আমার প্রিয়" —এই অভিনব পাঠটী আসন লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ সকল বিপ্লব পুরুষ মণ্ডলে। অন্তঃপুরে এখনও সেই করিকুম্ভনিন্দি পয়োধর মাকড়সার জালে অঙ্গ ঢাকিবার মাত্র ঢাকিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যান, বিবাহে বরডালা মাথায় করিয়া বরকে প্রদক্ষিণ করে আর প্রাচীনেরা মথুরা, প্রয়াগ, কাশী ভ্রমণ করিয়া আসেন। আমাদের অপেক্ষাকৃত সভ্য হিন্দুস্থানীগণ ছি ছি করিয়া গায়ে থুথু দেন।

ব্রাহ্মণ আমার কথা শুনিলেন, ঘৃণা ও উপহাস দর্শনে ওষ্ঠ কাটিলেন, আর কিছুই বলিলেন না। আমাকে দেখিবার জন্য পথের উপর বিস্তর লোক সমবেত হইল। ব্রাহ্মণ জনতা দেখিয়া বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইলেন; এমন সুযোগে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নয়, বিবেচনায় কনষ্টাণ্টেড মিশনরীর ন্যায় উদ্যমশীল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের ন্যায়, আর্য্য প্রবন্ধকের ন্যায়, মিউনিসিপাল ফ্রানচাইজ প্রবর্ত্তকের ন্যায় বাহু তুলিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ এ আগষ্ট। অর্ডারের শেষ পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্ট ৮৭ দিন বসিল।

এক্ষণে দেশের সাধারণ মঙ্গল ও শান্তি সম্বন্ধে ভূমিসংক্রান্ত লোকদিগের এক পরিবারের চারি জনকে হত্যা করিয়াছে।

সেই শোক প্রকাশ করিতে কেপবাসীরা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়া ১৮ ই আগষ্ট। প্রায় ৩০০০ সৈন্য পশ্চিম আফ্রিকার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। কোনাটের ভিতর দিয়া সমুদ্রতীরে যাইবেন।

লণ্ডন ১৯ এ আগষ্ট। অদ্য ডর্বি প্রদেশের সময়ে জনৈক মুসলমান-মুখে শুনিল করিয়াছে। সেখানে তুরস্ক ও ইংলণ্ডীয় জাহাজ এবং অষ্ট্রীয়ার সেতুর আছে। জাহাজে যুদ্ধ করিবেন।

অধিকন্তু মিনিষ্টর-কৌন্সিলসভার সভাপতি হইয়াছেন।

লণ্ডন ২০ এ আগষ্ট। গত কল্য যে জাহাজ যুদ্ধ করিয়াছে সেড নামক বন্দরে উপনীত হইয়াছে এবং বুয়ারেট সৈন্যদল তীরে উত্থিত হইয়া, তদ্দেশবাসিদিগকে শাসন করিতেছে।

ব্রিটিশ আডমিরাল সোয়েজপথের বাণিজ্য বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

মহম্মুদী খানের নিকটে সংগ্রাম পুনরায় চলিয়াছে।

ইংরাজেরা নির্ব্বিরোধে সেড নামক বন্দর, এবাডাবাদ, পেশিয়া এবং সমুদায় সেনেজগল অধিকার করিয়াছেন।

খেদিভ সেড বন্দরের নূতন শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করেন. পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

মেজর কেন সামান্যরূপ আহত হইয়াছেন।

সেনাদিগের অবরোধ হইতে মুক্ত হইয়াছে, বিপক্ষেরা পলায়ন করিয়াছে। সমুদায় এখন শান্তভাবে আছে।

লণ্ডন ২২ আগষ্ট। টেলেকে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বিপক্ষের ১৩৮ জন হত ও ৬২ জন বন্দীকৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ আগষ্ট। ইংরাজেরা সিয়াপিয়ম নামক স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিপক্ষেরা তাহাদিগের আগমনে সংস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ও কায়রো এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী টেলিগ্রাফের কার্য্য দেওয়া হইয়াছে।

মাল্টাদ্বীপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে মালিওমো নামক এক পরিবারের ৪ জনকে ২ জনা হত্যা করে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ আগষ্ট। মিশর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, নীলের অতিশয় জল বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইংলণ্ড-কাবুলীর পক্ষীয় ও ইংলণ্ড-বিপক্ষদিগের অধিকারের সৈন্য সমবেত হইয়াছে। ইহাদের অগ্রগামী ৩০০০ সৈন্য খাইবর গিরিপথ অতিক্রম করিয়াছে। ইহারা পেশাবরের দিকে যাইতেছে, একদল অমরোহ আক্রমণ করিয়াছে।

ফ্রান্স-ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অনুকূলতা হইয়াছে

সেনাকসের শাসনকর্ত্তা সুলতানের নিকটে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ আগষ্ট। প্রায় ১০০০০ ব্রিটিশ সৈন্য ইস্মেলিয়ায় উপনীত হইয়াছে।

এইরূপ জনরব যদি আরাবি বোলক রেলওয়ে দিয়া উপস্থিত হইবে জান, এই আশঙ্কায় বিডোইনেরা ঐ রেলওয়ে কাটিয়া দিয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ আগষ্ট। সর মর্গেট ওয়ালি নেকিচে আসিতেছেন। সেনাপতি গ্রেহামের সৈন্যদল রামেসস পর্য্যন্ত গিয়াছে। এরূপ আশঙ্কা করা হয় যে, এরূপ অগ্রগামী সৈন্যদলের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। গ্রেহামের সৈন্যদলের সামান্যমাত্র অনিষ্ট হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

লেডাকে অতিশয় বৃষ্টি হইয়া ও বরফ পড়িয়া কয়েকটী সেতু ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাণিজ্যের প্রধান পথগুলি বন্ধ হইয়াছে।

১ লা সেপ্টেম্বর শিক্ষাসংক্রান্ত কমিশনের বোম্বাইয়ে অধিবেশন হইবে।

২০ এ আগষ্ট চট্টগ্রামে দুই বার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

ব্রিটিশ অধিকারে আমাদের অন্য শ্রীবৃদ্ধি অপেক্ষা মাতলামির শ্রীবৃদ্ধিটী কিছু অধিক। বোম্বাইয়ের এক সুরাটে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর একলক্ষ মাতাল। ইহার মধ্যে চোদ্দ হাজার স্ত্রীলোক।

কলিকাতার গত প্রদর্শনীতে বর্দ্ধমানের প্রেমচাঁদ কর্ম্মকার নামে এক ব্যক্তি পেনকাটা ছুরি পাঠাইয়াছিলেন,গবর্ণমেণ্টের তাহা মনোনীত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাহার উৎসাহ দানার্থ ৩০০গুলি ছুরি কাঁচি প্রভৃতির আদেশ দিয়াছেন, যদি তিনি দিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট আফিসের নিমিত্ত আরো লওয়া হইবে। দেশীয় শিল্পাদি যে কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা উৎসাহদাতার বিরহে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। লর্ড রিপনের কল্যাণে যদি সেগুলি পুনরায় উন্নতি লাভ করে, কেবল যে দেশের মঙ্গল হইবে, এরূপ নয়, গবর্ণমেণ্টও অনেক কর্ম্মার্থির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব ও বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর রিভার্স টমসন সাহেবে যে কত প্রভেদ আমরা তাহার একটী প্রমাণ দিতেছি,ইডেন সাহেব কলিকাতা মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের সদা দোষানুসন্ধান করিতেন। তাঁহাদিগের কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না,নির্ব্বাচন প্রণালীর প্রতি তাঁহার বিষম বিদ্বেষ ছিল। তবে তাঁহার একটী মহৎ গুণ ছিল, যে দিকে জল পড়ে,সেই দিকে ছাতি ধরিতে পারিতেন। যখন দেখিলেন, প্র বিপন আত্মশাসনের অতিশয় পক্ষপাতী হ যাইতেছেন, তখন তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলে কিন্তু রিভর্স টমসন সাহেব সে ধাতুর লো নহেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপাল কমিশ দিগের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে ধন্য দিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সাইবেন চেষ্টার কৃষিবিদ্ লয়ের জন্য বার্ষিক দুই হাজার টাকার আয় কৃষিবৃত্তি স্থাপন করিতে উৎসুক হইয়াছেন। বঙ্গে বিদ্যার ও উড়িষ্যার বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীর কেহ উহা লাভ করিতে পারিবেন না। ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদনকারীদিগকে শি বিভাগের ডাইরেক্টারের নিকট আবেদন করি হইবে।

গোঁড়া মূর্খ মুসলমান ও হিন্দুর যে কোন স সম্ভাব হইবে, তাহার আশা নাই। সাবেমে পুনঃ হিন্দু ও মুসলমানে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে, মন্দির মসিদ ধ্বংস করা হইতেছে। যাবৎ উহাদিগের বিদ্য শিক্ষার বিস্তার না হইবে, তাবৎ এ উপদ্রবের শা হইবার সম্ভাবনা নয়।

অষ্টলোর সার্জ্জন এম, ডি, ওকনেল স্থির করি ছেন, শরীরের রক্তের সহিত যে জল আছে, তা আধিক্য হইলেই সাংক্রামিক জ্বর হয়।

আয়ারিবে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টো সাহেবকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তা পাঠ করিলে তাঁহাকে এক জন বিলক্ষণ শিক্ষি লোক বলিয়া বোধ হয়। তাহা পাঠ করিয়া ইং এখনও যে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না, এ বড় আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয়। পত্রের কিয়দ এই " তাঁহার রক্ষা তাঁহার কোরাণে আমাদিগ আদেশ দিয়াছেন, আমরা যুদ্ধের অনুসন্ধান ক না, যুদ্ধ আরম্ভও করিব না। তিনি আমাদিগ এ আদেশও দিয়াছেন, যদি কেহ আমাদি বিপক্ষে যুদ্ধ চালায়, আমরা তাহার বাধা দিতে বি হইব না। যদি বাধা না দি, ধর্ম্মে আমাদের বিশ্ব নাই, ইহা স্থির হইবে। যাহারা আমাদিগকে আ মণ করিবে, আমরা প্রত্যেক অস্ত্রের দ্বারা তা দিগকে প্রত্যাক্রমণ করিব। তাহাতে মায়া নাই। ইংলণ্ড নিশ্চয় জানিবেন, তি প্রথম কামান নিক্ষেপ করিলেই মিসরবাসি সন্ধি প্রভৃতি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হই ইউরোপীয়দিগের বিষয় বিভব অবরুদ্ধ হইবে, এ সংবাদাদি আদান প্রদানাদির যত উপায় আ সমুদায় ছিন্ন হইবে। মুসলমানদিগের ধর্ম্মবি যে উৎসাহ আছে, তাহার অনুযোগী হইয়া সিরি আরব ও তাবস্তবর্ষে ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা করি দেওয়া হইবে।" ইত্যাদি। মিসরবাসিরা যে আ মণকারী নয়, তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হ তেছে। ইংলণ্ডই আক্রমণকারী। যে আক্রমণকা সেই যে মহাপাপী, বাইবল না বলুক, যুক্তি সঙ্গতা বলে সন্দেহ নাই। এখন স্পষ্ট বুঝা যা তেছে, এই কারণেই ব্রাইট সাহেব পদত্যাগ ক রাছেন। যাহা হউক, গ্লাডষ্টোন সাহেবের ম কালে এই শোচনীয় ঘটনা হইল, এটী বড় দুঃ বিষয়।

নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে লর্ড রিপন
লা পরিত্যাগ করিয়া লাহোর, রাউলপিণ্ডি ও
ার প্রভৃতি স্থান দর্শন করিবেন। লক্ষ্ণৌয়ে একটী
সার হইবে। দরবারগুলি সরদার ও রাজগণের
কুচ্ছ উপস্থিত করিবার একটী উৎকৃষ্ট দ্বার।

অথক্ষয়ের আর একটী দ্বার খোলা হইতেছে,
সি, ডোপ সাহেবকে পবলিকওয়ার্ক বিভাগের
ন মন্ত্রী করা হইতেছে। যদি চতুর্দ্দিকে অপ-
য়ের প্রণালী খোলা হয়, ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা
ল।

আমাদের মিয়ানমিরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,
ত ৩০ এ শ্রাবণ সোমবার এখান হইতে অমৃতসহরে
ইবার জন্য এক দল ইউরোপীয় সৈনোর প্রতি
দেশ হয়। তাহাদের দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য
নশরিয়েটের অনেকগুলি হস্তী বারিকের সম্মুখে
স্থিত থাকে। তন্মধ্যে একটা প্রকাণ্ড হস্তী হঠাৎ
ঝাড়া দিয়া আপন পৃষ্ঠস্থিত মাহুত ও কুলিকে
লে নিক্ষেপ করে। উভয়েই যথেষ্ট পরিমাণে
াত প্রাপ্ত হয়। কুলির অপেক্ষাকৃত অল্প
াঘাত লাগাতে সে অতি কষ্টে ও আস্তে আস্তে
া হইতে উঠিয়া যায়। কিন্তু মাহুত আর উঠিতে
বল না, সেই স্থানেই পড়িয়াছিল। হস্তী উঠি
া প্রায় ২০। ২২ হস্ত দূরে চলিয়া গেল, পরক্ষণেই
া হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাহুতের বক্ষঃস্থল
পন শুণ্ড দ্বারা এমন জোরে চাপিয়া ধরিল যে,
াহাতেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তৎপরে
া পুনরায় তথা হইতে কিয়ৎ দূরে গমন করিল
তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উক্ত দ্বারা তাহাকে
ণ ও উচ্চ নিক্ষেপ করিয়া বার বার লুফিতে
লল। কিন্তু পরিতাপ উহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া
হের মুণ্ডের আপন শরীরে নিক্ষেপ করিল ও
ার বাম উরুর উপর আপন সমুদায় দক্ষিণ
ক বিশাল পাখানি তুলিয়া দিয়া চাপিয়া ধরিল
শুণ্ড দ্বারা তাহার মাহুতের দক্ষিণ পা ধরিয়া
মোড়িয়া দিয়া ফেলিল। কুলি হাসপাতালে
হইয়াছে, জীবনসংশয়। হস্তী অতি কষ্টে অবরুদ্ধ
াছে।

হীরা নামে একজন মুসলমান এখানকার সদর
ারে ফল মূল বিক্রয় করিত। হুরদীন নামে
র একজন মুসলমানের পত্নীর সহিত অনেক দিন
ত তাহার আসক্তি ছিল। ইতিমধ্যে হীরার
ত উক্ত মুসলমান-পত্নীর বচসা হওয়াতে স্ত্রী-
কটী তাহাকে প্রায় সর্ব্বদাই গালি দিত। হীরা
ক দিন ক্ষমাগত সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু ১১ এ
ণ পুনরায় গালি দেওয়াতে তাহার অসহ্য হইয়া
। ইহার প্রতিবিধানের জন্য রাত্রি দুই প্রহ-
রের পর মদ্যপান ও গাঁড়াসিয়া অর্থাৎ এক প্রকার
কাটারি ধারণ করিয়া হুরদীনের শয়ন স্থানে
গমন করিল। আজ কাল এ দেশে ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম,
সাধারণেই গৃহের বহির্ভাগে শয়ন করিয়া থাকে।
হুরদীন তাহার স্ত্রী ও ৮টী কন্যাকে লইয়া রাজ-
পথের উপর শয়ন করিয়াছিল। ইতিমধ্যে হীরা তথায়
আসিয়া অগ্রেই স্ত্রীলোকটীকে অস্ত্রাঘাতে শেষ করে,
পরে হুরদীনকে উপর্য্যুপরি দুই তিন আঘাতে শেষ
করে। তাহার নিকটস্থ একখানি চার পাইয়ের
উপর তাহার দশ এগার বৎসর বয়স্কা ও ৫। ৬ বৎ-
সর বয়স্কা বালিকাদ্বয় নিদ্রা যাইতেছিল। জ্যেষ্ঠা
বালিকার নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সে সেই সকল ভীষণ
কাণ্ড দর্শন করিয়া আপন প্রাণরক্ষার্থ তাড়াতাড়ি
যেমন চারপায়ের নীচে যাইতেছিল, অমনি তুরদৃষ্ট
হীরা সবেগে আসিয়া তাহাকেও অস্ত্রাঘাত করিল,
বালিকাটী সে আঘাত সহ্য করিয়াও চারপায়ের নীচে
গমন করিল। তখন দুরাত্মা কনিষ্ঠা বালিকাটীকে
তিন চারি আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিকটস্থ নিদ্রিতা
অপর একটী স্ত্রীলোককে আক্রমণ করিল। এই স্ত্রী-
লোকটী হুরদীনের কুটুম্বের কন্যা; পূর্ব্ব দিনে হুরদীন
ও পরিবারদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাকেও
দুই তিন অস্ত্রাঘাতের পর পুলিষের একজন সিপাহি
আসিয়া বাধা দেওয়াতে সে আপাততঃ বাঁচিয়া
গিয়াছে বটে, কিন্তু জীবন সংশয়। হুরদীনের জ্যেষ্ঠা
কন্যা ও এই স্ত্রীলোকটীকে হাসপাতালে রাখা হই-
য়াছে। কন্যাটী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। হীরা
তৎক্ষণাৎ ধরা দিয়া তাহাতে আসিয়াছে।"

আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন
"১৮ ও আগষ্ট রাত্রিতে এতদঞ্চলে এক ঘণ্টে
৪ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। নদী নালা জলে পরিপূর্ণ
হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ফসলের অনেক উপকার
হইল। ধান্যের রোপণকার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে।
কিন্তু এই বৃষ্টি এ জেলার সর্ব্বত্র সমভাবে হয় নাই।
গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।
নীলকরগণ তাহা বৃষ্টি হা বৃষ্টি করিতেছিলেন, তাঁহারা
এখন আনন্দে পুলকিত হইলেন। মফাচলের
অনাবৃষ্টির আশঙ্কায় খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি করি-
ছিলেন, তাঁহারাও পূর্ব্ববৎ মূল্যে বিক্রয় আরম্ভ করি-
য়াছেন।

আমাদের মানাঘর লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সাহেবের একটী
সুবিচারে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এ জেলায়
কতকগুলি মহানদী ছিল, তদ্দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিতে
জলসেচন কার্য্যও চলিত না। গতবৎসর গভর্ণমেণ্টের সহিত
যোগ করিয়া দেওয়াতে উক্ত নদীগুলি খাত দানের
মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার ইজারা অধিকাংশ
নীলকর সাহেবকে দেওয়া হইয়াছে এবং খাজনা ধার্য্য
করিয়া ৯। ১০ বৎসরের জন্য পাট্টা দেওয়া হইয়া
ঐ নদীগুলির যাবতীয় উপস্বত্ব ইজারদারগণকে প্র
করা হইয়াছিল। কিন্তু জলকর চিরকাল জমিদা
লইতেন। তাঁহারা সকলে কেলার মাজিষ্ট্রেট সাহে
নিকট প্রতিবাদ করেন এই প্রতিবাদপত্র বঙ্গেশ্ব
আদেশানুসারে গ্রাহ্য হইয়াছে। জমিদারগণ পূর্ব্ব
প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকলে স্ব স্ব স্বত্ব ভোগ কর
ইহাই বড় সুখের বিষয়।

আমাদিগের রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া
"আমরা নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে প্রকাশ করিতে
আমাদিগের এখানকার মাননীয় ডেপুটী মাজি
শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয় পীড়িত হ
তিন মাসের অবকাশ গ্রহণ করিতেছেন। আ
জগৎ পিতা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি
তিনি নীরোগ হইয়া পুনরায় স্বীয় পদের গৌরব
করুন। রামবাবু পরিশ্রমী এবং বহুদর্শী হাকি
ব্যবহারশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। র
বাবুর বিচারে বাদী প্রতিবাদী উভয়ই সন্তুষ্ট।
কি উকীল কি মোক্তার কি পুলিষ কর্ম্মচারী কি অধী
আমলা সকলেরই সহিত অমায়িক ব্যবহার ক
থাকেন। যে বিচারপতি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বা
ধনাঢ্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের স্বার্থপরতামূলক চ
কারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিচারের তুলাদণ্ড অকু
হস্তে নির্ভয় চিত্তে ধারণ করিতে পারেন, তাঁহার ন
পরায়ণতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমরা রামবা
যতদূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি তিনি এই শ্রে
একজন অনায়াসে হাকিম। এ সবডিবিজনের আব
বৃদ্ধ বনিতা সকলেই রামবাবুর সদ্ব্যবহারে নি
প্রীত। আমরা ভরসা করি আমাদিগের গুণগ্রাহী
শনর শ্রীযুক্ত মনরো সাহেব তথা গবর্ণমেণ্ট রামবা
এখানে প্রেরণ করিয়া রাণাঘাট সবডিবিজনের প্র
বর্গের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। রামবাবু তিন মা
অবকাশ লইতেছেন; কিন্তু এই তিন মাস উ
পদে কে রাণাঘাটে আসিবেন, তাহা এখনও স্থির
নাই।

এ বৎসর এ সবডিবিজনের যাবতীয় শ
আশানুরূপ বৃষ্টি না হওয়াতে লোকগণ হাহা
করিতেছে। ধান্যাদির অবস্থা ভাল না হওয়
সমস্ত দ্রব্যই ক্রমে ক্রমে মহার্ঘ্য হইয়া দাঁড়াইতে
পাঠকবর্গ নিম্নের তালিকাটি দর্শন করিলে অ
দিগের কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন

	বাজার দর	টা
তণ্ডুল ১ উল	১ মণ	
মোটা ঐ	ঐ	
অড়হর	ঐ	
ছোলা	ঐ	
কলাই	ঐ	

ঃ	ঐ	১৫০
	ঐ	৮৮০
া	ঐ	১৮৯০
	ঐ	২৮০
নো	ঐ	৩৮০
প	ঐ	৮৯০
ধা	ঐ	৭৯০

ঃকর্ম্ম। এক মণিনা ব্যতীত গতবৎসর আপেক্ষা
ৎসর যাবতীয় দ্রব্যাদিই মহার্ঘ্য হইয়া দাঁড়াই-
। এখনও বেশী মূল্য হইবার সময় আছে।
বৎসর যে সকল মহাজন কিছু ধান্য সঞ্চয় করিয়া
খাছিল, এবার তাহাদের পোষাবারো।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

এক জন কর্ম্মচারির প্রয়োজন।

মাসিক বেতন ১৫ টাকা। ৫।৬ হাজার টাকা
য়ানা আদায় করিতে হইবে। অতএব বিশ্বাসার্থ
হাজার টাকা ডিপজিট দিতে হইবে। আবাদে
তে হইবে। অতএব আবাদের কাজ জানা চাই,
দারী সেরেস্তার কাজও জানা চাই। সর্ব্বদা সকল
রর তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। অতএব সর্ব্বদা
ক্ত শ্রমশীল হওয়া ও কাজে ভেদ থাকা চাই।
সকল নিয়মে যিনি প্রার্থী হইতে চান, সোম-
াশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর
টে আগমন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে
বেন। উপেন্দ্রকুমারের ঠিকানা—চাঁপ তলোতা।
াপুর ডাকঘর—কলিকাতার দক্ষিণ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৮৮২ ১৬ ই আগষ্ট খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরা
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রি
চরণ মল্লিক তিন মাসের ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে
ঃ কিশোরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার
নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বদলিহইয়া তথায় প্রেরিত হইবেন
নসিংহের জেলা ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত টি ও এম, ক
মাসের ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে ডেপুটী
ও, কে, ডে তৎপদে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত
ছেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও
ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সাদর আমীর উদ্দিন আহম্মদ বাখরগঞ্জের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোপেন্দ্রনাথ ঘোষ চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তীর অনুপস্থিত কাল বা অন্য আদেশ পর্য্যন্ত সিলিগুড়িতে বদলী হইলেন।

১৮৮২। ১৮ ই আগষ্ট। দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই. জি. মোজিয়র অতিরিক্ত একমাস অবসর প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৮২। ১৯ এ আগষ্ট। পুরুলিয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, ই, বকলাণ্ড একমাস পাঁচদিনের ছুটি সমাপনের জন্য মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এইচ, সিমসন তৎপদে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮২। ২১ এ আগষ্ট। এম, এ, বেলেজোপের অনুপস্থিতকাল অথবা অন্য আদেশ পর্য্যন্ত নদীয়ার জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলিউ, এইচ, এম, গন ময়মনসিংহে প্রতিনিধিরূপে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সাতের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার বাবু ছয় মাসের দশদিনের ছুটি লওয়াতে ২৪ পরগণার অতেট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, ডবলিউ, পাল তৎপদে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শঙ্কর কুমার বসু একমাসের ছুটি পাইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮৮২। ২১ এ আগষ্ট। ২৪ পরগণার অন্তর্গতী বারাকপুরের মুন্সেফ বাবু কামাক্ষ্যা নাথ মুখোপাধ্যায় জেলা মুরশিদাবাদের মুন্সেফ হইলেন; সচরাচর যাহা বাঙ্গলা থাকিবেন।

মানভূমের সহকারী কমিশনর বিশাল ঐ জেলার সব জজের ক্ষমতা পাইলেন।

মৌলবী ফজলর আলির মৃত্যু হওয়াতে ভাগলপুরের অনুপস্থিতী মধেপুরার মুন্সেফ মৌলবী আবদোহেসেন প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

মৌলবী আবদোহেসেন প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফ হওয়াতে ছাপ্রামের মুন্সেফ বাবু হরকুমার রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

বাবু হরকুমার রায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হওয়াতে নোয়াখালী অন্তর্গতী লক্ষ্মীপুরের মুন্সেফ বাবু বিমলাচরণ মজুমদার তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

বাবু বিমলাচরণ মজুমদার তৃতীয় শ্রেণীর হওয়াতে বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। ইনি হাজারিবাগের মুন্সেফ হইয়া সাতবাচর পরকারহায় থাকিবেন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত দক্ষিণ সাবাজপুরের মুন্সেফ বাবু হেমচন্দ্র বসু ১ লা সেপ্টেম্বর অবধি তিন মাসের ছুটি

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেসন।

মিরাটের রয়েল আর্টিলারির ফটটেকার ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২,৩০৪,৩০৪ এ ধারামতে অভিযুক্ত হইয়া বিচারার্থ অত্র আদালতে আনীত হয়।

উক্ত মকদ্দমার স্থূল বিবরণ এই,—গত ১৪ জুলাই শুক্রবার মিরাটের এম ব্যাটারির ৩ ব্রিগেডের সারজেণ্ট ফুইটেকার ও ট্রিকে এবং ৪ পোরাল বেলী নামক তিন জন গোরা শীকার মিরাটের গড় মুক্তেশ্বর রাস্তা দিয়া যাইতেছিল কিছুক্ষণ একত্র শীকার করিয়া তাহারা মিরাটে অন্তর্গত সিসাউলী নামক গ্রামের নিকট দুই দ বিভক্ত হয়। ট্রিকে ও বেলী এক দলে এ একা ফুইটেকার অপর দলে থাকিল। সন্ধ্যা সময় প্রথম দল মিরাটের অভিমুখে যাইতে লাগিল। এ দিকে ফুইটেকার প্রথমতঃ এক ঝাড়টিকে বন্দুক করিল, সেটী ইক্ষুক্ষেত্রের দি উড়িয়া গেল, কিন্তু কয়েকটি ছটরা ছট্টু না একটী বালকের গাত্রে লাগে। ছট্টু সেই সম একটী তুলার ক্ষেত্রে ঘাস নিড়াইতেছিল এবং ট্ট ক্ষেত্রে সেকেন্দার ও রামস্বরূপ ছিল। সে চীৎ করিয়া তাহার পুল্লতাত সারওয়ানকে বলিল সাহেবের ছটরা তাহার গাত্রে লাগিয়াছে। সার য়ান তখন তুলারামের সহিত অপর ক্ষেত্রে কাজ ক তেছিল। ছট্টুর এই কথা শুনিবামাত্র সে আপন কাজ পরিত্যাগ করিয়া গোরার দিকে যাইতেছি এমন সময়ে উক্ত গোরা তাহাকে গুলি করিল।

এই মকদ্দমার প্রথম সাক্ষী ছট্টু গোঁসাই বলি সে তাহার বাড়ী সিসাউলী, সারওয়ান তাহার খু তাত এবং উহার মৃত্যুর কথা তাহার স্মরণ আছে রামস্বরূপ ও সেকেন্দারের তুলার ক্ষেত্রে সে নিড় চতেছিল, এবং তাহারা উভয়েই দেখি ছিল। প্রায় সূর্য্য অস্তের সময় এক জন গোরা এ কুক্কুটকে বন্দুক করিল, তাহার একটী ছটরা উড়তে, একটী দক্ষিণ হস্তে এবং একটী বাম দি বক্ষস্থলে লাগিল। সে তখন কাঁদিয়া উঠিল, স্বরূপ এবং সেকেন্দার সারওয়ানকে ডাকিয়া বলি "গোঁসাই বালকের ছটরা লাগিয়াছে।" সারও তৎক্ষণাৎ আপন কার্য্য ত্যাগ করিয়া গোরার নি গেল, এবং করজোড়ে তাঁহাকে বলিল "মহা আপনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মারিয়া কোথায় তেছেন?" গোরা ক্রমাগতই চলিতে লাগিল সারওয়ান তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া ঐ কথা বলি লাগিল। তখন সাহেব পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রায় দশ অন্তর হইতে তাহাকে গুলি করিলেন, সে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সারওয়ান গোরার নিকটে যায়, তখন তাহার হস্তে কোন অস্ত্র ছিল না। সারওয়ানকে বধ করিয়া গোরা প্র করিল। অন্যান্য সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করাতে রাও এইরূপ বলিল। ছট্টু ধূলতাতের নিকট যা দেখিল, তাহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে, রামস্বরূ

কন্দার মৃতদেহের নিকট যায় নাই, তাহারা উচ্চৈঃ
গ্রামের লোককে এই বলিয়া ডাকিতেছিল যে
আমরা সকলে আইস গোঁসাইকে (সারওয়ানকে)
জন গোরা মারিয়া ফেলিয়াছে।" ছট্টু তাহার
তাহার মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া কোথাও যায় নাই
সে গোরাকে চিনিয়া দিতে পারে না। তদন-
সেকেন্দার রামস্বরূপ এবং জয়রাম এই তিন
র সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাহারা ছট্টুর ন্যায়
কল সকল ঘটনাই বিবৃত করিল এবং তাহারা
ক্ষ এক জন গোরাকে বন্দুক দ্বারা সারওয়ানকে
করিতে দেখিয়াছে, এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছে।
র পর মিরাটের সিবিল সার্জ্জন রবার্টসন সাহেব
রূপ সাক্ষ্য দেন, তিনি ১৫ ই জুলাই প্রাতঃকালে
ওয়ানের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। সার-
নের বয়স ৬০ বৎসর হইবে এবং তাহার শরীর
পক্ষাকৃত সবল ছিল। তাহার দক্ষিণ হস্তের নিম্ন
পর মাংসপেশী উড়িয়া গিয়াছে, দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে
এবং হস্তে ৩০ টী ছটার চিহ্ন রহিয়াছে, শরীরের
ন অংশে গোডার দাগ নাই। চক্ষের নীচে এবং
ের উপরে ১৫ টী ছটরা রহিয়াছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ
পঞ্জর ভগ্ন এবং ৬ষ্ঠ টী একেবারে চূর্ণীকৃত হইয়া
াছে, ৫ম ও ৭ম পঞ্জরের মধ্যে একটী গর্ত্ত হই-
ছ, তদ্দ্বারা অঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রবেশ করিতে
ে। গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে ছটরার দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
হইয়াছে। ফুস ফুস ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণ
া হৃৎপিণ্ডের উপরে রহিয়াছে এবং ছয়টী তাহার
রে প্রবেশ করিয়াছে, আর ১০ টী যকৃতের উপরি
া ছিল। ৫ম এবং ৭ম পঞ্জরের মধ্যে যে
াত লাগিয়াছিল, তাহার ক্ষত বহুদূর বিস্তৃত নহে,
তে তাহার বোধ হয় অধিক দূর হইতে তাহাকে
ক মারা হয় নাই এবং সম্পূর্ণ পার্শ্ব হইতেই
বন্দুক মারা হইয়াছে তাহাও নহে। ঐ সময়ে
ার হস্ত উত্তোলিত ছিল ।। উক্ত প্রকার ভাবে
া যে কক্ষ দেশের মধ্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা
ত পারে। তাঁহার মতে বন্দুকের আঘাতেই
ওয়ানের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পর ফ্রান্সিস
ও এইরূপ সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি বেলা এবং
টেকার এই তিন জনে শীকারার্থ নিমতলী
ক গ্রামের অভিমুখে যাইতেছিলেন। অপরাহ্ণ
৬ ঘটিকার সময় তিনি এবং বেলী ডন-
কারের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে গেলেন,
ার ১৫ মিনিট পরে প্রথম বন্দুকের শব্দ এবং
ার ৩। ৪ মিনিট পরে দ্বিতীয় বার বন্দুকের শব্দ
ত হয়। তাহার পরক্ষণেই তাঁহাদের পশ্চাতে
ল উঠিল। তখন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন কিছু
ছইটেকার টুপি পুরাইতে পুরাইতে তাঁহাদের
দিকে দৌড়িয়া আসিতেছেন। তখন তিনিও সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। ছইটেকার যখন তাঁহাদের নিকটে আসিলেন, তখন ভয়ানক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং এই কথা বলিলেন যে, গ্রামের সকল লোক তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছে এবং একজন তাঁহাকে ছুরির দ্বারা আঘাত করিতে আসিয়াছিল বলিয়া তাহাকে বন্দুক মারিয়াছেন। শীকার করিতে আসিবার সময় তাঁহারা ৪ জন কুলী সংগ্রহ করিয়া লন এবং ৫ টী বন্দুক তাঁহাদের সঙ্গে থাকে, অপরাধী ব্রিচ লোডার নামক বন্দুক লইয়া শীকার করিতেছিলেন এবং সে সময়ে তিনি কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করেন নাই। তদনন্তর বেলী সাহেবের সাক্ষ্য গৃহীত হইল এবং তিনি তাঁহার সঙ্গী ট্রিকের ন্যায় প্রায় সকল কথাই বলিলেন। অপরাধী ছইটেকার মিরাটের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যেরূপ জবানবন্দী দেয়, তাহা পাঠ করা হইল। তাহার মর্ম্ম এই গত ১৪ ই জুলাই বেলা ৫ টার সময় অপরাধী তাহার অপর দুই সঙ্গী হইতে পৃথক হইল। একটী ক্ষেতের ১০০ শত হাত আসিয়া একটী কৃষ্ণ-টকে উড়িয়া যাইতে দেখে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বন্দুক ছুড়িল। বন্দুক ছুড়িবার সময় দুই দল লোক ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছিল; বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র এক দল হইতে গোল উঠিল, কিন্তু তাহাদের আর কোন কথা না বুঝিতে পারিয়া "মারো" এই কথাটী বুঝিতে পারিল। উক্ত লোকেরা তাহার কোন অনিষ্ট করিবে এই ভাবিয়া তৎক্ষণে তথা হইতে চলিতে লাগিল। যে দল তাহার সম্মুখে কাজ করিতেছিল তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল, উহাদের মধ্যে এক জন দীর্ঘাকার পুরুষ তাহার নিকটবর্ত্তী হইল, তাহার হস্তে একখানি ছুরিকা ছিল। ঐ ব্যক্তি আবার যে কোন অনিষ্ট করিবে এরূপ প্রথমতঃ তাহার মনে হয় নাই, সুতরাং আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করে নাই। ৪ হস্ত অন্তর হইতে যখন ঐ ব্যক্তি ছুরীখানি তাহার মস্তকের চতুর্দ্দিকে ঘোরাইতে লাগিল এবং তাহাকে আঘাত করিতে আসিল তখন নিতান্ত ভীত হইয়া তাহার হস্তে গুলি মারিল, সেও সেই সঙ্গে ভূতলশায়ী হইল। তদনন্তর অপরাধী কিছুদূর দৌড়িয়া তাহার সঙ্গীদিগের সহিত মিলিত হইয়া উপস্থিত ঘটনার সকল কথাই তাহাদিগকে বলিল; সে সময়ে সে নিতান্ত কাতর ও ভীত হইয়াছিল। যাহা হউক, সে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দৌড়িতে লাগিল, ৬৮ হস্ত দূর যাইতে যাইতে দেখিল, অনেক লোক তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তখন আত্মরক্ষার্থ তাহার নিকট আর কোন উপায় ছিল না, সুতরাং উচ্চৈঃস্বরে ট্রিকের নিকট তাহার যে বন্দুকটী ছিল, তাহা চাহিল এ উহা হস্তগত করিয়া পুনরায় দৌড়িল; কিন্তু অধি দূর যাইতে না যাইতে পশ্চাৎ হইতে এক ব্য তাহার বন্দুক ধরিল এবং টানাটানি করাতে অ আওয়াজ হইয়া গেল, লোকটীও তৎক্ষণাৎ ভূপ নিপতিত হইল। অপরাধী নিরস্ত্র করিবার জ প্রথম ব্যক্তিকে (সারবানকে) গুলি মারে, তাহা হত্যা করিবার অভিপ্রায় ছিল না।

উভয় পক্ষের ব্যারিষ্টারদ্বয় আপন আপন ব শেষ করিলে মান্য বিচারপতি ষ্ট্রেট সাহেব জু দিগকে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মে বলিলেন তাঁহাকে এবং জুরিদিগকে এই ভাবে এই মকদ্দ গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ অপরাধী যেন এক ইউরোপবাসীর প্রাণ বধ করিয়াছে। তিনি জুরিরা যেরূপ রাজ্ঞীর প্রজা এবং যে সকল অ অনুসারে রক্ষিত বা দণ্ডনীয় হইবেন, সারওয়া পক্ষেও সর্ব্বাংশে তাহাই প্রযোজ্য। ব্রিটিশ আই আশ্রয়ে থাকিয়া এক জন পুরুষ স্ত্রীলোক বা কেহ মৃত্যু যে প্রকারে গণনীয় হইবে, সারওয়া মৃত্যুও তদপেক্ষা অধিক বা অল্প গুরুতর ব পরিগণিত নহে। অপরাধীর দণ্ড সম্বন্ধে কোন তাঁহাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই, সে ভার তাঁ উপর অর্পিত এবং তিনিই তজ্জন্য দায়ী। অপর সচ্চরিত্রতার কথাও যেন তাঁহারা মনে না দেন, তাঁহারা কেবল ঘটনা পরম্পরা হইতে প্রকৃত স্থির করিবেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স সম্বন্ধে তিনি যেরূপ উপদেশ দিবেন, তদ্দ্বারাই তাঁ পরিচালিত হইবেন। তদনন্তর মান্য জজ সা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে কি প্র কি অভিপ্রায়ে এবং কিরূপ অবস্থায় ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট করিলে হত্যাপরাধ বলিয়া গণিত হইতে পারে, তাহা বিশদরূপে জুরিদি বুঝাইয়া দিলেন। তখন জুরিরা গাত্রোত্থান করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে প্রত্যাগত বলিলেন যে অপরাধী আত্মরক্ষার্থ সারওয়া মারিয়াছে, তাহাকে উক্তাপরাধ পুনঃ করে মান্য বিচারপতি জুরিদিগের সিদ্ধান্ত বি রূপে অনুমোদন করিয়া অপরাধীকে বলি যে তুমি সারওয়ানের প্রাণ বধের হেতু হইয়া নিতা আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছ। তোমার কর্ত্তব্য হই তোমার ন্যায় সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে ক বাসের আদেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তুমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী, সুতরাং তোম যে দণ্ড দেওয়া হইবে, তাহা আমার আদৌ প্রার্থনীয় নহে; তিনি একপ বিশ্বাস করেন না যে রাণী ইচ্ছা করিয়া ঐ হতভাগা ব্যক্তির প্রাণ

ছে · কিন্তু সে নিকে এক জন সৈনিক পুরুষ, ... ইহা জানা উচিত ছিল যে এরূপ নিকটস্থিত ...কিকে বন্দুক মারিলে জীবনহানিই তাহার ...ফল। যাহা হউক, অপরাধী যে কামিরা ... নীল ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিল, তাহার ...র করিতে মানা জজ সাহেবের আর টাকা হইল ...তিনি তাঁহার সহযোগী মানা বিচারপতি ...সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া অপরাধীর ...দোষের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত পাঁচ ...কারাবাসের আদেশ করিলেন।

এই মকদ্দমার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠক কি মনে করিতেছেন তাহা ...না। তাঁহারা কি মনে করেন যে দুই ব্যক্তির ...বধের কারণ পাঁচবৎসর মাত্র কারাবাস আদেশ নরহত্যা হুইটেকারের পক্ষে কি পর্যাপ্ত ...ছে? তাহাদের যাহাই ইচ্ছা তাহা মনে করুন ...রা এসম্বন্ধে অন্য কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি ...। এই মাত্র বলি যে হতভাগ্য সারগুয়াম এবং ...রের নিতান্তই পরমায়ু শেষ হইয়াছিল এবং ...তা তাহাদের ভাগ্যে ১৪ ই জুলাই পর্য্যন্ত এ পৃথিবীর জল বরাত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, ...াৎ আমাদের হুইটেকার সাহেব বন্দুক হস্তে ...উলীতে গমন পূর্ব্বক বিধাতার সেই অখণ্ডনীয় ...ন প্রতিপালন করিয়াছেন।।।

রাণাঘাট—১৮ ই আগষ্ট।

এ পর্য্যন্ত আমাদের নবাগত মাজিষ্ট্রেট টী, ইংলিস ...ব সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে ...নাই, কল্য তাঁহার সঙ্গে আমাদের আলাপ হইল, ...লাম, তিনি এক জন অতি সজ্জন লোক। আলাপব্যবহারে তিনি অতি উদারভাবাপন্ন। তাঁহার ...ন্ত ইচ্ছা যে আমরা (দেশীয়েরা) দেশশাসন ভার ...ন পরিপাকে বহন করি। এখানকার কর্দ্দাতৃগণ ...দিন সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কিছু ...নগরসমাজের সভাপতি উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী ...ন। কর্দ্দাতৃগণের এ মীমাংসা তাঁহার অভ ...নীয় নহে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার মত ...নগরসমাজের সভাপতিসম্বন্ধের নির্ব্বাচন ...প্রবর্ত্তিত হয়। শাসনবিষয়ে এবংপ্রকার ...র ভাব দেখিয়া আমরা তাঁহার নিতান্ত পক্ষপাতী ...ছি এবং তাঁহার দ্বারা এ অঞ্চলের যে ভূরি উপ ...দর্শিবে, তাহাও আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে ...। তবে তিনি সময়ে সময়ে একটু উগ্রভাব ...করেন। এটী তাঁহার বয়সের দোষ। একটু ...বয়স হইলেই দূরদর্শিতা জন্মিবে। তাহা ...হলে এ দোষটী আর দেখা যাইবে না। আর তাঁহার এ ভাব সাধারণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কালে দূর হয় না। আমলাদের কোনরূপ দোষ দেখি লেই তিনি একটু ক্রোধপরবশ হইয়া থাকেন। সাকল্যে ধরিতে গেলে ইংলিস সাহেব অতি মহাশয় লোক। বি. দে, সাহেব এখান হইতে স্থানান্তরিত হইলে আমাদের নানা আশঙ্কা হইয়াছিল। এখন ইংলিস সাহেবের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া আমাদের সে আশঙ্কা অপগত হইয়াছে। অবশেষে প্রার্থনা এই, ইংলিস সাহেব এখানে কতক দিন স্থায়ী হয়েন।

দেখিলাম এখান হইতে নেপুর যাইবার প্রকৃত রাস্তা নাই। নেপুর গ্রামখানে এখানকার অতি সন্নিহিত। উপবিভাগীয় নগরের এত সন্নিহিত স্থানেই যখন কোনরূপ ভাল রাস্তা দেখা যায় না, তখন এ উপবিভাগের মফস্বলের রোডসেস অর্থে রাস্তা ঘাট কতদূর পরিষ্কৃত ও সংস্কৃত হইয়া থাকে, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন নয়। এটী সামান্য কলঙ্কের কথা নহে। আবার দেখুন, এখান হইতে সিহাড়সোলের দিকে একটী রাস্তা গিয়াছে। তথায় ইউরোপীয়দিগের প্রতিনিয়ত গতিবিধি হইয়া থাকে। সে পথটী অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিয়াছে। আবার এ বৎসর তাহার সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। এ ভাবে রোডসেস অর্থের ব্যয় হইলে অন্য স্থানে রাস্তা নির্ম্মাণের টাকা কোথা হইতে আসিবে? আমরা ইংলিস সাহেব মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা করি, নেপুরের অধিবাসীদের রাস্তার অভাব নিবন্ধন যে ক্লেশ হইয়াছে, তাহার উপশমের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

শুনিয়া সুখের হইলাম, সিহাড়সোলে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে চলিল। এ অঞ্চলে এইপ্রকার বিদ্যালয় স্থাপনের এই প্রথম উদ্যোগ। আমরা আশা করি পুস্তক অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে যেন এক একটু সেলাই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। আমরা কারপেট অপেক্ষা সামান্য সূচের দ্বারা শিল্পের অধিকতর পক্ষপাতী। কারপেটে বুনান আমাদের আদরের জিনিষ বটে, কিন্তু তত আমাদের ব্যবহারে লাগে কৈ? আশা করি এ বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি, তিনি যেন শিক্ষকের সঙ্গে এক জন কারপেটের দরজি রাখিয়া দেন। আমাদের বালিকাগণ পিরান চাপকান সেলাই করিতে শিখিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

বর্ষা শেষ না হইতেই এ দিকে জ্বর দেখা দিয়াছে। জ্বরের প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হয়, এটী সাংক্রামিক জ্বর। এ অঞ্চল অতি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। এখন এটী রোগের আবাসভূমি হইল।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যা... পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্র... সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতি পুস্তক।

নীতিরত্ন প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মা...
ঐ দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্দ্দশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মা...
ঐ তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মা...
বিষেধ বিলাপ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মা...

পীড়ের ইতিহাস (এরূপ ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় অতি... প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।

সোমপ্রকাশ অফিস, কলেজ ষ্ট্রীট কালেজ... পটোলডাঙ্গার মোড়, এই সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদ...

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জব ওয়... হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়... মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি... দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর ক... যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু... মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কা... পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযু... উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলি... ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সো... পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাই... যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা ক... তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণনা ক... পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। ... দিনবার পংক্তি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ... আনা, ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকাল... কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপা... ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অ... বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং ক...

রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমা-
অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
ক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
চ, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
ইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
নীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে
ন লইবেন।

পরীক্ষিত।

কেশসংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে
শর অকালপক্কতা, মস্তকের পুষ্টি, ও চুল
া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি
মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির
ক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং
আনা।

ন্টিং পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্তশূল, দন্ত নড়া,
পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের
ষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং /০।

পারাঘটিত ঔষধ। ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটিত
াদির শান্তি করত রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর
করিয়া থাকে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০।
ার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদ-
আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০।
প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাঠান
।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
১ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে
াশ হইতেছিল সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে
ধরস্বামিকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা
ও ক্রমসন্দর্ভ টীকার
ও মৎকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত
স্কন্ধে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪৷৷০
া ও ডাক মাসুল ১৷৷০ টাকা। ইহা ব্যতীত
ুল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭৷৷০ টাকা আর
ব পদ্য প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও
ক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৷৷০, পদ্য
ণ ১৩ শ খণ্ড ৫৷৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৷৷০,
প্যলতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা
আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

চক্ষুরোগের উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

ইহা চক্ষে দিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা বোধ হয় না অথচ স্নিগ্ধতা ও শান্তি বোধ হয়। এই মহৌষধ ব্যবহারে, চক্ষুজ্বালা, চক্ষুউঠা, চক্ষুশূল, অধিমাস, কণ্ড, চক্ষুর পার্শ্বাঘাত, রাত্রান্ধতা, তিমির, ঊর্দ্ধক বা শিরঃপীড়াজনিত দৃষ্টির স্বল্পতা, চক্ষের জলস্রাব, ইত্যাদি চক্ষের বহুতর রোগের নিশ্চয় আশু প্রতিকার হয়। এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে চক্ষে দিলে চক্ষুরোগের কোন ভয় থাকে না। ৮ বৎসর যাবৎ ইহা প্রচার করা হইতেছে এবং ইহার দ্বারা অনেক হতাশ চক্ষুর রোগী দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন এবং শত শত প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

এক শিশির মূল্য প্যাকিং খরচা সহিত ২৷৷০।

প্রয়োজন পত্রের সহিত মনিঅর্ডর পাঠাইলে অবিলম্বে ঔষধ পাঠান যায়, ডাক মাসুল ফি শিশি ।০ গ্রাহককে দিতে হয়।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বাঙ্গালিটোলা বানারস

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুর্ব্বন্ধন" ১ম ও ২য় ভাগ। দেড়মাসে মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঘটিত আরোগ্য ও প্রসব, ইত্যাদি নিশ্চিন্তে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া, চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উ
কারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয়
দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকে
কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুর বোটানিকাল গার্ডে
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স
৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৷৷০ আনা। ম
মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

নূতন পুস্তক।

মুকুট উদ্ধার প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কবি
শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ বিরচিত।

অদৃষ্ট-বিজয় মহাকাব্য।

এক বার পাঠ করিয়া দেখ—মূল্য ১, ডাকমাসুল

যোগিনী-বিয়োগান্ত উপন্যাস। মূল্য এক টাক

জীবন-সঙ্গীত কাব্য।

সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত—মূল্য ৷৷৵০।

মুকুট উদ্ধার মহাকাব্য। মূল্য ১ টাক

কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত

—:০:—

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দশম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দশম সংখ্যা প্রকা
হইয়াছে। ইহাতে পিপীলিকাজাতির মনোভাব-ব
ও সংলাপশক্তি, সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে প্রাক্তন লো
মত ও বিশ্বাস, মৃচ্ছকটিক, জগতের আদিম
জাতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ, মনুসংহিতা, কল্পজ
দেবগণের মর্ত্যে আগমন, সাংখ্যদর্শন, এই ৮
বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফ
৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মা
সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহ
মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ ক
সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবে
অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্প
প্রেরিত হয় না।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একব
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পু
কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা,
ভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক ক
সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অক্র
গাছগাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শি
মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ।০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের
পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিঃসঙ্কোচে

সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আবাটুন
ও পুস্তক হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চোরঙ্গী
ষ্টিফেন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

জী বিক্রাকার ডাং শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব
য়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত
পেটেণ্ট মেডিসিন বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে
ইতে বেশী ফল পাওয়া যায়।" জনৈক
ও বলিয়াছেন ইহা যেরূপ অবস্থ, তাহাতে
র নাম অবশ্যেশ্বরী রাখিলেই ভাল হইত "
প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১৷০, কমিশন শতকরা
। এক টাকার নীচে কমিশন নাই। কলি-
া ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আমার নিকট পাওয়া
।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

যবন জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত"
এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ
বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে
ীয়চিত্ত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখা দর্শনে
শব অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার
ক্ষলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে
তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৷০, গ্রাহক-
ীদিগের প্রতি ১৷। শতাধিক অগ্রিম গ্রাহক
াছেন; পুস্তক মুদ্রিত। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
প গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত।
হকারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন:

সলামপুর
াষ্ট গোয়াস
লা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৩৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত
বিক্রেতা ১৷০, জীবনসন্ধ্যা ১৷০, মাধবী-কঙ্কণ ১৷০,
ন প্রভাত ১৷০, ঐ তিনি খণ্ড একত্র, নাম শতবর্ষ
াং মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে শিবজীর
পর্য্যন্ত একশত বৎসরের ঘটনা সম্বলীয় উপ-
ন ৩খানির মূল্য ৩৷০। ভারতবর্ষের ইতিহাস বলা
৷০ মাত্র। আমার নিকট প্রাপ্তব্য এতদ্ব্যতীত

বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক এবং ডাক্তারি কবিরাজী ও
হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে,
জানাইলে ছাপান তালিকা পাঠান যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রেজিষ্টারী করা (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরী-
ক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস
সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ,
শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর,
প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত
স্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা খড়ির
ন্যায় ধোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারী-
রিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত-
প্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ
থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়।
যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল
হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমা-
দের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই
অনুরোধ।

শুক্র-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক
আরক

প্রতি শিশির মূল্য ২৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শরীরের দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা,
শিরঃপীড়া, বাত, গাত্রদোষ, উপদংশ, নালী ঘা,
দুষ্টক্ষত এবং শরীরে যে কোন কারণপ্রসূত
কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন তাহা, সেবনে পক্ষা-
ন্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্ট
ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে
এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা
ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন
সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা পারদ ও কড়-
লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পারদ সেবনের যাব-
তীয় শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি,
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের
প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সিউড়ি
বীরভূম
" " কৃষ্ণলাল চৌধুরী—টাঁরেজাবাদ
" " গোপীনাথ গাঙ্গু—সম্বলপুর
" " মধুসূদনচন্দ্র দেবরায়—যশোহর
" " ব্রজনাথ রায়—ইলালপুর
শ্রীমতী তরিবিনোদিনী কুণ্ডু—মালদহ

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ডাকের অগ্রিম মূল্য ডাকম
সমেত বার্ষিক ১৩ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৭৷০
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোলাপুর ডাক
কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, টাকার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার ডাক
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিম্নোল্লিখিত হইবার পূর্ব্বে সোমপ্রকাশ
অনিচ্ছুক হইলে অবশ্যই মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি
করিবেন, তাঁহাদিগের কোন পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা হিসাবে পরে ৵০ ছয় আনা ধার্য্য হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোলাপুর
হইতে ভাঙ্গড়িপোতা বরাহনগর মধ্যে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" । ৪১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৬ টাকা। মাসিক মূল্য : এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ২০ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮২। ৪ ঠা সেপ্টেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৩৷৷০, অসমর্থ প
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন

সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের দ্রষ্টব্য।

কবিতা কোরক মূল্য ।৶০ মাশুল ।১০।

* * ইহার * * পাঠ করিয়া আমরা পরিতোষ
করিয়াছি। অন্যান্যগুলিও আমাদের প্রীতি-
* *।—সোম। আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি
ক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—
ইহার কবিতাগুলি কোমল, মসৃণ ও শ্রুতিসুখ-
হইয়াছে। উহার অনেকগুলিতে প্রকৃত কবিত্ব
র্শিত আছে। * *। মেদিনীপুর, পাহাড়িপুর,
াতলায় বাবু মোক্ষদাচরণ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।

পারফিউমড্ হেয়ার অয়েল।

ইহা সেবন করিলে মস্তকের খুস্কি ও নানা কারণে
উঠিয়া যাওয়া নিবারিত হয়, মস্তিষ্ক সর্ব্বদা
ল থাকে ও কেশ দীর্ঘ, কোমল, রুচিকর ও
র্শিষ্ট হয় এবং ইহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়।
১ বোতল ৸০ ১ ডজন ৩।০ ও পেকিং প্রতি
ল ।০ আনা।

ল্যাভেণ্ডার কোলন অয়েল ... ... ১ বোতল ৸০
ওর সেণ্টলেস্ কোকোয়ানট অয়েল ১ বোতল ৸০

ক্ষেত্রমোহন বসাক এণ্ড সন্স
৩ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!

সেবনাল্পভ্যাতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে
তন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি
জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ ষ্ট্রীটে ৩২। ৩৩ নং ইণ্ডিয়ান ড্রগিষ্টস হলে প্রস্তুত এবং বিক্রীত হয়।

মেড পোয়া বোতলের নগদ মূল্য ৸০ ও ডাকের প্যাকিং খরচ ।৶০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

এক জন কর্ম্মচারির প্রয়োজন।

মাসিক বেতন ১৫ টাকা। ৫।৬ হাজার টাকা শালিয়ানা আদায় করিতে হইবে। অতএব বিশ্বাসার্থ এক হাজার টাকা ডিপজিট দিতে হইবে। আবাদে থাকিতে হইবে। অতএব আবাদের কাজ জানা চাই, জমিদারী সেরেস্তার কাজও জানা চাই। সর্ব্বদা সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। অতএব সর্ব্বদা উদ্যুক্ত প্রমশীল হওয়া ও কাজে ভেদ থাকা চাই। এই সকল নিয়মে যিনি প্রার্থী হইতে চান, সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকটে আগমন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

মন্মথাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির ঔষধ এবং ভবনাশক পাঁচন।

এই দ্বিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই ঔষধ নিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত দ্বিবিধ ঔষধের প্রত্যেক কৌটায় প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত মূল্য ২ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, ক
প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্ব
করিবে। উহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমা
সমেত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের স
থাকিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নি
রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ই স
ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্র
হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য,
পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীন
পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্র
উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বা
পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টা

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জ
মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন ক
দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও
শক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয় বাস্তবিক
দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রখরতার প্র
পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের, অল্প দিব
প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্ব প্র
ধাতুর পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আ

...য়ার ... খাকিলে ঔষধ সেবা, ... প্রকার ... না, সেই মাত্র। পত্রের ... লিখিবেন। ... উপযুক্ত হইয়া প্রশংসা ... পত্র পরীক্ষা নহে, মূল্য অগ্রিম

শ্রীবটকৃষ্ণ সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

কেশরঞ্জন তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের ... শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া ... পাকা, মাথা ঘোরা ও গাত্র জ্বালা নিবা ... এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া ... ১৸০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

...রূপ টাক হউক ইহার এক শিশিতে ... চুল উঠিবে। মূল্য ১, প্যাকিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

...হা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী) ... দূষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, হাত ... ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সময়ে ... মাথাধরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক। ... ছোট শিশি ১৸০ ও বড় ২৸০ টাকা। প্যাকিং ।০। ... কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৫৮ অপি, ... ডিস্পেন্সারিতে পাওয়া।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।
১০ নং গ্রেষ্ট্রীট শ্যামপুকুর কলিকাতা।

এই চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ... পাওয়া যায়। ইদানীং আমরা বহুবিধ নূতন ... আবিষ্কার করিয়া দুর্দ্দম চিকিৎসাচ্ছে পীড়া ... অল্প সময়ে আরোগ্য করিতেছি। আমাদের ...ৎসাপ্রণালী ও ঔষধ সকলের গুণের পরীক্ষা ...য়ের ১২৮৯ সালের দিনপঞ্জিকা সহ ঔষধের ...কা পত্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন। এই ...কা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

...যোগসিদ্ধ রস। ইহা সেবনে সপ্তাহ মধ্যে সকল ...র রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। ...কিং ৵০।

...সঞ্জীবনী রসায়ন। ইহা সেবনে ধাতু তরল, শুক্র- ... ধাতুদৌর্ব্বল্য ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্যাদি পীড়া সকল আরোগ্য ... ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গুরানা (Guarana) ...
এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ... দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সম... আরোগ্য হয়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।
তৃতীয় সংস্করণ।
অদ্ভুত রহস্য!!—মাসিক পত্র।
(১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাকখরচ ১৸৵০ ... মাত্র। গ্রাহক মহোদয়গণ! কার্য্যালয়ে পত্র লি... প্রথম হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন!!
কার্য্যসম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
(কলিকাতা নর্থ সুবার্কুলার রোড ২ নং কার্য্যালয়

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্ এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবস্থেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

প্রেরিতপত্র।

লণ্ডন ডবলু—১ লা আগষ্ট।
ইজিপ্ট ও ভারতবর্ষ।

পার্লামেণ্ট মহা সভা—এই সভায় নানা প্র... জীব গমনাগমন করেন। আজ কাল এই স... রাত্রি দিবা ইজিপ্ট দেশের উপস্থিত বিবাদ লইয়া বিতর্ক হইতেছে। কটিবদ্ধ করিয়া রাত্রি দিবা ... পুরুসেরা ইজিপ্টের সর্ব্বনাশ করিবার উপায় করিতেছেন। পার্লিয়ামেণ্ট কি প্রকার স্থান তাহা ... নার অবীত। ইহা সৃষ্টির নূতন আদর্শ। স্বর্গ ও ন... একত্র করিয়া যদি কোন স্থান এ পৃথিবীতে ... হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই মহা সভা পার্লিয়া... তাহার যথার্থ দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমরা বিস্মিত হই... ইংরাজেরা ভারতবর্ষ হইতে যে দৃষ্টান্ত পাইতেছে... ভারতবর্ষে যে প্রভুত্ব করিতেছেন পৃথিবীর ... স্থানেই সেই প্রকার মনুষ্যদের পরাকাষ্ঠা দেখাই... মনে করিয়াছেন কিন্তু হায়! মুসলমান দিগের ... সে আশা স্বপ্ন মাত্র!!!

না হয় বৃটীশ সিংহ ইজিপ্ট জয় করি... ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাশি-প্রাঙ্গনে যে ভয়ে ... গর্জ্জন চীৎকারে ভারত-প্রাঙ্গন কাঁপাইয়াছিলে... সেই মধুর শব্দ আবার আফ্রিদিদিগের মস্‌জিদ ক... উহা —মরুভূমি ব্যাপ্ত করিয়া প্রতিধ্বনিত ... মুদকি, চিলানওয়ালা, চুনারে যে বলবীর্য্য ও ... দেখাইয়াছিলেন, এই অসুন্দর ইজিপ্টের সঙ্গে ... সে বীরত্বের অভিনয় হইল তাহাতে ক্ষতি বা

ধ কিছুই নাই। তৎসম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই
ইহার মধ্যে ভারতভূমি জড়াইয়া পড়িতেছে
? অভাগিনীর কোথায়ও নিস্তার নাই; যেখানে
র্ঘটনা ঘটুক তাহার মধ্যে ভবদৃষ্টক্রমে ভারতবর্ষ
ত হইবেই হইবে, ইহা যেন লিখিত অখণ্ডনীয়
ম।

কল্য পার্লমেণ্টে এই বিষয় লইয়া মহা গোল-
া বা তর্ক (একটা বলিলেই যথেষ্ট হইবে)
া গিয়াছে। এ যুদ্ধের ব্যয়দান করা ভারত
র অবশ্য কর্ত্তব্য-কর্ম্ম—কোন কোন মহোদয়
কার মত দিতেছেন। কোন এক জন সুপরি-
মহাবিজ্ঞ বৃহস্পতি এই যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে
কমটায়র করিবেন এই প্রকার মত প্রচার করি-
ছেন। কখন কখন শুনা যাইতেছে যে যখন
ত্তবর্ষের উপকারের জন্য এই যুদ্ধ হইতেছে তখন
তবর্ষ এই যুদ্ধের খরচের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।
নে এই বিষয় লই ! কত কথা উঠিতেছে; এ কথার
বাদ করে এমন লোক এখানে কেহই নাই।
প্রভুরা ইচ্ছামত নিজের মত প্রকাশ করিতে-
, ইচ্ছামত "হাঁ" "হাঁ" "না" "না" ধ্বনি করিয়া
করিতেছেন। কখন বা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভারত-
র পক্ষ হইয়া নিজের সারহীন দুই চার কথা বলি-
, আবার কি কি করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহা
াইয়া দিলেন। এই বিষয় দেখিলে শ্রীযুক্ত বঙ্কিম
র লোকরহস্যের সুন্দর বনের সুন্দর দৃশ্য মনে
। কিন্তু এই বড় দুঃখের বিষয় লাঙ্গুল চট্‌চটা
শুনিতে পাইনা; তাহার পরিবর্ত্তে খুরের শব্দে
র্দ্দির করে।

দিন সন্ধ্যাবেলা এখানকার একজন ব্যারিষ্টার
ায়ের সহিত এই বিষয় ও ভারতবর্ষ লইয়া আমার
হইতেছিল, তাঁহার সম্পূর্ণ মত যে ভারতবর্ষ
ুদ্ধের খরচের অর্দ্ধেক দিবে!—নানা প্রকার
হইতেছে এমন সময়ে আমি বলিলাম যে "ইংরা-
যে ভারতবাসী একচক্ষে শাসন করিতেছেন
কেবল ভারতবাসিরা রাজভক্ত বলিয়া—ও সে
রে শাসন করিতে হইলে ইজিপ্ট সমস্ত খ্রীষ্টরাজ্য
ত করাইতে বাধ্য করিবে।" উকীল মহাশয়
দেশহিতৈষী"—তাঁহার ললাট অন্ধকার হইল;
ার সমস্ত গোপাবলি মোচড়াইতে লাগিলেন,
র দিকে চাহিয়া রহিলেন, অবশেষে আমাকে
ার সহিত বলিলেন—"দেখ মিষ্টার দত্ত আমরা
য় ইজিপ্ট জয় করিব ও এই লণ্ডন হইতে ভারত-
যেপ্রকার রাজপ্রতিনিধি পাঠাইতেছি সেই
ার ইজিপ্ট শাসন করিতে প্রতিনিধি পাঠাইব।
যদি টার্কি বাধা দিতে সাহস করে তাহা হইলে
ষ্টাণ্টিনোপলও জয় করিব।" ইহাঁর সম্মুখে
মহামান্য বোতল পূর্ণ করিয়া রঙ্গ করিতে-
ছিলেন; আমি ও কথা ভয়ে ভয়ে ঢাপা দিবার
চেষ্টা করিলাম; ব্রাণ্ডি তাঁহার মাথায় চড়িয়া
ছিল।

কিন্তু সর্ব্বস্থানে এ প্রকার গোঁয়ার আছে বলিয়া
আপনারা বিশ্বাস করিবেন না। ইহার মধ্যে অতি
বিচক্ষণ কুশলময় বিজ্ঞব্যক্তি আছেন। ২৭ এ জুলাই
ইজিপ্ট সংক্রান্ত একটী সভা হয়। এ সভার দর্শকের
জনকত মাত্র ভারতবর্ষের পক্ষ দেখিলাম। অনে-
কের এই মত যে এ যুদ্ধের খরচের জন্য ভারতবর্ষ
কোন মতে দায়ী হইতে পারে না; বক্তৃতা শেষে
সভাপতি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্য হইতে
আমি এইটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

"First taxation was to levied on the peo
ple of this country (England) and this
was to be supplemented by wringing there
earnings from the d-wn trodden millions
of India."

বস্তুতঃ উদার ও উন্নতমনা ইংরাজ ভারতবর্ষ বড়
ভালবাসেন। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে তারতের কার্য্যভার
ইঁহাদের হাতে অতি অল্পই পড়ে।

ভাল—ভারতবর্ষ এই যুদ্ধব্যয়ের অংশ কেন
দিবে—কি জন্য ভারতবর্ষ দায়ী? এ প্রশ্নের প্রত্যু-
ত্তর আমরা ভাল করিয়া পাই না। এখান হইতে
ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট লড়াই করিবেন, ভারতবর্ষ তাহার
খরচ দিবে;—ইহা কি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দোষ?
ইংরাজেরা দেখিয়াছে যে তাহাদের নামে ভারতবর্ষ
হইতে টাকা আইসে, চাই তুলিতে না তুলিতে,
থাকোমণি সি, এস, আই দাঁচ সহস্র পাঠাই-
লেন, গঙ্গড় রাম রায় বাহাদুর বিশ সহস্র পাঠা-
ইলেন, ইহাঁরা একটী লম্বা চৌড়া আঙ্ক পাঠাই-
লেন—আমাদের পুরুষপুরুষ উদ্ধার হইয়া গেল।
আমি এই অবসরে আর একটী কথা বলিতেছি—
আপনারা ইহা শুনিয়া কি মনে করিবেন জানি না।
এখানে ভারতবর্ষীয়দিগের (অর্থাৎ যাহারা এখানে
আছেন) আসিবার জন্য একটী গৃহ হইয়াছে,
ইহার সেক্রেটারি একজন চুনাগলি স্বর্গের দেবতা ও
একজন সুপরিচিত মহাশয় ইহার কর্ত্তা, এই নামে
এই গৃহটী পরিচিত। একজন বড় লোক বা জায়-
গার নাম যোগ করিয়া কোন ব্যবসায় খুলিলে বেশি
লাভ হয়, এই বণিক্‌জাতিরা তাহা বিলক্ষণ জানেন।
দিন কত হইল কোন একজন স্বদেশীয় (তিনি এই
থাকোমণি সি, এস, আই দলের) এক লক্ষ টাকা
পাঠাইয়াছেন। আমরা সে গৃহে প্রায় যাই না-
কেহ কেহ তাহা চিনেন না। দুঃখের কথা বলি
শুনুন—আমাদের এখানে একটী সভা আছে তাহার
নাম "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন"। মাসের মধ্যে এক
করিয়া এই সভা হয় ও ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বক্তৃ
ইত্যাদি পাঠ করা এই সভার উদ্দেশ্য। গ
বৎসর হইল এই সভা হইয়াছে—আমরা ব
হইতে যে খরচ পাই, তাহা হইতে কত যত্ন করি
বাঁচাইয়া ইহার চাঁদা দি। যে সকল ভদ্রলোক
নিমন্ত্রণ করিলে ভারতবর্ষের উপকার হয়, তাঁহাদি
ভাল গৃহের অভাবে লজ্জায় আমরা এই সভায় আ
পারি না। প্রজার রক্ত শুষিয়া টাকা বাহির করা
তাহা আবার ইংরাজ চাঁচার পাদপদ্মে উৎসর্গ ক
উপাধি ক্রয় করা হয় ও বদান্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হ
ইংরাজ-জগতে হাস্যাস্পদ হন। বঙ্গভূমি! রসা
যাও!!!

এই যে ইজিপ্ট লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত
য়াছে, ইহার ব্যয়দান হইতে ভারতবর্ষ কোনমা
ছাড়াইতে পারিবেন না! যত কেন আমরা চেষ্টা
না ইংরাজের বুদ্ধি-কৌশলে ও চক্রান্তাবসে জড়া
পড়িতে হইবেই হইবে। ইংরাজেরা বলিতেছেন
যখন "সুয়েজ ক্যানাল লইয়া ইজিপ্টের সহিত বি
করা হইতেছে ও এই সুয়েজ ক্যানাল ভারতবর্ষ গ
গমনের প্রধান উপায় তখন ভারতবর্ষ অবশ্য ই
খরচ দিবে। ইহার মানে বুঝিতে বৃহস্পতির অ
ধনা করিতে হয়। যদি সুয়েজ ক্যানাল লইয়া ভা
বর্ষ দায়ী হয়, তাহা হইলে সিলোন্, অষ্ট্রেলিয়
অন্যান্য ইংরাজরাজ্য যথায় সুয়েজ কেনাল দ্বারা
যাতায়াত করা যায় তাহারা কেন এ যুদ্ধের ব্যয়ভা
ভাগী হয় না? কিন্তু হায় এ কথা কে জিজ্ঞ
করে?

ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৬০০০ সহস্র সৈন্য আ
হেছে ইহার মধ্যে কেবল ১৪০০ শত ইয়ুরোপিয়,
শিষ্ট ভারতবাসী। আমি এই সৈন্যসংক্রান্ত বি
পত্র লিখিব। অদ্য এই বক্তব্য, যে ঘোর বি
পত্তি—এই কথা যখনই মনে হয় হৃদয় কম্পিত ক
ভারতবর্ষে এই দেশীয় সৈন্যেরা যে প্রকার বে
পাইত, এই শত সমুদ্রপারে ইংরাজদের জন্য
দিতে আসিয়াও কি সেই বেতন পাইবে? তাহার
কি কিছুই তাহারা পুরস্কার স্বরূপ মাসিক বেতন
পাইবে না? ভরসা করি ব্রটীশ সিংহ ভারতবর্ষে দে
সৈন্য ও ইয়ুরোপীয় সৈন্যকে যে চক্ষে দেখেন,
এই ইজিপ্টদেশে দয়া করিয়া অন্ততঃ কিছুদি
জন্য সে বিষদৃষ্টি ফিরিয়া যাইবেন।

দ্ব ঘোষাল।

অকৃত প্রথা।

দেশ বিশেষে, সমাজ বিশেষে ও সম্প্রদায় বি

...ভয় প্রাণে আশা দেখা যায়। যে সকল ...দেখিয়াছে তাহারা, আর সমাজে ...াহাই আমাদের সচরাচর ক্রিয়মান, সাধারণ ...লদের মনে আছে। সুপ্রসিদ্ধ হাল-...ড্ডা হিরোদোতস লিখিয়াছেন—আরবাধিপতি ...দের রাজমহিষী এক মূর্ত্তি চিরু চিরু, ...ত শিশুদের হাত না কাটা যায় তক্ষণ করিত। ...অঙ্গুলি দেখাইয়া এই প্রথার ...বন চেষ্টা পায়, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন ...। আশা আমরা কখনই ইহা বিশ্বাস করিব না, ...কথা এ অসঙ্গত কথায় বসিতে পারিব না। ...ঠিক আজি আমরা একটি কৌতুককর প্রথার ...ন পাঠক মহাশয়দের উপহার দিব। মধ্য প্রদে-...অসভ্যদেশী ভীল ও কিরাতজাতির মধ্যে প্রচলিত ...জাতি গোঁড় আছে। কাষ্ঠচয়ন মেষপালন না ...ক্ষেপ করি ইহাদের ব্যবসা। ইহাদের মধ্যে ...ষের বিবাহ অভিলাষ জন্মিলে, একটী পাত্রী ...নীত করিয়া, তাহাকে তদীয় পিতালয়ে তিন ...র সামান্য সেবকের মত থাকিতে হয়। উক্ত সময় ...ত হইলে লগ্ন স্থির হয়। বিবাহকালীন বর গাছের ...ড় বা চালের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকে। কন্যা ...র অন্বেষণে বাহির হয় ও সন্ধান পাইলে বিধি-...সাধনার পর "আইস, বিবাহান্তর তোমাকে ...ন পরিশ্রম করিতে হইবে না আমি সমস্ত কার্য্য ...ব" এই কথা যখন বলে, বর তখন নামিয়া ...ল ও বিবাহ-কর্ম্ম সমাধা হয়।

প্রতিজ্ঞানুসারে রমণী নানা প্রকারে স্বামিকে ...োদান করে। সময়ে গর্ভ হইলে প্রসবের পর ...ই সাংসারিক নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এদিকে ...র নবপ্রসূত সন্তানকে লইয়া সূতিকাগৃহে ...ল" প্রভৃতি সেবন করতঃ সাবধানে কালক্ষেপ ...। প্রফেসর মোক্ষমূলর বলেন টীন, আমেরিকা ...া, কর্সিকা, প্রভৃতি দেশে দ্বিসহস্রবৎসরাবধি ...কৌতুককর প্রথার প্রচার দৃষ্ট হয়। (তিনি ...তবর্ষের উল্লেখ করেন নাই) অথচ ঐ সকল ...র পরস্পরের মধ্যে কোন সাধারণ বন্ধন বা ...ক নাই। বাহুল্যভয়ে আমরা ইহার উৎপত্তি ...য়ে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিলাম না।

...পত্র সমাপ্তির পর প্রসঙ্গক্রমে মাদ্রাজবাসী আমা-...জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিলাম, উক্ত প্রদেশস্থ ...াহ্মণ জাতির মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে। ...জাতি সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক অদ্ভুত কথা ...লেন। যথা, উহাদের রমণীরাই বিষয়ের অধিকা-...ও পুত্রের কর্ত্রী। অধিকন্তু ইহারা স্বেচ্ছামত ...তাগ বা একাধিক বিবাহ করিতে সমর্থা। ...র উপর রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মের ভার। পুত্র সন্তা-...ের সম্পত্তি-সম্পর্কেও কোন অধিকার নাই। ...ইত্যাদি।

...পুর

শ্রীহরিমোহন রা...

সাতক্ষীরা খুলনা জেলার অধীন হওয়ায় অধিবাসিগণের অসুবিধা।

সাতক্ষীরা খুলনা জেলার অধীন হওয়াতে সাতক্ষীরা মহকুমার অধিবাসিগণের কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা হইয়াছে। কি কি কারণে সাধারণের কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা হইয়াছে নিম্ন ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ সাতক্ষীরা হইতে খুলনা অনেক দূর। সুতরাং কি স্থলপথে গমনাগমনের সুবিধা না থাকায় সাধারণের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। সাতক্ষীরা হইতে খুলনা যাইবার স্থলপথ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড় বড় বিল ও ঐ সমস্ত বিলের ভেড়ী এবং সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের কোশপ্রচ্ছন্ন চৌরেয়া ময় অপ্রশস্ত আলি পথিকবর্গের একমাত্র পথ। এতদ্ব্যতিরিক্ত ছোট ছোট এত নদনদী খাল আছে, যাহা পথিকগণের হাঁটিয়া বা সন্তরণ দিয়া পার হইতে হয়। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ঐ সমস্ত বিলের ভেড়ী জলে ও পথিকের গতায়াতে নষ্ট হইয়া রক্ষকগণের সদা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় পথিকগণের সুখপ্রদ অপ্রশস্ত আলিপথ গুলি কণ্টক দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখে। এই ত গেল পথের সুবিধা। ইহার উপর আবার হিংস্রজন্তু ভয় আছে।

দ্বিতীয়, জলপথে যাতায়াতের একান্ত অসুবিধা। ভীষণ কলনদ-সঙ্কুল, উত্তাল তরঙ্গমালা মণ্ডিত সুগভীর অনেক নদী তুলিয়া যাইতে হয়। ঐ নদী-গুলি সকলও একরূপ হিংস্রজন্তু পূর্ণ, সাতক্ষীরা হইতে খুলনা যাইবার জলপথ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড় বড় বিল ও ঐ সমস্ত বিলের ভেড়ী এবং সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের কোশপ্রচ্ছন্ন চৌরেয়া ময় অপ্রশস্ত আলি পথিকবর্গের একমাত্র পথ। এতদ্ব্যতিরিক্ত ছোট ছোট এত নদনদী খাল আছে, যাহা পথিকগণের হাঁটিয়া বা সন্তরণ দিয়া পার হইতে হয়। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ঐ সমস্ত বিলের ভেড়ী জলে ও পথিকের গতায়াতে নষ্ট হইয়া রক্ষকগণের সদা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় পথিকগণের সুখপ্রদ অপ্রশস্ত আলিপথ গুলি কণ্টক দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখে। এই ত গেল পথের সুবিধা। ইহার উপর আবার হিংস্রজন্তু ভয় আছে।

২৪ পরগণার অধীন থাকিতে এই মহকুমার লোকে সাতক্ষীরা হইতে নৌকাযোগে নদীয়া জেলায় পৌঁছিত। কিন্তু এক্ষণে জলপথ খুলনা যাইতে ৪। ৫ দিবস লাগে। এত দীর্ঘ পথের খাদ্য সামগ্রী সাতক্ষীরা হইতে সংগ্রহ করিয়া না লইলে আর উপায়ান্তর নাই। স্থলপথেও ঐরূপ কোন স্থানে এমত খাদ্য নাই যেখানে পথিক আবশ্যকীয় দ্রব্যের উচিত মূল্যের দ্বিগুণ দিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে লোকে ২৪ পরগণা জেলা যাইবার কথা শুনিলে মহা আনন্দিত হইত। আর এক্ষণে জেলা যাইবার কথা দূরে যাউক জেলার নাম শুনিয়া সকলেই এককালে মহা দুঃখিত।

তৃতীয়তঃ, খুলনার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে এবং খুলনা অতি অপ্রশস্ত স্থান; তথায় জেলা হওয়া নিবন্ধন অধিক লোকের অবস্থিতিকরণ একান্ত অসুবিধাজনক। আমরা তথায় খাদ্রে... শুভা... ভদ্রাবাদ।

উপরোক্ত যে যে বিষয়ে হইয়াছে তাহাতে ... কী বা মহকুমাস্থ অধিবাসিগণের কিছুমাত্র উপ... হয় নাই। কারণ সাতক্ষীরা হইতে রেলওয়ে ... অতীব দূরবর্ত্তী। সাতক্ষীরা বাতীত তাহার পূর্ব্ব... দ্বারে অধিবাসীগণ সম্পূর্ণ একদিন পরিশ্রম ... করিলে রেলওয়ে উপস্থিত হইতে পারে না। এ... অনায়াস গবর্ণমেণ্টের উচিত, হয় খুলনার অধী... হইতে সাতক্ষীরাকে অব্যাহতি দেওয়া নচেৎ ... রেলওয়ে কলিকাতা হইতে গোবরডাঙ্গা দিয়া ... মতি নদী পার হইয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গত বন... মহকুমা ও জেলা সদরের অতি নিকট দিয়া খুলনা... মুখে গিয়াছে যাহাতে রেলওয়ে হইতে তাহার এ... যাতায়াত করিতে পারে, যতগুলি বাধা... দিয়া ইচ্ছামতি নদী পার হইয়া পূর্ব্ব মুখে অ... ৭। ৮ শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রাম ক্রমান্বয়ে অতি... করিয়া নিম্ন সাতক্ষীরা আসিয়া পরে উ... মুখে মূল রেলওয়ে পথের সহিত মিলিত হয় তা... উপায় বিধান করা। এরূপ হইলে এই মহকু... অধিকাংশ অধিবাসীর ও অপরাপর স্থানবাসি... সমধিক সুবিধা হয়। ইহাতে কেবল অধিবাসি... সুবিধা এমত নহে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষী... যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। বর্ণিত পথ দিয়া রে... হইলে এতদ্দেশের মধ্যে বাড়ুড়িয়া ও সাতক্ষীরা... প্রধান গঞ্জ, তদ্ভিন্ন পাঁচ ছয় বাজারের হাট ও শা... নগর ও এতদ্ভিন্ন বর্ষাসময়ে অগম্য অনেক গ্রামের অধিবাসি... পাল্কি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গমের বিশেষ উন্নতি হইবে। অপর সাতক্ষীরা হইতে পূর্ব্ব... পর্য্যন্ত একটী উত্তম বর্ত্ম হওয়া আবশ্যক হয়... পথেরও সুব্যবস্থা পক্ষে গবর্ণমেণ্টের মনোযো... হওয়া উচিত। এক্ষণে আমরা বিশেষ কষ্ট সহ্য অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেণ্ট গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব।

সোম প্রকাশ

২০ এ ভাদ্র সোমবার।

...বাদের শিষ্টাচার।

সুখসমৃদ্ধ আলেকজান্দ্রিয়া নগর ... কেরা তোপে উড়াইয়া দিবার পূর্ব্বে মিশরের ... ধ্যক্ষ স্বাধীনচেতা মহাবীর আহমদী পাশা ইংল... প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবকে শিষ্টাচার সূ... একখানি পত্র প্রেরণ করেন। আমরা এই ...

...ংশ গতবারে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, ...দের বীরশিখা পত্রখানির মধ্যে স্বীয় মনের অক... ব্যক্ত করিয়াছেন। সভ্যতা কিম্বা শিষ্টাচারি... অনুরোধে তিনি অন্তঃকরণের প্রকৃতাবস্থা ...ন করিয়া মৌখিক আত্মীয়তা প্রকাশ করেন ...। সভ্যভাতি হইলে আমরা পত্রখানিতে রসের ...ছড়ি দেখিতে পাইতাম; বোধ করি আরাবি ...তেমন প্রকৃতির লোক হইলে গ্লাডষ্টোন সাহে... ধরিয়া কাঁদিয়া বসুমতী ভাসাইয়া দিতেন। ...নি পাঠ করিলেই আরাবির চিত্তের সরলভাব ...কাশিত থাকে না; ইহাতে মনের তেজ, স্বাধী... এবং শিষ্টাচারিতা যুগপৎ প্রকটিত রহিয়াছে। ...কের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ...র তাহার সম্পূর্ণ অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত করি ...,—

...মহাশয়! আমাদের ভবিষ্যদ্বক্তা (মহম্মদ) তৎপ্র... কোরাণে যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করি... পরন্তু, তাঁহার এই আদেশ আছে যে, ...দের বিরুদ্ধে যদ্যপি কেহ শস্ত্রধারণ করে, তবে ...রা আত্মরক্ষার্থ তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা ...বে। যাহাতে হউক, যাঁহারা আমাদের বিরুদ্ধে ...ধারণ করিবেন, আমরা নিশ্চয়চিত্তে তাঁহাদিগকে ...করিব।

...ংলণ্ড নিশ্চিত ... নিবেন যে মিশরের ...পারা যদি করিলেই মিশরবাসিগণ সাদরচিত্ত ...ধন করিতে নিশ্চিত পারে না। পূর্ব প্রতিজ্ঞা ...ইংলণ্ডের শাসন হইতে মুক্ত হইয়া ...মিশরে ইয়ুরোপীয়দের যে সম্পত্তি আছে ...রক্ষিত হইবে। রাজস্বের যাহা বিনষ্ট করা ...বে, সাধারণের পথ ঘাট করা হইবে এবং ...রাজ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত সকলের ...ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানদিগকে ...ধর্মে উত্তেজনা করা হবে। মুসলমানেরা ...রণ মক্কা এবং মেদিনার তীর্থস্বরূপ জ্ঞান ...করেন। এই সকল স্থান এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ...করিবার নিমিত্ত সকলেই যত্নবান হইয়া ...ছেন। সেণ্টজেম্‌সের মসজিদে এ সম্বন্ধে ঈশ্বরো... করা হইয়াছে, এবং সাধারণ সংবাদপত্রে প্রচার ...একটী ধর্মপুস্তিকাও হইয়া গিয়াছে। আমি ...পুনঃ উল্লেখ করিতেছি যে, ইংলণ্ড মিশরকে ...আক্রমণ করিলেই মুসলমানেরা আসিয়া ও ...ফ্রিকা রুধিরপ্রবাহে প্লাবিত করিয়া দিবেন। ...যুদ্ধের নিমিত্ত ইংলণ্ডই দায়ী।

...মিশরে ইংলণ্ডের যে সমস্ত এজেণ্ট আছেন, ...হাদের প্ররোচনায় ব্রিটিশবাসিরা ...ছেন, মিশরে তাঁহাদের যে প্রতিপত্তি ছিল, ঐ সকল ব্যক্তিই তাহা নষ্ট করিয়াছেন। ইংলণ্ড যদ্যপি কামান এবং সঙ্গিনের দ্বারা বলপ্রকাশ করিতে বদ্ধপরিকর হন, তবে মিসরে তাঁহার যে প্রতিপত্তি আছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে এই উদ্দেশসিদ্ধির অনুকূলে দয়া ও সদাশয়তা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিবার উপায় আছে। ইংলণ্ডের সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে, তাঁহার স্বার্থ রক্ষা করিতে এবং তাঁহার ভারতবর্ষের পথ মুক্ত রাখিতে মিশর এখনও প্রস্তুত আছেন; এমন কি, নিতান্ত আগ্রহান্বিত আছেন। কিন্তু তাঁহার অধিকারের অতিরিক্ত আশা করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু, তিনি যদ্যপি এ প্রকার প্রস্তাবিত হইয়া থাকেন, এবং তাঁহার রণপোত ও ভারতবর্ষের সেনা আনিয়া আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন ও অহঙ্কার প্রকাশ করিতে থাকেন, এ সকল তাঁহার ইচ্ছাধীন,—তিনি মনে করিলে সকলি করিতে পারেন। কিন্তু তিনি মিশরবাসিদের স্বদেশানুরাগ যেপ্রকার লঘুচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যেন না করেন। ইস্মাইল পাশার অত্যাচারের পর হইতে এখানে কীদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, তদীয় প্রতিনিধিগণ তাহা যথাযথ প্রকাশিত করেন নাই। আমাদের বর্ত্তমান শতাব্দীর লোকেরা উন্নতিমার্গে দ্রুত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন।

যাহা হউক, ইংলণ্ড নিশ্চিত জানিবেন যে, আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, আমরা স্বদেশের নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিব, আমাদের ভবিষ্যদ্বক্তা এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। অথবা আমরা শত্রুকে পরাজয় করিয়া সুখে ও স্বাধীনভাবে কালযাপন করিব। মরি আর বাঁচি, পক্ষেই পরিণামে আমাদের ভাগ্যে সুখ অঙ্কীকৃত হইয়াছে। লোকের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইলে সাহসের পরিসীমা থাকে না।"

পাঠক! স্বদেশানুরক্ত মহাবীর আরাবির পত্রখানি পড়িলেন? পত্রখানি পড়িলে সহসা বোধ হয়, আরাবি যেন গর্ব্বে স্ফীত হইয়া পড়িতেছেন, অহঙ্কারে তাঁহার দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই। বস্তুতঃ, তাহা নহে। ইনি স্পষ্টবাদী, মনের ভাব চন্দ্রাংশুও গোপন না করিয়া সকলি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি হৃদয়ের দ্বার একেবারে খুলিয়া দিয়াছেন, সভ্যতার সাধের ধন—মৌখিক আত্মীয়তা, আরাবি তাহার ছদ্মাবরণ করেন নাই। তাঁহারা সঙ্গিনের খোঁচায় পেটের আঁত বাহির করিতে করিতে আরাবি গলা ধরিয়া প্রেমের ধারায় ভাসিতে জানেন না; গোলার ধমকে দেশটা উৎপাটন করিয়া আরাবি ন্যাকার কান্না কাঁদিতে শিক্ষা করেন নাই; তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু মহাত্মা মহম্মদ তেমন মন্ত্রে দীক্ষা দেন নাই। যাহা বলিতে হইবে, পরলাভের আর বিঘ্ন না মাখাইয়া সে কথাটা মুখ দ্বার মুক্ত করিয়া অকপটভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে, রুচিজনক হয়,—হউক; না হয়, ক্ষতি নাই। আরাবি বুঝিয়াছেন, যদি বৈরসাধন করিতে হয়, তবে আর নাকাম করিয়া ফল কি? যদি বিধাত্রি প্রসন্নচিত্ত হয়, তবে আর তাহা ভস্মে ঢালিয়া উপকার কি? আজ না হয়, দু-দিন পরে কি? অপ্রকাশিত থাকিবে না। যখন যুদ্ধের বাদ্যনিনাদে ভুবন ভরিয়া যাইবে, তখন মুখের প্রীতিতে কি লুকাইবে না। তবে ভদ্রতা ও সভ্যতার অনুরোধ ধরিয়া লোকসমাজে একটা ভণ্ড সাজিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া উপকার কি? উদারমনা আরাবি সে কথা সকলি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করিয়াছেন।

পাঠক! আর একটী কৌতুক দেখুন। এত তেজস্বী এবং গৌরবদর্পিত বীর মহম্মদ-প্রদর্শিত ধর্ম্ম অতিক্রম করিতেছেন না। কোরাণে লিখিত আছে সাধ করিয়া অগ্রে কাহারও হিংসা করিবে না, প্রথমে কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না। মহাজনবাক্য আরাবিচিত্তে জাগ্রতস্বপ্নে জাগিতেছে, তিনি স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন,—ইংলণ্ড সর্ব্বাগ্রে বৈরভাব প্রকাশ না করিলে, ইংলণ্ড সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের অঙ্গ গোলাঘাতে ক্ষত না করিলে মিশর কখনই বিপক্ষতাচরণ করিবেন না। তিনি অবনত মস্তকে ধর্ম্মগুরুদেব আজ্ঞা পালন করিবেন। মিশরের উপর ইংলণ্ডের যতদূর অধিকার আছে, তিনি তৎসমুদায়বর্ত্তী হইয়া কার্য্য করুন, সেন অনধিকারচর্চ্চা করেন, যাহাতে তাঁহার অধিকার নাই সে বিষয়ে যেন হস্তপ্রসারিণী কর্ত্তা সাজিতে না চান, তাহা হইলেই বিবাদের ঘটিবে না; একটীও কথান্তর হইবে না। তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে দিব্য নির্ব্বিঘ্নে যেমন পূর্ব্বে যাতায়াত করিতেছেন, এখনও সেইরূপই করিতে থাকুন; কেহই তাহার প্রতিবন্ধক হইবে না, কেহই তাহার প্রতিকূলাচরণ করিবে না। ইংলণ্ডের সঙ্গে পুরাপর যেমন সখ্যবন্ধন আছে, এখনও সেইরূপ থাকিয়া যাইবে, মিশরের প্রতি তাঁহার যে সমভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কই—আমরা তবে আরাবি বের কোন রাগই দেখিতেছি না। আমরা জিজ্ঞাসা করি ইংলণ্ড যে এত সদুপদেশ নাড়া দিতেছেন, নাড়িয়া নাড়িয়া এতটা যে অসারিকতা দেখাইতেছেন, আমাদের চক্ষে সকল কথা অলীক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আরাবি স্পষ্টই বলিয়াছেন, অগ্রে মিশর আক্রমণ না করিলে কদাচ তিনি ইংলণ্ডের সঙ্গে শত্রুতা প্রকাশ করিবেন না; তবে কোন কারণে ইংলণ্ড মিশরবাসিকে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধ

...ির পরিবর্ত্তে কথাচ্ছলে ...ক হইয়াছে, তাঁহার ...কথা ব্যক্ত করেন ...িনি এমন নির্দ্দেশ করিতে সাহস করেন;— ...কিন্তু আমরা বলিতেছি, আরবি মনের ...পনে এক বিন্দুবিসর্গও গুপ্ত রাখেন নাই। ...: পত্রই আমাদের অনুমানের অবিরোধী ...। তিনি কলাপ কোশামোদবাক্যে বিনীত ...ণ্ডের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইতেন, তবে ...যে সত্য কথার অপলাপ করিয়াছেন, না ...বিশেষ আমরা এমন কথা বিশ্বাস করিতে ...াম। তিনি যদ্যপি কাপুরুষের ন্যায় বলি-...—" ইংলণ্ড মনে করিলে মারিতে পারেন, ...রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলে রক্ষা করিতে

মিশরের ক্ষমতা কি? যদি মুখে এই ...চার করিতেন, এবং ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের ...য়োজন করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতাম, তাঁহার ...বাকাই মিথ্যা। কিন্তু তিনি স্বদোষাপনয়নের ...একটী কথারও উল্লেখ করেন নাই। তিনি ...বলিলেন, ইংলণ্ডের যাহা ইচ্ছা হইবে তিনি ...ই করিতে পারেন; কিন্তু আমরা ভীত হইব ...মরি আর বাঁচি, আমরা স্বদেশের উদ্ধারার্থ ...পণে সংগ্রাম করিব। এমন স্পষ্টবাদী ব্যক্তি ...মিথ্যা বলিতে পারেন? ইংলণ্ডই প্রথম যুদ্ধের ...প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে কোন ...হ নাই। ইংলণ্ড এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করিলে ...ত এই বিরোধ উপস্থিত হইত না।

...ব্রিটিশজাতির একটী মহৎ দোষ এই, তাঁহারা ...পড়িয়া প্রথমে সকলের সঙ্গে প্রণয় করিতে ..., একটু প্রণয় বাঁধিয়া উঠিলে তখন কর্ত্তা ...ইয়া থাকেন। অবশেষে অনধিকার চর্চ্চা

সকল কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন, ...না সকলেই বিরক্ত হন। মিশর রাজ্যে ইংরা-...া তাহাই করিয়া তুলিয়াছিলেন। তুরস্কের ...উহার যে সম্বন্ধ আছে, দিন দিন প্রায় তাহা ...গত হইতেছে। ভারতবর্ষে যেমন বরদা, গোয়া-...র প্রভৃতি ইংরাজ আশ্রিত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি আছে, ...শজাতি ক্রমশঃ মিশরকেও ঠিক তদ্রূপ নিজ ...য়ত্ত করিয়া আনিয়াছেন। সে কারণ আরবি ...খলিয়াছেন যে, ইংরাজজাতি যদ্যপি স্বীয় অধিকার ...ক্রম করিয়া কোন বিষয়ে হস্তার্পণ না করেন, ...ইংলণ্ডের সঙ্গে তাঁহার কোন বিরোধ নাই। ...ন সর্ব্বতোভাবে মিশরের রক্ষা করিতে প্রস্তুত ...ছেন; ইংলণ্ডের যে সমস্ত স্বার্থ ন্যায়বিরুদ্ধ ...ত তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না।

...শরের আর একটী দোষ দেখুন, বিদেশে ...ইংরাজ যে সমস্ত এজেণ্ট ও কর্ম্মচারী থাকেন, তাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া অন্যথা সংবাদ দিয়া থাকেন, সে কারণ ইংলণ্ড প্রতারিত হইয়া একটা বৃথা গোলযোগ করিয়া বসেন। রোমক দিগের এরেণ্টেরাই অবিকল ঐরূপ ব্যবহার করিয়া যুদ্ধ বাঁধাইতেন। আমরা দেখিতেছি, ইংলণ্ড রোমের সেই অনুকরণ করিতেছেন। পার্লামেণ্ট প্রভৃতি মহাসভার কর্ণই চক্ষুস্থানীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহারা নিজ চক্ষে কিছু দেখেন না, তাঁহারা যেমন শ্রবণ করেন, তাহার তথ্যানুসন্ধান না করিয়া একেবারে গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া ফেলেন। ইংলণ্ডের কার্য্যগতি এতাদৃশী না হইলে আজ ভারতবর্ষের এমন শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইত না। দেখুন ভারতবর্ষে যে সমস্ত ধনকুবেরেরা শুষ্কের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এ দেশে আইসেন, তাঁহারা কদাচ এখানকার প্রকৃত অবস্থা ইংলণ্ডে সংবাদ প্রকাশ করেন না, সুতরাং ইংলণ্ডবাসিরা মনে করেন না জানি ভারত ভূমিতে কত ঐশ্বর্য্যই আছে! বিন্দু বিন্দু করিয়া সিন্ধু সলিল গণনা করা যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের সম্পত্তি গণিয়া শেষ করিতে কে পারে? তজ্জন্য বিলাতের পিনের কারীকর হইতে মহারাণীর মহামূল্য রত্নমুকুট নির্ম্মাণের ব্যয় পর্য্যন্ত ভারতের আয় ব্যয়ের খাতায় লিখিত হয়। ইংলণ্ডের টমাস জোলাপ লইবেন, সে ব্যয় ভারতবর্ষকে দিতে হইবে। কারণ, টমাসের প্রপৌত্র একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষ হইয়া ভূমণ্ডলে শুভক্ষণে অবতীর্ণ হইবেন। তৎকর্ত্তৃক ভারতবর্ষের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। তবে এখন ভাবী হিতৈষী পুরুষের প্রাণ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের ধন

...ভার নিক্ষেপ করা হইবে? এই সমস্ত অযথা ব্যয় কেবল এখানকার কর্ম্মচারীর দোষে ঘটিতেছে

তাঁহারা যদ্যপি এখানকার প্রকৃত দৈন্যাবস্থা প্রকাশিত করিতেন, ভারতবর্ষের লোকে কাতর হইয়া দিনযাপন করিতেছে, এ কথা যদ্যপি ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইত, তবে আমাদিগকে কদাচ নানা বিষয়ে অযথা ব্যয় দান করিতে হইত না।

মিশরেরও ঠিক তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। তথাকার ইংরাজ এজেণ্টগণ কেবল তোষামোদ করিতেছেন, কিরূপে মিশরকে আয়ত্ত করিতে পারিবেন, এই তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টা; সে কারণ তাঁহারা ইজিপ্তের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া ইংলণ্ডকে মহাভ্রমে ফেলিয়াছেন। ইংলণ্ডও তথ্যানুসন্ধান না করিয়া কর্ম্মচারিদের প্ররোচনায় ভ্রমে পড়িয়া এক তুমুল যুদ্ধকাণ্ডে ব্যাপৃত হইয়াছেন। আরবি বে জন্য সাধুতাপচিতে গ্লাডষ্টোন সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড যেন কপট এজেণ্টগণের চাতুরীতে প্রতারিত না হন।

যাহা হউক, আরবি বের পত্র দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, ইংলণ্ড প্রথমে এই যুদ্ধে উদ্যত না হইলে কখনই এত মনান্তর ঘটিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত পত্র খানি যথা সময়ে প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের হস্তগত হয় নাই। ঐ লিপিখানি ২ রা জুলাই লিখিত হয়, অতএব আরেক ভাণ্ডিরা উৎপাটিত হইবার পূর্ব্বে অনায়াসেই উহা নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছিতে পারিত; কিন্তু এমনি কর্ম্মবিপাক যে, পত্রখানি ডুবে কোথায় লাফ ফেলিয়াছিল, তাহার স্থিরতা নাই। উহা যথাকালে গ্লাডষ্টোন সাহেবের হস্তগত না হওয়ায় আমরা নিশ্চিত বুঝিতে পারিতেছি যে, পুরস্কারে পত্র খানি তাঁহার হস্তগত হইলেও কোন ফল ফলিত না। যদি উপকারের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উহা পৌঁছিতে এত বিলম্ব হইত না।

মিশর-যুদ্ধে ইংলণ্ডের দুরাশা।

বিবাদকালে কাহারও বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে না। আমরা লঙ্কেশ্বর মহাবীর দশানন হইতে কুটীর নিবাসী ক্ষীণ প্রাণী দেশের বাবদী পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতেছি, বিপদকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই মহাপ্রাণী উড়িয়া যায়। হিমালয় যিনি অচল—তাঁহারও চিত্ত বিচলিত হইয়া পড়ে ...মাহাত্ম্য ঘটে। আমরা প্রত্যহ ইংরাজ ইংরাজ করিয়া পাগল হই; ইহাঁদের কাছে তাঁহারা কোথা পড়িয়া থাকেন? তাঁহারা শক্তিতে হিমবান শিখরীর ন্যায় অচল ও অটল নহেন, বুদ্ধিতে সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় প্রাজ্ঞও নহেন। তবে আজ কাল সাধারণসমাজে যে চেহারা পুতুলনাচের ছবির মত আমাদের নয়ন-আরসীর উপর দুত ফিরাইয়া চালিয়া যাইতেছেন তদ্দৃষ্টে ইংরাজেরাই বলবান্ বটেন, বুদ্ধিতে প্রাজ্ঞ বটেন। এ কথা আমরা স্বীকার করিব, আমাদের পাঠকগণ স্বীকার করিবেন; যাঁহারা তাঁহাদের চালচলন অষ্ট প্রহর দেখিতেছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, আর স্বীকার করিবেন কে?—আমাদের রাজভক্ত প্রতিবেশি—যাঁহারা এই মাটীতে মুখ থুবড়িয়া ভাবে গড়াগড়ি দেন, তাঁহারা কথায় স্বীকার করিবেন, কাজে স্বীকার করিবেন, লেখা পড়ায় স্বীকার করিবেন; আপনি স্বীকার করিবেন, অন্য পাঁচ জনকে ডেব করিয়া স্বীকার করাইবেন, কেবল তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা নয়,—তাঁহাদের শুভ তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহাদের ন্যায়পরতা, তাঁহাদের বিচার দক্ষতা, এই গুলি সব তাতে ধরিয়া লিখাবেন। আর বাকি রহিল কি?—খোষামোদ, সে উপাসনা? তাও কি শিখাইবেন না, এমন হ

তেক বিশিষ্টরূপে তোমাদিগকে উপদেশ দিবেন, রবিন্দ পড়িয়া কি প্রকারে চাটুবাক্য প্রয়োগ তে হয়,তাহাও বেশ করিয়া স্বীকার করাইবেন; শি পুরুষকে সগুণ বলিতে হয়, তোমার এই াকশ্ম বলিয়া স্বীকার করাইবেন। কিন্তু আমরা াদের উপাস্য দেবতার কি গুণ স্বীকার করি?— ঃ হৈর কেবলং। যদি সমানে সমানে বিচার ও ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিচার হয়, তবে দোষ গুণের ক্ষা হইতে পারে। তবে ক্ষমতার উপযুক্ত তৌল ত পারে, অসমানে, অসমব্যবসায়ীতে ক্ষমতার া হয় না, পরীক্ষা হয় না, তাহার যথোপযুক্ত রও হয় না। ভারতবাসিরা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী,— াজক, তাঁহাদের সঙ্গে ইউরোপের তুলনা হয় না। তে চাষ দিতে গিয়া কোথায় ভুটা পোকা ডের প্রাণ বধ হইবে, এই ভাবিয়া যাঁহারা মহা শুচিত্বে কারক্লেশে অতি সাবধান হইয়া সংসার- নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা কি স্বজাতি মনুষ্যকে পের মুখে উড়াইয়া নৃসংস পাশবাচরণ দ্বারা বাহু- র পরিচয় দিতে পারেন? না,—এই সমস্ত কুদর্য্য ইউরোপের সমকক্ষ হইতে কে সমর্থ হন? সমস্ত কার্য্যে ইউরোপের সঙ্গে ইউরোপেরই তুলনা । ভারত অধিক বলশালী, না ইংলণ্ড অধিক ান? বলজাতি অধিক প্রশংসাস্পদ, না ক্রীতদাস ক ব্যাবান? এ সকল তুলনা ইউরোপের সঙ্গে রোপেরই সাজে। এত বিশালের সংগ্রামে উপস্থিত াছে,ইহাতে সাধারণতঃ ইউরোপের হৃদয়ে উল্লাস ার কথা। কিন্তু ইংলণ্ডের মনের ভাব পরাক্ষার ৎ অন্য বটে। ইংলণ্ড এখন কীদৃশ অবস্থায় ন, তাহা জানিতে পারিলে আমরা তাঁহার দৃঢ়তা অনেকটা বুঝিতে পারি।

পাঠক! নিশ্চয় সংগ্রামের সূত্রপাত হইলে আমা- এমনি আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এটি বুঝি মহা তের উদ্যোগ পর্ব্ব হইল,—আর্য্যের কুরুক্ষেত্র পার ঘটাবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় অন্যান্য গণ বলবন্তে মাতিয়া উঠেন নাই, কেবল রুশিয়ার ই এক এক বার আছে আছে দোঁদো গর্জ্জা তেছেন। তিনি বলিতেছেন, ইংলণ্ড যদাপি রে হস্তক্ষেপ করিলেন, তবে রুশিয়াও কেন না করসের দিকে পদবিক্ষেপ করিবেন? যাহা ক, নানা দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইংলণ্ডের দেহে ধীরাত্মা নাই, এখনি তিনি ভারতে আসিবার উপায় ভাবিতেছেন। আমরা দূরদর্শার া করি না, কিন্তু এত দূর ভয় দেখিয়া কিঞ্চিৎ ত হইয়াছি।

আমাদের সহকারী ইংলিশম্যান কত ভাবিতে- , কতই চিন্তা করিতেছেন। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের লক্ষ্মী। পাছে ভারতবর্ষ কোন প্রকারে হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়, সে কারণ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়াছেন। রুশ জাতি শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া অগ্রসর হইতেছেন, স্থলপথে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতেছেন; কিন্তু জলপথে প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে পারিলে তাঁহার বিলক্ষণ কার্য্য সুগমতা হয়। গত তুরস্ক সংগ্রাম যে কারণেই সংঘটিত হউক, কিন্তু ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য সংস্থাপন করাই রুশের অভিপ্রেত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য স্থাপিত হইলে রুশ সম্রাট তথায় বিস্তর রণপোত রাখিতে পারেন এবং উত্তরকালে ইংলণ্ডের ভারত আগমনের পথও অবরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন। তজ্জন্য এক্ষণে ইংলণ্ডের সঙ্গে রুশাধীশ্বর প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইতেছেন। ইংলিশম্যান নানা দিক ভাবিয়া অবশেষে অন্য উপায় ভাবিতেছেন, যাহাতে অন্য পথে আগমন করিতে পারেন, তাহার উপায় দেখিতেছেন। যাহাতে জলপথে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে জাহাজগুলি ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা ব্রিটিশ শিল্পীর অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়া উঠিবে।

অধুনাতন আমেরিকাবাসিরা জাহাজ নির্ম্মাণ কৌশলের বিশ্বকর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের গঠিত এক এক খানি জাহাজের দ্রুতগতির কথা শ্রবণ করিলে তীর তারা উল্কা প্রভৃতি হেয়জ্ঞান হয়ে। ইংলণ্ড আমেরিকা লাইনারদের অতিক্রম করিতে পারিলে মিশরের পথ অরুদ্ধ হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। কুইন্স টাউন হইতে সান্ডীচক পর্য্যন্ত ২,৭৭৭ মাইল অন্তর। ইংলণ্ডের জাহাজ এই স্থানে কিরূপ প্রবলবেগে ধাবমান করে, পাঠক! শুনিলে আপনারা চমৎকৃত হইবেন। ১৮ ই সেপ্টেম্বর এক খানি জাহাজ ৩০৩ মাইল গমন করে; ১৯ এ তারিখে ৩৬১; ২০ এ ৩১৬; ২১ এ ৩৬৮, ২২ এ ৩৮০; ২৩ এ ৩২৬; ২৪ এ ৩৮১; ২৫ এ ৩৮০ মাইল গমন করে। প্রত্যাগমনকালে ৩ রা অক্টোবর ৩৮৮ মাইল, ৪ ঠা ৩৬২; ৫ ই ৩৬৬, ৬ ই ৩৬১; ৭ ই ৩৮১; ৮ ই ৩৮৭; ৯ ই ৩৬২; ১০ ই ২৫৩ মাইল গমন করে। এতদ্ভিন্ন দুই হইতেছে যে, ২,৭৭৭ মাইল পাইতে সাত দিন আঠার ঘণ্টা লাগিতেছে। ১৮৭৩ সালে এড্রিয়াটিক জাহাজ প্রতি ঘণ্টায় ১৮.৫৪ মাইল গমন করিয়াছিল। সচরাচর আমাদের দেশে যে সমস্ত রেলওয়ের এঞ্জিন চলিতেছে, তাহাদের বেগ ঘণ্টায় ন্যূনাধিক ২০ মাইল; অতএব জলপথে সচরাচর ভাল জাহাজ গুলি প্রতি ঘণ্টায় তাহার অর্দ্ধেক পথেরও অধিক দূর গিয়া থাকে। জাহাজ নির্ম্মাণের প্রতি মনোযোগ করিলে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিতে পঞ্চাশ দিবস লাগিবে; তাহাতে সুয়েজখালের পথ অবরুদ্ধ হইলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু স্থলে একটী বিষয় বিবেচনাধীন। জাহাজ গুলি কয়লা প্রভৃতি উপকরণ লইবার জন্য পথের স্থানে এক একটী আড্ডা স্থাপিত করা চাই। সমস্ত আড্ডার সমাকরূপে রক্ষণাবেক্ষণার্থ সৈন্য সামন্ত রাখিতে হইবে। সমকক্ষ বাক্তি শত্রু হইয়া উঠিলে তাঁহারাও চতুর্দ্দিকে ইংলণ্ডের পথ রোধ করিবার জন্য চেষ্টা পাইবেন। যাহাতে ইংলণ্ডের পোতাবলী বিপদগ্রস্ত হয়, তাহার উপায় দেখিতে ত্রুটি করিবেন না। অতএব আমাদের সৎপরামর্শ এই, ইংলণ্ড কিঞ্চিৎ নিম্নভাবে কার্য্য করিতে শিক্ষা করুন; যাহাতে মিশরের সঙ্গে প্রণয় সম্বর্দ্ধিত হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করুন, তাঁহাকে পথ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তিনি মনের ভাব পরিবর্ত্তন করুন।

চতুর্দ্দিকে মিউনিসিপাল সভার ধুম বাঁধিয়াছে। আজ বালি উঁচরপাড়ায়; কাল চাকদহ পরশ্ব রাণীগঞ্জে ইত্যাদি নানা স্থানে মিউনিসিপাল সভা হইতেছে। লর্ড রিপন বাহাদুর ক্ষেপাইয়া কি ক্ষেপাইয়াছেন? ইহা দেখিয়া, তাহার শিষ্য নরা দৌড়িল, দেখাদেখি রায়াও দৌড়িল। ইহা কেহ কি কিছু বুঝেন না? ইহারা কি বাস্তবিক ক্ষেপারদল? তাহা নয়। আমাদের মহোদয় প্রভু গবর্ণর জেনেরল ও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়দিগের ব্যবহার ও নমুনা কার্য্য দেখিয়া সকলে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। পাহাড়িগণ সোণার খনির দ্বারা আমাদের প্রধানতঃ দুটী জানিতে পারিয়াছি। পাহাড় খুদিয়া যে রাজস্ব সেবা করা আইনিয়া করা করা। গিরিরাজ তাঁহারা পাহাড়কে এত দিনের জন্য নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন যে, এটি বুঝি মহা- ভারতের উদ্যোগ পর্ব্ব হইল,—আর্য্যের কুরুক্ষেত্র পার ঘটাবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় অন্যান্য গণ বলবন্তে মাতিয়া উঠেন নাই, কেবল রুশিয়ার ই এক এক বার আছে আছে দোঁদো গর্জ্জা তেছেন। তিনি বলিতেছেন, ইংলণ্ড যদাপি রে হস্তক্ষেপ করিলেন, তবে রুশিয়াও কেন না করসের দিকে পদবিক্ষেপ করিবেন? যাহা ক, নানা দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইংলণ্ডের দেহে ধীরাত্মা নাই, এখনি তিনি ভারতে আসিবার উপায় ভাবিতেছেন। আমরা দূরদর্শার া করি না, কিন্তু এত দূর ভয় দেখিয়া কিঞ্চিৎ ত হইয়াছি।

আমাদের সহকারী ইংলিশম্যান কত ভাবিতে- , কতই চিন্তা করিতেছেন। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের লক্ষ্মী। পাছে ভারতবর্ষ কোন প্রকারে হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়, সে কারণ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়াছেন। রুশ জাতি শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া অগ্রসর হইতেছেন, স্থলপথে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতেছেন; কিন্তু জলপথে প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে পারিলে তাঁহার বিলক্ষণ কার্য্য সুগমতা হয়। গত তুরস্ক সংগ্রাম যে কারণেই সংঘটিত হউক, কিন্তু ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য সংস্থাপন করাই রুশের অভিপ্রেত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য স্থাপিত হইলে রুশ সম্রাট তথায় বিস্তর রণপোত রাখিতে পারেন এবং উত্তরকালে ইংলণ্ডের ভারত আগমনের পথও অবরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন। তজ্জন্য এক্ষণে ইংলণ্ডের সঙ্গে রুশাধীশ্বর প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইতেছেন। ইংলিশম্যান নানা দিক ভাবিয়া অবশেষে অন্য উপায় ভাবিতেছেন, যাহাতে অন্য পথে আগমন করিতে পারেন, তাহার উপায় দেখিতেছেন। যাহাতে জলপথে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে জাহাজগুলি ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা ব্রিটিশ শিল্পীর অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়া উঠিবে।

অধুনাতন আমেরিকাবাসিরা জাহাজ নির্ম্মাণ কৌশলের বিশ্বকর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের গঠিত এক এক খানি জাহাজের দ্রুতগতির কথা শ্রবণ করিলে তীর তারা উল্কা প্রভৃতি হেয়জ্ঞান হয়ে। ইংলণ্ড আমেরিকা লাইনারদের অতিক্রম করিতে পারিলে মিশরের পথ অরুদ্ধ হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। কুইন্স টাউন হইতে সান্ডীচক পর্য্যন্ত ২,৭৭৭ মাইল অন্তর। ইংলণ্ডের জাহাজ এই স্থানে কিরূপ প্রবলবেগে ধাবমান করে, পাঠক! শুনিলে আপনারা চমৎকৃত হইবেন। ১৮ ই সেপ্টেম্বর এক খানি জাহাজ ৩০৩ মাইল গমন করে; ১৯ এ তারিখে ৩৬১; ২০ এ ৩১৬; ২১ এ ৩৬৮, ২২ এ ৩৮০; ২৩ এ ৩২৬; ২৪ এ ৩৮১; ২৫ এ ৩৮০ মাইল গমন করে। প্রত্যাগমনকালে ৩ রা অক্টোবর ৩৮৮ মাইল, ৪ ঠা ৩৬২; ৫ ই ৩৬৬, ৬ ই ৩৬১; ৭ ই ৩৮১; ৮ ই ৩৮৭; ৯ ই ৩৬২; ১০ ই ২৫৩ মাইল গমন করে। এতদ্ভিন্ন দুই হইতেছে যে, ২,৭৭৭ মাইল পাইতে সাত দিন আঠার ঘণ্টা লাগিতেছে। ১৮৭৩ সালে এড্রিয়াটিক জাহাজ প্রতি ঘণ্টায় ১৮.৫৪ মাইল গমন করিয়াছিল। সচরাচর আমাদের দেশে যে সমস্ত রেলওয়ের এঞ্জিন চলিতেছে, তাহাদের বেগ ঘণ্টায় ন্যূনাধিক ২০ মাইল; অতএব জলপথে সচরাচর ভাল জাহাজ গুলি প্রতি ঘণ্টায় তাহার অর্দ্ধেক পথেরও অধিক দূর গিয়া থাকে। জাহাজ নির্ম্মাণের প্রতি মনোযোগ করিলে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিতে পঞ্চাশ দিবস লাগিবে; তাহাতে সুয়েজখালের পথ অবরুদ্ধ হইলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু স্থলে একটী বিষয় বিবেচনাধীন। জাহাজ গুলি কয়লা প্রভৃতি উপকরণ লইবার জন্য পথের স্থানে এক একটী আড্ডা স্থাপিত করা চাই। সমস্ত আড্ডার সমাকরূপে রক্ষণাবেক্ষণার্থ সৈন্য সামন্ত রাখিতে হইবে। সমকক্ষ বাক্তি শত্রু হইয়া উঠিলে তাঁহারাও চতুর্দ্দিকে ইংলণ্ডের পথ রোধ করিবার জন্য চেষ্টা পাইবেন। যাহাতে ইংলণ্ডের পোতাবলী বিপদগ্রস্ত হয়, তাহার উপায় দেখিতে ত্রুটি করিবেন না। অতএব আমাদের সৎপরামর্শ এই, ইংলণ্ড কিঞ্চিৎ নিম্নভাবে কার্য্য করিতে শিক্ষা করুন; যাহাতে মিশরের সঙ্গে প্রণয় সম্বর্দ্ধিত হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করুন, তাঁহাকে পথ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তিনি মনের ভাব পরিবর্ত্তন করুন।

[illegible] নিমিত্ত [illegible] আমরা দেখিতেছি, [illegible] আমাদের অনুকূল [illegible] পাঁচ জনে মিলিয়া আপনাদের [illegible] ভারতের [illegible] পক্ষপাতিনী ছিলেন। [illegible] নিমিত্ত [illegible] আমাদের [illegible] আর কি আক্ষেপ [illegible] বাস্তবিক [illegible] ইহাদের [illegible] কিন্তু [illegible] পাঁচ জনের [illegible] বিষয় [illegible] কি হইবে আর কিছু নয়, [illegible] গ্রামের [illegible] পাঁচ জনে মিলিয়া আপনাদের [illegible] ভারতের [illegible] পক্ষপাতিনী ছিলেন, ইংরাজদিগের [illegible] অধিকার হইলে তাঁহারা পঞ্চায়েতকে দেশী বলিয়া [illegible] উপেক্ষা করিলেন, ইহার [illegible] করিলেন না, ইহার আংশিক দোষ দর্শন [illegible] ইহার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিলেন, ইহা [illegible] ক্রমে অঙ্কুরিত হইল। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে [illegible] দেখি নাই, তথাপি যা দেখিয়াছি, তাহাতে [illegible] আমাদের এখন বেশ বোধ হইতেছে, এটী বড় সুখের [illegible] সামগ্রী। আমরা দেখিয়াছি, প্রতিবেশী [illegible] এক ছাত জায়গা লইয়া বিবাদ করিল, [illegible] ও মকদ্দমা করিতে আরম্ভ করিল, গ্রামের পাঁচ জন [illegible] লোক মধ্যস্থ হইয়া তাহার মীমাংসা [illegible] দিলেন। কাহার এক পয়সা ব্যয় হইল না [illegible] হইল না, একের অন্যের উপর বিদ্বেষ [illegible] হইল, বরং আপনার লোক বলিয়া [illegible] পরস্পরের প্রতি স্নেহ বৃদ্ধি পাইল। [illegible] ও মকদ্দমা করিতে গেলে [illegible] পাঁচ দিন ফিরিয়া ফিরিয়া [illegible] হইল। [illegible] মকদ্দমার বিচার মাথামুণ্ড হইল। [illegible] এক প্রকার হুকুম দিলেন, [illegible] আদালতে [illegible] এক প্রকার হইল, [illegible] হাইকোর্টে [illegible] অন্য রূপ হইল। সম্প্রতি আমাদের নিকটে এরূপ মকদ্দমা এইরূপে হইয়া গিয়াছে। আমরা একজন মৌরসী পাট্টাদারী প্রজার নামে [illegible] নালিশ করিয়াছিলাম। পাট্টায় জমির [illegible] সবস্ত ছিল। নিম্ন আদালত [illegible] লইয়া ডিক্রী দিলেন। প্রজা [illegible] করিল। [illegible] মকদ্দমা [illegible] হইয়া [illegible] মৌরসী পাট্টাদারী [illegible] নালিশ [illegible] সবস্ত [illegible] লইয়া [illegible] করিল। [illegible] মকদ্দমা [illegible] হইয়া [illegible] মৌরসী পাট্টাদারী প্রজার নামে [illegible] নালিশ করিয়াছিলাম। পাট্টায় জমির কর [illegible] সবস্ত ছিল। নিম্ন আদালত [illegible] লইয়া ডিক্রী দিলেন। প্রজা

কালাডন্দির বিদ্রোহ ও বেরি সাহেব।

প্রবল বাত্যাসংক্ষুব্ধ সাগরে বিন্দুমাত্র তৈল নিক্ষেপ করিয়া তরঙ্গের নিবারণ চেষ্টার ন্যায় লর্ড লিটনের দেশের চিত্তচেষ্টা অন্যান্য রাজপুরুষদিগের অত্যাচারের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। বিশ কোটী লোকের শাসনভার যাঁহার উপর ন্যস্ত, তাঁহার বিশেষ ধৈর্য্য ও বিবেচনা পূর্ব্বক যে শাসন ও পরিচালন করা আবশ্যক, ইহা কে না স্বীকার করিবে। উহার চুল পরিমাণ অন্যথা হইলে যে ঘোর বিপ্লব হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেরি সাহেব কালাডন্দির বিদ্রোহ-স্বপ্ন দেখিয়া যে ঘোর অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, লর্ড রিপন যদি পূর্ব্বে তাহার তত্ত্ব করিয়া সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করিতেন তাহা হইলে আর ও অত্যাচার সংঘটিত হইতে পারিত না। কিন্তু ভারতে গবর্ণমেণ্টের এই একটী মহান্ দোষ তাঁহারা আপনাদিগের কর্ম্মচারীর উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বিশ্বাস কর্ম্মচারী মাত্রেই সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মিষ্ঠ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রায় সাধারণতঃ তিলবুদ্ধি পর্য্যন্ত ও আত্মাভিমানী। গবর্ণমেণ্ট দিবা রাত্রি তাহাদের উপর এই সকল প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহার বিষময় ফলও ভোগ করিতেছেন তথাপি যে চৈতন্য হয় না ইহা অপেক্ষা ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে? কাবুল যুদ্ধ ফুলু যুদ্ধ, আবার সিমলা মিশর যুদ্ধ ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, এই সকল দর্শন করিয়া স্পষ্ট বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এই সাম্রাজ্য রক্ষার প্রণালী কখনই ভাল বুঝেন না। তাহা না হইলে ঝগড়া পাইলে কর্ম্মচারীদিগের হাতে না চাহিতে দেন? খাসোরা দুর্গ ও মুখ তাহাদিগের উপর বেরি সাহেব অন্যায় অত্যাচার করিলেন, তাঁহার সে অত্যাচার লর্ড রিপন অনায়াসে ক্ষমা করিতে পারিতেন কিন্তু কে কাহার নিকটে করে? প্রায় সাধারণতঃ তিনি তাহা করিলেন না। অধিকন্তু বেরি সাহেবের পক্ষ হইয়া তাঁহার অত্যাচারের সমর্থন করিলেন। ইহাতে কর্ম্মচারীদিগের সাহস বৃদ্ধি হইবে না ত কি হইবে? ইহার ফল যে ঘোর বিপ্লব হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেরি সাহেব কালাডন্দির বিদ্রোহ-স্বপ্ন দেখিয়া যে ঘোর অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, লর্ড রিপন যদি পূর্ব্বে তাহার তত্ত্ব করিয়া সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করিতেন তাহা হইলে আর ও অত্যাচার সংঘটিত হইতে পারিত না। কিন্তু ভারত

করিয়াছিলেন। দাঙ্গার সময়ের [illegible] কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, [illegible] দাঙ্গার সময়ের [illegible] দাঙ্গার প্রকৃত [illegible] বিশেষ গোলিসীকাল [illegible] সম্পন্ন হইল, সুতরাং সকল গোল [illegible] কি বোধ হয় না যে পোলি- [illegible] দাঙ্গার পোষকতা করিতেন? [illegible] উৎসাহ দিতেন? তাঁহার মন [illegible] দাঙ্গার ধরিবার পরে তিনি [illegible] করিতেন, আর কেহ সাহস করিয়া তাঁহার [illegible] না; স্বদেশীয় ও অসভ্য, সুতরাং [illegible] নিকট তাহাদিগের সাফাই নিষ্প্রয়োজন, [illegible] তাহারা আপনাদিগের অভিলষিত বিষয় [illegible] আনিতেছে হয় তাহা জানিত না, [illegible] তাহাদিগের কষ্টের কথা সাহেবের কর্ণ- [illegible] হইত না। এরূপ স্থলে দাঙ্গার যেরূপ [illegible] তিনি সেইরূপই বুঝিতেন। সুতরাং [illegible] দিগের দুঃখের কোন প্রতীকার হইত না।

খন্দেরা যে খুলতাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিয়া- [illegible] তাহাও বিশেষ দোষাবহ নহে। কারণ তাহা- [illegible] এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল উহারা আসিয়া রাজ- [illegible] হার বাড়াইতেছে এবং তাহাদিগের অনিষ্ট [illegible] নোদ্দেশে মেওয়ানের বাক্যে প্রতারিত হইয়া [illegible] বৃদ্ধির বিষয়ে আপত্তি করিতেছে না, অতএব [illegible] দিগকে দমন করিতে হইবে, এই বিবেচনা [illegible] তাহারা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই [illegible] ঘটনা নিবন্ধন বেরি সাহেব ব্যাপার যেরূপ [illegible] করিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে তাঁহার চেষ্টা কালাহান্দির রাজাকে গুরু শাস- [illegible] অযোগ্য বলিয়া উক্ত রাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের [illegible] করেন। বেরি সাহেব না থাকার বিরাগ [illegible] য় অনিষ্টের মূল।

লর্ড এলেনবরা ক্যানিংকে ভারতের শাসন কর্ত্তৃত্ব- [illegible] এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন "রাজা [illegible] করিতেছেন ভাবিয়া যে রাজ্যের লোক [illegible] হয়, তথায় সে কেন সেনা থাকুক না [illegible] রাজত্ব কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদিও [illegible] সে রাজা রক্ষা করিবার সম্ভাবনা থাকে, [illegible] তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।" এলেনবরার এই [illegible] রাজপুরুষ মাত্রেরই স্মরণ রাখিয়া কার্য্য [illegible] তাঁহারা যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, [illegible] দিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতি [illegible] সে রাজ্যরক্ষার বিপরীতরূপ তাহা বিল- [illegible] অযোগ্য, কিন্তু কর্ণওয়ালিসের উপরে [illegible] বিবেচনা নিবন্ধন তাহা সম্যকপ্রকারে সাধন [illegible] পারিতেছেন না। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,

"বিশ্বস্তে নাহি বিশ্বসেৎ" বিশ্বাসীকেও অতিবিশ্বাস করিবে না, অতএব বিশ্বাসীতেই যখন অতিবিশ্বাস নিষিদ্ধ, তখন অবিশ্বাসী উদ্ধতস্বভাব আত্মাভিমানী স্বরাজীয় কর্ম্মচারীকে অধিক বিশ্বাস করিলে যে নিন্দনীয় হইতে হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় কি?

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] ২৫ এ আগষ্ট। আরাবি পিলিউপলিস নামক স্থানে [illegible] করিতেছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ আগষ্ট। [illegible] করিয়াছে না- [illegible] সংবাদের পোলযোগ শান্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৯ এ আগষ্ট। সার গার্ণেট উলসলি [illegible] দিগের সহিত তাঁহার একটী সংগ্রাম সুসম্পন্ন হয়, তাহাতে [illegible] পরাজিত হইয়াছে। উহারা ম্যাগাজাইন [illegible] যাহা রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিল তাহা অধিকৃত [illegible] দশ সহস্র নূতন সৈন্য বিপক্ষাচরণ করিতে আসিয়াছে, তাহার ১০ শত ফরাসি অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্য তাহাদিগের সহিত প্রতিসংগত করিয়াছিল।

সার গার্ণেট উলসলি গতকল্য অনেকস্থলে নূতন সৈন্যের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে বিপক্ষ সৈন্যদিগকে [illegible] আক্রমণ করেন এবং সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়াছেন। [illegible] অধিকৃত হইয়াছে। [illegible] শস্যাদি [illegible] সামগ্রী হস্তগত হইয়াছে। [illegible] দিগের এবং ই রাজ্যের যৎসামান্য ক্ষতি হইয়াছে। [illegible] সৈন্য এক্ষণে কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। [illegible] সেনা অবরোধ করিতে পারেন নাই।

আরবির সৈন্য সে কাফ্রিদোয়ার নামক স্থানে [illegible] করিতেছেন। আবেদেরা নিকটবর্ত্তি [illegible] তাহাদিগের সৈন্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে আছে।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। সার গার্ণেট উলসলির সমস্ত কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হওয়ার পর সৈন্য অপসারিত করিয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ আগষ্ট। জেনারল হ্যাবেলক [illegible] করা কাফ্রিদোয়ারে [illegible] করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শত্রুগণ মুক্তভাবে পলায়ন করিতেছে।

ইস্পাহান ও রামসেরের মধ্যস্থ রেলওয়ের সংস্কার [illegible] হইয়াছে। বঙ্গদেশের অশ্বারোহী সৈন্যেরা [illegible] হইয়াছে। তাহাদিগকে পঞ্জাব সমর্পণ করা হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৭ এ আগষ্ট। সুলতান [illegible] সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন এবং [illegible] সংবাদে প্রকাশ হইবে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতেই সম্মত

লণ্ডন ২৯ এ আগষ্ট। মিশর হইতে সংবাদ আসিয়াছে কাফ্রিদোয়ারে নূতন সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, বিদ্রোহিগণ [illegible] পক্ষপাতে সাহায্য ঘোষণা করাতে মেকস [illegible] মাত্রাকে পরাজয় করিয়াছে, জেনারেল উলসলির অধীনে [illegible] সৈন্য [illegible] ও ২ টী কামান আছে। সৈন্যগণ গ্রীষ্মাধিক্য নিবন্ধন অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, অনেকের সান্নিপাতিক হইতেছে। আবাদীর প্রধান কর্ম্মচারী খেদীব পাশা মৃত হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

সুইডেন দূতের কন্যা মাডাম ভালেস্বার্গ বসফরস সন্তরণ দ্বারা পার হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

কষ্টমহাউস এককালে উঠিয়া যাইবে। [illegible] কর আদায়ের ভার বোর্ডের হস্তে ও অ- [illegible] কারীর রাজস্ব সংগ্রহের ভার আবকারীর কালেক্টরের উপর ন্যাস্ত হইবে।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই জয়পুরের মহারাজ গদীতে আরোহণ করিবেন।

মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সম্প্রদায়ের মধ্যে কত অবতারের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ভাগলপুরে ডব্লু এচ. টমসন নামে এক মহাপুরুষ আছেন, তিনি গত ২ রা আগষ্ট তত্রত্য একজন জমীদারকে নিরপরাধে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছেন। ভদ্রলোকটী জনৈক মোক্তারকে কিছু বলিবার জন্য তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, মোক্তার তখন সাহেবের নিকট ছিলেন, তিনি [illegible] মধ্যে হইবার জন্য [illegible] পদ আপনার না হইতে একজন চাপরাশী তাঁহাকে বাধা দি- [illegible] ভদ্র লোকটী ইহার প্রতিবাদ করাতে নবে- [illegible] হাকিম তাঁহাকে কয়দ রাখিতে হুকুম দি- মোক্তার দেখিয়া শুনিয়া বাবুর নিদ্দেশি- [illegible] অনেক বলিলেন, কিন্তু চোরা ধর্ম্মের কাহিনী [illegible] শুনিয়া ৫ ঘণ্টা কয়েদ রাখিলেন। পরে অপ- [illegible] ৮ টার সময়ে তাঁহাকে আনাইয়া সাহেব ডি- [illegible] করিলেন, তিনি যে দোষ করিয়াছেন, তজ্জন্য [illegible] মানা দিবেন, কি করেক ঘা বেত খাইবেন। [illegible] নিরুত্তর রহিলেন, অবশেষে কি ভাবিয়া বিনা [illegible] ছাড়িয়া দিলেন।

কলিকাতা গেজেটে দেখা গেল, গত বর্ষে ভূ- [illegible] পূর্ত্ত বিভাগের কৃষি ও শিল্পের বিশেষ অবনতি [illegible] য়াছে। মুদ্রের ব্যতীত সকলেই নীলের অবস্থা

বেশনের অবস্থা ভাল নহে, সোরাও তদ্রূপ। পূর্ণি
যার শিল্পকর্ম্ম এবং মুঙ্গেরের লৌহ ও আবলুসের শিল্প
কর্ম্মের হ্রাস হইতেছে। চিনির কাজ ভাল চলি
তেছে। ভাগলপুর অঞ্চলের গুটীপোকা সকল রোগা
ক্রান্ত হওয়াতে তসরের ব্যাঘাত হইতেছে। শীত
কালে মাজিষ্ট্রেটদিগের মফঃস্বল ভ্রমণ বিধি আছে,
কিন্তু গত বর্ষে মুঙ্গেরের বিভাগীয় কর্ম্মচারী কমি ব
কিন সাহেব সে বিষয়ে ঔদাসা করাতে কমি
শনর বার্লো সাহেব এতদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে যে
উপদেশ দেন তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করাতে
মসন সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগের
কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। বিহারে রাজপদ লইয়া
বাঙ্গালীদিগের সহিত বিহারীদিগের যে গোলযোগ
হইতেছিল, তিনি তাহার একপ্রকার নিষ্পত্তি
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কতকগুলি পদ এরূপ
আছে যে, তাহা বিহারীদিগের ভাষা না জানিলে
ও রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। বাঙ্গালীরা
অধিকতর শিক্ষিত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সত্য, কিন্তু
স্থলে বিহারীদিগের ভাষা না জানিলে কার্য্যে
ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা, এরূপ স্থল ব্যতীত
অন্যান্য যাবতীয় কর্ম্ম অপক্ষপাতচিত্তে উভয়কেই
প্রদান করা হইবে।

বোম্বাইয়ের পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্ম অক্সফোর্ড
বিশ্ববিদ্যালয়ের যে, এ পরীক্ষা দিবার জন্য গ্রীক ও
লাটীন ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রশংসা সহকারে তাহাতে
উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মাজিষ্ট্রেট মেসলি সাহেব তাঁহার একখানি দৌর্ঘ
ত্বের সংস্কার উপলক্ষে একজন চাপরাশীকে ১৫ দিন
কয়েদ রাখিয়াছিলেন, এই কথা লইয়া সংবাদপত্রে
আন্দোলন হইতেছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, পার্লামেণ্টের
সভ্যতার সভ্য সার হেনরি কটন, পদত্যাগ
করিবেন। ইনি ভারতের হিতৈষী।

বিলাতের তিনি কালেজের কতকগুলি ছাত্রী
সভা উঠাইয়া দিবার জন্য সভা করিয়াছিলেন,
কিন্তু অধিকাংশের অমতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।
জন্য সাধারণিক সভা স্থানীয় আত্মশাসন কাহাকে
বে ও তাহা কিরূপ সভা বিশদরূপে বুঝাইয়া
দিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি প্রেরণ করি-
তেছেন। এতদ্নিমিত্ত ১৫ শত টাকা ব্যয় হইবে এই-
রূপ অনুমিত হইয়াছে। সাধারণিক সভা এই ব্যয়
করিবেন। কলিকাতার ভারত সভা এইরূপ
করিতে পারিলে ভাল হয়। সেল্ফ্ গবর্ণমেণ্ট যে কি
তাহা প্রায় অনেকেই অবগত নহেন। মফঃ
স্বলের কথা দূরে থাকুক, কলিকাতার নিকটস্থ আমা-
দের এই সকল সভ্য গ্রামের অধিকাংশ লোকেই
আজিও বুঝিতে পারেন নাই। মফঃস্বলের লোকে খাজ
নার আসল ভাস পেটে তাহারা বড় সেলফ্ গবর্ণমেণ্টের
ধার ধারেনা। অতএব তাহাদিগকে বুঝাইয়া
দিতে পারিলে বিশেষ উপকার আছে।

মাণপুরী কয়েদি দিগের প্রতি আসিষ্টাণ্ট কমি-
শনর জনসন সাহেব যে অন্যায় ব্যবহার করেন
তত্রত্য শ্রীযুক্ত সেকর সিং সেনাপতি ভারতবর্ষীয়
গবর্ণমেণ্টে তদ্বিষয়ে টেলিগ্রাফ করাতে কমি-
শনরের উপর তাহার তদন্ত করিবার ভার হই-
য়াছে।

শুনা যাইতেছে নাইল নদীর জল বৃদ্ধি হইলে
আরাবি পাশা মিশর জলমগ্ন করিয়া দিবেন। তাঁহার
সহিত বিদোইন জাতির সন্ধি হইয়াছে। তাহারা
খেদাইবের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আরাবিকেই অব-
লম্বন করিয়াছে এবং ৬০০০০ সৈন্য দ্বারা তাঁহাকে
সাহায্য করিতেছে। আরাবির নিজের সৈন্য এক্ষণে
১০০০০০।

ভবানীপুর আদ্যক্ষেপীয় সভার ১২৮৮ সালের
আদ্যক্ষেপীয় পরীক্ষার ফল।

তৃতীয় পরীক্ষা। (উপাধি পরীক্ষা)

উত্তীর্ণ ছাত্রের উপাধি	উত্তীর্ণ ছাত্র	প্রাপ্ত পারিতোষিকাদি
প্রথম।		
কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র সেন।	প্রসন্নকুমার সেন।	নগদ ৭৫ টাকা।
কবিশেখর		রৌপ্য পদক এক খানি কাব্যের উপাধি প্রশংসা পত্র।
কবিরাজ কালীপ্রসাদ দত্ত।	দ্বিতীয়।	
কবিভূষণ।	দ্বারকানাথ সেন।	কবিরত্নের উপাধি।
দ্বিতীয় পরীক্ষা।		
কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন।	প্রথম।	
কাব্যতীর্থ।	মনোমোহন সেন।	চারু সম্বাদকৌমুদী ১ খানি, মাসিক প্রতি টাকা, প্রশংসা পত্র।
কবিরত্নের উপাধি।	দ্বিতীয়।	
কবিশেখর।	সেবকুমার গুপ্ত চৌধুরী।	স্বর্ণক সহিত ১ খানি, মাসিক প্রতি টাকা, প্রশংসা পত্র।
কবিরাজ শ্যামাকিশোর সেন।	তৃতীয়।	
কবিরঞ্জন।	যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন	চারুদত্ত ১ খানি, মাসিক প্রতি টাকা, প্রশংসা পত্র।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, জুলুরাজ পুনরায়
পদস্থ হইলেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি
নরিস সাহেব হাইকোর্টের প্রাচীরের স্থানে স্থানে
পানের পিকের দাগ দেখিয়া বড় চটিয়া সে দিন
এক মাড়োয়ারিকে ও অন্যান্য তিরস্কার করেন,
ইহাতে অনেকে তাঁহাকে চটা লোক মনে করিয়া
ছিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহা নহেন। তিনি
অপরিষ্কার দেখিতে পারেন না, প্রকৃতপক্ষে
সাহেব অতি দয়ালুস্বভাব। সে দিন তিনি
গাড়িতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে অপর এ
সাহেব একটী বৃদ্ধা দেশীয় স্ত্রীলোকের উপর
গাড়ি চালাইয়া দেন, নরিস সাহেব তৎক্ষণাৎ
হইতে নামিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করেন, এবং
নিষ্ঠুর সাহেবের গাড়ি ধরিয়া বৃদ্ধাকে হাসপাত
লইয়া যাইবার জন্য, তাঁহাকে উপদেশ দি
কিন্তু তিনি এ দেশীয় বলিয়া অগ্রাহ্য করাতে স্ব
স্বয়ং বৃদ্ধাকে তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া হাসপা
গিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন।

জৌনপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,
এক মাস হইল, আউদ ও রোহিলখণ্ড রেলও
ট্রাফিক প্রায় একেবারে বন্ধ হইয়াছে। এমন
মালগাড়ি সকল এককালে চলিতেছে না, যে
দুইখানি করিয়া মালগাড়ি প্রত্যহ চলিত সে
২০।২৫ দিন অন্তর একবার একখানি চলে।
দুইখানি আরোহীর গাড়ি চলে তাহাতে ২।১ খ
করিয়া মাল যাতায়াত করে, কলিকাতার ট্রা
যে এককালীন বন্ধ হইয়া গিয়াছে ইহা বলি
অত্যুক্তি হয় না। কোম্পানির ইহাতে বি
ক্ষতি হইতেছে।

চলিত শতাব্দীর প্রথমে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০ জন
খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক ছিল, কিন্তু এক্ষণে ২৫০০০ হইয়া
ঐরূপ অনার্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মা
লোকের সংখ্যা ৫০০০০ ছিল এক্ষণে ১৬৫০
হইয়াছে।

বিলাতের অন্যূন ৩ লক্ষ বালক বোর্ডিং
থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে।

আবিসিনিয়ার রাজা জন তত্রত্য যাবতীয় খ্রীষ্ট
প্রচারককে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রজ
খ্রীষ্টান ধর্ম্মপুস্তক রাখিয়াছে কি না তিনি তা
অনুসন্ধান করিতেছেন। যাহার বাটী হইতে ধর্ম্মপু
পাওয়া যাইতেছে সেই গৃহস্থকে অমনি কারা
করিতেছেন।

১৮৮০ অব্দে কল গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ স্থান স
হের প্রজা-সংখ্যা গণনার দ্বারা ৮৫৫০৬৪৬ স্থির
হইয়াছিল। কিন্তু এবার গণনায় ১০০০৩৩
হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইউরোপিয় কমিশার লো
সংখ্যা ১২০৬৭৯৮, ইউরোপের ৭২১৯০৭, ফি
ল্যাণ্ডের ৪০৮০০১, সাইবিরিয়া, কেসস ও আ
আসিয়ার ১৫১০৬৪৫৬।

আমাদের মোকামস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছে
গত ২৯ এ আগষ্ট কুতুয়া ও রঙ্গপুরের ট্রেণ
মধ্যে ৩১৩ মাইলের নিকটে ১১ নম্বর ...
গুডস ট্রেণ রেলচ্যুত হইয়াছিল। উক্ত ট্রেণখানি

...ক সমাজের মেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু নবীন... সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ...সাহেব ৫টী বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পাশ বালককে ...পদক ও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক ...বশিষ্ট ৭০ জন বালককে কেবল পুস্তক পারি... স্বরূপ প্রদান করিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় একটী ...বক্তৃতা করেন। পরে সভাপতি মহাশয়কে ...দিয়া এবং সভাস্থ সকলকে এক একখানি ...পুস্তক প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

...থিবীতে যত লোকের মৃত্যু হয় তাহার এক ...রোগের ব্রণ বিশেষের দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে। ...ব কচ সাহেব এতদ্দর্শনে ইহার একটী উৎকৃষ্ট ...আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। সেটী জলের সহ ...র এম, এম, গ্রিফিথ বলেন, ক্ষয়রোগেরও ইহা ...ঔষধ। তিনি উক্ত সবের সহিত দুই গ্রেণ ...সলফেট অফ সিঙ্কোনাইন ও ডোভার ...র মিশ্রিত করিয়া এক একটী বটিকা প্রস্তুত ...খাওয়াইয়া থাকেন।

...জলাধ জেলায় পুনরায় হাইকোর্টের ন্যায় ...ল আদালত প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রঙ্গপুরের জমিদার ...গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর ভগবদ্গীতার কবিতানুবাদ করায় সাহায্যার্থ ৫ শত টাকা বঙ্গদর্শন দেবীকে দান করিয়াছেন।

...ঠাকুরাণীর বঙ্গ-বিধবাবিবাহ উৎসাহিনী সভা ...লে বেহারি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, গত ৮ই ...রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কলিকাতায় ...সেনের সহিত বারাসতের সন্নি... বিনোদিনী নামের শ্রীমতী বিনোদিনী ...র ৫ বৎসর বিধবা থাকিয়া ১৮৭৮ সালের ৩ ...অনুসারে বিবাহ করিয়াছে, এবং ঐ বিবাহ

অনুসারে অদ্য সমারোহে বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু ...চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিয়া উপসনাদি কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বিবেচনা করিতেছেন। মার্কেস্ অফ রিপন সাহেব ইহার যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইণ্ডিয়া কাউন্সিল তাহাতে সম্মত হন নাই।

...ভার মার্টিন্ট্ স্কট সাহেব ফরিদপুরে ...করিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও তিনি নিশ্চিন্ত ...করিয়া লোককে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বড় বিলম্বে কাছারিতে আসেন, তাহাতে লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইত। এখন আবার তাহা ছাড়িয়া দিয়া কাছারিতে আসিবার নিদিষ্ট সময় স্থির করিয়াছেন, সুতরাং লোকের যৎপরোনাস্তি কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্প্রতি লোকের ছাতা মাথায় দেওয়া তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তিনি লোককে ছাতা মাথায় দিতে দেখিতে পারেন না। কেহ ছাতা মাথায় দিয়া গেলে তাঁহার বড় কষ্ট হয়, যখন কাছারী করেন তখন বাহিরে চাপরাশী রাখেন, কে ছাতা মাথায় দেয় না দেখে সে তাহা বসিয়া দেখিতে থাকে। তাহা কিছুতেই কি পক্ষে হইল না, দুই কাণ কাটা গ্রামের ভিতর দিয়া যায়।

বাঙ্গালোরে উচ্চশ্রেণীর স্ত্রী শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে তথায় তিনটী বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক পড়ান হইতেছে।

নিউ সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ের কার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইতেছে। আগামিতে ...রাণীঘাট হইতে বনগাঁ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছে। এই মাসে আর ২০ মাইল খোলা হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম একজন বাঙ্গালা সম্রান্তের একটী আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৮০ অব্দের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে বঙ্গদেশ হইতে ৩৮২ খানি নূতন পুস্তক ও পত্রিকা প্রচার হইয়াছে।

আমির আলী বলিয়াছেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ...স্থাপিত করাতে ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ বাস্তবিকই মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন ...ন্যায় দেখিলে কাহার না বিরক্তি জন্মে, মুসলমানের কথা দূরে থাকুক, অনেক হিন্দুরই চক্ষে হইতেছে।

নাভার রাজা সর্দ্দিনো মিশর যুদ্ধ যাইতে আকাঙ্ক্ষী হইয়া গবর্ণর জেনেরলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

আসামের চীফ কমিশনর ফ্রেম লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে বোধ হইতেছে, তিনি একজন উচ্চমনা উদার ব্যক্তি। তিনি সে দিন আসামীয় ভাষার উন্নতিকরে পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা হইয়াছেন, আসামবাসিদিগকে সম্প্রতি স্বশাসনে অধিকারদান ও করিয়াছেন। আবার শুনিতেছি তথাকার ডিষ্ট্রক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ উঠাইয়া দিয়া পুলিসকে আসিষ্টাণ্ট ও একটী আসিষ্টাণ্ট কমিশনরদিগের অধীন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

...এস, মিত্রের অশ্বশিক্ষক চার্লস আক্তার তিনটী ঘোড়দৌড়ে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বাজি জিতিয়াছেন।

ইথো নামক স্থানের ৩০ সহস্র লোক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তথাকার কোন ব্যক্তিকে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত অথবা বিক্রয় করিতে দিবেন না।

ইংলণ্ডের বেসালয় সকল রবিবার যাহাতে বন্ধ থাকে তজ্জন্য তত্রত্য ৩৭৩ জন মাজিষ্ট্রেট ও ১৫৯০০০ জন ষ্টীলোক স্বস্বাক্ষর করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ষ্টেভেন্সন সাহেব এ সম্বন্ধে আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা বিধিবদ্ধ করিবার জন্য ২০০০০০ লোকে স্বাক্ষর করিয়াছে।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত পাণ্ডারপুর মিউনিসিপালিটী অন্যান্য মিউনিসিপালিটীর আদর্শস্থানীয়। এই মিউনিসিপালিটী ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে নানা স্থানে একশতটী পায়খানা প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন, আর অন্যান্য মিউনিসিপালিটী স্ব স্ব আয়ত্ত স্থানের দুরবস্থার উন্নতি করিতে পারিতেছেন না।

...ফুটের পুস্তকের অভাব পরিপূরণ হয়। ...ডের উইণ্ডসর নামক স্থানে এক পাদরী সাহেবের একটী পুস্তক আছে। পাদরীর অবস্থা ভদ্রূপ নহে, তিনি মূল্য দিয়া সংবাদপত্র লইতে পারেন না। তিনি একজন রেলওয়ে সাহেবের নিকট হইতে সাহেবের পর ষ্ট্যাণ্ডার্ড নামক সংবাদপত্র প্রত্যহ বন্দোবস্ত করেন। সাহেবের পুত্র সেই সংবাদপত্র লইত। গাড় যে সময়ে ষ্টেশন লইয়া যাইতেন, পুত্র তাহার অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই লাইনের ধারে গিয়া দাঁড়াইত। গাড় কাগজখানি ফেলিয়া দিতেন, সে মুখে করিয়া লইয়া আসিত। কিন্তু একদা গাড় ব্যস্ত থাকাতে ইহার নিকটে আসিয়া তাড়াতাড়ি অভ্যাসমত হাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ডের পরিবর্ত্তে ফোল টেলিগ্রাফ নামক অপর পত্র ফেলিয়া দেন, কিন্তু পুত্র তাহা না লইয়া চলিয়া যান। সে পুত্রের নাম কাগজ না পাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে পাদরী পর দিন গাড়কে

াসা করেন, কিন্তু তিনি কাগজ দিবার কথাই
ন, পরিশেষে বহু অনুসন্ধানে জানিতে পারেন
ার্ডের পরিবর্ত্তে ডোল টেলিগ্রাফ দেওয়াতে সে
ইয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

জাপান গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ ব্রাহ্মণ আইন
য়ন করিতেছেন। জাপান গবর্ণমেণ্ট রাজা
ন-বিষয়ে ফ্রান্সের অনুকরণ করিবেন না কি?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার মেডিক
বিভাগ উঠাইয়া দিয়া উক্ত বিভাগ ভারতবর্ষীয়
ণ ডাইরেক্টারের অধীন করিলেন।

গোয়ালন্দের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এম, কে, জে,
সার নিকট কোন এক সার্টিফিকেটধারী মোক্তার
ক্তারী করিবার প্রার্থনা করেন। বাদসা সাহেব
র দেন, গোয়ালন্দে মোক্তারের সংখ্যা অনেক
এর আর মোক্তার আসিতে দেওয়া উচিত নহে।
গ্যন্ত কোন এক মোক্তারের পদ খালি না হয়,
পর্য্যন্ত আবেদনকারী গোয়ালন্দে মোক্তারী
তে পারিবে না।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, ন্যাশ-
পেপার নামক ইংরাজী দৈনিক পত্র গত ২৬ এ
ন্ত হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

আমাদিগের একজন বন্ধু ঢাকা হইতে লিখিয়া-
, ঢাকা এবার ওলাউঠায় ও ম্যালেরিয়ায় ছার
যাইতে বসিয়াছে। অনেকে সহর পরিত্যাগ
য়া পলায়ন করিতেছে। বিদ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ
া গিয়াছে। বিস্তর লোক ইহাদিগের ব্যাধি-
স পাড়িয়া অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।
কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, নিউইয়র্ক ও
সালমেনিয়া হইতে গড়ে মাইল দীর্ঘ ও
াইল প্রশস্ত ক্ষেত্র হইতে মেঘে দেশ পাইবার
বার সম্ভাবনা আছে।

সে দিন সাবাড়া বুরুকে মক্ষিকার উপদ্রব
ণের উপায় বলা, প্রকাশিত হইয়াছিল, এবার
ার দেখিতেছি, কয়েক খণ্ড কোয়াসিয়া কিঞ্চিৎ
ল ভিজাইয়া তাহাতে একটু চিনি দিয়া একটী
ন রাখিলে গৃহমধ্যাগত সাবধীয় মক্ষিকা আসিয়া
া তে পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে।

নিশর সংগ্রামে যে সকল সৈন্য গমন করিয়াছে
ণা রাত্রিতে মশকদংশনে নিদ্রা যাইতে পারে
এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের যন্ত্রণাদিত কষ্টও
া থাকে, তাহা নিবারণের জন্য এক ব্যক্তি বলি-
ছেন, পাইরিথ্রিয়ম রোজিয়ম নামক চূর্ণ করেক
টা স্পিরিটে মিশ্রিত করিয়া স্পিরিটের তিন গুণ
ক জলে গুলিয়া হস্ত পদে মাখিলে উহার গন্ধে
ক নিকটে আসিবে না।

দী সমূহের কি দোষ হইয়াছে, যদ্দ্বারা মৎস্য
বংশ ক্ষয় হইতেছে, এই বিষয়ের নির্ণয় করিয়া যিনি
উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন বেঙ্গলিয়ান
বিজ্ঞান সভা তাঁহাকে তিন সহস্র ফ্রাঙ্ক পুরস্কার দিবেন।
বঙ্গদেশে শস্যেরও দোষ ঘটিয়াছে, তথাকার ঈলিস
মৎস্যের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট
চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন কারণই নির্ণয় করিতে
পারিতেছেন না।

১৮৮৩ অব্দে আমেষ্টার্ডমে প্রদর্শনী হইবে।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে ভারতবর্ষজাত সাব
ভৌম উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রেরণের সংকল্প করিয়া
ছেন। কলিকাতা কৃষিবিভাগের বাবু তারকনাথ
মুখোপাধ্যায় তথায় ঐ সকল দ্রব্যের পরীক্ষা করি-
বেন।

নিম্নলিখিত তারিখে গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থ
ধনাগারে নিম্নলিখিত টাকা সঞ্চিত ছিল।

৪	আগষ্ট ১৮৮২	৩০৩২৯৯৯৬ টাকা।
১৫	ঐ	৩৩৪৩৪১৬৩
ঐ	ঐ	৩৫৭৮ ১৮৭
ঐ	ঐ	৬৯৯ ৫৫৬৭৩

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

পাটনার [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

পাবনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই. [illegible] ফরিদপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

মেদিনীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ. [illegible] ফরিদপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

মজঃফরপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] কেলনার স্কুমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

মধুপরের অতিরিক্ত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই. এফ. এচ. ই. স্কুইন সাহেব পাবনার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

পাটনার অন্তর্গত মোকামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু এ. ডি. বি. গোমিস ও ভাগলপুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রসিকলাল মুখোপাধ্যায় ১৩ই আগষ্ট অবধি কার্য্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ. ই. ষ্টিভেন্স মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

মজঃফরপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] বদলী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

মানভূমের অন্তর্গত বড়বাজারের প্রতিনিধি মুন্সেফ মহিমচন্দ্র সরকারের [illegible] ১৮৭০ অব্দের আইন অনুসারে কার্য্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মাদারগঞ্জের মুন্সেফ বাবু রজনীনাথ মিত্র বি. এল [illegible] সাহাবাজপুরে বদলী হইলেন।

ব্রাহ্মণ সাহাবাজপুরের ২য় মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র [illegible] সহকারী মকদ্দমার [illegible] ছোট আদালতের [illegible] ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী।

আমরা ইতিমধ্যে ভাগীরথীর পর পারে নৈ
থানার অন্তর্গত ভাটপাড়া নারায়ণপুর প্রভৃতি ক
খানি গ্রাম দেখিয়া আসিয়াছি। সম্প্রতি ভাটপ
গ্রামে অতিশয় চোরের উপদ্রব হইয়াছে। আ
শুনিয়া বিস্মিত হইলাম এ বিষয় বারাশতের জে
মাজিষ্ট্রেট এবং নৈহাটী থানায় দারগাকে জানা
উক্ত মহাশয়েরা প্রজার কষ্ট নিবারণের
করেন নাই। সবইনস্পেক্টার বাবু মাকি কথিয়া
যে কাহার প্রতি সন্দেহ না করিলে অ
দেখাইয়া না দিলে তিনি কিছু করিতে প
বেন না। প্রজারা চোরকে চিনিতে পারিলে কি
প্রায় আপনারাই করিয়া থাকে আ. গৃহস্থ য
চোরকে কি ডাকাইতকে চিনিতে না পারে তবে
পুলিস বসিয়া থাকিবেন? অনেক দিন হইতে
সকল গ্রামে চুরি ডাকাইতি হইতেছে অতএব অ
বিশ্বাস করেন যে নিকটস্থ কোন স্থানে একটী
ঘাটি হইয়াছে। চোরেরা ক্রমে ক্রমে আ
নিয়া নিকটে দুই এক আসর পাইলা ক
পরে ধরে যাইবে। ইহাদিগের উদ্যমের বি
প্রয়োজন। বিষবৃক্ষের অঙ্কুরে আঘাত না ক
শেষ সকল নষ্ট করিবে। আমরা বিবেচনা
পূর্ব্বের ন্যায় গ্রামে গ্রামে থানা হওয়া
বাঞ্ছিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে চৌকিদা
অলস হইয়া নিদ্রা যাইতে পারে না, এবং বদমা
দিগের সন্ধান লইয়া থানায় লিখন করাইয়া
কামিন লইয়া রাখা হয়।

নারায়ণপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে পাঠশালা হইতে
তাহাতে গ্রামবাসীদিগের বিস্তর সুবিধা হইয়া
কিন্তু ২২। ২৩ বৎসর পূর্ব্বে ৺ বৈকুণ্ঠনাথ মুখো
ধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে যে বিদ্যালয়টী স্থা
হইয়াছিল, এক্ষণে উপরিউক্ত বাবুর কর্ত্তৃত্বে

...ে ...ে ...ে

রক্ত, গ্রহণী, অন্নগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং
ংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক
বস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।
কান্তাস্ত সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষ-
পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন,
আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত
য়াছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন
তে পারেন।
এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন
৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাব-
ীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম, সরক্ত ও খড়িমলবৎ
ার নির্গত হইলে ও মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে
ার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও
কৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব
ং প্রস্রাব সাদা গড়ির ন্যায় ঘোলা এই সকল
া মলিন মস্তিষ্কের হীনবল, হস্তপদাদির জ্বালা,
ুধা কম্পতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের
ত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়
ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে
ার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহস-
ক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট
ধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়মে
বন করিলে শরীরে নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন
, এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, ৬দল
ত-বায়ু সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃ-
া, অংকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির
ল উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য
ভৃতি, যাহা সকল সময় প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ
ধারণশক্তিবিহীনতা অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয়
ন্তিত্ব অথবা হীনতা প্রযুক্ত ধাতুর তরলতা ও আশুরিক
াব, ভগ্নোরুত্ব (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকলের
ান্ত শান্তি হয় এবং সমাক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে।
ঔষধে এরূপ বলবীর্য্যকারক গুণ অতি বিরল।
এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা
টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত
শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ
আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।
এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাসিত ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া
দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে-
ষতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ,
অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, গলস্রাব
পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন
পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য
প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব
প্রভৃতি এই সকল রোগ সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে
নষ্ট হইয়া থাকে।

একপোয়ার মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০ আ

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে যে
মহোদয় প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলির
নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোকানাথ ঘোষ এল, এম, এস,
অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
ভকড়ী ঘোষ। ঐ
ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ
কলিকাতা।
ধর্ম্মদাস বসু। ঐ
" " বিশ্বম্ভরকুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
ঢেকানল কটক।
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন।
বর্দ্ধমান।
" " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি
কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা।
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
রাণীগঞ্জ।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপ-
কারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও
দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন।
কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬,
৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৵০ আনা। মাশুল
মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

—:০:—

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দশম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দশম সংখ্যা প্রকাশিত
হইয়াছে। ইহাতে পিপীলিকাজাতির মনোভাব-ব্যক্তি
ও ভাষাপ্রণালি, সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে প্রাকৃত লোকের
মত ও বিশ্বাস, মুক্তকটিক, জগতের আদিম মানব
জাতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ, মনুসংহিতা, কন্দর্পজাতি
দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, সাংখ্যদর্শন, এই ৮ টি
বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মা
৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাশুল
সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকে
মহোদয়গণ সোমাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্য
সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন
অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রু
প্রেরিত হয় না।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!
পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরা
কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, স্বর
ভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক কা
সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অক্ষত্রি
গাছগাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশি
মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের স
পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এ
ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আয়ার্ট
কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌর
রোড ষ্টিকেলন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

" আয়ুর্ব্বর্দ্ধন " ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়মা
মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এ
পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণে
পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক
শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।
১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎস
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পী
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্র
ইত্যাদি নিশ্চিন্তে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ
কৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মজ্জাশিলা
পাগরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা দোষীয়
বলিয়া করেন

প্রসূতি সচরাচর সকলে করাইয়া থাকেন
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চি
সার পুস্তক এখন দোকানে ৩ টাকা মূল্যে প
যায়।

...ী শিক্ষাকর্ত্তা ডাঃ প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

...ধারণ করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব ...ছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত ...কটি কম্পাসন ব্যতিত হইয়াছে, সব চেয়ে ...তেই বেশী ফল পাওয়া যায়। " কুইনাইন ...ম্পোজিসন " যত রকম জ্বরঘ্ন, তাহাতে ...ম্যান অব্যর্থকল্পী হাথিসেই ভাল হইত "

...ম ১২ ড্রম শিশির মূল্য ১৸০, কমিশন শতকরা ...এক টাকার নীচে কমিশন নাই। কালী... ১২৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট আমার নিকট পাওয়া

শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

...র্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত" ...প্রকার সুবিস্তৃত "ভারতবর্ষের ইতিহাস এ ...বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে ...লিখিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য দর্শনে ...ব অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার ...মুলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে ...তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৷০, গ্রাহক...দিগের প্রতি ১৲। শতাধিক অগ্রিম গ্রাহক ...ছেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ...গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত। ...রকারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

...লামপুর
...ষ্ট গোঘাস
...লা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত।

...য় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

...৯ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত ...বিজেতা ১৷৷০, জীবনসন্ধ্যা ১৷৷০, মাধবী-কঙ্কণ ১৷৷০, ...ন প্রভাত ১৷৷০, ঐ চারি খণ্ড একত্র, নাম শতবর্ষ ...ং মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে শিবজীর ...পর্য্যন্ত একশত বৎসরের ঘটনা সম্বন্ধীয় উপ... ...ন্যাস দুইটির মূল্য ৩৷৷০। ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ...খানি। আমার নিকট প্রাপ্তব্য এতদ্ব্যতীত ...ব বাঙ্গালা পুস্তক এবং ডাক্তারি কবিরাজী ও ...মকর্ম্মোপযোগিক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, ...হাদের তালিকা পাঠাইয়া থাকি।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রেজিষ্টারী করা (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব বাধা অর্থাৎ ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত নানা ঘোলা পার্থিক দোষলা ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও ধাতুর পীড়া যেরূপই হউক সে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও যকৃৎ-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, গাত্র, পাদদেশ, অণ্ডকোষ, নাভী ঘা, রক্তদূষিত ফোড় এবং শরীরে যে কোন কারণপ্রসূত ক্ষত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন তাহা সেবনে পক্ষকাল মধ্যে পরিষ্কার, সুদৃঢ়, সুগোল এবং পুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ দোষ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐ আরক কিছুদিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সেবনে যকৃৎ লিবর অথের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা সেবনে যকৃৎ স্থানি শিরার সহিত সংলগ্ন থাকে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং চুণাচাঁদ শিকদারের গলি, বহুবাজার,

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ চাকরা—চাঁথি
" " গৌরীনাথ চট্টোপাধ্যায়—মহেশ্বর
" " বিপিনবিহারি গঙ্গোপাধ্যায়—নৈনি...
নদী চা বাগান
" " যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দেবীগ...
" " কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—বগড়িবাড়ী
ভোলানাথ ডেকা—হাতিবান্দা
গোপীরাম ভেড়মোহরার—নওগাঁ
আসাম
মহেশচন্দ্র দাস—কড়ঘাটা
কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল—চাঁদপাট
ঈশ্বরচন্দ্র রায়—মণ্ডলিপা গ্রাম
শশিভূষণ শেঠ—বড়বাজার
কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়—ভবানীপুর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে তাহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১৩ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৭৷৷০ টা... অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা, অস... পক্ষে মাসিক বৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের... পাঠাইবেন, তাঁহারা প্র স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোমপুর কা... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন... নোট, কড়ি, ডবল চিঠি, মনি অর্ডর, তাহার দ্বা... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশে গ্রা... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।

যাহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রে... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গৃহী... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ আনা আর পর৵ এক আনা দিতে হইবে।

১৬ এ ভাদ্র বাগবাজার দক্ষিণ সোমপুর হইয়া চাঁদড়িগোপালা কয়েকঘর ব্রহ্মে ইংরেজী চক্রবর্ত্তীদারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি... প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৪৩ সংখ্যা

প্রথম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা

১২৮৯ সাল। ২৭ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮২। ১১ ই সেপ্টেম্বর।

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৷০ অসমর্থ প
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন।

পারফিউমড্ হেয়ার অয়েল।

...ত্বা মর্দ্দন করিলে মস্তকের খুস্কি ও নানা কারণে ...উঠিয়া যাওয়া নিবারিত হয়, মস্তিষ্ক সর্ব্বদা ...ল থাকে ও কেশ সুন্দর, কোমল, সুচিক্কণ ও ...বিশিষ্ট হয় এবং ইহার বলত্ব বৃদ্ধি হয়। ...১ বোতল ৸০, ১ ডজন ৮৷০ ও প্যাকিং প্রতি ...তল ।০ আনা।

...লিডন্ কেষ্টর অয়েল ... ... ১ বোতল ৸০
...ওর সেণ্টলেস্ কোকোয়ানট অয়েল ১ বোতল ৸০

...ক্ষেত্রমোহন বসাক এণ্ড সন্স
৩ নং রামদুলাল ঠাকুরের ষ্ট্রীট।

...ন্তিকালুরোগী ব্যক্তিগণের দ্রষ্টব্য।

...বিয়া কোরক মূল্য ৸০ মাশুল ১০।

...' বলিয়া আমরা পরিহাস ...করিয়াছি। অনাদ্যোপান্ত আমাদের প্রীতি- ...। সাম। অধিবেশনসমাজের সভাপতি ...বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন— ...করিয়াকলি কোমল, মধুর ও প্রীতিপ্রদ ...হইয়াছে। ইহার অনেক গুলিতে গুরুতর কবিত্ব ...লক্ষিত হইতেছে। ...। মেদিনীপুর, শান্তিপুর, ...কলিকাতা এবং নিকট প্রাপ্তব্য।

...তিচমৎকার! অতিচমৎকার!

সোনালিভাতে ফল ।

...ভাক্তার সেনের ফ্লাক্স ...৷০ মনোরম। ইহাতে ...ন অম্ল, প্লীহা, যকৃৎ, এবং দাদোরোগ প্রভৃতি ...অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ ষ্ট্রীটে ৩২। ৩৩ নং ইম্পিরিএল ড্রগিষ্টস হলে প্রস্তুত এবং বিক্রীত হয়।

বেড় পোয়া বোতলের নগদ মূল্য ৸৷০ ও ডাকের প্যাকিং খরচ ।৵০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

এক জন কর্ম্মচারির প্রয়োজন।

মাসিক বেতন ১৫ টাকা। ৫।৬ হাজার টাকা শালিয়ানা আদায় করিতে হইবে। অতএব বিশ্বাসার্থ এক হাজার টাকা ডিপজিট দিতে হইবে। আবাদে থাকিতে হইবে। অতএব আবাদের কাজ জানা চাই, জমিদারী সেরেস্তার কাজও জানা চাই। সদাদা সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। অতএব সর্ব্বদা উহাতে শ্রমশীল হওয়া ও কাজে মেদ থাকা চাই। ঐ সকল নিয়ম যিনি প্রার্থী হইতে চান, সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকটে আগমন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির

ঔষধ এবং তদনুপান পাঁচন।

এই বিবিধ মহৌষধ যাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই ঔষধ ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত বিবিধ ঔষধের প্রত্যেক কৌটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত মূল্য ১ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, ক... প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর ... করিবে। উহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমা... সমেত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের ... থাকিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোঃ

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বঙ্গবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নি... রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ স... ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক... হ্রাস হইতে থাকিবে। তৃষ্ণা শরীরের দোকলা, ... পদাদির জ্বালা, গাত্রের চুলকুনী, মস্তিষ্কের হীন... পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিশয় প্র... উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বা... পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

ছয় সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টা...

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। ...

মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

...

। প্রমেহ ঘটিত কিছু জ্বর থাকিলে ঔষধ সেবা.
ন্য অন্য প্রকার জ্বর সত্বে সেবা নহে। প্রমেহ
। ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন।
ধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা
দিয়াছেন. খেয়াতি পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুল
পাবা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ ঘেনাঘাট।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের
ড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া
ীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নিবা-
করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া
• অদ্ধসের ১৷৶০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক হউক ইহার এক শিশিতে
নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১, প্যাকিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী)
ং. দূষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, হাত
ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সময়ে
ন্যে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক;
ছোট শিশি ২৷০ ও বড় ৪৷০ টাকা প্যাকিং ।০।
ানা—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৪৮ আর,
মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।
৯০ নং গ্রেষ্ট্রীট শ্যামপুকুর কলিকাতা।

এই চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার
ধ পাওয়া যায়। ইদানীং আমরা বহুবিধ নূতন
ধ আবিষ্কার করিয়া দুর্দ্দম চিকিৎসাদ্যাত পীড়া
ল অল্প সময়ে আরোগ্য করিতেছি; আমাদের
কিৎসাপ্রণালী ও ঔষধ সকলের গুণের পরীক্ষা
মাদের ১২৮৯ সালের দিনপঞ্জিকা সহ ঔষধের
লিকা পত্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন। এই
লেখা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়,

ধাগসিদ্ধ রস। ইহা সেবনে সপ্তাহ মধ্যে সকল
ার মেহ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২ টাকা।
াকিং ৵০।

সঞ্জীবনী রসায়ন। ইহা সেবনে ধাতু তরল, শুক্র-
ত, দাতুদৌর্ব্বল্য ও স্নায়বিক পীড়া সকল আরোগ্য
য়। ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পাঁড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো-
ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হই-
য়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল
গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব
লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা
প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ।
গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী বর্ণবিশিষ্ট
এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে
গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস
এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে-
বের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ
তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া
থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায়
বিবমিষাজনক নহে। পরন্তু সেবনে স্বাস্থ্যের
উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ
তরুণ সাহিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন সাহিতে
ব্যবস্থেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন পাস্থিকস্থল
(অন্ন রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন
করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়; যত
প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা
সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য-
কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে পেশাক।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	বমন নিবারণ।
পেট সাঁটীয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	রক্তের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির হাঁপিনে সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, আয়বিক
কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল,
এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে
ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔ
দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রে
বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত
আরোগ্য হয়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

তৃতীয় সংস্করণ।

অদ্ভুত রহস্য।।—মাসিক পত্র।

(১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাকখরচ ১৸৶০ আ
মাত্র। গ্রাহক মহোদয়গণ! কার্য্যালয়ে পত্র লিখি
প্রথম হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।।

কার্য্যসম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

(কলিকাতা নর্থ সুবারবন টালা ২ নং কার্য্যালয়।

বাঙ্গালী শিক্ষাকার ডাং শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহে
বলিয়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ রূপ
ত পেটেণ্ট মেডিসিন, বাহির হইয়াছে, সব চে
এইটিতেই বেশী ফল পাওয়া যায়।" ইহা
পণ্ডিত বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, তাহা
ইহার নাম জ্বরাঙ্কুশই রাখিলেই ভাল হইত।"

প্রতি ১২ ডজন শিশির মূল্য ৩০, কমিশন শত
১৫৲। এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। ক
কাতা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আমার নিকট পা
যায়।

ডাক্তার শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।

"আর্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্য

এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস
পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহি
সুপরিচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য দর্শ
বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্ত
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুস
ইহা তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷০, স্কা
কার্য্যাদিগের প্রতি ১৷। শতাধিক অগ্রিম গ্রা
হইয়াছেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে
এরূপ গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচি
আকাঙ্ক্ষাকারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

হসলামপুর
পোষ্ট গোরাস
জেলা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গু
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সোম প্রকাশ

২৭ এ ভাদ্র সোমবার।

মিশরের যুদ্ধে ভারতের প্রাণ্য হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ করা উচিত কি না ?

মিশরে ইংলণ্ডের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ইংলণ্ডের প্রজাহিতৈষী উদারনীতিক সম্প্রদায় স্কন্ধে সেই সংগ্রামের কিয়দংশ ব্যয়ভার রূপ করিতেছেন, গত ৩১ এ জুলাই ইঁহার স্তানৌচিত্য লইয়া বিলাতের কমন্স সভায় বিস্তর প্রবাদ হইয়া গিয়াছে। লর্ড হার্টিংটন এই প্রস্তাবে তদীয় রাজনীতিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষের পক্ষে পূর্ব্ব নজিরগুলি কালস্বরূপ হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বার্থপর গবর্ণমেণ্ট এক একটী অবৈধকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এখানকার গবর্ণমেণ্ট আবার তৎসমস্ত অবৈধ কার্য্যপ্রণালীকে বলবৎ নজির স্বরূপ স্বীকার করিয়া আমাদের উদারচরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতেছেন। লর্ড হার্টিংটন দেখাইয়াছেন, ১৮০১ খৃঃ ১৮০৭ ।৪৭ এবং ।৫৮ অব্দে ভারতবর্ষের সৈন্যগণকে চীন সমরে প্রেরণ করা হইয়াছিল ১৮৫৬ অব্দে পারস্য যুদ্ধে ভারতসৈন্য প্রেরিত হয়। ১৮৬৭-৬৮ অব্দে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ভারতসৈন্য গিয়া নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া আইসে; কাবুল যাবের যুদ্ধ সংক্রান্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের যে কত টাকা দেশে শোধিত হইতেছে, তাহাও এখানকার সৈন্য ব্যয় করে। ১৮৬৫ সালে মার্কিণ রাজ্যেও ভারতে না নীত হইয়াছিল। সুতরাং এই সমস্ত যুদ্ধে রাজনীতিজ্ঞ মহাত্মারা দরিদ্র ভারতের ন বিলীন করিয়া কিয়দংশ ব্যয় গ্রহণ করিবার লেন একবার ইঁহারা অন্যায়রূপে পরাধীন করাইয়াছেন, সে পক্ষ ভালই হউক, আর মন্দই হউক, চির দিন সেই পক্ষ রক্ষিত হইয়া, এ ভারতে ন নজির হইয়া গিয়াছে, চিরকাল ভারতের মস্তক- ন করিয়া অর্থ শোষিত করিয়া লইতে হইবে। ত আফগানযুদ্ধের সময় গ্লাডষ্টোন সাহেব যে বলে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের তিবেচনার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, কার ভার ব্যয়ভার ভারতের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে গিয়া যে মুখে তিনি ডিসরেলি, নিন্দা ঘোষণা রিয়াছিলেন, সাকাষণে ডিসরেলির অঙ্গ অং ক্ষত করিয়াছিলেন: আজ সেই মুখে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকৌশলের অনুমোদন করিতেছেন। যদ্যপি এই সমস্ত কর্ম্মভোগ আমাদিগকে ভোগ করিতে না হইত, তবে দূর হইতে এই সকল বড় বড় দরের লোক গুলির কাজকর্ম্ম দেখিতে বেশ আমোদ জন্মিত। উদারতা বল, তাও ঐ মুখে আছে, অনুদারতা বল তাও ঐ শ্রীমুখে। ন্যায়-পরতা বল, তাহাও ঐ উদরের মধ্যে আছে; অন্যায়-পরতা বল, তাহাও ঐ জঠরোদরে গজ্ গজ্ করিতেছে। সংসারে মানুষ নির্ম্মাণের যতগুলি উপাদান আছে, বিধাতা এই সকল রাজপুরুষের প্রকৃতি সেই সমস্ত উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একাধারে এত দোষগুণের সমাবেশ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত অদ্ভুত-প্রকৃতির রাজপুরুষ সকল গুণের সার সংগ্রহ। যে সমস্ত বাক্যে ইঁহারা পূর্ব্বতন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর অযৌক্তিকতা প্রতি-পাদন করিয়াছিলেন, মহাত্মা আনসো সাহেব কমন্স সভায় তৎসমস্ত বাক্যের উল্লেখ করিলেন। কিন্তু গ্লাডষ্টোন সাহেব অম্লানবদনে নিজ বাক্য অপলাপ করিলেন। পূর্ব্বে ডিসরেলি যে পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভারতের প্রতি লৌহদণ্ড পরি-চালন করিয়াছিলেন, আজ আমাদের উদারচরিত গ্লাডষ্টোন সাহেব সেই উচ্চাসন আলোকিত করিয়া-ছেন। উদয়গিরির সন্নিকটস্থ তমোহীন দ্রব্যও সূর্য্য-রশ্মিতে দীপ্তিমান হয়, বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রির ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি ডিসরেলীর পূর্ব্বা-ধিকৃত আসনের সন্নিকৃষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সমস্ত গুণ এমন গ্লাডষ্টোন সাহেবের অঙ্গে আসিয়া বর্ত্তিয়াছে।

এই গেল ভারতহিতাবেষী গ্লাডষ্টোন সাহেবের ইতিহাস। কমেট সাহেব জন্ত, কোথায় কি হই-তেছে তিনি কিছুই দেখিতেছেন না, সুতরাং চক্ষু চটী মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, তখন বেকার বসিয়াছিলেন, তাই এক একবার চীৎকার করিতেন। এক্ষণে বিলা-তের গোষ্ঠ মাষ্টার জেনারেল হইয়াছেন, আশাবাই নিবৃত্তি হইয়াছে, সুতরাং আর অনর্থক বাক্যব্যয় করিয়া প্রয়োজন কি?

ভারতবর্ষ কি কারণে মিশরযুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করিবেন, আমাদের বিবেচনা হেট সেক্রেটরী মহোদয় তাহার কতকগুলি যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতের সৈন্য মিশরে গিয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে একসঙ্গে প্রমণ করিয়াছে এবং ভারতবর্ষ তাহার ব্যয়ভার বহন করিবে, সাধারণতন্ত্র ইংলণ্ডের সে কারণ দূর নিবন্ধন তাহা। সকল লোকে করিতে পারিবেন: ভারতবর্ষের কি ক্ষতি কি সমান, বিপদকালে তাঁহারা যে কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হন, ব্রিটিশজাতি এই কথা জগতে ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

কি সুন্দর যুক্তি! ভারতবর্ষ চিরকাল ইংলণ্ডের মনস্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত। ভারত ধন দিলেন, প্রাণ দিলেন, মান দিলেন; এক শত পঁচি বৎসর কাল যাবৎ ইংলণ্ডের উপাসনা করি লেন, তাহাতে বিশ্বাসী হইতে পারিলেন না, তাহাতে দরিদ্র ভারত ইংলণ্ডের মন পাইলেন না; আ মিশর যুদ্ধের ব্যয় বহন করিলেই সকল হইবে! আমর কায়মনোবাক্যে ইংলণ্ডের তুষ্টি সম্পাদনার্থ যত্ন করি তেছি, পাছে তাঁহারা কোন বিষয়ে রুষ্ট হন, পাছে সন্দিগ্ধ হন, সে কারণ আমরা সর্ব্বদাই সতর্ক আছি কিন্তু ইংলণ্ড ত কখন আপনার কর্ত্তব্য পালন করি লেন না? আমাদের যে কোন রাজা তাঁহার সহ লদ্যতা করিয়াছেন, তাঁহাকেই মৃত্তিকায় সমাধি করা হইয়াছে। আমাদিগকে আজ বাচনিক এক অধিকার প্রদান করা হইল, রাত্রি প্রভাত না হ তেই সে অধিকার অপহরণ করিলেন। যাহা ভারতবর্ষ মস্তক উন্নত করিতে না পারে, ইংলণ্ড কার্য্যনীতিই এই। আমরা চিরকাল ইংলণ্ডে নিকট বিশ্বাসী হইয়া আছি, আমাদের কোন দো নাই; কিন্তু ইংলণ্ড আমাদের চক্ষে বিশ্বাসী হই পারিলেন না। লর্ড হার্টিংটন আমাদের পরীক্ষা করিবার অনেক অবসর পাইয়াছে আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য দেখিলেই পর্য্যাপ্ত হই এমন নৃশংসাচার দ্বারা নূতন প্রণালীতে আমা মন পরীক্ষা না করিলেই ভাল হইত।

ষ্টেট সেক্রেটারি মহোদয় বলেন যে, সুয়েজ ভারতবর্ষের বাণিজ্যোৎকর্ষের প্রধান সাধক, ভারতবর্ষবাসিরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে যে ঋণ সুধা ও সমৃদ্ধ হইতেছে। এ যুক্তিগুলিও কে কারও, সন্দেহ নাই। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতব বাণিজ্যে ইংলণ্ডেরই সম্পূর্ণ লাভ। ভারতের লক্ষ্মীর প্রসাদে ইংলণ্ড এতাদৃশ সমৃদ্ধশালী হইতেছে। যদ্যপি ভারতবর্ষের বাণিজ্য না থা তবে ইংলণ্ড একটী ক্ষুদ্র দ্বীপমাত্রে পরিণত হই মিশর সংগ্রাম কেবল ইংলণ্ডের স্বার্থসিদ্ধির নি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব ইহার সমস্ত ব্যয় ইং হই নির্ব্বাহ করা উচিত। ভারতবর্ষ যদিচ নি পরিমাণে ধনবান হইতেছেন, কিন্তু তাদৃশ ভিন্নদেশীয়ের অন্যান্য স্থানেরও আছে। অষ্ট্রে টীন, নিউজিলাণ্ড, সিংহল প্রভৃতি স্থানগুলির ক কাও সুরেজকেনাল দিয়া চলিতেছে। তবে কি ক ঐ সমস্ত উপনিবেশিকদিগের স্থান হইতে কিছু পরি যুদ্ধের ব্যয় সংগৃহীত হইতেছে না? কোন ন্যায়বি ঐ স্থানগুলি ব্যয়ভার হইতে অব্যাহতি

...ছ, ইহা আমরা ও বলিতে পারি না। এ ...খার কতদূর কেরলা-...রের সঙ্কলাভ করিবার ...না উপস্থিত হয় নাই। ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়া...ন, পিটিশনারদিগের প্রার্থনানুরূপে আমরা সুখী ...হইতে পারিতাম। কিন্তু এই থাকা কোন ক্রমে ...হিলেন, নহে। আমরা সন্তুষ্টচিত্তে হই না হই ...কারণেই সুখী হইতাম। কর্তৃপক্ষ যাহা ...নিবিশেষে মহাত্মারা সব দায় আমাদিগকে ...ত করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের সুখ ও ...ছার স্বরূপ কি, উপরোক্তের আমাদের কই বুঝি ...ছেন কি না, তাহা আমরা স্বয়ং অনুভব করি...ছি। যে নীতির অনুসরণ করিতেছি, ...হাতে মিথ্যা বাধ্যতা ঘুচিবে কেন? ইংরাজ ...মনে ভারতবর্ষে যে কিপ্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে ...ন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভূত ছাড়াইতে ...বিদ্যের সিংহাসন উপবেশন করিয়া এতদে...শাসনতন্ত্র কিরূপে চালাইতে পারিবেন? তিনি ...বিষয়েই কতকগুলি আপাত সাধারণতার ...ধারণায় আচ্ছাদিত হইয়াছেন। আমাদের সাধা...লোকের ভীতিকা নিরাকৃত করা বোধ হয় তাঁহার ...সাধ্যে, যদিও কার্যেতেই কার্যাদীক্ষা পরি...ত না হয় তবে অন্ততঃ ভারতবর্ষ উৎসন্ন

...মিশনে ভারতবর্ষে যদি ষ্টেট সেক্রেটারির ...একটী দুঃখ এই, 'মেপর ইণ্ডিয়ান অফ্ ...প্রধান ইংলণ্ডের সেনানায়ক এই শ্রেণীর ...ধ্যে নিম্নে পদার্পণ করেন নাই। বাস্তবিক এক্ষণে কায়স্থ তাঁহার ঘটি...। বিশেষ লোক একাধারে এত গুণ পরিলক্ষিত ...ভারতবর্ষ ঈদৃগ্‌প্রধান দেশ। এখানে ...ময় নিয়তি হেতু অবস্থিতি করে, তাহারা ...দেশীয় জলবায়ুতে একেবারে অভ্যস্ত হইয়া ...: তদ্ব্যতীত এদেশীয় লোকস্বভাবতঃ মাতৃ...ভোগুস্থিত ঐশ ... এখানকার সেনা ...বে পরিচালিত হইলে তাহারা ইংরাজ কোন অংশে ...হইবে না

আমরা এই যুক্তিগুলি সমাদরপূর্বক স্বীকার ...। দেশ, এতদেশীয় সৈন্য লইয়া ইংলণ্ডের ...বাহিনীর ন্যায় তাহাদিগকে কার্যোপযোগী ...ত করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের সুখ ও ...ছার স্বরূপ কি, উপরোক্তের আমাদের কই বুঝি ...ছেন কি না, তাহা আমরা স্বয়ং অনুভব করি...ছি। যে নীতির অনুসরণ করিতেছি, ...হাতে মিথ্যা বাধ্যতা ঘুচিবে কেন? ইংরাজ ...মনে ভারতবর্ষে যে কিপ্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে ...ন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভূত ছাড়াইতে ...বিদ্যের সিংহাসন উপবেশন করিয়া এতদে...শাসনতন্ত্র কিরূপে চালাইতে পারিবেন? তিনি ...বিষয়েই কতকগুলি আপাত সাধারণতার ...ধারণায় আচ্ছাদিত হইয়াছেন। আমাদের সাধা...লোকের ভীতিকা নিরাকৃত করা বোধ হয় তাঁহার ...সাধ্যে, যদিও কার্যেতেই কার্যাদীক্ষা পরি...ত না হয় তবে অন্ততঃ ভারতবর্ষ উৎসন্ন

কথাই স্বতন্ত্র; কিন্তু ভারতবর্ষে ত এমন রীতি প্রচলিত নাই।

পাঠকগণ ষ্টেট সেক্রেটারি এবং প্রজাগণের সম্বন্ধে যে প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে আমরা নিরাশার হইতে যে, মুক্তি পাইব তেমন ভরসা নাই। তবে মহাত্মা অনরেবল, মর্লি, কার্জেল, ব্রেক প্রভৃতি মহাশয় ব্যক্তিগণ আমোদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন এখন আমাদের অদৃষ্ট।

কোরের [illegible]

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর সার রেভারের নীলদোষ দেখাইবার ভার পাইয়াছিলেন, কিন্তু পাছে কর্ম্মচারীদের [illegible] হয়। তিনি যদি বিশেষ দোষী [illegible] বলা যায় না; কিন্তু [illegible] শেষে তাঁহার হাত আলগা হইয়া পড়ে। [illegible] করিয়া রগড়াইতে না পারিলে পাকা [illegible] যাইতে পারে না। [illegible] ছাড়িতে পারেন নাই। এই কারণে [illegible] দোষ যেমন তেমনি রহিয়াছে। [illegible] পুরুষদের অনেক স্থানে [illegible] এ কারণটিও সেইরূপ হইয়া [illegible] মধ্যস্থ হন, শেষে সমানস্থ [illegible] আমাদের গবর্ণমেণ্ট [illegible] শক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, [illegible] নীলদোষটা রোধ করিতে পারিবেন? তিনি একবার [illegible] দেখা যাউক, তাই [illegible] আমরা আজ এই প্রস্তাব [illegible]

[illegible] চুরিষ্ট হইবার [illegible] চুরিষ্ট, অমনি [illegible] কিনতী করেন [illegible] কিন্তু এ [illegible] দোষের [illegible] যায়। কিন্তু [illegible] হইতে পরিত্রাণ [illegible] সে [illegible] হইতে পারা যায় না। সে [illegible] নীলের দাদন। বোধ কর, [illegible] করিয়া দিতে বলিল। [illegible] নইয়া, এবং অজ্ঞাতভাবে [illegible] দিল। কাগজে বা দলিলপত্রে [illegible] হইল, অনভিজ্ঞ চাষিরা-প্রজারা [illegible] না। সেই দলিল স্থানীয় রেজিষ্টরী আফিসে [illegible] হইতে গেল। একবারে ১০০। ৩০০ শত লোক [illegible]

স্থিত হইয়াছে, তাহাদিগের অনেক [illegible] রেজিষ্টরী করিতে হইবে, কমিশনও অধিক পা... এই কাজিয়া-পুলকিত কর্ম্মকরদের নীলকর সাহে... মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তখন... বাহুল্য কাহাকেও বা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, ... কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। সমাধান করিবার ... উক্ত জেলার সম্ভ্রান্ত মোক্তারগণ স্ব স্ব নাম ... করিলেন। দলিলখানির পাকা হইল। ... লিখিত আছে যে, আমি ও আমার অবশ্য ... আমার উত্তরাধিকারিগণ অদ্যাবধি প্রতি বৎসর ... বিঘা জমিতে নীল প্রস্তুত করিয়া দিব ও ... সন সন টাকা লিখিয়া দিয়া ইহার উচিত মূল্য ... লইবে: বলা বাহুল্য, এই উচিত মূল্যের ... কর প্রতিপালিত কর্ম্মচারীগণকে অনান ... দক্ষিণা দিতে হয়। সাহেবের [illegible] লিখিয়াছে, আমলে যে টুকিয়া [illegible] হইয়া থাকে সেইরূপ [illegible] হয়। ইহার পর অন্য ব্যাপার আর কি আ... নীলের দাদনের [illegible] এতদ্ব... অনেক ব্যাপার আর কি হইতে পারে [illegible] এতদ্বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ... লোকে কেবল এক সাহেবের অধীন ... পরিশোধ করিবার উপায় আছে কি না ... এই কথা এই, নীলের দাদন [illegible] পড়িবার নাই। অনেক স্থানে [illegible] আসিয়া থাকে, অথচ আমাদের [illegible] তাহা হইয়া থাকে, অথচ [illegible] উহাতে অন্য [illegible] রাখিয়া থাকে [illegible] এই সমস্ত কথা [illegible] কথার [illegible] নীলের দাদন [illegible] নীল, কিন্তু নীল [illegible] দাদন আছে [illegible] নাম মাত্র। উহার মধ্যে [illegible] হইতে সাহেবের নীল [illegible] হইবে, এই [illegible] দিবে [illegible] বিষয়ে [illegible] না এবং যদি [illegible] দে [illegible] দিবস আমার [illegible] দিয়া [illegible] উহাতে অন্য [illegible] এই [illegible] হইবে [illegible] দিবে [illegible] হইবে [illegible] দিবে [illegible] হইবে [illegible] দিবে

য়ে কর্ত্তন আরম্ভ হইল, তখন প্রথম ৫। ৭ দিবস
ত গাড়ি চালাইবার হুকুম দেওয়া হইল, অব
একশত গাড়ি (যে স্টীমে ছয়শত গাঁ
বস্ত করা হইয়াছে) বেকার রহিল। পুনর
র যখন কার্য্য শেষ হইবে হইল তখন প্রথ
ক গাড়িগুলি বন্ধ করিয়া দ্বিতীয়গুলি চালান
। এইরূপে সকল গাড়িই কিছু দিনের জন্য
রহিল। দ্বিতীয় বৎসর দাদন দিবার সময় ক্ষতি-
ণের দারিদ্র্য প্রদর্শন করিয়া আবার দাদন
য়া হইল, এইরূপে এক সন বন্দোবস্তের
যো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া উঠিল। এক্ষণে
ক দেখুন, এ ঋণ পরিশোধের কি কোন উপায়
ছে? নীল সম্বন্ধে বেঙ্গলের প্রজার এরূপ অবস্থা
আর থাকা উচিত আমাদের এদেশে ন
পলাণ্ট গবর্ণর ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায়
বেন না?

রাজপুর মিউনিসিপালিটী।

নদীমুখের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিলে যেমন ঘোর
বে প্রবলবেগে পয়ঃপুর প্রবাহিত হইতে থাকে,
নি স্বাধীন মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে প্রজার মনের
অবিরোধিরূপে প্রকাশিত হইতেছে। নির্ব্বা-
প্রথা ও মিউনিসিপাল সভাপতি সম্বন্ধে দেশের
স্থ ব্যক্তিদিগের মত কি, জানিবার অভিপ্রায়ে
লপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব একখানি পত্র লিখিয়া
ন। তদনুসারে ১৩ ভাদ্র হইবার ধার্য্যদিন
াহী সংস্থ বিদ্যালয়ে য়। সভা-
প্রায় তিন শত সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়া
ন। বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান,
সভ্যবর্গমান ও অধিকাংশ কমিশনর উপ-
ছিলেন সভার সমুদায় একমতে
হইল, নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।
রি পর এই প্রস্তাব ধার্য্য হইল, চেয়ারম্যান কে
বন তাহা ভোটারী দ্বারা কার দেশীয়
ক গাড়ি? এ বিষয়েও অধিক লোকে সমস্বর
মতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, দেশীয়
ই চেয়ারম্যান হইবেন। কেবল তাহার ধ,
কমিশনরের সভাপতি থাকিবার বিষয়ে মত
াশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চরিত্রের মত
ক্ষ হইয়া, দেশীয় লোক হইবেন,
ইহাই হয়।

বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান দেশী
ধ আমীর হোসেন খাঁ বাহাদুর সভায় উপস্থিত
লেন। তিনিও দেশীয় ব্যক্তির সভাপতি হো
বের সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিলেন। তিনি
বিধা উচ্চাশয় ও কুসংস্কারশূন্য, তিনি যে
এ বিষয়ে মত প্রদান করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের
বিষয় নহে, তিনি দেশীয় ব্যক্তির সভাপতিত্বলাভের
উপযোগিতা, উপকারিতা ও আবশ্যকত্ববোধের বিষয়
সুস্পষ্টরূপে সকলকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন।

রাজকর্ম্মচারী সভাপতি হইলে যে যে দোষের
ঘটনা হয়, দেশীয় বাক্তি সভাপতি হইলে সে সে
দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। রাজকর্ম্মচারী
বিদেশীয় লোক। তিনি যে মিউনিসিপালিটীর
সভাপতি হন, সেখানকার লোকের অবস্থা জানেন
না, সেখানকার লোকের কি কি বিষয়ে কষ্ট আছে,
কি কি বিষয়ে বা তাহাদিগের অভাব আছে, তিনি
কিছু জানেন না। তিনি বিদেশীয় বলিয়া
সেখানকার লোকের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সমসুখ-
দুঃখতা থাকে না; সুতরাং তিনি গ্রামের অভ্যন্ত-
রস্থ কোন বিষয়ের অনুসন্ধানও লন না। অনুসন্ধান
না লইলে কি প্রকারে কষ্টাদির বিষয় জানিতে পারি-
বেন? বিদেশীয় রাজকর্ম্মচারী সভাপতি থাকিলে
সহকারী সভাপতিরই একাধিপত্য হয়। সহকারী
সভাপতি কমিশনরগণের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আর
নিগ্রহ করুন, মিউনিসিপালিটীর মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন
করুন আর না করুন, কে তাহার তত্ত্ব লন? কিন্তু
দেশীয় ব্যক্তি সভাপতি হইলে এ সকল দোষ ঘটিবার
সম্ভাবনা থাকে না। তিনি দেশের অবস্থা জানেন
দেশের কষ্ট অনুভব করেন, যাহাতে দেশের
মঙ্গল হয়, সর্ব্বদা তাঁহার সে চেষ্টা করিবার সম্ভাবনা
থাকে। এখন পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া
বলুন দেখি, রাজকর্ম্মচারী সভাপতি হইলে না দেশীয়
লোক সভাপতি হইলে দেশের অধিকতর উপকার
লাভের সম্ভাবনা? তবে এস্থলে পাঠক এক কথা
বলিতে পারেন, দেশীয় লোক সভাপতি হইয়া যদি
দেশের ইষ্টানিষ্ট চিন্তা না করেন, দেশের দুঃখ দর্শন
না করেন, দেশের কিসে মঙ্গল হয়, সে ভাবনা না
করেন, তাহা হইলে তাদৃশ দেশীয় সভাপতি ও
রাজকর্ম্মচারী সভাপতি উভয়ই তুল্য। উত্তরে
আমরা বলি, তাদৃশ নিন্দ্য নিশ্চেষ্ট স্বার্থান্ধ ব্যক্তিকে
দেশের লোকে সভাপতির পদে বরণ করিবেন
কেন?

আমাদের মহামান্য লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর জেনরল
লর্ড রিপন বাহাদুরের এ বিষয়ে মত কি, তাহার
একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেশীয় ব্যক্তিকে
মিউনিসিপালিটীর সভাপতি করা কর্ত্তব্য
প্রতীয়মান হইবে। তাঁহার মত এই, আমরা আর
আলস্য-দোষে অধিক দিন মুমূর্ষুবৎ থাকিব না,
স্বয়ং সচেষ্ট হইয়া আমাদিগের গৃহে লক্ষ্মী প্রতি-
করিয়া আনিব

মহিলাগণ জন্ম না হইয়া দেশীয় লোক দ্বারা ব[illegible] করিয়া লইবেন, দেশীয় লোকেরাই গালি খাইবে, অবশেষে সাজা হইয়া থাকিবেন। [illegible] এখন যে দিকে মিউনিসিপালিটী চলিতেছে, তাহাতে কি দেশীয় সভ্য কি সাহেব সভ্য কেহই নিষ্কৃতি পাইতেছেন না। তাঁহাদিগের দ্বারা কয়দিন কার্য্য পরিচালন হইতে পারে? কয়দিন পরে কি অন্তর্হিত থাকিতে পারেন না? আমাদের [illegible] হয় হউক বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল কি থাকুন কিন্তু কি প্রকারে প্রজাদিগকে প্রতারণা করিতে হয় যে মাতৃভূমি হইতে এই রাজপুরুষের [illegible] নির্গত হয়, তাঁহার কি সেই মন্ত্রিত্ব? কি এই মহাপুরুষের নিষ্পাপ আত্মার প্রতি পাপ [illegible] আশঙ্কা করেন তাঁহার ন্যায় মহাপাপী আর নাই। তাঁহার পাপ হস্ত হইতে [illegible] এরূপ লেখা বহির্গত হইল কি করিয়া ইহা তাঁহার জিহ্বা হইতে উচ্চারণ করিল কলমটি বা তাঁহার লেখনী এ লেখা লিখিতে সাহসী হইল! তিনি কিরূপেই বা এ পাপ চিন্তা করিলেন; চিন্তাকালে আকস্মিক বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহার মন বিকম্পিত হইল না? যে সেল্ফ গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত ইংলণ্ডে তুমুল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, কত রক্তপাত হইয়াছে, রাজা ষ্টার্টের হাত দেহত্যাগ করিয়াছেন সেই সেল্ফ গবর্ণমেণ্ট আমাদের দয়ানিধি গবর্ণর জেনেরল নিজ ওদার্য্য গুণে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন! আমরা যদি তাঁহার গুণগ্রাহী না হইয়া কৃতঘ্ন হইয়া [illegible] হই, তাহা হইলে বিজ্ঞ বিদেশীয় লোকেরা আমাদিগকে কিরূপ প্রকৃতির লোক বলিয়া স্থির করিবেন?

[illegible] লোকদিগের শিক্ষার [illegible]

আমরা পাঠকদিগকে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করিয়াছি যে, এতদ্দেশে বিস্তর লৌহের আকর আছে। [illegible] আকরোদ্ভবিত লৌহের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে এতদ্দেশীয় আর বৈদেশিক লোকের আমদানি করিবার প্রয়োজন হইবে না। পূর্ব্বে আমাদের মহামান্য [illegible] সেক্রেটারি মহোদয় এতদ্দেশ শিল্পবিস্তারের [illegible] স্থানে স্থানে লৌহের কারখানা সংস্থাপন করেন; পরে লোকহিতৈষী মহাত্মা লর্ড [illegible] সেই প্রস্তাবের কার্য্যকারিতা অবলম্বন করিয়া [illegible] শীঘ্র নানা স্থানে লৌহের কারখানা স্থাপ[illegible], তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন। অদ্যকার [illegible] ঐ কারখানীয় মিউনিসী মহাশয়দের [illegible] কেবল কাগজে কলমে একটী [illegible] লোক স্থির [illegible] এমন [illegible] এতদ্দেশে [illegible] যাহার দ্বারা পরিণত না হয় ততক্ষণ তিনি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। এক্ষণে যে সমস্ত স্থানে লৌহের আকর আছে, তন্নিকটে এক একটী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই সমস্ত কারখানা বেলওয়ের লৌহময় দ্রব্য সামগ্রীর আমদানি করিবেন। ফলতঃ, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনেকটা আনুকূল্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি এতদ্দেশীয় ধনবান্ ব্যক্তিরা যেন, বিলাতের দিকে দৃষ্টি না করেন। অবশ্য আমরা স্বীকার করি, এই [illegible] কার্য্যে বিস্তর ধন আবশ্যক; কিন্তু এ মূলধন [illegible] এক দিনে সংগৃহীত হইতে পারিবে না, তাহার কোন কারণ নাই। কিঞ্চিৎ সাহস প্রকাশ করিলে অনায়াসে এই দেশ হইতে সমস্ত মূলধন সংগৃহীত হইতে পারিবে। তবে অন্যের মুখাপেক্ষা করিলে [illegible] [illegible] সাহেব আফীসারে [illegible] দেশীয় লোকের সুবিধা হয় না, সাহেবের সঙ্গে ভাগে হইলে সুবিধা এদেশীয় লোকের সুবিধা হয় নাই; সকলেই দেখিতেছেন সাহেবরা বাঙ্গালিদিগকে ঠকিতে হইয়াছে। তাঁহারা অনেক টাকা বাহির করিয়া অনেক স্থানের হাল মুখ চাটিতে চাটিতে গৃহে আসিয়া পুনর্মূষিক হইতে হইয়াছে। তাই বলিতেছি, কেবল দেশীয় ধনবান ব্যক্তিরা কিঞ্চিৎ সাহসী হইয়া [illegible] হইতে কিছু অর্থ বাহির করুন।

[illegible] কোন কোন ব্যক্তি [illegible] করিবেন শুনিয়া [illegible] হিতৈষী [illegible] হইয়াছেন, [illegible] হন না [illegible] থাকেন, কেন না গবর্ণমেণ্ট এ [illegible] উঠিয়া [illegible] না। সহায়তা [illegible] একবারে বিমুখ হইয়া [illegible] টাকায় করিয়া [illegible] পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন।

আমরা স্বীকার করি [illegible] প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়াছে [illegible] এবং সেবোদ্যোগী [illegible] না করেন, তাহা হইলে কোন ব্যবসায় [illegible] উপস্থিত হইতে পারে না। [illegible] সে ব্যবসায়ের উন্নতি হয় না। [illegible] সাহেবদিগের [illegible] করেন; কিন্তু বাঙ্গালি [illegible] বিচার না করিয়া কেবল একজনের [illegible] করা হয়; তবে অনেক লোকে নিরাশ হইয়া পড়ে। তজ্জন্য দেশের উন্নতি সাধনার্থ সমস্ত কার্য্যে প্রতিযোগিতা আবশ্যক।

কিন্তু এই ব্যবস্থা কাহার পক্ষে সুসঙ্গত [illegible] ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল এই ব্যবস্থা খাটিতে পারে যথায় লোক সকল তুল্য অস্ত্র, সকলে উন্নতির অভিমুখে সবে ধাবিত হইতেছে, তথায় স্থানে এই ব্যবস্থা সংগত হয়। সুতরাং অসমান ক্ষেত্রেই এ ব্যবস্থা উপকারিণী ও উপযোগিনী। বোধ কর, এক পক্ষ উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইয়া নানা কার্য্যে পরিপক্ক হইয়া আছে, আর এক পক্ষের নিকট এক্ষণে সক[illegible] সেই নূতন। কাজেই কালে এ ব্যবস্থা না করিলে বলবান্ দুর্ব্বলকে চাপিয়া ধরিয়া থাকিবে, কখনই তাহাকে মস্তক উন্নত করিতে দিবে না। অতএব অসমান ক্ষেত্রে দুর্ব্বলকে আশ্রয় না দিলে কখন সে প্রবলের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। সাধু [illegible] শিশুতে এবং বিংশতি বৎসরের যুবাতে সমান নহে, অতএব সে প্রতিযোগিতায় [illegible] নাই। এরূপ অনেক ব্যবসা আছে, যাহা সঙ্গে [illegible] কিছুকাল তাহাদের প্রতিপালনের উপযুক্ত স্থল আছে। উপযুক্ত পাত্রে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে [illegible] সমস্ত ব্যবসা প্রযুক্ত না হইলে বরং অনিষ্টকর হইয়া উঠে। ঐরূপ ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসের, [illegible] ঔষধ অনিষ্টকর হইয়া থাকে। [illegible] হইতে হইবে বলিয়া সকলেই কিছু রাশি রাশি [illegible] ক্রীত করিয়া গিলিবে না। [illegible] প্রকাশ করা চাই। ব্যবসায়ে [illegible] বিশেষ কিছুরই সন্দেহ নাই। কিন্তু [illegible] ব্যবসায় [illegible] আছে। [illegible] [illegible] না করিলে [illegible] [illegible], বরং আসিয়া ঘটিয়া [illegible] [illegible] এতদ্দেশীয় [illegible] [illegible] [illegible] করা। আমরা [illegible] [illegible] [illegible]

ইরূপে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা না হইলে আমরা
য়াতাকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ না দিয়া নিরস্ত
হতে পারিতাম না। উহাদের জলের বর্ণ, অক্ষর
চিত্রবিচিত্র সকলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে. দোষের
অক্ষরের সাটের বর্ণদ্বয়ের পার্শ্বে যে বিন্দু তুমী
ছে, কৃত্রিম নোটে ঐ বিন্দু অক্ষর নিম্ন
য়াছে।

পি ক্রমেণ কৃত্রিম ২০ টাকার নোটগুলি সর্ব্ব-
ে প্রচলিত। এপর্য্যন্ত সাত খানি ঐ নোট
লি আফিসে ধরা পড়িয়াছে। পাঠক। দেখুন
লে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি নোটের বিনিময়
য়া কতদূর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। আশঙ্কা বশতঃ
ট আর ২০ টাকার নোট লইতে চাহেন না।
ন গুলি কৃত্রিম এবং কোন্ গুলি প্রকৃত নোট
রূপ লোকে তাহা সহজে চিনিতে পারেন না।
ট.কার এক খানি নোট হস্তগত হইলেই সকলে
সমস্ত হইয়া কবেঙ্গিতে দৌড়িয়া যাইতেছেন।
রা নোটের সঙ্খ্যাপি হিসাব লিখিত থাকিত তবে
সাধারণকে আজ এত অস্বাকুল ও সন্দিহান
হইতে হইত না। বিনিময়কারীরাও এতাদৃশ বিশৃঙ্খলা
ঘটিতে পারিত না। বাজারের সমস্ত নোটের
ও তাহার হিসাব এবং বিনিময়কর্ত্তার নাম সহি
কিলে সকলে নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে ২০ টাকার নোট
ণ করিতে পারিতেন। এদিকে দুঃশীল ব্যক্তিরাও
সম্পর্কে ঐ কৃত্রিম নোট চালাইতে পারিত
। পুস্তকের নম্বর ও হিসাব লিখিত থাকিলে
রও অনায়াসে ধরা পড়িতে পারিত, তাহাতে
ণমেণ্টের বিস্তর হিসাব ক্লেশ হইত না।

সভ্য রাজ্যের রাজনীতির বাহুল্য। তুচ্ছ্যসা
। তাহাদিগকে গুরুতর করিবে, লঘু কোনায়
ক চলন বন্ধ রেখা প্রকাশ হইবে না। তাহার
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি কোন
করিতে পারে না? ইহার
ক, অপরিমিত সভ্য রাজ্যের রাজ
ক্ষুদ্র বিষয়ের হিসাব রাখিয়া
কেন, তবে টাকা কড়ির হিসাব রাখিবেন না?

নিরক্ষর নিতান্ত মূর্খলোকও যথাসাধ্য, আপনার মনঃ
বোধা টাকা কড়ির একটা মোটামুটি হিসাব রাখিয়া
থাকে, কিন্তু যে নীতিচক্রে এত বড় বিপুল রাজ্য টা
চলিতেছে তাহার টাকা কড়ির হিসাব থাকিবে না,
ইহা ত সামান্য কৌতুকের কথা নহে।

এদেশে স্বল্প মূল্যের নোট নিতান্ত অল্প নহে।
১৮৮০।৮১ সালের অডিটর্জেনিরলের মন্তব্যলিপিতে
দৃষ্ট হয় যে, সর্ব্ব সমেত ২,৮৮৩,৪৬১ খানি নোট
সম্প্রতি চলিতেছে। তন্মধ্যে ১২১,০৭২ খানি পাঁচ
টাকার; ১,৪২৫,৯৯৫ খানি দশ টাকার, এবং
৫৩০,৫৮২ খানি ২০ টাকার নোট। অর্থাৎ শতকরা
প্রায় আশিখানি পুরুরা নোট হইতেছে। নোটের
বিনিময়ে সম্বৎসরে গবর্ণমেণ্টের প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা
লাভ হইয়া থাকে। স্বল্পমূল্যের নোটগুলি সংখ্যাতে
সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এদিকে নোটের কারবারে গবর্ণ-
মেণ্টের বাৎসরিক লাভও নিতান্ত সামান্য নহে,
তথাপি অধ্যক্ষগণের কেমন অপরিণামদর্শিতা যে তাঁহারা
কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিয়া ইহার হিসাব রাখিতেও ইচ্ছুক
নহেন। এই কার্য্যটী গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞতার পরিচা-
য়ক নহে। আমরা বরং এই ঔদাসীন্যকে মহাপরাধ
মধ্যে নির্দ্দেশ করি। এস্থলে গবর্ণমেণ্টের
কার্য্যপ্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিবার একটী
কারণ নয়, শত শত অপরিণামদর্শী কারণে আমরা তাঁহা-
দের যাবতীয় আপত্তি নিরস্ত করিতে পারি।
পুরুরা নোটগুলি লইয়া সামান্য অশিক্ষিত লোকেই
সচরাচর কার কারবার করিয়া থাকে। বড় বড়
লোকের হাতে ভারী ভারী মূল্যের নোট যায়, ছোট
ছোট লোকের হাতে স্বল্পমূল্যের নোট যায়। বড়
লোকেরা প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত, কাজ যদি কেহ
দেখা সহিত উপযুক্ত মহাশয় থাকেন, কিন্তু তাঁহার
কর্ম্মচারিদের প্রতি সতর্কতার কোনরূপই আছে;
তাঁহারা কখন পুনশ্চ নহেন,—সর্ব্বদাই সেবা
করেন এবং মসীপাত্র ও লেখনীহস্তে বসিয়া নিয়ত
জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঘটে
বিদ্যা ও বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তাঁহারা নোট দেখিয়া
শুনিয়া লইতে পারেন এবং তাহার নম্বর ও হিসাব
রাখিতে সক্ষম হন। বিশেষতঃ অধিক মূল্যের
নোটের নম্বর ও হিসাব সরকার রাখিয়া থাকে,
অতএব তাঁহাদের জন্যে সেরূপ ব্যবস্থার আবশ্যকতা
নাই। কিন্তু সামান্য লোকেরা যাহারা অধিক
কিনে, অল্পের জন্য নোটের টাকা ও খুচরা পাইয়া
যায়, তাহারা স্বয়ং কিছুই বুঝে না, তাহাদের কোন
ভোগী কর্ম্মচারীও নাই, এ দিকে স্বল্পমূল্যের
নোটের নম্বরও লিখিত হয় না, আর এ কথায়
মূর্খ লোকদের কি বিপদের কথা। যে নোট অধিক
চলিতেছে, এবং যে নোট নিয়ত নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞ-
লোকের হাতে ফিরিতেছে, সে নোটের প্রতি সর্ব্ব-
মেণ্টের তীব্র দৃষ্টি রাখা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ইহাতে
গবর্ণমেণ্টের লাভ ভিন্ন ক্ষতির আশঙ্কা নাই।
আমরা রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ
করি, তিনি স্বল্প মূল্যের নোটের যথাবিধি হিসাব
রাখিবার জন্য অনুমতি প্রদান করুন, এবং ঐ সমস্ত
নোট হারাইলে তাহার টাকা পুনঃপ্রাপ্তির কোন
সদুপায় স্থির করুন।

আমাদের খ্রীষ্টান সম্বাদ পত্র ২৪ এ ভাদ্রের
এই পত্রে সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে বিলক্ষণ রসিকতা
প্রকাশিত হইয়াছে। খ্রীষ্টানেরা যে এমন রসিক
হন, তাহা ও আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। ঐ
রসিকতায় সম্পাদকের কেবল ভদ্রতা নয়, বিলক্ষণ
সামাজিকনীতিজ্ঞতাও প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা
হউক, আমরা কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি,
তাহার সদুত্তর হইলেই সমুদায় গোলযোগের মীমাংসা
হইয়া যাইবে। যে ধর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরো-
পাসনায় মুক্তিলাভ নির্দ্দেশ করেন, সে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ
না, যে ধর্ম্ম অপরকে দ্বার করিয়া ঈশ্বরোপাসনায়
মুক্তির উপায় বলেন, সে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? আমরা ত জা
বিজ্ঞান কার্য্যকারণভাব ধরিয়া সমুদায় বিষয়ে
বিচার করেন, এখন আমাদের প্রশ্ন এই, মুক্তি
সহিত জলসংস্কারের কি কার্য্যকারণভাব আছে
অপর প্রশ্ন এই, মহম্মদের পূর্ব্বে মুসলমানদিগে
কোন প্রকার ধর্ম্ম ছিল কি না? সে ধর্ম্ম করবা
গ্রহণ করিতে ও মরুস্থলে যাইতে বলিয়াছে
না? তত্র মুসলমানেরা মুরা স্পর্শ করেন কি না?

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট যেমন স্থানীয় আত্মশাসন
লোকের হাতে ক্ষমতা দান করিতে মনে
সেইরূপ আবার পুলিস বিভাগের কর্ত্তৃত্ব
করিতেছেন। ইহাতে সাধারণের কতদূর
হইবে, তাহা বলা যায় না। কয়েক বৎসর
কথা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে
তাঁহাদিগের সাধ্যে দুই বার পড়িয়াছে, তাঁহা
গবর্ণর জেনেরল অথবা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের মধ্যে
বিকে পড়িয়া তাঁহাকে সাহসী হইতেছেন না, অ
এ দেশীয় লোকের উপর তাঁহাদিগের কতদূর
করিবেন, তাহা বলা যায় না। কয়েক বৎসর
কথা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে
করিতেছেন, এক্ষণে দেখিতে গবর্ণমেণ্টের

...কার নিকট রিপোর্ট দেন তিনি তাহার পরিবর্ত্তন ...য় নিজের অভিপ্রায় অনুসারে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট ...ন। কমিশনার এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। ...প্রভৃতিদিগের অধীনস্থ ডেপুটীগুলিও এই ...রে প্রকৃতলব্ধি দেখাইতে ত্রুটী করিতেছেন না। ...ং মাদ্রিকগঞ্জ ও মুখিগঞ্জ উপবিভাগের ...টীং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাহাদুরী লইয়াছেন। ...রা সেন্সস্ গবর্ণমেণ্টের অনর্থ করিয়া লোক- ...র মনে কুসংস্কারেরও করিয়াছিলেন, কিন্তু ...ক এই বিষয়ে সভা হইয়া দেশীয় লোকের সভা ...ত্ব সম্বন্ধে মত হওয়াতে এখন তাঁহাদিগের ...স্কুচিত হইয়াছে। ছিঃ কি সভ্যতা, কি ঘৃণার ...! ইহাঁরা কি চেয়ারম্যানের উপযোগী? এরূপ ...কে ইহার অন্তর্ভূত রাখা দূরে থাক্, নিকটে ...তে দেওয়ায় ও মহাপাপ আছে। এত সকল ...গেই ত আমাদিগের দেশের উন্নতির সমূহ ...াত হইতেছে।

প্রাপ্ত।

মান্দ্রাজ যাত্রী।

(গত প্রকাশিতের পর)

...আমি নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইলাম, বিধাতার হস্ত- ...ত শোণিত মাংসময় সজীব চিত্রপট,—ব্রাহ্মণ ...র প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, আমার আকৃতি ...তি উপলক্ষ করিয়া তামিল ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা ...তে লাগিলেন। শ্রোতৃগণ একবার বক্তার মুখ ...খ, আর একবার তাঁহার বক্তৃতার উপলক্ষ আমি ...খন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ,—আমার মুখপানে চাহিয়া ...া দেখিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কখন অঙ্গভঙ্গি ...ষ্টি তুলিয়া নানা ভাবভঙ্গী করিতেছেন, কখন ...ংক্তিতে পঙ্‌ক্তিতল কাটিতেছেন; সেই তার ভাব ...ক্ষল চপলাঙ্গীলা-সম্বিত অভিরাকৃতি চিত্রকরের ...কায় স্থির আর কিছুতে উঠিতে পারে না। আমি ...বে তাঁহার গভীর বক্তৃতা-গর্জ্জন শুনিতে লাগি ...। পূর্ব্বে আমার এই ধারণা ছিল, বঙ্গজননীই ...কেবল সন্তান প্রসূতি হইয়া আছেন, কিন্তু ...ক্ষণে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও এ পথ চলিতে ...পর সম্বন্ধে ঠেকে, ওটই খাইয়া পড়িতে হয়। ...বক্তৃতা সমাপ্ত হইল। দিবাবসান, আমি স্বস্থানে ...প্রত্যাগত হইলাম।

...র নিম্ন ডাক্তার বিডি সাহেবের আড়ম্বর, ...ডিসন সাহেবের সংস্থাপিত সৈদাপেটের কবিবিদ্যা ...ও ...ভার পালনের জ্যোতিষ মানমন্দির ...ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এগুলি কেবল দর্শকের কৌতূহল মাত্র পরিতৃপ্ত করে, সাধারণে কিছুই উপদেশ লাভ করিতে পারে না। যাও এদিক ওদিক ফিরিয়া ঘুরিয়া দেখ, চলিয়া আইস। সাধারণের কোন উপকার নাই; উপকারের মধ্যে কেবল ইংলণ্ডের কতকগুলি কুপোষ্য প্রতিপালিত হইতেছে। বঙ্গদেশে জাদুঘর আছে, বোম্বাইয়ে বাগান আছে, কিন্তু কয়জন লোক শিক্ষা-লাভ করিয়াছে? আমরা মাদ্রাজের অবস্থা দেখিয়া বার পর নাই প্রীত হইলাম। সাধারণ লোককে শিক্ষা দেওয়াই এখানকার অধ্যক্ষগণের আন্তরিক ইচ্ছা। প্রথমতঃ, জাদুঘরে ঐরূপ শৃঙ্খলা কোথাও দেখি নাই। সমস্ত দ্রব্যই পরিষ্কৃত, সোম ঝর ঝর করিতেছে। জাদুঘরের সঙ্গেই পুস্তকাগার সংলগ্ন। সকলেই স্বেচ্ছানুসারে তথায় গিয়া পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারেন। ভারতবর্ষীয় নানা স্থান হইতে যাবতীয় আশ্চর্য্য ও কৌতুকর দ্রব্য নীত হইয়াছে, বিলাত হইতেও অনেকগুলি কাগজ নির্ম্মিত উদ্ভিদ বিদ্যার আদর্শ আনীত হইয়াছে। সে গুলি স্বাভাবিক আকৃতি অপেক্ষা অনেক সুন্দর! এক একটী গোধূম ছাতের পৌঁচার মত সুন্দরাকার। গোধূম কিরূপে অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহা দেখাইবার জন্য ইহা রক্ষিত হইয়াছে। অপর একটী ফুলে কি প্রণালীতে বীজোদ্গম হইতেছে, তাহা দেখাইবার জন্য একটী আদর্শ রহিয়াছে। এই সমস্ত আদর্শের মূল্য ১৫০০ টাকা। কলিকাতার যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ঔদ্ভিজ্জতত্ত্ব শিক্ষিত হয়, সেখানে এইরূপ কতকগুলি আদর্শ রাখা নিতান্ত আবশ্যক। এক প্রস্থ আদর্শ আনিলেই এতদ্দেশীয় মালাকারেরা বোধ করি অনায়াসে অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবে। মানচিত্র না দেখিয়া শিক্ষার্থিদিগের যেমন ভূগোলে ব্যুৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ উদ্ভিজ্জের প্রকৃত আদর্শ না দেখিয়ে কখনই উদ্ভিজ্জ-বিদ্যার কোন ছাত্র ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না, কত দিকে কত অপব্যয়ের ছড়াছড়ি হইতেছে, কিন্তু এই স্বল্পব্যয়ের নিমিত্ত এতদ্দেশ অবশ্য-প্রয়োজনীয় আদর্শগুলি কি কারণে আনীত হয় না, বলিতে পারি না।

আদর্শগুলির মধ্যে একটী গোক্ষুর সাপের মাথা আছে। সাপের মুখে কোন স্থানে বিষদন্ত থাকে এবং কিপ্রকারেই বা সর্প দংশন করে, তখনে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়; পুস্তকাগারের উপর দুটী হৈমবতীর প্রতিমূর্ত্তি। এই চিত্রময় দেশীয় চিত্রকর দ্বারা আলিখিত। দুইখানি প্রতি মূর্ত্তিই দেখিতে চমৎকার। গত বিদ্রোহের সময় চট্টগ্রামের সৈনিকেরা যে সকল বন্দুক ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সমস্ত শর ও শরাসন এখানে রক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন অস্ত্রাদির মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রা-

...কৃতি কাষ্ঠখড়্গ দেখিলাম। অসভ্য জাতিরা ঐ খড়্গ বেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে এমন বলপূর্ব্বক ...দিকে প্রহার করিত যে, তদাঘাতে তাহাদের একবারে ছিন্নশির হইয়া যাইত। পঞ্জাবে ...বধি লৌহচক্র ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাও এই অ...ন্যায় বধা কন্ধর উপর নিক্ষিপ্ত হয়। এই লৌ... পঞ্জাবিদের উষ্ণীষের ভিতর লুক্কায়িত থাকে।

জাদুঘরে অনেক স্থানের লোকের মূর্ত্তি নির্ম্মিত প্রতিমা আছে। একটী বাঙ্গালি নারীর ...অতি সুন্দররূপে গঠিত হইয়াছে। এই বাঙ্গালি ...দক্ষিণ ভারতের নিষাদজাতি। ইহাদের গৃহ ...বিশেষ কোন ব্যবসায়ও নাই। বণিকদিগের ...দ্রব্য বৃষপৃষ্ঠে লইয়া স্থানে স্থানে যাতায়াত ...সুযোগ পাইলে চুরী ডাকাতিও করিয়া থা... মালবারোপকূলের অনেকগুলি নরনারীর প্রতি... দেখিলাম। তন্মধ্যে নৈড়দম্পতিও দৃষ্ট হইল। ...কট অঞ্চলে এই জাতির অনেক লোক দেখিয়া...লাম। ইহারা নিকৃষ্ট কৃষিয় বলিয়া আপন ...পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের গলদেশে যজ্ঞ... আছে। এই প্রাচীন অসভ্যজাতির মধ্যে এ... আশ্চর্য্য প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদের ক... রীতিমত বিবাহ হয় না। ভগিনীরা জন্মাবধি পি... লয়ে বাস করে। যৌবনাবস্থায় বালিকারা যে... মুসারে স্বজাতীয় যে কোন ব্যক্তিকে বরণ ক... পারে। জামাতা কখন কখন মামাশ্বশুরের বা... আইসে। কন্যার পুত্রোৎপন্ন হইলে সে মাতা... কিম্বা ম...লের বিষয়াধিকারী হইয়া থাকে। পু... পুত্র সে বিষয়ের অধিকারী হয় না; পৌত্র পি... লয়ে বাস করে না; সে মাতুলালয়েরই থা... হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত কুমায়ুন প্রদেশে না... তাহার কন্যার এককালেই বিবাহ হয় না। ...দের কন্যাগণ বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ক... পূর্ব্বকালে কোন রাজা কুমায়ুনবাসিনী মহিলাগ... এই কুৎসিত নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ করিয়া গিয়াছে... অদ্যাবধি সেই নিয়ম আচরণ এতদঞ্চলে চলিয়া আ... তেছে। ইহাদিগের চরিত্রগুণ এত নিয়মে ... পাত্রে পরিণীত হইলে তাহারা জাতিভ্রষ্ট হয়। ... জাতির পুরুষগণের পরিণয়ার্থ নায়কেরা তদ... অন্য কোন অপকৃষ্ট জাতির কন্যা ক্রয় করিয়া ...

নৈড়জাতীয় স্ত্রীলোকমধ্যে এতাদৃশ কদ... প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাদের জাতাভি... এবং আত্মগৌরববোধ অত্যন্ত প্রবল। ইহ... মধ্যে সুরূপা কেহই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয়... তথাপি কোন ব্যক্তিকে জারজ বলিবার যো ন... তাহাদের জন্মদোষ ও ব্যভিচার-গ্লানি প্রকাশ ক... সকলে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে। তাহারা এই

ক নিন্দনীয় বলিয়া স্বীকার করে না। পাঠক! আশ্চর্য্য দেখুন, চিরাচরিত প্রথায় মনুষ্য কি অন্ধ হইয়া পড়ে। যে ব্যবহার চিরকাল আসিতেছে, তাহার দোষগুণ সহজে অনুভূত না। আবার তাহার দোষ হৃদয়ঙ্গম হইলেও কেহই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। রূপ কি সভ্য, কি অসভ্য, সকল জাতির এবং সম্প্রদায়ের মধ্যেই এক একটী নিন্দনীয় আচার বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু সহজে কেহই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে আমরা অন্যের দোষ দেখিয়া যেমন উপহাস সেইরূপ আমাদের এমন অনেক কুরীতি যাহা দেখিয়া অন্যজাতি আমাদিগকে ঘৃণা ও উপহাস করিতে পারেন।

ক্রমশঃ)

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...ছেন। ইংলণ্ডের সহিত মিশরের যুদ্ধ উপস্থি... দেখিয়া তিনি মিশরের প্রতি জাতক্রোধ নি... আরাবির প্রতিফলাচরণ করিবার মানসে সৈনা... লইয়া নিজ রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন।

...াল বন্যা নিবন্ধন অদ্যাবা হইতে কাল... তায়াতের সংবাদ যাইতেছে না।

...ট কেলের মনিপুরী কয়েদিরা রাজা... দের পাশ করা অস্ত্র গ্রহণ না করাতে ... কমিশনর তাহাদিগের মধ্যে অনেককে অস্ত্র... রাখিয়াছিলেন, তাহারা এক্ষণে মুক্তিলাভ করিয়া...

...তবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিক্ষা বি... বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি দে... টাদি পড়িতে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগের সাহায্যার্থ বহু... দিগকে বৃত্তি দিতেছেন। যে মুসলমান ছা... পাঠে বিশেষ মনোযোগী হইবে, তাহাকে মাসে ১৮০ টাকা মূল্যের একটী ঘোড়া পুরস্কার দিবেন এবং তাহার পড়া সম্পন্ন হইলে মুসলমান ছাত্রদিগের মধ্যে যে মুসলমান ছাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাক

...লবাড়িয়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন ... সালের চৈত্র মাসে উক্ত গ্রামের সমুদায় ভদ্র... করণ অনুরোধক্রমে তথায় একটী পোষ্ট আফিস ... হয়। উক্ত গ্রাম মহকুমা কুষ্টিয়া হইতে ... ইস দূরবর্ত্তী। গ্রামের চতুর্দ্দিকে নিকট আর ... পোষ্ট আফিস নাই। এই নিমিত্ত এই কার্য্যক ... আফিসের কার্য্যাদি সুচারুরূপে চলিতেছিল ... বিলক্ষণ লাভও হইতেছিল। হঠাৎ কুলাই ... শুনা গেল এই গ্রামের আফিসটী ১লা আগষ্ট ... উঠিয়া যাইবে কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস না হও... তাহার কোন পরিচয়ের চেষ্টা করা হয় ... এ তারিখে চুয়াডাঙ্গার হেড ... হইতে আদেশ আসিল, যে তালবাড়ি ... পোষ্ট আফিস আগামী ১লা আগষ্ট হইতে ... যাইবেক। অতএব আফিস সম্বন্ধীয় কাগজ ... কুষ্টিয়ার পোষ্টমাষ্টারকে বুঝাইয়া দেওয়া ... আমরা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আপাততঃ ... রাস্তার আদেশটী যতদিন থাকে এই ... ডাকঘরে পোষ্টমাষ্টার হেমন্তবাবুকে ... করিব, এবং তিনিও তাহার উত্তর করা ... বিশেষ ব্যস্ত পত্রে পত্রে হইতেছে। ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible]

...র কতকটা লোকের নিকট হইতে এইমাত্র ...ছিলাম যে তেরো বৎসর বয়স্কা মধ্যমশ্রেণীস্থা ... অপরিচিতা স্ত্রীলোকের ... এক্ষণে যদি কেহ ঐ কন্যার ...সমক্ষে করিয়া অন্যরূপে সমাচার দেন আমি চির... হইয়া ও তাঁহার পরিশ্রমের নিমিত্ত এক শত ... পারিতোষিক দিব।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আমাদিগের ... পার্লর টেমসন সাহেব স্থানীয় গবর্ণ... ঐ সমুদ্রের জাহাজাদির ভারাবধারণ করিবার ... মেণ্ট্রাল বোর্ড অব কন্ট্রোল নামক বোর্ড ... তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি বলিয়াছেন, ...ষ্টর ও কমিশনরেরা পরম্পরা সম্বন্ধে ইহার ...দি দর্শন করিতে পারিবেন। অধিকন্তু বেঙ্গল ... বরেট সাহেব সম্বন্ধে ইহার কার্য্যাদির ...ধান করিবেন।

...গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, সমগ্র ভারত... ২১০০০০০ বিধবা আছে।

...বিলাতের চিঠিপত্র কলিকাতা হইতে শনিবারে ...ত। ২৬ এ সেপ্টেম্বর হইতে প্রতি মঙ্গলবারে ...বে।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হডসন ...ষ বেহারের বাঙ্গালীদিগের অধিকার লোপের ... যে নীচ কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ... আর চিন্তা নাই। যেমন দোকা বাহনত ..., সুতরাং তাঁহার সংকীর্ণমনা কর্ম্মচারীরাও ... সর্ব্বপ্রকারে তামিল করিবার চেষ্টায় ফিরি... । হিন্দু পেট্রিয়টের এক জন সংবাদদাতা ...খিয়াছেন তাঁহার কৌশলে কেবল যে বাঙ্গা... সরকারি কর্ম্মে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা নয়, ...ায় প্রভৃতি সকল বিষয়েরই ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, ...ল ইহা নহে তিনি আরও বলিয়াছেন গত মার্চ্চ ...র শেষে বাঁকীপুর টেম্পল মেডিকাল স্কুলের ...র থার্ড ক্লাশের পরীক্ষায় চরিপদ ঘোষ নামক ...ট ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু বাঙ্গালী বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ...কে ডুবিলাটে বঞ্চিত করিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীস্থ ...গকে ...ন করিলেন। এই কর্ত্তৃপক্ষ চরিপদের ন্যায় ...ক অনেক বাঙ্গালী বালককে ডুবিলাটে বঞ্চিত ...ছেন।

...পুরের মাজিষ্ট্রেট বাবু নবীন সাহা যে ...ালী ডেপুটীকে সেরেস্তাদী করিতে আরম্ভ ... তিনি তাহাকে আপিল করাতে তাহা ... তাঁহাকে সে অধিকার পুনরায় প্রদান করিয়া ...ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছেন।

...পুরের মহকুমা সম্বন্ধে বঙ্গের ... দেশীয় একজন ধীবর সমুদ্রে মৎস্য ধরিতে গিয়া মৎস্যাকারের ন্যায় এক অপূর্ব্ব জন্তু ধরিয়া আনিয়াছে। ইহার বৈণা চারি ফুট, মস্তক শূকরের ন্যায় মধ্যদেশ স্ত্রীলোকের অনুরূপ, এবং অধোদেশ পুচ্ছাদি গঠনে ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে। ইহার গাত্র পাংশুটে নীল। ডাক্তার ডেনিস ইহার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, ইহারা স্তনাপায়ী, ধীবর বলে ইহারা বিলক্ষণ সন্তরণ-পটু। জলের উপর মস্তক তুলিয়া ইহারা ঠিক মনুষ্যের ন্যায় সন্তরণ দিতে পারে। এইরূপ জন্তু ১০ বৎসর পূর্ব্বে একটী ধৃত হইয়াছিল, দর্শকেরা ইহার মধ্যদেশের গঠনপ্রণালী স্ত্রীলোকের ন্যায় দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে।

প্রেসিডেন্সি কমিশনর মনরো সাহেব ইতিপূর্ব্বে পুলিস ইনস্পেক্টারদিগকে বর্ষ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে এ বিষয়ের অনুমোদন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিনিধি ইনস্পেক্টার জেনেরল লায়েল সাহেব নিম্নলিখিত নিয়মে পুলিস ইনস্পেক্টারদিগকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের শ্রেণীভুক্ত করা হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যথা :-

(১) প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ পুলিসকর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কেহ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদলাভে অধিকারী হইবেন না।

(২) তাঁহাকে ক্রমে প্রথম শ্রেণীর পুলিস ইনস্পেক্টারের পদলাভ করিতে হইবে।

(৩) অন্যূন দশ বৎসর তাঁহাকে পুলিসবিভাগে থাকিতে হইবে।

আপাততঃ দুই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ব্যক্তিরা এতন্নিমিত্ত পুলিস বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবে।

এই সংবাদ সম্বন্ধে প্রস্তাবিত ভয় ও সাহেব শিক্ষক লোক পুলিসবিভাগে প্রবেশ করেন এজন্যে লায়েল সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সাধারণের গোচর করিতে বলিয়াছেন।

যখনের বর্ত্তমান গুরুতর ... বিষয়ক বিবাদ আরম্ভ করিতে অনুরোধ করে... তাঁহারা তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। ... সেপ্টেম্বর তাঁহারা মান্দ্রাজের ... হাতে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। মুচ মহাদেব মলহর রাও মুক্তি লাভ করিয়া বাড়ী পুনঃপ্রবেশ করার পর তাঁহার বিলাতে ব্যারিষ্টর কাউন্সিলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা এই রাজীয় ব্যবস্থিত কতকটা বিষয় এই সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কাউন্সিলকে লক্ষ্য দিবেন, তদনুসারে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মৃত মহারাজের জীবদ্দশায় যে বৃত্তি দিতেছিলেন, তাহা হইবে ঈশ্বর টাকা এবং অপরাপর যে সকল সম্পত্তি বিধবার সময়ে তাঁহারা দৌহিত্র স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা ও ছোটরাণীর মৃত পুত্রের যে সকল সম্পত্তি ছিল সেই সকল সম্পত্তির প্রাপ্তি বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আনুকূল্য করিবেন কি না কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি উত্তরে বলেন, এ বিষয়ে মীমাংসা করা ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের হাত। তাঁহার বিশ্বাস যে এই সকল ঘটনা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিলম্বে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। আর ছোট রাণীর মৃত পুত্র সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন। তাহার ফল আদিও ইণ্ডিয়া আফীস জানিতে পারেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে হাইকোর্টের অনারব জজ পিকো সাহেব ক্রানবর্গ সাহেবের নামে তাঁহার পুস্তকের মফস্বলীয় মানহানি করেন। তাঁহার কৃত পুস্তকের নাম ফৌজদারী দণ্ডবিধি। আর ক্রানবর্গের কৃত পুস্তকের নাম ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আদালত সংক্রান্ত যাবতীয় আইন ও নিয়ম সহিত দণ্ডবিধি। প্রিন্সেপ সাহেব বলিয়াছেন, এই দুই পুস্তক কেবল নামের ... মাত্র, কিন্তু বিষয়াংশ প্রায় এক। ক্রানবর্গ ... তাহা অস্বীকার করেন, তিনি অল্প মূল্যে তাঁহার পুস্তক বিক্রয় করাতে প্রিন্সেপ সাহেবের পুস্তক বিক্রয়ের ব্যাঘাত হইতেছে, এমন্নিবন্ধন তিনি ক্রানবর্গের পুস্তক বিক্রয় বন্ধ রাখিবার জন্য আদালতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৩ ই সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের অনারব জজ পিগট সাহেবের নিকট উহার বিচার হয়, তিনিও ক্রানবর্গ সাহেবকে উক্ত দোষে দোষী বিবেচনা করিয়া আপাততঃ তাঁহার পুস্তক বিক্রয় বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়াছেন, যাহা হউক বড় লড়াইয়ের কথা। একেই বলে সভ্যতা। যাহা হউক সাহেবদের মধ্যেও যে অনেক মহদাশয় আছেন, ইহাই যথেষ্ট।

বিলাতের চিরি বাড়ী কতক মিশর সংক্রান্ত আহত ব্যক্তিদিগের সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত কতকগুলি দাসী প্রেরণ করিতেছেন। ইহারা কি দেশীয় দোকদের সেবা শুশ্রূষা করিবেন?

হুগলীর ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট অনরেবল রমেশচন্দ্র মিত্রের জামাতা বাবু হরেশচন্দ্র বিশ্বাস অধ্যয়নার্থ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

আমাদের ভাগলপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে আয়ুশাসন সম্বন্ধে আজ কাল প্রায় সর্ব্বত্রই যেমন এক একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইতেছে, এখানেও সেইরূপ একটী সভার অধিবেশন হইয়া-

। প্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র
্যোপাধ্যায়ের যত্নে অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে
সভাধিবেশন হয়। গিধোড়ের রাজা শিওপ্রসাদ
বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ ও উকীল
ক্ত বাবু আশিনীপ্রসাদ নির্ব্বাচন প্রণালী সম্বন্ধে
য় মন্তব্য প্রকাশ করেন। সভাস্থলে বহুতর
ন্ত্র ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল বরাহাটের দক্ষিণ বল-
ারে পুষ্করিণীতে একটী পল্লীতে ডাকাইতি হইয়া
ছে। বিস্তর লোক ডাকাইতি করিতে গিয়া-
ও অনেক সম্পত্তিও অপহরণ করিয়াছিল,
সুখের বিষয় দস্যুরা কাহাকেও আঘাত করে
। এখানকার ইনস্পেক্টার বাউন আপিথাঁ
ডাকাইতির তদন্ত করিতে যান। শুনিতে
তেছি, তিনি নাকি ১০ জন দস্যুকে গ্রেপ্তার
য়া আনিয়াছেন। অপহৃত দ্রব্যও নাকি কিছু
য়া গিয়াছে। কি সর্ব্বনাশের কথা! এরূপ
াইতি প্রত্যহ হইতেছে?

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ শিক্ষা-কমিশন।

বারমাসিবিশাবে ইংরাজেরা নিপুণ
ক্তি দেখায়া উঠে, তাহা ... এরূপ সাধা মাত্র যে,
ন্ত্র ধরিবামাত্র দেখ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়
করিতে সমর্থ হওয়া যায়। কি অল্পিপাসে
য়া এই কমিটীকে হস্তক্ষেপ করিলেন, কি
দেশীয় ও অপর আর একটী কার্য্যের অনুষ্ঠানে
রিকল্প হইয়াছেন, তাহা আমরা কখনই জানিতে
রিতাম না। আমাদের সকলের অজ্ঞাতে থাকিয়া
হয় এবং সেই অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া
ারা আপনাদের অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদন
য়া লন। এই যে শিক্ষা-কমিশন লইয়া এত
ক মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অদ্যাবধি
কেহ কাহার মন্তব্যগত হইতে পারিয়াছেন?
ত্র ও কখনই বোধ হয় না। আজ হণ্টর সাহেব
ায় এ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন, কল্য
ডোনাল্ড, পরশ্ব ওকলণ্ডসাহেব, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য
তাহা জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত উত্তর পাওয়া
নর সম্ভাবিত নহে। কারণ আমরা "মেমিনিয়ে
ভিসেরে" রহিয়াছি। যাহা হউক, এইরূপ-
ক মিউনিসিপাল কমিশনর মহোদয়দিগের ব্যব-
দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইতে হইয়াছে। কারণ
র সাহেব যেখানেই শুভাগমন করিয়াছেন,
কার মিউনিসিপাল কমিশনরগণ এক একখানি
ভনন্দন পত্র লইয়া বৈতালিকদিগের ন্যায়
তাঁহার স্তুতিপাঠ করিতেছেন। যদি জানিতে
পারা যাইত যে মহামান্য হণ্টর সাহেব উচ্চশিক্ষার
কোনরূপ বিঘ্ন না করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার বহুল
প্রচার করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে বলিয়াছেন,
তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত
করিয়া তাঁহাকে প্রীতি-পুষ্পোপহার প্রদান করিতে
কখনই বিরত হইতাম না, কিন্তু যখন শিক্ষাকমি-
শনের কোন কথাই কেহ জানেন না, তখন
এরূপ আড়ম্বর যে কতদূর শোচনীয় তাহা বলিতে
পারি না। আর যদি ভারতবর্ষের ভাগ্য নিতান্তই
সুপ্রসন্ন হইয়া সকল দিক বজায় থাকিয়া যায়, তাহা
হইলে তাহারা পুনরায় হণ্টর সাহেবকে কি উপহার
দিবেন, তাহাই ভাবিয়া বোধ হয় আকুল হইতে
হইবে, এই জন্যই বলি কার্য্যের পরিণাম দেখিয়া
তাঁহাদের প্রশংসা করাই উচিত।

সম্প্রতি এখানকার শিক্ষাকমিশনের কার্য্য
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মিউনিসিপাল কমিশনরগণ
হণ্টর সাহেবকে অভিনন্দনপত্র প্রদানার্থ "মেও হলে" একটী মহতী সভা করেন।
উক্ত অভিনন্দনপত্রের প্রত্যুত্তর দান কালে মহাত্মা
হণ্টর সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ
এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। তিনি বলিলেন লর্ড
মেও সাহেব জীবিত থাকিলে আজ তাঁহার কি
আনন্দের দিন হইত, কারণ যে দুটী মহৎ কার্য্য
সম্পাদনের জন্য তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণ বলবতী ছিল,
তাহা ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। তাহার
প্রথমটী ভারতবর্ষে আত্মশাসনের সৃষ্টি এবং
দ্বিতীয়টী সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাবিস্তার। তাঁহার এবং
তৎকালীন এদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর
সাহেবের চেষ্টায় ক্রমশঃ ৫৮ সহস্র প্রাথমিক
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লর্ড মেও সাহেব
স্বীয় অসীম পরিশ্রমে মধ্যস্থলেই লোকান্তর গমন
করেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্য অদ্যও দেদীপ্যমান
রহিয়াছে। যে আত্মশাসন ও সর্ব্বজনীন শিক্ষার
তিনি কেবল ভিত্তিমাত্র সংস্থাপিত করিয়া যান,
তাহা এই দশ বৎসরের মধ্যে ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া
উঠিয়াছে, এক্ষণে যে রাজপ্রতিনিধি ভারতবর্ষে অধি-
ষ্ঠান করিতেছেন তিনিও সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত
হইয়াছেন। ইতিহাস এই রাজপ্রতিনিধিকে
উদ্যমশীল মহৎলোক বলিয়া নিঃসন্দেহ চিরদিন
ঘোষণা করিবে। মিউনিসিপাল কমিশনরগণ
তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন,
শিক্ষার বহুলপ্রচার তাহার মূলে রহিয়াছে এবং
ইহার এক দিন লর্ড মেও সাহেবের চিন্তাবিষয়ীভূত
ছিল। যাহাতে এতদঞ্চলের মূল সমূহে শিক্ষার
সমধিক চর্চ্চা হয়, তদ্বিষয় উক্ত আবেদনে লিখিত
আছে, কিন্তু তাঁহাদের (মিউনিসিপাল কমিশন-
গণের) অবগতির জন্য ইহা বিশিষ্টরূপে বলা যা
পারে যে, তাঁহাদের অভিপ্রেত ও অন্যান্য বি
শিক্ষাকমিশনের সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ ক
তেছে, এবং যখন উপরিউক্ত কমিশন
উদ্দেশ্য শেষ হইবে তখন তাঁহাদের প্রস্তাবিত বি
কখনই বিস্মৃত হওয়া যাইবে না। শিক্ষাকমিশনে
যে কিছু সাধারণ পরিণাম হউক না কেন মিউ
সিপালিটী এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্য কর্ত্তৃক সম
কার্য্য সম্পাদিত হইবে, এবং এই নিমিত্তই শি
কমিশন উত্তর ভারতস্থ সকল প্রদেশের সাধা
বক্তব্য বিষয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছে
এক্ষণে তাহার শুভাশুভ ফলের পরীক্ষা তাঁহা
উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু ইহা তাঁহার সম
বিশ্বাস যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান নগরে ই
কার্য্যের পরীক্ষা যে সুফলপ্রসূ হইবে, তাহা কখ
অসম্ভাবিত নহে। তাঁহারা ডিষ্ট্রীক্টের প্রধান ক
চারী মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মিউনিসিপালি
সভাপতি করিয়া অদ্যাপি বিস্তর কার্য্য করিয়াছে
তাঁহারা ইহার মধ্যেই ৯ টী বিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্র
ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৬০০০ হাজার টাকা বাৎসরিক
করিয়াছেন এবং এখন হইতে ইহার অতিরি
দানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। পূর্ব্বে
অর্থে পুলিষের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত, ভারতব
গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যানুসারে সে অর্থ মিউনিসি
কমিশনরগণের হস্তে ন্যস্ত হইল এবং তদ্দ্বারা শি
ও চিকিৎসাসম্বন্ধীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। পূ
মিউনিসিপালিটীর অর্থ আয় এবং সম্পত্তি রক্ষ
ব্যয় করা হইত, এক্ষণে সেই টাকা তাঁহাদের সভ্য
গণের শিক্ষা ও দরিদ্রদিগের চিকিৎসার্থ ব্যয়
হইবে। প্রদত্ত অর্থের ব্যয় অতি বিবেচনা পূ
করিতে হইবে এবং তাঁহাদের ইহা যেন সর্ব্ব
স্মরণ থাকে যে, ঐ ধন তাঁহাদের সন্তান ও দরি
দিগের পৈতৃক সম্পত্তিস্বরূপ। আপাত
তাঁহারা শিক্ষা সম্বন্ধে ৬০০০ এবং চিকিৎসার ব
৮০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন; কিন্তু পু
বিভাগের ব্যয় উঠিয়া গেলে উপরি উক্ত দুই বিভাগ
জন্য ২৫০০০ হাজার টাকা সঞ্চিত থাকিবে। ই
সম্পূর্ণরূপে আশা করিতে পারা যায় যে পু
তাঁহারা যেরূপ পক্ষপাত পরিশূন্য হইয়া সর্ব্বপ্রক
স্কুলের ব্যয়ার্থে যে অর্থ প্রদান করিতেন, এখন হই
ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত তদপেক্ষা অধিক সাহ
প্রদান করিতে বিমুখ হইবেন না। যে সকল বিদ্য
স্বীয় ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছে, মিউ
সিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে সর্ব্বাগ্রে তাহার
ভার বহন করিতে হণ্টর সাহেব অনুরোধ করিতে

...ক" কালেক্ট পাঠশালা" পরিদর্শন করিয়া ছাত্রদিগের ...ত্বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। উক্ত পাঠশালা ...মেণ্টের সাহায্যে ও মহে বা সাহাবের স্বার্থত্যাগ ...। আমাদের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ইহার ...টাকা দান করিয়াছেন। ...ত্যের অর্থও অনেকে ইহার সাহায্য করিয়া ...। এই বিদ্যালয়ে একটী বৃহৎ পুস্তকালয় ...আছে, তাহার পুস্তক সংখ্যা অন্যূন ২০০০ সহস্র ...। এখানে ইংরাজী, পারস্য, উর্দ্দু, হিন্দি এবং ...ভাষা পঠিত হইয়া থাকে এবং ইহার ছাত্র ...১৫০ হইবে। কথনস্বরে তিনি এলাহাবাদ ...শনান্তর তাঁহার মনের ভাব যেরূপ হইয়াছিল ...ই বর্ণনা করিলেন। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল ...করিয়া পূর্ব্বকালীন লোকদিগের যে এক পবিত্র ...চির দিনের জন্য বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, ...তে তিনি সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে ...লেন না। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গানদী ...রোহণের অশেষ উপকার সংসাধিত করিয়া ...ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, আজও অবিকল ...ই রহিয়াছে। তিনি সাধারণ লোকের প্রমুখাৎ ...করিয়াছেন, এবার এখানে কুম্ভের মেলার ...অভিনয় হইয়া গেল এবং গঙ্গার পবিত্রতা ...। নদীতে ...ত হইয়া। যদিও এখন ...ও এলাহাবাদ পুণ্যকার্য্যের মধ্যস্থল বলিয়া ...লিতে না হউক, কিন্তু ইহা যেন শিক্ষা বিষয়ের ...নুশাসনের আদর্শস্থলে পরিণত হয়। এখানে ...তরা চরমাবস্থায় দেহত্যাগ করিতে না আসিয়া ...শিক্ষা লাভার্থে উপনীত হয়। তীর্থযাত্রী দুঃখ ...পুরুষের স্থলে যেন এলাহাবাদ চিরজীবন সমাগত ...ত্রিবেণী এবং মাঘমেলা হিন্দুদিগের জনতা-...না করিয়া নিয়ত কলেজ মিউনিসিপাল স্কুলমণ্ডিত ...ভূষিত হয়।

...ডেনেরল মরেকে (তিনি এক্ষণে কমিসনর আছেন। ...চেয়ারম্যান করা যাইবে। আমাদিগের মতে ...স্কুল মাষ্টার, মুন্সেফ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম-...চারীদিগকে কমিসনর না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ...যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন না, এমন ...রের লোককে কমিসনর করিলে ভাল হয়। ...স্কুল মাষ্টারকে আস্তাবাদি দেখিতে ...লে ...সোমবারে মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে ...অধিবেশনে গমন করিতে ...বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। মুন্সেফ ...কমিসনর করিতে নিম্নে করিবে ...তাঁহারা যে প্রস্তাব করিলেন, তাহার প্রতি ...করিয়া মনস্তুষ্টির জন্য অন্য লোকে এই ...দান করিবে। সেরূপ দিবার মত ...লোক নাই, সুতরাং মিউনিসিপালে ...হইতে হইলে উকীল, ডিক্রীদার এবং ব্যবসায়ী ...পদে নিযুক্ত হইবেন। ইহাদের ...লোকের অবস্থা নিয়ত ...এদেশের পক্ষপাতি ও দরিদ্র ...এবং সামান্য অবস্থায় বাস ...অবস্থা নিয়ত জন্য ...শাক। সভ্য যে ...ডেপুটীদিগকে কমিসনর করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ...তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না ...যেহেতু ঐ বেতনে এখানে ...আসেন। তাহারা ...চাকচক্যশালী নিয়মের ...সৃষ্টি করিবেন, ...কর্ত্তব্য ...হইবার সম্ভাবনা।

...এই ...বিভাগ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ ...মাত্রেরই সহজে বোধগম্য এই প্রকার ...প্রচার করিয়া তৎসহ ধাতুঘটিত ঔষধাদি যে ...ডাক্তার অথবা চিকিৎসক অভাবে লোকের ...হয় তাহার বিতরণ করা হইবে। কিন্তু অর্থাভা...ইহার কার্য্যোপযুক্ত হইতেছে না। ইনি এই ...র সাহায্যপ্রার্থী হইয়া যে সমস্ত দানশীল ব্য...এবং জমীদারগণকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহা...সাহায্য প্রদান দূরে থাক, এ পর্য্যন্ত পত্রোত্তর প্রদ...করেন নাই। ভরসা করি, সকলেই যথাসাধ্য সাহা...প্রদান করিয়া শরৎ বাবুকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি ...করিবেন না।

...মালপুর নিবাসিরা রোগ নিবা...করেন, এই সম্বন্ধে বেলওয়ের উচ্চ বেতনের ইং...কর্ম্মচারিগণ মিউনিসিপালিটীর সহযোগে ...পল্লীবাসিদিগকে উপকৃত করিবার মনস্থ করিয়াছে...এখান হইতে কূপের জল লইয়া এক্সেণ্টের নি...পরীক্ষার্থ পাঠান হইতেছে, মাদ্রাজ কলিকাতা হই...হইতে ইঞ্জিনিয়র উক্ত পল্লী পরিদর্শন করিতে আসি...ছিলেন, কিন্তু এখনও তাহার স্থির হয় না...ঐ পল্লীবাসী বাঙ্গালিদিগের বাসা ভাঙ্গিয়া ...বিস্তর অর্থ ব্যয় হইবে, এজন্য সহজে যে ...হইবেন, এমন বোধ হইতেছে না; ...বাঙ্গালা দেখিয়া লোকের মনে আশঙ্কা হইত...যে ঐরূপ পড়িলেই কুটী যায়। ...রাস্তার কোণা...রাস্তায় যদি লোকে চারি চাপ বাঁধিয়া ...না পায়, তাহা হইলে তাঁহাদের মহৎ নামে ক...হইবে। অতএব আমরা বলি কাজ ...করিয়া তাহাদিগের বাসা ...প্রদান ...উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। ...বাঙ্গালীদের নিকট যে ...দিবেন।

...বেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের ...হইতে ..., ...হয়, কিন্তু এখন তাহা হয় না। ...পূর্ব্বে আসিয়া যে ...লোকে ...মাসেনাদের সেরেস্তাদির ...করিতেছে।

...বেলওয়ে ...হওয়ায় এখানে ...আয় হইয়াছে। ইহা এ ...করিয়াছে।

মুদ্রা ও ...

...আমাদিগের মুন্সেফ ...একটী ...দিয়া ...সভ্যসাধারণ ...হইল ...ব্রিজ ...ও ন্যায় ...মুন্সেফ ...সাহেবকে ...হইল, ইহার ...ভাঙ্গিয়া ...ভাঙ্গিয়া ...কমিসনর ...পারিবে। ...সাহেবের ...ও ...কমিসনর ...ডাক্তার, ...ডাক্তার ...কমিসনর ...

...ডাক্তার ...মুন্সেফ ...ডাক্তার ...ডাক্তার ...ডাক্তার ...ডাক্তার ...

...ডাক্তার ...ডাক্তার ...

...ডাক্তার ...ডাক্তার ...

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
তবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
ারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।

ার প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৶০ ডাক মাঃ ১০
দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্দ্দশবার মুদ্রিত) মূল্য ৶০ ডাক মাঃ ১০
তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ /-
ীশের ইতিহাস (এরূপ ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই
ীত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৶০ আনা।

াখপ্রকাশ যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ও
ভাষায় সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক
তেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের
্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
ওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
তেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
াদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
াদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত
পেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত
ানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
রা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
ার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০
া; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
াধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
ং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালী-
ঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমা-
দের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
তেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে
রসিদ লইবেন।

পরীক্ষিত।

কেশসংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে
কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল
উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি
হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির
বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং
৶০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্তশূল, দন্ত নড়া,
রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের
মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং /০।

পারার ঘৃত। ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটিত
রোগাদির শান্তি করত রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর
পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৶০।
পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদ-
নাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৶০।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া
যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে
প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে
বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা
১ম স্কন্ধ হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-
তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার
সহিত মৎকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত
বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৬৷৷০
টাকা ও ডাক মাসুল ১৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত
উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭৷৷০ টাকা আর
বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও
ডাক মাসুল ।৶০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম
পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০,
গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা
আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

চক্ষুরোগের উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

ইহা চক্ষে দিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা বোধ হয় না
অথচ স্নিগ্ধতা ও শান্তি বোধ হয়। এই মহৌষধ
ব্যবহারে, চক্ষুজ্বালা, চক্ষুউঠা, চক্ষুঃশূল, অধিমাস,
কুণ্ড, চক্ষুর পার্শ্বস্থঘাত, রাত্রান্ধতা, তিমির, ঊর্দ্ধক
বা শিরঃপীড়াজনিত দৃষ্টির স্বল্পতা, চক্ষের জলস্রাব
ইত্যাদি চক্ষের বহুতর রোগের নিশ্চয় আশু প্রতি
কার হয়। এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে চক্ষে দিলে চক্ষু-
রোগের কোন ভয় থাকে না। ৮ বৎসর যাবৎ ইহা
প্রচার করা হইতেছে এবং ইহার দ্বারা অনেক হতাশ
চক্ষুর রোগী দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন এবং শত শত
প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

এক শিশির মূল্য প্যাকিং খরচা সহিত ২৶০।
প্রয়োজন পত্রের সহিত মনিঅর্ডর পাঠাইলে
অবিলম্বে ঔষধ পাঠান যায়, ডাক মাসুল ফি শিশি ৵০
গ্রাহককে দিতে হয়।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বাঙ্গালিটোলা বানারস।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দশম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দশম সংখ্যা প্রকাশিত
হইয়াছে। ইহাতে পিপীলিকাজাতির মনোভাব-ব্যক্তি
ও সংলাপশক্তি, সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে প্রাকৃত লোকের
মত ও বিশ্বাস, মৃচ্ছকটিক, জগতের আদিম মানব
জাতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ, মনুসংহিতা, কন্যজাতি
দেবগণের মর্ত্যে আগমন, সাংখ্যদর্শন, এই ৮ টি
বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার
৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল
সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু
মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্য-
সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন
অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম
প্রেরিত হয় না।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপ-
কারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও
দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন

...নিকটস্থ শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের ... ষ্টেটমেণ্ট দেখিতে পাইবে। ৪ আউন্স ৬, ... ১২, ১ আউন্স শিশি ১৸৹ আনা। নগদ ... বিক্রীত ঔষধ ফেরত দিতে হয় না।

(Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

... শিশির মূল্য ১ এক টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

... অব্যর্থ মাত্রাযন্ত্র নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সকলপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ ... পরদংশ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অন্য, ... বাল্যকালীন স্যালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত-... ও সপুয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ... ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারী-... দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত-... ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ ... কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ... নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল ... তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমা-... ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এ ...রোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

... শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, ...পীড়া, বাত, পাদদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, ... ক্ষত এবং শরীরে যে কোন কারণেই ... ক্ষতপ্রাপ্ত হউক না কেন ইহা, সেবনে পক্ষা-... পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্ট ... হইয়া সমস্তপ্রকার রোগ বিনাশ করে ... কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ... করিয়াছেন, ই হাদের এই ঔষধ কিছুদিন ... আছে। ইহা খাইলে ও ... সেবন করা হইয়াছে। ইহার সেবনে গাত্র ... হইয়া থাকে।

... শ্রীহরিদাস দে
... দিলি সদরঘাট,

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা !!!

কয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস্, বাতো, পুরাণ কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, স্বর-ভঙ্গ, গলেরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক কাশী সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম গাছগাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ।০, বাবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুপদ্রবে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অন্না আয়রণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

" আয়ুর্ব্বন্ধন " ১ম ও ২য় ভাগ। ফেব্রুয়ারি মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া অটিতি আরোগ্য ও প্রসব, ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-বোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

মূল্য-প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর—জয়দেবপুর ...
" রাজা মহেন্দ্রনাথ পাঁ... নাড়াজোল ...
" বাবু নরদেব সহায়...চাঁপাবাসা ...
শ্রীযুক্ত বাবু মনমোহন দেব জমিদার—বড়গুল ...
" " জানকীবল্লভ সেন—রংপুর ...
" " প্যারিমোহন মিত্র—মলখারা ...
" " রাধাবল্লভ কুণ্ডু—বিক্রিলগড় ...
" " চুনিলাল ঘোষ—উলুবেড়িয়া ...
" " রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—নবাবগঞ্জ ...
" " গঙ্গাদাস বসু—কবটীয়া ...
" " ব্রজনাথ দে—বৈদ্যাপুর ...
" " অনন্তরাম দাস—জবানীপুর ...
" " পূর্ণচন্দ্র ঘোষাল...চন্দননগর ...
" " শিবনাথ চক্রবর্ত্তী—বসন্তপুর ...
" আশুতোষ ঘ...বেলঘরিয়াই ...
" সমস্তনেত্র খাঁকুল (চৌধুরাণী)...বেলপুখুরিয়া ...

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমস্তপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অন্য পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতায় দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে, তথি, বরাত চিঠি, মাসিক অন্তর, ইহার যেমন যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য কোনরূপ অধিক মূল্য টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

নিঃশেষিত হইবার পরে যে সোমপ্রকাশ ... আবশ্যক হইবে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা আপনা না দিয়া পাঠাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পাঠাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাকে প্রথম ... ঐ বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ... আনা হিসাবে পত্র ... এক আনা দিতে হইবে।

... এই পত্র ... কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া ... কলিকাতার ... যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ ... একবার দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। | প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং | ৪৪ সংখ্যা।

প্রথম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ তিন টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ৩ রা আশ্বিন। ইং ১৮৮২। ১৮ ই সেপ্টেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ প
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন

WANTED.

A Head Master for the Harinavi Anglo-Sanscrit School pay Rs 100 per Mensem. Applications with testimonials to be forwarded to Pandit Dwarka Nath Bidyarattan Editor of the Somaprokash Via C. E. Railway Sonapore Post Office. None should apply who have not passed the M. A. Examination of the Calcutta University and who have not filled the Office of Head Master of some aided School or Inspection teacher of some Government School for at least a couple of Years.

স্থান পরিবর্ত্তন।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় আগামী ১ লা আশ্বিনে ৩ নং মিজ্জাপুর ষ্ট্রীট হইতে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ৭ নং বাটীতে উঠিয়া যাইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুর অনুপস্থিতি আর আমার সহকারী নহেন, অতএব তাঁহার নামে যিনি যাহা পাঠাইতেন আমার নামে পাঠাইবেন।

১৮৮১—৮২ সালের ক্যাটেলগের নির্দ্দিষ্ট কমিশন অপেক্ষা অনেক স্থলে বেশী কমিশন দেওয়া হইতেছে। উক্ত ক্যাটেলগের লিখিত পুস্তক ব্যতীত নূতন পুরাতন, ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও হিন্দীতে আর চারি শতাধিক প্রকারের পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা হইয়াছে। নবেম্বর মাসে নূতন ক্যাটেলগ প্রস্তুত হইলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

ইদানীং রীতিমত বিলাতী পুস্তকের কারবার আরম্ভ করা হইয়াছে। স্কুল ও কালেজের পাঠ্য সর্ব্ববিধ পুস্তক বিলাত হইতে ইণ্ডেণ্ট করিয়া আনা হইয়াছে ও ক্রমান্বয়ে আমদানী হইতেছে—কিছু কিছু নাটক নভেল ও পারিতোষিক পুস্তকও আছে।

১৮৮৩ সালের এণ্ট্রান্স কোর্স (Golden Deeds) শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে।

বিলাতী পুস্তকে এক্সচেঞ্জ ধরিয়া লওয়া যায় না। কতকগুলি পুস্তক ব্যতীত সমস্ত পুস্তকেই পুস্তক ব্যবসায়ীদিগকে রীতিমত কমিশন দেওয়া যায়।

মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য "ভ্যালু-পএবল্ পোষ্টে" পুস্তক পাঠানর প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

চতুর্ব্বেদান্তর্গত
অষ্টোত্তর শত উপনিষৎ।

"নিরপেক্ষ ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভা" হইতে (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব) চতুর্ব্বেদান্তর্গত সমুদায়ে ১০৮ খানি উপনিষৎ ক্রমান্বয়ে এক এক খানি সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম মূল্যের হিসাবে আপাততঃ ২৲ টাকা প্রাপ্ত হইলে গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত করা হইবে। উপরি উক্ত সভার বিনা মূল্যের "নিরপেক্ষ ধর্ম্মতত্ত্ব" মাসিক পত্রিকা খানি মফস্বলে কেবল বাৎসরিক ।৶০ আনা ডাকমাশুলে প্রেরিত হইয়া থাকে। সভার কার্য্যালয় গোড়াসাঁকো, ১৪১ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল
অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

পারফিউম্‌ড্ হেয়ার অয়েল।

ইহা মর্দ্দন করিলে মস্তকের খুস্কি ও নানা কা
চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারিত হয়, মস্তিষ্ক সর্ব
শীতল থাকে ও কেশ সুন্দর, কোমল, সুচিকণ
সুগন্ধ বিশিষ্ট হয় এবং ইহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হ
মূল্য ১ বোতল ৸০, ১ ডজন ৮৷০ ও প্যাকিং প্র
বোতল ।০ আনা।

কোল্ডড্রন্ কেষ্টর অয়েল ... ... ১ বোতল
পিওর সেণ্টলেস্ কোকোয়ানট অয়েল ১ বোতল

ক্ষেত্রমোহন বসাক এণ্ড সন্স
৩ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রী

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

এক জন কর্ম্মচারির প্রয়োজন।

মাসিক বেতন ১৫ টাকা। ৫।৬ হাজার টা
শালিয়ানা আদায় করিতে হইবে। অতএব বিশ্বা
এক হাজার টাকা ডিপজিট দিতে হইবে। আ
থাকিতে হইবে। অতএব আবাদের কাজ জানা
জমিদারী সেরেস্তার কাজও জানা চাই। সর্ব্বদা স
বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। অতএব স
উদ্যুক্ত শ্রমশীল হওয়া ও কাজে ভেদ থাকা চ
এই সকল নিয়মে যিনি প্রার্থী হইতে চান, ে
প্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রব
নিকটে আগমন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জা
পারিবেন।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকা

সেবনাল্লভাতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ই
পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্র
জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খা
উপকার করে।

এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলপত্র কলেজ
টি ১২। ৩১ নং ইন্সিটিউশন ষ্ট্রীটস্থ কলে প্রস্তুত
বং বিক্রীত হয়।

৮৬। পাত্র রোগীর নাম মূল্য ৩৵০ ও ডাকের
খরচ ৵০ সমেত এক টাকা চারি আনা মাত্র।

নাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের দ্রষ্টব্য।

কবিতা কৌরব মূল্য ।৵০ মাশুল ।০।

* * ইহার * * পাঠ করিয়া আমরা পরিতোষ
ত করিয়াছি। অন্যান্যগুলিও আমাদের প্রীতি-
র * *।—সোম। আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি
ক্ষ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—
উহার কবিতাগুলি কোমল, মসৃণ ও শ্রুতিসুখ-
হইয়াছে। উহার অনেকগুলিতে প্রকৃত কবিত্ব
ক্ষিত আছে। * *। মেদিনীপুর, পাহাড়িপুর,
এ আমায় বাবু মোক্ষদাচরণ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।

সদ্যোনিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই জিবধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপ-
প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা
কণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই
সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই
কার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত ত্রিবিধ ঔষধের
ক্তিক কৌটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত মূল্য
াকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, কম্প,
ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর নাশ
বে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমাশুল
ত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে
রে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের
া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া
ন্ন পাকা, মাথা ধোরা ও হাত পা জ্বালা নিবা-
য়ে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া
ঙ্গের ১৸০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

রূপ টাক হউক ইহার এক শিশিতে
ক্ষয় উঠিবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০।

পাঁয়ারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পায়ে, উপদংশ (গরমী)
দূষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, হাত
পা ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সময়ে
সময়ে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক।
মূল্য ছোট শিশি ২৷০ ও বড় ৪৷০ টাকা প্যাকিং ।০।
প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ১৮ আর,
জি, মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।
৯০ নং গ্রেষ্ট্রীট শ্যামপুকুর কলিকাতা।

এই চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ পাওয়া যায়। ইদানীং আমরা বহুবিধ নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া দুর্দ্দম চিকিৎসাসাধ্য পীড়া সকল অল্প সময়ে আরোগ্য করিতেছি। আমাদের চিকিৎসাপ্রণালী ও ঔষধ সকলের গুণের পরীক্ষা আমাদের ১২৮৯ সালের দিনপঞ্জিকা সহ ঔষধের তালিকা পত্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন। এই তালিকা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

যোগসিদ্ধ রস। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০।

সঞ্জীবনী রসায়ন। ইহা সেবনে ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষয়, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও অঙ্গভঙ্গাদি পীড়া সকল আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS, 8, Rue Vivienne, 8, Paris.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম লিখা আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্ এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বা
উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির
তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যা
ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিক
(অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হ
যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ
করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়।
প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অ
সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আ
কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ
বিবমিষা এবং উদ্গার।	সমন শিরঃশূল
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের ক্ষীণতা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, প্রায়
কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মু
এবং অনিদ্রা শীঘ্র আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গয়ানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যব
ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই
দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রে
বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সম
আরোগ্য হয়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

তৃতীয় সংস্করণ।

অদ্ভুত রহস্য!!—মাসিক পত্র।

(১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাকখরচ ১৸০ আ
মাত্র। গ্রাহক মহোদয়গণ। কার্য্যালয়ে পত্র লিখি
প্রথম হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

কার্য্যসম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

(কলিকাতা নথ সুবার্কুলার রোড ২ নং কার্য্যালয়।

ধাত্রী শিক্ষাকার ডাঃ শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহে
বলিয়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য
যত পেটেণ্ট মেডিসিন বাহির হইয়াছে, সর্ব্বে
এইটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়।" ডনে

ত বলিয়াছেন " ইহা যেরূপ অরম্ব, তাহাতে
র নাম অন্নকেশরী রাখিলেই ভাল হইত "
প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১।০, কমিশন শতকরা
। এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। কলি
া ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আমার নিকট পাঠাও
।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রেরিতপত্র

পল্লীগ্রামের অবস্থা।

আমাদের অন্নাভাব হইবার যতগুলি প্রবল
ল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব প্রস্তাবে এক-
সাধারণের গোচর করিয়াছি। অতঃপর বিহার
াধীনভাব ব্যায়াম সম্বন্ধে কিরূপ অবনতি হই-
, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

লোকে কথায় বলিয়া থাকে " বল বল বাহু-
" এ কথা মিথ্যা নহে, সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু
বা সে বল অভাবে দুর্ব্বল। শুদ্ধ দুর্ব্বল নহে,
বল বাঙ্গালি বলিয়া সুসভ্য সমাজমাত্রেই বিশেষ-
ধ্বনিত। আমাদের দুর্ব্বলতার কারণ কি?
ণ অনেক আছে। প্রথম স্ব স্ব কর্ত্তব্যকর্ম্ম
ধার ক্ষমতাভাব। যে জাতি স্বকার্য্য করিতে
নহে, তাহাদের মনের স্ফূর্ত্তি কোথায়? মনের
, না থাকিলে, মন সঙ্কুচিত হইলে শারীরিক
র উন্নতি সাধন কিরূপে হইতে পারে? শরীর
নের সহিত প্রগাঢ় প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ। এক
ার মুখাপেক্ষী। এ অবস্থায় আমাদের দৈহিক
তির আশা অতি অল্প। স্ব স্ব কর্ত্তব্যকর্ম্ম
তে আমরা ভানি না পারি না। এক্ষণে আমা
গ্রহ অপ্রসর হইয়াছে। দয়ালু গবর্ণর জেনারেল
রিপন আমাদিগকে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা
ন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তিনি যদি
করিয়া এই সময়ে আমাদিগকে সৈনিককার্য্যে
ক্ত হইবার অধিকার প্রদান করেন, তবে আমা-
বিক্রম ও সাহস বর্দ্ধিত হইবে, তাহা হইলে
ার আমরা এক দিন দুর্ব্বল বাঙ্গালি নামে দূরে
রূপ করিতে সমর্থ হইব।

আমরা কি চিরকালই দুর্ব্বল? বাঙ্গালীর মধ্যে
লবান্, সাহসীপুরুষ কেহ জন্ম নাই বা হইতে
ন না? কে উদয়নারায়ণ, প্রতাপাদিত্য ও
নাথের কথা বিস্মিত হইতে পারেন? অভ্যাস
লে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সকলই সাধ্যায়ত্ত হইয়া
। অভ্যাসে কি না হয়? অভ্যাসবলে একটী
য়স্ক ধীবর পুত্র দুরন্ত ঝটিকার সময় সাহসে ভর
করিয়া ভয়ানক তরঙ্গসঙ্কুল নদীগর্ভে নৌকায়
থাকিয়া তরঙ্গের সহিত যেরূপ সমর করিতে পারে,
অভ্যাসে একজন বীরপুরুষ সে কার্য্য কখনই
করিতে পারে না। তাই বলি অভ্যাস করি'ল কেন
না আমরা বলবান্ ও সাহসী হইতে পারিব? আমা-
দিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিলে কেন না আমরা
আমাদিগের পিতৃতুল্য গবর্ণমেণ্টের বিপদ সময়ে
অনায়াসে সমরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হইব?
কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ অধিকার প্রদান করা দূরে
থাকুক, বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া গবর্ণমেণ্ট
আমাদিগের হস্তের সামান্য অস্ত্রগুলি পর্য্যন্তও
কাড়িয়া লইয়াছেন। ইহাতে এই অশুভ ফল হই-
তেছে, অনেক জঙ্গলময় প্রদেশের দরিদ্র কৃষকেরা
দুরন্ত জন্তুদিগের করালগ্রাস হইতে বহু পরিশ্রমজাত
শস্যাদি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া অন্নাভাবে দুর্ব্বল
হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালি আর যত দোষ-সম্পন্ন
হউক না কেন, কিন্তু আমরা বিশ্বাসঘাতক নহি,
এ কথায় সকল ইতিহাসই মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান
করিতেছে। যে জাতি বিশ্বাসঘাতক নহে, তাহা-
দিগকে কল্পনাবলে রাজভক্তি-হীন বলা ন্যায়পরায়ণ
গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে? আমাদের দুর্ব্বলতার
দ্বিতীয় কারণ, দেশাচারের পরিবর্ত্তন। যাহারা
উষ্ণপ্রধান দেশবাসী, তাহাদিগের পক্ষে শীতপ্রধান
দেশের আচার ব্যবহার, খাদ্য, পানীয় ও বৈষয্য
সম্পূর্ণ উপকারী হইতে পারে না বরং সময়ে সময়ে
মহান্ অনুপকারী হইয়া থাকে। পানীয় ও বৈষয্য
সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য সময়ে প্রকাশ করিব। তবে
অদ্য একটী দেশাচার বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলা
কর্ত্তব্য হইতেছে। বালাকালে বিবাহ করিয়া অপক্ক
বীর্য্যে যে সন্তান উৎপাদন করা হয়, তাহাদের বল
বিক্রম কোথা হইতে হইবে? একে অপক্কবীর্য্যে
দেহ উৎপন্ন; দেহরূপ অট্টালিকার ভিত্তিই যখন সুদৃঢ়
নহে, তখন তাহাতে অন্নবস্ত্রাদির অভাব ও অন্যান্য
নানাবিধ চিন্তা প্রবল বাত্যারূপে প্রতিনিয়ত
প্রবাহিত হইলে অকালে যে সে অট্টালিকার পতন
হইবে তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আমরা দেখিতেছি, কৌলীন্যমর্য্যাদা ও মেলবন্ধ
নের দারুণ বন্ধনে পূর্ব্বে যে অনিষ্ট ঘটিবার তাহা ত
ঘটিয়াছে, এক্ষণে নাগরিকেরা শিক্ষা ও জ্ঞানবলে
বাল্যবিবাহের দোষ বুঝিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়া
যাহাতে হিন্দুসমাজ হইতে বাল্যবিবাহ উঠিয়া যায়,
বিধিমত প্রকারে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এক
দিন তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবেই হইবে; কিন্তু
পল্লীগ্রামে সৎশিক্ষার অভাবে এই বিষয়ের আজিও
বিলক্ষণ প্রশ্রয় বা আদর রহিয়াছে। আজিও অনেক
পিতামাতা পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ নিরীক্ষণ এবং পুত্তল
ও পুত্তলির একত্র ক্রীড়া দেখিয়া সুখী ও কৃতকৃত
হইবেন এই আশায় প্রোৎসাহিত হইয়া দশম এব
দশ বৎসরের পুত্রকে নবম দশমবর্ষীয়া বর্দ্ধিতায়ত
সম্পন্না বালিকার সহিত বিবাহ দিয়া ক্ষুদ্র বিড়াল
গলায় বৃহৎ ঘণ্টা বাঁধিয়া দিয়া থাকেন! কিন্তু বালকে
পক্ষে সে অসহ্য ঘণ্টার বহনভার সহ্য হইবে কেন
সে তাহা বহন করিতে অসমর্থ ও ক্লান্ত হইয়া অ
কাল পরেই চিরজীবনের মত বিদায় গ্রহণ করি
থাকে। এরূপ পিতামাতার কি সূক্ষ্মবুদ্ধি, কি সং
বেচনা কি পুত্রবাৎসল্য!!

স্বাধীনভাবে বিহার বা ব্যায়ামচর্চ্চার অভ
আমাদের দৌর্ব্বল্যের তৃতীয় কারণ। এই তিনটি
আমাদের পক্ষে ব্রাহস্পর্শ স্বরূপ হইয়াছে! তার
অশ্লেষা ও মঘারও সংযোগ আছে!! স্বাধীনভা
বিহার করিলে (এস্থলে বিহার অর্থে রাজাদের মৃ
যাদি বিহার কি কর্ম্মনাশক অক্ষ, তাসাদি ক্রীড়া
বাঙ্গালিরা যে একটী বিহারে সকল জাতির উ
শ্রেষ্ঠ সে বিহারের কথা বলিতেছি না, দরিদ্র
সন্তানদিগের পক্ষে যাহা উপযুক্ত যেমন লাঠি, মুদ
ও অন্যান্য শ্রমসাধ্য ক্রীড়া যাহাতে সমুদায় অ
রীতিমত সঞ্চালন হইতে পারে, তাহাই আমা
মন্তব্য) শারীরিক বৃত্তিনিচয়ের উন্নতি হইতে পা
যেমন একখানি তীক্ষ্ণধার অসিকে রীতিমত ব্যবহ
না করিলে তাহা ক্রমশঃ শ্যামিকাগ্রস্ত হইয়া অব
হার্য্য হইয়া পড়ে, শরীরের পক্ষেও তদ্রূপ। অ
প্রত্যঙ্গ রীতিমত সঞ্চালন না করিলে তাহার
নিস্তেজ হইয়া থাকে। শরীর নিস্তেজ হইলে ম
ক্রমশঃ নিস্তেজ ও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। একারণ রী
মত অঙ্গসঞ্চালন করা কি ধনী কি দরিদ্র সকলে
পক্ষে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

দুঃখের বিষয়, আমাদের আর ব্যায়াম
নাই বলিলেই হয়; কৃষকদিগের শারীরিক
করিতে হয় সত্য, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর ব্যায়
চর্চ্চা নাই। তাহাদের মধ্যে আর আনন্দ ঢে
বাধাগোয়ালা ও রঘুনাথ দেখিতে পাওয়া যায় ন
ম্যালেরিয়ার প্রসাদে ঢেঁকী গিয়া এক্ষণে মু
ন্যায় তালপক্ষের সিপাহীর সংখ্যাই অধিক হ
পড়িয়াছে। গোল্ডস্মিথ তাঁহার "ডেজার্টেড ভিলে
যেমন বালবৃদ্ধ যুবাদিগের ক্রীড়ার কথা উল্লেখ ক
য়াছেন, আমাদিগের সকল পল্লীতেও সেইরূপ ক্রী
হইত। কোন স্থলে বালকেরা হাডুডু খেলিতে
দেখিতে পাওয়া যাইত, কোথায়ও যুবকদিগের ল
ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ করিতেছে, বাহ্যস্ফোটধ্বনি
সকলই নিস্তব্ধ, বৃদ্ধেরা বসিয়া তাহা নিরীক্ষণ ক
তেছেন ও মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে উৎসাহও দি
ছেন। কিন্তু এ পাঠও এক্ষণে উঠিতে চলিল, অ

...হইতে পারে না, তাহাতে হানি হইতেছে, ...ঠৎ হইতে চলিল। এরূপ হইবার কারণ ...ম অনাচরণ ... আইনের শাসন, ৩য় ...ন্তী সভ্যতার প্রতিবন্ধ। আমরা এক্ষণে সভ্যতা ...ভোগ, যদি কোন যুবককে ব্যায়াম করিতে ...ন্ত পাই, অমনি সভ্যতার অনুগ্রহে বলিয়া "দুষ্টা খেপিয়াছে" বালক হইলে তাহাকে ...ষ্টা বলিয়া নিন্দা করি। কিন্তু যাঁহাদের অন্ত- ...ন্ম হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চার ...ন অধিক তাহা বুঝিতে পারি না, কেবল নিন্দা ...ই বিলক্ষণ সুদক্ষ। যে কার্য্যে উৎসাহ নাই ...নিষ্পন্ন হইতে হয়, তাহাতে লোকের প্রবৃত্তি ...য়ে কেন?

...লা হউক ধনী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের সন্তান- ...লাকে ব্যায়াম দ্বারা বলবান ও সাহসী হইতে ..., সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট ছই একটী প্রধান বিদ্যা- ...য়ে ব্যায়াম-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দিতেছেন। ...হাতে কি ফল ফলিতেছে? আমা-

...নিতে পাওয়া যায় এই মাত্র, কিন্তু নিয়ম মত ...প্রদত্ত হয় না। যেখানে হয় সেখানে আবার ...ম ভাবে সকল বালকের পক্ষে তাহা শুভফল- ...হইতে পারে না। যাহারা ক্রীড়াসক্ত, ক্রীড়ার ...তেই ব্যতিব্যস্ত, পাঠের দিকে তত মনোযোগ ...না, তাহারাই ব্যায়াম চর্চ্চায় আসক্ত হয় ...কেরই তাহারা লেখাপড়া শিক্ষা করিতে ...না। কিন্তু আমরা এরূপ ব্যায়ামের পক্ষ- ...নহি। যাহাতে প্রকৃত শিক্ষা হয় ও যৎসঙ্গে ...মানুশীলন দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ হয়, তাহার ...না করি। শুনিতেছি শিক্ষাসংক্রান্ত কমিশন ...ক এ বিষয়েরও কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। ...এব আমাদের বিনীত অনুরোধ এই, তাঁহারা ...এই বিষয়ে এমন একটী কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া ..., যাহাতে উভয়দিকে মঙ্গল হইতে পারে অর্থাৎ ...শিক্ষাও হয় এবং দৈহিক উন্নতিও হইতে পারে। ...এস্থলে বক্তব্য এই, বিদ্যালয়ে ব্যায়ামচর্চ্চা প্রচ ...হইলে তাহাতে দরিদ্র বালকদিগের ...উপকারের সম্ভাবনা আছে? তাহারা কি উচ্চ- ...লয়ে শিক্ষা করিতে পারিবে? তবে কি আবার ...আনন্দ দেখিবার কোন উপায় নাই? উপায় ...ছে, পূর্ব্বে যেমন বড় বড় লোকেরা পলোয়ান- ...র উৎসাহ দিতেন, এখনও যদি ধনীরা আবার ...ই নীতি অবলম্বন করেন, তবে পুরস্কারের লোভে ...বালকেরা আবার বলিষ্ঠ হইতে যত্নশীল হইবে। ...এই অনুরোধ করিয়া সৈনিকবিভাগে প্রবেশ ...নিয়োগ আর কোন কথার নাই। তাহা

হইলে বাঙ্গালায় আবার বহুতর বীরপুরুষ উপস্থিত করিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সোম প্রকাশ

৩ রা আশ্বিন সোমবার।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের কেরাণী নিয়োগ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে একটী প্রস্তাবে পাঠকদিগকে বিদিত করিয়াছি যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম আফিসগুলি ক্রমশঃ ফিরিঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে; অধিক বেতনের কর্ম্ম দেশীয় লোকের ভাগ্যে প্রায় আর ঘটিয়া উঠে না। লক্ষ্মীদেবী সুপ্রসন্ন হইয়া পদ বিতরণকালে এক্ষণে ইউরেসিয়ানদিগের প্রতি শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। কার্য্যদক্ষতার বিচার নাই, গুণের পরীক্ষা নাই, বিদ্যাবুদ্ধির পরে দৃষ্টি নাই,—এখন হ্যাট কোটের সকল হইয়াছে। এই কারণে উচ্চতন সেক্রেটারি আফিসে কার্য্যচতুর উপযুক্ত কর্ম্মচারী দুর্লভ। তুলনার কাজেও সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। এই অব্যবস্থা দূরীভূত করিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনরল কাউন্সিলে পরীক্ষার আদেশ দিয়াছেন। পরীক্ষায় [illegible] থাকিলে [illegible] ফের আদর হইবে। যাঁহারা গুণবান বলিয়া তাঁহারা সেক্রেটারি আফিসে পদপ্রার্থী করিতে পারিবেন। এই উপায় দ্বারা আফিসের কার্য্যশৃঙ্খলা এখনকালে [illegible] এতদ্দেশীয় শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তারা করা, কোন বিষয়ের মনোনিবেশ [illegible] বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখন প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষিত হইবেন। এতন্মধ্যে গণিতশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ৫০০; ভূগোলের ২৫০; ইতিহাসের ৫০০; হস্তলিপির ৫০০; ইংরাজি রচনার ৫০০, এবং পত্রাদি

ও কোন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রচনার সংখ্যা ১,
পরীক্ষার্থিগণ হস্তলিপিতে, ইংরাজি রচনায় ...
পত্রাদি ও সংক্ষিপ্ত রচনায় এক তৃতীয়াংশ সং...
লাভ করিতে না পারিলে উত্তীর্ণ হইতে পারি...
না। বিশেষতঃ, যাঁহারা রাজস্ব বিভাগে প্র...
করিবেন, তাঁহাদের গণিতশাস্ত্রে অন্ততঃ এক তৃ...
ভাগ সংখ্যা লাভ করা চাই। কোন পরীক্ষ...
বিষয় বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা লাভ করিতে অ...
হইলে পরীক্ষক যদ্যপি তাঁহাকে উপযুক্ত জ্ঞান ক...
করেই অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ক...
দিতে পারিবেন।

উচ্চশ্রেণীর এবং নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষার্থীদিগের ...
একই বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, তবে উচ্চ-শ্রেণীর প...
কার্য্যকারীদের ঐ সকল বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধি...
ভার জ্ঞানবত্তা প্রকাশ করা চাই। পূর্ব্বে অধিক ...
কোন বিভাগে কার্য্য করিলে কর্ম্মচারিগণের প...
গতি হইত, কিন্তু ভবিষ্যতে সে নিয়ম আর থা...
না। উপকালে শুধ দৃষ্টে পদলাভের স্বাচ্ছন্দ্য বি...
রিত হইবে। কলিকাতায় এবং অন্যান্য বি...
স্থানে প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে এই পরীক্ষা গ...
হইতে থাকিবে। কোর্ট উইলিয়মের বোর্ড ...
এক্সামিনার এই পরীক্ষার অধ্যক্ষ থাকিবে...
পরীক্ষকের কোন বিভাগের সেক্রেটারির সঙ্গে পর...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

য় কর্ত্তাব্যক্তিরা অযোগ্য লোককেই নিযুক্ত তেছেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট আফিস উপ কর্ম্মচারী দুর্লভ হইয়াছে। বর্ত্তমান নিয়মা রে কার্য্য করিলে কাহারও আর অনুশোচনার থাকিবে না। কিন্তু এক দিকে যেমন এই ম অসাধারণ ঔদার্য্যগুণ প্রকাশিত হইতেছে, দিকে আবার এই নিয়মের ভিতর যেন কিছু ভিসন্ধি আছে, এইরূপ অনুমান হইতেছে। ক্ষিত বাঙ্গালি বাবুর চিরন্তন শত্রুস্বরূপ ভারত- ন্তর, অথচ সভ্যতাভিমানী ইংলিসম্যান সেই অভিসন্ধিটী গোপন করিয়া রাখিতে পারেন । ইংরাজেরা যত্নপূর্ব্বক বাঙ্গালা শিক্ষা করিলে দের ভাষাজ্ঞান হওয়া দূরে থাক্, ঠ,ড,ঢ প্রভৃতি লি কচিৎ তাঁহাদের জিহ্বায় উচ্চারিত হইয়া ক। আমরা সাহেবী বাঙ্গালা পাঠ করিলে য়া অস্থির হইয়া পড়ি। ইংরাজি ভাষাও আমা- পক্ষে প্রায় তদ্রূপ। আমরা যত্নপূর্ব্বক ইংরাজি করিলেও তথাপি আমাদের ইংরাজি রচনায় ন একটু বাঙ্গালী বাঙ্গালী গন্ধ নির্গত হইয়া ক। এই দোষ কেবল ভারতবর্ষবাসীর নহে। াডেরা স্বয়ং গর্ব্ব করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের এবং আইরিষ লাডগণ উপসর্গের সমুচিত াগ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। এইরূপ নরা সকল ভাষার পক্ষেই দেখা যায়। এক- ীয় লোক অন্য দেশীয় ভাষায় কদাচ সুচারুরূপে পন্ন হইতে পারেন না। মোক্ষমূলর, গোল্ড- র প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ বহুবায়াস সহকারে ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের ৎ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাদি দৃষ্ট করিলে তাহা সম্ভবপর না। ভারতবর্ষবাসিরাও যত্নপূর্ব্বক ইংরাজি ান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের রচনা সর্ব্বতো- বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালিদিগের অপটুতা ইংলিসম্যানের পক্ষে বড় আহ্লাদের হইয়াছে। এতদ্দেশে যে সমস্ত ইউরোপীয় ইউরেসিয়ান বাস করেন, নিয়ত ইংরাজি লাপ ও ইংরাজিতে কথোপকথন করায় বাঙ্গালী ক্ষা তাঁহারা ইংরাজির ধারণ অধিকতর শুদ্ধরূপে শ্রাব্য হইতে পারেন। প্রতিযোগী পরী- ায় ইউরোপীয় ও ইউরেসিয়ান এবং বাঙ্গালিগণ স্থিত হইলে ব্রিটিশ জাতির প্রিয়পাত্র এদ্দেশীয় নিবেশিক ইউরোপীয় এবং ইউরেসিয়ানগণ াজি ভাষাজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবেন, এইরূপ াবনা। তজ্জন্য ইংলিসম্যান ঈর্ষ্যাকষায়িতচিত্তে য়াছেন যে, বাঙ্গালী বাবুরা রাশি রাশি গণিত- স্ত্র মুখস্থ, রাশি রাশি ইতিবৃত্ত, অনায়াসে আপ- দের মানসক্ষেত্রে সঞ্চিত রাখিতে পারেন। এতা- দৃশ বিষয়ে তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা আছে। নানাবিধ ইংরাজি প্রস্তাব দর্শনে তাঁহারা প্রবন্ধ রচনা- তের পটুতা প্রকাশ করিতে পারেন; অতএব গণিতশাস্ত্রে, ইতিহাসে এবং প্রবন্ধ রচনার সংখ্যা কদাচ পদ্যাদি রচনার সঙ্গে তুলা হইতে পারে না।

পাঠক! কি হিংসা! বাঙ্গালীর প্রতি কি বিদ্বেষ! বাঙ্গালিদিগকে ঠকাইবার নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত। যে সমস্ত বিষয়ে বাঙ্গালিরা অক্লেশে দক্ষ ও পারদর্শী হইতে পারেন, তাহার সংখ্যা অল্প করা আবশ্যক; ঈদৃশ সদ্বিবেচনা সমদর্শী এবং ন্যায়- পরায়ণ ব্রিটিশজাতির স্বভাবসিদ্ধ! ইংলিসম্যান আপনার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন, এখানকার ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় এবং ইউরেসিয়ানগণ গবর্ণ- মেণ্টের এই অভিনব ব্যবহারকে আদরপূর্ব্বক আলি ঙ্গন করিবেন, কারণ তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ যে উত্তরকালে গবর্ণমেণ্ট আফিসের উচ্চতম পদলাভ করিতে পারিবেন তাহার পথ পরিষ্কৃত হইল।

ইংলিসম্যানকে আর বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে কেন, সে কথা আমরাও বুঝিতে পারিয়াছি। বড় বড় আফিসগুলিতে ভারতবাসিদের আর অধিকার নাই; ইউরোপীয় এবং ইউরেসিয়ানগণই স্থূল বেত- নের সকল পদই অধিকার করিয়া বসিতেছেন, কিন্তু তজ্জন্য পাছে জনসমাজে নিন্দার্হ হইতে হয়, সেকারণ লোক ভুলানের উদ্দেশ্যে এই একটা পরী- ক্ষার নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইল; ইহার কার্য্যফল পরিশেষে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে।

উচ্চপদে কেরাণী নিয়োগার্থ গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণভাবে অনু- মোদন করি। পক্ষপাতশূন্য হইয়া এতদনুসারে কার্য্য করিলে অবশ্য তাহার ফল সুখকর হইবে। কিন্তু পরীক্ষাকার্য্য যে কিরূপ ন্যায়ানুসারে নিষ্পা- দিত হইবে, ইংলিসম্যানের বিদ্বেষসূচক বাক্যে তাহা এখনি বিদিত হইতেছে। তিনি বিষয় বিশে- ষের সংখ্যা দেখিয়া বাঙ্গালিদের প্রতি যেপ্রকার হিংসা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এ ব্যবস্থা উত্তরকালে বাঙ্গালিদিগকে বিনষ্ট করিয়া কেবল ইউরেসিয়ানদিগকে প্রতিপালন করিবার একটী উপায়স্বরূপ হইয়া উঠিবে।

আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার বিধি ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আফিসের সমধিক উন্নতি সাধিত হইবে, তাহা হইলেই শাসন নীতির প্রকৃত ঔদার্য্যগুণ প্রকাশিত হইবে, অন্যথা এটী কেবল কুটিল ভ্রূভঙ্গিসন্ধি ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞান করিব না। যে সমস্ত পরীক্ষার্থী সাধারণ বিষয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তাঁহারাই কার্য্য- ক্ষম, এ প্রকার নির্দ্দেশ করা কখন অসঙ্গত নহে সিবিলিয়ানগণ বাঙ্গালার কেবল বর্ণ কয়েকটীতে প চিত হইয়া দুই সহস্র টাকা পারিতোষিক ল করেন, ফলতঃ তাঁহারা বাঙ্গালা কিছুই বুঝেন না কিন্তু সুশিক্ষিত ভারতবাসিগণ ইংরাজিভাষায় প্রকার ব্যুৎপন্ন হইতেছেন, নয়নের ঈর্ষ্যাবরণ উ চন করিলে, ইংরাজে ও ভারতবাসীতে অ প্রভেদ উপলক্ষিত হইবে।

—•—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নূতন পরিবর্ত্তন প্রস্তাব।

চতুর্দ্দিকে এত হাহাকার রব উঠিতেছে, চতুর্দ্দি এত চীৎকারধ্বনি পড়িয়া যাইতেছে, তথাপি পে পুরুষদের কেরুবিজিতত্ব ভেদবুদ্ধি অদ্যাবধি তি হিত হইল না। অমার্জ্জনীয় নিন্দাকলঙ্কে শ্বে স্তরে স্তরে পরিলিপ্ত হইতেছে, সপ্ত সমুদ্রের কোটিকল্প ধৌত করিলেও সে কলঙ্ক নিরাকৃত বার নহে, তথাপি শ্বেতপুরুষদের চৈতন্যোদয় না, তাঁহাদের স্বার্থপরিপূর্ণ সঙ্কুচিত চিত্ত হইতে বুদ্ধি অন্তর্হিত হইল না।

সংসার এমনি অদ্ভুত স্থান, যে শ্রেণীর আপনার মেদ মাংস শোণিত প্রদান করিয়া স সম্প্রদায় ও দেশ রক্ষা করিতেছে, যাহাদের প্র সত্ত্বে সকল বিষয়ের উপকার সাধিত হইতেছে, দীন হীন নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই সর্ব্বথা কষ্ট করিয়া থাকে। কৃষকেরা অস্থিচর্ম্ম সার করিয়া কর্ষণ করে, কিন্তু যাহাদের উদরে অন্ন কৃষকদের ভাগ্যে কস্মিন্ কালে সুখ ঘটিল না। ভারত রেলওয়েতেও সম্প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার ঘটি সম্ভাবনা হইতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদি ভাড়ায় রেলওয়ে কোম্পানী যথেষ্ট লাভবান্ হ থাকেন; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়ায় কো নিম্ন আদৌ লাভ হয় না। যদ্যপি তৃতীয় শ্রে গাড়ী বহিত করা হয়, তাহা হইলে আরোহী টে ব্যয় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লাভে কখনই নিষ্প হইতে পারে না। কিন্তু শ্বেতকর্ত্তৃপক্ষীয়দিগে আশ্চর্য্য ন্যায়পরতা, তাঁহাদের কি অদ্ভুত বি ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর আরো দিগের প্রদত্ত ভাড়ায় কোম্পানি এত লাভবান কিন্তু সেই দুরদৃষ্ট লোকদের প্রতি কোন কালে স চরণ ঘটিল না। রেলওয়ে আফিসে তৃতীয় শ্রে আরোহীদিগকে যে কি পর্য্যন্ত লাঞ্ছনা ভোগ ক হয়, তাহা অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তৃ গাড়ীর সমাগমের কষ্টভোগ, তাহাও অনেকে করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহাতেও কোম্পা অন্তরস্থ ভেদবুদ্ধি পর্য্যাপ্ত চরিতার্থ করিতে নাই। সম্প্রতি একটী অভিনব প্রস্তাব উপস্থ

হইয়াছে। কলিকাতা হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত যে ডাকগাড়ি যাতায়াত করে, আগামী ১ লা অক্টোবর হইতে তাহার সঙ্গে আর মধ্য বা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী থাকিবে না। কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী থাকিবে, এবং ঐ সমস্ত গাড়ীর আরোহিগণের চাকরদিগের নিমিত্ত কেবল কয়েকখানিমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী সংযুক্ত থাকিবে। এই ব্যবস্থা সাধারণ লোকের পক্ষে কি পর্য্যন্ত অসুবিধাজনক হইয়া উঠিবে, তাহা বাক্যে ব্যক্ত করিবার নহে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কয়জন আরোহী থাকেন? যাহাতে অধিক-সংখ্যক ব্যক্তির উপকার হয়, এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে অধম ও দরিদ্র লোকের ক্লেশ হয়, সেই ব্যবস্থাই সর্ব্বথা হেয়। এই নূতন বিধি অবলম্বন করিলে অসংখ্য দরিদ্র লোকের অত্যন্ত কষ্টবৃদ্ধি হইবে; বণিকদলের বিস্তর অসুবিধা পরিবর্দ্ধিত হইবে; বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিরা মর্ম্ম ব্যথার অবসন্ন হইয়া পড়িবে, সুবিবেচক কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কি তৎপ্রতি একবারও মনোনিবেশ করেন নাই? এতাবৎকাল ডাকগাড়ীতে মধ্যশ্রেণীর গাড়ী নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কোম্পানির যে কি অসুবিধা ঘটে, তাহা আমরা নিশ্চিত করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, যদ্যপি বিবেচনাসঙ্গত কার্য্য করিতে অভিলাষ থাকে, তবে যাহাতে এই নূতন প্রস্তাবানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা না হয়, কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

সাহেবী বাঙ্গালা।

সকল কার্য্যেই দেখিতেছি, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার আর দর্পণে মুখ দেখা এ উভয়ই সমান। লোক লৌকতায় বল, আলাপ পরিচয়ে বল, কথা বার্ত্তায় বল, এই রীতি সর্ব্বত্রই বলবতী দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তিকে একটী কটু কথা বল, তুমি একটী বলিবে তিনি তোমাকে দশটী শুনাইয়া দিবেন,—আরসীতে যে কেমন মুখ দেখিতে হয়, তাহা তোমাকে দেখাইবেন। তবে একটী কেতাবী উপদেশ আছে,—তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চাপড় মারিলে তোমার বাম গণ্ডও ফিরাইয়া দিবে,—এটা কেবল কথার কথা। কার্য্যতঃ যদ্যপি তাহা কখন ঘটে, তবে খ্রীষ্টীয় উপাসকদের স্বর্গের দ্বার অবরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইলে তাঁহারা তদ্দণ্ডে তোতর প্রণালী ছাড়িয়া দিতেন, রাজা রাজড়ার এতাদৃশ কলহ ঘটিত না, মানুষদের এত সব কলের সৃষ্টি হইত না। কিন্তু লোকের সঙ্গে ব্যবহার দর্পণে মুখ দেখা, এই নিয়ম বরাবর আছে বলিয়া এত বিবাদ এত গোলযোগ ঘটিতেছে।

এই মুখ দেখা আমরা সকল কাজেই দেখিতে পাই। ইংরাজেরা আমাদের ইংরাজি রচনা পাঠ করিয়া উপাহাস করেন, আমরাও আবার ইংরাজদিগের বাঙ্গালা রচনা পাঠে হেসে অস্থির হইয়া পড়ি। যাঁহারা সাহেবী বাঙ্গালা পাঠ করিয়াছেন, এ নিষ্কে শের রসবত্তায় তাঁহাদেরই মন ভিজিতেছে, ইহার যে বিশুদ্ধ রসটুকু কেবল তাঁহারাই বুঝিতেছেন। এই অপূর্ব্ব ভাবটী অন্যান্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গত করিয়া দিবার জন্য আমরা এ স্থলে একখানি সাহেবী ইংরাজি পত্র আদর্শ স্বরূপ প্রকাশিত করিতেছি। পত্রখানি জনৈক পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রাপ্তোপাধিতোষিক সিবিলিয়ানকর্ত্তৃক লিখিত।

কল্পদ্রুমের লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় "তুমিই কি সেই দৈবকী নন্দন?" নামক একটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টোপাসকেরা বলেন যে, ব্রাহ্মণেরা যীশু খ্রীষ্টের চরিত পাঠ করিয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণন করেন। উক্ত প্রস্তাবে রঙ্গলাল বাবু ঐ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। একজন বাঙ্গালাভাষায় সুপণ্ডিত সিবিলিয়ান রঙ্গলাল বাবুর প্রতিবাদ পাঠ করিয়া তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন,—

"আস্তে মীয় মহাশয়!

ইহা নহে অসাধারণ আনন্দ সহিতে যে আমি পরিলাম মহাশয়ের কীর্ত্তীয় আর্টিকিল কল্পদ্রুমে অর্থাৎ আমি মতলব করি, "তুমিই কি সেই দৈবকী নন্দন?" ঐ আর্টিকিল অসাধারণ রসিকতার সহিতে তুলিত হইয়াছে, নিপুনতাও আছে সেখানে, কিন্তু আপনার তুলা বিবেচনার মানুষের জন্য ইহা উচিত ছিল, স্মরণ করিতে যে তাবৎ বাসিগণ শিক্ষা করিয়াছেন, কালে নিশ্চিত করিতে পশ্চিমের বিদ্যানিগের নিকটে। শেষ কথা বলিতে, শাস্ত্রিনির সময় নিশ্চিত করা ভ্রান্তি নাই, বলিতে সাহস করে কে? যদ্যপি সমস্ত তর্ক বিবেচনায় গ্রহণ করেন, আমাদের প্রভুর পুত্র অনুকরণের দ্রব্য আপনাদের স্বরূপের।+×+"

পাঠক! ভাবগ্রহে সমর্থ হইলেন? বঙ্গভাষা যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া লেখকমহোদয় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন, তদীয় লেখনীর মুখাগ্র হইতে কেমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা নির্গত হইয়াছে। এই সমস্ত সিবিলিয়ান মহোদয় এবং তাঁহাদের সহযোগিগণ "বাবু ইংরাজির" নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। সংবাদপত্রের এখন উদর পরিপূরণ হয় কিসে? যদ্যপি প্রণিহিত চিত্তে বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে প্রতিপন্ন হইবে যে, কেবল ভারতবাসিদের নিন্দাবাদেই ইংরাজি সংবাদপত্রের অঙ্গের পুষ্টি হইতেছে। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী আফিসে যাহাতে সুযোগ্য কেরাণী নিযুক্ত হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট প্রতিযোগী পরীক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছেন। বাবুরা কতদূর অমনোযোগিতা সহকারে কার্য্যসম্পন্ন করেন, তাহার দৃষ্টান্ত দর্শাইবার জন্য ইংলিসম্যান গবর্ণমেণ্ট গেজেট হইতে একটী ভ্রমাত্মক পদ উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছেন। অসাবধানতাবশতঃ কবে উক্ত গেজেটে "ইংলিসিং কম্পজিশন" এইরূপ পদ মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া সহযোগী মহোদয় অনেকটা আহ্লাদিত হইয়াছেন; বাবুদিগের অধঃপাতন সাধিতে পারিবেন, তাহার বিলক্ষণ পথ পাইয়াছেন। কিন্তু সহযোগী এতাদৃশ পরদোষদর্শিত তিমির নেত্রে দৃষ্টিপাত না করিয়া যদি শিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের বিদ্যাবুদ্ধির গাঢ়তা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতেন, তবে উক্ত প্রমাদপদ লইয়া তিনি হুলস্থুল করিতেন না। বোধ করি মুদ্রাঙ্কনকালে কোন স্থলের ইং এই অংশটুকু উঠিয়া গিয়াছিল, প্রিণ্টার স্বয়ং ঐ অংশ ইংলিশের পার্শ্বে বিনিবেশিত করিয়া দিয়াছে। সেটী বাঙ্গালী বাবুর অপরাধ নহে। বাঙ্গালী বাবুরা ইংরাজি ভাষার ধারাবরণে যতই কেন অনভিজ্ঞ হউন না, তাঁহারা সাহেবী বাঙ্গালায় মক্ষ কখনই ইংরাজিভাষা রচনা করেন না, আমরা সাহেবী বাঙ্গালা দেখিয়া যতদূর উপহাস করিতে পারি, ইংরাজেরা বাবু-ইংরাজি দেখিয়া কখনই তাদৃশ উপহাস করিতে পারেন না। কাস্তিবরের রাজা বিলাত গমন করিলেন, পঞ্চ মহাত্মা উদ্দেশ্য উপহাস করিয়া লিখিয়াছেন,—"নেবার গো নো মোর"! (Nobber go no more) ভারতবাসিদের সাহেব-আনা কণ্ঠস্বর না হউক, কিন্তু এমন বর্ণ এমন শব্দ নাই যে, তাঁহাদের রসনায় উচ্চারিত হয় না। পঞ্চমবর্ষীয় শিশুও অবলীলাক্রমে সমস্ত ইংরাজি শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। কিন্তু ইংরাজেরা সকল বিষয়েই ভারতের দারুণ বিদ্বেষী। ভারতবর্ষ যতই উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতেছে, ব্রিটিশজাতির হৃদয় ততই ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতবাসীরা বিদ্যাবুদ্ধিতে যতই ইংরাজদের সমকক্ষ হইতেছে, অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজের হৃদয়ের হৃদয় ততই বিষেষে ফাটিয়া পড়িতেছে। যাঁহারা মুখে ভারতবর্ষের চিরকামনা করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণে ঈর্ষানী নিহিত; ইহাতে কিরূপে আমাদের উন্নতি হইতে পারে? যাঁহারা শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টা, তাঁহারা যদ্যপি বিদ্রূপ করেন, বিলাম—তবে তাঁহারা অন্তরের সহিত আমাদের হিতচিন্তা করেন না। ভারতবর্ষ পাছে ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইয়া উঠে, তাঁহাদের একটী দারুণ আশঙ্কা হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মৌখিক যতই সদালাপ

ন, ভারতবর্ষকে পুনর্ব্বার অজ্ঞতাকুক্ষিতে
রূপ করিবেন, এই তাঁহাদের ছরভিসন্ধি।

মিউনিসিপালিটী।

সে মিউনিসিপালিটীতে গ্রাম ও নগরের সৌষ্ঠব
স্থার উপায় বিধান নাই, সে মিউনিসিপালিটী
নিসিপালিটীই নয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে
প্রকার রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। তন্নি-
ণের একমাত্র উপায় মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত।
বারবার পরীক্ষিত হইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।
এখন এ বিষয় আর নূতন প্রতিপন্ন করিবার
স পাওয়া বিফল। দুঃখের বিষয় এই, অধি
শ মিউনিসিপালিটীতে স্বাস্থ্যের ও গ্রাম নগর-
সৌষ্ঠবের সংবিধান নাই। সুতরাং ম্যালেরিয়া
কল স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া
ক না। এতদিন মিউনিসিপাল কমিশনরদিগকে
লেরিয়ার এক গাঢ় প্রলয়ের কথা জানাইলে
রা বলিতেন, আমরা কি করিব, আমাদের
রাধ কি, পুলিসে মিউনিসিপাল আয়ের অধি-
শ গ্রাস করিয়া ফেলে, আমরা কিরূপে নগর ও
বাসিদিগের স্বাস্থ্যের উপায় বিধান করিব।
শনরেরা যে কেমন কাজের লোক, বোধ হয়,
দ্বিরা পাঠক তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। যে
ব বলে " আমি কি করিব, আমার অপরাধ কি "
ার তুল্য অপদার্থ দ্বিতীয় নাই; কমিশনরেরা যদি
ণ্ড লোক হইতেন, পুলিসের ব্যয় গ্রহণের প্রতি-
করিতেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিকটে
রা ন্যায়সঙ্গত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদ
তে পারেন, তাঁহারাই কৃতকার্য্য হয়।

আমাদের বর্ত্তমান দয়ালু গবর্ণর জেনরল মিউ
সপায় স্বত্বে স্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন এবং
ও মফস্বলবাসিদিগকে আপনাদের চেয়ারম্যান,
কারী চেয়ারম্যান ও কমিশনর নিযুক্ত করিতে
ছেন; কিন্তু তাঁহাকে অনেকে এই ভয় প্রদর্শন
রতেছেন, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের ব্যয় মিউনি
পালিটী হইতে নির্ব্বাহ হইবে। যদি বাস্তবিক
া হয়, তাহাতে ভয়ের কারণ নাই। " ভগ্ন ব্যাঘ্রের ভয়ে
াইয়া ব্যাঘ্রের গর্ত্তে প্রবেশ করিল " আমাদের
া ঘটিয়া উঠিবে। পুলিসের অপেক্ষা বিদ্যালয় ও
কিৎসালয়ের উদর বড়। মিউনিসিপাল সমুদায়
য় নিঃশেষ হে প্রশস্ত উদর পূর্ণ হওয়া ভার হইবে।
শত উই ঢঙ্গী কুম্ভকর্ণের উদরের এক কোণে
ইয়া থাকত। বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের যদি
ায় আয় খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে গ্রাম নগ-
দের যে অবস্থা, সেই অবস্থা থাকিবে। ম্যালে-
া এখন যেমন রাজা ভোগ্যা ও কচুপাছে অধি
ষ্ঠান করিয়া বিরাজ করিতেছে, তখনও তেমনি
করিবে। পবন দেব এখন যেমন পূতিগন্ধ গাত্রে
মর্দ্দন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, তখনও
তেমনি করিবে। পুষ্করিণীকুলি সৈবাল ও পানা
বক্ষে ধারণ করিয়া এখন যেমন শোভা পাইতেছে,
তখনও তেমনি পাইবে। যদি বাস্তবিক এরূপ
শোচনীয় অবস্থা ঘট, তাহা হইলে এ দেশীয়দিগকে
মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে স্বাধীনতা দিয়া কি
ইষ্টলাভ হইবে? এখন প্রশ্ন এই, যদি মিউনি-
সিপাল আয় হইতে বিদ্যালয়ে ও চিকিৎ
সালয়ে টাকা দিতে হয়, গ্রামনগরাদির স্বাস্থ্যের
ও সৌষ্ঠবের বিঘ্ন করিয়া কি দিতে হইবে?
আমাদের ত এমন বোধ হয় না! যদি রাজপুরুষেরা
বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সে ব্যবস্থা করেন,
তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেই তাঁহারা বুঝিবেন।
স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের উপায় বিধান করিয়া যদি অর্থ
উদ্বৃত্ত হয়, বিদ্যালয়ে ও চিকিৎসালয়ে দিবার
আপত্তি কি? গ্রাম নগরাদিকে স্বাস্থ্যকর করিয়া
তুলিতে পারিলে তখন চিকিৎসালয়ে ব্যয় করিবার
কি প্রয়োজন হইবে? মিউনিসিপাল আয় হইতে
বিদ্যালয়ে টাকা দিবারও বিশেষ প্রয়োজন হইবে
না। বিদ্যালয়ের বালক সকল যদি সুস্থ থাকে,
নিঃশুল্ক ঔষধ ও ডাক্তারের ব্যয় যদি দিতে না হয়,
সুস্থ শরীরে থাকিয়া স্বল্প দিনের মধ্যে যদি অধিক
লেখা পড়া শিখিতে পারে, বেতন বলিয়া বিদ্যালয়ে
কিছু অধিক দিতে কাতর হইবে না। তাহা হইলে
বিদ্যালয়গুলি স্বপোষণক্ষম হইয়া উঠিবে। তখন
আর বিদ্যালয়গুলি মিউনিসিপালিটীর গলগ্রহ
হইবে না।

আমরা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম, অনেক
কাপুরুষ মহানুভব লর্ড রিপন বাহাদুরের অভিপ্রেত
সিদ্ধির বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহা
দের সে চেষ্টা বিস্ময়কর নহে। যদি কোন ভীরু
ব্যক্তিকে পর্ব্বতে আরোহিত করিবার চেষ্টা করা
হয়, শৈলশিখরে যে বহুমূল্য প্রস্তর পাওয়া যায়, সে
দিকে অনুমানের চক্ষুদ্বারা না দেখিয়া কেবল বাহ্য
ভয়কারি দর্শন করে, তাহা বিস্ময়াবহ হয় না।
" ভীরোর্ভয়ং পদাদপি " ভয়বিহ্বল ব্যক্তি ভূতলস্থ
পদার্থই দেখিয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করা আব
শ্যক হইয়া উঠিল। বোধ হয়, পাঠকগণের স্মরণ
হয়, আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, মিউনিসিপালিটী
আর কিছু নয়, পঞ্চায়েতপ্রথা। পঞ্চায়েত প্রথার
আর কিছু নয়, পাঁচ জনের কাজ পাঁচ জনে মিলিয়া
করা। পূর্ব্বে এই প্রথা থাকাতে অতি সুখের বিষয়
ছিল। এখন সে প্রথা উঠিয়া যাওয়াতে লোকে
কথায় কথায় আদালতে যায়, আদালতে গিয়া ই
হইয়া থাকে। এস্থলে কেহ কেহ এই আপ
উত্থাপন করিয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্ট আমাদের
মিউনিসিপালিটীর ভার দিয়া আদালতের ক
কার্য্যের ভার সমর্পণ করিতেছেন না। এই অ
ক্ষিকর আপত্তির খণ্ডনার্থ আমরা বলি, যুগ
সমবায় বিষয়ের ভারার্পণ না করিলে কি পঞ্চা
শব্দের অর্থ বিফল হইয়া যায়? গবর্ণমেণ্ট যে
বিষয়ের ভারার্পণ করিবেন, দেশের পাঁচ জ
মিলিয়া সেই সেই কর্ম্ম করা কি সুখের ন
আমাদের দেশের বিচার কার্য্যের ভার আমা
হস্তে অর্পণ করা গবর্ণমেণ্টের অনভিপ্রেতও ন
অনেক স্থলে ত ফৌজদারী বিচার কার্য্যের
অর্পিত হইয়াছে। দেওয়ানী বিচার কার্য্য
কটিল। তাহাতে আইনজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান, দেশা
জ্ঞান প্রভৃতি অনেক বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্য
কিন্তু তাহার সদ্ভাব যদি মিউনিসিপাল কমিশনর
মধ্যে সম্ভাবিত হয়, এবং তাঁহাদের তাদৃশ বহু স
ক্ষেপী বিচার কার্য্য সম্পাদন করিবার অবসর
আমাদের গবর্ণমেণ্ট সে ভারের সমর্পণেও অ
হন না। মিউনিসিপাল কমিশনরেরা যদি রাগ
বিবর্জ্জিত হইয়া ন্যায় ও আইন অনুসারে যথা
দেওয়ানী বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাহা অ
বেতনভুক বিচারপতির বিচার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
সন্দেহ নাই। আপীলেরও এত স্রোত প্রবাহিত
না। কারণ, কমিশনরেরা দেশের লোক। তাঁ
দেশের অবস্থা জানেন। বিবাদের প্রকৃত মূল তাঁ
দিগের অবিদিত থাকে না। সুতরাং তাঁহাদের
বিচার যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, তাহা আশ্চ
নহে।

বেতনভুক বিচারপতিদিগের কৃত বিচার যে
বিড়ম্বনাময়, নিম্নলিখিত বাক্যগুলি দ্বারা
সুন্দররূপে চিত্রিত হইবে। বোধ করি, এ
দেওয়ানী বিচারপতির নিকটে একটী মকদ্দমা
স্থিত হইল। উভয় পক্ষ কতকগুলি মিথ্যা
সাজাইয়া লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বি
পতি সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। উভয় পক্ষই স্ব
প্রেত বিষয় সপ্রমাণ করিল। বিচারপতি হ
হইয়া রহিলেন। ন
ুখ খাইতে লাগিলেন
াগিয়া যাইতেন।
বিষয়টী কি করিতে
াতে করেন। তখন
ুটি সঙ্গে অনেকগুলি
াঁচালা সঙ্গে পরের
কিকে ডাকিয়া তাঁহাকে অ
তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া ও
ি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেন না; তবে যদি কি
বিকল্প হন, তিনি
ুঝিতে পারেন;
ন্টির পরের কি

স্ত করিয়াছেন. তাঁহারা ত সকলই অন্ধকার
ন, নিষ্পত্তিও অন্ধকারময় হয়। তাহাতেই
াপীলের এত ঘটা।
বেঞ্চস্থ বিচারপতিদিগের বুদ্ধিরও বিষম বিপ-
গতি। একজন যে দলিলের যে অর্থ করিয়া
া নিষ্পত্তি করিলেন, আর একজন তাহার সম্পূর্ণ
ীত করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে "মুয়ারে-
ঃ পন্থাঃ" হইয়া উঠিল। শীত গ্রীষ্মে, ক্রোধ
ত, শুক্ল কৃষ্ণে চির বিরোধ আছে। তদ্দর্শন
দের অভ্যস্ত হইয়াছে, অতএব তদ্দর্শনে আমরা
ত হই না; কিন্তু সম্প্রতি বিচারে বিচারে
বিরোধ দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি-
। একখানি পাট্টায় জমীর কমী বেশী সরত
ছ; অমুক সনে জমী মাপিয়া তোমাকে বুঝাইয়া
লেখা আছে। জমীদার তদনুরূপ কাযা করি-
না। জমীদারে প্রজায় মকদ্দমা উপস্থিত হইল
রপতি বলিলেন, জমীদার পাট্টার সরত মত
করেন নাই। অতএব মকদ্দমা ডিসমিস হইল
ঠিক সেইরূপ স্থলে অপর বিচারপতি
দ্দমা গ্রহণ করিয়া মকদ্দমা করিলেন। এক
অকারণ আর এক ব্যক্তির নামসম্বলিত
য়া মকদ্দমা উপস্থিত করিল, এক বিচারপতি
ার খরচা দেওয়াইলেন, কিন্তু আর এক বিচার-
তাহা দেওয়াইলেন না। এইরূপ প্রতি দিন
শত বিচার-বিসংবাদ উপস্থিত হইতেছে। অন্য
াণ আর কি দেওয়া হইবে, এক মুলুকচাঁদের
দ্দমা সমুদায় বিচার-চাঁদকে মলিন করিয়া
াছে। এই মুলুকচাঁদ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে, সে আবার
সিতে হাসিতে বাটীতে চলিয়া গেল। কিন্তু
ীয় লোকে বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে এরূপ
সার সম্ভাবনা অল্প হয়।

পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারতবর্ষীয় ব্যয় ব্যয় প্রস্তাব।

ইংলণ্ডের কমন্স সভায় ১৫ ই আগষ্ট এই বিষ-
র আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান
জসচিব মেজর বেয়ারিং যে প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত
রেন, ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন তাহাই
দর্শিত করিয়াছেন। অথবা ইতর ভাষায় বলিলে
া যায়, তিনি "পুরাণ কাসন্দী চটকাইয়াছেন।"
হাতে অভিপ্রায়টী অধিকতর পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত
ইল বলিয়া আমরা এই অপপ্রয়োগ করিলাম।
র্ড হার্টিংটন আসন হইতে উত্থিত হইয়া প্রথমেই
লিলেন, আমি বড় চমকিত হইলাম যে, সময়ে
বিষয়টী সভায় উপস্থিত করিতে পারি নাই।
আমাদের বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, ষ্টেট সেক্রে-
রি প্রতিবৎসরই এইরূপ সৌজন্যপূর্ণ ভূমিকা
করিয়া থাকেন; কিন্তু সময়ে সভায় এবিষয়টী উপ
স্থিত করেন না। না করিবার কারণ কি? নানা
জনে নানা দিক হইতে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া বিপ-
দাপন্ন করিবে এই কি শঙ্কা? ষ্টেট সেক্রেটারি
স্বয়ংই কহিয়াছেন, সাধারণে এ নীরস বিষয়ে মন-
যোগ দেন না। ইংলণ্ডবাসিদিগের সাধারণ ভার-
তবর্ষের প্রতি যত যত্ন, এতদ্দ্বারা তাহা পরিস্ফুট
হইতেছে। যাহাতে ভারতবর্ষের হিতাহিত চিন্তার
সম্পর্ক আছে, সে বিষয়ে ইংলণ্ডের এই ব্যবহার!
কিন্তু ভারতে যদি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, ইংলণ্ডের
আবাল বৃদ্ধ বনিতা বিদ্রোহিদিগকে বিনা বিচারে
গাছে গাছে লট্‌কাইয়া দিবার, গ্রামকে গ্রাম জ্বালা-
ইয়া দিবার এবং ভারতে বহু পড়াইয়া দিবার পরা-
মর্শ দিবেন। তখন সকলেই উন্মত্ত হইবেন। সক-
লেরই মুখ হইতে মার মার শব্দ নিঃসৃত হইবে।
কিন্তু বিদ্রোহিদিগের বিদ্রোহী হইবার প্রকৃত কারণ
আছে কি না? তাহার অনুসন্ধানের কথা কাহারও
মুখ হইতে বিনির্গত হইবে না। সে বিষয়ে সকলেই
মূক। বোধ হয়, বিধাতা যেন তাঁহাদের বাগিন্দ্রি
য়কে বাক্‌শক্তি দিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

লর্ড হার্টিংটন আফগান যুদ্ধের ব্যয় ধরিয়া
বলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮০।৮১ অব্দে
৭৬৬০৪০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে, এবং ১৮৮১।৮২
অব্দে সমুদায়ে ৭০০১২০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সৈনিকব্যয় ও রাজকার্য্য
নির্ব্বাহের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার যে প্রস্তাব করিয়া
ছেন লর্ড হার্টিংটন তাহার উল্লেখ করিলেন কিন্তু
সে প্রস্তাবে পার্লিয়ামেণ্ট সভার অনুমোদনের
অপেক্ষা থাকাতে এবং দুই এক বৎসরের মধ্যে ঐ
প্রস্তাব সভায় মঞ্জুর হইবার সম্ভাবনা না থাকাতে
এখন সে বিষয় লইয়া আমাদের আন্দোলন করা
তত ফলোপধায়ক বোধ হইল না বলিয়া আমরা
তদ্বিষয়ের উল্লেখে আপাততঃ নিরস্ত রহিলাম।

তুলার আমদানী-মাশুল যে পরিত্যাগ করা হইয়াছে
এবং লবণের মাশুল যে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও
অহিফেনের ব্যবসায় রহিত করিবার যে প্রস্তাব
চলিয়াছে, ইত্যাদি বহুবিষয়ের প্রস্তাব সভাস্থলে
উত্থিত হইল। সভ্যগণ তুলার মাশুল পরিত্যাগ
ও লবণের মাশুল কমাইয়া দিবার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ
অনুমোদন করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন;
তাঁহারা বলিলেন অতঃপর ভারতবর্ষ স্বাধীন বাণিজ্য-
স্থান হইতে চলিল। রেলওয়ের বিষয়ে লর্ড হার্টিং-
টন বলিলেন ১৮৮০।৮১ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত ভার-
তবর্ষে ১২০০০ মাইল রেলওয়ে নির্ম্মাণ হইয়াছে এবং
১৩৪২০০০০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে। ১৮৮১।৮২
অব্দে মোট ১৩০০০০০০ পাউণ্ড এবং ব্যয় ব
৬২৭০০০০ পাউণ্ড আয় হইয়াছে। ঋণের বি
তিনি বলিলেন যে ভারতবর্ষের যে ঋণ আছে তদ
ভিন্ন ১৮৮০।৮১ অব্দে ৬২৮০০০০ পাউণ্ড
১৮৮১।৮২ অব্দে ৯২৭০০০ পাউণ্ড ঋণ হইয়া
তিনি অনুমান করেন ১৮৮২।৮৩ অব্দে ১১৮৮
পাউণ্ড ঋণ কমিতে পারে।

লর্ড হার্টিংটন ঋণ কমিয়া যাইবার সম্ভা
করিতেছেন, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ব্রিটিশ
যুদ্ধে যেরূপ অনুরক্ত ও আবিষ্ট পররাষ্ট্র গ্র
যেরূপ লোলুপ, পরের কলহ লইয়া যেরূপ কে
কুতূহলী হন, তাহাতে এই ঋণ যে কোন ক
পরিশোধিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নয়। পৃথি
বক্ষঃস্থলে হিমালয়ের ন্যায় এই ঋণজাল ভারতব
গবর্ণমেণ্টের বক্ষে বৃহত্তর শিকড় গাড়িয়াছে।
শিকড় সামান্য অস্ত্রে ছিন্ন হইবার নহে। আফ
ও মিশর যুদ্ধের ন্যায় আর দুই চারিটী যুদ্ধের
দিতে হইলে ভারতবর্ষীয় ঋণের ক্রমে সন্তান স
হইয়া অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। ভারতব
যে এত ঋণ হইয়াছে যুদ্ধই কি তাহার একমাত্র ক
নয়? মিশরসংগ্রামের প্রসঙ্গে অনরেবল সাহেবের ও
হার্টিংটন করিলেন, ভারতবর্ষ হইতে পাঁচ ছয় হা
সৈন্য মিশরে যাইবে এবং তাহাদিগের গমনাগম
তিন মাস মিশরে অবস্থিতির নিমিত্ত ১৮০০০০০ পা
ব্যয় লাগিবে।

আয়-ব্যয়ের বিষয় লইয়া সভ্যেরা নানাপ্রকার ম
মত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অনরেবল আলেক্ট সাহে
একটী সারবত্তার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত
গাত্র। তিনি এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে সা
করিতেছেন, যদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে গণগ্রহ করা
ইংরেজদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিয়া ভা
ধানিদিগের মনে কেন ক্রোধের উদ্রেক ক
দেওয়া না হয়? কি আশ্চর্য্য! আজও ব্রিটিশ
পুরুষদিগের মনে পক্ষপাত সঞ্চার করিতে
অধিকাংশ লোকের মনে যদি পক্ষপাতের প্রাদু
না থাকিত, তাহা হইলে কখন এরূপ সাবধান
বার প্রয়োজন হইত না।

লর্ড হার্টিংটন তুলার মাশুল রহিত করি
বিষয় প্রসঙ্গ করিয়া হর্ষোৎফুল্লকপোল হইয়া ক
ছিলেন, ভারতবর্ষের উপকারার্থই এই মাশুল
ত্যাগ করা হইয়াছে, কিন্তু সার ওয়াল্টার ক্যাম্পে
ওরে বলেন, ভারতবর্ষের উপকারার্থ মাশুল
করা হয় নাই। ল্যাঙ্কসায়ারের বণিকেরা পীড়া
করাতে উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। যদি বাস্ত
ভারতবর্ষের উপকারার্থ উহা পরিত্যক্ত হইত,
হইলে ভারতবর্ষের রপ্তানি শুল্ক থাকিত না।

ীড সাহেব বলেন ভারতবর্ষের অধিকাংশ
তকে 'সিভিলসারভিসে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।
স্তাব আপাততঃ শুনিতে মিষ্ট বটে; কিন্তু
অস্ত্রাঘাত করিলে সেই আঘাতচিহ্ন বিলীন
ত যত বিলম্ব না হয়, এই প্রস্তাব তাহার অগ্রে
ন হইয়া যাইবে। ইহার সপক্ষতা করেন
য় ব্যক্তি আছেন কি না সন্দেহ।

দেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে লেপ্টেনাণ্ট
গবর্ণরের অভিপ্রায়।

যখন ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তখন সকলই ভাল হয়।
াদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল যেমন লেপ্টেনাণ্ট
রও সেইরূপ উদার প্রকৃতির লোক হইয়াছেন।
ত বিভাগীয় কমিশনর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের
টে রিপোর্ট করিয়াছেন বর্ত্তমান বর্ষে দুইখানি
ীয় সংবাদপত্র যেমন উঠিয়া গিয়াছে সেইরূপ দুই
ন সংবাদপত্র নূতন প্রচারিত হইয়াছে। ইহাদিগের
া কটু অথবা তীব্র নহে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর
তে প্রীত হইয়া সরলভাবে বলিয়াছেন শিক্ষিত
ক দ্বারা সংবাদপত্র যত অধিক পরিমাণে চালিত
ে, ততই লোকসকল শিক্ষিত হইয়া আপনা-
গর স্বত্ব বুঝিতে পারিবে, অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টের
ক্ষা তাঁহারা সাধারণ প্রজাকে বিশদরূপে বুঝা-
দিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের
চারীর নিকট হইতে দেশের লোকের অভাব
ভাব যে সংবাদ পান, সংবাদপত্র হইতে তদপেক্ষা
ক বিষয়ে লোকের কষ্ট ও অভাব অধিক পরি-
ণে জানিতে পারেন। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইন
র্ণিত হওয়াতে লোকের স্বাধীন মত ব্যক্ত করি-
র পক্ষে যে উপস্থিত হইয়া ছিল, তাহা অপগত
হইতে এক্ষণে অনেকে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক-
ন তিনি বুদ্ধিমান দেশীয় লোকের সাধারণ বিষয়ে
ার মত প্রচারের বৃদ্ধি দর্শনে উৎসুক হইয়া-
ন। তিনি আরও বলিয়াছেন, প্রকাশ করিবার
গ্য গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় দেশীয়
বাদপত্র সম্পাদকদিগের গোচর করিবেন।

পাঠক! দেখুন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর দেশীয় সংবাদ
র সমূহকে কিরূপ দেশহিতকর, বিশেষতঃ গবর্ণ-
ণ্টের কিরূপ উপকারী জ্ঞান করিয়া উপরি উক্ত
ব্যগুলি বলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর
শেষতঃ সিবিলিয়ান রাজপুরুষগণ দেশের অবস্থা
ও গবর্ণমেণ্টে যেরূপ রিপোর্ট করেন, তাহা যে
কৃত নহে, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রকারান্তরে তাহার
রেখ করিয়াছেন। এ দিকে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর
শীয় সংবাদপত্র সমূহ যোগ্য লোকের দ্বারা সম্পা-
ত হইতেছে দেখিয়া উহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের
কাগজপত্র দিয়া সম্মানিত করিবার চেষ্টা পাইতে-
ছেন। এ দিকে গবর্ণর জেনারল নূতন কোন আইন
প্রণয়ন করিবার সময়ে সাধারণ লোকের মনোগত
ভাব কি তাহা জানিবার জন্য দেশীয় ও ইংরাজি
সংবাদপত্রের প্রবন্ধ সমূহের মর্ম্ম ব্যবস্থাপক সভার
সভ্যগণের বিদিতার্থ এক এক খণ্ড প্রদান করিবার
অভিলাষী হইয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব মনোগত
অভিপ্রায়ের সহিত সেইগুলির বিচার করিয়া
দেখিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু যে
সংবাদপত্র বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত পরিচালিত না
হইবে, তাঁহার প্রবন্ধ পরিগৃহীত হইবে না।

আরাবিবের পতন।

কথায় বলে মশালের আগে চেরাক, হাতির
কাছে ইঁদুর, সিংহের কাছে শৃগাল, আরাবি বে যে
পরাভূত হইবেন, তাঁহার যে বালির বাঁধ দেওয়া হই
তেছে, তাঁহার যে তিতুমিরের কেল্লা বানান হইতেছে
পূর্ব্বেই সে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। আরাবি বে ১৩ই
সেপ্টেম্বর ভাবী আশা ভরসার সহিত দৃঢ়বদ্ধ স্থান
হইতে উন্মূলিত হইয়াছেন। তাঁহার সৈন্যগণ ছড়ি-
ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা উষর ভূমির অভিমুখে
পলায়ন করিয়াছে। ব্রিটিশ যোধপুরুষেরা তাহা-
দের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছেন। আরাবি বে অশ্বারো-
হণে পলায়ন করিয়াছেন।

সার গার্ণেট উল্‌লি এই যুদ্ধের নিম্ন বর্ণিত
বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। গতকল্য (১২ই
সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যাকালে আমাদের কাসাসিনস্থ
শিবির ভগ্ন করা হয়। একটা ত্রিশ মিনিট পর্য্যন্ত
তাহারা কাসাসিন হইতে গমন করে। শত্রু যে
স্থানে অবস্থান করিতেছিল, আমরা সেই দিকে
যাইতে আরম্ভ করিলাম, শত্রু একটী প্রশস্ত স্থান
দৃঢ়বদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। আরাবি স্বয়ং
অধিনায়কতা করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ২০০০০
রেগুলার সৈন্য, উহার মধ্যে ২৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য,
৭০ টী কামান, ৬০০০ ইরেগুলার সৈন্য ইংরাজ-
দিগের ১১০০০ হাজার বেয়নেটধারী, ২০০০ সেবর
ধারী এবং ৬০ টী কামান ছিল। দিবাভাগে আক্রমণ
করিলে অধিক অনিষ্ট হইবে এই আশঙ্কা করিয়া
ইংরাজেরা অন্ধকারে আক্রমণ করিবার পরামর্শ স্থির
করেন। আরাবির শিবিরে ও ইংরাজদিগের শিবিরে
ছয় মাইল অন্তর ছিল। রাত্রিতে রাত্রিতে ইংরাজ-
সৈনিকেরা সেই ছয় মাইল চলিয়া যায়, নিম্নলিখিত
প্রকারে শত্রুগণকে আক্রমণ করা হইল। একদল
অশ্বারোহ এবং দুই দল হর্স আর্টিলারি শত্রুর
দক্ষিণ পার্শ্বে যায়, বামপার্শ্বে একদল অশ্বারোহক,
দ্বিতীয় ব্রিগেড দল তাহাদের অধিনায়কতা করেন,
কোনাটের ডিউকের অধীন ব্রিগেড গার্ড তাহ
দের সহায়তা করে। উহাদিগের বামপার্শ্বে সা
শ্রেণী গোলন্দাজ, তাহাদিগের সঙ্গে ৪২ টী কামান
প্রথম বিভাগে এই, দ্বিতীয় বিভাগে হাইল্যা
ব্রিগেড, ভারতবর্ষ হইতে যে সকল সৈন্য গা
তাহারা খালের দক্ষিণে, ওদিকে নেভাল ব্রিগে
মধ্যবর্ত্তী রেলওয়ের পথ অধিকার করিয়া থাকে
ভিন্ন ভিন্ন সেনাদলকে শত্রুর আক্রমণ
উৎসাহ দেওয়া হয়, সকলেই একবা
আক্রমণ করিতে যায়। রয়াল আইরিষ দল বিশে
রূপে সাহসিকতা প্রদর্শন করে। আরাবির শিবি
বিস্তর কামান এবং নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী ইংরা
দিগের হস্তগত হইয়াছে। বিপক্ষ সৈন্যেরা অ
শস্ত্র ফেলিয়া দলে দলে পলায়ন করিয়াছে, তা
দের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। ইংরাজদিগের প
জেনারল উইলিস সামান্যরূপে এবং কর্ণেল বিচা
সন গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। মেজর অ
ডিল, অণ্ডারউড, সমরভেল এবং লেপ্টেন
ম্যাকনিল হত হইয়াছেন। ইংরাজসৈন্যেরা ব
বরই অদ্ভুতপ্রকার যুদ্ধ করিয়াছে। আরাবি অ
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জ্যাণ্গা-জিগের দিকে প্র
করিয়াছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর সিমলা হইতে প্রেস কমিশন
এই ভাবের এক পত্র আসিয়াছে তেলেল কা
গ্রহণের পর ভারতবর্ষীয় সেনাগণ দ্রুতপদে প
করিয়া জ্যাণ্গা-জিগ অধিকার করিয়াছে। ঐ দি
এঞ্জিন সহিত ৫ খানি ট্রেণ গৃহীত হইয়াছে।
স্থানের শাসনকর্ত্তা শরণাগত হইয়াছেন, ত
প্রজারা অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এই যুদ্ধই আরাবি
শেষ যুদ্ধ হইল, এই শেষ আহুতি প্রদান করা হ
আরাবি যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায়
করিতে সমর্থ হইবেন তাহা বোধ হইতেছে
এখন তাঁহার পরিণাম যেরূপ হইবে, তাহাই বি
নীয় হইতেছে। তিনি যদি আত্মহত্যা ক
তাহার ত কথাই নাই, তিনি যদি বন্দীকৃত
তাহা হইলে তাঁহার কিরূপ দণ্ড হইবে? তাঁহ
বিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়া
এখন কি তাঁহার সেই বিদ্রোহিতার দণ্ড হইবে?
দণ্ড কে বিধান করিবে, ইংরাজদিগের সে দণ্ড বি
করিবার অধিকার ত দেখিতে পাই না, যেরূপ
দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলেও ইংরাজেরা
কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবেন। সেদাইর ও ইংরাজদি
হস্তস্থিত বহুবিদেশ, তিনি যা করিবেন, তাহা ইং
দিগের কৃত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ
আরাবি বেকে বিদ্রোহী বলিয়া দণ্ড বিধান করা হ

[illegible] করিয়া [illegible] আরম্ভ করিয়া [illegible] গাত্র ধরিয়া উঠিয়াছে। এখন সে কনষ্টাণ্টেন্স সভা [illegible] সংগ্রামের আর [illegible] দিয়াছিলেন, এখন কি তাঁহা একবার দেখা দিবেন না?

আমরা [illegible] ছইলাম, তাঁহার [illegible] অনেকটা বিষয় শিক্ষা করিয়া [illegible]। "[illegible] গভর্ণমেণ্ট" টীকা" এক গ্রন্থ আর [illegible] প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়। তেমনি এক প্রশ্ন অপর প্রশ্নের উত্তরের কথা কহিয়া থাকে। আমরা যে প্রশ্নগুলি করিয়াছিলাম, সেগুলি তাঁহার কৃত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ তিনি বিবেচনা করিবেন। তিনি যদি আমাদের কৃত সমুদায় প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ঐ গুলি তাঁহার কৃত প্রশ্নের উত্তর হইয়া যাইত। আমরা দুঃখিত হইলাম, তিনি আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দেন নাই। তিনি আমাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে আমরা একটী বিষয় বলিতে পারিলাম, বাপ্টাইজ না হইলেও খ্রীষ্টধর্ম্মে মুক্তি লাভ হয়। যদি বাপ্টাইজ হইবার এবং খ্রীষ্টকে আশ্রয় করিবার আবশ্যকতা না থাকে, তাহা হইলে এক্ষণকার ব্রাহ্মধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, ও খ্রীষ্টধর্ম্ম, তিনই ত এক হইল। তবে আর পৈতৃকধর্ম্ম ছাড়িয়া হ্যাট কোট পরিয়া সং সাজিবার প্রয়োজন কি? আত্মরক্ষা লেখক বলেন, তিনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছেন। উত্তম কথা। তিনি যখন উভয়ধর্ম্মের উৎকর্ষ অপকর্ষ বুঝিতে পারেন, তখন ব্রহ্ম পদার্থ কি, তিনি অবশ্যই বুঝিয়াছেন। আমাদের অনুরোধ এই, তিনি যদি ব্রহ্ম পদার্থটী কি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন, বড় উপকৃত হই। এবার আত্মরক্ষা লেখক অমুকেই স্বীকার করিয়াছেন, মুসলমানধর্ম্ম ইহলোকে সুখপ্রদান নিষেধ করিয়াছে। তিনি মুসলমানধর্ম্মের আরো আলোচনা করিলে আরো অনেক জানিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ই সেপ্টেম্বর। আজ সেণ্টপল ক্যাথিড্রল সুপ্রসিদ্ধ [illegible] পুনরোদ্ঘাটন করিবেন।

[illegible]

লণ্ডন ৯ই সেপ্টেম্বর। [illegible] ফরাসি [illegible] নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু [illegible] যেন [illegible]

অষ্ট্রেলেজাইড্রা দক্ষ ও দুই করাতে যে কাণ্ড হইয়াছে, মিশর গবর্ণমেণ্ট তাহার পূরণ প্রস্তাবের মীমাংসার জন্য কমিশন নিয়োগের অভিলাষ করিয়াছেন।

আলিবি সৈন্যগণ কায়াসিন নামক স্থানে ইংরাজদিগের আক্রমণ করিয়াছিল, সামান্যরূপ অনুসন্ধান [illegible] গিয়াছে। কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের একশত লোক [illegible] আহত হন। শত্রুপক্ষের নিহত লোক [illegible] আছে, তাহারা তাহাদিগের অবস্থানী স্থান হইতে অন্যত্র [illegible] তুলিয়া লইয়াছে। উহা নিশ্চয় হয় [illegible] সৈন্য [illegible] ও ৫০০ সেপাহি নামক স্থলে মিলিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই সেপ্টেম্বর। ভারতীয় পঞ্জাব সৈন্যগণ কাণ্ড নিমে [illegible] হইয়াছে। সার গার্নেট উলসলি এখনো পূর্ণ বল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই সেপ্টেম্বর। [illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে, শত্রুরা পুনঃ [illegible] [illegible] শিবির আক্রমণ করিয়াছিল। [illegible] অশ্ব শস্ত্র লইয়া যাইতে হইয়া পড়ে, [illegible] আসে। ইহাতে শত্রুপক্ষের ২০০০ ও ইংরাজদিগের দুই শত সৈন্য হত হইয়াছে। ইংরা গলারনপর হওয়াতে [illegible] দিগের পশ্চাৎগমন [illegible]

অদ্য লণ্ডনে মন্ত্রিসভা বসিবে।

বিবিধ সংবাদ।

গত শনিবার বেঙ্গলথিয়েটরে হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয়টী অতি সুন্দররূপ হইয়া গিয়াছে। রাজা ও রাণীর অভিনয়টী অতি উত্তম হইয়াছিল। আকাশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রের অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এত লোক হইয়াছিল যে, অনেকে বসিবার স্থান পান নাই।

আমেরিকার মেডিকেল লেজার নামক একখানি সংবাদপত্র বলেন ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইলে মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত। অগ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তবে এই দণ্ডের নিয়ম প্রচলিত করা হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, মানুষের ইহাতেও প্রাণ নাশ হয় না। তাঁহারা দেখিয়াছেন মার্টিন নামক তন্নামা এক প্রসিদ্ধ ধনমাতের ৩ বার তিনটী গুরুতর অপরাধে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। তিন বারই তাহাকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলান হইয়াছিল কিন্তু তিন বারই তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে। ফলতঃ কিরূপে যে এব্যক্তি জীবন রক্ষা করিয়াছে তাহা কাহার ও নিকট প্রকাশ করে নাই, এবং কেহ তাহার কারণ ও নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। উক্ত পত্রের সম্পাদক স্বয়ং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে এই মাত্র বলিয়াছে তাহাকে যে প্রথমবার ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলান হইয়াছে সে সেই কয়েক বারই অতি রমণীয় দৃশ্য দেখিয়াছে। তাঁহার গলদেশে যখন ফাঁস লাগিয়াছিল তখন তাহার বোধ হইয়াছিল যেন কে নানা বর্ণের অপূর্ব্ব বস্তু তাহার সম্মুখে নাচাইতেছে। তৎপরে একৈককমে ভূ সকলের অভ্যন্তরের নানা দৃশ্য ও নানা প্রকার [illegible] যখন তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, [illegible] [illegible] বাদ্য তাহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। সে বলে যখন কাটিবার সময়ে তাহার কথঞ্চিৎ কষ্ট হইয়াছিল মাত্র।

ই, আই, পি রেলওয়ের গাজুয়াস্থ সেতু বন্যায় [illegible] ৩০ ফুট ভঙ্গ হইয়াছে, এই কারণে বম্বে ও কলিকাতায় বোম্বাই অথবা মান্দ্রাজের পত্র [illegible] পৌঁছে নাই।

সাহেব লোকের ভিন্ন কায়েদিদিগের বিদ্রোহ সম্ভাবনা দেখিয়া বড়লাট কেবল ইংরাজ সৈনিকপুরুষ নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহারা ইংরাজ ও ইউরেসি য়ানেরা স্ব স্ব পরিবার প্রভৃতিকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেছেন।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হাইকোর্ট ১৬ বন্ধ হইয়াছে ২৩ এ নবেম্বর আদালত খুলিবে। কিন্তু এ ৮২ সংক্রান্ত আপীল ৮ ই অক্টোবর বন্ধ হইবে।

ইটালীর একখানি সংবাদপত্র বলেন সার্ডিনি দ্বীপের অন্তর্গত ডিগেলি নামক স্থানে ১৪ মহা বিশিষ্ট একটী গুহার আবিষ্কিয়া হইয়াছে। প্রথমটী [illegible] প্রস্তরের স্তম্ভের ন্যায় কয়েকটী স্তম্ভ আছে [illegible] মেজে ও অন্যান্য পরিষ্কার। আলোক জ্বালিলে নানাপ্রকার রং দেখিতে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা করিয়া নাকি দেখা হইয়াছে তিসি গাছের ছালে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

১৩ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আপীস ও বাহ্য প্রভৃতি দুর্গোৎসব উপলক্ষে ১৮ ই হইতে ২৩ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

নরসিংহগড়ের রাজা দিগম্বরকে গবর্ণমেণ্ট [illegible] বিষয় অর্পণ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম কলিকাতা হাইকোর্টের ইণ্টারপ্রেটার বাবু শ্যামাচরণ সরকার গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে সাধারণের অভিনন্দন গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এরূপ আদেশ দেওয়ার তাৎপর্য্য কি? পাছে তাঁহারা অভিনন্দনে বশীভূত হইয়া প্রজার [illegible] হইয়া কাজ করেন এই ভয় নাকি?

১৮৮৩ অব্দের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের
জয়পুরের মহারাজ শিল্পকার্য্যের উৎসাহ দানার্থ
রাজ্যে একটী প্রদর্শনী খুলিবেন। দেশীয় রাজ-
বিলাসের কোমল ক্রোড়ে যদি শয়ন না করিয়া
সকল দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহ দেন
হইলে দেশেরও মহৎ মঙ্গল সাধিত হইতে
এবং তাঁহাদিগেরও গৌরব বৃদ্ধি

ইটালীর ক্যাসল ফিডার্ডো নামক রণতরীর
টনাণ্ট পুলুসির অদ্যাপি কোন সন্ধান পাওয়া
তেছে না। ষ্টাণ্ডার্ড পত্রের সংবাদদাতা বলেন
আরবির সাহায্যার্থ তাঁহার পক্ষ হইয়া নিশ্চয়
প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২০ সংখ্যক পঞ্জাবী সৈনিকদলের সুবেদার-
র ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সপক্ষে শত্রুদিগের
ত ৩৭ বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতেও
দেশীয়েরা অকর্ম্মণ্য ও অবিশ্বাসী বলিয়া
পুরুষদিগের ভ্রমধারণা ভঙ্গ করিতে
বেন না।

কোরিয়ায় বিলক্ষণ বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হই-
। বিদ্রোহীরা জাপান গবর্ণমেণ্টের প্রতি-
চরণ করিতেছে। উহারা কয়েকজন জাপান
কে হত্যা করিয়াছে।

কাউণ্ট জন এফেনবর্গ ভূগর্ভে কল কিরূপে চলা-
করে, তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকটী
কসোপ (অল্প শব্দে যদ্দ্বারা গুরুতর শব্দ
হয়) মুদ্রিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়া তৈলি-
দের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যখনে
লোকের কোলাহল নিবৃত্ত হয়, সেই সময়ে
কিরূপে কল চলে তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়।
আবিষ্কারক নিযুক্ত ভিণ্ণ ভিন্ন লোকদিগের নিকট
করে হইবে। তাহারা যখন কোন দেশ
ভ্রমণে গমন করিবে পানীয় জল না পাইবেন,
কোন স্থানে জল কত উৎকৃষ্ট নিম্ন দিয়া
করা করিতেছে, তাহা বুঝিয়া অল্প খাত খনন
জল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

ফাইরম্যিন, নামক আমেরিকার একব্যক্তি
ইয়ুরপে একটী খনন করা অট্টালিকা নির্ম্মাণ
যাবেন। এই স্থান হইতে কোথায় কিরূপ
কাণ্ড হইতেছে তাহা পরিদর্শন করা হইবে।
অট্টালিকা এরূপ উচ্চ হইয়াছে যে সহজে
রত ছাদে উঠা তার এই কারণ উপরিস্থ ব্যক্তির
নিম্নের লোকের কথোপকথনের জন্য টেলি-
বসান হইয়াছে।

পাটস মাউথে প্রতিযোগী সন্তরণ-ক্রীড়া দেখা-
জন্য রমণীদিগের একটী সভা আছে। সম্প্রতি
এই সভার কয়েকটী সভ্য দক্ষিণ সমুদ্রে অশ্চর্য্য সন্তরণ-ক্রীড়া দেখাইয়া ছিলেন, মিস ফ্লোরেন্স বেরেট নামক এক রমণী সাগরের প্রবল তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া ১ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ডের মধ্যে ৮৮ গজ দূরে গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ছিলেন, ঐরূপ আর ৯ টী রমণীও কতক দূর যান।

নেপল বাসীরা ভিসুভিয়স নামক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের উপদ্রব নিবারণের চেষ্টা পাইতেছেন। ইঞ্জিনিয়রেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন সমুদ্রের তলদেশের কয়েক হাজার ফুট নিম্নে যেখান দিয়া অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহার মূল আছে। তাঁহারা ঐ তলদেশ হইতে উহার মূল পর্য্যন্ত একটী গভীর ও বৃহৎ খাদ খনন করিয়া সংযোগ করিয়া দিবেন। তাহা হইলেই অগ্ন্যুৎপাত নিবারিত হইবে। এই কার্য্যের জন্য ২০ লক্ষ ডলার (মুদ্রা বিশেষ) ব্যয়িত হইবে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যার ডিস্পেন্সরির সংখ্যা ১৮৮০ অব্দে ২০৪ ছিল, ১৮৮১ অব্দে ২১১ হয়। ১৮৮১ অব্দের লোক সংখ্যা কালে উক্ত স্থানে ৪৪১০৭১০৮ জন লোক পরিগণিত হইয়াছিল। এই হিসাবে ২০৮০৫২ জনে এক একটী ডিস্পেন্সরি আছে।

ডিপ্থিরিয়া রোগের আরোগ্যকারক ঔষধ যিনি আবিষ্কার করিতে পারিবেন এম, সেণ্ট লস তাঁহাকে ২৫০০০ ফ্রাঙ্ক (মুদ্রা বিশেষ) পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পৃথিবীর যে অংশের যে ব্যক্তি আবিষ্কার করিবেন তিনিই এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। এই টাকা তিনি ফ্রেঞ্চ একাডেমি অব মেডিসিনের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

আবার কতকগুলি দুর্দ্দান্ত ভীল কোলিয়া উঠিয়াছে। ইহারা এরিণপুরা ও নানা নামক ষ্টেসনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী রেলওয়ে পথে বড়ই উপদ্রব করিতেছে। ইহারা উভয় দিক হইতে সমাগত ডাক গাড়ি রোধ করিয়া লিবার জন্য পথের মধ্যবর্ত্তী একটী বৃহৎ সেতু ভগ্ন করিয়া দেয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গাড়ি আসিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে এই দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে বিপদ ঘটিতে পারে নাই।

উপযুক্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি দেশীয় সিবিলসার্ভিসে যাহাতে প্রবেশ করেন ইহাই দেশীয় লোকের আন্তরিক ইচ্ছা। উচ্চ-বংশের তিলক বুদ্ধিবৃত্তি—নাই বলিলেই হয় এবং সরস্বতীর সহিত দরিদ্রতা এমন লোক দেশীয় সিবিলসার্ভিস কেন, বিদ্যার সংক্রান্ত বিভাগে স্থান প্রাপ্ত হন, ইহা বোধ হয় ইলিবর্ম্যান ব্যতীত আর কাহারও ইচ্ছা নহে। তাঁহার অভিলাষ উচ্চ বংশানুসারেই এই পদ দেশী দিগের মধ্যে বিতরিত হয়, বিদ্যার আধিক্য অন্বেষণ দেখিবার আবশ্যক নাই, তাহা হইলে তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তিনি যাহাতে কৃতকার্য্য হয়, সেই চেষ্টায় আছেন।

নর্থামটন পার্কের নিকটবর্ত্তী ফিণবরি নাম স্থানে একটী নদীতে গত ১৭ ই আগষ্ট কয়েক বালক মৎস্য ধরিতেছিল। রক্ষক এতদ্দর্শনে তা দিগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করাতে উহারা যেমন দৌড়িয়া যাইতেছিল, অমনি চারিজন হ পদস্খলিত হইয়া নদী জলে পতিত হয়, দুই অতি কষ্টে তীরে উঠে এবং অপর দুই জন স্রো ভাসিয়া যাইতে থাকে, কিন্তু কেহই তাহাদিগ এই বিপদে রক্ষা করিতে সাহসী হইল না দেখি এক গৃহস্থের দাসী নিকটস্থ প্রভুর একটী কুকুরকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দিয়া বালকদ্বয়কে দে ইয়া দেয়, সে তখন বেগে সন্তরণ দিয়া একটী বা কের বাহু ধরে ও তাহাকে কূলে আনিতে থা অপর বালক প্রথমোক্ত বালককে ধরিয়াছি সুতরাং সেও সেই সঙ্গে আসিয়া জীবন লাভ ক য়াছে।

পাওনিয়র বলেন মিশর যুদ্ধে ভারতবর্ষ হই যে সকল সৈনিকপুরুষ গিয়াছে তাহাদিগের বায়ন সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন তৎপাঠে এরূপ বোধ না, যে ভারতবাসীদিগকে ইহার ব্যয়দান করি চইবে।

পূর্ব্ব বিদ্রোহীদিগের অধিনেতা সেখ ওবেদু প্রহরীদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া কনষ্টণ্টিনোপল হই পলায়ন করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করি ছেন তিনি রুশিয়ার মধ্য দিয়া খুকানে গিয়াছে তথায় উপনীত হইয়া তদ্দেশবাসীদিগকে পুন পারস্য গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবেন।

পুনার মহারাষ্ট্রীয় রমণীরা একটী সভা করি শিক্ষা সম্বন্ধে আপনাদিগের অভিপ্রায় তাহাদে হণ্টার সাহেবের গোচর করিয়াছেন।

আফগানস্থানে আবার গোলযোগ উপস্থি হইয়াছে, ময়মনার খাঁনের সহিত আমীরের শী যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

কলিকাতার ইনিস্পেক্টর জেনেরলের আপী ষ্টাইপেণ্ড বিক্রেয় উঠিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে রেল সংক্রান্ত কুমিনা। অম্বা দাউদকান্দি হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত রেলওয়ে ক করিবার পরামর্শে সম্মত হইয়াছেন। এই রেলও দৈর্ঘ্য ১৮০ মাইল হইবে। ইহার জন্য ৯২ লক্ষ টা ব্যয় হইবে এরূপ অনুমিত হইয়াছে।

...মেণ্ট ... হইতে ... আর ...
...ইমগ্রন্থ পঠন করেন ... বিস্তর
... স্বাক্ষর করিয়া ... ছোটলাট সাহেবের
... এক পত্র লিখিয়াছে।
...সাহেবের একজন টেঁকঘড়ি নির্ম্মাণ কার্য্য-
...একটী চমৎকার টেঁকঘড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন,
...ইহার যন্ত্র নির্ম্মিত আর ভাল টেঁকঘড়ির ন্যায়
...সময় জানা যায়।

...গবর্ণমেণ্ট নিকরাগুয়া ৫৩৭৬০ টী নূতন
...মিক বিদ্যালয় খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।
...রাজ্য ৫ ভাগে বিভক্ত। প্রতি বিভাগে এক একটী
...গ্রন্থ আছে। বিশেষতঃ তাঁহারা নিয়ম করিতে-
...রাজ্যের কোন ব্যক্তি ৬ বৎসর বয়স্ক বালককে
...শিক্ষা না দিয়া রাখিতে পারিবে না।

...বিলাতের "ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড" দেনা দিবার
...য় কাহাকে ও কোন ভগ্নাংশ দেন না, ইহাতেই
...দিগের এ পর্য্যন্ত ১৪৩০০০০ টাকা লাভ
...ছে।

...পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেণ্ট সাহেব
...বেতনের কেরাণী দিগকে কুলী মজুর প্রভৃতি
...ত নীচ কর্ম্মচারিগণের সহিত সমান করিয়া
...ভাড়ায় উভয়কেই তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে
...বার অধিকার দেওয়াতে অনেক ভদ্রসন্তান যার
...নাই দুঃখিত হইয়াছেন।

...দেবাগুণে যে কত উৎকট ব্যাধি আরোগ্য হয়
...ার আর ইয়ত্তা নাই। ক্রমে লোকে যত আলস্য
...ইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন ততই ইহা-
...ার আশ্চর্য্য গুণ প্রকাশিত হইতেছে। একব্যক্তি
...ক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন লেবুর রস ও চিনি
...ত্র করিয়া খাইলে রধিরতা নষ্ট হয়, প্রত্যহ
...ারের পূর্ব্বে এক একটী লেবুর রস খাইলে বসন্ত
...ল মনের বিশেষ স্ফূর্ত্তি জন্মে। পরীক্ষা দ্বারা
...ও স্থিরীকৃত হইয়াছে মসীপাত্রে দুই একটী
...ব ফেলিয়া ইংরাজি কালী ঢালিলে পুরাতন
...ত বসিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না, এতদ্ব্যতীত
...াদিকা নিবন্ধন বস্ত্র প্রভৃতির আলা হইলে
...বসের পরম জলে অর্দ্ধ ছটাক সোডা ও দেড়
...য়া গরম ভুসী ফেলিয়া সেই জল শীতল করিয়া
...াতে বস্ত্র প্রভৃতি ধৌত করিলে আলা নিবারিত
...ঐরূপ গরম জলে অর্দ্ধসের লবণ দিয়া ধৌত
...লেও আলা থাকে না। কর্পূর ও সোহাগা
...ম জলে মিশাইয়া শীতল করিয়া মস্তক ধৌত
...লে মাথা ঘোরা নিবৃত্ত যায়। অতিরিক্ত ঘর্ম্মের
...ন্যে কর্পূরাদি মিশ্রিত অর্দ্ধ আমোনিয়া জলের
...ত মিশ্রিত করিয়া মাখিলে গাত্রে অতি সুগন্ধ
...য়া থাকে।

লণ্ডন ডলিনিউস বলেন বৃহস্পতিবার কনসর-
...বেটিব সম্প্রদায় ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া মার্কুইস
...সালিসবরিকে পদচ্যুত করেন, কিন্তু অপরাপর অনেক
...লকে তাঁহার উপর প্রসন্ন থাকাতে তাঁহারা তাঁহাকে
...ঠাৎ পদত্যাগ করিতে নিষেধ করেন, তৎপরে
...পুনরায় সভা করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

হাইদ্রাবাদে সম্প্রতি ভয়ানক বন্যা হওয়াতে
...বিস্তর লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অসংখ্য গৃহ
...পতিত ও গো মেষ প্রভৃতি ভাসিয়া গিয়াছে।
...উচ্চ রাস্তা প্রভৃতিতে প্রবল বেগে জলের স্রোত
...চলিয়াছিল।

আগ্রা কালেজ উঠাইয়া দিবার যে সঙ্কল্প
...অবধারিত হইয়াছিল আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম
...গবর্ণমেণ্ট সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন।

জয়পুরের মহারাজের সিংহাসনাধিরোহণ উপ-
...লক্ষে যে সমারোহ আরম্ভ হয়! গত ৯ই সেপ্টেম্বর
...তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে।

সালেমে হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের যে
...বিরোধ হইয়াছে, তাহাতে ২০ জন হত ও ৩০০ জন
...আহত হইয়াছে। দাঙ্গাকারিদিগের মধ্যে ১৬ জন
...ধৃত হইয়াছে, শুনা যায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অসি
...মুষাকারিগণ নিবন্ধনই এই অকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে; উক্ত স্থানের মুসলমানেরা হিন্দু-
...দিগের কতকগুলি দেব মন্দিরের সন্নিকটে একটী
...সাধারণ রাস্তার উপর মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া পক্ষো-
...পলক্ষে সমারোহে হিন্দুদিগের ঐ রাস্তা দিয়া গমনা-
...গমন বন্ধ করে। তাহারা ইহার বিস্তর নিবারণ
...চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না। মুসলমানেরা এতদুপলক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইয়া হিন্দুদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করে, হিন্দুরা মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইহার প্রতিকারের বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি অমনোযোগী হইয়া মুসলমানদিগের সপক্ষতা করাতে তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া মুসলমানদিগের সহিত অসহযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং এক্ষণে তাহার ফল স্বরূপ মাজিষ্ট্রেটের থাক্ক গড়াইতেছে।

পারিসের বিউজন হাঁসপাতালে একটী স্ত্রীলোক আনীত হইয়াছিল। ইনি মদ্যপানে এরূপ হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পুলিষ তাঁহাকে সঙ্কট ব্যাধিগ্রস্ত মনে করিয়া হাঁসপাতালে আনয়ন করেন, তথায় আসিয়া চিকিৎসিত হওয়াতে ৭ দিবসের পর সংজ্ঞা লাভ হয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ ইচ্ছা নয় যে, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারেরা ঘন ঘন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলী হন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা তাঁহারা সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর এবং স্থলবিশেষে সাত বৎসর পর্য্যন্ত এক একটী জেলার ভার লই
...ণ করেন। তাঁহাদের এক্ষণে যে বিদায় গ্রহণের নি
...আছে, গবর্ণর জেনারল তাহারও পরিবর্ত্ত করি
...অভিলাষী। তাঁহার ইচ্ছা ঐ সকল কর্ম্মচারী এক
...৮ বৎসর অন্তর একবার করিয়া বিদায় গ্রহণ করি
...পারেন; কিন্তু এই কাল সংক্ষেপ করিয়া গ
...বৎসর করেন, তিনি এ বিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটারী
...মত গ্রহণ করিবার জন্য এক খানি পত্র লে
...করিবেন। গবর্ণর জেনরলের প্রস্তাবটী মন্দ ন
...কিন্তু সিবিলিয়ানদিগের সম্বন্ধে এক জেলায় এত দী
...কাল থাকিবার ব্যবস্থা আমরা ভাল বুঝি না। স
...বটে; তাঁহারা এক জেলায় অধিক দিন থাকি
...তথাকার লোকের অবস্থা প্রভৃতি সুস্পষ্টরূ
...অবগত হইতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহাদি
...সে চেষ্টা কোথায়? অধিকাংশ সিবিলিয়া
...অসঙ্গত পক্ষপাত প্রয়াসী, তাঁহাদিগের হস্তে পাঁচ
...বৎসর এক একটী জেলার একাধিপত্য থাকি
...লোকের যার পর নাই কষ্ট বুদ্ধি হইবে। অ
...গবর্ণর জেনরল তাঁহাদিগের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হে
...এবং তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালীর প্রতি তীক্ষ্
...রাখিয়া কার্য্য করিবার ব্যবস্থা না করিলে এ
...নিয়মে ফলোদ্ধারিকার সম্ভাবনা অল্প।

মাসাচুসেট নামক স্থানের সাধারণ বিদ্যা
...সমূহে ৮৮৬১ জন অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছে
...এতন্মধ্যে ৭৭২৭ টী স্ত্রীলোক।

গত বর্ষে সমস্তদ্ধ ৭০৩১৯ জনের টীকা হইয়া
...পূর্ব্ব বর্ষে ২১১৭৫ জনের টীকা হইয়াছিল।
...বর্ষে যাহাদিগের টীকা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩০১
...জনের প্রথম ও ১১৮১ জনের দ্বিতীয় বার টী
...হয়। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা তা-বা
...সমূহ ২১০২ জনের টীকা দেওয়া হইয়াছিল।

পোষ্ট আপীসের ... ১, ২ টাকা মাত্রের
...প্রচার করিবেন, তাহার টাকা পোষ্ট আপীস ব্য
...অন্য স্থানে পাওয়া যাইবে না। ভারতবর্ষের
...তীয় পোষ্ট আপীসেই ইহার টাকা দেওয়া যাইবে। পে
...চলিবে, ইহার টাকা লইবার সময়ে আট আ
...এক, এক টাকায় দুই ও দুই টাকার এক আ
...বাঁটা দিতে হইবে। কিন্তু যে সব টাকার
...পাঠান হইবে, তাহা বিনা বাটায় ইংলণ্ডে পে
...করা যাইবে।

ইংরাজদিগের প্রধান সেনাপতি সার গা
...উলসলির স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তিনি মিশরের ...
...পদ পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই বিলাত
...করিবেন।

লাংকেট পত্র বলেন কর্ণমূলে অঘাত ক
...মানুষ বধির ও অন্ধ হইয়া যাইতে পারে এবং

ন স্থলে সাংঘাতিক মস্তিষ্কের পীড়াও হইয়া
ন।
৬ ই নবেম্বর গবর্ণর জেনরল শিমলা শৈল পরি-
া করিবেন।
আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মহারাজ যতীন্দ্র-
ন ঠাকুর কে, সি, এস আই বাহাদুর উপাধি
হইবেন। তাঁহাদিগের উপাধি দান দিল্লীর
প্রায় হইয়া উঠিয়াছে।
পূর্ব্ব বাঙ্গালার জমীদারগণ ঢাকাকে আম্ব-
নের অনুপযোগী প্রতিপন্ন করিবার জন্য গবর্ণর
রলের নিকট আবেদন প্রেরণ করেন, কিন্তু
তদুত্তরে বলিয়াছেন, " ঢাকা জেলা যদি আম্ব-
নের উপযোগী না হয় তাহা হইলে বাঙ্গালার
ন জেলাই ইহার উপযুক্ত নহে।" কি দেশ-
িণ! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।
৮৮১। ৮২ অব্দে ভিন্ন দেশসমূহ হইতে ইংলণ্ডে ৬
ট ৯০ লক্ষ চিঠি, পোষ্টকার্ড, বুকপ্যাকেট, সংবাদ
প্রভৃতি আসিয়াছে, এবং ইংলণ্ড হইতে ভিন্ন
দেশে ৮ কোটি ৭০ লক্ষ চিঠি প্রভৃতি গিয়াছে।
ও বহু আসিয়াছে, কন্সাল্স ইউরোপের অন্যান্য
হইতে ৩ কোটি ৭ লক্ষ, আমেরিকা হইতে ২
টি ৮০ লক্ষ, ভারতবর্ষ হইতে ৩০ লক্ষ, চীন হইতে
ক্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীলণ্ড হইতে ৩১ লক্ষ ৫০
র, আফ্রিকা হইতে ২৫ লক্ষ। টেলিগ্রাফের
১৮৮১। ৮২ কর্ম্মচারিণী।
ক্ষ টাকা সমবেত করিয়া স্ত্রীশিক্ষার কার্য্যে আনা
ছে এবং উহাদের বেতনের জন্য, একটী সম্ভ্র
: দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাজসংসার হইতে বহু
ধিক ব্যয় করিয়া ৬ ছোট বালা ১৮ হাজার
র ও, আই, সি, এস্ সিবিলিয়নের প্রায়
ার ও অন্যান্য বিষয়ে করিয়াছেন।
কার পার্লামেণ্টের সভ্যদের প্রকাশ্য কার্য্যের সমা-
। ইণ্ডিয়াকৌন্সিল-ষ্ট্রীটিয়েরা সংবাদপত্র
ার ভারতবর্ষের উপকার করিবার জন্য কমি-
ন্স কন্সোলিডেট করেন, তিনি মাঞ্চেষ্টরের
ন্যের সভ্য হইয়াছেন, সভাতে বলিয়াছেন,
ত্রিটিশ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করিয়া এত
ধন তিনি উপার্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু
ন্ত্র করিতেছেন।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা
র্ণমেণ্ট হস্তে রাখিয়াছেন। ইণ্ডিয়াকৌন্সিল-ষ্ট্রীটিয়েরা
ন্ত্র করিতেছেন।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা
র্ণমেণ্ট হস্তে রাখিয়াছেন। ইণ্ডিয়াকৌন্সিল-ষ্ট্রীটিয়েরা
ন্ত্র করিতেছেন।

অতএব এখানে আত্মশাসন-পদ্ধতি প্রচলিত করা না করা উভয়ই সমান। সুখের বিষয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহার কোন কথা গ্রাহ্য করেন নাই। একেই বলে গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মেমনীপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, এ, ডি ফিলিপ্স ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডোনাল্ড সণ্ডার বগুড়ার সব ডেপুটীর ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু রুক্মমোহন মিত্র রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এম, ডেলি ছাপড়ার সদর ষ্টেসনের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ফৌজদারী আইনের ৩২২ ধারা মুসারে মাজিষ্ট্রেটি বিচার করিতে পারিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বর্দ্ধমানের আডিসনাল জুডীসিয়েল কমিশনর বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছুটীউপলক্ষে ৬ মাস পর পুনর্ব্বার জুডীসিয়েল আফিসে কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে স্থানীয় ডাকঘরের বর্ত্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের একজন বন্ধু রেজিষ্টারি বিশৃঙ্খলতা প্রযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল মহাশয়ের নিকট স্বীয় পত্রের উত্তর প্রার্থনা করিতেছেন। অদ্য অল্প দিন হইল, তিনি তাঁহার পত্রের প্রত্যুত্তর পাইয়াছেন। প্রাপ্তক্ত পত্র খানি পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল প্রথমতঃ এলাহাবাদের পোষ্ট মাষ্টারের নিকট প্রেরণ করেন, তিনি তদন্ত করিয়া তাঁহাকে যে উত্তর দেন তাহাই পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল অভিযোগকারীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের বন্ধুবর পোষ্ট মাষ্টার তাহাতে লিখিয়াছেন যে " আপনার অবগতির জন্য এই লিখিতেছি, যে সংবাদ পত্র খোয়া গিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যদি এ আফিসে আসিয়া থাকিত, তবে নিঃসন্দেহই উহা বিলি করিবার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয়, আপনি ইহা ও জানেন যে ম
দ্রব্যাদি রেজিষ্টারী না করিয়া পোষ্ট আফিসে প্রে
হয়া থাকে, তাহার যখন কোনরূপ নিদর্শন থ
না, তখন ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, ঐ
দ্রব্যাদি কোথা গিয়াছে বলিয়া কেহ রিপোর্ট ক
তাহার সন্তোষজনক অনুসন্ধান অসম্ভব।" এ
মাষ্টার জেনেরল ঐ পত্রখানি অভিযোগকারীর নি
পাঠাইবার সময় তাঁহাকে এই লিখিয়াছেন " এ
লেটার আফিসে ইহার অনুসন্ধান করা হইয়াছি
কিন্তু তথায় কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই এবং নি
দুঃখিত হইয়া বলিতেছেন যে, ইহার আর অধিক স
অসাধ্য।" এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, এলাহা
পোষ্ট আফিসে কিরূপ সুনিয়ম প্রচলিত আছে
তথাকার পোষ্ট মাষ্টার কিরূপ পারদর্শিতার সা
স্বীয় কার্য্য করিতেছেন। জানি না তিনি
প্রকারে বলিয়াছেন যে, রেজিষ্টারী করা ব্য
কোন পত্রাদি খোয়া গেলে, তাহার " সন্তোষজ
অনুসন্ধান অসম্ভব।" তাঁহার কথা সত্য হ
দেখিতেছি, রেজিষ্টারী করা ভিন্ন পত্র বা সংবাদ
পাইবার প্রত্যাশা অতি অল্প। ডাক বিভাগের
গবর্ণমেণ্ট অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, নি
যদি উক্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণ সামান্য পরিশ্র
স্বীকার করিতে অবহেলা করেন, তাহা হ
পোষ্ট আফিসের প্রতি যে সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মি
তাহার আর বিচিত্রতা কি? যাহা হউক, আমরা
বিষয় লইয়া আর অধিক পীড়াপীড়ি করিতে ই
করি না। কারণ, ইহা লইয়া আরও দুই একখ
সংবাদ পত্রে আন্দোলন হইয়াছে; তবে আমা
পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়কে এই অনুরোধ করি, নি
যেন বিশেষ সতর্কতার সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পা
করেন এবং যদি কোন ভদ্র লোক কোন বি
জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন, তবে
করিয়া কার্য্য বিবেচনা করিয়া তদুত্তর দানে বি
না হন এবং তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের যথা
অনুসন্ধান করিতে যেন অনাস্থা প্রদর্শন না করে
আর যেরূপ যুক্তিপূর্ণ পত্রখানি লিখিয়া
তাহার লিখিত সংবাদের নিকট হাস্যাস্পদ
হইবেন এ কথাও যেন একবার ভাবিয়া দে
দেখেন।

পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহের [illegible] নি
সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও অসাক্ষাৎ ভাবে যার পর নাই
হইয়া বার বার সংবাদপত্রে এক আক্ষেপ হয়, যে
হইলে আমরা ভূরি সংবাদপত্রে শত শত ধন্য
অভিনন্দন করি। যে ব্রাহ্মণগণ এতো উ
দের অলঙ্কার স্বরূপ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, সেই ব্রা
জলাঞ্জলি দিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া অ

ন ব্যক্তিরাবের কথা সকলসমক্ষে স্বীকার করিতে
মাত্র লজ্জা বোধ হয় না। এরূপ সভ্যতাকেও
, এরূপ প্রথাকেও ধিক। মধ্যে মধ্যে অসভ্যতা
বোটে এই শ্রেণীর মকদ্দমা উপস্থিত হইয়া
। সম্প্রতি চন্দননগরে রেলওয়ের কাপ্তি নামক
ন ডাইতা বীপবিভাগে করনাভিলাষে
আদালতে অভিযোগ করিয়াছিলেন। মক-
ই পাঁচ দিনের পর শেষ হইয়াছে, কিন্তু বিচার-
ধীশ সাহেব এ সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায় আজও
করেন নাই বলিয়া আমরাও এক্ষণে কোন
লিলাম না। তবে মকদ্দমা সংক্রান্ত আর
ী অদ্ভুত হৃদয়াজনক ঘটনা চন্দননগরে অভিনীত
ছে, তাহা এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে
ম না। প্রাণক রেলওয়ে ডাইতার কাপ্তি
বের পত্নীর সহিত তত্রত্য রেলওয়ে সাহেব বহু
টলের অধ্যক্ষ কলির আসক্তি করে। পরও
এই কথা সকলের নিকট গল্প করিত এবং ইহা
া আরও দম্ভ করিত যে সে মনে করিলে
কার সকল স্ত্রীলোককে কাপ্তি সাহেবের স্ত্রীর
ভুক্ত করিতে পারে। এই কথা শুনিয়া তত্রত্য
বয়ে কর্ম্মচারীরা (সাহেব) অত্যন্ত কুপিত হন
উক্ত নরাধমকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করণার্থ
দিন তাহাকে কোন এক রেলওয়ে সাহেবের
তে নিমন্ত্রণ করেন। পরও তথায় উপস্থিত
ল তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকে
র সহিত লড়াইয়ে করিতে প্রস্তুত আছ,
ভীরু কলি তাহাতে সম্মত হয় না, তখন
কে প্রায় উলঙ্গ করিয়া গাত্রে আলকাতরা
ইয়া দেন এবং তাহাতে পাখীর পালক সংলগ্ন
য়া দ্বিতীয় তোপলক্ষ্যকে করিয়া ছাড়িয়া দিয়া-
লন। রাস্তায় যে ঐ হতভাগার কিরূপ অবস্থা
াছিল, আর বোধ হয় আমাদের বলিতে হইবে
তদনন্তর কলি ঐ চক্রান্তকারীদের নামে
টী কমিশনরের নিকট অভিযোগ করে। তিনি
াদিগকে দোষী স্থির করিয়া এক ব্যক্তিকে এক
সর এবং অপর চারি জনকে ১৫ দিবসের কারা-
সর আদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা চীফ কমি-
রের নিকট আপীল করিয়াছেন, কিন্তু কি হয়
তে পারা যায় না। সে যাহা হউক, পাঠকগণ!
ণ হয় দীনবন্ধু বাবুর সুরধুনী তোপলক্ষ্যকের
পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু অনেকে আমরা তোপল-
ক্ষ্যকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন!

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদঞ্চলবাসিদিগকে হিংস্রক
ন্তু হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য বিশেষ
ষ্টিত হইয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্টর কর্ম্মচারিগণ এই
দেশ পাইয়াছেন যে, তাঁহারা কতকগুলি পীরারী
সংপুড়েকে বেতন দিয়া রাখিবেন। উহারা বেতন
স্বরূপ মাসিক ৬টী টাকা প্রাপ্ত হইবে, এতদ্ব্যতীত
একটী বাঘ শীকার করিতে পারিলে পুরস্কারের
স্বরূপ ৫ টাকা এবং সর্পের জন্য ৬ আনা
পয়সা অতিরিক্ত পাইবে। উপরিউক্ত পুরস্কারে
শীকারী বা সাপুড়েদের বিশেষ প্রলোভন হইবে,
এরূপ বোধ হয় না, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যে
সফলতা তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

সতিপুরে এখানকার একজন ভাল অশ্বারোহী একা
ওয়ালার ঘোটকের গাত্রে ক্ষত থাকায় মাজিষ্ট্রেট
সাহেব তাহাকে এক সপ্তাহের কারাবাসের আদেশ
করেন, ইহাতে অপরাপর একাওয়ালা কুপিত হইয়া
এক দিনের জন্য একা চালান একবারে বন্ধ করে
কিন্তু নির্ব্বোধেরা জানিত না যে ইহাতে তাহাদের
ক্ষতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আগামী ১৫ ই সেপ্টেম্বর হইতে অত্রত্য জজ-
কোর্টের পূজার সুদীর্ঘ অবকাশ আরম্ভ হইবে।
বিচারপতি ষ্ট্রেট এবং রেজিষ্ট্রার জেম্‌স সাহেব
আগষ্ট মাসের শেষে বিলাত গমন করিয়াছেন।
অনারেব বিচারপতি ব্রডহার্ষ্ট সাহেবও গত ১০ ই
সেপ্টেম্বরে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এই
অবকাশে প্রধান বিচারপতি ও টিরেল সাহেব
মাইনীতালে অবস্থান করিবেন এবং ফৌজদারী
কার্য্য নির্ব্বাহার্থ শ্রীযুক্ত সায়েদনামুদ এখানে
থাকিবেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর সোমবার এখানে একটী ঘটনা
ঘটিয়াছে। ঐ দিবস প্রাতঃকালে যখন কলিকাতার
ডাক গাড়ি এলাহাবাদে আসিতেছিল, রেলের অতি
সন্নিকটে একজন তুর্কী উক্ত গাড়ি খানি কিছু দূর
আসিতে দেখিয়া মনে করিয়াছিল, এই সময়ের
মধ্যে সে রেলের অপর পারে যাইতে পারিবে। কিন্তু
সে রেল পার হইতে না হইতে গাড়িখানি তাহার
উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং সেও তৎক্ষণাৎ প্রাণ
ত্যাগ করে। কখন এবং কিপ্রকারে যে লোকের
মৃত্যু হয় তাহা বলা যায় না।

বিজ্ঞাপন

দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।

নীতিসার প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্দ্দশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
ঐ তৃতীয় ভাগ (পঞ্চদশবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০
বিদ্যার বিলাপ (পঞ্চবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ৵০

পারীদের ইতিহাস (একখণ্ড ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি
প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।
সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে
পটলডাঙ্গার সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া।
শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদ

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জলতুল্য
হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ে
মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি
দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর ক
যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমে
মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কা
পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযু
উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখি
ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সো
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতে
যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা ক
তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বি
পনের অংশ
কিনারায় প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর
আনা, ১০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা বহুবাজার পুস্তকালয়ের কার্য্যা
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৯।
কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরীর অ
বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩৮ নং ব
ষ্ট্রীট রোড শ্রীগ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় অ
দের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু
এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অ
গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানা
তেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতা
ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উ
উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হ
রসিদ লইবেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

র্থা জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত"
এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ
বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে
রচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখা দর্শনে
ব অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার
ন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে
তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৷০, স্বাক্ষর-
দিগের প্রতি ১৲। শতাধিক অগ্রিম গ্রাহক
হেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত।
কারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলামপুর
ই গোরাস
লা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১০০ নং মাণিক তলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার
ধের নানাবিধ সাধুমটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত
তি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত
ৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া
দি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের
নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অদ্য
র ষ্টাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,
রক্ত, গ্রহণী, অগ্নিগ্রহণী, মৃত্তিকাগ্রহণী, এবং
সংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক
বশ এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।
কাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষ-
পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন,
া আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত
গ্রাছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ,সকলেই সেবন
তে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাব-কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম,সরক্ত ও খড়িগুলবৎ প্রস্রাব নির্গত হইলে ৩ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর,শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা এই সকল রোগ জনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্তপদাদির জ্বালা, স্মরণের ক্ষমতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহস-পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়মে সেবন করিলে শরীরে নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন হয়, এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল শারীর-যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃ-পীড়া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবনসম্ভাবসুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আন্তরিক নির্গম,লাজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি যোগ সকলের আশু শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে। অস্মদ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাস্ত ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর,বাধক বেদনা,বন্ধ্যারোগ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত পরিষেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি এই সকল রোগ সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

একপোয়ার মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে
মহোদয় প্রশংসাপত্র দিয়াছেন,তন্মধ্যে কতকগুলি
নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এস,
" " অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
৺কড়ী ঘোষ। ঐ
ক্ষেত্রমোহন মিত্র ঐ
কলিকাতা।
" " দর্পদাস বসু। ঐ
" " বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
চেকানল কটক।
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন
বর্দ্ধমান—মার্গ।
" " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি
কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা।
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট
রাণীগঞ্জ।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ একাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের একাদশ সংখ্যা
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চৈতন্য-গ্রহণ, সং
সংহিতা, জাতিভেদ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগম
এখন আমাদের পাঠ্য বিষয় কি? ঈশ্বরীয় মা
মুচ্ছকটিক, সাংখ্যদর্শন, এই ৮ টী বি
সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম
৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মা
সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ পাঁচ টাকা। প্রত্যে
মহোদয়গণ সোমপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কা
সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবে
অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রু
প্রেরিত হয় না।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চ
রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ১ সপ্ত
ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রম
হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরে পোড়ানি,

...ির জ্বালা, গাত্রের কণ্ডূয়া, ...কর শীতলতা, ...ুরণ হ্রাস, অঙ্গ ...ি, অতিশয় প্রস্রাব ...ে সকল রোগসমূহ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বারে ...ে পরিষ্কার হয়।

...ই শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা।

ডাক্তারখানার নিয়োগ।

...ন ১৮৭৮ সালে বেঙ্গল কুকনাইনের নায় উপ... কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও ... ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। ...ানে নিকটস্থ শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের ...ন্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যায়। ৬ আউন্স ৬, ...উন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸৹ আনা। নমুনা ...বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

...স্থাপী করা (Registered



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

...ই শিশির মূল্য ১ দুই টাকা, প্যাকিং ।৹ আনা।

...এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস ...ন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ ...প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অন্য, ...সবকালীন আলস্য বা প্রস্রাবের সহিত শ্বেতবর্ণ ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা অস্থি ...ধোত হওয়া, ও তৎসংক্রান্ত দাহ যোনী দ্বারা ...ধোতলা কাপড় এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত... ও রক্তপ্রদর পীড়া ইত্যাদি যে প্রকার উপসর্গ ...ক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ...রা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া নিরাশ ...ছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমা... ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এক... রোধ।

কলিকাতার ও রক্তপরিষ্কারক

...ন্ত্রক

...ই শিশির মূল্য ।৹ আনা, প্যাকিং ।৹ আনা।

...এই মহৌষধ সেবনে শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, ...পীড়া, বাত, ...দোষ, উপদংশ, নালী ঘা, ...দূষিত ক... ...রে কোন কারণজনিত ও অম্লপ্রায় হউক না কেন ইহা সেবনে সকল... রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা পারদের করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরোগ্য কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা ধাতুস্থ ও কফ-লিবর অম্বেল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের বাধ আছি শিশির গায়ে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

কফকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ কাশ, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, স্বরভঙ্গ, গলরোধ সহিত রক্ত উঠা, সরল ও শুষ্ক কাশী সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম আড়গাছড়ার প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ।৹, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স জনা আণ্ডারটুন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুর্ব্বর্দ্ধন" ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়মাসে মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন পাঠাইলে ১৷৹। পরে ২ টাকা। সময়োপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ মালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঘটিত আরোগ্য ও প্রসব, ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা সোসাইটীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সকলে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত বাঙ্গালীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীলোকের পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৪ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নি... লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ... প্রেরণ করিয়াছেন।

...যুক্ত	...চৌধুরী কমলেশ্বর মল্লিক	শিবরাত্রার
"	" কৃষ্ণপ্রসাদ সামন্ত	—বেগুরিয়া
"	" ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	—ইন্দ্রবাটী
"	" পদ্মলোচন কর	—ধামুন
"	" কাশীনাথ বসু	—কামোলক
"	" সোণা মিঞা	—উলবেড়ে চাকপান
"	" কামিনীকুমার পাল	—নবাগোপ
"	" বনমালী সরকার	—বড়িহর
"	" মতিলাল দাস সরকার	—বাগ...

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৹ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৯ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকখানার কার্য্যনির্ব্বাহক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন, তাহা হইলে তাঁহার সুবিধা হইবে, তিনি সেই টাকার মূল্য লইয়া রসিদ দিবেন। অন্য কাহারও নামে মূল্য প্রেরণ করিলে তাহার দায়ী হইতে হইবে না, বিশেষতঃ কলিকাতার পুরাণ লোক সোমপ্রকাশের অধিকারী করিলে অধিকার হইতে পারিবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রিকা লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদিগের সেই সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে না।

কোন সংবাদপত্রের বিনিময়ে সোমপ্রকাশ দেওয়া হইবে না। কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক সোমপ্রকাশের মূল্য না দিয়া যদি তাহার নিকট হইতে সংবাদপত্র লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সোমপ্রকাশের মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

মুদ্রণ এবং পত্র ও টাকাকড়ি কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে পাঠাইবার জন্য ৩৭।১ নং আপার চিৎপুর রোড সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত চন্দ্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

প্রযতমতাং প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

২৬ শ ভাগ। ৪৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৯ সাল। ১০ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮২। ২৫ এ সেপ্টেম্বর। { অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৸০; অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

WANTED.

A Head Master for the Harinavi Anglo-Sanscrit School pay Rs 100 per Mensem. Applications with testimonials to be forwarded to Pandit Dwarka Nath Vidyabhooson Editor of the Somaprokash Via G. I. P. Railway Sonapore Post Office. None need apply who have not passed the M. A. Examination of the Calcutta University and who have not filled the Office of Head Master of some aided School or Senior teacher of some Government School for at least a couple of Years.

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS—8, Rue Vivienne, 8—PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, প্যারিস।
বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফস্‌ফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সচি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো কাপসিউলস্ এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ) সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ নূতন এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের ঔপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ নূতন ব্যাধিতে এবং কাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন। এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যে প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়ার আরোগ্যকারক।

অজীর্ণতা। পাকাশয়ে পীড়া।
বিবমিষা এবং উদ্বরাধ্মান। সময়ে সময়ে শিরঃপীড়া।
পেট গাঁটিয়া ব্যথা। পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের দৌর্ব্বল্য। গলদেশের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য। পাকাশয়ে ব্যথা।
হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির চিপ্তিয়ানি সিগারেট। এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, অরুচি, অজীর্ণ, মুখশুষ্ক এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির পারানা (Pirarana) এই টুথিংস চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেন্ট কক বটিকা!!!

অম্লকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেয়া, স্বর-ভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক কাশী সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম পাড়গাড়ার প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আবাটুন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

অদ্ভুত-দিগ্বিজয়।
Adventures of Quixote.
মূল্য দেড় টাকা।
নং ৯১ কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী।

শৈলবালা। (নূতন উপন্যাস।
একখণ্ড বাঁধা ও ছাপা অতি সুন্দর ১৮০ পৃষ্ঠা; মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। পুস্তক খানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারের নাম জানিবার জন্য মন ব্যস্ত হইবে। ইহা ( ) ডাকে ... আমাদের কার্য্যালয়ে ... মাত্র (...) নিকট প্রাপ্তব্য। মেডিকেল ... ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বঙ্গমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক নিবেদনার্থ প্রেরিত মহাজনের নাম ও বায়নাপত্রের মূল অথবা অনুবাদ যাঁহারা প্রথম ফাইনে ১। ১ খণ্ড পাইয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত খণ্ড সকল শেষ পর্য্যন্ত প্রাপ্তির নিমিত্ত আ এ লোক কিম্বা উপযুক্ত ডাক ম ল প্রেরণ করিলে অবিলম্বে পাই

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কর্ত্তনিধি
বায়মান রাজবাটী।

স্থান পরিবর্ত্তন

সম্বৎ বর্ষের পুস্তকালয় আগামী ১ লা আশ্বিনে নিম্নলিখিত স্থান হইতে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট নং বাটীতে উঠিয়া যাইবে।

শ্রীনাথ দত্ত অতঃপর আর আমার সহকারী , অতএব তাঁহার নামে যিনি যাহা পাঠাইতেন স্বয়ং আমার নামে পাঠাইবেন।

১৮৮১—৮২ সালের ক্যাটেলগের নির্দ্দিষ্ট কমিশন পেক্ষা অনেক স্থলে বেশী কমিশন দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ক্যাটেলগের লিখিত পুস্তক বাঙ্গালা নূতন াতন, ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও হিন্দীতে র চারি শতাধিক প্রকারের পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা য়াছে। নবেম্বর মাসে নূতন ক্যাটেলগ প্রস্তুত লে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

ইদানীং রীতিমত বিলাতী পুস্তকের কারবার রম্ভ করা হইয়াছে। স্কুল ও কালেজের পাঠ্য নত পুস্তক বিলাত হইতে ইণ্ডেণ্ট করিয়া আনা হইছে ও ক্রমান্বয়ে আমদানী হইতেছে। বিচু বিচু ক নভেল ও সাহিত্যোপযোগী পুস্তক ও আছে।

১৮৮৩ সালের এণ্টুন্স কোর্স (Golden Deeds) ই আসিয়া পৌঁছিবে।

বিলাতী পুস্তকে প্রক্রচেঞ্জ ধরিয়া লওয়া যায় না। কগুলি পুস্তক ব্যতীত সমস্ত পুস্তকেই পুস্তক সায়াধিগকে রীতিমত কমিশন দেওয়া যায়।

মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য "ভ্যালু এবল্ পোষ্টে" পুস্তক পাঠানর প্রথা প্রবর্ত্তিত করা ইছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

পারফিউমড্ হেয়ার অয়েল।

ইহা মর্দ্দন করিলে মস্তকের খুস্কি ও নানা কারণে উঠিয়া যাওয়া নিবারিত হয়, মস্তিষ্ক সর্ব্বদা ল থাকে ও কেশ সুন্দর, কোমল, স্নিগ্ধ ও বিশিষ্ট হয় এবং ইহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়। মূল্য ১ বোতল ৸৹, ১ ডজন ৮।৹ ও প্যাকিং প্রতি বোতল।৹ আনা।

কোল্ড ড্রন্ কেষ্টর অয়েল ১ বোতল ৸৹
পিওর সেণ্টলেস্ কোকোয়ানট অয়েল ১ বোতল ৸৹

ক্ষেত্রমোহন বসাক এণ্ড সন্স
৩ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

এক জন কর্ম্মচারির প্রয়োজন।

মাসিক বেতন ১৫ টাকা। ৫।৬ শতাধিক টাকা মাসিয়ানা আদায় করিতে হইবে। অতএব বিশ্বাসার্থ এক হাজার টাকা ডিপজিট দিতে হইবে। আবাদে থাকিতে হইবে। অতএব আবাদের কাজ জানা চাই, জমিদারী সেরেস্তার কাজও জানা চাই। সর্ব্বদা সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। অতএব সর্ব্বদা উদ্যুক্ত শ্রমশীল হওয়া ও কাজে মেহ থাকা চাই। এই সকল নিয়মে যিনি প্রার্থী হইতে চান, সোমপ্রকাশ কার্য্যাসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকটে আগমন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!

সেবনাল্লভ্যাতে ফলং।

ভাস্কর সেবনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে প্লীহা অর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি অর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং মহৎপকার থাকিলেও উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ সংস্কৃত কলেজ ষ্ট্রীট ৩২ ৩৩ নং ইণ্ডিয়ান মিরার কালে প্রস্তুত এবং বিক্রীত হয়।

দেড় পোয়া বোতলের মাশুল মূল্য ৸৹ ও ডাকের প্যাকিং খরচ ৸৹ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের দ্রষ্টব্য।

কবিতা কোরক মূল্য ৸৹ মাশুল ১০।

* * ইহার * * পাঠ করিয়া আমরা পরিতোষ লাভ করিয়াছি। অন্যান্য গুলিও আমাদের প্রীতিকর * *।—সোম। আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—* * ইহার কবিতাগুলি কোমল, মসৃণ ও রুচিসুখকর হইয়াছে। উহার অনেকগুলিতে প্রকৃত কবিত্ব প্রকাশিত আছে। * *। মেদিনীপুর, পাহাড়িপুর, মঙ্গলতলার বাবু মোক্ষদাচরণ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।

মন্ত্রাসিদ্ধ পিত্তশূলের ও হাঁপকাসি ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই বিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক কার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আ মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা ঔষধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নি উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত দ্বিবিধ ঔ প্রত্যেক কৌটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত ২৲ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, প্লী ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর করিবে। উহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকম সমেত মূল্য ১৸৹, সেবনের বিধি ঔষধের থাকিবে

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পো

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চু গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যা ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নি রণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পে ৸৹ অদ্ধসের ১৷৹ প্যাকিং ।৹ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক হউক ইহার এক শিশি চুল নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।৹।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ, পারদী ঘা, দূষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, পা ফুলা, শরীরে চুলকানি, ও মৎসংক্রান্ত সম সমস্ত মাথাধরা, ইহাদ্বারা কারক মূল্য ছোট শিশি ১৲ বড় ১৷৹ টাকা প্যাকিং ঠিকানা—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট ৩৫। ৩৬ অ ডি. মিত্রের ডিস্পেন্সারিতে প্রাপ্য।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ মৈত্রেয়ের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রেষ্ট শ্যামপুকুর কলিকাতা।

এই চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকা ঔষধ পাওয়া যায়। ইদানীং আমরা বহুবিধ নূত ঔষধ আবিষ্কার করিয়া সুক্ষম চিকিৎসাদ্বারা পীড় সকল অল্প সময়ে আরোগ্য করিতেছি। আমাদে চিকিৎসাপ্রণালী ও ঔষধ সকলের গুণের পরীক্ষ আমাদের ১২৮৯ সালের বিনামূল্যিকা সচ ঔষধ তালিকা পত্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন। এই তালিকা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

রোগসিদ্ধ রস। ইহা সেবনে সপ্তাহ মধ্যে সকল প্রকার মেহ আরোগ্য হয়। ১ শিশি, মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০।

সঞ্জীবনী রসায়ন। ইহা সেবনে ধাতু তরল, শুক্রক্ষয়, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও স্বপ্নভঙ্গাদি পীড়া সকল আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

ধাত্রী শিক্ষাকার ডাং শ্রীযুতনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব বলিয়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত যত পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে এইটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়।" জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, তাহাতে ইহার নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত"

প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১৷৷০, কমিশন শতকরা ১৫৲। এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। কলিকাতা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায়।

প্রেরিতপত্র

জমীদার ও প্রজা।

যাঁহাদের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ, সেখানে নিয়ত কলহ সাজে না; যেখানে পিতাপুত্র সম্বন্ধ, তথায় ছল চাতুরী খেলা পায় না; যেখানে একজন রাজা কর্ত্তা আর একজন শিক্ষিতব্য, সে স্থলে বিড়ালতপস্বিভাব অবৈধ, বকাসাম্প্রিকতা সেখানে নিন্দনীয়। বঙ্গদেশে জমিদার ও প্রজার দিন দিন যেরূপ বিবাদ সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠিতেছে। জমিদার ভূমির মালিক, অপর প্রজা ধন ধান্য সকলেই তাঁহার অধিকারে আছে। প্রজার অঙ্গে জলৌকার মত বসিবেন, রক্ত চুষিয়া তাহার চলৎশক্তি রহিত করিয়া ছাড়িয়া দিবেন—"ধন ও জনসমূহে আশ্রয় লও, দরিদ্রতার পদানত হও, কারাবাস হইয়া থাক।" জমিদার হইয়াছেন বলিয়া ভূমিতে যাহা জন্মে, জমিদারের সে সমস্তই চাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণে যাহার অনেকগুলি বাকি লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াছেন; তাঁহারা মান করিলে দরিদ্র প্রজাদিগকে সুখস্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিতেন; কিন্তু স্বার্থপরতা ও অপরিণামদর্শিতা তুষামীদের হৃদয়কে পাষাণে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, জমিদারের উৎপীড়নে আর্ত্তনাদ করে না এমন প্রজাই নাই।

জমিদারের অত্যাচারে বোধ করি বঙ্গদেশটা একবার উৎসন্ন যাইবে। অল্প কৃষকেরা লাঙ্গলশূন্য হইয়া পড়িবে। তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেখুন; এতৎপাঠে আপনি এবং সোমপ্রকাশের পাঠকগণ যে, কি পর্য্যন্ত ভয়াকুল হইবেন, তাহা প্রকাশ করিবার নহে। অন্যূন তিন বৎসর অতীত হইল, বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাভপুর থানার এলাকাধীন লাঘোষা গ্রামের পত্তনিস্বত্ব বোলপুরের সন্নিকটস্থ এক ব্যক্তি নিলামে ক্রয় করেন। পত্তনিস্বত্বে যে লাভ, তিনি সেই লাভে স্বত্ববান্ হইলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তিনি উক্ত গ্রামের নূতন পত্তনিদার হইলেন, অতএব গ্রামটা একবার নাড়াচাড়া দেওয়া চাই। সে কারণ তিনি গ্রামস্থ প্রজাগণের উপর নানাপ্রকার কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একবার প্রজাদের রসিদে নির্দ্দিষ্ট জমার উপর ইংরাজিভাষায় বেশী জমা লিখিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজারা মূর্খ, ইংরাজি বুঝে না; তাহারা অন্যের দ্বারা কবজ পড়াইয়া তদন্তর্ভূত চাতুরী জ্ঞাত হইল। তাহারা আদালতের আশ্রয় লইতে উপস্থিত হইল, ন্যায়পরায়ণ ভূস্বামীর সর্ব্বশক্তিমান গোমস্তা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কবলগুলির সংশোধন করিয়া দিলেন। পত্তনিদার ইহাতে কৃতকার্য্য না হইতে পারিয়া আর একটী অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিলেন। আপনাদের কল্পদ্রুমের লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহোদয় এক্ষণে লাঘোষায় অবস্থিতি করিতেছেন। পত্তনিদার তাঁহার সঙ্গে গাঢ় বন্ধুতা করিলেন। অনন্তর গত বৈশাখ মাসে গোপনে একটী নূতন মোহর ক্ষোদিত করাইয়া, তাহাতে রসিদ বহি অঙ্কিত করিয়া সেই চেকসমেত গোমস্তাকে লাঘোষায় খাজনা আদায়ের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। গোমস্তার সনন্দখানি এই নূতন মোহরে মুদ্রাঙ্কিত এবং উহা ১৯এ বৈশাখে লিখিত ও পত্তনিদারের স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। গোমস্তা রঙ্গলাল বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। তিনি মোহর দেখিয়া কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়া পত্তনিদার পুত্রে যে কবজ দিয়াছিলেন, তাহার মোহরের সঙ্গে এই নূতন চেক-বহির মোহরের তুলনা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন নূতন মোহরে পূর্ব্ববৎ সকলি আছে কেবল স্থানে স্থানে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, তাহাও অনেক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে হয়। ১৯এ বৈশাখ গোমস্তা আইসে, ২৮ বৈশাখ রঙ্গলাল বাবু এইরূপ পরীক্ষা করেন। রাত্রিতে পার্শ্বিক ও প্রজাবর্গের পত্তনিদারের ধার্ম্মিক গোমস্তা প্রদান করে। রঙ্গলাল বাবুর নিকট সনন্দখানি পড়িয়া থাকে। পত্তনিদার দেখিলেন, এখন ঘোর বিপদ, পাছে ভাণ্ডা কাঁসে ঘটে, সে কারণ ২রা জ্যৈষ্ঠ সেই মোহরটী রেজেষ্ট্রী করিয়া লন। রেজেষ্ট্রী করাইবার প্রার্থনা অন্যান্য কথার মধ্যে এই কয়েকটী শব্দ লিখিত আছে যে,—"আমি লাঘোষার জন্য এই নূতন মোহর ক্ষোদাই করাইলাম।"

পাঠকগণ! এখন আশ্চর্য্য দেখুন, পত্তনিদার পূর্ব্ব মোহরটীর যেমন আকৃতি অবয়ব, নূতনটী ঠিক তদ্রূপ। পূর্ব্ব মোহরের যেখানে যেমন ফুল, যেখানে যেমন চিত্র বিচিত্র, যেখানে যেমন অক্ষর, নূতনটীতেও ঠিক সেইরূপ ক্ষোদিত করান হইয়াছে,—কৌশলের মধ্যে যে যৎসামান্য টানটোনের পরিবর্ত্তন করান হইয়াছে আর সকল কথার উপর আর একটী গুরুতর কথা এই,—পূর্ব্ব মোহরটী ১২৮১ সালে ক্ষোদিত ও রেজেষ্ট্রী করান হইয়াছে, এই নূতন মোহর ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাসে ক্ষোদিত এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে রেজেষ্ট্রী করান হইল, তাহাতেও ১২৮১ সাল হইতেছে।

সম্প্রতি পত্তনিদার উপ্রুল ছাটিয়া কোন প্রজার নামে বোলপুরে বাকি খাজনার নালিশ করিয়াছেন, সেখানে উক্ত মোহরের চেট উপস্থিত পড়িয়াছে।

পত্তনিদারের গূঢ় অভিসন্ধি এই ছিল,—রঙ্গলাল বাবুকে সমস্ত প্রজা যথেষ্ট স্নেহ ভক্তি ও বিশ্বাস করে। তিনি গোমস্তা দ্বারা ঐ মোহরাঙ্কিত রসিদ চালাইয়া দিলে কোন প্রজাই অবিশ্বাস করিবে না, পরে খাজনা আদায় হইলে পত্তনিদার প্রজাগণের উপর বাকি খাজনার নালিশ করিতেন; প্রজারা ঐ রসিদ আদালতে দাখিল করিলে কৃত্রিম মোহর জন্য বিপদগ্রস্ত হইত।

যিনি পূর্ব্ব মোহরের সঙ্গে এই নূতন মোহর তুলনা করিয়া দেখিবেন, তিনিই শঠ পত্তনিদারের অভিসন্ধি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। অকৃত্রিম এবং অপরিণাম বিচারশক্তির নিকটেও সেই অভিসন্ধি অপ্রকাশিত থাকিবার নহে। মকদ্দমা এখন বিচারাধীনে আছে, অতএব এ সম্বন্ধে অধিক আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলাম না। বিচার নিষ্পত্তি হইলে পাঠকদিগকে সবিশেষ জ্ঞাত করিব।

এখন হইতে প্রজাগণ সাবধান হউন, নূতন মোহর আর নাই। যাহারা সমাজে ভদ্রলোক বলিয়া আপনার মান সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি করেন না, তাঁহারা কলঙ্ককে ভয় করেন না, তাহাদের নিন্দায় তাঁহাদের আশঙ্কা নাই, যাহাদের [illegible] নাই, তাহার কোনও অনুসোধে [illegible] হইতে পারে। [illegible] আপনার পরমধনে [illegible] আত্মসাৎ করিতে [illegible]

...ষয়। এ যাবৎ একে সকলে, যাহাতে দুই ব... আশ্রয়; যাহা হউক পুলিসের বিরুদ্ধে ... ও কঠিন কথাটে ও দণ্ডিত হয়, এক্ষণে ... পুলিস না করিলে দণ্ডিত হইতে পারে। অতিশয় বেতনবিল ... করা আবশ্যক। ... সম্বন্ধে সদাশয় ... কোন কঠিন নিয়ম নির্দিষ্ট করুন। ... ও দরপত্তনীতে ... হইয়া আসিতেছে, পুলিসের এরূপ দুরভিসন্ধি ... করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাধারণ সাহসের ... পড়িতেছে।

... ডিভিজনের ১৮৮১।৮২ সালের যে ... প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কমিশনর সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, ... ও পঞ্চাশ বাদশ আনা হয়, আমাদের ... সাহেব স্বচক্ষে সন্তোষলাভ করিতে ... নাই। খাজনা বৃদ্ধি নিবন্ধনই চুয়াড়িদের ... প্রজাদের বিবাদ ঘটিয়া থাকে। আবার ... ও জমাবৃদ্ধি জমিদারের ন্যায্য প্রাপ্য নহে। ... লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহাত্মা রিভর্স টমসন এই ... ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এপ্রকার অত্যাচার ... কাল স্থায়ী হইতে দেওয়া হইবে না। জোড়-জমাবন্দীতে প্রজাদের যে খাজনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে জমিদার তদতিরিক্ত কিছুই সংগ্রহ করিতে ... না। ভাগলপুর পূর্ণিয়া এবং মুঙ্গেরের ... সম্বন্ধে কমিশনর সাহেব যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জমিদারের ও প্রজার ... ভাবই প্রতিপন্ন হয়। বঙ্গদেশ সর্ব্বাংশে ... ভূস্বামির বিদ্বেষভাব ঢালিয়াছে, নিম্ন মফস্বলে ... প্রতি যেরূপ অত্যাচার ঘটিয়া থাকে আদালতে ... যেরূপ আদর হয় তাহা হইতে ... না। তাবৎপর জমিদারের অপেক্ষা সকল ... হইয়া থাকে। তাহারা মফস্বলে হুকুমের ... নামে অভিহিত হইবার ... না।

... বঙ্গদেশের প্রাচীনবর্গের এইরূপ বোধ ... হইতে আরম্ভ হইল। গবর্ণমেণ্ট কোন ... বিধিবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে ... অরীষ্টমিতির সম্ভাবনা নাই। ... ও আদালতে দশটা লোকের শব্দে শোভা ... । যিনি জন-স্রোতের নাম অর্থ বোধ করিতে ... ন, আইন ও আদালত তাহার পক্ষেই হিতকর। ... মর্জ্জাগে পুলিস দেখিবার অর্চ্চনা করেন, ... কোন পদার্থ নিরূপণ করিতে পারা ... হইতে পারে না। মফস্বলের সকলদিগের পুলিসের ... দিন দুনিয়ার মালিক, একবার যদি হুকুক ... পাইলেন, তবে তাঁহার মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত। যাঁহার নাকা, পুলিস তাঁর, যাঁহার পদুর, পুলিস তাঁহার প্রতিই অনুকূল। অতএব পুলিস কর্ম্মচারীর দ্বারা বিভাগীয় আফিসরগণ যে, মফস্বলের সদাশয় অবস্থা অবগত হইতে পারিবেন, সে আশা আমরা কখন করি না। যদিপি পুলিসের চরিত্র কখন সাত্ত্বিক হয়, তবে কোন কালে আমাদের চিরসাধনী আশা সফলিত হইতে পারে। সম্প্রতি প্রজাবর্গ মথুরা হইয়া নরঘোষাণী রাক্ষসের কোপে বাস করিতেছে, এটী অত্যুক্তি নহে। যাঁহারা কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত স্থানে বাস করেন, তাঁহারা পুলিসের অত্যাচারের বিন্দু বিসর্গও জ্ঞাত নহেন। কিন্তু কলিকাতার দরওয়ান স্থানে পুলিস হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, মফস্বলে যা করেন তাহাই হয়। এক দিকে পুলিসের অত্যাচার, অন্য দিকে জমিদারের উৎপীড়ন, প্রজা এ দুয়ের কোন্ দিকে ভাসিয়া যাইবে, তাহা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না। অতএব প্রজাবর্গের তত্ত্বাবধারণার্থ গবর্ণমেণ্ট পুলিসের চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হউন, এবং প্রজার মান সম্ভ্রম এবং জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত কোন সদুপায় আবিষ্কৃত করুন। ধনবান ও পেটুহাসপন্ন ভূস্বামিগণ নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা এবং অভিনব অত্যাচার সাধনের নিমিত্ত বহুবিধ কৌশল করিতে পারেন; তাঁহাদের উপায়-স্থার অভাব নাই, সাক্ষীর অপ্রতুল নাই, অর্থেরও অসদ্ভাব নাই: কিন্তু পদাশ্রিত পথে দাঁড়াইয়া আছে, দুই মুখের কথায় জিজ্ঞাসা করিবে, এমন লোকও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি মহাত্মা বেক সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে আইনঘটিত কয়েকগুলির প্রস্তাব করিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। আইনিসনের আমাদের প্রতি বিশেষ অনুকূল আছেন. তাঁহারা আমাদের দুঃখ মোচনের সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু হাউসঅবদিগের ভারতবর্ষে দৃষ্টপাত দেখিতে পান না. প্রতিনিধির অর্থ শোষণ করিয়া লইবেন, এইটী তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের সদাশয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয় বেক সাহেবের কার্য্যে কখনও বাধা দেন নাই। তিনি লর্ড হার্টিংটনকে বরাত করিয়া দিয়াছেন। এ প্রকার ঔদাসীন্য উদারচরিত ব্যক্তির পক্ষে অনীব গর্হিত। যাহা হউক, আমরা হার্টিংটন সাহেবকে জানি না, লর্ড হার্টিংটন সাহেবকেও জানি না। যিনি ভারতের দুঃখ মোচন করিবেন, তিনি আমাদের সুহৃৎ। আমরা আমাদের দুঃখের কথা লর্ড রিপনকে জানাইতেছি, অনেক বিষয়ে তাঁহাকে প্রকৃত ভারতবন্ধু বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে, তিনি কৃষকদিগের কষ্ট দূর করিয়া

সকলের আশীর্ব্বাদভাজন হউন, এই আমা... নিবেদন।

১২৮৯ সাল ৫ই আশ্বিন। শ্রী...

বরিশালে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আগমন।

গত ১৮ ই সেপ্টেম্বর আমাদের মহামান্য ... নীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর রিভর্স টমসন বাহাদুর ... দিবা ৭ ঘটিকার সময় বরিশালে পদার্পণ ক... মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভবনে উত্তীর্ণ হন। ১... কার সময় দেশীয় অফিসরগণ সাক্ষাৎ দেওয়া ... দিবা ৯ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ... হান চৌধুরি সাহেবের তদর্থনির্দ্দিষ্ট ফিটন গাড়ি আরোহণ করিয়া লাটবেহারির ঘাটে উপস্থিত হন, ... জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ... ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।) ... বাবুদের সহিত একটী সভা করা ... পৌরনিশ্চিত বাক্যে কহিলা এখানি অভি... পর প্রাতঃকৃত্য চৌধুরি সাহেব হস্তে ধরিয়া ... সাহেব সাহাদুরকে প্রদান করেন। পরে ... কাছারি, বালিকাবিদ্যালয়, ... বাঙ্গালা বিদ্য... পরিদর্শন ও আহারাদি দর্শন করিয়া রাত্রি ... ঘটিকার সময় বন্দরা হইতে প্রস্থান করেন। ... সাহেবের আগমন উপলক্ষে স্থানীয় ডেপুটি ম... হেট বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নগর ... সুসজ্জিত ও আলোকিত হইয়াছিল, এরূপ বো... প্রায় হয় নাই। তাঁহার আগমনে বন্দরের ... স্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তিনি আ... চৌধুরি সাহেবের প্রস্তাবিত ... টাকা দান করিয়াছেন। তাহার পর হইতে ম... ৮ টাকা পরিমাণে বরিশাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ... শিক্ষা পরীক্ষোত্তীর্ণ যে বালক গবর্ণমেণ্ট স্কলার... হইতে বঞ্চিত হইবে, সেই সমুদায় বালককে ... দেওয়া হইবে এবং টমসন স্কলারশিপ ... টাকা অতিরিক্ত দিয়া দুই বৎসর ... তার বালিকা বিদ্যালয়ে দেওয়া হইবে। প্রথম ... সালের ১৫০ পঞ্চাশ টাকার দুই বৃত্তি কলিকাতা ... বিদ্যালয়ের মুসলমানছাত্রদ্বয় বি. এ, পরীক্ষা ... সর্ব্বোচ্চ দুটী ছাত্রকে দুই বৎসরের জন্য দুই ... মোডল নামে দুটী মেডেল দেওয়া হইবে। ... সাহেব এই বৃত্তিটী চিরকাল স্থায়ী করিতে ... বরিশালবাসিদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হ... ছেন।

সেরপুরের বাবু বাদারমল মুদি মহাশয় প্রথম ... ৫০০০ হাজার টাকা দান করিবেন অঙ্গীকার ক... ছেন। এতদ্দ্বারা বরিশাল নগরে একটী টাউ... প্রস্তুত হইবে এবং ঐ হলের নাম টমসন হল হই...

বরিশাল মিশনরি এসোসিয়েসন হইতেও এক...

অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়, সাহেবও লাট বাহাদুর শেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।
চা ১৮ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২। শ্রী· মানাথ চাকী

সোম প্রকাশ

১০ ই আশ্বিন সোমবার।

অভিনব আইনের পাণ্ডুলিপি সাধারণের মত গ্রহণ করিবার প্রস্তাব।

লর্ড রিপন ক্রমে অনেকগুলি সদনুষ্ঠানে হস্ত-প করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে, তদনুরূপ বিস্তর সৎকার্য্য য় হইতেছে। তদীয় পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনরল-র নামের কলঙ্ক রিপন বাহাদুর দ্বারা ধৌত া যাইবে, সর্ব্বতোভাবে আমাদের মনে এমন াব সঞ্চার হইতেছে। যদ্যপি দ্বিতীয় চেম্বার্লেন ভের মাটিতে পদার্পণ না করেন; যদ্যপি দ্বিতীয় ন, ষ্টাচি ও ইডেন প্রভৃতি অনুচরবর্গে পরি-ত হইয়া ভারতের জলবায়ুকে দূষিত না করেন, সাম্যতম ও ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন ইংরাজনামের ল্ক গৌরব ক্রমশই বৃদ্ধ হইতে চলিল। ইতি র মশারির ভিতর রাত্রিযোগে স্ত্রীপুরুষে ফুসফাস য়া কাণে কাণে একটী গূঢ় পরামর্শের আঁটা টি হইল, যামিনী প্রভাত না হইতেই একেবারে) বিধিবদ্ধ হইয়া গেল,—লোকে জানিল না, শুনিল না, একেবারে তাহা একটা আইন া দাঁড়াইল। প্রেস এক্ট ও এইরূপেই বিধিবদ্ধ াছিল, খোরমজলিসে জনকতক লোকে বসিয়া মোদ করিতে করিতে একটা কথার ঢেউ উঠিল; কথার সূত্র তুলিলেন,—আমাদের ও মনে আছে তাহা করিব, লোকে কেন কাণাকে ষে হাট গাল করে?—এমন একটা কড়াকড়ির ন করা যাক, যে অমন গোল করিতে না পারে। নি দেশের মহাপুরুষদের, দরিদ্রলোকের মা বাপ বাহাদুরদের মতি হইয়া গেল, কড়াকড়ির আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন: এতা কাণ্ডকারখানার বিষয়ে কল মহাত্মা লর্ড রিপনের ক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইহাতে কতদূর ষ্ট, রাজ্যের অমঙ্গল এবং প্রজার দারুণ কষ্টবৃদ্ধি া থাকে। এক্ষণে যাহাতে পাণ্ডুলিপি সর্ব্বত্র রিত হয়, এবং ব্যবস্থাপকেরা সাধারণের গ্রহণ করেন, আমাদের সদাশয় গবর্ণর রল এইরূপ আদেশ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট গেজেটে কোন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইলে কেবল উকীল, মোক্তার এবং কতকগুলি সুশিক্ষিত ব্যক্তি পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকেই তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারেন না। যে কার্য্যের ফলাফল সাধারণ লোকে ভোগ করিবে, তাহা সাধারণো প্রচারিত করা বিধেয়। তদ্রূপ বিষয়ে সকলেরই স্বাধীনভাবে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে। গবর্ণমেণ্টও সকলের মতের সারবত্তা ও গুরুত্ব বিচার করিয়া দেখিবেন, এই যুক্তিটি সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে আইনের পাণ্ডুলিপি সাধারণো প্রচারিত হইতে পারে, তাহাই বিবেচনাধীন। পূর্ব্বে ব্রিটিশজাতির এই বিশ্বাস ছিল যে, এতদ্দেশে সাধারণ লোকের রাজকীয় বিষয়ে মত নাই। কিন্তু লর্ড রিপন দেখিলেন, সেটী দারুণ ভ্রম। ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধ বনিতাও অতীব গুরুতর বিষয়ে সারবান্ মত প্রকাশ করিতে সমর্থ। এতদ্দেশীয় যাবতীয় লোক বিলক্ষণ বুদ্ধিমান; কি রাজকীয়, কি সামাজিক, কি বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহারা যে মত প্রকাশ করেন, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবগত হইয়াছেন। অতএব স্বেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে কোন একটী নূতন আইন বিধিবদ্ধ না করিয়া, তিনি পূর্ব্বোক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সাধারণ প্রজার গোচর করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ স্বাধীনভাবে পাণ্ডুলিপির ধারাগুলির বিচার করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিবেন, বিবেচনাসঙ্গত বিষয়গুলিতে অনুমোদন করিবেন, এবং স্বচ্ছন্দে আপন আপন মতামত প্রকাশ করিবেন। তাহা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে নিজ ভ্রম সংশোধন করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পাণ্ডুলিপিগুলি স্বল্প মূল্যায় কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইবে এবং স্থানীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বিতরিত ও বিক্রীত হইতে থাকিবে, এবং উহার প্রচারের নিমিত্ত যত প্রকার সহজ উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট সাদর-চিত্তে তাহা অবলম্বন করিবেন।

এইক্ষণে সাধারণ প্রজার মত গ্রহণপূর্ব্বক কোন আইন প্রচার না করায় অনেক সময়ে আমাদিগকে যার পর নাই মনস্তাপ পাইতে হয়। এতদ্দেশে যতগুলি সংবাদপত্র আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সম্পাদকদিগের নিকট এক এক খণ্ড পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিবেন। সংবাদপত্র সাধারণ প্রজার প্রতিনিধি, ইহা সাধারণের মুখস্বরূপ। বিলাতি সম্পাদকেরা লিখিত পদের মুর্ত্তি অনাবৃত, তাঁহারা হাটে কোটে পার্লমেণ্টে ভারতবাসীর মূর্ত্তি ধরিয়া রঙ্গ করেন, চামচে কাঁটায় এতদ্দেশীয় আচার ব্যবহার প্রকাশ করিতে প্রায়ই হন, কিন্তু সেটা কেবল ঠাট্টা মাত্র। বিলাতি লোক দুদিনের জন্য এদেশে পর্ণ করিয়া এখানকার আচার ব্যবহার, রীতিনী লোকের মনোগত ভাব কখন জ্ঞাত হইতে পা না। অধিকন্তু তাঁহাদের মনে বিদ্বেষ ও বি জাগরূক রহিয়াছে, অনেক বিষয়ে তাঁহারা গ মেণ্টের ধামাধরা; গবর্ণমেণ্টের তোষামোদ ক তাঁহারা স্বজাতির নিকট প্রতিপত্তি লাভ করি চেষ্টা করেন। সরল চক্ষে যদি দৃষ্টি করিয়া বি করি, তবে তাদৃশ লোককে আমাদের কই বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। অতএব এমন শত যে সকল মত প্রকাশ করিবেন, তাহাতে য গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করেন, এবং দেশীয় সংবাদ গুলি যদ্যপি উপেক্ষার সামগ্রী হয়, তাহা প্রতিবাদ দ্বারা আমাদের কোন উপকার নাই, দে সংবাদপত্রের মধ্যেও দুই একখানির বীণা গোবি জয়ধ্বনি করিয়া থাকেন; তাঁহারা কংসের স থাকিয়া, কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, কং গুণগান করেন না। ভাল হউক, আর মন্দই হউ গোলাপী মুখখানি যেমন হাসি হাসেন, তাঁহা কালমুখের ইস্পাত বর্ণে আলো করিয়া সেই হ হাসিয়া থাকেন। তাঁহাদের মত কেবল—"হ বা করেন।"

যে সমস্ত সংবাদপত্র ভারতবর্ষের প্রকৃত এ দেশের প্রকৃত হিতসাধনের নিমিত্ত যে সংবাদ সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহা হইতে সম্পূর্ণ উপকার পারিবে। প্রথমতঃ, সম্পাদকেরা সংবাদপত্রে আ আপন মত প্রকাশ করিবেন, তদ্দর্শনে গবর্ণ সাধারণের মনোগত ভাব অনেকটা জ্ঞাত হইতে দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদকদি প্রতি এইরূপ অনুমতি করিবেন, তাঁহারা যে নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে যখন যে প্রস্তাব লিখিবেন, তৎকালে পাঠকদিগকেও স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রে লি গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাক্ষাৎসম্বন্ধে এক এ প্রস্তাব লিখিয়া প্রেরণ করেন। এই উপায় গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যে কেমন সুসিদ্ধ হইবে, ব কথা নহে। আমাদের বিবেচনায় সম্পাদ মধ্যে কোন নূতন আইনের বিষয় ভারতব পাঠকদিগকে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রচারিত ক পড়িবে। ভারতবর্ষে যতগুলি সংবাদপত্র আ তাহাদের সমস্ত পাঠক যদ্যপি আপন আপন ব্যক্ত করেন তাহা হইলে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইতে থাকিবে না। কোন নূতন আইনে যে লিখিত আছে, সংবাদপত্রেরাও সেই আ আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হয়। সম্প দিগের কাহারও মন্তব্য মত গ্রাহ্য করিলে সা

পাঠক আপনারা সমাকরূপে জানিতে পারিবেন বিষয়টী আদ্যোপান্ত জানা না হইলে তৎসম্বন্ধে ম মতামত প্রকাশ করা চলে না।

সংবাদপত্রের পথ, এ দেশে যে সমস্ত সভা ড, তদ্দ্বারা এক একখানি পাণ্ডুলিপি প্রেরণ লে যথেষ্ট উপকার দর্শিবে। কলিকাতার ভারত এবং অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত সভা প্রতিষ্ঠিত ছে, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের নানাপ্রকার উপকার ছে। তদ্ভিন্ন স্কুলে, সাধারণ ইংরাজি ভবিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য পাঠশালায়; সাধা- পুস্তকালয়ে, ডিবেটিংক্লবে, ধর্ম্মসভা প্রভৃতি যে স্থানে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বদেশের মঙ্গল ন করিয়া থাকেন, তদ্রূপস্থানে যেন এক এক পাণ্ডুলিপি বিতরিত হয়। এই সকল উপায় ম্বন করিলে নূতন আইনের মর্ম্ম অচিরাৎ সর্ব্বত্র বিদিত হইয়া পড়িবে।

আমাদের একটী রক্তবমি এই, যে মিষ্টান্নে চিনির করে, তাহাই আবার বিস মাখাইয়া ভোজন ইলে প্রাণ নষ্ট হয়। তাই আশঙ্কা হইতেছে, রিপন ও চিরকাল এদেশে থাকিবেন না, পাছে যাতে এইটী আবার বিষের দাঁত হইয়া উঠে, মনে এ প্রকার অনেক আশঙ্কাও জন্মিতেছে। দ্ধি রাজপুরুষেরা কথায় পরাস্ত হন না, ছলচক্র য়া কতপ্রকার ভাণ করিয়া থাকেন। গড় ংটন কত ভাণ করিয়া মিসর যুদ্ধে ভারতের অর্থ ণ করিতে উদ্যত হইতেছেন; কত ভাণ, কত কামো দেখাইয়া এই অধিকারের বিশুদ্ধতা প্রি- ন করিতেছেন; আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক য়া পড়িয়াছি; আমরা ইংরাজজাতির ঔদার্য্য- ণর পরিচয় পাইয়া দিন দিন কাচপুত্তলী হইয়া তেছি। ভবিষ্যতে কোন আইন বিধিবদ্ধ কার- সময় যখন সাধারণ লোকে গবর্ণমেণ্টের যুক্তির যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবেন, তখন গবর্ণমেণ্ট পনার ছবভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য প্রজাবর্গের সকল তিবাদে উপেক্ষা করিয়া দাঁড়িয়া বাহিয়া তদ্মধ্য তে একটী একটী ছল বাহির করিবেন, অবশেষে পনাদের হইসাধন করিয়া লইবেন। তার পর চাৎ কর, দুঃখই জানাও, আর কেহ কোন াটীও শুনিবেন না। প্রেস এক্ট বিধিবদ্ধ হইবার য় ব্যবস্থাপক সভায় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পস্থিত ছিলেন। প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ ও ভাগণ অম্লান বদনে মুদ্রাযন্ত্রের আইন বিধিবদ্ধ বিবার মত দিলেন। একা ঠাকুর মহোদয় কি বিবেন, অগত্যা তিনিও সকলের কথায় সায় লেন। এই বিষয় লইয়া বিলাতে যখন আন্দোলন উপস্থিত হইল, বিলাতি মহাত্মারা বলিয়া বসিলেন যে, ভারতবাসীর সমক্ষে মুদ্রাযন্ত্রসংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, অতএব তাহা দোষাঘ্রাত বলিয়া বিবেচিত হয় না। বর্ত্তমান ব্যবস্থাটী ভবিষ্যতে পাছে হেন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়, এক্ষণে আমা- দের সেই আশঙ্কা হইতেছে। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের কোন ক্ষমতা নাই, প্রধান ব্যক্তি যদাপি কোনপ্রকার অন্যায় করেন, সামান্য প্রজার ক্ষমতা কি যে, তাহার প্রতীকার করিবে? ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে যাহাই থাকুক, সম্প্রতি আমরা সদাশয় ও ন্যায়পরায়ণ মহাত্মা লর্ড রিপনকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিতেছি, এবং পরমেশ্বরের নিকটে এই কামনা করিতেছি, যেন তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করেন।

আমাদের সদয়হৃদয় লর্ড রাচাডর যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কেবল যে আমাদের দেশের সবিশেষ অভ্যুদয় লাভ হইবে এরূপ নয়, ইংলণ্ডের বিলক্ষণ উন্নতিলাভ হইবে, সংবাদপত্র পাঠকেরাও ব্যবস্থাপনীয় বিষয়ে স্ব স্ব মত প্রদান রাজনীতির অনুশীলন বিষয়ে সমধিক যত্নবান হই- বেন। এটী দেশের পরম মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল সর জন লরেন্স ও মহাত্মভব লর্ড ক্রিড এবং বাঙ্গালা দেশের লেপ্টে- নাণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পল সংবাদপত্রের যেরূপ সমাদর করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গবর্ণর ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার অধিক গৌরব করিতেছেন। ভারত- বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক বিভাগের সেক্রেটারি ফিজপেট্রিক সাহেব প্রস্তাবিত বিষয় সংক্রান্ত যে প্রস্তাব স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাহার একখণ্ড প্রেরণ দ্বারা আমা- দিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাহার একস্থলে লিখিত হইয়াছে "দ্বিতীয় (গবর্ণর জেনরল) সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, ব্যবস্থাপনীয় বিষয় সকল বহুলরূপে প্রচারিত করা এবং সেই সকল বিষয় লইয়া সাধারণের বিচার করিবার ও স্ব স্ব মত প্রদান করিবার অবসর দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। তাঁহার বিশ্বাস এই, এক্ষণকার অপেক্ষা এ বিষয়ে ভবিষ্যতে অধিকতর কাজ হইতে পারিবে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ- রূপে গবর্ণমেণ্টের হস্তগত নহে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যসকল সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার এবং তাহা লইয়া সাধারণের আন্দোলন করিবার সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিবার ফলোপধায়ক প্রধান উপায় মুদ্রাযন্ত্র। ইহার সহকারিতা ভিন্ন অন্য কোনই সাধিত হইতে পারে। অতএব সমাচার পত্র সম্পা- দকদিগকে সর্ব্বপ্রকার সংবাদ দেওয়া গবর্ণমেণ্টের প্রথম লক্ষ্য হইবে।" ইত্যাদি।

ব্যবস্থাপকগণের সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের মত গ্রহণ বিষয়ে বলা হইয়াছে "ব্যবস্থাপন বিষয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের সহকারিতা গ্রহণ অধিকতর আবশ্যক, গবর্ণর জেনরল সভাসদগণ তাহা স্থির করিয়াছেন—ইহাও স্থির করিয়াছে ইংরাজী হউক, আর দেশীয় সংবাদ পত্রে হউ সম্পাদকেরা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, এক্ষণে ব্যবস্থাপকগণ যে যত্ন প্রদর্শন করিয়াছে এক্ষণে তদপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিতে হইবে এবং সমাচার পত্রে যে সকল প্রস্তাব লিখিত হইবে কোন স্থলে তাহার মর্ম্মমাত্র, কোন স্থলে বা তাহা সম্পূর্ণ অভিপ্রায় ব্যবস্থাপকদিগের গোচর করি হইবে। অতএব আইনের পাণ্ডুলিপি ও তৎসংক্রা কাগজ পত্র বিনা মূল্যে সমাচার পত্র সম্পাদকদিগ দিবার বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দিতে হইবে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট জানিতে চান, ইংরাজী হউক, আর দেশীয় ভাষায় সম্পাদিত হউক, কো সমাচার পত্র পাণ্ডুলিপি ও তৎসংক্রান্ত কাগজ পত্র এক খণ্ড পাইবার যোগ্য এবং অধিকতর প্রয়ো জনোপযোগী।" ইত্যাদি।

ব্যবস্থাপনীয় বিষয়ের পাণ্ডুলেখ্যের অনুবাদ ক গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় হইয়াছে। এ বাস্তবিক চিন্তার বিষয়ও বটে। আমরা আ ভাষায় অনুবাদের কথা বলিতে পারি না, যেপ্রক বাঙ্গালা অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এক নিশ্চিন্ত পদার্থ; তাহার অর্থ কখনো হৃদ করা যায় না। অনেক স্থলে বিপরীত অর্থ হ হইয়া যায়। যে ভাষায় অনুবাদ করা হয়, সে ভাষার অপূর্ণতাই যে কেবল এবিপরীত ঘটন কারণ, তাহা নহে; যাঁহারা অনুবাদ করেন, তাঁহা উপযুক্ত লোক নহেন, অনেক বাঙ্গালা বিষয়েই ক বলিতেছি। যিনি বাঙ্গালাকে আপনার করি রাখিতে পারেন নাই যিনি বাঙ্গালাকে আ বড় দাসীর ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে ল যাইতে পারেন না, তাঁহার অনুবাদ করিবার বি বিড়ম্বনার বিষয়। যিনি বাঙ্গালার অনুবাদক হই তাঁহার সংস্কৃতে সবিশেষ অধিকার থাকা অ শ্যক। যিনি উদ্ভূতে অনুবাদ করিবেন, তাঁ আরবী ও পারসীতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা চা তাঁহার যে ইংরাজীতে বিশেষ বিদ্যা থাকা আবশ্য তাহা বলিয়া না দিলেও পাঠক বুঝিতে পারি ছেন। অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি উপযুক্ত লো দেখিয়া অনুবাদকের পদে নিযুক্ত করেন, বাঙ্গালার আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা অমূ হইবে না।

জমীদার ও প্রজা।

এতৎ সহিত সুদীর্ঘকায়িত একখানি পত্র স্থানাভাব হেতু প্রকাশিত হইল। পত্র প্রেরক একজন পত্তনিদার তালুকদার দোষোদ্ঘাটন করিয়া প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন, আমরা প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া সম্পূর্ণ সহমতাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারিলাম না। কারণ, লেখক কেবল প্রজার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি জমীদারদিগকে নরচর্ম্মাচ্ছাদিত ব্যাঘ্র ও প্রজাদিগকে অসহায় নিরীহ মেষশাবক স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে জমীদারেরাই যত দোষের আধার, প্রজারা নিতান্ত শান্তস্বভাব নির্দ্দোষ। ঘটনা কখনই প্রকৃত একপ নয়। যিনি উভয় পক্ষের গুণদোষ বিবেচনা করিয়া স্বমত ব্যক্ত করিতে না পারেন, তাঁহার বাক্য প্রমাণীয় হয় না। বিধাতা সকল জমীদারকেই এক ছাঁচে ঢালেন নাই, এক-মসলায় নির্ম্মাণ করেন নাই। কিন্তু প্রস্তাবলেখক সকলকেই এক ধাতুর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই ত তাঁহার মহা ভ্রম। সকল জমীদারই কি সমান? সকলেই কি প্রজাপীড়ক ও অত্যাচারী? মহারাণী স্বর্ণময়ী ও পাইকপাড়ার রাজা প্রভৃতির জমীদারীতে কি প্রজার প্রতি অত্যাচার হইতেছে? লেখক প্রজাদিগকে যে অসহায় বলিয়াছেন, সেটীও তাঁহার নিতান্ত ভ্রমের কথা। প্রজারা পরস্পর পরস্পরের সহায়। তাহারা প্রায়ই জোটবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়া আছে। "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্ধত্তে মত্তদন্তিনঃ।" এক একগাছি তৃণ কিছুমাত্র সার নাই, তাহাতে এক একটী মশা বাঁধিয়া রাখা কঠিন হয়, কিন্তু সেই তৃণ একত্র বদ্ধ হইলে কাছি হয়, সেই কাছিতে বড় বড় মত্ত হস্তী বাঁধিয়া রাখা যায়। প্রজাদিগের ধর্ম্মঘট লোহার অপেক্ষাও শক্ত। সামান্য আঘাতে তাহা ভগ্ন হয় না। তবে প্রজারা সাধারণতঃ অশিক্ষিত ও মূর্খ। তাহারা ধর্ম্মঘট টর্ম্ম বলে স্বয়ং অত্যাচারী হইয়া অনত্যাচারী জমীদারকেও অত্যাচারী করিয়া তুলে, পরিণামে বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। আমরা এই একটী উদাহরণ দিতেছি, প্রস্তাবলেখক পাঠকগণের সহিত লেখক দ্বারা একবার শ্রবণ করুন, এবং প্রজারা যে কেমন মেষসদৃশ নিরীহ, তাহা অবধারণ করুন।

মুং মহারাজ নন্দকুমার দেবকে না জানেন, এমত বোধ হয়, বাঙ্গালাদেশে এমন লোক নাই। কলিকাতার দক্ষিণ বরিশালটী পরগণা তাঁহার জমীদারী ছিল। তাঁহার জমীদারীতে বাঘ আর রামরাজ্য সমান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার জমীদারীতে খাজনার কার অতি সামান্য। প্রজারা যে পরিমাণ জমীর খাজনা দেয়, তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ জমী ভোগ করে। ছয় মাস নয় মাস গুলব ছিল না, কিস্তী খেলাপী সুদও ছিল না। প্রজারা ইচ্ছামত আপনাদিগের সুবিধা বুঝিয়া খাজনা দিত। এমন সুখের অবস্থাতেও দুরভাগা প্রজারা বাকি ফেলিত। নিজ নিজ দেয় খাজনা পরিশোধ করিত না। ক্রমে বাকি পড়িয়া মহারাজের লক্ষ টাকা দাঁড়াইল। জমীদারী লণ্ড ভণ্ড হইয়া গেল। তাঁহার মধ্যম পুত্র পত্তনি লইয়া যাহা রাখিয়াছিলেন, তাহাও ঋণদায়ে বিক্রীত হইল। মধ্যম বাহাদুর প্রজার দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও কিছুমাত্র সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাহাতে মূর্খ প্রজাগণের আরো প্রশ্রয় বাড়িয়া গেল। শেষে মধ্যম বাহাদুরের পত্তনি স্বত্ব বিক্রীত হইল। ৺মতিলাল বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ সেই স্বত্ব ক্রয় করিলেন। প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া স্থির করিল, তাঁহাকে খাজনা দিবে না। তাঁহাকেও নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিল। প্রজারা যে তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারে, তিনি এরূপ লোক নহেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও অতিশয় কার্য্যদক্ষ। আলস্য তাঁহার দেহকে কখন আক্রমণ করিতে পারে নাই। কিসে কি হয় তিনি বিলক্ষণ বুঝেন। আইনকানুনে তাঁহার বেশ দখল আছে। তিনি যে আইনী কাজে না গিয়া আইন ও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রজার নামে বাকি খাজনার নালিশ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য নালিস হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু প্রজারা এমনি দুষ্ট এমনি জোটবদ্ধ হইয়াছে যে সহজে খাজনা দিতেছে না। ডিক্রী হইতেছে, আদালতে খাজনা জমা দিতেছে, তথাপি নবীন বাবুর সহিত মীমাংসা করিতেছে না। এ স্থলে জমীদারের না প্রজার কাহার দোষ? প্রজারা যে জমী গোপনে ভোগ করিতেছে, নবীন বাবু যদি তাহা বাহির করিয়া লন, সেটী কি অন্যায় বা অত্যাচার হইবে? প্রজারা জমী গোপন করিয়া এবং ন্যায্যমত খাজনা না দিয়া একজনকে উৎসন্ন দিল, নবীন বাবুকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে, এটী কি প্রজার অত্যাচার নয়? জমীদার অত্যাচারী নয়, এতদ্দ্বারা কি ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে? প্রজারা সাধারণে এমনি নির্দ্দোষ ও স্বার্থপর যে তাহাদিগের নিকটে ভদ্রতা করিবার যো নাই। তাহারা ভদ্রতার সম্মান রক্ষা করে না। যে ভদ্রতা করিয়া উহাদের মঙ্গল চিন্তা করিল, উহারা তাহাকেই চাপিয়া ধরিল। উহারা ভদ্র জমীদারকে মা জমীদার বলে। উহাদের মতে ডাকাত জমীদার না হইলে জমীদার নয়।

আমরা উপরে বলিলাম, অনেকস্থলে মূর্খ প্রজারা জমীদারকে অত্যাচারী করিয়া তুলে। কিরূপে অত্যাচারী করিয়া তুলে, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া আবশ্যক। আমরা নবীন বাবুর সহিত প্রজাগণের ব্যবহার বৃত্তান্তটীই এস্থলে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিলাম। বোধ করুন, নবীন বাবু যদি অবিবেচক হইতেন, তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কতকগুলি ভোজপুরে লইয়া কাছারি বাটীতে গিয়া বসিতেন, কত বে-আইনী কাণ্ড হইত, কত পুন জখম হইয়া যাইত। প্রজারা যে এই বিষময় কাণ্ডের মূল, তাহা কেহ গণনা করিত না, তাহাদের দোষ ঢাকিয়া যাইত, যত দোষ নবীন বাবুর স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইত। গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত তাঁহার উপরে বিরূপ হইতেন। প্রজারা যে প্রথম অপরাধী তাহা ধর্ত্তব্য হইত না। বোধ হয়, পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, অনেক স্থলে গর্হিত ও উদ্ধত প্রকৃতি জমীদারেরা পরিণাম বুঝিতে না পারিয়া আপনারা অধিকতর বে-আইনী কাজ করিয়া প্রজাদিগের কৃত বে-আইনী কার্য্যের প্রতীকার চেষ্টা পাইয়া আপনারাই "অত্যাচারী" এই দুর্নাম ক্রয় করিয়া বসেন।

প্রজারা যে আপনাদের দেয় খাজনা সহজে দেয় না, গবর্ণমেণ্টের খাস মহল দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের খাস মহলে খাজনা বাকি পড়ে কেন? গবর্ণমেণ্ট কোন বার গ্রহণ করেন না, ইচ্ছামত খাজনার বৃদ্ধি করেন না, তবে প্রজার খাজনা ফেলিয়া রাখে কেন? গবর্ণমেণ্ট খাস মহল বিক্রয় করেন, তাহারই বা কারণ কি? প্রজাদিগের খাজনা দিবার হুজ্জতই কি তাহার কারণ নয়? তাঁহারা খাস মহল বিক্রয় করিয়া সাধারণকে কি জানান না যে পীড়াপীড়ি ব্যতিরেকে প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করা কঠিন? অধিক পীড়াপীড়ি করিতে গেলেই অবিচার হইয়া উঠিবে এবং আমরা অত্যাচারী নাম ক্রয় না করিয়া আমাদের আমলাদিগের দ্বারাই জমীদারের স্কন্ধেই চাপাইয়া বঙ্গদেশে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়ের কষ্টই কি তাহার একটী কারণ নয়? এ স্থলে আর একটী কথা এই, যে জমীদার প্রধান সম্বন্ধ সেই স্থানে অসন্তোষের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট যদি আজ এক নূতন টাক্স নাম দিয়া আমাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবার চেষ্টা পান, আমরা কি সন্তুষ্টচিত্তে তাহা প্রদান করিব? মনু কহিয়াছেন "আদানং হি বিসর্গস্য দানঞ্চ প্রীতিকারকং।" যে কোনও দেউক, কাহারও নিকটে কিছু গ্রহণ করিতে গেলে অসন্তুষ্ট হয়। জমীদারে ও প্রজায় নিত্য আদান প্রধান সম্বন্ধ। অতএব প্রজা যে জমীদারের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এবং জমীদারকে অত্যাচারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে তাহা আশ্চর্য্য বিষয় নহে।

এখন পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন কেবল জমীদার ও প্রজা শুদ্ধস্থটিক নয়। উভয়েরই দোষ আছে। কথায় বলে এক হাতে তালি বাজে না। উভয়েরই দোষ আছে, যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন গবর্ণমেণ্ট যদি এদের সুবিধা করিয়া দেন, তাহাতে তাঁহাদোষে দূষিত হইবেন। রাজার পক্ষপাত দোষের তুল্য দোষ আর নাই। যে রেণ্টবিল উপস্থিত আছে, তাহাতে প্রজা ও জমীদার উভয়েরই যাহাতে সুবিধা হয়, এরূপ বিধি বিধান করা উচিত। এই কারণে প্রজার ও জমীদারে সচরাচর বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। এক, প্রজারা স্বইচ্ছায় জমীদারের প্রাপ্য খাজনা পরিশোধ করিয়া দেয় না। দ্বিতীয়, জমীদারেরা নিরিখ বৃদ্ধির চেষ্টা পান। এই উভয় দোষের প্রশমন হয়, এমত একটী উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ ভূমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া একটী নিরিখ বাঁধিয়া দেওয়া হউক। জমী যতই হস্তান্তরিত হউক কেন, জমীদার সে নিরিখের অতিরিক্ত কর কাহারও নিকটে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, জমীদারকে এই ক্ষমতা দেওয়া হউক, জমীদারের খাজনা বাকি থাকিতে প্রজা ফসল উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। খাজনা আদায়ের বিষয়ে জমীদারের যদি কোন প্রকার ছল চাতুরী বা প্রতারণা প্রকাশ পায়, তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। তিনি অন্যায় আটক করিয়া ন্যায্যাতিরিক্ত এক পয়সাও লইতে পারিবেন না।

আমষ্টার্ডাম নগরের পণ্য-প্রদর্শনী।

আগামী বর্ষের মে মাসে আমষ্টার্ডাম নগরে নানা দেশের উপনিবেশজাত নানাবিধ দ্রব্যের প্রদর্শনী হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টও এতদ্দেশ হইতে নানা প্রকার দ্রব্য প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছেন। উদ্ভিজ পদার্থের মধ্যে পশম, রেশম, শুটি, তন্তু, নবনীত, বসা, মৎস্য, মধু, মোম, সুগন্ধ এবং অন্যান্য দ্রব্য। পার্থিব পদার্থের মধ্যে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য, পার্থুরিয়া কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রী, ধাতু এবং অন্যান্য দ্রব্য। ঊদ্ভিজ পদার্থের মধ্যে, চাউল ডাউল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, তুলা, ঔষধ দ্রব্য, রঙ্গের ও কলের দ্রব্য; কাগজ ও দড়ী প্রস্তুত করিবার উপযোগী বৃক্ষাদির আঁস, তাহাদির খাদ্যোপযোগী তূণ ভূষি ইত্যাদি, ফল ও তরকারাদি, মাছুরের কাটি ইত্যাদি, তৈল ও তিল প্রভৃতি তৈলোৎপাদক শস্য ফল ইত্যাদি, খোয়াল ও রঞ্জদ্রব্য, মসলা, শ্বেতসারাদি. সর্করা এবং সুরা, তামাক ও চুরট. এবং অন্যান্য দ্রব্য। কার্পেট ও পাপোষ, বেতের কেদারা, চট ও থলিয়া, মাদুর, ফটোগ্রাফ, বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য।

কৃষি ও রাজস্ব বিভাগের সুদক্ষ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই কার্য্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি উপরি উপরিউক্ত সামগ্রীর মধ্যে স্ব স্ব মনোনীত দ্রব্য উল্লিখিত কর্ম্মচারীর সমীপে প্রেরণ করিতে পারিবেন। কার্পেট, মাদুর, বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রী যেন এক সেরের অধিক না হয়। কোন দ্রব্য কলিকাতা পর্য্যন্ত প্রেরণার্থ যে ব্যয় পড়িবে, তাহা প্রেরককে দিতে হইবে, তৎপরে গবর্ণমেণ্ট নিজব্যয়ে আমষ্টার্ডামে পাঠাইয়া দিবেন। সকল প্রকার নমুনা একরূপ আকারের ক্ষুদ্র থলিয়ার ভিতর পুরিয়া পাঠাইতে হইবে। অর্দ্ধসের চাউল কিম্বা গোধূম রাখিতে হইলে যতবড় থলিয়া আবশ্যক হয়, তদ্রূপ থলিয়ায় সমস্ত দ্রব্য পুরিয়া প্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু মাদুর প্রভৃতির স্বতন্ত্র কথা। ইচ্ছা করিলে প্রেরক কোন নক্সাকাটা চিত্রবিচিত্র আধারে নমুনা প্রেরণ করিতে পারেন, কিন্তু এতাদৃশ স্থলে প্রেরণের ব্যয় তাঁহাকে দিতে হইবে। নমুনা পাঠাইবার জন্য পূর্ব্বে অনুমতি পত্র লইতে হইবে। ১ লা ডিসেম্বরের পরে কাহারও আবেদন পত্র গৃহীত হইবে না। এবং ১ লা ডিসেম্বরের পরে আর কাহারও নিকট নমুনা গৃহীত হইবে না। প্রত্যেক নমুনার উপর স্পষ্টাক্ষরে এই কয়েকটি বিষয় লিখিত থাকিবে,—

(১) যে জেলায় প্রেরিত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম।

(২) প্রেরকের নাম ও ঠিকানা।

(৩) দ্রব্যের নাম।

(৪) বহুবিধ দ্রব্য পাঠাইলে, প্রত্যেক দ্রব্যের নাম।

(৫) যে স্থানে উক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তথাকার পাইকেড়ী দর।

এক্ষণে এই হিতকর কার্য্যে দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। এই শুভকার্য্যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য দেখাইতে পারিলে ভারতবর্ষের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইতে পারিবে। এতদ্দেশের যে যে স্থলে যে কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সকলেই কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া উক্ত প্রদর্শনীতে তৎসমুদায় প্রেরণ করুন। ভবিষ্যতে এদেশজাত যে যে পণ্য-দ্রব্য বিদেশে নীত হয় না, প্রদর্শনীতে তাহা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইলে ক্রমশঃ তাহাদের গ্রাহক বৃদ্ধি হইতে পারিবে। এদিকে গবর্ণমেণ্ট এই প্রথম বাঙ্গালীকে ঈদৃশ কার্য্যের অধ্যক্ষতার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ত্রৈলোক্য বাবু যখন যে বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন, যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার অমিত শ্রমের ও গাঢ় বিদ্যাবুদ্ধির গুণে সর্ব্বত্রই অপরিসীম উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের এতাদৃশ উন্নতি কেবল ত্রৈলোক্য বাবুর যত্নে সিদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি এই প্রদর্শনীর অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাহাতে তিনি সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সকলেরই সহায়তা করা নিতান্ত আবশ্যক। ভারতগবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত দ্রব্য পাঠাইবার মানস করিয়াছেন, এদেশ তাহার আকর স্বরূপ। কিঞ্চিৎ যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত দ্রব্য নির্ব্বাচন করিয়া লইলে আমরা যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদর্শন করিতে পারি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একেত পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লবে, দুর্ভিক্ষে ও দরিদ্রতাবশে ভারতবর্ষ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আবার এদেশে কোন কার্য্যের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই না। চিরকাল যেমন চলিয়া আসিতেছে, এখনও সেইরূপ চলুক; কোন নূতন উপায় অবলম্বন করিব না, নূতন পথ অবলম্বন করিব না; কেবল গতানুগতিক পুরাতন প্রথার বশংবদবর্ত্তী হইয়া থাকিব, তাহা হইলে জন্য ভারতের উন্নতি হইতে পারে না। যে ভূমি চিরকাল ধান্য রোপিত হইয়া আসিতেছে, ভূমির অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল কি না তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া এখনও তাহাতে ধান্য রোপণ করিতে হইবে। ধান্য অধিক জন্মিল না, কি কারণে জন্মিল না তাহা কেহ ভাবিবেন না। এদেশে কত প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যত্ন করিলে তৎসমুদায় দ্বারা কোন কাজে লাগিতে পারা যায় কি না তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিবেন না। যে যে দ্রব্য এদেশে উৎপন্ন হয়, যত্ন করিলে তাহাদের উন্নতি হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে কেহ মনোনিবেশ করিবেন না। কিন্তু এপ্রকার প্রদর্শনীর ফল এই, লোকের মনে অনেকটা প্রতিযোগিতা জাগরূক হয়। লোম গাঁদা প্রভৃতি দ্রব্য কি কৌশলে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইতে পারে, কেমন করিলে কি কৌশলে উৎকৃষ্ট হইতে পারে, এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান স্বতই লোকের প্রবৃত্তি হইবে এবং প্রদর্শনী সুখ্যাতিলাভ করিতে পারিলে উৎকৃষ্ট দ্রব্যের গ্রাহক বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকগণ নিরক্ষর ও অজ্ঞ, এবং অন্যান্য বাণিজ্যবিভাগে যে সমস্ত লোক নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করেন এই পর্য্যন্ত, কিন্তু কোন বিষয়ের উন্নতি করিতে জানেন না। অতএব তাদৃশ লোক হইতে কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উদ্যোগী হইয়া নানা স্থানের উপযুক্ত দ্রব্য উক্ত প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধন করুন।

ঘরের ঢেঁকি কুমীর।

এই চিরন্তন প্রবাদ বাক্যটীর অনেকে অনেক
র উদাহরণ জানেন, আজ আমরা একটী নূতন
করণ প্রদর্শন করিতেছি। এটী কেবল নূতন
দ্ভুত দৃষ্টান্ত। একটী পক্ষিকে দীর্ঘকাল পিঞ্জরে
করিয়া রাখ। তাহার পর তাহাকে ছাড়িয়া
সে নির্ব্বিঘ্নে সে স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতে
বে না। সে দীর্ঘকাল একস্থানে বদ্ধ থাকাতে
ডয়ন-শক্তি বিস্মৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ, তাহার
স্থান হইতে কোন স্বাধীন স্থানে উড়িয়া যাও-
ভাব। সে স্বাভাবিক সংস্কারবশে পক্ষপুট
ক্ষিত ও আকুঞ্চিত করে, কম্পিত করিতে
ক, কিন্তু এককালে প্রসারিত করিয়া গগনমণ্ডলে
ডীন হইতে শক্ত হয় না। তাহার মনোমধ্যে
া প্রকার আতঙ্কের উদয় হয়, ভীতভীত হইয়া
দ্ধিক নিরীক্ষণ করিতে থাকে। তাহার সে ভয়
লক নয়। উপরে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু গৃধ্র
দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে,
কে প্রাণাপী মহা শত্রু বিড়াল তপস্বিভাবে ওত
য়া আছে। এতাবন্মাত্র উৎপাত নয়, বদ্ধপক্ষী
ড়তে আরম্ভ করিলেই স্বজাতীয় পক্ষিরা আসিয়া
লাকারে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে ও চঞ্চুপুট
া আঘাত করিতে আরম্ভ করে। এটী সর্ব্বা-
কা কষ্টদায়ক। বাহির-শত্রুকে রোধ পার আছে,
র গৃহশত্রুর নিকটে কোন প্রকারে নিস্তার নাই।
াতীয় পক্ষিরা খোপাইয়া তাহার শরীর রক্তাক্ত
রা তুলে, এবং সমুদায় পালক তুলিয়া তাহাকে
ী মাংসপিণ্ড করিয়া ফেলে।

ভারতবাসিদিগের ঠিক সেই ঘটিয়াছে।
কাল পর্য্যন্ত [illegible] থাকাতে কেবল সে
প্রকার বিস্মৃত হইয়াছেন, একপ
; উহাদের মনের সে স্ফূর্ত্তি নাই, সে তেজ
, সে উৎসাহ নাই, সে স্বাধীন প্রবৃত্তি নাই।
রিপন সাহেব সে বিষয়ে ইঁহাদিগকে স্বাধী-
দান করিতেছেন দান করিবার ইচ্ছা
দিতেছেন, কিন্তু ইঁহারা সম উৎসাহ ও আনুকূল্য
র্শন করিতে পারিতেছেন না। অলীক আতঙ্ক
স্ত হইয়া ইঁহাদের অন্তঃকরণকে একান্ত বিকল
দিয়া তুলিতেছে। ইষ্ট দর্শন দুর্লভ হইয়াছে,
াবা সর্ব্বত্রই কেবল অনিষ্ট দর্শনই করিতে-
ন। বিড়াল গুরুতর বিভীষিকাই যে কেবল ইহাঁ
গের উদ্যম ভঙ্গ করিবার চেষ্টা পাইতেছে, তাহা
ঘরের ঢেঁকিও কুমীর হইয়াছে। শেষোক্ত
শত্রুটাই বড় ক্লেশদায়ক। ইহাঁরা বাহিরে
স্বীয়তাভাব সমুদ্ভূত করেন, কিন্তু অন্তরে হলাহল
াদের যাবতীয় শিরা ও ধমনীকে সঞ্চালিত
করিতে থাকে। ইহাঁদের হইতেই রাজদ্বার অধি-
কতর অনিষ্ট হয়। আমাদের রাজপুরুষেরা বিদে-
শীয় লোক! তাঁহাদের আচার ব্যবহার সংজ্ঞা
সংস্কার স্বতন্ত্র! গূঢ়সন্ধি কি কারণে কি
ভাবে কি অভিপ্রায়ে যে সেই দূষিত ব্যবহার
করেন, বিদেশীয় রাজপুরুষেরা তাহা জানিতে ও
বুঝিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহারা স্বমত সমর্থনার্থ
অনায়াসে বলিয়া বসেন, দেশের লোকেই যখন
করিতেছে, তখন এদেশীয়েরা যে স্বাধীনভাবে কার্য্য
করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ
হইতেছে।

ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইলে যে অধিকতর অনিষ্ট
হয়, রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ তাহার বহুতর
প্রমাণ দিয়াছেন। বিভীষণ শত্রু হওয়াতেই
ত্রিলোক-বিজয়ী রাবণ হত হইয়াছেন। কৃষ্ণ কুরু-
পাণ্ডব উভয় পক্ষের দোষগুণ জানিতেন। তিনি
বিপক্ষ হওয়াতেই কৌরবেরা সবংশে নিহত হই-
লেন। মহাবীর ভীষ্ম ক্লীব দর্শন করিলে অস্ত্র গ্রহণ
করেন না, দ্রোণাচার্য্য পুত্রের শোকে বিহ্বল হইলে
অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন, দুর্য্যোধনের উরু ভিন্ন অন্য
কোন অঙ্গ গদার আঘাতে ভগ্ন হইবার নয়, কৃষ্ণ এ
সকল জানিতেন, তাঁহার মন্ত্রণায় ইহাঁরা হত হই-
লেন। অতএব ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইলে যে ইষ্ট-
লাভের সম্ভাবনা থাকে না, ইহা চির প্রসিদ্ধ।
আমরা দেখিতেছি, লর্ড রিপন বাহাদুর মিউনি-
সিপালিটী সম্বন্ধে এ দেশীয়দিগকে স্বাধীনতা প্রদান
করিবার সঙ্কল্প করাতে অনেক ঘরের ঢেঁকি কুমীর
হইয়াছেন। অদ্য শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতার পত্র
এতৎ সংক্রান্ত প্রস্তাবের পুনরবতারণায় আমা-
দিগকে পরিচালিত করিয়াছে। ঐ পত্রের এক স্থানে
লিখিত হইয়াছে " একণে জানকিনি ছোট লাট
সাহেবের কথা প্রসঙ্গে বুঝিলাম যে তাঁহার মনের ভাব
ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্টরূপেই অনুমিত হই-
তেছে যে তিনি নদীয়া জেলায় লোকাল বোর্ড এবং
নন অফিসিয়েল চেয়ারম্যান দিতে প্রস্তুত নহেন।
রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসুও ছোট
লাট সাহেবের ঐ রায়ে সায় দিয়াছেন এবং স্পষ্টাক্ষরে
কহিয়াছেন যে, তাঁহার সবডিবিজনের মধ্যে তিনি
এমন কোন নিঃস্বার্থ কৃতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তি দেখিতে
পান নাই, যাঁহার হস্তে প্রস্তাবিত চেয়ারম্যানের
গুরুতর কার্য্যভার বিন্যস্ত করা যাইতে পারে।"

কি আশ্চর্য্য! শান্তিপুরের সদৃশ এই বড় একটী
বহুজন পূর্ণ প্রসিদ্ধ নগরে চেয়ারম্যান পদের উপযুক্ত
কৃতবিদ্য এমন একজন লোক পাওয়া যায়
না? বিধাতা কি শান্তিপুরে কৃতবিদ্যের সৃষ্টি
করেন নাই? স্বদেশের হিত কামনা করেন, সেখানে
কি এমন লোক জন্মে নাই? আমরা পূর্ব্বে একব
লিখিয়াছিলাম, পুনরায় লিখিতেছি, বিদেশীয় ব্য
মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হইলে দেশের বি
মার মঙ্গল হয় না। বিদেশীয় ব্যক্তি দেশের অব
কিছুমাত্র জানেন না, অন্তঃস্থানের লোকের স
তাঁহার কিছুমাত্র সমসুখদুঃখতা থাকে না। বি
সাহেবের মুখে শুনিয়া দেশের অবস্থা জানিবেন, য
যিনি স্বয়ং সচক্ষে দেখিয়া এবং ভুক্তভোগী হ
দেশের অবস্থা জানিবেন, এ উভয়ের কি ভুল
হইতে পারে? উপযুক্ত ও কৃতবিদ্য হইয়াও বি
স্বার্থপর, আমরা তাদৃশ লোককে চেয়ারম্যান করি
বলি না, কিন্তু যাঁহার দয়া আছে, দেশের ও
স্নেহ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আছে, আমরা তাদৃশ অন
উপযুক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে চেয়ারম্যানের
অধিষ্ঠিত দেখিতে চাই। শান্তিপুর ভদ্র স
সেখানে কি বর্ণিত গুণান্বিত ভদ্র লোক পাওয়া
না? রাজকর্ম্মচারী চেয়ারম্যান থাকাতে আ
অনেক মিউনিসিপালিটীর উন্নতি দেখিতে পাই
উন্নতি দেখিবার কথাও নয়। তিনি যে
মিউনিসিপালিটীতে চেয়ারম্যানী করিতে আই
সে দিন তাঁহার বিশ্রামের দিন বলিলে হয়।
প্রায় ডাইস চেয়ারম্যান ও কমিশনরদিগের স
দুই চারিটা খোস গল্প করিয়া চলিয়া যান। ভ
চেয়ারম্যান প্রায়ই তাঁহার ধামাধরা হইয়া থা
অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভাইস চে
ম্যান দেশের লোক হইয়াও বিদেশীয়বৎ ব্য
করেন। দেশের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র দয়া
প্রকাশ হয় না, তিনি দেশের কিছুমাত্র উন্নতির
করেন না। তিনি কেবল নিজের উন্নতির কি
আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি কিরূপে রাজ
সম্মানিত হইবেন, কিরূপে উপাধি লাভ করি
তাঁহার মতত এই চেষ্টা। যে ব্যক্তির এরূপ
তাঁহা হইতে কি দেশের কখন মঙ্গল সম্ভা
আছে?

উপসংহারে আমরা সাধারণে একটী কথা ব
নগরবাসিদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি। ক
কর্ম্মচারিকে চেয়ারম্যান করিলেই সাক্ষাৎ স
মিউনিসিপালিটীতে গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক ঘ
গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক আর শুঁয়াপোকার সম্পর্ক উ
তুল্য। শুঁয়াপোকা হাতে লাগিলে হাত ফুলে স
শেষে অস্ত্র করিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কেও
রূপ। অতএব নগরবাসিদিগের কি চেয়ারম্যান
ডাইস চেয়ারম্যান কি কমিশনর সকল বিষ
স্বাধীনতা স্থাপন চেষ্টায় যত্নবান্ হওয়া ক

৭ই আশ্বিনের আর্য্যদর্শন লেখক আমাদিগের ... প্রশ্নের উত্তর দানার্থ বিলক্ষণ ভূমিকা আরম্ভ ...ছেন। সে প্রশ্নটী এই "যে ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ...কে ঈশ্বরোপাসনা উচ্চ স্বরে নিষেধ করেন, সে ...শ্রেষ্ঠ কি না, যে ধর্ম্ম অপরকে দূর করিয়া ঈশ্বরো... নাকে অধিক উচ্চ বলেন, সে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ?" ...র উত্তর দানার্থ আর্য্যদর্শন লেখক অনেক আড়... করিয়াছেন। অপরকে আশ্রয় না করিয়া এক ...ঈশ্বরোপাসনা হইতে পারে না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার ...নি প্রাচীন ও নিম্নস্থ ও প্রাচীন ঋষিদিগের ...নি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এখনও ...বক্তব্য শেষ হয় নাই। এতৎ সম্বন্ধে আবার ...প্রস্তাব লিখিবেন আভাস দিয়াছেন। এ ত ...ধের কথা। ইহার বিচারেও অনেক কথার ...। সে সকল বিচারে কাগজ পূর্ণ করিয়া কোন ...দেখা যাইতেছে না। তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাব ...র কষ্ট স্বীকারেরও প্রয়োজন নাই। আমরা ...র অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। খ্রীষ্ট কে দ্বার না ...লে ঈশ্বরের বিষয় জানা যায় না, তিনি এই কথা ...বেন। তাল আমরা খ্রীষ্টের শরণাগত হইয়া ঈশ্ব ...আশ্রয় করিলাম। কিন্তু এস্থলে আমাদের ...সা এই, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কি প্রকার আকারের কথা ...য়াছেন আমরা তাঁহার কোন্ আকারের উপাসনা ...ব? আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই, আর্য্যদর্শন ...ক অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রশ্নটীর উত্তর দান করিয়া ...দের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। দ্বিতীয়, আমরা ...াইজ হইবার সম্বন্ধে যে কথা কহিয়াছিলাম, ...র্শনকার তদুত্তরে লিখিয়াছেন "এই মাত্র বলি ...ে, জল সংস্কার দ্বারা পরিত্রাণ হয় না। যে ব্যক্তি ...কে মানিয়া পরিত্রাণ পায়, সেই বাপ্তাইজ হয়। ...ই বাপ্তিস্ম, পরে পরিত্রাণ নহে, অগ্রে পরিত্রাণ ...বাপ্তিস্ম।" আমরা এবারেও ইহার অর্থ ...তে পারিলাম না। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া ...ম, যে বাপ্তাইজ না হয়, খ্রীষ্টধর্ম্মে তাহার মুক্তি ...হয় কি না? অগ্রে বাপ্তাইজ হইবার যদি আব ...কথা নাই, তবে যাহারা খ্রীষ্টাবলম্বী হইতে ...তাহাদিগকে অগ্রে বাপ্তাইজ করা হয় কেন? ...কেই বা বাপ্তাইজ করা হইয়াছিল কেন? ...নয়ন ব্যতিরেকে কি কেহ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে ...রেন?

পুস্তক সমালোচনা।

নূতন ভূগোল। শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত ...নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বহুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ...ও কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি বালকদিগের বিলক্ষণ পাঠে উপযোগী হইয়াছে। ইংরাজী মডারণ ফিওগ্রাফি অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে। মতি বাবু বালকদিগের শিক্ষার উপযোগী বিষয় সমূহ সরল ও পরিষ্কাররূপে লিখিবার যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন তাহা এতৎপাঠেই উপলব্ধি হয়।

সুক্রেশিয়া (খণ্ড কাব্য) শ্রীযুক্ত ক ণী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। এখানি দ্বিতীয়বার সংস্করণ। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে নূতন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা সুক্রেশিয়া সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রথম মুদ্রণ কালে বলিয়াছি। তবে এখন এই মাত্র বলিতে পারি সুক্রেশিয়া পুনরায় পাঠ করিয়া পূর্ব্বতন নিবন্ধন বিরস বলিয়া বোধ হইল না। ইহার কবিতাগুলি সরল ও কবিত্বব্যঞ্জক। এখানি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন বিরচিত।

ইউরোপীয় সমাচার।

মিশর যুদ্ধে জয় লাভ হওয়াতে ইংলণ্ডেশ্বরী সন্তোষ প্রকাশ করিয়া কোরবের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সার গার্ণেট উলসলে বিটীশ সৈন্যগণসহ কায়রোতে অবস্থিতি করিতেছেন। কাফ্রিদোয়াবের বক্ষিসৈন্যদিগকে সার হার্ভিন উড নিরস্ত্র করিয়াছেন। আবার যে প্রধান সহচরগণ বধ হইয়াছেন কাফ্রিদোয়াবের নিকটস্থ আসোনেডর্ণ ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, আবুকিরের তুরস্কীয় সৈন্যরাও শীঘ্র আত্মসমর্পণ করিবে। আর বিদ্রোহের আশঙ্কা নাই, দামাস্কোর রক্ষিসৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আলির ও তাঁহার পক্ষ ধরা দিয়াছেন। এখন সকল মিশর দেশীয় সৈন্য তাঁহাদিগের সম্মুখে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। যে সকল সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া মিদাহীর সর্দ্দার ওরাবির সহিত যোগদান করিয়াছিল তাহাদিগের প্রতি আদেশ হইয়াছে তাহাদিগের নিকট কোন মালপত্র থাকিবে না।

মিশর যুদ্ধে ইংরাজদিগের যে সকল সৈন্য সমবেত হইয়াছে কায়রোতে তাহাদিগের জন্য এক সুসজ্জিত হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইবে। যে সকল দেশীয় সৈন্য আসিয়াছে, প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তাহাদিগকে প্রচুর ইংরাজ মোদন করা হইবে।

ডেভনপোর্টনিবাসী এক ভদ্রলোক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার উইলে লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহার লভ্যাংশ ডেভনপোর্টের দরিদ্র লোকদিগকে বিতরণ করা হইবে। এক্ষণে তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ৩০০০ পাউণ্ড হইয়াছে। ট্রষ্টিরা স্থির করিয়াছেন যে ঐ টাকা ডেভনপোর্টের ৬০ জন দরিদ্র লোককে বিতরণ করা হইবে।

ডিউক অব এডিনবরা সম্প্রতি ভারতবর্ষে আসিবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এক্ষণে ভারতবর্ষে আসিতে পারিবেন না। তাঁহার পিতা ডিউক অব কেম্ব্রিজ তাঁহাকে ভারতবর্ষে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। ডিউক অব এডিনবরা ভারতবর্ষে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

ডিউক অব কেম্ব্রিজ ভারতবর্ষে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া ডিউক অব এডিনবরা ভারতবর্ষে আসিতে পারিবেন না, এমন কোন কথা নাই। ডিউক অব কেম্ব্রিজ ইচ্ছা করিলে ডিউক অব এডিনবরাকে ভারতবর্ষে আসিতে অনুমতি দিতে পারেন। তিনি যে ইহার জন্য স্থির হইয়াছেন তাহা প্রকাশ হয় নাই।

ডিউক অব এডিনবরাকে ফোরবেস জানাইয়াছেন ইংলণ্ডের সিংহাসনে তাঁহার সম্ভতি হইলে তিনি পার্লামেণ্টের কোন ক্ষমতার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ডিউক অব এডিনবরা মিউটিনি কোবলে ছুটী পাইবার প্রার্থনা করিতে বলা হইয়াছে। অন্যথা ইংলণ্ডে থাকিলে তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকিবে না বলিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। ফোরবেস আলেকজান্দ্রিয়ার ও টাকা বিদ্রোহকারীদিগের বিচারের জন্য উক্ত স্থানেরস্থ ৭টী কমিশন নিয়োগের আদেশ দিয়াছেন।

ইজিপ্টস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীরা কায়রোতে বিদ্রোহীদের অধি... নায়কগণের দোষের বিচার করিবেন। গিমিলে ছয় ইংরা... পাঠান হইয়াছে। সিরাপিস নামক জাহাজ মাল্টায় সৈন্য নামাইয়া দিয়া দুই দল অস্ত্রধারী ভারতবর্ষীয় সৈন্যকে দে... আনিবার জন্য সুয়েজে যাত্রা করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

আমরা ইউরোপীয় সমাচারে দেখিলাম, পদারূঢ় ইংরাজ কর্ম্মচারিরাই মিশরের গোল... কারিদিগের বিচারকার্য্যে নিয়োজিত হই... এবাপারটি কি ডাইনের কালে শেষ সম্পন্ন না? ইউরোপীয় অন্য অন্য রাজ্যের প্রধান কর্ম্ম... দিগকে কমিশন গ্রহণ করিলে কি ভাল হইত না...

লিউজিলাণ্ডে একটী বৃহৎ বৃক্ষ অনেক ... হইল পতিত হয়। এক্ষণে যাহার গাছ সে উহা কাটিয়া নিজ কার্য্যোপযোগী করিয়া ল... মানসে করাত দ্বারা চেলা করিতে আরম্ভ ... কতক দূর কাটা হইলে কতকগুলি মনুষ্য ... পাওয়া যাইল, ক্রমে পরীক্ষা করিয়া দেখা হই... এই বৃক্ষের গোড়া হইতে ৪৫ ফুট উপর ... এইরূপ মনুষ্যের কঙ্কালে গুড়িটী পূর্ণ।

১ লা নবেম্বর হইতে কণ্ডক্টরলিস ও কলেক্ট ট্রামওয়ে চলিবে।

পঞ্জাবে নাস্তিক ও খানদেশের যাবতীয় ... নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কুমারী এনে... আর্ক ও অবলা দাসী মাদ্রাজে কোন সকাল বা... অধ্যক্ষনাথ কথায় যাইতেছেন। হইয়া বেথুন ... এই প্রস্তাব করিলেন।

বোহেমিয়ার অন্তর্গত হোরোকেন নামক স্থানে খনি বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ফ্রান্সে অনেক সময় ... কর্ম্ম স্ত্রীলোকে ... করে, সম্প্রতি পারিস কর্পোরেশন স্ত্রীলোকের ... পরিচ্ছদ হইয়া আপনাদিগের আইনে ৩০০ রম ... কর্ম্ম দোকান করিতেছেন।

রুশের অধিকৃত পোলাণ্ডের অন্তর্গত ... নামক স্থানের ইহুদি প্রজাদিগের উপর ... গণ অত্যাচার করিয়াছে। উহারা স্ত্রী... দিগের সতীত্ব নাশ পুরুষদিগকে হত্যা এবং ... সমূহ দগ্ধ করিয়াছে।

অরাবি পাশা ধৃত হইয়াছেন, তাঁহাকে ... সেটীবাওর ন্যায় লণ্ডনে লইয়া গিয়া দেখাইবার ... দেখান না হয়, ফেদাইব এই প্রস্তাব করিয়া ... এটী উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নাই।

দিল্লীর রেজরেণ্ড উইণ্টার সাহেবের গাড়িচাপা
ড়য়া এক ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার
টাকা অর্থদণ্ড করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। কি
বিচার; সাহেবের অসাবধানতা নিবন্ধন এক
নব মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ১০ টাকা কি প্রায়শ্চি-
স্বরূপ গুণিয়া হইল?

রুশের সম্রাট আবার নাকি তুরস্ককে আক্রমণ
রবার চেষ্টা পাইতেছেন। এই নিমিত্ত তিনি
রসে ৭৮০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ডেলি
লিগ্রাফ নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক বলিয়াছেন,
রাজেরা মিশর আক্রমণ করাতে রুশ সম্রাট
তার পূর্ব্ব যুদ্ধ নিবন্ধন ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে
ুক হইয়াছেন। এ দিকে ইংলণ্ড, ও দিকে
ালী সে দিকে রুশ লাগিয়া সুলতানকে লণ্ডভণ্ড
রয়া ফেলিলেন। পেঁচার পা থাকেই পড়ে।

আগামী জানুয়ারি মাসে আবার কতকগুলি
ভারত নক্ষত্র-উপাধি বিতরিত হইবে।

ষ্টেণ্ডতাস জমীদার রাজা শ্যামাশঙ্কর রায় কৃষি
র্য্যের উন্নতির নিমিত্ত ১৮৮০ অব্দে নিজ জমিদারীতে
স্তর চীনাঘাসের চাষ করিয়াছিলেন, এই ঘাস
তে সূত্র বাহির করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। একজন
রোপীয় তত্ত্বাবধায়ক এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে
ার বিস্তর উন্নতিও হইয়াছে। কিন্তু সূত্র বাহির
রিবার বিশেষ সুবিধা না হওয়াতে আমেরিকা
তে ঐ সূত্র পৃথক করিবার একটী কল
নাইতে উৎসুক হইয়াছেন। রাজা ইহাতে কৃত-
র্য্য হইলে যে বিলক্ষণ লাভবান হইবেন, তদ্বিষয়ে
ন্দেহ নাই। ইহার সূত্রে উৎকৃষ্টতম কাগজ
ভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহার মূল্যও
নেক। এ দেশীয় কৃষকেরা এই ঘাসের পথের অনু-
ন করিলে যে অবশ্যোন্নতি করিতে পারিবে
াহে আর সন্দেহ নাই।

মারেরা আজ কাল অহিফেন সেবন
রিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশামের চিফ কমি-
রে ইলিয়ট সাহেব তাঁহার পরিদর্শনকালে এই
ত্তান্ত দেখিয়া শুনিয়া মাপাদিগকে অহিফেন সেবন
রিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং ঐ বিষ বিক্রয়ের
কানে কমাইয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন। মাতা-
রেরা যাহাতে তাহাদিগকে অহিফেন বিক্রয়
করে, এরূপ উপদেশও দিয়াছেন।

পাটনা, বারাইচ ও গোয়ালিয়ার রেলওয়ে প্রস্তুত
রিবার বিষয়ে মত স্থির হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্টের কিরণে এক ব্যক্তি একটী মুদ্রা
চালাইতেছেন। তথাকার লোসিয়েল জর্ণাল
ক সংবাদপত্র এই হেতু মুদ্রিত হইতেছে। ধন্য
জ্ঞানের মহিমা।

হঙ্গেরির অন্তর্গত কলিকালু নামক একটী পল্লীতে
বজ্রপাত হওয়াতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে,
লোকের গৃহাদি দগ্ধ হইতে ১৮ ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

ডেন্মার্কের ১৮৮২।৮৩ অব্দের অনুমিত আয় ব্যয়ের
হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। রাজ্যের আয়
৩০৩৮৬৭৩৮০ টাকা ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে
সম্পত্তির শুল্কে ১৭০০০০০০, সামরিক পেন্সন ফণ্ড
হইতে ১৫০০০০০০, ডাক ও টেলিগ্রাফে ১১০০০০০০,
ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ে ৯৫০০০০০, রেলওয়ে হইতে ৬২০০০০০ ও
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৬০০০০০০ টাকা এবং অন্যান্য আয়
৫১০০০০, সৈনিক ব্যয় ১৮৭০০০০০০, বণকরী সমূ
হের জন্য ১৮০০০০০০, রেজষ্টরির জন্য ৪৫০০০০০০
পেন্সন ফণ্ডের ১০০০০০০০, বৈদেশিক কার্য্যে
৩৪০০০০০ ও ১৮০০০০০ রেলওয়ের নিমিত্ত।

যে সকল ছাত্র কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না
করিয়া প্রসেডিন্সী পরীক্ষা দিতে অভিলাষী, আগামী
৬ ই ও ৭ ই অক্টোবর প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল
ইনস্পেক্টরের আপীসে তাহাদিগের পরীক্ষা গৃহীত
হইবে।

আয়র্লণ্ডবাসীরা আবার দলবদ্ধ হইতেছে।

১৮৮১ অব্দে মান্দ্রাজে ১৪১৯ হিংস্র জন্তু নিহত
হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ১৩৬ টী বাঘ ৭৫০ টি
চিতাবাঘ। আবার হিংস্র জন্তু ও সর্প কর্ত্তৃক
১৩১১ জন লোক ও ৮৯১৮ পশুর প্রাণ বিনষ্ট
হইয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে কেবল বাঘকর্ত্তৃক
১৩৪ জন লোক ও ৩৩১৮ টী পশু নিহত হইয়াছে।
মৃত পশুর মূল্য ১৭৮৭৮০ টাকা। যাহারা এই
সকল হিংস্র জন্তু বধ করিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে
১০২৫১ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

সুরভি ও প্রভাংশু নামে এ সপ্তাহে দুই খানি
নূতন সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আমাদিগের হস্তগত
হইয়াছে। সুরভি চেরুবর এবং প্রভাংশু
চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এবার
সুরভি সাহিত্য বিজ্ঞান, উপন্যাস, জীবনবৃত্ত প্রভৃতি
প্রস্তাব লিখিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন,
প্রভাংশু সাধারণ সংবাদ পত্রের ন্যায় প্রচারিত
হইয়াছে।

মিসৌরির রাওয়েন রেলপথ নামক একজন
প্রধান ইঞ্জিনিয়ার অঘটন ঘটাইবার চেষ্টা পাই
তেছেন। তিনি আমেরিকার উত্তর বেরিং প্রণালী
হইতে দক্ষিণ অন্তরীপ পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের
কল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ১৮৯১ অব্দে
এই রেলওয়ে বাণিজ্যের নিমিত্ত খোলা হইবে।

ফ্রান্সে যে সকল গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় আছে,
তাহাতে ৩১৪৬১ শিক্ষয়িত্রী ও ৪২২০১ জন শিক্ষক
অধ্যাপনা কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহাদিগের মধ্যে
১৯৮ শিক্ষয়িত্রী ও ৬৭৩ জন শিক্ষক বার্ষিক সহ
দিক টাকা বেতন পান।

গত ১ লা এপ্রেল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত চ
মাসে গবর্ণমেণ্টের বায় বাদে ভারতবর্ষীয় রেলও
সমূহ হইতে ৪০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।

মরিসাস আদিও এই নিয়ম প্রচলিত আ
ফুরিয়া মকদ্দমার শেষ না হইলে বাটীতে যাই
পারেন না। মকদ্দমার নূতন দিন পড়িলে জুরয়ে
সরকারী ব্যয়ে হোটেলে অবস্থিতি করেন, কি
এতদ্নিবন্ধন অনেক অর্থব্যয় হয় বলিয়া এই নিয়ম
পরিবর্ত্তন চেষ্টা হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য তাঁ
দিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য এদেশ হইতে ক্রয় করিতে
বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কিন্তু কই কার্য্যে
তাহার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। গত এপ্রে
হইতে জুলাই পর্য্যন্ত চারি মাসে গবর্ণমেণ্ট ৭৯
টাকা মূল্যের দ্রব্য বিলাত হইতে আমদা
করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এলাহাবা
কতকগুলি প্রসিদ্ধ দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্ভ্র
হইয়া একটী বস্ত্রের কল খুলিবার মন্ত্রণা করি
ছেন। আমরা গত সপ্তাহে ইঁহাদিগের ক্লব্ধ এ
খানি অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে লি
হইয়াছে কোম্পানির মূলধন একলক্ষ টাকা ক
পাঁচ হাজার অংশে বিভক্ত হইবে। দশ টাকা
কতকগুলি অংশ থাকিবে। এক মাসের মধ্যে যে
ইচ্ছা করিলে দশ টাকা মূল্যের অংশ ক্রয় করি
পারিবেন। এই টাকার সুদ শতকরা ৫ টা
হিসাবে প্রদত্ত হইবে।

১৮৮০।৮১ অব্দে গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগ সর্ব্ব
১৮২৯৮ বর্গ মাইল বন রক্ষা করিয়াছে। ইহার ম
বঙ্গদেশ ৩৪১১, অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চ
৩৩১৮, মধ্য প্রদেশে ১৫৩৫, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্ম
১১৮৮ ও পঞ্জাবে ৪৪৩ বর্গ মাইল।

রাজপুতানা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও মধ্যভা
বর্ষ বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের এলাকা হইতে বা
যে সংবাদ প্রচারিত হয়, তাহা নিম্নে

খুন ও দুষ্কর্ম্মিয়ার লাহোরে ৩১ ঘণ্টা অধি
বৃষ্টি হওয়াতে নিম্নের ৩০ বাটী ও অনেক দো
মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible] পাঠনার [illegible] ও [illegible]
কমিশন বসিয়া দাঙ্গাদি [illegible] কার্য্য [illegible] প্র
এক লেফটেনেণ্ট সাহেবের অনেক টাকা [illegible] ক
বন্দুকের মধ্যেই তাহাকে [illegible]

[illegible] লিখিয়া [illegible] চক্ষু
[illegible] এক আপার হইয়াছে [illegible]

পুস্তকে নানাপ্রকার পুস্তক প্রশংসা বলিয়া আছ
করিয়াছিলেন। [illegible] কথা, আজ কাল
[illegible] বাহির করা কঠিন। এরূপ
[illegible] আমাদের সমাজের অব-
[illegible] এরূপ নহে, প্রজা বিদ্বান ও ভদ্রলোকের
[illegible] হইতেছে। সে দিন এইরূপ
[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আমীর
[illegible] তাঁহাদিগের নিকট একটী বেশ্যার মক
[illegible] বোধ হয় রাজেন্দ্রের দলের কেহ
[illegible] সাক্ষাৎ দিতে আসিয়া আপনাকে সোম-
[illegible] সহকারী সম্পাদক বলিয়া পরিচয়
[illegible] আমরা এ ব্যক্তির নাম ধাম জানিবার
[illegible] জানিতে পারিলে যাহাতে
[illegible] রাজেন্দ্রের ন্যায় দণ্ড হয়, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা
[illegible]।

[illegible] জেলের মণিপুরী কয়েদিদিগের মধ্যে ৭
[illegible] কালাপানীর জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।
[illegible] স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। কর্তৃপক্ষগণ নিষ্ঠু
[illegible] দ্বারা ইহাদিগের সংহার সাধনের চেষ্টা দেখি-
[illegible] ছেন না কি? মশা মারিবার জন্য কামান পাতা
[illegible]?

মিশর যুদ্ধের ব্যয় ঘাড়ে পড়িবে এই আশঙ্কা
[illegible] গবর্ণর জেনেরল আড়াই ক্রোর টাকা ঋণ
[illegible] করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই
[illegible] শতকরা ৪ টাকা সুদ প্রদান করিবেন। ৩০
[illegible] অক্টোবর পর্য্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে। ইচ্ছা
[illegible] আনি কাটাইয়া লোগাঙ্গল আনা উচিত
[illegible]।

[illegible] বাঙ্গালোরে স্ত্রীলোকদিগকে কাজ শিখাইবার
[illegible] আর একটী কারখানা খোলা হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে মিশর-যুদ্ধের ব্যয় দিতে হইবে
[illegible] গবর্ণর জেনরল স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দিগকে
[illegible] কার্য্যের জন্য এক্ষণে অর্থ ব্যয় করিতে নিষেধ
[illegible] করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহারা অতি আবশ্যক
[illegible] পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিয়াছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের একজন ইউরোপীয়
[illegible] একটী সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় রমণীর প্রতি অত্যাচার
[illegible] তে রাণীগঞ্জে রেলওয়ে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া
[illegible] রুদ্ধ আছে। এই হতভাগার নাম লথারিজ
[illegible] এক ষ্টেষণ হইতে অন্য ষ্টেষণে আসিবার
[illegible] ছুরাত্মা ব্রেকম্যান পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া
[illegible] উপর অত্যাচার করে। রমণী তাঁহার স্বামীর
[illegible] এই বিষয় তারযোগে জানাইলে তিনি
[illegible] লিখিত হন, তাহাতেই ছুরাত্মা ধৃত হয়। যাহা
[illegible] ইহার বিশেষ দণ্ড হওয়া উচিত। অন্যথা
[illegible] রেলওয়ে গমনাগমন ভার হইবে।

ভারতবর্ষের কার্পেট ক্রেতা আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ বণিক ১৬ এ জুলাই লিখিয়াছেন অগ্রে ভারতবর্ষে অতি উত্তম কার্পেট পাওয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে কারখানাওয়ালারা অতি অপকৃষ্ট দ্রব্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশেষতঃ ৬টী কারখানার কৃত কার্পেট এরূপ ঘৃণিত যে, আমরা তাহাদিগের সহিত কারবার বন্ধ করিয়া দিয়া তুরস্ক পারস্য ও আরব হইতে অধিক পরিমাণে আমদানী করিতেছি। আগ্রা, মুরাদাবাদ ও বাঙ্গালোরের কার্পেট এক্ষণে আর কেহ ক্রয় করে না। কি লজ্জার কথা। আমরা আনি উৎসাহ অভাবে শিল্পের উন্নতি হইতেছে না। এক্ষণে দেখিতেছি ঘুষাঘুষিই প্রধান কারণ।

নিউইয়র্কে একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। তদ্দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ২০০৯০০০ কাগজ ছাপা যাইতে পারে।

১৬ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর ৯৪১১৮/০ টাকা আয় হইয়াছে।

সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ আদেশ দিয়াছেন যে সকল দেশীয় লোক একবার সৈনিক শ্রেণী হইতে পদচ্যুত হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে পুনরায় সোয়ার অথবা সিপাহি শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে। তবে যাহারা একবার কিছু টাকা লইয়া প্রস্থান করিতে অসমর্থ হইয়াছে তাহাদিগকেও গ্রহণ করা হইবে বটে কিন্তু তাহার পূর্ব্বের কার্য্য কাল আর হিসাব মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

মিরানমির হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তথায় এক মহিষের পক্ষী কূপ হইতে জল আনিতে গিয়া আছাড়ে পতিত হয়, নিকটে এক চৌকীদার কুটীরে নিদ্রা যাইতেছিল, স্ত্রীলোকটীর চীৎকারে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সে দৌড়িয়া কূপের নিকট আসিয়া দেখে রমণী তখনও জীবিত রহিয়াছে তখন সে এই বিপদ দর্শনে লক্ষ প্রদান পূর্ব্বক কূপে পড়িয়া স্ত্রীলোকটীকে তুলিয়া ধরিল ক্রমে অপর লোক কাছিতে পাইয়া বস্ত্র ফেলিয়া দিলে স্ত্রীলোকটী তাহা ধরিয়া উপরে উঠিল, পরিশেষে পুনরায় বস্ত্র দিলে চৌকীদার কূপ হইতে উঠে। যাহা হউক এব্যক্তিকে পুরস্কার দেওয়া উচিত।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কুচবিহারের মহারাজ হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি জাতিকে পরস্পর সৌহার্দ্দ-সূত্রে বদ্ধ করিবার উদ্দেশে ইণ্ডিয়া ক্লব নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। এক এক শ্রেণীর মুখপাত্র স্বরূপ প্রধান প্রধান লোকদিগকে লইয়া এই সভা সংগঠিত হই

যাছে। বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই [illegible] উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ উদ্যোগী। মহারাজ [illegible] এই সভার সভাপতি, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ, মহা[illegible] যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, অনরেবল রমেশচন্দ্র [illegible] ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভরেণ্ড কৃষ্ণমো[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, ও ইংরাজ সম্প্রদায়ের লর্ড [illegible] মেয়র বেবিং, সার ষ্টুয়ার্ট বেলি, কোরেস ব[illegible] প্রভৃতি এই সভার সভ্য হইয়াছেন। মহা[illegible] নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল [illegible] বাহাদুর, রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর, শ্রী[illegible] বিহারীলাল গুপ্ত, আনন্দ মোহন বসু, নরেন্দ্র [illegible] সেন, কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়[illegible] কাদর লক্ষ্ণৌ, নবাব আবদুল লতিফ, প্রিন্স ফে[illegible] সা প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহক সভা হইয়াছেন। [illegible] সভা স্থাপিত লাভ করিলে দেশের যে মহৎ [illegible] লাভ হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। [illegible] বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এইরূপ একটী [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু উৎসাহ অভাবে [illegible] স্থায়ী হয় নাই, এক্ষণে কুচবিহারের মহারাজ যে [illegible] লোক লইয়া এই সভা রচনা করিয়াছেন তাহাতে [illegible] স্থায়ীতা ও এতদ্দ্বারা দেশের বহুল পরিমাণে [illegible] লাভের আশা আছে। এই সভায় অন্যান্য সম্প্রদা[illegible] লোক ও যত গৃহীত হইবে ততই মঙ্গল। [illegible] এরূপ সভা সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত না হইলে সমাক [illegible] লাভের সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল [illegible] নবেম্বর শিমলা পরিত্যাগ করিবেন, [illegible] করিয়া ৭ ই অগ্রহায়ণ পৌঁছিবেন, তথা হইতে [illegible] লাহোরে আসিবেন, তথায় ৬ই দিবস অব[illegible] করিয়া মিয়ানির লবণের খনি দর্শন করিতে যাই[illegible] তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় লাহোরে [illegible] বেন ও চারি দিবস অবস্থান করিবেন, [illegible] কশ্মীরে যাইলে খাল খুলা হইবে, তথা হইতে [illegible] আসিবেন, এখানে দরবার হইবে। তৎপরে [illegible] কা[illegible] অভিমুখে যাত্রা করিবেন, ৮ টা দি[illegible] হারড়ায় উপনীত হইবেন

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের [illegible] বেতন হ্রাস করিবার প্রস্তাব করাতে চীফ [illegible] ব্যারিষ্টার ও টীক সম্প্রদায় [illegible] ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভা [illegible] তাহার প্রতিবাদ করিয়া ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট [illegible] দরখাস্ত করেন তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

জনরব উঠিয়াছে আরবি পাশা [illegible] প্রেরণ করিয়াছেন। এব্যক্তি মুসলমানদিগের নি[illegible] ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে। আর তাল ঠুক[illegible] তালে ঘা দিবার প্রয়োজন?

মিশর যুদ্ধে যে সকল সংবাদদাতা গমন করিয়া-, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশানুসারে তাঁহা-র সম্বন্ধে কতকগুলি কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ করা াছে। সেই সকল নিয়মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ....

সংবাদদাতাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহ-আইনের মান্যতা স্বীকার করিতে হইবে। লেখার মধ্যে ব্যবহার নিষেধ, বৈদেশিক ভাষার মধ্যে কেবল ানী এবং ফরাসীস ভাষা চলিতে পারিবে। সৈনিক াগের একজন কর্ম্মচারীর উপর সংবাদাদি ক্ষা করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার মতি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের বহির্ভাগে অথবা করিপ গমন করিতে হইবে। তিনি সংবাদ সকল ক্ষা করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণের মতি দিবেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে সংবাদ সকল া পরিবর্ত্তন করা হইবে। যে সকল ব্যক্তি স সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আইনে াদিগকে লাইসেন্স দিবার বিশেষ বিধি আছে। পক্ষগণ সংবাদদাতাদিগকে এরূপ বিষয় স জ্ঞাপন করিবেন, যাহা তাঁহাদিগের ঘটনায় ন্যায়সঙ্গত এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য। পক্ষগণ প্রতিদিন সংবাদদাতাদিগের সহিত ত্রে বসিবার জন্য সময় নির্দ্ধারিত করিবেন এবং াদিগের সংবাদসকল পাঠাইবার সুবিধা করিয়া বেন। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বাধা হইলে সম্পাদক সংবাদদাতা উভয়কে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর তে হইবে।

আগামী ৩ রা অক্টোবর কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল নের ও চাত্রবৃত্তি পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম অযোধ্যার অন্তর্গত মদাবাদের রাজা প্রজাদিগকে এক লক্ষ টাকা ীবাজনার দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

ইংলণ্ডে কলিকাতার গরুগাড়ির গাড়ওয়ানেরা ট করিয়া যাবামাত্র দর কষ্ট দেওয়াতে এক্ষণে হারা আবার গাড়ী ঘোড়াটী মারিবার চেষ্টা করি-ছেন। তাঁহারা বুলক ষ্টকের এজেন্সি খুলিবার ম করিয়াছেন।

হরিপুরের মহাজনের দরিদ্র প্রজাদিগের নিকট াদম্ব পাওনা হইয়াছিল রাজাভিষেক উপলক্ষে নি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার এক টাকা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

আলবার্টের যে সকল ব্যাণ্ডসিপার এক্ষণে ফিলা-ডেলফিয়ায় অবস্থিতি করিতেছে তাহারা নাটকা-নয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া আরবির সাহায্যার্থ রণ করিতেছে।

হরকোপানসে মদনের ন্যায় মেদিনীর সম্পাদক বুঝি পানীর রাঙপুকুরের কোণে পড়িয়া ভস্ম হন। মফস্বলের হাকিম—ছল ধরিয়াই হউক আর সত্য করিয়াই হউক, এখন ত তাঁহাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছেন, সম্পাদক কয়েকবার তজ্জন্য কোন কোন মহাপুরুষের গুণের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এখন সেই রাগে হইলেও হইতে পারে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াছেন। ষ্টেটসম্যানের মেদনীপুরস্থ সংবাদদাতা বলেন প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে উক্ত পত্রের সম্পাদক বাবু অখিলচন্দ্র দত্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মিডেলটন সাহেবের নিকটে একটী ফৌজদারী মকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন, সাহেব এত দিনের পর নাকি তাঁহার সাক্ষ্যের কোন অংশ মিথ্যা জানিয়া ধৃত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সংবাদদাতা বলেন যাহা লইয়া এতদূর হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূল অতি সামান্য। সামান্য হইলে কি হয়,—রাগ চণ্ডাল।

গত বৎসর ইংলণ্ডে কুকুরের ট্যাক্সে গবর্ণমেণ্টের ৩৪১৮৩১০ টাকা আয় হইয়াছে।

গতবর্ষে নিউসাউথ ওয়েলস হইতে ১৪৯৬১৭ আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে। ইহার মূল্য ৫৬৬১৩০ টাকা।

কোন স্থান দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলে টেলি-ফোণ দ্বারা তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। শত্রুবধের এটী একটী নূতন কৌশল।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আদুল রোজাককে ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশ হইতে জেডার ডাইস কম্পল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন অন্তঃপুরবাসিনী অতঃপর কাহারও প্রতিকূলে ফৌজদারীতে অভিযোগ করিলে তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া এত্তেলার দিতে হইবে, অন্যথা মকদ্দমা চলিবেনা। বেরিলির মাজিষ্ট্রেটের নিকট মসুমৎ করিদন্নিসা নামক রমণী একটী ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত করেন। কিন্তু তিনি কমিশন দ্বারা তাঁহার এজেহার লওয়া হইবার প্রার্থনা করাতে মাজিষ্ট্রেট তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বলেন বাদিনী যদি মকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতিবাদীর উপস্থিতিতে আদা-লতে আসিয়া এত্তেলার দিতে হইবে। কিন্তু বাদিনী তাহাতে অসম্মত হইয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল করেন। বিচারপতি ষ্ট্রেট সাহেব মাজিষ্ট্রে-টের রায় বাহাল রাখিয়া বলিয়াছেন বাদিনী ইচ্ছা করিলে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে পাল্কিতে আসিয়া তাহা-ভিতর হইতে এত্তেলার দিতে পারিবেন, তথাপি না আসিলে মকদ্দমা চলিবে না।

গত ৭ ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের নিম্নশ্রেণীর কয়েকটী ছাত্র ক্যালানস সাহেবের কুঠিতে বাঘ দেখিতে যায়। তাহাদের দেখে কিনা অন্য কারণেই হউক বাঘটা ডাকি উঠিয়াছিল। বাঘের শব্দ শোনামাত্র ক্যালান সাহেবের একজন চাকর বাঘের খোয়াড়ের নি আইসে। বালকদের সঙ্গে প্রথম দুই এক ক হয়, তৎপরে ঐ ব্যক্তি একটী ৯। ১০ বৎসর ব বালককে চপেটাঘাত করে। চড় খাইয়াই বালক বোধহয় গালাগালি দিয়া প্রস্থান করে। ক্যালা সাহেবের ঐ চাকর লাঠি হাতে লইয়া বালকদিগ তাড়াইয়া লইয়া স্কুলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় প্র করে। ২। ৩ মিনিট মধ্যে ক্যালানস সাহেবের কু হইতে আরও ২০। ২৫ জন লোক লাঠি হস্তে স্কু দক্ষিণ বারাণ্ডা দিয়া স্কুল মধ্যে প্রবেশ করে এ লাইব্রেরীর কামরার জানালা ভগ্ন ক গোলমাল দেখিয়া ক্রমে যখন অনেক বাহি লোক ও ছাত্র একত্র হইল তখন ক্যালানসের লে প্রস্থান করিতে লাগিল, এবং প্রস্থান করিবার কা স্কুলের দিকে ঢিল ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। স্কু দিক হইতেও ২। ১ টী ঢিল নিক্ষিপ্ত হইয়াছি উভয় পক্ষই পুলিসে সংবাদ দেয়। কিন্তু আসিষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বক্স সাহেব প্রথমতঃ ক্যালানস লোক যে মকদ্দমার বাদী তাহারই অনুসন্ধান করি লাগিলেন এবং কয়েকটী ছাত্রকে চালান দিলে ঘটনার পরদিবস এবং তাহারও পরে সাক্ষী বৃদ্ধি কয়েকটী ছাত্রকে ডাকাইয়া তাহাদিগ আসামীর শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ছাত্রদিগের সঙ্গে দুই জন আফিসারকেও আসামী করা হইয় পরে কল্য সাহেব ক্যালানস সাহেবের ১১ জন লো খালাস দিয়াছেন। এখন মকদ্দমা মাজিষ্ট্রে হস্তে, বিচার শেষ হয় নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে এ কিছু বলা উচিত নয়। (চাকবার্ত্তা)

ত্রিচিনপল্লিতে হিন্দু মুসলমানে বিবাদ উপ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ক্রমে কি ইহা ম ব্যাপী হইবে না কি? বিবদমান অঙ্কুরে নির্ম্মূল উচিত।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারে
নিম্নে

...ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীপ...
...প্রাপ্ত হইয়াছেন।
...ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামচরণ বসু, বি, এলকে...
...বদলী করিয়াছেন।
...ডেপুটী কালেক্টর এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও সেসন জজ...
...।

বিবিধ সংবাদপত্র বিভাগ।

...ইণ্ডিয়ান মেরলী ইংরাজি আরম্ভ...
...ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের...

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

সম্প্রতি বাবু প্রকাশচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের ভবনে...
...সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ...
...শান্তিপুরস্থ প্রায় সমস্ত ভদ্র লোক আগ...
...করিয়াছিলেন। বাবু শ্যামাচরণ সান্যালের ...
...দিগের ঐকমত্যে বাবু আনন্দময় মৈত্রের ...
...তি ও পণ্ডিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য সহকারী ...
...পতির আসনে উপবিষ্ট হন। সভাপতি মাতৃ...
...য় সভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে সকলকে বুঝাইয়া ...। অনন্তর কয়েকটী বিশেষ প্রয়োজনীয় ...
...বি হইলে তৎসমস্ত সভাস্থ সমস্ত ভদ্র...
...কে অনুমোদিত হইয়া স্থিরীকৃত হইল যে, অতঃ...
...শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন-প্রণালী ...র্ত্তন করাই অত্যাবশ্যক। এই সময়ে বাবু ...নবিহারী মৈত্রেয় দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন ...আমরা মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন-প্রণালী ...নার্থ বহু দিবস যাবৎ চেষ্টা করিতেছি এবং ...বারের প্রায় এক তৃতীয়াংশ করদাতার নামে ...ক করিয়া লইয়াছি, এক্ষণে একখানি আবেদন ...প্রস্তুত করিয়া বঙ্গদেশের ছোট লাট সাহেবের ...চরণে প্রেরণ করিলেই বাঞ্ছিত ফল ...হইতে পারে। অনন্তর সভাপতি ও সহকারী ...পতিকে সভাস্থ ধন্যবাদ দিয়া সভাস্থ ভদ্র ...কগণ স্বাক্ষর করিলেন।

উক্ত সভা হইবার কিছু দিন পরে মৃত ...জগবন্ধুবাবুর স্মরণে একটী ঐক্য সভাধি...ন হয়, কিন্তু সেই সভায় কয়েকজন স্বার্থপর ...নিসিপাল কমিশনর বর্ত্তমান ছিল, এজন্য ...ভাগণ উহাতে যোগ দেন নাই। বিশেষতঃ ...শনর বাবুরা স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধিরক কয়েকটী ...ব ঐ সভায় উপস্থিত করাতে কমিশনরেরা ...মোদন করেন নাই। ...না বলে "গরু মারে না আপনি ...ল?"

সে দিন বঙ্গ দেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কৃষ্ণনগরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই সুযোগে আমাদের মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান ও একজন কমিশনর সাধারণ প্রতিনিধিস্বরূপ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখানকার সাধারণ প্রজাগণ তাঁহাদিগকে সেখানে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করেন নাই এবং ঐ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কেহ কোন ক্ষমতাও দেন নাই। যাহা হউক, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটীর কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া ছোট লাট সাহেব বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হন নাই, এবং সেখানে নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকা সত্ত্বেও কোন উন্নতি সংসাধিত হয় নাই বলিয়া তিনি যার পর নাই ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়া গিয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, ছোট লাট সাহেব কথা প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরে যেরূপ মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্টরূপেই অনুমিত হইতেছে যে, তিনি নদীয়া জেলায় "লোকাল বোর্ড" এবং "মন অফিসিয়াল চেয়ারম্যান দিতে প্রস্তুত নহেন। রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণবসুর ছোট লাট সাহেবের ঐ রায়ে সায় দিয়াছেন এবং স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন যে, তাঁহার সবডিবিজনমধ্যে তিনি এমন কোন নিঃস্বার্থ কৃতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তি দেখিতে পান নাই, যাঁহার হস্তে প্রস্তাবিত চেয়ারম্যানের গুরুতর কার্য্যভার বিন্যস্ত করা যাইতে পারে। আমরাও বলি "তথাস্তু" কিন্তু আমরাও এমন কোন নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থ কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ডেপুটী দেখিতে পাই না, দেখিতে পাই না, যাঁহার হস্তে সবডিভিজনের গুরুতর কার্য্যভার বিন্যস্ত করা যায়। কারণ, লক্ষ্মী যিনি আগমন করেন, তিনিই মৃত্তিকাভেদে রাক্ষস হইয়া পড়েন।

কয়েক জন নবীন যুবকের কথায় নদীয়াবিভাগের পোষ্ট আফিস সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু এখানকার সব পোষ্টমাষ্টার বাবু রামচরণ চট্টোপাধ্যায়কে চুয়াডাঙ্গার পোষ্ট আফিসের তৃতীয় ক্লার্কের পদে বদলী করিয়াছেন, এজন্য অদ্যূন্য প্রায় ছয় শত স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হইয়া একখানি আবেদন পত্র প্রস্তুত করিয়া ঐ আদেশের প্রতিকূলে বঙ্গদেশের পোষ্ট মাষ্টার জেনরল বাহাদুরের চরণে আপীল করিয়াছেন। আমরা আশা করি যে, পোষ্ট মাষ্টার জেনরল বাহাদুর আবেদনকারিগণের প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন। কারণ, সব পোষ্ট মাষ্টার রামচরণ বাবু শান্তিপুর পোষ্ট আফিসের উপযুক্ত পাত্র বটেন।

শান্তিপুর হিতকরী সভার অবৈতনিক সম্পাদক এখানকার মিউনিসিপাল কমিশনর ও লাইসেন্সিয়েট-ম্যানের কার্য্যপ্রণালীর বিস্তর দোষ দেখাইয়া বঙ্গ-

দেশের ছোট লাট সাহেবের হুজুরে একখানি ... আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ আবে... পত্র খানিতে যে সকল অনিয়মের কথা লি... আছে, যদি তৎসমস্ত প্রমাণিত হয়, তাহা হ... সমস্ত কমিশনর ও ভাইসচেয়ারম্যানকে প... তুলিতে হইবে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যা... পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্র... সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।
নীতিসার প্রথম ভাগ (দ্বাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ১০ দুই আ...
ঐ দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্দ্দশবার মুদ্রিত) মূল্য ১০ দুই আ...
ঐ তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মা...
বিশেষ বিবরণ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মা...
প্রীতে। ইতিহাস (ইংরাজি ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অনু... প্রকাশিত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।
সোমপ্রকাশ অফিস, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরি... পটোলডাঙ্গার সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক

কয়েকজন যন্ত্রে নানাপ্রকার ছাপাওয়া... হইতেছে। সঙ্গীত সংগ্রহ ও অন্য সমস্ত... মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি... দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর ক... যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কলাদ্রুমে... মূল্যাদিসংক্রান্ত সর্ব্ব প্রকার চিঠি ও টাকা... পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত... উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত... ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ পো... পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাই... যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা ক... তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বি... পনের আগ্রম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্র...

ার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০
া ; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ
ক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৯৭ নং
ষ্ট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩১ নং কালী-
রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমা-
অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
ন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
ক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
ছ, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
ইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
ীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে
ল লইবেন।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

তৃতীয় সংস্করণ।

অদ্ভুত রহস্য!!—মাসিক পত্র।

(১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় রাহাখরচ ১৸৵০ আনা
। গ্রাহক মহোদয়গণ! কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে
ম হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন!!

কার্য্যসম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
কলিকাতা নর্থ সুবার্বন টালা ২ নং কার্য্যালয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

"আর্য্য জাতির আগমন হইতে কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত"
এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ
বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে
রচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাশ্চাত্যেরা দর্শনে
শয় অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার
রেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে
; তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৷০, স্বাক্ষর-
বীদিগের প্রতি ১৲। শতাধিক অগ্রিম গ্রাহক
য়াছেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
ণ গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত।
ক্ষকারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

উসলামপুর
পাই গোয়াস
লা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ একাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের একাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চৈতন্য-চরণ, মনু-সংহিতা, জাতিভেদ, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, এখন আমাদের পাঠ্য বিষয় কি? ঈলিব মাছ, মৃচ্ছকটিক, সাংখ্যদর্শন, এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্য-সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

পরীক্ষিত।

কেশসংরক্ষিনী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্তশূল, দন্ত নড়া, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগে মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং /০।

পারার দুত। ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটিত রোগাদির শান্তি করত রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর পুষ্ট করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০।

পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদনাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত যৎকৃত আরোপাংশ বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪৲ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূলা ডাকমাসুলসহ ৭৷৷০ টাকা আর
বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও
ডাক মাসুল ৷৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৵০, প
পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০
গোপালকাশিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টা
আমার নামে বহরমপুর রা·য়মণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

চক্ষুরোগের উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

ইহা চক্ষে দিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা বোধ হয় না
অথচ স্নিগ্ধতা ও শান্তি বোধ হয়। এই মহৌষ
ব্যবহারে, চক্ষুজ্বালা, চক্ষুউঠা, চক্ষুঃশূল, অধিমাং
কণ্ড, চক্ষুর পার্শ্বঘাত, রাত্রান্ধতা, তিমির, উদ্ধ
বা শিরঃপীড়াজনিত দৃষ্টির স্বল্পতা, চক্ষের জলস্রা
ইত্যাদি চক্ষের বহুতর রোগের নিশ্চয় আশু প্রতি
কার হয়। এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে চক্ষে দিলে চক্ষু
রোগের কোন ভয় থাকে না। ৮ বৎসর যাবৎ ই
প্রচার করা হইতেছে এবং ইহার দ্বারা অনেক হতা
চক্ষুর রোগী দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন এবং শত শ
প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

এক শিশির মূল্য প্যাকিং খরচা সহিত ২৵০।
প্রয়োজন পত্রের সহিত মনিঅর্ডর পাঠাইলে
অবিলম্বে ঔষধ পাঠান যায়, ডাক মাসুল ফি শিশি
গ্রাহককে দিতে হয়।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাঙ্গালিটোলা বানারস

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে
উত্তেজিত ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্প
শক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয় বাস্তবিক কি
দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রাখর্য্যের প্রম
পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের, অল্প দিবসে
প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রক
ধাতুর পীড়া ও শ্বেত প্রদর ১০ দিন মধ্যে আরো
হয়। প্রমেহ ঘটিত কিছু জ্বর থাকিলে ঔষধ সে
কিন্তু অন্য প্রকার জ্বর সম্বন্ধে সেবন নহে। প্রমে
জন্য ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন
ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া স্বয়ং
পত্র দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশু
সহ ২ টাকা।

শ্রীবংশীচন্দ্র সেন গুপ্ত
দশাশ্বমেধ বেনারস

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট ইডেন হাউস কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মূত্রকৃচ্ছ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, চক্ষুঃজ্বালা, স্নায়ুর দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পাকাশয়ের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিধর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

৬ই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

—:০:—

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের নাম উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৸৹, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স পিন্টি ২৸৹ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

রেজিষ্টারী করা (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা ৪ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরোগ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা অন্যান্য বেদনার সহিত শোণিত স্রাব ও সপ্তম ধাতু-নিঃসরণ এবং প্রস্রাব দাদা ঘড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ঘোরা যায়ুরিক দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও বায়ুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এ অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক

আরক

প্রতি শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পাকাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ রুগ্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা, সেবনে পক্ষান্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সাজসা ও কড়লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের সময় শিশির গায়ে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,

কলিকাতা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুসঞ্চার" ১ম ২য় ভাগ। ডেড়মাসে মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে অগ্রিম মূল্য এখন পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির পরেষা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ১৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব, ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কল-কোরও, মাংস-কোরক, ও মূলশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা সোণার হাত বসিয়া করেন।

প্রসব সহোচর সকলে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীরোগের পীড়া চিকিৎসা নামে পুস্তক একখণ্ড বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দনাথ দে—উনত্রিশ কোণা

বাঙীগ্রাম ১৹

" " সাধুচরণ চাঁদ—পুরী ৭

" " আদ্যানাথ ন্যায়ভূষণ—গৌরীপুর ২

" " অম্বিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী—চাম্বা ফরেষ্ট ৭

" খিদিরপুর বঙ্গ বিদ্যালয়—খিদিরপুর ৪৷৷০

" " চন্দ্রভূষণ তালদার—মালদহ ৭

" " শ্যামচন্দ্র দত্ত—সিরাজগঞ্জ ৭

" " পার্ব্বতীচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ভাগলপুর ৭

" " রসিকচন্দ্র দাস—গোপালদিঘির পাড় ৫

" " উমেশচন্দ্র দে—সোদপুর

" হেনরী উইলিয়ম—মুরশিদাবাদ ১০

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধীয় কয়েকটী

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে মে.অ, চঠি, ধরাত চিঠি মনি অর্ডর, ইহার অন্যথা যাহাতে হইবার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। ৸৬ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে যেন সোমপ্রকাশ সংবাদ অধিক হইলে অবশ্যই মূল্য ফিরাইয়া লেখা হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ ৬ আনা করিয়া পর ৵৹ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ৬ নং ভবনে চাঙড়িপোতা কাঞ্চনপুর যন্ত্রে শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। "প্রবক্ষ্যতাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৪৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৬ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৯ সাল। ১৭ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮২। ২ রা অক্টোবর। | অগ্রিম বাণ্মাসিক ৩৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন

" শিবাক্ষয় ঘৃত " শরীরস্থ পারা নাশকের অব্যর্থ ষধ কি, না, তাহা এই নিম্নের পত্রের দ্বারায়, ধার সর্ব্ব সাধারণে বিবেচনা করুন।

শ্রীযুক্ত কে, সি, চট্টোপাধ্যায়।

শারদাস্থি পুস্তকালয় গরাণহাটা কলিকাতা।

মহাশয়! আপনার আবিষ্কৃত " শিবাক্ষয় ঘৃত " স্থ পারা নাশকের যথার্থই অব্যর্থ মহৌষধ র সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। আমি অধিক দিন হইতে গেল এই রোগাক্রান্ত হইয়া ক্ষণ কষ্ট পাইতেছিলাম; কিন্তু আপনার এই ম ধব এক শিশি মাত্র ব্যবহার করাতেই সমস্ত গর্গ সহিত মূল রোগটী একেবারে বিলক্ষণরূপে রোগা হইয়াছে। মহাশয়ের ঔষধের প্রত্যক্ষ ফল ড আমি মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতেছি এবং মা বিশ্বয় চর্য্য ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইতেছে। নিবেদন ইতি ১৭ ই জ্যৈষ্ঠ—সন ১২৮৯ সাল। বিশেষ উপকৃত ব্যক্তি।

শ্রীনন্দলাল দাস।

কলিকাতা ১৮ নং বেচুচাটার্জ্জির ষ্ট্রীট।

WANTED.

A Head Master for the Harinavi Anglo-Sanscrit School pay Rs 100 per Mensem. Applications with testimonials to be forwarded to Pandit Dwarka Nath Bidyabhusan Editor of the Somaprokash Via G. I. P. Railway Sonapore Post Office. None need apply who have not passed the M. A. Examination of the Calcutta University and who have not filled the Office of Head Master of some aided School or Senior teacher of some Government School for at least a couple of Years.

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেন্ট কফ বটিকা!!!

কফকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, স্বরভঙ্গ, গলেরদ সহিত রক্ত উঠা, সর্দ্দি ও শুষ্ক কাশী সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম গাছগাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আরাটুন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড ডিকেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই ধন্বা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশি এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্ এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন! ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিক (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অবস্থায় সুখসেবা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্যকারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ
বিবমিষা এবং উদ্গারোদ্গম।	বমন শিরঃশূল
পেট সাঁইটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীতভাব।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্বাসনালীপ্রদাহ, অরুচি, শ্বাসকষ্ট, মুখ এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে
নক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ
উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের
তি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই
রাগ্য হয়।

অদ্ভুত-দি

Adventures of Quixote.

মূল্য দেড় টাকা।

নং ৯৭ কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী।

শৈলবালা। (নূতন উপন্যাস।

একজন পরিব্রাজক প্রণীত আট পেজি ফরমা
পৃষ্ঠা; মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। পুস্তক খানি
করিয়া গ্রন্থকারের রচনা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হই-
; আর্য্যদর্পণ) অনেক কাল এরূপ উৎকৃষ্ট নবেল
াদের হস্তে পড়ে নাই (আনন্দবাজার পত্রিকা)
ার নিকট প্রাপ্তব্য। মেডিকেল লাইব্রেরী
নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক
রণার্থ প্রকাশিত মহাভারত এবং রামায়ণের
অথবা অনুবাদ যাঁহারা প্রথম হইতে ২। ১ খণ্ড
রাছেন, তাঁহারা অবশিষ্ট খণ্ড সকল শেষ পর্য্যন্ত
পির নিমিত্ত আমার নিকট পত্র লোক কিম্বা
যুক্ত ডাক মাসুল প্রেরণ করিলে অবিলম্বে
বেন।

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি

বর্দ্ধমান রাজবাটী।

স্থান পরিবর্ত্তন।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় আগামী ১ লা আশ্বিনে
ং মির্জাপুর ষ্ট্রীট হইতে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট
নং বাটীতে উঠিয়া যাইবে।

সীতানাথ দত্ত অতঃপর আর আমার সহকারী
, অতএব তাঁহার নামে যিনি যাহা পাঠাইতেন
স্তই আমার নামে পাঠাইবেন।

১৮৮১—৮২ সালের ক্যাটেলগের নির্দ্দিষ্ট কমিশন
পেক্ষা অনেক স্থলে বেশী কমিশন দেওয়া হই-
ছে। উক্ত ক্যাটেলগের লিখিত পুস্তক ব্যতীত নূতন
াতন, ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও হিন্দীতে
র চারি শতাধিক প্রকারের পুস্তক বিক্রয়ার্থ জমা
য়াছে। নবেম্বর মাসে নূতন ক্যাটেলগ প্রস্তুত
লে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

হদানীং রীতিমত বিলাতী পুস্তকের কারবার আরম্ভ করা হইয়াছে। স্কুল ও কালেজের পাঠ্য বিবিধ পুস্তক বিলাত হইতে ইণ্ডেণ্ট করিয়া আনা হইয়াছে ও ক্রমান্বয়ে আমদানী হইতেছে—কিছু কিছু নাটক নভেল ও পারিতোষিক পুস্তকও আছে।

১৮৮৩ সালের এণ্ট্রান্স কোর্স (Golden Deeds) শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে।

বিলাতী পুস্তকে এক্সচেঞ্জ ধরিয়া লওয়া যায় না। কতকগুলি পুস্তক ব্যতীত সমস্ত পুস্তকেই পুস্তক ব্যবসায়ীদিগকে রীতিমত কমিশন দেওয়া যায়।

মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য " ভ্যালু-পেএবল্ পোষ্টে " পুস্তক পাঠাইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

পারফিউম্‌ড্ হেয়ার অয়েল।

ইহা মর্দ্দন করিলে মস্তকের খুস্কি ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারিত হয়, মস্তিষ্ক সর্ব্বদা শীতল থাকে ও কেশ সুন্দর, কোমল, সুচিকণ ও সুগন্ধ বিশিষ্ট হয় এবং ইহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়। মূল্য ১ বোতল ৸০, ১ ডজন ৮।০ ও প্যাকিং প্রতি বোতল।০ আনা।

কোল্ডড্রন্ কেষ্টর অয়েল ... ... ১ বোতল ৸০
পিওর সেণ্টলেস্ কোকোয়ানট অয়েল ১ বোতল ৸০

কেশমোহন বসাক এণ্ড সনস
৩ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।

সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের দ্রষ্টব্য।

কবিতা কোরক মূল্য ।৵০ মাশুল ৵১০।

* * ইহার * * পাঠ করিয়া আমরা পরিতোষ লাভ করিয়াছি। অন্যান্যগুলিও আমোদের প্রীতিকর * *।—সোম। আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—* * ইহার কবিতাগুলি কোমল, মসৃণ ও শ্রুতিসুখকর হইয়াছে। উহার অনেকগুলিতে প্রকৃত কবিত্ব প্রকাশিত আছে। * *। মেদিনীপুর, পাহাড়িপুর, মঙ্গলাতলায় বাবু মোক্ষদাচরণ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

এক জন কর্ম্মচারির প্রয়োজন।

মাসিক বেতন ১৫ টাকা। ৫। ৬ হাজার টাকা শালিয়ানা আদায় করিতে হইবে। অতএব বিশ্বাসার্থ এক হাজার টাকা ডিপজিট দিতে হইবে। আবাদে থাকিতে হইবে। অতএব আবাদের কাজ জানা
জমিদারী সেরেস্তার কাজও জানা চাই। সর্ব্বদা স
বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। অতএব স
উদ্যুক্ত শ্রমশীল হওয়া ও কাজে ভেদ থাকা চ
এই সকল নিয়মে যিনি প্রার্থী হইতে চান, সে
প্রকাশ কার্য্যাসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রব
নিকটে আগমন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জা
পারিবেন।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকা

সেবনাল্লভ্যতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ই
পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্র
জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাট
উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার ক
ষ্ট্রীটে ৩২। ৩৩ নং ইম্পিরিএল ড্রগিষ্টস হলে প্র
এবং বিক্রীত হয়।

বেঙ্গ পোয়া বোতলের মাশুল মূল্য ৸০ ও ডা
প্যাকিং খরচ ।৵০ একত্রে এক টাকা চারি আনা ম

প্রেরিতপত্র

৺ ডাক্তার ভোলানাথ বসু।

পাঠকবর্গ! গত সপ্তাহে আপনা-দিগকে আমাদের
শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ বল
হইয়াছেন, আবার এ সপ্তাহে আমরা নিতান্ত শো
সন্তপ্তহৃদয়ে আর একটী নিদারুণ সংবাদ প্র
করিয়া আপনাদিগকে ব্যথিত করিতে চলিল
ভারতের প্রিয়তম, বঙ্গদেশের প্রিয়পুত্র, চিকিৎ
সমাজের রত্নমুকুট, ভারতের অদ্বিতীয় কি আই
প্রথম এম,ডি, উপাধিধারী, চামকের বস্তুকুল কে
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারেরি মেম্বর, ফরিদপু
ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার ভো
নাথ বসু এম, ডি, এম, আর, সি, এস, আ
ভূমণ্ডলে নাই! গত ২২ এ সেপ্টেম্বর শুক্র
রাত্রি দুই ঘটিকা ৫৩ মিনিটের সময় তিনি ত
কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গাস্থ বাটীতে, ধাড়মা
(কারবঙ্কল) রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বর্গধামে
করিয়াছেন!! ডাক্তার বসুর বয়স ন্যূনাধিক
বৎসর হইয়াছিল। সুশিক্ষা সদ্‌গুণের প্রসূতি স্ব
মানবগণ সুশিক্ষিত হইলে যে সকল গুণগ্র
অধিকারী হন, ডাক্তার বসুতে তাহার অনেক

সোম প্রকাশ

১৭ ই আশ্বিন সোমবার।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও দেশীয় যাত্রী।

আজ কাল সিমলা পাহাড়ে একটী সভা অধি হইতেছে। ঐ সভায় রেলওয়ের অনেকগুলি পক্ষ উপস্থিত থাকিয়া কোন্ কোন্ বিষয়ে উপায় অবলম্বন করিলে রেলসম্বন্ধীয় কার্য্যের ভাল সাধিত হইতে পারিবে তাহা স্থির করিবেন এতদ্দেশীয় যাবতীয় যাত্রিগণের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ভ শ্রেণীর দেশীয় যাত্রিগণ রেলওয়ে কোম্পানির আয়ের স্থান; সুতরাং ইহাঁরা যাহাতে সুখে স্বচ্ছ যাতায়াত করিতে পারেন, তাদৃশ সদুপায় উদ্ভ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গবর্ণমেণ্ট রেল কোম্পানির এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ বি উদ্যোগী হইয়া আছেন, তাহা আমরা স্বীকার ক কিন্তু নিম্ন শ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিদিগের গর্ব্বে, এবং অবিচারে উপরিতন অধ্যক্ষগণের উ ফলবান হইতে পায় না। তাঁহারা দরিদ্র লো প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন। শ্রেণীস্থ যাত্রিগণের যে যে বিষয়ে অত্যাচার থাকে, সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে আমরা গুটিক বলিতেছি। আমাদের উল্লিখিত কষ্টগুলি কর্ত্তৃপক্ষী যদপি মোচন করিতে পারেন, তবে সাধা সম্পূর্ণ উপকার হইবে।

প্রথম, টিকিট লইবার কষ্ট। এই দরুণ প্রায় বড় বড় ষ্টেষনেই ঘটিয়া থাকে। এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি ষ্টেষণে যাত্র টিকিট লইবার যেরূপ শশানশায়িত শবের সঙ্গে তুলনা বিধান করিতেছে, ষ্টেষণে একবারে ছে ছিঁড়ি কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছে। যমদণ্ডের ন টিকিট ঘরের ক্ষুদ্র দ্বারে সর্ব্বাগ্রে যাইবার নি সকলেই ব্যস্ত; মানুষের হুড়াহুড়ি, পায়ের ঠু ঠুড়ি, তাহার উপর কুযাচোর ও পুলিষের ... খানার পুলিস আর রেলওয়ের পুলিস বিদ্যা হুই একই পদার্থ, গ্রাম্য বিড়াল বনে ...

করি। উপসংহারকালে আমরা দেশীয় এবং ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা আমাদিগের এই পত্রখানি স্ব স্ব সংবাদপত্রে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীঃ

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

সম্পাদক মহাশয়! গত ৯ ই সেপ্টেম্বর ও ১৬ ই সেপ্টেম্বরের বঙ্গবাসীর ক্রোড়পত্রে দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে দুই সর্গ করিয়া বর্দ্ধমানান্তর্গত কুঁকুড়া নিবাসী মহাদেবী-গৌরীকান্তসুত মহাকবি ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল সর্ব্ব প্রথম নূতন মুদ্রিত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। অবশ্য, বাঙ্গালী হইয়া প্রাচীন বাঙ্গালী মহাকবিকে কীটের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বিশেষ "সংস্কৃত ভাষায় বাল্মীকির রামায়ণ, গ্রীকভাষায় ইলিয়াদ, লাটিন ভাষায় ইনিদ, ইংরাজিভাষায় পারেডাইস লষ্ট, বঙ্গভাষায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল সেইরূপ। এ প্রকার মহা কাব্যখানি কীটের খাদ্য হইতেছে দেখিয়া কোন বাঙ্গালীর হৃদয় ব্যথিত না হয়? কিন্তু তা বলিয়া, সাধুজননিন্দিত পথ অবলম্বন করিয়া কে আপনাকে সাধারণের নিকট ঘৃণাস্পদ করিতে ইচ্ছা করেন? যাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজ-সংস্কারক প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণের আধার, যাঁহারা মূর্খ, অশিক্ষিত, অসামাজিকদিগকে উপদেশ দিয়া ঈশ্বর-প্রেরিত ভারতোদ্ধারক বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, যাঁহারা সুরাপান, বেশ্যাসক্তি, মিথ্যা চৌর্য্য প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে সাধারণকে উত্তেজিত করেন; সকল প্রাণীকেই যাঁহারা নিজের প্রতিরূপ দেখেন; যাঁহারা নিজের কলুষিত পাকাশ ভাবে অপরের নিন্দা বা অপমান করিবার মানস করনা করেন না, এমন উদার উচ্চদলভুক্ত যোগেন্দ্র বাবু কেন এরূপ করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।

যে হেতু ১২৮৪ সালে আমি সর্ব্বপ্রথম নূতন উক্ত মহাকবির শ্রীধর্ম্মমঙ্গল সোমপ্রকাশাদি মুদ্রিত করিয়া সাধারণের নিকট প্রচার করি। এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সমাচার পত্রে অনেকবার কতক কতক অংশ বাহির হইয়াছিল। সংপ্রকাশিত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল এখনও উক্ত রূপে আছে, কেবল আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব ও পিতৃব্যদেব মহাশয়দিগের মৃত্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ কয়েক পত্র মাত্র ছাপাইয়া আর ছাপাইতে পারি নাই, এবং আর যে ছাপা হইবে না, এ কথা কে বলি পারেন? অতএব শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয় বলিতে পা আমাদের প্রিয় যোগেন্দ্র বাবুর "সর্ব্ব প্রথম নূ মুদ্রিত" কি করিয়া হইল?

একান্ত বশম্বদ
শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘো

'বড়াল ৩৭। ৫৮ যে কা নাক,
গোর মত এই ১ পুলিসবিভাগে
শ করিবার অমনি খুসা
া পাছে নিশিথে ক ্রেলে উদর

শের লোকে লোকারণ্য, ব'
কারের ৫.৮. চাঁড়াইয়া আছেন খটাস খটাস
টিকিট চাহিতেছেন। এক একবার
যাত্রীদিগের সঙ্গে দুইচারি মিষ্ট কথা কহিয়া
দের ব ত করিতেছেন। যাইবা ব্যস্ত হইয়া
ছেন,—"টিকিট দিন বাবু"—বাবু অমনি
ছাতা, খালি দিয়া দিতে মনোযোগ সহকারে
তেছেন। কনষ্টেবলেরা যাত্রীদের
ণ কাণে কি বলে আর ভিতর হইতে টিকিট
নিয়া দেয়।

কোন কোন সময়ে বড় বড় ষ্টেসনগুলিতে এত
হইয়া উঠে যে, টিকিট পাওয়া দুষ্কর হইয়া
। অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া কেহ বা শুধুই
ট পান, কেহ বা কনষ্টেবলকে কিম্বা টিকিট
কে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া টিকিট লাভ
রন। পশ্চিমাঞ্চলেই এই রীতিটী বিশেষ প্রচ-
। ঘুষাচোরেরাও হাত পাতিয়া বলে,—টাকা
টিকিট আনিয়া দিই। অজ্ঞ যাত্রী না বুঝিয়া
পি ঘুষাচোরের হাতে টাকা দিল, তবে সে
ও প্রস্থান করিল কালও প্রস্থান করিল।

আজ কয়েক দিবস অতীত হইল, আমাদের
নক বান্ধব রাত্রিকালের গাড়িতে পূর্ব্বাঞ্চলে
সিতেছিলেন সে রাত্রিতে ষ্টেসনে অধিক
ভা ছিল না। তথাপি যাত্রিদিগের টিকিট পাওয়া
র হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার কারণ, মহামান্য
কের মালিক মহোদয় শ্রীযুক্ত টিকটবাবু বাহা-
পনার গুণের সিংহাসন হইতে হুকুম জারি করি-
ছিলেন,—"ঘুষের ভিতর কেহ হাত দিও না।"
স্থিত কনষ্টেবলেরাও সকলকে দ্বারের ভিতর হাত
ে নিষেধ করিতেছিল: সুতরাং যাত্রিগণ টাকা
ত দাঁড়াইয়াছিল। কনষ্টেবলটী এক এক বার
দিগের কাণে কাণে কি বলিতেছিল, আর টিকিট
নিয়া দিতেছিল। আমাদের আত্মীয় বাটিমহাশয়
াইয়া দ্বারের ভিতর টাকা দিতেছেন, ইতাবসরে
ষ্টেবল আসিয়া হাত ধরিল: আত্মীয়টী বলি-
ন,—"এ কি তুমি আমার হাত ধর কেন
মাকে টাকা দিয়া টিকিট লইতে দিবে না?"
ন ভিতর হইতে বাবুটী বলিলেন,—"আপনি
ন না।" ইহার তাৎপর্য্য কি, বোধ করি
াদিগকে তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিতে হইবে না।
দিগের নিকট হইতে টাকা লইবার আর একটী
উপায় আছে। টিকট বাবুরা ভিন আস্তিনের
কামা পরিয়া থাকেন। বেশ ঢাকা দিলে, বাবুজি মহাশয়
দিগকে তাহার এক আধটী আস্তিনের
ভিতর সরাইয়া কম করিয়া ফেলেন, সুতরাং সহজে
ইন অল্প যাত্রিকে পুরস্কার প্রদানের দিতে হয়।
এই সমস্ত অসঙ্কুচিতচিত্ত মুখ কর্ম্মচারিদিগের
কদাচার দেখিলে বাদসাহ আমলের লালা কায়েত
দিগের কুব্যবহার আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়।
বাদসাহী আমলে কায়েতদের অর্থপ্রিয়তা এত প্রবল
ছিল যে, আজ তাহা উদাহরণ স্থানীয় হইয়া আছে,
তাহাদের উৎকোচ গ্রহণ নিবারণার্থ মহাত্মা আকবর
সাহ বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই
কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই কথিত আছে যে,
একবার এক কায়েত কর্ম্মচারীর উপর তিনি
নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে "তোমাকে
যে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহাতেই তুমি উৎকোচ
গ্রহণ কর। তোমাকে কিছুতেই নিবারণ করিতে
পারিলাম না। অতএব এবার তোমাকে অন্য কোন
কার্য্যভার সমর্পণ করিব না। তুমি যমুনাকূলে বসিয়া
তরঙ্গমালা গণনা কর, দেখি—এবার তুমি কিরূপে
উৎকোচ গ্রহণ কর!" বাদসাহের আজ্ঞানুসারে
তিনি যমুনাকূলে গিয়া বসিলেন। তৎকালে আগ্রা
ভারতের রাজধানী ছিল, নানা দেশ দেশান্তর
হইতে তথায় নৌকা আসিত। নৌকা আসিলেই
লালা সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহা আটক করিতেন:
তিনি নাবিকদিগকে বলিতে লাগিলেন, বাদসাহ
তাঁহাকে ঢেউ গণনা করিবার আদেশ দিয়াছেন,
অতএব নৌকা যাতায়াত করিলে ঢেউ গোলমাল
হইয়া যাইবে। অগত্যা নাবিকেরা তাঁহাকে উৎ-
কোচ দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। আকবর
এই সংবাদ পাইয়া বিস্ময়াপন্ন চিত্তে তাঁহাকে কার্য্য
হইতে অবসর দিলেন।

রেলওয়ের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যেও এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি না রাখিলে সাধারণের কষ্ট দুর্ব্বহ হওয়া দুষ্কর।

দ্বিতীয় কষ্ট এই, এক এক কামরায় প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচজন আরোহী বসিবার আদেশ আছে। কিন্তু এটী কেবল কথা মাত্র। কোন পার্ব্বণ উপস্থিত হইলে যাত্রিদিগের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়া থাকে। অধর্ম্মে মামা ঠামিবার জন্য কামরার ভিতর আরোহিদিগকে ঠাসিয়া বোঝাই করা হয়। পাঠকে এখন বলিবার স্থান নাই, তথাপি ষ্টেসন মাষ্টার ও গার্ড সাহেব বাক্য ও মুষ্টি মারিয়া কামরা বন্টাট করিয়া দিতে থাকেন। এ উপদ্রব অনায়াসেই নিবারিত হইতে পারে।

তৃতীয় কষ্ট, যাত্রিদিগের অবস্থিতির স্থানাভা
দূরদেশ হইতে যাত্রী আসিল, বেঞ্চের
সংকুলান নাই। যাত্রীরা কোথায় অবস্থিতি ক
বড় বড় ষ্টেসনে যাত্রিদিগকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গা
প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে হয়; কিন্তু বিশ্রা
তাদৃশ হয় নাই, অতএব তাহাদের কি পর্য্যন্ত
হইয়া থাকে, তাহা বলিবার নহে। বিশেষ
যাহাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক পরিজন থাকে, তাহা
কষ্টের ও অসুবিধার একশেষ হয়। যাত্রিদিগের
নিবারণার্থ রাণাঘাটের কতকগুলি ভদ্র লোক মি
হইয়া একটী হোটেল সংস্থাপন করিয়াছেন, কি
ঐ হোটেল সাধারণ লোকের হিতসাধক
নাই। কোথায় হোটেল আছে, কেহই তাহা জ
নহে। সে কারণ হোটেলের কর্ম্মচারিগণ যা
দিগকে হোটেলে আনিবার জন্য ষ্টেসনে কো
নির নিকট আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁ
দের দরখাস্ত না মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইহার কা
কি, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। হোটে
লের চাপরাশীরা ইংরাজযাত্রিদিগকে ষ্টেসন হই
ডাকিয়া আনে, কই—তাহাদিগকে ত নিষেধ
হয় না।

চতুর্থ কষ্ট, ষ্টেসনের কাইখানা। পাসকোর্ড
মুক্ত ত্যাগের নিমিত্ত যাত্রিদিগকে যে কি পর্য্যন্ত
পাইতে হয়, তাহা বক্তব্যনীয়। একটী ঘরের ভি
ধাদরি ধাদরি খোপ, মাদি মাদি লোক মলমূত্র ত্য
করিতে বসিয়া গিয়াছে। ইহাতে গা ঘিন্‌ঘিন্‌ ক

ষ্টেসনের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে অনেক ভদ্র লোক আছেন, কিন্তু কেবল আরোহী শ্রেণীর যাত্রিদিগকে অভ্যর্থনা করিতে যা আসিতে হয়।

পঞ্চম কষ্ট, মধ্যশ্রেণী ও
শ্রেণীর যাত্রিদিগের ভ্রমণ করিবার লোক নিতান্ত অ
যাঁহারা ধনবান্ নহেন, কিন্তু পথম কিম্বা দ্বি
শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতে পারেন: মফস্বলের বা
গণের সংখ্যা অধিক ষ্টেসনের সংখ্যা তাঁহারা
শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে পারেন না। তাঁ
ভদ্রলোকের হইলেও তাঁহাদের অবস্থা মধ্যম
অতএব যেমন তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমিয়া গিয়া
মধ্যশ্রেণীর ভাড়াও কিঞ্চিৎ কম করিয়া দেওয়া আ
থাকে। তাহার ভাড়া অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধি হই
অনেক ভদ্র লোক এই শ্রেণীতে অনায়াসে যাতা
করিতে সক্ষম হন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে, আমরা ইতি
একটী প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম যে, কলিকাতা হ
এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যে মেলট্রেণ যাতায়াত ক
তাহার সঙ্গে আর তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী সংযো

বে না। এইরূপ প্রস্তাব হই তেছে, ইহা কার্য্যে
ত হইলে সাধারণের পক্ষে দারুণ কষ্ট-
হইয়া উঠিত। কিন্তু সম্প্রতি বেলওয়ের
কগণ এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এক্ষণে মেল-
যেপ্রকার বেগে যাতায়াত করে, নূতন বন্দো-
হইলে আরোহীর গাড়ী সেইরূপ বেগে যাতা-
করিবে কিন্তু, এবং মেলট্রেণের বেগ আরও
ক করিয়া দেওয়া হইবে। এই মেলট্রেণে
ব মিডিয়েট ক্লাস থাকিবে না। কারণ
তে বহুসংখ্যা গাড়ী জুড়িয়া দিলে ট্রেণের বেগা-
ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদের একান্ত
যে, অন্ততঃ ইহাতে দুইখানি মধ্যশ্রেণীর গাড়ী
ত থাকিলে ভাল হয়। এতদ্দ্বারা সাধারণের
ষ উপকার সাধিত হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য।

কৃষিজাত, শিল্পজাত প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের প্রদর্শনী
সমাজের যে কতদূর পর্য্যন্ত উপকার হইয়া থাকে
দ্বারা লোকের মনে যে কতদূর প্রতিযোগিতা
এবং এতদ্দ্বারা যে কি পর্য্যন্ত বাণিজ্য বৃদ্ধি হয়,
রূপ লোকে তাহার কিছুই জ্ঞাত নহে। দশ
রের মধ্যে তিনটী প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এই
টী প্রদর্শনীতেই বহু অর্থব্যয় দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে
প্রকার দ্রব্য সামগ্রী প্রেরিত হইয়াছিল।
ম পারিস নগরের ১৮৭৮ সালের প্রদর্শনী। ইহাতে
বীর নানা স্থান হইতে নানা প্রকার দ্রব্য সংগৃ-
হয়। তৎপরে ১৮৮০ সালে দক্ষিণ সাগরান্তর্গত
জিলাণ্ড দ্বীপের রাজধানী সিডনী নগরের প্রদ-
। ইহাতে মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে
ক প্রকার দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু
ব বিষয় এই, উল্লিখিত উভয় প্রদর্শনীতেই ভার
র্ষের কোন উপকার হয় নাই। কারণ ভারত-
বাণিজ্যের উন্নতি সাধনার্থ যে যে বস্তুর প্রয়োজন হয়
তদ্দ্বারা প্রদর্শনী-প্রেরিত ভারতবর্ষজাত কোন
সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই।
ন্তু, প্রেরিত দ্রব্যের গুণ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত
হলে ভারতবর্ষের কেহই উপস্থিত ছিলেন না।
ই অবস্থা লোকেরা তাহাদের গুণাগুণ না
লে কি জন্য প্রেরিত দ্রব্য ক্রয় করিতে উৎসুক
ন? দ্রব্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত
ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হইল। অনন্তর
১৮৮১ সালে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের মেলবোরন
র প্রদর্শনী হয়, তৎকালে মহাত্মা বক্ সাহেব
অপব্যয় নিবারণার্থ বিশেষ উদ্যোগী হন। তদীয়
হিতৈষণা এবং লোকানুরাগিতা অতীব
সনীয়। বক্ সাহেবের তুল্য নিঃস্বার্থ ব্যক্তি
সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। উক্ত প্রদর্শনীর
সময় তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্য ও কৃষি-
বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। পাছে মেলবোরন প্রদর্শ-
নীতে কোন ব্যাঘাত ঘটে সে কারণ তিনি অবকাশ
গ্রহণ পূর্ব্বক নিজব্যয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে গিয়া সমস্ত
কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। বক্ সাহেবের উদ্যমে
অষ্ট্রেলিয়াবাসিরা ভারতবর্ষজাত দ্রব্যের গুণাগুণ বুঝিয়া
তাহার ক্রেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এতদ্দেশের
অনেক গুলি পণ্যদ্রব্য তাঁহাদের মনোনীত হইয়াছে,
সুতরাং ভারতবর্ষেরও বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত
প্রদর্শনীতে এখানকার সাধারণ রাজকোষ হইতে
৩৬,০০০ টাকা ব্যয়িত হয়; কিন্তু উহা নিরর্থক হয়
নাই। তদ্দ্বারা এদেশের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে।
কোন্ কোন্ দ্রব্যে ভারতবর্ষের বাণিজ্যোন্নতি হইয়াছে
নিম্নধৃত তালিকায় তাহা বিদিত হইবে এবং ঐ প্রদ-
র্শনীর পূর্ব্বে সেই সমস্ত দ্রব্য কত মূল্যে বিক্রীত
হইত আর এক্ষণেই বা কত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে,
তাহাও দর্শিত হইতেছে।

দ্রব্যের নাম	প্রদর্শনীর পূর্ব্বতন মূল্যের পরিমাণ	প্রদর্শনীর পর মূল্যের পরিমাণ
	টাকা	টাকা
কার্পাসজাতদ্রব্য	২১৮	৩৭৪৭
ঔষধি	১৭৬	১৪২৯
চরীতকী	৩১১	৭৯১৬
চর্ম্ম	৫১০	১২,৮১২
লাক্ষা	——	১,৯৯০
খাদ্য সামগ্রী	১১,৮৫৪	৩১,১৭৩
চা	৫,১৫,২০৯	৬৭০,৭০২
চুরট	১,৬১০	৩,৮৭৮

এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যের প্রায়শঃ উক্তরূপের বৃদ্ধি হইতেছে। মেলবোরন এবং সিডনী নগরে ৬টী বৃহৎ দোকান সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় কেবল এতদ্দেশজাত নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে। অতএব মেলবোরণ প্রদর্শনী দ্বারা ভারতবর্ষের যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে, উপরি উদ্ধৃত তালিকাই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

সম্প্রতি আমষ্টার্ডাম নগরে একটী প্রদর্শনী হইবে। পাঠকদিগকে এতদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত করা হইতেছে। আমরা ভরসা করি মেলবোরণ প্রদর্শনীতে গবর্ণমেণ্ট যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা যেন হৃদয়ে জাগরূক থাকে। এই মঙ্গলকর কার্য্যে বাধা-বৃদ্ধি হইলে অভীষ্ট সিদ্ধির প্রত্যাশা নাই। যেখানে যে যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যত্নপূর্ব্বক তাহা সংগ্রহ করা চাই; কেবল বৃথার্থ ভাবে যৎকতগুলা অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যে প্রদর্শনীর স্থান পরিপূর্ণ করিলে সকল যত্ন ব্যর্থ হইয়া যায়। এই কার্য্যে দেশীয় লোক ব্রতী হইলে, কোথায় কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা তিনি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারেন। প্রদর্শনী সভাতেও এতদ্দেশীয় লোক উপস্থিত থাকিলে ভাল হয়, কারণ এদেশীয় লোক ভাবশ্যকীয় দ্রব্যের যাদৃশ গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন বৈদেশিক লোকেরা কখনই তেমন পারিবেন না। এই সকল ভাবিয়া এবার গবর্ণমেণ্ট একজন সুদক্ষ কণ্ঠ ব্যক্তিকে প্রদর্শনীর অধ্যক্ষ করিয়াছেন। এক্ষণে ধনাঢ্য ভূস্বামিগণ আপন আপন জমিদারি অন্তর্গত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়া স্বদেশের হিতসাধন করুন।

আদালতের উপসর্গ।

উপসর্গ ছাড়া কোন বিষয়ই নাই, কোন কালই নাই, ও কোন অবস্থাই নাই। বাল্যকালের উপসর্গ একান্ত পরাধীনতা; যৌবনের ইন্দ্রিয়বিকার; প্রৌঢ়াবস্থায় ধনলোভ; বৃদ্ধাবস্থায় জরা, সান্নিপাতিক বিকারের প্রলাপোক্তি; কণ্ঠাগতের দারুণ পিপাসা; শ্মশানের শিক্ষাবৃত্তি; কিতবেতী কায়স্থের চুরী; বৈদ্যের কৃত্রিম ঔষধ দান; চাকুরের উপরিলাভ; স্ত্রীলোকের প্রগল্‌ভতা, এইরূপ সকল বিষয়েরই যখন উপসর্গ আছে, তখন আদালত কেন উপসর্গবিহীন হইবে, তাহা সম্ভাবিত নহে। কিন্তু আদালতের উপসর্গ থাকাতে সাধারণের মহা অনিষ্ট ঘটিতেছে। অতএব শল্যোদ্ধারের ন্যায় উহার উদ্ধার একান্ত আবশ্যক। সংবাদপত্র সকল বিষয়েরই নিয়ন্তা। আমাদের সর্ব্বশক্তিমান্ গবর্ণমেণ্ট নিজ মহিমায় ও গুণগরিমায় ইহাকে সর্ব্বশক্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার অনধিকৃত কোন বিষয়ই নাই। আমরা যদি উপসর্গগুলির সংশোধন করিয়া আদালতকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিতে পারি, তাহা আমাদিগের অনধিকার চর্চ্চা হইবে না।

প্রথম উপসর্গ—হাকিমদিগের নিভীকিতাপ্রদর্শন। বিচারপতি মহাশয়দিগের মধ্যে এরূপ অনেক গুণধর পুরুষ আছেন, যাঁহারা অর্থী প্রত্যর্থী ও সাক্ষীদিগের জবানবন্দী গ্রহণকালে নানাপ্রকার ভর্ৎসনা ও মুখভঙ্গী করিয়া থাকেন। কোন স্থলে বোধ হয় যেন এ মনিষ্যের লড়াই লাগিয়াছে, কোন স্থানে বোধ হয় যেন বাঘে মুগ শীকার করিতে আসিয়াছে। তাঁহাদিগের মেই দম্ভ বিকট ভ্রূভঙ্গী [illegible] দেখিলে সেই ভীষণ জবানবন্দী দেওয়া [illegible] জবানবন্দীদাতাদিগের বুদ্ধিশুদ্ধি লয় হইয়া যায়। কোন কোন হাকিম যাহাতে আপনার নিকট [illegible] রাখেন। তাঁহারা মেই [illegible] নিয়া [illegible] করিতে থাকে। অন্য [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শরীর উষ্ণ করিয়া তুলে। [illegible] মত ৮টী

কুশিক্ষিত হয়, সুতরাং এ সময় বিদ্যা তুলনা
য়। এরূপ অবস্থায় কর্ত্তিতে চাহার মহাবনা
ও ব্যবহারজীব করি। দেন।

ব্যবহার দিন ... পারিবে.
মহাভোজিদিগের ... প্রকারে সভ্যতা
প্রমাণ ও মন্তব্য।
... সহিত বিচারকদের সভায় প্রবেশ
পিবেন।

বিচারকদের ... বিশেষ
... কোন রূপে উক্ত
... থাকা ও পানিপদচারণাদি দ্বারা
... পরিবাদি পক্ষ
... পরিয়া পক্ষ হওয়া যায়। উহাদিগের বুদ্ধি
... হয় না। ইহানিগের
হইলে সে বিচারের সম্ভাবনা কি? কাত্যায়ন-
... থাকে; এই অর্থ করিয়াছেন।

... নানাদেশের সাক্ষ্যে হইলে তার উচিতে।
নানাদেশেরচরণাৎ ব্যবহারদর্শিভূয়ং।
অর্থী আসিয়া এক প্রকার বলিল, প্রত্যর্থী
সময় অন্য প্রকার বলিল, বিচারপতির মনে নানা
... সন্দেহ করিল, সেই সন্দেহহারী বিচারের
ব্যবহার। কিন্তু বিচারপতির নিজ ব্যবহার
... যদি তত্ত্বনির্ণয়ের নিমিত্ত জন্মে, অর্থিপ্রত্যর্থি
... বুদ্ধি বিলোপাদি দ্বারা যদি প্রকৃত কথা
... না হয়, তাহা হইলে ব্যবহার দর্শন বিড়ম্বনা-
... সন্দেহ নাই।

অর্থী বা প্রত্যর্থীর মিথ্যাবাদিতা সপ্রমাণ করিয়া
নির্ণয় করা ব্যবহারদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য।
... দোষে সেই তত্ত্বনির্ণয়ের ব্যাঘাত হইবে,
... পাপী হইবেন। মনু বলেন,

সাক্ষ্যেঽসম্ভবে কার্য্যং সাক্ষিণঃ প্রাড্‌বিবাকজৈঃ।
... সভ্যসমক্ষং সাক্ষিণঃ প্রাড্‌বিবাকজৈঃ।
... ঋজু, অর্থী ঋজু, যে সমস্ত
... অর্থাৎ মিথ্যা কথা কয়, তাহাদিগ অসত্যের
... পাপ পাইবে পাপী হয়। সাক্ষী যদি ঐরূপ
... তাহারও এক পাপ পাইবে। সভাসদের দোষ
... নিবারণ প্রকাশ নাই; কিন্তু তাহা হইলে সকল এক
... অসত্য কহাতেদোষ হইয়া থাকে। রাজার দোষ
... তাঁহার এক পাদ পাপ হয়।

... বিচারপতি, বিচারপতির
... সভাসদ্‌ তেমন অভিজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা
... বিচারের যে প্রকার সংশোধন হয়,
... এক্ষণে বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করা আব-
... বিচারপতিদিগের কি প্রকার

... হইবে তাহা

বিচারপতিদিগের ঐরূপ দোষের বিশোধনোপায় অনুসন্ধান লইবেন। যাঁহার দোষ প্রমাণ হইবে, সুবিচার না হইলে যেমন উন্নতি প্রতিবন্ধক দণ্ড বিহিত হয়, এ দোষেও সেইরূপ দণ্ড হইবে।

দ্বিতীয় উপসর্গ—বিচারপতির ভ্রান্তি। কোন কোন বিচারপতির এই প্রকার ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা প্রায় সাক্ষ্য সম্বন্ধে অন্যপথে বিচার করেন না; তর্কপ্রধানী হইয়া মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। এক দিকে ধর্ম্ম ও ন্যায়-বল আছে, অন্য দিকে আইনের কিঞ্চিৎ বল আছে। ট্রেনিখিত বিচারপতিরা ন্যায়পথে জলাঞ্জলি দিয়া শেষপথ আশ্রয় করেন। তাহাতে একের সর্ব্বনাশ হউক, ধর্ম্মের অবমাননা হউক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আদালত শাখি স্থান না হইয়া রাজপথ বিচারপতি হইতে বিবাদবৃদ্ধির স্থল হইয়া উঠে এবং সম্বাদিকরণ নাম বিপরীত ধর্ম্ম অবলম্বন করে।

তৃতীয় উপসর্গ—বিচারপতির পক্ষপাতিতা ও ভীরুতা। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন বিচারপতির কোন কারণে কাহার প্রতি অনুগ্রহ, কাহার প্রতি বা নিগ্রহ হয়। বিচার-পতির এ দোষের তুল্য দোষ আর নাই। শাস্ত্র-কারেরা বলেন, বিচারপতিকে রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এখন প্রজার প্রতি অনুকূল। উন্নিখিত লক্ষ্যচ্যুত বিচারপতিরাও প্রায় প্রজার দিকে ঢলিয়া পড়েন। তাঁহারা দৃঢ়হস্তে বিচারের তুলাদণ্ড ধারণ করিতে পারেন না. আমরা একটী প্রমাণ দিতেছি একদা এক ব্যক্তি প্রজার নামে বাকি খাজনার নালিশ করেন। তদবধি সুবিচার হয়। মকদ্দমায় মহামতি বিচারকর্ত্তা জমীদারের পক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন। প্রজা ডিক্রীর পরক্ষণে ডিক্রী টাকা এবং প্রজার পক্ষ-তার পরক্ষণে ছয় টাকা খুচের অনুমতি দিলেন। কেমন পাঠক! এই সকল বিচারপতি মফস্বলে-রদের সম্বন্ধে মন্দ। আমরা দেখিয়াছি কোন কোন বিচারপতি এমনি ভীরু, পাছে তাঁহার দোষ প্রকাশ না থাকে, এই ভয়ে নিজ রায় দ্বারা মকদ্দমা রহিত করেন না।

চতুর্থ উপসর্গ—উকীলগণ। ইহাঁরা পাকা পাড়বিবাক হইয়া ও মধ্যে মধ্যে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পাঠক এই অসম্বন্ধ বাক্যে, এই অসম্বন্ধ পাগল ও মধ্যে মধ্যে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত বিচারপতির কোন মন্ত্রী সভায় নাই, এক্ষণে উকীলরা প্রাড্‌বিবাকের মন্ত্রীস্বরূপ হইয়াছেন। ইহারাই বিচারপতিকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিয়া থাকেন। কিন্তু উকীল দিগের অকালপক্ক বোধ বারণ করিয়া দাঁড়াই-

য়াছে, তাহাতে তাঁহারা বিচারপতির মস্তিষ্ক না করিয়া চালনা করিতে আরম্ভ করিয়া দেন, তাহা হইলে বিচারপতিকে সৎপথে লইয়া যান, তাহা না করিয়া বিচারপতিকে বিভ্রান্ত ক তুলেন। বিচারপতির যদি বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও ধর্ম্মে মতি থাকে, তিনি উকীলদিগের চক্রে প ... আর কোন বাধা মানেন। উকীলরা ... মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করা তাঁহাদিগের ব্য ব্যবসায় হইল, তাহারা ঐ কার্য্যের পক্ষ সমর্থন ক পেটা পেটের নিমিত্ত অবিনামের মালা ধারণ ক ... তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহারা অন্য যে পাপের দেন, এই ভয়ের বিষয়। বি বিচারপতির চক্ষে যে সামান্য নিক্ষেপের পান, উকীল তাহার দিগে ... যে কোন উ ... ক্ষণাৎ বলিবে, ধর্ম্মাবতার লর্ড, তাঁহ এই উকীল অনেকের মুখ

মহারাজ নন্দকুমারের

যিনি একদা পুরুষপরম্পরাগত মান্য মান্য স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে একাধিপত্য ক ছেন; যিনি অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া ভারতের স প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; যিনি বঙ্গ বী বহুযুদ্ধজয়লাভ করিয়া রণজিৎ এই নাম ক করিয়াছিলেন; এক সময় যাঁহার নাম ... করিয়া বিপক্ষগণের হৃদয়ে কম্প, মুখে শো ললাটে স্বেদজল আবির্ভূত হইয়াছিল; যা ... ক্রোধানলে যাঁহার হাত পা ... মন ও বী প্রার্থী হইয়াছিলেন, যেই বীরবর রণজিৎ সিং পুত্র মহারাজ কুমার সিংহ আজ ... ভিক্ষার্থী হইয়াছেন! এ ... ব্যক্তির এ ... উপস্থিত হইয়া ... কোন, এই ... একটী ... উপস্থিত হইল। তিনি ... মাসের ... আপনার পরম ... যে ... অবস্থান ... কোন ... অবস্থান ... কোন ... ভিক্ষা ... হইয়াছেন। ... ব্যক্তির ...

মহারাজ কুমার সিংহ বলেন, "আমি অ

পাবস্থার পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করি
কালে আমার পিতৃবা ও মাতার কর্ত্তৃত্ব ছিল।
সা সৈন্যেরা ক্রমে গর্ব্বিত ও বিদ্রোহী হইয়া
ক্ত পায় হইয়া ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ
এবং সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। ঐ সময়ে যদি
ার রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হইত, আমার কথা
ণে পণ থাকিত না। কিন্তু সদয়হৃদয় লার্ড
র্ডি "পঞ্জাব সিংহের" সহিত যে বন্ধুত্ব ছিল,
স্মরণ করিয়া তাহা করিলেন না। তিনি
াকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং
ী দরবারে আমার বাসতে কোহিনুর শোভিত
য়া দিলেন। তৎকালে যাঁহারা আমার অভি
ন, তাঁহারা স্বাধীনভাবে রাজ্যরক্ষায় সমর্থ না
া ব্রিটিশ সাহায্যের প্রার্থনা করিলেন। ব্রিটিশ
মেণ্ট ভায়রোয়ালে একটি সন্ধি বন্ধন করিয়া
ক্যের সমুদায় বিভাগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃভার গ্রহণ
লেন। ঐ সন্ধিতে দুটী বিষয় বিশেষরূপে
শিত হইয়াছিল। প্রথম, আমার যাবৎ ১৬
র বয়ঃক্রম না হইবে, যাবৎ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট
াকে রক্ষা করিবেন। দ্বিতীয়, আমার রাজ্য
সৈন্য রাখিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন। সৈন্য
র ব্যয়ার্থ নির্দ্দিষ্ট টাকা দেওয়া হইবে। * * *
দুই জন ইংরাজ কর্ম্মচারী আমার স্বাক্ষরিত পত্র
য় মূলতান-দুর্গ অধিকার করিতে যান, কিন্তু
রাধে অবাধাতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের
বরুদ্ধ করেন। মর, এফ, কবি এবং সর হেনরিয়ার্ড
বিদ্রোহির দমনার্থ সৈন্য পাঠাইয়া পাঠাইলেন,
তখন সৈন্য আমার সুবিধার নয়, বলিয়া লর্ড
হাউসী সৈন্য পাঠাইলেন না। পরে বিনা
র্থ যখন সৈন্য পাঠাইয়া দেন, তখন ডেলহাউসী
লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন। যথা—

" লাহোরের প্রধান কর্ম্মচারী কিংবা মুসলমান
ক সাধারণের লোকের মনোগত ভাব না জানিয়া,
কগুলি অন্য লোকে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করি
ত এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা অনুষ্ঠান
ছে। অতএব রাজ্যদিগের দমনার্থে ব্রিটিশ
নার পঞ্জাব-প্রবেশ আবশ্যক হইয়াছে। যে
ব দুষ্টের দমন ও রাজ্যের শান্তি সংস্থাপিত
ইবে, সে পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সৈন্য সেখা হইতে
া পৃথক হইবে না।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে, ব্রিটিশ
াপতি সেচ্ছাক্রমে আমার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ
রেন নাই। অতএব যাঁহারা বলেন, পঞ্জাব
টিশ জাতির ভয়লব্ধ, তাঁহাদের বাক্য সত্য নহে।
সবকিউলার আজ্ঞা মধ্যে এ বিষয়ে লিখিত ছিল,
াহারা নিদ্দোষ এবং মহারাজ দলিপ সিংহের
অবাধ্যতা প্রকাশ করে নাই, তাহারা দোষীদিগের
ন্যায় দণ্ডিত হইবে না।"

যাহা হাউক শান্তি সংস্থাপিত হইলে পর লার্ড ডেল
হাউসি দেখিলেন, আমি নিতান্ত বালক, রাজ্য
লোভ সম্বরণ করাও বড় কঠিন। অতএব তিনি
ভায়রোয়ালের সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আমার রাজ্য ব্রিটিশ
অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন এবং প্রায় ২৫
পাউণ্ড মূল্যের জহরত স্বর্ণ রৌপ্যের থাল ও পরি-
চ্ছদ প্রভৃতি আমার নিজের সম্পত্তি বিক্রয় করি-
লেন। ঐ টাকা সৈন্যদিগকে পুরস্কার দেওয়া
হইল। আমি নিরপরাধ, কখন আমি আমার ক্ষুদ্র
অন্তরেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে উত্তো-
লিত করি নাই; কিন্তু এইরূপে আমার অবাধ্য
প্রজাগণের ন্যায় আমারও দণ্ড হইল, অথচ নির্দ্দো-
ষীর দণ্ড হইবে না বলিয়া সরকিউলার আজ্ঞামধ্যে
লিখিত ছিল।

লার্ড ডেলহাউসি আপনার অন্যায় কার্য্যকে
ন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় ডাইরেক্টর
সভার সিক্রেট কমিটিকে লিখিয়াছিলেন " যাঁহারা
এই বলিয়া আপত্তি করেন, মহারাজ দলিপ সিংহ
বালক, তিনি তাঁহার স্বজাতীয়কৃত অন্যায়ের দায়ী
হইতে পারেন না, অতএব তাঁহার রাজ্য উদ্ধিগ্ন
হইতে পারে না।" কিন্তু আমি তাঁহাদের এ মতের
অনুমোদন করিতে পারি না। আমি সাহস সহ-
কারে বলিতে পারি, এটী আদৌ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই
ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। কারণ ইহা কাহো উপে-
ক্ষিত হইয়াছে এবং মহারাজ দলিপ সিংহের বিষয়েও
ইহা অদ্যাপি হয় নাই। ১৮৪৫ অব্দে খালসা সৈন্যেরা
যখন আমাদের রাজ্য আক্রমণ করে, তখন মহারাজ
ইহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন নাই।
তাঁহার প্রজারা যে কার্য্য করে, তিনি তাহার ফল-
ভোগ হইতেও মুক্তি পাইতে পারেন না। পক্ষান্তরে
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মহারাজের রাজ্যের সার সার
কয়েকটী প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। আর
অধিক প্রদেশ অধিকার করেন নাই বলিয়া তদা-
নীন্তন গবর্ণমেণ্ট প্রশংসিতও হইয়াছিলেন। অতএব
মহারাজ যখন ৮ বৎসর বয়সের সময়ে বালক বলিয়া
দায়িত্ব হইতে মুক্তি পান নাই এখনও তিনি তিন
বৎসর মাত্র বয়োবৃদ্ধি নিবন্ধন বালক বলিয়া দায়িত্ব
হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না।"

লর্ড ডেলহাউসী এইরূপে তর্ক করেন, কিন্তু
তিনি প্রকৃত ঘটনার বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। ১৮৪৫
অব্দে যখন খালসা সৈন্যেরা ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ
করে, তখন আমি একজন স্বাধীন রাজা ছিলাম,
কিন্তু পরে যখন ভায়রোয়াল সন্ধি নিবদ্ধ হয়, তাহার
পর আমি ব্রিটিশ জাতির আশ্রিত ও রক্ষিত হই।
এ অবস্থায় আমার রক্ষাকর্ত্তারা মূলরাজের বিদ্রোহ
দমনে যে উপেক্ষা করিলেন, তজ্জন্যে আমি
কিরূপে দায়ী হইতে পারি? লাহোরস্থ তদানীন্তন
ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট, ঐ বিদ্রোহ দমনের আবশ্যকতার
উল্লেখ করিয়া, পুনঃপুনঃ স্পষ্টাক্ষরে পত্র লিখিয়া-
ছিলেন।

ডেলহাউসী পুনরায় লিখিয়াছেন, " ব্রিটিশ গবর্ণ-
মেণ্ট সন্ধির নিয়ম সকল দৃঢ়তররূপে প্রতিপালন
করিয়াছেন এবং ঐ চুক্তিপত্রের অভিপ্রায় ও লিখন
অনুসারে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিয়াছেন।" এ কথা
সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমার ১৬ বৎসর বয়স
পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমার রাজ্যের শান্তিরক্ষা
ও আমাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করি-
য়াছিলেন, সন্ধির সেই দুটী প্রধান নিয়ম প্রতিপালিত
হয় নাই।

লর্ড ডেলহাউসী আরও বলেন " ব্রিটিশ সৈন্য
যে সাহায্য করে, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা বার্ষিক
২২০০০০০ টাকা দিবার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছিলেন,
কিন্তু সন্ধিবন্ধন অবধি এ পর্য্যন্ত এক টাকাও দেন
নাই।"

উপরি লিখিত বাক্য সত্য নয়। কারণ লাহো-
রস্থ তদানীন্তন প্রতিনিধি রেসিডেণ্ট বলেন যে,
লাহোরস্থ দরবার ব্রিটিশ সমাগারে ১৩৫০৩৭ টাকা
মূল্যের মোহর দিয়াছেন। * * * * *

আমি এইরূপে অতিশয় অন্যায় পূর্ব্বক আমার
রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। লার্ড ডেলহাউ
১৮৫০ অব্দে স্বয়ংই গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে
রাজ্যের উদ্বৃত্ত রাজস্ব ৩০০০০ পাউণ্ড। উহার
এক্ষণে আতিশয্য বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আমার নিজ সম্পত্তির আয় হইতেও অন্যায়রূপে
আমাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ঐ আয় বার্ষিক
১৩০০০০ পাউণ্ড। আমি যখন বালক ছিলাম,
তখন আমার রক্ষাকর্ত্তারা আমার দ্বারা স্বাক্ষর
করাইয়া লন। আমার রাজ্যও যখন এই সময়ে
ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে,
তখন আমার নিজের সম্পত্তি অবশ্য হয়
নাই। অতএব আমি সাহস সহকারে বলিতে
পারি ঐ দলিল বৈধ হয় নাই। আমি এখনও
পঞ্জাবের যথার্থ অধীশ্বর। কিন্তু এখন আমি
এখন তুলিতেছি না, আমি সন্ধিপত্রে কুইনমেরী
ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনতা স্বীকার করিয়া আছি।
আমার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য অপার।

আমি ১০০০০ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি বিনা,
আমার সমুদায় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হই-
য়াছি। অবশিষ্ট ২৫০০০০ পাউণ্ড যেরূপে বিনিয়োগ
করিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

...র পক্ষে আপত্তির আর ... ই, আমাদের ... কর্ম্মচারী স্মিথের আচরণে ... দিগের নিকট সম্পূর্ণ ... ই করিতে ... ই সকল কথা ... আমি, যে স্মিথের ... আমি তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম ও নিযুক্ত রাখিয়াছিলাম, সেই আমি তাহাদিগের প্রতি ... চলাকে দিবে ... হইলাম না। আমি কয়েদী ... দিগকে ... আমার ... ই ... দিগের ... আমার ... ই ... ছিলাম।

...টিশ জাতি নিজ ... স্তম্ভে, ... ধর্ম্মিক ... ই আমার ... করিয়াছিলেন। ... ১৮৬০ ... পাউণ্ড হইয়াছে। উহা ভারত ... রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে।

"সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্টের একটী আইন দ্বারা ... পাউণ্ড আমাকে দেওয়া হইবে। আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পত্তি বিক্রীত ... যাইবে। এইরূপে আমার বিষয় ইংরাজী বাস... হইয়া গেলে আমার বংশাবলীকে অগত্যা ... আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।"

...রের মহারাজ দলিপ সিংহ ব্রিটিশজাতির ... দুঃখের এই আবেদন করিয়া তাঁহাদিগের ... প্রার্থনা করিয়াছেন। পাঠক! দেখিলেন ডলহাউসী অন্যায় কাজের উদাহরণ দ্বারা ... নিজকৃত অন্যায়ের সমর্থন করিয়াছেন। ডাক্তারেরাও এমনি রাজালোলুপ ছিলেন, যে তাঁহারা সেই অন্যায় কার্য্যের অনুমোদন করিয়া ...লেন।

...ল হইতে কারখানা উঠাইয়া নিবার সম্বন্ধে ... লিভারপুল অভিপ্রায়.

প্রস্তুত থাকিলেও অন্যের লাভবান হইবার সম্ভাবনা থাকে না। লার্ড রিপন বাহাদুর এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সম্প্রতি দেশীয় শিল্পের উৎকর্ষ সাধনার্থ বিশিষ্টরূপে চেষ্টা পাইতেছেন। দেশীয়েরা শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা আপনাদিগের অবস্থোন্নতি করিতে সমর্থ হয় এই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। এই নিমিত্ত তিনি জেল হইতে কারখানা সমস্ত উঠাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে এমন কোন শিল্পকার্য্য নাই যাহা এক্ষণে জেলের কয়েদীদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয় না।

যে সকল বাজপুরুষ জেলে নানাপ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করা ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, লার্ড রিপন তাঁহাদিগের যাহা অতি সুন্দর যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করাতে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, এরূপ হইলে জেলের আয়ের ক্ষতি হইবে। কয়েদীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে বহুল অর্থ ব্যয় হইবে, প্রজা সাধারণকে তজ্জন্য নূতন কর প্রদান করিতে হইবে, এক্ষণে কয়েদীরা বহুল পরিমাণে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে বলিয়াই তাহাদিগকে নূতন কর প্রদান করিতে হইতেছে না। অতএব জেলের শিল্পকার্য্যের হ্রাস হইলে তাহাদিগের মহৎ অনিষ্ট হইবে। লার্ড রিপন এতদুত্তরে বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যত কিছু ব্যবসায় করেন তাহার লাভ অথবা ক্ষতি প্রকৃতরূপে গণনা করিবার উপায় থাকে না। সাধারণ ব্যবসায়িগণ আপনাদিগের ব্যবসায়ের যেরূপ হিসাব পত্র রাখেন, গবর্ণমেণ্টের ব্যবসায়ে সেরূপ হিসাব থাকে না। সমস্ত হিসাব সাধারণ রাজস্বের সহিত মিলা হয়, সুতরাং ব্যবসায়ে প্রকৃতপক্ষে কিরূপ লাভ হইতেছে তাহা জানা যায় না। যে সকল কর্ম্মচারীর প্রতি এই কার্য্যের ভার থাকে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের লাভ অথবা ক্ষতিতে আপনাদিগের লাভ অথবা ক্ষতি বোধ করেন না। সুতরাং কিসে কম লাভ বা কিসে বড় ক্ষতি হইল এবং কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ক্ষতি না হয় তাঁহারা তাহা করিতে প্রয়াস পায় না। অতএব ইহার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যে কিরূপ লাভবান হন তাহাও তিনি বলিতে সমর্থ নহেন। আর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য দ্বারা যদি দেশের মঙ্গলের পথ সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোন নূতন কর স্থাপনের আবশ্যক হইলেও প্রজারা তাহা প্রদান করিতে অপারক হইবে। তবে জেল হইতে কলের দ্বারা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া নিকট রহিত হইলে কয়েদীদিগকে পূর্ত্ত বিভাগের কার্য্য অভূতপূর্ব্বে প্রকারে খাটাইতে হইবে, যে তাহাদিগের কষ্ট বৃদ্ধি না হয়, অথচ প্রজার অঙ্কে ব্যয়ভার না পড়ে। জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া এই বিভাগে অধিক পরিমাণে তাহাদিগের কার্য্য করিবার ব্যবস্থা করিলে অবশ্যই উৎকৃষ্ট লাভ হইতে পারিবে। তাঁহার ইচ্ছা এই, যে ... কয়েদীকে নির্দ্দিষ্ট পরিশ্রম করান যা... পরে তাহাদিগকে ছাড়াই করান উচিত ... অন্য কয়েদীদিগকে জেলের ভিতর কাঠ ক... সুরকি কোটা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত রাখা ক... তিনি আরও বলিয়াছেন সাধারণ লোকে যদি ... বিশেষ কার্য্যের জন্য শ্রমজীবির প্রার্থনা ক... তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের নিকট ... কয়েদীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদিগের আহা... ব্যয় গণনা করিয়া কয়েদী দিয়া তাঁহাদিগের সা... করিতে পারেন। তিনি বলেন জেলে কাঠ কাটা ই... প্রস্তুত করা, চট বুনা, সুরকী কোটা প্রভৃতি কা... জন্য গাধাটীর কল আছে, তাহা যদি এক্ষণে প্র... মূল্যে বিক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সে... বাহিরের লোককে ভাড়া দিয়া সাধারণ ব্যবসা... উন্নতিসাধনের চেষ্টা পাওয়া আবশ্যক। অ... এপ্রেল মাস হইতে যাহাতে ইহা কার্য্যে পরিণ... তাহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা।

প্রাপ্ত

মাদ্রাজ যাত্রা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনন্তর আমি সৈদাপেটের বৃহদ্বিদ্যালয় দে... গমন করিলাম। মাদ্রাজ নগর হইতে ঐ স্থান ... ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সেখানে হইতে অশ্ব ... দূরে গেড়ি, তথায় মাদ্রাজের গবর্ণর সাহেব ... গবর্ণরের বাটীর চতুর্দ্দিকে বিস্তর ভূমি পরিবেষ্টিত আছে। সেস্থানে অশ্বারোহী সৈন্য বাস করে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই স্থানটী পাহাড় নহে; কিন্তু মৃত্তিকা ও প্রস্তর দ্বারা উচ্চ করিয়া ঐ স্থানটী নির্ম্মিত হইয়াছে এক্ষণে তাহারা সাধারণকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। সেখানে একটী সুন্দর ... নির্ম্মিত আছে। ছোটলাটসাহেবের যেমন সুন্দর ... দেখিতে কতকগুলি প্রশস্ত পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে ... আছে, এখানেও ঠিক তদ্রূপ। সেখানে গবর্ণর ... উদ্যানের ন্যায় বিস্তীর্ণ, তাহার অভ্যন্তর ... মনোহর বেশ ভূমি আছে। রবার্টসন সাহেব ... অধ্যক্ষ। সেস্থলে একটী কৃষিবিদ্যালয়ও আ... রবার্টসন সাহেবের উদ্যোগে ইহা সংস্থাপিত ... আছে। এই বিদ্যালয়ে নানা স্থানের ছাত্র নি... পঠন করিতেছে,—তন্মধ্যে ইংলণ্ড হইতে শিখ ... রাজ হইতে গুজরাটী ব্রাহ্মণ, পারস্য হইতে ... পারসী ও বাঙ্গালা-দেশ হইতে বাঙ্গালী। ... বিস্তর মাদ্রাজী ত আছেই। বাঙ্গালীর মধ্যে ...

ভার দেখলাম, এক জনের নাম যদুনাথ
স। তাঁহার নিবাস যশোহর জেলা। আর এক
র নাম বরদাকান্ত, তাঁহার নিবাস ঢাকা। যদু-
এই দ্বিতীয় বৎসরের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন
এক বৎসরেই তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইবে। যদু
কৃষিবিদ্যার এতাদৃশ পক্ষপাতী হইয়াছেন যে,
মুখে ইহার সুখ্যাতি ধরে না। পরীক্ষোত্তীর্ণ
তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কৃষিকার্য্য
ধ্বম করিবেন। তিনি মনে মনে এক প্রকার
নিশ্চয় হইয়াছেন যে, চাকরী অপেক্ষা তিনি
নবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে প্রাণযাত্রা
াহ করিতে পারিবেন। বরদাকান্ত এই নূতন
হইয়াছেন। তাঁহার পাঠ সমাপ্তির এখনও
ষ আছে।

আমি যে দিবস এই বিদ্যালয় দর্শনার্থ তথায় উপ
হই, সে দিন সেখানে হলচালনার পরীক্ষা
তেছিল। তত্রত্য গবর্ণর মান্যবর শ্রীযুক্ত গ্রাণ্ট-
ও অন্যান্য অনেকগুলি সাহেব তথায় উপস্থিত
ন। ইংরাজেরা যন্ত্রনাদের পরীক্ষা হইতেছিল।
ই পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন এবং একটী রৌপ্য
পুরস্কার পাইলেন। বাঙ্গালী বালক এত দূরদেশে
বোন্নতি আসিয়াছেন এবং পরীক্ষায় কৃত
হইয়া পারিতোষিক লাভ করিলেন, তদ্দৃষ্টে
ারে আমার চিত্ত প্রফুল্ল উঠিল। ছোট
লের পুত্রেরা এখানে বিদ্যাশিক্ষা করিতে
ন না কেন? তাঁহারা স্বদেশে গোপৎ
সর না করিয়া এখানে আসিয়া কৃষিকার্য্য
করেন, তাহে তাঁহাদের ছারা স্বদেশের বিস্তর
ার সম্ভাবনা। মাসিক বিশটাকা ব্যয় করিতে
ই একটী পরীক্ষায়
ীরা এই বিদ্যা-
রেন করাতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা সৈদাপ
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এণ্ডারসন সাহেবের
ই আবেদন পত্র লিখিয়া করিলেই, তাঁহার নিকটে
অথবা হইতে পারিবেন।

কলেজের পরীক্ষা সম্বন্ধের মানমন্দির দর্শন
করি। পরীক্ষা সম্বন্ধে অতি চমৎকার। ইনি
ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের একজন পরম বন্ধু।
তথায় জ্যোতিষ্কোপযোগী যন্ত্রাদির এমন কোনই
দ্বিতল গৃহের ছাদের উপর উহার মান-
ন, তাহা করিতে উহা প্রায় বিশ হস্ত উচ্চ।
র উপর ছত্রী আছে, এই ছত্রীর উপর কাষ্ঠ-
ত। আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি নিরীক্ষণ করিবার উদ্দেশে
ছাদের কতকাংশ সরাইতে
যায়। রাত্রিকালে চন্দ্র ও তদ্রূপ গ্রহ নক্ষত্রাদি
কে অবস্থিতি করে, অনায়াসে সেইখানকার
তখন সমাকৃতি চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল দৃষ্ট হয়, ঐ
ছাদের নীচে ঠিক নিম্নিত একটী কল আছে, তদ্দ্বারা
ঐ ছাদ যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে সরাইয়া রাখা
যায়। ঐ রূপ দিয়া নভশ্চর জ্যোতির্ম্মণ্ডল
দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছাদটী গুম্বজে
টী বৃহদাকার দূরবীক্ষণ আছে; উহাদেরও এমন
একটী কল সংলগ্ন আছে, তদ্দ্বারা যে দিকে ইচ্ছা সেই
দিকেই উহা ফিরাইতে ঘুরাইতে পারা যায়। ডাক্তার
পশন আমাকে একটী গুম্বজে লইয়া গেলেন।
সর্ব্বাগ্রে তিনি বৃহস্পতি ও শনির দিকেই ছাদ সরা-
ইয়া তৎপ্রতি দূরবীক্ষণ নিরূপণ করিলেন। প্রথমে
শনিদিকে দূরবীক্ষণ সংযোগ করিয়া আমাকে উক্ত
গ্রহ দেখিবার জন্য আদেশ করিলেন। আমি এক-
খানি চৌকীর উপর শয়ন করিয়া শনৈশ্চরকে দেখিতে
লাগিলাম। কলিকাতা নগরে যে সমস্ত দূরবীক্ষণে
গ্রহাদি দেখিয়াছি, এ দূরবীক্ষণটী তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ
উৎকৃষ্ট বোধ হইল। নিরাশ্রয় নেত্রে দেখিলে, শনি
একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র। কিন্তু দূরবীক্ষণে দৃষ্টি
করিলে, ইহা একটী সুন্দর পদার্থ। পাঠক ইংরাজি
জ্যোতিষ পুস্তকে শনিগ্রহের প্রকৃতি দেখিয়া থাকি-
বেন; ইহা গোলাকার, চতুর্দ্দিকে একটী উজ্জ্বল
অঙ্গুরীয়কে পরিবৃত। দূরবীক্ষণে দেখিতে ইহা
মসৃণ মস্তকের ন্যায় ধূসরবর্ণ, তাহার চতুর্দ্দিকে
ধবলবর্ণ রজ্জুর ন্যায় স্থূল একটী আংটা রহিয়াছে
কায়। আছে। শনি অতি চমৎকার। শনির
কথা সুস্পষ্ট প্রায় আর নাই। ইংরেজ বন্ধুর উপরি
লক্ষ্য করিবার সময় উহার অন্তর্ভূমিস্থায় দাগটী
দেখা গেলায়, অতি সূক্ষ্ম দেখিতে ঠিক হয়েছে। দূর-
বীক্ষণ দ্বারা গ্রহনক্ষত্রকে দৃষ্টি করিলেই পৃথিবী মণ্ডলের
আকর্ষণ
যায়। প
অতিক্রম করিতেছে, দূরবীক্ষণ সংযোগ করিয়া কোন গ্রহ
দর্শনে দেখিতে অতিরাত্র মধ্যেই তাহা দূরবী-
ক্ষণের বহু হইতে অপসৃত হয়। তদ্রূপ দূরবী-
ক্ষণের সঙ্গে ঘড়ির কলের সংযোগ আছে। প্রত্যহ
যাইতেছে, এতদ্সঙ্গে দূরবীক্ষণও সরিয়া
যাইতেছে।

পুস্তক সমালোচনা।

উষা-কাব্য। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন
কলিকাতা ১৮৩ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত
মুদ্রিত। এখানি ক্ষুদ্র কাব্য-গ্রন্থ। সীতার প্রতি
উর্ম্মিলা ও কুলবালা দিগের উক্তি এই দুই নাম
অবলম্বন করিয়া এখানি রচিত হইয়াছে। কুল-
বালা দিগের উক্তি নামক কবিতাটী পাঠ করিয়া

অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। সীতার প্রতি উর্ম্মি
নামক কবিতাও গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তির পরিচা
গ্রন্থকার সাধারণের উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত।

পদ্যবিন্দু প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র
প্রণীত। নাগার ভারত সুহৃদ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। এখা
ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ। গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন
বালক ও বালিকা দিগের পাঠ্য অনেকগুলি ক
এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু আ
ছোট ছোট বালকদিগের কবিতা পাঠের
পাত্রী নহি। তাহাদিগের পক্ষে পদ্যের গদ্যে ভা
সংগ্রহ করা সুকঠিন। এই কারণে গদ্যে ভা
দিগের পাঠ্যপুস্তক যত রচিত হয় ততই মঙ্গল।

পাগলের গুপ্ত-কথা। গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশি
কলিকাতা ১৮৩ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট, সৌসিয়েল
মুদ্রিত। বঙ্গ সমাজ রোগে, শোকে, অন্নাভাবে,
সাহ, শ্রম ও অধ্যবসায় বিহনে একে ত জীর্ণ ও শী
জন্য হইয়া আছে, তাহে মোকদ্দমা যন্ত্রণায় ম
তাহাদের কামট সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়তা লাভ করিয়া
এই কারণে বাঙ্গালীর হাস্যরসের পরিসীমা নাই, ই
উপর সেই সকলের অধিকাংশ সদাশয়-মানসে নি
এখন কোন পুস্তক প্রণয়ন করিলেন, তিনিই সমাজে
অশ্রদ্ধার পাত্র, তাঁহার পুস্তক অপাঠ্য, গণিত, তাঁ
অসৎ চেষ্টা যাহাতে ফলবতী না হয় তাহার
সকলেরই এই প্রাণপণে যত্ন করা কিন্তু
কালের বিদ্যা বুদ্ধিমান শিক্ষিত সম্প্রদায় তা
কোন প্রতিবাদ না করিয়া এই শ্রেণীর পু
আনন্দে ক্রোড়ে বসিয়া করিতেছেন। আবা শি
সমাজের কোন কিছু চমৎকারিণী বালকদিগের শি
মাতার কর্ত্তাদাদের কোলে ইহার এক নাম কা
কেহ মুখের পানে নিত্য পড়ে, এই আশঙ্কায় রো
পুস্তক জলদেহের পদ্মা দেন যে তাহা বাঁচা
বকাটে হইবার এমনই উপায় কুরুচিপূর্ণ নাটক
উপন্যাসাদি ক্রয় করিয়া থাকে। যাহা হউক আম
সভ্যতার দেশি, সেই সমালোচিত পুস্তকের নাম
পুস্তক সমূহ প্রণেতাগণ মুখের বালকদিগের আর
পাত্রপাত্রিকা হইতেছেন। যার আর ভূমিকার আ
নাই। এখন এক পুস্তক প্রকাশ হইলে তাহা
তাহাতে বিজ্ঞ হইয়া প্রাচীনেরা দেশের অবে
বালকগণকে রক্ষা করেন এই তাঁহাদিগের নিক
আমাদিগের বিনয় অনুরোধ একটা পুস্ত
সমালোচন ও তাহার অবমাননা না। পাঠ
পাঠের পক্ষে নিতান্ত হিতকর হইবে। এটী ভেষ
আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

[illegible]

[illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] ১৫ সেপ্টেম্বর। [illegible] ১৫ জন লোকের [illegible]

৭ সেপ্টেম্বর। [illegible] গমন করে। [illegible] ৫০ [illegible] হইয়াছিল, [illegible] ৫ [illegible] ৫ [illegible] ৫

ষ্টকনোট খোয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট তাহার টাকা
প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। নূতন নূতন এক্সপ্ট কয়।
গবর্ণমেণ্ট সাইরেন সেণ্ট এণ্ড্রুসবিদ্যালয়ের চারি
অধ্যয়নার্থীকে আগামী বর্ষে চারিটী বৃত্তি
ন করিবেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন ইউরে-
ন অথবা গ্রাজুয়েট থাকিবে এবং অবশিষ্ট
ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইতে হইবে।
ঙ্গি কি আকাশের চাঁদ? একেই বলে এক
খা বৃত্তি।

ইংরাজী গানের মর্ম্ম এ দিন ভারতবাসীরা
তে পারেন নাই। ইংরাজদিগের নৃত্য দর্শন
লে তাঁহারা ভূতের নৃত্য ও গীত শ্রবণ করিলে
ীর চীৎকার মনে করিতেন। কিন্তু এইবার বুঝি
ঃখের দিন হয়, বিলাতি গান প্রাচ্য ভাষা সমূহে
াদ করিয়া সর্ব্বত্র বিস্তারি করিবার জন্য বিলাতে
টী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাকার প্রধান
রুরা ইহার বিশেষ উদ্যোগী। আমাদিগের গব-
মেণ্টেরও ইহাতে বিশেষ সহানুভূতি আছে।
ং সম্বন্ধে বোম্বাইয়ে একটী সভা হইয়াছে। সভার
ল্প বিষয়ের উন্নতি সাধনের জন্য রাজা শৌরীন্দ্র-
ন ঠাকুরকে অনুরোধ করা হইয়াছে। তিনিও
সভার সম্পর্কিত বিষয়ের উন্নতিকল্পে বিশিষ্ট যত্ন-
হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি বার প্রকার বিভিন্ন
বিশিষ্ট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গীত সভায় গাইয়া-
ছেন। কলিকাতাতেও এই নিমিত্ত একটী সভা
ণের বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ চেষ্টা আছে।
দিন চাঁদা হইতেছে।
োয়ার ঃ ফুনজিবা নামে একজন সাহেব
কোন গুপ্ত ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ
ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ

রাধে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করেন, সুতরাং
কেহ উহাতে স্বাক্ষর করিতে অভিলাষী হইল
। সম্প্রতি পাটনায়ও ঠিক এইরূপ ঘটনা হই
ছে। মতিউল্লা নামে এক ব্যক্তিকে করদাতৃগণের
র অধ্যক্ষ প্রভৃতি করদাতাদিগের নামে সহি
ইবার নিমিত্ত একখানি পুস্তক দিয়া পাঠাইয়া
, পশ্চিমদেশ হইতে এক ব্যক্তি আপনাকে পুলিস
চার্য বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাকে থানায় টানিয়া
া নাম এবং আটক করিয়া রাখে। অনন্তর
তথাকার রাজপুরুষগণের উত্তেজনায় এই
হইয়াছে। বিচার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই।
রা বহিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভয়ে
ল হইয়াছেন।

শ্রীশচন্দ্র মিত্র নামক একটী সম্ভ্রান্ত যুবা দার-
তে একটী ইউরোপীয় রমণীকে আক্রমণ
তে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হোয়াইট সাহেব তাহার
বৎসর কারাবাসের আদেশ দেন, শুনা যায়
মকদ্দমার বিচারকালে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া রায়
তে ভুলিয়া যান। তিনি মৌখিক দণ্ডাজ্ঞা
পরে শ্রীশের পক্ষ ব্যারিষ্টার আপীল করিবার
রায়ের নকল চাহিলে সাহেবের রায় লিখিবার
মনে পড়ে। বিচারপতির পক্ষে ক্রোধে আত্ম
ত বড় দোষের কথা।

আমাদের মোকামস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন
২২ এ সেপ্টেম্বর রাত্রি ৩ টার সময়ে একজন
ষ্টেট রেলওয়ের গার্ড বাড় ষ্টেশনে ১৪
মাল গাড়িতে কাটা পড়িয়াছে। ঐ সময়
তে গাড়িতে রাস্তা বন্ধ থাকায় সাহেব সঙ্গে
রে যাইবার জন্য শিকলের উপর দিয়া যাইতে
এমন সময়ে গাড়িখানি কিঞ্চিৎ পিছনে
তে পদস্খলিত হইয়া রেলের উপরে পড়িয়া
ও গাড়িখানি তাহার উরুদেশ ভগ্ন করিয়া
া যায়, ইহাতে কিছুক্ষণ পরেই সাহেবের মৃত্যু

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কুলের
া) কচিপাতা ৩ টী হইতে ৯ টী লবণের সহিত
খাইয়া বাসি জলের সহিত খাইলে রক্ত আমা-
একবারে আরোগ্য হয়।

উক্ত মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরম
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
। দেখা হইলে পরম হংস বলিলেন আমি একটী
পঙ্কিল স্রোতস্বতী প্রকাণ্ড সাগরে আসিয়া
য়াছি। বিদ্যাসাগর বলিলেন পূজ্য! ভাবিয়া
ন সমুদ্র লবণজলে পরিপূর্ণ, মধুরজলা স্রোত-
তাহাতে সঙ্গত হইলে সে ও লবণাক্ত এবং
মাধুর্য্য পরিশূন্য হইয়া পড়ে। পরমহংস বলি-
লেন এ ত অবিদ্যাসাগর নয়, এ যে বিদ্যাসাগর
ইহার জলস্পর্শে আমি ভগবান হইলাম। বিদ্যা
সাগর বলিলেন সাগরে ভয়ানক বিঘ্ন বিপদের সম্ভা
বনা, তাহার গভীর জলে ভীষণ জলজন্তু সকল বাস
করে। পরমহংস বলিলেন সমুদ্রের গভীর তলে
কি রত্ন নাই? সেই সকল রত্নের অন্বেষণে আমি
এখানে আসিয়াছি। সাগর উহার গুপ্ত রত্নরাশির
জন্য প্রসিদ্ধ। বিদ্যাসাগর! তোমার মূল্য অপরি-
মেয়।

কলিকাতায় পুলিসের এত ধুমধাম এত আড়ম্বর
তাহাতেই যখন দিনে দুপুরে ডাকাইতি হইতেছে,
তখন মফস্বলে যে কথায় কথায় খুন জখম হইবে,
তাহার আর বিচিত্র কি? সে দিন একজন মাড়য়ারী
বোড়াসাঁকো নিবাসী প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় নামে
একজন নেটিব ডাক্তারকে রোগী দেখিতে হইবে
বলিয়া বড় বাজারে একটী বাটীতে লইয়া যায়।
উপরের ঘরে যাইলে পরে মাড়য়ারী একটী বালিসকে
দেখাইয়া চিকিৎসা করিতে বলে, প্রিয় বাবু ইহাতে
তামাসা জ্ঞান করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিবামাত্র
৪। ৫ জন লোকে ছুরিকা হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল
এবং প্রাণবিনাশের ভয় দেখাইয়া ঘড়ী চেইন প্রভৃতি
যাহা কিছু ছিল, সমস্ত কাড়িয়া লইল। প্রিয়বাবু
পুলিসে সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে ধরায় লইয়া
আসিয়া দেখিলেন বাটীর চাবি বন্ধ। কিন্তু পুলিস
জাম্পিয়া প্রবেশ করিয়া কাহারও অনুসন্ধান পাই-
লেন না।

ঢাকার একখানি সংবাদপত্রে দেখা গেল, ভবতা
আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট লয়েড সাহেব, তাঁহার আমলা
দীনবন্ধু বাবুর প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন।
দীনবন্ধু বাবু সাধারণ নিয়মানুসারে সাহেবের নিকট
একটী মকদ্দমায় একজন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ
কালে, সেই মকদ্দমার অপর দু-জন সাক্ষীকে আনা-
স্থরে রাখিবার আদেশ দেন। সাহেব তাঁহার এই
অপরাধে বার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া গম্ভীরভাবে বলি-
লেন "তোমারা হুকুমসে বাহের রাখা যায়গা,
তোম্ আপনার নিকালো" দীনবন্ধু বাবু অপমানিত
হইয়া বলিলেন, সাহেব আপীস হইতে বাহির হই-
বার হুকুম দিবেন না। কারণ ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে
নিতান্ত অপমানজনক। সাহেব ইহাতে অধিকতর
ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটস্থ কনষ্টেবলকে বাহির করিয়া
দিবার হুকুম দিলেন। দীনবন্ধু বাবু বেগতিক দেখিয়া
আপনি বাহিরে গেলেন, তৎপরে ক্রোধ শান্তি
হইলে, তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, অতঃপর আমি
ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে বাহিরে যাইতে কহিলে, তুমি
তদ্দণ্ডেই চলিয়া যাইও, তাহা হইলে আর বিপদের
আশঙ্কা থাকিবে না। যাহা হউক পরামর্শটা ভাল,
শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, অশ্ব দেখিলে শত হস্ত দূরে
যাইবে এবং হস্তীর নিকট হইতে সহস্র হস্ত দূরে
থাকিবে। কিন্তু সাহেব ক্ষেপিলে কত হস্ত দূরে
থাকিতে হইবে?

গত মঙ্গলবার শিমলার রেলওয়ে কনফরেন্স
সভার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তাঁহারা অন্যান্য
নিয়মের মধ্যে এ নিয়মও করিয়াছেন, অতঃপর পাঁচ
সের ওজনের কোন দ্রব্য কেহ ভারতবর্ষের এক
স্থান হইতে অন্য স্থানে রেলওয়ে দ্বারা পাঠাইতে
ইচ্ছা করিলে প্রেরিত স্থান হইতে এক শত মাইলের
জন্য এক টাকা পরে প্রতি শত মাইলে এক আনা
করিয়া মাসুল লইয়া পৌঁছিয়া দিবেন।

অম্বালার ডাকঘরের নিকটে একটী কূপ আছে।
ইহা এরূপ দূষিত যে গত ১৫ ই সেপ্টেম্বর
তিন জন লোক এই কূপে নামিয়া প্রাণত্যাগ
করিয়াছে। ঐ দিবস আপীসের একজন পাখাটানা
কুলী কূপ হইতে এক ঘটি জল আনিতে যায়, হঠাৎ
রজ্জু ছিন্ন হইয়া ঘটিটী পতিত হইলে ঐ ব্যক্তি তাহা
তুলিবার জন্য অবতরণ করে, কিন্তু আর প্রত্যাগমন
করে না, সে যখন কূপে নামিয়াছিল, তখন উপরে
আর দুই জন কুলী ছিল, দ্বিতীয় কুলী এতদ্দর্শনে
কূপে অবতরণ করে এবং সেও আর প্রত্যাগমন
করে না, তৃতীয় ব্যক্তি ডাক পেয়াদা, সে কূপের
মধ্য হইতে অপর দুই জনকে উঠিতে না দেখিয়া
তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং নামে এবং আর
উঠে না। পোষ্ট মাষ্টার সাহেব এই সংবাদ শুনিয়া
স্বয়ং দেখিতে যান এবং স্বয়ং কিয়দ্দূর অবতরণ
করিয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে থাকেন, উপস্থিত
লোকেরা ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করাতে তিনি
জীবন লাভ করিয়াছেন।

১৮৮৩ অব্দের বি, এ, ও বি, এল পরীক্ষা ২ রা
জানুয়ারী মঙ্গলবার আরম্ভ হইবে।

মিশর যুদ্ধ উপলক্ষে অর্ম্মা, বিজাপুর ও পাঞ্জাব
মহারাজ এবং নাভানের রাজা, সাতারার রাজাধী-
রাজ, বায়োদার নবাব ও আলীপুরের আইনীবেদার
বিস্তর অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। যাহা হউক,
তাঁহারা এক একটী উপাধি পাইবার যোগ্য
বটেন।

দুর্গোৎসবের দুটীর পূর্ব্বে কালীঘাট পর্য্যন্ত ট্রাম-
ওয়ে চলিবে।

২৮ এ আগষ্ট জিয়ানার অন্তর্গত পেন্ত নামক
স্থানে ভয়ানক ঝড় ও শীলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।
ইহাতে বড় বড় বৃক্ষ পতিত ও শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হই-
য়াছে। অনেকগুলি লোকের প্রাণত্যাগ করিয়াছে।
ঝড় থামিলে দেখা গিয়াছিল একফুট উচ্চ শীলা
মাটীতে জমিয়াছিল।

কলিকাতা হাইকোর্টের জুলবেক হইতে স্থির
াছে, উড়িষ্যার করদ রাজ্যগুলি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার
র্ভুক্ত নহে, কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর উহাকে
শ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছুক। এই
ণে তিনি এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে উৎসুক
াছেন।

আমেরিকার ছগ্ধ-ব্যবসায়ীরা মাখনতোলা দুগ্ধের
ছ চর্ব্বি মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার পনীর প্রস্তুত
তেছে। তাহারা এক্ষণে এই পনীর বিদেশে
নী করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বদাপেস্ত নামক স্থানে সুন্দরীদিগের পরীক্ষা
ধার জন্য একটী সভা হইয়াছিল। ১৫০ টী সুন্দরী
ী তথায় উপস্থিত হন। তন্মধ্যে ১০ টী সর্ব্বোৎ-
ষ্ঠতাতে সভ্যগণ তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে
ার এবং কাহাকেও বা প্রশংসাপত্র দিয়াছি-
। কর্ণেলীয়া জিকেলি নামক হঙ্গেরির একজন
ল সার্কাসের কন্যা কেবল হীরকখচিত এক
ড়া বলয় লাভ করিয়াছেন। এই অনুপম
ন্দর্য্যশালিনী রমণীর চিত্র পৃথিবীর যাবতীয় সচিত্র
াদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইবে।

মেদিনীপুরের রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ তত্রত্য কলে-
য়ট স্কুলে মাসিক ৫ টাকার একটী বৃত্তি দিবার
ভপ্রায়ে ৬ টাকা সুদের দুই লাখ টাকার
াম্পানীর কাগজ দিয়াছেন। যে বালক প্রবে
কা পরীক্ষায় উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যান্য বালকের
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বৃত্তি
পাইবে, তাহাকে এই বৃত্তি প্রদান করা
বে।

বর্ত্তমান বর্ষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ইংলণ্ডের
পাওনা ১৮৭১৫৬০০০ টাকা পাঠাইতে হইবে।
ার দাঁটা ৩০৬৮৪০০০ টাকা লাগিবে। তবুও
নক মহাপুরুষ ভারতবর্ষ রাখিয়া লাভ নাই
য়া কাঁড়নি গাহিতে ছাড়েন না।

অদ্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনর
নির্ব্বাচন উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট আপীসগুলি বন্ধ
ছে।

আমেরিকার কৃষকেরাই প্রকৃত পরিশ্রমী। তাহা-
গর পরিশ্রমের গুণে তথায় একপ্রকার পাটল
র বৃহৎ কার্পাস জন্মিয়া থাকে। শুনা যায় এক
টী কার্পাস হইতে প্রায় একসের তুলা নির্গত
। আমাদের দেশের কৃষকেরা দেখুক, মরাগঙ্গ
য়া ও লাঙ্গলের ফলের মুখে লম্বুক দিয়া এবং
াহার আমল হইতে যে জমীতে সার দেওয়া হয়
এরূপ জমীতে শুদ্ধ বীজের চারায় এ ফল নয়।

সংবর বলেন "সালেমের রাজায় লিপ্ত বলিয়া
৯ জনের বিচার হইতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে
৩ জনের ১২ মাস কঠিন কারাদণ্ড হইয়াছে। অপ-
রাধ, ইহারা লাঠি লইয়া ভিড়ের ভিতর গিয়াছিল।
আর ৬ জনের হাতে লাঠি ছিল না, ইহারা কেবল
ভিড়ের ভিতর ছিল, এই জন্য তাহাদের ৬ মাস
করিয়া কঠিন মেয়াদের হুকুম হইয়াছে।" দিব্য
সূক্ষ্ম বিচার!

আজ কয়েক দিন যাবৎ পূর্ব্বাকাশে একটী বৃহৎ
ধূমকেতু উদয় হইতেছে। ইহা একটী মহৎ অশুভ
চিহ্ন বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে, জানি না
লোকের এবার আর কত কষ্ট হইবে। সর্ব্বত্রই
পীড়ার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব শুনা যাইতেছে। ইহার
উপর যদি আর কিছু হয়, তাহা হইলে প্রাণ
সংশয়।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট গৃহপালিত পশুদিগের সংক্রা-
মক রোগের বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয়ের জন্য ১৮৮০
অব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ১৪০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া-
ছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কি করেন?

রেওয়ার মহারাজের অধিকারে কয়লার খনি
আবিষ্কৃত হওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কটনি
হইতে সোহাগপুর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে নির্ম্মাণের
সংকল্প করিয়াছেন। রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য
জরিপ হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় যোদ্ধৃপুরুষগণ মিশরযুদ্ধে বীর্য্য
প্রকাশ করাতে সেনাপতি উলসলি বড় খুসী হইয়া
তাহাদিগের ভারতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে এক
বার পিরামিড দেখাইবার অনুমতি দিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে কলিকাতা পুলিসের প্রধান
মাজিষ্ট্রেট মার্সডেন সাহেব ছুটী লইয়া বিলাত যাই-
বেন। ব্যারিষ্টার আণ্ডার্সন সাহেব তৎপরিবর্ত্তে কার্য্য
করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারে
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু পর্ব্বতন
ঘোষ ১৮৮০ অব্দের ৩ আইন অনুসারে কালেক্টরদিগের আপীল
শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামা
গাঙ্গুলী খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

খুলনার অন্তর্গত অলঙ্গাসাহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ সেন বীরভূমের সদর ষ্টেসনে বদলী
হইলেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
ব্যাটরে মদীয়ার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

মাদারীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য পাটনার সদর
বদলী হইলেন।

পুলিস বিভাগ।

ময়মনসিংহের আসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
সাহেব হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

যশোহরের আসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু গো
হরি মল্লিক নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

বগুড়ার পুলিস ইনস্পেক্টার বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপা
ঐ জেলার ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ প্রাপ্ত হইলে

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

নওয়াপালীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ক
ক্টর বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল ও বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রঙ্গপুরের বাবু আনন্দপ্রসাদ সেন ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প
প্রাপ্ত হইলেন।

কটকের প্রতিনিধি দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু কালীকৃষ্ণ
বালেশ্বরের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ৪ আইন
মতে কলিকাতা টাউনের প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

সাতক্ষীরার মুন্সেফ বাবু রমানাথ শীল ত্রিপুরার প্রথম
সিনেট জজ হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

আমাদের মিউনিসিপাল কমিশনর বাবুরা এ
আইনজ্ঞ যে এ বৎসর তাঁহারা যে সকল কর
গণের কর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তৎসমস্ত এ বৎ
আদায় করিতেছেন। এই বে-আইনীর কথা চে
মান বাবুর কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি ঐ কর আ
করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়া
যে, উহা আগামী বৎসর আদায় করাই আইন
মোদিত। ভাল, আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, চে
মান বাবু স্বয়ং আইনজ্ঞ হইয়া মিউনিসিপাল ক
শনর বাবু যদুবন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে শান্তি
হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার প্রকাশ্য রাস্তায় স
তুমি কোন্ আইনের কোন্ ধারার বিধানমতে দি
করিলেন? ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় মে
লের পাঁচ আইনের এও ধারাটি কি তখন ত
স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই?

আত্মশাসন প্রণালী প্রচলন করণার্থ যাঁহারা
বাস্ত, তাঁহাদের বিদিতার্থ করিতেছি যে, সে
মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হ
টন যে কথা কহিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই অনু
হইতেছে যে, আত্মশাসনপ্রণালী ভারতবর্ষে
লিত হইবার বহু বিলম্ব আছে। কারণ, মহাত্ম
লর্ড রিপন যাহাদের ঐ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্র

য়াছেন, তৎসমস্ত অদ্যাপি [illegible] সেক্রেটারি অনু-
দন করেন নাই এবং উঁহা ঐ ভাবে কার্য্যে পরি-
হইবে কি না, তাহাও তিনি বলিতে পারেন
। এ দিকে আমাদের ঘরের ঢেঁকী কুমীর বাবুরা
শাসন প্রণালী প্রচলনের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং
দের কর্ণধার লেপ্টিনেণ্ট কমিশনর মেং মন
উঁহার বিষম বিপত্তি, এমন অবস্থায় আত্মশাসন
ী প্রচলন হওয়া কবে।

লিয়ে বাবুরা আমাদের মিউনিসিপাল কমি-
[illegible] প্রায় সাত হাজার টাকা পাই-
কন্তু তাহাদের বিশ্বাস এই যে, তথাপি রাস্তা-
[illegible] এবং দাতব্য চিকিৎসাল-
[illegible] বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে না,
[illegible] আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান বাবু যে রাস্তার
[illegible], তাহার অপেক্ষাকৃত উন্নতি সাধিত
[illegible] বটে। এতদ্ভিন্ন স্কুল ও নগরের স্বাস্থ্য এবং
[illegible] সাধারণ হিতকর কার্য্যের কিছুমাত্র উন্নতি
[illegible] হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
[illegible]র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
[illegible]মতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।
[illegible] পঞ্চম ভাগ (অষ্টবিংশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাশু ১০
[illegible] দ্বিতীয় ভাগ (চতুস্ত্রিংশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাশু ১০
[illegible] তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মা. ।০
[illegible] বিবেক বিলাস (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মা. ।০
[illegible] এই কয়েক খানি পুস্তক অতি উৎকৃষ্ট কাগজে বাঙ্গালা ভাষায় অতি সরল
[illegible] হইয়াছে। ইহাতে ঐ কালের বালকদিগের যাহা অত্যন্ত আবশ্যক
[illegible] সাধু ও ধর্ম্মের পুস্তক সকলের পাঠ হয়।

শ্রীতুলসীরাম কবিরত্ন
সোমপ্রকাশ সহকারী সম্পাদক।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক
[illegible]তেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের
[illegible] কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
[illegible]য়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

[illegible]লনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
[illegible]ইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
[illegible]াদিসংক্রান্ত সাদরীয় চিঠি ও কাগজ
[illegible]াদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত
উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০ আনা; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ সাধুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং সুনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অষ্ট আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলে লট প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অগ্নিগ্রহণী, মুক্তিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মু
করিয়াছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই
করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পাকিং ৵০ আ

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরা
মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্র
কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম, সরক্ত ও খড়িমা
প্রস্রাব নির্গত হইলে ও মাত্রায় এই ঔষধ সে
তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদ
মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিত
এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা এই স
রোগ জনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্ব
গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রো
সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহো
এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবা
ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সা
পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উ
ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—পাকিং—৵০

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানি
সেবন করিলে শরীরে নূতন রক্ত-কণিকা উ
হয়, এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দু
শারীর-যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শি
পীড়া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশ
হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিম
প্রভৃতি পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশে
যৌবনসুলভাবস্থলভ অপরিমিত লক্ষক্ষয়, অ
ইন্দ্রিয়-পরবশতা বশতঃ ধাতুর দৌর্ব্বল্য ও স্নায়ু
নির্গম, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্বহীনতা) প্রভৃতি রোগ সত্ব
আশু শান্তি হয় এবং সমধিক সন্তানশালী পুষ্টি ক
অসুস্থদেহে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ আর বিদে

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—পাকিং—৵০

চিকুর বিলাসে।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশকী
(টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরি
ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরো
আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—পাকিং ৵০

সুপাচ্য ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ অরায়ুর উপর
দর্শাইয়া অরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বি
যথা: শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা

ানে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, ৬দস্রাব
ধের বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন
ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য
ত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব
তি এই সকল রোগ সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে
ইয়া থাকে।

একশিশার মূল্য —৪ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে যে
াদর প্রশংসাপত্র দিয়াছেন,তন্মধ্যে কতকগুলির
নিম্নে লিখিত হইল।

ক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এস,
অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
ডকড়ী ঘোষ। ঐ
ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ
কলিকাতা।
ধর্ম্মদাস বসু। ঐ
" বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
ঢেকানল কটক।
ক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন।
বর্দ্ধা—মার্গ।
" কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
" উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি
কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা।
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
রাণীগঞ্জ।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই ত্রিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপ-
ত প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা
কণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই
ধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই
কার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত দ্বিবিধ ঔষধের
তাক কৌটার প্যাকিং ডাকমাসুল সমেত মূল্য
টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, কম্প,
া ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর নাশ
রবে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমাসুল
মেত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে
করে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নিবারণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া ৸৵০ অর্দ্ধসের ১৷৵০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক হউক ইহার এক শিশিতে চুল নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী) বাত, ঘূষিত নালঘা, গাত্রে বেদনা, হাত পা ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সময়ে সময়ে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক। মূল্য ছোট শিশি ২৷০ ও বড় ৪৷০ টাকা প্যাকিং ।০।

ঠিকানা—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৪৮ আর, ডি, মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

ধাত্রী শিক্ষাকার ডাং শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব বলিয়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত যত পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে এইটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়।" জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ জ্বর, তাহাতে ইহার নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত।"

প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১৷০, কমিশন্ শতকরা ১৫৲। এক ডজনের নীচে কমিশন্ নাই। কলিকাতা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীতারাপদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

তৃতীয় সংস্করণ।

অদ্ভুত রহস্য!!—মাসিক পত্র।

(১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় রাহাখরচ ১৸৵০ আনা মাত্র। গ্রাহক মহোদয়গণ! কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে প্রথম হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।!

কার্য্যসম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

(কলিকাতা নর্থ সুবার্ব্বন টালা ২ নং কার্য্যালয়।)

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

"আর্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত"

এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহি
সুপরিচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য দর্শ
বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুস
ইহা তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷০, প্রা
কারীদিগের প্রতি ১৲। শতাধিক অগ্রিম গ্রা
হইয়াছেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে
এরূপ গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচি
গ্রাহকগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

ইসলামপুর
পোষ্ট গোয়াস
জেলা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ একাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের একাদশ সং
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চৈতন্য-চরণ,
সংহিতা, জাতিভেদ, দেবগণের মর্ত্তো আগ
এখন আমাদের পাঠ্য বিষয় কি? ঔলিখ
মৃচ্ছকটিক, সাংখ্যদর্শন, এই ৮ টী বি
সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফ
৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মা
সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহ
মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ স
সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবে
অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট ক
প্রেরিত হয় না।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রেষ্টীট শ্যামপুকুর কলিকাতা।

এই চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্র
ঔষধ পাওয়া যায়। ইদানীং আমরা বহুবিধ
ঔষধ আবিষ্কার করিয়া দুর্দ্দম চিকিৎসাচ্যুত
সকল অল্প সময়ে আরোগ্য করিতেছি। আমা
চিকিৎসাপ্রণালী ও ঔষধ সকলের গুণের প
আমাদের ১২৮৯ সালের বিনপঞ্জিকা সহ ঔ
তালিকা পত্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন।
তালিকা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

যোগসিদ্ধ রস। ইহা সেবনে সপ্তাহ মধ্যে
প্রকার মেহ আরোগ্য হয়। ১ শিশি মূল্য ২ টা
প্যাকিং ৵০।

সঞ্জীবনী রসায়ন। ইহা সেবনে ধাতু তরল,
ক্ষয়, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও সর্ব্বপ্রকার পীড়া সকল আ
হয়। ১ শিশির মূল্য ৩৲ প্যাকিং ৵০।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ বিদি বিদি ও ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট মদনমোহন কলিকাতা।
বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।
এই ঔষধ নিয়মিতকাল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় ...ল আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ ...হার করিলে রোগের বেগ এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ ...হইতে থাকিবে। ক্রমে শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্ত ...দি জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, ...চের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি ...সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বারে ও ...স্বাভাবিক হয়।
...ই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

—:০:—

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।
...রোগের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপ... কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও ...য় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। ...কাতার নিকটস্থ শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের ...সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৸০, ...১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ ...বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

...রিষ্টারী করা (Registered)



সকল প্রকার মেহ রোগের পরী-
ক্ষিত মহৌষধ।
...শিশির মূল্য ১ ৫৹ টাকা, প্যাকিং ।৹ আনা।
...এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস ...ন করিলে নূতন ও পুরাতন মেহ ...প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রস্রাব এবং তৎসংক্রান্ত অব... ...বকালীন জ্বালা ও প্রস্রাবের সহিত শ্বেত ...ও সপুয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শীঘ্র ...ঘ্র পোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শরী... দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত... ...ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ ...ক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ...কারো নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল ...ছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমা... ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এ... বোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক
আরক
প্রতি শিশির মূল্য ২৸০ টাকা, প্যাকিং।০ আনা।
এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন উহা, সেবনে পক্ষান্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা সালসা ও কড়-লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের বাধ স্থানি শিশির গায়ে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।
"আয়ুর্ব্বর্দ্ধন" ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়মাসে মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন পাঠাইলে ১৸০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।
১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।
সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঋতুচ্যুতি আরোগ্য ও প্রসব, ইত্যাদি নিখিলে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।
জল-কোরণ্ড, মাংস-কারণ্ড, ও মৃত্তশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।
প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

মূল্যপ্রাপ্তি।
আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত উত্তরপাড়া পবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক
" বাবু ভুবনমোহন রায়—এলাহাবাদ
" " যদুনাথ মণ্ডল—কলিকাতা
" " রাসবিহারি পাল—ফরিদপুর
" " ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ঘড়িয়াল ডাঙ্গা
" " উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—চাঁদবাজার
" " সারদাপ্রসাদ দে—কলিকাতা
" " দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—রাঁচি
" " গোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত—ব্রহ্মকোলা
" " রামলাল সরকার—শিবসাগর
" " নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী—সিমলাগড়ি
" আকবরআলী খাঁ—মহাদেবপুর
শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী—গোবরডাঙ্গা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী
বিশেষ নিয়ম।
অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।
সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকম... সমেত বার্ষিক ১৹ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ ... অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের ... নাই।
অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডা... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশকুমার চক্রবর্ত্তীর ... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন... সাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ ... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।
যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।
কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি স্কোয়ার ১৷৹ আনা তাহার পর ৷৹ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চামড়িপোতা কলুটোলা যন্ত্রে শ্রীকেদার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি... প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৪৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ২৪ এ আশ্বিন। ইং ১৮৮২। ৯ ই অক্টোবর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ ৪ মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম

বিজ্ঞাপন

নিরুদ্দেশ।

সব ডিঃ সাতক্ষীরার অন্তর্গত টেঙরা ভবানীপুর
সী অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটী
ক বিগত ১২৮৮ সালের ফাল্গুন মাসে বারাসত
জী স্কুলে পড়িবার জন্য বাটী হইতে চলিয়া
। গত ৭ ই আষাঢ় তারিখে ডায়মণ্ড হারবরের
পাতী সুরপুর টেলিগ্রাফ অফীসে কার্য্য শিক্ষা
তেছে এবং বি, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের
ারে আছে ইত্যাদি বিবরণে চিঠি লিখিয়াছিল।
পরে তথা হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার
ন উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। উহার আকৃতি
দর বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। কোন মহাত্মা
কটীর অনুসন্ধান করিয়া আমাকে সংবাদ লিখিলে
াস্থ অনুগৃহীত হইব। উহার অভিভাবকের
ষ্টা নিতান্ত মন্দ, সংবাদদাতা মহাশয়কে পুরস্কৃত
এমন ক্ষমতা নাই।

আকৃতির পরিচয়।

গৌরবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, শরীরের গঠন বলিষ্ঠ, বয়স
২০ বৎসর; অল্প গোঁফ ও দাড়ী উঠিতেছে;
কহিবার পূর্ব্বে প্রায় হাসা করে।

শ্রীচারাধন চট্টোপাধ্যায়।

টেঙরা ভবানীপুর—বাঁশদহা পোষ্ট।

আগামী দুর্গাপূজার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি।

গ্রইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো হইতে আগামী দুর্গা পূজার আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন, এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড় ধুতি, চাদর জোড়া ১৷৵ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত নানা প্রকার তৈয়ারি জামা আল্পাকার ও ছিটের ৸৵০ হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩৲ হইতে ৬৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১৲ হইতে ২৷০ মোজা ॥০, ।৵০, ।০ জোড়া গাটার /১০, ৵০, ।৵, ৸৵ রুমাল রেসমী ১৲ ১৷০ ২৷০, সুতীরুমাল ।০, ৶০, ৵০, /০ তোয়ালে ॥০, ।৵০, ।১০, ৶০, নূতন নূতন ফেসানের প্লেন ও ছিটের ফুলকাটা জামিজ ১৲, ১৷০, ১৷৹, ২৲, ২৷৹, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৩৲ ৯৲ ৭৲, বিলাতস্থ সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হইতে ৩৷০ লেভেণ্ডার ৸৵০ ফ্লরিডা ৸০ পাইভারের ইউডিকলং ৸০, ॥০ অন্যপ্রকার ।০, ৶১০, অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি হেনকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশবিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন ৩৲ ২৷৹, ১৷০, ৸৵০, ।৵০, অটোডিরোজ (অর্থাৎ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৩৲ নিরোলি ২৲, মেকেসার অয়েল ১৷০, ।৵০, উত্তম তাস ।০, ৷৹, ১৲, ২৲, নানাপ্রকার এরারিং জোড়া ।৵০, ।০, ৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার জাল ।০, ।৵০, চিরুনী ৸৵০ হইতে /০ ব্রস ৷৹ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কাপড়ে বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে, প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির ফিতা গজ ২৲ হইতে ৵১০, কমফর্টার, বোতা ও টুপি বুনিবার জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পাউণ্ড এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কারপে বেগ সেটের বোতাম কাগজ, কলম ইত্যাদি বি হয়।

অগ্রিম মণিঅর্ডারের দ্বারা টা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও বে দ্রব্যাদি পাঠাই না।

অগ্নিপুরাণ।

ইহা রাজনীতি, লৌকিকব্যবহার, ভগবানের কীর্ত্তন, বিবিধ ব্রতনিয়ম ও মনোহর সদুপদেশ উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। শারদীয় অবকাশের পর মাসে ৬ ফর্ম্মা খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হই প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০, মফস্বলে ডাকমাসুল লাগি

কলিকাতা ২ নং অভয় ঘোষের লেন, মহাভারত কার্য্যালয়। } প্রকাশক শ্রীহরিদাস মা

GRIMAULT AND CO,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS.
PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

গ্রিমণ্ট এণ্ড কোঃ
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমণ্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোস্তাপের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রিমণ্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক

...দি সাহেবের এই প্রথম ঔষধটী প্রতিশিশি ... টাৎ গোলাকৃতি শিশি ... থাকে। শিশিতে ...ল্ট কোম্পানির নাম মুদ্রিত আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির মাটেরো কাপসিউলস্ ... এবং ইংরেজেরা ... ব্যাধি বিষার ঔষধ)

...বিখ্যাত ডাক্তার সদরলেণ্ড সাহেব গ্রিমল্ট সাহেব এই বাতের কলদায়ক ম্যাটেরো নামক ঔষধ ... পুরাতন গ্রামের রোগে ব্যবস্থা করিয়া ... তাহা বোম্বেগা নামক ঔষধের ন্যায় ... এতদ্দেশীয়ে আস্থার ... এই অঙ্গীকার নাই, পিচকারির ঔষধ ... বাধিতে এবং কাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ...

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

... পাকের এক্ষণ ক্ষমতা যে, যখন প্যাংক্রিয়স ... সহ) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে ... পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন ... অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত ... এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা ... সেবা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য ...ক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ের প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের ক্ষীণতা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	শরীরের ধমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, শ্লৈষ্মিক ...শী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, মুখশূল, ...ঃ অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গুয়ানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ...নেক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ...থা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের ...কৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই ...রোগ্য হয়।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

কফকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ ...শি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সোঁসোঁ, স্বর-ভঙ্গ, গলের সহিত রক্ত উঠা, সজল ও শুষ্ক কাশী ...ক প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম গাছগাছড়ার প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৵০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আপটন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড ষ্টিফেন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

WANTED.

A Head Master for the Harinavi Anglo-Sanscrit School pay Rs 100 per Mensem. Applications with testimonials to be forwarded to Pandit Dwarka Nath Bidyabhoosan Editor of the Somaprokash Via C. S.E. Railway Sonapore Post Office. None need apply who have not passed the M. A. Examination of the Calcutta University and who have not filled the Office of Head Master of some aided School or Senior teacher of some Government School for at least a couple of Years.

" শিবাক্ষর ঘৃত " শরীরস্থ পারা নাশকের অবার্থ মহৌষধ কি, না, তাহা এই বিষয়ের পত্রের দ্বারায়, পুনর্ব্বার সর্ব্ব সাধারণে বিবেচনা করুন।

শ্রীযুক্ত বেচু, সি, চট্টোপাধ্যায়।

শারদাগ্নি পুস্তকালয় গরাণহাটা কলিকাতা।

মহাশয়। আপনার আবিষ্কৃত " শিবাক্ষর ঘৃত " শরীরস্থ পারা নাশকের যথার্থই অবার্থ মহৌষধ নামের সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। আমি প্রায় অধিক দিন হইতে গেল এই রোগাক্রান্ত হইয়া বিলক্ষণ কষ্ট পাইতেছিলাম; কিন্তু আপনার এই মহৌষধ সেবন এক শিশি মাত্র ব্যবহার করাতেই সমস্ত উপসর্গ সহিত মূল রোগটী পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। মহাশয়ের ঔষধের প্রত্যক্ষ ফল লাভে আমি মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতেছি এবং মন বিস্ময় আশ্চর্য্য ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইতেছে। নিবেদন ইতি তাং ১৭ ই ভাদ্র—সন ১২৮৯ সাল। বিশেষ উপকৃত ও চিরবাধিত।

শ্রীনন্দলাল দাস।

কলিকাতা ১৮ নং বেলেটোলা ষ্ট্রীট।

অদ্ভুত-দিগ্বিজয়।

Adventures of Quixote.

মূল্য দেড় টাকা।

নং ৯৭ কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী।

শৈলবালা। (নূতন উপন্যাস।

একজন পরিব্রাজক প্রণীত আট পেজি ফর ১৮০ পৃষ্ঠা; মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। পুস্তক খা পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের রচনা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হ ছি (আর্য্যদর্পণ) অনেক কাল এরূপ উৎকৃষ্ট নবে আমাদের হস্তে পড়ে নাই (আনন্দবাজার পত্রিকা আমার নিকট প্রাপ্তব্য। মেডিকেল লাইব্রে ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

স্থান পরিবর্ত্তন।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় আগামী ১ লা আশ্বি ৩ নং জিঞ্জিপুর ষ্ট্রীট হইতে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রী ১৪৮ নং বাটীতে উঠিয়া যাইবে।

সীতানাথ দত্ত অতঃপর আর আমার সহকা নাই, অতএব তাঁহার নামে যিনি যাহা পাঠাইবে সমস্তই আমার নামে পাঠাইবেন।

১৮৮১—৮২ সালের ক্যাটেলগের নির্দ্দিষ্ট কমিশ অপেক্ষা অনেক স্থলে বেশী কমিশন দেওয়া হ তেছে। উক্ত ক্যাটেলগের লিখিত পুস্তক ব্যতীত নূ পুরাতন, ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও হিন্দী প্রায় চারি শতাধিক প্রকারের পুস্তক বিক্রয়ার্থ হ হইয়াছে। নবেম্বর মাসে নূতন ক্যাটেলগ প্রস্ত হইলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

ইদানীং রীতিমত বিলাতী পুস্তকের কার আরম্ভ করা হইয়াছে। স্কুল ও কালেজের পাঠ্য ব বিধ পুস্তক বিলাত হইতে ইণ্ডেণ্ট করিয়া আনা হ য়াছে ও ক্রমান্বয়ে আমদানী হইতেছে—কিছু নাটক নভেল ও পারিতোষিক পুস্তকও আছে।

১৮৮৩ সালের এণ্ট্রান্স কোর্স (Golden Dee শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে।

বিলাতী পুস্তকে এক্সচেঞ্জ ধরিয়া লওয়া যায় কতকগুলি পুস্তক ব্যতীত সমস্ত পুস্তকেই পু ব্যবসায়ীদিগকে রীতিমত কমিশন দেওয়া যায়।

মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য " ভা পেএবল্ পোষ্টে " পুস্তক পাঠানর প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যা

ম্যানেজার।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকা

সেবনাল্পভ্যতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ই পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্র জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাই উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ ষ্ট্রীটে ৩৫। ৩৬ নং ইণ্ডিয়ান ড্রগিষ্টস কলে প্রস্তুত এবং বিক্রীত হয়।

ছোট পোয়া বোতলের নগদ মূল্য ৸৵০ ও ডাকের প্যাকিং খরচ ।৵০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক বিতরণার্থ প্রকাশিত মহাভারত এবং রামায়ণের মূল অথবা অনুবাদ যাঁহারা প্রথম হইতে ২। ১ খণ্ড পাইয়াছেন, তাঁহারা অবশিষ্ট খণ্ড সকল শেষ পর্য্যন্ত প্রাপ্তির নিমিত্ত আমার নিকট পত্র লেখা কিম্বা উপযুক্ত ডাক মাশুল প্রেরণ করিলে অবিলম্বে পাইবেন।

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি
বর্দ্ধমান রাজবাটী।

পারফিউম্‌ড্ হেয়ার অয়েল।

ইহা মর্দ্দন করিলে মস্তকের খুস্কি ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারিত হয়, মস্তিষ্ক সর্ব্বদা শীতল থাকে ও কেশ সুন্দর, কোমল, সুচিক্কণ ও সুগন্ধ বিশিষ্ট হয় এবং ইহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়। মূল্য ১ বোতল ৸০, ১ ডজন ৮।০ ও প্যাকিং প্রতি বোতল ।০ আনা।

কোল্ডষ্টুন্ ক্রীমের অয়েল ... ... ১ বোতল ৸০
পিওর সেণ্টলেস্ কোকোয়েনট অয়েল ১ বোতল ৸০
কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট
৩ নং গোপীকৃষ্ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

জমীদার ও প্রজা।

গত মঙ্গলবারের পূর্ব্ব সপ্তাহে "জমিদার ও প্রজা" শীর্ষক একটী প্রস্তাব সোমপ্রকাশে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাবে জমিদার কুল যে সময় অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সম্পাদক অনেক ভ্রম দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি ভ্রম নয় (১)। আমাদের নিজের ভ্রম আমরা স্বমুখেই ব্যক্ত করিয়াছি। আমাদের বিষম ভ্রান্তি হইয়াছিল যে, আমরা নিঃসহায় প্রজা বর্গের দুঃখকাহিনী জমিদারবৎসল সম্পাদকের নিকট প্রকাশ করিয়াছি; যিনি প্রজার দুঃখে কাতর নহেন, আমরা তাদৃশ ব্যক্তিকে প্রজার দুঃখ বলিয়াছি। কিন্তু সে জন্য আমরা সম্পাদকের প্রতি দোষারোপ করিতে পারি না; কারণ পরের দুঃখ না দেখিলে দয়ার উদ্রেক হয় না। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়ের সে অবসর ঘটে নাই। একে তিনি সেকেলে প্রাচীন লোক, অতএব স্বভা-

বতই অতি সরল ও উদার; তাহাতে আ
সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক,—কেবল শাস্ত্রা
চনায় তাঁহার দিন কাল গিয়াছে, তিনি চুলার
কিরূপে জানিবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বি
লোকের জেরফার বুঝেন না, এ কথা তার
চিরপ্রসিদ্ধ। তাহার পর, সম্পাদক মহাশয় চির
অধ্যাপন ব্যবসায়ে ব্রতী ছিলেন, অতএব লোক
পাঠের তাঁহার অবসর কোথায়? নিজে উদার, নি
নিজে দয়াবান্, সুতরাং জগৎকে আত্মবৎ জ্ঞান ক
তেছেন। তবে পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, যে বি
তাঁহার দৃষ্টি (২) নাই, সে বিষয়ে তিনি মত
প্রকাশ করিয়া সাধারণের অপকার করেন কে
এটী দোষ বটে; কিন্তু এ দোষ সম্পাদকের নহে
সমাচারপত্রের। এ দেশে জমিদারেরাই সম
পত্রের প্রতিপালক, জমিদার শ্রেণীর মধ্যেই অ
সংখ্যক ব্যক্তি সংবাদপত্রের গ্রাহক, সে কারণ
দারের মন রক্ষা না করিলে কাজ চলে না, ব্যব
বন্ধ হইয়া যায়। তাই সম্পাদকেরা ইচ্ছা ও প্র
বিপরীত কাজ করেন; সে কারণ সম্পাদক অ
ময় সাধারণ সকলেরই মুখস্বরূপ হইয়া কার্য্য
কেবল প্রধান প্রধান ব্যক্তির প্রতিনিধিস্বরূপ
পড়েন। এটী দোষ, তাহাতে সন্দেহ কি? বা
মূক, সাত চড়েও যাহাদের মুখে বাক্য নাই, ত
দের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।
অপেক্ষা বিলাতী সংবাদপত্রের এই দোষটী অ
প্রবল।

নৌকায় চড়িয়া চলিতে চলিতে স্থল
চাহিলে রোধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে মাটীও চলিতে

(১) আমরা স্বচক্ষে না দেখিয়া ও স্বকর্ণে না শুনিয়া
লিখিয়া থাকি না এবং কাহার পক্ষ হইয়া ও কাহার মুখ
কোন কথা বলি না। আমরা যাহা কথা বলি বা লিখি
আমাদের উহা ঢক্কা। জমীদারের ঘরে আমাদের জ
নাই, বাস ভিটা কাহা জমী খরিদ প্রজা সাত
সম্পর্ক নয়। ব্রাহ্মণকুল আমরা কাহারও মাসহারা ভ
খাইতেছি না কাহারও। প্রত্যক্ষে ভিটি ও মহাশয়
ভয়ই আছে। সকলের-চেয়ে বড় ভয় মনুই
বিলাতের [illegible]

(২) [illegible]

...ন্তা মনে চলিতেছেন, এই কারণে নিশ্চল প...
...ও চালাইতেছে, তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস হয়।...
...দের নিকে নাম লিখিয়া রাখেন, তখনও তিনি...
...কের নাম দেখিতে পাইতেন। নিবেদনপত্রে লি...
...ছি, আমরা সম্পাদক মহাশয়কেই অত্যাচারী...
...। ইহাদের [illegible] মধ্যে কেহই [illegible], নায়...
...প্রকৃত নহে। আছেন,...
...কথা বটে; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত...
...য়, যেখানে উপর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া...
...।

...লোক লিখিয়াছেন, প্রজারা ধর্ম্মঘট করে;...
...কথা ক...ই, তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই।...
...রা অন্য প্রকারদিগকে মাটী (৩) করেন,—...
...না হইলে মাটী নিশ্চিন্ত হয় না। তৎপরে তাহা...
...ক নামোপকার কুমারক পুরাইয়া থাকেন,—কৃষ্ণ...
...চকে পুরিয়া ঘটি হয়, টহা সম্পাদকের...
...য়া দেখা উচিত ছিল। অবশেষে জমিদার...
...ন পণ করিয়া বসেন, সেই পণে প্রজাদিগকে...
...ধিয়া থাকেন। এতগুলি ব্যাপারের পর যদি...
...মিদার যখন প্রজাদিগকে জ্বালাইয়া পোড়া...
...খার করিয়া ফেলেন, যখন তাহাদের পরিত্রাণের...
...উপায় থাকে না, তখন হয় তাহারা গ্রাম পরি...
...করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করে, না হয় সকলে...
...মিলিত হয়। তখন প্রজাগণ মিলিত হইয়া...
...কে বাঁধিতে পারে না; কিন্তু জমিদারের...
...ত্তী হইতেও হয়; জমিদার সকলকে তাড়া...
...রাশি রাশি ডিক্রী মিলিত হইয়া বুক ফুলাইয়া...
...সে তাড়াইবে যাহা পাইবে তাহাই উসুল...
...পারিবে।

...ইহা অনুমানমূলে কোন কথা বলিতেছি না,...
...বের সহিত দেখা করিয়াছি; স্বচক্ষে জমিদা...
...অবস্থা দেখিয়াছি,—এক স্থানে নয়, এমন এক...

...) [illegible] আবার কোন...

...

...

ন , নায়েবের অত্যাচার বাক্ত করিলেন। কিন্তু
রচক জমীদার তাহার কোন প্রতিকারোপায়
লেন না। নায়েব সরকারে খুসী হইয়া পাঠাইলেন
পরিশোধের জন্য তাঁহার দেহনের প্রায় দিগুণ
ক কিস্তিবন্দী হইল। নায়েব সেই টাকা কোথায়
বেন ?

* * কর্ম্মকার এবং একজন কৈবর্ত্ত পুরু জমি-
দত্ত পাকা দলিল রাখে। তাহাদের দলিল
াইবার জন্য জমীদার সে সকল অসদুপায় অব
ন করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত। ইনি শুধু
ও অনেক জানেন। রসিদে একপ্রকার জমা
খেত থাকে, প্রজার নিকট আর এক প্রকার জমা
য় করেন। যাহার তিন টাকা জমা, রসিদে
টাকা চৌদ্দ আনা লিখিলেন, কিন্তু আদায়
বার সময় তিন টাকাই আদায় করিলেন। এই
দুই তিন বৎসর করিয়া প্রজার নিকট খাজনা
া করেন না। পরে বাকি খাজনার নালিশ
ন এবং আদালতে বেশী জমা দেখাইয়া বসেন।
ার বড় তামাসা হইয়াছিল। গমস্তা যেমন
আদায় করিয়াছিলেন, জমাওয়াসিলবাকির
য় সেইরূপ টাকা জমা করা হইয়াছিল। কব-
লিখিত মত বেশী জমা কাগজে লিখিত হয়
। পরে দুই জনের নামে বাকি খাজনার নালিশ
করা হইল। মুন্সেফ জমাওয়াসিল বাকি
ও দেখিতে চাহিলেন। দেখেন যেখানে উ
হরের নাম, সেখানেই জমা কাটিয়া খড়ী দ্বারা
খসিয়া অন্য অঙ্ক লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে।
ন মহাফাপরা হইয়া উঠিলেন। গমস্তার মনি-
কাছে অনেক উৎকোচ খাইলেন। এত অম-
যোগ্যতা ? পাঠক ! বেশ ন্যায়পরতা, ?
আর কত অত্যাচার বলিব ? পূর্ব্বে বেতে

ও,তারা কখন জমিদারের খাজনা বন্ধ করে না।
পায় অন্য যে জমা বৃদ্ধি (?) করিবার চেষ্টা
ন , সহসা কড়কায় হইতে না পারিলে প্রজার
ট খাজনা গ্রহণ করেন না। প্রজা বাধ্যহয়
ম আদালতে দাখিল করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠে,
াং জমীদারের সঙ্গে তখন একটা বন্দোবস্ত
া হয়। তবে অবশ্য স্বীকার করি, অন্যান্য-
অনেক প্রজা নিয়মিত সময়ের মধ্যে দেয়

) জমাবন্দী হইলে প্রজার সহিত জমীদারের
পাটা ও কবুলতি হয়। প্রজারা যে জমি ভোগ
থাকে, তাহা বাহির করিয়া তাহাদের একটা প্রমাণ
। অন্ততঃ থাকুক আর না থাকুক, আবশ্যক পড়িলে
াজনা দিতে চায় না, এটা জমীদারের প্রধান বিবাদ
অন্যতর কারণ। সো—শ।

খাজনা আদায় করিতে পারে না। তাহারা দুঃশীল লোক নহে, ভূমিতে ফসল না হওয়াতেই টাকা দেওয়ায় ব্যাঘাত জন্মে। তদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা অতি পরিশ্রমী হইয়া কখন অপব্যয় করে নাই। কেবল খাজনা বলিয়া নয়, পরের পাওনা তাহারা দিতে জানে না। লোককে ফাকি দিতে তাহারা মূর্ত্তিমন্ত পুরুষ। এই শ্রেণীর লোকের নিকট খাজনা আদায় করা কঠিন। ইহারা টাকা উড়াইতে পারিলে আর কিছুই চায় না।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে বড় একটা লাঠি সোঁটা নাই। সেখানে অনেক সুশিক্ষিত ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি আছেন, সুতরাং জমীদারেরা ছল চাতুরীর দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লন। তবে এককালে মারপিট নাই, এমত নহে * * পত্তনিদার তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ইঁহার নায়েব প্রজাগণের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করিয়া দিতেছে। জরিমানা দিয়া আর মার খাইয়া তাহাদের জীবন সংশয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাগণ পত্তনিদারের নিকট পুনঃ পুনঃ আপনাদের দুঃখের বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিল, কিন্তু কোন প্রতীকার হইল না।

কলিকাতার যত দূরবর্ত্তী স্থানে যাইবে, পত্তনিদার ও দরপত্তনিদার যে কীদৃশী মূর্ত্তির মানুষ, তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে। পত্তনিদার গ্রামে আসিয়া বলিলেন,—" আমি পত্তনি লইয়াছি, আমার কিছু সংস্থান করিয়া দাও।" প্রজার আর কিরূপ, জমাতে কিরূপ উপস্বত্ব হয়, কাহারও পাকা দলিল পত্র আছে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই। প্রজার কোন উপকার কালে কিছু জমা বৃদ্ধি হইতে পারে কি না, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। পত্তনিদার হইয়াছেন, এই তাহার মাশুল অধিকার; সুতরাং প্রজার উপর অত্যাচার করিতে ত্রুটি নাই। পত্তনিদার ও দরপত্তনিদার প্রজার উপর কিরূপ অত্যাচার করেন, এবং তাঁহাদের নায়ের গমস্তা প্রভৃতি কিরূপ ব্যবহার করে, আমরা তাহা আগামী বারে প্রকাশ করিব।

আমরা প্রদ্ধাস্পদ সম্পাদকের মতের প্রতিবাদ করিতেছি না; কিন্তু তাঁহার অনভিজ্ঞতার (৮)

(৮) আমাদের অনভিজ্ঞতা নয়, লেখকের ই আমরা অভিজ্ঞতা দেখিতেছি। যাহাহউক, সেজন্যে আমরা লেখক মহোদয়কে কিছু মাত্র দোষী মানিতেছি না, প্রত্যুত যেমন, তাঁহার সকল খবরটা না দিয়া যদি অসম্পূর্ণ খবর দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহাকে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। আমাদের মনে হয় যে তাঁহার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তাহা নহে, তবে সন্দেহ নাই। * * কারণ, আমরা কোন জমীদারকে কোন প্রজার অনিষ্ট করিতে দেখিতে পাই না, আমরা জমীদারের অতি কোমল ভাব দেখিতে পাই, তাহার কোন

জন্য প্রজাবর্গের সর্ব্বনাশ হয়, ইহা কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। জমীদারে প্রজায় কীদৃশ বিষময় সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তাহার যথাযথ বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিব। সম্পাদককে গুরুতুল্য সম্মান করি, তিনি অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীঃ—

সোমপ্রকাশ

২৪ এ আশ্বিন সোমবার।

লর্ড রিপনের শাসনে আমাদের সকল ক্ষোভ মিটিতেছে না কেন ?

সুরাজার শাসনে প্রজা সুখী হয়, অবিবেচক স্বেচ্ছাচারী নৃপতির শাসনাধীনে প্রজার কষ্টের পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে। লর্ড রিপন আমাদের পরম ধার্ম্মিক শাসনকর্ত্তা, তাঁহার সদ্গুণের তুলনা নাই ; এবং তদীয় রাজস্বসচিব মেজর বেয়ারিং বুদ্ধি-বিবেচনায় অদ্বিতীয়, তথাপি আমাদিগকে নানা কারণে দুঃখিত হইতে হয় কেন ? আমাদের গবর্ণর জেনরল ও প্রজাবৎসল ; কিসে ভারতের উন্নতি হইবে, তৎপ্রতি তাঁহার তীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষে এত গোলযোগ কেন ? পাঠক ! ইহার একটী প্রবল কারণ আছে ; ইংলণ্ডে সাধারণ মত অত্যন্ত প্রবল ; তথাকার জনসাধারণে যে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, রাজা তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না। অতএব, রাজা পিতা শাসনকর্ত্তা স্বয়ং ন্যায়পরায়ণ, ধার্ম্মিক ও প্রজাবৎসল হইলেও তাঁহারা আপনাদের ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে পারেন না রাজ্যের প্রধান হইলেও পরাধীন।

ভারতবর্ষ-শাসন-সম্বন্ধে ইংরাজজাতির অভিসন্ধি এই যে, ইংলণ্ডের ষোল আনা স্বার্থ রক্ষা করিয়া যদ্যপি আরবদেশের কোন উপকার করিতে পারা যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই, যদ্যপি ইংলণ্ডের এক তৃতীয়াংশ লাভের হানি হয়, তবে ভারতের সর্ব্বনাশ হউক, সেজন্য তাঁহারা কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। আপনার ষোল আনা লাভ দেখা করিয়া তৎপরে দয়া দাক্ষিণ্য ও ন্যায়পরতা ! ইংলণ্ড নিতান্ত অর্থলিপ্সাচ্ছন্ন দেশ

সুতরাং অবলম্বনপূর্ব্বক ন্যায়ের সংরোধ করে। তাহা করিলেই কার্য্যের যথার্থ সিদ্ধি হয় না। তমীদার প্রজার ভোগে ইচ্ছেদ করিতে যেরূপ বলেন, তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না, অথচ প্রজাকে সুযোগ পাইলেই ঠকাইতে ছাড়েন না। যদি ভিন্ন ভাবে তাহাদের প্রবৃত্তি চেষ্টার বিপরীত হয়, যাহাতে জমীদারের সহযোগিতা হয়, সকলে মিলিত হইয়া সেই চেষ্টা পাওয়াই উচিত। সো—শ।

...র অধিক আয়ু পাইয়া কেবল তাহাদিগের চেষ্ট...লিতেছে, সুতরাং আমাদের সাড়ে তিন সোল আনা ...হয়া থাকেন। সেই দিবস এই রাজনীতির দ্বারা ...চালিত হইতেছেন। ...র্ড রিপনের ইচ্ছা আছে ...সন্ধকোচনের আমাদের মঙ্গল করেন; কিন্তু ...র স্বাধীনতা কোথায়? তাঁহাকে মনস্তাপে জর ...হইতে হইয়াছে; তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কত ...করিতেছে। তিনি যদিও ইংলণ্ডের সাধা...রণের উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষের দুঃখ প্রস্তাব ...করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিয়া ...প্রস্থান করিতে হইবে। আমাদের যতটুকু ...হইয়াছে, আর ততটুকুও হইবে না; ...র কোন উচ্চপদ ভিন্ন হরাশয় ব্যক্তি গবর্ণর জেনরল ...আসিবেন, ভারতবর্ষকে একেবারে অন্ধতমসে ...তুলিবেন। সদাশয় গবর্ণর জেনরেল আসিলে ...দের যতদূর উপকার হইতে পারে, তাহা হই...; আর অধিক প্রত্যাশা নাই। উপরি উপরি ...শাদা সিধা উপকার ভিন্ন অধিক কিছু হিত ...পারিবে না। ইংলণ্ড যাবৎ তাঁহার স্বার্থ...বিস্মৃত না হইবেন, তৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের ...প চক্ষে থাকিয়া যাইবে। এক্ষণে যাহাতে ভার...র্ষের সাধারণ মত প্রবল হইয়া উঠে, ভারতবর্ষ ...তে প্রবল হইয়া আপনার স্বার্থ রক্ষা করিতে ...ধিকার হইয়া উঠিতে পারেন, তাহাই করা ...। ইহার সদুপায় এই, সাধারণ ভারতবাসীর ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে দুটী মহাসভা হওয়া হউক। ঐ সভার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের কোন ...থাকিবে না। উহা সাধারণ পক্ষপাতের সভা ...। হিন্দু, মুসলমান, পারসী প্রভৃতি ভারত ...র সকল জাতির প্রতিনিধি ঐ সভায় উপস্থিত ...বেন। সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভারতবর্ষের সমস্ত ...র নিকট হইতে চাঁদা সংগৃহীত হউক। এখানে ...মেণ্ট যে সমস্ত অনিষ্টকর কার্য্য করিবেন, সভা ...পদ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে থাকুন, ...তেও যে সভা থাকিবে, সেখানে পার্লিয়ামেণ্টের ...দের কাছে বসিয়া সভা নিয়ত চীৎকার করুন। ...তে যদাপি জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতেও ...ত কাতর হইবেন না; এইরূপ কঠোর উপায় ...লম্বন না করিলে ভারতবর্ষ দিন দিন উৎসন্ন ...বে; ক্রমে ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসনে দলিত হইয়া ...কগুলি আকাঙ্ক্ষাহীন ক্রীত দাসের বাসভূমিতে ...ণত হইয়া পড়িবে।

জয়পুরাধিপ ও ইণ্ডিয়ন মিরর।

জয়পুরের নূতন রাজা কত দিনের পর আপনার ...তে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আমরা সকাতরান্তঃকরণে ঈশ্ব...রের নিকট এই কামনা করি যে, তিনি স্বর্গীয় মহারাজ রামসিংহের মহদনুষ্ঠানের অনুসারী হইয়া ন্যায়ানুগত নিয়মানুসারে প্রজাপালন করিতে থাকেন। কিন্তু আমরা ইণ্ডিয়ান মিররের একটী যুক্তি দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। আমাদের সহযোগীর একান্ত ইচ্ছা যে, রাজার সুশাসন কর্ম্মচারিদিগকে যেন সত্বর দূরীকৃত করা হয়। সহযোগী এতাদৃশ মতের পক্ষপাতী কেন হইয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। নূতন রাজা রাজপদে অভিষিক্ত হইলে পুরাতন কর্ম্মচারিদিগকে পদচ্যুত করিতে হয়, এ যুক্তি আমরা এই নূতন শুনিলাম। আমরা জানি অযোগ্য ও অবিশ্বাসী কর্ম্মচারীকেই পদচ্যুত করিতে হয়; কিন্তু পুরাতন কর্ম্মচারিকে যে দূরীভূত করিতে হয়, এটী নূতন কথা। যদি ইহাতে কিছু প্রাচীনত্ব থাকে, এ ব্যবহার যদাপি পুরাতন বলিয়া গণ্য হয়, তবে সেটী সুবিবেচক রাজার কার্য্য নহে। যে সকল রাজা নিতান্ত মূর্খ, কুমন্ত্রীর প্ররোনায় পরিচালিত হইয়া থাকেন, তাঁহারাই এইরূপ আচরণ করেন; কিন্তু উহা দারুণ অমঙ্গলকর, সন্দেহ নাই। বিশ্বাসী পুরাতন কর্ম্মচারী দ্বারা রাজ্যের সম্পূর্ণ উপকার হইয়া থাকে। রাজা রাজপদে নূতন অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্যের কিছুই বুঝিতে পারেন না, তাদৃশ স্থলে পুরাতন মন্ত্রীই প্রধান সহায়। ইতিহাস ও পুরাণাদিতে এই নীতি দৃষ্ট হয়। রাজা রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া পুরাতন মন্ত্রীর যথোচিত আদর করিয়া থাকেন, তাঁহাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করেন। যেখানে ইহার অন্যথা ঘটিয়াছে, সেখানে বিপদও অধিক দূরবর্ত্তী হয় নাই। নূতন রাজা একে যৌবনসম্পন্ন, তাহাতে প্রভুতা ও সম্পত্তি নূতন হাতে আইসে, এদিকে আবার রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞতা, সুতরাং পদে পদে প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। ঈদৃশ রাজার স্বতই এই ইচ্ছা হইবে যে সমবয়স্ক চোকরা চোকরা হইয়া গুলি সর্ব্বদা কাছে থাকিবে, মনের মত কথাগুলি বলিবে; সর্ব্বদা তাহি বয়স্যদিগকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিবেন, অনিত্য জীবনটা এই এক রকম হাস তামাসায় কাটিবে। এইরূপে কত বড় মানুষের ছেলে মাটি হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, এইরূপে যে, কত জমিদারের ঘর অন্ধকারে গিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। এই রূপে যে, কত প্রবল রাজ্য ধ্বংসের হইয়াছেন, তাহার গণনা করিতে পারেন না। ইণ্ডিয়ান মিরার এবে কি যুক্তিতে ঈদৃশ কুপরামর্শ দিতেছেন বলিতে পারি না।

আমরা জানি, শ্রীযুক্ত বাবু কালিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মৃত মহারাজ রামসিংহের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন; তাঁহার প্রভুভক্তি, বিশ্বাস, কার্য্যচতুরতা প্রভৃতি সদ্গুণ সকল প্রশংসিত। তিনি রামসিং... সময়ে রাজ্যের সমধিক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। ...জা অতীব বিজ্ঞ ও লোকচিত্তজ্ঞ ছিলেন; ... যেমন প্রকৃতির লোক হউন না, রামসিংহ দণ্ড... নায় তাঁহার চরিত্র স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। অ... সুবর্ণ পরীক্ষা এবং রাজা রামসিংহের নিকট ... পরীক্ষা তুল্য কথা। তাঁহার পরীক্ষায় যে স... লোক উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, আর কি তাঁহাদি... দূরীভূত করা উচিত? যিনি জয়পুরের অমঙ্গল ... করেন, নিশ্চিত—তাঁহার মুখপাত এতাদৃশ ... বিনির্গত হইবে। ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক রা... প্রকৃত অবস্থা সুচারুরূপে অবগত আছেন, ... তিনি কি কারণে এতাদৃশ অসদ্যুক্তির পক্ষ... হইয়াছেন বলিতে পারি না। তাঁহার মহানু... কার্য্য করিলে জয়পুরের অচিরে বিনাশকাল উপ... হইবে, ইহা নিশ্চিত।

ভারতবর্ষীয় মুসলমান জাতির দুরবস্থা।

গত আগষ্ট মাসের "নাইটিন্থ সেঞ্চুরি" ন... বিলাতী মাসিক পত্রে মহাত্মা আমির আলি এ... সুদীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। প্রস্তাবটির নাম "ভা... বর্ষের মুসলমান জাতির আক্ষেপ।" আমরা প্র... বটীর মর্ম্ম পাঠ করিয়া যার পর নাই দুঃখ... পাম। যাহাতে ভারতবর্ষে মুসলমান জাতির উ... হয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার কামনা ক... থাকি। কিন্তু তাঁহারা হিন্দু মুসলমানের ... একটী প্রশস্ত প্রণালী করিতেন, উহা ... বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের সকলের একটী ... সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। আমরা পরস্প... হিতানুষেষণ করিব, পরস্পরের সাহায্যে ... এই আমাদের কামনা। যাহাতে হিন্দু ও মু... মানে বিরোধ না ঘটে, ঈদৃশ উপায় অব... করা কর্ত্তব্য। কিন্তু লেখক মহোদয় যে পথ অব... করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উভয়ের দারুণ বিরোধ ভাব ঘ...

শতাধিক বর্ষ অতীত হইল, মুসলমান ... ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন। প্রধান প্রধান ... মুসলমান কর্ম্মচারিরা স্বদেশে রাজস্ব সংগ্রহ ... তেন। এক্ষণে জমিদারেরা যে ফলভোগ করি... ছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যে অমিদার... দার-শ্রেণী। উদ্ভূত হইয়াছে, পূর্ব্বে স্ব... মুসলমান কর্ম্মচারীদের কৈবর্ত্তকোষে গিয়া ... সাকার রাশি বিশ্রামসুখ উপভোগ করিত। এ... যে স্থলে জমীদারেরা চাষা কৈবর্ত্ত বিধায়, লোক... তদ্রূপ পরিচালন করিতেছেন, পূর্ব্বে তদ্রূপ ... মুসলমান কর্ম্মচারীর আধিপত্য ছিল। লেখক ... চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা মুসলমান কালেক্টারদি...

ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের হস্ত হইতে
তা বিচ্যুত হইয়াছে।

আমরা মুসলমান জাতির নির্ধনতার তিনটী প্রধান
ণ দেখিতে পাই। এক কারণ, পূর্ব্বে তাঁহারা
ন্ত বাসনাসক্ত ছিলেন। ঐহিক সুখ বৃদ্ধি এবং
ধা আড়ম্বরে তাঁহাদের বিস্তর অর্থহানি হইত।
পে সেই দোষ অনেক পরিমাণে সংশোধিত হই-
ছে বটে তথাপি উহা বহুল পরিমাণে তাঁহাদিগের
প্রভাব সহায়তা করিতেছে। আর একটী কারণ,
লমান জাতির দায়ভাগ-পদ্ধতি। হিন্দুদিগের কেবল
গতধন, পুত্রেরাই পৈতৃক ধন অংশ করিয়া লয়,
মুসলমান জাতির সম্পত্তি পুত্রকন্যার মধ্যে ছয়
া দশ আনা অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে; সে কারণ
ন একটী বিষয় অধিককাল থাকিতে পায় না।
খিত উভয় কারণেই ধনবান, মুসলমান জাতির
শী অবনতি ঘটিয়াছে। তৃতীয় কারণ মূর্খতা, হিন্দু-
র ন্যায় মুসলমান জাতি লেখা পড়া শিক্ষায় উৎ
ও অনুরক্ত নহেন। মূর্খের সকলই দোষ। তাহারা
জানে সাংসারিক উন্নতির উপায়, না জান বায়ের
ম সুতরাং ধন সঙ্গতি হইবার সম্ভাবনা কি?

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় পূর্ব্বতন রাজস্ব
গ্রাহকদিগকে কার্য্যচ্যুত করা হয় নাই; পূর্ব্বে
হারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, তাঁহারাই চিরস্থায়ী
বস্তের সময় রাজস্ব সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত
লেন। কেবল যাঁহারা উক্ত কার্য্যে দায়িত্ব
কার করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই কার্য্যচ্যুত
য়াছিলেন। কালসহকারে হিন্দু ও মুসলমান এক
ার প্রজা হইয়া পড়িলেন, সুতরাং রাজার সকল
তেই তাঁহাদের তুল্য অধিকার জন্মিল। নিলামে
হারা জমিদারী সত্ব ক্রয় করিতে পারিলেন, তাঁহা
এক এক জন ধনাঢ্য ভূস্বামী হইয়া উঠিলেন।
তে গবর্ণমেণ্টের কোন অপরাধ দৃষ্ট হয় না।

ৎপরে লেখক মহোদয় দেখাইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের
র্য্যে অধিক সংখ্যক হিন্দু নিযুক্ত আছেন। কিন্তু
লমান জাতির সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আমরা নিম্নে
র একটী তালিকা দিতেছি—

ডিপার্টমেণ্টের নাম।	হিন্দু	মুসলমান	খ্রীষ্টান
অডিটর জেনেরলের প্রাইভেট সেক্রেটারের আফিস	৩	"	১৫
ইনকম ট্যাক্স বিভাগ	৩৮	১	১৮
ইনসপেক্টর জেনেরল অব্ পুলিস বিভাগ	৩০	১	২১
কষ্টম বিভাগ	১৭	"	৫৮
ডিরেক্টর অব্ পবলিক ইনষ্ট্রক্সন	১৮	"	৪৫
হাইকোর্ট ওবিলিন্যাল জুরিস্‌ডিক্সন	১৫	"	৫১
এপিলেট সাইড	২০	৪৭	১১৫
লিগাল রিমেম্ব্রান্সার আফিস	১	"	১১
স্মলকজ কোর্ট	৮	১	১৮
সরভেয়র জেনারল	৫৫	১০	১৮
পবলিক ইনষ্ট্রক্সন	৯১	৩৮	৪২১

মফস্বল।

জেলা	হিন্দু	মুসলমান
বাঁকিপুর	২৫	১৩
ভাগলপুর	১১৩	২২
বগুড়া	৯১	৩৩
বর্দ্ধমান	১১৭	১৪
ফরিদপুর	৩৩৬	৩০
হাবড়া	২০৬	৮
মুর্শিদাবাদ	৩৫৩	৩৯
ময়মনসিংহ	৩২৪	২০
মেদিনীপুর	৪৬০	৩১
পাবনা	১৭৯	২৬
পূর্ণিয়া	১২৯	৫৯
রাজসাহি	২৮৭	৫৭
বরিসাল	৩৮২	৩৪
গয়া	১৫৪	৩১

গেজেটেড আফিসার।

	খ্রীষ্টান	হিন্দু	মুসলমান
হাইকোর্টের জজ	১২	১	"
কন্ফেনাণ্টেড সিবিল সারভেণ্ট	১০৮	৭	"
বে-আইনি মহলে ডিভিসিয়াল আফিসার	১	"	"
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর	৭১	১৫৩	১১
স্মলকজ কোর্টের জজ এবং সব-ডিবিসনাল জজ	১	৮৪	৩
ডিপ্লীক্ট এবং সেসন জজ	১১	১	"
মুন্সেফ	"	২৯৭	১৪
পুলিস	১১৮	৩৮	২
পূর্ত্তবিভাগ	১৬৭	১১৭	১৭
চিকিৎসা বিভাগ	৯৮	২৪	৩
পবলিক ইনষ্ট্রক্সন	৫১	১৮	৬
রেজিষ্ট্রেসন বিভাগ	৭	১৮	৩
ফরেষ্ট, একসাইজ, কর আদায়, কষ্টম, লবণ, আফিম, ষ্ট্যাম্প, ষ্টেসনরী, ট্যাকশাল, করিপ	৩০০	২	"

উপরের তালিকায় যেরূপ কর্ম্মচারীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদপেক্ষা এখন বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা সর্ব্বত্র অল্প তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার একটী বিশেষ কারণ আছে। এতদ্দেশে যতগুলি মুসলমান দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, যাঁহারা সম্প্রতি সংশোধিত হিন্দু, তাঁহারাই এক্ষণকার উচ্চশ্রেণীর মুসলমান হইয়া সমাজে মাননীয় হইয়া আছেন। এবং যাহারা জাতি হিন্দু ছিল, যথা ভাড়ী মুচি, বাগদী ইত্যা তাহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। একে ভারতবর্ষে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান জাতির সংখ্যা নি অল্প, এমন কি—পঞ্চমাংশের একাংশও নহে, তা আবার অনেকেই নীচবংশোদ্ভব। এদেশের মুচি বাগদী প্রভৃতি জাতির এখনও যেমন হইয়া আছে, নীচজাতীয় মুসলমানেরও সেই প্র দুরবস্থা হইয়া রহিয়াছে। অতএব সমস্ত হিন্দুর স ধরিয়া বিচার করিলে আমরাও যেমন ক্ষোভ প্র করিতে পারি, মুসলমানেরা তদপেক্ষা যে, অ প্রকাশ করিতে পারেন, এমত নহে। এখন জাতির মধ্যে নীচ শ্রেণীর লোকের কিছুমাত্র উ হয় নাই, নীচ শ্রেণীর হিন্দুরা যেমন অ অশিক্ষিত হইয়া আছে, মুসলমানদিগের ম নীচ শ্রেণীর লোকের ঠিক তদবস্থা। ইহা হি মুসলমান উভয়েরই তুল্যানুরূপ অনুশোচনার বি

এখন জিজ্ঞাস্য এই, উচ্চ-শ্রেণীর মুসলমান তাদৃশী উন্নতি নাই হয় কেন? তাহার একটী বি কারণ আছে। মুসলমানদিগের জাতাভিমান অ ধিক। পূর্ব্বে মুসলমানেরা যত্নপূর্ব্বক ইংরাজি শি করিতেন না। হিন্দুগণ যেমন ইংরাজি শিক্ষা ক আশঙ্কা করিতেন, জাতি নষ্ট হইবে এই স ইংরাজি শব্দ হিন্দুয়ানী উচ্চারণ করিতেন না, মু মানদের বিদ্বেষ তদপেক্ষা অধিক ছিল, তা ইংরাজি বিদ্যাকে হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা ক তেন। আরবি ও পার্শি এই উভয় ভাষা শি করিতে তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ছিল। ক্রমে হি দিগের মন বিরোধিত হইল, তাঁহারা ইংরাজি শি শিক্ষা করিয়া উন্নতি-মার্গে অগ্রসর হইতে লাগি কিন্তু তখনও মুসলমান জাতি পশ্চাতে পড়িয়া থা লেন। এ কারণ অপেক্ষাকৃত হিন্দুদিগের অধিক উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু বেহারে পূর্ব্বাপর তদ্রূপ মুসলমান বাস করিতেছেন, তথায় এই নিয়ম খা তেছে না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেক ভদ্র মু মানের বাস, তথায় অনেক মুসলমান যথেষ্ট উন্ন লাভ করিয়াছেন। আমরা বলিতে পারি যখন হি দিগের মধ্যে নীচ জাতীয় লোকদের অবস্থা মার্জি হইবে, তখন সাধারণ মুসলমান জাতিও উন্নতি ল করিবে।

উপসংহারে আমরা মুসলমান জাতিকে এই অ রোধ করি, তাঁহারা কোন কারণে হিন্দু ও মুসলম প্রভেদ করিবেন না, তাহা হইলে এই দীন ভারতভূমি চিরকাল দারুণ দুর্দ্দশায় মুহ্যমান থাকি যাহাতে সাধারণ লোকে অকপট ও দৃঢ় সম্বন্ধে নি হয়, এক্ষণে তাহাই করা কর্ত্তব্য।

বেরারে কি সত্য সত্যই খাজনা বন্ধ হইবে?

নিজামের বয়ঃপ্রাপ্তি হইবার সময় উপস্থিত। ...ত অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার রাজ্যলাভে অধিকার ...বে। বেরারের কি গতি হইবে, পররাজ্য ...কদিগের মনে এখন হইতেই এই চিন্তার উদয় ...ছে। বেরার যাহাতে প্রত্যর্পণ করিতে না ... অনেক অনেক পুরুষ তাহারই অনুকূল যুক্তির ...ন করিতেছেন। আমরা জানি গ্রস্ত দ্রব্যের ...দ্ধার করা বড় কঠিন ব্যাপার, তবে ধার্ম্মিক ...কে এখন ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড পরিচালন ...তেছেন এই ভরসা। তিনি যে জ্ঞানকৃত কাহারও ...ন অনিষ্ট করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। পরের ...গ্রহণ করিতে পারিলে গ্রহীতার আনন্দ হয় সত্য, ...াহার যায়, তাহারও যে সেই পরিমাণে ক্ষোভ ও ...য় ইহা যদি লোকে বুঝিত, তাহা হইলে আজ ...াদিগকে এ জন্য আক্ষেপ করিতে হইত না, ...জগতের গতি সেরূপ নহে, স্বার্থানুরোধে কেহ ...ব ধরণ জানে না—কেহ কাহার সুখ দুঃখ ...না। ঈশ্বর প্রবলের সুখ দুঃখের সহিত ...লের সুখ দুঃখের তারতম্য করেন নাই। ইংরাজ ...াদিগণে সর্ব্ব রাজার শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা যদি ...ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা না করেন, তাহা হইলে ...রা কাহার নিকট তাহার প্রত্যাশা করিব? ...রেণ হেষ্টিংস চেত সিংহের রাজ্য গ্রহণ করিলেন, ...ধ্যার নবাবের বেগমদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ ...লেন, ডেলহাউসী পঞ্জাব, নাগপুর, ঝান্সি প্রভৃতি ...গুলি ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিয়া যে অখ্যাতিভাজন ...া গিয়াছেন, তাঁহারা ব্রিটিশ চরিত্রে যেরূপ কলঙ্ক ...ন করিয়াছেন, তাহা শত যুগেও কি আর ...ত হইবে?—অতীত সাক্ষী ইতিহাস ইহার ...র কি বলিবে? তদীয় চরিত পাঠকগণ ইহাকে ...উপকার লাভ করিবেন? এখন যদি আবার ...পুরাতন ভূতপূর্ব্ব কার্য্যের অভিনয় হয়, তাহা ...ই বা লোকে কি বলিবেন।

আমরা যে কারণে আজ এ সকল কথা উত্থাপিত ...াছি তাহা এই:—নিজামের টাইমস পত্রের ...নয়, যে বেরার আবার প্রত্যর্পণ করা হয়। ...ন কতকগুলি প্রবীণ যুক্তির অবতারণা করিয়া ...মের আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ...ন বলিয়াছেন:—

সম্রাট আরঙ্গজেবের আসফ জা নামে এক সেনা- ...ত ছিলেন। তিনি ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের ...নস্থান গ্রহণ করেন। তৎপরে হাইদরাবাদে ...াম এই নামে প্রসিদ্ধ হন ও সময়ে স্বাধীনতা ...ন করেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে ...ন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তদীয় মৃত্যুর পর ২০ বৎসর যাবৎ রাজ্য লইয়া তাঁহার পুত্র ও জ্ঞাতিগণে বিবাদ করে, ১৭৬৮ অব্দে তাহার মীমাংসা হইয়া যায় এবং নিজাম আলী নামক আসফজার এক পুত্র রাজ্যলোভে জ্যেষ্ঠ সহোদর সলাবৎ জঙ্গকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। আসফজার জীবদ্দশায় ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের বিরোধ হয়, উভয়েই তাঁহাকে ও মহারাষ্ট্রীয় রাজগণকে অবলম্বন করেন, কিন্তু তিনি ব্রিটিশ জাতিরই সম্মান রক্ষা করিলেন। ফরাসীরা ইহাতে কুপিত হইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারিকে হস্তগত করেন ও তাঁহারই সৈন্য দ্বারা ইংরাজদিগকে দক্ষিণ ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, ইংরাজেরাই তথায় দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিলেন। নিজাম নিজ রাজ্যে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। ১৮৫৯ অব্দে সলাবৎ জঙ্গ ইহাঁদিগকে মসলিপত্তন ও তাহার পশ্চাৎ কয়েকটী প্রদেশ ছাড়িয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। নিজাম আলী উহা পাকা করিয়া দেন। ইংরাজেরা ইহার পরিবর্ত্তে সৈনিক সাহায্য দানে সম্মত হন। কিছু দিন পরে নিজাম আলী চাইদার আলীর পরামর্শে ইংরাজদিগের প্রতিকূল হইয়া উঠেন। কিন্তু অচিরে তাহার ফলভোগ করিয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহাকে আর কয়েকটী স্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ১৭৮৮ অব্দে গণ্টুর সম্বন্ধে একটী সন্ধি হয়। এ সন্ধি দ্বারা নিজাম যে সকল প্রদেশ ইংরাজদিগকে দিয়াছিলেন, তাহার উদ্বৃত্ত রাজস্ব ইংরাজদিগের নিকটে তাঁহার প্রাপ্য হইল। নিজাম ইহার মীমাংসার জন্য বর্ত্তমান সার সালর জঙ্গের পিতামহ মীর আবদুল কাশিমকে কলিকাতায় লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট প্রেরণ করেন। কর্ণওয়ালিস নিজামের সাহায্যার্থ প্রেরিত ইংরাজ সৈনাদিগকে তাঁহার রাজ্যরক্ষার্থ স্থায়িরূপে নিযুক্ত করিবার অনুমতি দেন। এই ঘটনার পর চাইদার আলীর পুত্র টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়। ইংরাজেরা জয়ী হইয়া উক্ত রাজ্য নিজামকে দিলেন। ইহার রাজস্ব ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় হইত। ইহার পর মহারাষ্ট্রীয়েরা হাইদরাবাদ আক্রমণ করেন ও নিজামকে পর্য্যুদস্ত করিয়া অনেক গুলি স্থান হস্তগত করিয়া লন। ইংরাজেরা এই যুদ্ধে সাহায্য না করাতে নিজাম অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুর সহিত শেষ যুদ্ধ হয়, নিজাম এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের সাহায্য করাতে তাঁহারা প্রত্যুপকার স্বরূপ মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট হইতে নিজামের অপহৃত রাজ্যের উদ্ধার করিয়া সে গুলি ও আর কতকগুলি রাজ্য তাঁহাকে দেন। ইহার সন্ধি হয়, তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট নিজামের সাহায্যার্থ যে সৈনা পাঠাছিলেন, তাহারা তাঁহার সৈন্য বলিয়া পরি হইবে; কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্ত কিছু টাকা বর্ষে ইংরাজদিগকে দিতে হইবে। নিজাম সেই নিয়মিত প্রদান না করাতে এবং রাজ্য শা বিশৃঙ্খলা হওয়াতে ১৮১৭ অব্দে ইংরাজেরা প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এই গোলযোগ উত্ত বর্দ্ধিত হয়। নিজামের অধীনস্থ ইংরাজ সৈ দিগের বায় ব্রিটিশ ধনাগার হইতে হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে এই ঋণের এরূপ হইল যে, ইংরাজদিগের বার্ষিক ১০০০০০০ করিয়া বায় পড়িতে লাগিল। ১৮৫৩ অব্দে যে হয়, তাহাতে এই স্থির হইল, নিজাম ছাড়িয়া দিবেন। তাহার আয় হইতে অশ্বারোহী ৫০০০ পদাতি ও চারি দল গোল সৈনিকের বায় দান করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত ইংরাজেরা তাহা নিজামকে দিবেন। কিন্তু যাবতীয় হিসাব পত্র ইংরাজ এজেণ্টই রাখি পরিশেষে বিবেচনা করিয়া দেখা হইল, এজেণ্ট হিসাব পত্র রাখাতে কোন গবর্ণমে লাভ নাই, তজ্জন্য ১৮৬০ অব্দে সিপাহি হের-হাঙ্গাম শেষ হইলে এই মর্ম্মে সন্ধি করা নিজাম বেরারের আয় ব্যয়ের কোন হিসাব দেখিতে চাহিবেন না। এই নিমিত্ত তাঁহাকে পুর, ধারাসিও ও রায়চোর দোয়াব ছাড়িয়া এবং তাঁহার দেনা ৫০ লক্ষ টাকা পরিত্যাগ হইল। কিন্তু উদ্বৃত্ত টাকা গত দশ বৎসর নিয়মিতরূপে দেওয়া হইতেছে। এইরূপে ব্রিটিশ জাতির হস্তগত হইয়াছে। পূর্ব্বাপর চনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, ইহা রূপে গ্রহণ করা হয় নাই, বিশেষতঃ দায়ে প লওয়া হইয়াছিল। অতএব এ নিমিত্ত নি ক্ষোভ করিবার কোন কারণ নাই। বেরার বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহাতে তাঁহার মাত্র আয় হইত না। এক্ষণে ব্রিটিশ শাসনের অন্যান্য সুবিধার সঙ্গে ইহার আয়ও বহুল প পরিবর্দ্ধিত এবং প্রজাগণও যার পর নাই হইয়াছে। যাবৎ হাইদরাবাদে সৈন্য থাকিবে, সৈনিকব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বেরার স্বতন্ত্র হইবে, আর যদি এই সকল সৈন্যকে ছাড়াইয়া রাজ্যের সৈনিকদলের দ্বারা সেই কার্য্য হয়, তাহা হইলেও তাঁহাকে অংশ মত সৈনিকব্যয় দিতে হইবে। অতএব যে সকল উপর নির্ভর করিয়া বেরার রাখিবার কথা

হইল, তাহা কোনক্রমেই যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। সুতরাং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ইহা ব্যতীত আর ভিন্ন যে অন্য উপায় অবলম্বন করিবার পথ নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তবে যাঁহারা বেরার পরিত্যাগ না করিলে উভয় গবর্ণমেণ্টের পরস্পর অপ্রণয় ঘটবার আশঙ্কা করেন, তাঁহাদিগের আশঙ্কা ভ্রমমূলক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক নিজাম প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে তাঁহাকে অসংখ্য প্রজার কষ্ট দূর ও রাজ্যে সুনিয়ম স্থাপন করিবার জন্য বিব্রত হইতে হইবে সন্দেহ নাই।" ইত্যাদি।

দস্যু যে দস্যুতা করে, তাহারও সমস্ত পরিপোষিণী অনুকূল যুক্তির অভাব হয় না। ঈশপের নেকড়িয়া বাঘেরও মেষশাবককে বধ করিবার যুক্তির অসদ্ভাব হয় নাই। অতএব টাইমস পত্র স্বপক্ষ সমর্থনার্থ যে যুক্তিধারা বর্ষণ করিবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি একবার নিজের যুক্তি গুলির ধর্ম্মাবল চিন্তা করেন নাই। তিনি যে ইতিবৃত্ত তুলিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, নিজাম ইংরাজদিগের প্রতি বিলক্ষণ বন্ধুতার কার্য্য করিয়াছেন। ইংরাজেরাও তাঁহার উপকারার্থ বন্ধুবৎ কার্য্য করিয়াছেন। যখন উভয়ের বন্ধুতা ছিল, তখন অকপটভাবে পরস্পর পরস্পরের হিত-চেষ্টা করাই কি উচিত নয়? কেবল স্বার্থান্বেষণ করা কি অভিপ্রেত? যেখানে স্বার্থ সম্বন্ধ প্রবল হয়, সেখানে কি কৃত্রিম মিত্রতা থাকা সম্ভাবিত? ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের যখন বিরোধ হয়, তখন ফরাসীরাই এদেশে অধিকতর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা তখন সামান্য বাণিজ্যব্যবসায়ীবেশে স্থানে স্থানে ফিরিতেন মাত্র। সে সময়ে ফরাসী দলের সহিত তাঁহাদিগের প্রতিযোগিতা করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল। কেবল নিজামের সাহায্যে তাঁহারা সেই ফরাসীদিগকে দক্ষিণাপথ হইতে দূরীভূত করেন। তিনি নিজ বলে ভারতে ইংরাজদিগের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন, কিন্তু তিনি পরে ইংরাজের আশ্রয় পরামর্শে তাঁহাদিগের প্রতিকূল আচরণ করেন, তাহার পর যখন সকল বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যায়, তখন কি সেই পূর্ব্ব বন্ধুতা ও তদুপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার সেই অপরাধের ক্ষমা করা উচিত ছিল না? সেই অপরাধে তাঁহার রাজ্য হইতে কতকগুলি পরগণা গ্রহণ করা কি নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে? সময়ে সাহায্য করা আশ্চর্য্যের নহে, কিন্তু অসময়ে সাহায্য করাই প্রকৃত বন্ধুর কর্ম্ম। ইংরাজদিগের অসময়ে নিজাম মসলিপত্তন ও তাহার পার্শ্বস্থ প্রদেশ দিয়া তাঁহাদিগের উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিসে সে ঋণের পরিশোধ করিলেন? মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজ্য আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা তাঁহার সহায়তা করেন নাই, তৎপরে টিপুর সহিত যুদ্ধকালে নিজাম বিপক্ষ সাহায্য করাতে তাহারই প্রত্যুপকার স্বরূপ তাঁহার কতকগুলি রাজ্য উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন মাত্র। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপকারার্থ যে সৈনিক সাহায্য করিয়াছিলেন, নিজাম ও তার বাবদানে অশক্ত হওয়াতে বেরারটী তাহার পরিবর্ত্তে গ্রহণ না করিয়া কি ইংরাজেরা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন না? আর গবর্ণমেণ্ট যদি নিজামকে সৈনিক ব্যয় দানে অসমর্থ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার ঋণ বৃদ্ধির পূর্ব্বে সেই সকল সৈন্য হাইদরাবাদ হইতে উঠাইয়া লইয়া তাঁহাকে বিপদ মুক্ত করিয়া প্রকৃত বন্ধুতার পরিচয় দিলেন না কেন? এতদ্ভিন্ন রাজ্যের বিশৃঙ্খলার প্রতীকারবিধান করাও তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ছিল। গবর্ণমেণ্ট এখনও এই সকল সৈন্য উঠাইয়া আনিয়া মান্দ্রাজের সৈনিক দল ভুক্ত করিতে পারেন এবং বেরার প্রত্যর্পণ করিয়া মিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, বন্ধুবর টাইমস ভারতীয় সৈনিক-ব্যয়ের আংশিক তাঁহার নিকট হইতে লইবার পরামর্শ দিয়া বন্ধুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিজাম পাছে এই ব্যয় নিয়মিত না দেন এই আশঙ্কায় প্রকারান্তরে তিনি বেরার প্রতিভূ স্বরূপ গ্রহণ করিতে বলিয়া নিজামকে চিরবাধিতও করিয়াছে।

উপসংহারে আমরা জিজ্ঞাসা করি, নিজামকে পোষারের কিস্তায় পত্র না দেখাইবার যে নূতন পদ্ধতি হইল, তাহার তাৎপর্য্য কি? আর তিনিও যাহাতে দেখিতে না চাহেন, অচ্ছলা তাঁহাকে তিনটী লাদেশ তাড়িতা দেওয়া ও ৫০ লক্ষ টাকা পরিত্যাগ করা হইল, ইহারই বা অর্থ কি? এ দিকে সন্ধিপত্রে লিখিত হইয়াছে, সৈনিক ব্যয় প্রভৃতি দিবার পর উদ্বৃত্ত রাজস্ব নিজামকে প্রদান করা হইবে এবং গত দশ বৎসর যাবৎ তাহা দেওয়াও হইতেছে, বেরারের উপরে যদি নিজামের স্বামিত্ব না থাকিবে, তবে তাঁহাকে উদ্বৃত্ত রাজস্ব দেওয়া হয় কেন? ইংরাজেরা চিরকাল বেরারের, উপসত্ব নিজামকে দিয়া আসিতেছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে, নিজাম উহা ফিরিয়া পাইবার অধিকারী। এখন যদি উহা তাঁহাকে না দেওয়া হয়, যার পর নাই অন্যায় করা হইবে।

১৮৮১ : ৮১ অব্দের প্রেসিডেন্সি বিভাগের আদমশুমারি সম্বন্ধে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের মন্তব্য।

৪ ঠা অক্টোবরের কলিকাতা গেজেটে এই বিষয়টী প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বিভর্স টমসন সাহেব। যে কেমন সারবান্ লোক, ইহার দ্বারা বিশেষরূপে তাহা জানিতে পারা যাইতেছে। বৃথা আড়ম্বর না করিয়া সার কথাগুলি লইয়া তিনি স্বমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা প্রথমতঃ এই একটী প্রমাণ দিতেছি, গবর্মেণ্টের এই আদেশ আছে, জেলার হাকিমদিগকে মফস্বল ভ্রমণ করিয়া প্রজার অবস্থাদি দর্শন করিয়া স্বকর্ত্তব্য ব্যক্ত করিতে হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। তন্নিমিত্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিনিধি প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক সাহেব তাঁহার অধীনস্থ সমুদায় প্রধান স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, কেবল দুটী স্থান দেখেন নাই। কিন্তু তাঁহার ভ্রমণ, কার্য্যালয়গুলি পরিদর্শনেই পর্য্যবসিত হয়, শাসন সংক্রান্ত কার্য্য দর্শনে পরিণত হয় নাই। রিপোর্ট মধ্যে লিখিত হইয়াছে "কমিশনরের ভ্রমণ যদি কেবল আফিস ও কাগজ পত্র দর্শনে পর্য্যবসিত হয়, তাহা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অতিশয় দুঃখের বিষয় হইবে। হাকিমদিগের মফস্বল ভ্রমণার্থ গবর্ণমেণ্ট যে এত জিদ করেন, কাগজ পত্র রাখিবার ঘরগুলি পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার এবং নিয়মিত সময়ে মফস্বল হইবার ব্যবস্থা করা তাহার উদ্দেশ্য নহে।" পরগণার কালেক্টার মফস্বল ভ্রমণে যান নাই, নিমিত্ত তাঁহাকে লইয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি হইয়াছে। অন্তত ৭০ দিন তাঁহাকে মফস্বলে থাকিতে হইবে।

১৮৮১ অব্দে যে লোকসংখ্যা হয়, তাহাতে প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৮২৪৯১২ লোক স্থির হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দের গণনায় ৭৭৩১৭০১ লোক হইয়াছিল। কলিকাতার উপনগর ভিন্ন আর সমুদায় স্থানে ৪৫৬১৭১ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে।

শস্য ও বৃষ্টির কি ভাব কেমন লিখিত হইয়াছে ২৪ পরগণা জিল্লা আর সুন্দর স্থানের বৎসর পূর্ণ বৎসর অপেক্ষা কম ... পরগণায় বৎসরে প্রায়ই অধিক বৃষ্টি হয়, যে বৃষ্টি হয় নাই, তাহাতে আউ ও হৈমন্তিক উভয় ধানের বিঘ্ন ঘটিয়াছে। নদীয়া ও যশোহরে ... শস্য অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়াছে, কিন্তু মুর্শিদাবাদে শস্য মধ্যম রূপ। যশোহর ও মুর্শিদাবাদে ক্রমিকার্য্যের উৎকৃষ্ট নিবন্ধন নীল উত্তম জন্মিয়াছে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ২৪ পরগণা জিল্লা আর সমুদায় জেলার ন্যায় ও ওলাউঠা অধিক প্রবল হইয়াছিল, বিশেষতঃ নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। নদীয়ার ৭৪০০ লোকের এবং মুর্শিদাবাদে ৬৩০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

লোকের অবস্থার বিষয় লিখিত হইয়াছে, এ বৎসর তত দেশের কিছু বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। তবে আমার সুখের বিষয় এই যে, ধান্যের মূল্য কিছু কম পাওয়ায় নিম্ন শ্রেণীর লোকের কিছু উপকার হইয়াছে। দুর্ব্বাদি ধান্যাদির নীচ হইবার সুবিধা না থাকাতে ধান্য ভিন্ন অন্য শস্য অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয় না। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই সম্ভাবনা করেন, ২৪ পরগণা জিল্লা যশোহরে রেলওয়ে হইয়া ঐ ঐ স্থানের এই অসুবিধা এক বৎসরের মধ্যে দূর করিবে।

আসামের চা-ক্ষেত্রে ছোট নাগপুরের অধিকাংশ

বেহারের অল্প সংখ্যক লোক প্রোবেট হইয়াছে
মধ্যবাঙ্গালা বেঙ্গলের কাগো অধিকাংশ
দেশীয় লোক নিয়োজিত হইয়াছে।

শস্যের মূল্যের বিষয়ে বলা হইয়াছে, ১৮৮০-৮১
২৪ পরগণার টাকায় ১৮/০ ছটাক সামান্য
বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসর অতি মহা
সময়েও সের বিক্রীত হয়, ৸০ সেরও বিক্রীত
ছিল। মুর্শিদাবাদে ৪৸/০ ছটাক অবধি ৸৮/০
স্থানে মাসোহর ৫৷০ সের অবধি ৸৯ সের
এবং মুর্শিদাবাদে ৪৷ সের অবধি ৸৫ সের
বিক্রয় হইয়াছে। যে মজুরিতে শুশুনিয়া
অঞ্চলে আছে, তাহার বেতন ২৪ পরগণায় ৷৵০
অবধি ৷৷০ আনা। মুর্শিদাবাদে ৵ অবধি ৷/০ আনা। মুর্শিদাবাদে ৵
৸৷০ আনা।

২৪ পরগণায় পাট, তুলা এবং আকের কল ৩১ টী
ছে, ইহাতে ৩০৩৭ ব্যক্তি কর্ম্ম করে, কেরো-
সেনের আমদানী অধিক হওয়াতে কলিকাতা
অঞ্চলের কাষ্টর অইলের কল কমিয়া গিয়াছে।
চরের নীলকুঠিতে নীলের অধিক মূল্য সংগ্র
হইয়াছে, কিন্তু তাদৃশ লাভ হয় নাই। নদীয়ায়
নীলকুঠি আছে, কিন্তু অসময়ে বৃষ্টি ও নদীর
বৃদ্ধি হওয়াতে কার্য্য তেমন হয় নাই। নদীয়ার
কারখানা ভিন্ন মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্দ্ধমান
স্থানেই রেশমের কারবার ভাল হয় নাই।
রায় এবং যশোহরে বিলক্ষণ গুড়ের কারবার
হে। ৮০০০০০ মণ গুড় তাহার মূল্যে ১৬০০০০০
আয় হয়।

যশোহরে কাগজ দিবার একটী কোম্পানি আছে,
রের মূলধন ৮০০০০ টাকা। শতকরা ২০
অধিক লাভ হইয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর
উদাহরণটী প্রদর্শন করিয়া এ দেশীয় ধনীদিগকে
উৎসাহ দিয়াছেন, তাঁহারা যদি এই ব্যবসা
ন, ঐরূপ লাভবান হইতে পারেন। স্থানে
এ দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ
া আছে। কাঁহারা সাধারণ লোকের বিশ্বাস
নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর
দ প্রকাশ করিয়াছেন। জলপথ ও স্থলপথে
গমনাদির সুবিধা হওয়াতে ২৪ পরগণা ও
ায় বাণিজ্যের যে উন্নতি হইতেছে, ইহাতেও
টেনাণ্ট গবর্ণর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।
বলেন এটি ব্রোডসেস বিধির উপাদেয় ফল।
এই বিধি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ইহার
ে বিস্তর আপত্তি করা হইয়াছিল। কিন্তু
ণে ইহার উৎকৃষ্ট ফল লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্ব
লা অপেক্ষায় ২৪ পরগণার, যশোহর ও কোটচাঁদ-
একটী রেল রেলওয়ে হইবার কথা হইতেছে।
ীয় লোকেরাই উহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন,
মেণ্ট উহার সাহায্য দান করিবেন। আগামী
এমন সময় হইবার শেষ হইবার সম্ভাবনা
।

সাধারণ ২ মনের ভাব ও মতের বিষয়ে লেপ্টেনাণ্ট
বলেন দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন রহিত
য়াতে, শিক্ষিত লোকেরা সন্তুষ্ট এবং মদের খোলা
ভাঁটি হওয়াতে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা দেশীয়
সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। লাইসেন্স টাক্স
ও রোডসেসের বিষয়ে আর তত আপত্তি নাই।
অস্ত্র সংক্রান্ত আইনের বিষয়ে যে আপত্তি হইয়াছিল,
এক্ষণে কার্য্যের সুনিয়ম হওয়াতে সে আপত্তির শান্তি
হইয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের এই মতের বিষয়ে
আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য উপস্থিত হইল। রোড-
সেসের বিষয়ে এখনও আপত্তি আছে। এরূপ
অনেক স্থান আছে, সেখানকার লোকে রোডসেস
দেয় কিন্তু তাহারা যে পথে চলে, তাহাতে একমুঠা
মাটি পড়ে না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর অনুসন্ধান করিয়া
দেখিলে, এটী জানিতে পারিবেন।

২৪ পরগণার কোন কোন মিউনিসিপালিটীতে সভ্য করিয়া উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা আপনাদিগের দুঃখ প্রকাশ এবং মিউনিসিপল কমিশনরদিগের আচরণের বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিভাগীয় কমিশনর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, ঐ সকল সভা মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদার্থই প্রতিষ্ঠারূঢ়। কিন্তু কালে ইহাতে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। মেদেরপুর সব ডিবিজনের জমীদারে ও রায়তে যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা তত্রত্য নীলকুঠির ইউরোপীয় সহকারীর আক্রমণেই প্রকাশিত হয়। আপাততঃ উহার শান্তির উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। এস্থলেও আমরা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করিতেছি, নীলকুঠির বিষয়ে যেন তাঁহার কিঞ্চিৎ তীব্র দৃষ্টি থাকে।

আত্মশাসন প্রণালী সম্বন্ধে বিভাগীয় কমিশনর বলেন, সাধারণে লোকে এটী মহা লাভ বলিয়া গণনা করিতেছেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরও এ বিষয়ে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। এটী যে লোকের কিরূপ প্রিয় পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে আইন করিয়া কার্য্য আরম্ভ না করিলে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর জানিতে পারিবেন না।

দেশীয় সমাচার পত্রের বিষয়ে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয় হইতেছে না। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৮ খানি দেশীয় সংবাদপত্র আছে। কিন্তু উহার একখানিও বিশেষ প্রভুত্বশালী নহে। উহার মধ্যে সোমপ্রকাশই অধিকতর ফলোপধায়ী। এ বিষয়ে আমরা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের কিঞ্চিৎ ভ্রম দেখিতেছি। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নিশ্চয় জানিবেন, আজকাল এ দেশের অধিকাংশ লোকই অনেক বিষয়ে সংবাদ পত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন।

অদ্য স্থানাভাবে এ বিষয়টীর শেষ করিতে পারিলাম না, আগামীবারে শেষ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ সেপ্টেম্বর। অ্যাডমিরাল সেমোর লর্ড উপাধি গ্রহণে সম্মত হন নাই। ১২০০০ ব্রিটিশ সেনা মিশরে রাখা স্থির হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা অক্টোবর। কায়রোর রাস্তার গাড়ি জুলিয়া উঠিয়া চতুর্দ্দিকে যে অগ্নি লাগে ৮ জন আরব সেই আগুন নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করাতে মৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা অক্টোবর। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মিশর কিরূপ রাখিতে হইবে রাখেন, ও বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য লর্ড ডফরিনকে আবে সিলাতে গমন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩ রা অক্টোবর। ২০ এ অক্টোবরে সার গার্ণেট উল্স ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার সম্ভাবনা আছে। ডিউক আবাসি নামক স্থানের বাসিকে ভারতীয় সৈন্যদিগের প্রকার দর্শন করিয়া প্রীতলাভ করিয়াছেন। যাহারা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রত্যাগত হইয়

১৮, ৩৫, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৪৯, ৫১ ও ৪৮ নম্বর সৈন্য অদ্ধেক এবং ১, ৯০, ৭৪, ৬৫ ও ৭৯ গোলন্দাজ সৈন্য থাকিবে স্থির হইয়াছে।

সেকার পাশা বৈদেশিক মুসলমান দ্বারা মিশরের সৈ রচনা, আলবানিয়দিগকে রাজ্যের অভ্যন্তরের শান্তিরক্ষা নিযুক্ত এবং স্থানীয় লোকদিগকে লইয়া পুলিষ রচনা ক প্রস্তাব করিয়াছেন।

সুলতান মিশর হইতে ব্রিটিশ সৈন্য উঠাইয়া লইবার লর্ড ডফরিনকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন তিনি বলিয় অন্যথা তিনি এ বিষয় অন্যান্য রাজ্যগণের গোচর করিবেন।

লণ্ডন ৩ রা অক্টোবর। ২০ ও ২৯ নম্বর বঙ্গদেশীয় পা সৈনিকদল শীঘ্র ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। জে ম্যাকফার্সনের সৈনিকদল ১৪ ই যাত্রা করিবে। অন্য ই ইংরাজ সৈনিকগণ ক্রমে ক্রমে বিলাত অভিমুখে যাইতে করিয়াছে।

টাইমস তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, আলেকজাণ্ড হত্যাকারী যে লিপ্ত ছিলেন, তাহার নিদর্শনপত্র গিয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা অক্টোবর। ডিলন সাহেব পার্লামেণ্টের পদ পরিত্যাগের বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

কৃত বাবুর পত্রিকায় রোহিলখণ্ডের সংবাদদা লিখিয়াছেন ভবিচরণ চট্টোপাধ্যায় নামক ত রেলওয়ে লোকোমটিভ বিভাগের একজন কর্ম্মচ পদচ্যুত হইয়া, বিভাগীয় সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি বড় বে নিকট আপীল করেন। কিন্তু তাহার কো উত্তর না পাওয়াতে একদা ভবিচরণ সাহেবকে দুই জন বন্ধু সমভিব্যাহারে বেড়াইতে দেখিয়া নি দুঃখকাহিনী বলিতে যান, কিন্তু দীর্ঘ বেলাম করাতে সাহেব কুপিত হইয়া ভবিচরণের পৃষ্ঠে খানি এগার ইঞ্চ ইট মারিলেন।

হুগলির এক ভজনালয়ের জনৈক পাদরী ষোড়শবর্ষীয়া রমণীর সতীত্ব নষ্ট করাতে ক্রোধে তাহাকে পাঁচটী সাংঘাতিক ছুরিকাঘাত এবং পুলিষে আত্ম সমর্পণ করিয়া বলে সে কলঙ্কিত জীবন রাখিতে ইচ্ছুক নহে, অতএব অপরাধের জন্য তাহাকে যেন ফাঁসী দেওয়া হয়।

ইতি পূর্ব্বে নওয়াখালির হেরিসন সাহেব শীকার করিতে মানুষ শীকার করিয়াছিলে আমরা মনে করিয়াছিলাম বিচারে তাঁহার অন্ত টাকা দশ টাকা জরিমানাও হইবে। কিন্তু এখন যাইতেছে তাঁহার নামে অভিযোগ পর্য্যন্ত হয় ন

আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন জ ৫। ৭ দিবস হইতে এখানে প্রাতঃকালে অর্থাৎ াদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পূর্ব্ব দিকে একটী ভয়ানক কত্ব দেখা যাইতেছে। এতদ্বিবন্ধন অত্যন্ত গ্রীষ্ম াছে। এমন কি ১১ টার সময় (ছায়াতে) ুমানযন্ত্রে ৯০ ডিগ্রি দেখা যাইতেছে, বৃষ্টিও হই ছ না।"

আমাদের ক্ষেত্রিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন পুরের মহারাজ বাহাদুর সংপ্রতি রাজ্যে অভিষিক্ত া সিমলায় গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সহিত াৎ করিতে গমন করিয়াছেন।"

মিশরের আরাবি পাশা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট স্ত হইয়াছেন; তজ্জন্য ক্ষেত্রির রাজা বাহা- অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ক্ষেত্রিতে ২৩ এ ণ্টম্বর অপরাহ্ণ বেলা পাঁচটার সময় এক দরবার ন। তদুপলক্ষে নৃত্য গীত ও ২১ টী তোপ- য় হয়, আর দরবারে এইভাবে বক্তৃতা করেন যে মি গবর্ণমেণ্টের নিশর অধিকারে যদ্রূপ আনন্দ াশ করিলাম, তদবধি করি আমার অমাত্যগণও প আনন্দ প্রকাশ করিবেন। উপসংহারকালে াসাহেব পরমেশ্বর সন্নিধানে এই প্রার্থনা লেন যে, আমরা যেরূপ নিরুদ্বেগে গবর্ণমেণ্টের ধনে আপন আপন রাজ্য ভোগ করিতেছি, তাব- শ্বরী সেইরূপ দিন দিন নূতন নূতন রাজধানী প্রাপ্ত া ঈশ্বর প্রসাদে সুখে কালযাপন করিতে থাকুন।" নিয়ম হইয়াছে ১০০, ২৫, ৫০ টাকার টিকেটে ই আপীসে আবেদন করিলেই পাওয়া যাইবে। বল উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, পঞ্জাব ও মধ্য দেশে পাওয়া যাইবে না। কারণ তথায় টিকা ষ্টরদিগকে একেবারে দেওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলও- কার্য্যভার ক্রমে নিজহস্তে গ্রহণ করিতেছেন। াবা এক্ষণে টাকার হিসাব পত্র আপনারাই দেখি- । প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হিসাব পত্র সকল করিয়া দেখি- জন্য শীঘ্রই একটী নূতন পথা প্রবর্ত্তিত হইবে। কলরব যে গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবার রাত্রিতে পরিনিধি লর্ড রিপন কলিকাতা মিউনি- পালিটীর চেয়ারম্যান হ্যারিসন সাহেবকে তার- গ আদেশ করেন যে তিনি যেন ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র মিত্র রায় বাহাদুরের নামীয় ভোট ল সংগ্রহ করিতে ক্ষান্ত না থাকেন। হাই- টের আদেশানুসারে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ন কমিসনার হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের নামের লিকা হইতে উঠাইয়া দিবার পর তাঁহার নামীয় টগুলি মিষ্টার রাজনারায়ণ মিত্র ব্যারি- কে প্রদত্ত হয়। লাট সাহেবের এই আদেশ প্রচারের পর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পক্ষীয় লোকগণ আবার ভোটিং পেপার লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় ভোটার গণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভোট সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। আবার মেঃ রাজনারায়ণ মিত্রের নাম বাহাল করা হইল। (প্রভাকর)।

বর্দ্ধমানের মৈলার সাহেবের নিকট এক ভদ্র-বংশোদ্ভবা বিধবা হিন্দুরমণী একটী মকদ্দমায় সাক্ষী মানিত হন, দিনের দিন তিনি উপস্থিত হইলে সাহেবের সাক্ষী লওয়া ঘুরিয়া গেল; তিনি রমণীর গর্ভ হইয়াছে কি না তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং পরীক্ষার জন্য ডাক্তার সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন, আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পরীক্ষা করিয়া সাহেবের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। ভাল! রমণী সাক্ষী দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে কি না ইহার সহিত মকদ্দমার কি সম্পর্ক ছিল এবং তাহার তদন্ত করিবারই বা প্রয়োজন কি? তিনি যে এক জন ভদ্রবংশোদ্ভবা বিধবা কামিনীকে এরূপে অপ্রতিভ করিলেন, তজ্জন্য তিনি কি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবার যোগ্য নহেন? যাহা হউক, ইহা উপেক্ষা করা উচিত নহে।

মান্দ্রাজের রেলওয়ে কোম্পানি নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর কোন আরোহী সাধারণ আরোহীর গাড়িতে কুকুর লইয়া যাইতে পারিবেন না, যিনি কুকুর লইয়া যাইতে অভিলাষ করিবেন, তাঁহাকে এক খানি স্বতন্ত্র গাড়ি ভাড়া করিতে হইবে। সে কি?

আমেরিকার এক জন বৈজ্ঞানিক আকৃষ্ট সংযোগে শস্যের গাছ বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতেছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটরি টমসন বুল সাহেব চারি মাসের বিদায় গ্রহণ করাতে ব ট্রেসেজ্রে দত্ত নামক তৎপদ কার্য্য করিবেন।

ইডেন সাহেবের গুণের ঘাট নাই, তাঁহারই পরামর্শে ক্রমে ষ্টেটসেক্রেটারি সরকারী রেলওয়ে প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষ অথবা কোম্পানী বিশেষকে বিক্রয় করিতে অশক্ত হইয়াছেন। এই কারণেই ব্রহ্মদেশের ষ্টেট রেলওয়ে গ্রাসগো নিণ্ড কট ক্রয় করিতে পারিলেন না।

শুনা যাইতেছে হাইকোর্টের অনারব বিচারপতি নরিস সাহেব নিয়ম করিয়াছেন, তিনি খাসকাম রায় বসিয়াব ব্যারিষ্টারের আবেদন পত্র গ্রাহ্য করিবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর চার্লস এচিসন প্রতি বর্ষে ছুটী লইয়া দেশীয় ইঞ্জিনিয়রকে কার্য্যাদি ভালরূপে শিখাইবার নিমিত্ত বিলাতে প্রেরণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহাদিগের প্রত্যেকের নিমিত্ত ১২০০০ টাকা হইবে অনুমিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট এই ব্যয় করিবেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের যে ইউরোপীয় নিদ্রিত রমণীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিয়াছিল দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

লর্ড কাটিংটনের রেণ্টবিল বিধিবদ্ধ করিবার বেহারের জমীদারসভা তৎসম্বন্ধে আপনাদি অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য বিলাতে এক প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন।

গবর্ণমেণ্টের সিমলাস্থ কর্ম্মচারিগণের স্পেসাল ট্রেণের বন্দোবস্ত হইতেছে, এখন নিয়ম আছে, তদনুসারে যাতায়াত করিতে অনেকে প্রকৃত সময়ে আপীসে ছুটিতে পারেন তজ্জন্য কাথের ক্রটি হয় দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত সভার সভাপতি হণ্টর সা কলা মান্দ্রাজে যাইবেন। বুধবার তত্রত্য সে হাউসে লোকদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

মহারাজ দলিপ সিং পার্লামেণ্ট মহাস সভ্য হইবার বিশিষ্টরূপ চেষ্টা পাইতেছেন। মনোনীতকারী ব্যক্তিগণের নিকট তিনি এ নি প্রার্থনা পত্র প্রদান করিলে তাঁহারা তাঁহাকে এ মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের বাক্যের প্রতিবাদ ক পারিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহারাজ অভিপ্রায়ে কোন কথাই না বলিয়া সে বিবেচনা পূর্ব্বক নিম্নস্থ মর্ম্মে উত্তর দিয়াছি আমরা তৎপক্ষে প্রীত হইয়াছি। ভাল, সভ্য নি ডেপুটীদিগের প্রশ্ন করিবার কারণ কি যে গ্লাডষ্টোন সাহেবের উপর নহেন? না, দলিপ সিংকে কাপুরুষ স্থির হয়েছেন?

কলিকাতার নামক এক ব্যক্তি পাত্র হইতে প্রকার গাম বাহির করিয়াছেন। ইহা নাকি লার গাম অপেক্ষা অনেক উত্তম, ইহার আ পরিষ্কার, খেত উজ্জ্বল অথচ কোমল। সাহেব বহু দিবস যাবৎ হইতে অষ্ট্রেলিয়া ব দিলাতে ঘাঁহা প্রস্তুত হইতে ইহার প্রতীক্ষা করিতেছি সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আনিয়া আনে স্থানে গামের আলোকের সহিত ইহার আলো তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিতেছেন।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে মান্দ্রাজে যে প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যের প্রতিযোগিতা হইবে। যথা:—

শ্রেষ্ঠ ঘোটক, পশমি ও অন্যান্য ১২৭৫ টাকা, গরুতে ...ছাগ ও গৃহপালিত পক্ষীতে ১২৫৮, শস্যে ..., কদলী ও বনজাত দ্রব্যে ১১১২, কল এবং অন্য ... ২৮৮৭, শস্য ও ফল প্রদর্শনে ১৫১২, এবং রিপোর্ট ও ... লিখিলে ১১৭০ টাকা প্রদত্ত হইবে।

...বদার দাওয়ান মাধব রাও পদত্যাগ করিলেন, ... হইলে তিনি তিন মাস বিদায় গ্রহণ করি... পারেন বটে, কিন্তু ইহা নিষেধিত হইলে তিনি ... প্রত্যাগমন করিবেন না।

মিশর যুদ্ধ জয়ী ভারতীয় সৈনিকদিগের প্রত্যেক ...বাস হইতে দুই জন করিয়া উচ্চপদস্থ দেশীয় ...ক কর্মচারীকে নাকি ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া ...। ভারতেশ্বরী ইঁহাদিগের প্রত্যেককে এক ...টী পদক পুরস্কার দিবেন। তিনি ভারতীয় ...কদিগের এইরূপেই সম্বর্দ্ধনা করা শ্রেয় বিবেচনা ...াছেন।

...০ এ সেপ্টেম্বর কায়রোতে মিশরযুদ্ধার্থ ...ত সৈনিকদিগের কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শিত হইয়া... ভারতীয় সৈনিকেরা ইহাতে বিলক্ষণ ...সাভাজন হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ক্রীড়াদর্শনে ...বৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, অনেকের নাকি ...র্শনে দেশীয় সৈনিকদিগের সম্বন্ধে যে ভ্রম ... তাহা ভঙ্গ হইয়াছে। ইংরাজ এবং খেদিবের ...তাকা শিবিরে শিবিরে উড্ডীন হইতেছে।

...নতা রাজার দশাই স্বতন্ত্র, কশসম্রাট যদি ...রে প্রজাশাসনে সমর্থ না হন, তাহা হইলে ...র এ বিড়ম্বনাময় রাজাধীশ্বর নাম ল...য়ায় কি? প্রেসবর্গ নামক স্থানে যে সকল ইহুদী ...করে, রুশেরা তাহাদিগকে যেরূপ নিষ্ঠুরতা ...কারে বধ করিতেছে শুনিলে যুগপৎ ক্ষোভ ও ...ণার উদয় হয়, কিন্তু পরিতাপের বিষয় রাজা ...র নিবারণে সক্ষম নহেন। প্রজার ভয়ে যে ...া পাতালে বাস করেন, তাঁহার আবার সাহস? ...কগুলি ফরাসী লেখকের ধারণা এই, সমুদ্রে ...উঠিলে তাহা নানাপ্রকারে নিবারণ করা যাইতে ...র। অনেকের মত সাগর প্রবলবাত্যাপ্রপীড়িত ...নে জাহাজস্থ কোন নাবিক বালককে সর্ব্বোচ্চ ...লে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া সজোরে কষাঘাত করিতে ...স্ত করিলে ঝড় থামিয়া যায়। আর তাহারা ...রূপেই ঝড়ের শান্তির করিয়াছে। উত্তম সংস্কার! ...রূপে তাঁহারা কত নরহত্যা করিয়াছেন?

...বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নবেম্বর মাসের ...মেই সেতার পরিদর্শন করিতে যাইবেন।

ভারতেশ্বরীর গবর্ণমেণ্ট এদেশে আত্মশাসন ...তি প্রচলিত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন দেখিয়া ...স্থ ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এটী যেন তাঁহার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়াছে। তিনি এ সম্বন্ধে যে রেজলিউসন করিয়াছেন, তাহা দেখি লেই বোধ হয় ইহা যেন তাঁহার প্রকৃত পীড়াদায়ক হইয়াছে। আমরা শুনিলাম, লর্ড রিপন তাঁহার পীড়া শান্তির উপযুক্ত পত্র অথবা মন্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন।

সালেম হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় লোকপিছু ট্যাক্স ধার্য্য হওয়াতে এক ব্যক্তি অসঙ্গত ট্যাক্সের দায়ে গলদেশে রজ্জু দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

ইংলণ্ডের সহিত রুশের বিরোধের ক্রমে শান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। রুশ এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইংলণ্ড যদি সুয়েজ খাল অধিকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তুরস্কের বসফরস গ্রহণ করিবেন। এ ত বিষম সমস্যা! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

কলোনেল সাহেবের ভৃত্যদিগের সহিত ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের বালকদিগের মারপিটের মকদ্দমা এত দিনের পর শেষ হইয়াছে। বিচারপতি, হাস্থ খাঁ নামক সাহেবের একজন লোকের ৩ মাস এবং অবশিষ্টদিগের দুই মাস করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ এবং বিদ্যালয়ের ৫ টী বালক এবং কয়েক জন ভদ্র লোকের ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরর শুনিয়াছেন, বঙ্গদেশের পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলের ৯ জন কেরাণী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পোষ্ট আপীসের গোপনীয় সংবাদ কতিপয় সংবাদ পত্রে প্রচারিত করিয়াছেন।

আহম্মদনগরের পুরাতন দুর্গ ভঙ্গ করিবার সময়ে বিস্তর পুরাতন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইহাতে গুপ্ত ধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখিয়া সকল স্থান যত্ন সহকারে পরীক্ষা এবং সুড়ঙ্গাদি দর্শন করিয়া খনন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ হইলে লোক যে একদণ্ড বাঁচে না, এখানে তাহার কারণ জানা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট প্রজাকে স্বতন্ত্রনা করিতেছেন, মান্দ্রাজে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১২৮১১৭৭ জন লোকের বাস ও ৪৬২৪৮৮৮০ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি ব্যক্তিকে ১৷৵ রাজস্ব দিতে হয়, কিন্তু বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অযোধ্যা ও পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ১৩৭৩৮৮৯১৬ ও রাজস্ব ১৭৭৩৬৭১৮০ টাকা অর্থাৎ গড়ে প্রতি ব্যক্তিকে ৸৵০ দিতে হয়।

ব্যবসায়ীর মন স্বভাবতই ক্ষুদ্র, ব্যবসায়ীর এক পয়সা মা বাপ, তাই পূজার সময় আপীস বন্ধ হওয়ায় যে ক্ষতি হয় তাহা সহ্য করিতে পারেন না। বার্ষিক নিয়মানুসারে এবারেও বঙ্গদেশের ব্যবস... সমাজ পূজার ছুটী বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণর ... রলের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। এক দিন ... আধ দিন নয়, বার দিন ব্যবসায় বন্ধ থাকে, ... কি তাঁহাদিগের প্রাণে সহ্য হয়? কিন্তু গ... জেনেরল সে কথা শুনেন কই, তিনি নাকি ব... ছেন, সাধারণের মনে ব্যথা দিয়া এ কাজ ক... পারিবেন না। তবেই ত সকল আশা ভরসা গে... এরূপ দণ্ডিয়া মারা অপেক্ষা এককোপে কাটা ... ছিল।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিনিধি চীফ জ... অনরেবল রমেশচন্দ্র মিত্রের চীফ জষ্টিসী ৩০ এ সে... স্বর হইতে শেষ হইয়াছে। দুখের সময় দেখি... দেখিতেই যায়।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, পার্লামেণ্ট ম... সভার অন্যতর সভ্য সার ডেভিড ওয়েডার... প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি দুঃখী ভার... অনুকূলে দুই একটী কথা কহিতেন।

গত বর্ষে ফ্রান্সে ৬৬৫০ জন আত্মহত্যা ক... য়াছে। ইহার মধ্যে ষোড়শ বর্ষের ন্যূনব... বালকের সংখ্যাই অধিক।

লণ্ডনের পোষ্ট আপীসে কতকগুলি কর্ম্মচা... আবশ্যক হয়। কিন্তু পরীক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ হই... তাঁহাকেই কর্ম্ম প্রদান করা হইবে এইরূপ ঘো... করাতে ১৫০০ স্ত্রীলোক পরীক্ষা দিয়া কর্ম্ম লই... জন্য উপস্থিত হইয়াছিল।

এম, লক নামক আমেরিকার এক ব্যক্তি বলে... মেকসিকোর পিপীলিকার ন্যায় এক প্রকার ... দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা মধুমক্ষিকার ন... মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে, ইহারা উড়িয়া বেড়া... পারে না, আকার সাধারণ পিপীলিকা অপে... কিঞ্চিৎ বৃহৎ, ইহাদিগের উদরে মধু থাকে, ... মধু সঞ্চয় করে, তখন আঙ্গুরের ন্যায় বর্ণ হয়, মে... সিকোবাসিরা এই সময়ে ইহাদিগকে টিপিয়া ... বাহির করিয়া লয়, ৯৬০ টী টিপিলে অর্দ্ধ সের ... নির্গত হয়, এ মধু অতি পরিষ্কার ও সদ্গন্ধবিশিষ্ট

গত ২৮ এ আগষ্ট যে এটর্ণি পরীক্ষা গৃহীত ... তাহাতে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র রায় এম এ, বি এল, ... ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম এ, ও প্রিয়নাথ পালিত এম... বি এল উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ক্রমে আ... দিগের দেশের লোকের কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ... বৃদ্ধি হইতেছে। গত বর্ষে এই বৃত্তি লাভের ... ৯ জন প্রার্থী উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুনা যাইতে... এ বৎসর ২২ জন এতদর্থ উপস্থিত হইবেন, যত ... হয় ততই ভাল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বেবির মহারাজের পক্ষাবে ত্রিশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া কতক-পুষ্করিণী ও কূপ খনন করাইয়াছেন,ব্যয় মল সিং ক এক ব্যক্তি ২৫ সহস্র টাকা ব্যয়ে গুজরাণ লায় একটী ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং শিবদয়াল নামক অপর এক ব্যক্তি ১৫০০০ টাকা লুধিয়ানায় একটী স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া ছেন। আমাদের দেশের ধনীরা কি করেন? ল বাইনাচে টাকা খরচ করিলেই হয় না। কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করাও চাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৪ পরগণার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি রিচ নদীয়ার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন। ডেপুটী ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এক গ্রাণ্ট ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হই-। গোপালগঞ্জের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ষ্টার জি, কে লিয়ন কিছু দিনের জন্য সেওয়ানের ভার প্রাপ্ত লেন। ব্যারিষ্টার হিলবাট এম. হাণ্ডার্সন কলিকাতার চীফ সডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইলেন। চট্টগ্রামের অন্তর্গত নওয়াপাদ কের সেটলমেণ্ট আসিসর এফ. ই পাজিটার সুন্দর বনের সদর হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের ১ লা আগষ্ট হইতে পদোন্নতি হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণী।

এ জে বি গোমিজ।

চতুর্থ শ্রেণী।

বাবু আনন্দপ্রসাদ ঘোষ, কালীপদর সরকার, তারাপ্রসাদ পাধ্যায়, রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, হরশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, জনাথ সেন, দীননাথ মুখোপাধ্যায়।

অল্প কালের নিমিত্ত ৪ র্থ শ্রেণীতে।

বাবু কেদারনাথ দত্ত, তারিণীপ্রসাদ রায়, ভুবনেশ্বর সিংহ, রাম মজুমদার, মৌলবী আব্দুল গফুর, বাবু ভগবানচন্দ্র হরিচেতনা ঘোষ, এ. সে, ডেপুটী।

পঞ্চম শ্রেণী।

বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, উমাচরণ বসু, ধনেশ্বর রায়, নাথ রায়, মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, নবীনচন্দ্র সেন, কৈলাস ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ বসু, হরমোহন সেন, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পাল রায়, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সেন, প্রসন্ননাথ রায়, শীতলনাথ বসু, বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, শেখর বিশ্বাস, মৌলবী আহম্মদ, জে, সি চক্রবর্ত্তিহুসেন।

অল্পকালের জন্য পঞ্চম শ্রেণীতে।

বাবু মহেশচন্দ্র সেন, মহানন্দ গুপ্ত, ব্রজমোহন রায়, অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার সেন, এ, সি, ম্যাকার্টিক, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, সি,এল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন চক্রবর্ত্তী, শশিভূষণ দত্ত, ডবলু আর, জনষ্টোন, বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তী, জানকীনাথ মজুমদার, লক্ষ্মীনারায়ণ, মৌলবী মহম্মদ ইস্‌রেল, বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, টি, জে মেক্সিজ, বাবু শশিশেখর দত্ত, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, মহিমচন্দ্র ঘোষ, রজনীকুমার দত্ত।

৬ ষ্ঠ শ্রেণী।

বাবু রাধাশ্যাম সিংহ, মেদনীপ্রসাদ সিংহ, শ্যামাপদ চৌধুরী, তারণচন্দ্র সরকার, ক্ষেত্রগোপাল রায়, আশুতোষ গুপ্ত, অক্ষয়কুমার বসু, চণ্ডীচরণ বসু, কমলনাথ ঘোষ, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত, মৌলবী মহম্মদ আব্দুল কাদের, বাবু শান্তপ্রসাদ, প্রাণকৃষ্ণ রায়, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সারদা প্রসাদ সরকার, মৌলবী জাকীর হোসেন, বাবু তারিণীলাল চৌধুরী, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়,গোঁসাইদাস দত্ত,পূর্ণচন্দ্র রায়।

অল্পকালের জন্য ৬ ষ্ঠ শ্রেণীতে।

বাবু গঙ্গানাথ রায়, সি, জি, এম, সিরকোর; ই, ম্যাকএল স্মিথ, মৌলবী বাজলল করিম, ফয়জুদ্দিন হোসেন, বাবু বগলা-প্রসন্ন মজুমদার, রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচরণ মল্লিক, নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র নাগ, অপরলাল সেন, নবীনচন্দ্র দাস, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, দীননাথ ঘোষ, জে, টি বেথোনা; মৌলবী সেরার আলী, বাবু রাধামাধব বসু।

অল্পকালের জন্য ৬ ষ্ঠ শ্রেণীতে।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দপ্রসাদ সেন, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী কাজলল করিম।

সপ্তম শ্রেণী।

বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডবলু, আর বিকেটস বাবু কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র নাগ, অপরলাল সেন, নবীনচন্দ্র দাস, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, দীননাথ ঘোষ, মৌলবী মহম্মদ [illegible]।

অল্প কালের নিমিত্ত ৭ ম শ্রেণীতে।

বাবু শ্যামাধব রায়, কেদারনাথ বিশ্বাস, যদেন্দ্রনাথ মিত্র, ই, এফ এক্সলি, মৌলবী আবদুল কালিম, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দপ্রসাদ বসু, প্রসন্নকুমার দত্ত, মৌলবী মহম্মদ সেরাজুল হক, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার, শিবানন্দলাল রায়, দীননাথ সে, এল ওয়াড জেন্স।

আর, এম, ওয়ালার ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন। ডবলু এচ, এম গল্ ময়মনসিংহের প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

ঢাকার ২য় মুন্সেফ বাবু শ্যামাকিশোর বসু নারায়ণগঞ্জে বদলী হইলেন, ইনি ছোট আদালতের অন্যের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, গ্রাণ্ট ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে সমাসাসি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সুন্দরবনের কমিশনর এফ,ই পাজিটার ও ময়মনসিংহের গল্ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে সমাসারি বিচার করিবেন

সংবাদদাতার পত্র

এলাহাবাদ।

এত দিনের পর এলাহাবাদের সৌভাগ্যকু প্রস্ফুটিত হইতে চলিল। বহু দিবস হইতে প্রস্তাবের বিশেষ আন্দোলন হইতেছিল, তাহা এ কার্য্যে পরিণত হইল। এলাহাবাদ একটী বি ও প্রসিদ্ধ সহর এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টে গবর্ণর মহোদয়ের বাসস্থান, অথচ এখানকার রা আলোক প্রদান করা হইত না। তন্নিবন্ধন সাধারণের গতায়াতের বিশেষ কষ্ট অনুভূত এবং সময়ে সময়ে পথিমধ্যে বিবাদের আশঙ্কা ছি এক্ষণে তাহা অনেক পরিমাণে নিবারিত বলিয়া বোধ হইতেছে। গত সেপ্টেম্বর ম এখানকার রেলওয়ে রাস্তায় প্রথম আলো দে আরম্ভ হয় এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজ আলোক প্রদানার্থ স্তম্ভ প্রোথিত হইতেছে। গুলি পরস্পর আরও কিছু নিকটে হইলে অতি হইত। এক্ষণে ক্যারোসিন তৈল জ্বালান হইতে আলো অতি পরিষ্কার এবং প্রদীপ্ত। তদ্বি স্তম্ভগুলিতে গ্যাসের আলো দিবার পথ রাখা যাইতে; কিন্তু সে আশা সুদূরপরাহত। গত অক্টোবরে সিটী-রোডে আলো দিবার প্রস্তাব কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই। যাহা হউক, মি সিপালিটীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কেহ সন্দেহ ক পারিবেন না। এই দীপমালা তাহার পরিচায়ক হইল। কিন্তু আমরা আরো বলি, রাস্তাগু অবস্থা দেখিলে অনেক সময়ে মিউনিসিপাল অনস্থিত মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। গলির রাস্তাগুলি অতি কদর্য্য, কদাচিৎ সংস্কার হইয়া থাকে। যে যে স্থলের পয়ঃপ উপরিস্থিত এক একখানি প্রস্তর ভগ্ন হইয়াছে, আজও যে অবস্থায় আছে, কালিও তাহার পরিবর্ত্তন হইল না; মিউনিসিপালিটীর কবে নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তাহাও বলিতে পারি না। গেল গলির কথা, আবার যদি কোন আগন্তুক ব ইতিপূর্ব্বে এখানকার প্রধান প্রধান রাজ অবস্থা দেখিতেন, তাহা হইলে এ নগরে যে মি সিপালিটী আছে, এ কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দে ভার হইত। বেলা ৪ ঘটিকার সময় হইতে রা ঘটিকা পর্য্যন্ত ধূলিরাশি রাস্তাগুলিকে একধারে কার করিয়া রাখিত, সে সময়ে রাস্তায় বহির্গত হ যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিত। এখানকার মি সিপাল কমিশনরগণের মধ্যে অধিকাংশই এদে এবং বাঙ্গালী, তাঁহাদের অনেকেরই সহরের ম বাস এবং তাঁহারা যে স্বচক্ষে রাস্তার এরূপ দু

খেন নাই, ইহা আমরা কখন বিশ্বাস করিতে
রি না, তবে কি কারণে যে ইহার প্রতিবিধান
া হয় নাই, তাহা বলিয়া উঠা কঠিন। আমাদের
প বোধ হয়, উক্ত কমিশনরগণ কতকগুলি নিয়মে
বদ্ধ আছেন, তাঁহারা তাহার অন্যথা করিয়া
তে পারেন না। আমাদের সম্পূর্ণ অনুমান
যে রাস্তায় জল দিবার একটী দিন অবধারিত
ছে; সেই নির্দ্ধারিত দিবস হইতে রাস্তায় জল
য়া আরম্ভ হইবে। আর যদি ইহার পূর্ব্বে
সম্পূর্ণ আবশ্যক হয়, এমন কি যদি এলাহাবাদ
লের যায়, তথাপি তাঁহারা নিয়মের বহির্ভূত
কখনই করিবেন না। ধন্য তাঁহাদের নিয়ম
ধন্য তাঁহাদের ব্যবস্থা! কতকগুলি বৃথা
ন রক্ষা না থাকিয়া বরং যাহাতে সাধা-
লের হিতোদ্ভূত করিয়া বিশেষ সুবিধা
ত পারেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা তাঁহাদের
কর্ত্তব্য; এ কথা কে না স্বীকার করিবে?
উচিত, মিউনিসিপালিটীর স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের
দুরূহ অবস্থা দেখিয়া পর্ডনাদের আর ক্ষান্ত
তে পারিবেন না, তিনি এলাহাবাদবাসিদিগের
সদয় হইয়া তাহাদের কষ্ট দূর করিয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে এই হাইকোর্টে ব্যাণ্ডি
বের স্ত্রীপরিত্যাগের মকদ্দমার কথা উল্লেখ
রিয়াছিলাম। কিয়ৎ দিবস অতীত হইল, উক্ত
দমা সম্বন্ধে বিচারপতি টিলল সাহেবের যে
প্রায়, তাহা জানা গিয়াছে। আমরা আহ্লা-
হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, ইহাতে ব্যাণ্ড
ব জয়ী হইয়াছেন। তিনি স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে
হইলেন; মকদ্দমার খরচা তিনি পাইবেন এবং
র সুসঙ্গের অপরাধ সপ্রমাণিত হওয়াতে ক্ষতি
স্বরূপ সহস্র মুদ্রা তাঁহাকে (ব্যাণ্ডিকে) প্রদান
তে হইবে। কিন্তু আমরা শুনিতেছি, হতভাগা
ও ইহার মধ্যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে; সুতরাং
ণ্ড সাহেবের উক্ত টাকা আদায় হওয়া অসম্ভব
করিয়াছিলাম, এই মকদ্দমার কতক কতক
রণ পাঠকগণকে উপহার দিব। কিন্তু ব্যাণ্ডি
বের পরিত্যক্ত স্ত্রী যেরূপ সাক্ষ্য প্রদান করি-
ছে, তাহা সাধারণের অশ্রাব্য এবং তদ্বিবরণ এস্থলে
টিত করিয়া সোমপ্রকাশের পবিত্র বক্ষ কলুষিত
তে ইচ্ছা করি না। বলিতে পারি না স্ত্রীলোক
কিরূপে এ সকল কথা সভ্যসমক্ষে ব্যক্ত করিল
উক, সে এক্ষণে কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
নোর আত্মীয়ের নিকটে অবস্থান করিতেছে
এক্ষণ হইতে সে আবার মিস্ হইল। উক্ত
তাহার রমণীর পাণিগ্রহণ করিবার লোক বোধ
অনেক জুটিতে পারে।

কাঞ্চনপুরে যে কয়েক জন রেলওয়ে কর্ম্মচারী সুলতকে দোদলকুঁতকুতে সাজাইয়াছিলেন, কমিশনর সাহেবের বিচারে তাঁহাদের সকলের কারাবাসের হুকুম রদ হইয়া প্রধান দোষীর সহস্র এবং অপর চারি জনের পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। বোধ হয়, তাঁহারা পুনরায় হাইকোর্টে আপীল করিবেন।

আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে পূর্ব্ব ভারতীয় রেলওয়ের গাড়ি যাতায়াতের সময়ের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে এলাহাবাদবাসিদিগের কলিকাতা যাতায়াতের যেরূপ সুবিধা ছিল, এক্ষণে সেই পরিমাণে অসুবিধা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে এক খানি গাড়ি প্রত্যহ রাত্রি ২॥ টার সময় এখানে আসিবে এবং রাত্রি ৩॥ ঘটিকার সময় একখানি গাড়ি কলিকাতাভিমুখে যাইবে। এইরূপ রাত্রি ৪ টার সময় পূর্ব্বোল্লিখিত গাড়িখানি আরও পশ্চিমে যাইবে। কলিকাতা হইতে যে ডাক গাড়ি এখানে আসিত বা এখান হইতে যে ডাকগাড়ি তথায় যাইত, তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখান হইতে আরোহিদিগের গাড়িতে মালগাড়ি যোজিত হইবে না, তাহা স্বতন্ত্র যাইবে, এই কারণে গাড়ির গতি কিছু দ্রুত হইয়াছে।

গত সপ্তাহের স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গেজেটে দেখা গেল, আগামী ২৭ এ অক্টোবর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সদলে নাইনীতাল পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিবেন। নাইনীতালের সেক্রেটরিয়েট ২১ এ অক্টোবর বন্ধ হইবে। আমরা দেখিতেছি, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরই লক্ষ্ণৌর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না।

কয়েক দিবস হইল, এখানে একটী ধূমকেতু দৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যহ রাত্রি চারি ঘটিকার সময় ইহা পূর্ব্ব গগনে উদিত হইয়া থাকে এবং অতি প্রত্যূষেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ও ধূমকেতুটী অতি বৃহৎ। ঈদৃশ ধূমকেতু অতি অমঙ্গলের চিহ্ন। এ কথা কত দূর সত্য, তাহা লইয়া তর্কবিতর্কে প্রয়োজন নাই, কিন্তু এতদ্দেশবাসিদিগের যে কি অমঙ্গল ভবিষ্যতের উদরকন্দরে নিহিত আছে, তাহা কে বলিতে পারে?

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিগ্রন্থক।

নীতিসার প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্দ্দশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
নীতিসার তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মা
বিদ্বেষের বিলাপ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক ম
শ্রীশের ইতিহাস (এরূপ ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি
প্রকাশিত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরি
পটোলডাঙ্গার সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পা

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়
হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়
মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি
দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর ক
যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু
মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কা
পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযু
উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখি
ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সো
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতে
যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা ক
তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বি
পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্র
তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর
আনা; / আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যা
শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৯৭
কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অ
বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং ক
ষ্ট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় অ
দের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্র
এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অ
গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান
তেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতা
ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উ
উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হ
রসিদ লইবেন।

সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের দ্রষ্টব্য

কবিতা কোরক মূল্য ।৶০ মাশুল ১০।

** ইহার ** পাঠ করিয়া আমরা পরিতোষ লাভ করিয়াছি। অন্যান্যগুলিও আমাদের প্রীতিকর **।—সোম। আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—** ইহার কবিতাগুলি কোমল, মসৃণ ও শ্রুতিসুখকর হইয়াছে। উহার অনেকগুলিতে প্রকৃত কবিত্ব প্রকাশিত আছে। * *। মেদিনীপুর, পাহাড়িপুর, মঙ্গলাতলার বাবু মোক্ষদাচরণ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।

পরীক্ষিত।

কেশসংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্তশূল, দন্ত নড়া, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগে মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং ৶০।

পারার ঘৃত। ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটিত রোগাদির শান্তি করে রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৶০। পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদনাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৶০।

প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমতিলচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত মৎকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪৷৷০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ১৷৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ৷৶০, পদ্যামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্মরাগ ১৬ শ খণ্ড ৫৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধা শক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয় বাস্তবিক তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রখরতার প্রমাণ পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের, অল্প দিবসেই প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ধাতুর পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য হয়। প্রেমেহ ঘটিত কিছু জ্বর থাকিলে ঔষধ সেব্য, কিন্তু অন্য প্রকার জ্বর সত্বে সেব্য নহে। প্রমেহ জন্য ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন। ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুল সহ ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বড়বাজার কলিকাতা।
বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তকের চীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বাহে ও পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই ত্রিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই ঔষধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেক কৌটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত মূল্য ২ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, কম্প, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর নাশ করিবে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমাশুল সমেত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে থাকিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

"আয়ুর্ব্বর্দ্ধন" ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়মাসে মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বড়বাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বড়বাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া কটিন আরোগ্য ও প্রসব, ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কল-কোরেজ, মাংস-কোরেজ, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত যাঞ্জীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নিবারণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া ৸৶০ অর্দ্ধসের ১৷৶০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক ছউক ছবার এক শিশিতে নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।৵।

পাকারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী) ঘৃণিত নালঘা, গাত্রে বেদনা, হাত পলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সময়ে র মাধাঘোরা, ইহাদির বিশেষ উপকারক। ছোট শিশি ১৲ ও বড় ৪৲ টাকা প্যাকিং ।৵।

না—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৪৮ আর, মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রী শিক্ষাকার ডাঃ শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব ছেন " এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে ইহাতেই বেশী ফল পাওয়া যায়। " জনৈক ক বলিয়াছেন " ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, তাহাতে র নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত "

প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১৲, কমিশন শতকরা । এক ডজনের নীচে কমিশন্ নাই। ৬লি- ১৯০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ আমার নিকট পাওয়া

শ্রীসারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

তৃতীয় সংস্করণ।

অদ্ভুত রহস্য!!—মাসিক পত্র।

(১৮৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাত্র ডাকাদি ১৸৵০ আনা

গ্রাহক মহোদয়গণ। কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে ন হইতে পারিবেন!!

কার্য্যসম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

লিকাতা নর্থ সুবার্কুন টালা ২ নং কার্য্যালয়।/

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুশাস্ত্র

প্রথম খণ্ড।

আর্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত"

এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে রচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য দর্শনে পর অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার রদাস মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে

ছে। তাঁহার নামে উৎসর্গ হইবে। মূল্য ১৲, গ্রাহক-কারীদিগের প্রতি ১৲। শতাধিক অগ্রিম গ্রাহক ছইয়াছেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এরূপ গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত। গ্রাহকগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

ইসলামপুর
পোষ্ট গোরাস
জেলা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলবন্ধু সেন গুপ্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ একাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের একাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চৈতন্য-চরণ, মনু-সংহিতা, জাতিভেদ, দেবগণের মর্ত্তো আগমন, এখন আমাদের পাঠ্য বিষয় কি? ঈলিয় মাছ, মৃচ্ছকটিক, সাংখ্যদর্শন, এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্য-সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রেষ্ট্রীট শ্যামপুকুর কলিকাতা।

এই চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ পাওয়া যায়। ইদানীং আমরা বহুবিধ নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া দুরূহ চিকিৎসাতেও যথা সকল অল্প সময়ে আরোগ্য করিতেছি। আমাদের চিকিৎসাপ্রণালী ও ঔষধ সকলের গুণের পরীক্ষা আমাদের ১২৮৯ সালের দিনপঞ্জিকা সহ ঔষধের তালিকা পত্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন। এই তালিকা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

মাথাঘিন বস। ইহা সেবনে সপ্তাহ মধ্যে সকল প্রকার মেহ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০।

সঞ্জীবনী রসায়ন। ইহা সেবনে ধাতু তরল, শুক্র-ক্ষয়, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও শরীরভঙ্গাদি পীড়া সকল আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুচবিহারের মহারাজ
" বাবু অতুকূল গঙ্গোপাধ্যায়—তাঁতুলা ১
" " ক্ষেত্রমোহন পাল উকীল—মলীগঞ্জ
" " কানাইলাল সিংহ—আগড়তলা
" " কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নদীয়া
" " কিশোরীচাঁদ ভক্ত—বদনগঞ্জ
" " সুরেন্দ্রনাথ রায়—সোলমারি
" " রামলাল মুখোপাধ্যায়—বীরভূম ৩
" " মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
গিদিবপুর
" " রামগতি ভট্টাচার্য্য—চাবাগান
শ্রীমতী সুখদাসুন্দরী দাসী—যশোহর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৲ অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ টিকট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

বিশেষচিহ্ন হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রে করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর চইয়া চাঁদড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। | প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং | ৪৮ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ৩১ এ আশ্বিন। ইং ১৮৮২। ১৬ই অক্টোবর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ ৴০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার জাল ।০, ৸০, চিরুনী হইতে ৵ ব্রস ৷০ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কা বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগু প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির ফিতা ১, হইতে ৸১০, কমফটার, গোলা ও টুপি বুনি জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পাউণ্ড এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কারপে বেগ সেটের বোতাম কাগজ, কলম ইত্যাদি বি হয়।

অগ্রিম মণিঅর্ডারের দ্বারা টা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কে দ্রব্যাদি পাঠাই না।

মাসে ৬ ফর্ম্মা পত্তে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হই প্রতি পত্তের মূল্য ৵০, মফস্বলে ডাকমাশুল লাগিবে

কলিকাতা ২ নং অভয় বোষের লেন, মহাভারত কার্য্যালয়। } প্রকাশক শ্রীহরিদাস মান্না

বিজ্ঞাপন

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা !!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটস্, বুড়ো, পুরাণ শি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, স্বর-, গরেরের সহিত রক্ত উঠা, সর্দ্দি ও শুষ্ক কাশী প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম ডগাছড়ার প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শিশির ১ টাকা, প্যাকিং ৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে ওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আরাটুন ক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী ট ষ্টিফেন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত াছে। ইহাতে সমীকরণ ও নিরুক্তিবাদ, নরদেহস্থ-িতের উৎপত্তি ও কার্য্যবিবরণ, তারকা-পতন, কটিক, দেবগণের মর্ত্তে আগমন, আগমনী, মহু-তা, পৃথিবীর অবয়বাকৃতি, সাংখ্যদর্শন, এই বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু দয়গণ সোমপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্য-দকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। ম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম রিত হয় না।

আগামী দুর্গাপূজার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো হইতে আগামী দুর্গা পূজার আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন, এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড় ধুতি, চাদর জোড়া ৷৵ হইতে ৭, টাকা পর্য্যন্ত নানা প্রকার তৈয়ারি জামা আঙ্গরাখা ও ডিটের ৷৵০ হইতে ৪, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার পরি ৩ হইতে ১০ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১, হইতে ২৷০ মোজা ৷০, ৷৵০, ।০ জোড়া গার্টার /১০, ৵০, ৷৵০, ৵০ রুমাল রেসমী ১, ১৷০ ২৷০, সুতীরুমাল ।০, ৵০, ৵০ /০ তোয়ালে ৷০, ৷৵০, ১০, ৵০, নূতন নূতন ফেসা-নের পেন ও ডিটের ফুলকাটা কামিজ ১, ১৷০, ১৷০, ২, ২৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী ছুরী ৵ ৬ ৭, বিলাতস্থ সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হইতে ৩৷০ লেভেণ্ডার ৸০ ফুরিডা ৸০ পাইভারের ইউডি কলং ৸০, ৷০ অন্যপ্রকার ।০, ৵১০, অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি হেনকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশ-বিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৷০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন ৩ ২৷৷০, ১।০, ৸০, ৷৵০, অটোডিরোজ (অর্থাৎ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৩ নিরোনি ২, মেকেসার অয়েল ১।০, ৷৵০, উত্তম তাস ।০, ৷০, ১, ২, নানাপ্রকার এয়ারিং জোড়া ৷৵০, ।০,

অগ্রিম মণিঅর্ডারের দ্বারা টা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কে দ্রব্যাদি পাঠাই না।

অগ্নিপুরাণ।

ইহা রাজনীতি, লৌকিকব্যবহার, ভগবানের কীর্ত্তন, বিবিধ ব্রতনিয়ম ও মনোহর সদুপদেশ উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। শারদীয় অবকাশের পর প্র মাসে ৬ ফর্ম্মা পত্তে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হই প্রতি পত্তের মূল্য ৵০, মফস্বলে ডাকমাশুল লাগিবে

কলিকাতা ২ নং অভয় বোষের লেন, মহাভারত কার্য্যালয়। } প্রকাশক শ্রীহরিদাস মান্না

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS.
PARIS: 8, Rue Vivienne, 8, PARIS.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিএন, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হ

...ন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল ...ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব ...ই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, ...ী প্রদাহ এবং নানা ...র কাসরোগের ...র আরোগ্যকারক ঔষধ ...ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট ...ষৎ গ্রাণযুক্ত শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে ...ই কোম্পানির নাম মুদ্রিত আছে।

...মণ্ট কোম্পানির মাটিকো ক্যাপসিউলস্ ...এবং এক্সেক্টরেণ্ট (পিচকারি দিবার ঔষধ) ...রোগের চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমণ্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক মাটিকো নামক ঔষধ ...এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া ...ন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় ...ক্ষনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের ...ার সামান্য অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ ...ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ...য়।

...গ্রিমণ্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্টিকজুস ...র রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে ...ই পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন ...লে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত ...ন এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা ...সেব এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য ...ক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে পদাঘ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সমন শিরঃশূল।
পেট সাঁটিয়া যাওয়া।	পেট জ্বালা।
পাক শয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমণ্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক ...শী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, ...ং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমণ্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ...নক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ...য়া উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের ...কৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই ...রোগ্য হয়।

WANTED.

A Head Master for the Harinavi Anglo-...ssen Schoi pay Rs 100 per Mensem. ...pplications with testimonials to be for-warded to Pandit Dwarka Nath Bidya-bhoosan Editor of the Somaprokash Via C. S.E. Railway Sonapore Post Office. None need apply who have not passed the M. A. Examination of the Calcutta University and who have not filled the Office of Head Master of some aided School or Senior teacher of some Government School for at least a couple of Years.

" শিবাক্ষয় ঘৃত " শরীরস্থ পারা নাশকের অবার্থ মহৌষধ কি, না, তাহা এই নিম্নের পত্রের দ্বারায়, পুনর্ব্বার সর্ব্ব সাধারণে বিবেচনা করুন।

শ্রীযুক্ত কে, সি, চট্টোপাধ্যায়।

শারদাম্বি পুস্তকালয় গরাণহাটা কলিকাতা।

মহাশয়! আপনার আবিষ্কৃত " শিবাক্ষয় ঘৃত " শরীরস্থ পারা নাশকের যথার্থই অবার্থ মহৌষধ নামের সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। আমি প্রায় অধিক দিন হইতে গেল এই রোগাক্রান্ত হইয়া বিলক্ষণ কষ্ট পাইতেছিলাম; কিন্তু আপনার এই মহৌষধের এক শিশি মাত্র ব্যবহার করাতেই সমস্ত উপসর্গ সহিত মূল রোগটী পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। মহাশয়ের ঔষধের প্রত্যক্ষ ফল লাভে আমি মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতেছি এবং মন বিস্ময় আশ্চর্য্য ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইতেছে। নিবেদন ইতি তাং ১৭ ই ভাদ্র—সন ১২৮৯ সাল। বিশেষ উপকৃত ও চিরবাধিত।

শ্রীনন্দলাল দাস।

কলিকাতা ২৮ নং বেলেঘাটা ষ্ট্রীট।

অদ্ভুত-দিগ্বিজয়।

A-dventures of Quixote.

মূল্য দেড় টাকা।

নং ৯৭ কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার

সেবনাল্লভাতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ ষ্ট্রীটে ৩২। ৩৩ নং ইণ্ডিয়ান ড্রগিষ্টস হলে প্রস্তুত এবং বিক্রীত হয়।

মেড় পোয়া বোতলের মাশুল মূল্য ৬/০ ও ডাকের প্যাকিং খরচ ।/০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

পারফিউমড্ হেয়ার অয়েল।

ইহা মর্দ্দন করিলে মস্তকের খুস্কি ও নানা কার চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারিত হয়, মস্তিষ্ক সর্ব্ব শীতল থাকে ও কেশ সুন্দর, কোমল, সুচিকণ সুগন্ধ বিশিষ্ট হয় এবং ইহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হ মূল্য ১ বোতল ৸০, ১ ডজন ৮।০ ৫ প্যাকিং প্র বোতল।০ আনা।

কোল্ডড্রন্ কেইর অয়েল ... ... ১ বোতল ৸

পিওর সেণ্টলেস্ কোকোয়ানট অয়েল ১ বোতল ৸

ক্ষেত্রমোহন বসাক এণ্ড সন্স

৩ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট—কলিকাতা

সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের দ্রষ্টব্য।

কবিতা কোষ মূল্য ।৵০ মাশুল ৴০।

** উহার ** পাঠ করিয়া আমরা পরিতো লাভ করিয়াছি। অন্যান্যগুলিও আমাদের প্রীতি কর **।—সোম। আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন ** উহার কবিতাগুলি কোমল, মসৃণ ও রুচিপ কর হইয়াছে। উহার অনেকগুলিতে প্রকৃত ক প্রকাশিত আছে।**। মেদিনীপুর, পাহাড়িপু মঙ্গলাতলার বাবু মোক্ষদাচরণ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য

সদ্যাগ্নিদগ্ধ পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির

ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই বিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক রো কার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আ মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে যাঁহারা ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নি উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত বিবিধ ঔষ প্রত্যেক কোটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত ১ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, ক প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্ব করিবে। উহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকম সমেত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের থাকিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পো

শৈলবালা। (নূতন উপন্যাস।

একজন পরিব্রাজক প্রণীত আট পেজি ১৮০ পৃষ্ঠা; মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। পুস্তক পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের রচনা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ য়াছি (আর্য্যদর্পণ) অনেক কাল এরূপ উৎকৃষ্ট

াদের হস্তে পড়ে নাই (আনন্দবাজার পত্রিকা)
ার নিকট প্রাপ্তব্য। মেডিকেল লাইব্রেরী
নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

জেলখানার শিল্পসম্বন্ধে নূতন অনুষ্ঠান।

কারাগারের কঠোর শাস্তির লাঘব করা এখন-
সকল সভ্যজাতির অভিপ্রেত। দুষ্কর্ম্মান্বিত
রা মনুষ্যশরীরে পশুর ন্যায় পরিশ্রম সহ্য হয়
কারাগারে ঘানিটানা ব্যবস্থাটী অত্যন্ত গর্হিত,
ষ বলদের মত বুকের ভরে ঘানি টানিতে সক্ষম
। কারাবাসিদের শ্রম লাঘব করা চাই, অথচ
ন প্রকার শ্রম না করিলে রায় চলে না। সে
ণে, শিল্পকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে কারা-
সিদের বিস্তর উপকার হইয়া থাকে। তাহারা
দা একটী কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তজ্জন্য দুষ্কর্ম্মে
ামনিবেশ করিতে অবসর পায় না। জেলে নানা
ার শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া যখন তাহারা মুক্তি-
ত করে, তখন অক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে
র। অন্যান্যেরা অনেকে দুষ্কর্ম্মান্বিত হয়, কিন্তু
মুক্ত হইয়া তাহারা শিল্পকর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন
তে পারে, অতএব চুরী করিবার আর তাহাদের
য়োজন হয় না। জেলে নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত
তদ্দ্বারা জেলখানার ব্যয় চলিয়া থাকে। এই-
প দিন দিন সকল সভ্য রাজ্যের রাজ্যে কারাগারে
প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল মহাত্মা লর্ড
ন স্বাধীন ব্যবসায়ের পক্ষপাতী। কারাগারে
ন দ্রব্য প্রস্তুত হইলে তাহার খরচা কাটিয়া অল্প
ক. তজ্জন্য অন্যান্য শিল্পী জেলখানার প্রতিযোগী
তে পারে না। বাহিরের লোকে কোন দ্রব্য
স্তুত করিয়া তাহা স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ
না। এতাদৃশ রীতি প্রচলিত থাকিলে ক্রমে
ধ বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মিবে, দেশের বাণিজ্যো-
ত হইতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট এক পক্ষের
য় ও পরিপোষক হইলেন, অন্য পক্ষ সহায়হীন,
লেন, এ স্থলে প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে না।
অন্য এক পক্ষকে পরাস্ত হইতে হইবে। সেই
ই লর্ড রিপন বাহাদুর একটী নূতনবিধ অনুষ্ঠানের
া করিয়াছেন। তাঁহার এই ইচ্ছা প্রশংসনীয়,
হাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে
করকর কি না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি
না। জেলখানায় যে সমস্ত কার্য্য শিক্ষিত হয়, তাহা এ দেশের সাধারণ লোকের উপেক্ষণীয়। আমরা সাধারণ লোকের কোন কার্য্যে উন্নত হইতে দেখিতে পাই না। যাবৎ কোন নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়ে শিল্পকার্য্য শিক্ষিত না হইতেছে, তৎকাল পর্য্যন্ত এদেশে সমাক শিল্পের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কারাগার সেই বিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেছে। অতএব সম্প্রতি জেলখানায় সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্য প্রবর্ত্তিত থাকিলে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। এ দেশে শিল্প নাই, তবে কিসের অনিষ্ট ঘটিবে? মাথা না থাকিলে শিরোবেদনার সম্ভাবনা কোথা?

বঙ্গের মধ্য প্রাদেশিক জেলে একটী বৃহৎ কার খানা খুলিবার কথা হইয়াছিল। তজ্জন্য গৃহাদি নির্ম্মিত এবং কলও ক্রীত হইয়াছে। এক্ষণে এই নূতন আইন চলিত হইলে সেই গৃহাদি নষ্ট করিতে হইবে এবং কলটীও স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। ক্ষতি হইলেও ও কার্য্যটী আমাদের মনোনীত বটে। কারণ, আজি কালি এ দেশীয়েরা নানা স্থানে নানা প্রকার কল স্থাপনার্থ বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন, এমন স্থলে গবর্ণমেণ্ট প্রতিযোগী হইলে অন্যের যত্ন ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। অন্যান্য বিষয়েও আমাদের সেই মত। যে শিল্প কার্য্যে এ দেশীয় লোক উদ্যত হইয়াছেন, সে কার্য্য জেলখানা হইতে রহিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

লর্ড রিপন কারাগার হইতে সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্য রহিত করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। আমরা এ প্রস্তাবের বিরোধী নহি। কিন্তু তিনি কারাবাসিদিগকে স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে পরিশ্রম করিতে যাইতে দিবেন, এই মতটী আমাদের মনঃপূত নহে। ইহাতে এক আপত্তি এই, সময়ে সময়ে কত লোক যে পলায়ন করিবে এক্ষণে তাহার স্থিরতা হইতে পারে না। উড়িতে না পাইয়া কারাবাসিরা পোষ মানে, তাহারা একটু স্বাধীনতা পাইলে কেবল পলায়নের জন্যই চেষ্টা পাইবে। আর এক কথা, লর্ড রিপন যে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিরোধভয়ে জেলখানা হইতে সূক্ষ্ম শিল্প একবারে রহিত করিয়া দিতেছেন, এই রীতিতে সে ব্যাঘাত ঘটিবে। দেখুন, কারাবাসিগণ যদ্যপি পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতে পায়, তবে তাহাদের একটী নির্দ্দিষ্ট বেতন থাকিবে, সন্দেহ নাই। তদ্দ্বারা যাহারা দৈনিক পরিশ্রমে জীবন যাপন করে, তাহাদের কি বিপত্তিই উপস্থিত হইবে। কাজের সময় লোকের বেতন বৃদ্ধি হয়, কিন্তু কারাবাসিদের এক দর, তাহারা সাধারণ মজুরদের প্রতিযোগী হইয়া থাকিল; সুতরাং শ্রমজীবী ব্যক্তির দিনপাত হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। তৃতীয়তঃ দেখুন, দুষ্কর্ম্মান্বিত কারাবাসিদের সঙ্গে সচ্চরিত্র মজুরেরা একত্র পরিশ্রম করিতে থাকিবে। এ কাজকর্ম্ম, একত্র উপবেশন, এক সঙ্গে কথাবার্ত্ত অতএব অসৎ সঙ্গে সৎ ব্যক্তির মন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত কিম্বা সৎসঙ্গে অসৎ ব্যক্তির চরিত্র মার্জ্জিত হয় সমস্যার মীমাংসা করা কঠিন। কিন্তু কার্য্য প্রথম প্রথম দুর্নীতের শক্তি অধিকতর প্রবলা যায়। দুষ্কর্ম্মের প্রবোচনা অধিকতর মিষ্ট, চারি পরিশ্রম করিলে একটী টাকা হইবে, আর লো একটী বাক্স ভাঙ্গিতে পারিলে এক দণ্ডের এক হাজার টাকা হস্তগত হইবে, অল্পবুদ্ধি ব্য পক্ষে এ প্রবোচনা অতীব রুচিদায়িকা। কারণ সামান্য লোক সহজেই দুষ্কর্ম্ম ব বসে। আমরা তাই বলিতেছি, দুষ্কর্ম্মান্বিত কারা সির সংসর্গে অন্যান্য সচ্চরিত্র কুলিরাও কুকর্ম্মা হইয়া উঠিবে। তজ্জন্য কয়েদিদিগকে স্বাধীনভ পরিশ্রম করিতে দেওয়া বিধেয় নহে, এই আমা বিশ্বাস।

জেলখানা হইতে সূত্রাঙ্কন কার্য্যও রহিত তেছে। কিন্তু কোন প্রকার সহজ পরিশ্রমের ব একত্রে না থাকাও দোষ। ভদ্র কয়েদিদি উপায় কি? যাহারা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন প্রকার কঠিন পরিশ্রম করে নাই, জেলখানায় প্র করিয়া তাহারা কিরূপে ছয়ঘণ্টা শ্রমে নিযুক্ত হ পারে। ভদ্র সন্তানের পক্ষে কঠিন পরিশ্রম ছয় মাস ফাঁসী সমান কথা। এ শ্রেণীর কারাব গণ জেলে কঠিন পরিশ্রম করিয়া কখন জী থাকিতে পারে না। অতএব কারাগারে কোন প্র একটী সহজ কাজ না থাকিলে, মহাবিপদের কথ

শ্রীঃ—

—·—

উত্তরাকর।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, হিন্দুধর্ম্মের উ লোকের আর শ্রদ্ধা নাই, ভক্তি নাই। যাঁ এ কথা বলেন, তাঁহারা হিন্দুজাতির হৃদয়ট নহেন। হিন্দুসমাজের অন্তর্হিত স্বধর্ম্মপ্রবণ অসীম গভীরভাবের মর্ম্মস্পর্শী হইতে তাঁহাদের নও বিলম্ব আছে। আপনার বিকৃত চিত্তপটে ভাব প্রতিফলিত হয়, তাঁহারা সমস্ত হিন্দুসমা প্রতি তাহারই আরোপ করেন। আজ যদি সকল ব্যক্তি একবার হিন্দুতীর্থ গয়াধামে অ মন করিয়া প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিয়া যান, ত হইলে সহজে বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদের অনু কতদূর মূলাবান্ ও কতদূর ভ্রান্তিরহিত। এই পি পক্ষে পক্ষে পিণ্ডদান করিবার জন্য অন্যূন লোকে গয়াক্ষেত্র পরিপূর্ণ। দেশ দেশান্তর হই কত কষ্ট ভোগ করিয়া, শরীর-শোষণ

...ধায় করিয়া লোকসকল আগমন করিতেছে। ...আজ কাল গয়া ...লোকের গাত্তবিধি ...রা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিন যাত্রিবাহক ...খানা অতিরিক্ত ট্রেণ চলাচল করিতেছে, তথাচ ...কুলান হইতেছে না, কত লোক পদব্রজে আগমন ...করিতেছে। যাই হউক অশীতিপর বৃদ্ধ, শিশুসন্তান ...ক্ষে অবতরণকারী গর্ভবতী, সম্পদবিহীন দরিদ্র, সকল ...প্রকার লোকই সমুপস্থিত। যথানাধ্য অর্থব্যয়ে ...কাতরতা নাই; পরিশ্রমে কাতরতা নাই। উৎসা-...হের অভাব নাই। সকলেই উদ্যমশালী, সকলেই ...উৎসুক। কিরূপে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন ...করিব, কেমন করিয়া বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিব, ...রূপ করিলে পিণ্ডদানকার্য্য সুচারু ও পবিত্রভাবে ...হইবে, ও গয়ালী ঠাকুর কি হইলে সন্তুষ্ট ...হইয়া ফল প্রদান করিবেন, সর্ব্বদা এই ভাবনা। ...ভিন্ন লোকের আর চিন্তা নাই। আলস্য ...পরিত্যাগ করিয়া সকলেই কার্য্যসাধনে ...ব্যস্ত। এবম্বিধ হৃদয়দ্রবকারক ভক্তির উচ্ছ্বাস ...কে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা কি প্রকারে বলিব ...ধর্ম্মের প্রতি লোকের বিশ্বাস নাই, ভক্তি নাই। ...কার এই সব লোকের ভক্তি, শ্রদ্ধা দেখিয়া ...রা কি এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে। ...বৎসর এইরূপ লক্ষাধিক লোক গয়াশ্রাদ্ধ ...তে এখানে আসিয়া থাকেন। অন্যপক্ষ ব্যতীত ...ন্য সময়েও যাত্রিসংখ্যা কম হয় না, তাহাও ...কর উপর হইবে। বৎসর বৎসর প্রায় ছয় ...সাত লক্ষ নূতন নূতন যাত্রীকে আমরা এস্থলে ...মন করিতে দেখিয়া থাকি। তাহাদের ভক্তি ...প্রভৃতি আমাদিগের দৃষ্টকে একান্ত বিমোহিত ...করিয়া থাকে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যাবৎ ...সমনে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রস্ফুরিত হইবে; যে পর্য্যন্ত ...শোণিত হিন্দুশরীরে প্রবাহিত থাকিবে, তত ...হিন্দুস্থান হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না, করিতে ...রবে না। রাজবিপ্লব, সময়বিপ্লব ও প্রকৃতি ...তে আর্য্যধর্ম্মকে আবরণ করিয়া রাখিতে পারে, ...তিরোহিত করিতে পারিবে না।

...বড় দুঃখের বিষয়, যে অবধি গয়াতে রেল ...হইয়াছে, তদবধি গয়াযাত্রিগণের উপর একটী অত্যা-...চার আরম্ভ হইয়াছে। গয়ার রেলে গবর্ণমেণ্টের ...রক্ষক হইয়া থাকে। তাহার অধিকাংশ যাত্রীদি-...গের দ্বারা সংগৃহীত হয়, সুতরাং তজ্জন্য তাহা দিগের ...নিকট গবর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা চাই, বোধ ...হয় সেই নিমিত্ত অত্যাচারটীর সৃষ্টি হইয়াছে। গয়াতে ...যতগুলি যাত্রী আইসে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে "উত্তরা ..." বাবদ আনা করিয়া দিতে হয়। অর্থাৎ গয়া-...ষ্টেসনে ষ্টীমারঘাটে যে সকল বাটীতে যাত্রী-দিগের বাসা দেন, সেই গৃহের টাক্স দিতে হয়। গয়ালীরা যাত্রীদিগের নিকট হইতে টাক্স আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীকে দেন। ইহাতে গয়ালীদিগেরও বিলক্ষণ দশ টাকা প্রাপ্তি হয়। উত্তরা কর হওয়া অবধি যাত্রীগণের অনা একটী অসুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে যাত্রিরা গয়ায় আসিয়া আপনাদিগের মনোমত বাসা স্থির করিয়া লইতেন। এখন আর সেটী হইতে পারিতেছে না। গৃহ ভাল হউক আর মন্দ হউক, উত্তরায় গিয়া অবস্থিতি করিতে হয়। উত্তরা একটী বাজার বিশেষ, তথায় আগন্তুক লোকদিগের অবস্থিতি করিবার নিয়ম। ভদ্র লোকের পক্ষে স্ত্রীলোক সহ তথায় বাস করা নিতান্ত কষ্টজনক। উত্তরাকর গবর্ণমেণ্টের একটী কলঙ্কের কার্য্য হইয়াছে। এতদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের উপরে প্রকারান্তরে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বলিলেও অসঙ্গত হয় না। দুঃখের বিষয় কোটী কোটী হিন্দুসন্তান বর্ত্তমান থাকিতে এ বিষয়ের প্রতিবাদ হইল না। গয়ালী মহাশয়েরাও এই অন্যায় টাক্স রহিত করিবার জন্য উপযুক্তরূপ চেষ্টা করেন না। গয়ালীরা কি শুদ্ধ যাত্রীর পীড়ন করিয়া স্বীয় লভ্যোদর পূরণ করিবেন বলিয়া পাণ্ডা হইয়াছিলেন? আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, এই তীর্থকরটী তুরায় উঠাইয়া দিউন।

শ্রীনিরঙ্গনাথ দাস—গয়া।

সমালোচনা।

সময় প্রতিধ্বনি— শ্রীপুলিনবিহারি দত্ত প্রণীত।

অনেক দিন আমরা এমন মনোহারী কবিতা-নবুল কাব্যের রসাস্বাদন করি নাই। পুলিন বাবু যথার্থই একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার রচনাগুলি বোধই আমাদিগকে আতৃপ্ত ও পরিমুগ্ধ করিয়াছে। পুলিন বাবুর কবিত্ব যেরূপ প্রশংসনীয়, ছন্দোবন্ধও তদনুযোগী হইয়াছে। রচনাও যেমন কবিতময় ও সরল, তেমনই স্বাভাবিক হইয়াছে। কবির "প্রভাতে মিলন" "নিশীথ জগতে" "বনদেবী" ও "স্বর্গীয় পিতামহীর চরণোদ্দেশে" এই কয়টী প্রস্তাব আমাদের অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। পাঠকের প্রীতির জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

" এই কূলে তরুমূলে বসিয়া দুজনে,
গাইতাম মধুময় পাখী সম স্বরে,
মিশিত সলিল সঙ্গে মিশিত জনিল অঙ্গে,
মিশাইত তানে তান কল বিহঙ্গকূজনে
সে সকল কথা কি লো পড়ে তব মনে? "

১৩ পৃষ্ঠা।

" তব সেই মুগ্ধ আর্য্য, আজিও যৌবনে—
দেখায় অক্ষুণ্ণ স্বপ্ন জাগ্রত রাখিয়া,
আনন্দে কতায় কত কথা গুড় মনে,
সচেতন সম তারে দেহ মন দিয়া "

৬৯ পৃষ্ঠা।

" তরল সুধাংশুরশ্মি নেত্র দিয়া পান,
তারামালা অলকায় করি পরিধান,
পতঙ্গের পৃষ্ঠে চড়ে, বেড়াই গগনোপরে,
কল্লোলিনী তটিনীর সঙ্গে গাই গান "

৬০ পৃষ্ঠা।

" ইহা বলি প্রস্রবণে আসি দাঁড়াইল
পদ বেড়ি চক্রাকারে তুরঙ্গ নাচিল,
ধীরে ধীরে তার পরে ডুবিল সলিলান্তরে
পথিক বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল! "

আমরাও বিস্মিত হইলাম। কল্পনার সহিত ভ...
এরূপ সামঞ্জস্য বাঙ্গালার অতীব বিরল। কি ...
ত্বের উৎকর্ষে কি ভাষার মাধুর্য্যে বাঙ্গালায় ...
সর্ব্বতো মনোহারী অপর কবিতা আছে কি ...
সন্দেহ।

শ্রীঃ——

শরদে শারদায়া।

নহে সে চলদ জালে আবৃত আকাশ।
বিজলীর ছটা আর নাহিক প্রকাশ॥
নাহি ঘন ঘটা রবে মেঘের গর্জ্জন।
গম্ভীর নিনাদে কভু না হয় শাসন॥
বরিষাতে শরদের সুখ আগমন।
আবার হাসিল ধরা পূর্ব্বের মতন॥
নির্ম্মল আকাশে আসি শশী প্রকাশিল।
হেরি সে মাধুরী মরি কুমুদী হাসিল॥
গাহিল বিহঙ্গকুল সুখা বরষিয়া।
নিরন্ত নির্ম্মল নিভা আকাশে হেরিয়া॥
বহিয়া মারুতী দূতী প্রতি ঘরে ঘরে।
শারদীয়া আগমন জানায় সবারে॥
অভিনব ভাবে আজ ভারত সাজিল।
অভিনব ভাবে আজ ভারত মাতিল॥
ভুলিল রে শোক তাপ দাসত্ব পীড়ন।
হইল ভারতবাসী আনন্দে মগন॥
শরদে শারদা মাতা পূজিবে বলিয়া।
তাই সে ভারতবাসী পুলকিতহিয়া॥
বাল বৃদ্ধ আদি করি হেরি হরষিত।
নবীনা প্রবীণা সবে সাজে মনোনীত॥
ঘুচে যাবে প্রবাসীর প্রবাসের বাস।
সুখের শরদে হবে সুখ সহবাস॥
যে চিত্ত ব্যথিত ছিল বিরহ বেদনে।
শরদে সুতৃপ্ত হবে প্রেম আলাপনে॥

সুখের দিন হায় ভারতে আসিল।
বিধা আসার আশে সকলে মাতিল ॥
দিকে ফিরাই আঁখি দেখিবারে পাই।
মহোৎসব পূর্ণ, নিরানন্দ নাই ॥
হে ভারতবাসী করি নিবেদন।
কিভাবে পূজি দুর্গে কহহ বর্ণন—
রতমাতার দুঃখ অতি সকাতরে।
তা পুত্র সুতধারা একতান স্বরে ॥
ন্ না ভুল না যেন থাকেতে স্মরণ।
রি স্তুতি বল তাঁরে পূজিয়া চরণ—
হে দুর্গে দুখ কাহিনী কহি মা তোমায়।
তিব কি কহিবারে বুক ফেটে যায় ॥
াতৃমি বীরভূমি ভুবন মাঝারে।
ধি যারে সমাদরে ভুবন ভিতরে ॥
ধায় নামে যাহা জগতে বিদিত।
র্ত্তি বল আদি যার সকলে জানিত ॥
ত সে গৌরব এবে হত সে বৈভব।
াধীনতা আদি যাহা ঘুচিয়াছে সব ॥
াধীন বলে আর কেহ না আদরে।
ীক কাপুরুষ বলি হতাদর করে ॥
াপাইত বীর দর্পে মেদিনী যাহারা।
াজি কিনা অপরের মুখাপেক্ষী তারা ॥
কর ভাণ্ডার ধন ছিল না যাদের।
ম্রাভাবে শীর্ণ-দেহ আজি গো তাদের ॥
ক দিয়া তুষিব তোমা নাহি কোন ধন।
াগার ভারত তোর হয়েছে নির্ধন ॥
ারতের ভাগ্যে মরি এই কি মা ছিল।
জ ধন পরে দিয়া অনাহারে ম'ল ॥
ের দিন এ কলঙ্ক রহিবে তোমার।
দি নাহি সুখশশী উঠে মা আবার ॥

রামপুর। শ্রী:—

ধূমকেতু।

ত্র শালিনী, অসিতা যামিনী,
আজি বা কেমন সুন্দর দেখি।
া ত্যজি তাই, গৃহচূড়ে যাই,
পূর্ব্ব গগনে নিরখি একি ?
তিস্থূলকায়, পুরুষের প্রায়,
দীর্ঘ কলেবর কে তুমি বটে !
কহ কথা, দৈত্য কি দেবতা,
দেববোনি তুমি অন্যথা নহে।
সূর্য্য ধরা, জ্যোতিষ্কেতে ভরা,
অনন্ত আকাশে বিশ্বের রাজ্য।
কি প্রহরী, দেখ লক্ষ্য করি,
কে কেমন করে বিহিত কার্য্য ?

আকারে অদ্ভুত, তুমি দেবদূত,
গুপ্তচর কিম্বা নিতান্ত তবে।
পৃথ্বীর সন্তাপ, মনুষ্যের পাপ,
নিত্য ধর্ম্মরাজে সমস্ত কবে।
কহি জগন্নাথে প্রলয় হাতে,
আপনি আসিবে শাসিতে নরে।
প্রভাময় দণ্ড, উত্তপ্ত প্রচণ্ড,
ঘটাবে কি তাঁও ধরা উপরে।
ভাঙ্গি শান্তি সেতু, তুমি ধূমকেতু,
সার্থক করিবে আপন নাম।
দুর্ভিক্ষ মরকে, যুদ্ধ অরাজকে,
উলটিবে যেন মরত ধাম।
যুড়ি দুই কর, চাহি প্রহরক,
ক্ষমা কর যত লোকের পাপ।
ত্রাসিলে বিশেষে, যাহ অন্য দেশে,
পৃথিবীতে আর দিও না তাপ।
দেখি হে তোমায়, মনুষ্য প্রায়,
নিজ কৃত কর্ম্ম স্মরি অমনি।
জানি এই ধরা, কত পাপে ভরা,
লোক অমঙ্গল তাতেই গণি।
অন্য গ্রহ যত, চলে এক মত,
নিতাই নিরখি না ভরি তাতে।
তুমি ধূমকেতু, পাপ শান্তি হেতু,
বিশেষ বিধান তোমার হাতে।
কেন রে গরল, করে লোক সব,
কি আশায় চায় কাহার পানে।
বিশ্ব ভূমণ্ডল, সব চলাচল,
কা রেহে কি হবে কেই বা জানে।
না জান নিশ্চিতে, মনুষ্য পাসিতে,
কোথা হতে কিবা আইসে যায়।
কার কোন বলে, কিবা ফল ফলে,
কোন ফলে লোক মঙ্গল পায়।
দূর কর সর্ব্ব, অভিমান গর্ব্ব,
কাম ক্রোধ লোভ রাখ রে দূরে।
নহি বৃক্ষ স্থূল, গ্রহ অনুকূল,
নাশিক ভরসা শস্য প্রচুরে।
দেশে দেশে সন্ধি, ভিত্ত কার্য্যে বন্দী,
মেদিনী ছাদিত লৌহের পথে।
বিদ্যুতে সংবাদ, সিন্ধু কূলে বাঁধ,
তবু পরমাদ আকাশ হতে।
যা জান বিজ্ঞানে, চিত্ত সমাধানে,
দূর নিরীক্ষণে পরীক্ষা বলে।
তাহা ছাড়া আর, আছে কত সার,
আছে কত বিধি জগন্মণ্ডলে।
অনন্ত প্রকার, বিচিত্র সংসার,
সকল প্রকাশে বিশ্বের রাজে

কি বুঝিবে অন্য, কর ধন্য ধন্য,
মানবের মুখে ইহাই সাজে।
সান্ত্বনার হেতু, কহে ধূমকেতু,
কেন হে মানব আমারে ভয়।
জড় ময় আমি, বিধি অনুগামী,
নহি আত্মস্বামী পুরুষ নয়।
ভঙ্গধর্ম্মী যেই, ভাঙ্গে গড়ে সেই,
তুমি থাক শান্ত নির্ম্মল মতি।
মানবের তরে, লোক লোকান্তরে,
ভরসা আপনি অখিল পতি।

ভবানীপুর।
১৮০৪ শক আশ্বিন। } শ্রীঈশ

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ আশ্বিন সোমবার।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামীবার অবধি
সপ্তাহ সোমপ্রকাশের কার্য্য বন্ধ থাকিবে:
আমাদের কর্ম্মচারিগণের বার্ষিক বৃত্তি হইয়া
যাছে।

বঙ্গভূমির নিম্ন প্রদেশের ও উচ্চ প্রদেশের, পেহাড়ের
এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রজা।

জমীদার ও প্রজাবিষয়ক প্রবন্ধ লেখক যে
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা অনন্তস
তুল্য। তাহাতে মণিমুক্তা প্রবাল ও গরল সক
আছে। তর্করূপ মন্থনদণ্ড দ্বারা মন্থন করিলে ন
বিষয় উত্থিত হইতে পারে। অদ্য আমরা
প্রস্তাব লেখকের বিশেষতঃ রাজপুরুষগণের গো
বার্থ উল্লিখিত প্রজাগণের অবস্থাবর্ণনে প্রবৃত্ত
লাম। পত্র-প্রেরক নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছে
সত্য, নানা স্থানের প্রজার অবস্থা দর্শন করি
ছেন, সে কথাও মিথ্যা নয়; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্র
শের প্রজাগণের অবস্থাগত যে বহু বৈলক্ষণ্য আ
পত্রপ্রেরক ভ্রমণকালে সূক্ষ্মরূপে তাহার তার
করিয়া দর্শন করেন নাই। এই নিমিত্ত তাঁহার
ঘটিয়াছে। তিনি সকল প্রজাকেই তুল্যরূপে শো
নীয় দশাগ্রস্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব
বিক ঘটনা সেরূপ নয়।

প্রথমতঃ দেখুন, বঙ্গভূমির নিম্ন প্রদেশের ও
প্রদেশের প্রজায় কত অন্তর। জল মৃত্তিকা ও প
দ্রব্য স্বাভাবিকগুণে নিম্ন প্রদেশের প্রজারা অন্য
প্রদেশের প্রজা অপেক্ষা স্বভাবতঃ অধিকতর
জীবী। ইহারা প্রায়ই ধূর্ত্ত হইয়া থাকে। পর্জ্জন্য

গণের প্রায় স্বভাবতঃ কৃপাবান। এখানে প্রায়ই
বৃষ্টি জন্য শস্যের অধিকতর অনিষ্ট হয় না।
কার কৃষক-শ্রেণীর লোকেরা প্রায়শঃ সুরা-
সক্ত নহে। ইহারা মিতব্যয়ী। অতি
ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।
কার্য্যেও ইহাদের বিলক্ষণ দক্ষতা আছে।
শস্যই ইহাদের একমাত্র উপজীব্য নয়,
সময়ে মজুরীও করে। এখানে ইহাদের মজুরীর
অভাব হয় না। যাহারা অলস ও অকর্ম্মা না হয়,
তারা প্রায় সঙ্গতিশালী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ
নে আজকাল আইন ও আদালতের বড় কড়া-
। রাজপুরুষদিগেরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ত বিচরণ
করে। এখানে এই আর একটী শুভ ঘটনা
ছে, শিক্ষিতদলে এরূপ কতকগুলি লোক
উঠিয়াছেন, তাঁহারা অত্যাচারের গন্ধও সহ্য
তে পারেন না। তাঁহারা প্রায়ই অত্যাচার-
ত প্রজার সহায়ভূত হইয়া থাকেন। কতক-
ক্ষমতাবান্ ভদ্রলোকে স্বার্থানুরোধেও প্রজার
য় হন। এই কারণে জমীদারেরা প্রায় প্রজা-
ম চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। নীল-
ন্ত প্রজাবিদ্রোহ ও পাবনার প্রজাবিদ্রোহ
ঃ প্রমাণ স্থল। অনেক জমীদারের রাজদ্বারে
ত হইবারও ভয় জন্মিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, পথ
প্রভৃতির সুবিধা হওয়াতে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ের
ক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। তাহাতেও অনেকে লাভ-
হইতেছে। এই সকল কারণে নিম্ন বঙ্গভূমির
র অবস্থা বিলক্ষণ স্বচ্ছল। আমরা উপরে
য়াছি, এখানকার প্রজারা স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্।
মান হইলে প্রায়ই ধূর্ত্ত হইয়া থাকে। ইহাদের
আছে ও দুষ্টতা আছে, কিন্তু যদ্দ্বারা কুপ্রবৃত্তির
ত্তি হয়, তাদৃশ লেখাপড়া জ্ঞান নাই। সুতরাং
দিগের সহিত কুতর্কেই প্রবৃত্তি। ইহারা যে
ল জমীদারের সহিত বজ্জাতি করে, কেবল যে
করে, তাহা নয়, পরস্পর পরস্পরের বিলক্ষণ
ষ্ট চেষ্টাও পাইয়া থাকে। পরদারহরণ ও মাম্লা
ও ইহাদের আভরণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা
হইতেই আদালতের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হই-
ছে।

অধিক দূরের কথা নহে, বর্দ্ধমান ও বীরভূম
তি বঙ্গের উচ্চ স্থানগুলির প্রজাদিগের অবস্থা
প নয়। জল ও মৃত্তিকা ও খাদ্য দ্রব্যের দোষে
রা স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধ হয়। তাহা-
ও বড় বজ্জাতি আইসে না। তাহাদিগের উপরে
দারের প্রভুত্ব অধিক। তাহারা জমীদারকে
র ন্যায় ভয় করে। জমীদারের অত্যাচার নিবা-
হাদের ক্ষমতা হয় না। ভদ্রলোকেরা ভীরু ও
ক্ষমতাহীন, সুতরাং তাহারা জমীদারের বিপক্ষ হইয়া
নিরাশ্রয় প্রজাকে আশ্রয় দান করিতে পারেন না।
নিম্ন বঙ্গভূমির প্রজাদিগের ন্যায় তাহাদিগের এক
তাও নাই। এই সকল কারণে তত্তৎস্থানের জমী-
দারেরা প্রজার উপরে অধিকতর স্বচ্ছন্দ ব্যবহার
করিয়া থাকেন। জমীদারের এইরূপ ব্যবহার তত্তৎ-
স্থানের প্রজার দারিদ্র্যের পোষকতা করে বটে;
কিন্তু ইহা তাহাদিগের দরিদ্রতার প্রধান ও একমাত্র
কারণ নয়। তাহাদিগের প্রতি পর্জ্জন্যদেবের তাদৃশ
কৃপা নাই। বৃষ্টির একটু ব্যতিক্রম হইলেই শস্যের
ব্যাঘাত জন্মে; সুতরাং তাহাদিগের কষ্ট উপস্থিত
হয়। তাহাদের প্রায় সঞ্চয় থাকে না। এই কারণে
যদি ক্রমান্বয়ে দুই তিন বৎসর বৃষ্টির বিঘ্ন হয়, তাহারা
বিষম সঙ্কটে পতিত হয়। সে সঙ্কট হইতে উদ্ধার
হওয়া ভার হইয়া উঠে। তাহারা মজুরী করিয়া
অবস্থার যে উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে, সে সম্ভাবনা
অল্প। সেখানে প্রায় মজুরের ইচ্ছামত মজুরী
মিলে না। সেখানকার ভদ্রলোকের অবস্থা অধিক
উন্নত নয়, কাজেকাজেই ভদ্রলোক হইতে তাহাদের
অধিক সাহায্য হয় না। প্রজার অবস্থা মন্দ বলি-
য়াই জমীদারের পীড়ন কিছু অধিক বলিয়া বোধ
হয়। প্রজার অবস্থা যদি সচ্ছল হয় এবং সে যদি
ভালমানুষ হয়, তাহার সহিত জমীদারের প্রায় বিবাদ
ঘটে না। সে সচ্ছলে খাজনা দেয়, জমীদার দুই
এক পয়সা অতিরিক্ত চাহিলেও সে তাহা দিতে
কাতর হয় না। অতএব জমীদারের সহিত তাহার
বিরোধ ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা থাকে না।

অতঃপর চলো যাই, সেখানকার প্রজার অবস্থা
ইহাদের অপেক্ষাও মন্দ। যত পশ্চিমে যাইবে,
ততই বোধ হইতে থাকিবে, নির্ব্বুদ্ধিতা যেন ঘন
হইয়া আসিয়াছে। নির্ব্বুদ্ধিতা সকল দুঃখের মূল।
বেহারবাসিরা একে নির্ব্বুদ্ধি, তাহাতে সুরাপানাদি-
ব্যসনে অধিকতর আসক্ত। তাদৃশ ব্যক্তির অবস্থার
কি কখন উন্নতি হয়? অনেকে বেহারের জমীদার-
দিগকে তত্রত্য প্রজাদিগের দারিদ্র্যের কারণ বলিয়া
নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু আমরা বলি, যদি ইহা কারণ
হয়, কোনক্রমে প্রধান কারণ নহে। বেহারের
প্রজারা যেমন দুঃস্থ, জমীদারেরাও প্রায় তেমনি
দুঃস্থ। তাঁহারা যে নিজ তহবিল হইতে গবর্ণমেণ্টের
খাজনা দেন, অনেকের এমন সামর্থ্য নাই। প্রজারা
সহজে খাজনা দিতে পারে না। জমীদারেরা খাজ-
নার নিমিত্ত তাহাদিগকে লইয়া পীড়ন করেন;
সুতরাং অত্যাচার হইয়া উঠে। নিম্নবঙ্গের এক
এক জন প্রজার অবস্থা যেরূপ উন্নত, বেহারের
জমীদারের অবস্থা সেরূপ নয়। জমীদারেরা নিজে
দুঃস্থ, প্রজার নিকট হইতেও খাজনা আদায় করিতে
পারেন না। এই কারণে অধিকাংশ জমীদার
নিজ জমীদারী নীলকরের হস্তে সমর্পণ করে
তখনই প্রজার অধিকতর কষ্ট উপস্থিত হয়। এ
নীলকর বিদেশীয় লোক, এ দেশীয়ের প্রতি তাঁ
সমসুখদুঃখতা নাই, তাহাতে তাঁহার সাংসারিক
বাহুল্য। তিনি বিদেশে আসিয়াছেন, সচ্ছল হ
স্বদেশে যাইবেন, তাঁহার এ ইচ্ছাও প্রবল। তাঁ
ধনপিপাসা অত্যন্ত অধিক। প্রজার শোণিত শে
করিয়া তাঁহাকে সে পিপাসা শান্তি করিতে হই
সুতরাং তিনি রসকষ থাকিতে ছাড়েন না। নী
করের এদেশীয়ের দুঃখে দুঃখ নাই, আমরা তা
একটী প্রমাণ দি। একদা এক প্রামাণিক বা
জ্যৈষ্ঠমাসে বেলা একটার সময়ে মুঙ্গের হেলার
নীলক্ষেত্রে মজুরদিগকে কর্ম্ম করিতে দেখি
ছিলেন। কেমন পাঠক! এটী নীলকরের এদেশী
প্রতি অসামান্য সমসুখ দুঃখতা প্রকাশ নয়? য
হউক, আমাদিগের ধারণা এই, বেহারের নীলক
জমীদারের অত্যাচার অপনীত হইলেও বেহা
প্রজার সচ্ছল হইবার সম্ভাবনা নয়। তাহা
অবস্থা উন্নত করিয়া তুলিতে গেলে নিম্ন লি
উপায়গুলির অবলম্বন করা আবশ্যক হইবে। প্র
যাহাতে তাহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয়, তাহার উ
বিধান। সে উপায় লেখাপড়ার চর্চ্চাবাহুল্য। য
জলবায়ু ও আহারের দোষে বুদ্ধির স্থূলতা ও
তখন যে লেখাপড়ার চর্চ্চার ফলা হইলেই সম্পূ
রূপে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, এরূপ মনে হয় না, তথা
অনেক দূর হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাশিক্ষা
যদি অধিকাংশ লোকের বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয়, তা
দের সাহচর্য্যে সাধারণের সবিশেষ উপকার দর্শি
পারিবে। আহার দ্রব্যের পরিবর্ত্তন করাও অ
শাক। দ্বিতীয়, বামনাসক্তির নিবারণ চে
বেহারে মাদকসেবীর গুরুদণ্ড বিধানের অ
করিতে হইবে। কেবল শৌণ্ডিকালয়াদি উঠা
দিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। তৃতীয়, জমীদা
যে অত্যাচার আছে, তাহা দূরীভূত করিবার নি
প্রজার সহিত জমীদারের একটী স্থায়ী বন্দো
করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে জমীদারে
প্রজার বিরোধের মূল উৎপাটিত হইবে, বিরোধে
বহুল পরিমাণে শান্তি হইয়া আসিবে। চতুর্থ, নী
করের নীলের বাধন দিবার প্রথা ও সাট্টার
একবারে রহিত করিতে হইবে। পঞ্চম, অর্থস
না থাকিলে মানুষ কখন সচ্ছল হইতে পারে
অর্থসঞ্চয়ের প্রধান কারণ বহুল পরিমাণে অর্থা
বেহারবাসিদিগের অর্থাগম দ্বার প্রশস্ত নয়। তা
একমাত্র শস্যজীবী। শস্য পর্জ্জন্যদেবের এক
অনুগ্রহলভ্য। তিনি সকল বর্ষে সমান অনুগ্র

য়া। যদি তিনি নিষ্ফল হন, তাহা হইলেও
াৎপত্তির ব্যাঘাত না জন্মে, এরূপ উপায় বিধান
প্রশস্তভাবে শিল্প বাণিজ্যাদির দ্বার উন্মুক্ত
য়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বহুল পরিমাণে
র অবসান হইবে সন্দেহ নাই।

যে যে কারণে বেহারের প্রজার অবস্থা মন্দ,
র পশ্চিম অঞ্চলে তাহার অধিকাংশের সদ্ভাব
চ। অতএব তাহাদের অবস্থার আর স্বতন্ত্র বর্ণন
স্বতন্ত্র কারণ নির্দ্দেশ প্রয়োজন হইতেছে না।
উপসংহারে বক্তব্য এই, জমীদারের অত্যাচার
প্রজার দারিদ্র্যের কারণ হইত, তাহা হইলে
র ক্রিয়া সর্ব্বত্র সমান হইত সন্দেহ নাই। সকল
নর প্রজার অবস্থা একরূপ হইত, তাহাতেও
য় নাই; কিন্তু আমরা সকল স্থানের প্রজার
ন অবস্থা দেখিতেছি না যখন ভিন্ন ভিন্ন
নর প্রজার অবস্থাবৈষম্য লক্ষিত হইতেছে,ছ
ন অবস্থাভেদের কারণগত বৈষম্য আছে সন্দেহ
। অতএব স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে, একমাত্র
দারের উপরে দোষারোপ করা বৃথা। তবে
রা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, পুনরায় বলিতেছি,
দারে ও প্রজায় বিরোধের যে কারণটী আছে,
ার উন্মূলন চেষ্টা পাওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।
মরা পূর্ব্বে সে উপায়ের নির্দ্দেশও করিয়াছি।

চাউলের বাণিজ্য।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখনকার যত
সমৃদ্ধি, সকলই কৃষিজাত দ্রব্য হইতে উৎপন্ন।
রতবর্ষের নানা স্থান হইতে বৎসর বৎসর বিস্তর
ল ও অন্যান্য দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হয়। কিন্তু
ক কাল এদেশ ভারতবর্ষকে ধ্বংস করিতে
য়াছে। বিদেশে যত চাউলের রপ্তানি হয়,
ার শতকরা ৬৬ ভাগ ব্রহ্মদেশ হইতে এবং ১০
গ বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত হয়। মাদ্রাজ এবং সিন্ধু
দেশ হইতে কোন শতকরা ২ ভাগ রপ্তানি হয়
কে; বঙ্গদেশ ও ব্রহ্মদেশ হইতে কত চাউল
দেশে প্রেরিত হইয়াছে, নিম্নলিখিত তালিকা
হাহার উদাহরণ হইবে।

	১৮৮০	১৮৮১	১৮৮২
দেশ	১,১	৭৮	১৮৭৭০৮৪	১৯৩৪৫৯৭
ন্ত	২০৩,০২১	১৭৯৯১৬	১৩৯৮২৭
ন্ধু প্রদেশ	৮,১১৭	৩,৮৪৫	১৯১১২
দ্রাজ	১১০৫১০১	২১৯১১৬	৪৬৮৫৯৬
ঙ্গদেশ	৫৬৫২১০৪	৬,৫৭৬,৭১৫	৮৯১৯৭২০
মাট	৮,১৮৫,১৭৭	৯,৫৭৩,৩৮৪	১১৮,৮১০
কা মূল্য	২৮১২১০২৬	২৯৮৫৭৯৯	২৯৭৬৬০৭

ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের রপ্তানী বৎসর বৎসর যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ক্ষতির সম্ভাবনা। ব্রহ্মদেশের মৃত্তিকা এখনও বিলক্ষণ উর্ব্বরা আছে, সে জন্য অনায়াসেই তথায় পর্য্যাপ্ত শস্য জন্মে। তদ্ভিন্ন ভূমির রাজস্বও অধিক নহে। সুতরাং ব্রহ্মদেশের চাউলও সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের ধানাচাষে অধিক আড়ম্বর নাই। বর্ষার প্রারম্ভে কৃষকেরা ভূমিতে চাস দিয়া রাখে। পরে আষাঢ় মাসে ধান্য বপন করে। তথায় রোয়া ধানের প্রথার চলন নাই। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানকার মৃত্তিকায় চাস চলিতেছে। এক্ষণে ভূমিতে সুচারুরূপে সার না দিলে আর অধিক শস্য উৎপন্ন হইবার প্রত্যাশা নাই। এ দিকে ভূমির রাজস্বও ক্রমশঃ অতিরিক্ত হইয়া উঠিতেছে; অতএব কৃষকেরা সুলভ মূল্যে চাউল বিক্রয় করিলে তাহাদের ব্যয়ের সংকুলান হয় না। ভারতবর্ষের ভূমির রাজস্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা চাই, এবং কৃষকদিগের চাসের প্রতি সম্পূর্ণ উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক, নতুবা এখানকার চাউলের বাণিজ্যের ক্রমশঃ লাঘব হইয়া পড়িবে।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ হইতে যে সমস্ত চাউল বিদেশে প্রেরিত হয়, তাহার অধিকাংশই বিলাতে, মাল্টায়, মিশরে, লঙ্কায়, মরিসস দ্বীপে, রেউনিয়নে, দক্ষিণ আমেরিকায় এবং অন্যান্য স্থানে গিয়া থাকে। বঙ্গদেশের কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিলিত হইয়া যদ্যপি এই একখানি কারখানা করেন, তবে এই কার্য্যে বাণিজ্যের উন্নতিরোধ হইবার উঠে। স্বদেশের অন্নের ভবিষ্যতে কি প্রকার দাঁড়াইবে, কোন্ স্থান হইতে এখনকার পরিমাণে চাউল রপ্তানি হইতেছে, কোন্ কারণে উন্নতি হইলে হ্রাসপ্রাপ্তি হইতে পারে, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। এ সমস্ত চিন্তা করিবার অধিকার বাবসায়ী কিম্বা মজুরেরা কি ব্যবহারিক শাস্ত্র দৃষ্টে? গবর্ণমেণ্ট কি রাজনীতির ও অর্থনীতির অভ্রান্তমতে প্রবেশ করিতে পারেন? যাঁহারা এই সমস্ত চিন্তা করিতে সক্ষম, যাঁহারা মনোযোগী হইলে দেশের অন্ন ফিরিতে পারিবে, তাঁহারা কোমল শয্যায় সুখনিদ্রায় ভোর। কৃষক এবং মজুরেরা পরিশ্রম করুক, মধ্যবিধ লোকেরা চাকরী করুন, ভূস্বামিরা খাজনা আদায় করিয়া রাজার কোষ সমৃদ্ধ করুন। যেমন চলিতেছে, সকলি সেইরূপ চলুক। কালে আপনি যাহা হয়, হইবে। এইভাবে ভারতবর্ষ পড়িয়াছে; নিষ্কর্ম্মণ্যতার যে ফল, তাহা যুগযুগান্তর পড়িয়া ভোগ করিতেছে। এ ভারতবর্ষ উৎসন্ন যাইবে না কেন সকলেই গবর্ণমেণ্টের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। গবর্ণমেণ্ট হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। চাকরী করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট দিউন; নর্দ্দমা পরিষ্কার করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট কর,—গবর্ণমেণ্ট ঝুড়ী কোদাল আনিয়া নর্দ্দমা পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাউন। পাক করিবার পাচক নাই, ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট মেমোরিয়াল প্রেরণ কর। এইরূপ পরপ্রত্যাশী হইয়া কেবল পরের মুখ চাহিয়া চাহিয়া ভারতের আর আত্মবল কিছু নাই। পরে যখনি হস্ত ধরিয়া তুলিবেন, তখনি ভারত উঠিয়া দাঁড়াইতে পারেন; তবে ছুপা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারেন। আমরা বলি এ সর্ব্বনাশের কথা। এত দূর পরপ্রত্যাশী হইয়া আজ যাঁহারা কৃষকের ধনে ধনী, তাঁহাদিগকে নির্ধন হইয়া পড়িতে হইবে। মূল যদ্যপি বিনষ্ট হয়, তবে শাখা প্রশাখা কতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে। ভারতবর্ষে যিনি যত কেন ধনবান্ হউন, সে অর্থের মূল এই মৃত্তিকা। সে মৃত্তিকা নিঃস্ব হইয়া পড়িলে তখন ধন আর কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে, ইহা সেরূপ স্থায়ী এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের হৃদয়ঙ্গম থাকা। পৃথিবীর কোন্ ভূমিতে কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপন্ন হইত, এখন সে দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে এবং কিরূপ যত্ন করিলে আরও অধিক উৎপন্ন হইতে পারে, এক্ষণে তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া নির্দ্দেশ করুন। কি কারণে ব্রহ্মদেশের চাউল এত অধিক বিক্রীত হইতেছে এবং ভারতবর্ষের চাউল অবিক্রীত হইতেছে, ইহা তাঁহারাই নিশ্চিত করিতে পারেন, তাঁহারাই তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

অবৈতনিক [illegible] বিদ্যালয়।

গবর্ণমেণ্টের আফিসে উচ্চ, কোন সওদাগরী আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীর হউক, কর্ম্মচারিদিগের সর্ব্বদা বিনয়ী হওয়া আবশ্যক। প্রভুর ভৃত্য কাহাকে প্রহার করা কাহারও উচিত নয়। যিনি প্রহার দিয়াছেন তিনি হয়ত তাঁহার পেটে কর্ম্ম পাইতেছেন না। গবর্ণমেণ্টের আফিসে এই প্রকার পোষণীয় বিদ্যা শিক্ষা করা চলিতে থাকে। যাবৎ দেশে সরল রাজনীতি প্রবর্ত্তিত না হইতেছে, তাবৎ কালের নীতি পদ্ধতির কুটিলতা দূরীভূত না হইবে, তৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান প্রণালীমতে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ এবং শুভ উদ্দেশ্য গোপনে রাখা ভাল। তাহা অন্যথাচরণ করিলে অনিষ্টকারী হইতে হয়। সম্প্রতি বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনরেল এই অপরাধে কয়েক জন কেরাণীকে পদচ্যুত করিয়াছেন। উঁ

অপরাধ এই, পোষ্ট আফিসের এক একটী সংবাদ তাহা মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে প্রেরণ করিতেন। ষ্টাল বিভাগের সংবাদ, তাহাতে মাথামুণ্ড কি তা আছে বলিতে পারি না। "আমাদের মান পোষ্টমাষ্টার জেনেরেল তত্ত্বাবধানার্থ দমদমায় াছেন,—প্রেসিডেন্সি ডাকঘরের গৃহে চুনকাম ব"—এইরূপ অকিঞ্চিৎকর সংবাদ প্রথমে সংবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল। যেমন আমরা ইটী বাঙ্গালা দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারি এটী ৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাক্যবিন্যাস, প ইংরাজেরাও অল্পবিদ্যা বাঙ্গালির ইংরাজি াবনো দেখিয়া তাহার পরিচয় বুঝিতে পারেন। াহির ধারাধরণ দেখিয়া পোষ্টমাষ্টার জে·রেল ত পারিলেন যে, তাঁহার কোন বাঙ্গালি কেরাণী ংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সিম ে খানি গোপনীয় পত্র লেখেন। পত্র খানির াব কিছুই নহে; তাহাতে লিখিত ছিল যে, ংপর পল্লীগ্রামের ডাকবিভাগস্থ কর্ম্মচারীরা বেলা টার সময় আহারাদি করিয়া কার্য্যে আসিবেন; ডাকঘরের মনিঅর্ডার সেভিং ব্যাঙ্কে স্থাপিত বে। পোষ্ট আফিসের কোন ব্যক্তি এই সংবাদ ার করিয়াছেন। পোষ্টমাষ্টার জেনরেল ইহাতে ুপ্রায় হইয়া কেরানীদিগকে ডাকাইলেন; কিন্তু সংবাদ কে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চিত ল না। তজ্জন্য যে যে ব্যক্তি ঐ সংবাদ জানিতেন, র বাহাদুর তাঁহাদের সকলকেই পদচ্যুত করি-ছেন।

আমরা এই কার্য্যপ্রণালীকে ঠকারিতা বলি। ষ্টমাষ্টার পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন, তদীয় বিভাগের ুল্য গোপনীয় বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়া পড়িছে। দেখুন পোষ্ট আফিসে চুণের গোলা ফিরান বে, সে কথা কিছুতেই গুপ্ত থাকিল না। ঘর-া ধপ ধপে হইয়া উঠিবে, কেরাণীরা অপ্রস্তুত হইয়া কথার গুমর নষ্ট করিয়া দিলেন। পোষ্টমাষ্টার নরেল দমদমায় তত্ত্বাবধানার্থ গমন করিলেন, াও প্রকাশিত হইয়া পড়িল! এ তরাগের কারণই ই ইহাতে পাষাণের প্রাণও ক্রোধে দগ্ধ হইয়া উঠে ুখ কোন ছার! তার উপর আর কথা কি?—কঘরের বাবুরা সকাল সকাল বাল্য ভোগ ইয়া আসিয়া "হাবড়ায় টাকা গচ্ছিত রাখি-ব ব্যাঙ্ক হইবে" এ সকল গূঢ় কথা রাষ্ট্র রিয়া দিলেন। তবে আর রাজা ত চ ল না! যদ্যপি তে উঠে ফাঁসি কাঠে চড়াইবার ক্ষমতা থাকিত, াপি অন্য কোন প্রকার শাস্তি দিবার অধিকার াকিত, পোষ্ট মাষ্টার জেনরেল তদ্বিষয়ে আলস্য ক্ষমা উদাস্য প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার যত দূর হইয়াছে, তিনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। অমন গরিব কেরাণী বেচারা-দিগের মাথা খাইয়া দিয়াছেন। ডাকঘরের পবিত্র এবং দুর্ম্মূল্য গূঢ় সংবাদগুলি হাটে বাজারে ঘোষণা করিয়া দিয়া কেরাণীরা দরিদ্রতার উপাসক হইয়া পড়িলেন।

এখন পোষ্টমাষ্টার জেনরেলকে আমরা একটা কথা বলি। যখন তিনি দেখিলেন, যব সাফাই সংবাদ তাঁহার তীর্থ ভ্রমণ সংবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল, তিনি কি কেরাণীগণকে তখন সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন? ডাকঘরের কোন সংবাদ প্রকা-শিত করিবার অনুমতি নাই, তাহা কি কর্ম্মচারিদি-গকে জ্ঞাত করা হইয়াছিল? যখন তিনি তৎকালে নিস্তব্ধ ছিলেন, তখন এ দোষ কেরাণীদিগের নহে, তাঁহার নিজের দোষ। এই অকিঞ্চিৎকর সংবাদ প্রকাশ করা দোষাবহ নহে, কেরাণীদের এই বিশ্বাস ছিল। ইহাতে রাজ্যে যে কি বিপ্লব ঘটিবে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই; ইহাতে যে, কৃষ্ণভল্লুকের তার তাগমন সুখসাধ্য হইবে, তাঁহাদের বুদ্ধি ততদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইহাতে যে আরাবি বে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে, সুয়েজ খালের পথ অবরুদ্ধ হইবে, ইহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। তাঁহারা যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছেন, তাহা জানিতেন না। লোকের চক্ষে যে, ধূলী দিয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, এটী তাঁহাদের বুদ্ধির অগোচর। পোষ্ট মাষ্টার জেনরেল একবার কেরাণীদিগকে ক্ষমা করিলে তাঁহার উচ্চ পদ মর্য্যাদা রক্ষিত হইত।

আমরা রাজনীতির কুটিলতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। সভ্য রাজার রাজকার্য্যে গুপ্ত মন্ত্রণা অত্যন্ত দূষণীয়। নূতন অবলম্বনীয় নীতি যত শীঘ্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ততই শুভ। কারণ, সাধারণের প্রতিবাদে তাহার দোষ গুণ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। যতই কেন বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ হউন না, মানুষ ত, মানুষের ভ্রম পদে পদে। এক ব্যক্তি কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিলে অনেকে যদ্যপি তাহার প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে অধিক ভ্রান্তি থাকিতে পায় না। সে কারণ, আমাদের বিবেচনায় রাজনীতি গোপনে রাখা কর্ত্তব্য নহে। এটী প্রাচীন পদ্ধতি। পূর্ব্বতন রাজারা অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়া বসি-তেন; বিশেষতঃ রাজা তখন স্বয়ং রাজার ছিল; প্রজাগণ তাঁহার ক্রীতদাস; সুতরাং গূঢ়মন্ত্রণা কেহ জানিতে পাইতেন না। এখন রাজা প্রজা সকলেই তুল্য। রাজা সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ; তদ্ভিন্ন রাজ্যে সকলেরই সমানাধিকার। অতএব রাজনীতি সকলেরই জ্ঞাত হওয়া উচিত। ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্টের এখনও সেই সরল পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই; এখনও এদেশে ছদ্মবিজিতত্বভাব রহিয়াছে। রাজপুরুষেরা গূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে চাহেন না এমন ক্ষেত্রে প্রভুর মন রক্ষা করা বিধেয়। বি গবর্ণমেণ্ট সত্বর এই কুপ্রথা রহিত করুন।

ভারতবর্ষের বিচারসংক্রান্ত বিভাগ সম্বন্ধে
ইডন সাহেবের মত।

একাদিক্রমে সপ্তাহ বাঁদল আরম্ভ হইল, অনবর ঝড় হইতে লাগিল, বাটীর বাহির হইবার যো না নিত্যকর্ম্ম বন্ধ, কষ্টের ইয়ত্তা নাই। এই সঙ্কট মধ্যে দেব দিবাকর যদি মেঘাচ্ছাদিত দেহে অল্প ভাবে এক আধ বার দেখা দেন, তাহা হইলেও য আনন্দ জন্মে। এইরূপ ঘোর সঙ্কটময় ভারত শাসন-প্রণালী মধ্যে আমরা বাস করিতেছি, এখা অবিশ্রান্ত অবিচারবৃষ্টি পড়িতেছে, পক্ষপাত প্রবল বায়ু বহিতেছে; ইহার মধ্যে যদি দুই এ অস্পষ্টরূপ ন্যায়ানুগত প্রস্তাব শ্রুতিগোচর হয়, ত হইলেও মন আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়। এই কা আজ আমরা হিউম সাহেবের উল্লিখিত প্রস্তা অভ্যর্থনে সমুৎসুক হইলাম। হিউম সাহেবের প্র বটী নির্দ্দোষ নয়, ইহা বৈদ্যুত-ভাময় প্রভাবের ন আলোক ও অন্ধকারে মিশ্রিত, তথাপি ইহা সপ্ত ব্যাপী বাদলায় সূর্য্যপ্রকাশের ন্যায় আমাদের প্রী বর্দ্ধন করিতেছে। বলিতে কি ভারতীয় শাস প্রণালী মধ্যে এমনি বিপাক ঘটিয়াছে যে কেহ ন্য কথা কহিলে বা কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিলে তা প্রশংসা করিতে হয়।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগে এ দেশীয়েরা ইউ পীয়ের সহিত যাহাতে সমভাবে অধিকার প্রাপ্ত তদভিপ্রায়ে হিউম সাহেব নিম্ন লিখিত পদ নিম্ন লিখিতরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা:—

পদ	ইউরোপীয়ের বেতন	দেশী বে
সিনিয়ার জজ	৩০০০	১.
জজ	২৫০০	১৬
জুনিয়ার জজ	২০০০	১১
আসিষ্টাণ্ট জজ	১৫০০	১০
প্রথম শ্রেণীর সব জজ	০	৯
দ্বিতীয় " "	০	৮
তৃতীয় " "	০	৭
চতুর্থ " "	০	৬
পঞ্চম " "	০	৫
ষষ্ঠ " "	০	৪
প্রথম নিযুক্ত "	০	৩

তাঁহার ইচ্ছা দেশীয়েরা নিম্ন পদ হইতে ক্রম উচ্চ পদে অধিরোহণ করেন এবং ইউরোপী

সিষ্টাণ্ট জজের নিম্ন পদ গ্রহণ করিতে না
রেন। পদগুলি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া অর্দ্ধেক
উরোপীয়ের এবং অপরার্দ্ধ দেশীয়ের প্রাপ্য হয়।
দেশীয়ের প্রাপ্য অর্দ্ধেক পদগুলির প্রথমে এক
তুর্থ, সাত বৎসরের পরে এক তৃতীয় এবং চৌদ্দ
ৎসরের পরে অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে। এই
কল উচ্চ পদে যে সকল দেশীয় নিযুক্ত হইবেন,
াহাদিগের মধ্যে ন্যূনকল্পে অর্দ্ধেকও সব জজের পদ
ইতে প্রথমোক্ত চারিটী উচ্চ পদে উন্নীত হইবেন
বং অপরার্দ্ধ বার বৎসর স্বাধীনভাবে ব্যবসায়
রিয়াছেন এরূপ দেশীয় ব্যারিষ্টার অথবা উকীলকে
ওয়া হইবে। কিন্তু আসিষ্টাণ্ট জজের নিম্ন পদ
মুহে মুন্সেফ প্রভৃতি বিচার সংক্রান্ত বিভাগের
র্ত্তমান কর্ম্মচারিগণই স্ব স্ব যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া
ন্নীত হইবেন। উহাতে আর কাহারও অধিকার
াকিবে না তবে কেবল প্রাথমিক সব জজের পদে
ই বৎসর ব্যারিষ্টারি অথবা ওকালতী করিয়াছেন
রূপ দেশীয় লোকেই নিযুক্ত হইতে পারিবেন।
ুই শ্রেণীর সব জজেরা তিন বৎসর কর্ম্মের পর ষষ্ঠ
শ্রেণীর সব জজের পদ প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু ইউ
রোপীয়দিগের জন্য রক্ষিত অর্দ্ধেক পদ ৬ বৎসর
ব্যারিষ্টারি করিয়াছেন এরূপ লোককে প্রদান করি
বার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

হাইকোর্টের জজের পদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে লেখক এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ১ ম ইউরোপীয় সিনি
য়ার জজ ও জজ, ২ য় দেশীয় সিনিয়ার জজ ও জজ,
৩ য় দশ বৎসর স্বাধীনভাবে ব্যারিষ্টারি করিয়াছেন
এরূপ ইউরোপীয় ব্যারিষ্টার, ৪ র্থ বিশ বৎসর
স্বাধীনভাবে ব্যারিষ্টারি অথবা ওকালতী করিয়াছেন
এরূপ দেশীয় ব্যারিষ্টার বা উকীল হাইকোর্টের
জজের পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। তিনি
বলিয়াছেন, এইরূপ নিয়ম হইলে এই বিভাগে গবর্ণ
মেণ্টের যে অর্থব্যয় হইতেছে, তাহার হ্রাস হইবে
এবং এক্ষণকার অপেক্ষা সুবিচার হইবারও অধিক
সম্ভাবনা, অধিকন্তু দেশীয়দিগের উৎসাহও বৃদ্ধি
হইবে। উপসংহারে দেশীয়দিগকে ইউরোপীয়
দিগের সহিত তুল্যরূপে মাজিষ্ট্রেট ও কালে
ক্টারের পদ প্রদান করা হয়, তিনি তদভিপ্রায়ও
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের
সিনিয়ার ডেপুটী কালেক্টার রাজা লক্ষ্মণ সিংহের
কথায় বলিয়াছেন, তাঁহার বিবেচনায় লক্ষ্মণ সিং
জেলার ভার গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি। যে সকল
ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ত্রিশ বৎসর যাবৎ
কার্য্য করিয়া এক্ষণে যোগ্যতার সহিত জেলার কাজ
করিতেছেন, লক্ষ্মণ সিং তাঁহাদিগের অপেক্ষা ন্যূন-
গুণসম্পন্ন নহেন। অতএব তাঁহার হস্তে জেলার
ভার দিলে কার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে
তদ্বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই। বিচার সংক্রান্ত
বিভাগে দেশীয় বিচারপতিগণ যেরূপ প্রতিপত্তি ও
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে প্রিভি কাউন্সিল
পর্য্যন্ত সকল মুখে তাঁহাদিগের বিচার-দক্ষতার প্রশং-
সাবাদ করিয়া থাকেন।

পাঠক! এক্ষণে হিউম সাহেবের বাক্যগুলি পাঠ করিলেন, তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা একবারে প্রমাদশূন্য না হইলেও উপাদেয় বলিয়া আমাদের পরিগৃহীত হইতেছে। এ সম্বন্ধে যে কয়েকটী বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে, একৈকক্রমে তাহার উল্লেখে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। তিনি পদের সমতাবিধান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বেতনের যেরূপ ইতরবিশেষ করিয়াছেন, তাহা কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। এ দেশীয়দিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের ব্যয় অধিক বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত করা হয়, তাহা আমরা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচনা করি। এ দেশীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের ব্যয় ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা অল্প নহে। ইহাঁদিগের কেবল যে নিজের ও পরিবারের ব্যয় বাড়িয়া যায়, তাহা নয়, ইহাঁদিগের আগন্তুক ব্যয়েরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এদেশীয়দিগের নিত্য ক্রিয়াকলাপ আছে, তদ্ভিন্ন জ্ঞাতি ও কুটুম্ব প্রতিপালন। ইহাতে যে দৈনিক মাসিক ও বার্ষিক ব্যয় পড়ে, ইউরোপীয়দিগের তাহার বোধই নাই। তবে যদি কেহ বলেন, অধিক বেতন না হইলে ইউরোপীয়েরা কর্ম্ম স্বীকার করিবেন না, তদুত্তরে আমরা বলি সে কাল আর নাই। এখন কি ভারতবর্ষ কি ইউরোপ সকল স্থানেই কৃতবিদ্য দলে চাকুরীর জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। এখন সকলেই চাকুরীর নিমিত্ত লালায়িত। আর এক কথা এই, দেশীয় বিচারপতিদিগকে যেরূপ অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে তাঁহাদিগের বেতন ন্যূন করা কোনক্রমেই বিধেয় হয় না। আমরা অধিকাংশ স্থলে দেখিয়াছি, ডিষ্ট্রীক্ট জজেরা সব জজদিগের উপরেই বড় বড় মকদ্দমার ভার দিয়া আপনারা অতি সামান্য সামান্য মকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন। অতএব একজন অল্প পরিশ্রমে অধিক বেতন পাইবেন ও একজন হাড়ভাঙ্গা শ্রম করিয়া অল্প বেতন পাইবেন, ইহা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবকারক সব জজদিগের বেতন যেরূপ কম করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও আমাদিগের অনুমোদিত হইতেছে না। সব জজেরাই যদি তিন শত টাকা হইতে কার্য্যারম্ভ করেন, তবে প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফদিগকে কিরূপ বেতন দেওয়া হইবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফগণই বা কত বেতন পাইবেন সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর মুন্সেফগণকে মাসিক ১০০ টাকা বেতন দিবার ব্যবস্থা না করিলে আর ৭ ম শ্রেণীর সব জজের তিন শত টাকা বেতন শোভা পায় না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে, মুন্সেফ ও সব জজ প্রভৃতিকে যেরূপ কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, এরূপ অস্থিভেদী শ্রম আর কাহাকেও করিতে হয় না। অতএব এই বিভাগের বেতন সংক্ষেপ করা কোন ক্রমেই উচিত হয় না। অপর বক্তব্য এই, ইউরোপীয় ব্যারিষ্টার ৬ বৎসর স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিয়া উচ্চ পদে আরূঢ় হইতে পারিবেন, কিন্তু দেশীয় ব্যারিষ্টার অথবা উকীল যাদশবর্ষ স্বাধীন ব্যবসায় না করিলে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না, এরূপ নিয়মের তাৎপর্য্য কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না, ইহাতে কি স্পষ্ট পক্ষপাতিতা প্রকাশ হইতেছে না? যে ইকুনের জ্বালায় মাথা মুড়ান হইতেছে, আবার সেই ইকুনের জ্বালা? একজন ইউরোপীয় ব্যারিষ্টারের দেশীয় লোকের রীতিনীতি ও দায়ভাগপদ্ধতি বুঝিতে ছয় বৎসর যায়, অতএব তাঁহারা ছয় বৎসর ব্যবসায়ের পর উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদি সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে দেশীয় ব্যারিষ্টার অথবা উকীল বার বৎসরের ন্যূনে স্ব দেশীয় ও স্বজাতীয়ের দায়ভাগবিধি প্রভৃতি জানিয়া কেন যে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন না আমরা ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, এরূপ সিদ্ধান্ত যে কতদূর প্রমাদশূন্য বিজ্ঞ পাঠক! বোধ হয় সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন, আমাদের বিবেচনায় এরূপ স্থলে উভয়ের ব্যবসায় কাল একরূপই নিরূপিত হওয়া কর্ত্তব্য আমাদিগের অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, যে আমরা এরূপপক্ষপাতী গবর্ণমেণ্টের শাসনে থাকিয়া রাজস্ব সাধারণ বিভাগের উচ্চ পদে ইউরোপীয়দিগের সহিত তুল্য অধিকার প্রাপ্ত হইতেছি না, এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। মাজিষ্ট্রেট কালেক্টারের কার্য্য জজ প্রভৃতির কার্য্যের অপেক্ষা গুরুতর নহে, স্বত্বাস্বত্বের বিচার বিশেষ পারদর্শিতা বিনা সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে বলিয়াই সিবিলিয়ানেরা বহুকাল ধরিয়া মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করেন এবং পরিশেষে দক্ষতা লাভ করিলে জজ প্রভৃতির পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। অতএব যে দেশীয়েরা গুরুতর বিচার কার্য্য করিয়া প্রিবি কাউন্সিলের সুখ্যাতিভাজন হইতেছেন, তাঁহারা কি মাজিষ্ট্রেট অথবা কালেক্টারের কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ নহেন? বঙ্গদেশে এক্ষণে এমন অনেক বিজ্ঞ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বিদ্যমান আছেন যাঁহারা উক্ত কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলে নবা সি

নের কথা দূরে থাকুক, প্রাচীন সিসিলিয়ন
ফরেট ও বালেষ্টারের অপেক্ষা বোগাতা সহ-
র কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইবেক।

পুস্তক সমালোচন।

নিকলিখিত [illegible] পুস্তক সমালোচনার্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। কলি
[illegible] এখানি ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।
[illegible] হইল না। গ্রন্থকার শিক্ষিত ব্যক্তি, এই
[illegible] উপায়ের দ্বারা—সকলগুলি সমান শুদ্ধ
[illegible] হইলেও ইহার স্বল্পভাগের সহিত
মুদ্রাঙ্কণ সমান ও উপেক্ষার যোগ্য।

গোপালপুরী। পাইকপাড়া নিবাসী শ্রীঠাকুরদাস
[illegible] প্রণীত। এখানি বিনা মূল্যে বিতরিত হই-
[illegible]। গৃহস্থবাবু একজন পাকা লোক, তাঁহার
[illegible] বিশেষ দৃষ্টি আছে, লোকের
[illegible] সংশোধন চেষ্টাই এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়নের
[illegible]।

সোমোদগীত। শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন ভট্টাচার্য্য
[illegible]। শ্রীমপুর হেমোহর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।
[illegible] করিয়াছেন।

"কাঙ্গালের এ প্রার্থনা করলে সফল কি।" আমরা
[illegible] অপেক্ষিক নাট্যসমাজে হইতে প্রকাশিত।
[illegible] বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে মুদ্রিত।
[illegible] ক্ষুদ্র পুস্তিকা। মাতাল ও বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির
[illegible] যেরূপ হইয়া থাকে, উহাতে তাহাই ব্যক্ত
[illegible]।

[illegible]। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible]। এখানি কবিতাবলী। ইহার অধিকাংশ
[illegible] ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশই
[illegible] কোমল কবিত্বরসে ও সুললিত
[illegible]। কিন্তু আমরা ইহার নির্দ্দোষতা অপেক্ষা
[illegible] এমো বিরচিত ও সরলা নাটক কবিতাটি
[illegible] বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। অন্যান্যগুলির
[illegible]।

মায়া। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টোপাধ্যায় প্রণীত।
[illegible]। গ্রন্থকারের নাম শ্রবণ করিয়া
[illegible] মনে করিতেপারেন, এ আবার কিরূপ ভাষা
[illegible]। সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য তিনি
[illegible] তাহা, সুন্দর তিন প্রকারে অর্থ করেন। কুক্ষ
[illegible] আছে। ইহা অবলম্বন করিয়া যে গ্রন্থে কিছু
[illegible] সুখে বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে বাটীতে বাটীতে
[illegible] করিয়া সকলের প্রীতি দান করিবে, লিপি
[illegible] কারু প্রশংসা ইউরোপীয় পাঠকবর্গকে তাহা
[illegible] বুঝাইয়া দিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন।
[illegible] অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশের পৌরা-

দিক সময়ের অনেক কথা বলিয়াছেন। গ্রন্থকার বঙ্গদেশের নাট্যগীতি এবং নৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর সহিত ইউরোপের যেখানে যত দূর সৌসাদৃশ্য আছে বিশদরূপে উহা দ্বারা তাহা দেখাইয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারের বিস্তর ভাষাভিজ্ঞতা ও প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধান এবং গভীর রসজ্ঞতা বুঝিতে পারা যায়।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ ই অক্টোবর। সার গার্ণেট উল্‌সলি যেরূপে ডেলেল নিবির অধিকার করিয়াছেন, তাহার বর্ণন করিয়া যে পত্র লিখেন, লণ্ডন গেজেটে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সার গার্ণেট সৈন্যকে যে আয়োজনের অধিকতর প্রশংসা করিয়াছেন। ফরাজ-পক্ষে সমুদয়ে ৮৫০ সাঙ্কি হত হইয়া ছে।

৬৩ ও ৬৪ রেজিমেণ্ট ভারতবর্ষীয় সৈনিকপদ হইতে পরিচ্ছ ৬৩ রিটিশ মিলিটারি ভুক্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর। আয়ারলণ্ডের পশ্চিম অংশে পুনরায় [illegible] আরম্ভ হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৮ ই অক্টোবর। সর ডফরিন সুলতানকে [illegible] এই উত্তর দান করিয়াছেন, দেশমধ্যে শান্তি বিরাজিত হইবামাত্র মিশর হইতে সৈন্য উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

টাটা নামক স্থানের ও অন্যান্যের লোকদিগের পুনরায় ধর্ম্মোন্মাদ জন্মিয়াছে।

মিশরের প্রধান সেনাপতি সর্ব্বদায় ইংরাজ সৈন্য থাকে, এই [illegible] করিয়া আন্দোলন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১০ ই অক্টোবর। রিটিশ সেনাগণ ক্রমাগতে মিশর [illegible] করিতেছে।

সার [illegible] ইউরোপে আসিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

মিশরের ও সুদানের কার্য্য [illegible] ফরাসি [illegible] সম্পাদকদিগের হাতে দিতেছেন। সর এডওয়ার্ড মালেট এ বিষয়ে [illegible] নিকটে আপীল করিয়াছেন।

ডেলি [illegible] বলিতেছে বড় টাকালে বলিয়াছেন, রিটিশ [illegible] মিশরে নিবাসিদিগেরই করিবে। [illegible] এজন্য [illegible] স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। [illegible] বলেন, মিশরবাসিদিগের

বিবিধ সংবাদ।

১১ ই অক্টোবরের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধে যে সুতাম্ব প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা সংক্ষেপে নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি। যথা:—

বাঙ্গালার ভূমি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহল (২) মেয়াদি বন্দোবস্তী মহল (৩) গবর্ণমেণ্টের খাসমহল (৪) চা[illegible] ওয়ারিস মহল। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ১৪১৭ দ্বিতীয় শ্রেণীর ৭৬৯৮, তৃতীয় শ্রেণীর ২৮২২ চতুর্থ শ্রেণীর ২৩ টা মহল। এই সকল মহল হ[illegible] ১৮৮০—৮১ অব্দে ৩৭৫৪১১৮৮ টাকা ও ১৮৮১—৮২ অব্দে ৩৭৭৩৭২১৬ টাকা আদায় হয়, তন্ম ১ ম শ্রেণীর মহল হইতে ৩১৩১৭৫৫৪ ২ য় শ্রে মহল হইতে ১৬১৩১৯৩, ৩ য় শ্রেণীর মহল হ ১৮৩৭১০৬ ও চতুর্থ শ্রেণীর মহল হইতে ৭৬ টাকা আদায় হইয়াছে। গত বর্ষে দ্বিতীয় ও তৃ শ্রেণীর মহল হইতে ১৮৮০। ৮১ অব্দ অপেক্ষা অ আদায় হইয়াছে, গত বর্ষে ২১৪১২৮৪ ও তৃ বর্ষে ২৫৩৬৮৮০ টাকা খাজনা বাকী পড়ে, ত ১৮৮০।৮১ অব্দে ৭৫০২৮ ও ১৮৮১।৮২ অব্দে ২৫ টাকা বেবাক দেওয়া হয়। খাসমহল সম্বন্ধে নিউ বোড বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী কর সংগ্রহ করা হয়, ইহা প্রজার ইচ্ছা নহে, দিগের দ্বারা দশ আনা ভাগ রাজস্ব আদায় হ কঠিন, এরূপ স্থলে প্রজারা খাজনার ভার প্রতিবন্ধকতা করে, কখন ধর্ম্মঘট করিয়া খা দেওয়া বন্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত মক করে, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রজার স বিরক্তিকর হয়। গত বর্ষে জমীদার প্র ৭৬৮৭ খাজনা বৃদ্ধির নোটিশ দেন, ইহার পূর্ব্ব সাড়ে দশ হাজার নোটিশ দিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৮ অব্দে প্রজারা ১০৩৪ খানি জমী পরিত্যাগের নো দেয় ও ১৮৮১-৮২ অব্দে ১৮১৭২ খানি দিয়াছে। খাজনার মূল্য সুলভ হওয়াতে প্রজারা জমী ছাড়িয়া দিবার চেষ্টা করে, এবং জমীদা তার বৃদ্ধির দাওয়া অনুকূল হয় না, তাই প্রজার ত্যাগের নোটিশ অধিক ও জমীদারের তার নোটিশ অল্প হইয়াছে বলিয়া বোর্ড অনুমান ক ছেন। কোর্ট অফ গবর্ণর নিজ মন্তব্যের শেষ ভাগে য়াছেন যুদ্ধ এবং মন্বা বাঙ্গালা ক্রমপরম্পরে বর্ত্তমান রেণ্ট লাঃ উপর পঞ্চা ৭ জমীদার উ ঘোরতর বিরাগ জানিতে পারিয়াছেন। তিনি ক পারিয়াছেন তাহাদিগের [illegible] ইচ্ছা প্রব অসুবিধা দূর হয়, এই নিমিত্ত নূতন রেণ্ট বিল চনা পৃথক বিবিবদ্ধ করিতে হইবে।

মাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের শঙ্কা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। বোম্বাইয়ের বস্ত্র ব্যবস ইউরোপীয়দিগের [illegible] মন্দ উপকরণে প্রস্তুত ক হাতে বহরে কম অথচ প্রমাণের ছাপ দেওয়া ব করিয়া বিক্রয় করাতে তাহাদিগের উপর লে অবিশ্বাস হয় ও তন্নিবন্ধন তাঁহারা বিস্তর ক্ষ হইয়াছেন। এখন অনেকে বোম্বাইয়ের কলজা

ত্রিম নহে বলিয়া কেহ ক্রয় করিতে সাহসী হন না
রা বোম্বাইয়ের দেশীয় ব্যবসায়ীসমাজ আগামী
ধর মাস হইতে বিলাতের মিথ্যা ছাপ দেওয়া
া পরিমাণের ছাপ শূন্য বস্ত্র ক্রয় করিবেন না
া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। গত মেলে এই
দ ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছে।

টেটসমান শিমলা হইতে তারযোগে সংবাদ
য়াছেন ১৮৮১ অব্দের জানুয়ারি মাস হইতে ছটীর
বর্ষে একটী করিয়া গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি প্রদত্ত হইবে।
য় বালক ইহা ভিন্ন আর কাহাকেও দেওয়া
ব না, যে বালক এই বৃত্তি লাভ করিবেন, তাঁহাকে
ক ১৫০০ টাকার হিসাবে চারি বৎসর এবং
ন কোন স্থলে ৫ বৎসর পর্য্যন্তও দেওয়া
ব।

অচঞ্চল ইউরোপীয়ের উৎপাতে দেশীয়ের প্রাণ
গত হইয়াছে। লর্ড রিপন এত দেশহিতকর
া করিতেছেন, কিন্তু এই অত্যাচার নিবারণে
উদাসীন রহিয়াছেন ইহাই বড় আশ্চর্য্যের।
রোপীয়েরা যদি দেশীয়দিগকে আটকৌড়ার
র মত কেবল প্রহার করিতে পান, তাহা হইলে
ার সকল সুখ্যাতিই এককালে বিলুপ্ত হইবে,
তিনি এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে কাজেই
ন রক্ষার জন্য দেশীয়দিগকে ঘুসির বদলে ঘুসি
তে হইবে। পাঠক! সে দিন ত রোহিল-
র লোকো-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ব্যবহারের কথা
য়াছেন। আজ আবার নদীয়ার সিবিল সার্জ্জন
ার সাহেবের অত্যাচার শুনুন। এ মহাপুরুষ
এ জুলাই বনগ্রামের দাতব্য ঔষধালয় ও
কুমার গারদ দেখিতে যান। পরিদর্শনান্তে
ীয় ডাক্তারকে তাঁহার গাড়ির কোচবাক্সে
রোহণ করিয়া চাকদহে যাইতে বলেন,
ক্তার বাবু আপনার মর্য্যাদা রক্ষা এবং
তে ভিড়িয়া যাওয়া কষ্টসাধ্য বিবেচনা করিয়া
নক অনুনয় বিনয়ের সহিত বলিয়া যাইতে
স্মতি প্রকাশ করিলেন। সাহেব ইহাতে যার পর
কুপিত হইয়া সে দিন চলিয়া গেলেন, কিন্তু
রাগ তাঁহার মনে মনে ছিল। তিনি ইহার
তশোধ লইবার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করিতে-
লন। হঠাৎ গত ৫ ই অক্টোবর ডাক্তার
র নিকট সংবাদ আসিল কলিকাতা হইতে
জন সাহেব ষ্টেষণে আসিয়া তাঁহার
অপেক্ষা করিতেছেন, অতএব অবিলম্বে
আইসেন। তিনি এই সংবাদ পাইয়া
তপদে আসিয়া দেখিলেন সে সমস্তই মিথ্যা।
সময়ে ইঞ্জিনিয়রের বাঙ্গালা হইতে রাণ্ডার
বের বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন,
ডাক্তার বাবু তাঁহাকে দেখিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন, কিন্তু ব্রাণ্ডার কুপিত হইয়া গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সাহেবের জন্য একখানি ভাড়াটে গাড়ি আসিল, তখন তিনি ডাক্তার বাবুকে কোচবাক্সে উঠিয়া তাঁহার সহিত যাইতে বলিলেন, কিন্তু যেমন তিনি অস্বীকার করিলেন, সাহেব অমনি চুলের টিকি ধরিয়া ঘুসি মারিতে আরম্ভ করেন, দুই চারিটী ঘুসির পরে ডাক্তার বাবু ভূমিতে পড়িয়া যান, তখন সাহেব অনবরত লাথি মারিতে আরম্ভ করেন। পরিশেষে তিনি ডেপুটী বাবুর নিকট নালিশ করিয়াছেন।

গত বর্ষে শ্রীরামপুর হইতে ১৯০০০০ মণ গোলআলু বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় আমদানী হয়, এবং ইহা বিক্রয়ে ৩০০০০০ টাকা আয় হইয়াছিল।

ভাগলপুর নিউস শুনিয়াছেন, 'তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট টমসন সাহেব ইতিপূর্ব্বে বিনা কারণে একজন জমীদারকে অবমানিত করাতে কমিশনর তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন।

জামালপুরের এক ব্রাহ্মণের দুই পত্নী পরস্পর বিবাদ করিয়া জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে নিজ পুত্রকে হত্যা করিয়া কনিষ্ঠার গৃহের দ্বারে ফেলিয়া রাখে। পরিশেষে পুলিষ তদন্তে পাপীয়সী ধৃত হইয়াছে। হত্যাকারিণী ও দণ্ডিত হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণও যেন কুপরামর্শে পার না পায়।

সালেমের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ২৯ এ সেপ্টেম্বর বিদ্রোহের সন্দেহ করিয়া ১১ টী আট বৎসরেরও কম বয়স্ক বালকের ৩ মাস ও ৪৩ জনের এক বৎসর করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

অপরের উপরে প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা কার নাই, আমরা ত দেখিতে পাই না। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের উপরে খাটীর কর্ত্তা সকল সন্তানের উপরে কর্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা করেন। তাহার মধ্যে যাঁহার কিছু বিদ্যা বুদ্ধি অধিক, তিনি প্রতিবেশিবর্গের উপরে প্রভুত্ব করিবার বাসনা করিয়া থাকেন। অতএব বিজিত জাতির উপরে জেতৃজাতি যদি প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাতে কিছু নূতনত্ব নাই, তাহাতে মহত্বও নাই, সেটী স্বাভাবিক ঘটনা। তবে যাঁহারা বিজিত জাতিকে স্বাধীনতা দিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ মহান্। তাঁহাদের আচরণই অনুকরণীয়। আমাদের মহোদার প্রকৃতি লর্ড রিপন বাহাদুরের প্রবর্ত্তনীয় আত্মশাসন-প্রণালীর প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বোম্বাইয়ের গবর্ণর নিজ ক্ষেত্রগ গর্ব্বান্ধতা ও অনৌদার্য্যেরই পরিচয় দিয়াছে তাঁহার ইচ্ছা এই, রাজ কর্ম্মচারিদিগের কর্ত্তৃত্বে নি মিসিপালিটীর কার্য্য সম্পাদিত হয়। আমরা দে আহ্লাদিত হইলাম, লর্ড রিপন বাহাদুর ঐ প্র যাহার সদুত্তর দিয়া নিজের অধিকতর মহত্ব প্র করিয়াছেন। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন, যে কোন স্থানে নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলে ক্ষ থাকা লাভের সুন্দর সম্ভাবনা আছে, গবর্ণর (বোম্বাইয়ের) এই নির্দ্ধারণ করিতে দেওয়া কিন্তু গবর্ণর জেনেরলের ইচ্ছা এই যে, হৃদয়ের স দর্পতা দোষ-দূষিত রাজনীতি যেন অনুসৃত না হয় একটী সমুচিত উৎসনাই হইয়াছে। যিনি একটী প্রদেশের শাসন কর্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার এ এরূপ সঙ্কীর্ণ! যাহারা টাকা দেয়, তাহাদি সে টাকা ব্যয় করিতে না দেওয়া কি অন্যা নয়?

ভারতবর্ষে এক্ষণে ১৬২ টী ভাষা প্রচ আছে।

১১ ই নবেম্বর শিমলায় গবর্ণমেণ্ট আপীস হইবে, এবং ২৭ এ কলিকাতায় পুনর্বার।

ব্রহ্মদেশের ডাকাইতি থামিয়াছে। ডাকাই দিগের চারিজন সর্দ্দার ধৃত হইয়াছে, এবং ৬০ ধৃত হইয়া ব্রহ্মরাজের দণ্ডাজ্ঞার অপেক্ষা করিতে যাহা হউক এই সংবাদে আমরা বড় সুখী হইল ব্রহ্মরাজকে দণ্ডাদানে অসমর্থ বিবেচনা ক ডেলিনিউস সম্পাদক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ত সৈন্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেছিলে তিনি এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ মেণ্ট সাম্রাজ্যদানে পরাঙ্মুখ হইলে পাছে ব্রহ্ম ফ্রান্স অথবা ইটালির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইং দিগের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েন এই ভাবনায় ব্যাকু হইয়াছিলেন। কাবুলে যেমন রুশনীতি এখা যে সেইরূপ কূটনীতি ও ইংরাজীর বিভীষিকা দে হইতেছে? ডেলিনিউসের সদৃশ বন্ধু হইতেই গ মেণ্টের মত বিপদ।

সচরাচর শুনিয়াছেন অনেকে তিমিকে মৎস্য বলি থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা মৎস্য নহে। ইহারা য সময়ে সন্তান প্রসব করে এবং সিংহ হস্তী প্রভৃতি ন্যায় সন্তানদিগকে স্তনাপানে করাইয়া থাকে। সোর শোণিত শীতল, কিন্তু তিমির শোণিত উ মৎস্যের হৃদ্‌পিণ্ডে দুটী গহ্বর আছে এবং একটী শোণিত সঞ্চরণ করে। কিন্তু তিমির হৃদ্‌পিণ্ডে এবং মনুষ্যের ন্যায় ধমনীতে রক্তের চলাচল থাকে। মৎস্য জল হইতে উঠাইলে অধিকক্ষণ বাঁ না, পক্ষান্তরে তিমিকে অধিকক্ষণ জলে

া রাখিলে মরিয়া যায়। এপর্য্যন্ত পাঁচজাতীয় জানা গিয়াছে। তন্মধ্যে একপ্রকার জাতীয় তিমিই াপেক্ষা বৃহৎ। উহারা ১০০ ফিটেরও অধিক দীর্ঘ। ারা সমুদ্রকূলে বাস করে। যখন চড়ায় উপর তে পেশী জলে গিয়া পড়ে, তখন বোধ হয় বিপুল উপস্থিত হইল। উহাদের দেহ ওজনে ৬৫ হাজার নরও অধিক ভারি হইবে। উহারা ডাঙ্গায় ঠিক কা হইয়া আপনাদের দেহ বিস্তীর্ণ করিয়া নিদ্রা । তাহাদের যে সকল তিমি দেখা যায়, তাহাদের ৫০ ফুটের অধিক হইবে না। লণ্ডনস্থ মেডি-ল সোসাইটির যাদুঘরে একটী তিমির কঙ্কাল আছে। ার মুখের মধ্য দিয়া একটী দীর্ঘাকার মানুষ অনা-সে সোজা হইয়া যাতায়াত করিতে পারে। তিমির ং অতি বিস্ময়কর। মেরু সাগরই তিমির প্রধান াবাস স্থল। মেরু সাগরে যেরূপ শীত, তন্নিবারণ কোন প্রকার পালক বা লোমে তিমির শরীর াবৃত নহে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা উহাদের চর্ম্ম এত পুরু বিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে উহাদের কিছুতেই ত বোধ হয় না। উহার আবরণ চর্ম্ম তিন ফুট পুরু ইবে। তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গর্ত্ত আছে। সকল গর্ত্ত তৈলে পরিপূর্ণ।

১৭২৫১ জন পাকা চোর এখন ইংলণ্ডের নানা ানে নানা প্রকার উপদ্রব করিয়া বেড়াইতেছে। ার মধ্যে ১২৯০ জন নিত্য লণ্ডন নগরেই আছে।

জয়পুরের পলিটীকাল এজেণ্ট মেজর প্রিডক্স সের দেহার সকলেই বশীভূত হইয়াছেন, তাঁহার জয়পুর বিভাগ করিবার কথা হওয়াতে সকল লোকেই কাজ করিতেছেন। রাজা স্বয়ং এই আদেশ রহিত রিবার জন্য শিমলায় গবর্ণর জেনেরলের সহিত াক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন।

৭ ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই প্তাহে কলিকাতা টাঁসঘরে কোম্পানীর ৯৯০১৵০ ার হইয়াছে।

জেনেভায় ডাক্তারেরা একটী সভা করিয়াছিলেন, াহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে, গতবর্ষে জেনেভায় াতারকরা ১৭, এডিনবর্গে ১৮ পারিসে ২১, বার্লিনে ২, পেনসিলভানিয়ায় ৪৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ইংলিসম্যান তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, মিনা াতি বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহাদিগের কয়েক জন ধিপতি ধৃত ও কেহ কেহ দণ্ডিত হওয়াতে তাহারা নিতান্ত উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জয়পুরের মহারাজের রাজ্যে নানা প্রকার উপদ্রব করিতেছে। উহারা সম্প্রতি উন্দৌন নামক এক স্থানে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া তত্রত্য লোকদিগের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, পরে এক এক জনকে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে নিক্ষেপ করে, পরিশেষে গ্রাম দগ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। মহারাজ উহাদিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য সৈন্যাদি প্রেরণ করিতেছেন।

পাথরিয়া কয়লা তুলিয়া ব্যবসায় করিবার জন্য বর্দ্ধমান বিভাগে ৫ টী কোম্পানী জুটিয়াছেন, ৩ টী ইউরোপীয় ও দুটী দেশীয়।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের পুলিষ ও চুরী ডাকাইতী প্রভৃতি দুষ্কার্য্যের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, ১৮৮১-৮২ অব্দে ঐ সকল বিষয়ে ১৪৭৪৮ টী ঘটনা হয়, পূর্ব্ব বৎসরে ১৫৩৮৫ টী ঘটনা হইয়াছিল। দুষ্কর্ম্মের এই হ্রাস দর্শন আনন্দের বিষয় বটে; কিন্তু যদি ইহার উত্তরোত্তর হ্রাস হইত। এ বর্ষে হ্রাস হইয়াছে, আগামী বর্ষে হয় ত ইহার বৃদ্ধি হইবে। এই রিপোর্টেই ত দেখা যাইতেছে, ২৪ পরগণা ও মুরশিদাবাদে গুরুতর অপরাধের হ্রাস হইয়াছে; কিন্তু নদীয়া ও যশোহরে উহার বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব এ হ্রাসবৃদ্ধি দর্শনে সন্তোষ জন্মিবার কথা নয়। উপরে যে ১৪৭৪৮ টী ঘটনার কথা বলা হইল, উহার ১০৪৬ টী মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অবশিষ্ট ঘটনা মধ্যে ৮৮৯৮ ব্যক্তি বন্দীকৃত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৪৭৭৮ ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে। পুলিষ যে কেমন ঠিক কাজ করেন, ইহা তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া দিতেছে। পুলিষের বিষয়ে আমাদের যে ধারণা ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে।

আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃত ধার্ম্মিক হিন্দুরা পরের নিকট হইতে অর্থ লইয়া কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন না। যাঁহাদিগের ধর্ম্মে তাদৃশ আস্থা ও দৃঢ়তা নাই, তাঁহারা অপরের নিকটে ভিক্ষা করিয়া ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করেন বটে; কিন্তু মুসলমান বা খ্রীষ্টানদের নিকটে ভিক্ষা করেন না। যাঁহারা "হীদেনের" নিকট হইতে অর্থ লইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম পোষণ করেন, তাঁহারা কেমন খ্রীষ্টান? ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতির নিকট হইতে অর্থ লইয়া খ্রীষ্ট চর্চ্চের প্রতিপালন করা একটী বড় জুগুপ্সিত ব্যাপার। পার্লিয়ামেণ্ট সভার অন্যতর সভ্য মাকষ্টার সাহেব ইহার নিবারণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি অনেকের কোপে পড়িয়াছেন, অনেকে তাঁহাকে বাঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছেন। এক্ষণকার ধর্ম্মের গতিই এইরূপ বটে; যিনি যথার্থ কথা কহিলেন, ধর্ম্ম রক্ষার কথা বলিলেন, তিনি উপহসিত হইলেন! আর যাঁহারা তাহার বিপরীত কথা কহিতেছেন, তাঁহারা প্রশংসিত হইতেছেন। এখন ধর্ম্ম নয়, স্বার্থই সর্ব্বত্র প্রবল।

করগুসন সাহেব প্রতিবাদ করুন, আর মনরো সাহেব বিপক্ষতাচরণ করুন, এ দেশীয়েরা মহানুভব লার্ড রিপনের প্রবর্ত্তিত আত্মশাসনপ্রণালীকে কেমন মূল্যবান জ্ঞান করেন, কলিকাতার বাবু চা চন্দ্র মল্লিকের মকদ্দমা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে এক ওয়ার্ডের কমিশনর হইবার নিমিত্ত দুই ভি জন প্রার্থী হইয়াছিলেন। চারু বাবুও তা এক জন প্রার্থী। সম্প্রতি কলিকাতায় যে মিউ সিপাল কমিশনর মনোনীত করা হয়, তাহাতে ম দ্বাদশদিগের এক ব্যক্তি উক্ত তিন জন প্রার্থির অ তর এক ব্যক্তির পক্ষে মত প্রদান করেন। চ বাবু তাঁহাকে এই অনুরোধ করেন যে তিনি তাঁ পক্ষে মত দেন। মতদাতা এই প্রস্তাবে সম্মত হ বলেন, আমি অমুকের পক্ষে মতপ্রদান করিয়াছি তখনও মতবাচক পত্র লইয়া যায় নাই। যদি ই স্থির হইল, তোমার আর অমুকের পক্ষে মত দি প্রয়োজন কি বলিয়া মতবাহকের নিকট হইতে প্রহণ করেন ইহাতে যে কোন দোষ ঘটিবে, তি তৎকালে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যদি ব বিক এই ঘটনা হয়, দোষের কথাও আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ইহার মধ্যে পরস্পর দ্বে দ্বেষি ব্যাপার উপস্থিত হইল। তাহাতেই এই প্রমাণ বিষয়টী ভাল প্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে। তা বর্ষ পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাদ্বেষে অধঃপাতে গিয়া আরো যাইতে বসিয়াছে। যাহা হউক, এ বিষয়ে বক্তব্য এই, আত্মশাসন প্রণালী এ দে রিগের যে লোভনীয় হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহা প্র হইতেছে। আমাদের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পা মেণ্ট সভার ভাবী সভ্যেরা যেমন উৎকোচ দান মত সংগ্রহ করেন, এখানেও তেমনি মত বি হইবে। আপনাদিগের কাজ আপনারা করিবে, আনন্দের বিষয় সন্দেহ কি?

এ বৎসরের প্রথম ৫ মাসে ১৯৯৭৮৪৪৭৫ টা দ্রব্য এ দেশে আমদানী এবং ৩৩১৫১৫৫৯২ টা দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। আমদানি মাশুল ৮৭৮৮ টাকার এবং রপ্তানি মাশুল ৩৫১৫১১৪ টাকার আ হইয়াছে।

পাইন বৃক্ষের ছাল হইতে এক প্রকার সুতা ব করা হইয়াছে। উহাতে উত্তম শেলাইয়ের চলিতেছে।

জগতের সভ্য লোকসংখ্যা ১৮০০ ১৯২০০০০০ ছিল, ১৮৮০ অব্দে ৩৬৮০০০৬০ হইয় বৃটিশ দ্বীপে ১৭০০০০০ ছিল, ৪৩০০০০০ হইয় ইউরোপ মহাদেশে ১৭০০০০০ ছিল, ২৫৭০০ হইয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেটে ৫০০০০০ ৫০০০০০০ হইয়াছে।

এক জন বর্ম্মাণ রসায়নবিৎ এক প্রকার

ন্ত করিয়াছেন, উহাতে রক্তপাত হইবে না
শক্ত ১২ ঘণ্টা অচেতন অবস্থায় থাকিবে।

ারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৮৭৫½ মাইল রেলওয়ে প্রস্তুত
ছে। ইহার মধ্যে ৬১৪৮ মাইল কোম্পানির,
৮৭ মাইল ষ্টেট রেলওয়ে, ৪৪৫½ মাইল নেটিব
য়।

রথস্কাটলণ্ড আমাদের মিশরস্থ সৈনাদিগকে
মণ তামাক ও ৫০০০০ পাইপ দান করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট যে যে স্থলে যত সেবিংস ব্যাঙ্ক খুলি-
ন, নিম্নে তাহার তালিকা ও তাহাদের মূল-
র সংখ্যা দেওয়া যাইতেছে। যথা:—

র্কল	ব্যাঙ্কের সংখ্যা	গচ্ছিত টাকা।
াঙ্গালা	১৪	২৭২০৩৩
বাঙ্গালা	১০	৫২৯৪৯
র	১১	৬১২৫২
র পশ্চিমাঞ্চল	৩৮	১৫৪০৯৮
াধ্যা	১২	৩৬৬১১
ব	৩৬	১৫০৬০৪
াজ	৩৩	৯২৭৮৩
প্রদেশ	২৫	৭৯৪৫৬
াম	১২	৩৯৬৯২
শ ব্রহ্ম	১৬	২৯০৭৮
ভারতবর্ষ	৬	১৮৮২৭
পুতনা	২	১৪৭৮২
	২	২১০৪
	২৪৪	১০০৬৩৬৯

চিশায়রের যেখানে বিস্তর লবণ হইত, তত্রত্য
ক্রমাগত সমুদ্র মধ্যে ভগ্ন হইয়া পতিত হই-
ছে।

একব্যক্তি লিখিয়াছেন "হুগড়া স্কুলের প্রবেশিকা
ক্ষার অপ্রাপ্তবৃত্তি ছাত্রবিশেষকে বৃত্তিদানার্থ
কএকটি প্রাইজের নিমিত্ত সৈয়দ আবদর সোভান
ধুরী সাহেব ছয় সহস্র মুদ্রা দান স্বীকার করা যে
ষিত হইয়াছে, ঐ দান তাঁহার স্বীয় সম্পত্তিসংসৃষ্ট
ছ। মৃতা মোবেদতন্নেছা বিবি স্বীয় স্বামীর সম্পত্তি
ক (দস্মাথ দান) করিয়া তাঁহার ভগিনী কন্যা (উক্ত
ধুরী সাহেবের কন্যা) কে মাতয়ালি নিযুক্ত করিয়া
াছেন। তৎসূত্র উক্ত সম্পত্তি চৌধুরী সাহেবের
ত্বাধীন থাকায় ঐ সম্পত্তি হইতে তিন সহস্র ও
ধুরী সাহেবের স্ত্রী শ্রীযুক্তা তহুরন্নেছা বিবির সম্পত্তি
তে তিন সহস্র ছয় সহস্র মুদ্রা দানের বাগদান
য়াছে। এই দানের মধ্যে অন্যের সহিত প্রতিযো-
তাসম্বন্ধও আছে। সৎকর্ম্মের প্রতিযোগিতাও
তিপ্রদ এবং প্রার্থনীয়। ফলতঃ এই দান চৌধুরী
হেবের ইচ্ছায় এবং তাঁহার কর্তৃত্বাধীনেই হইয়াছে।
হার মনের যেরূপ গতি, তাহাতে এ জেলায় তাঁহার
বিশেষ সম্পত্তি থাকিলে এই উৎসবে তিনি স্বীয়
সম্পত্তি হইতেও বোধ হয় কেন সৎকার্য্যার্থ দানে
বিরত হইতেন না।"

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "এরূপ জনশ্রুতি যে,বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এত দিনের পর রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসুর প্রার্থিত ছুটী মঞ্জুর করিয়াছেন এবং তাঁহার পদে কৃষ্ণনগরের অন্যতম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার নিযুক্ত হইয়াছেন। নবীনকৃষ্ণ বাবুর সহিত যদিও আমাদের আলাপ পরিচয় নাই, তথাপি আমরা জানি যে, তিনি একজন গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং ব্যবহার শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে। আমরা আশা করি যে, সরকার মহাশয় নিরপেক্ষ ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক সাধারণের প্রীতি ভাজন হন।"

আমরা সুজামুটা হইতে নিম্ন লিখিত তিনটী সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। "গত ২০ শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ৪ টার পর হইতে এ পর্য্যন্ত এখানে বৃহৎ একটী ধূমকেতু দেখা যাইতেছে। ধূমকেতু পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া প্রাতঃ সময় পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। নক্ষত্র হইতে ৫০ ফুটের অধিক দীর্ঘ, ৩ ফুট প্রস্থ, সোজা রেখা হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নি শিখার ন্যায় ভয়ানকরূপ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, এত বড় ধূমকেতু কখন দেখা বা শুনা যায় না।

গত ২৮ এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রিতে আশ্চর্য্য একটী ঝড় হইয়া গিয়াছে। শুমগড় পরগণার রাঙপাড়ার শিব মন্দিরের নিকট হইতে সরবেড়া গ্রাম পর্য্যন্ত ৮ মাইল দীর্ঘ, প্রস্থ কোন গ্রামে ৪০ হাত কোন গ্রামে ৫০ হাত কোন খানে শত হাতের অধিক নয়, যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়া ঐ ঝড় গিয়াছে, তথাকার অনেক বৃক্ষ এবং গৃহাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। কতকখানি গৃহ পতিত হইয়া মৃত্তিকাসাৎ হওয়াতে ৮।৯ ব্যক্তি যৎপরোনাস্তি আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

এখানে ৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া দেখা যাইতেছে, মাড়া নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট দ্বারা গাছের হরিতবর্ণ পত্রগুলি কাটিয়া বিবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। মাঠের দিকে নেত্রপাত করিলে শুষ্ক বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল অলক্ষণ বিপদের অগ্রগামী হয়, এজন্য এতদ্দর্শনে আমরা নিতান্তই ভীত হইতেছি।"

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত পুস্তক ও মাসিক পত্র গুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।"

(১) বঙ্গদূত ১ ম খণ্ড প্রথম সংখ্যা (২) সামবেদ সংহিতা ১৪ শ সংখ্যা (৩) মাঘ ও ফাল্গুন মাসের আর্য্যদর্শন (৪) শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনগুপ্ত কবি
জের ১২৮৯ সালের পঞ্জিকাসহ মূল্য নিরূপণ পুস্তক
শ্রাবণ মাসের গোপাল ভাঁড় (৬) চিত্তরঞ্জিনী ন
সচিত্র শুভপত্রিকা (দ্বৈমাসিক রহস্য) (
আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের আচার্য্য (৮) শ্রাব
ভাদ্র মাসের কৃষিতত্ত্ব (৯) যশোহর খুলনা সমি
সভার তৃতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ (১০) সেপ্
মাসের বেঙ্গল মিশনেরী (১১) ভাদ্র মাসের বিব
দর্পণ (১২) উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা ব
পত্র (১৩) আশ্বিন মাসের উষা (১৪) অক্টো
মাসের খৃষ্টান বান্ধব (১৫) আশ্বিন মাসের প্র
(১৬) অক্টোবর মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা (
১১ শ সংখ্যা ললিত মাধব নাটক (১৮) কলিক
বড়বাজার তুলাপটির ধর্ম্মসভার বিবরণ পত্র (১
৪র্থ খণ্ড অধ্যাত্মরামায়ণ (২০) বৈশাখ, আষাঢ়
শ্রাবণ মাসের দর্পণ (২১) সেপ্টেম্বর মাসের বে
ম্যাগাজিন (২২) প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশি
অরণ্যকাণ্ড রামায়ণ (২৩) জুলাই ও আগষ্ট মাসে
এণ্টিক্রিশ্চিয়ান (২৪) আগষ্ট মাসের কলিকা
জর্ণাল অব মেডিসিন। (২৫) ফরিদপুর সুহৃদ সভ
কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত বায়ত্ত-শা
(২৬) ঐ সভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

বারুনীর পরিদর্শক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এল,
সাহেব ঐ জেলার প্রথম শ্রেণীর অস্থায়ী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ক
ক্টর হইলেন। বীরভূমের পরিদর্শি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
ই. বি. জেক্সি ঢাকার সদর ষ্টেসনে সমস্তর প্রাপ্ত হই
বাবু রামনিরঞ্জন সরকার পাটনার অস্থায়ী বাড়ের সব
কালেক্টর হইলেন, সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টর বাবু যদুনন্দন ঘোষ ও গয়ার জেলের ডেপুটী ম্যা
ও ডেপুটী কালেক্টর মোলবী আবদল করিম ১৮৭০ অব্দে
আইন পরীক্ষায় কালেক্টরী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাগেরহাটের প্রথম শ্রেণীর অস্থায়ী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা
সি. আর মার্টিন ফরিদপুরের সদর ষ্টেসনে বদলী হ
পূর্ব্ববিভাগের রেলওয়ে কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী কালেক্টর
লগীনারায়ণ সাহা পরীক্ষা দিলেন, ইনি ১৮৭০ অব্দের ১০
অনুসারে কালেক্টরীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাহা
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাধাশ্যাম
রেলওয়ের নিমিত্ত ভূমি সংগ্রহ করিবার জন্য সারণে অ
করিলেন। ইনি ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে
ক্টরীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। পাটনার বিশেষ ডেপুটী

...

...

...

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।
১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, রক্তামরক্ত, গ্রহণী, অগ্নগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং রক্তসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৭ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম, সরক্ত ও খড়িমলবৎ প্রস্রাব নির্গত হইলে ৩ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন মেহপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শারিরপ্রাব এবং প্রস্রাবে সাদা খড়ির ন্যায় ধোলা এই সকল রোগ জনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, নেত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে তাহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়মে সেবন করিলে শরীরে নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন হয়, এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল শরীর-যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃপীড়া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবনস্বভাবসুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আন্তরিক নির্গম, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকলের আশু শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে। অস্মদ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুধাহ ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জলস্রাব পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি এই সকল রোগ সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

একপোয়ার মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে যে মহোদয় প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এস, অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
ভগবতী ঘোষ। ঐ
ক্ষেত্রমোহন মিত্র ঐ
কলিকাতা।
" " ধর্ম্মদাস বসু। ঐ
" " বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
ডেকানেল কটক।
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন।
বক্সা—মার্গ।
" " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা।
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—ডয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
রাণীগঞ্জ।

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক
মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্পৃহা শক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয় বাস্তবিক তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রখরতার প্রমাণ পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের, অল্প দিবসেই প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ধাতুর পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য হয়। প্রমেহ ঘটিত কিছু জ্বর থাকিলে ঔষধ সেবা কিন্তু অন্য প্রকার জ্বর সত্বে সেবা নহে। প্রমেহ জন্য ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুল সহ ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত
দশাশ্বমেধ বেনারস

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

" আয়ুর্ব্বর্দ্ধন " ১ ম ও ২ য় ভাগ। দেড়মাসে মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে। অগ্রিম মূল্য এখন পাঠাইলে ১৷০। পরে ২ টাকা। সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির প্রণেতা।

১৮৯ নং বহুবাজার কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যাঙ্গেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ন-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলে গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়

গ্র পাকো, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নিবা-
করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া
• অন্ধসের ১৷৵০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক হউক ইহার এক শিশিতে
নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০।

প্যারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী)
ঘূর্ণিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, হাত
ফুলা, অণ্ডকোষের ফুলনতা, ও তৎসংক্রান্ত সময়ে
যে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক।
ছোট শিশি ১৲০ ও বড় ৪৲০ টাকা প্যাকিং ।০।
কানা—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৪৮ আর,
মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

ধর্ম্ম শিক্ষাকার ডাঃ শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব
লিখিয়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত
যে পেটেণ্ট মেডিসিন বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে
এটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়।" জনৈক
পণ্ডিত বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, তাহাতে
ইহার নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত।"
প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১৷০, কমিশন শতকরা
১। এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। কলি-
কাতা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আমার নিকট পাওয়া
যায়।

শ্রীযদুনাথচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইন্দ্রাণিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

তৃতীয় সংস্করণ।

অদ্ভুত রহস্য!!—মাসিক পত্র।

(১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় রাজাগরচ ১৷৵০ আনা
মফঃ গ্রাহক মহোদয়গণ। কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে
প্রথম হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন!!
কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
(কলিকাতা নথ সুবার্কন টোলা ২ নং কার্য্যালয়।)

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

যবনাদি জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত"
এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ
পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে
সুপরিচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য দর্শনে
বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে
ইহা তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷০, স্বাক্ষর-
কারীদিগের প্রতি ১৲। শতাধিক, অগ্রিম গ্রাহক
হইয়াছেন; পুস্তক বহুস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
এরূপ গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত।
স্বাক্ষরকারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

ইসলামপুর
পোষ্ট গোয়াস
জেলা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয়
রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ
ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ
হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্ত-
পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল,
পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি
উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বাবে ও
পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

৬ই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রেষ্ট্রীট শ্যামপুকুর কলিকাতা।

এই চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার
ঔষধ পাওয়া যায়। ইদানীং আমরা বহুবিধ নূতন
ঔষধ আবিষ্কার করিয়া দুরূহ চিকিৎসাসাধ্য পীড়া
সকল অল্প সময়ে আরোগ্য করিতেছি। আমাদের
চিকিৎসাপ্রণালী ও ঔষধ সকলের গুণের পরীক্ষা
আমাদের ১২৮৯ সালের বিনামূল্যে সচিত্র তালিকা পত্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন। এই
তালিকা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

যোগসিদ্ধ রস। ইহা সেবনে সপ্তাহ মধ্যে সকল
প্রকার মেহ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২ টাকা।
প্যাকিং ৵০।

সঞ্জীবনী রসায়ন। ইহা সেবনে ধাতু তরল, শুক্র-
ক্ষয়, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ধ্বজভঙ্গাদি পীড়া সকল আরোগ্য
হয়। ১ শিশির মূল্য ৩৲ প্যাকিং ৵০।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি,
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের
প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—জেমুয়া রাজবা
" বাবু গিরিশচন্দ্র বাগচী দারগা—চাতরা
" " মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক—পাবিলপাড়
" " শ্যামাচরণ গুপ্ত—সেরিসপুর চাবাগ
" " রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার
ফরেন্দা গ্রাম
" " ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পূর্ণিয়া
" " রামতারণ ঘোষ—কলিকাতা
" সেখ মোওলা বক্স—মাসীপুর পুপুরিয়া স্কু

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকম
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৲০
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর
নোট, ড্রাফ্ট, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকা প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঁদড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৪৯ সংখ্যা।

ম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত
াকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা

১২৮৯ সাল। ২১ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮২। ৬ ই নবেম্বর

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ প
মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে
দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা মূল ও মৎ পিতা-
৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত টীকার সহিত বাঙ্গালা
য়ে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। সাধারণের সুবিধার
এবারে যৎকৃত বাঙ্গালা অনুবাদও সন্নিবেশিত
াছে। মূল্য ১৷৷০; অগ্রিম ১৷৷০ টাকা। গ্রহণেচ্ছু-
নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দ্বারা মূল্য পাঠাইলেই
ক প্রাপ্ত হইবেন। ইতি—

কাতা বাহির সিমুলীয়া
হর্ষ ষ্ট্রীট ২৭ নং বাটী। } শ্রীযজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) " আয়ুবর্দ্ধন " দুই খণ্ড। মূল্য ডাকমাসুল
১৷৷০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক
ন-মাত্রির নিকট এই পুস্তক দুই খণ্ড থাকা
বশ্যক।

(২) " শরীর রক্ষণ " ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ।
ালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাসুল
।৷০।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8. PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্ এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্টিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা। পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান। সবমন শিরঃশূল।
পেট কাঁটিয়া ধরা। পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা। যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য। গর্ভাবস্থায় বমন।
হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, সার্দ্দি কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখ এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যব ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকয় বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সম আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্র নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একব

পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটস্, বুকো, কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, ভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্প গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শি মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স জনা আ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চে রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

তি চমৎকার! অতি চমৎকার!

সেবনান্তে ভাতে ফলং।

ঔষধের সেবনের কল সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে
হুল অম্ল, পৌত্তা, বক্ষঃ, এবং মাথাধরা প্রভৃতি
অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও
করে।
এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ মেডিকেল কলেজ
নং ৩৩ নং ইন্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীটস্থ হলে প্রস্তুত
হয়

৮৬ পোয়া বোতলের মাশুল মূল্য ১০ ও ডাকের
৩৫ ১৷৷০ একত্রে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

ভাগবতপুরাণ।

ইহা ব্রহ্মতত্ত্ব, লৌকিকব্যবহার, ভগবানের গুণ-
ন, বিবিধ প্রশ্নোত্তর ও মানবের সদুপদেশপূর্ণ
ধ্যে ১৮০০ পৃষ্ঠা। শারদীয় অবকাশের পূর্ব্বে প্রতি
১৫ ফর্ম্মা খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে
খণ্ডে, মূল্য ৵৷০, মফস্বলে ডাকমাশুল লাগিবে

কলিকাতা ১৩ নং অভয় ঘোষের লেন, ভারত কার্য্যালয়। } প্রকাশক শ্রীহরিদাস মিত্র

ডন কুইক্সোট।

Adventures of Quixote

মূল্য দেড় টাকা।

কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরি

ট দেরজেনারেল ডিপো।

৩৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ঠ সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো
থায়ী চর্ম্ম প্রভৃতির আয়শার্ট্স অতি
মূল্যে এবং সমস্ত মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয়
সাধারণে আমাদের নিকট হইতে
উহা অবলম্বনে উৎসাহিত করেন, এই
অনুরোধ।

নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা।

রেখা গেল।

নাবিধ দেশী বিলাতী অন্তর্বাসের কাপড়
ও ড্রয়ার্স ফোড়া ১৷৷০ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত নানা
কার ফ্লানেলের জামা আকারে ছিটের ৷৷০
হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩৲ হইতে ৬৲
পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১৲ হইতে ২৷৷০
মোজা ৷৷০, ৷৵০, ।০ ফোড়া গাটার /১০, ৵০, ৷৵, ৷৶
রুমাল রেশমী ১৲ ১৷০ ২৷০, সুতীরুমাল ।০, ৵০, ৵০,
/০ তোয়ালে ৷৷০, ৷৵০, ।১০, ৵০, নূতন নূতন ফেসা-
নের প্লেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১৲, ১৷০, ১৷৷০,
২৲, ২৷৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী সূতা ৫৲ ৬৲ ৭৲, বিলাতস্থ
সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হইতে
৩৷৷০ লেভেণ্ডার ৷৵০ ফুবিডা ৷৷০ পাইভারের ইউডি
কলং ৷৷০, ৷৷০ অন্যপ্রকার ।০, ৵১০, অতি উৎকৃষ্ট
সুগন্ধি হেমকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশ-
বিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ
ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৷৷০ ও ৷৷০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন
৩৲ ২৷৷০, ১৷০, ৷৵০, ৷৵০, অটোভিরোক্ত (অর্থাৎ)
সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৩৲
নিরোনি ২৲, মেকেসার অয়েল ১৷০, ৷৵০, উত্তম তাস
।০, ৷০, ১৲, ২৲, নানাপ্রকার এরাবিং ফোড়া ৷৵০, ।০,
৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার জাল ।০, ৷৵০, চিকনী ৷৷০
হইতে /০ ব্রস ।০ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কাপড়ে
বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে,
প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও কর্ত্তির ফিতা গজ
২৲ হইতে ৷৷০, কমফর্টার, সোজা ও টুপি বুনিবার
জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পাউণ্ড ৪৲,
এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কারপেটের
বেগ পেটের বোতাম কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয়
হয়।

অগ্রিম মনিঅর্ডারের দ্বারা টাকা
না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন
দ্রব্যাদি পাঠাই না।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া অন্ত্রশিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
কৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা, (বা
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

শৈলবালা। (নূতন উপন্যাস।)

একজন পরিব্রাজক প্রণীত আট পেজি ফ
১৮০ পৃষ্ঠা; মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। পুস্তক খ
পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের রচনা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ
য়াছি (আর্য্যদর্পণ) অনেক কাল এরূপ উৎকৃষ্ট ন
আমাদের হস্তে পড়ে নাই (আনন্দবাজার পত্রি
আমার নিকট প্রাপ্তব্য। মেডিকেল লাই
৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশি
ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই বিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক
কার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আ
মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা
ঔষধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চ
উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত দ্বিবিধ ঔষ
প্রত্যেক কৌটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত
২ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, ক
প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর
করিবে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমা
সমেত মূল্য , সেবনের বিধি ঔষধের
থাকিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং
রঙ্গনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট

প্রেরিতপত্র

দোলের দান সম্বন্ধে একটী কথা।

হিন্দুগণের মধ্যে যাঁহাদিগের অবস্থা ভাল ত
দিগের অনেকে পি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্র
নিষ্কৃতি ঘড়া প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া থাকেন
দান করিবার সময় ঐ ঘড়া ঘটী প্রভৃতি খণ্ডে খ
বিভক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিতরণ করে
এপ্রথা নিতান্ত গর্হিত বোধ হইতেছে কারণ ম
ত্যাগ সময়ে জলপূর্ণ রজত-ঘট উৎসর্গীকৃত ম
এবং দানের সময়ে উহার অন্যথাচরণ যে শাস্ত্র বি
বিরুদ্ধ কার্য্য ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার কর
পারেন না, শ্রাদ্ধ সভায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডি
উপস্থিত থাকেন কিন্তু শ্রাদ্ধকর্ত্তার বিরক্তির
বোধ হয় কেহ উচিত কথা বলিতে সাহসী হ
সুতরাং এই অন্যায় প্রথা বিনা আপত্তিতে
স্থলে চলিয়া আসিতেছে, রজত নিষ্কৃতি যে

ফলাধিক্য আছে অথবা ঐশ্বর্য্য দেখাইবার উহা করা হইয়া থাকে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ স্থত হওয়ায় আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম নির্দ্দিষ্ট ষোড়শ দানের দ্রব্যাদি যিনি প্রকৃত ত্তম ব্রাহ্মণগণকে দিতে সক্ষম তন তাঁহার এবিষয়ে রূপ করা উচিত অনাথা পিত্তল ও কাংস্য নির্ম্মিত দি উৎসর্গ করা ন্যায়সঙ্গত কিনা এবিষয়ে নি অথবা আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ ত্তর করিলে পরম বাধিত হইব।

আপনার অনুগত

শ্রী: -

রপুর

সোমপ্রকাশ

২১ এ কার্ত্তিক সোমবার।

মুহাম্মদান ভারতের মূঢ়তা সংবর্দ্ধন।

ভারতবর্ষের উন্নতি হইয়াও হইতে পায় নাই, তের ঐতিক উন্নতির পথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া ছে, উন্নতির স্রোত কেবল পারত্রিক সুখের থই ধাবিত হইয়াছে। তাহার কারণ, পূর্ব্বতন রা সাংসারিক সুখের অভিলাষী ছিলেন না; ত্রিক সুখকে তাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান রিতেন। অধিকাই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান এবং সকল ত্রের প্রণেতা ছিলেন: কিন্তু তাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়া ন্ত্র এবং একাকী যোগাভ্যাস করিতেন। সে জন্য হাদের হইতে সমাজের বিশেষ কিছু উন্নতিসাধন তে পায় নাই, যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা কেবল নেকাংশের। এক্ষণে পাশ্চাত্য বিদ্যার বলে দেশীয় লোকের ভ্রমান্ধ্য প্রস্ফুটিত হইয়া আসি ছে, তাঁহারা আপন আপন ঐতিক জীবনের ত্যেকউপায়ও বুঝিতে পারিয়া সাংসারিক উন্নতির তি মনঃসংযোগ করিতেছেন। কিন্তু সময় সময়ে াকের চিত্তে এক একটী নূতন রসের ঢেউ ঠিয়া থাকে। মনুষ্যের স্বভাব এমনি চঞ্চল, এক লত সুস্থির থাকিতে পারে না, কবির ও মনের ক যে সেসময়ের মনে এক প্রকার ভাবের টি উঠে। তাহারা অসম্ভব কাল্পনিক বিষয়ের স্থান করে। পুরাতন সকল শ্রেণীর লোকেই ক একটী নূতন কথার রচনা করিত; তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল অজ্ঞ ব্যক্তি গকে মোহিত করিয়া স্ববশে আনয়ন করা। ধুনিক শিক্ষিত-সমাজেও নানাবিধ কাল্পনিক বের লহরী উঠিতেছে। অজ্ঞতায় মুহাম্মদান ভারত-বর্ষ আবার যে, অধিকতর মূঢ়তাজালে জড়িত হইয়া পড়িবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। পিশাচী আসু, এবং সংগীত আবার লোকের মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। গত বৎসর ইংলিশটন সাহেব কলিকাতায় আসিয়া প্রেতাহ্বান দ্বারা অনেক সুশিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বোম্বাই নগরের থিয়োসফিষ্ট সভাকর্ত্তৃক অনেক জ্ঞানীলোক মূঢ়তাপাশে বদ্ধ হইতেছেন। জড় ভারতের দেহে দিন দিন কোথায় জীবন সঞ্চারিত হইবে, না আবার ভারত মৃতবৎ হইয়া পড়িতে চলিল। আমরা দৃঢ়রূপ বলিতেছি,—ঐ বিদ্যাগুলি একালে অসার ও অন্তঃসার পরিপূর্ণ, তাহার অভ্যন্তরে কোন সার পদার্থ নাই। এ স্থলে তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইতেছে:—

মিস্ উড্ নামে একটী স্ত্রীলোক প্রেতসিদ্ধ বলিয়া ভাণ করিতেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বিলাতে বুজরুকি দেখাইয়া অনেক সুবিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষে মোহজাল বিস্তার করিয়া আসিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি রুষিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গে স্বীয় অসাধারণ বিদ্যার পরিচয় দিতে উদ্যত হন। ঐ নগরে পিটারবরা এম্প্রেস নামক একখানি সংবাদ পত্র আছে। উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক মিস উডকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে আনয়ন করেন। তথায় দুই জন স্ত্রীলোক এবং সতর জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। এই কয়েক ব্যক্তি একটী ঘরে চক্রাকারে পরস্পরের হস্ত ধরিয়া উপবিষ্ট থাকিলেন। মিস উড তাহার পার্শ্বস্থ আর একটী ঘরে কেদেরায় বসিলেন। দর্শকেরা ফিতা দ্বারা দৃঢ়রূপে তাঁহার হস্ত বাঁধিয়া দিলেন। গৃহের আলোকটী ঈষৎ উজ্জ্বল করিয়া দেওয়া হইল: পোষাকে আচ্ছাদন করিবার পূর্ব্বে মিস উড সকলকে আপন আপন আসন ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, দর্শকেরা তাহাতে অসম্মত হন নাই। পরে ঘরের মধ্যে নানাবিধ অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিতে লাগিল, দর্শকেরা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু ভয়ের ভয়ানী অধিকক্ষণ থাকে না। সর্ব্বশেষে একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা রঙ্গভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেইটী ভারতবর্ষীয় কোন বালিকার প্রেতাত্মা, নরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কেড নামক এক জন সাহসী ও চতুর ব্যক্তি তথায় ছিলেন। তিনি এই কাণ্ড দেখিয়া ঝম্প করিয়া সেই বালিকা পিশাচীকে ধরিয়া ফেলিলেন। পিশাচী পলায়নের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই মুক্তি পাইল না। এই পিশাচীই স্বয়ং মিস উড। পরিচ্ছদ পরিয়া পিশাচমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। দর্শকেরা তাহার অঙ্গের বস্ত্র খুলিয়া ফেলিলেন,—তখন প্রেতসিদ্ধকে প্রশংসা করিবার তাহার চতুরতা ভিন্ন আর কিছুই থাকিল না।

পাঠক! দেখুন, কি প্রতারণা! সামান্য এক স্ত্রীলোক কত লোকের চক্ষে ধূলি দিয়াছে, তা প্রকাশ করা যায় না। অন্যান্য স্থানে প্রকার অলৌকিক ব্যাপার আমাদের কর্ণগো হইতেছে, তাহারও মূলে এইরূপ প্রতারণা আ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের কয়ে এ সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ প্রস্তাব শীঘ্র প্রকাশিত হই আমরা সর্ব্ব সাধারণকে এই অনুরোধ করিতে তাঁহারা যেন সেই প্রস্তাবটী মনোযোগ পূর্ব্বক করেন। তাহা হইলে উক্তরূপ প্রতারক দেশের ক অনিষ্টকর হইয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিবে এক্ষণে প্রতারকের প্ররোচনায় না মুগ্ধ হইয়া যাহ সকলে প্রকৃত উন্নতির উপায় দেখেন, এই আ দের আকিঞ্চন। নতুবা ভারতবর্ষের কোন ক সুখবৃদ্ধি হইবে না।

কলিকাতার নিকট গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার সুবিধার জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন।

কলিকাতার পশ্চিম পারে হাবড়ায় প্র অনেক লোক আসিয়া থাকে, গঙ্গা পার হ কলিকাতায় আসিতে তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট গঙ্গার উপর যে পুল আছে, তাহার উপর সকলের পার হইয়া আসিবার সুবিধা হয় নৌকা এবং ষ্টিমার তথায় নাই, অত এব ব ব্যস্ত হইয়া যে সমস্ত লোক গঙ্গার পরপারে আ ইচ্ছা, তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। সকল অসুবিধা নিবারণ করিবার কতকগুলি মহামান্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উ দের উদ্দেশ্য এই, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উদ্যোগী গঙ্গায় একখানি ষ্টীমার খরচ দিউন, কিম্বা পার হইবার অন্য কোন সুবিধা করুন। বি নিঃ বিদ্বেষের সন্দেহ আমাদের পরপ্র শিরঃ-পীড়া এমনি প্রবল হইয়াছে; যে নি বোধের সঙ্গে মিলিতেছে, কিন্তু পুথি খু উলটিয়া পালটিয়া তাহার কোথাও (উক্ত ব্যথা ব্যাধির) ঔষধ পাওয়া যাইতেছে সকল রোগেই আমরা পরমুখাপেক্ষা করিয়া থা ছাদ ফাটিয়া ছড়্ ছড়্ করিয়া ঘরে জল পড়িতে একখানা দরখাস্ত লেখ। স্বস্ত্ব ষ্টর্লীটের সা পাঠান নাই, গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন ক মঙ্গলে শূন্যলে ক্ষিপ্ত হইয়াছে, হাউ হাউ ক ছুটিয়া বেড়াইতেছে, ভাগ্য মেষ লোক ও মনুষ্য দংশন করিতেছে; চন্দ্র-সূর্য্যগ্রাস সিংহরাশি

ড় হড়্ হড়্ শব্দে চেয়ার টানিয়া ফুলস্কেপ কাগজ
ব করিয়া চড়্ চড়্ নাদে গবর্ণমেণ্টের নিকট
দন লিখিয়া মোরকর হীরহ প্রকাশ করিলেন।
স্ত ডাক ঘরে ছাপ খাইতে খাইতে হজুরের
ট চলিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ! যত কাজ
স্তিত হইবে, সকল বিষয়েই কি গবর্ণমেণ্টের
য় গ্রহণ করিতে হইবে? তবে ত রাজপুরুষদের
স্তি নাই!

অন্য দেশীয় লোক ব্যবসায়ের একটী সুবিধা
ন করিয়া থাকেন। কোথায় কি নূতন
ঃ করিলে লাভ হইতে পারে, তাঁহারা এইরূপ
স্থান করিয়া নূতন বাণিজ্যের পথ পরিষ্কৃত
ন। সভাই যদি কলিকাতার নিকটে গঙ্গা
হইবার নিমিত্ত সাধারণের ক্লেশ হইয়া থাকে,
দের দেশীয় লোকেরা কি করিতেছেন?
রা উদ্যোগী হইয়া আবেদন পত্র প্রেরণপূর্ব্বক
, অন্তরের সাহস ও পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছেন,
রা একত্র মিলিত হউন। নিজে নিজে যত
রেন অর্থের আনুকূল্য করুন এবং অন্যান্য
া ব্যক্তিরও আশ্রয় গ্রহণ করুন। সকলে
হইয়া একখানি ষ্টীমার ক্রয় করিলে দশ টাকা
হইবার সম্ভাবনা এবং পথিকদিগেরও যাতা-
র সুবিধা হইবে। যে চিরকাল পরপ্রত্যাশী
থাকে, কস্মিনকালে তাহার উন্নতি হয় না।
বেলা অল্প অল্প বিষয়ে সকলে সাহস করিলে
বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস জন্মিবে।
ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া
ার কি? গবর্ণমেণ্টের নিঃসম্বন্ধ ব্যক্তিরা
এক কোম্পানি হইয়া ষ্টীমারাদি চালাইলে
মেণ্ট গঙ্গার উভয় কূলে জেটি নির্ম্মাণের স্থান
করিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, এতদ্ভিন্ন
কি উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। মহামান্য
টেনণ্ট গবর্ণর সাহেবও সেইরূপ অভিপ্রায়
করিয়াছেন।

সম্প্রতি গঙ্গার পশ্চিম কূল হইতে প্রত্যহ গড়ে
০ জন আরোহী ১২ খানি নৌকায় কলিকাতায়
সিয়া থাকে এবং কলিকাতা হইতে প্রত্যহ গড়ে
জন আরোহী ৫৫ খানি নৌকায় তাহার পারে
। ইহাতে যেরূপ আরোহীর সংখ্যা দেখা
তেছে, তাহাতে নৌকার সংখ্যা নিতান্ত অল্প
। কিন্তু আমরা বলিতে পারি, গঙ্গা পার
য়ার জন্য যদ্যপি বিশেষ কোন সুবিধা করা
তাহা হইলে যাত্রিক ও আরোহীর সংখ্যা
হইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ
ীয় রেল পথ তাহার প্রমাণ। পূর্ব্ব যেখানে যাত্রি-
কোন সুবিধা ছিল না রেলপথ নির্ম্মিত
হওয়ায় এক্ষণে সে স্থলে বহুবিধ বাণিজ্যের সুবিধা
হইয়াছে এবং বিস্তর আরোহী যাতায়াত করিতেছে,
গবর্ণমেণ্টের নিঃসম্বন্ধ ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া এই কার্য্যে
উদ্যোগী হইয়া দেখুন, বোধ করি তাঁহাদের অভীষ্ট-
সিদ্ধি হইতে পারিবে।

খাজনা মকুব ও অংশতঃ কিস্তিবন্দী করিয়া আদায় করিবার প্রস্তাব।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, মাদ্রাজে, বোম্বাইয়ে এবং বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তী কর্ম্মচারীর দ্বারা ভূমির রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হয়, ঐ সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। প্রথম বন্দোবস্তী নিয়মের দোষ। এদেশে পুনঃ পুনঃ খাজনা বৃদ্ধি হইলে কৃষকগণের অবস্থা নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে; কারণ, এ দেশীয় কৃষকগণ মূর্খ ও সম্পত্তি-হীন; বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে তাহারা ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে অক্ষম। দৈব প্রসাদে ভূমিতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহাই লইয়া কৃষক-দিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। ইংলণ্ডের কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি এ দেশীয় কৃষকদিগের অবস্থা দৃষ্টে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইউ-রোপের কৃষকবর্গ যদ্যপি এইক্ষণে ভূমিতে চাষ দিত তাহা হইলে এক বৎসরেই সমস্ত কৃষিজীবীকে অনাথ আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইতে হইত। বাস্ত-বিক এ দেশের কৃষকগণের অবস্থা নিতান্ত দুঃস্থ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

একে বন্দোবস্তী আইনের দোষ, তাহাতে আবার সেটেলমেণ্ট আফিসরদেরও অনেক দোষ আছে। তাঁহারা ভূমির অবস্থার প্রতি তত্তটা দৃষ্টিপাত করেন না; গবর্ণমেণ্টের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত যত পারেন কাগজে হইট খাজনার হার চালিয়া দেন। সামান্য একটী লেখনীর আঘাতে দুঃস্থ প্রজার দীনান্ত হইয়া থাকে। এস্থলে আর একটী গুরুতর ব্যাপারের উল্লেখ না করিয়া আমরা নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অযোধ্যার অনেক পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া সাধারণ কৃষকের অবস্থা বিশিষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি-য়াছি, তথায় পাটমারী, কামুনগোই এবং তসিলদারি-দের উপরের আয়তনটা কিছু বেশী বেশী। যাঁহারা সচ্চরিত্র ধর্ম্মভীরু এবং দয়াবান্, আমরা তাঁহাদের কথা বলিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা আকর্ণবিশ্রান্ত মুখব্যাদান করিয়া প্রজাদিগকে গ্রাস করিতে বসিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকেই নির্দ্দেশ করিতেছি। পাঁচ বৎসর কাল যাবৎ অত্যল্প বেতনেই কার্য্য করিলে অমনি ঘোড়া ঘোড়া বাড়ী হইল, লক্ষাধিক টাকা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে পারিলেন। এই দুর্নীতির ঠিক প্রতিবিধানোপায় কি, তাহা ব কঠিন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য যে, এতাদৃশ অত্য চারের প্রতি যেন তীব্র দৃষ্টি রাখেন।

গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তী মহল সমুদায়ে প্রজ অত্যন্ত কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বন্যা, অনা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে মধ্যে মধ্যে প্রায় ফসলে ক্ষতি হইয়া থাকে। এ প্রকার বিপদ ঘটিলে কৃ কেরা আর রাজস্ব প্রদান করিতে পারে না। মা জনের নিকট টাকা কর্জ্জ লইয়া রাজস্ব দিলে পু যান্তক্রমেও সে ঋণের পরিশোধ হয় না। এই সম বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ১৮৭৮ সালে হইয়া গবর্ণমেণ্টে নিকট আবেদন করেন। সেই আবেদনপ এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, দুর্ব্বৎসরে অব বিবেচনা করিয়া কোথাও যেন প্রজার দেয় খাজ মকুব করা হয় এবং কোথাও শৈথিল্যভাবে অ বাকি খাজনা যেন আদায় করা হয়। এত দিন প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন ছিল। অত দুর্ভিক্ষ বিষয়ক তত্ত্বনির্ণায়ক কমিশনরগণ এ বি মন্তব্য ব্যক্ত করিলে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বীয় প্রকাশ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য এই যে, খাজনা আ করিবার পক্ষে যেন কোন প্রকার শৈথিল্য না ঘ বন্যায়, করকাপাতে এবং অন্যান্য কারণে শস্য হ হইলে যে কিস্তির ক্ষতি হইবে, কৃষক সেই কি টাকা আপনার সুবিধানুসারে অল্প অল্প কি বন্দী দ্বারা পরিশোধ করিবে। যে স্থলে কিস্তিবন্দী দ্বারা টাকা দিবার প্রভাব কষ্ট হই কেবল সেইরূপ ক্ষেত্রে বিবেচনাসঙ্গত কিয় রাজস্ব মকুব দেওয়া যাইবে।

উক্ত ব্যবস্থার কার্য্য সৌকর্য্যার্থ গবর্ণমেণ্ট ভূমিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে আদেশ ক ছেন। (১) যে সকল ভূমিতে সম্ভবতঃ অজন্মা ঘটে না, সেইগুলি প্রথম শ্রেণীর ভূমি। (২ যে সমস্ত ভূমিতে অজন্মা মধ্যে মধ্যে ঘটিতে প এবং দুর্ব্বৎসরে রাজস্ব মকুব ও সৈথিল্যভাবে আ করা আবশ্যক, সেইগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর। (৩) সকল ভূমিতে প্রায় বৎসর বৎসর অজন্মা ঘ সুতরাং বৎসর বৎসর প্রায় খাজনা মকুব করা আ শ্যক হয়, তাহাই তৃতীয় শ্রেণীর।

ভূমিগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট রূপ নিয়ম করিয়াছেন,—যে স্থানের শতকরা ৫ তদোধিক বিঘা ভূমিতে খালাদি হইতে সুচারু লোভিয়েক করা যায়, সেইগুলি প্রথম শ্রেণীর ভূ যেখানকার শতকরা ৫০ বিঘার ন্যূন ভূমিতে ভিষেক করা যায়, কিম্বা যে স্থলে মধ্যে

প্রায় অনাবৃষ্টি ঘটিয়া থাকে, তত্রত্য ভূমিগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীয়। যে স্থলের ভূমিতে জলাভিসঞ্চের কোন সুবিধা নাই এবং প্রায় অজন্মা ঘটিয়া থাকে: ফসলের কোন স্থিরতা নাই, তত্রত্য ভূমিগুলি তৃতীয় শ্রেণীয়। এই সমস্ত বিষয় নির্ণয় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট স্থানিক কর্ম্মচারীর ও কৃষিবিভাগের আফিসরদিগের হস্তে ভার সমর্পণ করিবেন।

প্রথম শ্রেণীর ভূমিতে অজন্মা হইলে গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাহাদের খাজনা মকুব কিম্বা কিস্তিবন্দী করিয়া গ্রহণ করিতে সরকার তাহাদের প্রস্তুত নহেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমির ক্ষতি তারি শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। (১) সম্পূর্ণ ফসলের ক্ষতি। (২) এক চতুর্থাংশ ফসল উৎপত্তি। (৩) অর্দ্ধেক কিম্বা চতুর্থাংশের অধিক ফসলের উৎপত্তি। (৪) তিন পাদ কিম্বা অর্দ্ধেকের অধিক ফসলের উৎপত্তি। এইরূপ ফসলের ক্ষতি বিবেচনানুসারে খাজনা, কিস্তিবন্দী ও মকুব করা হইবে। অর্থাৎ যে বৎসর তিনপাদ বা অর্দ্ধেক ফসল উৎপন্ন হইবে, সে বার খাজনার এক পঞ্চমাংশ বা চতুর্থাংশ বাকি রাখা হইবে যে বৎসর এক পাদ বা অর্দ্ধেক ফসল জন্মিবে, সে বৎসর চতুর্থাংশ বা পঞ্চমাংশ খাজনা বাকি রাখা যাইবে। যে বার সিকি ফসল জন্মিবে, সে বৎসর অর্দ্ধেক তৃতীয়াংশ বা তিন পাদ খাজনা বাকি রাখা যাইতে পারে; এবং যে বৎসর এককালে অজন্মা ঘটিবে, সে বার সমস্ত খাজনা বাকি থাকিবে। এই সকল খাজনা মকুব করা যাইবে কি না, তাহা বিবেচনাধীন। উপর্য্যুপরি অজন্মা হইয়া প্রজাগণ খাজনা দিতে অশক্ত হইলে ঐ বাকি খাজনা মকুব করা হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর ভূমির পক্ষে এইরূপ বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, যে সকল ভূমিতে চাষ দেওয়া হইবে, অন্ততঃ সেই সকল ভূমিরই খাজনা মকুব করা হইবে। ভূমির অজন্মা ঘটিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমির জন্য যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৃতীয় শ্রেণীতেও তৎসমুদায় নিয়ম খাটিবে।

কোন কোন স্থলের ভূমিতে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে, কোথায় অজন্মা হইয়াছে, স্থানিক কানুনগোরা তাহা নির্দ্ধারিত করিবেন এবং খাজনা বাকি রাখিবার বা মকুব করিবার পূর্ব্বে ডেপুটী কালেক্টর কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর স্বচক্ষে একবার পরিদর্শন করিয়া যথোচিত অনুমতি করিবেন।

গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবে আমরা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। কিন্তু একটী কথা এই, এ দেশের সেটেলমেণ্টের উপযোগী নহে। উত্তরোত্তর খাজনা যেরূপ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, তাহাতে প্রজাগণ বৎসরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছে। ইহার শোচনীয় ফল স্থানিক কর্ম্মচারিগণও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই আইনের সংশোধন করা না হইলে কিছুতেই প্রজার ক্লেশ দূরীভূত হইবে না। যে যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট হইতে খাজনার সন্দোবস্ত করা হইতেছে, তত্রত্য স্থলেই প্রজার অধিক কষ্ট। জমিদার প্রজার প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করিলে দরিদ্র প্রজাগণ রাজদ্বারে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং অত্যাচারী হইলে সে স্থলে প্রজার পরিত্রাণের উপায় কি?

বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের নিজকৃত সেটেলমেণ্ট অত্যল্প। গত বৎসরে যে খাস আদায় হইয়াছে, তাহা সন্তোষজনক নহে। আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইহাতে অনেকটা বিরক্ত হইয়াছেন। কি কারণে আদায়ের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, বোর্ড তাহা প্রকাশ করেন নাই। প্রকাশ করিবেন না, তাহা আমরা জানি। কর্ম্মচারিদিগের অবিমৃষ্যকারিতা-দোষে প্রজার অত্যন্ত কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, সেটেলমেণ্ট আইন যে যে স্থানে প্রচলিত আছে, সেই সেই স্থানেই প্রজার অত্যন্ত ক্লেশ। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি এই আইন সংশোধন করেন, তবেই মঙ্গল; নতুবা কেবল অন্যান্য আনুসঙ্গিক কষ্টের কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাদৃশ উপকারের সম্ভাবনা নাই।

মিশর যুদ্ধের অদ্ভুত ফল।

মিশর যুদ্ধ-যজ্ঞে ত পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল। যজ্ঞ শেষ হইলে যজ্ঞিয় দ্রব্য স্রুক স্রুবাদি অপসারিত হয় এবং যজ্ঞি সকল বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন, এ যুদ্ধ যজ্ঞেরও উপকরণ সকল অপনীত হইতেছে এবং ব্রতিরা নিজ নিজ স্থানে গমন করিতেছেন। তবে স্বর্গাদি কামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞের সহিত এ যজ্ঞের বহুল অন্তর আছে। সে যজ্ঞের পশু অগ্নে উৎসৃষ্ট হইয়া বিসৃষ্ট হয়, এ যজ্ঞের পশু আরাবি বেকে এখন (যজ্ঞান্তে) উৎসর্গ করা হইতেছে। সে যজ্ঞের ব্রতি সকল যজ্ঞের অগ্রে হোতা আচার্য্য সদস্য প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন, এ যজ্ঞে ব্রতিদিগকে যজ্ঞান্তে উপাধি দেওয়া হইতেছে। সে যজ্ঞের ব্রতিদিগের উপাধিলাভে কৃষ্ণ ও নীরস নয়, তাহাতে উপাধির সহিত বস্ত্র ও দক্ষিণারূপ ধন সংযোগ থাকে, এ যজ্ঞের ব্রতিদিগের কদাচিৎ সেইরূপ ভাগ্যে কেবল নীরস উপাধি লাভই ঘটিবে; তবে সর গারেট উলসলি ও আডমিরাল সেমর প্রভৃতি প্রধান ব্রতিদিগের উপাধি নিরামিষ হইবে না। যে প্রকার প্রস্তাব হইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে তাঁহাদিগের উপাধিগুলি এরূপ সরস হইবে যে ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে আর অর্থচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না।

এখন আমাদিগের মুখ্য প্রশ্ন এই, মিশর যজ্ঞের কে ফলভাগী হইবে? স্বর্গাদি কাম যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, কার্য্যনির্ব্বাহক ব্রতিগণ তত ফলভোগী হন না, ফল যজমানেরই হইয়া থা কিন্তু মিশর যুদ্ধ-যজ্ঞের ফল কিছু অন্যপ্রকারে হ তেছে। এ যজ্ঞের কার্য্যনির্ব্বাহক ব্রতিগণ ব মিশরের খেদাইবের নিমিত্ত তাঁহারা যুদ্ধ ক ছেন, তাহা হইলে খেদাইবের এবং মিশরব দিগেরই যজ্ঞের ফলভোগী হওয়া সঙ্গত হয়; ফল বাস্তবিক এরূপ হইতেছে না। মিশর র মিশরবাসিদিগের কিছুমাত্র স্বামিত্ব লাভ হয় ন স্বামিত্ব লাভ যে হইবে, তাহারও সম্ভাবনা ন প্রকৃত স্বামিত্ব ইংরাজদিগেরই হস্তগত রহিতে খেদাইব বেশ ভূষায় বিভূষিত ক্রিয়াহীন রাজপ্র মাত্র। তিনি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকি বটে; কিন্তু তিনি স্বমতে স্বাধীনভাবে কোন করিতে পারিবেন না। ইংরাজদিগের মতই তাঁ মত; ইংরাজদিগের আইনই তাঁহার আইন, ইং দিগের নীতিই তাঁহার নীতি। তাঁহার রাজত্বল মিশরবাসিরা আপনাদিগের রাজত্বলাভ করেন না। তাঁহার অভ্যর্থনাক্রিয়া দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি যখন মহা আড রাজপ্রাসাদে নীত হন, তখন মিশরবাসিরা কিছু আনন্দ প্রকাশ করেন নাই; ইংরাজেরাই যে আড়ম্বর করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান খেদাইব অসার লোক। তিনি রমণীয় রাজপরিচ্ছদ ধ যান ও রাজভোগ ভোগের লোভে যেন ভু গলেন, কিন্তু মিশরবাসিরা তাহাতে ভুলি থাক নহেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজ্যে বি শয়ের আধিপত্য ভাল বাসেন না। তাঁহা সাধারণ এই, যিনি প্রকৃতে মিশরের সিংহাসনে অধি হইয়াছেন, তিনি খেদাইব পরিচ্ছদপরিধায়ী ইংর নাত্র

এ স্থলে আমাদের আর একটী প্রশ্ন এই, য কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে অসম্মত হ তাহাকে যদি বলপূর্ব্বক সেই কার্য্য করান যা তাহা হইলে তাহা অন্যায় ও অত্যাচার বলিয়া প গণিত হয়। এই নিয়মটী কি কেবল ব্যক্তিনিষ্ঠ জাতিনিষ্ঠ নয়? মিশরবাসিরা সে বিষয়ে সম্ম নয়, তাহাদিগকে সেই বিষয়ে বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তি করা কি নীতিসঙ্গত?

আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন এই, আরাবি বের বিচার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাকে ত বলি দিবা নি মিত্ত উৎসর্গ করা হইতেছে; কিন্তু তিনি বাস্ত বিক বলির যোগ্য কি না? তাঁহার অপরাধ কি ইংরাজেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা ক

ন। বাস্তবিক তিনি কি বিদ্রোহী? যে ব্যক্তি
ষ্ট্রীয় রাষ্ট্রের বিস্তারনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশের
ষ্ট সাধন করে, সেই বিদ্রোহী। আরাবি যে
স্বদেশের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?
স্বদেশের ইষ্ট সাধনেরই চেষ্টা পাইয়াছিলেন।
ফের খেদাইবকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া মিশ-
স্বাধীনতা হরণে উদ্যত হন, আরাবি তাহার
প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা ভিন্ন দেশীয়
ক। মিশর ভিন্ন দেশীয় রাজ্য। ভিন্ন দেশীয়
ক যদি ভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংহারে প্রবৃত্ত
আর তদ্দেশীয়েরা সেই স্বাধীনতা রক্ষায় যত্ন
হয়, তাহা হইলে কি সেখানে বিদ্রোহিতার
ন সম্ভাবনা থাকে? যদি বল আরাবি জাতীয়
ম ও জাতীয় সন্ধিবন্ধন ভঙ্গ করিয়াছেন,
রা তদুত্তরে বলি যদি তিনি তাহা করিয়া
কন, ন্যায়ানুসারে তিনি বিদ্রোহী হইতে পারেন
ইউরোপ খণ্ডের সকল রাজার সহিতই সকল
বাই এক এক বিষয়ে এক একটী সন্ধি আছে। যদি
গণ সেই সন্ধি ভঙ্গ করেন, তাঁহারা কি পরস্পর
দ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইবেন? এবং বিদ্রো-
পরাধে অপরাধী হইয়া দণ্ডনীয় হইবেন?
ঞ্জের ইংরাজেরা লোভাক্রান্ত হইয়া রুশ-
আক্রমণ করিতে গেলেন। যদি বল, তাঁহারা
াজ্য আক্রমণ করিতে যাইবেন কেন? তদুত্তরে
রা বলি, পরস্বাপহরণ করা অনুচিত, ইংরা-
এ নীতির কদাপি বশবর্ত্তী নহেন। ভারত
গান মিশর প্রভৃতি তাহার জলন্ত প্রমাণ।
রাজেরা রুশ জয় করিতে গেলেন, প্রত্যেক রুশ
পণে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিল, ইংরাজেরা
হইলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ইংরাজেরা কি
সব প্রতি ব্যক্তিকে বিদ্রোহী বলিয়া ফাঁসী
বন?

ব্রিটিশ শাসনের সৃষ্টি নিন্দা।

যেখানে দুই হাত দুই পা এক মাথা, সেই
ই মতভেদ। দুই মাথার প্রায় এক মত
খতে পাওয়া যায় না। বিধাতা যখন মানুষের
প্রকৃতি ও মানাবৃত্তি ধর্ম্মসকল পৃথক পৃথক
য়া নির্ম্মাণেন, তখন যে মতভেদ হইবে, তাহা
শ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রসিদ্ধ কথায় আছে
রুচেঃ মুনিনাঞ্চ মতয়ঃ ভিন্নাঃ।" শাস্ত্রকারেরা
র প্রতি বিষয়েই মতভেদ করিয়া গিয়াছেন।
ঈশ্বরনিকারা লইয়া ছয়টী দর্শনের সৃষ্টি হ
ছে। প্রাচীন ও নবা উভয়বিধ মত চির প্রসিদ্ধ
ছে। হিন্দুরা যাহাকে সাপ বলেন, মুসল-
নেরা তাহাকে বেড় বলিয়া বসেন। পার্লিয়া-
মেণ্ট সভায় চির কালই বাদানুবাদ হইয়া আসি-
তেছে। সে দিন মিশরজয় উপলক্ষে লার্ড ও কমন্স
উভয় সভাই ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রশংসা করিয়া ভূয়া
নন্দ প্রকাশ করিয়া করিয়াছেন "মিশরজয়ে
আমাদের গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে।" ইংলণ্ডেশ্বরীর
এ প্রশংসা মৃগবধে সিংহের প্রশংসার ন্যায়
অকিঞ্চিৎকর ও বিড়ম্বনাময় হইলেও তাঁহারা ঐক-
মত্যে এ বিষয়ে আত্মশ্লাঘা প্রকাশে বিমুখ হন
নাই; কিন্তু কন্সরবেটিভ ও লিবরাল উভয় দলে
সভায় বাদানুবাদকালে মিশরজয় বিষয়ে বিলক্ষণ
মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। একদল বলেন,
মিশরে যুদ্ধ উপস্থিত করিবার আবশ্যকতা ছিল না।
আর একদল ঐ যুদ্ধের উপযোগিতা সপ্রমাণ করেন।
অতএব ব্রিটিশ শাসনের বিষয়ে যে মতভেদ হইবে,
তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? সে স্তুতি নিন্দার আধার
কারণ স্বতন্ত্র। রাগদ্বেষস্বার্থপরতাদি ইহার উদ্ভূ-
তের প্রধান সাধন। আমরা দেখিতে পাই, কত ক
গুলি লোক ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যৎপরোনাস্তি
প্রশংসা করেন, আবার কতকগুলি লোক নিন্দাবাদে
বিমুখ হন না। উভয় দলই প্রশংসা ও নিন্দার
প্রকৃত সীমা অতিক্রম করিয়া অতিসীমায় গমন
করিয়া থাকেন। স্বরূপকথনে কেহই উৎসুক
নহেন।

ইংরাজেরা যে ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিতে-
ছেন, তাহার প্রশংসার্থ একদল বলেন, পূর্ব্বে যবনা-
ধিকারে পুলিসের সুশৃঙ্খলা ছিল না, লোকের প্রতি
নানাপ্রকার অত্যাচার ছিল, ইংরাজ অধিকারে
সে সকলের শান্তি হইয়াছে, প্রজারা সুখী হইয়াছে,
কাহার আর অনিষ্ট নাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল
প্রভৃতির প্রজাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে আজ আমরা
কোন কথা বলিতেছি না, বাঙ্গালার অবস্থা সম্বন্ধে
প্রশংসাবাদিদিগের বাক্য বড় অযথার্থ নয়। যবনা-
ধিকারের কথা ত অনেক দূরবর্ত্তিনী, এই ইংরাজ
অধিকারেই বাল্যকালে আমরা দেখিয়াছি, রাত্রি-
কালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইবার যো ছিল না, অনেকের
ঘর সন্ধ্যা আহার ঘটিত না। অন্য অন্য প্রদেশে
যেরূপ হউক, বাঙ্গলাদেশে এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরি-
বর্ত্তন ঘটিয়াছে। একমাত্র পুলিসের উৎকর্ষই এ
পরিবর্ত্তনের কারণ নহে। রাস্তা ঘাট প্রভৃতির
উন্নতি সাধিত হওয়াতে দ্রব্য সামগ্রীর আমদানী
রপ্তানীর সুবিধা হইয়াছে। তাহাই প্রজার সুখের
হইবার প্রধান কারণ। এ স্থলে প্রশংসাবাদিদিগকে
একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইল। যবন অধি-
কারে প্রজার প্রতি অত্যাচার ছিল, এখন নাই,
এটী কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রশংসার বিষয়?
রাজত্বভারগ্রহণ করিলেই প্রজাকে নিরুপদ্রবে
রাখিতে হইবে। যবন রাজারা কর্ত্তব্য সম্পা
করিতে পারিতেন না, ইংরাজেরা সেই কর্ত্তব্য সম্
দন করিতেছেন, ইহাতে ইঁহাদের কিছুমাত্র প্রশং
নাই। কর্ত্তব্য সাধনে প্রশংসা কি? না করিলে প্র
বায়। যেমন ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ত্তব্য সন্ধ্যা বন্দ
করিলে বিশেষ ফলাধান নাই; কিন্তু না করি
প্রত্যবায়। এখন বহুল পরিমাণে বাঙ্গালা দে
প্রজাদিগের অন্নকষ্ট দূরীভূত হইয়াছে, তাহাতে
দস্যুতস্করতাদির তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। কারা
অভাবে কার্য্যের অভাব হইয়া থাকে। পু
যের উৎকর্ষ যদি ইহার প্রধান কারণ হইত, ত
হইলে আমরা শাসনসংক্রান্ত রিপোর্ট মধ্যে যে
বর্ষে চৌর্য্যাদির বৃদ্ধি, কোন বর্ষে বা তাহার হ্
দেখিতে পাইতাম না।

ভারতে ইংরাজশাসনের স্থাবকেরা যখন অ
কারের প্রজার অবস্থার সহিত ইংরাজ অধিকা
প্রজার অবস্থার তারতম্য করিয়া ভারতবর্ষীয় প্র
দিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে বলেন এবং প্রজারা অস
প্রকাশ করিলেই তাঁহারা তাহাদিগকে অকৃতজ্ঞ ব
গালি দেন। এটীও তাঁহাদিগের বিষম ভ্রম। ভার
প্রজার কি কোন অংশে কিছু কষ্ট নাই? তাহাদি
গৃহ ধন ধান্য ও লক্ষ্মীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে? সে
অংশে কি কিছুর অভাব নাই? যদি বাস্তবিক তা
ঘটিয়া থাকে, তথাপি কি প্রজাদিগের আপন আ
অবস্থার আরও উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা পা
বিধেয় নয়? মাঘ কবি কহিয়াছেন।

সম্পদা স্তুতিতে, না ভূতি স্তুয়াপি নঃ।

কৃতকৃতে। বিধিস্তনো ন বাঞ্ছতি ক্ষয়ং যাং।

যে ব্যক্তি স্বয়ম্ভার সম্পত্তিতে স্তুতির ক
থাকে, তাহার সম্পদ্বর্দ্ধনকারী বিধি তাহার সম্প
আর বৃদ্ধি করেন না। বিধি ভাবেন, তাঁহার উ
তাহার সম্পত্তি বাড়াইবার যে ভার ছিল, তি
উৎকণ্ঠা সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন।

নিন্দাকারিরাও অতিসীমায় গমন ক
থাকেন। তাঁহারা বলেন, প্রজার প্রতি জমীদা
পুলিস প্রভৃতির অত্যাচার নিবারিত হয় নাই, স
প্রজার অবস্থাও মঙ্গল হয় নাই এবং আইন অ
লত প্রভৃতির দোষ খণ্ডিত হয় নাই, এখনও অ
আদালতে পক্ষপাতাদি দোষের বিলক্ষণ
আছে। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট আজও এ দেশী
ইউরোপীয় প্রজার একবিধ আইন করিতে পারি
না, আদালতও ইউরোপীয়ের অধিকতর সম্ম
করিয়া থাকেন। নিন্দাকারিরা ব্রিটিশ শাস
এই প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়া গুণের অংশ
করেন না। প্রজারা যে বহু অংশে সুখী হইয়
তৎস্বীকারে তাঁহারা উন্মুখ নহেন। এটী বি

রদি:গের অন্যায় কার্য্য সন্দেহ নাই। স্বজাতির পক্ষপাত পরিত্যাগ করা সহজ কাজ নয়; শীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের ন্যায় তুল্যভাবে খেছঃখতা প্রকাশ করাও সহজ নহে। সকল পুরুষে তাহা করিতে পারেন না; কিন্তু যাঁহারা কে দোষ বোধ করেন, দোষের প্রতি যাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা আছে, তাদৃশ উদারপ্রকৃতি ন রাজপুরুষেরা ক্রমে পক্ষপাতাদির দূরীকরণে সর হইতেছেন। অতএব ব্রিটিশ শাসনের গ্রহণ না করিয়া অবচ্ছেদাবচ্ছেদে এক কালে ায়ের নিন্দা করা বৈধ হইতে পারে না।

ভারতবাসিরা যে সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারিতে- না, তদ্বিষয়ে কেবল ব্রিটিশ শাসনের দোষ ভারতবাসিদিগের নিজেরও বিলক্ষণ দোষ ত। ইহাঁদিগের পরপ্রত্যাশিতা আজও দূর নাই; ইহাঁরা একমত হইয়া আজও কার্য্য তে পারেন না; আলস্য ও অনুদ্যোগকে ও দূরতর প্রদেশে প্রেরণ করিতে পারেন নাই। সকল কারণে ভারতবাসিরা আজও ব্রিটিশ নে কষ্ট পাইতেছেন। লক্ষ্মী বীরপুরুষকেই করেন। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি ীঃ" লক্ষ্মী অলস ও উদ্যোগহীনকে আশ্রয় রন না। বিদেশীয়েরা এ দেশে আসিয়া চা, নীল, ম প্রভৃতির উৎপাদন ও ব্যবসায় করিয়া ভাগ্য- হইয়া যাইতেছেন, কিন্তু এ দেশের ভূমি, দেশীয়েরা তাহার অধিপতি, অথচ এ দেশীয়েরা ছুই করিতে পারিতেছেন না! আপনাদের সম্পত্তি দেশীয়ের করে সমর্পণ করিয়া কেবল পদাঘাত করিতেছেন। যদি এদেশীয়েরা আলস্য- পরিহার করিয়া এই সকল কার্য্য স্বয়ং করিতে রেন, তাহা হইলে কি এ দেশের দুঃখ থাকে?

অধ্যাপক মোক্ষ মূলরের পত্র ও তাহার রক্ষা।

সকল জাতিই স্বস্ব ভাষা রক্ষার জন্য ব্যগ্র, পনাদিগের ভাষার উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধনের মিত্ত সকল জাতিই পুরস্কারের প্রলোভন, পর কখোপকথনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থান নিরূপণ, লক বালিকারা যাহাতে প্রথম হইতে স্বদেশীয় স্বজাতীয় রীতিনীতি শিক্ষা করে এবং যথা নিয়মে জ নিজ ভাষা চর্চ্চা করে, তজ্জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় তিষ্ঠা করিয়া থাকেন, সুতরাং এতদ্দ্বারা কেবল ভাষার উন্নতি হয় তাহা নহে, জাতীয় উন্নতিও ংসঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে। এই উনবিংশ শতা- তে প্রায় সকল সভ্য জাতিকেই ভাষা বিস্তৃতির ক্ষে বিশেষ যত্নবান্ দেখিতে পাই, কিন্তু ভারতবর্ষে ব লক্ষিত হয় না। এখানে এক্ষণে অনেক- গুলি ভাষা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত, পারস্য, হিন্দি, বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যাই প্রধান। তন্মধ্যে সংস্কৃত ও পারস্য সর্ব্বপ্রধান সত্য, কিন্তু উহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায়, বরং সংস্কৃত ভাষার কথঞ্চিৎ চর্চ্চা ইউরোপ মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পারস্যের আর তাদৃশ গৌরব দেখা যায় না। এরূপ ঘটনার একটী প্রধান কারণ আছে। পারস্য ভাষার তাদৃশ সারবত্তা নাই। মহাত্মা কোলব্রুক ইহার অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া পিতাকে যে পত্র লিখেন, তাহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন, "পারস্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক একটী উপদেশ বাক্য লাভ করা আর গোময়ের স্তূপ মধ্য হইতে এক একটী যব বাহির করা সমান।" পক্ষান্তরে সংস্কৃতের গৌরব আজও সর্ব্বত্র বিলুপ্ত হয় নাই। ইউরোপের কৃতবিদ্য সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কালিদাস, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি কবিগণের কৃত কাব্য পাঠ করিয়া এরূপ বিস্মিত হইয়াছেন যে আমরা অনেক সময়ে তাঁহাদিগের মুখ হইতে সংস্কৃত ভাষাকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে শুনিতে পাইয়া থাকি। অতএব এরূপ ভাষা যে ভারতবাসীর অনাদরে ও অযত্নচিন্তায় বিলুপ্ত হইতে চলিল, ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে। পাঠক! আপনারা সে দিন বিবিধ সংবাদ স্তম্ভে দেখিয়াছেন, ইংলণ্ডের কতিপয় উদ্যোগী পুরুষ একত্র হইয়া ইংরাজী গানের মর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আজ আবার শুনুন রুশিয়া তাঁহার অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে আপনাদিগের ভাষা বিস্তারের চেষ্টায় স্থানে স্থানে বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। তথায় কেবল রুশভাষা ও রুশিয়দিগের আচার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইবে। ফলতঃ নিজ ভাষার উন্নতি সাধন বিষয়ে কাহারই অযত্ন দেখিতে পাই না। আমাদিগের নিজ ভাষার উন্নতিসাধন বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ যত্ন পাওয়াও কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন করিতে গেলে বিশেষরূপে সংস্কৃতের অনুশীলন আবশ্যক। সংস্কৃত ভারত-প্রচলিত সকল ভাষারই মূল। যে কারণে আমরা এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, তাহা এই:—

কলিকাতা যোড়াসাঁকো নিবাসী বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় মহাভারত পুনর্মুদ্রিত করিয়া ইংলণ্ডের পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ মোক্ষমূলর সাহেবকে তাহার একখণ্ড প্রদান করেন। মোক্ষমূলর সাহেব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, "মহোদয়! আমি আপনার মূল ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ রামায়ণ ও মহাভারত প্রাপ্ত হইয়া মূল্যবান্ সামগ্রী উপঢৌকন প্রাপ্ত হইলাম বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি। ধন্য আপনার দেশহিতৈষিতা বুদ্ধি। আপনার মন্দভাগ্য স্বদেশীয়গণ তাচ্ছিল্য করিয়া স্ব স্ব ভাষা রক্ষায় উদা ইইয়াছেন, কিন্তু ইউরোপবাসীরা আদরের স ইহা পাঠ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করি ছেন। আপনাদিগের দেশীয় যুবকগণ ইউরোপী ভাষা শিক্ষা করুন, কিন্তু আপনাদিগের ভাষা ত্য করিয়া ইহার আলোচনা করা কদাচই প্রশংস যোগ্য নহে। আমি ভরসা করি আপনাদিগে নিকট যেমন নিবিলজ ও গ্রীক এবং গ্রীকদিগে নিকট যেমন হোমর আপনাদিগের পিতৃ সম্প্রদায়ের নিকট রামায়ণ ও মহাভারত সেই আদরের বস্তু হউক। আপনি যে আপন স্বদেশীয়গণের সাহায্যে এই বৃহৎ কার্য্য সম্প করিতেছেন, ইহাই আমার অধিকতর আহ্লা বিষয়। আমার দ্বারা যদি এ সম্বন্ধে আপনার কি সাহায্য হয় বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমি ক না কখন তাহা করিবার চেষ্টায় ত্রুটী করিব যদি ইংরাজীতে মহাভারত অনুবাদ করেন, আ নিকট প্রেরণ করিবেন আমি কোথায় কিরূপ সং ধন করা আবশ্যক তাহা বলিব। আজ ত্রিশ ব গত হইল আমি মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ কর ছিলাম যত দূর হইয়াছিল পাঠাইলাম, আবশ্যক রাখিবেন, অন্যথা আমাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। ক ইহা আমার আবশ্যক হইবে। আর কাশ্মীরের ম রাজ যে এ বিষয়ে আপনার আনুকূল্য করিয়া ইহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আ সংস্কার কাশ্মীরেই বহুতর প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আ আর মহারাজ এই ধনে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। কি আমার আশঙ্কা হইতেছে মুদ্রণাভাবে পাছে অমূল্য সাহিত্যরত্ন লুপ্ত হয়। শতাব্দী পূর্ব্বে যে স উৎকৃষ্ট পুস্তক বিদ্যমান ছিল এই রূপেই তাহা বি হইয়াছে। যাহা হউক আপনার ন্যায় অপর ব্যক্তিগণে যদি এই রত্নরক্ষায় যত্নবান হন, ত হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গলকার্য্য সাধিত হইবে।"

পাঠক! মোক্ষমূলর সাহেবের বাক্যগুলি প করিলেন। আমাদিগের অবহেলার দ্রব্য ইউরো মহাধন মধ্যে পরিগণিত। আমাদিগের ভাষা র জন্য অন্য জাতিতে গণনা দেয়, ইহার অপে লজ্জার ও ক্ষোভের বিষয় কি আছে? আমরা কাল দেখিতেছি শিক্ষিত সম্প্রদায় মুখে সংস্কৃ গৌরব করিতে শিখিতেছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তা কিছু নাই। তবে এইরূপ আন্দোলনের ফল দেখিতেছি দেশের কোন কোন ধনী ও বিদ্যোৎস লোক সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণে উৎসাহিত য়াছেন। সে দিন পূর্ব্ব বঙ্গের কয়েক জন জমীদা পার্ব্বত্য ত্রিপুরার রাজা এতদর্থ ঢাকার পণ্ডিত স অনেক অর্থ দান করিয়াছেন। এইরূপ অপর

ক যদি ইহাঁদিগের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ ক রয়া
সময়ে উৎসাহ দেন, তাহা হইলে অসাধ উপাধি
করিয়া সম্মান লাভের অপেক্ষা অধিক সম্মা-
হইবেন সন্দেহ নাই।

প্রাপ্ত

ইণ্ডিয়ান সোসাইটী।

লণ্ডন ডবলিউ—১১ ই অক্টোবর।

গত ভাদ্র মাসের একখানি পত্রে আমি ইণ্ডি-
সোসাইটীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম। আজ
বিষয় আপনাকে স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছি।
াতে ইণ্ডিয়ান সোসাইটী—ইহা সৌভাগ্যের বিষয়
করিতে হইবে। ইণ্ডিয়ান সোসাইটী প্রায়
৮ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভার
া একবার করিয়া অধিবেশন হয়। সভার
শা এই, প্রথমতঃ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বক্তৃতাদি
করা ও যাহাতে স্বদেশের উপকার হয় তজ্জন্য
াধ্য চেষ্টা করা। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের
রা এখানে আছেন তাঁহাদের পরস্পর দেখা
করা। এইখানে আমি আপনাকে আর একটী
বলিতেছি। আমি এইমাত্র বলিয়াছি "ভারত-
ও যাঁহারা এখানে আছেন" তাঁহাদের মধ্যে
ঙ্গির সংখ্যাই অধিক। ইহাঁরা এ সভায় আসেন
ইহাঁদিগকে এ সভায় আসিতে দেওয়া হয়
ইহাঁরাও এ সভায় আসিবার জন্য যত্ন করেন
-আসিলে আমাদেরই লজ্জার বিষয়। এই
ঙ্গিদিগেরও একটী সভা আছে, ইহার নাম
ণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন"—ইহার সভাপতি সার
র্ড টেম্পল। হইবে না কেন, এই সভার জন্য
ভবর্ষ হইতে টাকা আসিয়াছে—তাহা দ্বারা
া ভাল গৃহ ভাড়া করিতে পারে—এখানকার
বড় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে—নিম
করিয়াও থাকে। কিন্তু এই সভায় কি ভারতের
কারের জন্য কোন বিষয় পাঠ বা বক্তৃতা করা
নাম মাত্র। আমরা ফিরিঙ্গিগণের নিকট
ত কতদূর ভারতের উপকারের আশা করিতে
, যাঁহার ঘটে কিছু আছে তিনিও তাহা অনুভব
তে পারেন। সে দিন এই ইণ্ডিয়ান এসো-
াসনের অধিবেশন হইয়াছিল; ভারতবর্ষের উন্ন
বিষয় লইয়া একটী বক্তৃতা করা হয়।
। হইল যেন ইহাঁরা সকলেই ভারতবর্ষের জন্য
া দিতে প্রস্তুত; কেহ কেহ একটু একটু ভারত-
র পক্ষ হইয়া দুই চারিটী কথা বলিলেন; কিন্তু সে
লে মুখে।

আমাদের ইণ্ডিয়ান সোসাইটীতে মুসলমান, হিন্দু ও ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ের যাঁহারা এ দেশে আছেন, তাঁহারা সকলেই সমবেত হন। একত্রিত হইয়া দেখি আমাদের সকলের অবস্থা সমান। কবি বলিয়াছেন, সমদুঃখী হইলে অতি শীঘ্রই মিত্রতা হয়। যথার্থই তখন আমরা অন্যান্য সংসারবন্ধন ভুলিয়া যাই। বস্তুতঃ বিলাতে একজন হিন্দু, মুসলমানকে ভারতবর্ষে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, সে চক্ষে দেখে না—বোধ করি একজন মুসলমান হিন্দুকে পর বিবেচনা করে না। আমাদের ভারতবর্ষ কি ভাবে রহিয়াছে,—কি শোচনীয় অবস্থা—স্থিরনেত্রে এই সাত সমুদ্র পার হইতে তখন আমরা দেখিতে পাই। হিন্দু দেখিতে পায়, মুসলমান হিন্দুর অনাধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুসলমান ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে। যাহা হউক, যদি ভারতবর্ষ হইতে চাঁদা আইসে—ও ইহার ব্যয়ের জন্য একটী ফণ্ড স্থাপিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ভারতবর্ষের অনেক উপকার সাধন করিতে পারি। এদেশ এমনি ধরণের যে, যাহার যাহা তাহা না হইলে লোকে গ্রাহ্য করে না। ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর নাম শুনিলে "কোন্ বাড়ী, ঠিকানা কি?" জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আমাদের কি বাড়ি ও ঠিকানার ঠিক আছে? যে প্রকার বাড়িতে এই ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর অধিবেশন হয়, ভদ্রলোককে তাহা দেখিতেও লজ্জা করে। ভারতবর্ষের হিতের জন্য কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে সে কথা কেহ প্রায় শুনে না। শুনিবে কেন? ইণ্ডিয়ান সোসাইটী—সে ভারতবর্ষের ধনে সমস্ত ইংলণ্ড ধনী—তাহার মঙ্গলের জন্য কি এই প্রকার সোসাইটী স্থাপিত হইতে পারে? যাহার পথের ঠিক নাই—কেহ জানে না। হায় কি দুঃখের বিষয়।

অক্সফোর্ড লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্থত ছিল না। এই সোসাইটী হইতে দরখাস্ত করায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃত পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহাতেই অতি সহজে বুঝা যায় যে যত্ন করিয়া ও একটু উচ্চস্বরে সোসাইটী করিয়া এখানকার ক্ষমতাপন্ন লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমাদের দুরবস্থার কথা জানাইলে যে অনেক উপকার হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা কে বুঝিবে—কাহার নিকট আমরা কাঁদিব।

ইহার মধ্যে যদি কোন সাহেবের নাম থাকিত তাহা হইলে এতদিন দেখিতেন টাকায় ফণ্ড পুরিয়া যাইত। শ্রীলা শ্রীযুক্তা থাকোমনি দাসী সি, এস, আই, লক্ষাধিক টাকা পাঠাইয়া দিতেন। বীরাহীন দেশে জন্মগ্রহণ করা মহা পাপ। হায় কেন ভারতের কলঙ্ক হইয়া আমরা জন্মিয়াছিলাম। কি লজ্জা—বিলাতে আসিয়াও আমাদের দুরবস্থার কিঞ্চিৎ উপশম হইল না।

এই সোসাইটীর জন্য একটী ফণ্ড হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কে টাকা দিবে? আমরা ভাল গৃহ লইয়া যদি এখানকার ক্ষমতাপন্ন লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে পারি, তাহা হইলে ভারতবর্ষের যে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমরা যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থের অভাবে ভারতবর্ষের উপকার করিতে পারিতেছি না—এ দুঃখ বড় মর্ম্মান্তিক,—মরিলেও মনস্তাপের শান্তি নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। আমীর এবং তাঁহার সহচরগণ ইংরাজ বাহিনীদিগের সাহায্য লাভ করেন, সে বিষয়ে মিসর গবর্ণমেণ্টের মত নাই। এখন তাঁহারা সেই মত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা উহাদিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্ঞিক কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতেছে। যাবৎ এ বিষয়ের মীমাংসা না হইতেছে, তাবৎ বিচারকার্য্য বন্ধ রহিয়াছে।

[illegible] অব্য বোম্বাইয়ে অভিমুখে গমন করিয়াছে।

সার, ইণ্ডিয়ার উচ্চ অঙ্গ মিসর হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। [illegible] এক জনসভা হয়, গ্লেমোর্গান সাহেব সভাপতি হইয়াছিলেন, এই সভায় স্থিরীকৃত হয়েছে, আন্দোলনের দ্বারা ইংলণ্ডে নাগরদের দ্বারা একটী সভা সংস্থাপিত হইবে। ঐ সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রিটানিতে পার্লিয়ামেণ্ট সভা স্থাপন এবং [illegible] স্থাপন এই বিষয় [illegible] ও রক্ষণী তা সংস্থা করা হইবে।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। [illegible] সিরের বৈদেশিক সচিব [illegible] ব্রিটিশ সৈন্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি [illegible] তাহা [illegible] সেই সময়ে [illegible] করিবেন।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। [illegible] নিশ্চয়ই [illegible] ও [illegible] বলিয়া [illegible] করিতেছেন।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। [illegible] ও [illegible] বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। [illegible] মিসর সৈন্যদিগের [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা মিসর গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইয়াছে।

আমীর পাশার নামে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয়ের অনুযোগ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি [illegible] করিয়াছেন। মিসরের [illegible] ও ইংলণ্ডের [illegible] করিয়াছেন এবং লোকদিগকে [illegible] ও হত্যাকার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। [illegible] পাশা নিম্ন লিখিতরূপে [illegible] সৈন্য রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন: সৈন্যের সংখ্যক অধি

ইংরাজ এবং অনেক অফিসার মিশরদেশীয় লোক। অনেক
ব্রিটিশ অফিসরের এবং মিশর অফিসরের অধীনে
বে।

সার গার্নেট উলস্‌লি গত কল্য আলেকজান্ড্রিয়া পরিত্যাগ
ইংলণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ডেমিটার
কথা তথায় ব্রিটিশ সৈন্যের অবস্থান প্রার্থনা করিয়াছেন।
বেকার পাশা মিশর সৈন্যের সেনাপতি হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ অক্টোবর। বথশ্চাইল্ড এবং বেয়ারিঙের
লার এবং উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের নিমিত্ত ১০০০০০০০
টাকা সংগ্রহ করিতেছেন।

সৌডান হইতে কায়রোতে এই সংবাদ আসিয়াছে, কল্লিত
ধর মেদি তাঁহার সৈন্যের সহিত পাটরোম নামক স্থানে
সতেছেন।

পারিস ২৩ এ অক্টোবর। টিউনিসের সহিত ফ্রান্সের এই
হইয়াছে, যে ফ্রান্স টিউনিসের বিচারকার্য্যের ভার গ্রহণ
বেন। তথাকার অধিপতি বেকে বার্ষিক ২৮০০০ পাউণ্ড
বেন।

বেলগ্রেড ২২ এ অক্টোবর। সারভিয়ার সম্রাটকে অস্ত্র
করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে আঘাত লাগে নাই।
ল মারকোভিসের বিধবা পত্নী ঐ গুলি করেন। অল্প
হইল মারকোভিসের প্রাণদণ্ড করা হয়।

লণ্ডন ২৫ এ অক্টোবর। আরাবির, সুলতান এবং অন্য
ক জন পাশার সহিত দুই বৎসর কাল যে পত্র লেখালিখি
য়াছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৬ এ অক্টোবর। যে সকল ব্রিটিশ সেনাপতি এবং
না মিশরের যুদ্ধে গিয়াছিলেন, অদ্য রাত্রিতে পার্লিয়ামেণ্ট
সহাউসকে ধন্যবাদ দিবেন। ধন্যবাদ দিবার সময়ে
নাপতি ম্যাকডনল এবং ভারতীয় সৈন্যের বিশেষরূপে উল্লেখ
হইবে।

আলেকজান্ড্রিয়ার বোমাবর্ষণের পর যে সার্জ্জন ব্যবস্থাধিকরণের
ণ নিযুক্ত ছিলেন, তিনি এই সাক্ষ্য দিয়াছেন, যে আবারি
ে লোকদিগের অস্ত্রচিকিৎসা উৎসাহিত করিয়া
ছেন।

লণ্ডন ২৭ এ অক্টোবর। মিশরে যে সকল সৈন্য যুদ্ধ
রিয়াছিল পার্লিয়ামেণ্টের সভার উদ্বোধন তাহাদিগকে ধন্যবাদ
য়া হবে।

কাপ্তেন মিড, যে স্টেনহট সাহেবের পায়ে মিশরের
আঘাত হইয়াছিল, তিনি বলিতেছেন, ইহা হইতে
ক্ষত হইয়াছে। তাহার বাঁচিবার আশা আছে।

কেনটের ডিউক এই কথা মিশর পার্লিয়ামেণ্টে
বলিয়াছেন:

উইলস ২৭ এ অক্টোবর। জন্য যে হইয়াছে,
তাঁহার ছুটি তাঁহার অভ্যর্থনাকারী হইয়াছেন

লণ্ডন ২৭ এ অক্টোবর। সোমার্সেট হৌস এ
ওয়াতে এখানে অতিশয় আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে। বা
সাধারণ লোক ও বাহারা সকলে মুসলমান হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ অক্টোবর। সার ওয়াল্টর বেসাণ্ট গত কল্য
রাত্রে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন। ন্যুমণ্ট নামার সহ-
রে পরিগৃহীত হইয়াছেন। আলেক্সান্দ্রিয়ার সাহেব, কেম্ব্রিজের
উইক, আরল এলজিন, টেকের ডিউক এবং ডাইসনাহেব
বাঁহার ক্রস গ্রেণ্টে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন।

লণ্ডন ৩০ এ অক্টোবর: গতবার মাত্র তুর্কোমানদিগকে
সঙ্গে আনিয়া সারক তুর্কোমানদিগের জয়কার্য্য আরম্ভ
করিয়াছে।

পালমার্ণ ব্রেকেট বলেন, লর্ড ডফরিন মিশরের বন্দোবস্ত
করিবার নিমিত্ত অল্প দিনের জন্য কায়রোতে যাইবেন। সার
এডওয়ার্ড মাালেট তাঁহার সহকারী হইবেন।

লণ্ডন ৩১ অক্টোবর। সাউদানের কল্পিত প্যাগম্বর কর
ডোভান নগর অবরোধ করাতে তাহার দমনার্থ কায়রোতে সৈন্য
সজ্জিত করা হইতেছে।

টাইমস বলেন বেকর পাশা মিশর সৈন্য রচনার যে প্রস্তাব
করেন, তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হয় নাই।

লণ্ডন ১ লা নবেম্বর মিশর সংক্রান্ত কৌন্সিল সভার
সভাপতি ফরাসী কনসল জেনারলকে জানাইয়াছেন, যে অতঃপর
খদিভের সভায় ফরাসী কনট্রোলর জেনেরলকে লওয়া
হইবে না।

ভিয়েনা ৩১ এ অক্টোবর। অষ্ট্রিয় গবর্ণমেণ্ট মিশরের
সৈন্য দল রচনার্থ বোসনিয়াতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে নিষেধ
করিয়াছেন

লণ্ডন ১ লা নবেম্বর। অদ্যকার টাইমস পত্র প্রকাশ করি-
য়াছেন যে, মিশর গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আরাবির
অপরাধের বিচার না করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হউক,
কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১ লা নবেম্বর। লার্ড ডফরিন মিশরের
বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত যাইবেন, এই কথা প্রচার হওয়াতে
সুলতান অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন এবং কায়রোতে লার্ড
ডফরিনের যাইবার যাহাতে বিলম্ব হয় সেই চেষ্টা পাইতেছেন।

মক্কার শরীফ উপস্থিত হইয়াছে।

আলেকজান্ড্রিয়ার অগ্নিদানের প্রধান প্রস্তাবী আর
তিন জন সেণ্ট হীপে বন্দীকৃত হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

মেদিনীর সম্পাদক মেদিনীপুরের কালিনদিগের
কোপে পড়িয়াছেন, এ সংবাদ পূর্ব্বে আমরা পাঠক
দিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। এক্ষণে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের
বিচারে তাঁহার ৬ মাস ৩ দিন সশ্রম কারাবাসের
আদেশ ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট জজের
নিকট এই মকদ্দমার আপীল হইয়াছে। ডেপুটি
মজিষ্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা হইবার পূর্ব্বে সম্পাদক
নিজ নির্দ্দোষীতা বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন,
সম্পাদকের অবস্থা ভাল নহে, তিনি যে সম্যক
প্রকারে মকদ্দমার খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন
আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। আমরা আশা করি
স্থানীয় লোকেরা ইঁহার সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ
করিবেন।

১৮৮১।৮২ অব্দের লবণ বিভাগের বিজ্ঞাপনীতে
দেখা গেল, গত বৎসর বঙ্গদেশ হইতে ৫,৩৫০,০১২
হন্দর চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব
বৎসরে ৪,৯৪৮,২০৮ হন্দর চাউল বিদেশে রপ্তানি
হইয়াছিল। গত বৎসর সিংহল, জবদ্বীপ, চীন
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, মেটাল, জাঞ্জিবার প্রভৃতি স্থানে যেরূ
অধিক পরিমাণে চাউল রপ্তানি হইয়াছিল, সেইরূ
গ্রেট ব্রিটন উত্তমাশা অন্তরীপ রিউনিয়ান, দক্ষি
আমেরিকা, এডেন, আরব, পারস্য, মালদ্বীপ, প্রভৃতি
স্থানে অপেক্ষাকৃত কম চাউল রপ্তানি হইয়াছে
১৮৮০ সালে বঙ্গদেশ হইতে মরীচ দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে
যত অল্প পরিমাণ চণক রপ্তানি হইয়াছিল, কি
গত বৎসর সেরূপ হয় নাই। ১৮৮০।৮১ সালে
সকল স্থানে ৯০৬৬৮ হন্দর মাত্র চণক রপ্তানি হ
কিন্তু গত বৎসর আমেরিকায় জ্বালরূপ গোধূ
জন্মায় নাই বলিয়া এদেশ হইতে ভূরি পরিমাণে
গোধূম রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮৮১।৮২ সালে বঙ্গ
দেশ হইতে ৩,৯৫৫,২৬৯ হন্দর গোধূম রপ্তানি হ
কিন্তু গত বৎসর ৬,৬৬,৮৯৬ হন্দর গোধূম রপ্তানি
হইয়াছে। যে সকল স্থানে ভারতীয় গোধূম ব্যবহৃত
হইয়া থাকে, মাল্টা ব্যতীত সেই সমুদায় প্রদেশে
গত বৎসর অধিক পরিমাণে প্রেরণ ক
হইয়াছিল।

গত বৎসর নীল রপ্তানীও মন্দ হয় নাই
গত তিন বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর ইহা অধি
পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৭৯।৮০ সা
৩৪২৩৪ মণ ও ১৮৮০।৮১ সালে ১,১৯,৯৫৯
নীল রপ্তানি হইয়াছিল। অধিক পরিমাণে নী
রপ্তানি হওয়ায় মূল্যের হ্রাস হয় নাই। প
বৎসরে গড়ে ২৭৲ টাকা করিয়া নীলের মণ বি
হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসর গড়ের উপর ২৫৲ টা
করিয়া বিক্রয় হইয়াছে।

মাঞ্চিনে খুব তুলা জন্মাইতেছে বলিয়া বাঙ্গা
তুলা ক্রমে কম রপ্তানি হইতেছে। ১৮৮০।৮১ স
এ দেশ হইতে ৮৭৫৮২১ হন্দর তুলা রপ্তানি হয়, কি
গত বৎসর ৭০২,৩৬৬ হন্দর তুলা রপ্তানি হই
ছিল।

এদেশের ব্যবসায়ের উড়িষ্যার প্রধান ব্যবসা
এই ব্যবসায়ের আয়কর হইতে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে
১৭৮০। ৮১ সালে ১২, ১১, ১০৪ টাকার অহি
কারোপ হইয়াছিল, গত বৎসর ১, ২৮, ৮৫, ৭
টাকার হইয়াছে

উড়িষ্যায় তুলের ব্যবসা ২০,৭২,৭২৪ টাকা
কিন্তু গত বৎসর ইহার শতকরা ৮৭,২৮ আদায়
হইয়াছে। ১৮৮০।৮১ অব্দে উড়িষ্যার লাইসেন্স ট
৬৬০৫০ টাকা ছিল। ১৮৮১।৮২ অব্দে ঐরূপ
হইয়া ৪৯,৮৩২ টাকা মাত্র আদায় হইয়াছে। য
অল্প লোকের উপরেই লাইসেন্স টাক্স নির্দ্ধারিত
হইয়াছে, তথাপি অনেকে তাহা এড়াইবার চেষ্টা ক
উড়িষ্যার পাকা রাস্তার মধ্যে ৬৭৯ খানি দোকা

ষ্যা বিভাগের সমস্ত জেলা দিয়া গিয়া পুঁতে হইয়াছে। অপরাপর রাস্তা কাঁচা রাস্তা, কিন্তু লগুলিরই অবস্থা ভাল। স্কুলের সংখ্যা উত্তরোত্তর পাইতেছে। গত বৎসর ৬৮৮২ হইতে ৭৭৭০ লয়, এবং ৭,৯৪৪ হইতে ৯০১৫২ ছাত্র বাড়ি। বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৩টী; কিন্তু সংখ্যা কটক এবং বালেশ্বরে কমিয়াছে।

মিরটের নর্থ ওয়েষ্ট সোপ কোম্পানী সাবানের মুনা দিয়াছিলেন, তাহা ভাল হইয়াছে। এজন্য সার সৈনিকপুরুষদিগের ব্যবহারার্থ যে সাবান তে ক্রয় করিবার জন্য লেখা হইয়াছিল, সেক্রেটারীকে তাহা প্রেরণ করিতে নিষেধ হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম যে, এ র রেলওয়ে সমূহে দেশীয় কলচালক ও বের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ানে ১৯৯ জন কলচালক ও ৩৪৮ জন সন্টার তীয় রেলওয়ে নিযুক্ত আছে। অধিক সংখ্যক চালক ও সন্টার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েই দেখা। ইহাতে ১১৭ কলচালক ও ১১৮ সন্টর ক্ত আছে এবং অতি অল্প সংখ্যকই মাদ্রাজ রেল সন্টরের ও কলচালকের কার্য্য করিতেছে।

শ্যাম দেশে দুই পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে জনকে শীতল জলে ডুবিতে হয়, যে অধিকক্ষণ তাহার জয়।

ঊড়িষ্যায় বিলক্ষণ দড় হইয়া গিয়াছে।

বিলাতের মুক্তি ফৌজ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ তে অভিলাষী হইয়াছেন।

সালেমে হিন্দু ও মুসলমানে যে বিবাদ হয়, াতে ৯ জন হত ও ৪০ জন আহত হইয়াছিল। ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেবল বার জন মুসলমান, হত ও আহত ব্যক্তিমাত্রেই হিন্দু. ইউরো- পুলিষ ইনেস্পেক্টরেরা বিবাদ শান্তি করিতে না কি এই নিষ্ঠুর কাণ্ড করিয়াছেন। এই ঘটনায় সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০০ টাকার দ্রব্য বিনষ্ট হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বিলাসপুরের গত ২১ এ অক্টোবর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

গত এপ্রেল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসে ৩০০০০ মণ লবণ বিক্রয়ে গবর্ণমেণ্ট ২৭০৯০০০ টাকা পাইয়াছেন।

যে সকল সৈন্য কপ্তক্রম যুদ্ধে হত অথবা আহত এক বৎসরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিবে, ষ্টেট ক্রটরি হতদিগের বিধবা পত্নীদিগকে স্বামীর এক বৎসরের বেতন ও ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক পুত্র থাকিলে তাহাকে পিতার বেতনের এক তৃতীয়াংশ দান করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যদি ইউরোপীয় সৈনিকের পত্নী বা পুত্র তাহার মৃত্যুর পরে ইংলণ্ড অথবা অন্য কোন উপনিবেশে গমন করে তাহা হইলে তাহারা ইহা হইতে বঞ্চিত হইবে।

দিনেমারের এই আইন জারি হইয়াছে, তথায় যে সকল জমীদার প্রজাদিগকে মাদক সেবনে উৎসাহ দান করিবেন সেই সকল জমীদারের প্রজারা মদ্য হইলে জমীদারের খরচে তাহাদিগকে গৃহে প্রেরণ করা হইবে।

মুক্তি ফৌজের দুইজন সেনা শুক্রবার কলিকাতায় উপনীত হইয়াছে।

বিখ্যাত যাদুকর উইলসন সাহেব গড়ের মাঠে বাজি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইটালীতে ভয়ানক বন্যা হইয়া গিয়াছে। লম্বার্ডি টাইবেল ও ডি-টার সেতু ভগ্ন হওয়াতে ২০০০০০ ফ্লোরিণ (মুদ্রা বিশেষ) ক্ষতি হইয়াছে।

শ্যামবাজার ও ক্লাইব ষ্ট্রীটের মধ্যে ১লা হইতে ট্রামওয়ে চলিতেছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশের মহারাজ ৫ সহস্র ও ঢাকার বাবু রঘুনাথ দাস ১৫০০ টাকা ঢাকার পণ্ডিতসভায় দান করিয়াছেন। অধুনা যে সকল উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে তাহার পুনর্মুদ্রণের আনুকূল্য করাই দাতাদিগের উদ্দেশ্য। শুনাগেল এতদ্ভিন্ন আর ৩ জন ধনী জমীদার ৮৭০০ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে যে সকল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আছেন তাঁহাদিগের মাসিক বেতন ৩৫০ টাকা নির্দ্ধারিত হইল, কিন্তু বঙ্গদেশের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের কি হইল?

পাওনিয়ার শুনিয়াছেন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট রাজপুরুষদিগের মতামত কোন প্রসিদ্ধ দেশীয় সংবাদপত্রে বার্ষিক একশত টাকা দিয়া প্রকাশ করিয়া প্রজাদিগের গোচর করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ কালেক্টারের দ্বারা লিখিত হইবে।

চীনের সম্রাটের তুল্য খর্ব্বাকৃতি সম্রাট ভূমণ্ডলে নাই। ইনি উর্দ্ধে ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি মাত্র।

অস্ট্রেলিয়ার ছাগ বিক্রেতারা যেমন খুঁটি পুর্ণ করিয়া ছাগ লইয়া বিক্রয় করিতে যায় চীনের কোন কোন স্থানেও নাকি সেইরূপ লোকে কুড়ি পূর্ণ করিয়া বালক-বালিকা বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। ইহাদিগের এক একটীর মূল্য ৪ হইতে ৫ ডলার।

মেক্সিকোয় একজাতীয় গিরগিটী আছে, তাহাদের বিষ অতি তীব্র। ষ্টেন নামে একজন জার্ম্মণকে ঐ জাতীয় গিরগিটায় দংশন করে। দংশনের পরেই সন্দংশনের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টায় পর রক্ষা পান। এই জন্তু দেখিতে অতি কদাকার, লম্বে ১৫ ইঞ্চি, গাত্রে লাল কাল ডোরা আছে। অষ্ট্রেলিয়ায় ঐরূপ এক জাতীয় গিরগিটী আছে।

১৮৮৫ অব্দের ৮ ই সেপ্টেম্বরে যে সূর্য্যগ্রহণ হ নিউজীলণ্ড হইতে তাহা উত্তমরূপ দেখা যাইবে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে নিম্ন লিখিত মাসিক পত্র ও পুস্তকগুলি এ সপ্ত আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

(১) নবেম্বর মাসের বঙ্গবন্ধু। (২) সেপ্টে মাসের কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিন। (৩ শ্রাবণ মাসের নবীন। (৪) ১৮৮১ অব্দের স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট। (৫) অক্টো মাসের বেঙ্গল মেস্‌লেনী। (৬) অক্টোবর মা টডস্‌ রাজস্থান। (৭) বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ ক সংগৃহীত দ্বিতীয় খণ্ড চিকিৎসাসার সংগ্রহ।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১৪৩৩৮৮৭৫০০ ইহার মধ্যে ইউরোপে ৩২৭৭৪৩৯০০০, আসি ৭৯৫৪৯১০০০, আফ্রিকায় ২০৫৮২৩২৬০, আমে কায় ১০০৪১৫৪০০, অষ্ট্রেলিয়া ও পলেনেসি ৪২৩২০০০, কোন্সর অন্তর্গত প্রদেশের ৮২৫০০।

গবর্ণমেণ্টের	৪ টাকা সুদের কাগজ		৯৯৮
"	৪॥০ ১৮৭১	(১৮৭৫)	১০১
"	৪॥০ ১৮৭৮-৭৯	(১৮৯৩)	১০৬
"	৪॥০ ১৮৭৯	(১৮৯৩)	

১৮৮১।৮২ অব্দের রেজিষ্টরীর রিপোর্ট প্রকা হইয়াছে। এই অব্দে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা রে ষ্টরীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ১৮৮০।৮১ ৫৫৮২১৩ রেজিষ্টরী হয়। ৭৯।৮০ অব্দ অপে ৫২৮৭৬ কম হইয়াছিল। গত বৎসর ৫৩৭ রেজিষ্টরী হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১ কম। মোট ৯১১২২০ টাকা আয়, ৪৯৮৫১৪ ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪৭৬১ আয় এবং ২২৬৯৫ টাকা ব্যয় কম। আয় ব্যয় ৪১৩৪০৬ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই বিভা সৃষ্টি অবধি এত টাকা উদ্বৃত্ত কখন হয় নাই। বৎসর ১০ টী রেজিষ্টরী আফিস বসিয়া গিয়াছে

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মনি ও ইউনাইটেড ৫৮০০০০০০০০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত য়াছে। ইহার মধ্যে ইংলণ্ডের ১২৬০০০০ ফ্রান্সের ১৩৬০০০০০০০, জার্ম্মনির ৮০০০০০০০ ইউনাইটেড ষ্টেটের ৯২০০০০০০০ টাকার।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কলিকাতা মে পলিটান কালেজের অনারের ছাত্র বাবু প্রফু রায় ও বোম্বাই সেণ্ট জেভিয়ার্স কালেজের ছাত্র এন, বানর্জ্জি এ বৎসর গিলক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তি হইয়াছেন।

সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে সকল লোক রে পয়েণ্টস্‌ম্যান প্রভৃতির কার্য্য করে, তাহাদের

নর মধ্যে দর্শনশক্তি হ্রাস হইয়া আইসে। এই- ইউরোপে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের চক্ষু পরীক্ষা করিয়া নিযুক্ত করা হইবে না বলিয়া অনেকে মত াশ করিয়াছেন। সম্প্রতি সুইজর্লণ্ডের গবর্ণমেণ্ট র করিয়াছেন যে সকল লোক রেলওয়ে চাকুরি য়াছে, তাহাদিগকে আর অন্য কার্য্যে লওয়া বে না।

একজন ইউরোপীয় ডাক্তার বলিয়াছেন, টং-ইক ঔষধের প্রথম অবস্থায় কাফি প্রধান ঔষধ। তিন চামচা উগ্র কাল কাফি দুই ঘণ্টা অন্তর চামচা ব্রাণ্ডি মাদার সহিত ক্রমান্বয়ে দিলে শেষ উপকার হয়। শেষে কুইনাইন ব্যবহার ল।

ইউনাইটেড ষ্টেটে আপাতঃ ১১ টী বড় দাঁত াইবার কারখানা আছে, উহারা প্রতি বৎসর লক্ষ টাকার স্বর্ণে দাঁত বাঁধিয়া থাকে।

আফ্রিকার তীরস্থ খনি সমূহে যে সকল লোক জ করে তাহাদিগের নিমিত্ত গত ১০ মাসে ২০ ক্ষ টাকার মদ্য প্রেরিত হইয়াছে।

কিছু দিন হইল হাইকোর্টের বিচারপতি মরিস্, ের অসুস্থতা নিবন্ধন বিলাতে গিয়াছেন। তথায় ইয়া তাঁহার শরীর বেশ শুধরাইয়াছে, কিন্তু তিনি ার এ দেশে আসিতেছেন না। আমরা অবগত লাম, গত সপ্তাহের মেলে তাঁহার পদত্যাগের মাচার প্রেরণ করিয়াছেন।

ডাউন্সারের কয়েদীদিগের এক আশ্চর্য্য ষড়যন্ত্রের থা সম্প্রতি জানিতে পারা গিয়াছে। তাহারা পলা বার জন্য একটী সুন্দর উপায় করে। ত হাদিগকে ন মাংস খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইতে াড় লইয়া তাহারা চাবি প্রস্তুত করে। অনেকেরই কই এইরূপ এক একটী চাবি ছিল। তারা লাইবার ভাল রকম সুবিধা পাইয়াছিল। এমন সময়ে এইরূপ ধরা পড়িয়া পড়ে। একজন য়েদী বলিয়াছে যে, তাহার চাবি দিয়া জেলের সমস্ত তালা খুলিতে পারা যায়।

সম্প্রতি আইরিসমিত্রের একটী গুপ্ত সভার কথা প্রকাশ হইয়াছে এবং দশ জন লোক বিচারে আনীত ইয়াছে। লোক জনকে খুন করা সভার উদ্দেশ্য ছিল। ডিবন সোসাইটী নামে এইরূপ আর একটী সভা থাকে, পরে আমেরিকা হইতে াবন্স নামে একটী লোক আসিয়া এই দুইকে একত্র করিয়া দেন। সভার সংস্রবের মনের কথা এই যে, সত্য সত্য রাজপুরুষগণকে মারিয়া ফেল, বিশেষ জমীদারদের একান্তই হত্যা করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন পুলিস কর্ম্মচারী াজিষ্ট্রেট ও এজেণ্টদিগকে দেখা মাত্র মারিতে হইবে।

নূতন কিছু করিতে হইলে প্রথমে একটী সভা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করা হইত। এখন ও সভার অনেক লোককে ধরিতে পারা যায় নাই। সভা- সম্বন্ধীয় অনেক চিঠি পত্র এবং পুস্তকাদি পাওয়া গিয়াছে।

রাজসাহী এবং সুচবিহারের কমিশনর বৈদ্যে শিকদিগের একটি তালিকা রাখিয়াছেন। এই তালি- কার দ্বারা জানা যায় যে ১৯০ জন নেপালী ৮ জন টী-, ৫ জন ভোটিয়াবাসী, ৪ জন বোম্বাইয়ের লোক, ৬ জন পারসী, ৬০ জন আরবী, ৫০ জন মগ, ৮ জন ভুটিয়া, ৫০ জন কাবুলী, ২০ জন সোকস, এবং ৭ জন কাশ্মীরবাসী তথায় গমন করিয়াছিল। মোট চারিশত বৈদেশিক ঐ প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছে। কোন্ কোন্ জাতি কি অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ ও বর্ণিত হইয়াছে। নেপালীরা রেশমী কাপড়, ঘৃত, চিরতা, ঘোড়া, ছুরী ইত্যাদী বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল এবং মোট এক লাখার টাকার জিনিস বিক্রয় করে। চীনেরা কম্বল বিক্রয়ার্থ আইসে এবং ১৪।১৫ মণ নীল লইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত ৪২ টী ভোটবাসী লাসা নগর হইতে ১৭ টী ঘোড়া লইয়া আইসে এবং ৩০।৬০ টাকা মূল্যে এক একটী ঘোড়া বেচিয়া যায় ও তাহারা বাটী যাই বার সময় প্রায় এক শত মণ চাউল ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে; উহার মূল্য সাড়ে ৭ শত টাকা। বোম্বাইবাসীরা প্রায় ৫০০০ টাকার মুক্তা লইয়া আইসে। কিন্তু উহারা গৃহে যাইবার সময় কিছুই লইয়া যাইতে পারে নাই, কারণ তাহারা একটীও মুক্তা বিক্রয় করিতে পারে নাই। পারসা ও আরবদেশীয়েরা ভিক্ষা করিতে, মগেরা কামাক লইতে আসিয়াছিল। ভুটানবাসীরা চারশত টাকা মূল্যের ঘোড়া ও কম্বল কাবুলীরা ফল, বস্ত্র ও সাল বিক্রয় করিতে আইসে। উহাদের পণ্য দ্রব্যের মূল্য ১৫০০০ টাকা। লেপসাসবাসী ১০০। ২৫০ টাকার ঘৃত বেচিতে আসে, আর কয়েকটী নাচিতে গাইতে আসিয়াছিল।

থেট নামক নাসিকের একজন দেশীয় অধিবাসী তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক পুত্রকে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উপস্থিত করিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবেন।

পুনার একখানি সংবাদ পত্র শুনিয়াছেন, কোলাপুরের আদালতের অনারর উকিল গোবিন্দ চিন্তামন তত্রত্য সত্র মহারাষ্ট্র মিত্র নামক সংবাদ পত্রে সংবাদদাতার কার্য্য করিতেন বলিয়া রাজ- পুরুষেরা তাঁহার সনন্দ কাড়িয়া লইয়াছেন। বড় অপরাধ!

বিলাতের কুক এণ্ডসন ক্রমে ভারতবর্ষীয় শিল্প শিখিয়া লইবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এতদ্নি মিত্ত তাঁহারা বর্ষে বর্ষে লোক প্রেরণ করিতেছেন আগামী শীতকালে স্বয়ং কুক এণ্ডসন সদলে এ দেশে আসিবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি প্রথমে সিংহল দর্শন করিয়া মান্দ্রাজ, বোম্বাই, তৎপরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব ও বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিবেন। এই সকল স্থানের যাবতীয় সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম দর্শন করিয়া পরিশেষে চা তুলা ও রেশমের কারখানা পিত্তল ও লৌহের কারখানা, মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ শাল, পশমিনা ও রামপুরের চাদর, ঢাকা মসলিন কার্পেট, তোয়ালে, কয়েদীদিগের নির্ম্মিত পদ্দা তাম্বু, বারাণসীর খেলানা প্রস্তুত, হাতীর দাঁতের চন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠের কাজ, দীল্লি ও লক্ষ্ণৌর স্বর্ণ রৌপ্যের কাজ, কাপড়ে বুটী তোলা ও বারাণসী কিংখাব ও রামপুরের শ্বেত প্রস্তরের এবং লক্ষ্ণৌ পলস্তারার কাজ, আগ্রার প্রস্তরের কাজ ও পিত্ত প্রভৃতি দ্বারা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্য দেখিবেন।

পুনার লোকেরা একটী কাগজের কল স্থাপন সংকল্প করিয়াছেন। বঙ্গদেশের লোকেরা কি করেন?

বাবু চারুচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা মিউনিসিপলি টির অনারেবল সভ্য হইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বিপ মতদাতাদিগের দস্তখতযুক্ত কতকগুলি কাগজ গ্রহণ করা যে সংকল্পনা হইতেছে, তাহাতে ইতিমধ্যে তাঁহ প্রায় ১০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে কি শুনি!

১৮৮১ অব্দের এপ্রেল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত ক মাসে নিম্নলিখিত স্থানে নিম্ন লিখিত পোষ্ট অফি সোসাইটি খোলা ও তাহাতে নিম্ন লিখিত স টাকা জমা হইয়াছে:—

প্রদেশ	আফিস	টাকা
বঙ্গদেশ	৪০	২৭৮০৩৩
পূর্ব্বাঞ্চল	১০	৫২৯৪
বেহার	১১	৬১২৫২৮
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	৯৮	১৫৪০৯৮
অযোধ্যা	১২	৩৬৬১১
পঞ্জাব	১৬	১৫০৯০
মান্দ্রাজ	৩৩	৯৯৭৮
মধ্যপ্রদেশ	১১	৭৯৪৫৬/১
ব্রহ্মদেশ	১১	৩৯৬২
ব্রিটিশ বোম্বে	১৮	২৯০৭
মহারাষ্ট্রদেশ	৯	১৯০২৭
রাজপুতানা	৯	১৯৭৮
সিন্ধুপ্রদেশ	৯	৩২০
	২৪৭	১০০৫৩৭৪

ভারতবর্ষে এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৭৫ মাইল

বিস্তৃত হইয়াছে। গত বর্ষে ৭২৭ মাইল নূতন ওয়ে প্রস্তুত হয়, ইহার মধ্যে ৮ মাইল গাঁয়া ড, ১৯ মাইল সাহারাকৃত, ৫৮২ মাইল ষ্টেট রেল- ও ১৪৮ মাইল দেশীয় রাজাদিগের কৃত। অব্দে ৮৩৮ মাইল নূতন রেলওয়ে প্রস্তুত হয়, ৯ অব্দে ৩৯৫ মাইল প্রস্তুত হইয়াছিল।

লাহোরের একখানি সংবাদপত্র বলেন, পঞ্জাবের স্বর্গীয় রণজিৎ সিংহের ৪৫ টী রাণীর মধ্যে এক্ষণে ীবিতা আছেন। ঁ হাদিগের অন্যতরা রাণী- কী খদ এক পার্ব্বত্য রাজার কন্যা। পঞ্জাবে- র তাঁহার অসামান্য রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া হন এবং পাণিগ্রহণ করেন, ইঁহার ৩০ বৎসর ক্রমে মহারাজের মৃত্যু হইলে ইনি গুরুদাসপুরের র্গত শুকরগড় নামক স্থানে একটী বৃহৎ দেবমন্দির ষ্ঠা করেন। এক্ষণে লাহোর দুর্গস্থ জয়পুরের ত-প্রস্তর নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি উহাতে প্রতিষ্ঠা রার বাসনা করিয়া পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট াম, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। ৎ সিংহের অপর দুই জীবিতা রাণীর মধ্যে টী মুসলমানী, ইনি এক্ষণে মক্কায় অবস্থিতি তেছেন, অপরা অন্ধ হইয়া লাহোরে আছেন।

ভূপালের বেগম যেমন কলিকাতা মাদ্রাসায় স্থাপনের নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট কগুলি টাকা দিয়াছেন, সেইরূপ মহারাজ সিন্ধি ও কতকগুলি টাকা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভয়েরই টাকার সমষ্টি অল্প বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহা ত্র করিয়া সিন্ধিয়া ও ভূপাল দরু বৃত্তি নামে টী বৃত্তি স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন।

আবেবির সহিত সুলতানের গোপনে যে সকল ষ্ট্রপত্র লেখালিখি হইয়াছিল, তাহা নাকি ইংলণ্ডে ষ্কিত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন ইংলণ্ডের সহিত াতানের বিরোধের সম্ভাবনা আছে।

বাবু শিশিরকান্ত চট্টোপাধ্যায় নয় বৎসর কাল ণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইউরোপে বাস করিতেছেন। নয় বৎসরের মধ্যে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল লণ্ড ও ইউরপে থাকিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা রেন, পাঁচ বৎসরকাল এডিনবরে বাস করিয়া ংস্কৃত ও সংস্কৃত ভাষা, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ও ায়শাস্ত্র শিক্ষা করেন। আটমাসকাল ফ্রান্সে কিয়া ফরাসী ভাষা তৎপরে প্রায় দুই বৎসরকাল ার্মণীতে বাস করিয়া রুষভাষা ও ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা রেন, আর গত দুই বৎসর ইউরোপের ও কিয়া দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র এবং ইতিহাস অধ্যয়ন রিতেছেন। শিশিরবাবু ব্রাহ্মণ ভাষায় বিশেষ ৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ ভাষায় যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন এবং যে কয়েকটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা জর্ম্মণীতে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। জর্ম্মণীতে তাঁহার সুখ্যাতি দেখিয়া রুসিয়ার প্রধান রাজসভাসদ ১৮৭৮ সালে তাঁহাকে সেণ্টপিটার্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এক বৎসরকাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরে তথায় কোন উন্নতির সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি রুসিয়া পরিত্যাগ করেন।

বৈদ্যনাথ রেলওয়ে ষ্টেষন হইতে বৈদ্যনাথ মন্দিরে যাত্রীদিগের গমনের সুবিধার জন্য যে বাষ্পীয় ট্রামওয়ে প্রস্তুত হইতেছিল তাহা প্রায় সমাধা হইয়াছে।

শুনিতে পাই স্টীলওয়াসী কোন দরিদ্র স্ত্রীলোকের এক আত্মীয় মৃত্যুকালে তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া যায়। দরিদ্র স্ত্রীলোক ঐ অর্থ অতি যত্নে রক্ষা করিত এবং পাছে উহা অপহৃত হয় তজ্জন্য সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিত। কিছুকাল পরে সে এক প্রতিবাসীকে তাহার শঙ্কার কারণ জানাইল এবং কি উপায়ে তাহার টাকাগুলি চোরের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে তদ্বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। প্রতিবাসী বলিল "তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। আমার এক অতি বিশ্বস্ত কুকুর আছে, প্রতি দিন রাত্রিতে আমি তাহাকে তোমার বাটীতে রাখিয়া আসিব। সে থাকিলে কখনই চোর আসিতে পরিবে না।" এইরূপ স্বীকার করিয়া সে সেই দিন সন্ধ্যার পর স্ত্রীলোকটীর বাটী গিয়া তাহার টাকার সিন্ধুকের পার্শ্বে কুকুরটী বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল। রাত্রে উক্ত প্রতিবাসী স্ত্রীলোকটীর অর্থ অপহরণ মানসে তাহার গৃহে গমন করে। সে মনে করিয়াছিল যে তাহার কুকুর তাহাকে দেখিয়া কিছুই বলিবে না, কিন্তু সে যেমনি সিন্ধুক খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিবে কুকুর অমনি তাহার হাত কামড়াইয়া ধরিল এবং চীৎকার করিতে লাগিল; যতক্ষণ না স্ত্রীলোকটী জাগরিত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ততক্ষণ তাহাকে ছাড়িল না।

সুইডেনে সে দিন অত্যন্ত ঝড় হয়। ঝড়ের এরূপ জোর হইয়াছিল যে একটী মানুষকে ২০০ হাত উচ্চে তুলিয়া ফেলিয়া দেয়।

সেকন্দরাবাদের শিক্ষিত যুবকেরা লর্ড রিপণকে ধন্যবাদ দিবার জন্য একটী সভা করিবার প্রস্তাব করে। কিন্তু তথাকার মাজিষ্ট্রেট তাহা করিতে দেন নাই। তিনি শিক্ষিত যুবক দিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে রাজনৈতিক ভাল মন্দ কোন বিষয়ে তর্ক বিতর্ক না করা তাঁহাদের পক্ষে অতীব মঙ্গলকর।

তামাক খাইলে শরীর যে কিরূপ নষ্ট হয় নিম্নলিখিত ঘটনা বৃত্তান্ত পাঠ করিলে পাঠক তা জানিতে পারবেন। একদা এক জন ডাক্ত কতকগুলি বালককে ধূমপান করিতে দেখে কিন্তু এতদ্বারা তাহাদিগের শারীরিক কিরূপ অ হয় তাহা দেখিবার জন্য ৯ হইতে ১৫ বৎসর ব ৩৮ টী বালককে পরীক্ষা করেন। তন্মধ্যে ২৭ টী শরীর এককালে ত্যাগ হইবার যাবতীয় লক্ষণ দেখি পান। অপর ১১ জনকে পরীক্ষা করায় জানি পারিলেন তাহাদিগের রক্ত সঞ্চালনের ও পরিপ শক্তির ব্যতিক্রম হইয়াছে। ১২ জনের মাসি হইতে প্রায় রক্তপাত হয়, ১০ জনের নিদ্রা হয় এবং ১২ জনের মুখের অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লি সমূহে হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বঙ্গ দেশের লে নাণ্ট গবর্ণরের পত্নী লেডি টমসন, রাজস্ব সচি পত্নী লেডি গিবস্ ও কুচবিহারের মহারাণী এদে স্ত্রীশিক্ষার যাহাতে অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হয় তদ্বিষ বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর নিম্নলিখিত দি নিম্নলিখিত স্থান পরিদর্শন করিবেন।

৬ ই নবেম্বর কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে উপনীত হইবেন। ৮ ই তথায় অব করিয়া ৯ ই গয়ায় যাইবেন। ১০ ই তথায় অবস্থি করিয়া ১১ ই বাঁকিপুরে প্রত্যাগত হইবেন। ১ তথায় অবস্থিতি করিয়া ১৩ ই বক্সরে আসিবে ঐ দিবসেই উক্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া আ যাইবেন। ১৪ ই ছাপরায় উপনীত হইবেন, ১ পুনরায় বাঁকিপুরে প্রত্যাগমন করিবেন, ১ ভাগলপুরে আসিবেন। তথা হইতে ১৮ ই ক কাতায় পৌঁছিবেন।

১৮৮১—৮২ অব্দে ষ্টাম্প ও কোর্ট ফি বি বঙ্গদেশ হইতে ১২০৩৫৭০ টাকা আয় হইয়াছে।

১৮৮১—৮২ অব্দে ২১৮ টী নাবালকী স গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। গত বৎস প্রথমে কোর্ট অব ওয়ার্ডের ১৫০২১১৯ টাকা ম ছিল, ইহা ভিন্ন ১৬১৯৭৪১ টাকার কোম্পা কাগজ ক্রয় করা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের সহিত কশ্মীরের যে সকল দ্র ব্যবসায় চলিতেছে, কশ্মীরের মহারাজ তা উপর অতিরিক্ত শুল্ক গ্রহণ করিতেছেন। গ গবর্ণমেণ্ট উহার নিবারণ মানসে এই বিষয় ভা বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন। ভার হইতে যে সকল দ্রব্য কশ্মীরে নীত হয় মহা তাহার উপর অতিরিক্ত শুল্ক গ্রহণ করেন, উক্ত রাজ্য হইতে যে সকল দ্রব্য ভারতবর্ষে দানী হয় গবর্ণমেণ্ট তাহার শুল্ক গ্রহণ করেন না

মিশাটে হিন্দু ও মুসলমানে বড় গোলযোগ
তেছে।

মকায় তারে সংবাদ দিবার বড় অসুবিধা হইল।
ব হইয়াছে চট্টগ্রামের পশ্চিমে কোন স্থানে
ল দিতে হইলে সংবাদদাতাকে প্রতি শব্দে
টাকা বার আনা দিতে হইবে।

জার্ম্মণীর রেলওয়ে সমুদয় গাড়ির চক্র ক্রমে
াগজে নির্ম্মিত হইতে চলিল। ক্রুপ নামক
বর কারখানায় এখন ক্রমাগত কাগজের চক্র
ত হইতেছে। বার্লিনের অনকালট রেলওয়ের
পকীয়েরা এই চক্র প্রস্তুত করিবার জন্য উক্ত
খানায় সংবাদ দিয়াছেন। লৌহচক্র অপেক্ষা
কে অল্প ব্যয় হয় এবং টেকা স্থায়ীও হইয়া
ক।

চট্টগ্রাম হইতে আকাবার পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে
াণের প্রস্তাব হইতেছে। ভবিষ্যতে এই রেল-
লাউদকান্দি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিবার কল্পনা করা
াছে। এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে কলিকাতা
ত আকায়বে যাইতে ৩৬ ঘণ্টা লাগিবে।

ইংরাজেরা মিশরে আধিপত্য বিস্তারের সূত্রপাত
তেছেন দেখিয়া ফরাশীরা ত বড় চটিয়াছেন,
ধা নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেছেন,
জ গবর্ণমেণ্ট মিশর পরিত্যাগ না করিলে
রা এই বিষয় রাজগণের গোচর করিয়া আন্দো-
উপস্থিত করিবেন, প্রিন্স বিসমার্ক নাকি
তে লিপ্ত আছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের বিশ্বাস
রা মিশর করতলভুক্ত করিলে ফরাশি খুসী
গন। তবে আর কল বিলম্বের প্রয়োজন!
ছুঁলেই আঠার ঘা।

প হইতে সংবাদ আসিয়াছে প্রিটোরিয়ার সীমার
হরের স্থান সমূহের বড় বড় লোকেরা নিউক্যাসলে
তিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সার টি.
কল্পের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ সকল স্থান
ভালের সংলগ্ন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।
থা তাঁহারা বোয়ারদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত
য়া ইংরাজদিগকে তাঁহাদিগের শাসন ভার
ণে বাধ্য করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করি-
ছেন।

আসামের চিফ কমিশনর ইলিয়ট সাহেব আদা-
নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র কর সংক্রান্ত আইন প্রস্তুত
বার কল্পনা করিয়া সিলেট ডেপুটী কমিশনর
াল ক্যাম্বেল উইলিয়ম ক্যাম্বেল ও ক্যাছিড়ার
রেক্টার ষ্টাক সাহেবকে লইয়া শীঘ্র একটী সভা
বেন স্থির করিয়াছেন।

নানাভাই হরিদাস পুনরায় বোম্বাই হাইকোর্টের
তিনিধি জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

মেরুদণ্ড ও মস্তকে অধিকক্ষণ রৌদ্র লাগিলে নানাপ্রকার পীড়া জন্মিতে পারে। ডাক্তার জন করবস ওয়াটসন সাহেব এতদ্দর্শনে এই অনিষ্ট নিবারণের একটী উপায়ের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। সে উপায়টী কি?

আমেরিকার একজন ভবিষ্যদ্বক্তা গণনা করিয়া বলিয়াছেন ১৮৮৫ অব্দে বিশ্বব্যাপী প্লাবনে জীব মাত্রেরই সংহার সাধিত হইবে, এই কারণে তিনি এখন হইতে নোয়ার ন্যায় একখানি বৃহৎ জাহাজের নির্ম্মাণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অগ্রিম ভাড়া জমা দিলে ইহাতে কি অন্যের স্থান হইতে পারিবে?

জুলুরাজ সেটিবাও ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছেন। পুত্র ও পরিজনগণের জন্য তিনি নাকি আসিবার সময়ে বড় সওদা করিয়া আসিয়াছেন। কাহার জন্য বা বিলাতি শাল, কাহার জন্য বা ছুরি কাঁচি, কাহারও নিমিত্ত কুক্কুর প্রভৃতি আনিয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রধান সওদা খেলানা ও মদ আনিতে ভুলিলেন যে?

জাপান গবর্ণমেণ্ট আজ কাল দেশহিতকর কার্য্যে বড় জিদ দিয়া লাগিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা রাজ্যের যাবতীয় প্রধান প্রধান স্থানে এক একটী সরকারি পুস্তকালয় খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহারা নাকি এই সকল পুস্তকালয়ে সংবাদপত্র রাখিবেন না স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস সংবাদ পত্র পাঠকগণের মন সঙ্কুচিত ও মত অনুদার হইয়া থাকে। জাপানের সংবাদ পত্র সত্যই কি এরূপ ভয়না?

কাউণ্টেস ব্রিউনবরির প্রায় দুই মাস হইল বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই একটী সোণার চাঁদ পুত্র ক্রোড়ে পাইয়াছেন!

ইংরাজের রুসনীতি বোধহয় জীবনে ঘুচিবে না। লর্ড লিটন রুষের বিভীষিকা দেখিয়া কাবুলকে ভাতে খাবে নিলেন। এখন আবার যাঁহারা এই ভয় দেখাইতেছেন তাঁহাদিগের অভিসন্ধি কি? কোন কোন মহাপ্রভু না কি বলিয়াছেন রুষেরা মধ্য আসিয়ায় আপনাদের সীমা পাকাইয়া লইতেছেন। জেনারেল অবরুচেফ রুষের মধ্য-আসিয়ার সীমা ইয়ারখন্দ, ক্যাসগার, খিবা ও মেরেদ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিনি না কি কোন ইংরাজ বণিককে বাণিজ্য করিতে যাইতে দিবেন না। জেনারেল টার্ণিফ ভাসখন্দে গিয়াছেন। তিনিও স্বতঃপরত ভারতবর্ষ আক্রমণের চেষ্টা দেখিতেছেন। বিলাতি নারদেরও ত অপ্রতুল দেখি না।

পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতর সভ্য ও ডোনাল সাহেব কমন্স হাউসে ভারতবর্ষের দুরবস্থার বিষয়ে সে দিন এক লম্বা চৌড়া বক্তৃতা করিয়াছেন। কিন্তু যায় এই সময়ে অনেকে নাসিকাধ্বনি করিয়া গিয়াছিলেন।

কেপে জুলুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যুবরাজ নেপোলিয়ন পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ লেন। তদীয় মাতা রাজ্ঞী ইউজিনি শোকে অভি হন কিন্তু জুলুরাজ সেটিবাওকে পর্য্যুদস্ত ও অব দেখিয়া সে শোক কিয়ৎ পরিমাণে নিবারণ ক ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবিতকাল কেপে অ বাহিত করিবার নিমিত্ত ফরিনবরো নামক স্থ এত দিন অবস্থিতি করিতেছিলেন কিন্তু ইংলণ্ডে সেটিবাওর সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহাকে রা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাতে রাজ্ঞী ইউজিনি উক্ত ত্যাগের বাসনা করিয়াছেন। শুনা যায় ইংলণ্ডেশ্ব এই কার্য্যে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছেন ও তাঁহাকেই তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর মূলীভূত ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের মেডিকাল কালেজে এক্ষণে আ রমণী অধ্যয়ন করিতেছেন। ক্রমে যত স বৃদ্ধি হয় তত ভাল।

টাইমস নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়া যাবৎ বিচার নিষ্পত্তি না হইতেছে, তাবৎ ত্রি গবর্ণমেণ্ট আরাবিকে কারারুদ্ধ রাখিবেন। আ যাহাতে ভালরূপে স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তদ্দেতু ভাল ভাল ব্যারিষ্টার নি করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষেদিবের নিতান্ত ই আরাবির ফাঁসি ভয়। তিনি তন্নিমিত্ত নানাপ্র ছল অন্বেষণ করিতেছেন। আরাবি স্বভাব গুণে স্বদেশ স্বাধীন করিবার জন্য যে করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি কোনরূপে হইতে পারেন না। ক্ষেদিব এই বিষয় লইয়া পীড়াপীড়ি করিবেন, তিনি তত কাপুরুষ বলি নিন্দনীয় হইবেন।

এইবার দুই মহাবলে যুদ্ধ লাগে, এক পক্ষ ও অপর পক্ষ জর্ম্মণী। ইঁহারা উভয়েই নাকি সী প্রদেশে সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। বিবা কারণ কি? এত গলাগলি ভাব কিসে গেল?

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-
রের অনুদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ফরিদপুরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ

...মোদ নবমানন্দ মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। ...ষ্টেনি, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ... ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ... বাবু ... ডেপুটী কালেক্টর বাবু ... ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। ... ডেপুটী কালেক্টর এল, অস্থায়ী ... ডেপুটী ... ডেপুটী কালেক্টর বাবু ... ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ... ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। ... ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ... ডেপুটী কালেক্টর বাবু

রমে পরীক্ষার কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। কৃষ্ণ-
বাবু শিক্ষাবিভাগের একজন বহুদর্শী কর্ম্মচারী
াং তাঁহার কার্য্যপ্রণালী বিশুদ্ধভাবাপন্ন।
ক ছাত্র শিক্ষক প্রভৃতিকে সন্তোষের স্বর্গীয়
ায় বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের
র্শিণী শ্রীযুক্তা বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী মহোদয়া
ারীয় প্রদান করিয়াছেন ; এজন্য তিনি সাধা-
র ধন্যবাদার্হ। পরীক্ষার্থী ছাত্র মধ্যে ৭ জন
নর, ৭৪ জন মধ্যবাঙ্গালা এবং ২৪১ জন উচ্চ
মারী পরীক্ষায় উপস্থিত ছিল। এ অঞ্চলে
নর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ ন্যূন
া যাইতেছে। গত বৎসর ২ জন মাত্র মাইনর
ক্ষার্থী ছিল, এ বৎসর ৭ টী মাত্র মাইনর পরী-
ী উপস্থিত হয়। এটী টাঙ্গাইলের পক্ষে অত্যন্ত
ৌরবের বিষয়। বাস্তবিক বিবেচনা করিতে
ল বোধ হয় যে, পাঠ্যপুস্তকের বাহুল্যই
ক্ষনই এ পরীক্ষার প্রতি লোকে এরূপ আস্থা-
া হইয়াছে। বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রেরা ইংরাজীতে
ুৎপত্তি লাভ করে তাহা ইহাতেই বেশ বুঝিতে
া যায়, তথাপি কেন যে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ
তাদিগেরা মাইনর ছাত্রবৃত্তির আমূল সংস্করণে
যত্ন হইতেছেন না তাহা আমরা বুঝিতে
রি না।

এবার চতুর্দ্দিকেই ওলাউঠা স্বীয় করাল বদন
দান করিয়াছেন। মুমূর্ষেত্ব প্রভৃতি নৈসর্গিক
রণে জনগণ অত্যন্ত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র
গ ও কাটিয়া গেল, এখন ওলাউঠা দেবীর মনে
আছে তাহা কে বলিতে পারে ?

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
ুক্তবর্য শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
ুমারমতি বালকদিগের পাঠোপযোগী নীতিপুস্তক।
ভাগ প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
ঃ দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্দ্দশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
য়ে তৃতীয় ভাগ (পঞ্চদশবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০
ভূগোল বিবরণ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০
ংলণ্ডের ইতিহাস (এরূপ ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় আর ও নাই
া হয় নাই) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ।০ আনা।
ংস্কৃত যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ও
ভবাজারস্থ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০ আনা ; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাটের বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও কালীঘাটে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সমীকরণ ও নিরস্তিবাদ, নরদেহস্থ-শোণিতের উৎপত্তি ও কার্য্যবিবরণ, তাবৎকা-পতন, মৃচ্ছকটিক, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, আগমনী, মনু-সংহিতা, পৃথিবীর অবয়বাকৃতি, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্য-সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

পরীক্ষিত।

কেশসংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্তশূল, দন্ত নড়া, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং ৵০।

পারার ঘৃত। ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটিত রোগাদির শান্তি করত রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০।

পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদনাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০।

প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমতিলচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নিবারণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া ৸৵০ অর্দ্ধসের ১৷৵০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক হউক ইহার এক শিশিতে চুল নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী) বাত, দূষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, হাত পা ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত সময়ে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক মূল্য ছোট শিশি ।৵০ ও বড় ৷৵০ টাকা প্যাকিং ।০

না—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৬৫।৬৮ আর,
মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

ারী শিক্ষাকার ডাং শ্রীযুতনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব
য়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত
পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা
ইহাতেই বেশী ফল পাওয়া যায়।" কলৈক
ক্তি বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, তাহাতে
র নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত।"
প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১৸০, কমিশন শতকরা
। এক টাকার নীচে কমিশন নাই। কলি-
া ১৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ আমার নিকট পাওয়া
।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

তৃতীয় সংস্করণ।

অদ্ভুত রহস্য!!—মাসিক পত্র।

১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ১৸৵০ আনা
গ্রাহক মহোদয়গণ! কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে
হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন!!
কার্য্যসম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
পত্রের মূল্য ডাকটিকিট টালা ২ নং কার্য্যালয়।)

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

র্য্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত"
এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ
বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে
রিচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য দর্শনে
শেষ অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার
লাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে
হাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৷০, ডাক-
দিগের প্রতি ৵। শতাধিক অগ্রিম গ্রাহক
হইবেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।
এই গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত।
ক মহাশয়েরা আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

ইসলামপুর
পোঃ পাড়াস
মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।
বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। ক্ষীণ শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।
৯০ নং গ্রেষ্ট্রীট শ্যামপুকুর কলিকাতা।

এই চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ পাওয়া যায়। ইদানীং আমরা বহুবিধ নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া দুর্দ্দম চিকিৎসাদ্যুত পীড়া সকল অল্প সময়ে আরোগ্য করিতেছি। আমাদের চিকিৎসাপ্রণালী ও ঔষধ সকলের গুণের পরীক্ষা আমাদের ১২৮৯ সালের দিনপঞ্জিকা সহ ঔষধের তালিকা পত্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন। এই তালিকা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

যোগসিদ্ধ রস। ইহা সেবনে সপ্তাহ মধ্যে সকল প্রকার মেহ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০।

সঞ্জীবনী রসায়ন। ইহা সেবনে ধাতু তরল, শুক্রক্ষয়, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও স্নায়বিক্যাদি পীড়া সকল আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী	পুঁটিয়া	১০
শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ সিংহ দেব	বর্দ্ধমান	২০
" "	পরেশনাথ চৌধুরী	ইচ্ছাপুর ৭
" "	সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	রাণীগঞ্জ ৭
" "	কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ভবানীপুর ১০
" "	নবীনচন্দ্র দাস	বড়বাজার ৫৷৷০
" "	বেণীমাধব আঢ্য	ভবানীপুর ৫৷৷০
" "	কমলাপতি সিদ্ধান্তরত্ন	ঘোড়াইক্ষেত্র ৭
" "	শ্রীনাথ সেন	কড়রা জঙ্গল ৭
বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্যামনগর ৫	
" "	গোপালকৃষ্ণ মৈত্র	হরিপুর
" "	পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	কল্যাণপুর ৫
" "	অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বনগাঁ
" "	নীলরত্ন সেন	টসলামপুর
" "	ক্ষীরোদনাথ ভট্টাচার্য্য	সিরাজগঞ্জ
" "	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	গঙ্গাবন্দীপুর
" "	যদুনাথ মল্লিক	ভবানীপুর
" "	বেচারাম কর	হরিতক ২৸৵
" "	জানকীনাথ দে	মাসন্ডিহি চাবাগিচা
"	মুন্সি গোলাম আলী চৌধুরী	ফরিদপুর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ছণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যথা যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যে টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

— এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ৫০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৫ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৯ সাল। ২৮ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮২। ১৩ ই নবেম্বর। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

বিজ্ঞাপন

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

এই আশ্চর্য্য মহাপুরাণ মূল ও অনুবাদের সহিত করমা করিয়া এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হই- ছে। গ্রাহকগণের পক্ষে প্রতি সংখ্যার মূল্য আনা, মফস্বলে অগ্রিম প্রতি দ্বাদশ সংখ্যার ৩ টাকা, ডাক মাসুল লাগিবে না। একাদশ া প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহার গ্রাহক হইবার হয়, তিনি কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ষ্ট্রীট ২৩ নং ৬ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্নের নিকট ম মূল্য প্রেরণ করিলেই রীতিমত পুস্তক প্রাপ্ত বন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে দশকর্মীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা মূল ও মৎ পিতা- ৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত টীকার সহিত বাঙ্গালা রে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। সাধারণের সুবিধার এবারে মৎকৃত বাঙ্গালা অনুবাদও সন্নিবেশিত াছে। মূল্য ১৸০; অগ্রিম ১৷৷০ টাকা। গ্রহণেচ্ছু- নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দ্বারা মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ইতি—

কাতা বাহির সিমুলীয়া ষ্ট্রীট ৭২ নং বাটী। শ্রীযজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা।

GRIMAULT AND CC;
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS: 8, Rue Vivienne, 8, Paris.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রুভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হই- য়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্ এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে- বের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা। পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান। সবমন শিরঃশূল
পেট কাঁটিয়া ধরা। পেট আলা।
পাকাশয়ের স্ফীততা। যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য। গর্ত্তাবস্থার বমন।
হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, শ্বাস কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখ এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গুরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যব ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকয বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সম আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্র নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একব

পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কক বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পু কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, ভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অক্র গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শি মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আয়া কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌ রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের ড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয় ীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নিবা করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া অদ্ধসের ১৷৵০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক চউক ইহার এক শিশিতে নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী) ধূষিত লালষা, গাত্রে বেদনা, হাত ুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সময়ে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক। ছোট শিশি ৸৹ ও বড় ৪৷৹ টাকা প্যাকিং ।০।

না—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৩৫। ৪৮ আর, মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব

প্রথম খণ্ড।

ধ্য জাতির আগমন হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত" এ প্রকার সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এ বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে রচিত কতিপয় মহাত্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য দর্শনে ব অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার ন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের অভিমত অনুসারে তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৹, স্বাক্ষর-ীদিগের প্রতি ১৲। শতাধিক অগ্রিম গ্রাহক াছেন; পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। প গ্রন্থ ভারতের প্রতি গৃহে থাকা উচিত। রকারিগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

সলামপুর
াই গোরাস
লা মুর্শিদাবাদ

শ্রীনীলরত্ন সেন গুপ্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত য়াছে। ইহাতে সমীকরণ ও নিরক্ষিবাদ, নরদেহস্থ-ালিতেও উৎপত্তি ও কার্য্যবিবরণ, তারকা-পতন, কটিক, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, আগমনী, মনু-িতা, পৃথিবীর অবয়বাকৃতি, সাংখ্যদর্শন, এই ী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফরমার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোমপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্য-সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

শৈলবালা। (নূতন উপন্যাস।)

একজন পরিব্রাজক প্রণীত আট পেজি ফরমা ১৮০ পৃষ্ঠা; মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের রচনা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়াছি (আর্য্যদর্পণ) অনেক কাল এরূপ উৎকৃষ্ট নবেল আমাদের হস্তে পড়ে নাই (আনন্দবাজার পত্রিকা) আমার নিকট প্রাপ্তব্য। মেডিকেল লাইব্রেরী ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই ত্রিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই ঔষধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত দ্বিবিধ ঔষধের প্রত্যেক কৌটার প্যাকিং ডাকমাসুল সমেত মূল্য ২ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, কম্প, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর নাশ করিবে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমাসুল সমেত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে থাকিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

প্রেরিতপত্র

দরিদ্র কি কবি হয়?

দারুণ মরুতে নাচে কি কখন
নবীন আমোদে প্রমত্ত মলয়?
অথবা তথায় হাসে কি কখন
সোহাগের প্রিয় প্রসূন-নিচয়?
দরিদ্র হৃদয়—মরু প্রায় তথা
কল্পনা কুসুম হাসিতে কি পারে?
কল্পনা বড় সোহাগের প্রিয়,
কিন্তু হেথা তার সোহাগ কে করে

কেন রে দরিদ্র এ দুরাশা তোর—
সে কুসুম তরু করিতে রোপণ
চাহিস নির্ব্বোধ এ হেন হৃদয়ে?
কেন হেন সাধ? কেন এ যতন?
জাননা কি তুমি—দারুণ প্রচণ্ড
নিদাঘের রাজ্য হৃদয় তোমার?
কিবা সে শরৎ, কিবা সে বসন্ত,
কাহারো তথায় নাহি অধিকার।
জান না কি তুমি—নিশ্চিন্ততা ক
শান্তিরসে সিক্ত নাহি করে তায়
ধূ ধূ করে শুধু তপ্ত চিত্ত তব
দারুণ-কলহ-ঝঞ্ঝাবাতে হায়!
এ কিরে আশ্চর্য্য! এ কিরে দুর্দ্দৈ
স্নেহ দয়া ভক্তি মমতা প্রণয়—
যাহাদের জন্য পূরিত হৃদয়ে,
ঘৃণা দিয়া তারা করে বিনিময়!!
জঠরে অনল! হৃদয়ে অনল!
পরিবারবর্গ বরষে কেবল
হায়! দিবানিশি বাক্যানল রাশি
দগ্ধপ্রায় তব শ্রবণযুগল!
যাচঞা করিতে যাইলে কোথাও
সেখানেও শুধু বরষে অনল!
দানের বদলে বাজ করে ধনী।
কে তব হৃদয় করিবে শীতল?
হেন অগ্নিময় হৃদয়ে তোমার
বিধাতা সৃজিল আশা লতিকায়;
কবিতা কুসুম তরুরে বেড়িয়া
হায় রে! সে লতা লতাইতে চায়
ঢালিয়া শোণিত, ঢালিয়া মস্তিষ্ক,
যদিবা সে তরু করিল রোপণ;
আমোদে মাতিয়া, আসিবে ছুটিয়া
কেবা তার ঘ্রাণ করিতে গ্রহণ?
আসিবে শুধুই লুঠিতে আসব
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে মধুকরগণ;
কে আছে বিলাসী তরুমূলে জল
ঢালিয়া, কুসুম করিবে চয়ন?
হায়! হায়! নাই ভারত-গগনে
বিক্রমআদিত্য বারিধর এবে,
কবিতা কুসুম তরুমূলে হায়!
উৎসাহ সলিল কে আর ঢালিবে
দাসত্ব বাজার বসিয়াছে হেথা,
কেনা বেচা হয় দাসত্ব কেবল,
দাসত্ব পসারা শিরে করি হায়!
ফিরিছে কেবল যুবক সকল।
বড় ঠেসা ঠেসি, বড় গণ্ডগোল
হয়েছে এখন দাসত্ব বাজারে.

একই পদার্থ কিনিবার তরে
আপনা আপনি ঠেলাঠেলি করে।
যেইখানে যাই শুনিবারে পাই—
শুধু হাহাকার, শুধু নাই নাই ;
অভাব করাল কবল ব্যাদিয়া,
নাচিয়া নাচিয়া বুলে সর্ব্ব ঠাঁই।
পাচকার তার শিরে থাকে যার,
অভাব তাহারে গ্রাসিতে না পারে,
মাথি খায়, কিন্তু অন্ন পায় তায়,
তা ছাড়া উপায় নাহি এ বাজারে।
রে দরিদ্র কবি। চল, চল চল,
প্রভু পদতল করিবি লেহন,
পুরিবে উদর, রক্ত হবে গায়,
তা ছাড়া উপায় নাহিক এখন।
শিল্পবিদ্যা বঙ্গে গেছে রসাতল,
কর্ম্মণে কোথায় তুমি পাবি বল ?
বাণিজ্য করিতে কি আছে সম্বল ?
বাঁচিবে যদ্যপি চাট পদতল।
এ হেন দশায় এ হেন বাজারে
সাজাতে চাহিস কাব্য-কুসুমন ?
কেন এ ক্ষিপ্ততা ? অদূরদর্শিতা ?
কেন হেন সাধ ? কেন এ যতন ?
আমোদ প্রমোদ চিত্তের উল্লাস
কহিনুর সাথে বঙ্গভূমি হতে
জাহাজে চাপিয়া গিয়াছে চলিয়া,
বিভব বিলাস প্রাঙ্গণ বিলাতে !!
বঙ্গভাষা যেন বঙ্গের বিধবা,
বঙ্গভূমি এবে নাট্যশালা প্রায়,
শিক্ষিত যাঁহারা ভিন্ন সাজে সাজি,
আপনা ভুলিয়া নাট্য করি যায়।
করিবি মস্তিষ্ক এত অপব্যয়
করিতে যাদের চিত্ত-বিনোদন,
সহানুভূতির বিন্দুমাত্র তারা
পুরস্কার নাহি করে বিতরণ।
রে দরিদ্র কবি ! কারে দোষ দিবি ?
উদর নামে যে দারুণ বিপক্ষ
আছে তব দেহে ; তাহার (ই) নিগ্রহে
উঠে অগ্নিশিখা পুড়ে তব বক্ষঃ।
যথা ইচ্ছা যাও সে অনল হরে !
সাথে সাথে যায়, দগ্ধ করে চিত্ত,
উদর যদ্যপি না থাকিত তোর,
হৃদয় সরস থাকিত সতত।
হায় ! প্রকৃতির হেরিয়া সুষমা,
তার প্রেমে যবে হও নিমগন,
পামর উদর তার কাছে থেকে
টানিয়ে ফিরায়ে আনে তব মন।
চন্দ্রিকার চারু রূপের সাগরে
সাঁতারিতে সাধ নাহি যায় তোর,
উদর আলায় সুধা লোভে তায় !
সাধ যায় তোর হইতে চকোর।
পুষ্পরাশি মাঝে বিশুদ্ধ চিত্তের
যাও যবে তুমি করিতে তুলনা,
পামর কঠোর দেয় উপদেশ—
মধু পোকা হতে করিতে প্রার্থনা।
হেরিলে সাগর ভক্তির উচ্ছ্বাসে
নাহি উথলিয়া উঠে তব হিয়া,
সে বলে তোমারে এ সৃষ্টি যাঁহার
নাহি তাঁর হৃদে কিছু মাত্র দয়া।
ভূত ভবিষ্যের প্রতিবিম্ব যবে
পড়ে তব ওই হৃদয়-দর্পণে,
উদর তখন তোমার সমক্ষে
বিভীষিকাময় বর্ত্তমানে আনে।
উদর করিলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ;
বহ্নিময় যবে হের বর্ত্তমান,
তায় ভেবে তব সে চিত্ত মুকুর
পলকে কাটিয়া হয় খান খান।
উদরের ভয়ে বিহ্বল সতত,
হায়রে ! যেজন হেন অপদার্থ !
সে ও কি কখন কবি হতে পারে ?
কবি কি এমন (ই) পার্থিব পদার্থ ?
ধিক ! ধিক ! রে দরিদ্র কবি !
হতে চাস তুই কতাশের দাস ?
দাঁড়াইতে শিশু পড়ে শত বার,
তা বলে কি পুনঃ পায় না প্রয়াস ?
ভেবে হেয় হায় ! অন্ধ খঞ্জ ক্লীবে
সৃজিয়া, নিয়ত যে দেন আহার,
তাঁর (ই) পুত্র তুমি, কি ভয় ? কি ভয় ?
জানিও নিশ্চয় তিনি দয়াধার।
পবনে বাহন করি, ক্ষুদ্র কবি !
বেড়াও আকাশে, খেল সিন্ধু ক্রোড়ে,
দরপণে হিয়া কার আচ্ছাদন,
আসন তাহার কর গিরি চূড়ে,
দিকপালগণে ভাব বন্ধু সম,
প্রকৃতিরে তুমি কর সহচরী,
কৌমুদীর সাথে কর পরিণয়,
কল্পনারে সদা কর অনুচরী।
ব্যাস বাল্মীকির পাদদেশে তুই
নিয়ত যদ্যপি নিস্‌রে আশ্রয়,
দিক্‌সে উদর সহস্র যন্ত্রণা,
আর তারে তোর কি ভয় ? কি ভয় ?
উদরের ভয়ে বিহ্বল সতত
হায় রে ! যে জন হেন অপদার্থ,
সে ও কি কখন কবি হতে পারে ?
কবি কি এমন (ই) পার্থিব পদার্থ

শ্রীক্ষীরোদাচরণ বসু

সোম প্রকাশ

২৮ এ কার্ত্তিক সোমবার।

অবাধ বাণিজ্য-বিধি এ দেশের পক্ষে কালস্বরূপ হইল। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বিবেচনা না করিয়া যদি অবাধ বাণিজ্য-বিধি প্রবর্ত্তিত করা যায়, তবে সমস্ত ব্যবসায়ীর ও শিল্পীর অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। অবাধ বাণিজ্যের যে সুখময় ফল, তাহা সে সমস্ত অনুভূত হয় না ; বরং বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। প্রজাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য নৃপতি নূতন বিধি ব্যবস্থাপিত করেন, কিন্তু নূতন বিধি দ্বারা যদ্যপি প্রজার ক্লেশ বৃদ্ধি হয়, তবে সে ব্যবস্থাতে উপকার কি ? অবাধ বাণিজ্য-বিধি শিল্পবিসের পক্ষে বিনাশের কারণ। পূর্ব্বে বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদনীপুর জেলায় তসর সুতা, গুটী ও কাপড়ের ব্যবসা বিলক্ষণ চলিতেছিল। লাক্ষার রংও বেশ প্রস্তুত হইত ; কিন্তু এখন বিলাতি বণিকের প্রতিযোগিতা এ দেশের সকল ব্যবসায়ের বিনাশ সাধন করিতেছে। বিলাত হইতে সুলভ মূল্যে এ দেশে রং বিক্রীত হইতেছে, সুতরাং লাক্ষার বর্ণের আর তেমন আদর নাই। গত বৎসর তসর কাপড় গুটী প্রভৃতি দ্রব্য ১,১০,০০০ টাকার বিক্রীত হইয়াছিল। কিন্তু এ বৎসর কেবল ৬৮,০০০ টাকার বিক্রীত হইয়াছে। ব্যবসার একবারে কত অবনতি দেখ। বীরভূমে রেশমের ব্যবসায় উত্তম চলিতেছিল, তত্রত্য লোকে রেশমের ব্যবসায় দ্বারা বেশ দশ টাকা লাভ করিত, কিন্তু এক্ষণে রেশম এত সস্তা হইয়া পড়িয়াছে যে, আর উহার ব্যবসায়ে কিছুমাত্র লাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা খর্ব্ব, প্রাংশু ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা,—অতএব উন্নত শাখার ফল আমরা লাভ করিতে পারিব না, তাহা সহজ কথা।

মিসর যুদ্ধের ব্যয়।

মিসরের সমরানল বিদ্যুদ্বৎ স্ফুরিত হইয়া নির্ব্বাণ হইয়া গেল,—সেনাধিনায়ক আরাবি আবদ্ধ বাঁধা পড়িয়াছেন। কিন্তু পুনরায় আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, যুদ্ধের ব্যয়ভার কাহার স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে। মিসর ত সংগ্রামে পরাভূত ; ইংলণ্ডের হস্তের ক্রীড়

খেদিব এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে মিসরের সিংহাসনে
। রাজদণ্ড পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলেন;
দিগের শত্রু দূরীভূত হইল; তাঁহারা এখন
পদে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে থাকিবেন।
পরামর্শ ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয় পূর্ব্বে ভারত-
স্কন্ধে এই যুদ্ধের ব্যয় নিক্ষেপ করিবার প্রস্তাব
ন, এবং পুনর্ব্বার বলিয়াছেন যে, ভারত
হইতে যে সমস্ত সৈন্য রণক্ষেত্রে প্রেরিত হই
, তাহার ব্যয় ভারতকেই বহন করিতে হইবে।
কথাটাই কি খাঁটী হইয়া গেল? ভারতকে
ন করিয়াই কি যুদ্ধের ব্যয় গৃহীত হইবে?
পি কুটিল রাজনীতির উপদেশানুসারেও কার্য্য
যায়, তাহা হইলেও এই ব্যবস্থা বেশ সঙ্গত
হয় না। যুক্তিতে ত আটসে না, বিশুদ্ধ
ও বিবেচনা ত এমন অসদৃশ পরামর্শ দিতে
া করে না। রাজনীতির না কি অনেকটা
কার আছে; তিনি অতটা সোজা পথে
তে ভাল বাসেন না। লোকে ভাল বলুক;
নুসারে আপনাকে শুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল বলিয়া পরি-
দিতে হইবে, অথচ ভিতরে ভিতরে সকল কাজই
চাই; ন্যায়সঙ্গত হউক আর বিবেচনাবিরুদ্ধ
ক, স্বার্থসাধনের নিমিত্ত কোন কাজে কুণ্ঠিত
হইবে না। রাজনীতি যে, এমন গঠনের
ত্রী, তাহাকেও জিজ্ঞাসা কর,—"মিসর যুদ্ধের
কে দিবে?"—রাজনীতি ভারতকে কখনই
করিবেন না।

আমরা চিরপ্রচলিত প্রথা দেখিয়া আসিতেছি,
যে পক্ষ পরাভূত হয়, সন্ধিবদ্ধ হইলে সেই
সংগ্রামের ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকে।
সি এবং সম্প্রতি যুদ্ধে দেখা গেল, রুষতুরস্ক যুদ্ধে
গেল; ইতিহাসের পংক্তিতে পংক্তিতে এই
লিখিত আছে। এটী নূতন কথা নহে; এ
কোন দেশে নূতন প্রচলিত হয় নাই। যে
ইংরেজ আজ ভারতবর্ষের নিকট হইতে যুদ্ধের
ংশ ব্যয় গ্রহণ করিতে উদ্যত, সেই ইংলণ্ড এক-
ীয় রাজগণের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়লাভের
মরের ব্যয় গ্রহণ করিয়াছেন। মিসরসংগ্রামে
ও জয়লাভ করিলেন, ভারতবর্ষ কি জন্য
ার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে? এ দেশ কিসের জন্য
? এ দেশ কোন্ দোষে দোষী? ইংলণ্ড
প্রচলিত প্রথার অবমাননা করিতে প্রস্তুত হই
ন কেন? মিসর পরাকৃত হইয়াছে, এক্ষণে
ই যুদ্ধের ব্যয় দিয়া চিরাচরিত প্রথার সম্মান
করুক। এ ব্যয় ইংলণ্ডের লাগিবে না, ভারত-
ও লাগিবে না, মিসরই যুদ্ধের ব্যয় দিয়া ঋণ-
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করুক।

যদ্যপি এ প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, স্বয়ং মিসরাধিপতি ইংলণ্ডের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই। খেদিব, ইংলণ্ডের সুহৃৎ, তিনি কোন বিরোধ করেন নাই। খেদিবের সেনাপতি কেবল বিদ্রোহী হইয়া এই অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়া দেখিলে মিসরের কোন দোষ নাই। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলেও ন্যায়তঃ এ যুদ্ধের ব্যয় মিসরেরই স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ মিসরের হিতার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে খেদিব সম্পূর্ণ উপকৃত হইয়াছেন, অতএব তিনি যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় প্রত্যর্পণ করিয়া ঋণদায় হইতে মুক্ত হউন। ফলতঃ যদ্যপি যথার্থ বিচার করিয়া দেখা যায়, ভারতবর্ষের উপর এ যুদ্ধের ব্যয় কিছুতেই পতিত হইতে পারে না।

ইংলণ্ড এই প্রস্তাবে বিমুখ হইলে স্বতই আমাদের মনে একটী সন্দেহের উদয় হইবে। কাবুল যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইলে ইংলণ্ড যুদ্ধের ব্যয় আদায় করিবেন কি, তিনি এমন বিব্রত হইয়া উঠেন যে, ঘরের টাকা ঘুস দিয়া একটী সাক্ষী গোপাল সাজাইতে হইয়াছিল। কাবুলে কে পরাজিত হইল বলিতে পারি না; কে পলায়ন করিয়াছে, তাহাও জানি না। কিন্তু ফল এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজ মুখে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া সাবাসি লইয়াছেন। মিসর যুদ্ধের বাহাদুরীটাও সেইরূপ হইয়াছে না কি? আফগানস্থান হইতে ব্রিটিশ সৈন্য ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমায় আসিয়া চাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে; গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল,—এরূপ একটা কর্ত্তা আসনে বসিয়া ভক্ষা ভোগ করিতে লাগিলেন! মিসরেও কি তাহাই ঘটিয়াছে? তাহা হইলে কেবল যুদ্ধের ব্যয় কেন?—খেদিবকে কিছু কিছু জলপানি দিবারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইংলণ্ড ও ভারত এই বেলা তাহার আয়োজন দেখুন।

আর মিসরযুদ্ধে যথার্থই যদি ইংলণ্ড জয়ী হইয়া থাকেন, তবে মিসর সমস্ত টাকা দিয়া সন্ধিবন্ধন করুক, আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাহাই সঙ্গত বোধ হইতেছে। সম্প্রতি মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুক বক্তৃতাকালে, এইরূপ ভাব স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইজিপ্টের উপকারার্থে এই যুদ্ধ হইয়াছে। তবে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, উপকার লাভ করিয়াছে, সে কেন না ব্যয় দিবে?

ভারতবাসিদের একজাতীয়ত্ববন্ধনের উপায় কি?

একতার তুল্য আর বল নাই। একতার গুণে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে, একতার বলে ক্ষুদ্র তৃণ রজ্জুরূপে মদমত্ত কুঞ্জরকে বাঁধিয়া রাখিতে ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনের জন্য যাহা যাহা ক্রমে তাহার সকলই হইতে পারিবে; এ দে লোক বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করেন না, তাঁ বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব বুঝেন না; এ অভাব ক্রমে দূ ভূত হইবে। এটী কঠিন ও অসাধ্য ব্যাপার না উত্তরোত্তর শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে সকা বিজ্ঞ নবিৎ হইয়া উঠিবেন। এ দেশের অধিক লোক মূর্খ ও অসভ্য। কিন্তু আমরা অ করিতে পারি, অনতিকাল বিলম্বে সক লই সভ্য সুশিক্ষিত হইতে পারিবে। ফলতঃ ভারতব উন্নতিসাধনের সহকারী যতগুলি কারণ আছে, তন্ম কিছুই অসাধ্য নাই। আমরা কেবল দেখিতে পা দুটী বিষয় প্রকৃত উন্নতির প্রধান বিরোধী হ আছে। সেই দুটী বিরোধী কারণ দূরীকৃত নিতান্ত সহজ নহে। বিলম্বের কথা যাক, কে কালেও যে হইবে, আমাদের মনে তেমন অ নাই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এবং ধর্ম্মের ম বিশ্বাসই সেই বিরোধী কারণ। দেশের মনুষ্য স এক ভাষা ভাষী ও একধর্ম্মাবলম্বী না হইলে সেই কস্মিনকালে একতা সম্বর্দ্ধিত হয় না। হিমালয় হই কুমারিকা পর্য্যন্ত দৃষ্টি কর, এই বিপুল ভারতখ অগণ্য বিভাগে বিভক্ত। এক একটীর ভাষা বি প্রকার। বঙ্গবাসীরা বঙ্গালা ভাষায় বাক্যা করেন; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দী ও উর্দ্দু প্রচলিত। মাড়ওয়ারী, মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া, গুজ তামিলী প্রভৃতি কত ভাষা যে এ দেশে চলিত আ তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলেই আপন আ ভাষীয় ভাষার উন্নতি সাধন চেষ্টা করিতেছে এই উদ্যম ও যত্নশীলতা অতি সুখের কেতু বি বিবেচিত হইতেছে বটে, কিন্তু যদি আমরা পরি ফল ভাবিয়া দেখি, তবে সুখের কণা কি?—অনুরাগ, এই উদ্যম ও এই যত্ন আমাদের অন কারণ হইয়া উঠিতেছে। যত দিন না সমস্ত ভা বাসী এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবে, যত দিন তাহাদের বর্ণমালা একপ্রকার হইয়া আসি তাবৎ আমাদের প্রকৃত উন্নতিপথ রুদ্ধ থাকিবে। ভারতবাসিগণ পরস্পরের সুখ দুঃ ভাগী হউক, মুখে এই ব্যবস্থা দিতে কষ্ট নাই কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হয় কিসে? সদুপায় দ্বারা ব্যবস্থানুরূপ কার্য্য করা যায়, নিশ্চিত করিতে না পারিলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভা কৈ? যদ্যপি সমস্ত ভারত কোন কালে এক ভাষী হয়, ভরসা করিতে পারি সেই দিন ভা বাসিদের মনে মন মিলিয়া যাইবে। সেই পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি করিবে। কিন্তু এ

ক অনেক। ইহার বৈর্ঘ্যে প্রস্থে অনেক কাঁটা
া ছড়িয়া আছে। কোন কালে যে আমরা
ভাষী হইব, সে আশালতা এখন আমরা স্বয়ং
সার করিয়া ছিন্ন করিতেছি। এক্ষণে ভারত বর্ষে
কয়েকটী প্রধান প্রধান ভাষা চলিত আছে,
ার সকল ভাষাতেই এক এক খানি উৎকৃষ্ট
রচিত হইতেছে। বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষার;
ুস্থানীয়া হিন্দীর, এবং মুসলমানেরা উর্দ্দুর
ষ্টি করিতেছেন। এইরূপে গুজরাটী, তামিল,
য়া প্রভৃতি কোন ভাষাই আর এখন হতাদর
া নাই। সকলেই আপন আপন স্থানীয়
াকে মার্জ্জিত ও সুসজ্জিত করিতেছেন।
ণ যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলে ক্রমে সকল ভাষা-
ই এক এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইবে,
ল ভাষারই মূর্ত্তি ফিরিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ
। বৃক্ষতলে যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস
, তাহার সে সামান্য গৃহে মায়া থাকে না।
করিলেই সে একটী গৃহ ভাঙ্গিয়া অনায়াস নূতন
নির্ম্মাণ করিতে পারে। কিন্তু যিনি বিস্তর
ব্যয় করিয়া বিচিত্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন,
ার সে হর্ম্ম্য বহু যত্নের ধন, তিনি মনে করিলেই
অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া আর একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ
তে পারেন না। এতদ্দেশীয় বিভিন্ন ভাষার
কও তাহাই ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি
াগুলি ক্রমশঃ যত সুগঠিত হইতেছে, ততই
হাতে লোকের মায়া বসিতেছে। এক এক
ায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইলে পর তাহা-
বিলোপ সাধন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবে।
বশ্যতে এ দেশের যাবতীয় শাখাভাষা বিলুপ্ত
য়া যাক্, একটী মূল ভাষা প্রচলিত হউক,—এ
াধ্য সাধন যে, কি উপায়ে সিদ্ধ হইবে, এখন
মরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। সকলেই
নিজ ভাষার পক্ষপাতী; নিজ নিজ ভাষার
াকার্য্যে সকলেরই ইচ্ছা হইবে। অতএব
ন্ ভাষাটী চলিত করা উচিত, এই সমস্যার
াংসা সহজে হইবে না। এই কথা হিন্দুরা
লতে পারেন যে, সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হউক।
স্কৃতের প্রতি কোন হিন্দুর মনে হিংসা নাই।
স্কৃত ভাষাকে প্রচলিত করিতে সকলেরই মত
চে পারিবে। কিন্তু তাহাতে মুসলমানেরা
রাধী হইয়া উঠিবেন; তাঁহারা বলিবেন যে,
রবি চলুক। এ বিরোধ অনায়াসে মিটিবার কথা
হ। কিন্তু আমরা ধর্ম্মান্ধতা এবং হিংসা ও
কপাত ত্যাগ করিয়া যদ্যপি প্রাচীনত্বের গৌরব
রি, তবে সংস্কৃত ভাষার মৃতদেহে জীবন সমর্পণ
াই কর্ত্তব্য। পৃথিবীর পুরাতন ইতিহাস যতদূর
উদ্ধৃত হইয়াছে, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া
দেখিলে সংস্কৃত ভাষা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন
তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ
অতি বৃদ্ধ বলিয়া ইনি আদরের ও সম্মানের সামগ্রী।
দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত অমার্জ্জিত ভাষা নহে। ইহাঁর
অঙ্গের যে নবলা সৌন্দর্য্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এটী
রক্ষার যোগ্য পরম উপাদেয় ভাষা। তৃতীয়তঃ, এই
ভাষায় বহুবিধ শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। অতি পূর্ব্ব
কালের যথার্থ ইতিহাসের উদ্ধারের ও কোন উপায়
নাই। যদি কোন উপায় থাকে, সংস্কৃত শাস্ত্রের অনু-
শীলন সে উপায়। এ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রাচীন ভাষা
বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত অত্যন্ত পুরাতন ও
সুমার্জ্জিত, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব সমস্ত ভারত-
বর্ষে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। কি
হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই যত্নপূর্ব্বক সংস্কৃত শিক্ষা
করুন।

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত কঠিন। এই কঠিন ভাষা শিক্ষা করিতে অতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহাতে কথা কহাও দুষ্কর। এই আপত্তি কালের নহে। আজি সংস্কৃত অপ্রচলিত আছে বলিয়া ইহা এত কঠিন বোধ হইতেছে, ইহার আলোচনা থাকিলে ক্রমে অত্যন্ত সুগম হইয়া আসিবে। তদ্ব্যতীত সামান্য বাক্যালাপের জন্য সংস্কৃত ভাষার কঠিন শব্দ ভাঙ্গিয়া একটী নূতন ধরণে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। ব্যাকরণ বহু বিস্তীর্ণ তাহা আমরা স্বীকার করি, ধাতু ও লিঙও কঠিন; কিন্তু অনভ্যাসে এত কঠিন হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গদেশে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে কষ্ট বোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যা-ভ্যাস করেন, তাঁহারা অনর্গল সংস্কৃত কহিতে পারেন। চলিত কথায় সন্ধি সমাস ব্যবহার না করিলে শিশু, স্ত্রীলোক, অশিক্ষিত নীচ জাতি সকলেই সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিবেন।

জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় জীবন বর্দ্ধনার্থ একভাষী হওয়া যে কত আবশ্যক, অনেকে তাহা বুঝিয়া দেখেন না। আজি কালি যাঁহারা ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা ত জাতীয় ভাষায় বাক্যালাপ করিতে আপনাদিগকে অবমানিত জ্ঞান করেন। ইংরাজিতে চাকরকে তামাক দিতে বলেন, ইংরাজিতে চুরট চান, ইংরাজিতে গণ্ডুষ করেন,—সকলই ইংরাজিতে। যাঁহারা সমাজের উন্নতি করিতে অগ্রসর, এই সংক্রামক ব্যাধি তাঁহাদিগকেও ধরিয়াছে। যাঁহারা স্বদেশের উন্নতি সাধনার্থ সভা স্থাপন করেন তাঁহাদের বক্তৃতা, সভার মাসিক ও বাৎসরিক বিবরণ, সভার হিসাব পত্র, সকলই ইংরাজি-ভাষায় চলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার কারণ কি আমরা কি কথা কহিতে জানি না? আমাদের বাক্‌শক্তি নাই? না আমাদের ভাষা নাই? ভাষার যে দোষ থাকে, তাহার সংশোধন কর, ভাষাকে কার্য্যোপযোগিনী করিয়া লও; কিন্তু স্বদেশীয় লোক স্বদেশীয় লোক সহ বাক্যালাপ করিবে, স্বদেশীয় লোকের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিবে, তখন স্বদেশের সমস্ত লোক যে ভাষা বুঝিতে পারে সেই ভাষায় কার্য্য নির্ব্বাহ কর। তোমরা কি ইংরাজি ভাষায় ও ইংরাজ-সমাজের সংস্কার করিতে যাইতেছ? তোমাদের কার্য্যপদ্ধতি ও রীতিনীতি ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইতেছে? সমাজসংস্কারকদিগেরও এমন ভ্রম হয়, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। যাঁহারা ইংরাজ জাতিকে পত্র লিখিবেন, ইংরাজি ভাষায় লিখুন; যখন তাঁহারা ইংরাজ জাতিকে বুঝাইবার জন্য কোন প্রবন্ধাদি লিখিবেন, ইংরাজি ভাষার আশ্রয় লউন। কিন্তু স্বদেশীয় লোককে বুঝাইবার জন্য বিদেশীয় ভাষার শরণাগত হইতে হয়, ইহার তাৎপর্য্য কি?

ভারতবর্ষে যে সকল ভাষা চলিত আছে, পরিণামে তাহার একটীকে রক্ষা করিতে হইবে। যে সকল ভাষা ভাঙ্গিয়া একটীর গঠনে সমর্থ হইবে, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্কুর জন্মিবে। কিন্তু একে, এ দেশে নানাপ্রকার ভাষা বর্ত্তমান থাকায় সকলের একভাষী হওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর আবার একটী বিদেশীয় ভাষাকে লইয়া টানাটানি কেন? কার্য্যসাধনের নিমিত্ত বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা কর, বিদেশীয় ভাষায় যতগুলি গ্রন্থ আছে, তাহা সংগ্রহ কর; তাহা হইলেই সমস্ত উপকার দর্শিবে। যে কোন উপায়ে সমস্ত ভারতবাসী একভাষী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হও, তবে সকলের আত্মগৌরব বৃদ্ধি হইবে, ভারতবাসী একটী প্রধান জাতি বলিয়া পৃথিবীতে গণ্য হইতে পারিবেন।

এ স্থলে আমরা পুনরায় কহিতেছি, যাঁহারা মনে করেন, সংস্কৃত জাতীয় চলিত ভাষা হইতে পারে না, তাঁহারা এক বার ইংরাজীর বিষয়টী বিবেচনা করুন। এখন অনেকের ইচ্ছা ও চেষ্টা হইয়াছে ইংরাজীকে ভারতের একমাত্র ভাষা করিয়া তুলিবেন। ইংরাজীর যদি ভারতের সাধারণ ভাষা হইবার সম্ভাবনা থাকে, সংস্কৃতের না হইবার সম্ভাবনা কি? ইংরাজীর সহিত এ দেশীয় কোন ভাষার কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, পক্ষান্তরে সংস্কৃতের সহিত এ দেশের অধিকাংশ ভাষার সবিশেষ যনিষ্ঠতা আছে। ইংরাজী যে প্রকৃতির ভাষা, তাহা এ দেশীয় পক্ষে স্বতন্ত্র পৃথিবীর স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া বোধ

ই যদি অভ্যাসবশে সভ্য হইয়া উঠ, সংস্কৃত
না হইবে কেন? ফল কথা এই, সংস্কৃত যদি
ভাষা হয়, উহার কাঠিন্য অপগত না হইবে
? অভ্যাসে না হয়, এমন কাজই নাই।

এদেশের উন্নতিপথের আর একটী অন্তরায় আছে,
মতের বিভিন্নতা সেই অন্তরায়। ধর্ম্মের মত
সে জল প্রবাহের ন্যায়। যে দিকে পথ পাইয়াছে,
দিকে শতধা হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। যত দিন
অধিবাসিরা একধর্ম্মাবলম্বী না হইতেছেন, তত
তাঁহাদের একতাবন্ধন হওয়া সুকঠিন। কিন্তু
সহস্র সহস্র প্রকার মতের সমন্বয় হওয়া সহজ
নহে। কেবল হিন্দুর মধ্যেই দেখ, অন্যের কথা
ন দূরে থাক। সাকারবাদীর মত নিরাকারবাদীর
বিপরীত। এই দুই মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত
অনায়াসসাধ্য নহে। আবার শাক্ত ও বৈষ্ণবের
দেখ, তাহাতেও বিপরীত ভাব। যখন হিন্দুর
ই এত গোলযোগ, তখন অন্যের কথায় আর
কি?

ধর্ম্মমতের সমন্বয় করিবার একমাত্র উপায়
ক,—মনুষ্য ক্রমে শিক্ষিত ও তত্ত্বদর্শী হইয়া আসি-
ছেন। সকল বিষয়ের তথ্য সন্ধান করিয়া তাঁহারা
সংগ্রহে সমর্থ হইতেছেন। অতএব এদেশে
ছুটি সম্প্রদায় আছে, তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্যার
বৃদ্ধি আরও কিছু প্রতিফলিত হইলে তাঁহারা
চক্ষে সংসারের নিগূঢ় তত্ত্ব পর্য্যন্ত দেখিতে
বেন। ব্রহ্মার বেদ, মহম্মদের কোরাণ, এ গুলি
ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ; এ গুলির মুক্তি ও মত
গুলীর,—এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ক্রমশঃ লোকের
হইতে অপগত হইবে; তখন সকলেই তাঁহা-
উপদেশ বাক্য হইতে অবশ্য কর্ত্তব্য সূত্রগুলি
ত করিতে পারিবেন। তাই বলিতেছি, ক্রমে
ন সম্প্রদায়ের কতকগুলি প্রধান প্রধান ব্যক্তি
মিলিত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র হইতে
সঙ্গত উপদেশ বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া এক-
ন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারিবেন।
মতে সকলেই চলিবেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ
ইহা অনেকটা এই উদ্দেশ্যের পথে পদার্পণ
করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারকদিগের দোষে ব্রাহ্ম
ধর্ম্মের তাদৃশ প্রচার ও উন্নতি হইতেছে না।

পাঠক! এখন আমাদের অভিপ্রায় বুঝিলেন।
যাঁরা স্বদেশের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা
কিংবা দৈবপ্রসাদের প্রতীক্ষা না করিয়া স্বয়ং
দ্যোগী হউন। সেই ভাবিফললাভের উপায় এক্ষণ
হতে নির্দ্দিষ্ট করিতে থাকুন। এখন সর্ব্বত্র
ধ্যয়নশীলন বৃদ্ধি হইতেছে; ইংরাজি বিদ্যালিক্ষার
যে যে স্থানে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বৃদ্ধি হয়, সকলেই
যাহাতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা বিষয়ে প্রযত্নশীল হন,
এইরূপ যত্ন করুন। সম্প্রতি মুসলমান জাতি এই
প্রস্তাবে কিছু বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা
পরিণামফল যেন স্মরণ করেন, তাহা হইলে বিরক্তির
কোন কারণ থাকিবে না। যে দিন আমাদের
একতা জন্মিবে, মনে রাখুন—সে দিন হিন্দু
মুসলমান বলিয়া আর দুটা নাম আমাদের কর্ণকুহরে
ঝঙ্কারপাত করিবে না। সে দিন হিন্দু ও মুসলমান এক
জাতি ও এক ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের সমন্বয়
সম্বন্ধে এখন এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, হিন্দু এবং
মুসলমান আর যেন বিরোধে প্রবৃত্ত না হন। তাঁহারা
সকলে এক ঈশ্বরের সৃষ্ট, এই জগৎসংসারের পরি-
বার, এক পিতার পুত্র,—তবে এত বিরোধ কেন?
ভবিষ্যতে যে সুফলবৃক্ষে মধুর ফল ফলিবে, এখন এই-
রূপে তাহার বীজ রোপণ করিয়া তাহাতে জলসিঞ্চন
কর, তবে অবশ্যই একদিন পরম সুখের মুখ
দেখিতে পাইবে।

মাজিষ্ট্রেটদিগের মফস্বল ভ্রমণ।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিবে, আমরা পূর্ব্বে
মাজিষ্ট্রেটদিগের মফস্বল ভ্রমণ সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ
প্রস্তাব সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম। হাকিম
বাহাদুরেরা অসময়ে মফস্বলে পদার্পণ করেন,
তাহাতে লোকসমাজের কোন উপকার হয় না, এ
কথা বিস্তারিতরূপে লেখাশিত হইয়াছিল, কিন্তু
বারাসতের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু
কেদারনাথ দত্ত মহাশয় চিরাচরিত প্রথার অন্যথা-
চরণ করিয়া তাঁহার সহযোগীদিগকে একটী নূতন
পদ্ধতি দেখাইয়া প্রজাবর্গের বিশেষ উপকারের পথ
মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কেদার বাবু একজন
বিলক্ষণ কর্ম্মঠ ও সদ্বিচারক বিচারপতি। তাঁহার
সদৃশ উন্নতচেতা ও পক্ষপাতশূন্য লোক অল্পই
হন। ইনি যে পথ সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন,
আমরা ভরসা করি সকল বিচারপতিই তাহার
অনুসরণ করিবেন।

হাকিম বাহাদুরেরা কি নিমিত্ত মফস্বল ভ্রমণ
করেন? গৌর দেহে হিমকম্পিত স্বচ্ছন্দ শীতল
বাতাস লাগাইবার জন্য? না,—খালে বিলে ঝিলে
পক্ষী শীকার করিবার জন্য? যদি স্থানপরিবর্ত্তন
করা মফস্বল ভ্রমণের উদ্দেশ্য হয়; সেই বটবৃক্ষ,
সেই অশ্বত্থছায়া, সেই বৃক্ষের ছায়ায় উপবিষ্ট পান,
তামাক, সন্দেশের দোকান ভাল না লাগে; সেই
উকীল মোক্তারের ও নথদা সাক্ষীর ঠেলাঠেলি এবং
হুকমাবারী পেয়াদা মহলে ছেড়াছিড়ি যদি বিরক্তিকর
বোধ হয়; তবে সাহেবের পক্ষে শীতকাল, দেশী
হাকিমের পক্ষে ঋতুরাজ বসন্ত—মফস্বল ভ্রমণের
বড় উপযোগী। হিমাক্রান্ত দেশবাসী সাহেবে
গোলাপী অঙ্গে সূর্য্যতাপ সহে না; শীতকা
তাঁহারা অনায়াসে অশ্ব পৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতে পারিবে
এবং গুলির ছড়াছড়িতে জঙ্গল প্রাণিশূন্য করি
ফেলিবেন। মানুষ বলিয়া পশু, পশু ভাবিয়া মা
এইরূপ বিমিশ্র শীকারে ভক্তের সার্থকতা সম্পা
করিবেন। দিন দুনিয়ার মালিক, যা করেন সক
শোভা পায়;—নৌকায় কত লোক ডুবিতে
গাড়ীতে কত লোক কাটা পড়িতেছে; কত লো
দেয়াল চাপা পড়িতেছে; কত লোক গাছ হই
পড়িতেছে; কত লোক সর্পাঘাতে মরিতেছে
ঘর সংসার করিতে হইলে মনুষ্যের পদে পদে বি
মানুষ হইয়া মৃগয়া পশু হইতে হয়, সেও এক বিপ
হাকিম বাহাদুরের মফস্বল ভ্রমণে ক্বচিৎ লোকে
যে কষ্ট হয়, তাহার অনেক প্রবোধের কারণ আছে

দেশী হাকিমের বীরত্ব নাই। তাঁহারা পুষ্প
কুঞ্জবন দেখিলেই সুখী; কোকিলের দুটা
শুনিতে পাইলেই আমোদী; বসন্ত ঋতু তাঁহা
পক্ষে উপযুক্ত ভ্রমণের সময়। কিন্তু যাঁহারা দে
মঙ্গলার্থ মফস্বল ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে
ঋতুই ভ্রমণের উপযুক্ত কাল। মাজিষ্ট্রেটদি
হস্তে মিউনিসিপালিটী ও রোডসেসের যাবতীয়
সমর্পিত রহিয়াছে। কর্ম্মচারীরা কোথায় কি
পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোথায় কাদা ও জ
হয়; এ সমস্ত বিষয়ের যথাযথ তত্ত্বাবধান করি
হইলে শীতকালে তাহার কোন মীমাংসা হয় না
বর্ষায় যেখানে জলের তরঙ্গ বহিতে থাকে,
পঙ্কে হ্রদ হইয়া পড়ে, শীতকালে সেখানে তা
চিহ্নমাত্রও থাকে না। অতএব মাজিষ্ট্রেটগণ
কালে মফস্বল ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে সাধ
প্রজার বিলক্ষণ উপকারের সম্ভাবনা। তবে এ
সম্বন্ধে শেষ কথা এই, হাকিম বাহাদুরেরা বর্ষাক
মফস্বল ভ্রমণে গিয়া যদি ম্যালেরিয়ার আশ্রয়
দেন, আর ম্যালেরিয়া কুপিত হইয়া প্রজাদি
পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে,
হইলেই বিষম বিপদ।

সাহেব ও বিজ্ঞান বিকাশ।

যে দিন মনুষ্যজাতির জিহ্বায় শব্দ উচ্চারিত
য়াছে; যে দিন মনুষ্য, সেই অর্থবোধক শব্দে ম
ভাব ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছে; সেই দিন হইতে
সৃষ্টির অঙ্কুরারম্ভ। প্রথমে একটী, তৎপরে দুটী,
ক্রমে অধিকতর-শব্দগ্রথিত বাক্যদ্বারা মনুষ্য
কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে ভাষার
প্রশাখা পল্লবদল ও পুষ্প প্রকাশিত হইতে লা
শব্দভাণ্ডারে যত প্রকার স্নিগ্ধোজ্জ্বল মণিমুক্তা

সকল ভাষার অঙ্গ সুসজ্জিত করা হইল। প্রথমে
া কেবল মনোভাব ব্যক্তির উপায় মাত্র ছিল;
ায়েজিতে মনের ভাব ভালরূপ ব্যক্ত হয় না,
ম প্রথম সেই কষ্ট দূর করিয়াছিল। পরে তাহার
ও উন্নতি হইল; ইহা চিত্রকরের বিচিত্র বর্ণের
করিতে লাগিল। চিত্রকরের বর্ণবিন্যাসের
ণ্য এই,—তিনি যথাযোগ্য বর্ণ ফলাইয়া এমনি
রূপ আকৃতি টানেন, তাহা দেখিলেই তাহার মূর্ত্তি
তে পারা যায়। কবির বিচিত্র বর্ণ শব্দ; তিনি
কে আশ্রয় করিয়া হৃদয়ের এমনি অনুরূপ চিত্র
য়া আনেন যে, তাহাতে মনুষ্যের অন্তর্দ্দেশ
স্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কবি, ভাষার জীবন-
া; তিনি নির্জ্জীব জড়দেহে সতেজ প্রাণ
র্ণ করিয়া ভাষাকে জীবন্ত করিয়া তুলি-
ন।

কবির হৃদয়ের উৎস পদ্যের স্রোতে। তিনি সেই
স্তন্যান সাগর হইতে বাছিয়া বাছিয়া মণি মুক্তা
য়া ভীমের গদাপদ্ম নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কৃষ্ণের
ন বেণুতে ছিদ্র করিয়া দিয়াছেন, বিলাসরসের
কাকিশোরী রাধিকার কণ্ঠের মালা রচিয়াছেন।
ম প্রথম কবিরা পদ্যচ্ছন্দেই ভাবুকহৃদয়ে সকল
ঢালিয়া দিয়াছেন। সে সময় নাটকের কি নবে-
র ভাষা ছিল না। হিরণ্যস্তূপ, ব্যাস বাল্মীকি
তে হোমর বর্জিল পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতেছি,
লের ভাষায় গদ্যে কেহ কাব্য রচনা করেন
ই ইহার তাৎপর্য্য কি? ভাষার আদিম গঠন
য়া, লোকের স্বাভাবিক কথাবার্ত্তা শুনিলে তাহা
া যায়। তবে পদ্যে মনের রসাত্মকভাব ব্যক্ত
তে সকলেই প্রবৃত্ত কেন? সকল দেশেরই কবি
গর মনের গতি এক দিকে, ইহার কারণ কি?
ক্ষিত ব্যক্তি হউক আর না হউক, সেকালে যে
া কথা একত্রিত করিতে গিয়াছে, সেই পদ্য
খিয়া বসিয়াছে। পদ্যের উৎপত্তির কারণ সর্ব্বত্র
রূপ না হইলে সমান ফল ফলিত না। আমরা
চীন কবিদিগের রচিত গদ্যপদ্যময় উভয়বিধ
বা দেখিতে পাইয়াছি। তবে সে সর্ব্বতঃপ্রবৃত্ত
রণ কি, তাহার নিরূপণ করা চাই।

মানুষ যখন প্রথম কথা কহিতে শিখিয়াছিল,
সময় ভাষার এমন শোভা সৌন্দর্য্য ছিল না।
খন গো, মেষ, মহিষ, মানুষ ইত্যাদি এক একটী
র্থবাচক শব্দই ভাষার সর্ব্বস্ব। মিসরে লিপি-
ীগণ চলিত হইবার পূর্ব্বে তদ্দেশবাসিরা যেমন
ত্রে সাঙ্কেতিক প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া মনের
ব ব্যক্ত করিত; তদ্রূপ মনুষ্যমাত্রেই ভাষা গঠ নর
থম অবস্থায় এক একটী সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা
ব্য বিশেষকে বুঝাইয়া দিত। পরিণামে সেই শব্দ
তাহারূপে পরিণত হইয়াছে। এখন তাহা বর্ণ-
বৈচিত্র্যময়; গভীরভাবার্থপূর্ণ।

প্রথমে মনুষ্য বিবস্ত্র ছিল, মনুষ্যের ভাষাও বিবস্ত্র। ক্রমশঃ মানব কাব্যের রসবোধ হইল; ভারতী দেবীও তার ঘাট ছাড়িয়া বীণাযন্ত্রে তান ধরিয়া বসিলেন। লোকের রুচি মার্জ্জিত হইতে লাগিল; রসাত্মক পদ্যের সৃষ্টি হইল, তখন সেই মধুর বীণা-যন্ত্রের সুর-লহরী সপ্তমে চড়িয়া উঠিল,—সপ্ততন্ত্রীর তানোচ্ছ্বাসে জগৎ ভরিয়া গেল। সর্ব্বাগ্রে গণা গাঁথা ছন্দের বাক্য ছিল না। পদ্য, গদ্যের পরে। অগ্রে গদ্যের সৃষ্টি হয়, তৎপরে পদ্যের। গদ্যই পদ্যের আদর্শ। অল্পাক্ষরে এবং পরিমিতবর্ণে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে শিক্ষা চাই। ভাষা নৈপুণ্য এবং রসবোধ ভিন্ন মানুষের সে শিক্ষা হয় না। উদ্দী-পনা ভিন্ন রসবোধ হয় না; উদ্দীপনাই কাব্যের নিয়ন্ত্রী। মনুষ্যজাতির পরস্পরের আলাপে যখন মনের তেজস্বিতা ও ওজস্বিতা বাক্যে আসিয়া প্রস্ফুরিত হইয়াছিল, সেই দিন উদ্দীপনা নিদ্রিত জগতকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। উদ্দীপনা নির্জ্জনের সহচরী নহে, চিত্তকে উত্তেজিত করিবার সহচর আবশ্যক। উদ্দীপনার বহু পূর্ব্বে মানুষের জাতীয় জীবন জন্মিয়াছিল, তখন একাকী কেহ কুটীরেরা গুহায় বাস করিত না। অনেকে দলবদ্ধ হইয়া থাকিত, পর-স্পরের সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া পরস্পরকে সহানু-ভূতি করিত। তখন লোকে কেবল পশুভাবে কাল কাটায় নাই; সে সময় কেবল শাখা ভাঙ্গিয়া তরুলতা উৎপাটন করিয়া বনের ফল মূল তুলিয়া বন্য পশুবধ করিয়া কেহ সন্তুষ্ট ছিল না, তখন বীররস ও আত্মাভিমান হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন প্রখর শরনিস্বনে ধনুকের জ্যাঘর্ষণে জগৎ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। তৎকালে বৈরনির্য্যাতনার্থ সকলে স্বজাতিকে আহ্বান করিতে পারিয়াছে। উদ্দীপনা সেই দিনের, কাব্য সেই সময়ের সম্পত্তি।

উদ্দীপনা হইতে কিরূপে কাব্যের উৎপত্তি হইল, বুঝিতে কষ্ট নাই। দেখুন, মানুষ স্বভাবতঃ সঙ্গীত-প্রিয়। পক্ষিজাতিরও গীতানুরাগ স্বভাবসিদ্ধ। দেখিতে পাই, চৌদিকে রৌদ্র চম্ চম্ করিতেছে; মৃত্তিকায়, বালুকায়, প্রস্তরে, ধূ ধূ করিয়া তাপ উঠি-তেছে; পবন শন্ শন্ করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহিয়া আনিতেছে; বিহঙ্গ শাখায় উপবিষ্ট, পত্রচ্ছায়ায় বসিয়া দেহ শীতল করিতেছে, আর এক একবার মধুর স্বরে ডাকিয়া উঠিতেছে। সে কূজনরব পাখীর সঙ্গীত। আমরা বুঝি, সে আনন্দব্যঞ্জক ধ্বনি পক্ষীর সুখের উৎস ব্যক্ত করিতেছে।

প্রাণিতত্ত্ববেত্তারা স্থির করিয়াছেন, পুংজাতীয় পক্ষীই সুস্বরী ও সুগায়ক। তাহারা রূপে এবং স্বরে প্রণয়িনীর চিত্তাকর্ষণ করে। যে জন্য কোকিলে কিশোর কৃষ্ণ মুরলীতে গান করিতেন, পাপিয়া দেব গানও সেই জন্য। প্রণয়িনীর মন ভুলা তাহাকে প্রেমাসক্ত করা উভয়েরই উদ্দেশ্য। কৃষ্ণের মুরলীর রব শুনিলে গোপবালিকারা কলঙ্ক, লজ্জাভয় ভুলিয়া বাঁশীর অনুসরণ করিত; ময়ূর তিমিরাচ্ছন্ন সর্ব্বরীতে নিকুঞ্জবনে ছুটিয়া যাইত;—পক্ষিণীও তাই করে। তাহার নিকুঞ্জ সখা যখন কণ্ঠস্বরে মনের অনুরাগদ্বার খুলিয়া দেয়, পক্ষিণীর চিত্ত আর ধৈর্য্য ধরিতে পারে না; প্রেমাশ্রুতে ভাসিতে ভাসিতে কান্তের অনুসরণ করে। যে সকল পক্ষী সুগায়ক, কণ্ঠস্বর তাহাদের মোহ-ময়। সংগীতে তাহারা প্রণয়িনীর মন ভুলায়। ময়ূর প্রভৃতি পক্ষীর রূপে প্রণয়িনীর মন ভুলিয়া যায়। তাহাদের আভ্যন্তরিক গুণ নাই, বাহ্যরূপ মনোমোহন বাস। মানুষের অপেক্ষাকৃত অসভ্য অবস্থায় রূপ-গরিমা তাদৃশ ছিল না; হৃদয়ে ভাবোদ্দীপ্ত হইলে কণ্ঠস্বরে এবং বংশীরবে মনের ভাব প্রবাহ ভাসাইয়া দিত। আমরা শ্রীকৃষ্ণ হইতে সাইবেরিয়া অঞ্চলের পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতেছি, তাঁহাদের বেণুবাদনে মোহন মন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল। যে শুনিত, সেই আপনাকে ভুলিয়া যাইত। বৃন্দাবন হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিনোদ বেণুর মুগ্ধ।

পদ্যের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, পাঠক এ অনায়াসে বুঝিয়া লউন। গান পদ্যে রচি যখন পদ্য ছিল না, গায়কেরা কি গাইত? প্রশ্নের উত্তর—সুর সঙ্গত শব্দাবলী; সুরের টানে যতগুলি শব্দ সংগত হইয়া বসিত, তাহাই গান করিত। কাজেই, অনেকটা পরিমিতাক্ষরের আবশ্যকতা হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রথম, শব্দ-বিন্যাসের চাতুর্য্য ছিল না, সে জন্য অনেক বর্ণ হলন্ত করিয়া লইতে হইত; নতুবা সুর মিলিত না। যেমন অনেক বর্ণকে সঙ্কুচিত করিয়া লইতে হইত, সেই রূপে আবার অনেক শব্দ প্রসারিত করিয়া লইতে হইত। যেমন স্বর্গ স্থানে স্বর্গ, নির্ম্মল স্থানে নিরমল ইত্যাদি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

আজু হেরিনু যমুনারি কূলে।

এ স্থলে সুরের অনুরোধে, আজু এই শব্দের রকার সঙ্কুচিত করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং যমুনা এই শব্দের রকার স্থানে সুরের টান বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত উহাকে টকারান্ত করা হইয়াছে।

গানের সুর হইতে মিতাক্ষর পদ্যের প্রথম তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে কবিরা দেখি

বর্ণে মিল থাকিলে গান অতিশয় সুশ্রাব্য হয়; ধি মিত্রাক্ষরের সৃষ্টি হইল। সংস্কৃতের সন্ধি সের অনুরোধে অন্ত্যবর্ণের মিত্রতা রক্ষা করা ন্ত কঠিন। সে কারণ কোন কোন কবি, দিপদে যমকত্ব এবং প্রাগুল অনুপ্রাসের পক্ষ- ী ছিলেন।

যখন মনুষ্য রস বুঝিয়াছিল, শব্দ জুড়াইয়া গান তে শিখিয়াছিল; সেই সময়ে পদ্যের উৎপত্তি কাব্যের তখন অল্প-দশা। কবি, জাতীয় হের চিত্র। যত দিন জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় ই, তত দিন কবি বা কাব্য গ্রহণ করে নাই। মনুষ্য া সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করিতে লাগিল; ীয় জীবন এবং জাতীয় চরিত্র সেই সময় গঠিত ; কবিরাও তূলী ধরিয়া চিত্র আঁকিতে বসি- । যে দেশের জাতীয় চরিত্র যত রঙ্গে রঞ্জিত, নেতার কাব্যও নানাবিধ এবং চিত্রময়। যে দেশে জাতীয় চরিত্র নাই, সে দেশে কাব্যও । যেখানে জাতীয় চরিত্র চরম সীমায় উঠিতে য়াছে, কাব্যও সেখানে পূর্ণ বিকাশ লাভ করি- ছে। স্থানের নক্সা মানচিত্র; লোকচরিত্রের —কাব্য। মানচিত্র দেখিলে, নদ নদী নগর পর্ব্বতের সংস্থান বুঝিতে পারি; কাব্য পাঠ লে জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষের পরিচয় য়া থাকি।

কাব্য অলভোরক্ত ধন নহে; নিতান্ত সভ্যের ও —এ সম্পত্তি মনুষ্যের কৌমারদশায়। ইহাতে কৃত্রের চঞ্চলতা নাই; শিশুর মত হইয়া কাব্যগুলায় ষ্ট হইয়া থাকে না। তাহাতে পাণ্ডিত্যের া নাই। কবে, বালকের নবপ্রস্ফুটিত সুকু- কৌমারভাবে,—সরল, মধুর মধুর হাসাময়, মাধুর্য্যরসে সর্ব্বাঙ্গ মাখান। সুকবি স্বভাবে চীন জাতীয় চরিত্রের অনুলেখক। অনুলেখক,— তিনি স্বভাবের এবং জাতীয় চরিত্রের ল করেন না; দাগে দাগে ধুলান তাঁহার বসায় নহে। তিনি স্বভাবের এবং তীয় রত্নে এমনি চিত্র অঙ্কিত করেন যে, দেখিলে মার মনে অকৃত্রিম ভাবের উদয় হইবে। কবি ারসে তূলী ডুবাইয়া চিত্র আঁকিয়াছেন, তোমার ঠিক সেই অনুরূপ চিত্ত প্রতিফলিত হইয়া ড়িবে; নাটকীয় প্রস্তাবে যেন তুমি উপস্থিত; নাটকস্থ তোমার।

প্রকৃত কবির চিত্র তাই বটে। তিনি যখন রস বর্ণেন, তাহাকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলেন। ধা করুণ, শান্তি, বীর এবং আদিরসের চিত্র রঞ্জন। হাস্য, রৌদ্র এবং বীভৎসের চিত্র উদ্দীপক নহে। পুরাতন কবিরা প্রথমোক্ত চারিটী রস এমন অকৃত্রিম ভাবে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন যে, পাঠ করিলে নিতান্ত অরসিকেরও মন গলিয়া যায়। যিনি কাব্যরসজ্ঞ, তাঁহার ত কথাই নাই; কিন্তু এই চারিটী রস নিতান্ত মূঢ় ব্যক্তিকেও মুগ্ধ করিতে পারে। যখন করুণরস পাঠ করি, পাঠক! সে চিত্র কেমন, মনে কর দেখি,—জানকী নির্ব্বাসিতা। আহা! মরিলেও যাঁহাকে ভুলিতে পারা যায় না; রামকে অনেক দিন দেখেন নাই; আজি সেই আর্য্যপুত্রের, জলপূর্ণ নবীন মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বর জানকীর কর্ণে প্রবেশ করিল না? কর্ণে যেন মৃত সঞ্জীবন মন্ত্র পড়িয়া সীতাকে কে জাগাইয়া দিল। তিনি শোকক্লিষ্ট ধূলি ধূসরিত অঙ্গ ঝাড়িয়া উঠিলেন; কিন্তু সীতা এখন রামের পরিত্যক্তা ভার্য্যা, তিনি আর কি বলিবেন?—শুধু এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজের রাজকার্য্য ত নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে?

পাঠক! ইহাতে হা! হতোস্মি নাই; মস্তকে বজ্রাঘাত নাই; হৃদয় ফাটিতেছে, অন্তর পুড়িতেছে এ সকল কিছুই নাই। কিন্তু দেখ, কি হৃদয়-ভেদক চিত্র। বর্ণনার কি চমৎকারিত্ব! সীতার দুঃখ যেন পাঠকেই ঘটিয়াছে; পাঠকই যেন রামদারা হইয়া ক-দিনের পর তাঁহার কণ্ঠস্বর একবার শুনিতে পাইলেন।

শান্তিরস কেমন জানি না, তাহাতে কি মাধুর্য্য আছে, বলিতে পারি না। কিন্তু যখন শ্মশান পানে চাই; শ্মশানভূমিতে যখন একবার ভ্রমণ করিয়া দেখি,—এই দেহের এই যত্ন, এত অভিমান; এই মনে এত গর্ব্ব, এত অহঙ্কার চিতানলে সকলি ভস্ম হইতেছে। ক-দিনের জীবন, ক দিনের যৌবন! কোথায় বলবীর্য্য, কোথায় মদমাৎসর্য্য; দারাসুত ভ্রাতৃবন্ধু কোথায়? সে অভিমান সেই স্নেহ, সেই মমতা, আজি অগ্নিতে পড়িয়া সকলেই ভস্ম হইতেছে; মাটীর দেহ মাটীতে মিশিয়া যাইতেছে। এই ঘৃণ্য সংসারের প্রতি কার না বিতৃষ্ণা জন্মে? বিষয় বিভব ত্যাগ করিয়া শান্তিসুধা উপভোগ

পাঠক! পুনশ্চ দেখ, অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু হত; এ সংবাদ যখন মহাবীর পার্থের কর্ণগোচর হইল, সে কি ভয়ঙ্কর ভাব? ত্রৈলোক্য কাঁপে নাই? পার্থের সরোষ হুঙ্কারে; গন্ধর্ব্বপূরিত ভূকম্পাস্ফালনে,—পাতালে নাগ; স্বর্গে অমরবৃন্দ; মর্ত্ত্যে যক্ষ, রক্ষ, নর স্তব্ধ হয় নাই? হত?—ধিক! ক্ষত্রিয় কি নাই? এখনি কি ক্ষত্রিয় শোণিত নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে? ধিক! অন্যায় সমরে সপ্তরথির হাতে হত? আচার্য্য দ্রোণ সেনাপতি?—ধিক তাঁর বীরত্বে! যোদ্ধগণ জাগরিত হও; সাগর শুষিয়া, স্বর্গ ছিঁড়িয়া, পাতা উৎপাটিত করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হও। দেখিবে কালি পৃথিবী হয় অপাণ্ডব, না হয় অকৌরব হইবে যতক্ষণ বিন্দু বিন্দু ক্ষত্র শোণিত শিরাতে বহিবে যতক্ষণ ক্ষত্রতেজের এক স্ফুলিঙ্গ দেহে অবশি থাকিবে; দেখিবে,—প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা পালে কাল পৃথ্বী জয়দ্রথহীন হইবে।

বল দেখি, ইহাতে কার না হৃদয় বীররসে উদ্ভে ক্ষিপ্ত হয়? কোন্ জীবন্ত প্রাণী ইহা শুনিয়া শ দমনে অগ্রসর হইবে না?

পাঠক! আদিরসটা এ দেশীয় কবির হাতে ব লজ্জা পাইয়াছে। আদিরস বালয়া কি এতটা লাজু ভাল দেখায়। ছি! তাহার অঞ্চল ধরিয়া এ টানাটানির পর তাহাকে কি বিবস্ত্র করিয়া ফেলি হয়? বিদ্যা, নিবসে শয়নমন্দিরে নিদ্রিতা। প্রী প্রভাবে মুক্তাপাঁতির ন্যায় ললাটে বিন্দু বিন্দু নিগত হইতেছে; আবার এক একবার অলকা মৃদুপবনভরে গণ্ডের উপর উড়িয়া পড়িতেছে। সু নিকটে বসিয়া কোমলাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া ধী ধীরে কুন্তলগুলি সরাইয়া দিতেছেন। অমৃতায় স্পর্শসুখে বিদ্যার দেহ রোমাঞ্চিত হইল; তি নিদ্রালসে আকুল হইয়া জড়িত মৃদুস্বরে জিজ্ঞ করিলেন,—"কে ও?" সুন্দর কেন কাণে ক স্বপ্ন দিলেন না,—"যিনি হৃদয়ে জাগেন।" ত হইলে আদিরস লজ্জায় অধোবদন হইত না।

কাব্য পাঠের কথা কি, এখন বলুন। কাব্য প করিবার সময় রস মূর্ত্তিমান্ হইয়া হৃদয়ে নৃ করিতে থাকে। অতএব যে দেশের কাব্যে যে রসের প্রাধান্য, তদ্দেশীয় লোক সেই রসের রসি ইউরোপের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ক বীররস-প্রধান, তথাকার লোক সকলে বীর প্রধান কাব্যের অনুশীলন করেন; সুতরাং বী তাঁহাদের প্রকৃতি। ভারতবর্ষের কাব্য, শান্তি আদিরস প্রধান; সেজন্য এ দেশীয় লোক নিরপেক্ষ ও রমণীর প্রণয়লিপ্সু। যিনি অ নিযুত টপ্পা গান করেন, বেশ্যালয়ই তাঁহার জী লীলার রঙ্গভূমি। তিনি দিবারাত্রি মদের ঝঞ্ এবং রতনচূড়ের নিক্কণের সঙ্গে সেতারের ছাড়িয়া রাগালাপ করিতে থাকেন। তাঁহার কবচ নাই; সুগন্ধি পুষ্পহারই—বীরবেশ; তি বীরমাটী মাখেন না; আতর গোলাপ—অঙ্গর তাঁহার ধনুর্ব্বাণ নাই; নয়নের ঠার—অ কটাক্ষকুশলিনী বালিকার কোমল হৃদয়ে আ করিয়া জয়পতাকা উড়াইয়া দেন। অনেক আছে, কিন্তু ভারতের ও পারস্যের কাব্যে আদিরসের ছড়াছড়ি, এমন আর কোথাও

ক দেশ আছে, কিন্তু এত যোগী আর এত
গী আর কোথাও নাই।
আদি- কবিরাই স্বভাবের নিপুণ চিত্রকর।
রা স্বভাবের সকল রস তুলিয়া লইলেন, আর
কল কি? তাঁহারা প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সকল
ঘাঁটিয়া লইলেন, কাব্যের সকল অঙ্গে বেশভূষা
টলেন, ভূষণের আর বাকী রহিল কি? কাব্যের
ন্ অঙ্গে আর আভরণ পরাইবে? তাই সভ্য-
উন্নতির সঙ্গে কাব্যের অবনতি হইয়া আসিল।
র্ব যেমন চরিত্রচিত্র সুন্দর হইত, এখন আর
ন হয় না। কথা এখন শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।
পদ্যের ভাষা সকল শাস্ত্রের প্রধান উপকার
ক। পরিমিত শব্দে গম্ভীরার্থভাব ব্যক্ত হয়;
এবং ইহা বিজ্ঞানের, দর্শনশাস্ত্রের, পদার্থবিদ্যার
ও জীবন; ঐতিহাসিকদের ইহা বাক্‌শক্তি
ল। পদ্য, ব্যাকরণের সুরক্ষে পথ দেখাইয়া
াছে। যদ্যপি কাব্য না থাকিত, তবে আমরা
ার চাতুর্য্য ও মনোহারিত্ব দেখিতে পাইতাম না।
ক কি, মনুষ্যের রসবোধের হইত না। বাক্যের
র্য্য ভিন্ন মনের ভাব ভঙ্গী ঠিক প্রকাশিত হয়
মনে যেমন ভাব-তরঙ্গ উঠিবে, বাক্যের রঙ্গ-
ী ঠিক সেইরূপ চাই। অন্তরের ভাবব্যঞ্জক যাহা
ণ আবশ্যক। নাটকের অবতারণায় তর্কাদি থাকাই
ার ভাব নিদর্শক। চিত্রকরের বর্ণ এবং কবির
চাতুরী, ভাব প্রকাশের প্রধান সাধন। চিত্র
র যথাস্থানে উপযুক্ত বর্ণবিন্যাস হইলে প্রকৃত
। ব্যক্ত হয়, চিনটী কাহার প্রতিমূর্ত্তি চিনিতে
া যায়। তাহার শব্দচাতুরীও তাই; যথাযথ-
শব্দবিন্যাস না হইলে চিত্তের অন্তঃপ্রবিষ্ট
চিত্র প্রকাশিত হয় না। অন্যান্য শাস্ত্রে কাব্যের
ও শব্দবিন্যাস-কৌশলসূচনে না করিলে জীবিত
কতে পারে না। এইখানে কাব্যের বিশেষত্ব
া হইয়াছে, অন্যান্য শাস্ত্রের উপর এইখানে
য়া জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে। তাই আমরা
তেছি, পদ্য হইতেই ভাষার অঙ্গপুষ্টি সাধিত
য়াছে।

কাব্য, আদিম মনুষ্যদের অবেক্ষণের ফল;
বের ফল তাত্ত্বিকদিগের দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্র।
তের চিত্র আদিম মনুষ্যদের নয়নদর্পণে প্রতি-
ম্বিত হইয়াছে, অমনি তাঁহাদের চিত্তে ভাবের লহর
য়াছে; জগদ্ধাত্রী যেমন দেখিয়াছেন, তেমনি
কিয়াছেন। কবিদের অবেক্ষণ ও চতুরতা
ভিরেকবিনাসেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

যখন বিগত কবিদিগের অবেক্ষণসমুচ্চয় কাব্যা-
রূপে সংগৃহীত হইল, তাত্ত্বিকেরা রঙ্গভূমিতে
সিয়া অবতীর্ণ হইলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের
অবেক্ষণই পরবর্ত্তী তাত্ত্বিকদিগের অভিজ্ঞতা। তাত্ত্বি
কেরা কবিরচিত অবেক্ষণের ফল ধরিয়া তাহার
কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন,
কাব্যের চিত্রচাতুর্য্য মনকে চমৎকৃত করে; কিন্তু
সে ক্ষণিক সুখ; ক্ষণিক সুখ ও বিস্ময়োদ্রেকে ফল
কি? তাঁহাদের আমোদ জগতের বর্ণবৈচিত্র্যে নহে;
তত্ত্বকর্ত্তৃক কারণতত্ত্বে। কবি কিছু জানিতেন না;
তাঁহার চিত্র সরল, দৃষ্টি সরল কটাক্ষকুশলিনী, তিনি
যা দেখিতেন, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। কবি
সরল এবং প্রসন্নচিত্ত বটেন, কিন্তু তিনি অল্পে সন্তুষ্ট
নন; তিনি সকল বিষয়ের অধিকা চান,—ভালরও
অধিকা, মন্দেরও অধিকা। না হইলে তাঁহার মন
উঠে না। হিমালয়ের উচ্চতা, সিন্ধুর গভীরতা;
নরকের কঠোর ক্লেশ, স্বর্গের সুখৈশ্বর্য্য; শিরীষের
সৌকুমার্য্য, বজ্রের দৃঢ়তা; কবির এ সকলই চাই।
তাহা না পাইলে তাঁহার চিত্র রচনা হয় না।

তাত্ত্বিকের হৃদয় অত্যন্ত কঠিন, সহসা তাহা
বিচলিত হইবার নহে। কবি, অবিলম্বে সকলি
বিশ্বাস করিয়া ফেলেন; তাত্ত্বিকের বিশ্বাস অনেক
বিলম্বে তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয়ের কারণসন্ধান
না করিলে কিছুতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না। তিনি
কার্য্যকারণ ভাব লইয়া ব্যস্ত; জগৎকে তিনি
সাজাইতে জানেন না, বেশভূষায় তাঁহার আমোদ
নাই। জগৎকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া তিনি একটা
বিপ্লব ঘটাইয়া বসেন, সুতরাং সাহিত্যসংসারে
মহাকলহ ঘটিয়া পড়ে।

কবির আবেক্ষণ লইয়া তাত্ত্বিকের তত্ত্ববিদ্যার
সৃষ্টি। একজন জগৎকে সাজাইলেন; ফুল পরা-
ইলেন, মণি পরাইলেন, মুক্তা পরাইলেন; জগৎকে
মধুর মধুর হাসাইয়া তুলিলেন; আর একজন বসন
ভূষণ খুলিয়া জগৎকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার শিরা,
স্নায়ু, পেশী গণিতে বসিলেন। এই সময়ে সাহিত্য
ক্ষেত্রে নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা দোষ
গুণের বিচার করিবেন, সেই শ্রেণীর লোক আসিয়া
দেখা দিলেন। সাহিত্য, সাধারণের অনুশিক্ষা-ক্ষেত্র।
ইহার উপর সকলেরই প্রভুত্ব চলে। বৈয়াকরণ,
আলঙ্কারিক, সিদ্ধান্তকার এবং টীকাকার আসিয়া
সাহিত্যের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।
বিদ্যার অবারিত দ্বার, সকলেই তাহাতে প্রবেশ
করিয়া স্ব স্ব বুদ্ধি বিবেচনানুসারে নূতন নূতন মত
প্রকাশ করিয়া বসিলেন। এইরূপে রাশি রাশি
পুস্তক রচিত হইল; ভাষা, তর্ক, ব্যাকরণ, টীকা
এবং দোষগুণ বিচারক গ্রন্থে সাহিত্যক্ষেত্র পরিপূর্ণ
হইয়া উঠিল। পাঠক! সংস্কৃতের মূল গ্রন্থপানে
দৃষ্টিপাত কর, তাহার কি দশা ঘটিয়াছে বুঝিতে
পারিবে। মূল গ্রন্থ কয়খানি?—কিন্তু দেখ, নানা
প্রকার বিচার ও তর্কে এবং টীকার উপর টিপ্পনী
সাহিত্য সংসার এককালে দুর্গম ও সঙ্কটময়
উঠিয়াছে। তন্মধ্যে সহজে কেহ প্রবেশ করি
তাহার উপায় নাই। মূলসন্দর্ভের তাৎপর্য্যগ্রহে
দিন লাগে? কিন্তু তাহার এক ভাষ্য, এত টী
হইয়াছে যে, তৎসমুদয় পাঠে অর্দ্ধ জীবন ক্লান্ত
হইয়া পড়েন। বেদ এবং পাণিনির অষ্টাধ্যা
আমাদের উদাহরণ স্থল। বেদ-ভাষার কঠিনত্ব
কি করে?—যত দুর্বোধ হউক, তন্মধ্যে প্রবে
করিতে কয় দিন লাগে? কিন্তু বেদের ভাষা, ব্যা
রণ, উহার নিরুক্তনিঘণ্টুর বিচার প্রভৃতি র
রাশি গ্রন্থের দ্বারা বেদপাঠ অত্যন্ত জটিল হ
উঠিয়াছে। পাণিনির সূত্রের উপর কাত্যায়
বার্ত্তিক; তৎপরে পতঞ্জলির মহাভাষ্য। তৈ
আবার সেই ভাষ্যের টীকা করিয়াছেন। ত
বৃত্তি, টীকা এবং কারিকাদিতে পাণিনিসূত্রের ব্যা
পুস্তক আরও ছত্রিশখানি আছে। এই স
পাঠ করিতে কার না বিরক্তি জন্মে? শাস্ত্র ক
এবং বহু বিস্তীর্ণ হইলেই অনেকে তাহা
করিতে সাহস করেন না। সুতরাং বিদ্যালো
অবনতি হইয়া পড়ে। যে কোন বিদ্যা হউক
পাঠ্য সংক্ষিপ্ত, সরল এবং সুখবোধ না হ
সাধারণে তাহা আয়ত্ত করিতে পারে না। যে বি
সমস্ত লোকের আয়ত্ত না হয়, তাহার অবনতি
খাট। সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্য বিলুপ্ত হই
ইহাই কারণ। বহুবিস্তীর্ণতা এবং জটিলতাই শ
লাভের প্রতিবন্ধ হইয়াছে। উপরে যে সকল
উল্লিখিত হইল, তাহাতে প্রাচীন সাহি
সংসারে তিনটী অবস্থা ঘটিয়া গিয়াছে, দেখা য
প্রথমে কাব্যাদির পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকসিত; মেঘে
পূর্ণচন্দ্র যেমন দিনমণির ন্যায় তাহার জ্যোতিঃ স
কটাক্ষবর্ষিণী; অথচ তাহাতে ফুলের কোমল
ফুলের সৌরভ। তাহাতে কমল, কামিনী, স্ব
গঙ্গা। সকল ফুলের সৌকুমার্য্য তাহাতে। তা
গন্ধর্ব্বের বিস্তার—মন্দ, মধুর, উদাত্ত, মন্দ্র
করিয়া পাঠ করিতে। দ্বিতীয়াবস্থায়, তাত্ত্বি
আসিয়া সন্দেহজাল বিস্তার করিতে লাগিলে
ঘনঘটা মেঘের ভিতর সূর্য্যদেব লুকাইল;
লুকাইতে লাগিল। তার পর, সিদ্ধান্তকার ও টী
কার সাহিত্যকে জটিল করিয়া দিলেন। ত
আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। ফুলে মধু ন
পাপড়ী খসিয়াছে, কণ্টকে ঘিরিয়াছে। এই স
তোর পতনাবস্থা।

যৌবনকালে মনের স্ফূর্ত্তিতে দিন কতক স
লক্ষালাম্ফি করে; যৌবনের আমোদ ফুরাইলে বি
কার্য্যে মন যায়। তদ্রূপ কাব্যজগতে বিপ্লব ঘ

ব স্বভাব : বিজ্ঞানানুশীলনে মনোনিবেশ করে। ানের সূত্র প্রথমে নহে, শিশুই সর্ব্বাগ্রে। মানু- ভাষা প্রথমে তৎপরে ব্যাকরণ। ব্যাকরণশাস্ত্র ার দোষগুণ বিচার করিয়া এক একটী সূত্রের ষ্ট করিয়াছে; এখন সেই ব্যবস্থানুমত ভাষার চার চলিতেছে। বিজ্ঞানশাস্ত্রও ঠিক তদ্রূপ। মানুষের অসুবিধা ও কষ্ট মোচনার্থ সামান্য ার শিল্পের সৃষ্টি, তৎপরে বিজ্ঞান শাস্ত্রের সূত্রপাত। আমাদের দেশের মূল স্থপতি এবং সূত্রধরেরা গৃহাদি নির্ম্মাণ ও কাষ্ঠের দ্বার জানালা প্রস্তুত , তাহারা জ্যামিতির মাপ জানে না, অভিজ্ঞতাই াদের শিক্ষাদাত্রী; অনেক দেখিয়া শুনিয়া াহারা ভাগ মাপ এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছে; াসে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকে। সূত্র- খেলিল একটী দ্বারের কপালী ও গোবরাট সমান লে তাহার এক পার্শ্বের বাজুর কোণ দুটীও পি সমান হয়, তবে উভয় বাজুই দৈর্ঘ্যে সমান বে। এটী অভিজ্ঞতার ফল। কেন হয়?—নিরক্ষর ধা তাহা জানে না। জ্যামিতির এই প্রক্রিয়া তশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ব্যক্তি সপ্রমাণ করিলেন। মাদের গৃহলক্ষ্মীরা রন্ধনশালায় ধূমে মলক্ত হইয়া ন কুঞ্চনকুল ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু মুছিতে থাকেন; ড়ীতে সরা ঢাকা, ভিতরে অন্ন টগ্ বগ্ করিয়া তেছে; বাষ্পের তেজ উছলিয়া সরাকে ঠেলিয়া লিতেছে; তাঁহারা তখনি বাষ্পের চাপ্য গুণের ণ পাইতেছেন। কিন্তু সে তেজ কি; কোন রজে লাগে কি, তাহা জানেন না। যত দিন লকো টিভ এঞ্জিন নির্ম্মিত হয় নাই, তত দিন সে চাপ্য ণ কি ফলোদয় হইয়াছিল? আজ দেখ রেলওয়ের ড়ী চলিতেছে; সাগরের বুক চিরিয়া বাষ্পপোত হাসিত বঙ্গের সঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

মনুষ্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামান্য সামান্য া সামগ্রী প্রস্তুত করিতে অধিক বুদ্ধি বিবেচনা ই না; বিজ্ঞানেরও আশ্রয় লইতে হয় না। খুব সামান্য কার্য্যের কারণ নিরূপণ করিয়া এবং সারে নিত্য যাহা ঘটিতেছে, তাহার সূক্ষ্ম কার্য্য ূল ভাব দেখিয়া উচ্চাঙ্গ বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়া ন। এখন সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সূত্র এক টী মহৎ কার্য্যে লাগিতেছে। ইউক্লিড যখন ামিতি সূত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদীয় ন্তীকল্পনা সুলভ গণিত শাস্ত্র কত শত মহৎ র্য্য সম্পাদনে ব্যবহৃত হইবে, তিনি তাহার কিছুই নিতেন না। আজি জাহাজী কটি বেড়িয়া যে ঘণ্টা পড়িতেছে: এক দিন তাহাতে ইউক্লিডের ুটি পড়িত. সে হেতু সন্দেহ হয় নাই। আজি কাতা হইতে মনোগতির অগ্রে পল্লাবে যাইতেছি, সেখানেও ইউক্লিড। ঘরে ইউক্লিড, দ্বারে ইউক্লিড, ইউক্লিড লইয়া সকল কাজেই নাড়া চাড়া। কিন্তু ইউক্লিড স্বয়ং জানিতেন না যে, এক দিন তাঁহার অংশ জগতময় ছড়িয়া পড়িবে।

বিদেশে বিজ্ঞানের এত শ্রীবৃদ্ধি হইল, ভারতে হইল না কেন? ভারতবাসিরা চিরকাল বিদ্যানুরাগী ও বুদ্ধিমান, তবে ভারতের এত দুর্দ্দশা কি কারণ? ভারত বাসীরা কি জন্য চিরকাল বিজ্ঞানমূঢ় হইয়া থাকিল? ইহার ৮টী প্রধান কারণ। এ দেশে শাস্ত্রজ্ঞান, কেবল কতিপয় লোকের নিজস্ব হইয়াছিল। তাহাতে সাধারণ লোকের অধিকার ছিল না। যে কার্য্যে সাধারণের অধিকার না থাকে, তাহাতে প্রতিযোগিতা জন্মিতে পায় না। প্রতিযোগিতা, উদ্যম, অধ্যবসায় এবং উন্নতির জনয়িত্রী। প্রতিযোগিতা ছিল না, সুতরাং উদ্যম, অধ্যবসায় এবং কোন বিষয়ের উন্নতি হইতে পায় নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন জাতি বিদ্যাধ্যয়নে অধিকারী ছিলেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট হইত। কেবল ব্রাহ্মণেরাই অধিকতর চিন্তাশীল এবং সকলশাস্ত্রের প্রণেতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিষয়তৃষ্ণা-শূন্য, সন্তোষ- কেই জীবনের সুখ বলিয়া জানিতেন। বল দেখি, এ শ্রেণীর লোক কি সাংসারিক উন্নতিবিধানের উপযোগী? কর্ম্মকালে তলমুখে কীটাদি মরিলে পাপক্ষয়ের উপায় কি, তাঁহারা সেই ব্যবস্থা দিতেই মূর্ত্তিমান। কোথায় কলের গাড়ী, কলের নৌকা,— উদাসীনের চিত্তে সে সকল ভাবনা আসিবে কেন? যাঁহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান; সংসারের উন্নতি করিতে যোগ্য, তাঁহারা সংসার চান না; সংসারে তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। বিষয়লালসাকে তাঁহারা গণিকাবৎ ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করেন। তবে, অপকৃষ্ট লোক হইতে সমাজের কত উপকার হইবে? ক্রমশঃ

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩ রা নবেম্বর। সর চার্লস ডাইক প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছেন, কেবল পালকে এখনও মিশর সেনার অধিপতি করা হয় নাই।

গ্লাডষ্টোন সাহেব বলেন, বিদ্রোহের পর মিশর অধিকারে ব্রিটিশ সৈন্যের যে ব্যয় পড়িয়াছে, মিশর গবর্ণমেণ্টকে তাহা দিতে হইবে।

মিশর গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে আর বিন্দু অপরাধের বিচার না করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া টাইম্‌স পত্রে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২ রা নবেম্বর। লর্ড ডফরিন্ কায়রোর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

পারিস ৩ রা নবেম্বর। মিশরে কেবল একজন ইংরাজ কণ্ট্রোলর জেনরল থাকিবেন বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করেন, ফরাসি গবর্ণমেণ্ট তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন।

কায়রো ৩ রা নবেম্বর। ফরাসি কণ্ট্রোলর জেনরলকে মিশর সংক্রান্ত মন্ত্রিগণের কৌন্সিল সভার অধিবেশন হইতে যে রহিত করা হইয়াছে, তিনি তাহার কারণ জানিতে চাহিয়াছেন।

সাক্ষি সংগ্রহ করা হইতেছে বলিয়া আরাবির বিচারের বিলম্ব হইতেছে। ইংরাজ কৌন্সলি অভিযোগ কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

সৌদানের যুদ্ধে গমনার্থ সৈন্য প্রস্তুত হইতেছে। আরাবির যে সকল আফিসরকে ক্ষমা করা হইয়াছে, তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ যুদ্ধে যাইতেছেন।

কায়রো ৩ ই নবেম্বর। মিশর সংক্রান্ত মন্ত্রিগণের কৌন্সিল সভার সভাপতি ফরাসি কণ্ট্রোলর জেনরলের পত্রের এই বলিয়া উত্তর দিয়াছেন যে ইংরাজ কণ্ট্রোলর জেনরল যখন ঐ সভায় উপবেশন করিতেছেন না, তখন ফরাসি কণ্ট্রোলর জেনরলের তথায় উপবেশন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

মিশরস্থ ইংরাজ সৈন্যদলে জ্বরের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই নবেম্বর। লর্ড হার্টিংটন প্রত্যাগমন করিয়াছেন ব্রহ্মদেশীয় দূতগণ সন্ধিপত্রের অঙ্গীকার লইয়া ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে গমন করিয়াছেন।

সর পাণেট উসলি "কাবরোর লার্ড উসলি" এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

কোনাটের ডিউক গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই নবেম্বর। একদল ভারতবর্ষীয় আফিসর পর্ত্তুগল পোর্টসমাউথে উপনীত হইয়াছেন।

লার্ড ডফরিন কায়রোতে পৌঁছিয়াছেন।

ফ্রেসেরা গিয়োকচোপ হইতে পারস্যের সীমাগামী রাস্তা প্রথম অর্দ্ধেক প্রস্তুত করিয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই নবেম্বর। সৌদানে এখনও যুদ্ধ চলিয়াছে। মিশরবাসিরা পরাকৃত হয়; কিন্তু ক্রমে ইহাদিগের সুবিধা হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় সৈন্যের ভারতীয় সেনাপতিগণ ইংলণ্ডের উইন্ডসর নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের কোন বিঘ্ন হয় নাই।

কায়রো ৮ ই নবেম্বর। আরাবি সহচরগণের অপরাধে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসে তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে। লার্ড ডফরিনের আজ খেদিবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

লণ্ডন ১০ ই নবেম্বর। গ্লাডষ্টোন সাহেব অদ্য রাত্রিতে ডাকের সময়ে বলিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের দৌরাত্ম্য অনেক কমিয়াছে। তাঁহার সংস্কার এই, বিনা উপদ্রবে আইন অনুসারে সমবায় সোসাইটি স্থাপিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বড় বড় সহরে স্বায়ত্ত শাসন নাম বাহির করিতেছেন, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে স্থানীয় আত্মশাসন-পদ্ধতির বিরোধী মত প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট বাধা দিয়াছিলেন। এবার আবার নূতন আবগারি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া চূড়ান্ত সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন। এই আবগারি আইন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মনঃপূত না হওয়াতে তিনি এই বলিয়া তাহা অগ্রা

রাজেন ব, নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইলে দেশের
বোলান্তি ঘনিষ্ট হইবে।

বাবাণসীর মহারাজ সম্প্রতি প্রজাদিগকে ৭৮৮-
৫ টাকা বাকি খাজনার দায় হইতে মুক্তি
ছেন। ধন্য দানশীলতা।

ক্রমে সর্ব্বত্র হিন্দু ও মুসলমানে বিবাদ আরম্ভ হয়
কিন্তু সকলের এই উভয় জাতিতে যে দাঙ্গা হইয়া
ছে, তাহার পরিণাম যেরূপ শোচনীয় তদ্দর্শনে
পরস্পরের চৈতন্য হইতেছে না, তখন উভয়ো-
এইরূপেই যে উভয় জাতির বলক্ষয় হইবে,
বয়ে সন্দেহ নাই। আমরা ত এই এক বৎসরের
অনেকগুলি হিন্দু ও মুসলমানের দাঙ্গা দেখি-
, কিন্তু প্রায় সকল গুলির মূলই গোহত্যা। গরু
উভয় জাতির বিশেষ আবশ্যক; মৃত গরু
উভয়েরই খাদ্য তখন জীবহত্যা দূরে থাক,
ঃ স্বার্থানুরোধে উহাদিগকে সংহার না
া পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে যার পর
সুখকর হয়। সত্য বটে; ইউরোপীয়েরা
হারার পোষকতা করেন, হিন্দুদিগকে উহার
তবাদে নিরস্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার কঠিন
বিধান করিয়া মুসলমানদিগকে উৎসাহিত করেন,
তাহার ফল দারুণ বিষময়। গৃহবিচ্ছেদ
ল আমাদিগকে যে শীঘ্র উৎসন্ন যাইতে হইবে,
সয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমানগণ স্বাভাবিক
্য পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ স্থিরভাবে বিবে-
করিলে আমাদিগের কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম
তে পারিবেন।

মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণের পুত্র কাসনার ডেপুটী
ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ
দশের নেটিভ সিবিলসার্ব্বিসে প্রবেশ লাভ
রেন।

আইবিরিয়ার নায় ফিনলাণ্ডে একটী সম্প্রদায়
ছে, তাহারা স্ত্রীলোকের কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে
া বাসে। স্ত্রীলোকের উপর কর্তৃত্বের ভার দেব-
তাহাদিগের অভিপ্রায়। পুরুষ বিবাহিত হইলে
হে অন্যত একবারে স্ত্রীর নিকট অধীনতা স্বীকার
বার জন্য অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া থাকে। এই
প্রধানতঃ ব্যক্তিরা মিতব্যয়ী ও সচ্চরিত্র।

হস্তীর দন্তের নায় এক ব্যক্তি কৃত্রিম আইভরি
ত করিয়াছেন। ইহা যেমন শ্বেত তেমনি দৃঢ়।
এমনিয়ার দ্বারা গলাইয়া অস্থি ও কিঞ্চ মিশ্রিত
য়া উত্তাপ দ্বারা এমনিয়া পৃথক করিয়া চূর্ণ
ত করিতে হয়, তৎপরে ছাচে ঢালিয়া দৃঢ়বদ্ধ
লে কৃত্রিম আইভরি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আবার এক নূতন রকমের বরফের কল প্রস্তুত
য়াছে। ইহা দ্বারা এ.ইসরিন ও এমনিয়া
সংযোগে যে সকল দ্রব্য সহজে গলে না, তাহাই
গলাইয়া পেষণ করিয়া বরফ প্রস্তুত করা হইয়া
থাকে। অতি অল্প কালের উত্তাপেই ইহার কার্য্য
চলে। এই যন্ত্রের জমাট বাঁধিবার কল কাটে না,
এবং বরফ প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত দ্রব্য সকল
অন্যান্য কলের ন্যায় দূষিত নহে। তবে এখন
কলে ও কারখানায় যে সকল দ্রব্যসংযোগে বরফ
প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা কি স্বাস্থ্যের বিঘ্নকর?

পূর্ব্ব সাইবিরিয়ার অন্তর্গত জাবানকালস্কির
গবর্ণরকে একটী স্ত্রীলোক গুলি করিয়াছে। এই
রমণী রাজনৈতিক আন্দোলন করাতে তথায় নির্ব্বা-
সিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সুবিধা পাইয়া গবর্ণরের
প্রাণ সংহার করিয়াছেন।

গতবর্ষে ইউরোপের নিম্ন লিখিত স্থানে নিম্ন
লিখিতরূপ আত্মহত্যা সংঘটিত হইয়াছে। যথাঃ—

জর্ম্মনিতে প্রতি দশ লক্ষ ২৬১, সেনেমারায় ২৫৭,
সুইডালণ্ডে ২১৫, ফ্রান্সে ১৬০, অষ্ট্রীয়ায় ১২১, বেল-
জিয়মে ৮৭, ইংলণ্ডে ৬৯, হলণ্ডে ৪৫, রুশিয়ায় ৩০,
ইটালীয় ২৭ ও স্পেনে ২১ জন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ
করিয়াছে।

নিম্ন লিখিত নূতন পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি আমা-
দের হস্তগত হইয়াছে।

১। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত পদ্যময় সীতা-
হরণ ও রামের বনবাস নাটক। (২) বাবু মহেশ
চন্দ্র ঘোষ সংগৃহীত চিকিৎসাসারসংগ্রহ (শিশু
চিকিৎসা) (৩) বাবু হরনীকান্ত গুপ্ত বিরচিত
কুমারী কার্পেণ্টরের জীবন চরিত, (৪) জীবন
আত্মা ও মনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান। (৫) বাবু
অক্ষয়কুমার সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত আসুর্ব্বিজ্ঞান।
(৬) বাবু কেশবচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নড়বাবু নাটক।
(৭) বাবু রাধানাথ মিত্র প্রণীত নবদলে কামিনী
পদ্মময় নাটক। (৮) শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাচন্দ্র তর্কবাগীশ
প্রণীত সভ্যপ্রবচন (এক অবৈধ বিবাহের অনৌ
চিত্যপ্রতিপাদক গ্রন্থ) (৯) বাবু শশিভূষণ মুখো-
পাধ্যায় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় প্রণীত কুমারের উপন্যাস।
(১০) বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় প্রকাশিত মহাভারত
চতুর্থ খণ্ড। (১১) ভারতবর্ষীয় সভার ত্রিংশ বার্ষিক
বৃত্তান্ত। (১২) বাবু গে পীমোহন মজুমদার প্রণীত
সংস্কৃত ছন্দঃ প্রকাশিকা পুস্তিকা।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রিচার্ড গার্থ
নূতন কর সংক্রান্ত আইনের উপর জমীদারদের পক্ষ-
সমর্থন করিয়া একটী মিনিট লিখিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অস্ত্রসংক্রান্ত আইন ক্রমে
ঢিলিয়া বসিতেছে। ১৮৮১।৮২ অব্দে ১৮৮৫৪ লাই-
সেন্স গৃহীত হইয়াছে। ১৮৮০ অব্দে ২০০৪১ ও ১৮৮১
অব্দে ১২৪২০ কামান, ১৫৮৫১ তরবারি ও ১৪১৪
অপরাপর অস্ত্রের জন্য লাইসেন্স গৃহীত হইয়াছিল।

নদীয়ার চাকর ও জমীদার মেকনাটন সা
নূতন কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির সং
সম্বন্ধে বঙ্গদেশের জমীদারদিগকে বলিয়াছে
তাঁহারা যদি আপনাদিগের মঙ্গল চান, তাঁহা
উক্ত আইনের দোষভাগ যাহাতে পরিহার হয়,
যত্নে বিশেষ যত্ন সহকারে চেষ্টা করুন, কিন্তু
প্রজা উভয়ের মঙ্গল হয়, এরূপ প্রস্তাব করিতে
পারিলে কথা রক্ষার সম্ভব বলা যাই। আর সাধ
শের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত কৃতকার্য্য হওয়ার স
বনাও অল্প; প্রতিবাদ না করিলেও গবর্ণমে
মৌন সম্মতির লক্ষণ বলিয়া আইন বিধিবদ্ধও ক
ফেলিবেন। এই নিমিত্ত এক্ষণে বহুতর জমীদা
স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সমর্পণ করিয়া তাহা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাই
জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে হইবে। টাউন
জমীদারদিগের একটী মহতী সভার অধি
করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করাও কর্ত্তব্য; অন্যথা
রিচার্ড গার্থ যে সকল অনিষ্টের কথা বলিয়াছে
তাহাই ঘটিবে। যেরূপ অল্পকাল ভো
জমীতে প্রজার দখলি স্বত্ব জন্মিবার নিয়ম করা
য়াছে, তাহাতে জমীদারের অল্পকাল জমীদারী
হওয়া ভার হইবে।

১১ই কার্ত্তিক শুক্রবার টিউরিণের মুসো ম
নামক একজন বৈজ্ঞানিক নরনারীর মন বুঝি
একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মনের ভিতর কি
কার্য্য হইতেছে, ভবিষ্যদ্ধাদিবসে কিরূপ ঘ
প্রতিঘাত হইতেছে, নবাবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা তাহা ব
য়াসে বুঝা যাইবে। এই মনোমান যন্ত্রের প্রব
সমাদরের সুখ না হউক বাড়িবে, তাহা সহৃদয় প
পাঠিকারাই বলিতে পারেন।

আপানের এক ব্যক্তির পেটের ভিতর
মার্জ্জনী (টুথব্রুশ) ঢুকিয়া দুকিয়া গিয়া পাকস্থ
ভিতর বিধিয়া গিয়াছিল। একজন জাপানী ডা
তাহা পেট কাটিয়া বাহির করিয়া দিয়াছেন।

সার গাণেট উস্‌লী ও অ্যডমিরাল সেমুর ম
বার্ষিক ২০০০০ টাকা বৃত্তি না লইয়া একব
৫০০০০০ টাকা করিয়া লইতে অভিলাষী হইয়াছেন

সহচর বলেন ঘড়ী যেমন স্প্রিংয়ের জোরে চ
ফিলাডেলফিয়ায় শীঘ্রই সেরূপ স্প্রিংয়ের জো
গাড়ী চলিবে। বড় বড় ট্রামগাড়ী ৮টা স্প্রিং থাকি
চলিবে। প্রত্যেক স্প্রিংয়ের দৈর্ঘ্য ৩০০ ফুট, বি
৬ ইঞ্চি এবং বেধ সিকি ইঞ্চ। স্প্রিংগুলির
অতি চমৎকার পদ্ধতিতে দেওয়া হয়, পান চড়া
ইহার তেজ অসীম হয়, প্রথমে স্প্রিংগুলি ১৮
ব্যাসে জড়াইয়া তাহার পর পান দিয়া ৭৯
ব্যাসে জড়ান হয়। তাহার পর একটী ইস্ত্রি

া ভড়াইয়া অতিরিক্ত স্প্রিংয়ের ব্যাস একবার ৪০ করা হয়, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে ঘড়ীর র গাড়ীর স্প্রিং একটু করিয়া শিথিল হইতে ক, শিথিল হইয়া যতক্ষণে স্প্রিংয়ের ব্যাস ৪০ হইতে ৪॥০ ফুটে পরিণত হয়, ততক্ষণে গাড়ী রথ পথ দিয়া ৫ মাইল গিয়া পড়ে,কিন্তু এত জোর ও স্প্রিংয়ের উপর পরিচালকের ইচ্ছানুরূপ শক্তি , তিনি যখন ইচ্ছা গাড়ী থামাইতে পারেন। এমন বন্দোবস্ত আছে যে, গাড়ীর গতি নিয়- করা যায়, ঘণ্টায় ৯ মাইলের অধিক যাহাতে না চলে চালক তাহা সর্ব্বদাই করিতে ন।

১ লা এপ্রেল হইতে ৩১ আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাসে প সূত্রায় ভিনিস ভারতে আমদানী হইয়াছে র হিসাব এই, ১৮৮০ অব্দে ৯৯০১৩৯৬৫ টাকা, ১ অব্দে ১০১৩২৮৪২৪ টাকা, এবং ১৮৮২ অব্দে ৫৯৬১০ টাকা। আমদানী বঙ্গেই সর্ব্বাপেক্ষা ক হয়; ১৮৮০ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে এ আগষ্ট পর্য্যন্ত বঙ্গে ৫৬৫৪৩২০৫ টাকার, াইয়ে ২৭৮৩৮৪১৩ টাকার, সিন্ধুদেশে ২৬৭৫১৭ ার, মান্দ্রাজে ৯৬৩১০৮ টাকার এবং ব্রিটিশ- ৪৭৩১০৮ টাকার; ১৮৮১ অব্দের ঐ কয় বঙ্গে ৫৬৭২৪৮৪০ টাকার, বোম্বাইয়ে ২৮৭৭৯৭- টাকার, সিন্ধু প্রদেশে ৮৮৫৭৯৬ টাকার, মান্দ্রাজে ২১৬৯৭ টাকার এবং ব্রিটিশব্রহ্মে ৪০১৬৩৯৪ ব; ১৮৮২ অব্দের ঐ কয় মাসে বঙ্গে ৪৯৩৫১২৫ ার, বোম্বাইয়ে ২৬৯৭৮৫২৫ টাকার, সিন্ধু শে ৭৭৫৪৪৩ টাকার, মান্দ্রাজে ১১২৩০৯১০ ার এবং ব্রিটিশব্রহ্মে ৫৫৪৮৬৪৭ টাকার।

বৎসরের প্রথম ছয় মাসে দ্রব্যাদির উপর হইতে তে ৫৬২৫০০০ টাকা আদায় হইয়াছে। গত র ঐ ছয় মাসে ১১০৭২০০০ টাকা আদায় হইয়া- ।

শিমলাবাসটা আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনে- র মনঃপূত নহে। লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড লিটনও তে প্রীত ছিলেন না। কিন্তু কেহই ভরসা করিয়া ফলের চক্রে ঘা দিতে পারেন নাই। লর্ড রিপনও টঘা করিতে সাহসী হইতেছেন না। ব্যবস্থাপক র অন্যতর সভ্য অনরেবল গিবন্স সাহেবের লাবাসনিবন্ধন স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। তিনি আগামী কালে আর শিমলা গমন না করিয়া বিলাত যাত্রা বেন এবং নবেম্বর মাসে পুনরায় এ দেশে উপ- ত হইবেন।

আমাদিগের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রন্ধনশালায় জন ভৃত্য আছে। প্রধান পাচকের বার্ষিক ন ১০ হাজার টাকা। তাহার ৩। ৪ জন সহকারী বার্ষিক ৫০০০ হাজার টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। প্রধান খানসামা বার্ষিক ৮ হাজার টাকা বেতন পায়। ইহার তত্ত্বাবধানে দেড় কোটি টাকার বাসন ও তৈজসপত্র আছে।

কলের জাহাজ যেরূপ ষ্টীমে চলে,সেইরূপ তাড়িতে জাহাজ চালান হইতেছে। এ বিষয়ে পারিসে প্রথম পরীক্ষা করা হয়। তাড়িতবেগে ঘণ্টায় ১৪০ মাইল জাহাজ চলিয়াছিল।

কাস্পিয়ানের অন্তর্গত আসকারণে ৩৭৫ টী মেটে তৈলের কূপ আছে। প্রতি বৎসর উহা হইতে ২৬৮৮ লক্ষ মণ তৈল উঠিতেছে।

হাইদ্রাবাদে কতকগুলি আফ্রিক সৈনিক আছে। এই দলের একটী ২৭ বৎসর বয়স্ক যুবক আপনাকে আবিসিনিয়ার ভূতপূর্ব্ব অধিপতি থিওডোরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া পৈতৃক সিংহাসনে অধিকার চাহিতেছে।

আমেরিকায় স্মিথ নামক একটী বংশ আছে, এই বংশে এখন ৪০০০ লোক বিদ্যমান,ইহারা নানাস্থানে বাস করিতেছেন; কিন্তু ইহাঁরা কয়েক বৎসর হইল বৎসরে একদিন মিলিত হইয়া আনন্দ ও উৎসব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

নিরামিষ ভোজী এ দেশীদিগেরই জয়। বিদেশীয় অনেক মহামহোপাধ্যায় এখন ক্রমে নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী হইতেছেন। বিলাতে ইহার নিমিত্ত সভা আছে। সম্প্রতি খ্যাতনামা হিউম সাহেব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে যে নিরামিষ ভোজনের প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা নিতান্ত ব্যবস্থাসঙ্গত। ইংলণ্ড শীত প্রধান স্থান, সেখানে বরং মদ্য মাংস ভক্ষণে উপকার আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা আদৌ উপযোগী নহে। ভারতবর্ষে যাঁহারা মনে করেন, মাংসাদি ভোজনে শরীর পুষ্ট হইবে, তাঁহারা ভ্রান্ত, বরং তাহাতে স্বাস্থ্যের অধিকতর অনিষ্ট হইয়া থাকে। তবে কালে ভদ্রে যে মাংস খাওয়ার বিধি আছে, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। কচিৎ মাংস জনিত কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিয়া থাকে। যে সকল ইংরাজ অভ্যাস নিবন্ধন এখানে মদ্য মাংস খান, তাঁহারা অন্যায় হইয়া ভারতভূমির জল বায়ুর দোষ দিয়া থাকেন, হিন্দুদিগের নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা সর্ব্বথা উত্তম এবং তাহাদিগের শারীরিক উন্নতির হেতু। ইহা যেমন অনায়াসসুলভ তেমনি স্বল্পমূল্য এবং শীঘ্র পরিপাক হয়। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক লোকদিগের মাংস ভোজন কদাচই উচিত নহে। ইউরোপ এমন যে মাংসাশীর দেশ, তথায়ও কয়েক দিবস লোকের মৎস্য ও মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। আমরা যদি বিজ্ঞান ও বহুদর্শিতা অনুসারে কার্য্য করি, তাহা হইলে আর আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় এ সম্বন্ধে যদি আমরা বিবেচনা সহকারে ক করি, তাহা হইলে নিরামিষ ভোজনই শ্রেয় বলি প্রতীত হইবে এবং নিরামিষ ভোজন করিলে আমাদিগের স্বাস্থ্য ও মন উভয়ই ভাল থাকিবে।

শুনা যায় যে, ডিউক অব কনোটের ভারত দেখিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি না শীঘ্রই ভারতবর্ষে আসিবেন।

১৮৫৭ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ষে ৫০ টী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও ১৩ কালেজ ছিল। ১৮৮১ অব্দে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হ উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩২৩ ও ৬২ কালেজ হয়। উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের বঙ্গদেশে ২০০, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ৫০, পঞ্জাবে এবং অবশিষ্টগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধী প্রদেশ সমূহে। ৬২ টী কালেজের মধ্যে ৪১ টী বি, এ ও ২১ টীতে এল, এ পড়া হয়। এতদ্ব্যতী একটীতে চিকিৎসা ও একটীতে ইঞ্জিনিয়ারিং শি দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাবধি ১ অদ্য পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরে ৪৪৯৩৫ জন বালক পরী দান করে কিন্তু ২০৫০৩ জন প্রবেশিকা পরীক্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই উত্তীর্ণ ২০৫০৩ ছাত্রের ম বাঙ্গালা ও আসাম হইতে ১৬২৯২ জন, উত্তর-পশ্চি ও অযোধ্যা হইতে ২৫৪৬ জন, পঞ্জাব হইতে ৮ জন, মধ্য প্রদেশ হইতে ৫১৫ জন,সিংহল হইতে ২ জন,রাজপুতনা হইতে ৭৬ জন এবং ব্রহ্মদেশ হই ২৯ জন। ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় ১৮৮১ পর্য্যন্ত ১১৮৯৪ জন উপস্থিত হয় এতন্মধ্যে ৪৭২৪ উত্তীর্ণ হইয়াছে। তৎপরে ৪৭২৪ জন এল এর ম ৩১১৫ জন বি,এ,পরীক্ষায় উপস্থিত হন তন্মধ্যে ১ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এল, এ, ৪৭২৪ জ মধ্যে বঙ্গ ও আসাম হইতে ৩৮৭৭ জন, উত্তর প ও অযোধ্যা হইতে ৫৪৭ জন. পঞ্জাব হইতে ১৫৩ মধ্যপ্রদেশ হইতে ৯৩ জন, সিংহল হইতে ৩৩ রাজপুতনা হইতে ২০ জন এবং ব্রহ্মদেশ হইতে ১ মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন; আর ১৭১২ জন বি, মধ্যে বঙ্গদেশ হইতে ১৪৯৪ জন, উত্তর-পশ্চি অযোধ্যা হইতে ১৭২ জন, পঞ্জাব হইতে ৪৩ এবং সিংহল হইতে ৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১৭১২ জন বিএর মধ্যে ৬৬৮ জন এম, এ, প দেন তন্মধ্যে ৪২৩ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এল পরীক্ষায় ৮৫৮ জন বই উত্তীর্ণ হন নাই,এল,এ ২১৯ জনমাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদি মধ্যে সরকারী চাকর ৫২৫। জন এই ৫২৫ জ মধ্যে হাইকোর্টের জজ একজন, ডিষ্ট্রীক্ট জজ এক সবজজ ৩৪ জন, মুন্সেফ ১৬০ জন, জয়েন্ট মাজি

লাভ করত) দুই জন, আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট
জন, ডেপুটী কালেক্টার ৫৩ জন, অতিরিক্ত সহ-
কারী কমিশনর ১৫ জন, শিক্ষাবিভাগে ১৬৮ জন,
ৎসার ২ জন, ইঞ্জিনীয়ার ৮ জন, আসিষ্টাণ্ট
ীলর ২ জন, রেজিষ্ট্রার ১ জন, পুলিষে একজন,
বিভাগে ৬ জন, অনুবাদক ১২ জন, দোভাষী
জন, পুস্তকাধ্যক্ষ ছইজন, কেরাণী ৪৫ জন,
র ২ জন, তহশীলদার একজন, চাপরাশী
জন, পেন্সনভোগী তিন জন, মোট এই ২২৫

শ্যালিকা বিবাহ-বিধির বিরুদ্ধে পঁচিশ হাজার
ী একখানি আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।
আবেদন পত্রখানি লর্ড সভায় প্রদান করা

ব।

ভযুতে কতকগুলি মুসলমান গরু কাটিয়াছিল
া তাহাদিগের প্রত্যেকের ১৪ বৎসর কারাবাসের
দশ হইয়াছে। এই জন্য তথায় একটী গোলযোগ
তেছে।

লণ্ডন হইতে একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন
মহারাজ দলীপ সিংহ ছর্টবির সভ্য হইবার
প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি
স্ লিয়ান চাপলে পাঁচশত টাকা দান করিয়া
সভ্য হইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে যে, ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের
গাড়ি ও অন্যান্য সাধারণ ট্রেণের ভাড়া একই
মের করা হইবে। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে
চনা করিতেছেন।

কলিকাতা পুলিষের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিচার্ড-
গুপ্ত সম্বর ৬ই মাসের অবকাশ গ্রহণ করিবেন,
র পদে কে নিযুক্ত হইবেন, তাহা এখন স্থির
নাই।

পবর ভেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর
অনারেবল সায়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর
ম গবর্ণমেণ্টের জন্য একখানি বিধিপুস্তক
ন করিতেছেন। তিনি না কি এতন্নিমিত্ত
০০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

শুনা যাইতেছে, আমাদিগের বড় লাট বাহাদুর
কি প্রেস কমিসনারের পদ বাহাল রাখিতে ইচ্ছা
য়াছেন।

কলিকাতার জাতীয় মুসলমান সভা ছোট লাট
দুরের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ
য়াছেন। মুসলমানদিগের পর্ব্বোপলক্ষে কলিকা
রেবিনিউ ও মফস্বলের ফৌজদারি আদালত
বন্ধ রাখিবার জন্য আবেদন পত্রে প্রার্থনা করা
য়াছে।

ডেরাডুনে ফিঙ্ক নামে এক সাহেব তাহার খান

সামাকে অতি সামান্য দোষের জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহার করে, তাহাতে উহার সাংঘাতিক আঘাত লাগে। উহাকে চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হয় তথায় সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এদিকে পুলিস ফিঙ্ক সাহেবকে ধরিবার চেষ্টা করাতে সে পলায়ন করিয়াছে।

গত বৎসরে মহীশূর রাজ্যের ১ কোটি আট লক্ষ টাকা আয় এবং ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

নিম্ন লিখিত স্থান সমূহে রেলওয়ে প্রস্তুত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। (১) মধ্য ভারতবর্ষে সীতারামপুর হইতে বিলাসপুর পর্য্যন্ত, (২) দাউদকান্দি হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত, (৩) দাউদকান্দি হইতে কাছাড় পর্য্যন্ত, (৪) পুরী, কটক ও সম্বলপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে (৫) বুন্দেলখণ্ডে ঝাঁসি হইতে বারগড় পর্য্যন্ত (৬) মহীশূর হইতে পিরাইপাটনা পর্য্যন্ত, (৭) বেলারি হইতে গুটুর পর্য্যন্ত, (৮) বেরিলি হইতে ভাসগঞ্জ পর্য্যন্ত, (৯) মিরট হইতে মোরাদাবাদ পর্য্যন্ত, (১০) বেরিলি হইতে পিলিভিত পর্য্যন্ত, (১১) লক্ষ্ণৌ হইতে সীতাপুর পর্য্যন্ত।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ কিছু দিনের জন্য মেদিনীপুরের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সাহেবের জরিপী ভূমি সকলের চিহ্ন করিয়া দিবার নিমিত্ত সেটেলমেণ্ট বোর্ডের অধীনে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আহম্মদ গোয়ালন্দে বদলী হইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহেশচন্দ্র সেন মালদহে সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

পাকুড়ের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোপীকৃষ্ণ লাহা রাজমহলে বদলী হইলেন।

রঙ্গপুরের সব ডেপুটী কলেক্টার এস, এল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসাহীতে বদলী হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট কমিশনর লেডফোর্ড সাহেব হাজারিবাগের অন্তর্গত গিরিদের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরায়ের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ও, টি; ব্যারো ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য ও রাজস্ব বিভাগে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

ভাগলপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী গোলাম আলী ঐ জেলার ঘাটোয়ারী কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

এচ, সিলন গয়ার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন। ইনি ফৌজদারী আইনের ২২২ ও ৩০৭ ধারা অনুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

এ, ডবলু ম্যাকি সোহারডগার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ এচ, ম্যাকফারসন পাবনা ও বগুড়ার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগের প্রতিনিধি অস্থায়ী সেক্রেটারি ই, এন, বেকার ২৪ পরগণার সদর ষ্টেষণের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

সি, এস বেলি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটারি হইলেন।

সাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, ওয়ার এডগার ১ মাস দিনের জন্য প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

রাজমহলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এন্সলি ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ভাগলপুরের প্রতিনিধি ২ য় সুবর্ডিনেট জজ বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র বর্দ্ধমানের অ'ডিসনাল সুবর্ডিনেট জজ হইলেন। ময়মনসিংহের প্রতিনিধি আডিসনাল সুবর্ডিনেট জজ বাবু দ্বারকানাথ মিত্র ভাগলপুরের সুবর্ডিনেট জজ ও ৩ য় শ্রেণীর ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ভাগলপুরের অন্তর্গত সাঁকার মুন্সেফ মৌলবী আমীর আলী খাঁ ১ ম শ্রেণী, যশোহরের মুন্সেফ বাবু সতীকান্ত মল্লিক ১ ম শ্রেণী, ময়মনসিংহের অন্তর্গত হোসেনপুরের মুন্সেফ বাবু মাধবনাথ মুখোপাধ্যায় ৩ য় শ্রেণী, চট্টগ্রামের অন্তর্গত মীর সরাইয়ের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু নলিননাথ মিত্র ৪ র্থ শ্রেণী, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের মুন্সেফ বাবু অশ্বিনীকুমার গুহ ২ য় শ্রেণী, ত্রিপুরার অন্তর্গত মোহাদনগরের মুন্সেফ বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বাবু মুরারীলাল সোম শ্রীহট্টের অন্তর্গত সুনামগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন। ইনি ৪ র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত নেলফামারির মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ য় শ্রেণীতে, দক্ষিণ শ্রীহট্টের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় ৪ র্থ শ্রেণীতে, নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাটের মুন্সেফ বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু ৩ য় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজের পদে উন্নীত হইলেন এবং ময়মনসিংহের আডিসনাল সুবর্ডিনেট জজ হইলেন। ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভাঙ্গরগুছাড়ার মুন্সেফ বাবু বঙ্গবিহারী সোম ছয় দিনের নিমিত্ত ১ ম শ্রেণী, চট্টগ্রামের মুন্সেফ বাবু দুর্গাচরণ দে ২ য় শ্রেণী, নেলফামারীর ২ য় মুন্সেফ বাবু গোবিন্দচন্দ্র দে ১ শ্রেণী, বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ৪ র্থ শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন এবং ছোট আদালতের অন্তর্গত লে হারডায় থাকিবেন, ইনি ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের [illegible] অক্ষয়কুমার মিত্র ময়মনসিংহের সদর ষ্টেষণে, বাবু গোপালচন্দ্র

। শাখরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুরের মুন্সেফ হইলেন
বোজপুরের ২য় মুন্সেফ বাবু কালীপ্রসন্ন বসু বাকীখাজনার
কদ্দমা ও ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা
ালীর মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত বাখরগঞ্জের অন্তর্গত দক্ষিণ সাহাবাজপুরের,
লেক্টরের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী কটক সদর
ংগো, শ্রীহট্টের অন্তর্গত সুনামগঞ্জের মুন্সেফ বাবু ভুবনমোহন
ায় যশোহরের অন্তর্গত সাতক্ষীরার, সাতক্ষীরার প্রতিনিধি
গক বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র রাণাঘাটের ও বাবু গোপালচন্দ্র
ে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পটুয়াখালীর মুন্সেফ হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

বালেশ্বর।

দেখিতে দেখিতে উড়িষ্যায় নূতন বৎসর উপস্থিত হইল। ১২৮৯ সাল গত এবং ১২৯০ সাল উপস্থিত। বঙ্গদেশে যেমন বৈশাখ মাস হইতে নব বর্ষের আরম্ভ হয়, উড়িষ্যায় সেরূপ না হইয়া কার্ত্তিক মাসে অথবা অশ্বিন মাসে (যে মাসে ইন্দ্রধাবণী হিবে) শুমিয়ার দিবস হইতে বৎসর আরম্ভ হয়। এই শুমিয়ার (ইন্দ্রধাবণী) দিবস জমিদারদিগের প্রজার নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ লাভ হইয়া থাকে।

দেহুড়দায় একটী রোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে: তত্রত্য কাশী বারিক নামক একজন কোরাণ ৯. ১ বৎসর বয়স্ক একটী ব্রাহ্মণ-বালকের নিকট গিয়া বলিল "একবার আয় ত ভাই, আমি অমুক স্থানে কাঠের বোঝাটী ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহা ভারী হওয়াতে আমি উঠ হতে পারিতেছি না, একবার বোঝাটী আমার মাথায় উঠাইয়া দিবি আয়।" নিরীহ ব্রাহ্মণ-বালক তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া কাঠের বোঝা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাতে গমন করিল। এইরূপে কাশী বারিক তাহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত করিয়া বলিল, এখানে কাঠ নাই, পচু ঘোড়ুয়ের বাড়ীতে কাছ সেখান হইতে আনিব। এই কথা বলিয়া সে ব্রাহ্মণ বালককে পচু ঘোড়াইয়ের বাড়ীতে লইয়া গেল। উক্ত বাড়ী পচু ঘোড়ায়ের বাস্তু নহে, তথায় এক খানি কুঁড়ে ঘর ছিল, কাশীবারিক বলিল, এই ঘরে জ্বালানি কাঠ আছে, তুই এই ঘরে আয়। যেমন শিশুটী সে ঘরে গেল, পাপাত্মা অমনি তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া তাহার গলায় পা দাবাইয়া দিল এবং তাহার পেটে বারম্বার লাথি মারিতে লাগিল। বালকটী লাথির আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইল। বালকটী মরিয়াছে মনে করিয়া ঐ পাপাত্মা তাহার হস্তের বলয় দুই খণ্ড কাড়িয়া লইল। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া উপস্থিত কাস্তিয়া দ্বারা তাহার গলা ও ঘাড়ের চারি পাশ কাটিয়া দিল এবং বাঘে মারিয়াছে লোকে এই কথা রাষ্ট্র করিবে বলিয়া ধড়ের খোল কাস্তিয়া দ্বারা খুঁড়িয়া দিয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে বালকের কণ্ঠনালীতে কোন আঘাত লাগে নাই। পরে বালক সচেতন হইলে সে অতি কষ্টে আসিয়া পথপার্শ্বে পড়িয়া রহিল। তাহার ভাই, মাসী প্রভৃতি সকলে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া গৃহে লইয়া পুলিষে খবর দিল। বালক উপরি লিখিত সকল কথা তাহাদিগকে বলিয়াছে। এক্ষণে বালেশ্বরের হাঁসপাতালে আসিয়া বালকটী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। পাপাত্মা কাশীবারিক হাজতে আছে।

জামালপুর।

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত আফ্‌তাবচন্দ্র মহতব বাহাদুর আমাদিগকে রামায়ণ ও অপরাপর একাদশ খণ্ড গ্রন্থ প্রদান করায় আমরা তাঁহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। উক্ত গ্রন্থসমূহ অতি সরল ও সুললিত ভাষায় অনুবাদিত ও রচিত হইয়াছে।

এবার মুঙ্গেরের রামলীলা বোধ হয় কিছু সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। কারণ রেলওয়ে বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানা গেল ঐ দিন জামালপুর হইতে মুঙ্গেরে যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য চারিখানি অতিরিক্ত ট্রেনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

বহু দিবস অবধি জামালপুর হইতে মুঙ্গের নব লইয়া যাইবার জন্য ষ্টীম ট্রলি প্রস্তুতের প্রস্তাব করা হইয়াছিল; সম্প্রতি তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দিবস একখানি ট্রলি ওয়ার্ক সপ হইতে প্রস্তুত হইয়া বাহির হয়, সেই দিনই একজন ভদ্রলোক পুত্র ও পরিবারবর্গকে অকূল শোক সাগরে নিমগ্ন ও নিরাশ্রয় করিয়া ট্রলি আরোহণে মুঙ্গের যাত্রা করিয়াছেন। পূজার বন্ধে যাঁহারা বাটী গিয়াছিলেন এক্ষণে একে একে জ্বরাক্রান্ত হইতেছেন। মড়া ফেলা ট্রলি রাখিবার স্থান করি সভা গৃহে হইয়াছে। আহা! হরিসভার ভাগ্যে শেষে এই হইল!

পূজার বন্ধে আমরা কয়েক বন্ধু একত্র হইয়া তীর্থযাত্রা করিয়াছিলাম। যেদিন জামালপুর হইতে রওনা হই লক্ষ্মীসরাই ষ্টেসনে যাইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কারণ ঐ স্থানে লুপলাইন ট্রেনের যাত্রীদিগকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতে হয়; অথচ থাকিবার কোন স্থান নাই। যাত্রীগণ প্রায়ই রজনীতে বৃক্ষতলে অথবা পথি পার্শ্বে বসিয়া নিদ্রে কষ্টভোগ করে। আমরা অদৃষ্টক্রমে যদিও একটী বাঙ্গালী নির্ম্মিত হোটেলে বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তৎপূর্ব্বে অতিরিক্ত বর্ষা ও প্রবল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় ঘরগুলিতে এমন জল উঠিতেছিল যে, সেই জলের উপর তিন ঘণ্টাকাল অতি বাহিত করিয়া বাস্ত রোগাক্রান্ত হইতে হইয়াছিল। রেলওয়ে কোম্পানী অনেক সহায় করিয়া থাকেন অতএব লক্ষ্মীসরাই ও মোকামা ষ্টেসনে যাত্রীদিগের অবস্থিতির জন্য যদ্যপি এক একটী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দেন বিশেষ উপকার করা হয়। আমরা লক্ষ্মীসরাই হইতে তৎপর দিন বাঁকীপুরে যাইয়া উপস্থিত হই। কিন্তু আমাদিগের যাত্রার এমনি গুণ উপস্থিত হইবামাত্র গয়ার ট্রেণ মিস হইয়া যায়। সুতরাং একটী ট্রেণে আরোহণ করিয়া সুন্দর ক্ষুদ্র ও পরিষ্কার দুই এক খানি গ্রাম দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণে গয়ার সুন্দর দৃশ্য আমাদিগের নয়নপথে পতিত হয়। এবং তাহার পর্ব্বতশ্রেণী ও তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তী দর্শনে মনে অভিনব ভাবের উদয় হয়। আমরা সকলে ষ্টেষণের বাহিরে যাইয়া কয়েকখানি শকট ভাড়া করিয়া আরোহণ পূর্ব্বক নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে গয়াধামে প্রবেশ করি।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।

নীতিসার প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১

ঐ দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্দ্দশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১

নীতিসার তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১

বিবেকবিলাস (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১

গ্রীসের ইতিহাস (এরূপ ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প প্রকাশিত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পটোলডাঙ্গার সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
ইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
াদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত
পদ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত
কানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
ারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
ারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০
না; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ
ুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৯৭ নং
লজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ
ু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালী-
টের বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় আমা-
র অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
জন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
হক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
ছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
ঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
লীঘাটে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
ক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে
সিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার
াগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত
ভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত
চিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া
ষধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের
ল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অর্দ্ধ
ানার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাব-কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম, সরক্ত ও খড়িজলবৎ প্রস্রাব নির্গত হইলে ও মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা এই সকল রোগ জনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহস-পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়মে সেবন করিলে শরীরে নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন হয় এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, হৃৎকম্প, শরীর যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃ-পীড়া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবনস্বভাবসুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আন্তরিক নির্গম, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকলের আশু শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে। অস্মদ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে যতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জলস্রা পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দি পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জ প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রা প্রভৃতি এই সকল রোগ সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূ নষ্ট হইয়া থাকে।

একপোয়ার মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে মহোদয় প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এস

" " অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ

" " দুকড়ী ঘোষ। ঐ

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ

কলিকাতা।

" " ধর্ম্মদাস বসু। ঐ

" " বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ

ঢেকানল কটক

শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন

বর্দ্ধা—মার্গ।

" " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।

" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।

" " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডে
কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা

মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রে
রাণীগঞ্জ।

ধাত্রী শিক্ষাকার ডাং শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সা
বলিয়াছেন " এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ প
যত পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব
এইটীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়। " জ
পণ্ডিত বলিয়াছেন " ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, তাহ
ইহার নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত।"

প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১০, কমিশন্ শত
১৫। এক ডজনের নীচে কমিশন্ নাই।

তা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ আমার নিকট পাওয়া
।

শ্রী তারাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অদ্ভুত-দিগ্বিজয়।

Adventures of Quixote.

মূল্য দেড় টাকা।

নং ৯৭ কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "আয়ুবন্ধন" ছই খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল
।৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক
ন-বাঞ্ছির নিকট এই পুস্তক ছই খণ্ড থাকা
শ্যক।

(২) "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ।
লা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল
।৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ন থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের
শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
াবয়বের পীড়া ঋতির আরোগ্য ও প্রসব
াদি নিরিখে করাইয়া আমাদিগকে বিশেষ উপ
করিতেছেন।

জল-কোরও, মাংস-কোরও, ও মৃতসিলা, (ব
ী) রোগ প্রভৃতির অদ্ভুত চিকিৎসা রোগীর গৃহে
া করেন।

প্রসব সম্বন্ধের সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহা
াত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ
পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয়
আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ
ার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ
হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্ত
পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল,
পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি
উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বায়ে ও
পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

ছই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং ষ্ট্রীট শ্যামপুকুর কলিকাতা।

এই চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার
ঔষধ পাওয়া যায়। ইদানীং আমরা বহুবিধ নূতন
ঔষধ আবিষ্কার করিয়া দুর্দ্দম চিকিৎসাদ্ভূত পীড়া
সকল অল্প সময়ে আরোগ্য করিতেছি। আমাদের
চিকিৎসাপ্রণালী ও ঔষধ সকলের গুণের পরীক্ষা
আমাদের ১২৮৯ সালের বিনপত্রিকা সহ ঔষধের
তালিকা পত্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন। এই
তালিকা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

যোগসিদ্ধ রস। ইহা সেবনে সপ্তাহ মধ্যে সকল
প্রকার মেহ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২ টাকা।
প্যাকিং ৵০।

সঞ্জীবনী রসায়ন। ইহা সেবনে ধাতু তরল, শুক্র-
ক্ষয়, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও হস্তপদাদি পীড়া সকল আরোগ্য
হয়। ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

তৃতীয় সংস্করণ।

অদ্ভুত রহস্য।।—মাসিক পত্র।

(১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাকখরচ ১৸৵০ আনা
মাত্র। গ্রাহক মহোদয়গণ! কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে
প্রথম হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।।

কার্য্যসম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

(কলিকাতা নথ সুবার্কুলর রোড নং ২ নং কার্য্যালয়।)

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!

সেবনাল্লভ্যতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে
পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি
জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও
উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ
ষ্ট্রীটে ৩২। ৩৩ নং ইম্পিরিএল ড্রগিষ্টস হলে প্রস্তুত
এবং বিক্রীত হয়।

দেড় পোয়া বোতলের নগদ মূল্য ৸৵০ ও ডা
প্যাকিং খরচ ।৵০ একুনে এক টাকা চারি আনা ম

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি,
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের
প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদামোহন রায়চৌধুরী—টেপা
" " নলিনাথ বড়ুয়া—আসাম
" " গিরিশচন্দ্র সরকার—বর্দ্ধমান
" " অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী—পাঁচড়িয়া
গ্রাম
" " রামদাস ঘোষ—কৃষ্ণনগর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকম
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডা
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টীকট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা তাহার পর ।৵০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঁদড়িপোতা কলক্রম যন্ত্রে শ্রীকেদা
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ ভাগ। " প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন শীর্য্যতাং " ১ সংখ্যা।

প্রম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত
াকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ৫ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮২। ২০ এ নবেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ প
মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

এই আশ্চর্য্য মহাপুরাণ মূল ও অনুবাদের সহিত
করমা করিয়া এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হই-
ছে। গ্রাহকগণের পক্ষে প্রতি সংখ্যার মূল্য
আনা, মফস্বলে অগ্রিম প্রতি দ্বাদশ সংখ্যার
৩ টাকা, ডাক মাসুল লাগিবে না। একাদশ
া প্রকাশিত হইয়াছে। যাহার গ্রাহক হইবার
হয়, তিনি কলিকাতা পটোলডাঙ্গাষ্ট্রীট ২৩ নং
ন্ত যন্ত্রে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্নের নিকট
ম মূল্য প্রেরণ করিলেই রীতিমত পুস্তক প্রাপ্ত
বেন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে
দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা মূল ও মৎ পিতা-
৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত টীকার সহিত বাঙ্গালা
রে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। সাধারণের সুবিধার
এবারে মৎকৃত বাঙ্গালা অনুবাদও সন্নিবেশিত
াছে। মূল্য ১৷৷০; অগ্রিম ১৷৷০ টাকা। গ্রহণেচ্ছু-
নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দ্বারা মূল্য পাঠাইলেই
ক প্রাপ্ত হইবেন। ইতি—

কাতা বহির সিমুলীয়া
ষ্ট্রীট ৭২ নং বাটী। } শ্রীযজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রুভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হই-
য়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল
গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব
লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা
প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ।
গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট
এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে
গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউল্‌স
এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে-
বের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ
তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া
থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায়
বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের
উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ
তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে
ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস
(অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন
করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত
প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা
সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য
কারক।

অজীর্ণতা। পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান। সবমন শিরঃশূল
পেট সাঁটিয়া ধরা। পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা। যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য। গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির টবিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বি
কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশু
এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গুরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহা
ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔ
দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রে
বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত
আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রধা
নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবা
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!
পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটস্, বুড়ো, পু
কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, স্ব
ভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক কা
সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্প
গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শি
মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের স
পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে
ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আয়া
কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌ
রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রেরিতপত্র।

গয়াবাসীর লঘুচেতনা।

অদ্য গয়া সহর আনন্দের বাজার। লোক সকল আনন্দিতচিত্তে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছে। পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তার মধ্যে মধ্যে সকল প্রস্তুত করা হইয়াছে। গেটের কালের বস্ত্রের একরঙ্গা বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত। তদুপরি সুবর্ণ থরে থরে গ্রন্থিত হওয়ায় মনোহর শোভা ধারণ করিতেছে। সহরের অন্ধকার তিরোহিত হইয়াছে। সহরটী আলোকমালায় আলোকিত, প্রতি পল্লিতে, প্রতি গৃহে, প্রতি রাস্তায় উৎসব-চিহ্ন। প্রতি স্থান সুসজ্জিত। সাহেব-পল্লী দ্বিতীয় কাননবন। আমোদের সীমা নাই। এ দিকে আদালতের ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। রাজা, রায় বাহাদুর, জমীদার মহাজন গয়ালী প্রভৃতি লোক-দিগের নিকট হইতে ব্যক্তি বিশেষের ন্যূনাধিক হাজার, পাঁচ শত, দুই শত, একশত, পঞ্চাশ, পঁচিশ, এইরূপ চাঁদা আদায় হইতেছে। মফস্বলের রাজা রাজড়ারা সমাগত হইয়াছেন। সহরে যথেষ্ট লোকসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। মেওয়া ও মিঠাই প্রভৃতি উপহারদ্রব্যাদি লইয়া ভাববাহকগণ অনবরত গতিবিধি করিতেছে। কেহ কেহ শকট পরিপূর্ণ করিয়া উপঢৌকন পাঠাইতেছেন। এবার মিউনিসিপাল কমিশনরের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহাদের শুল্ক টাক্স আদায়, টাক্স বৃদ্ধি করাই কার্য্য ছিল, সম্প্রতি তাঁহারা সহরে রাস্তাঘাট অপরিষ্কার রহিয়াছে, কোন্ স্থান আলোকের যোগ্য, কোথায়ও কোন প্রকারের দুর্গন্ধ হইতেছে কি না, তাহাই পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। রাস্তায় আলোক-সংখ্যা বৃদ্ধি, স্থলবিশেষে নূতন আলোক প্রদান করা হইয়াছে। পূর্ব্বে রাত্রি কালে অন্ধকার পথিকের সঙ্কট ছিল। রাস্তা অপরিষ্কার থাকায় গমনাগমন করিতে লোকের পদস্খলনের আশঙ্কা জন্মিত। গলি সকল এরূপ কদর্য্য অপরিষ্কার ছিল যে, অন্ধকারে কি অন্ধকার চলিলে বিষ্ঠা মূত্রের ভিতর পতিত হইবার প্রতি পদবিক্ষেপে শুরুতর আঘাত পাইবার সম্ভাবনা ছিল, এক্ষণে আর সেসব কিছুই নাই! চক্ষু মুদিত করিয়া পথে চলিয়া যাও, কোন ভয় নাই। অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিয়া গেলেও চক্ষুর ভিতর আলোক প্রবেশ করে, গমনের কোন প্রকার বিঘ্ন জন্মে না। এ সহরের এ অবস্থা কেন? এই দরিদ্রদেশে এত আমোদ উৎসব কিসের? আমাদের রাজ-প্রতিনিধি রিভার্স টমসন বাহাদুর গয়ায় আসিয়াছেন। তদুপলক্ষে এই মহোৎসব, এই আমোদ, আহ্লাদ, অপব্যয়। ছোট লাট সাহেব কি এইরূপ অর্থব্যয় দেখিতে ভালবাসেন? এবম্বিধ ক্ষণিক উৎসবে পরিতৃপ্ত হন? তিনি কি এই সুখা আমোদ উপভোগ করিতে বা উপঢৌকন প্রাপ্তির আশায় এখানে আসিয়াছেন? বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধির উপর সে কলঙ্ক আরোপ করিতে কে সাহসী হইবে? রাজা বা রাজপ্রতিনিধিরা যে জন্য মফস্বল ভ্রমণ করেন, তিনিও সেই উদ্দেশ্য আসিয়াছেন। ছোট লাট সাহেব স্থানীয় অবস্থা, স্থানীয় অভাব জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। যে জন্য এ দেশে আগমন করিলেন, তাহা কি তিনি জানিতে পারিলেন? সেরূপ ত বোধ হয় না। তিনি যাহা দেখিলেন, যাহা জ্ঞাত হইলেন, তাহা প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি লোক সকলকে সুসজ্জিত দেখিলেন, আমোদ প্রমোদে নিরত দেখিলেন, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিলেন, প্রতি গৃহ সুশোভিত দেখিলেন, গয়াকে আনন্দের হাট, উৎসবের ক্ষেত্র, সুখের ভাণ্ডার দর্শন করিয়া গেলেন। যখন তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি স্বল্প আর বিশিষ্ট সম্ভ্রান্তবংশীয় কতিপয় ভদ্রলোকের উপর নিপতিতের পথ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ করা হইয়াছে, তখন দরিদ্রের আর্ত্তনাদ দুরবস্থার ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার শ্রবণ ও প্রত্যক্ষীভূত হইবার সম্ভাবনা কি? রাজা বা রাজপ্রতিনিধি দর্শন, প্রজার পক্ষে আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। সুতরাং লোকের মনে আমোদ আহ্লাদ হইবারই কথা। তাহাতে আবার মহাত্মা টমসনের ন্যায় উদার চরিত্রের রাজ-প্রতিনিধির সন্দর্শন। তবে "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।" অধিক কিছুই ভাল নয়। আনন্দ মনের বৃত্তি। অত্যধিক বাহ্যাড়ম্বর করিয়া অর্থব্যয় অর্থ শ্রাদ্ধ না করিলে যে আহ্লাদ হয় না এমত নহে। আমরা ত রাজভক্তি বা রাজদর্শনোদ্ভূত আনন্দের জন্য এতাধিক অর্থক্ষয় বঙ্গ ভূখণ্ডের আবশ্যক দেখি না। তবে যদি ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন বা তোষামোদ নিমিত্ত এই ব্যয় হইতে থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাও বলি, যেখানকার বহু সংখ্যক লোক অন্ন বস্ত্রের জন্য ক্লিষ্ট ও লালায়িত, তথাকার ধনীদিগের এতাদৃশ অপব্যয় সুখদৃশ্য নহে। যাহারা প্রতিবাসী বা আশ্রিত লোককে একমুষ্টি অন্নদানে বিমুখ, শীতার্ত্ত ব্যক্তিকে একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্র প্রদান করেন না, যাঁহাদের সম্মুখে সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র নিত্যোপবাসী, তাঁহাদের কি দুই দিবসের নিমিত্ত এত অপব্যয় শোভা পায়?

ইংরাজেরা যে উৎসব করিতেছেন, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন, একজনের অর্থ অপরের ব্যয় করিতে কষ্ট কি? তাঁহারা অল্প দিনের জন্য স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়াছেন। অথবা ভারতের সহিত তাঁহাদিগের অর্থগত সম্বন্ধ তাঁহাদিগের সঙ্গে দেশীয় লোকের তুলনা হয় না। আমরা ধনী মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যে সকল ইংরাজের সমধিক মোদী হওয়ার ও মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এতাদৃশ ব্যয় বেশন করিতেছেন, সেই সমস্ত ইংরাজ এই উৎসব উপলক্ষে কয়টী টাকা চাঁদা দিয়াছেন? নিজ হইতে কয় পয়সা ব্যয় করিয়াছেন?

প্রসঙ্গানুরোধে এস্থলে আর একটী দুঃখের কথা উত্থাপন করি। গত পৌষ মাস হইতে কতিপয় ভদ্রলোকের প্রযত্নে গয়াতে একটী বৈদিক বিদ্যালয় সংস্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। উদ্যোগী ব্যক্তিরা এই কার্য্যের সাহায্য প্রত্যাশায় লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অনেক কষ্টে যে কিছু টাকা সংগৃহীত হয়, তদ্দ্বারা পাঠশালাগৃহ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কথঞ্চিৎ গাঁথনির পর সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হওয়ায় নির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ রহিয়াছে। আজ যদি পৃথিবী হইতে সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিলোপ হইয়া যায়, তবে সেই সঙ্গে জগতের নিকট হিন্দুজাতির আস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যাইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগকে কে চিনিত, কে গণিত, যদি সুমধুর সংস্কৃতভাষা ও পবিত্র বেদাদি গ্রন্থনিচয় না থাকিত? পূর্ব্ব পুরুষদিগের অতুল সম্পত্তিও আমাদের পরিচয়ের স্থল। সেই সংস্কৃতভাষা এবং সংস্কৃতগ্রন্থ, তাহারই রক্ষার নিমিত্ত, তাহারই অনুশীলনোদ্দেশে কিঞ্চিৎ দানে যাঁহাদের হস্ত বদ্ধ, তাঁহাদের অপব্যয়ে হস্ততা কি লজ্জার বিষয় নহে? যে দেশের লোক সৎকার্য্যে দান করিতে কাতর, অসৎ অপব্যয়ে উৎসাহী, সে দেশের উন্নতি কোথায়? উপরে যে ধনী মহাশয়গণের অর্থাপব্যবহারের উল্লেখ করিলাম, তন্মধ্যে অনেক ব্যক্তি ঋণজালে এরূপ জড়িত যে, অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদের পথের ভিখারী হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ইহাতেও তাঁহাদের চৈতন্য নাই। ধন্য প্রভুপ্রিয়তা, ধন্য চাটুকারিতা-প্রবৃত্তি!!!

গয়া। শ্রীঃ—

সোমপ্রকাশ

৫ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

সোমপ্রকাশের জন্মবৎসর।

সোমপ্রকাশ ষড়বিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। আজ আমরা ষ্টশটী জন্মগ্রন্থি বন্ধন করিলাম। এ দেশে আছে, জন্মবৎসরে উৎসব করিতে হয়। ীশ্বরের কৃপায় ও গ্রাহকগণের অনুগ্রহে সোম- াশ আজও যে জীবিত আছে, এই আমাদের মহোৎসব। এই উৎসবেই আজ আমাদের উদ্বেলিত হইতেছে। এ দেশে দেশীয় ভাষার াদপত্রের জীবনরক্ষা করা অতি দুরূহ। ইহার ক বিঘ্ন,অনেক বিপদ, অনেক উপদ্রব। প্রথমতঃ র লোকের ইহার প্রতি তাদৃশ অনুরাগ নাই। কে সংবাদ পত্রের উপকারিতা উপযোগিতা ও গ্রহে সমর্থ নন। তাঁহাদের ইহার প্রতি সবি- উপেক্ষা আছে। দেশের উন্নতির সহিত াদ পত্রের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা তাহা তে পারেন না, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আবার ীয় ভাষায় লিখিত বলিয়া দেশীয় সংবাদ পত্রের রব করেন না। ওদিকে রাজপুরুষেরা দেশীয় াব সংবাদ পত্রের প্রতি খড়্গহস্ত। দেশীয় ার বর্ণ ও শব্দগুলি তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় তাঁহা- ার গাত্রে বিদ্ধ হয়। ও ডনেল সাহেব ভারতীয় পুরুষদিগের সে অন্যায় অনুচিত ও সপক্ষপাত কারের কথার উল্লেখ করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট র সে দিন বক্তৃতা করিয়াছেন,সেগুলি যদি দেশীয় াদপত্রে প্রচারিত হয়, তাহা হইলেই রাজপুরুষ- গের মাথায় ধুলা ছড়াইয়া দেয়। এই অপরাধে মপ্রকাশ রাজপুরুষদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিল, াদিগের হস্তেই আবার জীবিত হইয়াছে। ীয় সংবাদ পত্রের যে কত দুর্জ্জয়নীয় বিঘ্ন ও ত্তি, পাঠক তাহা এখন বুঝিতে পারিলেন। সঙ্কটেও সোমপ্রকাশ যে জীবিত আছে, তাহার রণ কেবল জগদীশ্বরের করুণা ও গ্রাহকগণের কৃপা- । অতএব আজ আমরা বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে ত সহস্র ধন্যবাদ দিলাম।

" জীবন নবোভদ্রাণি পশ্যতি।" মানুষ চিয়া থাকিলে অনেক মঙ্গল দেখিতে পায়। মপ্রকাশের জন্মলাভ অবধি এ পর্য্যন্ত অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এটী আমাদের অনল্প লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহাদের সহিত সোমপ্রকাশের সম্বন্ধ আছে, অগ্রে তাঁহাদের বিষয়ের উল্লেখ করাই কর্ত্তব্য। ইহার জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় অল্পমাত্র সংবাদপত্র ছিল। তাহাও জীবন্মৃতপ্রায়। অধিকাংশ সংবাদপত্র পক্ষধর্ম্ম পিপীলিকার ন্যায় ক্ষণমাত্রে উদিত হইয়া বিলীন হয়। যে কয়খান জীবিত ছিল, তাহার মধ্যে প্রভাকর ভাস্কর চন্দ্রিকা ও সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয় প্রধান। ইহাঁদের লিখিবার রীতি ও প্রণালী স্বতন্ত্র ছিল। রাজনীতি সম্বন্ধে ইহাঁরা প্রায় হস্ত ক্ষেপ করিতেন না। সোমপ্রকাশের স্বর শুনিয়া ইহাঁদের স্বর পরিবর্ত্ত হয়। এক্ষণে সাধারণী ভারতমিহির, সহচর, নববিভাকর, সুলভ, বঙ্গবাসী প্রভৃতি অনেক গুলি নূতন সমাচার পত্র হইয়াছে। সেগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠও হইয়াছে। এটী মঙ্গলকর পরিবর্ত্ত সন্দেহ নাই। ইহাতে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, বলিতে পারি না। নূতন সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠাই যে আমাদের একমাত্র আহ্লাদের কারণ তাহা নয়, লোকের মতি পরিবর্ত্ত হইয়াছে। দেশের প্রতি মায়া ও দেশের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে কখন এরূপ মতি পরিবর্ত্ত হয় না। সমাচার পত্র দেশের উন্নতির প্রধান দ্বার। এখন আমরা দেখিতেছি অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ লোকে সাহায্যদান দ্বারা সেই দ্বার প্রশস্ত করিয়া সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে স্বদেশ মধ্যে প্রবেশিত করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়াছেন। এটী আমাদের অনাময় আনন্দের কারণ। সোমপ্রকাশের জন্ম অবধি এ পর্য্যন্ত এই চাল্লিশ বৎসরের মধ্যে রাজনীতি সম্বন্ধেও বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের রাজপুরুষেরা এ দেশীয়দিগকে উচ্চতম পদদান বিষয়ে নিতান্ত বদ্ধমুষ্টি হইয়াছিলেন, কিন্তু এই চাল্লিশ বৎসরের মধ্যে মুষ্টি অনেকটা শ্লথ করিয়াছেন। আমরা ভারতবাসিদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভাপদে অধিষ্ঠিত দেখিলাম, উচ্চতম আদালতের বিচারপতি পদও ইহাঁদিগের লভ্য হইয়াছে, জিলার ও কলিকাতার ছোট আদালতেও ইহাঁরা আসন লাভ করিয়াছেন; অন্য অন্য উচ্চতম রাজকর্ম্মগুলিও ইহাঁদিগের হস্তগামী হইবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছে। আর একটী বিশেষ আনন্দের বিষয় এই, রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকে এখন অন্যায় ও সপক্ষপাত ব্যবহারের অনুসরণে লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। যাহাতে এ দূষিত ব্যবহার দূরীভূত হয়, সে চেষ্টাও করিতেছেন। এ দেশীয়েরা যদি অন্তরের সহিত যত্নবান হন, রাজপুরুষেরা যে দীর্ঘকাল এ দেশীয়দিগকে কোন বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখিবেন এরূপ বোধ হয় না। আমাদিগের রাজপুরুষগণের স্বভাব এই, যাঁহারা তাঁহাদিগের কোমর ধরিয়া টানাটানি করিতে পারেন, তাহাদিগের প্রতিই তাঁহারা প্রসন্ন হন।

বিদ্যা বিষয়ক উন্নতির ত কথা নাই। অ ১৮৫৮ অব্দে এ সম্বন্ধে যে উন্নতি দর্শন করিয়াছিল তাহার সহিত এক্ষণকার উন্নতির তুলনা করি যুগান্তর উপস্থিত বলিয়া বোধ হয়। প্রখর রৌদ্র ও দীর্ঘ অনাবৃষ্টের পর বৃষ্টিপাত দর্শন করি মনে যেমন আনন্দোদ্গম জন্মে, বিদ্যা বিষ উন্নতি দর্শন করিয়া হৃদয় তেমনি আনন্দে নবীনু মান হইতেছে। ফলতঃ অধিকাংশ বিষয়ে আ দেব প্রীতিকর শুভ পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, কেবল এ বিষয়ের পরিবর্ত্ত দর্শন করিয়া আমাদের বিষম প তাপ জন্মিতেছে। সামাজিক বিশৃঙ্খলতা বিষময় পরিবর্ত্ত। সমাজমধ্যে অবাধিত প্রবেশ, ধর্ম্মবিপ্লব এবং গুরুজনের প্রতি অন সেই অশুভ পরিবর্ত্তের কারণ। এই অপ্রীতি বিষয়গুলির যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, ইহার প্রতীকারের কোন উপায় না হয়; স ক্রমে উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইবে। প্রতীকারের উপায়ও দেখিতে পাইতেছি না। ক্রমে লো সর্ব্ব বিষয়েই স্বাধীনতা বৃদ্ধি হইতেছে, সেই স্ব নতা কল্যাণকরী না হইয়া ক্রমে অকল্যাণ উৎপ করিতেছে। সমাজমধ্যে অপদার্থ দলের স বৃদ্ধি ইহার প্রধানতম কারণ। যাহাদিগের ক্ষমতা নাই, কোন কর্ম্ম কাজ নাই, তাহারা কে সুরা ও ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া কালাতিপাত ক সুতরাং তাহাদিগের হইতে যত গর্হিত ঃ হয়।

সাহিত্য বিপ্লব ও বিজ্ঞান বিকাশ।

অদ্য আমরা ভাষার অবনতির আর এ কারণ দেখাইতেছি, পাঠক! শুনিলে তাহার অপ করিবেন, এমন বোধ হয় না। সেটী আর নয়,—ভারতের এখন যাহা অলঙ্কারণ। অল রণ!—এই বলাতেই পাঠক বুঝিয়াছেন, সা নাই। সে চিরপরাধীনতা,ভারতের চিরদাসত্ব। ব বিক তাহাই প্রকৃত কারণ। পরাধীনতা,ভারতের দুঃখের মূল, উন্নতি-পথের কণ্টক। রাজ্যে চির অশীনতা ঘটিলে এবং স্বদেশীয় রাজার প্রভুত্ব থাকিলে,উন্নতি হয় না। সৌভাগ্যলক্ষ্মী দূর হইতে স্কার করিয়া প্রস্থান করেন, সামাজিক উন্নতি কি য়াও চাহেন না। যাহা পদতলে নিষ্পিষ্ট হইতেছে,ত কি কখন মস্তক উন্নত করিতে পারে? দেখ, ব পক্ষীর কারুকার্য্য সর্ব্বত্র প্রথিত। তাহাকে পি বদ্ধ করিয়া নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য খাইতে কিন্তু তাহার কুলায় নির্ম্মাণের কৌশল দে

ংগে না। পরাধীনতা তাহার নৈপুণ্য ও বুদ্ধিকে
প্ত করিয়া দেয়, তাহার মনের তেজ ও স্ফূর্তিকে
করিয়া ফেলে। শারীরিক ও মানসিক সচ্ছ
উদ্ভাবনীশক্তির প্রসূতি; স্বাধীনতা না থাকিলে
সচ্ছন্দতা ঘটে না। প্রাণিতত্ত্ববেত্তা বা নিশ্চিত
যাছেন যে, কস্মিনকালেও স্বাধীনতা অপহৃত
ল তাহাদের চিত্ত নিরুদ্যম এবং বুদ্ধি স্থূল হইয়া
।

ারতবাসীর ভাগ্যও পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায়।
শীয় লোক চিরকাল পরাধীন। পুরাতন ইতি-
বৃত্ত উদ্ধৃত হইতে পারে, তদ্দৃষ্টে বিচার
লে এ দেশ কখন এক রাজার শাসনায়ত্ত ছিল
হাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দিগ্বিজয়ী নৃপতির
মন, অসভ্যজাতির উপদ্রব নিয়তই ঘটিত।
া, প্রজাবর্গ কখন শান্তিসুখ ভোগ করিতে
নাই। ঈদৃশ স্থলে মনুষ্যের ভাগ্যে সুখ সচ্ছ-
ঘটে না, বিদ্যার চর্চ্চাও বৃদ্ধি হয় না। আর
কথা, অর্থাদির পুরস্কার দ্বারা বিদ্যানুশীলনের
হে বৃদ্ধি করা আবশ্যক। উজ্জয়িনীপতি বিক্র-
তা এবং নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র
র যথোচিত গৌরব করিতেন। সে কারণ,
দের সময়ে সুরস কাব্য এবং অন্যান্য শাস্ত্রের
হইয়া গিয়াছে। রাজা জয়সিংহ জ্যোতির্বি-
এক জন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি
মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেশ দেশান্তর হইতে
বিধ যন্ত্র আনাইয়া জ্যোতির্বিদ্যার সমধিক
বসাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু
বিপক্ষে তদীয় মহৎ উদ্দেশ্যপথের অন্তরায় হইয়া
টল; জ্যোতির্বিদ্যা অঙ্কুরেই শুষ্ক হইয়া গেল।
সেই মানমন্দিরের চূড়া স্খলিত হইয়া
তেছে; মহিচায় বহুমূল্য যন্ত্র গলিত করিয়া
তেছে।

কোন একপুরুষেই উন্নতি লাভ করিতে পারে;
ন পারে না;—ইহা বহু-পরীক্ষা-সাপেক্ষ। পুরু-
ক্রমে অনেক কাল ধরিয়া ভূরি ভূরি পরীক্ষা
ল তবে বিজ্ঞানের একটী সূত্র ভ্রমশূন্য হয়।
নৃপতিগণ পুরুষানুক্রমে পণ্ডিতদিগকে উৎসাহ
ন, এদেশে তেমন অবসর কখন ঘটে নাই।
চ যদি এক রাজা নির্ব্বিঘ্নে জীবন অতিবাহিত
লেন, কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্ততি কখন সুখে
ত্ব করিতে পারেন নাই। একে ভিন্নীয় রাজার
পাত, তাহাতে আবার গৃহকলহ সর্ব্বদা উপস্থিত
ত। নৃপতিগণ বহু বিবাহ করিতেন; সে কারণ
রাজার সিংহাসনলাভার্থ বৈমাতৃক ভ্রাতৃগণের
ধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইত; গৃহবিচ্ছেদে
রাট ছারখার হইয়া যাইত। এইরূপ উপসর্গ
ভারতবর্ষে আবহমান ঘটিয়াছে; ইহাতে প্রজার
সুখবৃদ্ধির সম্ভাবনা কই? কদাচিৎ কেহ বিদ্যার
উৎসাহ বর্দ্ধনে অগ্রসর হইলেন, অমনি তাহার অন্ত্য-
থানেই একটী বিঘ্ন উপস্থিত হইল; মুকুলোন্মুখ
উন্নতিলতার বসন্ত সৌন্দর্য্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ঝরিয়া
পড়িল।

আমরা স্বীয় বলে কস্মিন্ কালে যে, স্বাধীনতা
লাভ করিব, সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। এখন
উদারচরিত সুসভ্য ব্রিটিশ জাতি, যদাপি আমাদি-
গকে কোনকালে পিঞ্জর হইতে ছাড়িয়া উড়াইয়া
দেন, তবেই আমাদের বুদ্ধি সর্ব্বতোমুখী হইয়া
আপনার স্বভাবসুলভ স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিতে পারিবে।
এক্ষণে এই জড় অস্থিতে যতটুকু ভেজ দেখাইতে
পারা যায়, তাহাতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। কেবল
অকিঞ্চিৎকর আমোদে আসক্ত থাকিলে দুর্ভাগ্যের
এখনি কি হইয়াছে? প্রাক্তনের স্তরে স্তরে আরও
কত কি লিখিত আছে, খুলিয়া দেখ;—পরসেবায়
লোকের জীবন কাটিবে, কেবল এক একটী বংশ
বিলোপের সঙ্গে দুঃখের অবসান হইবে।

বিজ্ঞানের আলোচনা ভিন্ন সভ্য-জগতের উন্নতি
নাই। কিন্তু বিজ্ঞান অত্যন্ত জটিল শাস্ত্র। ইহার
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বোধ সংজ্ঞাতে এবং দুর্ব্বোধ সূত্রে
পরিপূর্ণ। অনভ্যস্ত বলিয়া সে পথে নূতন
হাঁটিতে কষ্ট হয়; শিক্ষার্থীর প্রথম প্রথম অত্যন্ত
বিরক্তি জন্মে। আবার নীরস বলিয়া পুনঃপুনঃ
আলোচনায় শ্রান্তিবোধ হয়। শ্রম এবং অধ্যবসায়
ব্যতীত এই সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিবার উপা-
য়ান্তর নাই। পুষ্করিকার মৃৎসঞ্চয়ের ন্যায় বিজ্ঞানের
উন্নতি অল্প হইয়া থাকে। যে দেশে কখন বিজ্ঞানের
চর্চ্চা হয় নাই, তথায় ইহার বীজ রোপণ করিলে,
সহসা তাহা ফলপুষ্পে শোভিত হয় না। বিদেশীয়
বৃক্ষ অপরিচিত মৃত্তিকায় রোপিত হইলে, তত্রত্য
মৃত্তিকার এবং জল বায়ুর স্বভাবে অভ্যস্ত হইতে
কিঞ্চিৎ কালবিলম্ব হইয়া থাকে। তদ্রূপ, নূতন
শাস্ত্রও অভ্যাস করিতে সহসা লোকের প্রবৃত্তি হয়
না, এবং অনেক দিন অভ্যাস না করিলে তাহাতে
ফলোৎপত্তিরও সম্ভাবনা থাকে না। সকল বিষয়ে-
রই উপর কৌলিক স্বভাবের প্রভুত্ব অত্যন্ত প্রবল।
পুরুষানুক্রমে যে ব্যক্তি যে যে কাজ করিয়া থাকে,
তাহার সেই কার্য্যে যোগ্যতা জন্মে। কারণ,
কৌলিক অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাবের তুল্য। শূকর
শাবককে শশকের সঙ্গে লালন পালন করিলে সে
আপনার জাতীয় ধর্ম্ম ছাড়ে না। শশক মুখামৃতে
মার্জ্জিত করিয়া আপনার দেহ পরিষ্কার পরি-
চ্ছন্ন রাখে, শূকর সাধ করিয়া কর্দ্দমে মগ্ন হয়। কিন্তু
সেই শূকরকে পাঁচ সাত পুরুষ বদ্ধ রাখিয়া তাহার
স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলে আর সে কর্দ্দম
হ্রদে ডুবিতে চায় না। মনুষ্যজাতিরও কৌলি
স্বভাব লুক্কায়িত থাকে না। যেমন পিতামাতার
কোন কোন ব্যাধি সন্তানের দেহকে আশ্রয় ক
তদ্রূপ পিতামাতার মনোবৃত্তিও সন্তানে অনুগত হ
এই যুক্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহাতে কোন আপত্তি না
এখন দেখ, এই যুক্তি যদি সুসঙ্গত হইল, তবে
স্থির হইল যে শাস্ত্রের চর্চ্চা এ দেশে নাই, তাহার
আলোচনা করিলে অধস্তন দুই তিন পুরুষেই
সকল শাস্ত্র আমাদের সুখসাধ্য হইয়া পড়িবে।

বিজ্ঞান, কেন আমাদের এত হিতসাধ
কারণ, বিজ্ঞানই শিল্পের পথপ্রদর্শক। শিল্প
দ্রব্য আমাদের নানা উপকারে আইসে, সে ত
মহৎ ফল। তদ্ব্যতীত, উচ্চ অঙ্গ বিজ্ঞানের
শিল্পের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, তাহাদের অনুশীলন
দেশবর্ত্তী নহে। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যের উ
করিতে গেলেই তাহার ফল বহু লোকের
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এদেশে শিল্পের বহুল প্র
নাই; সে কারণ, অত্রত্য লোকের অবস্থা দেখ
কেবল দুই এক ব্যক্তি সাধারণের অর্জ্জিত
আকর্ষণ করিয়া আপনার ধনলালসা চরিতার্থ
তেছেন। দুই একটী সামান্য শিল্প আছে, তা
একচেটিয়া। সর্ব্ব সাধারণে তাহার ফলভোগ করি
পায় না। কিন্তু যে দেশে বৃহৎ অঙ্গের বিজ্ঞানের
শিল্পের বহুল প্রচার আছে, সে স্থলে সকলেরই অ
সচ্ছল। সেই বিজ্ঞানের এবং শিল্পের ফল সক
ভোগ করিতে পায়। উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানকে
শিল্পকে একচেটিয়া করিবার উপায় নাই।
আমাদের দেশে রেলওয়ে চলিতেছে। ইহার
উন্নত বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা সম্পাদিত। এ
কল নির্ম্মাণ অবধি গাড়ীর গমনাগমন প
দেখিয়া আইস, কত লোক প্রতিপালিত
তেছে। প্রথমে দেখ, রেলওয়ের কার্য্যে এক লো
রট কত প্রয়োজন। আকর হইতে লৌহ তু
ঢালাই করিতে কল নির্ম্মাণ করিতে কত
নিযুক্ত আছে। তৎপরে, পথনির্ম্মাণে কত
প্রতিপালিত হয়। অবশেষে প্রত্যেক ষ্টেষণে
লোক কার্য্য করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ক
কাতা হইতে যাত্রা করিয়া প্রত্যেক ষ্টেষণে দে
দেখিতে যাও, কত লোকই কতপ্রকার উ
জীবিকা লাভ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয়
এই গেল রেলওয়ের কর্ম্মচারীর কথা। তদ্ভিন্ন ব
জোর কত উন্নতি! যেখানে কোনকালে ব্য
ছিল না, রেলপথে দ্রব্যসামগ্রীর প্রেরণের সু
হওয়ায় নানা ব্যবসায়ের উৎপত্তি হইতেছে।
রূপে সকল উচ্চ অঙ্গ শিল্পের অবস্থা পর্য্যালে

া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সাধা
তাহার ফলভোগী হইতেছে। ভারতবাসীরা
ন বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়া উচ্চ অঙ্গ শিল্পে
র্শন করিবেন, সেই দিন আমাদের দেশ হইতে
ী ছাড়িবে ; সেই দিন আমরা সৌভাগ্যের মুখ
তে পাইব। যে দিন ভারত মিথ্যা আমোদ
ক্ষমা বিজ্ঞানের পদে পুষ্প জলি দিবে, সেই দিন
ভাগ্যলক্ষ্মী ভারতসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া নাচা-
ন ; চিবুক ধরিয়া সাদরে আপনার মুখপ্রসাদ
তুলিয়া দিবেন।

মিশরের কঠিন সমস্যা।

এখন মিশরের সেনাধিনায়ক আরাবি যে বিচার-
ত্রে উপস্থিত। তিনি অপরাধী সপ্রমাণ হইলে
দণ্ড পাইবেন, আবার নির্দ্দোষ সপ্রমাণ হইলে কি
কার লাভ করিবেন, তাহা বলিতে পারা যায়
। তাঁহার প্রাক্তনের ফলাফল এখন ব্রিটিশ
তির দয়াগুণে নিবদ্ধ হইয়া আছে। যুদ্ধ সমাধান
য়া গেল, তাঁহারা এখন পুরুষত্ব খুব দেখাইতে-
ন। অনেক দিন সংগ্রাম হয় নাই, হাত পা গুলার
ইটে গাঁইটে বাতের সঞ্চার হইতেছিল · জুলুযুদ্ধে
ণযুদ্ধ এবং মিশরযুদ্ধে হস্তপদ প্রসারিত
রিয়া বাঁচিলেন। এক্ষণে এই মৌতাতের ঝোঁকে
ছুদিন তবু মনকে উত্তেজিত করিয়া রাখিতে পারি-
ন। মাদকদ্রব্যব্যবহারীদের যেমন অবসাদন অতি-
ঙ্কর, নেশা ছুটিবার সময় দেহ একেবারে শিথিল
য়া পড়ে ; আবার এক মাত্রা চড়াইয়া না দিলে
ীর উত্তেজিত হয় না, যুদ্ধপ্রিয় জাতিদেরও
ভাবটা ঠিক তদ্রূপ। অনেক দিন যুদ্ধব্যাপারে
যুক্ত না হইলে বীরত্বগুণের হানি হয়, চিত্ত নিস্তেজ
য়া পড়ে এবং বীরকার্য্যে কিছুমাত্র উদ্যম থাকে
। আমরা উক্ত তিনটী যুদ্ধে ব্রিটিশ জাতির কোন
সিদ্ধি দেখি না, মৌতাত চড়ান ভিন্ন আর কোন
ও গুষ্টিগোচর হয় না।

িশর যুদ্ধটা কি ? কার স্কন্ধের বোঝা কাহার
ত আসিয়া পড়িল, তাহা বুঝিতে আমরা মহা-
মে পড়িয়াছিলাম। আরাবি বিদ্রোহী হইলেন ;
নি খেদিবকে অবজ্ঞা করিলেন, এই জনরব বাজার
ষ্ট। খেদিব আবার আরাবির দণ্ডবিধান করিতে
পস্থিত হন, তাহাও শুনিতে পাওয়া যায়। যে
জোর নিকট দিয়া ইংরাজ মহাজনের যাতায়াতের
খ, সেইখানে এত অরাজকতা,—অতএব ব্রিটিশ
াতি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন না কেন ? খেদিব
রীহ ভাল মানুষটী ; সুলতান কিছুই জানেন না ;
ংরাজদের ত কথাই নাই,—তাঁহারা মধ্যস্থ বই ত
ন ! যত দোষ আরাবির ! আরাবির দ্রোহিতা
দমনের জন্যই এই যুদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু এক্ষণে
বিচারে দেখা যাইতেছে, আরাবি কেহই নহেন,
তিনি প্রভুর আজ্ঞানুসারে কেবল কার্য্য করিয়া-
ছেন। গত যুদ্ধকাণ্ড আরবির দোষে সংঘটিত
হয় নাই, আর যিনি অন্যের দোষ সপ্রমাণ করিতে
বিচারাসনে বসিয়াছেন, সেই ইংরাজ জাতিই অপ-
রাধী। যদ্যপি ব্রিটিশ জাতির রণপোত ভূমধ্যসাগরে
উপস্থিত না হইত, যদ্যপি ব্রিটিশ জাতির দুর্জ্জয়
কামান হইতে গোলাবৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে এত-
গুলা মনুষ্যশোণিতে মিশরভূমি অভিষিক্ত হইত না।
সেনাবিভাগে প্রথমে যখন গোলযোগ উপস্থিত হয়,
সেই বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করিবার জন্য সেনা-
পতিগণ আরাবিকেই মধ্যস্থ মানিয়াছিলেন ; তিনি
স্বয়ং স্বেচ্ছাচারিতার পরতন্ত্র হইয়া বলপূর্ব্বক কোন
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ব্রিটিশ রণপোত
আসিয়া যখন তোপে মিসরের দুর্গ উড়াইতে
লাগিল, তৎকালে খেদিব আরাবিকে উৎসাহ প্রদান
করেন, তাহাতে সুলতানেরও অসম্মতি ছিল না
এমত বোধ হইতেছে। এখন বিচারটা কি প্রকার
হইবে ? সুলতান ও খেদিব যে কোন কারণেই
হউক আপনাদের রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত
করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ
করেন কেন ? ইহাতে অনেকটা নিজ স্বার্থ আছে ;
সেই স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সংগ্রামে
প্রবৃত্ত হন। এখন তবে আরাবি যে বিচারস্থলে
আনীত হইলেন কেন ? সুলতান কি স্বাধীন
নহেন ? তিনি কি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন ?
মিশরের গোলযোগে ইউরোপীয় অন্যান্য রাজার
যেমন হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, ইংল-
ণ্ডেরও তদ্রূপ অধিকার নাই। যদি বলেন, সুয়েজ
খালের নিকটবর্ত্তী কিয়দংশ স্থান ইংরাজদের
সম্পত্তি, ফরাসিদেরও তেমনি সম্পত্তি আছে।
কিন্তু ফরাসিদিগের সম্পত্তি থাকিতে তাঁহারা
বিবাদে বিরত হইলেন কেন ? ইংরাজদের সম্পত্তি
কেহ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয় নাই, তবে এ অনর্থক
যুদ্ধকাণ্ডে ফল কি ? ইহার অভ্যন্তরে নিগূঢ় রাজ-
নীতি আছে বলিয়া অনেকে স্পর্দ্ধা করিতেছেন।
বস্তুতঃ সে রাজনীতি আর কিছুই নহে। লর্ড নর্থ-
ব্রুক বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন যে 'মিশররাজ্যে
আমাদের প্রয়োজন নাই ; কিন্তু মিশরে যে অপরে
কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহাও আমরা দেখিতে পারিব না।'
সেটী দৃষ্টিশূল হইবে দেখিতে পারিবেন না, তাহা
আমরা জানি। এ দিক ও দিক যে দিক দিয়া হউক
যে দিকে ভারতবর্ষে আসিবার পথ আছে, সেই দিকেই
অন্য রাজার ঘোর বিপদ। ভারতে আসিবার পথি-
মধ্যে যেখানে যে রাজা আছেন, তাঁহাদের সকলকেই
ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ক্রীড়নক হইয়া থাকিতে হইবে
নতুবা তাঁহাদের নিস্তার নাই। কোন না কোন দি
এক দিন তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইবে
তবে তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাকারী হই
থাকিলে কোন বিবাদ হইবে না। মিশর যুদ্ধের
তাৎপর্য্য তাই ; মিশরকে দৃঢ়তররূপে হস্তগত করি
বার জন্যই ইংরাজেরা এই বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া
ছিলেন। এখন যথার্থ বিচার করিয়া দেখ যদ্যপি
স্বরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিলে দোষী হইতে
হয়, তবে দোষ আরাবির নহে ; খেদিবের এবং তৎ
প্রভু তুরস্কের সুলতানের দোষ। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট
খেদিবকে কৌশলক্রমে পদচ্যুত করিতে পারেন
তাঁহার যথোচিত দণ্ড দিতেও পারেন, এমত ক্ষমতা
আছে। কিন্তু সুলতানের কি করিবেন ? তাঁহা
সঙ্গে যদ্যপি বিরোধে প্রবৃত্ত হন, আবার যদ্যপি যুদ্ধ
কাণ্ড উপস্থিত হইয়া পড়ে, তবে কি ইউরোপীয় রাজ
গণ বসিয়া কৌতুক দেখিবেন ? খ্রীষ্টোপাসক ইউ
রোপীয় মুক্তিকা হইতে মুসলমান জাতির মূলোৎ
পাটন করা যদ্যপি তাঁহাদের অভিসন্ধি না হয়, তা
হইলে অবশ্যই অন্যান্য রাজগণ মধ্যবর্ত্তী হইতে
পারেন। যাহা হউক, সে ভবিষ্য কথায় আমাদে
কাজ নাই ; সম্প্রতি আরাবির যে কোন অপরা
নাই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে ; অতএব তাঁহা
মুক্তি দেওয়া কর্ত্তব্য।

আত্ম-শাসন।

অদ্যূন ছয় মাস কাল যাবৎ "স্বানীয় আত্মশা
নের" প্রস্তাব লইয়া এদেশে মহা হুলুস্থুল চলিতেছে
এই প্রস্তাব ভারতবর্ষের পক্ষে যার পর নাই হিতক
যাঁহার হৃদয় বিদ্বেষবিষে দূষিত হইয়া নাই, তি
অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিবেন, কি
যাঁহাদের হৃদয় মাৎসর্য্য কলাহলে জর্জ্জরিত হ
তেছে, ভারতবর্ষের শ্রীসৌন্দর্য্য সন্দর্শনে যাঁহা
হৃদয় বড়বাগ্নির ন্যায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থা
তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ভারতবাসী
পদতলে বিমর্দ্দিত করিতেই ভাল বাসেন, ভা
বাসীকে শৃঙ্খলে আঁটিয়া বদ্ধ রাখিতেই প্রাণ
যত্ন করেন। যদিও সংখ্যায় নিতান্ত অল্প, কি
যে সমস্ত মহাত্মা এদেশের হিতচিন্তা ক
এখানকার মৃতকল্প জাতীয় জীবন পুনরু
করিবার নিমিত্ত তাঁহাদেরই ঐকান্তিক যত্ন। ম
লর্ড রিপন স্বীয় সদাশয়তাগুণে এদেশের অ
দর্শনে ব্যথিতচিত্ত হইয়া স্ব-শাসনপ্রণালী প্রব
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে অ
বিলাতি মহাপুরুষের হৃদয় হিংসায় জ্বলিয়া
তেছে। তাঁহাদের ধারণা এই, লৌহহস্তে শাসন

ালন না করিলে প্রজাবর্গকে বাধ্য করা যায় বিশেষ আয়ত্ত হইবার জন্য শাসনের ঠনাই প্রধান অস্ত্র। আমরা আর কিছু বলি না, ও উদারচরিত ব্রিটিশ জাতির মুখ হইতে দুঃ নিদারুণ বাক্য বিনির্গত হয়, তাহাই পরিতাপের কথা। যদ্যপি নিষ্ঠুরতা মূর্ত্তিমতী ব্রিটিন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভারতের সিংহাসনে ন আসিতে থাকে, তাহা হইলে হতা- ার যে পরিণাম ফল তাহাই ঘটিবে। অধিক টানি করিলে বস্ত্রখণ্ডও ছিঁড়িয়া যায়, র যখন সকল আশা ভরসা ফুরায় তখন তাহার দিক কিছুই জ্ঞান থাকে না। মুমূর্ষমান ব্যক্তি পায় হইলে একটী তৃণ আশ্রয় করিয়াও জীবন র চেষ্টা পায়। ভারতবাসীরা যতই কেন ীন হউন না, পুনঃ পুনঃ কষ্ট দিলে তাঁহারা চ তাহা নীরবে সহ্য করিতে পারেন না। ক্ষ মনের দুঃখে অন্তঃ আত্মহত্যাও করিতে রন। বলুন দেখি, রাজ ধর্ম্ম কি? প্রজাকে সুখে রাজধর্ম্ম? না, তাহাকে পদতলে মর্দ্দিত করিয়া ভঙ্গ করিয়া ফেলা রাজধর্ম্ম?

চতুর্দ্দিকে যে যতই কেন আপত্তি উত্থাপন করুন কিন্তু দৃঢ়চিত্ত লর্ড রিপণের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ তেই বিচলিত হইবার নহে। তিনি প্রথম হইতে পর্য্যন্ত সেই একই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন। শাসন কার্য্যে ভারতবাসীরা যে, সম্যকরূপে র্য্য হইবেন, আমাদের দয়াবান পরম হিতৈষী ড জেনারেল বাহাদুরের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ি লাটোরে তিনি পুনর্ব্বার সেকথা স্পষ্টই স্বীকার ছেন। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের এ বিশ্বাস ত ও অসঙ্গত নহে। তিনি এদেশীয় লোকের ও বুদ্ধিমত্তার বিস্তর পরিচয় পাইয়াছেন। ং শুনিয়াও শুনেন না, দেখিয়াও দেখেন না, া এক অসাধারণ প্রকৃতির মানুষ। এদেশীয় ক যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতেই ট লাভ করিতেছেন। সকল বিষয়েই তাঁহাদের ংক্ষ ব্রিটিশজাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছেন। ংসা বিদ্যায় বল, আইনে বল, কোন বিষয়েই তবাসীরা অক্ষম নহেন। যদ্যপি ইহাঁদের উন্নতির চতুরী করিয়া অবরুদ্ধ করা না হইত, তবে ধে পাইতে সকল বিভাগেই ভারতবাসীরা অসা ণ পারদর্শিতা লাভ করিতেন। কিন্তু হিংসার কণ্ঠ ব যে মহাত্মগণ আজ আমাদিগকে আত্মশাসনা ার প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ, সহস্র মুখে ভারতের িতৈষিতা প্রকাশিত দেখিয়া তাঁহারাই সকল ত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের পরম ষ্টা কুমার রিপনের সুশাসনে সেই সকল দ্বার আজিও মুক্ত হইল না, এই বড় অনুশোচনার কথা। আমরা তৃষ্ণাকুল-কণ্ঠে জলপূর্ণ মেঘপটল পানে চাহিয়া আছি, কিন্তু আজিও বিন্দুপাত হইল না এই বড় দুঃখ যাহা হউক তিনি অন্যান্য বিষয়ে যে প্রকার স্বীয় ঔদার্য্যগুণের পরিচয় দিতেছেন, তদ্দৃষ্টে ভরসা হয় যে অচিরাৎ আমাদের সকল দুঃখই ঘুচিয়া যাইবে।

মহারাণীর এবং লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য এই,যে আমরা আপনার কর্ত্তব্য শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে শিক্ষা করি। এমন হইতে পারে যে, প্রথম প্রথম আমাদের অনেক ত্রুটি হইবে, যে কার্য্যে আমরা অপরিচিত অশিক্ষিত,তাহাতে সর্ব্ব প্রথম ত্রুটি হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু চতুর্দ্দিকে যে প্রকার ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণ খড়্গহস্ত হইয়া আছেন, তাহাতে সামান্য একটী ত্রুটি ঘটিলে আর রক্ষা থাকিবে না। যাহা হউক, আমাদের ভরসা অনেক। কিঞ্চিৎ সতর্ক হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে কোন বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই। আত্মশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে সকলেরই আন্তরিক অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে, সকলেই যত্নপর হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিবেন। তাহাতে কোন অনিষ্টই উপস্থিত হইবে না। যাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন যে ভারতবাসীদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দিলে পরিণামে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাঁহাদের বুঝিবার অত্যন্ত ভ্রম হইয়াছে। ফলে দেখিতে পাইবেন যে এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিঘ্নকারিণী হইবে না। মুসলমান রাজার শাসনকালেও এই প্রথা ভিন্ন মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান ছিল। আমরা অতীত ইতিহাসের সম্যক্ অনুশীলন করিয়া বলিতে পারি, আত্মশাসন সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এ দেশের মফস্বলে যে সমস্ত অত্যাচার ঘটে, তাহা দিন দিন তিরোহিত হইতে থাকিবে এবং গবর্ণমেণ্ট স্বল্পায়াসেই ভারতের ভার বহন করিতে পারিবেন।

কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনার্থ ব্যাঙ্ক স্থাপন।

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিবে, কৃষিকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ স্থানে স্থানে ব্যাঙ্ক স্থাপনের কল্পনা হইতেছে, তাহা পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ঐ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবেন, এইরূপ সংকল্প হইয়াছে। সম্প্রতি ক্রফোয়েট সাহেব উক্ত ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন, তাহাতে মহাত্মা মেজর বেয়ারিং অনেকগুলি সারবতী আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। আমাদের রাজস্বসচিবের কথা কি, আমরাও স্বয়ং এতদ্দেশীয় লোকের যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট কিরূপে এই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবেন, তাহা ভাবিলে আকুল হইতে হয়। পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং স্থানে স্থা ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত করিলেন; কিন্তু কোন প্রজা লইবার জন্য প্রার্থী হইলে, প্রজার প্রকৃত অব গবর্ণমেণ্টকে কে বিদিত করিবে? কৃষকের স্থা সম্পত্তি কত, কি পরিমাণে টাকা ঋণ দিলে টাকা অক্লেশে আদায় হইতে পারিবে, কি উদ্দে কৃষক ঋণ লইতেছে,—এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিদে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যদ্যপি টাকা ঋণ দিব ভার স্থানিক কালেক্টরের হস্তে সমর্পিত হয়, তা হইলেও কার্য্যের সুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা না কালেক্টার মহোদয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করি যে, আবার অন্যান্য অতিরিক্ত কর্ম্মে মনোনি করিবেন, পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া প্রজাবর্গে যথাযথ অবস্থা জ্ঞাত হইবেন, তাঁহার এত অব কোথা? এ দিকে দেখুন, এই সমস্ত তথ্যানুসন্ধানে জন্য যদি পৃথক্ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়, তাহা লেও ব্যয় বাহুল্য হইয়া পড়িবে। দেশীয় বণিকে প্রথার নিকট হইতে অথবা সুদ গ্রহণ করে, সুত অত্যল্প টাকা ঋণ লইলে, তাহার সুদ স্বল্পকাল মধ্যে রাশি পরিমিত হই উঠে; একবার কিঞ্চিৎ ঋণ করিলে, জন্মান্তরে তাহা পরিশোধ ক বার প্রত্যাশা থাকে না, কাজেই দরিদ্রলোকদিগ অচিরকালমধ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এই স অত্যাচার নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক সং পনের সংকল্প করিতেছেন; কিন্তু অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে সেই কষ্ট আসিয়া পড়িবে। গবর্ণমে মাঝামাঝি করিয়া বৎসরে শতকরা ১২ টা হিসাবে সুদের হার ধরিতেছেন। এসুদও আ দের বিবেচনায় অত্যধিক বোধ হইতেছে। যদি ছয় টাকার অধিক সুদ লাগিলে দরিদ্র কৃষক কখন আপনাদের অবস্থার সংশোধন করিতে পারি না।

আর একটী দুঃসাধ্য কাজ দেখুন,কি কি উদ্দে সাধনের জন্য কৃষক ঋণ করিতে পারিবে? এ দে লোকের বিবাহ এবং মাতৃপিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনে গুলি উৎকট দায় আছে; এ গুলি অবশ্য ক কর্ম্ম; অন্যের কর্ম্ম কিছু না হউক, একটা অ বালার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে চিরদুঃখিনী চাই; দিন না চলুক, মাতৃপিতৃশ্রাদ্ধ করা শাক। মফস্বলের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত না হইয়া ব্যক্তিকে টাকা ঋণ দিলে, সে হয় ত অগুলি টাকা পাইয়া ধুমধামে একটা বিবাহ করিয়া বসি দুর্লভ মানবজন্ম ইহকালের মত সার্থক ক লইবে। অথবা কতক টাকা কৃষিকার্য্যে ব্যয় ক কতক বিবাহাদিতে খরচ করিবে, তাহারই বা কি

কে রাখিবে? যত অবোধ লোকের উপরে আমরা অল্প সুদের কথা কহি; এক্ষণ দেখুন, কেহ যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট হইতে স্বল্প সুদে টাকা ঋণ করিয়া সেই অধিক সুদে কর্জ্জ দেয়, তাহারই বা কি? গবর্ণমেণ্ট কি কি কার্য্যসাধনার্থ ঋণ দিতে প্রস্তুত? মেজর বেয়ারিং বলেন সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই টাকা ঋণ দেওয়া যা। এ স্থলে সাধারণ উদ্দেশ্য কি? আমরা তে পারিলাম না। কেহ বিবাহ বা মাতৃশ্রাদ্ধ বার জন্য টাকা চাহিলে কি গবর্ণমেণ্ট ঋণদানে ত আছেন? গবর্ণমেণ্টের যদি তাদৃশ উদ্দেশ্য আমরা তাহার অনুমোদন করি না। অনেকে ন কথা বলিতে পারেন যে, অনাত্র ঋণ গ্রহণ লে অধিক সুদের জন্য প্রজার ক্ষতি হইতে র, অতএব বিবাহের জন্যও স্বল্পসুদে গবর্ণমেণ্টের ট অর্থ ঋণ করিলে প্রজার লাভ ভিন্ন হর সম্ভাবনা নাই। এ যুক্তি গ্রাহ্য বটে, আর একটী কথার বিচার করিয়া দেখিলে হ ও শ্রাদ্ধাদির জন্য ঋণ প্রদান সর্ব্ব-শর মূল বলিয়া নিশ্চিত হইবে। আর কিছু হউক, মানুষের সামাজিক সম্মান রক্ষা করা টী উৎকট ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। দিন-তর কোন উপায় নাই, কিন্তু মাতৃপিতৃবিয়োগ লে সমারোহে শ্রাদ্ধটী করা চাই, নচেৎ কসমাজে ঘোর নিন্দার কথা। কেহ ভবিষ্যৎ বিয়া দেখে না, আমরা স্বচক্ষে এমন অনেক দেখিয়াছি, পাওনাদারের অনুরোধে অনেক স্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। এই সংস্কার কের মন হইতে যাহাতে তিরোহিত হয়, তাহাই বিধেয়। এতদর্থে ঋণদান করা উচিত হ। আমাদের বিবেচনায়, কৃষিকার্য্যেরই জন্য ক, কিম্বা কোন ব্যবসায় বাণিজ্যেরই জন্য ক; যদ্দ্বারা দেশের অথবা কোন গৃহস্থ বিশেষের ধিক উন্নতি হইতে পারিবে, তদুদ্দেশেই ঋণ ান কর্ত্তব্য। এ স্থলে উন্নতি শব্দে যাহাই অভি-ত হইতেছে যে, সদ্ব্যয়ী লোকের অর্থাগমের পথ র্জ্জিত হইতে পারে। কোন ছুটী স্থানে রিটী কুঠারী নির্ম্মাণ করাইবেন, এ স্থলে আমরা উন্নতি ধরিতেছি না। লোকের অরকষ্ট ঘুচিবে, চ টাকার স্থানে দশ টাকা বেশী উপার্জ্জন করিতে রিবে, এস্থলে তাহাই যথার্থ উন্নতির মধ্যে গণ্য। প্রার্থী স্বীয় উদ্দেশ্য আবেদন পত্রে বিস্তারিত-পে লিখিলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদ্যপি বিবেচনা করেন , তদ্দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা আছে, তবেই ান বিধেয়। এতদর্থে ইহাও দেওয়া কর্ত্তব্য উচিত হ। আমাদের বিবেচনায়, কৃষিকার্য্যেরই জন্য ক, কিম্বা কোন ব্যবসায় বাণিজ্যেরই জন্য ক; যদ্দ্বারা দেশের অথবা কোন গৃহস্থ বিশেষের ধিক উন্নতি হইতে পারিবে, তদুদ্দেশেই ঋণ ান কর্ত্তব্য। এ স্থলে উন্নতি শব্দে যাহাই অভি-ত হইতেছে যে, সদ্ব্যয়ী লোকের অর্থাগমের পথ র্জ্জিত হইতে পারে। কোন ছুটী স্থানে রিটী কুঠারী নির্ম্মাণ করাইবেন, এ স্থলে আমরা উন্নতি ধরিতেছি না। লোকের অরকষ্ট ঘুচিবে, চ টাকার স্থানে দশ টাকা বেশী উপার্জ্জন করিতে রিবে, এস্থলে তাহাই যথার্থ উন্নতির মধ্যে গণ্য। প্রার্থী স্বীয় উদ্দেশ্য আবেদন পত্রে বিস্তারিত-পে লিখিলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদ্যপি বিবেচনা করেন , তদ্দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা আছে, তবেই ান মঞ্জুর করিতে পারেন। কূপ ও পুষ্করিণী খনন; চাষাদির জন্য ভূমি ও বলদ প্রভৃতি ক্রয় করা; মেওয়া ফলের উদ্যানাদির উন্নতি সাধন; বাঁধ নির্ম্মাণ; শিল্পাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যের আনুকূল্যার্থ ঋণ প্রদান করা উচিত।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি যে, মফস্বলের তদন্ত লইবার জন্য স্থানিক পোষ্টমাষ্টারের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। পল্লীগ্রামের প্রজাদিগকেই অর্থ দিয়া আনুকূল্য করিতে হইবে। রুরাল মেসেঞ্জার এবং ডিলিভারী পিয়ন পল্লীগ্রামের অবস্থা বিলক্ষণ জানিতে পারে। কে কিরূপ অবস্থার লোক, কাহার কত সম্পত্তি, অহরহঃ যাতায়াত করায় তাহারা এই সমস্ত বৃত্তান্ত একপ্রকার আয়ত্ত করিয়া রাখে। অল্প টাকার জন্য আবেদন করিলে পোষ্টমাষ্টার স্বয়ং একবার মফস্বলে তদন্ত লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে কোন বিষয় আর অবিদিত থাকিবে না। পোষ্টমাষ্টারদিগের এই পরিশ্রমের জন্য তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দস্তুরী দিলে ব্যয় বাহুল্য হইবে না।

প্রজারা টাকা ঋণ করিয়া পাছে অন্য কোন অযথা কাজে ব্যয় করে, সে জন্য মেজর বেয়ারিং ফ্রান্স এবং জার্ম্মণ রাজ্যের কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করিতে ইচ্ছা। তদ্দেশে ঋণ গ্রহণোদ্দেশ্যের কোন তদন্ত করা হয় না। যে কোন কারণেই হউক, টাকা চাহিলেই প্রজারা ঋণ পায়। কিন্তু ঋণ গ্রহণের নিয়ম অত্যন্ত কঠিন; অধিক মূল্যের বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া অত্যল্প মাত্র টাকা পাইয়া থাকে। সুতরাং আবদ্ধ বিষয় শীঘ্র উদ্ধার করিতে সকলেই তৎপর হয়। কোন নিষ্ফল কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে সাহস করে না। ভারতবর্ষে এই রীতি কতদূর উপকারিণী হইবে বলিতে পারি না। প্রথম বিবেচ্যস্থল এই, কি প্রকার সম্পত্তি আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য? স্থাবর না অস্থাবর? অনেকের মত অস্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখা শ্রেয়স্কর। আমরা বলি, অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি কি?—অলঙ্কারাদি?—রৌপ্য ও সুবর্ণ ঘটিত দ্রব্য? যে শ্রেণীর লোকে ঋণ গ্রহণ করিয়া কৃষিকার্য্যাদির উৎকর্ষ সাধন করিবে, তাহাদের কয়জনের এমন অস্থাবর সম্পত্তি আছে? এক শত জনের ঘর ঝাড়িলে না হয়, পাঁচ শত তোলা রৌপ্য বাহির হইবে, তাহা কোন্ কাজের? ভাবিয়া দেখুন, এই ব্যাঙ্ক উত্তর পশ্চিমাঞ্চল মধ্যদেশ বেহার প্রভৃতি স্থানেই অধিক কার্য্যকারী হইবে; বঙ্গদেশের পক্ষে ততদূর নহে। নিম্ন বঙ্গে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি স্থানে নিতান্ত নীচ জাতির গৃহেও কিছু কিছু রৌপ্য ও সুবর্ণ নির্ম্মি অলঙ্কার আছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ, বীরভূম, বর্দ্ধমা মানভূম, সিংহভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপু পূর্ণিয়া প্রভৃতি সমস্ত স্থানে আবার সেই অলঙ্ক দৃষ্টি। ঐ সকল স্থানে অর্থ বিস্তৃতি লাভ করি পারে নাই। এক এক খানি গ্রামে দুই একজ ধনাঢ্য লোক আছেন, তাঁহারা সমুদ্রবৎ। অন্যা প্রজারা নদী তুল্য, তাহাদের যাবতীয় সঞ্চয় প্রবা স্রোতে ভাসিয়া সেই সাগরে গিয়া পড়িতেছে সুবর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কারাদির কথা কি, মালসহ দিনা পূজাদিতে স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত নাই ক্যানভ্যাসের মোটা চটের মত তিন চারি হাত দী এক এক খানি বস্ত্র স্তনের উপর আঁটিয়া রাখে মস্তক অনাবৃত। সুশীলা মহিলার স্বভাবোচি লজ্জা দুরবস্থার হস্তে পড়িয়া সঙ্কুচিত হইয়া আছে,— পুরুষের সমক্ষে স্ত্রীলোকেরা বিবস্ত্র হইয়া স্নান করে উপায় কি?—এক খানি ভিন্ন বস্ত্র নাই, তা ভিজাইয়া পরিবে কি? পাঠক! বলুন দেখি, এ শ্রেণীর লোক কোন্ অস্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখি ঋণ গ্রহণ করিবে? অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে শ ও কাঁসার চুড়ীই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব। এক এক গৃহস্থের তিন চারি বিঘা ভূমি আছে, তাহার উ স্বত্বেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ঈদৃশ ক্ষেত্রে কো প্রজা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনার্থ ঋণ করিতে ই হইলে তাহার ভূমি ব্যতিরেকে আবদ্ধ রাখিবার অ কোন সম্পত্তি থাকে না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলাদির কৃষকের দশা হইলেও। গবর্ণমেণ্ট যে যে স্থানে জন্য এই অভিনব ব্যবস্থা করিতে অগ্র হইতেছেন, তত্তৎ স্থানেরই উপকার হইবে না। ত এ যত্নে লাভ কি? মেজর বেয়ারিং এখনও স্পষ্ট কিছুই ব্যক্ত করেন নাই; কিন্তু তাঁহার মত কি তাহা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে। যাহাতে অ বর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখা হয় তিনি এই মতেরই প পাতী। এই মতের পক্ষপাতী হইবার কারণ আছে স্থাবর সম্পত্তি একবার নষ্ট হইলে তাহার পুনরুদ্ধ করা দুরূহ কার্য্য। একজনের এক শত তো সুবর্ণ নষ্ট হইলে সে ক্ষতিপূরণ অক্লেশেই হই পারে। যে হেতু সুবর্ণাদির ক্রয় বিক্রয় প্রথা স ক্ষণ তুলারূপে মুক্ত রহিয়াছে এবং উহার বিক্রয়ে কোন পক্ষেরই ক্ষতি নাই। ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হইতে পারেন। কি ভূসম্পত্তির পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। ভূসম্প বিক্রেতা সর্ব্বদা প্রস্তুত নাই, এবং উহা বিক্রয় করি অধিকারীকে বিষয়চ্যুত সুতরাং ক্ষতিগ্রস্ত হই হয়। সে জন্য কাহার ভূসম্পত্তি একবার নষ্ট হ পুনর্ব্বার তাদৃশ আর একটী সম্পত্তি ক্রয় করা

ন হইয়া উঠে। সে কারণ বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞেরা
সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করেন। এ ব্যবস্থা
যুক্ত তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু
দেখে ভূসম্পত্তি রাজনীতিজ্ঞ লোকের অন্য কোন বিষয়
ভব নাই, সুতরাং এ ব্যবস্থা কেবল কুদ্র ব্যক্তিকে
মোদারে দান করিতে আদেশ করা মাত্র:
কাল পর্য্যন্ত বিবেচনা করিয়া বিধি ব্যবস্থাপিত
হইলে তাহাতে ফলোদয় হয় না। আমরা
ার করি, আবদ্ধ সম্পত্তি যাচাই করিতে অনেকটা
অগ্রসর করিতে হইবে এবং পরিশোধ করিতে
পারিলে কোন কোন ব্যক্তিকে বিষয়চ্যুত হইতে
ব, কিন্তু এই সামান্য অসুবিধা ও ক্ষতি ভাবিয়া
কার্য্য করিলে আমরা যথার্থ উপকারের মুখ দেখিতে
এই হিতকর বিধি কেবল কাগজেই
বদ্ধ হইয়া থাকিবে।

কপণের কত মূল্যের সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলে
টাকা ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে এবং কত
পরেই বা সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে,
ও বিশেষ বিবেচনার স্থল। এ দেশীয়
ক লোক ত প্রায় নির্ধন, অধিক সম্পত্তি
রও নাই। কিন্তু যে পরিমিত সম্পত্তি আবদ্ধ
করণ, তাহার স্থানিক মূল্য যাচাই করিয়া যদ্যপি
মূল্যের এক তৃতীয়াংশ কিম্বা অধিক টাকা ঋণ
য়া হয়, তাহাতে সাধারণের উপকার হইবে কি
লিতে পারি না। প্রথমে টাকা পরিশোধের
দ নিশ্চিত করা আবশ্যক। পরিশোধের কাল
ও হইলে সেই সময়ের মধ্যে কত সুদ হইতে
বে ও ইহা মূলধনের সঙ্গে মিলিত করিয়া কত
ল সময় বিবেচনা করিয়া তাহার এক তৃতীয়াংশ
মূল হইতে বাকি বাহিলেই যথেষ্ট হইতে
বে। কিন্তু পরিশোধের নিয়ম সম্বন্ধে সমান
ন করা যায় না। যিনি যে কারণে টাকা লইবেন,
সময় বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহাকে সেইরূপ
হইবে। কোন ব্যক্তি যদ্যপি এক মোড়া বলদ
করিবার জন্য ঋণ করে, সে এক বৎসরেই
পরিশোধ করিতে পারিবে এমত সম্ভাবনা।
মোড়া বলদ ভূমি ভাঙ্গিয়া আবাদ করিবার জন্য
করিলে তাহা পরিশোধ করিতে অনূন
বৎসর লাগিবে। অতএব অবস্থাভেদে পরি
শোধের নিয়ম নানা প্রকার হইবে।

কোন একটী সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া একবার
টাকা দিলে ঋণগ্রাহী পুনর্ব্বার সেই সম্পত্তির
উপর ঋণ লইতে পারে। যে স্থলে অধিক
সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া অল্প টাকা ঋণ
হইবে, সে স্থলে প্রথম ঋণ পরি-
শোধ হইবার টাকার প্রয়োজন হইলে
টাকা কর্জ্জ দিতে কোন বাধা হইতে পারে
না।

গবর্ণমেণ্টের এই অনুষ্ঠান অতীব মঙ্গলকর হইয়া উঠিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদ্যপি সুশৃঙ্খলায় এই কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, তবে অচিরাৎ কৃষকদিগের অবস্থা উন্নত হইয়া উঠিবে। ইহাতে দুটী অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার আছে,—প্রথম কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃষক টাকা ঋণ করিতেছে তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। দ্বিতীয় যে সম্পত্তি আবদ্ধ রাখা হইবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার অবস্থা ও মূল্য নির্ণয় করণ। এই দুটী বিষয় নির্দ্ধারিত হইলে কোন পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। কিন্তু আমরা যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছি, স্থানিক পোষ্টমাষ্টারের হস্তে এই কার্য্যভার সমর্পণ করিলে কিছু অসুবিধা ঘটিবে না।

কমল হাউসে ওডনেল সাহেবের বক্তৃতা।

ওডনেল সাহেব সোমপ্রকাশ পাঠকগণের অপরিচিত নন। ভারতের প্রতি ইঁহার স্নেহ আছে। ইনি ভারতকে জয়াজ্জিত রাজ্য বিবেচনা করিয়া এখানকার লোকদিগকে শূকরকীটাদির ন্যায় ঘৃণার্হ নিকৃষ্ট জীব বোধ করেন না। ইংরাজে ও ভারতবাসিতে ইঁহার নিকটে ভেদ নাই। ইনি ন্যায়দর্শী যথার্থবাদী। ইনি স্পষ্টবক্তা, স্পষ্টাক্ষরে দোষ দর্শাইয়া দেন বলিয়া ভারতীয় রাজপুরুষগণ ইঁহাকে দেখিতে পারেন না। ইনি বেহারের প্রজাগণের দুরবস্থার বিষয় সাধারণের গোচর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি, ভারতে রাজপুরুষদিগের যে সকল অন্যায় ব্যবহার ও পক্ষপাতাদি আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কাল্না সভায় একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। কিছু দিন হইল, ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতের অর্থ ব্যয় প্রসঙ্গ লইয়া যে বক্তৃতা করেন, তাহাই ওডনেল সাহেবের বক্তৃতার অবলম্বন। আমরা যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া নিয়ত আক্ষেপ করিয়া থাকি, ওডনেল সাহেব তাহার একটীও পরিত্যাগ করেন নাই। আমাদের অপেক্ষা তাঁহার চীৎকারে অধিকতর ফল ফলিবার সম্ভাবনা। কারণ, ইংলণ্ড আমাদের বহু দূরবর্ত্তী ও বিভিন্ন ভাষাভাষী। সুতরাং আমাদের চীৎকার ইংলণ্ডের কর্ণগোচর হয় না। বিশেষতঃ ইংলণ্ড যাহাতে আমাদের চীৎকার শুনিতে না পান, ভারতীয় রাজপুরুষেরা সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইয়া থাকেন। ওডনেল সাহেব যথার্থ দোষগুলির বর্ণন করিয়া কেবল ভারতের নয়, ইংলণ্ডের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার স্বজাতীয়েরা ভারতে আসিয়া রাজধর্ম্ম বিগর্হিত ব্যবহার করিয়া পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছেন। তিনি সেই পঙ্ক ধৌত করিয়া তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়া বার চেষ্টা পাইতেছেন।

ওডনেল সাহেব প্রথমে আমাদের ষ্টেট সে টাবিকে আক্রমণ করিয়া বলেন, ষ্টেট সেক্রে পার্লিয়ামেণ্ট সেসনের শেষ সময়ে ভারতের বায় বৃত্তান্তের আন্দোলন উপস্থিত করেন। সকল সভ্য উপস্থিত থাকেন না। ঐ আন্দোল বা কি থাকে? কেবল কতকগুলি অঙ্ক ও সুরাস্ত। উহা ষ্টেট সেক্রেটারির মুখে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা গেজেটে, টাইমস ও বু-বুকে প্রকাশিত হয়। সেই পুরাতন বি উল্লেখ করিয়া ফল কি? দুঃখের বিষয় এই, সেক্রেটারি ভারতীয় দুই শত মিলিয়ন প্রজার অ গত একটী প্রকৃত বৃত্তান্তের উল্লেখ করেন নাই

ওডনেল সাহেব লবণের কর, অহিফেন ও রাজস্ব বিষয়ের সামান্য উল্লেখ করিয়া আবগ বিষয়ে বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারি কহিয়াছেন, এ টীর "বিলক্ষণ উন্নত অবস্থা।" কিন্তু তিনি (নেল সাহেব) এ সংবাদে আনন্দিত হন না প্রত্যুত অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। দুঃখের কারণ এই যে, অমাদকসেবী শান্ত ভারতীয় প্রজারা মাতাল হইতেছে। সর অ ইডেন ১৮৭৮ অব্দে মাজিষ্ট্রেট কালেক্টারদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মাদক দ্র বিক্রয়ে উৎসাহ দান করেন। সার জাসলি ইডে মতে মাদক সেবনের বৃদ্ধি দেশের সৌভাগ্য লক্ষণ। ওডনেল সাহেব বলেন, বাঙ্গালাদে নূতন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যেন এক্ষণ নিশ্চিন্তীয় দেশ না হন। তুলার মাসুল রহিত করিবার বি ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছিলেন, তিনি ভা প্রজাদিগের উপকারার্থই মাসুল রহিত করিয়া লাঙ্কাসায়রের অনুরোধে করেন নাই। ইহাতে নেল সাহেব বলেন, ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইহাতে বিশ্বাস করেন না। এস্থলে আমরা বি করি, ভারতবর্ষীয়েরা না লাঙ্কাসায়রের বণিকে কে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট তুলার মাসুল র বার আবেদন করিয়াছেন? পূর্ব্বে তুলার যে ম ছিল, তাহাতে যদি ভারতবর্ষীয়েরা কষ্টবোধ তেন এবং সেই কষ্টের লাঘব প্রার্থনায় অগ্রসর মেণ্টের নিকট, তাহার পর ষ্টেট সেক্রেট নিকটে আবেদন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতীয় প্রজাদিগের দুঃখে দুঃ হইয়া এ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার ত বিষয়ে এ দেশীয় প্রজার দুঃখে দুঃখ দেখিতে না।

এ দেশীয় সৈন্যের স্বাস্থ্য ও সচ্ছন্দতা

ঢ়নেল সাহেব বলেন, তিনি গত বৎসরের মেডিকাল নস্পেক্টরের রিপোর্ট পাঠ করিয়া প্রমাণ পাইয়া ন, এ দেশীয় সৈনাগণ যে অসুস্থ হয়, তাহার কারণ , তাহারা যে স্থানে থাকে, তাহার জঘন্য অবস্থা। স্থোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের গৃহ নির্ম্মিত না। গৃহের মেজেগুলি এরূপে নির্ম্মিত হয় যে ও অন্য অন্য পীড়া তথায় নিয়ত বিরাজ করে। দেশীয় সৈনাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্ট উদার ব্যবহার রন না। এই নিমিত্ত ভারতীয় সৈনিকপুরুষেরা রতেশ্বরীর সেনাদলে প্রবেশ করিতে সম্মত নহে। ঢনেল সাহেব তাহার এই প্রমাণ দেন, ভারতীয় না-বিষয়ক যে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে ড়িরও অধিক দেশীয় সৈনাদল ভঙ্গ হইয়াছে। া সৈনাদলের সৈনিক ও সেনাপতিদিগকে ভিন্ন য় সেনাদলের অন্তর্নিবেশিত করা হইয়াছে বটে; ছ দশ হাজার লোকের মধ্যে সাত হাজার লোক ার সৈনাদলে প্রবেশ করিতে সম্মত না হইয়া কালে বিদায় প্রার্থনা করিয়াছে। রাজপুরুষ-গের এই এক বিষয় বলিয়া নয়, প্রায় সকল বিষ ই এদেশীয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা উপেক্ষা ও অনাদর ছে। এ নিমিত্ত রাজপুরুষেরা নিয়ত লাঞ্ছনা ও ঞ্ছার সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা দোষের সংশোধন করিতে পারিলেন না।

এ দেশে যাঁহারা শাসনকার্য্যে ব্রতী হন হাদিগের কার্য্য দেখিলে শাসনকর্ত্তা, এই টি যেন গর্ব্বিত, যথেচ্ছাচারী ও অহঙ্কারক কে বুঝাইয়া থাকে। রাজার রাজকার্য্যে ট বড় যত আমলা নিযুক্ত আছেন, সকলেই এক একটী ছোট বড় নবাব। কিন্তু লর্ড নের সাহাস্য মুখ দর্শনে আমাদিগের সে সে কষ্ট ক্রমে দূর গত হইতেছে। "আকার প্রসাদ" এই যে মহার্থ বাক্য আছে, লর্ড ন তাহার স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি প্রাসাদে বসিয়া অতুল সুখৈশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া চারীগণের মুখে ভারতবর্ষের মঙ্গল অবস্থা শুনেন স্বয়ং ভ্রম করিয়া তাহাদিগের অভাবের বিষয় তেছেন, ক্রমে যত তাহা অবগত হইতেছেন, অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি নি লাহোর পরিদর্শন করিতে গিয়া তত্রত্য নিসিপালিটী কর্ত্তৃক এক অভিনন্দন প্রাপ্ত হন তদুত্তরে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, স্থানাভাব কন এ স্থলে আমরা তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে খ করিলাম। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, ল ভারতবর্ষ শাসন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তবাসিরা যাহাতে তাঁহাকে এক জন বন্ধু মনে করে ইহাও তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা। ভারতবাসিদিগের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে তাহাদিগকে আত্মশাসনের উপযোগী বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হওয়াতে তিনি এতদ্দ্বারা তাহাদিগকে রাজনীতি শিক্ষা ও স্বদেশের উন্নতিকর কার্য্যের ভার সমর্পণে উৎসুক হইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, লর্ড রিপণ রাজনীতি সম্বন্ধে যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন এই নূতন প্রণালী তাহারই বিশেষ বিস্তারমাত্র। এ প্রণালী বিজাতীয় ভাবে প্রবর্ত্তিত করিতে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছুক নহেন, সর্ব্বত্র সমানভাবে ইহার প্রচলন চেষ্টাও গবর্ণমেণ্টের বাঞ্ছনীয় নয়। এতদ্দেশীয় লোকের প্রকৃতি রীতিনীতি ও অবস্থার অনুযায়িরূপেই ইহার প্রবর্ত্তন গবর্ণমেণ্টের অভিলষণীয়। এই প্রণালী প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকল তাঁহাদিগের অধীন প্রত্যেক স্থানেই যে প্রবর্ত্তিত করিবেন, এমন কিছু কথা নাই। ভারতবর্ষের সকল স্থলই যে আত্মশাসন-প্রণালীর উপযোগী হইয়াছে, তাহা নহে। কতকগুলি জনপদ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি অদ্যাপি অধোগতই রহিয়াছে। সাঁওতাল, ভিল, খন্দ প্রভৃতিদিগের দেশে এই প্রণালী প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। উপযুক্ত স্থানেও প্রচলিত করিবামাত্র যে ইহার আশানুরূপ কার্য্যকারিতা লক্ষিত হইবে, তাহাও নহে। কৃতকার্য্যতার অভাব ও ত্রুটি পদে পদেই দৃষ্ট হইবে। তবে অকৃতকার্য্যতার সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশীয়দিগের আত্মশাসন শিক্ষা হইবে এবং তাহাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। গবর্ণর জেনরল বলেন পঞ্জাবে আত্মশাসন সম্বন্ধে কোন কথা বলায় আমার অহ্লাদ হয়। কারণ হতভাগা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এই প্রণালীর প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহবান। এতৎসম্বন্ধে তিনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুযায়ী অভিপ্রায়ই পরিস্ফুট হইয়াছে। আমি আশা করি, পঞ্জাবের অন্যান্য রাজপুরুষবর্গও এই আত্মশাসন বিস্তার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইবেন।

শাসনকার্য্যের উৎকর্ষ বিধানার্থই গবর্ণমেণ্ট এই পরিবর্ত্তন প্রয়াসী হন নাই। দেশের বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাসম্পন্ন সদ্ভ্র লোকেরা যাহাতে আপনাদের কার্য্য আপনারা চালাইতে সমর্থ হইয়া গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট এমনও প্রত্যাশা করেন। আর ইহাতে জেলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের ক্ষমতার কোন হানি হওয়া দূরে থাকুক বরং বর্দ্ধনই হইবে।

প্রাপ্ত।

লণ্ডন—ডবলিউ।

১৫ ই অক্টোবর ১৮৮২।

গত কল্য প্রায় সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে বৈ একটু রৌদ্র হইয়াছিল। আমি দুই দিন হইল বাহির হই নাই, সুতরাং বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের আ কতা অনুভব করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। এখানে বৃষ্টি পড়ে রাস্তা অতি জঘন্য হয়; যদিও পাথ অতি পরিষ্কার তত্রাপি এক ফুটপাথ হ অন্য ফুটপাথে যাইতে হইলে রাস্তা পার হইতে তখন জুতায় পাথরের কাদা জড়াইয়া ও ছিটা উপরের "ওভার কোটে" লাগিয়া যায়। যেখ সেখানে এইরূপ দুই রাস্তার যোগ হইয়াছে, এই স্থানকে ইংরাজিতে ক্রস্ বলে। এই সমস্ত পাথর দ্বারা বাঁধা। তত্রাপি গাড়ির চাক যে পাথুরে কাদা লাগিয়া আইসে, তাহাতেই অপরিষ্কৃত ও কর্দ্দমময় হইয়া পড়ে। এই ক্রস নিকট সর্ব্বদাই এক একজন স্ত্রীলোক বা পু মার্জ্জনী হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—ইহারা গ মেণ্টের চাকর নহে। যখন লোকে ক্রস পার হ যায়, ইচ্ছা হইলে দয়া করিয়া এক পেনি বা যা যাহা ইচ্ছা ইহাদিগকে দেয়। শুনিয়াছি হ ইহারা নাকি প্রত্যেক সপ্তাহে ৮।১০ টাকা ক পাইয়া থাকে। ইহাদিগকে সুইপার কহে; ইংর দের মধ্যে ইহারা অতি নীচ শ্রেণীর লোক। আ একটি ক্রস পার হইতেছিলাম—সুইপার মার্জ্জ দণ্ডে ভর দিয়া তাহার উপর চিবুক রা দাঁড়াইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া টুপি খুলিয়া লম্বা সেলাম ঝাড়িল। বলিল—"সেলাম জি হুজুর

আমার বড় কৌতূহল হইল—যদ্যপি তা সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা হইল। পাছে তা সহিত রাস্তায় কথা কহিলে অন্য লোকে দেখি পায়, সেই জন্য তাহাকে বলিলাম "তুমি আ সহিত আসিতে পার?" সে আমার সহিত আসি সম্মত হইল—আমরা নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র রা প্রবেশ করিলাম—এই স্থানে লোকজন অতি যাতায়াত করিতেছিল। আমরা যেমন মেথরদি ফরাশদিগকে জ্ঞান করি—ইংরাজেরা এই সুইপা দিগকে সেই প্রকার বিবেচনা করে। আমি ইহা ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। সে হিন্দি প্রত্যুত্তর দিল। সে মনে করিয়াছিল হিন্দিতে প্র উত্তর দিলে আমি অতিশয় খুসি হইব। আমি জিজ্ঞা করিলাম।

"Have you been in India?" তুমি ভারতবর্ষে গিয়াছিলে?

" কী কি হুজুর "

" What part of India is it you have ? তুমি ভারতবর্ষের কোন স্থান দেখিয়াছ ? "

" Calcutta sir ? কলিকাতা মহাশয়।

আমি বলিলাম " Do you like Calcutta ? " কলিকাতা কি ভাল বাস ?

" Very much—Very much I wish to go back now. I do not like Loud—হাত নাড়িয়া কি নিষেধ করিয়া বলিল ; Bad weather I like Calcutta. I have many a ride to Bow Bazar hotel. "

অর্থাৎ " না হুজুর, অতিশয়, আমি এখনি ফিরে যেতে ইচ্ছা করি। আমি লণ্ড, অর্থাৎ লণ্ডন ভাল বাসি না ; খারাপ আবহাওয়া, কদর্য্য। আমি কলিকাতা ভালবাসি। আমি অনেক বার গাড়ি করে বো বাজার হোটেলে খানা খেতে গিয়াছি। " হরি হরি !! আমি কাহাকে একটী ডবল পেনি রৌপ্যমুদ্রা দিয়া বলিলাম " Your Excellency " তাহার এক্সেলেন্সির নিকট ভিক্ষা দিবার লইলাম। পাঠক দেখুন এখানকার ভিক্ষুক ইংরাজ ভাবতে গিয়া কিরূপ হয়।

এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনটা অতিশয় খারাপ হইয়া গেল। আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলাম একটা মুদির দোকানের নিকটে দাঁড়াইলাম—দধি কাঁচা লঙ্কা মরিচ একটী ক্ষুদ্র বাসনে রহিয়াছে—লিখিত আছে দুটা একপেনি। একপেনি আমাদের দুই পয়সা। চারিটী লঙ্কা মরিচ ও পয়সা দিয়া কিনিলাম। এই দোকানে প্রবেশ করিবামাত্র দোকানদার অতি সম্ভ্রমে আমি কি চাই জিজ্ঞাসা করিল। এই দোকানে আম্র দেখিলাম। আম্রের পূর্ব্বে উহাকে আমি বলিয়াছিলাম। প্রথমতঃ চিনিয়া আম বলিয়া আমার ভ্রমও হইল না। অতি ক্ষুদ্র। দাম প্রত্যেকটী ।৵০ আনা করিয়া কিন্তু আম্রের গন্ধ নাই। আমি একটী আম্র লইলাম ও তাহাকে বলিলাম যদি ভাল হয় তাহা হইলে আরও লইব। বাটী আসিয়া আস্বাদন করিয়া দেখিলাম আম্রই বটে ; কিন্তু স্বাদ আমাদের দেশের আমের এক চতুর্থাংশও নহে।

ভোজনকালে স্ত্রীলোকদিগকে লঙ্কা মরিচ উপঢৌকন দিলাম। এটী বোর্ডিং হাউস। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ দশ জন মাত্র এই বাড়ীতে থাকি। পুরুষ মধ্যে আমি একা, আর নয় জনই এক পরিবারের। কর্ত্তা বোধ হইল সেসন জজের পরিবার, কন্যা জামাতা ইত্যাদি। বম্বে হইতে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিতেছিলেন পথে এই জজ সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহারা ভারতবর্ষের সমস্ত জিনিস ভাল বাসেন। এমন দিন নাই যে ইঁহারা ভারতবর্ষের কথা লইয়া আনন্দ প্রকাশ না করেন। গৃহিণী (মৃত জজ সাহেবের) স্ত্রী অন্যান্য সকলের অপেক্ষা কাঁচা লঙ্কা মরিচ বড় ভাল বাসেন। উহা দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন।

এক দিন কোন একজন বাঙ্গালি সাহেবের সহিত ভারতবর্ষবিষয়ক তর্ক হইতেছিল। ভারতবাসিরা যে দুর্ব্বল অসার অকর্ম্মণ্য, তিনিই প্রতিপন্ন করিতেছিলেন, আমি তাহার প্রতিবাদ করিতেছিলাম। তিনি অবশেষে কুপিত হইয়া বলিলেন " তুমি কি বল হে ভাই—দেশে কি আর মানুষ আছে, কেবল লঙ্কা মরিচ খাবে আর কলারের ডাল। "

তাঁহার এই বিশ্বাস যাহারা লঙ্কা মরিচ খায় তাহারা মানুষ নয়। মেম সাহেবেরা যে লঙ্কা মরিচ খায় ও ভাল বাসে আজ আমি এই বিষয়ে তাঁহার নিকট এক পত্র লিখিলাম তিনি কি প্রত্যুত্তর দেন পরে আপনাদিগকে জানাইব।

পুস্তক সমালোচন

আর্য্যগাথা। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক বিরচিত, কলিকাতা মেট্রোপলিটান যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি মধ্যাকার গীতিপুস্তক। কাব্যের ধরণে উহা লিখিত হইয়াছে। গীতগুলি সৎচিন্তা-প্রসূত ও গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। এরূপ গীতিপুস্তকের বহুল-প্রচার প্রার্থনীয়। পাঠকগণের দর্শনার্থ আমরা নিম্নে দুটী গীত উদ্ধৃত করিলাম।

(আলেয়া——একতালা)

ব্রিটন ! দেখিও আর্য্যে—পড়ে আছে পদতলে।
করোনা করোনা ঘৃণা অধীন কাঙ্গাল বলে।
আজ দুখী এ ভারত, বিদেশীর পদানত,
সহিছে সহিবে আরো পদাঘাত কতশত ;
ছিল এক দিন ভবে, ভারত অধীন হবে,
মেদিনী কাঁপায়ে আর্য্য বীরদর্পে যেত চলে।
হেরিত যে আর্য্যে সবে, সভীতি ভকতি ভবে,
সে ভিখারী, তব কাছে কাঁদে মুষ্টিভিক্ষা তরে,
মহত পতন দেখি
সিক্ত যদি হয় আঁখি,
করোনা প্রকাশ বীর্য্য পতিতে চরণ দলে।

যুদ্ধ।

ত্যাজেছি হৃদয়রত্ন অন্তরের প্রিয়ধন।
সংসারের মায়া মোহ করিয়াছি বিসর্জ্জন॥
ত্যাজেছি স্নেহের আশা, ত্যাজিয়াছি ভালবাসা
ত্যাজিয়াছি ত্যাজিয়াছি সবই হে গহন বন।
পিতামাতা ত্যাজি মম, ত্যাজি শিশু প্রিয়তম,
অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য ধন রত্ন পরিজন।
ত্যাজি মোর ঘর দ্বার, প্রাণপত্নী প্রেমাধার,
—কোন আঁখি—কোন আঁখি কর অশ্রু বরিষণ ;
শান্তির—সত্যের তরে আসিয়াছি তব দ্বারে
উদ্ধারিব অভিলাষে মোহভ্রান্ত নরগণ।
হে অরণ্য কৃপা করি, লও মোরে ক্রোড়ে ধরি,
যাও চলি ভূতভূতি—উদাস হওনা মন।

সাহিত্য সোপান। প্রথম ও দ্বিতীয় ভা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত, কলিকাতা ৫৫ন কলেজষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে প্রচারি নামেই বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে। সাহি সোপান প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় ভাগই পৃথক্ পৃ খণ্ডে প্রচারিত। এ দুই খানিই সুকুমারমতি বাল দিগের বিলক্ষণ পাঠোপযোগী হইয়াছে। ভা ভাষা প্রাঞ্জল এবং লিখিত বিষয়গুলি বালকদি জ্ঞানদায়ক। আমরা আশা করি স্থানীয় ডি স্কুল কমিটীর সভ্যগণ প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক সমূ সহিত অধুনাতন প্রচারিত পুস্তক সমূহের গুণ বিচার করিয়া অধীনস্থ বিদ্যালয়ের বালকদি পাঠের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগের উপ সাধন ও সৎপুস্তক প্রণেতাকে উৎসাহিত করিবে

ভাষাবোধ ব্যাকরণ। শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ৪৪ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট জে, চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। এখ প্রথম ব্যাকরণ পাঠার্থীদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আয়ত্ত করিবার সামগ্রী ন কিন্তু মতি বাবু যেরূপে উহার সঙ্কলন-কার্য্য সম্ করিয়াছেন, তাহাতে অনায়াসে বালকদিগের অ ফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

হোমিওপ্যাথিক অবচিকিৎসা। শ্রীযুক্ত প্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট চোরবাগান চিকিৎসা যন্ত্রে মুদ্রিত। আমরা এই গ্রন্থ খানির আদ্যো পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার যাব অঙ্গ ও তাহার লক্ষণ, চিকিৎসা এবং পথ্যা সংক্ষেপে পরিস্ফুটরূপে লিখিয়াছেন। ইহার ভ ও লিখন প্রণালী বিশুদ্ধ। এরূপ গ্রন্থ গৃহ বিশেষ উপকারী সন্দেহ নাই।

হরবিলাপ। ১৬৭ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট প্রেসে মুদ্রিত। এখানি ক্ষুদ্র গীতি পুস্তক। গীত সাধারণত মন্দ হয় নাই।

অহোদবার্ত্তা। শ্রীযুক্ত আতাউল হক্ প্রণী কলিকাতা অপর চিৎপুর রোড ২৮৫ নম্বর ভ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মুসলমানদিগের শবেব নামক একটি পার্ব্বণ আছে। ঐ পার্ব্বণে ভারত মুসলমানগণ মোহনভোগ ও রুটী প্রস্তুত করিয়া এবং রাত্রিকালে প্রদীপ প্রভৃতি জ্বালিয়া গৃহ আ

করে। সচরাচর লোকে বলে ঐ দিবস হজরত
দর সহিত মক্কাবাসী কাফেরদিগের অত্যোদ
ক স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে হজরত নবী
বের একটী দন্ত ভগ্ন হয়, তিনি সেই যন্ত্রণায়
ধ-হইয়া নিকটস্থ পর্ব্বতে আশ্রয় লন। ইহাতে
র বন্ধুগণ মসাল জ্বালিয়া তাঁহার অনুসন্ধান
ন এবং তাঁহাকে মোহনভোগ খাওয়ান। তন্নি-
মুসলমানেরা ঐ পার্ব্বণে মোহনভোগ প্রস্তুত
ও আলোক জ্বালে। কিন্তু ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত
রণের অজ্ঞাত, আর এতদ্বিষয়ক কোন গ্রন্থও
,এই নিমিত্ত গ্রন্থকর্ত্তা পুস্তক প্রনয়নদ্বারা এতদ্বি
বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছেন। আমরা ইহা পাঠ
রা যত দূর জানিয়াছি তাহাতে তাঁহার শ্রম সফল
াছে। যাহা হউক আমরা গ্রন্থকর্ত্তার ধর্ম্মরক্ষার
এবং তাঁহার বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লেখা দর্শনে
ব প্রীতিলাভ করিয়াছি।

জ্ঞান-শিক্ষা। শ্রীমথুরানাথ বর্ম্ম প্রণীত। কলি
া ১৩ নম্বর রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন, গ্রেট
ন যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি বালক বালিকাদিগের
াপুস্তক, ইহা পাঠে বালকবালিকাদিগের প্রথ-
: জ্ঞানলাভ হইবে দ্বিতীয়তঃ ইহা তাহাদিগের
মন মস্তিষ্কের পীড়াদায়ক নহে। ইহার ভাষা
ন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই নবেম্বর। গত কল্য ডর্বানামক জল জন্তুকে
রাখিবার স্থানে করা হইয়াছিল। ঐ জন্তুর সহিত যুদ্ধ
ও পরাজয় করে। সে মরিয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই নবেম্বর। মরায় কলাই কমিতেছে।

লণ্ডন ১৪ ই নবেম্বর। ভারতবর্ষীয় সেনাপতিগণ গত কল্য
ষ্টোন সাহেব ও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-
ন। মিনিষ্টোন সাহেব ঐ সময়ে তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া যে ব-
, ইংলণ্ডেশ্বরী ও ইংলণ্ডীয় সমস্ত লোক তাঁহাদের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস
ত ভারতীয় সমস্ত লোকও তাহা রাখে।

কাবুল ১৩ ই নবেম্বর। এমীর মহম্মদ আফজল খাঁ সসৈন্যে
হাগে করিয়া জেলালাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। বিনাযু
প্রস্তুত হইয়াছেন।

সলিমান পাশা লিখিয়াছেন, আমীর তাঁহাকে সালেম-
ুর্গ অধিকার করিতে ও জেলালাবাদ ধরিতে আদেশ
করিলেন।

লণ্ডন ১৬ ই নবেম্বর। তুরস্কান মিশরে রিপোর্ট কমিশন
রেরা ৭। প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ফরাসীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে
ত হন নাই।

বিবিধ সংবাদ।

প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি, এল গুপ্ত
রস্য ভাষায় পরীক্ষা দিবার জন্য দুই মাস বিদায়

গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম শিয়ালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র তৎপদে কার্য্য করিবেন। গবর্ণমেণ্ট সিবিলিয়ানের পরিবর্ত্তে এক জন দেশীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত পদ প্রদান করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, যে কোন পদই হউক না যোগ্য লোককে প্রদান করা হইলে এইরূপ উদার ব্যবস্থা করিলে আমাদিগের একটী গুরুতর ক্ষোভের কারণ দূর হয়।

গত শনিবার সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে উহা স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল।

রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমাদিগের মাননীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু বি এ, বি এল, মহোদয় সবডিবিজনে জজের পদে উন্নীত হইয়া ময়মনসিংহ জেলায় বদলী হইলেন। রাজেন্দ্র বাবুর লোকব্যবহার-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা আছে,বাদী প্রতিবাদী উভয়েই ইঁহার কৃত বিচারের প্রশংসা করেন। রাজেন্দ্র বাবুর উদ্যোগে ও চেষ্টায় এখানকার ইউনিয়ন ক্লবটী সংস্থাপিত হয় এবং ইনি অনেক দিন অবধি ঐ ক্লবের সম্পাদকের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

শিমলা শৈলে যে নূতন হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে রাজস্ব-সচিব নেজর বেরিং তাহাতে ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের যে সকল উচ্চ-পদস্থ সৈনিকপুরুষ মিশর-যুদ্ধে অসামান্য ভুজবল দেখাইয়াছেন তাঁহারা ভারতেশ্বরীর অনুজ্ঞা ক্রমে ইংলণ্ডে নীত হইয়াছেন। রাজ্ঞী স্বয়ং তাঁহাদিগকে পুরস্কার দান করিবেন। তাঁহারা যেখানে যাইতেছেন সেইখানেই সাদরে পরিগৃহীত হইতেছেন, সে দিন পার্লামেণ্ট মহাসভা দর্শন করিতে গিয়া সভ্যগণ কর্ত্তৃক সাদর-সম্ভাষিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় সৈনাগণ মিশরে যতগুলি যুদ্ধ করিয়াছে তন্মধ্যে আগাজিগের যুদ্ধই অধিকতর গৌরবের সন্দেহ নাই। তেল এল-কবিরে যুদ্ধ শেষ হইলে সৈনাগণ আগাজিগের অভিমুখে আসিতে আরম্ভ করে, প্রথম দলে পাঁচ জন ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্য রাখা হয়, অবশিষ্টেরা পশ্চাৎ থাকে। এই পঞ্চজন সৈন্য দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া আগাজিগে উপস্থিত হইয়া দেখে তত্রত্য ষ্টেষণ লোকে লোকারণ্য,পলায়নপর মিশর সৈন্যগণ তিন খানি ট্রেণে আরোহণ করিয়া পলাইতে উদ্যত হইয়াছে, এই পাঁচজন সৈনিক পুরুষ এতদ্দর্শনে স্ব স্ব বন্দুক উত্তোলন করিয়া কলচালককে যাইতে নিষেধ করিল কিন্তু তাহারা তাহা না শুনাতে গুলি করিয়া যেমন বধ করিল অমনি ট্রেণস্থ যাবতীয় সৈনিকপুরুষ অবতরণ করিয়া প্রাণপণে চতুর্দ্দিকে দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। এই ঘটনার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অপরাপর সৈন্য তথায় আসিয়া উপনীত হ
যাহা হউক এই পাঁচজন সৈন্যেই আগাজিগ অধি
করিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

কাশ্মীর যে কেমন উর্ব্বরা প্রদেশ পাঠক তা
প্রমাণ দেখুন। তত্রত্য মহারাজ, গবর্ণর জেনারে
পরিদর্শনের জন্য লাহোরে একটী বৃহৎ অলাবু প্র
করিয়াছেন। ইহা দীর্ঘে কিঞ্চিদধিক চারি হা
এবং ব্যাস দুই হস্ত।

গত তিন মাসে কলিকাতার ট্যাম গাড়ি স
৭৫ টী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে পর
গাড়ির সংঘর্ষনজনিত ৬৫ ও নয় জন ধ
লাগিয়া আঘাত প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগের ম
কেবল এক জনের মৃত্যু হইয়াছে।

গাজিপুরের অহিফেনের কারখানা হইতে অ
ফেন চুরি যাওয়াতে প্রেসিডেন্সি কমিশনর মন
সাহেব তাহার অনুসন্ধানের জন্য তথায় গমন ক
য়াছেন। এই নিমিত্ত ওয়ার-এডগার সাহেব কিছু
তৎপদে কার্য্য করিবেন।

হুগলীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, হুগলী ব্রি
(গঙ্গার রেলওয়ে সেতু) কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র হইতে
গঙ্গার পূর্ব্ব পারে গৃহাদি নির্ম্মাণ হইয়াছে।
ওয়ের আবশ্যক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য সেতুর উপ
সকল সংগ্রাহিত হইতেছে। অনেকগুলি ইংরাজ ও
লোকের আপাততঃ অন্নসংস্থান হইল। আবার
তেছি নৈকাটীর দক্ষিণ ভাটপাড়া গ্রামের অপর
দুটী কল নির্ম্মাণ হইবে তাহাতেও অনেক লো
চাকরি হইবার সম্ভাবনা। আমরা বল করিতে
না। অর্থ নাই, উদ্যোগ নাই, ঐক্য নাই, সাহস
কাজেই পরের কলে চাকরিই আমাদের অনুসন্ধ
বিশেষ দেশের মোটা টাকা পরে লইয়া গেলে অ
হাহুতাশ বৎকিঞ্চিৎ যাহা পাও তাই ভাল।

হুগলীর এমামবাড়ায় মহরমের দিন পড়িয়া
নিতা প্রাতে এমামবাড়ার রাস্তায় হাসন হোস
মৃত্যুসূচক শোকসূচক গীত কয়েক জন মুসল
একত্র হইয়া গাহিতে থাকে। ইহাদিগের গা
নিয়ম ঠিক উড়িয়াদিগের ন্যায়। অগ্রে
তাহার পর বাদ্য, গীত বাদ্য একত্র হয় না। স
পর 'মরসিয়া' অর্থাৎ ঐরূপ গীতের ন্যায়
করিয়া পুস্তক পাঠ হয়। এমামবাড়ার সর্ব্বত্র আ
ময় ও লোকাকীর্ণ। ফলতঃ সিয়া মুসলমানেরা য
বক্ষে করাঘাত ও মরসিয়া পাঠের সময় অশ্রু
করিয়া থাকেন কিন্তু বাস্তবিক মহরম উপ
তাঁহাদের আনন্দ কি দুঃখ উপস্থিত হয় তাহা বু
পারা যায় না।

ডিবরাল্টারের গবর্ণর লর্ড নেপিয়ার ৩১ এ
স্বয় পদত্যাগ করিবেন।

লণ্ডনের রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে একটী হিন্দু দেবমূর্ত্তি
য়া গিয়াছে। ইহার নাম লিঙ্গন। দিল্লির একটী
রে ইহা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দেবমূর্ত্তিটী
০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।
শুক্র-গ্রহ নাকি আগামী ৩১ এ অক্টোবর মঙ্গল
সিংহল হইতে দেখা যাইবে। এই গ্রহ ক্রমে
টী আসিতেছে; ৬ ই ডিসেম্বর সূর্য্যও পৃথিবীর
ল দিয়া চলিয়া যাইবে। এই গ্রহ পুনর্ব্বার সূর্য্যও
বীর মধ্য দিয়া ২০৬৪ অব্দের ৭ই জুন গমন করিবে।

গবর্ণমেণ্টের	৭	টাকা সুদের কাগজ	১৯৮০ হইতে ৯৯৮/০
"	৪৷৷০	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০০৷৷
"	৪৷৷০	১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩)	১০৬৷৷৵
"	৪৷৷০	১৮৭৯ (১৮৯৩)	

রতবর্ষ হইতে ফরাসী উপনিবেশে যে সকল কুলী
করে তাহাদিগের অধিকাংশই কষ্টে প্রাণত্যাগ
। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া
পর তাহাদিগের ফরাসী রি-ইউনিয়নে যাওয়া
নে দ্বারা নিবারণ করিয়া দিয়াছেন। আসাম
ও অন্য অন্য স্থানের কুলীদের কষ্টও কম নহে,
ক সাহেব কৌতুক দেখিবার জন্য দরিদ্র অসহায়
কে কুক্কুরের মুখে নিক্ষেপ করেন যাহা হউক
র জেনেরলের তৎপক্ষেও দৃষ্টি থাকে ইহাই
ন্ত প্রার্থনীয়।

আমরা মনে করিতাম ব্রহ্মরাজ থিবুই রাজ্যের
শ্বর। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, রাজীই
ধার। রাজা নাকি নরহত্যাদি যাবতীয় কার্য্য
ীর আদেশানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। ইংরাজ
র সহিত রাজা থিবু যে সন্ধি করিয়াছেন রাজ্ঞী
ও তাহাতে সম্মত হন নাই।

ফ্রান্সের অধিপতি নেপোলিয়ানের সঙ্গে সঙ্গেই
দিগের গৌরব গিয়াছে। ফ্রান্সের আর
কোন কালে উন্নতি হইবে তাহার সম্ভাবনা
। ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধে উহার সমস্তই নষ্ট হইতে
ছে। ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে একব্যক্তি
হইতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডি ইউরোপীয়ান নামক পত্রে লিখিয়া
ফ্রান্সে নাস্তিকতার উত্তরোত্তর যেমন শ্রীবৃদ্ধি
হইতে তৎসঙ্গে পাপকার্য্যেরও স্রোত প্রবাহিত
কারা-গৃহ কয়েদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।
দ্যাচারদোষ যার পর নাই প্রবল। ধর্ম্ম এক্ষণে
র তামাসার সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।
সমাজের এই ব্যবহার দর্শনে ভদ্রতা নিম্নশ্রেণীর
কেরা তাহাদিগের প্রতি কুপিত ও তাহাদিগকে
ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরস্পরের
রূপ ব্যবহার নিবন্ধন পরস্পরে ঘোর শত্রুতা
স্থ হইয়াছে, ধনী নির্ধনকে দমন করি-
বার এবং দরিদ্র ধনীকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার চেষ্টায় বেড়াইতেছে। সোসিয়ালিষ্ট দলের অধিপতিরা এই সুযোগে পরস্পরকেই বিবাদে প্রোৎসাহিত করিতেছেন। পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত নিয়ত সভা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। এতদ্দর্শনে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী স্থানত্যাগ করিয়া যাইতেছেন।

ভদ্রকুলোদ্ভবা দেশীয় রমণীগণের জন্য কলিকাতার ট্রামওয়ে কোম্পানী যাহাতে স্বতন্ত্র গাড়ি এবং উহা চালাইবার ও টিকিট দিবার জন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত করেন, তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

কলিকাতার মণিঅর্ডার আপীস নবেম্বরের শেষে ৪০ নম্বর চৌরঙ্গীতে স্থানান্তরিত হইবে।

অধুনা কাপড়ের উপর নোট প্রভৃতি ছাপা থাকায় অনেক ধূর্ত্ত লোকে উহা বস্ত্র হইতে কাটিয়া এরূপে কাগজে সংলগ্ন করিয়া চালাইয়াছে যে, তাহাতে অনেককেই প্রতারিত হইতে হইয়াছে। এই কারণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন আগামী ১ লা মার্চ্চ হইতে কেহ ভারতবর্ষে নোট, কোম্পানীর কাগজ ও ষ্টকনোটের ছাপবিশিষ্ট বস্ত্র আমদানী করিতে পারিবে না।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে গো বীজে টীকা দিলে যেরূপ উপকার হয় পরম্পরা সম্বন্ধে সেরূপ হয় না। এখন গো বীজে একজনের টীকা দিয়া আবার তাহার সেই বীজ হইতে অন্যের টীকা দেওয়া হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে তত উপকার দর্শে না। ডাক্তার মিয়ার বলিয়াছেন তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ৮০ হাজার লোককে টীকা দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদিগের মধ্যে কাহারও বসন্ত হয় নাই।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর শনিবার কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন।

আগামী ২৭ এ নবেম্বর প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। ৩০০০ ছাত্র প্রবেশিকা ও ১৩০০ এল, এ পরীক্ষা দিবেন। এ বারের ন্যায় সংখ্যাধিক্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবধি হয় নাই।

১৮৮১ অব্দে ২১৪২৭ জন লোক ও ৪৩৬৬৯ গৃহ পালিত পশু বন্য জন্তুকর্ত্তৃক এবং ১৫২৭৯ হিংস্র জন্তু ও ২৫১৯৬৮ টী বিষাক্ত সর্প মনুষ্য কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য হস্তারকেরা ১০২৮১১ টাকা পুরস্কার পাইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হিংস্র জন্তু ও সর্পসঙ্কুল স্থানে সরকারী শীকারী নিযুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে স্থানীয় শীকারীগণ নিরুৎসাহ হইবে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই আপত্তি করাতে তিনি স্থান বিশেষে সরকারী শীকারী নিয়োগে অভিলাষী হইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সরকারী শীকারী থাকাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে। তিনি দি
পুরে সরকারী শীকারী নিয়োগেরও পক্ষপাতী।
জন্তু-প্রধান দেশের কৃষকগণ যাহাতে নি
অস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারে, তিনি তদ্বি
স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদিগকে মনোযোগী হইতে
য়াছেন।

বোম্বাইয়ের দশটী দেশীয় রমণী এবার মেট্রি
উলেসন পরীক্ষা দিবেন।

আত্মশাসনের বিরোধী ব্যক্তিগণ ক্রমে ই
অনুমোদন করিতেছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ই
পোষকতা করিয়াছেন, আবার ইংলিসম্যান প্র
সংবাদ পত্র ইহার সপক্ষ হইয়াছেন। ন্যায়ের
রোধ করা সহজ নহে।

গত বুধবার হইতে তারকেশ্বর রেলওয়ের
পের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কোম্পানী ইহা
সম্পন্ন করিবার বিষয়ে মনোযোগী হইলে
হয়।

বেলজিয়মবাসীরা কপোতকে বার্ত্তাবহ-ক
যেমন দীক্ষিত করিতে সক্ষম এমন আর
জাতিই নহে। উহার অন্তর্গত কেবল লে ন
স্থান হইতেই মার্চ্চ মাসে রেলওয়ে যোগে ৩১
এপ্রেল মাসে ৩৬২২৫০, মে মাসে ৩৮২৫০০,
মাসে ২৬১৫০০ ও জুলাই মাসের প্রথম
সপ্তাহে ৯৯০০০ কপোত বিদেশে প্রেরিত
য়াছে।

বোম্বাইয়ে মুক্তি-ফৌজের পুনরায়
পড়াতে সকলেই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গিয়া
ইহাঁদিগের পরিচ্ছদ ও উদার ভাব দর্শনে অনে
নাকি মনে ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছে।

শশিগিরী রাও নামক বোম্বাইয়ের যে উকীল ম
রেলওয়ে ট্রেণে গমনকালে একটী ইউরোপীয়
কে কটুকথা বলায় বাঙ্গালোরের ম্যাজিষ্ট্রেট
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। হুণ্টর কমিশ
নিকটে আপীলে মকদ্দমা এলাকার বহির্ভূত
দণ্ড রহিত হয়। সম্প্রতি মাদ্রাজ রেলওয়ের ক
ও অবমানিত রমণী মিস লেম পুনরায় অভি
গের উদ্যোগ করিতেছেন। লেখা অধিক ক
ভাল নয়।

প্রায় মাসাতীত হইল এলাহাবাদ ষ্টেবণে
নক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। পুরাস্কারাদি
কেহই ধৃত করিতে সাহসী হয় নাই। পু
অনুসন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি
ছেন না।

১১ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে,
সপ্তাহে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের ১১০৬২ টাকা
হইয়াছে।

ধূমকেতুটী আজিও দেখা যাইতেছে, কিন্তু উহার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে এবং উহাকে উর্দ্ধে উঠিতে দেখা যাইতেছে। এই বৃহৎ ধূমকেতুটী আমেরিকার অন্তর্গত [illegible], ভিয়ানা, প্যারিস ও নাইস নগর হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ বলিতেছেন ৩৭ অব্দে এই ধূমকেতুটী একবার উদিত হয়। কিন্তু যাহা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছিল ১৭০ বৎসর পরে পুনরুদয় হইবে কিন্তু ৩৭ বৎসর পরে অর্থাৎ ১১ অব্দে ইহা পুনরায় লোকের দৃষ্টিগোচর হয়। কেহ কেহ জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়াছিলেন ৩৭ বৎসর পরে পুনরায় উহার উদয় হইবে, কিন্তু দুই বৎসর গত না হইতে উহা পূর্ব্বাকাশে প্রকাশিত হইয়াছে দর্শনে তাঁহারা বলিতেছেন এই ধূমকেতু অত্যন্ত বেগে সূর্য্যের দিকে যাইতেছে। কিন্তু উহাতে মিলিত হইলে যে কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিবে তাঁহারা এক্ষণে নিরূপণ করিতে অসমর্থ।

ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যক্তি সাধারণকে কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রের যাবতীয় কার্য্য কণ্ট্রাক্ট দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তদনুসারে লাহোরের জি, ডবলিউ অ্যালেন নামক এক ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় মুদ্রণকার্য্যের কণ্ট্রাক্ট লইতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। এতদ্নিবন্ধন জেল ও সেক্রটারিয়েট প্রেসের সমুদায় কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞানের চর্চ্চায় মনুষ্যের বুদ্ধি যেমন সূক্ষ্ম হয়, তাহার ফলে মনুষ্যের সুখ ও ব্যয়সংক্ষেপ হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে শীতল জল পান, টানা পাখার বাতাস এবং গৃহের চতুর্দ্দিকে খস্‌খসের টাট জলসিক্ত না করিলে শীতল বোধ হয় না। এতদ্নিবন্ধন ব্যয় বাহুল্যও হইয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের মহিমায় বোধ হয় সে ব্যয় যায় পর নাই লাঘব হইতে চলিল। সায়েন্টিফিক আমেরিকান্ নামক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, মিসিসিপি নদীর জল ডিগ্রি শীতল পর্য্যন্ত বরফাদি রাখিবার ন্যায় বদ্ধ করিয়া যদি ৯৪ ডিগ্রি তাপবিশিষ্ট গৃহে যায়, তাহা হইলে সেই গৃহের বায়ু ৭৬ ডিগ্রি হয়।

শাস্ত্রকারেরা শস্যের যে ছয়টী ঈতির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শলভের উপদ্রব অন্যতর। এই শলভে বোম্বাই প্রদেশে পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে। ইতিমধ্যেই পঞ্জাবে আহম্মদনগরের সমুদায় শস্য নষ্ট করিয়াছে। চান্দোর ও উত্তরের তালুক সমূহের লোকদিগের অন্নকষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে। মালেগাঁও নামক স্থানের ৩৫ খানি, খান্দেশের অন্তর্গত একখানি ও ভাণ্ডারার অন্তর্গত এক-খানি গ্রামের শস্য সমূলে বিনষ্ট করিয়াছে। ইহারা টানা নামক স্থানে শলভের যন্ত্রণা অনিষ্ট করিয়াছে, তাহাতে ও তত্রত্য অধিবাসীরা বিলক্ষণ আশঙ্কিত হইয়াছে। পুনায় সামান্যরূপ ক্ষতি করিয়াছে। ওয়াদেগাঁও প্রভৃতি শস্যের বিশেষ হানি করিয়াছে। খানদেশে ইহার উপদ্রব কথঞ্চিৎ থামিয়াছে।

পিকিং গেজেটে এক যুবকের পিতৃ ও মাতৃভক্তির বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। এই যুবকের মাতা পীড়িত হইলে তিনি তাঁহার কষ্ট দর্শনে তাঁহার যাবতীয় ক্লেশ স্বয়ং গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট একান্তমনে গোপনে প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পীড়া শান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং অবশেষে করাল কালের কবলে নিপতিত হইলেন। তদীয় পুত্র মাতৃবিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার সমাধি স্থলের সন্নিকটে নিজ বাস নির্ম্মাণ করিলেন, এবং সমস্ত দিন পিতৃসন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতেন ও নিশিতে তিনবার অবসর করিয়া সহস্র বিঘ্নসত্ত্বেও সমাধি স্থান দর্শন করিতেন। কিছু দিন এইরূপ করিবার পরে পিতারও মৃত্যু হইল। তখন তিনি সেই সমাধি স্থলে অতি কষ্টে একটী কুটীরে দিন যাপন করিতেন। তিন বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হওয়ার পর সম্প্রতি তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে।

রাজস্ব সচিব মেজর বেরিং ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে মান্দ্রাজ হইতে হাইদ্রাবাদে গমন করিবেন। প্রত্যাগমনকালে এক দিন জব্বল পুর ও দুই দিন এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়া ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় উপনীত হইবেন।

আফগানস্থানের সীমাপ্রদেশে বড়ই গোলযোগ যাইতেছে। দিলওয়ার খাঁ ও মায়মনার আলী আফগান তুর্কিস্থানের গবর্ণর ইসাক খাঁর উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। দিলওয়ার খাঁ রুশ গবর্ণমেণ্টের ও মার্ভ তুর্কোমান সর্দ্দারদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, ইসাক খাঁও কাবুলে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফেরুশখুই জাতির সর্দ্দার ফতেউল্লা মায়মনা নামক স্থানে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে। কাবুল হইতে মেসেদ নামক স্থানে যে সকল ব্যবসায়ী দলবদ্ধ হইয়া যাইতেছিল তাহারাও এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। লর্ড লিটন ভাল খেলা খেলাইয়াছিলেন, তাঁহারাই বুদ্ধির গুণে আফগানস্থান উৎসন্ন যাইতেছে।

গত ১০ ই নবেম্বর কলিকাতার ক্যাম্পার্ডাউন পাটের কলে অগ্নি লাগিয়া [illegible] দশ লক্ষ টাকার সামগ্রী ভস্মীভূত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মূল্যবান কলগুলি ও অট্টালিকা বিনষ্ট হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দে এই কলে আগুন লাগিয়া বিস্তর টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছিল, তথাপি কি চৈতন্য হয় নাই?

রুশ মধ্য আসিয়ার চীনের রাজ্য লইয়া আপন রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। [illegible] সম্রাট এতদ্দর্শনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও নাকি তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি সৈন্য ক্যাসগারে প্রেরণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ভারতেশ্বরীর পুত্র ডিউক অব কোনাট মিশরে ভারতীয় সৈনিকদিগের কার্য্য ও আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন, তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, এরূপ যোগ্য পুরুষদিগে সৈন্যাপত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিলে তিনি যেরূপ সুখী হইতে পারিবেন এরূপ আর কিছুতে হইবেন না, রাজ্ঞী তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন, কিন্তু এতদ্নিবন্ধন পাছে গ্রীষ্মকালেও তাঁহার ভারতবর্ষে থাকা ঘটিয়া উঠে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার অভিলাষ ব্যক্ত করিতে সম্মত হন নাই।

রুশেরা কাস্পির সাগরে উত্তরোত্তর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। ভারতবর্ষে আসিবার ইচ্ছা আছে না কি?

নদীয়ার সিবিল সার্জ্জন ব্রাণ্ডার সাহেব বনগাঁর নেটীব ডাক্তারকে যে অকারণ প্রহার করিয়াছিলেন পাঠক তদ্বৃত্তান্ত সোমপ্রকাশে পাঠ করিয়াছেন। ডাক্তার বাবু এ নিমিত্ত বনগাঁর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালিশ করেন, কিন্তু খেতকায়ের মকদ্দমা কৃষ্ণকায়ের নিকট হইবার আইন না থাকাতে উক্ত নদীয়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট রিচি সাহেবের নিকট প্রেরিত হয়। ব্রাণ্ডার সাহেব এতদ্দর্শনে ডাক্তার বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। কৃষ্ণনগরে কয়েকজন উকীল ইহার মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য ডাক্তার বাবুর দ্বারা মকদ্দমা উঠাইয়া লইতেছেন। ইহাকেই বলে গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া।

কাপ্তেন এবনি আল্পস পর্ব্বতে উঠিয়া দেখিতেছেন পৃথ্বীতল অপেক্ষা শূন্যে সূর্য্যের কিরণ প্রখর নহে, পৃথিবী হইতে যত উর্দ্ধে উঠা যায় সূর্য্যকিরণ ততই কম বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

সম্প্রতি ফিলাডেল্‌ফিয়ার দুটী বালক জলক্রীড়া করিতে করিতে বালি বাধিয়া জলমগ্ন হয়। সন্তরণ দিয়া পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিতে

া করে, কিন্তু কিছুক্ষণ এইরূপ সন্তরণের উভয়েরই কর্ণে যন্ত্রণাবোধ হওয়াতে ভাসিয়া । পরে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, নিমগ্ন হইয়া সন্তরণ দেওয়াতে উভয়েরই কর্ণ- ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অধিক জোরে ডুব ও এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। এই কারণেই ব আমাদিগের দেশে ডুব দিয়া স্নান করিবার কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ।

লোমাইড অব পটাস নামক বহুমূত্র রোগের ধন। ডাক্তার ফেলিজেত নামক একজন ৎসক এই ঔষধ দ্বারা বিস্তর রোগীকে আরোগ্য য়াছেন। যাহা হউক, এটী বিশেষরূপে পরীক্ষা উচিত। বহুমূত্র পীড়া যেরূপ ভয়ঙ্কর ও দুরা- া তাহাতে ইহার ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে যে রণের মহোপকার হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ ।

চাম্পৌদী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:— প্রদেশের হিন্দু মাত্রেই যে দেওয়ালীর সময়ে ন আপন আপন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া থাকে, া আমরা গত বৎসর পাঠকবর্গকে বলিয়াছি। প্রাচীন রীত্যনুসারে ঐ পর্ব্বদিবসে বর্ষে বিগত কয়েক হইতে অদ্যত্য হিন্দুগণ আপন আপন অদৃষ্ট ক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আজ কাল যে কে গমন করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া পালে পালে লোক সকল জুয়া খেলিতে লাগি- ছে। ইহাদের এইরূপ বিশ্বাস দেওয়ালীর রে যিনি জুয়াখেলায় হারিবেন, তাঁহাকে সম্বৎসর রিতে হইবে, তিনি কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য তে পারিবেন না। এই ভয়ানক কুসংস্কার যে বল মূর্খ ও নীচ জাতির মধ্যেই প্রবল, তাহা নহে ারা আপনাদিগকে মান্যগণ্য ধীমান কুবিদ্য ভদ্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে দরিদ্র আর ী লোকের খেলার মধ্যে প্রভেদ এই যে, ামান্য লোকেরা পথে, ঘাটে, মাঠে যেখানে খানে বসিয়া খেলিয়া থাকে, ধনী মহাশয়েরা কান একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া খেলিয়া কেন। বড় লোকের খেলায় সাধারণ বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি াই, কিন্তু সামান্য লোকের খেলায় সমাজের বিশেষ নিষ্ট হয়। বড় লোক এক কেন দশ হাজার হারি- লেও কাহারও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। ন্তু সামান্য লোকে এক টাকার স্থানে দুই টাকা রিলেই আর তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। হারা প্রথমতঃ ঘরের দ্রব্যাদি বন্ধক, পরে প্রতি- বেশীর ঘরে চুরী করিয়া খেলিয়া থাকে। কিন্তু ধরা পড়িলে যে কারাক্লেশ সহ্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ে তাহাদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই। তথাপি ভালরূপে অদৃষ্ট পরীক্ষা করা চাই। গবর্ণমেণ্টের ইহার নিবারণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বালীর লোক- দিগের বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহাদিগের দরখাস্তের উত্তরে সেক্রেটারি মেকলে সাহেব লিখিয়াছেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বালীকে হাবড়া মিউনিসিপালিটী হইতে পৃথক করিয়া বালিতে স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী স্থাপনের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

সার্কসওয়ালা চিরাণী সাহেব ঘোড়াকে শিক্ষিত করিতে গিয়া একদা মস্তকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম হেন্‌রীর রাজত্বকাল হইতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে কাষ্ঠের মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

পাটনার জজ বেভারিজ সাহেব স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও ইউরোপীয়দিগকে এক সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া বাঁকি- পুরে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, সার লেপেল গ্রিফিন সাহেব পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুমুখী বৃত্তি স্থাপনের নিমিত্ত এক সহস্র মুদ্রা দান করি- য়াছেন।

মেদিনীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মেদিনীসম্পা- দকের যে দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন, সেসন জজ তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন। জয়েণ্ট সাহেব কি নামজাদা হইবার জোগাড় করি- তেছেন?

গত ৮ ই নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে লবণের আয় ব্যয় সম্বন্ধে একটী প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা গেল, ১৮৭৮ অব্দের ৩১ এ জুলাইয়ের বিজ্ঞাপন অনুসারে আমদানি লবণের উপর মণকরা ২৸৶০ শুল্ক নির্দ্ধারিত হয় এবং ২৪ পর- গণা ও উড়িষ্যার নানা স্থানে উৎপন্ন লবণের মাশু- লের হার ২৷৷০ হইতে ২৸০ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়া- ছিল। কিন্তু ১৮৮২ সালের ১০ ই মার্চ্চের বিজ্ঞাপন অনুসারে সর্ব্বপ্রকার লবণের মাশুলই একবিধ অর্থাৎ ২ টাকা করা হইয়াছে। এইরূপ শুল্কের হ্রাস হওয়াতে রাজস্বের ক্ষতি না হইয়া বরং কিছু বৃদ্ধিই হইয়াছে।

গত চারি বৎসর বাঙ্গালায় লবণ হইতে কিরূপ রাজস্ব আদায় হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৮৭৮—৭৯	২,০৭,৬৩,৬৯৯
১৮৭৯—৮০	২,৭৭,৪০,৬৭
১৮৮০—৮১	২,৩১,৮২,৪২৯
১৮৮১—৮২	২,৪৮,৩৬,১০৩

এই রাজস্ব সংগ্রহ করিতে ঐ ঐ বৎসর নি লিখিত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৮৭৮—৭৯	৪,৮৭,৬৬৩
১৮৭৯—৮০	১০,০৫,৮৭৩
১৮৮০—৮১	৩,৯০,২৮৩
১৮৮১—৮২	৩,১১,৯৫৪

গত দুই বৎসর বাঙ্গালার মধ্যে কলিকাতা এ চট্টগ্রাম এই দুই স্থানেই লবণের আমদানী হইয় ছিল। ১৮৮১—৮২ অব্দে কলিকাতায় ৮৬,২৭,০৮ মণ এবং চট্টগ্রামে ৩,৭৬,৩৮০ মণ লবণ আমদা হইয়াছে; কিন্তু ১৮৮০—৮১ অব্দে কলিকাত ৮৫,২১,৫০০ মণ এবং চট্টগ্রামে ৩,৪৬,৯৪৪ মণ ল আমদানি হইয়াছিল। গত বৎসর আমদানী ল হইতে ২৪,৩৫,০২০ টাকা এবং ১৮৮০—৮১ অ ২,৩৬,৮৬,৪৪৩ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছে।

হিন্দুপেট্রিয়টের সোঁসাট দুর্গাপুরস্থ সংবাদদা লিখিয়াছেন এবার অল্প বৃষ্টি নিবন্ধন তথায় ময় নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র ঘাস জন্মিয়াছে। ইহার এ মাদকতা শক্তি যে গরুতে ও এই ঘাস খাইলে তিন দিন নেশায় ঘোর হইয়া থাকে। নড়িতে চড়ি পারে না। আবার যদি এই ঘাসের আঁশ দাঁ বাঁধিয়া থাকে, তাহা হইলে যাবৎ উহা উদরস্থ না তাবৎ তাহার মত্ততা থাকে, এবং স্থল বিশেষে অ কারে প্রাণত্যাগও করিতে পারে। নেশাখোরে পোহাবার। গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স বসান।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর রিভার্স টম সাহেব বেহার ভ্রমণকালে বাঁকিপুরে একটী দর করিয়া সৈয়দ উলায়ৎ আলীখাঁকে নবাব উপাধি ক করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গবর্ণমেণ্টের কা নিযুক্ত নিম্ন পদস্থ ডাক্তারগণের পরীক্ষা সম্বন্ধে নিয়ম করিয়াছেন, যে সকল এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প উন্নতির নিমিত্ত পরীক্ষাদানে উৎসুক হইবেন, তাঁ যদি পরীক্ষাকালে সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়া একটী বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হন এবং ছয় মাসের য যদি পুনরায় পরীক্ষা দেন তাহা হইলে সেই অনু বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইবে; কিন্তু যদি তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে পরী না দেন তাহা হইলে পুনর্ব্বার পরীক্ষা দিবার স তাঁহাকে সকল বিষয়েরই পরীক্ষা দিতে হইবে। যিনি একাধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হইবেন, তিনি পু সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ না হইলে পদো লাভ করিতে পারিবেন না।

ক্রকস্ নামক এক যুবক প্রিন্স অব ওয়েলসকে
করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করাতে অভিযুক্ত
াছেন। এ কুবুদ্ধি কেন?

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৫ ই নবেম্বর। দার্জ্জিলিংয়ের অন্তর্গত শিলিগুড়ির ডেপুটী
ষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ রাজসাহীর
ষ্টেশনে বদলী হইলেন।
বাবু নিস্তারণচন্দ্র ঘটক কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরে দ্বিতীয়
র সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।
ুন্দেরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।
ব ডেপুটী কালেক্টার বাবু নিত্যানন্দ ঘোষ যিনি উড়িষ্যার
ঃ কেনালের নিমিত্ত ভূমি সংগ্রহ করিতেছিলেন তিনি
বলু তেসাম ঢাকা ও ময়মনসিংহ রেলওয়ের নিমিত্ত ভূমি
ঃ করিবার জন্য ১৮৭০ অব্দে ১০ আইন অনুসারে কালে-
র ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
ভূতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
মারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।
ভাগ প্রথম ভাগ (অষ্টাদশ সংস্করণ) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্দ্দশ সংস্করণ) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
নার তৃতীয় ভাগ (ত্রয়োদশ মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০
বিষয় নিবন্ধ (ত্রয়োদশ মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ /০
পাঠ্য ইতিহাস (এক) ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষার অতি অল্পই
লিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।
সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীট বাঙ্গালা লাইব্রেরিতে ও
স্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক
ইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের
ধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
ওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩৯ নং কালী-ঘাটের বাবু পারীমোহন মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও কালীঘাটে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নিবারণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া ৸০ অন্ধসের ১৷৵০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক হউক ইহার এক শিশিতে চুল নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১, প্যাকিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী) ব্যা, দুষিত নালঘা, গাত্রে বেদনা, ক
পা ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত স
সময়ে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকা
মূল্য ছোট শিশি ২৷০ ও বড় ৪৷০ টাকা প্যাকিং।
ঠিকানা—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৪৮ অ
ডি. মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকা
হইয়াছে। ইহাতে সমীক্ষণ ও নিবৃত্তিবাদ, নরদে
শোণিতের উৎপত্তি ও কার্য্যবিবরণ, তারকা-প
মৃচ্ছকটিক, দেবগণের মর্ত্তো আগমন, আগমনী, ম
সংহিতা, পৃথিবীর অবয়বাকৃতি, সাংখ্যদর্শন,
৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপে
ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মা
সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ পাঁচ টাকা। গ্রাহ
মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কা
সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবে
অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্প
প্রেরিত হয় না।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশি

ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই বিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক
কার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আ
মুক্তকণ্ঠ বলিতে পারি যে, যাঁহারা
ঔষধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নি
উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত দ্বিবিধ ঔষ
প্রত্যেক কৌটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত
২ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, ব
প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্ব
করিবে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকম
সমেত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের
থাকিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পো

পরীক্ষিত।

কেশসংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহ
কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও
উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং
হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগ
বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্য
৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্তশূল, দন্ত

পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের
ষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং /০।
পারার ঘৃত। ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটিত
দির শান্তি এবং রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর
করিয়া থাকে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০।
র তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদ-
সারিবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০।
প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

পূর্ব্ব শিক্ষাকার ডাং শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব
য়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত
পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে
ইহাতেই বেশী ফল পাওয়া যায়।" জনৈক
ত বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ অল্প, তাহাতে
র নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত"
প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১।০, কমিশন শতকরা
। এক ডজনের নীচে কমিশন্ নাই। কলি
া ১৮০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ আমার নিকট পাওয়া

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

১; "আয়ুবন্ধন" ৬ষ্ঠ খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল
১৷৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক
সংগ্রহের নিকট এই পুস্তক দুই খণ্ড থাকা
থাকে।

১। "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ।
লা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
নে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
শিক্ষার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
লকের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব
াদি নিশ্চিতে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ
করিতেছেন।

কল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা, (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।
বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

তৃতীয় সংস্করণ।
অদ্ভুত রহস্য!!—মাসিক পত্র।
(১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ব্যয়খরচ ১৸৵০ আনা মাত্র। গ্রাহক মহোদয়গণ! কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে প্রথম হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন!!

কার্য্যসম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
(কলিকাতা নর্থ সুবার্ব্বন টালা ২ নং কার্য্যালয়।)

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!

সেবনাল্লভ্যতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ ষ্ট্রীটে ৩২। ৩৩ নং ইম্পিরিএল ড্রগিষ্টস হলে প্রস্তুত এবং বিক্রীত হয়।

দেড় পোয়া বোতলের নগদ মূল্য ৸৵০ ও ডাকের প্যাকিং খরচ ।৵০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের
প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মতিমচন্দ্র ঘোষারদার—অন্তপসহর
" " তারিণীচরণ সিংহ—আমলা
" " ক্ষেত্রনারায়ণ রায়—বালেশ্বর
" " নবীনচন্দ্র সেন—যাদপুর
" " গোবিন্দমোহন রায়—কাকিনীয়া
" " আশুতোষ পাল—হুগলী
" " যদুনাথ পালিত—চন্দননগর
সাহক্ষীরা পবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক
গৌহাটী নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহ
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ ট
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, চণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, চহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঁদড়িপোতা কলক্ষম যন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ ভাগ | প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " | ২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ... | ১২৮৯ সাল। ১২ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮২। ২৭ এ নবেম্বর | অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৷০; অসমর্থ প
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন

হিন্দু বিধবাবিবাহ সভা।

যিনি হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ দিতে কিম্বা করিতে করেন, তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমাদের ালয়ে আবেদন করিলে পাত্র ও পাত্রী পাইতে বেন।

৮৮ নং বাহুড়বাগান।
গঙ্গাচরণ পালিতের বাড়াটিয়া বাটী।

ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্যার পুথি।

পরিচয়। ইন্দ্রজাল শাস্ত্র স্বয়ং দেবাদিদেব মহা পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন। কণ্বমুনি দ্বারা উহা হীত হইয়া—ভারতে প্রচার হয়। ভারতে নক হস্ত তিমিরগর্ভস্থ খনির উদরে মণির ন্যায় আছে। আমরা উদাসিনী রাজকন্যার নিকট তে ঐ সকল মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুথিতে আছে এমন ব্যাপারই নাই;—অদৃশ্য হওয়ন, াদেবের ন্যায় পঞ্চমুখ!—রাবণের ন্যায় দশমুখ!— ার ন্যায় চতুর্ম্মুখ—এবং উচাটন—বশীকরণ— কর্ষণ!—স্তম্ভন!—পুরুষ স্ত্রীদেহ—বা—স্ত্রীলিঙ্গ ণের প্রক্রিয়া!—মুদ্রাকরণ!—চক্ষুবিনা দর্শন! বিনা শ্রবণ!—মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতঃ হার সহিত কথোপকথন!—কাষ্ঠ পাদুকা দ্বারা ামার্গে উড্ডীয়ান!—মানব হৃদয়ের মর্ম্মার্থ কাশ করিবার সদুপদেশ—স্বীয় অঙ্গ হইতে সূর্য্য- শু বহির্গত করা।—ধন—বিদ্যা—মিলন-পরীক্ষা, বাভাগে তারকাদর্শন—যোগবলে অপ্রত্যক্ষ বর্ণন!—প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্যজনক কাণ্ডসকলের সাধনা হইবে। পূর্ব্বকালে আর্য্য ঋষিগণ যোগবলে যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—ত্রিকালজ্ঞ হইতেন—যে যোগশাস্ত্র দ্বারা জগতের গূঢ় ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইত—অধুনা যে যোগ শাস্ত্র শিক্ষার্থ আমেরিকাবাসী তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাগণ ভারতভাণ্ডারে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই পুথিতে ঐ সকল অদ্ভুত ব্যাপার এবং নানাপ্রকার জ্যোতিষ-শাস্ত্রসম্মত—গণনা প্রতি মাসে এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া, পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। রসায়ন শাস্ত্রসম্মত দ্রব্যগুণে অতি আশ্চর্য্য ঘটনা—নানাপ্রকার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ক্রীড়া—প্রভৃতি সকল প্রকার কারখানা এই পুথিতে লিখিত হইবে। হস্তগণনা,—গর্ভগণনা—মনুষ্যের অদৃষ্টের ফলাফল গণনার সঙ্কেত সকল অতি সহজ ভাষায় প্রকাশ হইবে। পুথির লিখিত বিষয় পরীক্ষা করিলেই ফলাফল জানা যাইবে। ফলের পরিচয়তে।—

নিয়ম। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ১৸৵০ আনা মাত্র।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
কলিকাতা,—নর্থ সুবার্ব্বণ টালা, ২ নং কার্য্যালয়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

দ্বিতীয় পর্ব্ব! দ্বিতীয় পর্ব্ব!!

অদ্ভুত রহস্য!! মাসিক পত্র।

উদাসিনীর অগ্রিম মূল্য সায় বাহাখরচ ১৸৵০ আনা মাত্র। যদি সুলভ মূল্যে উপন্যাস পাঠের আমোদ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা পাঠ কর। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রকমের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘট নানা কারখানা দেখতে পাবেন!!"

উদাসিনী—১ ম পর্ব্ব—পুস্তকাকারে বাঁধ হইয়া—ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা মূল্যে বিক্র হইতেছে।

কার্য্যালয়
২ নং টালা নর্থ সুবার্ব্বণ
কলিকাতা।
} শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘো
কার্য্যসম্পাদক।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবা পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পু কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, শ্ল ভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সর্দ্দি ও শুষ্ক ক সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অক গাড় গাড়ড়ার প্রস্তুত। ৩০টী বটিকা বিশিষ্ট শি মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের ম পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আর কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌ রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রুভিভিয়ান, ৮, পারিস।
বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম।
যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রা

ছন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল
ন্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব
মই যথা, হাঁপিকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা
ার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ।
ন্ট সাহেবের এক ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট
ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে
ন্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।
গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউল স
এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)
সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে-
এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ
ল এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া
কন। উহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায়
মিষ্টজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের
কার বাহ্যিক অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ
ল ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে
শেষ।
গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।
এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস
য় রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
ষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন
লে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত
কার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা
সেবা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য
ক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল
পেট সাঁটায় ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দোর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।
গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।
এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক
ী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল,
অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।
গ্রিমল্ট কোম্পানির গবানা (Guarana)
এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে
নক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ
উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের
তি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই
রোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ
রেট বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।
এই আশ্চর্য্য মহাপুরাণ মূল ও অনুবাদের সহিত

ছয় ফরমা করিয়া এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হই
যেছে। গ্রাহকগণের পক্ষে প্রতি সংখ্যার মূল্য
চারি আনা, মফস্বলে অগ্রিম প্রতি বারদ সংখ্যার
মূল্য ও টাকা, ডাক মাসুল লাগিবে না। একাদশ
সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। যাহার গ্রাহক হইবার
ইচ্ছা হয়, তিনি কলিকাতা পটোলডাঙ্গাষ্ট্রীট ২৩ নং
প্রাকৃত যন্ত্রে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্নের নিকট
অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলেই রীতিমত পুস্তক প্রাপ্ত
হইবেন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে
যে, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা মূল ও মৎ পিতা-
মহ ৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত টীকার সহিত বাঙ্গালা
অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। সাধারণের সুবিধার
জন্য এবারে মৎকৃত বাঙ্গালা অনুবাদও সন্নিবেশিত
হইয়াছে। মূল্য ১৸০; অগ্রিম ১৷৷০ টাকা। গ্রহণেচ্ছু-
গণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দ্বারা মূল্য পাঠাইলেই
পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ইতি—

কলিকাতা বাহির সিমুলীয়া এমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ৭২ নং বাটী। } শ্রীযজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো হইতে আগামী দুর্গা পূজার আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন, এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা) দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড় ধুতি, চাদর জোড়া ১৸০ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত নানা প্রকার তৈয়ারি জামা আল্লাকার ও ছিটের ৸৹ হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩৲ হইতে ৬৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১৲ হইতে ২৸০ মোজা ৷৷০, ।৵০, ।০ জোড়া গাটার /১০, ৵০, ।৵, ৸৵, রুমাল রেসমী ১৲ ১৷৷০ ২৷৷০, সুতীরুমাল ।০, ৶০, ৵০, /০ তোয়ালে ৷৷০, ।৵০, ।১০, ৶০, নূতন নূতন ফেসানের প্লেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১৲, ১৷৷০, ১৷৷০, ২৲, ২৷৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৫৲ ৬৲ ৭৲, বিলাতস্থ সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হইতে ৩৷৷০ লেভেণ্ডার ৸৵০ ফ্লরিডা ৸০ পাইভাবের ইউডিকলং ৸০, ৷৷০ অন্যপ্রকার ।০, ৶১০, অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি হেমজস্থায়ী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশ-

বিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সু
ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান ড
৺ ২৷৷০, ১।০, ৸৵০, ।৵০, অটোডিরোজ (অর্থ
সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি
নিয়োনি ২৲, মেকেসার অয়েল ১।০, ।৵০, উত্তম
।০, ৷৷০, ১৲, ২৲, নানাপ্রকার এরারিং জোড়া। ০,
৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার জাল ।০, ।৵০, চিরুনী
হইতে /০ ব্রস ৷৷০ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কা
বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগু
প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও ডবির ফিতা
২৲ হইতে ৸১০, কমফর্টার, গোঞ্জা ও টুপি বুনি
জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পউণ্ড
এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কারপে
বেগ সেটের বোতাম কাগজ, কলম ইত্যাদি বি
হয়।

অগ্রিম মণিঅর্ডারের দ্বারা টা
না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও বে
দ্রব্যাদি পাঠাই না।

প্রেরিতপত্র

উপাধি পরীক্ষা।

উপাধিপরীক্ষা সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের প
একান্ত উৎসাহজননী হইয়াছে। অতি বহুকাল
হইতে এই ধর্ম্মবিপ্লাবকযুগে ছাত্র ও অধ্যাপকম
এরূপ উৎসাহ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। পরী
প্রথম বর্ষ হইতেই এই উৎসাহ ক্রমে বর্দ্ধমান হ
আসিতেছিল। কিন্তু এবারকার পরীক্ষায় ঐ উৎ
ও হর্ষ সহসা এরূপ খর্ব্বীভূত হইয়াছে যে
লিখিয়া সমাক্ হৃদয়ঙ্গম করান দুঃসাধ্য। বি
বর্ষীয় স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষায় তাদৃশ ফল লাভ
হওয়াতেই ছাত্রেরা নিরুৎসাহ হইয়াছিল। বর্ত্ত
বর্ষের ফল দেখিয়া তাহারা একবারে হতাশাস হ
উঠিয়াছে। ফলতঃ, এবারের মত স্মৃতির ছা
দৌর্ভাগ্য কোনবারেই দৃষ্ট হয় নাই। অক
ছাত্রদিগের এরূপ শোচনীয় দৌর্ভাগ্য সংঘটিত হ
দেখিয়া আমরা এরূপ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছি
ইহার প্রতিকার প্রার্থনা না করিয়া কিছুতেই স্থ
হইতে পারিলাম না। লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রচর্চ্চার পু
জীবনী, অশেষশুভসাধনী এই পরীক্ষার কো
বিশৃঙ্খলা ও অঙ্গহানি অবলোকন করিয়া তাহ
উপেক্ষা প্রদর্শন করা কখনই ন্যায়সঙ্গত হয়
অপিচ, বর্ত্তমান বর্ষের ন্যায় ঘটনা যে অতি

, ইহাও বোধ হয় না। অধিকাংশ বৎসরেই
ূশ ঘটনার সম্ভাবনা। কারণ, স্মৃতি ব্যবস্থা-
। স্থানে স্থানে ইহার ব্যবস্থা এত অসঙ্গত হয়
ৎকৃষ্ট অধ্যাপকগণেরও বিশেষ বিবেচনা ক-1
শাক হইয়া উঠে; হয় ত মতভেদও হইয়া
। পূর্ব্বপক্ষগুলিও যে একপ্রকারে সিদ্ধান্তিত
তাহা নহে। পরীক্ষক মহোদয়গণ তাদৃশ স্থলে
মত উত্তর না পাইলে প্রায় নম্বর দেন না।
প পরীক্ষার্থিদিগের ফললাভ করা অতীব দুর্ঘট।
া অধ্যাপকের মত জানিয়া কেহই পরীক্ষা দিতে
ত হইতে পারে না। পরীক্ষকগণের উচিত, সে
ঙ্গলে মতভেদের সম্ভাবনা নাই, অধীত গ্রন্থের
ই উত্তর হইতে পারে, তাহারই প্রশ্ন করেন।
ার উত্তর দেখিলেই গ্রন্থগুলি অধীত, আলোচিত
তিপথে পতিত আছে কি না, তাহার সুচারুরূপে
চয় পাওয়া যায়। অধ্যাপকগণের ন্যায় বহুজ্ঞতা
য়াছে কি না, ইহার পরিচয় লওয়ার আবশ্যকতা
; উহা দীর্ঘকাল-অধ্যাপনা-সাধ্য। কিন্তু সকল
ক্ষকের মনের গতি সমান নহে। সকলেই যে
প্রবৃত্ত হইয়া উক্তরূপ প্রণালী অবলম্বন করিবেন,
প বোধ হয় না। অতএব, স্মৃতির পরীক্ষা বিষয়ে
টী সুনিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক। প্রথমতঃ,
গুলির মধ্যে অতি চলচ পূর্ব্বপক্ষ না থাকে।
য়তঃ, প্রতিবর্ষে ঐ পরীক্ষায় তিন জন করিয়া
ক্ষক থাকেন। তৃতীয়তঃ, ঐ তিন জনেই বাচ-
ত পরীক্ষা করেন এবং প্রত্যেক পরীক্ষকের উপর
খানি পুস্তকের মৌখিক প্রশ্নের ভার অর্পিত
ক। চতুর্থ, তিন জনেই ২। ৩ দিন কলিকাতায়
কিয়া মিলিত হইয়া উত্তর লিপিগুলি দেখেন ও
র দেন। তাহা হইলে উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত
ার সম্ভাবনা থাকে না।

উপসংহারে মহানুভব শ্রীযুক্ত শিক্ষাবিভাগীয়
ইরেক্টর মহোদয়, তথা পণ্ডিতরত্ন শ্রীযুক্ত মহেশ-
ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট সবিনয় প্রার্থনা এই
, যখন আপনাদিগেরই যত্নাতিশয়ে এই উপাধি
ক্ষার জন্য হইয়াছে, যখন ইহার রক্ষণে ও উন্নতি
নে আপনারা একান্ত মনোযোগী আছেন, তখন
ার বিসদৃশ বিশৃঙ্খলতার দূরীকরণে আপনাদিগের
াকটাক্ষ সেম অবশ্য নিক্ষিপ্ত হয়।

শ্রীশঃ———

মেড়তলা।

সোম প্রকাশ।

১২ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনার্থ ব্যাঙ্ক স্থাপন।

আমরা গতবারে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম, এবার আবার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হইল। অনরেবল সার ষ্টুয়ার্ট বেলী এবং মেজর অনরেবল ই বেয়ারিং এ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহার মূল তাৎপর্য্য পাঠকগণের গোচর করাই সেই প্রয়োজন। সেই বক্তৃতা দুটী পাঠ করিলেই পাঠক এতৎ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারিবেন। কৃষকদিগকে ঋণ দিবার গবর্ণমেণ্টের একটী আইন আছে, কিন্তু তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি হইতেছে না। সেই নিমিত্ত ঐ আইনের সংশোধনার্থ একটী নূতন পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে। কিরূপ আইন হইলে অভিপ্রেতসিদ্ধি হয়, তজ্জন্য এই চেষ্টা হইতেছে। যে যে কারণে বর্ত্তমান আইন ফলোপধায়ী হইতেছে না, সার ষ্টুয়ার্ট বেলী নিজ বক্তৃতায় বিশেষরূপে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। "এই আইনের পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কাগজ পত্র পাঠ করিয়া আমি (সার ষ্টুয়ার্ট বেলী) বেশ বুঝিতে পারিতেছি, বর্ত্তমান আইন উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে যে অকৃতকার্য্য হইতেছে, তদ্বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই অকৃতকার্য্যতার ভিন্ন ভিন্ন কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তি বলেন, কৃষকেরা নিজ নিজ ভূমির উৎকর্ষসাধনার্থ ঋণ গ্রহণ করিতে চাহে না। কিন্তু এটী সকলের মত নয়। অধিকাংশ লোকে বলেন, ঋণ গ্রহণ বিষয়ে রাজকর্ম্মচারিদিগের সহিত কৃষকের সম্পর্ক অতিশয় কষ্টদায়ক হয়। সর্ব্বাংশেই সে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। তাহার অধিক সময় নষ্ট হয়, ঋণ লইতে তাহাকে অকারণ কষ্ট পাইতে হয়। আর এক কথা এই, ঋণ প্রার্থনা আবেদন করিতে অধিক খরচ লাগে, অপর কথা অত্যন্ত সুদ লাগে এবং ঋণপরিশোধের নিমিত্ত অতি অল্প সময় দেওয়া হয়। আরো অন্য অন্য কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু বিহারের কমিশনর শ্রীযুক্ত জোন্স নিজ রিপোর্ট মধ্যে পরিষ্কৃতভাবে যে কারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় সেই কারণই প্রকৃত কারণ। জোন্স বলেন, রায়ত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যদি ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলে সে গ্রাম্য ঋণদাতার নিকটে ঋণ পায় না। এই একটী প্রাচীন উপদেশ বাক্য আছে, তুমি দুই প্রভুর কর্ম্ম করিতে পার না। রায়ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে যদি ঋণ গ্রহণ করিতে আইসে, তাহাকে নিজ ভূমি বন্ধক দিতে হইবে। তাহার পরেই তাহার বিবাহ, খাজনার জন্য এবং সাংসারিক প্রয়োজনের নিমিত্ত আবার ঋণ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। সে তদর্থ গ্রাম্য ঋণদাতা মহাজনের নিকটে গেল, মহাজন তাহাকে বলিল, তুমি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছ, গবর্ণমেণ্ট অল্প সুদ গ্রহণ করিয়া আমার ব্যবসায়ের অনিষ্ট করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট তোমার ভূমি বন্ধক রাখিয়াছেন। এক্ষণে তুমি গবর্ণমেণ্টের নিকটে যাও, তোমার যত ঋণের প্রয়োজন, তাঁহার নিকট হইতেই গ্রহণ কর। এখন তাঁহার দুই জন মহাজন উপস্থিত, এক মহাজন কেবল এক অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত ঋণ দান করিতে পারেন। অপর মহাজন সমুদায় অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত ঋণ দিতে পারেন। এখন কৃষক কি করিবে? যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ঋণ দিতে পারেন, কৃষক তাহারই অনুগত হইবে। আর যে ব্যক্তি এক অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত ঋণ দিতে পারেন, তাহাকে ঘৃণা করিবে। আমার বিবেচনায় ইহাই প্রকৃত কারণ। ইহাই বর্ত্তমান আইনের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। যে সকল কৃষক ঋণগ্রস্ত তাহাদের পক্ষে ইহাই ঘটিতেছে, আর যাহারা ঋণগ্রস্ত নয় তাহাদের বিষয়ে খাটিবে না। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনার্থ কদাচিৎ ঋণ গ্রহণ আবশ্যক হয়। গ্রাম্য ঋণদাতা মহাজনদিগের সহিত তাহাদের সদ্ভাব রাখা আবশ্যক না হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ কৃষকের সময়ে সময়ে ঋণ গ্রহণ আবশ্যক হয়। ইত্যাদি।

সার ষ্টুয়ার্ট বেলী এইরূপ বক্তৃতা করিয়া শেষে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, ব্যক্তিবিশেষ স্থানে স্থানে ব্যাঙ্ক স্থাপন করুন এবং তাঁহারাই ঋণদানাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।

মেজর বেয়ারিং সাহেবও স্বাধীন জনগণকর্ত্তৃক স্বাধীন ব্যাঙ্ক স্থাপন মতের পক্ষপাতী। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সহায়তা করিবেন এই মাত্র। কিন্তু কোন পথ অবলম্বন করা হইবে তাহা স্থির হয় নাই। এই বিষয়ে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের মত গ্রহণের বিশেষ অপেক্ষা আছে। এ দেশীয় উপযুক্ত ব্যক্তিরা বা কি মত প্রকাশ করেন, সমাচারপত্র সম্পাদকেরাই বা কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তাহাও জানিবার ইচ্ছা। এই নীতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। আমাদের গবর্ণমেণ্টসদৃশ গবর্ণমেণ্টের সহসা কর্ত্তব্য অবধারণ কর্ত্তব্য নয়। এ নীতির অনুসরণ ও বৃদ্ধি আমাদের মহানুভব গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন বাহাদুরের অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টেই এই দেখিতেছি।

এ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিপ্রায়, গতবারে
া তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। এ বারেও আমরা
ায় কহিতেছি, কৃষকদিগের মঙ্গল সাধন করা
বর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে গবর্ণ-
র নিকেষ্ট উত্তমর্ণ পদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হয়।
ব্যক্তিরা যদি স্বাধীন ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন,
তে কৃষকদিগের সম্পূর্ণ মঙ্গল হইবে না।
া কৃষকদিগের লাভের অপেক্ষা আপনাদিগের
ক অধিকতর গণনা করিবেন। সুতরাং
সুদ অধিক হইবে, অন্য অন্য অনেক বাধা ও
ঘটিবে। গবর্ণমেণ্ট নিজে ঋণদাতা হইলে
সুদে কর্জ্জ দিতে পারিবেন। তাঁহাদের লাভ করা
শ্য নয়, কৃষকদিগের মঙ্গল করাই উদ্দেশ্য।
ধনী ব্যক্তিরা ব্যাঙ্ক খুলিলে শতকরা ১২
ব হিসাবে সুদ না লইলে তাঁহাদিগের পোষা-
না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৬ টাকা সুদে
মাসে কর্জ্জ দিতে পারিবেন। তবে গবর্ণমেণ্ট
রিদিগের দ্বারা নিজ কার্য্য করিতে গেলে,
ক বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা। কৃষকের কষ্ট ও
হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এই এক
ত্তি আছে বটে,কিন্তু আমরা গতবারে যে প্রস্তাব
াছি, তাহাতে কষ্টের ও ক্ষতির বহুলভাবে
হইবে সন্দেহ নাই। যদি প্রণালীরূপে বিবেচনা
া দেখা যায় সহজেই কৃষকদিগের মনোরথ
হইবে। স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারদিগের হস্তে
ার ন্যস্ত হউক। তাঁহারা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম
লে মফস্বলের কৃষকদিগের অবস্থা অনায়াসে
তে পারিবেন। যাহারা ডাকের পত্র বিলি
তাহারা গ্রামা লোক, গ্রামের লোকের কাহার
অবস্থা তাহা তাহাদিগের অবিদিত নাই।
রা স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টারদিগকে কাহার কি
া সর্ব্বদা জানাইতে পারিবে। স্থানীয় পোষ্ট
সে যে সেভিং ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে,
র কার্য্য যখন নির্ব্বিঘ্নে ও সুন্দররূপে চলিতেছে,
ঋণদান কার্য্য যে সুন্দররূপে চলিবে না,তাহার
া কি ?

অপর বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট কেবল কৃষিকার্য্যের
উদ্দেশ্যেই ঋণদান ব্যবস্থা করুন। অপর
র ঋণদান করিলে কৃষকদিগের অবস্থার সংশো
ধরা ভার হইয়া উঠিবে। একে কৃষকেরা
কের মূর্খ লোক, তাহাতে অল্পবুদ্ধি, তাহাতে
ার পরের নাচুনিতে নাচিয়া থাকে। পুত্রের অন্ন-
ন ও বিবাহাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ডের
ন্য কৃষকেরা যদি সহজে ঋণ পায়, মুক্তহস্তে ব্যয়
য়া শেষে বিপন্ন হইয়া পড়িবে, তাহাদিগের সেই
ন হইতে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

যদি তাহারা ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ ঋণ ভিন্ন অন্য প্রকার ঋণ না পায়, তাহাদিগের অপব্যয়শীলতা ক্রমে নিরুদ্ধ হইয়া আসিবে।

ভূমি বন্ধক রাখিয়াই ঋণ দেওয়া কর্ত্তব্য, অপর দ্রব্যাদি বন্ধক রাখিবার প্রথা অবলম্বন করা উচিত নয়। একে অধিকাংশ কৃষকের বহুমূল্য অলঙ্কারাদি নাই, তাহার পর ঋণদায়ে অলঙ্কারাদি বিক্রয় হইয়া গেলেও তাহারা তাদৃশ কষ্ট অনুভব করিবে না। ভূমিতে তাহাদিগের মমতা অধিক। প্রাণান্তেও তাহারা ভূমি পরিত্যাগ করিতে পারে না। তবে এক কথা এই, ভূমিতে যে সকল কৃষকের স্বামিত্ব নাই, তাহাদিগের ভূমি বন্ধক রাখিয়া বিশেষ ইষ্ট লাভ নাই। ভূমিজাত শস্য আটক করিয়া ঋণ আদায় করিবার যে এক সম্ভাবনা আছে, তাহাতেও একটী বিঘ্ন লক্ষিত হয়। সে বিঘ্ন এই, জমিদারের খাজনা আদায় না হইলে ঋণদাতা নিজের ঋণ আদায় করিতে পারেন না। এ স্থলে এই মীমাংসা করা উচিত, গবর্ণমেণ্ট যখন ঋণ দিবেন, তখন ভূমিতে কত শস্য জন্মিতে পারে, সেই শস্যের মূল্য স্থির করিয়া তাহা হইতে জমীদারের প্রাপ্য খাজনা বাদ দিয়া যে মূল্য অবশিষ্ট থাকিবে, গবর্ণমেণ্ট সেই মূল্যের অনুরূপ টাকা কর্জ্জ দিবেন, তাহা হইলে টাকা আদায় করিবার কালে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইবে না, জমিদারেরও ক্ষতি হইবে না। এই সঙ্গে আর একটী বিশেষ আইন করা আবশ্যক হইবে, গবর্ণমেণ্ট যাহাকে ঋণ দিবেন, অন্য মহাজন তাহাকে ঋণ দিতে পারিবে না। যদি কেহ এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ঋণ দেন, তিনি যাবৎ গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধ না হইবে,তাবৎ টাকা পাইবেন না। আরও একটী ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কৃষক যখন ঋণের নিমিত্ত আবেদন করিবে, তাহার ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি ফী লাগিবে না।

মিশর যুদ্ধের কারণ।

লর্ড নর্থব্রুক সম্প্রতি মিশর যুদ্ধের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই কি সত্য ? লর্ড মহোদয়ের বাক্যের সহিত অপরের মতের ঐক্য হওয়া দূরে থাকুক পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণেরই মতভেদ দেখা যাইতেছে। লর্ড নর্থব্রুক যে কথা বলেন সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোর্ট তাহা বলেন না। লর্ড নর্থব্রুকের বক্তৃতাতেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। সার ষ্টাফোর্ড আফগান যুদ্ধের সহিত মিশর যুদ্ধের সৌসাদৃশ্য করেন কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক তদুত্তরে কহিয়াছেন " সে দিন গ্লাসগোতে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট কহিয়াছিলেন এই উভয় যুদ্ধের (আফগান ও মিশর যুদ্ধের) বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য আছে। এটী বড় আশ্চর্য্য কথন, কারণ, আমি জানি এই দুই যুদ্ধের অবস্থা পরস্পর বিপরীত। আফগানস্থানের যুদ্ধের অবস্থা কি ? আমরা মুসলমান রাজত্বের বিরোধী হইয়া আফগানস্থানে গিয়াছিলাম। কিন্তু মিশরে আমরা কি করিয়াছি ? মুসলমানরাজত্বের রক্ষার নিমিত্ত আমরা মিশরে গমন করিয়াছিলাম। কনসারবেটিভ গবর্ণমেণ্ট আফগানস্থান সম্বন্ধে কি করিয়াছেন ? তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বগত কর্ত্তৃপক্ষের অবলম্বিত নীতির বিরোধী হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। আমরা মিশরে কি করিয়াছি ? আমাদের পূর্ব্বগত কর্ত্তৃপক্ষের আমাদের স্কন্ধে যে ভার নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অনুমোদিত নীতির অনুসারী কার্য্য করিয়াছি। আমরা সকল ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়াছিলাম, যে সকল ব্যক্তি এ বিষয়ে মত দিবার দাবী, তাঁহাদের মতানুসারে আমরা মিশরে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু কনসরবেটিভ গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করেন, তাঁহাদিগেরই মতবিরুদ্ধে আফগান যুদ্ধ করিয়াছেন " ইত্যাদি।

পাঠক ! কেমন রহস্য দেখুন, কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর সিয়ার আলী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনভিমত কার্য্য করাতেই, আফগানস্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তিনি যদি অনুগত হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে কখনই যুদ্ধ ঘটিত না। সেইরূপ মিশরের খেদিব যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ আচরণ করিতেন, তাহা হইলে কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মৌনী হইয়া থাকিতেন ? কখনই নয়। ইংরাজেরা খেদিবকে দণ্ডবিধানার্থ তথায় সসৈন্যে যাত্রা করিতেন সন্দেহ নাই। মিশরকে বশে রাখাই ব্রিটিশ জাতির প্রধান উদ্দেশ্য। খেদিব ব্রিটিশ জাতির অনুগত ছিলেন বলিয়াই লর্ড নর্থব্রুক এখন মুখ ঘুরাইয়া কহিতেছেন, মুসলমান রাজত্বের রক্ষার্থই তাঁহারা মিশরে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। আরাবি যে প্রকৃতি কতকগুলি স্বাধীনচেতা, তেজস্বী পুরুষ দেখিয়া খেদিব ব্রিটিশ জাতির হস্তে কলের পুত্তলিকা হইয়া আছেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে যে দিকে নাড়িতেছেন তিনি সেই দিকে নড়িতেছেন। যে দিকে নাচাইতেছেন, সেই দিকে নাচিতেছেন। মিশরের বর্ত্তমান আধিপত্য ও প্রভুত্ব ইংরাজদিগেরই হস্তগত। মিশরের প্রভুশক্তির কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। প্রকারান্তরে পরাধীন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দেখিয়া আরাবি যে প্রকৃতি স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্যুক্ত হইলেন। তাহাই অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তুলিল। ইহাই কি মিশর যুদ্ধের প্রকৃত কারণ নয় ? মিশরে আপনাদিগের প্রভুত্ব বিলোপ শঙ্কাতেই ইংরাজেরা মিশরযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই ? আ

য়েজ খালের বাণিজ্য পথ কি বন্ধ করিয়াছি-
? সুয়েজ খালেরপথ বন্ধ করিবার কথাটী কি
ময় ?

পাঠক ! আর একটী কৌতুকের কথা শুনুন।
নর্থব্রুক কহিতেছেন " আমরা সম্প্রতি এই
ই কহিতেছি, মিশরে আমাদের কোন প্রকার
সম্বন্ধ নাই। কোন প্রকার স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ
রা মিশরে যাই নাই। মিশরে কোন গোলযোগ
থাকে এই আমাদের উদ্দেশ্য। মিশরে যে
ভক কাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহাতেই তথায় আমা-
হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। আমরা মিশরকে
ভুক্ত করিবার কিম্বা স্বয়ং শাসন করিবার
করি না। কোন পক্ষের কোন রাজনীতিজ্ঞ যে
র অনাত্তর কাজ করিতে ইচ্ছা করেন, আমি
ও বোধ করি না। কিন্তু মিশর যে অন্য কোন
র অধীন হয়, তাহা আমরা দেখিতে প্রস্তুত
। সুয়েজ খালের উপরে আমরা একাধিপত্য
তে চাহি না। কিন্তু মিশরের এরূপ অবস্থা
তেও প্রস্তুত নহি যে, কেহ ইচ্ছা করিলে সুয়েজ
া ব্রিটিশ জাহাজ রুদ্ধ করিতে পারে।"

পাঠক ! কেমন কৌতুকের কথা শুনিলেন ত ? নর্থব্রুক মিশর শাসন করিতে চান না। কিন্তু তে অন্য রাজার হস্তক্ষেপও সহিতে পারিবেন মিশরে কোন প্রকার গোলযোগও দেখিতে বেন না ! তবে আর আধিপত্য তাহাকে বলে ? রকে ইংরাজেরা যদি নিজরাজ্য বলিয়া জ্ঞান না ন, তাহা হইলে উহার গোলযোগে কেন উদ্বিগ্ন বেন ? গোলযোগপূর্ণ আরো অনেক রাজ্য ছ। ইংরাজেরা তাহার গোলযোগ শান্তির ন্ত ব্যগ্র না হন কেন ? রুশকে আমরা উদা-
স্থলে গ্রহণ করিলাম। রুশে অনেক বিশৃঙ্খলা ও ক অরাজকতাও আছে। ইংরাজদিগের কি র শান্তিবারণের ইচ্ছা জন্মিয়াছে ? অন্য রাজা রুশ আক্রমণ ও অধিকার করিতে আইসেন, াজেরা কি তাহাতে বাধিত হইবেন ? বাধিত ইবার কারণ কি ? কারণ এই, ইংরাজেরা কে আপনার বলিয়া জ্ঞান করেন না। পক্ষা- মিশরকে আপনার বলিয়া অভিমান আছে াই অন্যে মিশর আক্রমণ করিতে আসিলে াজেরা তাহা সহিতে পারেন না। তবেই প্রমাণ তেছে যে, মিসরে ইংরাজদিগের স্বামিত্বাভিমান ছ। তবে লর্ড নর্থব্রুক মুখ-শোভার্থ যাহা বলেন, া। ভাল, আমরা এস্থলে একটী কথা জিজ্ঞাসা , মিশরে যদি ইংরাজজাতির স্বার্থ সম্বন্ধ নাই, কেন লর্ড ডফরিণকে তথায় পাঠান হইল ? কি ভ্রমণের উদ্দেশে মিশরে গমন করিয়াছেন ? না, মিশরের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত গিয়াছেন ? যে রাজ্যে স্বার্থসম্বন্ধ না থাকে, কেহ কি সে রাজ্যের বন্দোবস্ত করিতে চায় ?

পাঠক। এইবারে লর্ড নর্থব্রুকের মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন " আমরা প্রথমতঃ এই যন্ত্র পাইব, যে কার্য্য ইংলণ্ডের অর্থ ও শোণিত ব্যয়ে আজ সম্পন্ন হইল, তাহা পুনরায় সম্পন্ন করিতে না হয়। ফলতঃ মিশরে যে সৈন্য আছে, তাহা দেশবাসিদিগের প্রয়োজনানুরূপ নহে। অতএব সেখানে এরূপ সৈন্য রাখিতে হইবে যে, তাহারা শাসনকর্ত্তার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হয়, এবং সে দিন আলেকজান্দ্রিয়ার যে দুর্ঘটনা ঘটিল, যদি পুনরায় ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে ঐ সৈন্যেরা দেশের লোকের এবং বিদেশীয়ের ধন প্রাণ রক্ষা করিতে পারে। এই কার্য্যটী করা হইলে আমাদিগকে শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েরও বিবেচনা করিতে হইবে।" ইত্যাদি।

এখন পাঠক বলুন দেখি যাহাতে স্বার্থসম্বন্ধ না থাকে, তাহার এরূপ বন্দোবস্ত করিবার কি ইচ্ছা হয় ? আরো বলুন, যাহাতে স্বামিত্ব না থাকে, তাহার কি এরূপ বন্দোবস্ত করিবার অধিকার জন্মে ? যাহা হউক, আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, লর্ড নর্থব্রুক এমন বুদ্ধিমান লোক, তাঁহারও লোককে অসঙ্গত স্তোক দিবার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে।

বিদ্যালয়ের শীতের অবকাশ।

আমাদের রাজপুরুষগণের ইচ্ছাই অনেক কার্য্যের নিয়ন্ত্রী। যেখানে ইচ্ছা নিয়ন্ত্রী হয়, সেখানে যুক্তির বল্গা (লাগাম) গ্রহণ-সামর্থ্য থাকে না। আমরা দুই একটী উদাহরণ দিতেছি। সিমলাবাস প্রথম উদাহরণ। কেন যে সিমলাবাসের রীতি প্রবর্ত্তিত হইল, তাহার ত যুক্তি আমরা কিছু বুঝিতে পারি না। গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মপ্রধান কলিকাতায় বাস করিলে প্রধান রাজপুরুষের শরীর সুস্থ থাকে না, অকালে মৃত্যু হয়, এই কি যুক্তি ? যে প্রধান ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় বাস করিবেন, তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া মৃত্যু হইবে, যদি এই সিদ্ধান্ত হইত, তাহা হইলে ত কোন বড় লোক কলিকাতায় জীবিত থাকিতে পারিতেন না। সিমলায় বাস করিলে পীড়া হয় না, যদি এটী সিদ্ধান্ত-বাক্য হয়, তাহা হইলে লর্ড রিপন সিমলায় থাকিয়া পীড়িত হইলেন কেন ? এতদিন ভারতে যে ইংরাজ-রাজত্ব হইল, কত গবর্ণর জেনরল হইয়া গেলেন, কে কবে সিমলায় বাস করিয়াছেন ? যখন এ দেশে প্রথম ইংরাজ অধিকার হয়, তখন যাঁহারা শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে যত চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, এখন তাহার শতাংশের একাংশও চিন্তা ও পরিশ্রম নাই। তখন সিমলাবাসের প্রয়োজন হয় নাই, এখনই বা প্রয়োজন ? ক্লাইভ, হেষ্টিংস, বেন্টিঙ্ক, কর্ণওয়ালিস প্রভৃতি শীত গ্রীষ্ম উভয় সময়েই কলিকাতায় বাস করিয়া অক্ষুণ্ণ শরীরে কি ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই ? সে কর্ণওয়ালিস ও ক্লাইভ কি দুইবার করিয়া ভারতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন নাই ? এখনকার রাজপুরুষেরা অধিকতর ভোগাভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহাদের ইচ্ছা হইল কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া বিলাস করিবেন। তাহার নিয়ন্তা কে ? আবার হয় ত কিছু দিন পরে ঐ সিমলা কর্ণশূল হইয়া উঠিবে। সিমলার নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে শরীরকে আলায়তন করিয়া তুলিবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ দরবার করা। এটীও শাসনকর্ত্তৃগণের-নিরঙ্কুশ-ইচ্ছা সম্ভূত। ইহাতে ত আমরা কোন উপকার দেখিতে পাই না, প্রত্যুত অনিষ্ট অনেকে এই প্রথার সার্থকতা প্রতিপাদন নিমিত্ত বলেন, দরবারস্থলে দেশীয় রাজগণ আহূত ও সম্মিলিত হন, তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের মন শাসনকর্ত্তৃগণের প্রতি ও ভারতেশ্বরীর প্রতি ভক্তিপাশে দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়া উঠে। আমরা যেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাই, তাহাতে এ উদ্দেশ্যের অণুমাত্র সুসিদ্ধ হয় এমন বোধ হয় না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, দরবারগুলি ইংরাজদিগেরই আমোদস্থান হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণর জেনরল বা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর দরবার করিলেন,যত ইংরাজ তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন, আমন্ত্রিত দেশীয় রাজগণ সভার নাম এক পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা না জানেন ইংরাজী, না জানেন ইংরাজী-রীতিতে কথাবার্ত্তা কহিবার প্রণালী, সুতরাং তাঁহারা রাজপুরুষদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না, আপনারাও সন্তুষ্ট হন না। রাজপুরুষেরাও তাঁহাদিগকে লইয়া সন্তোষলাভ করেন না। দরবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারিলেই তাঁহাদের হৃদয়পরিতোষ জন্মে। ইহাতে কি ভক্তি দৃঢ়বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ? বিশেষ অনিষ্ট এই, দরবার গমনে দেশীয় রাজগণের বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। অনেকে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন, সেই ঋণভার প্রজাদিগের স্কন্ধে গিয়া পতিত হয়। দরবারের এই পরিণাম কি সুখের বিষয় ?

তৃতীয় উদাহরণ বিদ্যালয়ে শীতের অবকাশ। এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করাই আজ আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ে শীতকালে কেন ছুটি দেওয়া হয়,পাঠক কি ইহার কোন যুক্তি বুঝিতে পারেন ? আমরা ত বুঝিতেছি, যুক্তি নয়, রা

ষদিগের ইচ্ছাই এ অবকাশের নিয়ন্ত্রী। ভারত প্রধান দেশ। এখানে শীতকালেই পরিশ্রম হয়। শীতকালই পরিশ্রম করিবার উপযুক্ত । সেই মুখ্য কালটী অবকাশে অতিবাহিত করা । এ দেশে গ্রীষ্মকালে শ্রম সহ্য হয় না। অত- গ্রীষ্মাবকাশ দেওয়া অযৌক্তিক হয় নাই। গ্রীষ্ম- ল এ দেশে অল্পেই ক্লান্তি বোধ হইয়া থাকে। কারণে এ দেশে কর্ম্ম করিবার সময় সকাল লে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শীতেও অবকাশ য়া হইল, গ্রীষ্মেও অবকাশ দেওয়া হইল, ইহাতে পাঠের সামান্য ক্ষতি হয়? বিদ্যালয়ের ইউরো- শিক্ষক ও অধ্যক্ষদিগের শীতের অবকাশে ধ আছে বটে, তাঁহারা ব্যায়ামকর শীকার আদি য়া আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু তাঁহা- সুবিধার নিমিত্ত এ দেশীয়দিগের অনিষ্ট করা ধয় হয় না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা সংখ্যায় বা কয় ? জনকত লোকের সুবিধার নিমিত্ত অধিকাংশ কের ক্ষতি করা নীতিসঙ্গত নয়। যদি বল কোন ভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের উত্তম সময় আর । ভাল, শীতকালেই পরীক্ষা গৃহীত হউক। ষর মাসে পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া ডিসেম্বরের ব পরীক্ষা গৃহীত হউক। বড় অধিক এক হকাল অবকাশ দেওয়া হউক। তাহার পর ন বর্ষের কার্য্য আরম্ভ হইতে থাকুক। আমরা লাম শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার শীতের অব- বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়া গবর্ণমেণ্টের ট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই নিমিত্ত ষিক বলিয়া আমরা এই প্রস্তাব উপস্থিত লাম। শীতের অবকাশ বন্ধ করা একান্ত য্য।

ইংরাজেরা কি কলির ব্রাহ্মণ?

ইতিহাস-লেখকেরা বলেন, ব্রাহ্মণেরা ভারত- ক্ষত্র, শূদ্রেরাই বিজিত। ক্ষেত্রগণের ঋষাশৃঙ্গের সাত হয়। ব্রাহ্মণেরা জেতা বলিয়া ভারতের ভাগ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যত উচ্চ ও উচ্চ কর্ম্ম তাঁহাদের আয়ত্ত ছিল। রাজার হইতে হইবে, তাঁহারা হইবেন। রাজাকে ধর্ম্মো- শ দিতে হইবে, তাঁহারা দিবেন। বিচারকার্য্য হ করিতে হইবে, তাঁহারা প্রাড় বিবাকের পদ করিবেন। বেদ শিক্ষা দিতে হইবে, তাঁহারা । যজ্ঞ করিতে হইবে, তাঁহারা করিবেন। । তাঁহাদিগের আগে হইবে। অন্য কথা ষ্ঠ উচ্চ স্থান ব্রহ্মার মুখ হইতে তাঁহাদের ব্রাহ্মণেরা এ দেশের জেতা, অতএব তাঁহারা ... হইবেন। রাজ্যের যত উচ্চপদ তাঁহাদেরই লভ্য। গবর্ণর জেনরল তাঁহারাই হন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহারাই হন। কমিশনর তাঁহা- রাই হন। জেলার মাজিষ্ট্রেট বা জজের পদে তাঁহা- দের ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। ও দিকে প্রধান প্রধান সেনাপতির পদগুলি তাঁহাদিগেরই হস্তগত। যত প্রকার মন্ত্রির পদ আছে, সমুদায়গুলি তাঁহাদের একচেটিয়া। দরবার হইবে, তাঁহারাই প্রধান আসনগুলি অধিকার করিবেন। মকদ্দমা করিতে গেলেন, আগ্রে তাঁহাদের মকদ্দমা হইবে। ব্রাহ্মণেরা আর্য্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইংরাজেরা তাহাতে সাহেব উপাধি লইয়াছেন।

অর্থানর্থাবুভৌ যস্মাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ কেবলৌ।
বর্ণক্রমেণ সর্ব্বাণি পশ্চাৎ কার্য্যাণি কার্য্যিণাং॥

কিসে অর্থের ইষ্ট হয়, কিসে বা অনিষ্ট হয়, এই বিবেচনা করিয়া এবং কিসে ধর্ম্মরক্ষা হয়, কিসে বা অধর্ম্ম হয়, ইহা বুঝিয়া রাজা অর্থিদিগের কার্য্য দর্শন করিবেন। যদি ব্রাহ্মণাদি বহুবর্ণ যুগপৎ অর্থী হইয়া আইসেন, ব্রাহ্মণাদিক্রমে মকদ্দমার বিচার করি- বেন। ব্রাহ্মণের ন্যায় ইংরাজের মকদ্দমাও অগ্রে হয়।

এই মনুবচনটী আজ আমাদিগকে এই প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ব্রাহ্মণবর্ণের যে কতদূর প্রাধান্য ছিল, তাহার প্রমাণার্থ আরো একটী মনুবচন উদ্ধৃত হইতেছে। হিন্দুরাজত্বকালে ব্যবসায় বাণিজ্যাদির তত সুবিধা ছিল না, লোকে সঞ্চিত অর্থ কাজে খাটাইতে পারিত না। পুলিষেরও তত উৎকর্ষ ছিল না। পুলিষ প্রজার সম্পত্তি রক্ষা কার্য্যে তত পারগ ছিল না। সুতরাং প্রজারা দস্যু তস্করাদির ভয়ে অর্থ ভূমিতে নিহিত করিয়া রাখিত। সেই ভূমিনিহিত ধনকে নিধি বলে। রাজা বা অন্যে সেই নিধি প্রাপ্ত হইলে কিরূপ ব্যবহার করি- বেন, মনু এই উপদেশ দিতেছেন। একস্থলে লিখিয়াছেন:—

বিদ্বাংস্তু ব্রাহ্মণো দৃষ্ট্বা পূর্ব্বোপনিহিতং নিধিং।
অশেষতোঽপ্যাদদীত সর্ব্বস্যাধিপতির্হি সঃ॥

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হইলে সম্পূর্ণই গ্রহণ করিবেন, আর কাহাকে কিছু দিবেন না। কারণ, ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন:—

রাজা লব্ধা নিধিং দদ্যাৎ দ্বিজেভ্যোঽর্দ্ধং দ্বিজঃ পুনঃ।
বিদ্বানশেষমাদদ্যাৎ স সর্ব্বস্য প্রভুর্যতঃ॥

রাজা নিধি প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণকে দিবেন। কিন্তু বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হইলে সমু দায় গ্রহণ করিবেন। কারণ, তিনি সকলের প্রভু।

ব্রাহ্মণের কেমন আধিপত্য দেখুন, রাজা নিধি পাইলে ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধেক দিতে হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ নিধি পাইলে কাহাকেও দিবেন না, আপনি সমুদায় গ্রহণ করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের কাছে কোথায় লাগেন? ব্রাহ্মণেরা স্বচ্ছন্দ রাজার অমতে ক করিতে পারিতেন, কিন্তু রাজা ব্রাহ্মণের অমতে ক করিতে পারিতেন না। অনেক ইংরাজ রাজপুরু তেমনি সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টকে অগ্রাহ্য করি এবং আইন পদতলে দলন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহ করেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে ভয় করেন না। গব মেণ্টই তাঁহাদিগের ভয়ে কম্পিত হন। তাঁহা চিত্তরঞ্জনাথ বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গব সর আসলি ইডেন সাহেব একদা বলিয়াছিলে সিবিল সর্ব্বাণ্টেরা স্বদেশ ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি প ত্যাগ করিয়া বিদেশে বিভূমে বাস করিতেছে অতএব যদি কদাচিৎ তাঁহাদের কোন প্রকার স্ব হয়, বা তাঁহারা বিশৃঙ্খল ব্যবহার করেন, তা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। দেখুন কেমন চমৎকা আইন অনুসারে চলা, আইনের সম্মাননা করা, গব মেণ্টের মান রক্ষা করা, যাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা তাহার অবমাননা করিলেন, কিন্তু যি প্রধান শাসনকর্ত্তা, তাঁহার এ সাহস হইল না গবর্ণমেণ্টের ও আইনের অবমাননাকারিকে রাঙ্গাইয়া একটী কথা বলেন!

জেতৃগণ চিরকালই সর্ব্বস্ব ক্ষমতা স্বহস্তে ল সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে অতএব ইংরাজেরা যে সেই প্রভুতা প্রদর্শন ক বেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। বিস্ময়ের বিষয় যে, ইংরাজেরা বক্তৃতা করিবার সময়ে উল্লি বিসদৃশ ব্যবহারের নিন্দা করেন, উহাতে ঘৃণা প্র শন করেন, কিন্তু কার্য্যকালে সে নিন্দা ও সে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইংরাজেরা এ দেশে শিক্ষাদান করিতেছেন, তাহাও ঐ বিসদৃশ ব্যবহা উন্মূলনকারিণী। তাঁহারা কথায় বলেন, এক র শিক্ষা দেন এক রকম, কাজে করেন আর এক র ইহাই আমাদের অধিকতর বিস্ময় ও দুঃখের কার যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তাঁ এই বিবিধ ব্যবহার দেখিয়া জ্বলিয়া উঠেন, তাঁহাদের শিরায় শিরায় যেন বিষ ঢালিয়া তাঁহারা মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পা না, ব্যক্ত করিয়া ফেলেন, রাজপুরুষেরা তাঁহাদি বিদ্রোহী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন, কিন্তু রাজপুরুষদিগের নিজের দোষে যে এই ঘটনা ঘটে, রাজপুরুষেরা ভ্রমেও তাহা একবার ভাবেন না, দোষের সংশোধন চেষ্টাও পান না।

উক্ত প্রকার বিসদৃশ ব্যবহার যে জঘন্য তা সন্দেহ নাই। আমাদের রাজপুরুষেরা কবে দোষের সংশোধন করিবেন? এই ব্যবহার দে আমাদের এক একবার মনে হয়, ইংরাজেরা অ সভ্যতার সেই উচ্চতম শেষ সোপানটীতে অ

ত,পারেন নাই। আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা
ংশে ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট
সমান অংশে ভোগ করিবার পাত্রদিগকে
ন্ত করিয়া একা ভোগ করা অতি গর্হিত
, ইহাতে অতি ভয়না আত্মম্ভরিতা প্রকা-
ত হয়, ব্রাহ্মণেরা ইহা বুঝিতেন না, আপনারা যে
দায় সার ভোগ করিবেন, লোকের কাছে এ কথা
তেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু ইংরাজেরা
াতার অভিমান বশতঃ লোকের কাছে বলিতে
ণ্ঠিত হন, প্রত্যুত কথায় বিপরীত বলেন, অথচ
তে বিপরীত করেন, ইহাই অধিকতর দুঃখের
বয়।

যাত্রা।

যাহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা রসনা ও ত্বগিন্দ্রিয়ের
বয়গ্রহণ শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে, সে যেমন রূপ রস
ন্ধ স্পর্শ ও শব্দের স্বরূপ বুঝিতে পারে, যাত্রা পদার্থ
তাহা তেমনি বঙ্গদেশীয়েরা অনায়াসে বুঝিতে
রেন। আশ্বিন কার্ত্তিক মাস যাত্রার মহত্তম সময়
াল। ধান্য বঙ্গদেশের একমাত্র জীবনোপায়।
াত্র মাসে সেই জীবনযষ্টি ধান্যের রোপণ ক্রিয়া
রিসমাপ্ত হয়। বঙ্গদেশীয়েরা ভাবী শস্য সম্পত্তি
াভের আশায় পুলকিত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে আশ্বিন
কার্ত্তিক মাসে মহোৎসবে মগ্ন থাকেন। এই সম
ঘট যত উৎসব। এই সময়েই দুর্গা শ্যামা লক্ষ্মী
গদ্ধাত্রী ও কার্ত্তিক পূজা এবং রাসের সৃষ্টি। ঐ
কল উৎসবকে অধিকতর সরস করিয়া তুলিবার
নিমিত্ত অভিনয় ক্রিয়া হইয়া থাকে। ঐ অভিনয়ের
াম যাত্রা। অঙ্গভঙ্গী ও বাক্য প্রভৃতির দ্বারা
অবস্থার অনুকরণের নাম অভিনয় (১)। একজন
াম সাজিয়া আসিল, সে রামের কৃত বাক্য ও কার্য্যা-
দির অনুকরণ করিল। এই যাত্রা শকুন্তলা রত্নাবলী
প্রভৃতি সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যের অপকর্ষ।

এই যাত্রার আদ্যন্ত ইতিহাসের যদি আলোচনা
করা যায়, ভারতের অবস্থার যে কত পরিবর্ত্ত হই-
য়াছে, ভারত যে কেমন উচ্চ হইতে হীনদশা প্রাপ্ত
হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। কোথায় সেই
শকুন্তলা ও রত্নাবলী নাটক, কোথায় এই যাত্রা।
পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চার লোপ হইতে
লাগিল, দেশের হীনদশা উপস্থিত হইয়া রুচিরও
বিপর্য্যয় ঘটিল। দেশের বিকৃত রুচির চরিতার্থতা
নিমিত্ত প্রথমে কৃষ্ণযাত্রার সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণযাত্রার
যেমন ভয়না অভিনয়, গানগুলিও তেমনি নিকৃষ্ট
ছিল। একটী গান আমরা এক যাত্র এক রসিক
ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছিলাম।

"ঐ আমাদের কান্ত হাতে কৃষ্ণ আসছে নাচ্‌তে
নাচ্‌তে।"

গানের যেমন ভাব! তেমনি রস! শুনিয়া চিত্ত
চমৎকৃত হইয়া যায়!

কৃষ্ণ রাধার মান ভঞ্জন করিতেছেন, এই প্রসঙ্গ
লইয়াই সচরাচর যাত্রা হইত। রাধিকা আয়ান ঘোষের
স্ত্রী। কৃষ্ণযাত্রা আদিরস প্রধান। আদিরসপ্রধান
কেন,আদিরসে মাখামাখি বলিলে হয়। কিন্তু আল-
ঙ্কারিকেরা আদিরসের যে লক্ষণ করিয়াছেন; তাহা
ইহাতে সমন্বিত হইতেছে না। শৃঙ্গার হাস্য করুণ
রৌদ্র বীর ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত আর শান্ত, এই
নয়টী রস। আমাদের দেশের জল বায়ুর গুণে শৃঙ্গার
রসই প্রধান ও আদি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।
সাহিত্যদর্পণকার উহার এই লক্ষণ করিয়াছেন, শৃঙ্গ
শব্দ মন্মথোদ্ভেদ (কামপ্রকাশ) তন্নিবন্ধন শৃঙ্গার
রসের উৎপত্তি। পরস্ত্রী ও অননুরাগিনী বেশ্যাকে
পরিত্যাগ করিয়া নায়িকা ও দক্ষিণাদি নায়ক আল-
ম্বন বিভাব। চন্দ্র চন্দন ভ্রমর-গুঞ্জনাদি উদ্দীপন বিভাব।
ভ্রূবিক্ষেপ কটাক্ষাদি অনুভাব। লজ্জাহাসাদি ব্যভি-
চারী ভাব। রতি স্থায়ী ভাব, বর্ণ শ্যাম, বিষ্ণু অধি-
ষ্ঠাত্রী দেবতা (২)।

এ লক্ষণ কোনক্রমে কৃষ্ণযাত্রার সমন্বিত হইতে
পারে না। কৃষ্ণের এক রাধা লইয়া নয়, শত শত পরস্ত্রী। গোপীগণ লইয়া লীলা।
পরস্ত্রী আদিরসের উক্ত লক্ষণানুগত আলম্বন
বিভাব হইতে পারে না। একে ভারত উষ্ণপ্রধান
দেশ, এখানে অল্প বয়সেই মন্মথোদ্ভেদ হয়, অল্পেই
চিত্তবিকার জন্মে, তাহার উপর কৃষ্ণযাত্রার শ্রবণ।
ইহাতে যে কত অনিষ্ট হয় বলা যায় না। এ যাত্রার
উপদেশ যার পর নাই অনিষ্টকর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে এ যাত্রার অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে।
আমরা অনেকের মুখে এক্ষণকার যাত্রার প্রশংসা
শুনিয়া ইহার কতদূর উৎকর্ষ হইয়াছে স্বচক্ষে ও
স্বকর্ণে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলা-
ক্রান্ত হইয়া ইতিমধ্যে দুই তিনটী যাত্রা দেখিয়া ও
শুনিয়াছিলাম। এ বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি
হইয়াছে। বাবু গোপীমোহন রায়ের অধিষ্ঠিত যাত্রায়
দলটীকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল।
এ দলের গান যেমন উৎকৃষ্ট, অভিনয়ও তেমনি
হৃদয়গ্রাহী। অভিনয় দর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া
হৃদয় একবারে তন্ময় হইয়া যায়। আলঙ্কারিকেরা
বলেন,বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারিভাবাদি মিলিত হইয়া
রস হয়। রসবোধকালে "পরের, পরের নয়, আমার,
আমার নয়, এরূপ কোন পরিচ্ছেদ থাকে না।"
এটী যথার্থ কথা। অভিনয়কারিণী সকলেই সুশি-
ক্ষিত লোক। যিনি যখন যে বিষয়ের অভিনয় করি-
য়াছেন, দর্শকগণের হৃদয় তখনই তদ্ভাবাক্রান্ত হই
য়াছে। গোপীমোহন বাবু লক্ষ্মণের শক্তিশেল যাত্র
করিয়াছিলেন। উহাতে বীর করুণ হাস্য ভয়ানক
শান্ত এই কয়টী রসের বিলক্ষণ সমাবেশ দৃষ্ট হইল।

এক্ষণকার যাত্রার উন্নতির প্রধান কারণ এই
অনেক ভদ্র লোক যাত্রার দলে প্রবেশ করি
য়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের লেখাপড়
জ্ঞানও আছে, অনেকেই বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান
লোকে যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন, তাহাতে
সত্বর পরিপক্ক ও দক্ষ হইয়া উঠেন। পাঠক
এ স্থলে একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, ভারতে
অবস্থার কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভ
লোকেরা এ ব্যবসায়ে অতিশয় ঘৃণা করিতেন
কিন্তু জীবিকা এমনি দুর্লভ হইয়াছে, যে সেই ভ
লোকেরা অনন্যোপায় হইয়া যাত্রারদলের আশ্র
লইয়াছেন। ভদ্র লোকেরা যাত্রার দলে প্রবে
করাতে যাত্রার দলের উন্নতি হইতেছে বটে; কি
এটী দেশের উন্নতির কথা নয়। যাঁহারা যাত্র
দলে প্রবেশ করেন, তাঁহারা চিরকালের মত অ
ঘৃণা হইয়া যান। গৃহস্থ পালিত অহিফেনভো
পক্ষীর ন্যায় তাঁহাদিগের অন্যত্র গমনের ও অ
কাজ করিবার ক্ষমতা থাকে না। তাঁহারা
অন্য পথ আশ্রয় করিতেন, হয় ত দেশের কিছু
কিছু উপকার করিতে পারিতেন।

মানুষের আমোদ না হইলে চলে না। ে
আমোদের হেতু যত উচ্চ অঙ্গের হয়, ততই
মার্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ আনন্দের উপভোগ হ
থাকে। রঙ্গভূমিতে অভিনয়ই বিশুদ্ধ আনন্দ উ
ভোগের উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু সে উপায় সাধার
সুলভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যাত্রার
সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা মন্দ হয় নাই। কিন্তু ইহ
সর্ব্বতোভাবে অশ্লীলতাদি দোষ হইতে পরিমার্জি
করিয়া যত দূর সম্ভব উচ্চ অঙ্গের করিয়া তুলা
শ্যক। যাত্রা হইবার সময়ের পরিবর্ত্তন করাও উচি
এক্ষণকার প্রধান যাত্রারদলের অধিকারিরা সম

(১) তদেতদভিনয়ে হার্য্যানুকারঃ স চতুর্ব্বিধঃ।
আঙ্গিকোবাচিকশ্চৈবমাহার্য্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।
নটৈরঙ্গাদিভীরামসুগ্রীবাদীনামবস্থানুকরণমভিনয়ঃ।
সাহিত্য দর্পণ।

(২) শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদাদ্ভবাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতি প্রায়োরসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে॥
পরোঢ়াঃ বর্জ্জয়িত্বাত্র বেশ্যাকামমুবাণিনীং।
আলম্বনং নায়িকাঃ স্যুর্দ্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ॥
চন্দ্রচন্দনরোলম্ব কুতাদ্যুদ্দীপনং মতং।
ভ্রূবিক্ষেপ কটাক্ষাদিরনুভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ত্র্যক্ষৈর্য্যাগ্র্য মরণালস্যজুগুপ্সা ব্যভিচারিণঃ॥
স্থায়ীভাবো রতিঃ শ্যামবর্ণোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ॥
সাহিত্য দর্পণ।

বর্ত্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও যাহাতুরূপ নাই। এখন ভোরে আরম্ভ হইয়া প্রাতঃকালেই ওনা হয় সত্য, কিন্তু ঐ অনুরোধে অধিকাংশ কে সমস্ত রাত্রি প্রায় জাগরণ হইয়া থাকে। াতে অনেকের পীড়া ও বিলক্ষণ কষ্ট হয়। এর প্রত্যূষে যাত্রা হইবার রীতি রহিত করিয়া নেয়ের ন্যায় সন্ধ্যার সময়ে আরম্ভ হইয়া রাত্রি া পর্য্যন্ত হইলেই ভাল হয়।

খাজনা সংক্রান্ত আইনের (রেণ্ট ল) পাণ্ড াটী কণিভাষ্যের কল্পিকা হইয়া উঠিল। ইহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বশুদ্ধায়িনী মীমাংসা হয়, আমা ত এমন বোধ হয় না। সর্ব্বশুদ্ধর মীমাংসা ইলেও এ বিষয়ে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করা য় হইতেছে। এটী যে সহজ বিষয় নয়, প্রধান ন লোকের মতভেদ হওয়াতেই তাহা বিলক্ষণ াণ হইতেছে। আরো আমরা একটী বিষম দেখিতেছি, কতকগুলি প্রজা পক্ষপাতী হইয়া ব্যক্ত করিতেছেন, আর কতকগুলি জমীদারের অবলম্বন করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের নতম বিচারপতি সর রিচার্ড গার্থ সে দিন এ ষ্ক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দার পক্ষে পক্ষপাতিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ষ্পিত হস্তে নিক্তি ধরিয়া উভয় পক্ষের বলাবল চনা করিয়া স্বমত ব্যক্ত করিতে পারেন, এরূপ ক অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি, জমীদারেরা কম প্রজারাও কম লোক নয়। একটু ছিদ্র লে কেহই ছাড়েন না। অতএব আইনটি প হওয়া উচিত যে কেহ কাহারও অনিষ্ট সাধনে না হয়। আমরা ত, এ গোলোযোগের াংসার দুটি ভিন্ন তৃতীয় উপায় দেখিতে না। হয় গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগের জমী- র মূল্য দিয়া খাস করিয়া লউন এবং গবর্ণ ণ্টের নিজের ও প্রজার লাভালাভ গণনা করিয়া ার সহিত একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত করুন, নতুবা, দার যেমন আছেন তেমনি থাকুন, জমীদারের ত প্রজার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া ক। চিরকালের মত বিবাদ শান্তির উপায় যদি লম্বিত না হয়, যেমন আছে, তেমনি থাকুক। বোধে পরিবর্ত্ত করিতে গিয়া যেন জমীদার ও া উভয়কেই অনিষ্টরূপ ঘোরতর অগ্নিকুণ্ডে ত করা না হয়।

স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা অধুনা দেশে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী কেবল তাঁহারা নয়, আপামর সাধারণেই যে উহার কার্য্যকারিতা স্বীকার করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভদ্রকুলে তবা দেশীয় রমণীর যখন ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করা গর্হিত বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, তখন কত গর্ভবতী রমণী অশিক্ষিতা ধাত্রী দ্বারা প্রসব হইতে না পারিয়া যে অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ভারতবর্ষের কি ভদ্র কি ইতর সকল শ্রেণীর রমণীর লজ্জা এত অধিক যে, গুহ্য-পীড়া ডাক্তারের নিকটে প্রকাশ করা অপেক্ষা মৃত্যু কেই শ্রেয়ঃজ্ঞান করে, এই কারণে প্রাণ থাকিতে অনেকে ডাক্তারের দ্বারা প্রসব হইতে চাহে না। কিন্তু এক্ষণে যত ধাত্রীবিদ্যার চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই লজ্জাশীলা কুলবালাগণের জীবন বিপদমুক্ত হইতেছে। এতদ্দ্বারা কেবল যে এই এক প্রকার উপকার হইতেছে এরূপ নহে, অনেক রমণীর বিলক্ষণ জীবিকোপায়েরও সংস্থান হইতেছে। সেই রূপ এদেশে যদি শিক্ষিত রমণীগণকে চিকিৎসা বিদ্যায় দীক্ষিত করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের যে বহুল পরিমাণে উপকার সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধুনা ডাক্তারদিগের ভিতর যেরূপ চরিত্রদোষ প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন অন্তঃপুরবাসিনীর পীড়া হইলে গৃহ-স্বামীকে আকুলিত হইতে হয়। সুতরাং ডাক্তার আনিতে ইতঃস্তত করাতে পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। তাহাতে এক দিকে গৃহস্থের যেমন কষ্ট হয়, অপর দিকে সেইরূপ অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। এই ত গেল এক অনিষ্ট, অপর অনিষ্ট এই যে, এ দেশের লজ্জা-শীলা কুলবধূগণ কোন গুহ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইলে স্বামী অথবা পরিবারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ স্ত্রীগণের সমক্ষে তাহা ব্যক্ত করিতে যখন কুণ্ঠিতা হয়, তখন ডাক্তারের সমক্ষে তাহা পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করা যে কতদূর সম্ভাবিত, পাঠক তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। সুতরাং এরূপ স্থলে ডাক্তারকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসাকার্য্য সমাধা করিতে হয়। তাহাতেই এক শিশির স্থানে দশ শিশি ঔষধ খাইতে হয়, তথাপি তাহাতেও অনেক স্থলে কিছুমাত্র উপকার দর্শে না। কিন্তু স্ত্রীলোক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহাদিগের আর সে কষ্ট থাকিবে না। এই শ্রেণীর চিকিৎসক দ্বারা পুরুষের চিকিৎসা যতদূর চলুক না চলুক, অন্তঃপুরবাসিনীগণের পীড়ার চিকিৎসা-কার্য্যে ইহা-দিগের যে একাধিপত্য লাভ হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। অতএব গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় স্ত্রীলোকদিগকে যেমন প্রতিযোগীতার অধিকার দিয়াছেন, সেইরূপ চিকিৎসাবিভাগেও অধিকার দিলে ডাক্তারদিগের অনেক গুরুতর দোষের শ হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগেরও স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জ হইতে পারিবে।

প্রাপ্ত

গয়া ভ্রমণ।

আমরা যখন শকটারোহণে গয়ার মধ্যে প্র করি, অনেক লোক আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া একজন গয়ালীর নামোল্লেখ করিতে লাগিল। দিগের মনের ভাব যদি কোন নামের সঙ্গে মি যায়, তাহা হইলে সেই গয়ালীগুরুর নিকট যাইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। ইহাদিগের মধ্যে এক জনকে মুসলমান বোধ হইল। ফলতঃ আ দিগের শুনা ছিল, গয়ালীরা জেলা এবং গ্রামের নামে জানিয়া লইয়া খাতা দৃষ্টে সেই বংশের কেহ গয়ায় আসিয়াছিল কি না বলিয়া দিতে পা কিন্তু আমরা দেখিলাম, ইহাদিগের তাদৃশ ক্ষ নাই। আমরা সকলে যাইয়া গদাধরের এবং নদীর সন্নিকটস্থ একটী দ্বিতল অট্টালিকায় কি। এখানকার গৃহাদি মন্দ নহে, পরিষ্কার প ছন্ন এবং বায়ু গমনাগমনের পথযুক্ত। অট্টালি বিস্তর আছে, কিন্তু গৃহগুলির তাদৃশ শ্রীছাঁদ না গয়া অতি প্রাচীন সহর। ইহার রাস্তাঘাট অ কাংশই প্রস্তর নির্ম্মিত। এখানে বিস্তর ক্ষুদ্র গলিও আছে। স্থানটী ফল্গুনদীর তীরে অবস্থি অপরাপর নদীর ন্যায় ফল্গুনদী যদি জল পরি থাকিত, তাহা হইলে নৌকা হইতে নদীতীরস্থ দেখিতে বড় সুন্দর হইত; কারণ নদীর ধারে করেকটী বাঁধা ঘাট, দেবমন্দির এবং গয়ালীদি অনেকগুলি অট্টালিকা আছে। কিন্তু দুঃখের ফল্গুতে জল নাই, তিনি অন্তঃসলিলা বহিতেছে উভয় তীর এবং মধ্যে মধ্যে চড়া পড়িয়াছে। চড়ে বসিয়া যাত্রীগণ ফল্গুস্নান ও গয়ালিদিগের পূজাদি করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অনেক ফৌরক মালাকার, ফুল বিক্রেতা ও ভিক্ষুক ব আছে। ফল্গুর পরপারে একটী গৃহে রাম, লক্ষ্ম সীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। অপর একটী গৃহে কার মধ্য হইতে একখানি হস্ত বাহির হইয়া সেই হস্তোপরি গোলাকার একটী প্রস্তর বালুকোপরি তদ্রূপ দুইখানি প্রস্তর পড়িয়া আ এই স্থানে রাম লক্ষ্মণ সীতাকে একাকিনী রা ফলান্বেষণে যাইলে দশরথ আসিয়া পিণ্ড প্রা করেন, প্রতিমূর্ত্তি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

গদাধরের বাটীর সন্নিকটে অপর একটী বা

ষ্ঠী নামক কালী বিরাজ করিতেছেন। এই
ন অনেকগুলি সন্ন্যাসী, ঊর্দ্ধবাহু এবং ভিক্ষুক
ছ। কালীর সন্নিকটে হোম হইতেছে এবং ব্রাহ্ম-
। স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। আমরা গদাধরের
র মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশেষ ব্যথিত হইলাম।
খিলাম স্ত্রীযাত্রী মাত্রেরই চক্ষে জলধারা পড়ি-
ছে; দুই একটী স্ত্রীলোক ঘাটের প্রস্তরোপরি
য়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বক্ষে করাঘাত করি-
ছে! ইহাদিগের আর্ত্তনাদে জানা যাইল, উপযুক্ত
য়া অসময়ে ফেলিয়া পলাইয়াছে। ইহারা গয়া-
ম আসিয়া পুত্রপিণ্ড কিরূপে প্রদান করিবে
হওয়ায় এত অস্থিরা হইয়াছে। তাহাদের
স্থা দেখিয়া আমরা মনে মনে ভাবিলাম—আহা!
মতে পুত্র আসিয়া কোথায় পিতামাতার পিণ্ডা-
করিবে, না পিতামাতাকেই সেই কাজ করিতে
তেছে। উঃ কালের কি বিচিত্র গতি!! গদা-
র মন্দির ও লাটমন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহা
দারের মহারাণী অহল্যাবাই বিপুল অর্থব্যয়ে
ত করিয়া দিয়াছেন। মন্দির মধ্যে কোন প্রতি
নাই, প্রস্তরের উপর গদাধরের পদচিহ্ন অঙ্কিত
ছে। যাত্রীগণ মণ্ডলাকারে বসিয়া সেই পদে
র্পণ করিতেছে। লাটমন্দিরে বসিয়া অনেক
ল গয়ালী পান চিবাইতে চিবাইতে দাবা খেলি-
ছেন। ইহাঁদের কোন ভাবনাই নাই, পরাধীন
দের চাকরেরা যে কি প্রকার দুঃখভোগ করে গদা-
রের কৃপায় তাহা জানিতে হয় না। এই বাটীতে
রাণ্য অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে, এবং বাটীর
পার্শ্বে একটী অক্ষয় বট আছে। ইহার তলাটী
মরূপে বাঁধান। যাত্রীগণ এখানেও শ্রাদ্ধাদি
রিয়া সুফল লয়। আমরা গয়ালীদিগের যতদূর
চারের কথা শুনিয়াছিলাম, ততদূর দেখিলাম
। বিশেষ সীতারাম চৌধুরী নামক একজন গয়া-
র পোষ্যপুত্র নৃসিংহ চৌধুরীর বিষয় যতদূর দেখি-
ম, তাহাতে ইহাঁকে অতি সজ্জন ও ভদ্র বলিয়া
ধ হইল। যাহা হউক, যাত্রীগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক
হা দেয়, তাহাতেই এক একজন গয়ালীর বোধ
প্রত্যহ গড়ে সদাবধি টাকা আয় হইয়া থাকে।
াঁদের সুখেরও সীমা পরিসীমা নাই। হয় হস্তী,
বিকা এবং দাস দাসী বিস্তর আছে। কিন্তু
খের বিষয় এই, যে গদাধরের প্রসাদে ইহাঁদের
ত সুখ, তাঁহার বাটীর প্রাচীরাদি ভগ্ন হইতেছে।
হা ভগ্ন হইতেছে। তাহা কেহ স্বব্যয়ে পরিষ্কার
রিয়া দিতেছেন না। গয়াতে প্রেতশীলা ঋষিকুণ্ড,
কাকুণ্ড নামক আরো অনেক স্থান আছে। এথা
ও যাত্রীগণ শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। একটী পাথা
র উপর অনেকগুলি গোরুর খুরের চিহ্ন আছে।
চিহ্নগুলি কর্দ্দমে গোরুর যে প্রকার পদচিহ্ন হয়
তদ্রূপ। গয়ালীরা এই স্থানকে গোক্ষুর কহে।
তাহারা কহিল "এই স্থানে ব্রহ্মা গো দান করিয়া-
ছিলেন। পদচিহ্নগুলি আশ্চর্য্যজনক এবং কৃত্রিম
বলিয়া বোধ হয় না। এই পর্ব্বতের উপর একটী
ক্ষুদ্র গহ্বর আছে। উহারা কহিল "ভীমসেন এই
স্থানে বসিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে
তাঁহার বামপদের হাটু বসিয়া গিয়া ঐরূপ হয়। এই
পাহাড়ে সর্ব্বমঙ্গলা নামে এক কালী আছেন।
গদাধরের মন্দিরের একক্রোশ আন্দাজ দূরে প্রেত-
গয়া। এই স্থানে একটী কূপ আছে, যাত্রীগণের
মধ্যে যদি কাহারও বংশে কেহ প্রেতত্ব পাইয়া
থাকে, এই স্থানে পিণ্ড দিলে উদ্ধার হয়।

আমরা যে কয়েক বন্ধুতে যাইয়াছিলাম, বিশেষ
মনের আনন্দে ছিলাম, আরও আমাদিগের মাননীয়
শ্রীযুক্ত লালবিহারী বাবু এই সময়ে গয়া ভ্রমণে যাও-
য়ায় আমরা তাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দে সময় অতি-
বাহিত করিতে লাগিলাম। তবে আমার চিত্তে
তাদৃশ সুখ ছিল না; যে হেতু পূর্ব্বোক্ত বাতের
পীড়া এমন বৃদ্ধি হইল যে, মনে মনে ভাবিতে লাগি-
লাম বুঝি বৃন্দাবন প্রভৃতি না দেখিয়া জামালপুরেই
ফিরিতে হয়। ডাক্তার ডাকিয়া দেখিলাম, এখানেও
কুড়ে পাঁটার ভিন্ন দর। ঔষধ একপ্রকার দুর্ম্মূল্য।
কিন্তু লালবিহারী বাবু এক প্রকার তৈল প্রস্তুত করিয়া
দিয়া প্রায় এক দিনেই আরোগ্য করিয়া দিলেন।

গয়া দুই ভাগে বিভক্ত। সিটিগয়া ও সাহেবগঞ্জ।
সাহেবগঞ্জের রাস্তাঘাট যেমন পরিষ্কার, তেমনি সুন্দর।
না হবে কেন? এই স্থানেই সাহেবেরা বাস করেন
এবং গয়ার আফিস আদালত প্রভৃতি এই স্থানে
আছে। গয়াতে ভিক্ষুকের উপদ্রব অতিশয়, গয়া
ষ্টেসনে যাত্রীদিগকে জল দিবার কোন বন্দোবস্ত
নাই। গয়া যেরূপ ষ্টেসন, এখানে ভালরূপ জল
দেওয়ার বন্দোবস্ত করা উচিত। ষ্টেসনের বুকিং ক্লার্ক
বাবুটী অতি ভদ্র বলিয়াই আমরা জলপান করিতে
পাইয়াছিলাম; কিন্তু অপরাপর যাত্রীদিগকে পিপাসায়
বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। গয়াতে যত যাত্রী আসিয়া
থাকে, তাহার প্রতি যাত্রীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের বার
আনা করিয়া কর আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু কতটী
যাত্রীর উপর কি গয়ালীদিগের উপর ধার্য্য করা
হইয়াছে, তাহা আমরা বিশেষ অবগত নহি। এই
কর গয়ালীদিগের লোকেরাই আদায় করিয়া থাকে।
কতটী প্রচলিত করায় গবর্ণমেণ্টের একপ্রকার ধর্ম্ম
বিষয়ে হস্তার্পণ করা হইয়াছে। ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট
এ কর উঠাইয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যত্নবান
হইবেন। গয়া লাইনের ট্রেণগুলি বেস পরিষ্কার ও
পরিচ্ছন্ন।

পুস্তক সমালোচনা।

বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ সহ মেঘদূত। শ্রী
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,.. মহাক
কালীদাস বিরচিত সংস্কৃত মেঘদূতের বাঙ্গালা অনু
করিয়াছেন। প্রথমে অনুবাদ তাহার নিচে সংস্
শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে এক
ভূমিকাও লিখিত হইয়াছে। অনুবাদের বিশে
প্রশংসা করা বিফল। কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবু এ
অনুবাদে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা
ইহাঁর বিশেষ প্রশংসা করা আবশ্যক। অনুবাদি
পদ্যগুলি সংস্কৃতের ঠিক অনুরূপ এবং রচনাও প্রা
হইয়াছে। অধিকাংশ অনুবাদক মূল অবলম্বন করি
ইচ্ছামত অনুবাদ করিয়া থাকেন। তাহাতে মূলে
কোন কোন স্থলে কিছু কিছু পরিত্যক্ত কোন কো
স্থলে বা কিছু কিছু পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কি
রাজকৃষ্ণ বাবু সেরূপ করেন নাই, ইনি মূলের অনুগ
হইয়া অনুবাদ করিয়াছেন। মেঘদূত যেমন এক
বিধ ছন্দে বিরচিত অনুবাদও সেইরূপ একবিধ ছ
করা হইয়াছে।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন। ১ম ভাগ ৮
সংখ্যা। ইহাতে অষ্টচাঁদের চিঠি, জ্যোতিশ্বরী, শ্রী
এবং হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা, নিশীথ চর্য্যোগ, দু
গ্রন্থাদির সমালোচন, এই কয়টী বিষয় সন্নিবেশি
হইয়াছে। লেখকেরা যেরূপ পরিশ্রমে প্রস্তাব গু
লিখিতেছেন, তাঁহাদিগের যদি যত্নের ত্রুটি না হই
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, এখানি একখানি উৎ
মাসিক পত্রিকা মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিবে।

ইন্দ্রজাল প্রথম সংখ্যা। এখানি রাজেন্দ্রল
দাস ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। স্বরূপ পাঠকগ
হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত ইহার প্রবা
কাণ্ডের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দে
গেল।

ভগবতী। হে নাথ! কোন্ প্রকার দ্র
সংযোগে প্রাণি-দেহে অগ্নির উত্তাপ লাগিলে তা
দগ্ধ হইবে না?

মহাদেব। বাঘের চর্ব্বি ও কর্পূর এক
মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে অগ্নির উত্তাপ হ
দেহ রক্ষা হইবে।

২। স্বর্ণকুমারী নামক গাছের মূল কদলীর মূ
সহিত এক সঙ্গে বাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে অ
তাপে শরীর পুড়িবে না।

৩। পিপুল, মরিচ এবং শুঁট এক সঙ্গে ক্রম
চিবাইয়া যেরূপ অবস্থার আগুন হউক না
তাহা অনায়াসেই চর্ব্বণ করিতে পারা যায়।

তে মুখের কোন স্থান অর্থাৎ জিহ্বা; ওষ্ঠ প্রভৃতি
হইবে না।
কলাগাছের রস ও লালবর্ণ ঘৃতকুমারী গাছের
এক সঙ্গে মিশাইয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্র
হয় না।
ঃকুকসা নসাগ্রাহ্যা কর্পূরেণৈব সংযুতা।
লেপ মাত্রে শরীরাণং অগ্নিস্তম্ভঃ প্রজায়তে ॥ (১)
ঘৃতকুমারী কন্দমাদায়, কদলী কন্দ সংযুতং।
লেপ মাত্রে শরীরাণং অগ্নিস্তম্ভঃ প্রজায়তে ॥ (২)
পিপ্পলী মরিচং শুণ্ঠিং চর্ব্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
পীত্বাম্বারো নরৈর্ভুক্তো ন বস্ত্রং দহ্যতে ক্বচিৎ ॥ (৩)
কদলীরস সমাদায় কুমারীরস সেবয়েৎ।
লেপ মাত্রে শরীরাণং অগ্নিস্তম্ভঃ প্রজায়তে ॥ (৪)
কর্পূর উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া ব্রাণ্ডীর সহিত
ত করতঃ তাহা কাপড়ে সাত আট বার মাখা-
এবং ঐ কাপড় ছায়াতে বাতাশ দ্বারা শুষ্ক
তে হইবে। এইরূপে উহা প্রস্তুত হইলে ঐ
ড় মাটিতে পাতিয়া তাহার উপর হোম করিলে
ড় পুড়িবে না। লোকে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার
য়া মোহিত হইবে।
কাতে জলন্ত অঙ্গার রাখিয়া ধুনা জ্বালাইতে হইলে
কিরী, আফিন, কতিরা গঁদ, মুরগির ডিমের খোসা
পারদ ব্যাঙের চর্ব্বি ও কেঁচো এক সঙ্গে সমান
ায় পেষণ করিয়া অথবা আকরকরা, হরিতকীর
এবং ধুতুরার বীজ সমানভাগে ছিঁকাতে উত্তমরূপ
র করিয়া হাতে মাখাইবে এবং সেই হাতের
র জলন্ত অঙ্গার রাখিয়া ধুনা জ্বালাইলে হাত
বে না। এই ব্যাপার দেখিয়া দর্শকগণ আশ্চ-
ষিত হইবেন। এই সকল কাজ গোপনভাবে
ই ভাল।
াপড়ের উপর যদি আগুনের খেলা খেলিতে ইচ্ছা
, তবে একখানা কাপড় দুজনে সম্মুখে দাঁড়াইয়া
কসিয়া টানিতে হইবে, এরূপ ভাবে টানিয়া
তে হইবে, যেন কোন স্থান কোঁচকান না থাকে।
র কর্পূরের কতকগুলি ডেলাতে আগুন ধরাইয়া
কাপড়ের উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে। কাপড়ের
র কর্পূর জ্বলিতে থাকিবে অথচ উহা দগ্ধ হইবে
। যে সময় কর্পূর জ্বলিতে থাকিবে সেই সময়
পড় খানি আস্তে আস্তে নাড়িতে থাকিলে ঐ
গুন লাফ ইতে থাকে তাহা দেখিতে অতি
নাহর হয়।

কুসুমাঞ্জলি। এখানি পদ্যগ্রন্থ। শান্তিপুর নিবাসী
মোজাম্মেল হক ইহার প্রনয়ণ করিয়াছেন। আমা-
র ভরসা ছিল শুনাও ছিল, মুসলমানেরা ভাল
াঙ্গালা কহিতে পারেন না এবং লিখিতে পারেন না।
কুসুমাঞ্জলি আমাদের সে সংস্কার দূর করিয়া দিতেছে,
আমরা উহার দুই তিনটী কবিতা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক দেখুন মোজেম্মেল হক কেমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিয়াছেন।

প্রভাত হইল জগৎ জাগিল,
কি সুন্দর সাজে প্রকৃতি সাজিল,
করি দরশন, মানব নয়ন
সে শোভা কভু কি ভুলিতে পারে?
সাজিল বিনোদ বেশে বসুন্ধরা,
ত্রিদিব হতেও অতি মনোহরা,
শোভিছে সুকম নীলিমা কবরী
শিশির শিশির রতন হারে।
সরলহৃদয়া ফুলবালাগণ,
রূপের প্রভায় উজলি কানন,
ঘোমটা খুলিল, নয়ন মেলিল
হেলি দুলি নাচে স্মিত বয়নে।
পীযূষ পূরিত প্রফুল্ল বদন
কম কুসুমের করিয়া চুম্বন
বহে সমীরণ, রসিক রতন
করিয়া হরণ সুরভি ধনে।

চিন্তামালা এখানিও পদ্যময় গ্রন্থ। শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র ভক্ত ইহার রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কল্পনার প্রতি ওটিনী ভ্রমণ ও তপন প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহারও কবিতাগুলি ভাল হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৮ ই নবেম্বর। সার ইডোয়ার্ড নর্থকোট পীড়িত হইয়াছেন। দুই মাস কাল বায়ু সেবনার্থ ভূমধ্যসাগরে যাইবার আদেশ হইয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরী উইণ্ডসোবে সোমবার ভারতীয় সেনাপতিদিগের অভ্যর্থনা করিবেন।

সেণ্ট জেম্‌স পার্ক নামক স্থানে ইংলণ্ডেশ্বরীর সম্মুখে সৈন্যগণের রণকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাদের রণনৈপুণ্য দর্শন করিয়া দর্শকগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। সেনাপতি মাকফার্সন প্রভৃতিকে উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

পারিস ১৯ এ নবেম্বর। এম, ডি ব্রাজা থাকোকো সরদারের সহিত যে সন্ধি করেন, ফরাসী ডেপুটী চেম্বর সভা তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন। কঙ্গো নদীতীরে ফ্রান্স একটী জনপদ অর্জ্জন করিলেন।

বারলিন ২০ এ নবেম্বর। রুশের পররাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী, প্রিন্স বিসমার্কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

জার্ম্মনির সম্রাট ভিয়ানায় যাইতেছেন। দুটী রাজাকে একতাসূত্রে বদ্ধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নাই।

আয়ারলণ্ডের প্রধান সেক্রেটারি প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের পশ্চিমে ও দক্ষিণে কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু সে কষ্টের শান্তি করিতে পারে এরূপ ইউনিয়ান অর্থাৎ লোকের একতা হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ নবেম্বর। গত আগষ্ট মাসে বরেমারা পর্ব্ব মানত্রাসনা নামক স্থানে, কতকগুলি লোক এক পরিবা ৬ ব্যক্তিকে হত্যা করে, ৮ জন হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে। তা দের মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

কায়রো ২২ এ নবেম্বর। আট লক্ষাধিক টাকার যে গৃহদা হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, তাহার প্রমাণার্থ আদালতে যে সা উপস্থিত আছে, তদ্দ্বারা আরাবির দোষ প্রমাণ হইতেছে কি তাহার মীমাংসার ভার মিশর গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমে উপরে সমর্পণ করিয়াছেন।

মিসরে যে ইংরাজ সৈন্য সকল আছে, তাহার শতকরা জন পঞ্চাশত আছে।

রোম ২২ এ নবেম্বর। সম্রাট অদ্য ইটালীর পার্লিয়াবে সভায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বক্তৃতাকালে অন্য রাজার সহিত সন্ধি থাকে এবং রাজ্যের উন্নতি হয়, এরূপ কহিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর। লর্ড হার্টিংটন কমন্স হা প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, সিবি নামক স্থান অতিক্রম ক রেলওয়ে কান্দাহারের অভিমুখে কতদূর যাইবে এখন তা মীমাংসা হয় নাই।

কায়রো ২৪ এ নবেম্বর। মিশর গবর্ণমেণ্ট তাজুরা ন স্থানকে মিশর রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া দাওয়া করিতেছেন।

বিজ্ঞাপন

রাজ-জীবনী।

অর্থাৎ ভারতেশ্বরীর স্বর্গীয় স্বামী প্রিন্স আলবা জীবনচরিত। সার থিয়োডোর মার্টীন প্রণীত প্রিন্সের সুবৃহৎ জীবনী অবলম্বনে "ভিক্টোরি রাজসূয়" প্রভৃতি গ্রন্থের কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহ এ দেশীয়দিগের অপরিজ্ঞাত বহুল প্রয়োজনীয় বি সন্নিবিষ্ট এবং প্রিন্স আলবার্ট ও ভারতেশ্বরীর স্ব লিখিত ১২ শত পত্র ও মন্তব্যের অধিকাংশ ইহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কলিকাতা আহিরীটো ৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেনে গ্রন্থকার বাবু গোপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকা ক্যানিং লাইব্রেরিতে এবং অন্যান্য পুস্তকা প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, মাশুল /১০ আনা।

বিবিধ সংবাদ।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আড়াই শত টাকা এই করারে অর্পণ করিয়া যে, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের যে ছাত্র ইং ভাষায় "মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতে কার্য্যের অবস্থা" বিষয়ে পুস্তক রচনা করিতে বেন, তাঁহাকে ঐ টাকা প্রদত্ত হইবে।

সেটীবাও পুনরায় জুলুদের রাজা হইলেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অলীক। উইল সাহেব ২৮ এ অক্টোবর কমন্স হাউসে াসা করিয়াছিলেন, জুলুরাজ ছয় মাসের মধ্যে ায় ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন হইবেন কি না? ই লি তদুত্তরে বলিয়াছেন, এত দীর্ঘকালও তাঁহার য় অবস্থান করা হইবে না। পরিশেষে সার এচ য়ার সাহেব তাঁহার সহিত কথা স্থির করিয়া য়াছেন, তাঁহাকে ডিসেম্বরের মধ্যেই প্রত্যাবৃত্ত ত হইবে।

গত এপ্রেল হইতে তিন মাসে পরবাষ্ট্র হইতে তবর্ষে ১১৫২১৩৮৮ টাকার দ্রব্য আমদানী হই- । গত বর্ষে এই সময়ে ১০৫২৩৯১৫ টাকার আমদানী হইয়াছিল।

গবর্ণর জেনারল আগামী ২ রা ডিসেম্বর বেলা র সময়ে লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় উপনীত বেন।

১৮ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই হে কলিকাতায় ২৭৪ জন লোকের মৃত্যু হই- ছে, ইহার মধ্যে ৬১ জনের বিসূচিকায়, ৩৫ জন াময়ে, ৭২ জন জ্বরে এবং অবশিষ্টেরা অন্যান্য ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

জানকী নামে একজন হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক এক- হিন্দুস্থানী রজকের সহিত প্রায় বিশ বৎসর ত্র ছিল, সম্প্রতি রজকের মৃত্যু হওয়ায় জানকী ার পাদুকা ও কয়খানি অস্থি সংগ্রহ করিয়া টী বাক্সে রাখিয়াছিল। সে সময়ে সময়ে ঐ ার মালা গাঁথিয়া গলায় পরিত। টালিগঞ্জের লর যে ঘাটে রজক তাহার প্রভুর কাপড় কাচিত, তি জানকী এক রাত্রিতে সেই ঘাটে গিয়া একটী র ডালে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

কলিকাতায় জৈনগণ সম্প্রতি পরেশনাথের সব উপলক্ষে মিউনিসিপালিটীতে দরখাস্ত করেন ২৫ এ ও ২৭ এ নবেম্বর চিৎপুর রোডে কিছু র জন্য ট্রামগাড়ির চলাচল বন্ধ থাকে। মিউ পালিটীর চেয়ারম্যান এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত ; বলেন, এত সামান্যসংখ্যক লোকের জন্য মগাড়ির চলাচল বন্ধ রাখিলে অন্যায় হইবে। মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ সভ্য জৈনদের ক্ষে মত দেওয়াতে তাঁহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর য়াছে।

ছোট লাটের নোয়াখালী পরিদর্শন নিবন্ধন টী লাভ হইয়াছে। তত্রত্য দেওয়ানি ও ফৌজ- ী আদালতের ব্যবস্থা দর্শনে তিনি ছই লক্ষ ২৯ জার টাকা ব্যয়ে ছুটী প্রাসাদ নির্ম্মাণের আদেশ াছেন।

কাঁথির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ষ্টাক সাহেব মাকি শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছেন। এক ব্যক্তি তাহার কারিগরিতে গিয়াছিল। সে তাহার ছত্রটী অনুরূপ আর একটী ছত্রের নিকট রাখিয়া কার্য্যান্তরে যায় এবং পরে আসিয়া ভ্রমক্রমে অন্যেরটী গ্রহণ করে, যাহার ছত্র সে ব্যক্তি ইহা দেখিয়া তাহাকে চোর বলিয়া ধৃত করিয়া সাহেবের নিকট লইয়া যায়। সাহেব তাহাকে অপরাধী বোধে ৩০ বেতের হুকুম দেন,ডাক্তার ইহার অনুমোদন করেন সুতরাং তাহাকে টিকটিকিতে চড়ান হয়। বিশ বেত্রের পর হতভাগ্য সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে,তখন শুশ্রূষায় তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া পুনরায় দশ বেত্রের আঘাত করা হয়,হতভাগা সেই যন্ত্রণায় দুই দিবসের মধ্যেই শমন-সদনে গমন করিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার নামক সংবাদ পত্র শুনিয়াছেন,সিবিল সার্ব্বিস কমিশনরগণ নাকি পরীক্ষার্থী-দিগের বয়ঃক্রম পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি করিবার মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহারা ১৯ বৎসর ছয় মাসের পরিবর্ত্তে ২১ বৎসর করিবার কল্পনা করিতেছেন, খোস খবরের ঝুটাও ভাল।

বেঙ্গলির জলপাইগুড়িস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বেরোনা সাহেব অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে একজন পোষ্টাকে মলত্যাগ করিতে দেখিয়া কুপিত হন এবং তাহাকে ডাকিয়া জরিমানা করিবেন বলেন, সে সাহেবকে চিনিত না বলিয়া তাঁহার জরিমানা করিবার অধিকার কি জিজ্ঞাসা করে, সাহেব ইহাতে কুপিত হইয়া তাহাকে চাবুকের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ছাড়িয়া দেন, হতভাগা জ্বালায় অস্থির হইয়া থানায় যায়, কিন্তু সব ইনস্পেক্টার প্রথম তাহাকে দুরীকৃত করিবার চেষ্টা করেন ও পরিশেষে সবিশেষ শুনিয়া এজেহার লিখিয়া লন। তত্রত্য ডেপুটী কমিশনরের নিকট এই মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সাহেব এক্ষণে মধ্যস্থতা দ্বারা মীমাংসার চেষ্টা পাইতেছেন।

নিজামত সংক্রান্ত আইনটী রহিত করিবার জন্য আইন প্রণেতা ইলবার্ট সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় আইনের একটী পাণ্ডুলেখা উপস্থিত করিয়াছেন। এটী বিধিবদ্ধ হইলে আর কেহ নবাব নাজিম উপাধি পাইবেন না। মুর্শিদাবাদের নবাবেরাও উক্ত উপাধি হইতে বঞ্চিত হইবেন। মুসলমানদিগের গালভরা উপাধি কি ইলবার্ট সাহেবের প্রাণে সহ্য হইল না?

বম্বেশ্বর রিভার্স টমসন বড় খোসনাম কিনিতেছেন। তিনি নাকি তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন যাবতীয় আফিসের অধ্যক্ষকে সরকারী কার্য্যোপযোগী দেশীয় শিল্পদ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিয়াছেন। ষ্টেবণরির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেশীয়দিগকে কতকগুলি কল, ছুরী, কাঁচি, কিতা প্রভৃতির কণ্ট্রাক্ট দিতে উৎসুক হইয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। তদনুসারে যে সকল নমুনা অর্পিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পাঁচ মনোনীত ও অপরগুলি উপেক্ষিত হইয়াছে।

উদারচরিত গবর্ণর জেনেরল মহাত্মা রিপন বাহাদুরের দৃষ্টি এবার রুড়কি সিবি ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের উপর পড়িয়াছে। এই কালেজের এমনি মহিমা যে দেশীয় ছাত্রে পরীক্ষা দিলেই অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। ১৮৭ হইতে ১৮৮০ অব্দ পর্য্যন্ত এই একাদশ বর্ষে ৪০ জ ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষকদিগের হাতে গুণ দেখিয়া স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল ও ষ্টেট সেক্রেটা যার পর নাই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। দেশী বালকগণ অতঃপর যাহাতে অধিক পরিমাণে এ বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ ও পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন, গবর্ণর জেনেরল তদুদ্দেশ্যে পূর্ব্ব নিয়মে সংস্কার করিয়া অধুনা এই নিয়ম করিয়াছেন যে সকল ছাত্র ১৮৮১ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তী হইবে তাহারা এল, এ পরীক্ষা দিয়াই এই কালেজে প্রবেশ করিতে পারিবে, আর যাহারা এল, এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইবে তাহারাও ইচ্ছা করিলে উ কালেজের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া প্রবেশলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু একবারে তি জন পাঠ সমাপনান্তে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে পূর্ত্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়র বলিয়া গণ্য হইবেন না কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণও এ কালেজে পাঠ করিতে পারিবে, কিন্তু তাহ দিগকে কালেজের স্বতন্ত্র নিয়ম পালন করিতে হইবে। পরীক্ষোত্তীর্ণ দেশীয় ছাত্র থাকিতে টমস সাহেব ও বিজনা গ্রামের মহারাজ প্রদত্ত বৃত্তি কে ইউরোপীয় ছাত্রকে দেওয়া হইবে না। এই বিদ পূর্ব্ব হইতে এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ১০ টী বৃত্তি প্রদত্ত হই থাকে। পাঁচটী বর্ষে বর্ষে খালি হয়। যাহ কালেজের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পা তাহারাই এই বৃত্তি লাভ করিয়া থাকে। এ একটীর ৩টী টমসন বৃত্তি মাসিক ৫০ টাকা, ইহা উ পশ্চিম ও পঞ্জাবের লোকদিগকে প্রদত্ত হ অবশিষ্ট ছটী বিজনা গ্রামের মহারাজের দত্ত। ই একটী ৪০ ও একটী মাসিক ৩৫ টাকার। তা বাসিমাত্রেই ভালরূপ পরীক্ষা দিয়া এই বৃত্তি ল করিতে পারে।প্রজাবৎসল রাজা বা শাসনক কাহাকে বলে, আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনে লর্ড রিপন তাহা রাজপুরুষদিগকে দেখাইলেন।

ব্র ক্ষদিগের মহোৎসবে সরকারী আপীস প্র যাহাতে একদিন করিয়া বন্ধ থাকে, তজ্জন্য ব্র

রি জেনেরলের নিকট আবেদন করিতে অভি-
ী হইয়াছেন। গবর্ণর জেনেরল কলিকাতায়
নীত হইলেই এই আবেদনপত্র অর্পণ করা হইবে।
ু ও মুসলমানের পক্ষে যখন ছুটী দিবার নিয়ম
ছে তখন ব্রাহ্মদিগের উৎসবে একদিন ছুটী দেওয়া
ক্ত।

আগ্রার নিকটবর্ত্তী খন্দোয়াল নামক স্থানে
মের সময়ে হিন্দু ও মুসলমানে দাঙ্গা হওয়াতে
াকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আগামী জানুয়ারি মাসে কমিশন
াগ করিয়া মফস্বলের চৌকীদারী আইনের
ত্ত করিবেন স্থির করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি
শনর মনোনীত হইবেন।

সিংহাসনচ্যুত বরদারাজ মৃত মলহর রাও গুই-
ারের নিয়োজিত ব্যারিষ্টার ডাক্তার ক্যাডেনা
হব নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রার্থনা করিয়া ভারত-
য় গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক খানি আবেদনপত্র
রণ করিয়াছেন। যথা:—

(১) রাণীদিগকে তাঁহার সহিত আবশ্যক
য়ে পত্রাদি লিখিতে দেওয়া হয় (২) মৃত মহা-
র জীবদ্দশায় যে বৃত্তিদান করিয়াছিলেন, তাহা
তে উদ্বৃত্ত টাকা ও রাণীরা বিবাহের সময়ে যে
ছুক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহাদিগকে প্রত্যা
করা হয় (৩) মৃত গুরুকুমার যে সকল ঋণ ধারে
করিয়াছিলেন এবং যাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট রহি-
ছে, তাহার মূল্য ঋণবিক্রেতাদিগকে দেন (৪)
ীরা তাঁহাদিগের মর্য্যাদানুসারে বৃত্তি প্রাপ্ত হন
ং যথা ইচ্ছা তথায় স্বাধীনভাবে থাকিবার আদেশ
প্ত হন।

ফ্রান্সে বড় গোলোযোগ উপস্থিত। সোসিয়া-
দল অতিশয় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ভয়প্রদর্শক
লিখিয়া পারিসের দেওয়ালে মারিয়া দেওয়া
ছে। রুশে যেমন নিহিলিষ্টদিগের উপদ্রব,
ানে তেমনি সোসিয়ালিষ্টদিগের দৌরাত্ম্য
স্থিত।

রুশে জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুদ্ধের
য়োগ হইতেছে, তাহা ক্রমে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠি-
ছে। রুশ যে আত্মরক্ষার্থী নয়, আক্রমণার্থী,
দ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে।

ফ্রান্সের এক খানি পত্র লিখিয়াছেন, ব্রিটিশ
র্ণমেণ্ট মিশরে যে প্রকার কার্য্য করিতেছেন,
তাতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, মিশরে
াহের যে প্রভুত্ব আছে, তাহা লোপ করাই ব্রিটিশ
র্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।

আগামী ১৫ ই ডিসেম্বর কলিকাতায় শিক্ষা-
সংক্রান্ত সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। এবার
তিন মাস এখানে সভা হইবে। কমিশনরগণ বর্ষার
পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে শেষ রিপোর্ট
প্রদান করিবেন।

হাইদ্রাবাদ হইতে সৈন্য উঠাইয়া দিবার বিষয়ে
সার ফ্রেডরিক হবর্টের সহিত জেনেরল উইলসনের
শীঘ্র একটী বাদানুবাদ হইবে। গবর্ণমেণ্ট হাইদ্রা-
বাদে সৈন্য রাখিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করি-
তেছেন না। এখান হইতে সৈন্য উঠাইয়া লইলে
রাজ্যের বার্ষিক ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে।

গত ১৮৮১—৮২ অব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযো-
ধ্যার দানশীল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ১৫৪৩৩৭ টাকা ব্যয়ে
কতকগুলি দেশহিতকর কার্য্য সাধিতহ ইয়াছে।

এক ব্যক্তি কাশী হইতে লিখিয়াছেন "সম্প্রতি
ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সংস্থাপক ও
কার্য্যসম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন
মহাশয় ৺ কাশীধামে আসিয়াছিলেন। তিনি দুই
দিন এখানকার হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভায় ছুটী
ভক্তিরস পূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। শ্রবণার্থি-
গণের মধ্যে অনেকের নয়নেই প্রেমাশ্রু বহিয়াছিল।
গত বৃহস্পতিবারে বাঙ্গালীটোলার বিদ্যামন্দিরে হিন্দী-
ভাষায় "সনাতন ধর্ম্মের অবনতি ও পুনরুন্নতি"
সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার ভাষা, উদ্ভাবনা,
যুক্তি প্রভৃতি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষরূপে বিমোহিত
করিয়াছিল। তৎপর রবিবারে "বৈবাহিক কুরীতি
নিবারিণী সভার অধিবেশন উপলক্ষে একটী সুদীর্ঘ
বাচনিক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা মধ্যে সুশিক্ষিত
(পাশকরা) পাত্রে কন্যাদান করিতে যে বরকর্ত্তা
বিপুল অর্থের দাবি করেন, যাহাতে সেই রীতিটী
অবস্থানুসারে সংশোধিত হয়, ইহাই পরিপাটীরূপে
বিবৃত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে পরিহাসবার্ত্তা যেমন
শ্রোতৃগণকে হাস্যার্ণবে ডুবাইয়াছিল, তদ্রূপ বর্ত্তমান
দুর্দ্দশার কথাগুলি অনেককে চক্ষের জলে ভাসাইয়া-
ছিল।

বিচারপতির বিস্তর স্থূল ও সূক্ষ্মতা অনুসারে
আইন লোকের সুখ ও পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। এক
অস্ত্র সংক্রান্ত আইন ব্যক্তিভেদে যে কত মূর্ত্তি ধারণ
করিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কেহ কেহ
বা এই আইনের বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা পাই
তেছেন কেহ বা যেমন লেখা তেমনি কাজ করিবার
চেষ্টা করিয়া লোককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন।
শ্রীরামপুরের ক্যাটেয়ার্স সাহেব যাহার নামের লাই-
সেন্স তাহাকে ব্যতীত অপর কাহাকেও বন্দুক
ছুড়িতে দেন না। এমন কি পিতার বন্দুক পুত্রের
ছুড়িবার অধিকার নাই। ছুড়িলে সাহেব তাহাকে
দণ্ড না দিয়া ছাড়েন না। বাটীর এক জন
হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, লাইসেন্সধারী ব্য
অপর কেহ তাহাকে বধ করিতে সক্ষম হইেন, এ
কি যাঁহার নামে লাইসেন্স তিনিই যদি বিপন্ন
তাহা হইলে তাঁহার পুত্রও তাঁহাকে রক্ষা করি
জন্য পিতার বন্দুক ব্যবহার করিতে পারিবেন
কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি!

পেনসালভেনিয়া রেলওয়ের এক জন কলচা
অদ্ভুত আত্মত্যাগের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে
এই ব্যক্তির যত্নে ৬ শত আরোহীর প্রাণ রক্ষা
য়াছে। এই কলচালক এক খানি আরোহী
লইয়া যাইতেছিল, গাড়ি ঘণ্টায় ৩৫ মাইল যাই
ছিল। ফায়রম্যান বেগ হ্রাস করিবার উদ্দে
অগ্নি বাহির করিবার জন্য দ্বার খুলিয়া দিলে
বেগে গাড়ি জ্বলিয়া উঠে এবং বেগ এরূপ
হয় যে কলচালক ও ফায়রম্যান তাহা নিবারণ ক
না পারিয়া আরোহীদিগের গাড়ির নিকটে পল
করে। ক্রমে অগ্নির সহিত টেণের বেগ এরূপ
হয় যে অবিলম্বে সমস্ত টেণই দগ্ধ হইবে বলি
প্রতীয়মান হইতে থাকে। কলচালক এই ভি
দর্শনে এবং আরোহীদিগের সকরুণ বিলাপে ব্য
হইয়া স্বয়ং কলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অগ্নির ভি
প্রবেশ করিয়া দৃঢ়রূপে টেণের ধারণ করিয়া
থামাইলেন, তখন অপরাপর লোকে উহার
নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিল। কলচালক পুড়িয়া
য়াছেন।

মৌলমীনের লোকেরা আত্মশাসন চাহে
তাহারা তত্রত্য কমিশনরের নিকটে ইহার বি
মত প্রকাশ করিয়া এক আবেদন পত্র দে
করিয়াছেন। আত্মশাসনের বিরোধী রাজপুরু
কি কল টিপিতেছেন নাকি?

১৮৮১ অব্দে সর্পাঘাত ও হিংস্র জন্তুর অ
মণে ভারতবর্ষে সমুদায়ে ২১৪২৭ জন প্রাণত্য
করিয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশে ১০৬৩৩, উ
পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যায় ৫৪৮০, মান্দ্রাজে ১৩০
বোম্বাইয়ে ১১৬৫ ও মধ্য প্রদেশে ১২৩৩ জন লো
মৃত্যু হইয়াছে।

আমেরিকার অধিকাংশ সংবাদপত্রই ন
স্ত্রীলোক দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ত
কতকগুলি ছাপাখানা আছে তাহার কম্পোজি
(অক্ষর যোজক) প্রুফ সংশোধক, সংবাদ সংগ্রা
হিসাব রক্ষক প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মচারীই
লোক।

ভারতবর্ষের সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থীর বয়
বৃদ্ধির যে প্রস্তাব চলিতেছে ১ লা জুনের পরি
১ লা জানুয়ারি হইতে তদনুসারে কার্য্য হইবে।

২২ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেট ১৮৮১। ৮২
র গবর্ণমেণ্টের সিনকোনা চাসের যে রিপোর্ট
াশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গেল, সিন-
নার ক্রমেই বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। সিন-
না, লেজিরিয়ানা এবং সিনকোনা জাতীয় অন্য
বৃক্ষের প্রস্তাবিত বর্ষে অধিক চাস হইয়াছে।
কোনা লেজিরিয়ানা বৃক্ষ ১৫৪০০০ এবং সিন-
না জাতীয় অন্য প্রকার বৃক্ষ ৯১৭০০ জন্মিয়াছে।

চোরামাল কিনিলে যে কেমন বিপদ হয়,
হাবাদের একজন ইউরোপীয় কাপ্তেন ও তাহার
বিপদ ঘটনা দ্বারা পাঠক তাহা বুঝিতে পারি-
। একজন কাপ্তেন পেন্সন লইয়া এলাহাবাদে
ক বাস করেন। কয়েক জন চোর তাঁহাদিগকে
ামাল বিক্রয় করিয়াছিল। চোরামাল কিনিবার
াধে ঐ কাপ্তেন ও তাহার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা
াছে। এখনও তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন
।

২২ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে লণ্ডন
বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়মাবলী
াশিত হইয়াছে।

ব্রিটিশ ব্রহ্মের ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনরেল
সুন্দরলাল বাহাদুর রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায়
ীত হইয়াছেন।

১৮ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয়, ঐ সপ্তাহে
কাতা ট্রামওয়েতে ৯৭৯৭৶৩ টাকা আয় হই-
।

শুনা যাইতেছে রাণাঘাট হইতে ভগবানগোলা
শীঘ্র একটী রেলওয়ে নির্ম্মিত হইবে।

আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত
ন সাহেব গয়া পরিদর্শন করিতে গিয়া টিকা-
মহারাণীর সহিত তদীয় জামাতা বাবু অধিকা-
দের মধ্যবর্ত্তীতা দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করিয়া
ার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন। তত্রত্য
লক্টার সাহেব বাবু জহরলালকে উক্ত রাজবংশের
হৃদসাধন চেষ্টায় বিরত হইতে উপদেশ দিয়া
প্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেন
।

লার্ড রিপন ২০ এ নবেম্বর লাহোরে লেপ্টনণ্ট
র প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ডনওয়াল নামে একটী
দর্শন করেন। পাটোয়ারি খাতা, হিসাব পত্র
ত্রর নক্সা, কৃষিকার্য্যের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র দর্শন
য়াছেন। দেশের অবস্থার এরূপ সূক্ষ্ম অনুসন্ধান
তে আমরা কোন গবর্ণর জেনরলকে দেখি নাই।
পূর্ব্ব গবর্ণর জেনরলেরা কেবল দরবারে আমোদ
য়া বেড়াইয়াছেন, তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্টের
র শ্রাদ্ধ হইয়াছে এবং দেশীয় রাজগণ বিপুল
বিস্তু ব্যয় করিয়া বিপন্ন হইয়াছেন। তাহাতে
তাঁহাদিগের মনে অনুরাগের উদয় না হইয়া বরং
বিরাগেরই উদয় হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে
সিবিল সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিয়া-
ছেন। ষ্টেট সেক্রেটরি যখন এ বিষয়ের অনুসন্ধান
করিতেছেন, তখন বোধ হইতেছে সিবিল সারভিস
পরীক্ষাদির নিয়ম প্রভৃতির কোন প্রকার পরিবর্ত্ত
হইবে। অন্য অন্য পরিবর্ত্তের অগ্রে পরীক্ষার্থির
বয়োগত নিয়মটীর পরিবর্ত্ত করা একান্ত আবশ্যক।
কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা না
করিলে কেবল যে পরিপক্ক বুদ্ধিলোক পাওয়া ভার
হয় এমন নয়, অনেকের অল্প বয়সে অস্থিভেদী পরি
শ্রম করিয়া শরীর ভগ্ন হইয়া যায়।

সমাচার পত্রে দেখা গেল, ১ লা ডিসেম্বর বেলভিডি-
য়রে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে নূতন উপাধি
দেওয়া হইবে। আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর রিভার্স
টমসন সাহেব কুমার পূর্ণচন্দ্র সিংহকে রাজা উপাধি
এবং প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও যদুনাথ রায়কে
রায়বাহাদুর খেলাত দিবেন। এই ভূরা উপাধি লাভে
দেশের লোকের নিকটে নূতন কিছু মহিমা বৃদ্ধি
হইবে, আমাদের এমন বোধ হয় না।

১৮ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয়, ঐ সপ্তাহে
পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের ১৫৭৫০৩ টাকা আয় হই-
য়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের এমন সময়ের অপেক্ষা
৭৩৬৫৪ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে পূর্ব্ব
ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ৯৪২৯২২ টাকা আয় হই-
য়াছে, পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা ৪৩১৩ টাকা আয় বৃদ্ধি
হইয়াছে। ১ লা জুলাই অবধি ১৮ ই নবেম্বর
পর্য্যন্ত এই কোম্পানির ১৬০৮৪৪০৪ টাকা আয়
হইয়াছে।

১৪ ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় ঐ সপ্তাহে
দারজিলিং হিমালয় রেলওয়ের ৭৮৫৭৷৵০ টাকা আয়
হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সপ্তাহে ৬৯৫৭ /১৫ আয়
হইয়াছিল।

হাপোরার মহারাজ তীর্থদর্শন উপলক্ষে কাশীতে
আগমন করিয়াছেন।

সরহিন্দ খাল খননার্থ ৩০০০০০০ টাকারও অধিক
লাগিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে ২১০০০০০ টাকা
এবং দেশীয় রাজগণ ও পঞ্জাবের জমীদারেরা
১২৫০০০০ টাকা দিয়াছেন।

মহারাষ্ট্রীয় পত্র একটী উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন।
তিনি বলেন, লর্ড রিপন এদেশের মঙ্গলার্থ যে সকল
কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার ভারতবর্ষে অব-
স্থানের নিয়মিত সময়ের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ হইবার
সম্ভাবনা নাই। অতএব পার্লিয়ামেণ্টের নিকটে
দেশের লোকের কর্ত্তব্য তাঁহার ভারতবর্ষে অবস্থি
কালবৃদ্ধির প্রার্থনা করেন।

বাক্টপুর উপবিভাগ উঠাইয়া দিবার প্র
আমরা পুনরায় শুনিতে পাইতেছি। ঐ উপবিভা
উঠিয়া গেলে লোকের যে কত অনিষ্ট হইবে,
যাঁহারা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছেন, তা
বুঝিতে পারিতেছেন না। বাক্টপুর উপবিভা
সীমাবর্ত্তী অধিকাংশ লোক অসচ্চরিত্র, তাহারা
দাঙ্গাহাঙ্গাম লইয়া আছে। উপবিভাগ থাকি
অত্যাচার ও উপদ্রবের শান্তি নাই। আর উহা উ
গেলে কত উপদ্রবের বৃদ্ধি হইবে, তাহা বলা
না। গদাধর পাদপদ্ম তুলিয়া লইলে গয়াসুর
মাত্রে উপদ্রব উপস্থিত করিতে পারে। যাঁ
মনে করিতেছেন, মগরা পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিলে
মকদ্দমাকারিগের আলীপুরে গিয়া মকদ্দমা করি
সুবিধা হইবে, কিন্তু আমরা সে সুবিধা বোধ
তেছি না। রেলওয়ের ভাড়া দিয়া সময়ে অ
লতে উপস্থিত হওয়া অনেক দরিদ্রের
উঠিবে না।

সমাচার পত্র পাঠে দুঃখিত হওয়া গেল,
রিপনের ভ্রাতা ভাইনর সাহেবের মৃত্যু হইয়া
তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে লর্ড রিপনের লক্ষ্ণৌ দর্শ
যেরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, তাহার ব্যতি
হইল।

লর্ড রিপনের দয়ালু হৃদয় হইতে দয়ার
সর্ব্বতোভাবে প্রসূত হইতেছে। তিনি পেসো
ইন্ডিটান হাঁসপাতাল খুলিবার সময়ে কহিয়াছে
হিন্দুস্থানের সীমাপ্রদেশে যে সকল জাতি বাস
তাহাদিগের স্বাধীনতায় তাঁহার হস্তক্ষেপ করি
অণুমাত্র ইচ্ছা নাই। ভারতের সকল প্র
এবং সীমাপ্রান্তবর্ত্তী জাতি সকল কুশলে থাকে,
তাঁহার ইচ্ছা। এ কথাগুলি শুনিলেও মনে আ
জন্মে।

ইউরোপখণ্ড ও আমেরিকার বাণিজ্যের
তিতে তৃপ্তিলাভ নাই। তাঁহারা আরো উ
শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছেন। সম্প্রতি আমেরি
গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্যবৃদ্ধির চেষ্টায় শ্যামের রা
নিকটে জেনারেল হালডায়মকে পাঠাইয়াছিলে
রাজা তাঁহাকে যথোচিত সমাদর সহকারে অভ্য
করিয়া উভয় রাজ্যের বাণিজ্য প্রবন্ধ ঘটিবার অ
দিয়াছেন।

শুনা গেল, নদীয়ার অনাতর জমীদার
সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল
বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে বার্ষিক
ও এক একটী রৌপ্য মিডাল দিবার প্রস্তাব করি
ছেন। এটী আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

...স্থায়ীয় ষ্টেট সেক্রেটারি নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারীদিগের ...মত ছুটি করিয়া দিয়াছেন।

...পাল্লের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত জে, সি, প্রাইস ...স, ঢাকাবিভাগের জেলা ও সেসন জজ এফ, এচ, মাকেল-...৮ দিন, সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, করনিস ...স।

...গবর্ণমেণ্ট হাউসের অনারেবল মেম্বর আর, এল, মাঙ্গলসকে গত ...ফেব্রুয়ারিতে ৯ মাসের বিশেষ অবকাশ প্রদান করা ...ষ্টেবঙ্গীয় ষ্টেট সেক্রেটারি একণে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া, ...ণ্ড সার্টিফিকেটে এক বৎসর ছুটী দিয়াছেন।

...ই নবেম্বর। বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কিছু দিনের জন্য ...হীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হন, তিনি বাবু ...মার মহের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত নওগাঁয় তার প্রাপ্ত ...ন।

...০ এ নবেম্বর। ময়মনসিংহের অস্থায়ী বিশোরগঞ্জের ভার ...ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ ঐ ...ার সদর হেমপে পেলেন।

...ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কাশী ...র সেন ময়মনসিংহে গেলেন। তিনি কিশোরগঞ্জের ভার ...ইলেন।

...ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এইচ, টমসন ত্রিপুরার ...ষ্টে গেলেন।

...এ নবেম্বর। পাবনা জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ...ষ্টের এফ, ওয়াইজ, ব্যাঙ্কক সাহেব জন্য আদেশ না হয়, ...ন মাসের ১২ ই অবধি ১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ...ষ্ট ...রের কার্য্য করিবেন।

...সম্বলপুরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ...ক্ষ ...ল পাবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টে বদলি করিলেন।

...পুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্রীনাথচন্দ্র ...ক ...ণ্টে বদলি করিলেন, ইনি বর্শীহাট উপবিভাগের ভার ...লেন।

...আদেশ না হয়, জি, এ, রিবসন পাটনার প্রথম ...ণ্ড মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত

...প্তার জেনেরল জে, এ বাডিলন এক

...জ মাজিষ্ট্রেট। এল, গুপ্ত দুই মাসের ...ট মাজিষ্ট্রেট ও ...ট কালেক্টার বাবু ...ন।

...ম ক্রাফোর্ড বিলাত।

...ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ...ণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত

২১ এ নবেম্বর। বাবু ভুবনমোহন ঘোষ ছুটী লওয়াতে বাবু যাগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি, এল, যশোহরের মুন্সেফ হইলেন। তিনি সচরাচর সাতক্ষীরায় থাকিবেন।

পাটনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি, এ, গ্রীবসন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

আমালপুর।

খিওসফী দলের একজন অধিনায়ক এখানে আসিয়া একটী শাখা সভা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই সভার প্রায় ৮।৯ জন সভ্য জুটিয়াছেন।

ট্রাফিক ম্যানেজারের একান্ত ইচ্ছা এখান হইতে ট্রাফিক আফিস এলাহাবাদ কিম্বা হাবড়ায় উঠিয়া যায়। কারণ, আমালপুর মেল লাইনের ধারে নয় এবং এখানে বাণিজ্যদ্রব্যাদিরও বেশী আমদানী রপ্তানী হয় না। এজন্য এলাহাবাদ কিম্বা কলিকাতায় আফিস উঠিয়া যাইলে কর্ম্ম কাজের বেস সুবিধা হইতে পারে। ট্রাফিক ম্যানেজার যে প্রস্তাব করিয়াছেন অযথার্থ নহে; কিন্তু এই প্রস্তাবটী কয়েক মাস পূর্ব্বে করিলে রেলওয়ে কোম্পানীকে প্রায় ১৭। ১৮ হাজার টাকা বায় করিয়া ট্রাফিক আফিসের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইত না।

শুনা যাইতেছে, উক্ত ট্রাফিক ম্যানেজার নিজের আফিসের কোন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন, এখানে একজন ভাল ডাক্তার না থাকায় লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। কাহারও একটু কঠিন পীড়া হইলেই ৮।১০ টাকা ব্যয়ে মুঙ্গের হইতে ডাক্তার আনিতে হয়; অথচ ১০।১৫ টাকার বেতনে কেরাণীরা অর্থাভাবে পড়িয়া উঠে না। যাহার অর্থ আছে, হয় ত সময়াভাবে ঘটিয়া উঠে না। বাবুটী আরো বলিয়াছেন, আজ কাল একশত দেড় শত টাকায় একজন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পাওয়া যায়, এখানে যাঁহারা আছেন, তন্মধ্যে ২।১ জনকে ৭০।৮০ টাকা বেতন দেওয়া হয়; অতএব তাঁহাদের একজনের পরিবর্ত্তে একজন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আসিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইতে পারে। সুদক্ষ ট্রাফিক ম্যানেজার এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া যাহাতে এখানে একজন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দেওয়া হয়, তজ্জন্য এজেণ্টকে পত্র লিখিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

এলবার্ট রোড নামক রাস্তার উত্তরদিকে ৭৫০ ফিট স্থানের মধ্যে যে সমস্ত বাটী আছে, তাহা ভাঙ্গিতে হইলে রেলওয়ে কোম্পানিকে কত টাকা দিতে হইবে এই বিষয়ের এষ্টিমেট করিবার জ... অস্থায়ী ইঞ্জিনিয়ার আফিসের একটী বাবু সয়জমী আসিয়া মাপ আরম্ভ করিয়াছেন।

আজ কাল এখানে শীত মন্দ পড়ে নাই। জ... হইতেছে এবং মানুষও মরিতেছে। ইতিমধ্যে ও... উঠা প্রভৃতি আসিয়াও ২।১ টী গ্রহণ করিতে আ... করিয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপ... পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণী... সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।

নীতিসার প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ১০ ডাক মা...

ঐ দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্দ্দশবার মুদ্রিত) মূল্য ১০ ডাক মা...

নীতিসার তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক ম...

বিশ্বের বিলাপ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মা...

গ্রীসের ইতিহাস (এরূপ ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি ... প্রকাশিত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মা: ১০ আনা।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে... সোড়াসাঁকো সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবগুস... হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়... মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি... দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর ক... যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমে... মূল্যাদিসংক্রান্ত সমবতীয় চিঠি ও কা... পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযু... উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখি... ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সো...
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতে... যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা ক... তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বি...

র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
ায় প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০
া ; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালী-
ঙর বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় আমা-
অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
ণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
ক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
ছ, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
ইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতার ও
ীঘাটে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে
ল লইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত
াছে। ইহাতে সমীকরণ ও নিরন্তিবাদ,নয়দেহস্থ-
ণিতের উৎপত্তি ও কার্য্যবিবরণ, তারকা-পতন,
কটিক, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, আগমনী, মনু-
হতা, পৃথিবীর অবয়বাকৃতি, সাংখ্যদর্শন, এই
বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি
ার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল
ত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু
াদয়গণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্য-
াদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন।
গ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম
রিত হয় না।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার
গের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত
ভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত
চিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া
ধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের
্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অর্দ্ধ
নার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,
আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, মৃত্তিকাগ্রহণী, এবং
তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক
৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।
কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষ-
রূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন,
তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত
করিয়াছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ,সকলেই সেবন
করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন
মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাব-
কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম,সরক্ত ও খড়িগুলবৎ
প্রস্রাব নির্গত হইলে ও মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে
তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও
মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর,শোণিতস্রাব
এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা এই সকল
রোগ জনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্তপদাদির জ্বালা,
গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের
সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়
এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে
ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহস-
পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট
ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়মে
সেবন করিলে শরীরে নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন
হয় এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল,
শরীর যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃ-
পীড়া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির
হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য
প্রভৃতি পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ
যৌবনস্বভাবসুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয়
ইন্দ্রিয়-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আন্তরিক
নির্গম,ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকলের
আশু শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে।
অস্মদ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা
(টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত
ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ
আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রি
দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বি
যত: শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর,বাধক বেদনা,বন্ধ্যাদো
অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জলস্র
পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দি
পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ অ
প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অকালে গর্ভস্র
প্রভৃতি এই সকল রোগ সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে স
নষ্ট হইয়া থাকে।

একপোয়ার মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে
মহোদয় প্রশংসাপত্র দিয়াছেন,তন্মধ্যে কতকগুলি
নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এস
" অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
" ঢুকড়ী ঘোষ। ঐ
" ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ
কলিকাতা।
" " ধর্ম্মদাস বসু। ঐ
" " বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
ঢেকানল কটক
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন
বর্দ্ধমান—মার্গ।
" " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডে
কলেজের অধ্যাপক কলিকাত
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রে
রাণীগঞ্জ।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চু
গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যা
ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নি
রণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক শে
৸৵০ অর্দ্ধসের ১৷৵০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক হউক ইহার এক শিশি
চুল নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গ

...ব, দূষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, হাত ... ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সময়ে ...য়ে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক। ...া ছোট শিশি ২৷৷০ ও ৫৲ ৪৷৷০ টাকা প্যাকিং ।০।
...কানা—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৪৮ আর, ...ও, মিত্রের ডিস্পেন্সারিতে প্রাপ্তব্য।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির
ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই দ্বিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই ঔষধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ফল প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত দ্বিবিধ ঔষধের ...ক কৌটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত মূল্য ...টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, কম্প, ...া ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর নাশ ...করে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমাশুল ...ত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে ...করে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
বদনাপেপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

...ধাত্রী শিক্ষাকার ডাঃ শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

...ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব ...ছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত ...পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে ...তেই বেশী ফল পাওয়া যায়।" জনৈক ...ল বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ জ্বরঘ্ন, তাহাতে ...র নাম জ্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত"
প্রতি ১২ ড্রাম শিশির মূল্য ১৷০, কমিশন শতকরা ...। এক ডজনের নীচে কমিশন নাই। কলি... ১৯০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আমার নিকট পাওয়া ...

শ্রীহরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "আয়ুর্ব্বেদ" দুই খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল ...। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক ...-গ্রাহক নিকট এক পুস্তক দুই খণ্ড থাকা ...

(২) "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ।৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা, (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।
১৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।
বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

অতিচমৎকার! অতিচমৎকার!
সেবনাল্পভ্যতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ ষ্ট্রীটে ৩২। ৩৩ নং ইম্পিরিএল ড্রগিষ্টস হলে প্রস্তুত এবং বিক্রীত হয়।

দেড় পোয়া বোতলের নগদ মূল্য ৸৵০ ও ডাকের প্যাকিং খরচ ।৵০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমার প্রমথনাথ মালীয়া—সেহাড়শোল রাজবাটী
" বাবু রমানাথ সেন দেওয়ান—কাঞ্চলা রেশমকুঠী
" " প্রমথনাথ রায়—রাজসাহী
" " দিবালোচন শর্ম্মা—মেদিনীপুর
" " প্রিয়নাথ শীল—অরাই
" " কৃষ্ণনাথ সাহা—কলিকাতা
" " চণ্ডীচরণ দে—সারণ
" " কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য—শান্তিপুর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ ট... অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক... কার্য্যাসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ... নোট, চিঠি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্য... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করি... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ... আনা তাহার পর ।৵০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ভ... হইয়া চাঁপাতলাপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারন... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ... প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৯ সাল। ১৯ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮২। ৪ ঠা ডিসেম্বর। অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন

হিন্দু বিধবাবিবাহ সভা।

যিনি হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ দিতে কিম্বা করিতে করেন, তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমাদের সভাসমীপে আবেদন করিলে পাত্র ও পাত্রী পাইতে পারেন।

৮৮ নং বাদুড়বাগান।
গঙ্গাচরণ পালিতের ডাঙ্গাটিয়া বাটী।

ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্যার পুথি।

পরিচয়। ইন্দ্রজাল শাস্ত্র স্বয়ং দেবাদিদেব মহা পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন। কঙ্কমুনি দ্বারা উহা হীত হইয়া—ভারতে প্রচার হয়। ভারতে নক রত্ন তিমিরগর্ভস্থ খনির উদরে মণির ন্যায় আছে। আমরা উদাসিনী রাজকন্যার নিকট তে ঐ সকল মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুথিতে আছে এমন ব্যাপারই নাই;—অদৃশ্য হওয়ন, রদেবের ন্যায় পঞ্চমুখ!—রাবণের ন্যায় দশমুখ!— ার ন্যায় চতুর্ম্মুখ—এবং উচাটন—বশীকরণ— কর্ষণ!—স্তম্ভন!—পুরুষ স্ত্রীদেহ—বা—স্ত্রীলিঙ্গ ণের প্রক্রিয়া!—মুদ্রাকরণ!—চক্ষুবিনা দর্শন! বিনা শ্রবণ!—মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতঃ ার সহিত কথোপকথন!—কাষ্ঠ পাদুকা দ্বারা মার্গে উড্ডীয়ান!—মানব হৃদয়ের মর্ম্মার্থ াশ করিবার সদুপদেশ—স্বীয় অঙ্গ হইতে দুর্গন্ধ বহির্গত করা।—ধন—বিদ্যা—মিলন-পরীক্ষা,— াভাস তারকাদর্শন—যোগবলে অপ্রত্যক্ষ বর্ণন!—প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্যজনক কাণ্ডকলের সাধনা হইবে। পূর্ব্বকালে আর্য্য ঋষিগণ যোগবলে যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—ত্রিকালজ্ঞ হইতেন—যে যোগশাস্ত্র দ্বারা জগতের গূঢ় ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইত—অধুনা যে যোগ শাস্ত্র শিক্ষার্থ আমেরিকাবাসী তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাগণ ভারতভাণ্ডারে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই পুথিতে ঐ সকল অদ্ভুত ব্যাপার এবং নানাপ্রকার জ্যোতিষ-শাস্ত্রসম্মত—গণনা প্রতি মাসে এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া, পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। রসায়ন শাস্ত্রসম্মত দ্রব্যগুণে অতি আশ্চর্য্য ঘটনা—নানাপ্রকার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ক্রীড়া—প্রভৃতি সকল প্রকার কারখানা এই পুথিতে লিখিত হইবে। হস্তগণনা,—গর্ভগণনা—মনুষ্যের অদৃষ্টের ফলাফল গণনার সঙ্কেত সকল অতি সহজ ভাষায় প্রকাশ হইবে। পুথির লিখিত বিষয় পরীক্ষা করিলেই ফলাফল জানা যাইবে। ফলেন পরিচীয়তে।—

নিয়ম। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ১৸৵০ আনা মাত্র।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
কলিকাতা,—নর্থ সুবার্ব্বণ টালা, ২ নং কার্য্যালয়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

দ্বিতীয় পর্ব্ব! দ্বিতীয় পর্ব্ব!!
অদ্ভুত রহস্য!! মাসিক পত্র।

উদাসিনীর অগ্রিম মূল্য মায় রাহাখরচ ১৸৵০ আনা মাত্র। যদি সুলভ মূল্যে উপন্যাস পাঠের আমোদ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা পাঠ কর। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রকমের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘট নানা কারখানা দেখতে পাবেন!!"

উদাসিনী—১ ম পর্ব্ব—পুস্তকাকারে বাঁ হইয়া—ডাক মাসুল সমেত দুই টাকা মূল্যে বি হইতেছে।

কার্য্যালয়
২ নং টালা নর্থ সুবার্ব্বণ
কলিকাতা।
শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘো
কার্য্যসম্পাদক।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একব
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!
পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পু কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, ভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক ব সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অ গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। ২০টী বটিকা বিশিষ্ট শি মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌ রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।
বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম।
যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত

াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমণ্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব াইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা কার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমণ্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট বং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমণ্ট কোম্পানির নাম সচি আছে।

গ্রিমণ্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমণ্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বমিকারক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের কোনপ্রকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ নূতন ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহার্য্য।

গ্রিমণ্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্টিকজুস (জঠর রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা রসেবা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্যকারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমণ্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমণ্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে অনেক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সহর বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

এই আশ্চর্য্য মহাপুরাণ মূল ও অনুবাদের সহিত করযা করিয়া এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে। গ্রাহকগণের পক্ষে প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা, মফস্বলে অগ্রিম প্রতি বাদশ সংখ্যার মূল্য ৩ টাকা, ডাক মাসুল লাগিবে না। একাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহার গ্রাহক হইবার ইচ্ছা হয়, তিনি কলিকাতা পটোলডাঙ্গাষ্ট্রীট ২৩ নং প্রাক্তন যন্ত্রে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্নের নিকট অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলেই রীতিমত পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন, এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড় ধুতি, চাদর জোড়া ১৷৵ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত নানা প্রকার তৈয়ারি জামা আল্লাকার ও ছিটের ৸৵০ হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩৲ হইতে ৬৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১৲ হইতে ২৸০ মোজা ৷৹, ।৵০, ।০ জোড়া ; গাটার /১০, ৵০, ।৵, ৸৵, রুমাল রেসমী ১৲ ১।০ ২৷০, সুতীরুমাল ।০, ৵০, ৵০, /০ তোয়ালে ৷৹, ।৵০, ।১০, ৵০, নূতন নূতন ফেসানের প্লেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১৲, ১।০, ১৷৹, ২৲, ২৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৫৲ ৬৲ ৭৲, বিলাতস্থ সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হইতে ৩৷০ লেভেণ্ডার ৸৵০ ফ্লরিডা ৸০ পাইণ্ডারের ইউডিকলং ৸০, ৷৹ অন্যপ্রকার ।০, ৵১০ অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি হেমকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশবিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন ৩৲ ২৷০, ১।০, ৸৵০, ।৵০, অটোডিরোজ (অর্থাৎ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৩৲ নিরোনি ২৲, মেকেসার অয়েল ১।০, ।৵০, উত্তম তাস ।০, ৷৹, ১৲, ২৲, নানাপ্রকার এয়ারিং জোড়া। ৹, ।০, ৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার জাল ।০, ।৵০, চিরুনী ৷৵০ হইতে /০ ব্রস ৷৹ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কাপড়ে বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে, প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির ফিতা গজ ২৲ হইতে ৵১০, কমফটার, কোজা ও টুপি বুনিবার জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পউণ্ড ৩৲

এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কারপে বেগ সেটের ঘোতাম কাগজ, কলম ইত্যাদি বি হয়।

অগ্রিম মণিঅর্ডারের দ্বারা টা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কে দ্রব্যাদি পাঠাই না।

প্রেরিতপত্র।

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহ শ্রীচরণ কমলে

নিবেদন এই, বিলাতের সমাজ দেখিয়া আ দের সমাজের প্রতি আমার বন্ধুর যে প্রকার ঘ হইয়াছে, নিম্ন লিখিত পত্রখানি পাঠ ক আপনার সোমপ্রকাশের পাঠক মহাশয়গণ স সহজেই বুঝিয়া তাহার বিচার করিতে পারিবে যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার কাগজে পত্রখ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।

নিবেদক

শ্রীঅধরচন্দ্র মজুমদার

আমরা কি সভ্য ?

ভাই! আমারও চিরকাল এই বিশ্বাস তোমরা সভ্য বই কি—তোমরা সভ্যতার কিন্তু আজ আমার সে ভ্রম ঘুচিয়াছে—আজ লি লজ্জা করে—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি আ সভ্য নহি। ইউরোপীয় যে কোন একটী সভ্যজা সহিত তুলনা করিলে সে ভ্রম অপনীত হইবে। যে নিজে অতিশয় সভ্য বলিয়া জ্ঞান কর, তাহ আমি তোমার দোষ দিই না। এ দেশে আসি অগ্রে আমারও এই বিশ্বাস ছিল। আমি মনে ক তাম আমরা আর্য্যের সন্তান, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহা কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—আমরা নিশ্চয় সভ্য

সভ্যতা পরীক্ষা করার একটী অতি সহজ উ আছে—অর্থাৎ আমি বলি, যাহাতে তোমাকে অ সহজে এ বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারিব। অন্য বি পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ স্ত্রী-সমাজের অবস্থার সমালো চনা করিলে এ বিষয় অনেক পরিমাণে বুঝিতে পা যায়। যে জাতি যত সভ্য সে জাতির স্ত্রীসমাজ অধিক উন্নত ও নির্ম্মল। এই বিষয়টীর তুমি প্রতিবাদ করিতে পার না। কারণ, তুমি পূর্ব্ব এ বিষয় স্বীকার করিয়াছিলে।

দেশে থাকিতে মনে করিতাম যে, ইং স্ত্রীসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল। বিবিদিগের চ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রের ন

ন নহে। এটী আমাদের বিষম ভুল। যিনি
য় এই অপরাধ আমি দেখিতাম যে তাহারা
বের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে—
করিতে করিতে হাস্য করিতেছে ও তাহারা
র ইচ্ছামত সর্ব্বস্থানে গমনাগমন করিতেছে।
অপেক্ষা আর কিছু ইংরাজ স্ত্রীসমাজের জানি-
না। যাঁহারা ইংরাজ স্ত্রীসমাজ ভাল নহে
ন, তাঁহারা আমার অপেক্ষা যে কিছু বেশী
ন, এরূপ বোধ হয় না।

সমাজের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার পর্য্যা-
লনা করিলে সমাজের দোষ গুণ অতি সহজে
াশ হইয়া পড়ে। ইংরাজেরা আমাদিগকে
া অসভ্য বলেন। তুমি হয় ত মনে কর ইংরা-
া যে আমাদিগকে অসভ্য বলেন তাহার কারণ
যে,আমরা সর্ব্বদা বস্ত্রে সর্ব্ব শরীর আবৃত করিয়া
া না—ও সর্ব্বদা যুট পায় দিয়া থাকি না।
বিষম ভ্রম।

তুমি বলিবে ইংরাজেরা আমাদের পুরুষের
ও ব্যবহার করেন। অতএব পুরুষের চরিত্র
রাই আমরা সভ্য কি অসভ্য স্থির করিয়াছেন।
ার এ যুক্তিটী অতিশয় অন্যায়; ইংরাজ
াদের স্ত্রীলোকদিগের সহিত কথা না কহিয়াও
াদের স্ত্রীসমাজের রীতিনীতি যখন অতি স্পষ্ট
তে পাইতেছেন, তখন তাঁহার পুরুষসমাজের
নীতি বিচার করিয়া আমরা সভ্য কি অসভ্য
া স্থির করিবার প্রয়োজন কি?

" ইংরাজেরা কোথায় আমাদের স্ত্রী-সমাজের
ার ব্যবহার দেখিয়াছেন?" তুমি এই কথা
াসা করিবে। তুমি অন্ধ! তুমি কি তাহা
ও দেখিতে পাও নাই? আমি নির্লজ্জের মত
ীকার করিতেছি—তুমিও নির্লজ্জের মত পাঠ কর।
তুমি নিজেই বল সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে রাজ-
ার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত
ানা স্থান অপেক্ষা অতিশয় সভ্য। স্বীকার
লাম, যে কোন রাজ্যের হউক, অন্যান্য স্থান
পক্ষা রাজধানীই অধিক সভ্য। আমি তোমাকে
মার রাজধানীর সভ্যতাই দেখাইয়া দিতেছি।
ইংরাজেরা তোমার অন্দর মহলে আসেন না
,—ইংরাজেরা তোমার কথা বুঝিতে পারেন না
,—কিন্তু যদি বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে
মাকে যতটুকু সভ্য মনে করেন, তাহাও করি-
া না। কথা কহিবার আবশ্যকতা রাখে না—
াজ তোমাদের স্ত্রীলোকের স্নান করিবার ঘাট
ও সহজে প্রতিদিন দেখিয়া থাকেন। তুমিও
জই কলিকাতা হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান
ক্ষ দেখিয়াছ। এই কি সভ্য স্ত্রীসমাজের স্নান
করিবার স্থান। স্ত্রীলোকেরা পঞ্চাশ ষাট জন করিয়া ঘাটে সিক্তবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকে পুরুষের সম্মুখে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেন, ইহার অপেক্ষা আর লজ্জা-হীনতার পরিচয় কে পায় আছে? স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া এক ঘাটে স্নান করিতেছে—এক ঘাটের অনতিদূরে একজন—লিখিব কি?—প্রকাশ্যে মল মূত্র পরিত্যাগ করিতেছে। হায় আমাদের স্ত্রীসমাজের কি লজ্জার কথা। কৃষক কিম্বা অন্যান্য নীচ জাতিরা কাপড় রাখিয়া কৌপীন পরিয়া স্ত্রীলোকদিগকে ঠেলিয়া স্নান করিতে ঘাটে নামিল। এ ত নূতন কথা নহে, তুমি এই পত্র পাঠ করিয়া ঘাটে গিয়া দেখিয়া আইস, আমি কি বলিলাম বুঝিতে পারিবে। ইংরাজেরা ইহা প্রতিদিন দেখেন।

আরও শুনিতে চাহ কি? আমি আগামী মেলে ইংরাজ স্ত্রীসমাজের সহিত আমাদের স্ত্রীসমাজের যত উত্তর বিশেষ তাহা তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। আজ এই পর্য্যন্ত—

বিলাত
১লা নবেম্বর ১৮৮১।

তোমার কৃষ্ণলাল।

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

আত্মশাসন।

ভারতে প্রদীপের ব্যবহার। প্রদীপ দীর্ঘকাল জ্বলন্ত রাখিবার প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে তৈল দিতে ও সলিতা উস্কাইয়া দিতে হয়। মহানুভব লর্ড রিপন বাহাদুর ভারতে আত্মশাসন প্রস্তাবরূপ যে মহাপ্রদীপ জ্বালিয়াছেন, পাছে তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ভারতবান্ধবগণ উৎসাহদানপূর্ণ এক একটী প্রস্তাব লিখিয়া উহাকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছেন। ভারতের শুভানুধ্যায়ী মহামনা আলেন হিউম সাহেব সম্প্রতি পায়োনিয়র সমাচার পত্রে যে একখানি পত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহা এতৎ সম্বন্ধে পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। এ দেশীয়েরা ইহার সাধনার্থ জাগরিত না হইয়া পাছে নিদ্রিত হইয়া পড়েন, এই ভয়ে অনেক প্রকার উত্তেজক বাক্য প্রয়োগ করিয়া ইহাঁদিগকে উদ্বিগ্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। " শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।" মঙ্গল-কার্য্যে অনেক বিঘ্ন। হিউম সাহেব আত্মশাসন-কার্য্যের সফলতা বিষয়ের অনেক আশঙ্কা করিয়াছেন। প্রথমতঃ অনেক প্রধান লোক বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ এ দেশীয়েরা এতৎকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন কি না সন্দেহ।

আমরা প্রধান-বিরোধিতা ততো গুরুতর
করিতেছি না। বরং তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হইব
সম্ভাবিত সম্ভাবনা। যেমন কতকগুলি লোক বিরো
হইবেন, তেমনি আবার কতকগুলি সপক্ষ হইবে
যে পক্ষে যুক্তির বল এবং এ দেশীয়দি
মঙ্গল করিবার ইচ্ছা প্রবল হইবে, সেই দি
মতানুসারেই কার্য্য হইবে। যদি অধিকাংশ লো
কপট ও কাল্পনিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া সর
বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে স্বদেশীয় আত্মশাসন প্রস্তাব কা
পরিণত করিবার চেষ্টা পান, তাহা হইলে অ
বিরোধী হইয়া অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবেন
এ দেশীয়েরা আপনাদিগের কর্ত্তব্য আপনাদি
শাসন-কার্য্যভার বহনে সমর্থ কি না, এই বিষ
বিচার করিয়া দেখাই বিশেষ আবশ্যক। কার্য্য
দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ—পরীক্ষায় যদি ইহ
উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তখন যে কথা বলি
শোভা পাইবে। ইহাঁরা কোন্ বিষয়ের পরীক্ষ
অনুত্তীর্ণ হইয়াছেন? কোন্ কাজ করিতে
পারেন? রাজপুরুষদিগের যে সকল কাজ ইহাঁদি
দিবার ইচ্ছা নাই সেই সেই কাজের বিষয়েই
করিয়া বলা হয়, এ দেশীয়েরা অযোগ্য। লর্ড লি
যেমন নিজ ভারত শাসনকালের এই বলিয়া
যাচন করিয়াছিলেন " এ দেশীয়েরা আগে যো
হউন তাহার পর উচ্চ পদ দেওয়া হইবে
যদি এইরূপ সকল রাজপুরুষেই বলেন, ত
হইলে এ দেশীয়েরা কোন কালেই যো
কার্য্যে যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন না। ক
দ্বারা না হইলে যোগ্যাযোগ্যতা প্রকাশ হয়
যদি কার্য্যভার ইহাঁদের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত না হ
ইহাঁরা যোগ্য কি অযোগ্য তাহা কিরূপে প্র
হইবে।

হিউম সাহেব এ দেশীয়দিগের স্বার্থপর
সবিশেষ আশঙ্কা করিয়াছেন। এ দেশী
আপনার কাজই ভাল বুঝেন, সাধারণের কা
অগ্রসর হইতে চান না। তিনি বলেন " আমি য
এই বিষয় লিখিতেছিলাম, সেই সময়ে এ দে
কোন ক্ষমতাবান্ সমাচার পত্র সম্পাদকের নি
একখানি পত্র আমার নিকটে পৌঁছিল। সমা
পত্র সম্পাদক বলেন, আমাদিগের দেশীয় লো
সাধারণো অতিশয় আত্মম্ভরি। এই আত্মম্ভরিতা আ
দের দেশের অনিষ্টের কারণ। প্রত্যেক ব্যক্তি আ
নার আপনার কাজই বুঝেন, অপরের কাজ বুঝেন
আমাদিগের মধ্যে স্বদেশহিতৈষী লোক আ
সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈ
লোক অল্পমাত্র। বর্ত্তমান সময়ে আমাদি
দেশের প্রয়োজন কি? না, অস্বার্থপর স্বদেশহি

। আমরা এরূপ মানুষ চাই যে, যাঁহারা
র স্বার্থকে সামান্য বোধ করিয়া দেশের স্বার্থকে
তর জ্ঞান করিবেন, যাঁহারা উপাধি ও সম্মা-
ং অগ্রাহ্য করিবেন, যাঁহারা লোক-দেখান
পরিত্যাগ করিয়া কাজের লোক এবং
তের নিঃস্বার্থ স্বার্থত্যাগী হইবেন। যে পর্য্যন্ত
ল লোক আমাদিগের মধ্যে না জন্মিবে সে
খ দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবার সামান্য মাত্র
া আছে।"

ডিউস সাহেব এইরূপে পত্র খানি উদ্ধৃত করিয়া
শেষে বলেন " এ কথাগুলি যথার্থ বলিয়া আমার
হইতেছে। যদি আগামী বৎসরে সমস্ত দেশের
কতকগুলি শিক্ষিত ও ধনী লোক কার্য্য দ্বারা
র আত্মশাসন সম্বন্ধে সরলভাবে যত্ন প্রকাশ
ন; যদি তাঁহারা কষ্ট ও আপনাদিগের কার্য্যের
অপেক্ষা করিয়া স্থিরভাবে বুদ্ধি পূর্ব্বক সাধারণ
করিতে পারেন; যদি এরূপে নির্ব্বাচন
হয় যে, সর্ব্বত্র উত্তম লোক পাওয়া যাইবে,
রা নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহারা নিজের
ত কামনা করিবেন না। তাঁহারা উৎসাহ
সারে বিবেচনাপূর্ব্বক স্থিরভাবে রাগদ্বেষ-
ত হইয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন;
রা রাত্রি দিন এই চিন্তা করিবেন যে,
াদের দেশ পরীক্ষাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছে.
াদিগের কৃতার্থতা অকৃতার্থতা নিবন্ধন ভারতের
ও অসম্ভ্রম বৃদ্ধি হইবে, অধিক কি যদি তাঁহারা
প দেখাইতে পারেন যে, তাঁহারাই যথার্থ
ণ; তাঁহারা কার্য্যভার বহনে অক্ষম, অসময়পক্ষ
র্য্য) চলে নন, তাহা হইলে আত্মশাসন সম্বন্ধে
ংসরক বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হইবে। তাহার পর
ংসর মধ্যে সে মহান্ সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়া
ব, যথার্থ হৃদয়বান ব্যক্তিরা দীর্ঘকাল
বিপ্লবের অপেক্ষা করিতেছেন এবং যে বিপ্লব
া বলিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ জ্ঞান করেন
" ইত্যাদি।

এ দেশীয়েরা অত্যাসন্নাসব যে নিতান্ত স্বার্থপর
উঠিয়াছেন, এ কথা অযথার্থ নহে। ইহাঁরা
কাল পরের অধীন হইয়া আছেন। স্বজন্ম
কে আর স্বদেশ বলিয়া বোধ হয় না। স্বদেশ
া বোধ না হওয়াতে স্বজন্মভূমির প্রতি মায়া
া সমূলে বিনষ্ট হইয়াছেন। স্বদেশের কাজ
স্বদেশের উপকার কি, এ কথা বলিলে বোধ
অনেকে বুঝিতে পারেন না। যদি কথঞ্চিৎ
তে পারেন, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।
াধীনতা বিনষ্ট এ দেশের এমনি দুর্দ্দশা ঘটিয়া
াছে, যে কোন স্বদেশের কাজ এ কথা বলিলে
ইহাঁদিগের হৃদয়ে তাহার ক্রিয়া হয় না। ইহাঁরা উদাসীনভাবে ঐ শব্দটী শ্রবণ করেন। অধিকাংশ বিষয়ে ইহারা একান্ত স্বার্থপর হইয়া জড় তুল্য হইয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু আত্মশাসন কার্য্যে ইহাঁরা অনভ্যস্ত নহেন। আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম, মিউনিসিপালিটী আর কিছুই নহে পঞ্চায়ত মাত্র। পাঁচ জনে মিলিয়া কার্য্য করার ইহাঁদিগের অভ্যাস আছে। ইহাঁরা পঞ্চায়ত দ্বারা অনেক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া থাকেন। তবে মিউনিসিপালিটী যেমন উজ্জ্বল ভাবাপন্ন, পঞ্চায়ত প্রথা সেরূপ নয়। তবে এখন অনেকে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন, অনেকে স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। অতএব ইংরাজীতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা মহামনা লার্ড রিপন বাহাদুরের ক্ষুর পথকে যদি অধিকতর উৎসাহ ও অধ্যবসায়সহকারে অধিকতর প্রশস্ত করিয়া তুলিতে না পারেন, যদি তাঁহারা এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, যদি তাঁহারা তাঁহাদিগের অশিক্ষিত ভ্রাতৃগণের ন্যায় জড়বৎ আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ইংরাজী শিক্ষা বিফল। ইংরাজী শিক্ষার্থ যে ব্যয় করিলেন তাহাও বিফল। আর তাঁহারা যে আপনাদিগকে উন্নত বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহাও বিফল, সকলি পণ্ড।

এ দেশীয়দিগের হস্তে আত্মশাসন ক্ষমতা অর্পণ করিলে ইহাঁরা যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, এ আশঙ্কা করা হইতেছেই বা কেন? এমন কি গুরুতর কার্য্যের ভারই বা দেওয়া হইবে? মধ্যপ্রদেশে আত্মশাসন সংক্রান্ত আইনের যে পাণ্ডুলেখা করা হইয়াছে, তাহাতে জেলার কৌন্সিলদিগের এবং লোকাল বোর্ডের হস্তে নিম্নলিখিত কার্য্যভার সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। (১) রাস্তা প্রভৃতির নির্ম্মাণ ও সংস্কার। (২) বিদ্যালয় গৃহ, হাঁসপাতাল, ঔষধালয়, বাজার, বিশ্রামস্থান, সরাই প্রভৃতির নির্ম্মাণ। (৩) সাধারণের ব্যবহার্য্য কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতির নির্ম্মাণ ও সংস্কার। (৪) সাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানে বৃক্ষ রোপণ ও তাহার রক্ষা। (৫) দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের আশ্রয়স্থান স্থাপন ও তাহার রক্ষা। (৬) পুরাতত্ত্ব করা ও তাহার কার্য্য সম্পাদন। (৭) পারঘাটের কার্য্য নির্ব্বাহ। (৮) যে সকল কার্য্য দ্বারা সাধারণের স্বাস্থ্য, সন্তোষ ও সুবিধা বর্দ্ধিত হয়, সেই সকল কার্য্য। এই আইন অনুসারে জেলার কৌন্সিল সভার হস্তে অন্য যে কোন সম্পত্তি বা গৃহ রক্ষার ভার অর্পিত হইবে, তাহা।

এই সকল কার্য্য ত অতি সামান্য লোকেও করিতে পারে। ইহাতে বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। কিঞ্চিৎ ধীরতা সহকারে বিবেচনা পূর্ব্বক বিনম্রভাবে যাঁহাদিগের কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারা অনায়াসে এই কার্য্য করিতে পারেন; এই সামান্য কার্য্যভার দিবার নিমিত্ত এত আড়ম্বর এত ধুম এত বাদানুবাদ এত মতামত হইতেছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। যাঁহারা এই সামান্য ক্ষমতা অর্পণ করিবার বিষয়ে এত বিরোধী হইতেছেন তাঁহাদিগেরই বা অভিপ্রায় কি? বোধ হয় দেশীয়েরা কোন অংশে যে কিছুমাত্র স্বাধীনতা ভোগ করেন, তাঁহাদিগের সে অভিপ্রেত নহে।

তবে আমাদের এই এক আশঙ্কা হইতেছে, ডিষ্ট্রিক্ট কৌন্সিল সভা ও লোকাল বোর্ডের উপরে যে কার্য্যভার দিবার প্রস্তাব করা হইতেছে, তাহা তাঁহাদিগের স্বাধীনতা প্রতিহত হইতেছে। স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা না দিলে স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরা অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইবেন। উল্লিখিত আইনের পাণ্ডুলেখা যেরূপ প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ডিষ্ট্রিক্ট কৌন্সিল বল আর লোকাল বোর্ড বল প্রধান ব্যক্তিদিগের ক্ষমতার একান্ত আয়ত্ত হইয়া উঠিবে। শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইবে যে ঐ সকল বোর্ড স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকিবে না। সুতরাং যাহার জ্বালায় নাথা মুড়ান হইতেছে, সেই জ্বালা ঘটিয়া উঠিবে।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, আত্মশাসন সংক্রান্ত যে কোন সভা হউক, আর বোর্ড হউক সকলকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বত্র নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলে সর্ব্বত্র ভাল লোক মিলিবে না।

ভারতবাসীর সত্যপ্রিয়তা।

ভারতবাসীরা সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী প্রতারক বা সাধু সদাশয়; ধূর্ত্ত বা সরল; ঋজু নম্র; এই সকল বিষয় লইয়া অনেক দিন অবধি বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেব ভারতবাসীদিগের সত্যপ্রিয়তাদি উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন, এবং লর্ড মেকলে প্রভৃতির গ্রন্থ দর্শনে যাহাদের হৃদয়ে কুসংস্কার মূল হইয়াছে, তাহা উন্মূলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। যে দেশের দশটী ধর্ম্মলক্ষণের এগারটী লক্ষণ সত্য, সে দেশের লোকে কি অসত্যবাদী? তাঁহারা কি সত্যের মর্ম্ম জানেন না? যে দেশের লোকেরা ব্রহ্মকে সত্য স্বরূপ বলিয়া ধ্যান করে, সে দেশের লোকে কি সত্যের মর্ম্ম বুঝেন না? যে দেশের লোকে যাগ যজ্ঞাদির ফল অপেক্ষাও

াকে গুরুতর জ্ঞান করে; তাঁহারা কি সত্যপ্রিয়
? যে দেশে মিথ্যাবাদী, এটী একটী প্রধান গালি,
দেশের লোকে কি সত্য ভাল বাসেন না? যে
শের শাস্ত্রকারেরা মিথ্যা কথন অনন্তকাল নরক
প বর্ণন করিয়াছেন, সে দেশের লোকের কি
ত্যপ্রিয়তা নাই? আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি—
ছে। তবে নাই কাহাদের কাছে? যাহারা
দেশের বিশেষজ্ঞ নন, যাঁহারা এ দেশের অধি-
প ভদ্র লোকের সহিত সংসর্গ করেন নাই, যাঁহারা
দেশের আচার ব্যবহার জানেন না, তাঁহারাই
লন, এ দেশের লোক সত্যপ্রিয় নন। যাঁহারা
ত শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন নাই
হারাই বলেন এ দেশের লোক অসত্যবাদী।
স্কৃত শাস্ত্র, সংস্কৃত ভাষা ভারতবাসীর হৃদয়ের
প স্বরূপ। উহাতে ভারতবাসীর দোষগুণ চরিত্র
দ্বারাই প্রতিফলিত হয়। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা
ালোচন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন,
রতবাসীরা কি কি গুণে মহীয়ান্ হইয়াছিলেন।
যে ইংরাজ সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন, তাঁহারাই
রতবাসীর গুণের পক্ষপাতী হন, তাহার কারণ
? ভারতবাসিদের সত্যপ্রিয়তাগুণ যদি না
কিত, তাঁহারা কি ইহাদিগের পক্ষপাতী হইতেন?
র উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, উইলসন, মোক্ষ-
ার ই, বি, কাউয়েল, মনিয়ার উইলিয়ম্স প্রভৃতি
হার প্রমাণ স্থল। তবে আমরা এ কথা স্বীকার
রি, দীর্ঘকালীন পরাধীনতা নিবন্ধন ভারতবাসির
রিত্রের অনেকটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু তা
লিয়া মহাবংশোদ্ভব ব্যক্তিরা নীচতর দোষে দূষিত
নাই। লর্ড মেকলে প্রভৃতি দুই চারি জন অসৎ
াকের ব্যবহার দর্শন করিয়া অসৎ সিদ্ধান্ত করিয়া
য়াছেন। তা বলিয়া ভারতবাসি- সাধারণে
সৎ নন, অসাধু নন, মিথ্যাবাদী নন, দুর্ব্বৃত্ত নন,
ঞ্চক নন।

আমরা বড় আনন্দিত হইলাম যে, অধ্যা-
ক মোক্ষমূলর সাহেব ভারতবাসিদিগের বিষয়ে
রাজদিগের ভ্রম দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন।
ভ্রম থাকাতে মহৎ অনিষ্ট ঘটিতেছে, ভবিষ্যতে
ত্তর অনিষ্ট ঘটিবারও সম্ভাবনা। এই ভ্রম নিবন্ধন
নেক রাজপুরুষের মনে অবিশ্বাস জন্মিতেছে ও
ন্মিতে পারে। কিন্তু অবিশ্বাসের ফল শত্রুতা
দ্ধি। ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতবাসীকে অবি-
স করেন, কিন্তু তা বলিয়া ভারতবাসী কি কখন
ত্রুতাচরণ করিয়াছে? কখনই না, কখন সে
ভাবনা নাই। ইংরাজ কুসংস্কার ও আত্মাভিমান
বন্ধন ভারতবাসীকে যতই কেন ঘৃণা করুন না,
তই কেন অবিশ্বাস করুন না, ভারতবাসী কখনই
উপকর্ত্তার অপকার করিয়া অকৃতজ্ঞতার জ্বলা তুলি-
বেন না। তাঁহারা তাঁহাদিগের কৃত কার্য্যের একান্ত
বশবর্ত্তী হইয়া চিরকাল তাঁহাদিগের সেবা করিবেন।
ভারতবাসী যদি অকৃতজ্ঞ হইত, তাহা হইলে ঘরের
চেঁকি কুমীর হইয়া ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিতে
পারিত। আফগান মিশর প্রভৃতি যুদ্ধে ইংরাজ
দিগের যে জয়লাভ হইয়াছে, ভারতীয় সৈন্যের
বাহুবলই কি তাহার প্রধান কারণ নয়? তাহারা
যদি অকৃতজ্ঞ হইত, তাহারা এক্ষণে যেরূপ করে দিন-
পাত করে, তাহা যদি স্মরণ করিত, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা
দিগকে যেরূপ উপেক্ষা করেন, সে কষ্ট সে দুঃখকে
তাহারা যদি একবার মনে স্থান দিত, তাহা হইলে
হিতে বিপরীত করিতে পারিত। কিন্তু বিধাতা
তাহাদিগের কোষ্ঠীতে তাহা লিখেন নাই। যদি
বল সিপাহি বিদ্রোহ। তাহার কারণ ধর্ম্মলোপের
আশঙ্কা। রাজ্ঞী তাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না
বলিয়া প্রতিশ্রুত। মূর্খ সিপাহিরা টোটা চর্ম্ম নির্ম্মিত
বলিয়া দন্তে কাটিতে অসম্মত হয়। তদানীন্তন
কর্ত্তৃপক্ষ যদি তাহা কাটাইবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ়
না হইতেন, তাহা হইলে এ অনর্থ ঘটনার
সম্ভাবনা ছিল না: এক্ষণে সিপাহিদিগের শিক্ষা
বিস্তারের চেষ্টা করা হইতেছে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা
অনেক শিক্ষিত হইয়াছে। অনেকের কুসংস্কার
দূরগত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণ-
মেণ্টের অনুগত হইয়া কার্য্য করিতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণ-
মেণ্টের রাজ্যরক্ষায় তাহারা আপনাদিগের রাজ্য
রক্ষা ও বৃদ্ধিতে আপনাদিগের গৌরব বৃদ্ধি মনে
করিতেছে। তথাপি রাজপুরুষেরা যে ভারতবাসিকে
অবিশ্বাসী জ্ঞান করেন এবং ক্ষেত্রজ্ঞানে আমা-
দিগের সহিত মিশিতে চাহেন না, তাহার কারণ
কি? মেকলে প্রভৃতির লিখিত ভ্রমাত্মক-বাক্য-
সঙ্কুল পুস্তক সমূহের আলোচনাই কি তাহার কারণ
নয়? এক্ষণে যিনি সিবিলিয়ান হইয়া অথবা অন্য
প্রকার রাজকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড হইতে
ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনিই ভারতবাসীর রীতি
নীতি প্রভৃতি বিষয় এই শ্রেণীর লেখকের লিখিত
ইতিহাসাদি অধ্যয়ন করিয়া অবগত হইয়া থাকেন,
তাহাতেই তাঁহাদিগের মনে অবিশ্বাসের সঞ্চার
হইয়া থাকে। জেতৃবিজিতত্ব ভাব নিবন্ধন উত্তরোত্তর
তাহার বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হয় না। এই ভাব ক্রমে
ইংরাজ সাধারণে বদ্ধমূল হইতেছে। ভবিষ্যদর্শী
বিজ্ঞতম মোক্ষমূলর সাহেব এতন্নিবন্ধন ভাবী
অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছেন, ভারতবাসী প্রাণপণে
বিশ্বস্তভাবে তাঁহাদিগের কার্য্য করিতে সতত উৎ-
সুক। কিন্তু যতই তাঁহারা তাহাদিগকে অবিশ্বাস
করিতেছেন, ততই তাহাদিগের অসন্তোষ বৃদ্ধি
হইতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগকে ন্যা
পরায়ণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, কি
এক অবিশ্বাস নিবন্ধন তাহা কার্য্যে পরিণত
তেছে না।

বিজ্ঞতম অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেব ভার
বাসীর পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন। তিনি সং
শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া হিন্দুদিগের সত্যপ্রি
পদে পদে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই তিনি এ
এই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন সি
লিয়ান ও সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কা
পলক্ষে ভারতবর্ষে গমন করাকে নির্ব্বাসন
করেন, তথাপি যে তাহা স্বীকার করেন, ত
কেবল ২০। ২৫ বৎসর ভারতবর্ষে থাকিয়া অ
ধনোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে গিয়া সুখে
করণ করিবেন এই মনে করিয়াই করিয়া থাকে
কোন প্রকারে সময় অতিবাহিত করিতে পা
লেই হইল। এই নিমিত্ত সকলেই স্ব স্ব কুসংস্ক
আচ্ছন্ন হইয়া চক্ষু কর্ণ বুজাইয়া কোন প্রক
কাল অতিবাহিত করেন, তাঁহারা যে ভ্রম ধা
লইয়া আইসেন, আবার তাহাই লইয়া স্বদে
প্রত্যাবৃত্ত হন। তথ্যানুসন্ধান দ্বারা কেহই আপ
ভ্রমাপনোদনের চেষ্টা পান না। ভারতবর্ষে এ
সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০০ লক্ষ লোক আছে। ইহাদি
সকলেই কি মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী? আর ই
কি কদাচ সম্ভাবিত হয়? মনে কর, এক ব
ইংলণ্ড ভ্রমণ করিতে গেলেন, কোন অপরি
স্থানে রাত্রি যাপন করাতে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অপ
হইল, কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি সমস্ত ইংরা
চৌর জ্ঞান করিবেন? এই কলিকাতার গ
মাঠে মধ্যে মধ্যে ইউরোপীয় দস্যুগণ সবলেত হ
দিবা দ্বিপ্রহর ও রাত্রি দ্বিপ্রহরে পথিকের যথাস
অপহরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া কি তা
বাসীরা ইউরোপীয়মাত্রকেই দস্যু জ্ঞান করিবে
তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে এ দেশে আসিবার সময়ে
ধারণা লইয়া আইসেন আসুন, কিন্তু এই দে
সংখ্যার সহিত ফৌজদারী মকদ্দমার তুলনা ক
দেখিলে কয়জন লোক মিথ্যাবাদী ও অবি
বলিয়া প্রতীয়মান হয়? ভারতবর্ষ পৃথিবী
নহে। ঈশ্বর ভারতবাসীকে যে পদার্থে নির্ম্মাণ
য়াছেন, সেই পদার্থে সমগ্র আসিয়া ও ইউ
খণ্ডের লোকই নির্ম্মিত হইয়াছে। চিত্ত-দৌর্ব্বল
ইংলণ্ডে যেরূপ আছে, ভারতবর্ষে তাহার অ
বা আধিক্য নাই।

সর জন মালকম সাহেব ভারতবর্ষ
দিগের সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ
য়াছেন যে বঙ্গদেশের লোক সমূহ অতি

ভীরু। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক-
সাহসী, ভদ্র দয়ালু ও সত্যপ্রিয়। বঙ্গ-
সম্বন্ধে তিনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া-
, তাহা ভারতের অন্য অন্য অংশেও ঘটিয়া
য়াছে। কেবল যে মাদ্রাজিরা প্রভৃতি প্রবেশ
রা তত্তৎস্থানের লোককে ভীরু করিয়া তুলি-
ছে তাহা নয়। যেখানে যেখানে ইংরাজসংসর্গ
ক, সেই সেই স্থানের লোকের ভীরুতা অধিক-
বর্দ্ধিত হইতেছে। ইংরাজেরা তাহাদের হৃদয়ের
র এমনি পাথর চাপা দিয়া রাখিয়াছেন যে
ী স্বাধীন বুদ্ধির আর মাথা তুলিবার সম্ভাবনা
। কোন ব্যক্তির আর ইংরাজের সমক্ষে মাথা
রা কথা কহিবার সাধ্য নাই। সকলকে হুজুর
করিয়া দুই হাতে সেলাম করিতে হয়, অন্যথা
র থাকে না। ইহাতে কি তেজস্বিতা ও
তা থাকে? ফলতঃ কি বঙ্গদেশ কি
পশ্চিমাঞ্চল সকল স্থানের লোকেই নিস্তেজ
পড়িতেছে। ইহার কারণ কি? আমরা
থতভাবে ইংরাজদিগের ভারত শাসনকেই ইহার
ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেব এই কারণ নির্দ্দেশ
য়াছেন। তিনি বলেন, তিনি ইংলণ্ডে প্রথম
য়া দেখিয়াছিলেন, যে সকল সিবিলিয়ান পূর্ব্ব
তবর্ষীয় কোম্পানির অধীনে কর্ম্ম করিয়া ইংলণ্ডে
াগত হইতেন, তাঁহারা বহুল পরিমাণে দেশীয়
র ব্যবহার ও রীতি নীতির অনুমোদন করি-
। কিন্তু পঁচিশ বৎসর যাবৎ তাহার সম্পূর্ণ বিপ-
ঘটিয়াছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত
র অধ্যাপক উইলসন সাহেব হিন্দুদিগের নানা-
র গুণ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি নিতান্ত
ক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সহিত
স করিতে ভাল বাসিতেন, সুযোগ পাইলে
তাঁহাদিগের সহিত মিশিবার বিশেষ চেষ্টা
তেন। তিনি কলিকাতার টাকশালে অবস্থিতি-
নানাপ্রকার শিল্পী কলপ্রস্তুতকারী ও মজুর
তকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্ত, শ্রমসহিষ্ণু, সচ্চরিত্র ও
কথার বাধ্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীতি-
করিতেন। তিনি তাহাদিগের কখন মদ্য-
মত্ততা ও অন্যান্যদোষ দেখেন নাই।
দুই এক জনের যে যৎসামান্য দোষ লক্ষিত
, তাহা আশ্চর্য্য নয় এবং সেরূপ স্বল্প দোষবিশিষ্ট
সংখ্যক লোক অন্য কোন দেশের কোন টাক-
আছে কি না সন্দেহ। তিনি বলিয়াছিলেন,
তবাসিরা যেরূপ কার্য্যদক্ষ, নম্র, সরলচিত্ত ও
সী, এ গুলি তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ গুণ না
ল কদাচ এরূপ হইত না। ইত্যাদি

অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেব এতদ্দর্শন ও শ্রবণে ভারতবাসিদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, এবং তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, অপক্ষপাতী প্রাচীন সিবিলিয়ানগণের (যাঁহারা এক্ষণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণি প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগের) নিকট হইতে যতদূর সম্ভব ভারতবাসীর বিষয় অবগত হইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ও বিজ্ঞ লোকের লিখিত পুস্তক সমূহ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া রাজপুরুষদিগের কুসংস্কার এবং প্রজার অসন্তোষ দূর করিবার জন্য বক্তৃতা করিতেছেন। অতঃপর ভারতবাসীর আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে তিনি যথাযথ বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়নেরও সংকল্প করিয়াছেন।

এই উদ্যোগে আমাদিগের দেশের বিজ্ঞ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, অপক্ষপাতী ব্যক্তিগণের যথাসাধ্য সকল বিষয় তাঁহাকে অবগত করিয়া তাঁহার সাহায্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিরাগ বিদূরিত হইয়া সদ্ভাব সঞ্চারের বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

মোক্ষমূলর সাহেব স্ববাক্যসমর্থনার্থ কতকগুলি প্রসিদ্ধ প্রধান লোকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে সমুদায়গুলিরই অনুবাদ করিয়া দিবার আমাদিগের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দীর্ঘ বলিয়া আমরা কয়েক জন মাত্রের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উইলসন সাহেব ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদিগের বিষয়ে লিখিয়াছেন, "পাঠের অবসর সময়ে পণ্ডিতদিগের সহিত আমার যে সংসর্গ হয়, তাহাতে আমি দেখিয়াছি, ইহাঁরা পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, প্রফুল্লবদন, সরল। ইহাঁদিগের বিশেষতঃ হিন্দুদিগের স্বভাবসিদ্ধ বিশেষ গুণ এই, ইহাঁরা বালকবৎ সরল। বিষয়কর্ম্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যে স্থলে ইউরোপীয়দিগের সহিত বিশেষ সংসর্গ ঘটিয়াছে, সে স্থলে এই গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল বিদ্বান, হিন্দু ইউরোপীয় চরিত্র না জানেন, তাঁহাদিগের পরস্পর অল্পই পরিচয় হয় এবং তাঁহারা ইউরোপীয়দিগকে ভয় করেন। অতএব আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, তাঁহাদিগের পরস্পরের বিষয়ে অযথা সংস্কার হইবে।

অধ্যাপক উইলসন সাহেব কলিকাতা এবং অন্য অন্য স্থানের উচ্চ-শ্রেণীর বিষয়ে বলিয়াছেন, "তাঁহাদের রীতি নীতি অতি পরিষ্কৃত, বুদ্ধি প্রগাঢ় এবং জড়তাহীন। মনের ভাব অতি উদার এবং কার্য্যযুক্তি স্বাধীন। তাঁহারা এই সকল গুণ দ্বারা পৃথিবীর যে স্থানে থাকুন, ভদ্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। এই শ্রেণীর লোকদিগের সহিত আমি বন্ধুত্ব করিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস এই আমি যাবজ্জীবন এই বন্ধুত্ব সুখ ভোগ করিতে পারিব।" আমি (মোক্ষমূলর) সর্ব্বদাই অধ্যাপক উইলসনের মুখে তাঁহার ভারতবর্ষীয় বন্ধুগণের প্রশংসা শুনিতাম। কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেনের সহিত তাঁহার পত্র লেখালিখি হইত। রামকমল সেন একজন প্রাচীন হিন্দু। তিনি গোঁড়া হিন্দু নন। সেই পত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যাইতেছে যে, ইংরাজে এবং হিন্দুতে কেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা জন্মিতে পারে যদি ইংরাজেরা অগ্রসর হন।

অতঃপর মোক্ষমূলর বলেন, মিলের ইতিহাস পাঠই যত অনর্থের মূল। মিল ফরাসী মিশনারি দুবয়স, অরম, বুচানন, প্রভৃতির বাক্য প্রমাণে হিন্দুচরিত্র স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি অপক্ষপাতে হিন্দুদিগের বিষয়ে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মিল হিন্দুদিগের গুণভাগ পরিত্যাগ করিয়া দোষগুলির উল্লেখ করিয়া সাধারণে হিন্দুদিগের নিন্দা করিয়াছেন।

অনন্তর মোক্ষমূলর কর্ণেল ষ্লিমানের কথা তুলিয়া বলেন, কর্ণেল ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসিদিগের চরিত্র যেমন জানিতে পারিয়াছিলেন, অন্যের এরূপ জানিবার সুযোগ হয় নাই। ভারতবর্ষে যে পঞ্চায়ত প্রথা আছে, তিনি প্রথম তাহার আবিষ্কার করেন। তিনিই ভারতবাসিদিগের আতিথেয়তা ও সত্যবাদিতাদি গুণের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস এ দেশের লোকের প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনিও হিন্দুদিগের বিষয়ে কহিয়াছেন, "হিন্দুরা সৎ ও বদান্য" ইহাঁদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে ইহাঁরা অধিকতর কৃতজ্ঞ হন। অপকার করিলে বৈরনির্য্যাতনে তাদৃশ অগ্রসর হন না। পৃথিবীর মধ্যে এ অংশে ইহাঁদের সদৃশ কোন জাতি নাই। ইহাঁরা বিশ্বস্ত, স্নেহবান, ও রাজভক্ত।

বিশপ হেবর কহিয়াছেন, "হিন্দুরা সাহসী, শিষ্ট ও বুদ্ধিমান। জ্ঞানার্থ ও আপনার উন্নতি সাধনার্থ অধিকতর উৎসুক। শান্ত, পরিশ্রমী, মাতাপিতার আজ্ঞাবহ, সন্তানের প্রতি স্নেহবান, সহিষ্ণু। ইহাঁদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে ইহাঁরা যেমন আর্দ্র হন, কোন জাতিকে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এলফিনষ্টোন প্রভৃতি যে যে কথা কহিয়াছেন, তাহার সহিত উপরি লিখিত বাক্যসকলের অধিকাংশেরই ঐক্য হয়। অতএব পুনরুক্তি দোষ ভয়ে সে বাক্যগুলি আর এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

এখন এ দেশীয় সংবাদপত্রের ভাষা কড়া কি মিঠে?

সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা পঞ্চাশৎ বর্ণমাতৃকা ব্যবহার
ন। বাঙ্গালায় আবার উহার কয়েকটী কমি-
। ইংরাজীতে ছাব্বিশটী মাত্র অক্ষর। কিন্তু এই
কটী পরিমিত অক্ষর হইতে অসংখ্য শব্দ পদ ও
া বিরচিত হইয়া এক একটী বিপুল ভাষার ও
থা গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্গীতবিদ্যাও
রূপ। সামান্যসংখ্যক সাতটী মাত্র স্বর হইতে
থা গীতের সৃষ্টি হইয়া কত গ্রন্থ বিরচিত হই
। হিমালয়গুহা-নিঃসৃত ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী হইতে
দি বৃহৎ নদীর উৎপত্তি, বিস্তৃতিপ্রমাণ মেঘ
ও পূর্ব্ব বায়ুযোগে গগনব্যাপী ঘোর ঘনঘটার
, ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে বিপুল বটবৃক্ষাদির জন্ম,
র নিকটে অধিকতর বিচিত্র নহে। কতিপয়
বর্ণ হইতে বিপুল গ্রন্থরাশির সৃষ্টি হইবার কারণ
কারণ আর কিছু নয়, কেবল বিষয়-
া ও রচয়িতা ব্যক্তির বাহুল্য। বিষয়ভেদে নানা-
র ও অলঙ্কারাদির সৃষ্টি হইয়া সাহিত্য সংসারকে
কৃত করিয়া তুলিয়াছে। কখন পাঠকের মনে
সের উদয়; কখন করুণের আবির্ভাব; কখন
সের প্রাদুর্ভাব। কখন মন আনন্দে উৎপ্লুত;
শোকে দ্রবীভূত; কখন বা উৎসাহে উদ্দীপ্ত
া উঠিতেছে। বিষয়ভেদ ও বিষয়ের গুণই মনের
া অবস্থা বৈচিত্র্যের প্রধান কারণ। এই বিষয়-
ভাষারও বিচিত্রতা ঘটিয়া থাকে। কখন ভাষা
ত হইতেছে; কখন প্রাঞ্জল হইতেছে, কখন
র্জ্জস্বল, কখন বা ওজস্বান হইতেছে।

রাজপুরুষদিগের বিষয়ে যে এ দেশীয় সংবাদ-
র ভাষা কখন কড়া হয়, কখন বা মিঠা হয়,
বিষয়ভেদ তাহার কারণ। রাজপুরুষদিগের
র অসহিষ্ণুতাও আর একটী কারণ। রাজ-
সেবা যখন রাজোচিত প্রজাবৎসলতা ও ন্যায়ানু-
া হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শিতা প্রদর্শন করেন, তখন
দেশীয় সংবাদপত্রের ভাষা নিতান্ত মধুর হইয়া
। যদিও তাঁহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্যমাত্র
াদন করিলেন, অধিক কিছু করিলেন না; তথাপি
দেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকেরা বন্দিগণের ন্যায়
স্বরে তাঁহাদিগের স্তুতিপাঠ আরম্ভ করেন।
রাং তাহা কর্ণকুহরে মধু ঢালিয়া দেয়। এ দেশীয়
দপত্রের ভাষা তৎকালে মধুময় হইয়া উঠে।
যখন কোন রাজপুরুষ দস্যুবৎ ব্যবহার করেন,
নের অবমাননা করেন, কর্ত্তব্যের মস্তকে
াত করেন, প্রজাবৎসলতা দূরে নিক্ষেপ করেন;
এ দেশীয় সংবাদপত্রের ভাষা কড়া বিনা
পে মিঠা হইবে? এখন প্রজাবৎসল ন্যায়পরা-
র্ড রিপন বাহাদুরের শাসনকাল। তিনি অক-
পটভাবে প্রজার মঙ্গল সাধন করিতেছেন, সর্ব্বদা সে
ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেছেন, অতএব কোন্ সংবাদ
পত্র না বৈতালিকের ন্যায় তাঁহার স্তব পাঠ করি-
তেছেন? কোন্ সংবাদপত্র তাঁহার প্রশংসাবাদে
পরিপূর্ণ না হইতেছে? এখনকার এ দেশীয় সংবাদ
পত্রের ভাষা কি কাণে মিঠা লাগিতেছে না? এখন
বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও প্রধান শাসনকর্ত্তার
অনুরূপ হইয়াছেন। তাঁহারও রাজকার্য্যে অকপট ও
ধার্ম্মিকতার। মুখে এক প্রকার, কাজে অন্য প্রকার
নাই। তাঁহার প্রশংসা বা কে না করিতেছে? এখন
কি আর ৯ আইন করিবার প্রয়োজন হইতেছে?
লর্ড লিটন ও সর আসলি ইডেন সাহেবের সময়েই বা
কেন ৯ আইনের প্রয়োজন হইল? তখন এ দেশীয়
সংবাদ পত্রের ভাষা কটু হইয়াছিল। কটু হইবার
কারণ কি? "হিতংমনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"
যদি দোষের কাজ হয়, সেইগুলি বলিলেই কটু হইয়া
দাঁড়ায়। রাম অন্তরালে থাকিয়া বালিবধ করিয়া-
ছিলেন। লক্ষ্মণ নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছি-
লেন। এ কথাগুলি বলিলেই ত স্বভাবতঃ কটু হইয়া
দাঁড়াইবে। লর্ড লিটন কাবুলে অকারণ যুদ্ধ বাঁধাইয়া
ভারতের সৈন্য ও অর্থ ক্ষয় করিলেন; কত প্রতা-
রণা প্রবঞ্চনা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সমুদায় সংবাদ
পত্রেই সেই সকল বিষয়ের আন্দোলন আরম্ভ হইল।
এরূপ অন্যায় কার্য্যের ও অপব্যয়ের বৃদ্ধি না হয়,
এজন্য যাবতীয় সমাচারপত্র চীৎকার আরম্ভ
করিলেন। দোষীর শরীরে স্পর্শশক্তি কিছু অধিক
তীক্ষ্ণ হয়। দোষী রাজপুরুষেরা তাহা সহিতে পারি-
লেন না। ৯ আইন করিয়া বসিলেন। সেই আই-
নটী অতি অন্যায় ও তজ্জন্য পক্ষপাত দোষে দূষিত
হইল। রাজপুরুষদিগের অনেক প্রকার পক্ষপাত
দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু এমন তজ্জন্য পক্ষপাত
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। যাঁহারা দোষ বলিয়া গণনা
করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে কি ইংরাজী কি বাঙ্গালা
কি উর্দ্দু, কি হিন্দি সকল সমাচারপত্রই এক দোষে
দোষী; কিন্তু ইংরাজী সংবাদ পত্রকে পরিত্যাগ
করিয়া এ দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হইল!
অদ্ভুত-মস্তিষ্ক-প্রসূত এই অদ্ভুত নীতির উল্লেখ করি-
লেই যে সংবাদপত্রের ভাষা কটু হইয়া দাঁড়ায়।
এ দেশীয় সমাচারপত্রের তাহাতে অপরাধ কি?
লর্ড লিটন যে আফগান যুদ্ধরূপ অনল জ্বালিয়া
এ দেশীয় সংবাদপত্রকে কটুভাষী করিয়া তুলিয়া-
ছিলেন, লর্ড রিপন বাহাদুর সেই অগ্নি নির্ব্বাণ
করিয়া ইহাদিগকে অমৃতবর্ষী করিয়া তুলিয়াছেন।

আমরা উপরে যে কহিলাম, বিষয়ভেদেই এদে-
শীয় সমাচার পত্রের ভাষার কটুতা ও মিষ্টতা হয়,
এখন পাঠক তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। অধুনা
রাজপুরুষদিগের গুণ দোষই এ দেশীয় সংবাদপ
ভাষার কটুতা ও মিষ্টতার কারণ। আমরা ত
চার পত্রের কোন দোষ দেখিতে পাই না। সম
পত্রের যদি দোষ থাকিত, তাহা হইলে এক্ষণে ত
ভাষা-বিপর্য্যয় ঘটিত না। এখনও দেশীয় স
পত্রে যখন লর্ড রেপ্টিঙ্ক ও লর্ড ক্যানিঙের ও
উপস্থিত হয়, তখন ভাষা মধুমাখা হইয়া উ
আর লর্ড ডেলহাউসির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে
আগুন হইয়া দাঁড়ায় কেন?

সাহেবেরা কি করিয়া যাজ্ঞন?

আমরা উপরি লিখিত শীর্ষক দিয়া গতব
কেন যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলাম, যাঁ
সেই প্রস্তাব পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝি
পারিয়াছেন। ইংরাজেরা এ দেশে আসিয়া
দের সমুদায় ভাত ডিঙ্গি মারিয়া লইলেন। অ
গতবারে দুটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে বি
হইয়াছিলাম। প্রথম নিমন্ত্রণ খাওয়া। এটী ব্রা
দিগের একচেটিয়া। যিনি নিত্য নৈমি
ক্রিয়াকাণ্ড করুন, ব্রাহ্মণ ভোজন না করা
তাঁহার ক্রিয়াসিদ্ধি হইবে না। অন্ততঃ দ
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। এই
স্থাটী সমাজের মঙ্গলার্থই করা হইয়াছিল। শ
কারেরা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দ
প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশ কি
ছেন। এই ছয়টী কর্ম্মের মধ্যে যজন, অধ্য
অধ্যাপন, দান এই চারিটী ব্যবহার। আর যা
ও প্রতিগ্রহ এই দুটী আপদ্ধার। ঐ চারিটী ক
উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবে বলিয়া আদ্যের দুটী স
উপায় নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণকে
জীবিকার্থ ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, তিনি যজন, অধ্য
অধ্যাপনকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারেন
তিনি নিশ্চিন্তমনে ঐ কার্য্যগুলি করিবেন বলি
প্রতিগ্রহ রূপ জীবিকার অতি সহজ উপায় নি
রণ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণই এ দেশের বে
রক্ষক, উপদেশদাতা, নিয়মকর্ত্তা। তিনি যদি অ
বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন, এই কার্য্যগুলি নির্ব্বাহে কে
বাধা ও বিঘ্ন জন্মিতে পারে না। এই কা
যাবতীয় নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠ
ব্রাহ্মণকে দান ও ব্রাহ্মণ ভোজনের বিধি করা
য়াছে।

এখন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ছিন্ন
লোকের অনাস্থা জন্মিতেছে, সুতরাং নিত্য নৈ
ক্রিয়া কলাপ ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। কি
এ দেশীয়দিগের দান করিবার ও ব্রাহ্মণ ভো
করাইবার প্রবৃত্তি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

বৃত্তি এক্ষণে ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া সাহেব
মিনী হইয়াছে। এখন আর বাবুরা বড় ব্রাহ্মণের
কে যান না। এখন সাহেব খাওয়াইয়া তাঁহা
গকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ঐহিক
ঃ ও পারত্রিক মঙ্গললাভ ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্দেশ্য
ল। সাহেবের প্রিয়পাত্র হওয়া ও উপাধিলাভ করা
হেবভোজনের উদ্দেশ্য হইয়াছে। মহাসমৃদ্ধ
া, চুষা, লেহ্য, পেয়, এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য ভোজন
া সাহেব যদি তুষ্ট হন, তিনি রাজগোচর করিয়া
টী উপাধি দেওয়াইতে পারিবেন আর সাহেব তুষ্ট
কিলে অন্য কোন বিঘ্ন ও উপদ্রবও থাকিবে না।
আশয়ে রাজা জমীদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সাহেব
জনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সাহেবেরা একে
রনবিলাসী তাহাতে তাঁহারা বোকা নন। তাঁহারা
খিলেন যদি এক একটী ভূয়া উপাধি দিয়া দিবা
ভোগ্য আহার মিলে, হানি কি? এই ভাবিয়া
হারা নিমন্ত্রণ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হন না। ফলতঃ
াগা বেশ ফলাও হইয়া উঠিয়াছেন। এক
টী ভোজ উপস্থিত হইলে অনেক অনাহূত ও
হূতও জুটিয়া থাকে।

আমরা আরও দুই একটী উদাহরণ দিতেছি। আজ
লপুরের মেলা, আজ মদিরীহদ্রের মেলা, দারভাঙ্গার
রাজের তাম্বু পড়িল। সাহেব ভোজের আয়ো-
হইল। মহাধুমধাম হইতে লাগিল। পরম
াদের ভোজ্যদ্রব্যের সংগ্রহ করা হইল। কেবল
জ্যদ্রব্যের ব্যয় নয়, আলোকাদি বহু বিষয়েরও
আছে। ভোজ্যদ্রব্যের বহরও সামান্য নয়।
পর ছোটকর্ত্তা ভোজন করিবেন। কমিশনর
জন করিবেন। জজ মাজিষ্ট্রেটেরা ভোজন করি-
। অনেকে আবার স্বস্ত্রীক হইয়া আসিবেন। তাঁহা
য় খাইবার সামগ্রী কি সামান্য ব্যয়ে হয়? ড়ার কলাপাতে দুই চারি আনার সামগ্রীতে হই-
যো নাই। ৫০০ টাকা ব্যয়ে হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন
ত পারে বটে; কিন্তু নিমন্ত্রিত সাহেবদিগের
এক ব্যক্তির ভোজ ৫০০ শত টাকাতেও সম্পন্ন
া ভার। গৃহস্থ যে নিমন্ত্রণ খাওয়াইলেন,
ার ফল কি? ফল উপাধিলাভ। যিনি রাজা
লন, তিনি মহারাজ হইবেন। তুলাদণ্ডে যদি এই
জের ব্যয় ও এই উপাধিরূপ ফল উভয়ের তৌল
যায়, ফলটী কি গুরুতর হইয়া উঠিবে না?

দ্বিতীয়, দণ্ডের অভাব। আমরা পূর্ব্বে বলি-
ছি, ইতিহাস লেখকদিগের মতে শূদ্রেরা এ দেশের
ধিত। হিন্দু রাজার অধিকারকালে শূদ্রসম্বন্ধে
পরাধ করিলে ব্রাহ্মণের দণ্ড হইত না। ইংরা-
রাও এ দেশীয়দিগকে বধ বন্ধন ও প্রহার করুক,
বা অন্য কোন গর্হিত কুকার্য্য করুক, তাহাদের
দণ্ড হয় না। এ অংশেও ব্রাহ্মণদিগের যে অধিকার ছিল, ইংরাজেরা তাহা হরণ করিয়াছেন। কিন্তু দণ্ডগত আইনের ও তদনুরূপ কার্য্যের আচরণ বিষয়ে কিছু চমৎকারিতা আছে। ব্রাহ্মণদিগের আইনে (শাস্ত্রে) দণ্ড নিষেধের কথা স্পষ্ট লিখিত আছে, কিন্তু ইংরাজদিগের আইনে তাহা লিখিত নাই। প্রত্যুত, এ কথা বলিয়াও গর্ব্ব করা হইয়া থাকে ব্রিটিশ আইনের কাছে সকলেই সমান। ভারতেশ্বরীর ঘোষণাপত্রেও তাহা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু ব্যবহারে প্রায় বিপরীত দেখিতে পাই। এ দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করিয়া প্রায় কোন ইউরোপীয়ই দণ্ডভাগী হয় না। ইউরোপীয় অপরাধীর বিড়ম্বনাময় বিচার আরম্ভ হয়, উকীলে ও ব্যারিষ্টরে ব্যারিষ্টরে লড়াই লাগে; জুরি বসে; শেষে ফলপর্ব্বতের মূষিক প্রসব! ইউরোপীয় অপরাধীর যথার্থ বিচার হইবার কয়টী প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ সাক্ষিদোষ। যাহাদের পূর্ব্ব পশ্চিম জ্ঞান নাই তাদৃশ মূর্খ চাসালোকেরাই প্রায় ঘটনাস্থলের সাক্ষী হয়। তাহারা পাড়াগেঁয়ে। সহরে তাহাদের গতিবিধি কম। তাহারা সহরে প্রবিষ্ট হইয়া আদালতের শ্রীচাঁদ ও বিচারপতি ও ব্যারিষ্টারদিগের রাঙ্গা মুখ দেখিয়াই ঘাবরিয়া যায়। তাহার পর কুতর্কবিদ্যা পণ্ডিতকবুদ্ধি ব্যবসায়ী ব্যারিষ্টারদিগের কূটপ্রশ্ন। অশিক্ষিত চাসারা কতক্ষণ সেই কূট প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ হয়? ইউরোপীয় অপরাধীর জুরি প্রায় ইউরোপীয় হইয়া থাকে। বিচারপতিও ইউরোপীয়। এ দেশীয়ের প্রতি ইউরোপীয়ের স্নেহ মমতা নাই, ইউরোপীয়ের প্রতিই তাঁহাদিগের টান। সুতরাং তাঁহাদিগের ইচ্ছা না থাকিলেও ইউরোপীয় অপরাধীর প্রতি পক্ষপাত হইয়া পড়ে। কাজে কাজেই সুবিচারের ব্যাঘাত জন্মে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে সম্প্রতি উপর্য্যুপরি ইউরোপীয়কৃত কয়েকটী অত্যাচার হইল। একজন কৃষক হত হইল, এক স্ত্রীলোকের উপরে বলপ্রয়োগ করা হইল। কিন্তু তাহার কিছুমাত্র সুবিচার হইল না।

পাঠক! এতদ্ভিন্ন আরো একটী বিঘ্নের কথা শুনুন। একজন নীলকর প্রজার উপরে যার পর নাই অত্যাচার করিল, তাহার ঘর বাড়ী লুঠ করিল, স্ত্রীগণের অনন্ত দুরবস্থা করিল। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযোগ হইল। তিনি ঘটনাস্থলে তদারক করিতে গেলেন। সেখানে গিয়া প্রতিবাদী নীলকরের গৃহে অতিথি হইলেন। দিবা আহার ও আমোদ প্রমোদ হইল। এইরূপ আমোদ প্রমোদের পর মাজিষ্ট্রেট নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। এজলাসে গিয়া বিচার করিতে বসিলেন। তাদৃশ বিচারপতি হইতে কি সুবিচারের আশা আছে? তাঁহার অধিচার করিবার মন না থাকিলেও চার হইয়া পড়ে।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই, যে কারণে চার ঘটুক, তাহার শোচনীয় ফলভার গবর্ণমেন্ট স্কন্ধেই নিক্ষিপ্ত হয়, গবর্ণমেন্টই তাহার পাপভ হন। প্রজারাও গবর্ণমেন্টকে অত্যাচার নিবা অক্ষম বিবেচনা করে। এটীও বড় আক্ষে বিষয়, প্রজারা ইউরোপীয়ের উপদ্রবে সুস্থির হ গৃহে বাস করিতে পারিবে না, সুস্থির হইয়া কাজ করিতে পারিবে না, সুস্থির হইয়া রাস্তা চলিতে পারিবে না। আমাদের এদা'হাব সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি একটী শোচ বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। একটী স্ত্রী এক সেতুর উপর দিয়া যাইতেছিল। তিন জন পীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাহাকে বাঘের মত আ করিল। তখন দিনের বেলা নির্জ্জন স্থান ও স্ত্রীলোকটীকে নদীতে ফেলিয়া জলে ভাসা দুষ্কর্ম্ম করিল! হাইকোর্টের বিচারে সকলের হইয়াছে! এরূপ ঘোর অত্যাচার ও অবিচার প্রজা কি ভিষ্টিতে পারে? গবর্ণমেন্ট কি দায়ী নন! হাইকোর্ট যেন যতক্ষমা অগ্রাহ্য লেন; কিন্তু গবর্ণমেন্টের এ অভিসন্ধি অগ্রাহ্য কর্ত্তব্য নয়। গবর্ণমেন্ট কোন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ খি ধার্ম্মিক লোক দ্বারা এ বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত ক যদি বাস্তবিক ঘটনা হইয়া থাকে, অপরাধীর দণ্ড বিধান করুন। তাহা না করিলে প্রজা হইবে না। গবর্ণমেন্টেরও ন্যায়পরতা ও প্র বৎসলতা রক্ষা হইবে না। যিনি প্রজার অত্যাচারের নিবারণ করিতে না পারেন, তিনি সুরাজা? গবর্ণমেন্ট যদি স্বতন্ত্রভাবে উদ্যো অত্যাচারের অনুসন্ধান করেন, তাহাতে হাংকো অবমাননা নাই। আমরা এই একটী স্থানের কহিতেছি না। যে যে স্থানে ঘোর অত্যাচা অবিচার হইবে, গবর্ণমেন্ট সেই সেই স্থানে পদ্ধতির অনুসরণ করুন। যিনি যেখানে যে অন করুন, গবর্ণমেন্ট তৎসমুদায়ের দায়ী। সর লোকে ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে আমাদের পরম ধার্ম্মিক লার্ড রিপন বাহাদুর যথাযথ অনুসন্ধান লইয়া ইহার প্রতীকারের উ করিবেন না?

আমাদিগের উন্নতির প্রতিরোধক কে?

আমরা জানিতাম, ভারতবাসীর মঙ্গল, স্বচ্ছন্দ ও উন্নতি ক্ষুদ্র রাজপুরুষদিগেরই প্রাণে হয় না। কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নয়, পুরুষ নামে ছোট বড় যিনি যেখানে আছেন, তি

র বিরোধী। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়ম আছে, াদিগের কর্ম্মচারী বিশেষ কোন অন্যায় র্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উপরে আপীল চলিবে। সেই সর্ব্বোপরি কর্ত্তা, ভারতবাসীর শেষ ীল আদালত স্বরূপ স্বয়ং ষ্টেট সেক্রেটরিই পক্ষপাতী হইয়া পড়েন, তবে হতভাগা ভারত- র নিস্তার কোথায়? ভারতবাসী মনের গুণে াম গবর্ণর জেনারল বলে পাঠাইয়াছেন। ঈশ্বর াদিগের সকরুণ বিলাপে মুখ তুলিয়া চাহিয়া । সুমতি গবর্ণর আমাদিগের কপালক্রমে বিচারেরই পক্ষপাতী, এই কারণেই তিনি তবর্ষ হইতে মিশরযুদ্ধের ব্যয়দানে অসম্মত াছিলেন। ভারতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে উৎসাহ রাজা ও প্রজা উভয়েরই লাভ, অথচ যথা ত ভারতবর্ষের লুপ্তপ্রায় শিল্পবিদ্যাকে পুনর্জ্জী- করা হইবে, এই উদ্দেশ্যেই তিনি উহাতে হস্ত ও করিয়াছিলেন। ভারতবাসীও ইহাতে আশ্বস্ত া ক্রমে কল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্টের শাকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবেন, মনে করি- লেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে, একটী দ আছে "বড় আশায়, বড় নৈরাশ্য" লর্ড ংটন তাহারই সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হন । ভারতবাসীর নিকট হইতে গবর্ণমেণ্টের শ্যক দ্রব্যাদি গ্রহণের সময় দশ বৎসর নিরূপণ তে তিনি সম্মত নহেন। ভাল, এরূপ করিবার ণ কি? গবর্ণর জেনারল যে অভিপ্রায় প্রকাশ য়াছেন, তাহাতে ত স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, বিলাতি দ্রব্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য অল্পমূল্যে রাহ করিতে সম্মত হইবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহারই ট হইতে তাঁহাদিগের আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় গার জন্য দশ বৎসরের নিমিত্ত চুক্তি করিবেন। তে অন্যায় কি? লর্ড রিপনই বা এতদ্দ্বারা অন্যায়কার্য্য করিতেছেন? নিরূপিত ব্যয় রূপ করিয়া যদি প্রজার কোন উপকার করা তে পারে, শাসনকর্ত্তার কি সে চেষ্টা পাওয়া ব্য নহে? কেবল আপনার আপনার করিয়া াল হওয়াই কি ভাল দেখায়? ব্যবসায়ে প্রতি- গিতা না হইলে দ্রব্যাদি সুলভ ও উৎকৃষ্ট হয় না। নি বাহুল্যরূপে ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন, নিই অল্প আয়ে লাভবান্ হইতে পারিবেন, এবং দ্রব্য যত অধিক লোক দ্বারা প্রস্তুত হইবে, ই তাহার মূল্যও সুলভ হইবে। ইংলণ্ডের সাদারেরা বহুদিন যাবৎ ব্যবসায় করিতেছেন, াপি তাঁহারাই যখন দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে তে পারিতেছেন না, তখন গবর্ণর জেনেরল উৎসাহদান দ্বারা যদি নির্ব্বাণোন্মুখ ভারতীয় শিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে অল্প মূল্যে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলে বিলাতি শিল্পকারগণ কেন না অল্পমূল্যে দিতে পারিবেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এক এক জনের এক এক দ্রব্যের একচেটিয়া নিব- দ্ধনই এরূপ ঘটনা হইয়াছে। অতএব যাবৎ এই একচেটিয়াবৃত্তি নিবৃত্তি না পাইতেছে, তাবৎ গবর্ণ- মেণ্ট কিছুতেই সুলভ মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ব্যয়- সংক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

লর্ড হার্টিংটন কেন যে কাল নিরূপণে অসম্মত হইয়াছেন, আমরা ত তাহার কোন কারণই নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছি না। কাল নিরূপিত না হইলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। বিশেষতঃ গবর্ণর জেনেরলের অনুকূল থাকা উৎসাহিত দেশীয় ব্যক্তি- গণ যে কোন ক্রমেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারি- বেন না তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। কেহ যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াই এক কালে লাভবান হইবেন, এমন কিছু কথা নহে, যাঁহারা এ কাজ কখন করেন নাই, তাঁহাদিগের কাজের সন্ধান জানিতে দুই এক বৎসর অতিবাহিত হইবে, সুতরাং তন্নিবন্ধন তাঁহা- দিগের যে ক্ষতি হইবে, তাহা তাঁহারা ভবিষ্যতে পূর্ণ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা থাকিলেও তাঁহারা কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন, কিন্তু অনিশ্চিত অবস্থা অবলম্বন করিয়া কেহ যে নিশ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে সাহসী হইবেন, আমাদিগের ত এরূপ বোধ হয় না। তবে গবর্ণমেণ্ট যদি দশ বৎসরের জন্য চুক্তি করেন, তাহা হইলে এক বৎসরে না হয় দুই বৎসরে, তাহাতেও না হয় অন্ততঃ তিন বৎসর পরেও লাভের মুখ দেখিতে পাইবে এই আশায় লোকে কার্য্যারম্ভ করিতে পারিবে।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, লর্ড হার্টিং টন যদি স্বার্থানুরোধে মহামনা গবর্ণর জেনেরলের সকল শুভ প্রস্তাবেই উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার উদারনীতিক নামে কলঙ্কারোপ হইবে। স্বার্থের অনুরোধে তুলজাত দ্রব্যের আমদানী শুল্ক তুলিয়া দিয়া ভারতীয় রাজস্বের যে ক্ষতি করি- য়াছেন, এতদ্দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ পূরণের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহাতেও যদি প্রতিবাদী হন, তাহা হইলে কেবল যে গবর্ণর জেনেরলের অবমাননা করা হইবে তাহা নহে ভারতীয় রাজপুরুষগণের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইবে এবং ভারতের বিপদময় শিল্প এককালে রসাতলে যাইবে।

উরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৪ এ নবেম্বর। প্রধানকার ছাত্রেরা যোগ উপস্থিত করিয়াছে। ওয়ার্স ও সারস্কু কালের হইয়াছে ১০০ শত ছাত্র বন্দীকৃত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৪ এ নবেম্বর। কলোটিন নামক যদি অবিলম্বে দমন করা না হয়, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক অধি করা হইবে, মণ্টিনিগ্রোর লোকেরা এই ভয় প্রদর্শন করিতে তুরস্কের সুলতান সীমাপ্রদেশে সৈন্য পাঠাইয়াছেন এবং অন্য রাজগণকেও সৈন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া ভারতে সংবাদ দিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর। পার্লিয়ামেণ্টের নূতন কার্য্যপদ্ধ ১২ টী নিয়ম অনুমোদিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত উইলিয়ম টমাস সি, এস উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোর্টের কনিষ্ঠ জজের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

একজন ফেনিয়ান একজন পুলিষের লোককে অন্য স কালে গুলি করিয়া বধ করিয়াছে। হত্যাকারী বন্দী হইয়া কিন্তু আর এক জন পুলিষের লোকের হস্তে সাংঘা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ নবেম্বর। মিচেল ওয়ালস, গালোয়ে কে লেটারফ্যাক নামক স্থানে ক্যাভানক নামক কনষ্টেবলকে করিয়াছিল, তাহার বিচারে যাঁহারা জুরি হন, তাঁহাদিগের ব্যক্তিকে ডবলিনে দুই জন সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছে। কারীরা গাড়ী চড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

গত কল্য ডবলিনে সরিষের একজন লোক হত হইয়া ডবলিনে অতিরিক্ত পুলিষ সৈন্য নিয়োজিত করা হইতেছে।

ম্যাডাগাসকারের সহিত ফ্রান্সের যে সন্ধি হইতেছিল, ভঙ্গ হইয়াছে। ম্যাডাগাসকারের রাণী পত্র লণ্ডনে প্রেরণ করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৭ এ নবেম্বর। আডিন পাশা প বিভাগীয় মন্ত্রী হইয়াছেন।

গ্লাডষ্টোন সাহেব অদ্য সন্ধ্যাকালে কমন্স হাউসে প্রশ্নে করিয়াছেন, ১৫ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সৈন্য সংক্রান্ত অতি ব্যয়ের এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। স্থল-সৈন্যের ব্যয় ৭০ টাকা নৌসৈন্যের ব্যয় ৩১০০০০০ টাকা। ভারতবর্ষ স ব্যয়ের যে অনুমান করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক হইয়াছে এক্ষণকার অনুমানে ১১৪০০০০০ টাকা। ইংল ভারতের মোট ব্যয় ৪৫০০০০০০ টাকা। গ্লাডষ্টোন সাহেব ব মিশর গবর্ণমেণ্ট ১ লা অক্টোবর অবধি ব্রিটিশ অধিকার স যাবতীয় ব্যয় দিবেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ নবেম্বর। খুলতান লোহিত স আপনার আধিপত্য অব্যাহত রাখিবার সংকল্প করিয়া তিনি সৈন্যাধিপতিকে তাঁহাদিগের অধিকারস্থ প্রদেশ অ দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

রোমে ২৮ এ নবেম্বর। লর্ড ডফরিন মিশর গবর্ণমে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, হত্যাকারিতা ও অনৈকজা দাহকারিতা সম্বন্ধে আয়ারি নেত নামে যে অভিযোগ কর য়াছে, তাহা পরিত্যাগ করা হয়।

কায়রো ২৯ এ নবেম্বর। সর চার্লস ডাইক গত ১ কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, খুল সৈন্যের অস্ত

বাবরমা নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী গায়ন নামক স্থান পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইয়াছে, এবং কর্ণেল অলকোট সৈন্য সহিত কান্ডি পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার বিশ্বাস এই রণসৈন্য মান্দলে পর্য্যন্ত পৌঁছিবে।

ওয়াশিংটনের [illegible] এক ব্যক্তি এডিসনকে হত্যা করিতে [illegible] তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ৫০০০ পৌণ্ড পুরস্কার দিবার ঘোষণা করা হইয়াছে।

লর্ড হার্টিংটন প্রশংসাসূচক করিয়াছেন, মাডাগাস্কারের রক্ষা [illegible] যে কোন পক্ষে সন্ধি হইয়াছে, তিনি তাহা জানেন না। [illegible] সেনাপতি জন্য ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বোম্বায়ের অভিমুখে গমন করিবেন।

গত ৩০ এ নবেম্বর। কারবোর শেষ সংবাদ এই, ব্রিটিশ [illegible] হইতেছে।

[illegible] ফরাসী ফ্লাইসে প্রস্থোত্তর করিয়াছেন, [illegible] সৈন্যের যে সকল অধিনায়ক মিশর অধিকার করিয়াছেন, [illegible] তাহারা প্রত্যেকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া অতিরিক্ত পাইবেন। মিশর গবর্ণমেণ্টকে এ টাকা দিতে হইবে। এম. ডি লেসেপ্স প্রকাশ [illegible], যে খাল প্রশস্ত ও গভীর করিবার [illegible] মিসিসিপি ফ্লাক (মুদ্রা বিশেষ) ব্যয় করিবেন, বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

[illegible] মাডাগাস্কার সম্বন্ধে যে [illegible] পারিসের সমাচারে পত্রে তাহার [illegible] করা হইয়াছে। ফরাসী মার্টিন ও উপনিবেশের কর্ত্তৃপক্ষীয় ফরাসী কর্ত্তৃক টনকুইনের রক্ষা সম্বন্ধে আইনের পাণ্ডুলেখা করা হইলে, এই ঘোষণা করিতেছেন।

গত ১লা ডিসেম্বর। শ্রীযুক্ত গ্লাডষ্টোন গ্লক খাবিতে [illegible] প্রত্যুত্তরে করিয়াছেন, যদি নাশনেল লীগ সভার সভ্যেরা [illegible] বলপূর্ব্বক ব্যবহার করেন, তাহা হইলে সভার কার্য্য [illegible] করা হইবে। ওঁকনিয়াম বেডমণ্ডের নামে অভি [illegible] করা হইবে। ডেভিড আর কিছু সমাচার পরিশেষে বলিয়া [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] সাহেব পীড়িত হইয়াছেন।

[illegible] আমীর সহচরদিগের অপরাধের বিচার [illegible] হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বেকর পাশাকে মিশরীয় সৈন্যের সেনাপতি করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। বেকর পাশা মিশর সৈন্যের সেনাপতি হইবেন।

বিবিধ সংবাদ।

বাবু শ্রীযুক্ত হরকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য [illegible] গ্রহণের বিষয়ে যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠক দর্শন করুন। নামটী শুনিবামাত্র চিত্ত যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়রসে প্লুত হয়, বস্তুতঃ ইহা একটী অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার সন্দেহ নাই, গ্রহনক্ষত্রগণ যে কি পদার্থ তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নাহেন, ইহা আর কিছুই নয়, সূর্য্য ও [illegible] আকর্ষণে [illegible]। অর্থাৎ গ্রহদিগের নিজ গতি দ্বারা পূর্ব্বাভিমুখে [illegible] করিতেছেন, মধ্যে শুক্রগ্রহ বক্রমার্গী হইয়া পশ্চিম গতি দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবেন, এ প্রকার গ্রহগণের গতি-ভেদ গণিত দ্বারা সাধিত হয়, কিন্তু ভূমিষ্ঠ জনের উহা সহজে দৃষ্টিগোচর হইবার নহে, সূর্য্যকিরণের আধিক্যবশত গগনমার্গে কিছুই লক্ষ্য হয় না,—এ কারণদূরবীক্ষণাদি যন্ত্রযোগে নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্টরূপে প্রতীতি হয়, বৎসরান্তে এই অলৌকিক ব্যাপার যন্ত্রবেধ দ্বারা নয়নপথে উদিত হয়,তখন চিত্ত মধ্যে কিবা নিরবধিশয় প্রীতি জন্মে এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার অদ্ভুত মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়। আগামী ২১ এ অগ্রহায়ণ বুধবার এই কাণ্ড সঙ্ঘটন এবং ইংরাজী ৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্যটী এখন আমরা পাঠকগণকে দেখাইতে পারিলাম না আট বৎসর কাল অতীত হইল, উক্তরূপ গ্রহযুক্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে আমরা যত্ন দ্বারা বেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমান যুক্তি দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি, উক্ত দিবসে দুই প্রহর ৭॥ ঘটিকার সময় সংযোগ আরম্ভ হইবে। সুতরাং তখন রাত্রিকাল অতএব ভারতবর্ষস্থ কাহারও দেখিবার সম্ভাবনা নাই, এটী ইউরোপ প্রদেশে দৃশ্য হইবে, তদ্দেশবাসিগণ নয়ন প্রীতিসাধন করিয়া যদি দর্শন সংবাদ প্রেরণ করেন, তবে তাহাকেই আমাদিগের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে নতুবা উপায়ান্তর নাই।

গত জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত চারি মাসে মাদ্রাজ হইতে ১১৬৬৫ ও কলিকাতা হইতে ৩৭৩৫ জন কুলী ব্রহ্মদেশে প্রেরিত হইয়াছে। যে সকল জাহাজে এই কুলীরা গিয়াছে, তাহারা ভাড়া স্বরূপ ৩৬৮০০ টাকা পাইয়াছে।

১ লা ডিসেম্বর বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অনরেবল মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে ভারত নক্ষত্র উপাধি দান করিয়াছেন।

গত শনিবার সন্ধ্যাকালে গবর্ণর জেনেরল কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ডাকার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু নবেন্দ্রনাথ মিত্র বিলাতের মিডেল টেম্পল হইতে রোমান আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গত বর্ষে নিম্ন লিখিত প্রদেশ সমূহে নিম্ন লিখিত সংখ্যক লোক ও গৃহপালিত পশু যে যে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

যথা:—

প্রদেশ	মনুষ্য	পশু
মাদ্রাজ	১৩১২	৮৯৩৮
বোম্বাই	১১৬৫	২৫৮৯
বাঙ্গালা	১০৬৩৫	৮৫৭৭
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	৫৪৮০	৮২৬৮
মধ্য প্রদেশ	১০৩৩	২৯৫০
ব্রিটিশ ব্রহ্ম	১৬৯	১০৮৮
কুর্গ	০	১৯১
আসাম	৪০০	২৮১৮
হাইদ্রাবাদ	২১৫	৩৮৪৯
আজমীর	৫৭	২৬৪
মোট	২১৪২৭	৪৩৬৬৯

যে যে জন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে তাহার তালিকা। যথা:—

হস্তী	৫৮৮	৮৮
ব্যাঘ্র	৮৮৯	১৪৪৯৬
লিওপার্ড	২৩৯	১৫২৮১
ভল্লুক	৭৫	৩৪২
নেকড়িয়া ব্যাঘ্র	২৫৬	৮০৭৬
চায়েনা	৮	১০৭৮
অন্যান্য জন্তু কর্ত্তৃক	১২৩২	২২৭৯
সর্প	১৪৬৭০	২০২৯
মোট	২১,৪২৭	৪৩৬৬৯

ইহার মধ্যে পুরস্কার দান দ্বারা ১৫২৭৯ হিংস্র জন্তু ও ২৫৪৯৬৮ সর্প বিনষ্ট হইয়াছে। যাহারা হিংস্র জন্তু মারিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ৯০৮৫০ ও সর্প বধের জন্য ১১৬৬৩ টাকা দিয়াছেন।

আমাদিগের গবর্ণর জেনারল লর্ড রিপন বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সরহিন্দের নূতন খাল বাণিজ্য বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত খুলিয়া দিয়াছেন ভূমিতে জলদানের সুবিধার জন্য এই খাল কাটা হইয়াছে। এরূপ বৃহৎ খাল পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই ইহা কাটাইতে গবর্ণমেণ্টের ২১০০০০০০ ও পঞ্জাবের রাজা এবং জমীদার প্রভৃতির ১২৫০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ নিয়ম এই রাজবংশের যিনি রাজা হইবেন, পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে রাজকার্য্য শিখিতে হয়, কিন্তু তিনি ইচ্ছানুরূপ একটী কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন না, এই নিয়ম বদ্ধ থাকায় ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজ উইলিয়ম সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিয়া উক্ত বিভাগে প্রবেশ করিয়া কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পুনা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। এই সার্ব্বজনিক সভার কল্যাণে বোম্বাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। সর্ব্বত্র লোক আত্মশাসন লাভার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু পুনা কাজ গুছাইয়া লইলেন। তত্রস্থ মিউনিসিপালিটী কর্ত্তা ইতিমধ্যে যে সকল লোক কমিশনর মনোনীত করিবার অধিকারী, তাঁহাদিগের নামের একটী তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। আগামী মার্চ্চ মাসে কমিশনর নির্ব্বাচিত হইবেন। এপ্রেল মাসে তাঁহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন

...রভাঙ্গার মহারাজ সম্প্রতি অনেকগুলি টাকা ...করিয়াছেন। তিনি ভাগলপুরে উকীলদিগের ...পুস্তকালয়ের উন্নতি জন্যে ১৫০০, হিন্দু সাহিত্য ...য় ৫০০, ডবলু, টি, আর আসোসিয়েসনে ৫০০, ...া নামক স্থানের পচা পুষ্করিণী প্রভৃতি বুজাইবার ...ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ৪০০, সমস্তিপুর ও আমাল ...র ভলণ্টিয়ার সৈনিকদলে পুরস্কার দিবার জন্য ...পত্তের হিসাবে চারিশত, পশুদিগের প্রতি অত্যাচার ...রিণী সভায় ১০০ ও সেরবরণ নামক স্থানে একটী ...ালয় করিবার সাহায্যার্থ ১০০ টাকা দিয়াছেন।

...বলিয়া হইতে এক বাক্তি লিখিয়াছেন " বলিয়া " ...ও কোন স্থান চিত্রক্ষেত্রে নাই। প্রকৃত ...লিয়া " এখন গঙ্গাগর্ভে নীত। বর্ত্তমান ...লিয়া " নাম মাত্র। কতকগুলি পল্লীর স্থানাংশ ...ভূত হইয়া " বলিয়া " নামে অভিহিত হই- ...ছে। কিন্তু সে সকল পল্লীর প্রকৃত নামও লুপ্ত ...নাই। চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত বীথিকাবলি, এক রাজ- ...র উভয় পার্শ্বে বিপণি। এক স্থানে কালেক্টরের ...লিস, তসিল, থানা এবং ডিস্পেন্সরীর অট্টালিকা ...র এক পথের পার্শ্বে বিদ্যালয় এবং পাঠশালা। ...ান হইতে অল্প দূরে এক নির্জ্জন মাঠের মধ্যে ...৪ টী বাঙ্গলা। এ সব লইয়াই " বলিয়া "। কিন্তু ...সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে অবস্থিত। বিপণির ...ভাগবর্ত্তী গৃহাবলিই গৃহস্থের আবাসবাটী। ...ন বাজার নির্ম্মিত হইতেছে। এ বাজার গঙ্গার ...র ক্রোশান্তরে এক চতুষ্পথের উপরে স্থিত। ...ষ্পথের সন্নিকটে একটী বৃহৎ কূপ, তাহার চতু- ...র্শ্বে প্রাঙ্গণ এবং একতলা ধবলিত গৃহাবলি ...রূপ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। শুনিতে পাই ...ান স্থপতিবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ...নূতন " বলিয়াও " করে ৫ বৎসরের মধ্যে ভাগী- ...রথীর উদরে নীত হইবে! এখানকার লোক প্রায়ই ...ক্ষিত। তাহাদের বিদ্যা চর্চ্চা নাই বলিলেও ...ত্যুক্তি হয় না। সাধারণ লোকের পরিচ্ছদ অপরি- ...চ্ছন্ন। মহিলাগণের ধুতি কখনও রজকালয়ে যায় কি ...না সন্দেহ। তাহাদের ধুতির অবগুণ্ঠনাংশ মস্তকের ...তৈলে সিক্ত এবং তাহাতে রজোরাশি সংশ্লিষ্ট হইয়া ...প্রায়শঃ চটের ন্যায় হইয়া পড়ে। হাটে যাইলে তাহা- ...দের বস্ত্রের দুর্গন্ধে তিষ্ঠিতে পারা যায় না। এখানে ...বার্ষিক পূর্ণিমায় মেলা হইয়া থাকে, এ মেলার নাম ...বদরীছত্রের মেলা।" মেলায় দূরদেশ হইতে নানা ...লোকের সমাগম হয়। এ মেলা এবং স্নানোপলক্ষে ...প্রায় এক লক্ষ লোক আসিয়াছে। গত শনিবারে ...আরম্ভ হইয়াছে। নানা দেশ হইতে নানা- ...কারের ব্যবসায়ী একত্রীভূত হইয়াছে। প্রায় ...ন চারি ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া বিবিধ দ্রব্যের হাট ...বসিয়াছে। সকল প্রকারের বাহন, বস্ত্র, খাদ্য, বিলাসের দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে আসিয়াছে। এ ঘাটে এবং ভাগীরথী তীরে জনতার ভ্রমণ ভয়ঙ্কর। শনিবার রজনীতে বৃষ্টিপতন আরম্ভ হইয়াছে, অনেক লোক স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিতেছে। প্রশস্ত রাজপথ সকল বহুজন সমাগমে কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে, পদব্রজে পরিভ্রমণ করা কষ্টকর। রবিবার হইতে রবির মুখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আজ সূর্য্যদেব দর্শন দিয়াছেন। আমাদের ক্যাম্পের কষ্ট দূরীভূত হইয়াছে। শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রাবলি অতি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।"

মান্দ্রাজ মেডিকাল কালেজে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য উত্তরোত্তর দেশীয় রমণীগণ অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছেন। এই কালেজ সংক্রান্ত গত বর্ষের রিপোর্টে দেখা গেল, কুমারী কুষ্টি নামে এক ব্রাহ্মণকন্যা আনাটমি ও মেটিরিয়া মেডিকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুমারী চে নামক এক ইউরোপীয় রমণী এই কালেজ হইতে মেট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

নিউজিলাণ্ড হইতে এক জাহাজ মেষমাংস বিলাতে বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়াছে, উহা বরফে সংপ্রক্ত হইয়াছে। চারি সহস্র আস্ত ভেড়া আছে, প্রত্যেকটী ৯০ হইতে ১৬০ পাউণ্ড ভারী। এতদ্ব্যতীত গৃহপালিত পক্ষীর মাংস ও মৎস্য আছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতর বিচারপতি জষ্টিস নরিস সাহেব আগামী বর্ষে ৬টী বৃত্তি দান করিবেন। লণ্ডন মিশনরি সোসাইটী স্কুলের যে ছাত্র অবোধ পশুদিগের প্রতি ব্যবহারের বিষয়ে ৬টী ভাল প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, সেই এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

জর্ম্মণির একখানি সংবাদপত্রে মিশরের ইংরাজদিগের আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক উৎসাহব্যঞ্জক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন এম, গ্যাম্বেটার হস্তে শাসনকর্তৃত্বভার সমর্পিত না হইলে মিশর হইতে ইংরাজদিগের প্রভুত্ব বিলোপের সম্ভাবনা নাই।

মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজের অপর ছাত্রী বিবি স্কার্লাইব লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। এই রমণী মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট ডবলু, এম, স্কার্লাইবের পত্নী।

সি, এচ, লেপার সাহেব আসাম হইতে চীন পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে নির্ম্মাণের কল্পনা করিয়াছেন। এতন্নিমিত্ত মাখন হইতে ইরাবতী পর্য্যন্ত ১২০ মাইল রেলওয়ে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক হইবে। সিংপো নামক স্থানের ব্যবসায়ী-সমাজ এই রেলওয়ে নির্ম্মাণের বড় পক্ষপাতী। লেপার সাহেব বলিয়াছেন, এই রেল নির্ম্মিত হইলে পশ্চিম চীন ও পূর্ব্ব তিব্বত এবং রু... নানা স্থানে ইংরাজদিগের কৃত দ্রব্য স... প্রীয় রপ্তানী ও বিক্রয় দ্বারা বিস্তর আয় হ... পারিবে।

পোর্টিয়ার নামক স্থানের সন্নিকটে ভূ... রোমীয়দিগের প্রাচীন সহরের কতক অংশ আবি... হইয়াছে। ১১৪ হাত দীর্ঘ ও ৭৩ হাত প্রশস্ত এ... মন্দির, কতকগুলি অট্টালিকা, নাট্যশালা, স্নান... প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি ... কৃষ্ট ক্ষোদিত কার্য্যের নমুনা এবং রাশীকৃত ... ও পিত্তল বাহির করা হইয়াছে।

যে সকল রাজপুরুষ ভারতবাসীকে অকৃতজ্ঞ ... করেন, তাঁহারা যে কিরূপ ভ্রান্ত নিম্নলিখিত স... দুটী পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে... মেদনীপুরের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট হারিসন সা... তথায় প্রাইমারী শিক্ষার বিস্তৃতি এবং সাধারণ... উক্ত জেলার মঙ্গল কামনা করায় তত্রত্য ডি... স্কুল কমিটির দেশীয় সভ্যগণ উদ্যোগী হইয়া ২... টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ টা... সুদে মাসিক দুই টাকা করিয়া চারিটী প্রাইম... ছাত্রবৃত্তি হারিসন সাহেবের নামে স্থাপন ক... অভিলাষী হইয়া তাঁহারা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নি... আবেদন করেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ... ইহার অনুমোদন করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মেদনীপু... অন্তর্গত নাড়াজোলের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ... মহেন্দ্রলাল খাঁ মৃত পিতা অযোধ্যারাম ... স্মরণার্থ মেদনীপুর কলেজে মাসিক ৫ টাকার এ... বৃত্তি স্থাপনের নিমিত্ত দুই সহস্র টাকা দিবেন বি... প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই বৃত্তি তত্রত্য ক... জিয়েট স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ... গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বৃত্তি লাভে বিমুখ বালকই ... হইবে।

সারা রাবণহাট দক্ষিণ আমেরিকায় গবর্ণ... কর্ত্তৃক কোন বিশেষ কার্য্যে পাঁচ মাসের ... প্রেরিত হইয়াছেন। ইঁহাকে অতিরিক্ত কা... জন্য পঞ্চাশ রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইয়াছি... এই নিমিত্ত তিনি দৈনিক নিরূপিত বেতন ব্য... প্রতি রাত্রি ৬৬০০ টাকার হিসাবে বেতন চা... ছেন। এত অল্প যে?

এবার এলাহাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ের চা... ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা দান করিয়াছেন।

ইডেন সাহেব যে উদ্দেশ্যে ৬টী বৃত্তি ... স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার একটী অঙ্গভঙ্গ ক... তিনি ৬টী বৃত্তি দিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষ ...

জিয়া একটী করিলেন। একজন দেশীয় কৃষি-
ার্থীর উৎসাহ ভঙ্গ করা হইল। ভারত যেরূপ
ত্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা
া তাহার কথঞ্চিৎ অপনয়ন হইবার সম্ভাবনা,
ইহার একটী বন্ধ করা বর্ত্তমান ভারতহিতৈষী
মেণ্টের উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। ইডেন সাহেব
প বৃত্তি বিধান করিয়া গিয়াছেন, হয় তাহা
য় রাখা হউক, না হয় আর কিছু বৃদ্ধি করিয়া দুই
র উপায় সত্বরে বিদ্যালাভের ব্যবস্থা করা হউক।
া একজনের সম্বলে থাকিয়া বিদ্যালাভের
স্থা করিলে অধ্যয়নার্থীর কিছু সুবিধা হইবে বটে,
দেশের অনিষ্ট করা হইবে। ভারতবাসীরা
ও দুঃখে লালিত ও পালিত। অতএব তাহা-
র পুত্রগণের এ সামান্য কষ্টে অধিক কষ্টবোধ
ব না। মহামনা গবর্ণর জেনেরল তথা বঙ্গদেশীয়
টনাণ্ট গবর্ণরের এরূপ আর কয়েকটী বৃত্তিবিধা
চেষ্টা করাই শোভা পায়। তা না করিয়া যে
আছে তাহার আবার একটী বন্ধ করিলে নিন্দ
হইবেন সন্দেহ নাই।

মান্দালাইয়ের রাজার সহিত ইটালীয়দিগের
াধ উপস্থিত হইয়াছে। ইটালীয়েরা ইহাতে
ক্ত হইয়া মৌলমীন আপনাদিগের আয়ত্ত
তে উৎসুক হইয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের
ন রাখা কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ভূমি জরিপ করিবার যে
প্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ
য়াছেন। কিন্তু কোন্ স্থানের জমীর কিরূপ খাজনা
। তদন্ত করিয়া দেখিবার নিমিত্ত উপযুক্ত
কের উপর ভার দিবেন। দেওয়ানী আদা-
র করসংক্রান্ত মকদ্দমার সত্বরে মীমাংসা করি-
সুবিধার জন্য এই তালিকা গৃহীত হইবে।
রাজিত কর্ম্মচারিগণ ভূমির খাজনার হার লিখিয়া
লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত
বেন।

রুশ-তুরস্কে যুদ্ধ হইল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিবাদের
ংসা করিয়া দিয়া পরিশ্রমের পুরস্কারের স্বরূপ
স্বর্কস্ব তুরস্কেরই নিকট হইতে পাঁচ বৎসরের
ন্তে সাইপ্রস দ্বীপ শাসন করিতে লইলেন।
ার্ষী বর্ষে সেই কাল পূর্ণ হইবে। লর্ড কিম্বার্লে
দেশীয় প্রজাবর্গকে যেরূপে শাসনের আশা দিয়া-
লন, তাহা হইতেছে না দেখিয়া তাহারা ব্যস্ত
য়া উঠিয়াছে। এ দিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পাকা
দোবস্তের তোগাড় দেখিতেছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বঙ্গদেশের লেপ্টে-
ট গবর্ণর বাবু হরবংশ সহায়কে আপনার সভার
াভুক্ত [illegible] পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি
একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত জমিদার। ইনি আবার ওকা-
লতী করিতেন।

লর্ড রিপন একেকক্রমে অনেকগুলি সাধু কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তিনি কেবল শিমলা-শৈলের শীতল বায়ু সেবন করিয়া প্রত্যাগত হইতেছেন না, প্রকৃত শাসনকর্ত্তার যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তাহাই সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি অতর্কিতভাবে পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া সাধারণ লোকের অবস্থা, রাস্তা ঘাট ও বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যকাল যত নিঃশেষিত হইতেছে, ততই আমাদিগের মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা জন্মিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শাসনকালের দুই বৎসর অতিবাহিত হইল, তিনি আর তিন বৎসর মাত্র এ দেশে আছেন। কিন্তু যেরূপ রাশিরাশি কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্মুখে উপস্থিত, তাহা ত এই অল্প সময়ের মধ্যে কদাচ সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাকে অনেকগুলি নূতন কার্য্যের আরম্ভ ও অনেক-গুলি পুরাতন কার্য্যের সংস্কার করিতে হইবে, সেই গুলি যদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তবেই ভারতবাসীর সুখসূর্য্য উদিত হইবে। অন্যথা লর্ড রিপন সুখের মুখ দেখাইয়া চলিয়া যাইলে আমাদিগকে বিষাদা-র্ণবে মগ্ন হইতে হইবে। অতএব তাঁহার কার্য্যকাল যাহাতে কিছু বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা এখন হইতে আমাদিগের কর্ত্তব্য। তিনি এই দুই বৎসরের মধ্যে নিম্ন লিখিত দেশ হিতকর-কার্য্যগুলি সম্পন্ন করি-য়াছেন এবং করিতে উৎসুক হইয়াছেন। যথা:—

স্থানীয় লোকদিগকে আত্মশাসনে অধিকার দান, এ দেশের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন নিয়োগ, কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বিচার, কৃষক-দিগকে কৃষিকার্য্যের জন্য ঋণদানার্থ ব্যাঙ্ক স্থাপন, দেশীয় শিল্পের উন্নতি, বঙ্গদেশের চীফ জষ্টিসের পদে দেশীয়কে অধিকার দান, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের তিরোধান।

১৮৮১—৮২ অব্দে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আব-কারী বিভাগ হইতে ৯৩৭৮০০৪ টাকা আয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ধেনো মদে ৪৩২৪১৮৯ টাকা গাঁজায় ১৭১৩৭৯১ টাকা, অহিফেনে ১৭৪৭৬০৯ ও তাড়িতে ৬৬৬১৯৪ টাকা।

মুসলমানেরা আপনাদিগের গরবেই মরিলেন। তাঁহারা হিন্দুদিগের সহিত একত্র পাঠ করিতে ভাল বাসেন না। পড়া ভাল হউক বা না হউক, তথাপি কানা গরুর ভিন্ন গোয়াল হওয়া চাই। ইতিপূর্ব্বে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বেহার পরিদর্শন করিতে গিয়া ভাগলপুরে মুসলমানদিগের জাতীয় সভায় উপস্থিত হইলে অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে মুসলমানেরা তাঁহা-দিগের বালকগণের নিমিত্ত কলিকাতায় এ কালেজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহাকে উদ্যো হইতে বিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি ই কোন স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। মুসলমানেরা সকল কুসংস্কার নিবন্ধন আজিও আশানুরূপ উন্ন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা অভিমান পরিত্য করিয়া যথাস্থানে ভাল পড়াশুনা হয়, তেমন বি লয় অথবা কালেজে অধ্যয়ন না করিলে উ হইতে পারিবেন না। মুসলমানদিগের বিদ্যালো যেরূপ অল্প, তাহাতে স্বতন্ত্র কালেজ প্রতিষ্ঠিত হ কদাচ তাহা সুশৃঙ্খলে চলিবার সম্ভাবনা নাই। যদি সে সম্ভাবনা থাকে, তবে কলিকাতার মাদ্র কালেজকে আর কিছু উন্নত করিতে পারিলে তাঁ দিগের সে অভাব অ বিদূরিত হইতে পারে।

সিম খাইলে মানুষ খিটখিটে হয় কি না, ই পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ডাক্তার টান ইতিপূর্ব্বে কিছুদিন তাঁহার পত্নীকে সিম খাওয়া রাখিয়াছিলেন। অল্প দিন পরে, তিনি ইহার হাতে হাতে পাইয়াছেন। প্রণয়িনী তাঁহার স কথায় কষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিলেন, এবং বহু তর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। ট্যানার সাহেব গতিক দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলে এই ঘটনার কিছুদিন পরে তাঁহার পত্নী তাঁহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সাহেব আপ পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন।

এবার গবর্ণমেণ্ট আপীসে ৯ টী উচ্চ এবং ২ নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীর পদ শূন্য হইবে। ১ জানুয়ারি পরীক্ষার্থীদিগের সেনেট হাউসে পরী গ্রহণ ও ১৫ ই ডিসেম্বর হইতে ৩১ এ ডিসে পর্য্যন্ত পরীক্ষার্থীদিগের আবেদন গৃহীত হই কলিকাতার পরীক্ষার্থীদিগকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মফস্বলের পরীক্ষার্থীদিগকে নিকটবর্ত্তী ট্রেজরি ফীর টাকা জমা দিয়া রসীদ বোর্ড অব জামিনরের নিকটে পাঠাইতে হইবে। প্রে ডেন্সি কলেজের অধ্যাপকেরাই পরীক্ষা গ্রহণ ক বেন। ৪০০ পরীক্ষার্থী ইতিমধ্যেই পরীক্ষা দি জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এখন দিন আছে।

ব্রহ্মরাজের পত্নী আজি পর্য্যন্ত দূতদিগের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই। রাজা নাকি আ দিন সে কাজ পরিষ্কার করাতে রাণীর নিকট প্রেরিত হইতেছেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে উক্ত পত্রের সর্ত্তেই বাধ্য হইতে হইবে, অন্যথা দাদান সম্মুখে তৃণের ন্যায় ভস্ম হইয়া যাইবেন।

বিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার এম,ডি লেসেপ্স সু যোজকের ভিতর দিয়া চারি দিনের মধ্যে তুরস্ক হইতে যাইবার সহজ পথের আবিষ্ক্রিয়া করিতেছে

ঢাকার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট লয়েড সাহেবের
ড়াশীকে তবে কি সহা সভাই গুলি খাইয়া
পরিত্যাগ করিতে হইবে? চাপরাশী তাঁহার
ী হুকুম পালন না করাতে সাহেব তাহাকে
করিবেন বলিয়া শাসাইয়া রাখিয়াছেন।
বা ত জানি সাহেবের যে কথা সেই কাজ।

২০ এ অক্টোবর ম্যানেলার অন্তর্গত ভূমিকম্প
া গিয়াছে। কম্পন চারি ঘণ্টা স্থায়ী
াড়িল। এই সঙ্গে ঘোরতর বৃষ্টি হওয়াতে প্রায়
নিম্ন স্থানই জলমগ্ন হইয়া যায়। পুরাতন
লিকা ও বিস্তর নূতন অট্টালিকা ভূমিসাৎ
াছে। সমুদ্রের আলোড়নে বড় বড় জাহাজ
কূল আসিয়া পড়াতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যখন
ম্যানেলা নগরের অর্দ্ধেকেরও অধিক লোক
ন্য হইয়াছে, তখন সমগ্র প্রদেশের যে কত
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েট আপীসের
াণীয় পদপ্রার্থীদিগের যেরূপ পরীক্ষার নিয়ম
য়া গত ৩১ এ আগষ্ট রেজলিউসন করিয়া-
লন, তদনুসারে পরীক্ষা করিয়া আপাততঃ
র্ডথার জেনেরলের আফিস ও টেলিগ্রাফ ও
লটরী বিভাগের ডাইরেক্টর জেনেরলের এবং
স কমিসনরের আপীসের কেরাণী নিযুক্ত
া হইবে।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের রাজা ওমরর মৃত্যু
য়াছে। ইনি সাত শত রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া-
লন। তন্মধ্যে তিনি কেবল এক শত মাত্রকে
নিতেন। এই রাজ্ঞীদিগের মধ্যে কতকগুলির গর্ভে
টী সন্তান জন্মে, তন্মধ্যে ৭৭ টী জীবিত
ছে। মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবার বাপের
গে গিয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যেই চারি শত
ীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

পাথুরিয়া কয়লা হইতে আলকাতরা প্রস্তুত হও
তে লোকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। প্রায় দুই
াব্দী অতীত হইল, এই আলকাতরা বেকার নামক
ব্যক্তি প্রথম বাহির করেন, তখন উহার তাদৃশ
দর ছিল না। কিন্তু এক্ষণে উহার সর্ব্বত্র অত্যন্ত
দর পরিলক্ষিত হইতেছে। এখন সমস্ত ইউরোপে
শুদ্ধ ৪ লক্ষ মণ এই আলকাতরা প্রস্তুত হইয়া
কে। এই তারের দ্বারা খিলান প্রভৃতি প্রস্তুত,
বিধ রং, গ্যাস, বার্ণিস, কাষ্ঠাদি রক্ষণ, কারবলিক
সিড প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।
ঠিক! এতৎসংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত আগামী সংখ্যক
প্রচুমে দেখিবেন।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে তারযোগে সংবাদ আসি-
ছে, নিহিলিষ্টেরা তথায় ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত
করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। সম্রাটের প্রাণ রক্ষার্থ
নানা প্রকার আয়োজনও হইতেছে। এইবার হয় সম্রাট না হয় নিহিলিষ্টদলের উচ্ছেদ সাধন হইবে।

সায়ান্টিফিক আমেরিকান পত্রে লিখিত হইয়াছে ২ ভাগ করাতের গুড়া, ১ ভাগ সূক্ষ্ম বালি ও এক ভাগ সিমেণ্ট ভালরূপে মাটীর সহিত মিশাইয়া তাহাতে দুই ভাগ চুণ দিলে অতি উত্তম মাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই মাটীতে যে দ্রব্য প্রস্তুত হইবে তাহা অতি পরিষ্কার ও শক্ত হইবে। এমন কি তদ্দ্বারা নির্ম্মিত দ্রব্যে জল লাগিলে গলিবে না। আমাদের দেশের কুম্ভকারদের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

সভচর গুনিয়াছেন জেপসন নামে এক জন ইংরাজ উদ্ভিজ্জবেত্তা উদ্ভিজ্জে মখমল প্রস্তুত করিয়াছেন। এ দেশেই কি, বিলাতেই কি ভাল মাখন পাওয়া দুর্ঘট; গোয়ালারা মাখনে অন্যান্য জিনিস মিশ্রিত করিয়া থাকে। জেপসন সাহেব এই জন্য প্রকৃত মাখনের ন্যায় উপকারী এক প্রকার উদ্ভিজ্জজাত মাখন প্রস্তুত করিয়াছেন। ৪ আউন্স ব্রেজিলীয় বাদাম উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ৪ আউন্স ভাল অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ ফোটাইবে। উহাতে উৎকৃষ্ট ময়দা ৮ আউন্স ও সিকি আউন্স লবণ মিশ্রিত করিয়া সমস্ত উত্তমরূপে কিয়ৎক্ষণ মর্দ্দন করিলে মাখন হইবে। উহা প্রকৃত মাখনের ন্যায় উপকারী হইবে।

ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, এখন যে ধূমকেতুটী উদিত হইতেছে ইহার পুচ্ছ প্রায় সাতকোটী মাইল দীর্ঘ। কি ভয়ঙ্কর!

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এ নবেম্বর। গয়ার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার পোপ সাহেব রঙ্গপুরের অন্তর্গত নেলফামারীতে বদলী হইলেন।

নেলফামারীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ, ফক্স মুস্রেফের অন্তর্গত বেগুসরায়ের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কমিশনর জে, মনরো, মজঃফরপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, এফ, ওয়ার্সলে, এবং ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, জি, ওয়েষ্টমাকট চৌকীদারী আইন সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার টি, নর্ম্মান মজঃফরপুরে বদলী হওয়াতে বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নিউবেরি সাহেব রঙ্গপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, ডব্লু পল মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ, এস উক্ত জেলায় স্থায়ী পদ লাভ করিলেন।

মুর্শিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডি, আর পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন। কিন্তু ইনি দ্বি আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের পুলিষ ইন্সপেক্টার জে লের কার্য্য করিবেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি ষ্টীভেন্স করিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন। ইনি দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ২৪ পরগণায় অব করিবেন।

মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জি, এম কুবী চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রে কালেক্টার হইলেন।

রাজসাহীর ম জিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ব্রিমলে সাহেব হা মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন। ইনি দ্বিতীয় আদেশ না পর্য্যন্ত কলিকাতার ২য় কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, এ হপ্‌কিন্স মো লীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, জি গ্রেভিয়ার মার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জনষ্ণ, আদ মজঃফরপুরে অন্তর্গত সীতামারির ভার প্রাপ্ত হইলেন।

খুলনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তা কুমার ঘোষ নবীয়ার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

বেবিনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি বি বকলণ্ড হাওড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

জে, স্কোপেল আশুঃ হাওড়ার প্রাক্তনি ম মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ হইতে অবসর পাইলে চম্পারণের মাজিষ্ট্রে কালেক্টার হইলেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, আর হেন বী রূপে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

হাজারিবাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্ট দীননাথ মুখোপাধ্যায় রাজসাহীর সদর ষ্টেশনে হইলেন।

সাঁওতালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কালীপদ মুখোপাধ্যায় পাঁচমহালী ও কুচবিহারের দ্বিতীয় পার্ব আসিষ্টাণ্ট কমিশনর হইলেন।

নদীয়ার পরিদর্শক জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বিগত ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা হইলেন।

বর্দ্ধমানের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, মোর নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

লোহারডগার অন্তর্গত পালামৌর প্রতিনিধি সব কালেক্টার বাবু সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৮ অব্দের ২ অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজি ডেপুটী কালেক্টার আর কাষ্টেয়ার্স কিছু দিনের জন্য রে বোর্ডের অধীনে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কালিয়ার সাহেব শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা হইয়া শ্রীরামপুরের ভার গ্রহণ করিলেন।

য়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এ সামুয়েল্‌স
শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা
ইয়া বাঁকুড়ার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।
ঝিঞ্জিলিয়ের প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-
ন, আর মাজিষ্ট্রিল মুহুরেল সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।
টনার অন্তর্গত বড়ের প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টার এচ, বি, টেলার ঝাঁঝিলিয়ে ও নবীয়ার অন্ত-
ষ্টিয়া। আলমডাঙ্গার জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার
এ, এডমনষ্টোন বড়ে বদলী হইলেন।
ঝিনের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার পি, জি মিলিন্স
র অধীনে সহকারীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ,
ম্যাথুইক বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন।
ট্ট সেটেলমেণ্ট অফিসর এম, এ, বি, এল বঙ্গদেশের সিবিল
ন অংশে ওকালতীর প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধমানের অন্তর্গত
ার ভার গ্রহণ করিলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের
প্রাপ্ত হইলেন।
ষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট পি, এচ, ওয়ায়েব নদীয়ার সদর ষ্টেশ-
ার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

ণ্ডের সুপারনেটে জজ বাবু মধুরানাথ গুপ্ত কিছু দিনের জন্য
র কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন ও সুপারনেটে জজ হইলেন।
স্থ শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, আর,
ও কাঁরাপুলের কোলেয়ার ও বাঁকুড়ার সামুয়েলস এবং
নের মাথেক সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা-
ণ কোহেরাণী অঞ্চলের ২-২ ও ৩৯৯ ধারানুসারে বিচার
ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।
রিয়ার মুন্সেফ বাবু ঘনশ্যাম গুপ্ত ছোট আদালতের জজের
নুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।
রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নীল-
মুখোপাধ্যায় ১ম শ্রেণীর ক্ষেপুটী মোহরী আব্দুল
ক ২য় শ্রেণীর ও নদীয়ার ও ব্রাহ্মের ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের
প্রাপ্ত হইলেন.

সংবাদদাতার পত্র

এলাহাবাদ।

গত ১০ এ নবেম্বর সোমবার এলাহাবাদ হাই-
টের সেসন বসিয়াছিল। এবারে আপাততঃ
মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। প্রথম মক-
র অপরাধী লক্ষ্ণৌর রয়েল আর্টিলারির একজন
চারী। তিনি তিনটী অপরাধের জন্য অভিযুক্ত
। আমরা এস্থলে কেবল মকদ্দমার স্থূল বিবরণ
খলাম: ইহাতে অপরাধী যে কিরূপ প্রকৃতির
ক, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। প্রথম, তিনি
র্ণেল ক্যারিংটন সাহেবের নাম জাল করিয়া
শত টাকার একখানি চেক (বরাত চিঠি) প্রস্তুত
ন, এবং তাহা লক্ষ্ণৌ হইতে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইবার
ণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি আর এক-
নি ৫০ টাকার চেক এবং লক্ষ্ণৌ হইতে বোম্বাই
যাইবার জন্য একখানি পরওয়ানা জাল করিয়া-
ছিলেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে অপরাধী কেনেডি সাহেব লক্ষ্ণৌর ব্রিগেড মেজরের আফিসে এক কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন এবং তথাকার পুস্তকাদি সকল বিষয়ই তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। ইত্যবসরে কর্ণেল ক্যারিংটন কিছু দিবসের জন্য একটী পদ প্রাপ্ত হইলেন, সেই সময়ে কেনেডি উক্ত কর্ণেল সাহেবের নাম জাল করিয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একখানি চেক বহি প্রার্থনা করেন, এবং তদনুসারে তিনি তাহা প্রাপ্তও হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি লি সাহেবের হোটেলে গমন করেন, এবং ঐ স্থানে তাঁহার প্রথম চেক জাল করা হয়। জাল চেক প্রস্তুত করিয়া হোটেলের অধ্যক্ষকে কাহারও দ্বারা তাহা ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিতে বলেন। একজন ভৃত্য ঐ চেক ব্যাঙ্কে লইয়া যায়, কিন্তু তাহা দেখিয়া কেহই টাকা দেন নাই, সুতরাং ভৃত্য যাঁহার চেক তাঁহাকে আনিয়া প্রত্যর্পণ করিল। অপরাধী ব্যাঙ্কে টাকা না পাওয়াতে হজরতগঞ্জে এক জন এদেশীয় দরজির দোকানে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং তথায় আপনার পরিধেয় বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া "আর রিচার্ড সন" এই নাম স্বাক্ষর করিয়া দোকানদারকে একখানি চেক প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহার মনে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে সে মারে কোম্পানির নিকটে যাইয়া সেই চেক দেখায়। তথাকার কোন লোক সৈন্যের তালিকায় ঐ নাম না দেখাতে দোকানদারের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল, এবং সে পুনরায় দোকানে আসিয়া দেখে যে, সাহেব চলিয়া গিয়াছে। অপরাধী তথা হইতে নুরমামুদের হোটেলে যান, তথায় এক রাত্রি অবস্থানাদি করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে যখন তাঁহাকে ১৩ টাকার হিসাব দেওয়া হয়, তিনি অম্লানবদনে হোটেলের অধ্যক্ষকে আর রিচার্ডসন সাহেবের নাম স্বাক্ষর করিয়া ৫০ টাকার একখানি চেক দিলেন, এবং ঐ চেক গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট ৩৭ টাকা অপরাধীকে অর্পিত হইল। কেনেডি সাহেব তথা হইতে ষ্টেষণে গমন করেন, সেখানে কর্ণেল ক্যারিংটন সাহেবের স্বাক্ষরিত এক খানি পরওয়ানা দেখাইয়া বলেন যে, তাঁহাকে মিরাটে যাইবার আদেশ হইয়াছে; কিন্তু পরওয়ানায় এরূপ কদর্য্যভাবে স্বাক্ষরিত ছিল যে, ষ্টেষণ মাষ্টার তাহা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর অপরাধী কানপুরে যাইয়া ধৃত হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার গাত্রবস্ত্রে চেকবহি, সেই ২০০ শত এবং আরও ৯০০ শত টাকার চেক পাওয়া যায়। এই মকদ্দমায় যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলে সম্পূর্ণরূপে জানা যাইত যে কেনেডি সাহেব কতদূর দোষী বা নির্দ্দোষ, কিন্তু তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। যাহা হউক, যথাসময়ে জুরিগণ তাঁহাদের মন্ত্রণাগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া কেনেডি সাহেব ৫০ টাকার চেক জাল করার জন্য অপরাধী, ইহাই বলিলেন। অপরাধীর প্রার্থনানন্তে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সকল বিষয় বিশিষ্টরূপে জানা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বিচারপতি ষ্টিরেল সাহেব সে দিবস দণ্ডাজ্ঞা দিলেন না এবং লক্ষ্ণৌর মেজর লরি সাহেবের নিকট কেনেডির চরিত্র বিষয় জানিতে পাঠাইলেন। তথা হইতে এই উত্তর আসিল যে আপাততঃ কেনেডির চরিত্র কিছু ভাল ছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তিনি ২।৩ বার সামরিক বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হইয়াছিলেন। ইহাতে মান্য বিচারপতি তাঁহার তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ করিলেন।

দ্বিতীয় মকদ্দমার আসামী সাহারাণপুরের তিন জন রেলওয়ে কর্ম্মচারী। তাহারা গত ১৬ ই আগষ্ট একজন স্ত্রীলোকের বলপূর্ব্বক সতীত্ব নাশ ও তাহার প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করার জন্য অভিযুক্ত হইয়া এই বিচারালয়ে উপনীত হইয়াছে। এই মকদ্দমার সকল কথা সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ; তবে এ সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা আমাদের বলিবার বাসনা আছে, তাহা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। অপরাধীরা যেরূপ গুরুতর দোষের জন্য দণ্ডার্হ হইয়াছে, তাহা সপ্রমাণ করা অতীব কঠিন। বিশেষতঃ এই মকদ্দমার অধিকাংশ সাক্ষী অতি সামান্য লোক, তাহারা জীবনের মধ্যে এরূপ স্থলে আসিয়াছে কি না সন্দেহ। তাহাতে আবার প্রশ্নকারিরা ব্যারিষ্টার, তাঁহাদের কূট প্রশ্ন তাহাদের যে বুদ্ধি-লোপ হইয়া যাইবে ইহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। সুতরাং তাহাদের কথাও ঠিক থাকে না। এ দিকে অপরাধীরা কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা একবার বিবেচনা করা উচিত। ইহার তিন জনই অল্পবয়স্ক অথচ শ্মশ্রু, তাহাতে আবার রেলওয়ে কর্ম্মচারী, ইহারা সময়ে সময়ে নানাপ্রকার গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারও ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আবার উহাদের মধ্যে একজন কর্ণেল পীড়াগ্রস্ত সুতরাং ইহারা যে সৎস্বভাবসম্পন্ন লোক, তাহা কেহ বলিতে পারিবেন না। যাঁহারা এ মকদ্দমার সাক্ষিদিগের এজেহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাঁহারা অপরাধীদিগকে নির্দ্দোষ বলিতে পারিবেন কি না, এ কথা আমরা বলিতে পারিলাম না। যাহা হউক, জুরি মহোদয়গণ ইহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিলেন, এবং তাহারাও অব্যাহতি পাইল।

গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরে মহরমের বিশেষ
দেখা গেল। এই মহরম উপলক্ষে উত্তর পশ্চি-
লে হিন্দু এবং মুসলমানদিগের সহিত প্রায়
াদ হইয়া থাকে। মুসলমানেরা অন্ধ ভক্তিপর-
হইয়া অনেক সময়ে হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার
রয়া থাকে। তাহাদের ইচ্ছা যে, এই পর্ব্বের
র আর কেহ কোনরূপ সমারোহ না করে,— কি
তা! অন্ধ কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে
দুর্গা পূজা হয়, তিনি অতি কষ্টে যাতনাবাধা
য়া প্রতিমা বিসর্জ্জনের অনুমতি প্রাপ্ত হন।
ডিষ্ট্রেট সাহেব এই কার্য্যের জন্য প্রাতঃকাল
তে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সময় নির্দ্ধারিত করিয়া
। যথা সময়ে প্রতিমা গঙ্গাতীরে উপস্থিত
ল, কোতওয়াল এবং আর আর পুলিষ কর্ম্মচারী
সমভিব্যাহারে ছিলেন। প্রতিমাকে গঙ্গাগর্ভে
র্জ্জনার্থ যখন সকলে নৌকা করিয়া তথায় যাই-
ছেন, এই সময়ে কতকগুলি মুসলমান তাঁহাদের
ত ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পুলিষের
ারণে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তাঁহাদেরই
ক্রমণ করিল। তখন উভয়দলে মারামারি উপ-
ত হওয়াতে মুসলমানদিগের মধ্যে কয়েক জন
ঘাত প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে একজন এরূপ আহত
যে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে প্রেরণ
তে হইয়াছিল। শুনিলাম সে তথায় প্রাণত্যাগ
রিয়াছে।

কয়েক দিবস হইতে গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া
য়াছে, এবং অনবরত বৃষ্টিও হইতেছে। ইহা
শস্যের বিশেষ মঙ্গলদায়ক।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
ওতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
আরমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।

সার প্রথম ভাগ (অষ্টাবিংশবার মুদ্রিত) মূল্য ৶০ ডাক মাঃ ১০
দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্দ্দশবার মুদ্রিত) মূল্য ৶০ ডাক মাঃ ১০
সার তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০
বিষের বিলাপ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ /০
ীসের ইতিহাস (এরূপ ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প
শিত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৶০ আনা।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ও
সাঁকো সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালী-ঘাটের বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও কালীঘাটে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সমীকরণ ও নিরন্তিবাদ, নরদেহস্থ-শোণিতের উৎপত্তি ও কার্য্যবিবরণ, তারকা-পতন, মৃচ্ছকটিক, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, আগমনী, মনু-সংহিতা, পৃথিবীর অবয়বাকৃতি, সাংখ্যদর্শন, ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আট ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক ম সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহ মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ ব সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারি অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট ক প্রেরিত হয় না।

পরীক্ষিত।

কেশসংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ই কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগ বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্য ৶০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্তশূল, রক্ত রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরো মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং /০।

পারার ঘৃত। ইহাতে উপদংশ এবং পারা রোগাদির শান্তি করত রক্ত পরিষ্কার এবং পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং নাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পা যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তা
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপু
কলিকাতা।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চু গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যা ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নি রণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পে ৸৵০ অর্দ্ধসের ১৷৵০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক হউক ইহার এক শিশি চুল নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১, প্যাকিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরম বাত, দূষিত নাসীঘা, গাত্রে বেদনা, হ পা ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সম সময়ে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকার

ছোট শিশি ১৷৷০ ও বড় ৸৷০ টাকা প্যাকিং ।০ ।
না—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৪৮ আর,
মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

সন্নামিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির
ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই দ্বিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপ-
কার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা
কণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই
সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই
ফল প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত দ্বিবিধ ঔষধের
এক কৌটার প্যাকিং ডাকমাসুল সমেত মূল্য
টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, কম্প,
ও বক্কৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর নাশ
বে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমাসুল
ত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে
করবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

ধাত্রী শিক্ষাকার ডাঃ শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ব্যবহার করিয়া অনেক ভদ্র বাঙ্গালী ও সাহেব
য়াছেন "এ দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের এ পর্য্যন্ত
পেটেণ্ট মেডিসিন্ বাহির হইয়াছে, সব চেয়ে
টীতেই বেশী ফল পাওয়া যায়।" অনেক
ভদ্র বলিয়াছেন "ইহা যেরূপ অল্প, তাহাতে
র নাম স্বরকেশরী রাখিলেই ভাল হইত।"
প্রতি ১২ ঔন্স শিশির মূল্য ১৷০, কমিশন্ শতকরা
। এক ডজনের নীচে কমিশন্ নাই। কলি
তা ১৯০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ আমার নিকট পাওয়া
।

শ্রীহরিদাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "আয়ুবর্দ্ধন" দুই খণ্ড। মূল্য ডাকমাসুল
৸৷০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক
ন-যাত্রির নিকট এই পুস্তক দুই খণ্ড থাকা
বশ্যক।

(২) "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ।
লেজ বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাসুল

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঋটিতি আরোগ্য ও প্রসব
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ
কৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা, (বা
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।
বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয়
রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ
ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশ
হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্ত-
পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল,
পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি
উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বাহে ও
পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ১ টাকা।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!
সেবনাল্লভ্যতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে
পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি
জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও
উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ
ষ্ট্রীটে ৩২। ৩৩ নং ইম্পিরিএল ড্রগিষ্টস হলে প্রস্তুত
এবং বিক্রীত হয়।

দেড় পোয়া বোতলের মগদ মূল্য ৸৷০ ও ডাকের
প্যাকিং খরচ ।৶০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য
প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ রায় উকীল—রাজসাহী
" " ঘনশ্যাম চৌধুরী—বগচরা
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী
মুক্তাগাছা
" " অন্নদাপ্রসাদ সেন—রঙ্গপুর
" " রামধন শাশমল জমীদার—কাঁথি
" " রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়—যশোহর
" " মাধবচন্দ্র রায়চৌধুরী—খুলনা
" " বিশ্বম্ভর নিয়োগী—হুগলী
" " চন্দ্রকান্ত আচার্য্য—দিনাজপুর
" " রামলাল চক্রবর্ত্তী—বারাকপুর

সোম প্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহ
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ ট
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০
আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর
হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কয়ালস যন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৯ সাল। ২৬ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮২। ১১ ই ডিসেম্বর। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

প্রণয়-প্রতিমা নাটক।

মূল্য ৷৷০ আনা।

বটয় যৌ

(হাস্য রসোদ্দীপক উৎকৃষ্ট প্রহসন)

মূল্য /০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ প্রণীত।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্যার পুথি।

পরিচয়। ইন্দ্রজাল শাস্ত্র স্বয়ং দেবাধিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন। কঙ্কমুনি দ্বারা উহা সংগৃহীত হইয়া—ভারতে প্রচার হয়। ভারতে অনেক গুপ্ত তিমিরগর্ভস্থ খনির উদরে মণির ন্যায় গুপ্ত আছে। আমরা উদাসিনী রাজকন্যার নিকট হইতে ঐ সকল মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুথিতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই;—অদৃশ্য হওয়ন, মহাদেবের ন্যায় পঞ্চমুখ!—রাবণের ন্যায় দশমুখ!—ব্রহ্মার ন্যায় চতুর্ম্মুখ—এবং উচাটন—বশীকরণ—আকর্ষণ!—স্তম্ভন!—পুরুষ স্ত্রীদেহে—বা—স্ত্রীলিঙ্গ ধারণের প্রক্রিয়া!—মূত্রাকরণ!—চক্ষুবিনা দর্শন। কর্ণবিনা শ্রবণ!—মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতঃ তাহার সহিত কথোপকথন!—কাষ্ঠ পাদুকা দ্বারা শূন্যমার্গে উড্ডীয়ান!—মানব হৃদয়ের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিবার সদুপদেশ—স্বীয় অঙ্গ হইতে সূর্য্য-রশ্মি বহির্গত করা।—ধন—বিদ্যা—মিলন-পরীক্ষা।—দিবাভাগে তারকাদর্শন—যোগবলে অপ্রত্যক্ষ বর্ণন!—প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্যজনক কাণ্ডকলের সাধনা হইবে। পূর্ব্বকালে আর্য্য ঋষিগণ যোগবলে যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—ত্রিকালজ্ঞ হইতেন—যে যোগশাস্ত্র দ্বারা জগতের গূঢ় ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইত—অধুনা যে যোগ শাস্ত্র নিষ্কাম আমেরিকাবাসী তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাগণ ভারতভাণ্ডারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এই পুথিতে ঐ সকল অদ্ভুত ব্যাপার এবং নানাপ্রকার জ্যোতিষ-শাস্ত্রসম্মত—গণনা প্রতি মাসে এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া, পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। রসায়ন শাস্ত্র-সম্মত দ্রব্যগুণে অতি আশ্চর্য্য ঘটনা—নানাপ্রকার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ক্রীড়া—প্রভৃতি সকল প্রকার কার খানা এই পুথিতে লিখিত হইবে। হস্তগণনা,—গর্ভ গণনা—মনুষ্যের অদৃষ্টের ফলাফল গণনার সঙ্কেত সকল অতি সহজ ভাষায় প্রকাশ হইবে। পুথির লিখিত বিষয় পরীক্ষা করিলেই ফলাফল জানা যাইবে। ফলেন পরিচীয়তে।—

নিয়ম। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ১৸৵০ আনা মাত্র।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

কলিকাতা,—নর্থ সুবার্ব্বণ টালা, ২ নং কার্য্যালয়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

দ্বিতীয় পর্ব্ব! দ্বিতীয় পর্ব্ব!!

অদ্ভুত রহস্য!! মাসিক পত্র।

উদাসিনীর অগ্রিম মূল্য মায় রাজাখরচ ১৸৵০ আনা মাত্র। যদি সুলভ মূল্যে উপন্যাস পাঠের আমোদ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা পাঠ কর। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রকমের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা, নানা কারখানা দেখতে পাবেন!!"

উদাসিনী—১ ম পর্ব্ব—পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া—ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

কার্য্যালয় ২ নং টালা নর্থ সুবার্ব্বণ কলিকাতা। } শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ কার্য্যসম্পাদক।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

অরকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস্, বুড়ো, পুরাণ কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, স্বরভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক কাশী সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০ বটিকা বিশিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আয়াটুন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড ষ্টিফেন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS : 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোত্যন্তরের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হই-

ছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল
গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব
লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা
প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ।
গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট
এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে
গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম লিখা আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস
এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে-
বের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ
নূতন এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া
থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায়
অনিষ্টজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের
কোনরূপ অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ
নূতন ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে
প্রশস্ত।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্টিকজুস
(অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন
করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত
প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য
কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদ্গারোদ্গান।	সবমন শিরঃশূল
পেট মাঁচিয়া পরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক
কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল,
ও অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গয়ানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে
দারুণ শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ
অজীর্ণ উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের
বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই
আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ
সহরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো
হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প
সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে।
সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া
আমাদিগকে উৎসাহিত করেন, এই আমাদের
অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)
দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড়
ধুতি, চাদর জোড়া ১৶ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত নানা
প্রকার তৈয়ারি জামা আঙ্গরাখা ও ছিটের ৸৹
হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩৲ হইতে ৬৲
পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১৲ হইতে ২৸৹
মোজা ৷৹, ।৶৹, ।৹ জোড়া ; গাটার /১০, ৶৹, ।৶, ৸৶,
রুমাল রেসমী ১৲ ১৷৹ ২৷৹, সুতীরুমাল ।৹, ৶৹, ৶৹,
/৹ তোয়ালে ৷৹, ।৶৹, ।১০, ৶৹, নূতন নূতন কেসা
নের প্রেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১৲, ১৷৹, ১৷৹,
২৲, ২৷৹, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৩৲ ৬৲ ৭৲, বিলাতস্থ
সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।৹ হইতে
৩৷৹ লেভেণ্ডার ৸৹ ফুরিডা ৸৹ পাইভারের ইউডি
কলং ৸৹, ৷৹ অন্যপ্রকার ।৹, ৶১০ অতি উৎকৃষ্ট
সুগন্ধি হেমকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশ-
বিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ
ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸৹ ও ৸৹, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন
৩৲ ২৷৹, ১৷৹, ৸৶৹, ।৶৹, অটোভিরোক (অর্থাৎ)
সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৩৲
নিয়োলি ২৲, মেকেসার অয়েল ১৷৹, ।৶৹, উত্তম তাস
।৹, ৷৹, ১৲, ২৲, নানাপ্রকার এয়ারিং জোড়া ।৶৹, ।৹,
৶৹, স্ত্রীলোকদিগের মাথার জাল ।৹, ।৶৹, চিরুনী ৷৶৹
হইতে /৹ ব্রস ৷৹ হইতে ৶৹,মাথায় দিবার ও কাপড়ে
বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে,
প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির ফিতা গজ
১৲ হইতে ৵১০, কমফটার, মোজা ও টুপি বুনিবার
জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পউণ্ড ৪৲
এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কারপেটের
বেগ সেটের বোতাম কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয়
হয়।

অগ্রিম মণিঅর্ডারের দ্বারা টাকা
না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন
দ্রব্যাদি পাঠাই না।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই ত্রিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপ-
কার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন; এবং আমরা
মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা
ঔষধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চ
উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত দ্বিবিধ ঔষধ
প্রত্যেক কৌটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত মূ
২ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, ক
প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর ন
করিবে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমা
সমেত মূল্য ১৸৹, সেবনের বিধি ঔষধের স
থাকিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "আয়ুবর্দ্ধন" দুই খণ্ড। মূল্য ডাকমাশু
শুদ্ধ ৷৷৹। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যে
জীবন-যাত্রির নিকট এই পুস্তক দুই খণ্ড থা
আবশ্যক।

(২) "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শে
বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশু
শুদ্ধ ।৹।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ ন
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরে
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঘটিত আরোগ্য ও প্রস
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উ
কৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা, (
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃ
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহা
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

প্রেরিতপত্র

মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনী সভা।

গত ১৪ ই আশ্বিন কলিকাতায় মধ্য বাঙ্গালা
সম্মিলনী নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে
বেলা ২৪ পরগণার অধিবাসিগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি

নর সহায়তা করা এই সভার উদ্দেশ্য।
ন্তি বালিকা ও অন্তঃপুরিকাগণের শিক্ষার সৌক-
র্য প্রতি বৎসর এক একটী পরীক্ষা হইবে, এবং
লাকদিগের উৎসাহের জন্য পরীক্ষোত্তীর্ণাদিগকে
রিতোষিক প্রদান করা হইবে। আরও যুবকগণের
তবিষয়ক শিক্ষার জন্য বক্তৃতা প্রভৃতি নানা
ার উপায় অবলম্বন করা যাইবে।
র্ষ্টাদা ২৪ পরগণাবাসী, অথবা ২৪ পরগণায়
ত অর্থ প্রভৃতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহারা
করিলে এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।
র বার্ষিক দাতব্য অন্যূন এক টাকা।
শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শয় অনুগ্রহ করিয়া এই সভার সভাপতি হই-
ন।
এই সভা সংক্রান্ত কোন বিষয় জানিতে হইলে,
াদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যের নামে ১২ নং
পুর ষ্ট্রীট কলিকাতা, ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করিতে
বে।
আগামী চৈত্র মাসের প্রথমে মধ্যবাঙ্গালা সম্মি-
র স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের প্রথম পরীক্ষা গৃহীত
বে। পরীক্ষণীয় বিষয় সকলের তালিকা এই
প্রেরিত হইল। যে যে স্ত্রীলোক যে যে শ্রেণীর
ক্ষা দিবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের প্রত্যে
নাম প্রভৃতি ও নিম্ন লিখিত বিবরণগুলি লিখিয়া
রা স্বয়ং অথবা তাঁহাদিগের অভিভাবকেরা
ামী পৌষ মাসের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইয়া
ধ করিবেন। অন্তঃপুরিকাগণও এই পরীক্ষা
ান করিতে পারিবেন।

জ্ঞাতব্য বিবরণ।

১। নাম।
২। অভিভাবকের নাম।
৩। বাসস্থান।
৪। বয়স।
৫। জাতি।
৬। কুমারী, সধবা বা বিধবা।
৭। যে শ্রেণীর পরীক্ষার্থিনী।
৮। যে বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষার্থিনী।
৯। যে বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনীর অন্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা বিভা-
গের ১২৮৯ সালের পরীক্ষার পাঠ্য
পুস্তকের তালিকা।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।

১ম শাখা।—বর্ণ পরিচয় ১ম ভাগ বা প্রথম পাঠ, ধারাপাতের গণ্ডাকিয়া পর্য্যন্ত এবং হস্তলিপি।

২য় শাখা।—বর্ণ পরিচয় ২য় ভাগ সরল যোগ ও ধারাপাতের গণ্ডাকিয়া পর্য্যন্ত এবং হস্তলিপি।

৩য় শাখা।—শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ, সরল গুণন ও ধারাপাতের গণ্ডাকিয়া পর্য্যন্ত, এবং হস্তলিপি।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

সাহিত্য।—বোধোদয়, পদ্যমালা এবং হস্ত-লিপি। গণিত।—ভাগহার পর্য্যন্ত।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

সাহিত্য।—আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ, কবিতা-মালা ১ম ভাগ বা পদ্যপাঠ ১ম ভাগ এবং ব্যাক-রণের পদ, কারক ও লিঙ্গ।

ভূগোল।—ভূগোলসূত্রের (ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ ব্যতীত) এসিয়া পর্য্যন্ত। গণিত।—মিশ্র-ভাগহার পর্য্যন্ত।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

সাহিত্য।—চারুপাঠ ১ম ভাগ, পদ্যপাঠ ২য় ভাগ, এবং ব্যাকরণের তদ্ধিত পর্য্যন্ত।

ভূগোল ও ইতিহাস।—ভূগোল সূত্রের ইউরোপ পর্য্যন্ত এবং বাঙ্গালার ইতিহাস (রামকৃষ্ণ বাবুর)

গণিত।—ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত।

পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী।

সাহিত্য।—সীতার বনবাস, পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ, এবং ব্যাকরণের সমাস ও সন্ধি পর্য্যন্ত।

ভূগোল ও ইতিহাস। ভূগোল সূত্র সমাপ্ত এবং ক্ষীরোদ বাবুর ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মুসলমান রাজত্ব পর্য্যন্ত।

গণিত। বহুরাশিক ও সামান্য ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী।

সাহিত্য। চারুপাঠ ৩য় ভাগ, পুষ্পমালা এবং ব্যাকরণ সমাপ্ত।

ভূগোল ও ইতিহাস। ভূগোল বিবরণ ও ক্ষীরোদ বাবুর ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সমাপ্ত।

গণিত। পাটীগণিত সমাপ্ত।

বিশেষ পরীক্ষা।

সাহিত্য। প্রভাত চিন্তা, মেঘনাদবধ ১ম সর্গ ব্যাকরণ ও রচনা।

রচনা। গদ্য এবং পদ্য।

গণিত। পাটীগণিত, জ্যামিতির ২০ প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত শুভঙ্করী।

বিজ্ঞান। ধাত্রীশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ এবং শরীরপালন।

গার্হস্থ্য বিষয়। (১) রন্ধন এবং (২) গৃহ-কর্ম্ম *।

কারুকার্য্য। (১) পশমের কার্য্য (২) সূচী-কার্য্য এবং (৩) চিত্র।

* গৃহকর্ম্মের জন্য সুশীলার উপাখ্যান ২য় ও ৩য় ভাগ এবং সুরুচির কুটীর পাঠ করিতে হইবে।

নীতি। রামায়ণের আদি, অযোধ্যা ও
ভাগ।

পরীক্ষার্থিনীগণের সংখ্যা প্রাপ্ত হইলে পরী
নিয়ম সকল প্রকাশিত হইবে।

শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

সোম প্রক

২৬ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

শিমলা রিপন হাসপাতাল।

শিমলা-শৈলে রোগের অধিকার নাই, সেখ
কার জল বায়ু উত্তম, স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়াই প্র
রাজপুরুষ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সেখানে গি
গ্রীষ্মকালে বাস করেন। সেইখানে হাসপাতা
সেখানে যদি হাসপাতাল করিয়া বাস করিতে হ
তবে আর কলিকাতার অপরাধ কি? এই যু
দিয়া, আমরা যে বিষয়ের নিমিত্ত অনুরোধ ক
তেছি, অনেকে উপহাস করিয়া হয় ত তাহা উ
ইয়া দিবেন। কিন্তু উপহাসের কথা নয়, যেখ
দেহ সম্বন্ধ সেই খানেই চিকিৎসক ও চিকিৎস
চাই। দেবগণ অজর অমর বলিয়া বর্ণিত
কিন্তু সেই স্বর্গেও স্বয়ৈবদ্য অশ্বিনীকুমার!
এব শিমলা যখন জনতায় পূর্ণ হইতেছে, তখন ত
যে রোগ প্রবেশ করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বি
নহে। সুতরাং তথায় হাসপাতাল নির্ম্মাণে
আবশ্যকতা হইয়াছে। ঐ হাসপাতাল দেশী
ইউরোপীয় উভয়ের উপকারার্থ নির্ম্মিত হইতে
এটী সাধারণের কার্য্য, সাধারণের সাহায্য ব্যতিরে
উহা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নয়। দূরদর্শ
অধ্যবসায়শীল ঐ হাসপাতাল কমিটীর প্রেসিডে
(সভাপতি) আলেন হিউম সাহেব সাধার
সাহায্যার্থী হইয়া যে একখানি পত্র প্রচার করি
ছেন, আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম

* গ্রীষ্মকালের রাজধানীভূত শিমলায় দেশী
ইউরোপীয়দিগের চিকিৎসার্থ আমরা একটী হ
পাতাল নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইয়াছি।

এতৎ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানি
পারা যাইবে যে, লর্ড রিপন ইহার প্রস্তাব প্রো
করিয়াছেন ও তাঁহার নামে এই হাসপাতা
নামকরণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

যে গবর্ণর জেনেরলের এ দেশীয়দিগের প্রতি ম
আচরণ করিবার ইচ্ছা এবং এ দেশবাসিদিগকে স
শাসনক্ষম করিবার ইচ্ছা স্পষ্টরূপে সকলেই জা
পারিয়াছেন, তাঁহার উপযুক্ত স্মরণচিহ্ন স্থাপন
ধার আমাদিগের একান্ত বাসনা।

দেশের শিক্ষিত লোকের নিকটে আমি যাচা য়াছি তাহাতে আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে ই কৃতবিদ্যদলের অনেকেই লর্ড রিপন বাহা- র কৃত কীর্ত্তিদিগের কিছু চেষ্টার নিমিত্ত তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া আছেন।

কিছু দিন হইল লর্ড রিপন কয়েক সপ্তাহ এরূপ অসুস্থ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবন লইয়া টানাটানি হইয়াছিল। তৎকালে আমরা বুঝিতে পারি যে তিনি আমাদিগের কিরূপ হিতৈষী বন্ধুর কার্য্য রিয়াছেন। কিন্তু আমরা এক্ষণে বলিতে পারিতেছি, হাসপাতাল পুনরুপলক্ষ্যেরায় তাঁহার স্মরণ চিরজাগরিত থাকিবে। ঈশ্বর যে তাঁহার জীবনদান য়াছেন, এই মহৎ কার্য্যটী তন্নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা র্শন ও আনন্দ প্রকাশের উপায়স্বরূপ হইবে। কার্য্যে সকল শ্রেণীর ও সকল জাতির লোকেই পটভাবে মিলিত হইয়া সাহায্যদানার্থী হইতে রেন।

নিদানকল্পে আমাদিগের তিন লক্ষ টাকার য়োজন। এই ভারতবর্ষে শত সহস্র সুশিক্ষিত ভাগ্যবান লোক আছেন, লর্ড রিপন ভারত- র্ষের উপকারার্থ যে কি করিতেছেন, তাঁহারা তাহা লক্ষণ বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের নিকটে দশ বিশ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা কিছুই নহে। এখানে একপও জার হাজার লোক আছেন, তাঁহারা এক শত হইতে াচ শত টাকা পর্য্যন্ত অনায়াসে দিতে পারেন। ই সকল ব্যক্তির নিকটে ও ভারতের প্রত্যেক ক্তির নিকটে (যাঁহারা অনায়াসে কিছু না কিছু তে পারেন) আমরা এ বিষয়ের সাহায্যার্থ প্রার্থনা রিতেছি।

আমরা আরও জানি এ দেশে এমন অনেক উরোপীয়ও আছেন যে, তাঁহারা এ বিষয়ে সাহায্য নার্থ উৎসুক। কিন্তু দেশীয়দিগের সহিত তাঁহা- দের সংখ্যার ও ধনের তুলনা করিতে গেলে হারা সমুদ্রগত কতিপয় জলবিন্দুর ন্যায়। তএব আমাদিগের যে মূলধনের প্রয়োজন, তাহার ধিকাংশই দেশীয়দিগের নিকট হইতে সংগৃহীত রিবার আশা আছে।

এটী আর্য্যাবর্ত্তের অসম্মানের বিষয় যদি এই দেশের কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহে কষ্ট উপস্থিত হয়। আমারও এরূপ বিশ্বাস নাই যে এ নিমিত্ত কিছুমাত্র ষ্ট হইবে।

যাঁহারা এ বিষয়ে সাহায্যদান করিবার বাসনা রেন, তাঁহারা আমাকে পত্র লিখিবেন। পত্রে াম, ধাম, উপাধি এবং টাকার পরিমাণ বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিবেন।

ভারতবর্ষের যে কোন জেলাতে টাকা জমা দিতে পারিবেন। যত টাকা জমা দিবেন ট্রেজরির অধ্যক্ষের নিকট হইতে রসিদ লইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

তাঁহারা যে পত্র পাঠাইবেন, তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইবে এবং দাতৃগণের নাম ও টাকার পরিমাণ সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে।

রজনি-শিমলা } এ, ও, ডিউম
সিপন হাসপাতাল কমিটীর প্রেসিডেণ্ট

পত্রখানি নিজেই নিজ বক্তব্য ব্যক্ত করিতেছে, আমাদের আর কিছু অধিক বলা বাহুল্য। তবে একজন কবি যে অনুরোধ করিয়াছেন, আমরাও সেই অনুরোধ করিতেছি।

দানং বিত্তাদৃতং বাচঃ কীর্ত্তির্ধর্ম্মো তথায়ুষঃ।
পরোপকরণং কায়াদসারাৎ সারমাহরেৎ॥

অসার ধন হইতে সার দান, অসার বাক্য হইতে সার সত্য, অসার আয়ু হইতে সার কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম এবং অসার দেহ হইতে সার পরোপকার আহরণ করিবে।

শান্তি রক্ষকের শান্তিভঙ্গ করিবার উপায় করা কি উচিত?

এখন আর সকলে মনুর আদর করেন না। অন্যে তাহা করুন আর না করুন, কিন্তু তিনি আমাদের আদিপুরুষ ও আদিব্যবস্থাপক। তাই আমরা তাঁহার দোহাই দিয়া থাকি। তাঁহার কথাগুলাও যুক্তিহীন অসার নয়। কথা পাকা বলিয়াই মন আপনা হইতেই সেই দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। তিনি ব্যবহার-দর্শন-প্রসঙ্গে বলেন,—

নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্য্যং রাজা নাপ্যস্য পূরুষঃ।
ন চ প্রাপিতমন্যেন প্রসহেথং কথঞ্চন॥

রাজা অথবা রাজনিয়োজিত প্রাড্‌বিবাকাদি স্বয়ং মকদ্দমার উৎপাদন করিবেন না। আর অপরে যে মকদ্দমা উপস্থিত করিবে, তাহাতে উপেক্ষা করিবেন না।

রাজা অথবা রাজপুরুষ যদি ক্রোধ লোভ অথবা ভ্রম প্রমাদাদির বশীভূত হইয়া প্রজায় প্রজায় বিবাদ বাঁধাইয়া দেন এবং কেহ কাহাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজদ্বারে আত্মদুঃখ নিবেদন করিলে রাজা যদি তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যের ন্যায় প্রবল প্রজা দুর্ব্বল প্রজাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তাহা হইলে রাজা রক্ষা হওয়া ভার হয়। প্রজার বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া এবং যাহাতে প্রজার বিবাদ বৃদ্ধি না হয়, সেই চেষ্টা পাওয়াই রাজার ও রাজপুরুষের কর্ত্তব্য; যাহাতে বিবাদের উৎপত্তি হয়, সে পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নয়। শারীরিক রোগ আর চক্ষুরোগ এ উভয়ের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। প্রায়ই একটী রোগ হইতে আর একটী রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মকদ্দমারও একটী হইতে আর একটীর উৎপত্তি হয়। প্রথম রোগটী যদি অচিকিৎসিত ও অনিবারিত হয়, তাহার সঙ্গিত অপর রোগের যোগ হইবার হইয়া উঠে। মকদ্দমাসম্বন্ধেও সেইরূপ। যদি একটী মকদ্দমার অঙ্কুরকালে তাহার উন্মূলন করা না যায়, সেই মূল হইতে অপর মকদ্দমা গজাইতে থাকে। যে কারণে আজ আমরা এ সকল কথার আলোচনা করিতেছি, নিম্নলিখিত তিনটী মকদ্দমার মূল বৃত্তান্তগুলি পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। বর্ত্তমান সালের (১৮৮২ সাল) ৩রা নবেম্বর গোপালচন্দ্র সিংহ নিম্নলিখিত দরখাস্ত খানি করেন।

মহামহিম মহকুমা বারুইপুরের শ্রীযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর বরাবরেষু।

দরখাস্ত শ্রীগোপালচন্দ্র সিংহ কারপরদাজ জানি দীনবন্ধু ও হীরালাল ভট্টাচার্য্য শাকিম চাঙড়িপো থানা সোণারপুর নিবেদন এই যে, হুজুর আ লতের বারুইপুর থানার এলাকা আড়াপাঁচ ঝুলির বিল ও ষ্টাণ্ডর সাহেবের চক নামক আ মনীবের বহুকালের পাট্টাস্থ ও খরিদা আবাদী রায় যাহা আমার তহশীল অধীনে আছে, তা পূর্ব্ব দিকের আমাদের দিয়ত ভেড়ী নিম্নলি ব্যক্তিগণ দাঙ্গা হেঙ্গামা দ্বারা কাটিয়া দিয়া জি বিলি করিবার জন্য অনেক লোক উপস্থিত ক রাছে। ঐ সকল লোক হেমেন্দ্রনাথ ঠাকু শুনিয়াছি। বাস্তবিক আমার মনীবের চক বা বা ভেড়ী ও খেরাও জমিতে কি জঙ্গলে বা খ উহাদের কোন স্বত্ব ও হক নাই। উহারা হঙ্গামা দ্বারা দখল করিবার মতলবে লোক র য়াছে। ঐ ভেড়ী বা খাল কাটিয়া দিলে আমার রের আবাদ ভাসিয়া যাইবে ও তাহাতে বিস্তর হইবে। সুতরাং আপন স্বত্ব রক্ষা করিবার নি লোক জন রাখিলে উহারা হঙ্গামা করিয়া খুন করিবে। অতএব হুজুর হইতে মফস্বল তদন্ত পু অভিনব হাঙ্গামী লোকদিগের জমীয়াৎ ভঙ্গ ক দিতে ও দাঙ্গা হাঙ্গাম না হইতে পারে বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। ১৮৮২ নবেম্বর।

এই দরখাস্ত পাইয়া ডেপুটী বাবু পুলিষের ই তদন্ত করিবার ভার অর্পণ করেন। পুলিষ ম স্থলে গিয়া তথ্যানুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা:—

নিবেদন হজুরের উপরি উক্ত আদেশ অনুসারে আমি আপন্তরহমানচৌধুরী হেড কনষ্টেবল রামলাল কনষ্টেবল একত্রে সরেজমী আড়াংচ গ্রামে যাইয়া জমিদার হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তরফ কারপরদাজ ষ্টেবল গোপালপুর এলাকা কামরাবাদ শাকিনের গয়ারাম মণ্ডল গোমস্তা ও জেলা আগরার গোপাল সিং কালারপুর শাকিনের প্রেবল সিং নয়ানসুট তেওয়ারি রামলাল সিং কল্যাণ সিং ছুটীলাল তেওয়ারি সীতারাম দরবান উপস্থিত থাকা দেখিয়া তথাকার পার্শ্বের লিখিত প্রজা মণ্ডল মহাদেব পরামানিক গয়ারামমণ্ডল লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডল দিগম্বর মণ্ডল যাদব চাপরাসী বুদ্ধি ষ্টিং সর্দার রামসাকুইদিগকে জিজ্ঞাসা করায় সকলে কহিল যে গোপাল সিংহের জমিদার দীনবন্ধু ও হীরালাল ভট্টাচার্য্যের হাজিরা সুস্থিরবিল নামক আবাদ হইতেছে, তাহারা বহুদিবস হইতে দখলী তার আছে। অদ্য ৫। ৬ দিবস হইল, কলিকাতার হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারের তরফ হাজীরা গয়ারাম মণ্ডল অজ্ঞাত নামধাম ৬ জন হিন্দুস্থানী লোক আসিয়া থানা বিষ্ণুপুর গাংরেরে শাকিনের ধর্ম্মদাস ও প্রিয়নাথ দাস খ্রীষ্টানকে গৈখাল মৎস্য ধরিবার জন্য বিলি করিয়াছে এবং ঐ আবাদের পূর্ব্ব উত্তর কোণের জঙ্গল কাটিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে ফাসী হইলে দাঙ্গা হওয়ার সম্ভাবনা। এ যাবৎ কোন দাঙ্গা ফেসাদ হয় নাই প্রকাশ করিলেক, অত্র দরখাস্তকারী আপন মনীব দীনবন্ধু ও হীরালাল ভট্টাচার্য্যের মিত্তামহের ভ্রাতা রামকুমার ভট্টাচার্য্যের সন ১৮৫৮ সাল ৫ই জুন তারিখের টালীগঞ্জের দ্বারকানাথ রায়ের স্ত্রী অম্বিকাদাসীর নিকট সুস্থির বিল ৪৫০ বিঘা জমী খরিদ করা রেজেষ্টরী দলীলেতে অত্র জেলার কালেক্টরি হইতে ১৮৬৭ সালের ৭ ই মে তারিখে সহি মোহরের নকল প্রাপ্ত হওয়া গেলাও সাহেবের চকের নক্সা দেখাইলে গয়ারাম মজকুর আপন মনীব সহর কলিকাতা জোড়াসাকো ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন নিবাসী হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ত্তমান সন ১৮৮২। ৩ ই অক্টোবর তারিখের কলুটোলা শাকীনের সাগর দত্ত ও সত্যদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারের দিওত ঘটনার আবাদ জমুমান ১১০০ বিঘা জমির মধ্যে ৫০০ বিঘা জমি পাট্টা রেজেষ্টরি করিয়া দেওয়া দেখাইলেক, এমত স্থলে অত্র দরখাস্তকারীর মনীব বিবাদী জমীতে বহুদিবস হইতে দখলীকার থাকা প্রকাশ পাইয়াছে। জমিদার হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর গত মাহায় সাগর দত্তদিগর জমিদারের নিকট পাট্টা হাসিল করিয়া উল্লিখিত গয়ারাম মণ্ডল গোমস্তা প্রেবল সিং প্রভৃতি দরবান রাখিয়া ঐ আবাদের পূর্ব্ব উত্তর দিকে জঙ্গল কাটার মতলব করিয়াছে, তাহাতে হীরালাল ভট্টাচার্য্য পক্ষের লোক ফাসী হইলে দাঙ্গা ফেসাদ হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব উভয় পক্ষকে দাঙ্গা ফেসাদ না করিতে সমঝাইয়া দিয়া তাবৎ কনষ্টেবল তথায় মতায়ান রাখিয়া তদীয় তৎপরে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫৩৭ ধারা মত উভয় পক্ষকে হজুরে তলব করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে, তৎপ্রতি বিহিত আজ্ঞা হওয়া প্রার্থনায় সরেজমিনের নক্সা এক খণ্ড অত্র সহ প্রেরণপূর্ব্বক নিবেদন করিলেক ১৮৮২। ১৭ ই নবেম্বর।

পাঠক দেখিলেন, পুলিষ উত্তম রিপোর্টই করিয়াছেন। যাহাতে বিবাদের শ্রীবৃদ্ধি না হয়, যাহাতে একটী রোগ হইতে রোগান্তরের উৎপত্তি না হয়, যাহাতে মকদ্দমার শাখা প্রশাখা বহির্গত না হয়, পুলিষ সে চেষ্টা পাইলেন। পুলিষ যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছেন। বিষবৃক্ষের অঙ্কুরকালে উন্মূলন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু বিচারপতি সে পথে গেলেন না। তিনি আশু ভাবী অনিষ্টের প্রতীকারের কোন উপায় করিলেন না। অন্যায়প্রবৃত্ত আক্রমণকারী প্রশ্রয় পাইলে যে ফল হয়, তাহাই ফলিল। গোপালচন্দ্র সিংহের দ্বিতীয় দরখাস্ত পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন। তাহা এই:—

নিবেদন গোপালচন্দ্র সিংহ কারপরদাজ জানাব দীনবন্ধু ও হীরালাল ভট্টাচার্য্য সাং চাঙ্গড়িপোতা থানা সোণারপুর জেলামী হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তরফ বহুতর লোক আমার মনীবের দখলী ও বহুদিনের আবাদী তালুক ও চক চায় দখল করিবার উদ্দেশে লোক জন জমাইলে আমি গত ৩ রা নবেম্বর হজুরে দরখাস্ত করিলে পুলিসের প্রতি আজ্ঞা হয়, পুলিস কর্ম্মচারী সরেজমি উপস্থিত হইয়া একজন কনষ্টেবল তথায় মতায়ান রাখিয়া হজুরে রিপোর্ট করিবার পুলিষের এজাহার লওয়ার জন্য দিন ধার্য্য হইয়াছে। বিচারপতি। ঐ কনষ্টেবল সর্ব্বদা সরেজমী আবাদ তাবদা বলিয়া থাকে না। আসামী অজ্ঞাত নাম দরবান প্রভৃতি ৬০ জন লোক গত ২২ এ নবেম্বর তারিখে আমার মনীবের চকে অবৈধ জনতায় বলপূর্ব্বক জন ধিকার প্রবেশ করিয়া ভেড়ি কাটিয়া দিয়া প্রায় ২০০০ টাকার মৎস্য বাহির করিয়া দিয়াছে। কতক কাষ্ঠ কাটিয়াছে। এ কারণ হজুরে নালিষ করিয়া প্রার্থিত যে আসামিগণের অনধিকার প্রবেশ ও খাল কাটিয়া ক্ষতি করার বিচার করিতে আজ্ঞা হয়, নিবেদন। ইতি সন ১৮৮২। ২৫ এ নবেম্বর।

ডেপুটী বাবু মকদ্দমাটী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আক্রমণকারিরা প্রশ্রয় পাইয়া বিবাদ স্থলে সদলে অবস্থান করিতেছে এবং ভেড়ি কাটিয়া আমাদের অনিষ্ট করিতেছে। লোণা আবাদের ভেড়ি কাটিলে তাহাতে আর পদার্থ থাকে না। ডেপুটী বাবুর উপেক্ষা দোষেই এই অনিষ্টটী ঘটিল। কেবল এইমাত্র অনিষ্ট নয়, যাঁহাদিগের আবাদ, তাঁহারা যদি আগন্তুক ব্যক্তিদিগকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা পান, এখনই তুমুলকাণ্ড উপস্থিত হইবে। বৃহৎ দাঙ্গা উপস্থিত হইয়া খুন তখম হইবে। তখন শতমুখী গঙ্গার ন্যায় মকদ্দমার স্রোত বহিতে থাকিবে। আইনের কথা ও যুক্তির কথা এখন থাকুক, যাঁহারা শান্তিরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত, এটী কি তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত বিষয় নয়? একজন বহুকাল অবধি একটী বিষয় ভোগ করিতেছে, আর একজন আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে বঞ্চিত করিবার মানসে তথা হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছে, এরূপস্থলে শান্তিভঙ্গ হইবার কি সম্ভাবনা নয়? আমি পিতৃপিতামহাদিক্রমে একটী তল্লাসন দখল করিতেছি, আর এক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক সেই তল্লাসনটী দখল করিতে আসিল, আমি কি বাড়ীটী ছাড়িয়া দিয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে অম্লান বদনে চলিয়া যাইতে পারি? যাহার শরীরে রক্ত ও মাংস আছে, এমন কোন ব্যক্তি কি পারে? ডেপুটী বাবুই কি পারেন? মানুষের একটী স্বাভাবিক পুরুষকার আছে, তেজস্বিতা ও মনস্বিতা আছে, সেই সকল উচ্চ গুণ কি কোন ব্যক্তিকে পৈতৃক ভোগ দখলী বাটী ছাড়িয়া অন্যায়কারির হস্তে দিবার উপদেশ দেয়?

বোধ হয়, ডেপুটী বাবু ভাবিয়াছেন, এ মকদ্দমার যখন স্বত্বাস্বত্বের বিচার সম্পর্ক ঘটিতেছে, তখন বাদীর দেওয়ানী আদালতে যাওয়াই কর্ত্তব্য। ডেপুটী বাবু যদি এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহার মতান্তর হইয়াছে। আমরা দাঙ্গাহাঙ্গাম প্রভৃতির যে আশঙ্কা করিলাম, যদি তাহা ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে কেমন অন্যায় হইল, ডেপুটী বাবু একবার স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি। দেওয়ানী মকদ্দমা যে কেমন পদার্থ, তাহা কি ডেপুটী বাবু জানেন না? এক পুরুষে ত প্রায় উহার শেষ হয় না। অর্থব্যয় এত যে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরাইয়া যায়। তিন আদালতে মকদ্দমা করিয়া বিষয়ের উদ্ধার করা কি সকলের সাধ্য? কেবল তিন আদালতে মকদ্দমা হইলেই যে হইল, তাহাও নয়। আইনের এমনি মহিমা, যে এক বিষয়ের মকদ্দমা ফিরাইয়া ঘুরাইয়া অনেকবার করা যাইতে পারে। তাহাতে কেবল অর্থের শ্রাদ্ধ। আমরা বিলক্ষণ জানি, এই সকল কারণে ন্যায়ও অন্যায় হয়, অন্যায়ও ন্যায় হইয়া থাকে। যদি বাদী দেওয়ানী আদালতে মকদ্দমা করিয়া জয়ী হইতে না পারে, তাহা হইলে ত সে পৈতৃক বিষয় হইতে বিচ্যুত হইল; আর যাহার কোন স্বত্ব নাই,

ত্ববান্ হইল ! ডেপুটী বাবু কি এইটী উচিত
র বোধ করিলেন ? আক্রমণকারীকে বাদীর
ধ্যে মধ্যে প্রবেশ করিতে না দিয়া তাহাকে দেও
আদালতে যাইবার উপদেশ দিলে কি ভাল
না ? তাহার দলিলের বল নাই। সে কি ডেপুটী
ড়া যাইয়া গৃহে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিত
যদি বলেন, আবেদনী প্রকৃতপক্ষে কাহার দখলে
ছে, তিনি পুলিসের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহা
করিতে পারেন নাই। তাহাতেই ঐরূপ বাব-
করিয়াছেন। যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তাহা
লও ডেপুটী বাবুর বিষম প্রমাদ ঘটিয়াছে। তিনি
কেন তদন্ত করিতে গেলেন না ? পুলিস রিপোর্ট
খাছেন, পুলিসাধিকারিদিগের পাট্টা ও পরিদা কবলা
ভাল পুড়িয়া ; আর আক্রমণকারির পাট্টা এই
২ সালের। দুই খানি পাট্টা তলব করিয়া এ বিষ-
মীমাংসা করিলে কি ভাল হইত না ? দখলী-
রের দখল বজায় রাখা কি উচিত ছিল না ?
ীকারের দখল বজায় রাখা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনা
য়াই কি আইন কর্ত্তারা দখলীকারের দখল বজায়
খিবার আইন করেন নাই ?

এ স্থলে আমরা আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,
ওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কি ভাস্তর-
ভূবৌ সম্বন্ধ ? যাহাতে দেওয়ানীর কোনপ্রকার সম্বন্ধ
নার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে কি ফৌজদারী বিচার-
ের হাত দিবার নিষেধ আছে ? যদি সে নিষেধ
ন, তাহা হইলে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪৪৭ ও ৪২৬
ং ৫৩০ ধারার সৃষ্টি হইল কেন ? দুর্ব্বলের রক্ষার্থ
আইন কর্ত্তারা এ ধারাগুলির সৃষ্টি করেন নাই ?
প্রটী বাবুটী কি দুর্ব্বলের পক্ষ ও ন্যায়পক্ষ
র্থনাথ বিচারপতির আসন পরিগ্রহ করেন
ই ?

আমরা বারুইপুর মহকুমার ডেপুটী বাবুর আর
টী বিচারের কথা বলি, পাঠক তবে মন দিয়া
ন। এক দিন একজন প্রজা এই বলিয়া নালিশ
ল, তাহার কাছারি করা ঘরে আর একজন
া অপর দুই লোকের যোগে কাটিয়া লইয়াছে।
পুটী বাবু নালিশ অগ্রাহ্য করিলেন এবং হাসিতে
সিতে বাদীকে কহিলেন, মোক্তারকে এক টাকা
াছ আর এক টাকা দিয়া বিদায় হও। পাঠক।
কার বিচার শুনুন, একজনের সম্পত্তি আর এক
বলপূর্ব্বক লইয়া গেল, যাহার সম্পত্তি গেল, সে
ল, বলবান্ ব্যক্তিদিগকে বলে পারিল না, সুতরাং
দুর্ব্বলের বল ভাবিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ
রল। কিন্তু ফলে এই দাঁড়াইল ! ডেপুটী
নালিশটী অগ্রাহ্য করিলেন কেন ? তিনি কি
মানের চক্ষে ধূলি দিয়াছেন, অভিযোগটী মিথ্যা ?

আমরা জিজ্ঞাসা করি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান, ইহার মধ্যে কোন্ প্রমাণটী বলবান্ ? আমরা ত জানি প্রত্যক্ষের পর অনুমান। যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ না হয়, তাহারই অনুমানে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, কিন্তু হেতু প্রভৃতির দোষ থাকিলে অনুমান আবার ঠিক হয় না। এই নিমিত্ত অনুমান প্রত্যক্ষের অপেক্ষা ভয়না। বিচারপতি সেই ভয়না প্রমাণ অবলম্বন করিলেন কেন ? আবেদনকারী প্রজা ভূমির কর্ষণ রোপণাদি কার্য্য করিয়াছিল কি না, তাহার কি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই ? পার্শ্বস্থ যে সকল কৃষাণ অভিযোগকারিকে ভূমির কার্যকিত করিতে দেখিয়াছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে ত সকল সংশয় ভঞ্জন হইতে পারিত। বিচারপতি যদি অভিযুক্ত বিষয়ের তথানুসন্ধান করিতে অশক্ত হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার বিচারাসনে উপবেশন করাই অনুচিত হইয়াছে।

এ স্থলে আমাদের একটী সংশয় জন্মিতেছে, বিচারপতি কি ভাবিয়াছিলেন, অভিযুক্ত বিষয়ের মূলে স্বত্বাস্বত্ব বিচারের কোন সম্বন্ধ আছে ? যখন স্বত্বাস্বত্ব সম্বন্ধ রহিল, তখন অভিযোগকারির দেওয়ানী আদালতে যাওয়াই উচিত ? যদি তিনি অনুমান বলে এই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আর কোন মকদ্দমা ফৌজদারীতে হওয়া বিধেয় হয় না। সকল মকদ্দমাতেই স্বত্বাস্বত্ব বিচার ঘটান যাইতে পারে। চোর বা দস্যু আসিয়া আমার গৃহের দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। আদালত আমার লুণ্ঠিত দ্রব্যের প্রত্যুদ্ধার করিয়া দিবেন বলিয়া বিপন্ন হইয়া আমি ফৌজদারি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে বিচারপতি অনুমানবলে সিদ্ধান্ত করিলেন, দস্যুতে যখন অভিযোগকারীর দ্রব্য সামগ্রী লুটিয়া লইয়াছে, তখন দস্যুর অবশ্যই ঐ সকল দ্রব্যে কোন স্বত্ব আছে, নতুবা সে যায় কেন ? অতএব অভিযোগকারীর কর্ত্তব্য, দেওয়ানী আদালতে যাওয়া। যদি এইটী পাকা সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে আর ফৌজদারি আদালত রাখিবার প্রয়োজন কি ? কারণ দেওয়ানী আদালতে সকল মকদ্দমাই হইতে পারে। এই জন্য বারুইপুর মহকুমার ফৌজদারি আদালতে অল্প মকদ্দমা হয় বটে ? এই জন্যই কি মহকুমাটী উঠিয়া যাইতেছে বটে ?

এই ত গেল ডেপুটী বাবুর বিচারগত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিবেচনার কথা। যিনি আবার তাঁহার মস্তকের উপরে বিরাজমান হইয়া আছেন, সেই একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারদক্ষতার কথা পাঠক শুনুন। সম্প্রতি ২৪ পরগণার এতদ্বিষয়ক একটী অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কলিকা-

তার দক্ষিণ বোড়ালে ঐ ঘটনা হয়। কলিকাতার বা
সাগর দত্ত ও ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ বাবু হরপ্রসাদ রা
চৌধুরী দুই জনে দুই নম্বর জমিদারি ক্রয় করেন
সাগর বাবু ৮২ নম্বর এবং হরপ্রসাদ বাবু ৭৪ নম্বরে
ক্রেতা। উভয়ের মধ্যস্থলে একটী কাছারি-বা
আছে। সেইটী লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। সাগর বা
বলেন, ঐ কাছারী বাড়ীটী ক্রীত জমিদারির সামিল
হরপ্রসাদ বাবু বলেন, না, উহা তাঁহার জমিদারির সামিল
উভয়ে দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইল। সোণারপুরে
সুদক্ষ সব ইনস্পেক্টার বাবু বিনোদলাল মুখোপাধ্যা
ঐ সংবাদ পাইয়া আলিপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে
জানাইলেন, উভয় পক্ষই প্রবল, অতএব প্রবল
দাঙ্গা হইয়া খুন জখম হইবার সম্ভাবনা। অতএ
অগ্রে তাহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু দুঃখে
বিষয় জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সব ইনস্পেক্টরের কথা গ্রা
করিলেন না। কিন্তু দূরদর্শী সব ইনস্পেক্টর
আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কয়েক দিন পরে তাহা কা
ঘটিয়া উঠিল। বাবু সাগর দত্তের চারি পাঁচ জ
লোক সেই কাছারি বাড়ীতে ছিল। সব ইনস্পেক্টর
বলেন, হরপ্রসাদ বাবু কৌশল করিয়া বেলা ৫ টা
সময়ে থানায় একজন লোক পাঠান এবং এ দি
ঐ সময়েই বিবাদী কাছারি-বাড়ী দখল করিব
অভিপ্রায়ে তথায় কতকগুলি লোক পাঠাই
দেন। লোকেরা কাছারির মধ্যে প্রবেশ করি
সাগর বাবুর লোকের কাহার হাতে সড়কী বিধি
কাহারও বা কোমরে আঘাত করিল। এইরূপ করি
তাহারা ক্ষণমাত্রেই অদৃশ্য হইল। এই কার্য্য ক
বার নিমিত্ত একজন নূতন নায়েব নিযুক্ত হ
গিয়াছিল। উদ্দেশ্য এই যে ঐরূপে ব্যতিব্যস্ত ক
লেই সাগর বাবুর লোকেরা কাছারি ছাড়িয়া প
টয়া যাইবে। হরপ্রসাদ বাবুর লোকেরা ত
দখল করিয়া লইবে। আমরা ইহার পরিণাম
শুনিলাম, ঐ নায়েবের ৩ মাস কারাবাস এবং
করেক জনের কারাদণ্ড হইয়াছে।

ঘটনার পর অপরাধীর দণ্ডদান করিয়া শা
করা এক, আর ঘটনার পূর্ব্বে তাহার প্রতিবিধা
উপায় করিয়া তাহার নিবারণ করা আর এ
পাঠক ! ইহার কোনটী শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করে
জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট যদি পূর্ব্বে সাবধান হইতেন,
দুর্ঘটনা ঘটিত না। জীবিকার্থী বেচারা কর্ম্মচা
আহত হইত না। হরপ্রসাদ বাবুর নায়েব প্রভৃতি
কারাদণ্ড ভোগ হইত না। এক জনের (বি
পতির) এক অনবধানতায় এই অনিষ্টগুলি ঘ
সাগর বাবু যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন, নি
মহত্তর অনিষ্ট ঘটনা ঘটিত। বছর দাঙ্গা
কত লোক হতাহত হইত। অর্থের শ্রাদ্ধ

মার স্রোত বহিত। ব্যারিষ্টার ও উকীলদিগের াবার হইত। বিচারপতিদিগেরও কার্য্য ত। হয়ত অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত করিতে । যাঁহারা শান্তিরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, াদিগের ভ্রমপ্রমাদ নিবন্ধন এই সকল শোচনীয় ঘটনা হয়, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। ভবিষ্যতে রূপ ঘটনা না হয়, বিচারপতিরা শান্তিভঙ্গের ারার স্থলে শোচনীয় ঔদাসীন্য প্রদর্শন না ন, গবর্ণমেণ্ট কি তাহার উপায়বিধান করিবেন ? অধঃস্থ বিচারপতিদিগের কি চোখ ফুটাইয়া ন না ?

লর্ড রিপনের একটী কর্ত্তব্য।

লর্ড রিপন একটী বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা। ধর বুদ্ধি প্রগাঢ় ও প্রসাদগুণসম্পন্ন। তিনি শে যেরূপ কর্ত্তব্যরাশির মধ্যে পড়িয়াছেন, ন্নতে অনাদীর-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কর্ত্তব্যা-বোর নির্ণয় করিয়া সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার সহজ নয়। আমরা প্রজা, আমাদিগের যে যে দুঃখ ও কষ্ট অধিক, আশু তাহাই বিদিত য়া তাঁহার সাহায্য করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। রা যদি তাহাতে উপেক্ষা করি, সে দোষ আমা-গর ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না। আমরা অন্য কেহ তাহার ফলভাগী হইবে না। কিন্তু রা আমাদিগের বিবেচনার দোষে যদি কষ্ট , তজ্জন্য তাঁহার প্রতি অনুযোগ করা াদিগের কোনরূপেই উচিত হয় না। তাঁহার যাহা ভাল বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, তিনি ন প্রজারঞ্জকতাগুণে তাহা আমাদিগের অযাচিত অনমুভাবনীয় হইলেও কার্য্যে পরিণত করিবার স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা পাইতেছেন, তখন আমরা রূপে তাঁহার দোষ দিব ? তিনি অতর্কিতভাবে ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়া স্বচক্ষে প্রজার অবস্থা দর্শন রিতেছেন, সহস্রাক্ষের ন্যায় ভারত শাসন সংক্রান্ত তীয় কার্য্যেই দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তথাপি পুনঃপুনঃ একটী গুরুতর বিষয় তাঁহার নেত্র চর হইতেছে না, ইহাই আমাদিগের দুঃখ ও তাপের প্রধান কারণ।

ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে অধিকাং-ই অবিচার ও স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতিতা নিব-এ দেশীয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। ইউরো-রেরা দেশীয়ের প্রাণ সংহার করিলে তাঁহারা া গোলযোগে ছাড়িয়া দিতে উৎসুক হন, তবে ইনের বন্ধন পালন না করিলে কিঞ্চিৎ দোষ হয়, নিমিত্তই তাঁহারা একটু নাড়াচাড়া দিয়া দেখেন। ক ইউরোপীয়দিগের জন্য আইন স্বতন্ত্র, আইন-কর্ত্তা পক্ষপাতপ্রণোদিত হইয়া ইউরোপীয়দিগের অপরাধানুরূপ দণ্ডের বিধান করেন না, তাহার উপর আবার মাজিষ্ট্রেটেরা যদি পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে কিরূপে আইনের সম্মান রক্ষা হইবে ? প্রজারাই বা কিরূপে আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ? তাহারা যদি তাহাতে অসমর্থ হয়, লর্ড রিপনের ভুবনবিখ্যাত যশ ও কীর্ত্তি অস্তমিত হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। একটী সৎকার্য্য করিলে একগুণ প্রশংসা হয়, কিন্তু একটী অসৎকার্য্য সম্পাদন করিলে দশগুণ নিন্দা হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনার কারণ কি ? আলঙ্কারিকেরা যে নয় প্রকার রসের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভয়ানক রস প্রকৃতই ভয়ানক। হৃদয়ে বাধা পাইলে মনুষ্যদেহে তাহার যেরূপ লক্ষণ লক্ষিত হয়, অন্যেরও তাহা অসহ্য হয়। একজনকে কাতর দেখিলে কি একজনের দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিলে মানব মন যেরূপ সহজে বিগলিত হয়, অন্য কোন প্রকার বর্ণনাতেই সেরূপ হয় না। তাই বলি, লর্ড রিপন আমাদিগের সুখের জন্য যে কিছু কাজ করিতেছেন ও করিবেন মনে করিয়াছেন, তন্মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদিগের জীবন রক্ষার চেষ্টাই তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্যকর্ম্ম। ট্যাক্সের হ্রাস করুন, লবণের শুল্ক উঠাইয়া দিউন, আর আত্মশাসনেই অধিকার দান করুন, আমাদিগের জীবন রক্ষা করিতে না পারিলে কিছুতেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। পাঠক! এ স্থলে তাহার একটী প্রমাণ দেখুন। লর্ড নর্থব্রুক ভারত শাসনকালে ভারতের হিতার্থে যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, এক বরদার গুইকুমার মলহর রাওকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া কারারুদ্ধ করাতে সে সমস্তই ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। মলহর রাও প্রাণত্যাগ করিলেন, চতুর্দ্দিক হইতে লর্ড নর্থব্রুকের অজস্র নিন্দাবাদ হইতে লাগিল। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্য যেমন একটী পাপকার্য্যে নাশ হয়, সেইরূপ শাসনকর্ত্তাদিগের আজীবন হিতব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা সংগৃহীত যশ একটী অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠানেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অধুনা আমরা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এইরূপ এক একটী অবিচারের বার্ত্তা পাঠক সমীপে উপস্থিত করিতেছি। আজিও সেইরূপ এ স্থলে আর একটী অত্যাচারের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে চাণকের একজন সাহেব একজন দেশীয়কে এরূপ সাংঘাতিক ছুরিকাঘাত করেন যে, তাহাতেই তাহার জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। বারাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এই মকদ্দমার বিচার করেন: তিনি একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট। এরূপ গুরুতর মকদ্দমার ভার গ্রহণে তাঁহার অধিকার নাই। তথাপি তিনি তাহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন এই নৃশংস কাণ্ড যখন সংঘটিত হয়, তখন গৃহে গৃ এই বিষয়ের আন্দোলন চলিয়াছিল। সকল লোকে এই অন্তর ব্যথিত ও কোপাকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সকল দেখিয়া শুনি মকদ্দমাটী নিজ হস্তে রাখিয়া তাহাদিগকে স্তো দিলেন। কিন্তু যেই দেখিলেন সে কথা পুরাণ হইয়া পড়িল, অমনি মকদ্দমাটী ডিসমিস করি দিলেন। আহত ব্যক্তি এই বিষয় লেপ্টেন গবর্ণরের গোচর করাতে তিনি নথি আনাইয়া ঐ যুক্ত বিচারপতির উপর পুনর্ব্বিচারের ভার ন করিলেন। এখন বলা যায় না হতভাগ্যের আশ ফল কিরূপ দাঁড়াইবে। ভাল এ স্থলে আম একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রে যে এই অবিচার করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার কিরূপ হইবে ? বড় জোর বরখাস্ত হওয়া;—তাহাতে তাঁহ ক্ষতি বৃদ্ধি কি ? অধিক দিন এক স্থানে থাকা যে অসুখ হইতেছিল, স্থান পরিবর্ত্তন নিবন্ধন তা বরং দূরগত হইবে। এতদ্ব্যতীত যে আর কোন গু দণ্ড হইবে সে সম্ভাবনা নাই। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্ব সিবিলিয়ান, সিবিলিয়ানের দণ্ডবিধান করিলে তাঁহ নিজেরই অবমান, বিশেষতঃ সিবিলিয়ানদিগের দল যেরূপ সে বলের নিকট লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বল তুচ্ছ স্বয়ং ষ্টেট সেক্রেটরিই তাঁহাদিগের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং এরূপ স্থলে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের দ্বারা তাঁহাদিগে শাসনের আশা দুরাশা মাত্র। তবে গবর্ণর জেনেরল যদি ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারভ দেশীয় বিচারপতির হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন তাহা হইলে নির্ব্বিবাদে সকল গোলের মীমাংসা হইয়া যায়। দেশীয়ের নিকট ইউরোপীয়ের বিচা বিধি না থাকাতেই উভয়ের এই অত্যাচার অবিচারের বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু সেই বিধি স্থাপিত হইলে দেখিবেন, অত্যাচারের হ্রাস ও ন্যায় বিচারের সুখ্যাতি হইতে থাকিবে। অত অগ্রে এ কার্য্যটী যাহাতে সম্পন্ন হয়, তাঁহার সে কথা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা ও মিশনরি শিক্ষা।

যে কোন কার্য্য হউক, আরম্ভ হইলে ম তাহার ফল প্রকাশ না হয়, তাবৎ অনুমান অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থা অতএব শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশন সম্বন্ধে যে শত আনুমানিক কল্পনা হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের নহে। কেহ অনুমান করিতেছেন, কমিশন উচ্চ শি ব্যয় হ্রাস করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিবিধা অনুরোধ করিবেন, কেহ বলেন, কমিশন এই প্র

বেন, গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাদানকার্য্যের ভার হইতে হউন। ঐ ভার খ্রীষ্টীয় মিসনরিদিগের হস্তে র্পিত হউক।

কমিশন যে কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু যদি একটী ষ্ট করিয়া ফেলেন, পশ্চাৎ তাহার প্রতিকার া চর্ব্বট হইয়া উঠিবে। অতএব এ সময়ে াদের যে কিছু বক্তব্য আছে, তাহা ব্যক্ত করা া।

ভারত বিদ্যাহীন স্থান নয়। এখানে অনেক মান লোক জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন এবং অনেক উচ্চ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যার লোচনারও অপ্রতুল ছিল না। তবে এই একটী দোষ ছিল, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে বিদ্যা-চার প্রাদুর্ভাব ছিল না। প্রথম যখন ক্ষত্রিয় শ্য ছিল, তখন তাহারাও বিদ্যার আলোচনা ত, মধ্য সময়ে সেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের লোপ া যায়, তখন কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র অবশিষ্ট । শাস্ত্রকারেরা স্ত্রী ও শূদ্রের বেদাধ্যয়ন ধ করেন। বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হওয়াতে কাজে বেদাঙ্গ ব্যাকরণাদি পাঠ নিষিদ্ধ হইয়া । শূদ্রেরা চিরকালই এক প্রকার মূর্খ হইয়া ছিল। শূদ্রের মধ্যে কেহ কেহ কিঞ্চিৎ াধভি লেখা পড়া জানিত এই মাত্র। এখন ক বিবেচনা করিয়া দেখুন, যখন স্ত্রী ও শূদ্র াকার্য্যে অনধিকারী হইল, তখন স্পষ্ট বুঝা তেছে, সমাজের তিন অংশ লোক অজ্ঞান অন্ধ সে আচ্ছন্ন ছিল। এ অবস্থা সমাজের উৎকর্ষ ক বা আনন্দদায়ক নহে। এ দিকে ঘোর অজ্ঞান-ময়প্রভা, ওদিকে চিরপরাধীনতা। এই দুই ণে হিন্দুসমাজ ক্রমে একান্ত হীনাবস্থ হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্টের কৃপায় ও তাঁহাদিগের উচ্চ শিক্ষা-প্রভাবে সমাজের এ অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন াছে। এ মহান পরিবর্ত্তের প্রধান কারণ উচ্চ া। গবর্ণমেণ্ট যদি এ দেশীয়দিগকে উচ্চ শিক্ষা ন বঞ্চিত করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে মুসল-অধিকারে এ দেশীয় সমাজের যে অবস্থা ছিল, কি তাহার অনুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিত? এ এক একটী প্রবাদবাক্য আছে ক্ষণি মণিকারা লে অন্ধ হয়। এ দেশীয়েরাও যদি এখন মহা-সদৃশ উচ্চ শিক্ষা হইতে বিহীন হন, পূর্ব্ববৎ হইয়া পড়িবেন, এখন দোপা মেথর পর্য্যন্ত উচ্চ ক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ উচ্চ পদগ্রহণ করিতেছে, ন কি ... করিতে পারিবে? গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাদানের ভার পরিত্যাগ করিলে সেই ... সন্দেহ নাই।

যদি বলেন এ দেশীয়েরাই আপনাদিগের শিক্ষা-কার্য্যের ভার আপনারা বহন করিবেন, আপনারাই আপনাদিগের শিক্ষার পথ প্রস্তুত ও প্রশস্ত করিয়া তুলিবেন, গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হস্তাবলম্ব দানের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে আমরা বলি এ দেশীয়-দিগের স্কন্ধ আজও এরূপ দৃঢ়তর হয় নাই, যে অনায়াসে উচ্চতর শিক্ষার গুরুভার বহনে সমর্থ হয়। ইহারা সবে এই গুরুভার বহন শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজিও ইহাদের স্কন্ধ গুরুভার গ্রহণ করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। কাঁপিতে থাকে। দুই একটীর উদাহরণ দর্শন করিয়া কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যদি দুই এক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ ভার বহনক্ষম হইয়া থাকেন, তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে সকলে সে ভার বহন করিতে পারিবেন। আমরা পল্লি-গ্রামে বাস করিতেছি, অহরহ দেখিতেছি ও শুনিতেছি। গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদান করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ইনস্পেক্টার ডেপুটী ইনস্পেক্টার সব ইনস্পেক্টারেরা পরিদর্শন করিতেছেন, তথাপি অধিকাংশ বিদ্যালয়ে—অধিকাংশই বা বলিতেছি কেন কোন বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নয়। তাহার কারণ কিঅধিকাংশ লোকেরই আজিও বিদ্যা বিষয়ে গাঢ় অনুরাগ জন্মে নাই। অধিকাংশ লোকে প্রতিবেশীর সন্তানের বিদ্যা শিক্ষাকে নিজ পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা সমসদৃশ জ্ঞান করিতে শিখেন নাই। অধিকাংশ লোকের আজিও ঔদাসীন্যাদি দোষে যথাবিধি বিদ্যালয়ের কার্য্যসম্পাদকেরা ভার গ্রহণের ক্ষমতা হয় নাই। আমরা দিবাচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, গবর্ণমেণ্ট হাসি ছাড়িয়া দিলেই উচ্চ শিক্ষা গভীর ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া মগ্নোন্মগ্ন হইতে থাকিবে। অতএব—

" সহসা বিদধীত নক্রিয়া মবিবেকঃ পরমাপদাংপদম্।
" সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা "

কমিশনর সহসা গবর্ণমেণ্টকে উচ্চ শিক্ষা দানের ভার হইতে অবসর গ্রহণের পরামর্শ দেন এবং গবর্ণমেণ্ট সহসা হাল ছাড়িয়া দেন, এটী কোন ক্রমে আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। উচ্চ শিক্ষার ব্যয় হ্রাস করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি বিধান করিলে উচ্চ শিক্ষার পদে কুঠারাঘাৎ করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার ব্যয় না কমাইয়া বরং আরো তাহার বৃদ্ধি করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা। প্রাথমিক শিক্ষা দান বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে ব্যয়সংকোচ করেন, সেটীও আমাদের ইচ্ছা নয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে স্বদেশ হইতে অথবা অন্য দেশ হইতে টাকা আনিয়া আমাদিগের শিক্ষার ব্যয় বাড়াইতে হইবে না। মাছের তেলে মাছ ভাজিবেন। আমাদের টাকা লইয়াই আমাদের শিক্ষার পথ বি করিবেন। যেমন একটী গৃহস্থের পাঁচটী আছে, যদি পাঁচজনই উপার্জ্জনশীলা হয়, ত একজন কর্ত্তার অপেক্ষা করে, একজন কর্ত্ত থাকিলে সংসারের সুশৃঙ্খলা হয় না। তে আমরা যদি উচ্চ শিক্ষার ভার বহনে সম্যক হইতাম, তথাপি আমাদের একজন কর্ত্তার অ থাকিত। গবর্ণমেণ্টকে পিতৃস্থানীয় হইয়া সেই বহন করিতে হইত, কর্ত্তা আবার ভার বহ উপযুক্ত বিবেচক ও সর্ব্বতোদর্শী না হইলে সংসা সুশৃঙ্খলা হয় না। তেমনি পরিপক্ক-বুদ্ধি দূ সর্ব্বতোদর্শী গবর্ণমেণ্ট আমাদের শিক্ষার ভার না করিলে আমাদের শিক্ষাকার্য্য কি সুশৃ হইবে?

যদি বলেন খ্রীষ্ট মিশনরিরা আমাদের উচ্চ শি দানের ভার গ্রহণ করিলে আমাদের আপত্তির সর থাকিবে না। আমাদের বিবেচনায় এ বা অকিঞ্চিৎকর। আমাদের মনে বিলক্ষণ আ থাকিবে খ্রীষ্ট মিশনরিরা বিদ্বান্ বটেন, বুদ্ধি বটেন, নানা স্থানে বিদ্যা দান করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের কয়েকটী মহৎ দোষ আছে কারণে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ন্যায় উদারভাবে শিক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন না। এ দোষ, গবর্ণমেণ্টের প্রজার প্রতি যেরূপ পিতৃবৎ আছে, খ্রীষ্ট মিশনরিদিগের সেরূপ নাই। তাঁ বিদেশীয় ও বিধর্ম্মি লোক। আমাদিগের সু তাঁহাদিগের কিছুমাত্র সমসুখ দুঃখতা নাই। বি খ্রীষ্টমিশনরিরা নানা স্থানে বিদ্যা দান করিতে যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহারা বিদ্যা দান করিব করিয়া বিদ্যা দান করিতেছেন না। তাঁহা একটী স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে। অধ্যয়নার্থীদি খ্রীষ্টান করিব তাঁহাদিগের এই অভিসন্ধি। বিষয়ে কোন প্রকার অভিসন্ধি থাকে, সেটী সৎ হইলেও তাহা প্রশংসনীয় হয় না। আমাদের কারেরা সকাম কর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মের সম প্রশংসা করিয়াছেন। অন্য কথা কি, নিষ্কাম মোক্ষ হয়, সকাম কর্ম্মে তাহা হয় না। অতএব মিশনরিদিগের যখন একটী গূঢ় অভিসন্ধি রহি তখন তাঁহাদের হইতে উচ্চ শিক্ষা দানকার্য্য ভালে যে সম্পন্ন হইবে তাহার সম্ভাবনা কি।

তৃতীয়, খ্রীষ্টমিশনরিরা ব্যয়কুণ্ঠ। উচ্চ দানার্থ যেরূপ ব্যয় করা আবশ্যক, তাঁহারা ব্যয় করিতে পারেন না। প্রথমতঃ যাহাতে বেতনে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাঁহাদের সেই মিশনরি বিদ্যালয়ের এক এক শ্রেণীতে যত থাকে, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে দুই তিন শ্রেণীতে

আছে কি না সন্দেহ। একে শিক্ষক অল্প বেতন পান, শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহার তাদৃশ মনোযোগ থাকে না, সর্ব্বদা গা মাটি মাটি করিতে থাকে তাহার উপর ঐ ছাত্রের চাপ। শিক্ষা যত সুন্দর হয় পাঠক তাহা অনুমান করিয়া লইবেন।

চতুর্থ, খ্রীষ্টমিশনরিরা ছাত্রদিগকে খ্রীষ্টান করেন বলিয়া তথায় পুত্রপৌত্রাদিগকে অধ্যয়নার্থ পাঠাইতে লোকে উৎসুক হন না। কখন্ কি ঘটে, কখন পুত্র বেহাত হয়, সর্ব্বদা এই আশঙ্কায় অনেক অভিভাবকই পুত্রাদিকে মিশনরি বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্তি করিতে দেন না। অর্দ্ধশিক্ষিত করিয়া চাকরী বা ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া দেন। এটী মিশনরি বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষালাভের একটী বিষম প্রতিবন্ধক। এই সকল কারণে আমরা কহিতেছি গবর্ণমেণ্ট যদি হাল ছাড়িয়া দেন, উচ্চশিক্ষা বিষম বিপন্ন হইয়া পড়িবে, উন্নতি অধঃপাতে যাইবে। শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনর এই সকল বিবেচনা করিয়া যে প্রস্তাব ভাল হয় তাহাই করিবেন, এই আমাদের অনুরোধ।

লাহোরের সিবিল মিলিটরি গেজেট কাশ্মীররাজের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সম্পাদক তাঁহাকে রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি বলেন, জম্বুবাসীরা তাঁহার শাসনপ্রণালীকে তাদৃশ বিশুদ্ধ জ্ঞান করে না। তাহারা তাঁহার অত্যাচারে উত্যক্ত। তিনি স্বাধীন বাণিজ্যের উন্নতির প্রতিরোধক। অতএব লর্ড রিপনের কর্ণগোচর গিয়া প্রজার দুঃখ ও তাঁহার কৃত অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রকৃষ্টরূপে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

মিশরযুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরাজ জয়চঙ্কার নিনাদে ভুবন নিনাদিত ও গগন বিদীর্ণ করিতেছেন, পৃথিবী অবাক্। ভারতীয় সৈনিকদিগের ভুজবীর্য্য ও প্রভুপরায়ণতা দর্শনে ইউরোপীয় জাতিগণ বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু এই সকলের মূল কে? কে এই সকলকে একত্র সমবেত করিয়াছিলেন? কে ইংরাজদিগের গৌরব-ভাস্করের তীব্র রশ্মিবিস্তারের কারণ হইয়াছিলেন,—সেই আরাবি যে যিনি এক্ষণে বন্দীদশায় ইংরাজ কারাগারে লৌহনিগড়ে বদ্ধ হইয়া জগতের আপামর সাধারণকেই দুঃখ ও ক্ষোভে বিচলিত করিতেছেন। তাঁহার ভাগ্যফল আমরা পূর্ব্বে যাহা স্থির করিয়াছিলাম আজ ঠিক তাহাই ঘটিল। তিনি ধন মান তেজ ও স্বাধীনতা হারাইয়া অকিঞ্চিৎকর জীবনের জন্য মায়াযুদ্ধ হন নাই, প্রকৃত বীরের ন্যায় তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া 'বড়ছনাময় জগৎকে পরিত্যাগ করিতে উৎসুক হন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৈনিকবিচারালয়ের সূক্ষ্ম ও উন্নতমনা ইউরোপীয় বিচারপতিরা তাঁহার বাসনা পূরণেও সমুৎসুক হইয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু খেদিব তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপবাসের আদেশ দিয়াছেন। উন্নত ও স্বাধীনচেতা আরাবি কি তাহাতে ভীত? কখনই নহে। তিনি ধৃত হইয়াই বিখ্যাত ফরাসী বীর নেপালিয়ানের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, আজ আমাকে ইংরাজ রাজের করুণার উপর নির্ভর করিতে হইল। এই বলিয়া তিনি বিষণ্ণমনে বিষণ্ণ মুখে চলিয়া গেলেন। খেদিবের অনুকম্পায় এখন সিংহলই তাঁহার জন্মের মত বাসস্থান স্থিরীকৃত হইল। ভাল, সভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি মনে করেন, আরাবির ন্যায় দেশ হিতৈষী লোকের জন্ম সুলভ? ইংরাজ সাহস ও বিদ্যা প্রভৃতি গুণে সর্ব্ব জাতির শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বলুন দেখি, ইটালীর স্বাধীনতাপ্রিয় ম্যাটসিনি ও মিশরের স্বাধীনতাকাঙ্খী আরাবির ন্যায় কয়জন লোক পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আরাবির অপরাধ কি যে তাঁহারা অম্লানবদনে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন? আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটরি লর্ড হার্টিংটন জানিবেন, একজন মহৎ ব্যক্তির প্রাণ সংহার করা যত সহজ লোকের মনে শান্তিস্থাপন করা তত সহজ নয়।

পুস্তক সমালোচনা।

বসন্তকুমারের পত্র। শ্রীযুক্ত নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা ৭৫ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি বিয়োগান্ত উপন্যাস গ্রন্থ। নটেন্দ্র বাবু বিশুদ্ধ প্রণয়ের উত্তম চিত্র করিয়াছেন, আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠে অত্যন্ত প্রীত হইলাম, বঙ্কিম বাবু যে রীতিতে উপন্যাস লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এখানি সেই রীতি অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বসন্তকুমারের সহিত হরকুমারের অকৃত্রিম বন্ধুতা ও হরকুমারের সদুপদেশ মানব-জীবনের আদর্শ। ইহা গ্রন্থকারের উচ্চ মনেরও পরিচায়ক। কুসুমিকার সহিত বসন্তকুমারের প্রণয় পবিত্র, কিন্তু গ্রন্থকার আবার বসন্তকুমারকে নীলাঙ্গিকার ভালবাসার পাত্র করিয়া ঘটনাটী বড় শোচনীয় করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই নীতির অনুসরণ করিলেই বড় সুখের হইত।

কৌতুকমঞ্জরী। প্রথম ভাগ। নেপালগ্রন্থের সাহায্যে একজন লেখকের দ্বারা লিখিত ও সংগৃহীত। কলিকাতা মিউ স্কুলবুক যন্ত্রে মুদ্রিত। ম বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে। এখানি অতি সু কৌতুকে পূর্ণ, আমাদিগের দেশ ও অন্যান্য যাঁহারা ভাল কৌতুক করিতে পারিতেন, গ্রন্থ যত্নসহকারে তাহার সঙ্কলন করিয়াছেন। এই কি ইউরোপীয় কি দেশীয় উভয় সমাজেরই চিত্রিত হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে দেশ ও বিদে অনেক লোকের জীবনচরিতও প্রকাশিত হইয় গ্রন্থকারের এই মিষ্ট কৌতুক রক্ষার চেষ্টা প্রশংসনীয়। এরূপ গ্রন্থের বহুলপ্রচার প্রার্থনী পাঠকগণের দর্শনার্থ এ স্থলে আমরা একটী কৌ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গুলিখোরদিগের প্রায় সুন্দরী স্ত্রী থা একজন গুলিখোর প্রত্যহ দুই প্রহর ৯টার আড্ডা হইতে আসিত। তাহার স্ত্রী একদিন পতি লইয়া গৃহে আছে এমত সময়ে সে উপপ মাথায় গামছা; হাতে এক ঠোঙ্গা ঘি ও এক কলা। উপপতি আর কোন উপায় না দে সাহসে ভর করিয়া ঠাঁই ঠাঁই করিয়া রামলোচ গালে চারি চড় ধরাইল। গুলিখোর মিচকে হা আবার আড্ডায় গেল। আড্ডায় লো জিজ্ঞাসিল "এই যে ব্যাটা গেলি, আবার ফি কেন?" রামলোচন বলিল বাবা। আজ ঠিক হয়নি। নেশাটা জেয়াদা হয়েচে; কার যেতে কার বাড়ি গিয়ে পড়িচি। ব্যাটা বি সিন্দুর চারি চড় ঠাঁই ঠাঁই করে লাগালে। লে মির চুড়োন্ত হয়েছে।" লক্ষ্য ঠিক করিতে পুন আড্ডায় আসা হইয়াছিল।"

টডের কৃত রাজস্থান। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রচারিত। ৮ নং পটলডাঙ্গা ভারতযন্ত্র যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি অতি বৃহৎ ব্যাপার। ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত ইহাতে স হইয়াছে। এরূপ বৃহৎ ইতিহাস সাহিত্যস অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অত্যন্ত অধিক। সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও অ অর্থাভাবে এই গ্রন্থ ক্রয় করিতে পারেন না। ব্র বাবু ইহা খণ্ডে খণ্ডে প্রচারিত করাতে সাধা গণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ এরূপ গ্রন্থ বিদ্যার্থী মাত্রেরই এক এক খণ্ড কর্ত্তব্য।

জীবন আত্মা ও মনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য ময়মনসিংহ ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। বি সম্বন্ধীয় বাঙ্গালা পুস্তকের প্রচার অতি বি বিজ্ঞানই মানবজীবন ও মানব মনের এব উন্নতির সোপান। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এতদি কোন গ্রন্থ না থাকাতে আমাদের অ

ক্ত হইতেছে না। এক্ষণে আমাদিগের শিক্ষিত প্রদায় যদি কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া বিজ্ঞান বয়ক দুই একখানি ভাল পুস্তক প্রণয়ন করেন, হা হইলে সমাজের অধিকতর মঙ্গল লাভের সম্ভা- ।। ভীম কার্য্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান অঙ্কে কথঞ্চিৎ দূষিত করিয়াছে। ইহার য়া সরল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে।

আয়ুর্বেদীয়। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ স্বপ্রিয় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা নিউ স্কুলবুক র মুদ্রিত। এখানি এক খানি মহামাকারের কিৎসাগ্রন্থ। ইহাতে শরীর পালন, কঠিন পীড়া ও তাহার চিকিৎসা ও সচরাচর সামান্য পীড়ার ও ঔষধের ব্যবস্থাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। দা বাবু একজন বহুদর্শী চিকিৎসক। সুতরাং ার এই গ্রন্থ যে সাধারণের পাঠের বিশেষ উপ গী হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এরূপ গ্রন্থ গৃহস্থের শষ উপকারী।

ইউরোপীয় সমাচার।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১ লা ডিসেম্বর। মিশরবাসী কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিম্ন লিখিত পদে নিয়োজিত হইয়াছেন। ন সেক্রেটরি প্রধান মন্ত্রীপদে, এয়াবিক কৌন্সিল সভার সভা- পদে, হোসেন কামিল ভূতপূর্ব্ব কার্য্যের অধ্যক্ষতা পদে, এবং ত পরবাষ্ট্র বিভাগীয় কর্ম্মে।

লণ্ডন ২ রা ডিসেম্বর। সার চার্লস ডাইক প্রশ্নোত্তরে বলি- ন, মিসর গবর্ণমেণ্ট মিসর সৈন্যের নিমিত্ত অনেক নূতন ন বন্দোবস্ত করিতেছেন। এ বিষয়ের বন্দোবস্ত হইতে ।

পার্লিয়ামেণ্ট সভায় কাপড়ের মাপের পরিবর্ত্তের আইনের পাণ্ডুলেখ্য ন্তন সমাপ্ত হইয়াছে। অদ্য সভার কার্য্য বন্ধ হইল।

ন্যাপোলিয়ন আর্দ্ধি নিকটস্থ শতীর সমেই ভস্ম হইয়াছে।

ন্ট পিটার্সবর্গের ১লা ডিসেম্বর। অব ইকনমে রাজ্যীয় আলোচনার্থে ন্ট পিটার্সবর্গে ডিউক পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। ন্ট পিটার্সবর্গের সর্ড চ্যান্সেলার তাহা স্থির করি- ।

ন্ট পিটার্সবর্গের সংবাদ। আমরা আপনাদিগকে কৃষ্ণকার্য্য- ন্ত আর কিছু বলিতে এবার উপস্থিত হইয়াছে। ন্ট পিটার্সবর্গ অধিক আমাদের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অদ্যুন ন্ট পিটার্সবর্গের সহিত ফরাসী গবর্ণমেণ্টের ন্ট পিটার্সবর্গে গেল, না হইলেও, ফরাসী গবর্ণমেণ্টের ন্ট পিটার্সবর্গের দূতে উচ্চ ব্যবহার সম্বন্ধে কোন প্রকার ন্ট পিটার্সবর্গ নাই। ন্ট পিটার্সবর্গের সহিতও দৃঢ়তর হই- ন্ট পিটার্সবর্গে যে সকল সাহায্য দে এতদূর করা হইয়াছে ন্ট পিটার্সবর্গকে ধন্যবাদ দিতেছি, ঐ সাহায্য আমার ভারতীয়

সেনাগণ বিশেষরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। মিশরে আমার যে বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। ফ্রান্সিসের যে পরস্পর সন্ধিপত্র ও সম্বন্ধ প্রভৃতি আছে, আমি তাহার রক্ষার্থ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইব। মিশরবাসিদিগের যে বিধি ব্যবস্থা আছে, বিবেচনা পূর্ব্বক তাহার উন্নতিসাধন করিয়া মিশরবাসিদিগের সুখ সমৃদ্ধির চেষ্টা করিব। যাহাতে পূর্ব্বাক্তের শান্তিসুখ বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা আমি তাহা দূরে পরিহার করিব। আমার বিশ্বাস এই অন্য অন্য রাজগণ আমার এই মনের ভাবের ও পরামর্শের অনুমোদন করিবেন।

আমি জানিতে পারিয়াছি আগামী বর্ষে আয়র্লণ্ডের কোন কোন অংশে কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। তদ্বিষয়ে সম্প্রতি যে সমস্ত হত্যা কাণ্ড হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। সেখানে আমার যে সকল কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা ঐ সকল হত্যাকাণ্ডের নিবারণ বিষয়ে এবং শান্তি সংস্থাপন বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইবেন। যাহা হউক আয়র্লণ্ডের সামাজিক অবস্থার সাধারণ্যে অনেক উন্নতি হইয়াছে।

কায়রো ২ রা ডিসেম্বর। আরাবির বিষয়ে কল্য প্রাতঃকালে কোর্ট মার্সেল বসিবে।

লণ্ডন ৩ রা ডিসেম্বর। ক্যাণ্টরবরির আর্চ্চ বিসপ অদ্য প্রাতঃকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কায়রো ৩ রা ডিসেম্বর। কোর্ট মার্সেলের বিচারে আরাবির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু খেদাইব ঐ দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি মিসরের বহির্ভাগে বাস করিবেন, যদি মিসরে ফিরিয়া আইসেন, হত হইবেন। তিনি সিরিয় রাজ্যে বাস করিবেন এইরূপ অনুমান করা হইতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩ রা ডিসেম্বর। তুরস্কের ওসমান পাশা ও সাদুল পাশা নিজ নিজ পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সাদিক পাশা পরবাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী হইবেন বলিয়া, প্রথমে যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়, তৎপরিবর্ত্তে হইয়া এরিফ পাশা তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এ পরিবর্ত্তের কারণ জানিতে পারা যায় নাই।

ফরেটের টাইফয়েড জ্বর হইয়াছে।

জিব্রাল্টরের ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি এবং প্রধান পুলিস ইনেস্পেক্টর কিছু দিন হইতে পলায়িত তিন জন জলদস্যুকে স্পেনের গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করাতে পদচ্যুত হইয়াছেন।

টাইম্স পত্রে হ্যাভাসের লিখিত একখানি পত্র প্রচারিত হইয়াছে। ঐ পত্রে ক্যা. টো তাঁহার গুরুতর হস্তক্ষেপ করাতে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। এবং ভারত প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় বিষয়ের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার মনের অভিপ্রেত নহে।

হংকংয়ের গত কল্য এক জন ব্যক্তি টাইফুনে মারা গিয়াছেন।

লণ্ডন ৩ রা ডিসেম্বর। এ প্রকার মন্ত্রণা করা যাইতেছে যে, আরাবির দলের অবশিষ্ট বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা করা হইবে। কিন্তু কোর্ট মার্সেলে হত্যা ও গুরুতর সম্বন্ধে সামান্য প্রকার অপরাধের বিচার করিবেন।

ম্যাডাগাসকার সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার বিষয়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয়ের বন্ধুভাবে কার্য্য চালাতেছে।

ফরাসি গবর্ণমেণ্ট ম্যাডাগাসকারে একখানি যুদ্ধজাহাজ পাঠাইবার আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই ডিসেম্বর। ইংরাজেরা মিসরের বন্দোবস্তের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, ফরাসি গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

করয়োতে যে ব্রিটিশ সৈনিক আছে, তাহার পরিদর্শন সমাপন করিয়া সার আড্রু ক্লার্ক ইংলণ্ডে গমন করি মিশরে যে ইংরাজসৈন্য আছে, তাহার শতকরা দশ জন এখনও পীড়িত আছে।

ফসেটের পীড়ার অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ শান্তি হইয়াছে

লিটারে আলহামরা রঙ্গভূমি অগ্নি লাগিয়া বিনষ্ট হইয়

কায়রো ৭ ই ডিসেম্বর। ইংরাজদিগের সৈনিক বি আলী, হোমি, সার্বি, আবদেলাল ও তৌলব পাশাকে মৃত্যু আজ্ঞা দিয়াছিলেন, কিন্তু খেদিব তাহা রহিত করিয়া তাঁহ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়াছেন।

খেদিব বিদ্রোহীদিগের উপর দয়া প্রদর্শন করাতে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই ডিসেম্বর। ফরষ্টার ও পোর্টার সাহেবের ষ্টীটর গুদামে অগ্নি লাগিয়া অডেষ্টীট ও লণ্ডনের বাবতীয় অট্টালিকা ভস্মীভূত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৩০ লক্ষ মূল্যের দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে। লণ্ডনের প্রাচীরটী পুড়িয়া গি অগ্নি আজিও নির্ব্বাপিত হয় নাই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে

বিবিধ সংবাদ।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতার ও ত টবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৬৭৪৮৬৮ মণ চাউল মজুদ ছে

ষ্টেয়ার লাইট নামক জাহাজ ৫৫০০ কেরোসিন তৈল লইয়া শনিবার বোম্বাই বন্দরে নীত হইয়াছে।

মো-মীন ছেলের কলেরা বিরোধী উঠিয়া ছিল। পরিশেষে সৈনিকসাহায্যে নিবৃত্তি করা হইয়াছে।

মান্দ্রাজের কতকগুলি শিক্ষিত লোক বিবাহের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁ সাধারণ লোককে এই বিবাহে যে শাস্ত্রসম্মত বুঝাইয়া দিবার জন্য লোক প্রেরণ করিতেছেন।

আমাদিগের এক সহযোগী বলেন, গ্লাড সাহেব শীঘ্রই প্রধান মন্ত্রীপদে পদত্যাগ করিবে লর্ড হার্টিংটন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। ত শীঘ্রই ইণ্ডিয়া আফিসের কার্য্য পরিত্যাগ করি সম্ভাবনা আছে। লর্ড হার্টিংটন গ্লাডষ্টোন সাহে পদে অধিষ্ঠিত হউন তাহাতে ক্ষতি নাই। ঈশ্বর করুন তাঁহার মন যেন তদনুরূপ হয়।

লাহোর গবর্ণমেণ্ট কালেজে এবার দুই জন এ ও ৮৯ জন প্রবেশিকা এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চল মিটর কালেজে ৮২ জন প্রবেশিকা ও ২১ জন এ পরীক্ষা দান করিয়াছে।

সোনপুরে সম্প্রতি যে মেলা হইয়া গিয়া তাহাতে ৮৮৯২৮৭১০ হস্তী, ১২০৭০ অশ্ব, ৫২৬৫ এবং ১৪৮ উষ্ট্র বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিল। ১৪৯০ দোকান এবং ১৫৮০ জন ফকীর উপস্থিত ছিল।

ডাক্তার বেনজামিন ক্লার্ক নামে এক ব্যক্তি
খিয়াছেন, ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধ কতকগুলি পীড়ার
ষধ উপকারী। তিনি বলেন পূর্ব্ব ভারত দ্বীপ
ক উষ্ণ দুগ্ধ উদরাময়ের প্রধান ঔষধ। চারি
অন্তর দেড় পোয়া উষ্ণ দুগ্ধ সেবন করাইলে
ত উৎকট উদরাময়, উদর বেদনা, রক্তামাশয়
রোগ্য হয়। ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় উষ্ণ দুগ্ধ
উপকার করে। যে দুগ্ধ উত্তম সিদ্ধ হইয়াছে,
া ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। তিনি আরও বলেন
বল দুগ্ধ সেবন করাইয়া তিনি ৬ ঘণ্টা হইতে
ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রোগসকল আরোগ্য
য়াছেন। একবার তিনি একটী পুরাতন রক্তামা
পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির দুগ্ধের দ্বারা চিকিৎসা
রন। রোগীটী এক প্রকার মৃত্যুশয্যায় শায়িত
। শেষ অবস্থায় উহার উদরাময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।
মদিন দুগ্ধ দেওয়ায় উহার আশ্চর্য্য ফল দেখা
। দুই দিনে উদরাময় আরোগ্য হয়, এবং তিন
াহে ঐ সঙ্কটাপন্ন রোগী সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে।
এক ব্যক্তি মেডিকেল টাইমসে লিখিয়াছেন,
নি ২৬টা টাইফয়েড জ্বরে দুগ্ধের আশ্চর্য্য গুণ
খিয়াছেন। দুগ্ধ উদরাময় দমন এবং শরীরকে পুষ্ট
শীতল করে। যেখানে শরীরের সর্ব্বাংশের ক্ষয়
তে আরম্ভ হয়, তথায় দুগ্ধ ভিন্ন বিশেষ উপকারী
র কোন দ্রব্য নাই। ডাক্তর ইউল বলেন,দুগ্ধ অবে
ীরের পুষ্টিসাধন করে, নিদ্রা বাড়ায়, দৌর্ব্বল্য দূর
র, এবং পাকস্থলী শীতল করে। অতিশয় জ্বরেও
বিশেষ কার্য্যকারী।

আমরা শুনিলাম, সোণারপুর থানার সুযোগ্য সব
স্পেক্টার বাবু বিনোদলাল মুখোপাধ্যায় তিন
সের অবকাশ লইতেছেন। তাঁহার পদে কে
সিবেন, আমরা তাহা স্থির জানিতে পারি নাই।
নি যেমন যোগ্য লোক, তাঁহার সদৃশ এক জন
গ্য লোক এখানে আসিলেই আমরা সুখী হই।
নোদ বাবু বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যচতুর। তাঁহার
র্য্যদক্ষতার গুণে আমরা সুখী ছিলাম। আমা-
র কোন বিষয়ে কোন প্রকার উপদ্রব ভোগ
রিতে হয় নাই। সোণারপুর থানার এলাকায়
না প্রকার লোক আছে। যে যেমন লোক
নোদ বাবু তাহা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। অতএব
নি সকলকে সমভাবে শাসনে রাখিয়া সুন্দররূপে
র্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। সকলেরই মুখে
হার সুখ্যাতি শুনিতে পাই। তিনি উন্নত
লাভ করিয়া তিন মাসের পর পুনরায় সোণার-
র আইসেন,ইহাই আমাদের ইচ্ছা। যোগ্য ব্যক্তির
গ্য পুরস্কার হইলেই হৃদয় অধিক আনন্দিত হয়।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বাবু দুর্গাদাস চৌধুরীর পুত্র অশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বিলাতের ঈগল নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পত্রখানি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের তত্ত্বাবধানেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। আশুবাবু এই বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। তাঁহার সহপাঠীর সংখ্যা ও অনুন পাঁচ শত। সম্পাদকের পদ শূন্য হইলে সকলে সভা করিয়া আশু বাবুকেই যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া উক্ত পদ তাঁহাকেই প্রদান করিয়াছেন। এটী বাঙ্গালীর পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

ডে, কায়েরিজ নামক একজন সিংহলবাসী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সভার সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কায়েরিজ পাঁচ হাজার প্রার্থীকে অতিক্রম করিয়া উক্ত পদ অধিকার করিয়াছেন। এখানকার ইংরাজেরা দেখুন যোগ্য দেশীয় লোক তাঁহাদিগের দেশে কেমন পুরস্কৃত হন।

স্থানীয় লোকদিগকে আত্মশাসনে অধিকার দান করা হয়, এটী আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের একান্ত ইচ্ছা বটে; কিন্তু তিনি স্থানীয় বোর্ডের কার্য্য-পরিদর্শনের ভার সেণ্ট্রাল বোর্ডের উপর ন্যস্ত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গবর্ণর জেনরল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। তিনি পুনরায় এই বিষয়টীর বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা গেজেটে ১৮৮১-৮২ অব্দের লাইসেন্স ট্যাক্স সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই বর্ষে আসেসরেরা ৮২৬৬৪ জন লোকের উপর করনির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ৭৭৬৮ জন কর দিবার অযোগ্য বলিয়া আপত্তি করাতে মুক্তি ও ৪৬০ জন মকদ্দমা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৪২১ প্রথম, ৭১৮ দ্বিতীয়, ১৪৪৭ তৃতীয়, ৩৫৬৫ চতুর্থ, ১৪৭৯১ পঞ্চম ও ৪৭৯৩১ সর্ব্বশ্রেণীর লাইসেন্সদাতা। এই বর্ষে পূর্ব্ববর্ষ অপেক্ষা ৩৯১ জন করদাতার সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। গত বর্ষের পূর্ব্ব বর্ষে যে সকল লোকের উপর লাইসেন্স ধার্য্য হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ১৫৮৬৭ জন লোক সদ্যবর্ষে দরখাস্ত করিয়া আপত্তি করিয়াছে। কিন্তু উহার পূর্ব্ববর্ষে ৮৮৮৯৯ জনের উপর লাইসেন্স নির্দ্ধারিত হইলে ৫৫১৬৭ জন আপত্তি করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত আপত্তিকারীদিগের মধ্যে ১৫৫৫০ জনের আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই, ২৫৮৭ জনের লাইসেন্স হ্রাস এবং ৭৭৩৮ জনকে এককালে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি গতবর্ষে সমস্ত বারবাদে ১৪৩৯১৫৪ টাকা আদায় হইয়াছে; পূর্ব্ববর্ষে ১৪৮৪৮৩১, টাকা আদায় হইয়াছিল।

অলবগড়ের মহারাজ তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর উপর যার পর নাই কুপিত হইয়াছেন। মন্ত্রী তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন কিন্তু কোন বিষয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় লওয়াতে তাঁহার সে স্নেহ দূরগত হইয়াছে। তিনি তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য জয়পুরস্থ পোলিটিকাল এজেণ্ট কাপ্তেন কোক্সকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। মহারাজ মন্ত্রীর অর্থ হরণ করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সমুদ্রপথে কলিকাতায় ২ লক্ষ টাকা মূল্যের রৌপ্য ও ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের সুবর্ণের আমদানী হইয়াছে।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন বঙ্গদেশের নূতন ভূমি সংক্রান্ত আইন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর জেনেরল ও ষ্টেট সেক্রেটারির ঐকমত্য অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছে। এই নূতন আইনটী প্রজা ও জমীদার উভয় পক্ষেরই মঙ্গলদায়ক হইবে। এক পক্ষের মুখে এই আইন প্রচারিত হইবে।

ব্রহ্মদেশের মেনডেলা নামক স্থানে যাহারা দস্যুবৃত্তি করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে কয়েক জন ধৃত হইয়াছিল। ব্রহ্মরাজ ইহাদিগের মধ্যে ৫ জনকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করেন এবং অপরাপরকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিয়াছেন।

রাজী যে কয়েক জন দেশীয় সৈনিক পুরুষকে পুরস্কার দানার্থ ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের আকার প্রকার দর্শনে ইংলণ্ডবাসীরা চমৎকৃত হইয়াছেন। তাঁহারা যখন তথায় উপনীত হন, তখন তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ষ্টেশনে অনেক বড়লোক আসিয়া ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য সাধারণ লোকের অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল। তাঁহারা যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেন তখন তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য হইত। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই দলভুক্ত হইয়াছেন। যথা:—২ নম্বর বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহ সৈন্যদলের রিসালদার মহম্মদ রিজা খাঁ, রিসালদার নারায়ণ সিং, আলী মহম্মদ ও ৬ নম্বর বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহ সৈন্যদলের রিসালদার তাজর খাঁ, জমাদার মহতাপ সিং ও ইজ্জত খাঁ, ৭ নম্বর বঙ্গদেশীয় ল্যান্সার সৈন্যদলের রিসালদার মেজর হোসেন আলী খাঁ, রিসালদার উলবাই খাঁ ও আকবর খাঁ, ২ নম্বর পঞ্জাব পদাতিক সৈনিকদলের সুবেদার পীরবক্স,জমাদার গামন খাঁ,ও সেনেউড ৭ নম্বর বঙ্গদেশীয় পদাতি সৈনিকদলের সুবেদার গুরুদান সিং ও গজরাজ সিং। ২৩ নম্বর বঙ্গদেশীয় পদাতি সৈনিকদলের সুবেদার মেজর মোলাদোদ ও জমাদার সের সিং।

কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিলে কৃষকের কিরূপ সুবিধা হয় এবং উহা কিরূপই বা চলে, তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পুনার কালেক্টারের অধীন পুরন্দর তালুকে মহাজনেরা মিলিত হইয়া একটী কৃষিব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কের মূল ধন ৫ লক্ষ টাকা, এক শত টাকার এক একটী অংশ বিক্রয়ে মূল ধন সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাঁরা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই মর্ম্মে এক খানি দরখাস্ত করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোর্ট ফী ও রেজিষ্ট্রি ফী গ্রহণ না করেন এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা কৃষকের নিকট হইতে কৌন্সিবন্দী অনুসারে টাকা আদায় করিয়া দেন তাহা হইলে তাঁহারা শতকরা ১২ টাকার অধিক সুদ গ্রহণ করিবেন না এবং গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসের জন্য তাঁহারা যাবতীয় কাগজ পত্র তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারল লর্ড রিপন দার্জিলিঙ্গ লাহার পরিদর্শন-কালে অলক্ষিতভাবে কন্যকা একটী সামান্য পল্লী দর্শন করিতে যাওয়ায় এ স্থলে আমাদিগের লর্ড বেণ্টিঙ্কের কথা মনে পড়িল। অলক্ষিতভাবে রাজকার্য্যালয় অথবা স্থানে স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রজাদিগের অবস্থা দর্শনের অভ্যাস তাঁহারও বিলক্ষণ প্রবল ছিল। একবার তিনি কলিকাতায় অবস্থিতিকালে একখানি ঠিকা গাড়ি ভাড়া করিয়া আলীপুরে জজ আদালত দেখিতে যান। বেলা ১১ টার সময়ে তিনি উপনীত হইয়া দেখেন জজ সাহেব তখনও আসেন নাই। আমলারা সকলেই বেড়াইতেছে, কেহই নিজ কার্য্য করিতেছে না, কেবল হেডক্লার্ক আপনার স্থানে বসিয়া অভিনিবিষ্টচিত্তে নিজের কাজ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া এই বিষয় ও আদালতের কার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করাতে হেডক্লার্ক প্রথম ভদ্রভাবে দুই চারিটী কথার উত্তর দিয়া পরিশেষে কার্য্যের ব্যাঘাত নিবন্ধন বিরক্ত হইয়া বলিলেন তিনি কোম্পানীর চাকর, তিনি বৃথা গল্পে সময় কাটাইতে পারেন না। গবর্ণর জেনারল ইহার উত্তরে কোন কথা না বলিয়া কাছারিতেই বেড়াইতে লাগিলেন। যেমন তিনটা বাজিল জজ সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমলারাও সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া আপনার আপনার কাজে বসিল। জজ সাহেব গিয়া এজলাসে বসিলে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার হস্তে একখানি কার্ড দিলেন। জজ সাহেব তদ্দর্শনেই মস্তক অবনত করিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি কি রোজ রোজ এইরূপ বিলম্বে আসিয়া কাছারি করেন?" কিন্তু তিনি আর উহা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তৎপরে তিনি নিজ প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জজ সাহেবকে অন্য জেলায় বদলী করিলেন, এবং হেড ক্লার্ককে সদর আমীনের পদে উন্নীত করিয়া দিলেন। আমরা আশা করি, আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারলও উক্ত পথের অনুসরণ করিবেন। আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত নিম্নলিখিত টাকা দান করিয়াছেন।

পাতিয়ালার মহারাজ	১১৬২৩০
কশ্মীরের "	৯৩৪৭৮
কপূরতলার "	৩৭০০০
ভাওয়ালপুরের নবাব	৩৫০০০
ঝিন্দের রাজা	২৬০০০
নাভার "	১৭০০০

স্তনদুগ্ধের ন্যায় কোন দ্রব্যই শিশুর পক্ষে উপযোগী নহে। যে শিশু জন্মিয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে না পায় তাহার দেহ কখন সবল হয় না। কিন্তু সভ্য পারিসে মাতা সন্তানকে স্তনপান করিতে দেন না। তাঁহারা নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায় দ্বারা সন্তানকে পোষণ ও বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এম, টার্ণেয়ার বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন গর্ভধারিণীদিগের নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন বালকের মৃত্যু সংখ্যা তথায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। গত ১৮৮১ অব্দে প্যারিসে ৬০৮৫৬ টী শিশু জন্মগ্রহণ করে। ইহার মধ্যে ১৪৫৭১ বিদেশে ধাত্রীদিগের নিকট প্রেরিত হয় ও অবশিষ্ট ৪৬২৮৫ নগরেই থাকে। কিন্তু শেষোক্ত সংখ্যার মধ্যে ১০১৮০ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং প্রথমোক্ত সংখ্যার মধ্যে ৫২০২ ভালরূপ খাদ্যের অভাবে প্রাণত্যাগ করে।

দার্জ্জিলিঙ্গ নামক স্থানের একটী রাজকার্য্যালয় হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কতকগুলি কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার অন্যতর একখানি কাগজে তৎকালে অপরাধীদিগের কিরূপ দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা ছিল তাহা ও হস্তারকদিগের মধ্যে কে কোন্ কার্য্য সমাধা করিলে কিরূপ পুরস্কার পাইত, তাহা বিশদরূপে লিখিত আছে। তখন হস্তারকেরা অপরাধীকে তপ্ত উত্তলকটাহে নিক্ষেপ করিয়া মারিলে ২৪ ক্রোরিণ (মুদ্রা বিশেষ), জীবন্ত দগ্ধ করিলে ১৪ ফাঁসী দিলে ১০, গাড়ির চক্রের নিম্নে ধরিলে ৬, যন্ত্রণা দিয়া মারিলে ৫, তপ্ত লোহের দ্বারা দগ্ধ ও নাসা কর্ণ ছেদন করিলে ৫ ক্রোরিণ করিয়া পাইত।

ঢাকা ও ময়মনসিংহে রেলওয়ের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার মিচেল কোম্পানী কণ্ট্রাক্ট লইয়াছেন। তিন বৎসরের মধ্যেই গাড়ি চলিবে।

যে ধোবাইয়ে বস্ত্র ধৌত করিবার যে কল আনা হইয়াছে, তাহার কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। অনেকগুলি ফিরিঙ্গী রমণী এই কলে কাপড় ধৌত প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। তত্রত্য সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় রমণীরাও উদ্যোগী হইয়া এই কল আনাইয়াছেন। রজকেরা যেরূপে ধৌত করিয়া বস্ত্র পরিষ্কার করে, ইহাতে সেরূপ করিবার আবশ্যক হয় না। অথচ তদপেক্ষা অধিক পরিষ্কার হইয়া থাকে এবং প্রস্তরে আঘাত নিবন্ধন বস্ত্র ছিন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে না। কলিকাতাবাসীরা কি করেন? রজকাভাবে আজকাল সর্ব্বত্রই লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে এইরূপ এক একটী কলের প্রতিষ্ঠা হইলে লোকের আর কষ্ট থাকে না।

ইংলণ্ডেশ্বরীর পুত্র ডিউক অব কনট ভারতবর্ষে যে সৈন্যাপত্য করিবেন, তাহা একপ্রকার স্থির কিন্তু তিনি যে কোন্ স্থানে থাকিবেন, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই।

ভারতহিতৈষী অক্ত ফসেট সাহেব ডিপ্থিরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। পাঠক ইঁহাকে অন্ধ বলিয়া অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিবেন না। ইনি পার্লামেণ্টের একজন সভ্য ও বিলাতের পোষ্ট মাষ্টার জেনারল। ভারত ইঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। ইনি ভারতবাসীর অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন। আমরা একান্তমনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি ইনি এই কঠিন রোগমুক্ত হইয়া সাধারণের হিতচিন্তা করুন।

আমাদিগের বাসগ্রামের অনতিদূর রাজপুর ও বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি গ্রামে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেকগুলি লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। রাজপুর একটী গণ্ড গ্রাম, ইহার সংলগ্ন বিস্তর ভদ্রগ্রামও আছে। অতএব এখন হইতে এখানকার পীড়ার শান্তিচেষ্টা না করিলে, ভবিষ্যতে ইহা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিবে। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট এই বেলা ভাল চিকিৎসক ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ইহার নিবারণ চেষ্টা না করিলে ভবিষ্যতে বিস্তর লোকের যে মৃত্যু হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দলিল রেজিষ্টরি সংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন কেহ কোন দলিল রেজিষ্টরি করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে সাক্ষীদিগের সহিত আদালতে যাইতে হইবে, এবং তথায় রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে সকলকে দলিলে স্বাক্ষর করিতে হইবে। যিনি তাহা না করিবেন, তাঁহার দলিল অগ্রাহ্য হইবে। শুনা গেল, অনেকে এই নূতন নিয়ম না জানাতে পুরাতন নিয়মানুসারে স্বাক্ষরাদি করিয়া দলিল রেজিষ্টরি

করিতে গিয়াছিল, কিন্তু রেজিষ্ট্রার তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আইন লোকের সুবিধা না অসুবিধার জন্য? আইনকর্ত্তা কি আইনটী করিবার সময়ে এ অসুবিধা উপলব্ধি করেন নাই?

কলোরাডো নামক স্থানে একটী বৃহৎ টিনের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে, পাঁচ শত টাকার অধিক মূল্যের বিমা করা চিঠি বা পুলিন্দা অভঃপর হরকরার দ্বারা বিলি করান হইবে না। যাঁহার নামে আসিবে, তাঁহাকেই পোষ্ট আপিসে গিয়া রসিদ দিয়া আনিতে হইবে। এরূপ নিয়ম হইলে লোকের বিশেষ অসুবিধা হইবে। বিমা করিবার জন্য স্বতন্ত্র অর্থ ব্যয় করিয়াও যদি লোককে এই ক্লেশ পাইতে হয়, তাহা হইলে পোষ্ট আপিসের নিন্দা হইবে সন্দেহ নাই। পোষ্ট মাষ্টার ও হরকরাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলে বোধ হয় বিশ্বাসী ভাল লোক মিলিবে। তাহা হইলে আর চুরীর আশঙ্কা থাকিবে না।

গ্লাডষ্টোন সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, মিশর যুদ্ধ উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত ৪৪০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতীয় সৈনিকদিগের নিমিত্ত ১১৪০০০০০ ও বিলাতীয় সৈনিকদিগের জন্য ৩৩৬০০০০০ টাকা।

গাজিপুরে গবর্ণমেণ্টের যে অহিফেন প্রস্তুত হয়, সম্প্রতি তাহার ৮৫৭৮ বাক্স ভিজিয়া একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাহার দোষে এই ঘটনা হইয়াছে, কমিশনর মন্‌রো সাহেব তাহার তদন্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সমস্ত অহিফেন বিক্রয়ের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। এক একটী বাক্সের মূল্য ১৩০০ টাকা।

এত দিনের পর বাবু চারুচন্দ্র মল্লিকের মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল। চারু বাবু হৃদ্দ নাকাল হইয়াছেন, বি, এল গুপ্তেরও দুর্নামের শেষ হইয়াছে। ২১ এ অগ্রহায়ণ জষ্টিস নরিস সাহেব আসামীর ৫০ ও ডাক্তারকরার ১০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তোপলক্ষে চারু বাবুর ন্যূনকল্পে ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সরিষার ভিতর ভূত ছিল।

শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতার মেডিকাল কালেজের ভিতরে না কি স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী খুলিতে অভিলাষী হইয়াছেন। সকল জাতীয় স্ত্রীলোকই এই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। কালেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকেরা যদি সম্মত হন, তাহা হইলে ইহার কার্য্য পরিদর্শনের ভার তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত হইবে। এই শ্রেণীর নিমিত্ত কয়েকজন শিক্ষয়িত্রীকে আমেরিকা হইতে আনা হইবে।

করসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য লইয়া হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনে জোত স্বত্ব সম্বন্ধে যে বিধি আছে, ষ্টেট সেক্রেটারি তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে অভিলাষী হয়েন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়েই অধিক পীড়াপীড়ি করিতেছেন।

এবার প্রবেশিকা ও এল এ পরীক্ষার প্রশ্ন সকল কিছু কঠিন হইয়াছিল। বিশেষতঃ উভয় পরীক্ষায় অঙ্কের প্রশ্ন এরূপ কঠিন হয় যে, পরীক্ষক স্বয়ংই না কি তাল সামলাইতে পারেন নাই। শুনা যায় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগকে বৈকালে যে অঙ্কের প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়, তাহার শেষের দুটীতে ভুল ছিল। বড় দুঃখের বিষয়, সাধারণতঃ পরীক্ষকেরা বালকদিগকে পরীক্ষা করিতে গিয়া আপনাদিগের বিদ্যার পরীক্ষা দিয়া থাকেন। এবার বোধ হয় পরীক্ষার্থীদিগকে ছলে পুরু দেখিয়া তাঁহারা এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎ সাবধান হইবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৮ এ নবেম্বর। হাইকোর্টের আপীল ডিভিজনের রেজিষ্ট্রার জে, ক্রফোর্ড ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

২৪ পরগণার আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, এল বেকার ২য় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

মজঃফরপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ এচ, ডবলু গর্ডন ৬ মাস অতিরিক্ত বিদায় গ্রহণ করিবেন।

নবীনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু ষ্টোকর তিন মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

হুগলিস্থানের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সোহারডাঙ্গায় বদলী হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত গোপালপল্লের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, কে লিয়ন ৭ ই হইতে ছয় মাস বিদায়গ্রহণ প্রাপ্ত হওয়াতে সেওয়ানের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এম ডবলু রেট সাহেব স্বকার্য্যের সহিত গোপালপল্লেরও কার্য্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজসাহী ও কচবিহারের কমিশনর লর্ড এচ, ষ্টেনলিক ব্রাউন ২২ এ হইতে এক মাস দশ দিন বিদায় গ্রহণ করাতে পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, টি, মেটকাফ তাঁহার পদে কার্য্য করিবেন।

বীরভূমের অন্তর্গত রামপুরহাটের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, এচ কলিন্স ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

উড়িষ্যার পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু [illegible] এক মাস বিদায় প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু যাবৎ কেহ তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ না করিবেন, তাবৎ তিনি যাইতে পারিবেন না।

কটকের করদমহল সমূহের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজ কার্য্যের সহিত উড়িষ্যার পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কার্য্যও করিবেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট কুমার রামেশ্বর সিং ১৫ এক বৎসর বিদায়াদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

গয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, আর, পেপ ১৭ ই আগষ্ট যে বিদায় প্রাপ্ত হন, তাহার উপর অতিরিক্ত [illegible] দিন ছুটী পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার টি, এল, এল জেনকি গয়ার অন্তর্গত জাহানাবাদের ২য় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ জি, জি, ডে ঢাকার সেসনের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

গয়ার অন্তর্গত জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীনচন্দ্র দাস চট্টগ্রামের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

ঢাকার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট জে, ই, বি হেফি ২৮ দিন ছুটী পাইলেন।

ব্যবস্থাপন বিভাগ।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ভারতবর্ষীয় পার্লিয়ামেণ্ট কেমিটের অনুমতানুসারে ১৮৬১ অব্দের ভারতবর্ষীয় মন্ত্রী সংগ্রহ আইনের ২৯,৩০ ও ৪৫ ধারা অনুসারে বঙ্গদেশের নিমিত্ত আইন প্রস্তুত প্রস্তুত করিবার জন্য সি, পি, এল, মেকলে, [illegible] এচ, টি, ট্রেভর ও বাবু হরবংশ সহায়কে মন্ত্রীর সদস্য পদে নিয়োজিত করিলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মনিকলাল পাল ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, সিম্প ফৌজদারী আইনের ১৪২, ১৪৩, ৪১৭ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, এচ, মাথিউজ ১৮৭১ অব্দের ৩ আইনের ৫ ধারানুসারে বর্দ্ধমান সদর ষ্টেশনের মুন্সেফ হইলেন।

ঢাকার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি, জি, ডে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের ২৮৯ ও ৪২১ ধারানুসারে মকদ্দমার বিচার করিবেন।

দার্জিলিঙ্গের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, বি, ওয়েব সদর ষ্টেশনে মুন্সেফের কার্য্য ও সমল কেলার হুযাডিসনেল জজ ও ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র

শান্তিপুর।

গত ৩ রা ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে অত্রত্য মিউনিসিপাল স্কুলগৃহ প্রাঙ্গণে [illegible]

র একটী মহতী সভা [illegible] করিয়াছে। [illegible] সভা প্রথমে আর [illegible] ডেপুটী মাজি- [illegible] ষ্ট্রেচি [illegible] বাবু নবীন- [illegible] কার [illegible] মিউনিসিপাটীর [illegible] মতামত জানিবার [illegible] কমিটির মতা করেন এবং [illegible] বিস্তারিত করিয়া [illegible] ঐ [illegible] সভায় উপস্থিত [illegible] হইয়া [illegible] এজন্য [illegible] ভদ্র লোক ঐ সভায় [illegible] ছিলেন, [illegible] ভদ্র লোকের মধ্যে [illegible] কোন [illegible] কমিশনর বাবুর এই বাল- [illegible] আপত্তি নিষ্পত্তি হইলে সভাপতি বাবু [illegible] উপস্থিত সকল লোককে বুঝাইয়া দেন। [illegible] মিউনিসিপালিটীর কার্য্য প্রণালী [illegible] কমিশনরদিগের লিখিত মতামত গ্রহীত [illegible] মিউনিসিপালিটীর তুলনায় সম্বন্ধে কমিশনরগণ [illegible] যাহা লিখিত মতামতরূপে আবেদন করিয়া [illegible] করেন, তন্মধ্যে নিম্নোল্লিখিত অংশটি অতি কীর্ত্তি [illegible] শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতির ইংরাজী [illegible] মিউনিসিপালিটীর সভ্য নির্বাচন সম্বন্ধে [illegible] কমিশনর বাবুদের [illegible] [illegible] [illegible]

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
তর্কবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
ধারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।

থম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৶০ ডাক মাঃ ১০
দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্দ্দশবার মুদ্রিত) মূল্য ৶০ ডাক মাঃ ১০
থম তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০
বিবেকের বিলাপ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ /০
ীসের ইতিহাস (এরূপ ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই
লিত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৶০ আনা।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ও
সাঁকো সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক
হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের
ধ্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
ওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
ইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
ল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
ত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত
পেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত
কানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
র ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
কারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
হারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
নের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
নবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০
না; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
ধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ
বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালী-
ঘাটের বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় আমা-
দের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব
গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই-
তেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও
কালীঘাটে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি
উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে
রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত
হইয়াছে। ইহাতে সমীকরণ ও নিরস্তিবাদ, নরদেহস্থ-
শোণিতের উৎপত্তি ও কার্য্যবিবরণ, দ্বারকা-পতন,
মৃচ্ছকটিক, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, আগমনী, মনু-
সংহিতা, পৃথিবীর অবয়বাকৃতি, সাংখ্যদর্শন, এই
৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি
ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাশুল
সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু
মহোদয়গণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্য-
সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন।
অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম
প্রেরিত হয় না।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের
গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া
ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নিবা-
রণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া
৸০ অদ্ধসের ১৷৵০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক হউক ইহার এক শিশিতে
চুল নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী)
ঘা, দূষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, হাত
পা ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সময়ে
সময়ে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক।
মূল্য ছোট শিশি ২৷০ ও বড় ৪৷০ টাকা প্যাকিং ।০।
ঠিকানা—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫।৪৮ আর,
ডি, মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈ
মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করি
দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্প
শক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয়। বাস্তবিক দি
দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রখরতার প্রম
পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের অল্প দিবসে
প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রক
ধাতুর পীড়া ও খেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরো
হয়। প্রমেহ ঘটিত কিছু জ্বর থাকিলে ঔষধ সে
কিন্তু অন্য প্রকার জ্বর সত্বে সেবা নহে। প্রমেহ জ
ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন। ঔ
সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা প
দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুল
২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গু
দশাশ্বমেধ বেনারস

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রক
রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও
প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযু
চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা ক
ঔষধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়
মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়,
আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশ
আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এ
তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থা
৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে
কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশে
রূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছে
তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মু
করিয়াছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সে
করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা। প্যাকিং ৶০ অ

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দ্রনাদব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরা
মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্র

ন আলা, মধ্যম ধাতু নির্গম, সরল ও খড়িওলবৎ
ার নির্গত হইলে ৩ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে
ার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও
চ্ছ স্রাবদোষে এবং বহুদিনের ক্ষত ক্ষয়, শোণিতস্রাব
প্রসাব সাদা ধাতু ধোলা এই সকল
ও বলির মস্তিষ্কের চীনবল, হস্তপদাদির জ্বালা,
ত্রের ফক্কড়া, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের
ও অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়
ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে
ন প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন, আমি সাহস-
ক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট
এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
ক শিশির মূল্য—১ টাকা—পার্কিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

ধৈদ্যশাস্ত্রানুসারে এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়মে
ন করিলে শরীরে নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন
এবং শরীরের বায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল,
ন্ত্র যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃ-
া, হৃৎকম্প, বৃদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির
উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অধিমান্দ্য
তি পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ
বনস্বভাবজনিত অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয়
য়-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আন্তরিক
য়, শুক্রতারল্য, পুরুষত্বহীনতা) প্রভৃতি রোগ সকলের
ও শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে।
দ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল;
এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—পার্কিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা
ক) ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত
শালাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ
রোগী ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।
এক শিশির মূল্য——১ টাকা—পার্কিং ৵০।

সুগন্ধ ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার গুহ্যরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গুহ্যদ্বার ও গুহ্যমুখের উপর ক্রিয়া
করিয়া ঐ সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে-
ষ মেহ প্রদর ও রক্তপ্রদরাদক বেদনা, সন্ধ্যাদোষ,
হলে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জলস্রাব
দ্বারে যন্ত্রণা লাগা, প্রসূতির পর ১২ । ১৩ দিন
যন্ত্র শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য
৬ মাসের অকালপ্রসূতা ও অকালে গর্ভস্রাব
ি এই সকল রোগ সুগন্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে
হইয়া থাকে।
একশিশির মূল্য ——৩ টাকা—পার্কিং ৵০।
বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে যে
মহোদয় প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলির
নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোকানাথ ঘোষ		এল, এম, এস,
	অমৃতকৃষ্ণ বসু।	ঐ
	গুরুদাস ঘোষ।	ঐ
	ক্ষেত্রমোহন মিত্র।	ঐ
		কলিকাতা।
	ধর্ম্মদাস বসু।	ঐ
" "	বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী।	ঐ
		ঢেকানল কটক।
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ।		সিবিল সার্জ্জনী
		বর্দ্ধা—মার্গ।
" "	কে, এম, চট্টোপাধ্যায়	ব্যারিষ্টার।
" "	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	এটর্ণি।
" "	রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা।
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—অয়েষ্ট মাজিষ্ট্রেট।		রাণীগঞ্জ।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট অবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের চীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিশয় প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

৬ই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!

সেবনাল্লভ্যতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ ষ্ট্রীটে ৩২। ৩৩ নং ইম্পিরিএল ড্রগিষ্টস হলে প্রস্তুত এবং বিক্রীত হয়।

দেড় পোয়া বোতলের নগদ মূল্য ৸৵০ ও ডাকের প্যাকিং খরচ ।৵০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ
প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়—শিমলা
" " নবেন্দ্রনাথ মিত্র—যতনপুখরিয়া
" " সূর্য্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—গঙ্করগাঁও
" " সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়—ত্রিপুরা
" " উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—বগুড়া
" " নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ত্রিপুরা
" " তারিণীচরণ দাস ডাক্তার
তালাবিবার

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশু
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷০ টা
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অস
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রক
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূ
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্য
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্ব
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি দে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর
হইয়া চাঙড়িপোতা কলফম যন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং"। ৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৯ সাল। ৪ ঠা পৌষ। ইং ১৮৮২। ১৮ ই ডিসেম্বর। অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ প মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ে।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ের যে শোণারপুর হইতে বারুইপুর পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছিল তাহা ১৮ ই ডিসেম্বর মগরাহাট পর্য্যন্ত লা হইবে। আরোহী ও মাল ঐ দিবস হইতে য়া লওয়া হইবে। বিশেষ বৃত্তান্ত টাইম টেবল বিলে জানা যাইবে।

মেজারের আপীস নম্বর শিয়ালদহ ই ডিসেম্বর ১৮৮২ } শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়—ম্যানেজার।

নূতন কাব্য!

"দশমহাবিদ্যা।"

প্রসিদ্ধ কবি

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত।

ল্য ৷৵০ আনা ও ডাকমাশুল ১০ আনা।

লিকাতা, ২৪৯ নং চীনাবোপ যন্ত্রে মাত্র প্রাপ্তব্য।

আই, সি, বসু কোং।

সমালোচক কাব্য।

স্বল্প মূল্যের মাসিক পত্র।

কার্ত্তিক মাসের বাহির হইয়াছে। এই কাব্য সাহিত্য-জগতের গুণের গৌরব ও দোষের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিবে। বাঙ্গালা ভাষা যাঁহাদের আদরের তাঁহাদের জন্যই এই পত্রের জন্ম। অগ্রিম ডাক মাশুল সহ বাৎসরিক মূল্য ৸৵০।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"দি হভেল" (The Hovel.)

শান্তিপুর।

নূতন হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরি।

বিলাত হইতে সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তকাদি আনাইয়া সকল ডিস্পেন্সরি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা যাইতেছে। শ্রীজ্ঞানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার। ৪৫ নং আর্য্যাণিষ্ট্রীট, আর্য্যাণি গির্জ্জার উত্তর, বড় বাজার কলিকাতা।

প্রণয়-প্রতিমা নাটক।

মূল্য ৷৷০ আনা।

বইয় বৌ

(হাস্য রসোদ্দীপক উৎকৃষ্ট প্রহসন)

মূল্য /০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ প্রণীত।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্যার পুথি।

সন ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।

ইন্দ্রজাল শাস্ত্র স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন। কঙ্কমুনি দ্বারা উহা সংগৃহীত হইয়া ভারতে প্রচার হয়। অনে অনেক রত্ন ভিমিরগর্ভস্থ খনির উদরে মণির ম গুপ্ত আছে। আমরা উদাসিনী রাজকন্যার নি হইতে ঐ সকল মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘো

কলিকাতা,—নর্থ সুবার্ব্বণ টালা, ২ নং কার্য্যা

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা!!

(অদ্ভুত-রহস্য—মাসিক পত্রিকা।

সন ১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশি

দ্বিতীয় পর্ব্ব! দ্বিতীয় পর্ব্ব!!

উদাসিনীর অগ্রিম মূল্য মায় রাহাখরচ আনা মাত্র। যদি সুলভ মূল্যে উপন্যাস প আমোদ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে উদা রাজকন্যার গুপ্ত কথা পাঠ কর।

উদাসিনী ১ ম পর্ব্ব—পুস্তকাকারে ব হইয়া ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা মূল্যে বি হইতেছে।

কার্য্যালয় ২ নং টালা নর্থ সুবার্ব্বণ কলিকাতা। } শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস কার্য্যসম্পাদক।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! এক

পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

অরকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা, শুষ্ক, যন্ত্রের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্প গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০ বটিকা বিশিষ্ট শি মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের

াওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই
ষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স জন আরাটুন
ক্ত প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী
াড ষ্টিকেশন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

CRISMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS — 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.
ক্রিসমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, ৪ রিভিয়ান, ৮, পারিস।
বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম।
াঁহারা বক্ষোভাঙ্গের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হই
ন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল
ল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব
ইট বক্ষঃ, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা
ার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ।
ল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট
ঈৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে
ট কোম্পানির নাম মুদ্রিত আছে।
গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস
এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)
সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে-
এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ
া এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া
ন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায়
মিয়াজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের
ার বাহ্যিক অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ
ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে
ধয়।
গ্রিমল্ট সাহেবের ক্যাল্সুয় অব পেপসিন।
এই স্থলের এরূপ কল্পনা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস
রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
পরিমাণে নিঃসৃত না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন
ন অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত
রিশ্রম আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা
ধা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য
র:
পাকাশয়ের প্রদাহ।
সবমন শিরঃশূল
পেট জ্বালা।
যকৃতের পীড়া।
গর্ভাবস্থার বমন।
গ্রিমল্ট কোং।
পৃথিবী প্রসিদ্ধ ডিপ্রিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখপুল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গুয়ানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন, এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড় ধুতি, চাদর জোড়া ১৶ হইতে ৭, টাকা পর্য্যন্ত নানা প্রকার বৈয়ারি জামা আঙ্গরাখা ও ছিটের ৸৹ হইতে ৪, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩, হইতে ৬, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১, হইতে ২৸৹ মোজা ৷৹, ।৶৹, ।৹ জোড়া; গাটার /১০, ৶৹, ।৶, ৸৶, রুমাল রেসমী ১, ১৷৹ ২৷৹, সুতীরুমাল ।৹, ৶৹, ৶৹, /৹ তোয়ালে ৷৹, ।৶৹, ।১০, ৶৹, নূতন নূতন ফেসানের প্লেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১, ১৷৹, ১৷৹, ২, ২৷৹, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৩, ৩৷ ৭, বিলাতস্থ সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।৹ হইতে ৩৷৹ লেভেণ্ডার ৸৶৹ ফুরিজা ৸৹ পাইন্যাপের ইউডিকলং ৸৹, ৷৹ অন্যপ্রকার ।৹, ৶১০ অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি হেমকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশবিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸৹ ও ৸৹, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন ৩ ২৷৹, ১৷৹, ৸৶৹, ।৶৹, অটোভিরোজ (অর্থাৎ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৩, নিরোনি ২, মেকেসার অয়েল ১৷৹, ।৶৹, উত্তম তাস ।৹, ৷৹, ১, ২, নানাপ্রকার এয়ারিং জোড়া ।৶৹, ।৹, ৶৹, স্ত্রীলোকদিগের মাথার জাল ।৹, ।৶৹, চিরুনী ৷৶৹ হইতে /৹ ব্রস ৷৹ হইতে ৶৹, মাথায় দিবার ও কাপড়ে বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে,

প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও ঝরিং ফিত
১, হইতে ৶১০, কমকটার, মোজা ও টুপি বুনি
জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পউ
এবং নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কারপে
রেল সেটের মোটাম কাগজ, কলম ইত্যাদি বি
হয়।

মণিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টা
না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কে
দ্রব্যাদি পাঠাই না।

প্রেরিতপত্র।

কয়েকটী প্রশ্ন।

মহাশয়! শুনিতে পাই, মহেন্দ্র বাবুর বিজ্ঞ
সভার মধ্যে মধ্যে সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা স
পঠিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণার্থ বি
যন্ত্রও সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে। আ
একান্ত প্রত্যাশায় বসিয়া আছি, মহেন্দ্র বাবু অ
নাহ ভারতের উদ্ধার করিবেন। আমাদি
আশাটা আরও কিছু বেশী, কেন না সরকার ম
পর আমাদের জাতি ভাই,—তাঁহার কল্যাণে বৈ
নিক প্রণালীতে চাষ করিয়া চাকুরে ও ব্যবসা
অপেক্ষা সুখে কাল কাটাইব মনে করিয়া আ
আবাদের মাল বেচিবার জন্য কখন কখন কলিক
যাই; বহুবাজারে আসিলেই লোকে মহেন্দ্র বা
সায়েন্স এসোসিয়েসনের "বাড়ী দেখাইয়া দেয়
আহ্লাদে বুক দুলিয়া উঠে। বুক দুলিয়া উ
তাঁহার লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনিবার জন্য নহে,
কিঞ্চিৎ উপকার প্রত্যাশায়। কিন্তু তিনি যে রা
কত টাকা লইয়া কোন্ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ আ
করিয়াছেন, আমরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পা
লাম না। যাহা হউক, তাঁহার নিকট আমার স
নয় প্রার্থনা এই, তিনি দয়া করিয়া আমার নি
লিখিত প্রশ্ন কয়টীর উত্তর দিবেন। এই উ
কয়টী পাইলে বুঝিব যে, দেশের হিতসাধনে তাঁ
বাস্তবিক ইচ্ছা আছে এবং অর্থ-সাহায্যকারিগ
বুঝিবেন যে, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তাঁহার হ
টাকা দেওয়া সার্থক। প্রশ্ন কয়টী এই:—

১। আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, লিচু, আ
আনারস ও কদলী এই কয়টী উদ্ভিদের কাষ্ঠ, প
পত্র, ও কাণ্ড কোষকে দগ্ধ করিলে উহাদের যে ভ
বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় তাহাতে এবং যে ভ
ভস্মরূপে পরিণত হয়, তাহাতে কোন্ কোন্ পদ
কি পরিমাণে থাকে?

২। রেড়ির খৈল, ছাগ বিষ্ঠা, শুগ্‌লি পোক'র
, পুটিমাছ, পলিমাটী, গোময়ের ভস্ম ছাগ ও
ষের রক্ত এই পদার্থগুলিতে অম্লজান, অঙ্গারাম্ল,
স্থ স্রাবক, এমোনিয়া, উদ্‌জান্‌, পটাস্‌,
স্ফরিসিয়া, ফসফরিক অম্ল চুণ ও সোডা, এই সকল
র্থের কোন্‌ কোন্‌টী কি পরিমাণে আছে ?

রাণঘাট
ই ডিসেম্বর। } অনৈক কৃষক

পঙ্গপাল।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কিরূপ অবস্থায়
পাল সকল জন্মায় ও বৃদ্ধি পায় এবং ঐ্যাদিগের
হইতে দলবদ্ধ হইয়া স্থানান্তর গমন পর্য্যন্ত
ন্ত অবগত হওয়ার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট
সহ ব্যগ্র হইয়াছেন ; এই সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়
গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও কৃষি সম্বন্ধীয় কলিকাতার
পিসে প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

রুশিয়া রাজ্যের সরকারী রিপোর্টের নিম্ন লিখিত
ত স্থল দৃষ্টে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ সংবাদ জানিতে
ন বুঝা যাইবে।

রুশিয়া দেশস্থ কীটতত্ত্ব নির্ণায়ক সভার সেক্রে-
। পষ্টচিন্‌সফি সাহেব কিরূপ স্থলে শস্য-খাদক
পাল সকল (আনিস্‌পলিয়া অষ্ট্রীয়াকা) ডিম
ড়তে ভালবাসে, তাহা নিরূপণ করিবার
ন্ত উক্ত রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশে প্রেরিত হন,
পল্টবা প্রদেশে বহু অনুসন্ধানের পর নিম্ন
ত নিদ্ধান্ত করেন। "শস্যখাদক পঙ্গপালগণ
াচর গোধূম ক্ষেত্রে ডিম পাড়ে এবং ডিম
ত কীট বাহির হইলেই শস্য খাইতে আরম্ভ
।

গোধূম ক্ষেত্রের এক বর্গ আরকিনে (এক আর-
: ২ ইঞ্চ পরিমাণ) সচরাচর প্রায় ২০ হইতে
টী পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাই ও যব-
ত্রে এক বর্গ আরকিনে অপেক্ষাকৃত ন্যূন কল্পে
হইতে ৫ টী পর্য্যন্ত) কীট (লারবি) থাকে ; এই
ল ক্ষেত্র আবার গোধূম ক্ষেত্রের নিকটস্থ হইলে
কীটের সংখ্যা প্রায় গোধূম ক্ষেত্রের সহিত সমান
যে সকল ক্ষেত্রে পূর্ব্ব বৎসর শরৎকালে
ধূম রোপণ করা হয়, তাহাতে বহু সংখ্যক
(লারবি) থাকে এবং ঐ সকল কীট ক্রিসা-
ডস্‌ হওয়ার পূর্ব্বে বিনাশ করা অসম্ভব হইয়া
।

ক্ষেত্রস্বামী কর্ত্তৃক যে সকল ক্ষেত্র হইতে পঙ্গপাল
ত হয়, সেই সকল ক্ষেত্রের অবস্থা ভিন্ন-
। এই সকল তাড়িত পঙ্গপাল নিকটস্থ ক্ষেত্র
লে রাশি রাশি উড়িয়া পড়ে। এমন অবস্থায়
গোধূম ক্ষেত্রে একবর্গ আরকিনে ৩ হইতে ১৬ টী
পর্য্যন্ত কীট (লারবি) অবশিষ্ট থাকে ও নিষ্কণ্টক
ভোলা, মটর, পাট ও শোণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে যাহাতে
পঙ্গপাল সচরাচর বিরল থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে এই
কীটসমূহের আবাসস্থান হয় ও প্রতি আরকিনে
১৬ হইতে ২৬ টী পর্য্যন্ত কীট (লারবি) দেখিতে
পাওয়া যায়।

ইহাতে বলা যায় যে, এই সকল পতঙ্গ দূর
করিতে হস্তী কিম্বা যন্ত্রের ব্যবহার সুবিধাজনক
নহে, যেহেতু তাহা হইলে আহারী গোধূম ক্ষেত্রে
ডিম না পাড়িয়া নিকটস্থ ক্ষেত্র সকলে উড়িয়া
পড়ে, কিন্তু গোধূম-ক্ষেত্রে থাকিলে বসন্তকালে
ক্রিসালাইড অবস্থায় তাহাদিগের ধ্বংস করা সহজ
হয়।

পেটচিন্‌সফি সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন
যে, লাঙ্গলে উত্থিত (লারবি) কীট সকল সহজেই
ভূমিতে প্রবেশ করে, কিন্তু সূর্য্য কিরণে ১০ মিনিট কাল
রাখিলেই উহারা উত্তাপে মরিয়া যায়। তিনি স্থির
করিয়াছেন যে, বসন্তকালে এই সকল কীট (লারবি)
ক্রিসালাইড অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার সময় নিশ্চল থাকে,
তখন ভূমি কর্ষণ অতিশয় উপকারজনক। কারণ
কর্ষণ দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ক্রিসালাইডসগণ সূর্য্যকিরণে
নিশ্চয়ই মরিয়া যায়।

এই পতঙ্গসমূহের ডিম্ব নষ্ট করিয়া মূলোচ্ছেদ করা
পষ্টচিনসফি সাহেবের মতে একপ্রকার অসম্ভব। কারণ
ডিম্ব সকল ফুটিয়া লারবিতে পরিণত হইবার সময়ে
ক্ষেত্র সকল শস্যপূর্ণ থাকে।

কলিকাতা
১৩ ই ডিসেম্বর ১৮৮২ } কে, এ, ক্রফোর্ড
পোষকমিশনার আপিসের
ভারপ্রাপ্ত অধিপতি।

সোম প্রকাশ।

৪ ঠা পৌষ সোমবার।

লর্ড রিপন একটি নূতন পথ দেখাইলেন।

ভারতীয় ইংরাজ রাজপুরুষগণের এত দিন এই সংস্কার ছিল, ভারত বিজিত দেশ, অতএব লৌহময় শাসনদণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া সৈনিকবল দ্বারা ভারতবাসিদিগকে শাসন করা কর্ত্তব্য ; উচ্চতর পদাদি দান দ্বারা ইহাদিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করা কোন ক্রমে কর্ত্তব্য নয়। এক্‌বিধ আইন করিয়া এ দেশীয়দিগকে ইউরোপীয়ের সহিত সমভাবে শাসন করাও বিধেয় নহে, তাহা হইলে এ দেশীয়েরা ইংরাজদিগকে ভয় করিবে না, ভারত শাসনে রাখাই দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। ১৮৫৭ অব্দে ভারতে যে বিদ্রোহ হয়, তাহা এই সংস্কারের ফল। অতি অবশঙ্কর আ
তখনা ৯ আইনের যে সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, তা
এই কুসংস্কারের ফল। কিন্তু লর্ড রিপন যে
দেখাইলেন, সেই পথের পথিক হইয়া যদি শ
কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়, কেবল যে বিদ্রোহাদি ঘট
শঙ্কা দূরগত হইবে, এরূপ নয়, অধিক সৈনিক
নিষ্প্রয়োজন হইবে, সৈনিক ব্যয়েরও অনেক
হইয়া আসিবে।

এ দেশীয়েরা সাধারণতঃ শান্তপ্রকৃতি। ই
বিনা উপদ্রবে শান্তভাবে থাকিতে ভাল বা
সামপ্রয়োগ দ্বারা শাসন করিলে ইহাঁদিগের
গলিয়া যায়। লর্ড রিপন বাহাদুরের সুনীতল শ
পদ্ধতি দর্শন করিয়া এ দেশীয়দিগের হৃদয় যে
আর্দ্র হইয়াছে বাবু কৃষ্ণচাঁদ দাস বিরচিত নি
দুই গানটী দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতে
গানটী এই:—

রাগিণী ভৈরবী মঙ্গল—তাল কাওয়ালী।

" রিপন গবর্ণর, নয় সামান্য নর।

হিংসা দ্বেষ, নাহি লেশ, সর্ব্ব জীবে সমাদর।
শ্রীষ্টাব্দ আঠার আশি, আইল ভূমে শুভরাশি,
ইণ্ডিয়ায় নিশ্চিন্তে আসি, সিমলা শিলেতে প্রবে
কাবুল ওয়ার ভস্ম নাশি, সৈন্যগণের সঙ্গে মি
পালেসে আসিয়া বসি, উদর পূর্ণ শশধর।
যে দিন হতে, ইণ্ডিয়াতে, হয়েছে শুভাগমন,
অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ সে দিন হতে নিবারণ,
সুলভ মূল্য তণ্ডুল, কুশলী সব প্রজাগণ,
মারিভয় তত নয়, সুখে কাল যাপন,
নিরুপদ্রবে, ইণ্ডিয়াতে, দিবসে আত্মশাসন,
প্রেস এক্ট, মহাকষ্ট, নষ্ট, কৈলেন সুধীবর
ভার্ণাকুলর বিল্‌ডিং করে হত, নব বিল্‌ডিং হলো
নারীর ধায়রাম, আরোগ্যধাম, ইডেন নামে
পাত
ইল্বার্ট ডিউটি, গেল ছুটি, সন্তাদরে পাবে মাল
ট্রামওয়ে চলেছে যেয়ে পাওয়া যেতে রাত্রিকাল,
পবলিক ওয়ার্কে, কত লোকে, সুখেতে কাটাচ্ছে
পোষ্ট আপিসে, দিলেন ঠাঁসে, অনায়াসে মণিঅ
চৌদ্দ আইন বড়ই কঠিন, ছিল যার বধিকার,
হিন্দু নারি, নারীগণে, হা হতে, পেলে নিস্তার,
ইণ্ডিয়ার শুভপ্রাত, আছে যে যত প্রকার,
পুনঃ করিতে উদিত, মত স্থির হলো তাঁর,
প্রজা বৎসল, গবর্ণর জেনারল, রিপন ধর্ম্ম অবত
উচ্চ শ্রেণীর, সাহেব টীন, দয়ালু দয়ার শেখর
জিতেন্দ্রিয় মহাশয়ে, প্রতিনিধি, রাজেশ্বর
অতি রাগে, বেগেতে ইংলিশম্যান ছাপাওয়ালা,
নেটিভে টিপ ফটির হবে, প্রকাশে মাত্র আলা
সর্ব্বজীবে, সম ভাবেন ভিন্ন নয় কালা ধলা

নিয়ার যিনি, পাবেন তিনি, যথার্থ চলো বলা
ত খণ্ডে, অনুবাগে, বঙ্গজের লোক বোল বলা
ড সম্পদ, চিপ জষ্টিস পদ,প্রাপ্ত রমেশ মিত্রবর।
ও গবণর, হোন অমর, স্বর্গেতে রাখুন ঈশ্বর। (১)

কেবল এক কৃষ্ণচাঁদ দাসের মনের এ ভাব নয়; সের যাবতীয় লোকেরই এই ভাব। যে দেশের ক্ত শাসনকর্ত্তার উপরে মনের এই প্রকার ভাব , সে দেশ শাসন করিবার নিমিত্ত কি লৌহময় পারণের প্রয়োজন হয়? লর্ড রিপন শাসন র্য্যার যে পথ দেখাইলেন, রাজপুরুষেরা যদি সেই র পথিক হন, নৌসেনা লইয়া দুর্গ ভাঙ্গিবার াজন হইবে না, স্থলগামী সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ নরও চেষ্টা পাইতে হইবে না। এ পথে কামান না, গোলাগুলি চাই না, বারুদ চাই না, কর- প্রভৃতি করাল অস্ত্র শস্ত্র চাই না, অশ্বারোহ ও চাই না। চাই কেবল সমদর্শিতা ন্যায়- তা ও অপক্ষপাতিতা অনুসারে রাজধর্ম্ম পালন। ই কামান গোলাগুলি অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্যসামন্তের করিবে।

রাজপুরুষেরা বহুজ্ঞতার অভিমান করেন। মনে ন, তাঁহারা এ দেশের লোকের মনের ভাব তে পারিয়াছেন, এবং এ দেশের সকল বিষয় বতে পারিয়াছেন। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য দেখি ছ, ভারতে বহুদিন ইংরাজরাজত্ব হইল, কিন্তু াজেরা আজও ভারতবাসীর মন বুঝিতে পারি- না! এ দেশীয়েরা শান্তপ্রকৃতি, শান্তিই ভাল ন, কোন উপদ্রবে যাইতে চান না, কেবল ার ও অত্যাচার দেখিলেই বিরক্ত হন। ইঁহা- ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণ অধিক, তাহার বলে ক অন্যায় অত্যাচারও সহ্য করিয়া থাকেন। নিতান্ত বাড়াবাড়ি হইলেই যাহা হউক। তবাসিরা যে শান্তপ্রকৃতি, এ কথা কেবল আমরা তেছি না, যে যে বিদেশীয়ের সহিত ইঁহাদের শ্য ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে, তাঁহারা সকলেই এ কহিয়াছেন ও কহিয়া থাকেন। অধ্যাপক মোক্ষ- সে দিন অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতির বাক্য উদ্ধৃত য়া এ বিষয় বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রা আর আবার এক প্রামাণিক ব্যক্তির বাক্য ত করিয়া দৃঢ়রূপে উহা সপ্রমাণ করিতেছি। ভূতপূর্ব্ব প্রেস কমিশনর রোপর লেথব্রিজ আই, ই, ম্যাঞ্চেস্টর হাউসের সভায় বলেন ামার ন্যায় যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে শান্তপ্রকৃতি স্নেহবান্ প্রজাগণের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস

(১) অনুবাদক মহাশয় এই গানটীর অবিকল অনুবাদ রিপন বাহাদুরের গোচর করেন, এই আমাদের ইচ্ছা। -স।

করিয়াছেন, তিনি উক্ত বিষয়ের (সঙ্গীত প্রচারের) বিশেষরূপে মর্ম্মগ্রহণ করিবেন। সম্ভ্রান্ত নরনারীগণ! আমি আপনাদিগের নিকটে ভারতবাসিদিগের ভারতেশ্বরীর প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাসের বিষয় কহিতেছি, তাঁহারা ভারতেশ্বরীকে স্নেহপূর্ব্বক মাতা বলিয়া থাকেন। ঐ ভক্তি ও বিশ্বাসের বিষয় আমি দেখিয়াছি ও জানিয়াছি। আমি যাবৎকর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতবর্ষে গতকাল ছিলাম, সর্ব্বস্থলেই অনেক ভারতবাসিকে অকপট বন্ধু পাইয়াছিলাম। আমি আনন্দ সহকারে কহিতেছি, প্রায় প্রত্যেক মেলে ভারতবাসিদিগের বন্ধুতার চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ভারতবাসীরা সম্ভব তাঁহাদিগের পুরাতন বন্ধুদিগকে বিস্মৃত হন না। আমি ভারতীয়দিগের বিশেষতঃ অধিকতর চিন্তাশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চরিত্র বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছি। আমি আপনাদিগকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, ভারতবাসিদিগের রাজার প্রতি ভক্তি অতি প্রবল। গবর্ণমেণ্টের ভ্রম হইতে পারে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর দোষ গুণ বিচার করা হইতে পারে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর প্রতি দোষারোপ করা হইতে পারে। কিন্তু একটী বিষয়ে কোন দ্বৈধ ও সংশয় নাই, সে বিষয়টী কি? না, রাজভক্তি" ইত্যাদি। ফলতঃ এমন শান্তপ্রকৃতি ও রাজভক্ত জাতি আর নাই। রাজাকে দেবতা জ্ঞান করে, এমন কোন্ জাতি আছে? ইঁহারা চিরকালই উত্তম রাজা প্রার্থনা করেন। বেণ রাজা শাস্ত্র নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করাতেই প্রাচীন ঋষিগণ কুপিত হইয়া তাঁহার বাহু মন্থন করেন। বাহু মন্থন করিয়া কি করিলেন? না, একজন পরম ধার্ম্মিক সাধুসদাশয় রাজাকে (পৃথুকে) লাভ করিলেন। যেখানকার প্রজারা এরূপ রাজভক্ত, সে দেশ শাসন করিতে কি কোন কষ্ট আছে? পাঠক! আরো একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন, ভারতবাসিরা এক ধার্ম্মিক শাসনকর্ত্তা পাইয়া সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন। সেই শাসনকর্ত্তা কি করিতেছেন? অন্য অন্য শাসন কর্ত্তারা স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন নাই, ইনি সেই কর্ত্তব্যগুলির যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতেছেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ শাসন কর্ত্তার যেখানে এত মান, সে দেশ শাসনে কি কোন কষ্ট আছে? সে দেশ শাসনের নিমিত্ত কি অন্যায় বা অত্যাচার করিতে হয়? আমাদের রাজপুরুষেরা যে এখানে অন্যায় আইন করেন, অন্যায় বিচার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

স্থানীয় আত্মশাসনের আর একটি বিঘ্ন কল্পনা।

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" মঙ্গল কার্য্যের বিঘ্ন অনেক, এই কারণে শাস্ত্রকারেরা কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে

অস্তিবাচন ও ভূতাপসরণাদি করিতেন। লর্ড রি এই কার্য্যে উদ্যত হইয়া একেকক্রমে অনেক বিঘ্ন খণ্ডন করিয়াছেন। সম্প্রতি একজন বি ভুক্তভোগী বাঙ্গালী এ সম্বন্ধে আর একটী অনি আশঙ্কা করিয়া নিজ মন্তব্য কিউম সাহেবের নি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। লেখকের আশঙ্কা লক নহে। এই নিমিত্তই বোধ হয়, কিউম সা তাঁহার প্রস্তাবে আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। বি বলেন, গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কবিহীন ব্যক্তি যদি অ শাসন সমিতির সভ্য হন, এবং মাজিষ্ট্রেট সভ্য থাকেন, তাহা হইলে কাঙ্ক্ষিত ফললাভের সম্ভা নাই। মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে মরণ ও জীবন ক স্বরূপ যে পুলিষ আছেন, তাঁহারাই তাঁহাদিগের ই স্বরূপ কার্য্য সাধনের যন্ত্র হইবেন। তাঁহারা ই করিলেই সভ্যদিগকে যে দিকে ইচ্ছা, সেই দি ফিরাইতে ঘুরাইতে পারিবেন, সভ্যদিগকেও ব পোকাধৃত তৈলপায়িকার ন্যায় মাজিষ্ট্রেটদি ইচ্ছানুসারে চলিতে হইবে, অন্যথা পুলিষের চক্র সভ্যদিগের সময়বিশেষে বিষম বিপাকে পরি সম্ভাবনা। সুতরাং এরূপ স্থলে আত্মশাসন ক্ষ প্রদান দ্বারা আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নি তবে যদি জেলার মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্ত হইতে পু ষের যাবতীয় আধিপত্য গ্রহণ করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট পু সুপারিণ্টেণ্ডের হস্তে অর্পণ করা হয়, তাহা হ সে আশঙ্কা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পা ফলতঃ এ কথাটী সত্য, পুলিষ আমাদিগের দে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, পুলিষের অসাধ্য কাজ কি নাই, তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে আপনাদিগকে ত তদুপরি মাজিষ্ট্রেটকে বড় বলিয়া জানেন, সুতরাং মাজিষ্ট্রেটের আদেশ পাইলে তাঁহারা হাতে ম কাটিতে পারেন। নিঃস্বার্থ পরোপকারী ব্যক্তি এই সভার সভ্য হইতে কেহই চাহিবেন না। রিপনের অভিপ্রায় উক্তরূপ লোক ভিন্ন অন্য ক কেও দেওয়া হইবে না। কারণ, তেমন লোক অপর হইতে দেশের উপকার লাভের সম্ভাবনা অতএব তেমন লোক যদি সাধারণের কিং করিয়া বিপদাপন্ন হন, তাহা হইলে কোন ব্যি উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইবেন সাহসী হইলেও মাজিষ্ট্রেটের অবাধ্য হইয়া চলি পারিবেন না। প্রকৃত তেজস্বী ও বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা চাটুবাদী হইয়া সভ্যপদ রক্ষা করিবেন, এ ত কোন ক্রমেই বোধ হয় না। আর যদি রক্ষা করেন, তিনি কিরূপেই বা নিজের অভিল নুসারে দেশের হিতকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে এখন মাজিষ্ট্রেটদিগের খোসামোদ করিতে হয় ব অনেক ভদ্র লোক মিউনিসিপাল সভার সভ্য হ

ন না। এবং ও যদি ও হাই ঘটিয়া উঠে, তবে এত গোলযোগ করিয়া ফল কি? ফলতঃ দণ্ডপ্রণেতাশালী-পুলিস-সহায় মাজিষ্ট্রেটরা যাহার যে কার্য্যে থাকিলে কার্য্যে এইরূপ যে নানা ঘটিবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এই কারণে আমাদিগের বোধ হয় হিউম সাহেব মাজিষ্ট্রেটের পদত্যাগ এই সকল অনিষ্টসঙ্কার কথা কখনই স্বীকার করিতে পারিবেন না। লর্ড রিপন বাহাদুর যে আত্মশাসন পদ্ধতি প্রচলিত করিতে উৎসুক হইয়া যখন সাধারণ প্রজার মত জানিতে চাহিয়াছিলেন, তখনই মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহাদিগের পার্শ্বচর অনেক মাজিষ্ট্রেটেরা যেরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই। এমন কি অনেকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্থানীয় কতিপয় লোকদিগকে ডাকিয়া ইহার অর্থ বিপরীত রূপ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টারও ত্রুটী করেন নাই। আমরা জানি অনেক দেশীয় স্বাধীনচিত্ত উকীল প্রভৃতি ব্যবস্থা সভায় উপস্থিত হইয়া ভজ সাহেবের এই বিলম্বণীয় বিষয়ের আন্দোলনে সাহসী হন নাই। এবং কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া যে কার্য্য করিবেন, তাহা আমাদিগের কোন মতেই বোধগম্য হয় না।

মাজিষ্ট্রেটদিগকে পুলিসের কর্তৃত্ব হইতে অপসৃত করিলে শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কার্য্য এক্ষণে যেরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, সেইরূপ সম্পন্ন হইবে কি না, হিউম সাহেব তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্ত হইতে পুলিসের কর্তৃত্ব অপসৃত করিলে তাঁহাদিগের দায়িত্বের হ্রাস হইবে, এবং জেলার শান্তিরক্ষা সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন না হইলে তাঁহারা দায়ী হইবেন না। বিশেষতঃ যে সকল মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ। মাজিষ্ট্রেট যদি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যে সহায়তা না করেন, এবং কেহ কাহার কার্য্যের জন্য দায়ী না হন, তাহা হইলে পরস্পরের বিদ্বেষ জন্মিবে, সুতরাং আবশ্যক কার্য্যেও পরস্পর পরস্পরের সাহায্য লাভে সমর্থ হইবেন না। উভয়ে প্রায় বদ্ধ বটিয়া উঠিবেন। রাজস্ব সংগ্রাহক মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার সম্পর্কীয় যাবতীয় লোক পুলিসের বিপক্ষ হইবেন, ক্রমে পরস্পরের অধীন লোকেরাও পরস্পরের বিপক্ষাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন। সুতরাং নিরীহ দরিদ্র কতকগুলি ব্যক্তিদিগকে অযথা নানাপ্রকার দুর্ভোগ করিতে হইবে। হিউম সাহেবের এ শঙ্কা অলীক অমূলক ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতেছে। এরূপ আশঙ্কার কারণ কি, আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শান্তিরক্ষা ও চৌর্য্যাদি নিবারণ কার্য্যের ভার পুলিসের উপর ন্যস্ত হইবে, পুলিস তাহারই নিবারণ করিবেন, ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে। মাজিষ্ট্রেট বিচারপতি, তিনি নিরপেক্ষভাবে কেবল বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তদ্ভিন্ন রাজস্ব সংগ্রহ প্রভৃতি যে যে কার্য্যের ভার আছে, তাহারও যথা বিধি সমাধা করিবেন। যেখানে পুলিসের সাহায্য আবশ্যক হইবে, মাজিষ্ট্রেট সেইখানে সাধারণ প্রজার ন্যায় পুলিসের সাহায্য প্রার্থী হইবেন, পুলিসও যথা কর্ত্তব্য সাহায্য দান করিবেন, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিলে শান্তিরক্ষা প্রভৃতি সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে।

উপসংহারে পরিষ্কৃতরূপে আমাদের বক্তব্য এই, হিউম সাহেব পায়োনিয়রে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহাতে সিদ্ধান্ত নিমিত্ত দুটী বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রথম, মাজিষ্ট্রেটেরা মিউনিসিপাল সভাপতি হইলে আত্মশাসনপদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্পাদিত হইবে না। দ্বিতীয়, মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে পুলিস কর্তৃত্ব না থাকে। এ দুটী প্রস্তাবই বিশেষরূপে বিচারযোগ্য। আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, মিউনিসিপালিটীসম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের কর্তৃত্ব থাকিলে লর্ড রিপন বাহাদুরের অভিপ্রেত ও দেশের লোকের প্রার্থিত আত্মশাসনকার্য্যটী যথাবিধি সম্পাদিত হইবে না। দ্বিতীয়, পুলিস মাজিষ্ট্রেটদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইলে কার্য্যের সুশৃঙ্খলা ভিন্ন বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না, বায়েরও হ্রাস হইয়া আসিবে। এখন যে যে বিষয়ে আশঙ্কা জন্মিতেছে, পুলিসকে স্বাধীন করিয়া তদনুরূপ বন্দোবস্ত করিলে সমুদায় আশঙ্কাই দূরগত হইবে।

উচ্চ শিক্ষার উচ্চ গুণ।

বনের বাঘ গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামের লোকেরা লাঠি সোটা লইয়া যেমন চতুর্দ্দিক হইতে বাঘকে তাড়া করে, আমাদের রাজপুরুষেরা দিন কত কাল তেমনি ভারতের উচ্চশিক্ষাকে তাড়া করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হইয়াছিল, বুঝি এইবার উচ্চশিক্ষার প্রাণ বিয়োগ হইল। এখন ততো শোরগোল নাই বটে; কিন্তু এখনও যায় নাই। এখনও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পা যায়, শিক্ষাসংক্রান্ত কমিশনর উচ্চশিক্ষার ভা কি লিখিয়া বসেন।

আমরা বাঘের সহিত উচ্চশিক্ষার উপমা দিল বাস্তবিক উচ্চশিক্ষা কি ভারতের অনিষ্টসা প্রবৃত্ত হইয়াছে? বাস্তবিক কি ইহা হিংস্র ব প্রাণবধ যোগ্য? কি কারণে রাজপুরুষদিগের ই উপরে এত আক্রোশ? ইহা হইতে ভারতের ইষ্ট ও অনিষ্ট হইয়াছে; বর্ত্তমানে বা কি ইষ্ট ও অ ঘটিতেছে; ভবিষ্যতে কি ইষ্ট বা অনিষ্ট হই সম্ভাবনা আছে। এই বিষয়গুলির যথাযথ আ চলা করিলে ভারত হইতে উচ্চশিক্ষার উন্মূলন উচিত কি না? ইহার হ্রাস বা বৃদ্ধি করা উচি তাহা স্থির হইবে।

উচ্চশিক্ষা কি ভারতের এমন কোন গু অনিষ্ট করিয়াছে যে, বাঘের মত গুলি করিয়া উ প্রাণ বধ করিতে হয়? আমরা ত সেরূপ দে অনিষ্ট দেখিতে পাই না, প্রত্যুত ইহা হইতে রা ও প্রজা উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হ য়াছে। হিন্দুরা পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উ ছিলেন না এমন নয়, কিন্তু তাঁহাদের সে উন্নতি দেশব্যাপিনী ছিল, যাবতীয় হিন্দু সে উন্ন লাভের অধিকারী ছিল না! একমাত্র সংস্কৃত প য়নই সেই উন্নতির দ্বার। সাধারণে সে দ্বার প্র করিতে পারিত না। এখন ইংরাজি শিক্ষার প্রস্ত সেই উচ্চশিক্ষা-প্রবেশদ্বার কাহারও পক্ষে আর নয়। সংস্কৃত দ্বারা এ দেশীয়েরা শিক্ষা লাভ ক যে উন্নতি লাভ করিতেন, তাহা ইংরাজিশিক্ষাজ শিক্ষার সমকক্ষ নহে, এ আর এক প্রকার উন্ন উচ্চ শিক্ষার এই আর একটী মহৎ গুণ, তাহা সমাজে যে মরলা ছিল উচ্চশিক্ষা তীব্র অগ্নির ন্যা তাহা পরিষ্কার করিয়া তুলিতেছে। এখন অধিক লোকই আপনাদিগের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে এবং কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিতেছেন।

উচ্চশিক্ষার দ্বিতীয় মহৎ গুণ এই, ইহা ভারতের প্রতি এবং ইংরাজ জাতির প্রতি এ দেশীয়দিগের ভক্তিকে বলবতী করিয়া তুলিতেছে। যাঁহারা উচ্চ লাভ করিতেছেন, তাঁহারাই ইংরাজ জাতির প পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন, অন্য অন্য জাতিরও গুণ বিচারে সমর্থ হইতেছেন। গুণী হইলেই গু পক্ষপাতী হন এবং দোষের বিদ্বেষী হইয়া থাকে যে যে জাতির দোষ প্রচুর, তাহাদের প্রতি পক্ষপা তার অরুচি জন্মে। এক জন কবি কহিয়াছেন:-

গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্ব্বলঃ॥

শিকোৎসঙ্গসা গুণং ন বায়সঃ
কটী মুণোদ্রসা বলং ন মূষিকঃ॥

গুণবান্ ব্যক্তি গুণের আদর বুঝেন, যার গুণ নাই
ক্তে না। পরস্তু যে ব্যক্তি বলের আদর বুঝেন,
র বল নাই, সে বুঝে না। উহার দৃষ্টান্ত, কোকিল
শুধু গুণ বুঝিতে পারে, কাক বুঝিতে পারে না।
কর যে কত বল আছে, তাহা হস্তীই বুঝিতে
কিন্তু মূষিক বুঝিতে পারে না।

ভারতে রাজপুরুষেরা এদেশীয়দিগকে যত উচ্চ
ার শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন, ততই ইঁহারা
তের গুণ বুঝিতে পারিতেছেন, ততই সেই গুণে
হইয়া পড়িতেছেন।

তএব, উচ্চশিক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তির চক্ষুকে প্রস্ফু
করিয়া তুলে, শিক্ষিত ব্যক্তি আপনার স্বার্থের
অপরের স্বার্থও পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পান।
প আচরণের কিরূপ ফল, তাহাও বুঝিতে পারেন,
ল ইষ্ট কিসে অনিষ্ট তাহাও জানিতে পারেন।
রাং যদি কোন ব্যক্তির হৃদয়ে স্বাভাবিক বিদ্রোহ-
ত্তি থাকে, উচ্চ শিক্ষায় বলে তাহা সঙ্কুচিত
। আইসে। অতএব সে যখন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে
,রাজার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইলে কেবল আপ-
অনিষ্ট নয়,স্বদেশীয়ের অনিষ্ট ও স্বজাতির অনিষ্ট,
সে আপনা হইতেই বিদ্রোহাচরণে নিবৃত্ত হয়।
উচ্চ শিক্ষার এত গুণ, তাহার উন্মূলন চেষ্টা কি
য়? ভারতবর্ষীয়দিগের মূর্খতা যত দূরগত হই-
ছে, ততই তাহাদিগের বিদ্রোহপ্রবৃত্তি সঙ্কুচিত
া আসিতেছে। যতই উচ্চ শিক্ষা দেশময় ব্যাপ্ত
ব, ততই বিদ্রোহ দেশান্তরে প্রস্থান করিবে।
এব যাহাতে উচ্চ শিক্ষার হ্রাস বা উন্মূলন না
রাজপুরুষদিগের সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য।
ন অদ্য যদি ১৮৮২ অব্দের ন্যায় উচ্চ শিক্ষার
লাকে বিভূষিত হইত, তাহা হইলে কি ১৮৫৭
বিদ্রোহ ঘটিত? সিপাহিদিগের মূর্খতা ও
র সিং প্রভৃতি কয়েক জনের মূর্খতাই সে বিদ্রো-
মূল। তাহাদিগের উচ্চ শিক্ষা থাকিলে কখনই
বিদ্রোহ ঘটনা হইত না।

রাজার ও প্রজার এখনও যে বিপ্লবভাব আছে,
মধ্যে উচ্চ শিক্ষার বহুল প্রচার হইলে সে ভিন্ন
আর থাকিবে না। উচ্চশিক্ষা যোগকারক পদা-
র্থের ন্যায় রাজা ও প্রজা উভয়ের যোগ করিয়া এক
খ করিয়া তুলিবে। যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার বিলোপ
করেন, তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই, যে যে
ইহার প্রভা অদ্যও বিকীর্ণ হয় নাই, যাহাতে
য় প্রভা বিকীর্ণ হয়,সেই চেষ্টা করুন। মুসলমান
অদ্যও সাধারণে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই,
কারণে অদ্যও সময়ে সময়ে মুসলমানজাতি
হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা জন্মে কিন্তু মুসলমান
জাতি যদি সাধারণে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন,তাঁহারাও
সুশিক্ষিত হিন্দুদিগের ন্যায় পরিণামদর্শী হইয়া উঠি-
বেন।পরিণামদর্শন বিদ্রোহ ঘটনার উন্মূলন করিয়া
ফেলে।

এ স্থলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন,উচ্চশিক্ষা হইতে
ভারতে যদি এত উপায়ের ফল ফলিতেছে, তবে
রাজপুরুষেরা উচ্চ শিক্ষার এত বিরোধী হন কেন?
তাঁহারা কি বর্ব্বর? তাঁহারা কি কিছু বুঝেন না?
আমরা উহার উত্তরে বলি, রাজপুরুষেরা বর্ব্বর নন,
কিন্তু তাঁহাদিগের এই বিষয়ে একটী ভ্রমপ্রমাদের ভ্রম
ঘটিয়াছে। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা রাজপুরুষ
দিগের ভ্রম প্রমাদাদি প্রদর্শন করিয়া গুণ দোষের
যে বিচার করেন, তাহাই যত অনর্থের মূল হইয়াছে।
সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা শুভ উদ্দেশে যে সেই গুণ দোষ
বিচার করেন, রাজপুরুষেরা সেটী বুঝেন না।
তাঁহারা ভাবেন, গালি দেওয়া হয়; কিন্তু গালি
দেওয়া বাস্তবিক উদ্দেশ্য নয়। রাজপুরুষেরা ভবি-
ষ্যতে যাহাতে অন্যায় কার্য্য না করেন ও যাহাতে
যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার করেন, সেই সেই চেষ্টা পাওয়াই
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য।

———•———

আমাদের নূতন ষ্টেট সেক্রেটরি।

উপযুক্ত সময়ে ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লর্ড হার্টিংটন যুদ্ধ সম্পর্কে থেলেন, লার্ড ডার্ব্বি ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি হইলেন। লর্ড হার্টিংটন উপযুক্ত লোক ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতের প্রতি তাঁহার ততটা স্নেহ ও মমতা ছিল না। প্রধান রাজকর্ম্মচারীর নিরপেক্ষবুদ্ধি হইয়া অপক্ষপাতে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করা যে প্রধান গুণ লর্ড হার্টিংটনের সে গুণে কীট প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি লোকের অনুরোধ রক্ষা ও মুখাপেক্ষা করিয়া কাজ করিতেন। পক্ষান্তরে লর্ড ডার্ব্বি আমাদের পরিচিত লোক, ইনি এক বার ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইনি ভারতের কল্যাণার্থী—কেবল ভারতের কেন ইংলণ্ডের অধীন প্রদেশমাত্রের প্রতি ইঁহার সমস্নেহদৃষ্টি আছে। অধীনস্থ রাজ্যসকলের যাহাতে মঙ্গল হয় ইনি নিয়ত সে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। ইনি পদস্থ হইয়াই মিশর সম্বন্ধে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট মিশররাজ্যকে স্বাধিকার ভুক্ত করিবেন না। তথায় যত দিন ইংরাজ সৈন্য রাখা আবশ্যক,ততদিন মিশরে সৈন্য থাকিবে, তাহার পর তথা হইতে ইংরাজ সৈন্য লইয়া যাওয়া হইবে। স্পষ্টবাদিতা লর্ড ডার্ব্বির আর একটী মহৎ গুণ। লর্ড হার্টিংটন অন্যমনা ছিলেন। কেহ কখন তাঁহার নিকট হইতে কোন বিষয়ের স্পষ্ট উত্তর পা
নাই।

আমরা বঙ্গদেশের ভাগ্য সমধিক সুপ্রসন্ন দেখি
ছি। আমাদের তিনটী কর্ত্তা সংবদ্ধ হইলেন
আমাদের স্পষ্ট বোধ হইতেছে লর্ড রিপন মহো
দয় ভারতের কল্যাণার্থ যে যে কার্য্য করিবা
সঙ্কল্প করিয়াছেন বঙ্গদেশে তাহা সুসম্পন্ন হই
উঠিবে। বঙ্গদেশের নূতন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর লর্ড
রিপন মহাত্মবের কৃত কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন
কারী। বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, লর্ড ডার্ব্বিও ইহা
সম্পূর্ণ অনুমোদন করিবেন। অগ্নিত্রয় যে যজ্ঞ
অনুকূল সে যজ্ঞে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা কি
তাহাতে পূর্ণাহুতি হইবে সন্দেহ নাই। বোধ হ
বিধি অনুকূল হইয়াই লর্ড হার্টিংটনকে সরাইয়
দিলেন। তিনি পদস্থ থাকিলে লর্ড রিপনের
সঙ্কল্প সিদ্ধির বিঘ্ন ঘটিত। তিনি দুই একটী বিষয়ে
প্রতিবন্ধকতাচরণও করিয়াছিলেন। এই সকল বিবে
চনা করিয়া আজ আমরা লর্ড ডার্ব্বি মহোদয়কে
ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির আসনে অকপট হৃদয়ে
অভ্যর্থনা করিলাম।

———•———

ইংরাজেরা কি কলির ব্রাহ্মণ?

এদেশে যে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল, যে কিছু বাঞ্ছনী
ছিল, যে কিছু আদরের ও মানের সামগ্রী ছিল
ব্রাহ্মণেরা সমুদায়ই হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন
এখন সেই সর্ব্বগ্রাসিতা-পাপের ফলভোগ হইতেছে
ইংরাজেরা এ দেশে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের ভোগ
সেই সমুদয় বিষয়ই ক্রমে হরণ করিয়া লইলেন
ইহাঁদিগের প্রণামরূপ একটী পৈতৃক আয় ছিল
ইংরাজেরা সেটীও হরণ করিলেন। ইংরাজের
"উড়ে এসে জুড়ে বসে" ব্রাহ্মণদিগের যে কি সর্ব্ব
নাশ করিয়াছেন, এই প্রণামটীর বিষয় বিবেচন
করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। এ দেশে
ইংরাজ অধিকার হইবার পূর্ব্বে এমন কোন শূ
ছিলেন না যে ব্রাহ্মণকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাকে
প্রণাম না করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে সাহসী হন
ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার মুখরূপ অতি পবিত্র উচ্চতম স্থা
হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাদি মু
ও সঙ্কর যাবতীয় বর্ণের পূজ্য ও নমস্য হইয়াছিলেন
ব্রাহ্মণ-পর্য্যায়-বোধক ভূদেব একটী শব্দ হইয়াছিল
পৃথিবীর দেবতাজ্ঞানে সকলকেই ইঁহাদিগের পূজ
ও নমস্কার করিতে হইত। ইহাঁদিগের পূজা
নমস্কার না করিয়া যিনি যে কাজ করুন, তা
সুসিদ্ধ হইত না। যিনি কোন স্থানে যাত্র
করিতেন, ব্রাহ্মণের চরণরেণু লইয়া গমন করি
তাঁহার যাত্রার শুভ ফল ফলিত। যিনি কোন ক

ন্ত করুন, দেবগণের নমস্কারের পর তাঁহাকে
চরণে প্রণাম করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে
। সেই নিয়ম অনুসারে আজও কতকগুলা
রস্তের পুত্রে ব্রহ্ম-চরণে প্রণাম করিয়া
ন।

বড় দুঃখের বিষয়, ইংরাজেরা এ দেশে আসিয়া
দিগের অন্য অন্য মান সম্ভ্রমাদির সঙ্গে সঙ্গে
ক প্রথামটীও হরণ করিয়া লইয়াছেন! ইংরাজ-
র কৌশল বড়। ইঁহাদিগের বুদ্ধি বিদ্যা ও
ান কৌশলের নিকটে কাহারই তিষ্ঠিবার যো
। ব্রাহ্মণেরা যে এমন শক্ত বন্দিয়াদ করিয়া
গাঁথ ন গাঁথিয়া গিয়াছিলেন, ইংরাজেরা এক
াজী শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া প্রথমে তাহা ভগ্ন
য়া শেষে সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।
ারা বুদ্ধি বিদ্যা ও বিজ্ঞানবলে নিমেষমধ্যে
বড় পর্ব্বত ও দুর্ভেদ্য দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন,
াদিগের নিকটে বিজ্ঞানানভিজ্ঞ খুড়ুবুদ্ধি অবৈধ-
ব্রাহ্মণগণকৃত গাঁথনি কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে?
যারা ইংরাজী শিখিতেছেন, তাঁহারা আর ব্রাহ্ম-
নিকটে মাথা নোয়ান না। ভূমিপৃষ্ঠে দণ্ডবৎ
ন্ত হইয়া প্রণাম করা ও উঠিয়া গিয়াছে। যাঁহারা
ান্ত চক্ষুর লজ্জার অনুরোধে প্রণাম করেন, তাঁহা-
প্রণাম "কুড়ুলে" প্রণামে গিয়া পরিণত হই-
ছে। ভক্তিশ্রদ্ধাসম্বলিত সে প্রাচীন প্রণাম আর
। কেবল সুশিক্ষিতেরাই যে প্রণাম পরিত্যাগ
য়াছেন, তাহা নয়, তাঁহাদের দেখ দেখি গণ্ড
র্খেরাও ব্রাহ্মণের প্রণামে বিসর্জ্জন দিয়াছে। কথায়
ল "হুটার বাজার বড়" ঐ গণ্ডমূর্খদিগের ব্যব
টী অধিকতর কৌতুকজনক। তাহারা পিতা-
া প্রভৃতি অবশ্য নমস্য গুরুজনের চরণে প্রণাম
ও পরিত্যাগ করিয়াছে।

পাঠক! কি মনে করিতেছেন, ইংরাজীতে শিক্ষিত
ক্ত ও তৎসংসর্গীরা ব্রাহ্মণচরণে প্রণামে জলাঞ্জলি
া একটী দুস্তর বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি-
ছেন? তাহা নয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন,
ান স্থান পদার্থশূন্য থাকে না। এক স্থান
তে একটী পদার্থ তুলিয়া লইলে আর এক পদার্থ
সিয়া সে স্থল অধিকার করিয়া লয়। ইংরাজীতে
ক্ষতেরা বিপচরণে যে প্রণাম পরিত্যাগ করি
ছেন, ইংরাজেরা তাহা অধিকার করিয়া লইয়া
ন। এক্ষণকার শিক্ষিতেরা ব্রাহ্মণকে প্রণাম না
রিয়া মনকে সুস্থির করিয়া রাখিতে পারেন বটে,
ন্তু সাহেব দেখিয়া সেলাম না করিয়া সুস্থির
কিতে পারেন না। মনু বলেনঃ—

ঊর্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রামন্তি
যুবা বৃদ্ধ আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং
পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে।

বৃদ্ধ ব্যক্তি আগমন করিলে যুবার প্রাণ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। সেই বৃদ্ধের প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করিয়া যুবা সেই প্রাণ পুনরায় প্রাপ্ত হন।

সাহেব দেখিলে এক্ষণকার শিক্ষিত যুবার ঐরূপ গতি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে শূদ্র ব্রাহ্মণকে প্রণাম না করিতেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সমাজবর্জ্জিত করিয়া তাঁহার নানাপ্রকার দুর্দ্দশা ঘটাইতেন এবং অভিসম্পাতের ভয় প্রদর্শন করিতেন। শূদ্রেরাও—

"ক্রুধ্যন্ কুলং ধক্ষ্যতি বিপ্রবহ্নিঃ"

ব্রাহ্মণরূপ অগ্নি কুপিত হইলে কুল দগ্ধ করিবে।

এই ভয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে বাধ্য হইতেন। ব্রাহ্মণেরা এইরূপ সমাজবন্ধন ও অভিসম্পাতাদির ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে প্রণাম আদায় করিয়া লইতেন, এক্ষণে সাহেবেরা চাবুক ও ঘুষির জোরে সেই প্রণাম আদায় করিয়া লইতেছেন। পূর্ব্বে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে প্রণাম না করিলে কি সর্ব্বনাশ হইবে এই ভয় করিতেন, এক্ষণেও ব্রাহ্মণ-প্রণাম-পরিত্যাগী যুবা সাহেবকে সেলাম না করিলে তাঁহার কোপে পতিত হইয়া কি বিপদ ঘটিবে, এই শঙ্কা করিয়া থাকেন। কেবল শঙ্কা নয়, অনেক স্থলে কার্য্যেও ইহা ঘটিয়া থাকে। আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই, অনেকে সাহেবকে সেলাম না করিয়া বিপদে পড়েন। যেখানে রাজকর্ম্ম লইয়া সম্বন্ধ, সেখানকার ত কথাই নাই, যেখানে সাহেবের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে, সেখানেও সেলাম না করিলে প্রায় বিপত্তি ঘটিয়া উঠে। সাধারণে সাহেবদিগের ইচ্ছা এই, এ দেশীয়েরা তাঁহাদিগকে দেখিলেই সেলাম করিবেন। যাঁহাদের মন নীচ তাঁহাদের এ বিষয়ে অভিমান অধিক উচ্চ। এদেশীয়েরা সেলাম না করিলে তাঁহাদের নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। ইঁহার মধ্যে আবার যাঁহারা ঊর্দ্ধতন প্রকৃতি, তাঁহারা ক্রোধসম্বরণ সম্বরণ করিতে পারেন না, সেলাম না করিলে প্রহার করিয়া বসেন। তদ্ভিন্ন লক্ষ সময়ে সময়ে নরহত্যাও উপস্থিত হয়।

ফৌজদারিতে সম্বন্ধ স্থলে এরূপ ঘটনা হওয়া বিস্ময়াবহ নহে। চিরকাল এই প্রকার ঘটনা হইয়া আসিয়াছে। তবে বিস্ময়ের বিষয় এই, সাহেবেরা আপনাদিগকে সভ্য বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উপদেশ দেন, সকলেই সমান; বলপূর্ব্বক কাহাকে কোন কাজ করান উচিত নয়, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহারা বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, ইতিহাস লেখকেরা বলেন, ব্রাহ্মণেরা এ দেশের জেতা। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরেই আপনাদিগের পূজ্যতা ও নমস্যতার বিষয় বলি
রিয়াছেন এবং তাহা সংগ্রহ করিবারও ব্যব
করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা মুখে একপ্রক
বলিতেন না, কার্য্যে আর এক প্রকার করিতে
না। তাঁহাদের প্রভুবৈভবের এক ইংরাজী শি
এ দেশে প্রবেশ করিয়া কাল ঘটাইয়াছে। ঐ শি
পূর্ব্ব আধিপত্য রাখিতে পারিলেন না। ইংরাজ
শিক্ষা কালস্বরূপ হইল, আমরা এ কথা বলিল
তাহার কারণ এই, মুসলমান অধিকারে তাঁহা
এ আধিপত্যের বিলোপ হয় নাই। উপসংহ
আমরা করিতেছি, কেবল ইংরাজীশিক্ষা নয়, ই
তদ্দিগের সেলাম গ্রহণের বলবতী ইচ্ছার ব্রা
দিগের চিরলব্ধা পৈতৃক প্রণাম পথের মহা ক
হইয়াছে।

আমরা যথার্থ বলিয়া আসিতেছি, আ
বিদ্রোহী বলিয়া দণ্ড পাইবার যোগ্য নহে
তাঁহাকে অবিচারে করিয়া বিদ্রোহীর দণ্ড দে
হইতেছে। ২১ এ নবেম্বরের টাইমস পত্রে তাঁ
যে একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা
করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। আ
এ স্থলে পত্রখানির অনুবাদ করিয়া দিলাম।

মহোদয়! আমি মিরটে বিদ্রোহীদিগের বন্দীক
এই শীতে দেখিয়া একটী প্রস্তাবে দেখিলাম, উ
লিখিত হইয়াছে একজন বিদ্রোহী সেনাপতি
কৃত হইয়াছেন, এজন্য বিদ্রোহীদের দেখ, অমুক
কাদি, অমুক ডেপুটী, অমুক উকীল, অমুক মু
অমুক অনুবাদক, অমুক বণিক, অমুক লেখক ই
কারারুদ্ধ হইয়াছেন। হে স্বাধীনতার প্রিয় দে
সকল। দৈনিকগণই যদি বিদ্রোহী হইয়াছে,
তাঁহারা কেন নিজ নিজ কার্য্যপরায়ণ এত
মোটবল ইংলণ্ড এবং কাদিকে কারারুদ্ধ ও গু
দিগকে পীড়ন করা হইল? যদি তাহাই হে
সমুদায় ভারত এক কণ্ঠে একমনা হইল (সেই এ
কি না স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা) তবে কেন ভা
বিদ্রোহী এই নাম দ্বারা নিন্দিত হইতেছে? স
নামে আমি ঘৃণা করিতেছি, ঐ সকল ব্যক্তিকে এ
পীড়ন করা স্পষ্ট অত্যাচার। একটি সভ্য
মোদনক্রমে ঈশ্বর এবং মনুষ্যের নিয়মবিরুদ্ধে
যুদ্ধ হইয়াছিল। খেদাইব ও সুলতানের দূত দা
পাসা ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। সৈন্য
নগরবাসীরা আলেকজান্দ্রিয়া পরিত্যাগ করিলে
খেদাইব ফিরিলেন এবং যে সকল ব্যক্তি তাঁ
দেশের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদিগের
অবলম্বন করিলেন। এ কার্য্যটী যাবতীয় নি

ঔদ্ধিক পাশা ঈশ্বরীয় অতি উচ্চ নিয়মের বিরুদ্ধ
া করাতেমিশরের সমুদায় লোক একবাক্যে শাসন
র্ষা তাঁহাকে ঘৃণিত করিলেন এবং সুলতানের
মোদ্যিত আফ্রিকার দেশের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত
লন। এ কথা কহিয়া কি আমরা বিদ্রোহী?
ম বলিতেছি যে, আমরা ঈশ্বর ও মনুষ্যনিয়মের
মোদিত পথে পথিক হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা
করিয়াছিলাম, যদি কেহ ইহার বিপরীত কথা
ন, তিনি মিথ্যাবাদী, তিনি আপনার ইন্দ্রিয়
ও অর্থের দাস। আমি বলিতেছি, পৃথিবীর যাব-
মুসলমানধর্ম্মে বলিবে, যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম পুস্তকে
লিখিত আছে, আমরা কখন তাঁহার সীমা
লঙ্ঘন করি নাই এবং আমাদিগের প্রতি যে
ব্যবহার করা হইতেছে, ইহা সর্ব্বপ্রকার ন্যায়-
ার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

ছে! ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ! এই কি উচিত যে
দিগের দেশ, তাঁহারা দেশের সমুদায় রাজকর্ম্ম
ও বঞ্চিত হইবে? তাহাদিগের পদ সকল
শীয়েরা সার্কেসিয়, বলগেরিয় ও আলবানিয়ের
ভোগ করিবে? অন্য কথা কি, সৈন্যসংক্রান্ত
নীচ পদও বিদেশীয়দিগকে দেওয়া হইবে,
য়জাত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইবে না। বল-
য় এবং অন্য অন্য বিদেশীয়েরা যেমন, মিশর
য়া কি তেমন নয়? কিন্তু আমরা দয়ার্দ্রীর
ার মধ্যে এমন ব্যক্তিদিগকে দেখিতে পাইব,
াবা উপস্থিত সময়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমা-
স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিবেন যে অত্যা-
র মনুষ্যের মুখ মলিন করিয়া তুলিতেছে।

আত্মপর আবাসি
মিশরবাসী।

রোদ্ধিত কারাকুপ
া নবেম্বর।

প্রাপ্ত।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত রমণীর মধ্যে
কে ভাল?

শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন,—শিক্ষিত
ীই ভাল— যাঁহার বিদ্যা আছে, তিনিই নারী-
। শিক্ষিতা রমণীর পিতা ধন্য, মাতা ধন্যা,
তা ধন্য এবং যিনি পাণিগ্রহণ করেন, তিনিও
য়। শিক্ষিত যুবকের অশিক্ষিতা ভার্য্যা মনো-
,দনার নিদানভূত। তাঁহারা মনে করেন, পত্নী
র্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ, দেহের কতক অংশ সম্পূর্ণ ও কতক
সম্পূর্ণ থাকিলে যেমন কষ্ট ও ক্ষোভের কারণ
য়, শিক্ষিত ব্যক্তির অশিক্ষিতা নারী সেইরূপ কষ্ট-
র। যে স্ত্রী লোকের অন্ততঃ পত্র লিখিবার মত
বিদ্যা না থাকে তাহার তাহাই সুখ। স্বামীর এই
রূপ সুখ ও অসুখ এবং সন্তোষ ও অসন্তোষ নিবন্ধন
স্ত্রী লোকের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথম
প্রথম স্বামীর সুখ দুঃখের সহিত তাহাদিগকেও সুখ
দুঃখে ভাসিতে হয়, পিতা মাতারও মনস্কামের
একশেষ হইয়া থাকে, অনেক পুত্রকে আবার
নির্লজ্জভাবে পিতা মাতার সমক্ষে বয়োবৃদ্ধ স্ত্রীকে
বর্ণপরিচয় করাইতেও দেখা যায়, কিন্তু তাহার
পরিণাম কি? সুখকর অথবা অসুখকর? এ বিষয়ে
যিনি যাহাই বলুন, আমরা বলি সম্পূর্ণ অসুখকর।
এ সম্বন্ধে তুলনা করিলে পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায়
অন্তঃপুরবদ্ধ সে কালের সুধারা এ কালের রমণী-
দিগের অপেক্ষা অনেক সুখী ছিলেন। সেই সরল
সুভাষা, শাটী ও শঙ্খপরিধায়িনী সিন্দূরসীমন্তিনী-
স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে রত দেখিলে আমাদিগের
যেরূপ আনন্দ হইত, মূর্ত্তিমতী সরলতার আধার
বলিয়া বোধ হইত এখনকার ধবলসীমন্ত, সুবর্ণ-
বলয় হস্ত, সূক্ষ্ম বস্ত্র ও পিরাণ পরিধান, কর্ণে এয়ারিং
লেখনীহস্ত অথবা নাটক নবেল পাঠে রত
রমণীকে দেখিয়া তেমন প্রীতি ও তেমন আনন্দ হয়
না। তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার দর্শনে অনেকেই
কালের দোষ দেন, কিন্তু আমরা বলি উহা কালের
দোষ নহে, আমাদিগের দেশের গুণধর শিক্ষিত
পুরুষদিগের কুচির দোষ। স্ত্রীলোককে যৎকিঞ্চিৎ
শিক্ষা দিয়া যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি পক্ষপাতিতা
প্রদর্শন করেন, নাটক নবেল পড়াইয়া রসময়ী
লেখনী প্রসূত পত্র পাঠে প্রীতি লাভ করেন, সেই
মূঢ় কাল্পনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরাই আমাদিগের
সমাজের অধঃপাত সাধনের মূলীভূত কারণ। আজ
কাল আমাদের স্ত্রীসমাজে এই দোষ যেরূপ প্রবল
হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সাধারণে ইহার নিবারণ
চেষ্টা পাওয়া অতীব কর্ত্তব্য। আমরা সচরাচর
দেখিতে পাই, সাধারণতঃ আমাদিগের স্ত্রীসমাজ
দুর্দ্ধর্ষ, অসভ্য, গৃহকর্ম্মে বীতস্পৃহ, বিলাসী ও
স্বাধীনতাপ্রিয়, তবে যাঁহারা অশিক্ষিত, তাঁহাদিগের
এ দোষ তত প্রবল নহে। তাঁহারা তত সভ্যা ভব্যা
নহেন, তাঁহাদিগের বাক্‌পটুতা নাই, লোকের সহিত
কথাবার্ত্তা কহিতে জানেন না, তাই তাঁহারা স্বাধী-
নতা লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাদিগের গৃহের
বহির্গত হওয়া আবশ্যক বোধ হয় না, সুতরাং
বিলাসিতারও তাদৃশ আবশ্যকতা হয় না। তাঁহারা
নাটক ও নবেল পড়িতে জানেন না, সুতরাং নিষ্কর্ম্মা
হইয়া থাকিতে পারেন না, কাজেই বাধ্য হইয়া
গৃহকর্ম্ম করিতে হয়। উত্তম রন্ধন করিয়া যাহাতে
দশ জনকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করাইতে পারেন,
সতত তাঁহারা সেই চেষ্টাই করিয়া থাকেন, শাশু
শিষ্ট ও কণ্ঠ বলিয়া দেশে যশস্বিনী হইবার জন্য
প্রাণপণে চেষ্টা করেন। যাঁহাদিগকে অন্ন
করিতে হয়, গোময় শুষ্ক করিতে হয়, গৃহাদি মা
করিতে হয়, তাঁহাদিগের মনে অহঙ্কার স্থান
না, স্থান পাইলেও তাহা শোভা পায়
যাঁহাদিগের গৃহকার্য্যে দক্ষতা নিবন্ধন সুখ-প্রতি
তাঁহারা তজ্জন্য অহঙ্কার না করিয়া এবং অধি
গৌরবের আশায় শ্রম সহকারে কার্য্য করিয়া অ
তর প্রশংসাভাজন হইবার চেষ্টা পাইয়া থাকে
কিন্তু শিক্ষিত স্ত্রীলোকের ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত
হার হইয়া থাকে। তাঁহারা ভাবেন, পুরুষে
বিদ্বান হইয়া সমাজের উপকার সাধন এবং স্ব
বাণিজ্য ব্যবসায় ও চাকুরী দ্বারা দশ টাকা
র্জ্জন করেন, তাঁহারাও সেইরূপ করিবেন। অ
পুরুষের সেবা করা, কি গৃহকর্ম্ম করা তাঁহাদি
কার্য্য নহে। পাছে অগ্নির উত্তাপে বর্ণ ময়লা হয়,
ভয়ে তাঁহারা রন্ধনশালায়ও প্রবেশ করিতে চ
না। দশ জনের সহিত বেড়াইয়া দশটী বস্তু দে
বহুদর্শী হইবেন, এই আশায় আকৃষ্ট হইয়া থা
বাহিরে যাইতে হইলে ভাল পোষাক পরিচ্ছদ
কথাবার্ত্তার পটুতা চাই, সুতরাং আমাদিগের
দোষগুলি আপনিই ঘটিয়া উঠে। তখন স্ত্রী লো
অল্প শিক্ষার অনিষ্টফল সহজেই প্রতীতি
থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাই সম
দৈন্যাবস্থা ও তৎসঙ্গে লোকের কষ্ট বৃদ্ধির
প্রধান কারণ। যাহার কড়ার ক্ষমতা নাই, তাঁহা
বিবাহের পর এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের অভি
সুরূপ দ্রব্য যোগাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইবে
ভাল গন্ধদ্রব্য ভাল উপন্যাস ও নাটক না
পাছে স্ত্রী কুপিত হন, এই আশঙ্কায় অনেকে
বেরূপকষ্ট সত্ত্বেও এই সকল অনাবশ্যক দ্রব্য
করিতে বাধ্য হন। সংসারের কাজ কর্ম্ম করা
জন্য পাচক, দাস দাসী না রাখিলে অন্ন প
কঠিন হয়, তাই বাধ্য হইয়া অল্প আয় সত্ত্বেও
করিতে হয়। অবিরত বসিয়া থাকাতে দে
হইতে পায় না, সুতরাং তাঁহাদিগের পীড়া
লাগিয়া থাকে। আবার এরূপ রমণীর গর্ভ
সন্তানও নিত্য পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে, সু
তন্মাবধি তাহার ও স্ত্রীর চিকিৎসা কার্য্যের
ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। তৎপরে তাঁহাদিগের
পথ্য ও বিলাসিতার উপযোগী পরিচ্ছদ
অপরাপর নানে গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া
নাই কষ্ট পাইতে হয়, কেহ কেহ অধিক উপা
সময় কিঞ্চিৎ সুখে কাল যাপন করিতে
বটে; কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে কষ্ট
শেষ হইয়া থাকে। এই প্রকার ব্যয় বৃদ্ধি
কেহই-কিছু সংস্থান করিতে পারেন না,

। দিন শ্রম করিতে না পারিলে কটে শৃগাল
ুর কাঁদিতে থাকে। সাধারণতঃ আমা-
গের দেশের অবস্থা কি? স্ত্রীলোক যেমন অক
া, পুরুষও প্রায় সেইরূপ; সুতরাং এইরূপ স্ত্রী
ক "কাঙ্গালের ঘোড়া রোগের" ন্যায় ফল
ায় করে। কষ্টের অবধি থাকে না। আমরা বিবি
ই না, ইংরাজী শিক্ষা করিয়া কেহ যে সাহেব
ভাহাও আমরা দেখিতে ভালবাসি না, প্রগাঢ়রূপ
রাজী শিক্ষা করিয়া কোমল নম্রপ্রকৃতি ও সচ্চরিত্র
, ইহাই আমরা দেখিতে ভালবাসি। অল্প
রাজী শিক্ষার এমনি গুণ যে ইহা
ই বৎসরের মধ্যে দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণেরও
রে প্রবেশ করিলে সিধা রাখা কি জাতিবিচা
ীর আবশ্যকতা আর উপলব্ধি হয় না, তখন
ীয় কেশীয় ভাবে বাহ্য। কুসংস্কার বলিয়া
ইতে হয়। অতএব পুরুষের দৃঢ় মনের বল
ি ভিন্ন এই অসীম, ভয়ানক সাহেবের সৃষ্টির
ে হইয়া যে কিরূপ প্রকারে পরিত্রাণ পাইবে তাহা
া বলিতে পারি না। অধিকন্তু স্ত্রীলোকের স্বাধীন
ক্ষিত স্বামী হইলে বিপদের আশঙ্কা অনেক কমিয়া
রে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ শিক্ষিত স্বামী
কোন কারণবশতঃ বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিবার
াবনা অল্প। এতদ্ব্যতীত ইংরাজ-
গের সমাজে যেমন কার্য্যক্ষম ও স্ত্রীপুত্রাদির
রণপোষণে সমর্থ না হইলে কেহ বিবাহ করে না,
আমাদিগের সমাজেও সেইরূপ হওয়া কর্ত্তব্য, আমরা
র্ব্বেই বলিয়াছি, শিক্ষিত ও স্বাধীনতাপ্রিয় রমণী-
গের ন্যায় দরিদ্র অকর্ম্মণ্য দেশীয়ের পক্ষে বহন
রা অসাধ্য, তবে যদি ইউরোপীয় সমাজের অনু-
রণ কর, অগ্রে তাঁহাদিগের গুণের অনুসরণ কর,
রে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিও।
বং সমাজ হইতে যাহাতে কন্যা শিক্ষার তিরোধান
হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এরূপ
শিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষিত থাকা সহস্র গুণে
মঙ্গলপ্রদ।

উপসংহারে বক্তব্য এই, আমাদিগের দেশের
প্রকৃত বিদ্বান লোকেরা যদি উদ্যোগী হইয়া সভা
স্থাপনা করেন এবং স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্যপুস্তক
নির্ব্বাচন ও আদর্শ হিন্দু রমণীদিগের জীবনচরিত
ও ভাল ভাল সংস্কৃতগ্রন্থ ও ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ
ও মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যদি স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপ-
যোগী কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিতে
পারেন, তাহা হইলে সমাজের অনেক মঙ্গল সাধিত
হইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় স্ত্রীলোক
দিগকে অধিক পরিমাণে সাহিত্য, জীবনচরিত,
ইতিহাস, বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র দেশীয় ভাষায়
শিক্ষা দিলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইতে পারে।

চৌকীদার এবং পঞ্চায়েৎ।

সম্প্রতি চৌকীদারী প্রণালীর সবিশেষ অনুসন্ধান
করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা
অনেক দিবস হইতে এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলি-
বার ইচ্ছা করিতেছিলাম, এক্ষণে উপযুক্ত সময়
এবং অবসর উপস্থিত, তাই এতৎসম্বন্ধে দুই একটী
কথা সামান্যাকারে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা পল্লীগ্রামের লোক, নগরের সংবাদ জানি
না। সম্প্রতি মফস্বলে যে নিয়মে চৌকীদারীর কার্য্য
হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্ট বা প্রজা কাহারই মঙ্গল-
দায়ক নহে। কারণ, চৌকীদারগণ পুলিসের চাকর।
শুধুই কি চাকর? নিতান্ত উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ ভৃত্যের
অপেক্ষাও যদি কোন হীন কার্য্য থাকে, তবে
তাহাই চৌকীদারী কার্য্য। মফস্বলে পুলিস সর্ব্বেসর্ব্বা।
তাঁহারা দীন দুনিয়ার মালিক। যাহা করেন, তাহাই
হয়। কার্য্যের প্রতিবাদ করা দূরের কথা, তাঁহা-
দের ইচ্ছার প্রতিবাদ করে এমন লোক কে আছে?
কাহার সাধ্য তাঁহাদের গতির প্রতিরোধ করে—
যদি সুদৃঢ় পর্ব্বত তাঁহাদের সম্মুখে পড়ে, তাহাও চূর্ণ
হইয়া যাইবে। কোন একজন পুলিস কর্ম্মচারী
বলপ্রয়োগে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া "বারইয়ারি"
করিয়াছিলেন। আমাদিগের পরিচিত কোন সম্ভ্রান্ত
জমিদারের নিকট চাঁদা চাহিলেন। পুলিস মহা-
শয়ের আকাঙ্ক্ষানুরূপ চাঁদা না দেওয়াতে তিনি
তাহা জমিদারের কর্ম্মচারীকে ফিরাইয়া দিয়া বলি-
লেন "আচ্ছা থাক কোন সময় আমার চাতে
আসিতে হইবে।" বোধ হয় এক্ষণে আর বলিতে
হইবে না, একজন সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধনশালী জমি-
দারকে যিনি অসঙ্কোচে এ প্রকার কথা বলিতে
পারেন, তাঁহার নিকট গরিব প্রজাগণ কি প্রকার
আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার ম
দরেরা চৌকীদারগণের কর্ত্তা। ভগবান অপে
যদি কোন অপকৃষ্ট পদ থাকিত, তবে চৌকীদ
পদ তাহাই। মুনিব চাকরকে খাইতে দেন, ম
য়ানা দেন, কাজ করিয়া খুসি করিতে পা
বখ্‌সিস দেন। পুলিস চৌকীদারকে খাইতে
না, মাহিয়ানা দেন না, অথচ উপবাস করা
ঘোড়ার ঘাস কাটাইয়া লন, বাড়ীর সমুদয় ক
করাইয়া লন, বোঝা বহাইয়া লন, আবার য
বড় খুসী হন, তখন স্ত্রীর সহোদর বলিয়া সু
সম্বোধন করেন। এ কথা কেহ মিথ্যা মনে ক
বেন না। পুলিসের বড় সাহেবেরাও এই প্র
লোক। একজন পুলিসের সাহেব—যিনি ব
পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব—একটা ঘোটক
একখানা "এক্কা" গাড়ি কিনিয়াছিলেন।
"এক্কা" আরোহণে মফস্বল বিচরণ করি
এক দিবস একস্থলে তিনি লম্বকের কোন স
বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন "দেখ বাবু আমার
"এক্কা" হইতে লাভ হইবে। কারণ, ই
আমার মফস্বল বেড়ান হয়, অথচ কোন খরচ
যখন যে থানাতে যাইব, তথায় যে থাকিবে, ঘো
দানা সেই দিবে এবং চৌকীদারগণ ঘোড়াকে
দিবে। যথেষ্ট খাইতে পাইয়া ঘোড়া মোটা হ
সুতরাং এক বৎসর পরে বিলক্ষণ মূল্যে বি
হইবে।" যে বিভাগের কর্ত্তা এমন, সেখানে
সামান্যপ্রাণ চৌকীদারের লাভ হ
অভাব কি? এই প্রকারে পুলিসের অধীন
যাহারা সম্পূর্ণ অধীন, পুলিসের কার্য্যে যাহারা
ব্যস্ত, তাহারা আর আপন আপন কার্য্য
করিবে? সুতরাং চৌকীদারগণ হইতে গবর্ণমে
মনোমত কার্য্য হয় না এবং প্রজাগণও তাহা
কার্য্যে পরিতুষ্ট হয় না।

এই ত চৌকীদারগণের কার্য্যের অবস্থা, ত
উপায় আমার "দোষের উপর বিষ ফোঁড়ার ন
আমাদিগের পঞ্চায়েৎ মহাশয়গণ। সভা ক
পঞ্চায়েৎ প্রথা দ্বারা আমাদিগের মঙ্গলসাধন ক
গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। কিন্তু হায়! "শুন চরে
হইল বিদ্যার বিদ্যায়!" যোগ্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক
যে কার্য্য সম্পন্ন হইলে অবশ্যই শুভ ফল
হইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে—অন্ততঃ আমরা য
দেখিয়াছি,—ভদ্র লোকে পঞ্চায়েৎ কার্য্য স্বী
করিতে প্রস্তুত নহেন। অনুসন্ধান করিলে দে
পাওয়া যায়, ইহার কারণ আমাদিগের মফস্বল পু
সকলে বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি, অ
বলিতেছি পুলিসে ভাল লোক নাই! ভদ্র
কোন উপায় থাকিতে পুলিসে প্রবেশ করেন

া পূর্ব্বকার "ওস্তাদে" সঙ্গে এক এক জন
াপুত্র আছে "মুকুন্দমুরারে" বলে শয়
ল করেন, তাঁদের কথা ছেড়ে দিন আর
। আছেন, তাঁর অধিকাংশই অশিক্ষিত বা
শিক্ষিত। কতক বাঙ্গালার, ইংপীড়ন এবং
না অথবা আধিপত্য বিস্তারের বাসনা তাঁহাদিগের
র ভূষণ। এ প্রকার আড়ম্বরপ্রিয় আমলাদিগের
। পঞ্চায়েতগণ ও তাঁহাদিগের অধীনস্থ
ার কর্ত্তৃক হয়। আজি কালি যেমন দেখা
তাহাতে বোধ হয় যেন পঞ্চায়েতগণ চৌকীদার-
র অপেক্ষা কথঞ্চিৎ উচ্চ পদস্থ পুলিসের চাকর।
অবস্থায় কোন ভদ্র লোক দোষণা শুনিয়া
য়েৎ হইতে স্বীকার করেন না? জানিয়া শুনিয়া
ন পঞ্চম বর্ষীয় বালক নিযুক্ত হয়? এই কারণে
স্থ যে নীচতেজা ভদ্র লোক পঞ্চায়েৎ হইতে স্বীকার
ন না।

সাধারণের কর্ত্তার অনুরোধে কিংবা যাহা
করই বলবতী হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে
ক ও অধস্তন পুলিসের পক্ষপাতের লোক, পঞ্চায়েৎ
ে যেই প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই
ার অশিক্ষিত, সমাজে প্রতিপত্তিবিহীন, পঞ্চা
গণের হস্তপদতুল্য এই গরিব চৌকীদারদিগের
ার এক উপসর্গ বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র। পূর্ব্বে
কীদারগণের এক মুনিব ছিল, এখন পঞ্চায়েৎ
পুলিস দুই মুনিব হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবল
সের মনোরঞ্জন করিতে হইত, এখন আবার
য়েৎগণের মন যোগাইয়া চলিতে হয়,—পঞ্চা-
র লোক খাদে চাষ কাটিতে হয়, বাটীতে
য়া দিতে বা, ডাল তোলে করিতে হয়—
কিন্তু অংশে ও সমুদায় করিতে হয়। এতেও
নিস্তার নাই; যদি কিনি তাহার উপর
কাজ থাকিবে না।
এক জন অন্যায়কারী
য়েৎ হইতে তাড়িত হইলে তাহার পরিবারগণ দিবারাত্রি পর্য্যায়
পাহারা দিবে, যে সময়ে পাহারা বন্ধ হইত।
চৌকীদার পঞ্চায়েৎ সময়ে ছাড়িয়া হইতে
বিত, তখন আর রক্ষা থাকিত না।
বলিয়া চৌকীদারগণ পঞ্চায়েৎ
তাঁহার পরিবারগণের সহিত
চৌকীদার-
করিতে হইলে—দুই
করিতে হইবে—তাহাদিগের নিজের
নিস্তার করিতে হইলেও চৌকী-
দিগের চৌকীতে থাকে না। যাহারা দিবা-
রাত্রি পঞ্চায়েতের, পুলিসের, সাধারণের কার্য্য করিবে, তাহারা যথা নিয়মে বেতন পায় না, ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয়! আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বেতনাদি না পাওয়ার কারণও পঞ্চায়েৎগণ। যৎসামান্য কার্য্যই হউক, নিজের কথঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার না করিলে সম্পন্ন হয় না। উদারচেতা সাধারণের কার্য্যে তৎপর ভদ্র লোক ভিন্ন কে এ প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে অগ্রসর হইবে? সুতরাং যথা নিয়মে চৌকীদারী ট্যাক্স আদায় হইয়া উঠে না। যেখানে যতগুলি পঞ্চায়েৎ থাকুন না কেন একজন পঞ্চায়েতের উপরি আদায়ের ভার থাকে। তিনি "আদায়কারী" পঞ্চায়েৎ সত্য বটে; আদায়কারী পঞ্চায়েৎ কমিশন স্বরূপ কিছু কিছু পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অতি সামান্য এত সামান্য যে তাহার পরিশ্রমের একাংশও নহে। অথচ চৌকীদারদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার সময় গরিব প্রজাকে "আমি মফস্বলের হাকিম" দেখাইবার সময় অনেক পঞ্চায়েৎ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আদায় কার্য্যে হস্তার্পণ করিবার সময় কাহারও "টিকি" পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। সমুদায় ভার গরিব আদায়কারী পঞ্চায়েতের উপর। সুতরাং আদায়ের নিতান্ত বিশৃঙ্খলা হয় এবং চৌকীদারগণও যথা নিয়মে বেতন প্রাপ্ত হয় না।

আমরা তাই বলিতেছি, চৌকীদারী প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে মফস্বল পুলিসের প্রথমোক্তরূপ সংশোধন এবং যাহাতে ভদ্র লোক পঞ্চায়েৎ হইতে স্বীকার করেন, তাহার কোন সদুপায় অবধারণ নিতান্ত আবশ্যক। মনরো সাহেব এই কমিশনের প্রেসিডেণ্ট, তখন আমাদিগের দৃঢ়তর বিশ্বাস যে, সকল বিষয়ের সবিশেষ তত্ত্ব হইবে।

এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের আরও অনেক বক্তব্য আছে। দীর্ঘ হইবে ভয়ে তাহা আগামীবারে বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ৭ ই ডিসেম্বর। আডিংটন নামক স্থানে কাউন্টবরির আর্চ বিশপের সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

উদ্ভাবনীতিজ্ঞ স্মিথ সাহেব লিভারপুলের সভ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কায়রো ৮ ই ডিসেম্বর। সার ইভলিন উড মিশরের সৈন্যাধ্যক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যাবৎ উহা ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত থাকিবে, তাবৎ সৈনিকবিভাগের কোনরূপ সংস্কার করা হইবে না।

আরবি সিংহলে নির্ব্বাসিত হইবেন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

পারিস ৯ ই ডিসেম্বর। টঙ্কুইনযুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত লক্ষ ফ্রাঙ্ক ঋণ গ্রহণের আবশ্যক হওয়াতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট চেম্বার সভাকে এ বিষয়ে মত প্রদান করিতে বলিয়াছেন।

ফেনেট সাহেব উত্তরোত্তর দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন। ক্ষ কণ্ঠদেশ দিয়া রক্তধারা পতিত হইতেছে।

উডস্টকের একটী গুদামে ইতিপূর্ব্বে অগ্নি লাগিয়াছিল, নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে সিলবার ও ফ্রেমারের একটী ভস্মীকৃত হইয়াছে।

যাবৎ ইংরাজসৈন্য মিশর আধুকার করিয়া থাকিবে, মিশর গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৩২ টাকা দিবেন।

কায়রো ১০ ই ডিসেম্বর। ইস্কুব সামি ও মামুদ ফেমি সিংহলে নির্ব্বাসিত করা হইবে।

লণ্ডন ১২ ই ডিসেম্বর। ষ্টাণ্ডার্ড নামক সংবাদপত্র ব আরল ডার্বি ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি, লর্ড হার্টিংটন বাণিজ্যিক বিভাগের ষ্টেট সেক্রেটারি ও চাইল্ডর্স সাহেব ধর্ম্মাধ্য পদলাভ করিলেন।

কায়রো ১১ ই ডিসেম্বর। এই জন বিদ্রোহিকে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই ডিসেম্বর। কেনসিংটন নগরীর কিয়দংশ ভূত হইয়াছে। এই দুর্ঘটনা নিবন্ধন ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

গ্রেটব্রিটেনে অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে, ইংলণ্ড ও স্কট অনবরত তুষারপাত হইতেছে।

পার্লামেণ্ট সম্বন্ধীয় উৎসব উপলক্ষে অনেক ষ্ট সাহেবের নিকটে তাঁহার কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া অভিনন্দন পাঠাইয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই ডিসেম্বর। গত রাত্রিতে হ্যামটন সোধে অগুন লাগিয়াছিল। তাহা অধিক দূর বিস্তৃত নাই, নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

লর্ড ডার্বি ম্যাঞ্চেষ্টরে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিয়া আইরলণ্ডের নিমিত্ত নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। এ কথাও বলিয়াছেন, বিদেশে স্টপনিবেশিক প্রেরণার্থ গবর্ণমে উৎসাহ দান করা আবশ্যক। ম্যাডাগাসকার সম্বন্ধে তিনি যে, বক্তৃতাতে মন্ত্রণাতার কোন ব্যাঘাত হয় নাই। ফরাসীর ম্যাডাগাস্কারের কোন অংশ গ্রহণ করেন, তাহাতে আমো যে তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে তাহার কোন কারণ না

বিবিধ সংবাদ।

গত ৯ ই ডিসেম্বর শনিবার চৌকীদারী শনের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। কমিশনরের আগা পরি করিয়া সারণ, পাটনা, গয়া, মজঃফরপুর, মুঙ্গির বীরভূম, হুগলী, কৃষ্ণনগর, রাজসাহী, ত্রিপুরা, ছ রিখণ্ড ও মানভূমে গমন করিবেন।

মাদ্রাজের অন্তর্গত তেলোরে ভয়ানক বন্যা। গিয়াছে।

পোলিসেডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার গ্য সাহেব একমাস বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

কশের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত মন্ত্রী এম, ডি, গেরার্স
ণ ইটালীতে অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি
র্জিন নামক স্থানে বিসমার্কের সহিত সাক্ষৎ
ন। জর্ম্মণি অষ্ট্রীয়া ও রুশিয়ার যাহাতে সৌহার্দ্দ
এবং একের বিপত্তিতে অন্যে বিপত্তি জ্ঞান
ন, এরূপ উপায় বিধান করিবার চেষ্টায় ইনি
করিয়া বেড়াইতেছেন।

কটকের রেভেন্সা কালেজের অধ্যাপক বাবু
ল কৃষ্ণ রায় এম, এ ও প্রেসিডেন্সি কালেজের
বাবু ভূপাল চন্দ্র বসু, আগামী বৎসরের কৃষি-
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদিগকে বিলাতের
য়েল সেণ্টার কালেজে শীঘ্র অধ্যয়নার্থ যাইবার
দেশ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের একজন
রোপীয় কর্মচালক সাহাবাদে তাহার এক ভৃত্যের
দেশে গুলি মারিয়াছে। সাহেব কি লক্ষ্য ঠিক
ছিলেন?

মৌলমীনের ইউরোপীয় ও ব্রহ্মদেশীয় কয়েদীতে
রতর বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। একদা পরস্পরে
াও হইয়া গিয়াছে। পুলিস উহার কারণানু-
ন করিতেছেন। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধান
ন?

৮০ ভাগ বালি, ৪০ ভাগ পটাশ, ১০ ভাগ চুণ,
ভাগ লবণ, ১ ভাগ সোরা এবং ১/০ ভাগ সেঁকো
ত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে গলাইয়া ২৫ ভাগ
াইড অব কপার ও আর ১ ভাগ সোরা মিশ্রিত
বলে উত্তম লাল রঙ্গের মাজণ প্রস্তুত প্রস্তুত
য়া থাকে।

পঞ্জাবরাজের পুত্র বিলাতবাসী মহারাজ দলিপ-
হ একবার পঞ্জাব দর্শনে উৎসুক হইয়া ইংরাজ
র্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। শুনা
ইতেছে, পঞ্জাবে তাঁহার কি কি বৈষয়িক সম্পত্তি
ছে ও কি কি গিয়াছে, তাহার সন্ধান লওয়াই
হার আগমনের উদ্দেশ্য।'

প্রেমপ্রচারিণী নামে একখানি বৈষ্ণব পাক্ষিক
ত্রিকা এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।
খানি প্রথম প্রচারিত হইয়াছে। বারাকপুর
াবগঞ্জ সাধারণ হিন্দু সমাজ বা চৈতন্য প্রেম-
য়িনী সভা হইতে প্রকাশিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের
ধিকতর প্রচার মানসেই এই পত্রখানি প্রকাশিত
ইতেছে। সনাতন ধর্ম্মের ক্রমে পুনরুজ্জীবন
াতের সম্ভাবনা, এখন যে এরূপ পত্র তাহার
শেষ সহায়তা করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।
ামরা ইহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

গত ২৫এ অগ্রহায়ণ রবিবার চাঙ্গড়িপোতা
রিসভার বার্ষিক মহোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন
ইয়া গিয়াছে। আমরা সভ্যগণের অনুরাগ দর্শনে
পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। এত দিনের পর
প্রতিষ্ঠাতৃগণের যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হইল, তদ্বিষয়ে
সন্দেহ নাই। এই সভা কতকগুলি অসচ্চরিত্র
যুবকের চরিত্র সংশোধন ও আর্য্যধর্ম্মের বহুল প্রচার
উদ্দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এক্ষণে সভার
দুই উদ্দেশ্যই সফল হইয়াছে। আমরা আর অনেক
হরিসভা দেখিয়াছি, তাহাতে অনেক কার্য্য অতি
তামসিক ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু এ সভার
কার্য্য সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। আজ কাল
চতুর্দ্দিকে যেরূপ হরিসভার ধুম দেখা যাইতেছে
তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন লাভ ও দেশের
কল্যাণ সাধনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব এরূপ
সময়ে হিন্দুমাত্রেরই যে এই সকল সভার উৎসাহ
বর্দ্ধনের চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র
সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়া অধিকতর সন্তুষ্ট
হইলাম গ্রামবাসী লোকসাধারণের আনুকূল্যেই
ইহার অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কলি-
কাতার প্রসিদ্ধ হরিপরায়ণ বাবু তারকচন্দ্র প্রামাণিক
প্রভৃতি কতিপয় মহোদয় স্ব স্ব দানশীলতাগুণে
ইহার সাহায্যার্থ কিছু কিছু দিয়াছেন।

সে দিন শুনা গেল লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আর
কোন স্থান ভ্রমিণ করাইবেন না, কেবল উপ-
যুক্ত লোকের দ্বারা স্থানীয় জমীর খাজনার হার
নির্ণয় করাইবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি সে কথা
সত্য নহে। চারুবার্ত্তা বলেন ময়মনসিংহের অন্তর্গত
সেরপুর ও জফরসাই প্রভৃতি পরগণা ভ্রমিণ করা
হইবে, এই মর্ম্মে কতকগুলা লোক সাধারণে বিজ্ঞাপন
প্রচারিত হইয়াছে। আবার থাকবস্ত হইবে না কি?

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ সোভাবাজার রাজবাটী
হইতে চাঁপকাশের এক ঔষধ মিশ্রণ প্রকাশ করি-
য়াছেন। তিনি বলেন একটী সম্পূর্ণ কুশমূল
(কুশের শিকড়) ৬ই ভাগ করিয়া এক ভাগ খাঁটি
সর্ষের তৈলে প্রস্তর পাত্রে ঘষিয়া দিনে দুইবার
বক্ষস্থলে মালিস এবং অপর অর্দ্ধাংশ জলে বাটিয়া
তরল পদার্থটী প্রাতে ও সায়াহ্নে পান করিতে হয়।
চাঁপকাশে যে যে দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ, তাহার ব্যবহার
নিষিদ্ধ। ৬ই সপ্তাহ মালিস ও সেবনেই চাঁপকাশ
আরাম হইবে। বিনয় বাবু এই ঔষধে অনেকগুলি
রোগীকে আরাম করিয়াছেন।

শুলভ সমাচার বলেন, আমাদের এক বন্ধুর পরিচিত
এক ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করিয়াছিল; কিয়ৎক্ষণ
পরে সে অচেতন হইয়া পড়ে, তাহার শরীরে জীবনের
লক্ষণ আর কিছুই প্রকাশ পায় না। একজন ফকির
এই সংবাদ শ্রবণে আসিয়া তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত
হয়। ফকির রোগীর মস্তক ক্ষুরদ্বারা ক্ষত করে
এবং একটী পায়রাকে কাটিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ক
স্থানে তাহার কণ্ঠ চিপিয়া ধরে। রোগীর রক্ত
পায়রার রক্তের স্রোতের সঙ্গে যোগ হয়। কিয়ৎ
ক্ষণ পরেই রোগী চক্ষু উন্মীলন করে, তাহা
জ্ঞানের সঞ্চার হয়, অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে
আরোগ্য লাভ করে। সর্প বিষ ঊর্দ্ধগামী হইয়া র
প্রবাহযোগে রোগীর দেহ ছাড়িয়া পায়রার ভিতরে
প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতেই রোগী জীবন পাইল।

আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর রিভা
টমসন সাহেব বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যায়ামের ব
পক্ষপাতী। তিনি ঢাকা পরিদর্শনকালে কৃষ্ণনগ
কলেজের ছাত্রদিগকে ঢাকায় আনাইয়া উভয়
ক্রিকেট খেলা দেখিবেন মনে করিয়াছিলেন; কি
তখন তাহা ঘটিয়া না উঠাতে উভয় কলেজের ছাত্র
দিগকে কলিকাতায় আনাইয়া গড়ের মাঠে খেলি
দেন। ঢাকা কলেজের ছাত্রেরা খেলায় জয়ী হইয়
ছিল। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর উদ্যোগী হইয়া যদি গব
মেণ্ট বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চ্চার রীতি প্রবর্ত্তিত করে
তাহা হইলে তাঁহার এই সদিচ্ছা নিশ্চয়ই কা
পরিণত হয়।

টেলিগ্রাফমাষ্টারদিগের দ্বারা ডাক বিভাগে
কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে কি না, তাহা পরী
করিয়া দেখিবার জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কো
কোন টেলিগ্রাফ মাষ্টারের হস্তে উক্ত কার্য্যের ভ
দিয়া দেখা হইতেছে।

সিংহই পশুরাজ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। কি
সম্প্রতি মেরিকমোরিয়ান নামক এক প্রকার নূ
জন্তু পশুরাজ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ই
সিংহের ন্যায় উচ্চ এবং থাবাও তদ্রূপ। কিন্তু
ঈষৎ লাল, ইহার তিন পাটি দন্ত আছে। মুখ,
ও কর্ণ বলদের ন্যায়, মস্তকে স্ত্রীলোকের ন্যায়
কেশ, লাঙ্গুল বৃশ্চিকের ন্যায়, হরিণের অপেক্ষ
দ্রুতগতি, কোন জন্তুকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে ই
ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া থাকে।

লালবাজারের হিন্দু হোটেলটী এত দিনের
উঠিয়া গেল। এই হোটেলে অনেকগুলি ছাত্র থাকি
গবর্ণমেণ্ট ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন, আবার তাঁ
ঘাট উঠাইয়া দিলেন। শুনা যাইতেছে নূতন
প্রস্তুত হইলে পুনরায় হো টল খোলা হইবে।

সহচর বলেন, ওলাউঠার ডায়াডোণ্ প
কিরূপ নিয়ম অবলম্বন করা উচিত, এক
বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তাহার প
দিয়াছেন, আমরা পাঠকবর্গের হিতার্থ
সংক্ষেপে এই স্থানে বিবৃত করিলাম।

(১) এক একটী পয়সা ফুটা করিয়া তু
দিয়া পেটে ছোঁয়াইয়া রাখিবে। (২) ২। ৩

ট্রম এক পোয়া জলে দিয়া তাহার এক এক
ক ২৩ দিন অন্তর সকলকে খাওয়াইবে। (৩)
র আইস চাউল, কাঁচা টক বা পচা ফল, ইলিস
টকী মাংস, শশা, লাউ, কুমড়া, পাঁউ, রসুন,
লভাজা মিঠাই, পান্তাভাত, অধিক ঠাণ্ডা দ্রব্য
না। (৪) অধিক সুরাদি পান করা উচিত
। (৫) গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া পান করিবে,
কাতায় কলের জল এখানে এ নিয়ম প্রতিপালন
রের প্রয়োজন নাই। (৬) শরীর, কাপড়,
না, ঘর দরজা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। (৭)
দালা দরজা সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিবে। (৮)
ক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিবে না,
চেষ্ট স্থস্থিতে থাকিবে। এ নিয়মগুলি যে
ল আপন পরিবার মধ্যে প্রতিপালন করাইবে
নহে, সেখানে ওলাউঠা হইতে থাকে,
র চারি দিকের লোকের মধ্যে এই নিয়ম প্রতি-
ন করাইবে। এখন প্রকৃত ওলাউঠা হইলে
করিতে হইবে তাহার বিষয় বলিতেছি।
া পচানি বা চালধোয়ানী জলের ন্যায় অধিক
ও বমি, পেটে ব্যথা, হাত পায় খিলধরা,
শুষ্ক তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, প্রস্রাব বন্ধ, গা জ্বালা, স্বরভঙ্গ,
মুখ বসা, নাড়ী ক্ষীণ বা পাওয়া যায় না,
শরীর হিম, শ্বাস, মৃত্যু এই সব আসন্ন ওলাউঠার
। সকলের আগে কবিরাজ কর্পূরের আরক
ও রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যেরূপ
া আছে, সেইরূপ খাওয়াইবে ও রোগীকে
বার বাহ্যে যাইবার জন্য বাহিরে যাইতে
দিয়া ঘরে সরা দিবে। যদি ৬। ৭ বার খাওয়াইয়া
না কমে, তবে অধিক বেগ হইতে থাকিবে।
আরসেনিক ও অধিক বমন হইলে ভেরাট্রম
, অথবা আবশ্যক হইলে একটার পর আর
ঃ পালটিয়া দিতে থাকিবে। হাত পায় খিল
লে প্রথমে হাত দিয়া সেই সব স্থান ঘষিয়া
থাকিবে—গরম জল বোতলে পুরিয়া সেই
ন বুলাইবে, সরাপে নেকড়া ভিজাইয়া সেই
ন দিবে বা এক হাঁড়ি জলে একমুঠা লবণ দিয়া
জলগরম করিয়া তাহাতে অল্প সোরা দিয়া
জলে কম্বল কিম্বা ফ্লানেল ভিজাইয়া দিবে।
ে কমতা না হইলে প্রথমে কুপ্রম দিবে।
াতে না কমিলে ও পেটে খিলধরা
কলে, সিকেন দিবে। নাড়ী ক্ষুদ্র বা অপ্রাপ্য
মায় কার্ব্বোভেজিটেবিলিস দিবে। আর তাহার
ত যদি রোগী এ গোড় ও গোড় করিতে
ক ও শরীর কণ্টক হয়, তবে আরসেনিক ও কার্ব্বো
ন দিবে। এককালে উপসর্গ রহিত হইয়া সর্ব্ব
ঃ হিম ও শ্বাসের অবস্থা হইলে ৫। ১০ মিনিট
অন্তর চাইড্রোসিনিক আসিড ৪। ৫ বার খাওয়া-
ইবে। পরে ভেদ বমি পুনরায় আরম্ভ হইলে ভেরা-
ট্রম, কুপ্রম বা অন্য কোন উপযুক্ত ঔষধ দিবে।
ঔষধ গিলিতে না পারিলে কর্পূরের আরক বা
বলাডোনা নাকের কাছ ধরিলে পুনরায় গিলিবার
ক্ষমতা হয়। ওলাউঠা আরোগ্য হইয়া প্রস্রাব করা-
ইবার জন্য কান্থরিস বড় ভাল ঔষধ। তলপেটের
নীচে ঠাণ্ডা জলের পটী বা চিমসাগরের পাতা বাটিয়া
প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়। অবস্থা খারাপ হইলে
উপযুক্ত চিকিৎসকের প্রয়োজন।

একজন ডাক্তার ইণ্ডিয়ান মেডিকাল গেজেটে লিখিয়াছেন, পেঁপের নির্য্যাস অগ্নির বড় উদ্দীপক। ইহা খাইলে ক্ষুধামান্দ্য থাকে না। ইহা নাকি ডিপ্‌থিরিয়া রোগের বিশেষ শান্তিকারক ঔষধ।

বিখ্যাত বিদুষী রমা বাইয়ের একটী সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত বোম্বাই গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এই রমণীর বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর। ইঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, এমন কি ইনি অনায়াসেই বেদ ও পুরাণের কূটার্থ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। ইঁহার পিতা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সপরিবারে বনগমন করেন। তথায় তিনি তাঁহার সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন পাইতেন। রমা তাঁহার আদরিণী কন্যা ছিল, সুতরাং রমার বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তিনি বিশেষ শ্রম করিয়াছিলেন। রমা তাঁহারই যত্নে বিদ্যা বতী হয়েন। পিতামাতার বিয়োগ হইলে ইনি ইঁহার ভ্রাতার সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, ইহাঁর অনেক দিন যাবৎ কোন জাতিগত কুসংস্কার ছিল না; সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এক বাঙ্গালী যুবক ইঁহার প্রণয়ের পাত্র হন। কিন্তু ইনি নিজ অসৌভাগ্য দোষে অল্প দিনের মধ্যে পতিধনে হারা হইয়া ভারতীয় রমণীদিগের মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান মানসে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি এতদর্থ নানাস্থানে দীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা ও স্ত্রীলোকদিগের সভা রচনা করিতেছেন। হিন্দুদিগের গোঁড়ামী ইনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। বিধবা হইয়াছেন বলিয়া মস্তক মুণ্ডনাদি করেন নাই। এই কারণে তত্রত্য অনেক লোক ইঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন রমা যদি বহুকাল প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া হিন্দুসমাজে স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঘোরতর অনিষ্টের সম্ভাবনা।

মান্দ্রাজের হিন্দু সভা বিধবা বিবাহ নিবারণের চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তত্রত্য বিধবা বিবাহোন্নতি বিধায়িনী সভা বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত, সাধারণে ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য স্থানে প্রচারক প্রেরণের সংকল্প করাতে হিন্দু সভাগণ ইহার অস্বার্থ করিবার জন্য প্রচারক প্রেরণে উদ্যত হইয়াছেন।

দর্জ্জান হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে মাপক বোয়ারদিগকে বিস্তর ক্ষতিসহ পরাজিত করিয়াছেন।

ক্রুগর নামক যে বাক্তি প্রিন্স অব ওয়েলসের প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিয়াছিল, তাহার দশ বৎসর দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ হইয়াছে। ইহাকেই বলে সুখে থাকিতে ভূতে কিলায়।

৭ই অক্টোবরের সায়াণ্টিফিক আমেরিকান নামক পত্রে সর্পবিনাশক বহ্নস্ত্রের পীড়ার আরোগ্যকারক একটী ঔষধের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। ফিলাডেলফিয়াবাসী ডাক্তার জি. ফিলিপেট ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়া অনেকগুলি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন ব্রোমাইড অব পোটাসিয়মই ইহার অব্যর্থ ঔষধ। কিন্তু অধিক দিবস সেবন করা চাই।

খাসনামা ব্যারিষ্টার ইক্রাম সাহেব গবর্ণর জেনেরলের সভার অন্যতর সদস্য পদে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সদাগর হোর মিলার কোম্পানির আপিসের এবাট মিলার সাহেব ও বাবু দুর্গাচরণ লাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

গত ১৮৮১—৮২ অব্দে চট্টগ্রাম বন্দরে যে বাণিজ্য-জাহাজ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা ৩৫৫ টাকা মূল্যের ৮২৪৭৮ মণ চাউল লইয়া তন্মধ্যে ইংলণ্ডে ৩৯১০৪ টন, মূল্য ১১৪৮০৯৪ ও অন্যত্রে ৪৩৩৭৪ টন, মূল্য ৩৭৪১৪১ টাকা। শস্য মূল্য সুলভ হওয়াতেই এখানি শস্যের পরিমাণ হইয়াছে। ১৮৮০—৮১ অব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬ ০৫১ শস্য রপ্তানী হইয়াছিল। এই বর্ষে ১৩৮২৬ টন আমদানী হয়। তাহার মূল্য ২২৭৫৫৮ টাকা। পূর্ব্ব বর্ষে ৯৪৫৪ টন আমদানী হইয়াছিল। ২৩৭৮৮২ গ্যালন কেরোসিন তৈল আসিয়াছে, তাহার মূল্য ১৬৪৯১৩ টাকা, ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ১২০ গ্যালন আমদানী হইয়াছিল।

আমাদের বলিয়াদ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন গত কল্য এখানে এক ভয়াবহ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। রোহিলখণ্ডের মধ্যে রামপুর নামক নগর আছে, তথাকার নবাবের হস্তীই উহার ভূত কারণ। পূর্ব্ব হিংসা কোন রহস্যোপলক্ষে বিশেষে জনতা হয়, কিন্তু গত কল্যের জনতা প্রকার। বলিয়ার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম সকল বহু সংখ্যক লোক একত্রীভূত হইয়াছিল; তা

াকুল নয়নাবলোকনে কাহার হৃদয় ব্যথিত না
? ঘটনা এই, নবাবের এক জন কর্ম্মচারী
রিহর জন্যে" মেলা হইতে কয়েকটী হস্তী
করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। তন্মধ্যে এক হস্তী
মে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং মাহুতকে সজোরে
হইতে নিক্ষেপ করে। মাহুত যায় নয়নের উপর
াত প্রাপ্ত হয়, তাহার নয়ন স্ফীত হইয়া মুদ্রিত
। পড়ে, এবং রক্ত প্রবাহে সমস্ত শরীর আর্দ্র
া যায়। সে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসালয়ে আনীত
। তথায় যাইয়া দেখিলাম, তাহার ক্ষতস্থান
তে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু রোগী যে
ব শায়িত ছিল, দেখিলে দুঃখ হয়। তাহার
রে শীতনিবারক কোন বস্ত্র নাই। শোণিত
ার শয্যাপার্শ্বে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এবং সে এক
য্য কম্বলাংশে জড়িত হইয়া পড়িয়া আছে, মধ্যে
য শীতে ও ত্রাসে কাঁপিতেছে। মত্তহস্তী মাহুতকে
রূপে আঘাত করিয়া ক্রোধে অজ্ঞান হইয়া দুইটী
সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলে। পরিশেষে বহু
ঃ হস্তীটী ধৃত হইয়াছে।"

এইরূপ জনরব প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে
ইনের স্বতন্ত্র শ্রেণী উঠিয়া যাইবে। অধ্যয়নার্থীর
তাই নাকি ইহার কারণ। শুনা যায় শ্রীযুক্ত
দ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান কালেজে
ইনের অধ্যাপনা আরম্ভ হওয়াতে ইহার ছাত্র
্যা হ্রাস হইয়াছে। জনরব যদি সত্য হয়, তাহা
লে গবর্ণমেণ্টের এই টাকা সঞ্চিত রাখা উচিত
না, মফস্বলের কোন গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত
লেজে এই টাকা ব্যয় করিয়া যদি স্বতন্ত্র একটী
ইনের শ্রেণী খোলা হয়,তাহা হইলে মহৎ উপকার
খত হইবে।

শুনা যাইতেছে, আগামী মার্চ্চ মাসে গবর্ণমেণ্ট
বার প্রাধান্য পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত
কদিগকে ডেপুটী ও সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের
প্রদান করিবেন। যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত হন,
। দেখিলে হৃদয়ের আনন্দ হয়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৬ ই ডিসেম্বর। পাটনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
লেক্টার সি, এচ, ভাণ্ডয়েল কিছু দিনের জন্য ঐ জেলার মাজি-
ও কালেক্টার হইলেন।

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, সি ম্যাকার্টিচ চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্স বাজারে বদলী হইলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভগবানচন্দ্র বসুর ছয় মাস ছুটীর আবেদন মঞ্জুর হইল।

ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, টি, লইড ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি, এ, প্রিন্নারসন গবর্ণমেণ্টের রেবিনিউ বোর্ডের অধীনে কর্ম্মভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ডবলু ম্যাকফার্সন ২৪ পরগণা ও হুগলীর আডিসনাল ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

২৪ পরগণা ও হুগলীর প্রতিনিধি আডিসনাল ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ এচ, সি, গেট মজঃফরপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শশিভূষণ দত্ত হুগলের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুর সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শীতলনাথ বসু ও পুরীর বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস ১৮৮০ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্তর্গত সদুর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু, এফ, সি মণ্ট্রি ও ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

মওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, ডবলু বার্ব্বর সদুতে বদলী হইলেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাপদ চৌধুরী হাজারিবাগের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

হাজারিবাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামধন রায় যশোহরের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী নাজিমুদ্দিন ভাগলপুরের সদর ষ্টেষণে কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইলেন।

পূর্ণিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাসবিহারী দত্ত সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরে বদলী হইলেন।

বাবু গোঁসাইদাস হাজরা ভাগলপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত বীরমোহন সম্প্রতি বিভাগ করিবার জন্য বাবু লালিতকুমার দাস বিশেষ ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু শশিকুমার দত্ত মমনসিংহে বাটোয়ারার কাজ করিবার জন্য বিশেষ ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

এ, এস ওম্যাক ভাগলপুর সদর ষ্টেষণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

সি, বি, গ্যারেট নদীয়া ও যশোহরের ছোট আদালতের প্রধান জজ এবং কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট ও মেহেরপুরের ছোট আদালতের জজ হইলেন। ইনি মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

বাঁকুড়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা
বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দে ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে
সরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার
ডবলু ব্যাডকক ফৌজদারী আইনের ১৪১, ২২২, ২৩৩ ও
ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ,
ফকরাণ ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ফৌজদারী আইনের ২
৫২১ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের আডিসনাল সুবর্ডিনেট জজ বাবু যোগে
মিত্র ২১ এ নবেম্বর হইতে একমাসের ছুটী লওয়াতে ও
প্রথম মুন্সেফ বাবু শ্যামচাঁদ ধর তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

রাজসাহীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা
এল. হেয়ার ফৌজদারী আইনের ২৩৩ ধারানুসারে দ্বিতী
তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের কৃত বিচারের আপীল শু
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু ভুবনমোহন গাঙ্গুলী বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার মু
হইলেন।

লোহারডগার অন্তর্গত রাঁচির মুন্সেফ বাবু নীলমাধব ব
পাধ্যায় ১৮৭৯ অব্দের ১ আইন অনুসারে বিচার করিবার
ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু প্রয়াগনাথ বি, এল লোহারডগার মুন্সেফ হই
ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।
এই আদেশ নিবন্ধন শিবনাথ বাবুর লোহারডগায় বদলী হ
আদেশ রহিত হইল।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার প্রথম মুন্সেফ বাবু রাঘবে
চাকি ১৮ ই ডিসেম্বর হইতে আড়াই মাস ছুটী পাইলেন।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পালামৌর মুন্সেফ বাবু কা
বন্দ্যোপাধ্যায় এক মাস বিদায়ের আদেশ পাইলেন।
সুবিধানুসারে ছুটী লইবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ।

এখানে মহরম উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানে
বিবাদ হইয়াছিল, তাহাবরণ আমরা পাঠকদি
গোচর করিয়াছি এবং ইহার পরিণাম যে বি
শোচনীয় হইয়াছিল, তাহাও এক প্রকার জা
য়াছি; কিন্তু মুসলমানেরা যে অগ্নি প্রদীপ্ত
য়াছে, তাহা আজও নির্ব্বাণ হয় নাই। মাজি
প্যাটারসন সাহেবের আদেশানুসারে হিন্দুরা স
কার্য্যই করিয়াছিল; কিন্তু মুসলমানগণ ত
আজ্ঞা অবহেলা করিয়া বিশেষ অপরাধী হইয়া
কার্য্যক্ষেত্রে যে সকল মুসলমান ছিল, তাহ
যে দোষী এমত নহে, এক্ষণে অনুসন্ধান
জানা যাইতেছে যে, ইহার ভিতরে আরও অ
লোক আছেন, পুলিষ তাহার তদন্ত করিতে
কিন্তু ইহার যে কোনরূপ সুফল ফলিবে এ
করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, গবর্ণ

বিষয়ে যেন ঔদাসীন্য প্রকাশ না করেন। কারণ
রই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সময়ে মুসলমান-
গের কোন পর্ব্ব উপস্থিত হয়, ঐ সময়ে হিন্দুদিগের
ান প্রকার উৎসব হলে তাহা শৃঙ্খলা সম্পন্ন
য়া কঠিন হইয়া উঠে। শুদ্ধ এক স্থলে নয় প্রায়
ঘটিতে এইরূপ হইতেছে এবং ইহার পরিণাম
ঙ্গাম বা অশান্তি হইয়া থাকে, সুতরাং পূর্ব্ব
ে তাহার বিশেষ প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।
কল সম্প্রদায় দত্ত একটি সম্প্রদায় আছে তাহার
ধ হইয়াছে। সম্প্রতি "মুক্তি সেনা" নামে
সন আমেরিকা ভারতবর্ষে আসিয়া চতুর্দ্দিকে হলস্থুল
দিয়াছেন। এলাহাবাদবাসিদিগের পক্ষে
হাদের দর্শন লাভ ঘটিয়াছে। গত ৭ই ডিসেম্বর
রে সময় মাঘমেলা সন্নিকটে তাঁহারা বাদ্য
উপাসনা করিয়া পদব্রজে রেলওয়ে ষ্টেশনে
ইতে হইয়াছিলেন, তথায় লোকে লোকারণ্য
ছিল। ইঁহারা সমস্তুদ্ধ পাঁচ জন; তন্মধ্যে
জন স্ত্রীলোক আছেন। ইঁহারা জাতীয় পরি
পরিত্যাগ করিয়া এ দেশবাসিদিগের পরিচ্ছদ
ন করিয়াছেন। পুরুষেরা চাপকানের ন্যায়
ট পরিধান করিয়াছেন, গাত্রে উত্তরীয় এবং
ক উষ্ণীষ আছে। গত ৮ই শুক্রবার প্রাতঃ-
লে মুক্তিসেনা অত্রত্য ব্যাপ্টিষ্ট মতাবলম্বীদিগের
সনা মন্দিরে গমন করিয়া প্রার্থনাদি করেন এবং
দিন সন্ধ্যার সময়ে সেণ্টিষ্ট মতাবলম্বীদিগের
রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কামরা সেই সময়ে
ছিলাম। টুকার সাহেব ইংরাজি ও বিশুদ্ধ
তে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং সংক্ষেপে মুক্তি-
র ইতিহাসও বিবৃত করেন। অনূন ১৭ বৎসর
মুক্তিসেনা সাধারণের মুক্তি কামনা করিয়া
ীতে বিচরণ করিতেছেন, ইঁহাদের আদি গুরু যুথ
ার টুকার সাহেব সকলকে বলিতেছেন "আ
আর মুক্তিসাজ নাই।" যাহা হউক, উক্ত
ষের পত্র যেরূপ অপথে আপনার মনের ভাব
করিলেন, তাহাতে বোধ হয় সকলেই বিমুগ্ধ
ছেন। ইঁহাদের এ বিষয়ে যে প্রকার ওদাসিন্য
গেল, তাহাতে ইঁহারা সাধারণে ধন্যবাদের
। তাহার আর সন্দেহ নাই। ইঁহাদের কার্য্যাদি
লোচনা করিলে বোধ হয় যেন ইঁহারা ধর্ম্মের
ীন উৎসর্গ করিয়াছেন। অবশেষে টুকার
এখানে সমেনা এক খণ্ড স্থান প্রার্থনা
ন এবং যদি কেহ তথায় বাসোপযোগী গৃহাদি
ণ করিয়া দিতে নিকট ভাড়া লন, তাহা
ও তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু কি হয় বলিতে
যায় না। এতদ্ভিন্ন গত ৯ই ডিসেম্বর শনিবারে
করিয়াছেন।

গত ৯ই শনিবার বেলা পাঁচটার সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনন্ট গবর্ণর এখানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সম্মানসূচক তোপধ্বনি এবং ষ্টেষণে ব্যাণ্ড বাদিত হইয়াছিল।

আমরা প্রায় এই সকলের মধ্যে চুরি হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, অথচ চারি দিকে পুলিষ। এই শনিবার রাত্রিতে কোন হিন্দুস্থানী স্ত্রী পুরুষে তাহাদের আত্মীয়ের বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। সাধারণ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে আসিতেছে, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে একজন ঐ স্ত্রীলোকটীর নথ ছিঁড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল। বলা বাহুল্য, তাহারা পদব্রজে আসিতেছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য করি, ইহাকে চুরি বলিব না ছোট খাট ডাকাইতি বলিব? যে স্থানে এই কার্য্যটী হইয়াছে, তাহার নাম বাদসাহ মণ্ডি এবং ইহার অনতি দূরেই পুলিষ। তৎপর দিন প্রাতঃকালে দেখা গেল পুলিষ দলবলে সেই স্ত্রীলোকটীর বাড়ীর নিকটে উপবিষ্ট আছেন এবং লম্বোদর ইনস্পেক্টর মহোদয় ঐ স্ত্রীলোকের এজেহার গ্রহণ করিতেছেন, ফল যাহা হইবে, তাহা ত এক প্রকার জানাই গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পুলিষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা অতি আবশ্যক হইয়াছে। কারণ, ইঁহাদের উদর পরিপূরণার্থ গবর্ণমেণ্টের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, অথচ আশানুরূপ ফল হয় না। যে পর্য্যন্ত সুদক্ষ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় পুলিষে না আসিতেছেন, সে পর্য্যন্ত ইহার কলঙ্ক কোন প্রকারে ঘোচে হইবার নহে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গেজেটে দেখা গেল যে আগামী ১৮৮৩ সালের ৮ই জানুয়ারিতে হাইকোর্ট জেলা ও মুন্সফ কোর্টের ওকালতী এবং মোক্তার-দিগের পরীক্ষা মিরর সেণ্ট্রাল কলেজে এবং গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলে গৃহীত হইবে।

১১ই ডিসেম্বর সোমবার অন্যূন হাইকোর্টে পুনরায় সেসন বসিবে। এবার তিনটী খুনী মকদ্দমা আছে, ৬ জন তিন ব্যক্তিই ইংরাজ। ইহার পরিণাম কি হয়, তাহা লিখিবার বাসনা রহিল।

সারণ।

বঙ্গেশ্বর ছাপরায় পদার্পণ করিয়া গিয়াছেন, কি কি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল, কিছুই শুনিতে পাইলাম না। কিছু দিন হইল, এ জেলার পর্ব্বা মুন্সেফী চৌকি ছাপরাতে উঠিয়া যাওয়ার কথা এই সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম, বোধ করি ইহা রাজ-পুরুষদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। এতদ্বিবন্ধন অর্থী প্রত্যর্থী এবং সাক্ষিগণের যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হইতেছে, তাহা সহজেই অনুভব হইবে। একবার এই জে
মানচিত্র খানি দেখুন, যে কোথায় মড়হল, কো
বাল, কোথায় মকের এবং কোথায় বা গোয়া পরগ
আমাদিগের জেলার কর্ত্তাদিগের এই বিষয় স্ব
ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার প্রতিকার বিধান করা কর্ত্ত
কারণ, এখানকার প্রজারা কাহাকে কোন দুঃ
কথা কিরূপে বলিতে হয় তাহা জানে না। কে
উচ্চ বাচ্য নাই বলিয়া রাজপুরুষগণও নি
আছেন। অথী প্রত্যর্থীগণকে অগত্যা স্বস্ব হা
ভরে ছাপরা অপেক্ষা অধিক দূর যাইতে হইবে
গতায়াত করিতে হইবে; কিন্তু নিরপরাধ সা
গণকে বিনা কারণে কষ্টভোগ করিতে হইতে
আবার যাইতে বিলম্ব হইলে দণ্ডবিধির ১৭৪ ধ
আমলে আনা হয়। এক্ষণে যাহাতে এই চৌদ্দ
উক্ত ৪ টী পরগণার মধ্যস্থলে হয়, তাহাই এক
বাঞ্ছনীয়।

এবার সেসন আদালতে অনেকগুলি মক
উপস্থিত হইয়াছে। জজ সাহেব ঠিক ১১ ঘটি
সময় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেছেন। ই
দুই একটী মকদ্দমার বিষয় সর্ব্বসাধারণকে জানাই
ইচ্ছা হইতেছে।

একজন মগধ (মথাইয়া) ভোম এক গৃহ
বাটীতে চুরি করিতে যায়। গৃহস্বামী জাগ
থাকাতে সে ক্ষণকাল ঐ গৃহমধ্যে লুক্কায়িত থা
উপযুক্ত অবসরে গৃহস্বামী পশ্চাৎ দিক দিয়া যাইয়া চো
ধৃত করে। চোর প্রাণপণে প্রাণপণে পলাইবার চে
করে; কিন্তু কৃতকার্য্য না হইতে পারিয়া
ছুরিকা (কাত্তা) দ্বারা গৃহস্বামীর উদর বিদ্ধ করি
দেয়। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। এই ভো
ফাঁসির হুকুম হইয়া গিয়াছে। এই জেলার শিওর
মহকুমার অন্তর্গত কাচনার গ্রামে বর্ষাকালে ব
কাটিবার জন্য উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামবাসিদিগের দ
হয়। ইহাতে ভিউৎ নাম এক ব্যক্তি শুরু
আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘটনার ২।৪ ঘণ্টা পরে ই
পাতালে মানবলীলা সম্বরণ করে। পুলিষ ক
প্রমাণিত হয় যে রামলগন রায় ভিউতের হত্যাকা
এই ব্যক্তিকে সিওয়ানের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হা
সোপর্দ্দ করেন, কিন্তু জজ সাহেব ইহাকে নি
দিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে ৪ জন মদমাতস (ছাপরায়) লাটে
ট্যাক্স বিভাগের কর্ম্মচারী সাজিয়া এক গ্রামে
ছই প্রহরের সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাটী
গমন করিয়া তাহার নিকট ট্যাক্স বাকি আছে
করিয়া একটী মহিষ বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে চা
এই সংবাদ গ্রামস্থ লোক সকল শুনিয়া বাত্রিকা
এরূপ ভাবে ট্যাক্স আদায় করা দেখিতে আইসে

কিন্তু সকলে মিলিত হইয়া এই যুক্তি স্থির করে যে, যদি যথার্থই টাকা বাকি থাকে, তাহা হইলে প্রাতঃকালে দেওয়া হইবে। কিন্তু দুর্ব্বৃত্তেরা ইহাতে সম্মত হইল না, তখন সকলে সন্দিহান হইয়া ঐ চারি জনকে সমস্ত রাত্রি অবরোধ করিয়া রাখে এবং একজন নিকটস্থ পুলিষে সমাচার দেয়। প্রাতে পুলিষ আসিয়া উহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। মিয় আদালতের বিচারে ঐ চারি জনের মধ্যে দুই জনের ৬ মাস এবং অপর দুই জনের ৩ মাস কারাদণ্ড হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আপিলে জজ সাহেব এই ৪ জনকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আবার এই ৪ জনের মধ্যে একজন কৌজদারি আদালতের প্রকৃত চাপরাশি। উহারা নাকি একখানি ভাল খত প্রস্তুত করে এবং বলে যে ব্যক্তি অধমর্ণ তাহাকে চিনিবার জন্য এইরূপ কৌশল করিয়াছিল। ইহাদিগের অভিপ্রায় টাকা আদায় করা নয় বলিয়া জজ সাহেব অব্যাহতি দিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।

নীতিসার প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্দ্দশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
নীতিসার তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০
বিদ্যের বিলাস (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ /০

গ্রীসের ইতিহাস (এরূপ ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ও ঘোড়াসাঁকো সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা ঘোড়াসাঁকো সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাক যোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রিসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পরিণামবাদের প্রতিবাদ, খ্রিষ্টীশবংশাবলীচরিতম্, সাধিদেই সিদ্ধি, বিষাদ গীত, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, মকদ্দমীর, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এই ৯ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্পৃহা শক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয়। বাস্তবিক তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রখরতার প্রমাণ পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের অল্প দিবসেই প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য হয়। প্রমেহ ঘটিত কিছু জ্বর থাকিলে ঔষধ সেবা, কিন্তু অন্য প্রকার জ্বর সঙ্গে সেব্য নহে। প্রমেহ জন্য ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন। ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাসুলসহ ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

পরীক্ষিত।

কেশসংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্তশূল, দন্ত নড়া, রক্ত পড়া এবং পূঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং /০।

পারার মুখ। ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটিত রোগাদির শান্তি করত রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০।

পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদনাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০।

প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমতিলচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

হিন্দু বিধবাবিবাহ সভা।

যিনি হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ দিতে কিম্বা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমাদের কার্য্যালয়ে আবেদন করিলে পাত্র ও পাত্রী পাইতে পারিবেন।

২৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া

ীঘ্র পাকা, মাথা ধোয়া ও হাত পা জ্বালা নিবা
করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া
অর্দ্ধসের ১৷৵০ পার্কিং ৵০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

সেবনে টাক ঠিক হইবার এক শিশিতে
নিশ্চয় হইবে। মূল্য ৩ পার্কিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী)
দূষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, হাত
ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত
য় মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক।
ছোট শিশি ১৷০ ও বড় ৪৷০ টাকা পার্কিং ।০।
না—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৪৮ আর,
মিত্রের নিকটে প্রাপ্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

১) "আয়ুবর্দ্ধন" দুই খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল
১৷৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক
ন-ব্যক্তির নিকট এই পুস্তক দুই খণ্ড থাকা
শ্যক।

২) "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ।
লা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল
৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ন করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় ৩৫ বৎসরের
শিক্ষার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
যকৃতের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব
দি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ
করিতেছেন।

ফল-কোরণ, মাংস-কোরণ, ও মূত্রশিলা, (পা
রী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে
া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
স্ত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
পুস্তক এখন বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
।

শ্রীঅরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্ত-পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!

সেবনাল্লভ্যতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ ষ্ট্রীটে ৩২। ৩৩ নং ইন্সিটিউশন ভ্রুগিষ্টস হলে প্রস্তুত এবং বিক্রীত হয়।

বেড় পোয়া বোতলের নগদ মূল্য ৸৵০ ও ডাকের প্যাকিং খরচ ।৵০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই ত্রিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই ঔষধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেক কৌটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত মূল্য ২৲ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, কম্প, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর নাশ করিবে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমাশুল সমেত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে থাকিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।

রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারি মুখোপাধ্যায়—রামনগর ১০
" " হরকুমার মজুমদার—ত্রিপুরা ১০
" " তারাপ্রসাদ চৌধুরী—টঙ্গলামপুর ৮৵০
" " পূর্ণচন্দ্র হালদার—পাণিপোতা ৭
" " ক্ষেত্রচন্দ্র দাস—কানপুর ৭
" " রঘুনাথ মৈত্রেয়—নলডাঙ্গা ৭
" " কৈলাসচন্দ্র হালদার—বাঁশরহ ৭
" " বরদাকান্ত দত্ত—ছারডাঙ্গা ৭
" " চারুচন্দ্র গোস্বামী—দার্জ্জিলিং ৪
" " অখিলচন্দ্র সেন—আমিনপুর ৭
" " কানাইলাল নিয়োগী—দক্ষিণেশ্বর ৭
" " বেণীমাধব দোবে—মনাতনপুর ৪
" ফৈসেনুদ্দীন আহম্মদ—রাইপুর ২৸৵০
" মুন্সি মহম্মদ ফটিদীন—ফলিয়া ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ছয় আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কয়রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ২৮৯ সাল। ১১ ই পৌষ। ইং ১৮৮২। ২৫ এ ডিসেম্বর। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

চতুর্দ্দশোত্তরশত

অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ।

"নিরপেক্ষ ধর্ম্মরক্ষাকারিণী সভা" হইতে (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব) চতুর্দ্দশোত্তরশত সমুদায়ে ১০৮ খানি উপনিষৎ মূল, শাঙ্করভাষ্য এবং বঙ্গানুবাদের সহিত অতি সুন্দর ছিমাই আকারে ক্রমশঃ এক এক খানিতে সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম মূল্যের হিসাবে আপাততঃ ৫৲ চারি টাকা প্রাপ্ত হইলে, গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। পুনরায় ঐ মূল্য পরিশোধ হইলে, প্রতিবারে ১৲ দুই টাকার হিসাবে অগ্রিম মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

উপরি উক্ত সভার বিনা মূল্যের "নিরপেক্ষ ধর্ম্মতত্ত্ব" নামধেয় মাসিক পত্রিকাখানি মফস্বলে কেবল বৎসরিক ৷৷০ ছয় আনা ডাকমাশুলে প্রেরিত হইয়া থাকে।

অগ্রিম মূল্য কিম্বা ডাকমাশুল প্রাপ্ত না হইলে, কোন উপনিষৎ কিম্বা পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না।

সভার কার্য্যালয়। ১৯১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। শ্রীমহেশচন্দ্র পাল, অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

সচিত্র কৃষিতত্ত্ব মাসিক পত্রিকা।

১৮৬৯ সালে পাইকপাড়া নর্সরি স্থাপিত।

অতীব দুঃখের বিষয় কৃষিতত্ত্ব গ্রহণ করুন বলিয়া এখন পর্য্যন্তও চীৎকার করিতে হইতেছে। কৃষিতত্ত্ব দ্বারা সাধারণের কি উপকার হইতেছে না? তবে কেন ইহার প্রতি সাধারণের সম্যক অনুরাগ দেখা যাইতেছে না? কৃষির তত্ত্ব করিবার এই প্রশস্ত সময়। দয়ালু গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে অনেক কৃতবিদ্য যুবক কৃষির অনুশীলন জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন ও করিতেছেন। যদি বাড়ী বসিয়া উক্ত জ্ঞান সহজে উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তবে আর বঙ্গবাসী উহা পাঠে উদাসীন থাকে কেন? কৃষিতত্ত্ব নাটক নহে, উপন্যাস নহে, ইহাতে দেশের লোকমাত্রেরই সংস্রব আছে। এই নূতন পত্রিকায় যেরূপ ফুল, ফল ও বৃক্ষাদির চিত্রসহ অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে, ইহা কাহাদের হিতের জন্য তাহা দেশীয় লোকে এখনও বুঝিতে পারিলেন না। আগামী মাঘ মাস হইতে কৃষিতত্ত্বের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ আরম্ভ হইবে। সাধারণের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ সকলে কৃষিতত্ত্ব গ্রহণ করুন, সন্তানদিগকে পর্য্যন্ত বাল্যকাল হইতে যত্ন সহিত শিক্ষা দিউন, জমিদারবর্গ স্ব স্ব জমিদারিতে লাবেব, গোমস্তা দ্বারা প্রচারপূর্ব্বক উপকারার্থ উহার প্রচার আরম্ভ করুন। যেরূপ সময় পড়িয়াছে, অন্নকষ্ট যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, চাকরীর যেরূপ দুরবস্থা হইতেছে, তাহাতে কৃষিকার্য্যে আর অমনোযোগী থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

কৃষিতত্ত্বের অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ডাক মাশুল সমেত ৩৷৷০ আনা মাত্র। পুরাতন কৃষিতত্ত্ব পৃথক পৃথক পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া প্রত্যেক খণ্ড ১৷০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কেবল ৪ র্থ খণ্ডখানিতে বহুবিধ চিত্র এবং আকার বড় থাকাতে তাহার মূল্য ২, টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ২ য় খণ্ডখানি নিঃশেষিত হওয়ায় উহার পুনর্মুদ্রাঙ্কন হইতেছে।

এই সময়ের রোপণ যোগ্য সশা, ঝেঁড়, কাঁকড়ি, তরমুজ, শাক প্রভৃতি নানাপ্রকার সবজীর বীজ পূর্ণ প্যাকেট প্যাকিং খরচ সমেত ১, এক টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

নানা প্রকারের ফুল, ফল, গোলাপ, ক্রোটন, এবং লতাদির চারা ও কলম অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। গাছাদির যে নূতন ক্যাটালগ হইতেছে, তাহাতে বিবিধ চিত্র এবং জ্ঞাতব্য বিষয় থাকাতে তাহার আকার বড় হইয়াছে, উহার মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৵০ আনা মাত্র।

সমস্ত বীজাদি ও কৃষিতত্ত্বের গ্রাহক হইলে বার্ষিক ১৫৲ টাকা চাঁদা দিতে হয়, জীবনাবধির জন্য গ্রাহক হইতে হইলে ১০০ শত টাকা এবং যাঁহারা এককালীন দেড়শত টাকা প্রদান করিবেন তাঁহারা বীজাদি ও কৃষিতত্ত্ব ভিন্ন প্রতি বৎসর এক বাক্স গোলাপ মনোনীত পাইবার তাহাতে ক্রোটন এবং লতাদি পাইতে পারেন। ডাকমাশুল আর মূল্য দিতে হয় না। নর্সরি ও কৃষিতত্ত্বের গ্রাহক হইবার এই প্রশস্ত সময়। আমি ২৮ বৎসর কৃষিকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিলাম কেন তাহা একবার সাধারণে বিবেচনা করিবেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি
কলিকাতা।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ে।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ের যে শাখা সোণারপর হইতে বাকইপুর পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছিল, তাহা ১৮ ই ডিসেম্বর মগরাহাট পর্য্যন্ত খোলা হইবে। আরোহী ও মাল ঐ দিবস হইতে আনা লওয়া হইবে। বিশেষ বৃত্তান্ত টাইম টেবল দেখিলে জানা যাইবে।

ম্যানেজারের আপীস ৩ নম্বর শিয়ালদহ ১৩ ই ডিসেম্বর-১৮৮২। শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়—ম্যানেজার।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

মাত্র এক বটিকা!!!

অম্লকাশ কোম্পানি, ব্রকাইটিস, বুড়ো, পুরাণ কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক লেগেথাকা, স্বরভঙ্গ, গলার ভিতর ব্যথা হওয়া, সরল ও শুষ্ক কাশী সর্দ্দি জনিত যাবতীয় যান্ত্রিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অক্লত্রিম গাঢ় গাঢ়তায় সুস্বাদু। এক বটিকা খাইলেই শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ।৵০ বাবদ এক আনা সর্ব্বসমেত ১৷৵০ আনা পাঠাইলে ডাকযোগে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আবাটুন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চোরঙ্গী রোড ইউনিয়ন এণ্ড কোং নিকট পাওয়া যায়।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

Late 8, Rue Vivienne, 8, Paris.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পার্শ্বিস ৮, ক লিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, কাঁপকাশ, স্নায়বীয় প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাসরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম মুদ্রিত আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো কাপসিউল্স এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ) আরোগ্যার্থ চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ নূতন এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিষাক্তনক নহে। এতৎসেবনে আহারের কোন প্রকার অনীষ্ট অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ নূতন ব্যাধিতে এবং কাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহার।

গ্রিমল্ট সাহেবের এক্সিক্সির অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন স্যাক্রিফুল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে নিঃসৃত হইয়া উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করাইলে সে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সির আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের দৌর্ব্বল্য।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দোষধরা।	গর্ভাবস্থার বমন।

কাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসনলপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির সরসা (Grapina)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে কয়েক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ বায়ু, উদরস্থ আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

নূতন কাব্য!

"দশমহাবিদ্যা।"

সুপ্রসিদ্ধ কবি

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত।

মূল্য ৷৵০ আনা ; ভাকমাশুল ১০ আনা।

কলিকাতা, ২৮৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে মাত্র প্রাপ্তব্য।

আই, সি, বসু কোং।

সমালোচক কাব্য।

স্বল্প মূল্যের মাসিক পত্র।

কার্ত্তিক মাসে প্রচারিত হইয়াছে। এই কাব্য সাহিত্য-জগতের গুণের গৌরব ও দোষের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিবে। বাঙ্গালা ভাষা যাঁহাদের আদরের, তাঁহাদের জন্যই এই পত্রের জন্ম। অগ্রিম ডাক মাশুল সহ বাৎসরিক মূল্য ৸৮০।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"দি হবেল" (The Hovel.)

শান্তিপুর।

নূতন হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরি।

বিলাত হইতে সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তকাদি আনাইয়া সকল ডিস্পেন্সরি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার [illegible] মহোদয়। [illegible] স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, বড় বাজার কলিকাতা।

প্রণয়-প্রতিমা নাটক।

মূল্য ৷৹ আনা।

বহুবাজার বৌ

(হাস্য রসোদ্দীপক উৎকৃষ্ট প্রহসন)

মূল্য /০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ প্রণীত

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্যার পুথি

সন ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

ইন্দ্রজাল শাস্ত্র স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন। কঙ্কমুনি দ্বারা উহা সংগৃহীত হইয়া ভারতে প্রচার হয়। ভারতে অনেক যত্ন তিব্বতপতির খনির উদরে মণির ন্যায় গুপ্ত আছে। আমরা উদাসিনী রাজকন্যার নিকট হইতে ঐ সকল মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

কলিকাতা,—নর্থ সুবার্কুলার রোড, ২ নং কার্য্যালয়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা!!

(অদ্ভুত-রসা—মাসিক পত্রিকা।

সন ১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় পর্ব্ব। দ্বিতীয় পর্ব্ব!!

উদাসিনীর অগ্রিম মূল্য মাত্র যাহাখরচ ১৷৵০ আনা মাত্র। যদি সুলভ মূল্যে উপন্যাস পাঠের আমোদ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা পাঠ কর।

উদাসিনী ১ ম পর্ব্ব—পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া ডাক মাশুল সমেত ৸৮ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

কার্য্যালয়
২ নং টালা নর্থ সুবার্কুলার রোড
কলিকাতা।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কার্য্যসম্পাদক।

ইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো
ত আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প
রর মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে।
রণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া
াদিগকে উৎসাহিত করেন, এই আমাদের
নয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড়
, চাদর জোড়া ১৷৵ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত নানা
ার তৈয়ারি জামা আল্পাকার ও চিটের ৸৵০
ত ৪৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩৲ হইতে ৬৲
স্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১৲ হইতে ২৸০
া ৷০, ।৵০, ।০ জোড়া ; গাটার /১০, ৵০, ।৵, ৸৵,
ল রেসমী ১৲ ১৷০ ২৷০, সুতীরুমাল ।০, ৵০, ৵০,
তায়ালে ৷০, ।৵০, ৷১০, ৵০. নূতন নূতন ফেসা-
প্রেন ও চিটের ফুলকাটা কামিজ ১৲, ১৷০, ১৷০,
২৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৩৲, ৪৲, ৭৲, বিলাতস্থ
ককারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হইতে
লেতেণ্ডার ৸৵০ ফুবিডা ৸০ পাইনাপের ইউডি
২ ৸০, ৷০ অন্যপ্রকার ।০, ৵১০ অতি উৎকৃষ্ট
ষ্ক তেলকুমারী তৈল গাত্র মাখিলে ও কেশ-
াসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ
শ্রী হয়, মূল্য ১৸০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন
২৷০, ১৷০, ৷৵০, ।৵০, আপোনরোজ (অর্থাৎ)
াৎকৃষ্ট বিলাতী গোলাপী অতর প্রতি শিশি ৩৲
রানি ৩৲, মেরেসা অতর ১৷০, ।৵০, উত্তম তাস
৷০, ১৲, ৷৲, নানাপ্রকার ব্রাস ৫০ ডোজা ।৵০, ।০,
স্ত্রীলোকদিগের মাথার তাল ।০, ।৵০, চিরুনী ৷৵০
তে /০ ব্রস ৷০ হইতে ৵০, মাথার চিরুনি ও কাপড়ে
টবার জন্য বেনামের ব্রাস, নরুণ, পেন্সিল,
ভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও ছাঁদের কিতা গজ
হইতে ৵১০, কমফর্টার, মোজা ও টুপি বুনিবার
উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পউণ্ড ৸৲,
ভন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কারপেটের
সেটের বোতাম চাবুক, কলম ইত্যাদি বিক্রয়

মণিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা
পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন
ব্যাদি পাঠাই না।

প্রেরিতপত্র।

শান্তিরক্ষকের শাস্তিভঙ্গ করা কি উচিত ?

প্রস্তাবের প্রতিবাদ।

মহাশয়! বাঙ্গালা সংবাদপত্রের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে মনে যেমন হর্ষ হয়, তাহার অবনতি দেখিলে বা অবনতির আশঙ্কা থাকিলে তেমনি বিষাদ উপস্থিত হয়। সত্য সমর্থন না করিয়া, কাহারও অনুরোধে কল্পনাস্রোতে পা ভাসান দেওয়া, সেই অবনতির একটী প্রধান কারণ। এইরূপ সচরাচর ঘটিয়া থাকে বলিয়াই বাঙ্গালা সংবাদপত্রের কোন প্রতিষ্ঠা নাই।

আপনার গত ২৬ এ অগ্রহায়ণ তারিখের সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় স্তম্ভে "শান্তিরক্ষকের শান্তিভঙ্গ করা কি উচিত ?" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিলাম, আমার সম্বন্ধে সত্যের কতকটা অপলাপ (১) করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কতকগুলি অন্যায় নিন্দাবাদ (২) করা হইয়াছে,তাহার সংশোধনার্থ সংক্ষেপে কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকাতে স্থানদান করিলে বাধিত হইব।

গোপাল সিংহ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্তে বলিয়াছে যে, তাহার মনিবেরা গ্লাণ্ডর সাহেবের আবাদ ও ঝুঁটির বিলের আবাদের মালিক

(১) সত্যের কতকটা অপলাপ করা হইয়াছে, এই কথাটীতে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। তিনি যদি লিখিতেন, সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ করা হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা বড় বিপদে পড়িতাম। কতকটা অপলাপ করা হইয়াছে, এইরূপ লেখাতে পত্রপ্রেরকের প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে, আমরা মিথ্যা কথা কহি নাই। আমাদের বাকী যে কোন অংশে মিথ্যা নয়, তাহা নিম্নলিখিত বাক্যগুলির দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। সো—স।

(২) যদি যথার্থ কথা বলিলে নিন্দা করা হয়, তাহা হইলে আমরা নিরুপায়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। ন্যায়ের সংস্থাপন করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; কিন্তু তিনি তাহার বিপরীত কার্য্য করিলেন। পক্ষান্তরে যাহাতে সকলে ন্যায়পথে চলে, বিশেষতঃ ন্যায়সংস্থাপন যাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যাহাতে তাঁহারা সেই ন্যায়পথের রেখা মাত্র অতিক্রম না করেন, সে চেষ্টা পাওয়া আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে যথার্থ কথা কহিয়াছি, বলিয়া আমাদের প্রতি দোষারোপ করা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সদৃশ বিজ্ঞ লোকের উচিত কর্ম্ম হয় নাই। সো—স।

৬

ও দখলিকার। আমি তাহা অস্বীকার করি
কিন্তু ঐ উভয় আবাদের সংলগ্ন ঝেঁটীর আবাদ
আমার দখলভুক্ত (৩) তাহাও সত্য। দীনবন্ধু ভট্টা
ও তাহার অংশীদারগণ গ্লাণ্ডর সাহেবের ও সু
বিলের আবাদের সামিলে ঝেঁটীর আবাদটীও গ্রাস
করিবার মানসে অনেক দিন হইতে কৌশল
বিস্তার করিয়া আসিতেছিলেন, এবার তাহ
কৃতকার্য্য হইতে না পারাতেই তাঁহার ক্ষো
কারণ উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহা ক
দিই নাই বলিয়া আমার যত দোষ হইয়াছে
আমার (৫) দখলি স্বত্ব ন্যায়রূপ স্থির রাখা
মাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত ক্ষোপে পড়িয়াছেন।

গোপাল সিংহ যখন শান্তিভঙ্গের আশঙ্কার
করিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট শান্তিরক্ষার
আবেদন করে, সেই আবেদন অনুসারে পুলি
উপর তদারকের ভার হয়। পুলিস তদারক ক
শপথ পূর্ব্বক যে এজেহার দিয়াছে, তাহার অবি
নকল এই,—

" গোপাল সিংহ গোমস্তার দরখাস্তের বি
আমি তদারক করিয়াছিলাম। তদারকে জা
ছিলাম, যে কতকখানি জমিনের জঙ্গল কাটা
কলিকাতার হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গো

(৩) আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারি
ঝাঁটির আবাদ বলিয়া কালেক্টরির তৌজি
স্বতন্ত্র একটী আবাদ নাই। ঝাঁটির খাল ব
একটী খাল আছে, তাহা গ্লাণ্ডার সাহেবের আ
দের অন্তর্গত। ঝাঁটি নামে যাহাই হউক,
প্রেরক যে লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দখলী
আছে, আমরা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না
তিনি ও নূতন দখল করিতে আসিতেছেন, এ ক
কি অস্বীকার করেন? বোধ হয় তিনি অস্বী
করিবেন না। সো—স।

(৪) স্বতন্ত্র ঝাঁটির আবাদ যখন নাই,
তাহার গ্রাস করা এবং তাহার গ্রাসার্থ কৌশল
বিস্তার করাই বা কিরূপ,তাহা ত আমাদের বোধ
হইতেছে না। বোধ হইতেছে,হেমেন্দ্র বাবু এক
ভুয়া পাট্টা পাইয়া প্রতারিত হইয়াছেন। তবে
ঝাঁটির আবাদ কালেক্টরির তৌজিভুক্ত এরূপ
প্রমাণ দিতে পারেন এবং সেই তৌজিতে যত
লিখিত আছে,সেই জমী অপরে পূর্ব্বে অধিকার ক
গিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা দীনবন্ধু ভট্টাচা
কৌশলজাল বুঝিতে পারিব। সো—স।

(৫) হেমেন্দ্র বাবুর যে দখলি স্বত্ব নাই,তিনি
নূতন দখল করিতে আসিয়াছেন, আমরা উ
সে কথা কহিয়াছি, অতএব তাহার পুনর
বিফল। সো—স।

...রাম মণ্ডল সাকিম রামরাবাদ, আর ৫।৭ জন ...দেশী দরওয়ান ২।৪খানা কুড়ালি লইয়া জঙ্গল কাটা-...ত আরম্ভ করিয়াছিল। গোপাল সিংহ দীননাথ ...মুখোপাধ্যায় ও পক্ষের গোমস্তা তাহা নিবা... করিতে গেলে আক্রান্ত হইবার সম্ভব ছিল। ...তাহারা নিবারণ করিতে যায় নাই, (৬) ভয়ে ...রে আসিয়া নালিশ করিয়াছিল; এই জঙ্গল লইয়া ...পক্ষের পরস্পরের ২।৩টার (৭) আছে। আমি ...৮-৯ টা কোন আকার দেখি নাই। (৮) ...ব্রহ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের পক্ষের লোকে ৬০। ৭০ বিঘা ...জঙ্গল কাটাইয়াছে।"

এই প্রস্তাবের পাঠ করিলেই শান্তিভঙ্গ সম্বন্ধে ...প্রকাশে যে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, ...শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা যে কতদূর সঙ্গত, তাহা ...ঝা যায়। কিন্তু এ প্রস্তাবটী সোম ...শে আপন করিয়া পুলিসের রিপোর্ট (৯) বলিয়া ...ই পত্রিকাতে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা ...লত হইতে পাইবার নিয়ম নাই। সুতরাং ...র সত্যাসত্য নির্ণয় করিবারও সুবিধা নাই। ...আপনার প্রকাশিত রিপোর্ট যদি সত্য হয়, ...৬) ডুবেশ বাবুয়াচ "ভয়ে" যাইতে পারেন নাই, ...যদি দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য ডেপুটী বাবুর সমকক্ষ ...হইতেন, তাহা হইলে যে ঘোর দাঙ্গা হইয়া ...টা খুন জখম হইত, পুলিস তাহা এক প্রকার ...ই স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্থলে ডেপুটী ...ট্রেটের কি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত ...না? সো—স।

...(৭) স্বত্বাস্বত্বের কথার কোথায় যে থাকে না ...ও আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা পূর্ব্বেই ...ছিলাম, দস্তুরমত পুষ্ঠিত দ্রব্য লইয়া স্বত্বা-...করার উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু কে ...করে, ফৌজদারী বিচারপতির তাহার নিণয় ...করা নয়। সো—স।

...(৮) পুলিসের আকারে কিরূপে দেখিবেন, ...দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য প্রবল লোক হইতেন, তাহা ...স দেখাইতেন। সো—স।

...(৯) পুলিসের রিপোর্ট বলিয়া সোমপ্রকাশে ...প্রকাশিত হয়, সেটা সত্য কি মিথ্যা এবং ...ই এজেহার দিয়াছে, তাহা সত্য কি মিথ্যা ...লহরা তব তবা বিকল, পুলিসের এজেহার দ্বারা ...আর রিপোর্ট দ্বারা প্রমাণ হউক, হেমেন্দ্র বাবুর ...দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্যের একটী মিথ্যা লইয়া একটা ...রূপ উপস্থিত হইবার যে সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, পুলিস ...করিয়াছেন। এরূপ স্থলে ডেপুটী মাজি-...হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত আবশ্যক, তাহার আর তাহাতেও পুলিস স্বীকার করিয়াছে যে আমি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ই অক্টোবর তারিখের রেজেষ্টরী পাট্টায় বলে ১০০০ বিঘা ভূমি (১০) দখল করিতেছি। পুলিস এই রিপোর্ট দিবার পরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পুলিসকে বাচনিক সাক্ষী দিবার জন্য তলপ করেন। তাহাতে পুলিস যাহা এজেহার দিয়াছিল, তদ্বারা সাবেক মাজিষ্ট্রেট আপনার রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ইংরাজি রায়ের অনুবাদ এই,—

"পুলিসের সাক্ষ্য দ্বারা বোধ হয় না যে, শান্তিভঙ্গ হইবার কোন বিশেষ আশঙ্কা (১১) আছে। দরখাস্তকারীর মতলব এই যে, বিবাদী জঙ্গল জমিতে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা মীমাংসিতব্য স্বত্বাস্বত্বের (১২) বিচার এই আদালতের দ্বারা মীমাংসা করিয়া লন্। আমি এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না।"

হেপুন, বিপক্ষ পক্ষের গোমস্তা গোপাল সিংহ আমার আবাদে আসিয়া, অন্যায় বিবাদে সাহসী না

(১০) গোপালপুর; মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আবাদ, ঝুড়ির আবাদ ও ঝাঁটীর খাল এই সমুদায় লইয়া ১০০০ বিঘা জমী হয় কি না সন্দেহ। অতএব হেমেন্দ্র বাবু তাহার বিঘা কিরূপে দখল করিলেন? আমরা শুনিতে পাই, তাঁহার ১৮৮১ অব্দের পাট্টা নহে, ১৮৮৯ অব্দের অক্টোবরের পাট্টা। যাঁহার এত অল্পদিনের পাট্টা, তাঁহার দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বে দখলী স্বত্ব থাকিবার সম্ভাবনা কি? সো—স।

(১১) পত্র প্রেরক দেখুন, ডেপুটী বাবু স্বয়ং পুলিসের অস্পষ্ট এজেহারের কেমন স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ডেপুটী বাবু কহিতেছেন, বিশেষ আশঙ্কা নাই: তবেই বলা হইল, কতক আশঙ্কা ছিল। কতক আশঙ্কায় শান্তিরক্ষার চেষ্টা পাওয়া কি উচিত নয়? তাদৃশ স্থল কি ডেপুটী বাবুর হস্তক্ষেপ করিবার যোগ্য নহে? সো—স।

(১২) আমরা ডেপুটী বাবুকে দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্য স্বত্বাস্বত্বের মীমাংসা করিতে বলি না। কিন্তু দখলিকারের দখল বজায় রাখিবার আজ্ঞা দেওয়া কি ফৌজদারী আদালতের কর্ত্তব্য নয়? পত্র প্রেরক ইহার পরে স্বয়ং লিখিয়াছেন, দণ্ডবিধির ৫৩০ ধারানুসারে দখলিকারের দখল বজায় রাখা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ডেপুটী বাবু যখন সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন নাই, তখন তাঁহার বিচারকে কি সুবিচার বলিয়া প্রশংসা করা যাইতে পারে? কে পূর্ব্বকার দখলিকার কে বা নূতন দখল করিতে আসিয়াছেন, ইহার নির্ণয় করা কি মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য নহে? তিনি সে চেষ্টা পাইলে কি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না? বিবাদী স্থান যে তাঁহার কর্ণের পার্শ্বে, সেখানে বাতাস বহিলেও তাঁহার কর্ণে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়। সো—স।

হইয়া কৌশলপূর্ব্বক এমনি ভাবে নালিশ উপ... করিয়াছিল যে, মাজিষ্ট্রেট যদি উহার কথার অনু... দন করিতেন, তাহা হইলে আমাকে দখল ...হইতে বিদখল হইতে হইত; কিন্তু ডেপুটী মাজি... টের রায় দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, তিনি বুঝি... পারিয়াছিলেন যে, বাদী আর এক জনের স্ব... হরণ করিবার জন্যই ঐরূপ খেলা খেলিয়াছে (১... মাজিষ্ট্রেটের এই সুবিচারে কিছুতেই দোষ দে... যায় না। দণ্ডবিধি আইনের ৫৩০ ধারায় স্পষ্ট ...য়াছে যে, দেওয়ানী আদালত ভিন্ন ফৌজদারী আ... লত স্বত্বাস্বত্ব বিচারের ভারগ্রহণ করিবে না, দে... দখল স্থির রাখিবে। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট আ... অনুসারে সুবিচার করাতে কোপ বা নিন্দাভ... হইতে পারেন না।

আবার মধ্যে এক স্থলে যে আপনি ই... করিয়াছেন, যে আমার "দলিলের জোর নাই"। ...এটী আপনার নিতান্ত গায়ের জোরের কথা ...য়াছে। আপনি ঘরে বসিয়া কোন্ নায়না... দ্বারা জানিতে পারিলেন যে আমার দলিলের ...আছে কি নাই? বিপক্ষ পক্ষ দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য এ... বলিলেও কদাচিৎ শোভা পাইত, কিন্তু আপনি বি... পেক্ষ (১৩) হইয়া একখানি সাধারণ পত্রের সম্পা...

(১৩) মাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ের অনুসন্ধান ক... লেন না, উভয়ের পাট্টা তলব করিয়া দেখিলেন ...পূর্ব্বে এই বিষয় লইয়া কি কি মকদ্দমা হইয়া... কিরূপই বা তাহার মীমাংসা হইয়াছে তাহাও জা... লেন না, তবে তিনি কিরূপে বুঝিতে পারিলেন ...কে কার স্বত্বাপহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে? এই স্থা... ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ডের জলাপ্তু হইয়াছে।

(১৪) দলিলের জোর আছে না আছে আ... সে কথা কহি নাই। আমরা এইভাবে কা... ছিলাম, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট দখলিকারের দখল ব... করুন। যাঁহার দলিলের জোর থাকে, তিনি দে... রানী আদালতে গিয়া নিজ স্বত্ব সংস্থাপন ক... কাহার দলিলের জোর আছে কি না আছে তা... আমাদিগের দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই। আ... দের কেবল এই দেখা আবশ্যক, ডেপুটী বাবু আ... ও ন্যায় বিরুদ্ধ আচরণ করিলেন কি না? আ... দিবা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, তিনি দখলিকা... দখলি স্বত্ব বজায় করিবার চেষ্টা না পাইয়া আ... বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। সো—স।

(১৫) আমরা নিরপেক্ষ বলিয়াই এত ...কহিলাম। আমাদের নিকটে কাহারও অনু... নাই। সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনকালে শত্রু ...উভয়ই সমান। দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য আমাদিগের ...বাসী কেন, তাঁহার সহিত আমাদিগের সো...

ী কিরূপে একথা বলিলেন, তাহা বুঝিতে পারি অথবা লেখার ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয়, আপনি রাধের বাধা হইয়া দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্যের ব প্রেরিত পত্র খানি সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্থান ছেন, যে হেতু তিনিও চাঙ্গড়িপোতা নিবাসী নাদেরই প্রতিবাসী। কিন্তু স্বীকার করিতে ধ, যে ইহাতে আপনার যথোচিত শালীনতার হইয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সোমপ্রকাশ

১১ ই পৌষ সোমবার।

জমিদারের নামে প্রজাকৃত একটী অভিযোগ।

সময়ের কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে, প্রজারা জমিদারের নামে গবর্ণমেণ্টের নিকটে অভিযোগ করিতে কখন সাহসী হয় নাই। এখন কথায় কথায় প্রজারা জমিদারের নামে অভিযোগ আরম্ভ করিতেছে। এটী ইংরাজরাজনীতির গুণ। এটী ইংরাজশাসনের মহিমা। আইনের জটিলতার যত বৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রকার অভিযোগের কারণ ঘটিতেছে। কিন্তু এটী সুখের ও উৎকর্ষের চিহ্ন বলিয়া আমাদিগের বোধ হইতেছে না। প্রজার ও জমিদারের বিবাদ চিরকালই চিকিৎস্য রোগের ন্যায় অপ্রতিবিধেয় হইয়া রহিল এটী বড় দুঃখের বিষয়। হুগলী জেলার অন্তর্গত বালিয়া পরগণার অন্তঃপাতী গঙ্গাধরপুরের প্রজারা উত্তরপ ভাব পত্রনী লইয়াছে। কিন্তু নীতিপরায়ণেরা কহিয়াছেন, অতি মিত্র কার্য্যাধীন শত্রু হয়, আবার সহজ শত্রু কার্য্যাধীন মিত্রও হইয়া থাকে। অতএব দীনবন্ধু বাবুর প্রতি আমাদিগের কিরূপ ভাব, এ স্থলে তাহার পরিচয় দিয়া কোন ফল দেখিতে পাই না। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, সম্পাদকীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে আমাদের নিকট শত্রুও যেমন, মিত্রও তেমনি। পত্রপ্রেরকের সহিত আমাদের কোন শত্রুতা নাই, ডেপুটী বাবুও আমাদের অমিত্র নন। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, মিশ্র বাবুর সদৃশ শিষ্ট ও ভদ্র লোকের পরের ছিদ্র কেনা এবং পূর্ব্বাধিকারির সহিত ঝগড়া করিতে আসা উচিত হয় নাই। তাঁহারা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্যের দেওয়া ভেড়ির মধ্যে আসিয়া বন কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কি না? অগ্রে তাঁহার সে সংবাদ লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল।

—স।

তালুকদার বাবু মনোহর মুখোপাধ্যায়ের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে যে, ১৮৮০ অব্দের জুন অবধি মনোহর বাবু নানারূপে প্রজাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। অমনে প্রজারা একবার পাটীতার ও আত্মরাম লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিয়াছে। অভিযোগকারীরা বলে, পার্শ্বস্থ ভূমির যে খাজনার হার নির্দ্ধারিত আছে, মনোহর বাবু তাহার অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক হারে খাজনা চান। প্রজারা যদি তাহা দিতে অসম্মত হয়, মুন্সেফ আদালতে তাহাদের নামে নালিশ উপস্থিত করা হয়। ঐ নালিশ খাজনা বৃদ্ধির নালিশ নয়, যে খাজনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা'ই নালিশ। ১৮৬৯ অব্দের ৮ আইনের ৪৭ ধারা অনুসারে মুন্সেফ আদালতে যে খাজনার টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে; তাহারই নালিশ। ১৮৮০ অব্দ অবধি এই প্রকারের ৩০ টী মকদ্দমা করা হইয়াছে। (এ) চিহ্নিত বিবরণ মধ্যে টাকা দুই হইবে। এই মকদ্দমাগুলি যে অগ্রাহ্য হইয়াছে এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। কিন্তু অভিযোগকারিদিগের অর্থ ও সময়ের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, কারণ আদালত খরচা বলিয়া যে টাকা দিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগের বার পোষায় নাই। এটী সকলেই জানেন কখনই বার পোষায় না। দ্বিতীয় কথা এই, ১৮৮০ অ., হইতে ১৮৮১ অব্দ পর্য্যন্ত যাহারা ন্যূন হারে খাজনা দিতে সম্মত না হইয়াছে, তাহাদিগের নামে ১৫০ মকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাহা (বি) চিহ্নিত বিবরণ মধ্যে দুই হইবে। ঐ সকল ব্যক্তি চলিত হারে খাজনা দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু জমিদারের নায়েব তাহা লন নাই। রায়তেরা ঐ সকল মকদ্দমায় মুন্সেফ আদালতে খাজনা জমা দেয় নাই। যে জমী প্রজার দখলে নাই, এরূপ জমীর খাজনা পাইবার ও সম্পূর্ণ মিথ্যা মকদ্দমা সময়ে সময়ে আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছে এবং তাহা অগ্রাহ্যও হইয়াছে। এই প্রকার ৩ টী মকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছিল (সি) চিহ্নিত বিবরণে দৃষ্ট হইবে। ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে। প্রজারা পুরুষানুক্রমে যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে তাহা হইতে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত ২৬ টী মকদ্দমা উপস্থিত করা হয়.(ডি) চিহ্নিত বিবরণ দর্শন করুন। ঐ মকদ্দমা গুলি অগ্রাহ্য হইয়াছে। মনোহর বাবু হাইকোর্টে উহার কয়েকটী আপীল করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট প্রত্যেক মকদ্দমাতেই নিম্ন আদালতের রায় বাহাল করিয়াছেন।

অভিযোগকারীরা বলে এই খানেই তাহাদিগের দুঃখের অবসান হইল না। তাহারা জমিদারের কত ডিক্রীজারি বিষয়ে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে বিশেষরূপে মনোযোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছে। অভিযোগকারীরা বলে জমিদার যে কেবল তাহাদিগকে মিথ্যা মকদ্দমা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা নয়, তিনি কৌশলক্রমে আদালতের ডিক্রীজারি করিয়া এমনি কষ্ট দেন, যে তাহারা কোনক্রমে তাহা নিষ্পন্ন করিতে পারে না। প্রজারা ডিক্রীর টাকা আদালতে জমা দিলেও নিস্তার পায় না। (এ) চিহ্নিত বিবরণ দর্শন করুন, প্রজারা ডিক্রীর টাকা জমা দিলেও জমিদার তাহার সংবাদ পান নাই, এই ভান করিয়া মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। প্রজারা জমা দেওয়া টাকা পশ্চাৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাদিগের গৃহসামগ্রী বন্ধক দিয়াও টাকা ফিরিবার সংগ্রহ করিতে তাহাদিগকে মহা পাইতে হইয়াছিল। এই খানেই কষ্টের শেষ হইতেছে না। (এফ) চিহ্নিত বিবরণ দর্শন করুন, প্রজারা ডিক্রীর টাকা আদালতে জমা দেয় এবং জমিদার মোক্তার সেই টাকা পাইয়া রসিদ দেয়, জমিদার এমন কয়েকটী মকদ্দমাও উপস্থিত করিয়াছিলেন। এ স্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমাদের উপসংহার করা হইতেছে। ডিক্রীজারি পতি মকদ্দমাতেই জমিদার রায়ের নকল লইয়াছেন বলিয়া পেস্কার নিকট হইতে খরচা ধরিয়া লন, কিন্তু তিনি বস্তুতঃ রায়ের নকল লন না। এই রূপ প্রায় ১০০ মকদ্দমায় খরচা প্রজাদিগকে দিতে হইয়াছে। ফলতঃ জমিদার একটী নকলের নিমিত্ত আদালতে খরচ করেন নাই।

শ্রীরামপুরের ফৌজদারি আদালতের কাগজপত্র অনুসন্ধান করিলেও জানিতে পারিবেন, প্রজাদিগকে দিবার নিমিত্ত জমীদার কত মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ সকল মকদ্দমার অন্য কোন কারণ নাই জমিদার খাজনা বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছেন প্রজারা তাহাতে সম্মত হয় নাই। এ স্থলে বিশেষরূপে উল্লেখ করা আবশ্যক, ১৮৮০ অবধি ১৮৮৩ পর্য্যন্ত এই তিন বৎসরের মধ্যে একটীও খাজনা বৃদ্ধির নালিশ করা হয় নাই। কিন্তু ঐ সমুদায় মকদ্দমার উদ্দেশ্য এই যে, প্রজারা কারে পড়িয়া যদি ন্যূন হারে খাজনা দিতে সম্মত হয়। মনোহর বাবু অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ যে নানা উপায় অবলম্বন করেন, তাহার কারণ এই শ্রীরামপুর ডেপুটী কালেক্টার গঙ্গাধরপুরের খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং মনোহর বাবুর তাহা অতিক্রম করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাই তিনি কৌশলে প্রজাদিগকে বশমতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে যত্ন করেন।

আবেদনকারীরা বলে, তাহারা আদালতের
ত্র পত্র হইতেই মকদ্দমা রুজ্বাতগুলি তুলিয়া
। এতএব ইহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।
াদিগকে কষ্ট দেওয়া জমীদারের যে কিরূপ
ভপ্রেত, তাহা এই বিষয়টীর উপলব্ধি হইলেই স্পষ্ট
ত হইবে যে জমীদার ৩, ৪, ৫, আনা পর্য্যন্তের
দ্দমা করিতে বিরত হন নাই। আবেদনকারীরা
কাল কষ্ট সহ্য করিয়াছে, এখন তাহাদিগের কষ্ট
া অতিক্রম করিয়াছে। এই কারণেই তাহারা
ণে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আশ্রয়াথী হইয়া আবে-
করিয়াছে। জমিদার তিন বৎসরের মধ্যে ৩৪০টী
দ্দমা করিয়াছেন (ঙি, চিহ্নিত বিবরণ দেখুন)
হারা তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে অসমর্থ হই-
ছে। তাহারা জানে না যে সেই প্রবল জমীদারের
রুদ্ধে কি প্রতিকারোপায় অবলম্বন করিবে। কিন্তু
া তাহারা জানে, যখন এই সকল বিষয় দরিদ্র
শ্চ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের গোচর হইবে, তখন
তাহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। যদি তাহারা আশ্রয়
প্ত না হয়, তাহাদিগকে নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ
রিয়া অন্যত্র গমন করিতে হইবে। অভিযোগ
কারীরা সর্ব্বশক্তিমান্ জমিদারের হস্ত হইতে পরি-
ত্রাণের আশয়ে আপনার (লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের)
আশ্রয়াথী হইয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে
হাদের এই আবেদন বিফল হইবে না।

উপসংহারে আবেদনকারীরা এই প্রার্থনা করি-
ছে, পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি সকলের খাজনার যে হার
লিত আছে, তাহারা তাহা দিতে প্রস্তুত আছে,
ন্তু অধিক দিতে সম্মত নয়। তাহারা এক্ষণে প্রতি
ায় গড়ে ৮ টাকা করিয়া খাজনা দেয়। পক্ষান্তরে
কটবর্ত্তী ঐ প্রকার ভূমিরই প্রতি বিঘা ৩ টাকা
রিয়া খাজনা নির্দ্ধারিত আছে। তদ্ভিন্ন আবেদন-
কারীদিগের আর একটী প্রার্থনা এই, তাহাদিগের
কট হইতে এক্ষণে মাসে মাসে খাজনা লওয়া হই-
ছে। ইহা রহিত হইয়া, উহারা ৩ মাস অন্তর
জনা দেয়, ইহার বিহিত আদেশ হয়।

এটী নিতান্ত গুরুতর অভিযোগ। পূর্ব্বকালের
মীদারেরা অশিক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদিগের নামে যত
র্ঘ অভিযোগ হউক, তাহা তত দুঃখের হইত না।
ন্তু এক্ষণকার শিক্ষিত জমিদারের প্রতি এরূপ
রুতর অভিযোগ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এ অভি-
যোগ মিথ্যা হইলেও ইহাতে মহিমার হানি আছে।
মীবাদস্তথো ভবতি বিতথোবাপি মহতাং।
ধাপ্যাচ্চৈর্যায়াংস্তরতি মহিমানং ওনরবঃ॥
নাম সত্য হউক মিথ্যা হউক ওনরবে মহা-
ম ব্যক্তিদিগের মহিমার হানি হয়।

যাহা হউক, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের এ বিষয়ের যথা যথ অনুসন্ধান লওয়া একান্ত আবশ্যক। যদি বিষয়টী সত্য হয়, ইহার প্রতীকারের উপায় বিধান করাও একান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু এরূপ লোকের হস্তে অনুসন্ধান করিবার ভার অর্পণ করা উচিত নয়, যিনি অক্ষুব্ধ হস্তে তৌলদণ্ড ধারণ করিয়া প্রজা ও জমিদার উভয়ের স্বার্থের পরিমাণ করিতে পারেন। এক পক্ষে পক্ষপাতিতা কর্ত্তৃক কোনক্রমে প্রভাবিত না হন। জমিদার ও প্রজা উভয়ের স্বার্থ লইয়া এ বিরোধ। জমিদার আপন স্বার্থসাধন যাগ, কিরূপে প্রজার হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিয়া দু-পয়সা অর্জ্জন করিবেন, এই তাঁহার চেষ্টা। প্রজারও চেষ্টা এই, কিরূপে জমিদারকে ফাকি দিয়া দু-পয়সা লাভ করিবে। প্রজারাও কম লোক নয়। খাজনা দিতে হইলেই তাহাদের প্রাণ বিদীর্ণ হয়। তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা বড় কঠিন কর্ম্ম। গবর্ণমেণ্টও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। জমীদারেরাও পারিলেন না। গবর্ণমেণ্টের খাস মহলেও যে অসন্তোষ, জমীদারী মহলেও সেই অসন্তোষ; এক জন জমীদার বলেন, তিনি একটী আবাদের প্রজার নিকটে যখন প্রতি বিঘায় চারি আনা করিয়া লন, তাহা আদায় করিবার সময়ে প্রজার যে অসন্তোষ দেখিয়াছিলেন, তাহার পর যখন প্রতি বিঘায় বার আনা করিয়া লন, তখনও সেই অসন্তোষ, এখন প্রতি বিঘায় ৩। ৩৷০ টাকা লইতেছেন, এখনও আবারের সময়ে সেই অসন্তোষ। এ দেশের কথা দূরে থাকুক, আয়ারলণ্ড ভারত অপেক্ষা অধিকতর সভ্য। সেখানকার প্রজা হইতে কি কাণ্ড না ঘটিল। উদার গবর্ণমেণ্টকেও তাহাদের দমনার্থ কঠোরতর উপায় অবলম্বন করিতে হইল। অতএব আমাদের কথা এই, যাহার উপরে উল্লিখিত বিষয়ের অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইবে, তিনি প্রজার মায়া-কান্নায় ভুলিয়া না যান। জমীদার ও প্রজা কাহারই প্রতি যাঁহার পক্ষপাত নাই, তাদৃশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করাই উচিত।

গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের বক্তব্য এই, এই বিষয় লইয়া সোমপ্রকাশে বহু আন্দোলন হইয়াছে। বহু আন্দোলনের পর আমাদের এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে, এ বিবাদ মিটাইবার একটী বিনা দ্বিতীয় উপায় নাই। ভূমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া একটী কর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। জমিদারেরা প্রজার নিকট হইতে তাহার অধিক আদায় করিতে পারিবেন না। প্রজারাও কম দিয়া জমিদারকে ফাকি দিতে পারিবে না। অনেক প্রজা অতি উর্ব্বর ভূমির প্রতি বিঘায় ৷৷০ আনা খাজনা জমিদারকে দিয়া থাকে পূরণ করে। এ দিকে গঙ্গাধরপুরের প্রজারা কহিতেছে, জমিদার ফি বিঘা ৮ টাকা করিয়া খাজনা চান। এ দুটী কথাই অসঙ্গত। একটী সামঞ্জস্য কহিয়া কর নির্দ্ধারণ করাই কর্ত্তব্য। জমী
হস্তান্তর হউক, কোন কারণেই সেই নির্দ্দিষ্ট ক
অতিক্রম হইবে না। প্রজারা জমিদারের খাজ
ফেলিয়া রাখিতে না পারে, তাহারও একটী সু
নিয়ম করা কর্ত্তব্য। জমিদারের কর্ম্মচারীরা প্র
রণা, প্রবঞ্চনা ও অত্যাচার করিতে না পারে, তা
রও একটী বিশেষ বিধি বিধান আবশ্যক। এ
হইলে বোধ হয় জমিদার ও প্রজার বিবাদ শা
হইতে পারে।

মিউনিসিপাল বিল।

মহামনা লার্ড রিপন বাহাদুরের সঙ্ক
মিউনিসিপালিটী মূলভাব পরিত্যাগ করিয়া স
নোমুখ হইয়াছে। নূতন প্রকারের মিউনিসি
লিটী হইতে চলিল। নূতন বৎসরও উপস্থি
নূতন আইন না হইলে নূতন কাণ্ড চলিতে প
না। এই নিমিত্ত নূতন আইনের অনুষ্ঠান হইতে
সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় রেনল্ড সা
এতৎসংক্রান্ত আইনের একটী পাণ্ডুলেখ্য উপ
করিয়াছেন। আইনটী এখনও পূর্ণাবয়বে বি
হয় নাই; সুতরাং তদ্দ্যোতিত বৃত্তান্ত পা
গণের গোচর করিতে পারা গেল না। তবে প্রস্ত
কর্ত্তা সামান্যতঃ যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তা
বোধ হইতেছে, খোদকর্ত্তা গাইকর্ত্তা সব
কর্ত্তা হইয়া যাইতেছে। ছোট বড় মিউনিসিপা
আর থাকিতেছে না। সমুদায় এক দলের মিউ
সিপালিটী হইবে এবং সর্ব্বত্র নির্ব্বাচনপ্রণালী
র্ত্তিত হইবে।

এলান হিউম সাহেব প্রভৃতির ন্যায় রে
সাহেবও এ সম্বন্ধে এ দেশীয়দিগের নিঃস্বার্থ
বিতা, অমশীলতা ও উৎসাহ, অধ্যবসায়াদির প্র
সংশয় করিয়াছেন। তিনি বলেন "ব্যবস্থা
সভাকে আমার স্মরণ করিয়া দিবার প্রয়োজন
তেছে না যে এ বিষয়টী এরূপ ম, ব্যবস্থাপন
ইহার বাহ্য আকৃতির গঠন ভিন্ন আর কিছু ক
দিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত উন্নতি ও প্রকৃত
লাভ ব্যবস্থাপক সভাগৃহের বাহির হইতে হই
বাহির হইতে ইহার জীবনশ্বাস হইবে, অন্যথা ইহা
দেহের ন্যায় হইয়া থাকিবে। এ দেশবাসিদিগকে
নিজ অবসর সময় ও সুখস্বচ্ছন্দে বিসর্জ্জন দি
নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। তাঁহাদের যে পর
দ্বেষভাব ও কুসংস্কার আছে, তাহা পরিত্যাগ ক
সেই ক্ষমতা গ্রহণ করিতে হইবে যে ক্ষমতা গ
মেণ্ট সমুদায় প্রজার উপকারার্থ তাঁহাদিগের
ন্যাসস্বরূপ অর্পণ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট
সম্বন্ধে নিজ কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন ক

...ছেন। পূর্ব্বে ... ইচ্ছা এই যে, ...বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এতৎসংক্রান্ত নীতি যাহা ত... কলোপধায়ী হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে পূর্ণতা ...করিবার নিমিত্ত দেশের লোকের হাত ... সমসুখ দুঃখতা এবং পরস্পর সহানুভূতির ... করিতেছেন। এ কার্য্য সম্পন্ন হইলে ...তীয় চরিত্র ও জাতীয় সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির উপায় ...বে।"

...রেলল্ড সাহেব যে আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা ...মূলক বা অসঙ্গত নয়। চিরপরাধীনতাপ্রভাবে ...দেশীয়দিগের বলস্পৃহা, মনস্বিতা ও পরার্থ... বৃত্তি প্রভৃতি উচ্চতর গুণগুলি কলুষিত হইয়া ...ছে, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইংরাজীশিক্ষা ...ভাবে ঐ গুণগুলি ক্রমে মার্জ্জিত হইয়া উঠিতেছে। ...ন অনেকেই সাধারণ কার্য্য প্রবৃত্তির যে কি ...ময় ফল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন ...নকের উৎসাহ ও অধ্যবসায়াদি গুণেরও উন্মেষ ...য়াছে। পরস্পর সমসুখদুঃখতা প্রকাশে যে ...মহার্থ লাভ হয়, তাহাও অনেকে বুঝিতে পারি... ছেন। তবে এক কথা এই, এই সকল গুণের ...ত তাঁহাদের স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ...ক্তিটী হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমা... স্পষ্ট বোধ হইতেছে, মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে ...কর্ম্মচারিদিগের যদি কোন প্রকার সম্বন্ধ না ...কে, তাহা হইলে বেলল সাহেব যে আশঙ্কা ...করিয়াছেন, ও দেশীয় কি অনেকে তাহার অলীকতা ...তিপন্ন করিয়া তুলিবেন। জাতীয় চরিত্রের উৎ... ও দেশের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির যে কথা বলা হই... ছে, সে বিষয়েও আমাদের বক্তব্য এই, এ দেশীয় ...কে যদি গবর্ণমেণ্টের সকাশে উচ্চ করিয়া তুল... ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইঁহাদিগের ...ত মিউনিসিপাল সংক্রান্ত উচ্চ উচ্চ কার্য্যের ভার ...ন করুন। মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের হস্তে ...ধানী ও ফৌজদারি বিচারকার্য্যেরও ভার দেওয়া ...ক; তাহারা পাড়ার সংস্কার করিবেন, উপযুক্ত কোরী ...মহিষাদি নিযুক্ত করিবার এবং রাস্তার উপরে ...ত বাঁধে বাতি দিবার ভার পাইলে অনায়াসসিদ্ধ হইবে ...কাহার উচ্চতা তাহাতে গুণের উচ্চতা সম্পাদি... হয়। আমরা পূর্ব্বেই এ সকল বিষয়ের সবি... আলোচনা করিয়াছি, অতএব তাহার ...রুক্তি নিষ্প্রয়োজন হইতেছে।

অধস্তন বিচারালয়।

আদালতের যে প্রকার কার্য্যবৃদ্ধি, কার্য্য অধি... হারোত্তর ষ্টাম্প বৃদ্ধি ও আমলাদিগের কার্য্যা... বিতা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আদালত স্থাপন না হইয়া গবর্ণমেণ্টের ও আমলা... দিগের ব্যবসায় স্থান হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আয়বৃদ্ধির চেষ্টা দেখিতেছেন, আমলারাও আয়... বৃদ্ধির চেষ্টা দেখিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর আদালতের আয় গণনা করেন, আমলারা প্রতি দিনই আয় গণনা করিয়া থাকেন। নিম্ন গবর্ণমেণ্ট আদালতের আয় বৃদ্ধি দেখিতে পাইলে যেমন উপরিস্থ গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রশংসা পান, না দেখাইতে পারিলে তিরস্কার খান, আমলারাও তেমনি দৈনিক আয় বৃদ্ধি দেখাইতে পারিলে স্বীয় নিকটে প্রশংসা পান, না দেখাইতে পারিলে ঝাঁটা খাইয়া থাকেন। ঝাঁটা খাইবার কারণ এই, দেবী... দিগের অলঙ্কার গড়াইবার বিঘ্ন ঘটে।

গবর্ণমেণ্ট দিন দিন যে ষ্টাম্প বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে আদালত ক্রমে দুর্গম্য স্থানও হইয়া উঠিতেছে। এক গৃহস্থ একটী পুষ্করিণী খনন করাইলেন, পল্লীবাসিরা মনে করিলেন, ঐ জল পান করিয়া আপনাদের সুখ স্বচ্ছন্দ স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে পুষ্করিণীখননকর্ত্তার মন হইল, কাহাকে জল স্পর্শ করিতে দিবেন না। তিনি পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে উচ্চতর প্রাচীর দিয়া দিলেন। পাছে কেহ প্রাচীর লঙ্ঘন করে, এই নিমিত্ত তাহার উপরে কাচভাঙ্গা বসাইলেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টও তেমনি ষ্টাম্পরূপ সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা আদালতকে রুদ্ধ করিতেছেন। আমলাদিগের ব্যবহার তাহার উপরে কাচভাঙ্গা বসান হইয়াছে।

যে যুক্তিতে আদালতপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা ধরিয়া বিবেচনা করিতে গেলে আদালতকে দুর্গম্য স্থান ও ব্যবসায় স্থান করিয়া বিচার বিরুদ্ধ কোন ক্রমেই বিবেচনা হইতেছে না। প্রজায় প্রজায় স্বত্বাস্বত্ব লইয়া ও অন্য অন্য বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাদের কর্ত্তব্য, তাহারা আপনারাই সকলে তাহার মীমাংসা করিয়া লয়। কিন্তু মানুষের ক্রোধ লোভ কি যে প্রবল রিপু আছে, তাহা মধ্যবর্ত্তী হইয়া যে মীমাংসা করিতে দেয় না। বিশেষতঃ পরস্পরের স্বার্থলোভ অতি প্রবল। তাহাও প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। পরস্পর বিবদমান প্রজারা স্বয়ং যে বিষয়ের মীমাংসায় অসমর্থ হইত, পুরস্থ গ্রামস্থ প্রধান লোক দ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়া লইত হইলেই পঞ্চায়তপ্রথা প্রাদুর্ভূত হয়। পঞ্চায়তও সকল বিরোধের মীমাংসায় সমর্থ হইতেন না। সুতরাং বিবাদক বীরা রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিত। রাজা রাজচিন্তা ও যুদ্ধবিগ্রহাদি নানা কার্য্যে ব্যস্ত। তাঁহার স্বয়ং সকল ব্যবহার দর্শনের অবসর হইত না। এই নিমিত্ত প্রতিনিধীভূত প্রাড্‌বিবাক নি... গের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্ব সময়ে পঞ্চায়... অধিকাংশ বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন। নিমিত্ত অধিক আদালতের সৃষ্টি ও প্রাড্‌বি... নিয়োগের প্রয়োজন হইত না।

উপরে যে যুক্তির উল্লেখ করা গেল, তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পঞ্চায়ত প্রথার প্রতিনি... রাজা ও প্রাড্‌বিবাক আবার পঞ্চায়তের প্রতিনি... আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সেই পঞ্চায়ত এ... রক্ষিত করিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট অধীনে অনেক আদালতের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। আদালতগুলি যখন প্রজার বিরোধ মীমাংসায় প... রত হইলেন, তখন যাহাতে সেই মীমাংসকের কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হয় এবং সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপযোগী যে ব্যয় সংগ্রহ আবশ্যক হয়, তাহার উপায়বিধান কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন অন্য দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিক্ষেপ করা বিধেয় হয় না। গবর্ণমেণ্ট আদালত ব্যবসায় স্থান করিয়া উপার্জ্জনের যদি চেষ্টা পা... সেটী নিতান্ত লজ্জার বিষয়।

আমাদের বক্তব্য এই, যাহাতে আদালতের খ... পোষায়, মকদ্দমাকারিদিগের নিকট হইতে তদ্... যুক্ত ব্যয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য, তদতিরিক্ত এক পয়... লওয়া উচিত নয়। যে আদালতে যেমন ধ... সেখানে তদুপযোগী ষ্টাম্প বিনিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করাই উচিত। সে আদালতের অ... লইয়া অন্য আদালতে দেওয়াও বিধেয় না, গবর্ণমেণ্টের নিজে ভোগ করাও কর্ত্তব্য হয় না। আমরা মুন্সেফ আদালতগুলিকেই উদাহরণ স্থ... প্রথমে গ্রহণ করিলাম। এই আদালতগুলি গব... মেণ্টের একটী বিলক্ষণ আয়দ্বার। অধিকাং... মকদ্দমা এই আদালতেই হইয়া থাকে; কিন্তু ইহ... দশা দেখিলে শিয়াল কুকুরেও রোদন করিয়া থা... যাহারা ঐ সকল আদালতের শীর্ষস্থানে বিস... করেন, সেই বিচারপতিগণ যে বেতন পান, তাহা... তাঁহাদিগের উদর পূরিয়া অন্ন হওয়াই ভা... তাঁহারা যে গৃহে কাছারি করেন, তাহার অ... কাংশের শ্রী ছাঁদ দেখিলে কবিভক্তি উড়িয়া যা... অধিক কথা কি, এ গৃহগুলি অনেকের গোয়... মতের নিকৃষ্ট বোধ হয়। যাহারা আমলা, অ... কারের কর্ম্মচারিদিগের ন্যায় তাঁহাদের ভরণপো... তাঁহারা যে সৎসামান্য বেতন পান, তাহাতে তাঁ... দের চলে না; সুতরাং তাঁহাদিগকে এ দিক ওদি... করিতে হয়।

আমাদের বক্তব্য এই, এক্ষণে মুন্সেফ কা... লকে মকদ্দমা করিবার আরজী প্রস্তুতের যে ষ্টা... দিবার বিধি আছে, তাহা কিছু কিছু কমাইয়া দেও...

হউক। ঐ অল্পীক মূল্য ষ্ট্যাম্পে যে আয় হইবে, তদ্দ্বারা পর্য্যাপ্তরূপে বিচারপতির বেতন দেওয়া হউক। যদ্দর্শনে অধি প্রতিষ্ঠার্থি সাক্ষি প্রভৃতির মনে ধর্ম্মাধিকরণে বলিয়া ভয় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, তাদৃশ গৃহ নির্ম্মিত হউক। আমলাদিগকেও পর্য্যাপ্ত বেতন দেওয়া হউক। আমলাদিগের অধিক বেতন দিবার ব্যবস্থা হইলে উৎকোচ গ্রহণ প্রথা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। না চাহিলেই লোকে চুরী করে। এখন অতি নীচ লোকেও চাহিয়া কার্য্য প্রবৃত্ত হয় না। তাহার প্রধান কারণ এই, তাহাদের এখন পূর্ব্ববৎ অভাব নাই। ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই, যে সকল আমলা অধিক বেতন পান, তাঁহাদিগের এ দুষ্কার্য্য অধিক হয় না। পুরস্কার কোম্পানির সুখি কিন্তু কোম্পানি বেতনের অল্পতা নিবন্ধন ছাড়ে তাহার পুষ্টিসাধিবেন। ফলতঃ মুন্সেফ আদালতের আয় মুন্সেফ আদালতেই ব্যয় হয়, অন্যত্র না যায়, এই আমাদের অভিপ্রেত। এইরূপ আপীল হাইকোর্টের আয় আপীল আদালতেই ব্যয় হউক। সেখানকার বেতন যথোপযুক্ত মূল্যের ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হউক। গবর্ণমেণ্ট ইহা হইতে কিছু পাইবার লোভ না করেন, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

লর্ড রিপন বাহাদুরের অধিকারকালে অনেক বিষয়ের পক্ষোদ্ধার হইতেছে। অনেক বিষয়েই ন্যায়ানুগত বিধি ব্যবস্থাপিত হইতেছে। অনেক বিষয়েরই আবর্জ্জনা বাহিত হইতেছে। অতএব এমন মহোদয়ের শুভ অধিকারে আদালতের পঙ্কোদ্ধার কি হইবে না? ময়লা কি পরিষ্কৃত হইবে না? আদালতে অনেক বিশৃঙ্খলা ও অনেক অনিয়ম আছে, সে গুলির সংশোধন করাও কর্ত্তব্য। আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। মকদ্দমার উপযোগী যে সকল কাগজ পত্র মকদ্দমাকালে দাখিল করা হয়, তাহা ফেরত লইবার এক প্রকার নিয়ম সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। হাইকোর্ট হইতে ঐ সকল কাগজ ফেরত লইতে হইলে আদালতপ্রচলিত এক পয়সার কাগজে দরখাস্ত করিতে হয়, কিন্তু নিম্ন আদালতে ঐ সকল কাগজ ফেরত লইতে হইলে দশ আট আনা লাগে। সোয়া পাঁচ আনা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইলেও এ দেশীয়েরা চিত্তকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া রাখিতে পারিতেন!! উপসংহারে বক্তব্য এই, আমাদের ন্যায়বান্ লার্ড রিপন বাহাদুর আদালতপল্লির প্রতি একবার শুভ দৃষ্টি প্রদান করুন। এটী তাঁহার দৃষ্টির একটী যোগ্য বিষয়।

পুরী পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত হয়, ইহা অনেকেরই ইচ্ছা, পথ দুর্গম বলিয়া অনেক লোক ইচ্ছা সত্ত্বেও উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে বিশেষতঃ জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইতে পারে না। অতএব গবর্ণমেণ্ট এরূপ স্থলে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিলে লাভবান্ হইবেন এবং সাধারণ লোকের যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া এই রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে হইলে বৃহৎ বৃহৎ নদী বাঁধিতে হয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, তৎপরে তত্রত্য রেলওয়ে কমিটির সেক্রেটারি কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট এ সম্বন্ধে যে দরখাস্ত করেন, নিম্নে আমরা তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে লিখিয়া দিলাম।

প্রথম, প্রস্তাবিত রেলওয়ে লাইনে কত আয় হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য যাত্রির সংখ্যা ও মাল আমদানি রপ্তানির একটী তালিকা প্রস্তুত করা এবং রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হইবে, তাহাতে শতকরা ৪ টাকা হারে লাভ হইবে কি না তাহার গণনা করা হয়। দ্বিতীয়, পুরীর সরকারী রাস্তার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া তাহার এক দিকে রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত হইতে পারে কি না তাহা দেখান হয়। তৃতীয়, মেদিনীপুর হইতে ভদ্রক পর্য্যন্ত বাঁধ প্রস্তুত করিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করা কতদূর সম্ভব হয়, তাহা বলা যায় না বটে; কিন্তু এটী নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, মেদিনীপুর হইতে খুর্দ্দা পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত করিলে উহা পাহাড় তলি দিয়া যাইবে। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট অধিক ব্যয় না করিয়াও একটী বাঁধ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন ও তদ্দ্বারা কটক বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান প্লাবন হইতে রক্ষা হইতে পারিবে। কেবল এই কারণে গবর্ণমেণ্টের ইহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত। চতুর্থ, বোম্বাই হইতে বরদা পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট আয় হইতেছে। ঐ লাইন উপকূল দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং পুরী লাইনও যখন উপকূল দিয়া প্রস্তুত হইবে, তখন ইহা হইতেও যে ঐরূপ আয় হইবে, তাহা কমিটির বিশ্বাস হইতেছে। বিশেষতঃ উড়িষ্যায় বর্ষে বর্ষে বহুসংখ্যক যাত্রির গমনাগমন হইয়া থাকে। অতএব এ রেলওয়ে দ্বারা মধ্যপ্রদেশের সহিত কটক ও বালেশ্বরের সংযোগ না করিয়া মেদিনীপুর দিয়া কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত একটী লাইন প্রস্তুত করিয়া খুর্দ্দা দিয়া আর একটী লাইন প্রস্তুত করতঃ বালেশ্বর ও কটকের সহিত সংযোগ সম্পন্ন করা হয়, কমিটির এইটী বিশেষ প্রার্থনা। অতঃপর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যাত্রীদিগের জন্য রাণীগঞ্জ হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে। আনুমানিক আয় ব্যয়ের তুলনা করিয়া যে লাভালাভ অনুমান করা হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

বাঙ্গী	৩০০০০০০
অন্যান্য	
মোট	৯৫০০০০০
কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যয়	২০০০০০০
প্রকৃত লাভ	২০০০০০০

অতএব যদি ৪ ক্রোর টাকা ব্যয় হয়, তা হইলে শতকরা ৫ টাকা হারে লাভ পাওয়া যাইবে।

ফলতঃ কেবল মধ্যপ্রদেশের সহিত উড়িষ্যার সংযোগ সম্পন্ন হইলে কলিকাতার সহিত উড়িষ্যার সংযোগ সম্পন্ন হয় না। যাত্রীদিগের গমনাগমনের জন্য উড়িষ্যাবাসিদিগকে নানাপ্রকার পীড়া ভোগ করিতে হয়। রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে পীড়া যে প্রকার নিবারণ হইবে, আর কিছুতেই সেরূপ হইবে না।

পুলিষের অত্যাচার সর্ব্বথা প্রসিদ্ধ। যাবৎ পুলিষ বিভাগের সংস্কার না হইতেছে, তাবৎ প্রজার কষ্টের শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রেসিডেন্সি কমিশনর মনরো সাহেব শিক্ষিত ও ভদ্র লোক দিয়া পুলিষের কার্য্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশে তাঁহাদিগকে পদোন্নতি করিয়া উত্তরকালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রধানের অবস্থা করিলেন; কিন্তু তথাপি যে আশু সুফল লাভ হইতেছে না, ইহার কারণ কি? সংস্কারের সংস্কার ক্ষুদ্রাশয় লোক ব্যতীত পুলিষের কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষিত ভদ্র লোক, ভদ্রতা কলাঞ্জলি দিয়া অর্থের লোভে ইহা স্বীকার করিতে সম্মত হন না। তবে মনরো সাহেব যদি আমূল সংস্কারের চেষ্টা পান, তাহা হইলে বোধ হয় পুলিষ বিভাগে ভদ্রলোক দেখিতে পাইবেন। এখন যাঁহারা ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তাঁহাদিগের অধীনে ক্রমশঃ নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীগণ এক একটী ছোট নবাব বিশেষ। অতএব অগ্রে তাঁহারা ভদ্র হইলে অপরাপর কার্য্যে ভদ্রলোক দেখিতে পাইবেন, এ আশা দুরাশা মাত্র। পুলিষের কর্ম্মচারী যে কেমন ধন, পাঠক নিম্নলিখিত ঘটনা বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহার কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন।

কিছুদিন হইল চাবড়ার দায়রায় তিন জন লোক ডাকাইতি করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়। পুলিষ কতগুলি মাল অপহৃত বলিয়া যাহির করিয়া আদালতে চালান দেন, অভিযোগকারীর সাক্ষ্যগণের মধ্যে চিন্তামণি নামক এক ব্যক্তি আপনার একছড়া স্বর্ণনির্ম্মিত পাঁচনলী বাহির করিয়া দেয় এবং আদালতে আসিয়া বলে আসামী ব্রজের অন্য মতিলাল তাহার নিকট উক্ত পাঁচনলী বন্ধক রাখিয়া টাকা লইয়াছে। কিন্তু দায়রায় সে সাক্ষী দিল পূর্ব্বে তাহার জমীদার বাবু অম্বিকাচরণ রায়ের নি

কথা বলিয়াছিল, পরিশেষে সে ইহাও বলে, ইনস্পেক্টর মধু বাবু কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া সে পাঁচসনী বাড়ি করিয়া দেয় ও আদালতে বন্ধক দিবার কথা বলে। অধিক বাবু হাইটের অনারেব উকীল তিনিই আসামীদিগের পক্ষ কার্য্যে নিযুক্ত হন চিন্তামণির সাক্ষ্য দান তিনি তাহাকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, বিচারপতি ব্রেট ভাব ভাবার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া পুলিষ ইনস্পেক্টার বাহিরে যাইতে বলেন, চিন্তামণি তখন জেরায় স্পষ্ট ভাবে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ফেলে, আসামীরাও মুক্তিলাভ করে, কিন্তু বিচক্ষণ বিচারক এই বিষয় পুলিষ ইনস্পেক্টার জেনারলের গোচর করিয়াছেন। দেখা যাউক ইহার ফল কিরূপ হয়।

আসামের চীফ কমিশনর ইলিয়ট সাহেব এক প্রকৃত উদারচরিত ব্যক্তি। তাঁহার উদ্দেশ্য রিপনের অনুরূপ। তিনি আসামের উন্নতিতে নিরন্তর ব্যস্ত। আমরা তাঁহার প্রকৃত দেশ ও কর্ত্তব্যবিদ্যা দর্শনে সুখী হইয়াছি। অধিকতর সুখের বিষয় এই, তিনি সম্প্রতি লর্ড রিপনের অভিপ্রায়ানুসারে তথায় আত্মশাসনপ্রথা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশভুক্ত প্রাদেশীয় স্থানেই উহা সমভাবে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না বলিয়া তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ উহা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি বলেন শ্রীহট্টে যে প্রথা প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব, কাছাড়ে তাহা অসম্ভব, কামরূপ ও শিবসাগরে অল্প পরিমাণে নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। কিন্তু লক্ষীপুর, গোয়ালপাড়া ও নগাং প্রভৃতি স্থানে কোন ক্রমেই উহা প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে না। ইতিমধ্যে গৌহাটী মিউনিসিপালিটীর এক তৃতীয়াংশ করদাতা মিউনিসিপাল আইনের ১৬ ধারা অনুসারে তথায় নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য আবেদন করাতে ইলিয়ট সাহেব উহার প্রবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, অন্যান্য মিউনিসিপালিটীর করদাতৃগণ এতদ্রূপ প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদিগকেও উহা প্রদান করিবেন। গৌহাটী ও শ্রেক্রগড়ে এই প্রথার প্রবর্ত্তনে অভিলাষী হইয়া তিনি কামরূপ ও লক্ষীপুরের ডেপুটী কমিশনরদিগকে তাহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে বলিয়াছেন। যাহার ইচ্ছা যাহারা বার্ষিক দুই টাকা কর দেয়, তাহারা সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবে এবং যাহারা বার্ষিক চারি টাকা কর প্রদান করেন, তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা মাসিক ২০ টাকা পেন্সন অথবা ৪০ টাকা বেতন পান, জুরী ও আসেসরের তালিকায় যাঁহাদিগের নাম আছে, তাঁহারা উকীল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণও এই কার্য্যে অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। তিনি মিউনিসিপাল কমিশনরদিগকে সভাপতি নিয়োগের অধিকার দিবেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কবিরহিত ব্যক্তিকে সভাপতি মনোনীত করিতে পারিবেন। তবে তাঁহারা যেখানে সরকারী কর্ম্মচারীকে সভাপতি করিবেন, সেই খানে এক এক জন রাজসম্পর্ক শূন্য লোককে সহকারী সভাপতির পদ প্রদান করা হইবে। পরিশেষে তিনি মাজিষ্ট্রেটদিগকে মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বিশেষ সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

বিলাতের টাওাড পত্র লর্ড ডার্ব্বির ষ্টেট সেক্রেটারির পদ প্রাপ্তির সংবাদ প্রদানে আমাদিগকে বড় সুখী করিয়াছিলেন। ডার্ব্বি যেরূপ লোক, আমরা তাহার কতক কতক জানিতাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি ভারতবাসীর ভাগ্যক্রমে তিনি উক্ত পদলাভে সমর্থ হইলেন না। লর্ড কিম্বার্লে ষ্টেট সেক্রেটারি হইলেন। এখন ভারতবাসীর কপাল ও তাঁহার হাত যশের উপর আমাদিগের সুখ দুঃখ অনেক নির্ভর করিতেছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীটী প্রদান করিলাম। ইনি ১৮২৬ অব্দের ৭ ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ডের ইটন ও ক্রাইষ্ট চর্চ্চে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৭ অব্দে বি,এ পরীক্ষা দেন। ১৮৪৬ অব্দের ২৯ এ মে পিতামহ তৃতীয় ব্যারন উডহাউসের উত্তরাধিকারী হইয়া ১৮৪৬ অব্দের ১ লা জুন কিম্বার্লের আরল হন। ১৮৫২ অব্দে পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটারি অব ষ্টেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৩ অব্দে সেণ্টপিটার্সবর্গে দৌত্যকার্য্যে গমন করেন। ১৮৫৮ অব্দে রুশিয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া লর্ড পামার ষ্টোনের দ্বিতীয়বার শাসন কার্য্য গ্রহণকালে পূর্ব্বকার্য্যে নিয়োজিত হন। ১৮৬৩ অব্দে সেলজ উইক হোলিডেন সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যান এবং ১৮৬৪ অব্দে আয়ার্লণ্ডের লর্ড লেপ্টেনাণ্ট আরল কার্লাইলের পদ প্রাপ্ত হন। লর্ড রসেলের মন্ত্রিত্ব যাওয়াতে ১৮৬৬ অব্দের জুলাই মাসে পদত্যাগ করেন। ১৮৬৬ অব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৮৭০ অব্দের জুলাই পর্য্যন্ত গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রিত্বকালে প্রিভিসিলের লর্ড হন। তৎপরে ১৮৭৪ অব্দ পর্য্যন্ত উপনিবেশের ষ্টেট সেক্রেটারি থাকেন। ১৮৭৮ অব্দে যাবজ্জীবন কারাবাস সংক্রান্ত আইনের কার্য্য দর্শন করিবার জন্য রয়াল কমিশনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের বর্ত্তমান গবর্ণর গ্রাণ্টডফ সাহেব একজন উদারনীতিক ব্যক্তি। আমরা কোন বিষয়ে তাঁহার অনুদার ব্যবহার দেখিলে বড়ই ব্যথিত হই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কর্ত্তাটী যেমন সকলকে সুখী করিয়াছেন, তেমনি তাঁহারা যদি কোন বিষয়ে কাহাকেও অসুখী করেন, তাহা হইলে লিবারেল নামে কলঙ্কারোপ হয়, এই নিমিত্ত আমরা মান্দ্রাজ টাইমসের উপর তাঁহার অনুচিত ব্যবহার দর্শনে বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছি। উক্ত পত্রের সম্পাদক গবর্ণরের ভ্রমণ সম্বন্ধীয় মন্তব্যলিপি প্রকাশ করাতে তিনি তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। প্রেস কমিশনরকে তাঁহার নিকট সংবাদাদি প্রেরণে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান সেক্রেটারি সম্পাদককে এই গোপনীয় বিষয় প্রকাশের কারণ এবং যাঁহার নিকট হইতে প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু সম্পাদক প্রত্যুত্তরে বলেন, উক্ত মন্তব্য লিপিতে সাধারণের জ্ঞাতব্য অনেকগুলি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, অথচ উহাতে এমন কোন বিশেষ গোপনীয় কথা ছিল না, যাহা প্রকাশিত হইলে গবর্ণমেণ্টকে অপ্রস্তুত হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিমাত্রেই উক্ত মন্তব্য লিপির কথা জ্ঞাত ছিলেন। তৃতীয়তঃ এরূপ বিস্তর মন্তব্য লিপির এক এক খণ্ড সংবাদপত্রসম্পাদকদিগকে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দেওয়া হয় নাই। চতুর্থ, ঐ মন্তব্য লিপির কিয়দংশ মান্দ্রাজ মেল নামক পত্রে প্রকাশিত হওয়াতে সাধারণে উহার মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হয়, তজ্জন্য আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা টাইমসে প্রচারিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সেক্রেটারি তাঁহাকে মন্তব্য লিপি প্রদাতার নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সম্ভ্রান্তগণের সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের অনুরোধে নাম দিয়া নিয়মভঙ্গ করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৭ ই ডিসেম্বর। বলেন পোর্টে রুশ গবর্ণমেণ্টকে রুশের দৃঢ় সঙ্কল্প জানাইয়াছেন।

বার্লিন ১৭ ই ডিসেম্বর। প্রুশীয় বিচারপতিগণ ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের অধীনে কার্য্য করেন, এই প্রকার ভবিষ্যৎ প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই ডিসেম্বর। উইণ্ডসোরে যে বিশেষ সভা অধিবেশন হয়, তাহাতে লর্ড ডার্ব্বি উপনিবেশের ষ্টেট সেক্রেটারি, লর্ড কিম্বার্লে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি, লর্ড হার্টিংটন সামরিক বিভাগের ষ্টেট সেক্রেটারি ও চাইল্ডার্স সাহেব খাদ্যের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

ফসেট সাহেব ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। সার সিডাইক লীয়ড মন্ত্রী সভায় তাঁহার পদ গ্রহণ করিবেন।

কাম্বরো ১৯ এ ডিসেম্বর। [illegible] অতি-হইয়া ছিল, তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ ডিসেম্বর। [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] স্থাপন করেন নাই। তথায় [illegible]

[illegible] ৬, ১৮৮৯ খৃঃ, [illegible] ক্রমে [illegible]

[illegible] আরোগ্য লাভ করিতেছেন। [illegible] মার্সি [illegible]

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] একজন ডাক্তার [illegible], ডাক্তারেরা [illegible] পীড়ার আরোগ্যের উপকার দর্শে।

[illegible] ২৫, উঁচিত।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ধনী বারণ উইল ছেলস রথ-চাইল্ডের আয় প্রতিদিন ২৫০ টাকা।

জ্যোতিষীরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, [illegible] ৯ টা ১৫ মি: এ সূর্য্যগ্রহণ হইবে তাহাতে সম্পূর্ণ হইবে।

ভারতবর্ষজাত শিল্প ও অপরাপর দ্রব্য যাহা গত [illegible] পর্য্যন্ত বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার ৫৮৩৭ লক্ষ টাকা।

বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বাঁদার মুসলমানেরা [illegible] মিউনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষের নিকট এই [illegible] দরখাস্ত করেছে এক্ষণে দাতব্য [illegible] ইংরাজী ঔষধ ব্যবহার করিতে আছে [illegible] চিকিৎসা এক প্রকার উঠিয়া যাই-[illegible], অতএব তাহাদিগের মধ্যে কলেরা [illegible] সাহায্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ [illegible] টাকা দিতেও সম্মত হইয়াছে। [illegible] কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ের বিচার [illegible] তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, [illegible] মাসিক ৩০ টাকা দিবেন। হিন্দু-[illegible] কবিরাজী চিকিৎসায় প্রাণ রক্ষার [illegible]

[illegible] অন্তর্গত খুন নামক স্থানে একব্যক্তি [illegible] হইয়াছে। অপরাধী একটী স্ত্রী [illegible] করিয়াছিল। তথাকার মুন্সি লোক-[illegible] ফৌজদারী সিপার্দ্দ, [illegible] কয়েকটী মুসলমান পরিবার [illegible] ঐ সিপার্দ্দকে বশ করি-[illegible] ঐ [illegible] কেহ তাহার উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে নাই, পরিশেষে অপরাধী ক্রোধবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে সংহার করে।

লালা গঙ্গারাম নামে পঞ্জাবের একজন আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বিলাতে গিয়া ভাল করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উৎসাহ দিয়াছেন, তজ্জন্য এ দেশীয় সকলেই চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। ষ্টেট সেক্রেটরি আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে, এখন হইতে বর্ষে বর্ষে ছই জন করিয়া এ দেশীয় আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ইচ্ছা করিলে ছই বৎসরের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করিতে বিলাত যাইতে পারিবেন। তাঁহাদিগের পথের গবর্ণমেণ্ট দিবেন এবং তাঁহাদিগের নিয়মিত বেতন তাঁহারা বিলাতে বসিয়া পাইবেন। তাঁহারা তথায় ভাল স্থানে এবং ভাল লোকের সহবাসে যাহাতে থাকিতে পারেন এবং "কুপর হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের" অধ্যক্ষের নিকট যাহাতে ভালরূপ কার্য্য শিখিতে পারেন, তাহার উপায় হইবে। বিলাত গমনার্থীদিগের বয়স ২৫ হইতে ২৮ বৎসরের মধ্যে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ ব্যতীত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করা হইবে না।

আমাদের কলিকাতার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের রাজবাটীতে গত শুক্রবার রাত্রি ১ টার সময় আমাদের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর রিবর্স টম্‌সন মহোদয়ের শুভাগমন হইয়াছিল, তাঁহার আগমন উপলক্ষে রাজবাটী অতি উত্তমরূপে সজ্জিত ও আলোক মালায় আলোকিত হয়। অনেক ভদ্র ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সমাগম হইয়াছিল। শ্যামবাজারস্থ অবৈতনিক ঐকতান বাদন ও থিয়েটার উভয়ই উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

রামদয়াল দে নামক এক ব্যক্তি গত ৭ই ভাদ্র বেনেটোলা নিবাসী মন মোহিনী নামে এক বেশ্যাকে হত্যা করে, সেই অপরাধে সেসন সোপর্দ্দ হইয়াছিল। গত ১১ ই ডিসেম্বর সেসনের বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় চিৎপুরের ইরাণ্ অসন্ অষ্ট্রেলিয়া পাটের গুদামে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৭০০০ হাজার পাটের গাঁট পুড়িয়া গিয়াছে। ইহার অতি সন্নিকটেই পাটের গুদাম ছিল, ছর্ভাগ্যক্রমে তাহাও গত শনিবার পুড়িয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতার একজন "সন্ন্যাসীর ভাণ্ডার" লইয়া আসিয়া অনেক উৎকট ব্যাধি আরোগ্য করিবেন বলিয়া পথে পথে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। ইনি কোডাসাঁকোর আর, সি, মাণ্ডকের মিলিনরি সপের তেমহলায় আসিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এক জন সন্ন্যাসী আমার [illegible] করিয়া তাঁহার সমস্ত ঔষধ অর্থাৎ এই সন্ন্যা[illegible] ভাণ্ডার আমাকে দিয়াছেন, এবং তাঁহার উপ[illegible] মতে তিনি হরিতাল, সুবর্ণ ও অন্যান্য অনেক [illegible] ভস্ম করিতে পারেন। আরো তাঁহার নিকট [illegible] প্রকার ধাতুর ভস্ম আছে। হাঁপানী, শূল, [illegible] ব্যাধি যাহা শিবের অসাধ্য, তাহাও তিনি অতি [illegible] দিবসের মধ্যে আরোগ্য করিতে সক্ষম, মূল্যও [illegible] সামান্য। আরো যে ব্যক্তি কোন উৎকট ব্যাধি [illegible] আক্রান্ত হইয়া কোন প্রকার চিকিৎসার দ্বারা [illegible] শম না হইয়া হতাশ হইয়াছেন, তিনিও যেন এক[illegible] আমার এই সন্ন্যাসীর ভাণ্ডার অন্বেষণ করেন।

ওলাউঠা কলিকার স্থানে স্থানে দেখা দিয়াছে।

মুক্তাগাছার জমিদার রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাভারত ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিগণের যাহাতে পাঠ হয়, তজ্জন্য ভারত কার্য্যালয়ের বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের সহিত পরামর্শ স্থির করিতেছেন। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ হওয়া আবশ্যক, এতদ্দ্বারা সাধারণেরই উপকার দর্শিবার সম্ভব। অনুবাদ হইলে ইহা যে কিরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ তাহা সহজেই অপরাপর জাতির হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আজিমুদ্দিন চৌধুরী নামক পাবনার একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের পরিবারদিগের বসৎবাটী [illegible] নামক একজন চাকর নিলামে ক্রয় করিয়াছে। [illegible] দেওয়ানী আদালতের নাজির ঐ সাহেবের সেই বাটী দখল দিবার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং একদল চৌকীদার লইয়া তথায় উপস্থিত হন। কি জন্য তাহা বলা যায় না পুলিষ একজন [illegible] গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে এবং আর একজন [illegible] গুরুতর আঘাত করে। উহার পর মাজিষ্ট্রেট সাহেব আজিমুদ্দিনকে নিজ বাটীতে সাদরে নিমন্ত্রণ করেন। আজিমুদ্দিন যখন নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ যাইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে তিনি ধৃত হন। অবশেষে মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ৩০০০০ টাকা জামিন রাখিতে পারি[illegible] ছাড়িয়া দিবেন এরূপ হুকুম দেন। অনন্তর [illegible] চৌধুরী নামক তথাকার একজন প্রসিদ্ধ কর্ম্মি[illegible] জামিন হইতে স্বীকার করিলেও মাজিষ্ট্রেট তাঁহা[illegible] একঘণ্টার মধ্যে নগদ টাকা আনিতে আদেশ করেন। নতুবা তিনি আজিমুদ্দিনকে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করেন।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা রাজস্ব বিভাগের প্রতিনিধি কমিশনর ডবলিউ উড্‌ সাহেবের শান্তিপুর দর্শন সম্বন্ধে একখানি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অসময়ে পত্রখানি হস্তগত হওয়া[illegible] আমরা এবার সেখানি প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আগামী বারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভারতবর্ষে আত্মশাসন প্রণা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয় ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড ক্রিটন সাহেব পার্লামেণ্ট মহাসভায় সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যদ্যপি ঐ প্রস্তাব যে এ প্রস্তাবিত হইয়াছিল ইহা পরম লাভ বলিতে হইবে।

কমিসরিয়েট বিভাগের আট জন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী মিশর যুদ্ধে গিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ৭ জন ফিরিয়া আসিয়াছেন কেবল কোন্নগরনিবাসী বাবু রাখালচন্দ্র মিত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত ব্যক্তিদিগকে কুলির দ্বারা যখন হাসপাতালে প্রেরণ করিতেছিলেন সেই সময়ে শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছেন। বাঙ্গালী যুদ্ধক্ষেত্রে মরিয়াছেন ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

আমেরিকার তিন জন বড় বড় ডাক্তার প্রেসিডেণ্ট গারফিল্‌ডের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা একত্রে ৭৮০১০ টাকা দর্শনী পাওনা করিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ৭০০০০ টাকার অতিরিক্ত দিতে সম্মত হন নাই। এই ডাক্তারদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনি বলিয়াছেন চিকিৎসার দোষে গারফিল্ড মারা পড়িয়াছেন। গুলি বাহির করিবার জন্য ঘন ঘন সলা দেওয়াই তাঁহার মৃত্যুর কারণ, তাহা যদি না হইত তিনি নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিতেন,অপর ডাক্তারদ্বয় ও স্বদোষ স্বীকার করিয়াছেন। চক্ষুর লজ্জা কি আছে নাই ?

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত সন্তোষের জমীদার মৃত বাবু দ্বারকানাথ রায়ের জমীদারির প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বিধবা পত্নীর খাজনার হার বৃদ্ধির চেষ্টাই নাকি এই অনর্থের মূল। যাবৎ স্থায়ী বন্দোবস্ত না হইতেছে,তাবৎ এ অসন্তোষ বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মুসলমানদিগের পর্ব্বোপলক্ষে আদালত সমূহ যাহাতে বন্ধ থাকে এই মর্ম্মে মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট যে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার উত্তরে বলিয়াছেন অতঃপর মুসলমান পর্ব্বোপলক্ষে দেওয়ানী আদালত প্রভৃতি বন্ধ থাকিবে না কিন্তু তাহাদিগের পর্ব্বের দিবস মুসলমান বাদী প্রতিবাদী ও সাক্ষী অনুপস্থিত থাকিতে পারিবে। তজ্জন্য তাহারা আদালতের নিয়ম ভঙ্গ দোষে দোষী হইবে না। মুসলমান পর্ব্বে আর আদালত বন্ধ থাকা উচিত হয় না লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর উত্তম ব্যবস্থাই করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট গত ২০এ জুলাই এই মর্ম্মে এক আজ্ঞা প্রচার করেন নূতন ও প্রতিনিধি যে সকল ডেপুটী কালেক্টার বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে স্ব স্ব পদে স্থায়ী হইয়া নিম্ন শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টারদিগের পূর্ণ বেতন প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু সম্প্রতি তিনি তৎসম্বন্ধে এ কথাও বলিয়াছেন যিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা দান করিয়া উত্তীর্ণ হইতে না পারিবেন তিনি কর্ম্মচ্যুত হইবেন।

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সমিতির প্রথম অধিবেশনে নিম্ন লিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছিল। আবগারি আইনের সংস্করণ, বাটোয়ারা আইনের পরিবর্ত্তন, ষ্ট্যাম্প আইনের প্রসারণ, সহর ও সহরতলীর জল সরবরাহ-বিধি, কলিকাতা পুলীষ আইনের কিঞ্চিৎ সংস্করণ, দার জিলিঙের কুলিবিধি, কলিকাতা পোর্টের সংস্করণ এবং আত্মশাসনবিধির প্রবর্ত্তন।

আজ কাল যেখানে সেখানে অগ্নির সন্নিকটে অসাবধানে কেরোসিন তৈলের কেনেস্তারা রাখা যেন একটী রোগের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। সে দিন এই কেরোসিন হইতে আমাদিগের এখানকার রাজপুরের গঞ্জের কতক অংশ এককালে পুড়িয়া গিয়াছে। অনেকের অনেক অর্থ ক্ষতি হইয়াছে।

লাহোরে যে সকল ইউরোপীয় রমণী ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের একটী কনফরেন্স সভা বসিয়াছে, পঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করাই এই সভার উদ্দেশ্য।

আগামী ১ লা জানুয়ারি হইতে ২৷৷০ টাকা ১ টাকা ও ৷৷০ আনা মূল্যের নোট পোষ্ট আপীসে চলিবে। আড়াই টাকার গুলি কাল, এক টাকার গুলি লাল ও আট আনার গুলি নীল বর্ণের হইবে। পোষ্ট আপীস ব্যতীত এ নোটের টাকা অন্যত্র পাওয়া যাইবে না। নোটের টাকা ভাঙ্গাইবার সময়ে আড়াই টাকায় এক আনা, এক টাকায় অর্দ্ধ আনা ও আট আনায় এক পয়সা বাঁটা দিতে হইবে।

গত বর্ষে ষ্টাম্প বিক্রয়ে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিম্ন লিখিত স্থান হইতে নিম্ন লিখিত টাকা আয় হইয়াছে।

জেলা	ডাক টিকিট প্রভৃতি	আদালত সম্পর্কীয় ষ্টাম্প	মোট
কলিকাতা	১০৮০০৫৫	১০৩৩১৩৭	২১১৩১৯২
ঢাকা	১৬২১০৮	৪০৮৪৩০	৫৭০৫ ৮
ময়মনসিংহ	১২৮০৪৯	৩৮২৯০৫	৫১১৬৭৩
২৪ পরগণা	৯১৮৯৯	৪০৯২১১	৫২৮১০৭
যশোহর	৭৮৩২	৪০৫০৪৩	৪৩৫৮৫৫
বাবর গঞ্জ	৭৮০৮৪	২৯০৩৮৩	৪০৮৪৭০
ত্রিপুরা	৮৪৩২১	৩০৩১১৯	৩৮৮২৪৩
মজঃফরপুর	৮০৩৮৩	২৭৩০২৯	৩৫৩৪১২
মেদিনীপুর	৩৪০২২	২৮৪৭৪২	৩৪১৩৬৪
পাটনা	৮৩১৭৩	২৪৩৫১৮	৩৩০২৯১
চট্টগ্রাম	৭৭৭৭১	২৭১৬৪২	৩২৯৪১৩
নদীয়া	৫৭২৪১	২৬৮৯৪৫	৩২৭২৩৬

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সরকারী আপীস গুলির কাজ নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করাইবার উদ্দেশে নিয়ম করিয়াছেন কর্ম্মচারীরা তাহের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়া দিলে মাসের শেষ শনিবারে ছুটী পাইবেন। অপরাপর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই নীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

শুনা যাইতেছে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অরোহীদিগের জাহাজ অতঃপর কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। ডায়মণ্ড হার্ব্বারই তাহাদিগের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম লর্ড রিপন যাহাতে আগ্রা কালেজের সাহায্যার্থ ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের কার্ম্মাইকেল সাহেব শিবস্ সাহেবের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপকসভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে চিকিৎসকদিগের সম্বন্ধে কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত না করেন, রাজসচিব হেজর বেরিং সাহেব উক্ত স্থান পরিদর্শন কালে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন সিবিল মেডিকাল বিভাগের ব্যয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন।

স্থানীয় বোর্ডের দ্বারা আত্মশাসনের কার্য্য বিস্তৃত হয় এবং তাহার তত্ত্বাবধানের ভার সেণ্ট্রাল বোর্ড অব কণ্ট্রোলের উপর ন্যস্ত হয়, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায়ে যে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, গবর্ণর জেনরল প্রথমে তদ্বিষয়ে অসম্মত হন, কিন্তু বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট পুনরায় এ বিষয়ে পত্র লেখাতে তিনি তাঁহার কৃত প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

কলিকাতা ছোট আদালতের কার্য্যে মোক্তারদিগের নামে পূর্ব্বে যেমন আমমোক্তার নামা দিয়া মকদ্দমা চালান যাইত, এখন আর সেরূপ দেওয়া যাইবে না। এই নিষেধক আইন প্রবর্ত্তিত হওয়াতে অথি প্রার্থীর বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। ব্যবসায়দার প্রভৃতি এতদ্নিমিত্ত গবর্ণর জেনরলের নিকট আবেদন করিতে উৎসুক হইয়াছেন।

পাবনার বিখ্যাত জমীদার সৈয়দ আফিমুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী পুলিসের কোপে পড়িয়া বিষম বিপদাপন্ন হইয়াছেন। পুলিস ইঁহার প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছেন, তৎশ্রবণে সমস্ত পাবনা ভীত হইয়াছে। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমোদ্যাপন্ন পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

মিউনিসিপালিটী যদি কোন মকদ্দমা উপস্থিত হইলে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট অথবা কমিসনরের

ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুপস্থিতিতে তাঁহার বিচার করিতে পারিতেন না কিন্তু শুনা যাইতেছে আগামী জানুয়ারি মাস হইতে আর সে নিয়ম থাকিবে না।

১৮৮১ অব্দে বিলাতে ৫৭৫১ টী নূতন আবিষ্কৃত শিল্প দ্রব্যের পেটেণ্ট হইয়াছে।

আজ কাল বিলাতে কুত্রিম শত্রুত্বের বড় ধুম। বড় বড় নিটোল আলুর চাল ছাড়াইয়া জলে ভিজাইতে হয়, তৎপরে গন্ধক দ্রাবক জলে ফেলিয়া উত্তমরূপ শীতল হইলে কিয়ৎক্ষণ আলু ভিজাইতে হয়। উহার পরে খাঁটি সল্‌ফিউরিক আসিডে জল মিশাইয়া তাহাতে সেই আলু অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিতে হয়, এই রূপ করিলে ক্রমে তাহা কঠিন হইতে থাকে, তৎপরে চুমাইয়া প্রথম গরম জলে তৎপরে শীতল জলে ধৌত করিতে হয়। কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে ছাঁচে ফেলিলে ক্রমে উহা এরূপ কঠিন হইয়া উঠে যে তন্মিশ্রিত যে রঞ্জন দ্রব্য ঠিক গন্ধদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্যের ন্যায় হইয়া থাকে।

মেদিনী বলেন, কোন গার্হস্থ্য বিষয় উপলক্ষে নগরবাসী দুই জনের বিবাদ হইয়া মারামারি। বিচারের ভার বাবু অটলবিহারী মৈত্রের উপর অর্পিত হইল। সুবিচারক অটল-বাবু আসামীর প্রতি দুই সপ্তাহের কারাবাস ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড আদেশ করিলেন। আসামী বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া আপীল করিবার মানসে সেই দিনেই হাতের লেখা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিল, নকলও প্রস্তুত হইল। এখন অটল বাবুর হস্তাক্ষরের অপেক্ষা। হস্তাক্ষরের সময় অটল বাবু দেখিলেন, তিনি যে অর্ডার লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু সংশোধনের আবশ্যকতা। তিনি নকলে দস্তখত করিবার সময় রায় সংশোধন করিতে বসিলেন, এত সংশোধন করিলেন যে নূতন করিয়া নকল না করিলেই নয়। কিন্তু সেই নকল না পাইলে পরিবকে অন্ততঃ এক দিন কারাগারের কষ্ট ভোগ করিতে হয়, কাজেই আসামীর পক্ষীয় লোকেরা শশব্যস্ত, কাজে অটল বাবুর হাতে কি, তিনি রায় সংশোধন করিয়া নকলে দস্তখত না করিয়া চলিয়া গেলেন, আসামী ফাঁকরে পড়িল।

বাবু বিহারিলাল গুপ্ত একজন সিবিলিয়ান। ইনি ক্রমাগত একাদশ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং গত দুই বৎসর কলিকাতায় একজন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। তথাপি কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট মাসডেন সাহেব তিন মাসের ছুটী লইলে বিহারী বাবুকে তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত না করিয়া আমাদের ছোটলাট সাহেব হেণ্ডারসন সাহেবকে উক্ত কর্ম্মে অধিষ্ঠিত করেন। ছোট লাট এই কাজ করিয়া বিহারী বাবুর প্রতি অবিচার করিয়াছেন ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম সে দিন ভারত-হিতাকাঙ্ক্ষী ও ডনেল সাহেব পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড হার্টিংটনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বাবু বিহারীলাল গুপ্তের উপর বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ অবিচার করিলেন কেন? হার্টিংটন সাহেব ও ডনেল সাহেবের প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর দিতে পারেন নাই।

এক্ষণে বিলাতে যে সকল মুসলমান বিদ্যাশিক্ষার্থ বাস করিতেছেন, তাঁহারা বিবি বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। বিলাতের অনেক বিবিও শিক্ষিত মুসলমানদিগকে স্বামিরূপে বরণ করিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

দেশীয় রমণীগণকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য কেশব বাবুর যে বিদ্যালয় আছে, তাহা আগামী ১লা জানুয়ারি হইতে মেট্রপলিটান বালিকা বিদ্যালয়ের সহিত একত্র করিয়া দেওয়া হইবে এবং ভিক্টোরিয়া কালেজ নাম ধারণ করিবে।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের জমীদার বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছেন, হাইকোর্টে আপীল করাতে শুনা যাইতেছে, নিম্ন আদালতের নথি তলব হইয়াছে। হরচন্দ্র বাবু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, তাঁহার বিপত্তিতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

বরদার গুইকুমার বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আহম্মদাবাদে সৈন্য ও অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। তত্রত্য রেজিডেণ্ট কমিশনর সেপার্ড সাহেবের প্রাণে ইহা সহ্য না হওয়াতে তিনি জনতা নিবন্ধন তত্রত্য অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গের ভাণ করিয়া তাহাদিগকে স্থানত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ দেন। এতদ্ভিন্ন তিনি এ হুকুমও দিয়াছিলেন গুইকুমার স্বয়ং কোন হস্তীতে আরোহণ করিয়া যাইতে পারিবেন না। সেপার্ডের এ কাণ্ডটী অপরিণামদর্শী সেপার্ডের ন্যায় হইয়াছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের এ বিষয় উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৩ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২—পুরীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায় দিনাজপুরের সদর ষ্টেবণে বদলী হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ সাহেব নারায়ণগঞ্জের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

মানভূমের সহকারী কমিশনর এচ. এচ রিজ্‌লে গবর্ণ পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথির ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরীর সদর ষ্টেষণে হইলেন।

নিম্ন লিখিত সব ডেপুটী কালেক্টরগণ নিম্ন লিখিত উন্নীত হইলেন।

প্রথম শ্রেণী।

মৌলবী সেরাজ আলী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন, রা বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচরণ লাল, মৌলবী মহম্মদ উল রাজকিশোর নারায়ণ, বাবু মনীন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্ন দত্ত, জগচ্চন্দ্র সোম, মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দীননাথ সে, গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মন্মথকুমার বসু, মন্ম

দ্বিতীয় শ্রেণী।

বাবু শ্যামাচরণ দাস, কস্তুরি লাল, শ্রীনাথ গুপ্ত, শিব লাল রায়, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, মৌলবী মহম্মদ সে হক, বাবু বসন্তের নারায়ণ, মৌলবী আব্দুল কালিক, বা চন্দ্র গুপ্ত।

২ য় শ্রেণী হইতে কিছু দিনের নিমিত্ত

১ ম শ্রেণীতে।

ই. জে, বি, চ্যাপ্‌ম্যান, বাবু দ্বারকানাথ বসু, যোগে সেন, আনন্দপ্রসাদ পাঠক, জগৎচন্দ্র রায়, মুন্সি নসিরুদ্দিন, সকবিহারী বসু, দেবীপ্রসাদ, রাসবিহারী নায়ক, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র পাল, গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্র গুপ্ত, রঘুনাথ সরকার।

৩ য় শ্রেণী হইতে কিছু দিনের জন্য

১ ম শ্রেণীতে।

বাবু নলিনচন্দ্র রায়, রাধাকিশোর শেঠ, পীতাম্বর পা পাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, গিরীশচন্দ্র সরকার, বিপিনবি প্রামাণিক, শশিভূষণ সেন, শিবপ্রসন্ন সেন।

৩ য় শ্রেণী হইতে কিছু দিনের জন্য

২ য় শ্রেণীতে।

এম. সি, লইড, মৌলবী আব্দুল ওয়াজে আহম্মদ, বাবু ল মোহন সোম, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, মৌলবী মহম্মদ আজ করমুল্লা খাঁ, পি. টি রেবিলো, মৌলবী ইমদাদ আলী, কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গগনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বরদাদাস বসু, নৌরঙ্গীলাল, চন্দ্রক গঙ্গোপাধ্যায়।

৩ য় শ্রেণী।

বাবু ভুবনেশ্বর দত্ত, দুর্গামোহন ঘোষ, বিনোদবিহারী সরকা

৪ র্থ শ্রেণী হইতে কিছু দিনের জন্য

২ য় শ্রেণীতে।

বাবু রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়, কার্ত্তিকচন্দ্র রায় চৌধুরী, মৌল নাজিমুদ্দিন আহম্মদ, বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস, হরিমোহন সান্যা মৌলবী ওয়াহিদুল্লা, আব্দুল মজিদ, বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস।

৪ র্থ শ্রেণী হইতে কিছু দিনের নিমিত্ত

৩ য় শ্রেণীতে।

বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ।

৪ র্থ শ্রেণী।

মৌলবী সুরুজ আলী আহম্মদ, রায় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, মৌলবী মফিজ উদ্দিন আহম্মদ।

কিছু দিনের নিমিত্ত ২ য় শ্রেণীতে।

বাবু সত্যাচরণ মুখোপাধ্যায়, সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ রায়, হেমচন্দ্র মিত্র, মৌলবী গোলাম মিলাহি, বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়।

কিছুদিনের জন্য ৩ য় শ্রেণীতে।

বাবু গোপীকৃষ্ণ লাল, মৌলবী সেখ আসদুল্লা, বাবু প্যারিমোহন বসু, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধিকালাল সোম, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মৌলবী গজনফর রহমন, বাবু অক্ষয়কুমার রায়চৌধুরী, এস, এন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাক, মৌলবী মহম্মদ আবদুল্লাহ, সৈয়দ ওয়াজিদ হোসেন, বাবু মহেন্দ্রনাথ শীল, ভুবনমোহন সুর, প্রসন্নকুমার বসু, ভোলানাথ দাস, ভাই বেণীমাধব, খুদিরাম পোদ্দার, কালীকুমার রায়চৌধুরী, অনন্তলাল চট্টোপাধ্যায়, মুন্সি কুতুবুদ্দিন, বাবু কালীপদ চক্রবর্ত্তী, দীননাথ চক্রবর্ত্তী, মৌলবী আবদুল হক, বাবু কেশবলাল চট্টোপাধ্যায়, মৌলবী আনয়ার আহম্মদ।

কিছুদিনের জন্য ৪ র্থ শ্রেণীতে।

সি, এ, ডব্লু কচ্‌ইস, বাবু রাসবিহারী বসু, বনমালী প্রামাণিক, নিবারণচন্দ্র ঘটক, সোনাইদাস হাজরা, মৌলবী মহম্মদ গৌরী, বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এচ্‌ পি, টড্‌ সেলর ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

এফ, সি, মেটস ছোটনাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

এ, আলে কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু বঙ্গলাপ্রসন্ন মজুমদার নওয়াবালীর সব্‌ ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

তেজপুর স্থায়ী সব্‌ ডেপুটি কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ দত্ত বর্দ্ধমানে, বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরে, ও বাবু তারক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রামে পদ প্রাপ্ত হইলেন।

পাবনার সহকারী কমিশনর আর এ, ডব্রেরি ২ য় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ১ ম শ্রেণীর অতিরিক্ত কমিশনর হইলেন।

পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এচ, এচ, মাকফারলিন ২ য় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ১ ম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ হইলেন।

মোনীপুরের অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ, এ, ডি কিলিংগা, ও বাগেরহাটের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ, সাভেজ ১ ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার হইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অমৃতাচরণ মল্লিক বালাসোরে বদলী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়া অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার পি, জি, মিলিগন ১ ম শ্রেণী, ঢাকার ডিভেলার ও কটকের আরল এবং হাজারিবাগের মেটস সাহেব ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মোনীপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কিলিঙ্গ সাহেব ফৌজদারী আইনের ১৮৮ ৪৯৭ ও ৪২১ ধারা অনুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গার ছোট আদালতের জজ মৌলবী সৈয়দ আবদুল হাসেন নদীয়া যশোহর কৃষ্ণনগর, বাগাচাট ও মেহেরপুরের ছোট আদালতের জজ হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র

এলাহাবাদ।

গত ২৪ এ জুলাই মিরাটের প্রথম ডারহাম লাইট ইনফ্যানট্রির টালবট নামক একজন গোরা ঊক রেজিমেণ্টের কর্পোরাল টোলনকে গুলি করিয়া হত্যা করার জন্য বিচারার্থ অদ্য আদালতে উপস্থিত হইয়াছে। এই মকদ্দমাটি অপেক্ষাকৃত কিছু ঘটিল, ইহার সাক্ষী অনুমান ৩৯ জন এবং চারি দিবসে ইহা সমাপ্ত হইয়া যায়। এই মকদ্দমার আদ্যোপান্ত বিবরণ প্রকটিত করা কখনই সম্ভবপর নহে, সাধারণের বক্তব্য জানা উচিত তাহাই আমরা লিখিলাম।

গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় ব্যারিষ্টার ফিল সাহেব এইরূপভাবে জুরিদিগকে মকদ্দমাটী জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, হত্যাকারীর সহিত মৃতব্যক্তির পূর্ব্বে কখন অসদ্ভাব ছিল না বরং সখ্যতা ছিল, সুতরাং এ যে তাহাকে খুন করিয়াছে ইহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায়; তবে ঐ ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের কিছু পূর্ব্বে অপরাধী টালবটের সহিত টোলনের বিবাদ হয় এবং হত্যাকারীর মনের অবস্থা সে রাত্রিতে কিছু বিকৃত ছিল। এই মকদ্দমাতে এরূপ কেহ সাক্ষী নাই যে, সে এই হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তবে নানাপ্রকার ঘটনার দ্বারা অপরাধীর দোষ সপ্রমাণ হইতেছে। যাহা হউক, এস্থলে আমরা আর তাঁহার অধিক কথা না বলিয়া কয়েকজন সাক্ষীর এজেহার লিখিলাম। বোধ হয় তাহাই যথেষ্ট হইবে।

এই মকদ্দমার প্রথম সাক্ষী সারজেণ্ট লাউচ। তিনি বলেন যে গত ২৪ এ জুলাই রাত্রি ১১ ঘটিকার কিছু পূর্ব্বে টোলন তাঁহার গৃহে আসিয়াছিল, তাঁহার সহিত অন্যান্য গল্প করার পর বলিলেন যে "টালবটের অবাধ্যতার জন্য আজ তাহাকে বন্দী করা হইল।" ইহার পর তিনি আপনার নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিলেন। ইহার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তিনি একটী আলো দেখিতে পাইলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল। টোলনের ঘর হইতেই ঐ আলো দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং সে ঘর তাঁহার ঘরের অতি সন্নিকটে, এমন কি তাঁহার ঘর হইতে সকল দেখিতে পাওয়া যায়। টোলন তাঁহার ঘরের দিকে পা করিয়া শয়ন করিয়াছিল এবং তাহার ঘরে আলো ছিল না। তিনি আপনার ঘর হইতে বাহির হইয়া টোলনের গৃহে গেলেন এবং তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না, তাহার পা ধরিয়া নাড়িলেন, তথাপি কোন উত্তর নাই, অবশেষে আলো আনিয়া দেখেন টোলন চিরনিদ্রাভিভূত হইয়াছে। তাহার মস্তকে যে গুলি মারিয়াছে, মস্তকের দক্ষিণ দিকের মস্তিষ্ক শুদ্ধ উড়িয়া গিয়াছে। মৃত ব্যক্তির বন্দুক ও গুলি বারুদ যথাস্থানে রহিয়াছে, তাহা কেহই স্পর্শ করে নাই। এই ঘটনার পর অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় স্পেন্সর নামক একজন গোরার বন্দুক হইতে গুলি বাহির হইয়াছে, কিন্তু সে এই সময়ে অধিক পরিমাণে সুরাপান করিয়া হত-চেতন হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে দেখেন যে টালবট ৭ নং ব্যারাকের নীচে ঘাসের উপর শয়ন করিয়া আছে, রাত্রে একটী কামিজ, পরিধান প্যাণ্টুলেন, মোজা আছে, মস্তকে টুপি ও পায় জুতা নাই, মুখ আকাশের দিকে করিয়া আছে। তাহাকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করাতে উত্তর পাওয়া যায় নাই, যেন সংজ্ঞা শূন্য হইয়া রহিয়াছে। তথা হইতে তাহাকে ধরাধরি করিয়া ব্যারাকের ডাক্তারখানায় লইয়া যাওয়া হয়। যদিও সে তখন পীড়ার ভান করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তারেরা তাহার কোন রোগ দেখেন নাই। তখন লাউচ সাহেব মৃত টোলনের গৃহের প্রায় ১২ হস্ত দূরে এক জোড়া স্লিপার জুতা দেখিতে পান, তাহার পা ঘরের দিকে রহিয়াছে, দেখিলে এরূপ অনুমান হয় কে যেন খুলিয়া রাখিয়াছে। সেই রাত্রিতে টালবটের নিজের বন্দুক ছিল না, রাত্রি ১০॥ ঘটিকা সময়ে তাহার বন্দুকাদি গুদামে রাখা হইয়াছিল। কলার সারজেণ্ট স্যাকসন সাহেব এইরূপ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ঐ রাত্রিতে টালবটের পরিচ্ছদ ভালরূপ ছিল না সে জন্য তাহাকে ভৎর্সনা করেন, তাহাতে সে এই উত্তর দেয় যে "তুমি দেখ আমাকে আর তোমার অধিক দিন শাসন করিতে হইবে না। আমি তোমাকে—" ইহার শেষ ভাগ তিনি আর শুনিতে পান নাই। সেই রাত্রে তাঁহাকে আরও দুইটার অপমানসূচক বাক্য বলে এবং তাঁহাকে শাসাইয়াছিল। তিনি তাহাকে বন্দী করিতে যান কিন্তু সে প্রস্থান করিয়াছিল। অপরাধী তাঁহাকে ঐ সকল কথা বলে, তখন সে সুরাপান করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে তখন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে সক্ষম ছিল। টালবট সেই রাত্রেই তাঁহার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিত। অপরাধীর বন্দুকের গুলি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে এই উত্তর দিলেন যে মৃতব্যক্তির সহিত টালবটের যে কোন মনান্তর ঘটিয়াছিল তাহা তিনি জানেন না, এবং টালবটের সঙ্গে রাত্রি যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহার গায় কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল কি না তাহা তিনি দেখেন নাই। অপর এক জন সাক্ষী ষ্টেফেন পার্কিন্স বলে যে,

[illegal] সঙ্কার [illegal] [illegal] [illegal] সাক্ষাৎ
[illegal] [illegal] [illegal] [

ক বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাক
গে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাই-
যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাই
সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা
তাঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত
াছে। ইহাতে পরিণামবাদের প্রতিবাদ, কি নীল-
বলীচরিতম্, সাধারণে সিদ্ধি, বিবাদ গীত,
সনের মর্ম্মে আগমন, মকদ্দমাবীর, মনুসংহিতা,
াদর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এই ৯ টী বিষয়
বেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার
র্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল সমেত
ম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহো-
ণ সোমপ্রকাশের সহকারী
াদক ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিলে
তে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে
ারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

গাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

রাক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে
ন ইন্দ্রিয়সকল সবল হইয়া শুক্র বুদ্ধি ও স্পৃহা
ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয়। বাস্তবিক তিন
সেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রখরতার প্রমাণ
য়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের অল্প দিবসেই
কার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার
র পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য
প্রমেহ ঘটিত কিছু জ্বর থাকিলে ঔষধ সেবা,
অন্য প্রকার জ্বর সত্বে সেবা নহে। প্রমেহ জন্য
লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন। ঔষধ
নাস্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র
ছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাসুলসহ
কা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার
সর নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত
তি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং চিকিৎসক উপযুক্ত
চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া
ঔষধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের
মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অর্দ্ধ
আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,
আমরক্ত, গ্রহণী, অগ্নিগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং
তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক
৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।
কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষ-
রূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন,
তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত
করিয়াছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন
করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন
মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাব-
কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম, সরক্ত ও খড়িগুলবৎ
প্রস্রাব নির্গত হইলে ৩ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে
তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও
মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব
এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা এই সকল
রোগ জনিত মস্তিষ্কের হীনবলতা, হস্তপদাদির জ্বালা,
গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের
সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়
এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে
ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহস-
পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট
ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়মে
সেবন করিলে শরীরে নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন
হয় এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, সকল
শরীর যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃ-
পীড়া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির
হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য
প্রভৃতি পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ
যৌবনস্বভাবসুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয়
ইন্দ্রিয়-পরবশতা কারণে ধাতুর শিথিলতা ও আনুষঙ্গিক
নির্গম, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্বহীনতা) প্রভৃতি রোগ সকলের
আশু শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে।
অস্মদ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল;

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহী
(টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবা
ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরো
আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০

ঘৃতাক্ত ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর বি
দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বি
যতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদো
অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জলব
পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দি
পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ ব
প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অকালে গর্ভস্র
প্রভৃতি এই সকল রোগ সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে স
নষ্ট হইয়া থাকে।

একপোয়ার মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে
মহোদয় প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগু
নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এ
" " অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
" " দুকড়ী ঘোষ। ঐ
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ
কলিকাতা।
" " ধর্ম্মদাস বসু। ঐ
" " বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
ঢেকানল কটক
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন
বর্দ্ধমান—মার্গ।
" " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডে
কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—ডরেন্ট মাজিষ্ট্রে
বাণীগঞ্জ।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বড়বাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মমতরূপে ব্যবহার করিলে নি
রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ দি
ব্যবহার করিলে রোগের তত্তৎ উপসর্গ সকলের হ্র
হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা পিপাসার দোষলা, ক্ষ

দির জ্বালা, গাত্রের কক্ষতা, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য,
ত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অনিদ্রা প্রভৃতি
র্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বারে ও
ারণ স্বাভাবিক হয়।

৬ই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

তি চমৎকার! অতি চমৎকার!

সেবনাঞ্জনে ফলং।

রাক্তার সোনার কৃষ্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে
ন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি
মতি হইবার আশঙ্কা নাই এবং নব জ্বরে খাইলেও
ার করে।

ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ
৩১। ৩৩ নং ইণ্ডিয়ান মুসিয়ম হইতে প্রস্তুত
বিক্রীত হয়।

ড় পোয়া বোতলের নগদ মূল্য ৬৵০ ও ডাকের
০ খরচ ।৵০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

ম্যাসিদক্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির
ঔষধ এবং জ্বরনাশক পীচন।

ই বিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপ
প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা
ষ্ঠ বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই
সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই
ার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত বিবিধ ঔষধের
ক কৌটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত মূল্য
া এবং শেষোক্ত পীচন ম্যালেরিয়া, কম্প,
ব যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর নাশ
ব। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমাশুল
মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে
বে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।

রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

হিন্দু বিধবাবিবাহে সভা।

খানে হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ দিতে কিম্বা করিতে
করেন, তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমাদের
সংবাদ আবেদন করিলে পাত্র ও পাত্রী পাইতে
পেন।

৭৮ নং শুকিয়া ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবাসিত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের
ড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া
ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও মাথা জ্বালা নিবারণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া ৸৵০ অর্দ্ধসের ১৷৵০ প্যাকিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক চটক হউক ইহার এক শিশিতে চুল নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী) বাত, দুষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, হাত পা ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সময়ে সময়ে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক। মূল্য ছোট শিশি ২৷৹ ও বড় ৪৷৹ টাকা প্যাকিং ।০। ঠিকানা—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৪৮ আর, ডি, মিত্রের ডিস্পেন্সারিতে প্রাপ্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "কায়বন্ধন" ৬ষ্ঠ খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ২৷৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবন-যাত্রার নিকট এই পুস্তক ৬ষ্ঠ খণ্ড থাকা আবশ্যক।

(২) "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ।৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় সপ্তদশ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঋতুচিকিৎসা আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি বিষয়ে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

যকৃৎ-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা, (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত	বাবু তারণীপ্রসাদ রায়—দিনাজপুর	২৹
"	" হরগোবিন্দ মন্সী—কলিকাতা	১৹
"	" বৈকুণ্ঠনাথ গুহ—বগুড়া	১৹
"	" প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কাশীপুর	১৹
"	" নন্দগোপাল শীল—কলিকাতা	১৹
"	" রামধরাল চক্রবর্ত্তী—পাড়ুই	৭
"	" শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী—বাহরী স্কুল	৭
"	" রাজনাথ গুহ—মালদহ	৭
"	" কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়—রাজপুর	৭
"	" ধর্ম্মদাস কোঙর—সাহেবের হাট	৭
"	" গদাধর রায়—মগধপুর	৫
"	মুন্সি মজলিস বিশ্বাস—মালদহ	৪
	কামনী বৈষ্ণবী—কুমিল্লা	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাবপুর ডাকঘরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ড্রাফ্ট, ধরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে যে সোমপ্রকাশ প্রেরণে অধিক্য হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাবপুর ডাক হইয়া চাঁপাতলা ৫৯নং যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং"। ৭ সংখ্যা।

...ম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ...কা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ১৮ ই পৌষ। ইং ১৮৮২। ১ লা জানুয়ারি।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ প... মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা...

বিজ্ঞাপন।

...টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

...ঝলিপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান ...কাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও ঢাকার ...নবাববাটীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদার-...নাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে)

...র্ব্বাগ্রে অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে। ...ান্তঃ প্রতি মাসে ইংলিশ অক্ষরে ছয় ফর্ম্মা ...া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য স্বাক্ষরকারী গ্রাহক-...র প্রতি পাতোক খণ্ডের ৵০, বিনা স্বাক্ষরকারী-...র ।০ আনা; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাসুল লাগিবে। ...মান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।

...র্যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দিবেন, ...াদিগের ডাকমাসুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

...মহাভারত কার্য্যালয় ... অভয়ঘোষের লেন,কলিকাতা। } শ্রীহরিদাস মাল্লা। প্রকাশক।

নূতন পুস্তক

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাসুল ৵০।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড আর্য্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধ তৈলে কেশের ...াল পক্কতা, টাকপড়া প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার শিরো-...গ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য ... শিশি ১৷০ টাকা ছোট শিশি ১ টাকা।

দন্তরোগাপহ চূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্তহারিশ, দাঁতের গোড়ার ক্ষত, ফুলা, আল্‌গা হওয়া ও রক্ত-পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। মূল্য ।০ আনা।

সুগন্ধ নারিকেল তৈল।

মূল্য বড় বোতল ১ টাকা, ছোট বোতল ৷৵০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা আরোগ্য প্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে। ডাকে পাঠাইতে হইলে ডাকমাসুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ে।

কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ের যে শাখা সোণারপুর হইতে বাক্‌ইপুর পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছিল, তাহা ১৮ ই ডিসেম্বর মগরাহাট পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। আরোহী ও মাল ঐ দিবস হইতে আনা লওয়া হইতেছে। বিশেষ বৃত্তান্ত টাইম টেবল দেখিলে জানা যায়।

ম্যানেজারের আপীস ও সদর শিয়ালদহ ১৩ ই ডিসেম্বর-১৮৮২। } শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়—ম্যানেজার।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কক বটিকা!!!

কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুকো, পুরাণ কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁটেধরা, ... ভঙ্গ, গরেরের সহিত রক্ত উঠা, সর্দ্দি ও শুষ্ক কা... সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্প... গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০ বটিকা বিশিষ্ট শি... মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ।০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের স... পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আর্... কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌ... রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে যে... গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট ... লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং ... প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔ... গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবি... এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শি... গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউল স... এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট স... বের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ... তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা ক...

কম। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিরেচক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের কার বাহীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ ধ বাধিতে এবং ক্যাপসিটল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহার্য্য।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্টিকজুস ন রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে ষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন লে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত ার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সহ্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য ক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বমি এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট সাঁটিয়া যাওয়া।	পেট আলা।
পাকাশয়ের শূন্যতা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দোসরা।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির চণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক ী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ বেদনা এক পুরিয়া ব্যবহারে নক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের তি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়,সে সমস্তই গ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

নূতন কাব্য!

"দশমহাবিদ্যা।।"

সুপ্রসিদ্ধ কবি

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত।

ল্য ॥৵০ আনা ও ডাকমাসুল ১০ আনা।

লিকাতা, ৬৮ নং বীনহোপ যন্ত্রে মাত্র প্রাপ্তব্য।

আই, সি, বসু কোং

সমালোচক কাব্য।

স্বল্প মূল্যের মাসিক পত্র।

কার্ত্তিক মাসে বাহির হইয়াছে। এই কাব্য সাহিত্য-জগতের গুণের গৌরব ও দোষের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিবে। বাঙ্গালা ভাষা যাঁহাদের আদরের, তাঁহাদের জন্যই এই পত্রের জন্ম। অগ্রিম ডাক মাসুল সহ বাৎসরিক মূল্য ৸৵০।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"দি হভেল" (The Hovel.)

শান্তিপুর।

চতুর্ব্বেদান্তর্গত

অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ।

"নিরপেক্ষ ধর্ম্মরক্ষারিণী সভা" হইতে (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব) চতুর্ব্বেদান্তর্গত সমুদায়ে ১০৮ খানি উপনিষৎ মূল, শাঙ্করভাষ্য এবং বঙ্গানুবাদের সহিত আটপেজি তিমাই আকারে ক্রমান্বয়ে এক এক খানিতে সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম মূল্যের হিসাবে আপাততঃ ৪, চারি টাকা প্রাপ্ত হইলে, গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। পুনরায় ঐ মূল্য পরিশোধ হইলে, প্রতিবারে ২, দুই টাকার হিসাবে অগ্রিম মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

উপরি উক্ত সভার বিনা মূল্যের "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মতত্ত্ব" নামধেয় মাসিক পত্রিকাখানি মফস্বলে কেবল বাৎসরিক ৷৵০ ছয় আনা ডাকমাশুলে প্রেরিত হইয়া থাকে।

অগ্রিম মূল্য কিম্বা ডাকমাসুল প্রাপ্ত না হইলে, কোন উপনিষৎ কিম্বা পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না।

সভার কার্য্যালয়।
১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট
শোভাবাজার, কলিকাতা

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল,
অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

পরীক্ষিত।

কেশসংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্তশূল, দন্ত নড়া, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং ৵০।

পারার ঘৃত। ইহাতে উপদংশ এবং পারাঘটিত রোগাদির শান্তি করত রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০। পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং বেদনাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০।

প্রেরিতপত্র

অনেক বিজ্ঞাপনদাতার কৃপাবলম্বনে।

আজ কাল দেশে যতই সাধারণ বিদ্যা ও নূতন সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; লোকে ততই প্রবঞ্চনা, শঠতা, প্রভৃতির পরিচয় দিয়া দিন দিন অর্থাগমের এক একটী নূতন নূতন উপায় বাহির করিয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছেন। তন্মধ্যে "সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ" ইদানী অর্থোপার্জ্জনের একটী বিশেষ পথ হইয়া যাঁহার অপর দিকে অর্থাগমের কোন সুবিধা না, অমনি লম্বা চৌড়া একটী বিজ্ঞাপন প্র করিলেন; তাহার আর সত্যাসত্যতার বিচার করে? একেবারে সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল! লিখিতেছেন "অত্যাশ্চর্য্য জরনাশক অব্যর্থ মহৌ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইত্যাদি। লিখিতেছেন "অদ্ভুত ইন্দ্রজাল" ইহাতে অত্যা ভোজবাজী শিক্ষা করা যাইবে, রাবণের ন্যায় বদন হইবে, অগ্নি ভক্ষণ ইত্যাদি। অপর কেহ লি তেছেন "বিনা মূল্যে অষ্টাদশ পুরাণ বিতরণ, কে ডাক মাসুল ব্যয় ইত্যাদিতে ৵০ টাকা মাত্র, যত পারি দ্রাক্ষন-কার্য্য শেষ করিল।" আড়ম্বর নহে, শেষে হয় ত অব্যর্থ মহৌষধের নাম মাত্র হইল! ভোজবাজীর বাজী অগ্নিভক্ষণেই শেষ হই পুরাণের দুই চারি খণ্ডমাত্র পাওয়া গেল, ঐন্দ্র অন্তর্দ্ধান হইলেন, আর সাড়া শব্দ নাই! ৎ উপর্য্যুপরি পত্র লেখ তাহার প্রত্যুত্তর নাই! আ এরূপ কথা বলিতেছি না যে সকল বিজ্ঞাপনদা প্রবঞ্চক, সকল ঔষধই যে ব্যর্থ, বা সকল পুস্তক দুই চারি খণ্ডে অন্তর্দ্ধান হয় তাহা নয়। অথবা অ অনেক সদাশয় পরোপকারী দেশহিতৈষী আছেন, যাঁহারা বিজ্ঞাপন দ্বারা অর্থোপার্জ্জন অতি ঘৃণার কার্য্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। পরোপ ও দেশের মঙ্গল কামনাই তাঁহাদের বিজ্ঞাপন প্র শের উদ্দেশ্য। দুই এক জন অর্থলোভী অ অসৎ ব্যবহারে সৎ ব্যক্তিরও মর্য্যাদা নষ্ট হইতে গ্রাহক একবার এক জনের দ্বারা প্রতারিত

যায়ণতঃ ঐরূপ সংস্কার হইতে পারে। ইহাতে
নেক বার অনেক ব্যক্তিকে শিক্ষা লাভ করিতে
খিয়াছি এবং আমরাও অনেক বার শিক্ষা লাভ
রিয়াছি। অতএব এরূপ বিজ্ঞাপনের দ্বারাতে ক্রমশঃ
স হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা ক'রয়া দেশের
পকার করা উচিত। কেহ কেহ বিজ্ঞাপনে এক
ব প্রকাশ করিয়া কিছু পরে ভাবান্তরেও প্রকাশ
তেছেন! আমরা কেন যে এত কথা বলিলাম,
হার কারণ এই—অনেক দিন হইল,সোমপ্রকাশের
জ্ঞাপন স্তম্ভে " অদ্ভুত ইন্দ্রজাল এবং পুরাণ প্রচা-
র " বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমরা তাহার নিয়মানু
য়ে অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হই।
ভুত ইন্দ্রজালের তিন খণ্ডমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং
াণ প্রচারের মৎস্য পুরাণ ও মার্কণ্ডের পুরাণের
র্দ্ধেক খণ্ড মাত্র প্রাপ্ত হইয়া বন্ধ হইয়াছে। তৎপরে
ংপ্রাপ্তির আশায় আমরা কয়েক খানি পত্র লিখি-
ছি কিন্তু উত্তরের কোন স্থানেরই প্রত্যুত্তর পাই
ই। প্রত্যুত্তর দেওয়া কি উচিত ছিল না?
খন জিজ্ঞাসা করি, প্রকাশ্যে এরূপ করায় কি
ছু হইতে পারে না? আর কত দিন সে প্রাপ্তির
শায় থাকিব? সুতরাং এত দিনের পর
আশা পরিত্যাগ করিয়া এখন সোমপ্রকাশের
কট অভিযোগ করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা
অগ্রিম মূল্য দিয়াছিলাম, তাহা কি মাঠে মারা
ল?

সম্পাদক মহাশয়! গত ১২ ই অগ্রহায়ণ হইতে
য়েক বারের সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখি-
ম " ইন্দ্রজাল " উদাসিনী রাজকন্যার পুথি হইয়া
পান্তরে পুনরুদয় হইতেছেন! এবং অন্য বিজ্ঞা-
নেও দেখিলাম অষ্টাদশ পুরাণের " মৎস্য পুরাণ "
পান্তরে প্রকাশিত হইতেছেন; তৎদৃষ্টেই আমা-
র মনে একটী পুরাতন কথা স্মরণ হওয়ায় উপরে
ত কথা বলিলাম। ভাবিয়াছিলাম " ইন্দ্রজালে "
শ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভোজবাজী শিক্ষা ও দর্শন করিব,
না কিছু না হউক সর্ব্বসমক্ষে অন্তর্দ্ধান হওয়া একটী বেশ
ক্ষা পাইলাম। গ্রন্থকার বুঝি ঐ বিদ্যাটী (পটেল-
লা) উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন! পুনরায়
ইন্দ্রজালের বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভয় হয়! এবারে
স্তবিক রাজেন্দ্র বাবু বিজ্ঞাপনে যেরূপ আড়ম্বর
রিয়াছেন, তাহা কি কার্য্যে পরিণত হইবে?
র্য্যে পরিণত হইলে অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়
ন্দেহ নাই। কিন্তু শরতের মেঘ না হয়; ভরসা
রি, * * * অনুগমন না হয় অতুবা উদাসিনীর
কলঙ্ক শরীরে কলঙ্ক লেপন করা হইবে।

চি—১৮ ই ডিসেম্বর। অনুগৃহীত—শ্রী:—

ডাকঘর সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব।

আজ কাল ডাক বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা বড় সুখী হইতেছি। যে কোন কার্য্য এই বিভাগের হস্তে সমর্পিত হইতেছে, তাহাই সুচারুরূপে নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতেছে। মনি অর্ডর ডাক ঘরে আসা অবধি যে কত লাভ হইতেছে, তাহা আর বলিতে হইবে না। আবার ১ লা জানুয়ারি হইতে স্বল্প মূল্যের (Postal note) বাহির হইবে। ইহাতেও যে অধিক আয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী বিষয়ের অভাব দূরীকরণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যেরূপ টাকা কড়ি সর্ব্বদা ডাক ঘরে থাকে, কেবল একজন পোষ্ট মাষ্টার তাহার রক্ষা করেন এবং কখন কখন এক এক জন পিয়ন দ্বারা ঐ রক্ষণকার্য্য সম্পন্ন হয়, এরূপে নিশ্চিন্ত থাকা রাজপুরুষগণের উচিত নহে। অন্ততঃ দুই জন কনষ্টেবল প্রতি সব পোষ্ট আফিসে থাকা চাই। তবে এক নূতন বিধি পোষ্ট মাষ্টার জেনরেল অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে স্থানে নূতন পোষ্ট আপিস নির্ম্মাণ করিতে হইবে, ঐ স্থান গ্রামের মধ্যস্থানে হইবে, তাহা হইলে চৌর্য্যাভয় অধিক থাকিবে না। উপায়টী বড় মন্দ নহে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর নহে। কেন না পল্লীগ্রামে সকল গৃহস্থের বাটীর স্ত্রীলোকগণই বাহিরে গমনাগমন করিয়া থাকেন,ইঁহারা অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে লজ্জা বোধ করেন। আবার সময়ে সময়ে ডাক মুন্সীগণও সচ্চরিত্র হয়েন না। ইহাতেও গ্রাম্য লোকের নানাবিধ কষ্ট হয়। তবে একটী কষ্ট মোচন করিতে যাইয়া অপর একটী কষ্টের অবতারণা হইয়া পড়ে। এই জন্য আমরা বলি, গ্রামের এমত স্থলে ডাকঘর স্থাপনা করা চাই যে, স্ত্রীলোকদিগের গতিবিধি না থাকে, অথচ গ্রামের অদূরেই হয় এবং দস্যুভয় নিবারণার্থ দুই জন কনষ্টেবল থাকিবে। ব্যয় বাহুল্য হইবে, এখন এ কথা বলিতে পারেন; কিন্তু ইহারও একটী সহজ উপায় আছে, সেটী এই, সমস্ত ডাকঘরে খোয়াড়ের (Pound) ভার প্রদান করা হউক এবং সর্ব্বত্র অর্থাৎ সকল ডাকঘরে এক একটী খোয়াড় খোলা হউক। তাহা হইলে বোধ হয় অনায়াসে ঐ কনষ্টেবলদিগের বেতনের ব্যয় চলিয়া যাইতে পারিবে, বরং কিছু কিছু লাভ হইতে পারিবে। কোন কোন স্থানে ডাকঘরে খোয়াড় আছে, তথায় কিরূপ কার্য্য চলিতেছে, অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, পুলিষপ্রহরী এখন সকল ডাকঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আর ডাকগৃহগুলিও একটু ভালরূপ করাও চাই। আর ভগ্ন গৃহ ভাল দেখায় না।

শ্রী:—

মহাশয়! আমি এই নিম্নলিখিত ঔষধটীর গু
মোহিত হইয়া সাধারণ সমীপে উহার পরীক্ষার জ
নিবেদন করিতেছি। উপকরণ—তিন আনা ওজ
কর্পূর এবং বার আনা ওজনে চুহারা একটী পাথরে
পাত্রে নিমের শোটার দ্বারা সামান্য জল সহি
পিষিয়া বশটী গুলি করিয়া প্রাতঃকালে ২টী এ
সন্ধ্যার সময় ২টী জলের সহিত খাইলে প্রায় এ
সপ্তাহের মধ্যে জ্বর যায়। ২ই শতেরও অধি
ব্যক্তি এই ঔষধের গুণে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন
সাহাজিহানপুর হেষপ
২২ এ ডিসেম্বর ১৮৮১। } শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দত্ত

সোমপ্রকাশ

১৮ ই পৌষ সোমবার।

চাকুরেদিগের আপীসে গমনাগমনের একটী কাল নির্দ্দেশ
করিয়া দিবার আইন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

ভগীরথ দুশ্চর তপশ্চরণ করিয়া গঙ্গাকে মর্
আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই, সগর
ষষ্টি সহস্র পুত্র কপিল-কোপানলে দগ্ধ হইয়াছিলে
তাহাদের উদ্ধার সাধনই ভগীরথের মর্ত্ত্যভূমি
গঙ্গা আনয়নের প্রয়োজন। ইংরাজেরাও ভে
বঙ্গবাসিদিগের উদ্ধারার্থ বঙ্গদেশে চাকুরী আন
করিয়াছেন। তবে স্বর্গের ও ইংলণ্ডের গুণ
প্রভেদ এই, গঙ্গা স্বর্গ হইতে আগত হইয়া স
ভগীরথদিগের দগ্ধ অস্থিকে সিক্ত করিয়া তাহা
সদ্গতি সম্পাদন করেন; কিন্তু ইংলণ্ডের চাকু
বাঙ্গালিদিগের অস্থি মজ্জা মাংস প্রভৃতি সমুদ
দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। শরীর চর্ম্মাবৃত আ
বলিয়া সে দগ্ধভাব দেখিতে পাইতেছেন না। য
দেখিতে পাইতেন, জানিতে পারিতেন শোণি
বাহিনী শিরা পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। ও
বঙ্গদেশে অন্যের এত রঙ্গ, এত ভীষণ পরাক্রম!
পরাক্রম কেবল তাঁহাদেরই শরীর মধ্যে নিবদ্ধ না
উহা বাইবল মতোক্ত আদম ও হবার পাপের ন্য
সন্তানগামীও হইয়াছে। পাঠক! এ স্থলে জিজ্ঞা
করিবেন, আমরা কহিলাম, ইংরাজেরাই এ দে
চাকুরী আনিয়াছেন, পূর্ব্বে কি এ দেশে চাকু
ছিল না? মনুর বচন পাঠে জানিতে পারা য
পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণেরা চাকুরী করিতেন না। য
বলেন " ন শূদ্রা কদাচন " ব্রাহ্মণের যদি যজ
যাজনাদি নিজ নিরূপিত বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বা
না হয়, ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জ
করিবেন, যদি তাহাতে না হয়, বৈশ্যবৃত্তি কা

বেন, কিন্তু কখন মৃত্যু অর্থাৎ দাসত্ব অবলম্বন
রা জীবিকা রাখণ করিবেন না।
ইংরাজ অধিকারের প্রথম কোন রাজপুরুষ
ী স্বীকার করিতেন না। সর উইলিয়ম জোন্স বহু
ও বহু অর্থ ব্যয় পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।
রাও বালাকালে দেখিয়াছি, যাজকেরা চাকুরীকে
শেষ বৃত্তি করিতেন। পরিণামে চাকরী করিতে
া এক শব্দার প্রচলন পরিবর্তের সম্ভাবনা সংস্কৃত
ফলে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন না। ইংরাজ-
র কল্যাণে ও ইংরাজী শিক্ষা প্রচারে আজ
ী চাকরী ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনীয় হইয়াছে।
লেও চাকরীর নিমিত্ত লালায়িত হইয়া পড়িয়া-
। এই নিমিত্তই আমরা উপরে কহিলাম,
াদের ই দশ হাজার এদেশে চাকরী আনি-
ন। চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়াও অগ্রসর
াছেন। ম্যালেরিয়ার কল্যাণে বাঙ্গালিরা
ক্রমে কাল পথের পথিক হইতেছেন। যে
ে আকার দেখিতে পাই, এখন প্রার্থনা এই,
বের ন্যায় ইংরাজী না হন।
এ দেশে একটী প্রবাদবাক্য আছে "ধর্ম্মের
রে পাপ হয় না।" ব্রাহ্মণের কোন পুরুষে
ই ছিল না, চাকরী প্রবেশ করিয়াছে, মন্দির
রে ও কথা নয়। সমধিক বিশদ হইবে বলিয়া
রা ব্রাহ্মণেরই উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম, কিন্তু
সকল বাঙ্গালিরই শরীর অসাধ্যতে গিয়াছে।
পাতে যাইবার কারণ এই, এ দেশ উষ্ণপ্রধান।
নে সকালে বিকালে নিয়ম কর্ম করিবার ব্যবস্থা,
ই বিশ্রাম-সময়। এই ব্যবস্থাটী থাকাতে দেশের
ক ক্ষুধার সময়ে প্রচুর ভোজ্য ভোজন করিয়া
ছে স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের
া অব্যাহত থাকিত, স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতিও
। স্বাস্থ্যের উন্নতির আর একটী এই বিশেষ
ছিল, প্রাতঃকালে পরিশ্রমের পর মধ্যাহ্ন
র অগ্রে নিয়মিত উদ্দীপন হইত, ক্ষুধার সময়ে
রে উত্তম রুচি জন্মিত; ভোজ্য দ্রব্যের উত্তম
াকও হইত, পাচ্য হইত না। এখন এ অব-
সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। চাকরীর অনুরোধে
কালে আহার করিতে হয়। তখন ভাল
য় না। অক্ষুধার উপরে আহারে বৈগুণ্য
। প্রচুর পরিমাণে আহার হয় না, আহারে
হয় না, আহারের পর বিশ্রাম নাই, ছুটাছুটি
তে লাগিতে হয়। ভুক্ত দ্রব্য বিষতুল্য হইয়া
। কিঞ্চিৎ বসিয়া দেখ, চাকুরে দলের অধি
শ লোকের মুখ হইতে রোগের আক্ষেপ শুনিতে
বে। আক্ষেপের পরিণাম অল্পশূল ক্রমে বদ্ধমূল
। এই অম্লশূল রাজযক্ষ্মা রোগের ন্যায় অন্য
অন্য রোগকে আকর্ষণ করিয়া আনে। উহার বলপুষ্টি হইলে দিন দিন শরীর ক্লিষ্ট হইতে থাকে। ক্রমে শারীরিক বলের হ্রাস হয়। বলমূলক জীবন সুতরাং জীবনকালও সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে।

আমরা যে কারণে অদ্য এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, তাহা এই—রেলওয়েতে ও অনেক সওদাগরের আফিসে কর্ম্ম করিবার যে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অতি দূষণীয়। তাহাতে কোন ক্রমে শরীর রক্ষার সম্ভাবনা নয়। অনেক সওদাগরের আফিসে কর্ম্মচারীকে বেলা ৮ টার সময়ে উপস্থিত হইয়া রাত্রি ৮ টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হয়। ইহার মধ্যে বিশ্রামার্থ সামান্য মাত্র সময় দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা আজ রেলওয়েকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। জামালপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির নানা প্রকার কারখানার আছে। কর্ম্মচারিদিগকে কোন স্থানে বেলা ৭ টার সময়ে কোন স্থানে ৮ টার সময়ে কোন স্থানে ৯ টার সময়ে উপস্থিত হইতে হয়। বেলা ৪ টা অধিকাংশেরই ছুটীর সময়। লোকো মোটিভে বেলা ১১ টার পর এক ঘণ্টা ছুটি দেওয়া হয়।

এখন পাঠক বিবেচনা করুন, এই শীত কালে বেলা ৭ টা হউক, ৮ টা হউক, আর ৯ টা হউক, ঐ সময়ের মধ্যে আহার করিয়া আফিসে যাওয়া কেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার। ঐ সময়ের মধ্যে কাহারও তৃপ্তিপূর্ব্বক সচ্ছন্দমনে আহার করিবার ক্ষমতা আছে কি না? অক্ষুধায় আহার হয় কি না? অক্ষুধায় আহার করিলে অজীর্ণতা দোষ ঘটে কি না? যদি বল, ১১ টার পর যে এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়, সেই সময়েই কর্ম্মচারিরা স্ব স্ব বাসস্থানে গিয়া আহার করিয়া আসিবে। তাহাও স্বচ্ছন্দ ও সুবিধার নয়। এক পোয়া দেড় পোয়া দূরবর্ত্তী বাসস্থানে গিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে স্নান আহার সম্পন্ন করিয়া পুনরায় আসা কি সহজ ব্যাপার? বেলা ৮ টার মধ্যে আহার করিয়া যাইতে হইলে যে কষ্ট ও শরীরের যে অনিষ্ট হয়, ঐ এক ঘণ্টার মধ্যে আহার করিয়া আসিতেও সেই কষ্ট ও সেই অনিষ্ট। কেরাণিদলের অধিকাংশই ১৫। ২০ টাকা বেতন পান। তাঁহারা যে গাড়ি পাল্কি করিয়া গমনাগমন করিবেন, সে সম্ভাবনা নাই। পদব্রজে তাঁহাদিগকে গতায়াত করিতে হয়। অতএব তাঁহাদিগের যে কষ্ট হয়, যাঁহারা গাড়িতে গমনাগমন করেন, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন না।

এই খানেই অনিষ্ট গণনার শেষ হইতেছে না। যদি আফিসে পৌঁছিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা ৬ মিনিট অধিক বিলম্ব হইল, তাঁহার দণ্ড হইল। গলদঘর্ম্ম হইয়া ছুটিয়া আফিসে উপস্থিত হইলেন, ২ মিনিট যে কেদারায় ঠেস দিয়া মুছিবেন, সে পথও নাই। কেদারা কাড়িয়া এক একটী টুল দেওয়া হইয়াছে! আবার চৌ দিবার লোকও আছেন। তিনি নিশ্বাস ফেলি দেন না। যিনি নিশ্বাস ফেলিলেন, তখনই তাঁ ভর্ৎসনা পুরস্কার হইল! যাঁহারা ২০। ২২ বৎ বয়সে রেলওয়েতে চাকরী আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ হই ছেন, তাঁহাদের আর কোন উপায় নাই, তাঁ জীবনের সার ভাগ রেলওয়েকে সমর্পণ করিয়াছে এখন আর অন্যত্র গিয়া তাঁহাদের জন্য কিছু ক বার ক্ষমতা নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে অপমান নম্র হইয়াও সকল সহ্য করিতে হইতেছে; কি তাঁহাদের এ দুর্দ্দশা অন্যের দুর্দ্দর্শনীয়। মনে হানি এই সকল দারুণ কষ্ট স্বাস্থ্যের পক্ষেও বিষময় হ উঠে। এতদ্ব্যতীত নয়, অল্প বেতনভুক্ কেরা দিগকে নিয়মাতিরিক্ত কালেও খাটাইয়া ল হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে রবিবারেও তাঁ অব্যাহতি পান না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে খ্রীষ্টানেরা র বার বাড়িতেন; কিন্তু এখন আর সে বাছা নাই। এখন খ্রীষ্টান অখ্রীষ্টান সব একটান রাছে। কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কেহ যে সংবাদপ আশ্রয় গ্রহণ বা অন্য কোন উপায় দ্বারা ই প্রতীকার চেষ্টা পাইবেন, সে যোও নাই। মুদ্রা সংক্রান্ত ৯ আইনের ন্যায় রেলওয়ের একটী কঠোর নিয়ম আছে। লর্ড রিপন বাহাদুরের কৃ ৯ আইনটী রহিত হইয়াছে, কিন্তু রেলওয়ের ঐ ক আইনটী রহিত হয় নাই। কেহ এ সকল প্রকাশ করিলে কর্ম্মচ্যুত হন।

এখন আমাদের মূল কথার অবতারণার অ উপস্থিত। এ দেশের কারখানার রেলওয়ে কর্ম্ম দিগকে অতিরিক্ত খাটাইয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য করিয়া দেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কারখানার আইন করিলেন। কিন্তু সওদাগরেরা ও রেলও কর্ত্তৃপক্ষেরা অতিরিক্ত খাটাইয়া চাকরদিগের স্বাস্থ্য নাশ করিতেছেন, তাহার কি কোন প্র প্রতিবিধান করা উচিত নয়? আমাদের বিবেচ খাটনীর একটী কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া এ বিশেষ আইন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়ম হ কি সওদাগর কি রেলওয়ে কি গবর্ণমেণ্ট আ সমস্ত কর্ম্মচারিরা বেলা ১১ টার সময়ে কার্য্যা উপস্থিত হইবেন, বেলা ৫ টার পরে সকলে পাইবেন। মধ্যে আধ ঘণ্টা কাল বিশ্রামের অ পাইবেন। এরূপ একটী নিয়ম না হইলে চা দের প্রতি অত্যন্ত অবিচার হয়। কেবল অবি নয়, তাহাদের স্বাস্থ্যেরও যার পর নাই অনিষ্ট

রেণ্টবিল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের একটী কর্ত্তব্য।

: কপোতকপোতঃ শশ শঃ শোনাঃ ক্ষুধার্ত্তিশ্চরন্তি।
ধর্ম্মবুদ্ধিমুনাং হরি হরি শরণং বিধেঃ করুণা॥

একটী পারাবতশাবক। শত শত শোনপক্ষী
র্ত্ত হইয়া তাহার দিকে ধাবমান হইয়াছে। সে
পলাইয়া কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবে,
ার পথ নাই। কারণ, কপোতশিশু তৎকালে
াশপথে ভ্রমণ করিতেছিল! আকাশের কোন
ন কোন আবরণ নাই।

আমরা রেণ্টবিলকে (খাজনা সংক্রান্ত আইনের
র্দিপকে) এইরূপ বিপদাপন্ন দেখিতে পাই
ছ। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ধনঞ্জয় সদৃশ বীরগণ রসনা
সনে তীক্ষ্ণতর শরযোগ করিয়া উহাকে আক্রমণ
তেছেন। মধ্যে সর রিচার্ড গার্থ ও অনরেবল
কন্সি সাহেবে তুমুল সংগ্রাম হইয়া গেল। প্রধান-
সংবাদপত্র লণ্ডন টাইমসও এ বিষয়ে উদাসীন
ন। তিনি জমীদার ও প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয়
য়া স্বমত ব্যক্ত করিয়াছেন। যাঁহার যে দিকে
ক, তিনি সেই দিকে পক্ষপাতী হইয়া স্বপক্ষ
া করিতেছেন। কাহার চক্ষে জমীদার রাক্ষস
ণ; কেহ বা উহার বিপরীতভাব দর্শন করিতে-
। কিন্তু আমরা একটী চমৎকার দেখিতেছি,
র্ণওয়ালিস শেষ অভিযোগস্থল হইয়া উঠি-
ছেন। যিনি যে দেবতার হোম করুন, হুতশেষ
ধবার পালে যেমন অগ্নি শেষ রাখিয়া থাকেন,
উবিল সম্বন্ধেও তেমনি যিনি যে পথ অবলম্বন
ন, তাঁহার শেষ চোটটা লর্ড কর্ণওয়ালিসের
রেই পড়িতেছে। ইনি এক প্রকার আত্মারাম
কার হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহার বিষয়ে কিছু
বার জন্যই আজ আমরা প্রধানতঃ এ বিষয়ের
তারণা করিয়াছি।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের অপরাধ কি? তিনি শুভ
ক্ষণেই স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রাজস্ব
দারের সুবিধা হইবে, প্রজারা সুখী হইবে এবং
শের এক শ্রেণীর লোক ধনী হইবেন, এই আশয়েই
নি ঐ প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। জমী
বেরা স্ব স্ব বিষয়ের উন্নতিসাধনে বিমুখ হইয়া
বল প্রজার প্রতি অত্যাচার করিবেন, এ নিমিত্ত
নি ও ব্যবস্থা করেন নাই আকার ইঙ্গিতেও সে
ব প্রকাশ করেন নাই। আর প্রজারা বন্ধ্যাস
য়া জমীদারের সহিত যে নিত্য বিরোধে প্রবৃত্ত
বে, তিনি স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই। তিনি ভাবিয়া-
লেন, জমীদারে ও প্রজায় পিতা পুত্রবৎ সম্বন্ধ
বে; জমীদারেরা প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন
রিবেন এবং প্রজারাও তাঁহাদিগের অনুগত থাকিয়া
স্ব উন্নতিসাধনে ব্যাপৃত থাকিবে। কিন্তু নানা
কারণে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। প্রধান কারণ
জমীদার ও প্রজা উভয় পক্ষেরই মূর্খতা, আলস্য ও
স্বার্থপরতা, অবিবিচারিতা ও অপরিণামদর্শিতা।
পরস্পর পরস্পরকে প্রতারণা করিবে, এই চেষ্টাই
আবার সকল অনর্থের মূল। বিরোধ মীমাংসার সদুপায়
কল্পনা না করিয়া নূতন নূতন আইন প্রচারও উহার
অন্যতম কারণ। আপনা দেখিতেছি, কি জমীদার
কি প্রজা কাহারই শুদ্ধ বুদ্ধি নাই। অতএব আই-
নের যে যে স্থানে ছিদ্র আছে, তাহা অবলম্বন
করিয়া উভয় পক্ষই প্রতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছে।
তাহাতে বিবাদের তুমুলতা বৃদ্ধি হইতেছে। আইন-
কর্ত্তারা মনুষ্য। অতএব তাঁহারা যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ-
নিয়ম প্রণয়নে সমর্থ হইবেন, তাহা সম্ভাবিত নহে।
যাঁহারা আইন অনুসারে চলিবেন তাঁহাদের দোষই
অনর্থ ঘটাইবার প্রধান হেতু। পৃথিবী জল তেজ
বায়ু, এ গুলি ভূত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।
এ গুলি ভূতবৎ কার্য্য করিয়া আমাদের অনিষ্ট
সাধন করে না; প্রত্যুত আমাদের হিতকারী বন্ধুরই
কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধি-দোষে সময়ে
সময়ে আমরা অগ্নিতে দগ্ধ হই, জলে ডুবি, এবং
ঘর চাপা পড়িয়া মরি। তাহাতে কি পৃথিব্যাদি
সৃষ্টিকর্ত্তা যত দোষে দোষী হইবেন?

লর্ড কর্ণওয়ালিস বঙ্গদেশের মিত্রেরই কাজ
করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবাসিরা তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য
বুঝিতে না পারিয়াই এই বিপদাপন্ন হইয়াছেন।
তিনি যে বঙ্গদেশের কত উপকার করিয়াছেন, এ
স্থলে তাহারও উল্লেখ করা অবৈধ হইতেছে না।
তাঁহার কৃত স্থায়ি বন্দোবস্তের গুণে এ দেশে এক
শ্রেণীর লোক ধনী হইয়াছেন। তাঁহারাই দেশের
মুখপাত্র, তাঁহারাই যাবতীয়বিষয়ের অভিনেতা।
যেখানে ধনী লোক না থাকেন, সে দেশ বাসযোগ্য
নয়।

ধনিনঃ শ্রোত্রিয়োরাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥

ধনী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পণ্ডিত, রাজা, নদী ও
বৈদ্য, যেখানে এই পাঁচ না থাকেন, সে দেশে বাস
করিবে না।

যে স্থানে ধনসম্পন্ন অধিক সংখ্য লোক না
থাকেন, সে দেশ সমৃদ্ধ ও সভ্য বলিয়া পরিগণিত
হয় না। সে দেশের হীনদশাও বিপরিবর্ত্তিত হয়
না। ভারতের মধ্যে কোন প্রদেশ সুসমৃদ্ধ ইহার
গণনা আরম্ভ হইলে অগ্রে বঙ্গদেশের নাম হয় কেন?
এখানে এত লোক সুশিক্ষিত ও সুসভ্য হইলেন
কেন? কেহ এ প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে আমাদের
এই কথা বলিবার ইচ্ছা হয়, যে কর্ণওয়ালিসের
বন্দোবস্তের গুণই প্রধানতঃ ইহার মূল। যে যে
স্থানে স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেই সেই প্রদেশে
সহিত বঙ্গদেশের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখ, ক
বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে। সেখানকার প্রজার অ
বঙ্গদেশের প্রজার অবস্থার অনেক অন্তর। দুর্ভি
উপস্থিত হইলে কোন্ প্রদেশের অধিক সংখ্য প্র
মৃত্যুমুখে পতিত হয়? যে সকল প্রজা জমীদারে
সহিত বিরোধ করে, সেই জমীদারই আবার সে
সকল প্রজার আসন্ন বিপদকালে সাহায্য দা
করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে যে এত সাহায্যক
বিদ্যালয় হইয়াছে, জমীদারেরাই কি তাহার অ
কাংশের আশ্রয় নন? অতএব যাঁহারা এই মহো
কারক জমীদার-শ্রেণীর উন্মূলনার্থ যত্নবান হ
তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। তবে জমীদারেরা যাহা
প্রজার উপরে অত্যাচার করিতে না পারেন, যাহা
তাহার সদুপায় হয়, যদি তাহা করিতে পারে
তাহা হইলেই প্রশংসনীয় হইবেন। কিন্তু জমীদ
শ্রেণীর উন্মূলন করিয়া জমীদার ও প্রজা উভয়
এক শ্রেণীর করিবার যদি কাহার চেষ্টা থা
তিনিও ভ্রান্ত। সকলে যে সমস্বত্ব ভাগী হয়, পৃ
বীর আজও সে অবস্থা হয় নাই। যাঁহারা
সঙ্কল্প করেন, তাঁহাদের সে মনোরথ নূতন সৃ
নির্ম্মাণ-কল্পনার ন্যায় বিফল।

এখন আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি
চলিলাম। রেণ্টবিল লইয়া যখন তুমুল কাণ্ড উ
স্থিত হইয়াছে, এত মতামত প্রকাশ হইতেছে, এ
পক্ষপাতিতার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তখন গবর্ণমেণ্
তাড়াতাড়ি এটী বিধিবদ্ধ করা বিধেয় হয় না। গ
মেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কোন বিষয় বিধি
করিবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে তাহা সর্ব্বসাধার
গোচর করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞাটী এই রেণ্ট
সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ই
পাণ্ডুলিপিটী বিশদরূপে দেশীয় ভাষায় অনু
করিয়া দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করা হউক। সা
জমীদার হউন, আর সামান্য প্রজা হউক, উ
মর্ম্মার্থ যেন কাহারও অবিদিত না থাকে। জমী
ও প্রজা উভয় পক্ষ হইতে ঐ পাণ্ডুলিপির
অংশের কিরূপ প্রতিবাদ উপস্থিত হয়, কে
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কাহার কিসে সু
ও অসুবিধা হয়; কাহার কিসে ইষ্ট কিসে বা অ
হয়, এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া বিলটী যেন বি
করা হয়। সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল সর রিচার্ড টে
সর আসলি ইডেন এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যো
হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বিলটী বিধিবদ্ধ ক
সাহসী হন নাই। সহসা বিধিবদ্ধ করিলে
এক পক্ষের অনিষ্ট হয়, তাহাতে বিবাদের সীম
না হইয়া উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি হইয়া উ

র বাঁচার অধিকারে ঐ আনইটী ঘটবে, তাহাকে
কাল কলঙ্কের ডালা মাথায় বহিতে হইবে।

কতকগুলি পথকরদাতার আত্মদুঃখ নিবেদন।

ক্ষ মস্তকে তেল দেওয়া প্রকৃত দাতার কার্য্য,
ক্ষ কালের গুণে তেলা মাথায় তেল দেওয়াই
াকের অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছে। দরিদ্রের প্রতি
ার কেহই দৃষ্টিপাত করেন না। দৃষ্টিপাত করিবার
ও ঘটিয়াছে। দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে
লে তাহার কষ্ট দেখিয়া চক্ষে উপস্থিত হয়।
খন সুখাস্বাদন করিবার ও বিলাসিতার কাল। এখন
ক চক্ষে স্বীকারে সম্মত নহেন। প্রবল বাক্তি-
ণের ন্যায় দরিদ্রদিগের বাক্যপুরুষগণের চিত্ত আক
ষ্ট করিবার সুবিধাও নাই। প্রবল ব্যক্তি নিজ
ষ্টের জন্য একটী ডোমের আয়োজন করিলেন,
ষ্টের নিমন্ত্রণ হইল, জজ মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর
াসিলেন, চব্বিশ রেকাবের চতুর্ব্বিধ ভোজা-
াজন করিলেন। খুসী হইয়া যাত্রাকালে আমো-
নকেই বর প্রদান করিয়া গেলেন, অকৃতর
াজনের পর গাড়িতে বসিয়া নিদ্রা দিতে দিতে
াওয়া যেমন সুখকর এমন আর কিছুই নহে, কিন্তু
াস্তা ভগ্ন হইলে সে সুখের ব্যতিক্রম ঘটে, সুতরাং
ীর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকেন, মিউনিসিপা-
লটী এবং পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারিগণ ভয়ে জড়সড়
ইয়া পড়েন, তাঁহারা পালপালে তাঁহাদিগের গতি
রধির পথগুলি পরিষ্কৃত রাখিবার চেষ্টা করেন,
ইরূপে যেখানে সাহেব আসেন বা সাহেব যাতা-
াত করেন সেইখানকার রাস্তাদির উৎকর্ষ লাভ
ইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সেখানকার লোকের
লিবার কহিবার ক্ষমতা আছে, সেখানেও কিছু
পায় হয়। কিন্তু সেখানে এ দুইয়ের কিছুই নাই,
সইখানকার লোকের কষ্ট ও দুঃখের অবধি
াকে না, কে তাহার মোচন করিবে? গবর্ণমেণ্ট
র্ব্বত্র রাস্তা ঘাটের উৎকর্ষ সাধন মানসে রোডসেস
া পবলিক সেস নামক বিবিধ কর গ্রহণ করিতে-
ছেন; কিন্তু এমন অনেক স্থান দেখিতে পাওয়া
ায় যে তত্রত্য অধিবাসিদিগের গতিবিধির আদৌ
াস্তা নাই, তাহারা রাস্তার জন্য দরখাস্ত করিলে
াজপুরুষেরা তদ্বিষয়ে মনোযোগী হন না। তাহা
রণের কথা সত্য বা মিথ্যা তাহার অনুসন্ধানও
রেন না। নিমিত্ত আমরা আজ এ বিষয়ের
প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, তাহা এই:—

২০ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর মহকুমার অধীন
ড়াপুর, আকনা, শোকনাশপুর, ভুবকুল, শ্রীরামপুর,
ন্তরপুর, পাঁচঘরা, পাটুয়া, মালিপুকুর প্রভৃতি গ্রাম-
াসীরা আমাদিগকে জানাইল তাহারা রোড ও
পবলিকসেস দিতেছে; কিন্তু তাহাদের চলিবার
রাস্তা নাই। বর্ষাকালে সমুদায় স্থান জলে প্লাবিত
ও কর্দ্দমে পরিপূরিত হয়। অধিবাসিগণ দিবারাত্রি
অধিক জল ভাঙ্গিয়া গতায়াত করাতে পীড়িত হইয়া
অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। সে সময়ে এই দুর্গম
পথে চিকিৎসকেরা যাইতে সাহসী হন না। সুতরাং
অনেকে চিকিৎসাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।
আবার অনেক সময়ে এমনও ঘটে কঠিন পীড়াক্রান্ত
রোগীকে ডাক্তারের ব্যবস্থানুরূপ ঔষধ সময়ে আনিয়া
দিতে না পারাতে অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিতে
হয়। কেবল তাহা নহে তাহাদিগের সন্তানগণের
বিদ্যা শিক্ষাদির কোন উপায় নাই। অনেকে ইচ্ছা
সত্ত্বেও পুত্রগণকে লেখাপড়া শিখাইতে পারে না।
গবর্ণমেণ্টের এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কি উচিত
নয়? রাস্তাঘাট করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া রোড-
সেস লওয়া হয়। রোডসেস লওয়া হইল অথচ রাস্তা
ঘাট করিয়া দেওয়া হইল না। এটী কি অন্যায়
নয়? আমরা রোডসেস কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ
করি, তাঁহারা উল্লিখিত গ্রামগুলির রাস্তার অবস্থা
দর্শন করিয়া যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করেন।
আমরা উপসংহারে পুনরায় কহিতেছি, রোডসেস
লইয়া রাস্তা করিয়া না দেওয়া নিতান্ত অনুচিত
কার্য্য।

মিশরে বিচিত্র ইংরাজী রাজনীতি।

মিশরে যে ইংরাজ রাজনীতির অভিনয় হইল,
ইহা ইতিহাসের পত্রপৃষ্ঠে কলঙ্কময় বা উজ্জ্বল
জ্যোৎস্না সদৃশ ধবল অক্ষরে লিখিত হইবে, অপক্ষ-
পাতী ন্যায়বান্ সুবিবেচক ইতিহাস-লেখকই সে
কথা বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা সামান্য-বুদ্ধি,
ইহার বিচিত্র ভাবের প্রাভাগ হৃদয়ে ধারণ করিতে
পারিতেছি না। প্রথমতঃ আরাবি যে এই বিচিত্র
রাজনীতি ঘটনার উত্তম উদাহরণস্থল। তিনি স্বদে-
শের স্বাধীনতা রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।
দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার
পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মিশরের প্রধান অধি-
কারী যে সুলতান, তিনি তাঁহার কার্য্যের অনুমো-
দন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি (আরাবি) বিদ্রোহী
বলিয়া বিচারিত হইলেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা
হইল। তাহা আবার অবিলম্বে পরিবর্ত্তিত হইল;
তাঁহার নির্ব্বাসন হইল; সিংহল তাঁহার নির্ব্বাসন-
স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এ সপ্তাহের ইউরোপীয়
সমাচারে দেখা গেল তিনি দলবল সহিত সিংহলে
প্রেরিত হইয়াছেন।

ইংরাজেরা কহিতেছেন আরাবি বিদ্রোহী, কিন্তু
অপর রাজারা তাহা বলেন না। সুলতানের যে এ
বিষয়ে অনুমোদন ছিল তাহার প্রমাণ এই, তিনি
স্বইচ্ছায় মিশরে সৈন্য প্রেরণ করেন নাই। তিনি
অনেক ওজর আপত্তি করিয়াছিলেন, অনেক গতি
ক্রিয়া অনেক দীর্ঘসূত্রতা করিয়াছিলেন। মিশরে
খেদাইব যে এ বিষয়ে সংমিলিত ছিলেন, তাহার
প্রমাণ এই,তাঁহারই যত্নে আরাবির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা
পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আরাবি খেদাইবের সংশ্রবে
কথা স্বয়ংই স্পষ্টাক্ষরে লণ্ডন-টাইম্‌স পত্রে লিখিয়া
ছিলেন। তাঁহার কার্য্যে ও ব্যবহারে,তিনি যে একজ
মীচমনা মিথ্যাবাদী কাপুরুষ, এরূপ বোধ হয় না।

দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের স্কন্ধে এই যুদ্ধের ব্যয়ভা
নিক্ষেপ। এটীও সামান্য বিচিত্র রাজনীতির ফ
নয়? ভারতবর্ষের সহিত এ যুদ্ধের কোন প্রকার
সম্পর্ক নাই। ভারতবাসীরা এ যুদ্ধের লাভালাভ
ভাগী নহেন। যদি বল, ভারতবর্ষে ইংরাজদিগে
আগমনের পথ যে সুয়েজ খাল, মিশরবাসিরা তা
রুদ্ধ করিয়াছিল,সেই পথ মুক্ত করিবার নিমিত্ত এ
যুদ্ধের অবতারণা করিতে হয়। তাহা বাস্তবিক নয়
এখন প্রধান ব্যক্তিরা এ কথা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছেন
যদি বল মিশর হস্তান্তরে থাকিলে ভবিষ্যতে এ
অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ঘটিত, তাহাও যুক্তিসঙ্গ
বাক্য নহে। ভবিষ্যতে অনিষ্ট ঘটিবে বলিয়া এখ
যুদ্ধ আরম্ভ করা কি বিচিত্র রাজনীতির কার্য্য নয়
মিশর গবর্ণমেণ্টের সহিত কি সন্ধিবন্ধন করি
ঐ পথ মুক্ত রাখা যাইতে পারিত না? মিশর গব
মেণ্ট কি ইংলণ্ডের কৃত প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদর্শ
সাহসী হইতেন? যদি একান্ত তাহা! অ
করিতেন, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিবার অ
পথ ছিল না? সুয়েজ খাল ফরাসীদিগের নূ
কীর্ত্তি। যতদিন ঐ খালটী হয় নাই ততদিন
ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে গমনাগমন বন্ধ ছি
এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে যখন স্প
প্রমাণ হয়, মিশর-যুদ্ধহেতুক ভারতবর্ষের কে
প্রকার স্বার্থহানি বা স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা ন
তখন যে ভারতবর্ষের স্কন্ধে ঐ যুদ্ধের ব্যয়ভ
নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাকে বিচিত্র রাজনীতি বি
আর কি বলা যাইতে পারে? ভারতের অন্য
বন্ধু হাইণ্ডম্যান সাহেব মিশরের ব্যয়বিষয়ক প্র
লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া আসোসিয়েশন সভায় যে এ
প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি কহিয়াছে
"নিতান্ত দরিদ্র ভারতবাসী প্রজাদিগের স্কন্ধে ই
ণ্ডের হিতার্থ আরব্ধ যুদ্ধের ব্যয়ভার নিক্ষেপ ক
ধনী ইংলণ্ডের পক্ষে নিতান্ত নীচতার কার্য্য।
কার্য্যটী দ্বারা আমাদের দেশ সম্বন্ধীয় লোকে
চক্ষে নিতান্ত ঘৃণিত দৃষ্ট হইবে।"

তৃতীয়, ভারত হইতে মিশরে সৈন্য আনয়

ও বিচিত্র রাজনীতির কার্য্য। আরাবি যুদ্ধার্থ
ক্ত হইয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু তিনি যে ইংলণ্ডের
ক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবেন এ ভাব তাঁহার
ছিল এরূপ বোধ হয় না। বোধ হয় তিনি মনে
রাছিলেন, অন্য অন্য রাজারা মধ্যবর্ত্তী হইয়া
বাদ মিটাইয়া দিবেন ; মিশরের স্বাধীনতা
ক্ষা থাকিবে। মিশরদেশীয়েরা এমন কি যোদ্ধা
তাহারা ইংলণ্ডীয় সৈন্যের সমকক্ষ হইতে পারে ?
ণ্ডীয় সৈনিকেরা ভারতবর্ষের সাহায্যনিরপেক্ষ
া অনায়াসে যুদ্ধার্থী মিশরবাসিদিগকে পরাস্ত
তে পারিত। তবে যে ভারতীয় সৈন্যদিগকে
রে লইয়া যাওয়া হইল,সেটী কেবল ভড়ং, প্রভুত্ব
রাধিপত্য প্রদর্শন মাত্র। কেবল অকারণ কতক-
া ব্যয় করা হইল।

পাঠক ! ইংলণ্ডের এই কার্য্যগুলিকে কি বিচিত্র
নীতি বলিয়া গণনা করেন না ?

অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালকদিগের বিষয় রক্ষা ও তাহাদের বিদ্যা শিক্ষা।

নানা প্রকার শারীরিক অত্যাচার ও অনিয়ম
ক্ষন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ধনী ব্যক্তিদিগের
হয়। অনেকেই বালক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর
করিয়া থাকেন। যাবৎ সেই পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক
র্য্যক্ষম না হয়, তাবৎ রাজা তাহার বিষয় বিভ-
রক্ষাকর্ত্তা হন। এই নিয়মটী আজ ভারতে প্রচ-
হইয়াছে এবং অকালমৃত্যু ভারতে প্রবেশ
রাছে, এরূপ নয়, মনুর সময় অবধি আমরা এই
মটী দেখিতেছি। মনু বলেন—

বালদায়াদিকং রিক্থং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ।
যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তোযাবচ্চাতীত শৈশবঃ॥

যে পর্য্যন্ত বালক গুরুকুল হইতে সমাবৃত্ত ও
ীত-শৈশব না হয় তাবৎ রাজা তাহার ধন রক্ষা
রবেন।

মনু অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের ধন হরণকারী পিতৃ-
দের চৌরদণ্ড ও হস্তদিবারও ব্যবস্থা দিয়াছেন।
যুক্তিসিদ্ধ। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের বিষয়
ব অরক্ষিত অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাহার
ভগণ তাহার হরণার্থ লোলুপ হয়। রাজা
ার পিতৃস্থানীয়,তিনি যদি তাহার রক্ষা না করেন
া হইলে রক্ষা হয় না। অতএব আমাদের গবর্ণ
ট নাবালকদিগের বিষয় রক্ষার এবং তাহাদিগের
া কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া উত্তম কার্য্যই করি-
ছেন। কিন্তু সম্প্রতি এই উপলক্ষে চট্টগ্রামে যে
াচারকাণ্ড ঘটিয়াছে যদি সচরাচর এরূপ ঘটনা
তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ
করেন ইহাই বাঞ্ছনীয় ও প্রার্থনীয় হইয়া উঠিবে।
া বৃত্তান্ত এই—

চট্টগ্রামে ফজল আলী নামে একজন ধনী জমীদার
ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তদীয় নাবালক
পুত্র বিষয়ের অধিকারী হইলেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডের
ম্যানেজার বাবুর অনুরোধে অস্থায়ী মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টার ম্যানসন সাহেব কোর্ট অব ওয়ার্ডকে ঐ
বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের ভার লইতে আদেশ করেন
এবং পুলিষকে মালামাল বুঝিয়া লইবার আদেশ
দেন। মৃত ফজল আলী খাঁর বিধবা পত্নী ফজল
আলীর লিখিত উইলের বলে নাবালক পুত্রের এবং
সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দাবী করেন কিন্তু পুলিষ
সে সকল কথা না শুনিয়া তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর
তিন দিবস পরেই বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে
চাবি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে একটী গৃহে বদ্ধ করিয়া
রাখে। তৎপরে কোর্ট অব ওয়ার্ডের কয়েকজন
মুহুরী আসিয়া তাঁহার অসাক্ষাতে যাবতীয় টাকা
কড়ি গণিয়া লয়। এই সময়ে তাঁহারা কোন ভদ্র-
লোককে ডাকিয়া ইহার সাক্ষীও করেন নাই।
তৎপরে পুলিষ ৯৪০০০ টাকা প্রাপ্তির সংবাদ প্রদান
করেন কিন্তু নাবালকের মাতা বলেন, তাঁহার শুনা
ছিল নগদ প্রায় দুই লক্ষ টাকা থাকে। এই ঘটনার
পরে ম্যানেজার বাবু কৈলাসচন্দ্র হাস মুহুরী ও পুলি-
ষের তত্ত্বাবধানে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি
রাখিয়া ২৬ এ অক্টোবর মৃত জমীদারের আবাসভূমি
দোহাজারি গ্রাম পরিত্যাগ করেন, ভূম্যধিকারিণী
এই ঘোর বিপদে পড়িয়া বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্ত নামক
জজ আদালতের একজন উকীলকে ডাকিয়া
পাঠান। পূর্ণ বাবু তারণ সিংহ জাজারি নামক
আর একজন জমীদারের সমভিব্যাহারে ১লা নবে-
ম্বর ফজল আলীর গৃহে গমন করেন, কোর্ট অব
ওয়ার্ডের একজন মুহুরী তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে
না দেওয়াতে তাঁহারা বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আইসেন,
পরিশেষে মুহুরী কৈলাস বাবুর নিকট এই রিপোর্ট
করেন পূর্ণ বাবু ও তারণ বাবুর বাটীতে অনধিকার
প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে তাড়া-
ইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই তাঁহাকে
নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ম্যানেজার
বাবু এই পত্রের একখানি নকল মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টার ম্যানসন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন।
ম্যানসন সাহেব ইহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া
উক্ত দুই বাবুর নামে ফৌজদারী আইনের ৪৪৮ ও
৫০৬ ধারা অনুসারে অভিযোগ উপস্থিত করেন।
অয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ম্যাণ্ডষরের নিকট এই মকদ্দমা
হয়। তিনি মফঃস্বলে ছিলেন। পূর্ণবাবু ও তারণ-
বাবুকে সেইখানে যাইতে হইল। বিচারে পূর্ণবাবু
মুক্তিলাভ করিলেন ; কিন্তু এই গোলযোগের সময়ে
ম্যানসন সাহেব ফজল আলীর ৬ষ্ঠ বা ৭ম বর্ষীয়
বালককে তাঁহার মাতার নিকট হইতে চট্ট
লইয়া আসিতে আদেশ করেন কিন্তু মুসলমানদি
মৃত্যু হইলে যে ৪০ দিন শোকচিহ্ন ধারণ ক
প্রথা আছে সেই ৪০ দিনের মধ্যে স
যাহাতে লইয়া যাওয়া না হয় তন্নিমিত্ত ত
মাতা একখানি দরখাস্ত করেন কিন্তু ম্যা
সাহেব সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া পুলিষের
বালককে আনিবার ভার দেন, পুলিষ ১৬ ই
গ্রামে বালককে আনিয়া উপস্থিত করে, কিন্ত
বালকের মাতা ও তারণসিংহের লোকে তা
ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল। ম্যানসন সাহেব
কথা শুনিয়া যার পর নাই কুপিত হন
তারণ সিংহকে ধৃত করিতে আদেশ
তারণবাবু ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হই
অয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকটে জামিনে খালাস দি
প্রার্থনা করা হয় কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য
লেন। গ্রামস্থ অপরাপর লোকে ইহাতে ভীত হ
গ্রাম পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করে, পুলিষ ত
দিগের মধ্যে আর ৩০ জনকে ধৃত করিয়া ল
যায়। কিন্তু তারণ বাবু তাঁহার এ দোষের
অস্বীকার করেন। মৃত ফাজল আলির পত্নী স
দেন যে, তিনি স্বয়ং তাঁহার পুত্রকে পাল্কী ক
চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কেহ তাঁহার পু
পুলিসের নিকট হইতে ছিনাইয়া লয় নাই।
তথাপি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের ভাব গতি দেখিয়া
বাবু ভীত হইয়া কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার
মনোমোহন ঘোষকে লইয়া যান, তিনি কোর্ট
ওয়ার্ডের ১৮৭৯ অব্দের ৯ আইনটী ম্যানসন সাহে
বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন রেবিনিউ বোর্ডের আদে
অপেক্ষা না করিয়া এরূপে বিষয়ের তত্ত্বাবধা
ভার গ্রহণ করা ও মাতার কর্ত্তৃত্বাধীন হইতে পু
আনয়ন করা যার পর নাই অন্যায় হইয়াছে।
তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, কিন্তু তথাপি
যে কোন উপায়ে মকদ্দমা সঙ্গীন করিয়া উক্ত
অপরাধে তারণ বাবুকে বিপদগ্রস্ত করিবার চে
ত্রুটী করিলেন না। মাজিষ্ট্রেট এরূপ কৌ
উপর্য্যুপরি মকদ্দমার দিন ফেলিতেছেন যে ত
তেই তারণ বাবু সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে নিরাশ্রয় বিধবা রমণী ঘোর বিপদ
হইয়া স্থানীয় কর্ম্মচারীর এই সকল অত্যা
তাঁহার অর্থের অপহরণ ও তাঁহার পুত্রকে কা
লইয়া যাওয়ার বিষয় কারাযোগে লেপ্টেনাণ্ট গ
ও রেবিনিউ বোর্ডের গোচর করিয়াছেন। অধি
আশ্চর্য্যের বিষয় ম্যানসন সাহেব মৃত ফজল আ
[illegible]

জ দিয়া এই মকদ্দমা চালাইবার ভার দিয়াছেন। মকদ্দমার সাক্ষীরা মাজিষ্ট্রেট ম্যানসন সাহেবের ট যে যে পত্র লিখেন তাহাতে বাবু উকীল তাহা ম সাহেব তাহাতে ছেট সংক্রান্ত কথা লিখিত ছে এই আপত্তি করিয়া তাহা ফেরত দেন নাই। এত পত্তি সাহেব জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মাণ্ডলইয়ার সাহেব বাবুর ১০ দিন কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি অনরেবল ডেভোনাস্ত ও মেকলিন সাহেবের নিকট ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ এই বিষয়ের বোসন করেন তাহাতে তাঁহারা তাহাকে বাবুকে জামিনে খালাস র আদেশ দিয়াছেন। এই আদেশ তাহা পে প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিপক্ষ মুন্সী আলী বালক পুত্র রাখিয়া লোকা- গমন করেন এই তাঁহার অপরাধ! সেই অপরাধে ার পত্নীর এই দুর্দশা! তাঁহার উপর এই অত্যা- গুনে আশামীর ন্যায় গুরু মধ্যে তাঁহার অব- ধ! তিনি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন উকীলের সহিত পরামর্শ করিবারও তাঁহার অধি- নাই? আবার যে যে এমন বিদ্রোহী তাঁহারও এমন গুরুতর দণ্ড হইল না। মাজিষ্ট্রেট ও কালে ম্যানসন সাহেবের এত আগ্রহ কেন? নাবাল বিষয় রক্ষা করাই ত তাঁহার উদ্দেশ্য? তিনি অন তৃতীয় ব্যক্তির কথায় ঘটনাস্থলে পুলিস াইলেন, কিন্তু পুলিস যে কেমন ধাতুতে গঠিত বিবেচনা করিবার তাঁহার কি একবার অবসর না? বোধ হয় তাঁহার মনে আশঙ্কা হইয়াছিল লকের জ্ঞাতি বন্ধুগণ পাছে তাঁহার বিধবা লুণ্ঠন , কিন্তু পুলিস হইতে যে লুঠ হইবার সম্ভাবনা তিনি একবারও সে বিবেচনা করিলেন না ? নাবালকের মাতা কহিতেছেন প্রায় দুই লক্ষ ছিল। পুলিস রিপোর্ট দিতেছেন ৯৪০০০ টাকা ড, এখন সাধারণ লোকে কাহার কথায় প্রত্যয় ? পুলিস কি চট্টগ্রামের বৃদ্ধিদিন? পুলিস আবার ারই সাক্ষাতে ঐ ৯৮০০০ টাকার গণনা করেন । ৯৮০০০ হাজার টাকা যে ঠিক তাহার উপর ায় ছ টাকা বেশী ছিল না কিরূপে বা তাহার ণ হইবে? পুলিস যদি অর্থ লুঠিয়া থাকে, া অপেক্ষা নাবালকের আত্মীয়দিগের লুণ্ঠন করা ভাল ছিল না?

নাবালকের বিষয়ের যে কোন প্রকার বন্দোবস্ত ক রেগুলেশন বোর্ডের মতানুসারে হইবে। ম্যান- সাহেব সে মতের অপেক্ষা করিলেন না কেন? ম্যান্ সাহেব কোন্ ক্ষমতা বলে এ নিয়মের লঙ্ঘন করিলেন? নি যে নাবালকের ছোটর ব্যয়ে মকদ্দমা চালাই ছেন তাঁহাকে সে ক্ষমতা কে দিল? ছয় মাস বৎসর বয়স্ক বালককে মাতৃক্রোড় হইতে ছিনাইয়া আনা কি নিষ্ঠুরতার কার্য্য নহে? এদেশের ছয় সাত বৎসরের বালকেরা অনেক স্থলে মাতৃস্তন্য পান করিয়া থাকে। তাদৃশ সন্তানকে মাতার নিকট হইতে দূর লইয়া যাওয়া কেবল নিষ্ঠুরতার কাজ নয় তাহার প্রাণের উপর আঘাত হইবারও সম্ভাবনা। প্রথমতঃ, দুর্ভাবনায় তাহার পীড়া জন্মিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ, ধনীর অনেক শত্রু, কেহ কৌশলক্রমে তাহার প্রাণনাশও করিতে পারে। ম্যানসন সাহেব ফজল আলির উইলটীর বিষয় একবার অনুসন্ধান করিলেন না কেন? অশৌচের মধ্যে পুত্রকে স্থানান্তরে যাইতে নাই, মুসলমানদিগের এই সামাজিক নিয়ম আছে। ম্যানসন সাহেব কোন্ যুক্তির বলে এ নিয়ম ভঙ্গ করিলেন?

যাঁহাদিগের হস্তে এক একটী প্রদেশের রক্ষা কার্য্যের ভার আছে তাঁহারা যদি উদ্ধত হইয়া এরূপ এক একটী গর্হিত কার্য্য করেন তাহা হইলে দেশের কিরূপে রক্ষা হইবে। এটী কি অত্যাচার নয়? আমরা স্বীকার করিলাম ম্যানসন সাহেবের শুভ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার ঔদ্ধত্য-দোষে উহা অশুভ ফলে পরিণত হইয়াছে। বোধ হয় তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়া থাকিবে তিনি যথা সময়ে হস্তক্ষেপ না করিলে নাবালকের বিষয় লুণ্ঠিত হইবে। কিন্তু তিনি হস্তক্ষেপ করাতে নানা প্রকারে নাবালকের বিষয় লুণ্ঠিত হইতেছে, তাহার দায়ী কে? যাহা হউক ফজল আলী উইল করিয়াছেন কি না তাহার অনুসন্ধান ও রেগুলেটিং বোর্ডের মত গ্রহণ না করিয়া ম্যানসন সাহেব স্বেচ্ছাচারী হইয়া যে কার্য্য করিলেন তাহা উচিত হইল কি না আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার কি বিচার করিবেন না? পরিণামে ম্যানসন সাহেব এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করেন তাহার কি কোন উপায় বিধান করিবেন না? এটী যেন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বিবেচনা পথে উপনীত হয়। রাজকর্ম্মচারীদিগের যিনি যে ভাল মন্দ কাজ করুন গবর্ণমেণ্টকে তাহার ফলভোগী হইতে হয়। সামান্য প্রজারা গবর্ণমেণ্টকৃত বলিয়া বিশ্বাস করে।

———•———

সহযোগী ঢাকা প্রকাশ শুনিয়াছেন, আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আনন্দবাজার, বঙ্গবাসী, ভারতমিত্র, এডুকেশন গেজেট, বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী, মেদিনী, উৎকল দীপিকা, পরিদর্শক ও চারুবার্ত্তা ব্যতীত অন্য কোন সংবাদ পত্রে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সংবাদ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি সোমপ্রকাশ নববিভাকর, প্রভৃতি সংবাদ পত্রকে কেন হইতে বঞ্চিত করিবার কারণ না জানিতে পারিয়া অতি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা এ ছেড়ি, এ কথার মূল নাই। আমাদিগের লেপ্টেন গবর্ণর বাহাদুর যেরূপ উদার প্রকৃতি তাহাতে তাঁ এ অনুদার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আ আমাদিগের সম্বন্ধে বলিতে পারি তিনি সে প্রকাশকে সে অনুগ্রহে বঞ্চিত করেন নাই। শেষ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া যে কোন সম্পাদ পক্ষে এরূপ লেখা অতি দূষণীয়, ঢাকাপ্রকাশ যে এই সংবাদ দেখিয়াছেন, তৎসম্পাদকের সম্পূর্ণ বলিতে হইবে। আর এরূপ লেখা নিবন্ধন বাঙ্গ সংবাদ পত্রের দুর্নাম রটনা হইয়াছে। সহযোগী মি সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের পরস্পর সাক্ষাৎকরণের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এরূপ স্থলে যে বি কার্য্যকারী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরস্পরে মধ্যে সাক্ষাৎ হইলে একমতাবলম্বী হইয়া দেশহি কর বিষয়ের আন্দোলনের যেমন সুবিধা হইতে পা সেইরূপ মফঃস্বলে অবস্থিতি নিবন্ধন যাঁহারা স্থা নিক সংবাদ ও গবর্ণমেণ্টের কৃত ব্যবস্থাদি জানি না পারেন, তাহাও পরিস্ফুটরূপে জ্ঞাত হই পারেন, সুতরাং এতদ্বিষয়ক ভ্রমাত্মক সংবাদা বিরল-প্রচার হইতে পারে। ফলতঃ এরূপ সাম্মি যে নিতান্ত প্রয়োজন তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ ন আমরা আশা করি সংবাদপত্র সম্পাদক মা এই হিতব্রতের অনুষ্ঠানে একান্ত যত্ন প্র করিবেন।

———•———

চৈতন্য কি এক লোভনীয় মূরত ও করত বাঁধ্য ভারতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছে ব্রাহ্মেরা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উহা করিয়াছেন। আবার খ্রীষ্ট মিশনরীরা সেই হরণকা দিগের উপরে আবার হরণকারী হইতে চলিয়ে কলিকাতা ধর্ম্মতলায় যে একটী দশবার্ষিক মিশ কনফরেন্স সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে রেব করম্যান সাহেব এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে বা রাস্তায় যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা হইবে তখন করতাল বাজাইয়া লোক জড় করিতে হইবে। প্রস্তাব দ্বারা বোধ হইতেছে এদেশীয়েরা আর স খ্রীষ্টান হন না। খ্রীষ্টান করিবার নিমিত্ত ঁহাদি অনেক যত্ন করিতে হইতেছে। মধ্যে একবার গেল খ্রীষ্টধর্ম্মের কথকতা করা হইবে। এ রহস্যজনক ব্যাপার বটে। যাহা হউক আ রেবরেণ্ড পি, এন, রুদ্রের প্রস্তাবটী পাঠ ক সন্তোষলাভ করিলাম। যে সকল খ্রীষ্টমিশ রাস্তায় রাস্তায় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন রেবরেণ্ড তাঁহাদিগকে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের দোষ দে করিয়া উভয়ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে নি

করিয়াছেন। এটী উত্তম উপদেশ, আমরা ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। আমরা মুগ্ধরে দেখিয়াছি এরূপ আক্রমণে কোন প্রকার ইষ্ট ফল হয় না, শ্রোতৃগণ কেবল কোপোদ্দীপিত হইয়া উঠেন।

পুস্তক সমালোচনা।

১। বিধবা। এখানি সত্বর সেরপুরের চারুযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে আমার জীবন, শেষ শয্যা বৈধব্য, আশ্বাস, মিলন, পরিণয়ানন্তর, দাম্পত্য, প্রলাপ ও বিদায়, এই কয় অংশ আছে। গ্রন্থখানি উপমা রূপক ও উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কারে পরিপূরিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের এই সকল অলঙ্কার সন্নিবেশ-শক্তি ও চিন্তাশক্তির প্রাখর্য্য দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। যদি গ্রন্থে প্রসাদ গুণ থাকিত, রচয়িতা সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিতেন। প্রসাদ গুণ নাই বলিয়া সকল স্থানের অর্থবোধ সহজে হয় না। এক প্রসাদগুণের প্রভাবেই কালিদাস অদ্বিতীয় কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ বিশ্বাস বিধবা গ্রন্থের প্রণয়নকর্ত্তা।

২। নবপাঠ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষার্থ ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। রচনা অতি সরল হইয়াছে, উপদেশ দিবার অবসরে গ্রন্থকার অনেক পদার্থের স্বরূপ অতি সহজে বালক বালিকাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কতকগুলি চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ গ্রন্থ খানি উৎকৃষ্ট এবং বালক বালিকাদিগের বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। ইহা গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইউরোপীয় সমাচার।

বার্লিন ২২ এ ডিসেম্বর। মর্ড জন্সন সেক্রেটরি বলেন, ব্রিটেন বিসমার্ক কলের সহিত আন্তরিক বন্ধুতা করিয়াছেন।

বার্লিন ২৩ এ ডিসেম্বর। রুসের সহিত জর্মনির সন্ধি বিচ্ছেদের সম্বাদ প্রচারিত হওয়াতে যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, তাহা ক্রমে নিরাকৃত হইতেছে।

লণ্ডন ২৪ এ ডিসেম্বর। টাইমস পত্র লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট মিসরে যেরূপে সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাহার এক এক খানি বিবরণ তত্রত্যদের নিকট শীঘ্র প্রেরিত হবে।

যে সকল বিদেশীয় অধ্যাপক পামর ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে দুই জন ধৃত হইয়াছে, সেটাল হইতে সম্বাদ আসিয়াছে, সেনিগাণ্ড শীঘ্রই ঘাপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। জন ডনের আর কষ্ট থাকিবে না।

পারিস ২৪ এ ডিসেম্বর। চীন সৈন্যেরা টুকুইন পরিত্যাগ করাতে ৭৫০ জন ফরাসী সৈন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ ডিসেম্বর। সার চার্লস ডাইক স্থানীয় বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও রাইট অনরেবল জন ডডসন ল্যাঙ্কাইয়ের ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছেন। ইহাঁরা উভয়েই মন্ত্রি সভায় অধিষ্ঠিত হইবেন।

রোম ২৫ এ ডিসেম্বর। ওবারডক নামে একজন ইতালীয় অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল বলিয়া তাহার প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাহার ফাঁসী নিবন্ধন রোম, মিলান ও টুরিণস্থ অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষ লোকেরা প্রোৎসাহিত হইয়াছে।

কায়রো ২৬ এ ডিসেম্বর। আরাবি ও তাঁহার সহচরগণ অদ্য সিংহলে যাত্রা করিবেন।

কায়রো ২৬ এ ডিসেম্বর। মিসরের যে অবশিষ্ট প্রধান বিদ্রোহীর দণ্ড দিতে বাকী ছিল, ক্ষেদিব তাঁহাদিগকেও নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ ডিসেম্বর। ডবলিন হইতে সংবাদ আসিয়াছে "ইউনাইটেড আয়র্লণ্ড" নামক সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ করা হইয়াছে। তথাকার যে সকল লোকের হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে সম্পাদক তাহার প্রতিবাদ করাতে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

ওয়েষ্ট পেট নামক যে ব্যক্তি লর্ড ফ্রেডরিক ক্যাভেণ্ডিসকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করে, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ ডিসেম্বর। লজ নামক এক ব্যক্তি বেণ্ট নামক একজন তাস্করের নিন্দা প্রচার করাতে বেণ্ট আদালত হইতে ৫০০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ ডিসেম্বর। ব্রাডফোর্ড নামক স্থানের এক বৃহৎ কারখানার একটী প্রকাণ্ড ধূম নির্গমন যন্ত্র পতিত হইয়া কারখানাটি ভগ্ন ও ৩৩ জন লোক চাপা পড়িয়া মরিয়াছে।

১৫ ই ফেব্রুয়ারি পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

বাঁকিপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সংস্থাপক ও কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় ৺কাশীধাম হইতে হরিহরসত্র মেলা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনকালে এখানকার শ্রীযুক্ত বাবু মধুরানাথ ধর্ম্ম মহাশয়ের বাটীতে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী শ্রোতবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাতে অনেকেরই আর্য্য ঋষিগণের প্রতি ভক্তি আর্য্যধর্ম্মে অনুরক্তি ও তদ্বিষয় আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাবু এখান হইতে ডুমরাওন গমন করিয়া তথায় হিন্দীভাষায় তিনটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে তথাকার মহারাজ অবধি অতি সামান্য দীন ব্যক্তি পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা শ্রবণে পরম সন্তোষলাভ করেন। তথাকার লোকের আর্য্যধর্ম্ম বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তথা হইতে অদ্য কোন বন্ধু প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে তথাকার জনগণ কহিতেছেন যে কেশব বাবু, নীল বাবু, শিবনাথ বাবু প্রভৃতির ব[illegible] দ্বারা কাহারও কাহারও মন সনাতন আর্য্য হইতে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া কলুষিত হইতে উপক্রম হইতেছিল বা হইয়াছিল কিন্তু সে সমস্ত এক্ষণে দূর হইয়াছে এবং আগামী ৮। ১০ বৎসর মধ্যে কোনরূপে কলুষিত হইবে এরূপ আশঙ্কা করেন না। আর্য্যধর্ম্মের আলোচনা অথবা প্রচারের যে আর্য্যধর্ম্মের বিকৃতির প্রধান কারণ তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। মহারাজও সন্তুষ্ট হইয়া মহাত্মার সৎকারার্থে ১০০ টাকা ও এক খান কাপড় দিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বাবু এই টাকা কিছু গ্রহণ না করিয়া প্রচারকার্য্যের সাহায্যার্থে দান করিয়াছেন। পরে কতকগুলি ভদ্রলোক কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বাবু বক্সারে যাইয়া এক বক্তৃতা করেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া এখানকার অনেকের মন আর্দ্র হইয়াছিল। আর্য্যধর্ম্মের বিষয় আলোচনা ও পুনরায় তদ্বিষয়ে বক্তৃতা শুনিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে পুনরায় আহ্বান করেন। তিনি এখানে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর দত্ত মহাশয়ের বাটীতে দ্বারে আর্য্যধর্ম্ম বিষয়িণী আর একটী বক্তৃতা করেন। পূর্ব্বাপেক্ষা এবার শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। বক্তৃতাটীও পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের মন আকর্ষণ করিয়াছিল, কেন না বক্তৃতার সময়ে অনেককেই ভাবে গদগদ হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছি। সোমবার প্রাতঃকালে বালক চরিত্র সংগঠনী সভা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি একটী নীতিগর্ভ বক্তৃতা করেন। সে সভায় কেবল বালকগণ নহে তাহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মধ্যে অনেকেই এবং অন্যান্য অনেক যুবক উপস্থিত ছিলেন। বালকগণকে নীতি উপদেশ দিবার সময় তিনি বালকগণের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের যে কি কর্ত্তব্য তাহা উত্তেজনা পূর্ণ বাক্যে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই দিনেই আবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় স্কুলের ছাত্রসভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বক্তৃতা করিবার জন্য গমন করেন। এখানকার কতক ভদ্রলোক তাঁহার বক্তৃতায় এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে দানাপুর এখান হইতে ছয় মাইল হইলেও তাঁহারা উহাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। সে বক্তৃতাও সন্তোষজনক হইয়াছিল। অনন্তর এপ্রদেশীয় ভদ্রলোক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মঙ্গলবার অপরাহ্ণে হিন্দীভাষায় আর একটী বক্তৃতা করেন। এখানকার কৃতবিদ্য অধিকাংশ যুবক এ স্থলে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ আশাতীত

ছিলাভ করিয়াছেন। অদ্য বেলা তৃতীয় প্রহরের
য় তিনি এখান হইতে মুঙ্গের যাত্রা করিয়াছেন।
ম মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার মঙ্গল বিধান ও
র্গধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিউন
ই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।"

এবার সাত জন পুনাবাসিনী প্রবেশিকা পরীক্ষা
ন করিয়াছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর য়ুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি নিম্নলিখিত
প প্রেসিডেন্সি বিভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া
বে যথা:—

২৪ পরগণার ৪ টী, নদীয়ার ৩, যশোহরে ৩
নার ১, মুর্শিদাবাদে ২ টী।

কুইন্স ল্যাণ্ডের চা-করেরা মহা বিভ্রাটে পড়ি
ছেন। তাঁহারা সিংহলের অনূন পাঁচশত
করে ভুলাইয়া কুলি শ্রেণীভুক্ত করিয়া তথায়
য়া যান, কিন্তু এখন তাহারা কাজ করিতে চাহি-
ছে না। তাহারা কাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া
স্থান দিয়া যাইবার সময়ে কতকগুলি সাহেব
াদিগকে যাইতে নিষেধ করেন, তাহারা ভ্রূক্ষেপ
করাতে সাহেবেরা কুপিত হইয়া যেমন বলপূর্ব্বক
াদিগের গতিরোধ করিবার চেষ্টা পান অমনি
রা তাহাদিগকে জোরা মারিতে উদ্যত হয়,
হবেরা পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

মিসর যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরাজ ও ফরাসীতে গলাগলি
ছিল, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন মিসর
াদিগের হস্তগত হইলে কিছু ভাগ পাইবেন
ইংরাজেরা তাহাতে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করাতে
রা বড় চটিয়া যান। এত দিন নানা প্রকার
ক্তি প্রকাশ করিতে ছিলেন, এখন ম্যাডাগাস্কর
ক্ষ করিয়া স্বয়ং বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছেন।
থায় ম্যাডাগাস্কর হইতে দুই জন ইংরাজ দূত
বিষয়ের মীমাংসার জন্য পারিসে গিয়াছিলেন।
পর কথোপকথনের পর তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহা
কে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বলেন, কিন্তু
রা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করাতে যে
টলে তাঁহারা আগ্রহ গ্রহণ করিয়া ছিলেন সেই
টলের অধ্যক্ষ তাঁহাদিগের পতাকাদি কাড়িয়া
য়া লেন। দূত দ্বয় এই গোলযোগ দর্শন করিয়া
ন প্রত্যাগত হইয়াছেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্টও
কে ভারতসাগরস্থ রণতরীর অধ্যক্ষকে রণসজ্জার
দেশ দিয়াছেন; সিগল নামক যে বৃহৎ
াজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল
কে ম্যাডাগাস্করে যাইতে আদেশ
ছেন।

স্পেক্টেটর শুনিয়াছেন আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট
ণর বিভাগ উমলন সাহেব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের
প্রকাশ্য পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। পরীক্ষায় যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন তাঁহারাই ভবিষ্যতে কর্ম্ম খালী হইলে পদ প্রাপ্ত হইবেন। অনুরোধে আর কেহ হাকিম হইতে পারিবেন না।

আমরা পুরাণে সৌতি শৌনকাদি সংবাদ শুনিতে পাই, এখন পার্লিয়ামেণ্টে সেইরূপ কেহ প্রশ্ন করেন কেহ বা তাহার উত্তর দেন এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। পুরাণ বক্তা ও শ্রোতারা অধিকাংশ সময় ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন ও তাহার মীমাংসা করিতেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সেইরূপ ধর্ম্মসংক্রান্তই অধিকাংশ প্রস্তাব উপস্থিত হয়। পাঠক মনে করিবেন না যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম বা হিন্দু ধর্ম্মের কথা কহিতেছি। আমরা রাজধর্ম্মেরই কথা কহিতেছি। ওডনেল সাহেব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইংলণ্ডজাত কোন ব্যক্তি কোন গুরুতর অপরাধ করিলে এক জন জজ জুরী না লইয়া তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারেন কি না? লার্ড হার্টিংটন যে প্রকার উত্তর দান করিলেন তাহার পর যেরূপ কথোপকথন হইলে তদ্দ্বারা প্রমাণ হইল একজন জজ জুরী না লইয়া ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার করিতে পারেন না। কিন্তু এদেশীয়ের বিচার করিতে পারেন কারণ এদেশীয়ের বিচারকালে যে আসেসর সঙ্গে দেওয়া হয় তাঁহারা অনায়ত্ত করিলেও জজ স্ব ইচ্ছায় তাহার দণ্ড দান করিতে পারেন। তাহা হইলে ফলে হইল জুরী ব্যতিরেকে ইউরোপীয়ের অপরাধের বিচার হয় না কিন্তু এদেশীয়ের জুরী ব্যতিরেকে বিচার হয়। মধ্যে মধ্যে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় এই সকল বিষয়ের আন্দোলন হয় এটী প্রার্থনীয়। পৌরাণিক ঋষিরা প্রশ্নোত্তর দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের যে প্রকার সংস্কার করিয়াছিলেন পার্লিয়ামেণ্টে এই সকল প্রশ্নোত্তর দ্বারা সেইরূপ ইংলণ্ডীয় রাজধর্ম্মের সংস্কার সম্ভাবনা আছে, ইংলণ্ডের রাজধর্ম্মে আজও অনেক গলদ আছে দেখা যাইতেছে অতএব সে গুলি ধৌত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সে গুলি যাবৎ ধৌত না হইতেছে তাবৎ ইংলণ্ডের রাজধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে রাজধর্ম্ম বলিয়া অভিনন্দিত হইতে পারে না।

আমাদের সারণস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে পাটনার বড়টচ রেল কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সোণপুর হইতে হাতুয়া পর্য্যন্ত মৃত্তিকার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই কার্য্যের দ্রুতগতি দেখিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে যে এই রেল পথ অত্যল্পকাল মধ্যে প্রস্তুত হইবে। শুনিতেছি হাতুয়া পর্য্যন্ত যাহাতে সত্বর রেল গাড়ি গমনাগমন করে, হাতুয়ারাজের ভবিষয়ে আন্তরিক যত্ন আছে, তিনি সম্পূর্ণ সাহ
ধানেও উৎসুক। চম্পারণ জেলাতে বেথিয়ারাজ
যত ভূমি রেলপথে পতিত হইয়াছে, বেথিয়ার ম
রাজ তাহার মূল্য গ্রহণ করেন নাই, এখন হাতু
রাজও কি উক্ত দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবেন না

আমাদের ভাগলপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া
"আজ কাল এখানে মহা ধুম পড়িয়া গিয়া
তিন স্থানে তিনটী বাঁশের গেট প্রস্তুত হইতে
সহরের মধ্যস্থল লাটগঞ্জ হইতে উমতী নালার স
পর্য্যন্ত আলো দেওয়া হইবে, তাহার বন্দোবস্ত
তেছে। রাস্তার দুই ধারের বাড়ীতে চুণকাম
ধার অনুমতি হইয়া গিয়াছে। মহা আড়ম্বর। ব্য
রটা কি শুনিবেন? এখানে নাগপুর হইতে
কমিশনর আসিয়া বার্ষিক লেন্ডি করিবেন, এব
পদার্পণ করিয়া নগরটীকে পবিত্র করিবেন; ন
বাসিদিগকে স্বর্গের সুখ; দেবতা দর্শনের সুখ
যত কিছু সুখ সকলই দিবেন। তিনি এখান
স্বর্গের ইন্দ্র একমাত্র মর্ত্ত্যের সম্রাট, পাত
বাহুকি,—কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তাঁহারই অভ্যা
নগরবাসিরা শরীরের রক্ত দিয়া রাজভক্তির
স্বরূপ এই সমস্ত আলো দেওয়া অগ্নিক্রীড়
আরও কত শত অনুষ্ঠান করিতেছেন।

নগরে একদল বদমায়েসের আড্ডা আ
তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া জুয়া খেলেন। এই উন
শতাব্দীতে এই সুসভ্য ইংরাজ রাজত্বে জুয়া খে
য়াড়েরা কেমন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বা
গ্রহ পাইয়া থাকে, তাহা শুনিলে আপনারা আশ্চ
খিত হইবেন সন্দেহ নাই। উক্ত আড্ডার
অনেক চেলা আছেন। তাঁহারা প্রকাশ্য
বসিয়া জুয়া খেলেন। পুলিষ দেখিয়াও দে
পান না। নগরে তাঁহার আধিপত্য ও ক্ষমতা
কে? তিনি অতিশয় রাজভক্ত সুতরাং গবর্ণমে
প্রিয় পাত্র। গত বৎসর এই সময়ে যখন
কমিশনর আসেন, তিনি নিজের ব্যয়ে না
হইতে উমতী পর্য্যন্ত রাস্তার দুই ধারে বাঁশ পু
তাহাতে কদলীবৃক্ষ আম্রপল্লব ও এক এক কে
সিন ল্যাম্প লাগাইয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দে
লেন। চীফ কমিশনর যখন লেন্ডীতে বসি
তখন তাঁহাকে শুনান হইল, নগরে একজন
রাজভক্ত প্রজা আছে, সে নিজের ব্যয়ে এই স
রোসনাই করিয়াছে। কাজেই তাঁহার সম্মান বা
অথাগমেরও পথ অপ্রতিহত রহিল। এব
দেখিলাম, তিনি মদগর্ব্বিতভাবে দলবল ক
চলিতেছেন, কোথাও গেট করিতে কোথাও
পুতিতে হুকুম দিতেছেন। ধন্য অর্থ! হায়!
পুরুষেরা সকলেই কি কাণা ও কালা হইলেন?

এখানকার সকলেই রাজভক্ত! বড় লোকদের কথাই নাই। মেথর ভিস্তি ও অন্যান্য গরিব কারিগরেরাও রাজভক্ত। এই রোসনাই এবং টাউনহল (যেখানে লেডী হইবে) তাহা সাজান ইত্যাদি সকল কার্য্যই তাহারা বিনামূল্যে নিজের শরীরের রক্ত দিয়া না খাইয়া সম্পন্ন করিবে। ঊক্ত আড্ডাধারির কর্ম্মচারিরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের উপর হুকুম চালাইবেন, কাজ শীঘ্র না হইলে মারিবেন ও সর্ব্বপ্রকার পীড়ন করিবেন। ওঁহোর কি রাজভক্তি! কি সদাশয়তা! কি উচ্চ মনস্কতা! বঙ্গের পাঠক আপনারা শিখুন! এইরূপে রাজভক্তি দেখাইতে হয়।

আমাদের মোকামস্থ সংবাদ দাতা লিখিতেছেন গত ২৬ ডিসেম্বর লক্ষীসরাই ও সমহিয়া ষ্টেষনের মধ্যস্থলে হলধর পুলের নিকট এক ব্যক্তি গাড়িতে কাটা পড়িয়াছে। এব্যক্তি কোন্ গ্রামবাসী, কোন্ জাতি বা কোন্ গাড়িতে কাটা পড়িয়াছে, তাহার কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যায় নাই। অবশেষে ইঁহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিবার জন্য জামালপুর রেলওয়ে ডাক্তারখানায় পাঠান হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে গার্ড ও ড্রাইভার ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই।"

আসামের যে কুলি আইন লইয়া এত আন্দোলন হইয়াছিল এবং আন্দোলন সত্ত্বেও যাহা পাশ হইয়া গিয়াছিল, এক দিনে জানা গেল, সেই আইন সকল চা-বাগানের ম্যানেজারের মনোমত হয় নাই। এই জন্য তাঁহারা ১৮৫৯ অব্দের ১৩ আইন অনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এদিকে গবর্ণমেণ্ট এই শেষোক্ত আইনের যে অংশে আসামের কথা আছে সেই অংশটুকু বাদ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। চা করদিগের সভার সম্পাদক গবর্ণমেণ্টের আইন বিভাগের মন্ত্রীকে লিখিয়াছেন যে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে যেন তাঁহাদের মতামত প্রদান করিবার সময় দেওয়া হয়। সার্ব চেলমার্স বাহাদুর তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। কেবল যে চা-করদিগের মত লওয়া হইবাছে এমত নহে যাঁহাদের এই বিষয়ে কোন প্রকার স্বার্থ আছে তাহাদের মত আদরে গ্রাহ্য হইবে।

ভারতবর্ষে যে সকল রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদিগের নির্ম্মিত সমস্ত ৯৩ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩০ কোটি টাকা মূল্যের লৌহ বিলাত হইতে আমদানি করা হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে টাকা কমিসনের অন্যতম কমিসনর কর্ণেল সাহেব বিহারের বিদ্যালয় সমূহের স্কুল ইনস্পেক্টার হইবেন এবং রো সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

গোলাম মহম্মদ খাঁ কাবুলের আমীরের নিকট হইতে উপঢৌকনাদি লইয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আমীর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলকে যে ২০ টী অশ্ব দিয়াছেন তিনি তাহা বিক্রয়ের আদেশ দিয়াছেন। যথা লাভ।

পাঞ্চুয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব সিংহ মহাশয় এখানকার পুলিসের সব ইনস্পেক্টার হইয়া আসিয়াছেন। বেণীবাবু অমায়িক ও কৃতবিদ্য লোক পুলিসের কার্য্যে ইঁহার ক্রমশই পারদর্শিতা জন্মিতেছে। পুলিস বিভাগে যতই কৃতবিদ্য লোক প্রবেশ করিবে ততই লোকের প্রতি অত্যাচারের হ্রাস হইয়া আসিবে।

যেরূপ ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের ষ্টেষন সমূহে পদ্মার ঈলিশ মৎস্য আমদানী হইয়া থাকে সেইরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে পাণ্ডুয়া প্রভৃতি ষ্টেষনে রুই কাতলাদি মৎস্যের আমদানী হয়। ঐ সকল মৎস্য যখন পাণ্ডুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেগুলি সম্পূর্ণরূপে পচিয়া যায় এবং তাহা হইতে অতি দুর্গন্ধ বহির্গত হয়। পরে ঐ সকল মৎস্য সস্তাদরে পাণ্ডুয়ার হাট বাজারে বিক্রয় হয়। পচা মৎস্য বিসূচিকা রোগের অন্যতর কারণ। আজ কাল প্রায় সকল স্থানেই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইতেছে আমরা ভরসা করি হুগলির সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর সাহেবগঞ্জ হইতে পচা মৎস্যের আমদানী পাণ্ডুয়ায় না হয় তাহার বিধান করিবেন।"

ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের চীফ কমিশনর সর্ব্বাগ্রেই নাকি তাঁহার শাসনাধীন স্থান সমূহের প্রজা বর্গকে সরকারী নূতন ব্যবস্থাদি জানাইতে উৎসুক হইয়াছেন। আইন প্রণেতা ঈলবার্ট সাহেবও এই উদ্দেশ্যে একটী আইন প্রণয়ন করিতেছেন, কমিশনর সাহেব একখানি দেশীয় ও একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে গবর্ণমেণ্টের কল্পিত বিষয় প্রকাশ করিয়া দিবেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে দেশের লোকের মত কি তাহা সংবাদ পত্রের লিখিত প্রবন্ধ এবং সভাদি হইতে প্রেরিত দরখাস্ত দ্বারা সংগ্রহ করিবেন।

কিঞ্চিৎ আঙ্গুরের রসে পাউডারীত শাঁস ভিজাইয়া পুল্টীসের ন্যায় প্রলেপ দিলে এক দিনেই পায়ের কড়া আরোগ্য হয়। গালের ঘা সারে না?

অসবরণ বেফিল্ড নামক একজন চিকিৎসক বলেন নারিকেল তৈলের ধূম নিশ্বাসের সহিত টানিয়া লইলে যক্ষ্মারোগ ভাল হয়। পরীক্ষা করা উচিত।

রেঙ্গুনে মান্দ্রাজের যে সকল হিন্দু আছেন, তাঁহারা একটী হিতব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। যাহারা বিদেশে গিয়া অর্থাভাবে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিতেছে না ও যাহারা অর্থাভাবে মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না, তাহাদিগকেই অর্থসাহায্য করা ইঁহাদিগের উদ্দেশ্য। এতন্নিমিত্ত তাঁহারা একটী সভাও করিয়াছেন। এরূপ সভা সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইলে একটী মহৎ মঙ্গলকার্য্য সাধিত হয়।

১৮৮৩ অব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সোমবার বেলা দশ ঘটিকার সময়ে আজমীর, এলাহাবাদ, বারাণসী, দার্জিলিঙ, হাবড়া, ইন্দৌর, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, মূলতান, আবু পাহাড়, নাগপুর, পুনা, রেঙ্গুন, রাউলপিণ্ডি, সৈয়দপুর, সেকেন্দরাবাদ, শিমলা ও সিলেট পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের বাহ্যিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। যিনি ইহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন তাঁহারই পদোন্নতি হইবে।

বোধ হয় আমাদের পাঠকগণের স্মরণ আছে, গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যখন যে আইন হউক, তাহার পাণ্ডুলিপি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া বিস্তারিতরূপে সাধারণের গোচর করা হইবে। বঙ্গভাষায় অনুবাদিত এতৎসংক্রান্ত একখানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, এই পত্রখানি দেখিয়া আমরা বিবিধ আনন্দ লাভ করিলাম। প্রথম, গবর্ণমেণ্ট নিজকৃত প্রতিজ্ঞা পালনে উদাসীন নহেন। দ্বিতীয়, অনুবাদ গুলি এখন বোধগম্য হইতে চলিল, পূর্ব্বে এগুলি একপ্রকার হেয়ালি ছিল।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত বেলারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার দিনে একজন পরীক্ষার্থীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কমিষ্ঠের হইয়া পরীক্ষা দিতে আরম্ভ করে, এ ব্যক্তি বি, এ পড়িতেছিল কিন্তু পরীক্ষকেরা তাহাকে চিনিতে পারিয়া ধৃত করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু সে এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া এরূপ লুক্কায়িত হইয়াছে যে, কেহই তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পায় নাই, মান্দ্রাজের গবর্ণর সাহেব এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের উভয় ভ্রাতাকেই ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উপস্থিত অথবা কোনপ্রকার সরকারী কার্য্য দিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট জেনেরল পেন সাহেব প্রত্যাগত হইয়া নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করাতে ফিলিপ্স সাহেব ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেলের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

১৮৮১ অব্দে ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৫০৪৬ জন লোক কারারুদ্ধ হয়। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ৩৩৬৭১৮ জন কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল, ইহাদিগের নির্ম্মিত গতবর্ষে ৪৭৯৯৬৭২ ও তৎপূর্ব্ব বর্ষে ৫৩৩৩১৮ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু গতবর্ষে কয়েদীদিগের প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয়ে ৩৬০৭৯১০ টাকা আয় হয়। পূর্ব্ববর্ষে ৩৬০৩৯৭৭ টাকা আয় হইয়াছিল।

...ইটগঞ্জ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "ভায়...ারবারের অন্তর্গত ইটগঞ্জ হাটের উপর ...স্থ চোরের উপদ্রব হইয়াছে। ব্যবসাদারেরা ...াতে সুখে ...ইতে পারে না। ২।৩ ...সর মধ্যে হাটের ...র ২।৩টী চুরী হইয়া ...ছে। কাহার মাথা ...া ডিসেম্বর রাত্রিতে পোষ্ট ...ফসের নিকটবর্ত্তী ৭ই ডিসেম্বর ২ টী লবণের ...ল চুরী হয়। ...া আসিয়া পোষ্ট আফিসের ...র বিষয় করুণ করিয়া লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ...খা চোরের গতিরোধ করিতে বা চোরাই মাল ...াও কিছুই করিতে পারিলেন না। বোধ হয় ...ীদারের সমবেদনাশূন্যতা বশতঃ হাটের উপর ...ুলিসের চুরী হইতেছে।

...এখানে ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে। ...র লোক মরিতেছে। গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা ...ত। এ দেশে প্রতি বৎসর উড়িয়ারা এই ...য়ে খাটিতে আসে। তাহারাই তাহাদিগকে ...মই আক্রমণ করে, পরে দেশব্যাপী হয়। কোন ...র এইরূপে প্রাণত্যাগ করিলে তাহাকে অন্যান্য ...লে খালে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করে। তোয়ার ...টাইবার সময়ে মৃতদেহ একবার এ দিক একবার ...ক যাতায়াত করিয়া থাকে, ইহাতে সাপের ...ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কেহ কেহ বা ভয় ...মাধে খাত খনন করিয়া মৃতদেহ প্রোথিত ...। কিন্তু শৃগাল ও কুক্কুরে সেই মৃতদেহ বাহির ...রা ভক্ষণ করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় অমঙ্গল ...মঙ্গল নাই। যাহাতে মৃতদেহে কেহ খালে ...ক্ষেপ করিতে না পারে তাহার উপায়বিধান করা ...তোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে। যাহাতে সকলে মৃত ...পোড়াইয়া ফেলে, এরূপ আদেশ প্রচারিত হইলে ...হয়। এ বিষয়ে ডায়মণ্ডহারবরের সুযোগ্য ...টী মাজিষ্ট্রেটর মনোযোগী হওয়া উচিত।

১৭ ই ডিসেম্বর ডায়মণ্ডহারবরের ডেপুটী বাবুর ...ষে চুরী হইয়া গিয়াছে, চোরেরা ধৃত হই...ছে।"

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—বর্দ্ধমান ...ার অন্তঃপাতী কাটোয়া সব ডিবিজনের অধীন ...ড়গ্রাম থানার অধীন পাণ্ডুগ্রামে শুভাগোয়ালিনী ...ম একটী স্ত্রী লোক বাস করে। তাহার দুই ...রা আছে। শুভ্রধা একটী কন্যার একবার বিবাহ ...। হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈঁচির নিকট ...তনে গ্রামে কোন এক গোয়ালিনীর জাতি...র সহিত সেই কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ ...ছে।

পাণ্ডুগ্রামের নিকট দখিয়া নামক একটী গ্রাম ...ছে। ঐ গ্রামে কুণ্ড নামে এক জন হাড়ি বাস করে। উহার ৯ বৎসর বয়স্কা একটী কন্যা আছে। ঐ কন্যার সহিত হুগলী জেলার উক্ত হাতিনে গ্রাম-নিবাসী শ্রীভৈরব ঘোষের বিবাহ হয়। কুণ্ড পূর্ব্বে বৈষ্ণব ছিল পরে হাড়ি হয়। এই কন্যা আমার আতার উপপত্নীর গর্ভজাত। পাণ্ডুগ্রাম নিবাসী ধনকিশোর ঘোষ বিবাহের প্রধান উদ্যোগী। গোপনে গোপনে বিবাহের কথাবার্ত্তা সমুদায় স্থির হইলে হাতিনে নিবাসী ভৈরব ঘোষ কয়েক জন লোক সমভিব্যাহারে ধনকিশোর ঘোষের বাটীতে বিবাহ করিতে আইসে। ধনকিশোর নিজ বাটীর কিঞ্চিৎ দূর জগমোহন রায়ের বাটীতে তাহাদিগকে বাসা দেয়। উহারা কন্যার সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে ধন-কিশোর ঘোষ উহাদিগকে কহে যে গ্রামের গোমস্তা আমার নিকট ১৫০ টাকা পাইবে। তোমরা বিবাহ করিতে আসিয়াছ জানিতে পারিলে আমার নিকট হইতে সমুদায় টাকা আদায় করিয়া লইবে সুতরাং তোমাদের বিবাহ হওয়া ভার হইয়া পড়িবে। অতএব তোমরা বিবাহের বিষয় গোপন করিয়া কন্যার বিষয় জানিতে পার। এমতে তাহারা জয়ে কেবল মাত্র উক্ত জগমোহন রায়ের পুত্র নবীনচন্দ্র রায়কে কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করে। নবীন কহে জল পতী গ্রামে কৃষ্ণমোহন ধনকিশোরের পিসতুতো ভাইয়ের এক কন্যা আছে। সেই কন্যা মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া থাকে। এই কথাতে বিশ্বাস করিয়া উহারা বিবাহ করে। পাত্র ও অপরাপর লোক দুই দিন তাহাদের বাটীতে ছিল। ইতিমধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নামক গ্রামবাসী এক ভদ্রলোক নবীনের বাড়ী বেড়াইতে যায় এবং উহাদিগকে দেখিয়া সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করে। ধনকিশোর ঘোষের উপদেশ মতে কহে আমরা কন্যা দেখিতে আসিয়াছি। পরে কন্যাকর্ত্তা ধনকিশোর ঘোষের বাড়ীতে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। জলসতী নিবাসী বহুবিবাহী গোস্বামী পৌরোহিত্যকার্য্য করেন। বিবাহের রাত্রি ভোর হইলে ধনকিশোর পাত্র কন্যা বিদায় করে। কুণ্ড হাড়ি আপন কন্যা সহ হাতিনে যায়। তথায় ১১ দিন থাকিয়া বাটী আইসে। ভৈরব ঘোষ জ্ঞাতিগণকে ভোজ দেয় এবং কন্যাকেও কিছু অলঙ্কারাদি দিয়াছিল। তৎপরে সে স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া পরদিনই শ্বশুরবাড়ী আইসে। ধনকিশোর কহে তোমার শ্বশুর কন্যাসহ আপন বাটী জলসতী গিয়াছে। ভৈরব ঘোষ বাড়ী ফিরিয়া এলে ধনকিশোর ঘোষ পত্র লেখে যে কন্যার মাতুলালয় কান্দিতে ওলা-উঠায় মৃত্যু হইয়াছে। ভৈরব অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কান্দিতে যায় কিন্তু জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্টরীতে প্রকাশ সেই দিন কেবল ৮০ বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলো-কের মৃত্যু হইয়াছে। ভৈরব বহু অনুসন্ধানে কিছুই জানিতে না পারিয়া হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রে নিকটে মকদ্দমা রুজু করিয়াছে। মকদ্দমার ফল হয় পরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কেতুগ্রামের অধীন খেঁ বান্দার গোমস্তাকে কতকগুলি দুর্দ্দান্ত প্রজা হ করিয়াছে। শুনা যায় গোমস্তার অত্যাচারই এ বিনাশের হেতু। গোমস্তা নানাপ্রকারে এ পীড়ন করিতেন। মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই। পু যের অনুসন্ধানে কোনরূপ ফল না হওয়ায় গবর্ণমে হত্যাকারিদিগকে যে ধরিয়া দিবে তাহাকে পুর দেওয়া হইবে এইরূপ ঘোষণা করিতে চৌদ্দ আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাদের স কেই কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট দায়রা সো করিয়াছেন।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

শ্রীযুত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ...মোহন ঘোষ ১৮৮০ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্ট কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুত জে. এম. কেম্পবেল সাহেবের এচ, এম ট... ডপলীয় আর কার্য্যেরম্ভ ... বঙ্গাব্দ ১৭ ... মাকসদ মুর্শিদাবাদের বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় ১৮৮৭ অব্দের ১২ আ ১১, ২৩, ২৫, ৩১ ও ৩২ ধারানুসারে কালেক্টরের কার্য্য দেন।

বঙ্গাব্দ ১২৮৯ সনের ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল হক জন ...ড়িতে বন্দী হইলেন।

এল, পি, সেণ্ডিস পাটনা সহর প্রেসের আসিষ্টাণ্ট মাজি কালেক্টার হইলেন এবং পাটনার আসিষ্টাণ্ট মাজি কালেক্টার ডবলু থিওফিলস ডাইরেক্টার বন্দী হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেসন।

গত ১৪ ই অক্টোবর মোরাদাবাদস্থ সাউথ হ সায়ার রেজিমেণ্টের হকিন্স নামক একজন ই ইক্ষু বিক্রেতা হোসেন বক্স নামক এক ব্য প্রাণবধের জন্য অভিযুক্ত হইয়া বিচারার্থ কোর্টে উপস্থিত হইয়াছে। মকদ্দমার বিবরণ লিখিত হইল।

১৪ ই অক্টোবর দিন জন এ দেশীয় মিবটের রাস্তার ধারে ইক্ষু বিক্রয় করিতেছিল।

। ৫ জন গোরা শীকার এবং মৎস্য গৃহীত করণার্থ
ক হইতে অবসর গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে
াধীর এবং আর এক জনের বন্দুক ছিল।
ারা দুই দলে বিভক্ত হয়; প্রথম দলের
াকে ঐ ইক্ষু বিক্রেতাদের নিকট হইতে এক
ণ্ডি ইক্ষু লইয়া গেল। দ্বিতীয় দল ঐ পত্র
ন্ধন করিতে গিয়া বাধা পাইল, কারণ হোসেন
এবার ছাড়িল না, তখন হকিন্স সাহেব কুপিত
া বন্দুক দ্বারা হতভাগ্যের কক্ষ এবং চিবুকে
ল দারুণ জোরে আঘাত করে যে সে মাটিতে
ত হয় ও তাহার মস্তক ভাঙ্গিয়া যায়। তখা
ত তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া
এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে তাহার
হয়।

সাক্ষী এলাহি বক্স বলিল যে, মোরাদাবাদের
একজন ইক্ষুবিক্রেতা, হোসেন বক্সকে সে জানে,
ঐ দ্রব্য ব্যবসায়ী। গত ১৪ ই অক্টোবর সন্ধ্যার
কালে তাহারা সকলে মিরটের রাস্তায় ইক্ষু
ক্রয় করিতেছিল। প্রথমে তিন জন গোরা
সিয়া প্রত্যেকে এক এক গাছি ইক্ষু লইয়া চলিয়া
ল; তাহার পর আবার দুই জন আসিয়া
প করিল, কিন্তু এবার হোসেন বক্স তাহার
ছাড়িল না। এলাহি বক্স তাহার পশ্চাতে
ল, সে তাহাকে চাড়িয়া দিতে বলিল, কিন্তু
তাহা করিল না, তখন আর এক জন গোরা
হাকে বন্দুকের গোড়া দ্বারা প্রহার করিল,
পড়িয়া গেল, কিন্তু ক্ষান্ত হয় নাই। ঐ
রা সর্দার উল্লা তাহার পর হোসেন বক্সকে
হার করে। হোসেন বক্স মাটিতে পড়িয়া যায়
কাহাকেও আক্রমণ করে নাই। সেই সময়ে
ারা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যে
রা ইক্ষু খরিদ করিয়াছিল সে কাহাকেও প্রহার করে
ই। একজন গোরা সকলকে প্রহার করে, কিন্তু
ক্ষী তাহাকে চিনিতে পারে না, কারণ তখন
কার হইয়াছিল। এলাহি হোসেনের নিকট
হইয়া দেখে যে সে বেন বন্ধ নিশ্বাস ফেলিতেছে।
সিকা হইতে রক্ত পড়িতেছে এবং বমনও করি-
ছে। আর একজন সাক্ষী সর্দার উল্লা। সেও
রিকল ঐরূপ বলিল, তাহার পর এলাহি বক্সের
ত্রী চেদি বলিল, যে দিন হোসেন বক্সকে একজন
ারা প্রহার করে, সে তাহা জানে। ঐ গোরা
হাকে এলাহি ও হোসেন এবং সর্দার উল্লাকে বন্দু-
কের গোড়া দ্বারা প্রহার করে। গোরারা ব্যারা-
কের দিকে চলিয়া গেলে হোসেন বক্সের নিকট
হইয়া দেখে সে "বেহুস" হইয়া পড়িয়া আছে
এবং নাসিকা হইতে রক্ত পড়িতেছে। যে গোরা
প্রহার করিয়াছিল তাহাকে সে চিনিয়া দিতে পারে না
৫ জন গোরার মধ্যে তিন জনের হস্তে ছিপ ছিল,
আর দুই জনের নিকট বন্দুক ছিল। অপরাধীর
উকীল জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, এই ঘটনার দুই
দিবস পরে তাহাকে ব্যারাকে যাইতে হয় এবং
কোন্ গোরা তাহাদের প্রহার করে তাহা চিনিয়া
দিতে বলে। প্রথম বারে যখন সৈনাদিগকে সারি
বাঁধিয়া দাঁড়াইতে বলা হয়, তাহার মধ্যে সে কাহাকেও
চিনিতে পারে নাই, দ্বিতীয় বারে যে কয়েক জনকে
দেখান হয় তাহার মধ্যে সিমন্স নামক এক জন
গোরাকে দেখাইয়া বলে যে ইহার ন্যায় এক জন
গোরা তাহাদের আহত করে, কিন্তু সে গ্যালাঘারকে
দেখাইয়া বলে নাই যে আঘাতকারী ইহার মত হইবে
কেবল বলে সে ইহার মত স্থূল। অপরাধীর এক জন
সঙ্গী গ্যালাঘার এইরূপ সাক্ষ্য দেয় যে গত ১৪ ই
অক্টোবর তাহারা ৫ জন শীকার এবং মৎস্যাহরণার্থ
ব্যারাক হইতে বহির্গত হয়। নদীতে আসিয়া সে
রোচ এবং ব্যালাড মৎস্য ধরিতে লাগিল, অপরাধী
এবং লিভার শীকারের জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করিল।
সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা সকলে একত্র হইয়া ব্যারাকের
দিকে অগ্রসর হইল, সেই সময়ে তাহার এবং
হকিন্সের হস্তে বন্দুক ছিল। অর্দ্ধেক পথ আসিয়া
তাহার বন্দুক হোচকে দিল। পথিমধ্যে সে কাহা-
কেও ইক্ষু বিক্রয় করিতে দেখে নাই, তবে কয়েক
জন এ দেশবাসী অগ্নির চতুর্দ্দিকে বসিয়াছিল। সে
রোচ এবং হকিন্স অগ্রগামী হয়, লিভার এবং
ব্যালর্ড পশ্চাতে ছিল। তাহাদের প্রত্যাগমন
কালীন হকিন্স প্রথম এক জনকে তৎপরে আর
এক জনকে বন্দুকের কুদো দ্বারা আঘাত করিয়া
ফেলিয়া দেয়। যে প্রথম আঘাত পায়, সে চীৎকার
করিয়া প্রস্থান করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি মাটিতে
পড়িয়া থাকিল। ইহা দেখিয়া রোচ দৌড়িল সেও
তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হয়; কিয়ৎক্ষণ পরে হকিন্স
তাহাদের সহিত আসিয়া মিলিল এবং তাহারা
সকলে রাত্রি ৭ টার সময় ব্যারাকে আসিয়া উপস্থিত
হয়। সে দিন তাহারা ঐ কয়েক জন ব্যতীত আর
কোন শীকার করিতে যায় নাই। অপর পক্ষের
উকীল জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে যখন চেদি
আসিয়া তাহাকে চিনিয়া দেয়, তাহার এক ঘণ্টা
পরে সে একজন সারজেণ্টকে বলে যে, হকিন্স
এক জন এ দেশীয়কে আহত করিয়াছে। অপ
রাধীর সহিত ইহার যে কোন মনান্তর ছিল না তাহা
এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে। তদনন্তর মোরাদা
বাদের সিবিল সার্জ্জন হোসেন বক্সের শরীর পরীক্ষা
করিয়া এইরূপ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁহার কথা সম্পূর্ণ
প্রতীত হইয়াছে, মৃত ব্যক্তিকে বন্দুকের কুদো দ্বারা
আঘাত করা হইয়াছিল। এ কথা মিথ্যা নহে যে
বন্দুকেরও দ্বারা কেবল সজোরেই ধাক্কা দেওয়া
হয়, মারাও হইয় ছিল। মৃত ব্যক্তির শরীরের
অবস্থা এরূপ ছিল না যে, সামান্য আঘাতে তাহার
মৃত্যু হয়। সর্ব্বশেষে উভয় পক্ষের ব্যারিষ্টার এবং
উকীল জুরিদিগকে আপন আপন বক্তব্য বিষয়
বলিলেন, তাহার পর মান্য বিচারপতি সকল বিষয়
বিশদ করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু
জুরিগণ অপরাধীকে কোন প্রকারে দোষী দেখিলেন
না, সুতরাং হকিন্স হাস্যমুখে স্বীয় সঙ্গীদলে
আসিয়া মিলিত হইল।

আমাদের বোধ হয় জুরিরা সন্দেহ করিয়া হকি-
ন্সকে ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহারা গ্যালাঘারের কথায়
প্রত্যয় করিলেন না, যাহা হউক সকল বিষয়
তাঁহাদের বিবেচনার উপর নির্ভর করে, কিন্তু তাঁহা-
দের ঈদৃশ সিদ্ধান্ত দেখিয়া পাওনিয়র মুক্তকণ্ঠে
বলিয়াছেন যে, জুরিদিগের এরূপ ব্যবহারে নিঃসন্দেহ
ইংরাজ সম্প্রদায়ের মস্তক অবনত হইয়াছে। আমরা
এ স্থলে গবর্ণমেণ্টকে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা
করি,—তাঁহারা চক্ষুষ্মান হইয়া আর কত দিন এই
আশঙ্কিত গোরাদিগের অত্যাচার দেখিবেন? ইহারা
যখন শীকারার্থ বহির্গত হইবে, তখন একজন না
একজনের আয়ুঃশেষ করিয়া আসিবে। ইহাদের হৃদয়ে
দয়ার লেশ মাত্র নাই। সুতরাং সহজেই ভয়ানক
কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। এতাদৃশ
ঘটনা যে আজ একটী মাত্র ঘটিল এমন নহে, এরূপ
সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। একজন গোরা হোসেন বক্সকে
মারিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার
অপরাধ কি? গোরারা তাহার বহু কষ্টোপার্জ্জিত
দ্রব্য লইয়া যাইতেছিল, তাহাই সে রক্ষা করিয়াছিল
মাত্র, কিন্তু তাহার কি শোচনীয় পরিণাম হইল তাহা
ত সকলই জানিলেন, অধিক না বলি ইহার একটী
প্রতিবিধান না করিলে মনুষ্যের অমূল্য জীবন রক্ষা
হওয়া ভার।

শাহিপুর।

গত ১৬ ই ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ
ঘটিকার সময়ে সিকেশ্বরী ষ্টীমার-যোগে রাজধানী
বিভাগের কমিশনর মেং জে, ডব্লিউ, হডসার (সি, আই, ই,) সাহেব শাহিপুরে শুভা-
গমন করিয়াছিলেন, এতদুপলক্ষে স্থানীয় পুলিস
প্রাঙ্গণে কয়েকটী পটমণ্ডপ বিস্তৃত ও ৬টী গেট
আম্র শাখা, দেবদারু পত্র পাঁতা ফুল ও পূর্ণ ঘটাদি
দ্বারা পরিশোভিত করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মিউ-
নিসিপল আফিসের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ছয়টার প্রকাণ্ড
শামিয়ানা টাঙ্গাইয়া একটী ক্ষুদ্র সভা ও অন্যান্য

য়োজনীয় আয়োজন করা হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ইডেনসনের পশ্চিম হোটেল হইতে সাহেব ষ্টাচরের আহারোপযোগী কোন খাদ্যাদি ক্রয় রিয়া আনা হয় নাই। রাণাঘাটের বর্ত্তমান পুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার মহাশয় ীয় পুলিস দলে কমিশনর সাহেবকে যথোচিত ান সহকারে অভ্যর্থনা করেন ও আমাদের মিউনিসিপালিটীর অপদার্থ চাইসচেয়ারম্যান বাবু থ গঙ্গোপাধ্যায় ও কয়েক জন কমিশনর এবং ীয় প্রায় যাবতীয় ভদ্রলোক পুলিস স্থানে সমবেত হইয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য অভি ন পূর্ব্বক বাঙ্গালী জাতির চিরপ্রসিদ্ধ রাজভক্তির চয় দেন। কমিশনর সাহেব সিদ্ধেশ্বরী ষ্টীমার ত অবতরণ করিয়া ডেপুটী বাবুর সমভিব্যাহারে া বিধবিনী কথোপকথন করিতে করিতে পুলিস রণে উপস্থিত হন এবং উপস্থিত ভদ্রলোকগণের তিপূর্ণ অভিবাদনে প্রীত হইয়া পটমণ্ডপে প্রবেশ ন। এই সময়ে একদল রণবাদ্যকারী ঐকতান- বাদিত হয়। অনন্তর রজনী অনুমান দশটার য় কমিশনর সাহেব উপস্থিত ভদ্রলোকগণকে যোগ্য সম্মান সহকারে বিদায় করিয়া দিয়া ারম্ভে বিশ্রামশয্যায় শয়ন হন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেব রাত্রির পর প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃক্রিয়া সম্পা পূর্ব্বক ডেপুটী বাবুর সমভিব্যাহারে বাবু শ্যামা- সান্যালের দরখাস্ত লিখিত মিউনিসিপালিটীর ত কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শনার্থ নগর মধ্যে প্রবেশ ন। ঐ সময় নগরের সদর পথ কয়েকটী নরূপ পরিষ্কৃত করাইয়া তদুপরি জল সেচন করা াছিল, কারণ ঐ কয়েকটী পথ দিয়া সম্ভবতঃ শনর সাহেবের গমনাগমনের কথা; কিন্তু র বিষয় এই যে নগরের অন্যান্য পথগুলির া পূর্ব্বরূপ ছিল। সদর রাস্তার যে যে স্থানের স্কাভাবে) বিষ্ণুপঞ্জর বহির্গত হইয়াছিল, শনর সাহেবের শুভাগমনে তৎসমস্ত কষ্টে শ্লিষ্টে রসিয়াব বাবু মৃত্তিকা ও পাঁজার খেস দিয়া ্রা দিয়াছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ সাহেব বাহা- উহা দর্শনমাত্রই বুঝিতে পারেন। তদনন্তর শনর সাহেব আমাদের মিউনিসিপালিটীর ভূত- অনারেবল কমিশনর বাবু যাদবচন্দ্র বন্দ্যো- ায়ের বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যাদব বাবু! আপনি কি সদর রাস্তার সিকি জমী প্রতি চারি টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া ছিলেন?" এই প্রশ্নের ব যাদব বাবু বলিলেন যে " না, সে জমী আমার ছিল, আমি সে সময় কমিশনর ছিলাম, এজন্য উহা মূল্য দিয়া মিউনিসিপালিটীর নিকট ক্রয় করিয়া লইয়াছি। যাদব বাবুর এই উত্তরে কমিশনর সাহেব চমৎকৃত হইলেন এবং ক্রীত জমিটী ভগ্ন ভগ্ন পরিদর্শন পূর্ব্বক অন্যতম কমিশনর বাবু শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে গমন করিলেন। শ্রীরাম বাবু রামনগর পাড়া রাস্তার কিয়দংশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বসতবাটীর পত্তন করেন, এ জন্য সান্যাল বাবু উহা বে-আইনী বলিয়া বঙ্গদেশের ছোট লাট সাহেবের হজুরে দরখাস্ত দেন। সুতরাং কমিশনর সাহেব সেই স্থান পরিদর্শন করিতে বাধ্য হন। অনন্তর উক্ত সাহেব সুভাগড়ের রাস্তা ঘাটাদির শোচনীয় অবস্থা পরিদর্শন করিয়া দরখাস্তকারী বাবু শ্যামাচরণ সান্যালের বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করেন। অনন্তর তিনি সান্যাল মহাশয়ের সহিত মতিগঞ্জ আউট পোষ্ট দেখিতে যান। এই আউট পোষ্টটী স্ত্রী লোকের স্নানের ঘাটের উপর সংস্থাপিত। এজন্য স্থানীয় লোক উহা স্থানান্তরে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান বাবু চন্দ্র-শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে খরচা বাবদী ৬৩ টাকা ধার্য্য করিয়া তুলিয়া দেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত আউট পোষ্টটী অদ্যাপি স্থানান্তরিত হয় নাই। সান্যাল বাবু কমিশনর সাহেবকে ঐ বিষয় বিশদরূপ বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনি কহিলেন যে " আপনারা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলে কাঙ্খিত ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা)। আমি আপ-নাদের প্রদত্ত আউট পোষ্ট স্থানান্তর খরচা বাবদী টাকা কয়েকটী প্রত্যর্পণ করিতে পারি।" এই বলিয়া কমিশনর সাহেব পটমণ্ডপাভিমুখে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া তিনি মিউনিসিপালিটীর যাবতীয় হিসাব পত্রের বহি চাহিয়া লইলেন এবং কয়েক ঘণ্টা যাবৎ তৎসমস্ত বহি তন্ন তন্ন রূপে পরিদর্শন করিয়া বেলা ৩টি প্রহর এক ঘটিকার সময় প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনি মিউনিসিপালিটীর কাছারী ঘরে বসিয়া গরুর গাড়ী রেজেষ্টরীর হিসাব পত্র দেখিতে লাগিলেন, কারণ সান্যাল বাবু দরখাস্তের এক দফায় লিখিয়াছিলেন যে কাট রেজিষ্ট্রার চাইসচেয়ার-ম্যান বাবু প্রত্যেক গরুর গাড়ী রেজিষ্টরী করিয়া এক টাকা এক আনা হিসাবে কি গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু উহার এক টাকা মাত্র গাড়ী রেজেষ্টরী ফারমে জমা দিয়া বক্রী এক আনা ঐ ফারমের সপ্তম ঘরে জমা দেন না। কমিশনর সাহেব সান্যাল বাবুর ঐ কথার জীবন্ত প্রমাণ পাইয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কাট রেজিষ্ট্রার বাবুর কৈফি য়ৎ চাহিলেন কিন্তু তিনি তাঁহার সন্তোষজনক কৈফি য়ৎ দিতে পারিলেন না। এই সময়ে সান্যাল বাবু কমিশনর সাহেবের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া ান ল রিপোর্ট পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের ৪২৫ হইতে হাইকোর্টের একটী নজীর তাঁহাকে দেখ দিলেন। ঐ নজীরে লিখিত আছে যে, মি সিপালিটীর কোন কমিশনর বা ভাইসচেয়ার তাঁহাদের হস্তে বিন্যস্ত কোন রাস্তার সংলগ্ন ক্রয় বিক্রয় অথবা পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন যদি করেন, তাহা হইলে ফৌজদারী সোপর্দ্দ আইনানুসারে দণ্ডার্হ হইবেন, কিন্তু দুঃখের এই যে, আমাদের মিউনিসিপালিটীর আইনজ্ঞ শেরা আইনের ধার ধারেন না। স্বার্থের অনুরো না পারেন, এমন কুকর্ম্মই নাই। নজীরটী এই:-

Bengal Act III of 1864 B. C. W vests public highways in municipal Com ssioners for the purposes of the act, not by so vesting them give power to Municipal Commissioners, nor a jor to the Vice-Chairman alone to stop a divert such public highways.—Volume the Indian Law Reports (Calcutta ser page 425.

শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেব ঐ নজীরটী দে পরিতুষ্ট হইলেন এবং পুনর্ব্বার গাড়ী রেজে সংক্রান্ত হিসাব পত্রাদি একাগ্রচিত্তে দে লাগিলেন। অনন্তর যে সকল ভদ্রলোক তাঁহ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের স পর্য্যায় ক্রমে দেখা করিলেন এবং কহিলেন শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচনপ্র প্রবর্ত্তিত করিতে তিনি সাধ্যানুসারে যত্নশীল েন। আমাদের মিউনিসিপালিটী প্রথম শ্রেণী অতএব কমিশনর সাহেব যদি না করেন তি যে এখানে নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে, মনে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনন্তর ১৩ ই ডিসেম্বর সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রী কমিশনর বাহাদুর স্থানীয় মিউনিসিপাল স্কু হিন্দু বিদ্যালয় এবং পুলিস পরিদর্শন পূর্ব্বক দু দুই প্রহর এক ঘটিকার সময়ে ডেপুটী বাবুর স ব্যাহারে রাণাঘাটাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তি সেখানে তিনি পাল চৌধুরী বাবুদের ভবনে আহারাদি পূর্ব্বক পর দিন ডাউন মেলে কলিকা গমন করিয়াছেন। আমরা আশা করি যে, শনর সাহেব সান্যাল বাবুর দরখাস্ত লিখিত মি সিপালিটীর দূষিত কার্য্যপ্রণালী সংশোধনার্থ স্থানে নিরপেক্ষভাবে রিপোর্ট করিয়া স গৌরব রক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক তেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের য্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া ওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা ইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের যাদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক ক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন খিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা- ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স্তবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত যারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।

ার প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৶০ ডাক মাঃ ১০

দ্বিতীয় ভাগ (ঊনত্রিংশবার মুদ্রিত) মূল্য ৶০ ডাক মাঃ ১০

ার তৃতীয় ভাগ (পঞ্চদশবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০

বিষয়ের বিবরণ (পঞ্চদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৷০ ডাক মাঃ /০

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই লিত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৶০ আনা।

সারপ্রকাশ যন্ত্র, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ও নিকা সংস্কৃত যন্ত্র পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, রা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা- র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ ; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা বেড়াসাঁকো সংস্কৃত পুস্তকালয়ের ধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধ- সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, ার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়- বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, তাঁহা যোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাই- বার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাই- বার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম পঞ্চম ভাগ প্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পরিণামবাদের প্রতিবাদ, ক্ষিতীশ- বংশাবলীচরিতম্, সাধিলেই সিদ্ধি, বিবাদ গীত, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, মকন্দমাহীর, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এই ৯ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহো- দয়গণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

নূতন হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরি।

বিলাত হইতে সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তকাদি আনাইয়া সকল ডিস্পেন্সরি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা যাইতেছে। শ্রীজ্ঞানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার। ৪৫ নং আর্য্যাণিষ্টীট, আর্য্যাণি পির্জ্জার উত্তর, বড় বাজার কলিকাতা।

প্রণয়-প্রতিমা নাটক।

মূল্য ॥০ আনা।

বহুমধু

(হাস্য রসোদ্দীপক উৎকৃষ্ট প্রহসন)

মূল্য /০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ প্রণীত।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্পৃহা শক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয়। বাস্তবিক তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রখরতার প্রমাণ পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের অল্প দিবসেই প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য হয়। প্রমেহ ঘটিত কিছু জ্বর থাকিলে ঔষধ সেবা, কিন্তু অন্য প্রকার জ্বর সত্বে সেবা নহে। প্রমেহ জন্য ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন। ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুলসহ ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।

দশাশ্বমেধ বেনারস।

ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্যার পুথি।

সন ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।

ইন্দ্রজাল শাস্ত্র স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন। কঙ্কমুনি দ্বারা উহা সংগৃহীত হইয়া ভারতে প্রচার হয়। ভারতের অনেক বহু ভিমিরগর্ভস্থ খনির উদরে মণির ন্যায় গুপ্ত আছে। আমরা উদাসিনী রাজকন্যার নিকট হইতে ঐ সকল মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

কলিকাতা,—নর্থ সুবার্ব্বণ টালা, ২ নং কার্য্যালয়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা!!

(অদ্ভুত-রহস্য)—মাসিক পত্রিকা।

সন ১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় পর্ব্ব! দ্বিতীয় পর্ব্ব!!

উদাসিনীর অগ্রিম মূল্য সায় রাহাখরচ ১৸৶০ আনা মাত্র। যদি সুলভ মূল্যে উপন্যাস পাঠের আমোদ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা পাঠ কর।

উদাসিনী ১ ম পর্ব্ব—পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া ডাক মাশুল সমেত ২ই টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

কার্য্যালয় ২ নং টালা নর্থ সুবার্ব্বণ কলিকাতা।) শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ কার্য্যসম্পাদক

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয়

হইলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ১ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকিবে। মাথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, চক্ষু জ্বালাদির জ্বালা, পায়ের কন্‌কনানি, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যতা, [illegible] হ্রাস, অনাবশ্যক পিপাসা, অনিদ্রা প্রভৃতি [illegible] সকল ক্রমশঃ [illegible] হইয়া ক্রমশঃ বারে বারে [illegible] পরিমাণে পরিষ্কার [illegible]

১ই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

[illegible] অতি চমৎকার।

[illegible] কলপ।

[illegible] ব্যবহারে [illegible] সকলেরই মনোরঞ্জন। ইহাতে [illegible] ঠাণ্ডা, চুল, এবং মাথাধরা প্রভৃতি [illegible] অতিশয় আরোগ্য হয় এবং নবজীবন থাকিলেও [illegible] করে।

এই মনোহারী ও চমৎকার [illegible] বলের [illegible] ও উপকারের [illegible] প্রস্তুত [illegible]

[illegible] মূল্য ৯ টাকা [illegible] ডাকমাশুল ১০ আনা [illegible] একটী ডাকমাশুল ১০ আনা।

[illegible] ঔষধালয়ের [illegible]

[illegible]

এই বিবিধ মনোরম দ্রব্যাদি করে [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহে আমরা [illegible] বলি ও পারি যে, যাঁহারা এই [illegible] ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই [illegible] প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত বিবিধ ঔষধের [illegible] বোতল পার্শ্বিক ডাকমাশুল সমেত মূল্য [illegible] এবং শেষোক্ত পাঁচন মাত্রেরিয়া, কলম, [illegible] সমেত নাম [illegible]

[illegible] ডাকমাশুল সমেত মূল্য [illegible] ঔষধের নাম [illegible]

[illegible] কবিরাজ।

[illegible] কলিকাতা।

হিন্দু বিধবা বিবাহ সভা।

[illegible] হিন্দুদিগে বিধবা বিবাহ দিতে কিম্বা করিতে [illegible] তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমাদের [illegible] আবেদন করিলে পত্র ও পাঠাইতে [illegible]

[illegible] ডাক্তার [illegible]—কলিকাতা।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিখ্যাত তৈল ব্যবহার করিলে চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও হাত পা জ্বালা নিবারণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া ৸৹ অর্দ্ধসের ১৷৹ পার্শ্বিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক হউক ইহার এক শিশিতে চুল নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১৷ পার্শ্বিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী) বাত, দূষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, হাত পা ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও উৎসর্গকাল সময়ে সময়ে মাথাঘোরা, ইন্দ্রিয়ের বিশেষ উপকারক। মূল্য ছোট শিশি ২৷৹ বড় ৪৷৹ টাকা পার্শ্বিং ।০। ঠিকানা- কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৫৫।১ আর, জি, মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে পাওয়া।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার [illegible] করিবার।

[illegible] মূল্য ডাকমাশুল [illegible] প্রত্যেক [illegible] নিকট এই পুস্তক [illegible] থাকা [illegible]

[illegible] সমেত মূল্য [illegible] পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ ভাদুড়ির।

নং কলিকাতা নবকাশ্যপ ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গভীর দর্শনের বহুদর্শিতার কথা স্বরূপ মাত্রেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঋতুর আধোগা ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ, মাংস-কোরণ, ও মহাশিলা, (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সহজাচরণ সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র পাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

মূল্যপ্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজমালিকা দত্ত—মেহেরপুর

" " কালিদাস বিশ্বাস—শান্তিপুর

" " প্রিয়নাথ দাস—মেদিনীপুর

" " চূড়ামণি ঘোষ—মোতিলখণ্ড

হিরোল হিতৈষিণী সভা

সি, পি, ক্যাসপাসি—শাশিরাম

শিবপুর স্কুলই [illegible]

চুঁচুড়াস্থ [illegible] সাহেবের উকীলগণ

সোমপ্রকাশালয়ে কয়েকটী বিক্রয়ার্থ নিয়োগ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ [illegible] নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমস্তপদ [illegible] অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত মাসিক ৸৹ টাকা। এবং সমস্তপদ [illegible] ডাকমাশুল সমেত ৸৹ টাকা। এবং [illegible] মাসিক ৸৹ টাকা। এবং [illegible] পারে।

অগ্রিম মূল্য পাইলে মফস্বল [illegible] প্রেরিত হইবে না। কলিকাতার [illegible] সোমপ্রকাশের টাকা [illegible] সম্পাদক মহাশয় [illegible]

[illegible] করি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য প্রেরণ করিবেন। [illegible] নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্র সোমপ্রকাশ [illegible] অতিরিক্ত ডাকে অগ্রিম মূল্য [illegible] হইবে না।

যাঁহারা মাসুল [illegible] কাগজ [illegible] করিবেন, তাঁহাদিগের কেহ [illegible] পাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ছয় আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

[illegible] এক পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোমপুর [illegible] করিয়া চাঙ্গড়িপোতা [illegible] শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সম্যক্‌মতি অতিমতী ন ক্ষীয়তাং" ৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৯ সাল। ২৫ এ পৌষ। ইং ১৮৮৩। ৮ ই জানুয়ারি। অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

বিজ্ঞাপন।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

(৺ কালিপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও ঢাকার নবাববাটীর সুপসিদ্ধ উকীল বাবু কেদারনাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে)

সমস্ত অষ্টাদশ পুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে। আপাততঃ প্রতি মাসে ত্রিশ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য গ্রাহকদিগের পাঠকদিগের প্রতি প্রত্যেক খণ্ডের ৵০, বিনা গ্রাহকদিগের ।০ আনা; মফস্বলে ডাকমাশুল লাগিবে। অনুমান ১৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

যাঁহারা সমস্ত পুস্তক এককালীন মূল্য দিবেন, তাঁহাদিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

মহাভারত কার্য্যালয় } শ্রীহরিদাস মাত্রা।
১৫ নং অক্রূরদাসের লেন, কলিকাতা। } প্রকাশক।

নূতন পুস্তক।

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল ৵০।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড আর্য্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেন্ট ঔষধ বটিকা!!!

অম্লকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস্, বুকো, পুরাণ কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁতেয়া, অরুচ, গলের সহিত বক্ষ উঠা, সর্দ্দি ও শুষ্ক কাশী সর্দ্দি প্রভৃতির আশ্চর্য্যকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম গাছ গাছড়ার প্রস্তুত। ৩০ বটিকা বিশিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, পার্শ্বিং ১০, রাজমাশুল ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়। ইহা সেবন করিতে সকলেরই নিরুদ্বেগে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স জন আরাটুন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রণয়-প্রতিমা নাটক।

মূল্য ॥০ আনা।

মহিম বৌ

(হাস্যরসোদ্দীপক উৎকৃষ্ট প্রহসন)

মূল্য ৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন প্রণীত।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীসারদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

Paris - 8, Rue Vivienne, 8, Paris.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔ গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবি এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশিতে সর্ব্বা থাকে। শি গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউল স এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিধা ও চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সা বের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক নূতন এবং পুরাতন রোগে ব্যবস্থা ক থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন বিবমিষাজনক নহে। এতদ্ব্যতীত স্বা উপকার বাতীত অপকার নাই, পিচকারির এক বারিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যা বারত্বের।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গাস্ট্রি (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ ে করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অ সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আ কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদা
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল
পেট কাঁটিয়া দস্ত।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির [illegible] সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, শু কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, [illegible] এবং অনিদ্রা শীঘ্রই [illegible]

গ্রিমণ্ট কোম্পানির ঔষধ। (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া সাবকাশে অনেক শিরোরোগ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ব্যবহারে উপদংশ অথবা পারদ পরিশোধনের ত্রুটি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ঔষধ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। প্রতি বড় শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

নূতন কাব্য!

"দশমহাবিদ্যা।"

সুপ্রসিদ্ধ কবি

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত।

মূল্য ৷৵০ আনা ও ডাকমাশুল ১০ আনা।

কলিকাতা, ২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ মেডিকেল লাইব্রেরি যন্ত্রে প্রাপ্তব্য।

আই, সি, বসু এণ্ড কোং।

সমালোচক কাব্য।

স্বল্প মূল্যের মাসিক পত্র।

কার্ত্তিক মাসে বাহির হইয়াছে। এই কাব্য কবিতা-জগতের গুণের প্রচার ও দোষের প্রতিবাদ করিয়া উভয়কার্য্য প্রকাশ করিবে। বাঙ্গালা ভাষা যাহাদের আদরের, তাঁহাদের সকলেই এই পত্রের গ্রাহক হওয়া আবশ্যক। প্রতি ডাক মাশুল সহ প্রতিসংখ্যা মূল্য ৷৵০।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"দি হেভেন" (The Hovel.)

সাঁতিপুর।

চতুর্ব্বেদান্তর্গত

অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ।

নিত্যপ্রয়োজনসম্পাদনকারিণী সভা * হইতে (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব) চতুর্ব্বেদান্তর্গত সমুদায়ে ১০৮ খানি উপনিষৎ মূল, পদচ্ছেদ্য এবং বঙ্গানুবাদের সহিত আটপেজি ডিমাই আকারে ক্রমশঃ এক এক খানিকে সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহার মূল্য ডিমাই আকারে অগ্রিম ১৲ চারি টাকা ধার্য্য হইয়াছে, গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। ইহার এই মূল্য পরিশোধ হইলে, পরিবারে ১, ছয় টাকা হিসাবে অগ্রিম মূল্য প্রদান করিতে হইবে। ইহার গ্রাহক হইবার নিমিত্ত মূল্যের * নিত্যপ্রয়োজনসম্পাদনকারিণী সভা মাসিক পত্রিকাখানি সাধারণ

কেবল বাৎসরিক ৷৵০ ছয় আনা ডাকমাশুলে প্রেরিত হইয়া থাকে।

অগ্রিম মূল্য কিম্বা ডাকমাশুল প্রাপ্ত না হইলে, কোন উপনিষৎ কিম্বা পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না।

সভার কার্য্যালয়।
১৩১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট
বেণেটোলা, কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল,
অবৈতনিক সম্পাদক।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার।

সেবনাল্পেতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নবজ্বরে খাইলেও উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার মেডিকেল ষ্ট্রীটে ৩২। ৩৩ নং ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ফার্ম্মেসিতে পাওয়া যায় এবং বিক্রীত হয়।

মেডিসিন পোষ্টেজের ঔষধ মূল্য ৷৵০ ও ডাকের প্যাকিং খরচ ৷৵০ একুনে ৩ টাকা চারি আনা মাত্র।

সন্ন্যাসিদত্ত পিতৃশূলের ও হাঁপকাশির

ঔষধ এবং ক্ষুধাপাচক পাঁচন।

এই দুর্ব্বিষহ রোগদ্বয় যাহাদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহারা সকলেই বলিতে পারেন যে, কতদূর ঔষধ খাইলে ইহার নিবারণ হয়। তাহারা নিশ্চয়ই ইহার উপকার পাইবেন। পথ্যোপযোগি হিতকর ক্ষুধাপাচক পাঁচন মূল্য ১ টাকা এবং ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে, শূল, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত যে কোষ্ঠবদ্ধতা তাহার নাশ করিবে। ইহা ব্যতিরিক্ত পাচক ও ডাকমাশুল সমেত মূল্য ১৷৵০, একবার ঔষধ ব্যবহার করিলে পুনঃপুনঃ লইতে থাকিবে।

সন্ন্যাসিদত্ত ঔষধালয়।
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

কেশরাগ তৈল।

এই তৈল ব্যবহার করিলে চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া ও শীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও চক্ষু দুর্ব্বল নিবারণ করে এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক শিশি ৷৵০ ডাকমাশুল ৵১০ প্যাকিং ১০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

যেরূপ টাক চটক হউক এক শিশিতে চুল নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১, প্যাকিং

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গ
ঘাঁ, দূষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা,
পা ফুলা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত
সময়ে মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকা
মূল্য ছোট শিশি ১৷০ ও বড় ৪৷০ টাকা প্যাকিং
টিকানা— কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫। ৪৮
ডি. মিত্রের ডিস্পেন্সারিতে প্রাপ্তব্য।

এইচ দের জেনারেল ডিপো

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সকল দেশদেশের যাবতীয় ঔষধ আমাদের
হইতে আসলাকটে ক্রয় অতি সুলভ মূল্যে
সময়ের মধ্যে ভ্যালুএবল ও রিজষ্টরি
সাধারণে আমাদের নিকট হইতে ঔষধাদি
আমাদিগকে উৎসাহিত করেন, এই আমা
অনুনয়।

(নিম্নে ঔষধের তালিকা ও মূল্য)

দেওয়া গেল

নানাবিধ দেশী বিলাতী ঔষধ ও
বুক্তি, চাদর ধোয়া মাল ৫৫ টাকা পর্য্যন্ত
প্রকার টেবিল ঢাকা আছে ও ষ্টেট
হইতে পাওয়া যায়, নানাপ্রকার ফোটো
পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ফোটোর ফ্রেম ও ষ্টেট
মোড়া ৷৵০, ৷৵০, ১০ কোড়া; আয়না ১৷০, ১৷০, ৩
ফ্রেমসহ, ফ্রেমশূন্য ১৷০, ১৷০, ১৷০, ১৷০, ২৷০, ৩৷০, ৪৷০, ৫৷০, ৬৷০, ৭৷০, ৮৷০, ৯৷০, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০, ১১০, ১২০, ১৩০, ১৪০, ১৫০, ১৬০, ১৭০, ১৮০, ১৯০, ২০০, ২১০, ২২০, ২৩০, ২৪০, ২৫০, ২৬০, ২৭০, ২৮০, ২৯০, ৩০০, ৩১০, ৩২০, ৩৩০, ৩৪০, ৩৫০, ৩৬০, ৩৭০, ৩৮০, ৩৯০, ৪০০, ৪১০, ৪২০, ৪৩০, ৪৪০, ৪৫০, ৪৬০, ৪৭০, ৪৮০, ৪৯০,

এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কাবপেটের বেগ, সেটের বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

মণিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন দ্রব্যাদি পাঠাই না।

প্রেরিতপত্র।

সংবাদপত্র সম্পাদকের সংকীর্ণহৃদয়তা।

গত ১১ ই পৌষের নব বিভাকরের সংবাদ স্তম্ভে দেখিলাম, একজন পত্রপ্রেরক "ডাক্তার সরকার সম্প্রতি একটী মুমূর্ষু লোককে হোমিওপাথি মতে বাঁচাইয়াছেন" এই কথা নববিভাকর সম্পাদককে জানাইয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার সেখার এরূপ উদ্দেশ্য ছিল যে, ডাক্তার সরকার যে কেবল মনুষ্য জাতির রোগ নির্ণয় ও তাহার অপনোদনে সমর্থ এরূপ নহে, তিনি গোজাতির ন্যায় গৃহপালিত ইতর প্রাণীরও রোগ নির্ণয় ও তাহা দূর করিতে সমর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় নববিভাকর সম্পাদকের ন্যায় বহুদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ডাক্তার সরকারের বৈজ্ঞানিক [illegible] না করিয়া এবং লেখকের উদ্দেশ্য [illegible] না পাইয়া নিজের অতি তাড়াতাড়ি [illegible] করিয়া উক্ত মহাশয়কে লজ্জিত যথা প্রকাশ পূর্ব্বক উপহাস করিয়াছেন।

গত [illegible] সোমপ্রকাশের প্রেরিত স্তম্ভে ডাক্তার সরকারের প্রতিপোষক একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্র লেখক মহাশয় ডাক্তার সরকারের বৈদ্য সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণগুলি নিষ্ঠুর হইয়াছেন। লেখক মহাশয়ের হিন্দু সমাজপিয়ত দেখিয়া বোধ হইতেছে, তিনি এবনস্ত মাতৃগর্ভে আছেন। সরকার মহাশয়ের বিদ্যার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ইহাতে আমরা তাঁহাকে দোষী বিবেচনা করি না। কারণ ইহাতে তাঁহার বিদ্যানুরূপ উপযোগিতারই পরিচয় হইয়াছে। বিজ্ঞান-সভার কুসংবিধ্য ছাত্রেরা লাঙ্গল ধরে তুমি কণ্ঠ করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিবেন ইহা মনে করিয়া লেখক মহাশয় যদি উক্ত সভার ফল দর্শন জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ব্যর্থ-মনোরথ হইবেন। ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞানসভার মহৎ উদ্দেশ্যের বিষয় এতদ্দেশে বিশদরূপে প্রকাশ করিতে পারা যায় না। যদি বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তিনি কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তির নিকট মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে উহা ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন। বোধ হয় তখন ডাক্তার সরকারের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিতে পারিবে।

সম্পাদক মহাশয়, আপনি আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এবং সুরুচি সম্পন্ন। আপনি এরূপ অসার বিদ্বেষপূর্ণ পত্র নিজ বিখ্যাত পত্রিকার স্থান (১) দিয়াছেন, ইহাতে আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, আমার পত্রখানিও প্রকাশিত করিলে কৃতজ্ঞতাসূত্রে বদ্ধ থাকিব।

খড়দহ।
২৭ এ ডিসেম্বর ১৮৮২ } বিনয়াবনত শ্রীঃ-

গবর্ণমেণ্টের নিকটে আদালত সম্বন্ধে একটী প্রার্থনা।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বা দেশে দরিদ্রতার লোকসংখ্যা একটু হউক দিন দিন মকদ্দমার সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা নির্ব্বিবাদে স্বীকার্য্য। কি ধনী, কি নির্ধন, কি রাজা, কি প্রজা, কি ব্যবসায়ী, কি কৃষক, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলকেই কোন না কোন প্রকারে আদালতের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতে হইতেছে। এখন আর পূর্ব্বকার মত গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত নাই। গ্রামে গ্রামে সাধারণ সমিতি নাই। সুতরাং আদালতী সকলের আড্ডাধাম, আদালতই সকলের জ্ঞানকর্ত্রী, আদালত বাতীত লোকের আর গত্যন্তর নাই। বলিতে কি অতি সামান্য কারণেও লোককে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে। সংক্ষেপতঃ যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাই আপামর সাধারণে স্বতঃপরতঃ আদালত সূত্রে একরূপ গ্রথিত হইয়াছেন। পরন্তু আমাদিগের দয়াবান্ গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ের অপ্রতুল রাখেন নাই। স্থানে স্থানে বিচারালয় সংস্থাপন করিয়া সাধারণের প্রভূত হিতসাধন করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন কোন বিচারালয় জনসাধারণের মঙ্গল উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াও সমাক হিতসাধনে কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিতেছেন না। ইহা সামান্য আক্ষেপের কথা নহে। দেখিতে গেলে স্থানাধিক্য বাহুল্যই এ বিষয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। আজ যে কারণে আমার এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি, তাহা নিম্নে প্রবর্ত্তিত করিলাম।

মালদহ জেলায় সম্প্রতি যতগুলি মুন্সেফী আদালত আছে, তাহার মধ্যে শিবগঞ্জ চৌকীই সর্ব্বপ্রধান এবং উহার মকদ্দমার সংখ্যাও খুব বেশী। যদিও

(১) যে কোন বিষয় হউক, সংবাদপত্রে আন্দোলনে লোকের ভ্রম ভঞ্জন হইবার সম্ভাবনা। সো—শ।

বর্ত্তমান শিবগঞ্জ মুন্সেফী কালিয়াচক, শিবগঞ্জ সোমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ থানা লইয়া সংঘটিত, তথাপি কালিয়াচক, ও শিবগঞ্জ থানাই উহার প্রধান অঙ্গ এই সকল থানায় মকদ্দমার সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রধানতঃ যে সকল স্থান লইয়া আদালত গঠিত, সেই সকল স্থান আদালত হইতে বহু ব্যবধান। অধিকন্তু বর্ষাগমে আবার প্রবল প্রবাহিত মহানন্দা নদী প্রবল বেগে সাধারণের গতি রোধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকে। ক্লেশ যে কত তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। এতদূর ব্যবধান হইতে মকদ্দমা করিতে যাওয়া যে কত কষ্টকর তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। এই সকল অসুবিধা নিবারণের জন্যই পূর্ব্বে এই আদালত শিবগঞ্জ, কালিয়াচক প্রভৃতির মধ্যবর্ত্তী স্থানে সাটে স্থাপিত ছিল। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য বশতঃ জানি না, আদালত এ স্থান হইতে উঠাইয়া নবাবগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যাহা হউক, আমরা অনেক লোক হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে সর্ব্বসাধারণের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য নবাবগঞ্জ হইতে বর্ত্তমান আদালত উঠাইয়া কালিয়াচক অথবা অন্য কোন মধ্যবর্ত্তী স্থানে পুনঃস্থাপিত করা হইবে। কিন্তু আমাদিগের ভাগ্য দোষে তাহা অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত হইল না, অতএব এখন আমাদের দয়াবান্ গবর্ণমেণ্টের সমীপে সাদর প্রার্থনা এই যে, সাধারণের দুঃখ নিবারণের জন্য নবাবগঞ্জ হইতে আদালত উঠাইয়া সকলের মধ্যবর্ত্তী কালসাটে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধারণ প্রজাপুঞ্জের অসামান্য মঙ্গল বিধান করিতে আজ্ঞা করুন।

১২৮৯
১১ ই পৌষ। } শ্রীমুন্সি মজলিস বিশ্বাস।
কালসাট মালদহ।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত চিকিৎসা।

সম্পাদক মহাশয়, বোধ হয় ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, ইদানীং এ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এলোপাথি ডাক্তারি চিকিৎসা বহু প্রচলিত এবং জীবন রক্ষের একমাত্র ভরসা স্থল হইয়া রহিয়াছে। যদিও হোমিওপাথি চিকিৎসাও ক্রমে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেছে সত্য তাহা অদ্যাপি অসম্পূর্ণাবস্থা বলিয়া বোধ হয়; সকল সময়ে আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় না সুতরাং সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বতঃ, বিশ্বাসস্থানও হইতে পারিতেছে না। এ স্থলে বক্তব্য;—এলোপাথি ডাক্তারি চিকিৎসার চাকচিক্যশালিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও স্বীয় স্বীয় শরীরাবাদি নিরীক্ষণ করিলে সহজেই অনুভূত হইবে যে, উহা রোগ সমূহের উপশমক মাত্র প্রশমক নহে; কোন এক কঠিন বা পুরাতন আধ্যাত্মিক রোগ ঐ চিকিৎসায়

দোষ ও নিঃশেষ আরোগ্য হইতে প্রায়ই দেখা না, বরং উহার দ্বারা রোগান্তরের উৎপত্তিও র; তত্তৎ গ্রন্থাদির অনুশীলনে প্রায় (অধি- শ স্থলে ওই মতই দৃঢ়ীকৃত হয়, পরং কি ৮য়া থাকে। কাল-স্রোতের কণ্ঠট লা; কাল-প্রভাবে চিকিৎসা কি অপূর্ব্ব মহিমা! অসংকল-প্রসূ চিকিৎসাই আমাদের একমাত্র সম্বলনীয় হইয়া রহিয়াছে॥ কেন, আমাদের ষ চিকিৎসা কি দোষ করিল? যে চিকিৎসা াদের দেশীয়, যাহা একই শিবকর যাহা শিবের াপিত ঔষধার্থ চিকিৎসিদ্ধ, যাহা সুসম্পূর্ণ ও চিং- ঠিক; আমরা আদর্শ বস্তু ত্যাগ করিয়া, বাধ্য না দেখিয়া, বিদেশীয় চিকিৎসার

ধাত্র যবিশ্চাকৃচিকো একই বিমোহিত হইয়াছি ক্রমেই সংশপল্পোয়াণুগত ছন্দশা ভোগ করিতে া হইতেছি, তথাপি চৈতন্য হইতেছে না, এখনও ন্তাপের উদয় হইতেছে না! কিঞ্চিৎ স্থিরভাবে াগের পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায় যে পূর্ব্ব ল শিক্ষকগণ যে দীর্ঘায়ু হইতেন, দেশীয় চিকিৎসাই তাহার অন্যতম কারণ এবং ইদানীং যে া অল্পায়ু ও চিররোগী হইতেছি, ঐ চিকিৎসার ালনাই তদীয় অন্যতম কারণ। সম্প্রতি দেশে প রোগের প্রাদুর্ভাব এবং রোগিগণের পৌনঃ- ক ও আতিশয়িক রোগযন্ত্রণা যেরূপ ক্রমেই বৃদ্ধি তেছে, এ সময়ে গবর্ণমেণ্টেরও ঔদাসীন্য বা াপাপাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি অন্ধবিশ্বাস সমু নহে এবং এলোপাথি চিকিৎসকগণেরও কেবল াইন ও কুপিয়মের প্রতি নির্ভর করিয়া একমাত্র পকেট পুরণেই ব্যগ্র থাকা বিশেষ নহে, মেডি কলেজের মধ্যে দেশীয় চিকিৎসার শিক্ষাপ্রণা সমাকরূপে প্রচলিত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় এম. ডি প্রভৃতি মহোদয়গণেরও কর্ত্তব্য যে ীয় চিকিৎসাশাস্ত্রেও বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া ংশ্লেষাদি বটিকার ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। আমা সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, যাঁহারা সবাস্ব ব্যবচ্ছেদপূর্ব্বক ের যন্ত্রাদির স্থিতি ও ক্রিয়াদি বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ াছেন ও হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা দেশীয় কিৎসানুযায়ী ঔষধিপ্রণালাদি প্রযুক্ত হইলে আশা- ল ফললাভের কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না। এরূপ লে যে, কেবল নষ্টাবশিষ্ট দেশীয় চিকিৎসা- াও রক্ষা পাইবে, তাহা নহে, অধিকন্তু ঔষধের দেশান্তরের মুখাপেক্ষিতারও ঘুচিয়া যাইবে এবং লেরিয়া মালেরিয়া বলিয়া চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদের ণাও হ্রাস হইতে পারে। কে জানে মালেরিয়ার পক্ষে কারণ? দেশীয় চিকিৎসার ত্যাগও যে হার অন্যতম কারণ নহে, ইহারই বা নিশ্চয় কি?

উপসংহারে বক্তব্য;—যাঁহারা ডাক্তারী চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ যে, ডাক্তারী চিকিৎসায় হতাশ হইয়াও (অন্তিম-কালেও) যেন একবার দেশীয় চিকিৎসার পরীক্ষা করিতে বিরত না হন॥

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

২৫ এ পৌষ সোমবার।

গবর্ণমেণ্টের খাসমহলের প্রজার নিরিখবৃদ্ধি।

মালেরিয়া ও নিরিখবৃদ্ধি, এ দুটী এ দেশের বিশেষ উপদ্রব হইয়াছে। মালেরিয়া শারীরিক ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা এবং নিরিখ বৃদ্ধি সম্পত্তির গোলযোগ ঘটাইতেছে। মালেরিয়া যেমন অপ্রতি-হতগতি হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, নিরিখবৃদ্ধিও তেমনি সর্ব্বস্থানব্যাপিনী হইয়াছে। যিনি সর্ব্ব-বিবাদের মীমাংসক, যিনি দরিদ্রের আশ্রয়, যাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অন্যে সদ্দৃষ্টান্ত শিক্ষা করিবে, সেই গবর্ণমেণ্টের খাসমহলেই নিরিখবৃদ্ধি কুপিত কুষ্ঠীরের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়া স্বল্পস্রোত সরোবরের ন্যায় খাসমহলকে তোলপাড় করিতেছে। এতদ্দ্বারা অত্যাচারও আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্কুড়া প্রজা অত্যাচারপীড়িত হইয়া নিম্নলিখিত পত্র খানি লিখিয়াছেন।

"মেদনীপুর জেলার কাঁথি ও তমোলুক মহকুমার অন্তর্গত জলামুঠা ষ্টেট নামে দুটী জমিদারী আছে। ঐ দুটী জমিদারী ২৪ টী পরগণায় বিভক্ত। উল্লিখিত পরগণা গুলিতে নিরিখবৃদ্ধি করিবার জন্য ১২৮১ সালে গবর্ণমেণ্ট হইতে জরিপের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রজারা জরিপের সময় আপত্তি করিয়া কোন ফল লাভ করিতে পারে নাই। জরিপের কার্য্য সমাধান হইলে পর ১২৮৯ সালের ৮ আইন মতে বর্দ্ধিত নিরিখ অনুসারে জমাবন্দী করিয়া প্রজাদের উপর নোটিশ জারি হইয়াছিল। তখন প্রজামহলে হলস্থূল পড়িয়া গেল। তাহারা অনন্যগতি হইয়া ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির নামে নিরিখ বৃদ্ধি সম্বন্ধে আদালতে নালিশ করিবে স্থির করিয়া জেলার কালেক্টর সাহেবকে নোটিশ দ্বারা জানাইয়াছিল। সেই অবধি প্রতি প্রজাদের অর্থ ধ্বংস হইতে লাগিল। প্রত্যেক পরগণার ধনী ও মধ্যবিধ লোকেরা মহকুমার আদালতে নালিশ করিল। কাঁথি মহকুমা বিচারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রতি প্রজায় নিরিখবৃদ্ধির দরুণ হইতে মুক্তি লাভের আশয়ে ব্যারিষ্টার পর্য্যন্ত আ ইয়াছিল। তদুপলক্ষে প্রজাদের অনেকগুলি টা শ্রাদ্ধ হয়। এত বার করিয়াও প্রজারা সফলম হইতে পারিল না। নিম্ন আদালত মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিলেন। এইরূপ গোলযোগে প্রজা নিকটে ১২৮৬ হইতে বর্ত্তমান ৮৯ পর্য্যন্ত খা বাকি পড়িয়া রহিয়াছে। প্রজারা খাজনা দি অসম্মত নহে। তাহারা মকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব নিরিখ অনুসারে খাজনা দি কথা স্বীকার করে। কিন্তু বন্দোবস্তকারক কথায় কর্ণপাত করেন না। খাজনা আদা বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত হেড আপিস কাঁ স্থাপিত হইয়াছে। সেই আপিসের অধীন প্রত্যে পরগণায় এক একটী শাখা আপিস আছে। কোন স্থানে সব ডেপুটী কোন স্থানে বা না বিরাজ করিতেছেন। প্রজারা চেক রসিদ খাজনা দিতে অসম্মত হওয়াতে বন্ধিত নিরিখ সারে সার্টিফিকেট জারী হইতে লাগিল। ক্রোক ও নিলামী উদ্যোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে জারী পরওনাও বাহির হইতে লাগিল। উল্লি ২৪ টী পরগণার মধ্যে ধনী ও মধ্যবিত্ত ভদ্র লো বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আপিস অধিকাং কৃষিকার্য্য দ্বারা একমাত্র জীবনোপায় সংগ্র করিয়া থাকে। ধানের সময় বাতীত আর কোন নাই বলিলেও হয়। এক প্রজার পক্ষে, যা উপর ৩।৪ বৎসরের বাকী খাজনা, বড়ই দা পড়িয়া গেল, বিশেষতঃ যাহাকে বৎসরের খাজনা দিতে হইত, তাহাকে এখন দ্বিগুণ অর্থে অধিক দিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় প্রজো নিকটে ৪ বৎসরের যে কত বাকি পড়িয়াছে, বলা বাহুল্য। নিম্ন আদালতে যে সকল মক অগ্রাহ্য হয়, উচ্চ আদালতে তাহার অনেক আপীল হইল। কিন্তু পূর্ব্বে নিম্ন আদালতে মকদ্দমা হয়, তাহাতে খরচের এক চতুর্থাংশও না। এত সাহেবের বিরুদ্ধে বাস্তব নিরিখ সু রহিল এবং সেটাও কিছিৎ হ্রাস পাইয়া কিন্তু ইহাতে প্রজারা সন্তুষ্ট হইল না; কা পরিবে, চাষ করিয়া যাহারা খাজনা দিবার স্থলে ১২ টাকা দিতে হইবে, এজন্য প্রাণে হয়। যাহাতে একবারেই নিরিখবৃদ্ধির হস্ত নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, তদুদ্দেশে তাহারা মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। মকদ্দমা কত এ কোটি টাকার আছে। কি ফল ফলে সকলে প্রতীক্ষা করিতেছে। উপসংহারে প্রজাদের কিরূপ সুপ্রণালীতে খাজনা আদায় হইতে তাহার বর্ণনাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে

পরগণাগুলির মধ্যে কেওড়ামুল পরগণার প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় সম্বন্ধে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, এ স্থলে তাহাই বিবৃত হইতেছে। অন্যান্য পরগণার লোক অপেক্ষা এই পরগণার লোকেরা নিরিখবৃদ্ধির বিশেষ প্রতিকূল বলিয়া গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তকারক কর্ম্মচারিদের বিশ্বাস হইয়াছে এবং তাহারা অন্যান্য স্থল খাজনা দেয় না ইত্যাদি নানাপ্রকার কথা কর্ত্তৃপক্ষকেও জানাইতে ছাড়েন নাই। তবে তাহাদের দোষের মধ্যে এই যে তাহারা বেশী নিরিখ দিতে চায় না। মকদ্দমার যাবৎ নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ ঠিক রূপে খাজনা দিতেও সম্মত নহে। এই সূত্রে তাহাদের উপর খাজনা আদায় সম্বন্ধে কতদূর অত্যাচার হইতেছে, সংক্ষেপে তাহার ৪ টী বিবরণ লিখিত হইতেছে।

প্রথম, হপুরবাড়ী গ্রামে দামোদর মেইকাপ নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোকের খাজনা বাকি পড়ায় তাহার উপর সার্টিফিকেট জারি হয়। এদিকে তাহার পুত্র সার্টিফিকেটের টাকা দিবার জন্য টাকা-সিরসি শাখা-আপীসে যায়, ওদিকে নাজীর তাহার বাড়ীতে গিয়া মাল ক্রোক করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ঘর ক্রোক করিয়া ঘরের ছাপরা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করা হইল এবং কড়ি ও খুটি কপাট ও চৌকাট সমস্ত টানিয়া ফেলা হইল। দামোদরের বাড়ীতে মহা হাঙ্গাম পড়িয়া গেল। টাকা কোথায় পাই? তাহার পুত্র টাকা আনিতে গেল, সব ডেপুটী টাকা লইলেন না, বলিলেন "যেটা বাড়ী যা সেখানে কি হোচ্চে দেখ্‌তিস্ এবং টাকা দে গিয়ে" সে দৌড়াদৌড়ি বাড়ীতে আসিয়া দেখে ২।৩ খানি ঘর ভাঙ্গা চলা হইয়া গিয়াছে, কপাট চৌকাট তোলা হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, কি করে, তৎক্ষণাৎ টাকা দেওয়া হইল, সুতরাং বেচারা রক্ষা পাইল।

দ্বিতীয়, পাটনাগ্রামে ভীমচরণ শীট নামক একজনের বাড়ীতে ঐরূপ অত্যাচার হইয়াছিল। ঘটনাটি পূর্ব্ববৎ সংক্ষেপে লিখিলাম না।

তৃতীয়, বিরলিয়া গ্রামে নারায়ণ জানা নামক একজন সম্ভ্রান্ত রাইয়তের উপর নোটিশ জারি হয়। তাঁহার পুত্র টাকা দিবার জন্য আপীসে আসিয়াছে, ইতিমধ্যে মুহুরি চাপরাশী প্রভৃতি ৫।৬ জন লোক উপস্থিত হইল। কোন কথা নাই, নারায়ণকে বাঁধিয়া ফেলা হইল। ৩।৪ জন চালে উঠিয়া মটকা কাটিতে লাগিল, কপাট চৌকাট তোলা হইতে লাগিল। পরিশেষে নারায়ণকে বন্ধনাবস্থায় আপিসে লইয়া উপস্থিত করা হইল। তাহার পুত্র খাজনা দিয়া রসিদ দেখানতে সে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিল।

চতুর্থ, বেণীপুর কৃষ্ণনগর গ্রামে ৺ কাশীনাথ পাল নামক একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তাঁহার চারিটী পুত্র। সকলেই এক বাড়ীতে অবস্থিতি করে। তৃতীয় পুত্রের নামে বাকি খাজনার সার্টিফিকেট জারি হয়। গত ২৭ এ ডিসেম্বর ৯ টার সময় চাপরাশী মালক্রোকী গ্রেপ্তারি পরওয়ানা লইয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে ৫।৬ জন লোক। বাড়ীতে ছেলেদের মধ্যে কেহই ছিল না। চাপরাশী তাহাদের মাল ক্রোক করিবার জন্য তাহাদের চকমিলান পাকাবাড়ী পার হইয়া রান্নাঘরে উপস্থিত হইয়া থালা ঘটী যাহা পাইল সংগ্রহ করিল। দুঃখের কথা কি বলিব, মেয়েরা থালে ভাতের মাড় গড়াইতে ছিল, তাহাও ছাড়িল না। ভাত রান্না বন্ধ হইয়া গেল। বাহিরে আলমারি সিন্দুক টানিতে লাগিল, এবং কপাট চৌকাট পর্য্যন্তও তোলা হইতে লাগিল, মহা হাঙ্গাম পড়িয়া গেল। বাড়ীতে কেহ নাই। এক জন চাকর আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিল। তৎক্ষণাৎ আমাদের মধ্যে একজন চাপরাশীকে কিছু দক্ষিণা দেওয়ায় এবং সেই সকল দ্রব্যে তাহার অধিকার নাই (বাস্তবিক দ্রব্য তাহার নহে) বলায় অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্রোকাবস্থায় চৌকীদারের জিম্মায় রাখিয়া গেল। চাপরাশীর কথা শুনিয়া অবাক হইলাম। সে বলিল "বাবু আমরা কি করিব? সব ডেপুটীর হুকুম" তিনি না কি হুকুম দিয়াছেন, স্ত্রীলোকের গহনা এবং ভাল পরিধান বস্ত্র পর্য্যন্তও খুলিয়া লইবে। এইরূপ মালক্রোক ও গ্রেপ্তারি কত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে লিখিলাম না। সব ডেপুটী প্রজাদিগকে চেক লইয়া খাজনা দিতে বলেন। প্রজারা তাহাতে অসম্মত হওয়ায় ক্রমশই অত্যাচারের বৃদ্ধি হইতেছে। বর্ত্তমান প্রজামহলে এইরূপ গোলযোগ পড়িয়াছে। প্রজারা এরূপ অত্যাচারের কথা কাহাকে জানায়। কাঁথি মহকুমার যিনি অয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট, তাঁহার উপর খাজনা আদায়ের ভার অর্পিত আছে। যিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, তিনি ভূতপূর্ব্ব বন্দোবস্তকারক ডেপুটী কালেক্টার ছিলেন। সব ডেপুটির হুকুম ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্পাদক মহাশয়! এখন দয়াবান গবর্ণমেণ্টের নিকট গরিব প্রজাদের সানুনয় প্রার্থনা এই যে, উল্লিখিত ঘোরাত্মাগুলির অনুসন্ধান-পূর্ব্বক প্রজাদিগকে অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান করেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়। নতুবা তাহারা মনে প্রাণে মারা গেল।"

প্রজারা যে অত্যাচারগুলির বর্ণন করিয়াছে, তাহা বাস্তবিক কি না, বিশেষরূপে তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত আবশ্যক। এত নবাবী হুজ্জুতি উপস্থিত দেখিতে পাই। সে দিন মাজন সাহেব চট্টগ্রামে এক কাণ্ড করিলেন, আবার এক কাণ্ড। বাকি খাজনা আদায়ের নিমিত্ত ক্রোকে ঘর ভাঙ্গা হয়, এ কথা ত কখন শুনি নাই। প্রজারা বজ্জাতি করিয়াছে বলিয়া কি এরূপ অন্যায় কাণ্ড করা উচিত? বাকি পড়া ভূমি ক্রোক দিয়ে কি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় হয় না? যদি তাহাতে টাকা আদায় না হয় বাটী ঘর না ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করিয়া লইলেও টাকা আদায় হইত। অস্থাবর বস্তু ক্রোক করিবার আইনটি বিশুদ্ধ নয়। ইহা যত অনর্থের মূল। ইহা হইতে প্রতারণা প্রবঞ্চনাদি নানাপ্রকার ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ কার্য্য সংঘটিত হয়। দেনদার প্রজারা পুকুর সন্ধান পাইলে অস্থাবর বস্তু প্রায়ই সরাইয়া থাকে। একের বস্তু অপরের বলিয়াও ক্রোক করা হয়।

এ স্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, যদি কোন জমীদারের কর্ম্মচারী এরূপ কার্য্য করিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কি করিতেন? তাঁহার ডিষ্টি কি ঘুষ চরাইতেন না? এ স্থলে এ কথা বলা আবশ্যক, প্রজারা খাজনা দিবার যে গড়িমসি করিতেছে, তাহার বিশেষ কারণ এই, হাইকোর্টে বিচারে কি হয়, তাহারা তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। গবর্ণমেণ্টেরও সে প্রতীক্ষা করা উচিত ছিল। হাইকোর্ট যদি প্রজাদিগকে অব্যাহতি দেন। নিম্ন আদালত প্রজার ত কোন কথা শুনে নাই। কিন্তু জজ সাহেব কতক কতক ছাড় দিয়াছেন। ঐরূপ হাইকোর্ট যদি আবার কিছু ছাড় দেন। যে বিষয়ের ছাড় হইবার সম্ভাবনা, অগ্রে তাহার খাজনা লওয়া কি উচিত?

সম্মুখে সেটলমেণ্ট উপস্থিত। গবর্ণমেণ্ট নিজে যখন নিরিখবৃদ্ধি লইয়া তুমুল গোলযোগ করিতে বসিয়াছেন, তখন জমীদারের বিষয়ে কি করিবেন একটী সংস্কৃত প্রসিদ্ধ বাক্য আছে "স্বয়মসিদ্ধঃ পরান্ কথং সাধয়তি।" যিনি স্বয়ং অসিদ্ধ, তিনি অপরকে কিরূপে সুসিদ্ধ করিয়া তুলিবেন। গবর্ণমেণ্টের নিজের কি, আর জমীদারের কি, নিরিখবৃদ্ধি বিষয়ের একটী শেষ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য "কেটে কেটে সুখ না ঘরিয়া" এক কোপে কাটা ভাল। জমীর অবস্থা এবং প্রজা জমীদার ও গবর্ণমেণ্টের লাভালাভ বিবেচনা করিয়া চিরকালের মত একটী নিরিখ নির্দ্দিষ্ট করাই উচিত। মধ্যে মধ্যে নিরিখবৃদ্ধির চেষ্টা পাইলে কেবল যে প্রজার কষ্ট হয় এরূপ নয়, গবর্ণমেণ্টের ও জমীদারেরও বিলক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি হয়। গবর্ণমেণ্ট খাসমহলে এক্ষণে যে নিরিখবৃদ্ধি করিতেছেন, ইহাতে কি যথার্থ লাভ থাকিতে পারিবেন? কিছু দিন পরে পুনরায় এ গোলযোগ তুলিতে হইবে, পুনরায় প্রজাদিগকে

বাস্ত করিতে হইবে। তাহা না করিয়া এক-
শেষ করা কি উচিত নয়? "আঙ্গুল ফুলিয়া
গাছ হয় না।" গবর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন,জমি-
র খাজনা আদায়ীর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা
ছ, সেটী ভুল। জমীর একরূপ ভাবেই প্রায়
কাল চলিয়া আসিতেছে। চৌ তিন বৎসর
র সমা হয়ে, আবার চৌ তিন বৎসর ভাল হয়
"হবে ঘরে হাঁড়িচল চইয়া পড়ে।" অত-
এতি লোভ পরিত্যাগ করিয়া একটী স্থায়ী
াবস্ত করা কর্ত্তব্য। স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভাবে
ল সে চিরকালের মত বিবাদের মীমাংসা হইয়া
ব, তাহা নয়, প্রজাবন্ধ ভূমিতে মমত্ব জন্মিবে।
প্রশস্তরূপে ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদনে যত্নবান্
মেণ্টের আয় বৃদ্ধি ও দেশের কল্যাণ বৃদ্ধি
ন সন্দেহ নাই। প্রজারা নিরিখবৃদ্ধি লইয়া কেন
ত বিরোধ করে, গবর্ণমেণ্ট যদি সে বিষয়টীরও
ার বিবেচনা করেন, আমাদের বাক্যের সার-
বুঝিতে পারিবেন। প্রজাদের সংস্কার এই,
রা এককালে দু-টাকা দিতে পারে,কিন্তু চিরকা-
জন্য এক পয়সাও অধিক দিতে পারে না। এই
ণে তাহারা স্ব ইচ্ছায় জমীদারকে নানাপ্রকার
দেয়, কিন্তু এক পয়সা খাজনা বৃদ্ধি দেয় না।
না বৃদ্ধির কথা বলিলেই জমীদারের সহিত লাঠা-
উপস্থিত হয়। জমীদারী বাবের যে কেন
ইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট এতদ্দ্বারা তাহাও বুঝিয়া
বন।

গোরাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণের কি কোন উপায় নাই?

বঙ্গদেশীয়েরা ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্য পুলিষের
ত্ম্য, এইরূপ অনেক প্রকার দৌরাত্ম্য ভোগ
ন বটে; কিন্তু গোরার দৌরাত্ম্য যে কেমন মারা-
তাহা জানেন না। এখানে গোরার ছাউনি নাই।
র রাখিবার প্রয়োজনও নাই। বঙ্গদেশীয়েরা
াতুর লোক, বঙ্গদেশ হইতে বিদ্রোহবহ্নি উত্থিত
ার সম্ভাবনা আছে কি না, আমাদের রাজ-
য়েরা তাহা বিলক্ষণ জানেন। উত্তর পশ্চিম
লই গোরা-সৈন্যের প্রধান আড্ডা। ঐ দিকেই
শীয় ও বিদেশীয় নানাপ্রকার শত্রুর আশঙ্কা
ছ। গোরারা যে কেমন পদার্থ, ঐ প্রদেশের
কেরাই তাহা সুন্দর বুঝিয়াছে এবং তাহার
পও অনুভব করিয়াছে। বঙ্গদেশীয়েরা বাঘকে
ন ভয় করে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা
রাকে তাহা অপেক্ষাও অধিক ভয় করিয়া থাকে।
কের শঙ্কা করিবার কারণ এই, বঙ্গদেশে
বাঘ মারিবার শীকারী আছে, এখানকার বনও
ক্রমে পরিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু উত্তর পশ্চিম
অঞ্চলে গোরা মারিবার শীকারী নাই, গোরারা
বনেও বাস করে না। তাহারা রাজরক্ষিত হইয়া
রাজভোগ্য সৌধে বা উৎকৃষ্ট শিবিরে বাস করে।
যদি কোন গ্রামের লোকে অসহ্য অত্যাচার সহ্য
করিতে না পারিয়া কোন একটী গোরার প্রাণবধ
করে, সে গ্রামটী বেড়া আগুন দিয়া পোড়াইয়া
দেওয়া হয়, অথবা কামানে উড়াইয়া দেওয়া হয়।
কাহার মাথার উপরে মাথা যে গোরার গায়ে হাত
তুলে।

পাঠকগণ আমাদের এলাহাবাদস্থ সংবাদদাতার
কল্যাণে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দেখিতে পান, গোরারা
আপনারাই অত্যাচার করে, যদি কেহ তাহার বাধা
দিল, যমরাজ অমনি তাহাকে গ্রাস করিলেন।
কেবল মনুষ্য হত্যা নয়, গোরা হইতে অন্য অনেক
প্রকার অত্যাচারও ঘটিয়া থাকে। অনেক স্থলে
স্ত্রীলোকের মান সম্ভ্রমও রক্ষা পায় না। নানা
কারণে সকল অত্যাচার প্রকাশও হয় না। কিন্তু
এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান রাজা থাকিতে
যে এ অত্যাচারের নিবারণ হয় না, ইহা বড় আক্ষে-
পের বিষয়। যে রাজা প্রজার প্রতি অত্যাচার
নিবারণে সমর্থ না হন, তাঁহার রাজত্ব বিফল।
কথায় বলে নদীর এক কূল ভাঙ্গে, আর এক কূল
গড়ে। আমরা দেখিতেছি, আমাদের দয়াবান্ ন্যায়-
পরায়ণ রাজপ্রতিনিধি রিপনের অধিকারে এক দিক
গড়িতেছে, আর এক দিক ভাঙ্গিতেছে। তিনি
আমাদিগকে সুখী করিবার নিমিত্ত নানা উপায়
অবলম্বন করিতেছেন; কিন্তু ওদিকে অত্যাচারস্রোত
প্রবলবেগে বহিতেছে।

তবে এ স্থলে কেহ কেহ বলিবেন, রাজার অপ-
রাধ কি? রাজা ত প্রজা রক্ষার নানা উপায় করিয়া
দিয়াছেন। কেহ কাহার উপরে অত্যাচার করিতে
না পারে, এ নিমিত্ত পুলিস রহিয়াছে; অত্যাচারির
দণ্ড বিধানার্থ আদালতও আছে। কিন্তু আমরা
দেখিতেছি, এ উপায়গুলি অত্যাচার নিবারণে সমর্থ
ও পর্য্যাপ্ত নহে। যদি পর্য্যাপ্ত হইত, কখনই
অত্যাচার প্রবল হইতে পারিত না। আমরা একটী
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। ঐ পল্লীগ্রামবাসী পাঠক-
গণের সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমরা পল্লীগ্রামে বাস করি। আমাদের অস্ত্র
শস্ত্র নাই। অস্ত্র শস্ত্রে আমরা সুশিক্ষিত নহি।
অস্ত্র প্রয়োগ বিষয়েও রাজা আমাদের অধিকার দেন
নাই। যদি কেহ আমাদের উপরে অত্যাচার
করিতে আইসে, অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া
যে আমরা তাহার নিবারণ করি, আমাদের সে
সামর্থ্য নাই। পুলিসেরও এরূপ ব্যবস্থা নয়
যদি কেহ হঠাৎ আমাদের উপরে অত্যাচার করি
আইসে, পুলিস আসিয়া তাহার নিবারণ করি
পারেন। পুলিস আবার গোরাকে যম অপে
ভয় করেন। তিনি আমাদের রক্ষা করিবেন
তিনি স্বয়ংই প্রাণ লইয়া শশব্যস্ত। অধিক কি
কথা নয়, একজন পুলিস কনষ্টেবল গোরার উপ
নিবারণে উদ্যত হইয়াছিল, প্রাণে নিহত হই
এ দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া কোন্ পুলিস কর্ম্ম
স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে সাহসী হইতে পারে? অনে
নিকটে চাকরীর মায়া অপেক্ষা প্রাণের মায়া বড়

আদালত অপরাধির দণ্ড করিলেন, তাহা দে
অপরে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইল। গোরা
বিষয় তাহার হয় না। এ দেশীয়ের প্রতি অ
চারকারী গোরারা আদালতে প্রায়ই নিষ্কৃতি প
তাহাতে অপর গোরাদিগের দৌরাত্ম্যের নিবৃত্তি
হইয়া ক্রমেই প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইতেছে। ইউরো
বিচারপতি ও ইউরোপীয় জুরির নিকটে অপর
গোরার বিচার হইয়া থাকে। তাঁহারা কি গো
দিগকে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বলিয়া মমতা
বদ্ধ হইয়া ছাড়িয়া দেন? তাঁহাদের মনে কি এ
সিদ্ধান্ত আছে যে, এ দেশীয়েরা কীট পতঙ্গের ন্য
মনুষ্যের মধ্যে নয়, অতএব এমন অপদার্থ প
জীবন্ত থাকিলেই কি আর মরিলেই কি? পক্ষা
গোরারা মানুষ, তাহারা জীবিত থাকিলে
হইবে, দেশ রক্ষা হইবে। যদি এই তাঁহাদি
মানুষ বলিতে না চান, তাহা হইলেও তাহাদি
জীবন এ দেশীয়ের জীবন অপেক্ষা অধিক মূল্য
কারণ তাহারা বিপক্ষ বধ করিবার জীবন্ত যন্ত্র স্ব
অতএব তাহারা যদি এ দেশীয়ের প্রাণবধ
তন্নিমিত্ত তাহাদের প্রাণদণ্ড উচিত হয় না।
ভাবিয়া কি ইউরোপীয় বিচারপতি ও জুরি গো
দিগকে অব্যাহতি দেন? তাহা নয়। ইউরো
বিচারপতি ও জুরির আশয়ের এরূপ নীচতা
করিলেও পাপ হয়। তাঁহারা গোরাদিগকে
অব্যাহতি দেন, তাহার এ কারণ নয়, কারণ স্ব
তাঁহারা প্রমাণ পান না। আদালত প্রমাণের ব
কি করেন, প্রমাণ না পাইয়া দায়ে হইয়া অ
আসামী গোরাকে ছাড়িয়া দেন। গোরার অ
প্রমাণ হইবার বিষয়ে অনেক বিঘ্ন আছে।
মতঃ যাহারা ঘটনাস্থলের সাক্ষী হয়, তাহারা
লোক—মূর্খ। তাহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান
তাহারা দিক্ দেশ কাল ক্ষণ মুহূর্ত্তাদি কিছুই
না। একটী সামান্য কথাও ফিরাইয়া গ
জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন
মুখ পানে তাকাইয়া থাকে। তাহাদের সা

যে হউক তাহারা কূট-প্রশ্ন-নিপুণ সুশিক্ষিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যারিষ্টারের কত কঠিন প্রশ্নের সদুত্তর দেয়। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের বাক্যের আংশিক অনৈক্য হইয়া উঠে। অনৈক্য হইলেই জুরি বলিয়া বসিলেন, এটী পর্য্যাপ্ত প্রমাণ নয়। এ প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া যায় না। তাঁহারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ বলিলেন, জজ তাহাকে অব্যাহতি দিলেন। অনেক স্থলে এরূপ ঘটনা হয়, বিচারপতি সাক্ষিগণকে হত্যাকারী গোরাকে চিনিয়া দিতে বলিলেন, তাহারা চিনিয়া দিতে পারিল না, আসামী নিষ্কৃতি পাইল। যে ব্যক্তি এক স্থানে চকিতমাত্র দুই চারি জন গোরাকে দেখিয়াছে, তাহার ব্যক্তিগ্রহ হওয়া সহজ নয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তিরও ভ্রম জন্মে, আর যাহারা নির্ব্বোধ চাসা, তাহাদের কি সে ব্যক্তিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা আছে? বিশেষতঃ বোধ কর, এক দৈর্ঘ্য প্রস্থের চারি জন গোরা হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। তাহারা যখন হত্যা করে, তাহাদের তখন যে পোষাক ছিল, তাহার পর যখন তাহাদিগকে গোরা শ্রেণীর মধ্যে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহাদের সে পরিচ্ছদ ছিল না। তখন তাহারা পূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া বর্ণান্তরের পরিচ্ছদ ধারণ করিল। এই অবস্থায় সাক্ষিদিগকে বলা হইল, হত্যাকারী গোরাকে চিনিয়া দাও। মূর্খ চাসা সাক্ষির কি ক্ষমতা যে সে এ অবস্থায় হত্যাকারীকে চিনিয়া দেয়? এক ব্যক্তি একদা কয়জন চাকুরেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি বল আমার সাহেব, ইনি বলেন আমার সাহেব, কিন্তু তোমরা কিরূপে সাহেব চিনিয়া লও? আমি ও সকল সাহেব—এক রকম দেখি। গোরা পাঁচে আমাকেও মারে, এই ভয়ে ঘটনাকালের সাক্ষিরা সাহসপূর্ব্বক চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ভালরূপ হত্যাকারিকে দেখিতেও পারে না। আবার কোন কোন স্থলে এরূপ ঘটনাও হয়, ইক্ষু ব্যাপারী পৃষ্ঠানুপৃষ্ঠ করিয়া ইক্ষুগ্রাহী গোরার হস্তাহইতে পৃষ্ঠ টানাটানি করিতেছিল। গোরা পশ্চিম মুখ হইয়া তাহাকে বধ করিল, বধ করিয়া চলিয়া গেল গোরার পশ্চাতে কিয়ৎ দূরে কয়জন লোক দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা দেখিল, একজন গোরা এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়া পলাইল। তাহারা গোরার মুখ দেখিতে পাইল না, পশ্চাৎ ভাগই দেখিল। এরূপ ঘটনার সাক্ষ্যদানকালে তাহারা কিরূপে গোরা চিনিয়া দিবে? তবে হত্যাকারীকে ধরিবার যে একটী সদুপায় আছে তাহা যথাবিধি অবলম্বিত হয় না। যথাবিধি অবলম্বিত হইলেও কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের সম্ভাবনা অল্প। সে উপায় এই, যখন যে যে গোরা ছাউনি বা বারিক হইতে বাহির হয়, তাহাদের তালিকা রাখা। তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা, তাহারা কোন্ কোন স্থানে গিয়াছিল; কি কি কাজ করিয়া আসিল? যদি তাহারা সত্যবাদী হয়, আর বারিক মাষ্টারের যদি তাহাদের দুষ্কার্য্যকারিতা নিবারণের আন্তরিক চেষ্টা থাকে, ইহাতে কিছু ফল হইতে পারে। কিন্তু বারিক মাষ্টারের সে চেষ্টা নাই, গোরারাও সত্য কথা কয় না। যে গোরা আধ পয়সার এক গাড়ি ইক্ষুর নিমিত্ত অনায়াসে এক ব্যক্তির প্রাণবধ করে, তাহার ত ধর্ম্মজ্ঞান টনটনে। সে যে সত্য কথা কহিবে, তাহার সম্ভাবনা কি?

এক্ষণে প্রশ্ন এই, পুলিষ-কর্ম্মচারী পর্য্যাপ্ত ও কণ্ঠ নয়, অতএব তাহারা অত্যাচারের অনুষ্ঠানকালে তাহার নিবারণে সমর্থ হয় না। বিচারপতি ও জুরি পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাইলেন না। অতএব তাঁহারা অপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, বারিক মাষ্টারের এ দেশীয়ের প্রাণরক্ষায় তত স্বার্থ ও যত্ন নাই, তিনিও মনোযোগ করিলেন না। যে কারণে হউক, প্রজা হত ও অত্যাচরিত হইতে লাগিল। কিন্তু এ হত্যা ও অত্যাচারের দায়ী কে? ইহার নিবারণ না হওয়াতে কে পাপভাগী হইতেছে? রাজার উপরেই প্রজারক্ষার ভার। যে কারণে হউক, তিনি যদি প্রজারক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহার রাজত্ব বিড়ম্বনাময়। অতএব গোরার অত্যাচার নিবারণের একটী সদুপায় করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আপাততঃ এই নিয়ম করা হউক, কোন বারিক মাষ্টার রক্ষক সঙ্গে না দিয়া কোন গোরাকে ইচ্ছামত বাহিরে যাইতে দিবেন না। যদি দেন তিনি গুরুতর দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। নিয়মটী কেবল কয়েকটী বাক্যে ও কতকগুলি অক্ষরে পর্য্যবসিত না হয়। যাহাতে নিয়মানুরূপ কার্য্য হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ শক্তিশক্তি করিতে হইবে। আমরা যে রক্ষক সঙ্গে দিবার কথা কহিলাম, তদ্বিষয়েও আমাদের বক্তব্য এই, যে সে রক্ষক সঙ্গে দিলে চলিবে না। গোরারা যাহাকে ভয় করে, এবং যাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান দৃঢ়, তাদৃশ ব্যক্তিকে সঙ্গে দেওয়াই কর্ত্তব্য। অন্যথা ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নয়। এ উপায় অবলম্বন করিলে আপাততঃ কথঞ্চিৎ ইষ্টসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তবে আমরা যে উপায়ের কথা বলিলাম, এটী আপাত প্রতীকার। এ উপায়টী আমাদের দেশের নীতিজ্ঞদিগের অনুমোদিত নহে।

"প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং।"

কাদা মাড়াইয়া পা ধোয়া অপেক্ষা, কাদা না মাড়ানই ভাল।

গোরারা অত্যাচার করিল, স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণ করিল, হত্যাকারি তাহার পর তাহাদিগকে ধরা পাকড়া না করিয়া যাহাতে ধরা পাকড়া করিতে না হয়; তাহার ব্যবস্থা করাই বিধেয়।

নববিধান বা অভিনব ঐশ্বরীয় সংবাদ।

"আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী পুণ্য কলিকাতা নগরী নববিধানপ্রবর্ত্তক ঈশ্বরানুপ্রাণিত কেশবচন্দ্র সেনে পৃথিবীর সমুদায় জাতি; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যাবতী প্রধান ধর্ম্মসম্প্রায়; মুসা, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, কনফিউসস জোরষ্টর, মহম্মদ, ও নানকের শিষ্যগণ এবং অন অন্য হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ঋষি গোঁসাই ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রতি বক্তব্য—

আপনাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা ও আপনাদিগে চিরশান্তি-সুখ হউক।

যে হেতু আমাদের পিতার পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ বিরোধ ও শত্রুতা প্রব হইয়াছে। তন্নিবন্ধন পরস্পর বিদ্বেষ, অসুখ, অশান্তি, অধার্ম্মিকতা, যুদ্ধ, হত্যা ও রক্তপাত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

যে হেতু ধর্ম্মের নামে ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার ভগিনীর সহিত ভগিনীর এই বিরোধ অশেষ অনর্থে মূল হইয়াছে, এ ভাব স্বয়ংই ঈশ্বর ও মনুষ্য সম্বন্ধে পাপ স্বরূপ।

এই হেতু পুণ্যময় ঈশ্বর স্বইচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেম এবং একতা ও সম্মিলনের সংবা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ঈশ্বর অসীম করুণা করিয়া এই নববিধান এ প্রাচ্যদেশে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন এ এই আদেশ দিয়াছেন যে, আমরা পৃথিবীর সমুদ জাতির সম্মুখে ইহা উপস্থিত করিব।

প্রভু এইরূপে কহিয়াছেন, ধর্ম্ম-বিরোধকে আ ঘৃণা করি এবং অভ্রাতৃভাবকে আমি দেখিতে পারি না।

আমি প্রেম ও একতার ইচ্ছা করি, আমি যেন এক, আমার সন্তানগণ সেইরূপ এক-হৃদয় হয়, এ আমার ইচ্ছা।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমরা ধর্ম্মবক্তাদিগের দ্বা আমি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নানা বিধানের কথা কহি য়াছি, কিন্তু সমুদায়েই একতা আছে।

কিন্তু এই সকল বিধানের অনুবর্ত্তী, আমা ধর্ম্মবক্তারা বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়াছে এবং তাহা পরস্পরকে ঘৃণা ও পরস্পরকে স্বদল হইতে বহিষ্কৃ করিয়াছে।

...গদীশ্বর সকলকে একভাবে অবলম্বনের যে সংবাদ ...ছেন, আমার ধর্ম্মদ্বারা তাহা অস্বীকার করি... ...ন এবং যে ধর্ম্মবিজ্ঞানে একতা বন্ধন ও সম্পা... ...করে, আমার ধর্ম্মবক্তাদিগের চক্ষু তাহা দেখে ...এবং তাহাদিগের অন্তঃকরণ তাহা স্বীকার ...র না।

...হে মনুষ্যগণ। তোমরা শুন যদ্যপি একটী কিন্তু ...া বাজাইবার যন্ত্র অনেক: এক শরীর কিন্তু ...নক অঙ্গ; এক আত্মা কিন্তু তাহার অনেক ...ার ভেদ; এক যুক্তি কিন্তু অনেক জাতি; এক ...কিন্তু তাহার অনেক প্রভেদ।

...যে সকল ব্যক্তি আমাদের সেই পিতার নামে ...ত সংস্থাপন করে, বিরোধের মীমাংসা ও পর... ...র সত্য ও ভ্রাতৃভাব সম্পাদন করে, তাহারাই ...।

...আমাদের প্রভু ঈশ্বর এই বাক্যগুলি আমাদিগকে ...য়াছেন। তাঁহার এই নূতন ধর্ম্ম আমাদের ...টে প্রকাশ করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম অত্যন্ত ...ন্দের।

...ঈশ্বর এই প্রদেশে বিশ্বজনীন ধর্ম্মবৃক্ষ রোপণ ...য়াছেন। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুস্তক সকল সুন্দর ...নে মিলিত হইয়াছে।

...আমাদের স্নেহবান পিতা এই সংবাদগুলি ...াকে এবং আমার ভ্রাতৃপ্রচারকগণকে পৃথিবীর ...র জাতির নিকটে প্রচার করিতে আদেশ দিয়া... , সমুদয় জাতি এক রক্তে উৎপন্ন, অতএব ...াদিগের এক ধর্ম্ম হইবে এবং তাহারা এক ...কে পাইয়া আনন্দ করিবে।

...প্রভু বলিয়াছেন এইরূপে সমুদয় বিচ্ছেদ দূরগত ...ব এবং শান্তি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজমান হইবে। ...হে ভ্রাতৃগণ! আমি নতভাবে আপনাদিগের ...ট মিনতি করিতেছি, এই বিশ্বজনীন প্রেমের ...াদ আপনারা গ্রহণ করুন।

...তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করিও না, পরস্পরকে ...বাস এবং পিতা যেমন এক, তেমনি তোমরা ...আত্মা ও এক সত্যপরায়ণ হও।

...যে কোন জাতি হউক ও যে কোন ধর্ম্ম হউক, ...নে তোমরা ভ্রমপ্রমাদ ও অধার্ম্মিকতা দর্শন ...বে তাহার সংশোধন করিবে। তোমরা কোন ...পুস্তক, বক্তৃবক্তা ও ধর্ম্মকে ঘৃণা করিও না।

...সকল প্রকার উপধর্ম্ম ও ভ্রমপ্রমাদ, নাস্তিকতা ...কল পাপ ও ঈশ্বরপরবশতা পরিত্যাগ কর।

...ও হও।

...তোমরা প্রত্যেক খৃষ্টি ধর্ম্মবক্তা ও ধর্ম্মার্থ দেহ... ...পীকে দিগের মনুষ্যকুলে সম্মান করিবে এবং ...ল বাসিবে।

তোমরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান সংগ্রহ কর এবং সকল যুগের ঋষিগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর।

এরূপ করিলে অতিশয় ভক্তি আত্মত্যাগ সর্ব্ব জীবে সমান দয়া, দৃঢ়তর ন্যায়পরতা ও সত্যপরতা এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের পবিত্রতা তোমাদিগের হইবে।

তোমরা পরস্পরকে ভাল বাস এবং তোমাদের যে পরস্পর বিচ্ছেদ আছে, তাহা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে নিমগ্ন কর।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমাদিগের প্রেম গ্রহণ কর এবং তোমাদিগের প্রেম আমাদিগকে দেও। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের লোকে এই নববিধানে মহোৎসব সম্পাদন করুন।

আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ভিন্ন ভিন্ন বাদ্য যন্ত্র লইয়া নববিধানের প্রসংশা করুন এবং ঈশ্বরে পিতৃভাব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব গান করিতে থাকুন।

"ধর্ম্ম" এই শব্দটী উচ্চারণ করিলে যেমন উচ্চভাবের পদার্থ বুঝায়; কেশব বাবুর বাক্যগুলিও তেমনি উদারভাব সম্পন্ন হইয়াছে। যদি সকল লোকে পরস্পর বিরোধভাব পরিত্যাগ করিয়া এক ভাব অবলম্বন করেন, পৃথিবীতে আর স্বর্গে কিছু ভেদ থাকে না। যখন আমরা তাঁহার উপদেশের উদারতার বিষয় চিন্তা করি, তখন আমাদের মন মোহিত হয়; কিন্তু আবার এই বিষয়টী যখন স্মৃতি-পথে উদিত হয়, ঈশ্বর তাঁহাকে ও তাঁহার সহচরগণকে এই নববিধান দিয়াছেন, তখন আমাদের মনে তাঁহার উদারভাবের আবির্ভাব না হইয়া অন্য আর এক ভাবেরই আবির্ভাব হয়। ধর্ম্ম ঈশ্বরে অনুপ্রাণিত না হইলে বদ্ধমূল হয় না। এই ভাবিয়া কি কেশব বাবু মুসা, খ্রীষ্ট ও মহম্মদাদির ন্যায় নববিধানকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া জগতে প্রচার করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন? মুসা খ্রীষ্ট মহম্মদাদি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, সে সময়ে আর এ সময়ে কত অন্তর কেশব বাবু কি একবার ভাবিয়া দেখেন নাই? এখন কি লোকের আর অন্ধ বিশ্বাস আছে? এখন তর্কশক্তি অতি প্রখর। এখন মুটে মজুরেরাও তর্ক বিতর্ক করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে।

আমরা কেশব বাবুর কৃতার্থতা লাভের আর একটী বিঘ্ন দেখিতেছি। ঈশ্বর এক বটেন; কিন্তু তিনি মানুষকে এক করেন নাই। মানুষ যে কোন কালে এক ভাবাপন্ন হইবে, সে পথ রাখিয়াও দেন নাই। তিনি মানুষের যে মন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার ন্যায় অদ্ভুত পদার্থ আর নাই। দুই ব্যক্তির মনের এক ভাব হওয়া দূরে থাকুক, এক ব্যক্তিরই মন সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় সমভাবে থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার ভাব পরিবর্ত্ত হয়। অত... মানুষের মনের এ প্রকার গতি থাকিতে ক... ধর্ম্মগত একতা বা বিষয়গত একতা হইবে, ত... সম্ভাবিত নহে। তবে যদি কেশব বাবুর ঈ... মানুষের মনের গতি ফিরাইয়া দেন, তবেই য... হউক।

বাইবলে দেখিতে পাই, ঈশ্বরের কতক... মনোনীত লোক ছিল। কেশব বাবুর নববি... বিষয়ক উপদেশ পাঠেও জানা যাইতেছে, ঈ... তাঁহার প্রতি ও তাঁহার সহচরগণের প্রতি প্র... হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণে এ কথায় কির... প্রত্যয় করিবে? অতএব কেশব বাবু সাধার... বিশ্বাসার্থ গোবর্দ্ধন ধারণ, কাটিয়া নদী পার ক... বা একখান রুটিতে পাঁচ হাজার লোককে পরি... করিয়া ভোজন করান, এইরূপ কোন একটী অ... সর্গিক অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করুন।

বাল্য বিবাহ।

ধর্ম্ম বান্ধব নিবন্ধনি সভা।

বাল্যবিবাহ এ দেশের উন্নতির মস্তকে একখ... বৃহদায়তন বিশাল প্রস্তরের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হ... রহিয়াছে। বাল্যবিবাহ নিবন্ধন এ দেশীয়দি... বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে না; সাংসারিক সুখভো... অধিকার জন্মিতেছে না; দাম্পত্য প্রণয়ের আস্ব... গ্রহণ হইতেছে না, বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে... অধিক কথা কি অনন্ত দুরবস্থা ঘটিতেছে। এ দে... যেরা যে ভীরু ও অপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়... বাল্যবিবাহই তাহার কারণ। এ দেশীয়েরা... চাকরী চাকরী করিয়া অস্থি চর্ম্মাবশিষ্ট হন, ... ১০। ১৫ টাকার চাকরী হইলেই তাহাতে পরি... হন, পাঠক! বাল্যবিবাহকে কি তাহার অন্য... কারণ বলিয়া গণনা করেন না? অধিকাংশ লো... অল্প বয়সে অভিভাবক হীন হইয়া সংসারভার... হইয়া পড়েন, সুতরাং জীবিকার যে কোন এ... উপায় অবলম্বন না করিলে চলে না। অকাল মৃ... যে এক প্রাদুর্ভাব, ঐ বাল্যবিবাহই কি তা... প্রধান কারণ নয়? অপক্ক বীজে সন্তান জ... সন্তানের অঙ্গ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়পুষ্ট হয় না। অল্প ব... কতকগুলি ছেলেপুলে হইয়া গৃহ পরিপূর্ণ হ... উঠে। তাহাদিগকে যথারীতি লেখাপড়া শিখান... থাকুক, পিতা তাহাদিগকে বলকর ও পুষ্টিকর... ভোজন করাইয়া মানুষের মত করিয়াও তু... পারেন না। ক্ষীণ দেহে নানাপ্রকার পীড়া আ... করে, প্রায় যাবজ্জীবন পীড়া ভোগ করিতে... সুতরাং জীবন সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে।

এ দেশীয়েরা ভূমিষ্ঠার চিরঋণ কুসংস্কারে ...

অভিভূত হইয়াছেন যে এই সকল মারাত্মক অনিষ্ট অহরহঃ ভোগ করিতেছেন, চক্ষের উপরে সন্তানের দুর্দশা দেখিতেছেন, দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তথাপি চৈতন্য হইতেছে না, তথাপি বাল্যবিবাহের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। পরিত্যাগ না করিবার ৫টী প্রধান কারণ আছে। এক, এ দেশ ঊষ্ণপ্রধান। এখানে অল্প বয়সে দৈহিক ক্রিয়া প্রস্ফুটিত হয় এবং মনোবিকার জন্মে। অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে পাছে কন্যাপুত্রগণ বিপথগামী হয়, পিতা মাতার এই শঙ্কা। দ্বিতীয়, শাস্ত্রকারেরা পুত্রদর্শী পিতাকে পিতামাতার ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই পিতা বিশুদ্ধ না হইলে হয় না। কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে পাছে ব্যভিচার ঘটিয়া বিশুদ্ধ সন্তান জন্মিবার বিঘ্ন ঘটে, (কোন পুত্র কন্যা ভারতবর্ষ হইলে ভদ্ধত পিতৃ ঔরস প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না) এই শঙ্কায় পুরুষদিগের সকাল সকাল বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সকাল সকাল যুবা কন্যা জন্মিলে পিতা ও জামাতা পাইবার সন্ধান হইয়া রহিল, এটীও বাল্যবিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তনের অপর কারণ। যে কারণে এই দূষিত প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক, এ প্রথা যে শ্রেয়স্করী নয়, কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। শাস্ত্রকারেরা বিবেচনা করিয়াই এক কাল নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাল্য বিবাহ নিবন্ধন যে কি অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহার চিন্তা করেন নাই।

আমরা শুনিয়া আনন্দান্বিত হইলাম, দশবার্ষিক মিশনরি সভা বাল্যবিবাহে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। এ প্রথাটী যাহাতে উন্মূলিত হয়, তদ্বিষয়ে সভ্যগণের বিশেষ যত্ন জন্মিয়াছে, তাঁহারা এতদর্থ গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিতেও অসম্মত নহেন। কৃতবিদ্য হিন্দুরা তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া এ বিষয়ের উন্মূলন চেষ্টা পান, এটীও তাঁহাদের অভীষ্ট। গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিবার বিষয়ে আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এতদ্বিষয়ক আইন দেশের সাধারণ সংবাদ হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি বলপূর্ব্বক উহার উন্মূলন চেষ্টা পান, তাঁহাদের প্রাণহত্যা করা হইবে। তবে যিনি বি, এ, পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে বি, এ, পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না, এই যে প্রস্তাব করা হইয়াছে এটী উত্তম কল্প। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ একটী নিয়ম করিয়া দিলে সেই নিয়মটী বলবৎ করেন, গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রার্থনা করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বহুলোকের [illegible] হইবে সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোকেরই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে বিবাহের বিধি আছে, কিন্তু পুরুষের পক্ষে সে বিধি নাই। একটী বচন আছে,

"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্বু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ।"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই বর্ণত্রয় ক্ষণকালও আশ্রমবিহীন হইয়া থাকিবে না।

আশ্রম চারি প্রকার। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ও ভিক্ষু। শিক্ষা কাল ব্রহ্মচর্য্য। বিবাহ গৃহস্থের ধর্ম্ম। অগ্রে ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া গৃহী হইবার বিধি নাই। অতএব যাঁহারা অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহাদের অনাশ্রমী থাকিবার কথা নয়। যাবৎ বি, এ, পরীক্ষা দেওয়া না হইবে, তাবৎ শিক্ষার্থীরা বিবাহ না করিলে দোষ জন্মিবে না। দেশাচারও যেরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও পিতা মাতা পুত্রের অল্প বয়সে বিবাহ দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হন না। অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ না দিলে পতিত হইলেন, কেহ এরূপ বিবেচনা করেন না। কেবল কন্যার সকাল সকাল বিবাহ দিবার বিষয়ে অধিক আঁটা আঁটি। কন্যার দশম বর্ষ অতীত হইলে পিতা মাতার আর চৈতন্য থাকে না। তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। মনু বলেন:—

"ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ ভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।"

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশবর্ষবয়স্ক কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন।

এ বচন দ্বারা শিক্ষার্থী পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহে যে দোষ ঘটে না, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ প্রথা হইলে স্ত্রীলোকেরও ক্রমে অধিক বয়সে বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিবে। আমাদের শাস্ত্র প্রবন্ধের ন্যায় নিতান্ত অনম্য নয়, বিষয়-ভেদে ইহার উদার ব্যবহারও আছে। যে শাস্ত্রকারেরা দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কন্যার বিবাহের বিধি দিয়াছেন, তাঁহারাই আবার কহিয়াছেন, যদি উত্তম পাত্র না পাওয়া যায়, কন্যা মরণ পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিবে। ব্যবহারেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় অধিকাংশ কুলীন কন্যার যৌবনান্তে বিবাহ হইয়া থাকে। অতএব বি, এ, পরীক্ষা দানার্থ পুরুষেরা যদি অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকেন, স্ত্রীলোকদিগেরও কালে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় থাকা ঘটিয়া উঠিবে। সৎপাত্র না পাইলে কন্যার পিতা মাতাদিগকে কালেই অপেক্ষা করিতে হইবে। অতএব বি, এ, পরীক্ষাদান পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় থাকিবার নিমিত্ত বিধানবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যাহাতে যত্নবান হন, মিশনরি সভা স্বতঃ পরতঃ সেই উদ্যোগ করুন তাহা হইলে সভা সফলমনোরথ হইতে পারিবেন। মিশনরিরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতার বিষয় ঘোষণা করিয়া সকলকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলে এবং কৃতবিদ্য হিন্দুদিগকে লইয়া এ বিষয়ের আন্দোলন করিলেও অনেক অংশে ইষ্টসিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

দাক্ষিণাত্যের রায়তেরা নিয়ত ঋণগ্রস্ত। তাহাদিগের সুবিধার নিমিত্ত ১৮৭৯ অব্দের আক্টোবর মাসে একটী আইন হয়। ১৮৮২ অব্দের ২৮ ডিসেম্বর ঐ আইনের সংশোধনার্থ তাবতক্ষ বাবস্থাপক সভায় একটী পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছিল। অনরেবল কোপ সাহেব যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে এই বুঝা যাইতেছে, মহাজনের সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত গ্রামা মুন্সেফ আদালত প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে অল্প ব্যয়ে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, তাহার উপায় করা হইয়াছে, আরও সুবিধা করিবার চেষ্টা হইতেছে। বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবার বিলক্ষণ চেষ্টা আছে। এ চেষ্টা অপ্রশংসনীয় নয়, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যাহাতে এ বিপদ্মূল উৎপাটিত হয়, সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। রায়তেরা কি কি কারণে এরূপ দুস্তর ঋণগ্রস্ত হয়, তাহার অনুসন্ধান করিয়া যদি তাহার উন্মূলন করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারে। প্রজারা সচ্ছল হইলে তাহারা ঋণজালে জড়িত হইতে যাইবে? তাহাদের অবস্থা সচ্ছল করিবার কি উপায় নাই? তাহাদের খাজানার একটী ভাল বন্দোবস্ত করা হউক; জন্মিবার ব্যাঘাত না জন্মে, তাহার উপায় হউক; যেখানে জলের প্রয়োজন, সেখানে খাল করা হউক; যেখানে অধিক জল জমাতে শস্যের বিঘ্ন ঘটে, সেখানে জল নিকাশ হইবার ভালরূপ পথ করিয়া দেওয়া হউক। এ সকল উপায় করিয়া দিলেও যদি কোন বর্ষে শস্যের ব্যাঘাত জন্মে, সে বর্ষে খাজনা রেয়াই দেওয়া বা তাহার ন্যূনাধিক করিয়া লওয়া হউক। যদি কোন প্রজার গৃহের প্রয়োজন হয়, গবর্ণমেণ্ট অল্প সুদে ঋণ দিয়া করুন। শতকরা ছয় টাকার অধিক সুদ লওয়া না হয়। এরূপ ব্যবস্থা করিলে বোধ হয় তবিষ্যতে প্রজার মহাজনের নিকটে ঋণ গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে না। তাহা হইলে আর এ উদ্দেশে আদালতের সংখ্যা আদালতের সৃষ্টি করিবারও প্রয়োজন থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট যত চেষ্টা করুন, আদালতের দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা সুফলদায়ক হইবে না। তাহাতে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা কাহারই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।

না যাইতেছে রাজপুরুষেরা শীঘ্র শীঘ্র বাঙ্গইপুর বিভাগটী উঠাইবা দিতে অভিলাষী হইয়াছেন। রা ইহার তাৎপর্য্য কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই উপবিভাগের নস্থ অধিকাংশ স্থানেই নীচ লোকের বাস, কথায় য় মান্য রক্ষা করা তাহাদিগের অভ্যাস, আর ল ঘটনাও অল্প নহে। তথাপি যদি গবর্ণমেণ্ট বিভাগটী উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে প্রকারা- ভক্তাদের উৎসাহ দেওয়া হইবে। ম্যাজি- ষ্ট্রেটী বাবু উপর্য্যুপরি মকদ্দমার সংখ্যা অল্প ওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিয়া এই গোলযোগ স্থিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, ার বিচারগুণে অনেকে কিল খাইয়া কিল চুরী য়া থাকে। মকদ্দমা রুজু করিলে তিনি এক না এক পক্ষকে কিছু সাজা না দিয়া ছাড়েন এই ত গেল এক কথা। দ্বিতীয় কথা এই, ান ও কাছার লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র প্ত হইয়াও গবর্ণমেণ্ট কি কারণে যে এরূপ দেশ দিয়াছেন, আমরা ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে লাম না। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, অনুসন্ধা- ত এই উপবিভাগটী রাখার আবশ্যকতা উপলব্ধি য়াছে, তথাপি না কি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইহার ত বিরূপ। অধিবাসীরা গবর্ণর জেনারলের নিকট বেদন করিয়াছেন, আশা করি তিনি এ বিষয়ের শষ বিবেচনা করিবেন। আবার শুনা গেল যে, টী বাবু পূর্ব্বে কাজ নাই বলিয়া লিখিয়া পাঠা- ছিলেন, তিনিই এক্ষণে কাজের ভীড়ে নিশ্বাস লিতে পারিতেছেন না। উপর অপ্ত খাটিয়াও শেষ করিতে পারিতেছেন না। তিনিই আবার ন যথেষ্ট কাজ আছে বলিয়া উপবিভাগটী যাহাতে ক সে চেষ্টা পাইতেছেন। অতএব এরূপ অবস্থায় উপবিভাগটী রাখা কর্ত্তব্য নহে?

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ৩০ এ ডিসেম্বর। ব্রাডফোর্ডের কারখানায় ধূম ন্ন বস্তু পতিত হওয়াতে ৫১ জন লোকের প্রাণ বিয়োগ াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩০ এ ডিসেম্বর। মক্কা ও মদিনায় বিসূচিকা ণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ৪১ জন যাত্রী হইতে আক্রান্ত া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বার্লিন ৩০ এ ডিসেম্বর। অতিবৃষ্টি নিবন্ধন অষ্ট্রিয়া ন্তর্গতে বহুতর বন্যা হইয়া গিয়াছে।

অষ্ট্রিয় দুই কাউণ্ট ইউন্সকেন আত্মহত্যা করিয়াছেন।

কায়রো ৩০ এ ডিসেম্বর। মিশরের আয় ব্যয় সংক্রান্ত াবে দেখান হইয়াছে, রাজস্ব আদায় ৮৮০০০০০০ টাকা ও ৮০০০০০০ টাকা ঋণ বাবদে উদ্ধৃত ২২০৫০০০ টাকা ঋণ পরি- ধ করা হইবে।

লণ্ডন ৩১ ডিসেম্বর। টাইমস একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, ভূপু রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। এক অংশ সেটিবাণ্ড ও অপর অংশ ডনকে দেওয়া হইবে। উভয় রাজ্যে এক একজন রেসিডেণ্ট থাকিবেন। টুলিমা ডনকে দেওয়া হইবে। এই বন্দোবস্তে প্রজারা অসন্তুষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগের ইচ্ছা সেটিবাণ্ড ডনের সহিত মিলিত হন।

কায়রো ৩১ এ ডিসেম্বর। মিশরে যে সকল ইংরাজ সৈন্য আছে, তাহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া মিশর গবর্ণ- মেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গোচর করাতে সৈনিক সংখ্যা হ্রাস করিবার সম্ভাবনা আছে। কেবর পাশা মিশরের সৈনিক সংস্কারের যেরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, সার ইভলিন উড সেইরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় মিশর গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন। ২৫ জনের অধিক উপযুক্ত ও কার্য্যদক্ষ ইংরাজ কর্ম্মচারী তথায় থাকিবে না।

লণ্ডন ১ লা জানুয়ারি। সেটিবাণ্ড বৃহস্পতিবার ভূপু রাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তথায় বিলক্ষণ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

পারিস ১ লা জানুয়ারি। এম গাম্বেটা প্রস্তাব করিয়া ছেন। জর্ম্মনির সংবাদপত্র সম্পাদকেরা তাঁহার স্বরূপচিত্র স্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা এ কথা বলিয়াছেন ইঁহার মূর্ত্তি নিবন্ধন শান্তি সংস্থাপিত হইল।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১ লা জানুয়ারি। হরজারাউমে সামরিক আইন জারি হইয়াছে। তিন শত বিপক্ষ মরদ্দীর কর্ত্তায় উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। রাজ্ঞীর অনুজ্ঞাক্রমে কনটের ডিউক ভারতবর্ষের যৌবরাজ্য গ্রহণের আবেদন ওঠাইয়া হইয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহা মিথ্যা।

সর এডমণ্ড বিজমরিজ সার চার্লস ডাউকর পরিবর্ত্তে বৈদেশিক কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটরি হইলেন।

লর্ড এলফিণ্ড ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটরির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কমোনার সাহেবের এই পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

পারিস ২ রা জানুয়ারি। ফরাসি সংবাদপত্র সম্পাদকেরা বলিতেছেন, গাম্বেটার মৃত্যু নিবন্ধন ফরাসী সাধারণতন্ত্রের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। কিন্তু সকল সম্প্রদায়েরই পরস্পর একমত অবলম্বন করা আবশ্যক।

কায়রো ২ রা জানুয়ারি। সার ইভলিন উড যেরূপে মিশরের সৈনিক সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন, খেদিব তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

বার্লিন ২ রা জানুয়ারি। ব্রাস্লেতে ভয়ানক বন্যা হওয়ায় রাইলি ল্যাণ্ডের অন্তর্গত ৭ খানি পল্লী একবারে ভাসিয়া গিয়াছে।

পারিস ৩ রা জানুয়ারি। শনিবার পারিসে এম. গাম্বেটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। তৎপরে নাইস নগরে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করা হইবে।

কায়রো ৩ রা জানুয়ারি। খেদিব মিশরে মিশ্র শাসন-প্রণালী এক বৎসরের নিমিত্ত রাখিবার প্রস্তাব রাজগণের নিকট করিয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা জানুয়ারি। গত নবেম্বর মাসে ডিলাবি নামক যে ব্যক্তি জজ লসনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে তাহার দশ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। মিশর সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের যে সাঙ্ঘ হইতেছিল, পরস্পরের মতের ঐক্য না হওয়াতে তাহা ভঙ্গ হইল।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজগণকে ভূয়েজ যোজকে স্বাধীন-বাণিজ্য আরম্ভ করিতে বলিয়াছেন।

কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ইংরাজ সৈন্য সেটিবাণ্ড রাজ্য ৩ মাস রক্ষা করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই গবর্ণর জেনে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সমভিব্যাহারে ডায়মণ্ডহার্ব দেখিতে যাইবেন। ঐ দিবস এতদুপলক্ষে ম হইতে ডায়মণ্ডহার্ব্বর পর্য্যন্ত নূতন রেলওয়ে খো হইবে।

হোগলকার ও ইন্দোরের মহারাজ ও টঙ্কের ন আগামী ২০ এ জানুয়ারি কলিকাতায় আগ করিবেন, জয়পুরের মহারাজের ১৫ ই জানু আসিবার কথা আছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার বাবু শিবচন্দ্র দেবের পুত্র বাবু অভয়াচরণ ও তাঁহা গুরু পিতার স্মরণার্থ কাশীমিত্রের ঘাটের নি গঙ্গাযাত্রীদিগের থাকিবার জন্য ২০০০০ টাকা ব একটী চাঁদনী প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন।

শিবনাথ রেপন হাসপাতাল নির্ম্মাণের সা য্যার্থ ৪০,৭৪৮ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের রায়ত সংক্রান্ত আইনের বি অনরেবল কণ্টার সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় এ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। এই আইনের অ বিধান সমূহ দর্শন করিয়া তিনি এরূপ কুপিত উঠিয়াছিলেন যে তজ্জন্য তিনি বোম্বাই গবর্ণমে নামে অবিলম্বে নালিশ করিতে পরামর্শ দিয়াছি

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনে বি উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। এ নিমিত্ত তাঁ সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে বরদারাজ কলিকাতায় গ জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন।

লর্ডদিগের মধ্যে প্রতিযোগী পরীক্ষার বাহাতে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল মনোনীত তাঁহার কর্ম্মকাল দশবৎসর নিরূপিত করা হয় যয়ে এক খানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। প করিয়া গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত করার প্রস্তাবটী নহে কিন্তু সাধারণতঃ কর্ম্মকাল দশ বৎসর নির্ণ করা সৎযুক্তি প্রসূত নহে। লর্ড রিপণের গবর্ণর জেনেরলের কর্ম্মকাল দশ বৎসর কেন তিনি কাজ করিতে শক্ত তাবৎ থাকিলে লোক রণের মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু লিটনের ন্যায় জেনেরল হইলে দশ বৎসর ঘুরে থাকুক এক দি থাকা কষ্টকর। অতএব ভাল লোক হইলে যদি বৎসরের ব্যবস্থা করা হয় তাহা মন্দ নহে।

গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কর্ম্মকাল পূর্ণ হওয়াতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন ও বেহারের জমীদার সভাকে জমীদারদিগের স্বত্ব রক্ষার সমর্থ এরূপ একজন সভ্য নির্ব্বাচন করিতে বলা হইয়াছে। অনেকের ইচ্ছা অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল এই পদ গ্রহণ করেন। এ প্রস্তাব কিছু মন্দ নহে, তবে যদি তাঁহার না ঘটে তাহা হইলে উত্তরপাড়ার জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ই উক্ত পদ লাভের সম্পূর্ণ উপযোগী। তাঁহার ন্যায় বিষয়ী ও বিবেচক লোক অতি বিরল।

কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। শুনা গেল ৪ জন লোক এই দুর্ঘটনায় পুড়িয়া মরিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ অনুমান ১০ লক্ষ টাকার সামগ্রী ভস্মীভূত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও নবাব আব্দুল লতীফ গত সোমবার সি, আই, ই উপাধি দ্বারা উপশোভিত হইয়াছেন।

বিবি লেসলি একটী বড় সদনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি দেশীয় দুষ্টা রমণীগণকে আশ্রয় দানে উন্মুখ হইয়াছেন। তিনি বলেন অনেক রমণী প্রথম অসচ্চরিত্র হইয়া পরে শুদ্ধ ও চরিত্র হয় কিন্তু সমাজে স্থান পায় না ও অন্য উপায়ে তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না বলিয়া অনেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, তিনি এইরূপ রমণীকে আশ্রয় ও শিক্ষাপ্রদান দ্বারা সচ্চরিত্রা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এই মহোদয়ার রমণীই কলিকাতার গুপ্তপাপী গোরদিগের চরিত্র সংশোধনে বিশেষ যত্নবতী হইয়াছেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে কন্যাসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে। ফিৎপাট্রিক সাহেব এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবেন। জমীদার ও প্রজা মহাশয়দের বক্তব্য শেষ না হইলে লর্ড রিপন জবাব এ সম্বন্ধীয় কোন আইন বিধিবদ্ধ করিবেন না।

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার ক্রফট সাহেব শিক্ষা সংক্রান্ত সভার কোন বিশেষ কার্য্যে আপাততঃ কিছু দিনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতার মহাপাপে যাহাতে হেয় ৯য় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে স্বাভিলাষ প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন প্রার্থনার কাগজ পত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বিলাতের ডক্টিন সাহেব এক প্রকার তাড়িত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন তদ্দ্বারা অতি বেগবান বাষ্পীয় যন্ত্রেরও গতি অনায়াসে বন্ধ করা যায়।

কনষ্টাণ্টিনোপলের সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা বলিতেছেন, রুশও যদি তুরস্কানের সহিত মিশর সংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা না করেন, তাহা হইলে রুশিয়া বলকান ও আসিয়া মাইনরে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিবেন, সুতরাং ওস্ত্রিবন্ধন নৈতিক গোলযোগেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিবে।

ইংলণ্ডে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, মিশর যুদ্ধে নিয়োজিত সৈনিকদিগের মধ্যে অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সামরিক বিভাগের ষ্টেট সেক্রেটারি চ্যাইল্ডার্স সাহেবের বন্দোবস্তের দোষেই এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। এক-স্ত্রিবন্ধন সৈনিকপুরুষ মাত্রেই তাঁহার উপর যার পর নাই কুপিত হইয়াছেন।

পাবসোপসাগরের লিঙ্গ নামক বন্দরের পশ্চিম ও পূর্ব্বে ৩টী এবং চাকর নামক বন্দরের পশ্চিম মসিকার নিকট সমুদ্রগর্ভে শুক্তি পাওয়া যাইতেছে। এই নূতন আবিষ্ক্রিয়া নিবন্ধন মুক্তার ব্যাপার সস্তা হইবার সম্ভাবনা।

রেঙ্গুন হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, একজন ভারতবাসী তত্রত্য ছোট আদালতে তদ্দেশীয় এক ব্যক্তির নামে নালিশ করে। এক ব্যক্তি তাহাকে কোন একটী ব্রহ্মদেশীয় দেবালয় দর্শন করিতে পরামর্শ দেয়। পরামর্শদাতা বলিয়াছিল, তিনি যদি সে মন্দিরের পুরোহিতকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে তিনি এরূপ মন্ত্র বলিয়া দিবেন যে বিচারপতি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া প্রতিবাদীর প্রতিকূলে ডিক্রী দিবেন। তদনুসারে নির্ব্বোধ এই কথায় বিশ্বাস করিয়া যেমন দেবালয়ে প্রবেশ করে, অমনি কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গে এরূপ দাহের আঘাত করে যে, তাহাতে তাহার জীবন সংশয় হইয়াছে। সে ব্যক্তি এক্ষণে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে অবস্থিতি করিতেছে।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের নিম্ন লিখিতরূপ বার্ষিক বৃত্তি বিধান করিয়াছেন। যথা—

রাজপরিবারের কন্যা ১৬১০০০০ টাকা, সামরিক বিভাগে কর্ম্ম করিলে ৩৮১৬৬০ টাকা, রাজনৈতিক কার্য্য নিবন্ধন ১০৪৩৪০, গ্রেটব্রিটেনে বিচার কার্য্য করিলে ৪১২২৪০ ও আয়ারলণ্ডে করিলে ১১৮৬৭০, বিদেশীয় রাজার রাজ্যে থাকিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক কার্য্য করিলে ৮১২৩০, নানা-প্রকার কার্য্যের জন্য ৯০৯৫০, পৈতৃক বৃত্তি ৬১৮৪০ টাকা দান করা হইবে। তদ্ভিন্ন আরল নেলসনের ৫০০০০ মারলবরোর ডিউকের ৪০০০০, স্বর্গীয়ের ডিউকের উত্তরাধিকারির ৯৮৪০, কাপ্তেন গ্রাণ্টের উত্তরাধিকারির ১২০০০, উইলিয়ম পেনের উত্তরাধিকারির ৪০০০০, লর্ড এণ্ডার্সনের ৫০০০০, লেডি এলগিনের ১০০০০, লেডি মেওর ১০০০০, মিলনার গিবস-মের ২০০০০, স্পেন্সার ওয়ালপোলের ২০০০০, লর্ড ক্লারেন্স প্যাজেটের ১৯৫০০, চার্ল্স ভিলায়ের ১৯৫০০, আরল কেরন্সের ৫০০০০ টাকা নিরূপিত হইয়াছে।

১ লা জানুয়ারি হইতে সংশোধিত ফৌজদারী আইন দেশ মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে।

ঢাকাপ্রকাশ লিখিয়াছেন, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে ঢাকার ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মেঃ ডনল সাহেব তাঁহার আফিসের আমলাগণের উপর এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, তিনি যখন কাছারিতে উপস্থিত হইবেন, তখন এজলাস সকলকে অবনত মস্তকে সেলাম দিয়া অভ্যর্থনা করিতে হইবে।

একব্যক্তি মেদিনীতে লিখিয়াছেন, মফঃস্বলের কোন পোষ্ট আফিষ আর অভাবে উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা অথবা নূতন স্থাপিত হইলে তথাকার কর্ম্মচারীরা অকারণ অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে কল্পিত নাম স্বাক্ষর করিয়া বেয়ারিং চিঠি লিখিয়া থাকে। পোষ্ট মাষ্টারেরা এ কৌশল শিখিলেন কোথা?

কাশী হইতে কটক পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবার প্রস্তাব করিয়া বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর জেনরলের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

দিল্লীর ধনী লোকেরা তত্রত্য কালেজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সম্মত হইয়া উহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন।

আমরা প্রেম প্রচারিণী পাঠে অবগত হইলাম নবাবগঞ্জ শুভকরী সভা বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরলের শাসনকাল বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে পার্লামেণ্টের নিকট আবেদন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সকলে একত্র সভা করিয়া সাধারণ লোক কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত এক একখানি আবেদন পত্র এক একটী বড় সভার দ্বারা পার্লামেণ্টে প্রেরণ করা আবশ্যক, এই গুরুতর কার্য্য কেবল শুভকরী সভার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া নিতান্ত দুরূহ হইবে সন্দেহ নাই।

মুক্তিফৌজের অধিনায়ক ট্রকার সাহেবের পত্নী কলিকাতা টাউনহলে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন বিলাতে ক্রমেই তাঁহাদিগের দলপুষ্টি হইতেছে। আমেরিকা যুক্তেন, নিউজিলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া অঞ্চলে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। ইহার জন সর্ব্বশুদ্ধ ১০১৯ জন প্রচারক আছেন।

১৮৮৩ অব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় একটী বৃহৎ প্রদর্শনী হইবে। ইহাতে পৃথিবীর যাবতীয় উৎকৃষ্ট দ্রব্যই আনীত হইবে। জোবার্ট সাহেব ইহার প্রধান উদ্যোগী। গবর্ণর জেনেরল ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইহাতে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

২০ ভাগ কাঁচ, ১০ ভাগ ভাঙ্গা চিনের বাসন, ২০ পাথরের গুড়া ও ১০ ভাগ চুন জলে মিশ্রিত য়া তাহাতে ১০ ভাগ সোডা দিয়া কাষ্ঠে মাখা- অগ্নিতে তাহার দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা থাকে বিস্তু এ রূপ সম্পন্ন করিতে পুঁটে তেলির ক্ষমতা ?

আরডি পাশা সিমলে অবস্থিতি করিবেন, কিন্তু গবর্নমেণ্ট থেদিবের বাড়ি ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে ০০ টাকা বৃত্তি দিবেন স্থির করিয়াছেন। মিশরে র যে সকল সম্পত্তি আছে, তাহার উপস্বত্ব কন্তু তিনি ১৭০০ টাকা প্রাপ্ত হইবেন। পরে আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। মিশরবাসী ানী হইলে কি এরূপ হত হয়?

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ২২ এ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ২৩ এ মজঃফরপুরে যাইবেন, এ তথায় অবস্থিতি করিয়া ২৫ এ মতিহারি বেন, ২৬ এ বেতিয়ায় যাইবেন, ২৭ এ পুনরায় ফরপুরে আসিয়া ২৮ এ তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ার দ্বারভাঙ্গায় যাইবেন। ৩০ এ মজঃফরপুরে াগত হইয়া ২ রা বর্দ্ধমানে আসিবেন। ঐ স তথায় জলের কল খুলিয়া বৈকালে কলি- ায় উপনীত হইবেন।

পারসা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কুশেরা ক্রমেই াসানের সীমাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। পার উত্তর আখাল টেকি প্রান্তর দিয়া যে পথ আছে, া অতি সত্বরে তাহার সংস্কার করিতেছে।

কলিকাতার পাদরী সাহেবেরা বালাবিবাহের রণ চেষ্টা পাইতেছেন। বালাবিবাহনিবন্ধন ে বিধবা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ার ব্যারিষ্টর মিশনের বিবি এলারিংটন এইরূপ ান করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তদ- রে এই বিষয়ের আন্দোলন চলিতেছে। গবর্ণ যাহাতে ইহার নিবেস চেষ্টা পান, রেবরেণ্ড এ, হিউম সাহেব প্রভৃতি চেষ্টা পাইতেছেন।

কলিকাতার বাবু প্রিয়নাথ লাহিড়ি পূর্ব্ব ভারত- য় রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেষণে এক একটী ট খুলিবার অভিলাষী হইয়াছেন। এটী ঘটিয়া লে যাত্রীদিগকে আর অনাহারে রেলওয়ে ভ্রমণের ভোগ করিতে হইবে না।

গণনা যাইতেছে ১৮৮৩ অব্দের শেষে আবার ৬টী ক উদিত হইবে। বড় অদ্ভুত।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ৮ ই য়াতি মুরাপুর পরিত্যাগ করিয়া ৯ ই কাশীতে গমন করিবেন। ১০ ই ১১ ই ও ১৩ ই তথায় অব- তি করিয়া ১৩ ই জৌনপুর গমন করিবেন। ১৪ ই ায় থাকিয়া ১৫ ই হইতে ২০ এ পর্য্যন্ত আজীম- গড়, গোরক্ষপুর ও গাজিপুর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিবেন। ২১ এ ও ২২ এ গাজিপুরে থাকিবেন। ২৩ এ এলাহাবাদে প্রত্যাগত হইবেন।

লবণের শুল্ক আরো হ্রাস হইবে বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর উপবিভাগে সম্প্রতি একটী শোচনীয় কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এক ব্রাহ্মণ যুবক তাহার স্ত্রীর মস্তকে গুরুতর অস্ত্রের আঘাত করিয়া তাহাকে মৃতকল্প করিয়া ফেলিয়াছে। যুবক ধৃত হইয়াছে। তাহাকে এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে এই উত্তর দেয় যে স্বচক্ষে তাহার স্ত্রীর ব্যভিচার দেখিয়া ক্রোধে এই নৃশংস কাণ্ড করিয়াছে। কিন্তু তাহার স্ত্রী বলিতেছে এ ঘটনা আদৌ মিথ্যা, তাহার স্বামী অতি সন্দিগ্ধচিত্ত, মধ্যে মধ্যে তাহার পাগলের ন্যায় ছিটও দেখা যায়,এবারও সে সেইরূপ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া এই দারুণ আঘাত করিয়াছে। কিন্তু যুবকের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে সেরূপ কিছু বোধ হয় না।

আসামের চীফ কমিশনর ৮ ই জানুয়ারি যুবড়ী পরিত্যাগ করিয়া নিম্ন লিখিত স্থান পরিদর্শন করিবেন। প্রথম দেকরগড় তৎপরে সাবিয়া, মেকম, জয়পুর, নাজিরা শিবসাগর, তোকাট, গোলাঘাট নওগাঁ, বিশ্বনাথ.তেজপুর, গোয়াটী ও সিলং।

জৌনপুর অঞ্চলে শিশুহত্যার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তথায় উহার নিষেধক বিধি প্রচলিত করা হইয়াছে। শুনা যায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এরূপ অনেক স্থানে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে, এক গ্রামে অপর গ্রামে কন্যার বিবাহ দান করিলে যে ব্যক্তি বিবাহ করিল তাহার ভ্রাতৃসম্পর্কীয় যাবতীয় লোক এবং প্রতিবেশী কামার কুমার পর্য্যন্ত কন্যার পিতাকে শ্বশুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। শ্বশুর শব্দ গালি বলিয়া অনেকে বাল্যাবস্থায় কন্যাদিগকে হত্যা করিয়া ভবিষ্যতে গালি খাইবার দায় হইতে মুক্ত হয়। এবার লোকসংখ্যা গণনাকালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে এই কারণে বালক অপেক্ষা বালিকার সংখ্যা এত অল্প হইয়াছিল যে তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া সহজেই প্রতীতি হইতে পারে।

ইংলণ্ডে অহিফেন-সেবীর সংখ্যা দিন দিন যে কেমন বৃদ্ধি হইতেছে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। গত ২০ বৎসরে ইহার অদ্ভুত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৬১ অব্দে ২১১০০০ পাউণ্ড অহিফেন তথায় প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৮১ অব্দে ৭৯৩০০০ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছে।

ব্রিটিশ গায়েনায় এক ব্যক্তির অদ্ভুত মৃত্যু হ য়াছে। এ ব্যক্তি ভ্রমণ করিবার উদ্দেশে তথ গমন করে, শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তিনি তথে জাত বনের মধ্যে বারি-বৃক্ষের পত্রাদি হইতে অ রত জলধারা পতিত দেখিয়া তদ্দর্শনে পর পূর্ব্বক তাহা পান করেন। তৎপরে কিঞ্চিৎ নামক মদ্য পান করিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরে তাঁহার ঘোর যাতনা সমুপস্থিত হয়। তিনি প্রা ত্যাগ করিলে চিকিৎসকেরা তাঁহার মৃতদেহ পরী করিয়া দেখেন তাঁহার পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। এরূপ ঘটনার কারণ বৃক্ষের রসে আলকোহল পড়িলে জমাট বাঁধি রবরের আকারে ধারণ করে।

যে কয়েক জন উচ্চপদস্থ দেশীয় সৈনিকপুরু মিশর যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তাঁহা কেম্ব্রিজের ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তি যার পর নাই প্রীতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলে অল্পকাল স্থায়ী মিশর যুদ্ধে তাঁহারা যে বীরপ দেখাইয়াছেন, তিনি তদ্দর্শনে কি পর্য্যন্ত প্রীত হইয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিতে স নহেন। তাঁহাদিগের কার্য্যদক্ষতা, উৎসাহ ও অ ব্যবসায়গুণে এক শীঘ্র মিশর যুদ্ধ শেষ হইয়াছে তাঁহাদিগকে এই কথা তাঁহাদিগকে বিশদ করিয়া বু ইয়া দিলে একজন প্রাচীন সৈনিকপুরুষ উ দিলেন, আমি যখন প্রথম যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হই,তখ আমার অধীনস্থ সৈনিকবর্গের মধ্যে ৩০০, দ্বিতী যুদ্ধে ২০০ মাত্র লোক হত হইয়াছিল, কিন্তু এ যু একটী প্রাণীও হত হয় নাই, ইহা যুদ্ধ নামেই অ কিত হইতে পারে না। অতএব এ যুদ্ধে তিনি মুখ্যাতি করিতেছেন, তাহা নিজ গুণের প্র চায়ক।

ইংলণ্ডে নিরামিষভোজীদিগের সংখ্যা দিন দি বর্দ্ধিত হইতেছে। যাঁহারা এই সভার সভ্য হই ছেন, তাঁহারা মদ্যপানও পরিত্যাগ করিতেছে তথাকার যাবতীয় বড় বড় নগরে কয়েকটী এ রূপ হোটেল প্রস্তুত হইয়াছে:

আমাদের সোমড়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছে " গত নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে হুগলীর মা ষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এফ ওয়ার সাহেব মফস্বল পরিদর্শন এ অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। ১৮৮০ সা ডিসেম্বর মাসে ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট প্রজারঞ্জক, দে হিতৈষী শ্রীযুক্ত কর্ণিস সাহেবের পর আর এ সকল স্থান পরিদর্শন করিতে আইসেন নাই। দীর্ঘকালের পর এ বৎসরের শীতঋতু আশানু দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, এবং সাহেব মহোদয় সকল স্ পরিদর্শন করিতেও পারেন নাই। সাধারণ বিষ

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ ভাগ | প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন হীয়তাং | ১০ সংখ্যা।

বিম বার্ষিক মূল্য ডাকশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ ৵৹ টাকা। | ১২৮৯ সাল। ১০ ই মাঘ। ইং ১৮৮৩। | এ জানুয়ারি | অগ্রিম বার্ষাসিক ৵৹, অসমর্থ ডাকশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

বিজ্ঞাপন

হোমিওপ্যাথিক জ্বরচিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজাতত্ত্বজ্ঞেতা বাবু হরি
ষ বক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ডাক মাশুল
৷৵৹ আনা। ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাই
ব্রেরিতে প্রাপ্তব্য। ভৈষজাতত্ত্ব ২য় সংস্করণ ছাপা
হইতেছে।

প্রণয় প্রতিমা নাটক।

মূল্য ৷৷৹ আনা।

বঙ্গীয় নাট্যশালা

(ন্যাসনাল থিয়েটরিকেল উৎকৃষ্ট প্রহসন)

মূল্য ৵৹ আনা।

যুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন প্রণীত।
কাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আবাটন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড ষ্টিফেন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

(৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও চাকার নবাববাটীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদার নাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে)

সর্ব্বাগ্রে অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে। আপাততঃ প্রতি মাসে ইংলিশ অক্ষরে ছয় ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য স্বাক্ষরকারী গ্রাহকগণের প্রতি প্রত্যেক খণ্ডের ৵৹, বিনা স্বাক্ষরকারীদিগের ৷৹ আনা; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে। অনুমান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।

যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দিবেন, তাঁহাদিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

বহাভারত কার্য্যালয় ২৯ অক্রুরদত্তের লেন, কলিকাতা। } শ্রীহরিদাস মাস্না। প্রকাশক।

নূতন পুস্তক।

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল ৵৹।

১৮৮ নং অপার চিৎপুর রোড আর্য্য পুস্তক লয়ে প্রাপ্তব্য।

GROMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS : 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম যক্ষ্মা, কাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং সকল প্রকার কণ্ঠরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেব এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে রাখেন। শিশির গায় গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটকো ক্যাপসিউল সহ এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ ব্যবহার করিলে অল্পকাল মধ্যে ধাতুদৌর্ব্বল্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য হয়।

অজীর্ণতা।	শ্বাসকাশের প্রাদুর্ভাব
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সর্ব্বদা শিরঃশূল
পেট কাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।

পাকাশয়ের ক্ষ ৫৩। বিকৃতির পীড়া।
পীড়াতে দোকালা। গর্ভাবস্থার বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ঔষিধান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, সাধারিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখশুল, এবং অনিদ্রা সীঘই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই ঔষিধের চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে অথানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার

সেবনাঞ্জনাক্তে ফলং।

ডাক্তার সেনের কল সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাকৌষধ। ইহাতে পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া ঘটিত জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নূতন জ্বরে যাহাদের উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাকৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ ষ্ট্রীটে ৩২। ৩৩ নং ইণ্ডিয়ান ড্রগিষ্ট এণ্ড কেমিষ্ট এণ্ড বিক্রীত হয়।

বেড় পোয়া বোতলের মাশুল মূল্য ৬৵০ ও ডাকের প্যাকিং খরচ ।৵০ একুনে এক টাকা চারি আনা লাগে।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির

ঔষধ এবং শ্লেষ্মানাশক পাঁচন।

এই বিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই ঔষধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত বিবিধ রোগের প্রত্যেক কৌটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত মূল্য ২ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, কম্প, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর নাশ করিবে। ইহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমাশুল সমেত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে থাকিবে।

রায় রাধার্ম এণ্ড কোং।
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সংবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড় ধুতি সাটের ছোড়া ১৸০ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত নানা প্রকার রেশমি জামা অলাকার ও ছিটের ৸০ হইতে ৩৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার পান ৩, হইতে ৬, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১, হইতে ২৸০ মেজা ৸০ । ১০, ।০ আনা; শার্টার ।১০, ৵০, ৵০ ৬ আনা হইতে ১৸০ ২৸০, ফটিকমাল ।০ ৵০, ৵০, ৵০ রোমাল ।০, ৵০, ।১০, ৵০, নূতন ফ্যাসানের ১ম ও দ্বিতীয় ফুলকাটা কামিজ ১, ১৸০, ১৷৷০, ২, ২৷৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী কুর্ত্তা ৩, ৩৷৷০, বিলাতের ফুলকাটকাপড়ের নানাপ্রকার ফ্রেসমা ।০ হইতে ৵০ মোজা ৬৵০ ফুট ৷৷০ পাকাডের ইয়ার্ডি কলার ৵০, ।০ অনাপকার ।০, ৵১০ আনা উৎকৃষ্ট সুগন্ধি হেমকুমারী কেশ পাত্রে মাখনের ন্যায় কেশবিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে পরে ও কেশ সুগন্ধ ও স্নিগ্ধ হয়, মূল্য ১৸০ ৩ ., ইহাই সাবান ৬০ ও ।৵০, ১৸০, ।৵০, ৩০ আনাতেও (অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বিলাতি পোলাসী আর ব্রাণ্ডি পিনেটেলি ১, নেপোলিয়ান ১৸০ ৵০, ফরাসডাঙ্গার ।০, ৷৷০, ১০ ১, নানাপ্রকার ভ্যাসলিন মোটা ৷৵০, ।০, ৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার কালো ।০, ।৵০, চিকনী ।০ হইতে ১৸০ ২৸০ ... মাথায় দিবার ও কাপড়ে বসাইবার নানা রকম ... প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ... ফুল ফলগাছ ১, হইতে ৵১০, কক্ষার, মোটা ও টুপ বুনিবার জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার বাহারি সুতা, পেণ্ট ও এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কাগজের বেল, সেটের বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

মণিঅর্ডারের দ্বারা অন্যূন টাকা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন দ্রব্যাদি পাঠাই না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল কলেজের দক্ষিণ ৯৭ নং বাটীতে আমরা "সোমপ্রকাশ সংস্থের পুস্তকালয়" নাম দিয়া একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছি। ইহাতে নানা প্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক, নাটক, উপন্যাস ও ডাক্তারি বহি রাখা হইয়াছে। সাধারণ ক্রেতাকে নিয়মিত কমিশন দিয়া পুস্তকাদি বিক্রয় করা হয়। যে কোন গ্রন্থকার বিক্রয়ার্থ এখানে পুস্তক দিবেন আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিব। কেহ বিদেশ হইতে পত্র লিখিলে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুম এই উভয় পত্রই এখানে নগদ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যও এখান হইতে সম্পন্ন হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য যদি কেহ পাঠাইতে লিখেন, তাহলে তাহা ক্রয় করিবার কমিশন লইয়া তাহাও কিনিয়া দিয়া থাকি। ইহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র মাশুল নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

শ্রীমহেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকিব। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই; যাঁহারা সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের বিনিময়ে সাপ্তাহিক বা মাসিক সংবাদ পত্র দিয়া থাকেন, তাঁহারাও ঐ স্থানে পাঠাইবেন। তবে যাঁহারা মূল্য ও প্রেরিত পত্রাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ

সোণারপুরে যেমন পাঠাইতেছেন,তেমনি পাঠাইবেন।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
সহকারী সম্পাদক।

প্রেরিতপত্র

পল্লীগ্রামের দুরবস্থা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে "পল্লীগ্রামের দুরবস্থা" এই শিরোনাম দিয়া একটী প্রস্তাব লিখিয়া সোমপ্রকাশ-পাঠক মহোদয়গণকে পল্লীবাসিদিগের দুরবস্থার বিষয় অবগত করাইতেছিলাম। কিন্তু ম্যালেরিয়ার অনুকম্পায় এত দিন সে দুরবস্থার নিয়ম আর সাধারণের গোচর করিতে পারি নাই, অদ্য আবার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইল।

এক্ষণে পল্লীবাসিদিগকে যেরূপ ঈতির অত্যাচারে সর্ব্বা করিয়া স্ব স্ব জীবিকার উপায় করিতে হয়, [illegible] পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য প্রায় তাহাদের পাপ [illegible]রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায় না, তাহাতে [illegible]দেহের জল বায়ু পরীক্ষার অতীব অযোগ্য। ইহার [illegible] আর একটী মারাত্মক ঢেরের প্রাদুর্ভাব—কৃষ্ণক্ষেত্রের [illegible]ক্ষেত্রের ন্যায় তাহা উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] অতিশয়। সে কথা উল্লেখ করা না, সে সকল [illegible]; তাহার কথা পুরা না হইলেও কিছু [illegible] করিতেছে। পূর্ব্বে আমরা ঋষিদিগের ও [illegible]রাদির সময়ের লোকদিগের দীর্ঘায়ুঃ প্রভৃতি [illegible] পড়িয়াছিলাম। সে সকলের তাদৃশ মারাত্মকতা [illegible] ছিল না, পরন্তু তাহার বিরুদ্ধ কথা সময়েও তাহার [illegible]হার হইত না, অনেকগুলি আবার যত্নের জন্য [illegible]। এক্ষণে দুষ্ট সময়ের সহিত সে [illegible]ল সুখা চলাচল দেখা দিয়াছে। এখন বিষম [illegible]লাদার বাস্প, ঢেরী, সাম্পেনের কথা থাকুক, [illegible] খোলা-ভাঁটির কৃপায় উচ্চ, নীচ সকলেই [illegible]ন হইয়া কেহ বা দক্ষের পার্শ্বে বিকট দণ্ড [illegible]র করিয়া পড়িয়া আছে, মুখে অনর্গল মক্ষিকা [illegible]শ করিতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই; অন্যে বা সামান্য [illegible] শাস্তিভঙ্গ করিতেছে। চৈতন্য নাই, যত্র [illegible] যায়। পরিবার শিশুসন্তান অন্নাভাবে [illegible], আপনার ঐহিক সুখ শান্তি বিনষ্ট হউক, [illegible]বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই; দৌণ্ডিক মহাশয় বড় [illegible] হইলেই মঙ্গল। কি আক্ষেপের বিষয়!

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে এ বিষয়ের তত অত্যাচার ছিল না, সুরাপায়ী সমাজে ঘৃণার্হ ছিল; এক্ষণে ঘোলা ভাঁটির কৃপায় মদ্যপের দলবৃদ্ধি হওয়ায় তাহারা সমাজে আর লুক্কিত হয় না। এ রোগের ঔষধ কি? চীনে যাহাতে অহিফেন রপ্তানি বন্ধ হয়, সে জন্য ইংলণ্ড মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু যে ভারত ইংলণ্ডের লক্ষ্মী হয়, তাহার সন্তানগণের উপায় কি হইতেছে? সামাজিক শাসন-ঔষধে কি এ রোগের প্রতিকার করিবে? অনেকেরই মস্তক যে এক ফুৎকারে মুণ্ডিত। যাঁহাদের মস্তক মুণ্ডিত নহে, কক্ষ কেশ, তাঁহাদের কথা কে শুনিবে? কলতঃ আত্মচিন্তাচালিত বিচার-শক্তির শ্রীবৃদ্ধি ভিন্ন এ রোগের ঔষধ নাই। যে দিন মদ্যপেরা বুঝিতে পারিবে, যে মদ্যে অর্থক্ষয় হইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি; শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসুখ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, সমাজে ঘৃণিত বা রাজদ্বারে শাস্তিভঙ্গ হেতু দণ্ডিত হইয়াছি, সেই দিন সুরার মাহাত্ম্য গঙ্গার মাহাত্ম্যের ন্যায় অন্তর্হিত হইবে। সুরাই এক্ষণে পতিত-পাবনী অধম উদ্ধারিণী!

সুরা যেমন পল্লীবাসিদিগের অর্থের ও স্বাস্থ্যের ঘরে শনি হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ আর এক জাতীয় উপশনি তাহাদের কপালে ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা আর কেহ নহেন, পল্লীগ্রামের ধন্বন্তরি বৈদ্য মহাশয়েরা। ইঁহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত! যাঁহারা পরীক্ষা উত্তীর্ণ কিম্বা চিকিৎসায়—রোগনির্ণয়ে যথেষ্ট। ইঁহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। যাঁহারা মেডিকেল কালেজে প্রবেশ করিয়াই হৎপদ্ম দিয়া চিকিৎসক হইয়া ছেন। তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। যাঁহারা ডাক্তারদিগকে বড় মানুষ হইতে দেখিয়া আরেকরম্ভ, আবু হোসেনের নিদ্রাভঙ্গের পর বাদির মধ্যে বোগদাদ নগরীর অধীশ্বর হওয়ার ন্যায় এক দিনে বড় হইবার বাসনায় না পড়িয়া শিখিয়া চিকিৎসক হইয়াছেন, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। আর চতুর্থ শ্রেণীতে কবিরাজকুলকলঙ্ক হাতুড়ে কবিরাজগণ। ইঁহারাই পল্লীবাসিদিগের রক্ষক ও ভক্ষক স্বরূপ। রক্ষক মূর্ত্তিতে রোগীর নিকট গমন করেন, আর চিকিৎসার নাম স্মরণ পূর্ব্বক ভক্ষক মূর্ত্তিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের গুণ অশেষ। "বাঘে ছুলেই আঠার ঘা।" পীড়িত ব্যক্তিকে অধিক কাল এক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, তাঁহাদের কৃপাগুণে সুচিকিৎসার বলে রোগীকে স্পর্শ করিলেই এক যন্ত্রণা স্থানে নানা যন্ত্রণা আসিয়া শেষে কিছুক্ষণ পরে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া রোগী চির কালের মত যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে; বলিতে কি কার্ত্তিক মাসে যখন জ্বরের মরসুম পড়িয়া যায়; যে সময় অতিরিক্ত আমদানী দেখিয়া সামলাইতে না পারিয়া যমরাজ একবারে তাঁহার গৃহে চাবিটী দ্বার খুলিয়া বসেন, তখন সেই চারি দ্বারে এই চারি শ্রেণীই কালের প্রহরী স্বরূপ হইয়া চিরনিদ্রার সাহায্য করিয়া থাকেন।

পল্লীবাসিদিগের অনুরোধে এক্ষণে প্রতি পল্লীতে প্রায় কোন না কোন শ্রেণীর এক বা তাতোধিক চিকিৎসক বিরাজ করিতেছেন। বিচার না করিবেন কেন? চিকিৎসক হইতে ত বিদ্যার সাহায্য চাই না, মূল ধনও বড় অধিক প্রয়োজন করে না একটী ভাঙ্গা বক্স এক কাঁসর কুইনাইন ও অন্য কিছু ঔষধ সংগ্রহ করিতে পারিলেই হইল। সেই বাক্সই তাঁহার ডিস্পেন্সরি ও বক্স এবং সম্বল। তাহাতেই যাবতীয় রোগের ঔষধ আছে। কোনরূপে গাড়ী নষ্ট হইলেই চিকিৎসকের একরূপ রুটি মারা যায়। আমরা শুনিয়াছি কোন সময়ে এক নব শ্রেণীর দরিদ্র রোগের পুত্রের পীড়া উপস্থিত হয়। সে নিকটস্থ কোন ডাক্তারকে আনিতে যায়। সে সময়ে অন্য কোন উপস্থিত না থাকায় ডাক্তার সেই দণ্ডধর বালকের মস্তকেই তাঁহার যথা সর্ব্বস্বধন ডিস্পেন্সরি চাপাইয়া দেন। বাটী আসিয়া পীড়িত শিশুটীর নিকট গিয়া ডাক্তার দেখিলেন, শিশুটী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার পিতা সন্তানের অন্তিম সময় উপস্থিত দেখিয়া বড় ব্যস্ত হইয়া ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়! পুত্র ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে কেন?" ডাক্তার বলিলেন "পুণ্যে" কথা আসিয়া পথ দিল। এই কথা বলিয়া ডিস্পেন্সরিটী আবার তাহার মস্তকে দিয়া গৃহে চলিলেন। সেই দরিদ্রের বাটীর নিকটে একটী জল ছিল। যেমন জলার অন্বেষণে গিয়াছেন, অমনি দরিদ্রের গৃহে চীৎকার শব্দ উঠিল। দরিদ্র তাহাই শুনিয়া মস্তকে করাঘাত পূর্ব্বক ডাক্তার মহাশয় কি সর্ব্বনাশ করিল বলিয়া যেমন দৌড়িয়া গেল অমনি ডাক্তারের মৃতা সন্তান কোল পড়িয়া গেল। ডাক্তার জলে ঝাঁপিলেন। এ কথার সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন; কিন্তু এতদ্দ্বারা পল্লীর অনেক চিকিৎসকের সকল বিষয়ের দোষ বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

পল্লীগ্রামের চিকিৎসকদিগের অনেকের চিকিৎসার দোষ এইরূপ, তাহার পর তাঁহাদের ঔষধ। ঔষধ যখন প্রস্তুত হইয়াছে, তখন রোগী মাত্রাই গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ স্থল। ফলের সহিত ঔষধের বলের বড় বিভিন্নতা নাই; বরং কলিকাতার সহিত তুলনা করিলে তিনগুণ ত্রিগুণ অধিক হইয়া পড়ে। তার পর ডিস্পেন্সরির চার্জ্জ আছে। দেশে যেমন ম্যালেরিয়া আবির্ভাব হইয়াছে, তেমনি ইঁহাদের অত্যাচারেরও বলবৃদ্ধি হইয়াছে। এই জন্যেই অনেকে [illegible];

দরিদ্র পল্লীবাসীরা একেবারে মারা গেল। ...। দেশে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই এই সকল চিকিৎসক নামধারী ব্যক্তিগণের কা নিদ্রাভঙ্গ সুখ স্বচ্ছন্দ হইতেছে, নতুবা বলিতে সেরূপ বিদ্যার দৌড়, চিকিৎসার যেরূপ গুণ ...তে পত্রিকায় ভয়ঙ্কর সংক্রান্তির ন্যায় আকৃতি ...হওয়া পথে পথে প্রকাশ্যে কবিয়া বেড়াইতে ...। সকল পল্লীতেই যে কুচিকিৎসক, সুচিকিৎ... এমন কোন পল্লীতে নাই, আমরা এমন কথা ..., কিন্তু অবশ্য আছে। অথবা এমন এমন ... এমন এমন মহাত্মা সুচিকিৎসক আছেন যে, ...দের কৃপা ও উপকারে পল্লীস্থ সকলেই চির-...তপাশে আবদ্ধ। ঐরূপ পল্লীর সিং... হয়। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা কত? অতি অল্প নহে? সেই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা লক্ষ লক্ষ ...সির কি বিশেষ উপকার হইতে পারে?

আমাদের প্রকৃতির পক্ষে আয়ুর্বেদ যেমন প্রকৃত ...কারক, এমন আর কোন চিকিৎসাই নহে। ...কবিরাজী চিকিৎসার প্রচলন ছিল, তখন সকল ...েই সুখ ছিল। ঔষধের মূল্য অল্প, কিন্তু তাহার ...না ছিল না। এবং প্রতিকারেই রোগ দূর হইয়া ...ত। এক্ষণে আমাদের আর আদর নাই, ...রাং তাহার উন্নতি না হইয়া দিন দিন অবনতি ...তেছে। সঙ্গেই প্রায় বৈদ্যজী চিকিৎসার প্রচ... হইয়াছে। পল্লীগ্রামে আর প্রায় উত্তম কবি... দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিরাজী চিকিৎসার ...তি হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু এলোপ্যাথদের "সাহেব" ...কার ন্যায় এক মত হইয়া আমাদিগকে বলিতে ...তেছে, গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা ...া কর্ত্তব্য। জেলার সিবিল সার্জ্জন বা অসি... সার্জ্জনকে যদি মাসে মাসে গবর্ণমেণ্ট পল্লী... চিকিৎসকদিগের ঔষধালয় নিরপেক্ষ ভাবে ...য়া পুরাতন ঔষধ গুলি ফেলিয়া দিবার আদেশ ...ন ও পল্লীস্থ চিকিৎসকদিগকে অবশ্য জ্ঞাতব্য ...গুলি ক্রমশঃ পড়াইতে বাধ্য করিয়া সময়ে ...য় তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া পরীক্ষা লন। ...ই বিশেষ উপকার হয়, নতুবা আর উপায় ...তে পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ

...লপুর। শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিলাতি খ্রীষ্টমাস।

লণ্ডন ডালিউ।

আজ ২৫ এ ডিসেম্বর। খ্রীষ্টানদিগের খ্রীষমাস ...সব। যে সময়ে যিশুখ্রীষ্ট জুডিয়া দেশের বেথলি... নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য তাহার ১৮৮২ পর্ব হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে জগতে কত সহস্র সহস্র লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কত সহস্র সহস্র যোদ্ধা, কবি, রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কে তাঁহাদের জন্মদিবসে এই প্রকার সমগ্র দেশময় আনন্দ প্রকাশ করে। এক জন নহে, এক সহস্র নহে, কোটী কোটী লোক আজ যিশুখ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এ বিষয় চিন্তা করিলে মনে এক প্রকার এমনি ভাবের উদয় হয় যে, তাহা প্রকাশ করা অসাধ্য। যাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলে স্বীকার না করেন, তাঁহারাও এ বিষয় স্মরণ করে বিস্ময়াপন্ন না হয়ে থাকিতে পারেন না। অদ্য যিনি লণ্ডন নগর দেখিবেন, তিনি কখন এই দিন প্রাণ থাকিতে ভুলিতে পারিবেন না। রাস্তার দিকে নজর করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যেমন গভীর নিশিতে সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ হইয়া থাকে, সমস্ত লণ্ডন সেই প্রকার নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। পথে সে লোকের জনতা নাই, গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ নাই, সারি সারি জিনিস-পত্রের দোকান খোলা নাই। সারি সারি জিনিস পত্রের দোকান বন্ধ, পোষ্ট আপীস বন্ধ, গাড়ি ঘোড়া বন্ধ, সহর নিস্তব্ধ। বৃষ্টি হইতেছে, রাস্তায় কাদা, অতিশয় শীত, আজ প্রাতঃকালে একবারমাত্র ডাক আসিয়াছিল, আমি সেই ডাকে তিন খানি খ্রীষ্মাস্ কার্ড পাইয়াছি। খ্রীষ্মাস্ কার্ড যাঁহারা পাইবার আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই ডাকেই পাইয়াছেন। কারণ, এই আজিকার শেষ ডাক, ও খ্রীষ্মাস্ কার্ড পাঠাইবার শেষ দিন। "খ্রীষ্মাস্ কার্ডের" বর্ণনা করা ত সহজ ব্যাপার নয়। কার্ড বুঝিলেন কার্ড। অর্থাৎ পাঠক আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার বাঙ্গালা করিয়া লউন আর আমাকে মাপ করুন। এই কার্ড সব রসে ভিজিয়া রহিয়াছে; ভক্তি, ক্রোধ, ইচ্ছাদি রসের অভাব নাই। তাহার মধ্যে কথা এই, আদি রসটাই কিছু অধিক পরিমাণে। কার্ডের উপরে পুষ্পস্তবকেরা সুন্দরী হইতে মানুষ যত কল্পনাতে যাহা আসিতে পারে, নানা রকমের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন স্থানে শিয়াল, কোন স্থানে কুকুর, বিড়াল, হাতি, ঘোড়া, পাহাড়, গাছ, লতা, ছাত পাঁশ, যাঁহার যা মনে আসিয়াছে, তিনি তাহাই চিত্র করিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেক কার্ডের নিম্নে বা উপরে কবিতা লেখা। অবশ্য ভাল কবিতারও অনেক কার্ডে পাবেন। কিন্তু "I can not love the heart is full" আমি এর চেয়ে তোমাকে আর বেশি ভাল বাসতে পারি না, আমার হৃদয় পরিপূর্ণ। এই কবিতাই বেশি দেখিতে পাবেন। কোথায় বা লণ্ডনের ষোল কলা ছড়িয়ে পড়েছে—"kiss me kiss me oh kiss me dear" প্রিয়ে! (বা প্রাণনাথ!) আমাকে চুম্বন কর, আম... চুম্বন কর। লোকেরা এই উৎসবে পরস্পর ... দিয়া থাকে। অনেকে এই কার্ডের সঙ্গে উপহ... পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। মনে করুন এই স... কত কার্ড বিক্রয় হয়। প্রত্যেক লোকে ১০। ২০... খানা করে কার্ড পাঠাইয়াছে—ও যাহাদের নি... পাঠাইয়াছে, তাহারাও তাহার জন্য পাঠাইয়া দি... লণ্ডনে এই কার্ডের জন্য সহস্র সহস্র নূতন দো... খুলে, তাহা ছাড়া কেতাবের দোকানে, মনোহ... দোকানে এই কার্ড পাওয়া যায়। শুনিয়াছি ... প্রকার কার্ড পরিবর্ত্তন করা ভার্ণমদিগের নি... হইতে ইংরাজেরা শিখিয়াছেন। যাহাদের নি... হইতে শিখুন, এক্ষণকার একটা প্রথা হইয়া দাঁ... য়াছে। যে উনিশ কুড়ি বৎসরের ছেলে ও ...া গোপনে পরস্পরকে ভাল বাসিয়াছে, ত... দের এই কার্ড পাঠান বড় আমোদের বিষয়। যেরূপ হউক গরিব বেচারারা এক উৎসবে আমোদ করিয়া লয়।

ধর্ম্মের জন্য কয় জন পাগল? ...ভাগ—সব বিড়াল তপস্বীর দল। এ ... যুবকেরা রবিবারে ভাল কাপড় পরে। কেন লে... তার মেধে গির্জ্জায় যায়। এ আপনি দেখি... পাইবেন, যে গির্জ্জায় বেশি সুন্দরী যুবতী যায়, ... গির্জ্জায় বেশি ভিড়। লোকে এ কথা মুখ... বলে না—যে তুমি কি অমুক গির্জ্জায় গিয়াছি... সেখানে কি অনেক সুন্দরী যুবতী দেখিলে? ... একজন আমাদের বাড়ীর অবিবাহিত মেয়ের ... এই প্রকার কথা হইতেছিল, আপনার কৌতু... নিবারণের জন্য নীচে লিখিলামঃ—তিনি বলি... "Mr Datta are you going to church ... day?" মিষ্টার দত্ত অদ্য তুমি কি চর্চ্চে যাইতেছ

আমি "I! oh no" আমি! ওঃ না।

তিনি "Why dont you? come with ... to st steeven's; many nice young la... come there" কেন নয়? আমার সঙ্গে ... ষ্টিভেন্স চর্চ্চে এস, সেখানে অনেক সুন্দরী যু... মেয়ে আসে।

আমি। Do you mean to say I shall go ... church to see young ladies?" তুমি ... এই বলিতেছ যে, আমি যুবতী মেয়ে দেখিতে গির্জ্জা যাইব?

তিনি (ঈষৎ হেসে ঈষৎ আশ্চর্য্য হয়ে) "D... you like to see young ladies" তুমি যু... মেয়ে দেখিতে ভালবাস না?

এই ত হইল চর্চ্চে যাইবার উদ্দেশ্য। যাই ... পড়া ছাড়া—কি মেয়ে কি পুরুষ উভয়েরই

র অন্য উদ্দেশ্য আছে। এ কিপ্রকার খ্রীষ্ট আমি এই সময় বলিয়া রাখি যে আমি সত্য বলিতেছি—আমি যীশুখৃষ্টকে নিন্দা করিতেছি আমি তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারি না—কে কে নিন্দা করিতে পারে? তিনি জগতের প্রাণঃস্বরূপ মহাশয় ব্যক্তি।

াস দিনে আর একটা কিনিস কৌতুকর আছে। রটা ভালই বটে। "মিসিলটো" নামক এক ক্ষুদ্র বৃক্ষের ফল যুবতী স্ত্রীলোকদিগের মাথার রাখিয়া অনায়াসে ৩টা এক্টা চুম খেতে ম। এখানে এই দিনে প্রকাশ্যে সর্ব্বসমক্ষে খেলেও এরা দোষ মনে করে না। অনেক এই ৩-। মাংসাশী বিড়ালের মত হাঁ করিয়া সের আশাপথ চাহিয়া থাকেন। অনেকে র বোকামের ভিতর এই বৃক্ষের একটী কি াতা ও ফলসহ ক্ষুদ্র ডাল পরিয়া থাকেন; এই লাভ হয় যে ওনাকে দেখিলে আর র মাথার উপর "মিসিলটো" দেখা দিয়া নিজের হাসিল করে নিতে পারেন। আমি যত দ দেখিতেছি, তাহার মধ্যে এইটী ভাল বলে হইল। আপনি কি বলেন?—ভাল নহে কি? দি কোন গৃহস্থ এই উপলক্ষে খ্রীষ্টমাস্ পুডিং ও না খায়, তাহা হইলে সে বৎসর খ্রীষ্টমাস নাই, তাহারা এইরূপ মনে করে। কি ভদ্র, ভদ্র, সকলেই এ দুই জিনিষ খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করিবে। এটা মনে হলে আশ্চর্য হয় যে, কোন সময় এক শ্রেণী লোক কদাচারের দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময়টে বিক্রয় গিয়াছে। যাহারা অতি গরিব লোক ২।৪ এক সঙ্গে ৬মা করিতে পারে না, তাহারাও ৪৩ পেনি করে ৬মা করিয়া রাখে, খ্রীষ্টমাস্ উপস্থিত হলে এক টাকা দিয়া ও পুডিংয়ের উপকরণ কিনিয়া থাকে।

লা ২৬ এ দিন মাতালদের অত্যাচারে রাস্তা চলিতে পারে না। বড় ছোট লোকে মদ অপ্রাব্য ঠাট্টা করিতে করিতে রাস্তা দিয়া যায়। চাকরানিরা তাহাদের গুপ্ত প্রেমিক-র সহিত গলা ও কোমর বাঁকাইয়া হাসিতে চলিয়া যাইতেছে। যদি দিন ভাল হইত, হইলে লোকের জনতায় রাস্তায় চলা ভার। যেমন স্থানে স্থানে লোক অতি সুন্দর ও ভাবে আমোদ আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে, অনেক স্থানে ছোট লোকেরা অতি জঘন্য াদে মত্ত হইয়া নগরকে নরকসদৃশ া তুলিয়াছে।

হা! এই সময়ে যদি কোন ভদ্রগৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করেন, তাহাদের আনন্দ দেখে জগতকে স্বর্গ বলে বোধ হবে। ছোট ছোট ছেলে পুলেরা পরিষ্কার বেশ ভূষা করে, আত্মীয়েরা যে সকল দ্রব্য উপহার পাঠিয়াছে, তাহা লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে। কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয় নিমন্ত্রিত লোক দিগকে সমাদর করিতেছেন। গৃহের যুবতী কন্যা ফিট বাবুনী সেজে কেবে সুগন্ধি দ্রব্য মেখে চক্ষের কোণে বিলোল কটাক্ষ মেখে অধর হাসি মেখে অতি আদর করে, সকলের সহিত মিষ্ট গল্প করিতেছে, কেহ বা তাস খেলিতেছে,—কেহ পিয়ানো বাজাইতেছে, কেহ নাচিতেছে। গৃহ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠিতেছে। বাস্তবিক এই প্রকার স্থান দেখিলে বুঝতে পারা যায় যে সকল বিষয়েরই ভাল মন্দ আছে।

বড় লোকের শরীরই জগৎ হইতে ধ্বংস হয়, কিন্তু তাঁহার আত্মা, শক্তি কখনও জগৎ হইতে লয় প্রাপ্ত হয় না। যুগযুগান্তরে যীশু খ্রীষ্টের শরীর জগৎ থেকে অদৃশ্য হয়েছে, কিন্তু তিনি নিজে সকল মনুষ্যের নিকট—না হয় সত্য লোক খ্রীষ্টান্, তাঁহাদের নিকট বিদ্যমান আছেন। জগতে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী কত লোক?—কল্য বক্সিং ডে (Boxing day) আগামী মেলে পাঠক মহাশয়কে এ বিষয়ের কিছু জানাইব।

খ্রীসমাস—১৮৮২। কৃষ্ণলাল দত্ত।

সোমপ্রকাশ

১০ ই মাঘ সোমবার।

১৮৮১। ৮২ অক্টো বঙ্গদেশীয় শাসন-সংক্রান্ত ভাব।

আমরা বরাবরই বঙ্গদেশশাসনের এক এক খণ্ড বার্ষিক রিপোর্ট দ্বারা অবগত হইয়া থাকি, এবার আমাদের লেপ্টেনন্ট গবর্ণর যে নূতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুসারে সকল সকালে তাঁহার এক খণ্ড আমাদের হস্তগত হয়; কিন্তু গত বারে প্রেসিডেন্সি বিভাগের শিক্ষা পরীক্ষোত্তীর্ণের নামে সোমপ্রকাশের প্রায় সমুদায় অবয়ব গ্রাস করিয়া ফেলে। অতএব আমরা এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবার স্থান প্রাপ্ত হই নাই। যাহা হউক আমরা প্রাপ্তি মাত্র বহিখানি খুলিয়া দেখিলাম, প্রথমেই লেখা আছে, সর আশ্লি ঈডেন যে বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন, এ রিপোর্ট তাঁহারই লিখিত হইয়াছে। নূতন লেপ্টেনন্ট গবর্ণর রিভর্স টমসন সাহেবের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। কারণ, টমসন সাহেব গত ২৪ এ এপ্রেল কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াই, সর আশ্লি ঈডেন এ দেশীয় সমাচার পত্র সম্বন্ধে কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সবিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইল। অতএব আমরা অন্য সমস্ত অংশ পরিত্যাগ করিয়া সেই অংশের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম, পরে খুঁজিয়া দেখিলাম, লিখিত হইয়াছে:—

"পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে এ দেশীয় সমাচারপত্রের যে অবস্থা ছিল, এক্ষণে তাহার উন্নতি স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। ভারতবর্ষ সদৃশ দেশে একটী নূতন প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের স্বভাবতঃ যে সকল দোষ ত্রুটি থাকিবার কথা, এ দেশীয় সমাচারপত্রসমূহ তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে নাই, তথাপি ইহাঁদের স্বরূপপরিবর্ত্ত ঘটনা প্রণালীর উৎকর্ষ হইয়াছে এবং এই সকল পত্র শাসন সম্বন্ধে প্রজার শিক্ষকতা ও গবর্ণমেণ্টের যে সহায়তা করিয়া থাকে, তাহারও উন্নতি হইয়াছে। এ দেশীয় সমাচার পত্রে কেবল স্থানীয় বিষয় ও ব্যক্তি বিশেষের বিষয় আলোচিত হয় না, জাতীয় সম্বন্ধীয় ও সাধারণ সম্বন্ধীয় বিষয়েরও আন্দোলন হইয়া থাকে। যদিও এই কার্য্যগুলি অনেকস্থলে সম্পাদকের এ দেশীয় লোকের মনের ভাবানুসারে সম্পাদিত হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও তাহার বোধ করা আবশ্যক বোধ করেন না। যখন এই সকল সংবাদপত্রে দক্ষতা ও ক্ষমতানুসারে উক্ত কার্য্য করা হয় (প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে); তখন এ দেশীয়দিগের মূলাবধি মনের ভাব জানিতে পারা যায়।"

পাঠক দেখুন, বঙ্গদেশীয় সংবাদপত্রের প্রতি সর আশ্লি ঈডেনের যে বক্রদৃষ্টি বিশেষ ছিল, তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবার সময়েও সেই বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রশংসা করিয়াছেন বটে; কিন্তু একটু খোঁচা দিয়াছেন। তাঁহার মনের এইরূপ ভাব ছিল, গবর্ণমেণ্টের সমস্ত দোষ থাকুক, এ দেশীয় সংবাদপত্রসম্পাদকেরা তাহা বলিবেন কেন? এ দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা চাটুকারী হইয়া গবর্ণমেণ্টের মনোরঞ্জন করেন, তাঁহার এই ইচ্ছা অশেষ দোষাকর লর্ড লিটনের অধিকারকালে তাঁহার এ ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুবিধা হয় নাই; কিন্তু অশেষ গুণাকর লর্ড রিপন বাহাদুরের অধিকারে সেই ইচ্ছা বহুল অংশে ফলবতী হয়, তাহাতেই তাঁহার এ স্বর পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে করিয়াছেন, বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলা অকর্ম্মণ্য; ইহাতে কিছু নূতন বলিবার অবকাশ নাই, ইংরাজী যে না বলে, ইহারা কেবল তাহার অনুবাদ করিয়া [illegible] এবার সেই ঈডেন সাহেব সেই [illegible] এ দেশীয়

াচারপক্ষ সম্পাদকেরা শান্তভাবে এক বিষয় ধরা থাকেন! এবার তিনি এ দেশীয় সংবাদ ত্রের উপযোগিতারও গণন করিয়াছেন! তিনি বিয়াছেন, এ দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বর পরিবর্ত্ত াছে, কিন্তু কেন স্বর পরিবর্ত্ত হইয়াছে, সে শটী লিখেন নাই। সে কারণ এই, গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তন। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট ভারতের কেবল অনিষ্ট ধাছিলেন, কিছুমাত্র ইষ্ট করেন নাই, পক্ষান্তরে ান গবর্ণমেণ্ট ভারতের কেবল ইষ্টচিন্তা করি ছেন, সুতরাং এ দেশীয় সংবাদপত্রের স্বরপরি- হইয়াছে। তবেই স্থির হইতেছে গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তন অনুসারে এ দেশীয় সংবাদপত্রের স্বর পরি- ন হয়। যে গবর্ণমেণ্ট বহুদোষে পূর্ণ ও ভার অনিষ্টকারী হন, তাঁহার সম্বন্ধে এ দেশীয় সংবাদ ার ভাষা কখন হয়, আবার যে গবর্ণমেণ্ট গুণ ও ভারতহিতৈষী হন, তাঁহার সম্বন্ধে এ দেশীয় াদপত্রের ভাষা অতিশয় সুমধুর ও চাটুবাক্যে পূরিত হইয়া থাকে। অতএব এই সিদ্ধান্ত হই- ছে, ভারতশাসনকালে রাজপুরুষদিগের দোষ- পরিত্যাগ করিয়া গুণে আগ্রহ করাই কর্ত্তব্য; া করিলে এ দেশীয় সংবাদপত্রের ভাষা তাঁহা- র কর্ণে মধু বর্ষণ করিবে, বিষ বর্ষণ করিবে

গত বর্ষে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পুস্তকালয়ে এ দেশীয় সংবাদ পত্র প্রেরিত হয়, তাহার গণনা দ্বারা দেখা হইয়াছে, ২১ খান বৃদ্ধি হইয়াছে। সমু- ৫১ খান। ইহার মধ্যে ৬ খান দৈনিক, ৩৮ সাপ্তাহিক, ৩ খান পাক্ষিক, ৫ খান মাসিক। র মধ্যে ১০ খান সাপ্তাহিক পত্র বাদে সকলগুলিই লাভাষায় লিখিত হইয়া থাকে। এই সক- র মধ্যে একখান ইংরাজী-উর্দ্দু; চারি খান ; একখান পারসীক; একখান উর্দ্দু; তিন উড়িয়া; একখান পাক্ষিক উড়িয়া; ছয়খান ক পত্রের একখান আসামী এবং একখান । এই ৫১ খান সংবাদপত্রের মধ্যে একখান াহিক পত্রের ৯০০০, আর একখান পত্রের ২০০০, একখান মাসিক পত্রের ২১০০ গ্রাহক। অন্য পত্রের ৫০০ অবধি ১০০০ গ্রাহক। গত বর্ষে ৯৩ খান পুস্তক পুস্তকালয়ে আইসে। ১৮৮০ ষ যত পুস্তক আসিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা ৩৪৩ ক কম। রিপোর্ট মধ্যে লিখিত হইয়াছে, পুন- ব্রত পুস্তক ক্রয়ের নিষেধাজ্ঞাতেই এত কম পড়ি- ছে, কিন্তু গ্রন্থকারদিগের উৎসাহের ন্যূনতাতেও ন্যূনতা নয়। ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে ৬ই শত খানা ইংরাজী, এবং অন্য অন্য ভাষার ১২৮৫।

আমরা এ সপ্তাহে এ রিপোর্টের অন্য অন্য

অংশে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে আবশ্যক বিষয়গুলির ক্রমে উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল।

মেসদারের প্রতি আদালতের দয়া।

কথায় বলে "খোঁড়ার পা খালায় পড়ে।" উপর হইতে জল আসিয়া নিম্ন স্থান পরিপূরিত হয়। রুগ্ন দেহেই নানা রোগ আশ্রয় করে। কীটনিষ্কৃষিত বৃক্ষে অধিকসংখ্যক কীট প্রবেশ করিয়া থাকে। ভগ্ন নদীকূলকে বন্যা অধিকতর বেগে আক্রমণ করে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিরই স্কন্ধে অধিকতর ঋণভার নিপতিত হয়। জগতের যে রীতি তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, বিপন্নাপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার লোক অল্প, তাহাকে চাপিয়া গভীরতর বিপদ-সাগরে নিমগ্ন করিবার লোকই অধিক। এ জগতে বুদ্ধিদোষের, বিবেচনাদোষের ও ভ্রমপ্রমাদের মার্জ্জনা নাই। এক ব্যক্তি অমিতব্যয়িতাদোষে আয় ব্যয়ের সমতা বিধান করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিল না, ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল। ঋণদাতা তাহাকে ক্ষমা করিলেন না, আপনার টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত নালিশ করিলেন। আদালত ডিক্রী দিলেন। ঋণী সে আসল টাকা দিতে পারে না, তাহার প্রতি সুদ ও খরচা দিবার আদালতের আজ্ঞা হইল। প্রথমে সে এক বুক জলে পড়িয়াছিল, জল ক্রমে গলা ছাড়িয়া নাসিকা পর্য্যন্ত হইল। আদালত কোথায় তাহাকে আশ্রয় দিবেন, তাহা না দিয়া রসাতলে দিবার উপক্রম করিলেন। তাহার একটু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল। সে মায়া-ক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিল না। পরিত্যাগ করিলেও চলে না। সেই ভূমিটুকু তাহার জীবিকার উপায়। ডিক্রীদার তাহার সেই ভূমি ক্রোক দিলেন। আদালত তাহাকে ক্রমে চাপিতে লাগিলেন। ক্রমেই আদালতের খরচ বাড়িতে লাগিল।

যাহার উপরে ডিক্রী হয়, আদালত প্রথমে তাহাকে নোটিস দেন, তাহার পর ভূমি ক্রোক করেন, তাহার পর নীলামী ইস্তেহার, তাহার পর বিক্রয়। আদালত শিথিল ভাবে এই কার্য্য গুলি করেন, মনে করেন, দেনদারের উপকার করিতেছেন; কিন্তু তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে। সেই সমুদায় খরচা তাহার স্কন্ধে চাপিল। সে এক কালে রসাতলে গেল, মস্তক আর উত্তোলন করিতে পারিল না।

আদালতের এই কার্য্যপ্রণালী অতি দূষণীয়। ইহাতে দেনদার ও মহাজন কাহারই উপকার নাই। উভয়েই বিব্রত হন ও মজিয়া যান। আমরা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইতেছি, ক্রমেই আদালতের ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতেছে। ক্রমেই আদালতের খরচা বৃদ্ধি তেছে। ঋণী প্রত্যর্থী সুবিধা হইবে মনে কা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু আদ সুবিধার ছেড় না হইয়া বিপত্তির কারণ উঠেন। আদালত সব থাকিতে কাহাকে চা না। ৬ই লোকের আদালত বিলক্ষণ শিক্ষার হয় বটে; কিন্তু নির্দ্দোষ লোকে মারা আদালতের যে কেমন খরচা বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পাঠক দেখুন, এ সকল আদালতের উপযুক্ত কি না? সম্প্রতি আলিপুর প্রথম সুবডি জজের ঘরে যে একটী ঘটনা হইয়াছে, আ তাহারই কথা কহিতেছি।

এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির নামে এ মকদ্দমা রুজু করিয়াছিল। যে মকদ্দমা রুজু ক ঠৎ তাহার মৃত্যু হইল। কেহ আর তৎ করেম হইল না। মকদ্দমা নম্বর থারিজ হ গেল। প্রত্যর্থীর খরচা বাবদ ৬৯ টাকা পা হইল। তাঁহার চেষ্টা হইল, মকদ্দমা সংক্রান্ত ক্রোক দিয়া টাকা আদায় করিবেন। মৃত মুসলমান। তাঁহার পাঁচ জন উত্তরাধিকারীর ন নোটিস জারী করিতে হইল। নূতন সর্ব্বাক অনুসারে প্রতি ব্যক্তিকে ২ টাকার হিসাবে টাকা দিতে হইল। তাহার পর ক্রোকী ও নী ইস্তেহার প্রভৃতির ব্যয় আছে। এতদ্ভিন্ন উ ডিক্রীদারের মকদ্দমা চালাইবেন, তাঁহাকে দিতে হইবে, তাঁহার মুহুরি কিছু লইবেন, পে সাহেবও কিছু অনুগ্রহ করিবেন। এইরূপ সম প্রভৃতি পক্ষ দেখিবার বোকপোপচারে না হ অন্ততঃ গন্ধ পুষ্প দিয়াও পূজা করিতে হই ডিক্রীজারি করিতে গেলে অগ্রে ফরসলা লইতে আমলাদিগকেও কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। পাঠক দেখুন, কি সর্ব্বনেশে ব্যাপার? চৌ টাকা আদায় করিতে প্রায় কুড়ি টাকা ব্যয়! যদি দশ টাকা আদায় করিতে হয়, নিজ তহবি কিছু ক্ষতি না করিলে ত হয় না! আদালতের ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে প্রজা বাঁচে কৈ?

আমরা একটী চমৎকার দেখিতেছি, মকদ্ম যত বৃদ্ধি হইতেছে, আদালতের খরচা তত ব তেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন বিষ এ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা বিভাগকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। ঘরের রত আয় বৃদ্ধি হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট লো নিকট হইতে খরচা তত কম লইতেছেন। যে ওজনের সংবাদ পত্রে /০ এক আনা হইত, এখন সেই ওজনের সংবাদ পত্রে

হওয়া হইতেছে: অনেক স্থলে পরিমাণ
যে আধ আনা কমাইয়া এক পয়সা করা হই-
। রেলওয়েরও এইরূপ ক্রমে ভাড়া হ্রাস হই
ক। অধিক কি, যাহা হইতে ভারতীয় প্রজার
প্রাণ মান বুদ্ধি বিবেচনা প্রভৃতি সমুদায় বিনষ্ট
হইতেছে, সেই মদের দাম কমিতেছে। কিন্তু
হইতেছে পাচা সিক্তারেটের বৃদ্ধি হইতেছে, এ বড়
চর্য্যের কথা। এটী কি গবর্ণমেণ্টের টাকা
য় করিবার একটী ধার? প্রজার কিসে হইবে
করিয়া গবর্ণমেণ্ট মাশুল কমাইয়া বা রহিত
য়া বাণিজ্যের সুবিধা করিতেছেন, কিন্তু আদা-
র খরচা বাড়াইতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা
, কোন কমিটিতে প্রজার প্রতিনিধি ছিল? যে-
র শুল্ক হ্রাস না হইলে ব্যবসা চলে না অথচ
লোকশূন্য বলিয়া রেলে সে কর বসান
ক, সেই সকল মালের শুল্ক বৃদ্ধি করি
চয়া যায়, কিন্তু আদালতের খরচ বৃদ্ধি করি
কে চটাইয়া স্থায় করিয়া তুলনো লোকের অস্থ
ন প্রাণ মান রক্ষা করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে।
না এখনই দেখিতে পাই, কলের চরিত্র বা
লোকের বাড়ী
না পাইয়া স্থাপনার স্থ
করিতে পারে না আদালতের মত খরচ বৃদ্ধি
হইয়াছে, এ
করিয়া ক
ছ। এই
ই।
অ
ক
ছে
ল
ব
ন
ক
ল
ক
ল
ক
ল

[illegible] সকল প্রকারে এ দেশীয়দিগের [illegible] বিষয় এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অথবা [illegible] দিগের অন্যায় আছে সেই বিষয় বর্ণিত [illegible] করিয়া নিজে [illegible] একটী [illegible] করিয়া অনুবাদ পাঠে পাঠকের [illegible] অনুবাদক আদি [illegible] রক্ষা করিয়া অনুবাদ [illegible] এই কারণে অনুবাদ পাঠেই [illegible] করিয়া কে [illegible] সন্তুষ্ট প্রকাশিত সমা [illegible] করিতেছি. তাহার [illegible] নিকট হইতে [illegible] করিয়া যে চলিবে, [illegible] এরূপ যে উদ্দেশ্যে [illegible] করিতে [illegible] এই মেণ্ট মহা- [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible]

তিনি কেবল সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয় পরি- করিয়াছিলেন।

লশ্চিম বিভাগের স্কুল সমূহের আসিষ্টাণ্ট ইন ষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয় কল স্থানের বিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করিয়া ছেন। তিনি সোমড়া বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান কের উপর সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। এই বিদ্যালয়টীকে মাইনর করিলে তিনি উপযুক্ত যা করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছেন। এবারে লের দুটী বালক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে।

বলাগড়ের বর্ত্তমান পুলিষ সব ইনস্পেক্টার বাবু ন্তারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসন্ধান ও ৎপরতায়, নেবুডাঙ্গা গ্রামের গঙ্গারাম সর্দ্দার ক এক ব্যক্তি গোপনে মদ্য বিক্রয় করিত, াশ হওয়াতে ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হয়। ারে অপরাধীর মেয়াদ ও অর্থদণ্ড হইয়াছে। সব স্পেক্টার বাবুকে পুরস্কৃত করা উচিত।

এখানকার প্রকাশ্য রাস্তাগুলির সামান্য সংস্কার- া হইতেছে। এক ব্যক্তি সোমড়া হইতে গুপ্ত- া পর্য্যন্ত রাস্তাটী মেরামত করিবার কণ্ট্রাক্ট া করত কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ কৃষ্ট কার্য্য আমরা কখন দেখি নাই। রাস্তা ন, প্রায় সেইরূপই আছে। সংস্কার ত কিছুই খতে পাইলাম না।

এবং এখানে পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। ভাদ্র- হইতে আরের প্রভাবে লোকে জর্জ্জরিত হই- ছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে বিসূচিকার বিলক্ষণ দুর্ভাব। আমাদের গ্রামে একটী লোক উহার লে কবলিত হইয়াছে।"

আমাদের গয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন " বর্ত্ত- জানুয়ারি মাস হইতে গয়া ষ্টেট রেলওয়ে ইষ্ট য়া রেলওয়েভুক্ত হইল। গবর্ণমেণ্ট গয়া নটী হস্তান্তর করিলেন। রেলওয়ে কোম্পানিকে লেন। গয়া রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের একটী লাভ ক সম্পত্তি হইয়াছিল। যতগুলি ষ্টেট রেলওয়ে ছে, আয় বিষয়ে কোনটী গয়া রেলওয়ের সমতুল্য ল না। লাইনটী ছোট, কিন্তু আয় বিস্তর। ত বহু আয়বিশিষ্ট সম্পত্তিটী হাতছাড়া করা র্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্য হয় নাই। আমরা শুনি- ছি, গয়া লাইনের প্রতি রেলওয়ে কোম্পানির দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাঁহারা ইহার লাভাদি- সন্দর্শন করিয়া অনেক দিন হইতে গ্রহণলোলুপ য়াছিলেন। অনুরোধ দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য ইতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট নানাপ্রকারে স্বজাতির বর্দ্ধন করিতেছেন। সৈনিক সিভিল বিভাগ ভৃতি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্থল। সেই সকল অমিত ব্যয়নিবন্ধন গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হয়। সুতরাং ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরি- শোধ হয় না।

গয়ার "উত্তরা কর" রহিত করিবার প্রার্থনায় লাট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবার উদ্যোগ হই- তেছে। হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে আবেদন পত্র প্রদত্ত হইবে। এখানকার কয়েকজন ভদ্রলোক এই কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে হিন্দুমাত্রেই সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ- রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮ এ ডিসেম্বর ১৮৮২। বাঁকুড়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজি- ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি, ডে তমলির সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

হাজারিবাগের অন্তর্গত গিরিডির সহকারী কমিশনর ডবলু, এম সামুয়েল ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীকুমার রায়ের তিন মাস বিদায় ও তৎপদে বাবু ভাস্করচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিয়োগ আদেশ রহিত হইল।

রাজমহলের সব ডেপুটি কালেক্টার বাবু গোপীকৃষ্ণ পালে পাকুড়ে বদলী হইলেন।

বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ টি, স্মিথ ৩ মাস অতিরিক্ত ছুটী রাজসাহীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এল, হেয়ার ২৬ এ মার্চ্চ হইতে ৮ মাস, ঢাকার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, ই, বি জেডি, ১৮৮২ অব্দের ৪ ঠা ডিসেম্বর হইতে ১৮ মাস বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বশিরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অম্বিকাচরণ মল্লিক ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ব্যবস্থাপক বিভাগ।

২ রা জানুয়ারি। বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞাক্রমে ১৮৬১ অব্দের ২৯,৩০ ও ৪৫ ধারা অনু- সারে অনরেবল এচ, জে, রেণল্ডস ও টি, টি, আলেন সাহেবকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগ।

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার এ, ডবলু ক্রফ্ট সাহেব বিশেষ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ জি, সেলেট শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ডাইরেক্টার হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অবাতর অধ্যাপক জে, উইলিট উক্ত কালেজের অধ্যক্ষ হইলেন।

পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার্স সি, এ মার্টিন কিছু দিনের জন্য শিক্ষাবিভাগের ১ ম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এফ, জে, মো ২ য় ও রাজ- সাহী কালেজের অধ্যক্ষ এ, সি এডওয়ার্ড ৩ য় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

১৮ ই ডিসেম্বর—১৮৮২। যশোহরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু রজবিহারী সোম ১ ম শ্রেণী, বাবু দুর্গাচরণ সেন ২ য় শ্রেণী, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দে ৩ য় শ্রেণী, বাবু ললিতকুমার বসু ৪ র্থ শ্রেণীর মুন্সেফের পদে স্থায়ীরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুরের মুন্সেফ বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ কিছু দিনের জন্য ১ ম শ্রেণী, শ্রীহট্টের অন্তর্গত করিম- গঞ্জের মুন্সেফ বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২ য় শ্রেণী, দিনাজপুরের অন্তর্গত শ্যামগোলার মুন্সেফ বাবু বঙ্কলাল দে ৩ য় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটয়ার প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু ভুবন- মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ৪ র্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন। ইনি বরিশালের অন্তর্গত বাখরগঞ্জে অবস্থিতি করিবেন। কিন্তু যাবৎ ২ য় আদেশ না হয়, তাবৎ ভুবন বাবু কাটয়ার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র

বাঁকীপুর।

আমরা গয়া হইতে বাঁকীপুরে আসিয়া রামলীলা দর্শন করি, অনন্তর কয়েক বন্ধু একত্র হইয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হই। বাঁকীপুর পাটনার সিভিল ষ্টেষণ। এখানে গবর্ণমেণ্ট কলেজ, হাঁসপাতাল এবং বিচারালয়াদি আছে। বাঁকীপুরের মধ্যে গোলঘর ও কদমবাগ দেখিবার উপযুক্ত। গোল- ঘরের অপর নাম গাষ্টিন ফলি। ইহার কারণ বেহারে প্রায় দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে বলিয়া গাষ্টিন সাহেব সুজন্মার বৎসর শস্য ক্রয় করিয়া দুর্ভিক্ষের বৎসর প্রজাদিগকে দিবেন মনে করিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এই গৃহটী নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু যে অভি- প্রায়ে নির্ম্মাণ করা হয়, কাজে তাহা না হইয়া এক্ষণে ইহা দর্শকদিগের একটী দেখিবার সামগ্রী হইয়াছে। এই জন্য ইহার নাম গাষ্টিন ফলি অর্থাৎ গাষ্টিন সাহেবের নির্ব্বুদ্ধিতা হইয়াছে। গৃহটীকে বেষ্টন করিয়া ইহার চূড়ায় উঠিবার সিড়ি আছে। ঐ সিড়ির ১৪০ টী ধাপ। বাঁকীপুরে অনেক বাঙ্গালী বাস করিতেছেন। অনেক বাঙ্গালীকে হিন্দুস্থানী পোষাক পরিয়া ভ্রমণ করিতে দেখা গেল। আমরা অল্প সময়ের মধ্যে নগর ভ্রমণ শেষ করিয়া ষ্টেষণে প্রত্যাগমন করিলাম এবং সেই রজনীতেই এলা- হাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিলাম; কিন্তু সে-

...ন পর্য্যন্ত নিকট যাইতে পারা হইল না। অপেক্ষা ...কে ... আমরা ক্রমে লোকের নিকট আসিয়া ...ছিতে হইলাম। লোকেরও ভিড়ের উপযুক্ত। ...ভদ্রলোকটি এবং তাঁহার স্ত্রীর বহুদূর ...ছিতে হইয়াছে। লোক সীমা কলেরায় ... কয়েকজন মরে লোক আক্রান্ত হইয়াছেন ...লোকগুলি এই দুর্ঘটনায় বিস্তার করিয়া লোকের ...পরিচালনা করিতেছে। এই সময় কল- ...কজন একত্র হইয়া ঘন ঘন হরিধ্বনি ...করিতে করিতে ঢেউ ঢালাইয়া লোক ...করিতে লাগিল। আমরাও সেই দলে মিলিলাম। ...ঢেউ আমরা লোকসমবাটে আসিয়া উপ- ...হইয়াছি। ক্রমে প্রভাকরের মধ্যমণি সেই ...কালে। ইহা চক্ষে দেখা যায় হইয়াছে। ...যমুনার বিশেষ জল ও স্রোত বর্ত্তিতেছে দেখা ...। তাহা হইতে যমুনার দর্শনকালে জল বৃদ্ধি ...। আমরা লোকসমবাটে আসিয়া সেই দিনের ...যাত্রা করিলাম। তখনও হৈমন্তের লোক ...হয় নাই।

...গো।

...এখানের মহাশয়ের বর্ণন করা হইয়াছে। সেই ...হইতে লোকসমবাটের আসিতে আমরা ...লোক দেখিতে দেখিতে আসিতে ...করিলাম। আমরা যখন হইতে ... হই, তখন অপরাহ্ণ ছিল। আমরা অপরি- ...স্থান পাইয়া সে রজনীটি হৈমন্ত যাপন করি- ...করিলাম এবং পরদিবস অতি প্রত্যুষে ... হইয়া ...নগরের পথে বাহির হইলাম। ...হইতে মহাশয়ের বাসোদ্যানে গেলাম। ...রাজা প্রস্তর দিয়া বাঁধান। স্থানে স্থানে ...লতা শ্রেণী। আমরা বন্ধুগণের বাসস্থানে ...লইয়া আজ দেখিতে গমন করি। দূর হইতে ...দেখিয়া বোধ হইতেছিল, নিকটে ...আসিলে সেরূপ দেখিতে পাইলাম না। মনে ...করিলাম যদি মনুষ্য জীবনে কিছু ...হয় তবে আজকে আগ্রা দেখা হলো। ...প্রবেশ দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্রমান্বয়ে ...দেখিতে লাগিলাম। মনে মনে ...করিলাম। একদা এই নিকুঞ্জবনে ...আমরা বেগমে পরিবেষ্টিত হইয়া কতই ...করিতেন। কিন্তু মনুষ্যজীবন ক্ষণ, ...পরিবর্ত্তনশীল। তাঁহাদিগের বেগমিত ...কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহা- ...দের যশঃ সকলের মধ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান ...রহিয়াছে। আমরা একণে নানাপ্রকার ...নূতন পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। রাজ ...পুরুষগণের উদ্যান ভ্রমণে আসিয়া উপবেশন করি- ...বার জন্য কতকগুলি কাষ্ঠাসনও পাতা হইয়াছে। স্থানে স্থানে অট্টালিকাদি মেরামত করিয়াও দেওয়া হইতেছে।

হুগলী।

হুগলী কালেজের বড়ই দুর্ঘটনা। কয়েক মাস হইল উক্ত বিদ্যালয়ের এক্টার সাহেবদিগের ৺ নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছিল, আবার দিন কত হইল কালেজের সেকেণ্ড সাহেবদিগের ৺ অবিনাশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের লোকান্তর গমন হওয়ায় সকলেই শোকসন্তপ্ত হইয়া চাকাকার করিতেছেন। অবিনাশ বাবু বিদ্যালয়ে সিনিয়র স্কলর ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের সহোদর। তাঁহার ইংরাজীতে ও স্বদেশভাষায়, তাঁহার বহুদর্শিতা ও শিক্ষানৈপুণ্য, তাঁহার অমায়িকতার ও অপক্ষপাতিতা অনেকেই সমধিক স্থলেই। আমরা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এক্ষণে বীতশ্রম হওয়া অতিকাল অন্য প্রসঙ্গে বিলম্ব নহে।

এখানে পরিদৃষ্ট হুগলী কালেজের অবস্থা দর্শন উপস্থিত। তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলে, ...দিকে দৃষ্টিপাতকারী সকলেরই সমধিক ...হইবে। ...এখানে ...ছাত্রের সংখ্যা ...। ...ছাত্রের ...। ...ছাত্রের ...। ...ছাত্রের

...মপ্রকাশ যন্ত্রে, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ও
...কো সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
...রা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন,
...রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
...র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
...বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।/
...া ; ।/ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

...লিকাতা যোড়াসাঁকো সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
...ধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
...ং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ
...কুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধ-
...ম সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমে এজেণ্ট হইবেন,
...কার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়-
...কে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, তাঁহা
...গে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাই-
...ত যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাই
...ত সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরিউক্ত স্থানে টাকা
...া তাঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগ প্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগে যেমন সংখ্যা থাকিবে
...াছে। তন্মধ্যে ...মোপাখ্যান, কিরীটী
...াবলীচরিতম্, সাবিত্রী মিত্রি, বিবাদ গীত,
...খণ্ডের মহো...মন, মকরন্দবাঈ, মন্ত্রসংহিতা,
...খানন, পাতালে ...ন্তর, এই ৯ টী বিষয়
...বেশিত করিতে ...ি আইসেন্সি ফরমার
...কল্পদ্রুম ভাল কাগজে মু...ত ও
...ম বার্ষিক মূল্য ২ পাঁচ ...া। ...ন্তের মহো-
...গণ সোমপ্রকাশ আফিসে ...া সংক্রান্ত
...াহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে ...পত্র লিখিলে
...তে পারিবেন। ...ন না পাইলে
...তের নিকট কল্পদ্রুম ...

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ...ের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।
১৯০ নং মাণিকতলা ...ট। ...া।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সর্ব্বপ্রকার
রোগের নানাবিধ ...ঔষধ, তৈল ও ঘৃত
...তি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে ...এবং অভিজ্ঞ
...কিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া রোগ
...ধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ,সকলেই সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা ; পার্কিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দ্রনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতু নির্গম,সরক্ত ও পঙ্কিলবৎ প্রস্রাব নির্গত হইলে ও মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে অচিরাৎ শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন মেহপ্রসূত ও মেহজন্য অণ্ডকোষে এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা পড়িবার নাম যোনী এই সকল রোগ অচিরে মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের একপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—পার্কিং—৵০।

কন্দর্পে দীপক হয়।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যথাবিধিপূর্ব্বক যথানিয়মে সেবন করিলে শরীরে নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন হয় এবং অচিরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, তৎক্ষণ শরীরস্থ সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃপীড়া, হৃৎকম্প, দৃষ্টি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবনসঞ্চারকালে অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা কারণে ধাতুর দৌর্ব্বল্য ও আধুনিক নির্গম,স্বপ্নদোষ,পুরুষত্বহীনতা প্রভৃতি রোগ সকলের অল্প শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে অল্পদিনে এরূপ অদ্ভুত ফলপ্রদ ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা—পার্কিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাহু বৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া ধর্ম্মাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে... সহঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর,বাধক বেদনা,বন্ধ্যাদোষ অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, অকস্মা... পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দি... পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন... প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রা... প্রভৃতি এই সকল রোগ সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

একশিশির মূল্য ——৪ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে ... মহোদয় প্রশংসাপত্র দিয়াছেন,তন্মধ্যে কতকগুলি নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এস
অমৃতকৃষ্ণ বসু। ঐ
ভৈরবী ঘোষ। ঐ
ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ
কলিকাতা।
" " সর্ব্বমঙ্গল বসু। ঐ
" " বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ
ঢেকানল কটক।
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন
বর্দ্ধমান।
" " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।
" " রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি
কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা।
মেঃ ব্রজেন্দ্রনাথ দে—হেডপোষ্ট মাষ্টার
রাণীগঞ্জ।

ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্যার পুথি।

সন ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত
ইন্দ্রজাল শাস্ত্র স্বয়ং দেবাদিদেব মহা...
প্রকাশিত করিয়াছেন। কর্ম্মফল দ্বারা ই...
সংগঠিত হইয়া ভারতে প্রচার হয়। ভারতে
অনেক বহু বিদ্যাবিশারদ ধনিবংশীয় মহিষ প্র...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ

২৭ শ ভাগ | প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং | ৯ সংখ্যা।

প্রথম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৯ সাল। ৩ রা মাঘ। ইং ১৮৮৩। ১৬ ই জানুয়ারি। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ প মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন

কুসুমাঞ্জলি।

সকল সংবাদপত্রের প্রশংসিত। কলিকাতার ল পুস্তকালয়ে ও আমার নিকট প্রাপ্য। মূল্য ।৹ া মাত্র। শ্রীমোক্ষদাচরণ শুক্ল; মহম্মদীয় লাইব্রেরি ষপুর।

ষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

কালিপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও ঢাকার নবাবগাটীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদার-নাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে) কাশ্রমে অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে। াহক প্রতি মাসে ইংলিশ অক্ষরে ছয় ফর্ম্মা রা প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য স্বাক্ষরকারী গ্রাহক-র প্রতি প্রত্যেক খণ্ডের ৵৹, বিনা স্বাক্ষরকারী-র ।৹ আনা; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে। ান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।

যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দিবেন, াদিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

মহাভারত কার্য্যালয় } শ্রীহরিদাস মান্না।

অঘোরবোষের লেন, কলিকাতা। প্রকাশক।

নূতন পুস্তক।

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল /৹।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড আর্য্য পুস্তকালয়ে ব্য।

চিন্তা-মালা

সাধারণের প্রশংসিত। কলিকাতার সকল পুস্ত-কালয়ে ও আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৵৹ আনা। শ্রীজীবনচন্দ্র শুক্ল; শান্তিপুর।

প্রণয়-প্রতিমা নাটক।

মূল্য ॥৹ আনা।

ষষ্ঠম বৈ

(হাস্যরসোদ্দীপক উৎকৃষ্ট প্রহসন)

মূল্য /৹ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিকুলন প্রণীত।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

GRIMAULT AND CO,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভাঙ্গের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হই-য়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউল স এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সা বের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করি থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে আপে উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধি ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিক (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সে করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপে সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরো কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, শ্বাস কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশু এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহ ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্র

[illegible] এক বার [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চতুর্বেদভাষ্য।

অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ।

" নিরপেক্ষ যজুর্ব্বেদীয় ১০৮ " হইতে (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর) ছয়খানা উপনিষৎ মূল, শাঙ্কর ভাষ্য এবং বঙ্গানুবাদের সহিত আটখণ্ডে বিভাগ করিয়া ক্রমশঃ এক খানিতে সম্পূর্ণ করা যাইতেছে। কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য অগ্রিম ডাকমাশুল সমেত ১৷৷০ টাকা, ভি পি তে লইলে, গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। ঐ মূল্য পরিশোধ হইলে, প্রতিখানি ১৷৷০ টাকা হিসাবে অগ্রিম মূল্য প্রদান করিতে হইবে।।

উপরি উক্ত সভ্যগণ বিনা মূল্যের " নিরপেক্ষ-[illegible] " নামক মাসিক পত্রিকাখানি মফস্বলে [illegible] বাৎসরিক [illegible] ডাকমাশুলে প্রেরিত হইয়া থাকে।

অগ্রিম মূল্য কিম্বা ডাকমাশুল প্রাপ্ত না হইলে, উপনিষৎ কিম্বা পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না।

[illegible] কার্য্যালয়।

[illegible] } শ্রীমহেশচন্দ্র পাল,
[illegible] } অধ্যক্ষ কার্য্যালয়।

[illegible]তিচমৎকার, অতিচমৎকার।

[illegible] অতি সুলভ। ইহাতে [illegible] নাম, গ্রাম, ধাম, [illegible] ও [illegible] আছে। ইহা [illegible] ও [illegible] ব্যবহার করিলে [illegible] হইবে।

এই সংখ্যোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ ষ্ট্রীটে ৩১। ৩৩ নং ইণ্ডিয়ান ড্রগিষ্টস হলে প্রস্তুত এবং বিক্রীত হয়।

ইহা সোয়া বোতলের মূল্য ৬৷৷০ ও ডাকের মাশুল ৸৷০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির ঔষধ এবং জ্বরনাশক পাঁচন।

এই তিব্বিধ মহৌষধ দ্বারা শতশত লোক উপকার লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং আমরা সকলকে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই ঔষধ ব্যবহার সেবন করিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই উপকার লাভ করিবেন। প্রথমোক্ত তিন প্রকার পাকের বটীর মাশুল ডাকের খরচ সমেত মূল্য ১ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন মাসেরিয়া, কম্প, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত যে কোনপ্রকার জ্বর নাশ করিবে। ইহার প্রতি শিশির মাশুল ও ডাকমাশুল সমেত মূল্য ১৷৷০, সেবনের নিয়ম শিশির গায়ে থাকিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
যদুনাথপুর। আচেংড়া পোষ্ট।

কেশরাজ কেশ।

এই সুবিখ্যাত কেশ ব্যবহার করিলে চুলের [illegible] ও শীঘ্র পাকা, মাথা ধরা ও [illegible] দূর করে এবং নূতন চুল জন্মাইতে পারে। মূল্য এক শিশি ৸৷০ আনার ডাকমাশুল ৵ আনা।

টাকচুড়োদির মহৌষধ।

[illegible] ব্যবহার করিলে পাতা, [illegible] ঘাঁ [illegible] পাকড়া, পায়ে [illegible], কাটা ফুলা, শরীরের চুলকণা, ও [illegible] সমস্ত সমূলে নষ্ট হইয়া, চর্ম্মটির বিশেষ উপকার। মূল্য ছোট শিশি ১৷০ বড় শিশি ২৷০ টাকা, পার্শেল ।০। ঠিকানা—কলিকাতা, কলেজষ্ট্রীট ৩৫।৬৮ নং বাটী, ডি, মিত্রের [illegible] করিলে পাওয়া।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

১৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের বিক্রেতা হইতে স্বদেশজাত দেবা ঔষধ মূল্য সমস্ত সময়ের জন্য সরবরাহ ও বিক্রয় করিতেছে।

সাধারণে আমাদের নিকট হইতে [illegible] আমাদিগকে উৎসাহিত করেন এই আমা অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা।)

দেওয়া গেল।

নানাপ্রকার দেশী বিলাতী ঔষধ ডাঙ্গার ক [illegible] মুষ্টি, চাদর জোড়া ১৷৷০ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ইংরাজি ভাষা অক্ষরাকার ও চিত্রের [illegible] হইতে ৸৹ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার খান ৩, হইতে পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ৵, হইতে মোজা ৸৹, ।৵৹, ।৹ জোড়া; গায়ের [illegible] রুমাল বাঙ্গালী ১, ১৷৹ ২৲, স্ত্রীলোকদের ৵, ৵৹, ৵৹ জোড়া [illegible] বিলা [illegible] স্ত্রীলোকদের নানাপ্রকার [illegible] ৷৹ জোড়া ৸৹ হইতে ১৲ [illegible] কলা ৸৹, ।৹ অন্যপ্রকার [illegible] ১৲ [illegible] সুগন্ধি তেলের বাক্স [illegible] নিমন্ত্রণপত্র ছাপাইবার [illegible] ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২,

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় ... আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ ... করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশ ... হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্ত ... জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, ... হ্রাস, অসাধ্য পিপাসা, অতিশয় প্রস্রাব ... সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বারে ... স্বাভাবিক হয়।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

বাগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। কৈনেক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

... ব্যক্তি দেখা গিয়াছে যে এক বৎসর সেবন করিলে ... ইন্দ্রিয়সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্তম্ভন ... ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রার্থনা হয়। বাস্তবিক তিন ... শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষমতা প্রবলতার প্রমাণ ... যায়, উদরাময় ও অর্শের অন্ন দিবসেই ... হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ... পীড়া ও ক্ষত পনর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য ... প্রমেহ পীড়িত কিছু অধিক থাকিলে ঔষধ সেবা, ... অন্য প্রকার ঔষধ খাইতে হয় না। প্রমেহ জন্য ... হইলে রোগের বিবরণ লিখিবেন। ঔষধ ... পরে যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র ... ছেন, তাহাদের পত্র পাঠান যায়, মূল্য মাশুলাদি ... কা।

শ্রীগোবিন্দ সেন গুপ্ত।

দশাশ্বমেধ ঘোষাল।

ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্যার পুথি।

... ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত। ... কঙ্কণাল পাশু স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব ... তাকে কহিয়াছেন। কঙ্কমুনি দ্বারা উহা ... হইয়া ভারতে প্রচার হয়। ভারতের ... ও বহু তিমিরগর্ভস্থ খনির উদরে মণির ন্যায় ... আছে। আমরা উদাসিনী রাজকন্যার নিকট ... ঐ সকল মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

কলিকাতা,—নর্থ সুবার্ব্বণ চালা, ২ নং কার্য্যালয়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা!!

(অদ্ভুত-রহস্য—মাসিক পত্রিকা।

সন ১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় পর্ব্ব! দ্বিতীয় পর্ব্ব!!

উদাসিনীর অগ্রিম মূল্য মায় রাহাখরচ ১৸৶০ আনা মাত্র। যদি সুলভ মূল্যে উপন্যাস পাঠের আমোদ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা পাঠ কর।

উদাসিনী ১ ম পর্ব্ব—পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

কার্য্যালয় ১ নং টালা নর্থ সুবার্ব্বণ কলিকাতা। শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "আয়ুবর্দ্ধন" ৬ই খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ১৸৶০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রাহক জীবন-বাবুর নিকট এই পুস্তক ৬ই খণ্ড থাকা আবশ্যক।

(২) "শরীর রক্ষণ" ১৩৬ পৃষ্ঠায় শেষ। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঘটিত আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নিকিৎসা করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা, (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর মহতে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৩ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

পরীক্ষিত।

কেশসংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প... ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্তমূল, দন্ত ... রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরো... মহৌষধ। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং /০।

পারার মুত। ইহাতে উপদংশ এবং পারা... রোগাদির শান্তি করত রক্ত পরিষ্কার এবং ... পুষ্টি করিয়া থাকে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ... পারার তৈল। ইহা মালিসে চুলকুনি, ক্ষত এবং ... নাদি আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ...

প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পা... যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার

৩ নং চাঁদকড়াঙ্গা—ভবানীপু... কলিকাতা।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুগন্ধি ও অতি সুখদ তৈলে কে... অকাল পক্কতা, টাকপড়া প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার শি... রোগ অল্পদিন নিয়ত আরোগ্য হইবে। ... বড় শিশি ১৷০ টাকা ছোট শিশি ১ টাকা।

দন্তরোগাপহ চূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আ... দাঁতের গোড়ার ক্ষত, ফুলা, আল্‌গা হওয়া ও র... পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দি... মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। মূল্য ।০ আনা।

সুগন্ধ নারিকেল তৈল।

মূল্য বড় বোতল ১ টাকা, ছোট বোতল ... আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা আরোগ্য প্র... বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আ... ডাকে পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল ও প্যাকিং ... লাগিবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৮৫ নং মনোহর দা... ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র বেদ ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট ১০০ ... বাটীতে মেডিকাল কলেজের দক্ষিণ কো... কটী বাড়ীর পরে আমরা "সোমপ্রকা... যন্ত্রের পুস্তকালয়" "সোমপ্রকাশ প্রে... ডিপজিটরি" নাম দিয়া একটী পুস্তকাল... খুলিয়াছি। উহাতে নানা প্রকার হ...

...ছাত্রদিগের ...

...

...

শ্রীবৃদ্ধি হইবে। বাণিজ্যের উন্নতিসাধন রেলওয়ে সৃষ্টির একটী প্রধান হেতু। (৭) চাঙ্গড়িপোতায় সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুম মুদ্রাযন্ত্র আছে। রেলওয়ের সহিত মুদ্রাযন্ত্রের শুভদ্রাব সম্বন্ধ। রেলওয়ের সুবিধা হইলেই মুদ্রাযন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয়; আবার মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে রেলওয়ে বিস্তৃতরূপ লাভ করিয়া থাকে। মুদ্রাযন্ত্রে কাগজ কালী পেন্সিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীর নিত্য আমদানী রপ্তানি হয়। (৮) বাকরগঞ্জ মহকুমায় দুটী মুন্সেফী আদালত ও একটী ডেপুটী আডিষ্টেন্টী আদালত আছে। চাঙ্গড়িপোতা কোর্টবিলিয়া ও ঝরিনাভির অনেক লোকে সেখানে মকদ্দমা করিতে যান। চাঙ্গড়িপোতায় রেল হইলে তাঁহা আয়-বৃদ্ধির একটী দ্বার হইবে। (৯) মদনগঞ্জে ষ্টেশন হইয়াছে। ঐখানে জয়নগর মজীলপুর বিষ্ণুপুর কড়ুই, বারাসত প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা আসিয়া গাড়িতে উঠেন। ঐ কয়টী গ্রাম নিম্ন ছত্রাকের বসতি। চাঙ্গড়িপোতা কোর্টবিলিয়া ঝরিনাভি মদনপুর প্রভৃতি গ্রামে তাঁহাদের অনেক কুটুম্ব আছেন। কুটুম্ব বাটীতে তাঁহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করেন। তদ্ভিন্ন অন্য প্রয়োজনেও তাঁহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন। চাঙ্গড়িপোতা হইতে ঐ সকল গ্রামের লোকেরাও ঐ সকল গ্রামে গমনাগমন করেন। চাঙ্গড়িপোতায় ষ্টেশন হইলে এ কারণেও লাভ হইবে।

এবিষয় কথা এই, চাঙ্গড়িপোতায় ষ্টেশন হইলে লাভ না হইয়া যদি ক্ষতি হয়, সে দায়িত্ব কাহার হইতে পারি?

আদালত হইতে বাকরগঞ্জের কোর্ট কমিশনর
ও বিচারপতি।

সাধারণ, পাঠকগণের স্মরণ আছে, আমরা গত সপ্তাহে প্রস্তাব করিয়াছিলাম "রাজা প্রজার বিচারকার্য্যের প্রকৃত দোষ গুণ রাজা স্বচক্ষে দর্শন করিবেন" এই নিমিত্ত সময় অবধারণ ও সেপেসিফাই করিতেছিলাম। অতএব আমাদের প্রস্তাবমতে গবর্ণমেণ্ট অন্যায় বাক্যের নিমিত্ত বেকার খালাস করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু উত্তম কার্য্যের মধ্যে যদি অধম কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহাতে উহা উত্তমের বিপক্ষ হয় না। অন্যায়রূপে নিরপরাধী অনাথ স্ত্রীলোকের বিষয় রক্ষার বাবস্থা হইয়াছে, অন্যায়রূপে নিরপরাধী এ ব্যবস্থা নয়। বিশেষতঃ আইনের দোহাই দিয়া যে অত্যাচার করা হয়, তাহা বড় ভয়ঙ্কর। চাঁদপুরের অনারেবল জজ হলীবার ফজল আলি খাঁ ঐরূপ রক্ষা উপলক্ষে যে অত্যাচারটী করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে উপলক্ষ করিয়াই আজ আমরা এ বিষয়ের প্রস্তাব পাঠক করিতে

বসিয়াছি। এতৎ সংক্রান্ত যে যে ঘটনা হয়, তাহার অধিকাংশ পাঠক পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছেন। কারণ সে সমস্ত ঘটনা যে সময় হয় তাহার পরক্ষণেই আমরা পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, পাঠকগণ দেখুন, কতদূর অত্যাচার হইয়াছে। বিচারপতি ফজলি হেলেন—

এ মকদ্দমা সংক্ষিপ্তরূপে এই, চট্টগ্রামের একজন জমীদার ফজল আলি খাঁ ১৮৮৩ অব্দের ১৫ই অক্টোবর তাঁহার বাসভূমি মোকামে পরলোকগত হয়েন। তিনি আমরফ বিবি নামে বিধবা পত্নী ও সলামত নামক এক পুত্র এবং একটী পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ রহিয়াছে, ১৮৭৪ অব্দে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত যে আইন হয়, তাহার ২৯ ধারায় যে ক্ষমতা দিয়াছে, কালেক্টর তদনুসারে হাইকোর্টের কার্য্যকারক হৈদায়েতুল্লা প্রভৃতিকে মৃত ফজল আলির বিষয় রক্ষার ভার গ্রহণ করিবার আদেশ দেয়। এ বিষয়ে কোন লিখিত আজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। আমি এহাইকোর্টে কার্য্যে যে ধারার দেখিয়াছি, তাহার লিখিত আজ্ঞা হইবে হইবে, কিন্তু এ স্থলে তাহা লিখিত হয় নাই। কিন্তু এ দোষের আমরফ বিবি প্রভৃতিকে যে বাটী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, বাদশাহের হাইকোর্টের অধীনে যে কার্য্য হয়, তাহা লিখিত আজ্ঞানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উপস্থিত স্থলে যে ঘটনা হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে, প্রকৃত কথা ঐরূপ লিখিত আজ্ঞা পাওয়া হয়, কোর্ট বাদশাহের কৈলাসচন্দ্র গুপ্ত কালেক্টরের আফিসে গিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাহার অন্য প্রমাণ নাই। তাঁহার বাক্যই এক মাত্র প্রমাণ। তিনি বলেন "আমি ঐ বিষয়ের লিখিত আজ্ঞা কালেক্টরের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।" কিন্তু তিনি বলেন, আমি ঐ আজ্ঞা মৌখিক ও আংশিক লিখিতরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কতদূর লিখিত আজ্ঞা প্রদর্শন করা উচিত ছিল, তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। কালেক্টর ঐ লিখিত আজ্ঞা প্রদর্শন বিষয়ে এই আপত্তি করেন যে, উহা সরকারী দলিল বলিয়া দেওয়া হয় নাই। এই আপত্তি উপস্থিত স্থলে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং বিবি আমরফ বিবির বাটীতে পুলিস প্রেরণ করেন, তাহার তিন দিন পরে, ১৮ ই ও ১৯ এ অক্টোবর দোহাজারিতে কৈলাসচন্দ্র গুপ্ত বিধবা রক্ষার মৌখিক আজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তাহার আবার তিন দিন পরে আর দুইজন কর্ম্মচারী দোহাজারিতে উপস্থিত হন। এই সকল কর্ম্মচারী পুলিসের সাহায্যে মৃত জমীদার ফজল আলী খাঁর অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণার্থ গমন করেন। যাঁহারা ওয়ার্ডকোর্টস আইনে কালেক্টরেতে অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণের ক্ষমতা দিয়াছে, তদাদি আমাদের বিশ্বাস হইতেছে ঐ আইনে এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই যে, উপস্থিত স্থলের ন্যায় ঘটনাস্থলে বেঅ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আমরা বিবেচনা করিতেছি, সম্পত্তি রক্ষণ ঐরূপ কার্য্য করা আবশ্যক হইয়াছিল বলিয়া কালেক্টর ঐ সকল কর্ম্মচারীকে পাঠাইতে দিয়াছেন। কিন্তু কালেক্টরের উচিত ছিল যে, তিনি ঐ সকল ব্যক্তিকে লিখিত আজ্ঞা দেন এবং ঐ আজ্ঞায় তাহাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। একজন সম্ভ্রান্ত জমীদারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর বিষয় নিমিত্ত একজন অধীন কর্ম্মচারীকে কয়েকজন সহচর সঙ্গে দিয়া প্রেরণ করা আমাদিগের বিবেচনায় ঐ কার্য্যটী সাধারণের বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারিত, যদি তাহা না হইবার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাইতেন যে, তাঁহার সম্পত্তি রক্ষার ঐ উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। আমাদের নিকটে যে রেকর্ড উপস্থিত আছে, তাহাতে এরূপ সপ্রমাণ হয় নাই যে, এরূপ কোন ঘটনা হয় নাই যাহাতে অস্থাবর সম্পত্তি বিনাশপ্রাপ্তা উপস্থিত হয়। কিম্বা এরূপ ঘটনা হইবার যে যুক্তি ফজল আলী খাঁর বাসভূমির প্রসঙ্গে জন্মিতে পারিত, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ দিবার পাওয়া যায় নাই। বলা আবশ্যক যে, বিধবা তাহার স্বামীর সম্পত্তির দুই আনা হকদার অধিকারিণী। সুতরাং এরূপ কল্পনা করা যায় যে সকল কর্ম্মচারী ঐ তার গ্রহণার্থ আক্রমণ করে তাহাদিগের কার্য্য দ্বারা তিনি স্বেচ্ছায় ও বিনা চেষ্টায় অধিকার হইয়াছিলেন, অতএব তিনি ঐ তার সাধ্যোপযুক্ত অবধারণ উপদেশ গ্রহণার্থ প্রাকৃতিক জমীদার চাঁদপুর নিবাসী তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে কি উপস্থিত হন আবশ্যকাধীন। কৈলাসচন্দ্র বলেন তিনি সম্পত্তি [illegible] আর কয়েক দিন পরিচালনের ভার [illegible] পরিত্যাগ করিয়া চাঁদপুরে গমন করেন ১লা নবেম্বর তারিখে সে তাহাদি চক্রমোহন দত্ত নামক একজন উকিল সঙ্গে লইয়া বিধবা আমরফ বিবির বাটীতে আগমন করিলেন। এই বিষয়ে তাহার কথোপকথন করিলে উহাতে [illegible] ইহাতে [illegible] তাঁহাদিগের কি ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা ঐ তারের [illegible] কার্য্যে [illegible] কার্য্য [illegible] এই বিষয়ে [illegible] করিলেন।

...ব্যবহার করা কোনক্রমেই ...হইতে পারে না। চক্ষুযোগের আতিশয্যের ...য় এক কথা বলা যাইতে পারে, যে প্রদোষের কালীন ...ারীরা কোন ...র্থিক অথবা ভাক্তমানিক ...া প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভাব্য। সুপ্রীম আদালতকে যে ...ছো করে। আমাদিগের বোধহয় তাহাতে একটী ...। তাহাদিগের একজন মাত্র বল এই আই-...যে কুপথে চলিতেছে, তাহা সৈরিক নহে। ...টী বারাণ্ডায় উপস্থিত হওয়া। ঐ বারাণ্ডায় ...ল তাহার সিং চাপরাসির সাকা পাওয়া করেন ...ত উপস্থিত মকদ্দমার বিবরণ। ঐ ঘোটী কি ...া আমি অবগতির জন্যে সংক্ষেপতঃ বলি-...ছি। ঐ সময়ে যে ঘটনা, ঘটে তদ্দ্বারা মেকলীড সাহে-...বিশ্ব কর্ম্মচারীর নিকটে যে সংবাদ দিয়াছিলেন। ...ি কালেক্টরকে উহা জানাইলেন। কালেক্টর সাহেব ...অনুজ্ঞা করিলেন, ঐ বিষয় পত্রদ্বারা ঐ ব্যক্তিকে জানান হয়, কলেক্টর সাহেব ...ষ্টেট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ঐ বিষয় পাঠাইলেন।"

...াদি।

...াজিস্ট্রেট সাহেব ভারতীয় দণ্ডবিধির ৮৭৮ ধারার ...া অনুসারে মকদ্দমাটী গ্রহণ করিয়া জয়েণ্ট ...ষ্ট্রেটের নিকটে বিচার করিতে দিলেন। তিনি ...ভযোগকর্ত্তা ছিলেন বিচারকর্ত্তা হইলেন। কারণ ...ষ্ট্রেট তাঁহার অধীনস্থ লোক। তাঁহার নিজের ...র করা আর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার করা ...। আমরা কমল আলি সম্বন্ধে মাজিন সাহেবের ...ল কার্য্যই নিন্দনীয় দেখিতেছি। হাইকোর্টের বিচারপতিরা বলেন, অন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা ...রণ করা মাজিন সাহেবের উচিত ছিল। তাহাতে ...ক্তাহারি মুন্সিকে এ কথা বলেন, তাহা এই— ...ামার মত দশ টাকা বেতনের মুন্সিকে মারিলে ...মার কি হইবে? তোমার এখানে চারি জন পেয়াদা ...ছে, আমি ৫০০০ টাকার লোক আনিতে পারি। ...মার মত দশটাকা বেতনের মুন্সিকে কাটিয়া সদ্য ...তে ভাসাইয়া দিতে পারি, তাহাতে কি ...বে?"

...াহাব সিং হাবড়ার একজন সম্ভ্রান্ত লোক। ...ন সময়ে তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হইয়া ...ামন্স শুনিতে হইয়াছিল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত ...ন। তিনি স্বয়ং ব্যারেষ্টর

...ষ্টার অনারেবল কায্য করিতেন আইনেন নাই। মৃত কমল আলির বিধবা পত্নীকে তাঁহার বিপদিকালে পরামর্শ দেওয়া অবৈধ কার্য্য নহে। তাঁহার কোন অসৎ অভিসন্ধি দিবসেও মানস ছিল না। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত লোকের বিপন্ন স্ত্রীর নিকট আগমন করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় একজন সামান্য লোকে ...তাহার অন্যায় বাধা দিলে উহাকে কোনমতে (ফৌজদারি) ক্রোধের ...ন্য অপরাধ নহে। অতএব তিনি কুদ্ধ হইয়া ঐ কর্ম্মচারীকে যে কটি-...েন, তাহাও অবৈধ নহে। মুন্সিকে কাটিয়া ফেলিতে যাইবা প্রকাশ্য রূপেই তাঁহার উদ্দেশ্য ...ল্প ছিল। তিনি ঐ বাক্যগুলি কহিয়া কোপ প্রকাশ করিয়াছিলেন এই মাত্র। তিনি মুন্সিকে বলিলেন "তোমার এখানে চারি জন পেয়াদা আছে, আমি ...জন লোক আনিতে পারি।" এই বাক্য ও তাহার অনুরূপ হইয়াছে, তাঁহার কোপ প্রকাশ ভিন্ন তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার চারি জন লোককে মারিবার নিমিত্ত পাঁচ হাজার লোক আনিবার প্রস্তাব ...কি? এতদ্বিষয়ে অনুমান করা যদি তাঁহার বাস্তবিক উদ্দেশ্য হইত, তিনি অনায়াসে তখন কি তাহা ব্যক্ত করিতেন না? হাইকোর্টের বিচারপতিরাও এই বিবেচনা করিয়া তাহার সিং চাপরাসিকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

...ইকোর্ট যখন কমল আলি সম্বন্ধে মাজিন সাহেবের ...হার করিয়াছেন, তখন আমরা ৮, মাজিন সাহেবের ...ধার করা অতি কঠিন কর্ম্ম। তিনি নিজ বিচার ...বিচারে ...অনেক কর্ম্ম যে এক জন ...লোককে ... ...ঁহার যে ... ... প্রকাশ করা ...ন্তাহার কি ... ...ন্তে মাজিন সাহেবের ... ...ন্তে মাজিন সাহেবের ... ...ন্তাহার কি

বিবিধ সংবাদ।

দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে সরকারী কাগজপত্র দিবার বিষয়ে ১৮৮২ ২৯ এ ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্টের যে একটী প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, কতকগুলি লোকের মুখ ভজনাথ আমরা নিম্নে তাহা অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"এ বিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল আদেশ ছিল, তদবলম্বন করিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই আদেশ করিতেছেন, নিম্ন লিখিত দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট ও অন্য অন্য সরকারি কাগজের এক এক খণ্ড দেওয়া যাইবে। সোমপ্রকাশ, চারুপ্রকাশ, ঊষা, ঢাকাপ্রকাশ, নববিভাকর, সহচর, সুলভ সমাচার, ভারতমিহির, বিহারবন্ধু, সাধারণী, পূর্ণচন্দ্রোদয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, বঙ্গবাসী, বঙ্গদর্শন সঞ্জীবনী, চারুবার্ত্তা, এডুকেশন গেজেট, মেদিনী, পরিদর্শক, ফারুকিয়া, উৎকলদীপিকা।"

প্রস্তাবের প্রথমাংশ প্রস্তাবিত যে পরিত্যাগ করা হইয়াছে, ইহাতে আমরা দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, বিস্মৃতিক্রমে এ ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহার সংশোধন করা হয় এই আমাদের ইচ্ছা।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, কলিকাতার দক্ষিণ জয়নগর মজীলপুর বিষ্ণুপুর পড়দি গ্রামে চামেলোর অতিশয় প্রাদুর্ভাব। ঐ রোগে অনেকে প্রাণত্যাগ করে। পুলিস দেখিয়া দেখেন না। যে গবর্ণমেণ্ট প্রজারক্ষা সম্বন্ধে আছে বলিয়া লটরি খেলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্টের অধীনে এরূপ দুষ্কার্য্য হয়, পুলিস তাহার নিবারণ করেন না, এটী বড় দুঃখের বিষয়।

আন্দিপুর মিউনিসিপালিটীর দোষোদ্ঘাটন করিয়া বাবু শ্যামাচরণ সান্যাল লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা কমিশনর সাহেবের সভা বলিয়া বোধ হওয়াতে তিনি স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন।

আমাদের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কমিশনর এডওয়ার্ড সাহেব মার্চ্চ মাসে পাটনা বিভাগের কমিশনরের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ইঁহার কার্য্যগুণে অনেকে মুগ্ধ হইয়াছেন। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ সংস্কৃত এবং ভাষার উন্নতির পক্ষপাতী, নবদ্বীপের চতুষ্পাঠি দর্শন করিয়া ইনি প্রীত হইয়া বলিয়াছেন, অধ্যাপক সমূহ যাহাতে স্বচ্ছন্দে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সংস্কৃত ভাষার উন্নতি করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিবেন।

শুনা যাইতেছে, পোষ্টমাষ্টার জেনারল কলিকাতা পোষ্ট আপী সহ কতক কতক কাজ শিক্ষিত স্ত্রীলোক দিবেন। শিক্ষিত স্ত্রী লোক দ্বারা কিরূপ কাজ চলে, তাহা তিনি পরীক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এতদ্নিমিত্ত তিনি কতকগুলি কাগজও পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। ভরসা ও পুরুষ তাহাদের উপায়!

ত্রিনিদাদের কুলীর সরকারী এজেণ্ট বলেন, গত ২৯ এ ডিসেম্বর তথা হইতে যে সকল কুলী কলিকাতার প্রত্যাগত হইয়াছে, তাহাদের এ জন নাবিক রায় বাহাদুর ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। এই পাঁচ জনের মধ্যে একজন ১০৫০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভার সভাপতি হন্টার সাহেব পীড়িত হইয়াছেন তাঁহার বায়ু পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক হইয়াছে। তিনি কিছু দিন বেহারে গিয়া থাকিবেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বাঙ্গালার রেলওয়ে কোম্পানির হেড আপীস এখন এলাহাবাদেই হইবে।

আরারিয়া পাশা ৫৭ জন কুকার্য্যে সমভিব্যাহারে সিংহলে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন।

কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইবার যে সরল রেলওয়ে পথ পরিষ্কৃত করিবার কথা হইতেছিল, তাহা এক্ষণকার মতো স্থগিত করা হইবে।

মুন্সী মহীদ সাহেবের মুখে শুনা গিয়াছে, দিল্লীবাসি মুসলমানদিগের এটী কোন ক্রমে ইচ্ছা নাই। তাহারা এ নিমিত্ত অনুযোগ করিতেছেন, কর্ত্তৃপক্ষের এ দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

পাটনার টেম্পল মেডিকাল স্কুলস্থ ছাত্রদিগকে ধাত্রী শিক্ষা দিবার যাহাতে বন্দোবস্ত হয়, তজ্জন্য ভদ্রতা সম্ভ্রান্ত লোকেরা পাটনা কালেজে একটী সভা করিয়াছিলেন

আমেরিকার আটলান্টা নামক একখানি পত্রে লিখিত হইয়াছে, সুইট অয়েল বিষয়। কেহ কোনরূপে যে কোনপ্রকার বিষ খাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আধ পাইট সুইট অয়েল খাওয়ান উচিত। তাহা হইলে অবিলম্বে বিষের অনিষ্টকারিতা দোষ নষ্ট হইবে। বলিষ্ঠ লোককে বিস্তর পরিমাণে খাওয়াইতে হয়। তবেই ত অভিমানীর বড় বিপদ।

লর্ড কিম্বর্লি ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি হওয়াতে অণ্ডর সেক্রেটারি লর্ড এনফিল্ডকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইহার কারণ এই, একটী নিয়ম আছে, যখন সেক্রেটারি লর্ড কিম্বর্লি [illegible], তখন অণ্ডর সেক্রেটারিকে [illegible], এবং যখন সেক্রেটারি লর্ড [illegible] অণ্ডর সেক্রেটারিকে [illegible] যাই যদি দুই জনেই লর্ড হয়েন, তবেই এই নিয়মের উপযোগিতা। লর্ড কিম্বর্লি কমন্স হাউসে বসিতেন, এনফীল্ড লর্ড হাউসে বসিতেন কোন গোলই ছিল না। কিন্তু লর্ড কেম্বর্লি লর্ড হাউসে বসেন, লর্ড এনফীল্ডও লর্ড হাউসে বসিয়া থাকেন। সুতরাং উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে একজনকে পদত্যাগ করিতে হয়। এই জন্য আমাদিগের অণ্ডর সেক্রেটারি লর্ড এনফীল্ড পদত্যাগ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম বিভাগ।

মাণিকলাল দত্ত	প্রেসিডেন্সি কঃ
জয়গোবিন্দ কর	ঐ
মনোমোহনলাল আগরওয়ালা	মিউর ক
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি ক
পাঁচকড়ি আচার্য্য	জেনেরল আসেম্বলি
বাসন্তীচরণ সিংহ	পাটনা কঃ
জগদীশ মুখোপাধ্যায়	মেট্রোপলিটন ইঃ
ব্রজবাসী সহায়	পাটনা কঃ
পূর্ণচন্দ্র বসু	প্রেসিডেন্সি ক
রাধাগোবিন্দ চৌধুরী	মেট্রোপলিটন ইঃ
বিদ্যভূষণ গোস্বামী	কৃষ্ণনগর ক
রজনীনাথ ঘোষ	বহরমপুর ক
শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	জয়পুর কঃ
ভুবনেশ্বরীসহায়	পাটনা ক
বৈকুণ্ঠনাথ রায়	ঐ
পণ্ডিত প্রভুদয়ালকুরথ	ক্যানিং ক
মাধুক ঝোরার	সেণ্ট জেভিয়ার্স ক
শরচ্চন্দ্র মিত্র	মেট্রোপলিটন ইঃ
জি, এড স্মিথ	সেণ্ট পল দার্জ্জিলিং
অক্ষয়কুমার নন্দী	হুগলী
গণেশ দাস	এল, এম, এম ইঃ ভবানীপুর
যোগীন্দ্রনাথ সেন	প্রেসিডেন্সি কলেজ
সতীশ রায়	ঐ
আনন্দলাল সেন	হুগলী ক
অটল বি সিংহ	মেদনীপুর কঃ
শ্যামাচরণ সিমলাই	ঢাকা ক
সমতুল দত্ত	প্রেসিডেন্সি কঃ
নরেশ মিত্র	জেনেরল আসেম্বলি ইঃ
মূলচাঁদ	মিউর কঃ
[illegible]	জেনেরল আসেম্বলি
অমরনাথ ভট্টা	রঙ্গপুর কঃ
উমেশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামপুর কঃ
ভাগপ্রসন্ন আচার্য্য	প্রেসিডেন্সি কঃ
বিনোদ বি. লাহিড়ি	মেট্রোপলিটন ইঃ
শশিভূষণ সরকার	সিটী কঃ

[illegible]	[illegible]	বিশ্বনাথপ্রসাদ দত্ত	হুগলী কঃ	.মাবাজট্	গবর্ণ চাই কঃ [illegible]
[illegible]বিহারী আঢ্য	[illegible] কু চর্চ্চ কলিকাতা	ললিতকুমার দত্ত	ঢাকা কঃ	মহম্মদ আজিমুদ্দিন	জয়নগর
[illegible]লাল বাকচী	জেনেরল আসেম্বিলী	প্রতাপ দত্ত	মেটোপলিটান	মহম্মদ উজীর আহম্মদ	বেনারস
[illegible] বটী	মেহনীপুর কঃ	শশিভূষণ দত্ত	বর্দ্ধমান ক	অপদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	হুগলী
[illegible]শ চন্দ্র বসী	রাজেন্দ্রা কঃ	সুরেশনাথ দত্ত	ঢাকা ক	বিহারিলাল মুখোপাধ্যায়	মেটোপলিটন
[illegible]রি বিনোদ আঢ্যাল	জব্বলপুর হাঃ	গিরিশ দে	প্রেসিডেন্সি কঃ	হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	রাজসাহী
[illegible]দ্র পলাদ	এম, এ, ও কঃ আলীগড়	রমানাথ দে	হুগলী কঃ	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি
[illegible]পোবিন্দ	ক্যানিং কঃ	গিরীশ দেব	ক্যানিং কঃ	যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বহরমপুর
[illegible]লাল বাকচী	কৃষ্ণনগর কঃ	ভরত্ত ধর	সিটী কঃ	কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	এম, এ, ও কঃ আলীগ
[illegible]চন্দ্র বন্দ্যো	ক্যানিং কঃ	সি, এ, ডবসন	সেণ্টজিভিয়ার্স	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	মেটোপলিটন
[illegible]হারী সান্যা	আগ্রাঃ কঃ	দ্বারকাপ্রসাদ	জব্বলপুর হাই	নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ফিরি চর্চ্চ কলিকা
[illegible]শ্বর বন্দ্যো	জেনেরল আসেম্বলী	দ্বারকানাথ গঙ্গো	হুগলী কঃ	শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মেটোপলি
[illegible]নাথ বন্দ্যো	কৃষ্ণনগর কঃ	বিষ্ণুপদ ,,	প্রেসিডেন্সি কলেজ	মুকুন্দলাল	আজমীর গবর্ণ
[illegible] মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যো	প্রেসিডেন্সি কঃ	বৈদ্যনাথ ঘটক	পাটনা কঃ	মাসুক আলী	আলীগড় এম, এ, ও,
[illegible]শ্রসন্ন বন্দ্যো	সিটী কঃ	আশুতোষ ঘোষ	ফি, চর্চ্চ	গিরিশ নাগ	চাকা
[illegible]দন বন্দ্যো	বহরমপুর কঃ	গগনচন্দ্র ঘোষ	চাকা কঃ	নবীন নাগ	ঐ
[illegible]নাথ বন্দ্যো	হুগলী কঃ	জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ	আলবার্ট কঃ	পূর্ণ নন্দী	হুগলী
[illegible]চন্দ্র বন্দ্যো	মেটোপলিটান	সতীশচন্দ্র ঘোষ	ফি, চর্চ্চ	দ্বিজেন্দ্র নিয়োগী	সিটী
[illegible]শচন্দ্র বন্দ্যো	হুগলী কঃ	শীতলপ্রসাদ	বাবারস কঃ	হরিনাথ প্রামাণিক	জেনেরল আসেম্ব
[illegible]কড়ি বন্দ্যো	মেটোপলিটান	জে, বি গঙ্গুলী	ডফটন কঃ	গিরিজাপ্রসন্ন রায়	সিটি
[illegible]নারায়ণ বর্ম্মা	জেনেরল আসেম্বলি	হরিমোহন গোস্বামী	মেটো পলিটান	গোবিন্দচরণ রায়	ফিরিচর্চ্চ কলিকা
[illegible]বল্লভ বসাক	প্রেসিডেন্সি কঃ	অমৃতলাল গুপ্ত (১)	জেনেরল আসেম্বলি	প্রবদ্যকিশোর রায়	চাকা
[illegible]নাথ বসু	ঐ	ব্রজনাথ গুপ্ত	প্রেসিডেন্সি কঃ	নারায়ণ সাহা	ফিরিচর্চ্চ কলিকা
[illegible]দাস বসু	রাজেন্দ্রা কঃ	দ্বিজেন্দ্র লাল গুপ্ত	মেটো পলিটন ইঃ	নালেক	মিউর
[illegible]নাথ বসু	ক্যানিং কঃ।	শ্যামলাল গুপ্ত	প্রেসিডেন্সি কঃ	গংগাচরণ	দিল্লী টিফেন
[illegible]চন্দ্র (২)	এম, এন, এস ইঃ আলীপুর	জি, ডবলিউ গটি	শিক্ষক	গিরিশ সরকার	জেনেরল আসেম্ব
[illegible]চরণ বসু	প্রেসিডেন্সি কঃ	এম চাজ আলী	ক্যানিং কঃ	কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	প্রোসিডেন্সি
[illegible]শচন্দ্র বসু	সিটী কঃ	জে, ডবলিউ, ডোবোসি	জেনেরল আসেম্বলি	বিপিনবিহারী সরকার	ডফটন
[illegible]সত সহায় ১	ঐ	[illegible]নাথ ঘোষাল	মিউর কঃ	কালীকুমার সরকার	জেনরল আসেম্ব
[illegible]চরণ ভট্টা	পাটনা কঃ	বৈকুণ্ঠনাথ ভরিয়াল	ঢাকা কঃ	খগেন্দ্রকুমার সেন	রাজসাহী
[illegible]চন্দ্র ভট্টা	মেহনীপুর কঃ	ভানকীপ্রসাদ কায়স্থ	জব্বলপুর হাই	চণ্ডীচরণ সেন	সিটি
[illegible]চরণ ভট্টা	জেনেরল আসেম্বিলি	দ্বিজেন্দ্রলাল ফরিয়ার	মিউর কঃ	পশুপতিনাথ সেন	প্রেসিডেন্সি কলে
[illegible]মেল	,, বহরমপুর কঃ	গোপালচন্দ্র গোস্বামি	রাজসাহী কঃ	রেবতীমোহন সেন	ঢাকা
[illegible]বিহারী চক্র	সেণ্টজেভিয়ার্স	মহেন্দ্রমোহন গোস্বামি	প্রেসিডেন্সি কঃ	তারিণীকৃষ্ণ সেন	ঐ
[illegible]পাল চট্টো	ঢাকা কঃ	লক্ষ্মীপ্রসাদ	পাটনা কঃ	উমেশ সেন	হুগলী
[illegible]লাল চট্টো	কৃষ্ণনগর কঃ	বাহাদুরলাল	ঐ	নবীনলাল সেঠ	প্রেসিডেন্সি
[illegible]লাল চট্টো	ক্যানিং ক	মহেন্দ্রনাথ মাইতি	ফি, চর্চ্চ কলিকাতা	বতীন্দ্রকুমার সিংহ	ফি, চর্চ্চ কলিকা
[illegible]মোহন চট্টো	ঢাকা কঃ	রমাপ্রসাদ মৈত্র	বহরমপুর কঃ	উদিতনারায়ণ সিংহ	জেনেরল আসেম্ব
[illegible]নাথ চট্টো	রাজেন্দ্রা কঃ	সরযূ প্রসাদ মিশ্র	ক্যানিং ক	এচ, এ, ষ্টাক	মিউর
[illegible]কণ্ঠ চট্টো	কৃষ্ণনগর কঃ	মহেন্দ্রনাথ মিত্র	সংস্কৃত ক	ডবলিউ জে, সোবিস	ডফটন কলে
[illegible]লাল চট্টো	ফি, চর্চ্চ	অনেন্দ্রনাথ মিত্র	প্রেসিডেন্সি কঃ	ওয়েজ আলী	ঐ
[illegible]কারী চৌধরী	রাজেন্দ্রা কঃ	গিরিশচন্দ্র মিত্র	জেনেরল আসেম্বলি	সে, টি, ডোয়াইট	হুগলী কলে
[illegible]নারায়ণ ,	মেটোপলিটান	হরেন্দ্রঘোষাল মিত্র	ঢাকা কলেজ	এম, ষ্টীবেনসন্	বেঙ্গল গবর্ণ ক
[illegible]চরণ দাস	আমবার্ট কঃ	কালিকাপ্রসাদ মিত্র	ফিচর্চ্চ কলিকাতা	তৃতীয় বিভাগ।	সেণ্ট ফ্রান্সিস নাগ
[illegible]বিলাল ,,	ঢাকা কঃ	প্রসন্নলাল মিত্র	মেট্রোপলিটন ইঃ	আবদুর রহিম	ফিরি চর্চ্চ কলিকা
[illegible]রীলাল দত্ত	জেনেরল আসেম্বিলি	[illegible]ন্দ্র, টি, সি, মিত্র	ফি চর্চ্চ কলিকাতা	আহম্মদ হোসেন খাঁ	আলীগড় এম, এ, ও,

করিম	ফ্রি চর্চ্চ কলিকাতা	
লল	এম, এ, ও কলেজ আলীগড়	
মোহন বাগচি	প্রেসিডেন্সি কলেজ	
চাঁদ বৈদ্য	মেট্রোপলিটান	
প্রসাদ বাজপেয়ী	ক্যানিং ক:	
লচরণ বন্দ্যো	জেনেরল আসেম্বলি	
ম বন্দ্যো	ফ্রি চর্চ্চ	
লাল বন্দ্যো	প্রেসিডেন্সি ক:	
প্রনাথ বন্দ্যো	মেট্রোপলিটন ই:	
নাথ বন্দ্যো	জেনেরল আসেম্বলি	
ন্ত বন্দ্যো	ঢাকা ক:	
বন্দ্যো	কৃষ্ণনগর ক:	
ন্দ্র বন্দ্যো	প্রেসিডেন্সি ক:	
র বন্দ্যো	হুগলী ক:	
রীমোহন বন্দ্যো	বহরমপুর ক:	
ণদাস বন্দ্যো	জেনেরল আসেম্বলি	
তীচরণ বন্দ্যো	ফ্রি চর্চ্চ কলিকাতা	
নাথ বন্দ্যো নং ১	ঐ	
ন্দ্র বন্দ্যো	হুগলী ক:	
লাল বন্দ্যো	বহরমপুর ক:	
ভূষণ বন্দ্যো	শিক্ষক	
ড়ি বন্দ্যো	মেট্রোপলিটান ই:	
চরণ বন্দ্যো	হুগলী ক:	
ন্দ্র বরাট	সংস্কৃত ক:	
নাথ বারদলাই	সিটী ক:	
রিলাল	পাটনা ক:	
ন্দ্র নাথ বড়ুয়া	প্রেসিডেন্সি ক	
নাশ বসু ১	জেনেরল আসেম্বিলি	
২	ঐ	
কান্ত বসু	ঢাকা ক	
শ্বর বসু	কৃষ্ণনগর ক	
কান্ত বসু	জেনেরল আসেম্বিলি	
গোপাল বসু	ফ্রিচর্চ্চ কলিকাতা	
বসু	জেনেরল আসেম্বিলি	
বসু ১	প্রেসিডেন্সি ক	
শ বসু	ঐ	
শ বসু	ঐ	
শ বসু	ডভটন	
ৎ সহায় ২	পাটনা ক	
ড়	হুগলী ক	
ভট্ট	ঢাকা ক	
াম ভট্ট	বেনারস ক	
নবিহারী ভট্টাচার্য্য	সিটি ক	
ঐ	কৃষ্ণনগর ক	
প্রসন্ন নাথ ঐ	ঐ	
ঐ	মেট্রোপলিটান ই	

প্রিয়নাথ	ঐ	সিটী ক
শ্রীকান্ত	ঐ	মেট্রোপলিটান ই
শ্রীশ	ঐ	ঐ
ভবানীদীন	ক্যানিং ক	
গোপাল ভারা	রাজসাহী ক	
বীরপ্রসাদ	পাটনা ক	
বিষ্ণুসিং	পাটনা ক	
অঘোরনাথ বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর ক	
ধনকৃষ্ণ বিশ্বাস	হুগলী ক	
কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর ক	
সন্তানাথ বরা	সিটি ক	
বজলর রহিম	ঢাকা ক	
অতুল চক্রবর্ত্তী	বেনারস ক	
জেন্দ্রনাথ ঐ	সংস্কৃত ক	
রামগোবিন্দ ঐ	রাজসাহী ক	
অনুকূল চট্টোপাধ্যায়	ফিরিচর্চ্চ কলিকাতা	
ভোলানাথ ঐ	এল এম এস ভবানীপুর	
বিপিন ঐ	মেদিনীপুর ব	
চিন্তামণি ঐ	সেণ্টজেভিয়ার্স	
হরপ্রসাদ ঐ	প্রেসিডেন্সি ক	
যদুনাথ ঐ	মিউর ক	
নরেন্দ্রনাথ	জেনারল আসেম্বলি	
পূর্ণচন্দ্র	কৃষ্ণনগর ক	
রজনীনাথ	মেট্রোপলিটান	
শুকুমার	জেনেরল আসেম্বিলি	
নিমকড়ি	হুগলী ক	
চতুর্ভুজ সহায়	পাটনা ক	
চন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	জেনেরল আসেম্বিলি	
দেবেন্দ্রনাথ	এল এম এস ভবানীপুর	
গিরিজাশঙ্কর	প্রেসিডেন্সি ক	
গোরাচাঁদ	সিটী ক	
মথুরাপ্রসাদ	ক্যানিং ক	
ত্রিপুরাকান্ত	ফিরিচর্চ্চ ই	
অন্নদাচরণ দাস	ঐ কলিকাতা	
বামাচরণ ২	আলবার্ট ক	
ভগবান	বেনারস ক	
ব্রজনাথ	ঢাকা ক	
হরিশচন্দ্র	সিটী ক	
কানাইলাল	বেনারস ক	
ক্ষেত্রমোহন	পাটনা ক	
মন্মথলাল	জেনেরল আসেম্বিলি	
মাধব	হাতেজ ক	
নবীনচন্দ্র	ঢাকা ক	
প্রসন্নকুমার	ঐ	
শ্যামাচরণ	ঐ	
শ্যামলাল দাস	প্রেসিডেন্সি ক:	

বসন্তকুমার দাস গুপ্ত	এল, এম, এস ভাবানীপুর	
শ্যামনিরোদ	জেনারল এসেম্বিলি	
ধরণীধর দত্ত	ফ্রি চর্চ্চ কলিকাতা	
হরিশচন্দ্র	চট্টগ্রাম ক	
মহাভারত	হুগলী ক	
মোহিনীমোহন	ফিরিচর্চ্চ	
নবকিশোর	ঢাকা ক	
রাধাকৃষ্ণ	জেনারল আসেম্বিলি	
বাধিকাচরণ	মেট্রোপলিটান	
রজনীকান্ত	জেনারল আসেম্বিলি	
সারদাপ্রসাদ	হুগলী ক	
শশিকুমার	ঢাকা ক	
লীনাথ	ফ্রি চর্চ্চ	
শ্যামলাল	প্রেসিডেন্সি	
কের দে	ঐ	
ঈশান দে	ঢাকা ক	
সিদ্ধেশ্বর দে	হুগলী ক	
ত্রৈলোক্যনাথ দে	জেনারল আসেম্বিলি	
দেবীপ্রসাদ দে	আগ্রা ক	
শঙ্কর গণেশ দেশপাণ্ড	কানপুর হাই	
সি, ডিডার্স	কলম্বো মেণ্ট টমস	
সি, ড্রাইবর্গ	টিনিটী ক ক্যাণ্ডি	
গুরুপ্রসাদ দোবে	মিউর ক	
কুঞ্জবিহারীলাল দোবে	জব্বলপুর হাই	
আর, এল, দত্ত	এল, এম, হাই বেনারস	
ফেলাই	সেণ্টজেভিয়ার্স কলম্বো	
বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গো	হুগলী ক	
মতিলাল	প্রেসিডেন্সি ক	
রজনীনাথ	চট্টগ্রাম ক	
সাতকড়ি	হুগলী ক	
ত্রৈলোক্যনাথ	জেনারল আসেম্বিলি	
অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	ঐ	
অক্ষয়কৃষ্ণ ঘোষ	প্রেসিডেন্সি ক	
বনমালী ঘোষ	জেনারেল আসেম্বিলি	
চন্দ্রেন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ	
যতনাথ ঘোষ	প্রেসিডেন্সি ক	
কালীকুমার ঘোষ	ডাভটন ক	
কালীনাথ ঘোষ	হুগলী ক	
কুঞ্জবিহারী ঘোষ	সিটী ক	
রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	ফ্রিচর্চ্চ কলিকাতা	
রাধাবল্লভ ঘোষ	জেনারল আসেম্বিলি	
রসিকলাল ঘোষ	ঐ	
শশিভূষণ ঘোষ	প্রেসিডেন্সি ক:	
সিদ্ধেশ্বর ঘোষ	হুগলী ক:	
শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ১	জেনারল আসেম্বিলি	
শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ২	ঐ	

সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ	ঐ	মন্মথনাথ মিত্র
শ্যামাচরণ [illegible]	মিউর কঃ	নিত্যানাথ মিত্র
উপেন্দ্রনাথ [illegible]	জেনেরল এ, ইঃ	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
[illegible]নাথ [illegible]	সিটী কালেজ	মহম্মদ ইউসেফ
[illegible]	এল, সি, ই,	অন্নদাপ্রসাদ মুখো
[illegible]নাথ ঘোষাল	জেনারল আসেম্বিলি	অখিলীকুমার মুখো
গোবিন্দ দারোগাই গাজনাড়	ভগলপুর হাই	আশুতোষ মুখো
টি, এম, প্রেমটি	সেণ্টজেভিয়ার্স কঃ	ভূপতিনাথ মুখো
শ্যামসুন্দর গোস্বামী	ঢাকা কঃ	ভূষণ মুখো
[illegible]	জেনারেল আসেম্বিলি	ভূতনাথ মুখো
[illegible]	ঢাকা কঃ	চিন্তামনী মুখো
[illegible]	হুগলী কঃ	হরিপ্রসন্ন মুখো
[illegible]	জেনারল আসেম্বিলি	হরলাল মুখো
[illegible]	আলীপুর এম, এ, ও কঃ	ভগবীশ মুখো
[illegible]	প্রেসিডেন্সি কঃ	কেদারেশ্বর মুখো
[illegible]	ক্যানিং কঃ	কেদারনাথ মুখো
[illegible]	কুচবিহার মহারাজের কঃ	কুমুদবন্ধু মুখো
[illegible]	সিটী সেণ্ট জেভিয়র্স	নারায়ণ মুখো
[illegible]	পাটনা কঃ	নীলকান্ত মুখো
[illegible]	ঐ	প্রতাপনারায়ণ মুখো
[illegible]	জেনারেল এঃ	রমাপ্রসাদ মুখো
[illegible]	সিটি চর্চ্চ ইঃ	শরচ্চন্দ্র মুখো
[illegible]	ঐ	শরচ্চন্দ্র মুখো
[illegible]	প্রেসিডেন্সি ঐ	শরচ্চন্দ্র মুখো
[illegible]	ক্যানিং ঐ	শশিভূষণ মুখো
[illegible]	হুগলী ঐ	শ্রীহরি মুখো
[illegible]	জেনারল আসেম্বিলি	শ্রীপতি মুখো
[illegible]	প্রেসিডেন্সি ঐ	সুরেশ মুখো
[illegible]	সিটী ঐ	বঙ্কচন্দ্র নাগ
[illegible]	সিটী ঐ	নন্দলাল
[illegible]	সিরিচর্চ্চ কলিকাতা	শ্রীধরপঞ্চানন
[illegible]	হুগলী কঃ	অক্ষয় কুমার পাল
[illegible]	ঢাকা কঃ	ভীমদেব পাল
[illegible]	হুগলী কঃ	নীলধ্বজ পাল
[illegible]	এল, এম, এস, ভবানীপুর	এইচ, সি, পালিত
[illegible]	সেণ্ট টমাস কলম্বো	বানাচরণ পালিত
[illegible]	হুগলী কঃ	কিশোরী মোহন পাঠক
[illegible]	জেনেরল আসেম্বলি	গোপবন্ধু পট্টনায়ক
[illegible]	পাটনা কঃ	দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়
[illegible]	প্রেসিডেন্সি কঃ	গৌরীনাথ রায়
[illegible]	ঐ	হিরালাল রায়
[illegible]	জেনেরল আসেম্বলি	হরনাথ রায়
[illegible]	হুগলী কঃ	মানগোবিন্দ রায়
[illegible]	কৃষ্ণনগর কঃ	নলিনীমোহন রায়
[illegible]	মেটোপলিটান	প্রভাত রায়
[illegible]		রাধাবল্লভ রায়

[illegible]	প্রেসিডেন্সি কঃ	শশিভূষণ রায়
[illegible]	সিটী কঃ	শ্রীশচন্দ্র রায়
[illegible]	প্রেসিডেন্সি কঃ	তারিণীপ্রসাদ রায়
[illegible]	ঐ	উমাগতি রায়
[illegible]	বর্দ্ধমান মহারাজের কঃ	উমেশ রায়
[illegible]	হুগলী কঃ	যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
[illegible]	জেনেরল আসেম্বলি	সাজাদ মূর্জ্জা
[illegible]	হুগলী কঃ	তারিণীচরণ সান্যাল
[illegible]	আলবার্ট কঃ	অমৃতলাল সরকার
[illegible]	খ্রি চর্চ্চ কলিকাতা	বসন্তকুমার সরকার
[illegible]	মিউর কঃ	কালীকুমার সরকার
[illegible]	বহরমপুর কঃ	কালীপদ সরকার
[illegible]	জেনেরল আসেম্বলি	কুমুদিনীকান্ত সরকার
[illegible]	ঢাকা কঃ	কুমুদনাথ সরকার
[illegible]	মেটরোপলিটান	মহেশ সরকার
[illegible]	শিক্ষক	মুনীন্দ্রনাথ সরকার
[illegible]	ঢাকা কঃ	প্রাণনাথ সরকার
[illegible]	হুগলী কঃ	রজনীনাথ সরকার
[illegible]	বর্দ্ধমান মহারাজের কঃ	হরিচরণ সরখেল
[illegible]	প্রেসিডেন্সি কঃ	ছোটলাল শর্ম্মা
[illegible]	ঐ	উপেন্দ্রনাথ সেন
[illegible]	ঐ	কৈলাস সেন
[illegible]	ক্যানিং কঃ	মোতিলাল সেন
[illegible]	ঢাকা কঃ	ললিত সেন
[illegible]	মেটরোপলিটান	নীলবিহারি সেন
[illegible]	প্রেসিডেন্সি কঃ	রামেন্দ্রলাল সেন
[illegible]	খ্রি চর্চ্চ কলিকাতা	রামলাল সেন
[illegible]	কুচবিহার মহারাজের কঃ	রমেশ সেন
[illegible]	ঢাকা কঃ	রাধাপ্রসাদ সেন
[illegible]	আলবার্ট কঃ	শরৎনাথ
[illegible]	কৃষ্ণনগর কঃ	শিবচরণ লাল
[illegible]	হুগলী কঃ	বাপুসাহাব সিং
[illegible]	সিটী কঃ	যদুনন্দন সিং
[illegible]	খ্রি চর্চ্চ কলিকাতা	কৃষ্ণলাল সিং
[illegible]	এল এম এস জেনারেল	পুণ সিং
[illegible]	হাইকোর্ট কঃ	শশিভূষণ সিং
[illegible]	হুগলী কঃ	শিবধন সিং
[illegible]	হাবড়া কঃ	সুধাপ্রকাশ
[illegible]	কৃষ্ণনগর কঃ	সায়দ মকসুদ আলির
[illegible]	মেটরোপলিটান	সায়দ মহম্মদ মতহর
[illegible]	ক্যানিং কঃ	হরেন্দ্র তালুকদার
[illegible]	হুগলী কঃ	রাধালদাস তরফদার
[illegible]	ঐ	মহেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
[illegible]	ঢাকা কঃ	জিলরহিম
[illegible]	চট্টগ্রাম কলেজ	
[illegible]	বহরমপুর কঃ	

জেনেরল আসে		
রাজমা		
জেনেরল আসে		
সি		
রাজসা		
প্রেসিডেন্সি		
খ্রি চর্চ্চ সেণ্ট জে		
সেণ্ট জন আ		
সংস্কৃ		
সিটি		
ডফিট		
প্রেসিডেন্সি		
শি		
রাজসাহী		
ঢাকা		
প্রেসিডেন্সি		
কৃষ্ণনগর		
এল, এম, এস ভবানী		
জেনেরল আসেম্বি		
আগ্রা		
সেণ্টজেভিয়া		
ঢাকা		
আলবার্ট		
জেনেরল আসেম্বি		
প্রেসিডেন্সি		
পাটনা		
কৃষ্ণনগর		
ঢাকা		
ঢাকা		
এম, এ, ও আলীপু		
মিউর		
জলপাইগুড়ি কা		
হুগলি		
খ্রিচর্চ্চ কলিকাত		
জেনেরল আসেম্বি		
শ্রীরামপুর		
মিউর		
ঐ		
ক্যানিং		
আগ্রা		
রাজসাহী		
বহরমপুর		
জেনেরল আসেম্বিলি		
খ্রিরিচর্চ্চ		

নিম্ন লিখিত ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরী-
উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম বিভাগ।

ধবিহারিলাল	পাটনা ক:
নি সি, ই,	মুসোরি ই:
ত মৃণা	এম, এ, ও, ক: আলিগড়
ঃক্ষ লাল	হাই ই: এলাহাবাদ
র বন্দোপাধ্যায়	হাবড়া গবর্ণমেণ্ট ই:
ভোষ "	হেয়ার স্কুল
দাস "	জোনসপর স্কুল
রিলাল "	সংস্কৃত ক:
স "	মেট্রো ইনষ্টি
"	" "
"	সাজিহানপুর হাই স্কুল
ন "	শ্রীরামপুর ক:
কুমার "	কৃষ্ণনগর ক:
নাথ "	হিন্দু স্কুল
রণ "	উত্তরপাড়া স্কুল
কড়ি "	ভাগলপুর জেলা স্কুল
"	স উইথ সুবরবন স্কুল
"	হাই স্কুল এলাহাবাদ
"	পাটনা ক:
স্ত্র	নওগা হাই স্কুল
র বড়ুয়া	হিন্দু স্কুল
কুল বসাক	হেয়ার স্কুল
কিশোর "	হিন্দু স্কুল
ন বসু	মেট্রো ইনষ্টি
শখর "	" "
"	ওরিএণ্টাল সেমি
য়ণ "	ঢাকা ক:
ক "	রাজেন্দ্রা ক:
ম "	সাহান হাই স্কুল এলাহাবাদ
ার আলিস	সেণ্ট জেভিয়ার ক:
টী এল,	উত্তরপাড়া স্কুল
র ভাঁড়ুতি	মেট্রো ইনষ্টি এল এ ক
ভোষ ভট্টি চার্য্য	বিষ্ণুপুর ই:
লানাথ "	ঢাকা ক:
ামোহন "	পাটনা ক:
ষাহু "	কুমারখালি এ, ই:
হিনী "	হাই ই: এল হাবাদ
লানাথ	ক্যানিং ক: বারাণ.
য় বাচাচর	আলিগড় জেলা ই:
নাথলাল	হিন্দু ই:
নারায়ণ বিশ্বাস	বরেজ হাই ই: এলাহাবাদ
চিট এস্‌চ, আর,	ঢাকা ক:
পন চক্রবর্ত্তী	মজাল ই:
পাল "	

লালগোপাল চক্রবর্ত্তী	হেয়ার ই:
শরৎ "	সংস্কৃত ক:
শশি "	উত্তরপাড়া ই:
তারক "	মসিরাবাদ ই:
ব্রজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর ক:
দেবেন্দ্র "	বীরভূম ই:
হরিপ্রসন্ন "	হেয়ার ক:
জ্যোতিঃপ্রসাদ	ঐ
যতীপ্রসাদ "	গোসাই দুর্গাপুর ই:
নগেন্দ্র "	উত্তরপাড়া ই:
নারায়ণ "	পাকুড় ই:
প্রভাত "	বরিসাল জেলা ই:
পূর্ণ "	হুগলি ক:
রামানন্দ "	বাঁকুড়া জেলা ই:
কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ	কান্দি ই:
প্রমথ চৌধুরী	হেয়ার ই:
ব্লাক এ,	বরেজ হাই ই: এলাহাবাদ
অতুকুল দাস	পাবনা জেলা ই:
বিপ্রচরণ "	পুরী জেলা ই:
বিশ্বেশ্বর "	মালদহ জেলা ই:
বিশ্বেশ্বর "	শান্তিপুর মিউনি
দেবেন্দ্র "	মেদনীপুর ক:
কৃষ্ণধন "	এল, এম,এস, ভবানীপুর
খুদিরাম "	বীরভূম ই:
বলরাম দাসগুপ্ত	ঐ
বিহারি "	কালিয়া এচ, সি, ই:
অপূর্ব্ব দত্ত	পোগোজ ই:
কালীচরণ "	হুগলি ক:
প্রিয়নাথ "	হিন্দু ই:
শরীশ "	ঢাকা ক:
হীরবন্ধু "	ঐ
লালিত "	ঐ
জ্যোতিষ দত্ত	ভবানীপুর ইনষ্টি
শিবনাথ ঘর	ওরিএণ্টাল সেমি
এচ এম, এস,	ভিক্টর ক:
মোহিলাল	চন্দ্রনাথ হাই ই:
অঘোর ঘোষ	হুগলি ক:
অমরনাথ "	হিন্দু ই:
বিপিনবিহারি " (নং ১)	মেট্রো ইনষ্টি
চন্দ্রকান্ত "	বরিসাল জেলা
প্রিয় "	হিন্দু ই:
রাম "	কুমারখালি ই:
শরীশ "	হিন্দু ই:
তারকগোপাল "	ফরিদপুর জেলা
হিনকড়ি "	বীরভূম ই.
রাজেন্দ্র ঘোষ ল	মেট্রো ইনষ্টি
ই, সি, গডফ্রে	ভিক্টর ক:

গোপালদাস	অমৃতসর জি: ই:
উমেশ গোস্বামী	হুগলি ক:
চন্দ্রকান্ত গুহ	জগন্নাথ ই: ঢাকা
গোবিন্দনাথ "	ময়মনসিংহ জেলা ই:
রুক্মিণীকান্ত "	ভেক্টিন্স কুচবিহার
অন্নদাচরণ গুপ্ত	ঢাকা ক:
আর, সি, "	ভিক্টর ক:
বিজেন্দ্র হাজরা	জগন্নাথ ই: ঢাকা
ডে, ডোমার	ট্রিনিটি ক: কান্দি
হুকুম সিং	লাহোর গবর্ণমেণ্ট ক:
জয়রাম	মুলতান ডিষ্ট্রীক্ট ই:
জীবনকৃষ্ণ	গুজরাট গবর্ণমেণ্ট ই:
এ, জোহারেস	আর্মেনিয়ন একাডমি
নবীন কর	মেট্রো ইনষ্টি
সুধাকুমার কারফরমা	হিন্দু ই:
কৃষ্ণকুমার	ক্যানিং কলেজ লক্ষ্ণৌ
লীলাবর বসী	আলমোরা মি: ই:
অক্ষয় মজুমদার	সম্ভোষ জাহুবী ই
সতীশ "	বীরভূম ই
মুকুন্দলাল	চাঁদকড়ি ই
এইচ, ই, ডবলিউ মার্টিণ্ডেল	সেণ্ট পলস দার্জিলি
অধর মিত্র	প্রেসিডেন্সি ই
চারু " (নং ২)	মেট্রো ইনষ্টি
জ্যোতিশ্চন্দ্র "	ওরিএণ্টল সে
কৃত্তিবাস "	এল, এম, এস, ভবানীপু
বসিত "	মেট্রো ইনষ্টি
এইচ মলিয়র	সেণ্টজেভিয়ার ক
মৌলা বক্স	লুধিয়ানা মিসনরি ই
মোক্তপান	মৌলমিন গবর্ণমেণ্ট হাই ই
মোহম্মদান	রেঙ্গুন গবর্ণমেণ্ট হাই ই
মহম্মদ সুলতান আলম	কলিকাতা মাদ্রাস
গোপীমোহন মুখোপাধ্যায়	পাকুড় এইচ, সি, ই
কবিচরণ "	সাউথ সুবর্ব্বণ কালীয়া
কেশবকুমার "	হিন্দু স্
কেমচন্দ্র "	রাধারমণ ইনষ্টি কুচিয়াকো
জগন্নাথ "	ঐ
গোপেন্দ্রকুমার "	ঐ
কানাই "	এল, এম, এস, ভবানীপু
কিশোরী "	উত্তরপাড়া ই
মধুসূদন "	প্রাণনাথ ই: সাবজি
প্রসন্ন "	ভাগলপুর জেলা ই
ধরেন্দ্রনাথ " তুনিয়াথ	উত্তরপাড়া ই
রামজীবন "	ওরিএণ্টল সে
শশি "	কান্দি ই
উপেন্দ্র "	বরিশা ই
জে, মনরো	সেণ্টপলস স্কু

...ন্দলাল
...কালচাঁদ
...কিশোরীলাল
...ক্তনীপ্রসাদ ঘোষ
...ক্ষল ...
...ধ, ...ক্ষর ...
...ক্ষয় ...
...ক্ষয় ...
...ক্ষিত, ...ক্ষিত
...ক্ষিতকুমার
...ক্ষেল ডুমি
...ক্ষেত্র ঘোষাল
...ক্ষেত্রমোহন ভাদুড়ী
...গবন্ধু ...
...গবন্ধু ...
...গবন্ধু ...

মগেন্দ্রনাথ	বালেশ্বর
নৃপেন্দ্রনাথ	টাকী
পরমানন্দ	কটক এক্তা:
প্রমথনাথ	ক্যানিং ক: ল ক্লা
পূর্ণচন্দ্র	বাঁশার জিলা
রাজেন্দ্র	চাঁকা ক:
শরৎ	নড়াল স্কুল
শশি	ধুলাড় স্কুল
শিব	উত্তরপাড়া স্কুল
সাদ	দিল্লী জিলা স্কুল
াধবপ্রসাদ	অভিমগড় সি, এম ই:
লাল	বেরিলি ই:
রাম	জয়নারায়ণ ক: বেনারস
সাতকড়ি	ভাগুতা ই:
প্রসাদ	বেরিলি হাই ই:
ন দাস	প্রয়াগগড় হাই ই:
রামকিঙ্কর	হাই এলাহাবাদ
র্য্য অরুণোদয়	উত্তরপাড়া
বাণীনাথ	খুলনা ই:
ভবনাথ	শ্রীধর বংশীধর ই:
চন্দ্রোদয়	সংস্কৃত ক:
করকুমার	কুমিল্লা স্কুল
কালীনাথ	চাতরা স্কুল
মহেন্দ্র	জগন্নাথ ই:
নয়নাঞ্জন	হুগলি ক:
প্রাণকৃষ্ণ	বেন াল ট্রেনিং ই:
পূর্ণ	ময়মনসিং ই:
বঙ্গনী	সিরাজগঞ্জ ই:
শরৎ	মহানাদ এম স্কুল
শরৎ	ফ্রীচর্চ্চ কলিকাতা
ক, কালি	পাবনা স্কুল
, গোবেন্দ	গৌহাটী স্কুল
বেণীমাধব	ভাগলপুর স্কুল
ভলাল	সীতাপুর স্কুল
সিং	সেণ্টজন ক: আগরা
ধর লা	হুসিয়ারপুর স্কুল
থ সরকার	বেনারস ক:
হৃদয়নাথ	নড়াল ই:
শশি	ফ্রীচর্চ্চ ই: কলিকাতা
র দয়াল	কানপুর স্কুল
র দয়াল	হিউম হাই স্কুল এটোয়া
ডন ডবলিউ	ডভটন ক:
াল	গুরদাসপুর স্কুল
ল	বান্দা ই:
ালী	উনাও হাই ই:
বলিউ এস	সেণ্টপল ই: দার্জ্জিলিং

কারবরি পি	সেণ্টজেভীয়র ক:
চৈৎরাম	কানপুর ই:
চন্দ্রধর	হুসিয়া-পুর ই:
চন্দ্রনাথ	মিরাট গবর্ণ ই:
চক্রবর্ত্তী বনমালী	রাজসাহি
,, গোবিন্দ	কপলাল শ্যুনাথ ই:
,, গিরীশ	এল, এ:, ই: মেদিনীপুর
,, ঈশ্বর	পাবনা ই:
,, কৈলাস	মুরিদাবাদ ই:
,, কার্ত্তিক	মেট্রো ইনষ্টি
,, কাশি	কেরমপুর ই:
,, মুকুন্দ	সিরাজগঞ্জ ই:
,, নবকুমার	সিটি ক:
,, রামকমল	কুমিল্লা ই:
,, শরৎ (সিমিয়ার)	কেয়ার ই:
,, শশিভূষণ	বরিসা ই:
,, শ্যামাকিশোর	সিরাজগঞ্জ ই:
চণ্ডীদত্ত	সেণ্টেনিয়াল ক:
চন্দ্র অবিনাশচন্দ্র	কেয়ার ই:
,, গোপীকৃষ্ণ	নবদ্বীপ হিন্দু ই:
,, রাসমোহন	রাকসাহি ই:
চাবিয়ার এণ্ড চ	বয়েজ হাই এলাহাবাদ
চ্যাটার্জ্জি ডি. কে	ডেলটন ক:
চট্টোপাধ্যায় অমৃতলাল	কাশিপুর স্কুল
,, আশুতোষ	ঢাকা ই:
,, আশুতোষ	রাণাঘাট ই:
,, বাণানাথী	বাকুড়া ই:
,, চারু	হাঁচি ই:
,, চারু	প্রেসিডেন্সি ই:
,, গিরীশ	উত্তরপাড়া ই:
,, যাদব	এলগাট ক:
,, যজ্ঞেশ্বর	বাবাসত ক:
চট্টোপাধ্যায় জাহ্নবীচরণ	নড়াল ই:
,, কার্ত্তিকচরণ	কাশীপুর
,, ক্ষেত্র	বর্দ্ধমান মহারাজা
,, লক্ষ্মীনারায়ণ	হাবলক ই: চব্বিশী
,, নবীন	কানিং কলেজ লক্ষ্ণৌ
নলিনী	উত্তর পাড়া
নীরদ	হেয়ারস্কুল
নিশিকান্ত	পোয়েট
নিতানন্দ	সাউথ সুবার্ব স্কুল চব্বিশী
পাঁচকড়ি	সিটিস্কুল
প্রেমদ	যাঁদুড়া জিলা স্কুল
পূর্ণ	মাণ্ডরা স্কুল
পঞ্চানীকান্ত	ঢেলী কলেজ
পলাস	ভাঙ্গাড়া স্কুল

শ্যামাচরণ	এল, এম, বেনারস
চৌধরাণ্ডম	বেনারস কলেজ
চৌধুরী দুর্গাদাস	ট্রিচট্র ন্যাশনাল
গোপাল	ভাগলপুর জেলা স্কুল
চীরালাল	ক্যানিং কলেজ ল ক্লা
মানগোবিন্দ	বীরভূম স্কুল
রাধালদাস	ফ্রীচর্চ্চ কলিকাতা
তারামোহন	এটোয়া জেলা স্কুল
চৈৎরাম	মথুরা ই ক
চেন্টোরা ই, ফ	সেণ্ট টমাস কলম্বো
ক ইাকার জে;	এল, এম, এস, মুরাদাবাদ
চক্রি ম	ফোপুর, সি, এম,
কালনুস, এ জি	মসৌরি স্কুল
কনর, টমস	লাহোর হাই
কারগান, এল, এস,	বিসপ কটন, সিমলা
দাস অম্বিকাচরণ	বরিসাল জেলা
ব্রজলাল	মথুরা হাই.
দীননাথ	কাছাড় জেলা
এক কড়িলাল	ভগলী ব্রাঞ্চ
গঙ্গাচরণ	গোগোজ
হরেন্দ্র	চাবড়া স্কুল
যোগেন্দ্র	ফরিদপুর জেলা
হৃষিকেশ	মেদিনীপুর
মধুসূদন	সেণ্টজন, আগরা
মতিলাল	বরিসাল জেলা
নগেন্দ্রচন্দ্র	হেয়ার
প্রকাশ	চাঁকা কলেজ
প্রসন্নকুমার	ফরিদপুর জেলা
রঘুনাথ	আগ্রা কলেজ
রাজচন্দ্র	কাছাড় জেলা
রাজকিশোর	রাজশা কলেজ
রাজকুমার	চট্টগ্রাম কলেজ
রাসবিহারী	এল, এম, এস, ভাবানীপুর
উমেশচন্দ্র	মুন্সী হাই
দাসগুপ্ত হরিবোল	বীরভূম স্কুল
দত্ত অম্বিকা	পাটনা কলেজ
আশুতোষ	আলবার্ট স্কুল
বিপিনবিহারী	এল, এম, এস মাদুরিয়া
ভূতনাথ	ইউনুস স্কুল ই
বিহারি	পাটনা কলেজ
ভাবদাস	সি, এম, এস, মেডিং কলিকাতা
যোগেন্দ্র	ব্রাহ্মণ স্কুল
কৈলাসচন্দ্র	মোগং হাই
কেদারনাথ	ভরনগর ই
কুমুদকান্ত	বর্দ্ধমান স্কুল
অম্বিকাচরণ	হেয়ার

শিবনাথ	এস, এন, এস, ভবানীপুর
শৈলেক্স	সুবজন কালীঘাট
শ্রীপতি বন্দ্যো	বাঁকুড়া জেলা
শ্রীপতি মুখো	শোঁয়াটি জেলা
শ্রীমতী [illegible]	আরমে, ফিল, একা
শ্রীমতী [illegible]	সেণ্ট জেভিয়র্স শিয়ালদা
শ্রীমতী [illegible]	সেণ্ট জোসেফ
শ্রীমতী [illegible]	মেদনীপুর ক
শ্রীমতী [illegible]	ঢাকা কঃ
শ্রীমতী [illegible]	রাধাবল্লভ ই চকদিঘী
শ্রীমতী [illegible]	জগন্নাথ স্কুল
শ্রীমতী [illegible]	সন্তোষজাহুরী
শ্রীমতী [illegible]	ডেনেরাল এসেম্বলি
	ঐ
শ্রীমতী [illegible]	খড়দহ জেলা
শ্রীমতী [illegible]	ওজরাট গবর্ণ
শ্রীমতী [illegible]	কামিনি কঃ
শ্রীমতী [illegible]	শম্বা জেলা
শ্রীমতী [illegible]	সেণ্ট জেভিয়ার্স
শ্রীমতী [illegible]	[illegible]
শ্রীমতী [illegible]	[illegible]
শ্রীমতী [illegible]	[illegible]

গ্রাম	শুদ্ধোদন গঞ্জ
কাপ্রসাদ	মোরাদাবাদ হাট
প্রসাদ	আগ্রা কঃ
সহায়	আরা জিঃ
বদাকান্ত	খোবরডাঙ্গা
র বিহারিলাল	বাঁকুড়া জিঃ
সিং	শুদ্ধোদন গঞ্জ
রনাথ	আগ্রা কঃ
রনাথ	গয়া জঃ
রনাথ	লাহোর জিঃ
রিনারায়ণ	গঞ্জ হাট এলাহাবাদ
রায়ণ	জয়নগর হাট
বিশ কুঞ্জমোহন	রূপ রঘুনাথ ইঃ
সংহ	ফতিয়াবাদ জিঃ
ঘাল	আলিগড় জিঃ
বলদেব সিং	ফরুকাবাদ জিঃ
রাম সিংহ	সেণ্টজন আগ্রা
রজনীকান্ত	মুর্শিদাবাদ কঃ
াম	বেনারস কঃ
, বাঈজী বৈশম্পা ম	সিটি ইঃ নাগপুর
াগর ধারাজী কালেজ	ইঃ মাদ্রাসা, ইন্দোর
কারী সাহে	দিল্লী জিঃ ইঃ
ী মনোমোহন	লোহং হাট
পাধ্যায়	পাবনা জেলা
রমণী মোহন	সিরাজগঞ্জ ইঃ
আবাদাস	বাঙ্গলার কঃ
ন্ত	সি, এম, হাট মিরাট
নারায়ণ	পোস্তাহাট
াকাশ	ভাগলপুর জেলা
খোকাহর	এম, এ, ও, ক, আলিগড়
সাদ	সি, এল, হাট
ন্ত,	বায়ড ও ইঃ এলাহাবাদ
ল, এফ, এম	ইডেন
, টি, এম	সেণ্ট ফ্রান্সিস্ডি সেল
ভানোল ড, ডি	বেণীগঞ্জের আগ্রা
ও প্রসাদ	গাজিপুর মিসন
ী মুকুন্দপ্রসাদ	রাজেন্দ্রা কঃ
, পশুপতি নাথ	গাজিপুর মিসন
চণ্ডীচরণ	রাঁচী জেলা
কালীনাথ	মাদারীপুর কলেজ
শঙ্কানন্দ	কুমারখালি ইঃ
শ্যামাচরণ	বেলেলা মিসন
ার হাজরানাথ	খলিয়হাট ইঃ
রোহিণী কান্ত	রাজসাহী কঃ
তারাকান্ত	ঢাকা কলেজ
লাল	আরা জেলা

মালাকার গোবিন্দচন্দ্র	ওলবুক ইঃ
মল্লিক অমৃতকৃষ্ণ	জেনারল এসেম্বলি
" মতিলাল	কপলী ব্রাঞ্চ
মণ্ডল হরিদাস	বরাহনগর হিন্দু
" হৈলোক্য	সিটি কলেজ
মঙ্গল গোবিন্দচন্দ্র	মেহনীপুর কলেজ
মংগ্রালাল	সুলতানপুর জেলা
মার্সাল, ডি ভালিউ	লামটি লাখ্নৌ
মর্টন, এম, আই	সেণ্ট টমাস, কলম্বো
মেডলিকট, আর	সেণ্ট জোসেফ
মিশাইলাল	বেরিলি হাই
মেরিজ, সি,	প্রিন্স অব ওয়েলস কঃ মারাকুরা
মেণ্ডিজ, জে	ঐ
মিথি, মল	মিরাট, হাট
মিজো খোয়া ভক্ত	বর্দ্ধমান মহারাজার ইঃ
মেত্র বাবুলাল	গোরকপুর, সি, এম, হাই
" বাসুদেব	ভাগলপুর জেলা
" ভোলানাথ	বাঁকুড়া জেলা
" ভুবনেশ্বর	রাজসাহী কঃ
" ভুয়ালালসাদ	কানপুর জেলা
" শ্রীনাভচরণ	ওলবুক ইঃ
মিত্র অমৃতলাল	মেট্রো পঃ শ্যামপুকুর
" ভুবনবিহারী	জেনারল এসেম্বলি
" বিনোদবিহারী	পাটনা কঃ
" চণ্ডীচরণ	হুগলী কঃ
" চরিদাস	মেট্রোপঃ শ্যামপুকুর
" জ্ঞানেন্দ্র	কৃষ্ণনগর কঃ
" বলীন্দ্র	এল, এম, হাই, বেনারস
" কালীচরণ	হিন্দু ইঃ
" নগেন্দ্রনাথ	ওরিএণ্ট সেমি
" নলীকুমার	সারদাপ্রসাদ ও চক্রবর্ত্তী
" প্রাণকালী	এল, এম, খাসড়া
" প্রিয়নাথ	জয়রামপুর ইঃ
" ভীকাঙ্ক	ভাগলপুর জেলা
" ভূপেন্দ্র	এল, এম, হাই, বেনারস
মল্লক কেদারনাথ	ফ্রীচর্চ, চুঁচুড়া
মোহনলাল	বেরেলি হাই
মহাপাত্র তারাপদ	হাবড়া ইঃ
মর্টন ই,	সেণ্ট জেভিয়র
মরিস জি	ফ্রীঃ কলিকাতা
মর্টন আর	সেণ্টজন, আগ্রা
মোং বা অন	মৌলমেন হাই
" গাই	রেঙ্গুন গবর্ণমেণ্ট হাই
মোরেট	মৌলমীন হাই
মুর্টন	রেঙ্গুন হাই

পা	রেঙ্গুন গবর্ণমেণ্ট হাই
মহম্মদ আবদুল হামিদ	লক্ষ্মীপুর ইঃ
" আবদুল্লা	ইঃ ২য় ক্লেণ
" বাদিউল হোসেন	এম, এ ও কঃ আলিগড়
" ফারুকৎ আহম্মদ	মথুরা জেলা
" হামিদ	রামপুর
" হাসিম	গয়া জেল
" হোসেন	কানিং কঃ ল ক্লা
" কাজিম	হাই ইঃ এলাহাবাদ
" নুর	ঐ
" রেজা করিম	কলিকাতা, মাদ্রাসা
" ওয়াহিদ আলি খাঁ	এম, এ, ও, কঃ আলিগড়
মুখোপাধ্যায়	সারদাপ্রসাদ, ই, চক্রবর্ত্তী
" অম্বিকানাথ	ক্যানিং কলেজ
" ভুবনমোহন	বরিসাল জেলা
" ভূপতিনাথ	নবদ্বীপ ইঃ
" বিষ্ণুপদ	মেট্রো পঃ শ্যামপুকুর
" চিন্তাহরণ	ইটালি
" চুনিলাল	বড়িশা ইঃ
দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	পোস্তোজ ইঃ
গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়	ভাগলপুর জেলা
গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়	রঙ্গপুর কলেজ
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	বরাহনগর হিন্দু
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	সংস্কৃত কলেজ
হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	হেয়া
হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বাবাসাত ইঃ
আনন্দপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	হিন্দু ইঃ
কালীপদ মুখোপাধ্যায়	রাউলপিণ্ডি মিসন
কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়	বীরভূম ইঃ
নগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	প্রতাপগড় কাঃ
নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	শান্তিপুর মিউনিসিপাল
নন্দলাল মুখোপাধ্যায়	ওরিয়েণ্টেল সেমি
নবীনগোপাল মুখোপাধ্যায়	মেট্রো প
নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বারাসাত ই
নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া ইঃ
পারিমোহন মুখোপাধ্যায়	নড়াল
প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	মাগুরা
পুলিনের মুখোপাধ্যায়	রঙ্গপুর কলেজ
বাখালদাস মুখোপাধ্যায়	নবদ্বীপ হিন্দু
রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	হুগলী কলেজ
রামগোপাল মুখোপাধ্যায়	বোরগঞ্জ
রামকানাই মুখোপাধ্যায়	রাধানগর ইঃ চক্রদিঘি
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়	ওলবুক
শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বেলপুর হাই
শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মুর্শিদাবাদ
শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	পালামৌ

চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	হাবড়া
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	বারাকপুর
মুখোপাধ্যায়	শিয়ালদহ
মুখোপাধ্যায়	এল, এম, এস, ভবানীপুর
মুখোপাধ্যায়	হেয়ার
মুখোপাধ্যায়	শিয়ালদহ
	মুর্শিদাবাদ জেলা
এক	লামাটি, লক্ষ্ণৌ
	মুলতান কাণ্টনমেণ্ট
	আজিমগঞ্জ, সি, এম হাই
	আমেদাবাদ, মিশন এলাহাবাদ
	ক্যানিং লক্ষ্ণৌ
	জব্বলপুর হাই
	আগ্রা কলেজ
প্রসাদ	কানপুর জেলা
আর, সি	ডফটন কলেজ
টি এ	হেস্টিঙ্গ হাই
	ফতেয়াবাদ হাই
	কাশিয়া জেলা
	লামাটি লক্ষ্ণৌ
প্রসাদ পাল	হুগলী ব্রাঞ্চ
নাথ পাল	ময়মনসিংহ
কালীনাথ	ক্যানিং কঃ লক্ষ্ণৌ
পণ্ডিত	বেসিডেন্সি কঃ কলেক্টর
প্রসন্ন পাড়	মহারাজার ইঃ বর্দ্ধমান
ডাল, জে আর	মেণ্ট জেভিয়র
, সি,	সেণ্টজন আগ্রা
পস আর এইচ,	বেণ্ট টমস কলম্বো
পাল	ভিক্টোরিয়া কঃ আগ্রা
	লাহোর মিশন
	এম এ ও কঃ আলিগড়
	গঞ্জ হাই আলাহাবাদ
একবলকৃষ্ণ	মুলতান বেণ্টনমেণ্ট ইঃ
	জব্বলপুর হাই
	সেণ্ট জেভিয়র
	সেণ্টজন আগ্রা
	গোণ্ডা হাই
	ব্যাটলগ্ঞ ইঃ
	জব্বলপুর হাই
	কুমিল্লা জেলা
	বর্দ্ধমান ইঃ ইঃ
	আগ্রা জেলা
	ডিউম হাই এটোয়া
	দিল্লী জেলা
	রটলাম সেণ্ট্রাল ইঃ
	ফাইজাবাদ হাই

রামনারায়ণ	বেরেলি হাই
রামনিবাস	জয়পুর কলেজ
রামপ্রসাদ লাল	ভাগলপুর জিঃ
রামস্বরূপ	মোরাদাবাদ গভ হাই
রামস্বরূপ	বেরেলি হাই
রণজিৎ সিং	মিরাট গভ হাই
অকিঞ্চন রায়	পুরুলিয়া
অন্নদামোহন রায়	হেয়ার
আনন্দনারায়ণ রায়	হিন্দু ইঃ
ভূপেন্দ্রনাথ রায়	ক্যানিং কলেজ লক্ষ্ণৌ
গৌরপদ রায়	বর্দ্ধমান মহারাজ কলেজ
গিরিশচন্দ্র রায়	বহরম কলেজ
গোপালকৃষ্ণ রায়	ঐ
চন্দ্রিকা রায়	আরা জেলা
যদুনাথ রায়	ফরিদপুর জেলা
ভবানীশচন্দ্র রায়	টাকী
মোহিনীচন্দ্র রায়	সিটী কলেজ
মৃগেন্দ্রবিনোদ রায়	ঐ
কালীনাথ রায়	সিলেট জেলা
ক্ষীরোদচন্দ্র রায়	জেনারেল এ, ইঃ
কিরণচন্দ্র রায়	সিটী কলেজ
ক্ষীরোদচন্দ্র রায়	আলমোড় কঃ
ক্ষিতীশ রায়	ময়মনসিংহ জেলা
নিখিলনাথ রায়	কৃষ্ণনগর কলেজ
পাঁচকড়িপোদার রায়	যশোর জেলা
রাজকৃষ্ণ রায়	জগন্নাথ ইঃ
রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়	সিবপুর ইঃ
রাজেন্দ্রনাথ রায়	সিটী কলেজ
রামতনু রায়	ঐ
রাধাবল্লভী রায়	শ্রীরামপুর কলেজ
সতীশকুমার রায়	বর্দ্ধমান মহারাজ কলেজ
সারদাপ্রসাদ রায়	এল, এম, ইঃ খাগড়া
সুরেন্দ্রনাথ রায়	ফ্রী চর্চ্চ চুচুড়া
জে রেমন	সেণ্ট জেভিয়র কলেজ
রেভ ফ্রাঁসিস আলেদ	বেরেলী হাই
রিচেট এড এস	কটন ইঃ শিমলা
রুক্মিণী	উনাও হাই
রুদ্র রজনীকান্ত	হুগলি ব্রাঞ্চ
সদানন্দ	প্রাইভেট
সাধু লক্ষ্মীনারায়ণ	বীরভূম জেলা
জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাহা	কুমারখালি
নিবারণচন্দ্র সাহা	শ্রীধর বংশীধর ইঃ
প্রসন্নকুমার সামন্ত	মেদিনীপুর কলেজ
শঙ্করলাল	জব্বলপুর হাই
কালীপদ সান্যাল	ক্যানিং কলেজ লক্ষ্ণৌ
ললিতমোহন সান্যাল	রাজসাহী কলেজ
রজনীকান্ত সান্যাল	ঐ

সূর্য্যপ্রসাদ	প্রাইঃ
অবিনাশ সংকার	বর্দ্ধমান মহারাজ কলে
অবিনাশ সরকার	জেনারেল এঃ
এককড়ীনাথ	
শিবিকান্ত সরকার	সিটী কলে
উপেন্দ্রনাথ সরকার	নবদ্বীপ হি
রামচন্দ্র সর্খেল	দীঘাপতি
বসুদেবনন্দন শর্ম্মা	জয়পুর
সৈয়দ কমীরুদ্দীন আহম্মদ	পাটনা
শীতলবক্ষ	সীতাপুর ই
ভূপালচন্দ্র সেন	কালীঘা এচ, সি,
বিপিন সেন	কালা মহারাজ
এককড়ী সেন	বর্দ্ধমান মহারাজ
গিরিশচন্দ্র সেন	জে
কালীপদ সেন	অক্সফোর্ড মিশন
কামিনী কমল সেন	ময়মনসিংহ
কাশীশ্বর সেন	কালিয়া এচ সি
নিবারণ সেন	বরিশাল হি
প্রাণকৃষ্ণ সেন	ধারাসন
রজনীকান্ত সেন	রাজসাহী
রজনীরঞ্জন সেন	চট্টগ্রাম
শরচ্চন্দ্র সেন (?)	ফরিদপুর কলিক
শরাচন্দ্র সেন (?)	ঐ
সতীশচন্দ্র সেন	সিটী
উমাচরণ সেন	ময়মনসিংহ হি
কমলানাথ সেনগুপ্ত	পাটনা
শরচ্চন্দ্র সেন	হুগলি ব্রা
মহিমচন্দ্র সেন	শিবপুর এচ সি
মাকেনা হোসেন	ক্যানিং কঃ ল
মনুজেন্দ্রনাথ সেন	বর্দ্ধমান মহারাজ
শম্ভুনাথ	কৃষ্ণনগর হি
শাপিল	কামাট ইঃ
সিদন মঃ	আজমীঢ় মঃ
শিবরাজ বলী	ক্যানিং কঃ ল
শিবচন্দ্রাল	হুসিয়ারপুর হি
শিলিং ফার্ড আর এ	সেণ্টজেভিয়র
শেখে নী	গভ হাই বে
শিবচন্দ্র	বেসিডেন্সি কঃ ইন্দে
শিবনায়ক	মির্জাপুর হি
শিবনারায়ণ	সেণ্টষ্টিফিন ক
শ্যামাচরণ শীল	ফ্রীচর্চ্চ কলিকা
যোগেন্দ্রনাথ শীল	বে
শুকসহায় সিংহ	পাটনা
মাইকেল সিংহ	এল এম এস ভবানী
বাসুদেব সিংহ	ছাপরা
বীরচন্দ্র সিংহ	কাঁদি

গোকুলবিহারী তালুকদার
রাধাগোবিন্দ তালুকদার
হনুমানপ্রসাদ
হরবিলাস
হরিহর প্রসাদ
হরকৃষ্ণপ্রসাদ
হরনন্দন সহায়
হরস্বরূপ
হাজারী মল্লালাল
হেওয়ার্ড এফ
হিসামুদ্দীন
হীরালাল
হীরেন্দ্রনাথ
হুসেনী সহায়
জগন্নাথ
যোগেন্দ্রপ্রসাদ
জগন্নাথপ্রসাদ
জগন্নাথ সহায়
জয়নাল আবেদীন মহম্মদ
জেমস ই, জে, এস
যদুনাথ ঝা
যোগেন্দ্রনাথ
যুগলকিশোরপ্রসাদ
রামটহলদাস
রামধারী লাল
রামনারায়ণ তেওয়ারী
রামপ্রসাদ সেন
রামশরণ পাঁড়ে
রামেশ্বর প্রসাদ
রাজকুমার সহায়
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
রাজকৃষ্ণ সরকার
রাজেন্দ্রলাল মিত্র
রাধাকৃষ্ণ
রাধাচরণ পাল
রাধাবল্লভ
রাধাবিনোদ গোস্বামী
রাধাবিনোদ হালদার
রাধাশ্যাম
রামকুমার বিদ্যারত্ন
রামকুমার বিদ্যাসাগর
রামকুমার বিদ্যারত্ন
রামকুমার বিদ্যালঙ্কার
রামকুমার বিদ্যাভূষণ

কৃষ্ণকিশোর বসু
রাম দয়াল
রামচন্দ্র
রামচন্দ্র
রামগোপাল
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
রামলাল
রামনারায়ণ
রামরতন
রাসবিহারী ঘোষ, এ
রসিকলাল দত্ত
রাধাচরণ
রাধাকান্ত নাথ
সুরেন্দ্রমোহন বসু
বিপিনবিহারী রায়
চন্দ্রনাথ রায়
জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়
জ্যোতিষ রায়
কামিনীকুমার রায়
কেদারনাথ রায়
কেদারনাথ রায়
মহেন্দ্রকুমার রায়
মনোমোহন রায়
মুকুন্দলাল রায়
নগেন্দ্রনাথ রায়
নারায়ণচন্দ্র রায়
পার্ব্বতীদাস রায়
প্রিয়নাথ রায়
রাধিকাপ্রসাদ রায়
শম্ভুনাথ রায়
সারদাচরণ রায়
শরচ্চন্দ্র রায়
শশীশচন্দ্র রায়
ঈশ্বরনারায়ণ রায়
শ্যামশচন্দ্র রায়
বিহারিলাল রায় চৌধুরী
বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী
রোমেন, ই, সেণ্ট
শশিভূষণ রক্ষিত
সুরেন্দ্রকুমার রুদ্র
হরচন্দ্র দি এচ
সমরেন্দ্র চাঁদ
সদা শিব গণেশ সংগে
সদরদিন
স মোহন সাহু
সলিগ্রাম
সারদার করর
হেমচন্দ্র সরকার
ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী
হৈলোক্যনাথ সান্যাল
জা - নাথ বিশ্বাসিক ঘী
বলাইকাঠি সরকার

প্রাইভেট
চন্দননগর ই:
ডিরোজিয়া কালেজ আগ্রা
প্রাইভেট
ঐ
মজঃফরপুর জেলা ই
সিটি ই: নাগপুর
গণ্ডা, চাই
আলিপুর জেলা
প্রাইভেট
ওয়েলস্লি কলেজ কলিকা
মেদিনীপুর ই:
প্রেসিডেন্সি ই:
মেদিনীপুর ক লে
ফী চর্চ চুঁচুড়া
বারাসাত জেলা
বালিয়া ই:
সিটি ই:
পোঃআপ ই:
বালেশ্বর জেলা
চুঁচুড়া ই:
বরাহনগর হিন্দু
বাকুড়া জেলা
হুগলী কলেজ
কলিকাতা মেডিকেল কলেজ
মেদিনীপুর জেলা
প্রেসিডেন্সি ই:
মজঃফরপুর কলেজ
মেটরোপলিটন
মুর্শিদাবাদ ই:
এলাহাবাদ ই:
বাসাবরাজ ই, কৃষ্ণনগর কলেজ
এল, এম, ই: মেদিনীপুর
এল, এম, ই খানাকুল
ফরিদপুর জেলা
খাঁড়ুম ই:
এলাহাবাদ হাই
খানাকুল কৃষ্ণনগর
সীতাস, কিং কলেজ
হুগলি কলেজ
সেণ্ট জেভিয়র
এল এম এস আগড়া
অরফেন্ড মিশন ই:
ছাতরা কলেজ
বালেশ্বর জেলা
রেসিডেন্সি কলেজ
প্রাইভেট
কটক কলেজ
বে বলী হাই
ঢাকা কলেজ
ফরিদপুর জেলা
সিরাজগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ ই:
সি চর্চ কলিকা
সি চর্চ কলিকাতা

গোবিন্দপদ সরকার
জগদীকেশ "
যদুনাথ "
যোগেন্দ্রনাথ "
যোগেন্দ্রনাথ "
নরেন্দ্রনাথ "
পাখিরালাসাদ "
উপেন্দ্রচন্দ্র "
লক্ষ্মী নিবাস
অম্বিকাচন্দ্র মজুমদার
সৈয়দ ওয়াহিদ উদ্দীন আমেদ
নীলমাধব
অক্ষয়কুমার সেন
রসকুমার সেন
রসকুমার সেন
ভুবনমোহন সেন
ভুবনমোহন সেন
ভূতনাথ সেন
বিনোদবিহারী সেন
দক্ষিণারঞ্জন সেন
দীনেশচন্দ্র সেন
গঙ্গাপ্রসন্ন সেন
গুরুগোবিন্দ সেন
ভবকালী সেন
ঈশ্বরচন্দ্র সেন
জ্ঞানদাকুমার সেন
কামিনীমোহন সেন
ক্ষীরোদচন্দ্র সেন
মহারাণা সেন
নিবারণচন্দ্র সেন
পূর্ণচন্দ্র সেন
গোবিন্দপ্রসাদ সেন
রাধাকুমার সেন
রামকানাই সেন
উমেশচন্দ্র সেন
নিবারণচন্দ্র সেন গুপ্ত
সিমলাই
শিবপ্রসাদ
আশুতোষ, এ বি এল
বসন্ত সেন
দেবেন্দ্রচন্দ্র সিং
অতুলকৃষ্ণ সিং
ঠাকুর দাস সিং
লালজী সিং
রামটহল সিং
শাহজাদ সিং
শত্রুঘ্নপ্রসাদ সিং
শিবধারী সিং
গুরু সিং
শঙ্করদেব সিং
শ্রীমন্তপ্রসাদ
সীতারাম
মোহনলাল
গোবিন্দচন্দ্র সোম
সতী ভবপ্রসাদ লাল
সরস্বতী ডাক্তার মে

বর্দ্ধমান মহারাজ কঃ ই
বাচী জেলা
জগন্নাথ ঢাকা
মেটরোপলিটন
পর্ত্তনা ই:
মুংগেড়া জেলা
ফি চর্চ কলিকাতা
দিনাজপুর জেলা
চেরুগড় হাই
বৈদ্যবাটী ই:
মুঙ্গের জেলা
চৌনপুর সি এম
জগন্নাথ ঢাকা
জেনারেল এঃ ই:
বরিসাল জেলা
কালিয়া এড, সি,
আলবার্ট কলেজ
বরাহনগর হিন্দু
জেনারেল এঃ ই:
হেমবিয়া
জগন্নাথ ঢাকা
ঐ
ময়মনসিংহ জেলা
আলবার্ট কালেজ
সিলেট ন্যাশনাল
ডফরিণ কালীঘাট
হাতমারী কলেজ
বরিসাল জেলা
জগন্নাথ ঢাকা
দৌলতপুর
পটিয়া
লেফিস্কুলী ই:
বরিসাল জেলা
নোয়াখালি সি
সিটি কালেজ
ইডরপাড়া
দিনাজ জেলা
জেনারেল কলেজ
হুগলি ব্রাঞ্চ
বটেশ্বর ই.
কলিকাতা মিশন
জেনারেল এঃ ই:
ঐ
ছাপরা জেলা
ছাপরা জেলা
হেরম্ব
কলিকাতা এঃ
সিটি কলেজ
পাটনা কলেজ
জেনারেল কলেজ
নোয়াখালি ই হাই
আরা জেলা
বডবাঁকি হাই
জেসর ই:
গয়া, হাই এলাহাবাদ
প্রেসি অব ওয়েলস ক মোরাদাবাদ

ইবাম
চন্দ্রাবলী স্কুল
গঙ্গাসহায় স্কুল
চৌধুরাল স্কুল
কৃষ্ণচন্দ্র স্কুল
শুকুলাল সি
সৈয়দ চমিরুল হোসেন
সৈয়দ আমের বরমান
আফাজুল আলি
আবদুল্লাহ
ভাইয়ালাল জেবরাটী
প্রাভুদয়াল জেবরাটী
খ খ
ঈশ্বরচন্দ্র ঠাকুর
রাম ঠাকুর
জিনয়ন বর্কার্ড
উমানন্দ লাল
বক্টরমল সি
বিনায়ক বাবাজী অত্রাচিত্র
ওয়ালিউল হক
তৈয়ুল আবদীন
সেলেক্ট ক্লাসিস
৬ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩

পাচিয়াল মহারাজ কলেজ
বেনারস কলেজ
চর্চ ই ফ্রি ই:
ফিরিচর্চ নাগপুর
কলুটোলা ফ্রি
জব্বলপুর হাই
জব্বলপুর হাই
আলকোয়াদার্ড ওয়েলিয়ান ই বাগবাজার
সেণ্ট ফ্রান্সিস ই: নাগপুর
জনিক কলেজ
সেণ্টজেভিয়ার্স ই:
জব্বলপুর হাই
বোরক্ষপুর ই
আজিমগঞ্জ হাই ই:
বাগাছি ই:
কাঁচি ই:
শিব সাগর
আজিমগঞ্জ সি এম ই:
ফিরিচর্চ নাগপুর
নাগপুর
পত্না ফ্রি: ই
হাংপুর সাহারাকুল ই
ফি, বেলেট
বেজিষ্ট্রার

বিজ্ঞাপন।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কার্য্যালয়ের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও সাময়িক পত্রাদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে চাঙ্গড়িপোতা কলকম যন্ত্রে শ্রীবেদারক্ষ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

...াথ সিংহ	লোকনাথ এড সি ইঃ
...মার সিংহ	ছাপরা কিঃ ইঃ
...কুমার ঐ	মেদিনীপুর কঃ ইঃ
...লাল ঐ	বীরভূম ইঃ
...নারায়ণ ঐ	বেনারস কঃ
... ঐ	কাশীপুর কিঃ ইঃ
...ন প্রসাদ ঐ	মুঙ্গের কিঃ ইঃ
...ফ ঐ	মোটুপলি ইঃ
...ধ ঐ	বিষ্ণুপুর ইঃ
... ঐ	ক্যাম্পবেল কলেজ লক্ষ্ণৌ
...রণ ঐ	এল এম এস ভবানীপুর
...রাম ঐ	ওভরসিয়র গবর্ণমেণ্ট ই
...ঃ ডালিম	সেণ্টফিডেলিস মজুমদার
...চাঁদশশি	হুগলী কঃ
... মঙ্গলদাস	উলবরপাড়া ইঃ
...ালী কবিরাজী	দোতেবালা হেসি কঃ ইঞ্জিনীয়ার
...ক্ষ	গোণ্ডা হাই ইঃ
...য	মির্জাপুর জি ইঃ
...য়াল (২)	চাঁদপুর জি ইঃ
...া পৃথ্বীপাল	বটেশ্বর হাই ইঃ
...ভান	মথুরা হাই
...নাথ	লিটোরিয়া কঃ আগ্রা
...দ আমজাদ আলি	উন্নাও হাই
...দ আহম্মদ	বর্দ্ধমান মহারাজ কঃ
...ঃ উল ই	সেণ্ট্রাল কঃ আগ্রা
...কীন	অম্বালা কিঃ ইঃ
...কু	আকিয়াব হাই ইঃ
...ঃ খানার	পাটনা কলেজ ইঃ
...	হুগলী হাই
...ীদয়াল	গড় হাই এলাহাবাদ
...ীলাল	মাণ্ডা কঃ
...ল সাহেবকাপার	কাশীপুর কঃ
...ঃ মহাশয়ের পরিবর্ত্তন	সিটি ই নাগপুর
...ট্র ব মুখ	ঐ
...ঃ	গুরুদাসপুর ইঃ
...ন্স ডাঃ	ডবলিন ক
...টন এস	মেট্রোপলিটন কলেজ
...ন এম মহাশয়ের	পোষ্টাফিস
...স্ট্রি	বরেজ হাই এলাহাবাদ
...ব হোসেন	মজঃফরাবাদ হাই
...ন আলি	চাঁদপুর জিলা
...াব ডেভিড এস	সান ষ্টি, কলিকাতা

তৃতীয় শ্রেণী।

...ল আজিজ খাঁ	মালদহ জিলা ইঃ
...ল হামিদ খাঁ	হাই এলাহাবাদ
...ন হামিদ	কলিকাতা ইনষ্টিটিউসন
...নাথ	বাঁকীপুর ট্রেনিং একাডেমি
...ায়া কান্তিচন্দ্র	রঙ্গপুর স্কুল
কৃষ্ণ মাপাল	পাবনা জিলা
...লিভূষণ	কলিকাতা ইনষ্টিটিউসন
...ানন্দ সরকার	মুঙ্গের জিলা
পূর্ণচন্দ্র	কেয়ার
রাধিকামোহন	পোগজ ই
...দ্দীন	লাহোর মিসন

অযোধ্যামিশ্র	মুঙ্গের জিলা
আক্ত মহম্মদ খাঁ	এম, এ, ও ক, আলিগড়
আলি মহম্মদ	এ, এম, ই, এম সেণ্ট্রেলিয়েল ই
অম্বালাস কৃষ্ণরাও ভেল পাণ্ডে	প্লাইডেন্ট
অম্বিকাপ্রসাদ	ক্যাম্পবেল ক, লক্ষ্ণৌ
আর্চিবল্ড	সেণ্টফিডেলিস মজুমদার
আয়ুব বিহারীলাল	দারবঙ্গা হাই ইঃ
আর্চিবল্ড, জে	সেণ্ট ফিডেলিস মজুমদার
এবাট্টন, সি, এফ,	ডবটন ক
আগ রামগোপাল	শাহিপুর, মিউনিসিপালিটি ইঃ
আহম্মদ আলি	প্লাইডেন্ট
আবুবাদ্দীন আহম্মদ	জেনকিন্স ইঃ কুচবিহার
আজিজর রহমন	কলিকাতা মাদ্রাসা
বাবুলাল	হাই এলাহাবাদ
বাগ রামচন্দ্র	বৈদ্যবাটী
বাগচী দ্বিজেন্দ্রনাথ	কৃষ্ণনগর কঃ
বৈদ্যনাথ	সাহেবগঞ্জ মিসন
বাজিলাল	সেণ্ট্রেলিয়াল ইঃ
বক্সি জেনা	পুরী জিলা কঃ
বলভদ্রপ্রসাদ	ভাগলপুর হাই
বলভদ্রদাস বিনায়ক খের	রাজকুমার কঃ নওগাঁ
বালগোপাল ইঃ	আরিমণ্ড, সি, এম হাই
বাল কৃষ্ণ ধর্ম্মাজীর বোলবোধার	ফি চর্চ নাগপুর
" গোবিন্দ ভাট	লিটিং নাগপুর
" নন্দ	বালেশ্বর জিলা ই,
বাল মুকুন্দ	আলাহাবাদ হাই
বামদেব নন্দ	বটন একাডেমি
বন্দ্যোপাধ্যায় বামাচরণ	প্রেসিডেন্সি ইঃ
,, বলাইকৃষ্ণ	ফি চর্চ, কলিকাতা
,, দীননাথ	উলুবেড়িয়া ইঃ
,, গিরীন্দ্রনাথ	প্লাইডেন্ট
,, চন্দ্রিকা	বারসা
,, ভূবনেশ্বরচন্দ্র	মেটুপ, শ্যামপুকুর
,, কালীপ্রসন্ন	এল এম এস ভবানীপুর
,, কেশবচন্দ্র	প্লাইডেন্ট
,, নরেন্দ্রনারায়ণ	কান্দি
,, নটবর	সিটি, কলিকাতা
,, নরেশনাথ	বাবড়া ইঃ
,, নীলমাধবনাথ	সুবর্ণরেখা কালীঘাট
,, রাজকুমার	জগন্নাথ ইঃ
,, রমেশচন্দ্র	বহরমপুর কঃ
,, সনৎকুমার	শিবপুর ইঃ
,, সঞ্জীবচন্দ্র	জেনেরল এসেম্বিবলি
,, সারদাপ্রসাদ	সিটি ইঃ
,, শরচ্চন্দ্র	মেট্রোপ শ্যামপুকুর
,, শরৎকুমার	ডেপুটগঞ্জ ইঃ
,, শশিভূষণ	বিনাবক ইঃ
,, সেনানী	মেট্রোপলিটন
,, শিবপ্রসন্ন ঐ	শ্যামপুকুর
,, সুরেন্দ্রনাথ ঐ	ঐ
,, সুরেন্দ্রনাথ	বর্দ্ধমান কালীঘাট
,, শ্যামাপদ	জয়পুর মহারাজ কঃ
,, তিনকড়ি	ভাগলপুর ইঃ
,, ভূপালচন্দ্র	নবদ্বীপ, ফিল্ড ইঃ
বানার এ	লামাটি লক্ষ্ণৌ
বংশীধর	ফরক্কাবাদ জিলা

ব্যাড লক্ষ্মীনারায়ণ	আগ্রা
বসাক বিহারিলাল	ভগল্পুর
বলরাম	গয়া
বনমালি বসু	বেলুড়
অক্ষয়কুমার বসু	হুগলি ক
অমরনাথ বসু	চাবড়
অমৃতলাল বসু	এলবার্ট ক
অতুলকৃষ্ণ বসু (সিমিয়র)	
বৈকুণ্ঠ নাথন বসু	পোগোজ
বঙ্কিমচারি বসু	প্লাই
বসন্তকুমার বসু	ফিরি চর্চ স্কুল ক
বিন্দুবাসিনী বসু	ফিরি চর্চ নর্ম্মাল, কলিক
বীরচন্দ্র বসু	বাগানান
কুঞ্জবিহারী বসু	পাটনা ক
নাবণ্যপ্রভা বসু	বেথুন ফিমেল
মোক্ষদাকুমারি বসু	রাজসাহী
নন্দলাল বসু	হাই স্কুল
নিত্যস্বরূপ বসু	এল, এম, এস, ভবানী
নিমাইচাঁদ বসু	বেলুড়
প্রাণকৃষ্ণ বসু	মহানাদ
পশুপতিকুমার বসু	পোগোজ
রামারমণ বসু	বেঁইচি বিহারিলাল
রাইচরণ বসু	বাগের হা
রাজকুমার বসু	নবদ্বীপ
উমেশচন্দ্র বসু	সুবর্ণরেখা কালী
বাসুদেব পসারি	পাটনা সিটি
বাণ এষ্টা ডবলিউ ই	লামাটি
লোকনাথ বিশ্বাস	দরবার ইঃ মো
বিশ্বেশ্বরী প্রসাদ পাঁড়ে	মৃত্যাপুর
ভূপতিকুমার ভট্টাচার্য্য	জাহানাবা
ভৈরব শঙ্কর ভট্টাচার্য্য	মেট্রোপলি
ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য	ভঙ্গিপু
মধুসূদন ভট্টাচার্য্য	বনোয়ারিবা
ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	পাবনা জেল
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	চট্টগ্রাম
মানদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য	ব্রাহ্মণবেড়িয়া
মতিলাল ভট্টাচার্য্য	সি
রাখালদাস ভট্টাচার্য্য	সংস্কৃত ক
শরৎকুমার ভট্টাচার্য্য	নবদ্বীপ
সূর্য্যমোহন ভট্টাচার্য্য	বালেশ্ব
ভূপেন্দ্রনাথ "	মেটরোপলিটন শ্যাম
বিধুভূষণ ভৌমিক	যশোহর
বিহারীলাল	ভাগলপুর
বিন্ধ্যেশ্বরী সহায়	চাপরা
অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস	হুগ
কালীপদ "	এল
কৃষ্ণদাস "	কমিল্ল
রাখালদাস "	ফিরিচর্চ স্কু
বোরদলয়	রাঁচি
লক্ষ্মীনাথ বড়া	গৌহা
সোনারাম বড়া	
ভোলানাথ মল্ল	কৃষ্ণনগর
ব্রজজীবন লাল	
অবিনাশচন্দ্র [illegible]	পোগে
ভবানী [illegible]	রাজসা
ভোলেনাথ	মহিষাদ

গান্ধী বিশ্বনাথ রামচন্দ্র দিল্লী জেঃ
গম্ভীর জে এস এণ্ড, এম, এস ভবানীপুর
গঙ্গাপ্রসাদ কানপুর জেঃ
গঙ্গারাম ডমোলুক ঐ
গঙ্গাসহায় (৩) জগন্নাথ ঐঃ টাকা
অধর চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শীল কঃ
ধানীকান্ত " প্রোপ্রেটর
বিহারীলাল " মধিশাল জিঃ
চরকান্ত " সেণ্টমেরি ইঃ চন্দননগর
খগেন্দ্রনাথ " খালেশ্বর জিঃ
ইন্দুপ্রকাশ " জগন্নাথ ঐঃ টাকা
গণপৎসহায় নওয়াখালি জি
গয়াপ্রসাদ এণ্ড এম এস ভবানীপুর
অধরচন্দ্র ঘোষ সিটি ক
অক্ষয়কুমার ঘোষ খুলনা ডইচ সি ই
অমৃতলাল ঘোষ কুমিল্লা জি
অমৃতলাল ঘোষ জগন্নাথ ঐঃ টাকা
আশুতোষ ঘোষ হিন্দু ই
ব্রজনাথ ঘোষ এণ্ড এং, এস ভবানীপুর
চারুচন্দ্র ঘোষ ঢাকা ক
চুনিলাল ঘোষ হুগলি এ ক ই
দুর্গাচরণ ঘোষ কিরিঃচ চুঃ চাঃ
দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ মুন্সী কাই,
কালিদাস ঘোষ ইউনিয়ুল আর্টস
তারাচন্দ্র ঘোষ পাটনা কলেজ
ভয় ঘোষ হিন্দু ইঃ
নগেন্দ্রগোপাল ঘোষ জগন্নাথ ঐঃ টাকা
নোমেশ ঘোষ শ্রীরামপুর কলেজ
কুঞ্জবিহারি ঘোষ ইন্দু ইঃ
গিরিজানাথ ঘোষ মেসার্স
রাধাকান্ত ঘোষ কোং ঐঃ
রাম ঘোষ কৃষ্ণনগর কলেজ
রামনয় ঘোষ কাঁসারিপুর ইঃ
শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ ডেপুটি
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্রহ্ম ওয়ার্ক্স ঐঃ
উমেশ ঘোষ নবদ্বীপ কলেজ
উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এলাহাবাদ কলেজ
কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল ঢাকা ঐঃ টাকা
শশিভূষণ ঘোষাল হিন্দু ই
যোগেন্দ্র লাল ঘোষাল এণ্ড এং, এস ভবানীপুর
গোপাল আবাজী খেরোয়াদকর ঢাকা ক
গোপালকৃষ্ণ হুগলি এ ক ই
গোপাললাল কিরিঃচঃ চুঃ চাঃ
গোপালরাম চক্র মুন্সী কাই,
গোপালরাম চন্দ্র ইউনিয়ুল আর্টস
গৌরহরে এ, এল, এম, পাটনা কলেজ
হিন্দু ইঃ
জগবন্ধু গোপ জগন্নাথ ঐঃ টাকা
জগবন্ধু গোস্বামী শ্রীরামপুর কলেজ
জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী ইন্দু ইঃ
জগবন্ধু দত্ত মেসার্স
জগবন্ধু দত্ত কাঁসারিপুর ইঃ
জগবন্ধু বসু ডেপুটি
জগবন্ধু বসু ব্রহ্ম ওয়ার্ক্স ঐঃ
জগবন্ধু বসু নবদ্বীপ কলেজ
জগবন্ধু বসু এলাহাবাদ কলেজ
জগবন্ধু বসু ঢাকা ঐঃ টাকা
জগবন্ধু বসু হুগলি এ ক ই
জগবন্ধু বসু কিরিঃচঃ চুঃ চাঃ
জগবন্ধু বসু মুন্সী কাই,
জগবন্ধু বসু ইউনিয়ুল আর্টস
জগবন্ধু বসু পাটনা কলেজ
জগবন্ধু বসু হিন্দু ইঃ
জগবন্ধু বসু জগন্নাথ ঐঃ টাকা
জগবন্ধু বসু শ্রীরামপুর কলেজ
জগবন্ধু বসু ইন্দু ইঃ
জগবন্ধু বসু মেসার্স
জগবন্ধু বসু

ান সভাদলে তাদৃশ অপক্ষপাতচিত্ত সভ্য কি
? তাই আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি? তাহা
। আমরা যে সরসা নিয়োগের প্রস্তাব করি
ট, তাঁহাদের এ শ্রেণীর জমীদার ও প্রজা উভয়
র আভ্যন্তরিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকিবে,
তাঁহারা অবিকম্পিত হস্তে শৌলদণ্ড ধারণ করিয়া
র পক্ষের স্বত্ব পরীক্ষা করিতে পারিবেন। আমরা
আগ্রহসহকারে এ কথা করিতেছি তাহার
ণ এই, সাধারণে দেখিতে পাই অধিকাংশ
কের সংস্কার এই, জমীদার হইলেই অত্যাচারী
আর প্রজা হইলেই মেষ শাবক সদৃশ নিরীহ
আর প্রজা দুই জমিদার শান্তশিষ্ট যাঁহা-
র হৃদয়ে এ প্রকার সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে,
রা ভ্রান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।
রা স্বচক্ষে দেখিতেছি, স্ব কর্ণে শুনিতেছি,
রা অনেক স্থলে একজোটবদ্ধ হইয়া জমীদারকে
ক্ত করিয়া তুলে। অনেক স্থলে প্রজার দুর্ব্যবহার
ই জমীদারকে অত্যাচারী হইতে হয়। আমরা
র অনেক দৃষ্টান্ত জানি। আবার অনেক স্থলে
রা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে জমীদারকে অত্যাচারী
া বর্ণন করিবার ত্রুটি করে না। পাঠকগণের
থাকিতে পারে, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ জমী-
বাবু মানসন মুখোপাধ্যায়ের বিপক্ষে গঙ্গা-
ুরের প্রজাগণ স্বাক্ষর করিয়া যে এক
আবেদনপত্র বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট
রের নিকটে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায়ে
ত ও প্রচারিত করে, যাহার এক খণ্ড
রা প্রাপ্ত হইয়া অনুবাদ করিয়া সোমপ্রকাশে
শে করিয়াছিলাম, তাহাতে জমীদার নরকল্প
ে বর্ণনা লিখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন
রা দেখিতেছি, সেটী কয়েক জন দুষ্ট প্রজার
তা বিকৃতিত। আমরা এতৎসংক্রান্ত যে
খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, অসময়ে হস্তগত হও
ন্য স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।
ামীবাবে পাঠক তাহা যথাস্থানে দর্শন করি-
।

এই স্থলেই আমরা উপসংহারে করিতেছি,
রা শিষ্ট শান্ত, জমীদারেরা দুষ্ট অথবা জমী
রা শিষ্ট শান্ত এমারা দুষ্ট, যাঁহারা এ সংস্কারকে
ন স্থান দেন না, আমাদের বিশুদ্ধ হৃদয় দুই এক
সদস্যকে উপনিবেশের নিমিত্ত নিয়োজিত
কর্ত্তব্য। যাহা আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে বলিয়াছি,
নও পুনরায় করিতেছি যেন বিষয়টি যেন সম্যক
বদ্ধ করা না হয়। এ বিষয় লইয়া যতদূর তর্ক
র্ক হইবার সম্ভাবনা আছে, ততদূর এই বিতর্ক
ত দেওয়া আবশ্যক।

ইউরোপীয় সমাচার

কায়রো ১২ ই জানুয়ারি। লর্ড ডফরিন খেদাইবকে জানাইয়াছেন, মিশরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে কর্ত্তৃত্ব ছিল, মিশর গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিবেন। লর্ড ডফরিন এই প্রসঙ্গ করিয়াছেন যে, রাজমন্ত্রী মিশরের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

লণ্ডন ১৩ ই জানুয়ারি। গ্লাডষ্টোন সাহেব শীঘ্রই কাণ্ডিতে গমন করিবেন।

লণ্ডন ১৩ ই জানুয়ারি। ডবলিনে প্রধান প্রধান পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে বধ করিবার চক্রান্ত হইয়াছিল, ২০ জন ধৃত হইয়াছে। কিনিয়পাকে যে হত্যাকাণ্ড হয়, তাহাতে যাহারা লিপ্ত ছিল, তাহার মধ্যেও কয়েক জন বন্দীকৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই জানুয়ারি। কমীরার অগ্নিপোতী বর্ডিংহের সংকর্ষে অগ্নি লাগিয়া তিন শত ব্যক্তি হত হইয়াছে।

পারিস ১৫ ই জানুয়ারি। এম. ডিলক, ফ্রাঙ্ক, ডেপুটি চেম্বার সভার ইংলণ্ডের লিখিত পত্র উপাস্ত করিয়া বলিয়াছেন, ইংলণ্ড অন্যের মুখাপেক্ষা না করিয়া একাকী কার্য্য করিয়াছেন। ফ্রান্সও সেইরূপ করিবেন।

পারিস ১৬ ই জানুয়ারি। প্রিন্স নেপো লিয়ন বর্ত্তমান ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া এই রাজ্যে নেপোলিয়ন বংশের যে অধিকার আছে, তাহার ঘোষণা করিয়া পারিসের সম্বাদপত্রে কাগজে লিখিয়া মারিয়া ছেন। তন্নিমিত্তন কর্তৃপক্ষ ইহাকে অবিলম্বে বন্দী করিয়াছেন।

অদ্য ডেপুটী চেম্বার সভা ভঙ্গ হইলে নেপোলিয়ন বন্দীদিগকে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত আইনের একটী পাণ্ডুলেখা প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জানুয়ারি। জন ব্রুস সাহেব ভারতবর্ষীয় অবর সেক্রেটারি হইলেন।

পারিস ১৭ ই জানুয়ারি। সাধারণ বিচারালয়ে প্রিন্স নেপোলিয়নের বিচার হইবে।

লণ্ডন ১৮ ই জানুয়ারি ডেলিনিউস ভারযোগে সম্বাদ পাইয়া প্রচার করিয়াছেন, সৌদানে মিশর সেনাপতি হেদায়েতের নিকটে পরাস্ত হইয়াছে। ৫৪০ জন হত হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৮ ই জানুয়ারি। সম্রাট কোন বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার আভাসে বোধ হইতেছে, শীঘ্রই তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইবে।

লণ্ডন ১৯ এ জানুয়ারি। বেগের সম্বাদে জানা যাইতেছে, মুসলমানের লোকেরা অতিশয় অনেক সহকারে মেলিয়াছ অভ্যর্থনা করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

জার্ম্মনির রাইন নদীর উত্তরোত্তর জলবৃদ্ধি হইতেছে। অপরাপর নদীর প্লাবিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভদ্রতা লোকদিগের কষ্টের সীমা নাই।

পিয়ানো কোম্পানী গত বর্ষে ভাড়া লাই [illegible] মালামাল আমদানী রপ্তানী করিয়া কিরূপ লা বান্ হইয়াছেন, তিনি আবার স্থানিকা [illegible] গেল। তাঁহারা গত বর্ষে ৩০৫২০ টাকা ইনক টাক্স দিয়াছেন। ৪১৯৬১৫০ টাকার কয়লা ক করিয়াছিলেন। ২৪৪৮৩৯০ টাকা কর্ম্মচারী প বেতন, ১৮৭৫১৯০ টাকা শুল্ক ও ১৯৪৭৭০০ টা আরোহীদিগের আহারীয় দ্রব্য ক্রয় করিবার দান করেন। এতদ্ব্যতীত ৭২৩৮২৬০ টাকা আ দিগের ভাড়া, ১৬০০০০০০০ টাকা মালের ভা রণতরি সমূহে সৈন্যদিগের গমনাগমনের ভা ১৩০০০০ টাকা, ডাক লইয়া গমনাগমন কর ৪৮০০০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৮৮ অব্দে লাভপুরের হইতে ভারতে কোটী ৯০ লক্ষ টাকার বস্ত্র আমদানী হইয়াছে। বো বোম্বাইয়ের কল স্বামীদিগের একটী কারখানা চা ইহে এক মাসে যে লাভ হয়, লাঙ্কসায়রের ব দিগের সমস্তে সেই লাভ হইয়া থাকে। অ দেশের মজুরী এত সুলভ থাকিলেও অন্যদেশবাসী নিকদোষী বা তেজ হেলের এই অল্প ক্ষতি দেখি বাবু বিপ্রদাস পালে চৌধুরী মহাশয় কলিয়া হি পেটিয়টে এতদ্বিষয়ে পত্র লিখিয়াছেন। বি বলেন, দেশে যে শ্রমের অভাব, বিদেশে তাহা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, তার দেশে অ দানী করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দেশে যাহা সস্তা যাইতে পারে তাহা বিদেশ হইতে আনা মহা অ কার্য্য। তিনি বলিয়াছেন, পঞ্চমতঃ ইউরোপে হ উপযুক্ত কারিগর আনিয়া আমাদের দে কারখানায় নিযুক্ত করিলে ও আমা দেশের যুবকবৃন্দকে ইউরোপের কারখানা সমূ কার্য্য শিখাইতে পারিলে ভবিষ্যতে আর এ অসুবি হয় না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, মহ পূর্ণ চে কেরাণ কলাচালু কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়াছে তাঁহার না কি জীবন সংশয়।

বোম্বাইয়ে স্ত্রীশিক্ষার ক্রমোন্নতি লক্ষিত হ হেছে। গবর্ণমেণ্ট স্থিরীকৃত করিয়াছে, আগামী ২২০০০ বালিকা তথায় নিয়মিত বিদ্যা লাভ ক হেছে। শুভ হউক।

আমেরিকা তাঁহার সঙ্গীদিগের সহি বুধবার কলম্বোয় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন তিনি অতি সুন্দর সিংহলী ভাষা শি করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করিতেছে তিনি নিজের নিরপেক্ষতার বিষয় ইংরাজীতে লি গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ লোকের প্রচার করিবেন এই মহাপুরুষ যখন কলম্বোতে উপনীত হন, তখ

পাঠশালার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাটনা হইতে যুবা বাবু বিহারীলাল ঔষধ আনিবার জন্য গাড়ি ক. টা নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন। এখন যেরূপে যুবা নিশ্বাসন করা চলিয়া থাকে, তাহাতে ইহা রাখা অপেক্ষা উঠাইয়া ফেলা শ্রেয়স্কর।

ডিউক ইডিনবরা সাহেব তাঁহার দেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন, আগ্রার হোটেল অধ্যক্ষ কোন কারণে কোন লম্বা দাড়ি "ভারতীয়কে কেহ প্রহার করিতে পারিবেন না, দোষ দেখিলে অধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে।" এইরূপ এক একটী লম্বা লিখিত দাড়ির শব্দ শুনিয়াই কুপিত হইয়াছেন, তিনি বলেন এরূপ লেখা পাঠ করিলে শরীরের সমস্ত শোণিত গরম হইয়া উঠে। নিতান্ত ভীরু কাপুরুষ ব্যতীত এরূপ লেখা পাঠ করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। তাহারা সাদা কালো এ দেশীয় লোকদিগকে প্রহার করে, কাহাদিগের রুচি বিড়ালের শাবকের মাংস খাইতে হইবে। কোটের স্বামী বোধ হয় ডিউককে বিদ্রূপ করিয়াছেন, নতুবা এরূপ [illegible] ডিউক সাহেবই যখন [illegible] আগ্রা কিরূপ [illegible] কাহার নিকট পাইতে হইবে [illegible] কি কারণে লেখক লিখন সময়ে এরূপ লিখিয়াছিল।

ব্রাডলাঘ বলেন কলিকাতা হাইকোর্টের [illegible] আর একটী মিনিট লিখিতেছেন, [illegible] হইবে, তাহার সঙ্গে [illegible] জন্য যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, ইহার পরে ইংরাজ হলেন্স সমন করিবা পূর্ণ মেট মহাসভার স্থান প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ডিউক ফাইফসন ১০ এ মার্চ্চ হইতে ১০ মাস ভ্রমণ করিবেন। কলিগাম সাহেবও কিছু দিন ছুটী লইয়া বিলাত যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

গত বারে, এ পরীক্ষায় কলিকাতার নিম্নলিখিত কালেজ গুলি হইতে নিম্নলিখিত ছাত্র পেন্সিল হইয়াছিল কিন্তু তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সংখ্যক উত্তীর্ণ হইয়াছে। যথা:—

	প্রেরিত	উত্তীর্ণ
সিটী কালেজ	৫১	২৩
প্রেসিডেন্সি ঐ	১২৯	৫৪
ফ্রি চর্চ্চ ঐ	১০৭	৩২
জেনারেল আসেম্বলি ঐ	২১১	৫৮
মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসন	১৩১	২৭
লণ্ডন মিশনরী ঐ	১৫	৭
আলবার্ট কালেজ	১৬	৫
সংস্কৃত ঐ	১৮	৪

ঢাকা সাবিকজী পেট্টি নামক বোম্বাইয়ের ব্যক্তির দানশীলতা দর্শনে আমরা অবাক্ হইয়াছি। তিনি সাধারণের হিতার্থে ৭১২১২৮ টাকা দান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮০ হাজার টাকা ৮ টী দাতব্য চিকিৎসালয় চলিবে। ৫০ হাজার টাকায় কূপ খনন করা হইবে। ৩৩ হাজার টাকা ভর্ত্তিক নিবারণী সভায় দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ১০০ টাকা দিয়া কালে বিক্রি হইবে।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে [illegible] সাহেব ঔষধালয়ের আরোগ্যদাস [illegible] তাঁহার কার্য্য সমাধান হইয়াছে। [illegible] পীড়িত ব্যক্তি [illegible] দেন। যাহাতিনি [illegible] কেম্বেলের সাহেব ডাক্তার [illegible] করিবেন।

কলিকাতার [illegible] পাত্রে [illegible] সম্প্রতি [illegible] করিতেছেন। [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] অনেক মুসলমান গবর্ণমেণ্টের নিকট [illegible] করিতে অঙ্গীকার হইয়াছেন।

১৩ই ডিসেম্বর যে মাসের শেষ হইয়াছে সেই পক্ষে কলিকাতায় ৩০৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

লর্ড রিপনের প্রস্তাবিত আত্মশাসন প্রণালী কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। সম্প্রতি বঙ্গদেশের জন্য নির্ব্বাচনপ্রণালী মূলক মিউনিসিপাল আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বোম্বাই, পঞ্জাব, পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেও শীঘ্রই উক্ত প্রকার আইন বিধিবদ্ধ হইবে।

গত বুধবার রাত্রিতে জেনারল আসেম্বলির অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেবের উপসনালয় হইতে প্রত্যাগত হইবার সময়ে প্রেসিডেন্সি কালেজের সম্মুখে এক ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুরুতর লগুড়াঘাত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু লাঠি ফিটনের ছাদে লাগাতে তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন। আক্রমণকারী অন্ধকারে পৃষ্ঠদর্শন করিয়াছিল। দেবদ্বেষিতাই বোধ হয় ইহার একমাত্র কারণ।

বেহারের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টার বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আগামী এপ্রেল মাসে অবসর গ্রহণ করিবেন, পাটনা কালেজের অধ্যাপক ইউয়াট সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হইবেন। ভূদেব বাবু শিক্ষাবিভাগ হইতে চলিয়া গেলে দেশীয়দিগের গৌরবের খানি হইবে।

সার লেপেল গ্রিফিন বালাধিবাহের বড় বিপক্ষ হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে ইহার কোন নিষেধক বিধি প্রবর্ত্তিত করেন, ইহা তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা। ইহার জন্য তিনি ফৌজদারী আইনের একটি নূতন ধারা প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দিতেছেন। এই বিধি অমান্য করিয়া যিনি বালিকাগণকে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিবেন, তিনিও দণ্ডনীয় হইবেন এবং বিবাহও না হয়। এরূপ কোন উপায় যাহাতে অবলম্বিত হয়, তজ্জন্য তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন।

আমরা নিম্নস্থত্রে অবগত হইলাম, কলিকাতার একাউণ্টাণ্ট জেনেরল কর্ম্মচারীদিগের পীড়ার ছুটী মঞ্জুর করিতে বড়ই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, কর্ম্মচারীরা পরিচিত আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের নিকট হইতে এক এক খানি সার্টিফিকেট লিখাইয়া লইয়া পাঠাইয়া দেয় ও সামান্য অসুখে অথবা ইচ্ছাক্রমে কামাই করে, অতএব অতঃপর প্রেসিডেন্সি সার্জ্জনের প্রদত্ত পীড়ার সার্টিফিকেট ব্যতীত তিনি কাহাকেও ছুটী দিবেন না, এইরূপ অভিলাষ করিয়াছেন। এ কটের মার পরামর্শ তাঁহাকে কে দিল? ৩০ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী কি ১৬ টাকা দর্শনী দিয়া প্রেসিডেন্সি সার্জ্জনের সার্টিফিকেট আনিতে যাইবে? যাহা হউক, বাঙ্গালী বাবুরা একটু বুঝিয়া চলিবেন।

চীনের অন্তর্গত পিকিনে কিংপাও নামক এক খানি সংবাদ পত্র আছে। ইহার ন্যায় পুরাতন সংবাদ পত্র পৃথিবীতে আর নাই। পাঁচ শত বৎসর এই সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতেছে। ১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জন্মের পরিবর্ত্তি হয়, সেই অবধি ইহা সমভাবেই আছে। ইহা নিত্য তিন বার মুদ্রিত হইয়া থাকে। প্রথম দুটী হরিদ্রা ও শেষটী লাল বর্ণের কাগজে মুদ্রিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের সংবাদ পত্র সকল ওলবিবির ন্যায় ক্ষণমাত্র থাকিয়াই অদৃশ্য হইতেছেন।

উচ্চ শিক্ষায় কি পরিণাম হইবে, তাহার নিশ্চয় নাই। কিন্তু রাজপুরুষদিগের যেরূপ কোপ, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ইহার যে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে এমন বোধ হয় না। লর্ড রিপনের শাসনকালে যদিও ইহার কোন অনিষ্ট না হয়, তথাপি কালে যে কোন ধনুর্দ্ধরের হস্তে গুরুতর অনিষ্ট হইবে তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। এই সময়ে আপনাদের পথ আপনারা দেখিতে পারিলেই সুবিধা অন্যথা পশ্চাত্তাপে তাপিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কলিকাতার সিটী কলেজে আইন শ্রেণী খুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করাতে তাঁহারা তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। আপাততঃ তিনটী শ্রেণী খোলা হইবে। ব্যারিষ্টার বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ ও টীকা কলেজের আইনাধ্যাপক বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র ইহার অধ্যাপনা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সিটী স্কুলের অল্প দিনের মধ্যে যেরূপ উন্নতি হইল, এরূপ উন্নতি অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা উত্তরোত্তর ইহার উন্নতির প্রার্থনা করি।

গৌহাটির কাশীবাজারের বসিরুদ্দিন নামক এক মুসলমানের দোকানে কামরূপের অনন্তরাম শর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে যায়। কিন্তু বসিরুদ্দিনের কথিত দরে ব্রাহ্মণ সম্মত না হইয়া অন্য দোকানে গমন করে। মূর্খ বসিরুদ্দিন প্রাতঃকালে ক্রেতা ফিরিলে সে দিন কিছু লাভ হয় না, এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণকে ডাকে, অনন্তরাম যাইলে তাহাকে দ্রব্য গ্রহণ করিতে বলে, এবং না লইলে বড় অকল্যাণ হয় বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। অনন্তরাম তাহাতে ভীত না হইয়া যেমন গমনোদ্যত হয়, বসিরুদ্দিন অমনি কলিকা হইতে অগ্নি তাহার মস্তকে ঢালিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ বাড়িবস্ত হইয়া যেমন অগ্নি ঝাড়িয়া ফেলিবে, অমনি মূর্খ দোকানদার তাহার গাত্র বস্ত্রে অগ্নি প্রদান করে, সে যেমন তাহা নিবারণের চেষ্টা করিবে, বসিরুদ্দিন অমনি তাহার উপবীত ছিঁড়িয়া দেয়। পরিশেষে অপরাপর হিন্দু মিলিত হইলে মুসলমানেরা দলবদ্ধ হয়, এবং পরস্পর গালাগালি করে, অতঃপরে অনন্তরাম হতাশ হইয়া বসিরুদ্দিনের নামে অভিযোগ করিয়াছে। ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গুরুতর দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য।

গবর্ণর জেনেরল কলিকাতা ও বেঙ্গলের জমীদার সভাকে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পদগ্রহণের উপযোগী এরূপ লোক নির্ব্বাচনের অনুরোধ করাতে সে দিন কলিকাতায় একটী সভা হয়! অনরেবল কৃষ্ণদাস পালকে উক্ত পদ গ্রহণের উপযোগী বলিয়া মনোনীত করা হইয়াছে। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে উক্ত পদ পুনর্গ্রহণের অনুরোধ করা হয় কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। সুতরাং কৃষ্ণদাস পালকে মনোনীত করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস পাল যে উপযুক্ত পাত্র, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। যাহা হউক গবর্ণর জেনেরল এদেশীয় লোকদিগকে যে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করিবার বিষয়ে অধিকার দিয়াছেন, ইহা যার পর নাই আহ্লাদের বিষয়। তিনি যে দেশের লোকের মতাপেক্ষী এতদ্দ্বারা তাহাও জানা যাইতেছে। ধন ও সম্ভ্রমবংশ দেখিয়া যে এই পদ বিতরিত হইল না ইহাও সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে।

হেবটাদ ভাট নামক বোম্বাইয়ের এক ব্যক্তি পুলিসের অসহ্য পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতী হইয়াছে। তথায় একটী চমৎকার সংঘটিত হওয়াতে পুলিস হেবটাদ ও অপর ৭ জন লোককে সন্দেহক্রমে ধৃত করিয়া লইয়া যায় এবং দোষ স্বীকার করাইবার জন্য পীড়ন আরম্ভ করে। দশ দিন তাহাদিগকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। একদা রাত্রিতে হেবটাদকে এরূপ পীড়ন করা হইয়াছিল যে তাহার চীৎকার সকলেরই শ্রুতিগোচর হয়। পরিশেষে সে দোষ স্বীকার করে এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার ক্ষেত্রে লুক্কায়িত আছে এইরূপ বলে। পুলিস তাহাকে লইয়া ধনের অনুসন্ধানে যান। পরিমধ্যে হেবটাদ একটী কূপ দেখিয়া ছাড়াইয়া গিয়া তাহাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। পুলিস হাতে হাতে যেখানে দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিকে ধরিতে না পারেন, প্রায় সেই খানেই এইরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে। পুলিসের পীড়নে অনেক স্থলে অনেক নিরীহ লোক দোষ স্বীকার করিয়া দণ্ড পায়, আবার এমনও অনেক দেখা গিয়াছে, পুলিসের নিকটে দোষ স্বীকার করিয়া বিচারপতির নিকটে সেই ব্যক্তি নিজ নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সিন্ধুর সীমা প্রদেশে মুরীদিগের সহিত তত্রত্য জাতির যুদ্ধ হইতেছে।

আমাদের কানপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "কয়েক দিবসাবধি প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এখানে অবস্থিতি করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও তৎসঙ্গে সঙ্গে "নববিধানের" গৌরব ব্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন। তিনি দুই দিন ইংরাজি নাট্যশালায় ইংরাজী ভাষায় দুটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে অনেক ইংরাজ ও দেশীয় প্রতিভাশালী

[illegible]

দ্বিতীয় বিষয় লইয়া দ্বিতীয় একটী সভ্য-[illegible] বক্তৃতা করেন। তাঁহার সারাংশের মর্ম্ম-[illegible] ও সাধন করিয়াছিলেন। সভ্য-[illegible] আমাদের সহিত, [illegible] ভাবে, [illegible] ভাবে [illegible] ভাবে [illegible] ভাবে

কার জেলা ও সেসন এক আর এক, বাম্পান, এক বৎসর অবকাশ লইয়াছেন।

টকের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, এইচ, পসি ২০ মাসের

ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডবলিউ, এইচ, সি ৩ মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

াহাবাদ জেলার অন্তঃপাতী বল্লার প্রতিনিধি ডেপুটী ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এইচ, পি, পিটারসন ঐ বিভাগের ক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তমোলুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পচন্দ্র বটব্যাল এক মাসের অবকাশ পাইয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পৌরদাস বসাক কার এখন ছুটী আছে) মোদনীপুর জেলার সদর ষ্টেশনে লন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার স্থ হইতে পাবনায় বদলী হইলেন। এ জেলায় সদর ষ্টেশনে রেন।

ই, ডি, প্রোক্টর সি, এস, ১৪ ই ফাল্গুনের কার্য্যভার গ্রহণ রিবেন।

কালনার ৩য় শ্রেণীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার বাবু সন্তুষ্ট ১৫ দিনের অবকাশ লওয়াতে বর্দ্ধমানের ডেপুটী ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলিউ সি, মুখার্জি তাঁহার কার্য্য রেন।

বিচারে সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলার ই, টি, টি'রিয়ান সাহেবী ও বাঙ্গালি পরীক্ষক র মহকুমিনের পদ সংগঠন করাতে, মারিয়ার এইচ, টি, ড সাহেব প্রাপ্তিষ্ঠ হইলেন।

৩ ফাল্গুন। নলীয়ার পাটনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও পুটী কালেক্টার বাবু মিশিরলাল ষ্ট্রেট্রোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর ষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৩ ই ফাল্গুনের নলীয়ার অন্তর্গত মেহেরপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর এম, ই, ষ্টাল প্রথম ণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পচন্দ্র সেন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত লেন।

১৩ ই ফাল্গুনের বগুড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু অ, মো, ঞ সাহেবের পরিবর্ত্তে আগামী এপ্রিল মাসে লেন।

১৩ ই ফাল্গুন। রাজসাহীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টার বাবু বংশীবদনচন্দ্র ঘোষ এবং মমনসিংহের ৩ মাস ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রদাস ২য় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মহাফরপুরের অন্তর্গত সীতামারির সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও লক্টর ডবলিউ, এম, গ্রাহাম ঐ ষ্টেশনের ভার পাইয়াছেন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুরের মুন্সেফ বাবু মহিমাণ চাল ২য় পরগণার অন্তর্গত বাকইপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইয়াছেন হপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বদলি র পিরোজপুরে গেলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ।

বাৎসরিক মাঘ মেলা সমাগত। গত বৎসরের মেলার ন্যায় এবারে আর তাদৃশ ধুমধাম নাই, সেইরূপ জটাকূটধারী সন্ন্যাসীদিগের আখড়াও নাই, তবে সামান্য কয়েক জন মাত্র তাহাদের স্থলাভিষেক করিয়াছে এবং নানাবিধ দ্রব্য পরিপূরিত কতকগুলি দোকান শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে। গত বৎসরে সরকার কোঙওয়ালের হস্তে এই মেলার সংরক্ষণের ভার থাকাতে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, এজন্য পাওনিয়র মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের হস্তে ইহার ভারার্পণ করিতে বলেন, কিন্তু তাহা হয় নাই। এটী হিন্দুদিগের মেলা, হিন্দুরা ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিলে ভাল হইত, কিন্তু তাহা আর কৈ হইল? মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোঙওয়ালের উপর সকল ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। যদি মিউনিসিপাল কমিশনরগণ ইতিপূর্ব্বে ইহার জন্য চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু তখন বোধ হয়, তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। গত বৎসরের ন্যায় এবার দোকানদারদিগের কর লইতেছে না, সেটী উঠিয়া গিয়া ভাল হইয়াছে। মেলার মধ্যে একটী সামান্য ডাক্তারখানা দেখিলাম এবং একজন গবর্ণমেণ্টের ডাক্তারও আছেন। এ বন্দোবস্তটী সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। মেলার প্রথম দিবসে অনূন ২০। ৩০ সহস্র লোক সমাগত হইয়াছিল। দ্রষ্টব্যের মধ্যে এক জন অদ্ভুত বামন সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। এরূপ খর্ব্বাকৃতি লোক অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ইহার বয়স বোধ হয় ৪০। ৪২ হইবে, শ্মশ্রু আদি অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। সেই এক হস্ত পরিমিত দেহের নানাপ্রকার ভঙ্গি করা হইতেছে। কল্পবাসীরা এক মাসের জন্য তথায় বাস করিবেন বলিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন থাকিতে পারিলে হয়।

অস্থায়ী হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী রেজিষ্ট্রার সারকোর সাহেবের পদোন্নতির সংবাদ আগ্রার ছোট আদালতের জজ হইয়াছিলেন। তাঁহার সদ্‌গুণের কথা আমরা একবার পাঠকদিগকে জানাইয়াছিলাম। অতীব দুঃখের বিষয় এই তিনি বড় দিনের ছুটীর উপলক্ষে এলাহাবাদে আসিতে ছিলেন, সেই সময়ে রেলের গাড়ীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। সারকোর সাহেবের মৃগী রোগ ছিল, সেই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এরূপ সদাশয় ব্যক্তির মৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয় এবং বন্ধু বান্ধবেরা যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক এলাহাবাদের সব জজ ৺ প্রসন্নচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পদে উন্নীত হইলেন প্রসন্ন বাবু একজন কৃতবিদ্য এবং সুদক্ষ লো তাঁহার উন্নতি হওয়াতে বোধ হয় সকলেই আ দিত হইয়াছেন।

মিলিটারি রেজিমেণ্টের কর্ণেলোরাল টোরে এলাহাবাদী টাললবটের এখানকার হাইকোর্টে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। গত ৮ ই ফাল্গু তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। পাওনিয়রের মিউ সংবাদদাতা বলেন যে, টাললবট আপনার দো স্বীকার করিয়াছে এবং উহার বলিয়াছে যে, উ কাহারও আর কোন লিপ্ত ছিল না। যাহা হউ যথার্থ অপরাধীরই দণ্ড হইল।

গত ১৮৮১ সালের লোক সংখ্যার রিপোর্ট দে গেল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩১৭,৪৫১ জন জৈন, ৩৫৮ জন জুট ২৭ জন সাপুড়ে, ৪ জন কবি, ৭ ৫৮৮ (।।।) ৩৩ জন জুয়ারি। এখানে ২৮১১০ ১৮৮, ৭৮৩৫৪ জৈন, ২৪৯০ শিখ, ১০২ বৌদ্ধ ৬ জন ত্রাহ্ম আছেন।

কয়েক দিন হইল এখানে অত্যন্ত বৃষ্টি হ গিয়াছে। ইহার মধ্যে আবার বসন্ত রোগ দিয়াছে।

ছাপরা।

আজকাল রেলপথ সকল স্থানেই হইতে অনেক দুর্গম স্থানের আমদানি রপ্তানি এবং লো যাতায়াতের সুবিধা হইতেছে। আমাদের ছা জেলাতেও অভাবটি রহিল না, পাটনা বর রেলের কল্যাণে এ জেলাতেও রেল আসিল। ি একটী বড় কৌতুকজনক বিষয় হইয়া রহিল। ৫ ঘর ও সারণের মধ্যস্থলে এবং গণ্ডকী নদী আ এখন ডাক, পাক কল প্রভৃতি ছাপরা হইতে মতি যাইতে হইলে সতেরো ঘাট হইয়া যায়, তজ আমা মফস্বলা করিতে হইলে ছাপরাবাসিগণ এই র দেয়া আসে এবং তজ সাহেব দৌড়ার মফ করিবার জন্য মতিহারি যাইবার সময় এই দিয়া যান। কিন্তু রেলপথ প্রস্তুত হইলে ছা বাসিগণকে মস্তক বেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকাদর্শনের ছাপরা হইতে সোনপুর যাইয়া হাজিপুরে সেতু হইয়া কিম্বা ষ্টেট রেলের হাজিপুর শাখা রে মহুকাপুর তথা হইতে মতিহারি যা হইবে। এখন বলুন দেখি এরূপেক্ষা কৌতু কর বিষয় আর কি হইতে পারে? আমা একান্ত ইচ্ছা যে এটী সরল রেলপথ এই রেলের মধ্যে হয়। এটী সাবেক ছাপরা মতিহা রাস্তার উপর দিয়া বা তাহার পার্শ্ব হইয়া ব

রে। [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।

নীতিসার প্রথম ভাগ (সচিত্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০

ঐ দ্বিতীয় ভাগ (সচিত্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০

ঐতিহাসের তৃতীয় ভাগ (সচিত্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০

বিদ্যার বিলাপ (সচিত্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ৵০

শ্রীশেষকালে হরিনাম এবং বাঙ্গালা ব্যাকরণ অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত হইবে। মূল্য ১ টাকা ৵০ ডাক মাঃ ৵০ আনা।

২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট এবং সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপনদাতৃদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা; ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কল্পদ্রুম পঞ্চম ভাগ প্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পরিব্রাজকের ভারতবর্ষ, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, সাধনলেহ সিদ্ধি, বিবাহ গীত, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, মকদ্দমার্ণব, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এই ৯ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মা ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের পত্রিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অন্ত্রগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। উহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপ্তধাতু নির্গম, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অন্ডিকলবৃদ্ধি প্রভৃতি নির্গত হইলে ৩ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোথ, হলীমক এবং প্রস্রাবে সাদা ধাতুর ন্যায় ঘোলা এই সকল রোগ মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যথানিয়মে সেবন করিলে শরীরে নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন হয় এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল শরীর যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃপীড়া, হৃৎকম্প, বৃদ্ধি, মেহা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং আত্মহত্যা প্রভৃতি পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবনসম্ভাবসুলভ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও মাস্তিষ্কিক নির্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকলের আশু শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে। অস্মদ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

চিকুর বিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য——১ টাকা—প্যাকিং ৵০।

সুবাস্থ্য।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া করিয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জলস্রাব পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, প্রসূতির পর ১২। ১৩ দিন পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভাধান জন্য প্রসূত সন্তানের সকলেগড়া ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি এই সকল রোগ সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ——৩ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিজ্ঞাপিত ঔষধ সেবনে উপকৃত হইয়া যে যে মহোদয় প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এল, এম, এস, ঢেকানল কটক।

" " অম্বিকাচরণ বসু। ঐ

" " ভবতারা ঘোষ। ঐ

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঐ

কলিকাতা।

" " রসময় বসু। ঐ

" " বিনয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ঐ

ঢেকানল কটক।

শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ। সিবিল সারজন।

বর্দ্ধমান।

" " কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার।

" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।

" " রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা।

মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে—ডপুটী মাজিষ্ট্রেট। রাণীগঞ্জ।

কেশরাগ তৈল।

এই সুবিধাতে তৈল ব্যবহার করিলে চুলের
ক্ষা শক্ত হয়, চুল ঘন, কাল, চুল উঠিয়া যাওয়া
ীঘ্র পাকা, মাথা ঘোরা ও কান পা জ্বালা নিবা
ার এবং মস্তক শীতল থাকে। মূল্য এক পোয়া
মাশুলের ১৷৷০ পার্শ্বিং ।০ আনা।

টাকরোগের মহৌষধ।

সকল টাক ঠিক উহার এক শিশিতে
নিশ্চয় উঠিবে। মূল্য ১৲ পার্শ্বিং ।০।

পারারোগের মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে পারা, উপদংশ (গরমী)
, দূষিত নালীঘা, গাত্রে বেদনা, কাস
লনা, শরীরের দুর্ব্বলতা, ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত
য় মাথাঘোরা, ইত্যাদির বিশেষ উপকারক।
ছোট শিশি ১৲০ ও বড় ২৲০ টাকা পার্শ্বিং ।০।
না—কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট নং ৪৫।৪৮ আর,
মিত্রের ডিস্পেন্সরিতে পাওয়া।

নূতন হোমিওপাথিক ডিস্পেন্সরি।

বিলাত হইতে একপ্রকার হোমিওপাথিক ঔষধ
পুস্তকাদি আনাইয়া সকল ডিস্পেন্সরি অপেক্ষা
ত মূল্যে বিক্রয় করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত কানাইলাল
চার্য্য মাসেকার। ৪৫ নং আপার চিৎপুর রোড, আমহার্ষ্ট
ার উত্তর, বড় বাজার কলিকাতা।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয়
আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ ২ সপ্তাহ
ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশ
হইতে থাকিবে। যথা শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্ত-
দির জ্বালা, সাহের কন্‌কন্‌, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য,
হস্তের ঘাম, অত্যন্ত পিপাসা, অনিদ্রা প্রভৃতি
সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বাবে ও
শরীর স্বাভাবিক হয়।

৬ই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী মূল্য ৯ টাকা।

ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্যার পুথি।

ন ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।

ইন্দ্রজাল শাস্ত্র স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব
পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন। কঙ্কমুনি দ্বারা উহা
সংগৃহীত হইয়া ভারতে প্রচার হয়। ভারতের
অনেক বহু তিমিরগর্ভস্থ খনির উদরে মণির ন্যায়
গুপ্ত আছে। আমরা উদাসিনী রাজকন্যার নিকট
হইতে ঐ সকল মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

কলিকাতা,—নর্থ সুবার্কুলর রোড, ২ নং কার্য্যালয়।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা!!

(অদ্ভুত-রহস্য—মাসিক পত্রিকা।)

সন ১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় পর্ব্ব! দ্বিতীয় পর্ব্ব!!

উদাসিনীর অগ্রিম মূল্য মায় রাহাখরচ ১৷৷০ আনা মাত্র। যদি সুলভ মূল্যে উপন্যাস পাঠের মোদ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা পাঠ কর।

উদাসিনী ১ ম পর্ব্ব—পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া ডাক মাসুল সমেত দুই টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

কার্য্যালয় নং ৩ লো নর্থ সুবার্কুলর রোড কলিকাতা। } শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "আয়ুবর্দ্ধন" ৬ই খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল
শুদ্ধ ১৷৷০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক
জীবন-যাত্রির নিকট এই পুস্তক দুই খণ্ড থাকা
আবশ্যক।

(২) "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ।
বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল
৬৬ ।৷০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৬৯ নং
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় ষড় ২৫ বৎসরের
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঘটিত যাবতীয় ও প্রসব
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ
কৃত করিতেছেন।

অম্ল-রোগ, মাংস-রোগ, ও যকৃৎপিণ্ড, (বা
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
সার পুস্তক এখন বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের
প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর—
তাহেরপুর
বাবু তারকনাথ প্রামাণিক—কলিকাতা
" " নবদ্বীপচন্দ্র সাহা—কলিকাতা
" " গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঁকীপুর
" " শশিভূষণ মিত্র—মেদিনীপুর
" " ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী—জলপাইগুড়ি
" " উমাচরণ দাস—দক্ষিণ ডিহি
" " জগবন্ধু বসু—বাঘাটিয়া
" " শ্যামাচরণ চৌধুরী—কলিকাতা
" " কিশোরীমোহন চৌধুরী—মাধবীপুর
" " কাশিচন্দ্র সরকার—খাসাশুনি ষ্টেষন

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে উহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টা
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বল সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য প
হবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লি
কলিকাতার দক্ষিণ সোণাবপুর ডাকঘরের সহ
সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গেশকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, ড্রাফ্ট, বন্ধক চিঠি, মণি অর্ডর, হুণ্ডি অথ
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

নিম্নলিখিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্র
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি দে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা তাহার পর ।০ এক আনা দিতে হইবে।

এক পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাবপুর
হইয়া চাষকিপোতা কয়েকঘর যন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। "ঘবর্ত্তনা' প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরমতী শ্রুতিমতী ন তীয়তা" ১১ সংখ্যা।

প্রথম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ ৵৹ টাকা।

১২৮৯ সাল। ১৭ ই মাঘ। ইং ১৮৮৩। ২৯ এ জানুয়ারি।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

হোমিওপ্যাথিক জ্বরচিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বপ্রণেতা বাবু হরি- চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ডাক মাশুল ৷৵৹ আনা। ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাই- ব্রেরিতে প্রাপ্তব্য। ভৈষজ্যতত্ত্ব ২য় সংস্করণ ছাপা হইতেছে।

প্রণয়-প্রতিমা নাটক।

মূল্য ৷৷৹ আনা।

বহুরূপী

(হাস্য রসোদ্দীপক উৎকৃষ্ট প্রহসন)

মূল্য /৹ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ প্রণীত।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা !!!

কফকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুকো, পুরাণ কাশ, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁটেয়া, স্বর- যন্ত্রের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক কাশী প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম পাইকারে প্রস্তুত। ৩০ বটিকা সিলিট শিশির ১ টাকা, প্যাকিং ৷৹, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়।এবং বৃদ্ধ যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আরাটুন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

(৺ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও ডাক্তার নবাববাটীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদার নাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে)

সর্ব্বাগ্রে অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে। আপাততঃ প্রতি মাসে ইংলিশ অক্ষরে ছয় ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য স্বাক্ষরকারী গ্রাহক- গণের প্রতি প্রত্যেক খণ্ডের ৵৹, বিনা স্বাক্ষরকারী- দিগের ।৹ আনা; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে। অনুমান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।

যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দিবেন, তাঁহাদিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

মহাভারত কার্য্যালয় ২ নং অভয়ঘোষের লেন.কলিকাতা। } শ্রীহরিদাস মান্না। প্রকাশক।

নূতন পুস্তক।

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল /৹।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড আর্য্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS : 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হই- য়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী বর্ণবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি থাকে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউল্স এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে- বের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।

পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা। যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে বেদনা। পাণ্ডুবর্ণের বমন।

ইণ্ডিয়ান কাশী।

গ্রিণমেণ্ট কেমিক্যালের পরিষ্কৃত সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে ইণ্ডিয়ান কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, অম্বল, অরুচি, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্র আরোগ্য হয়।

সিমল্ গোল্ডেনের গরানা (Guarana)

এই ঔষধ ১ কিম্বা ২ ফোঁটা এক পুরিয়া ব্যবহারে অনেক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি সকলও যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ব্যয় ভার-বহনে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরের বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসিদত্ত পিত্তশূলের ও হাঁপকাশির ঔষধ এবং বৃদ্ধনাশক পাঁচন।

এই ত্রিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই ঔষধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত তিনি প্রকারের প্রত্যেক কোটার প্যাকিং ডাকমাশুল সমেত মূল্য ১ টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন মাদোলিয়া, কম্প, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত ও কুইনাইন-সংসৃষ্ট জ্বর এ ৎ করিবে। উহার প্রতি শিশির প্যাকিং ও ডাকমাশুল সমেত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে থাকিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!

সেবনাল্লভ্যতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। উহাতে পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ শম্ভুচন্দ্রাদ্ধারে কলেজ ষ্ট্রীটে ৫০। ১ নং ইণ্ডিয়ান ড্রগিষ্টস হলে প্রস্তুত এবং বিক্রীত হয়।

মেডিসিনের নগদ মূল্য ৸৵০ ও ডাকের প্যাকিং খরচ ৵০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল কলেজের দক্ষিণ ৯৭ নং বাটীতে আমরা "সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়" নাম দিয়া একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছি। ইহাতে নানা প্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক, নাটক, উপন্যাস ও ডাক্তারি বহি রাখা হইয়াছে। সাধারণ ক্রেতাকে নিয়মিত কমিশন দিয়া পুস্তকাদি বিক্রয় করা হয়। যে কোন গ্রন্থকার বিক্রয়ার্থ এখানে পুস্তক দিবেন আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিব। কেহ বিদেশ হইতে পত্র লিখিলে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুম এই উভয় পত্রই এখানে নগদ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ এখান হইতে সম্পন্ন হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য যদি কেহ পাঠাইতে লিখেন, আমরা অতি অল্প কমিশন লইয়া তাহাও কিনিয়া দিয়া থাকি। ইহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সকলে সেই স্থানে থাকিব। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের বিনিময়ে সাপ্তাহিক বা মাসিক সংবাদ পত্র দিয়া থাকেন, তাঁহারাও ঐ স্থানে পাঠাইবেন। তবে যাঁহারা মূল্য ও প্রেরিত পত্রাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুরে যেমন পাঠাইতেছেন, তেমনি পাঠাইবেন।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
সহকারী সম্পাদক।

প্রেরিতপত্র।

প্রতিবাদ।

মহাশয়! আপনার ১১ ই পৌষ তারিখের সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় স্তম্ভে "জমিদারের নামে প্রজাকৃত একটী অভিযোগ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিলাম, মহাশয় যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু আবেদনকারীরা মনোহর বাবুর বিরুদ্ধে যে সমস্ত দোষারোপ করিয়াছেন ও উহাদের মায়াকান্না ভুলিয়া সম্পাদক শ্রেণী যেরূপ তারস্বরে উক্ত জমিদারের দোষ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি সত্যানুরোধে তৎপ্রতিবাদে নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, উত্তরপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় মহাত্মা বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বদান্যতা, দানশীলতা, প্রজাবৎসলা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ থাকিলে মনুষ্য জনসমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হয়, তিনি সেই সমস্ত গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন এবং তিনি তাঁহার পুত্র মনোহর বাবুকেও উক্ত সদ্গুণোদ্দীপক লোকধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। এরূপ সদ্গুণালঙ্কৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ দেখিলে মন স্বতঃই ক্ষুব্ধ হয় ও তৎপ্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞানে আমি যে সমস্ত প্রতিবাদ (অর্থাৎ আদালতের নজীর সমূহ) সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

আবেদনকারীরা যে সমস্ত কারণ দর্শাইয়া মনোহর বাবুর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিয়াছে, তাহার মূল যে কতদূর সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও আবেদনকারিদিগের লাঞ্ছিত চরিত্র ও জমিদারের প্রতি দুষ্কর্ম্ম আচরণ যে কতদূর সত্য, নিম্ন লিখিত ঘটনাবলী সম্যক আলোচনা করিলে সবিশেষ প্রতীয়মান হইবে।

১। প্রায় ১৩। ১৪ বৎসর অতীত হইল, মনোহর বাবুর পিতা ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার গঙ্গাধরপুর তালুক জমিদারী করেন, তাহাতে উক্ত গ্রামের প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমিদারী বন্ধ করে ও

ব, মোক্তার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে হত্যা বার সংকল্প করিয়া সাংঘাতিক আঘাত করে। কালীন সুদক্ষ মাজিষ্ট্রেট মাঃ রাইলাণ্ড সাহেব ঐ বিষয় সবর্ত্তমান তদারক করেন ও অপরাধি ক দোষী সাব্যস্ত করিয়া সেসন সোপর্দ্দ দ্বারা ন্ত মত দণ্ডবিধান করেন।

২। ১২৭৬ সালে কৈলাস আদক নামে একজন ৮ রাজকৃষ্ণ বাবুর নায়েব রামজীবনমিত্রদিগ- নামে মিথ্যা লুঠতরাজের দাবি দিয়া নালিশ , কিন্তু উক্ত মকদ্দমা আশানুরূপ ডিসমিস াড়িল।

৩। ১২৮৬।৮৭ সাল, এই দুই বৎসরের মধ্যে ধরপুরের প্রজারা মনোহর বাবুর নায়েব কার্ত্তিক র বিরুদ্ধে নয়টী মিথ্যা ফৌজদারি মকদ্দমা উপ করে, কিন্তু স্থানীয় বিচারপতিদিগের সুবিচারে র্শের উজ্জ্বল দর্পণের নিকট সত্যের প্রতিবিম্ব ঃফলিত হইয়াছিল অর্থাৎ মকদ্দমাগুলি ডিসমিস াড়িল।

৪। ১২৭২ সালে শ্যাম আদক নামক গঙ্গাধর- র এক জন প্রজা তৎকালীন তালুকদার রচন্দ্র ত্রর নামে মিথ্যা লুঠতরাজের দাবি দিয়া মকদ্দমা স্থিত করিয়াছিল ও নানাপ্রকার অত্যাচারে কে বাটিবাস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু উক্ত দ্দমাটী নায় বিচারে ডিসমিস হইয়াছিল।

৫। ১২৮৬ সালে গঙ্গাধরপুরের প্রজাগণ ছোট ব আদক ও অন্য অন্য প্রজারা একত্র হলবদ্ধ া তৎকালীন তালুকদার মাঃ স্মিথ সাহেবের ক কর্ম্মচারিগণকে গুরুতর আঘাত করে ও গ্রাম তে দূরীকরণ করে, এবং উহাদের পুনঃ প্রবেশের রুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, কিন্তু পরি হে উহারা স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভাগী হইয়াছিল। ধরপুর ও তন্নিকটস্থ দুই একটী গ্রাম দস্যুদিগের বাস স্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গঙ্গাধর র লাগাও বাকইপাড়া নামক একটী গ্রামের ারা তাহাদের জমিদার শ্রীরামপুর নিবাসী ৺ নচন্দ্র মোয়ামীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলি- ছিল। অপরাধিরা উক্ত অপরাধ উপলক্ষে আদালত ক দণ্ডিত হয়।

সম্পাদক মহাশয়, গঙ্গাধরপুরের প্রজাদিগের ভাব কতদূর ভয়ঙ্কর, তাহা উপরি উক্ত প্রকৃত ঘটনা- লি পাঠে সহজেই অনুমিত হইবে। উহারা পুরুষা- ক্রমে পরম্পরাগত জমিদারগণের প্রতি বৈরিতা ধন করিয়া আসিতেছে। সম্পাদক মহাশয়, ধিক কি লিখিব, যে মহাবল ইংরাজজাতি সমগ্র রতরাজ্য অবহেলে শাসন করিতেছেন, সেই ীক ইংরাজজাতিসম্ভূত মাঃ স্মিথ সাহেবকেও তুর্দ্দর্ষ গঙ্গাধরপুরের প্রজাগণের নিকট পরাস্ত মানিতে হইয়াছিল।

এতৎপ্রদেশে মনোহর বাবুর জমিদারী সম্পত্তি অনেক আছে এবং গঙ্গাধরপুর বাস্তীক ঐ সমস্ত জমিদারীর কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খলাসহকারে নির্ব্বাহ হইতেছে, উক্ত গঙ্গাধরপুরের প্রজাগণের দুর্দ্দর্ষ আচ- রণ যে মিথ্যা দোষারোপের মূলীভূত কারণ, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্পাদক মহাশয়! আবেদনকারীরা মনোহর বাবুর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, ঐ সকল কতদূর সত্য, নিম্ন লিখিত বিবরণ দৃষ্টে যথাযথ অবগত হইবেন।

আবেদনকারীরা তাহাদের (এ) চিহ্নিত বিব- রণে যে কয়েকটী মকদ্দমার কথা উত্থাপন করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে তাহাদের দেয় খাজনার টাকা যে আদালতে আমানত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে জমিদার আইন অনুযায়ী কোন নোটিশ যথা সময়ে পান নাই, উহাদের (বি) চিহ্নিত বিব- রণে যে সমস্ত মকদ্দমার উল্লেখ হইয়াছে ও যে সকল কারণ দর্শাইয়াছে, তৎসমুদায় সম্পূর্ণ অমূলক, উহারা কেহই জমিদারের কাছারিতে খাজনা দিতে আইসে নাই ও তাহারা নিজমুখে স্বীকার করিয়াছে যে আদালতেও উক্ত টাকা জমা হয় নাই।

(সি) চিহ্নিত বিবরণে যে তিনটী মকদ্দমার কথার উল্লেখ করিয়াছে, তাহা আদৌ মিথ্যা, উক্ত মকদ্দমাগুলির আরজি দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে, উহারা উক্ত মকদ্দমার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

(ডি) চিহ্নিত বিবরণ দৃষ্টে অবগত হইলাম যে প্রজারা পুরুষানুক্রমে যে জমা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে, তদুচ্ছেদ বাসনায় জমীদার ১৬ টী মক- দ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! যদি প্রজাদিগের প্রদত্ত রেজিষ্টরি করা কবুলতি দেখেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, উহার একটীও অদ্যাবধি ১২ বৎসর অতিক্রম করে নাই ও প্রত্যেক কবুলতিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে "যে মহাশয়ের কিম্বা মহাশয়ের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির উক্ত জমা যখন আবশ্যক হইবে, তখনই বিনা ওজরে ছাড়িয়া দিব—ঐ সকল প্রজারা ঠিকা প্রজা, জমিদারের উক্ত জমা আবশ্যক হওয়ায় মকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছিল।

(ই) চিহ্নিত বিবরণে যে ৮ টী মকদ্দমার কথা বিবৃত হইয়াছে, উহার প্রকৃত বিষয় এই যে ডিক্রীর টাকা আদালতে জমা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে জমিদারকে কোন নোটিশ দেওয়া হয় নাই ও আদা- লতে ডিক্রীজারির প্রার্থনাকালীন মুন্সেফী আদালতে ডিক্রীজারি বিভাগের কর্ম্মচারী কহিয়াছিল যে এ পর্য্যন্ত টাকা জমা হয় নাই, সুতরাং ডিক্রীজারী হই- য়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এ সম্বন্ধে দোষী কে তাহা সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিবেন।

আবেদনকারীরা বলে তিন বৎসরের মধ্যে ৩৯০ টী মকদ্দমা তাহাদের বিরুদ্ধে হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! বিবেচনা করুন, যদি একটী প্রজা উপ- র্যুপরি ছয় মাস কিস্তির খাজনা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে সাধারণতঃ ৬ টী মকদ্দমা উপস্থিত হইবে, কারণ খাজনা মাসকিস্তিতে দেয় চিরপ্রথা, আবার এক এক জন প্রজা ভিন্ন ভিন্ন কবুলতি দ্বারা জমী জমা করে, সুতরাং ঐ সমস্ত বিবাদী প্রজারা যাহারা সকলেই খাজনা দিতে স্বীকৃত নহে, তাহা- দের নামে যে এই তিন বৎসরের মধ্যে শুদ্ধ ৩৯০ টী মকদ্দমা হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আরও দেখুন, উক্ত গ্রামে আন্দাজ ৩০০ ঘর প্রজা আছে, উহাদের মধ্যে প্রায় ২০।২৫ ঘর বিবাদী প্রজা যদি খাজনা অনাদায় পেযুক্ত তিন মাস অন্তরও উহাদিগের বিরুদ্ধে বাকীখাজনার নালিশ করা যায়, তাহা হইলে কি তিন বৎসরে ৩৬০ টী মকদ্দমা হয় না? উহাদের যদি জমিদার অপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে উক্ত প্রজাদিগের জমা নিষ্কর করিয়া দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারিলে পরাজয় নাই। জমিদার প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া কালেক্টরির মালগুজারি নির্ব্বাহ করেন, প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে পারি নাই বলিয়া যদি জমিদারী মালগুজারি দিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তি কি নীলামের জন্য হইতে নিস্তার পাইবে?

আবেদন পত্রে ২০০ দুই শত প্রজা স্বাক্ষর করি- য়াছে শুনিলাম, কিন্তু আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই- লাম, যে উক্ত গঙ্গাধরপুরের জমীদারের কেবল ২০।২৫ টী বিবাদী প্রজা আছে। উহারা পরস্প- রের আত্মীয় স্বজন ও অপরাপর প্রজাদের নাম লিখিয়া স্বাক্ষর বৃদ্ধি করিয়াছে ও অপর প্রজাদিগকে কহিয়াছে যে, আমরা গবর্ণমেণ্টে এই মর্ম্মে দরখাস্ত করিতেছি, যাহাতে আমাদের গ্রামে পাকা রাস্তা হয়, এইরূপ ছলনা দ্বারা উহাদের স্বাক্ষর লইয়াছে ও অনেকের নাম স্বাক্ষরকারীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে জাল করিয়াছে ও আবশ্যক খরচা চালা- ইবার জন্য চাঁদা তুলিয়াছে। যে সকল প্রজাদিগের মিথ্যা ছলনা দ্বারা স্বাক্ষর লইয়াছে, তাহারা এক্ষণে উহাদের কুঅভিসন্ধি জানিতে পারিয়া অনুতাপ করিতেছে। কি ভয়ানক প্রতারণা! পিতৃসদৃশ জমি- দারের নিকট পুত্রসদৃশ প্রজার ব্যবহার এইরূপ বটে।

গঙ্গাধরপুরের বার্ষিক খাজনা আদায় প্রায় ৮০০০

াব টাকা। তন্মধ্যে ৬০০০ টাকা প্রতি বর্ষে
পোষে সুচারুরূপে আদায় হয়, বাকী ২০০০ টাকা
ঃ চতুর্থ প্রজাগণের নিকট প্রাপ্য, উক্ত টাকা
ায় করিতে জমিদারকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও
ব্যস্ত হইতে হয়।

আবেদনকারীরা কহে যে গঙ্গাধরপুরের জমীর
এক্ষণে বিঘা প্রতি গড়ে ৮ টাকা আছে, তথাচ
ুরুষ বাবু উহার দ্বারা বৃদ্ধি করিতে উৎসুক হইয়া-
; সম্পাদক মহাশয়! আমি নিশ্চয় বলিতে পারি,
আপনারা মধ্যস্থ হইয়া উক্ত বিবাদী প্রজাগণের
ক্রমে গড়ে আট টাকা দূরে থাকুক, বিঘাপ্রতি
৭ টাকা তার ধার্য্য করিয়া দিতে পারেন, তাহা
ল তিনি আপনাদের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে
থাকিবেন।

যে জমিদার অর্থলোলুপ হইয়া খাজনার তার
পূর্ব্বক প্রজাদিগের অর্থশোণিত শোষণ করিতে
সঙ্কল্প হন, তাঁহাকে নরক্রপী পিশাচ বলিলে
াক্তি হয় না। প্রজারা যদি দুর্ব্বিসহ করভারে
ন্ন হইয়া জন্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন
, তাহা হইলে জমিদারের কি লাভ হইল, বরং
ক্ষতি। প্রজাই জমীদারের সম্পত্তি, যাহাতে
াবর্গ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়া জমীর অবস্থার
রোত্তর উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হয় ও স্ব স্ব দেয়
না অক্লেশে জমীদার সরকারে আদায় দেয়
য়ে মনোহর বাবু যেরূপ আগ্রহ, যত্ন ও নিঃস্বার্থ-
ব কার্য্য করিতেছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাকে শত
ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাকুক, সম্পাদকগণ চতুর্থ
ক্ষিত প্রজাদিগের মায়াকান্নায় ভুলিয়া কল্পনা
তে গা ভাসান দিয়া মনোহর বাবুর পক্ষ সঙ্কিত
ম্মার হানি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কালের
হিমা! সুশিক্ষার ফল এইরূপই বটে।

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, মনোহর বাবু
ার পিতার মৃত্যুর পর অন্যূন এক লক্ষ টাকা
চা প্রজাদিগের নিকট হইতে বাকী, বকেয়া ও
ান্য বাবতে প্রাপ্য আছে) তাহা অসঙ্কুচিত-
ও প্রজাদিগকে রেহাই দিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবাদ।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার গত ২৫ এ
ীষের সোমপ্রকাশের সংবাদস্তম্ভে পোষ্টমাষ্টার
ণের কৌশলের প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া যার পর নাই
াশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। "মেদিনী" সম্পাদক
কোথা হইতে যে ঐরূপ কৌশলের প্রস্তাব শিক্ষা
রিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমরা আজ পর্য্যন্তও
ঠিক জানিতে সমর্থ হইলাম না। কিন্তু লোক
পরম্পরা শ্রুত হইলাম, কৌশলটী না কি স্বকপোল-
কল্পিত!

আমি ডাকঘরের কর্ম্মচারী বলিয়া লিখিতেছি
না। বেশ জানি, উক্ত কৌশল সম্বন্ধে পোষ্টমাষ্টার-
গণ দোষী নহেন। যে গ্রামে ডাকঘর নূতন স্থাপিত
হয়, কিম্বা আয়ের অভাবে ডাকঘর উঠিয়া যায়, সেই
গ্রামবাসীরাই ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন।
অর্থাৎ মিথ্যা মিথ্যা রিয়ারিং চিঠি লিখিয়া পোষ্ট-
মাষ্টারদিগের মাসিক ইনিউমারেশনে (পত্র সংখ্যার
তালিকায়) চিঠির সংখ্যা বৃদ্ধি দেখাইয়া থাকে।
বিশেষতঃ উক্তরূপ কৌশল অবলম্বন করিলে পোষ্ট
মাষ্টারদিগের স্বার্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কারণ,
কোন ডাকঘর আয়ের অভাবে উঠিয়া গেলে অন্যান্য
ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের ন্যায় পোষ্টমাষ্টার-
গণকে কার্য্য হইতে একেবারে অবসর গ্রহণ করিতে
হয় না। হয় ত ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষ পোষ্টমাষ্টারকে
অন্যত্র বদলী করিয়া দিয়া থাকেন।

উপসংহারে আমাদের প্রার্থনা এই, ভবিষ্যতে
যেন মেদিনী সম্পাদক কোন অমূলক বিষয়ের অব-
তারণা করিয়া "মেদিনীর" ন্যায় উচ্চদরের পত্রি-
কাকে কলুষিত না করেন, এবং নির্দ্দোষ কর্ম্মচারী-
দিগকে যেন বৃথা তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অবি-
শ্বাসী বলিয়া ঘটনা না করেন।

সন ১২৮৯ সাল ২৯ এ পৌষ। } একজন ডাকঘরের কর্ম্মচারী।

সোমপ্রকাশ

১৭ ই মাঘ সোমবার।

১৮৮১।৮২ অব্দের বঙ্গদেশীয়
শাসনসংক্রান্ত প্রস্তাব।

অদ্য আমরা আমাদিগের অভিপ্রায় সহ এই রিপো-
র্টের ৬ট একটী বিষয়ের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) সার আসলি ইডেনের মফস্বল ভ্রমণ। তিনি
আগষ্ট মাসে নদীযানযোগে প্রথমে কলিয়ার, তথা
হইতে ধুবড়ীতে গমন করেন। ট্রামওয়ে পাবনাট
এবং আশামে স্থানান্তর হইতে লোক আনয়ন করি-
বার রাস্তা পর্য্যবেক্ষণ করা তাঁহার ধুবড়ী গমনের
উদ্দেশ্য। ধুবড়ী হইতে তিনি সিরাজগঞ্জ চাকা
বরিশাল ও খুলনায় যান। জেলার সিবিল ষ্টেষণ
করিবার এবং মধ্যবঙ্গরেলওয়ে ও ক্যানিং বন্দরে
শেষ আড্ডার স্থান দেখিবার জন্য তথায় যান।
তথা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন।
মেদিনীপুরে গবর্ণমেণ্টের যে ৫টী খাসমহল আ
তথাকার খাজনা আদায় লইয়া গোলযোগ উপ
হওয়াতে সার আসলি ইডেন উহার অনুসন্ধা
কলিকাতা হইতে মেদিনীপুরে যাত্রা ক
শীতকালে তিনি মতিহারি, মজফরপুর, ছাতুয়া,
ছাপরা, পাটনা, গয়া, বক্সার, ভি
ভূমরায়ন, বেহারস্থ এই স্থানগুলি দর্শন ক
ঐ স্থান হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসি
সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজকে মহারাজাধিরাজ
উপাধি দিবার নিমিত্ত এক দরবার করেন।
আসলি ইডেন বেহারে ভ্রমণ সময়ে গয়ার
মহারাজকে উপাধি দেন এবং ভূমরায়ণের
রাজকে মহারাজ বাহাদুর এই উপাধি দিবার নি
তথায় এক দরবার করেন। আর ছাতুয়া
বেতিয়ার মহারাজদিগের গৃহে গমন করিয়া ত
দিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন
ফেব্রুয়ারি মাসে কুচবিহারের মহারাজের রাজ্যে
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

প্রতি বর্ষের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টে অ
লেপ্টনণ্ট গবর্ণরদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত দেখিতে প
তাহাতে মফস্বলভ্রমণ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরদি
কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। যদি তাঁহাদি
কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল, তাঁহাদিগের এই কর্ত্তব্যের
ষ্ঠান নিবন্ধন দেশের কতকগুলি কল্যাণকর কা
অনুষ্ঠান হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত
কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের সেই ভ্রমণকালীন ক
কর কার্য্যের অনুষ্ঠানের পরিচয় পাই না। তা
অনেক সময়ে আমাদের এরূপ মনে হয়, দে
কল্যাণ যত হউক না হউক, একটী উপলক্ষ ব
লেপ্টনণ্ট গবর্ণরেরা দেশ ভ্রমণ করিয়া আ
করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে স্বাস্থ্যের সঞ্চয়ে যত্নবান
সার আসলি ইডেন যে যে স্থানে ভ্রমণ করেন, ত
সকল স্থানে গমনের উদ্দেশ্য নির্দ্দেশিত হয় ন
যে দুই একটী উদ্দেশ্য নির্দ্দেশিত হইয়াছে,
সামান্য মাত্র। উহার মধ্যে মেদিনীপুরে গ
উদ্দেশ্যটী মহৎ। খাসমহলের খাজনা আ
গোলযোগ মিটাইবার চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তার
কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। ইডেন সাহেব ঐ গোলযে
কিরূপ মীমাংসা করিয়া দিলেন, রিপোর্ট মধ্যে
লিখিত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু ফলাংশ
কারময় দেখা যাইতেছে। প্রজাদিগের চী
নির্ব্বাণ হয় নাই। যাহা হউক, মেদিন
গমনের একটী উদ্দেশের কথা বলা হইয়াছে।
মজফরপুর মতিহারি প্রভৃতি স্থানগুলি পরি
কোন উদ্দেশ্যই বর্ণিত হয় নাই। আমাদের
যান লেপ্টনণ্ট গবর্ণরও শীতের সময়ে ঐ স্থা

ভ্রমণ কর্ত্তেছেন, কিন্তু এখন তাঁহার তত্তৎ
গমনের কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না।
ঃ বলিতে কি লেপ্টনন্ট গবর্ণরদিগের দেশ
রীতি দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহাতে তাঁহা-
র কার্য্যসম্বন্ধ আমোদসম্বন্ধই অধিক
ত।

লেপ্টনন্ট গবর্ণরদিগের দেশভ্রমণে আমরা দুটি
ষ্ট দেখিতে পাই। এক, তাঁহাদিগের অবশ্য
য়া কার্য্যের ক্ষতি; দ্বিতীয়, যে যে রাজার সহিত
া কর্ত্তিতে যান, তাঁহাদিগকে অকারণে ব্যয়-
করা হয়। শিক্ষাবিভাগের একজন ডাইরে-
একবার লিখিয়াছিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে
ার সমুদয় কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হয়, তিনি বসিয়া
ন। লেপ্টনন্ট গবর্ণরেরাও কি সেইরূপ মনে
ন, এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের
হয়? যাঁহার উপরে একটি প্রকাণ্ড প্রদেশের
ল বিষয়ের গুরুতর ভার ন্যস্ত, তাঁহার কি
অকাল আমোদ করিবার অথবা আলস্যে কাল-
া করিবার অবসর থাকে? তবে যাঁহার প্রজার
লবাসনায় প্রকৃত প্রস্তাবে যথারীতি কার্য্য করি-
ইচ্ছা না থাকে, তাঁহারই যথেষ্ট অবকাশ হয়।
াবিভা পর উল্লিখিত ডাইরেক্টর সাহেব যেমন
কতগুলি কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এবং ঐ
কার্য্য তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য স্থির করিয়া
ণ্ড কাল করিয়া লইয়াছিলেন, যে লেপ্টনন্ট
ার ঐরূপ কার্য্যকে আপনার একমাত্র কর্ত্তব্য
বেচনা করেন, তাঁহার আমোদ করিবার যথেষ্ট
য় হইতে পারে। কিন্তু যাঁহার প্রজার হিত-
নের বাসনা থাকে, তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবার
সর থাকে না। লেপ্টনন্টগবর্ণরের যেরূপ গুরুতর
য়া, সমস্ত দিবারাত্রি পরিশ্রম করিলেও প্রতি
স কর্ত্তব্য কার্য্যের শেষ করা যায় না।

রিপোর্টে দেখা গেল, পূর্ব্বাবিত বর্ষে
য়েকটী পরিবর্ত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটী
—সে ক্রাবি অফিসে একজন এ দেশীয়
কারী ছিলেন। ঐ আপীসে কার্য্যের ভিড় হও
ৎপদে একজন ইউরোপীয়কে অগ্রে সেক্রে-
করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রকারান্তরে এই
বলা হইয়াছে যে, এ দেশীয় সহকারী সেক্রে-
কয়েক বৎসর যে কার্য্য করিয়া আসিতে-
ন, সেই কার্য্য বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি তৎসম্পা-
অসমর্থ হইলেন। এই নিমিত্ত একজন ইউরো
কে নিযুক্ত করা হইল। ইউরোপীয়ের ক্ষমতা
ক, অতএব তিনি তৎকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ
বেন।

যে কাজ করিতে হইবে, তাহাতে এ দেশীয়ের ক্ষমতা অল্প ও ইউরোপীয়ের ক্ষমতা অধিক, অথবা ইউরোপীয়ের ক্ষমতা অল্প এ দেশীয়ের ক্ষমতা অধিক কিম্বা উভয়েই সমান ক্ষমতা সম্প্রতি এ বিচার করা আমাদের উচিত হয় না। কারণ, কর্ত্তারা সে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে আমরা এই কথা বলি, কাজ অধিক হইলে নূতন সহকারী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কাজের যখন ভিড় হইল, তখন এ দেশীয় সহকারীর সাহায্যার্থ একজন নূতন লোক দেওয়া উচিত ছিল। সর্ব্বত্রই এইরূপ নিয়োগেরই নিয়ম। এ স্থলে আমাদের একটী প্রশ্ন এই, এ দেশীয় সহকারী সেক্রেটরি যে বেতন পাইতেন, ইউরোপীয় অগুর সেক্রেটরিও কি সেই বেতন পাইবেন? ইউরোপীয়ের বেতন অধিক সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়কে যে বাড়তি বেতন দিতে হইল, সেই বাড়তি বেতন দিয়া একজন এ দেশীয় অতিরিক্ত সহকারী নিযুক্ত করিলে কি ভাল হইত না? বলিতে কি এটী ইডেন সাহেবের বঙ্গদেশীয়প্রিয়তার অনুরূপ কার্য্য হয় নাই।

এতদ্ভিন্ন অন্য যে কয়েকটী পরিবর্ত্ত হয়, যে পরিবর্ত্তের কথা পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছিল, সে পরিবর্ত্তে দেশের মঙ্গলই হইয়াছে। সে পরিবর্ত্ত বিচার-সংক্রান্ত বিভাগের পরিবর্ত্ত। প্রথমে ৫ জন অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট জজ ও ১১ জন মুন্সেফকে অস্থায়িরূপে নিয়োজিত করা হয়। তাহার পর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে তাঁহারা স্থায়িরূপে বিচার সংক্রান্ত বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন। কয়েক জন সিবিলিয়ান পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে জজের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। খাজনার মকদ্দমা বৃদ্ধি হওয়াতে যে কয়েকটী আদালত স্থাপিত হয়, তাহার কার্য্য উত্তমরূপ সম্পন্ন হইয়াছে। পুলিস সম্বন্ধে ও বন্দরপ্রভৃতি সম্বন্ধেও কিছু কিছু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। সেগুলি মন্দ হয় নাই।

বেঙ্গল সম্বন্ধে মষ্টর কলিংহাম সাহেবের মত।

কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সর বিচার্ড গার্থ জমীদারের পক্ষ সমর্থন করিয়া স্বমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি আবার ঐ আদালতের অন্যতম বিচারপতি কনিংহাম সাহেব প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া একটী মিনিট লিখিয়াছেন। তিনি যে প্রজা পক্ষপাতী, মিনিটটী পাঠ করিলে সে বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রম থাকে না। তিনি রাজস্বদাতা জমীদার ও প্রজা উভয়ের সংখ্যা করিয়া উভয়ের ন্যূনাতিরেক ধরিয়া এই কথা বলেন "যে সকল ব্যক্তির হস্তে ভূমির স্বামিত্ব আছে, সমুদায় প্রজার সহিত তাহার তারতম্য করিলে তাঁহারা সমুদায় প্রজার সামান্য অংশমাত্র। ++++ গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজাসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমানে কোন আইন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, এই ন্যূনাতিরেককে দৃষ্টিবহির্ভূত করিয়া কার্য্য করিতে পারেন না। যদি এরূপ ঘটনা হয়, পরস্পরের বর্ত্তমান স্বার্থের উচ্ছেদ না করিলে বর্ত্তমান অনিষ্টের নিবারণ না হয়, তাহা হইলে তাহা করাও কর্ত্তব্য। এরূপ অনেক প্রমাণ আছে, যে স্থলে উভয়বিধ বিরোধী স্বার্থের প্রাদুর্ভাব হয়, সেখানে অধিকসংখ্যের স্বার্থ রক্ষিত হইয়া থাকে। সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত স্থলে তাহা করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। মকদ্দীপসমূহে প্রায় এরূপ জাতি দেখা যায় না, যে জাতির ভূস্বামীদিগকে সাধারণের মঙ্গলার্থ আপনাদিগের স্বত্বের আবশ্যক অংশ পরিত্যাগ করিতে হয় নাই।" ইত্যাদি।

গবর্ণমেণ্টের নিকটে কে কত রাজস্ব দেয়, রাজস্ব সংগ্রহ পুস্তক হইতে তাহার তালিকা সংগ্রহ করিয়া কনিংহাম সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, কলিকাতা জমীদারের সংখ্যা অল্প। সাধারণ প্রজাই অধিক। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অবধি বর্ত্তমান খাজনা সংক্রান্ত আইনের যত প্রকার পরিবর্ত্ত হইয়াছে, কনিংহাম সাহেব তদ্বিষয়ক সংগ্রহেও উদাসীন হন নাই। তাঁহার মনের ভাব এই, বর্ত্তমান গোলযোগ শান্তির নিমিত্ত প্রজাদিগকে কোন প্রকার স্থায়ী স্বত্ব দেওয়া আবশ্যক। যে স্থলে প্রজার সহিত জমীদারের একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত বিধান ব্যতিরেকে এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া ভার। এই নিমিত্ত আমরা পরামর্শ দিয়া আসিতেছি, গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজা এই দুয়ের লাভালাভ গণনা করিয়া যাহাতে কাহারও ক্ষতি না হয়, এরূপ একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিউন। কৌশলক্রমে জমীদারের অনিষ্ট করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রজাকে স্বত্ব দান করিতে গেলে এ গোলযোগের মীমাংসা না হইয়া উত্তরোত্তর ইহার বৃদ্ধি হইবে। জমীদারেরা ক্রমেই অসন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত হইবেন না, প্রজার প্রতিও বিরূপ হইবেন। এরূপ না করিয়া যদি এককালে একটী চিরস্তর বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে এ অনিষ্ট দূরগত হইতে পারে।

অনেকের ইচ্ছা এই, জমীদার-শ্রেণী না থাকেন। কনিংহাম সাহেব ইঙ্গিতেও সে আভাস দিয়াছেন। কিন্তু দেশের একটী প্রধান শ্রেণী বিলুপ্ত হইবেন, এটী কোন কালের কথা নয়। এ বিষয়টী চিন্তা করিলেও অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়। ইহাকেই বলে

...ষিত পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের আশা। যে ...ণী এক্ষণে ধন জ্ঞানে বহুমূল, সে শ্রেণী হইতে ...শের মান সম্ভ্রম, যে শ্রেণী হইতে দেশের সৌভাগ্য, ...শ্রেণী উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ়, সে ...ণী বিলুপ্ত হইক, আর একটী নিম্ন শ্রেণী নূতন ...হইয়া দেশের সে ...ভার বহির মূল হউক, এ ...দেশ, মাত্র ...শ্রেণীকে যথাবিহিত ...ও অধিকার দেওয়া ; একটী নূতন শ্রেণীকে ...ত করিয়া ...দেওয়া

...প্রজাদিগকে স্বত্ব করিয়া দিলেই যে সে অভীষ্ট ...সিদ্ধ হইল তাহা নহে। উহার আনুষঙ্গিক ...ও কর্ত্তব্য বিষয়ের অবধারণা আবশ্যক। ...এস্থলে সব কথাই বলিতেছি, কারণ, অন্য ...প্রদেশের অপেক্ষা উহার অবস্থা অনেক উন্নত; ...উহার প্রজাদিগের অধিকাংশ প্রজা মূর্খ। ...এই সকল অনর্থের মূল। কৃষকদলের যাহারা কিছু ...লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহাদের অনেকে ...ঃ মোটে আখরিয়া। মোটে আখরিয়ারা অধিক-...অনর্থের কারণ। অধিকাংশ কৃষকের মূর্খতা ও ...জ্ঞতা নিবন্ধন তাহাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই। ...যারা প্রায় সহজে জমীদারের খাজনা দিতে চায় ...যাহাদের সঙ্গতি নাই, তাহাদের ত কথাই ...যাহাদের সঙ্গতি আছে, তাহারাও স্ব স্ব ইচ্ছায় ...জ খাজনা দেয় না। প্রতারণা করিয়া জমী-...র খাজনার দায় হইতে এড়াইতে পারিলেই ...রা আপনাদিগের পৌরুষ জ্ঞান করে। আমরা ...একবার উল্লেখ করিয়াছিলাম, পুনরায় করি-...ছ, মৃত মহারাজ রাধাকান্ত দেবের জমীদারিতে ...পরগণাই উহার একটী প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। ঐ ...টী পরগণার অনেক প্রজাই বিলক্ষণ সঙ্গতি-...ন্ন। তাহারা অনায়াসে খাজনা দিতে পারে। ...নারে চাষও অল্প। কিন্তু নিতান্ত গুরুর বিষয়, ...খাজনা সহজে খাজনা পরিষ্কার করিয়া দেয় না, ...ই বাকি ফেলিয়া রাখে। তাহাদের দুরাচরণে ...কাশ্য দেবের তালুক ত বিক্রয় হইয়াছে। ৺ ...ভর বাবু নবীনচন্দ্র দেব ঐ তালুক ক্রয় ক'র ...ছেন। কিন্তু দুষ্ট প্রজারা তাঁহাকেও বাতিব্যস্ত করিয়া ...তুলিয়াছে, প্রজারা তাঁহার প্রাপ্য ন্যায্য খাজনা ...হাকে কোনক্রমে দিতে চায় না। তাঁহাকে প্রতো-...ব নামে নালিশ করিয়া খাজনা আদায় করিতে ...হইতেছে। তাহাদিগের ফল এই, নবীন বাবুকেও ...পেয়ন দিবে।

মহারাজ রাধাকান্ত দেবের জমীদারিতে কোন ...কার নাই ছিল না। তাঁহার খাজনার হারও ...ই সামান্য ছিল। যখন তাঁহার জমীদার প্রজার ...দিগের জমীদারি ...এ অসমর্থ হইয়াছেন, তখন স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, প্রজারা সহজে খাজনা দিবার লোক নহে। ইহাও প্রমাণ হইতেছে, তাহাদিগের সহিত একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত হইলেই অথবা তাহাদিগকে কোন প্রকার স্বত্ব প্রদান করিলে যে সহজেই জমীদারের খাজনা আদায় হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। তবেই খাজনা আদায়ের একটী স্থানরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা উপরে কহিয়াছি, প্রজার কর্ত্তব্যজ্ঞানশিক্ষা নাই। সেই অশিক্ষা নিবন্ধন জমীদারকে যথা সময়ে খাজনা দেয় না। অতএব যাহাতে প্রজাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা হয়, বর্ত্তমান আইনের সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দেখিতে পাই, অনেকের ইচ্ছা এই, প্রজাদিগকে বিশেষ স্বত্ব দিয়া উহা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক। আমাদের বিবেচনায় এ ইচ্ছা ভাল নয়। স্বত্ব হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা দিলে প্রজারা তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। কৃষকদলের অনেকেই নিতান্ত অলস। আলস্য সকল অনিষ্টের প্রসূতি; যাহারা অলস, তাহারা যথোচিত পরিশ্রম করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে পারে না; যথোচিত পরিশ্রম সহকারে শস্য বিক্রয় করিয়া লাভ করিতেও পারে না এবং যথাবিধি ব্যয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক ৬ টাকা সঞ্চয় রাখিতেও পারে না, সুতরাং তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকে। অন্য ঋণ পরিশোধ করা দূরে থাকুক, জমীদারের নিকটে দেয় ন্যায্য খাজনাও দিতে পারে না। খাজনা না দিলে বিষয় রক্ষা হয় না। প্রজাকে হাজার স্বত্ব দেওয়া হউক, সে যদি খাজনা দিতে না পারিল, তাহার সে স্বত্ব হস্তান্তর হইয়া গেল। আমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, প্রজারা দত্ত স্বত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই। যে সকল প্রজা শ্রমশীল ও চতুর, অলস ও নিঃস্বদের স্বত্ব তাহাদিগেরই হস্তগত হইয়া পড়ে। অতএব আমাদের বক্তব্য এই, প্রজাকে যদি কোন প্রকার স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহারা তাহা হস্তান্তর করিতে না পারে, এই নিয়ম করা কর্ত্তব্য। তবে এক আপত্তি এই, স্বত্ব হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা না দিলে জমীদারের খাজনা আদায় হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। অনেক প্রজারে ভূমিজাত শস্য বসিয়া বসিয়া খাইয়া ফেলিবে, জমীদারের খাজনা দিবার বেলা বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইবে। কিন্তু যদি স্বত্ব হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকে, সে ভূমি বিক্রয় করিয়া জমীদারের খাজনা পরিশোধ করিতে পারিবে। এ যুক্তি আদরণীয় নয়। যদি প্রজা লব্ধ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইল তবে জমীদারকে অসন্তুষ্ট করা হইল কি? যাঁহারা প্রজার মঙ্গল চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহাদের ত ইষ্টসিদ্ধি ...না। বরং এইরূপ নিয়ম করিলে প্রজার কথঞ্চিৎ ...হইতে পারে যে, যে প্রজা খাজনা পরিশোধ করি... অশক্ত হইবে, তাহার স্বত্ব জমীদারের হস্তে থাকি... জমীদার সেই স্বত্বের জমী অপরকে বন্দোবস্ত করাইয়া আপ... প্রাপ্য খাজনার সংস্থান করিয়া লইবেন। ... তাঁহার দেনা পরিশোধ না হইবে, যাবৎ জমীদার... আপনার পূর্ব্বাপর প্রাপ্য খাজনা আদায় করিয়া ...লইবেন, তাবৎ সেই অক্ষম প্রজার স্বত্বাস্পদ ... তাঁহার হস্তে থাকিবে। তাঁহার প্রাপ্য আ... হইলে পর তিনি সেই অক্ষম প্রজাকে সেই ... পুনর্বার দিবেন। যদি সেবারেও সে নিজ ... রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে সে ...হইতে এককালে বঞ্চিত হইবে। ফলতঃ প্র... যাবৎ কাজের লোক না হইবে, যাবৎ তা... সদ্ব্যবহারসম্পন্ন না হইবে, তাবৎ ভূমিতে তা... দিগের সুবিধা করিয়া দিলেও তাহাদের স... কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নয়।

"উত্তরপাড়া সাধারণ সমাজ।"

আজ কাল ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ... সকল স্থানেই স্থানীয় আত্মশাসনপ্রণালীর বিষয় ল... মহৎ আন্দোলন চলিতেছে। এটী সত্বর কা... পরিণত হয়, অনেকেরই এই ইচ্ছা দেখিতে পা... পুরাণ মিউনিসিপালিটীর পুরাণ কমিশনরেরা ... হইয়া এক প্রকার হাত পা ছাড়িয়া বসিয়াছে... ব্যবস্থাপক সভারও এতৎসংক্রান্ত আইনের প... লিপি উপস্থিত হইয়াছে। সে দিন রেবরণ্ড সা... ...কে একটী বক্তৃতা করিয়া ইহার অস্তিত্ব ... করিয়াছিলেন, সম্প্রতি আবার মেকলে সা... একটী বক্তৃতা করিয়া ইহার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছে... ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয় উভয় সমাজেই এটী ... পুনরুদ্যম করিয়া তুলিবার নিমিত্ত বাগ্র ও সবি... যত্নবান্ হইয়াছেন। ফল পক্ষপোষুখ হইয়া ... কেবল আকর্ষণ দিয়া একটু আকর্ষণ করিলেই ... আমাদের ক্রোড়গত হয়। এসময়ে কৃতবিদ্য ... আর উদাসীন থাকা উচিত নয়। আমরা আনি... চিন্তা করিতেছি, উত্তরপাড়ার কৃতবিদ্যগণ সম... চিত অনুষ্ঠান করিয়া পথপ্রদর্শী হইয়াছেন। ... দের প্রেরিত যে একখানি অনুষ্ঠান পত্র আমাদি... হস্তগত হইয়াছে, তাহা আমরা এ স্থলে অবি... উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা আমাদিগের বক্ত... শেষ বলিয়া দিবে। তাহা এই:—

"আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল মহো... এদেশে আত্মশাসন প্রথা প্রচলিত করিয়া ভ...

ক একরূপ নূতন জীবন প্রদান করিয়াছেন। ...
...উৎসাহ ইতিপূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। ...
...দেশে এমন গ্রাম বা নগর নাই যেখানে জনসাধা-... আত্মশাসনসম্বন্ধে সভা করিয়া এবং সকলে ...র মিলিত হইয়া অশেষ উৎসাহ এবং আনন্দ ...কারে আপনাদের মনোগত ভাবের পরিচয় না ...ছেন। সৌভাগ্যক্রমে মহাত্মা রিডার্স টমসন ...সময় বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা। ইনি ভারতবর্ষীয় ...মেণ্টের অবলম্বিত নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া অতুল ...গাতে স্থাপনার স্বাভাবিক উদারতা এবং সাধুতার ...ত উক্ত নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান্ ...ছেন। বিশেষ উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটীতে ...প্রথমে দেশীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া তিনি ...রণকে আশ্বস্ত এবং আমাদের গ্রামের প্রতি ...সময় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব আমরা ...তার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিব। রাজপুরুষ- ...তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছেন। এক্ষণে ...য় ব্যক্তিরা যাহাতে আপনাদিগের কার্য্যপ্রণালী ...। আপনারা আত্মশাসনভার পাইবার উপযুক্ত ...প প্রমাণ করিতে পারেন, তজ্জন্য সকলের যত্নশীল ...য়া উচিত।

...রেণ্ড টমসাহেব বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ...শাসনের পাণ্ডুলিপি প্রচলন করিবার সময় ...ক কতকগুলি সারগর্ভ বাক্য বলেন, তাহার মর্ম্ম ...:—

"সভ্যগণকে বলা বাহুল্য যে সকলপক্ষে এ বিষয়ে ...ন দ্বারা কেবল কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইতে ...ে; প্রকৃত ... যে সভ্যগণের বাহিরে সম্পাদিত ...বে, তদ্রূপ সভ্যগণের বাহিরে জনসাধারণ দ্বারা ...ক হইবে। সকলে ইহাতে উত্তেজনা ও জীবনী ...ক প্রদান না করিলে আইন সঙ্কলন অকার্য্যকর ...য়া পড়িয়া থাকিবে। জনসাধারণ যদি এ বিষয়ে ...সাহের অবকাশ ও সময় ক্ষেপ করিতে সম্মত না ..., যদি তাঁহারা কুসংস্কার ও পক্ষাপক্ষ জনিত ...বশতঃ পরিচালনে তাহারা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত শাসন- ...র সমাজের অন্য শ্রেণীর লোকের উপকারের ...ক প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে আইন সঙ্ক- ...দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে ...সনার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ...ছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত নীতি ...াতে কার্য্যকর হয়, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে ...ত, কিন্তু আত্মশাসন নীতির সিদ্ধির জন্য গবর্ণ- ...ট জনসাধারণের সহানুভূতি ও রাজভক্তির উপর ...ূর্ণ নির্ভর করেন। ইহার দ্বারা যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ...ীয় চরিত্রের উন্নতি হইবে তাহাতে অণুমাত্র ...হ নাই।"

গবর্ণমেণ্টের সদভিপ্রায় সাধন এবং আত্মশাসনের উন্নতির জন্য উত্তরপাড়াবাসী কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি "উত্তরপাড়া সাধারণ সমাজ" (Uttarpara People's Association) নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। গ্রামস্থ মিউনিসিপালিটী এবং জেলা ও সবডিভিজনের বোর্ডের কার্য্য যাহাতে সাধারণের উপকারের জন্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, ব্যবস্থাপক সভায় যাহাতে মঙ্গলকর আইনসকল লিপিবদ্ধ হয়, সেই সকল বিষয়ের অনুশীলন, সমাজ সংস্কার ও জনসাধারণের সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতি এই সভার উদ্দেশ্য। সকল সম্প্রদায়ের লোক এই সকল সভাশ্রেণীভুক্ত হয়, প্রতিষ্ঠাতৃগণের ইহাই উদ্দেশ্য। সাধারণ সমাজ, সামান্য কৃষক হইতে ভূস্বামি পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের উপকার ব্রতে ব্রতী, অতএব সকল সম্প্রদায়ের লোকের ইহার উন্নতির নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়া উচিত।

আমাদিগের প্রজাবৎসল মহারাণী রাজপ্রতিনিধি বিপন মহোদয়ের এই সাধারণ সমাজের উন্নতির ইচ্ছা করিয়া পত্র দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণের নিকট তাঁহার সদিচ্ছার পরিচয় দিয়াছেন। অতএব সভার অনুষ্ঠাতৃগণ তাঁহাকে হৃতজ্ঞ হৃদয়ে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।"

আমাদের ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, সকল জনপদের সকল গ্রামেই এইরূপ এক একটী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সেই সমাজের সভ্যগণ সমাজের উন্নতি সাধনের স্বপরিচয় নানাবিধ অনুষ্ঠান করিয়া সমাজকে উন্নত করিয়া তুলেন। কৃতবিদ্যেরা যেন এ বিষয়ে ঔদাস্য করিয়া সমাজের প্রতি আপনাদিগের কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান বিষয়ক প্রতারণাভাগী না হন।

আত্মশাসনসম্বন্ধে মেকলে সাহেবের

বক্তৃতা।

১১ এ জানুয়ারি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় আত্মশাসন প্রসঙ্গ উপস্থিত করা হইয়াছিল। মেকলে সাহেব একটী বক্তৃতা করেন। যেরূপে ইহার সূত্রপাত হয়, তদবধি যে যে ঘটনা হয়, তিনি বক্তৃতাকালে বিস্তারিতরূপে সে সমস্তের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ১৮৭০ অব্দে লর্ড মেও যখন আয়রবেরিবয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসকলের হস্তে অর্পণ করেন, সেই সময়ে ইহার সূত্রপাত হয়। স্থানীয় দেশীয় ও ইউরোপীয়েরা স্থানীয় রাজনীতিসংক্রান্ত কার্য্য আপনারা করেন, লর্ড মেওরএই ইচ্ছা ছিল। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল এই বিষয়টী কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগ করিয়া ... কমিটীর সৃষ্টি করেন। সর রিচার্ড টেম্পলের ... কালীয় মিউনিসিপাল কমিশনর সম্বন্ধীয় করি... প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। এক্ষণে যদি গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়টীকে পূর্ণ করিয়া তুলিবার পাইতেছেন। যেরূপ মহাসভা বোর্ড ও ... বোর্ড করা হইবে, সেই সেই বোর্ডকে যে কার্য্যভার দেওয়া হইবে, যেরূপে সভ্য-... কতক কতক উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐ সকল বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে কি না এখন এই ... মেকলে সাহেব বক্তৃতাকালে একটী বড় কৌতুক বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বক্তৃতার দিবসেই তিনি লণ্ডনের একখানি সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলেন, সম্পাদক কহিতেছেন, মিউনিসিপাল কার্য্য সম্বন্ধে এ দেশীয়দিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে ভারতে ব্রিটিশ অধিকার কি হইবে! বড় দুঃখের বিষয়, এ দেশের অবস্থা অনভিজ্ঞতানিবন্ধন অনেক ইংরাজের মনে এই অমূলক আশঙ্কা উদিত হইয়াছে। এই অনভিজ্ঞতানিবন্ধন এ দেশের উন্নতির বিষয়ে নানা ঘটিয়া তাঁহারা বিশেষ জানেন না, বিশেষ বুঝেন না, সুতরাং যে সে কার্য্যে ও যে সে বাক্যে বিদ্রূপ-শর বর্ষণ করেন। বড় আশ্চর্য্য ও কৌতুকের বিষয়, ... গবর্ণমেণ্ট এমন কি কাজ করিতেছেন এবং দেশীয়দিগের হস্তে এমন কি ক্ষমতা দিতেছেন এ দেশীয়েরা তাঁহাদের কাড়িয়া লইয়া ... দিগকে এ দেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবে যে যন্ত্রের বলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট চলিতেছে সেই যন্ত্র কি ভারতবাসির হস্তে প্রদত্ত হইলে কামান বোমাগুলি ও অস্ত্র শস্ত্র কি দেওয়া হইবে কোন দৈবল ইংরাজ-সৈন্য-বিজয়ী ... থাকে কি ভারতবাসির শরীরে সঞ্চারিত হইবে? তবে রাজা লাভের ভয় কেন? এ দেশীয়দিগের হস্তে এমন কি গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পিত হইবে, যে ইহাঁরা রাজ্যের জীবন মরণ হইয়া উঠিবেন? ইহাঁদিগকে যে কাজ করিতে দেওয়া হইবে সে ত উহু কাজ! রাস্তা ঘাট, বিদ্যালয় ঔষধ প্রভৃতির তত্ত্বাবধান। যাহাদিগের একটু সাধারণ বুদ্ধি আছে, তাঁহারাই ত এ কাজ করিতে পারে তবে একটু সাধারণের হিতবুদ্ধি চাই এবং স্বার্থের কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করা চাই।

কাজটী সামান্য হইলেও এ দেশীয়দিগের অসামান্য উৎসাহ প্রদর্শনের কারণ এই, লোকের ভিন্ন ভিন্ন, প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন, বুদ্ধি বিবেচনা ভিন্ন ভিন্ন। কেহ মনে করিতেছেন, সম্মান লাভ হইবে

মনে ভাবিতেছেন [illegible] কিছু কাজ করা
র সার্থকতা সম্পাদন করা হইবে। তেজ
রিতেছেন, আমরা মুখে [illegible] চাপা
ছি কিন্তু কলিকাতা [illegible] প্রকাশ
কাজে [illegible] করা
করে, যার আপনা [illegible] কার
[illegible] নাম
ইংলণ্ডের প্রকাশ

[illegible] ভারতে ইংরেজ

[illegible] আইন [illegible]
[illegible] হইবে না। কিন্তু
[illegible] ভাবে নির্ব্বাচনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া
[illegible] পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আমরা [illegible]
[illegible] হইতে নিকাচিত ব্যক্তিদিগের কার্য্য দর্শন
[illegible], যদি [illegible] হইবার উপক্রম হয়,
[illegible] করিবার হইয়া হস্তক্ষেপ করিবেন।
[illegible] পূর্ব্বে কয়েক বার বলিয়াছি, পুনরায় বলি
[illegible], মিউনিসিপালিটী অন্য কোন অদ্ভুত বা নূতন
[illegible] উহা কেবল পঞ্চায়তপ্রণালীমাত্র।
[illegible] নিবন্ধন পঞ্চায়েতগুলা চলিয়া আসি-
[illegible] রাজা বরাবর তাহার অনুমোদন করিয়া-
[illegible], কিন্তু যদি পঞ্চায়তের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন
[illegible]। এখন এই স্বাধীনতার উল্লাসনকালে রাজ-
[illegible] যদি অধীনতাসূত্র দ্বারা মিউনিসিপা-
[illegible] নিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে আমাদের
[illegible] অভিপ্রেত সিদ্ধি হইবে না।

[illegible] কিঞ্চিৎ চীৎকার
[illegible]।

[illegible] বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের মৃদুতা নিব-
[illegible] থাকে [illegible] গোলযোগ সম্বটিত
হইতেছে। শাসন সংক্রান্ত বিভাগের কর্ম্মচারীরা প্রায় উচ্ছৃঙ্খলের কার্য্য করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা আইনের অবমাননায়ও পরাঙ্মুখ নন। গোরাদিগের ও দেশীয়ের প্রাণবধে নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তি, ইউরোপীয়দিগের যথেচ্ছাচারিতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং চুরী ডাকাইতি প্রভৃতিরও ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। শাসন কার্য্যের এ অবস্থা প্রশংসনীয় নয়। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট নানাপ্রকারে ভারতের নানারূপ কল্যাণসাধন করিবার চেষ্টা করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন বটে; কিন্তু শাসন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অবহেলা হইতেছে। একের প্রতি মনোযোগী হইয়া অন্যের প্রতি অমনোযোগী হইলে রাজধর্ম্ম রক্ষা হয় না। ঈশ্বর পশ্চিমাঞ্চল বাসী হাইকোর্ট ও মফস্বলের সিবিলিয়ান বিচারপতিদিগের দ্বারা এক একটী মকদ্দমার যেরূপ মীমাংসা হইয়া থাকে, তদ্দৃষ্টে পাঠ করিলে তাঁহাদিগকে শান্তিস্থাপন কার্য্যে নিযুক্ত বিবেচনা করা দূরে থাক, বরং শান্তিভঙ্গ করিতেই সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কে এ অবিচার নিবারণের চেষ্টা করে? ইহার প্রতিকূল বাক্য নিঃসৃত করে এরূপ সাধ্য কাহার? যাঁহার সে ক্ষমতা আছে, তিনিই যখন নিরুদ্যম, তখন আর আমরা কি? আমরা যাহাদের স্বার্থ, তাহাদের লর্ড রিপনকে একজন সাহেবান্ধ পুরুষ বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। সুতরাং তাঁহার প্রতি পক্ষপাতিতা তাঁহার উচ্চ হৃদয়কে কলুষিত করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাহার শাসনকালে যখনই কোন ইউরোপীয় ও দেশীয়ের বিবাদ হইয়াছে, তাহাতে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, এই অবিচারের সংস্কার। ইউরোপীয় ইউরোপীয়কে হত্যা করিলে অথবা পরস্পরের প্রতি পরস্পরে অত্যাচার করিলে যে দণ্ডের বিধান করা হয় দেশীয়ের প্রতি তাহাদিগের সেইরূপ অত্যাচার নিবন্ধন কখনই সে দণ্ড হয় না। সুতরাং তাহারা ক্রমে প্রশ্রয় পাইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, পুনরায় বলিতেছি সে দিন বীরভূমে এক জন ইক্ষু বিক্রেতাকে নিরপরাধে একজন গোরা হত্যা করিল, হাইকোর্টের বিচারে তাহার মুক্তিলাভ হইল। সাতক্ষীরাপুর ষ্টেসনের চারি পাঁচ ইউরোপীয় যুবক একটী নিরাশ্রয়া দেশীয় রমণীর বলপূর্ব্বক সতীত্ব নাশ করিল, রমণী দুঃখে ও কষ্টে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিল, বড় আদালতের বড় বিচক্ষণ হাকিম যুবকদিগকে নিরপরাধ বোধে মুক্তিদান করিলেন। কিন্তু টালাট কর্পোরাল টোলানকে হত্যা করাতে তাহার ফাঁসী হইয়া গেল। তবেই বোধ হইতেছে দেশীয়ের উপর অত্যাচার নিবন্ধন ইংরেজদিগের হৃদয়ে কোন কষ্ট হয় না।

দেশীয় লোক দরিদ্র, বিশেষতঃ নীরক্ষরদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, তাহারা আদালতে কখন পথের দ্রব্য প্রভৃতির লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, সুতরাং বিচারপতি তাহাদিগের কারাবাসের আদেশ দিলে অনেককে অনাহারে ও অন্যকে কারাক্লেশে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন ইউরোপীয় দুষ্কৃত কার্য্য করিয়া দণ্ডনীয় হইলে কারাগৃহে তাহার হাসপাতাল হয়। সেখানে অন্যান্য কয়েদির অপেক্ষা তাহার খাদ্যের বন্দোবস্ত ভাল। কাজ কর্ম্মে সুবিধাও অনেক। এরূপ ঘটনার কারণ কি? দুঃখের বিষয় এ গুলি পৃথিবীর অন্যান্য জাতির চক্ষে অতি ঘৃণা ও নিন্দাকর হইলেও শিক্ষিত ও সভ্য ইংরাজের চক্ষে ইহা দূষণীয় নহে। অনেক দিন হইল, যিনি ভারতীয় শাসন প্রণালীর সর্ব্বোচ্চ পদে ছিলেন, সেই লর্ড চার্লিটনও গুডনেল সাহেবের প্রশ্ন ক্রমে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল, এ দেশীয়ের প্রতি তাঁহার যথোচিত আস্থা ছিল না।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত দোহাজারির জমীদার ফজল আলী খাঁর সম্প্রতি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আসিবার উপলক্ষে তাঁহার পত্নী আমিনা বিবি ও ভ্রাতা অনারেবল জমীদার তারক সিং প্রভৃতির যে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরে কি মাজিষ্ট্রেট ম্যানসন সাহেবের যথেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পাইতেছে না? পাবনার সহৃদয় জমীদার আজিমুদ্দিন চৌধুরীর বাটী নীলকর সাহেবকে দেওয়াইবার নিমিত্ত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আজিমুদ্দিনের একজন কর্ম্মচারীকে যে ধরিয়া করিলেন, তাহাতে কি তাঁহার যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় হইতেছে না? পাবনার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে এই নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হইল, মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষীদিগের বিধানের কোন উপায় করিলেন না। সংবাদপত্রে এই বিষয়ের আন্দোলন হওয়ায় রাজসাহী বিভাগের কমিশনর ষ্টেডকাফ সাহেব তদন্ত করিতে গিয়া গোপনে গোপনে যে কি করিলেন, লোকে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তিনি সাহেব হাউসে লোকের অজ্ঞাতসারে আসামীর এজেহার লইলেন। আজিমুদ্দিন চৌধুরী ও অন্য এক জন বিপক্ষ লোককে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনুসন্ধান কার্য্য শেষ হইয়া গেল।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা আপনাকে অপক্ষপাতী বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। তাই আমরা পক্ষপাত সূচিত কোন কার্য্য দেখিলে তাঁহাদিগের গোচর করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকি। তাঁহারা মুখে যাহা বলেন, কার্য্যে যদি সেরূপ না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের চীৎকার অরণ্যে রোদন প্রায় হয়। বিফল হয় হউক, তাহাতে আমরা

খিত নহি, ভবিষ্যতে রাজপুরুষদিগকে কেহ যে
শ্বাস করিবে না এবং পদে পদে তাঁহাদিগকে
শ্রদ্ধা করিবে, তাহাই আমাদিগের অতিশয় দুঃখের
ষয়।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমরা
ন ন্যায়বান্ মহাপুরুষকে পাইয়া যদি এই সকল
ন্যায় ও অবিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাই,
আর আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন? এই
নিত্ত আমরা আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতেছি,
নি কিঞ্চিৎ ভীরুতাব অবলম্বন করুন; শাসন
পালীতে যে অন্যায় অবিচার ও পক্ষপাতাদিদোষ
প্রবেশ হইয়াছে, তাহা ধৌত করিয়া ফেলুন। আই-
র সম্মাননাটি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মাননা। সেই
ইনই যদি পদে পদে পদদ্বারা দলিত হইতে
লন, তাহা হইলে ব্রিটিশ সম্মাননার কিরূপে রক্ষা
বে? ব্রিটিশ জাতি যে কেমন উচ্চাশয়, আবা-
র মহোদারচেতা লর্ড রিপন বাহাদুর বহুবিধ কার্য্য
রা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিলেন, ব্রিটিশ জাতি
কেমন ন্যায়নিষ্ঠ ও আইনের সম্মাননাকারী,
পর কতকগুলি চর্ম্মকার দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া
ন, এই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা। প্রধানতম
পুরুষের কিঞ্চিৎ ভীরুতাব অবলম্বন ব্যতিরেকে
হা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নয়, এই আমাদের দৃঢ়
বিশ্বাস।

পুস্তক সমালোচনা।

১। কুমারী কার্পেণ্টারের জীবন চরিত। শ্রীযুক্ত
নীকান্ত গুপ্ত কুমারীর অনেকখানি ইংরাজী
বন চরিত অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিয়াছেন।
না অতি সরল হইয়াছে। এতৎপাঠে যে উপকার
ভের সম্ভাবনা আছে, গ্রন্থ চেষ্টিতা বিয়োগনমধ্যে
১। লিখিয়াছেন "গ্রন্থখানি পড়িলে আমাদের কুল-
ীগণ বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের জন্য অনেক
চর গুণ বিসর্জন করিতে পারে এবং অবলা
কার্য্যের অনুষ্ঠানে পুরুষদিগেরও অগ্রসর করিতে
রেন।"

২। পরীক্ষাগুরু। এখানি উপন্যাস গ্রন্থ, হিন্দি
ষায় লিখিত। কথা ছলে সদুপদেশ দেওয়াই গ্রন্থ
রের উদ্দেশ্য। লিপিকার শ্রীযুক্ত লালা শ্রীনিবাস দাস
ার প্রশংসা। গ্রন্থকর্ত্তা অতি বিশুদ্ধ ও সরল
ন্দিতে ইহার রচনা করিয়াছেন। আমরা বুঝিতে
রিতেছি, কেবল সদুপদেশ দেওয়া নয়, বিশুদ্ধ
ন্দীভাষা প্রচারও গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৩। নরশারীর বিধান। এখানি চিকিৎসা গ্রন্থের
র্গত। এতৎপাঠে আমাদের শরীরগত অবশ্য
জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। কিরূপে
রক্ত সঞ্চালন হয়, কিরূপে শ্বাসক্রিয়া হইতেছে,
কিরূপে শরীররক্ষা হইতেছে, কি উপায় অবলম্বন
করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে, এ গুলি জানিবার
নিমিত্ত চিত্ত যে কেবল কৌতূহলাক্রান্ত হয় এরূপ নয়,
এ গুলি জানিতে পারিলে শরীরের পক্ষে মহোপকার
লাভ হইয়া থাকে। আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা প্রকরণের
কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা পাঠ করিলেই
পাঠক এ গ্রন্থের মহোপকারিতা বুঝিতে পারিবেন।

খাদ্য। আহারের গুণেই শরীর বলিষ্ঠ হয় এবং
আহারের দোষে নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে।
আমাদের দেশে যে খাদ্য প্রচলিত আছে, তাহা
এদেশে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পূর্ব্বে
বলা হইয়াছে, মাংসাহার যে এদেশে অবশ্য প্রয়ো-
জনীয়, তাহা কোন মতে স্বীকার করা যাইতে পারে
না। আমাদের দেশে গোমাংস নিষিদ্ধ; ইহা অতি
সদ্বিবেচনার কার্য্য। গোমাংস সহজে পরিপাক হয়
না এবং গোমাংস আহার না করিয়া গোদুগ্ধ পান
করিলে যে তদপেক্ষা কম পুষ্টিলাভ হয়, তাহা কখনই
নহে। মৎস্য আমাদের দেশে বিশেষ প্রচলিত।
ইহা অতি উত্তম আহার। অনেক ইংরাজী চিকিৎ-
সক মৎস্যের প্রশংসা করেন। কেহ কেহ বলেন,
মৎস্য দ্বারা মস্তিষ্ক পুষ্ট ও মানসিক বৃত্তিসকল তীক্ষ্ণ
হয়। ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ কথা নহে। দুগ্ধ অতি উত্তম
খাদ্য। শিশুদিগের পক্ষে দুগ্ধই একমাত্র আহার।
গোধূম অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে যবক্ষারজান-
ঘটিত পদার্থ আছে। এক বেলা ময়দার রুটি খাওয়ার
বিশেষ উপকার হয়। দাইল এদেশে সকলেই আহার
করে। দাইল পুষ্টিকর আহার, কিন্তু খেসারি দাইল
বড় অপকারী। ছিম্ব বড় উত্তম আহার। সম্পূর্ণ সিদ্ধ
করিয়া ছিম্বাহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ তাহা
দুষ্পাচ্য। যে সকল লোক অধিক মানসিক পরিশ্রম
করে, তাহাদিগের ছিম্ব ভক্ষণ করা উচিত। প্রত্যূষে
কোথায় যাইতে হইলে অন্য কোন প্রকার খাদ্য
উপস্থিত না থাকিলে দুইটী ছিম্ব ভক্ষণ বেশ সহজে
হইতে পারে। আমাদের দেশে প্রচুর ফল জন্মে।
সুপক্ক ফলাহার বিশেষ উপকারী। তণ্ডুল এ দেশের
প্রধান খাদ্য। সিদ্ধ অপেক্ষা আতপ তণ্ডুল পুষ্টিকর।
মুড়ি উত্তম খাদ্য। কেহ কেহ বলেন, মুড়ি অম্ল-
নাশক। আমরা নানা প্রকার তরকারী ব্যবহার
করি। কিঞ্চিৎ মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়া
তরকারী ব্যবহার করিলে উপকার আছে। সুসিদ্ধ
আলু অতি পুষ্টিকর দ্রব্য। অধিক দিন কোনপ্রকার
উদ্ভিদ বা তরকারী না খাইলে অনেক রোগ জন্মে।
ইংরাজদিগের মধ্যে এই রোগ বড় প্রবল। সেই জন্য
আইন আছে যে, জাহাজের প্রত্যেক লোককে নেবু-
রস ও তরকারি খাইতে দিতে হইবে। অধিক অ
খাওয়া উচিত নহে। আহারের সহিত অল্প অল্প ব্য
হার করিলে পরিপাক কার্য্যের সহায়তা হয়।
ইত্যাদি।

তৃণ-পুষ্প। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল ঘোষ প্রণীত
কলিকাতা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি কবি
গ্রন্থ। ইহার কলেবর নীতি ও সারগর্ভ উপদে
সংগঠিত হইয়াছে। এখানি পাঠ করিলে পা
মাত্রেরই কিছু না কিছু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ লা
করিবার সম্ভাবনা আছে। জ্ঞানেন্দ্র বাবু যদি
সাহিত্য সংসারে তত পরিচিত ছিলেন না কি
তৃণপুষ্প তাঁহাকে যে বিশিষ্টরূপে পরিচিত করিবে
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার কবিতাগুলি নূ
ধরণের, বিশেষতঃ সৎচিন্তাপ্রসূত। কবিতাগু
সরল, কোমল ও মধুর হইয়াছে। আমরা পা
গণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দুই চা
কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যথা:—

ধনবান্ তুমি, তাই অভিমানী,
গরবে বেড়াও দুলায়ে দেহ,
ভেবে দেখ মনে, তোমার সমান,
আছে কি জগতে নির্দ্দোষ কেহ?
ধন আছে বলে আঁধারা হইয়ে,
পরম হইয়ে যাও যে চলে,
গরিবের ছেলে, বিনীত অন্তরে,
অসমান ভেবে চাওনা ভুলে;
তুমি বড় লোক, চড় বড় ঘুড়ি,
নিতি নিতি নব পোষাক পর,
যার গাড়ি নাই, ছাপরা-ছাবাল,
তাহাকে আদর কর না বড়;
মুকুরে মুখের চেহারা হেরিবে,
বুক ফুলাইয়ে বেড়াতে যাও,
রুমালে মুখের চামড়া ঘসিয়ে,
তাব পাছে বোধে মলিন হও;

ইউরোপীয় সমাচার।

কারলো ১৯ এ জানুয়ারি। মিশরে ভাগের সম্পূর্ণ
নূতন বন্দোবস্ত করা হইতেছে বলে ফ্রান্স এজন্য
প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স
বাজেট প্রস্তুতের ভারী হইবে, বলিয়া

প্যারিস ২০ এ জানুয়ারি। মুখের কথা ধরিয়া বি
লোপনা পর হইতে তাহা সাব্যস্ত না পারে, তজ্জন্য ম
সভায় আইন পাশ করণ উপায়ও স্থির হইয়াছে। ফ
সাধারণের কি মতের পরিচয় হইবে।

মাদ্রিদ, ২৩ এ জানুয়ারি। কাপোথাকলের পাঁচ বৎ
আবার টৈল আদেশ হইয়াছে।

পাইওনিয়র সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে যে ফ্রান্স

সিংহাসনের [illegible] একটি [illegible] প্রকাশ হইয়াছে।

[illegible] বিদেশীয় [illegible] প্রচারিত হয় [illegible]

[illegible] ছয় [illegible] ছয় [illegible] ছয় [

যার জন্য প্রতাপ বাবুকে যে কালবিলম্ব করিতে হয়, তজ্জন্য নবাব বাহাদুর যেরূপ বিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা অন্যান্য ধনিসন্তানগণের শিক্ষাস্থলীয় সন্দেহ নাই। প্রতাপ বাবুর সহিত তাঁহার অনেকক্ষণ কথোপকথন হয়। তাহাতে তিনি নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় কার্য্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করেন, পরে ঢাকার সাধারণে কি করিলেন, বিশেষতঃ শিবুবাবুর, রঘুবাবু, কিশোরীবাবু, মোহিনীবাবু, শ্রীনাথ বাবু এবং নরেন্দ্রপুরের কুমার বাহাদুর উঁহারাই বা কে কি বলিলেন, আর ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থানেই বা কিরূপ হইল ইত্যাদি সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি প্রতাপ বাবুর ও তদীয় অবলম্বিত ব্রতের অনেক প্রশংসা করিলেন। যাহা হউক, এরূপ আত্মীয়ভাবে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের স্বজাতিসমাজে এরূপ ব্যক্তি অতি অল্প দেখা যায়। আমরা নবাব বাহাদুরের এরূপ সৌজন্য ও অমায়িকতায় একান্ত আনন্দিত হইয়াছি। আরও আহ্লাদের বিষয় যে নবাব সরকারের কর্ম্মচারিগণও প্রভুর অনুরূপ গুণ গ্রাম অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারাও প্রতাপ বাবুকে যথোচিত সম্মাননা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, প্রতাপ বাবু এক্ষণে সাধারণের বিশেষ কর্ম্মকারক। সুতরাং তাঁহার পুরস্কার ও তিরস্কারে সাধারণের পুরস্কার ও তিরস্কার ভাবিতে হইবে। অতএব নবাব বাহাদুর তাঁহার পুরস্কার করিয়া সাধারণের পুরস্কার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ফলতঃ তাঁহাতে যে দেশনায়ক ও আনন্দপ্রদত্ত করিবেন, তাহা আর বলিতে হইবে না।

সব ডেপুটীদিগের নিয়োগকর্ত্তা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাপত্রে দেখা গেল, সব ডেপুটীদিগের নিয়োগের ক্ষমতা সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়রের হস্তে সমর্পিত হইতেছে। এক্সপোর্টস থাকিয়া কার্য্য শিখিতে হইবে। শিক্ষানবিশের প্রথম বৎসর মাসিক ১৫ টাকা, দ্বিতীয় বর্ষে ২০ টাকা পাইবেন। ২০ টাকা মাসিক বেতনে যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা কিরূপ লোক হইবেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাতে কি সুশিক্ষিত লোক পাওয়া যাইবে? ইহাতে কি সুযোগ্য লোক নিযুক্ত হইবে? ইহাতে কি সুবিচার হইবে? ইহাতে কি প্রজাদিগের সুখ বৃদ্ধি হইবে? ইহাতে কি দেশের মঙ্গল হইবে? ইহাতে কি রাজপুরুষদিগের সুনাম

অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর সকাল সকাল ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব বাবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হবে। হিসাবে ৫ কোটি [illegible] মিউনিসিপাল কমিশনরের পদ [illegible] মল্লিক [illegible] হইয়াছেন। [illegible] সাহেব [illegible] করিয়াছেন, [illegible] করা হিন্দু কেবল [illegible] স্বীকার করিয়া-[illegible], তাহা এখন নিষ্পন্ন হইতেছে। [illegible] অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতে [illegible]।

[illegible] সৈন্যদল [illegible] পাঠাইতেছে। মিথাই নামক [illegible] সৈন্য যুদ্ধ করে, কিন্তু সৈন্যদল [illegible] হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। [illegible] সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।

[illegible] বড় মজার কথা হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] বঙ্গদেশে নয়, ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানেই [illegible] বড় চড়্পড়া হইয়াছে। মান্দ্রাজের [illegible] কম্পের অভাবে অষ্ট্রেলিয়ার ইক্ষু-[illegible] করিতে স্বীকার করিয়াছে।

[illegible] প্রেরিত হইতেছে, আগামী [illegible] হইতে দমদমা পর্য্যন্ত [illegible]।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ার বিক্রয়ের ব্যবসায় [illegible] একটী বিশেষ বিশেষ [illegible] হইয়াছে। পূর্ব্ব [illegible] বড় জয় করিতে [illegible] মেলা ট্রেস করিতে কেহ [illegible] বর্ষে গবর্ণমেণ্ট ৮০ সহস্র [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন। [illegible] অনেক নীচ লোকও সম্ভ্রান্ত [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] অনেক [illegible]।

[illegible] ভারতবর্ষীয় ব্যবহারক [illegible] হিসাবে [illegible] সংবাদে প্রকাশ [illegible], তিনি অমৃতসর।

[illegible] সতীপথাবলম্বনের [illegible] স্বামীর মৃতদেহের সহিত দগ্ধ করা হইয়াছে। রমণীর পুত্র ও দেবরেরা এই কার্য্যের সহায়তা করাতে দণ্ডনীয় হইয়াছেন। কাহার কাহার ৭ ও ৩ বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে গ্রেট ব্রিটনে ডাক যাইবার এখন যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তদপেক্ষা সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনকে ১লা মার্চ্চের মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে বলিয়াছেন। ইহার পরে তাঁহাদিগের রিপোর্ট সম্বন্ধে তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ-দিগের নিকট যথাকর্ত্তব্য ব্যবস্থা প্রণয়নের নিমিত্ত ইহা প্রদান করিবেন।

জিয়ন্ত বিশ্বনাথ গদ্বোল নামক যে ব্রাহ্মণ পুণা নগরীর মাজিষ্ট্রেটকে লক্ষ্য করিয়া জুতা ছুড়িয়াছিল, তাহার ছয় মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

২৮ এ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতার ট্রামওয়ে কোম্পানীর ১০৬১৯।/৫ টাকা আয় হইয়াছে।

আমাদিগের দেশে দুই প্রকার মধুমক্ষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এক অতি ক্ষুদ্র এবং অপর কিঞ্চিৎ বৃহদাকার। জন সি ডগলস নামক এক ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার মধুমক্ষিকা যাহাদিগের পেটে কৃষ্ণ ও তাম্রাভাবর্ণ দুই দুই চিহ্ন আছে, সেইগুলি বিলক্ষণ পোষ মানে এবং তাহাদিগের দ্বারা মধুচক্র রচনা করাইয়া প্রচুর মধু বিক্রয় করা যাইতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে আত্মঘাতী মানুষ কেবোডেশে যে আত্মহত্যা করে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বঙ্গদেশের লোকের সুসংস্কার অনেক বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহার প্রাদুর্ভাব আজও বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। দীঘির এক ব্রাহ্মণ কোন সঙ্কটে পড়িয়া কালীর নিকট আপনার জীবন দান করিবে মনন করিয়াছিল। সে দিন সে আত্মোৎসর্গ করিয়া সে মনন পূর্ণ করিয়াছে।

ডাক্তার কেরি ই, ডি বলেন, বাঙ্গলার পীড়ার আক্রান্ত ব্যক্তির উপবাসে যেমন উপকার দর্শে, এরূপ বিছুতেই দর্শে না। আজ কাল যেরূপ ঘন ঘন বেতোরোগী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সকলেই যদি উক্ত ব্যবস্থানুসারে চলেন, তাহা হইলে চাউলের বাজার আর কিছু সস্তা হইতে পারে।

মোগলসরাই হইতে পালামৌ পর্য্যন্ত যে রেল ওয়ে নির্ম্মাণের কথা হইতেছিল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অনুমোদন করিয়াছেন। এই রেল-ওয়ে বারাণসী ও মুগলপুরের মধ্য দিয়া করিবে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন, তথা কোন সিবিলিয়ান ও ডাক্তার কাহারও নি হইতে প্রশংসাপত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

জে, কে, ক্রস সাহেব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সে টরির অধীন অণ্ডার সেক্রেটারি হইয়াছে কিন্তু এই নিয়োগ নিবন্ধন অনেকে ঈর্ষিত যাছেন। ক্রস সাহেব বহুকাল যাবৎ মা ষ্টারের তন্তুবায়দিগের কার্য্যাদি পরিদর্শন করি ছিলেন, তাহাদিগের উপর তাঁহার বিলক্ষণ আছে। সুতরাং ইণ্ডিয়া আপীসে ইঁহার প্রা নিবন্ধন ম্যাঞ্চেষ্টারের লাভ ও ভারতবর্ষের ক্ষতি হইবে, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। তি তন্তুবায়দিগের ব্যবসায়ের প্রতিরোধক যাহা নি আছে, তাহার অপনয়নে যে বিশেষ যত্নবান্ হইবে অধিকন্তু সন্দেহ নাই। সুতরাং এতন্নিবন্ধন ভারতবর্ষের অবনতি ব্যতীত উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

মহীসুরবাসের দেওয়ান রঙ্গাচার্লু, সি, আই ই, ২১ এ জানুয়ারি মান্দ্রাজে মানবলীলা সম্ব করিয়াছেন। ইনি এক জন কৃতবিদ্য ও কার্য্য লোক ছিলেন। ইঁহার মৃত্যু নিবন্ধন মহীসুরের বিশেষ ক্ষতি হইল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ইঁহার পদে লোক নিয়োগ লইয়া মহা গোলযো চলিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ঢাকার নবাব আ গণির পুত্র নবাব আসানুল্লা খাঁ বাহাদুর বাবু প্রসন্ন চন্দ্র রায়ের দাতব্য মহাভারত প্রকাশের সাহায্য কল্পে কিছু দান করিয়াছেন।

গত ১১ ই জানুয়ারির নবম পদাতি সৈন্যদলের জন কর্ম্মচারী সহজ দেশভ্রমণ করিয়া গ্রাম্য পথ ক্রমাগত ভ্রমিত হইয়া যাহা যাহা দেখিতেছিলে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকে এতদ্দর্শনে তাঁহাদিগকে টাক্স নির্দ্ধারণকারী বি চনা করিয়া আক্রমণ ও গুরুতর প্রহার করে। অ রাধীর দণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু কয়েকটী ভারতবাসী কিরূপ উত্তেজিত হইয়াছে, গবর্ণমে তাহা যেন একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন।

ভারতবর্ষ হইতে চা-র রপ্তানী উত্তরোত্তর বৃ পাইতেছে। ১৮৬১ অব্দে ১২৫০০০০ পাউণ্ড বিলাতে প্রেরিত হয়। ১৮৭৮। ৭৯ অব্দে ৩৩০০০ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ৪৮০০০০ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় গৃহপালি পশুদিগের পীড়ার চিকিৎসা শিক্ষা দিবার জ একটী বিদ্যালয় খুলিবার অভিলাষ করিয়াছেন। ব

বিস্তর পশু পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসা-
প্রাণত্যাগ করিতেছে দেখিয়া তিনি পশুদিগের
ষিত চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দেশ করি-
বাসনা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে দেশীয়-
কেই পশুর চিকিৎসা করিতে শিখান হইবে।
বিষয়ে সাধারণতঃ বিবেচক লোকদিগের মত কি,
া জানিবার জন্য তিনি কতকগুলি ভদ্র লোককে
করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে বলিয়াছেন।
র্ডন মেজর কে, ম্যাক্‌লিয়ড এই সভার সভাপতি
াছেন। জে, এচ, বি, হ্যালেন ও ডাক্তার
ডিল ইহার সভাশ্রেণীভুক্ত আছেন। বর্ত্তমান
শুক্রর মধ্যেই সভ্যগণকে এই বিষয়ের রিপোর্ট
ার নিকট পাঠাইতে হইবে।

আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি বালি হাবড়া হইতে
ম্ব মিউনিসিপালিটীতে পরিণত হইবে। বর্দ্ধমান
াগের কমিশনরের উপর বালী মিউনিসিপা-
র জন্য দ্বাদশটী কমিশনর মনোনীত করিবার
হইয়াছে। তিনি করদাতাদিগের অভিপ্রায়া-
রে এই দ্বাদশটী কমিশনর মনোনীত করিবেন।
মিশর যুদ্ধে যে সকল ইউরোপীয় সৈন্য গমন
রাছিল, তাহাদিগের স্মরণার্থ ভারতেশ্বরীর
টাঙ্কিত পিত্তলের পদক প্রদত্ত হইবে। মিশর
তে প্রত্যাবৃত্ত দেশীয় সৈনিকদিগের সম্মানার্থ
ালে কি এক একটু টিন বাঁধিয়া দেওয়া হইবে?
মান্দ্রাজের অনেক ইউরেশীয় রমণী ছাপাখানার
স্পাজ শিখিতে উদ্যত হইয়াছেন। তথায় কোন
ন ইউরেশীয় রমণী প্রেসমানের কাজ করিয়া
পাত করিয়া থাকেন। বস্ত্র ধৌত করিবার যে
হইয়াছে, তাহাতে ফিরিঙ্গি রমণীরাই বস্ত্রসকল
ত করিয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থ ধনাগারে গত চারি
লবারে নিম্ন লিখিত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে।

রা	জানুয়ারি ১৮৮৩	৩১০৪৫১৯১ টাকা
ই	" "	৩৫০৬২৩১৮ "
৬ ই	" "	৩৬০৭৮৩৮৭ "
৩ এ	" "	৩৭১৫২৭৪০ "

সিন্ধিয়া নামক একখানি জাহাজ হামবর্গ হইতে
র সমুদ্র দিয়া নিউইয়র্ককে আসিতেছিল। পথি-
ধ্য সুলতান নামক জাহাজের সহিত সংঘর্ষ হও-
তে সিন্ধিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। ইহাতে ৪৯০ জন
রোহী ছিল, তন্মধ্যে ৬৭ জনমাত্র জীবিত
ছে।

সৈনিকদিগের সম্বন্ধে একটী নূতন আদেশ
য়াছে। একজন সেনাপতি তাঁহার অধীনস্থ
নিককে অপরাধী বিবেচনা করিয়া যদি দণ্ড দেন,
ং সেই দণ্ড এক বৎসরের মধ্যে যদি তাঁহার
অন্যায় বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে দণ্ড হইতে মুক্ত অথবা তাহা লঘু করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু যদি এক বৎসর উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে যে যুক্তিতে অপরাধীর দণ্ড হ্রাস করা উচিত, তদ্বিষয় তিনি ইংলণ্ডের ফিল্ড মার্শাল কমাণ্ডিং ইন চীফ অথবা ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির গোচর করিলে তাঁহারা বিচার করিয়া যথা কর্ত্তব্য কার্য্য করিবেন।

রেঙ্গুনে ভয়ানক ডাকাইতি হইতেছে। পুলিষ অনেক স্থলে ইহার নিবারণে সমর্থ হইতেছে না বলিয়া সৈনিকপুরুষেরা দলবদ্ধ হইয়া নগরের শান্তি রক্ষা করিতেছে।

কার নামক স্থানের সীমাপ্রদেশে রুশেরা ৭০০০ সৈন্য ও ৮০ টী কামান লইয়া গিয়াছেন। অভিলাষ কি? বাহ্য আড়ম্বর এমন, কিন্তু নিহিলিষ্ট দল দমন হয় না কেন?

গত অক্টোবর মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ২১৮৫ মণ রবরের আমদানী হইয়াছে। এতন্নিমিত্ত ৪১৬৬ টাকা শুল্ক লাগিয়াছে। গত এপ্রেল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসে ১৬১১৫ মণ রবর আমদানী ও তাহার শুল্ক ৩১৫১৫ টাকা লাগিয়াছে।

প্রসিদ্ধ ইটালীয় বাজিকর চিরাণী সাহেব শীঘ্রই কলিকাতায় আগমন করিবেন।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে ডাব উইন সাহেবের যুক্তিকে কোন কোন স্থলে অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। বানরের যেরূপ বৃদ্ধি, তাহাতে উহা হইতে মনুষ্যোৎপত্তি হইয়াছে বলিলে হঠাৎ তাহার খণ্ডন করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেতারার ফৌজদারী আদালতে একটী বানর কয়েকজন হত্যাকারীর সাক্ষিস্বরূপ হইয়াছে। ঘটনা এই, এক জন বানর-নাচানে পাঁচটী বানর ও একটী ছাগ লইয়া ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছিল। তাহার নিকট কিছু টাকা ছিল। কয়েক জন দুষ্ট লোক তাহার সন্ধান করিয়া একদা রাত্রিতে তাহাকে ও চারিটী বানর এবং ছাগটীকে হত্যা করে, সৌভাগ্যক্রমে সাক্ষ্য দাতা বানরটী শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া এই ভীষণ ব্যাপার অবলোকন করে। দুষ্কৃতেরা নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার টাকাকড়ি গ্রহণ ও হত ব্যক্তিকে এক নির্জ্জন স্থানে প্রোথিত করিয়া চলিয়া গেল। বানরটীও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সমস্ত দেখিল, পরিশেষে যে গ্রামের মোড়লের নিকট গিয়া নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী দ্বারা শোচনীয় কাণ্ডের কতক বুঝাইয়া দিল। মণ্ডল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলে সে তাহার প্রভুর সমাহিত স্থানে আসিয়া দেখাইল। মোড়ল হত ব্যক্তির দেহ দর্শন করিয়া পুলিষে সংবাদ দিলে বানর তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগের বাটী দেখাইতে লাগিল, সুতরাং দুর্ব্বৃত্তেরা অনায়াসে ধৃত হইল। বিচার আজিও নিষ্পন্ন হয় নাই। বোধ হইতেছে এটী প্রাচীন গল্প।

গত ১৭ ই জানুয়ারি কলিকাতার মাদ্রাসা কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে আমাদের মহামান্য গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন যাহা একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই কলেজ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ভারত শাসন কালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব সাময়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহারও উন্নতি দেখিতে তিনি নিতান্ত ইচ্ছুক। কোন প্রকার অবনতি দর্শন করিলে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট জাতি ও ধর্ম্ম বিশেষের পক্ষপাতী নহেন, বাক্তিগত গুণই তাঁহাদিগের আদরের বস্তু। সুতরাং এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই বিদ্যা শিক্ষা ও অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরও বলিয়াছিলেন, এ দেশে নিম্ন শিক্ষার যাহাতে মঙ্গল চর্চ্চা হয়, পক্ষান্তরে উচ্চ মধ্য শিক্ষার অনিষ্ট অথবা অবনতি না হয়, ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরে শত্রুভাব বিদূরিত হইয়া যাহাতে মিত্রভাবের সঞ্চার হয়, তদ্দর্শনার্থ তিনি উৎসুকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ এই বিদ্যালয়ের উৎকর্ষ সাধনে যে বার হাজার টাকা দান করিয়াছেন, তিনি তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, মহারাজের ন্যায় যদি অপরে জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির মঙ্গল কামনা করেন, তাহা হইলে পরস্পরের মনোমালিন্য বিদূরিত হইতে পারে।

ব্রহ্মরাজ থিবা একখানি সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলেখ প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই সন্ধিপত্র যেরূপে লিখিত হইয়াছে তাহাতে পরস্পর গবর্ণমেণ্টের মতবৈষম্য ঘটিতেছে।

কাবুলের আমীরের সহিত সিনওয়ারি জাতির মনোমালিন্য জন্মিয়াছে। কাবুলে যাইতে হইলে খাইবার পাশ অতিক্রম করিতে হয়। ঐ স্থান সিনওয়ারিদিগের অধিকারভুক্ত। যে সকল পণ্য দ্রব্য কাবুলে যায় অথবা কাবুল হইতে পণ্য দ্রব্য আইসে, আমীর তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। সিনওয়ারিরা সেই কর গ্রহণে অভিলাষী, কিন্তু আমীর তাহা দিতে সম্মত নহেন, সুতরাং সিনওয়ারিরা পণ্য ব্যবসায়ীদিগের যাইবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এতদ্ভিন্ন লক্ষে আমীরের সহিত বিষম গোলযোগও যাইতেছে।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট ধাতু দ্রব্য উঠাইয়া কাগজে কাগজে রাজ্য চালাইবার কেমন পন্থার উদ্ভাবন

করিয়াছেন, নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ডাকঘর সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন।

[illegible]

[illegible] জানুয়ারি হইতে [illegible] মাসের [illegible] মোট [illegible] হইবে। [illegible] সময় এবং [illegible] [illegible] করিতে পারিবে। কেবল [illegible] [illegible] সকল মোটের [illegible] আদায় করিতে পারিবে।

[illegible] [illegible] হইবার এবং [illegible] কত কালেশন লাগিবে তাহা [illegible]

[illegible] থাকিবে।

[illegible] [illegible] মোটে থাকিবে।

[illegible] [illegible] [illegible] কালীগোপ, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত সাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সে বারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵ আনা, তাহার পর ।/ আনা; ।/ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক অধ্যবসায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠার্থ নীতিপুস্তক।

নীতিমার প্রথম ভাগ (অক্ষরপরিচয় হইতে) মূল্য ৵ ডাক মাঃ ১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ (পদার্থবিদ্যা ও ধর্ম্ম) মূল্য ৵ ডাক মাঃ ১০
নীতিসার তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০
বিদ্যের বিলাস (দ্বিতীয়বার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ /০
গ্রীসের ইতিহাস (এই পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আদ্য প্রকাশিত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵ আনা।

২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

কল্পদ্রুম পঞ্চম ভাগ প্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পরিণামবাদের প্রতিবাদ, জিনীশ-বংশাবলীচরিতম্, সাধিলেই সিদ্ধি, বিবাদ গীত, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, মকদ্দমাবীর, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এই ৯ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড় ধুতি, চাদর জোড়া ১৷৵ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত নানা প্রকার তৈয়ারি জামা অয়াস্কোট ও ছিটের ৸৵০ হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার পাগ ৩০ হইতে ৬৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১৲ হইতে ২৸০ মোজা ।০, ।৵০, ।০ জোড়া; গার্টার /১০, ৵০, ৵০ ডজন, রুমাল বেসমী ১৲ ।৵০ ২৷০, সুতীকমাল ।০, ৵০, ৵০, /- জোয়ালে ৷৷০, ।৵০, ।৷০, ৵০, নূতন নূতন ফেসানের প্লেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১৲, ।৵০, ১৷০, ২৲, ২৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৪৲ ৬৲ ৭৲, বিলাতস্থ সুপকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স।০ হইতে ৩৷০ মোডেস্তার ৸৵০ ফুলিডা ৸০ পাইজারের ইউডিকলং ।৵০, ৷০ অনাপ্রকার ।০, ৵১০ অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি কেশকুমারী তৈল গায়ে মাখিলে ও কেশবিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গায় ও কেশ সুগন্ধ ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন ৩৲ ২৷০, ১৷০, ৸৵০, ।৵০, অটোডিরোজ (অর্থাৎ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৩৲ মিনরোনি ৩৲, মেকেসার অয়েল ১৷০, ৵০, উত্তম কার ।০, ৷০, ১৲, ৩৲, নানাপ্রকার এসেন্স জোড়া ।৵০, ।০, ৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার তেল ।০, ।৵০, ডিসনী ৷৵০ হইতে /০ ক্রিম ৷০ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কাপড়ে বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে, প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির ফিতা গজ ২৲ হইতে ৵১০, কম্ফটার, মোজা ও টুপি বুনিবার জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, গোণ্ড ও এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কারপেটের বেগ, সেটের বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

মণিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন দ্রব্যাদি পাঠাই না।

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে ইন্দ্রিয়সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্তম্ভনী শক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয়। বাস্তবিক তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষুধার প্রখরতার প্রমাণ পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের অল্প দিবসেই প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য হয়। প্রমেহ ঘটিত কিছু অন্য থাকিলে ঔষধ সেবা, কিন্তু অন্য প্রকার অন্ন সহ্য সেবা নহে। প্রমেহ জন্য ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন। ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাসুলসহ ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

নূতন হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি।

বিলাত হইতে সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তকাদি আনাইয়া সকল ডিস্পেন্সরি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা যাইতেছে। শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার। ৪২ নং আমহার্ষ্টিষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট স্কিয়ার উত্তর, বউবাজার কলিকাতা।

পরীক্ষিত।

কেশরঞ্জিনী (সুগন্ধ তৈল)—ইহাতে কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির বিলক্ষণ উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্তমূল, দন্ত নড়া,

রক্ত পরিষ্কার এবং পুরাতন পচা ঘা ও ভয়ঙ্কর উপদংশের মহৌষধ। ১ কৌটা ঔষধ ... ৵০।

পারাদ মুক্ত। ইহাতে উপদংশ রোগ পারাদঘটিত রোগাদির শান্তি করে ... এবং শরীর পুষ্টি করিয়া থাকে ... ৵০।

শ্বেত প্রদর ... শ্বেত প্রদর রোগে ব্যবহার করিলে ... ৵০।

... ঔষধ ... সহিত ব্যবহার করিলে ... পাওয়া যায়।

... শ্রীযুক্ত ... ভবানীপুর।

... কলিকাতা।

অক্ষুরোদ্গম তৈল।

এই তৈল ব্যবহার করিলে অতি অল্পদিন মধ্যে অকাল পক্কতা, টাকপড়া প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার শিরোরোগ আরোগ্য হইবে। মূল্য ৪৬ শিশি ডাক মাসুল ছোট শিশি ১ টাকা।

দন্তরোগারিষ্ট চূর্ণ।

এই চূর্ণ ব্যবহার করিলে দন্তশূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ার ক্ষত, ঘুষা, আলুয়া হওয়া ও দন্তের এবং মুখের ভয়ঙ্কর পচা দুর্গন্ধ রোগ অল্প দিনের ... আরোগ্য হইবে। মূল্য ১০ আনা।

সুগন্ধ নারিকেল তৈল।

মূল্য ৪৬ বোতল ১ টাকা, ছোট বোতল ৵০ আনা।

... তৈল ব্যবহার করিলে কেশশূন্য আরোগ্য পাকা ... ১ টাকা। দেশ বিদেশে যাইতে আছে। ... হইলে ডাকমাসুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র

কলিকাতা ... নং মনোহর দাসের ... স্ট্রীটের ... স্থানে প্রাপ্তব্য।

ইউরোপীয় বা উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা

... মাসে ... প্রকাশিত।

... স্বয়ং ... মহাশয়ের ... কল্পনা দ্বারা ঐ ... পরিপূর্ণ ... ভারতের ... ঐ উপন্যাস মূল্য আট আনা মাত্র। যদি সুলভ মূল্যে উপন্যাস পাঠের আমোদ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা পাঠ কর।

কার্য্যালয় ... নং টালা নর্থ সুবার্ব্বণ কলিকাতা।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "আয়ুর্ব্বর্দ্ধন" ৬ষ্ঠ খণ্ড। মূল্য ডাকমাসুল সহ ২৷৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবন-যাত্রার নিকট এই পুস্তক ২টী খণ্ড থাকে আবশ্যক।

(২) "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাসুল সহ ৷৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় ৩৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঘটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নিশ্চিতে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত-কোরণ, মাংস-কোরণ, ও মূত্রশিলা, (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক এখন বাঁধান ৪ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জয়পুরের মহারাজ—জয়পুর
" বাবু দিক্‌পতিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাধুহাটি
" " প্রতাপচন্দ্র রায়—চুপহাড়া
" " মহেন্দ্রনাথ করণ—আনন্দ স্কুল
" " চন্দ্রিলাল সরকার—রাজমহল
" " অনঙ্গমোহন বসু—টাকী
" " বাসচন্দ্র মৌলিক—বারাণসী
" " মুরলীকিশোর দাস—ছাতক
" " উপেন্দ্রচন্দ্র সরকার—সাহানগর
" " ফাজিলাল মণ্ডল—কাশীমগঞ্জ
" " রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—পানিহাটী

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ ... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমগ্র বৎসরে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৷৵০ অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। ... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের ... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য দিবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে মনিঅর্ডর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূতেশকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন, চিঠি, খাম চিঠি, মনি অর্ডর, টাকার ... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। নিয়মিত হইবার পক্ষে ... সোমপ্রকাশ অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া ... হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ... আনা আর পর বার ... এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চাঁদড়িপোতা ... যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ ভাগ | প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" । | ১২ সংখ্যা।

...খিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত
...টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ২৪ এ মাঘ। ইং ১৮৮৩। ৫ ই ফেব্রুয়ারি।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ
মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

বিজ্ঞাপন

মেলা।

...দিনাজপুরাধীন রায়গঞ্জ নামক স্থানে ৺ সরস্বতী
...রাপলক্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী শ্যামমোহিনীর
...ৎসব কাল স্থাপিত ১ লা ফাল্গুন হইতে ১৫
...ল স্থায়ী মেলা ও তদানুষঙ্গিক নৃত্য গীত ও নানা-
...দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইবে।

...রগঞ্জ
...ই মাঘ
...২৮৯

শ্রীরামকানাই বিশ্বাস।
তত্ত্বাবধায়ক
পীরগাছী কাছারী।

ধর্ম্ম-প্রচারক।

...শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিবোধিত সনাতন আর্য্যধর্ম্ম
...দীপিত এবং ভাব ও কবিত্বের অবগুণ্ঠন উন্মো-
...র্ব্বক শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া
...তে আর্য্য ভাবের পুনঃস্থাপনা করিবার জন্য
...ভাব সূত্রে ভারতের দেশদেশান্তর-নিবাসিগণের
...একতা ও মিত্রতা বন্ধনার্থ, সংস্কৃত ভাষার
...প্রচার দ্বারা আর্য্য ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধির নিমিত্ত
...ভারতীয় বিবিধ প্রচলিত ভাষায় শাস্ত্রের অনু-
...পূর্ব্বক প্রচারের অভিপ্রায়ে ভাঃ আ, ধ, প্র,
...প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশদেশান্তরে ভ্রমণপূর্ব্বক
...শাস্ত্রের উপদেশ ও বাচনিক বক্তৃতাদি দ্বারা
...কর কল্যাণ সাধনার্থ আপাততঃ একজন ধর্ম্মা-
...(ধর্ম্ম প্রচারক) প্রয়োজন হইয়াছে। সচ্চরিত্র,
...প্রকৃতি, সদুৎসাহপূর্ণ, অধ্যবসায়নিপুণ, সংস্কৃত
...বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ও কিঞ্চিৎ ইংরাজীবিৎ ভাগ্যশীল
...পটু ব্রহ্মকুলোদ্ভব মহাত্মা ভিন্ন কাহারও
...বেদন করিবার প্রয়োজন নাই। আবেদনকারী

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন
সংস্থাপক ও সম্পাদক।

মহাত্মা কোন্ কোন্ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বর্ত্তমান কি বৃত্তি করিয়া থাকেন, তাহা যেন লিখিত থাকে। বেতনাদির বিষয় নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন। সভার প্রার্থনা এই যে আবেদনকারী আবেদন সহ নিম্ন লিখিত প্রশ্নটীর সদুত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন, নতুবা আবেদন গৃহীত হইবে না। উত্তরটী শাস্ত্রোক্তি, লৌকিক যুক্তি, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণীকৃত হওয়া চাই। যে উত্তরটী সর্ব্বাপেক্ষা সারগর্ভ হইবে তাহা "ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রে প্রকাশ করা যাইবে।

প্রশ্ন। শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করিলে মৃত পিতৃগণ কিরূপে তাহা লাভ করেন? তাহাতে তাঁহাদের কিরূপ কল্যাণ সংসাধিত হয়? আগামী শ্রীশ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত আবেদনপত্র গৃহীত হইবে। আপাততঃ সভার প্রধান কার্য্যস্থান "মুঙ্গেরে" আছে।

নূতন কাব্য।

তৃণ পুঞ্জ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দেব বিরচিত।

কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরি, ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ৷৷০ আনা, ডাকমাসুল ১০।

দৈনিক বার্ত্তা।

আমরা দৈনিক বার্ত্তা নামে এক খানি প্রাত্যহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, এবং ইহার নিমিত্ত মূলধন যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছি। এই পত্রের কলেবর হইবে দুই ফরমা ৪ পেজ হইবে। মূল্য অতি সামান্য, অর্থাৎ ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক ১২, টাকা মাত্র। পল্লীগ্রাম ও মফস্বলবা... প্রায়ই দৈনিক বাঙ্গালা সংবাদপত্র দেখিতে না। প্রধানতঃ তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত এই প্রকাশ করা যাইবে। ইহাতে প্রাত্যহিক নূতন সংবাদ এবং রাজনৈতিক, সামাজিক প্র... প্রবন্ধ নিয়ত প্রকাশিত হইবে। উত্তম কাগ... উত্তম ছাপার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হই... ইহার যেরূপ কলেবর হইবে, তাহাতে প্র... নানাবিষয়ক প্রবন্ধই প্রকটিত হইতে পারি... অথচ প্রতি খণ্ডের মূল্য দুই পয়সারও কম পড়ি... এরূপ সস্তা দরের বাঙ্গালা দৈনিক পত্র আর ন... অনেকগুলি সুলেখক ইহার লিখনকার্য্যে ব্রতী... বেন। এক টাকা হইতে বার টাকা পর্য্যন্ত যাঁ... যেমন সুবিধা হইবে, অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে প... বেন। এক্ষণে সাধারণের প্রত্যুপেক্ষা জানিতে প... সেই আমরা এই গুরুতর ব্যয় ও কষ্টসাধ্য ক... প্রবৃত্ত হইতে পারিব।

আগামী বৈশাখ অবধি কলিকাতা হইতে দৈ... বার্ত্তা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগিরীন্দ্রলাল চৌ...
কপলী।

নূতন কাব্য!

"দশমহাবিদ্যা।"

সুপ্রসিদ্ধ কবি।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়...
বিরচিত।

মূল্য ৷৷৵০ আনা ও ডাকমাসুল ১০ আ...

কলিকাতা, ২৯ নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ যন্ত্রে প্রাপ্তব্য

আর, সি, বসু কো...

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!
পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!
...কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুকো, পুরাণ
...শি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁতেঁধরা, স্বর-
...স্বরের সঁতেঁ ভঙ্গ ইত্যা, গলার ও বুক কাশী
...নিবারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম
...গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০ বটিকা সিলিট শিশির
...১ টাকা, ডাঃ মাঃ ৵০, বালকদিগের ঔষধের সঙ্গে
...য়া থাকে। এক বৎসর হইতে সকলেই নিরুপদ্রবে এই
...সেবন করিতে পারেন। মেসার্স জনা আরাটুন
...প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী
...ষ্টিচরণ এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

CHIMAULT AND CO,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
Paris :- Rue Vaugirard, 9, Paris.
শিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম।
...কাশ বক্ষোভ্যন্তরের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হই-
...ন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল
...ল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব
...মই বক্ষঃ, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা
...ব কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ।
...ল সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট
...ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে
...ল কোম্পানির নাম মুদ্রিত আছে।
...গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস
...এবং ইন্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)
...স্থিবিখ্যাত, কিন্তু কেহ কেহ গ্রিমল্ট সাহে-
...এর বিশেষ ফলোদয়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ
...করণ প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া
...ন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায়
...নিষ্টকর নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের
...ত ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ
...ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে
...হয়।
...গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।
...এই ঔষধের গুণ এমনি যে, যখন প্যাষ্টিকজুস
...হয়) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
...পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন
...অনায়াসে পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হয়। যত
প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য কারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট কাঁটিয়া ধরা।	পেট আমা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।
গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।
এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।
গ্রিমল্ট কোম্পানির গুরানা (Guarana)
এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

(৺ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও ঢাকার নবাবদাটীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদারনাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে)

সর্ব্বাগ্রে অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে। আপাততঃ প্রতি মাসে ইংলিশ অক্ষরে ছয় ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য স্বাক্ষরকারী গ্রাহকগণের প্রতি গ্রন্থের খণ্ডের ৵০, বিনা স্বাক্ষরকারীদিগের ।০ আনা; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে। অনুমান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।

যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দিবেন, তাঁহাদিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

মহাভারতে কার্য্যালয় } শ্রীহরিদাস মাল্লা।
২ নং অভয়ঘোষের লেন, কলিকাতা। } প্রকাশক।

নূতন পুস্তক।

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল /০।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড আর্য্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিক্যাল

কলেজের দক্ষিণ ৯৭ নং বাটীতে আমা
"সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়" ন
দিয়া একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছি। ইহা
নানা প্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বাঙ্গা
পাঠ্য পুস্তক, নাটক, উপন্যাস ও ডাক্ত
বহি রাখা হইয়াছে। সাধারণ ক্রেতা
নিয়মিত কমিশন দিয়া পুস্তকাদি বি
করা হয়। যে কোন গ্রন্থকার বিক্রয়
এখানে পুস্তক দিবেন, আমরা সাদ
তাহা গ্রহণ করিব। কেহ বিদেশ হই
পত্র লিখিলে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাই
দেওয়া হয়। সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু
এই উভয় পত্রই এখানে নগদ মূ
বিক্রীত হইয়া থাকে। এতৎ সংক্র
অন্যান্য কাজ এখান হইতে সম্পন্ন হ
তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য যদি কেহ পাঠাই
লিখেন, আমরা অতি অল্প কমিশন লই
তাহাও কিনিয়া দিয়া থাকি। ইহার নি
স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট
নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আম
সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকিব। অতএব যাঁ
দিগের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূ
কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হ
তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃ
যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকাল
পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহ
সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের বিনিম
সাপ্তাহিক বা মাসিক সংবাদ পত্র দি
থাকেন, তাঁহারাও ঐ স্থানে পাঠাইবে
তবে যাঁহারা মূল্য ও প্রেরিত পত্র
পাঠাইবেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষি
সোণারপুরে যেমন পাঠাইতেছেন, তেম
পাঠাইবেন।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রব
সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু
সহকারী সম্পাদ

প্রেরিতপত্র

পল্লীগ্রামের দুরবস্থা।

আমরা দেখিতেছি, দূরের পল্লীগ্রাম ... অতি অল্প। যে কেহ পল্লীগ্রামে লেখা... চেষ্টা নাই. কোন কোন পল্লীতে হয় গুরুপাঠ ... নয় নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তির বিদ্যালয় ... মাত্র। তাহাতে পল্লীবালকদিগের সামান্যরূপ ... হইয়া থাকে। অনেক বালক কৃষিকার্য্যে পড়িয়া ... হইয়া যায়। কদাচিৎ যদি কেহ গ্রাম পরিত্যাগ ... নগরে গিয়া উচ্চতর বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া ... পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া ... পার্জ্জন পুরুষ পরিণামে এক রূপ গণ্য মান্য ... ধনীর তুল্যসাজ হইয়া উঠেন; কিন্তু যেরূপ ... কাল পড়িয়াছে, তাহাতে তাঁহার তুল্য ... শতকরা নব্বই জন নিষ্ফলা মাত্র! যে পল্লীতে ... পালন করিয়া, যাঁহাদের সঙ্গে একত্র তিনি বাল্য ... ও যৌবনের কিয়ৎ সময় যাপন করিয়া- ... ; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর তাঁহার সে মমতা ... সে বাল্যকালের প্রাণসম সম্বন্ধিদিগকে ভাল ... না, অসভ্য ও মূর্খ বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ ... গরম হইয়া উঠিলে তিনি হইলেন উদ্যানের ... বায়ু সেবনার্থ গ্রামত্যাগ পূর্ব্বক নগরে গিয়া ... করেন। আর দশ জনবিদ্যার্থী এইরূপ করিয়া ... ন। তিনি মনে করিলে পল্লীর বহু উন্নতি সাধন ... পারেন, তাঁহার অভাবে পল্লী যে ক্রমশঃ ... পরিবর্ত্তে অবনতি প্রাপ্ত হইবে তাহার আর ... হেতু বিদ্যালয়ে শুদ্ধ ভাল বিদ্যা শিখিবে, ... তাহে আর সন্দেহ কি আছে? যাহা হউক, ... র সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিতে চাহি ...

ইংরাজ সংবাদসম্পাদক মহাশয় এই ... যে একটী সুন্দর শ্লোক লিখিয়াছিলেন, তাহার ... আর আমরা কি বলিব? তাহাই যথেষ্ট।

যাঁহারা পল্লীর মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থে একটু ... হইলেন, তাঁহাদের অনেকে যদি পরিত্র ... বায়ু সেবনার্থ পল্লীবাসিদিগের তুল্যরূপের ... ব্যয় করিয়া নগরে বাস করিবেন, তবে ... কে রক্ষিবে তাহারা? তাঁহাদের উপায় নাই ... রাই? তাঁহাদের জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? ... রূপে জীবিকার উপায় করিয়া ক্ষুদ্র কলেজে ... রা (সকলেই যে যান, এমত নহে) দিন যাপন ... ই তাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে ... ন প্রস্তাবে—"পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র কলেজে" তাঁহা- ... কার্য্যকলাপ ব্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু তৎকালে ... পল্লীস্থ যেখানে ক্ষুদ্র কলেজের কথা বলা হয় ... নাই এখনে তাহা একটু বলিতে হইল। কাল রাত্র ... সমাজের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। চিরকালই পল্লী- ... গ্রামে কয়েকটী ক্ষুদ্র কলেজ আছে, ... তাহাতে সৎ ও অসৎ উভয়বিধ বিষয়েরই আলোচনা ... হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামের কলেজে যাঁহারা কখন কখন অসৎ বিষয়ের আলোচনা করেন ... মধ্যে মধ্যে কলহাদি ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু ... তাঁহারা প্রায় সর্ব্বদা সাংসারিক কল্যাণকর বিষয়ের ... আলোচনা করিতেন। ধর্ম্ম ও নীতির অনুসরণে কি ... প্রকারে সংসারের উন্নতি হইতে, তাঁহারই ভাবনা ... করিতেন। যাহাতে সুন্দররূপে সংসার চলে, অতিথি ... অভ্যাগত কেহমুখী অন্ন পায়, সেই বিষয়েই যত্নবান ... ছিলেন; আর এক কথা, নিরক্ষর হইলেও তাঁহা- ... দের মধ্যে অনেকে দয়া ও পরোপকারিতার প্রতিমা- ... স্বরূপিণী ছিলেন। সমস্যপক্ষেরা তাঁহাদের সময়ে ... নিয়ত প্রিয়সখীভাবে অবস্থিতি করিত। সামান্য ... অশন বসনে তাঁহারা পরিতুষ্টা ছিলেন। আর এক্ষণ- ... কার মেমীবাঙ্গালের মেয়েরা সকল বিষয়ের ... উন্নতা। সংসারের ধার ধারেন না, সংসার ... চালাইতে জানেন না, তাঁহাদের অনুগ্রহে সংসার চির ... দিন অচল। তাঁহাদের হৃদয়ে আর সমস্যপক্ষের না ... নাই। সামান্য অশন বসনে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ... হয় না। সংসারের যাহাতে অবনতি হয়, প্রকারা- ... ন্তরে তাঁহারা তাহাই করিয়া থাকেন। একটী নিব- ... ন্ধের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

সে বিষয়টী এই, তাঁহাদের অলঙ্কারপিপাসা। ... বর্ত্তমান সময়ে রমণী-কলেজে অন্য বিষয়ের যত ... আলোচনা হউক আর না হউক, এই বিষয়ের কি ... বিলক্ষণ আলোচনা হইয়া থাকে। পাঁচ জনে যে ... মাত্র একস্থানে উপস্থিত হইলেন, অমনি তাঁহাদের ... মধ্যে অমুক বলিলেন, অমুকের স্বামী অমুককে ... কেমন সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার দিয়াছে, তাহাতে ... আমাদের পল্লালোচনীর কেমন সোণা সৌন্দর্য্যের ... বৃদ্ধি হইয়াছে. যেন মূর্ত্তিমতী শচী! এই কথা ... শুনিয়া অমুক রমণীর মন টলিল, অলঙ্কার পরিতে ... ইচ্ছা করিল। বাটীতে আসিয়া স্বামীকে অলঙ্কারের ... কথা জানাইলেন। কথা শুনিয়াই স্বামীর চক্ষু স্থির! ... একবার পতির অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ... না। স্বামীর অবস্থা শুনিতে পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত ... অবস্থাপন্ন ভদ্র লোক, কোনরূপে দিন অতীত করেন ... এই পর্য্যন্ত; কিন্তু সম্বল "অদ্যেকা ধনুগুণ" ... মাত্র! গঞ্জনা দিতে অজ্ঞ পতি যদি অসম্মত হই- ... লেন, তবে তিনি কমলাকান্ত শর্ম্মার ন্যূনা নারিকেল ... হইয়া বসিলেন। অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় ... না, কি করেন অগত্যা ঋণ করিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত ... করিয়া দিয়া মনস্তুষ্টি করিতে হইল। পরিণামে ... সেই ঋণ পরিশোধের সহায়ার্থে অলঙ্কারের ... দান করা কর্ত্তব্য। মনু প্রভৃতি মহাত্মারা বলিয়া ... ছেন, যে মনোমত অশন বসন না পায়, সে গৃহে স্থিতি করা না, কিন্তু অবলা বুঝিয়া সকল কার্য্যেই করা যে কর্ত্তব্য নহে, এ স্থলে আমার বন্ধুবর সুচারুরূপে বুঝাইয়াছেন, আমি ... ও বলা বাহুল্য বোধ করি অলঙ্কার ... দিয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে মোহ রাশি রাশি অনুৎপাদক অব- ... স্থায় কেলিয়া রাখিয়া বহু পরিবারকে, উৎপাদক ... অভাবে বিষম দুরবস্থায় বিষম দুর্দ্দিনে ... আনিয়া পরিত্যাগ করা সংসারের ... উন্নতি হইতে পারিতে পারে না, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি নাই, কিন্তু এ কথা কে বুঝিবে? যখন ভদ্রলোক সম্পন্ন বিদ্যালিমানী আত্মীয়কে এ কথা বুঝাইতে পারেন না, তখন মূর্খ অজ্ঞ লোক কি বুঝাবে? যে সকল ঈর্ষ্যাকর মন্দ ও নৈতিক দৌর্ব্বল্যের মূলে আছে অর্থ, তাহাদেরই বা দোষ কি?

সকল কথা বলিলে কি ... হয় যত দোষ। এদিকে সুখ কত ... তাহার ও তুলনা; কিন্তু ... সময়ে কিছুই নাই, ... নাই। আর পূর্ব্বের ন্যায় একতা, সমস্যপক্ষতা ... পূর্ব্বে পল্লীস্থ একজনে বিপদে পড়িলে দশ জনে রক্ষা পাইয়া ... সেই বিপদের অংশ গ্রহণ করিতেন; এখনে অংশ ... গ্রহণ দূরে থাকুক, আমোদ ... করেন না। তাহা কি সাধারণ ... না স্বার্থপরতার প্রধান অঙ্গ? পল্লীর এই অত্যাবশ্যক বড় সাধারণ কথা আমার বড় কাণে ... স্বার্থপরতায় ঈশ্বর ও ... আপনার বলা লোক ... দিগকে অট্টালিকার ইষ্টক দিয়া আপনার ... করা- ... ইয়া লয় অন্যের মতকদমার ব্যয় করেন, না লয় ... দলাদলির ... যদি কেহ দয়া- ... বান পরোপকারী হন, তাহা পল্লীবাসিগণের বড় ভাগ্যের ... স্থানের চিহ্ন বলিতে হইবে। সকল পল্লীর অব- ... স্থার এরূপ।

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে মকদ্দমার তাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি ছিল না। এটী পল্লীবাসিগণের মহৎ সুখের বিষয় ছিল। তাঁহারা মকদ্দমার বৃথা অর্থ অপব্যয় না দিয়া স্ব স্ব অবস্থায় উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু আজকাল আদালতের বৃদ্ধির সহিত মকদ্দমারও বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে কার্য্য অতি ঘৃণার ছিল, এক্ষণে বিদ্যাভিমানিরা অনায়াসে তাহা করিতেছেন। পিতা পুত্রের নামে অভিযোগ করি- তেছেন, গুরুর পুত্র আবার জননী বা তাঁহার সম- তুল্যা পূজনীয়াগণকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কি

...ন্তার কথা! অনেকে দুখী মধ্যমাও করিয়া ...কেন। তাহাতে ফল এই হয়, তাঁহার অধ্যয়ন, ...হক বিদ্যালয়ের সময় ... বালকদিগের মনক ... ও প্রকৃত ... কোন স্থানের ...

... [illegible] ...

... [illegible] ...

... [illegible]

দ্রব্য পাওয়া গেলেও বাসা ঘরের অভাব কুত্র- নাই, সুতরাং তথায় দ্রব্যাদির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এমাত্র সুরখানির রে আহার্য্য সামগ্রী ও বাস ঘর উভয়ই পাওয়া কিন্তু দুই দিবস অনাহারব্রতে শরীর ক্লিষ্ট না লে তাঁহার কৃপালাভ করা যায় না, আর তাহা- া ফল কি, তিন চারি দিন গমনসাধ্য পথের একবার মাত্র আহার করার স্থান থাকা না উভয়ই সমান।

গতায়াতের পাল্কি ভাড়ার ব্যয় অন্ততঃ ১৫। ১৬ ার ন্যূনে নির্ব্বাহ হয় না। ধনী লোকের তে ক্লেশ নাই বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কের একটী আপিল মকদ্দমা চালান আর সর্ব্ব- হওয়া একই কথা।

নদীসকল মহা ভয়ঙ্করী, যেমন বেগশালিনী নই তরঙ্গময়ী, বিস্তৃতিও বিশাল, সে তরঙ্গ-রঙ্গ লোকন করিলে সন্ত্রাসের শোণিত শুষ্ক, চিত্ত ুলিত ও চক্ষুস্থির হইয়া থাকে। কেবল াহিমাং মধুসূদন! ত্রাহিমাং মধুসূদন!" বলিয়া কার করিতে হয় এবং সমস্ত বিষয়বাসনায় গুলি দিয়া অভীষ্ট দেবের নামাবলী জপ করিতে তে প্রতি মুহূর্ত্ত মৃত্যুমুখ নিরীক্ষণ করিতে হয়। মাদিগের একজন আত্মীয়ের মুখে শুনিলাম, খুল ঁহাদিগের একটী বাকি খাজনার মকদ্দমা , নির্দ্দিষ্ট দিনে পাল্কি না পাওয়াতে অগত্যা লে উঠিতে (উহাও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়) সাক্ষী- কে সঙ্গে দিয়া তাঁহাদের একজন কর্ম্মচারীকে ঠাইলেন। তাহারা সোণাদানা নামক স্থানে না নদীর তুফান দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া ল, বাহকেরা অনেকক্ষণের পর বলিল "যদি টী টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে পাউতি তে পারি" কর্ম্মচারী বলিলেন "টাকা দিলে কাতে পার করিবে?" তাহাতে মাঝি কহিল পার করিতে পারিব না। কিছু দূর যাইতে না তেই নৌকা খানি ডুবিয়া যাইবে। আপনারাও ময় হইবেন, আমরা ভেলে জাতি, কোন প্রকারে রে উঠিতে পারিব; তবে নৌকাখানি নষ্ট হওয়ার ত স্বরূপ ৫০ টী টাকা চাহিতেছি।" কি বিপদ!! ও দুই একটী স্থানে বা দুই একটী নদীতে পথা- ত নহে। কালীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিয়া কিছু াইয়াই ক্রমশঃ কপোতাক্ষ,—শিবসা, ভদ্র, পসর, সা ও ভৈরব প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ৭। ৮ টী নদী অতিক্রম করিতে পারিলে খুলনায় পৌঁছান । যদিচ শীতকালাদিতে নদ নদীগুলি শান্তভাব ণ করে, কিন্তু চৌর ও দস্যুগণ কোন কালেই নহে। তাহারা কিঞ্চিৎ মাত্রও লাভের সম্ভা- বনা দেখিলে মনুষ্যদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। নৌকারোহণে এই সকল বিপদ পরম্পরা পার হইয়া খুলনায় উপস্থিত হইতে পারিলে মস্তকের অর্দ্ধেক ভার হইল বলিতে হইবে খুলনা গমনই এ জন্মের শেষ কার্য্য।

দ্বিতীয়, সেনহাটী বসন্তগ্রাম ও গোবরডাঙ্গা অঞ্চল দিয়া যে সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে খুলনায় গমন করিয়াছে, উহাতে আমাদিগের কিছুই উপকার নাই, বরং শিয়ালদহে শীঘ্র শীঘ্র পৌঁছান যায়। কিন্তু উক্ত রেলওয়ের কোন ষ্টেষণেই এক দিবস উপস্থিত হওয়া যায় না এবং সকল ষ্টেষণে গন্তব্যস্থানেরও সুপথ নাই।

তৃতীয়, কটবর্ত্তন কালীগঞ্জ হইতে কলিকাতায় যাওয়ার নৌকাপন্থায় যেরূপ সুযোগ, তদপেক্ষা অধিক সুবিধা, প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা মৃত বাবু কালী- নাথ রায় চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের কৃত অতি প্রশস্ত নক্তোন্নত-রচিত সুদীর্ঘ খাল নৌকা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গমন করিলেও গতির বাধা হয় না, সুতরাং কি শীত, কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম, কি দিবা, কি রাত্রি সকল কালেই কি কাণা কি অন্ধ, কি খঞ্জ, কি চক্ষুষ্মান্ সমস্ত লোকেই দুই হস্ত তুলিয়া উক্ত মহাত্মাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে যথাসুখ গমনাগমন করিতেছে। কয়েক বৎসর গত হইল, রাস্তা পাকা হওয়াতে ঘোড়ার গাড়ি চালিত হইতেছে। পাল্কিও যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। সুতরাং ধনী ও মধ্যবিধ লোকের গন্তব্যস্থানের সবিশেষ সুবিধা, দরিদ্র ব্যক্তিরাও ঘটনাসমর্থ হইলে কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যয় স্বীকার করিয়া চলন্তী গরুর গাড়ীতে যাতায়াত করিতে পারে। ক্রোশ বা অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর বিবিধ খাদ্যদ্রব্য-পূর্ণ বিপণি বাসাঘরেরও অভাব নাই। আবার পথিকদিগের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য রাস্তার ধারে ধারে নানাবিধ সুভক্ষ্য ফল লইয়া কৃষকগণ অপেক্ষা করিতেছে। যাহার যাহা ইচ্ছা ক্রয় করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা শান্তি করিতে পারেন। ফলতঃ এ পথে স্বস্তিবিধির ক্লেশ নাই। পারাবারের ভয় নাই, আহার্য্য বস্তুর অভাব নাই,—অধিক কি নিদাঘ মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডাতপতাপিত-পথিক- দিগকে পথপার্শ্বস্থ তরুরাজিরাও সুশীতল ছায়া প্রদানে সুখী করিয়া থাকে। আর ও দিকে খুলনার পথ, (পথ ত নাই। বিল, কিল, জলা, আল,) মনে করিলে হৃদয় কম্পিত ও অঙ্গ বিগলিত হয়! বর্ষাকালে কোথায় আবক্ষ, কোথায় সন্তরণযোগ্য জল, কোন স্থানে পিচ্ছিল আল বা ভেড়ি তাহার দুই পার্শ্বে (শস্য নাশভয়ে কৃষকগণ কর্ত্তৃক) কণ্টক রচিত বেড়া, একবার পাদস্খলন হইলে আর নিস্তার নাই। যদিও শীতকালে এ সকল উৎপাত থাকে না বটে কিন্তু বিশেষ শুষ্ক মৃত্তিকা ইঁটিয়া বা কৃষি ক্ষেত্রের উপর পাদদ্বয় ক্ষত বি ঠুঁটী লাগিয়া রক্তাক্ত হইতে থাকে। ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে এ যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে না বাজার, বিপণি, পান্থ নিবাসের কথা দূরে থাকুক ভিক্ষা নয় উপযাচক হইয়া জলপান দিতে কেহ চায়। তবে যে কেহ খুলনা গমনস্থলে ক্লেশ স্বীকার ব্রত অবলম্বন করিতে পারেন, তাঁহার জন্য যশো হরের সুগমা পন্থা প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু মকদ্দমা কারীর পক্ষে এ কথা উপন্যাস ভিন্ন আর কিছু নয়।

চতুর্থ, আশ্রয়। আমাদিগের এ দেশেরস্থ ধনী মধ্যবিধ ব্যক্তিগণের প্রায়ই কলিকাতায় এক এক স্বকৃত বা ভাড়াটিয়া বাটী আছে। কখন কে গঙ্গাবাসের জন্য, কেহ সপরে থাকিবার নিমি কেহ মকদ্দমাদির তদ্বির জন্য, কেহ পুত্রাদির শিক্ষ দিবার কারণ, কেহ বা ওকালতি, মোক্তারি, অথ অন্যান্য চাকরী করিবার জন্য বসতি করিয়া থাকে সুতরাং তদ্বৎ পরিবারের কলিকাতা অঞ্চলের তা কাহারই সেখানে থাকিয়া সম্পন্ন হয়। আর যাঁহ দিগের নিজের বাটী নাই, তাঁহারাও (আত্মীয় স্বজন বা গ্রামস্থ সম্বন্ধে) ঐ সকল বাটীতে আ লইয়া কলিকাতার প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও কেহ জমিদারের কে মনিবের, কেহ মহাজনের, কেহ পণ্ডিত উকী মোক্তার বা আমলার ও কেহ বা আড়তদারে বাটীতে বিনা ব্যয়ে থাকিয়া মকদ্দমাদি করিয়া থা কদাচিৎ কেহ এ সকল সুবিধায় বঞ্চিত হইলে তাঁহাকে ক্লেশ পাইতে হয় না। সকলেই সুযত্ন সমাদরের সহিত বাসা পাওয়া গিয়া থাকে। দাসী ও পাচকাদিও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়। কো স্থানে কোন বিষয়ের জন্য কাহাকেও কষ্ট স্বীক করিতে হয় না। পক্ষান্তরে খুলনা আমাদি অবারিত দ্বার ও নিরাশ্রয় স্থান, চাকরি নূত আমলা নূতন, উকীল মোক্তার সকলই নূত কাহার সহিত পরিচয় নাই, স্বদেশীয় লোক ন থাকিবার স্থান নাই" এখন বল মা তারা দাঁড় কোথায়?" এক যশোহরাদির ন্যায় বেশ্যাল বাসা করা প্রকৃত ভদ্র লোকের পক্ষে অকর্ত্তব্য গ্লানিকর। সুতরাং শুচিস্মিতা বারাঙ্গনা কথ ইহা স্বীকার করিবেন না। তদ্ভিন্ন খুলনা অত্য অপ্রশস্ত স্থান, বাসেরও অভাব মাত্র। যে উত্তম স্থান উকীল মোক্তার ও আমলা মহাশয়ে অগ্রে অধিকার করিয়া লইবেন; বাদী প্রতিব সাক্ষী ও অন্যান্য লোকের পক্ষে—"ভোজনং ত্রি শয়নং হট্ট মন্দিরে।" এই ত গেল বাসার

দ্রব্য ও এবেৰ৮। ৮৩৩৭ মূল্য বিশেষ উত্তম
বা প্রয়োজনীয় বস্তু [illegible]
লে অভ আসিয়া উপস্থিত করে। এ কি
[illegible]
[illegible]
[illegible]

...মহাকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, ...গঞ্জ থানাটীকে বন্দরের উপবিভাগের অধীন ...া দিলে তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল হয়। এ প্রার্থ... ত আমাদিগের অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে ...পত্রপ্রেরক যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ...লি সারবতী বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রার্থনা ...দিগের প্রার্থনা যদি সঙ্গত হইল, কর্ত্তা প্রধান ...পুরুষ কেন যে তৎপূর্ব্বে পাষাণময় হইবেন, ...া আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। পরিবর্ত্তন ...য় নিমিত্ত, অনিষ্টের নিমিত্ত নয়; যে পরিবর্ত্তনে ...ল না হয়, তাহা কাহারই অভীষ্ট হয় না। বৃদ্ধা ...বয়সের একটী প্রধান পরিবর্ত্তন, কিন্তু তাহা ...ার অভীষ্ট হইয়া থাকে? সে পরিবর্ত্তন দেহের ...ক মঙ্গলকর নহে। যখন দেখা যাইতেছে কালী... থানার পরিবর্ত্তনে গ্রামবাসিদিগের অনিষ্ট ঘটি... ক, তখন এ পরিবর্ত্তনের পরিবর্ত্তন যে একান্ত ...শাক হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে সংশয় নাই। ...এব, আমাদিগের সদাশয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ...াহার কালীগঞ্জবাসিদিগের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি ...ন, এই আমাদিগের ইচ্ছা।

আদালতের ব্যয় বৃদ্ধি।

...আদালতের যদি ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, তাহাই প্রজার ...র্দ্দশা। এই ব্যয় নির্ব্বাহ অনেকে অর্থ ...ার অসমর্থ হইবে এবং অনেকে উৎসন্ন যাইবে। ...কারের সম্বন্ধি আছে, তাহা বাড়াইয়া তাহাদিগের ...ন্থ দুর্ব্বল-হাদয় ব্যক্তিদিগের একটী প্রধান যন্ত্র ...য়া উঠিবে। গবর্ণমেণ্টের উচিত নয় যে, সঙ্গতি ...ন্য ব্যক্তিদিগের হস্তে এ অস্ত্র সমর্পণ করেন। ...াবার যেরূপ ধরণে তাহা গঠনা করা যাইতেছে, ...হা কোন সভ্যদেশ হইতে এরূপ প্রকার অত্যা... ার বলিতে পারা যায় না। রাজা যে সেনা লওয়া, ...তাহাদের সকল কার্য্য ... করিবার চেষ্টা ...তেছে। আমার একটী দুঃখিনী স্ত্রীলোক ...ার দ্বারে প্রবেশ করিতেছে। আমরা পূর্ব্বে ...ইয়াছিলাম, আদালতকে বিচার বিক্রয়স্থান বা ...বসার স্থান করা উচিত নয়। আদালতে সমুদায়ে ...ত ব্যয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক আয় সংগ্রহ করাই ...কর্ত্তব্য; তাহার অধিক আয় সংগ্রহের প্রয়াস পাওয়া ...বশ্যক নহে। সে প্রয়াস পাইতে গেলেই আদা... লতকে বিচার বিক্রয়স্থান করিয়া তোলা হয়। ...আদালতের বর্ষে বর্ষে যে প্রকার ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, ১৮৮১। ৮২ অব্দের বঙ্গদেশ শাসন সংক্রান্ত বৃত্তান্তের ...অন্তর্গত ষ্ট্যাম্প সংক্রান্ত আয়টী দর্শন করিলেই ...পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

প্রস্তাবিত বর্ষে কেবল এক বঙ্গদেশে ১১০২৩৫৭০ টাকা আয় ও ৩৮৫৯৬৯ টাকা ব্যয় এবং ব্যয় বাদে ১১৬৩৭৬০১ টাকা লাভ হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসর কাল ক্রমেই ষ্ট্যাম্পের আয় বাড়িতেছে। কেবল এক পূর্ব্ব বর্ষে ৭৬৬১৬১ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। এটী যে বিচার সংক্রান্ত ষ্ট্যাম্পের আয়, তাহা রিপোর্টে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে; কিন্তু লিখিত হইয়াছে, অন্য বিষয়ক ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ে অল্প অল্পের কিঞ্চিৎ অধিক মাত্র আয় হইয়াছে।

এখন রাজপুরুষেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিচার বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করা হইতেছে কি না? পূর্ব্বকার রাজারা মকদ্দমার বিচারার্থ কিছু কিছু লইতেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রজারা যে ষড়ভাগ রাজস্ব দিত, রাজারা তাহাতেই বিপক্ষ হস্ত হইতে দেশ রক্ষা, দস্যু তস্করাদির উপদ্রব হইতে প্রজা রক্ষা এবং প্রজায় প্রজায় বিবাদ হইলে বিবাদভঞ্জন করিয়া দেওয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিবেচনা করিতেন। বিচারবিতরণার্থ অতিরিক্ত গ্রহণ করিতেন না। মুক্তিতেও এই কথা বলে। প্রজার নিকট হইতে যে ষড়ভাগ গ্রহণ করা হইত, এই সকলের ব্যয় নির্ব্বাহ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। তখন রাজারা স্বদেশীয় ছিলেন, প্রজার নিকট হইতে লব্ধ অর্থ তাঁহাদিগের অন্যত্র পাঠাইবার প্রয়োজন হইত না। স্বদেশের টাকা স্বদেশেই থাকিত। রাজাদিগের সৈন্যাদি ঘটিত ব্যয়বাহুল্য ছিল না। এখন রাজা বিদেশীয় হইয়াছেন, তাঁহার স্বদেশে টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হইয়াছে এবং প্রজাদিগকে বিশ্বাস করেন না, তন্নিবন্ধন ব্যয়ও অধিক হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তাঁহার অর্থ সংগ্রহের নানা উপায় করনা ও অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু রাজার যেটী প্রধান কর্ত্তব্য সদ্বিচার বিক্রয় করিয়া লাভ করা বিধেয় হয় না। গবর্ণমেণ্ট অন্য উপায়ে দশ টাকা লইতেছেন, লাইসেন্স টাক্স, রোডসেস, পব্লিক ওয়ার্কসেস প্রভৃতি নানা আবুয়াবও করিতেছেন, তাহা প্রজার অসন্তোষকর হইলেও তত দূষণীয় নহে। কিন্তু কর্ত্তব্য বিক্রয় করা কোন ক্রমেই নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কর্ত্তৃপক্ষের একবার এ বিষয়টীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

আদালতের ব্যয় বৃদ্ধি নিবন্ধন যে কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে, একটী বিষয়ের অনিষ্ট গণনা করিলেই রাজপুরুষেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। জমীদার কৃষক সম্বন্ধই এ স্থলে পরিগৃহীত হইতেছে। আদালতে খাজনা আদায়ের মকদ্দমাই অধিক। এই মকদ্দমার এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ইহার নিষ্পত্তি নিমিত্ত নূতন বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। এই মকদ্দমার মূলে হাস্যকর অতি সামান্য। খাজনা আদায়ের মকদ্দমা অধিক হয়, তাহার কারণ কি? দুটী কারণ আছে। এক, কতকগুলি পরগণার অবস্থা ভাল নয়। তাহাতে যথা সময়ে জমীদারের খাজনা পরিশোধ করিতে পারে না। কালের আবার কুটিল গতি আছে। বর্ষা সকল বর্ষে সমান হয় না, সকল বর্ষে সমান শস্য উৎপন্ন হয় না। অনাবৃষ্টি বৎসর তাহাদিগের অবশ্য বিপদ ঘটে। গবর্ণমেণ্টের ঘরে সূর্য্যাস্তনীলামে জমীদারের টাকা বাঁধা আছে। গবর্ণমেণ্ট একটী দিনও অতিক্রম করিয়া অতিরিক্ত দেন না। জমীদার সে দিন খাজনা না দিলেই তাঁহার জমিদারী নীলাম হইয়া যায়। জমীদার কি করেন, যে প্রজা খাজনা না দেয়, তাহার নামে অগত্যা নালিশ করেন। নালিশ করেন বটে; সহজে করেন না, চুই তিন বৎসর মুখ চাহিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট এক আইন করিয়া নিজেই অধিক দিন মুখ চাহিয়া থাকিতে বারণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, প্রায় সকল জমীদারীতেই দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি করিয়া স্বার্থপর চষ্ট প্রজা আছে। তাহারা কেবল গোল পুঁজিয়া বেড়ায়। জমীদারকে খাজনা দিতে না হয়, এই তাহাদের চেষ্টা। কোন একটী ছল পাইলেই তাহারা জমীদারের বিপক্ষে সকল প্রজাকে জোটবদ্ধ করিতে থাকে। উহারাই দঙ্গলঘটের মূল। যে সকল প্রজা ভদ্র, তাহারাও সেই দঙ্গলঘটে যোগ দেয়। মূর্খতা নিবন্ধন মনে করে, দঙ্গলঘটে যোগ দিলে আর জমীদারকে খাজনা দিতে হইবে না। জমীদার তাহাদিগকে বলে পারেন না; সুতরাং আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আদালত যে কেমন সামগ্রী ও তাহার কেমন ব্যয় নির্ব্বাহ্য তাহা বুঝিতে পারেন না; শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যান; তখন আর উদ্ধার হইবার সময় থাকে না; উৎসন্ন হয়।

এখন আমাদের বক্তব্য এই, সেই নির্দ্দুদ্ধিতারূপ সুযোগ পাইয়া গবর্ণমেণ্টের তাহার ফলভোগ করা উচিত নয়। গবর্ণমেণ্ট আদালতের ব্যয় কেন বৃদ্ধি করুন না, অনায়াসে তাহা আদায় হইবে। অভিযোগকর্ত্তা জমীদারের তাহাতে ক্ষতি নাই। তিনি প্রথমে নিজ তহবিল হইতে যে ব্যয় দিবেন, তাহার পরে প্রজার নিকট আদায় করিয়া লইবেন। মারা যাইতে প্রজারই মারা যাইবে। এখন নালিশ করিতে হইলে শতকরা ৭ টাকার ষ্ট্যাম্প লাগে। যদি গবর্ণমেণ্ট এ নিয়ম রহিত করিয়া শতকরা ১০ টাকা করিয়া আরজীর ব্যয় নির্দ্ধারণ করেন, নালিশ কি কমিয়া যাইবে? এখনও যে কারণে যে নালিশ

হইতেছে, তখনও সেই কারণে সেই নালিশ হইবে, প্রজারাই অসন্তুষ্ট বিপক্ষপক্ষ হইবে। অতএব আদালতের আয় [illegible] নয়, ইহার যত হ্রাস হয়, [illegible] আদালতের যায় দুঃখের আশা [illegible] করুন না কেন, [illegible] ও শাস্তি-[illegible] করিবেন। [illegible] আক্ষেপ [illegible] দেখিয়াছি, [illegible] এক স্থানে দেখিয়াছি, [illegible] নিষিদ্ধ-[illegible] ইহাতে [illegible] হইবে না হইবে, [illegible] কিন্তু [illegible] প্রজাদিগের [illegible] হইতেছে। [illegible] সকলে জমীদারের [illegible] দেখে না, আপনারা দিকে [illegible] চাহে কৃষকের [illegible] হইবে। [illegible] কয়েকটা [illegible] করিবে, এই তাহারা উৎসন্ন যাইবে। গবর্ণমেণ্ট আবার ষ্টাম্পের [illegible] বৃদ্ধি করিলেন, এই তাহাদিগের উৎসন্ন যাইবার দশার সবিশেষ সাহায্য হইবে সন্দেহ নাই।

এই প্রস্তাবটীর লিখন সাঙ্গ হইলে পর আমরা জানিতে পারিলাম, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান-তম বিচারপতি সর বিচার্ড গার্থ সাধারণকে বিচার-[illegible] দেওয়ানী আদালতের ষ্টাম্পের [illegible] বৃদ্ধি করিবার বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। [illegible] এই অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দরিদ্র [illegible] প্রতি অকপট স্নেহ আছে, তাঁহারা সকলেই [illegible] করিবেন সন্দেহ নাই। তবে যাঁহারা [illegible] মোকিক দয়াবান, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। [illegible] আদালতের আয় বৃদ্ধিকে [illegible] মনে করিয়া ইহার অধিকতর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতে [illegible]।

উপসংহারে আর একটী কথা এই, আমরা [illegible] পারিতেছি, আদালতে গবর্ণমেণ্টের কতক [illegible] আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারা নানা কৌশলে আদালতের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছেন। আমাদের অনুরোধ এই, গবর্ণমেণ্টের তাঁহাদের প্রতি যেন একটু দয়া থাকে। তাঁহারা অনেকের আয় বৃদ্ধি দেখাইতে [illegible] করিবেন, তাহার আশা [illegible]।

[illegible] মোকিক [illegible] [illegible] ছিলেন। অনেক [illegible] প্রণালীর অনেক পথ দেখাইয়াছিলেন। সভ্যতারও অনেক প্রমাণ দিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধি বল-বিক্রম প্রভৃতি সকল বিষয়েই এক সময়ে সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট হইয়াছিলেন। অনেক বিষয়েরই সার ও সূক্ষ্ম স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু মদ ও মাংসসেবার প্রাচুর্য্য হেতু একটী বিষয়ের মন্দ ও সাবদত্তা বুঝিতে পারেন নাই। বিজিতদেশের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ ব্যবহার করিলে স্বদেশের অঙ্গপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয়, তাঁহারা অত্যধিক গর্ব্ব নিবন্ধন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভাবিতেন, বিজিত দেশে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার ও সৈন্যবল দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেই স্বদেশের মঙ্গল হইবে এবং বিজিত দেশ চিরকাল করায়ত্ত থাকিবে। যাঁহারা রোমের প্রধান যোদ্ধা ও প্রধান সেনাপতি হইতেন, বিজিত দেশগুলি তাঁহাদিগের অর্থাগমের প্রধান দ্বার স্বরূপ হইত। তাঁহারা তথা হইতে অর্থ আনিয়া স্বগৃহে বসিয়া নবাবী করিতেন। তন্মূলক বিজিত দেশে নানা প্রকার অত্যাচারও ঘটিত। সেনেটরেরা প্রবীন প্রাজ্ঞ হইয়াও এক দুর্দ্দম গর্ব্ব প্রযুক্ত উহা বুঝিতে পারিতেন না। বিজিত দেশ গুলিকে চিরকালই পর ভাবিতেন। যে পথ অব-লম্বন করিয়া ঐ গুলিকে আত্মীয় করিয়া তোলা যায় তাঁহারা সে পথে যাইতেন না। পরিশেষে ঐ দেশ গুলি রোমের বিপদের কারণ হয়। কিন্তু রোম যদি সময়ে বিজিত দেশগুলিকে আপনার অঙ্গস্বরূপ করিয়া লইতেন; বিজিত দেশের সহিত যদি পরবৎ ব্যবহার না করিতেন, রোমের অঙ্গপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হইত সন্দেহ নাই। রোম কখন এক সময়ে মদ প্রভাবে মত্ত হইয়া তাহা করিতে পারেন নাই।

ব্রিটিশ জাতি রোমকদিগকে আদর্শ করিয়া এবং তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অনেক কার্য্য করি-য়াছেন, অনেক বিষয়ের শিক্ষা করিয়াছেন এবং অনেক বিষয়ের সংশোধনও করিয়া লইয়াছেন: ইঁহারা অনেক বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিজিত দেশের সহিত ব্যবহার বিষয়ে ইঁহারা রোমকদিগকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই; তাহা দিগের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আত্মদোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারেন নাই। বিজিত দেশের প্রতি রোমকদিগের যেরূপ ব্যবহার ছিল, ইঁহাদিগেরও প্রায় সেইরূপ ব্যবহার। প্রায় সপাদ শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, ইংরেজেরা ভারত জয় করিয়াছেন: কিন্তু ভারতকে আজও আত্মীয় জ্ঞান করিতে শিখিলেন না, আজও ভারতকে ইংলণ্ডের অঙ্গ করিতে [illegible] পারিলেন না। সেই পূর্ব্ব ব্যবহারের [illegible] দেখা যায়, অধিকাংশ বিষয়েই ভারতের প্রতি

ইংরাজের সেইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। পরের কি পরের প্রতি স্নেহ থাকে? পর হইতে পরের হিতচেষ্টা অধিকাংশ স্থলে কেবল বাক্যেই পর্য্যবসিত হয়। পর কি পরের দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত হয়? পর কি পরের সেই দুঃখের অপনয়নের আন্তরিক চেষ্টা পান? আন্তরিক চেষ্টা ব্যতিরেকে কি সেই দুঃখের বাস্তবিক নিবারণ হইয়া থাকে? এই কারণেই কি ভারতবাসির দুঃখ অপরিমিত রহিতেছে না? এই কারণেই কি ভারতে রাজপুরুষদিগের সপক্ষপাত অন্যায় ব্যবহার অনুমূলিত হইয়া পরিবর্দ্ধমান হইতেছে না? ব্রিটিশ জাতি যদি ভারতকে বিজিত ও পর না ভাবিয়া আত্মীয় জ্ঞান করিতেন; ইংলণ্ডের রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থাদি এ দেশে প্রচলিত করিতেন; ইংলণ্ডবাসিদিগের স্বত্ব যদি ভারতবাসিদিগকে প্রদান করিতেন, তাহা হইলে কি আজ আমাদের দুঃখ প্রকাশের অবসর থাকিত? তাহা হইলে কি আজ রাজপুরুষেরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন? তাহা হইলে কি রাজপুরুষেরা আমাদের দত্ত অর্থের ব্যয় দর্শনে আমাদিগকে বঞ্চিত রাখিতে পারিতেন? তাহা হইলে কি আজ আমরা কেবল জজ মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার প্রভৃতির পদ লাভে অধিকারী থাকিতাম না? তাহা হইলে কি আজ আমরা উচ্চ পদের লালসা করিয়া উন্মুখ হইয়া থাকিতাম?

অপর প্রমাণের প্রয়োজন কি? এক সামান্য আয়শাসন ক্ষমতা প্রদান করিয়া কত হাঙ্গামা উপস্থিত। রাজপুরুষেরা এই সামান্য বিষয়টীও বিনা বিবাদে দিতে চাহিতেছেন না. সেক্রেটরি সাহেব বলেন রাজপুরুষদিগের এ বিষয়ে আপত্তি নাই, কিন্তু কলিকাতার মনরো সাহেব ও তাঁহার দল এবং বোম্বাই বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতিবাদী, তখন কিরূপে আমরা তাঁহার বাক্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব? এটী কি সামান্য দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয়, আমাদের দত্ত টাকা আমাদিগকে ব্যয় করিবার স্বাধীনতা দিবেন না? এ স্বাধীনতা দানে কেবল যে আমাদের লাভ, তাহা নয়, গবর্ণমেণ্টও অনেক ঝঞ্ঝাট হইতে অবসর পান, আমাদের দত্ত টাকাতেও অনেক অপব্যয় ও অনাবশ্যক ব্যয়ের নিবারণ হয়, সাহাতে এত উপকার, রাজপুরুষেরা সেই বিষয়েই বদ্ধমুষ্টি হইয়া আছেন। ভারতকে বিজিতভাবে ভাবিবার এত দোষ দেখিতে পাইয়াও আমাদের জিজ্ঞাসা এই, ব্রিটিশ জাতি আর কত কাল ভারতকে বিজিতভাবে দর্শন করিয়া আপনার ভাবিবেন? আর কত কাল বিজিতভাবে [illegible] দিবেন?

[illegible] সকল বিষয়েই এখন ইংলণ্ডের আদরের [illegible]। ভারত হইতে ইংলণ্ডের ধন বহ

ছে, ইংলণ্ডের অনেক সন্তান ভারতে প্রতি
ন্ত হইতেছে। ভারত হস্তগত থাকাতে ইংলণ্ডে
র গৌরবের প্রভা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে।
এর আর ইংলণ্ড জাতির ভারতের প্রতি বিজিত
নিবন্ধন উপেক্ষা শোভা পায় না। স্কটলণ্ড
য়ারলণ্ডকে ইংলণ্ডের অঙ্গ করিয়া লওয়াতে
ক্তির প্রাদুর্ভাবের সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে;
তকেও অঙ্গ করিয়া লইলে ঐ শক্তির আরও
হইবে; ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটের প্রভা আরও
ল হইবে। ভারত কেবল যে অর্থদান দ্বারা
ণ্ডের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে, তাহা নয়,
ণ্ড ও আয়ারলণ্ডের ন্যায় সময়কালে সৈন্য
ও সাহায্য করিতেছে। সে দিন মিশর যুদ্ধে
ক সৈন্যেরা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিল। রুশ
যুদ্ধকালেও ইংলণ্ড ভারতসৈন্যবলপ্রদর্শনে
ন নাই। সুতরাং ইংলণ্ডের এমন আদ-
সামগ্রী, তাহাকে বিজিতদেশ বলিয়া পদাঘাত
করা কি আর উচিত হয়? আমাদের বাঙ্গা
বিদ্বেষ না করা ব্রিটিশজাতি ভারতকে আপ-
করিতেছেন। সাবধান করিয়া লইতে হইলে
ধানি করা কর্তব্য, তাহা করুন। পার্লা-
সভাকে কমন্স ও অ্যাসেম্বলীর ন্যায় ভারতেরও
প্রতিনিধি প্রেরণের ইচ্ছা; এখানকার
ধাক সভ্য করিয়া লওয়া কর্তব্যালয়ে ইউরো-
ও এ দেশীয়কে [illegible] করা হউক।
[illegible] নয়, গবর্ণমেণ্টও
[illegible] ইংলণ্ডের অনু-
হইয়া থাকিবেন, সুতরাং কোন আশঙ্কা থাকিবে
[illegible] ইহার [illegible] হইবার
নাপরাধ করা হইবে না।

[illegible] একটী

এ দেশীয় বিচারপতিরা ইউরোপীয় অপরাধির
বিচার করিতে পারিবেন না কেন? ইউরোপীয়ের
কি এমন কোন অলৌকিক গুণ আছে, যে সম্মুখে
উপস্থিত হইলেই এ দেশীয় বিচারপতির মস্তক ঘুরিয়া
যায়? তাঁহার বুদ্ধি কি স্থির থাকে না? তিনি আইন
ভুলিয়া যান? তাঁহার অবলম্বিত বিচারপদ্ধতি বিপর্য্যস্ত
হইয়া যায়? ২ রা মেকলের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা
পক সভায় এই বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল,
ইহার সংশোধনার্থ আইনের একটী পাণ্ডুলিপি
উপস্থিত হইয়াছে। যদি আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর
জেনরল লার্ড রিপন বাহাদুর এ নিয়মটী রহিত
করিয়া দেন, তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্য,
তাঁহার হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব এ দেশে চিরবিরাজমান
থাকিবে।

আমরা এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরো-
পীয়ের বিচার না হইবার কোন কারণ দেখিতে
পাই না। বিচারপতি রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া
বিচারাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইউরোপীয় অপরাধির
বিচারকালে এ দেশীয় বিচারপতির মনে জাতিত্বের
উদ্দীপিত হইয়া উঠে, যদি এরূপ চিন্তা করা হয়,
তাহা বিচারাসনের অবমাননার বিষয় সন্দেহ
নাই। যে বিচারপতির মন এমন লঘু, তিনি বিচারা-
সনের একান্ত অযোগ্য। তিনি ত এ দেশীয় অপ-
রাধির বিচারেও অধিকারী হইতে পারেন না।
তাঁহার নিকট কাহারই সদ্বিচারলাভের সম্ভাবনা
থাকে না। তিনি রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া
সকলেরই অনিষ্ট করিতে পারেন। পরীক্ষায় কি
কখন এরূপ প্রমাণ হইয়াছে? যদি সে প্রমাণ না
হইয়া থাকে; তবে ইউরোপীয়ের বেলায় সে সম্ভা-
বনা কি? কেহ কেহ ইউরোপীয়ের স্বাধীনতার
ভান করিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন। স্থির চিত্তে
কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে আপত্তি একান্ত
অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাঁহার
নিকট দেশীয়ের শারীরিক স্বাধীনতার বিলুপ্ত হই-
বার সম্ভাবনা নয়, তাঁহার নিকটে যে ইউরোপীয়ের
স্বাধীনতার বিপত্তি ঘটিবে, তাহা কোন ক্রমেই
সম্ভাবিত নহে। ব্যবস্থাপক সভায় এ সকল বিষ
য়ের আন্দোলন হইয়াছিল। অধিকাংশস্থলে
ইউরোপীয় ও এ দেশীয় উভয়েই প্রেসিডেন্সী মাজি-
ষ্ট্রেট হন। তাঁহার নিকট ইউরোপীয় এ দেশীয়
উভয়ের তুল্যরূপ বিচার হইয়া থাকে, [illegible]
অবিচার হয় না। মফস্বলে [illegible]
সময় এটী বড় [illegible] হয়। [illegible]
ও এ বিষয়ে সাধারণের মত [illegible]
ইত্যবধি হইয়াছে। কিন্তু এ স্থলে আমাদের
জিজ্ঞাস্য এই, ইউরোপীয়েরা কি এ বিষয়ে দু

প্রদান করিবেন? তাঁহারা বলিবেন, কখন এ
কাজ হয় নাই। কখন হয় নাই বা বলা
হইয়া আসিয়াছে, এটী যুক্তিসিদ্ধ কারণ হই
পারে না। যদি একটী অন্যায় কার্য্য পুরুষানু
চলিয়া আসিয়া থাকে, যুক্তি ও আইনের নি
তাহা বলবৎ হইতে পারে না। এ স্থলে সভীদ
দাহ ও গঙ্গাসাগরে সন্তাননিক্ষেপ করা
চলিয়া আসিয়াছিল; তাহা কি অপরিবর্ত্তিত রহি
ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয় লইয়া যে কথোপক
হয়; আমরা পাঠকগণের সে চক্ষুঃ নিয়ে তা
সারভাগ উদ্ধৃত করিলাম।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার অপরাধের বি
সম্বন্ধে ১২৮৩ অব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধিতে
ব্যবস্থা আছে, তাহার সংশোধনবিষয়ক আই
পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়া অনরেবল ইলবর্ট সা
বলেন, ভারতবর্ষীয় নূতন দণ্ডবিধির একটী দো
লিখিত আছে "যিনি ষ্টিফেন অব পীস নন (প্রে
ডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের বিষয়ে এ বিষয় খাটিবে না
যিনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত
ন এবং যিনি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না
এমন কোন মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্র
অপরাধের অনুসন্ধান বা বিচার করিতে পারি
না।" এখন দেখুন, প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের বি
কোন নিষেধ নাই। এ দেশের লোকে প্রেসি
মাজিষ্ট্রেট হইতে পারেন এবং হইয়াছেন। তবেই
ফল স্থির হইতেছে, প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট ইউরো
হউন, আর এ দেশীয় হউন, প্রেসিডেন্সির সী
মধ্যে তিনি ইউরোপীয়ের অপরাধের বিচার ক
পারিবেন; কিন্তু এই সীমার বাহিরে মফস্বলে
রোপীয় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা ইংলণ্ডেশ্বরীর কোন ম
ষ্ট্রেট যেমন তাঁহার শিক্ষা হউক, যেমন তাঁহার
দক্ষতা হউক, যেমন তিনি পরস্থ
ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার অপরাধের বিচার ক
পারিবেন না।

বর্ত্তমান আইনেও এইরূপ আছে, ১৮৭২ অ
রাপুরাধের পর বহু মতামতের পর এ
হইয়াছিল। [illegible] বিষয়ের উল্লেখ ক
লর্ড সেল্‌বর্ণ বলেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক স
[illegible] ইংরেজ সাহেব এই দেশের
[illegible] প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে দেশীয়
[illegible] তাঁহার প্রস্তাব হ
[illegible] কিন্তু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ মফ
[illegible] করেন। পরে [illegible] মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা নে
[illegible] দেশীয় [illegible] সময় সব জজ [illegible]
ব্রিটিশ [illegible] কমিশন [illegible] সেনাপতি,
[illegible] হইবে [illegible] সময় যারা ই

করেন, তাহাই সাহেবের তাহাদের উদ্দেশ্য
হইয়াছে।
যে কারণে [illegible] সিবিলি-
য়ান [illegible] আসনে অধি-
ষ্ঠিত হইবেন, তদ্রূপ [illegible] ঐ ক্ষমতা আর
কাহার [illegible] ইহাদের সম্মুখে আনীত
হইলে [illegible] ইহারা ইউরোপীয়দিগের অপরাধের বিচার
করিতে পারিবেন, ইহাদিগকে এ ক্ষমতা দেওয়া
হইল। এক্ষণে এই সম্বন্ধে কথা এই যে এদেশীয়
সিবিলিয়নেরা অল্প বয়স্ক পদেই [illegible] মাজিষ্ট্রেট
হইয়া [illegible] পদে থাকিবেন। তাঁহারদিগের
[illegible] বিচার করিবার ক্ষমতা দেওয়া যুক্তি-
সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা করিলে অনেক স্থলে
[illegible] হইবে। আর
[illegible] সাহেব সওদাগরদিগের
[illegible] বিচারের ক্ষমতা দেওয়া না হয়,
তাহা হইলে একটী বিষম গোলযোগ উপস্থিত
হইবে। [illegible] সাহেবেরা [illegible]
[illegible] অধিকারী হইলেন, তাঁহারদিগের
[illegible] মাজিষ্ট্রেট সেই স্থলে পীড়ন বিচার
করিতে পারিবেন।

[illegible] আর একটী কথার উল্লেখ করা বিশেষ
আবশ্যক হইতেছে, [illegible] এ বিষয় লইয়া
[illegible] হয়, এখন [illegible] সাহেবেরা
[illegible] না, ইহাদিগকে এ ক্ষমতা দেওয়া
[illegible]। এক্ষণে [illegible] কাছে এদেশীয়
[illegible] অপরাধের [illegible] মাজিষ্ট্রেট
[illegible] পদে থাকিবেন। তাঁহারদিগের
[illegible] বিচার ক্ষমতা দেওয়া যুক্তি-
[illegible] হইলে একটী বিষম গোলযোগ উপস্থিত
হইবে। [illegible] সাহেবেরা [illegible]
[illegible] বিচারের ক্ষমতা দেওয়া না হয়,
[illegible] একটী বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে।
[illegible] ইহাদিগের [illegible] অধিকারী হইলেন, তাঁহারদিগের
[illegible] মাজিষ্ট্রেট সেই স্থলে পীড়ন বিচার
করিতে পারিবেন।

[illegible] আর একটী কথার উল্লেখ করা বিশেষ
আবশ্যক হইতেছে, [illegible] এ বিষয় লইয়া
[illegible] হয়, এখন [illegible] সাহেবেরা
[illegible] না, ইহাদিগকে এ ক্ষমতা দেওয়া
[illegible]। এক্ষণে [illegible] কাছে এদেশীয়
[illegible] অপরাধের [illegible] মাজিষ্ট্রেট
[illegible] পদে থাকিবেন। তাঁহারদিগের
[illegible] বিচার ক্ষমতা দেওয়া যুক্তি-
[illegible] হইলে একটী বিষম গোলযোগ উপস্থিত
হইবে। [illegible] সাহেবেরা [illegible]
[illegible] বিচারের ক্ষমতা দেওয়া না হয়,
তাহা হইলে

তল পরিত্যক্ত হইলেন, অনেকের চরণ, উরু ও
ক্ষত বিক্ষত হইল। কেহ কেহ অচৈতন্য
পড়িলেন। এই ভাগ্য, ঘেঁসন বলিয়া গাড়ি
আসিয়াছিল, তাই মৃত্যু ঘটনা হয় নাই।
ব্যাপার, তাহাতে গাড়ি রেলের বাহিরে পড়ি
অসম্ভাবনা ছিল না। তাহা হইলে অধিক
হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল। আমরা
পারিতেছি, মজুরদিগের মূর্খতা নিবন্ধন এ
ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ঘেঁসন মাষ্টার হাত ধুইয়া
পারিতেন না। গাড়ি আসিবার পূর্ব্বে
সময় অনুসন্ধান করা তাঁহার উচিত
। সেখানে একটি অপঘাত হইলে ঘোর বিপদ
সম্ভাবনা, সেখানে এরূপ অনবধানতা মার্জ্জ-
নহে। উচ্চতন কর্ম্মচারিগণও বিশেষ সতর্ক
এই অপরাধের নিমিত্ত। আমরা কার্য্যাধ্যক্ষ ও
কর্ম্মচারির সখ্যাতি প্রশংসা শুনিতে পাই, তাহা
এই দুর্ঘটনা সংবাদটি শুনিয়া মহাকষ্ট পাই-
।

গুলাহারা এক দামদারা সম্প্রতি এক জন পুলিস
কর্ম্মচারীর ও আর একটি জন পুলিস কর্ম্মচারির
করিয়াছে। কোন একজন লোককে
সাধু বলিয়া ও তাহার জন্য এরূপ শোচনীয়
হিন্দুস্থানের এক ব্যক্তির কারা-
হইয়াছে। আর একজন এনের পা বাঁধিয়া
মাথা ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। একটী রমণীর সতীত্ব
করিতে উদ্যত হইয়াছিল। নিম্নবঙ্গে কোন
এক ব্যক্তি ঐরূপ পা চরিয়া ধরিয়া হস্তে
করিয়াছিল বলা হয়। মোরাদাবাদের জজের
এই ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি উপযুক্ত
করেন। এলাহাবাদের দায়রায় হইবে পুন-
হইবে বলিয়াছেন। ফিরোজপুরে অপরাধীদিগের
কারাবাস কারাবাস ও মহম্মদ ও কারাবাস কারা-
পাঁচ বৎসর কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

মিশনরের প্রচারক পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন,
জজবিয়োগ নিবারণের পদ শূন্য হওয়াতে
দিন নিশ্চয়তা নাম যে পরীক্ষা গৃহীত হয়,
তাহে বেঙ্গলী বোলে সাহেব এক জন দেশীয়
কৃতকার্য্য হয়ে নাই অবধানিত করিয়াছেন।
ব্যক্তি হুগলী আদালতে মেরেস্তাদারের কার্য্য
করিয়া থাকেন। এই ব্যক্তি পরীক্ষার লিখিয়া নাম
করিয়াছেন, এমন সময়ে বেলেট সাহেব
সিয়া উপস্থিত এবং বিদ্রূপসূচিত ভিরস্কার
করিতে থাকেন। শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীর
সংযত হওয়া উচিত। বেলেটের ন্যায়
লোকের এরূপ প্রকাশ পোভা পায় না।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন, বর্ত্তমান গবর্ণর জেনা-
রলের পত্নী লেডি রিপন ১৫ই মার্চ্চ লর্ড ডিফরিণের সম-
ভিব্যাহারে বিলাত যাত্রা করিবেন। তিনি গ্রীষ্মকাল
তথায় অতিবাহিত করিয়া শীতকালে বোধ হয় প্রত্যা-
গত হইবেন।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত ভরুচ নামক স্থানে কতকগুলি
অধিবাসীরা একটী সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন,
বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারলের কার্য্যকাল বৃদ্ধির নিমিত্ত
তত্রত্য গবর্ণর সার কেম্‌স সাদরলেণ্ডের কার্য্যকাল
বৃদ্ধির জন্য ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট এক খানি
আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন। এ কতজ্ঞতা কেন?

পার্লমেণ্টের বলেন, সমরক্ষেত্রের এক জন মুসলমান
দুই জন রুশীয় সৈনিককে গুলি করাতে রুশ গবর্ণ-
মেণ্ট ক্রোধপরবশ হইয়া হত্যাকারী যে স্থানে
বাস করিত, সেই স্থানের সমুদায় লোককে হত্যা করি
বার আদেশ প্রদান করেন। এই নৃশংসকার্য্য সংসা-
ধনের জন্য কয়েকটী কামান ও কতকগুলি সৈনিক
প্রেরিত হয়। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া একেক-
ক্রমে ৫০০০ লোকের প্রাণ বধ করাতে প্রজারা নিতান্ত
অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

রুশ গবর্ণমেণ্ট বড় অসভ্য গবর্ণমেণ্ট। তাঁহা-
দিগের শাসন প্রণালী বিশুদ্ধ নহে, কিন্তু তা বলিয়া
তাঁহাদিগের কিছুই ভাল নহে, তাহারা একটীও ভাল
কাজ করেন না ইহাও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ
হয় না। আমরা অধুনা পাশ্চাত্য সমস্ত ইংরাজি সমা
চার পত্রেই রুশের দোষারোপ যথা দেখিতে পাইয়া
থাকি। কিন্তু এরূপ করিবার কারণ কি? ইংরাজ
গবর্ণমেণ্টের কাহারো পাছে তাঁহাদি গর প্রতি বীত-
রাগ হইয়া রুশের পক্ষপাতী হয়, এই আশঙ্কাই কি
উহার কারণ নয়? কিন্তু এটী তাঁহাদিগের অলীক
আশঙ্কা। প্রজারা তাঁহাদিগের স্থানে মোহিত। পৃথি-
বীর যে শাসনকর্ত্তা যেরূপে প্রজা শাসন করিতে-
ছেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রজার তাহা অবিদিত
নাই, সুতরাং তাহাদিগের অন্য রাজার প্রতি পক্ষ-
পাতী হওয়ার সম্ভাবিত নহে। তবে যে কারণে
আশঙ্কা করিতেছেন সে কারণের উন্মূলন করিতে
পারিলে আর কোন গোলযোগই থাকিবে না।
তাঁহারা কিয়ৎ মুক্তহস্ত ও অপক্ষপাতী হইতে
পারিলে প্রজাকে ভয় করা দূরে থাক্, প্রজারা যারা
মরা সুখে রাজা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন।

মহমনসিংহের প্রজারা জমীদারকে খাজনা দেওয়া
একেবারে বন্ধ করিয়াছে। তাহারা এরূপ একমত
হইয়াছে, এবার যে নূতন কলেক্টরি আইন
প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে বঙ্গদেশের প্রজার নিকট
হইতে বিঘা প্রতি ৸৹ টাকা কেহ খাজনা আদায়
করিতে পারিবেন না, এইরূপ বিধি বিহিত
হইবে। এই কথা শুনিয়া প্রজারা একমত
পত্নীর ঠিকা পাওয়া অধিকন্তু মৌলালী পা
ওয়ালা প্রজারা সহসা চন্দ্রনাথকে খাজনা দে
বন্ধ করিয়াছে। এই সূত্রে সাধারণ প্রজার সমু
করিবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখিয়া স্থানীয় কর্ম্মী
সভা এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছে
খাজনা বেহাই হইবে অথবা খাজনা দিতে হই
না, এ কথা মুখ পাওয়ার যেমন সম্ভোষকর এমন অ
কিছুই নহে। আয়াবলম্বে সহজে যে ভয়ানক প্র
বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই কৃষকদিগের খাজনার
হইতে অব্যাহতি পাইবার আশাই তাহার একম
কারণ। যাহাদিগের পুঞ্জাপুঞ্জ জ্ঞান নাই, মোড়
যাহাদিগের বল বিক্রম বুদ্ধি বিবেচনা তাহা
গণ হইতেছে যে পথে পদে বিপদের সম্ভা দেখি
কথামাত্র সন্দেহ নাই। জমীদার সভা এ বিষয় গ
মেণ্টের গোচর করিয়া ভাল কাজই করিয়াছে
তাঁহারা যদি অন্য কোন উপায়ে খাজনা আদা
চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হিতে বিপ
ঘটিত।

ইংরাজেরা কথা কহিতে ভয়ই পেলেন, সিবিল সি
টারি পেকই শুনিয়াছেন কাবুলে বা
আহত করিয়াছে। তাহারা তথায় একটী
কারখানা খুলিয়াছে। কোয়েটারে উহার
প্রতিষ্ঠিত হইবে। ৬ই জন রুশ ও একজন সমর
বাসী মসলমান তথায় থাকিয়া এই কারখানার
বধান করিতেছেন।

অদ্য হইতে মেডিকাল কলেজের ছাত্রদি
পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

সম্প্রতি বেঙ্গলে এক ব্যক্তি হত্যা অ
অসহায়া ভগবতীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা ক
রমণী নিকটস্থ নদীতে ঝাঁপ প্রদান করিয়া স
রক্ষা করে, পরিশেষে অতি কষ্টে সে আপনার ভ
রক্ষা করিয়া পাষণ্ডের নামে অভিযোগ ক
তাহার ৬ই বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে

চীনের অন্তর্গত অমনের এক রমণী গতপতি
তাহার শাশুড়ীকে হত্যা করিয়াছে, ক
প্রাণ করিতে চেষ্টা উপস্থিত হয়। রমণী, শ
প্রাণ সংহারের জন্য তাহার শরীরে কেরোসিন
ছড়াইয়া দেয়, পরে স্বামীকে বধের জন্য
হস্তে মাতাল করিয়া তোলে। যেমন সে
যখন নিদ্রা যায়, রমণী তখন শাশুড়ীর শরীর
প্রদান করে, তাহাতে হতভাগা স্বামী একবা
হইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। এই সময়ে
"বিশ্বাসে নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীলোকস্য ..."

আজ ৬ই সপ্ত ও অষ্টমী হইল আবকারী
বিধিবদ্ধ হইয়াছে। খজুর ও তালের রস

...গণ ... ...সংখ্যক ... আর ... সময় ... ... সংখ্যক ... লোকেরা ... আবেদন করি... ... ...

ক্ষেত্রে সাহেব সর্ব্বিষ নাশক ঔষধের আবি-
ার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃত-
ত হইতে না পারিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন,
ভিবাদিগকে যদি তাহাদের লোক দেখাইয়া দিতে
রেন করা যায়, সেই চেষ্টা যদি কেহ করে আ-
কোন প্রতিবন্ধক নাই। তিনি এই কার্য্য সম্পা-
করণে [illegible] একটী স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি
রা [illegible] করিয়াছেন। যাহা হউক, এই
[illegible] আর যদিকের বিশ্বাস, তাহা
[illegible] ঔষধ পাওয়া যাইবে।
আমরা [illegible] চলিত হইলাম আমাদের
নে [illegible] ঔষধের অনুসন্ধান
[illegible] ঔষধি দিবার আদেশ
[illegible] মাইতেছি মহাশয়।

[illegible] ছাত্রগণ কি, এ পরীক্ষায়
[illegible]

[illegible]	প্রেসিডেন্সি কলেজ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	মিটর কলেজ
[illegible]	হুগলী কলেজ
[illegible]	মেট্রোপলিটান
[illegible]	প্রেসিডেন্সি কলেজ
[illegible]	ঐ
[illegible]	ঐ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	হুগলী কলেজ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	ঐ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	প্রেসিডেন্সি কলেজ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	ঢাকা ঐ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	ক্যানিং ঐ

দ্বিতীয় বিভাগ।

[illegible]	ঢাকা কলেজ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ

হাবড়া ও সাধারণ [illegible]

[illegible] মাদারের [illegible] [illegible]

[illegible] কার্য্যকরণের কথা বলিবেন।

[illegible] অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ [illegible]

[illegible]

[illegible] করিবেন। [illegible]

[illegible] সাহায্য করিবেন।

[illegible] করিবেন।

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

রণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া
াদিগকে উৎসাহিত করেন এই আমাদের
ন্ত।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড়
, চাদর জোড়া ১৷৵ হইতে ৭, টাকা পর্য্যন্ত নানা
ার তৈয়ারি জামা অঙ্গরাখা ও ছিটের ৸৹
৪, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩, হইতে ৬,
ন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১, হইতে ২৸৹
া ৷৹, ।৵৹, ।৹ জোড়া ; গাটার /১০, ৵৹, ৷৵.৸৵.
ল বেসমী ১, ১৷৹ ২৷৹, সুরীকয়াল ।৹, ৵৹, ৵৹.
কায়ালে ৷৹, ।৵৹, ।১০, ৵৹, নূতন নূতন ফেসা-
প্লেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১, ১৷৹, ১৷৹,
৷৹; উৎকৃষ্ট বিলাতী ফুলা ৫, ৬, ৭, বিলাতস্থ
ঢকারকগণের নানাপ্রকার এসন্স ।৹ হইতে
লেক্ষ্ডার ৸৹ ফুবিড়া ৸৹ পাইডারের ইউডি-
২ ৸৹, ৷৹ অন্যপ্রকার ।৹, ৵১০ অতি উৎকৃষ্ট
ন্ধি কেশকমারী তৈল গায়ে মাখিলে ও কেশ-
ানকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ
ুর্ণ হয়, মূল্য ১৸৹ ও ২৹, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন
১২০, ১।৹, ৸৵৹, ।৵৹, অটোডিরোজ (অর্থাৎ)
ব্যুৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৩
তেলি ১, মেকেসার অয়েল ১।৹, ৵৹, উত্তম ব্রাস
৷৹, ১, ১, নানাপ্রকার কম্বিং জোড়া ৷৵৹, ।৹,
স্ত্রীলোকদিগের মাথার তেল ।৹, ।৵৹, চিরুনী ৷৵৹
৵৹ হইতে ১৷৹ পর্য্যন্ত, মাখায় দিবার ও কাপড়ে
দিবার জন্য বেলফুলের লাল, সবুজ, বেগুনে,
ভি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও ডবির ফিতা গজ
৵৹ হইতে ৵১০, কস্তুরী, মেস্কো ও টুপি বুনিবার
। উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার পঙ্খিন পশম, পৌণ্ড ৸৹
ভিন্ন নানাপ্র ... দেবদেবীর ছবি ও কারপেটের
, সেটের বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয়
।

মনিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা
পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন
্যাদি পাঠাই না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) " আয়ুর্ব্বর্দ্ধন " ছই খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল
১৷৵৹। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক
ন-যাত্রির নিকট এই পুস্তক ছই খণ্ড থাকা
শ্যক।

(২) " শরীর রক্ষণ " ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ।
বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল
শুদ্ধ ।৵৹।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ
কৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা, (বা
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের
ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল, ঘৃত সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের
মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অর্দ্ধ
আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম-
রক্ত, অতিসার, রক্তাতিসার, গ্রহণী, অগ্নিগ্রহণী, সূতিকা-
গ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপ-
সর্গ থাকুক, তিন দিবস এই মহৌষধ সেবনে নিঃশেষ
আরোগ্য হইবে।

কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ
বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া
ছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত
করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করা যায়। ইহা
নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে
পারিবেন।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পাকিং ৵৹ আনা

চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্ব
প্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ নিঃশেষ আরোগ্য
হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয
ধাতু নির্গত হইলে ৩ মাত্রা এই ঔষধ সেবনে আরো-
আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও
কৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিত
এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ধোলা এই
দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয় এবং এই স
রোগজনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হৃৎপদাদির অ
গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রো
সহিত অন্তর্দ্ধান হয়।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵৹।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানি
সেবন করিলে শরীরের নূতন রক্ত-কণিকা উ
হয় এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, ও
শারীর যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শি
পীড়া, হৃৎকম্প, বৃদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশ
হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্র
পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌ
স্বভাবসুলভ হেতু অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় ই
পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আন্তরিক
নির্গম, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ স
আশু শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি ক
অস্মদ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵৹।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর বি
দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বি
যথা: শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাত্ব
অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জল
পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩
পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ
প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও গর্ভস্রাব প্রভৃতি
সকল এই প্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট
থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা —প্যাকিং ৵৹

এই ঔষধ সেবনে উৎকাশী, কাশ, শ্বাস
অর্থাৎ বায়ু নলিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অতি
শ্বাস প্রশ্বাস) ক্ষয়কাশ, যক্ষ্মাকাশ, রক্তোৎ
এবং তৎসংযুক্ত বক্ষোবেদনা ; পার্শ্বশূল, অতি
জ্বর, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপ
সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে চিরকালের
নষ্ট করিয়া থাকে। রাত্রিকালে বা যে সময়ে
রোগজনিত যাতনা বৃদ্ধি হয়, ইহার এক মাত্রা সে
রোগী তৎক্ষণাৎ আশাতিরিক্ত আরাম অ
করিবে।

এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা—প্যাকিং ৵৹।

সন্ন্যাসিদত্ত পিতৃশূলের ও হাঁপকাশির ঔষধ এবং স্থূলনাশক পাঁচন।

এই বিবিধ মহৌষধ দ্বারা শত শত লোক উপ
ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং আমরা
ক কণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই
ধ সুনিয়মে সেবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই
কার প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত বিবিধ ঔষধের
ডোক কৌটায় থাকিবে ও ডাকমাশুল সমেত মূল্য
টাকা এবং শেষোক্ত পাঁচন ম্যালেরিয়া, কম্প,
া ও যকৃৎঘটিত ও পুরাতন জ্বর নাশ
রিবে। উহার প্রতি শিশির থাকিবে ও ডাকমাশুল
মেত মূল্য ১৸০, সেবনের বিধি ঔষধের সঙ্গে
কিবে।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
রঘুনাথপুর। আড়ংঘাটা পোষ্ট।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!
সেবনাল্পভাতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহার
াতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি
অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও
কার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ
ট ৩২। ৩৩ নং ইণ্ডিয়ান ড্রগিষ্টস হলে প্রস্তুত
বিক্রীত হয়।

দেড় পোয়া বোতলের মাশুল মূল্য ৸৵০ ও ডাকের
কিং খরচ ।৵০ একত্রে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্যার পুথি।

ন ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।
ভক্তকাল শাস্ত্র স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব
ীকে কহিয়াছেন। ঋষিমুনি দ্বারা উহা
হীত হইয়া ভারতে প্রচার হয়। ভারতের
নক বস্তু বিনিময়ে খনির উদরে মণির ন্যায়
আছে। আমরা উদাসিনী রাজকন্যার নিকট
কে ঐ সকল মহাত্ম প্রাপ্ত হইয়াছি।

র্যাধ্যক্ষ শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
লিকাতা,—নর্থ দ্বারকিণ ঠালা, ২ নং কারখানা।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা!!
(অদ্ভুত-রহস্য—মাসিক পত্রিকা!)
ন ১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।
দ্বিতীয় পর্ব্ব: দ্বিতীয় পর্ব্ব!!

উদাসিনীর অগ্রিম মূল্য মায় রাহাখরচ ১৸৵০ আনা মাত্র। যদি সুলভ মূল্যে উপন্যাস পাঠের আমোদ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা পাঠ কর।

উদাসিনী ১ ম পর্ব্ব—পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

কার্য্যালয়
১ নং টালা নর্থ দ্বারকিণ
কলিকাতা।
} শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

হোমিওপ্যাথিক জ্বরচিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজাতত্ত্বজ্ঞ বাবু হরি
প্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ডাক মাশুল
সহ ৸৵০ আনা। ৩৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য। ভৈষজাতত্ত্ব ২য় সংস্করণ ছাপা হইতেছে।

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে দুর্ব্বল কণ্ঠ্রিয়সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্পষ্ট শক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয়। বাস্তবিক তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও স্ফূর্তির প্রখরতার পরিমাণ পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের অল্প দিবসেই নিবৃত্তি হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য হয়। প্রমেহ ঘটিত কিছু জ্বর থাকিলে ঔষধ সেবা, কিন্তু অন্য প্রকার জ্বর সঙ্গে সেবা নহে। প্রমেহ জন্য ঔষধ লইলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন। ঔষধ সেবনান্তে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুলসহ ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

নূতন হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরি।

বিলাত হইতে সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তকাদি আনাইয়া সকল ডিস্পেন্সরি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা যাইতেছে। শ্রীজ্ঞানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার। ৪৫ নং আমহার্ষ্টষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট গির্জ্জার উত্তর, বড় বাজার কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্ত।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের
প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ চক্রবর্ত্তী—খানসামাডাঙ্গা
" " প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়—বর্দ্ধমান
" " পরেশচন্দ্র চৌধুরী—ইচ্ছাপুর
" " কেদারনাথ দাস—বড় বড় জুমীলা
" " কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—রাড়কি
" " নীলকমল শর্ম্মা লাহিড়ি—রঙ্গপুর
" " চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাড়ংঘাটা
" " মহীনচন্দ্র কে ডর—আড়াই ডাঙ্গা
" " বিশ্বেশ্বর পালধি—মাড়গ্রাম
" " মুন্সী আমীর হোসেন—রঙ্গপুর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমস্বল্পক ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টা
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অস
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রক
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পা
হইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লি
কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সহ
সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তীর না
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্য
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বা
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যে
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূ
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহ
অনিচ্ছুক হইলে অবশেষে মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করি
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা আকার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ড
হইয়া চাঁদড়িপোতা নিবাসী শ্রীকেদারনা
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ | প্রবর্ত্ধতাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" । | ১৩ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । | ১২৮৯ সাল । ১ লা ফাল্গুন । ইং ১৮৮৩ । ১২ ই ফেব্রুয়ারি । | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্ন লিখিত প্রকাশিত পুস্তকগুলি ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত প্রেসডিপজিটরি প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাইবা।

ঠাকুরাণীর হাট (উপন্যাস) ১৷০

স্কা-সঙ্গীত ৷৷০

ইণ্ডিয়েনাথ সেন গুপ্ত ।

৮ নং খাঁটকালার ঠাকুরের লেন

ও ভাসাঁকো—কলিকাতা।

ষ্টিফিকেট করা  Registered

Dr. B. N Dhar's Gonorrhœa Mixture

এই বিশ্ব ইহারে মেহ, (গণোরিয়া) মেহ ঘটিত প্রদাহ তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়। নানা স্থান হইতে অনেকে ইহার সুখ্যাতি-পত্র দিয়াছেন ও যে যাঁহারা অপর ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যয়সাধ্য "আপনার ঔষধে অল্পদিনে রোগ আরোগ্য পরিবারে পাইলাম।" মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৷০ আনা।

Blood alterative (রক্তশোধক) ইহা ব্যবহারে দূষিত রক্ত, পারা ঘটিত, উপদংশাদি রক্তদোষ পক্ষাঘাত আরোগ্য হয়। মূল্য প্যাকিং ৷৷০ আনা।

কানা।—কলিকাতা, কলুটোলা, নং ৪৫ x চুনা- ষ্টিবিহারীদাস দাস এণ্ড কোম্পানি।

নূতন কাব্য।

তৃণ-পুঞ্জ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিরচিত।

কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরি, ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ৷৷০ আনা, ডাকমাশুল ১০।

নূতন কাব্য!

"দশমহাবিদ্যা।।

সুপ্রসিদ্ধ কবি।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত

মূল্য ৷৷৵০ আনা ও ডাকমাশুল ১০ আনা

কলিকাতা, ২০ নং ষ্টানহোপ যন্ত্রে মাত্র পাওয়া।

আই, সি, বসু কোং।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ !!!

পেটেন্ট কফ মক্সচার !!!

অম্লকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সোঁসোঁ, স্বরভঙ্গ, গলেরের সহিত রক্ত উঠা, সর্দ্দি ও শুষ্ক কাশি প্রভৃতির আশ্চর্য্যকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অক্লেশে গাঢ় গাঢ় ডায় প্রস্তুত। ৩০ বটিকা সিলিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়: এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই নিরুদ্বেগে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অমনা আণ্ডার্টন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড ষ্টিফেন্স এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

GRIMAULT AND CO,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

Paris . 8, Rue Vivienne, 8, Paris.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, ক ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট

কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো

ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোদেশস্থিত পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম ব্যবহার করুন। ইহা যক্ষ্মা, কাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং সকল প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশির গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম লিখিত আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির মাল্টিকো ক্যাপসিউলস এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক মাল্টিকো নামক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পুরাতন গনেরিয়া রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ সকল ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সার অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। ব

...ব এলিক্সর আছে, ইহা ঔষধ সকল অপেক্ষা ...সধা এবং নিরাপদ পীড়াদির আরোগ্য ...ক।

...অজীর্ণ। ...কাশয়ের প্রদাহ।
...বিবমিষা এবং উদরাধ্মান। ...মন শিরঃশূল।
...কাশয়ের পীড়া। ...পেট জ্বালা।
...কাশয়ের স্ফীতি। ...মকৃতের পীড়া।
...পীড়াদি ধৌতকরা। ...গড়াবধায় বমন।

...ন কাশী।

...মিয়ম কোম্পানির পেক্টরিয়ান সিগারেট।

...এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক ...স্বাসপ্রশ্বাস, স্বরভঙ্গ, মুখশুল, ...নিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

...মিয়ম কোম্পানির গুরানা (Guarana)

...ইহা উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ...মস্ত শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ...ড়রোগ, আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের ...ত বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই ...গ্যা হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ...রের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল ...লেজের দক্ষিণ ৯৭ নং বাটীতে আমরা "সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়" নাম ...একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছি। ইহাতে ...প্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ...পুস্তক, নাটক, উপন্যাস ও ডাক্তারি ...রাখা হইয়াছে। সাধারণ ক্রেতাকে ...র্শিত কমিশন দিয়া পুস্তকাদি বিক্রয় ...হয়। যে কোন গ্রন্থকার বিক্রয়ার্থ ...স্থানে পুস্তক দিবেন, আমরা সাদরে ...ভ গ্রহণ করিব। কেহ বিদেশ হইতে ...ত শিখিলে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া ...ওয়া হয়। সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুম ...ই উভয় পত্রই এখানে নগদ মূল্যে ...ক্রান্ত হইয়া থাকে। এতৎ সংক্রান্ত ...মান্য কার্য্য এখান হইতে সম্পন্ন হয়। ...ক্রয় অন্য কোন দ্রব্য যদি কেহ পাঠাইতে ...বেন, আমরা তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া তাহাও কিনিয়া দিয়া থাকি। ইহার নিমিত্ত সতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকিব। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের বিনিময়ে সাপ্তাহিক বা মাসিক সংবাদ পত্র দিয়া থাকেন, তাঁহারাও ঐ স্থানে পাঠাইবেন। তবে যাঁহারা মূল্য ও প্রেরিত পত্রাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুরে যেমন পাঠাইতেছেন, তেমনি পাঠাইবেন।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
সহকারী সম্পাদক।

প্রেরিতপত্র

নবদুর্ব্বাদল নাটকের অভিনয়।

মহোদয়, গত রজনীতে আমরা নব বিদ্যাসাগরে নবদুর্ব্বাদল নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। আশ্চর্য্য অভিনয়। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আমি বেশ বলিতে পারি কোন স্থানে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। যেরূপ অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, নবদুর্ব্বাদলের অভিনেতৃগণ বড় বড় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী অভিনেতৃগণ অপেক্ষাও প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। মহাশয়, বলিতে কি, আমিও একজন স্বয়ং অভিনেতৃপ্রধান। অনেকানেক প্রসিদ্ধ অভিনেতা আমার নিকট শিখিতেছেন। কিন্তু গত রজনীতে নবদুর্ব্বাদলের অভিনেতৃগণ আমাকেও যে অবাক্ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আহা! এরূপ অভিনয়নৈপুণ্য, এরূপ চারু দৃশ্য এবং এরূপ

উপদেশপরিপূর্ণ মনোহর সুখানন্দদায়ক বিষয়...লের একত্র একযোগ সমাবেশ কখনও দেখি...তাহাতেই বলিতে হইতেছে "আশ্চর্য্য অভিনয়...আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেখিলাম, অ...নেতৃগণ প্রায় সকলেই ধর্ম্মপ্রচারক। যাঁহাদের ...বুজিয়া কেবল আকাশ দেখা অভ্যাস, যাঁহা...আকাশ দেখিয়া কেবল "ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদ...বলা অভ্যাস এবং যাঁহাদের পথে ঘাটে মাঠে কে..." দয়াল প্রভু হে দয়াল প্রভু হে" বলিয়া চীৎ...করিয়া বেড়ান অভ্যাস, তাঁহাদের আবার অভি...নৈপুণ্য!! তাহাও একবিধ কেবল শান্তিরসে...অভিনয়ে নহে,—ইহাতে যেমন সকল রসের স...দেখিলাম, তেমনি আবার প্রায় সকল রসেরও ...বেশ দেখিলাম। মহাশয়! আমি মাতাল...কাতর। রাত্রিজাগরণ আমার পক্ষে একে...নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেই জন্য আমি ইচ্ছাক্রমে ...রাত্রির অধিক কখনই জাগরণ করি না। কিন্তু ...রজনীতে আমার সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়া গিয়া...আহা! তাঁহাদের সেই স্বর্গীয় অভিনয় আমা...এতই মোহিত করিয়াছিল যে, সাড়ে ৮টা হইতে ...১॥ টা পর্য্যন্ত এত বিস্তীর্ণ কাল ও আমার ৫ মিনি...ন্যায় বোধ হইয়াছিল। আহা! আমি এই ...ঘণ্টা কাল জাগ্রত ছিলাম, কি স্বপ্ন দেখিতেছি...মর্ত্ত্যে ছিলাম কি দিব্য ধামে ছিলাম, তাহা ...ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না। বেশ বলি...পারি, যতক্ষণ নবদুর্ব্বাদল অভিনীত হইতে...ছিল, সে কাল পর্য্যন্ত নরনিবাসিগণের চরণ...স্পর্শ প্রকৃতপক্ষেই আমি আত্মহারা হইয়া ...আমি এক জন সেকেলে হিন্দু এবং পাপা...সংসারনরকের কীট, কিন্তু দেব! আমারও ...হৃদয়গত বাষ্পপরিপূর্ণ, অদ্য ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্র...প্রাণ অনুতাপানলে দগ্ধ এবং শরীর প্রেমে অ...প্রায় হইয়া উঠে। বলিতে কি, তখন ইচ্ছা হ...লাগিল, আমি তাঁহাদের সেই পবিত্র অভিন...মাখা—সেই পবিত্র নূতোর মধ্যে যোগ দি, অ...ঐরূপে ভাবগদ্গদচিত্ত হইয়া "জয় দয়াময় জয় দয়া...বলিয়া সমস্বরে ডাকি। কিন্তু হায়! সে ইচ্ছ...আমার! কাজে কাজেই পূর্ণ হইল না। ধরির...হইলে হইত। মনের দুঃখ মনেই থাকিল" ...যদি আমাদের হিন্দুদের মধ্যে ধরিত্রীত্রাণাপযুক্ত...রূপ বিশুদ্ধ, পবিত্র অভিনয় বা সংকীর্ত্তনাদি ক...করেন এবং তাহা দেখা যাইত, তবে এ মনের ...মিটাইবার ইচ্ছা রহিল।" মহাশয়! এই ...মনকে তখন প্রবোধ দিলাম আর তখন ...প্রাচীন শ্লোক মনে পড়িল, নবদুর্ব্বাদলীগণের ...ও অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়া সে শ্লোকটীর এইরূপ

করিয়া আমাদের প্রাণের চরিতে স্মরণ
াম।

" বন্ধাকরো নিজগৃহং গৃহিণী চ পদ্মা,
কিং দেয়মস্তি ভবতে ভগলীশ্বরায়।
রাধাপনা•মনসো মনসোস্তি দৈন্যং
দত্তং ময়া যদুপতে ত্বরতাং প্রধান॥"

" হে যদুপতে! হে কৃষ্ণ অর্থাৎ ভক্তি-মাণিক্য,
চীরক ও প্রেম চন্দ্রের উৎপত্তি স্থান ভক্তগণের
কথা সমুদ্র তোমার আবাস স্থান এবং তোমার
ী হইল পদ্মা অর্থাৎ কমলসদৃশ হৃদয়ের বাসিনী কেশব
বিলাসিনী পদ্মী, অতএব হে নাথ! তোমা হেন
ীশ্বর ও আর কি দেয় আছে যাহা দিয়া আমার
অমূল্য হরিনাম ধন লাভের বিনিময় করি
ন করিবে? কিছুই নাই। তোমার অসীম
ত যে এই অমূল্য হরিনাম ধন লাভ করি
, ইহার বিনিময়ে নাথ! এমন ধন আমার
ই নাই যদি। তবে একটী আছে। যেটী
ার নাই। সেটী কি? তোমার মন। মন
ার নাই। কেন না নবদ্বীপের চারুশীলা
ধা হইয়া তোমার মনটী অপহরণ করি-
। অতএব রাধানাথ! তোমার এক্ষণে মন
নাই, মনের বড় অভাব, সুতরাং আমি আপন
য়া তোমার চরণে অভাবটী পূর্ণ করিতে চাহি:
মনটি অতি-দীন প্রণয় করিয়া চরণারবি
."

আর, যখন তাঁহারা সংকীর্তনের গভীর ধ্বনিতে
শ্রবণ বধির করিতে লাগিলেন, যখন
ভূবন পরলোক অর্থে, প্রত্যেক গৃহস্থ
স্থান ও কার্য ত্যাগ করিয়া হরি নাম
ইত্যাদি প্রকার ভক্তি লক্ষণ প্রকাশ
ল; কব, ঠাকুর, কত লীলা করিতে পার,
কিন্তু আমরা ঠাকুর! যে পক্ষীই সে পক্ষী।
ার ভক্তদল পুনঃ পুনঃ বিবিধ কৌশলে আমা
ের উদ্ধারার্থ হরিনাম বিতরণ করিতেছেন, কিন্তু
আমরা দেখ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সংসার-পিঞ্জরে
থাকিয়া হরিনাম কপচাইতেছি মাত্র। তাঁহাদের
অনুকরণে যতই হরিনাম স্পষ্ট করিয়া বলিতে শিখি
তেছি, সংসারে ততই দৃঢ় রূপে বদ্ধ হইতেছি।

" যে যে স্মরন্তি যদুনন্দন! নামভিষ্টে
মুক্তা ভবন্তি ভববন্ধনতঃ ক্ষণেন।
উচ্চারয়ন্তি তব নাম ময়া স্মরন্তি
বন্ধঃ কথং ভবতি নাথ! মমাধমস্য॥"

অতএব হে নাথ! এমন দিন কবে হবে যে
স্বয়ং দীনাত্মা হইয়া এবং মহিমা প্রাপ্ত হইয়া তোমার
নাম করিতে পিব ধর।

কলিকাতা বাগবাজার। } বিনীত শ্রীঃ—
১২৮৯ সাল—৭ ই মাঘ। }

হিন্দুরাজত্বের ইতিহাসসম্বন্ধে নবীন আত্মীয়ের পত্র।

মহাশয়! আপনার জগদ্বিখ্যাত সোমপ্রকাশ পত্রিকার বিজ্ঞাপন পাঠে অবগত হইয়া "হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড (যাহা মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহার স্বাক্ষরকারী গ্রাহক হইয়াছিলাম। কতিপয় দিবস অতীত হইল, পুস্তক খানি আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ সমাপন করিবার পর, আমার একজন আত্মীয়ের নিকট উহার দর্শনার্থ পাঠাইয়া দিই; অদ্য তিনি উক্ত পুস্তক পাঠ করিয়া আমাকে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তৎসমুদায় তদীয় পত্রের সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত সঙ্গত বোধ করায় নিম্নে প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, মহাশয় দয়াপ্রদর্শন পূর্ব্বক পত্রিকাখানি মুদ্রিত করাইয়া চির অনুগৃহীত ও চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন।

"বিদ্যাসাগর! তোমার প্রেরিত নব মুদ্রিত ও প্রকাশিত "হিন্দুরাজত্বের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড" পাঠ করিয়া সম্পূর্ণ পরিতোষ লাভ করিতে পারিলাম না। পাঠ করিতে করিতে যেরূপ অপরিমেয় সন্তোষ উদ্গিরিত হইতে লাগিল, সেইরূপ গ্রন্থকারের দোষে অনেক স্থানে মর্ম্মোদ্ঘাটিত শোক, দুঃখ, বিরক্তি ও ঘৃণার উদ্রেক হইল। এরূপ হইবার কারণ কি, গ্রন্থের রচনা প্রাঞ্জল কি অতিসুখাবহ অথবা পাঠসুখ হয় নাই? প্রিয়তম! তুমি অবশ্যই এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার। অতএব এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, রচনা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের তাদৃশ কোন কারুকার্য দৃষ্ট হয় না, প্রত্যুত রচনা প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে। কিন্তু দুই এক স্থলে যে গ্রন্থকর্ত্তা বঙ্কিম বাবুর নাম কল্পনা ও রসোদ্দীপক রচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বড় ভাল বোধ হইল না। কারণ নাটকাদিতেই কল্পনা ও রসোদ্দীপনীর রচনা সমাদৃত ও শোভা সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইতিহাসসম্বন্ধে তত ভাল দেখায় না। সুতরাং ইহাও একটী সামান্যতর দোষ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

গ্রন্থকার যে বলেন, আর্য্যজাতি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহেন, আর্য্যগণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অসভ্য জঙ্গলী জাতির বাস ছিল, তাহারাই এ দেশের আদিমবাসী তাহাদিগকে বেদে দস্যু ও বিড়াল প্রভৃতি নামে এবং তাহাদের লৌহনির্ম্মিত পুরীসমূহের ও তাহাদিগের সহিত আর্য্যগণের যুদ্ধকথা বেদে যেরূপ বর্ণিত আছে এবং বেদ ও তৎকালীন বৈদিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা পূর্ণিমা তত্ত্বপ্রকাশিনী পত্রিকাতে এ বিষয়ে যেরূপ মত অবগত হইয়াছিলাম, তাহার সহিত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের এই যে, আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের বাঙ্গালা বলিতে বলিতে ইংরাজিতে কথা বলা এবং বাঙ্গালা লিখিবার কালে ইংরাজি লেখা যে একটী গুরুতর ভয়ানক রোগ আছে, গ্রন্থকারও সেই রোগে পড়িয়াছেন। আমাদের নিকটে এ রোগটী নিতান্ত গুরুতর, ভয়ানক ও প্রাণান্ত। বিবেচনা করিয়া দেখ, গ্রন্থকার যখন বাঙ্গালী হইয়া যাহাদিগের জন্য বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব মোচনের জন্য বাঙ্গালায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার গ্রন্থে স্থানে স্থানে নিষ্প্রয়োজন ইংরাজি ভাষার টিপ্পনী দেওয়া এবং একজন প্রাচ্য তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কহিয়াছেন বলিয়া ইংরাজি প্রস্তাব উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া কি উচিত হইয়াছে? ইহাতে কি অনর্থক গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা হয় নাই? এবং ইহাতে কি আমাদের মাতৃভাষার অবমাননা করা হয় নাই? আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থকারের অমুক ইংরাজি গ্রন্থে আছে এবং অমুক ইংরাজ গ্রন্থকার করিয়াছেন, এইরূপ করিবার বাঙ্গালা অনুবাদ লেখা উচিত ছিল। বিশেষতঃ গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষভাগে যে ইংরাজিতে "সোমপানার্থ বন্ধুকে আহ্বান" "সোমের গুণ কীর্ত্তন" ও "সোমপান করিয়া ইন্দ্রের গান" প্রভৃতি লিখিয়াছেন, তাহা যার পর নাই ঘৃণা, অন্যায় ও নিন্দার বিষয় হইয়াছে। এইটীতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইলাম। গ্রন্থকারের এই বিষয়ে বেদ হইতে সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়া দেওয়াই নিতান্ত উচিত ছিল। তাহা হইলে অনায়াসে সকলের সমধিক প্রীতি ও আহ্লাদের

ত। যাঁহারা ইংরাজিভাষা জানেন না, তাঁহারা
হার মর্ম্মবোধে একবারেই অসমর্থ হইলেন;
যাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় অভিজ্ঞ ও ইচ্ছুকদর্শক,
ইংরাজিতে রায় প্রভৃতি পাঠ করেন না, তাঁহা-
সন্তোষ অনায়াসে সাধন নহে। অতএব গ্রন্থ-
কর্ত্তার আরো মুদ্রাঙ্কন কালে এই সকল দোষের
বিধান করা এবং সেসনের বিষয় অনুবাদ
করা গ্রাহকগণকে বিদিত করিয়া তাঁহাদের
দোষ নিরাকরণ ও জ্ঞানতৃষ্ণার শান্তি করা অবশ্য
য়।

প্রহসন' এ বিষয়টী সোমপ্রকাশ অথবা তাদৃশ
ন প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত
স্থানাভাব হইবে। তদ্দ্বারা গ্রন্থকার ও গ্রাহক
উপকার হইতে পারিবে। আশা করি, গ্রন্থ-
বিরক্ত বাবু ইহাতে সম্যক মনোযোগী হইবেন,
উদাসীন ও নিশ্চিন্ত থাকিবেন না।

মুটা হিরণ্ময়ীর } চির বশম্বদ
ছারি বাটী। } শ্রীপ্যারিলাল সিং।

বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলওয়ে।

সাধারণের ব্যবসা বাণিজ্যাদির উৎকর্ষসাধন দ্বারা
ণিক উন্নতি ও প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের কিছু
বৃদ্ধি হওয়াই লৌহপথ নির্ম্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্য,
কোন কোন রাজপুরুষ মহোদয় সর্ব্বদা সকল
দৃষ্টি না করিয়া নিজ নিজ অভিপ্রেত দিকেই
ওয়ে সংস্থাপনের চেষ্টা পাইয়া থাকেন, এটী
দের বিশেষ ভ্রম।

সম্প্রতি বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া মহকুমা পর্য্যন্ত
রলটী হইবার কল্পনায় স্থির হইয়াছে, সেই-
গবর্ণমেণ্ট বা প্রজার যে বিশেষ সুবিধা হইবে,
াদের তাহা বোধ হয় না। যে হেতু বর্দ্ধমান
ত কাটোয়া সামান্যপথ এবং যে কোন
র বন্দর বা বিশেষ আমদানী রপ্তানী হয় এমন
াদির স্থান নাই। বরং ঐ লৌহপথটী পাণ্ডুয়া
ন হইতে কালনা ও নাদনঘাট নামক দুটী
ন বন্দর ও ব্যবসার স্থান দিয়া কাটোয়া যাইলে
া মেনারি ষ্টেষন হইতে কাটোয়া মুর্শিদাবাদ
ও যাইলে রাজা ও প্রজা উভয়ের বিশেষ উপ-
হয়; মধ্যে ২।৩ টী ব্যবসার স্থান পড়ে,
ংবাং অনেক রকম মালপত্রের দিন দিন আমদানী
রপ্তানী হয় এবং ঐ সকল প্রদেশে রেলওয়ে না
কায় দুরদেশের যাত্রিগণের বিশেষ কষ্ট হয়,
হারও অনেক লাঘব হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, মেমারি ষ্টেষন হইতে কাটোয়া মহ-
মা নিয়া মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত লৌহপথ হইলে আর
ক উপকার সুবিধা এই, গবর্ণমেণ্টকে রাস্তার জন্য
দাম দিয়া ভূমাদি খরিদ করিতে হইবে না, যে হেতু
মুর্শিদাবাদ হইতে মেমারি পর্য্যন্ত নবাবী আমল
হইতে তদ্রূপ খাঁর নামে একটী মেটে ভগ্ন রাস্তা
আছে। আমাদের প্রজাবৎসল মহামান্য লর্ড রিপন
বাহাদুর আমাদের এই কথাটীতে কর্ণপাত করেন,
এই ভ্রমের ইচ্ছা।

শ্রী, শ্রী, যুঃ; ইত্যাদি
বর্দ্ধমান বিভাগ।

সোমপ্রকাশ

১ লা ফাল্গুন সোমবার।

পুলিসকে ঢোকী দেয় কে?

পুলিস দরমাহেসদিগকে ঢোকী দিবার নিমিত্ত
নিযুক্ত; দরমাহেসদিগের হস্ত হইতে প্রজার ধন
মান প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত; দেশের শান্তি-
রক্ষা ও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য পালনের নিমিত্ত নিযুক্ত;
কিন্তু আমাদের এলাহাবাদস্থ সংবাদদাতা পুলিসের
অনুষ্ঠিত যে একটী ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিষয় লিখিয়া
পাঠাইয়াছেন, যে পত্র পাঠ করিয়া আমাদের
শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল, শিরায় শিরায় অগ্নি
প্রজ্বলিত হইল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, হৃদয়ে ক্ষোভ
কোপ শোক ও ঘৃণার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল,
সেই পত্রখানি আমাদের অন্তঃকরণে এই কথা
প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া দিল, পুলিসের যখন এই ব্যব-
হার, তখন তাহাকে ঢোকী দেয় কে? তাহার দর
মাহেসী হইতে প্রজাকে রক্ষা করে কে? দুরাত্মা
পুলিস কর্ম্মচারিদিগের হস্ত হইতে প্রজার ধন প্রাণ
মান রক্ষার উপায় কি? শান্তিরক্ষা করা তাহাদের
কাজ, কিন্তু তাহাদের শান্তিরক্ষা করে কে?

গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে এ প্রশ্ন-
গুলির সদুত্তর পাইবার আশা ও সম্ভাবনা নাই।
পুলিসকর্ম্মচারিরা গবর্ণমেণ্টের কিঙ্কর, গবর্ণমেণ্ট
ভিন্ন অন্যের তাহাদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব নাই; তাহা-
দিগের অত্যাচারের প্রতিবিধানবিষয়ে অপরের
অধিকার নাই। পুলিসের অনেক প্রকার অত্যাচা-
রের কথা আমরা শুনিয়াছি বটে, অনেক প্রাচীন
গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি বটে; কিন্তু আমাদের এলা-
হাবাদস্থ সংবাদদাতা যে অত্যাচারের বর্ণন করিয়া-
ছেন, তাহা কখন আমাদের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়
নাই। কোন দুর্ব্বলহৃদয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ অলস অব-
সন্না রাত্রির অন্ধকারে এ ঘটনা হইলে আমাদের
হৃদয়কে সান্ত্বনা করিবার কথাঞ্চিৎ পথ থাকিত; কিন্তু
আমাদের সংবাদদাতা বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ কর্ম্মঠ বর্ত্তমান
গবর্ণমেণ্টের আদরের ঘটনা একান্ত অ
তাহারা যে নৃশংস কাণ্ড করিয়াছে, তাহা তে
রূপেই একপ বোধ হয় না যে উহার পঞ্চম
রাজার আ প্রভা ঐ ঘটনাস্থলে হয় অরাজক
বলা যায়, তবে অরাজক কাণ্ডের স্বরূপ কি?

আমার হৃদয়ের ক্রোধোদ্রেকহেতু গবর্ণমে
প্রতি দোষারোপ করিতেছি বটে, কিন্তু গবর্ণমে
দোষ কি? তাঁহারা প্রজার মঙ্গলার্থ পুলিস রা
ছেন। প্রজার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার
গবর্ণমেণ্টের এরূপ ইচ্ছা নহে। তবে গবর্ণমে
দোষ এই, তাঁহারা কুশিক্ষিত সভ্য
লোককে বহুলরূপে পুলিসে নিযুক্ত করেন
আমাদের সংবাদদাতা বহুলরূপে কুবিদ্য নি
গের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা অনু
নীয়। কুবিদ্যেরা কখন প্রভুর অত্যাচার ক
পারেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কাহার
স্থিরতর হয়, তথাপি তাঁহার পরিণাম বে
থাকে। তিনি নিরেট মূর্খের ন্যায় দিগ্বিদিক
শূন্য হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উৎসু
না। নীতিজ্ঞেরা বলেন, বরং পণ্ডিত শত্রু
কিন্তু মূর্খ মিত্র কিছু নয়।

পাঠক! সংবাদদাতার পত্রখানি পাঠ ক
বুঝিতে পারিবেন, উহার পাশ্চম অঞ্চলের প্র
অবস্থা কেমন শোচনীয়! উহা আমাদিগের অ
তর শোকের কারণ হইতেছে। আমাদের গবর্ণ
প্রজাবৎসল, দয়ালু, তেজস্বী ও প্রজার উন্নতি
বটেন, কিন্তু উহার পশ্চিম অঞ্চলের প্রজাতে
পদার্থ রাখেন নাই। তাহাদের বল নাই,
নাই, তেজ নাই, সাহস নাই, তাহারা কঠোর
প্রভাবে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপ
যদি এরূপ ঘৃণাস্পদ অসার ঘৃণিত কাণ্ড
হইতে বিরত না। পরিণামে গবর্ণমেণ্ট মারুন
বাঁচুন, তাহারা কখনই সে চিন্তা করিত না। ই
নীয় ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, অ
সময়ে এইরূপ কাণ্ড হইতে বিদ্রোহ ঘটনা
গিয়াছে। রাজপুরুষেরা দেখুন, এ দেশীয়েরা
শান্তস্বভাব; নিরীহ হইয়া কত অত্যাচার
করে: তথাপি অনেক মহাপ্রভুর মন উঠে
তাঁহারা প্রতি ক্ষণেই এ দেশীয় প্রজাতে বিদ্রো
দর্শন করেন। যদি কদাচিৎ বিদ্রোহ ঘটনা
কেন যে হয়, রাজপুরুষেরা তাহা বুঝিয়া
গবর্ণমেণ্ট সকল জানিতে পারেন না, এ

রিবা সময়ে সময়ে এত অত্যাচার করে, প্রতিক্ষণে বিদ্রোহ ঘটনা হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

এ স্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা আব ক, ইনস্পেক্টর নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করিল- ন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি বাস্তবিক ধোষ? তাঁহাকে কি নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয়? নি চতুর, চতুরালী করিয়া কাজ করিয়াছেন। ং শাহাকে প্রহার করেন নাই, আপনার সমক্ষে াহাকে প্রহার করিতে দেন নাই। কিন্তু ামরা অনুমানবলে স্পষ্ট বলিতে পারি, তাঁহার মতে ও অজ্ঞাতসারে একটী কাণ্ড হয় নাই। রণামে কোন বিপদে পড়িতে না হয়, এই পথ খিয়া তিনি কাজ করিয়াছেন। বিচারপতি মাণ পাইলেন না, ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু গবর্ণ ন্ট তাহার প্রতি কি ব্যবস্থা করিবেন? তিনি বাহাদুরী করিয়াছেন বলিয়া কি গবর্ণমেণ্ট াহাকে পদে উন্নত করিবেন? না, পদচ্যুত রিবেন? গবর্ণমেণ্ট কি এক বার এ বিষয়ের ন্ধান লইবেন না? ইনস্পেক্টরের সচিব ও অনুচর- গকে জিজ্ঞাসা করিলে কি ইহার গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ া না? আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই, গবর্ণ- ন্টের উপেক্ষাদোষেই ঐ সকল দুরাত্মার প্রশ্রয় দ্ধির কারণ হয়।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট জাদিগকে অল্প পরিমাণে লেখা পড়ার শিক্ষা উন, তাহারা কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচারের বিষয় ঃগোচর করিতে শিখুক এবং বিদ্বান্ বুদ্ধিমান ও রেচক দেখিয়া অল্প পরিমাণে পুলিষ বিভাগে াকে নিয়োজিত করুন। গবর্ণমেণ্ট কখন এরূপ ধান করিতে পারিবেন না যে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান- ালে পুলিষকর্ম্মচারিরা তাহা ধরিতে পারিবেন। তবে রিলে পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচারের অনেক ফল হইবে। ঐ মর্ম্ম চিকিৎসক রূপ াদেন, উপরের চিকিৎসার কেমন ফলের প্রভেদ, দ্বান্ এক মুখ পুলিস কর্ম্মচারিদিগে ও উভয়ের কাযের ইরূপ প্রভেদ। চিকিৎসক রোগীর শরীরের অভ্যা- রে কি হইতেছে দেখিতে পান না। আকার ক রাসিদর্শনে তাঁহাকে রোগের অনুমান করিয়া ইতে হয়। কিন্তু যে চিকিৎসক বিদ্বান্ হন, তিনি াগের স্বরূপ অনেক বুঝিতে পারেন। এদনুরূপ কিৎসা করিয়া অনেক স্থলে রোগীকে সুস্থ করিতে পারেন; কিন্তু মূর্খ বৈদ্যের হাতে পড়িলে াগীকে প্রায়ই যমালয় দর্শন করিতে হয়। পুলিষের র্যেরও সেইরূপ। পুলিষকর্ম্মচারিরা অনেক স্থলে কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পান না। অনেক স্থলের বস্থা দেখিয়া ঘটনা বুঝিয়া লইতে হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তি কি অবস্থায় কি ঘটনা হয়, তাহা বুঝিতে পারেন। যদি বুঝিতে না পারেন, পণ্ডিত চিকিৎসকের ন্যায় বিপরীত ঘটনা ঘটান না। কিন্তু মূর্খ হইলে আগা বিপরীত ঘটনাই ঘটাইয়া বসে। যাহার বুদ্ধি নাই, তাহার বিবেচনাশক্তি কি? আর আমাদিগের অধিক বাকাব্যয়ের প্রয়োজন হইতেছে না। সংবাদ- দাতার পত্রখানি এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহাই বক্তব্য শেষ বলিয়া দিবে। সে খানি এই:—

গত সপ্তাহে অত্রত্য হাইকোর্টের সেসনে পুলি সের অত্যাচার ঘটিত একটী লোমহর্ষণ মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। এই মকদ্দমাটী একবার সেসন জজের নিকট হইয়াছিল, তাহাতে অপরাধীদিগের যথোচিত দণ্ড না হওয়াতে পুনর্ব্বিচারের জন্য হাইকোর্ট বিভা- গের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন, তিনি সাক্ষীদিগের এজেহার লইয়া এখানে পাঠাইয়াছেন। এ দেশীয় লোকদিগের মকদ্দমা বলিয়া জুরিরাও এদেশীয় হইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজি জানিতেন না, সুতরাং সকল কার্য্যই হিন্দীতে হইয়া- ছিল। উক্ত মকদ্দমাটী এই, গত ১৮৮১ সালের ২৪ এ সেপ্টেম্বর আলমপুর নামক একটী গ্রামে ইক্ষুর ক্ষেত্রে ঘাসী নামক একটী বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়; পুলিষ এই সংবাদ পাইয়া দলবলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সর্ব্বজ্ঞ পুলিষকর্ম্মচারী গণের সন্দেহ গ্রামের কতকগুলা গাড়েরিয়াদের (মেষ- পালক) উপর হইল। তদনুসারে তাহাদের প্রতি যে কিরূপ ভয়ানক অত্যাচার করা হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত সাক্ষীদিগের এজেহারে সম্পূর্ণরূপে প্রতি- পন্ন হইবে।

সাক্ষী লালজি চোহান বলে যে ঘাসী তাহার পুত্র। তাহার মৃতদেহ পাওয়া গেলে চৌকিদার থানায় সংবাদ দেয়। দেওয়ানজি বলদেও সিং এবং বাকাল ইত্যাদি কয়জন লোক এই মকদ্দমা তদারক করিতে আইসেন, এবং তাঁহারাই মৃতদেহ বিচলোরে চালান দেন। পর দিন ওয়াহিদ আলি দারগা গ্রামে আইসে। ওয়াহিদ আলি আসিয়া আদেশ দিল যে গ্রামের ছোট (১২ বৎসরের অধিকবয়স্ক) বড় সক- লকে আনিয়া ২৫ ঘা করিয়া জুতা প্রহার কর। আমন আলি এবং বলদেও তাহার সমক্ষে মাথা নামক এক ব্যক্তিকে জুতা মারে এবং নানা প্রকার অত্যাচার করে। তাহার পর হইতেই সে খোঁচাইয়া কাটিতেছিল। আলমপুরের একজন গাড়েরিয়া পেমা বলে যে, এক বৎসর অতীত হইল ঐ চোহন বালককে কেহ খুন করে। থানাদার ওয়া- হিদ আলি গ্রামে আসিয়া তথাকার সকল লোককে ধরিয়া আনে এবং তাহার হাতপক্রমে একটী অশ্বত্থ গাছের তলায় আমন আলি, বলদেও, থানা এবং মাঝি চৌকিদার গ্রামের সকল লোককে ২৫ ঘ করিয়া জুতা মারে। তাহাকে উলঙ্গ করিয়া তাহা পা চারপায়া দাঁড়িয়া ঝুলাইয়া রাখে এবং তাহা বাড়ী হইতে স্ত্রীলোকদিগকে আনিয়া তাহাদের তা পশ্চাৎ দিকে বাঁধিয়া দেয়। সর্ব্ব সমক্ষে তাহা দেরও বিবস্ত্র করিয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে বলে। পেমাকে অনেকবার ঐরূপ করিয়া ঝুলাইয় রাখে। মাথার স্ত্রী এবং তাহার বাড়ীর আর এ জন স্ত্রীলোক সাদিয়াকে তথায় আনে। পুলিষে ইনস্পেক্টার আলি আমেদ খাঁ ব্যতীত আর আ কর্ম্মচারীরা তাহার সমক্ষে ঐ সাদিয়ার সতীত্ব না করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাহারা সাদিয়াকে এরূ পীড়ন করিয়াছিল যে তাহাতে তাহার মৃত্যু হয় পুলিষের যমদূতদিগের অত্যাচারে তুলসী চোহ দেহ ত্যাগ করে এবং তাহাকে তাহারা ঐ অশ্ব গাছের তলায় পোড়ায়। পেমাকে ঐরূপ ঝোলাইয় বলিল যে যদি সে কবুল না করে তাহার গলায় দ দিয়া মারিয়া ফেলিবে এবং তাহাকেও তুলসী চো নের দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। ইহাতে সে ভী হইয়া কয়েকজনের নাম করে, এবং তাহাদে চালান দেয়। পুলিষের এইরূপ অত্যাচার করিবা পূর্ব্বে মাথা সুস্থ শরীরে ছিল এবং তাহার হাতলাট থাকা কালে সাদিয়ার মৃত্যু হয়। ইনস্পেক্টর প্রা আসিয়া রায়সিংহের বাটীতে ছিলেন; তাঁ সমক্ষে তাহাকে প্রহার করা হয় নাই। আবাদি গাড়েরিয়া বলিল, খুনের তিন দিবস পরে বলদে সিপাহী বাহাদুরপুরে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লই যায়। আলমপুরের রায়সিংহের অশ্বত্থ গাছের তলা ঐ গ্রামের সকল লোককে একত্রিত করিয়া তাহা খুনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে অস্বীকার করিল তখন তাহাকে অন্যান্য লোকের ন্যায় চারপায় ঝুলাইয়া রাখে। ইহা ব্যতীত টিকটিকিতে তাহা অনেক যন্ত্রণা দিয়াছিল। থানার লোকেরা তা বাড়ী হইতে স্ত্রীলোকদিগকে আনয়ন করে। স নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে তাহাদের উলঙ্গ ক এবং অনেক প্রকার অত্যাচার করে। যখন তাহা ঐরূপ অবস্থায় ছিল, তখন তাহাদের পরস্পরে প্রতি চাহিয়া থাকিতে বলে। এইরূপ যন্ত্রণা দি তাহাদের এক স্থানে রাখে। দিনে দুইবার ঐরূ পীড়ন করিত। এইরূপ প্রায় ১০। ১২ দিন কষ্ট দেয় সে কাহার নিকট কিছুই কবুল করে নাই। ইনস্পেক্ট সেই অশ্বত্থ গাছের অতি সন্নিকটে থাকিতেন, প্রা এবং অপরাহ্ণে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন, কি সেই সময়ে কাহাকেও পীড়ন করিত না। অ এক জন সাক্ষী লালজী গাড়েরিয়া উক্ত সাক্ষীদিগে

র সকল কথা বলিল। কিন্তু তাহাকে নূতন প্রকার
া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ নরাধমেরা তাহার
ও একখানি ইটের উপর রাখিয়া চারপায়ার
া তাহার উপর দেয় এবং তাহাতে দুই জন বসিয়া
কে। ঐ হতভাগাকে উলাঙ্গ করিয়া তাহার ++
তাত দ্বারা বাঁধিয়া টানে এবং একখানি ছুরী
য়া বলে যে যদি সে সত্য কথা না বলে তাহা হইলে
তার কণ্ঠ ছেদন করিবে। সে অননাগত্যা হইয়া
খা, জাবার্দ্দির, থানা এবং পেমার নাম করে।
গণের লোকেরা ঐ কয়েক জনের নাম করিতে
। সে প্রাণের দায়ে তাহাই স্বীকার করিয়াছিল।
ত্তী কবুল করিলে পর চারপায়া তাহার হাত
তে উঠাইয়া লওয়া হয়, তখন তাহার আঙ্গুল
হইতে পড়িতেছিল। মোহন বল যে চক্ষুর
ত্রে তুলসী চৌকিদার ঘাসীর মৃতদেহ দেখিতে পায়।
গা গ্রামের লোককে ২৫ ঘা চুপ্পা মারিতে হুকুম
; কিন্তু তাহার সিপাহিরা ৩০ ঘা করিয়া মারিয়া-
। তাহাদের সকলকে সরার গৃহে লইয়া যায়
সে তথায় যাইয়া দেখে যে, সকলকে উলাঙ্গ
য়া তাহার ++ তাঁত দ্বারা বাঁধিয়া তাহার
বধূকে সেই তাঁত ধরাইয়া রাখিয়া ন। উঃ! কি
াচার! কি নৃশংসতা! কি নিষ্ঠুরতা!!! আমরা
য় এখানকার হাইকোর্টের সেসনের সকল বিব-
পাঠকদিগের গোচর করিয়া থাকি। কিন্তু এরূপ
ত এবং এতদ্ব্যতীত ব্যাপার কখন লিখিত হয় নাই।
। হউক, মাথা মরিবার দুই দিবস পূর্ব্বে জেল
ার ডেপুটী কালেক্টর সমক্ষে সে এজেহার দেয়,
র কিয়ৎ অংশ লিখিয়া এ পত্রের উপসংহার
ব। মাথা বলিল সে ঘাসীকে মারে নাই বা
াকে কে মারিয়াছে, তাহাও সে জানে না।
সের লোকেরা একখানি চারপায়ার তাহার পা
য়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া এক ঘটী কাণ
ে টাঙ্গাইয়া রাখে, তাহার পর খুলিয়া দেয়।
ের সময় তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, ঘাসীকে
মারিয়াছিল; কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারে
। চারপায়ার সহিত তাহার পা এরূপ ভাবে বাঁধা
য়াছিল যে, তাহাতে কাটিয়া যায় এবং অত্যন্ত
ত হয়। তাহার পায়ে ক্ষত দেখিয়া দারগা একজন
ড়া" (চিকিৎসক) আনাইয়া। তাহাকে আরোগ্য
রিতে বলে; সে অনেক প্রলেপ দেয় কিন্তু তাহাতে
ান উপকার দর্শে নাই। মাথাকে চারপায়ায় বাঁধিয়া
ার জন্য যে তাহার পায়ে ক্ষত হইয়াছিল, এ
া গ্রামের সকল লোক জানেন। সদা পাড়েরিয়ার
ড়ীতে তাহাকে বাঁধিয়া প্রহার করা হয়। হরি
ের কাছারীতে সে যে সকল কথা বলিয়াছিল,
া মিথ্যা, পুলিসের দারুণ যন্ত্রণায় ভয়ে সে সত্য
কথা বলিতে পারে নাই; এখন যাহা বলিল তাহা
সত্য। পেমা, জাবার্দ্দির, লালভী গাড়েরিয়া এবং
থানাকে পুলিসের লোকেরা প্রহার করিয়াছিল।
ইনস্পেক্টর কাহাকেও মারেন নাই, জমাদারের
আদেশে তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। ঘাসীকে
যে দিন খুন করে, সে দিন সে গ্রামে ছিল, সিপাহী
তাহাকে ধরিয়া আনিতে গেলে, সে ঐ ঘটনার বিষয়
জানিতে পারে। ডিভিসনের সিবিল সার্জ্জন
এণ্ডার্সন সাহেব মাথার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া
বলিয়াছেন যে, অত্যাচার নিবন্ধন তাহার মৃত্যু হই-
য়াছে। তাহার শরীর তাদৃশ সবল ছিল না এবং
পায়ে যেরূপ ক্ষত হইয়াছিল, তাহা পীড়নসম্ভূত
বলিয়া বোধ হয়। আর আর সাক্ষীদিগের এজেহার
এ স্থলে লিখিবার প্রয়োজন নাই। যথা সময়ে
জুরিরা তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে গিয়া
বলিলেন, ইনস্পেক্টর আলি আমেদ খাঁর কোন
দোষ নাই, আর চারি জন দোষী। তখন বিচার
পতি টিরেল সাহেব জমাদার ওয়াহিদ আলিকে
কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৭ বৎসর বলদেও, বাহাল,
আমন আলি ইহাদের প্রত্যেককে ৫। ৫ বৎসর
এবং চৌকিদার মারিকে দুই বৎসর কারাবাসের
আদেশ দিলেন।

বোধ হয় পাঠকগণ এতক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে
পারিয়াছেন, পুলিসের লোকেরা কিরূপ নৃশংস এবং
অত্যাচারী। একা ওয়াহিদ যে এরূপ পীড়ন করিয়া
থাকে এমত নহে, আরও কত ওয়াহিদ আসিব নায়
ভয়ানক পাশুর ন এখনও অন্ধকার অবস্থায় আছে,
তাহা কে বলিতে পারে? তবে ইহার পাপ পূর্ণ
মাত্রায় হইয়াছিল বলিয়া আজ ধরা পড়িল। গবর্ণ-
মেণ্ট এক্ষণে দেখুন, নিরক্ষর কন্ষ্টীবলদিগের হস্তে
এরূপ ক্ষমতার দেওয়াতে কত শত অনিষ্ট ঘটি-
তেছে। কত নিরপরাধ ব্যক্তির মান সম্ভ্রম যাইতেছে,
কত স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ হইতেছে, তাহার আর
ইয়ত্তা নাই। এই জন্যই কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে বলি,
এখন হইতে সাবধান হউন এবং এরূপ ক্ষমতার
সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া পুলিসের
নিদারুণ অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করুন।
এই কেস দেখুন না পুলিস একটী খুন ডাকাত
করিতে গিয়া আর তিন জনের প্রাণ সংহার করিয়া
আসিল, ইহার অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি
হইতে পারে॥

এ দেশীয়ের নিকটে ইউরোপীয় অপরাধীর
বিচার।

এক ফৌজদারী আইনের সংশোধন প্রসঙ্গ করিয়া
ইলবর্ট সাহেবের ভীমরুলের চাকে ঘা দেওয়া হই-
য়াছে। ভীমরুলের তুল্য গুণান্বিত যত ইং
ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা ন্যায়ের, ধর্ম্মে
যুক্তির ধার ধারেন না। এ সকলকে অগ্রে ক
তাঁহারা কার্য্য করিতে চান না, এ দেশীয়ের প্র
যে বিদ্বেষ আছে, বিজিত বলিয়া এ দেশীয়ের প্র
যে ঘৃণা আছে, তাঁহারা তাহাকে সহায় করি
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া থাকেন। অত
তাঁহারা যে সমদর্শিতা ও ন্যায়পরতার কার্য্যে বি
হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা
ন্যায়পরতা ও সমদর্শিতা ব্রিটিশজাতির গৌর
স্থান। যাঁহারা সেই সমদর্শিতা ও ন্যায়পর
বিরুদ্ধ জন, তাঁহারা ব্রিটিশজাতির আদর্শ নহে
কিন্তু যাঁহারা ব্রিটিশজাতির প্রকৃত আদর্শ, সেই ম
মনা মহাশয়েরা ঐ সকল ব্যক্তির ভ্রূকুটি
ক্ষেপ করিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

এ দেশীয় বিচারপতিরা মফস্বলে ইউরো
অপরাধির বিচার করিতে পারিবেন না, এ ব্যবস্থা
ব্রিটিশ রাজনীতির কলঙ্কস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে
ইহাতে যে কেবল এ দেশীয় বিচারপতিগণের অ
মাননা তাহা নয়, যাঁহারা এ দেশীয় বিচারপ
নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও অ
মাননার বিষয়। এ দেশীয় বিচারপতিরা
ইউরোপীয়ের অপরাধের বিচারকার্য্যের অযো
হইলেন, তাহা হইলে ও সাহেবরা কি হাবই বিচা
যোগ্য নন। এরূপ অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে যাঁহ
বিচারাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহারাও অযো
সন্দেহ নাই। অযোগ্য না হইলে অযোগ্য পা
হস্তে কোন বিষয়ের ভার সমর্পণ করেন না।
দেশীয় বিচারপতিদিগকে বিচারকার্য্যে অযো
বলা, আর সেই বিচারপতিগণের নিয়োগক
দিগকে অযোগ্য বলা তুলা কথা। এটী কি নি
কর্ত্তাদিগের অবমাননার বিষয় নহে।

আমরা টাইমস পত্রের একটী লেখার
শুনিয়া সবিশেষ বিস্ময়ান্বিত হইলাম। ই
টাইমস কলিকাতা হইতে তারে সংবাদ পাইয়াছে
লণ্ডনের সমাচার পত্র সম্পাদকেরা সাধারণে
করেন অমরেন্দ্র সি,সি ইলবার্টের ফৌজদারী ক
বিধির সংশোধন বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ
বিদ্বেষকর যে অংশে এ দেশীয় বিচারপতির নি
ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারের কথা আছে, তা
সংশোধন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অন্যায় হইয়া
টাইমস বলেন, ইহার এই ফল হইবে যে ইংরাজনি
মূলধন এবং বৈদ মূলধন স্বামী ইংরাজদিগকে
স্থল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। যদি
প্রতিনিধি সভা প্রকার অসমদর্শিতার বিলোপে
জাকট হইয়া থাকেন, তাহা হ যে ভারত

ইংরাজদিগের গৃহে ফিরিয়া আসাই ভাল। কল্পনা-গত ন্যায়পরতা অপেক্ষা কার্য্যগত ন্যায়পরতায় ইংলণ্ডে সমাদর অধিক। তাহাতে সম্প্রতি ইংরাজদিগের যে মুলধন প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইলবার্ট কৃত আইনের পাণ্ডুলেখ্য তাহার প্রতিরোধ করিবে। টাইমস লর্ড রিপনকে এই পরামর্শ দিতেছেন যে, তিনি উক্তবিধ আইনের অনুমোদনে বিরত হন। কারণ, উহাতে সম্ভবতঃ অপ্রার্থিত অপকার করিবে এবং উহা দ্বারা সম্ভবতঃ মফস্বলবাসী ইংরাজদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইবে।"

এইস্থলে স্পষ্ট বলা হইতেছে, এ দেশীয়ের প্রতি ইংরাজের বিচার ভার সমর্পণ করিলে, এ দেশীয় বিচারপতি অন্যায় ও অবিচার করিয়া ইংরাজদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন। টাইমসের সদৃশ বিজ্ঞ সমাচার পত্র সম্পাদকের যে এরূপ ভয়াবহ ভ্রম হইয়াছে, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। সম্পাদক ভারতবর্ষের বিষয় কিছুই জানেন না। এতদ্দ্বারা তাঁহার অনভিজ্ঞতা ও প্রকাশ পাইতেছে। এ দেশীয় বিচারপতিরা বিচারাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সাধ্যমত যে কোন প্রকার অবিচার করেন না, তাহা ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় বিচারপতিরা মুক্তকণ্ঠে করিয়া থাকেন। ফলতঃ এই সকল বিচারপতিগণের মুখে এ দেশীয় বিচারপতিদিগের প্রশংসাবাদ সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা অবিকম্পিত হস্তে তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া সমভাবে সকলের প্রতি সুবিচার বিতরণ করেন, তাঁহারা ইংরাজের বেলা অবিচার করিবেন ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? আমরা জানি, যে সকল ইংরাজ ব্যক্তি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকর্ত্তারা অতি সামান্য কারণে যে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। [illegible] বিচারকেরা কি ভারতবর্ষীয় সম্পাদক তাহা যে জানেন না এটী বড় আশ্চর্য্য কথা। এ দেশীয় বিচারপতির নিকট আপীল হয়, তাহাও টাইমস সম্পাদক জানেন না এটী আর একটী কৌতুকের বিষয়। এ দেশীয় বিচারপতি যদি ইংরাজের প্রতি বিশেষ কঠোর অবিচার করেন, ইংলণ্ডে তাহার কি সংশোধন হইবার সম্ভাবনা নাই?

ফলতঃ টাইমস লর্ড রিপন বাহাদুর যদি সকল শ্বেতকায় পক্ষপাতশূন্যতার বিরোধ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষস্থ ইংরাজদিগকে তরি তাপাদি লইয়া পুনঃ ফিরিয়া যাইতে হইবে, টাইমস সম্পাদকের এ বাক্যটিও পরম কৌতুকের। এ দেশীয় বিচারপতিদিগের হস্তে ইউরোপীয়ের বিচারভার সমর্পণ করিলে কি এ দেশীয় বিচারপতি দেশের কর্ত্তা কর্ত্রী বিধাতা হইয়া বসিবেন। তাঁহাদিগের ন্যায়ে ইংরাজদিগকে দেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে, এটী সামান্য দৌড়ের কথা নয়। ইংরাজেরা সকল বিষয়েই কর্ত্তা আছেন, তাঁহারা যদি ঘুণাক্ষরে এ দেশীয় বিচারপতির অবিচারের কথা শুনিতে পান, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কি পদচ্যুত করিবেন না? তবে টাইমস সম্পাদকের এ অলীক আতঙ্ক কেন? ইংরাজেরা বলিবেন এ দেশীয় বিচারপতিগণ ইংরাজের প্রতি অবিচার করিবেন, আবার এ দেশীয়েরা বলিবেন ইংরাজবিচারপতিগণ এ দেশীয়ের মকদ্দমার অবিচার করেন। শেষ কি এই গণ্ডগোল চলিতে থাকিবে। শেষে কি ইংরাজ রাজনীতির এই দুর্দ্দশা ঘটিবে?

যাহা হউক এইবার ব্রিটিশ জাতির পরীক্ষার স্থল উপস্থিত। তাঁহারা যে ন্যায়পরতা, সমদর্শিতা ও অপক্ষপাতিতা কেমন ভাল বাসেন, এইবার তাহার পরীক্ষা হইবে। তাঁহারা যদি এ দেশীয় মফঃস্বলের বিচারপতিদিগকে ইউরোপীয়ের বিচার করিতে না দেন, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে তাঁহাদের নিকটে ন্যায়ের গৌরব নাই। তাঁহাদিগের চিরন্তন কুসংস্কারেরই আদর। আমরা লর্ড রিপন বাহাদুরের উভয় সঙ্কট দেখিতেছি। তিনি যদি মফঃস্বলবাসী ভারতস্থ ইংরাজদিগের কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদিগের চীৎকারে কর্ত্তব্য সাধনে সঙ্কুচিত হন, তাহা হইলে তাঁহা হইতে ন্যায়ের ও ধর্ম্মের অবমাননা হইবে। তিনি যদি অকুতোভয়ে কর্ত্তব্যসাধন করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কীর্ত্তি যে ভারতে চিরস্থায়িনী হইবে এরূপ নয়, তাঁহা হইতে ইংরাজজাতির মুখ উজ্জ্বল হইবে। তাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া সকলে জানিতে পারিবেন, ইংরাজজাতির মধ্যে অনেক ন্যায়বান্, ধার্ম্মিক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক আছেন।

মাদক সেবনে এ দেশের কেবল কি ক্ষতি হইতেছে।

এদেশের শুভাশুভ ইষ্টানিষ্ট ও উন্নতি অবনতি, তাহার কারণ ও তৎপ্রতিবিধানের উপায় গবর্ণমেণ্টের গোচর করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা সেই কর্ত্তব্য পরতন্ত্র হইয়া এই বিষয়গুলি রাজপুরুষদিগের গোচরমূলে উপনীত করিতে উদ্যত হইলাম। ১৮৮১।৮২ অব্দের বঙ্গদেশের শাসন বৃত্তান্তটী আজ এ বিষয়ে আমাদের উত্তরসাধক হইল। ঐ রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে প্রস্তাবিত বর্ষের প্রধান বৃত্তান্ত এই, বর্দ্ধমান ও ছোটনাগপুর বিভাগে খোলা ভাঁটীর অধিক বিস্তার করা হইয়াছে। আবগারি সংক্রান্ত আয়ের যে বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। ঐ বর্ষে সমুদায়ে ৯৩৮০০৪ টাকা আয় হইয়াছে। ১৮৮০।৮১ অব্দে ৮৪১৩৫০ টাকা আয় হইয়াছিল। প্রস্তাবিত বর্ষে খরচ খরচা বাদে ৯১০৭ ১০৭ টাকা লাভ হয়। পূর্ব্ব বর্ষের আয় হয়, তাহা অপেক্ষা ৮১৫০০১ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। গত এক বৎসরের মোট বর্দ্ধিত আয় খরচ খরচা বাদে ২১১৩৮২৬ টাকা। মোট বর্দ্ধিত আয়ের অধিকাংশ পাটনা, ঢাকা, প্রেসিডেন্সি ও কলিকাতা হইতে হইয়াছে। পাটনাতে যে মোট বর্দ্ধিত আয় ১৬৭৮৮৫ টাকা, তাহার মধ্যে ২৩৮৭২৬ টাকা দেশীয় মদে আয় হয়। ঐ বর্ষে অনেক গোলাভাঁটী কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি ঐ আয় হইয়াছে। অন্য অন্য বিভাগে বর্দ্ধিত আয় প্রধানতঃ দেশীয় মদ আফিং গাঁজা ও তাড়ি হইতে হয়, কলিকাতা ও বর্দ্ধমানে যে মদের আমদানী হয় তাহাও ঐ বর্দ্ধিত আয়ের অন্তর্নিবিষ্ট, ফলতঃ কলিকাতা ও হাবড়ার প্রতি শত বাক্সে ১৮৩ হইতে ২১৭ টাকা, পাটনার প্রতি শতে ১৩ হইতে ১৬, ঢাকার প্রতি শতে ৬ হইতে ৭, চট্টগ্রামে প্রতি শতে ৫ হইতে ৬, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরে ১১ হইতে ১২, টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। ভাগলপুরে কমিয়া গিয়া ১৫ হইতে ১৪ হইয়াছে এবং বর্দ্ধমান ও হাবড়ায়, প্রেসিডেন্সি ও কলিকাতায় এবং রাজসাহী ও কুচবিহারে ক্রমান্বয়ে ১২,৯ ও ৭ টাকা আয় একভাবেই রহিয়াছে। বঙ্গদেশে আবগারি হইতে যত আয় হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকের কিছু কম হইবে দেশীয় মদের আয়। প্রস্তাবিত বর্ষে ঐ আয়ের ৮।৯ হইতে ৮।৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। সমুদায় আবগারিতে সাধারণতঃ যে হারে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হয় নাই, সমভাবেই আছে। যে যুক্তিতে গবর্ণমেণ্ট খোলা ভাঁটীর প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহার সুব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে সম্প্রমাণ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট নীতি এই, বিশেষ বিশেষ স্থানের অবস্থা অনুসারে ঐ খোলা ভাঁটীর সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করা হইবে, তবে যে যে স্থান উহার উপযোগী না হইবে, সেখানে এ চেষ্টা করা হইবে না। প্রত্যেক জেলায় মদের কত প্রয়োজন তাহা প্রথমেই জানিতে পারা যায় নাই, সেই হেতু আরম্ভকালে কয়েকটী জেলায় দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু পরে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়াতে ঐ দোকান অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন বোধ হয় প্রয়োজনানুরূপ দোকান হইয়াছে। ঐ সকল দোকানে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। গত বর্ষে খোলা ভাঁটী এবং সদর ভাটীর সংখ্যা ৬২৮৪ হইতে ৫৭৮০ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রস্তাবিত বর্ষে আরো কমাইয়া ৪৬১৭ করা হইয়াছে। গত

গাঁজার আয় অপেক্ষা ব্যয় হয়, এই আয় ২৪৬৭৭ টাকা হইতে ১১৫০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। এটী দেশীয় মদের আয় বৃদ্ধির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে গাঁজার ব্যয় যে অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট আয় বৃদ্ধি করাতে আর কোনও আয়ের বিশেষ বৃদ্ধি নাই, কিন্তু বিশেষ হ্রাসও হয় নাই। উহার মধ্যে আর ১০৩৮০০ টাকা। এটী বর্দ্ধিত আয়। " গবর্ণমেণ্টের আবগারি সম্বন্ধীয় আয়ের যে বৃদ্ধি হইয়াছে, উহার তাহা বর্ণিত হইলাগবর্ণমেণ্টের বৃদ্ধি হইয়াছে অতএব ইহাতে তাঁহার আনন্দ হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে দেশের কি শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা একবার গণনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যে কাজ করুন, তাহাতে প্রজার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য থাকা উচিত। মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ আয় বৃদ্ধির চেষ্টা পাওয়া প্রশংসনীয় নয়। তাহাতে প্রজার অশেষবিধ অমঙ্গল ঘটিবারই সম্ভাবনা। অমঙ্গল বিধান রাজধর্ম্ম নহে। প্রজার অনিষ্ট করিয়া আয় বৃদ্ধি করিবার কোন পথ আছে। সে পথের পথিক হওয়া আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সদৃশ উচ্চ গবর্ণমেণ্টের কি উচিত? অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, গবর্ণমেণ্ট যত প্রজার কর গ্রহণ করেন, প্রজার প্রাণসাধন তাহার প্রত্যেকের উদ্দেশ্য। শত্রু হইতে দেশরক্ষার্থ ভূমির রাজস্ব লওয়া হইয়া থাকে। লাইসেন্স ট্যাক্স গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যবসায়ের উপসাধন। রাস্তা প্রভৃতির উন্নতি সাধনার্থ চৌকিদারি ও পবলিকওয়ার্ক সেস গ্রহণ করা হয়। ষ্টাম্প দ্বারা আয়ের উদ্দেশ্য সুবিচার বিতরণ। ইত্যাদি কোন আয়ের উদ্দেশ্য চিন্তা করা যায় তাহাতে প্রজার কল্যাণ লক্ষিত হয়। কিন্তু আবকারির সে প্রকার কোন মঙ্গল লক্ষ্য লক্ষিত হয় ইহাতে প্রজার কেবল সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। সে অনিষ্টগুলি কি? একবার তাহার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

কোন প্রকার মাদক সেবনই এদেশের উপযোগী নহে। এদেশ উষ্ণপ্রধান। স্বভাবতঃ শরীর গরম। তাহে সূর্য্যের তীক্ষ্ণতর তাপ লাগিতেছে। তাহাতে শরীরের অভ্যন্তরকে নিয়তকাল তপ্ত করিয়া রাখে। তাহে এই অগ্নি তাহার উপর ছাড়ি গাঁজা মদ্যরূপ ইন্ধনের সংযোগ হইলে অগ্নি দ্বিগুণিতরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না। আমরা চক্ষুরাচর দেখিতে পাই, যাহারা মাদক সেবন করে, তাহাদের শরীর শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়, অনেকের অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। শীতপ্রধান প্রদেশে মাদক সেবনে যে অগ্নি মাসে উপকার হয়, এদেশে সেই পরিমাণে অপকার হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের লোকের শরীর শীতপ্রভাবে সঙ্কুচিত হয়, তাহাদিগের মাদক সেবনে এই উপকার দর্শে, অন্যেরা তাদৃশ ক্ষমতা বাহিরের সেই সঙ্কোচ ভাবকে দূরীকৃত করিয়া কার্য্যক্ষম করিয়া তুলে। কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত ঘটনা হয়। এখানে মাদক-সেবিদিগের শরীর প্রায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের কার্য্যক্ষমতা অল্পকালে মধ্যে সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে। এদেশের বিশেষ দোষ এই, যাহারা মদ্য সেবন করে; তাহারা প্রায় নিয়মিতরূপে সেবনের অভ্যাস রাখিতে পারে না। দিন দিন মাত্রার বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। তাহাতে সুরা পাইয়া যাতাল; এবং যাহারা গাঁজাখোর, তাহারা গাঁজা খোর হইয়া উঠে। গাঁজাখোরের অন্য দুরবস্থা হয়। যাহারা অফিন খায়, তাহারা অল্পকাল মধ্যে আফিন-খোর হইয়া কাহের বাহির হইয়া যায়। দিবারাত্রি কেবল ঝিমাইতে থাকে, মাতালের তুল্য গালি আর নাই। মাতালের বীভৎস অবস্থা দর্শন করিলে মনে যার পর নাই ঘৃণার উদয় হয়।

মাদক সেবনে যে যে শ্রেণীর যে অবস্থা ঘটিয়াছে, এক্ষণে তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে: যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহারা দিবানিশি মাদক সেবন করিয়া প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। তাঁহারা স্বয়ং বিষয়কর্ম্ম দেখেন না, কর্ম্মচারির উপরে নির্ভর, তাহারা যা ইচ্ছা তাই করে। তাহাদের অনেকে ধনী মাতালের বিষয় লইয়া বড় মানুষ হইতেছে, দিন দিন ধনির বিষয় হ্রাস হইয়া যাইতেছে। বিষয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক হীনবল হইয়া বুদ্ধিরও হ্রাস হইয়া যাইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক দুর্গতিরও হ্রাস হইতেছে। অনেকে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি ধনীর অকাল মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করেন, দেখিতে পাইবেন মাদক সেবনই অনেকের মৃত্যুর কারণ। ধনীর এ অবস্থা কি শোচনীয় নয়? এ অবস্থা দর্শন গবর্ণমেণ্টের কি উপেক্ষার যোগ্য? সে গবর্ণমেণ্ট ধনীর নাবালক পুত্রের বিষয় বিভব রক্ষায় যত্নবান, তাহার বিষয় সুচিন্তিত হয় বা বৃথা নষ্ট হয়, যে গবর্ণমেণ্ট তাহা দেখিতে পান না, সেই ধনী জীবন্ত অবস্থায় মাতাল হইয়া বিষয় বিভব নষ্ট করেন তদ্দর্শনে উপেক্ষা করা কি সেই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য? সেই বিষয় নাশের হেতু কে? গবর্ণমেণ্ট মাদক সেবনের বৃদ্ধি করিয়া পরম্পরা সম্বন্ধে কি তাহার কারণ হইতেছেন না?

মধ্য শ্রেণীতেও ঐ মাদক সেবন-দোষ প্রবলরূপে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দুসমাজ বন্ধনরূপ যে একটী অর্গল ছিল, তাহা ভগ্ন হইয়াছে। মাদক সেবন শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া আর কাহারও এখন বোধ মধ্য শ্রেণীর অনেকে অনুচিন্তায় আজ কাল কর্ম্মে বদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেকে নিরে ও অকর্ম্মা হইয়া আছে। ঐ অকর্ম্মাদিগের সেবনের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি। উহারা সমাজের স্বরূপ হইয়াছে। উহারা মাদক সেবন করিয়া যে নিজ পরিবারের অসুখের কারণ হয় তাহা পাড়াপ্রতিবেশীদিগকেও বিরক্ত করিয়া তুলে। দিগের হইতে আয়বান্ শান্তিদিগের আয়েরও হয়। মধ্য শ্রেণীর মধ্যে আজও অনেক লোক সেবনে বিরত আছেন, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর অ নিতান্ত শোচনীয়: নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন কোনপ্রকার মাদক সেবন না করেএরূপ লোক বিরল। তাহারা পরিশ্রম করিয়া যে অর্থ উপা করে, তাহার অধিকাংশ মাদকের চরণে ন্যস্ত এখন পরিশ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কি দোষে তাহাদের পূর্ব্বে যে অর্থাভাবজনিত ক ছিল, এখনও সেরূপ। যত আয় তত ব্যয়। অ ইতর লোকের দুইখানি বস্ত্রও দেখিতে পা যায় না। আমরা ইতর শ্রেণীতে আরও এ বিড়ম্বনা দেখিতে পাই। পূর্ব্বে যে সকল মাদক সেবনে বিরত ছিল, তাহারা দিবা ঘর সং করিয়াছে। দু টাকার সংস্থান করিয়া দিয়া কিন্তু এখন সেই সকল কুযবের সন্তানেরা মা সেবী হইয়া স্থানছাড়া মানছাড়া হইয়া পড়িয়া আমরা যখন ছোট লোকদিগের ছোট ছোট গুলিকে গাঁজা মদে চুরচুরে হইয়া পরস্পর মারা করাতেও অশ্লীল গালি দিতে দেখিতে পাই, তখন আমাদিগের হৃদয়ের স্নেহ থাকে না। সদাশয় রাজপুরুষ যদি এই শোচনীয় অ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন, তাঁহারও কা সন্দেহ নাই। রাজপুরুষেরা নিশ্চয় জানিবেন, সেবনের প্রশ্রয় দানই এ সমুদায় অনর্থের আমাদের রাজপুরুষেরা মাতালের কারণের অ অনুসন্ধান করিবেন কিন্তু তাঁহারা যদি অনু করিয়া দেখেন এই মাদক সেবনের বৃদ্ধি ম্যালেরিয়ার এক প্রধান কারণ তাহা স্পষ্ট দে পাইবেন।

উপসংহারে আমরা নিতান্ত দুঃখিতান্তঃ লিখিতেছি, আবকারি সেবন তাঁহাদিগের অ হইতেছে বলিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে কৃত অহিফেনের ব্যবসা ও আবকারির কৃষিকা বিরোধী হইয়াছেন সেই সদাশয় মহাপুরু মাদক সেবন নিবন্ধন ভারতবর্ষের যে কিরূপ দু ঘটিতেছে, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক ছেন না। বঙ্গদেশের কথায় নাই, যেখ

পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতিরও এই মাদক সেবন
ন বিষম দুরবস্থা ঘটিয়াছে। তাহারা দিন দিন
র হইয়া পড়িতেছে। তাহাদিগের ত একে
অন্ন, তাহাতে আবার দিন দিন বৃদ্ধির জড়তা
াইতেছে। তাহারা নিতান্ত অপদার্থ হইয়া পশু
হইয়া পড়িতেছে। যে মাদক দ্রব্য হইতে
অনিষ্ট আমাদের প্রজাবৎসল বিবেচক গবর্ণ-
ট তাহা হইতে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছেন, এটি
নিতান্ত ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় নয়?

আলীপুর জজ আদালতের সন্নিকটে ধাপা
য়া যে একটি বৃহৎ জলাশয় পড়িয়া আছে, তদ্দ্বারা
র নিকটস্থ অনেকগুলি পল্লীর অধিবাসীদিগের
স্থা উত্তরোত্তর ভঙ্গ হইতেছে। একে দেশ
লেরিয়ার উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তদুপরি
ান ৬০। ৭০ হাজার বিঘা ভূমি দিবারাত্রি লব-
ক্ত জলে সিক্ত ও বন্য বৃক্ষাদির গলিত পত্রাদি
য়া দূষিত বায়ু তাহার উর্ব্বরাশক্তি হরি-
ছে। সুতরাং প্রজাদিগের কষ্টের সীমা নাই।
ীদার দ্বারা তাহার যে কোন উপায় হইবে তাহা-
কোন সম্ভাবনা নাই। প্রথম উহা এক জমী
রর আয়ত্ত নহে। দ্বিতীয়তঃ এরূপ অবস্থায়
ইয়া পাকিলে তাঁহাদিগের লাভ ব্যতীত ক্ষতি
ই। জমীতে যেমন কোন প্রকার শস্য হয় না,
মন প্রচুর মৎস্য জন্মে। উক্তরা ভূমির কৃষক
ন প্রথা, মৎস্যব্যবসায়ীরা উহার তেমনি প্রথা।
হারা অগ্রে টাকা জমা দিয়া তবে মৎস্য ধরিয়া
ক, কৃষকের নিকট হইতে কিস্তির কিস্তির খাজনা
দায় করিবার জন্য যেমন গমস্তা পেয়াদাদি রাখিতে
হার জন্য সেরূপ কিছু রাখিতে হয় না। আবাদ
ের জন্য সর্ব্বদা বাঁধ প্রভৃতির তত্ত্বাবধারণ করা
ন প্রয়োজন হয়, ইহার নিমিত্ত সে সকল কিছুই
ই। সুতরাং যেখানে এক লাভজনক উপায়
কিলে লোভ সম্বরণ করা দুষ্কর হয়, সেখানে সকল
লের সমাবেশ নিবন্ধন তাঁহাদিগের কি সুবিধা
ইতেছে, তাহা বোধ হয় বলিয়া শেষ করা যায় না।
এব প্রজার পিতৃস্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এ অনিষ্ট
ন যে কতদূর অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বোধ হয়
লে বিশদরূপ বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইতেছে
। ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ষ্টিভেন্স সাহেব
াদের যদি মেটিয়াবুরুজের টাকায় মটর কুল
া একটী বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহা হইলে
নকের মঙ্গলাকার করা হয়, সন্দেহ নাই।
ণমেণ্ট পক্ষের নামে প্রজার নিকট হইতে যে কর
ন করিতেছেন, তাহার এইরূপেই সদ্ব্যবহার করা
উচিত। যদি ইহাতেও সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ না হয়
তাহা হইলে জমীদারের নিকট হইতে কিছু কিছু কর
গ্রহণ করুন। জমীদার তৎপ্রদানে অসম্মত হইলে
ধনের বিনিময়ে যদি দরিদ্র প্রজারা জীবন
তাহা হইলে তাহারা আরও কিছু কিছু দিতে কাতর
হইবে না। এরূপ করিলে গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ
হইতে অতি অল্প অর্থ প্রদান করিয়া মহৎ কার্য্য
করিতে সমর্থ হইবেন। দ্বিতীয়তঃ প্রজারা জীবন
পাইল, তৃতীয়তঃ জমীদারেরাও বিনা ব্যয়ে জমী
উদ্ধার করিতে পারিলেন। অতএব যে কার্য্যে পর
স্পর কাহারও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, এরূপ কার্য্য
করিতে ষ্টিভেন্স সাহেব যে স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করি
বেন তদ্বিষয়ে আমাদিগের অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

পারিস ৩ রা ফেব্রুয়ারি। প্রিন্স নেপোলিয়ন অসুস্থ হইয়া
ছেন। তাঁহাকে এনচুইল স্থানের একটী হাসপাতালে লইয়া
যাওয়া হইয়াছে।

বর্লিন ৩ রা ফেব্রুয়ারি। প্রিন্স বিসমার্ক পীড়িত হইয়া-
ছেন। বোধ হয় কয়েক সপ্তাহ তাঁহাকে শয্যাগত থাকিতে
হইবে।

কেপের সংবাদে এই মাত্র, ডিক্স, ডিলাস, সেপষ্টোন ও যে
সকল ব্রিটিশ সেন্য সটীবাণ্ডকে উদ্ধারিতে লইয়া গিয়াছিলেন,
তাঁহারা অবিলম্বে নেটালে ফিরিয়া আসিবেন।

লণ্ডন ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। যে চারি ব্যক্তি ডবলিনে পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহারা বন্দীকৃত হইয়াছে। ইহারা ফিনিক্স পার্কে লর্ড কাভেণ্ডিস ও ব্রক সাহেবের বধকালে দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে সকল ভূত্য বৎকালে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা কেরি নামক একজন বন্দীর গৃহে পাওয়া গিয়াছে।

পেরিস ৪ ই ফেব্রুয়ারি। সেনেট সভায় এমিটি নিবেদিত করেন, তাঁহার অধিকাংশ সভ্য ফ্রান্স হইতে রাজপরিবারদিগকে তাড়াইয়া দিবার বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন।

প্রিন্স নেপোলিয়নের অপরাধের বিচার হইবে।

মেণ্টোপিট সাময়িক ৪ ই ফেব্রুয়ারি: আমীরের মাসে মাস-
ই নগর, ঐ সহরের অধিবাসিদিগকে ছাড়িয়া দিবার
পক্ষীয় দূত দ্বারা সপ্ত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই ফেব্রুয়ারি। ফিনিক্স নামক পার্কের দ্বারে
আগুন লাগাইয়া দিয়া দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষতি করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই ফেব্রুয়ারি। ডব্লিন বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিষয়ে
যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য টাইমস সংবাদপত্র এক
একটী প্রধান প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে: তিনি বলেন, ৬টী
পথ আছে, ইহা মিশরকে ই রাজ্যভুক্ত করিয়া লওয়া হউক,
অথবা এখায় একটী স্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হউক। ইংরাজ
যেরূপে আইরিস কার্য্য করিতেছে, সে প্রণালীতে
আর তাহা চলিতে পারিবেন না, এই কারণ অন্তরায়ে যে
সমস্ত দোষ আছে, তাহা সংশোধিত করিবে। কর্ণ, সিডেনহেম,
সৈনা ও পুলিস পুনর্গঠনের সম্বন্ধেও প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি
আইনীয় সংস্কার সম্বন্ধেও এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন।
মন্ত্রীগণের একটী সভা হইবে। তাঁহাদের হস্তে ব্যবস্থাপন
বিভাগ রচনার ক্ষমতা থাকিবে। আর একটী সভা হইবে,
তাহাতে ১৪ জন সভ্য থাকিবেন। ঐ ১৪ জনের কতকগুলিকে
দেশের লোক মনোনীত করিবেন
জন সভ্যের আর একটী সভার প্রস্তাব করা হইয়াছে
দেশের লোকে ঐ সকল সভাকে সম্মানীয় করিবেন। সম্রাট
সময়ে সময়ে কার্য্য করিবেন। টাইমস বলেন, ব্রিটিশ সৈন্যে
সাহায্য ব্যতিরেকে মিশরে কোন প্রকার গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হই
হইবে।

মিচেল ডেভিড কারাবদ্ধ হইয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই ফেব্রুয়ারি। লণ্ডনের লর্ড মেয়র, শেরিফ
দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যার্থ ধনসংগ্রহ করি
অসম্মত হইয়াছেন। ৩০ এ জানুয়ারি লণ্ডনে যে একটী সভা
হয়, তাহাতে যে কতিপয় বক্তা প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনি তাঁহা
বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

কর্ণের চতুরাকারী ডাইনামাইটের যাবজ্জীবন পারশ্রম সহ ক
বাসের আদেশ হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই ফেব্রুয়ারি। ডিল, ডেভিড ও কুইন আপন
দিগের ভাবী সহায়তার প্রতিভূ না দেওয়াতে আইনে কারাব
হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিতে না পা
অপেক্ষা প্রতিজ্ঞা না করাই ভাল। গবর্ণমে
প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোন সরকারী কর্ম্মচারী
কর্ম্মচ্যুত করিবার পূর্ব্বে তাহার নির্দ্দোষি
সপ্রমাণ করিবার সময় দেওয়া এবং তিনি যে ক
বলিবেন তাহাও যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করা হইবে
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহা বাক্যেই পর্য্যবসি
হইতেছে। কমিশরিয়েট বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ে
অ্যাসিষ্টাণ্ট বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মচ্যুতি সম্ব
গবর্ণমেণ্ট নিজেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষে দূষিত হইয়
ছেন। তিনি ১৮৮১ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কর্ম্মচ্যু
হইয়াছেন; কিন্তু এ যাবৎ কর্ম্মচ্যুতির কারণ তিনি
জানিতে পারিলেন না। তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দোষি
তার বিষয়ও কিছু বলিতে দেওয়া হয় না, নবী
বাবু গবর্ণর জেনেরলের নিকট এ বিষয়ের আবেদ
করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্ব আদেশ রহি
করিতে ইচ্ছুক নহেন বলিয়া তাহার উত্তর দি
ছেন। একদা নবীন বাবু বাটী হইতে স্থানা
গমন করিলে পুলিস হঠাৎ তাঁহার বাটীতে বলপূর্ব্ব
প্রবেশ ও বাক্স এবং আলমারী প্রভৃতি ভঙ্গ করি
তাঁহার নিজের হিসাবপত্রের খাতা লইয়া যায়, সুত
তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এ বিষয় ভারতবর্ষী
গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ
সে গবর্ণমেণ্টে এ বিষয়ে বা নিষ্পত্তি করেন নাই।

কাশের নবাবের কতকগুলি কর্ম্মচারী এক

...ছিল যে অনু... দশ ১৫২ প্রজা তাহাদিগের অসহ্য ...ড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া দেশত্যাগী হইয়া ...ছিল। নূতন অনুসন্ধানে তাঁহাদিগের অত্যা... ...রের বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষমা... ...করিয়াছেন। এবং যাহারা দেশ পরিত্যাগ করিয়া ...ল, তাহাদিগকে পুনরায় দেশে আনাইয়াছেন। ...ইংরেজী সকল গবর্ণমেণ্টেরই প্রজাপালন-পদ্ধতির ...দর্শকস্বরূপ হওয়া উচিত।

ভাল লোকের মৃত্যু যেমন সুলক্ষণ, অন্য তেমন ...ক্ষণ নয়। আমরা ক্রমে ক্রমে দেখিতেছি যে শত ...কল ভাল লোকই একে একে মৃত্যুমুখে পতিত ...হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের স্থান আর পূর্ণ হই... ...তেছে না। এই সেদিন মহীশূর রাজের দেওয়ান ...শেষাদ্রি ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছেন, আবার গত ...সপ্তাহের ইংলণ্ডের নিজামের মন্ত্রী সারসার ...লারজঙ্গ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

...ডাকের ভয়েন্ট কমিশনর ডবল্ ...চ, জনসন ...ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কাশ্মীরের মহা... ...জের প্রধান চিকিৎসক পক্ষাঘাত রোগ-নিবন্ধন ...হার মৃত্যু নির্ণয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃতদেহ ...রাখা করিয়া বলা হইয়াছে, তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ ...করিয়া মারা হইয়াছে।

বেলগ্রেমের অন্তর্গত সঙ্কুতি গ্রামের একব্যক্তির ...ের পুলিস, ডাকাইতির সন্দেহ করিয়া তাহাকে ...রূপ পীড়ন করিয়াছিল যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু ...য়। হত্যাকারীরা এতক্ষণে তাহার দেহটী একটী ...পে নিক্ষেপ করিয়া প্রচার করে আগুনে পুড়িয়া ...য়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার পরীক্ষা ...রিয়া বলিয়াছেন, মৃতব্যক্তি যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ ...রিয়াছে।

...মেরিকার টপ নামক সংবাদ পত্র বলেন, ...ত্যহ প্রাতঃকালে ও বৈকালে অন্ধ্রদেশ গরম হইলে ...ন কারণে গাত্র, গেঁটেবাত, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণতা ...ভৃতি পীড়া শান্তি হয়। এরূপ পীড়া... ...গ্রস্থ বিস্তর লোক নিশ্চেষ্টতঃ যাঁহারা অতিরিক্ত ...ভূয়া করেন তাঁহারা কিছু দিন নিয়মিত এইরূপে ...ন করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করি... ...ন।

...বার ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনেরল শাহিপুরের মাজিষ্ট্রেট আর্থার ...র্ক শারপাম্প নামক একব্যক্তি রামসখী ...মে এক স্ত্রীলোকের নামে এই বলিয়া নালিশ করি... ...ছে, যে উক্তরূপে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী, সে তাহার ...সহিত বিবাহের পর হইতে তাহার নামে বেনামী ...করিয়া কতকগুলি বিষয় খরিদ করিয়াছে। এবং ...ভিন্ন প্রায় চারি সহস্র টাকা নানা অলঙ্কারাদিও ...তাহাকে দিয়াছে। তাহার উত্তরে এবং রামসখীর ...গর্ভে একটী কন্যা হইয়াছে সে কন্যা এখনও জীবিত ...আছে। কিন্তু কয়েক মাস হইল তাহার পত্নী রাম... ...সখী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এবং ...তাহার পরি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শন করিতেছে, অথচ ...তাহার প্রদত্ত অর্থ লইয়া গিয়া ইচ্ছামত খরচ করি... ...তেছে। রামসখী এতদ্ভিন্ন বিবাহ ও অলঙ্কারাদি ...দান অস্বীকার করিয়াছে। এবং শালগ্রামের ঔরসে ...তাহার কন্যা হওয়ার কথা মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ ...করে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে রামসখী আর একটী মকদ্দ... ...মায় শালগ্রাম সিংহের পত্নী বলিয়া সাক্ষ্য দিয়া... ...ছিল, শালগ্রাম সিং এক্ষণে সেই জবানবন্দী দাখিল করিয়াছে। বিচার আজিও নিষ্পত্তি হয় নাই।

হাজিপুর উপবিভাগীয় ডেপুটি কমিশনর সম্প্রতি রঙ্গপুর নীলকুঠির এক জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীকে পরাস্ত করাতে মাজিষ্ট্রেট কলিন্স সাহেব বড় চটিয়াছেন। ঘটনা এই, একদা জেলা রঙ্গ করিতে বেড়াইতেছিলেন এমন সময়ে নীলকর সাহেব অশ্ব... ...রোহণে যাইতেছিলেন, তাঁহার একটী কুক্কুর অগ্রে অগ্রে দৌড়িয়া যাইতেছিল। কুক্কুরটী ডেপুটিকে দেখিয়া কামড়াইবার উদ্যোগ করে, তিনি আত্ম... ...রক্ষার্থ হস্তস্থিত যষ্টির দ্বারা তাহাকে সামান্যরূপ আঘাত করেন। সাহেব তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হস্তস্থিত চাবুকের দ্বারা ডেপুটিকে সজোরে প্রহার করেন। ডেপুটিও অনন্যোপায় হইয়া হস্তস্থিত যষ্টির দ্বারা তাঁহাকে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দেন। সাহেব তাঁহার নিকট পরাভূত হইয়া নালিশ করিবার ভয় দেখাইয়া পুনর্ব্বার অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিয়া যান। ডেপুটিও এই ঘটনা মাজিষ্ট্রেট কলিন্স সাহেবের গোচর করিয়াছেন এমন সময়ে নীলকর সাহেব ডেপুটিকে প্রহারের বিষয় তাঁহার গোচর করিলেন। কলিন্স ইহা শুনিয়া মজঃফরপুরের জেলা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে ডেপুটিকে তদ্দণ্ডে বরখাস্ত ও তাহার জরিমানার নিমিত্ত রোবেদাদ দিতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সকল দিক বজায় রাখিয়া ডেপুটিকে ১৫ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার বোম্বাইয়ের পরম পবিত্র করিবার কারখানায় একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এই কারখানায় পাঁচ শত মজুর ও বালক কাজ করিতেছিল, হঠাৎ তাহার উত্তরে উহাতে আগুন লাগিয়াছে; সকল লোকেই তাড়াতাড়ি বাহির হইবে সেই সময়ে ভীড়ের মধ্যে পড়িয়া ২৩ জন লোক পদদলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

এবার সাগরসঙ্গমে যে মেলা হইয়াছিল, তাহা ১২ই জানুয়ারি হইতে আরম্ভ হইয়া তিন দিন মাত্র ...ছিল। ১৩ই লোকসংখ্যা করা হয়। তাহাতে দেখা ...গিয়াছিল, তথায় সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮২৪১ জন পুরুষ, ৫০২৬... ...স্ত্রীলোক সমবেত হয়। এই সকল যাত্রী ৫ খানি ...ষ্টীমার ও ১৯০৩ খানি নৌকায় করিয়া গিয়াছিল। ...এই উপলক্ষে ৪৪০ খানা দোকান বসিয়াছিল। শান্তি... ...রক্ষার্থ মেলাস্থলে ১ জন সব ইন্সপেক্টার, ৩ জন সে... ...জন ইঞ্জল ও ২৭ জন কনষ্টেবল প্রেরিত হইয়াছিল। ...পুলিস কর্ম্মচারীরা ৩ খানি নৌকা ও ৩৪ জন মাঝি ...সঙ্গে তথায় গিয়াছিল। একখানি নৌকা জলমগ্ন ...হয়, ৬ জন আরোহীর প্রাণরক্ষা ও দুইজন স্ত্রীলোক ...জলমগ্ন হইয়াছে। যাহাদিগের প্রাণরক্ষা হইয়াছে ...তাহারা মেলা ফণ্ড হইতে ৫ টাকা ও যাত্রীদিগের ...নিকট হইতে ১০ টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ...১২ই একজন সিবিল হাঁসপাতালের আসিষ্টণ্ট ঔষধাদি ...লইয়া তথায় গিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭ জন বিসূ... ...চিকারোগে আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু হই... ...য়াছে। অবশিষ্ট ৩০ জনের আর ৫ জনের উদরাময় ...হইয়াছিল। আমাদের তীর্থ সেবার প্রথাটী মঙ্গলকর ...নয়, ইহাতে নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়। আমরা ...যে লোকের চেতনা হইতেছে না ইহা বড় আশ্চর্য্য ...বিষয়। শাস্ত্রকারেরা মুক্তির অনেক পন্থা নির্দ্দেশ ...করিয়াছেন। তীর্থে না গেলে মোক্ষ হয় না, ইহা ...কোন শাস্ত্রকারের অভিমত নহে।

গোয়ালন্দ হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত ষ্টীমার চালাই... ...বার যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত হই... ...না। অনূন পঁচ হাজার টাকা মাসিক আয় না হইলে ...ষ্টীমার চলিতে পারে না, এই কারণে ইণ্ডিয়ান জেনে... ...রল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী টাকা বোড সে... ...কমিটিকে মাসিক ৩০ শত টাকার প্রতিভূ থাকি... ...বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সে প্রস্তাবে সম্মত হ... ...নাই। ফরিদপুরের বোর্ডসের কমিটী অগ্রে সাহায্য ...করিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও এখন অসম্মতি প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং বর্ত্তমানে ...নেভিগেশন কোম্পানী ষ্টীমার চালাইবার ইচ্ছা পরি... ...ত্যাগ করিয়াছেন।

বেঙ্গল কমিশনর সংবাদ দিয়াছেন, নীল ও ইণ্ডি... ...গো কমিটি তদন্ত উপলক্ষে আসাম করিয়াছে। উহা... ...নারপুর গেছে, তথা হইতে গোয়ালন্দ নামিবে স্থির করিয়াছে। উহারা আগামী রঙ্গপুর আসাম করিবে... ...তথা পরিদর্শন করিতেছে। এই অনুসারে নির্দ্দেশ ...একদল দেশীয় পদাতি সেনা সৈন্য হইতে সদ্যোপুর... ...প্রেরিত হইয়াছে। ফুলহামের পলিটীকাল এজে... ...মাজিষ্ট্রার ইণ্ডিয়া সোনকদল ও একদল অশ্বারোহী ...সেনা সমভিব্যাহারে আগামী পাকপুরে উপনীত হই... ...বেন। মহা ভারতবর্ষের এডেণ্ট গবর্ণর জেনেরল ...কর্ণেল কিংকেইড তথায় যাত্রা করিয়াছেন।

াবড়ার মাজিষ্ট্রেট বকলণ্ড সাহেব তথায় একটী
কল নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতে
। তাঁহার ইচ্ছা এরূপ বলবতী হইয়াছে যে,
ভদ্র ও ইতর সকল লোকেরই নিকট হইতে
সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন। এ নিমিত্ত
পীড়নও হইতেছে। টাউনহল করিবার চেষ্টা
সনীয় বটে, কিন্তু দরিদ্র পীড়ন প্রশংসনীয়

বোম্বাইয়ের এক ব্রহ্মণ-কন্যা (ইনি এক্ষণে
কাতায় আছেন) শীঘ্রই আমেরিকায় গমন
বেন। বোষ্টন কালেজে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন
ই ইহাঁর অভিপ্রেত।

চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী বসু নামে যে দুইটী রমণী
র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই-
ন তাঁহারা আইন অধ্যয়ন করিবেন। এত-
তাঁহাদিগের স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বনের ইচ্ছা
শ পাইতেছে। আমরা দেখিতেছি, ভারতে
কৃষ সাধারণো স্বাধীনতাপ্রবৃত্তি বলবতী হই-
ছে। এটী শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

এ দেশীয়ের পায়ে জুতা দেখিলে সাহেবের গায়ে
কন লাগে, তাহার কারণ ত আমরা বুঝিতে
না। এই জুতার কথা সে দিন হাইকোর্টের
বপতি নরিস সাহেবের নিকট উঠিয়াছিল, পরি-
স্থির হইয়াছে হাইকোর্টের অর্ডিনারি অরি-
াল সিবিল জুরিসডিক্সনে এ দেশীয় কোন
ক্ত জুতা পায় দিয়া যাইতে পারিবেন না। উচ্চ
ালতের এরূপ নীচ বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করা বিধেয়
নাই। যে আদালত সমদর্শিতার আদর্শ, সেখানে
মসমদর্শীবাবহার শোভা পায় না।

এবার শৈলবিহারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।
লিতে এক মাস পূর্ব্বে সমস্ত বাটীর ভাড়া হইয়া
াছে। শুনা যাইতেছে, এবার তথায় ১০ লক্ষ
। পূর্ত্তকার্য্যে ব্যয়িত হইবে। রাজপুরুষদিগের
ক্ত বিলাসার্থে ব্যয়ে সঙ্কোচ নাই। ইহা ভারতের
কচ্ছ্রের অন্যতর কারণ সন্দেহ নাই।

আফগান যুদ্ধ অনেকের পক্ষে মাহেন্দ্র-যোগ
াছিল। বোম্বাইয়ের সাপুরজি টনলজি কনে-
ক্টার, মানকজী রুস্তমজি ওনারসিয়র, মহম্মদ
ী মুকমানজি এই যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন।
ারা প্রত্যাগমনকালে এত ধন লইয়া আসিয়া-
যে, এখন দেশে দিবা বড়মানুষী করিতেছেন।
মেণ্টের তদ্দর্শনে সন্দেহ হওয়াতে প্রথমে ক
কে স্থায়ী পদ হইতে অবসর অপর দুই
কে কর্ম্মচ্যুত করিবার আদেশ দিয়াছেন, ভবি
ত তাঁহারা আর কোন সরকারী কর্ম্ম পাই-
না।

গত মঙ্গলবার কলিকাতায় ব্যবসায়ীদিগের সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সার ইুয়ার্ট বেলি বলিয়াছেন, করসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি যাবৎ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত থাকিবে, তাবৎ বঙ্গদেশের জমীদারদিগের ন্যায় বেতারের নীলকরদিগের একজন প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় থাকা আবশ্যক। প্রজাদিগের একজন প্রতিনিধি থাকা কি উচিত নয়? আমরা বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রজার প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করি। তিনি দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রজার অবস্থা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিনিধিত্বে প্রজার মঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা।

ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত সান নামক স্থানের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে। সৈন্য দ্বারা তাহাদিগের উপদ্রব নিবারণের আবশ্যক হওয়াতে সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

রেঙ্গুন জেলের ৫০ জন কয়েদী জেল ভঙ্গ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। রক্ষক তাহা দেখিতে পাইয়াও তাহাদিগের গতি নিবারণ করিতে পারে নাই। পরিশেষে তাহাদিগের দলপতিকে গুলি করাতে তবে অপরাপর সকলে স্ব স্ব স্থানে আসিয়াছে।

পারিসের অনেক লোক ইচ্ছাক্রমে পুত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অনেক বালক পিতা কর্ত্তৃক এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া বড় কষ্ট পাইয়া থাকে। এম, লুইস ব্লাক নামক এক ব্যক্তি তাহাদিগের সাহায্যার্থ ২০০০০ ফ্রাঙ্ক (মুদ্রাবিশেষ) দান করিয়াছেন। পুত্র পরিত্যাগ বা পিতৃমাতৃ পরিত্যাগ কি সভ্যতার একটী চিহ্ন?

শুনা যাইতেছে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেব আগামী এপ্রেল মাসে বিদায় গ্রহণ করিবেন। তিনি কর্ম্ম করিতে একে অশক্ত হইয়াছেন, তাহার উপর আবার পরিবারস্থ সকলেরই তাঁহার কর্ম্ম করিবার বিষয়ে নিতান্ত অমত। সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে। গ্লাড্‌ষ্টোনের ন্যায় উপযুক্ত লোকের কর্ম্ম পরিত্যাগের সংবাদ শুনিলে অন্তরে অতিশয় ব্যথা জন্মে।

উত্তর কুইনস্‌লাণ্ডে একটী নূতন দেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। বিস্তর লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

স্কটলণ্ডের অন্তর্গত ক্যালিডোনিয়ান রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা বিদ্রোহী হইয়া ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছে।

আইরিস ওয়ারল্ড নামক সংবাদ পত্র ভূস্বামিদিগের গহদগ্ধ করিবার পরামর্শ দিয়া প্রস্তাবাদি লিখিতেছিলেন, কিন্তু ইউনাইটেড ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এরূপ মর্ম্মের প্রবন্ধ লিখিতে নিষেধ করিয়াছেন। সম্পাদকদিগের এরূপ উচ্ছৃঙ্খল হওয়া উচিত নয়।

পাঞ্চনিয়রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, লর্ড রিপন দেশীয়দিগের মঙ্গল-চেষ্টা করাতে ইংলণ্ডের জনসাধারণের তাঁহার উপর অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। ইলবার্ট সাহেব ফৌজদারী আইনের যেরূপে সংশোধন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তদ্দর্শনে অনেকে তাঁহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য, ইংলণ্ডের লোকেরা কি রাজধর্ম্ম অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিতে চান না? এ দেশীয়দিগের মঙ্গল-চেষ্টা ব্যতিরেকে কি রাজধর্ম্ম রক্ষা হইবার সম্ভাবনা?

এক্ষণে ভারতবর্ষ হইতে এডেন মণি-অর্ডার পাঠ হইতে হইলে বোম্বাই পোষ্ট আপীস হইয়া গিয়া থাকে, কিন্তু ব্রিটিশ পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল অতঃপর এই নিয়ম করিতেছেন, উহা বোম্বাইয়ে না গিয়া একবারেই ভারতবর্ষ হইতে এডেনে যাইবে।

গবর্ণমেণ্ট হরদোয়ার পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলওয়ে করিবার ভার অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে কোম্পানির উপর সমর্পণ করিয়াছেন।

গত বর্ষে ইউনাইটেড ষ্টেটে ১২০০০০০০০ টাকা ব্যয়ে ১০৫০০০ মাইল রেলওয়ে খুলা হইয়াছে তথায় প্রায় প্রতি বর্ষেই এই পরিমাণে নূতন রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পশ্চিম ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন ষোড়শ বর্ষ বয়স্কের উপরি বয়স্ক না হইলে আদালতের নিয়মানুসারে অপরাধীকে বেত্রাঘাত করা হইবে না। বেত্র সর্ব্বসমক্ষে মারা হইবে। প্রথম অপরাধে কাহারও বেত্রাঘাত হইবে না এবং ছেলাকে মাজিষ্ট্রেট অথবা ডিষ্ট্রীক্ট সেসন জজের বিনানুমতিতে কাহারও বেত্রদণ্ড হইতে পারিবে না। এত নিয়ম ও এত আঁটা আঁটি না করিয়া এই অধম্য দণ্ডটি একেবারে উঠাইয়া দিলে কি ভাল হয় না?

জুনাগরের রাজা প্রজাদিগের সেস বৃদ্ধি করাতে তাহারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে, এবং উহা দিতে অসম্মত হয়। এতদ্দর্শনে রাজা তাহাদিগের সম্পত্তি অধিকার করেন, অসন্তুষ্ট প্রজাদিগের মধ্যে ২৫০ জন বন্দুক ও তরবারি লইয়া সুসজ্জিত হইয়া নিকটস্থ পর্ব্বতে আশ্রয় লয়। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা পান; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ৭০০ পুলিষ কর্ম্মচারীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া প্রেরণ করেন, উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। অসন্তুষ্ট প্রজাদিগের মধ্যে ৭০ জন হত ও ৭ জন আহত হয়। এই বিরোধে পুলিষের ৭ জন লোক

...ত হইয়াছে। ...বর্ণমেণ্ট এই বিষয়ের অনুসন্ধান ...তেছেন।

আমরা অনেকের মুখে শুনিতে পাই, কলিকাতা' ...কো উচ্চ অনারেব্‌ল হইস মরিস বড় কড়া ...ন। কিন্তু আমরা সম্প্রতি তাঁহার যেরূপ ...বের কথা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ...ন পক্ষপাত নাই বলিয়াই উপ- ...হইতেছে। তিনি মাতব্বরি মানেন না, ...কোন অন্যায় কার্য্য করিলে সাদামাটে তাঁহার ...বণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই কারণেই তাঁহাকে ...ছন অনেক বড়া বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ...া শুনিলাম হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ডবলু, সি, ...পাধ্যায় একদা তাঁহার নিকট একটী মকদ্দমার ...বলিতেছিলেন। মরিস সাহেবের তাহা অপ্রকৃত ...বোধ হওয়াতে তিনি সভ্যসমক্ষে আক্ষেপ ...) বলেন, "আমি অনেক দিন যাবৎ বিলাতে ...কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু কখন কোন ব্যারিষ্টার ...বৃত্তান্ত অপক্ষপাত করিয়া শুনান নাই। যাহা ..., আপনার ন্যায় উপযুক্ত ব্যারিষ্টার ভবিষ্যতে ...বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত করিয়া না শুনান ইহাই ...ইচ্ছা। আর একদিন কলিকাতার একপক্ষ ...লইয়া দুইজনে মকদ্দমা করে। উভয় পক্ষের ...ক্ষমীর অবস্থা দুই প্রকারে বর্ণন করেন, তিনি ...ইয়া বলিলেন, ক্ষমী যখন কলিকাতার মধ্যে ..., তখন আমি নিজের চক্ষে দেখিতে পারি, ...আমার সন্দেহও নিরাকৃত হইতে পারে" ...গাড়িতে করিয়া তখনই ঘটনাস্থলে আসিয়া ...যান। অন্যান্য ব্যারিষ্টার তাঁহার ন্যায় ...পতির এরূপ করা অনুচিত বলিয়া ব্যাখ্যা ...তে তিনি বলেন, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার ...তিনি কোন বিষয়ে মানাপমান জ্ঞান করেন ..." আমরা এইরূপ ন্যায়বান্ বিচারপতি চাই। ...এইরূপ বিচারপতি সম্বন্ধ বিরাজ করেন, তাহা ...দেশের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ...না।

...নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বি, এল পরী- ...ত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম বিভাগ।

...বাবসায় অনুবাদে

...কুবিহারী রায়	মেট্রোপলিটান
...ঞ্জ সেন	ঢাকা কলেজ
...ভূষণ রায়	মেট্রোপলিটান
...প্রকুমার ঘোষ	ঢাকা কলেজ
...গেন্দ্রচন্দ্র "	প্রেসিডেন্সি কলেজ
...বিন্দচন্দ্র দাস	ঐ

দ্বিতীয় বিভাগ।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু *	প্রেসিডেন্সি কলেজ
ভগবতীচরণ মিত্র	ঐ
নগেন্দ্রনাথ রায়	ঐ
চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য	ঐ
সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	পাটনা কলেজ
আলী মহম্মদ	ঐ
জগন্নাথ সহায়	ঐ
প্রিয়লাল পাইন	প্রেসিডেন্সি কলেজ
আশুতোষ ঘোষ	ঐ
চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	পাটনা কলেজ
উমেশচন্দ্র গুপ্ত	প্রেসিডেন্সি কলেজ
রামগোপাল ঘোষ	হুগলী কলেজ
রামপদ মুখোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি কলেজ
সুরেশচন্দ্র মৈত্র	রাজসাহী কলেজ
রাখালচন্দ্র বসু	প্রেসিডেন্সি কলেজ
উপেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র	ঐ
তারাপদ চৌধুরী	ঐ
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মেট্রোপলিটান
রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	প্রেসিডেন্সি কলেজ
বসন্তকুমার ঘোষ	ঢাকা কলেজ
কৈলাসচন্দ্র সেন	মেট্রোপলিটান
মতিলাল বসু	হুগলী কলেজ
আশুতোষ *	প্রেসিডেন্সি কলেজ
তারাপ্রসন্ন দাস	ঐ
আশুতোষ রায় চৌধুরী	মেট্রোপলিটান
বিপিনবিহারী দে	ঐ
শ্রীনিবাস গুঁই	প্রেসিডেন্সি কলেজ
প্রসন্নকুমার গুপ্ত	মেট্রোপলিটান
ব্রজবল্লভ দত্ত	হুগলী কলেজ
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	মেট্রোপলিটান
বিপিনবিহারী ঘোষ	হুগলী কলেজ
শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী	প্রেসিডেন্সি কলেজ
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	(সিনিয়র) পাটনা কঃ
শশিকুমার ঘোষ	কৃষ্ণনগর কলেজ
উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মেট্রোপলিটান
বরদাপ্রসাদ ঘোষ	প্রেসিডেন্সি কলেজ
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রাজসাহী কলেজ
অক্ষয়চরণ দাস	প্রেসিডেন্সি কলেজ
বিশ্বম্ভর রায়	কৃষ্ণনগর কলেজ
রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি কলেজ
হরিনাথ পালিত	হুগলী কলেজ
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি কলেজ
সুরেন্দ্রনাথ রায়	ঐ
কার্ত্তিকভূষণ ঘোষ	পাটনা কলেজ
বসন্তকুমার হালদার	মেট্রোপলিটান

বিপিনবিহারী ঘোষ *	প্রেসিডেন্সি ক
রাজেন্দ্রলাল ঘোষ	ঐ
শ্যামাচরণ পাল	ঐ
রাজকুমার ভট্টাচার্য্য	ঐ
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	ঐ
লালবিহারী মিত্র	হুগলী ক
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি ক
ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়	ঐ
বিরজাচরণ মিত্র	ঐ
সতীশচন্দ্র রায়	ঐ
শশিভূষণ সেন	হুগলী ক
আশুতোষ মিত্র	প্রেসিডেন্সি ক
অক্ষয়কুমার গুহ	ঐ
হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	মেট্রোপলি
চন্দ্রকান্ত সেন	প্রেসিডেন্সি ক
চারুচন্দ্র সরকার	ঐ
বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়	হুগলী ক
ডি, নমাজিভারা	প্রেসি ডেন্সি ক
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ নং	মেট্রোপ
নবীনচন্দ্র ঘোষাল	প্রেসিডেন্সি ক
দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
রামেশ্বর প্রামাণিক	কাসিং ক
কর্ণভূষণ মুখোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর ক
অনন্তকুমার বসু	ঢাকা ক
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি ক
ত্রৈলোক্যনাথ সোম	হুগলী ক
হরিনাথ রায়	পাটনা ক
ললিতবিহারী বসু	মেট্রোপলি
কুলদাস মুখোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি ক
বনমালিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	
রামচন্দ্র সরকার	ঢাকা ক
প্রফেসচন্দ্র সিংহ	প্রেসিডেন্সি ক
গিরীশচন্দ্র বসু	
বেণীমাধব চাকি	
ষ্টিফেন আহিড	
যোগেন্দ্রনাথ [illegible]	
ব্রজেন্দ্র মৈত্র	মিডিল টেম্পল ব
অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	প্রেসিডেন্সি ক
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মেট্রোপলি
কেদারনাথ বসু	প্রেসিডেন্সি ক
শিবরাম *	
সাকিট্‌ হালদার	
টিকিমুদ্দিন আহমদ	
মন্মথনাথ ঘোষ	
শ্রীনাথ পাল	

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১ এ জানুয়ারি। পাবনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ. এচ, গ্রাণ্ট ১ ম আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ১ ম এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটারি সি, ডবলু বোল্‌টন রাজস্ব ও রাজস্ব বিভাগের অণ্ডার সেক্রেটারি হইলেন।

বাবু রামলাল সেন ডেপুটী কালেক্টার মোলবী কুতবুদ্দিন চৌধরি হইলেন।

বাবু কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটী কালেক্টার মোলবী মুহম্মদ মৌসী ঐ জেলায় বদলী হইলেন।

বাবু কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, এ রসকিন্স বিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বাবু কমলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী বীরভূমের সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বাবু কালীপদ অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, জে, ফ্রেজর রোবাক্স বোর্ডের অধীনে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবীনগর অন্তর্গত বদরগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এস, সি, বর্ণট কাউন্সেলর কনফিডেন্সের হেমবিভাগে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

মোরাদাবাদের অস্থায়ী জজ পালামৌর মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণলাল সাহার পুনর্ব্বার অস্থায়ী জজ হইলেন।

হুগলীর অন্তর্গত শেরপুরের মুন্সেফ মোলবী আব্দুল করিম চট্টগ্রামের অন্তর্গত পালামৌর ভার প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অক্ষয়কুমার সেন ঐ জেলার সদর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু অক্ষয়কুমার সেন নবীনগর অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ হইলেন।

ঢাকার অন্তর্গত ধামরাইয়ের মুন্সেফ বাবু রামকুমার দত্ত কলিকাতা স্মলকজ কোর্টের জজ মিনিষ্টিরিয়াল অফিসের ১২০ ধারানুসারে বিচার কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শিমলা শৈল।

গত ২৪ এ জানুয়ারি রাত্রি হইতে এখানে বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়। ক্রমান্বয়ে ২৬ এ পর্য্যন্ত বরফ পড়িয়াছে। এত অধিক বরফ পড়িয়াছে যে, অনেকে কখন এরূপ দেখেন নাই। গত ১৮৮০ অব্দের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়া ক্রমান্বয়ে তিন দিবস পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা আন্দাজ কিঞ্চিৎ অধিক তিন ফুট হইবে। এবার চারি ফিটেরও অধিক। আজ কাল লোকের গমনাগমনের অতিশয় কষ্ট হইতেছে। এই সময়ের কষ্ট লিখিয়া আপনার পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তবে যিনি কখন পর্ব্বতে থাকিয়া এই সময়ের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই এ বিষয় সহজে বুঝিতে পারিবেন। নতুবা অন্যের সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। এই শীতাধিক্য বশতঃ গৃহের বাহির হইতে লোকের অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। এত শীত পড়িয়াছে যে, জল পর্য্যন্ত জমিয়া যাইতেছে। সরকারি কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারিগণ অতি কষ্টে আপন আপন কার্য্য স্থানে গিয়া থাকেন। একে পার্ব্বত্য পথ সকল সময়েই দুর্গম, তাহাতে বরফ পড়িয়া যাতায়াতের পক্ষে অত্যন্ত কণ্টকর হইয়াছে। এমন কি সরকারি ডাকও নিয়মিত সময়ে আসিতেছে না। এই ত জনসাধারণের এত কষ্ট, তাহার উপর আর একটী বিষম কষ্ট রাত্রে সহজে নিদ্রা হয় না। কারণ দিবসে বরফের উপর দিয়া যাতায়াত করায় রাত্রে পায়ের তলা ও অঙ্গুলি সড় সড় করে, পায়ের অঙ্গুলিতে সর্ব্বদাই বেদনা অনুভূত হয়। যাহা হউক, এই সময়ের দৃশ্য অতি মনোহর। যখন বরফ পড়ে, তখনও দেখিতে অতি সুন্দর আর যখন সমস্ত বরফ পড়িয়া জমিয়া যায় তখনও নয়নের তৃপ্তিকর! গৃহের চালে, বৃক্ষশাখায়, দূরস্থিত পর্ব্বতে ও অন্যান্য সমস্ত স্থলেই বরফ পড়ায় যেন ধবলগিরির ন্যায় দেখাইতেছে।

এই বরফে দুই জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ২৭ এ বৈকালে চারিজন একত্র ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। দুই জন বাঙ্গালী ও দুই জন গুর্খা। ইহারা চারি জনে সুরা পানে উন্মত্ত হইয়া যক্ষ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিতেছিলেন। অল্প অল্প বরফও পড়িতেছিল। পথ চলিতে চলিতে দুই ব্যক্তি ক্লান্ত হইয়া রাস্তায় বরফের উপর পতিত হইয়া আর জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। অপর দুই ব্যক্তি অগ্রবর্ত্তী থাকায় দেখিতে পায় নাই। মৃত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন বাঙ্গালী অপরটী একজন গুর্খা। বাঙ্গালীটী হ্যামিলটন কোম্পানির একজন ফ্রুরেসার, নাম বেণীমাধব কর্ম্মকার। ইনি বরফ দেখিবার জন্য ছুটী লইয়া এখানে ছিলেন। জন্মের মত বরফ দেখিতেছেন। মৃত গুর্খার নাম রূপ সিং। সম্পাদক মহাশয়! শুনিয়াছিলাম, এই হিমালয় পর্ব্বতে বীর হনুমানের লাঙ্গুল পেটের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়াছিল। চিরপ্রসিদ্ধ ক্ষীণজীবী বাঙ্গালী যে জীবন হারাইবে ইহা বিচিত্র নহে।

পাপ কর্ম্ম করিলে আজি হউক কালি হউক আর দু দিন পরেই বা হউক অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। যশোহর জেলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুরের অধীন গোবিন্দপুরনিবাসী নবকুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বেশ্বর ঘোষের সহিত সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠকবর্গের গত বৎসর প্রায় ঠিক এই সময়ে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলাম। বোধ হয় পাঠক মহাশয়গণ এত দিন সর্ব্বেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বেশ্বর এই সব ডিভিডনের অধীন বড়বড়ে নামক একটী গ্রামের "প্রাইভেট" স্কুলের শিক্ষক ছিল। ঐ গ্রামে এক ঘর সম্ভ্রান্ত লোক বাস করেন। তাঁহারা সর্ব্বেশ্বরকে পুত্রনির্ব্বিশেষে যত্ন ও আহারাদি করাইতেন। শিক্ষক সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বদাই "বাড়ীর ছেলের" ন্যায় ঐ সম্ভ্রান্ত বাটীতে যাতায়াত করিত। ঐ সম্ভ্রান্ত বাটীতে একটী ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী কন্যা ছিল। ক্রমে সমাজশিক্ষক সর্ব্বেশ্বর নানাপ্রকার ছল, কৌশল ও গুপ্ত পত্র দ্বারা যুবতীর মন হরণ করিয়া অবৈধপ্রণয় করে! গত বৎসর এই শীত কালেই সর্ব্বেশ্বরের সহিত এই যুবতীর ও সোমপ্রকাশের পাঠকবর্গের পরিচয় হইয়াছিল। এবার কোন অনির্ব্বচনীয় কারণবশতঃ উক্ত যুবতীর নামোল্লেখ করিলাম না। যুবতীর মাতা স্বামী সতী পতিব্রতা নারী, এই উপস্থিত বিপদে (গত বৎসর) কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কন্যাকে আপনার ভগিনীর "দত্তপুলের বাটীতে" রাখিয়া আইসে। দুরাত্মা সর্ব্বেশ্বর সেখানেও পত্র দিয়া অবশেষে যাতায়াত করিতে লাগিল। কন্যামাতা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যুবতীর শ্বশুরবাটী শান্তিপুরে প্রেরণ করে। "বেহায়া শিক্ষক" সেখানেও যাইয়া উপস্থিত। পাঠকবর্গ স্মরণ করিয়া রাখিবেন, এটী গত বৎসরের কথা। কথায় বলে "খোঁড়ার পা খালে পড়ে" কপালক্রমে যুবতীর স্বামী বাড়ী ছিল না। বিদেশে চাকুরী করিত (যাঁহারা যুবতী স্ত্রী রাখিয়া বিদেশে অর্থোপার্জ্জনে গমন করেন, তাঁহারা এই ঘটনার দ্বারা শিক্ষা লাভ করুন) গমন করে। সর্ব্বেশ্বর যুবতীর সংকেতানুসারে যুবতীর শ্বশুর বাটীর সন্নিকটে একটী আমবাগানে গুপ্তভাবে রাত্রিতে উপস্থিত হইল। যে বাড়ীতে আর কেহ ছিল না, কেবল দেবর ও ভাসুর (যুবতীর) বৃদ্ধা শাশুড়ী ছিল। দেবর এক ঘরে শয়ন করিত, বউ ও শাশুড়ী অন্য ঘরে তক্তাপোষের উপর শয়ন করিত। যুবতী ছলক্রমে কহিল, "(শাশুড়ীকে) আজ আমার অসুখ হইয়াছে, তুমি তক্তাপোষের উপরে থাক, আমি নিম্নে থাকি,

...কোমার গায়ে ...লাগে"। যুবতীর ...ক মুখ সই অবধি "...মার শিক্ষক" সংকেশ্বর ...কথা শুনাইলেন বটে, সে বাটীতে একটী ...ছিল। নিশীথ রাত্রিতে যেমন সংকেশ্বর ...র সঙ্কেত মত দ্বার আঘাত করিতেছিল, ...টী "খাট ঠাস খাট" শব্দে চীৎকার ...লেন এবং তাহাতে ভয়ার্ত্ত হইয়া শিক্ষক মহাশয়কে ...করিয়া ফেলা ও বিপক্ষের উদ্যম মধ্যম প্রদান ...এবং চোর বলিয়া ধমকান দেয়, কর... আপনাদিগের এরূপ ভূমিকা পাঠ করা সংকেশ্বরের ...রাঘাটের ফৌজদারী আদালতে বীরত্বময় ...ঘোষণা করে। এ মাদিগের সমাজটৈতন্য ডেপুটী ...বাবু রামচরণ বসু এবং তখনকার কৃতবিদ্য ...বাবু হেমচন্দ্র ,আমরা যুবতীকে নানা প্রকারে ...না করিয়া ও বুঝাইয়া ঘরে থাকিতে উপদেশ ...। যুবতী কোনমতে স্থির ও অনন্যমনা হইয়া ...রহস্য করিতে থাকে। ইতিহাসবেত্তা পাপাত্মা ...ক সংকেশ্বরের দোষ প্রমাণ হওয়াতে ডেপুটী বাবু ...বিধির মর্ম্ম দ্বারা (কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ ...থে রাখিয়াও লঘুপাপে গুরুদণ্ড কি দোষ তাহার ...তে অনধিকার প্রকাশ ; অনুসারে কঠিন পরি... র সহিত সংজ্ঞাবিশেষক মহাশয়কে ৯ মাস ...বাসের আজ্ঞা দিলেন। পরে সংকেশ্বর আপীল ...ও দুরাত্মাদের আচরণের অন্ত ছিল না। পরে ...ছয় বেলা মাত্র আসামীর ৩ মাস বিনা পরিশ্রমে ...বাসের অনুমতি দেন, কিন্তু আমরা সাহসের অনু... ও নিতান্ত চিত্তে বলিতে পারি, জজ সাহেব যদি সংকেশ্বরের মেয়াদ হ্রাস করিয়া না দিতেন পরিশ্রমের আজ্ঞা স্থগিত না করিতেন, তাহা ...ল আমরা পরে যে ...র উল্লেখ করিয়াছি, ...কোন্ক্রমের ঘটি ...সংকেশ্বরের অভিনয়ের ফলম্বরূপ বোধ হইত।

অথবা শিক্ষক মহাশয় ইমকার প্রকাশ ...ল যুবতীর স্বামী নিকটস্থ হইলে ঈশ্বর ...পুত্রে প্রত্যাগমন ...এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগ... ...বোকা স্বামী নিশ্চয়ই "ঢাকে ভরাডুবির লহরা ...মত বাঁধে !" যুবতীকে পাইবার জন্যে ...হইয়া অতি চতুর হইয়া পরিবারস্থদের উপর ...প কথা বলিতে ...। পাতিব্রত্য ধর্ম স্বামী ...ই ...হইয়া যাইত, তাহা সংকেশ্বর যুবতীকে পুনরায় ...তে পাইতে পারে কি না, তাহা যুবতী আমাদিগের ...ন্দেহ আছে। ক্রমে সাত আট মেয়াদের এক ...স, দুই মাস, তিন মাস ...হইল। কিন্তু "নাক ...টা" শিক্ষক সংকেশ্বর রাজধানী হইতে বহির্গত ...কোই সুস্থির হইতে পারিলেন না। যুবতীর সহিত ...াদি চলিতে লাগিল। ...রে এক দিন বাটীর শেষভাগে যুবতীকে আর পাওয়া গেল না। অনেক অনুসন্ধান করা হইল, শান্তিপুর তোলপাড় হইয়া গেল। পথে ঘাটে যেখানে সেখানে এই ঘটনার কথা উল্লেখ হইতে লাগিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মামা ভাগিনেয়ীর নকদ্দমার ন্যায় এ নকদ্দমার বাজারে নানা গল্প চলিতে লাগিল। পর দিন যুবতীর শয়নাগারের জানলার বাহিরে একখানি পত্র বাঁধা দেখা গেল। ঐ পত্রখানি খুলিয়া দেখা গেল "তোমার জন্য এসেছি অনেক কষ্ট পাইয়াছি সাবধান সাবধান এবার ধরা পড়িলে রাণাঘাটের সেই ডেপুটী বাবু আর ছাড়িবে না, ইত্যাদি" "সাহের কম বাতাসে নড়ে" আর একখানি পত্র যুবতীর বালিশের নীচে পাওয়া গেল, তাহাতে লিখিত ছিল "আমি বহুবাজার ষ্ট্রীটের ১১০ নং বাটীতে থাকিব, ইত্যাদি"। উভয় পত্রে স্বচক্ষুর শিক্ষকের নাম স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু ঐ পত্রদ্বয় যে সংকেশ্বরের স্বহস্ত লিখিত, তাহা সাক্ষিগণ দ্বারা পরে প্রমাণ হইল। যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। সংকেশ্বর যেমন চালাকিসহকারে যুবতীকে বাগ্‌ড় করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তেমনি বাবাজি মোক্তার বাবু ভগাপাপর দোষ বিবেচনাসহকারে ঐ দুইখানি পত্র অবলম্বন করিয়া বাটীর উপরের ... ঐ পত্রখানি পত্র সমেত আদালতে দাখিল করিয়া দিলেন। দরখাস্তে লিখিত ছিল "আসামী সম্প্রতি বহুবাজার ষ্ট্রীটে ১১০ নং বাটীতে আছে" তৎক্ষণাৎ ওয়ারেণ্ট বাহির হইল, কলিকাতার পুলিস বহুবাজার ষ্ট্রীটের সেই ১১০ নং বাড়ী হইতে শিক্ষক মহাশয়কে ধরিয়া লইল কিন্তু যুবতী কোথায় আছে তাহা বলা করা কঠিন, সে বেশ্যা ও তাহা জানিত না কাজে যুবতীকে আশ্রয়ের কথা আর... বারেক অস্বীকার করিল ... যুবতী ... স্বীকার করে এবং সেখানে সংগোপন ভাবে যুবতীকে দেখাইয়া দেয়। সে বাটীতে যুবতী নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিল সংকেশ্বর আপনার ... বলিয়াছিল সংকেশ্বর যুবতীকে ঐ সমস্ত ভাবিয়া পুলিসকে ... দেয়। শাস্ত্রকারগণ যুবতীর নাম বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে ... এবার যুবতীর নামোল্লেখ করিব না। শিক্ষক মহাশয় আর অধিক পরিচয়ের পর "দরজায়" পুলিস সহিত সেই বালামুখে রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত। সংকেশ্বর। সুদক্ষ কর সেই প্রায় বৎসরের শীত কাল, কুলিয়ার পাঠ। এখানে এই বৎসরের সেই শীতকাল ... রাণাঘাট। এখানকার বিজ্ঞ বহুদর্শী মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় যুবতীর প্রতিভূ সংকেশ্বরের সমর্থনার্থ কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। পূর্ব্ব বৎসরও এই দুই মহাত্মা আসামীর পক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। বাবু ভগাপাপর দোষ মোক্তার বাবু ফরিয়াদিদিগের মোক্তার আছেন। বিজ্ঞ মোক্তার মহাশয়দ্বয় নাকের টী শিক্ষক সংকেশ্বরকে মুক্ত দিবার জন্য অনেক চিটা ক্রটী ... করিলেন, কিন্তু সাম্প্রিপাতিক বিকারের ন্যায় কোন ... হইল না। গত ৩১ এ ফাল্গুনের রাত্রি অনুমান ৭ ঘটিকার সময় এই দীর্ঘকালব্যাপী কদ্ধকের ... ক্ষমাটীর শেষ হইয়া গেল। আমাদিগের মাননীয় সমাজচৈতন্য দুইটী বাবিদ্বয়ই গভীর স্বরে ... গেল,—সংকেশ্বর! তুমি একটী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলে তুমি—কে (যুবতীর নাম উল্লেখ করিয়া) ... করিয়া কু... করিবার জন্য বাটীর ... গিয়া কুকার্য্য করিবার জন্য বাটীর ... করিয়াছিলে, সে জন্য তোমার ... কঠিন পরিশ্রম মেয়াদ হউক। কিন্তু আজ তোমার বিষয় তুমি কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়াই, আমি অনেক সময় ... সম্বন্ধবিশেষজ্ঞা লোকদিগের দ্বারা দেখিলাম, তুমি ... কে (যুবতীর নাম) ... করিয়া ... দিয়া কুকার্য্য করিবার ... দিয়াছিলে। ... ...

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক তেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া য়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা তেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের াদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ াদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক ক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন খিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণার-ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, রা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা- র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম ার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০ া ; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক কবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত াবমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।

াম ভাগ (৩য় সংস্করণ মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০ ৩য় ভাগ (৪র্থ সংস্করণ মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০ ৪র্থ ভাগ (৫ম সংস্করণ মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০ দেবের বিলাপ (৪র্থ সংস্করণ মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ৵০ ীদের ইতিহাস (৩য় সংস্করণ মুদ্রিত, তাহার অতি অল্পই শ্ত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।

।। নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়ে থবা।

কল্পদ্রুম পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত াছে। ইহাতে পাখিবাঙ্গারের বর্ণকোপাদান, গণের মক্কো আগমন, প্রেততত্ত্ব ও দর্শতত্ত্ব, হিংসা, বাঙ্গালির পরিণাম, প্রিয়তমার প্রতি). মৃচ্ছকটিক, পৌষপার্ব্বণ, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী কয়ারডাঙ্গার কাপড় ধুতি, চাদর জোড়া ১৷৵ হইতে ৭, টাকা পর্য্যন্ত নানা প্রকার তৈয়ারি জামা অল্পাকার ও ছিটের ৸৵০ হইতে ৪, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩, হইতে ৬, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১, হইতে ২৸০ মোজা ॥০, ।৵০, ।০ জোড়া ; গাটার ৵১০, ৵০, ।৵০৸০, রুমাল রেসমী ১, ১৷০ ২৷০, সুতীরুমাল ।০, ৵০, ৵০, ৵০ তোয়ালে ॥০, ।৵০, ।১০, ৵০, নূতন নূতন ফেসানের প্লেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১, ১৷০, ১৷০, ২, ২৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৫, ৬, ৭, বিলাতস্থ সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হইতে ৩৷০ লেভেণ্ডার ৸৵০ ফুবিডা ৸০ পাইনাপের ইউডি-কলং ৸০, ॥০ অন্যপ্রকার ।১, ৵১০ অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি হেমকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশ-বিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন ৩, ২৷৷০, ১৷০, ৸৵০, ।৵০, 'অটোডিরোজ (অর্থাৎ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৩, সিনরোনি ২, মেকেসার অয়েল ১৷০, ৵০, উত্তম তাস ।০, ॥০, ১, ২, নানাপ্রকার ওয়ারিং জোড়া ।৵০, ।০, ৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার জাল ।০, ।৵০, চিরুনী ৪৵০ হইতে ৵০ ব্রস ॥০ হইতে ৩০, মাথায় দিবার ও কাপড়ে বসাইবার জন্য বেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে, প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির ফিতা গজ ১, হইতে ৵১০, কম্ফর্টার, মোজা ও টুপি বুনিবার জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পৌণ্ড ৪, এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কার্পেটের বেগ, সেটের বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

মণিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন দ্রব্যাদি পাঠাই না।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

(৺ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও তাঁহার নবাববাটীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদার-নাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে।)

সর্ব্বাগ্রে অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে। আপাততঃ প্রতি মাসে ৪০ সিক অক্ষরে ছয় ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য স্বাক্ষরকারী পাঠক-গণের প্রতি প্রত্যেক খণ্ডের ৵০, বিনা স্বাক্ষরকারী-দিগের ।০ আনা ; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে। অনুমান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।

যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দিবেন, তাঁহাদিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

মহাভারত কার্য্যালয়) শ্রীহরিদাস মান্না।

২ নং অক্রূরদত্তের লেন, কলিকাতা প্রকাশক।

নূতন পুস্তক।

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল ।০।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড আর্য্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

নূতন হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরি।

বিলাত হইতে সকলপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তকাদি আনাইয়া সকল ডিস্পেন্সরি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা যাইতেছে। শ্রীজ্ঞানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার। ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট গির্জ্জার উত্তর, বড় বাজার কলিকাতা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) " আয়ুরক্ষণ " ৬ষ্ট খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ১৷৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবন-যাত্রির নিকট এই পুস্তক ৬ষ্ট খণ্ড থাকা আবশ্যক।

(২) " শরীর রক্ষণ " ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ ; বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ।৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

...স্থিতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ...ধ্যায় বি, কিংসবি দিয়ায় গহ ২৫ বৎসরের ...ত ওষধ মালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, ...রের পীড়া কটিতি আরোগ্য ও প্রবল ...বিকারে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ ...করিতেছেন।

...বাতজ, মাংসপেশীর, ও স্নায়ুশূলা, (বা ...রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে ...করেন।

...সহায়তায় সহজে করাইয়া থাকেন: তাঁহার ...বিদ্যা, কিন্তু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ- ...পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া ...।

পরীক্ষিত।

...কেশসংরক্ষিণী (যুগন্ধ তৈল)—ইহাতে ...র অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, ও চুল ...া যাওয়া নিবারণ করে। চুল ঘন এবং দীর্ঘ ...স্থিগ্ধ শীতল রাখে এবং শিরোরোগাদির ...ক উপকারী। ১ শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ...আনা।

...দুগ্ধ পাউডার (তাম্রকূট)—দন্তশূল, দন্তনড়া, ...পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের ...মন্ত্র। ১ কৌটা ।০ আনা প্যাকিং ১০।

...পাকার যুক্ত। ইহাতে উদরাময় এবং পাকাশয়ের ...াদির শান্তি করত রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর ...করিয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০।

...ব তৈল। ইহা মালিসে চুলকনি, ক্ষত এবং বেদ ...আরোগ্য হইবে। মূল্য . টাকা প্যাকিং ৵০।

...প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া ...

শ্রীমতিলাল সেন কবিরাজ।

৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর।

কলিকাতা।

মুক্তেশ্বর তৈল।

...এই সুগন্ধি ও অতি সুশীতল তৈল কেশের ...ক পক্কতা, টাকপড়া প্রভৃতি সমস্ত প্রকার শিরো- ...য় অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য ...শিশি ১৷৷ টাকা ডাঃ শিশি ১ টাকা।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল।

...এই তৈল দ্বারা নিত্য মাথিতে হইলে কখন ...হইবে না, মাথার ক্ষত, খুস্কি, অনাবৃত হওয়া ও রক্ত ...পড়া এবং মুখের ব্রণক্ষত প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। মূল্য ।০ আনা।

সুগন্ধ নারিকেল তৈল।

মূল্য বড় বোতল ১ টাকা, ছোট বোতল ৷৷০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা আরোগ্য প্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে। ভাকে পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

কলিকাতা বড় বাজার ১৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে ইন্দ্রনারায়ণ সেন গুপ্তের প্রাপ্তব্য।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!

সোনামুখীতে ফলং।

ডাক্তার সেনের কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাতে পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে খাইলেও উপকার করে।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ পটোলডাঙ্গার কলেজ ষ্ট্রীট ৩২। ৩৩ নং ইণ্ডিয়ান ড্রগিষ্টের হাতে প্রস্তুত এবং বিক্রীত হয়।

বেঙ্গল পার্সেল বোর্ডের নগদ মূল্য ৷৷০ ৭ টাকা। প্যাকিং খরচ ৷৷০ একুনে ৪ টাকা ৷৷ আনা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রকাশক বাবু হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৷৷০ আনা। ৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়বার ২য় সংস্করণ ছাপা হইতেছে।

রোগাক্রমণ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, এই ঔষধ সেবন করিলে দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও শুক্র শক্তি ও পুরুষত্ব অবিলম্বে প্রাবল্য হয়। কয়েক দিবসেই শুক্র বৃদ্ধির ও দৃঢ়তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের অতি নিশ্চয় প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অথবা সাধারণ ধাতুর পীড়া ও স্বপ্নদোষ প্রভৃতি দিন মধ্যে আরোগ্য হয়। শ্রমের অতিরিক্ত কিছু অধিক খাইলে কখন কোন কিছু অন্য প্রকার অপথ্য করিতে হয় না। প্রথম দোষ সহিলে রোগের বিস্তারিত লিখিবেন। ঔষধ সেবনার্থে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা ...

দিয়াছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুল ২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন ...

দশাশ্বমেধ ঘেনার ...

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নি... মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের ... প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লালা বংশীগোপাল মন্দে—

শ্যামবাজার

" বাবু হরিচরণ চৌধুরী—ঘোষপাড়া

" " বালগোবিন্দ সেন—গয়া

কাজি মহম্মদ আকবর—কসুমডাঙ্গা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমস্বপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠান, তাহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। কলিকাতার দক্ষিণ সিমলাপুর ডাকঘরের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ চক্রবর্ত্তীর নাম নাই, বাড়ি, ঘরের নম্বর, রাস্তার নাম, ইহার অনেক থাকাতে ইঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার পূর্ব্বে যেই সোমপ্রকাশ ... অগ্রিম মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা সময়ে না দিয়া পরে ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পরে ... দেওয়া হইবে না।

... সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ... করিলে ... বার প্রায় ... আনা করিয়া ... হইবে।

... এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সিমলাপুর ... ভবনে ... যন্ত্রে শ্রীকালিদাস ... দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ১৪ সংখ্যা।

৩য় বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৯ সাল। ৮ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮৩। ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন

জীর্ণমঞ্জরী বটিকা।

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ ব্যবহারে নূতন ও পুরা- আমাশয়, রক্তামাশয়, গ্রহণী, উদরাময়, অজীর্ণ ও সকলপ্রকার অতি কঠিন পেটের পীড়া নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ইহা কোন ব্যাধির প্রতিষেধক অগ্নি বৃদ্ধি ও ধাতু পুষ্টিকারক। দুই দিবস ব্যবহারে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। নিম্নের ঠিকানায় রোগীর অবস্থা ও বয়স লিখিয়া মনি-অর্ডারে মূল্য পাঠাইলে ব্যবস্থামত ঔষধ পাইবেন। মূল্য ২ টাকা।

ডাক্তার [illegible]

[illegible] মাণিকতলা জংসন নদীয়া।

মহিষুর রেলওয়ে ঋণবিষয়ক বিজ্ঞাপন।

[illegible] ১৮৮২ অব্দে উক্ত রেলওয়ে সম্বন্ধে ঋণ- করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে, ৩১ শে ইফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ৮ম [illegible] মূল পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা ১৫ ই করিবার বা তাহার পরে যে কোন তারিখে দেওয়া যাইতে পারে। ঐ টাকা বাঙ্গালা দেশের, বোম্বাইয়ের মান্দ্রাজের বাঙ্কে অথবা শাখাব্যাঙ্কে আবেদন করিবেন।

বাঙ্গালোর
৩১ জানুয়ারি ১৮৮৩। } কাণ্টোলর
মহীসুর গবর্ণমেণ্ট।

নূতন প্রণালীর বৃহদাকারের ও অতি সুলভ মূল্যের মাসিক পত্রিকা।

বৈষয়িক তত্ত্ব।

(সচিত্র।)

সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও কাব্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার জন্য বাঙ্গলা ভাষায় সহস্র পত্রিকা আছে। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের উপায়াবধারণ ও তদ্দ্বারায় সাংসারিক জীবনের সুখ বর্দ্ধন, বিষয় কার্য্যের উন্নতি সাধন বৈষয়িক জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকার অভাব অনেকে নিতান্ত কষ্টের সহিত অনুভব করিতেছেন। এই অভাব সাধ্যানুসারে পূরণ করিবার জন্য।

বৈষয়িক তত্ত্ব।

নামে একখানি বৃহদ্ আকারের মাসিক পত্রিকা সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত অতি সুলভ মূল্যে আগামী বর্ষের প্রথম মাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এই পত্রিকা প্রচুর ধনবান্ ও প্রবীন বিষয়ী লোক হইতে অল্প বয়স্ক বিদ্যালয়ের ছাত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বাবস্থাপন্ন ও সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের পাঠোপযোগী করিতে সংকল্প করা গিয়াছে।

১। বৈষয়িক তত্ত্ব বিষয়িগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে, কেননা বিবিধ প্রকার লাভজনক ব্যবসায়, নানা প্রণালীর অর্থকরী কৃষিকার্য্য ও নানা স্থানের দ্রব্যাদির মূল্য, সংক্ষেপে জমিদারী ও মহাজনী সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ইহার প্রতি সংখ্যাতেই প্রচুর পরিমাণে সন্নিবেশিত থাকিবে।

২। বৈষয়িক তত্ত্ব আইন ব্যবসা অর্থাৎ মফস্বলের উকীল মোক্তারগণের, বিশেষ মোক্তারগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় ও পাঠোপযো হইবে। কেননা ইহাতে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা সভা হইতে প্রকাশিত প্রয়োজনীয় আইন কা সরকুলার ও নজির এবং সংবাদাদি প্রয়োজনানুস অনেক পরিমাণে সন্নিবেশিত থাকিবে।

৩। বৈষয়িক তত্ত্ব রাজনীতিজ্ঞ নৈতিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও তাঁহারা দেশীয় আই শাসনপ্রণালী ও রাজকীয় ঘটনা জানিতে ই তাঁহাদের পাঠোপযোগী হইবে। কেননা আইন ও ব্যবস্থা ইত্যাদির সমালোচনা ও রাজ চারিদিগের কার্য্যপ্রণালীর আলোচনা ও এই শ্রে অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সকল ইহার সংখ্যাতেই অতি নিরপেক্ষভাবে সন্নিবে থাকিবে।

৪। বৈষয়িক তত্ত্ব চিকিৎসা ব্যবসায়ী পরীক্ষাকারী ডাক্তার কি মফস্বলস্থ আলোপাথি হোমিওপাথিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর স্বাধীন চি সকের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে। কেননা ই সময় মত চিকিৎসকাভাবে গৃহস্থগণের নিজ প্র প্রতিবেশী ও পালিত পশু পক্ষীর চিকিৎসার সু ও সাহায্য জন্য দেশী বিলাতী এবং আমেরি "নিউইয়র্ক মেডিকাল টাইমস" "মেডি গেজেট" ও "ল্যান্সেট" প্রভৃতি চিকিৎসা বি পত্রিকা হইতে নূতন নূতন চিকিৎসা প্রণালী, নব নূতন ঔষধ সকলের গুণাগুণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম চিকিৎসা বিষয়ক নানা তত্ত্ব সংখ্যায় সংখ্যায় বেশিত থাকিবে।

৫। বৈষয়িক তত্ত্ব বিদ্যালয়ের ছ ও শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় হ

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

কফকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো, পুরাণ কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁটেধরা, স্বরভঙ্গ, গলেবের সহিত বক্ষ উঁষা, সরল ও শুষ্ক কাশী সর্দ্দি কুপ্রভৃতিতে আশ্চর্য্যকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অক্লত্রিম গাঢ় গাঢ়তায় প্রস্তুত। ৩০ বটিকা বিশিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, পার্সল ॥৵, বাবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়। এবং মূল্য সকলেই নিরুদ্বেগে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স জনা আরাটুন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড ষ্টিফেন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS, 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস এবং ইঞ্জেকশন, পিচকারি দিবার ঔষধ।

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহেয়।

গ্রিমল্ট সাহেবের এপিরয়ব অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত

প্রকার প্রতিশ্যায় আছে, এই ঔষধ সকল অবস্থায় সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির অতি আরোগ্যকারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ের প্রদাহ
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সায়ন স্পাজম্স
পেট সাঁটিয়া যাওয়া।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দোহুল্যমানা।	গুরুতরাবস্থায় বমন

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির হরিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, শ্লেষ্মা কাশী, শ্বাসনালীপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, মন্দাগ্নি এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির পর্পনা (Purgatif)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ একবার এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পুরাতন বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত আরোগ্য হয়। ঔষধ পারিবারের প্রসিদ্ধ প্রায় নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল কলেজের দক্ষিণ ৯৭ নং বাটীতে আমি "সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়" নাম দিয়া একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছি। ইহাতে নানা প্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক, নাটক, উপন্যাস ও ডাক্তারি বহি রাখা হইয়াছে। সাধারণ ক্রেতাকে নিয়মিত কমিশন দিয়া পুস্তকাদি বিক্রয় করা হয়। যে কোন গ্রন্থকার বিক্রয়ার্থ এখানে পুস্তক দিবেন, আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিব। কেহ বিদেশ হইতে পত্র লিখিলে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুম এই উভয় পত্রই এখানে নগদ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ এখান হইতে সম্পন্ন হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য যদি কেহ পাঠাইতে লিখেন, আমরা অতি অল্প কমিশন লইয়া তাহাও কিনিয়া দিয়া থাকি। ইহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা দা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহা-গর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য লকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, হারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত স্ত্র বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে ঠাইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের বিনিময়ে প্তাহিক বা মাসিক সংবাদ পত্র দিয়া কেন, তাঁহারাও ঐ স্থানে পাঠাইবেন। ব যাঁহারা মূল্য ও প্রেরিত পত্রাদি ঠাইবেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ াণারপুরে যেমন পাঠাইতেছেন, তেমনি ঠাইবেন।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
সহকারী সম্পাদক।

প্রেরিতপত্র

বনগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের
মফস্বল ভ্রমণ।

মহাশয়। গত ৩০ এ জানুয়ারি বনগ্রামের ডেপুটী ষ্ট বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মফস্বল দর্শন উদ্দেশে আমাদিগের ইছাপুর গ্রামে আগ-করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ বালক, যুবা, ধনী ও ন সমভাবে তাঁহার মনোযোগের পাত্র হইয়া-। যে কেহ যে অভাবের কথা জানাইয়াছে, া সাধ্যানুসারে তাহার নিবারণের বন্দোবস্ত করিবার ত্রুটি করেন নাই। গ্রামবাসিদিগের স্বাস্থ্যের এবং স্থানীয় রাস্তাঘাটের প্রতি তাঁহার বিশেষ যোগ দৃষ্ট হইল। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া স্পষ্ট ধি হয় যে পরিদর্শনকালীন পরিদর্শনীয় স্থানের ধ সকল ব্যক্তির অভাব মোচন করা এবং নিষ্পাক বিশিষ্টরূপ সম্পন্ন করাই তাঁহার প্রধান শ্য। তিনি গ্রামস্থ জমীদার বাবু সুরনাথ ুর মহাশয়ের বাড়ীর ডিস্পেন্সরি দেখিয়া বিশেষ োষ প্রকাশ করিয়াছেন। পর দিবস এখানকার দ্যালয়ের বালকগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ন। ফলতঃ মফস্বলে আসিয়া হাকিমদিগের যে সে কার্য্য করা উচিত, তাহা অনেকাংশে গোপাল বাবু সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

অধুনা ম্যালেরিয়া জ্বরের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহা বোধ হয় সমগ্র বঙ্গের অধিবাসিগণের অবিদিত নাই। মানবগণ শৈশবাবধি অস্থিচর্ম্মসার, জ্বরাক্রান্তকারী জ্বরের তাড়নায় প্রপীড়িত হইয়া জীবন্মৃতবৎ হইতেছেন। কখনও একপ সময়ে কাহাকে অনর্থকারী ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে দেখিলে যথার্থ আনন্দ উপস্থিত হয়। আমাদিগের গ্রামে যে সকল অস্বাস্থ্যকর পুষ্করিণী আছে, গোপাল বাবু তাহার প্রায় সকলগুলিরই পুনঃসংস্কার করণের ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু বোধ হয় তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়া এ গ্রামের ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ যে যমুনা নদী তাহার দুরবস্থার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই।

এই নদীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, যত দিন ইহার বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইবে, যত দিন ইহার দূষিত বাষ্পোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট না হইবে, তত দিন ইহার উভয় তীরস্থ গ্রামসমূহের মঙ্গল সুদূরপরাহত জ্ঞান করিতে হইবে। যাহা হউক, আমরা আনন্দিত হইলাম গোপাল বাবু যথাসাধ্য মহত্কুমাস্থ ব্যক্তিগণের মঙ্গল সাধন কার্য্যে উদাসীন নহেন।

ইছাপুর,
৯।২।৮৩ } বশম্বদ
শ্রীরামগোপাল চৌধুরী।

কৃষিতত্ত্ব মাসিক পত্রিকা।

গত ১১ ই পৌষের সোমপ্রকাশে "কৃষিতত্ত্ব মাসিক পত্রিকা" সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। নৃত্যগোপাল বাবু অতীব দুঃখের সহিত বলিয়াছেন,—"কৃষিতত্ত্ব গ্রহণ করুন বলিয়া এখন পর্য্যন্তও চীৎকার করিতে হইতেছে। কৃষিতত্ত্ব দ্বারা সাধারণের কি উপকার হইতেছে না? তবে ইহার প্রতি সাধারণের অনুরাগ দেখা যাইতেছে না কেন? + + + ইহা কাহাদের হিতের জন্য তাহা দেশীয় লোক এখনও বুঝিতে পারিলেন না।" সাধারণের উপকার না হওয়াই যে কৃষিতত্ত্বের গ্রাহক অল্প হইবার কারণ, তাহা নহে। স্বতন্ত্র একটী কারণ ঘটিয়াছে। নচেৎ আমরাও আজ নৃত্যগোপাল বাবুর সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারিতাম, দেশীয় লোকের ভ্রম ঘুচে নাই—এখনও বঙ্গবাসী কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনে উদাসীন রহিয়াছেন, অনাথা কৃষিতত্ত্ব সাদরে গৃহীত হইতেছে না কেন?

বঙ্গদেশে যে শুধু পাঠক নাই, তাহা নহে, অর্থও নাই। পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু কিনিবার দারিদ্র্য দোষই তাহার প্রধান কারণ। সেই জন্যই নৃত্যগোপাল বাবুর যত্ন ও পরিশ্রম সম্পূর্ণ ফলোপধায়ী হইতেছে না। বাঙ্গালা দেশে যদি পাঠক না থাকিত,—আর অর্থাভাবই যদি তাহাদের পাঠের প্রতিবন্ধক না হইত,—তাহা হইলে আজ অন্নমূল্যে "বঙ্গবাসীর" শৈশবাবস্থায় এত অধিক গ্রাহক জুটিত না।

আমরা কি কারণে দেখাইতে এত কথা বলিতেছি, পাঠক মহাশয়দিগের তাহা আর বুঝিবার কি নাই। কারণ আর কিছুই নয়,—প্রধান মূল্যের আধিক্য। কৃষিতত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া অনেক গ্রাহক কাহার না হইতে পারেন; কিন্তু কৃষিতত্ত্ব ত কেবল কোন সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নহে। উহা সাধারণের, বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে যত উহার বহুল প্রচার হইবে, ততই দেশের মঙ্গল। উচ্চ শ্রেণীর ধনী, জমীদার হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষক পর্য্যন্ত যাহাতে অনায়াসে কৃষিতত্ত্ব লইতে পারে এবং পাঠ করিয়া অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় বিধান করাই সম্পাদক মহাশয়ের প্রধান কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইলে উহার বর্ত্তমান বার্ষিক মূল্য ৩৲০ স্থলে ২৷৷০ বা ১৷৷০ করা হউক,—প্রকাশ্য সংবাদপত্র সমূহে বিজ্ঞাপন দিয়া মফস্বল হইতে নিয়মিত লেখক ও পাঠকার সংগ্রহ করা হউক, এবং তাঁহাদিগের যথা সম্ভব পারিশ্রমিক ও কমিশন দিবার বন্দোবস্ত করুন। দেখিবেন, দ্বারে দ্বারে কাটিবে। অধিক পল্লীগ্রামের প্রত্যেক হাটে বাজারে কলা মূলার ন্যায় সঙ্গে কৃষিতত্ত্ব বিক্রীত হইবে। মূল্য অগ্র হইবে, গ্রাহকেরা বিনা কষ্টে বিনা হাঙ্গামায় নিয়মিতরূপে মূল্য দিতে সক্ষম হইবেন, অন্যথা সম্পাদক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গ্রাহকের নাম কাটিতে থাকিবেন, পরিশেষে একেবারেই পত্রিকা বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন। তাহাতেই আমরা বলিতেছি যে, পাঁচ জনের নিকট তিন টাকা করিয়া লওয়া অপেক্ষা শতের জনের নিকট হইতে এক টাকা করিয়া লইলে বরং অধিক আছে। আশা করি, নৃত্যগোপাল বাবু আমাদিগের পরামর্শে অবজ্ঞা করিবেন না।

টেঙ্গরা ভবানীপুর
সব ডিঃ সাতক্ষীরা } শ্রীহারাধন চট্টোপাধ্যায়

বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা।

১। আগামী ১০ই চৈত্র শুক্রবার, ১১ই চৈত্র শনিবার ও ১২ই চৈত্র রবিবার বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সপ্তদশ সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইবেক।

২। ১০ই চৈত্র প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত

ন সংকীর্ত্তন, দেবার্চ্চনা ও বেদাদি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ; রাত্রে বেলা ১টা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্যধর্ম্মের অনুকূলে বাচনিক কিম্বা লিখিত বক্তৃতা; রাত্রি হইতে ১২টা পর্য্যন্ত পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত হইবে।

৩। ১২ই চৈত্র প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ও পরীক্ষার্থিগণের ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতি শাস্ত্রের পরীক্ষা গৃহীত এবং স্মৃতি-শাস্ত্রের বিচার; অপরাহ্ণে বেলা ৩॥ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্যধর্ম্মের অনুকূলে বাচনিক কিম্বা লিখিত বক্তৃতা; রাত্রি ৭টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত হইবে।

৪। ১২ই চৈত্র প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ও পরীক্ষার্থিগণের ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্রের পরীক্ষা গৃহীত এবং দর্শন শাস্ত্রের বিচার, অপরাহ্ণে ২টা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্যধর্ম্মের অনুকূলে বাচনিক কিম্বা লিখিত বক্তৃতা; রাত্রি ৭টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপনী পঠিত ও সমাগত রাজা, জমীদার, ধনাঢ্য প্রভৃতি ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণের সহিত একবাক্যে সভার উদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ উপায় অবধারণ ও নানাস্থান হইতে আর্য্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন সভায় আগত হইবে, তাহার উত্তর প্রদত্ত এবং পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত হইবে।

৫। প্রথমতঃ নিমন্ত্রিত পণ্ডিত মহাশয়গণ, তাহার অন্যান্য ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ বক্তৃতা করিবেন।

৬। কোন ধর্ম্মানুরাগী মহাশয় আর্য্যধর্ম্মের অনুকূলে সমক্ষরে বক্তৃতা লিখিয়া ডাকযোগে বা অন্য প্রকারে পাঠাইলে সভা তাহা সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিবেন।

৭। যিনি যে বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, তাহা সম্পাদককে অগ্রে জানাইতে হইবেক। সম্পাদকের অনুমতি ব্যতীত কেহ সভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না।

৮। এই উৎসবোপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত প্রতিনিধি গ্রাহ্য হইবে না। পণ্ডিত মহাশয়দিগের ১ই চৈত্র অপরাহ্ণে বোয়ালিয়ায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। রাজা, জমীদার, ধনাঢ্য প্রভৃতি ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণও স্বয়ং সভায় উপস্থিত হইলে সভার একটী একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৯। নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত রাজা, জমীদার, ধনাঢ্য ও বিষয়ী মহোদয়গণ যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মানুরাগী থাকিয়া এই কার্য্যের যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন এবং যিনি যে বিষয়ে যেরূপ কর্ত্তৃতা করিবেন, তাহা এবং সভার আদ্যোপান্তিক বিবরণসকল সভার "হিন্দুরঞ্জিকা" নাম্নী সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করান হইবে।

১১। প্রস্তাবিত তিন দিবসে সভার উদ্দেশ্য সমুদয় বিষয় সম্পাদিত হইতে না পারিলে, এই কার্য্যোপলক্ষে আরও এক বা ততোধিক দিন সভা হইতে পারিবে।

১২। সুযোগ হইলে দীন দরিদ্রগণের হিতার্থে বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগ করা হইবে।

এই উৎসবোপলক্ষে যে সংস্কৃত পরীক্ষা গৃহীত হইবে তাহার নিয়মাবলী।

এই পরীক্ষা প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার পর দিবস হইতে দুই দিনে বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা গৃহে গৃহীত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষের পরীক্ষা ১১ ই ও ১২ ই চৈত্র গৃহীত হইবে। ১১ ই চৈত্র প্রাতে ৭ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতি শাস্ত্রের এবং ১২ ই চৈত্র প্রাতে ৭ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্রের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষের পরীক্ষণীয় পুস্তকের

তালিকা।

ব্যাকরণ।

নিম্ন লিখিত "ক" ও "খ" চিহ্নিত তালিকার মধ্যে কোন একটী।

"ক" চিহ্নিত তালিকা যথা—শব্দ প্রকরণ, স্ত্রীপ্রত্যয়, কারক, সমাস, তদ্ধিত, আখ্যাত, কৃৎ ও গণ।

"খ" চিহ্নিত তালিকা, যথা—শব্দ প্রকরণ, মুগ্ধবোধ, আখ্যাত, কৃৎ ও অমরকোষ।

সাহিত্য।

নিম্ন লিখিত "ক" ও "খ" চিহ্নিত তালিকার মধ্যে কোন একটী।

"ক" চিহ্নিত তালিকা, যথা—রঘুবংশ ১ম সর্গ হইতে ৯ম সর্গ পর্য্যন্ত, কুমারসম্ভব ১ম হইতে ৭ম সর্গ পর্য্যন্ত, ঋতুসংহার, শকুন্তলা।

"খ" চিহ্নিত তালিকা, যথা—কিরাতার্জ্জুনীয়, নৈষধ ১ম হইতে ১০ম সর্গ পর্য্যন্ত, উত্তর রামচরিত, বেণীসংহার।

সাহিত্য দর্পণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে সাধারণ বুৎপত্তি থাকা আবশ্যক।

স্মৃতি।

নিম্ন লিখিত "ক" ও "খ" চিহ্নিত তালিকার মধ্যে কোন একটী।

"ক" চিহ্নিত তালিকা, যথা—বিষ্ণু ও, উশনঃসংহিতা, প্রায়শ্চিত্তসংহিতা, দায়ভাগ।

"খ" চিহ্নিত তালিকা, যথা—মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রিসংহিতা, দায়ভাগ।

ন্যায়।

নিম্ন লিখিত "ক" ও "খ" চিহ্নিত তালিকার মধ্যে কোন একটী।

"ক" চিহ্নিত তালিকা, যথা—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী (জাগদীশী) পক্ষতা (মাথুরী) বিশেষব্যাপ্তি (জাগদীশী) ব্যাধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব (জাগদীশী)।

"খ" চিহ্নিত তালিকা, যথা—সামান্য নিরুক্ত (জাগদীশী)। সৎপ্রতিপক্ষ (গাদাধরি)। সব্যভিচার (গাদাধরি) সাধারণ (গাদাধরি)।

বেদান্ত।

নিম্ন লিখিত "ক" ও "খ" চিহ্নিত তালিকার মধ্যে কোন একটী।

"ক" চিহ্নিত তালিকা, যথা—বেদান্তসার (সুবোধিনী টীকা সহিত)। পঞ্চদশী (ভাষা সহিত) বেদান্তপরিভাষা।

"খ" চিহ্নিত তালিকা, যথা—শারীরিক মীমাংসা দ্বিতীয় অধ্যায় (শাঙ্কর ভাষ্য সহিত)। কঠোপনিষদ (শাঙ্কর ভাষ্য সহিত) মুণ্ডকোপনিষদ (শাঙ্কর ভাষ্য সহিত)।

২। বাচনিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে না, প্রশ্নের উত্তর সংস্কৃত ভাষায় লিখিতে হইবে।

৩। উল্লিখিত প্রত্যেক বিষয়ে "ক" ও "খ" চিহ্নিত তালিকাগর্ভত পুস্তকসমূহের পরীক্ষার্থ খণ্ড প্রশ্ন পত্র প্রস্তুত হইবে। প্রত্যেক প্রশ্ন পত্রে পূর্ণ সংখ্যা এক শত। যে সকল পরীক্ষার্থী প্রত্যেক প্রশ্ন পত্রে ৩৩ সংখ্যা পাইবেন, তাঁহারাই উত্তীর্ণ হইবেন। যাঁহারা মোট পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৩৩ সংখ্যা অথবা তাহার অধিক ৪০ সংখ্যার কম পাইবেন, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে এবং যাঁহারা শতকরা ৪০ সংখ্যা অথবা তাহার অধিক সংখ্যার ন্যূন পাইবেন, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং যাঁহারা শতকরা ৬০ সংখ্যা অথবা তাহার অধিক পাইবেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবেন।

৪। পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে সভার সম্পাদক সভার মোহরাঙ্কিত এক খানা প্রশংসা পত্র এবং পুরস্কার প্রদান করিবেন। ঐ সকল প্রশংসা পত্র পরীক্ষার্থিগণ যে শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তদ্বিষয়ক উল্লেখ ও পুরস্কার দেওয়ার বিষয় উল্লেখ থাকিবে। যে উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে কেবল প্রশংসা পত্র প্রদত্ত হইবে।

৫। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান অধিবাসী কেন, পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইতে পারিবেন, কিন্তু যিনি উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোন বিষয়ে অন্য স্থানে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিম্বা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিবার অধিকার থাকিবে না।

৮। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে এই পরীক্ষা দিবার
র এক মাস পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত প্রণালীতে সহরে
রের নিকটে আবেদন করিতে হইবে। ঐ
বেদন পত্রের সহিত পরীক্ষার্থীর সচ্চরিত্রতা ও
ক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকা
ক কোন সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা
প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ আবেদন পত্রের
ন্তরে সম্পাদক পত্রের দ্বারা পরীক্ষার্থ উপস্থিত
ার অনুমতি দিবেন, পরীক্ষা দিবার অধিকার
বেন।

আবেদন পত্র লিখিবার প্রণালী।

মহাশয়। আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, আগামী
পূর্ণিমার পর দিন হইতে যোগ্যতিরিক্ত সম্বন্ধে
যে সংস্কৃত শাস্ত্রের পরীক্ষা গৃহীত হইবে, তাহাতে
ক্ষা প্রদানার্থ আমাকে উপস্থিত হইতে অনুমতি
ন করুন। আমার প্রশংসা পত্র ইহার সহিত
ত করিলাম।

কপিত্ব ঃ—
সাল
ঐ

আবেদন পত্রের নিম্নে কিম্বা পৃষ্ঠে পরীক্ষার্থীকে
লিখিত বিষয়গুলি লিখিতে হইবে, যথা—পরী-
র্থীর নাম, বয়স, জাতি, ব্যবসায়, বাসস্থান,
ষ্টাফিস, অধ্যাপনের স্থান, অধ্যাপকের নাম ও
সনা এবং তিনি জীবিত আছেন কি না ও পরী-
র্থীর পিতার নাম এবং উল্লিখিত বিষয় সমূহের
যে চিহ্নিত তালিকাভুক্ত পুস্তক সমূহের পরীক্ষা
ন, তাহাও লিখিবেন।

৭। কোন পরীক্ষার্থী উক্ত কোন এক বিষয়ের
ন এক তালিকাভুক্ত পুস্তক সমূহের পরীক্ষা
য়া থাকিলে অপর কোন চিহ্নিত তালিকাভুক্ত
ক সমূহের পরীক্ষা দিতে পারিবেন না।

৮। কোন পরীক্ষার্থীকে ফি দিতে হইবে না।
ন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ইহা
লে পুনর্ব্বার পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইতে
বেন।

৯। পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে যাঁহাদের বাসস্থান
ভিন্ন আসিবার সুবিধা নাই, তাঁহারা ঐ স্থানে
সিলে তাহার ব্যয় পাইবেন, অন্য কোন ব্যয়
বেন না। পরীক্ষার্থিগণের পরীক্ষার কয়েক
নের বাসা ও আহারের ব্যয় প্রদত্ত হইবে।

১০। পরীক্ষার্থিগণকে পরীক্ষারম্ভের পূর্ব্ব দিনে
হার সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া উপস্থিতি সংবাদ
প্রদান করিতে হইবে।

১১। পরীক্ষা গ্রহণের ছয় মাস পরে পরীক্ষার
সভায় "হিন্দুরঞ্জিকা" সংবাদ পত্রিকায় প্রকা
করিবে।

শ্রীভুবনমোহন মৈত্রেয়।
সম্পাদক।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

পত্রপ্রেরক বাবু যাদবচন্দ্রনাথ রায়ের কর্ত্তব্য, তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ডেপুটী বাবুর নিকটে আবেদন করেন।

সোম প্রকাশ।

৮ ই ফাল্গুন সোমবার।

এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় অপরাধির বিচার।

যে মূল হইতে সম্প্রতি এ বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, সম্বাদপত্র পাঠকগণের গোচর করিবার নিমিত্ত আজ আমরা তাহার পুনঃপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলাম। এ দেশীয় সিবিল সর্ব্বণ্ট শ্রীযুক্ত রিচার্ডসন ১৮৬৯ অব্দের ৩০ এ জানুয়ারি এ বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। এ বিষয়ে যে যে ঘটনা হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া অবশেষে এই প্রস্তাব করেন, এ দেশীয় যে সকল বাক্তি কেলার মাজিষ্ট্রেট বা সেসন জজের পদ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে ইউরোপীয় অপরাধির বিচারে অধিকার দেওয়া হয়।

বর্ত্তমান ফৌজদারী কার্য্যবিধির যে অংশে মফস্বলে এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় অপরাধির বিচারের নিষেধ করা হইয়াছে, সেই অংশ লইয়া ১৮৭১ অব্দের পূর্ব্ব অবধি যে আন্দোলন চলিয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত পূর্ব্বে পাঠকগণের গোচর করা হইয়াছে, এই নিমিত্ত তাহা এস্থলে পুনর্ব্বার উল্লিখিত হইল না। পাঠক জানেন ইংলণ্ডের শিখা পরীক্ষা দিয়া সিবিল সর্ব্বণ্ট হইয়া আসিতে হয়। ইহাতে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া কয়েক ব্যক্তিকে ঐ পদ প্রদান করিয়াছেন। বি, এল পাশ নিজ পত্রে এ বিষয়েরও উল্লেখ করেন। ইহার উল্লেখ করিবার এই কারণ বোধ হয়, এ দেশীয় দিগের সিবিল সর্ব্বণ্ট পদ লাভ আর উপেক্ষার যোগ্য নয়। যখন গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বণ্ট পদ দান করিয়া গৌরবান্বিত করিতেছেন, তখন ইহাঁদিগকে ইউরোপীয় সিবিল সর্ব্বণ্টদিগের তুল্য ক্ষমতাদানে অনধিকৃত করা ন্যায়ানুগত হইতেছে না।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর আসলি ইডেন সাহেব নিজ মত লিখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে বি, এল গুপ্ত দ্বারা পত্রখানি পাঠাইয়া দেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আবার স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও কমিশনর প্রভৃতির মত জানিবার অভিপ্রায়ে ইডেন সাহেবের অনুরোধ সহ ঐ পত্রখানি স্থানে প্রেরণ করেন। তাঁহারা নিজ নিজ মত করিয়া উত্তর লিখিয়াছেন। আমরা পর্য্য মত দেখিলামী তাহার মধ্যে ১২ জন এ দে মাজি ষ্ট্রট ও সেসন জজের নিকটে ইউরোপীয় বাধির বিচার হয়, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তিন জন কেবল অমত করিয়াছেন। যাঁহারা ম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তিতে যে নাই, তাহা বলা বাহুল্য। অনরেবল ডি, এফ মাইকেল সাহেব স্বপক্ষসমর্থনার্থ যে যে যুক্তি প্র করিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহার তাৎপর্য্য বাদ করিয়া দিতেছি, পাঠক তাহার আলোচন চনা করুন। কাশ্মীরাধিপতি সম্বন্ধে বলেন;—

"মহারাজ গুপ্ত করিয়াছেন, ১৮৭২ অব্দের ১০ অ (বর্ত্তমান ফৌজদারি কার্য্য বিধি) হইবার পূর্ব্বে জাত মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্যের নিকটে এবং প্রেসি সহরের বাহিরে কোন ব্রিটিশ প্রজার অপরা বিচার হইবার ব্যবস্থা ছিল না, এ কথা সত্য না বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এ প্রদেশের ন্যা করেন নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজজাতির বাসের হইতেছে প্রত্যেক আবসথ কুঠি ও দুর্গের গবর্ণর তাঁহার কৌন্সিল সভার ব্রিটিশ প্রজার অপরা বিচার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, ইহার পর প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষবাসী ইংরাজেরা প্রেসিডেন্সি সহরের রেও কেবল ঐ সকল আদালতের বিচারযোগ্য এই নিয়মে অসুবিধা হওয়াতে ১৮৬৪ অব্দের কো নীত হইয়া তাহা রহিত করা হয়। ঐ দ্বারা সকল জেলার মাজিষ্ট্রেটকে এবং মা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করেন এমন বাক্তিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইল যে কোন ব্রি প্রজা আসামী অথবা অন্য প্রকার অপকার ক ঐ সকল মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগের অপরাধের বি করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের বিচার ক পারিবেন না। অতএব বর্ত্তমান ফৌজদারী আইন বার ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রিটিশ মাজিষ্ট্রেটদিগের স্থলে প্রায় সেই ক্ষমতা ছিল, সে ক্ষমতা বর্ত্ত আইনে তাঁহাদিগকে দিয়াছে। ঐ ফৌজদারী বিধিতে মফস্বলের সেসন জজদিগের এই ক্ষ বৃদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় যে, মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধী ব্রিটিশ প্রজাকে বিচারার্থ তাঁহাদি নিকট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা তাহাদিগের বি করিতে পারিবেন। কিন্তু এক বৎসরের অধিক দিতে পারিবেন না।

এই স্থানে মিষ্টার গুপ্তের ভ্রম প্রদর্শিত হইতেছে যদি আমরা এই প্রথম মফস্বলে ইউরোপীয়দি

...দের বিচারের ব্যবস্থা করিতে যাইতাম, তাহা ...ল ইংরাজবিচারপতিদিগের একটি ইউরোপীয় ...ধির বিচারপ্রার্থনার অধিকার-ঘটিত-মীমাংসা-...রা রক্ষা করা কঠিন হইত। কিন্তু এ বিষয়টী ... যে একটী পাকীন স্বত্ব আছে, তাহার ... করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইতেছে। যে স্বত্বের পরিচয় আবশ্যক, সেটী সাধা... সকল স্থানে হইলেও; সেই মামলাটী হইতেছে ... সংক্রান্ত মোকদ্দমাতে কলিকাতা উচ্চ আদালত ...রাজের অপরাধের বিচার হইবে না।

...ষ্টার পূর্ব্বে যে সকল পত্রের সার সংগ্রহ করিয়া ...পরের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ...ই আমি বলিতেছি, সব জেমস ষ্টিফন ...ব এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এখন ...রা এই নিয়মের অধীন হইবে, তাহাদের ...ভাব বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। ...সম্পূর্ণরূপে উহার অনুমোদন করিতেছি। ...ব শুদ্ধ এ প্রকার ব্যবস্থাপনের আশা করিতে... ১৮৩ অব্দের কোম্পানির চার্টরের পূর্ব্বে ...পানির সে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা ছিল না। ...র্থি দ্বারা মফস্বল আদালতের হস্তে মৃত্যুদণ্ড ...ইট রাজীয় অপরাধির আর সমস্ত অপরাধের ...বের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দে ...ান আইন বিধিবদ্ধ হয়। উহাতে কার্য্যতঃ ...তের অন্তর্গত সেসন আদালতের উপরে যত ...র ক্ষমতা দেওয়া হয়, খাঁটুয়া আর কোন বিশেষ ...তা দেওয়া হয় নাই, তাহার কারণ কি? কারণ ...যে ব্রিটিশ সিংহ—অসভ্য জন্তু সন্দেহ নাই— ...নাড়াচাড়ি এবং খেলা করিয়াছেন। ...য় যে ঐরূপ কারণ, তাহা নিশ্চিত। আমি ...ার করি, দেশীয় সিবিল সর্ব্বেণ্টের হস্তে উচ্চ ...য় অপরাধির বিচারভার সমর্পণ অযুক্ত ...ুক্ত নাযোগ্যত্ব নয়। তিনি কতক বৎসর ...তে বাস করিয়াছেন, অবাধে ইংরাজী বলিতে ...ারতে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যুরক ইংরাজ... সহিত পরিচয়ে শিক্ষা করিয়া সম্মানসূচক ...াভ করিয়াছেন। সিবিল সর্ব্বিসের সভ্যগণ ...াকে অবশ্যই সম্মান করিয়াছেন; ...ভারতস্থ ইংরাজ-সমাজ তাঁহাকে অন্যের সহিত ...দর করেন না, এটী দুর্ভাগ্যের বিষয়

...লোকের কোন ইংরাজসভায় তাঁহার কথার প্রস্তাব ...ায়, সভা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করেন। আমি ...ধ করি, ভারতস্থ নীচ শ্রেণীর ইংরাজেরা বিশ্বাস ...ক তাঁহার হস্তে আপনাদিগের পারত্রিক স্বার্থী ...া রক্ষার ভার দিতে প্রস্তুত নহে। তবে যে ...সডেন্সি সহরে দেয়, তাহার কারণ এই, সহরে তাহার স্বদেশস্থ স্বদেশীয় পুরুষ আছেন, তাঁহারা তাহে সে তাঁহারা কখন তাহাদিগের অনিষ্ট হইতে দিবেন না।

অবশেষে আমি এই কথা বলিতে ইচ্ছা করি, কলিকাতায় এ বিষয়ের আন্দোলনে কোন প্রকার পক্ষপাতের বিচার করা যাইতেছে না। একবার এই আইন করা হইয়াছিল, অতি উচ্চ পদস্থ ইংরাজেরও কার্য্যের দোষ দৃষ্ট হইলে মফস্বল আদালতে তাহার বিচার হইবে; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে উহা রহিত হইয়া যায়। যখন লর্ড নেপিয়র এখানকার গবর্ণর জেনরল ছিলেন, তখন ত্রিবাঙ্কুর আদালতে একজন ইংরাজ ধনাধ্যক্ষের অত্যন্ত অত্যাচার দণ্ড হইয়াছিল। অতিরঞ্জন মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। অবাবহিত পরেই এই আইন হইল, দেশীয় রাজা ও ইংরাজের বিচারের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না। ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে ৩৬ বৎসরকাল ঐ অধিকার অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে ত্রিবাঙ্কুরে এই নিয়ম হইয়াছে, ইংরাজ বিচারপতি ভিন্ন কেহ ইংরাজের বিচার করিতে পারিবেন না। যদি এ দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা ভারতবর্ষস্থ ইংরাজের বিচার করিবার অধিকার পান, তাহা হইলে তৎসমপদস্থ ব্যক্তিদিগকে ত্রিবাঙ্কুর বা অন্য দেশীয় রাজ্যে সে অধিকার না দিবে কেন?

সঙ্গত আপত্তি বক্তব্য এই, স্বত্ব বলিয়া একটী পদার্থ আছে। যাহারা ঐ স্বত্বভাগী, তাহারা উহাকে মহামূল্য জ্ঞান করে। ঐ স্বত্ব থাকাতে দেশীয় প্রজাগণের কোন ক্ষতি নাই। পক্ষান্তরে আমার বিবেচনায় ঐ স্বত্ব পরিত্যাগ করাইলে ঘোরতর কোপের উদ্দীপন হইবে এবং এক্ষণে যে শ্রেণী স্বত্বভাগী বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তাহাদিগের সন্তানসন্ততিগণের রাজনীতিসংক্রান্ত মহা অনিষ্ট ঘটিবে।"

কালমাইকেল সাহেব মহা আড়ম্বর করিয়া অনেক কথা কহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথার সারবত্তা নাই। তাঁহার বাক্যগুলি কলপরিত হৈলের ন্যায় উপরে ভাসিয়া রহিয়াছে। তাঁহার যুক্তির মর্ম্ম এই এই—এক, ইংরাজেরা এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে বিচারিত হইবে না, এই তাহাদিগের পাকীন স্বত্ব; দ্বিতীয়, এই স্বত্বের বিঘটন হইয়া পড়িলে ইংরাজেরা কম্পিত হইয়া ঘোর গর্জ্জন করিবেন। এই দুটী যুক্তির কিরূপ গুরুত্ব আছে একবার বিবেচনা করা দেখা আবশ্যক। এ দেশীয় বিচারপতিরা ইংরাজদিগের বিচার করিতে পারিবেন না অনেকে বলিতেছেন ইংরাজদিগের এই স্বত্ব। এটী বাস্তবিক স্বত্ব কি না এবং স্বত্ব এই শব্দ দ্বারা বাচ্য হইতে পারে কি না, একবার ইহা ... করা যাউক। এটী ইংরাজদিগের পৈতৃক স্বত্ব আধুনিক স্বত্ব? পৈতৃক স্বত্ব বলিয়া ইংরাজেরা অভিমান করিতে পারেন না কারণ, ভারতে ইংরাজদিগের যে অধিকার, তাহা পৈতৃক অধিকার নহে সে দিনের অধিকার। আজও এক শত পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। যখন ইংরাজেরা এ দেশে আগমন করেন নাই, তখন তাঁহাদিগের কোন আইনগ্রন্থে, ধর্ম্মগ্রন্থে অথবা ইতিহাসগ্রন্থে, এমন লিখিত হয় নাই যে ইংরাজেরা যখন ভারতবর্ষে কলিবেন, তখন তাঁহাদের অপরাধের বিচার দেশীয় বর্ষীয়ের নিকট হইবে না। যদি এটী পৈতৃক না হইল, তবে উহাকে পাকীন স্বত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হইতে পারে না। ইহাকে প্রাচীন স্বত্ব বলিয়া যাঁহারা নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের বা অভ্রান্ত নয়। যদি প্রাচীন স্বত্ব না হইল, তবে এটী আধুনিক স্বত্ব? প্রথমতঃ আমাদিগের এই, যাহার মূল প্রাচীনকাল অনুসন্ধান নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে স্বত্ব শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ হইতে পারে কি না? যদি আধুনিক স্বত্ব বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়, তবে আমাদের প্রশ্ন অথবা সঙ্গত বা অসঙ্গত? উহাকে অন্যায় অসঙ্গত বা অসঙ্গত পদার্থ বলিতে পারি না। কারণ ইহার অঙ্গে ঘোর আঘাত লাগিয়া দুটী বিষম গহ্বর হইয়াছে। একটী গহ্বর হাইকোর্ট আর একটী প্রেসিডেন্সী সহর করিয়া দিয়াছেন। হাইকোর্টে দেশীয় বিচারপতি আছেন, তাঁহার নিকটে ইউরোপীয় ও এ দেশীয়ের তুল্যরূপে বিচার হয়। প্রেসিডেন্সী সহরেও এ দেশীয় বিচারপতি আছেন, তাঁহার নিকটেও এ দেশীয়ের ও ইউরোপীয়ের তুল্যরূপ বিচার হইয়া থাকে। যদি এরূপ হইল, তবে কিরূপে প্রমাণ হইতেছে যে, এ দেশীয়ের নিকট ইংরাজের বিচার হইবে না বলিয়া তাহাদের এই স্বত্ব আছে? হাইকোর্ট ও প্রেসিডেন্সী সহর স্বত্বের হ্রাস করিয়া দিয়াছে। তথাপি কি ইংরাজেরা উহাকে স্বত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার অধিকার করিবেন?

এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইংরাজের বিচার করিলে ক্রোধে ব্রিটশসিংহের চক্ষু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকিবে। তিনি লাঙ্গুলের আস্ফালন করিতে থাকিবেন এবং গর্জ্জনে মেদিনী কম্পাইয়া তুলিবেন। কারমাইকেল সাহেব যে এই কথার উপন্যাস করিয়াছেন, তাহা কতদূর প্রামাণিক তাহার বিচার করা মন্দ হইতেছে না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি নানা স্থ

উপরের প্রদত্ত তালিকায় যে ব্যয় দেখান হইল, ছির বিদ্যালয় গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য গত বর্ষে গবর্ণমেণ্টের ৪৭,২৮০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সমুদায়ে হাদিগের ২৬৫০০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ন্তু বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার জন্য গত বর্ষে ১২০০০ টাকা খরচ হয়। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দেশগত বর্ষে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা ৩৭৬২০০০ কার সাহায্য হইয়াছে।

কিন্তু এ স্থলে আমরা দুঃখিত হইয়া একটী ার পরন্তু করিতেছি। বঙ্গদেশ হইতে গবর্ণ েণ্টের আয় ১৮৬৮৬৮১৭ টাকা কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে বর্ণমেণ্টের ব্যয় ২৬৫০০০০ টাকা! গবর্ণমেণ্ট াহাও আবার সংক্ষেপের চেষ্টা পাইতেছেন। যদি ল বঙ্গদেশ হইতে যে আয় হয় তাহাতে গবর্ণ েণ্টের কুলায় না। তদ্ভবে আমরা বলি বঙ্গ- শের আয় যদি বঙ্গদেশেই ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে দেশের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও প্রচুর অর্থ ত্ত হয়। বাঙ্গালিকেরা যদি বঙ্গদেশের অর্থ ইয়া অন্য প্রদেশে ব্যয় করেন, অথবা স্বদেশে ইয়া যান, তন্নিমিত্ত বঙ্গদেশ দায়ী নহে। আমা- ব বক্তব্য এই, বঙ্গদেশের অন্যান্য আবশ্যক ায়ে যদি বাঙ্গালিকেরা বদান্যতা করেন, আমরা তাদৃশ ষিত হই না। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের দারতা অতিশয় শোচনীয়। কারণ বঙ্গদেশ বিষয়ে বিড়ম্বিত হইয়া আছে, এক বিদ্যা শিক্ষার ন প্রচার নিবন্ধন ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভের কিছু আশা আছে এইমাত্র।

গত ১৩ ই মাঘ চাঙ্গ ভপোরা চরিসভায় কুমার ক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন ধর্ম্ম-বিষয়ক একটী বক্তৃতা ন। বক্তৃতা শুনিবার সভায় সকলেই আনন্দিত এবং পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করেন। ামরা পূর্ব্বে একবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, নবার এই শুনিলাম। তাহাতে আমাদের স্পষ্ট ার হইল, বক্তৃতা-বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা য়াছে। তিনি অনর্গলরূপে ও অবলীলাক্রমে ক্তব্য ব্যক্ত করিতে পারেন। বক্তৃতা মধ্যে প্রায় সার বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ বয় ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় নামক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় একটী ল কর অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই র বয়সে তাঁহার সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি য়াছে। কয়েক খানি কাব্য ও স্মৃতি গ্রন্থও অধ্যা- ন করিয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থ দিলে অবলীলাক্রমে ার পূরণ করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিয়া, ামাদিগের বোধ হইল এই বালকটী যদি রীতিমত ধ্যয়ন করে, ভবিষ্যতে একজন মানুষ হইয়া দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে। চাঙ্গভিপোতায় হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আমরা অনেক গুলি মঙ্গল দেখিতেছি। কেবল এই সকল বিষয়ের উৎসাহ দান নয়, গ্রামের অনেক ব্যক্তির চরিত্রও সংশোধিত হইতেছে। এই সভার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা বিষয়ে শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ও মহেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি কয়েক জনের বিপুল যত্ন আছে, তাঁহারা প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই।

কলিকাতায় ফুঁকা দিয়া দুগ্ধ দোহন প্রথা অতিশয় বিলক্ষণ প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। গোয়ালাদিগের এটী একটি লাভ। গাভী প্রসব হইলে তাহারা বৎস সকল কসাইদিগকে ছয় টাকা আট টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে, অথচ ফুকা দিয়া যে দুগ্ধ দোহন করে তাহা বৎসের পানান্ত দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু এই দুগ্ধ তাদৃশ উপকারী নহে বলিয়াই হউক অথবা নিষ্ঠুরতা নিবারণের উদ্দেশেই হউক, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি, এল গুপ্তের যত্নে একটী আইন হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায় সে আইনটী আজিও প্রচলিত আছে কিন্তু আমরা ত তাহার কোন কার্য্যই দেখিতে পাই না। যদি আইনটী অস্তিত্ব সত্তা হয়,তাহা হইলে কসাইয়েরা কোথা হইতে এত বৎস পাইয়া থাকে? আমরা প্রত্যহই শত শত বৎস কসাই কর্ত্তৃক নীত হইতে দেখিতে পাই। গোয়ালারা যে বৎস বিক্রয় করিয়া ফুকা দিয়া দুগ্ধ দোহন করে না ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। যাহারা অল্প লাভের জন্য বৎস কসাইয়ের হস্তে সমর্পণ করে তাহারা যে প্রচুর লাভকর দুগ্ধব্যবসায় রক্ষা করিবে ইহাও কোনক্রমে বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি পুলিষ যদি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করেন তাহা হইলে অক্লেশেই এই অনিষ্ট নিবারণ করিতে পারেন। যাহারা বৎস সকল ক্রয় করিয়া লইয়া যায় পুলিষ তাহাদিগকে ধৃত করিয়া বিক্রেতার অনুসন্ধান করিলে সহজেই জানিতে পারেন গোয়ালা ফুকা দিয়া দুগ্ধ দোহন করে কি না? ফুকা দেওয়া দুগ্ধ মানুষের স্বাস্থ্যেরও অনিষ্ট করিয়া থাকে, অতএব গবর্ণমেণ্টের ইহার নিবারণ চেষ্টা পাওয়া যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

কপেনহেগেন ৩ ই ফেব্রুয়ারি। ৩৮ জনিল সভার সম্মুখে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, ফেরাইরের মন্ত্রিসভা তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

পেন্টাপটার্সবর্গ ৩ ই ফেব্রুয়ারি। কাকেসসের সৈনিকদলভুক্ত কয়েক ব্যক্তিকে নিহিলিষ্ট বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে ধৃত করা হইয়াছে।

পারিস ৯ ই ফেব্রুয়ারি। প্রিন্স নেপোলিয়নের নামে যে অভিযোগ চলিয়াছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমষ্টর্ডম ১০ ই ফেব্রুয়ারি। নিদারলণ্ড গবর্ণমেণ্ট ২৫০০০০০ ফ্লোরিন মূল্যের বোম্বাপাট বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ১১ ই ফেব্রুয়ারি। কাডানা নামক একজন পর্ত্তুগীজ চালক ফিনিক্সপার্কে লর্ড ক্যাডোগেন ও বর্কের চরাকার যেরূপে বর্ণন করিয়াছে, তাহাতে আয়ার্লণ্ডীয় 'ডিনামিটকেরি' ফেনির দোষ বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণিত হইতেছে। এ ব্যক্তি আরও বলিয়াছে লেটারফ্রাঙ্কে যাহারা খুনী কিন্তু সাক্ষ্যেতে ছাড়া করিয়াছে সে তাহাদিগকেও তাহার পকেট কাটিয়া দিয়াছিল।

ইউনাইটেড আয়র্লণ্ড নামক সংবাদ পত্রে বিজোহোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়াতে সম্পাদক ধৃত হইয়া বিচারপ্রার্থী হন কিন্তু জুরিরা ঐক্যমত্য অবলম্বন করেন নাই।

ডানিউবের কমিশনের সভা বার্লিনে বসিয়াছে ও সার্ডিনিয়াকে ডানিউব কমিশনে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। বলগেরিয়া ইহার প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু রাষ্টমেনিয়া গবর্ণমেণ্ট সকলের মতে মত দিবার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই তাহা ইঙ্গ পুলক উক্ত কমিশনের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পারিস ১২ ই ফেব্রুয়ারি। নেপোলিয়নবংশকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয় দিবার অভিপ্রায়ে আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করা হইয়াছিল; সেনেট সভা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন তবে যে সকল রাজকুমার বর্ত্তমান রাজা শাসনপ্রণালীর উচ্ছেদ চেষ্টা পাইবেন, তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হইলে তিনি নির্ব্বাসিত হইবেন, সেনেট সভা এতদ্বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য গ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। টাইমস কাফ্রো হইতে সংবাদ পাইয়াছেন মিশরের রাজা দুর্গবন্ধি সৈন্যগণ মেদির নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়াছে।

পারিস ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। ফরাসী রাজধানীকে ম্যাডাগাস্কার সাইচ্ছে বলা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই ফেব্রুয়ারি। রয়াল কমিশন কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভায় অধিবেশন হইয়াছিল। লর্ড ডার্বেলার ইহার কার্য্যবিবরণ নিম্নলিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। যথা:—

"ঐরোপীয় বন্ধুগণের সহিত আমার সুখ্যতাব রহিতেছে মিশরে শান্তিস্থাপিত হইয়াছে। খেদাইব প্রধান বিরোধী দলের প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন। মিশর স্বপক্ষ রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে আমি তখনই আমার সৈন্য তথা হইতে উঠাইয়া লইব মিশরের যেরূপে রাজকার্য্য সংস্কার করা হইবে, সেরূপ তাহার কিয়দংশমাত্র সম্পন্ন করিয়াছেন, যে সমস্ত বিষয়ে অভাব আছে, তাহা দূর করা, মিশরবাসীদিগে যেরূপ ইচ্ছা তাহা পূর্ণ করা বৈদেশিক রাজদূতের সহিত যেরূপ সন্ধি আছে, তাহা অবিচ্ছিন্ন রাখা এবং কে বিপদ উপস্থিত হইলে রক্ষা করিতে সুশৃঙ্খলরূপে রক্ষিত হয় তাহ উপায়বিধান করিবার নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম যাহাতে নির্দ্দোষরূপে হয় তাহা আমার একান্ত ইচ্ছা। মিশর গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ, মিশরবাসীদিগের সুখ, সুরেজখাল রক্ষা এবং সুয়াকে পরিষ্কারের যে সকল প্রস্তাব হইয়াছে তাহা মনে উদিত হইয়াছে

[illegible] বিক্রয় আইন পাশ না হওয়াই [illegible]

বিজ্ঞাপন।

রাণী সরসীবালার গুপ্ত কথা।

মহাশ্চর্য্য, হৃদয়োদ্দীপক, মনোরম নবন্যাস।

"বিদেশের গুপ্ত কথা" প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত।

বর্ত্তমান মাস হইতে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। অনুমান দ্বাদশ খণ্ড [illegible]। প্রতি খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵০ [illegible]। গ্রাহকেচ্ছুক ব্যক্তিগণ সত্বর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। খণ্ড হস্তগত হইলে, এক খণ্ডের মূল্য প্রদান করিবেন।

[illegible] কলিকাতা } কার্য্যাধ্যক্ষ
[illegible] নং নবাবজী ওস্তাগরের } শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার।
[illegible] ষ্ট্রীট।

কুন্তলবিরাজ।

[illegible] গুণবাজিত সুবাসিত গোলাপী [illegible] কেশ তৈল।

[illegible] ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল, কেশমূল দৃঢ়, ঘন, [illegible], কেশ ও [illegible] ক্ষয়রোগ হয়। মাদারেরা, সে [illegible], হাত পা ও গাত্রজ্বালা, মাথা ধরা প্রভৃতি রোগ [illegible] বাসা হয়। প্রতি শিশির মূল্য ৷৷০ আনা। "কলীবালা" কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিবিধ সংবাদ

[illegible] তারকেশ্বর রেলওয়ে লইয়া অনেক দিন অবধি [illegible] চলিতেছে। ঐ রেলপথ কোন স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া কোন্ স্থান দিয়া গেলে অধিকাংশ লোকের গমনাগমনের সুবিধা, ব্যবসায়ের উন্নতি, ও গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হয়, তৎপ্রদর্শন বিষয়ে নানাজনের নানা মত দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের সেক্রেটরির নিকটে যে একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে আবেদনকারিরা দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ দিয়া রেল গেলে অধিকাংশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের উপকার, বাণিজ্যের অধিকতর উন্নতি হইবে, এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ও অনেক কম হইবে। বাবু নীলকমল মিত্র যে পথের কথা বলিয়াছেন, আবেদনকারিদিগের প্রদর্শিত পথ তাহার অপেক্ষা দুই মাইল কম। এই দুই মাইলে গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। আবেদনকারিরা উপসংহারে শ্রীরামপুর অথবা হরিপালে জমীদার ও প্রজা প্রতিনিধিগণের সভা করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা সকলপ্রকারে তাহার অনুমোদন করিতেছি। এইরূপে এ বিষয়ের মীমাংসা করিলে প্রকৃত উপকারক ও অধিকর পথটী যে নির্দ্ধারিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"ভয়েস অব ইণ্ডিয়া" নামে প্রচারিত একখানি নূতন পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহার প্রচার সম্বন্ধে অনেক দিন অবধি আন্দোলন চলিতেছিল। ইহাতে দেখা গেল, এ দেশীয়দিগের সম্পাদিত ইংরাজী পত্র সকলের মত উদিত হইয়াছে। ভারতের মত ইংলণ্ডের গোচর করাই ইহার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে দেশীয় ভাষায় যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রচারিত হইতেছে, সে সকলের মত ইহার অন্তর্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক। সম্পাদকের তাহার একটী উপায় করা কর্ত্তব্য। দাদাভাই নারোজি স্বোয়ার ইহার সম্পাদক হইয়াছেন। যাঁহাদিগের এ পত্রের গ্রাহক হইবার ইচ্ছা আছে, নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের মানস পূর্ণ হইবে। ঠিকানাটী এই—"মেরিণ ষ্ট্রীট ১৬ নং বালী, কেটি বোম্বে" এই পত্রখানি পাঠ করিলে একত্রিশে অনেকের মত পাওয়া যাইবে।

[illegible] নেপোলিয়ন বংশ এত দিনে পুনরুদ্ধার হইলেন। তাঁহারা সিংহাসনে বসিবার কথাটী মুখে পর্য্যন্ত আনিতে পারেন না। সে দিন নেপোলিয়নের কোন বংশধর সিংহাসনাধিরোহণের কথা বলাতে তাঁহারা সাধারণতন্ত্র নেপোলিয়ানবংশকে ফ্রান্স হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া বিলক্ষণ বাদানুবাদ চলিতেছে। যদি প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হয়, তাহা হইলে আপাততঃ রাজকুমার কমট্ ডি পারিস, ডক্, ডি, চার্টরস, প্রিন্স নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এবং রাজকুমার নেপোলিয়নের দুই পুত্রকে দেশত্যাগ করিতে হইবে।

গত সোমবার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর নিজ ভবনে অতি সমারোহে গবর্ণর জেনেরলকে ভোজ দিয়াছিলেন, তদীয় পত্নীও [illegible] ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ভদ্রলোক এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

আমরা কৌতুক করিয়া জোরেধারা ভূত দেখিয়া থাকি; কিন্তু সেকেন্দ্রাবাদে বাস্তবিক ভূতের ভয় হইয়াছে। অনেকগুলি বালক [illegible] গিয়াছে, তাহাদিগের অনেকের উদ্দেশ হইতেছে না, দুই একটীর মৃতদেহও পাওয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন, জেনেরল নিকট সমাধিবার নিমিত্ত বালকগণ অপহৃত হইতেছে, কিন্তু কথা কতদূর সত্য, গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

শুনা যাইতেছে সুনাখরের রাজার সহিত প্রজাদিগের বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে প্রজারা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছিল। রাজার পক্ষীয় লোকে প্রজাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করে যে সাহেবদিগের সহিত নির্ব্বিবাদে সকল গোলযোগের মীমাংসা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, অতএব তোমরা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট চল। যেমন তাহারা সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া তৎসন্নিধানে আইসে অমনি তৎপক্ষীয় লোক তাহাদিগের সকলকে ধৃত করিয়া অতি নিষ্ঠুর [illegible] করিয়াছে।

কমিশনরসাহেব পরিচয় করিয়াছেন, মেদিনীপুর সেসন জজের নিকট একটী মকদ্দমায় ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী সাক্ষ্য দিবেন, ব্রাহ্মণ সাক্ষ্য করিলে তাঁহার কন্যাকে সাক্ষ্য দিতে হয়। [illegible] বিচারপতি তাহা উপস্থিত করিতে বলেন, কিন্তু তিনি [illegible] হন। [illegible] তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ কেরাণীকে অবগুণ্ঠন খুলিতে বলেন। সে যেমন বলপূর্ব্বক উন্মোচন করিতে যাইবে রমণী সক্রোধে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তাহার একটী অঙ্গ ভাঙ্গিয়াছিল, সে [illegible] তাহার সাক্ষ্য দান করা ভার হইল, সুতরাং বিচার স্থগিত রহিল।

পুরুষ ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ডাইরেক্টর [illegible] ফ্রেড লেসলি সাহেব ডাকগাড়ি এখনকার অপেক্ষা দ্রুত চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে ডাক আনিতে যেমন করা হইয়া তাঁহার অভিলাষ। যে [illegible] ডাক যায় তাহাতে ১৭ ঘণ্টার অধিক গাড়ী দেওয়া হয় তাঁহার ইচ্ছা নহে।

গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার যে যে পত্রাত্তর দান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, অধিকাংশ লোকেই উভয় জাতির ভেদক ও সাম্যিক উল্লিখিত নিয়মের উন্মূলনে সম্মত। কারমাইকেল সাহেব যাহাকে ইংরাজজাতির স্বত্ব বলিয়া গৌরব অভিমান করিয়াছেন, উত্তরদাতাদিগের অনেকেই সেই কীট লিখিত স্বত্বকে স্বত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেই লজ্জা বোধ করিয়াছেন। উল্লিখিত দূষিত নিয়মের সংশোধন হইলে, ব্রিটিশসিংহ যে কুণ্ঠিত হইবেন না, তদ্দ্বারা তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। অধিকাংশের মতই আমাদের পক্ষ বলবান্ করিয়া তুলিতেছে। তবে যদি সিংহ-বেশধারী শৃগাল সদৃশ অনুদারহৃদয় দুই এক ব্যক্তি শূন্যগর্ভ চীৎকার করেন, তাহা আমাদের উদ্বেগের কারণ হইতে পারে না। তবে কারমাইকেল সাহেব সিংহ-গর্জ্জনের যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, সেটী অলীক। সিংহের মন উচ্চ বটে নীচ হয় না। ব্রিটিশজাতিকে যদি সিংহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত হয়, যাঁহারা উল্লিখিত গর্হিত নিয়মের উন্মূলনে মত প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই বাস্তবিক সিংহ। কারণ, তাঁহাদিগের সিংহ সদৃশ মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে।

কারমাইকেল সাহেব ত্রিবঙ্কুরের যে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তির মহা বৈকল্য ঘটিল। তিনি ঐ উদাহরণটীর যদি উল্লেখ না করিতেন, তাহা হইলে ভালই হইত। ঐ উদাহরণটী ব্রিটিশজাতির নিতান্ত অগৌরবকর। ঐ উদাহরণটী দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে ব্রিটিশজাতি ভারতবর্ষে আসিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ মিত্র রাজগণের প্রতি তাঁহাদিগের ব্যবহার একান্ত অনোদার্য্য ও দূষিত। ত্রিবাঙ্কুর রাজের ধনাধ্যক্ষ তৎকালে একজন ইংরাজ ছিলেন। তিনি লেখাপড়া করিয়া রাজার ধন আত্মসাৎ করিলেন। রাজা তাঁহার নিজের লোকের দণ্ড দানে অধিকারী নন, ইহার তুল্য উপহাসকর ব্যবস্থা আর কি আছে? ইহার তুল্য ভারতে ব্রিটিশ জাতির স্বেচ্ছাচারিতার প্রমাণও দ্বিতীয় নাই। যে বিষয়ের মূলে ন্যায় নাই তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কারমাইকেল সাহেব যে স্বপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন তাহা নিতান্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয়।

আমরা কারমাইকেল সাহেবের আর একটী কথায় বড় বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি। তিনি বলেন, এ দেশের যে ব্যক্তি ইংলণ্ডে গিয়া অধ্যয়ন করিয়া সিবিল সর্ব্বাণ্ট হন, ইংরাজ সমাজ অকপটভাবে তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারতস্থ ইংরাজ সমাজ সে ভাবে গ্রহণ করেন না এবং ভারতস্থ নীচ শ্রেণীর ইংরাজেরা তাঁহার হস্তে আপনাদিগের শারীরিক স্বাধীনতা সমর্পণে সাহসী ও প্রস্তুত নহে। কি ভয়ানক কথা!! ভারতস্থ ইংরাজ-সমাজ কি এত নিষ্ঠুর! তিনি ইংলণ্ডস্থ ইংরাজ-সমাজে অপূর্ব্ব মান পাইবার যোগ্য হইলেন, তিনি কি ভারতস্থ ইংরাজসমাজের নিকটে মান পাইবার যোগ্য হইলেন না! তিনি কি স্বর্গ হইতে নরকে পতিত হইলেন! তিনি যদি নীচ শ্রেণীর ইংরাজদিগের বিশ্বাস পাত্র না হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার ইংলণ্ডে গিয়া উচ্চ ইংরাজ-সমাজে ভ্রমণ করিয়া এত উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কি ফল লাভ হইল! যাহা হউক, কারমাইকেল সাহেব ভারতস্থ ইংরাজ সমাজের চিত্র ইত্তমরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন। যে সমাজের চিত্র এইরূপ বীভৎস, আমাদের মহানুভব লর্ড রিপন বাহাদুর কি সেই সমাজের মত লইয়া আপনার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবেন?

শ্রীযুক্ত বি, এল গুপ্ত এ দেশীয় মাজিষ্ট্রেট ও সেসন জজের নিকটে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারের প্রস্তাব করিয়াছেন, এটী আমাদের অনুমোদিত হইতেছে না। এ দেশীয় যাবতীয় বিচারপতির নিকটেই যাবতীয় ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার হইবে যাবৎ এই নিয়ম না হইবে, তাবৎ নিয়মটী ঔদার্য্য গুণে ভূষিত হইবে না এবং পক্ষপাত দোষেরও প্রশমন হইবে না। এতৎসংক্রান্ত বিশুদ্ধ ও উদার নিয়ম না হওয়া, কেবল এ দেশীয় বিচারপতিগণের অবমাননার নয়, নিয়োগকর্ত্তা গবর্ণমেণ্টেরও কলঙ্কের বিষয়। কে না অম্লবদনে এই কথা বলিবে যে গবর্ণমেণ্ট এমন অযোগ্য বিচারপতি নিয়োজিত করিয়াছেন যে তিনি মূর্খ নীচ শ্রেণীর ইংরাজের অপরাধের বিচার করিতে পারেন না! অপরাধগত কি বৈলক্ষণ্য আছে? শরীরের বর্ণভেদে কি অপরাধের বৈলক্ষণ্য হয়? শ্বেতকায় মূর্খ ইংরাজ একটী চড়া করিল আর কৃষ্ণকায় ভারতবাসী একটী চড়া করিল, এ দুটীর স্বরূপ কি ভিন্ন? এ দেশীয় বিচারপতি যদি এ দেশীয়ের কৃত চড়াপরাধের বিচারে অধিকারী হইলেন, ইউরোপীয় কৃত চড়াকারীর বিচারের অধিকারী না হইবেন কেন? আমাদের মতে মফস্বলস্থ যাবতীয় বিচারপতির নিকটে কি এ দেশীয় কি ইউরোপীয় যাবতীয় অপরাধীর বিচার হইবার তুল্যরূপ বিধি হওয়া উচিত। কৃষ্ণ ও শুক্ল ভেদ করা উচিত নয়। এই বিধি উদার যুক্তির অনুমোদিত। এই বিধি না থাকাতে মফস্বলে সময়ে সময়ে অসহনীয় অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। নীচ শ্রেণীর ইউরোপীয়েরা স্বচ্ছন্দে এ দেশীয়ের প্রাণবধ করে, তাহাদের দণ্ড হয় না, সুতরাং হত্যাকারিদিগের উত্তরোত্তর প্রশ্রয় বৃদ্ধি হয়। এতদ্ভিন্ন মফস্বলের লোকক্ষয় হইতেছে। এরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষার যোগ্য নহে। অন্ততঃ এই প্রত্যক্ষ নিবারণার্থ বর্ত্তমান ফৌজদারি কার্য্য বিধির সংশোধন আবশ্যক। যদি এ দেশীয় যাবতীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয়দিগের বিচারের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে মফস্বল ইউরোপীয়দিগের অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইয়া আসিবে সন্দেহ নাই। অপরাধানুরূপ দণ্ড হয় না বলিয়াই মফস্বলস্থ ইউরোপীয়দিগের এত প্রশ্রয়।

শ্রীযুক্ত বি, এল গুপ্ত প্রথম অগ্নি প্রজ্বালিত করেন। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেবের অনুমোদন তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপের তুল্য হইয়াছে। তাহাতেই এতদূর অগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়াছে। তাঁহার মতটী কি তাহা পাঠকগণের গোচর না করিয়া যদি আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করি, তাহা হইলে অনুচিত কর্ম্ম হয়, এই হেতু তাঁহার অভিপ্রায়ের কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদিত হইল।

" এটী সাধারণ নীতিবিষয়ক প্রশ্ন, ইহাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এই উচিত বোধ হইতেছে, দেশীয় চিহ্নিত সিবিলিয়ানদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা যখন ফৌজদারী বিচারাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন তাঁহাদিগের সম্মুখে এ দেশীয় অপরাধী আনীত হইলে, যেমন তাঁহারা তাহাদিগের বিচার করিতে পারেন, তেমনি ইউরোপীয় অপরাধীরও বিচার করিতে পারিবেন। এক্ষণে এরূপ সম্ভাবনা হইয়াছে যে দেশীয় চিহ্নিত সিবিলিয়ানেরা অধিকাংশ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও সেসন জজের পদ প্রাপ্ত হইবেন। দেশীয় বিচারপতিরা তাঁহাদের সম্মুখে আনীত সকল শ্রেণীরই বিচারকার্য্যের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, ইহা সাধারণ শাসনকার্য্যের সুবিধার বিষয় এবং বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু যদি এ ক্ষমতা তাঁহাদিগকে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এই একটী বিরোধ ঘটিবে যে এ দেশীয় মাজিষ্ট্রেট ও সেসন জজ বিচার করিতে পারিবেন না তাঁহার অধীনস্থ জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সেই বিচার করিতে পারিবেন। দেশীয় প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটেরা প্রেসিডেন্সি সহরের মধ্যে ইউরোপীয় ও এ দেশীয়ের উপর তুল্যরূপ ক্ষমতার পরিচালন করেন। কিন্তু তাঁহারা জেলা মাজিষ্ট্রেট ও সেসন জজের শিক্ষা ও পদ প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয়ের উপরে সে ক্ষমতা কেন যে পরিচালন করিতে পারিবেন না, তাহার পর্য্যাপ্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সকল কারণেই সার আসলি ইডেনের মত এই যে, এক্ষণে এরূপ সময় আসিয়াছে দেশীয়

বিলিনোদাগর বিচারকমণ্ডলীর প্রতিরোধক যে কয়টী নূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৩ অধ্যায়ে ছে, তাহা অপসারিত করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ দেশীয় যে সকল চিঃ ঃ সিবিলিয়ান জেলার ডিষ্ট্রেক্ট ও সেসন জজের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, হারা তাঁহাদিগের অধিকার মধ্যে কি ইউরোপীয় এ দেশীয় সকল শ্রেণীর বিচারকার্য্যের সম্পূর্ণ া প্রাপ্ত হন, এরূপ বিধান করা আবশ্যক।"

যাঁহারা প্রস্তাবিত ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশো- বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করিয়াছেন, তাঁহা- গর মত উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রস্তাব বৃহৎ হইয়া ঠে। অতএব আমরা সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। ন্তু আমরা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ লর্ড রিপন াহাদের মুখ চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার কর্ত্তব্য ন বিষয়ে সহায়বল প্রবল, তিনি যে অসার ও ধারাক্রান্তীন ইউরোপীয়দিগের বৃথা চীৎকারে ক্ষেপ করিবেন না, তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। াপি হৃদয়ের উদ্বেগহেতু আমরা উপসংহারে এই ধনা করিতেছি, তিনি অন্য দিকে দৃষ্টিপাত না রিয়া কেবল ন্যায়ের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া রতে একটী মহত্ত্ব কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান।

১৮৮১।৮২ অব্দের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যবিবরণ।

১৪ই ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে বঙ্গ শের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। াসংক্রান্ত কমিশনর এবং শিক্ষাবিভাগের া প্রণালীর সংস্কারার্থ কমিটী নিয়োজিত হওয়াতে া বিভাগের ডাইরেক্টার ক্রফ্ট সাহেবের স্কন্ধে তিরিক্ত কার্য্যভার নিপতিত হয় তাহাতে তিনি সময়ে এতদ্বিষয়ক রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে পাঠাইতে েন নাই এই হেতুবাদ দিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ট সাহেবের রিপোর্ট দান বিষয়ে বিলম্ব ক্ষমা র্থনা করিয়াছেন।

ক্রফ্ট সাহেব যেরূপ কার্য্যক্ষম লোক তাঁহার বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হইলে তিনি যে সময়ে রিপোর্ট দিতে পারিতেন সে বিষয়ে শয় নাই। অতএব তাঁহার এ দোষ মার্জ্জনীয় ময়ে সন্দেহ কি? যাহা হউক, আমাদের এ কা পাইয়া অধিক আন্দোলন করিবার প্রয়োজন েছে না। প্রস্তাবিত বর্ষে শিক্ষার কিরূপ তি হইল, এ সম্বন্ধে কত আয় ব্যয় হইল, তাহারই লোচনা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

১৮৭৯-৮০ অব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০ টী লেজ ছিল; ১৮৮০-৮১ অব্দে উহার কোন াতে হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। ১৮৮১-৮২ অব্দে দুইটী বৃদ্ধি হইয়া সমুদায়ে ১২ টী হইয়াছে। ১৮৭৯-৮০ অব্দে ঐ সকল কালেজে ২০৮০ ছাত্র ছিল। ১৮৮০-৮১ অব্দে ২৫৬ জন ছাত্র হয়। ১৮৮১-৮২ অব্দে ২৭৪৫ হইয়াছে। ১৮৭৯-৮০ অব্দে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ২০০, ১৮৮০-৮১ অব্দে ২১৮ ও ১৮৮১-৮২ অব্দে ২১৭ হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৮৭৯।৮০ অব্দে ৩৮৬৫৮; ১৮৮০।৮১ অব্দে ৪২৫৫৮ ও ১৮৮১।৮২ অব্দে ৪৫৫৯৭ হইয়াছে। ১৮৭৯।৮০ অব্দে মধ্য শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৫৪, ১৮৮০।৮১ অব্দে ৫৮৮; ১৮৮১।৮২ অব্দে ৬২৭। উহার ছাত্র সংখ্যা ১৮৭৯।৮০ অব্দে ৩১৮১২; ১৮৮০।৮১ অব্দে ৩৫৩৪৮ ও ১৮৮১।৮২ অব্দে ৩৯০৫৭ হইয়াছে। মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালা বিদ্যালয় ১৮৭৯।৮০ অব্দে ১০৮৫; ১৮৮০।৮১ অব্দে ১০২৮; ১৮৮১।৮২ অব্দে ১০৫০। ইহার ছাত্রসংখ্যা ১৮৭৯।৮০ তে ৫৪৫৮১; ১৮৮০।৮১ তে ৫৪২০৮, ১৮৮১।৮২ তে ৫৬৪৪১ হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৮৭৯।৮০ অব্দে ১৪৯৪, ১৮৮০।৮১ অব্দে ১৭০১, ১৮৮১।৮২ অব্দে ১৯৯৪। উহার ছাত্র সংখ্যা ১৮৭৯।৮০ তে ৫৪২৯৬, ১৮৮০।৮১ তে ৫৯৩১৮ ও ১৮৮১।৮২ তে ৬৪৫৯৮ হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৮৭৯।৮০ অব্দে ৩৫২৫৮; ১৮৮০।৮১ অব্দে ৪১৬৯৯, ১৮৮১।৮২ অব্দে ৪৮৪৪৪। উহার ছাত্র সংখ্যা ১৮৭৯।৮০ তে ৬১৩৪৫২; ১৮৮০।৮১ তে ৭০১৫৬৮ ও ১৮৮১।৮২ তে ৮১২৩৩৯। বিশেষ বিদ্যালয় ১৮৭৯।৮০ অব্দে ৫৮, ১৮৮০।৮১ অব্দে ১২৫ ও ১৮৮১।৮২ অব্দে ৪৩৩৩। উহার ছাত্র সংখ্যা ১৮৭৯।৮০ তে ৩৫২০, ১৮৮০।৮১ তে ১৩৫১৬ ও ১৮৮১।৮২ তে ৬০৮৫০। স্ত্রী বিদ্যালয় ১৮৭৯।৮০ অব্দে ৬৫৭, ১৮৮০।৮১ অব্দে ৮২৮ ও ১৮৮১।৮২ অব্দে ১০৪১। উহার ছাত্রী সংখ্যা ১৮৭৯।৮০ তে ১৫১৫৮; ১৮৮০।৮১ তে ১৯৪২৭, ১৮৮১।৮২ তে ২১০১৮ হইয়াছে। ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যালয় ১৮৭৯।৮০ অব্দে ৪১ ও উহার ছাত্রসংখ্যা ৪৫৩২। তৎপরে ১৮৮০।৮১ ও ১৮৮১।৮২ অব্দে এই বিদ্যালয় ও তাহার ছাত্র সংখ্যা রিপোর্ট মধ্যে স্বতন্ত্ররূপে প্রদর্শিত হয় নাই।

উপরে যে বিদ্যালয়ের তালিকা দেওয়া গেল তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিজের বিদ্যালয় ও কালেজ ১৮৭৯।৮০ অব্দে ৩০১ ছিল, ১৮৮০।৮১ অব্দে ৩০৩ হয় ও ১৮৮১।৮২ অব্দে ৩২৭ হইয়াছে। সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ও কালেজ ১৮৭৯।৮০ অব্দে ৩৮২১। ১৮৮০।৮১ অব্দে ৪০৪৯০ ও ১৮৮১।৮২ অব্দে ৫১৫১০ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য নিরপেক্ষ বিদ্যালয় ১৮৭৯।৮০ অব্দে ৬৬৬৩ ছিল, ১৮৮০।৮১ অব্দে ৬৭১৪ হয়; ১৮৮১।৮২ অব্দে ৬৮৫২ হইয়াছে।

যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা সুস্পষ্টরূপে মাণিত হইতেছে, ক্রমশই শিক্ষা বিষয়ক উ হইতেছে। রিপোর্ট মধ্যে লিখিত হইয়াছে বিত বর্ষে পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় নাই। এটী অসন্তোষের কারণ বটে; কারণে এই ঘটনা হইয়াছে তদ্বিষয় বি করিয়া দেখিলে সেরূপ অসন্তোষ জন্মিবে না, পরীক্ষা ক্রমশঃ কঠিন হইতেছে। পরী দোষ সংশোধন করা আবশ্যক। উত্তরোত্তর শি যেমন উন্নতি হইতেছে, তেমনি পরীক্ষার কিছু কাঠিন্য হওয়া উচিত বটে; কিন্তু শিক্ষাধীন ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া পরীক্ষার নিয়ম করা ক তাহা হয় নাই, তাহাতেই পরীক্ষোত্তীর্ণের স হ্রাস হইয়াছে। এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের পক্ষের বিশেষ দৃষ্টি করা উচিত। এ স্থলে ও দিগের আর একটী বক্তব্য উপস্থিত হয় উত্তরোত্তর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু অদ্যাপি এমন অনেক স্থান আছে, তা বিদ্যার আলোক প্রবেশ করে নাই। শিক্ষা বি গের কর্ত্তৃপক্ষের সেই সেই স্থানগুলির অ করিয়া যাহাতে তথায় শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হ চেষ্টা পাওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষার বি বক্তব্য এই, ঐ শিক্ষাপ্রণালিটিকে ক্রমশঃ বি উন্নত করিয়া তুলা কর্ত্তব্য। দেশের প্রকৃত উন্নতি উপায়ে সাধিত হইতে পারে, যদি এ বিষয়ের করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে মনে এই উদয় সাধে ধর্ম্মনীতির উন্নতি হইবে, সাধে ক্রমেই দেশের মঙ্গল হইতেছে। যে প্রণা প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই যে উৎকর্ষ লাভ হইবে, তাহার সম্ভ আমরা দেখিতেছি কি ক্রমে কিরূপে বিদ্যা করিয়া নিম্ন শ্রেণীর লোকের উন্নতিসাধন পাইতেছে। শিক্ষাকার্য্যে গত বর্ষ গবর্ণমেণ্টে টাকা ব্যয় হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা দে গেল। যথা:—

বিষয়	অনুমিত ব্যয়	প্রকৃত
	টাকা	টা
বিদ্যালয় পরিদর্শনাদি কার্য্য	৪৯,৩০০০	৪৫
গবর্ণমেণ্ট কালেজের জন্য	৫১১১০০	৫০
গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের জন্য	৬৫৩০০০	৬৬
উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার জন্য	৪১৫০০০	৪৪
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য	৫০০০০০	৪৬
বৃত্তি	১৬০০০০	১৬
বিবিধ	১১৭০০	১
	২৮,০০০০	২৬৩
আয়	৫১৯০০০	৪৯
গবর্ণমেণ্টের ব্যয়	২১৮০০০	২১

অনরেবল কৃষ্ণদাস পালের বাবস্থাপক সভার
াদ প্রাপ্তির বিষয় কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত
ছে।

উমেশচন্দ্র দে নামক কটনক শাসনকর্ত্তার
খ যুবক গত শুক্রবার রাত্রিতে অতিরিক্ত সুরা
করিয়া রাত্রি প্রায় ২ টার সময় অজ্ঞান হইয়া
নবরত্নের লেনের মধ্যে পতিত হইয়াছিল।
রাওয়ালারা দেখিতে পাইয়া তাহাকে ঐ অব-
স্থোলায় করিয়া মেও হাসপাতালে লইয়া যায়,
ভাগ্যক্রমে হাসপাতালে গিয়া অল্পক্ষণ পরেই
ত্যাগ করিয়াছে। যুবকটীর বয়স প্রায় ৩৫
র।

শ্যামবাজারস্থ সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস
র জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু রাধাগোবিন্দ কর গত
বার রাত্রিতে ডাক্তারি শিখিবার জন্য বিলাত
া করিয়াছেন। রাধাগোবিন্দ বাবু কলিকাতা
ডিক্যাল কালেজে ৪ বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন।
নি এখানকার প্রায় সকলের নিকট বিশেষ
াতি লাভ করিয়াছিলেন।

সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীতে
শুক্রবার রাত্রি নয় ঘটিকার সময় আমা
ছোট লাট সাহেবের শুভাগমন হইয়াছিল।
নরেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর এতদুপলক্ষে অনেক
া বায় করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা ও
স্থলের অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ও বাঙ্গালী নিমন্ত্রণ
রাছিলেন। উপরে বাইনাচ ও নিম্ন সার্কাস
াছিল, এই নিমিত্তে আমাদের গবর্ণর জেনেরল
রিপন সাহেবের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু
ন আসিতে পারেন নাই।

উইলসন এবং ফিলী সাহেবের সার্কাস দেখিয়া
দের এ দেশীয় বাঙ্গালী ইয়ারও ইংরেজ
ং হিন্দুস্থান সার্কাস নামে দুটী সার্কাস খুলি-
ছেন। এক্ষণে ইহাতে পরি বাহিতে ইংরাজ
কের সাথ নানা প্রকার ব্যায়াম ও ঘোট-
র উপর অশ্ব ক্রীড়া প্রদর্শিত হইতেছে,
মকুমারী লাস্যা একটী অষ্টোদশ বর্ষীয় বালিকা
চয়া আশ্চর্য্য ক্রীড়া দেখাইয়া দর্শকমণ্ডলীকে
মোহিত করিতেছে।

নিজামের প্রধান অমাত্য সার সালার জঙ্গের
ু ও হাইদ্রাবাদে হলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার
ার ৬ দিবস পূর্ব্বে সিরাজের স্ত্রীর ন্যায় তাঁহার
ঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া-
ন। সালার জঙ্গের স্ত্রী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন সালার
ন ইংলণ্ডে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বিসূ
া রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, অনুচরবর্গ তাঁহাকে
কূলে অবতরণ করাইয়াছে, এমন সময়ে এক জন
আরব সুদীর্ঘ কিরীচ হস্তে আসিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ
করিতেছে। পর দিন তিনি এই দুঃস্বপ্নের কথা
বলিলে পর পরিবারস্থ অপরাপর রমণী তাঁহাকে দৈব
কর্ম্ম করিতে বলিল, তিনিও তদনুসারে সেই প্রতি
বলি দিয়া কয়েক গাছি চুল কাটিতে লাগিলেন।
কিন্তু যে রাত্রিতে তিনি এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়া-
ছিলেন সেই রাত্রি প্রভাতে সালার জঙ্গ শয্যা
হইতে উত্থিত হইয়া নিজামকে এই মর্ম্মে পত্র
লিখিলেন "ইংলণ্ড যাত্রার সমস্ত আয়োজন করা হই-
য়াছে। এখন আপনার অনুমতি অথবা আমার মৃত্যু
ব্যতীত গমন নিরোধের অন্য প্রতিবন্ধক দেখি না।
আশ্চর্য্যের বিষয় ঘটনাক্রমে তাঁহার মৃত্যুই ঘটিল।
এই নিদারুণ সংবাদ নিজামের শ্রুতিগোচর হইলে
তিনি তাঁহার পিতামহীর নিকটে গিয়া বলিলেন
"আজ আপনি যথার্থ পুত্রহীনা হইলেন।" এই
বলিয়া তিনি এরূপ শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে,
আর কেহই তাঁহার শোক নিবারণে সমর্থ হন নাই।
যৎকালে তাঁহার সমাধি হয় তৎকালে নগরীর
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বক্ষে করাঘাত
করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিল। যে রাস্তা
দিয়া তাঁহার দেহ নীত হইয়াছিল সেই রাস্তার উভয়
পার্শ্বে অন্যূন দুই লক্ষ শোকাকুলিত ব্যক্তি দণ্ডায়-
মান ছিল।

ইংলণ্ডবাসীগণ ইলবার্ট সাহেবের কৃত ফৌজ
দারী আইনের সংশোধন প্রস্তাব শুনিয়া ক্রোধে
জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা যেরূপ শুনিয়াছেন
তাহাতে বিরক্ত হইবারই কথা, কিন্তু যিনি শুনাই-
য়াছেন তিনি যে ঘটনাটী কিরূপ অতিরঞ্জিত করি-
য়াছেন কলিকাতাস্থ ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষ হইতে
বাবু লালমোহন ঘোষ চেসন সাহেবকে তদ্বিষয়
তারযোগে জানাইয়াছেন।

ঢাকার অন্তর্গত ভাওয়ালের জমীদার বাবু জগী-
নারায়ণ শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টারের হস্তে ছয়
সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। পাটনা কালেজের
যে ছাত্র বি, এ পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়া পর-
বৎসর এম, এ পরীক্ষা দিবেন, তিনিই উহার সুদ
হইতে মাসিক একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন।

মহারাজ সিন্ধিয়া সঙ্কট পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন।
তাঁহার জীবনসংশয়।

মান্দ্রাজবাসীরা কলিকাতার ন্যায় মান্দ্রাজে একটী
চরিত্র-সংশোধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে অভি-
লাষী হইয়াছেন। এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা
দেশের অনেক মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। আমাদি গর
বিবেচনায় এরূপ বিদ্যালয় প্রতি জেলায় প্রতিষ্ঠিত
হওয়া উচিত।

আগামী ১৮ই মার্চ্চ আমাদিগের মহামান্য গবর্ণর
জেনেরল লর্ড রিপন বাহাদুর শিমলা গমন করিবেন

বিলাত হইতে স্ত্রী-চিকিৎসক আনিবার জ
বে স্থ ইবাসীরা ইতিমধ্যেই ২৮৫০০ টাকা চাঁদা সং
করিয়াছেন।

মহাত্মুভবের দাওয়ানের পদ লইয়া এত দিন
নকা গোলযোগ গেল। সম্প্রতি স্থির হইয়া
শশধর আয়রকে উক্ত পদ প্রদান করা হইবে।

সিলবিগর সাহেব জয়পুরের মহারাজের উ
অত্যাচার করিলেন। বিলাতে এ সম্বন্ধে মক
হইল, সিলবিগরের দোষও সপ্রমাণিত হইল। কি
শুনা গেল, ইংলণ্ডের কতিপয় লোক উদ্যোগী হ
সিলবিগরের পক্ষসমর্থনার্থ একটী সভা করিয়াছে
এই সভা পুনরায় সিলবিগরের অনুষ্ঠিত কার্য্যের দো
গুণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রস্তাব করিয়াছে

আমরা শুনিয়া চমকিত হইলাম, গত ১০ই ফে
রাত্রি তাস্তাড়া পুলিসের সন্নিকটস্থ নারায়ণপুর গ্রা
ভগবতীচরণ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে ভয়ানক ডাকা
হইয়া গিয়াছে। দস্যুরা এক বৃদ্ধার মস্তকে কু
াঘাত ও অপর এক ব্যক্তিকে আহত করিয়া অ
৪০০০ টাকার দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া গিয়াছে।
সংবাদ পুলিসের শ্রুতিগোচর হইলেও তাঁহারা ন
কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। লুণ্ঠিত দ্রব্যে
ছিল না কি? পুলিস নরমের যম। বর্ত্তমান গ
মেণ্টের মৃদুতা পুলিসের কার্য্য-শৈথিল্যের এ
প্রধান কারণ। ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের লে
নাণ্ট গবর্ণর থাকিতে কই আমরা ত এরূপ সচ
দস্যু তস্করাদির উপদ্রবের কথা শুনিতে
াম না?

সিনেট সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন, পাণ্ড
পুরাবৃত্তচরিত্র ব্রতানুষ্ঠানে আবার উদ্যোগী হই
দেশীয়ের উপর তাঁহার যে আক্রোশ সেই আক্রো
তিনি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মি
মিলিটরি গেজেট ও কাশ্মীরের মহারাজের ক
দর্শনে হিংসায় জ্বল হইতে অগ্নি ও অগ্নি হইতে
পাড়তেছেন। পাইওনিয়র তাঁহার পোষকতা
তেছেন। বরদার ভূতপূর্ব্ব মহারাজ মলহর
নায় কাশ্মীরের মহারাজ রাজাচ্যুত হন এই
তাঁহারা লাডকের কমিশনর ঙ্গমান সাহেবের
প্রয়োগে হত্যাপরাধ তাঁহার স্কন্ধে চাপাইবার চে
খেড়াইতেছেন। উদ্যোগীও মন্দ হয় নাই।
ভরসা এই, কাশ্মীরের বর্ত্তমান রেসি ডণ্ট মেজর
অলিভার সেণ্ট জন সাহেব কর্ণাল ফেয়ারের ন
এবং বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলও লর্ড রিপনের
নায় একগুঁয়ে নহেন। তাঁহারা যে বিবে
সহকারে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন, তদ্বি
সন্দেহ নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একখানি সংবাদ পত্রে
ত হইয়াছে, এবার শিমলায় চুয়াল্লিশটে ১৭ জন
কর মৃত্যু হইয়াছে।

পশ্চিম অফ্রিকার অন্তর্গত আমরোকার স্থল
র মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সাত শত স্ত্রী ও
ী পুত্র এক্ষণে বর্ত্তমান। কন্যার সংখ্যা কত
নাই।

মৃত রাজা রণবীর সিংহের কন্যার সহিত মেজর
গিবন্যাল্ডের বিবাহ অতি সমারোহে হইয়া
ছে। এই উদ্বাহক্রিয়া পারিসে হইয়াছিল।
দি নের পর রণবীর সিংহের যথার্থ বংশমর্য্যাদা
ছল।

মলিয়ের সম্প্রতি একদা উপর্য্যুপরি ১৩০ বার
কম্প হইয়াছিল। তত্রত্য অধিবাসিরা এতদ-
অত্যন্ত ভীত হইয়া অট্টালিকাদি পরিত্যাগ
খোলা শিবির ও কুটীরে বাস করিতে আরম্ভ
য়াছে। এই কম্পনে অনেক অট্টালিকা পতিত
ও বিস্তর লোকের প্রাণবিয়োগ হই
ছে।

তালার এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "জেলা খুলনার
নে আউট পোষ্টের অন্তর্গত তালা প্রভৃতি কয়েকটী
ন হইতে বৎসর বৎসর বিস্তর টাকা রোডসেসে
য় হয়, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে রোডসেসের
হওয়া অবধি এ দেশে তাহার কোন কর্ম্মই দেখা
না, বর্ষাকালে রাস্তার কষ্টে আমাদের যে কি
নক কষ্ট হয়, তাহা যদি একবার দেখিতে
তাম, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ বোধগম্য করান
ত; এজন্য আমরা কতবার দরখাস্ত লিখি-
ছ, কত প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই হয় না,
এখন আমাদের ন্যায় দরিদ্র লোকদিগের
য় কি?

জেলা খুলনার অধীন থানা দেলুটীর অন্তর্গত
টী হইতে চাঁদখালী পর্য্যন্ত যে একটী ডাক লাইন
ছ, এই লাইনে নৌকায় ডাক চালান হয়, অদ্য প্রায়
াধিক হইল, একজন হরকরা দেলুটী হইতে
সহ রওয়ানা হইয়া যে কোথায় গেল, তাহার
ন হইল না; সে নৌকা থানাও পাওয়া যাই-
চ না।

অদ্য ৭।৮ দিন হইল, আউট পোষ্ট তালার
ন বারা গ্রামে একটী খুন হইয়াছে।

এক দিন হইতে তালা আউট পোষ্টের অধীন
ম সমূহে বিস্তর সিঁদ হইতেছে।"

এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন "বহু দিবস
হইল, আমরা চন্দ্রদ্বীপ হইতে ডি
পুর পর্য্যন্ত একটী সাধারণ রাস্তার
গবর্ণমেণ্ট পুনঃপুনঃ আদেশ করিয়াছেন এ
পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রগাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারি
নাই। রাস্তা প্রস্তুত হইলে কেবল গ্রামবাসীদিগের
উপকার হইবে এরূপ নহে, সাধারণ লোকের গমনা-
গমন, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ এবং স্কুল-ইন্সপে
ক্টর প্রভৃতি সকলেরই সুবিধা হইবে। কাঁথিতে
ফৌজদারী, মুন্সেফী ও বন্দোবস্ত প্রভৃতি অফিস
সংস্থাপিত থাকায় সাধারণ সকলের সেই পথ ভিন্ন
অন্য পথে যাইবার সুবিধা নাই। আর চন্দ্র-
নাড়ীতে একটী পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে।
বর্ষাকালে আগমন করিবার কত কাদা ভাঙ্গিয়া
কতদূর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সরকারী কার্য্য
নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা একবার যিনি সেই পথের
পথিক হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ অনুভব
করিতে পারিবেন না। এক্ষণে আমাদের রোডসেস
কমিটীর চেয়ারম্যান ও কালেক্টার মহোদয়ের নিকট
সানুনয় প্রার্থনা এই যে তাঁহারা একবার রাস্তাটীর
অবস্থা দর্শন করিয়া আমাদের কষ্ট দূর করেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর দক্ষিণ সুবরুণ
মিউনিসিপালিটীতে ভাড়াটিয়া গাড়ী ও পাল্কী সংক্রান্ত
আইন জারি করিতে আদেশ দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, অতঃপর
কোন স্থানে কোন সিবিলিয়ানের পদশূন্য হইলে
সেই প্রদেশের যে সকল সিবিলিয়ান সেই পদ পাই-
বার যোগ্য, তাঁহাদিগের বিনানুমতিতে অপর প্রদে-
শের সিবিলিয়ানকে তৎপদ প্রদান করা হইবে না।

মধ্য ভারতবর্ষের ভীলেরা উত্তরোত্তর অসন্তোষ-চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে, তাহাদিগের উপ-
দ্রব নিবারণার্থ যে সকল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে,
তাহারা সম্যক্ প্রকারে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না
পারায় মৌ হইতে আরও সৈন্য এবং পুনা হইতে
কয়েকটী বৃহৎ কামান তথায় প্রেরিত হইয়াছে।
অসন্তোষের কারণ দূর করিলে ত সৈন্য প্রেরণের
আবশ্যক হইত না।

ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় হিসাব ছাপা হই-
তেছে। ১০ই মার্চ্চ প্রকাশিত হইবে। ইহা বাকর
সাহেবের সুবাবস্থার পরিচায়ক।

পঞ্জাবের একজন অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমি-
শনর এক ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দান করেন। অপরাধী তাঁহার বিচারের বিরুদ্ধে
আপীল করিলেন স্থির হওয়াতে কমিশনর সাহেব
তাঁহাকে পুনর্ব্বার এরূপ মত দেন যে তিনি আর
তাহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে সমর্থ হন নাই।
এই বিষয় পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের কর্ণগোচর
হইলে তিনি অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। অনু-
সন্ধান করিয়া প্রকাশ হওয়াতে তিনি ডেপুটী কমি-
শনরকে নিষ্পদ প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রেরণ করি-
ছেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ ব্যক্তিকে পদ
রাখা উচিত নয়। এই সকল মহাপুরুষই আমাদে
গবর্ণমেণ্টের অখ্যাতি ও অকল্যাণের কারণ।

ত্রিপুরার মহারাজের রাজ্যে পাদুকিয়া করল
খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বারাণসীতে গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণ আর
হইয়াছে। ১১ই ফেব্রুয়ারি রবিবার এই সেতু নির্ম্ম
সময়ে একটী লৌহ পাতিত হওয়াতে নিম্নে যাহ
কার্য্য করিতেছিল, তাহাদিগের মধ্য হইতে ৯
লোক চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়া ছ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর
বাহাদুরের আদেশানুসারে
নিম্নোক্ত।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ
মাচ হইতে পঞ্চম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

বগুড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও
প্রসাদ সেন ডেপুটী কালেক্টরের সহিত ক্ষমতা
উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার জজ ডিষ্ট্রিক্টের সহিত
কটকের অন্তর্গত কাকপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রে
কালেক্টার বাবু অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী
২৪ পরগণার ফোর্থ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
ডাল, বাবুকে কিছু দিনের জন্য
কার্য্যভার প্রাপ্ত হইবেন
এই ডেপুটী কালেক্টর বাবু
হইলে বাবু
যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বাতিল হইল
যে ডেপুটী কালেক্টর বাবু
ন্যস্ত হইলেন।
চব্বিশপরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ও
পুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও
পাটনার ও মানভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনর সি, এ
মানভূমের ডেপুটী কমিশনর নিযুক্ত হইলেন।
২৪ পরগণার প্রথম অতিরিক্ত ও তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও
ন এক এচ, সি, স্মিথ সাহেব মানভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট ও ক
হইলেন
ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ
পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।
২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
নযুক্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলাদেশীয় অন্তর্গত নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট বাবু

...মল এবং রাজসাহীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ... ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

...সীয়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ... বিধি ১৮৮২ অব্দের ১০ আইনের ১৩৩ ধারানুসারে বিচার ...র ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

...লীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট জন বাবু রাধাকৃষ্ণ সেন কিছু দিনের জন্য ...ড়ায় বদলী হইলেন।

...রাজসাহীর আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ডব্লু, এল, সামুয়েল ... অব্দের ৩ আইনের ৩ ধারানুসারে তত্রত্য ক্যাণ্টনমেণ্টের ...স্থ স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

...নাজপুরের আডিসনাল মুন্সেফ বাবু হরেশচন্দ্র ঘোষ ত্রিপু ...বদলী হইলেন।

...মনসিংহের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে... এফ, এ, ৯৯, ফিলিপ্স কৌজদারী আইনের ৪০১ ধারানুসারে ...ল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ।

আজ কাল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেঃ গবর্ণর সার ...ফ্রেড্ লাসেল্স সাহেব নানাস্থান পরিভ্রমণ ...রিয়া বেড়াইতেছেন। সম্প্রতি তিনি আলিগড়ে ...ছিলেন, তথাকার মুসলমান এঙ্গলোওরিয়েণ্টাল ...লয়স্থ কমিটির সভ্যগণকর্ত্তৃক দত্ত অভিনন্দন পত্র ...প্ত হইয়া তদুত্তরে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে সকল ...া বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে লিখিত ...। উক্ত কালেজের নূতন শ্রেণী খুলিবার জন্য ...রূপ লোক সমাগত হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া ...নি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এই বৃহৎ কলেজ গত ...স্থিত হওয়াতে তাঁহার উন্নতির বিশেষ পরিচয় ...ওয়া যাইতেছে। তাহাতে গত মহরম পর্ব্ব অর্থ ...ইবার সাহায্য এবং করিতেন ইহার ভিত্তি ...স্থাপন করেন; আজ তিনিই উহাতে যোগ দিতে ...র্থ হইলেন। কি আমা উক্ত কলেজ গবর্ণমেণ্ট ...ই হইতে মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ...হা জানা অতি সহজ কারণ শিক্ষা সম্বন্ধে উক্ত ...লেজ স্বপোষণক্ষম হইতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহার ...শ্বাস এই গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সকল স্থানে উচ্চ ...ক্ষা প্রচার বিষয়ে উপর সংস্থিত করিবেন। ...পোষণক্ষম হইয়া কলেজের কার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ ...হয়, এতদঞ্চলের আলিগড়ের কলেজ এই পন্থা ...ন প্রদর্শন করিয়াছে। উক্ত কালেজের প্রতিষ্ঠা ...রা ঈদৃশ আদর্শ প্রদর্শন করাতে গবর্ণমেণ্টের ...ং সাধারণ লোকের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উপকার ...য়াছে, কেননা যে মহৎ উদ্দেশ্য সফল কার্য্যে ...রণ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, তাঁহারা ...হা বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের (গবর্ণমেণ্টের) ইচ্ছা সকল শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের অবস্থা, ক্ষমতা, অভাব এবং সুবিধা অনুসারে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানের বিস্তারের জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারা শিক্ষার উন্নতি এবং সাহিত্যের আলোচনার জন্য উৎসুক। যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকেরা উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করে, ইহাই তাঁহাদের বিশেষ কামনা তাঁহাদের বাসনা এই, বাল্যকাল হইতে অভাব সংগঠিত হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের রীতিনীতি এবং চরিত্র সুশাসিত হইবে। তাঁহারা জানেন যে, ইহাতে সাধারণ লোকের শ্রীবৃদ্ধির সোপান সংস্থাপিত হয় এবং প্রকারান্তরে বা অপ্রকারান্তরে দেশের সম্পত্তি ও সভ্যতার বৃদ্ধির আনুকূল্য করিয়া থাকে। শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে যে সকল অন্তরায় আছে, তাহা একা কোন রাজা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে না, অন্যের সাহায্য তাহাতে বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে। আলিগড়স্থ কলেজের বালকেরা যে তথায় কেবল লেখাপড়া শিক্ষা করে এরূপ নহে, তাহারা নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হয় শুনিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল অত্রত্য হাইকোর্টে একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তদ্বিবরণ এই,—ফরাক্কাবাদে মোকিন নামক এক ব্যক্তি তাহার পুত্রের সহিত বিবাদ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশে প্রবৃত্ত হয়। এক দিবস মোকিন ময়দা আনিয়া তাহার পুত্রবধূকে বলে যে তাহাতে দুই খানি রুটী (চাপাটী) প্রস্তুত করিয়া তাহার স্বামীকে যেন খাইতে দেয়। ঐ ময়দার সহিত সে বিষ (আরসিনিক) মিশ্রিত করিয়া আনিয়াছিল। মোকিনের পুত্রবধূ রুটী প্রস্তুত করিয়া তাহার স্বামীকে খাইতে দেয়। হতভাগ্য মোকিনের পুত্র ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে না পারিয়া সেই রুটী ভক্ষণ করে এবং অনতি বিলম্বে তাহার মৃত্যু হয়। তখন সেই পুত্রবধূ আর চারি জনের সাহায্যে সেই মৃত সন্তানের গলায় বস্ত্র দিয়া একটী অশ্বত্থবৃক্ষে ঝুলাইয়া থানায় সংবাদ দেয় যে, তাহার পুত্র উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে, বিষ পান করিয়া তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। তখন মোকিন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া বলে যে, তাহার পুত্রবধূ এ কার্য্যে লিপ্ত ছিল না। ফরাক্কাবাদের সেসন জজ ঐ নরাধমের ফাঁসির আদেশ দেন এবং হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিরা সে রায় বাহাল করিয়াছেন। কেহ পুত্র কামনা করিয়া কত শত যজ্ঞ করিয়া থাকে অথবা নিঃসন্তান লোকেরা সহস্তে সেই পুত্রের নিধন সাধন করিয়া থাকে।

বেরিলীর একজন ব্যারিষ্টার ভ্যানসিটার্ট সাহেব একজন উকীল পার্সেল সাহেবকে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে "মিথ্যাবাদী" বলেন। এজন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার এক শত টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। এখানকার হাইকোর্টে আপীল করাতে জরিমানা রদ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক শিক্ষিত লোকের আদালতের সমক্ষে এরূপ ব্যবহার করা নিতান্ত লজ্জাকর তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্যারিষ্টার মহোদয় আপনার দোষ স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি যেরূপ অবস্থায় ঐ কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার তাদৃশ দোষ হইতে পারে না বলিয়া হাইকোর্ট তাঁহার প্রতি এরূপ আদেশ দিয়াছেন।

মাঘ মেলার শেষ দিনে জনতা অত্যন্ত হইয়াছিল এবং অনেক সমারোহ হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এখানে অপবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অপেক্ষা পাপ আর নাই।

এখানে কয়েক দিন শীতের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এমন কি ইহাতে অনেককে কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছে।

টলডোবা মোণ্ডলাই।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, পাণ্ডুয়া রেল ওয়ে পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পাকুড়ের ষ্টেসনে বদলি করা হইতেছে। প্রিয় বাবু কার্য্যক্ষম এবং নিরপেক্ষ পুলিস অফিসার।

যে রাস্তাটী পাণ্ডুয়া হইতে নির্ম্মিত হইয়া টলডোবা মোণ্ডলাইয়ের ভিতর দিয়া কালনা গুপ্তিপাড়া ও বলাগড়ের রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে সেই পথটীর প্রতি বৎসরই সংস্কার করা হইয়া থাকে, কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে বর্ষা পড়িতে না পড়িতেই রাস্তার বিস্তর স্থান বাহির হইয়া সর্ব্বসাধারণ পথিকগণের গমনাগমনের বিশেষ কারণ হয়। উহার সংস্কার জন্য যে টাকা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা নিতান্ত অল্প নহে। তবে বর্ষা পড়িতে না পড়িতেই রাস্তা অমনি পড়িলপুর বাহির হইয়া যায় কেন? আমরা ডিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র সাহেব বাহাদুরের বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি যখন কণ্ট্রাক্টরগণ এই পথটীর সংস্কার শেষ করিয়া রিপোর্ট করে তখন কি ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র সাহেব মহোদয় স্বচক্ষে রাস্তাটী দেখিয়া লন? এই রাস্তাটীর দুরবস্থার বিষয় আমরা সোমপ্রকাশেই কত বার লিখিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই কিন্তু আমাদিগের অদৃষ্টক্রমে কখনও

র কাঁচা ঔ এ পাকা কথা হয় নাই।
টির ভালরূপ সংস্কার করা হইবে অনেকে
ড়ে গাড়ী করিবার কথা প্রস্তাব করেন। আপা-
কালনার এক জন মাতব্বর ব্যক্তি একখানি
ড়ে গাড়ী করিয়াছেন, আমরা তাঁহার কোচ
র নিকট শুনিলাম, গাড়ীর চলনসার জন্য
খানি অধিক দিন থাকা হইবে এরূপ বোধ
না। কিন্তু কলেক্টর মহাশয়! আপনি মনে
ছেন এরূপ আমরা এরাস্তাটীর চলনসার
অতিরিক্ত চাহিতেছি। বাস্তবিক তাহা
, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বচক্ষে দেখিলেই আমা
র কথার যথার্থ বুঝিতে পারিবেন। রাস্তা-
বশ্য মেরামতের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।
দিয়া পথিকগণের গমনাগমনের যেরূপ
ষ্ট হয় তাহা লিখিতে কাহারও লেখনীও
হইয়া যায়। প্রকাশ্য স্থানের এরূপ দুর্দ্দশা
পড়িবার এরূপ অপরাধ কোনক্রমেই উপেক্ষণীয়
। আবার পাড়ুয়া হইতে বাহির হইয়া "আলো-
" নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী রাস্তার উভয়
চলন হওয়াতে ক্রমে শৃগাল বাস্তাদির আবাস
য়া উঠিয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্ব
কোথায় মানুষ চলার সময় বলিয়া প্রসিদ্ধ
। এক্ষণে পথিকগণ ঐ স্থানটী সন্ধ্যার সময়
ক্রম করিতে হইলে নিতান্ত ভীত ও শঙ্কিত
আমরা ডগলাস সাহেবের বহুদর্শী সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট
ক ওয়ার সাহেব বাহাদুরের নিকট নিবেদনের
রে জানাইতেছি আমরা বৎসরে এই রাস্তা-
ভালরূপ সংস্কার করাইয়া এবং "আলোখারা"
ক ডাকঘর স্থাপনীয় বিষয়ক পূর্ব্বে এই স্থানে
ন মানুষ হেঁটে যাইতে। যেরূপ কপি-
রের নিকট, পার্শ্ব জমির খাল মানুষ
ব পারা হইয়া ছেলে ও আলো" আলো-
" ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তখন
ইয়া দিয়া মফঃস্বলবাসীদের দুঃখের অংশ
পার ভাঙ্গিল হইল।

—

কলিকাতা।

ক এই শব্দ উচ্চারণ। এই
য় হইলে কয়েকটী কথা বলিলে বোধ
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইনি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে
কলেক্টরীর একজন রিসিভরের, ডগলাস
সাহেবের সহকারী লোক হইয়া উত্তরো-
মে ডেপুটী কমিশনর ছিলেন। মরিস
ডেপুটী সাহেবের সহকারী ছিলেন। উহা-
তাহার পর মধ্যপ্রদেশে বদলি হইলেন।
বঙ্গদেশের ডেপুটীগণ, অর
মরিস এখানকার চীফ কমিশনর হইলেন। ইনি
১১। ১২ বৎসর এই পদ রক্ষা করিলেন। নাগপুরকে
ইনিই জমকাইয়া তুলেন। ইঁহারই আমলে নাগ
পুরে কলের জল, কলেজ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।
বিচারকার্য্যে ইনি বড় হাত দেন না। নাগপুরে
যে সুশিক্ষিত কমিশনারের কোর্ট আছে তাহাই
এখানকার হাইকোর্ট: কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে
আমরা যতদূর তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে
ইঁহার দয়ালুতা ও দানশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া
যায়। ইনি প্রজার প্রতি বড়ই দয়ালু ও অতি পরোপকারী।
যে দিবস যখন মডয়ারায় গিয়াছিলেন, তখন সেখান-
কার তহশীলদার বেশ রোসনাই করিয়া আলো
দিয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করেন। তাহাতে তিনি
তৃতীয় শ্রেণী হইতে একেবারে প্রথম শ্রেণীর তহ-
শীলদার হন। ইনি পদত্যাগ করাতে আমাদের
বিশ্বাস: পুরাতন হাকিমগণের বিশেষ ক্ষতি দেখি-
তেছি। এবার পুরাতন হাকিমেরা কোমর বাঁধিয়া
লাগিয়াছেন। মরিস ফণ্ড হইয়াছে; সে কথা
পূর্ব্ব বলা হইয়াছে. আবার চন্দনপুরে এবার যেরূপ
রোসনাই হইল, এমন বোধ করি এ সহর আর
কখন দেখে নাই। চীফ কমিশনর মাঘ
মাসের শেষে কিম্বা ফাল্গুন মাসে আসিবেন, কিন্তু
আজ হইতেই রোসনাইয়ের বন্দোবস্ত আরম্ভ হই-
য়াছে। ডাইগড় বাড়নিয়া ফটকের ঠিক সম্মুখে
একটী বড় দরবার হইবে বলিয়া একটী প্রকাণ্ড চাল
প্রস্তুত হইতেছে। তাহার সম্মুখে একটী ফোয়ারা
বসান হইতেছে। নূতন কালের জল সেই দিন প্রথম
সহরে আসিবে। বলা বাহুল্য, এ সব টাকাও মহা-
জনদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া আদায় করা হইতেছে। এই
শেষ সুযোগ, হাকিমগণ বেশ বুঝিয়াছেন এইবেলা
যাহা কিছু করিয়া লইতে পারেন। তাই বোধ হয়
এত আড়ম্বর।

শিক্ষা বিভাগের প্রতিও ইহার কম নজর ছিল
না। নাগপুরে হইবার সংস্কৃত যন্ত্রে কাজ আরম্ভ
করা হইয়াছে। আবগারী সম্বন্ধে যে নূতন
আইন হইয়াছে, তাহাতে ইনি গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন যে যাহাতে উক্ত আইন
আইনের যথার্থ উদ্দেশ্য অনুসারে সুচারুরূপে প্রতিপালিত হয় করিয়াছে তিনি সচেষ্ট থাকিবেন,
গবর্ণমেণ্টের তাহাতে আপত্তি হইবে না। ইনি সেরূপ
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইনি বড় সাহেব সন্তুষ্ট হই-
য়াছেন এবং মধ্যপ্রদেশের স্থানীয় আবগারী
সাহেবকে বিশেষ সুখ্যাতি প্রকাশ করিবার সময়
বলিয়াছেন "বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আবগারী
বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই তাহাকে
আবগারী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ইনি যেরূপ
উদ্যোগী ও উৎসুক ছিলেন, তাহাতে আর কোন

সি ভিলিয়ান সেক্রেটারী ছিলেন না। আমাদের
বিশ্বাস যে ইঁহার উপর এই বিভাগের ভার দেওয়া
আমরা এমন এক ব্যক্তির উপর এই গুরুতর ক
সম্পাদনের ভার ন্যস্ত করিলাম যিনি আবগারী
বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যথার্থ উদ্দেশ্য কি আর উহা
কার্য্যে পরিণত বা সম্পন্ন করা উচিত তাহা বেশ বুঝিতে
ইহার অধিক আর কি প্রশংসা হইতে পারে?

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা মধ্যে নানাপ্রকার ছাপার
হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ে
মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি
দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর ক
যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু
মূল্যাদিসংক্রান্ত সাময়িক চিঠি ও কা
পত্রাদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদ
শ্রীযুক্ত দুর্গেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে
লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র
মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকা
কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন

বিজ্ঞাপনদাতৃদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাই
যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা ক
তাঁহারা সোমপ্রকাশের অফিসে আসিয়া বি
পনের অতিরিক্ত মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প
বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তির মূল্য আনা, তাহার ন
আনা; ৵ আনার ন্যূন কোন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

—

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যা
পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ক
সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠার্থ নীতিপুস্তক।

প্রাপ্তব্য।

কল্পদ্রুম পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পার্থিবাঙ্গারের বর্ণকোপাদান, বাঙ্গালির মধ্যে আগমন, প্রেতত্ত্ব ও ধনুস্তম্ভ, বাঙ্গালির পরিণাম, প্রিয়তমার প্রতি (১), মুক্তকটীক, পৌষপার্ব্বণ, সাংখ্যদর্শন, এই বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ৮ ফর্ম্মা দেশী কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেতর মহাশয়গণ সোমপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

ইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯১ নং হেদুয়ার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো ত আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প য়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। রণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া াদিগকে উৎসাহিত করেন এই আমাদের নয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী জরদাওয়ালার কাপড়, চাদর জোড়া ১৷৵ হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত নানা রং তৈয়ারি জামা আঙ্গরাখা ও ছিটের ৸৵০ ১৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার পাগড়ী ৷৵ হইতে ৩৲ স্থ, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১৲ হইতে ২৸০ ৷৹, ।৵০, ।০ জোড়া; গাটার ৵০, ৵০ ৷৵০৵, লে বেসমী ১৲ ১৷০ ২৸০, সুতীকমাল ।০, ৵০, ৵০, কমাল ৷৹, ।৵০, ।১০, ৵০, নূতন নূতন ফেনা-ন ও ছিটের ঝুলকাটা কামিজ ১৲, ১৷০, ১৷৹, ২৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৩৲ ৪৲ ৭৲, বিলাতস্থ কারকর্ত্তাদের নানাপ্রকার এসন্স ।০ হইতে ৷৹ বোতল ৵০ ১৲ ডজন ৬০ পাইডারের ইউডি-৷০, ৷৹ অনাপকার ।০, ৵১০ আতি উৎকৃষ্ট কি কেমকুমারী তৈল গায়ে মাখিলে ও কেশ-াসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ ক্ত হয়, মূল্য ১৲০ ও ৮০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন ১৷০, ১৷০, ৸৵০, ।৵০, অটোডিরোজ (অর্থাৎ) াৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ১, হোনি ১৲, মেকেসার অয়েল ১৷০, ।৵০, উদ্ভম ঘাস ০, ১৲, ২৲, নানাপ্রকার এয়ারিং জোড়া ।৵০, ।০, ন্ধ লোকদিগের মাথার জালে ।০, ।৵০, চিরুণী ৷৹০

৵০ হইতে /০ ব্রস ৷৹ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কাপড়ে বসাইবার জন্য বেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে, প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির ফিতা গজ ১৲ ৮ইতে ৵১০, কন্ফর্টার, মোজা ও টুপি বুনিবার জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পোণ্ড ৪৲ এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কার্পেটের বেগ, সেটের বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

মনিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন দ্রব্যাদি পাঠাই না।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

(৺ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও ঢাকার নবাববাটীর সুপসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদার-নাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে)

সম্বাদ্যগ্র অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে। আপাততঃ প্রতি মাসে ইংলিশ অক্ষরে ছয় ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য স্বাক্ষরকারী গ্রাহক-গণের প্রতি প্রত্যেক খণ্ডের ৵০, বিনা স্বাক্ষরকারী-দিগের ।০ আনা; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে। অনুমান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।

যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দিবেন, তাঁহাদিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

মহাভারত কার্য্যালয় ২ নং অভয়চরণের লেন, কলিকাতা। } শ্রীহরিদাস মান্না। প্রকাশক।

নূতন পুস্তক।

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল ৵০।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড অর্থাৎ পুস্তক লয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্ন লিখিত নবপ্রকাশিত পুস্তকগুলি ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরি প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বৌঠাকুরাণীর হাট (উপন্যাস) ১৷০

সন্ধ্যা-সঙ্গীত ... ... ৷৹

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন গুপ্ত।

৬ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন

যোড়াসাঁকো—কলিকাতা।

নূতন কাব্য!

"দশমহাবিদ্যা।"

সুপ্রসিদ্ধ কবি।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত।

মূল্য ৷৵০ আনা ও ডাকমাশুল ১০ আনা

কলিকাতা, ২৯ নং হ্যানহোপ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ

আই, সি, বসু কোং



রেজিষ্টারি করা Registered

Dr. B N. Dase's Gonorrhoea Mixture (মেহ মিশ্র) ইহাতে মেহ, (ধাতের পীড়া) শ্বেত প্রদর ইত্যাদি সপ্তাহে আরোগ্য হয়। নানা স্থান হইতে অনেকে ইহার সুখ্যাতি-পত্র দিয়াছেন তন্মধ্যে যাঁহারা অপর ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন "আপনার ঔষধে অবশেষে কে হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।" মূল্য ২, টাকা, পার্সি ।০ আনা।

Blood alterative (রক্তশোধক) ইহা ব্যবহা গরমি, ধাত,গাত্রে এবং হস্ত ও পদতলে পারা ফোঁ ঘা ইত্যাদি রক্তদোষ পশ্চাতে আরোগ্য হয়। মূ ২৷০ প্যাকিং ।০ আনা।

ঠিকানা।—কলিকাতা, কলুটোলা, নং ৪৫ x চু গলি শ্রীবিপ্রদাস দাস এণ্ড কোম্পানি।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগে ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল, ঘৃত সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আ রক্ত,অতিসার, রক্তাতিসার,গ্রহণী,অম্লগ্রহণী,সূতিকা গ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উ সর্গ থাকুক, তিন দিবস এই মহৌষধ সেবনে নিঃসে আরোগ্য হইবে।

কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয় ছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রি করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করা যায়। ঐ

প্রায় বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা। পার্সিল ১৫ আনা।

ঠিকানা।

(এই সম্প্রদায়ের মেহ রোগের একমাত্র মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সমস্ত রোগের নূতন এবং পুরাতনের বিশেষ আরোগ্য প্রস্রাবদ্বারায় তাহা পরিষ্কারের সহিত সম্পূর্ণ নির্গত হইলে ও ধাতু এই ঔষধ সেবনে যোগের শান্তি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন যেকোন প্রকার ও মূত্র-যন্ত্রের এবং শরীরের দুষ্ট, শোণিতদোষ সমস্ত দূর হইয়া এই ঔষধ সেবনে শরীর সুস্থ ও সবল হয়। ইহা সেবনে শরীরের রক্ত অপরিমিত পরিষ্কার, অগ্নিমান্দ্য ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি, ধাতুর দুর্বলতা ও আনুষঙ্গিক ধাতু ক্ষয়, অঙ্গভঙ্গ (শুকনহইনতা) প্রভৃতি রোগ সকল শান্তি হয় এবং মানসিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে। কোন রকম বদনাম-কারক ঔষধ নহে।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

স্বপ্নদোষ।

এক প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই ঔষধ সেবনে হৃৎকম্প, কাস, শ্বাসকাস, হাঁপানি, নিদ্রা আসিয়া অবিরাম স্বপ্নদোষ, অম্লোদ্গার, বমনোদ্রেক, হৃদ্রোগ, শিরঃপীড়া, মাথা ঘোরা, চক্ষুর জ্যোতি হ্রাস, শরীর দুর্ব্বল, অজীর্ণ, অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাণ্ডুরোগ, শরীরে কালদাগ, অনিদ্রা, অতিনিদ্রা, মুখে দুর্গন্ধ, অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ, হস্তপদাদির জ্বালা, শরীরের উত্তাপ, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের সমস্ত অন্তর্দ্ধান হয়।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা—প্যাকিং—৵০।

বক্তব্য কিছুই নয়।

বৈদ্যশাস্ত্রে এই মহৌষধ যথানিয়মে সেবন করিলে শরীরের নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উত্তীপ্ত করিয়া, তৎসমস্ত রোগকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃপীড়া, হৃৎকম্প, দৃষ্টি, মেধা, ধারণা ও স্মরণশক্তির হ্রাস, দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবনারম্ভে অপরিমিত অত্যাচার, অতিশয় ইন্দ্রিয় সেবা বা বাল্যে ধাতুর দুর্বলতা ও আনুষঙ্গিক ধাতু ক্ষয়জন্য (শুকনহইনতা) শরীর ভগ্নযোগ সকল শান্তি হয় এবং মানসিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে। কোন রকম বদনাম-কারক ঔষধ নহে।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

সুবাসিত মৃত।

এক প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই মৃত সেবনে শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিয়া সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। ইহা সেবনে শরীরের রক্ত প্রসব, গর্ভাশয় বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, ঋতুর অল্প পরিমাণে শোণিতস্রাব, ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে পেট ব্যথা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন স্ত্রীসংসর্গে ইচ্ছা এবং গর্ভাশয়ের জন্য ও খালাস কালীন যন্ত্রণা ও গর্ভাবস্থার সমস্ত রোগ এই প্রস্তুনিল মৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ২ টাকা—প্যাকিং ৵০।

এই ঔষধ সেবনে হৃৎকম্প, কাস, শ্বাসকাস হাঁপানি সেবনে রোগ আরম্ভ হইয়া অবিরাম হাঁচি; কফকাস, বক্ষঃকাস, হৃদ্রোগ, শিরঃপীড়া, অতি ঘর্ম্ম, জ্বর, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ-সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া থাকে। বাল্যকালে বা যে সময়ে উক্ত রোগগুলির বাসনা বৃদ্ধি হয়, তাহার ছয় মাস সেবনে রোগী হৃৎপরোনাস্তি আশাতিরিক্ত আরাম অনুভব করিবে।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা—পার্সিল ৵০।

নূতন হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরি।

বিলাত হইতে সদলবলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তকাদি আনাইয়া সকল ডিস্পেন্সরি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা যাইতেছে। শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য মানেজার। ৫৮ নং আপার চিৎপুর রোড, আহিরিটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "আয়ুরক্ষণ" ৬ষ্ঠ খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল সহ ১৷৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবন-যাত্রার নিকট এই পুস্তক দুই খণ্ড থাকা আবশ্যক।

(২) "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল সহ ৷৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বরাশ্রয় পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া অটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নিষ্কিতে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কলেরারোগী, মাতৃ-রোগিণী, ও সূতিকা, (বা আঁতুরী) রোগ প্রভৃতির অর্দ্ধচিকিৎসা রোগীর গাত্র বসিয়া করেন।

প্রসব সম্বন্ধের সহজে করাইয়া থাকেন, তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিক্ষা ও স্ত্রীজাতির পাড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র খাঁদানের টাকা মূল্য পাঠান যায়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধচিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজাতত্ত্বপ্রণেতা বাবু হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৷৵০ আনা। ৩১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য। ভৈষজাতত্ত্ব ২য় সংস্করণ হইতেছে।

অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!

সেবনাল্পভাতে সংসার।

ডাক্তার সেনের ব্লড সাপ্লাইরেটর মহৌষধ। ইহা পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বর অতি ত্বরায় আরোগ্য হয় এবং নব জ্বরে গাইলে উপকার করে।

এই মহৌষধই মহৌষধ পটোলডাঙ্গার ৭৮ নং হইতে ৬৮। ৬৯ নং ইণ্ডিয়ারিএল ডিস্পেন্সরি হইতে ক্রয় এবং বিক্রীত হয়।

ফেড পোষ্টেজ রোগীর নগদ মূল্য ৷৵০ ৬ আনা পার্সিল পোষ্ট ৷৵০ একুনে এক টাকা চারি আনা মাত্র।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমস্বপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য অর্দ্ধবার্ষিক সহিত বার্ষিক ১০ টাকা এবং মফঃস্বলের সমস্বপক্ষে ডাকমাশুল সহিত ১৩ টাকা। অসমস্বপক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোমপ্রকাশ আফিসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে পত্র, ড্রাফ্ট, মনি অর্ডর, বা যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তাহাই লিখিয়া মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আনার ড্রাফ্ট বা টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।

নিয়মিত সময়ের পরে যেকোন সোমপ্রকাশ অনিবার্য্য কারণে অনিয়মিত হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি লিখিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রাহ্য হইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি সংখ্যা ৷৵০ আনা হিসাবে পরে ৷৵০ এক আনা দিতে হইবে।

ইহা এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে চাঙড়িপোতা কলাক্রম যন্ত্রে নিবেদক চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ ভাগ | "প্রযত্নতা° প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিব: সরস্বতী মূর্তিমতী ন স্থীয়তা" | ১৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৯ সাল। ১৫ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮৩। ২৬ এ ফেব্রুয়ারি। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অমনস্ক মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

বিজ্ঞাপন

পোস্টাল নোটিশ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে বর্ত্তমান সালের ১ লা মার্চ্চ হইতে নিম্ন লিখিত টাকায় জেনেরল পোষ্ট আফিসের শাখা পোষ্ট আফিসে মণি-অর্ডারের টাকা পাওয়া যাইবে।

নং ১ আলিপুর।
নং ৫ বিডন স্কোয়ার।
নং ৮ বহুবাজার।
নং ১৩ গার্ডেনরিচ্।
নং ১৬ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট।

যে সকল মণি-অর্ডারের টাকা উপরোক্ত শাখা পোষ্ট আফিসে প্রেরিত হইবে, সেই সকল মণি-অর্ডারের টাকা সে শাখা আফিস হইতে তাহার টাকা পাওয়া যাইবে, তাহার নাম লাল রঙ্গের ষ্ট্যাম্পে লেখা থাকিবে। এবং সর্ব্ব সাধারণে তাহাদিগের ইচ্ছামত সকল মণি-অর্ডারের টাকা কলিকাতা জেনেরেল পোষ্ট আফিস বা উপরোক্ত শাখা আফিস হইতে পাইতে পারিবে।

জেনেরল পোষ্ট আফিস, কলিকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি— ৮৮৩। | ই—হটন্। পোষ্টমাষ্টার।

হিন্দু বিধবাবিবাহ সভা।

যিনি হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ দিতে কিম্বা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমাদের কার্য্যালয়ে আবেদন করিলে পাত্র ও পাত্রী পাইতে পারিবেন।

২৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

সাধারণের প্রতি

ম্যালেরিয়া জ্বরের জ্বালায় যাঁরা আলাতন হইয়াছেন, ডাক্তরি চিকিৎসায় যাঁরা ধনে প্রাণে মারা পড়িতেছেন, ডাক্তর বৈদ্যের খরচ যাঁরা আর যোগাইতে পারেন না, তাঁদের আমি সরল জ্বর-চিকিৎসা পড়িতে অনুরোধ করি।

আগামী ১ লা ফাল্গুন হইতে খরিদারেরা ২৷০ আনার বদলে ১৲ এক টাকায় এক এক ভাগ সরল জ্বর-চিকিৎসা; ২৲ ৫ টাকার বদলে ১৲ এক টাকায় ধাত্রী-শিক্ষা (২ ভাগ একত্র); ৬৲ ছয় টাকার বদলে ৩৲ তিন টাকায় ১ম ভাগ চিকিৎসা-কল্পদ্রুম পাইবেন।

ডাকমাশুল—সরল জ্বর চিকিৎসার এক এক ভাগের /১০, ধাত্রী-শিক্ষার /০, চিকিৎসা-কল্পদ্রুমের ৵০।

ঠিকানা—কলিকাতা, ২৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বি, বানর্জি কোম্পানির পুস্তকালয়।

কমিসন—২৫ কাপির প্রতি শতকরা ১২৲ টাকা। ২৫ কাপির নীচে শতকরা ৫ টাকা।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ

ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর যে অবস্থাই কেন ঘটুক না, সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ খাইলে তার উপকার হইবেই হইবে। মূল্য প্রতি ১২ ঔন্স শিশির ১৷০, ডাকমাশুল প্যাকিং খরচা সমেত ৸৵০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তর শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা, ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
সন ১২৮৯। ২৪ এ মাঘ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সহর কলিকাতায় ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটে ৪৫ নম্বর ভবনে পরিষ্কার গো-বীজে টীকা দিবার কারণ একটী নূতন "ডিপো" স্থাপিত হইল; যাঁহারা উক্ত স্থানে আসিয়া টীকা লইবেন বিনা খরচে গো-বসন্ত হইতে পরিষ্কার বীজে তাঁহাদিগকে টীকা দেওয়া যাইবে; আর যাঁহারা আপন আপন বাটীতে টীকা লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে টীকাদারের গাড়ী ভাড়া ও তাঁহার পরিশ্রমের কারণ কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিতে হইবে। ইতি—

উক্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারক, শ্রীযুক্ত বাবু রাজসুন্দর ঘোষ, রায় বাহাদুর, গো-বীজে টীকার ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

মহীসুর রেলওয়ে ঋণবিষয়ক বিজ্ঞাপন

যাঁহারা ১৮৮২ অব্দে উক্ত রেলওয়ে সম্বন্ধে ঋণ দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে যে ১৮৮৩ র ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ঋণের যে সুদ পাওনা হইয়াছে, তাহা ১৫ ফেব্রুয়ারি বা তাহার পরে যে কোন তারিখে দেওয়া হইবে। তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের ব্যাঙ্কে অথবা শাখাব্যাঙ্কে আবেদন করিবেন।

বাঙ্গালোর, ৬ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩। | কাণ্ট্রোলর মহীসুর গবর্ণমেণ্ট

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস্, বুড়ো, পুরা কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁটেধরা, স্বর ভঙ্গ, গলেরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক কাশ সন্ধি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অক্লেশে গাড় গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০ বটিকা বিশিষ্ট শিশি মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে

য়া যায়। এবং বৃদ্ধ যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই
সেবন করিতে পারেন। মেসার্স এনা আরাটুন
ক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী
ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হই-
ন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল
ল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব
মই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা
ার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ।
ল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট
ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে
ল্ট কোম্পানির নাম সচি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস্
এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)
সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহে-
এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ
এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া
কন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায়
মিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের
কার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ
ন ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে
স্থের।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।
এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্টিকজুস
ন্থ রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে
ষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়,তখন এই ঔষধ সেবন
লে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যহ
ার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা
সেবা এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্য
ক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

চাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়,সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল কলেজের দক্ষিণ ৯৭ নং বাটীতে আমরা "সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়" নাম দিয়া একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছি। ইহাতে নানা প্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক, নাটক, উপন্যাস ও ডাক্তারি বহি রাখা হইয়াছে। সাধারণ ক্রেতাকে নিয়মিত কমিশন দিয়া পুস্তকাদি বিক্রয় করা হয়। যে কোন গ্রন্থকার বিক্রয়ার্থ এখানে পুস্তক দিবেন, আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিব। কেহ বিদেশ হইতে পত্র লিখিলে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুম এই উভয় পত্রই এখানে নগদ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ এখান হইতে সম্পন্ন হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য যদি কেহ পাঠাইতে লিখেন, আমরা অতি অল্প কমিশন লইয়া তাহাও কিনিয়া দিয়া থাকি। ইহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহা-দিগের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হ
তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন,আর সংস্কৃ
যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকাল
পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহা
সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের বিনিম
সাপ্তাহিক বা মাসিক সংবাদ পত্র দি
থাকেন, তাঁহারাও ঐ স্থানে পাঠাইবে
তবে যাঁহারা মূল্য ও প্রেরিত পত্র
পাঠাইবেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষি
সোণারপুরে যেমন পাঠাইতেছেন,তেম
পাঠাইবেন।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রব
সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুম
সহকারী সম্পাদক

জীর্ণমঞ্জরী বটিকা

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ ব্যবহারে নূতন ও পু
তন আমাশয়, রক্তামাশয়, গ্রহণী, উদরাময়, অ
প্রভৃতি সকলপ্রকার অতি কঠিন পেটের পীড়া নি
আরোগ্য হয়। ইহা কেবল ব্যাধির প্রতিষে
নহে; অগ্নিবৃদ্ধ ও ধাতু পুষ্টিকারক। ৬ট দি
ব্যবহারে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। নিম্নের ঠি
রোগীর অবস্থা ও বয়স লিখিয়া মণি-অর্ডারে
পাঠাইলে ব্যবস্থাসহ ঔষধ পাইবেন। মূল্য ১ টা
মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ সে।
গোয়াড়ি মালপাড়া (কৃষ্ণ নগর)

প্রেরিতপত্র

৺ রামতারণ সিংহদেব।

আজি আমরা একটী রত্ন হারাইয়াছি। দুঃসংবাদ প্রদান করিয়া আপনাকে ও আপ
পাঠকবৃন্দকেও দুঃখিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশোদ্ভব মহারাজ চৈতন্য
দেব বাহাদুরের প্রপৌত্র মল্লবংশাবতংস শ্রীযুক্ত
রাধাবল্লভ সিংহ দেব রায় বাহাদুর মহোদয়ের ব
সহোদর দয়ার সাগর উদারপ্রকৃতি মহাত্মা
জীবন সিংহ দেব বাহাদুর অদ্য বেলা একটার
মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি কি ক্ষমা
ধর্ম্ম, কি দাতৃত্ব, কি বুদ্ধিমত্তা, কোন গুণেই মা

ব্যাঘাতের সম্ভোষ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। ... ব্যাগ্র সকলেরই ছিলেন। ছুটীর দিন একপ ... ন্যূ হইলেন যে, তাঁহাকে দয়াশূন্যের অবতার বলিলেও অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। ... বাল্যাবস্থায় সঙ্গী বালকগণের সহিত ক্রীড়া ... ব্যবহারে দুঃখের সম্বন্ধ অপগত হইয়া, স্বীয় ... স্বভাব ছিল এবং পরিধেয় বসন অধি... করিয়া দরিদ্র সন্তানদিগকে বিতরণ করিতেন। ... সদাশয়তা ও ঔদার্য্যপ্রভৃতির সহিত দাক্ষিণ্য ... ছিল। ইঁহার নিকট কেহ কখন প্রার্থ... অধিক দিন অন্ন প্রাপ্ত হন নাই। প্রার্থীর ... হইতে কখন "দিব না" এ বচন ... হইত না। ইনি কখন কাহাকেও তাড়না ... কথা বলিতেন না। বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে ... বিষয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ... জ্ঞানী ও বিদ্যালোচনায় নিরত, অভি... ও অভিমানশূন্য ছিলেন। আপনাকে অভি... বলিয়া মনে করিতেন। লোকের নিকট ... "আমি কিছুই নহি" এই কথা সতত প্রকাশ ... আপনার হীনতার পরিচয় দিতেন। ইনি ... বিদ্যায় অতি সুশিক্ষিত ছিলেন। সোম... সংবাদ পত্র সকল পাঠ ও শ্রবণকালে ... নীতি সম্বন্ধীয় কথার তাৎপর্য্যগ্রহের মনোযোগের ... ইহার যথার্থ প্রকাশ করিতে পারিতেন। ... নিজের ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় বস্ত্রাদি ... করিয়া সকলের মুখ দেখিতে হয়। ইনি ... সুশিষ্ট বাক্য ব্যবহার ও আচরণ, তেমন ... তাড়না কখন কাহারও নিকট শ্রবণ ... যায় নাই। ইনি জীবনের অধিকাংশ সময় ... সঙ্গীতের আলোচনায় অতিবাহিত করিয়া ... কালের কুল সকলের প্রতি ইঁহার ... ভাবের সমান দয়া ও স্নেহ ছিল। ইনি স্ত্রীয় দয়া, ... সৌজন্য, ও দাক্ষিণ্যগুণে আত্মীয় ... সকলেরই ভক্তিভাজন ছিলেন। ইনি মৃত্যু... কালে পুত্রকন্যাদের কথা, আত্মীয় ও শিক্ষকগণকে ... করিয়া সকলকে 'মহাবাক্যে উপদেশ করিয়া ... প্রার্থনা করেন এবং আপন কুলদেবতা ও গুরু... সম্মুখে অবস্থিত করাইয়া জীবনের শেষ ক্ষণ ... উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করিতে করিতে ... জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ ... ছেন। এরূপ সাধুমৃত্যু কখন কাহারও প্রত্যক্ষ ... হয় নাই। হায়! এই মহাত্মা অকালে কাল ... পতিত হইয়া সকলকেই দুঃখিত করিয়াছেন। ... হইতে ইঁহার কুগ্রামে মোচিত ছিলেন, এজন্য ... লোকেই ইঁহার মৃত্যুতে শোক ও পরিতাপ ... করিতেছেন। হা হরিবোল! কালাকাল বিবেচনা ... করিয়া মহতের জীবন হরণ করিয়া সকলকে দুঃখিত করিতে কি তোমার দয়া হয় না? তুমি কি নিষ্ঠুর!!

শ্রীবরদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

বাল্যবিবাহ নিবারক বিধি।

আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি, সাধুচিকীর্ষা প্রণোদিত অনেক মহাত্মা দেশীয় বাল্যবিবাহ-প্রথা নিবারণ মানসে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। সম্প্রতি মিসনরী সম্প্রদায়ও এই মহৎ দুষ্কীর্ত্তির অনুষ্ঠানিকা দেখিয়া ইহা রহিত করিবার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে ইঁহাদিগের এই সাধু ইচ্ছা ও যত্নের শত শত ধন্যবাদ করি, এবং সমুৎসুকচিত্তে তাহার পরিণাম-ফল উপভোগের বাসনা করি। কিন্তু তাঁহারা যে বালক বালিকাদিগের উপর নিয়ম প্রতিষ্ঠার—বিবাহিত কেহ এল, এ, অথবা বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারিবেন না,—ইত্যাদিরূপ, প্রস্তাব করেন, তাহাতে আশানুরূপ ফলদর্শে আমাদিগের ভরসা হয় না। যে পরিবারের মধ্যে যোগ্য লোক নাই, সে পরিবারের কেহ রাজনিয়মের মর্ম্ম বুঝিবেন না; ধনী লোকেও উক্তরূপ নিয়মের বড় বাধ্যতা স্বীকার করিবেন না; প্রকারান্তরে উচ্চশিক্ষারই ব্যাঘাত ঘটিবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় উন্নতি সংকীর্ণ হইতে থাকিবে। বরং ইহার পরিবর্ত্তে, সমাজে যাহারা কুলবিধ্বা, বালক বালিকাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যতার ও কর্ত্তৃত্ব যাঁহাদিগের করে সমর্পিত তাঁহারা যাহাতে বাধ্য হইয়া নিজ নিজ পরিবারের মধ্য হইতে এই দূষিত প্রথা দূরীকৃত করেন, এরূপ নীতি অবলম্বিত হইলে অপেক্ষাকৃত উপায়ের ফল ফলিবার সম্ভাবনা। অতএব আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ একটী নিয়ম প্রবর্ত্তিত করুন যে, যে পরিবারের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত ব্যক্তি থাকিবেন, সে পরিবারের কোন বালক বালিকা অবস্থানুযায়ী শিক্ষিত এবং নির্দ্দিষ্ট বয়স প্রাপ্ত না হইয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রদত্ত উপাধি প্রতিগ্রহণ করিবেন। শিক্ষিত হইয়াও যাহারা নিজ পরিবার বা সন্তান সন্ততির প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ, রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করা তাঁহাদিগের প্রতি কখন অসঙ্গত ব্যবহার হইবে না। আমাদিগের রাজা বিজাতীয়, তিনি সমাজ নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার অবসর না পাইলে কখনই ভবিষ্যৎ চেষ্টিত হইবেন না, দেশীয়গণও কখনো নিতান্ত প্রয়োজনানুরোধে সমাজকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজশাসনাধীনে রাখিতে কখন ইচ্ছা করিবেন না;

এ কারণে আমরা দেশীয় ধর্ম্মসমিতিসমূহকে সাদরে অনুরোধ করি, যাঁহারা সমাজের যথার্থ হিতকামনা করেন, এবং সমাজের আধুনিক দুরবস্থা দেখিয়া যাঁহারা নীরবে যাতনা অনুভব করেন, তাঁহারা উক্তরূপ কোন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে সমুদ্যোগী হউন, অন্যথা প্রাচীনকালপ্রতিষ্ঠিত শাসনানুবর্ত্তী জাতীয় সমাজের দুরবস্থা বিমোচন সহজসাধ্য নহে।

বিনীত
শ্রীযোগীন্দ্রকুমার পাল
শান্তিপুর।

ভূম্যধিকারিসম্মিলনী সভা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যমুনা নদীর পরি... নিতান্ত অল্প ছিল, কালক্রমে ভূম্যধিকারিদি... বন্দোবস্তী ভূমি সকল ভগ্ন হইয়া উহার পরিসর ... হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে। অতএব ... ন্যায়তঃ জমীদারদিগেরই প্রাপ্য, গবর্ণমেণ্টের তাহ... হস্তক্ষেপের অধিকার নাই। কিন্তু, তথন ... মহামান্য গবর্ণমেণ্ট তাহা খাল করিয়া লইয়া নূ... বান্দবস্তে পুনরায় তাহারই কর গ্রহণ করিতেছে... এ বিষয়ে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে আবেদন করায় ... বোর্ডে অর্পিত হয়। বোর্ড হইতে আবেদনকা... দিগকে কোন্ কোন্ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, তা... দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে আদেশ করেন। তদনুস... "কলীয়া হিতসাধিনী" সভার সভাপতি অ... সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত হাফেজ আহম্মদ আ... খাঁ সাহেব এ প্রদেশের ভূম্যধিকারীদিগকে ... বিষয়ে কর্ত্তব্যাবধারণের জন্য উক্ত সভায় আহ্... করেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে জমীদার... মধ্যে কেহই স্বয়ং সভায় উপস্থিত হন নাই, ... কেহ বা প্রতিনিধি পর্য্যন্ত প্রেরণ করেন ন... যাহা হউক, অন্ততঃ যখন কতক কতক জমী... স্বয়ং উপস্থিত না হইয়াও প্রতিনিধি প্রেরণ করি... ছিলেন, তখন আশা করা যাইতে পারে যে ভবিষ্য... সকলেই সভায় যোগদান করিবেন।

উপসংহারকালে আমরা সভাপতি সাহেব মহ... দয়কে জানাইতেছি যে তিনি একবার "ভূম্যধিকা... সম্মিলনী সভা" সংস্থাপনের চেষ্টা করুন। এ... করিলে তিনি যে কৃতকার্য্য হইবেন, সে বি... আমাদের সংশয় জন্মিতেছে না। তিনি ... উৎসাহ ও আগ্রহসহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই... ছেন, শেষ পর্য্যন্ত তদনুরূপ করিলে নিশ্চিত ভূম... মহোদয়গণ নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে সহায়... দান করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহা হ...

মঙ্গলের বহু বিষয়ে কল্যাণ ধিত হইতে
বে।

ফাল্গুন] খ্রী
সাল কবচন্দ্র

সোমপ্রকাশ

১৫ ই ফাল্গুন সোমবার।

এ দেশীয়ের নিকট হইতে ইংরাজী বন্দালয়ের
ব্যয় গ্রহণ।

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ উচিত সময়ে
ই মহোপকারক প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়াছেন।
বা যে পরমাদরণীয়সম্পন্ন ন্যায়বান্ ধার্ম্মিক
নকর্ত্তা পাইয়াছি, তাঁহার সময়ে যদি এ সকল
রের মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে শীঘ্র যে
র সৎ সিদ্ধান্ত হইবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প।
ত কালীপ্রসন্ন ভারতের প্রতিনিধি হইয়া মহানু-
লর্ড রিপন বাহাদুরের নিকটে ইংরাজীতে এক-
ন আবেদন করিয়াছেন। এস্থলে আমরা তাহার
বাদ করিয়া দিতেছি, তাহা পাঠ করিলে পাঠক
খা বিষয় বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন।

" ১। আবেদনকারী যে প্রার্থনা লইয়া আপ-
মহামহিমশালিতার সমক্ষে সমুপস্থিত হইতে
সী হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে ভারতের সমুদায় লোকে
কূল মত প্রদান করিবেন, তাহা তাঁহার বিলক্ষণ
জ্ঞাত আছে।

২। আপনি যে সমস্ত নানাবিধ দয়ার কার্য্য
য়া ভারতীয় প্রজাগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া
, দেশীয়ভাষায় সংবাদপত্রাদি প্রচারের বিষ-
ক আইনটী রহিত করাই তন্মধ্যে প্রধান।
নি এ বিষয়ে হৃদয়ের যে উদারভাবের পরিচয়
ছেন, তদ্দ্বারা উৎসাহিত হইয়া আবেদনকারী
একটী ভারতীয় খেদের বিষয়ে আপনার চিত্ত
র্ষণ করিতে সাহসী হইয়াছেন।

৩। এ দেশীয়দিগের অর্থ লইয়া ইংরাজীবন্দা-
র ব্যয় নির্ব্বাহবিষয়ক প্রশ্ন অতি গুরুতর প্রশ্ন।
তের বন্দালয়ের প্রতিপালনার্থ ভারতবাসির
টে অর্থ লইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত
ায়।

৪। হিন্দুমন্দির, মুসলমানদিগের মসিদ, ব্রাহ্ম-
ও অন্য অন্য সম্প্রদায়ের ইংরাজীবন্দালয়ের
য় গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্যলাভের তুল্য অধি-
আছে।

৫। এখন ভারতের রাজস্বসংক্রান্ত অবস্থা অতি শোচনীয়। এখন ব্যয় সংক্ষেপের দিন উপস্থিত। এ সময়ে কতকগুলি লোক কেবল গবর্ণমেণ্টের স্বস্থায়ন করেন বলিয়া প্রচুর বেতন গ্রহণ করেন, এটী আশ্চর্য্যের বিষয়।

৬। সিলোনের লোকেরা যেমন ইংলণ্ডের ধর্ম্মালয়ের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্কের বিচ্ছেদ করিয়াছেন, ভারতবাসিদিগেরও কি সেইরূপ অভিলাষী হওয়া উচিত নয়? ইংরাজীবন্দালয়ের মূলধনের সাহায্যার্থ ভারতবাসির নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কিছু কিছু লওয়া কি উচিত?

৭। আবেদনকারী অতি আগ্রহসহকারে এ বিষয়ের প্রতীকার প্রার্থনা করিতেছেন। আপনি সন্তুষ্ট চিত্তে এ বিষয়ে মনোযোগ দেন, এই তাঁহার আশা।

ভারতের প্রধান লোকেরা এবং দেশীয়ভাষার ও ইংরাজীভাষার সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এ বিষয়ে যেমন স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, অমনি বিলম্ব না করিয়া আপনার মহামহিমশালিতার সমক্ষে উপস্থিত করা হইবে।" ইত্যাদি

আমাদের গবর্ণমেণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। এ দেশীয়েরা অন্যধর্ম্মাবলম্বী। ইঁহাদিগের খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই। যাহার যাহাতে বিশ্বাস নাই, তাহার নিকট হইতে সে বিষয়ে অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে বলপূর্ব্বক লইতে হয় সন্দেহ নাই। বলপূর্ব্বক কাহাকে কোন বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করা যে অনুচিত কর্ম্ম, তাহা সভ্য ব্রিটিশ জাতিকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা বিড়ম্বনার বিষয়। আবার ব্রিটিশজাতি কেন যে এই অনুচিত কার্য্যটী করিতেছেন, তাহার কারণ নির্ণয় করা আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি জনের পক্ষে সহজ নয়। কতকগুলি কুসংস্কারাবিষ্ট ইংরাজ যেমন মফস্বলে এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় অপরাধির বিচার না হওয়া আপনাদিগের অত্যুপযুক্ত অভিমান করেন, চাঁদেনের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের পরিপোষণ করাকে যে কি তাঁহারা তেমনি আপনাদিগের স্বত্ব বলিয়া বিবেচনা করেন? এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিলে কি ব্রিটিশ সিংহের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইবে? তিনি কি লাঙ্গুল আস্ফালন ও ঘোর গর্জ্জন করিয়া মেদিনী কাঁপাইয়া দিবেন? হায়! যে খ্রীষ্ট মিশনরিরা চাঁদেনের ধর্ম্মবিষয়ক কোন প্রকার সম্পর্কে আপনাদিগের অধর্ম্মস্পর্শ শঙ্কা করেন, তাঁহাদিগেরই বা কিরূপে চাঁদেনের অর্থ লইয়া স্বধর্ম্মপরিপোষণে হৃদয়পরিতোষ জন্মিতেছে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা এ বিষয় হইতে গবর্ণমেণ্টকে বিনিবর্ত্তিত করিতেছেন না কেন? তাঁহাদিগের কি ধর্ম্ম বিষয়ে দৃঢ়তা নাই? তাঁহাদের সংসর্গে ধর্ম্মবিষয়ে যেমন ভারতবাসির দৃঢ়তা হ্রাস হইয়াছে, ভারতবাসির সংসর্গে কি তাঁহাদিগেরও সেইরূপ ধর্ম্মবিষয়ে দৃঢ়তা কমিয়াছে, যদি তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ে দৃঢ়তা বলবতী থাকে, তবে তাঁহারা মৌনাবলম্বী হইয়া আছেন কেন? তাঁহারাই আন্দোলনে উপস্থিত করুন।

ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার বচনবদ্ধ হইয়াই ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি প্রজাকে স্বধর্ম্ম আনিবার চেষ্টা পান না, প্রজার ধর্ম্মেও উৎপীড়ন দেন না। পাছে প্রজা অসন্তুষ্ট হয় বলিয়া তিনি বিদ্যালয়সকলে তাঁহার নিজ ধর্ম্মের উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করেন নাই। সেই গবর্ণমেণ্ট যে এই বিষয়ে চাঁদেনে ও খ্রীষ্টানে মিশ হইতেছেন, এটী যথার্থই আশ্চর্য্যের বিষয়। গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র বিদ্যালয় রাখিবার প্রয়োজন কি, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এ দেশে খ্রীষ্ট মিশনরিদিগের প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্য স্বাধীন বন্দালয় আছে, সেখানে গিয়া রাজকর্ম্মচারিরা অনায়াসে বন্দাভ্যাস করিতে পারেন। তাহাতে মিশনরিদিগের ত নিষেধ নাই।

উপসংহারে আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই, দেশের প্রধান লোকেরা ও সমাচার পত্র সম্পাদকেরা পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের প্রস্তাবিত বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করিয়া তাঁহার পক্ষসমর্থনে উদাসীনা না করেন। এ সময়ে এ বিষয়ের বিরুদ্ধ আন্দোলন হইলে যে উপায়ের ফল লাভ হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ জন্মিতেছে না।

এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয়
অপরাধীর বিচার।

গত ১১ এ ফেব্রুয়ারি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশন হয়। ফৌজদারী কার্য্যবিধির কোন অংশ এ দেশীয় বিচারপতির নিকট ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার না হইবার প্রসঙ্গ আছে, গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে হলবার্ট সাহেব তাহার সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন, এই সভা তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, কোন উপায়ে হউক, তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন। সভার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা এই, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টে এ বিষয়ে আবেদন করিবেন এবং এই সব কমিটী নিয়োজিত করিয়া ঐ আবেদনে প্রতি জেলার ইউরোপীয়দিগের স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন। চতুর্থ প্রতিজ্ঞা এই, তাঁহারা বোম্বাই মাদ্রাজের বণিক সভার সহিত মিলিত হইয়া ঐ আবেদন করিবেন।

ছা স্বরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ইউরোপীয়দিগের অভাবনীয়। অতএব মে আমাদিগের বিস্ময় জন্মিতেছে না। সভ্য ন্যায় বিষয়েও এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন, বিস্ময়ের বিষয়। কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য ইউরোপীয়দিগের ন্যায় লোকের ন্যায় অনুষ্ঠান করেন, ইহা অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়। কি বলিয়া আপত্তি করিবেন, তাঁহার যুক্তির ক? যদি ব্যবস্থাবিতরক পত্র তাহা লিখিতেন, তাহা ল আমরা বুঝিতে পারিতাম যে তাঁহাদিগের ত্ত্ব বল আছে। তাঁহাদের যুক্তি কি, তাহা যখন রূপে লিখিত হয় নাই, তখন সেই যুক্তটী কি অনুমান করিয়া লইতে হইতেছে। যুক্তির আমরা এই এক দেখিতে ছ, তাঁহারা বলিবেন, াদিগের স্বত্ব প্রাচীন স্বত্ব। এ দেশীয় বিচার- র নিকটে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার না া সে স্বত্ব শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, রূপে তন্ন তন্ন করিয়া আমরা তাহার খণ্ডন য়াছি।

প্রেসিডেন্সি সহরে যখন এ দেশীয় বিচারপতির টে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার হইতেছে, ন এটী যে তাঁহাদিগের স্বত্ব নয়, তাহা সুন্দররূপে মাণ হইতেছে। স্বত্ব হইলে সেখানেও আপত্তি াপত্ত হইত। ইউরোপীয়েরা প্রেসিডেন্সি সহ- বিষয়ে আপত্তি না করিয়া যখন নিরব হইয়া ছেন, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এ সম্বন্ধে বলিয়া তাঁহাদিগের ভোগ্য কোন পদার্থ নাই। হইলে সহর মফস্বল সকলেই একবিধ নিয়ম স্থিত থাকিত। তবে যে এত দিন মফস্বলে দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় অপ- ার বিচার হয় নাই, তাহার কারণ এই, পূর্ব্বে স্বলের তাদৃশ উন্নত অবস্থা ছিল না। তখন স্বলের সকলেই এ দেশীয় সুবিচারক বিচারপতি ত ছিলেন না। ভাল উকীল ও ব্যারিষ্টার তিও তত্র ছিলেন। এখন সকলই সকল য়ের সুবিধা হইয়াছে। রাজ্যের চতুর্থ বলস্বরূপ সমাচার পত্র, এখন তাহারও বিশেষ প্রাদুর্ভাব য়াছে। অতএব এখন এ দেশীয় বিচারপতির টে ইউরোপীয়ের বিচার হইবার আপত্তি কি? কলের সংযোগ থাকিলে ইউরোপীয়াদিগের যে পত্তি থাকে না, অনরেবল কর্ণমাইকেল সাহেব ই স্বমুখে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি রে এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে যে ইউরো- রের বিচার হয়, তাহার খণ্ডনার্থ তিনি বলেন সিডেন্সি সহরে ইউরোপীয় অপরাধীর পক্ষ সম কারী স্বদেশহিতৈষী অনেক উপযুক্ত লোক আছেন। তবেই বলা হইয়াছে, সেখানে সেই উপযুক্ত লোক মিলিবে, সেখানে আপত্তি থাকিবে না। এখন পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইউরো- পীয়েরা যে স্বত্ব বলিয়া অভিমান করেন, সেটী স্বত্ব- পদ অনীক অভিমান মাত্র। সেই 'সন্ধানে হইতেছে স্বত্ব বলিয়া একটী পদার্থ নাই।

এস্থলে আর একটী কথারও উল্লেখ করা আব- শ্যক। যদি ইউরোপীয়দিগের যাথার্থিক স্বত্ব বলিয়া কোন পদার্থ থাকিত, আর তাহার মূল অন্যায়ে অনু- স্যূত হইত তাহা হইলে তাহার সংশোধন করা কি উচিত নয়? অন্যায়ের সংশোধন যদি না হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া উঠে। যে গবর্ণমেণ্ট কাহারও অনুরোধে অন্যায়ের সংশোধনে অশক্ত হন, সে গবর্ণমেণ্ট গৌরবশালী হইতে পারেন না। বণিকসভার স্বত্ব বলিয়া আপত্তি যদি অকিঞ্চিৎকর হইল, তবে কি সভার সভ্যেরা এই আপত্তি করিবেন, আমরা কেতুআতীয় হইয়া বিজিতের নিকটে বিচারার্থী হইব? মস্তক নত করিতে পারিব না? আমাদিগের উদার গবর্ণমেণ্ট কি এই অসঙ্গত অভিমানের প্রশ্রয় দিবেন? যদি এই- রূপ অভিমানশালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তির নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আইন করিতে হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ত মহত্ত্ব থাকে না। তাহা হইলে রাজ্যমধ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কেবল বিশৃঙ্খলা নয়, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন আইন করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে মহা ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রেণীগত ব্যবস্থা প্রণয়ন কি শোভা পায়?

একটী বড় কৌতুকের কথা, বণিকসভা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে কোন উপায়ে হউক প্রস্তাবিত আই- নের সংশোধন বিষয়ের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন। যে কোন উপায়ের অর্থ কি? গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগের বালকোচিত অন্যায় আপত্তি গ্রাহ্য না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি গোলাগুলি লইবেন? অস্ত্র গ্রহণ ত এই একটী উপায় দেখিতে পাই। ভাল আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, ভারতবাসীরা যদি এ আপত্তি করেন, আমরা ভারতবর্ষীয় বিচারপতি ভিন্ন ইউরোপীয় বিচারপতির নিকটে বিচারার্থী হইব না, গবর্ণমেণ্ট কি সে কথা শুনিবেন? গবর্ণমেণ্ট কি এরূপ অসঙ্গত আপত্তিকারী ভারতবাসিদিগকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিবেন না? ভারতবর্ষীয়েরা যদি উপহসনীয় হন, ইউরোপীয়েরা না হইবেন কেন? ইউরোপীয়দিগের অন্যায় আপত্তি যদি গ্রাহ্য হয়, ইংলণ্ডেশ্বরী ১৮৫৮ অব্দে যে ঘোষণা করিয়াছেন, শ্বেত কৃষ্ণ বর্ণভেদ না করিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে কার্য্য করিবেন, সে ঘোষণা কি ব্যর্থ হইবে না? আরও একটী কথা এই, যে গবর্ণমেণ্ট শ্রেণী- বিশেষের বৃথা আপত্তিতে, কিম্বা বৃথা চীৎকারে ভয়- বিহ্বল হইয়া সেই শ্রেণীর মনোরঞ্জন করেন, সে গবর্ণমেণ্টের কি বল থাকে?

বণিক্ সভার সভ্যেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত ইউরোপীয়ের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের ঐক মত্যের ত অবসর দেখিতে পাইতেছি না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও কমিশনর প্রভৃতির মত-গ্রহণার্থী হইয়া যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই একবাক্যে লিখিয়াছেন প্রস্তা- বিত আইনটীর সংশোধন হওয়া উচিত। যখন অধিকাংশের এই মত হইয়াছে, তখন ইউরোপীয়- দিগের ঐক্য কোথায়? সেই ঐক্যের গৃহে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। অপর বক্তব্য এই, আইন শব্দের অর্থ কি? আমরা যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে এই বোধ হয়, বিশুদ্ধ যুক্তি ও ন্যায়ানুসারে কর্ত্তব্য নির্ণ- য়ের নামই আইন। যে আইন শ্রেণীবিশেষের অনুরোধে ব্যবস্থিত হয়, তাহাতে আইন শব্দের প্রকৃত অর্থ-সঙ্গত হইতে পারে না।

ফলতঃ আমরা দেখিতেছি, বণিকসভা প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া লোক হাসাইতে বসিয়াছেন। আমাদিগের সংস্কার এই, বণিকসভায় অনেক উচ্চ শ্রেণীর উচ্চমনা লোক আছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উল্লিখিত কার্য্যটীর দ্বারা আমাদিগের সে সংস্কারের অন্যথা হইল।

কিরূপ লোকের ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি ও গবর্ণর জেনারল হওয়া উচিত?

রাজনীতি সম্বন্ধে ভারতের অনেক মনোদুঃখ অনেক কষ্ট ও অনেক প্রার্থনীয় আছে। এখানকার রাজপুরুষদিগের সকল বিষয়ে সমজ্ঞান ব্যবস্থায় নাই অনেক পক্ষপাতদূষিত বিধি ব্যবস্থাপিত আছে এ সকলের নিবারণ, সংশোধন ও প্রতীকার হই- তেছে না কেন? এ ঊনবিংশ শতাব্দী। এখন সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব রাজ্যে ন্যায়েরই সমধিক সমাদর ন্যায়েরই প্রভাব সর্ব্বত্র প্রবল। আমাদের ভাবত- বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রবলপ্রতাপশালী, পরমপরাক্রা- ন্ত ও সুসভ্য। এ অধিকারে যে উল্লিখিত বিষয়গুলি নিবারণ, সংশোধন ও প্রতীকার হইতেছে না তাহার কারণ কি? আমাদের বোধ হইতেছে, দুই প্রধান পুরুষের হস্তে ভারতের সর্ব্বময় প্রভুশক্তি ন্যস্ত, তাঁহাদিগের নিয়োগদোষই ইহার প্রধান কারণ।

যিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইয়া আই- সেন, তিনি ভারতের বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইয়া

সেন না। এখানে আসিয়া তাঁহারা ভারতের আনিতে ও শিখাইতে হয়। কিন্তু যাহারা দিগের উপদেশদাতা ও শিক্ষাদাতা হন, যাহা তাঁহাদিগকে প্রকৃত পথে লইয়া যাইতে না। যে সকল রাজপুরুষ দীর্ঘকাল এ দেশে করেন, নানা কারণে তাঁহাদের মন নানা-কুসংস্কারে আবিষ্ট হয়। অধিকাংশের মন রাজীয় গর্ব্বে নিতান্ত স্ফীত হইয়া উঠে। অনেক হৃদয় আবার স্বার্থপরতাদোষে একান্ত অপহৃত এই সকল কারণে তাঁহাদিগের ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিবার কাঠার মতি থাকে না। সুতরাং তাঁহারা যে দেশ ও শিক্ষা দেন, তাহা বিশুদ্ধভাবাপন্ন হয় নবাগত গবর্ণর জেনরলেরা তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, উপদেশদাতারা দীর্ঘকাল ভারতে আছেন, তখন তাঁহারা ভার-বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এব তাঁহারা যে উপদেশ দিতেছেন, তদনুসরণ যা কার্য্য করিলে ভারতে মঙ্গলই হইবে। রা তাঁহারা নির্ব্বিচার-চিত্তে উপদেশদাতাদিগের দিষ্ট পথের পথিক হইয়া থাকেন। তাঁহাদের অপরাধ দেওয়া যায় না। উপদেশদাতারা তের বিষয়ে যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ নন, তাঁহাদের পদেশদাতাদের) হৃদয় যে কৌটিল্যহলাহলে পূর্ণ, রা তাহা কিরূপে বুঝিবেন? তবে যাঁহাদের কঠোর, কার্য্যমতি কঠোর, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রবল, মতি অচঞ্চল, না বুঝিয়া কোন কাজ করেন না, রা বড় প্রতারিত হন না। যাঁহাদের ঐ সকল নাই অথবা উহার অল্পতা আছে, তাঁহারা সহজে রা যান। এই নিমিত্ত আমাদের বর্ণিতপ্রকার গুলির সংশোধন, উপশম বা প্রতীকার হয় না। স্থিত কারণে অনেক গবর্ণর জেনরল হইতে তের মহা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির বিষয়ে উল্লিখিত গুলির অবিকল ঘটনা হয় না বটে, কিন্তু াদের নিয়োগ বিষয়েও বিলক্ষণ দোষ আছে। যারা ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা ভারতের বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ষ্ঠিত হন না। সুতরাং তাঁহাদের হইতে অভীষ্ট হয় না। বরং অনেক স্থলে অনভীষ্টই ঘটিয়া ।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন দিন ওনার ডাবওয়েল নাট্যশালায় যে বক্তৃতা য়াছেন, তাহাই আজ আমাদিগের এ বিষ-র প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবার কারণ। তাঁহার বতের বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়া নি স্পষ্টাক্ষরে আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন যে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারি হইবেন, তাঁহার তের বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক এবং পার্লিয়ামেণ্টের অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া তাঁহার কেবল ভারতের কার্য্য লইয়াই থাকা উচিত। লর্ড হার্টিংটনের ভারতের বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকাতে কয়েকটী অনিষ্ট ঘটি-য়াছে।

ভারতের বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোক ভারতের গবর্ণর জেনরল না হইলে যে মহা অনিষ্ট হয়, লর্ড লিটনেই তাহা প্রমাণ হইয়াছে। তাঁহার ভারতের বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতা ছিল না বলিয়া তিনি উপদেশদাতাদিগের বাক্য মঙ্গলকর মনে করিয়া নির্ব্বিচার-চিত্তে তাহার অনুসরণ করেন। তাহাতেই ভারতের অনেকগুলি অনিষ্ট ঘটিয়া যায়। ঐ অনিষ্টরাশির মধ্যে আফগান যুদ্ধ ও এদেশীয় সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করাই প্রধান।

লর্ড হার্টিংটন আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনে-রল লর্ড রিপণের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহা হইতে ভারতের যে অশেষবিধ কল্যাণ হইতেছে, লর্ড হার্টিংটন একৈক-ক্রমে তাহার উল্লেখ করিয়া-ছেন। লর্ড রিপন বাহাদুর হইতে ভারতের যে এত ষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ এই, তাঁহার মন অতি বলবান, কার্য্যদক্ষতা অসীম, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল, ভারতবাসিদিগের সহিত তাঁহার প্রবল সম-সুখদুঃখতাও আছে। এরূপ লোক কয় জন পাওয়া যায়? লর্ড রিপন বাহাদুরের ভারতের বিষয়ে অভি-জ্ঞতা লাভ করিতে তবু অনেক দিন বৃথা গিয়াছে। তিনি যদি ভারতের বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের আরো কত ইষ্টলাভ হইত। তাঁহার গবর্ণর জেনেরল পদ পাইয়া অভিজ্ঞতা শিক্ষার কার্য্যে যে সময় বৃথা অতি বাহিত হইয়াছে, তাহা যদি বৃথা অতীত না হইত, তাহা হইলে আমাদের আশাধিক মঙ্গল লাভ হইত সন্দেহ নাই।

এই হেতু আমরা আজ এই প্রস্তাব করিতেছি, যিনি গবর্ণর জেনরল হইয়া ভারতের শাসনকর্ত্তৃত্ব করিয়া বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন, তিনিই পরে ষ্টেট সেক্রেটারি হইবেন। এরূপ হইলে আর কোন অঙ্গ হানি থাকিবে না। ফলতঃ যিনি ভারতের গবর্ণর জেনরলী করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারি হইবেন, তাঁহার আর ভারতের বিষয়ে অভিজ্ঞতার ত্রুটি থাকিবে না। এইরূপে কার্য্য হইলে আমরা উপরে যে দোষ গুলির গণনা করিলাম, তাহার আর ভারতে দৃঢ়তর পদবী লাভের অবসর থাকিবে না।

কঠোর শাসনে না কোমল শাসনে রাজ্য অধিক
বশীভূত হয়?

প্রজাই রাজ্যের প্রধান অঙ্গ। প্রজার সু শাসন সুখ। রাজা যদি প্রজার সুখ-সা স্বচ্ছ করিয়া তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার সু ও স্বেচ্ছা অনুসারে কার্য্য করেন, তাহা হইলে অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠে। তা সচরাচর কঠোর শাসন বলিয়া নির্দ্দেশিত থাকে। এ স্থলে ন্যায়ানুগামী দৃঢ় শাসন কঠো শাসন শব্দ দ্বারা উল্লিখিত হইতেছে না। কো শাসনে যে প্রজারা বশীভূত হয় না তা অনেক প্রমাণ আছে। যে সকল রাজা প্র ইচ্ছার বিরুদ্ধ স্বেচ্ছা অনুসারে অন্যায়রূপে রা শাসন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ ক পারেন নাই। প্রত্যুতঃ নিষ্ঠুর অত্যাচারী ব বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাদের রাজ্যও দীর্ঘ স্থায়ী হয় নাই। বঙ্গদেশের প্রজারা যে এত নি ইহারাও চক্রান্ত করিয়া সিরাজদ্দৌলার প্রা রাজ্যের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান রুশ স প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধচারী বলিয়া সর্ব্বদা শঙ্কি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি করে সিংহা আরোহণ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপ্ত অভি মহোৎসব অনুভব করিতে পারিলেন না। নি নানা বিষয়ে প্রজাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা পা ছেন, মধ্য-আসিয়াখণ্ডে সৈন্য প্রে-প ক্রমে ভারতবর্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইতে কিন্তু কিছুতেই প্রজারা ভুলিতেছে না। প্রজ একনায়কত্বের অনুরক্ত নয়, তাহারা সাধারণ চায়। সম্রাট তদ্বিষয়ে সম্মত নন। রুশে দীর্ঘ এই বিরোধ চলিতেছে। পূর্ব্ব সম্রাট এই বি নলে পদচ্ছুরি অবলম্বন করিয়াছিলেন অ লণ্ডে যে বিদ্রোহের সমাক শান্তি হইতেছে তাহারও কারণ প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ

লর্ড লিটনের উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী কা শাসনে প্রজারা অধিক বশীভূত ছিল কিম্বা লর্ড রি বাহাদুরের সদা কোমল শাসনে অধিক বশী হইয়াছে ইহার বিচার করাই আজ এ বি প্রসঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য। লর্ড লিটন স্বেচ্ছাচা কঠোরভাবে শাসন করিয়াছিলেন, তাহাতে অ সকল প্রজাকেই বিরস ও বিষণ্ণবদন দেখিয়াছিল কেহই সুখিত ছিল না। সকলেই নিত্য এই প্র করিত, লর্ড লিটন কবে ভারত পরিত্যাগ করি তিনি ভারত পরিত্যাগ করিয়া গেলে বোধ হইল ভারত উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রজারা রিপন বাহাদুরের সদয় কোমল শাসনে এমনি ও বশীভূত হইয়াছে যে তাহারা তাঁহাকে ছা

ার না। ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনরলের পাঁচ বৎসর াকিবার নিয়ম। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সকল লাই যেন উদ্যত হইয়া ভারতেশ্বরী নিকটে তোর এই নিরূপিত কাল বৃদ্ধি প্রার্থনায় উদ্যত ইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল ভারত শাসন করেন কল প্রজারই এই ইচ্ছা। আমাদের ইচ্ছা ইঁহার রপেক্ষাও অধিক, তিনি যদি এখানকার স্থায়ী গবর্ণর জনরল হন তাহা হইলে আমরা আর কাহাকেও াই না।

বাঙ্গালোর ও বোম্বাই প্রভৃতির লোকেরা সভা ও আবেদন করিয়া এই বিষয়টী ইংলণ্ডে রীর গোচর করিতেছেন। বাঙ্গালোর পোষ্টে য়ছে। পোষ্ট বলেন, অদ্য দিন গত হইল, বাঙ্গা লোরের হিন্দু এসোসিয়েসন সভার তলে এক সভা য়। ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকটে লর্ড রিপন বাহাদুরের ারত শাসনের কালবৃদ্ধির প্রার্থনাই ঐ সভার দ্দেশ্য; সভা ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকটে যে আবেদন করি- ছেন, আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

" আমরা মহীশুর মহারাজের অধিকারস্থ বাঙ্গা- লোরের হিন্দু এসোসিয়েসন সভার সভ্য, আর আপনার অনুরক্ত প্রজা। আমরা অতি সম্মাননা সহ কারে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে অতিশয় মাননীয় মারকুইস অব রিপনের (যিনি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল) শাসনকালে রাজনীতির বিশেষ পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের সুখ ও সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হইতেছে এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরও সম্মা নের সবিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে। লর্ড রাহাদুর যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, স্থানীয় আত্ম শাসন প্রণালী তাহার মধ্যে প্রধান। এই বিষয়টী র্যান্তরা ন্বিত প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাঁহারই যদি হার উন্নতি সাধন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে অধিকতর ও স্থায়ী উপকার লাভ হইবে এবং ভারতবাসীরা গ্রেট ব্রিটেনের নিকটে চির কৃত- জ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন। লর্ড রাহাদুর কৃষি প্রধান দরিদ্র ভারতবাসী প্রজাগণের উন্নতি সাধনার্থ এবং দেশের প্রকৃত উন্নতির পথের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, যদি ঐ গুলি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে মহৎ অভ্যুদয় লাভ হইবে। কিন্তু সেই মহামনা রাজনীতিজ্ঞের শাসনকালের অবসান নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। অতএব আমরা অতিশয় চিন্তিত হইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে ঐ ভারতের প্রকৃত বন্ধু ও উপকারক লর্ড রাহাদুর তাঁহার সুবিবেচিত আরব্ধ কার্য্য সকলের পরিসমাপ্তি হইবার পূর্ব্বে এবং আমরা উহার ফলভোগী হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। অতএব আমরা অতি বিনীত ভাবে আপ নার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি আমাদের প্রতি অনুকূল হইয়া তাঁহার কার্য্যকালের বৃদ্ধি করিয়া দেন। ইংলণ্ডে মন্ত্রিসম্প্রদায়ের যেরূপ পরিবর্ত্ত হয় হউক, আপনি লর্ড রাহাদুরকে এই সুযোগ প্রদান করুন যে তিনি ঐ উপকারক বিষয়- গুলি এবং তাঁহার উদারভাবসম্ভূত অন্য বিষয় সকল সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন।"

বোম্বাইয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন সভার যে শাখা আছে, তাহার যত্নে একটী সভা হইয়া যে আবেদন পত্র প্রস্তুত হয়, ঐ আবেদন পত্রেও পূর্ব্বোক্ত আবেদনপত্রের লিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। শেষোক্ত আবেদনকারিদিগের অধিকতর প্রার্থনা এই যে ব্যবস্থাপক সভায় এ দেশীয়দিগকে যথোচিতরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থা- পক সভাগুলিকে প্রতিনিধি-সভা করিয়া তুলা হয় এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন কার্য্যে এ দেশীয়- দিগকে যথোচিতরূপে নিয়োজিত করা হয়। তদ্ভিন্ন শেষোক্ত আবেদন পত্রে লর্ড রাহাদুরের দেশের আয় বৃদ্ধির উপায়ের উদ্ভাবন প্রভৃতি বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে। অবশেষে এই প্রার্থনা করা হইয়াছে, লর্ড রিপন বাহাদুরের নিরূপিত কার্য্যকাল অতীত হইলে পুনরায় তাঁহাকে তৎপদে নিয়োজিত করা হয়।

বোম্বাইয়ের আর্য্যজ্ঞানবর্দ্ধক সভা যে আবেদন করিতেছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির এবং শিক্ষা কমিশন নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপসংহারে এই প্রার্থনা করা হইয়াছে, লর্ড রিপন বাহাদুরের কার্য্যকাল অতীত হইয়া গেলে তাঁহাকে পুনরায় তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

আমরা উপরে যে সকল সভা ও আবেদন পত্রের কথা কহিলাম, তদ্দ্বারা এ দেশীয় লোকেরা লর্ড রিপন বাহাদুরের সদয় ও কোমল শাসনে স্বল্প কাল মধ্যে যে কেমন বশীভূত ও বিমোহিত হইয়া ছেন, তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। এই নিমিত্তই আমরা উপরে এই প্রশ্ন করিয়াছি যে, কঠোর শাসনে অথবা কোমল শাসনে প্রজারা অধিক বশীভূত হয়। লর্ড লিটন যে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, উহা যদি অবিপ্লুত থাকিত, সহস্র বর্ষেও প্রজারা তদ্রূপ বশীভূত হইত না।

উপসংহারে বক্তব্য এই, লর্ড রিপন বাহাদুরের বিষয়ে দেশের লোকেরা অকপটরূপে উন্নতভাবে যেরূপ মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আমরা এই একটী বিশেষ উপকার দেখিতেছি ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা যদিও কারণ বিশেষের পরতন্ত্র হইয়া লর্ড রিপন বাহাদুরের কার্য্যকাল বৃদ্ধি করিয়া না দেন তথাপি তাঁহাদিগের মনে এই ধারণা হইবে যে সে ব্যক্তিকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল করিয়া পাঠান উচিত নয়। তাঁহারা লর্ড রিপন বাহাদুরের সদৃশ লোককে এখানে পাঠাইবার প্রয়াস পাইবেন। লর্ড রিপন বাহাদুরের সদৃশ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক লোকেরা ভারতের গবর্ণর জেনরল হইলে কেবল ভারতের মঙ্গল নয়, ব্রিটিশ জাতিরও সবিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

কার্য্যে বল; বাক্যে বল; মনে বল, যত স্বাধী ভাব থাকিবে; ততই মানুষ সুখী হইবে। ব্রিটি জাতির কৃপায় অনেক জাতির অনেক বন্ধন ছি হইয়াছে। কিন্তু ভারতে আমরা দেখিতেছি, রাজ পুরুষেরা মূর্খতা-বন্ধনে অভিভূত ইতর শ্রেণীর লো দিগকে আইনরূপ দৃঢ় বন্ধন দ্বারা অধিকতর অভি ভূত করিতেছেন। তাহারা যে স্বাধীনভাবে হা পা নাড়িয়া কাজকর্ম্ম করিবে, সে পথ রাখিতেছেন না আসামের মজুরদিগের আইন হইয়াছে, আর আমরা দেখিতেছি, বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা পার্ব্ব প্রদেশে মজুর-বিষয়ক বিধি করিতেছেন। ইহ কারণ এই, পার্ব্বত্য মিউনিসিপালিটী সহ মজুর পায় না। মজুরেরা অধিক বেতন চায়। অ অন্য বাণিজ্য-দ্রব্যের যেমন ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধ, মজু দিগের মজুরীরও তেমনি ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধ। ব্যব ধার যে দ্রব্যের যে দর বলেন, ক্রেতার ইচ্ছা হ লন, না হয় চলিয়া যান। মজুরীরও সেই নিয় মজুর যে বেতন চাহিবে, যাঁর ইচ্ছা হয়, তাহা সেই প্রার্থিত বেতন দিয়া খাটাইবেন, ইচ্ছা না খাটাইবেন না। কিন্তু তাহাকে আইন দ্বারা পূর্ব্বক বাধ্য করিয়া খাটাইয়া লওয়া কিরূপে উ হয়? এখন আর কোন কার্য্যেই বলপ্রয়োগ শো পায় না। ভারতবর্ষীয় সভা এতৎসম্বন্ধে একখ উৎকৃষ্ট যুক্তিপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। স্থানাভাব আমরা সেই যুক্তিগুলি পাঠকগণের গোচর করি পারিলাম না।

পুস্তক সমালোচনা।

প্রাণিব্যবহার। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট ম স্কুলের বাঙ্গালা বিভাগের প্রথম ইংরাজী শি বাবু নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত। ১১০-৩ নম্বর সাধা ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত।

প্রাণিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উ তদ্বিষয়ক ভাল গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অতি

...ছে। কিন্তু এরূপ প্রস্তাবের আন্দোলন করা ... বিশিষ্টরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ...দিগের প্রতি ব্যবহার বিষয়ে কোন গুরু ...লে আমাদিগের বড় আনন্দ হয়। ইংলণ্ডে ...নো অংশে শিক্ষিত বিবেচনা করা যাইতে ...ও একটী, কিন্তু আমাদিগের দেশে এরূপ শিক্ষা ...ন্নী বিরল বলিয়া আমাদিগের বালকগণ—বালক ...ন্য পশু পক্ষ্যাদি প্রতি কিরূপ ব্যবহার ...তে হয়, তাহা অবগত নহেন। সমালোচ্য গ্রন্থ ...ন্নিবেশে অতীব সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত না হউক ...ক্ষেপে হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে ...একটী প্রাণির পাঠ ব্যবহার, তাহাদিগের খাদ্যা- ...এবং পীড়া হইলে কিরূপ প্রণালীতে চিকিৎসা ...আবশ্যক তাহাও লিখিত হইয়াছে। এখানি ...ছোট বালকগণের পাঠোপযোগীও হওয়া আবশ্য- ...হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৭ ই ফেব্রুয়ারি। অদ্য পার্লিয়ামেণ্টে কমন্স সভায় ডারহ- ...ণ্ড অণ্ডর সেক্রেটারি প্রশ্নোত্তরে বলেন মান্দ্রাজের যে ...ডোর পাদ্রে ঐ গবর্ণমেণ্টের কোন গুপ্ত লিখন প্রকাশিত হয়, ...হাদের গবর্ণর হাউসে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন।

ভিয়েনা ১৩ এ ফেব্রুয়ারি ১৩ এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে মিশর অধিকার ...করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণিত তাহার ব্যয় চাহিয়াছেন। এ ...ব্যয় উচ্চ সীমা ৭০০০০০ পৌণ্ড স্থির হইয়াছে। ইহার উপর ...এবং কিস্তি টাকা ১১ এ মার্চ্চ দিতে হইবে।

লণ্ডন ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। ডারবীর মহারাজ এড, কন্সী ...ন্স কো, পেন্সেন্সা হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস এই লাভজনক ...হস্তান্তরকারিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, লর্ড কার্নেনার্ভন ও ...তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয় তখন এ কোর্ট অফ এডমিরালের ...হস্তে ন্যস্ত হয়। সাক্ষ্য কবীরমাত্র সাত শত লোক আসিয়া ...সাক্ষ্য দেয়। সাক্ষ্য কবীরমাত্র সাত শত লোক আসিয়া ...সাক্ষ্য দেয়। ইহারা সাত জনেই ...ন্সের সদস্য। ঐ সভাতে বালয়া পার্লিয়ামেণ্টের এক জন্তাত ...হস্তান্তরকারী কমিটীতে অধ্যক্ষতা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। মেসেজের নামে যে পাণ্ডি কিমেনন- ...ন্স সংক্রান্ত বিল হইয়াছিল, ঐ বিল উপলক্ষে ডারলিনের ...ঘটনা বিষয়ে ...হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। এক সংবাদ ...ত্রের উপরে মুদ্রণ ...হইয়াছে।

...২০ এ ফেব্রুয়ারি। ...ন্স, ...হইয়াছে।

...ন্স ...ন্স ...ন্স

অধি ষষ্ঠ সহকারে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ও তাঁদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া প্রীতি করেন এবং সর্ব্বতোভাবে উহার চর্চ্চা বৃদ্ধির কৃপা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ভাগলপুরের উকীল গোপালচন্দ্র সরকার ভাগলপুর স্কুলের দুই জন ছাত্রকে বর্ষে বর্ষে ধনী করিয়া রৌপ্যপদক র জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এক সহস্র টাকা ছেন।

মৃত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু কালীনাথ বসুর বারবর্গের ভরণ পোষণের জন্য চাঁদা সংগৃহীত ছে। কালীনাথ বাবুর প্রশংসিত কার্য্যে সক- মুগ্ধ হইয়াছিলেন। লাট সাহেব অনেক চাঁদা দিয়াছেন। কালীনাথ বসুর সদৃশ বিচক্ষণ কে যে একবার ভবিষ্যত ভাবেন নাই ইহাই র্য্যের বিষয়। আমাদিগের দেশের লোকের একটী রোগ। জীবদ্দশায় অপরিমিত ব্যয় করিয়া বারবর্গকে পথের ভিখারী করিয়া যান। মৃত য়া রামানাথ সেন ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ি আপন আপন পরিবারবর্গকে এইরূপ াপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এরূপ করা যে মহৎ ও নিতান্ত অগৌরবের বিষয় এ কথা সকলেরই টনা করা কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন তাঁহাদিগের যাব রেলওয়ে কর্ম্মচারীকে পুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষার া পাইতে আইন দ্বারা এই নিয়মে াদিগকে বাধ্য করা হইতেছে। যে কোন রেল- কর্ম্মচারী আপন পুত্রকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ না বেন তাঁহাকেই দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

বেহারে শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্তে মুসলমান সংগৃ- হইয়াছে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার কথঞ্চিৎ কয়েকটী বৃত্তি বিধান করিতে উৎসুক হইয়াছেন। লকপুর সমস্তিপুরের কারখানার কার্য্য পরে তাহাদিগকে এই বৃত্তি দান করা হইবে।

নবাব বশিরুদ্দৌলা নিজামের মন্ত্রীর পদলাভের া পাইতেছেন। কিন্তু তিনি যাহাতে উক্ত পদে চ্ছিত না হন প্রজারা হায়দ্রাবাদে নিজামের নিকট বেদন করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

বেহারের স্কুল সমূহের পরিদর্শক বাবু ভূদেব ন মুখোপাধ্যায় শীঘ্রই অবসর লইবেন। বেলেট ব তৎপদে কার্য্য করিবেন। কোন উপযুক্ত ায়কে ভূদেব বাবুর পদপ্রদান করিলে বঙ্গ- গবর্ণমেণ্টের যে গৌরব বৃদ্ধি হইত তদ্বিষয়ে হ নাই।

মিলিসোজ এক ইউরোপীয় রমণীকে আপনা- র ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। এই রমণীর ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল হওয়াতে সে পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্বীকার করিতেছে। রমণী বলিয়াছে দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে সে এক জনের প্রাণসংহার করিয়াছে অতএব তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক।

পাইওনিয়র শুনিয়াছেন লেপ্টেনন্ট আলেক্ জাণ্ডর একদা মোগল সরাইয়ের নিকট শীকার করিতে গিয়াছিলেন। তত্রত্য পল্লীবাসীরা বিনা কারণে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রতি যার পর নাই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে। এক হাতে তালি বাজে না।

কলিকাতার বণিক্ সভার সভ্যগণ ফৌজদারী আইনের সংশোধনকার্য্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য আগামী বৃহস্পতিবার ফ্রেনলাজিস ইনিষ্টিটিউটে বেলা ১০ টার সময় এক সভা করিবেন। এই সভার কার্য্য সমাধোহে সম্পন্ন হইবে। দশটা হইতে ক্রমান্বয়ে ইউরোপীয়েরা আসিতে থাকিবেন। সকলে সমবেত হইলে কর্ত্তব্য নির্ণয় করা হইবে।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত দেওয়ান রায় রাজীব লোচন রায় বাহাদুর তাঁহার মৃত্যুকালে শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের হস্তে ১৫ সহস্র টাকা দিবার বিষয় দানপত্রে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বহরমপুর কালেজের যে ছাত্র বি,এ পরীক্ষা দান করিয়া এম, এ পড়িতে আরম্ভ করিবেন, তিনিই ইহার সুদে একটী মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মহারাজ সিন্ধিয়া উত্তরোত্তর আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মুলতানের কতক- গুলি দেশীয় ভদ্রলোক একত্রিত হইয়া একটী বস্ত্রের কল স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এ পরীক্ষার অঙ্কের প্রশ্নগুলি অতীব কঠিন হইয়াছিল। ক্যানিং কলেজে যখন এই পরীক্ষা গৃহীত হইতেছিল একজন পরীক্ষার্থী সেই সময়ে অন্যের লিখিত প্রশ্নের বিশিষ্ট একখানি কাগজ হইতে অবিকল সেই গুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছিল। যিনি চৌকী দিতে ছিলেন এই ঘটনা তাঁহার নয়নগোচর হইলে পরী- ক্ষার্থী ভয়ে কাগজ খানি বদনে নিক্ষেপ করে, এবং চর্ব্বণ করিয়া উহার সমস্তই প্রায় উদরস্থ করে যাহা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল রক্ষক তাহা কালেজের অধ্য- ক্ষকে দেখান কিন্তু দোষ প্রমাণ না হওয়াতে সে মুক্তি পাইয়াছে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হইয়াছে।

কন্যা বয়স্থা না হইলে পাত্রস্থ করা নব্যমতের বিরোধী। কিন্তু আমাদের এ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা কতদূর উপযোগী, ইহা তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না। শীতপ্রধান দেশে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই দীর্ঘকাল বিবাহিত না থাকিতে পারে, কিন্তু অন্য দেশে তাহা হও নিতান্ত অসম্ভব। পাঠক! দেখুন সে দিন মাদ্রা জের অন্তর্গত গঞ্জামের সেসন আদালতে ক্ষুদ্র ন একটী যুবতীর ভ্রূণহত্যার বিচার হইয়া গিয়াছে ক্ষুদ্রের বয়ক্রম ১৭ বৎসর। তাহার বিবাহ হয় ন অথচ গর্ভ হওয়াতে লোকলজ্জা নিবারণের উদ্দে সে ভ্রূণহত্যা করে। কিন্তু পরিশেষে এই ব প্রকাশিত হওয়াতে বিচারপতি তাহার যাবজ্জী দ্বীপান্তরবাসের আদেশ । তত্রত্য হাইকো এই বিষয়ের মোশন হয়, বিচারপতি হিন্দুদিগে বিষয়ে সামাজিক শাসনের কথা স্মরণ করিয়া হ্রাস করিয়া স্কুলের দশ বৎসর ও তাহার মাতার ক পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর কারাবাসের আ দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ভারতবর্ষের মান ষ্টেট সেক্রেটারি, আইন প্রণেতা ইলবার্ট সা বের কৃত ফৌজদারী আইনের সংশোধন প্রস্তা স্থানীয় আত্মশাসন প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। এ যত শীঘ্র ইহা কার্য্যে পরিণত হয় ততই মঙ্গল।

পাইওনিয়র শুনিয়াছেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চ গবর্ণমেণ্ট তথায় দুইজন স্বতন্ত্র প্রধান জজের স্থাপনায় কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই দুইজন জ প্রত্যেকে মাসিক তিন সহস্র টাকা বেতন পাইবে ফরক্কাবাদের জজ হারিসন ও এলাহাবাদের জজ হোলট সাহেবের উক্ত পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আ

নিজামের মৃত মন্ত্রী সার সালর জঙ্গের স্মরণ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বর্দ্ধমান আ সিয়েসন সভা সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থিদিগের ক্রম বৃদ্ধি করিবার প্রার্থনা করিয়া ভারতবর্ষের সেক্রেটারির নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রে করিয়াছেন।

রেঙ্গুণ ডাকাইতির হাঙ্গাম কিছু কমিয়া যাহারা দলবদ্ধ হইয়া পুরে ডাকাইতি করিয়া বে ইতেছিল, তাহারা মৃত হইয়াছে। পেগুর যা দলবদ্ধ হইয়া ডাকাইতি করিতেছিল, তাহাদি সহজে ধৃত করিতে না পারাতে অধিকাংশকে করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। এতদিন কয়ে যেমন ক্ষেপিয়া উঠিতেছিল, গত সপ্তাহে তা সেরূপ ক্ষেপে নাই।

নদীয়ার রোডসেস ফণ্ড হইতে বেণীগো টাকা চুরী করিল। যাহারা এ বিষয়ে কোন না প্রকারে লিপ্ত ছিলেন, তাহাদিগের সকলেরই হইল। তএত্য তদানীন্তন ডেপুটী কালেক্টার পরেশনাথ শুকুলেরও বিচার হয়, কিন্তু তাঁ বিশেষ দোষী বলিয়া উপলব্ধী হইল না, তথাপি

ঁতাঁহাকে সেশন লইতে বলিলেন। [illegible] নি সেশনের দরখাস্ত করেন। কিন্তু কঠিন ডা নিবন্ধন ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হুত হন। তৎপরে এইরূপ এক আদেশ পাঠান সেশনদেশে বাবু [illegible] ইবার উপযুক্ত পাত্র [illegible] নি সেশন ইবার যোগ্য নহেন। এই হুকুমে তাঁহাকে শন দান করেন নাই। পরে বাবু এই বিষয় কে বেচনার নিমিত্ত [illegible] গোচর করেন, ত তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত করেন [illegible]।

বাখরগঞ্জের [illegible] পাটুয়াখালীর [illegible] টী নাকি [illegible] রতে আরম্ভ করিয়াছেন। একথা কতদূর সত্য। তার অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

সমস্ত পৃথিবীতে ৩৪২৭৪ খানি সংবাদ পত্র প্রকাশ হয়। উহার গ্রাহক সংখ্যা ১১ কোটি ৬০ । বৎসরে [illegible] ১০৮০ কোটি খণ্ড কাগজ ছাপিত হয়। ঐ সকল সংবাদ পত্রের মধ্যে ইউরোপে ১৯৫৫৭, উত্তর আমেরিকায় ৬৯৯, অষ্ট্রেলেশিয়ায় ৬১. আফ্রিকায় ১১২। তন্মধ্যে ১৬৫০০ কেবল ইংরাজিভাষায়, ৭৮০০ খণ্ড জর্মণ, ফরাসি এবং ১৮০০ স্পেন ভাষায় লিখিত। দৈনিক সংবাদ পত্রের সংখ্যা ৪০২০, সাপ্তাহিক ও অন্য সাপ্তাহিকের সংখ্যা ১৮২৭৪ এবং ৮৪০৮ মাসিক ও ষাণ্মাসিক। গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডে বার্ষিক ৩ কোটি খণ্ড পত্র এবং ইউনাইটেড ষ্টেটে ২৬০ কোটি খণ্ড পত্র প্রচারিত হইয়া থাকে।

বেলুচিস্থানের এজেণ্ট গবর্ণর জেনরল সার [illegible] সাণ্ডিমান কোয়েটায় একটী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বালকগণ ইহাতে বিদ্যালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেলুচি ও ব্রোহির সর্দারগণ আপনাদিগের অধ্যয়নার্থ আসিতেছে না। তাহারা বিদ্যা শিক্ষা করিলে ইংরাজেরা যত শীঘ্র তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিবেন, তত প্রদর্শনে তাহারা সেরূপ পারিবেন না।

খাদ্যদ্রব্যের আমদানি রপ্তানির সংখ্যা করিয়া আইন প্রণয়ন করাতে বাখরগঞ্জ অঞ্চলের [illegible] ব্যবসার কার্য ক্রমেই নষ্ট হইতেছে। অনেকে ভয়ে গাছকাটা বন্ধ করিয়াছে। বাখরগঞ্জ অঞ্চলে কাঠের কারবার [illegible]। তাহারা গাছ কাটিয়া সেই বনে তক্তা প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে পাইসেন্স টাকা দিতে হয়। পুলিসের উপর এই টাকা নিদ্ধারণের ভার, তাঁহারা এক একজন দ্বিগুণ টাকা ধরিয়া ব্যবসায়ীদিগকে তার পর তাহা বিক্রয় করেন, তদুপরি এতদ্বিষয়ক [illegible] আর কত অত্যাচার হইবে এই ভয়ে তাহারা ক্রমে ক্রমে কার্য পরিত্যাগে অভিলাষী হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে [illegible] ভদ্রলোকেরা নাকি তাড়ি প্রস্তুত করিতে জানে না, এবং কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক তাড়ি প্রস্তুত করিয়া খাইতে না। পুনর্ব্বার কর নিদ্ধারণে লোকে পাছে আর কোন গুরুতর অত্যাচার হয়, তাহা ভয়ে প্রচুর লাভজনক ব্যবসায়পরিত্যাগ করিতেছে।

বৈদ্যুতিক চিকিৎসক বাবু সীতানাথ ঘোষ ক্রমে ক্রমে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিতেছেন। তিনি বৈদ্যুতিক বলে হেয়ার স্কুলের মাষ্টার বাবু দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের একটী পুত্রকে আরোগ্য করিয়াছেন। আবার হিন্দু স্কুলের ২য় শিক্ষক বাবু হরলাল রায়ের একটী বয়স্থা কন্যাও বৈদ্যুতিক চিকিৎসায় আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাজেন্দ্র বাবুও নাকি বহুদিনের উদরের পীড়ায় অত্যন্ত কেশ পাইয়া কঙ্কালসার হইয়া পড়েন ডাক্তার বাবু আলাপেথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি সকল প্রকার চিকিৎসাই করেন কিন্তু কিছুতেই উপকার দর্শে নাই। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈদ্যুতিক চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ডাক্তার সীতানাথ বাবুর প্রসাদে এক্ষণে বিলক্ষণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

সাউথসেক্টাণ্ডের কৃষিবিদ্যালয় হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টী ছাত্র ৬৫ টী ছাত্রের মধ্যে বৃত্তি পাইয়াছেন। তাঁহারা ৩ বৎসর থাকিয়া আড়াই বৎসর এই কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পাইবেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাথেয় এবং অন্যান্য খরচের জন্য এক সহস্র টাকা পাইয়াছেন এবং তাঁহারা যত দিন তথায় থাকিবেন, তত দিন তাঁহারা বাৎসরিক ৫ই সহস্র টাকা পাইবেন। এক্ষণে এইরূপ ছয় টী বাঙ্গালার জন্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যার জন্য একটী বৃত্তি আছে।

ত্রিপুরাবার্ত্তাকার লিখিয়াছেন, চাঁদগ্রাম থানার কয়েকজন কনষ্টেবল একজন সন্ন্যাসীকে গরুর গাড়ীতে বাঁধিয়া কোর্টে লইয়া যায়। সন্ন্যাসীর হাত দুটী পায়ের দিকে নিয়া হাত কড়ি দেওয়া হইয়াছে। এবং শরীরের নানাস্থানে প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে। পায়ে ঘা পর্য্যন্ত হইয়াছে। জ্ঞান-শক্তি প্রায় রহিত। কেবল মধ্যে মধ্যে বেদনায় মন্ত্রণাসূচক অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। সন্ন্যাসী নাকি চট্টগ্রাম দিয়া চন্দ্রনাথ যাইতেছিল। তথাকার পুলিসের সহিত দেখা হইলে তাহারা তাহাকে থানায় যাইয়া নাম ধাম লিখাইতে বলে। সে নাম বলে কিন্তু থানায় যাইতে অসম্মত হয়। এই নিমিত্ত পুলিস সন্ন্যাসীকে মারিয়া ঢাপান দিয়াছে।

শিমলায় রিপন হাসপাতালের জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ নিম্ন লিখিত টাকা দান করিয়াছেন।

	টা
মহারাজ বিজনাগ্রাম	৮
মহারাজ পাতিয়ালা	৭,
মহারাজ ধোলপুর	৫
মহারাজ হিজ স্কুর	৫,
মহারাজ কোঠা	৫
মহারাজ দারভাঙ্গা	৫
মহারাজ যোধপুর,	৩
মহারাজ কাশ্মীর	৩
মহারাণী স্বর্ণময়ী, মুর্শিদাবাদ	৩
মহারাণী বলরামপুর	১,
মহারাজ আলোয়ার	১
নবাব রামপুর	১
রাজা নাহন	১,
গুলজিৎ সিং কটলম	১,
মহারাজ বর্দ্ধমান	১,
মহারাজ দার	১
মহারাজ কপূরথলা	১,
মহারাজ জয়পুর	
সার সালরজঙ্গ, কে,সি,এস,আই,	
রাজা রুবিদকোট	
রাজা শম্ভুনারায়ণ সিংহ, বারাণসী	
মহারাজ প্রতাপ সিং, সি,এস,আই,	
লালা রামনারায়ণ সাহেব, সিমলা	
মহারাজ বিকোয়াত	
বাবু মহিমারঞ্জন রায়, রঙ্গপুর	
রাজা কোচিন, কে,সি,এস,আই,	
রাজা পল্লাকোটা	
সার দিনকর রাও, কে,সি,এস,আই,	
প্রেমদাদাস মিত্র, বারাণসী	
এম হুবস্থানী মাপুনর কাপ্রিস্তাতম তাকোর	
রাজা স্কুলপা	
নবাব সার কয়েজ আলি খাঁ, কে,সি,এস,আই	
রাজা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী বাহাদুর	
সৈয়দ মেহেদবান আলি, বুলন্দসহর	
কৃষ্ণসহায় কশ্যপ, মিরাট	
রাজা জয়কৃষ্ণ দাস, সি, এস, আই, সিঙ্গনর	
রাজা লছমন সিং বুলন্দসহর	
নবাব আমির উল্লা খাঁ, মিরাট	
সেখ নসিরুদ্দিন,কুরপোলিয়া এলাহাবাদ	
রাজা সুবাল দে। চন্দ্রদেশ	
রায় বাহাদুর দণ্ডিরাম, বান্দোর	
সর্দ্দার আতর সিং,সি,আই,ই, ভাদোর	
সর্দ্দার মহম্মদ হায়ত খাঁ, কে,সি,এস,আই,	
বাবু রাজনাথ সিং অযুধ্যাদার	
লালা রামশরণ দাস সম্ভলা	
মহম্মদ মমতাজ আলি খাঁ, ইটোয়া	
কুলদাস বায় বাহাদুর লাহোর	
মিষ্টার পি, রামকৃষ্ণ কোকোন্দা	
মিষ্টার এ, এস, সাবাপাথি মুদ, বেলারি	

...েশ্বরের অনাদম মিশনরি বেবরেণ্ড ডাক্তার ... লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে ...ে টীকা দিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল। ঐরূপ ...পেণীয় বৈদ্যক গ্রন্থ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া ...ছে। ইহা অবশ্য আমাদের গৌরবের বিষয়। ... সাহেব বলেন, যখন এরূপ প্রমাণ পাওয়া ...ছে, তখন গোবীজে টীকা দেওয়া অশাস্ত্রীয় ও ...অনেক বলিয়া মনে করা হিন্দুমাত্রেরই ...বা নহে।

...লিকাতা মিউনিসিপালিটী, মহানগরীর স্বাস্থ্যের ...া বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে ...ী বিশেষ কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি ...নিসিপালিটীর অনারেবল সভ্য ও কলিকাতা হেই ...ালতের রেজিষ্ট্রার টমাস থোম্স সাহেব উক্ত ...স্থ্য কমিটীকে সাহায্য করিবার জন্য ছোট আদা- ...হইতে ছয় মাস ছুটী পাইয়াছেন।

...মিলান নগরের কারখানায় বড় কুইনাইন প্রস্তুত ...এত আর পৃথিবীর কোন স্থানে হয় না। গত ...র এক লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন তথা ...ত প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হইয়াছিল। ঐ কার- ...র দুই জন ভদ্রলোক ভারতবর্ষে কুইনাইনের ...দেখিতে আসিয়াছেন।

...কলিকাতা হাইকোর্টের অনারেবল বিচারপতি ...স সাহেবের বাঙ্গালীদিগকে মিথ্যাবাদী, প্রতা- ...ও জালকারী বলিয়া ঘোষণা হইয়াছে। মেকলে ...ভব বাঙ্গালীদিগকে যে সমস্ত কটূক্তি বলিয়া- ..., তৎসমস্তই সত্য বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মি- ...ছে। ডফিরেণ্টীন সেমিনরীর পুরস্কার বিতরণো- ...ক্ষে যে সভা হয়, সে সভায় তিনি এ কথা ...ই বলিয়াছেন। যাহা হউক, হাইকোর্টে বসিয়া ...ক জন মকদ্দমার ব্যবসায়ীকে দেখিয়া তিনি ...রূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গভীর ...নের পরিচায়ক নহে। আমাদিগের বোধ হয়, ...ারও বুদ্ধি মেকলের নাগে অধিক।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম বাবু রাধিকাপ্রসাদ ...াপাধ্যায় বিলাতের সিবিল ইঞ্জিনিয়র ইনিষ্টি ...টের একজন সভ্য হইয়াছেন।

গত ১৩ ই এবং ১৫ ই ডিসেম্বর আজমীরের ...র্গত পালবপুর যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, ...াতে অনেকগুলি লোকের অট্টালিকাপতনমনিত ...া হইয়াছে। যে সকল অট্টালিকা পতিত হইয়াছে, ...াহাতে অনূন দশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

এ সপ্তাহে আর একখানি মুদ্রিত আবেদন আমাদের হস্তগত হইল। ডানকুনি নামে যে ...টী প্রসিদ্ধ জলা ছিল, তাহা বোধ হয় পাঠক- ...র অনেকেই অবগত আছেন। ঐ জলাটী কাটিয়া এক্ষণে খাল করা হইয়াছে। খাল হওয়াতে অনেকের উপকার হইয়াছে বটে; কিন্তু মনোহরপুর প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। ঐ খালের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের উপর ড্রেণেজ সেস নামে এক প্রকার কর গ্রহণের নিয়ম করা হইয়াছে। খাল দ্বারা যে সকল ব্যক্তির ইষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট হইতে যেমন কর গৃহীত হইতেছে, যাহাদিগের অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহাদিগের নিকট হইতেও সেইরূপ গৃহীত হইতেছে। ফলতঃ শেষোক্ত ব্যক্তিদিগেরই দ্বিবিধ অনিষ্ট ও কষ্ট ঘটিয়াছে। এক, স্থান মন্দ হইয়া শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ও স্বাস্থ্যের বিঘ্ন জন্মিয়াছে। দ্বিতীয়, লাভ নাই অথচ কর দিতে হইতেছে। অতএব উহাদিগের বিষয়ে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের একটু কৃপাদৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

মিরাটের আজমীবস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, অঙ্গার জ্বালাইলে তাহা হইতে এরূপ একপ্রকার দূষিত গ্যাস নির্গত হয় যে, লোকে তাহার আঘ্রাণ লইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। আজমীর পোষ্ট আপীসের পোষ্টমাষ্টার একদা সপরিবারে গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, নিকটে কয়লা জ্বালাইয়া অগ্নি রক্ষা করা হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সেই গ্যাস তাঁহাদিগের নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করে। পোষ্টমাষ্টার তাহাতেই প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার পুত্রাদি সকলেই মৃতকল্প হয়। হাঁসপাতালে ইহাদিগের চিকিৎসা হইতেছে। কিন্তু কাহারও চৈতন্যোৎপাদন হয় নাই। বড় বড় ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, অঙ্গারোত্থিত গ্যাসই এই অনিষ্টের কারণ।

এবার কেরাণীপরীক্ষা বড় কঠিন হইয়াছে, পরীক্ষার্থিদিগের মধ্যে কেহই উচ্চ-বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কেবল ৬ জন মাত্র নিম্ন বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গত রবিবার শিমলায় ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি অট্টালিকার লৌহনির্ম্মিত ছাদ উড়িয়া গিয়াছে।

বাঁকিপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "এখানে যে গবর্ণমেণ্ট হোটেল ছিল সেটী উঠিয়া যাওয়াতে এখানকার ছাত্রদিগের থাকিবার অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছিল; সেই কষ্ট নিবারণের জন্য এখানে একটী "হিন্দু হোটেল" সংস্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার ন্যায় এখানে ভাল বাড়ী পাওয়া যায় না, যাহাও পাওয়া যায় তাহার ভাড়া অত্যন্ত অধিক। বালকেরা এত অধিক ভাড়া দিয়া বাড়ী লইতে পারে না; সুতরাং তাহারা যেরূপ বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য হন, তাহা অতি অপরিষ্কার ও অত্যন্ত সংকীর্ণ। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য কলেজের ঠিক বিপরীত দিকে (অর্থাৎ যে বাটী পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হোটেল ছিল) হোটেল খুলিয়া যাহাতে তাহাদের কোনরূপ অসুবিধা না ... তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়া থা... বঙ্গদেশস্থ অনেক ছাত্র ম্যালেরিয়ায় প্রপী... হইয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমে জল ... পরিবর্ত্তন করে, অথচ বিদ্যাধ্যয়নেরও কোন প্র... হানি না হয়, এরূপ স্থান সর্ব্বদা অনুসন্ধান ক... থাকেন; কিন্তু দূর ও অজ্ঞাত স্থানে গিয়া কো... থাকিবেন, না জানি কি বিপদে ও কষ্টে পড়ি... ইহা ভাবিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া জীর্ণ ... হইয়াও গৃহ ত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিতে স... করেন না। এই অভাবটীর দূর করাও হো... একটী উদ্দেশ্য। যাহাতে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যে... হয়, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইতে... রীতিমত ব্যায়ামের জন্য "পুরোদ্যান" নামক এ... ব্যায়ামস্থান আছে, তথায় প্রত্যহ বৈকালে ব্যা... শিক্ষার উত্তমরূপ বন্দোবস্ত আছে। যাহাতে ... অভিভাবকগণ আপন আপন সন্তানদিগকে প... ইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তজ্জন্য এক ... কৃতবিদ্য সুবিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির হস্তে হোটে... কার্য্য নির্ব্বাহের ভার অর্পিত হইয়াছে। যাহ... সকল প্রকার অবস্থার লোকের পক্ষে সুবিধা ... তন্নিমিত্ত হোটেলে থাকিবার মাসিক ব্যয় যত ... কম হওয়া সম্ভব ধার্য্য হইয়াছে।

বরাহনগর নরসভির কার্য্যসম্পাদক বাবু কে... চট্টোপাধ্যায় একটী উত্তম প্রস্তাব উপস্থিত ক... ছেন। এ দেশে এখন যে অকৃত্রিম দুগ্ধ দুষ্প্র... হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দু... দেশের প্রধান পুষ্টিকর দ্রব্য। উহার কৃত্রি... নিবন্ধন অজীর্ণতা প্রভৃতি দোষ ঘটিয়া যে পীড়া ও... সে বিষয়ে সংশয় নাই। বিশেষতঃ দুগ্ধপায়ী বা... বালকদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যাইতেছে। ... দেখিয়া উক্ত চট্টোপাধ্যায় বরাহনগরে অক... দুগ্ধের সরবরাহ করিবার একটী আড্ডা করিয়াছে... পূর্ব্বে একবার সোমড়ার মৃত বাবু উমাপ্রসাদ ... এ বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া আন্দো... করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে প... নাই। বরাহনগরের অনুষ্ঠাতাদিগের যদি দৃঢ় ... বসায় থাকে, কৃতার্থতা লাভে বিঘ্ন ঘটিবে, এ... সম্ভাবনা বোধ হয় না। ইহাঁরা নিয়ম করিয়াছে... কলিকাতার লোকদিগকে টাকায় ৬ সের এবং ই... দিগের অড্ডার এক মাইলের মধ্যবর্ত্তী লোকদি... টাকায় ৭ সের করিয়া নিষ্কল দুগ্ধ দিবেন। ... নিয়ম এই, কলিকাতার লোকেরা যদি নিজ দুই সে... ক্রয় না লন এবং তিন মাসের অগ্রিম মূল্য দেন, ...

হইলে টাকায় ৭ সের পাইবেন। আর ঐ অড়হর প্রতিবেশী লোকেরা যদি ঐ নিয়মে লইতে চান, টাকায় ৮ সের করিয়া পাইবেন। প্রতি মাসের চতুর্থ দিবসে অথবা তাহার পূর্ব্বে অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে হইবে। তাহার পর তিন দিবস মাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর ক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। আমরা উক্ত অড়হর আপরিচিতাদিগের আর একটী সদনুষ্ঠান দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। যথোচিত যত্ন ও প্রতিপালন চেষ্টা না থাকাতে ক্রমে আমাদিগের দেশের গোরু ও বলদ সকলের উন্নতি হ্রাস হইতেছে। ইঁহারা তাহার উন্নতির চেষ্টা করিবেন।

আমরা সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র হুকরতের কৃত একটী বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, কাশীতে সংস্কৃত পুস্তকোদ্ধারিণী নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে. বেদ বেদান্ত ন্যায় বৈশেষিকাদি গ্রন্থ এখন অন্যত্র দুর্লভ। যা কিছু আছে, কাশীতেই আছে। যদি কোন ব্যক্তির কোন গ্রন্থের প্রতিলিপি লইবার প্রয়োজন হয়, তিনি সভাকে সংস্কৃতে হিন্দিতে বা ইংরাজীতে পত্র লিখিলে কত দিনে কত ব্যয়ে কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন। প্রত্যুত্তর পাইলে সভা তৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া দিবেন।

রামপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীকে অপরে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিবার আমাদের ইচ্ছা হইল না। প্রবল দস্যুদলের যখন বাড়াবাড়ি সময় এবং প্রবল, তখন বোধ হইতেছে, পবিত্র বিবাহ প্রথাটী আর টিকে না।

সীমান্তদেশে আবার ষোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। খাঁরব সর্দ্দার রহমতুল্লা খাঁর সহিত সোয়াটের মৃত আখন্দের পুত্র মিয়া গুলের সহিত ঘোরতর শত্রুতা চলিতেছে।

বৈদ্যনাথের মহাবাজের তত্ত্বাবধায়ক গিরন সাহেব না কি বেতারের নীলকরদিগের পক্ষ সমর্থনার্থ গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। ইনি পূর্ব্বে চম্পারণে নীলের কার্য্য করিতেন, নীলকরদিগের বিষয়ে ইঁহার জ্ঞান বিলক্ষণ টনটনে সুতরাং ইঁহার দ্বারা নীলকরদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট যেমন নীলকর ও জমীদারের স্বত্বরক্ষার সমর্থ ব্যক্তিদ্বয়কে সভা শ্রেণীভুক্ত করিলেন, সেইরূপ বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রজার পক্ষ সমর্থনার্থ নিযুক্ত করিলে সকলেরই অসন্তোষের কারণ দূরীভূত হয়।

মৃত সার সালর জঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব লেয়াকৎ আলী নিজামের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি যদিও অল্পবয়স্ক তথাপি ইনি যেরূপ শিক্ষিত, তাহাতে নিজাম ইঁহাকে পদপ্রদান করিয়া সকলের যে প্রিয়কার্য্য করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাতিয়ালার মহারাজ শিমলায় বিপন হাসপাতালের নিমিত্ত সাত সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

কাবুলের আমীর সিমওয়াবিদিগকে দূর করিয়া দিয়াছেন, তাহারা যদি জালেপুরের আবদর খাঁর চৌরিস্থ দুর্গ প্রত্যর্পণ না করে তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ ও পরাভূত করিয়া স্বয়ংই দান করিবেন।

এ সপ্তাহে ভারতদর্পণ নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি মজঃফরপুরের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য এক পয়সা। এত অল্প মূল্যে এরূপ বৃহৎ সংবাদপত্র আমরা বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রচার হইতে দেখিলাম। লিখিত বিষয়গুলিও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। ঈশ্বর ইহার দীর্ঘ জীবন দেন ইহাই বাসনা।

শুনা যাইতেছে গবর্ণর জেনেরল প্রজার পক্ষ সমর্থনার্থ ব্যারিষ্টার ডবলু, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নিযুক্ত করিবেন। ঊমেশ বাবু যেরূপ আইন-জ্ঞান-সম্পন্ন ও বিচক্ষণ তাহাতে তাঁহার নিয়োগ অবশ্য সাধারণের সন্তোষকর সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি বা কখন প্রজার পক্ষ হইয়া কিছু বলিয়াছেন বা করিয়াছেন ইহা ত আমাদিগের স্মরণ হয় না।

শুনা যাইতেছে আগামী বর্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহ মার্চ্চ মাসে গৃহীত হইবে।

লর্ড রিপন তাঁহার ঔদার্য্যগুণে ক্রমে লোকের মনোহরণ করিতেছেন। তাঁহার সকল বিষয়েই সরল ভাব দর্শন করিয়া আমরা অন্তরের ভক্তি উপহার না দিয়া থাকিতে পারি না। আমরা ভয়ে মুখ ফুটিয়া বলি না বলি কিন্তু ইঁহার পূর্ব্বে যাঁহারা ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত আমরা মনে মনে সকলেরই ভারতবর্ষ পরিত্যাগের দিন গণনা করিতেছিলাম, কিন্তু আজ লর্ড রিপনের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা দূরে থাক তাঁহার নির্দ্দিষ্ট শাসনকালের এক একটী দিন গত হইতে দেখিয়াও দুঃখিত হইতেছি। লর্ড রিপন নিয়মিত সময়ের উপরও যাহাতে ভারতবর্ষ শাসন করেন তজ্জন্য রাজ্ঞীর নিকট আবেদন করিবার কথা শুনিলে মনে যে কত আনন্দ হয় তাহা প্রকাশ করাও দুষ্কর। কিন্তু অন্যান্যের ভারতবর্ষে অধিক দিন এরূপ গুরুতর কার্য্যভার মস্তকে বহন করিলে পাছে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এই চিন্তা আবার সময়ে সময়ে আমাদিগকে ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করাইতে চেষ্টা করে। তিনি নিয়মিতকাল নিজ কার্য্য করিয়া সুস্থ শরীরে ইংলণ্ডে থাকিয়া ভারতবর্ষের কল্যাণ-চিন্তা করিতে পারেন, তাহাও ভারতবাসীর পরম লাভ। পাছে [illegible] ইউরোপের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের স্থান নির্দ্দেশিত ছিল, সেখান হইতে সভ্যগণের বক্তৃতাদি শুনিবার যে সুযোগ আছে তাহা পাইলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন লর্ড রিপন একজন সখের শ্রেষ্ঠ। মিরতের জনৈক সংবাদদাতা [illegible] ছোট ছোট ছেলেগুলার আশ্চর্য্য খাটিয়া মরা দেখিয়া গবর্ণমেণ্টকে ইহার বিরুদ্ধে কোন বিধি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

বাঙ্গরগঞ্জের অন্তর্গত শিরোজপুর উপবিভাগের অধীনে ত্রিশটী পল্লীর প্রজারা রাজস্ব না দিয়া দখলে রাখিবার চেষ্টায় সময়ে সময়ে বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করে। এই সকল প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত করে, বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই আশঙ্কায় আরও এক বৎসরের নিমিত্ত [illegible] অতিরিক্ত পুলিস প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাদিগের নিমিত্ত গ্রামবাসিদিগকে ৮৮৪৩ টাকা ব্যয় করিতে হইবে

গত নবেম্বর মাসে ৬৮৭ জন [illegible] পরিত্যাগ করিয়া উপনিবেশে যাত্রা করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ৪৩০ জন ডিমেম্বর ও ৮৫৭ জন [illegible] গিয়াছে।

গ্লাডষ্টোন ডোমাইনিয়ন মন্ত্রিত্ব এক জন সৈনিক পুরুষ সেনাপতির ব্যবহারের নিকট এক জন [illegible] স্কে বন্দুক দ্বারা হত্যা করিয়া ঘোর উদ্ধত্য দেখাইতেছে।

আগামী আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষের অডিটার [illegible] নামে এক পদের সৃষ্টি হইবে। ভারত-[illegible] এই পদ প্রস্তাব অনুকূল, কিন্তু [illegible] আপীস সংক্রান্ত। যিনি এই পদ প্রাপ্ত [illegible], তাঁহার বেতনও না কি মাসিক সাড়ে চারি [illegible] টাকার ন্যূন হইবে না। ভারতবর্ষ আছে, [illegible] অডিটর জেনেরল আছেন। ব্রহ্মদেশের অন্যে [illegible] হাটে কি দরচ উঠল, তাহা জানিবার আব [illegible] হয় না।

পাবনার সিবিল সার্জ্জন এচ, এম, ডেভিস পদ [illegible] করাতে বাঁকুড়ার সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত রাম- [illegible] দত্ত তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

আলীরাজপুর ভীলদিগের যে ভয়ানক উপদ্রব [illegible] হইয়াছিল, তাহা প্রশমিত হইয়াছে।

রাজমান্দ্রীর একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু বিধবাবিবাহের [illegible] করাতে তত্রত্য সরকারদিগের শত্রু [illegible] অবমানিত ও নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন [illegible] তিনি তাঁহার নামে আদালতে অভিযোগ [illegible]। ডিষ্ট্রীক্ট মজিষ্ট্রেট এই মকদ্দমা ডিসমিস [illegible] দিয়াছিলেন; কিন্তু মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং [illegible] তদন্ত করিতেছেন। ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের [illegible] বিরুদ্ধে এতদ্ভিন্ন হাইকোর্টে উহার আপীল [illegible]।

বঙ্গের শাসন সংক্রান্ত বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী [illegible] কাছে সাক্ষাদ্দান সম্বন্ধে ভারতবর্ষের [illegible] দিগের বিদ্যাশিক্ষার ইতিহাসসম্বন্ধে একটী [illegible]। তিনি এক স্থলে দেখা- [illegible], হিন্দুদিগের [illegible] মুসলমান দিন দিন [illegible] উন্নতিপথে দণ্ডায়মান হইতেছে। কিন্তু [illegible] মেণ্ট ও বিদ্যাদান বিষয়ে উদাসীন নহেন।

এবার গবর্ণর জেনেরল সিমলাগমনকালে কাল [illegible] দর্শন করিবেন না। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ [illegible] একেবারে সিমলা যাইবেন।

গত ১১ এ ফেব্রুয়ারি হইতে কলিকাতা ট্রাম- [illegible] কোম্পানী এই নিয়ম করিয়াছেন, যে অর্দ্ধমূল্য [illegible] ও কলিজিয়েট স্কুল অব মেডিসিন স্কুলের ছাত্র- [illegible] ছাড়া যে কোন স্থান হইতে আরোহণ অব- [illegible] করুক না, প্রত্যেকে এক আনা মাত্র ব্যয় [illegible] যাতায়াত করিতে পারিবে। তবে আবশ্যক [illegible] আইনের কর্ম্মচারীদিগকে শিক্ষকের ও কালে- [illegible] সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে।

[illegible] দিনের পর চেতলা ও মাহাপুর বাস্তীর [illegible] মিউনিসিপালিটীর দৃষ্টি পড়িয়াছে, কিন্তু যে [illegible] তাহার সংস্কারকার্য্য সমাধা হইতেছে, তাহাতে [illegible] যে উহার পুনঃসংস্কারাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, [illegible] আর সন্দেহ নাই। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এই [illegible] কমিশনর কি নিদানসিপাল ইঞ্জনীয়ার মহাশয়েরা দেখিয়া লয়েন না?

এবারেও আবার কালীঘাটের স্কুলান পোলটীর পৃষ্ঠ পরিবর্ত্তনাবধের পদার্পণ হইয়াছে। কয়েকটী কড়ি বদলান ও পোলের উভয় প্রান্তের পাদপথের ইট পরিবর্ত্তন এবারকার প্রধান কার্য্য। কিন্তু পোল টীর অবস্থা দেখিলে বোধ হয় কোন্ দিন না জানি হুড় ভাঙ্গ করেন! অতোরতঃ যেরূপ লোকজনের ভিড় পড়ে, তাহাতে কালীঘাটে একটী সুদৃঢ় সেতু প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গত বর্ষে এ সম্বন্ধে এক আন্দোলন উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তার পর আর উহার কোন উচ্চবাচ্য শুনিতে পাই না কেন?

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মুক্তি ফৌজের উপর কেন যে এত বিরূপ, তাহা ত বলা যায় না। মুক্তি ফৌজ ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সমাবেশের সহিত বাহির হইয়া থাকে, কিন্তু বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে দেখি- লেই ধৃত করিয়া রাখেন। আমরা ত ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি না। মুক্তি ফৌজ এক্ষণে যেরূপে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষেই অধিকতর মঙ্গললাভের সম্ভাবনা। অতএব ইহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। লর্ড রিপনের সহকারীগুলি প্রায় তাঁহার অনুরূপ, কিন্তু বোম্বা ইয়ের গবর্ণমেণ্ট কেন যে এত চটা ও কূটবুদ্ধি তাহা ত আমরা ভাবিয়া পাই না।

গত বৎসর কামাখ্যা মন্দিরস্থিত রৌপ্যনির্ম্মিত দ্বাদশভুজা কামাখ্যা অপহৃত হয়। কিন্তু অদ্যাপি তাহার সন্ধান হইল না। এই অভাব পূরণার্থ গৌহা টীর উকীল বাবু শ্রীমন্ত সেনের উদ্যোগে কলিকা তার কোন একজন কারিগরের নিকট পিত্তলনির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি পুনঃ নির্ম্মাণের নিমিত্ত টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮৩ অব্দের ২১ এ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেট হইতে:—

কলিকাতার প্রতিনিধি কালেক্টার ডবলু, এচ, গ্রিমলে রোড নিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইলেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, বোবেল আর্ণল্ট কলিকাতার কষ্টম কালেক্টার হইলেন।

চম্পারণের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, আর, হেনাব ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] ডেপুটী কালে- [illegible] ডাবু, রাটরে গয়ার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ভাগলপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোরাইসাঁস হ [illegible] মালদহে বদলী হইলেন।

হাজারিবাগের অন্তর্গত গিরিডির সহকারী কমিশনর সি [illegible] এস, বেডফোর্ড ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্ট [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

খুলনার অন্তর্গত বসিরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডে [illegible] কালেক্টার বাবু নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৮৭০ অব্দের ১০ আ [illegible] হাজারিবাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] শ্যামাপদ চৌধুরী ১৮৮০ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্ট [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি পর্য্যবেক্ষণ আসিষ্টাণ্ট কমিশনর দীনেশচন্দ্র রায় উক্ত পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু নবীনচন্দ্র মৈত্র ঐ পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এচ, এচ, বিঙ্গলে মালদহের [illegible] কমিশনরের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ, এম টেলর [illegible] লিখের অন্তর্গত পুরুলিয়ার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রে [illegible] ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বুসরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা [illegible] ডি, নটন মজঃফরপুরের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

পুরিয়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সে, [illegible] ঢাকার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্ট [illegible] ডবলু মাডক্ক কিছু দিনের জন্য ১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মা [illegible] ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, সি, ডহালয়ম এবং এ, বড়ুয়া [illegible] শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

সালেম এর ডেপুটী স্কুল-ইনস্পেক্টার বাবু চতুর্ভুজ পট্ট [illegible] বি, এ, গবর্ণমেণ্টের ভাড়ুয়া-ভাষার অনুবাদকের প [illegible] করিয়াছেন।

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ।

রেজিষ্ট্রী আপীসের প্রথম ইনস্পেক্টার এচ, এচ হা [illegible] রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারল হইয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৪ পরগণার অন্তর্গত সিয়ালদহের মুন্সেফ বাবু রাজকৃষ্ণ [illegible] কলিকাতা ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার হইলেন। ইনি আদালতের আইনানুসারে ২০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মক [illegible] বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ফরিদপুরের হস্তর্গত তাঙ্গার মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র [illegible] বালেশ্বরের অন্তর্গত নড়াইলের মুন্সেফ হইলেন।

বাঁকুড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি [illegible] সামুয়েলস, ১৮৮৩ অব্দের ১০ আইনের ১১০, ১৭৩ ও [illegible] ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাঁকুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] কালীপ্রসাদ মিশ্র এবং হাবড়ার বাবু ভূবনেশ্বর বসু ও [illegible] ভূবনচন্দ্র মিত্র ১৮৮২ অব্দের ১০ আইনের ১০০ ধারানু [illegible] বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible]

সংবাদদাতার পত্র।

কাঁকিনাড়া।

এই [illegible] অনুরোধে ও স্বদেশের হিত কামনায় আমরা মনের মধ্যে সংবাদ পত্রে নানা বিষয়ক [illegible] প্রস্তাবের আন্দোলন করিয়া থাকি, কিন্তু [illegible] বিশেষের [illegible] হয় না। কোন মহাত্মারা যদি মনোযোগ পূর্বক সংবাদ পত্রের প্রস্তাবাদি পাঠ করেন এবং কোনের ভ্রম বা ত্রুটি বুঝিতে পারিলে [illegible] ইহা নিবারণ করা উচিত, তাহা হইলে সংবাদ পত্রের দ্বারা এতদ্দিন আমাদের অনেক [illegible] সংশোধন হইতে পারিত। আমরা [illegible] দৃষ্টান্ত ও সুনিতে পাই যে, সে [illegible] সংবাদ পত্রের [illegible] বিষয়ের [illegible] সংবাদ লিখিয়া [illegible] কর্তৃপক্ষের [illegible] হইয়াছে। [illegible] বিষয়ের [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] সংবাদ পত্রের [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছেন।

আজ কাল শান্তিপুর [illegible] মাসের নাম করিয়া [illegible] অভিনয়" [illegible] করিতেছে। গত বৎসর এখানকার কয়েকজন মহাত্মা [illegible] "সুরধুনি কাব্য" নামে একটী সভা করেন। ঐ সভায় দেশের কোন উপকার হয় নাই, কিন্তু চন্দননগরের অনুরোধে [illegible] একটী অগ্নিময় উহার কিছু কিছু চাঁদা দিতে হইয়াছিল এবং ঐ বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক ভদ্রলোক [illegible] করিয়া নানা সংবাদ সাময়িক পত্রে লিখিয়া পাঠান। এক্ষণে বলা উচিত যে, [illegible] কয়েক দিন সভার মাসিকের আনানা [illegible] পাঠাইবে এবং কোন কোন স্থানে [illegible] করিবে। বিদ্যালয় অভিনয় হউক এবং কোন কোন স্থানে [illegible] করুন। কিন্তু আমাদের দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সুরধুনি কাব্য সংক্রান্ত নানা সংবাদ এ বৎসর আমার আনীত মহাত্মা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মহারাজ যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে ঐ সুরধুনি সভার "[illegible]" কাড়িয়া [illegible] ভিক্ষা করিলেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের নিকটস্থ [illegible] হইল, কারণ অদ্য বড় মহাত্মাদ্বয় যে সভার "প্রেসিডেন্ট" সেই সভার নানা সংবাদ [illegible] দ্বারে দ্বারে সংসামান্য ভিক্ষার্থে ধাবমান!!

কয়েক দিন হইল, বহরমপুরের বাবু নরেন্দ্রলাল বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় ও শান্তিটাদ ঠাকুরের মন্দিরের সম্মুখে একটী সাধারণ সভাধিবেশন করেন। ঐ সভায় সাধারণ লোকের সমাগম হয় নাই, তবে পরমার্থের অভিনয় দেখিবার জন্য অনেক ভদ্রলোক সভাস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের দ্বারা সভার ও নরেন্দ্রলালের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় নাই। বাবু মহাদেব বাবুকে মুরুব্বী করিয়া যদি সভা না করিতেন, তাহা হইলে অদ্যকার [illegible] সুরধুনি [illegible] সন্দেহ নাই। ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে [illegible] বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রত্যাগমনি নিমন্ত্রণ করায় উক্ত সভাধিবেশনের প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু নরেন্দ্রলালের বালকতা নিবন্ধন এতদ্ব্যতীত সময় স্থলে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার [illegible] উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রধান পরিচালক [illegible] নিযুক্ত করেন। [illegible] বিষয় এই। কোনকালে বাদানুবাদের সময় পরমার্থ বাবু মন মন "কিবার কিবার বলিতে লাগিলেন। অমনি কে "ক'র বোল করি" বলিয়া উঠাতে সভাস্থ প্রায় সমস্ত লোক "গোলে হরি বোল" দিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ সভায় স্থানীয় ডাক্তার রত্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটী বক্তৃতা করেন, কিন্তু তাঁহার [illegible]

আমার [illegible] কেহই বুঝিতে পারেন নাই।

কাঁচরাপাড়া।

সম্প্রতি এখানে একটী সংস্কৃত [illegible] হইয়াছে। এখানকার [illegible] এখানে একটী কাপড়ের কল করিবার [illegible] করিয়াছেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত [illegible] বিশেষ সাহায্য ও উৎসাহ [illegible] মূলধন ৮০০০০০ টাকা। [illegible] বিক্রয় হইয়াছে। এখানকার একজন [illegible] উকীল বাবু শ্রীনাথ চৌধুরী এই [illegible] [illegible] সম্পাদক ও আইন অনুসারে [illegible] তাঁর হস্তে [illegible]। এ অঞ্চলে তুলা [illegible] সস্তা; সুতরাং এখানে কাপড়ের কল বেশ [illegible] সন্দেহ নাই। আর দেশীয়দিগের উৎসাহও [illegible] বিলাতী সভ্যতা বাঙ্গালীর হৃদয়কে প্রবেশ করিয়া ফল ফলাইতেছে, তাহাদের মনকে [illegible] ফলে নাই। ইহাদের অন্তরে এখনও [illegible] স্বাইস্ট্রাসিবাদ প্রবল আছে, তাই চারি পাঁচ [illegible] পড়িয়াই সাহেবদিগের অধীনে চাকরী করি [illegible] ইহারা বড় করেন না। ইহারা গৃহ [illegible] কার্যেতে বেশ দক্ষ। ইহার বহরমপুর এখান হইতে প্রায় ৮৮০ শত মাইল দূরবর্তী, তথাপি এখানে হিন্দুস্থানী অপেক্ষা বাঙ্গালী [illegible] অধিক। উক্ত কোম্পানির [illegible] অংশ বিক্রয় হইয়াছে। [illegible] বঙ্গের মধ্যে আর সভা [illegible] মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঙ্গালী [illegible] তুমি এখনও বিলাতী কাপড় পরিয়া বিলাতী [illegible] এখন ভাঙ্গিয়া ঘুমাইতে [illegible] এ ঘুম ভাঙ্গিবে বলিতে পারি না।

কল্য ১৩ই ফেব্রুয়ারি [illegible] বরদার রাজা [illegible] এখানে আসিয়া [illegible] যাইবেন। আজই আবার চলিয়া যাইবেন। [illegible] নাকি কলিকাতায় [illegible] সাহেব সাক্ষাৎ করিতে [illegible]। [illegible] স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট [illegible] এক স্থানের উপর [illegible] পাকা [illegible] আসিয়াছিল। মহারাজ [illegible] চড়িয়াই সেই সময় নদীর দোষাতে [illegible] ছিলেন। তাঁহার বয়স অতি অল্প। অল্প দিন [illegible] রাজপদ পাইয়াছেন, [illegible] অনেকটা বাঙ্গালীর মত। [illegible] সেই গোকুলদাসের বাগানেই ছিলেন।

এখানে এখনও অনেকটা শীত আছে। [illegible] বেশ সুবিধার। গ বৎসর এখানে [illegible]

ঠাকুরাণীর হাট। আর কাল পুরাণ ছোলা টাকায় ৫ সের।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের ধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া ওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা ইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের ্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ ত্রাদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক যুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন খিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণার- ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা সিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা লেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, ারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, ারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা- র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ া; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক তত্ত্বর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত মারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।

সার প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
দ্বিতীয় ভাগ (পঞ্চদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
সার তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০
বিষ্ণুর বিলাপ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ৷৷০ ডাক মাঃ /০
ীশের ইতিহাস (এরূপ ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই শিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।

১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধ তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা ছোট শিশি ১ টাকা।

দন্তরোগাপহ চূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ার ক্ষত, নড়া, আল্‌গা হওয়া ও রক্ত-পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। মূল্য ।০ আনা।

সুগন্ধ নারিকেল তৈল।

মূল্য বড় বোতল ১ টাকা, ছোট বোতল ৷৷০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা আরোগ্য প্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে। ডাকে পাঠাইতে হইলে ডাকমাসুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্ন লিখিত নবপ্রকাশিত পুস্তকগুলি ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরি প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বৌঠাকুরাণীর হাট (উপন্যাস) ১৷০
সন্ধ্যা-সঙ্গীত ৷৷০

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন গুপ্ত।
৬ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন
যোড়াসাঁকো—কলিকাতা।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

(৺ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও ঢাকার নবাববাটীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদার-নাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে)

সর্ব্বাগ্রে অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে। আপাততঃ প্রতি মাসে ইংলিশ অক্ষরে ছয় ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য স্বাক্ষরকারী গ্রাহকগণের প্রতি প্রত্যেক খণ্ডের ৵০, বিনা স্বাক্ষরকারীদিগের ।০ আনা; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাসুল লাগিবে। অনুমান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।

যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দিবেন, তাঁহাদিগের ডাকমাসুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

মহাভারত কার্য্যালয় } শ্রীহরিদাস মাল্লা।
২ নং অভয়চরণের লেন, কলিকাতা। } প্রকাশক।

নূতন পুস্তক।

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাসুল /০।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড আর্য্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

এইচ দের জেনারেল ডিপো

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডি হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ল আমাদিগকে উৎসাহিত করেন এই আমা অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা) দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কা ধুতি, চাদর জোড়া ১৷৵ হইতে ৭, টাকা পর্য্যন্ত না প্রকার তৈয়ারি জামা অঙ্গরাখা ও ছিটের ৷৵ হইতে ৪, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার পান ৩, হইতে পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১, হইতে ২ মোজা ৷৷০, ।৵০, ।০ জোড়া; গাটার /১০, ৵০, ।৵, কমাল রেসমী ১, ১।০ ২৷৷০, সুতীকমাল ।০, ৵০, /০ ছোয়ালে ৷৷০, ।৵০, ।১০, ৵০, নূতন নূতন ফে নের গ্রেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১, ১।০, ১ ২, ২৷৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৫, ৬, ৭, বিলা সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হই ৩৷৷০ লেভেণ্ডার ৸৵০ ফুরিডা ৸০ পাইভারের ইউ কলং ৸০, ৷৷০ অন্যপ্রকার ।০, ৵১০ অতি উৎ সুগন্ধি হেমকুমারী তৈল গায়ে মাখিলে ও কে বিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সু ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান ড ৩, ২৷০, ১।০, ৸৵০, ।৵০, অটোডিরোজ (অর্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি সিনরোনি ২, মেকেসার অয়েল ১।০, ।৵০, উত্তম ত ।০, ৸০, ১, ২, নানাপ্রকার এয়ারিং জোড়া ।৵০, ৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার জাল ।০, ।৵০, চিরুনী ৷৷ হইতে /০ ব্রস ৷৷০ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কাপ বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির ফিতা গ ২, হইতে ৵১০, কন্ফটার, মোজা ও টুপি বুনিবা জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পৌণ্ড এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও বারপে

...সাইব বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয়

মণিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন দ্রব্যাদি পাঠাই না।

কল্পদ্রুম পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

...কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সাধারণের ধর্ম্মকোপাদান, ...গলের মন্দো আগমন, পৌত্তলিকতা ও ধর্ম্মতত্ত্ব, ...দিবা, ব্রাহ্মদিগের অভিধান, পিতৃভক্তির প্রতি ..., মুক্তকণ্ঠে, পৌরোহিত্য, সাংখ্যদর্শন, এই ...বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ...৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল ...অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু ...মহাশয়গণ সোমপ্রকাশ ডাকঘরে সোমপ্রকাশের ...ধ্যক্ষ সম্পাদক ভূদেবচন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র ...লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ...কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

নূতন কাব্য!

"দশমহাবিদ্যা।"

সুপ্রসিদ্ধ কবি।

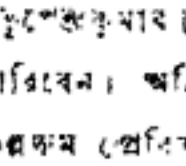
শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত।

...া ॥৵০ আনা ও ডাকমাসুল ৴১০ আনা

...লিকাতা, ২৯ নং বীনচোপ যন্ত্রে মাত্র প্রাপ্তব্য।

আই, সি, বসু কোং।

...চিকিৎসা করা  ...ল

Dr. B. N. Dass's Gonorrhœal Mixture ...ক মিশ্র) উহাতে মেহ, (ধাতের পীড়া) শ্বেত ...ইত্যাদি সপ্তাহে আরোগ্য হয়। নানা স্থান ...ত অনেকে ইহার সুখ্যাতি-পত্র দিয়াছেন ও ...দিতেছেন যাঁহারা অপর ঔষধ ব্যবহার করিয়া বলেন ...তারা বলিয়াছেন "আপনার ঔষধ অবশেষে রোগ ...ত পরিত্রাণ পাইলাম।" মূল্য ২, টাকা, প্যাকিং ...আনা।

Blood alterative (রক্তশোধক) ইহা ব্যবহারে ...ম, ঘাত, গাত্রে এবং হস্ত ও পদতলে পারা ফোটা, ইত্যাদি রক্তদোষ পক্ষান্তরে আরোগ্য হয়। মূল্য ...প্যাকিং ।০ আনা।

ঠিকানা।—কলিকাতা, কলুটোলা, নং ৪৫ x চুনা-গলি শ্রীবিপ্রদাস দাস এণ্ড কোম্পানি।

নূতন হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি।

বিলাত হইতে সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তকাদি আনাইয়া সকল ডিস্পেন্সরি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা যাইতেছে। শ্রীজ্ঞানকীনাথ কবিরাজ মানেজার। ২২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট খ্রিষ্টের উত্তর, বড় বাজার কলিকাতা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "আয়ুরক্ষন" ছই খণ্ড। মূল্য ডাকমাসুল শুদ্ধ ২৷৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রাহক জীবন-যাত্রির নিকট এই পুস্তক ছই খণ্ড থাকা আবশ্যক।

(২) "শরীর রক্ষন" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাসুল শুদ্ধ ।৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বড়বাজার ষ্ট্রীট ১৬৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কফ-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা, (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

হোমিওপ্যাথিক জ্বরচিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বপ্রণেতা বাবু হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৷৵০ আনা। ৩৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য। ভৈষজ্যতত্ত্ব ২য় সংস্করণ ছাপা হইতেছে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র—টাঙ্গাব
" " হরচন্দ্র চৌধুরী—নওকোণা
" " গোবিন্দনারায়ণ ঘোষাল—অম্বালা
" " আনটি অধিকারি গোস্বামী শিবসাগর
" " শ্যামাচরণ মুস্তফী—চাপড়ে
" " কমলচাঁদ দাস—ডুমুরি
" " হরচন্দ্র দাস—রঙ্গপুর
" " অক্ষয়কুমার দাস—খুলনা
" " রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়—গোবরা
" " ব্রজনাথ রায়—কেরলপুর
" চৌধুরী বাবু জগন্ময় মল্লিক শিবসাগর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, ধরবাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যথা যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। বিশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রাহক নিষ্ক্রিয় হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি পাঠাইতে করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৷০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে চাপড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৭ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তনা' প্রকর্ষসহিতায় পার্থিব: মরমসী অনিমহতী ন ছীয়সা' ১৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৯ সাল। ২২ এ ফাল্গুন। ইং ১৮৮৩। ৫ ই মার্চ্চ। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

কয়েকজন কর্ম্মচারির প্রয়োজন।

কয়েক জন বহুদর্শী তহশীলদার ও তহশীল মুহু
র আবশ্যকতা হইয়াছে; তহশীলদারদিগকে
০০ টাকার টাকার জামিনী দিতে হইবে, বেতন
মাসিক ২০ টাকা। এক বৎসর কার্য্য করিবার পর
মাসিক ১, এক টাকা করিয়া বৃদ্ধি, পরিশেষে বেতন
মাসিক ২০ টাকা হইবে। মুহুরিদিগকে ৫০০ টাকার
জামিনী দিতে হইবে, বেতন ১০, টাকা হইতে ১৫,
টাকা পর্য্যন্ত মাসিক। জমিদারী কার্য্য চালাইবার
হিসাব রাখিবার ক্ষমতা ও হিন্দী ভাষায় জ্ঞান
অথবা ঐ ভাষাদ্বয়ে যে পরিচয়তা আবশ্যক।
উপরোক্ত পদ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে দরখাস্ত
করিতে হইবে।

৩৮ ছোটনাগপুর ষ্টেট } Kabiul Das Habbar.
ম ১৮৮২ সাল। } মোনেজার, ছোটনাগপুর
ষ্টেট কোং।

PEOPLE'S DIRECTORY AND ALMANAC 1883

Containing among other useful and general information, alphabetical lists of European and Native residents of Calcutta and the Moffassil, including the members of the covenanted and uncovenanted Services of Government. Price 1৷৷ To be had at the Somaprakas Depository No 37. College Street Calcutta.

B. C. Gupta

পঞ্চদশী।

আগামী আষাঢ় মাস হইতে "নিরপেক্ষধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা" মূল, টীকা এবং সরল বঙ্গানুবাদ সমেত "পঞ্চবিবেক-পঞ্চদীপ-পঞ্চানন্দাবয়বাত্মিকা পঞ্চদশী" মুদ্রাঙ্কিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অনুমান চতুর্দ্দশ খণ্ডে, ৬৫০ শত পৃষ্ঠায় শেষ হইবে। মূল্য সুলভ, কাগজ ও ছাপা উত্তম। যাঁহারা আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য এক-কালীন প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ৩৷৹ তিন টাকা আট আনা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। নচেৎ ৪৷৹ পাঁচ টাকা আট আনা দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। ইহা এক সময়ে ৬, ছয় টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। মূল্যাদি উপনিষৎ প্রকাশক শ্রীযতেশচন্দ্র পালের নিকট দেয়। যোড়াসাঁকো; ১৪১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট: কলিকাতা।

পোস্টাল নোটিশ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সালের ১ লা মার্চ্চ হইতে নিম্ন লিখিত কলিকাতা জেনেরল পোষ্ট আফিসের শাখা পোষ্ট আফিসে মণি-অর্ডারের টাকা পাওয়া যাইবে।

নং ১ আলিপুর।
নং ২ বিডন স্কোয়ার।
নং ৩ বহুবাজার।
নং ৪ গার্ডেনরিচ।
নং ১৬ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট।

যে সকল মণি-অর্ডারের টাকা উপরোক্ত শাখা পোষ্ট আফিসে প্রদত্ত হইবে, সেই সকল মণি-অর্ডার হইতে যে শাখা আফিস হইতে তাহার টাকা পাওয়া যাইবে, তাহার নাম লাল রঙ্গের কালীতে লেখা থাকিবে। এবং সর্ব্ব সাধারণে তাহাদিগের ইচ্ছামত ঐ সকল মণি-অর্ডারের টাকা কলিকাতা জেনেরেল পোষ্ট আফিস বা উপরোক্ত শাখা আফিস হইতে লইতে পারিবে।

জেনেরল পোষ্ট আফিস } ই—৬ট
কলিকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি— ৮৮৩। } পোষ্টমাষ্ট

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতে
যে সহর কলিকাতাস্থ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটে ৪৫ ন
ভবনে পরিষ্কার গো-বীজে টীকা দিবার কারণ এ
নূতন "ডিপো" স্থাপিত হইল; যাঁহারা উক্ত ষ্ট্রী
নায় আসিয়া টীকা লইবেন বিনা খরচে গো
হইতে পরিষ্কার বীজে তাঁহাদিগকে টীকা দে
যাইবে; আর যাঁহারা আপন আপন বাটীতে
লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে টীকাদারের
ভাড়া ও তাঁহার পরিশ্রমের কারণ কিঞ্চিৎ পুর
দিতে হইবে। ইতি—

উক্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারক, শ্রীযুক্ত বাবু
সুন্দর ঘোষ, রায় বাহাদুর, গো-বীজে টীকার জে
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একব

পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

কফকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়ো,
কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেটেধরা,
কফ, গয়ের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক
সর্দ্দি পেড়ুনির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্য
গাঢ় পাচড়ায় প্রস্তুত। ৩০ বটিকা বিশিষ্ট শি
মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৹, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের
পাওয়া যায়। এবং বৃদ্ধ যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে
ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আর
কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌ
ব্রোড ষ্টকেলন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS.

Paris : 8, Rue Vivienne, 8. Paris.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট

কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো

ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউল্‌স

এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ উকণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহার্য্য।

গ্রিমল্ট সাহেবের এসিন্স অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অর্থাৎ রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এসিড্‌স আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্যকারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট কাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দোঁদলা।	গর্ভাবস্থায় বমন।

* হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির এন্টিস্পাস সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, হুপিং, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গুয়ানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

হিন্দু বিধবাবিবাহ সভা।

যিনি হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ দিতে কিম্বা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমাদের কার্য্যালয়ে আবেদন করিলে পাত্র ও পাত্রী পাইতে পারিবেন।

২৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট—কলিকাতা

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল কলেজের দক্ষিণ ৯৭ নং বাটীতে আমরা "সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়" নাম দিয়া একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছি। ইহাতে নানা প্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক, নাটক, উপন্যাস ও ডাক্তারি বহি রাখা হইয়াছে। সাধারণ ক্রেতাকে নিয়মিত কমিশন দিয়া পুস্তকাদি বিক্রয় করা হয়। যে কোন গ্রন্থকার বিক্রয়ার্থ এখানে পুস্তক দিবেন, আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিব। কেহ বিদেশ হইতে পত্র লিখিলে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুম এই উভয় পত্রই এখানে নগদ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ এখান হইতে সম্পন্ন হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য যদি কেহ পাঠাইতে লিখেন, আমরা অতি অল্প কমিশন লইয়া তাহাও কিনিয়া দিয়া থাকি। ইহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংযন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। যাঁ সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের বিনি সাপ্তাহিক বা মাসিক সংবাদ পত্র থাকেন, তাঁহারাও ঐ স্থানে পাঠাই তবে যাঁহারা মূল্য ও প্রেরিত প পাঠাইবেন, তাঁহারা কলিকাতার দ সোণারপুরে যেমন পাঠাইতেছেন, তে পাঠাইবেন।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্র
সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু
সহকারী সম্পাদ

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানু

(৺ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের ব

প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও নাব

নবাবসম্পাদীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদার

নাথ ঘোষ মহোদয়গণের বিশেষ সাহায্যে)

সর্ব্বাগ্রে অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হই আপাততঃ প্রতি মাসে ইংলিশ অক্ষরে ৬ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য গ্রাহকশ্রেণী গণের প্রতি প্রত্যেক খণ্ডের ৵০, বিনা গ্রাহক দিগের ।০ আনা; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লা অনুমান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।

যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দি তাঁহাদিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা মাত্রি

মহাভারত কার্য্যালয় } শ্রীহরিদাস
৭৮ অপরসার্কুলার রোড, কলিকা } প্রকাশ

নূতন পুস্তক।

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল ৵০।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড আর্য্য পুস্তক প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত লিখিত নবপ্রকাশিত পুস্তকগুলি ৯৭ নং কলে সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি ক্যানিং লাইব্রেরী,

...তীর প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ...ব।

...ঠাকুরাণীর হাট (উপন্যাস) ১।০

...া সঙ্গীত ... ... ॥০

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন গুপ্ত।

৮ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন

...ড়াসাঁকো—কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

কেলা পলিসগুলি সাঁতরাগাছার অন্তর্নিবিষ্ট।

সাঁতরাগাছা সর্ভিবিজন পুলিসিয়ার সামিল হওয়ায় ...ই সর্ভিবিজনের সমস্ত লোকেরই যার পর নাই কষ্ট ...ছে। কারণ, সাঁতরাগাছায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ...ণীর লোকই প্রায় সমস্ত। ইহারা কেহ পদব্রজে ...ও কখনের নৌকায় চড়িয়া হাওড়ায় গোছিনা মামলা ...দমা করিতে। কলিকাতায় এতৎপ্রদেশের অধি... লোকের ব্যবসায় ও চাকরী উপলক্ষে বাসাদি ...ছে; সেখানে গিয়া অনেকে আশ্রয় পাইতে। ...ন হইলে সাঁতরাগাছাবাসীরা এই সমস্ত সুবিধায় ... হইয়া অকূল দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছে। এই ...লাসের অন্তর্গত কালীগঞ্জের থানার অধিবাসী ...গণ পূর্ব্বে হাওড়াস্থ বিস্তারিতরূপে বসন করিয়া... ছেন। তবে তাঁহারা কেবল তাঁহাদেরই থানার ...কের অসুবিধা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ...পক্ষা ৬ দিন থানার অধিবাসীর কষ্ট কম নহে, ...বেশী। কারণ, তাহাদের পক্ষে যা ...কোন উপায়ে হাওড়ার একটা কাছা... নাই। আপন আপন বাসস্থান হইতে কোর্ট ...ন্ত্রাবাদের এলাকার নিকট দিয়া ১৪। ১৫ ...শ হেঁটে করিয়া আসা যাওয়া সেই সময় ...তা পাওয়া বিস্তর দিন মধ্যে ...ণের অসুবিধা ...কোন উপায়ে হাওড়ার একটা কাছা... নাই। আপন আপন বাসস্থান হইতে কোর্ট ...ন্ত্রাবাদের এলাকার নিকট দিয়া ১৪। ১৫ ...শ হেঁটে করিয়া আসা যাওয়া সেই সময় ...তা পাওয়া বিস্তর দিন মধ্যে ...ণের অসুবিধা ...ছে। কারণ, সাঁতরাগাছায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ...ণীর লোকই প্রায় সমস্ত। ইহারা কেহ পদব্রজে ...ও কখনের নৌকায় চড়িয়া হাওড়ায় গোছিনা মামলা ...দমা করিতে। কলিকাতায় এতৎপ্রদেশের অধি... লোকের ব্যবসায় ও চাকরী উপলক্ষে বাসাদি ...ছে; সেখানে গিয়া অনেকে আশ্রয় পাইতে। ...ন হইলে সাঁতরাগাছাবাসীরা এই সমস্ত সুবিধায় ... হইয়া অকূল দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছে। এই ...লাসের অন্তর্গত কালীগঞ্জের থানার অধিবাসী ...গণ পূর্ব্বে হাওড়াস্থ বিস্তারিতরূপে বসন করিয়া... ছেন। তবে তাঁহারা কেবল তাঁহাদেরই থানার ...কের অসুবিধা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ...পক্ষা ৬ দিন থানার অধিবাসীর কষ্ট কম নহে, ...বেশী

আমি একজন কৃষক। আমার জাতীয় ব্যবসায়ে
কিছু উপকার পাইবার প্রত্যাশায় গত ৮ ঠা
ধর সোমপ্রকাশে বৈজ্ঞানিক পারদর্শিতাশালী
বিশেষটীও "বিনয়াবনত" মহাশয়ের পত্র হইতে
া করিয়া লইলাম; ডাক্তার সরকার মহাশয়কে
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর
সে বড় আশ্বস্ত ও উপকৃত হইতাম। কিন্তু
উত্তর পাওয়া দূরে থাকুক, এখন "বিনয়াব-
র" গ্রাসে পড়িয়া প্রাণ যায়। যে পত্রের সহিত
পাঠাইয়াছিলাম, সে পত্রের মর্ম্ম এই যে, বিজ্ঞান
অনবরত বক্তৃতা না করিয়া একটু কার্য্যের
ক মন দিন। অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের সহিত
মাজের নিত্য সম্বন্ধ, সেই সকল উদ্ভিদের রাসা-
ক বিশ্লেষ করুন এবং আমার প্রার্থনাক্ত পদার্থ
লের ও তদ্বৎ অন্যান্য নূতন নূতন পদার্থ
লেরও ঐরূপ বিশ্লেষ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের
যোগী সার নির্ণয় করিয়া দিন। কেন না ঐরূপ
া দ্বারা ভারতবর্ষের বিশেষতঃ কৃষকজাতির
কতর উপকার করা হইবে। এই আমার অপ-
—অপরাধ আরও একটী আছে, বক্তৃতাগুলিকে
না বলিয়া,—লেখা বলিয়াছিলাম। ইহাতে
বিনয়াবনত" মহাশয় মহাক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে
াবিধ কটূক্তি করিয়াছেন। আমি তাহাতে
ন উত্তর করিব না, বরং তাঁহার একটী কটূক্তির
মোদন করিব। তিনি স্বীয় পত্রে বার বার
মাকে মূর্খ বলিয়াছেন,—"বিনয়াবনত" মহাশ-
ঐ গুলি বাতুলপ্রলাপ, কেন না বঙ্গদেশীয়
ক যে মূর্খ, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

পত্রপ্রেরক আমার পত্রখানিকে ডাক্তার মহেন্দ্র-
ল সরকার মহোদয়ের প্রশংসূচক বলিয়াছেন।
শংসূচক কি না সাধারণ পাঠক তাহার বিচার-
ভার:

পত্রপ্রেরক স্বীয় পত্রের এক স্থানে বলিয়াছেন
লেখকের (আমার) 'চন্দননাকপিত্নী দেখিয়া
ধ হইতেছে, তিনি অন্যাবধি মাতৃগর্ভে আছেন"
এ স্থলে পত্র প্রেরককে এক গল্প শুনাইয়া দি।
কোন ব্যক্তি পাকা জামে পাড়িতেছিল। এক
ক্তি তাহার নিকট কিছু চাহে। সে জাম
দেওয়ার প্রসঙ্গে তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া গালি
দান পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। প্রথম ব্যক্তি সম্বর
হইতে অবরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া
লিল,—ঠাকুর মহাশয়! আমাকে কি স্পষ্ট
ষ্ট দেখায়?" ব্রাহ্মণ কহিলেন,—বেটা ভূত
ষ্ট স্পষ্ট,—না হইলে ব্রাহ্মণকে গাল দিল না?
ন ঠাকুর মহাশয়ের কথায় বিশ্বাস স্থাপন হইয়া সমস্ত
ামগুলি তাঁহাকে দিয়া প্রস্থান করিল। তাই
এই পত্র প্রেরক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে কি হিংসাপরতন্ত্র বলিয়া আপনার বোধ হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, নাম ধাম প্রকাশ করিবেন, আমার কৃষকজাতি ভাল ভাল সামগ্রী আপনার বাটী পাঠাইয়া দিব।

পত্র প্রেরক আর এক স্থলে লিখিয়াছেন,—"বিজ্ঞানসভার কৃতবিদ্য ছাত্রেরা লাঙ্গল স্কন্ধে ভূমি কর্ষণ করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিবেন। ইহা মনে করিয়া লেখক মহাশয় যদি উক্ত সভার ফলদর্শনে রত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ব্যর্থমনোরথ হইবেন।" যে শিক্ষায় বঙ্গীয় কৃতবিদ্যগণকে বৃথা অভিমান ও অমূলক কুসংস্কারের পাশ হইতে মুক্ত করিয়া লাঙ্গল স্কন্ধ করাইতে পারে, বিজ্ঞান সভায় তাদৃশ কীরত্ন ও অলভ্য শিক্ষা হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। ফলতঃ বিজ্ঞান সভায় কৃতবিদ্যগণ লাঙ্গল স্কন্ধ করা দূরে থাকুক, চাট বাজার করিয়া সংসার ধর্ম্ম করিতেও সমর্থ হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং তাঁহাদিগের কোমল স্কন্ধে লাঙ্গল চাপাইতে আমার ইচ্ছা হইতে পারে না। তাঁহারা কৃষিবিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দান করিতে পারিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিব।

পত্রলেখক পরের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন, আমরা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের দোষ করিয়া থাকি এবং তাঁহার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি নাই। ইহা পত্র প্রেরকের ভ্রম। আমার বোধ হয় "বিনয়াবনত" মহাশয়ের অপেক্ষাও ডাক্তার সরকারকে ভাল তিনি ও অধিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।

ডাক্তার সরকার ঐ সকল বাল প্রতিবাদের কাল সম্পাদক রাখেন না, কারণ তখন তাঁহার দুঃসময় অর্থাৎ তাঁহাদিগের কাল, আমরা মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির রাখিয়া এতদূর অগ্রসর হইলাম। কিন্তু "বিনয়াবনত" পত্র যদি তাঁহার ডাক্তার সরকারের) অনুমোদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহাকেও একটী গল্প শুনাইয়া দিয়া এতদ্বিষয় সমাপ্ত করি। গল্পটী এই:—

কিছু দিন পূর্ব্বে নবদ্বীপে "বুনো রামনাথ" নামক একজন নৈয়ায়িক অধ্যাপক ছিলেন। একদা কোন ছাত্র তাঁহাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। অধ্যাপক ক্রুদ্ধভাবে ছাত্রকে "বাপান্ত" করিয়া কহিলেন "যাহারা ন্যায়শাস্ত্র বুঝিতে পারে না তাহারা ন্যায় পড়িতে আসে কেন?" "বিনয়াবনত" ছাত্র তৎক্ষণাৎ "বাপান্ত" প্রত্যর্পণ করিয়া কহিল "যাহারা ন্যায় বুঝাইয়া দিতে পারে না, তাহারা টোল বাঁধে কেন? কোন বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ডাক্তার সরকার যদি "বুনো রামনাথের ন্যায় চটিয়া উঠেন, তাহা হইলে কি এরূপ উত্তর করা যাইতে পারে না, তবে বিজ্ঞান সভা কেন?

হাবাঘাট
১৮ ই ফেব্রুয়ারি

জনৈক কৃষক

মাননীয় এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক মহাশয় আমার তুচ্ছ ও অসার কুল-পুত্র সদৃশ "চন্দনমাকপিত্নী নামধেয় পুস্তক খানির কষ্ট স্বীকার করিয়া যে সমালোচন করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত আছি সন্দেহ নাই, কিন্তু অদ্য ডাকযোগে ঐ সমালোচন স্থলে যে এক পত্র পাইলাম, আপনার নিকট পাঠ করিতেছি। উহা মুদ্রিত হইলে সাধারণে সমস্তই জানিতে পারিবেন। দুঃখ হইল পত্র প্রেরকের নাম লেখা না থাকায় তাঁহাকে সংবাদ দিতে পারিলাম না। পত্রখানি সংযুক্ত করিয়া দিলাম, ভরসা করি উভয়ই ছাপাইবেন।

বিনয়াবনত
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র [illegible]

কোন সমালোচকের সমালোচন।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু "চন্দনমুক্ত" নামক একখানি [illegible] লিখিয়াছেন, কাব্যখানি পড়িলে সকলেরই [illegible] আনন্দোদয় হইয়া থাকে, ঐ কাব্যের [illegible] "মোর সে নন্দিনী যেন কপোতিনী [illegible] এই প্রকার একটী বাক্য [illegible] গেজেট সম্পাদক মহাশয় "মোর সে নন্দিনী" [illegible] কথাটিকে বসিক বলিয়া ঐ [illegible] লিখিয়াছেন, [illegible] ও ঘুমা কই [illegible] কেমনি নন্দিনী কামার [illegible] কলাকেও [illegible] ন,নন্দিনী শব্দটী তাঁহার বিশেষণ [illegible] দূষিত হইয়াছে। তিনি যে নন্দিনী [illegible] হাইফাই ফাস্ট হইয়াছেন এমন নহে আরও একটী শব্দের অর্থও দোষ দিয়াছেন, সাধু হিনি পদের দোষ ধরিতে গিয়া নিজেই দ্বারস্থ হইয়াছেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এখানে নন্দিনী শব্দটী প্রয়োগ করাতে কিছুমাত্রও দোষ লক্ষিত হয় নাই। যদি "মোর সে নন্দিনী" এই সে এই শব্দটী না থাকিত, তাহা হইলে "বিমলিকারিতা" দোষ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু সে এই শব্দটী থাকাতে এবং তাহার সাহায্যে নন্দিনী শব্দের আনন্দদায়িনী অর্থের সমাবেশ প্রযুক্ত উক্ত দোষ কোন প্রকারেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি উত্তরচরিতে নন্দিনী শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা রামঃ। প্রসাদইব মুনেঃ স্পর্শঃ স্নেহার্দ্রশীতলঃ। অদ্যাপোবাদয়তি মাং

ক সিনক্সিনি! এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়
ক্সিনী" এই শব্দের "আনন্দয়িত্রি" এই প্রকার
করিয়াছেন। অতএব কবিকুল গুরু ভারতি
আনন্দয়িত্রীরূপ অর্থে নন্দিনী শব্দের প্রয়োগ
য়াছেন এবং তাহাতে কোন প্রকার দোষ হ
, তখন জ্ঞানেন্দ্র বাবু সেই অর্থে নন্দিনী শব্দ
না প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং কেনই বা
রে প্রয়োগ দোষ হইবে কখনই হইবেনা।
ত আছে, মহাত্মনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। মহ-
ক যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথই গমনের
স্থ। অতএব মহদ্ব্যক্তি ভবভূতি যে পথে
ন করিয়াছেন, জ্ঞানেন্দ্র বাবু সেই পথে গমন
তে কেননা অধিকারী হইবেন? অবশ্য ই হই-
সন্দেহ নাই।

কেবল উক্তর চরিতেই যে আনন্দদায়িনী অর্থে
নী শব্দের প্রয়োগ আছে এমন নহে রঘু-
র প্রথম সর্গেও দেখা গিয়াছে। যথা

ইতিকোদন বাসা ভোক্তুরাজতিসাধনং।

অনিন্দ্যা নন্দিনী নাম লেভে বাবধূতে মনাং। ৮২

ানে মল্লিনাথ নন্দিনী-শব্দের "মনস্বতি আনন্দং
তি বা সা নন্দিনী" এই প্রকার ব্যুৎপত্তি করি-
ছেন। সম্পাদক মহাশয় নিতান্তই ভ্রান্ত হইয়া
ন, নচেৎ তিনি তৃণ-পুষ্প নিষ্কোষ নন্দিনী শব্দের
ক অর্থ কি সাব্যস্ত করিবেন কেন? নন্দিনী
ব কন্যা ব্যতিরিক্ত অন্য অর্থ হইতে পারে না,
ার দৃঢ়ত্ব প্রতিপাদনার্থ তিনি ষট্‌পদ শব্দটীকে
ত করিয়াছেন, সেই শব্দটী যোগরূঢ়, অর্থাৎ
ধাতু অন্য বস্তু থাকিলেও সাধারণ শব্দটি যেমন
কেই বুঝায়, তেমনি ষট্‌পদবিশিষ্ট অন্য প্রাণী
কিলেও ষট্‌পদ শব্দটী সকলকেই বুঝায়, অন্যকে
য় না। কিন্তু নন্দিনী শব্দটী যোগরূঢ় নয়,
ার কন্যাপ্ত এবং উক্ত কথাপ্রমাণে নিষ্কোষ
নন্দদায়িনী অর্থ হইতে পারে। অতএব ষট্‌পদ
দটী নন্দিনী শব্দের দৃষ্টান্ত স্থল হওয়াতে নিতান্ত
গত হইয়াছে। এই কারণে আমরা পূর্ব্বেই বলি-
ছি, সম্পাদক মহাশয় পরের দোষ ধরিতে গিয়া
ওই চকিত হইয়াছেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

"প্রতিবাদ" বলিয়া যে পত্রখানি আমাদের
পণ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলে একটী ঘোর
ল বাগ্‌যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। এই নিমিত্ত আমরা
হার প্রচারে বিরত হইলাম।

সোমপ্রকাশ

২২ এ ফাল্গুন সোমবার।

[পঞ্চ মিনিট পর পঠিত হইবে।]

উক্ত যুবরাজ আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন বাহাদুরের নিকটে একখানি আবেদন পত্র প্রদান করিয়া রাজনীতিসংক্রান্ত কয়েকটী জটিল প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। সে প্রশ্নগুলি কি তাহা পশ্চাৎ বিবেচিত হইতেছে, প্রথমতঃ তাঁহার আবেদনের বিষয় পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। তাঁহার আবেদনের মর্ম্ম এই:—

"তিনি ব্রহ্মদেশবাসী। তিনি আলার মৃত সম্রাট মিন কনের পত্নীগর্ভ স্থীর গর্ভসম্ভূত সম্রাটের ঔরসজাত জীবিত সন্তানগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

২। ১৮৬৬ অব্দে রাজনীতিসংক্রান্ত গোলযোগ উপস্থিত হইলে পর তিনি তাঁহার পিতার রাজধানী মান্দালয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ অধিকৃত ব্রহ্মের অন্তঃপাতী রেঙ্গুণে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

৩। তিনি কিছু কাল রেঙ্গুণে অবস্থিতি করিয়া শ্যামদেশ ও অন্য অন্য স্থান দর্শন পূর্ব্বক পরিশেষে ১৮৮৮ অব্দের আগষ্ট মাসে রেঙ্গুণে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার এই আশা ছিল, আশ্রয়দাতা রাজপুরুষ যদি বিরুদ্ধ আচরণ না করেন, ব্রিটিশজাতি তাঁহাদিগের প্রতি যে অতিথেয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনি সেই অতিথি সৎকার লাভে অধিকারী হইবেন।

৪। যাহা হউক, তাঁহার সেই আশা নিষ্ফল হইল। রেঙ্গুণে উপনীত হইবার পর সেই রাত্রিতেই তদানীন্তন রেঙ্গুন পুলিসের প্রধান সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল ডন্ডান সাহেব তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস এই, তদানীন্তন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অথবা রেঙ্গুণে গবর্ণমেণ্টের যিনি প্রতিনিধি আছেন, তাঁহার আদেশক্রমে ডন্ডান সাহেব তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন।

৫। তদবধি গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হন এবং প্রথমে আন্দামানে তাহার পর চুণারে ও বারাণসীতে রক্ষিত হন।

৬। গত ডিসেম্বর মাসে তিনি ঐ অবৈধ ও অন্যায় বন্দীভাব হইতে পলাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া পলাইয়া চন্দন নগরে আগমন করেন। তথায় তিনি এক্ষণে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের আশ্রয়ে আছেন।

৭। তিনি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত আছেন, যে বিদেশীয় ব্যক্তি আশ্রয়ার্থী হইয়া অপর রাজ্যে প্রবেশ করিবার বাসনা করেন, তদ্রাজ্য প্রধান পুরুষের নিকটে তিনি (বিদেশীয় ব্যক্তি) আপনার স্ব
বলিয়া প্রতারণা করিতে পারেন না যে, তাঁহা
দেশী অথবা অন্য প্রকারে উৎপন্ন করা হইবে ন
এ প্রকার দাবীর স্বাভাবিক উত্তর এই, তাঁহ
ইচ্ছা হয় আসুন, না ইচ্ছা হয় না আসুন, কি
তিনি যদি আইসেন, তাঁহাকে সেই আশ্রয়দ
রাজ্যের যে আইন আছে, তাহার অধীন হই
হইবে।

৮। যাহা হউক, তিনি বুঝিতেছেন, তাঁহ
বিষয়টী সামান্য প্রকারের নয়। চন্দননগরে
ভৌগোলিক স্থান-পরিবেশ দ্বারা তিনি বুঝি
পারিতেছেন, তিনি চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্রিটিশ অধিকা
মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবেন, যে পর্য
এ আশ্বাস না পাইতেছেন, তাবৎ তাঁহাকে চন্দনন
রেখা সীমামধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে বন্দীভাবে থাকি
হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্র
যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ম
এই আশঙ্কা জন্মিতেছে, তিনি যদি ব্রিটিশ অধি
মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে
নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা রহিত করিয়া তাঁহা
আটক করা হইবে। তাঁহাকে ব্রিটিশ অধি
পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

৯। তাঁহার এই আতঙ্কের বিশেষ কারণ
তিনি আপনার (গবর্ণর জেনরলের) নিকটে পূ
যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আপনার সেক্রেটরি ১৮৮
১৫ ফেব্রুয়ারি তাহার যে প্রত্যুত্তর দেন, তাহ
বলেন "তিনি (আবেদনকারী) যদি চন্দনন
পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের অধী
স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি যে প্রার্থনা ক
দেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করা যাইবে।"

১০। উক্ত উত্তর দ্বারা ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষদি
অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে; কিন্তু
কারণে তাঁহারা যে ঈদৃশ আচরণে উন্মুখ হইয়াছে
তাহা নির্দ্দেশে নীরব হইয়া আছেন।

১১। যাহাতে ব্রিটিশ বিচারাসনের নি
বিচারযোগ্য হইতে হয়, তিনি কখন এরূপ কু
বা অপরাধ করেন নাই। আর, কখন তাঁহার দ্ব
এরূপ কুকর্ম্ম বা অপরাধের যে অভিযোগ হইয়
তাহা তিনি জানেন না।

১২। কেহ কেহ তাঁহাকে এই কথা ব
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি যে এরূপ আ
করিতেছেন, তাহার কারণ এই, তাঁহার পিতার মৃ
পর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট থিবাকে স্বাধীন ন
সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলে থিবা গবর্ণমে
এই অনুরোধ করেন, কোন প্রতিযোগী উ

। যেন তাঁহার (গিবার) রাজ্যের কার্য্যের ব্যাঘাত না করে।

৩। এ কথাও তাঁহাকে বলা হইয়াছে, তাঁহার গবর্ণমেণ্টের তাঁহার বিষয়ে এরূপ নীতি অবলম্বন করিবার অপর কারণ এই, লোকে অন্য অন্য রোপীয়দেরও স্বাধ সম্বন্ধের ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। অবস্থায় স্বাধীন ব্রহ্মদেশেও ভারতবর্ষীয় গবর্ণটর অধিকার সংযোজিত করিয়া না লইলে সুবিধা ব না। কিন্তু যদি যথার্থ উত্তরাধিকারী সিংহা আসীন থাকেন এবং তাঁহার রাজত্বে প্রজারা স্বচ্ছন্দে শান্তিসুখ ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ াজন কার্য্যটি সহজে সম্পন্ন হইবার নয়,পক্ষান্তরে ট থিবার ন্যায় অসচ্চরিত্র রাজা সিংহাসনে কিলে এবং রাজ্য অতি বিশৃঙ্খল ও গোলযোগের স্থায় থাকিলে সংযোজন কার্য্যটী সহজে সম্পন্ন বে।

১৪। যাহা হউক, তিনি (আবেদনকারী) ইহার ন্যায়ের কোন বাক্যেই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক ন।

১৫। তিনি জানিতে পারিয়াছেন, অথবা তাঁহার শ্বাস এই, ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে যে আইন প্রচ- ত আছে, তাহার বলে আপনি (গবর্ণর জেনরল) টিশ অধিকারগত যে কোন ব্যক্তিকে বন্দী রিতে পারেন। কিন্তু কোন্ অপরাধে যে তাহাকে ন্দী করিয়াছেন, তাহার কারণ প্রদর্শনের য়োজন হয় না, কবে যে তাহার বিচার হইবে, াহারও দিন স্থির করিয়া দিবার প্রয়োজন য় না।

১৬। যাহা হউক, তিনি অতি সম্মানসহকারে নাইতেছেন, ব্রিটিশ অধিকারের সীমা মধ্যে শান্তি ক্ষার নিমিত্ত এবং ঐ শক্তির উন্মূলনার্থ চেষ্টা হইবার ম্ভাবনাকালেই উহার উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত আপ- ার হস্তে এই বিশাল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে, আপনি যে মহা- দেশের প্রতিনিধি হইয়া এখানে আসিয়াছেন, সেই দেশের চিরচরিত আচরণের বিরুদ্ধ নীতির উৎসাহ দানার্থ এ ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। আপনার দেশীয় লোকেরা যে স্বত্বকে বহুমূল্য জ্ঞান করেন, এবং যদ্দ্বারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সেই স্বত্বের বিরুদ্ধে আপনি এ ক্ষমতা চালন করিবেন, ইহা কদাচ অভিপ্রেত নহে। সে স্থলে কি যে কোন ব্যক্তি আশ্রয়ার্থী হইয়া তাঁহাদের শরণাগত হন, তাঁহাকে অনতিক্রমণীয় আশ্রয়দান সেই স্থলে। আপনি যাঁহার প্রতিনিধি,সেই মহারাণীর দশম চার্লস,লুই ফিলিপ,এবং তৃতীয় নেপোলিয়ান ও তাঁহার বিধবা পত্নীকে এই আশ্রয়দান করিয়াছেন,

নয়, ভিক্টর হিউগো, লুই ব্লাঁ ও ডক রোশিন প্রভৃতিকেও দেওয়া হইয়াছে। ম্যাৎসিনি ধ ফ্রিমেসন পত্রের সম্পাদককেও ঐ আশ্রয় দান কম্বী কার কথা হয় নাই। অনোর কথা কি হেনরি রচ- ফোর্ট ও কোসনথকেও আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে! ইহা কি সম্ভব? ইহা কি ব্রিটিশজাতির অভিপ্রেত যে আপনার ন্যায় প্রধান পুরুষের হাতে যে বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত পরিচালিত হইবে, যে উদ্দেশ্য সাধনে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সাহসী হন না?

১৭। তিনি (আবেদনকারী) উত্তমরূপ অবগত আছেন, তিনি যে নীতির বশীভূত হইয়াছেন, তাহা আপনার অবতারিত নহে। কিন্তু তিনি অতি সম্মা- ননা সহকারে এই প্রার্থনা করিতেছেন যে আপনি এই বিষয়টী মনে রাখিবেন যে, তাঁহার অবস্থাবৃত্তান্ত দিবার আলোক দর্শন করে নাই এবং কমন্স হাউসে আলোচিত হয় নাই।

১৮। তাঁহার বিষয়ে অপর ইউরোপীয় রাজ- গণের মত কি, তাহার প্রসঙ্গ করিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই, কিন্তু পরামর্শদাতারা তাঁহাকে এই পরামর্শ দিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়-ষ্টেট-সেক্রেটারিরা যদিও তাঁহার বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, কিন্তু মহান্ ও উদারাশয় ইংরাজজাতি কখন তাঁহার ন্যায়ানুগত প্রার্থনা শ্রবণে বধির হইবেন না।

১৯। তাঁহার প্রার্থনা অতি সংক্ষিপ্ত ও সামান্য। যদি তিনি অপরাধ করিয়া থাকেন,বলুন কি অপরাধ করিয়াছেন? যদি অপরাধ করিয়া না থাকেন, অন্য বিদেশীয় ব্যক্তিকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে, তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা না হয়।

আশা এই, আপনি সত্বর অনুকূল উত্তর দান করেন, ইত্যাদি।"

এই ত হইল, প্রিন্স মিইন শুন মিনের আবেদন। তিনি ১০ ই ফেব্রুয়ারি ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া চন্দন- নগর হইতে আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

প্রিন্স মিইন শুন মিন আবেদনপত্র দ্বারা রাজনীতি- সংক্রান্ত বিষম জটিল প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। প্রথম জটিলতা এই, তিনি ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব রাজা থীবর পরিণীত পত্নীর গর্ভজাত তাঁহার ঔরসপুত্র। তিনিই রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী, থিবা রাজা নহেন। তিনি রাজ্যের যথার্থ অধিকারী, রাজা নহোর প্রজা, তিনি আশ্রয়ার্থী হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণ- মেণ্টের শরণাগত হইতে চাহিতেছেন। যদি আশ্রয় দিতে হয়, ন্যায়ানুসারে তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়াই কর্ত্তব্য। অসচ্চরিত্র পক্ষ হইয়া বা তাঁহার অনুরোধ- পরতন্ত্র হইয়া অথবা কোনপ্রকার স্বার্থসাধন হইয়া কোন

কাজ করা উচিত হয় না। ন্যায় ও যুক্তি এই কথা বলে,কিন্তু রাজনীতির বাক্য স্বতন্ত্র। রাজনীতি অনেক সময়ে স্বার্থপরতা ও ন্যায়ের মস্তক পদদলিত করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আবেদনকারির ন্যায়ানুগত প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছেন না কেন? কি কারণে তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, কেনই বা এখনও বন্দীর অবস্থাপন্ন করিয়া রাখিয়াছেন? তিনি যে স্বাধীনতালাভে সমর্থ হইতেছেন না,তাহার কারণ উদ্ভিন্ন হয় নাই। আবেদনকারী স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি এমন কি কুকর্ম্ম বা অপরাধ করিয়াছেন যে তাঁহাকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া বন্দীর অবস্থায় রাখিতে হয়? যাবৎ তাঁহার এই প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর প্রদত্ত না হইতেছে, তাবৎ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা ন্যায় যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা যখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ঈদৃশ বি- দৃশ ব্যবহারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি না, তখন আমাদিগকে তর্কের উপরে নির্ভর করিয়া কারণ অনুমান করিয়া লইতে হইবে। প্রথম পক্ষ এই, আবেদনকারী ইঙ্গিতে করিয়াছেন, সম্রাট নি- ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। বা- বিকই কি সেই ঘটনা? যদি বাস্তবিক সেই ক- হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সদৃশ মহৎ গ- মেণ্টের সেই অসঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করা বৈধ না। যদি অনুরোধ রক্ষা করিতে হয়, আবেদনক মিইন শুন মিনের অনুরোধ রক্ষা করাই ক- হয়। কারণ, তাঁহার অনুরোধ ন্যায়ানুগত। রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী। তবে যদি হইত, থিবা মহাশুভব কার্য্যদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ যুক্ত হয়েন রাজা; পক্ষান্তরে মিইন শুন অযোগ্য, প্রজার অপ্রিয়, নিষ্ঠুর রাজা, তাহা মিইন শুন মিনের প্রার্থনায় উপেক্ষা করিয়া অনুরোধ আদরণীয় হত কিন্তু ঘটনা সেরূপ থিবা অতি অসচ্চরিত্র খামখেয়ালী অসার তাঁহার সপক্ষতা ও সাহায্য করা কোনক্রমেই ধর্ম্মের অনুমোদিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় পক্ষ, আবেদনকারী ইঙ্গিতে প্রাচ্যে অপর ইউরোপীয়দিগের স্বার্থের বৃ- রাখে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা হইয় স্বাধীন ব্রহ্মদেশটীকে স্বাধিকারভুক্ত করিয়া কিন্তু অরাজকতার নাটয়িতা থিবার অ থাকিলে সে অভীষ্ট সহজে সম্পন্ন হইয়া উঠে স্থানে প্রজাপ্রিয় ন্যায়াধিকারী পদস্থ থাকি অভীষ্ট সিদ্ধি তত সহজে হইবার সম্ভাবন যদি আমাদের উচ্চাশয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ সঙ্ক

...ন, তাহা হইলে ও আমাদের কিছুই বক্তব্য ...। কিন্তু আমরা জানি, স্বাধীনতার উপাসক ...রের রাজাহরণ করা বর্ত্তমান উদার গবর্ণমেণ্টের ...ধিক নীতির অনুমোদিত নহে। তবে বলা যায় ...ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেমন আফগান স্থানকে ... ইলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট মিসরকে নামমাত্র স্বাধীন ...য়া মুষ্টিমধ্যগত করিয়া লইয়াছেন, যদি সেরূপ ...ন। তাহা হইলেও আবেদনকারির স্বাধীনতা- ... না যাইতে পারে না। তাঁহাকে ...স্থানে ঐ কথা বলিয়া ব্রহ্মদেশের সীমার মধ্যে ...তে নিষেধ করিয়া স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য ...একটী তাঁহার স্বাধীনতা-হরণ যোগ্য নিশ্চয় অপরাধ ...

...ণীয় তর্ক, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি এই ...বয়া আবেদনকারির স্বাধীনতা হরণ করিতেছেন ...য়িয়া এখন স্বরাজ্যে বদ্ধমূল হইয়াছেন, প্রজারা ...সুখরূপ ভোগ করিতেছে, অতএব এ সময়ে যদি ...বেদনকারিকে স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করিতে দেওয়া ... তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়া গোলযোগ উপস্থিত করি ..., তাহা হইলে স্বাধীন প্রজা ও ব্রিটিশ অধিকৃত ... উভয়েরই অনিষ্ট ঘটিবে। কিন্তু তাঁহাকে বন্দী ...করণে এ উৎপাতের সম্ভাবনা থাকিবে না। এটী ...টিশ চাতির স্থির নীতি নহে। দোস্ত মহম্মদের ... হইলে পর তাঁহার সিংহাসন লইয়া সিয়ার ...লির সহিত যখন অপর দায়াদগণের বিবাদ উপ- ... হইল, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উদাসীন- ...বে রহিলেন, কোন সংস্রবে গেলেন না। সিয়ার ...লী নিজ বল দ্বারা আপনার স্বত্ব সংস্থাপন করিয়া ...লেন। আবার নিশের এ নীতির সম্পূর্ণ বিপ- ...ত আচরণ করা হইল। মিসরবাসী স্বদেশের ...লীনতানুরাগী ব্যক্তিরা ইউরোপীয় রাজগণের ...ত্ব বিলোপ চেষ্টায় অনুধাবন করিলেন; কিন্তু ...লণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট খেদিবকে নিজ বিপক্ষদিগের ...ত বল পরীক্ষা করিয়া কৃতার্থতা লাভের অবসর ...লেন না। যদ্যপি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অপর রাজ্যের ...ত অবলম্বনীয় রাজনীতির স্থিরতা নাই, তখন ...ক ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করিয়া আর এক ব্যক্তির ...তুকূলা করা বৈধ হইতে পারে না। ভারতবর্ষীয় ...র্ণমেণ্ট সিয়ার আলির সিংহাসনাধিরোহণকালে ...ফগান স্থানের নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ...ইনগুন মিনের বিষয়েও সেই নীতি অবলম্বিত হউক। ...কে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়া ...বার সহিত নিজ বল পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ...াধ্যতা লাভ করিতে পারেন করুন। তবে এক ...া এই, যুদ্ধে বিপুল শোণিতপাত হইবে। যাহাতে ...ধিক শোণিতপাত না হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সেই উপায় অবলম্বন করুন। তাঁহারা জানুন ব্রহ্মদেশের লোকেরা মিইন গুন মিন ও থিবা ইহার অনাত্মর কাহাকে রাজা চায়। যদি তাহারা থিবাই রাজত্বে চিরস্থায়ী রাখে, মিইন গুন মিনকে স্বাধীনতা দিয়া এই কথা বলা হউক, তিনি ব্রহ্মদেশের সীমায় ... পারিবেন না, যদি তথায় যান, তখনই তাঁহাকে বন্দী করা হইবে। আর, যদি ব্রহ্মের প্রজারা মিইন-গুন মিনের সিংহাসনাধিরোহণের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা হইলে থিবাকে স্পষ্টাক্ষরে বলা হউক, তিনি সাম্রাজ্যাধিকারিকে সিংহাসন ছাড়িয়া দেন। তিনি যদি সে কথা না শুনেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শরণাগত মিইন গুন মিনের সাহায্য দান করিবেন, তাহা হইলে স্বল্প শোণিত ব্যয়ে কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, যে কোন কারণে হউক, আমাদিগের বিবেচনায় আবেদন কারিকে বন্দীভাবে রাখা উচিত হয় না। তিনি যে চিরবন্দী হইয়া থাকেন, তাঁহার এমন কোন অপরাধ নাই।

খেজুর রস কি সত্য সত্য আবগারির অন্তর্নিবিষ্ট হইবে?

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা খেজুর রসকে তাড়ির শ্রেণীতে গণনা ও আবগারির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া একটী আইন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সভা উহা বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে খেজুর রসকে আবগারির অন্তর্নিবিষ্ট করা যে উচিত নয় এই আপত্তি করিয়া বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকটে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা সে আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভা উহা বিধিবদ্ধ না হয়, এই প্রার্থনা করিয়া গবর্ণর জেনরলের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। আবেদনকারিণী সভা বলেন, খেজুর রস এ দেশীয়দিগের মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা যখন মৌয়া ফুল আবগারির অন্তর্গত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল বাহাদুর তাহাতে মত দেন নাই। খেজুর রসও সেই মৌয়া ফুলের ন্যায় খাদ্য। অতএব উহা আবগারির অন্তর্গত হইতে পারে না। ভারতবর্ষীয় সভা এইরূপ অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা খেজুর রসের উপরে আবগারি করগ্রহণে লোলুপ হওয়াতে আমরা অধিকতর চমৎকৃত হইয়াছি। আবগারি সম্বন্ধে দৃঢ়তর আইন করিবার কারণ কি? এই দুটী প্রধান কারণ। এক, গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইবে; দ্বিতীয়, মাদকতার প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইবে না। প্রথম কারণটীর বিষয়ে আমরা অধিক বলিবার ইচ্ছা করি না। লোক মাদকসেবী হইয়া নানাপ্রকার অনিষ্ট ভোগ করুক আমাদের কিছু আয় হইলেই হইল, যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রজাহিতৈষী ও দয়াবান নহেন। মাদক সেবনের প্রশ্রয় বৃদ্ধি দ্বারা লোকের চৈতন্যহরণ করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টার পরিবর্তে মাদক সেবন কমাইয়া পরিণামের অর্থসংহরণ চেষ্টা সঙ্গত বড় বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব যাঁহারা মাদক সেবনের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিয়া আপনাদিগের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা পান, তাঁহাদিগের যুক্তি অতি চমৎকারিণী। যদি বলেন, আবগারির কর গ্রহণ দ্বারা মাদক সেবনের প্রশ্রয় বৃদ্ধি না হইয়া তাহার হ্রাস হয়। আমরা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এ বাক্য যুক্তিসঙ্গত নহে। করগ্রহণ দ্বারা মাদক সেবনের কিছু মাত্র দমন হয় নাই, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বিশেষতঃ আবগারির করগ্রহণ মাদক-সেবন দমনের নিমিত্ত যে নয়, তাহা খোলা ভাটি দ্বারা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। খোলা ভাটি হইয়া মদ সস্তা হওয়াতে ক্রমেই উহার উপাসকের বৃদ্ধি হইতেছে।

মাদক-সেবনের প্রশ্রয়-নিবারণ আবগারির করগ্রহণের কারণ বলিয়া যে ভাণ করা হইয়া থাকে, খেজুর রসে তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। খেজুর রস এ দেশে যেরূপে পীত ব্যবহৃত ও বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহার মাদকতা শক্তি নাই। যে পদার্থ অবস্থায় মাদক নয়, মাদক বলিয়া তাহাতে করগ্রহণ করা যে নিতান্ত অবৈধ, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনার বিষয়। এ দেশের লোকেরা খেজুর কাঁচা বিক্রয় করে এবং জাল দিয়া গুড় করিয়া বেচিয়া থাকে। এ অবস্থায় উহা মাদক দ্রব্য বা কোনরূপে আবগারিভুক্ত হইতে পারে না। অবস্থায় যদি উহাকে আবগারিভুক্ত করা হয়, তাহা করিয়া করা হইবে সন্দেহ নাই। প্রক্রিয়া দ্বারা উহার যে অবস্থান্তর হয়, তাহার মাদকতাশক্তি আছে, সে অবস্থায় করগৃহীত হইলে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে শ্রেণী বিভাগ করিতে হয়। এক, উহা যখন অমাদক অবস্থায় থাকিবে, তখন উহা আবগারি কর হইতে মুক্ত হইবে, আর যখন মাদক অবস্থাপন্ন হইবে, তখন করগৃহীত হইবে। এরূপ আইন সুবিধার নয়। এ প্রকার নয় বলিয়া যদি অমাদক অবস্থায় খেজুর রসকে করগ্রহণ করা হয়, তাহার ভুলা অন্যায় আর হইতে পারে না। পরে মাদকতাগুণ প্রাপ্ত হইবে বলিয়া উহাকে আবগারিভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে চা প্রভৃতিকেও আবগারিভুক্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কারণ, তণ্ডুল প্রভৃতিও অবস্থান্তরে শৌণ্ডিকালয়ে মাদকতাশক্তি প্রাপ্ত হয়।

সংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, ভারতবর্ষীয়
উচিত সময়ে এ বিষয়ে আবেদন করিয়াছেন।
স্থলেই আবেদন করা হইয়াছে, যেস্থা বিচার
সন্দেহ নাই।

আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যেপ্রকার রসকে আর
মুক্ত করিলে গরিবদিগের একটী জীবিকার পথে
ক্ষেপ করিয়া অন্নের চেষ্টা করা হইবে। অনেক
এ দেশের অনেকের জীবিকা। বিশেষতঃ পূজা
এই খেজুর রস অনেকের একমাত্র সম্বল।
দেশের দয়ালু গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন বাহাদুর
বিষয়টীর বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তব্য
করেন এই আমাদের ইচ্ছা।

কলিকাতা টাউনহলের রাক্ষসী সভা

সভার রাক্ষসী বিশেষণ দেওয়াতে পাঠক! কি
ভাবিতেছেন কুম্ভকর্ণ অতিকায় প্রভৃতি যে সকল
স নর বানর চর ভল্লুক প্রভৃতিকে আস্ত গিলিয়া
লত, এটী তাহাদিগের সভা আমরা এই কথা
তেছি! তাহা নয়। যে সকল ইউরোপীয়
ও কর্ত্তব্য জ্ঞানকে আস্ত গিলিয়া ফেলেন, এটী
াদিগের সভা। এই নিমিত্ত আমরা ইহাকে
সী সভা বলিলাম। অনরেবল ইলবর্ট সাহেব
দারী কার্য্যবিধির যে সংশোধন প্রস্তাব করিয়া
, তাহার প্রতিবাদার্থ এই সভার সৃষ্টি। আমরা
র রচনাকাণ্ডে একটী বড় কৌতুককর বিষয়
লাম। কাকেরা ময়ূরের পক্ষ ধারণ করিয়া
দলে প্রবেশ করিয়াছে। ইউরেশীয়েরাও এই
াগে চাঁদ ধরিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহারাও
রের সহিত মিলিত হইয়া ভারত বিজেতা বলিয়া
মানে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা
কর গল্প শুনিতাম 'মোদের বিলাত।" ইউ-
ীয়েরা উক্ত সভায় প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে
ী প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। ইংলণ্ড তাঁহাদের জন্ম-
হউন! তাঁহারা ভারতবিজেতা হইলেন! সুতরাং
াদেরও একটী প্রাচীন স্বত্বের অভিমান জন্মিল
এ স্থলে আমাদের জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা
তেছে, এ স্বত্ব তাঁহাদিগকে কে দিল? তাঁহারা
রূপে পাইলেন? এটী কি তাঁহাদিগের পৈতৃক
? পাঠক, প্রথমে সভার প্রতিজ্ঞাটী শুনুন।

"ফৌজদারী আইনের সংশোধনার্থ যে পাণ্ড
ব্য করা হইয়াছে, সভার মতে ন্যায়ের গৌরব
র্থ তাহা অনাবশ্যক। শাসনকার্য্যে এমন কোন
ট উপস্থিত হয় নাই যে এই আইন করিতে
। কোন বিশেষ যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই
ইনটী করা হইতেছে না, ইহাতে আইনকর্ত্তাদিগের
দর্শিতাও প্রকাশ পাইতেছে না। ব্রিটিশ প্রজারা
যে স্বত্বকে বহুমূল্য জ্ঞান করেন, এবং বহুকাল হইতে
যে স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন এই আইন
তাহার উচ্ছেদ করিতেছে। এতদ্বারা এ দেশীয়দিগের
কোন উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। এতদ্দ্বারা
ব্রিটিশ প্রজাদিগের স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইতেছে,
কিন্তু এ দেশীয়দিগের রক্ষার কোন বিশেষ উপায়
হইতেছে না। মফঃস্বলে যে সকল ইউরোপীয়
স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া আছে, তাহাদিগের মনে বিপদ
ঘটিবার ও নিরুদ্বেগে থাকিবার আশঙ্কা জন্মিবে।
সুতরাং এই আইনে তাঁহাদিগকে মূলধনের বিনি-
য়োগে নিরুৎসাহিত করিবে। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রো
হের পর অবধি পরস্পর জাতির মনে যে বিদ্বেষ ও
ঈর্ষাভাবের উদ্রেক হয় নাই, এই আইনে তাহা
উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।"

এই প্রতিজ্ঞা যে বাক্যগুলি উপন্যস্ত হইয়াছে,
তাহার কিছু সারবত্তা আছে কি না একেকক্রমে
বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক হইল। প্রথমে বলা
হইয়াছে এই আইনে ন্যায়ের গৌরব রক্ষার কোন
উপযোগিতা নাই। পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন,
এই বাক্যটী কেমন অসার। ইলবর্ট সাহেব বর্ত্ত-
মান গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে ন্যায় সংস্থাপনার্থই
ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন
করিয়াছেন। এক শ্রেণীর বিচারপতি এক শ্রেণীর
লোকের বিচার করিতে পারিবেন তৎসমকক্ষ পদস্থ
অপর বিচারপতি সে শ্রেণীর অপরাধের বিচার
করিতে পারিবেন না ইহার তুল্য অন্যায় আর কি
আছে? শেষোক্ত বিচারপতিদিগকে যদি তুলারূপে
সকল শ্রেণীর বিচারকার্য্য করিতে না দেওয়া হয়,
তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত করা
কেন? তবে এক প্রকার বলা হইতেছে, তাঁহারা
বিচারকার্য্যের অযোগ্য। যাঁহারা বিচারকার্য্যের
অযোগ্য তাঁহাদিগের হস্তে কোন শ্রেণীর বিচারভার
দেওয়া কি উচিত? আমাদের গবর্ণমেণ্ট তবে ত
অন্যায়কারী। গবর্ণমেণ্ট সেই অন্যায়কারিতা-দোষের
নিবারণার্থ এই উদ্যোগ করিয়াছেন: তাহা যদি
হইল, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে ন্যায়
সংস্থাপনার্থই গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা পাইতেছেন। তবে
যে রাক্ষসী সভা বলিতেছেন, ন্যায়ের গৌরব রক্ষার্থ
উক্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্যের প্রয়োজন নাই তাহা
কিরূপে সঙ্গত হইতেছে? উক্ত আইনটী বিধিবদ্ধ
হইলে আর একটী বৃহৎ অন্যায়ের নিবারণ হইবে।
সে অন্যায়টী এই, শ্রেণীগত আইনের বিধান। এক
শ্রেণীর নিমিত্ত একরূপ আইন, অপর শ্রেণীর নিমিত্ত
অপরবিধ আইন, ইহা কি এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে
এই উদার গবর্ণমেণ্টের অধিকারে শোভা পায়? তাহা
যদি শোভা পায় তাহা হইলে যে জাতি উচ্চ শ্রেণীর
নিমিত্ত এক প্রকার আইন, আর নীচ শ্রেণীর নি
অপর প্রকার আইনের সৃষ্টি করিয়া রাজত্ব ক
গিয়াছেন, সেই জাতি এখন অসভ্য বলিয়া উ
সিত হন কেন?

দ্বিতীয়, সভা বলিয়াছেন আইনটী বিধিবদ্ধ হই
এ দেশীয়দিগের কোন উপকার নাই। কিন্তু আ
দিবাচক্ষে দেখিতেছি, মহৎ উপকার আছে।
দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয়দিগের অ
রাধের বিচার হয় না বলিয়া মফঃস্বলে ইউরোপী
যা ইচ্ছা তাই করে। মফঃস্বলবাসী ইউরোপী
শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় এ দেশীয়দিগের প্রাণবধ ক
তাহার বিচার হয় না, দণ্ড হয় না, অনেক স্থ
অনুসন্ধানও হয় না। তাহার কারণ কি? কা
এই, মফঃস্বলে ঐ সকল হত্যাকারীর বিচার হয় ন
যেখানে বিচার হয়, সেখানে সাক্ষী প্রভৃতির সংগ্রহ
করা দরিদ্র অভিযোগকারির পক্ষে বিষম দু
হইয়া উঠে। সুতরাং হত ব্যক্তির বান্ধবগণ কৌ
বিচারাসনের নিকট সুবিচার প্রার্থনায় হতাশ হ
অলৌকিক বিচারাসনের নিকট জানাইয়া নি
এবং দীর্ঘ কাল মনোদুঃখে দগ্ধ হইতে থাকে। প্র
বিত আইনটী বিধিবদ্ধ হইলে মফঃস্বলস্থ ইউরো
দিগের উল্লিখিত অত্যাচারের বহুল পরিমাণে
হইবে। এটী কি এ দেশীয়দিগের পক্ষে উপ
নয়?

তৃতীয়, সভা বলিয়াছেন শাসন সম্বন্ধে এ
কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই যে, এই আই
করিতে আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট স
এই আইনটী করিতেছেন। প্রথম সঙ্কট এই, গ
মেণ্ট আপনাদিগের সমদর্শিতা রক্ষা করিতে পা
ছেন না। দ্বিতীয় সঙ্কট এই, মফঃস্বলে ইউ
পীয়দিগের অত্যাচার ভয়ানক সৃষ্টি হইতে
তাহারা গবর্ণমেণ্টকে ভৃত্য করিয়া আইন নি
লইয়া যথেচ্ছাক্রমে স্বজাতীয় পালন করিতেছে।

চতুর্থ, বলা হইয়াছে বিশুদ্ধ যুক্তি প্র
আইনটীর মূল নহে এবং উহা তুষোদপনোদ
নহে। উপরে আমরা যে যে বাক্যের উল্লেখ
লাম তদ্দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, ইহার মূলে
ক্ষণ বিশুদ্ধ যুক্তি ও আইনকর্ত্তাদিগের বহুদ
আছে। সভা কাহাকে বিশুদ্ধ যুক্তি বলেন? ইউ
পীয়েরা এ দেশীয়দিগকে সর্ব্ব বিষয়ে বঞ্চিত রা
এবং পদদ্বারা দলিত করিয়া রাজত্ব করিবেন
দেশীয়েরা উচ্চবাচ্য করিতে পারিবেন না, গ
মেণ্টও কিছু বলিতে পারিবেন না, ইহাই কি বি
যুক্তি?

পঞ্চম, সভা যে স্বত্বের কথা উল্লেখ করিয়া
আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাহার খণ্ডন করিয়

শীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় অপ-
র বিচার হইবে না, এটী কোনরূপে স্বত্ব
য়া পরিগণিত হইতে পারে না। এটী যদি স্বত্ব
ত তাহা হইলে প্রেসিডেন্সি সহরে এ দেশীয়
পতির নিকটে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার
না। ইউরোপীয়দিগের যদি এটী স্বত্ব হয়,
হইলে আমরা বলিতে পারি, এ দেশে বাস
বার স্বত্ব আমাদিগেরই আছে, ইউরোপীয়দিগের
, তবে ইউরোপীয়েরা এ দেশে বাস করেন
? আমরা পুরুষানুক্রমে এ দেশে বাস করি-
ছি। ইউরোপীয়েরা এক শত পঁচিশ বৎসরের
র্ব এ দেশে বাস করেন নাই। যদি এরূপ
তবে আমাদিগের স্বত্ব কি গুরুতর নয়?
ষষ্ঠ, সভা বলেন উক্ত আইন হইলে ইউরো-
দিগের স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইবে। আমরা ত
র অর্থই বুঝিতে পারিলাম না। কি বিষয়ের
ন হইতেছে? অপরাধীর বিচারার্থে আইন।
রোপীয় হউক, আর এ দেশীয় হউক, যে অপ-
য়, তাহার আবার স্বাধীনতা কি? তাহাকে
মেণ্টের আইনের অধীন হইয়া চলিতে হইবে।
আইনের অধীন হইতে হইল তখনই ত স্বাধী-
নষ্ট হইল। সেই আইন যে কোন ব্যক্তি
র্থা পরিণত করুন তাহাতে স্বাধীনতার হ্রাস
য় না। ইউরোপীয় বিচারপতি আইন কার্য্যে
ণত করিলে যে ফল এ দেশীয় বিচারপতি করি-
সেই ফল। তবে প্রস্তাবিত আইনটী বিধিবদ্ধ
লে স্বাধীনতা নাশের শঙ্কা কি?
সপ্তম, এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরো-
অপরাধীর বিচারের ব্যবস্থা হইলে ইউরোপীয়েরা
বলে নিশ্চিন্ত ও নির্ভিন্ন হইয়া বাস করিতে পারি
না সুতরাং তাহারা মূলধন বিনিয়োগে
সী হইবেন না। এটী বড় কৌতুকের কথা।
দেশীয় বিচারপতির নিকটে সেই ইউরোপীয়
রাধীর বিচারের ভার অর্পিত হইবে, অমনি এ
ীয় বিচারপতিরা আইন কানুনাদির পুস্তক সমু-
তলে ফেলিয়া দিয়া এবং বিচারপ্রণালী লঙ্ঘন
য়া কেবল কি তুলাতে ইউরোপীয়দিগের দণ্ড দিতে
করেন? যাঁহাদিগের আইন কানুনের বশবর্ত্তী
য় চলাই প্রধান কর্ত্তব্য, তাঁহারা কি ইউরো-
য়ের বেলাই তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না?
করেন, সভা যে জাতীয় বিদ্বেষের কথা কহিয়া
ন, সেটীও তাঁহাদিগের ভ্রান্তি। আমরা বুঝি-
এ আইনটী বিধিবদ্ধ হইলে ক্রমে জাতীয় বিদ্বেষ
রাহিত হইবে। এখন এ দেশীয়দিগের মনে
রো এই ভাবের উদয় হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট
রোপীয়দিগকে তাঁহাদিগের স্বজাতি বলিয়া এক
প্রকার আইন করিয়াছেন আর এ দেশীয়দিগের
নিমিত্ত আর এক প্রকার আইন করিয়াছেন।
সুতরাং মূলতঃ ইউরোপীয়ের প্রতি এ দেশীয়ের
মনে বিদ্বেষভাব জাগরূক হইয়া আছে। মানুষের
স্বভাব এই, অন্যায় দেখিলে কেবল যে অন্যায়
কর্ত্তার উপর রাগ হয় এরূপ নয়, অন্যায়কর্ত্তা
যাঁহার উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহার উপরেও
কোপ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনটী
বিধিবদ্ধ হইলে এ ভাবের তিরোধান হইবার সম্ভাবনা
নাই। আমাদিগের বিবেচনায় সভা বিপরীত
বুঝিয়াছেন ও বিপরীত কথা কহিতেছেন।
জে, জে, কেমপ্টন ও ব্যারিষ্টার ব্রাণ্ডন
সাহেব এই সভার প্রধান বক্তা। তাঁহারা গাত্র
জ্বালায় বিমোহিত হইয়া যে কি কতকগুলা বকিয়া
ছেন তাহার গণনা করা, উত্তর দেওয়া ও তাহার
খণ্ডন করা আমাদের—আমাদের কেন ভদ্র লোকের
উচিত হইতেছে না। মানুষ যখন ক্রোধে দিগ্বিদিক
জ্ঞানশূন্য হয়, তখন তাহার যাচাবাচা জ্ঞান থাকে
না। প্রস্তাব্য বিষয়ের সহিত যে যে বিষয়ের কোন
সংস্রব নাই, তাহাও বক্তাদিগের মুখ হইতে নির্গত
হইয়াছে। তাঁহারা হিন্দুদিগকে বিশেষতঃ বাঙ্গালী-
দিগকে মূর্খের ন্যায় কতকগুলি গালি দিয়াছেন।
এ দেশীয়দিগের প্রতি তাঁহাদিগের মনের কিরূপ
ভাব উহাতে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। প্রস্তাবটী
ক্রমে দীর্ঘ হইয়া উঠিল। অতএব আমরা সেই
দোষসূচক গালির উত্তরদানে বিরত হইয়া কেবল
দুই একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া প্রস্তাবের উপ-
সংহারে প্রবৃত্ত হইলাম। কেমপ্টন সাহেব
বাঙ্গালীদিগকে গালি দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন
"কাহার আপনার শরীরের রং পরিবর্ত্ত করিতে
পারে না এবং গুণবাদ তাহার শরীরের চিহ্ন ঢাকিতে
পারে না।" কিন্তু আমরা বলি, পারে। এ দৃষ্টান্ত
ইউরোপীয়েরাই তাহার প্রমাণ। যে সকল ইউরো-
পীয় ইউরোপখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহাদিগের
মনের উদারভাব ও ন্যায়পরতা সর্ব্বত্র প্রশংসিত
হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভারতবর্ষে পদার্পণ
করিলে তাহার সমুদায় পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। তাহা-
দের মনের সে উদারভাব থাকে, না সে ন্যায়পরতা
থাকে না। তাহারা ঘৃণা ইউরোপীয় হইয়া পড়ে।
তবে যখন এই পরিবর্ত্ত দেখা যাইতেছে, তখন
এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি বিচারাসনে অধিষ্ঠিত হন,
তাঁহাদিগের মনের ভাব যে পরিবর্ত্ত হয় না, তাহা
প্রামাণিক নহে। উচ্চপদবায় তাঁহাদিগের মনকে
উচ্চ করিয়া তুলে। পক্ষপাতাদি নীচ প্রবৃত্তি তখন
তাঁহাদিগের মনে আর স্থান পায় না। আমাদিগের
রাজপুরুষেরা পদে পদে তাহার প্রমাণ পাইতেছেন।
বক্তারা যে তাহার প্রমাণ পান নাই তাহার কার
এই, বোধ হয় দুই চারি টাকা বেতন-ভোগী নী
প্রকৃতি বাঙ্গালীদিগের সহিত তাঁহাদিগের পরিচয়
তাহাদিগের চরিত্র দেখিয়াই তাঁহারা উচ্চশ্রেণী
বাঙ্গালীর চরিত্রের পরিমাণ করিয়া রাখিয়াছেন
কিন্তু আমরা অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, উ
শ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনেক লোক আছে
যে, বক্তাদিগের ন্যায় অনেক ইউরোপীয় তাঁহা
গের নিকটে উচ্চমনস্কতা শিক্ষা করিতে পারেন
একজন বক্তা করিয়াছেন, এদেশীয়দিগকে প্র
দিলে ইহারা ক্রমে জজ, মাজিষ্ট্রেট, কমিশনর, লে
নাণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর জেনেরল পদেরও আকাঙ্
হইবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ব্রিটিশ জা
কল্যাণে, ব্রিটিশ জাতির শিক্ষাদান-গুণে ও ব্রি
জাতির মহত্বগুণে যদি এদেশীয়েরা ঐ সকল প
লাভের যোগ্য হইয়া ঐ সকল পদ প্রাপ্ত হন, তা
কি ব্রিটিশ জাতির অগৌরবের বিষয়? সেটী
কেমন গৌরবের বিষয় ২৮ এ ফেব্রুয়ারির ক
কাতা টাউনহলের রাক্ষসী-সভার-রাক্ষস বক্
কিরূপে বুঝিবেন? ব্রিটিশজাতি যদি ন্যা
মর্য্যাদা রক্ষা করেন, এদেশীয়েরা যে ঐ সকল পদ
করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি? যে জাতিতে ভী
দ্রোণ, কর্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাবীর জন্মগ্রহণ ক
য়াছেন, যে জাতিতে মনু, ব্যাস, বাল্মিকী, কালি
প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এদেশীয়েরা সে
জাতির বংশধর, এদেশীয়দিগের মূল ও অতি উ
স্তর। এদেশীয়েরা যে কালে ঐ সকল পদলাভ ক
বেন, সে বিষয়ে ত আমাদিগের সন্দেহ জন্মিতে
না। রোমের যে গ্রিকীয় দলের মূল পাওয়া
সেই বিজিত গ্রিকীয় দল ক্রমে রোমের কন্সল ও ডি
টেটর প্রভৃতি হইয়াছিলেন, তাহারা যদি এত উচ্চ
পাইতে পারিল, উচ্চবংশজাত বাঙ্গালীরা কি এ
পাইতে পারিবেন না? যত দিন রোমে ম
পরতার আধিপত্য ছিল তত দিন রোম উন্নতির উচ্চ
সোপানে অধিরূঢ় হইয়া অপ্রতিহতভাবে স
রাজত্ব করিয়াছিলেন।
যাহা হউক, উপসংহারে আমাদের বক্তব্য
এদেশীয়েরা স্থানে স্থানে এক একটী সভা করুন। ক
কাতায় একটী প্রধান সভা হউক, ঐ সকল সভা হ
লবার্ট সাহেবের ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশো
প্রস্তাব সম্বন্ধে এ দেশীয়দিগের অভিপ্রায় যে
তাহা আমাদের গবর্ণমেণ্টের গোচর করা কর্ত্তব্য

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন নগর ৪ ফেব্রুয়ারি। বৈদেশিক কার্য্যের অধ্যক্ষ সে
চ্যাম্বারলেন কমন্স হাউসে বলিয়াছেন, টার্কের লণ্ডনস্থ মন্ত্রির স

বিবিধ সংবাদ।

মেদিনী বলেন, ইণ্ডিয়ান বয়ালেড নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাত্মা লর্ড রিপন ও টলবার্টের বিরুদ্ধ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার মেদিনীপুরস্থ কতকগুলি বাঙ্গালী গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দান সত্ত্বেও পত্র লিখিয়া কাগজ লওয়া বন্ধ করিয়াছেন। হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ব্রাঙ্কন সাহেব বুধবার টাউন হলের সভায় যুক্তি বিহীন কতকগুলি বাক্যের অবতারণা করিয়া মূর্খের ন্যায় বেঙ্গলীদিগকে অনেক কটূক্তি বলিয়াছেন। কিন্তু দেশীয়েরা বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা কবি আরচেলের কথিত "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" নীতির অনুসরণ করিয়া কার্য্য করেন। সুতরাং তাঁহার গালি যে তাঁহারা গায়ে মাখিবেন, তাহা বোধ হয় না। তবে যে, দেশীয়ের অগ্রে ব্রাঙ্কন পালিস সেই দেশীয়েরা যদি অতঃপর কোন মকদ্দমায় তাঁহাকে বেঙ্গলী না দেন, তাহা হইলে তাঁহার পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়। কথায় বলে হাতে মারা অপেক্ষা ভাতে মারা ভাল।

মহীসুরের মহারাজ মৃত দাত্তমান বাঙ্গালোরে এক লক্ষ টাকা দান করিবার আদেশ দিয়াছেন।

এক দিকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, অপর দিকে লাট হইল গ্রাণ্ট সাহেব কৌন্সিল মধ্যে হ্রাস করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সোমপ্রকাশ এই বিষয়ের আন্দোলন উপলক্ষে বলা হইয়াছিল বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উচ্চ কোটি কি প্রকার করিয়া মকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন, তাহাতে ইংরাজ বিচারপতিকে বিচার বিভাগের স্থানে বসিয়া থাকিতে হয়। ইহা হইতে পারে না। গ্রাণ্ট সাহেবও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং বিলাতের একখানি প্রধান সংবাদ পত্রও এ জন্য আক্ষেপ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ফির মূল্য কমাইবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কলিকাতার কিংবা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে প্রকার ব্যবহার করিতেছেন তাহাদের সম্পূর্ণরূপে বিপরীত বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় জেলায় এনিমিত্ত সভা হইতেছে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় বঙ্গদেশে ইহার কোন আন্দোলনই দেখা যাইতেছে না। বঙ্গদেশের প্রত্যেক গ্রামে এরূপ এক একটী সভা হইলেও গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদিগের মনুভব ভাব প্রকাশ করা হয় কি না সন্দেহ। যাহা হউক, অধিবাসীর এ বিষয়ে সাধারণের উদ্যোগী হওয়া যে একান্ত কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, হাইকোর্টের অন্য[illegible]

[illegible] প্রধান উকীল বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ অনরে[illegible] কৃষ্ণদাস পালের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক [illegible] সভাপতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট গত দুই মাসে ভারতবর্ষের সকল ইউরোপীয় দুর্গরক্ষি সৈন্যকে পদচ্যুত করিতেছেন বলিয়া সমস্ত ইংলিসম্যান সংবাদ পত্র তাঁহাদিগের উপর চটিয়া গিয়াছেন।

ইংলিশম্যান কাইম্বাটোরের স্থানে স্থান অ[illegible] আন্দোলন করিতেছে। স্বাধীন অমরাবতী আখ্যান নামক স্থানে বড় উপদ্রব করিতেছে।

মফস্বলের ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের [illegible] এক একজন প্রেরণ উচিত, তাহাতে [illegible] হাকিমদিগের আদালত খিয়া কোন মকদ্দমা [illegible] দেওয়া আর সুকঠিন। কেবল বর্ত্তমান [illegible] পূর্বে যে কখনও সাক্ষ্য দানকালে বিচারপতি প্রকাশ্যে ঘোড়া খুলাইবার প্রয়াস পাইয়াছিল এরূপ নহে, অনেক স্থানে এরূপ ঘটিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় বিচারপতির হস্তে পড়িলে এদেশীয় হাকিমের মন চঞ্চল হয় না, কারণে আমাদিগের ইচ্ছা গবর্ণমেণ্ট এরূপ [illegible] নিয়ম করেন যে, তাহাতে কেহ আদা[illegible] কোন হাকিমকে সাক্ষী মানিলে আদা[illegible] তাহাকে তলব না করিয়া তাহার সাক্ষ্য গ্রহ[illegible] নিমিত্ত কমিশন প্রেরণ করিবেন, কমিশন [illegible] পরে পক্ষ বাদী অথবা প্রতিবাদী যে পক্ষ সা[illegible] মানিবে সেই পক্ষ হইতে অগ্রে গ্রহণ করা হ[illegible] হি.ন তৎপরিবর্ত্তে সমস্ত হইবেন, তাঁহার পর হইবে। এরূপ নিয়ম হইলে সহজে আর স্ত্রীলোককে সাক্ষী মানে করিতে ইচ্ছা করিবে এবং স্ত্রীলোকেরা অপমান নিবারণ হইবে।

[illegible]য়া আর্দ্ধ [illegible] রোগ। ইহার [illegible] জ্বর প্রায় নাই বলিলেও হয়। এই রোগে [illegible] অবস্থায় আক্রান্ত হইলে পর দুই তিন দিবসের মধ্যে [illegible] হয়। সেই সময়ে যেন অথবা সোমা[illegible] দেখা দেয়। সেই পরিমাণ [illegible] হইতে কোরিন [illegible] হইলে [illegible] নিঃশেষ করিয়া দান করিতে হইবে। এই [illegible] দুই তিন ঘণ্টা অন্তর গরম দুধ ও চুণের জল [illegible] খাওয়া ভোজন করিতে [illegible] হইবে। এরূপ করিলে [illegible] পাওয়া যায়।

[illegible]টের [illegible] পৌরসভার সহিত [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] [illegible] বিষয় [illegible] বলিয়াছেন যথা,

"[illegible] [illegible] নগরীদিগের [illegible] [illegible] নগরীদিগের [illegible] [illegible] নগরীদিগের [

স্থানীয় আত্মশাসন সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের
প ভাব অবলোকন করিয়া আমরা কিছু বিস্মিত
াছি। যখন বালী উত্তরপাড়া প্রভৃতি কলিকা-
নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ নিজ নিজ স্বার্থরক্ষণে
আত্মশাসনে, আত্মসমর্থনে সমর্থ, তখন কলি
র একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী উপনগর সমূহ যে তদ্রূপ
। সুচারুরূপে সম্পাদনে অদ্যাপি সমর্থ বা সক্ষম
, একথা কেমন করিয়া মনকে বুঝাইব। মহামতি
স গবর্ণমেণ্টের এই কৃপণতায় আমরা যার পর
দুঃখিত হইয়াছি। ভরসা করি ঔপনাগরিক
রাজ-সমিতি এ বিষয়ে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবেন
যত শীঘ্র হয় একটী বিশেষ সভা করিয়া স্বকার্য্য
রের চেষ্টা করিবেন।

অতঃপর হরিণবাড়ীর শ্রীমন্দিরটী সমভূম করিবার
না হইতেছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের মত এই যে,
আলীপুরে অত বড় প্রশস্ত কারাগৃহ রহিয়াছে
ন তাহার যে কোন স্থান দণ্ডিত-গৌরাঙ্গ অপ-
দিগের লীলাখেলার জন্য পর্য্যাপ্ত হইবে। তবে
ন্তু অসামাল হইয়া উঠিলে কালাচাঁদদিগকে না
বিস্তির ভেলায় চালিয়া দেওয়া যাইবে। আজ
া গড়ের মাঠের শোভা সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য কর্ত্তা-
র যেরূপ শুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহাতে ইহা বড়
ভুত কথা নয়। আর যদি মূলের প্রতি দৃষ্টি করা
তাহা হইলেও ইহা অতি শুভ কল্পনা। এক দিকে
ন গড়ের ময়দানের শোভা সৌন্দর্য্য বাড়িবে,
ক্তি নিস্তৃতি হইবে, অন্য দিকে তেমনি বহু পরি
ণ ব্যয় লাঘব হইবে এবং মঙ্গলা জেলের আয়
ড়িতে থাকিবে।

গত সপ্তাহে বরদার মহারাণী ৺ কালীপ্রতিমা
র্শনার্থ কালীঘাটে শুভাগমন করিয়াছিলেন।
ার আগমনের পূর্ব্বক্ষণেই মন্দির-চত্বরের দ্বার
স বন্ধপট দ্বারা বিশেষরূপ আবদ্ধ হইয়াছিল
কালে কেবল মাত্র পুরোহিত এবং তাঁহার পাণ্ডা
পালদারের পরিবারবর্গ তৎস্থানে অবস্থান ক-
অনুমতি পাইয়াছিলেন। সেরূপ জনরব হইতে
নাইরূপ বর্ণনা হওয়ায় পাণ্ডা ও পালদার
শয় বিনয় হইয়াছেন। আমাদেরও আক্ষেপ
তেছে যে এ জনে একটী মহারাণীর শুভাগমনের
কাস্বরূপ কালীঘাট কোন একটী স্থায়ী কীর্ত্তি
ক দাবর করিতে পাইল না।"

সে দিন মহাসমারোহে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যা-
য় বাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত
ীত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এবং সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত-
গণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পারিতোষিক প্রশংসাপত্র
তোষ্য পদক প্রদত্ত হইয়াছে। অনেক ইউরো-
ন ও এ দেশীয় প্রধান লোক সভাস্থলে উপস্থিত
ইয়াছিলেন। ডাক্তার হণ্টর সাহেব সভাপতির
আসন গ্রহণ করিয়া একটী সুমধুর বক্তৃতা করেন।
তদ্দ্বারা তিনি রাজশ্রী সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিস্তর
প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং এক ব্যক্তির যত্ন কত-
দূর হইতে পারে, বারম্বার এ কথার উল্লেখ করিয়া-
ছিলেন। ফলতঃ তিনি নিজে সঙ্গীত সংক্রান্ত
গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও সঙ্গীত বিদ্যালয়াদির বিস্তারে দ্বারা
সঙ্গীত সম্বন্ধে যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন,
তাহাতে তিনি যে ধন্যবাদের পাত্র, সে বিষয়ে
সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপাধি প্রাপ্ত
হইয়াছেন।

নাম	উপাধি
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী	সঙ্গীতনায়ক।
লিপজিগের রাজকীয় সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্রধারী	
শ্রীযুক্ত টি. এইচ. ওয়েব	সঙ্গীত-আচার্য্য।
শ্রীযুক্ত হর ডগলিউ মাক্	সঙ্গীত আচার্য্য।
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	সঙ্গীত উপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	সঙ্গীত-উপাধ্যায়।
পণ্ডিত রামধনন্ন ক্ষত্রিয়	সঙ্গীত শাস্ত্রী।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কেবল যে সঙ্গীত
বিদ্যার উৎসাহদান করিতেছেন, এরূপ নহে, বাঙ্গালা
সাহিত্য বিষয়েও তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহদান আছে।
গত বৎসর তিনি শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্নকে
বর্ত্তমান রীতি প্রচলিত বাঙ্গালা নাটকের আদি
প্রণেতা বলিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ প্রশংসাপত্র
ও স্বর্ণপদক দান করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের অহিফেন বিক্রয়ে গত দশ মাসে
গবর্ণমেণ্টের ৬২১৪২০০০ টাকা আয় হইয়াছে। বোম্বাই
হইতে যে অহিফেন রপ্তানী হয়, তাহার শুল্কে
১৯০৬০০৩৮ টাকা আয় হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ইউরোপীয় জজদিগের
যেরূপ বেতন হ্রাস হইয়াছে, সেই পরিমাণে দেশীয়
জজেরও বেতন যাহাতে হ্রাস হয় গবর্ণর জেনরল
ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট তদ্বিষয়ে প্রস্তাব করিয়া-
ছিলেন। ষ্টেট সেক্রেটারি ও গবর্ণর জেনরল এই
প্রস্তাবের পোষকতা করেন: কিন্তু চীফ কমিস্ন গার্থ
সাহেব এতদ্দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার ঘোর প্রতি-
বাদ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি তাঁহার
যুক্তিমূলক আপত্তি দর্শনে পূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটারি
হার্টিংটন সাহেবের মতের পোষন করিয়া দেশীয়
জজের বেতন ইউরোপীয় জজের সমকক্ষ রাখিবার
আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ছাতাভাঙ্গার মহারাজের প্রজাগণের নিকট ৬৫
হাজার টাকা বাকী পড়িয়াছিল। ১১ ই ফেব্রুয়ারি
তিনি সে টাকা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি কলিকাতার
ইন্ডিয়ান ল রিপোর্টের কণ্ট্রাক্ট দিতে অভিলাষী

হইয়াছেন। ঐ নিমিত্ত আট জনে টেণ্ডার দি
ছেন। তন্মধ্যে টমাস স্মিথকে দেওয়াই স্থি
হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল আগামী ১৩ ই মা
শিমলা যাত্রা করিবেন। ১৭ ই তথায় উপনী
হইবেন, তাঁহার কলিকাতাস্থ আপীস ১৫ ই
করিয়া ২ রা এপ্রেল শিমলায় খোলা হইবে।

কাশ্মীর নবাবের দাওয়ান শ্যামরাও কিছু দি
পূর্ব্বে নবাবের নিমিত্ত একটী অশ্ব ক্রয় করিব
জন্য দুই জন লোককে ইংলণ্ডে প্রেরণ করি
ছিলেন। ইঁহাদিগের যাতায়াতের ব্যয় আট স
টাকা পড়িয়াছে। কিন্তু পশুটীর মূল্য ইহার এ
চতুর্থাংশও নহে। এ দাওয়ান কি আচ্ছি প
আছেন?

পাবনার জমীদার আমীরুদ্দিন চৌধুরীর ব
দখল উপলক্ষে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, পু
সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট রাটে এবং মাজিষ্ট্রেট বারো সা
বের দোষই তাহার মূল বলিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ
গোচর করা হইয়াছিল। কিন্তু বিচারে তাঁহাদি
বিশিষ্ট অপরাধ প্রমাণিত না হওয়াতে লেপ্টে
গবর্ণর তাঁহাদিগের নির্দ্দোষিতা গেজেটে ঘো
করিয়াছেন।

ব্যাঙ্গালোরের ব্রাহ্মণগণ তথায় বেদশি
একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষী হ
ছেন। তাঁহারা এতন্নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করি
ছেন। হিন্দুমাত্রেরই এরূপ সৎকার্য্যের সা
করা উচিত।

পাটনার পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর
দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্য্যগুণে সাধারণে এ
প্রীত হইয়াছিলেন যে তাঁহার স্থানান্তর নি
তাঁহারা তাঁহার স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থ চাঁদা স
করিতেছেন। ২৫০০ টাকা সংগৃহীতও হইয়া
এই টাকার সুদে তাঁহার নামে স্থানীয় বিদ্যাল
পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে বৃত্তি দান করা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়রদিগের সম্বন্ধে নি
করিয়াছেন, কুপস হিল কলেজ হইতে যাঁহারা পরী
দেন নাই, এরূপ ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়র ভারতব
ষ্টেট সেক্রেটারির বিনানুমতিতে ইঞ্জিনিয়রিং ক
নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণ
যে সকল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছ
দিগকে কর্ম্ম দিবার জন্য প্রতিশ্রুত আছেন, ত
কার পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে দেশীয়
অগ্রে কর্ম্ম দিবেন। তাঁহাদিগকে দিয়া যদি উ
হয়, তাহা হইলে ইউরোপীয় অথবা ইউরেশিয়দি
প্রদান করা হইবে। দেশীয় ইঞ্জিনিয়র আবি
অতঃপর কোন ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়রকে কর্ম্ম প্র

হবেনা। এই আদেশ নিবন্ধন [illegible] স্বাধীনতা রক্ষিত হইতেছে এরূপ নহে, গবর্ণমেণ্ট [illegible] অখণ্ড বাঁচিয়া যাইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম অংপুর মহকুমার সদর অনারেবল সভা বাবু [illegible] তিন শত টাকা [illegible] দানের আদেশ করিয়াছেন।

[illegible] প্রকার কাগজ বাহির হইবে, তাহা [illegible] হয় না। উক্ত কাগজ কি নিয়মে উপায় প্রস্তুত করিতে হইবে। [illegible] ভাগ চাউল আনিবে, ২ ভাগ আলু [illegible] প্রকার সাগুদানার সদৃশ। ১ ভাগ সোহাগা, ভাগ [illegible] করিয়া; এই কয় দ্রব্য মিশ্রিত করিলেই [illegible] প্রস্তুত হইবে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বরদার [illegible] দাতব্য ভারত কার্য্যের বিষয় জ্ঞাত [illegible] ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায়কে [illegible] বালীগঞ্জস্থ আবাসগৃহে আহ্বান করেন। [illegible] প্রতাপ বাবু গত ১৬ই ফাল্গুন রাত্রি [illegible] সময় গমন করিয়া মহারাজের সাক্ষাৎকার লাভ [illegible] ছিলেন, মহারাজ সবিশেষ সমাদর পূর্ব্বক বাবুকে [illegible] সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা [illegible] লেন। কার্য্য দ্বারা দেশের কতদূর পরি[illegible] হইয়াছে, দেশের রাজা জমিদার প্রভৃতি কে [illegible] সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, এ সমস্ত [illegible] মহারাজ আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিয়াছি[illegible]। মহারাজ বাবুর মুখে কার্য্যের উৎকর্ষ ফললাভের [illegible] অবগত হইয়া মনের সন্তুষ্ট ও প্রকাশ বাবুর [illegible] দেশহিতৈষণার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কার্য্য দ্বারা নবীন মহারাজের যে মহত্ত্ব ও দেশ [illegible] প্রকাশ হইয়াছে, তাহা [illegible] সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

[illegible] পাঞ্জাব অন্তঃপাতী সিমলা হইতে [illegible] ব্যাঙ্ক নিম্ন লিখিত সংবাদটী পাঠাইয়াছেন "গত ই ফাল্গুন আমাদিগের গ্রামে একটী এড [illegible] ঘটনা হইয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রান্তরদেশে [illegible] কতগুলি ইতর লোক একত্র হইয়া নিস্তব্ধ করিতে [illegible], অপরাহ্ণ ৩ টার সময় সহসা একটী বন্দুক [illegible] করিয়া তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া বিদ্ধ করে। তাহার দেহ হইতে এরূপ শোণিত [illegible] হইয়াছিল যে সে রাত্রি ৮ টার মধ্যেই মানব

[illegible] করিল। হিন্দুস্থানের আকবরক লে [illegible] গ্রাম ১০। ৬০ জন সাঁওতাল হইয়া তাহার [illegible] সংহার করিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা [illegible] করিতেছে না। পুলিশ বাহাদুর অস্ত্র [illegible], কাজে কাজেই তাহাদের উদ্যম বিফল হয়। এই অস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে কঠিন নিয়ম হওয়াতে দেশের কত অকল্যাণ হইতেছে দেশের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কত দিনে তাহা বুঝিতে পারিবেন?

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আবকারির বেলগাছে নিম্নলিখিত পল্লী সমূহ হইতে ভূমি সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে ঘোষণা করিয়াছেন। যথা:— [illegible]ডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, পিয়ারাপুর বাহাদরপুর, গোবিন্দপুর, মোল্লা শিমলা নাশিরপুর, দাসী, পুরুষো[illegible] ত্তমপুর, বাগাড়হপুর, নালিকুল, রূপর বড়গেছে, [illegible], পঞ্চদক্ষিণপুর, গাজিপুর, নিমে, চড়া, [illegible], আর্ম নগর, বলরামপুর, শ্যামারচণ্ডী, রাধা-কৃষ্ণপুর, চণ্ডীগড়, মল্লিকপুর, রতনপুর, সিলিন্দি, [illegible], অপুরূপপুর, কামারকুণ্ড, হোসেনপুর, ভোলা-কৃষ্ণপুর, বড় রঙ্গা অথবা জোতকুঠা, চৌরাঙ্গা কৈকোলা, ইচাপুর [illegible]ড়া, বাঁকিবন্দ, [illegible], কামাইপুর, পুখুরিয়াপাড়া অথবা কয়নগর বাসুদেবপুর, আলীগড়ি, পাঞ্জিতপুর ছোল [illegible]। গবর্ণমেণ্ট যখন ঘোষণা দিয়াছেন, তখন নিশ্চয় হইতেছে, বারাকপুরে বেলগাছে করিবার পর লইয়া যে [illegible] দাঙ্গা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নিবারণ হইল।

গত ১২ ই জামালপুরের [illegible] হিন্দু যুবক মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করাতে তাহার পিতা পুত্রের ধর্ম্মান্তর গ্রহণকে মৃত্যুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া শ্রাদ্ধের ন্যায় সমারোহে অনেক লোককে ভোজ দিয়াছেন। সুতরাং এই আদ্যশ্রাদ্ধেই কি আপনার সমুদায় সঞ্চিত ব্যয় করিয়া ফেলিলেন, সাংসারিক করণের নিমিত্ত কি কিছু রাখিলেন না?

পাঞ্চনিয়র সম্পাদক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলেখ্য বাজারে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যে সকল ইউরোপীয় ভারতে অধ্যাগমের উপায় উদ্ভাবন করেন, আমরা পাঞ্চনিয়রকে তাহার মধ্যে একজন পাকা লোক দেখিতেছি।

ফৌজদারী আইনের সংশোধন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি আগামী ৯ ই মার্চ্চ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে। ইহা পাস হইলে বিলাতি সাধারণ লোকের ইচ্ছা। বিলক্ষণ ইউরোপীয়মাত্রেই দেশীয় বিচারপতির নিকট ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারের প্রার্থনা করিতেছেন। কেবল কতক-গুলি অল্প শিক্ষিত আত্মাভিমানী ইউরোপীয়ই এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ উদার শাসননীতির বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইয়া সভাদির দ্বারা লর্ড রিপ [illegible] সদিচ্ছা ব্যর্থ পরিণত হইতে দিবার প্রতিবন্ধক চরণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বৃথাপরি[illegible] তাঁহার স্থিরবুদ্ধিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার নি[illegible] বালির বাঁধের মায় ভাঙ্গিয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে আ[illegible] দিগের সংশয় জন্মিতেছে না।

আগামী ১০ই মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা [illegible] বিদ্যালয়ের সেনেট হাউস উপাধিদান সভা হই[illegible]

ইলবর্ট সাহেব ফৌজদারী আইনের [illegible] সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছেন, বোম্বাই হাইকো[illegible] আফিসর তাহার অনুকূলে মত প্রকাশ করিতেছে[illegible] দেশীয় বিচারপতির নিকট ইউরোপীয় অপরা[illegible] বিচার প্রস্তাবে সর্ব্বত্রই সম্মতি দান করিয়া আ[illegible] দিগের মহত্ত্ব গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন।

লিভারপুল [illegible] নামক একখানি স[illegible] পত্রে বসন্ত রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ লিখিত হইয়াছে। এক আউন্স ক্রিম অব টা[illegible] এক বোতল গরম জলে ফেলিয়া শীতল হইলে [illegible] ক্রম সেবন করিতে হয়। তিন দিবস নিয়[illegible] সেবন করিলে নিশ্চয় পীড়া নিঃশেষে আরোগ্য [illegible]

গত বর্ষ ফ্রান্সে ৩৬৫২ মিলিয়ান ফ্রাঙ্ক (৬৫ [illegible] মুদ্রা) অর্থাৎ ১৪৪৬০০০০০ টাকা মূল্যের [illegible] পরা হইয়াছে। ফ্রান্স গবর্ণমেণ্টের আমদানির [illegible] চেয়িয়া আছে। এই কারণে স্বদেশ ও বি[illegible] ইহার ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্টের ১৬০০০০০০ ফ্রাঙ্ক হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বর্ষে ১৮০০০০০০ ফ্রাঙ্ক, [illegible]০০০০০০ ফ্রাঙ্ক, চুরোট ব্যবসায়ের লাভ ১৮০ [illegible] ফ্রাঙ্ক ও মুদ্রার আমদানির [illegible] বিবেচিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তি [illegible] উচ্চ পদ হইয়াছেন।

[illegible]	[illegible]
নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ [illegible]	
উন্নীত হইয়াছেন।	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
পাইকপাড়া [illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
৩য় শ্রেণী।	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

সংস্কৃত ১ ম শ্রেণী।

শ্রীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সংস্কৃত কলেজ

২ য় শ্রেণী।

পারদর্শিতা অনুসারে।

...শচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	সংস্কৃত কলেজ
...মোহন চক্রবর্ত্তী	ঐ

দর্শন শাস্ত্র। ১ ম শ্রেণী।

...ত চক্রবর্ত্তী	প্রেসিডেন্সি কলেজ

অঙ্কশাস্ত্র। ১ ম শ্রেণী

...চন্দ্র মজুমদার	প্রেসিডেন্সি কলেজ

৩ য় শ্রেণী।

...বিন্দগোপাল গুপ্ত	জেনরল অসেম্বলি
...গোবিন্দ দাস	প্রেসিডেন্সি কলেজ

শারীর বিজ্ঞান।

১ ম শ্রেণী।

...চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মেট্রপলিটন কলেজ

২ য় শ্রেণী।

...শ্বর ভট্টাচার্য্য	মেট্রপলিটন কলেজ
...চন্দ্র দত্ত	প্রেসিডেন্সি কলেজ
...ন্দ্র দত্ত	ঐ
...চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঢাকা কলেজ
...নাথ কেশব ঠাকুর	মেট্রপলিটন কলেজ

১ ম শ্রেণী।

...ন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি কলেজ
...ন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ
...শ্বর সেন	ঢাকা কলেজ

উদ্ভিদবিদ্যা ১ ম শ্রেণী,

...গেশচন্দ্র রায়	হুগলী কলেজ
...নিয়ারিং ...	...

উদ্ভিদ তত্ত্ব

...	হুগলী কলেজ
...দাস বসু	প্রেসিডেন্সি কলেজ
...নন্দ ভাদুড়ি	জেনরল অসেম্বলি
...কান্ত চক্রবর্ত্তী	প্রেসিডেন্সি কলেজ
...মদাস চট্টোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি কলেজ

...ধর বসে	শিক্ষক
...ডব্লু. ডি মেলো	...
...সেহার	...
...প্রসাদ	...
...কাচরণ মজুমদার	...
...নচন্দ্র মিশ্র	...
...গচন্দ্র মিশ্র	...
...দাচরণ মিশ্র	...
...শুতোষ মিশ্র	...
...য়নাথ মুখোপাধ্যায়	...
...বন্ধুনাথ পাণ্ডিত	...
...য়াল প্রামাণিক	...

কালীতারণ দামন্ত	প্রেসিডেন্সি কলেজ
ক্ষেত্রপাল সিংহ	প্রেসিডেন্সি কলেজ

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৪ পরগণার অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই. এম. ...কার বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটার হইলেন।

...পুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় মহীয়ার অন্তর্গত চন্দ্রাডাঙ্গায় বদলী হইলেন।

...পুরের ফরেষ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ... সেরেস্তার পাস্পার ডেপুটী ... বদলী হইলেন।

... ডেপুটী কালেক্টর বাবু ... বদলী হইলেন।

...পুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ... বদলী হইলেন।

...পুরের সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ... পুলিসের সব ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

... সব ... ও সেসন জজের ... এম. ... জন্য ... পোষ্টে ... হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

...কলেজের সহকারী অধ্যাপক বাবু ... মাসের ... ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ... মাসের মাসে ছুটী লইলেন।

...ও ... এম. এ, ও প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী ... হইলেন।

বিবাহসংক্রান্ত বিভাগ।

মেদিনীপুরের প্রেসিডেন্সি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মানভূমের অন্তর্গত বড় বাজারের মুন্সেফ বাবু নীলমণি দাস ...পুরে নিযুক্ত হইয়া বিবাহ বিভাগের অস্থায়ী রেজিষ্টরের মুন্সেফ হইলেন।

...মের অন্তর্গত সিউড়ীর মুন্সেফ বাবু ... মুখোপাধ্যায় ডমরাগড়ের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

...পুরের সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ... পুলিসের সব ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

... সব ... ও সেসন জজের ... এম. ... জন্য ... পোষ্টে ... হইলেন।

আইনের ৩২ ধারা, হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ... বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ১৮৮২ অব্দের ১৩ ধারানুসারে ... করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

খুলনিয়ার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জন্য ভূমিসংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ... আইন অনুসারে জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ... নিয়ার সাধারণ কার্য্যের নিমিত্ত আবশ্যক ভূমি সংগ্রহ করিবেন।

নিম্ন বঙ্গের ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটগণ ১৮৮২ অব্দের ১০ আইন ৪২২ ধারানুসারে সেসন আদালতের আপীলের বিচারের ... শুনিতে পাইবেন।

বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের ...

সংবাদদাতার পত্র।

জব্বলপুর।

মধ্য প্রদেশের কি মা বাপ কেহই নাই? ... ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন আছে, কলিকাতার সুরে ... বাবু আছেন, কত সভা আছে, বম্বে অঞ্চলের ... সাম্বৎসরিক সভা আছে, উত্তর পশ্চিম ও মাদ্রাজ অঞ্চলের দেশীয়দের কত সভা আছে কত সংবাদ পত্র আছে আর মধ্য প্রদেশের নামটা না শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে এই বিস্তীর্ণ প্রদেশের মধ্যে কেবল ... হইতে ন্যায়সুধা নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাও আবার কতক উর্দ্দুতে, কতক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায়। বাঙ্গলা, হিতৈষী দেশহিতৈষী কোন সভাই এখানে নাই। কাজেই হাকিমগণের ও পুলিসের কর্ম্মচারিদিগের অবিচার ও অত্যাচারের প্রতীকার করিবার চেষ্টা কেহই করে না। সুতরাং এখানে যেমন ইচ্ছা নির্ব্বিবাদে মনের সুখে রাজত্ব করেন এমন আর কোথাও নয়।

আজ প্রায় এক মাস হইল, এই সোমপ্রকাশে এখানকার বিখ্যাত ... আড়ডাধারী এক ... পুরুষের কথা লিখিয়াছিলাম, সম্প্রতি তাঁহারই একটী কীর্ত্তির কথা শুনুন। গোবিন্দ বাবু নামে একজন ব্রাহ্মণ অনেক দিন হইতে এই নগরে ... করিয়াছিলেন, সম্প্রতি মোরারে তাঁহাদের আদি ভিটায় যাওয়াতে এখানে তাঁহার যুবতী স্ত্রী, মাতা ঠাকুরাণী ও ১২। ১৪ বৎসরবয়স্ক পুত্র রাখিয়া তিনি মোরারে গিয়াছেন। সকলেই জানে গোবিন্দ বাবুর মাতার নিকট কিছু টাকা আছে। আড়ডাধারী মহাশয় দেখিলেন এই উত্তম সুযোগ বাড়ীতে কর্ত্তাপক্ষ কেহই নাই। এক দিন ... আড়ডাতেই কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, গোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার বৃদ্ধা মাকে বলিল আপনার নিকট এক ছড়া সোণার হার আছে, দাম ৫০০ টাকা তা আপনি যদি কেনেন ত আমি অর্দ্ধেক দামে দে...

...গোপনে চুপিচুপি আমার বাড়াতে আস... টাকা দেবেন আমিও তার দোবো, এই বলে ...দিন আনাগোনা করে তাকে ভোলাই তার ... বাবা কাছার বাড়ীতে গেলেন। শেষে ... বিবাহের দিন স্থির হলো। বাবা গোপীর ঠিক ...বাবাকালে যে পরে নাকে ঘুঁষোবার জন্য ...ছে বলিয়া গিয়াছিলেন তাই কিনা দেখবার ...মাকে উদয় মধ্যে মধ্যে বলিত, বাবা কবেই ...ছে যাবে আমার একলার কাছে কবিত, ইহা কি ...র সাথে একলার ভোলে গিয়াছে, তাহার অভাব ...ছে টানিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর অধিক ...পারে না, মধ্যে মধ্যে এমন ...লোকের মনস্তুষ্টির জন্য একটী কাজে। মুখে বলিত ... " তাহাই ভোলাই, মনে করিয়াছিল এই বেলা ...মালা কিনিয়া লইবে তাহার পর আমরা মোহাবে ...বার আর কে কি করিবে" ? কিন্তু আড়ম্বর ...এরূপ ডাকাইতি ও ওয়াড়ুরি কি চিরকাল ...ই থাকিবে ? সহরের মধ্যে এরূপে ডাকা ...ধে ও গ্রন্থ আচার করিবে অথচ উহারদের ...ন দৃষ্টি হইবে না মহাশয়! তাহার কথা বলিব ...এখানকার নিল পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ...দেশীয় একটী আসিষ্টাণ্ট ও তিনি অনেরারণ্ট ...নের সকলেই চৈতন্য হইয়া আছেন কাহার ...া আসিতেছে বলিব। সময় ভাল কথি আর ...র মাছ কোন ইনিবারেই বাকাতে পাড়া যায় ...নিকে পাই নাকি আর প্রচারের সব বেকারায় ...বলতে কি এই নিষ্ঠুর মরা প্রদেশ এমন ...ই বহু বিদেশ, কেবল টাকার জন্যই চলিতেছে। ...লের ভিতরের কথা একবার টেলিগ্রাফ করা ...ক, দেখিবেন মহা গোলমাল উপস্থিত, কল ...ন চুপেই ভাল করিয়া চলিবেন। সন্ধ্যা হইল ...পরে তোমারই অতুল কৃষ্ণ।

শান্তিপুর।

আমরা নিরুদ্বিগ্ন আছার সংকারে প্রকাশ ...ংছে, শ্রীমতী ভূবনেশ্বরী এখানে মৃদা ...র সংকারের কারণার্থে শান্তিপুর চিকিৎসক মহা ...হাদয়দিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাতে ...র চিকিৎসা সমাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শাস্তিচরণ ...ার ও মহা প্রাণ পরমেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ...ক্ত অতুলিয়ায় ... মহাশয় মৃদা... ...র জন্যপুরের অন্যান্য ... ভৈরবার ৫ম ... ...রন্ত করিবেন। এই সভার নাম শান্তিপুর চিকিৎসা সমাজ হইবে। পরিপরায়ণা শ্রীমতী ভূবনেশ্বরীর নামে স্থানে সভার কোন স্বত্ব থাকিবে না এবং সভার সম্পাদক বা সভ্যগণ ঐ ধনে কদাচ কালে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না বরং যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাধ্যানুসারে চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইবে। এই "চিকিৎসা সমাজে" তাহাতে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ঐ পত্রিকার নাম "শান্তিপুর চিকিৎসা পত্রিকা" থাকিবে। এই সভা উক্ত সমাজ হইতে অন্যকারে ঔষধ মহাশয়ের ও অন্যান্য স্থানীয় বস্তু সম্পাদিত হইবে। এক্ষণে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, যাঁহারা কলকাতা শান্তিপুরের প্রকৃত চিকিৎসা অথবা বিদ্যোৎসাহে লাভ বিশেষে বাস করেন, তাঁহারা যেন অবশ্যই সাধ্যানুসারে উক্ত সভায় কিছু কিছু দান করিয়া আমাদিগের সুপরিশ্রম দেন। কারণ, তাঁহারে ও সাধারণের দানের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা চিকিৎসালয়ের এই অকৃত্রিম সদেশহিতকার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, মিউনিসিপাল কমিশনর বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর পাঁ, বি, এ, বি, এল, উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ ব, এ, বি, এল, ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ গাঙ্গোপাধ্যায় এম, বি, মহাশয় চিকিৎসালয়ের অবৈতনিক পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে ইঁহারা চিকিৎসা সম্বন্ধে ও যত্নের অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

সম্প্রতি কয়েকজন গোঁড়া মুসলমান এখানে "কসাইখানা" সংস্থাপন করণার্থে মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিয়াছে। শুনিলাম যে, অপরিণামদর্শী ভাইস চেয়ারম্যান সেই দরখাস্তের লিখিত প্রার্থনা মঞ্জুর করায় অন্যান্য মিউনিসিপাল কমিশনর শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর পাঁ মহাশয়কে কসাইখানার উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করণার্থ অনুরোধ করিয়াছেন। এখানে কসাইখানা কখনকালে নাই, কিন্তু অদ্য কাল কতকগুলি শান্তিপুরের গোঁড়া মুসলমান এই প্রার্থনা করে। এক্ষণে যদি ভাইস চেয়ারম্যান কসাই খানার স্থান মহা সহজে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলেই হয়; কলহ হইবার সম্ভাবনা নাই। কসাইখানা সংস্থাপন করা নিতান্ত অনুচিত সন্দেহ নাই।

আমাদের এখানকার গঙ্গাস্নানের ঘাট নাই, কিন্তু প্রতি বৎসর মিউনিসিপালিটীর ব্যয় করিয়া কতকটী কাঁচা ঘাট বাঁধাইয়া দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সকল ঘাটে কেবল মেথরাণী মাগী ও মুসলমানের জন্যই নির্দ্দিষ্ট স্থান বিশেষ প্রতিবন্ধ জন্মিয়া থাকে। মিউনিসিপালিটীর অনুগ্রহেরা যদি দয়া করিয়া ঘাটে শুধু মুসলমানের স্নান নিষিদ্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে মেথরাণীর স্নানের ব্যাঘাত জন্মে না; কিন্তু এ কথার কর্ণপাত করেন কে? আমরা চীৎকার করি, মিউনিসিপালিটীর অপদেবতা বধির হইয়া উঠেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কয়েকজন গ্রাহকের নানাপ্রকার ক... হইতেছে। সকলে মনোযো... মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন কর... দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর ... যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কলিকাতা মফস্বলনিবাসী গ্রাহকগণ চিঠি ও ... পত্রাদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পা... শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ... লিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, নতুবা ...

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোমে... পুরে ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

যে গ্রাহকেরা বিনিময়ে সাধারণপত্র... মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিক... কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাই... যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা ... তাঁহারা সত্বরে ... পত্র লিখিয়া ... পাঠাইয়া দিবেন। ... আনা, প্রতিবার ... আনা; ... আনার ন্যূন কোন বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

কলিকাতা সহর ও কাছাড়ের ... সাধারণের জ্ঞাতার্থ বিজ্ঞাপনের ... মফস্বলনিবাসী ব্যবসাদারদিগের পক্ষে নিতান্ত ...

ীশের ইতিহাস এরূপ ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই
শত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।
৭৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়ে
ব্য।

৺রায়ুক্ত নবীনচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।
১৮০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমলা কলিকাতা।
এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের
ষ্টিত ঔষধ, তৈল, ঘৃত সর্ব্বদা পাওয়া যায়।
বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের
নিকপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, অদ্য
র ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।
ই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম-
অস্থিসার, রক্তাতিসার, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকা-
ী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপ-
থাকুক, তিন দিবস এই মহৌষধ সেবনে নিঃশেষ
রোগ হইবে।
কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ
সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া
, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত
য়া সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করা যায়। ইহা
লিঙ্গের বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে
রিবেন।
এক শিশির মূল্য—২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা

চন্দনাসব।
(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)
ই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্ব
ার নূতন এবং পুরাতন মেহ নিঃশেষ আরোগ্য
। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয়
নির্গত হইলে ও মাত্রা এই ঔষধ সেবনে রোগের
শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও রক্ত-
, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব
ং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ধোলা এই ঔষধ
া অতি সত্বরে আরোগ্য হয় এবং এই সকল
গজনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্তপদাদির জ্বালা,
তের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের
ও অন্তর্দ্ধান হয়।
এক শিশির মূল্য—২ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।
বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়মে
বন করিলে শরীরের নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন
এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, দুর্ব্বল
রীর যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরঃ-
া, হৃৎকম্প, বুদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির
হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি
পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবন-
স্বভাবসুলভ হেতু অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় ইন্দ্রিয়-
পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আন্তরিক ধাতু
নির্গম, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকল
আশু শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে।
অস্মদ্দেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।
এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

সুবাচ ঘৃত।
সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।
এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া
দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে-
ষতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ,
অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জলস্রাব
পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন
পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য
প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ
সকল এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া
থাকে।
এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা —প্যাকিং ৵০।
এই ঔষধ সেবনে উৎকাশী, কাশ, শ্বাসকাশ
অর্থাৎ বায়ু নলিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরাম
(শ্বাস প্রশ্বাস) ক্ষয়কাশ, যক্ষ্মাকাশ, রক্তোৎকাশ,
এবং তৎসংযুক্ত বক্ষোবেদনা; পার্শ্বশূল, অতি ঘর্ম্ম,
জ্বর, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ-
সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে চিরকালের জন্য
নষ্ট করিয়া থাকে। রাত্রিকালে বা যে সময়ে উক্ত
রোগজনিত যাতনা বৃদ্ধি হয়, ইহার এক মাত্রা সেবনে
রোগী তৎক্ষণাৎ আশাতিরিক্ত আরাম অনুভব
করিবে।
এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা—প্যাকিং ৵০।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।
ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।
(১) " আয়ুবর্দ্ধন " ৬ই খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল
শুদ্ধ ২।৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক
জীবন-যাত্রির নিকট এই পুস্তক দুই খণ্ড থাকা
আবশ্যক।
(২) " শরীর রক্ষণ " ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ।
বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল
শুদ্ধ ।৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।
সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া অটিতি আরোগ্য ও প্র
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উ
কৃত করিতেছেন।
কল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা, (
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গ
বসিয়া করেন।
প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁ
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকি
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পা
যায়।

এইচ দের জেনারেল ডিপো
৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডি
হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে
সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধা
আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগ
উৎসাহিত করেন এই আমাদের অনুনয়।
(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)
দেখিতে পেল।
নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কা
ধুতি, চাদর জোড়া ১৷৵ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত, ন
প্রকার তৈয়ারি জামা অঙ্গরাখা ও ছিটের
হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩৲ হইতে
পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১৲ হইতে
মোজা ॥০, ।৵০, ।০ জোড়া; গাটার /১০, ৵০, ।৵,
রুমাল রেসমী ১৲ ১৷০ ২॥০, সুতীরুমাল ।০, ৵০,
/০ ডোয়ালে ॥০, ।৵০, ।১০, ৵০, নূতন নূতন ফে
মের প্লেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১৲, ১৷০,
২৲, ২॥০, উৎকৃষ্ট বিলাতী সুতা ৫৲ ৬৲ ৭৲, বিলা
সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হ
৩॥০ লেভেণ্ডার ৸৵০ ফুরিডা ৸০ পাইন্যাপের ইউ
কলং ৸০, ৷০ অন্যপ্রকার ।০, ৵১০ অতি উ
সুগন্ধি কেশকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কে
বিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সু
ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান উ
৩৲ ২॥০, ১।০, ৸৵০, ।৵০, অটোডিরোজ (অর্থ
সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি
সিনরোনি ২৲, মেকেসার অয়েল ১।০, ।৵০, উত্তম
।০, ॥০, ১৲, ২৲, নানাপ্রকার এয়ারিং জোড়া ।৵০
৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার জাল ।০, ।৵০, চিরুনী
হইতে /০ ব্রস ॥০ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কা
বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগ
প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির কিতা
২৲ হইতে ৸১০, কক্ষটার, মোটা ও টুপি বুনি
জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, গোট

...ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কার্পেটের ..., রেশমের বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয় ...

মনিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা পাঠাইলে আমরা কাহাকেও ভেলু-ব্যাল পাঠাই না।

কল্পদ্রুম পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পার্থিবাঙ্গারের ...পোপাখ্যান, ...খানের মর্ত্যে আগমন, ...কত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব, ...চিন্তা, বাঙ্গালির ...হিনাস, পিতামহীর প্রতি ...), মুক্তকণ্ঠিক, পৌষপার্ব্বণ, সাংখ্যদর্শন, এই ... বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ...য়ে ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাশুল ...ত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেতর ...জনগণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশের ...কারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র ...খিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ...হারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

জীর্ণমঞ্জরী বটিকা।

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ ব্যবহারে নূতন ও সুপক্ক আমাশয়, রক্তামাশয় গরিণী, উদরাময়, অজীর্ণ ...সকলপ্রকার অতি কঠিন পেটের পীড়া নিশ্চয় ...রোগ হয়। ইহা কেবল গ্রাহির প্রতিরোধক ; অগ্নি বৃদ্ধি ও ধাতু পুষ্টিকারক। ...ব্যবহারে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। নিজের ঠিকানায় ...সীর অবস্থা ও বয়স লিখিয়া অগ্রিম মূল্য ...ইলে ব্যবস্থাসহ ঔষধ পাইবেন। মূল্য ১ টাকা ...

...ক্রিয়ার ...

...পেয়াড়ি মাদের ১০ ছেলা করিয়া।

...ছিটকি কলা  Hydrocele ...

...Dr. B. N. Dutt's Compound Mixture ...এই মিশ্র) ইহাতে ১৩, প্রকার ...র ইহাদি সম্পর্ক আরোগ্য হয়। এমন অনেকে ইহার গুণের পত্র লিখিতেছেন যাঁহারা অপর ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন ...হারা বলিয়াছেন "আপনার ঔষধে অল্পদিনে যেরূপ ...তে পারিয়াছি পাইলাম।" মূল্য ২, টাকা, ...আনা।

...Blood alterative (রক্তশোধক) ইহা ব্যবহারে ...

গরম, ধাত, গাত্র এবং ত্বক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ...ইত্যাদি ইন্দ্রিয়দোষ পক্ষাঘাত আরোগ্য হয়। মূল্য ...পার্সেল ...আনা।

ঠিকানা।—কবিরাজ, কল্পনা, নং ৪৫ ২ চুনা... ...ষ্ট্রীট। পদাস দাস এণ্ড কোম্পানি।

নূতন হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরি।

...হইতে সম্প্রতি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তকাদি আনাইয়া সকল ডিস্পেন্সরি অপেক্ষা ন্যূন মূল্যে বিক্রয় করা যাইতেছে। শ্রীকালীকান্ত ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার। ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট দিগ্বের উত্তর, বড় রাস্তার কলিকাতা।

সাধারণের প্রতি

মাসেরিয়া জ্বরের জ্বালায় যাঁরা জ্বালাতন হইয়াছেন, ডাক্তারি চিকিৎসায় যাঁরা মনে প্রাণে মারা পড়িতেছেন, ডাক্তার বৈদ্যের পরচ যাঁরা আর যোগাইতে পারিতেছেন না, তাঁদের আমি সরল ও চিকিৎসা পড়িতে অনুরোধ করি।

আগামী ১ লা ফাল্গুন হইতে আমি দাতব্য আমাদের বদলে ১, এক টাকায় এক এক জ্বর সরল অব্যর্থ চিকিৎসা ; ১, ৫ টাকার বদলে ১, এক টাকায় বাতরোগ শিক্ষা (সচিত্র একখণ্ড) ; ১, ৬৫ টাকার বদলে ১, তিন টাকায় ১ম ভাগ চিকিৎসা বিদ্যালয় পাইবেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

গর্ভস্রাবকুশা

...লিয়া ...রোগীর ...অবস্থায় কেন ...ব, ...অসুখ থাকে তার ...হইবে ইহা ...মূল্য ...১২ বড় শিশি ১০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত ঔষধ দেওয়া যায় না।

ডাক্তার শ্রীগুরুদাস মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা, ১৮০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

সন ১২৮২। ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিষয়ক ...প্রণেতা ডাক্তার ...কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ডাক মাশুল ...আনা। এই পুস্তক পাঠে হোমিওপ্যাথিক ...

...প্রেরিতে প্রাপ্তব্য। চিকিৎসাতত্ত্ব ২য় সংস্করণ ছাপা হইতেছে।

মূল্য-প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন চৌধুরি—মাদিনীপুর ১৲

" " ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রঙ্গপুর ৲

" " ভবানীপ্রসন্ন অধিকারী—হুগলি ৲

" " মহেন্দ্রনাথ দাস মহাপাত্র মালিসাইদহ ৲

" " গোবিন্দচন্দ্র সরকার—চাকসা ৲

" " মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়—পঞ্চ চৌকি ৲

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না ; যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার কোন ডাকঘরে মনি অর্ডার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন। চিঠি, ডাক, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার সমস্ত যাবতীয় পত্র ও টাকা কড়ি ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন। ভিঃ পিঃ সোমপ্রকাশ গ্রাহকদিগের নিকট প্রেরিত হয়।

[illegible] ...বার্ষিক মূল্য ৩০ টাকা ...করা [illegible] ...করিবেন।

...এই সংখ্যা সোমপ্রকাশ দাতব্য ঔষধালয়ের ...হইয়া [illegible] ...ঔষধালয়ের ...প্রেরিত হইল।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " ১৭ সংখ্যা।

গ্রাম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা

১২৮৯ সাল। ১৯ এ ফাল্গুন। ইং ১৮৮৩। ১২ ই মার্চ্চ।

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ প
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন

কল্পদ্রুমের মূল্য হ্রাস সংক্রান্ত।

অনেকব্যক্তি আপনাদিগকে অসমর্থ জানাইয়া স্বল্প মূল্যে কল্পদ্রুম পাইবার আশায় আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু কাহারও প্রতি অনুগ্রহ ও কাহারও প্রতি নিগ্রহ করা উচিত হয় না। সাধারণতঃ নিয়মের রূপ হওয়াই উচিত। এই নিমিত্ত সোমপ্রকাশের নিয়মে সমর্থ ও অসমর্থ-ভেদে মূল্যের তারতম্য আছে, কল্পদ্রুমেরও সেইরূপ নিয়ম অবধারিত হইল। সমর্থ পক্ষে অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ৩ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বাণ্মাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। মাসিক ৸৷৷০ আট আনা গ্রহণ নিয়ম, তাহাই অবধারিত রহিল। এই ১২৮৯ সালের চৈত্র মাস অবধি এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। গ্রাহকগণ জানিবেন, এ নিয়মটী বাস্তবিক সমর্থের পক্ষে। কাল্পনিক অসমর্থের পক্ষে নহে।

শ্রীদুর্গাকুমার চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

সেন্স মঙ্গল

সেন্স মঙ্গল, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে। এই চমৎকার গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে শেষ হইবে। ছাপা আছে, সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, ছাপা ভাল, কাগজ ভাল। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় শেষ হইবে।

শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল বাঙ্গালা ভাষায় এক অপূর্ব্ব মহাগ্রন্থ, উদ্ধৃতাংশ ২৬, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ কীট-দষ্ট পুঁথি আকারে, মেথাঙ্গাদিত হইয়া ন্যায় অযৌক্তিকে বিরাজ করিতেছিল। গৌড়ের রাজা ইহার মূল সূত্র, ময়নাধিপতি লাউসেন ইহার নায়ক। ইহাতে বীররস আছে, করুণ রস আছে, প্রণয় রস আছে। কবিতা সকল সতেজ ও সহজ। ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন ইহা বাল্মীকি, হোমর, মিল্টন, বাইরনের সমতুল।

এই কয়েক মাস মধ্যে ঘনরামের আশাতিরিক্ত গ্রাহক হইয়াছে। আমরা কখন ভাবি নাই জন সাধারণ এরূপ আগ্রহ সহকারে এ গ্রন্থ পাঠ করিবেন। বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের দুই মাস মধ্যে দুই তাগার গ্রাহক হওয়া সামান্য কথা নহে। এত অধিক গ্রাহক হইয়াছেন বলিয়াই মূল্য আর ৪৲ চারি টাকা করিতে হইল না। এক্ষণে সমুদয় গ্রন্থের মূল্য ১৷৷০ আড়াই টাকা স্থির হইয়াছে। অগ্রিম মূল্য ভিন্ন কাহাকেও ঘনরাম দেওয়া যায় না, নমুনা দেখিতে চাহিলে এক খণ্ডের মূল্য ৷৷০ চারি আনা পাঠাইলেই হইবে। গ্রাহকগণ আমার নামে মণিঅর্ডার দ্বারা টাকা পাঠাইবেন।

কলিকাতা
৪১ নং চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়)

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ঘনরাম প্রকাশক।

বাতান্তক তৈল।

এই তৈল ব্যবহার করিলে পুরাতন বাত, গেঁটে বাত, অবাঢ় বাত, রক্ত বাত, আক্ষেপ, অস্থিগত বাত, মজ্জাগত বাত, অঙ্গকম্পন, শিরঃশূল, অবশাঙ্গ বাত, সর্ব্বাঙ্গব্যাপক বাত, ইত্যাদি যে কোন প্রকারের বাত রোগ হউক না নিশ্চয় অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। অপরাপর ঔষধ বহুকাল ব্যবহার করিয়া যাঁহাদের বিশেষ উপকার হয় নাই এই তৈল ব্যবহারে তাঁহারাও আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

একপোয়া শিশী প্যাকিং শুদ্ধ ৪৲০
আধপোয়া ঐ ঐ ঐ ২৲০
প্রসিদ্ধ চক্ষুরোগের মহৌষধ ফি শিশি ২৲০

প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবহারের নিয়মাব
পাঠান যায়। ডাক মাশুল গ্রাহককে দিতে হয়।

শ্রী প্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাঙ্গালীটোলা বানারস

পঞ্চদশী।

আগামী আষাঢ় মাস হইতে " নিরপেক্ষপ্রকাশকারিণী সভা " মূল, টীকা এবং সরল বঙ্গানুবাদ সমেত " পঞ্চবিবেক-পঞ্চদীপ-পঞ্চানন্দাবয়বাত্মিকা পঞ্চদশী " মুদ্রাঙ্কিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অনুমান চতুর্দ্দশ খণ্ডে, ৬৫০ শত পৃষ্ঠায় শেষ হইবে। মূল্য সুলভ, কাগজ ও ছাপা উত্তম। যাঁহারা আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য ও কালীন প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তিন টাকা আট আনা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, নচেৎ ৫৷৷০ পাঁচ টাকা আট আনা দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। উহা এক সময়ে ৬৲ ছয় টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। মূল্যাদি উপনিষৎ প্রকাশক শ্রীমহেশচন্দ্র পালের নিকট দেয়। যোড়াসাঁকো; ১৪১ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

PEOPLE'S DIRECTORY AND ALMANAC 1883.

Containing amongst other useful General information, alphabetical lists European and Native residents of Calcu and the Moffassil, including the memb of the covenanted and uncovenanted s vices of Government. Price Re 1 To be at Shomaprakas Depository No 97 Col Street Calcutta.

B C Gup

GRIMAULT AND CO,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
Paris . 8, Rue Vivienne , 8, Paris.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।
বক্ষ. পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম।
যাঁহারা বক্ষোস্থলের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম লিখা আছে।
গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউল্‌স এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)
সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো মঙ্কিক ঔষধ নূতন এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ নূতন ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহার্য্য।
গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।
এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্যকারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সদমন শিরঃশূল।
পেট কাঁপিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দোকলা।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।
গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।
এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।
গ্রিমল্ট কোম্পানির পারামা (Diaramo)
এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

হিন্দু বিধবাবিবাহ সভা।

যিনি হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ দিতে কিম্বা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমাদের কার্য্যালয়ে আবেদন করিলে পাত্র ও পাত্রী পাইতে পারিবেন।

২৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

কয়েকজন কর্ম্মচারির প্রয়োজন।

কয়েক জন বহুদর্শী তহশীলদার ও তহশীল মুহুরির আবশ্যকতা হইয়াছে; তহশীলদারদিগকে ২০০০ হাজার টাকার জামিনী দিতে হইবে, বেতন মাসিক ২০ টাকা। এক বৎসর কার্য্য করিবার পর মাসিক ১৲ এক টাকা করিয়া বৃদ্ধি, পরিশেষে বেতন মাসিক ২২ টাকা হইবে। মুহুরিদিগকে ৫০০ টাকার জামিনী দিতে হইবে, বেতন ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক। জমিদারী কার্য্য চালাইবার ও হিসাব রাখিবার ক্ষমতা ও হিন্দী ভাষার জ্ঞান (অন্ততঃ ঐ ভাষা শিখিবার পারগতা) অত্যাবশ্যক। সার্টিফকেট সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে দরখাস্ত দিতে হইবে।

রাচি ছোটনাগপুর ষ্টেট
তাং ২৬ এ ফেব্রুয়ারি
সন ১৮৮৩ সাল

Rakhal Das Haldar
মেনেজার, ছোটনাগপুর
ষ্টেট রাচি

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল কলেজের দক্ষিণ ৯৭ নং বাটীতে আমরা "সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়" নাম দিয়া একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছি। ইহাতে নানা প্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক, নাটক, উপন্যাস ও ডাক্তারি বহি রাখা হইয়াছে। সাধারণ ক্রেতাকে নিয়মিত কমিশন দিয়া পুস্তকাদি বিক্রয় করা হয়। যে কোন গ্রন্থকার বিক্রয়ার্থ এখানে পুস্তক দিবেন, আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিব। কেহ বিদেশ হইতে পত্র লিখিলে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুম এই উভয় পত্রই এখানে নগদ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ এখান হইতে সম্পন্ন হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য যদি কেহ পাঠাইতে লিখেন, আমরা অতি অল্প কমিশন লইয়া তাহাও কিনিয়া দিয়া থাকি। ইহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহাদিগের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত যন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের বিনিময়ে সাপ্তাহিক বা মাসিক সংবাদ পত্র দিয়া থাকেন, তাঁহারাও ঐ স্থানে পাঠাইবেন। তবে যাঁহারা মূল্য ও প্রেরিত পত্রাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুরে যেমন পাঠাইতেছেন, তেমনি পাঠাইবেন।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
সহকারী সম্পাদক।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সহর কলিকাতায় শুকেয়াস লি ষ্ট্রীট ৪৫ নম্বর ভবনে পরিষ্কার গো-বীজে টীকা দিবার কারণ একটী নূতন "ডিপো" স্থাপিত হইল, যাঁহার উক্ত ঠিকানায় আসিয়া টীকা লইবেন বিনা খরচে গোবৎস হইতে পরিষ্কার বীজে তাঁহাদিগকে টীকা দেওয়া যাইবে; আর যাঁহারা আপন আপন বাটীতে টীকা লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে টীকাদারের গাড়ি ভাড়া ও তাঁহার পরিশ্রমের কারণ কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিতে হইবে। ইতি—

উক্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক, শ্রীযুক্ত বাবু রা

চন্দ্র ঘোষ, রায় বাহাদুর, গো-বীজে টীকার ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

প্রেরিতপত্র

জীবন আত্মা ও মনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান।

এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। গ্রন্থকার পদার্থবিদ্যা শারীরিক ক্রিয়া বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ঘটিত অনেক পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা যে প্রকার সরল হইলে সাধারণের বোধগম্য হইত তাহা হয় নাই। স্থানে স্থানে দুর্বোধ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা বিবেচনা করিলে এ দোষ ধর্ত্তব্য নহে। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক যতই প্রচারিত হইবে, ততই ভাষার অপূর্ণতা-দোষ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিবে। গ্রন্থকার যে বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক রচনা করিয়া ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও বহুল জ্ঞাতব্য বিষয় সাধারণের গোচর করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বিজ্ঞান তাঁহাকে সুপথ প্রদর্শন করিতে পারে নাই। পরমেশ্বরের বিশ্বরাজ্যে যে সমুদয় গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, বিজ্ঞান তাহা যথাযথরূপে প্রকাশ করিতে অদ্যাপিও সক্ষম হয় নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্র আর কিছুই নহে কেবল প্রকৃতি পুস্তকের টিপ্পনী মাত্র। কোন বৈজ্ঞানিক এক পংক্তি অর্থ প্রকাশ করিবার চেষ্টাতেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, কাহারও বা অর্থভ্রমসঙ্কুল হওয়াতে পরিত্যক্ত হইল। গ্রন্থকার বিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া এমন স্থানে উপনীত হইয়াছেন, যেখানে পরকাল আকাশকুসুম, আত্মা কেবলমাত্র স্নায়ু শ্রেণীর একত্বের ফল। গ্রন্থকার ইতর জন্তুর প্রাণের সহিত মানব আত্মার পার্থক্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বিকাশ ভেদে একই পদার্থের উন্নত ও অবনত অবস্থা বলিয়া নির্ণয় করেন। আত্মার প্রকৃতি দেখিয়া আমরা তাঁহার এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিতে পারি না। উন্নতিস্পৃহা; তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি, ভাবী সুখের আশা প্রভৃতি কতকগুলি ভাব আত্মার মূলে নিহিত রহিয়াছে। যাহা কোন ইতর প্রাণীতে লক্ষিত হয় না। লক্ষিত হইলে ইতর প্রাণিদিগের মধ্যেও দার্শনিক পণ্ডিতের অপ্রতুল থাকিত না।

মানব শিক্ষালাভ করিয়া স্বজাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম এবং শিক্ষিত বিষয় অপরকে শিখাইতে সমর্থ। কিন্তু একটী ইতরপ্রাণী শিক্ষিত হইয়া স্বজাতীয় অপর প্রাণিকে শিক্ষা দিতে পারে না। মানবের এই বিশেষ শক্তি অপরিস্ফুট ভাবেও কোন ইতর প্রাণিতে দেখিতে পাই না। তবে কেমন করিয়া বলিব, মানবাত্মা ও ইতর জন্তুর প্রকৃতিগত কোন বিভিন্নতা নাই। যাহা উদ্ভাবনা আত্মার বিকাশের হেতু বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহা আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু যে শক্তির প্রভাবে আত্মা বাহ্য উত্তেজনা গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আত্মার স্বভাবজাত ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি, উহা আবাস্তবিক কোন কারণের উৎপন্ন ফল নহে। গ্রন্থকার এক স্থলে বলিয়াছেন "যদি উন্নতি কি অবনতি বাস্তবিক অনশ্বরত্ব কি নশ্বরত্বের লক্ষণ হয়, তবে মানবাত্মাও প্রকৃতরূপে নশ্বর। কারণ, অতি বৃদ্ধাবস্থায় তাহার মনের অবনতি হইতে দেখা যায়।" বৃদ্ধাবস্থায় যে মানবের অবনতি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আত্মার প্রকৃত অবনতি নহে, তাহা যন্ত্রের শক্তি-হীনতা বশতঃ হইয়া থাকে। বহুকাল জীবন-ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে করিতে শরীরস্থ যন্ত্রসমুদায় শিথিল হইয়া যায়, তদ্দ্বারা মনের শক্তি প্রকাশিত হইতে পারে না, তাহাতেই প্রতীয়মান হয় মনের অবনতি হইয়াছে। যেমন বাদ্যযন্ত্র শিথিল হইলে বাদক গুণবান হইলেও গুণ প্রকাশ করিতে পারেন না, তেমনি শরীরযন্ত্র বিকৃত হইলে আত্মার শক্তি থাকিলেও তাহা প্রকাশিত হয় না। গ্রন্থকার বলেন "অনুচিকীর্ষাই আত্মোৎকর্ষ সাধনের মূল" দৃষ্টান্ত-স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে মানব-সমাজের কার্য্যের অনুকরণ করিবার সুযোগ না পাওয়াতে জন্মান্ধ জন্মবধিরকে এক কালে নির্ব্বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। একজনের গুণ দেখিয়া তাহার সেই গুণের অনুকরণ করা অনুচিকীর্ষা বৃত্তির কার্য্য। সেই অনুচিকীর্ষা বৃত্তি থাকাতে মানবাত্মা আত্মোৎকর্ষ সাধন করে সত্য, কিন্তু প্রথম জনের গুণ কাহার অনুকরণ করিয়া উৎপন্ন হইল? উন্নতি করিবার বিশেষ শক্তি মানবাত্মার অন্তরে নিহিত না থাকিলে কেবল অনুচিকীর্ষা বৃত্তির বলে উন্নতি করে কেমন করিয়া বলি। তবে অনুচিকীর্ষা বৃত্তি আত্মার উন্নতির সহায়তা করে এই মাত্র; কিন্তু মৌলিক শক্তি-প্রদান করিতে সক্ষম নহে। কুকুর, কপোত প্রভৃতির কল্পনা কৌতূহল আছে বলিয়া কি তাহারা আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ? বিশেষ বিশেষ ইতর জন্তুর বিশেষ বিশেষ বহিরিন্দ্রিয় সুতীক্ষ্ণ বলিয়া কি তাহারা সাধারণতঃ মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? মানবের মনোবৃত্তি অন্যান্য বৃত্তির সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইতর জন্তুর মনোবৃত্তি অপর বৃত্তির সহায়তা পায় না কেন গ্রন্থকার এ সমুদয় প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর প্রদান করেন নাই।

গ্রন্থকার বলের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "বল বলিলে গতি উৎপাদক কোন ক্রিয়া বুঝিতে হইবেক" কিন্তু সেই ক্রিয়া কি প্রকার শক্তির ফল, শক্তি-পদার্থ বাস্তবিক কি ইহা মনুষ্যের নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। শক্তি কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; সুতরাং অতীন্দ্রিয়। আমরা যে সমুদয় শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাইতেছি, তাহা জড় সংযুক্ত, জড়-সংযোগ বিহীন শক্তি কি প্রকার তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না এই মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহা থাকিতে পারে না, ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গ্রন্থকার যে জীবনধাতুকে আত্মার মূল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার বল বিশেষ "যে সমস্ত খাদ্য তাহার সহিত সংলগ্ন হয় সেই সমুদয় ঐ বল প্রভাবে জীবন-ধাতুতে পরিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ জীবন-ধাতুতে জীবন-ধাতু উৎপন্ন করে" দৈহিক কার্য্যে যে বলোৎপন্ন হয় এবং জীবন-ধাতুতে যাহা নিত্য বিদ্যমান, তাহা কি প্রকার বল গ্রন্থকার তাহারও মীমাংসা করেন নাই। গ্রন্থকার বোধ হয় জড়বাদী কিন্তু একস্থানে যেন বাধ্য হইয়াই বলিয়াছেন যে "যে পদার্থ দ্বারা জীবন-ধাতুর প্রথম উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জড়াতীত বস্তু" পুনর্ব্বার বলিয়াছেন "হস্তপদাদির সঞ্চার একরূপ বল দ্বারা সম্পন্ন হয়। বল বাস্তবিক জড় পরমাণুর গতি। অতএব আত্মা, ইচ্ছা দ্বারা জড় পরমাণুর গতি উৎপাদন করে; কিন্তু ইহা পরমাণু সৃজন নিয়ন্ত্রিকার আত্মার অসাধ্য। সুতরাং ইচ্ছার উদ্রেক সাধন আত্মার কার্য্য নহে। কিন্তু জড়, শক্তির বিকাশ মাত্র। * * বহুল জটিল কার্য্য জীব-দেহে সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু তাহার অধিকাংশের উপরেই (যথা জৎপিণ্ডের ক্রিয়া) আত্মার কর্তৃত্ব নাই। এবং যে সমস্তের উপর আছে, সে সমুদয় যে কি কৌশলে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা আত্মা বুঝিতে পারে না। অতএব হস্তাদির সঞ্চালনের চেষ্টা কোন জ্ঞানবান কর্ত্তার জ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয় না; কিন্তু অনভিজ্ঞ জড়শক্তির বিকাশ নিবন্ধনই হইয়া থাকে বলিতে হইবে।" ইচ্ছা আত্মার একটী শক্তি এবং কার্য্য ইচ্ছা সাপেক্ষ, তাহার অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ইচ্ছা করিলাম হস্তপদাদির সঞ্চালন হইল। এখানে হস্ত পদাদির সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর ইচ্ছার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। কোন কার্য্যই ইচ্ছা ভিন্ন হইতে পারে না এবং একজনের কার্য্য অন্যের ইচ্ছা সাপেক্ষ নহে। যাহা আমার কার্য্য কেবল তাহারই মূলে আমার ইচ্ছা থাকিবে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রসূত নিয়মে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা

মার কার্য্য নহে তাহার উপর আমার কর্তৃত্ব
রবে কেন? হস্ত পদাদি সঞ্চালন আমার কার্য্য
রাং তাহার মূলে আমার ইচ্ছা বর্ত্তমান রহিয়াছে।
অবিকৃত থাকিলে যখন ইচ্ছা করা, তখনই হস্ত-
দি সঞ্চালন করিতে পারিব। বিনা চক্ষুতে কার্য্য
আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। গ্রন্থকার বলেন,
াণুহীন নিরাকার আত্মার জড় পরমাণুর প্রতি
াদন করা অসাধ্য। সমুদয় কার্য্যেই শক্তি ছাড়া
য়, শক্তি পরমাণুহীন পদার্থ, ইহা যখন
ক্ষ দেখিতে পাই, তখন পরমাণুহীন আত্মা
পরমাণুর গতি উৎপাদন করিবে তাহার আশ্চর্য্য
ু জীবদেহের কার্য্য কি কৌশলে সম্পন্ন হইতেছে,
া জানে না বলিয়া অনভিজ্ঞ জড়শক্তির বিকাশ
ন হইতেছে কেমন করিয়া বলিব। সর্ব্বজ্ঞ
বলিয়া জড়ত্বের আরোপ করিতে পারা যায় না।
মধ্যে এক স্থানে লিখিত হইয়াছে " মানবদেহের
ন কখন দুটী আত্মা অনুভূত হয়, মেরুদণ্ড এবং
ক দুটী স্বতন্ত্র স্নায়ু-শ্রেণী; মস্তিষ্কের আত্ম
ায় ভঙ্গিলে এক ব্যক্তি এবং কেবল মেরুদণ্ডের
ন প্রত্যায় ভঙ্গিলে অন্যতর ব্যক্তি বলিয়া বোধ
।" এক স্বপ্নোদ্ভূত ভ্রমণকারীর উদাহরণ দ্বারা
কার তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু
ই যে তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস তাহা বুঝিতে পারা
না। আত্মা শরীরের কোন্ স্থানে অবস্থিতি
রিতেছে, ইহা স্থির করিয়া বলা মনস্তিক কঠিন
পার। শরীর আত্মার কার্য্য করিবার যন্ত্র বিশেষ।
রীর-যন্ত্রের কোন্ স্থান অবলম্বন করিয়া আত্মা
াশিত হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না। মস্তি-
র স্নায়ু শ্রেণী ও মেরুদণ্ডের স্নায়ু শ্রেণী এক সময়ে
স্বতন্ত্র কার্য্য করিলে বুঝিতে পারিতাম দুটী
ত্মা দুটী পৃথক্ পৃথক্ যন্ত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্য
রিতেছে, তাহা হইলে আত্মার দ্বিত্ব সন্দেহ হইতে
রিত; কিন্তু তাহা না হইয়া একটী আত্মার অপ-
নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।
ও আমরা যদি বলি, একাত্মাই বিভিন্ন যন্ত্রে বিভিন্ন
রূপে কার্য্য করিতেছে; তাহা হইলে দোষ কি?
হা হউক, গ্রন্থকার চিন্তাশীল স্বাধীন ভাবে তত্ত্ব
র্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যদিও তাঁহার মতের
হত অনেকের অনৈক্য হইবার সম্ভাবনা, তথাপিও
াধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ যেন গ্রন্থখানি একবার
াঠ করিয়া দেখেন।

শ্রীযাদবলাল রায়।

বগুড়া।

মহাশয়! বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন,
মালোচনা একটী গুরুতর বিষয়। সংবাদপত্র ও
অন্য কোন সাময়িক পত্রের সম্পাদক যে অন্য কোন
বিষয়ের জন্য তত কষ্ট পান না, যত একখানি পুস্তক
বা অন্য কোন পত্র সমালোচনা করিতে পাইয়া
থাকেন। তাহার কারণ এই, যে পুস্তকখানির আদ্যা
ন্ত অতি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করা চাই,—এবং
তাহার দোষ গুণ তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করা
চাই। যে সকল সম্পাদক "ছেলেখেলা" মনে
করিয়া সমালোচনার ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের
সমালোচনাই বাস্তবিক ছেলেখেলা হইয়া দাঁড়ায়।

সমালোচক কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। এক
শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যই এই
যে, উপস্থিত গ্রন্থের দোষ দেখাইতে পারিলেই আপ-
নাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। পুস্তকের
কোন না কোন দোষ উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকারকে
নানাপ্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিলেই তাঁহাদের
বাহাদুরী হয়। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম" একেবারে নির্দ্দোষ
গ্রন্থ পাওয়া অসম্ভব। এই শ্রেণীর সমালোচকগণ
কেন বাবু বা নবীন বাবু, বঙ্কিম বাবু বা দীনবন্ধু বাবু
কাহাকেই ছাড়েন না। তবে প্রসিদ্ধ লোকের গ্রন্থ
হইলে চক্ষুলজ্জা ভয়ে উপসংহারে গ্রন্থখানি মোটের
উপর মন্দ নহে বলিয়া শেষ করেন। আবার অন্য
শ্রেণীর সমালোচকগণ ঠিক ইহাঁদের বিপরীত।
অনুরুদ্ধ হইয়াই হউক অথবা গ্রন্থকারের সহিত
কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকার দরুনই হউক, সমালোচ্য
গ্রন্থখানিকে একেবারে স্বর্গে তুলিয়া দেন। আমি
কোন এক গ্রন্থের সমালোচনায়—দেখিয়াছি সমা
লোচক গ্রন্থ হইতে একটী চরণ উদ্ধৃত করিয়া লিখি
য়াছেন যে " এই এক চরণে কবি যত ভাব ব্যক্ত
করিয়াছেন অন্য কোন লেখক শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও
সে ভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষম।" পাঠকগণ সহজেই
বুঝিতে পারেন, ইনি কোন শ্রেণীর সমালোচক।

এই দুই শ্রেণী ভিন্ন তৃতীয় আর এক দল সমা-
লোচক আছেন, তাঁহারা বড় ভয়ানক লোক।
পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণ যদিও পাঠক
গণকে প্রতারণা করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের
সেইরূপে প্রতারণা করিবার জন্য কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার
করিতে হয়। কারণ, পুস্তকের দোষ বা গুণ দেখা-
ইবার জন্য আদ্য অন্ত পাঠ করিয়া তন্মধ্য হইতে
সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বা মন্দ অংশ বাহির করিবার
জন্য কিঞ্চিৎ কষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু এই তৃতীয়
শ্রেণীর সমালোচকগণ তদপেক্ষা একটী সহজ উপায়
উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কষ্টই স্বীকার
করিতে হয় না অথচ প্রত্যহ রাশি রাশি পুস্তক
তাঁহাদের টেবলের উপর জড় হয়। ইহাঁরা কেবল
সমালোচ্য পুস্তক প্রণেতার নাম ও ধাম মাত্র
দেখিয়া সমালোচনা শেষ করেন। যদি দেখিলেন
প্রণেতা কোন বিদ্যা ব্যবসায়ী নহেন এবং বি
যদি দুর্ভাগ্যক্রমে বাসস্থান পল্লী গ্রামে হইল
তাঁহার কপালে আগুন লাগিল। তাঁহার সমু
পরিশ্রম বিফলতঃ সম্পাদকের পুস্তক উপহার দে
য়ার ফল ভাস্মস্থূপ ঢালার সাধ হইল। সম্পা
মহাশয় পুস্তকের এক স্থান হইতে দুই একটী
উঠাইয়া দিয়া নিম্নে হয় লিখিয়া প্রকাশ করি
" ইহা ত লেখা নহে, ইহা ছেলে খেলা " অ
বি শয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অন্ততঃ সে অ
টীর কোন প্রকার দোষ দেখা যায় না।

গত ২২ এ মাঘের বঙ্গবাসী নামক সংবাদপ
দেখা গেল, বঙ্গসাহিত্য লেখক বাবু রামদয় বা
মহাশয়ের প্রণীত কবিতাকুসুম নামক পুস্ত
সমালোচনায় সম্পাদক মহাশয় দুটী (আমা
বিবেচনায় নির্দ্দোষ) কবিতা উদ্ধৃত করিয়া মন্ত
লিখিয়াছেন " এ কবিতা লেখা ছেলেখেলা
কিন্তু সে কারণ বশতঃ ছেলেখেলা হইয়াছে
না দেখাইয়া দেওয়ার কারণ বোধ হয় পাঠক
সহজেই বুঝিতে পারেন। পাঠকগণের বিচা
কবিতা দুটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

নূতন পিঞ্জরে পাখি ময়না বিহঙ্গ,
বলিছে কি তব মনে সন্তোষ তরঙ্গ?
কেন তবে দুখ? দুঃখ বলে, আছ ভাল,
দৃঢ়তর বন্দী আর কোথা পাবে বল।
বাঙ্গালীই বাঙ্গালীর এ দুঃখের হেতু—
ভেঙ্গেছে বঙ্গের হায়! স্বাধীনতা সেতু
দেখ পাখি আমাদের আঁধারের ফের
না সম্ভাষে মিষ্ট ভাষে বন্ধুর মোদের।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পরে শুনা
যে এখানকার কতিপয় বন্ধু ঐ সকল ছাত্রের প্র
বাধ করিয়া ঐ পরে প্রকাশ করিবার মনস্থ
লিখিয়াছিলেন, কিন্তু পরাবশতঃই হউক বা
কোন কারণ বশতই হউক সম্পাদক মহাশয়
প্রকাশ করেন নাই। সম্পাদক যে কিরূপ স্বাধী
চেতা ইহাতে বুঝিবে। (১)

বোয়ালিয়া
১৯ এ ফাল্গুন ১২৮৯

আপনার একান্ত বশ
শ্রীঅ—

(১) সমালোচকের যেমন আবশ্যক, তদপেক্ষা
আমরা এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থ বাহির করি নাই। কবিই সেই অ
বন্ধনের কারণ। যে দুটী কবিতা লিখিত হইয়াছে, তাহা
সম্পাদকের সন্তোষ সাধন করিয়াছে; কিন্তু সমালোচক
তোষ জন্মাইতে পারে নাই। সকলেই যে ঐ কবিতা দুটী পাঠ
প্রীতিলাভ করিবেন, আমাদের এরূপ বোধ হইতেছে
আমাদের মতে সমালোচক নিন্দনীয় হইতে পারেন না।
যে সংসারে এই, আজ কাল যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ মু
প্রচারিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ নিরপেক্ষ সমালো
কঠিন লেখনীর নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করিতে পারে না। লো-

সোমপ্রকাশ

২৯ এ ফাল্গুন সোমবার।

স্থানীয় আত্মশাসন।

অনরেবল মেকালে সাহেব এতৎসংক্রান্ত আইনের [illegible] লেখা বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত [illegible]া যে প্রণালীতে ইহার কার্য্য সম্পাদিত হইবে, [illegible]ব বিস্তারিত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। পাছে [illegible]নিসিপালিটীর কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে, এই শঙ্কায় [illegible]নিসিপালিটীর কার্য্যের তত্ত্বাবধানার্থ ইউনিয়ন [illegible]টী, বে র্ড, সেণ্ট্রালবোর্ড প্রভৃতি রচনার প্রস্তাব [illegible] হইয়াছে। কর্ত্তাদলের বাচনা সংখ্যায় যে প্রকার [illegible]ব দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের মনে [illegible]তেছে, কার্য্যশৃঙ্খলার নিবারণ না হইয়া কার্য্য [illegible]ঙ্খলা বৃদ্ধি হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। এ দেশে [illegible]টী চিরন্তন প্রবাদ আছে, বন্ধনের উপরে বন্ধন [illegible]ল পূর্ব্ব বন্ধন আলগা হইয়া যায়। এ প্রবাদও [illegible]ছ, যে কার্য্যের অনেক কর্ত্তা হয়, তাহার সুশৃঙ্খলা [illegible]। আমাদের বিবেচনায় স্থানে স্থানে এক [illegible]টী বোর্ড থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। সেই [illegible] বোর্ড তাঁহাদিগের অধীনস্থ মিউনিসিপালিটীর [illegible]ষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে [illegible]ট করিবেন। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ [illegible]দান সংশোধন প্রভৃতির ভার সেই সেই বোর্ডের [illegible]রে ন্যস্ত থাকাই উচিত। বোর্ডই হউন, আর [illegible]নিসিপালিটী হউন, কার্য্য নির্ব্বাহ সম্বন্ধে যদি [illegible]দিগের স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে যে [illegible]দেশে স্থানীয় আত্মশাসন বিধি প্রচলিত করিবার [illegible] করা হইতেছে, তাহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা [illegible]।

অনরেবল মেকালে সাহেব প্রস্তাবিত সভায় পাঞ্জাব [illegible]ব বক্তৃতাকালে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমাদের এই স্থানীয় কর্ত্তা মাজি[illegible]ট প্রভৃতি কর্ত্তাদের আত্মশাসন বিধির বিরোধী। [illegible] এ সাক্ষ্য সমূলক নহে। বর্ত্তমান বর্ষের [illegible] এ দেশীয় কালেক্টারী গেজেটে মেকলে সাহেব [illegible] এই আক্ষেপ বাক্যটিকে লক্ষ্য-বিচ্যুতির বলিয়া [illegible]ণ করিয়া দিয়াছে। ঐ দিবসের কলিকাতা [illegible]জেটে স্থানীয় কর্ত্তাদিগের মত প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible]ত দেখিয়া দুঃখিত হইলাম প্রায় কোন কর্ত্তাই [illegible]বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করেন নাই। তাঁহারা [illegible] আপনাদিগের হাতছাড়া করিতে চান না। যে [illegible]স্থানের লোক রাজপুরুষদের সুখ্যাতি প্রার্থনা [illegible]ছেন, সে সে স্থানের কর্ত্তারা তাহার অনুমোদন না করিয়া রাজপুরুষ সভাপতি নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা রাজপুর মিউনিসিপালিটীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, বুঝিতে পারিবেন। রাজপুরুষদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন। রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কয়েকজন সভ্য একত্র হইয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, দেশীয় কোন ব্যক্তি মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হন। কিন্তু বিভাগীয় কমিশনর নিজ মত প্রকাশকালে রাজপুরুষকে চেয়ারম্যান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা বড় বিস্ময়ান্বিত হইতেছি, রাজপুরুষদিগের মনের এরূপ ভাব কেন? তাঁহারা কি সত্য সত্যই ভাবিতেছেন এ দেশীয়দিগের হস্তে আত্মশাসন ক্ষমতা সমর্পণ করিলে, এ দেশীয়েরা প্রবল হইয়া ইংরাজদিগকে এ দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন? কি ভ্রান্তি! রাজপুরুষেরা আত্মশাসন ক্ষমতাদানের সঙ্গে এ দেশীয়ের হস্তে এমন কি অস্ত্র প্রদান করিতেছেন যে তাহার বলে এ দেশীয়েরা ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইবেন? এডভোকেট জেনেরল সে দিনের সভায় আপনার মনের যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতেছি, তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, অধিকাংশ রাজপুরুষের মনের ভাব কেমন বীভৎস। অনরেবল এডভোকেট জেনেরল বলেন "আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য লইয়া আন্দোলন চলিয়াছে, তাহার বিষয়ে যাহা বলা যাইতে পারে, তাহার অধিকাংশ পাঠ ও শ্রবণ করিয়া তাঁহার (অডভোকেট জেনেরলের) মনে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এ বিষয়টী ভ্রান্তিময়। তাঁহার মনে এই অভিমান আছে, তিনি সম্পূর্ণরূপে না জানুন, কিন্তু তিনি এ দেশের বিষয়, এ দেশের লোকের বিষয় তাঁহাদিগের ক্ষমতা অভ্যাস ও গুণ দোষের বিষয় অনেক জানেন। তিনি এই সকল বিষয়ে যে জ্ঞান ও বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ধারণা এই, এ দেশের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে আত্মশাসনরূপ কঠিন কার্য্যের গুরুভার বহনে সমর্থ হন, তাঁহারা আজও তত্তচিত্ত জনশালী হন নাই। ফলতঃ মিউনিসিপাল বিধির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিবার এবং যে সকল ব্যক্তি আজও উপযুক্ত হয় নাই, তাহাদিগের হস্তে বিশ্বাসপূর্ব্বক মিউনিসিপাল ক্ষমতা অর্পণ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। যে কারণ হইতে এ বিষয়টীর উৎপাত হইয়াছে, সেই হেতুবাদ ১৮৮২ অব্দের ১৮ ই মে গবর্ণমেণ্টের কৃত প্রতিজ্ঞার পঞ্চম অনুচ্ছেদে দৃষ্ট হইবে। যে কোন ব্যবস্থাপক সভা হউন, পরীক্ষণীয় বিষয়ের অনুকূল হইয়া কোন্ ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে যে বর্ত্তমান বিধির বিপ্লাবন করিতে পারেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা স্বায়ত্তশাসন বিধিকে প্রজার রাজনীতিশিক্ষার যে উপযুক্তরূপ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতে এই বুঝাইতেছে, যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হন নাই, এবং যাহাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদন শিক্ষা দিবার প্রয়োজন তাহাদিগের হস্তে ক্ষমতা প্রদান করা হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত স্বয়ংই এই প্রণালীর দূষণ স্বরূপ। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় কি হয়? যে সকল কর্ম্মকর, যে কার্য্যের উপযুক্ত নয়, তাহাকে কি আমরা সে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি? আমরা কি অগ্রে শিক্ষা না দিয়া কোন ব্যক্তিকে সেনাদলে নিযুক্ত করি এবং তাহাকে সেনাদলে অধিনায়কতা করিতে দি? যে ব্যক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় সুশিক্ষিত নয়, তাহার উপরে কি আমরা সেতু নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিয়া থাকি? যে ব্যক্তিকে যে কার্য্যে নিয়োজিত করা হইবে, সে যদি সে কার্য্যের অযোগ্য হয়, তাদৃশ ব্যক্তিকে কি আমরা গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগে কখন মনোনীত করি? যদি এরূপ হইল, তবে যে সকল ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং তাহারা যাবৎ শিক্ষিত হইয়া উপযুক্ত না হইবে, তাবৎ তাহাদিগের হস্তে কোন ক্ষমতা দেওয়া সঙ্গত হইবে না, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে মিউনিসিপাল কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত কোন উপায়কল্পনা সঙ্গত হয়? এ দেশীয় ব্যক্তিদিগকে আমরা যে পাঠ শিখাইতে যাইতেছি, ইহাঁরা তাহা শিক্ষা করেন, আমাদের এ ইচ্ছা বটে, কিন্তু আমার মনের ধারণা এই, ইহাঁরা সে পাঠ শিখিতে পারিবেন না।" ইত্যাদি।

পাঠক দেখুন কেমন চমৎকার মনের ভাব। পাঠক। এডভোকেট জেনেরলকে একা ভাবিবেন না। তিনি একা বলিলেন বটে, কিন্তু অনেকে প্রতিনিধি হইয়া বলিলেন। তাহাতে তাঁহার মনোগত ভাব বলবদ্ধীকরণে অনেক অনুদার-হৃদয় ইংরাজ সহায় আছেন। তিনি স্বমত সমর্থনার্থ যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার একটীতেও কি সার আছে? তিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এই এক কথা বারম্বার কহিয়াছেন, এ দেশের লোকেরা আজও মিউনিসিপাল কার্য্যভার বহনের যোগ্য হন নাই। তাঁহার এই একমাত্র মহাস্ত্র। এই অস্ত্র লইয়া তিনি সে দিন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ দেশীয়দিগের হস্তে যে মিউনিসিপাল সংক্রান্ত কার্য্যভার দিবার প্রস্তাব করা হইতেছে, তাহা ত সামান্য। এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের যদি এই সামান্য কার্য্য নির্ব্বাহে কার্য্যকরী ক্ষমতা না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে ইঁহারা

লাভের ফল কি হইল? গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহাদের
া মাত্র যে এত দিন ধরিয়া এত টাকা ব্যয়
লেন, সমুদায় কি বিফল হইল? তাঁহারা যে
ধারণ করিয়া অস্থিচর্ম্মী পরিশ্রম করিলেন,
য় পণ্ড হইল? এডভোকেট জেনরল কি কোন
য়ে কার্য্যভার দিবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন
হাতে উহাঁর অকৃতকার্য্য হইয়াছেন? এব্যক্তি
া করিতে পারিবে না, এই মনে ভাবা এক, আর
র্য্যের ভার দিয়া কাজে দেখা আর এক। এ দেশের
ধরঃ বঙ্গদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা কোন কাজ
তে না পারেন? গবর্ণমেণ্ট উহাঁদিগের উপরে
ন কার্য্যের ভার দিয়া অপ্রতিভ হইয়াছেন?
মেণ্ট উহাঁদিগের উপরে যখন যে কার্য্যভার
ছেন; উহাঁরা তখনই তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন
য়াছেন, ইহা দেখিয়াই ত গবর্ণমেণ্ট তুষ্ট হইয়া
দিগের উপরে মিউনিসিপাল কার্য্যভার দিতে
ত হইয়াছেন।

এডভোকেট জেনরলের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি যে
ন্ত অসার হইয়াছে, বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার
তর সভ্য অনরেবল মহম্মদ ইউসফ তাহা এক
ার স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছেন। তিনি বলিলেন
নি যখন সভাগৃহে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার
ন বোধ ছিল না যে প্রস্তাবিত আইনের
ত কোন প্রকার বিপ্রতিপত্তি হইবে। এড
কেট জেনরলের মনের ও তর্কের বল সকলেই
নন, কিন্তু উপস্থিত স্থলে তিনি ঐ উভয় বিষয়ের
নটীরই প্রশংসা করিতে পারেন না। আর,
ন একপও বিবেচনা করেন না যে গবর্ণ-
টির নিকটে তাঁহার তর্কের আদর হইবে এবং
মেণ্ট তাঁহার তর্ক শ্রবণ করিয়া আরব্ধ বিষয়
ত বিরত হইবেন। তবে তিনি এ কথা বলিতে
ন, দেশের অনেক স্থানেত প্রস্তাবিত বিষয়ে
ষ্ট ফল লাভ হইবে; সমুদায় স্থানে আশানুরূপ
লাভ হইবে কি না, সে বিষয়ে সংশয় আছে।
স্থানে ফল লাভ হইবে না বলিয়া অপরস্থানেও
প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য নয়, এটী যুক্তি বলিয়াই
া হইতে পারে না। তাঁহার বিবেচনায় দেশের
ল আগেই প্রথমে কার্য্যটী প্রবর্ত্তিত করা উচিত,
ার পর দেখানে দেখা যাইবে, আশানুরূপ ফল
হইল না, সেখান হইতে উহার সংহার করা
ে। ইত্যাদি।

মনরেবল হরবংশ সহায় গবর্ণমেণ্টের বিস্তর
াসা করিয়া এ বিষয়ের অনুকূলে অনেক কথা
লেন। এ দেশে যে পঞ্চায়ত প্রথা ছিল এবং অনেক
ল আজও যে উহার অবশেষ আছে, তিনি তাহারও
ল্লেখ করিলেন। আমরা অনেক বার কহিয়াছি,
মিউনিসিপালিটী পঞ্চায়ত প্রথা ভিন্ন কোন পদার্থ
নহে। যে দেশের লোক পঞ্চায়ত প্রথায় অভ্যস্ত
সে দেশের লোকে যে মিউনিসিপালিটীর কার্য্য
করিতে পারিবে না, ইহা কোন্ দেশী কথা? তবে
পূর্ব্বকার পঞ্চায়তপ্রথা কিঞ্চিৎ অপরিষ্কৃত ছিল,
এখনকার মিউনিসিপালিটীরূপ পঞ্চায়ত প্রথাটী
পরিষ্কৃত। যখন বিদ্যাশিক্ষার বলে আজ কাল
সকল বিষয়েই পরিষ্কৃত জ্ঞান লাভ হইয়াছে ও হইতেছে এবং সেই মার্জ্জিত জ্ঞানবলে পরিষ্কৃতরূপে
কার্য্য করিবার ক্ষমতা জন্মিতেছে, তখন মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে সে ক্ষমতা জন্মিবে না কেন?

আমরা এক্ষণে দুই একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া প্রস্তাবটীর উপসংহারে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম, অবিলম্বে এতৎ সংক্রান্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণং।" যাঁহারা এ কার্য্যটীকে অশুভ বোধ করেন, তাঁহারা কালহরণের চেষ্টা পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন এটীকে শুভ বোধ করিতেছেন, তখন শীঘ্র ইহার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া হউক, যাবৎ কার্য্য আরম্ভ না হইতেছে, তাবৎ "প্রোয়াংসি বহুবিঘ্নানি" বহু বিঘ্ন জন্মিবারই সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়, সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। কমিশনরেরা যেমন নির্ব্বাচিত হইবেন, চেয়ারম্যানও সেইরূপ নির্ব্বাচিত হইবেন। চেয়ারম্যান যদি রাজপুরুষ হন তাহা হইলে আত্মশাসন শব্দের অর্থ থাকে না। আমরা ত আত্মশাসন শব্দের অর্থ এই বুঝিয়াছি, আমাদের আত্ম কর্ত্তব্য কার্য্য আমরা করিব। যদি রাজপুরুষ চেয়ারম্যান হইয়া আমাদের কাজ করেন, তাহা হইলে আমাদের কাজ আমাদের করা হইল কৈ? দেশের লোক চেয়ারম্যান না হইয়া বিদেশীয় রাজপুরুষ চেয়ারম্যান হইলে মিউনিসিপালিটীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। আমরা একটী উদাহরণ দি। আমাদের গ্রামটী রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত। আমরা অনেক চেয়ারম্যান পরিবর্ত্ত দেখিলাম, কিন্তু আমাদের গ্রামের অবস্থা দর্শন করিয়া উহার সংশোধন চেষ্টা পাইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত এক জনও এরূপ চেয়ারম্যান দেখিলাম না। দেখিবার সম্ভাবনাও অল্প। তাহার প্রধান কারণ এই, রাজপুরুষ চেয়ারম্যানেরা বিদেশীয় লোক। আমাদের সহিত তাঁহাদের সমসুখদুঃখতা নাই। আমরা উৎসন্ন গেলাম, গেলামই, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি হয় না। আমরা মিউনিসিপাল টাক্স দিয়াছি কি না, তাঁহারা কেবল তাহাই দেখেন। যদি কেহ টাক্স না দেন, তখন তাঁহারা কপাট চোকাট বেচিতে স্বয়ং আইসেন। পক্ষান্তরে গ্রামের দুরবস্থা দর্শন

নাথ তাঁহাদিগকে বহু আরাধনা করিয়া অ
করিয়াও পাওয়া যায় না।

মিশর যুদ্ধের ব্যয়।

ভারত ইংলণ্ডের অধীন রাজ্য। এই অ
রাজ্যের প্রতি ইংলণ্ড যেরূপ ব্যবহার ক
থাকেন; ইহার উপকারার্থ ইংলণ্ড যেসকল
করিয়াছেন ও করিতেছেন; ভারতের কোন
কখন তাহা করেন নাই। অতএব ভবিষ্যৎ বি
করিলে শরীর পুলকে পূরিত হইয়া উঠে। পক্ষা
তাঁহারা সময়ে সময়ে যে যথেচ্ছাচারিণী নী
অবলম্বন করেন, ভবিষ্যতের আলোচনা করিলে
বিষম বিস্ময়ের প্রাদুর্ভাব হয়। অধীন রাজ্যের
যথেচ্ছাচার না করিলে প্রভুত্ব রক্ষা হয় না,
ভাবিয়া ইংলণ্ড এরূপ ব্যবহার করেন, অথবা
কোন উদ্দেশ্য আছে, আমরা তাহা বুঝিতে
না। ভারতের ধনাগার হইতে মিশর যুদ্ধের
গ্রহণসেই যথেচ্ছাচারের একটী প্রধান উদাহরণ।
এই বিষয়ের প্রসঙ্গে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

মিশর যুদ্ধ সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪১০০০০০ টাকা ব্যয়
যাছে। তন্মধ্যে ভারতকে ১১৪০০০০০ টাকার
কথা হইয়াছে। কমন্স সভার সভ্যেরা বলিয়া
ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের মীমাংসার পূ
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই যু
নিমিত্ত ৫০০০০০০ টাকা বায়দান করিয়াছে
মিশর যুদ্ধের নিমিত্ত ভারতবর্ষ হইতে যে সকল ট
গিয়াছিল, ইংলণ্ডীয় প্রধান পুরুষগণ তাহাদি
সমগ্র ব্যয় ভারতের স্কন্ধে চাপাইতে অভিলা
কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার ঘোরতর প্র
বাদ করিয়া বলিয়াছেন, ব্যয়কুণ্ঠ
স্থিত। সুতরাং ভারত গবর্ণমেণ্ট এই অক
বহনে যে সমর্থ হইবেন, তাহা কোনক্রমেই বি
হইতেছে না। নিঃসংশয়ঃ এ যুদ্ধে ভারতের স
এরূপ দূরতর যে তাহাতে ইংলণ্ডের সাহা
ভারত সৈন্যের যুদ্ধ-যাত্রাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া স্থি
করিতে হইবে। অতএব তাহাদিগের যে
ব্যয় হউক, তাহা অপ্রতিবাদে ইংলণ্ডীয় গ
মেণ্টেরই দেওয়া উচিত। মিশর যুদ্ধের স
ভারতের যদি কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ থাকিত
হইলে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের মতামতে কো
উপেক্ষা প্রদর্শিত হইত না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বি
এই, লর্ড হার্টিংটন ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। ত
মতে অন্ততঃ এ যুদ্ধের অর্দ্ধেক ব্যয় ভারতবর্ষীয়
মেণ্টের দান করা উচিত ছিল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
যদি পূর্ব্বাপর এ বিষয়ে আপত্তি না করিতেন,
হইলে বোধ হয়, তিনি মিশর যুদ্ধের যাবতীয়

হের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতেন। ফলতঃ লর্ড
ষ্টন যে ভাবে ষ্টেট-সেক্রেটারির কার্য্য সকল
ম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে যদি আমরা ধার্ম্মিক ও
ব-প্রবর গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপনকে না পাই-
, তাহা হইলে কন্সরবেটীব ও লিবারল গ র্ণ-
ট পাইলে কি, নিঃসন্দেহ ইহা আমরা বুঝিতে
পারি না। এক দু হইতে যে কত বিষয়ের জন্য
টাকা দিতে হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। লর্ড
ষ্টন ভারতভূমিকে কামধেনু বিবেচনা করিয়া
কে নানা দিক দিয়া দোহন করিবার চেষ্টা
য়াছেন। ভারত বাস্তবিক কামধেনু কি না,
ং বাস্তবিক বলনে ভারতের ক্ষমতা আছে কি
র্দ্ধি একবারও সে বিচার করেন নাই। আমা
বোধ হয়, ভারতের বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই তাঁহার
ণ। তিনি ষ্টেট সেক্রেটারির পদত্যাগের পূর্ব্বে
বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি স্বয়ংই সমুখে
তবর্ষ সম্বন্ধে আপনার অনভিজ্ঞতার বিষয় এক
ার ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার কার্য্যে
ারতের সুবিধা হয় নাই ইহা প্রকারান্তরে
ুর স্বীকার করাই হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান ষ্টেট
ক্রেটারি এই ভ্রম বুঝিয়াও কেন যে তৎসংশোধনে
বান্ হইতেছেন না, আমরা ও তাঁহার তাৎপর্য্য
তে পারিতেছি না।

ভারত যে ঋণগ্রস্ত হইয়া আছেন, তাহা হইতে
র্য্যন্ত উদ্ধার হইতে পারিলেন না। ইংলণ্ডের
ারা তাঁহাকে সেই ঋণবিপদ হইতে উদ্ধার করি-
চেষ্টা না পাইয়া নানা উপায়ে দোহন করিবারই
া পাইতেছেন। অতএব ভারতের ঋণের হ্রাস
হইয়া দিন দিন ঋণ পরই বৃদ্ধি হইতেছে। ঋণ
ন কল্প অকাশ হইলে মিতব্যয়িতা থাকে না।
ন কোন অসঙ্গত কারণের ইচ্ছা হইল, অমনি ঋণ
ন দ্বারা তাহা সম্পন্ন করা হইল। এত-
পমিতব্যয়িতা গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক-
ল হইয়াছে যে এমন আর পক্ষ পশ্চাৎ বিবেচনা
ই। সহজে ঋণ মিলে বলিয়া ভারতীয় গবর্ণ-
ণ্টের উদরোপরি ঋণেরও বৃদ্ধি হইতেছে। সুতরাং
ারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে, রাজ্যের আয় হইতে
ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন, আমাদিগের
এরূপ বোধ হয় না। গত বর্ষে ন্যূনাধিক ৬৬৬৫৬৬০
পাউণ্ড আয় ও ৬৬১৭৪০৮০ পাউণ্ড ব্যয় বাদে
১০৯০ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত হইবে এইরূপ গণনা করা
য়াছিল। ইহার মধ্যে ঋণের সুদ ৩৯ ৭০০০ ও
বিষয়ক সুদে ৪৫৮৮০০ পাউণ্ড ব্যয় অনুমিত
ভারতবর্ষ হইতে যে টাকা ইংলণ্ডে প্রেরিত
তাহার বাঁটায় ৫৫২৬০০ পাউণ্ড ক্ষতি হইবে
া করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষের যদি ঋণ না
থাকিত, সুদে এত টাকা বৃথা যাইত না। এ অব-
স্থায় বল-পূর্ব্বক ভারত হইতে মিশর যুদ্ধের ব্যয়
গ্রহণ যে কিরূপ ন্যায়ানুগত, যথেচ্ছাচ-বিতা প্রিয়
ব্যক্তি ভিন্ন অপরের তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ
নয়।

বঙ্গদেশীয় কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য।
(বেঙ্গবিল।)

দুটী মহোদ্দেশ্য আইনের পাণ্ডুলেখা দুটী ব্যবস্থা-
পক সভায় উপস্থিত হইয়াছে। অনরেবল ইলবর্ট
সাহেব কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখা ভারত-
বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং অনরেবল মেবলে
সাহেব আত্মশাসন সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখা বঙ্গ-
দেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়া দুই জনে
দুটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। সেই দীর্ঘ বক্তৃতার
সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য পাঠকগণের গোচর করা সহজ নয়।
আপাততঃ তাহার প্রয়োজনও হইতেছে না। ব্যব-
স্থাপক সভায় ঐ দুটী বিষয়ের যে কতবার প্রসঙ্গ
উপস্থিত হইবে, তাহা বলা যায় না। অনরেবল
ইলবর্ট সাহেব যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট
বুঝা যাইতেছে, প্রস্তাবিত কর সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে
যে কিছু ঘটনা হইয়াছে, যে কিছু লেখা পড়া হই
য়াছে, গবর্ণর জেনরল ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে
এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, এবং ষ্টেট সেক্রেটারি
তদুত্তরে যে পত্র লিখিয়াছেন, সে সমুদায় প্রকাশিত
হইবে। সেই সময়েই পাঠকগণ বিশেষ বৃত্তান্ত
জানিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের জমীদারে আর প্রজায় দীর্ঘকাল
গোলযোগ চলিয়াছে। রাজপুরুষেরাও বহুকাল
অবধি ইহার মীমাংসার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু
কেহই ইহার অনুকূল আলোড়ন করিয়া অমৃতের
উত্তোলনে সমর্থ হন নাই। পাছে প্রবল-প্রাণ প্রজা
উৎপীড়িত হয়, এই শঙ্কায় কেহই অগ্রসর হইতে সাহসী
হন নাই। বাস্তবিক কথাও এই, যিনি ইহার সৎ-
মীমাংসায় সমর্থ না হইবেন, তাঁহার হস্তক্ষেপ করা
উচিত হয় না। ইলবর্ট সাহেব প্রজার দখলী স্বত্ব
সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের যেভাবে উল্লেখ করিয়া
ছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, এবারের চেষ্টায়ও
উপায়ের ফল লাভের সম্ভাবনা অল্প। ইলবর্ট সাহেব
যদি অমৃত তুলিতে গিয়া গরল তুলিয়া ফেলেন, তাহা
হইলে কেবল যে জমীদার ও প্রজাই দগ্ধ হইবেন,
তাহা নয়, গবর্ণমেণ্টকেও সেই বিষের জ্বালায় চির-
দগ্ধ হইতে হইবে।

ইলবর্ট সাহেব প্রজাকে দখলী স্বত্ব দিবার নিমিত্ত
যেরূপ ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট
বোধ হইতেছে, যে সমদর্শিতা বিতরণ দ্বারা জীবন-
ভূত, যে সমদর্শিতা রাজা প্রজা ও জমীদার সকলে
মঙ্গলকর, প্রস্তাবিত আইনে সে সমদর্শিতা রক্ষি
হইতেছে না। তাঁহার ইচ্ছা এই, ১৮৮৩ অ
২ রা মার্চ্চ অবধি প্রজারা দখলী স্বত্ব পাক। তাঁ
এ উচ্ছাও প্রকাশ পাইয়াছে, জমীদারের ও প্র
যদি কোন প্রজার চুক্তি থাকে, তাহার বিরু
প্রজাকে দখলী স্বত্ব দেওয়া হইবে। যখন ন
দখলী স্বত্ব দেওয়া হইতেছে, তখন জমিতে প্র
যে স্বত্ব নাই, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।
থাকিলে দখলী স্বত্ব দিবার প্রয়াস কেন?

অদ্যাদি শাস্ত্র পাঠে ও দেশকালাচারে যে
জানিতে ও দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে
যাইতে পারে, এ দেশের ভূমিতে কৃষকের কখন
ধিকার ছিল না। হিন্দুরাজত্বকালে যে এ অধি
ছিল না, তাহা শাস্ত্রকারদিগের বচন দ্বারাই নি
হইতেছে। শাস্ত্রকারেরা বলেন, সমুদায়ই রাজ
রাজা অনুগ্রহ করিয়া যাহাকে যাহা ভোগ কি
দেন, সে তাই ভোগ করে। প্রজার উৎপা
শস্য হইতে ষড়ভাগ গ্রহণ ব্যবস্থা দ্বারাও র
ধিকার প্রমাণিত হইতেছে। এক্ষণে যেমন গ
মেণ্ট ও প্রজা উভয়ের মধ্যস্থলে একটী জমী
শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, হিন্দুরাজ
সেইরূপ ছিল। হিন্দুরাজারা রাজকার্য্যের সুবি
নিমিত্ত গ্রাম ভাগ করিয়া দিয়া এক এক জন
চারী নিরোপিত করিতেন। কাহার উপরে
গ্রামের কাহার উপরে বিংশতি গ্রামের, কা
উপরে শত গ্রামের যাবতীয় কার্য্য দর্শনের
অর্পিত থাকিত। তাঁহারা প্রজার নিকট হ
কর গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন
রাজার প্রাপ্য রাজাকে দিতেন। কিন্তু প্র
নিকট হইতে ষড়ভাগের অধিক গৃহীত হইত না

এখন আমাদিগের বক্তব্য এই, জমীদার-
বরাবর আছেন। হিন্দুরাজত্বে ছিলেন, মুসল
অধিকারেও ছিলেন, ইংরেজ অধিকারেও আছে
তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু কিছু প্রকার
হইয়া থাকিতেন। এখন তাঁহাদিগকে সে
হইতে মোচন করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন যাহাতে
সে অংশ হইতে মোচন করা যাইতে পারে।
সাহেব যেরূপ বলপূর্ব্বক অবৈধ উপায় অব
করিয়া প্রজাকে দখলী স্বত্ব দিতে উদ্যত হইয়াছে
তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ভূমিতে স্বত্ব স
আর একজনকে অংশী করিয়া দেওয়া হইতে
সেই অংশী করিয়া দিতে গেলে যদি বৈধ আই
ব্যতিক্রম করিতে হয়, হউক, তথাপি অংশী ক
দেওয়া হইবে। এ প্রতিজ্ঞা কেবল যে বি
যুক্তির একত্বে অনুমোদিত এরূপ নয়, প্র

...ত নিতান্ত পক্ষপাতী। পক্ষপাত বাতরেকে ...
...ত বিষয়। ঐ প্রকার অসঙ্গত পক্ষপাত করি...
...সুচারু রূপ লাভ হইতেছে না। যেরূপ প্রস্তাব
...হইয়াছে, তাহাতে গোলযোগ, পরস্পর বিরোধ,
...প্রস্তাবণা পরকনাদির অধিকতর বৃদ্ধি হইবে।
...মেণ্টের ন্যায় ভূমিতে যে শ্রেণীর যে স্বামিত্ব
...সে শ্রেণীর সে স্বামিত্ব বিষয়টি হইবে। ভূমির
...র স্বামিত্ব থাকিবার ফল কি? না, যথেচ্ছ
...য়োগ। প্রজারা যদি জমীদারের অনভি
...তে স্বামিত্ব লাভ করে, তাহা হইলে জমীদারের
...ভূমির যথেচ্ছ বিনিয়োগ ক্ষমতা থাকিবে না।
...তে জমীদারের যথেচ্ছ বিনিয়োগ-বোধক যে
...ও স্বাধীনতা ছিল, তাহার যদি বলপূর্বক সংহার
...হয়, তাহা হইলে আমরা বরাবর যে প্রস্তাব
...রা আসিতেছি, তাহা করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট,
...দার ও প্রজা এই তিনজনকে লইয়া একটী
...পাকা বন্দোবস্ত করা হউক। ভূমির অবস্থা
...বিকার্য্যের ব্যয়াদি বিবেচনা করিয়া ঐ বন্দো-
...ী করিতে হইবে। মনু প্রভৃতি সংহিতাকারেরা
...কর নিকট হইতে যে ষড়ভাগ গ্রহণের ব্যবস্থা
...য়াছেন, উহাই সেই স্থায়ী পাকা বন্দোবস্ত।
...র অন্যথাচরণ হইত না। তবে যে অপরকল্পের
...শুনিতে পাওয়া যায়, সে ভূমির উর্ব্বরতা গুণ
...ক্ষ। মনুর ব্যবস্থা যে কেমন পাকা ও কৌশল-
...পাঠক! যদি উহার অভ্যন্তরে একবার প্রবেশ
...রা দেখেন, চমৎকৃত হইবেন। মনু উৎপন্ন
...র ষষ্ঠাংশ গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে
...ধোষ প্রকাশ হইয়াছে, ভূমি যে শ্রেণীর হউক,
...র অবধারণ করিবার প্রয়োজন নাই। যে
...ীর যেরূপ ভূমি হইবে, তাহার উৎপন্ন দ্রব্য
...রূপ হইবে। অতএব উৎপন্ন দ্রব্যের অংশগ্রহণে
...নেরকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষক
...নক্রমেই ফাঁকি দিতে পারিবে না; সে নিজেও
...প্রবঞ্চিত হইবে না। এমন কৌশলময় পাকা
...বস্ত কি আর হয়? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট
...র প্রণীত পন্থার অনুসরণ করুন। জমীর
...বস্থা বিবেচনা করিয়া এবং কৃষিকার্য্যাদির ব্যয়
...না করিয়া জমীদারের প্রাপ্য এক হার নির্দ্দিষ্ট
...য়া দিন। প্রজা যে হউক না কেন, জমী
...রের ভাবনা কেন, জমীদার কাহারই নিকট
...র্দ্দিষ্ট হারের অধিক পাইবেন না। এরূপ ব্যবস্থা
...রূপে ...ধারণের মঙ্গল হইবে, গবর্ণমেণ্ট যে
...ার মঙ্গলার্থ ...করিতেও উদ্যত হইয়াছেন,
...ারণ মঙ্গল ...রোধের মূল উৎপাটিত
...বে, তখন ...ই চিত্ত নিশ্চিন্ত ...রেন।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধন প্রস্তাব।

উক্ত কার্য্যবিধির যে অংশে এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় অপরাধির বিচার প্রসঙ্গ আছে, যাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে, ৯ই মার্চ্চের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঐ বিষয়ের পুনঃ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। অনরেবল ইলবর্ট সাহেব প্রথমে আত্মদোষ ক্ষালন করিলেন। কেহ কেহ তাঁহার প্রতি এই দোষারোপ করেন যে, তিনিই ইহার আদি প্রবর্ত্তয়িতা; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। সর আশলি ইডেন ইহার প্রথম আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাহার পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতির মত গ্রহণ আদি অধিকাংশ কার্য্য হইয়া গেলে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাড়াতাড়ি আইনটী করিবার চেষ্টা পাইতেছেন বলিয়া যে আর একটী দোষারোপ করা হয়, তিনি বলেন সেটীও অলীক।

ইলবর্ট সাহেবের এই আরোপিত দোষ খণ্ডনের প্রয়াস দেখিয়া আমাদের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যপ্রণালীর বহুল পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ব্যবস্থাপকগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণের মতে উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ব্যবস্থা প্রণয়নে উৎসুক নন। যদি তাঁহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা স্থিরতর থাকে, দেশের মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সকল বিষয়ে তাঁহাদের এ প্রতিজ্ঞা স্থিরতর থাকে না। সে দিন বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা এ দেশীয়দিগের পুষ্টিকর দরিদ্রদিগের উপজীব্য একটী নির্দ্দোষ প্রধান পেয় দ্রব্য খেজুর রসকে আবগারির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া আইন করিলেন আইন করিবার পূর্ব্বে কি সাধারণের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল? ভারতবর্ষীয় সভা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া আপত্তি করিলেন, তাহা অগ্রাহ্য করা হইল। আসামের মজুর সংক্রান্ত আইনটীর বিষয়েও এ প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। ভারতবর্ষীয় সভার পীড়াপীড়িতে কয়েক দিন মাত্র সময় দেওয়া হইয়াছিল।

ইলবর্ট সাহেব এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয়ের বিচার প্রসঙ্গ তুলিয়া বলেন, দেওয়ানী মকদ্দমায় ইউরোপীয় ও এ দেশীয় বলিয়া কোন ইতর বিশেষ নাই। এ দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় ও এ দেশীয় উভয়েরই দেওয়ানী মকদ্দমার তুল্যরূপে বিচার হইয়া থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এলাহাবাদ প্রভৃতি হাইকোর্টে এ দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় ও এ দেশীয় উভয়-বিধ অপরাধির ...রূপে ফৌজদারী মকদ্দমার বি... হইয়া থাকে।

ইলবর্ট সাহেবের এই বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতি... হইতেছে, ইউরোপীয়েরা স্বত্ব বলিয়া যে একটী অ... মান করেন, তাহা নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয়... দেওয়ানী মকদ্দমার সময়ে ইউরোপীয়দিগের স্ব... নিশ্চিত হইয়া আছে, ফৌজদারীর সময়েই জাগ... উঠিতেছে, এটী সামান্য কৌতুকর বিষয় নয়... দেওয়ানী না ফৌজদারী; কোন্ মকদ্দমা অধিকতর... জটিল? যে দেশীয় বিচারপতিগণ ইউরোপীয়ে... জটিল মকদ্দমার বিচার করিতে পারেন, তাঁহা... ইউরোপীয়ের ফৌজদারী মকদ্দমা করিতে পারে... না; এটীও সামান্য কৌতুকের বিষয় নহে।

২৮এ ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টাউনহলের বা... পুরুষের ইউরোপীয় সভার শূন্যগর্ভ চীৎকার শ্রব... উদ্বিগ্ন হইয়া কেহ কেহ এই প্রস্তাব করিতেছে... ইউরোপীয়েরা যখন এ বিষয়ের এত প্রতিবা... তখন এ বিষয়টী পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উপস্থিত করি... ইহার মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত। কি কার... উচিত, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না... যে বিষয়ে জাতি, শ্রেণী সম্প্রদায় ও ব্যক্তিবিশেষে... আপত্তি হয়, তাহার আইন করিবার পূর্ব্বে তাহা... গবর্ণমেণ্ট কি কখন পার্লিয়ামেণ্ট সভার অনুম... লইয়াছেন? তাহার কি নজীর আছে? তাহে... গবর্ণমেণ্ট যখন জমীদারী তলাত রোড্‌সেস ও পবলি... ওয়াক্‌সেস লইয়া দশশালা বন্দোবস্তের ভঙ্গ করে... তখন জমীদার শ্রেণী ঘোরতর আপত্তি করিয়া প্র... বাদ করিয়াছিলেন, তখন কি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদি... কথায় কর্ণপাত করিয়াছিলেন? পার্লিয়ামেণ্ট... অনুমতি লইয়া কি আইন করিয়াছিলেন? জমী... শ্রেণীর চীৎকার ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশো... দেশী ইউরোপীয়দিগের চীৎকারের ন্যায় যুক্তি... ও অসার নয়। যে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করি... ছিলেন, কোনক্রমে দশশালা বন্দোবস্ত ভঙ্গ করি... না, সেই গবর্ণমেণ্ট আবার সেই প্রতিজ্ঞার ... প্রবৃত্ত হইলেন! একপক্ষে পার্লিয়ামেণ্ট স... মত গ্রহণ করা সমধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল। প... স্থলে ইউরোপীয়েরা ফৌজদারী কার্য্যবিধির সং... ধন সম্বন্ধে যে আপত্তি করিতেছেন, তাহার ত... যুক্তি নাই, ন্যায় সে পথে গমন করে নাই, ... অন্যায়েরই তাহাতে প্রভুত্ব। যুক্তির মধ্যে ত... দিগের স্বত্ব। এ যুক্তি অতি দুর্ব্বল। আমরা দু... এ বিশেষণ দিতেছি কেন, বস্তুতঃ এ যু... নতে ইউরোপীয়েরা যাহাকে স্বত্ব বলিয়া ... সেটী যে স্বত্ব নয়, তাহা নানাপ্রকারে প্রমাণ ... য়াছে। ইলবার্ট সাহেব দেওয়ানী আদালতে

র বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয়দিগের মক-
র এবং সমুদায় হাইকোর্টে এ দেশীয় বিচার-
র নিকটে ইউরোপীয় অপরাধির বিচারের
র উল্লেখ করিয়া সে স্বত্ব যে অলীক পদার্থ,
বিশিষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

বিশেষতঃ ২৮ এ ফেব্রুয়ারি কতকগুলি ইউরো-
ও ইউরেশীয় একত্র হইয়া সভা করিয়া যে
বার করেন, তাহা গ্রাহ্যই হইতে পারে না।
তঃ সেটী ইউরোপীয়দিগেরই সভা নয়। ইউ-
রেশিয়েরা গিয়া দলপুষ্টি করিয়াছিলেন। যে
র অধিকসংখ্যা ইউরেশিয়ের অধিষ্ঠান, সে
কে কিরূপে ইউরোপীয় সভা বলা সঙ্গত হয়?
তঃ সভ্যেরা সভাস্থলে যে সকল বক্তৃতা করেন,
ভদ্রলোকের শ্রবণ ও গ্রহণ যোগ্য নহে। সভা-
র ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধন প্রস্তাবের
বাদ করা ছল মাত্র। এ দেশীয়দিগকে গালি
াই উদ্দেশ্য। যে সভার এরূপ নীচ উদ্দেশ্য,
ভার বাক্যকে কি পার্লিয়ামেণ্ট সভার উচ্চ
ণ কণে স্থান দিবেন?

তৃতীয়তঃ, প্রস্তাবিত ফৌজদারী কার্য্যবিধির
াপন প্রসঙ্গটী ইউরোপীয়দিগের অনভিমত
কিরূপে বলা যাইতে? বোম্বাই মাদ্রাজ উত্তর
াঞ্চল প্রভৃতির গবর্ণমেণ্ট সকল এ বিষয়ে
মোদন করিয়াছেন। ঐ সকল গবর্ণমেণ্টের
বভূত রাজপুরুষেরা কি ইউরোপীয় নন?
দিগকে প্রতারিদল হইতে বাদ দেওয়া
এবং ইউরেশিয়দিগকে বাদ দেওয়া হউক,
ণ ইউরেশীয়দিগের ইউরোপীয় বলিয়া পরিচয়
কোন দরকার নাই) এ বাদ দিলে কয়জন
রোপীয় জাহাজে থাকেন? অঙ্গুলি পরিগণিত
াঁচ জন ইউরোপীয়ের প্রতিবাদ শুনিয়া যদি
য় আইন বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্ট সভার মত গ্রহণ
তে হয়; তাহা হইলে ত পদে পদে মত লইতে
ব। প্রতি বিষয় পার্লিয়ামেণ্টের মত লইয়া
তীয় গবর্ণমেণ্টকে আইন করিতে হয়,
া হইলে ত সংবৎসরে একটী আইনেরও উদয়
র সম্ভাবনা নয়। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা-
পাইয়া ফলে ফল কি? ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের
গৌরব কি? ষ্টেট সেক্রেটরিই বা আছেন
? কোন বিশেষ বিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটরির মত
কি পর্য্যাপ্ত নয়? প্রস্তাবিত বিষয়ে ষ্টেট
ত্বরিত মত প্রদান করিয়াছেন, উহার পরও
র্লিয়ামেণ্টের মত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা
ল ও সমুদায় কার্য্যপ্রণালী বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে।
ীয় গবর্ণমেণ্ট যদি মুষ্টিমেয় কতকগুলি মাত্র
োপীয়ের যুক্তিহীন চীৎকারে ভীত হইয়া কর্ত্তব্য
পথ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রতি লোকের ভয় ও ভক্তি থাকিবে কেন?

যাহারা বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া কোন কার্য্য করে, তাহাদের বাক্য কোনক্রমে আদরণীয় হইতে পারে না। ২৮এ ফেব্রুয়ারির ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় সভা যে বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, ইষ্ট বেঙ্গল এসোসিয়েসন ও মুসলমান সাহিত্যসভা এবং মুসলমান জাতীয় সভা প্রভৃতি লোকদিগের সভা গবর্ণর জেনরল রিপন বাহাদুরের নিকটে এক যোগে যে আবেদন করিয়াছেন এবং এ দেশীয় এটর্ণিরা সভা করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রথমে কথা হইয়াছিল, ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধন প্রস্তাব সম্বন্ধে এ দেশীয়দিগের মনের ভাব কি, টাউনহলে সভা করিয়া তাহা গবর্ণর জেনরলের বিদিত করা হইবে। কিন্তু উল্লিখিত সভাগুলির সভ্যগণ এই বিবেচনা করেন, সেরূপ সভা করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে গেলে এই দোষ ঘটিবে, যদি কোন বক্তা উদ্দীপিত ও উত্তেজিত হইয়া জাতীয় বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া বসেন। এ বিবেচনা উত্তম হইয়াছে। "চুকের উত্তর চুক নয়।" ২৮এ ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টাউনহলের ইউরোপীয় সভা চুকিয়াছেন। ঐ সভার সভ্যেরা জাতীয় বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন অতএব তাঁহাদের বাক্য আদরণীয় হইতে পারে না। যাঁহাদের বাক্য শ্রবণ ও গ্রহণ যোগ্য নয়, তাঁহাদের প্রতিবাদে ভীত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে যদি পার্লিয়ামেণ্ট সভার মত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে নিতান্ত বিড়ম্বনা হইয়া উঠিবে। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত ফৌজদারী আইনের সংশোধন প্রস্তাব লইয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উপস্থিত হওয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত হয় না। তাহা করিতে গেলে কেবল যে মহত্ত্বের হানি হইবে, এরূপ নয়, কার্য্যগতিরও বিষম বিঘ্ন ঘটিবে।

৯ই মার্চ্চের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে যে সভ্য বক্তৃতা করেন, অদ্য আমরা স্থানাভাবেতে তাহার তাৎপর্য্য সকল পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না। আগামীবারে তাহা পাঠকগণের বিদিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

পুস্তক সমালোচনা।

১। দশ মহাবিদ্যা। (১) এখানি বাঙ্গালা গীতি-

(১) এসোসিএট কবি শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কাব্য। পৌরাণিক উপাখ্যান লইয়া রচিত হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক ইতিবৃত্ত যথাযথ রূপে বিবৃত নাই। কালিদাস, ভারবি মাঘ প্রভৃতি মহাকবিগণ যেমন এক একটী পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া আমাদিগের অলৌকিক কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়া নিজ নিজ গ্রন্থকে নূতন প্রকারের করিয়া তুলিয়াছেন, হেম বাবুও সেইরূপ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। গ্রন্থের অনেক স্থলে তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি অনেক স্থলে নিজ কবিত্বরূপ বহু ফলাইয়া পৌরাণিক উপাখ্যানকে নূতন প্রকারের করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার পয়ারাদিতে যে সকল ছন্দ প্রচলিত আছে এবং বাঙ্গালা ভাষার যে কয়টী সংস্কৃত ছন্দ পরিগৃহীত হইয়াছে, দশমহাবিদ্যার গ্রন্থকার তদ্ভিন্ন তৃতীয় কয়েকটী নূতন ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। কবিতাগুলি শ্রুতিমধুর রস, ভাব ও অলঙ্কারে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু হেম বাবুর বীররসোদ্দীপক কাব্য গ্রন্থগুলি কাব্যানুরাগী জন সমাজে যেমন সমাদৃত হইয়াছে, এখানি সেরূপ হইবে, আমাদের এরূপ বোধ হইতেছে না।

২। বিচিত্র পৌরপার্ব্বণ (২)। এখানি কৌতুক পূর্ণ রসময় কাব্য। পৌরপার্ব্বণ অবলম্বন করিয়া এখানি রচিত হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহাতে নানা বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। এতৎ পাঠে কেবল কৌতুক নয়, নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়।

৩। গৃহশিক্ষা পুস্তকাবলী—প্রথম খণ্ড। কারা কুসুমিকা (৩) ফরাসী উপন্যাস অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে যে উদ্দেশে ইহার প্রণয়ন গ্রন্থের রচনা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তাহা সুসিদ্ধ হইবে। রচনা অতি কোমল ও স্ত্রীলোকের শিক্ষোপযোগী হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা মার্চ্চ। লার্ড হার্টিংটন কমন্স সভায় [illegible] বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মিসর যুদ্ধের [illegible] পরিশ্রম দ্বারে সম্মত হইয়াছেন, তিনি পরিশেষে [illegible] কারণে পরে অনেক বাদানুবাদ ও গোলযোগ আছে. এই [illegible] ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট সেই সকল কারণ পর সভায় উপস্থিত [illegible] করিতে সম্মত হন নাই। সৈন্য বিষয়ে যে আনুমানিক ব্যয়ের [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাকে দেখা যাইতেছে [illegible] হইয়াছে।

মোল্টন ২ রা মার্চ্চ। স্পেনে সম্প্রতি যে বিদ্রোহী [illegible] সভার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, উহার কয়েক [illegible] হইয়াছে।

(২) [illegible]

(৩) [illegible]

...ছেলের হাত ধরে কুলিসকাজ অন্বেষণে চলিয়াছে।
...লোক সমীচীন হইয়াছে।
...য়েন্টন ২ রা মার্চ্চ। কলেজ সভার উচ্চতর গৃহের ...টী ধাতু দ্রব্যের টারিফ বৃদ্ধির আইন করিবার অনুরোধ ...ছেন।
...ওনন্দ ৪ঠা মার্চ্চ। সৈন্য সম্বন্ধে ১৮৮১-৮২ পৌষ বায় ...ম হইয়াছে।
...ডষ্টোন সাহেব লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছেন।
...ন ওয়ার্লস নেবর নামক স্থানে সমীকৃত হইয়াছে। ...র সাক্ষ্য দ্বারা জানা গিয়াছে, ঐ ব্যক্তি ডনামাইটের ইত্যা- ...লিপ্ত ছিল।
...আমেরিকার কতৃপক্ষ আফ্রিকাতে ধরিতে পাঠান ...। ডাক্তারের কনাকমিটীর আদেশক্রমে ১ নম্বর লোক ...সে কি পরিচিত, তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট ...করা হইয়াছে। তাহার নাম গোপনে রাখিবার বিলক্ষণ ...হইতেছে।
...ওন ৪ঠা মার্চ্চ। চ্যান্সেলর সাহেব পত্র পাঠিতে কমন্স ...করিয়াছেন, আমীর বসে দশলক্ষ পৌণ্ড অপচয়ের ...সম্ভাবনা।
...ওন ৭ই মার্চ্চ। ইউনস পত্র আমেরিকার একটী সম্প্রদায় ...দীয় নিগর ক্রমেরসাহেবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন, ...আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পাঠক নিমিত্ত ...টি প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ...ধ করিয়াছেন, যদি ঐ পাণ্ডুলেখাটী বিধিবদ্ধ করা হয়, ...হইলে বিলম্ব না করিয়া করা কর্ত্তব্য।
...ডন ৮ই মার্চ্চ। গ্লাডষ্টোন সাহেব বলেন মিসরে যে ...। সৈন্য রাখা হইয়াছে, তাহা স্থায়ী হইলেই অবশ্যক ...করে সৈন্য বাড়াইয়া লইবেন। কবে যে বাড়াইয়া লই- ...তাহার নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।
...সর টেক্স: গ্রয়সাক্রান্ত ভারতবর্ষীয় ডাক্তারের রিপোর্ট। সরকারি ...পত্র প্রকাশিত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎসংক্রান্ত ...টি টমের পত্রের উত্তরে বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ...ত্তর বিবেচনা করিবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে যে সকল ...মিসরে যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার মিসরের গোরা ...করিয়াছেন। এ কথাও বলা হইয়াছে, ইংলণ্ডের ...ন মৃত্যু সম্বন্ধে গোলী ... করেন, বহিয়ের ...
...ওন ৮ই মার্চ্চ। প্রিন্স হেনরি, ডিউকনৈবেদ্যের দ্বিতীয় ...হইয়াছেন। *

কায়রো ৭ই মার্চ্চ। ইংরাজ সৈন্যদিগের আস্থা অনেক উন্নত। এক্ষণে শত্রু কর্ত্তৃক পীড়া ভোগ করিতেছে।

লণ্ডন ৯ই মার্চ্চ। ডর্সসাহেব পত্র রাখিতে কমন্স সভায় প্রস্তাবকরেন, নিজস্ব্য পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলেন, তাঁহাকে রাজ্য প্রজাপালনের বিষয় বিশ্বাস হইতে পারে না।

মাদ্রাজস্থাবের সংবাদ ৫ই টাম্বুর নামক স্থানে একখানি কাপড়ী কারখানা পুর্ণ ভাঙ্গিয়া প্রেরিত হইয়াছে এবং চারিখানি মুদ্রা ভাঙ্গিয়া মাদ্রাজস্থাবের উত্তর পশ্চিম কূলে ঐপলীত হইয়াছে। ...তকারখানা অতিশয় উদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ...ক্ষোভ আয়োজন করিতেছে।

পার্লেল ডাকের পরে ৩৭টিলিপ সম্প্রদায়ের আহ্বান অনুসারে আমেরিকায় যাইবেন

...রাজদ্রোহ বিষয়ক পর্য্যাপ্ত প্রমাণ না থাকাতে তাঁহাকে কারা হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ফিনি ও লেনন ...ঘটিত কাণ্ডে তিনি লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে নূতন অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

এ সপ্তাহে অন্যান্য কারণের পঞ্চম খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ কাব্য বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতেছে। ইহার মুদ্রণ কার্য্যাদিও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী ইহার অনুবাদ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কালীকমল বিশ্বাস সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা আদিবিদ্যা তৃতীয় ভাগের তৃতীয় সংখ্যা এ সপ্তাহে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এবারকার লেখাও উত্তম হইয়াছে। ইহাতে কয়েকটি চিত্র দেওয়া হইলে সম্পাদক যদি বিশেষরূপে যত্নবান্ হন, তাহা হইলে এ কার্য্যে সাধারণের নিকট অধিক প্রশংসা পাইবেন। পুস্তিকাখানির কাগজ একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে।

আমরা ইহার সাধারণের পাঠের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠক দেখুন, অনুষ্ঠানকারিতা নিরক্ষর সময়ে সময়ে কিরূপ অনিষ্ট ঘটনা হয়। "গত ১৫ এ ফাল্গুনের এখানকার ...এক জন কর্ম্মচারির পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে এখান হইতে প্রায় পঞ্চাশদধিক বাদ্যকর ও ৪০ জন মজুর একেবা... ও বাদ্যকরেরা গমন করে। যখন এই সকল লো... এখান হইতে যাত্রা করে, তখন এখানে প্রায় ... ফুট বরফ পড়িয়া জমিয়া গিয়াছিল ও অ... প্রায় বেগে বরফ পড়িতেছিল, কিন্তু মধ্য পথে লোকেরা কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া সেই ভয়... সময়ে চম্বা পরিত্যাগ করে। চম্বার মজুরদিগের নিকট প্রচুর বস্ত্রাদি ছিল না তাহারা এমন সময় বাটির বাহির হইতে অসম্মত হয়, কিন্তু কে তা... দিগের কথা শুনিবে, বরং এখান প্রধান কর্ম্মচারি... উহাদিগকে কঠিন পীড়নের ভয় প্রদর্শন করা... তাহারা নিরুপায় হইয়া বরযাত্রীর সঙ্গে গমন করি... যখন তাহারা চোয়াডি নামক পাহাড়ের শিখরদে... আরোহণ করিতেছিল, সে সময়ে অতিশয় ব... পতিত হইতেছিল। পর্ব্বতের উপরিভাগ হই... এত বরফ পড়ে যে, তাহাতে ২৫ জন মজুর একেবা... চাপা পড়িয়া যায়। তবে সৌভাগ্য এই, তখন ... ও বরযাত্রিরা পশ্চাৎ পাৎ হইয়াছিল। তাহারি... কেহ গ্রাম গ্রামান্তরে গৃহস্থের বাটীতে গমন করি... ক্রন্দন করিতে থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে ... এক জনের অনুসন্ধান লওয়া হইল না; অনুসন্ধা... লওয়াও হইতে পারে না, কেন না কেহই হয়... পূর্ব্বক মরিতে চাহে না। এক্ষণে যাহারা বিবাহ করি... অন্য পথ দিয়া আপনার বাটীতে পৌঁছিয়া আ... করিতেছেন, আর মৃত লোকদিগের পরিবারে... উহার দ্বারে বসিয়া মাথা কুটিতেছে ও ক্রন্দনে স... পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হায়! কে তাহা... শেষ বিলাপ ও ক্রন্দন শুনিবেন" ইত্যাদি।

কার্য্যের অনুরোধে বৃন্দাবনের আসিষ্টাণ্ট সুপ... সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মিসন সাহেব ৭ই এপ্রেল ... ডাকাইতের পক্ষে হইয়া গমন করি... কয়েন, তাঁহার সেক্ষে সে সময়ে কাঁহার... করিয়াও করিয়া যায়, ডাকাইতেরা অবশেষে ... তাঁহাকে আক্রমণ ও সপরিবারে ... ভয়প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা সমস্ত অপহরণ করে... তিনি এইরূপে ভয়ে ও যন্ত্রণায় ... ছিলেন, অবশেষে নিরুপায় হইয়া ... দর্শন করিয়া তাঁহাকে ডাকাইতেরা মারে... তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ডাকাইতেরা মিসন সাহেবের ... আমাদিগের ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার ... করিয়াছেন।

মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ... কলেক্টর বাবুর সাক্ষাৎকারে কেরাণীর দ্বারা ... খুলাইয়া দেওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার চৈকিৎসা ... তিনি সম্প্রতি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা ... মেদনী সম্পাদকের উপর কিছু কটাক্ষ ...

ছে। মেদিনী পাশপুট হইয়া তাঁহাদিগের
চারের বড় বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছেন।
ব বলিয়াছেন, রমণী একটী খুনী মকদ্দমার
ী ছিলেন, তাঁহার স্বামী এক জন প্রবল
ক, হত্যাকাণ্ড তাহাদিগেরই দ্বারা অনুষ্ঠিত
লয়া তাঁহার প্রতীতি হইয়াছিল। অতি দিনি
বনী গ্রহণকালে নানারূপ চেষ্টা পাইয়া-
ন। ঘোমটা দেওয়া তিনি দেখিতে পারেন
লেও রমণীকে ঘোমটা খুলিতে বলেন, কিন্তু
য় তাহাতে সম্মত না হওয়াতে ধীরে ধীরে এক
কেরাণীর দ্বারা উন্মোচন করাইয়া দেওয়া হয়।
ন্দানের ভাবে তাঁহার সন্দেহ বৃদ্ধি হইলে রমণী
ল বুঝিতে পারিয়া বসিয়া পড়ে ও জল পানার্থ
যাচ্ঞা করে। সাহেব কৈফিয়তের এক স্থানে
য়াছেন, এই ঘটনাকালে তথায় ৮। ৯ জন ব্যতীত
ব লোকও ছিল না। কেবল মেদিনী সম্পাদক
র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য
নিবন্ধন কারারুদ্ধ হইলে তিনি তাঁহাকে আপীল
বার অধিকার দিয়াছিলেন ইহা তাহারই ফল
প। যাহা হউক, সাহেব যে ভাবে কথাগুলি
নাস্ত করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় মেদিনী
াদককে আপীল করিবার অধিকার দিয়া তিনি
পনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন।
ী একে কুলবধূ, তাহাতে প্রবল লোকের স্ত্রী,
াকে আদালতে সর্ব্ব সমক্ষে এরূপে অপ্রতিভ
তে তিনি যে ভাবে একে আর বলিবেন তাহা
আশ্চর্য্যের নহে। রমণী মহাশয় যখন ঘোমটা
নাই, তখন এক জন কেরাণী গিয়া অমনি ধীরে
যে ঘোমটা খুলিয়া দিলেন, তিনি তাহাতে
ন আপত্তিই করিলেন না, ইহাও কোনরূপে
াসযোগ্য হইতে পারে না। অতএব তাঁহার এই
র কৈফি য়তে কর্তৃপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হন, তবে
অন্যায় নিবন্ধন কেহই দোষী হন না। তাঁহারা
মনে করেন নিবাধিয়ানো সম্পূর্ণ যুধিষ্ঠির।
াবা আত্মোদর পোষণের নিমিত্ত নিতুই গোপন
ন না।

আজকাল হোমিওপাথি চিকিৎসা একপ্রকার
ওয়ারিস রকমের হইয়া পড়িয়াছে। এই চিকিৎসাথ
নকের বিদ্যার আবশ্যক হয় না, দুই একখানি
মিওপাথিক গ্রন্থ একবার চক্ষু বুলাইয়া বক্ত
কার হইয়া বসেন। ফলতঃ আলোপাথির ন্যায়
দ্দেশে হোমিওপাথি চিকিৎসা শিখিবার কোন
য় না থাকাতেও এরূপ ঘটিতেছে বলিয়া অনু-
ন হইতেছে। যাহা হউক, আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট
লাম, কলিকাতায় প্রসিদ্ধ হোমিওপাথিক ডাক্তার
হিনীমোহন বসু ও বাবু বিহারীলাল ভাদুড়ি
হোমিওপাথি চিকিৎসা শিক্ষা দিবার জন্য একটী
বিদ্যালয় খুলিতে অভিলাষী হইয়াছেন। ইহা
কার্য্যে পরিণত হইলে যে দেশের একটী মঙ্গল
সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীলেরা সভা করিয়া
ব্যারিষ্টার ব্রাম্বন সাহেবকে কাজ দেওয়া বন্ধ করি-
য়াছেন। আবার দেশীয় আটর্ণিরা মঙ্গলবার একটী
সভা করিয়া উক্তরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।
তাঁহারা নিম্ন লিখিত বিষয়ে রেজলিউসন করিয়া-
ছেন। যথা:—

গত ২৮ এ ফেব্রুয়ারি টাউনহলের সভায় ব্রাম্বন
সাহেব দেশীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালীদিগের বিদ্বেষপূর্ণ
যে বক্তৃতা করেন, এই সভা সেই অন্যায় নিন্দা
বাদের জন্য তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া
তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইতেছেন। ব্রাম্বন এই কটূ
ক্তির নিমিত্ত গত ৩ রা মার্চ্চ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া-
ছেন, কিন্তু তাঁহার মত যে ভ্রমাত্মক তাহা স্বীকার
করেন নাই বলিয়া সভা তাঁহাকে ক্ষমা করা উচিত
বিবেচনা করেন না। ফলতঃ তিনি দেশীয়দিগকে
যেরূপ অপমান করিয়াছেন, তজ্জন্য সভা প্রতিজ্ঞা
করিতেছেন তাঁহারা কোন প্রকারে তাঁহার সহিত
কোন বিষয়ের সংশ্রব রাখিবেন না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ওডনেল সাহেব
পার্লামেণ্ট মহাসভার কয়েকজন সভ্যকে ভারত-
বর্ষের পক্ষ সমর্থনে উৎসাহিত করিয়া একটী
সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সকল সভ্যের
সহিত মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিষয়ের
আন্দোলন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। ভারত-
বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ইংরাজেরা যে সকল
অত্যাচার ও অন্যায়াচার করেন তাহার নিবারণো
দ্দেশে যাহারা তৎপ্রতিবিধানোপায় তাঁহাদিগের
গোচর করিতে পারিবেন এরূপ প্রতি প্রদেশের
দুই জন লোক এই সভার সভ্য হইবেন। বঙ্গদেশ,
বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা
এবং পঞ্জাব হইতে এই সভা গৃহীত হইবে। এটী
বড় হিতকর অনুষ্ঠান। যদিও প্রত্যেক প্রদেশ
হইতে দুই জন ব্যতীত সভ্য গ্রহণ করিবার নিয়ম
হয় নাই বটে কিন্তু ভারতবাসী মাত্রেই যে ইহার
সহিত বিশেষরূপে সংশ্রব তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।
এক একটী প্রদেশে এক একটী সভা করিয়া এই
সভার সভ্য নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

শুনা যাইতেছে কুচবিহারের মহারাজ বরদার
দাণ্ডয়ান মাধব রাওকে নিজ দাণ্ডয়ানি পদ প্রদান
করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। বর্ত্তমান দাণ্ডয়ানের
অপরাধ কি?

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত কুরম নামক পল্লীর একজন
কৃষক ভূমি কর্ষণ করিবার সময়ে একটী পিত্তল
নির্ম্মিত কামান ভূগর্ভে প্রাপ্ত হইয়াছে। কামানটী
৬ ফুট দীর্ঘ। ১৬৪০ অব্দে মাইকেল বর্গার যে ইহার
নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই কামানটীতে
উদলী পোমারের নাম স্বাক্ষর করা আছে।

জামি জামসেদ নামক বোম্বাইয়ের এক খানি
সংবাদপত্র বলেন; অধুনা কোন রাজা বোম্বাইয়ে
আসিয়া বাবুদের খরচ দিলে অমনি তাহার অভ্যর্থ
নার্থ তোপ হইতে থাকে। বাস্তবিক তো উপ দিয়
সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে মুড়ি মিছরির মূল্য এক
হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দত্ত ১২৯০ সালের বৈশাখ
অবধি হোমিওপ্যাথিক সংক্রান্ত এক খানি সচিত্র
মাসিক পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিবেন।

আমরা রাজস্থানের সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা প্রা
হইলাম। প্রচারকেরা অতি ত্বরাসহ কার্য্য সম্পাদ
করিতেছেন। এখনও ১৮৮৩র এপ্রেল মাস হয় নাই
ইহার মধ্যে এপ্রেলের সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে
মুদ্রণকার্য্যও সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতেছে। মা
মাসের হরিশ্চন্দ্র, চন্দ্রিকা ও চিকিৎসা সারসংগ্রহে
দ্বিতীয় খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। চন্দ্রি
হিন্দী ভাষায় লিখিত। এখানি মাসিক পত্রিকা
চিকিৎসা সারসংগ্রহ হোমিওপেথিক মতানুসা
গ্রন্থ। ইহাতে শিশুর গর্ভ নির্গমন হইতে গুহ্য দ
পতন পর্য্যন্তের চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে।

বিখ্যাত দস্যু বাসুদেব বলবন্ত পনেক গত ১৭
ফেব্রুয়ারি এডেনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই বা
প্রথমে পুনার সমরসংক্রান্ত আপীসে ৬০ টা
বেতনের একটী কর্ম্ম করিত। মনের ঘৃণায় ক
পরিত্যাগ করিয়া দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করি
আরম্ভ করে এবং অপরাপর লোককে গবর্ণমেণ্ট
বিপক্ষে উত্তেজিত করিতে থাকে। কতকগুলি লো
তাহার দলভুক্ত হইলে অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহে
নিমিত্ত সে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে, নানা স্থা
উপদ্রব করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিয়া তুলি
ছিল। পরিশেষে বহু কষ্টে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ড
মেজর ডানিয়েল কর্ত্তৃক দেবী নাদগিরীর মন্দিরে ধৃ
হয়। ১৮৭৯ অব্দের নবেম্বর মাসে পুনার ডিষ্ট্রি
সেসন জজের নিকট বিচার হয়। তিনি য
বন্ধের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দেন
এডেনে এ ব্যক্তি কারারুদ্ধ ছিল, তথায় পীড়িত হ
প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

এত দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষ
নিমিত্ত এক দল ও এল, এ, বি, এ এবং এম,
পরীক্ষার নিমিত্ত এক দল পরীক্ষক নিযুক্ত করিবা
নিয়ম প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি প্রবেশিকা পরীক্ষ

এক সম্প্রদায় এল, এ পরীক্ষার কলা এক
দায় এবং বি, এ ও এম এ পরীক্ষার কলা আর
সম্প্রদায় পরীক্ষক নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত
য়াছে।

আসামের চীফ কমিশনর ইলিয়ট সাহেব নানা
য়ে আসামকে উন্নত করিবার চেষ্টা
ছেন। অন্যান্য রাজপুরুষ যদি তাঁহার
শের অনুকরণ করেন, তাহা হইলে প্রকৃত
বে আপনাদিগের কার্য্য সাধন করিতে
ন সন্দেহ নাই। ইলিয়ট সাহেব তাঁহার মফ-
পরিদর্শনের ফল একটি মিনিট লিখিয়া দেখান
। এবার তিনি মাতঙ্গল ভ্রমণ করিতে গিয়া
া পুলিস কর্ম্মচারিদিগের সন্তানসন্ততির
াশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় না দেখিয়া অতি দুঃখিত
এবং তাহাদিগের এই অসুবিধা নিবারণের জন্য
ক হেড কোয়ার্টারে একটী করিয়া বিদ্যালয়
বার আদেশ দিয়াছেন। এই সকল বিদ্যালয়
ার স্কুল নামে অভিহিত হইবে। পুলিস কর্ম্ম-
ধিপকে তাহাদিগের সন্তান সন্ততিকে এই বিদ্যা
পাঠাইবার নিমিত্ত বাধ্য করা হইতেছে। ছাত্র-
কে বেতন দিতে হইবে না। বালক বালিকা
র বিদ্যাশিক্ষার যে সকল ভাল উপায় ও বন্দো-
বিদ্যালয় পরিদর্শক দ্বারা নিরূপিত হইবে।

ইলণ্ডে পানিয়রা নামক Punaria এক
র গাছ আছে। তাহার ফল দ্বারা পনির
ত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া
াছেন, অম্লপায়া ফল লইয়া চা খাইবার বাটীর
বাটী শীতল করে ফেলিতে হয়। তৎপরে সেই
জল মিশ্রিত পানীয়টী উত্তপ্ত করিবার নিমিত্ত
র পার্শ্বে বার ঘণ্টা রাখিতে হয়। পরিশেষে
ফলের অম্লাংশ গ্রহণ করিয়া এক গ্যালন দুগ্ধে
প্রস্তুত করা হয়। ইহার দেড় ঘণ্টা পরে দুগ্ধ দধীর
ঘন হইতে থাকে। তৎপরে পানির হয়।
ত্ত্ববেত্তারা এই বৃক্ষকে Withania
coagulans করিয়া থাকেন। ইহার উপ-
ে ইহা সহজে পাওয়া যায়। পানাবের
পাতেও এই গুণ আছে। শাক ও ব্রাহ্মণ
কে ইহা দ্বারা দুগ্ধকে ঘনীভূত করিয়া লইয়া থাকে। ইহার সহিত তুলনা করিলে আফ্রি
। এখানে ঐ পানিয়রা ইহার ফল দ্বারা
র পনির প্রস্তুত করিয়া থাকে, পারস্যদেশে এই ফলকে
বলে থাকে। আফ্রিকায় পনির করিতে কেহ
করিলে এই ফলের দুই তিনটি গ্রহণ করিয়া
দুগ্ধের পরিমাণানুসারে দেয় করিতে হয়।
বস্তুদের মোহিনীকালে পাঞ্জাবে এই বৃক্ষ রোপণ
বার প্রথা হইয়াছে।

আমেরিকার পশ্চিম প্রদেশে ভয়ানক বন্যা
হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনায় অসংখ্য লোকের
মৃত্যু হইয়াছে।

কেহ কেহ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, মাংসার্থী-
দিগের নিমিত্ত পৃথিবীর নিম্নলিখিত স্থানে নিম্নলিখিত
পশু হত্যা হইয়াছে। যথা, ইউনাইটেডষ্টেটে
৩৮০০০০০০ ভারতবর্ষে ৩০০০০০০০ রুশিয়ায়
১২০০০০০০ গোহত্যা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রুশি-
য়ায় ২০০০'০০০ ইউনাইটেড ষ্টটে ১০৫০০০০০,
অষ্ট্রীয়ায় ৩৫০০০০০ অশ্ব হত্যা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায়
৮০০০০০০০, আর্জ্জন্টাইন সাধারণ তন্ত্রে ৬৮০০০০০০
রুশিয়ায় ৬৩০০০০০০ ও ইউনাইটেডষ্টেটে ৩৮০০০০০০
মেষ হত্যা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইউনাইটেডষ্টেটে
৪৮০০০০০০ শূকর হত্যা হইয়াছে। ভারতবর্ষে
, আফ্রিকায় ১৫০ এবং মেকসি-
কোয় ৮০০০০০০ ছাগবলী হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব ব্রহ্মরাজ থিব্‌ব মিন্তান্ত গত চন্দননগর হইতে সে দিন গবর্ণর জেনেরলের নিকট যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, গবর্ণর জেনেরল তদুত্তরে বলিয়াছেন, তিনি চন্দননগর পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তিনি যে কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবেন তাঁহারা সেই বিষয় যত্ন সহকারে শুনিয়া যথা-কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। কিন্তু যাবৎ তিনি চন্দননগরে থাকিয়া কোন প্রার্থনাদি করিবেন, তাবৎ তাঁহার প্রার্থনা উপেক্ষিত হইবে।

ইনাকপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন আমাদিগের দেশে এক সম্প্রদায় গরু চোর আছে। অন্যান্য চোরে যেমন স্বর্ণ রৌপ্যাদি চুরী করে ইহারা তদ্রূপ গরু চুরী করিয়া থাকে। এদেশে এমন লোক অতি বিরল যাহারা ইহাদের উপদ্রবে উপদ্রুত হয় নাই। ইহাদিগের শাসনে ও ভয়ে সকল লোকেই ভীত, বস্তুতঃ ইহাদের অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই। তাই সকলে মিল খাইয়া মিল চুরি করে কিন্তু কখন ধরা পড়ে না। এই সম্প্রদায়ভুক্ত দুই জন সে দিন রাত্রি শেষে এক ব্যক্তির গোয়াল হইতে ৩টি গরু চুরি করিয়া লইয়া যায়। যাহার গরু সে ব্যক্তি তখনি অনুসন্ধান করাতে তাহারদিগের এক জনের বাটিতে সেই গরু তিনটী দেখিতে পায়। পুলিস ইহার অনুসন্ধান করেন এবং অপরাধিদিগের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে তাহাদিগকে চালান দেন। মকদ্দমা আজও বিচারাধীনে আছে।

সীমা প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে কামরাই জাতির সহিত মালিক খান জাতির ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য শিক্ষা কমিশনের নিম্নলিখিত সভ্যগণ গবর্ণর জে
রলের সহিত সিমলা যাত্রা করিবেন। ডবলু
ণ্টার, ক্রফ্ট; লি ওয়ারনার, ডবলু মিলার;
ডেটন; এ পি, হাওয়েল; মেজর জ্যাকব।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বর্দ্ধমান
রাজের প্রধান মন্ত্রী লালা বনবিহারী কপূর ধা
দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ের সাহায্যার্থ বাবু প
চন্দ্র রায়কে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আন্দু
রাণা নবদ্বীপ এ কার্য্যের সাহায্যার্থ তাঁ
১০৲ টাকা দিয়াছেন।

বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় গত ৩রা
কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

বরণ কোম্পানি বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া প
রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার ভার লইতেছেন।
ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের বর্দ্ধমানে যে একটি সং
স্থল আছে, এই রেলওয়ে তথা হইতে উদ্ধারি
হইয়া বরাবর কাটোয়ায় যাইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ব্যারিষ্টার এ
সাহেব সে দিন টাউনহলের সভায় দেশীয়দি
যথেচ্ছ গালি দেওয়াতে হাইকোর্টের সে
উকীল প্রভৃতি একটী সভা করিয়া তাঁ
মকদ্দমা দেখিতে বন্ধ করিয়াছেন। আমরা বি
স্থানে অবগত হইলাম, তিনি এবার কোন এ
বাঙ্গালী উকীলের সহিত কথা কহিতে অভি
করেন; কিন্তু তিনি দুঃখ ও ঘৃণায় তাঁহার সহিত
কথা না কহিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। উচিত
যাহে। এই ঘৃণা ও দুঃখ এ দেশীয় সকল লো
মনেই জাগরূক থাকা উচিত। কলতঃ এক্ষ
কেয়ুইটকের দুরাকাঙ্ক্ষা এখন আমাদিগের স্পষ্ট
হইতেছে, যে তাঁহাদিগের নাম শুনিলে লোকে অ
আসির পাত্র হইলে এ দেশীয়দিগের ইংরাজের
যে অচিরাৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আসে, তাহা বি
হইয়া যাবার উদয় হইবে।

ইলবার্ট সাহেব যৌবরাজী আইনের যে সং
করণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে দেশীয় স
কে তাঁহা নিষ্ফলরূপে গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ কা
নিমিত্ত তারকেশ্বরীয় সভা একটী বৃহৎ সভাধিবে
ডাকিয়া করিতেছেন। এই সভায় দেশীয় স
উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। মফস্বলের লো
স্বাধীন মতের দ্বারা এ বিষয়ে আপনাদিগের
প্রকাশ করেন, এই আমাদিগের একান্ত ই

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—" অলকট সাহে
কাশায় আসাতে তাঁহার বিদ্যার পরিচয় পা
আমাদের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। শুদ্ধ কেবল
দ্বারা তিনি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ই
খানায় পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আরাম করিতে

। যে সকল রোগ ঔষধ প্রয়োগ বাতীত আরাম তেছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হই । এক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পুত্র বহু দিন রোগে কষ্ট পাইতেছিল। তাহার পিতা চিকিৎসা ইবার চেষ্টার কোনরূপে ত্রুটী করেন নাই। কট সাহেব এই বালকটীকে উত্তমরূপে আরাম য়াছেন। বালকটী পাথুরেঘাটার ৮০ নং বাটীতে ক। ভাগলপুর হইতে এক জন আসিয়াছিলেন ার বামচক্ষু প্রকৃত অন্ধকারময় হইয়া পড়িতেছিল যে, ন তদ্দ্বারা কিছুই দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু তবের আশ্চর্য্য ক্ষমতা গুণে তাঁহার চক্ষুটী সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে। অলকট সাহেব ও তবে দ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন।

আমরা খুলনা হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ- পাইলাম। গত ১৮ ই ফাল্গুন বেলা প্রায় ার সময় এ দিকে ভয়ানক শীলাবৃষ্টি ও ঝড় হই- ছিল। ঝড়ে ও শীলে বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে, ছে ডাঙ্গার চাষের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু াদের ধানোর সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। এ দেশে ব ক্রমশঃ ধানা দুর্ম্মূল্য হইতেছে, এই বৃষ্টিতে ও হইবার সম্ভাবনা।

এবার ওলাউঠায় এ প্রদেশ উজাড় গেল, মধ্যে টু থামিয়াছিল আবার দেখা যাইতেছে। পূর্ব্ব ক্রমশে কোন কোন বাটী একেবারে জনশূন্য খা গিয়াছে।

তালা থানার অতি নিকট গোনালী গ্রামে ার একটী ওলাউঠা খুন হইয়াছে। শান্তিরক্ষক গর গৌরবের বিষয় আর কি!"

ব্যারিষ্টার টি, পালারের একজন সহিস গত বারে যখন বাটী ফিরিয়া আসিতেছিল, সেই য় বহুবাজার ষ্ট্রীটের নিকট হাকিম বলিয়া জন চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর সহিত তাহার দেখা । হাকিম তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, তোমার তে চানি পড়িয়াছে। সহিস কহিল, চানি হলে আমি জানিতে পারিতাম, কিন্তু হাকিম বার তাহাকে চোখে চানি পড়িয়াছে বলিয়া ভয় র্শন করাতে এবং চানি তুলিয়া দিলে তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা পরর হইবে ইত্যাদি বলাতে সহিস পাঁচ টাকা দিয়া তাহার কথায় সম্মত হইল। কম একখানা ছুরী বাহির করিয়া তাহার চক্ষুর টু অংশ কাটিয়া লইয়া কহিল তোমার চক্ষু াম হইয়াছে, আমাকে ।০ আনা মজুরী দাও। স দেখিল তাহার কোন উপকারই হয় নাই, ভয় মধ্যে চোখে জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। সে া প্রভুকে সমস্ত কহিলে তিনি তাহাকে পুলিষ ক ধৃত করাইয়া দিয়াছেন।

নির্ব্বোধেরা বুঝে না, গা ফুলাইয়া মকদ্দমা করিতে যায়, কিন্তু মকদ্দমা যে কেমন সর্ব্বনেশে ব্যাপার, নিম্ন লিখিত উদাহরণটী তাহা প্রমাণ করিয়া দিবে। বোম্বাই হাইকোর্টের জষ্টিস স্কটের নিকট এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির নামে ১৫০০ টাকার নালিশ করে। এই মকদ্দমায় তাহার ৩০০০ টাকা উকীল খরচা হয়। বাদী মকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া প্রতিবাদীর নিকট হইতে ঐ টাকা আদায়ের জন্য প্রার্থনা করিলে বিচারপতি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হন। তখন বাদীর পক্ষ উকীল কিঞ্চিৎ হাসা করিয়া বলেন, এ খরচা ত অতি সামান্য বলিতে হইবে, ১২০০ টাকার দাবীর মকদ্দমায় আমার আর এক মক্কেলের ১৪০০০ টাকা উকীল খরচা হইয়াছে।

গত ২রা মার্চ্চ চুয়াডাঙ্গায় ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শস্যাদির বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর প্রভৃতি স্থানেও প্রচুর শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল।

আফ্রিদিরা সীমাপ্রদেশে বড় উপদ্রব করিতেছে।

১৮৮২ অব্দের ৩১ এ ডিসেম্বর বৎসরের যে চতুর্থাংশ শেষ হইয়াছে তাহাতে মান্দ্রাজের অন্তর্গত মালাবারে ১০২ বলদ, ১৩১ গাভি, ১৪ টী বৎস, ২৩ টী মহিষ ও ১৭ টী ছাগ, দক্ষিণ কানেরায় ১২৮ টী বলদ, ১৩৬ টী গাভী, ৮৮ টী বৎস, ৮০ টী মহিষ ও ২২ টী কুক্কুর ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক হত হইয়াছে।

পাইওনিয়র শুনিয়াছেন, সৈয়দ মামুদ বঙ্গদেশের হাইকোর্টের প্রতিনিধি জজের কার্য্য করিবেন। ইনি এতবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টে প্রতিনিধি জজের কার্য্য করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত টানার ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার গোপালবাও বিনায়ক জোসির কর্ত্তা বাই আনন্দ বাই চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থ শীঘ্রই আমেরিকায় যাত্রা করিবেন। ইনি বিখ্যাত রমা বাইয়ের বিশেষ আত্মীয়। রমাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইউরোপে যাত্রা করিবেন। বাই আনন্দ বাই শ্রীরামপুর কালেজে তাঁহার আমেরিকা যাইবার কারণ যেরূপ বিশদরূপে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তৎপাঠে তাঁহাকে অবশ্য প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু আজ কাল বিলাতে যাওয়া একটী সক ও বাহাদুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাহার পর আমেরিকায় গেলে ভাল হইত।

অনেক লবণ ব্যবসায়ীর ধারণা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট লবণের মাসুল পুনরায় বৃদ্ধি করিবেন। কি গবর্ণমেণ্ট এই ভ্রান্ত সংস্কারের অপনোদনের নিমিত্ত ঘোষণা করিয়াছেন যে শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে এখন তাহাই থাকিবে তাহার আর কোন পরিবর্ত্ত হইবে না।

পুনার এক জন সিপাহি ক্ষেপিয়া ৫।৭ দেশীয় লোককে শূল করিয়া মারিয়াছে। ক্র দেশীয় লোকের মৃত্যুপথের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে

হাইকোর্টের দেশীয় ব্যারিষ্টার, উকীল, মো প্রভৃতি একত্র হইয়া সভা করিয়া ব্রাহ্মনকে বা টার দিবেন না প্রতিজ্ঞা করাতে এক জন দেশী ইউরোপীয় কুপিত হইয়া ইংরাজ ব্যারি প্রভৃতিকে দেশীয়ের কাজ গ্রহণ করিতে নি করিয়াছেন। এ পরামর্শটী এ দেশীয়ের শাপে বর।

নিম্ন লিখিত ছাত্রগণ চিকিৎসা বিদ্যায় পরী- ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দ্বিতীয় এম, বি, পরীক্ষা।

প্রথম বিভাগ।

নীলরতন অধিকারী	মেডিকাল ক
রামপ্রসাদ বাগচি	ঐ
অক্ষয়লাল দে	ঐ
হৃষীকেশ লাহিড়ি	ঐ
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ

দ্বিতীয় বিভাগ।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	মেডিকেল ক
হরিমোহন সেন	ঐ

দ্বিতীয় এল, এম, এস পরীক্ষা।

উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	মেডিকাল ক
চুনিলাল দত্ত	ঐ
হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী	ঐ
প্রতাপনারায়ণ সিংহ	ঐ

প্রথম এম, বি, পরীক্ষা

প্রথম বিভাগ।

পারদর্শিতানুসারে।

শীতলপ্রসাদ ঘোষ	মেডিকাল ক
অতুলচন্দ্র বসু	ঐ
শশিভূষণ ঘোষ	ঐ
যোগীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী	ঐ

দ্বিতীয় বিভাগ।

যতীন্দ্রনাথ বসু	মেডিকাল ক
নীরদবিহারী বসু	ঐ
অন্নদাপ্রসন্ন ঘটক	ঐ
অধরচন্দ্র মিত্র	ঐ
সি, ডবলু, [illegible]	ঐ

নচন্দ্র রায় মেডিকাল কলেজ
কাপ্রসাদ সিংহ ঐ

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

গলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৃষ্ণনাথ পাধ্যায় পাবনার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

বভাগের অন্তর্গত তাজপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ষ্টার আর, ডসণ্ড কালেক্টেল সারণের অন্তর্গত গোপালগঞ্জের প্রাপ্ত হইলেন।

গোপালগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ক, লইডন সিওয়ানের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

াগরগঞ্জের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডবলু, ফিল্ডন মের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

াগরগঞ্জের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার আর, ত এ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

লপাইগুড়ির সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আবদুল হক্ ব বদলী হইলেন।

ালভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নাথ সরকার ১৮৮০ অব্দের সি, সি, ৭ আইন অনুসারে ষ্টারের কর্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

াকুড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এস, এ. লস্, ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

টনার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ সি, বি, গাণ্ট রগণার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

াগলপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, ড গটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

ব্যবস্থাপক বিভাগ।

ভবেলীয় গবর্ণমেণ্ট গবর্ণর জেনরলের অনুমত্যানুসারে চন্দ্রমাধব ঘোষকে উঁহার সভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ণন।

ইকোর্টের রিসিবর ও, সি, ম্যাকফিরসন নিজ কার্য্যের ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক বিভাগের সভ্যপদ ত্যাগ রিলেন।

মধ্য একজামিন কমিটী।

ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, ই বকলণ্ড মধ্য একজামিনার কমিটীর মেম্বর নিযুক্ত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

রঙ্গপুরের সুপারনেট জজ বাবু মতিলাল সরকার ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ১০০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কুশাণ্ডের মুন্সেফ বাবু জালধিহারী সেন ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, ডব্লু, কলিন্স, ডবলু আর, রাইট এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, ষ্টুয়ার্ট ১৮৮২ অব্দের ১০ আইনের ১১০ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৮২ অব্দের ১০ আইনের ১১০, ১১১ ও ১১৯ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৃষ্ণকুমার সেন ও বাবু আনন্দপ্রসাদ বসু ১৮৮২ অব্দের ১০ আইনের ৩২ ধারানুসারে বিচার করিবার ভার পাইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু বসন্তলাল ঘোষ ১৮৮২ অব্দের ১০ আইনের ১৩১ ধারা এবং প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কে, জি গুপ্ত ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, র‍্যাট্রে ১১০ ধারানুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র

ইলছোবা মোণ্ডলাই।

রেলওয়ে কোম্পানী ব্যবসাদার। তাঁহারা আরোহীগণের যত সুবিধা করিয়া দিবেন, তত লাভবান্ হইবেন। সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ রিটরণ টিকিটের সময় অধিক দিন অর্থাৎ রিটরণ টিকিটগ্রাহিগণ পাঁচ দিনের মধ্যে ফেরত আসিতে পারিবেন এই নিয়ম করাতে এবং মাসুলের হার কিছু কম করিয়া দেওয়াতে সর্ব্বসাধারণের আশীর্ব্বাদের সহিত আপনারাও বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছেন; কিন্তু আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, মাসুলের হার যেরূপ কম হইয়াছে, রিটরণ টিকিটে সেরূপ হয় নাই; রিটরণ টিকিট লইলে পূর্ব্বের ন্যায় দাম দিতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে হুগলী হইতে পাণ্ডুয়ার তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৵৫ পনর পয়সা ছিল, এক্ষণে ৵৫ তের পয়সা দিতে হয়। পূর্ব্বে নিয়মানুসারে ।৫/১০ সাড়েসাত আনা দিলে রিটরণ টিকিট পাওয়া যাইত। এক্ষণে বর্ত্তমান হার অনুসারে হুগলী হইতে পাণ্ডুয়ার রিটরণ টিকিট লইলে ।৵১০ সাড়ে ছয় আনার পাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া সাবেক হার অনুসারে মূল্য দিতে (।৫/১০ সাড়েসাত আনা) হয়। এটী সুবিধাজনক নহে। আমরা ভরসা করি, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বর্ত্তমান সুযোগ্য বিবেচক এজেণ্ট মহোদয় এ বিষয়টীর যে একটু ত্রুটি আছে, তাহা রহিত করিয়া দিয়া সর্ব্বসাধারণের অপেক্ষাকৃত ধন্যবাদের পাত্র হউন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, পোঁটবার জমীদার বঁইচি নিবাসী বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রজাগণের উপরে অত্যাচার হইতে আরম্ভ

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম সম্বন্ধে নানাপ্রকার জনরব হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময় মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কা পত্রাদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা,কলিকাতার দক্ষিণ সোণ পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিক কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবে

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাই যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা ক তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বি পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর আনা; ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
তবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
মারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।
নার প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৶০ ডাক মাঃ ১০
দ্বিতীয় ভাগ (পঞ্চদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৶০ ডাক মাঃ ১০
সার তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০
দেবের বিলাপ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ /০
শের ইতিহাস (এরূপ ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাবধি
শিত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়ে
প্তব্য।

ইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো
ত আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প
য়র মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে
াদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে
াহিত করেন এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড়
, চাদর ধোকা ১৷৵ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত, নানা
ার তৈয়ারি জামা অল্পাকার ও ছিটের ৸৵০
৩ ৸৲ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩৲ হইতে ৬৲
স্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১৲ হইতে ২৸০
জা ৷৷০, ।৵০, ।০ জোড়া; গাটার /১০, ৵০, ।৵,৸৵,
াল রেশমী ১৲ ১।০ ২৷৷০, সুতীরুমাল ।০, ৵০, ৵০,
ছায়ালে ৷৷০, ।৵০, ।১০, ৵০, নূতন নূতন ফেসা-
প্লেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১৲, ১।০, ১৷৷০,
২৷৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৪৲ ৬৲ ৭৲, বিলাতস্থ
ডকারকদের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হইতে
লেণ্ডার ৸৵০ ফুরিডা ৸০ পাইনাপ্লের চউডি-
ং ৸০, ।০ অন্যপ্রকার ।০, ৵১০ অতি উৎকৃষ্ট
দ্ধি হেমকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশ-
্যসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ
ুক্ত হয়, মূল্য ১৷০ ও ।৵০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন
২৷০, ১।০, ৸৵০, ।৵০, অটোডিরোজ (অর্থাৎ)
াৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৩৲
রোনি ২৲, মেকেসার অয়েল ১।০, ।৵০, উত্তম তাস
৷৷০, ১৲, ২৲, নানাপ্রকার এরারিং জোড়া ।৵০, ।০,
স্ত্রীলোকদিগের মাথার ক্লাস ।০, ।৵০, চিরুনী ৷৵০
ত /০ ব্রস ৷৷০ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কাপড়ে
টবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে,
তি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির ফিতা গজ
ইতে ৵১০, কস্কটার, মোজা ও টুপি বুনিবার

জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঞ্জন পশম, পৌণ্ড ও এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কারপেটের বেগ, সেটের বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

মণিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন দ্রব্যাদি পাঠাই না।

কল্পদ্রুম পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পার্থিবাঙ্গারের বর্ণকোপাদান, দেবগণের মর্ত্তো আগমন, প্রেততত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব, মনুসংহিতা, বাঙ্গালির পরিণাম, প্রিয়তমার প্রতি (পদ্য), মৃচ্ছকটিক, পৌষপার্ব্বণ, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "আয়ুবর্দ্ধন" দুই খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ২৷৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবন-যাত্রির নিকট এই পুস্তক দুই খণ্ড থাকা আবশ্যক।

(২) "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ।৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ১৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা, (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুব

(৺ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের ব
প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও ঢাকা
নবাববাটীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদার-
নাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে)

সর্ব্বাগ্রে অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়া
আপাততঃ প্রতি মাসে ইংলিশ অক্ষরে ছয়
করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য স্বাক্ষরকারী গ্রা
গণের প্রতি প্রত্যেক খণ্ডের ৵০, বিনা স্বাক্ষরক
দিগের ।০ আনা; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগি
অনুমান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।

যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দি
তাঁহাদিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে

মহাভারত কার্য্যালয় } শ্রীহরিদাস মা
১ নং বলরামের লেন, কলিকাতা। } প্রকাশক

নূতন পুস্তক

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল /০।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড আর্য্য পুস্তক
পাওয়া।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধ তৈলে কে
অকাল পক্কতা, টাকপড়া প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার শি
রোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।
বড় শিশি ১৷০ টাকা ছোট শিশি ১ টাকা।

দন্তরোগারিষ্ট চূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আ
দাঁতের গোড়ার ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও
পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দি
মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। মূল্য ।০ আনা

সুগন্ধ নারিকেল তৈল।

মূল্য বড় বোতল ১ টাকা, ছোট বোতল
আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা আরোগ্য
বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আ
ডাকে পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল ও প্যাকিং
লাগিবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৮৫ নং মনোহর দা
ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য।

...কুশ—শুক্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ। অনেক
...মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

...ক দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে
...ইন্দ্রিয়সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্তম্ভন
...ও পুরুষত্বের বিশেষ ক্ষমতা হয়। বাস্তবিক তিন
...সেই শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষয়ের কারণভূত পদার্থ
...যায়, উদরাময় ও মন্দাগ্নির আর কিছুমাত্র
...ভয় হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার
...পীড়া ও শ্বেত প্রদর ১ দিন মধ্যে আরোগ্য
...প্রমেহ ঘটিত কিছু কাল থাকিলে কখন সেবন
...অন্য প্রকার অপ সঙ্গে সেবন করিতে হইবে। প্রমেহ জন্য
...হইলে রোগের বিবরণ লিখিবেন। ঔষধ
...নামে বহু ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রশংসা পত্র
...ছেন, বেয়ারিং পত্র গৃহীত নহে, মূল্য অগ্রিম
...টাকা।

শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

জীর্ণমঞ্জরী বটিকা

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ ব্যবহারে নূতন ও পুরা-
...আমাশয়, রক্তামাশয়, গ্রহণী, উদরাময়, অজীর্ণ
...প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অতি কঠিন পেটের পীড়া নিশ্চয়
...রোগ্য হয়। ইহা কেবল ব্যাধির প্রতিষেধক
...; অগ্নি বৃদ্ধি ও ধাতু পুষ্টিকারক: দুই দিবস
...হারে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। নিম্নের ঠিকানায়
...গীর অবস্থা ও বয়স লিখিয়া মণি-অর্ডারে মূল্য
...াইলে ব্যবস্থাসহ ঔষধ পাইবেন। মূল্য ২ টাকা
...।

শ্রীশশিভূষণ দে।
গোয়াড়ি মালপাড়া জেলা নদীয়া।

...ছিষ্টরি করা Register...

Dr B. N. D... M...
...মহ মিশ্র) ইহাতে রোগ, ঔষধ ও ব্যবস্থা
...র ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা ... করা
...ও অনেকে ইহার দ্বারা উপকৃত ...
...ব্যে। যাঁহারা অপর পৃষ্ঠায় ... ইহার ...
...হারা বলিয়াছেন "আপনার ঔষধে অবশেষে রোগ
...তে পরিত্রাণ পাইলাম।" মূল্য ২৲ টাকা, প্যাকিং
...আনা।

Blood dis...ative (রক্তশোধক) ইহা ব্যবহারে
...ম, দাদ, পাচড়ে এবং হস্ত ও পদতলে পারা ফোটা,
...ইত্যাদি রক্তদোষ পক্ষান্তরে আরোগ্য হয়। মূল্য
... প্যাকিং ৸০ আনা।

ঠিকানা।—কলিকাতা, বহুবাটোলা, নং ৪৫ x চুনা-
...গলি শ্রীবিশ্বদাস দাস এণ্ড কোম্পানি।

সাধারণের প্রতি

ম্যালেরিয়া জ্বরের জ্বালায় যাঁরা জ্বালাতন হইয়া-
...ছেন, ডাক্তারি চিকিৎসায় যাঁরা ধনে প্রাণে মারা
...পড়িতেছেন, ডাক্তার বৈদ্যের খরচ যাঁরা আর যোগা-
...ইতে পারেন না, তাঁদের আমি সরল জ্বর-চিকিৎসা
...পড়িতে অনুরোধ করি।

আগামী ১লা ফাল্গুন হইতে দরিদ্রদিগের ৸০
...আনার বদলে ১, এক টাকায় এক এক ভাগ সরল
...জ্বর-চিকিৎসা; ২, ৬ টাকার বদলে ১, এক টাকায়
...ধাত্রী-শিক্ষা (২ভাগ একত্র); ৩, ছয় টাকার বদলে ৩,
...তিন টাকায় ১ম ভাগ চিকিৎসা কল্পদ্রুম পাইবেন।

ডাক্তারখানা—সরল জ্বর-চিকিৎসার এক এক ভাগের ৵১০,
...ধাত্রী-শিক্ষার ৸০, চিকিৎসা-কল্পদ্রুমের ৬৲।

ঠিকানা—কলিকাতা, ২৫ নং কণ্ডয়ালিস ষ্ট্রীট, ই, বি, রামার্জি
কোম্পানির পুস্তকালয়।

কমিশন: ২৫ কাপির উপর শতকরা ১২৲ টাকা। ২৫
কাপির নীচে শতকরা ৫ টাকা।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর যে অবস্থাই কেন ঘটুক
না, সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ পাইলে তার উপকার হইবেই হইবে।
মূল্য প্রতি ১২ ঔন্স শিশির ১৲, ডাকমাশুল প্যাকিং
খরচা সমেত ৸৶০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা, ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।
সন ১২৮৯। ২৪ এ মাঘ।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার
পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!
পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

...কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, পুরা... পুরাতন
...কি, শ্বাস প্রশ্বাস পথে কষ্ট, ... ঘুংড়ে
...ভঙ্গ, গলার ঘুংড়ে রক্ত উঠা সর্ব্ব ... কফ ঘটিত
...সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক ... হয়। অতিশয়
...ফাঁড়াফাঁড়ির প্রস্তুত। এ বটিকা ... সেবনে
...মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৸০, ... সঙ্গে ... ঔষধের সঙ্গে
...পাওয়া যায়। এবং বৃদ্ধ যুবা ... নির্ভয়ে এই
...ঔষধ সেবন করিতে পারেন। ... কলিকাতা ১৪ নং চোরবাগান
...কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। ... কলিকাতা ১৪ নং চোরবাগান
...রোড ডিস্পেন্সরি এণ্ড কো ... নিকট প্রাপ্তব্য।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

...হোমিওপ্যাথিক ... প্রণেতা ... দরি-

...প্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ডাক মা...
...সহ ৷৶০ আনা। ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল ল...
...ব্রেরিতে প্রাপ্তব্য। ভৈষজ্যতত্ত্ব ২য় সংস্করণ ছ...
...হইতেছে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, ...
...লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের ...
...প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমার বদনাকান্ত রায়—না টা...
" বাবু অমৃতলালরায় আচার্য্য চৌধুরী
মুরশিদাবাদ
" " ভূধরনাথ মিত্র—চিৎপুর
" " গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—আইহো...
" " বলাইচাঁদ মহাপাত্র—খেজুরি

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা...
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমস্তপক্ষে উহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা...
সমেত বার্ষিক ১৩ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬৷৷০ টা...
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ...
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি...
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে সংক্ষেপে সোমপ্র...
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য প...
হইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লি...
কলিকাতার দক্ষিণ সোণাগাছি ডাকঘরে সহ...
সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর ...
মোট, হুণ্ডি, ড্রাফ্ট কিম্বা নোট অর্থাৎ, টাকার অন...
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু পাঁচ সের অধিক মূ...
টাকা প্রেরণ করিলে ... হইবে না।
নিতান্তপক্ষে ... সোমপ্রকাশ ...
অধিক হইলে অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দে...
করিবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া সোমপ্রকাশ ...
করিবেন, তাঁহাদিগের ... নিকট ...
হইবে।

যে সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক...
তাঁহাকে প্রথম দিন বার প্রতি পংক্তি ... ...
আনা হারের পর ... এক আনা দিতে হইবে।

... এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাগাছির ...
হইয়া চাঙ্গড়িপোতা ... ... যন্ত্রে শ্রীকেদার...
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি...
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৭ ম ভাগ "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ১৮ সংখ্যা।

৭ম ভাগের মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ৵৩ আনা।

১২৮৯ সাল। ৬ ই চৈত্র। ইং ১৮৮৩। ১৯ এ মার্চ্চ।

অগ্রিম মাণ্ডাসিক ৸৷৹, অসমর্থ পক্ষে
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন

(সচিত্র)

প্রমোদিনী।

লণ্ডনের রহস্য সন্দর্ভ (Mysteries of London)
ও Mysteries of the Court of London)
অবলম্বনে রচিত অপূর্ব্ব আখ্যায়িকাবলী।

প্রতি খণ্ড।—প্রতি খণ্ড পাঁচ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য
টাকা মাত্র। মফস্বলে ডাকমাশুল বার আনা।

ক্রাউন ১২ পেজি মাপ পোষ্ট ৵১০ আনা।

এই গ্রন্থ হইতে মাসিক খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে।
ও সাপ্তাহিক খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, বারের মধ্যে
ও আখ্যায়িকা শেষ হইবে। প্রতি বৎসর বৈশাখ
পূর্ণিমার ১৬০০ পৃষ্ঠা ও ৬৫ খণ্ড সম্পন্ন অথবা
ও সুন্দর সুন্দর শব্দচিত্র বিশিষ্ট এক শত
সম্পূর্ণ হইবে। ইহার সুলভ মূল্য এরূপ বৃহৎ,
এমন বড় ও সুন্দর সুন্দর চিত্রবিশিষ্ট বাঙ্গালা
গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। নিম্নিখিত
করিলে এই গ্রন্থ অষ্ট খণ্ড অগ্রিম এক
হিসাবে পাইবেন।

অগ্রিম ছই টাকা পাঠাইলে সকলেই নির্দ্দিষ্ট
করিবেন। মূল্য মণিঅর্ডারে, পোষ্টাল নোটে,
বা অষ্ট আনা মূল্যের ষ্টাম্প, ১ টাকায় এক আনা
কমিশন সহিত) আমার নামে পাঠাইবেন।

গ্রাহকের মধ্যে যাঁহারা সমস্ত মূল্য মিটাইয়া দিবেন,
তাঁহারা ১ম খণ্ড (মায় ডাকে মাশুল) ৩৷৹ পাইবেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রমোদিনী কার্য্যালয়
৬৯ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিম্ন লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থগুলি আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

সমরশায়িনী ঐতিহাসিক উপাখ্যান, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে মদনমোহন মিত্র প্রণীত মূল্য ১৷৹। হেমবাবুর দশ মহাবিদ্যা ৷৵৹। কবিতাবলী প্রথম ভাগ ১৲, বজ্রসংহার ১৷৹, ছায়াময়ী ৸৹, আশা-কানন ১৲, তারাচন্দ্র বাহার রঙ্গচণ্ডী ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৲, কোন ডাক্তার কর্ত্তৃক ডাক্তার বাবু নাটক ১৲, সূর্য্য বাবুর কাননকুসুম উৎকৃষ্ট উপন্যাস ১৷৹, নবীন বাবুর পলাসীর যুদ্ধ ১৷৹, রঙ্গমতী ১৷৹ অবকাশ রঞ্জিনী ১৷৹, মেঘনাদ ৷৵৹, সুরুচির কুটির ৷৷৹, কৃষ্ণবাবুর একাকিনী উপন্যাস ৷৷৹, উমেশ বাবুর আশুসঞ্জীবনী ১৷৹, এতদ্ভিন্ন বঙ্কিম বাবুর, সঞ্জিব বাবুর, মাইকেল, দীনবন্ধু, রমেশ বাবু, রবীন্দ্র, জিতেন্দ্র, বাবুর ইত্যাদি সকল রকমের ভাল পুস্তক পাওয়া যায়।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি } শ্রীগুরুদাস চট্টো-
১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। } পাধ্যায়।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

কফকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়া, পুরাণ কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গুহ্যে কষ্ট, বুক সেঁতেধরা, স্বর-ভঙ্গ, গলেরের সহিত রক্ত উঠা, সহজ ও শুষ্ক কাশী সন্ধি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম গাঢ় গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০ বটিকা বিশিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৵, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়: এবং বৃদ্ধ যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অনা আরাটুন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড টেকেলস এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

পঞ্চদশী।

আগামী আষাঢ় মাস হইতে "নিরপেক্ষ সভাকারিণী সভা" মূল, টীকা এবং সরল বঙ্গানু সমেত "পঞ্চবিবেক-পঞ্চদীপ-পঞ্চানন্দাবয়বান্বি পঞ্চদশী" মুদ্রাঙ্কিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে অনুমান চতুর্দ্দশ খণ্ডে, ৬৫০ শত পৃষ্ঠায় শেষ হই মূল্য সুলভ, কাগজ ও ছাপা উত্তম। যাঁ আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য কালীন প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তিন টাকা আট আনা নির্দ্ধারিত করা হইয়া নচেৎ ৪৷৹ পাঁচ টাকা আট আনা দিয়া ক্রয় ক হইবে। ইহা এক সময়ে ৬, ছয় টাকা মূল্যে বি হইয়াছিল। মূলাদি উপনিষৎ প্রকাশক শ্রীমহেশ পালের নিকট দেয়। ঘোড়াসাঁকো; ১৪১ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

PEOPLE'S DIRECTORY AND ALMANAC 1883.

Containing amongst other useful General information, alphabetical list European and Native residents of Cal and the Moffassil, including the men of the covenanted and uncovenanted vices of Government. Price Re 1. To be at Shomaprakas Depository No 97, Col Street Calcutta.

B. C. Gu

ধনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল।

ধনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকাশিত হইয়াছে। এই রকম বার খণ্ড পা

ে গ্রন্থ শেষ হইবে। টীকা আছে, ভাল ভাল আছে, ছাপা ভাল, কাগজ ভাল। প্রায় ১০০০ র শেষ হইবে।

শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল বাঙ্গালা ভাষায় এক অপূর্ব্ব মহা-া, উজ্জ্বলতম রত্ন, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্ব তে এই গ্রন্থ কীট-দষ্ট পুঁথি আকারে, মেষাচ্ছাদিত ার ন্যায় অন্ধকারে বিরাজ করিতেছিল। গৌড়ের ইহার মূল সূত্র, ময়নাধিপতি লাউসেন ইহার ক। ইহাতে বীররস আছে, করুণ রস আছে, স রস আছে। কবিতা সকল সরেস ও সরস। পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন ইহা ীকি, হোমর, মিল্টন, বাল্মিকীর সমতুল।

এই কয়েক মাস মধ্যে ঘনরামের আশাতি-গ্রাহক হইয়াছে। আমরা কখন ভাবি নাই সাধারণ এরূপ আগ্রহ সহকারে এ গ্রন্থ পাঠ বেন। বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের দুই মধ্যে দুই হাজার গ্রাহক হওয়া সামান্য কথা । এত অধিক গ্রাহক হইয়াছেন বলিয়াই মূল্য ৪, চারি টাকা করিতে হইল না। এক্ষণে সমুদয় র মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা স্থির হইয়াছে। ম মূল্য ভিন্ন কাহাকেও ঘনরাম দেওয়া যায় না, না দেখিতে চাহিলে এক খণ্ডের মূল্য ।০ চারি না পাঠাইলেই হইবে। গ্রাহকগণ আমার নামে র্ডর দ্বারা টাকা পাঠাইবেন।

কলিকাতা
নং চাঁপাতলা ফাষ্ট লেন,
কলেজ ষ্ট্রীট (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়)

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ঘনরাম প্রকাশক।

GRIMAULT AND CO.,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8 PARIS
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট
কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো
ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা ব্রোঙ্কাইটিসের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম ঐ সকল যন্ত্রণা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ সেবনে অবিলম্বে ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। কোম্পানি গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির মা টিকো কাপসিউলস এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতদ্ব্যতীত সেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং কাপসিউলস পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহার্য্য।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্যকারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট আলা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	শয্যাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উত্তিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরের বড় বড় ঔষধ লয়ে পাওয়া যায়।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ৮ নং কলিকাতাস্থ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটে ৮৮ নম্বর ভবনে পাশ্চাত্য গো-বীজে টীকা দিবার কারণ একটী "টিকা" স্থাপিত হইল, যাঁহারা ঐ ঠিকানায় আসিয়া টীকা লইবেন বিনা খরচে গোবৎস হইতে পরিবার বীজে তাঁহাদিগকে টীকা দেওয়া যাইবে; আর যাঁহারা আপন আপন বাটীতে টীকা দেওয়াইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে টীকাধারের গাড়ি ভাড়া ও তাঁহার পরিশ্রমের কারণ কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিতে হইবে। ইতি—

ঐ কার্য্যের তত্ত্বাবধারক, শ্রীযুক্ত বাবু রাম গোপাল ঘোষ, রায় বাহাদুর, গো-বীজে টীকার ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কয়েকজন কর্ম্মচারির প্রয়োজন।

কয়েক জন বহুদর্শি সুশীলদার ও তহশীল দ রির আবশ্যকতা হইয়াছে; তহশীলদারদিগ ২০০০ হাজার টাকার জামিনী দিতে হইবে, বে মাসিক ২০ টাকা। এক বৎসর কার্য্য করিবার মাসিক ১৲ এক টাকা করিয়া বৃদ্ধি, পরিশেষে বে মাসিক ২২ টাকা হইবে। মুহুরিদিগকে ৫০০ টা জামিনী দিতে হইবে, বেতন ১০৲ টাকা হইতে টাকা পর্য্যন্ত মাসিক। জমিদারী কার্য্য চালাই ও হিসাব রাখিবার ক্ষমতা ও চিঠী ভাল (অশুদ্ধ ঐ ভাষা শিখিবার সম্ভাবনা) অত্যাবশ্য সার্টিফিকেট সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে দরখ দিতে হইবে।

রাঢি ছোটনাগপুর ডেট্ট কাং ২৬ এ ফেব্রুয়ারি সন ১৮৮৩ সাল।

Rakhal Das Haldar
মোকাম, ছোটনাগপু
ডেট্ট রাঢি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিক কলেজের দক্ষিণ ৯৭ নং বাটীতে আম "সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়" ন দিয়া একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছি। ইহা নানা প্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বাঙ্গা পাঠ্যপুস্তক, নাটক, উপন্যাস ও ডাক্তা বহি রাখা হইয়াছে। সাধারণ ক্রেতা নিয়মিত কমিশন দিয়া পুস্তকাদি বি করা হয়। যে কোন গ্রন্থকার বিক্রয় এখানে পুস্তক দিবেন, আমরা সাদ তাহা গ্রহণ করিব। কেহ বিদেশ হই পত্র লিখিলে ঐ সকল দ্রব্য পাঠা দেওয়া হয়। সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্র এই উভয় পত্রই এখানে নগদ মূ বিক্রীত হইয়া থাকে। এবং সংক্রা অন্যান্য কাজ এখান হইতে সম্পন্ন হ তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য যদি কেহ পাঠাই লিখেন, আমরা অতি অল্প কমিশন লই তাহাও কিনিয়া দিয়া থাকি; ইহার নিমি স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্ত

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আম

র্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহা-
গের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য
লিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়,
াহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত
ন্ত্রে বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে
াঠাইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা
োমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের বিনিময়ে
প্তাহিক বা মাসিক সংবাদ পত্র দিয়া
কেন, তাঁহারাও ঐ স্থানে পাঠাইবেন।
বে যাঁহারা মূল্য ও প্রেরিত পত্রাদি
াঠাইবেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ
াণারপুরে যেমন পাঠাইতেছেন, তেমনি
াঠাইবেন।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
সহকারী সম্পাদক।

কল্পদ্রুমের মূল্য হ্রাস সংক্রান্ত।

কেক বাবু আমাদিগকে অসমর্থ জানাইয়া স্বল্প
ল্য কল্পদ্রুম পাঠাইবার আশায় আমাদিগকে পত্র লিখি
ছেন। কিন্তু কাহারও প্রতি অনুগ্রহ ও কাহারও
তি নিগ্রহ করা উচিত হয় না। সাধারণতঃ নিয়ম
রূপ হওয়াই উচিত। এই নিমিত্ত সোমপ্রকাশের
যেমন সমর্থ ও অসমর্থ-ভেদে মূল্যের তারতম্য আছে,
দ্রুমেরও সেই রূপ নিয়ম অবধারিত হইল। সমর্থ
ক্ষে অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ৩ টাকা।
মর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য
ীত হইবে না। মাসিক যে ৷৷৹ আট আনা গ্রহ
র নিয়ম, তাহাই অবধারিত রহিল। ওই ১২৮৯
লের চৈত্র মাস অবধি এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য
বে। গ্রাহকগণ জানিবেন, এ নিয়মটী বাস্ত-
অসমর্থের পক্ষে। কাল্পনিক অসমর্থের পক্ষে
ে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

প্রেরিতপত্র

জেলা পরিবর্ত্তনে অসুবিধা।

পূর্ব্বে আমরা জেলা যশোরের অধীন খুলনা
কুমার অন্তর্গত ছিলাম। তখন আমাদের যশোরে
কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষাকৃত সুবিধা
ছিল; কিন্তু এখন খুলনা স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত
হওয়াতে যে কোন কার্য্যই হউক, খুলনা ভিন্ন
গতি নাই। খুলনা আমাদের এ সমুদায় স্থান
হইতে ১৭। ১৮ ক্রোশ দূর; পূর্ব্বে তথায় যাইবার
স্থলপথ আদৌ ছিল না, সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল,
থানা ডুমারিয়ার নিকটবর্ত্তী প্রায় ৬ ক্রোশ বিস্তৃত
রজপুর ও সাহাপুর নামক এবটী ভয়ানক বিল
বাঁধিয়া এক মহাত্মা একটী রাস্তা করিয়া দিয়াছেন।
সে বিলের অধিকাংশ স্থলই অতলস্পর্শ, তাহার উপর
এরূপ শক্ত এক প্রকার দাম আছে যে, তাহার উপর
দিয়া গমনাগমন করিতে পারা যায়। ঐ দামের
উপর স্থানান্তর হইতে নৌকাযোগে মাটি আনিয়া
দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ রাস্তা দিয়া
বর্ষাকালে যাওয়া যায় না, তখন উহা জলে প্লাবিত
হয় এবং স্থানে স্থানে ঐ দাম ছিঁড়িয়া যাওয়াতে
এমন এক একটী গর্ত্ত হয় যে তথায় কোন মতে
পতিত হইলে আর নিস্তার থাকে না। বিশেষতঃ
ঐ সময় ও গ্রীষ্মকালে এত সর্পের ভয় হয় যে
তখন ঐ রাস্তায় যাতায়াত নিতান্ত ভয়ানক। শীত
কালে ঐ রাস্তায় লোকে গমনাগমন করে বটে;
কিন্তু পথে আহারাদি করার শিক্ষা ভিন্ন উপায়
নাই। জল-পথে যাওয়াও তদ্রূপ প্রায়। এদিকে
জেলে-ডঙ্গি ভিন্ন অন্য কোন নৌকা পাওয়া যায়
না, তাহাতেও ৮। ১০ টাকার কমে খুলনা পৌঁছান
যায় না; এই ব্যয় করিয়া ঐ ক্ষুদ্র নৌকায় শিবসা,
রূপসা, পসর, শৈলমারি প্রভৃতি ভয়ানক ভয়ানক
নদ নদী বহিয়া যদি প্রাণ রক্ষা করিয়া তথায় উপ-
স্থিত হওয়া যায় তবেই মকদ্দমা করা হইল, নচেৎ
আর বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হইল না। সুতরাং
জলপথও আমাদের ন্যায় দরিদ্র লোকের পক্ষে
নিতান্ত কষ্টকর। অনেক সময় এই সমস্ত ব্যয়
করিয়া এবং এই সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া মক-
দ্দমা করিতে গিয়া অনেক লোক দাবির অধিকও
ব্যয় করিয়া বসে। আর কতক জলপথ কতক স্থল দিয়া
যে একটী পথ আছে, তাহাতেও জলপথাংশে নৌকা
পাওয়া এক প্রকার অনিশ্চিত। অনেক সময় অনেক
মকদ্দমাকারী ব্যক্তি নৌকা না পাইয়া মকদ্দমার
আশায় জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত জলপথে
এই সমস্ত বিপদের মধ্যে আর এক বিপদ দস্যুভয়।
তাহাও অবিরল নয়। বহুতর লোককে দস্যুকর্ত্তৃক
পীড়িত দেখা গিয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়! এখন আপনি অবশ্যই
বুঝিতে পারিবেন, যে আমাদের রাজদ্বারে যাইবার
পথ কেমন কণ্টকময়। কেবল খুলনায় যাইবার
ভয়ে আমরা অনেক সময় বিস্তর ক্ষতি সহ্য করিয়া
থাকি, নিতান্ত বাধ্য না হইয়া আর কেহ খুলনায়
যাইতে সম্মত হয় না। মহামান্য প্রজাহিতৈষী
অধিনীয় গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন বাহাদুরের রাজ্যে
নানা স্থানে তাঁহার নানা প্রকার অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপিত
হইতেছে, এমন উদার স্বভাব লর্ড রিপন বাহাদুরের
সময় আমাদের এই দুঃখ যদি দূরীভূত না হয় তবেই
কাদিলাম আমাদের দুঃখ কখনই নিরাকৃত হইবার
নয়।

এই সমস্ত অনিষ্টের বিষয় জানাইয়া আমাদের
এই দিকের আমলা, তালা দেলুটী ও চাঁদখালি থানা
লইয়া তালায় একটী মুন্সফী আদালত স্থাপন জন্য
প্রায় ৩০০ শত অধ লোকে সহি করিয়া বেঙ্গল
গবর্ণমেণ্টে ক্রমাগত দুই বার আবেদন করিয়া-
ছিলেন। তাহারও কোন ফল না হওয়ার পরে
জেলা ২৪ পরগণার সাতক্ষীরা নামক যে মহকুমাটী
খুলনা জেলাভুক্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের পল্লী-
সমূহ হইতে ৪। ৫। ৬। ৭। ৮ ক্রোশ ব্যবধান
হইলে তথায় স্থল ও জল পথে যাইবার নানা
প্রকার সুবিধা আছে বলিয়া আমরা অন্ততঃ সদর
মহকুমা হইতে ঐ সাতক্ষীরার অন্তর্ভুক্ত হইবার
প্রার্থনা করিয়াছি। তালা থানা ও দেলুটীর কিয়-
দংশ সাতক্ষীরার অধীন করিলেও আমাদের বিস্তর
সুবিধা হয় এবং তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের এবং জেলারও
কোন ক্ষতি হয় না।

অতএব আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই যে দয়া-
বান গবর্ণমেণ্ট আমাদের এই নিরাকৃত দুঃখের কথায়
কর্ণপাত করিয়া আমাদিগকে অন্ততঃ এই সাত-
ক্ষীরার অধীন করিয়া যাহাতে আমরা খুলনায় গম-
নের অসীম কষ্ট ও বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে
পারি তৎপ্রতি করুণা-কণা বিতরণে কার্পণ্য না
করেন। আমরা বাস্তবিক কেবল গমনাগমনের
অসুবিধা হেতু বিস্তর কার্য্যে রাজসাহায্য লাভে
বঞ্চিত হইতেছি।

ভবদীয় অনুগত
শ্রীহরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

"শ্রী" স্বাক্ষরকারী পত্রপ্রেরকের প্রতি আমা-
দিগের এই সমস্ত বক্তব্য, তীর্থ স্থান গুলি এখন
বহুদোষের আকর হইয়াছে। তথায় গিয়া অনে-
কের ধর্ম্মসঞ্চার না হইয়া অধঃপতই সঞ্চার হয়,
এই নিমিত্ত আমরা উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।
মন স্থির করিতে পারিলে গৃহে বসিয়াই তীর্থ দেবার
ফল লাভ হয়।

সোমপ্রকাশ।

৬ ই চৈত্র সোমবার।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধন প্রস্তাব লইয়া যে সঙ্কট ... মানুষের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যসাধ্য ... পরিচয়স্থান, উল্লিখিত প্রস্তাবটী সেমনি ... লোকের প্রকৃতি চরিত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা ... পরীক্ষার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ... এই বিষয় লইয়া যে ঘোরতর বাদানুবাদ হয়, ... তাহাতে অনেকের অনেক বিষয়ের পরীক্ষা হইল। ... শিক্ষা ও উচ্চ পদ লাভ হইলেই যে কুসংস্কার বর্জ্জিত হয়, তাহা হয় না। প্রস্তাবিত বিষয়টি ... যে প্রকার বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ... প্রমাণ হইতেছে, ন্যায়ানুরাগিতা উচ্চ শিক্ষার ... নয়, প্রকৃতির সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ... বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত, যদি সকল সভ্যের ... ন্যায়ানুরাগিতা প্রবল হইত, কখন মতদ্বৈধ ... না। যাঁহারা এ বিষয়ে বিরুদ্ধমত প্রকাশ ... ন, তাঁহাদের প্রধানতঃ পাঁচটী যুক্তি আমরা ... তে পাই। এক, জাতীয় বিদ্বেষ, দ্বিতীয়, ... শীয় বিচারপতির উপরে অবিশ্বাস, তৃতীয়, মক- ... মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রাদুর্ভাব; চতুর্থ, গবর্ণমেণ্টকে ... প্রদর্শন; পঞ্চম, ইউরোপীয়দিগের স্বত্ব।

ইউরোপীয়দিগের এ দেশীয়ের প্রতি জাতীয় ... এমনি প্রবল যে বিপক্ষেরা পবিত্র গম্ভীর ... পক সভায়ও তাহা নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে ... ন নাই। রবট মিলর যখন বক্তৃতা করেন, ... ন বিপক্ষদিগের আনন্দের ঢেউ খেলিতেছিল। ... অটলপ্রকৃতি মহানুভব সভাপতি বিপক্ষ বাহাদুর ... নিরূপণ বাঁধা না দিতেন, ঐ ঢেউ ব্যবস্থাপক ... হইতে নির্গত হইয়া রাস্তা গলি ঘুঁচি প্রভৃতি ... াইয়া তুলিত। এত আনন্দ কিসের? পাঠক ... জানিতে চান? রবট মিলর এ দেশীয়দিগকে ... ল দিয়াছিলেন, মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন, অবি- ... ী বলিয়াছিলেন! তিনি বলেন, এ দেশীয়েরা ... ষের বশীভূত হইয়া মিথ্যা সাক্ষী সাজাইয়া ... পীয়ের দণ্ড দেওয়াইবেন। অনরেবল ইজাক্স ... য়াছেন ঘণ্টাকাল এইরূপ গালি বর্ষণ করিয়া- ... লেন। তাহাতেই ইউরোপীয় শ্রোতৃগণের অসীম ... নন্দ! যাঁহাদিগের মন এ দেশীয়দিগের নিন্দা ... রণে এত আনন্দিত হয়, তাঁহাদিগের মন যে কেমন ... ও বিষম, পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারি- ...

যাঁহারা বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন, ন্যায়ানুরাগিতা তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে কেমন অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাও পাঠক সহজে বুঝিতেছেন। যাহারা ন্যায়নিষ্ঠ না হয়, তাহাদের বাক্য বিজ্ঞসমাজে যে কতদূর আদরণীয়, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণের অবিদিত নয়। অসঙ্গতবাদী বিপক্ষদিগের বাক্যের যে কিছুমাত্র বল নাই, তাঁহাদিগের বাক্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া যে উপেক্ষিত হইবে, এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ অনুভূত হইতেছে না। তবে বলা যায় না, ইউরোপীয়দিগকে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বলিয়া কর্ত্তাদিগের কাহার মনে ন্যায় ও যুক্তি কিরূপ কার্য্য করে।

বিপক্ষেরা এই আশঙ্কা করিতেছেন, এদেশীয়েরা বিদ্বেষবশীভূত হইয়া মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া ইউরোপীয়ের দণ্ড দেওয়াইবেন। এদেশীয় বিচারপতির নিকটে ঐ সকল মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাঁহারা সেই মিথ্যা ধরিতে পারিবেন না। বিপক্ষেরা বলেন, এদেশে মিথ্যাসাক্ষী সুলভ। একথাও তাঁহারা প্রকারান্তরে কহিয়াছেন, এদেশীয় বিচারপতিরা ইউরোপীয়সম্বন্ধে বাগ্‌বেষাদির বশীভূত হইয়া কার্য্য করিবেন। এ গুলি বড় কৌতুককর বাক্য। রাজদ্বারে বল, রাজব্যবস্থাতে বল, শারীরিকবলে বল, আর ধনবলে বল, এদেশীয়েরা ইউরোপীয়ের নিকটে সর্ব্বাংশেই দুর্ব্বল। দুর্ব্বলেরা প্রবলের নামে মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া কখন কি জয়ী হইতে পারে? দুর্ব্বলের কি প্রবলের নামে মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইবার আদৌ প্রবৃত্তি হয়? বাস্তবিক ঘটনা কিরূপ হইয়া থাকে? প্রবলেরাই স্বহস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া দুর্ব্বলের দণ্ড বিধান করে। তবে যে স্থানে রাজদণ্ডের ভয় থাকে, সেখানে প্রবলেরা নানা কৌশল করিয়া রাজদ্বারেও দুর্ব্বলের দণ্ড দেওয়াইবার চেষ্টা পায়। বঙ্গদেশের নীল হাঙ্গামে কি এ বিষয় সপ্রমাণ হয় নাই? সুবক্তা ইউরোপীয়েরা কি শ্যামচাঁদপ্রহারের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন? এক পুরুষকে দাদন দিয়া চারি পুরুষের নিকট হইতে আদায় করিবার কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? নিরপেক্ষ বিচারপতিগণের নিকটে নীলকরদিগের মিথ্যা ভাল প্রভৃতি যে সকল পড়িয়াছে, তাহা কি সভ্য ইউরোপীয়েরা ভুলিয়া গেলেন, এদেশীয় বিচারপতিরা ইউরোপীয়ের বিচারকার্য্যে আজও পটু হন নাই, ইউরোপীয়েরা যে এই কথা বলেন, সেটী কি তাঁহাদের ছলবাক্য নয়? এদেশীয় বিচারপতিরা ইউরোপীয়ের বিচারকার্য্যে পটু হইয়াছেন কি না, ইউরোপীয়েরা কি দেওয়ানী আদালতে তাহার প্রমাণ পান নাই? এদেশীয়ের বিচার একরূপ, ইউরোপীয়ের বিচার অন্যরূপ, ইহার ত অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। যদি কোন এদেশীয় বিচারপতি ইউরোপীয়সম্বন্ধে সুবিচারের বাতিক্রম করেন, তাহার কি আপীল হইবে না? যখন আপীলের বিধি আছে, তখন এ দেশের এমন কে নির্ব্বোধ বিচারপতি আছেন যে তিনি ইউরোপীয়ের মকদ্দমার বিচারে বিক্রম খাটাইতে সাহসী হইবেন।

পাঠক! এগুলি কি প্রস্তাবিত বিধির প্রতিবাদিদিগের ছলবাক্য নয়? তাহাদের মনোগত কথা কি বুঝিয়াছেন? এখন মফস্বলে ইউরোপীয়দিগের একাধিপত্য আছে। তাহারা যা মনে করিতেছে, তাই করিতেছে। ক্রোধ হইল, অধীনস্থ কর্ম্মচারিকে গুরুতর প্রহার করিল, যার পর নাই অপমান করিল, হয়ত রোষবশে হত্যাই করিয়া ফেলিল। দূরতর প্রদেশে গিয়া কে তাহার অভিযোগ করে? তত দূর হইতে কে সাক্ষী হইয়া যায়? লইয়া গেলেও ফল হয় কই? নিষ্পাপ মুখ সাক্ষী ইউরোপীয় ব্যারিষ্টারের জেরায় একে আর বলিয়া ফেলে। সহজে মিথ্যা হইয়া যায়। ইউরোপীয় প্রতিবাদী জয়ী হইয়া আইসে। তাহার প্রশ্রয় আরও বাড়িয়া উঠে। মফস্বলের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, তাহারা অর্থাভাবে দূরদেশে গিয়া অত্যাচারী ইউরোপীয়ের নামে অভিযোগ করিতে পারে না, কিন্তু মফস্বলে যদি অত্যাচারী ইউরোপীয়ের অপরাধের বিচারের বিধি হয়, তাহা হইলে আর তাহারা এমনকার মত যথেচ্ছ ব্যবহারে সাহসী হইবে না। মফস্বলে ইউরোপীয়দিগের এই মনোগত শঙ্কা। এত নির্দ্দোষী তাহারা জোগাড় করিয়া কলুষিত করিয়া থাকে এ স্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা এইরূপ অসদভিপ্রায়শালী ইউরোপীয়দিগের সপক্ষতা করেন, তাঁহারা কিরূপ লোক? যাহার শরীর সুস্থ, তাহার বৈদ্যের নিকটে যাইবার প্রয়োজন নাই। মফস্বলস্থ যে সকল ইউরোপীয় অত্যাচারী নন, তাঁহাদের আদালতে যাইবার প্রয়োজন হইবে না। যাহারা কুকর্ম্ম করিবে, তাহারাই আদালতে নীত হইবে। কুকর্ম্মকারির প্রতি সমস্তুখদুঃখ কি? যাঁহারা সেই কুকর্ম্মকারিদিগের সপক্ষতা করেন, তাঁহারা কিরূপ লোক? বলিতে কি যাঁহারা এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রকারান্তরে কুকর্ম্মকারিদিগের সপক্ষতা করা হইতেছে। ভদ্রলোকের কি এরূপ সপক্ষতা করা উচিত? নিরপরাধী ইউরোপীয়দিগের শঙ্কা কি? কেহই নিরপরাধির বিপক্ষতাচরণ করে না, প্রসিদ্ধ। আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হৃদয়ে বলিতে পারি মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া নিরপরাধী ইউরোপীয়ের দণ্ড করিবার চেষ্টা পাইবে, এ দেশে এরূপ লোক নাই। যদি কেহ এমন দুরাত্মা থাকে, তাহার

পাইয়া কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। রা উপরে প্রতিপন্ন করিয়াছি, এ দেশীয়েরা শ্বেত ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা কোন প্রবলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। দুর্ব্বলের প্রবলের সহিত সমকক্ষতা সম্ভবপর তে পারে না আর তাহারা নিজে সাক্ষাৎ লের সহিত মকদ্দমা করিবে, ইহাকে সম্ভাবিত বলা আমাদিগের বিবেচনা হইতেছে, গবর্ণ-টের চক্ষে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগের সিদ্ধি করিয়া লইবেন, ভারতবাসী ইউরোপীয়-র এই অংশ অভিসন্ধি হইয়াছে। আমাদের প্রাপ্ত সুশাসনী গবর্ণমেণ্ট কি অন্যে অভিসন্ধিশালী রোপীয়দিগের কথায় বিশ্বাসস্থাপন হইয়া আপনা-র কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইবেন?

উল্লিখিত ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধন বে যদি বিধিবদ্ধ করা হয়, ইউরোপীয়েরা গবর্ণ-টের বিপক্ষ হইবেন, এই ভয় প্রদর্শন করা হই-। বিপক্ষতা তাঁহারা কিরূপ আচরণ করি-? বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের উন্মূলন করিয়া কি তৎ একটী নূতন গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিবেন? ষ্ট তাঁহা প্রকাশ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই-? যখন এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরো-র বিচারপ্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়, তখনও রোপীয়েরা এরূপ ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তার কি ফল হইয়াছে? গবর্ণমেণ্ট ভয়প্রদর্শনে হইয়া যদি আপনাদিগের কর্ত্তব্যপথ পরিত্যাগ ন তাহা হইলে কি তাঁহারা ভারতে আর কার্য্য করিতে পারিবেন? এ দেশীয় খ্রীষ্টান-কে যখন চিরদুঃখ বিস্মৃতাধিকার দেওয়া হয়, তখন া এরূপে গণনা করিয়া চলস্থল বাধার করিয়া-, যখন প্রকাশ করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে হাত হইয়া কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত াছিলেন? এখন ইউরোপীয়ের বেলায় যদি লিত হন, এ দেশীয়েরা কি মনে করিবেন? ধর্ম্মে কি কলঙ্ক হইবে না? রাজধর্ম্মে কি পক্ষ-তদোষ স্পর্শ হইবে না? আমরা আহ্লাদিত লাম, যাঁহারা ব্রিটিশজাতির মহানুভাবতার আদর্শ, য়পরতার অবতার, সমদর্শিতার মূর্ত্তি সেই মহানুভব রিপন বাহাদুর ও ডবলিউ ডবলিউ হণ্টর প্রভৃতি, রোপীয়দিগের অসঙ্গত প্রতিবাদে ও ভয়প্রদর্শনে ত বা সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহারা ভীত হইয়া কর্ত্তব্যপথ পরিত্যাগ করিবেন না, রিপন বাহাদুর ক্ষরেই সে কথা কহিয়াছেন। তিনি বলেন:—

"যে সময়ে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই পরি- করিতে হইবে এবং এখন অল্পসংখ্যা লোককে সমেতা দেওয়া হইতেছে, পরে বহুসংখ্যা এ দেশীয় সিবিল সম্প্রদায়দিগকে তাঁহার সেই ক্ষমতা দিতে হইবে, সেই সময়ের অপেক্ষা করিয়া থাকা অপেক্ষা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সাবধানতাসহকারে এই বিষয় প্রবর্ত্তিত করা বোধ হয় মতে বিজ্ঞতার কার্য্য। এই কারণে আমি ড বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তে আর কোন করা যাইতে পারে না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি।" ইত্যাদি।

আমাদের যদি স্বর্ণাক্ষরের জোগাড় থা আমরা এই কয়টী বাক্য তাহাতেই মুদ্রিত করিয়া যে গবর্ণমেণ্ট প্রজার অকারণ ভয়প্রদর্শনে ভীত সে গবর্ণমেণ্ট ত কাপুরুষ। তবে প্রজার স প্রার্থনা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ইউরোপীয়েরা অধী হইয়াও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ ভয়প্র করিতেছেন, এ দেশীয়েরা যদি এরূপ করিতে ইংরাজী সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এতদিন দিগকে বিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া ফাঁসীর ঝুলাইয়া দিতেন।

পঞ্চম, ইউরোপীয়েরা একটী অলীক অভিমান করেন। এ বিচারপতির নিকটে অ দের বিচার হইবে, অমুক বিচারপতির নি বিচার হইবে না, এ অভিমান স্বত্ব বলিয়া পরিগ হইতে পারে না। অভিমান বলিয়া উহার করাই ন্যায্য। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে এ বি বহুতর বিচার করিয়াছি; অতএব আমরা স্বয়ং পুনর্ব্বিচারে বিরত হইলাম। মহানুভব ড ডবলিউ হণ্টর সাহেব ৯ই মার্চ্চের ব্যবস্থাপক স বক্তৃতা (১) কালে যে মত প্রকাশ করিয়া আমরা সংক্ষেপে তাহার কিয়দংশের অনুবাদ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইউরোপীয়দিগের স্বত্বাভি কেমন অমূলক। হণ্টর সাহেব বলেন:—

"আমি বহুসহকারে বহু বিবেচনার পর এ য়ের সপক্ষতা করিতে বাধিত হইতেছি। পাণ্ডুলেখ্য মত দিতেছি বটে; কিন্তু যাহার প্রকাশিত যে অনুমোদনের ভাব আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে এবং আজ এই কৌ সভায় যে তর্কশ্রেণী নৈপুণ্যসহকারে বিন্যস্ত মাছে, আমি যে তাহাতে উপেক্ষা করিব, ক করিব না। যাঁহারা এই পাণ্ডুলেখ্যের বিরো তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্র দিগের কতকগুলি আইন আছে, যে আইনকে তাঁহ

(১) ঐ বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে; আ কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি, উহার এক আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

...ুলা স্বত্ব বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, আমি ...থাকো অসম্মত নহি। আমি স্বীকার করি, আমা... এ দেশীয় প্রজাগণের ও শ্রেণীবিশেষের ঐরূপ ...শেষ আইন আছে। তাঁহারাও তাহা অমূলক জ্ঞান ...য়া থাকেন। আমি স্বীকার করি, আমরা এ ...য় প্রজাগণের বিশেষ বিশেষ আইনের যেরূপ ...লোচনা করিয়াছি, সেইরূপ ইংলণ্ডীয় ব্রিটিশ ...গণের বিশেষ আইনের অধীন আছেন এমত ...া করিতে বাধ্য। আমি কিঞ্চিৎ অগ্রসর ...য়া আরো কিছু অধিক বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, ...বতে ইংরাজশাসনের প্রথম প্রথম ঐ সকল ...শেষ আইন আমাদের আদালত সমূহে মূল ...ইনরূপে পরিগৃহীত হইয়া তদনুসারে কার্য্য হই... ছে। কারণতঃ ইংরাজ ব্যবস্থাপক সভার ইতি... ত পাঠ করিলে জানা যায় যে, ঐ শ্রেণীবিশেষের ...টনগুলি সর্ব্ব শ্রেণীতে প্রযোজ্যরূপে এমন একটী ...ব্যাপক আইনের অন্তর্গত করা হয়। এই অনুমিবেশ ...প্রণালী দ্বারা শ্রেণীবিশেষের বিশেষ আইনগুলি ...আবার ধীর ভাবে রহিত করা হইয়াছে। এই ...বিবর্ত্তনপ্রণালীকে বঙ্গদেশীয় নিয়মাবলীর একটী ...ধান অঙ্গ বলিয়া বোধ হওয়াতে ১৮৫ ...ে মাকুইস অফ্ হেসলিস বিস্ময়সহকারে ইহাকে ...ক্রমিক পরিবর্ত্তনের কার্য্যকারিণী যুক্তি" বলিয়া ...র্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর ৮০ বৎসর ...লে এই প্রণালী দ্রুতপদে অগ্রসারিণী হইয়াছে। ...ও হেসলিস যে সময়ে বক্তৃতা করেন, সে সময়ে ...ন্ন ভিন্ন শ্রেণী যে সমস্ত স্বত্ব ভোগ করেন, এক্ষণে ...দেশীয়েরা যে স্বত্ব ভোগ করিতেছেন এবং ইউ...পীয়েরা যে স্বত্বের দাবী করিতেছেন, তাহা ...হার তুলাংশমাত্র। এই প্রণালী অনুসারে যে ...ময়ে যে শ্রেণীর বিশেষ আইন বিচ্ছিন্ন হয়, সেই ...ময়ে সেই শ্রেণীর চক্ষুঃশূল উৎপন্ন হইয়াছিল। ...ই শ্রেণী যে বিশেষ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হন, সে শ্রেণী ...ও বিনা প্রতিবাদে উহা পরিত্যাগ করিবেন, তাহা ...স্তাবিত নহে। আমার বোধ হয়, সাধারণের ...ঙ্গলার্থ যদি এই সকল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন না হয়, ...াহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এই পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইতে ...বরত হইতেন এবং অতি সম্মানিত ও সহানুভূতিসহ...কারে এরূপ আপত্তি শ্রবণ করিতে বাধ্য। কিন্তু যখন ...দেশের উৎকৃষ্ট শাসনকার্য্যের নিমিত্ত এ পরিবর্ত্ত ...করা বাস্তবিক আবশ্যক হয়, আমি বিবেচনা করি; ...গবর্ণমেণ্ট তখন এ পরিবর্ত্ত করিতে বাধ্য। যাহা ...হউক, শ্রেণী বিশেষে ক্ষুণ্ণ হইলেও সাধারণের উপ...কারার্থ এই পরিবর্ত্ত করিতে হয়, এটী দুঃখের ...বিষয়।" ইত্যাদি।

হন্টর সাহেব যেরূপ যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে শ্রেণীবিশেষের যে স্বত্ব লোপ করিয়া আসিতেছেন তাহার যেরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বক্তৃতার আদ্যোপান্ত অবিকল অনুবাদ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আমাদের সে ইচ্ছা ছিল কিন্তু সোমপ্রকাশের সংক্ষিপ্ত স্থান আমাদিগকে সে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে দিল না। তবে তিনি শ্রেণীবিশেষের ক্রমিক স্বত্ব লোপের যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপতঃ তাহার কয়েকটীর বিষয় এ স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। ১৭৫৩ অব্দে সংবাদেরা এ দেশে মেয়রকোর্ট নামে কতকগুলি বিচারালয় স্থাপিত করেন; কিন্তু তাহাতে এ দেশীয়দিগের বিচার হইত না। ঐ অব্দে চার্টার এ দেশীয়দিগকে ঐ সকল আদালতের অধিকার হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। ১৭৭২ অব্দে গবর্ণর জেনরল এই বিধি করেন, এ দেশীয়দিগের নিজ নিজ ব্যবস্থানুসারে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। সেই ব্যবস্থা দিবার নিমিত্ত মৌলবী ও পণ্ডিত নিযোজিত হন। কিন্তু এখন আর সে পণ্ডিত ও মৌলবী নাই। হিন্দুদিগের একটী বিশেষ স্বত্ব ছিল; হিন্দু খ্রীষ্টান হইলে বিষয় পাইত না। কিন্তু সে স্বত্বেও লোপ করা হয়। তৎকালে হিন্দুরা ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ঐরূপ গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগেরও অনেক স্বত্বের ক্রমে লোপ করিয়াছেন। ইউরোপীয়েরাও তৎসময়ে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে। এ সকল কথার উল্লেখের তাৎপর্য্য এই, ইউরোপীয়দিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রতিবাদ যখন গ্রাহ্য করা হয় নাই, তখন এ সময়ে ইউরোপীয়দিগের প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হওয়া গবর্ণমেণ্টের উচিত নয়।

এখন অন্য অন্য সভ্যের বক্তৃতার প্রসঙ্গ করিবার অবসর উপস্থিত। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর রিভস টমসন সাহেব প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যটী উঠাইয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি যে এ প্রস্তাব করিবেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তিনি প্রাচীন হইয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি নির্ব্বিরোধী নিরীহ লোক। তিনি দেখিলেন, চতুর্দ্দিক হইতে ঘোরতর প্রতিবাদ হইতেছে, যদি ব্যবস্থাপক সভা হইতে প্রস্তাবটীর সংহার করা হয়, তাহা হইলে আর কোন উৎপাত থাকে না। অতএব ঝঞ্ঝাটে গিয়া কাজ কি? কিন্তু বলিতে কি, তাঁহার এই মতটী আমাদিগের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতের মত হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে একজন বড় চৌধুরী লোক হইয়া উঠিল। সে সকলকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। গ্রামবাসিরা একপরামর্শী হইয়া তাহার প্রতীকার করিতে লাগিলেন। ন্যায়পঞ্চাননকেও তাঁহাদিগের দলে লইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ন্যায়পঞ্চানন ভাবিলেন, যদি ঐ দলে গিয়া মিশেন, ঐ দুর্দ্দান্ত ব্যক্তির কোপে পড়িয়া কষ্ট পাইতে হইবে। অতএব ঝঞ্ঝাটে গিয়া কাজ কি এই ভাবিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন। কিন্তু এ বিবেচনা করিলেন না, ঐ দলে মিশিলে কেবল যে সাধারণের মঙ্গল হইবে, তাহা নয়, তাহাতে আপনারও মঙ্গল আছে। দুষ্ট ব্যক্তির দুষ্টতার দমন না হইলে তাঁহার কোন না পরিণামে বিষম বিপাকে পড়িতে হইবে তিনি তৎকালে সে বিবেচনা করিলেন না। দলভুক্ত হইয়া গেলে; পরিশেষে তাঁহাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইল। এখন আমাদিগের বক্তব্য এই, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইউরোপীয়দিগের ভয়ে ঝঞ্ঝাটে গেলেন না, কিন্তু যাঁহাদিগের ভিতর বঙ্গদেশের শীর্ষ স্থানে অধিরূঢ় হইয়াছেন, তাহাদিগের একটী মঙ্গলকার্য্যও কি করিতে পারিবেন? তিনি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইবেন, তখনই তাঁহার হৃদয়ে ইউরোপীয়ের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিবে। বোধ করি তাঁহার ইচ্ছা হইল, এ দেশীয়দিগকে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনর প্রভৃতির উচ্চ উচ্চ পদগুলি দিবেন। কিন্তু ইউরোপীয়েরা এই বলিয়া আপত্তি করিলেন, এ দেশীয়েরা বিচক্ষণ, সুতরাং তাহাদিগকে এ সকল উচ্চ পদ দেওয়া হইবে না। তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া বসিতে হইল। যদি এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে তাঁহা হইতে এ দেশীয়দিগের প্রকৃতি লাভের কি আশা রহিল? এই প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? ইউরোপীয়দিগের স্বত্ব, এটী ত ছলনা প্রকারান্তরে এ দেশীয়দিগকে উচ্চ পদ হইতে নিষ্কৃত করা কি তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়? আর একটী কৌতুকের কথা এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ঐ কথা শুনিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে বিরত হন, তাহা হইলে কি "যতো ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" এই যে শ্রুতি আছে, তাহা অথ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে সম্পূর্ণ সুসঙ্গত হইবে না? যে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রস্তাবিত বিষয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতেই আবার উহার লয় হইতে বসিয়াছে।

আমরা উপরে কহিয়াছি, প্রস্তাবিত বিষয়টী অনেকের প্রকৃতির পরীক্ষা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ দেশীয় সভ্যগণের যে কি পরীক্ষা হইল, তাহাও পাঠকগণ একবার শ্রবণ করুন। অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল, দুর্গাচরণ লাহা ও মহাশয় সংশোধন করণ মত প্রদান করিয়াছেন, রাজা শিবপ্রসাদ সুখশ্রুত হইয়া বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত

ন। তিনি যে বিরুদ্ধ-মত প্রকাশ করিবেন, া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। চিরপরাধীনতার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলই বিশেষরূপে ফলয়া আসি- ছে। কারণ, যিনি যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ য়া অধিকার করিয়া লইয়াছেন, তিনি উহার ম অঞ্চলে অবস্থিতি করিয়া তথায় বিশেষরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন। সে প্রভুত্বের ফল তদ্দেশবাসিদিগের দৃঢ়তর অধীনতা। যাহারা কাল পরাধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে, তাহাদিগের ধিতা তেজস্বিতা দেশহিতৈষিতাদি সদ্গুণের প হইয়া যায়, তাহারা প্রায় চ টুকার হইয়া উঠে। া শিবপ্রসাদ লণ্ডা পড়া শিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ধীনতার ফল আজও তাঁহার হৃদয়প্রদেশ হইতে লিত হয় নাই। সুতরাং তিনি স্বাধীন ভাবে ত ব্যক্ত করিতে সাহসী হন নাই।

পক্ষান্তরে, কৃষ্ণদাস পাল ও চণ্ডীচরণ লাহা বঙ্গ- ছাত। বঙ্গদেশ চিরপরাধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ বটে, প্রধানে পরাধীনতা ক্রিয়া করিয়া প্রকৃত ফল ন করিতে পারে নাই। বঙ্গদেশ বরাবর মুসল সম্রাটের প্রতিনিধি নবাবদিগের অধীনে ছিল। বেশ নিতান্ত বিলাসী ও সৌখীন ছিলেন। তাঁহারা হস্তিপৃষ্ঠে চারিবার করিবার নিমিত্তই ব্যস্ত লেন। তাঁহারা দেশের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ তেন না। দেশের লোকেরা নামমাত্রে পরাধীন লেন, কিন্তু স্বাধীন ভাবে সকল কার্য্য করিতেন। ই স্বাধীনতা আজও বহুল পরিমাণে অনেক বাঙ্গা- হৃদয়ে কার্য্য করিতেছে। বিশেষতঃ একটী ান জাতি আসিয়া প্রথমে বঙ্গদেশে রাজত্ব বিস্তার রেন। বঙ্গদেশ সেই স্বাধীনজাতির স্বাধীন বের বাসভূমি বরাবর রহিয়াছে। সেই স্বাধীনজাতি ব্যের আজন্ম অবাধ ন্যায় বাঙ্গালির হৃদয়ে স্বাধীন বের বীজ কথন কারবার চেষ্টা পাইতেছেন। সেই অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল ও চণ্ডীচরণ লাহার য়ে দৃঢ়তর অঙ্কুরিত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা যে ীন মত প্রকাশ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

অনরেবল সায়দ আহম্মদ যে স্বাধীন মত প্রচার রবেন, তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মুসলমান তি বহুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছেন। হারা স্বাধীনতার বিশেষ রসজ্ঞ। তাঁহাদের হৃদয়ে ীনতা এত প্রবল যে তাঁহাদিগের হৃদয়ে পরাধীন- ফল কোন ক্রমে স্থান প্রাপ্ত হয় না। অধিক কি, যাঁহারা ইংরাজজাতির অধীনতা স্বীকার য়াছেন, তাঁহারাও স্বাধীনতালাভের সুযোগের ষণে ক্ষণকাল বিমুখ নহেন। মুসলমান জাতি কেমন স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি, তুরস্ক কাবুল, মিশর ইত্যাদি বিষয় একবার আলোচনা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। কাবুলে মুসলমান জাতির স্বাধীনতা প্রবৃত্তি অতি বলবতী দেখিয়া ইংলণ্ডীয় প্রধান রাজপুরুষেরাও সমুখে তাহার ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। এই স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি ভারত ও কণাধিকারের মধ্যস্থলে থাকাতে সেদিন ইহাঁ সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেটের কহিয়াছেন, ভারতে রুশের প্রবেশের আশঙ্কা অল্প। অতএব সায়দ আহম্মদ যে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবেন তাহাতে বিস্ময় কি?

১৮৮০। ৮১ অব্দের আনুমানিক আয় ব্যয়।

আমাদের রাজস্বসচিব মেজর বেরারিং এই আয় ব্যয়টী প্রস্তুত করিয়া সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুকের সময় অবধি এই আয় ব্যয় বৃত্তান্ত ব্যবস্থাপক সভায় উপনীত করা হয় না। ইহার নিষেধক আইনও হইয়াছে। বিষয়কার্য্য সংক্রান্ত বিষয় সকল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা ঐ আইনের অভিপ্রেত নয়। এই হেতু বেরারিং সাহেব উহা প্রস্তাবের আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। যে আয় ব্যয় বৃত্তান্তের বর্ষে বর্ষে বর্ণন করা হয়, সাধারণের তাহাতে আস্থা নাই। সাধারণে সেটী ঠিক বলিয়া বিশ্বাস করেন না। পার্লিয়ামেণ্ট সভাও এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। বেরারিং সাহেব উহার খণ্ডনার্থ বহু প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, লোকের এ সংস্কার ভ্রমমূলক। তিনি বলেন, প্রচলিত মুদ্রার মূল্য স্থির নাই। অভিফেনের আয় নিশ্চিত নয়। যাহারা ট্যাক্স দেয়, তাহারা দরিদ্র। তাহারা গুরুভার বহনে সক্ষম নহে। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ অনিয়তরূপে ঘটিয়া থাকে। এখানে ব্যক্তিবিশেষে যেমন মূলধন বিনিয়োগ করেন না। অন্য দেশে ব্যক্তিবিশেষের মূলধন বিনিয়োগের প্রাচুর্য্য থাকাতে অনেক কার্য্য সহজে সম্পাদিত হয়; কিন্তু এখানে গবর্ণমেণ্টকে গুরুভার বহন করিতে হয়। এক সকল অসুবিধা থাকিলেও এখানকার রাজস্ব প্রণালী যেরূপ উৎকৃষ্ট, অন্য কোন রাজ্যের এরূপ নয়। তবে রাজস্ব বিষয় জটিল বলিয়া সকলে বুঝিতে পারেন না। তাহাতেই লোকের ঐরূপ সংস্কার। তিনি বলেন, উহা জটিল হইবার ৩টী কারণ আছে। প্রথমতঃ উহা ৬দলাধীন; দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে এক প্রণালী ছিল, এক্ষণে প্রাদেশিক রাজস্ব প্রণালী ব্যবস্থা হওয়াতে উহা সমধিক জটিল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আয়ের ও ব্যয়ের যতগুলি শ্রে বিভাগ ছিল, উত্তরোত্তর তাহার বৃদ্ধি হইয়া ম্যাসি সাহেব আয়ের ২০ এবং ব্যয়ের ৩২ বিভাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আয়ের ৩৬ ও ব্য ৪৯ বিভাগ হইয়াছে।

বেরারিং সাহেব এইরূপ ভূমিকা করিয়াছে কিন্তু এটী আমাদের ভূমিকা বলিয়াই বোধ তেছে। বর্ষে বর্ষে যে আয় ব্যয় বৃত্তান্ত বর্ণিত তাহা যে ঠিক, তাহা আমাদের বোধ হয় না। আ দের সংস্কার এই, যাঁহারা আয় ব্যয় বৃত্তান্ত প্র করেন, তাঁহারা সমুদায় ঠিক করিয়া উঠিতে পা না। তাহার প্রমাণ এই, লর্ড মেও যখন ভার গবর্ণর জেনারল ছিলেন, তিনি বৈষয়িক ব অতীত হইতে না হইতে অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হই বলিয়া ইনকম ট্যাক্স করিলেন। কিন্তু তাঁহার ব বহিত পরেই লর্ড নর্থব্রুক রাজভাণ্ডারের বি সচ্ছল অবস্থা বলিয়া ইনকম ট্যাক্স উঠাইয়া দি আমরা কাহার কথায় প্রত্যয় করিব?

এ বৎসর আমাদের রাজস্বসচিব আয়ের অ ব্যয়ের স্বল্পতা দেখাইয়া উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করিয়াছে অতএব নূতন ট্যাক্স করিবার প্রয়োজন হয় ন নূতন ট্যাক্স যে হয় নাই, এটী আমাদের আহ্লাদের বিষয়। পাঠক নিম্ন প্রদর্শিত আয় ব্য তালিকাটী দর্শন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। দের মাসুল কমাইয়া দেওয়াতে আপাততঃ হ্রাস হইয়াছে বটে; কিন্তু লোকে অধিক লবণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ক্রমে ঐ ক্ষতি পূরণ বার সম্ভাবনা আছে। অভিফেন, রেলওয়ে সেনারি সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বর্ণন করা হইয় বারান্তরে তাহার উল্লেখ করিবার আমাদের রহিল।

আয়	১৮৮১। ৮২ অব্দের হিসাব	১৮৮২। ৮৩ অব্দের আয় ব্যয়ের হিসাব	১৮৮২। ৮৩ অব্দের সংশোধিত হিসাব	১৮৮৩। ৮৪ আয় ব্যয়ের
ভূমির রাজস্ব	২১৯৮০২২ পাউণ্ড	২১৪৮৭০০০ পাউণ্ড	২১৭০০৪০০ পাউণ্ড	২১৭২২৭০
অহিফেন	৭৮৭২৫৪৪ ,,	৪৫০০০০০ ,,	৯৫৩১৮০০ ,,	৯২০০০০০
লবণ	৭৩৭৪৬০০ ,,	৬০৪৯০০০ ,,	৬০১৮৭০০ ,,	৬১৪৭০০০
ষ্ট্যাম্প	৩৪৮১৭৭৫ ,,	৩৪৪২০০০ ,,	৩৪১১৬০০ ,,	৩৫২৭২০০
আবকারী	৫৪২৭৫৭৪ ,,	৩৩৩১০০০ ,,	৩৬১৫৯০০ ,,	৩৬৩৩০০
অন্যান্য বিষয়ে	৭৬৫৯৭২৫ ,,	৬১৬২০০০ ,,	৬৩৭৬৫০০ ,,	৬৩৮৬৯০০
সমষ্টি	৫৩৬৫৪৪৯১০	৪৪৮৭১০০০	৫০৭০৬১০০০	৫০৫৪৪১০০
পোষ্ট আপীস, টেলিগ্রাফ ও টেকশাল	১৪৮৯৩৯৯	১৬৩৭০০০	১৩৫২৮০০	১৩৭০০০০
সিবিল বিভাগের আয়	১৫১৩০৮৩	১৩৭৪০০০	১৪৩৪২০০	১৪০২৩০০
অন্যান্য আয়	১৭০৭২২৩	১২৮৩০০০	১৩৪৫০০০	১২৩৪৫০০
আয়কর পূর্ত্তকার্য্যের আয়	১০৭৮২৩৩	১০৫২০০০	১০৩৯৫০০	১০৩৭৬০০
এ পূর্ত্তকার্য্যে আয় ন'ই এমন্তোষ আয়	৭২১৭৯৯ ৫	৬১৯০০০	৭১১৫০০	৮৬৪৭০০

ক্ত হিস্তা'শের আয়	৩৮১.৮ ৫	৮৬৮০	১৮২৯০০০	৮৩৫৮০০
রাজস্ব	৭৪১২৩৮০৯১	১৪০৭৮০	৩৭৯১৩২০০০	৩৭২৭৪০০০
ণ্য			২৪৩৮৭৪০০	২০৬০০০০
ক ণ্য	৩৩৮৫৩		৭০৭২০০	৫০৪৪০০
ণ্য অগ্রিম ...			২৪২৫০০	
নীয় রাজার নিকট ও				
নিসপালিটীর ঋ.	১৩৫১৮৩	৮৫০	১০৫২০০	৫২৮০
কল কোম্পানীকে পাবাটি করা হইয়াছে				
ংক্রান্ত আয়			১০৯১০০০	
কল টাকা পাঠান হইয়াছে ইৎসংক্রান্ত আয়	৮৭৭৪৭৮		৩০৮৫০০	
সেক্রেটারি যে বিল করেন	১৮৪১২৪২৯০	১৫১৪২০	১ ০৪২০০০	
ষ্ট	৯৩৫১৩৭৪৯	৮১৫১৯৫৮০	৮৭৮৯৯৮১০	৮৭১৮৫১৩০
এপ্রেল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে মজুদ	৪১২৭৭৪০	৫০৫১৬৯০	২৬২১৫০০	৩০৭২১০০
ভবর্ষে মজুদ	১৩৩১১১১০	১৪১০৩৯৫২০	১৪৫২৪১৩০	১১৮৪০০১৩
সমষ্টি	১১১৫১৪৫৩০	৯৮১৩৫৩০০	১৩৫৩৪১৭২	১৩১১৩৫৭০০
	১৮৮১। ৮২ অব্দের হিসাব	১৮৮২। ৮৩ অব্দের অনুমিত আয় ব্যয়	১৮৮৩। ৮৪ অব্দের সংশোধিত হিসাব	১৮৮৩। ৮৪ অব্দের অনুমিত আয় ব্যয়
	৪২৫৮১০০০ পাউণ্ড	৪৩১৯০০০ পাউণ্ড	৪৪৫০৭০০০ পাউণ্ড	৪২৬৪০০০ পাউণ্ড
ম্ব সংগ্রহের ব্যয়	৮২০০১১১ "	৯০০৩০৭৯	৮৭৩৪৫০০০	৮৬৩৪৩০০ "
ট আপীস টেলিগ্রাফ ও পালের ব্যয়	১৭৭১৬৬১ "	১৯১৮০১০	১৯৩২১০০০	২০১৬৮০০ "
ল বিভাগের ন প্রভৃতি ব্যয়	৩৮৫০৪	১১০৮৪০০ "	১১০০০৯০০০	১১১৫৭৬০০ "
ল বিভাগের অন্যান্য ব্যয়	৪০৪৪৫১১	৩৭৬১৯১১	৩৯০১১০০০	৩৯৬৮১০০ "
ক্ষ নিবারণার্থ	১৫০০০০০	১৫০০০০০	১৫০০০০০০	১৫০০০০০ "
র্ত্তকার্য্যে আয় হয় র নিমিত্ত ব্যয়	১৬৪৯০০৫ "	১০০২৭০০০	৯৯১৬৯০০০	১০০৮৮৪০০ "
র্ত্তকার্য্যে আয় নাই র ব্যয়	৬৬৯৭৫৭১ "	৭১১০০০০	৭০১৩৩০০০	৭০৫৬১০০ "
ক কার্য্যে ব্যয়	১৮১৬১১৪১	১৬১২৮০০	১৭৪০৯৩০০০	১৬০৬৪০০০ "
র সহিত বিনিময়	৩৫৫৯৭০০ "	২৭৭০০০০	৩১১৫৮০০০	৩৫৪৮০০০ "
ষ্টি	৬৯৫৯২৮৭১	৬৭৭৭৮৩০০	৬৯৩১৫০০০	৬৮৩১৫৩০০
শিক গবর্ণমেণ্ট ক্ষর ব্যয়ের জন্য যে টাকা য়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে াকা ব্যয় হয় নাই	১৫২১০১৯		১৮৩০০০	১৪৭০০
শিক মেণ্টের অকুলান ণ্ড	১২২৭	১২৯০০০০	১৫৪৩৭০০০	১৫১৪০০০
য়ের সমষ্টি	৭১১১৩০৭৯	৬৫৭৯৩০০০	৯৭৮৫৪১০০০	৬৫৮১৭০০০
কর পুস্তকার্য্যে ব্যয়	৩৩১১৪২৩	১১৫০০০০	৪৮৪৪৮০০	৩৮২০১০০
ণ্য ঋণ	৪৮৮৩৯৫	৬৮৮০০০	.	...
রিক ঋণ	...	..	..	...
ও অগ্রিম	১৪০৫৬৯	১৫০০০০	...	৫৮৫২০০
ীয় রাজগণ ও মিউনি-পালিটিকে যে ঋণ দেওয়া াছে।	৫০১৪১৪	৫৪২০০০	...	১২৩৬৭০০
সকল কোম্পানীকে াষ্টি করা হইয়াছে।				
টাকা পাঠান হইয়াছে		১০০০০		৩৯১০০০
সেক্রেটারির বিলের টাকা প্রদত্ত হইয়াছে	১৮৩৩৬৯৯৭	১৫৩৯২০০০	১৫৪৬৮০০০	১৬৩০০০০০
ণ ব্যয়ের সমষ্টি	৯৩৮৭১৭৭৭	৮৫৭৭৫০০০	৮৮১৬৬৫০০	৮৯১৫০০০০
এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ছিল	২৬২০২০৯	২১৪৬৬৪৯	৩০৩৭১০৯	২৩১৩৬০৯০
এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিল	১৪৫২২৯১৩	১০৮০৮৩৫১	১৩৮৪১০১৩	১১৬২৬৭১৩
ষ্টি	১১১০১৫৫৯৯	৯৮৭৭০০০০	১০৫০৪৩৬৭২	১০৩১৬০৩১১
থ	৭৬৬২৫৮০৬	৬৬০৭৮০০০	৬৭৯০৩৯০০	৬৭২৭৪০০০
	৭১১১৩০৭১	৬৫৭৯৩০০০	৬৭৮৫৪১০০	৬৬১৭০০০
ী	১৫৮০৭১৫	২৮১০০০	৫৯৮০০	৪৫৭০

বঙ্গদেশীয় খাজনা সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলে প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয় আমাদের বক্তব্য আছে, একবারে তাহার শেষ হইবার সম্ভাব নয়। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ যে বক্তৃতা করেন, তাহা তিনি বলিয়াছেন, বেহারের জমীদার ও প্রজারা আইন চান না। খাজনা আদায়ের সুবিধা হও জমিদারদিগের প্রার্থনীয়; কিন্তু যে আইন হই চলিয়াছে, ইহাতে জমীদারদিগের কোন সুবি নাই, বরং অধিক অসুবিধা হইবে। অনরে কৃষ্ণদাস পাল একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছে যাঁহারা বলেন, জমীদারেরা কর সংগ্রাহক মা ভূমির স্বামী নন, বক্তা তাঁহাদিগের মত খ করিয়া, জমীদারেরা যে ভূমির অধিকারী, ত সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জমীদার হইতে এ দেশের যে কত উপকার হইয়াছে ও তাহাও তিনি বর্ণন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তি আর যে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এ তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তির প্রমাণ প্রয়োগ আগা বারে পাঠকগণের গোচর করিবার ইচ্ছা রহিল।

পুস্তক সমালোচনা।

১। ইংরাজী রচনার পথ প্রদর্শক (A guid to English Composition) নাম্ক এক খ শিক্ষ বিরচিত। ইংরাজী ব্যাকরণের শিক্ষিতব্য বি সকল ইংরাজীতে বিন্যস্ত করিয়া বাঙ্গালা ভা তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যে সকল ছা ইংরাজী ভাষার অধিকার জন্মে নাই অথচ ইংরা ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন, এখানি তা দিগের বিলক্ষণ পাঠোপযোগী হইয়াছে। এ পাঠে মাইনর ও মধ্যশ্রেণীর ছাত্রদিগের যে ব্যা শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই

২। উৎপল। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্য প্রণীত। চন্দননগর গোন্দলপাড়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রি এখানি বিয়োগান্ত ক্ষুদ্র উপন্যাস গ্রন্থ। ন ইহার নায়ক, উৎপল নায়িকা। হিন্দু সমা নিয়মানুসারে পুত্র কন্যার পিতা মাতাই পু বিবাহকালে পাত্রী এবং কন্যার বিবাহকালে মনোনীত করিয়া বিবাহ দিয়া থাকেন; কিন্তু যা সহিত যাহার প্রণয়, তাহার সহিত তাহার বিবা হইলে তাহার পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয় এই ক্ষুদ্র উপন্যাস গ্রন্থে তাহার বিলক্ষণ চিত্র হইয়াছে। গ্রন্থকার উৎপলের বয়ঃক্রম আর কি অধিক করিলে তাহার বাক্যগুলি সঙ্গত ও প্র মধুর হইত।

৩। রোগপরিচয়ের প্রথম ভাগ। শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় ক সংগৃহীত। কলিকাতা ৯৩ নম্বর সাধারণ সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি আয়ুর্ব্বেদোক্ত গ্রন্থ সবনে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। আয়ু- মতে বায়ু, পিত্ত, কফ সম্ভব রোগের মূল। কিরূপে বায়, পিত্ত কফ হইতে কোন্ কোন্ পীড়া পন্ন হয় এবং তাহার কিরূপই বা লক্ষণ সংক্ষেপে ন্থে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

র। নীতিকুসুম প্রথমভাগ। শ্রীযুক্ত ভবনাথ পাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ৩০৯ নম্বর বহুবাজার সি, বসু যন্ত্রে মুদ্রিত। বালকদিগকে নীতি শিক্ষা র জন্য কথামালার ন্যায় ইহাতে গল্পচ্ছলে নীতি- ত সহজ সহজ বিষয়ের অবতারণা করা হই- ছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১০ ই মার্চ্চ। নেপার নামক একখানি বাষ্পীয় লোক পনহেগেন হইতে লেথে আসিতেছিল, ইহাতে ৩২ জন ারী ছিল, পথমধ্যে জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে সকলেই প্রাণ- ত্যাগ করিয়াছে।

পারিস ৯ ই মার্চ্চ। অদ্য পাঁচ শতের লোক সমবেত হইয়া একটী সভা করিয়াছিল। তাহাতে বিপ্লবোদ্যোগের বন্দুকা- দের পুলিস জটলা ভঙ্গ করিয়া দেয়, এতদুপলক্ষে সামান্য রূপ হইয়াছিল, অনেকে বন্দীকৃত হইয়াছে। ১৯ জনের শুরুতর াত হইয়াছে। পুনরায় সভাধিবেশনের ভয় প্রদর্শন হইতেছে, মাজিষ্ট্রেটেরা উহাদিগের দমনোপায় দেখিতেছেন।

লণ্ডন ১২ ই মার্চ্চ। গত কল্য মন্ত্রিসভায় অধিবেশন হইয়া- ; বোয়ারেরা দেশীয়দিগের উপর যাহাতে কোন প্রকার াচার করিতে না পারে এই সভা তাহার উপায় বিধান ালোচনা করিয়া প্রতিগমন হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মার্চ্চ। ষ্টাঙ্কেলন সাহেব গত রাত্রিতে কমন্স সে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, ভলাটি সাহেব ফৌজদারী অপ- র সংশোধন বিষয়ে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন, গবর্ণ ট ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলকে তাহা ইঠাইয়া লইতে বলি- না। এতৎ সম্পর্কীয় কাগজ পত্র অতি শীঘ্রই প্রেরিত বে। কিন্তু মধ্যের মাসের পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ক কোন কার্য্যে ক্ষেপ করা হইবে না।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। প্রিবি কাউন্সিলের নূতন সভাপতি বিভাগের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

ষ্টানহোপ সাহেব ইলবার্ট সাহেবের ফৌজদারী আইনের শোধন বিষয়ক পাণ্ডুলিপির দোষোদ্ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন- পীয়ের সহিত ইউরোপীয়ের যে প্রভেদ আছে, ইহা দ্বারা তাহার চ্ছেদ করা হইতেছে। তিন হাউসের বিচার জন; এতদ্বিষয়ক াজ পত্র উপস্থিত করিবেন।

লণ্ডন ১৫ ই মার্চ্চ। পার্ণেল সাহেব কমন্স সভায় ভূমি ক্রান্ত আইনের সংশোধন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়া- লেন; কিন্তু অধিকাংশের অমত হওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ষ্টাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন, বর্ত্তমান আইন দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সুতরাং এতৎসম্বন্ধে আর কোন নূতন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না।

পার্ণিক ইগ্রাম নিউইয়র্কে উপনীত হইয়াছেন। ডবলিনে পলায়নের বিষয় তিনি অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, লাণ্ডলিথ সম্প্রদায়ের নিকট হইতে আদায়ী টাকার দ্বারা অত্যাচারপ্রপীড়ের অত্যাচার নিবারণ ব্যতীত বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে না।

লণ্ডন ১৬ ই মার্চ্চ। উপনিবেশের অন্তর সেক্রেটরি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন, জুলুদিগের সর্দ্দার সেথিবিয়ানা, মটসেসা এবং অপরাপর রাজভক্ত সর্দ্দারকে কিছু কিছু ভূমি দান করা হইবে। তাঁহাদিগকে ইংরাজাধিকারে বাস করিতে হইবে।

গত রাত্রিতে ডোরাইটহলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বোম্ব আপীসে ২য় ভয়ানকরূপে কতকগুলি বারুদ জ্বলিয়া উঠে। আপীস গৃহটী সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কাহারও মৃত্যু হয় নাই পার্ণেল সাহেবের ভূমি সংক্রান্ত আইনের সংশোধন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি অগ্রাহ্য হওয়াতে ফেনিয়েরা রোষপরবশ হইয়া এই কার্য্য করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এক ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে।

রাত্রিতে টাইমস নামক সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে একটী দাহপদার্থ পূর্ণ বাক্স ফাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই।

বিবিধ সংবাদ।

ব্যারিষ্টার বাবু চারুচন্দ্র দত্তের পুত্র ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করাতে চারু বাবু তাঁহার নামে অভিযোগ করেন। তাঁহার চিকিৎসার ভ্রম হওয়াতে বালকটী প্রাণত্যাগ করে, ইহা সপ্রমাণিত হওয়াতে উপেন্দ্র বাবু বিচারার্থ দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছেন।

এডুকেশন গেজেট বলেন, আপামার্গের মূল শরীরে ধারণ করিলে পাণ্ডুরোগ ভাল হয়। গাভী প্রসবে কষ্ট হইলে ঐ আপামার্গ মূল স্থূল বন্ধ করিয়া নাভিদেশে ধারণ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রসব হয়। উহা কণ্ঠদেশে ধারণ করিলে রাজযক্ষ্মা দোষ নষ্ট হয়।

কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে কালেজের অধ্যক্ষ লিটিংষ্টোন সাহেব এক অদ্ভুত লীলা দেখাইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণনগরের মহারাজকে এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন,মহারাজ আসিলে তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত এক- খানি চেয়ার দেওয়া হয়। তৎপরে একজন সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধ্যক্ষ আর চেয়ার না পাইয়া মহারাজের চেয়ারখানি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন বাঙ্গালী, সাহেবের ব্যবহার দেখিয়া আপনার চেয়ার পরিত্যাগ করেন। মহারাজ তাহাতে উপবিষ্ট হইলে এক বিবি আসি উপস্থিত হন, লিটিংষ্টোন সাহেব এবারে ও অ অন্য উপায় না দেখিয়া মহারাজকে উঠাইয়া চেয় খানি গ্রহণ করিলেন। সাহেবের এই ব্যবহা সকলে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। সাহেব কি শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। একেই ব গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা।

ত্রিপুরার মহারাজ কলিকাতায় আসিয়া এক লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁ রাজ্য সংক্রান্ত কোন মকদ্দমার যে বিচার করি পারিবেন না ইহা এবার হাইকোর্ট হইতে বিশি রূপে মীমাংসিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, দেশীয়দি ঘোর বিদ্বেষী ইংলিসম্যান ও ডেলিনিউস প অনেকগুলি দেশীয় গ্রাহক কাগজ লওয়া বন্ধ ক রাছেন। গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

গত ২৭ এ ফাল্গুন শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ লয় গৃহে উপাধিদান কার্য্য মহা-সমারোহে স হইয়াছে। ভাইস চান্সেলর বেথল্‌ডস্ সাহেব এ উপলক্ষে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এ দুটী দেশীয় রমণী এই সভায় উপাধি লাভ করি ছেন। এতৎসম্বন্ধে কেহ প্রোমোটর ও রায়টারের বৃত্তি পাওয়াতে বেথল্‌ডস সাহেব বিশেষ দুঃখ প্রকা করিয়াছিলেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম তুর্মুখ বা ব্রাহ্মন সাহেবের বিপক্ষে ২৪ পরগণার জজ আদ লতের উকীলদিগের একটী সভা হইয়া গিয়া তিনি অতঃপর কোন আদালতের কোন উকী সাহায্য পাইবেন না উক্তরূপ করা।

ভারত সখা শুনিয়াছেন শ্বেত চন্দনের শিকড় উপকারী সামগ্রী। মিছরি ও ধুতুরা খাইয়া প হইলে শ্বেত চন্দনের শিকড় মরিচ দিয়া বাটিয়া খা পাগলামী সারিয়া যায়। অঙ্গের কোন স্থানে চি কাটে এবং উহার শিকড় বাটিয়া প্র লেপ দিলে ভাল হয়। বক্ষ পার্শ্ব বেদনায় চন্দনের সহিত শ্বেত তুলসীর শি বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা ভাল হয়। এখন যাইতেছে ২১ টী মরিচের সহিত শ্বেত চন্দনের শি বাটিয়া খাইলে সর্দ্দিজ রোগও আরোগ্য করে।

গত ৯ ই মার্চ্চ বারাশতের অন্তর্গত রাহুতা প্রজাদিগের একটী বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় অন্যূন ৭০০ রাইয়ত সমবেত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থ ব্যবস্থাপক সভায় যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পা এই সভার তাহাই উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ম

...হে এত মধ্যে গবর্ণর জেনরলের নিকট আবেদন ... করিবেন। সাহেবেরা এ সম্বন্ধে তাহাদিগের ... সহায় থাকা করিয়াছিল। এই আবেদনে ... সহস্র পথার প্রস্তুত করিবার কথা আছে। ... বৎসরের ডাক বিভাগের রিপোর্ট দেখা ... পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ডাকঘর ও ডাক বাক্সের ... বৃদ্ধি হইয়াছে। ... বৎসরে ৪৮২১, ডাকঘর ... ডাক বাক্স ছিল। এই বৎসর সমস্তদ্ধ ... ডাকঘর ও ৭১৯০ ডাক বাক্স হইয়াছে। এই ... ২৮৩৩ জন গ্রামা বেকরার স্থানে ৩২ ১৩জন ... করা হইয়াছে। যেমন ডাকঘরের ও ডাক বাক্সের ... বৃদ্ধি পাইয়াছে সেরূপ চিঠি পত্র প্রভৃতির ... বাড়িয়াছে। চিঠি পত্র পার্শেল সংবাদপত্র ... ১৬৯১৬০০০০ খুলি প্রেরিত হইয়াছে। ... মধ্যে মাশুল দেওয়া চিঠি ৯১১৪৪,০০০ খানি, ... বিঃ চিঠি ৮৭৪৭০০ খানি, পোষ্ট কার্ড ২১,৯৫২,০০০ ... পত্র ১ ৫২৬৮০০০ খুলি ও পার্শেল প্রভৃতি ... ৮৭০০০ খুলি। পোষ্ট আপিসের কার্য্য বিশৃঙ্খলার ... পূর্ব বৎসরে ৬৪৮৩ নালিশ হয় গত বৎসর ... ৩৩ মাত্র নালিশ হইয়াছে।

...ভারতের কৃষি বিভাগ স্থানে স্থানে এক একটী ...কারী তুলক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে অভিলাষী হইয়া... ...। দুর্ভিক্ষ দি উপস্থিত হইলে লোকে এই ক্ষেত্রে ...তে ঘাস কাটিয়া লইয়া যাইতে পারিবে কিন্তু ...তে কেহ গোচারণ করিতে পারিবে না।

...সিন্ধুর কমিশনর মাকলাউড সাহেবের উপর ...র উপরিতন কর্মচারীরা সন্তুষ্ট ছিলেন না ...য়া সেই দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

...পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গণনা করিয়া বলিয়া ..., আগামী বর্ষে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হইবে ও ...ডিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া বিস্তর লোক প্রাণ... ...গ করিবে।

...নাগপুরের অন্তঃপাতী ওয়ার্দ্ধি জেলার ডাক্তার ...হের তাঁহাকে অপমানিত করাতে সে কোপাকুলিত ...য়া তাঁহাকে শুক্রতর ছুরিকাঘাত করিয়াছে। ...হের মৃতপ্রায়।

...সাহস শুনিয়াছেন, গত শুক্রবারের পূর্ব্ব শুক্র... ...রে মহারাজ হোলকারের পুত্র এলাহাবাদের ...রিসের হোটেলে অবস্থিতি করেন। হোটেলের ...টী ঘর ধারেন মূরের কন্যা ছিলেন। মহারা... ...র একজন লোক না জানিয়া সেই গৃহের দ্বারে ...ঘাত করিলে কাপ্তেন সাহেব তাহাকে ধরিয়া ...ধাক করেন, মুবরাজ এতক্ষণে বহির্গত হইয়া ...পড়েন, যখন উভয় পক্ষে বিবাদ আরম্ভ করিলেন, ...খন তিনি ঘাস সমস্ত হইয়া Time Enough ...লিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। হোলকারের

লোকটী বলে "লেফ্টেনাণ্ট সাহেব তোর এমাফকো টনকো কি মার ডালেঙ্গে" সে মনে করিয়াছিল, Enough বুঝি কোন জোবরদস্ত ব্যক্তি হইবে। পর-দিন হইতে কাপ্তেন মর° ভগ্নীসহ গ্রেট ইষ্টরণ হোটেলে গিয়া বাস করিতেছেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত দোতালার জমীদার মৃত ফজল আলী খাঁর পত্নী খাস ম... নিবির উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন, বাণ্ডকক সাহেব তাহার তৈকিয়ৎ দিয়াছেন কিন্তু ইহা আজিও সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই।

সামারা নামক স্থানে টিচনোফ নামক এক ব্যক্তি মূর্গীরোগে আক্রান্ত হইয়া তিন চারি দিন মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, এই সময়ে খৃষ্টানদিগের পক্ষ ছিল, সুতরাং কেহই সে আমোদে ফেলিয়া তাহার গোর দিতে সম্মত হয় না। চতুর্থ দিবসে তাহাকে গোর-স্থানে লইয়া গিয়া মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক তাহাকে স্থান করাইয়া অল্প পরিমাণে মাটী চাপাইয়া দেয়। তৎপর দিনে এক ব্যক্তি ভালরূপে মৃত্তিকা দিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া দেখে, সে মৃত্তিকার নিম্নে অতি যাতনা সূচক শব্দ করিতেছে। কিন্তু তাহা-দিগের নিয়মানুসারে পুরোহিতের বিনানুমতিতে কেহ কাহাকে গোর হইতে তুলিতে পারে সুতরাং তাঁহার হুকুম প্রভৃতি লইতে প্রায় ৫ ঘণ্টা অতীত হয়। এই দীর্ঘকাল টিচনোফ শ্বাস প্রশ্বাস গরলে অশক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কি কুসংস্কার। শব তুলিতে হইলে এই নিয়ম, কিন্তু জীবন্ত মনুষ্য তুলিতে বাধা কি ছিল?

গত সপ্তাহে আহম্মদাবাদের একজন হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করাতে তাহার পিতা তাহার একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করি-য়াছে। দেশের আচারানুসারে দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধা-দিও করা হইয়াছিল। সে ত আপনার শ্রাদ্ধ আপনি করিয়াছে, পিতার শ্রাদ্ধ করাটা বাহুল্য হইয়াছে।

চীনেরা ব্যাপক আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার অনা-রেবল ডি, এম মান্দলিক সি, এস আই পলমল গেজেটে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন, "মহাশয়! টাইমস প্রভৃতি সংবাদ পত্র অতি অন্যায়-রূপে লর্ড রিপনকে কয়েকটী বিষয়ে আক্রমণ করি-তেছেন। তন্মধ্যে বঙ্গদেশের কর-সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য একটী, এ আইনটী বিধিবদ্ধ হয় নাই এবং কিরূপে যে বিধিবদ্ধ হইবে তাহাও এখন সাধারণের অজ্ঞাত, সুতরাং অনুমানবলে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করা যায় না অন্যায়। দ্বিতীয়, [illegible] আইনের সংশোধনবিষয়ক [illegible]

ভারতবর্ষের মধ্যে একটী অন্যূন ... যাবতীয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ন্যায় ও স্বাধীনতা... সংবাদ পত্র এবং দেশীয় রাজগণ ইহার অনুমো... করিয়াছেন। তৃতীয়, স্থানীয় আত্মশাসন। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে। ... লরেন্স, সার চার্লস ট্রিবেলিয়ান, সার ডব্লু ... চারিংটন সাহেব, সর হেনরী মেন, লর্ড নেপি... সার ডব্লু মিউর, সার্জ্জা টল হিয়ুর প্রভৃতি ... ক্রমে ইহার বিস্তৃতি-সাধন হয়, লর্ড মেও ইহা দৃঢ় করিয়া যান। কি লিবারল কি কন্সার্ভে... সকল ষ্টেট-সেক্রেটারিই ইহার অনুমোদন করি... ছেন অতএব এখন ইহা বিশুদ্ধভাবে চলিত ... ইহাই সকলের প্রার্থনীয়। বিশেষতঃ সে সম... উপস্থিত হইয়াছে এর যে কার্য্য ... কোটী প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ নির্ভর করিতেছে, ই... সম্পাদকেরা তাহার প্রতিবাদ করাতে সাধার... মনে যুগপৎ ক্রোধ ও বিস্ময়ের উদয় হইয়াছে। সকল উপায়ের বিষয়ে তাঁহারা মত ভ্রান্ত প্রচার ও অসার আপত্তি উত্থাপন করিতে... লোকে ভয়ঙ্কর বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে ... তাঁহাদিগের হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উ... শাসন নীতির অবমাননা হইতেছে।" আমরা উ... রূপ জানি, উদারাশয় ব্যক্তিমাত্রেরই মনের ... ভাব।

কৃষ্ণনগর সখী গ্রাম হইতে নিম্ন লিখিত সং... প্রাপ্ত হইলাম "গত শিবরাত্রি উপলক্ষে অত্র পূর্ণী... শিবালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন মৈত্র মহাশ... সর্ব্বাঙ্গীন উদ্যোগ ও আনুকূল্যে তাঁহাদিগের ... টিয়র থিয়েটর কোম্পানির কর্ত্তৃক প্রেম মন্দ... নামক একখানি নূতন নাটক অভিনীত হইয়াছি... নাটক খানির নির্ব্বাচনে থিয়েটর কোম্পানির ... ক্ষণ সুবিবেচকতা প্রকাশ পাইয়াছে। বারণ... নাটক বিশেষ রুচি সম্পন্ন ও মহৎ উদ্দেশ্য বি... এবং দর্শকমণ্ডলীর সন্তোষ জন্মে যদি অভিনয়ের কার্য্যতা অনুমান করা বিচারসিদ্ধ হয়, তবে ... যাইতে পারে যে অভিনয়ও প্রায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ... য়াছে।

বেকারপাশা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আদেশ ... নূতন সৈন্যদল রচনা করিয়াছেন। আরাবির ... যাহারা সৈনিকদলভুক্ত ছিল, তাহাদিগের ... বিশ্বাসী দেখিয়া এবং নূতন সৈনিক সংগ্রহ করিয়া ... দল প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহারা যখন আ... জাতিয়ার বারিকে গমনার্থ রেলওয়ে ষ্টেষণে উ... হয়, তখন সকলে একবাক্যে উপর্য্যুপরি " ... আরাবির সৈনিকদিগকে রক্ষা করুন" বলিয়া ... স্বরে প্রার্থনা করিয়াছিল। আরাবির উপর

র যখন এমনও স্বরূপ ভক্তি, তখন বেদাচর
ক ধীপাত্বিত করিয়া যে তাঁহাদিগের
ষ ভাজন হইতে পারিবেন, তাহা ত বোধ
না।

বঙ্গদেশে যে সকল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত (ভলণ্টিয়র)
নক আছে, তন্মধ্যে অনেকে ইলবার্ট সাহেবের
জদারী আইনের সংশোধন প্রস্তাব শুনিয়া কর্ম্ম
াগ করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছে। আলেন
ম সাহেব তদ্দর্শনে লাটভবনিস্থ একখানি পত্র
খিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই:

যে সকল ভলণ্টিয়র সৈনিক অস্ত্রত্যাগের ভয়
র্শন করিতেছেন, তাঁহারা মনে করিতেছেন
াবা সত্য সত্য অস্ত্রত্যাগ করিলে অরক্ষিত অব-
া থাকাতে ইংরাজদি গর কষ্ট হইবে, কিন্তু সেটী
াঁদিগের ভ্রম। গবর্ণমেণ্ট যে বল দ্বারা দেশ
া করিতেছেন, তাহাই প্রচুর; তদ্ভিন্ন প্রজারা
ন্ত থাকিলে তাঁহাদিগের ন্যায় রক্ষাকর্ত্তা থাকার
ন প্রয়োজনই হইবে না। লর্ড রিপন যদি
ট্ট মত করেন, তাহা হইলে দেশীয় এত শিক্ষিত
ভদ্র লোক ভলণ্টিয়র হইতে পারেন যে অতি
ত্তেই তাঁহাদিগের অভাব পূর্ণ হইয়া যাইবে। এক
ইংরাজ পাঁচ জন সিপাহীর সমকক্ষ, ইহা তিনি
ক্ষণ্ডাবেন; কিন্তু এক এক জন ইউরোপীয়
ণ্টিয়রের পদে যদি দশ জন করিয়া দেশীয় ভল
ার নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পদ-
গমনিত ক্ষতি অনুভূত হইবে না। অথচ দেশ
নরূপে রক্ষিত হইবে। দেশীয় ভলণ্টিয়র হইতে
এক দিন দেশের স্বাধীনতা হইবে, ইহা নিশ্চিত,
ন কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ। বঙ্গদেশের ভলণ্টিয়র-
গর এই অলীক ভলবাক্য যাবা বোধ হইতেছে
াদিগেরই অনিষ্ট সুপ্রবল। এই কার্য্যে প্রবেশ
রিতে যদি তাঁহাদিগের বিলম্ব হইত, আর বিলম্ব
রেন না। তাঁহারা শীঘ্রই ভলণ্টিয়র পদে প্রবিষ্ট
তে পারিবেন। অভিফেনের ব্যবসায়ে এক্ষণে
আয় হইতেছে, তাহা আর অধিক দিন হইবে
. সুতরাং আয়ের হ্রাস হইলে ব্যয়নির্ব্বাহার্থ
নিকসংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে, তখন পুলিস ও
ীয় ভলণ্টিয়ার দ্বারা রাজ্যরক্ষাকার্য্য বহুল পরি-
ণে সম্পন্ন করিতে হইবে। যদি বল তাহার
নেক কাল বিলম্ব আছে, তদুত্তরে তিনি বলেন,
ছচক্র ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে, কিন্তু সময় অতি
ঘ্র যাইতেছে। সমুচিত উত্তরই হইয়াছে। ষাঁড়
মশার গল্পে না আছে, মশা ষাঁড়ের ঘাড়ে বসিয়া
ন করিয়াছিল, ষাঁড় তাহার ভারে ব্যথিত
য়াছে।

কাশ্মীরীর জমীদারে ও প্রজায় ভয়ানক গোল-
যোগ চলিতেছে। প্রজারা এরূপ অসন্তোষ চিহ্ন
প্রকাশ করিতেছে, যে শীঘ্রই তথায় বিদ্রোহ উপ-
স্থিত হইবার সম্ভাবনা। উপস্থিত করসংক্রান্ত
আইন কি ইহার উত্তেজক? রাজপুরুষেরা এইবেলা
সতর্ক হউন।

কলরব উত্থিয়াছিল নিজামের অমাত্য সার সালর
জঙ্গের বিষ প্রয়োগে মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ
অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, এ কথা অমূলক।

এ বার গবর্ণর জেনরলের আগীসের কিয়দংশ
কলিকাতায় হইল। ইহার কর্ত্তৃত্বভার ভারতবর্ষীয়
গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটরির হস্তে ন্যস্ত হই-
য়াছে। শিমলা গমনের ব্যয়ের যত সংক্ষেপ হয়,
ততই মঙ্গল।

শুনা যাইতেছে আমাদিগের উদারমনা গবর্ণর
জেনেরল লর্ড রিপন তাঁহার কর্ম্মকালের শেষে
"ডিউক" উপাধি দ্বারা যাহাতে অলঙ্কৃত হন,
বিলাতে এখন সেই প্রস্তাব উঠিয়াছে। এই একমাত্র
উপাধি রিপন বাহাদুরের গুণের পর্য্যাপ্ত পুরস্কার
নয়। ভারতে আজও তাঁহার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি
নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে না কেন? আমরা আজ
তাঁহার গুণের পর্য্যাপ্ত পুরস্কারের একটী প্রস্তাব করি-
তেছি, ভারতবাসিরা সকলে মিলিয়া ভারতেশ্বরীর
নিকটে এই প্রার্থনা করুন, রিপন বাহাদুর ভারত ত্যাগ
করিলে আমরা যেন তাঁহার মত একটী গবর্ণর জেন-
রল পাই। এই প্রার্থনার তুল্য তাঁহার গুণের অনু
রূপ পুরস্কার বোধ হয় দ্বিতীয় হইবে না।

রুসের প্রধান সেনাপতি প্রিন্স গর্চাকফ ১০ ই
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আজ কাল অনেক স্থানের অনেক ক্ষুদ্র পত্রীতে
পত্রাদি পাঠাইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। পাই-
লার শুক্লমহাশয়েরা এই কার্য্যের ভার গ্রহণ
করিয়াছেন। গণনা করা হইতেছে এক শ্রেণীর
পোষ্টমাষ্টারের সংখ্যা একণে ১৮০। ভবিষ্যতে
আরও তাহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

কলিকাতা টাউনহলের সভায় একজন সম্ভ্রান্ত
পারসী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতে
পারেন না মনে করিয়াছিলেন, পারিবার
অক্ষ, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সেই সম্ভ্রান্ত
লিখিয়াছেন, ফিরিঙ্গিরা বাঙ্গালাদিগকে অপমান গালি
দিতে আরম্ভ করিলে তিনি বিরক্ত হইয়া সভা পরি-
ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলেন,
বাঙ্গালী ও পারসীতে বিশেষ প্রভেদ নাই, সকলেই
দেশীয়, সুতরাং বাঙ্গালীকে গালি দেওয়াতে পারসীকে
দেওয়া হইয়াছে।

লাপন সাহেব টাউনহলের সভায় বাঙ্গালীদিগকে
গালি দিয়া যে বাহাদুরী করিয়াছেন, তজ্জন্য চট্টো-
গ্রামের চটুরোপীয় ও ইউরেশীয়েরা বড় খুসী হই-
য়াছেন। তাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা চিরকাল স্মরণে
জাগরূক রাখিবেন সংকল্প করিয়া তাঁহার নিকটে
লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। স্বতন্ত্র স্মরণ চিহ্ন করিতে
হইবে কেন? বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া ব্রাহ্মণের য
নাকাল হইল, তাহা যুগযুগান্তর মনে থাকিবে

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর
বাহাদুরের আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও মুন্সেফ সি, এ গ্রিয়ার্স
খাবড়াঙ্গার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্ট
হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও মুন্সেফ আর, কাহেয়া
২৪ পরগণার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্ট
হইলেন

চাঁদপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর জে, সি, লাইড পীড়া নিব
যে বিদায়গ্রহণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা রহিত হইল।

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভূবনমোহন গুপ্ত খুলনার অ
সাময়িক কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

বালেশ্বরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু নরেন্দ্রচাঁদ বসু ক
অন্তর্গত খন্দমালের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হইলেন।

মেদনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
গৌরদাস বসাক তমোলুকের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কা
পদ মুখোপাধ্যায় পাবনার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোবি
মোহন ঘোষ চম্পারণের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

২৪ পরগণা ও হুগলীর প্রতিনিধি অ্যাডমনাল ডিক্রুজ
সহিত এক চুক্তি, যাহাতে সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধী
কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

মানভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারা
কুমার ঘোষ কলিকাতায় হুণ্ডি রেজেষ্ট্রারি করিবার নিমিত্ত রেবি
নিউর অধীনে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

দিনাজপুরের সাবডিবিসনাল জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা
ক্টর এ, ডব্লিউ, টিউট ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলে
এই প্রদেশ নিবাসী জে, সি, লাইসের দিনাজপুরের মাজি
কালেক্টর হইবার আদেশ রহিত হইল।

খুলনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরক
মুখোপাধ্যায় এক বৎসরের যে বিদায়াদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি
তাহা রহিত হইল।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কমল
ঘোষ পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কুরুসঙ্গে বদলী হইলেন।

বাবু গিরীশচন্দ্র দাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত রাউজনিয়ার
ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গিরি
ভূষণ ভট্টাচার্য্য পাবনার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

...নিবেদন বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থে ...
...রাইতে হইবে

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

...অঞ্চলে মাত্র পুরের মুন্সেফ বাবু জগদীশ গঙ্গো...
...মুখোপাধ্যায়ের স্থলাভিষেক হইয়াছে।

...পুরের আডিশনাল মুন্সেফ বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহো...
...মুন্সেফ হইয়াছেন।

...পুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ...
...বিদায় লইয়াছেন। ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত ...
...হইবেন।

...পাবনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে...
...বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত ...
...এবং সোনারগাঁ মহকুমার ২০০ ও ১০০ টাকা পর্য্যন্ত বিচার ...
...ক্ষমতা পাইয়াছেন।

...রাজসাহীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ...
...বাবু হরিদাসন ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ...
...এবং সোনারগাঁ মহকুমার ২০০ ও ১০০ টাকা পর্য্যন্ত বিচার ...
...ক্ষমতা পাইলেন।

...হাটকের মুন্সেফ বাবু হরকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১ম শ্রেণী, ...
...পুরের বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২য় শ্রেণী, ময়মনসিংহের ...
...বাজিতপুরের বাবু তারকনাথ রায় ৩য় শ্রেণী, সেরপুরের ...
...শিকৃষ্ণ বসু ৪র্থ শ্রেণী, ভাগলপুরের অস্থায়ী সেরেস্তাদার ...
...মৌলবী আব্দুল করীম বিছু দিনের জন্য ৩য় শ্রেণী, ...
...রের অস্থায়ী মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক কিছু ...
...জন্য ২য় শ্রেণী, ময়মনসিংহের অস্থায়ী সেরেস্তাদার বাবু ...
...চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ৩য় শ্রেণী, রাজসা...
...র প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু নীলমণি সেন কিছু দিনের জন্য ...
...শ্রেণী, সাহাবাজের অস্থায়ী সাবেরেস্তাদার বাবু শরৎচন্দ্র মুখো...
...য় ২য় শ্রেণী, ঢাকার অস্থায়ী মালকগঞ্জের। বাবু অম্বিকা...
...বাগচি ৪র্থ শ্রেণী, কাঁচাড়ের অস্থায়ী ময়মনসিংহের প্রাক্ত...
...মুন্সেফ বাবু রজনীনাথ মিত্র ৪র্থ শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।
...বাবু ও বাবু যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুরের অস্থায়ী ...
...ক্ষ এ, সাহেবি ভার হইলেন, নিজ সাবডিভীজন অপেক্ষা ...
...হইলে আর এলাহাবাদ ময়মনসিংহের মুন্সেফের কার্য্য ...
...লেন।
...টনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু যামিনী...
...ন ১৮৮৮ অব্দের ১০ আইনের ১০ ধারানুসারে বিচার ...
...র ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।
...ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ...
...কিশোর নাগচৌধুরী ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতা প্রাপ্ত ...
...লেন।

সংবাদদাতার পত্র।

বালেশ্বর।

কোর্ট কমিশনার—১৯ এপ্রিল ১৮৯৭।

গত ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি কিশোরগঞ্জ সব ডিভিসনের ...
...গত সোনাপুর গ্রামে এক চাষা গোয়ার বাটীতে ...
...ডাকাইত পড়িয়া ৪১৭ টাকার জিনিষ ...
...ও গৃহস্থকে গুরুতর প্রহার করিয়া গিয়াছে।

কয়েক মাস গত হইল, সরোজা-পুর গ্রামে নিবাসী বাবু রাম কন্দর্পরায়ের বাটীতে ডাকাইতি হইয়াছিল। তাহা আমরা সোমপ্রকাশের পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। সিনারডেপুটি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ডাকাইতদিগকে ধৃত ও কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন। ডাকাইতদিগের মাতৃশ্রাদ্ধ, কাহারও বা কন্যার বিবাহ এবং কাহারও বা বহুদিন হইতে ঋণ ছিল। ডাকাইতি করিয়া তাহারা ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত পাইবার কথা ছিল; কিন্তু কাহারও বিশেষ সাধ্য মত মুদ্রা লাভ হয় নাই। ডাকাইতদিগের কি এইরূপ বিপদের সময় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করিলে কি ভাল হয়? এবার ডাকাইতদিগের কতকগুলি ঢুকে চাদর পাওয়া গিয়াছে। পুলিস কর্ত্তৃক ডাকাইতদিগের অনুসন্ধান হইতেছে। ভরসা করি বিশেষ যত্ন মনোযোগ করিলে অনিবার্য্য হইবেন। বিশেষর বাবু প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলে আমরা সন্তুষ্ট লাভ করি।

হেতমপুর কোটচাঁদপুরের অধীন গোবিন্দপুর নিবাসী নবকুমার ঘোষের অপহৃত পুত্র সম্প্রতি ঘোষের কারাগার এবং অপহরণের বিষয় পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সম্প্রতি নবকুমার ঘোষ পুত্রের উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণনগর আদালত করিবার নিমিত্ত যাইবার সময় পথিমধ্যে ২০, টাকা হারাইয়াছেন। নবকুমার ঘোষ অতি নিরীহ ভদ্র লোক। বৃদ্ধকালে পুত্রের অপহরণে মর্ম্মে পীড়িত হইয়াছেন। এবার সর্ব্বেশ্বরের উদার বিষয় বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। সর্ব্বেশ্বর ভীমন্দিরে বটে, কিন্তু সেই বিদ্যাধরী গোবিন্দপুরে।

ভাগলপুর।

মহাশয়! আমি এক বৎসরের পরে ভাগলপুরে আসিয়া অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম। ভাগলপুর এই অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতির মুখে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। যে ভাগলপুর তিন বৎসর পূর্ব্বে নিশ্চেষ্ট ও ঘোরতর নিরুৎসাহে নিমগ্নাবস্থায় ছিল, এক্ষণে সেই ভাগলপুর জীবন্ত উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির মুখ ধাবমান হইতেছে, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। ভাগলপুরের এই নিশ্চেষ্ট অবস্থার কাহার চেষ্টায় অপনোদন হইল? কোন্ মহাত্মা এই সৎকার্য্যের নিমিত্ত সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র? এই প্রশ্নের উত্তর হইলেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ ...

...ক ব্রাহ্মসমাজ আছে, কিন্তু তাহার জীবন্তভাব ...
...না। পরে অল্প দিবস গত হইল এই মহানগরীতে প্রথমে হুঁচের বাহিরে একটী আর্য্যধর্ম্ম সভা স্থাপিত হয় ও তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নে ও পরিশ্রমে সভার কার্য্য সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছে, তাঁহারই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সম্প্রতি সহরের মধ্যে আর একটী আর্য্যসমাজ স্থাপন করেন। পণ্ডিতবরের যত্ন দেখিয়া ও বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া ভাগলপুর অল্প দিনের মধ্যেই একটী জীবন্ত ভাব ধারণ করিল, ক্রমে সকলে ভ্রান্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের হিতকারী সদনুষ্ঠানের মঙ্গলার্থ মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। দৃষ্টান্ত ও অনুকরণও সামান্য বিষয় নহে। আজ আমরা তাহার সুফল সাক্ষাতেই দেখিতে পাইতেছি। এই কয়েক দিবস মধ্যে এখানে ...
...কের চরিত্রের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এমন যাহাদিগকে দুশ্চরিত্র পুরুষ পশুবৎ ঘৃণা করিত, এক্ষণে তাহাদিগকে লজ্জা করিতে হয়। পূর্ব্বে যাহারা কেবল স্বার্থপরতায় রত থাকিয়া ভোগবিলাসে মত্ত থাকিত, এক্ষণে তাহারা লোকহিতার্থে পরিশ্রমকে সর্ব্বদা শ্রেয়স্কর বোধ করিতেছেন। প্রথমে কেবল বঙ্গসন্তানের দিকেই লোকের যত্ন ও উৎসাহ ছিল; কিন্তু এক্ষণে সেই যত্ন ও উৎসাহ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সহরের মধ্যে এখানে একটী ডমিসাইল্ড্ সভা আছে, ভাগলপুর মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ ইহার কিন্তু ভাষায় পাক্ষিক পত্র প্রকাশ হইয়াছে, ...
...পর কলের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ...
...ন উৎসাহশীল মহাশয়ের যত্নে একটী খিয়েটার কাল সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছে, সহরের ...
...নী বাবু ভেঙ্কটনারায়ণের অনুগ্রহে একটী ...
...ভাষার ক্লাস ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, ...
...ব ভোপ (আসার ফল) ও সুনীতি সঞ্চারিণী ...
...স্থাপিত হইয়াছে, কয়েক জন সঙ্গীতানোদী ...
...বিজ্ঞ মহাশয়ের যত্নে একটী সঙ্গীত-বিদ্যালয় ...
...হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীরও অনেক উন্নতি ...
...য়াছে। বর্ত্তমান ভাইস চেয়ারম্যান বাবু গোপাল ...
...চন্দ্র সরকার মহাশয়ের যত্নে মিউনিসিপালিটী ...
...জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বার্থান্ধ লোকের ...
...মিউনিসিপালিটী কিরূপ সুনিয়মে চলিতে ...
...তাহার আভাস এইখানে পাওয়া যাইতেছে। ...
...সরের মধ্যে এতদূর উন্নতি ভাগলপুরের পক্ষে সা...
...গৌরবের বিষয় নহে। আমরা বাবু ভেঙ্কটনারা...
...তাঁহার নিঃস্বার্থে পরহিতৈষণার নিমিত্ত হৃদয়ের ...
...আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তিনি যে কার্য্যে ...
...হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে ভাগল...

অনির্ব্বচনীয় উপকার হইবে, তাহা বলিয়া করা যায় না। তাঁহার স্কুলটীর নাম "ভাগলসিটী স্কুল" রাখা হইয়াছে। এই অল্প দিনের ছাত্র সংখ্যা ২৫০ জনের উপর হইয়াছে। জেলা স্কুল ছাড়িয়া অতি অল্প ছাত্রই এ স্কুলয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! দেখুন এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে না যে উপায়াভাবে কত ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইতেছিল? স্কুলটী এক্ষণে সহরের মধ্যস্থলে থাকাতে ও ছাত্রের লঘু হওয়াতে পার্শ্ববর্ত্তী অনেক দরিদ্র নিরুবালকের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। জেলা স্কুলটী বারে সহরের পূর্ব্ব দিকে থাকাতে অনেক মধ্যভদ্র লোক স্ব স্ব শিশুসন্তানদিগকে একা সাহস অতদূরে পাঠাইতে পারিতেন না এবং তাঁহাদের এরূপও অবস্থা নহে যে বালকের নিমিত্ত নর যোগাড় করিয়া দেন বা বালকের সঙ্গে এক তত্ত্বাবধায়ক পাঠাইয়া দেন। এই সিটী স্কুলটী র মধ্যস্থলে স্থাপিত হওয়ায় যে তদ্রূপ অবস্থা ব্যক্তিগণের কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বলা না। এই স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত লাড়লীমোহন ঘোষ ডাক্তার মহাশয়কেও সহস্র ধন্যবাদ দিতে হয়; তিনি স্বার্থের অনেক হানি করিয়াও সহরের স্কুলের বন্দোবস্ত ও উন্নতির নিমিত্ত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন। ভৈরবনারায়ণ বাবু যুক্ত পাইলেই এই গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়া। ডাক্তার বাবু এরূপ ঔদার্য্য ও পরহিতৈষণার ত সাধারণের পরম ধন্যবাদের পাত্র। স্কুলটী ণ স্থানাভাব নিবন্ধন এক ঘরে না হইয়া করেবাড়ী মুড়িয়া হইতেছে। শীঘ্রই ইহার নিমিত্ত টী স্বতন্ত্র বাড়ীর আবশ্যক হইবে। এ দিকে পও শুনা যাইতেছে, যে সহরের পূর্ব্বভাগে একটী বাড়ী আছে তাহাই স্কুলের নিমিত্ত ক্রয় করা ব। বাড়িটী স্কুলের উপযুক্ত তাহার সন্দেহ , কিন্তু সেখানে স্কুল করিলে স্কুল স্থাপনকর্ত্তার ষ্টা সফল হইবে না। যে হেতু উক্ত গৃহটী গবর্ণস্কুলের অধিক দূর নহে, সুতরাং নগরের পূর্ব্ব লের বালকদিগের বিশেষ সুবিধা করা হইবে, চ পশ্চিম ও মধ্য ভাগের হতভাগ্য বালকদিগের উল্লিখিতরূপ অসুবিধা চিরকালই থাকিয়া বে। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এরূপ স্থানে স্কুলের নির্দ্দেশ করা কোন মতেই উচিত নহে। সহপূর্ব্বভাগে বাঙ্গালিদিগের বাস, তাঁহারা বিদ্যার উত্তমরূপে জানেন ও তাঁহাদিগের বাটীর নিকগবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত; সুতরাং "তেলা য় তেল ঢালা" কোনরূপেই উচিত নহে। সহমধ্য ও পশ্চিম ভাগে বেহারীদিগের বাস।

তাহারা এ পর্য্যন্ত বিদ্যার সুস্বাদ সামান্য মাত্রই প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব যাহাতে তাহাদিগের সুবিধা হয়, তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ চেষ্টাই সর্ব্বতোভাবে পাওয়া কর্ত্তব্য। আমার বিবেচনায় নয়াবাজারের কোন স্থানে স্কুলের বাটী হওয়া উচিত। নয়াবাজারে বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণের যোগ্য স্থানেরও অভাব নাই, এক্ষণে সেক্রেটারি মহাশয় এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেই সাধারণের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়।

আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে গত ১৭ ই ফাল্গুন রজনীতে ভাগলপুর থিয়েটরের অভিনয় হইয়াছিল। আমরাও অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলাম। "সরোজিনী বা চিতোরাক্রমণ" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। সীন (পট) গুলি চমৎকার হইয়াছিল। বিশেষতঃ চতুর্ভুজার মন্দির ও রাণার শিবির-নিবেশ পট দুটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছিল। ঐকতান বাদ্য মন্দ হয় নাই। অভিনেতৃগণ যদিও নূতন, তথাপি অভিনয় কার্য্য যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রাণা লক্ষ্মণ সিংহ, বিজয় সিংহ, ভৈরবাচার্য্য, ফতে উল্লা, মহারাণী ও সরোজিনীর অভিনয় উত্তম হইয়াছিল। আলাউদ্দিনের বৃদ্ধ ওমরাও মন্দ অভিনয় করেন নাই। এক দিকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন অপর দিকে পদ্মিনীর অপত্য স্নেহ, এক দিকে রণধীর সিংহের তিরস্কার ও উৎসাহ বাক্য, অপর দিকে মহারাণীর কাতরতা ও ভৎর্সনা বাক্য, এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পতিত রাণা লক্ষ্মণ সিংহের নিশ্চেষ্টভাব অতি চমৎকার হইয়াছিল। কিন্তু একটী বিষয়ে অভিনেতৃগণের অত্যন্ত ত্রুটী দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা রাণা লক্ষ্মণ সিংহকে নিরস্ত্র রাখিয়াছিলেন, এমন কি মহারাণীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণকালেও আমরা তাঁর হাতে অস্ত্র দেখিতে পাই নাই। রাজপুত রমণীগণের চিতায় পতন উত্তম হইয়াছিল। মোটামুটী ধরিয়া দেখিতে গেলে নূতন অভিনেতাদিগের পক্ষে অভিনয় ভালই হইয়াছিল। পরিচ্ছদগুলিও উত্তম। পাঠক মহাশয়গণ এক্ষণ আমি অভিনয় কিরূপ হইয়াছিল তাহাই লিখিতেছিলাম, এক্ষণে এই থিয়েটর সম্প্রদায় আমাদিগের সমাজের কিরূপ উপকার করিতে পারিবেন তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমতঃ যে কোন কার্য্যই করিতে হয় তাহার ইষ্টানিষ্ট বিচার করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা সকলের আমোদ ও কৌতূহল চরিতার্থ হইবে তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু ইহার দ্বারা সমাজের যে অপকার হইবে তাহা অপরিমেয়। এই বাক্যের সমর্থনের নিমিত্ত আমাকে আর অধিক আয়াস পাইতে হইবে না; অভিনেতৃগণই আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ, অর্থাৎ অভিনেতৃগণের মধ্যে কয়েকটী বালকের বিষয় আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহাঁদিগের মধ্যে একটী বালককে আমি বিশেষরূপে জানি। এই বালকটীর পিতা অল্প দিবস হইল পরলোক গত হইয়াছেন। সুতরাং হতভাগা যেন সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্কুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক থিয়েটরে মিশিয়াছে। ইহার শ্বশুর ইহাকে স্কুলে রাখিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা ও যত্ন পাইয়াছিলেন; কিন্তু সফলযত্ন হইতে পারেন নাই। সে দিবস সারদা বাবুর বাটীতে অভিনয়কালে শ্বশুর (সম্ভবতঃ) শাশুড়ীর সাক্ষাতে বেহায়ার মত ইহাকে নাচিতে দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হন। পাঠক মহাশয়গণ বলুন দেখি এই বালকটী গর্ভশ্রাদ্ধে যাইতে বসিয়াছে কি না? ভবিষ্যতে এই অশিক্ষিত অর্ব্বাচীন কিরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে? আমি একটী বালকের কথা বলিলাম; এইরূপ যে কয়েকটী বালক ইহার মধ্যে গিয়াছে সকলের প্রায় একই দশা; কেহ পিতার অবাধ্য, কেহ মাতার অবাধ্য, ইহাঁদিগের অভাবে কেহ বা অপরাপর গুরুজনের অবাধ্য—সকলেই প্রায় স্কুলের পলাতক। আমার লেখাতে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে আমি পবিত্র সংগীত বা লোকশিক্ষার সৌকর্য্য সাধক অভিনয়ের বিরুদ্ধবাদী। আমি স্বীকার করি, অভিনয়ের দ্বারা লোক শিক্ষা হয়, সমাজসংস্কার হয়, কিন্তু এরূপ অভিনেতা দ্বারা নহে। যিনি অভিনয় করিবেন, তিনি অবশ্য ভরত মুনির মত না হউন, বিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র হইবেন। তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকা উচিত। যে হেতু দৃষ্টান্ত শত সহস্র উপদেশ অপেক্ষা অধিক কার্য্যকর। অভিনয় আর কিছুই নহে সৎ ও মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখান যায়। অতএব যিনি অভিনেতা হইবেন তিনি যদি নিজে অবিশুদ্ধ চরিত্রের লোক হন তাহা হইলে তাঁহার লোকশিক্ষার চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাই বলি অভিনয় করা কতকগুলি "বাপে তাড়ানে মায়ে খেদানে" ছোকরার কর্ম্ম নয়। যিনি জল ভ্রমে কেরোসীন খাইতে পারেন, অভিনয় করা তাঁহার কর্ম্ম নয়। অভিনেতাদিগের মধ্যে কয়েক জন পরিণত বয়স্ক সক্ষম ব্যক্তিও ছিলেন; আমি তাঁহাদিগকে অভিনয়ের অযোগ্য বলিতেছি না। অভিনয় করা বাস্তবিক তাঁহাদিগেরই কাজ এবং তাঁহাদিগের ইহা শোভাও পায়। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি এই নিমিত্ত দোষী বলিতেছি যে, তাঁহারা কচি ছোঁড়াদিগের পরকালের মাথা খাইতেছেন কেন; আমি এরূপ আশঙ্কা পারিলাম

...ই অফিসর দলের মধ্যে মদ্যপান একবারে ...সিদ্ধ। কিন্তু এক জন আবার জল ভ্রমে কেরো- ...ন খাইয়া ভয়ানক গোলযোগ বাঁধাইয়াছিলেন। ...স্তবিক কি তিনি জল ভ্রমেই তাহা খাইয়াছিলেন, ...আর কিছু ভাবিয়া খাইয়াছিলেন?

জব্বলপুর।

গত ১৮এ ফেব্রুয়ারি এখানে চীফ কমিশনরের ...নার্থ রোসনাই, আতসবাজী, ও দরবার হইয়া ...াছে। প্রাতঃকালে যে দরবার হইয়াছিল, সে ...বল নূতন জলের কল খুলিবার নিমিত্ত। সে দর- ...র গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কর্ম্মচারী ও দেশীয় ভদ্র- ...বর্গ সমভাবে স্থান পাইয়াছিলেন। মর্য্যাদা ও ...দর ইতরবিশেষ বড় ছিল না। যিনি যেখানে ...বধা করিয়া বসিতে পারিয়াছিলেন, তিনি সেই- ...ন বসিয়াছিলেন। তবে শেষকায় মহাপুরুষেরা ...ন কি এখানকার চুম্বকের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ...হব (যিনি পূর্ব্বে "মাদার অব দেম") থাকি ...ন পরী তুল্য কন্যাগণ ...ও অনেক দেশীয় ...ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ লোকেরও মুখ উজ্জ্বল ...য়া সম্মুখে বসিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। ...ারে মরিস সাহেবের গুণগান করিয়া একটী ...া পঠিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ইংরাজীতে ...ার অনুবাদ ডেপুটী কমিশনর সাহেব পড়িলেন। ...ব চীফ কমিশনর সাহেব উঠিয়া সন্তোষ প্রকাশ ...য়া বলিলেন "এখানকার মিউনিসিপালিটীর ...াহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম, ...নিয়র ইংলিশ সাহেব বেশ পারদর্শিতা দেখাই- ...ছেন। ইত্যাদি?" তার পর দরবারের সম্মুখে ...বিচিত্র ফোয়ারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা খুলিয়া ...য়া হইল। মরিস সাহেব দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট ...া তাঁহার শিবিরে চলিয়া গেলেন। সেই দিনই ...ার সময় পুনরায় আতসবাজী ও রোসনাই দেখি- ...নিমিত্ত নগরে আগমন করেন। এবার রাত্রি- ...দরবার হইয়াছিল, কেবল দেশীয় কর্ম্মচারী ...হাদিগের বেতন ২০০৲ শত টাকার কম নয়) ...য় বড় বড় জমীদার ও সমস্ত উকীল এবং ...াবেরা এই দরবারে স্থান পাইয়াছিলেন। ...টী কমিশনর সাহেব সকলকেই একে একে ...য়া গিয়া চীফ কমিশনরের পরিচিত করিয়া ...লন। তার পর কিঞ্চিৎ অগ্নিক্রীড়া ও আতসবাজী ...য়া গেলে পরে ১১টার সময় দরবার ভাঙ্গিয়া ...। এত আড়ম্বর, এত রাজভক্তি, এত অর্থ ব্যয় ...ই এক ব্যক্তিকে শেষ হইল। এখন দেখা ...ক, এই প্রকাণ্ড তৈল-কাণ্ড, এই প্রকাণ্ড ...ার কারখানি সাফ হইল? সাড়ে তিন হাত ...ওয়া থাকে, সৃষ্টির যাহা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম, ইহাদেরও তাহাই হইল। তেলামাথায় আরও তেল দেওয়া হইল। এখানকার আসিষ্টাণ্ট কমিশনর খাঁ বাহাদুর উপাধি ও তকমা পাইলেন, ওভরসিয়র ইংলিশ সার্কেল আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র হইলেন। আর দুই চারি জন শ্বেতকায় মহাপুরুষের (যাঁহাদের অধিষ্ঠানে এই বিচিত্র সভামণ্ডপ ও উৎসনির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহাদেরই) উন্নতি পরিপন্থিত হইল। আর তুমি আমি দেশীয় অসভ্য গরিব কালা আদমি তোমাদের কপালে আর কি ঘটিবে? কেবল অন্ধ চক্ষু। আর গালিবর্ষণ! এমন প্রজারঞ্জন ভক্তবৎসল মরিস সাহেবের রাজত্বে থাকিয়া কি তোমরা সন্তুষ্ট নও? রাজভক্ত নও? তুমি মাথায় বোঝা বইয়া কোথায় যাও? নিজের পেটের চেষ্টায়! এখন পেট রাখিয়া দাও; দেখিবেক্ষণা চীফ কমিশনর বাহাদুরের সম্মানার্থ আমরা যাঁশের গেট প্রস্তুত করিতেছি, আইস তুমিও ইহাতে যোগ দাও, না দাও, এই যষ্টির গুণে শিখাইব কি করিয়া রাজভক্ত হইতে হয়। মহাশয় শুনিয়া বিস্মিত হইবেন গেট নির্ম্মাণ আলো সাজান ও অন্যান্য কুলির কার্য্য সমস্তই গরিবদিগকে পীড়ন করিয়া উক্ত প্রকারে বিনা ব্যয়ে পুলিসের সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। শেষে যখন এই ভয়ে গ্রামবাসী নির্ব্বোধ গরিবেরা আর সহরে আসা বন্ধ করিল, দিন কয়েকের জন্য কাট, কয়লা ইত্যাদি বিক্রয় স্থগিত হইল, তখন সহরের পুলিস গ্রাম অঞ্চলে গিয়া লোক ধরিয়া আনিতে লাগিল। তাহারা কি জানে? হতভাগা মূর্খগণ ভাবিল বুঝি ইহাই রাজার হুকুম, পালে পালে দলে দলে আসিয়া সমস্ত দিন না খাইয়া এইরূপে বেগার খাটিয়া গেল। আবার তাহার উপর গালিবর্ষণ। পহার! ধন্য সভ্যতা! ধন্য রাজভক্তি! যাহা হউক পর দিবস ২৭এ ফেব্রুয়ারি এখানে (নাচ) হইল, সে কেবল শ্বেতকায় অঞ্চল হইয়া বর্ষিয়া গেল। সুতরাং আমরা তাহার কি বুঝিব! তৎপর দিন শেষ বিদায় গ্রহণ কালীন ভোজ হইলে পর তিনি গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কলিকাতার দিকে চলিয়া গেলেন।

শুনা যাইতেছে, নাকি এবারও চীফ কমিশনর রহিয়া গেলেন, তাঁহার শাসনকাল আরও এক বৎসর বাড়িবে।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম সম্বন্ধে নানাপ্রকার জবওয়ার্দ ...হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময় ...মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি ...দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর ...যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু ...মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কা ...পত্রাদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পা ...শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে ...লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণ ...পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র ...মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিক ...কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবে

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতে ...যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা ক ...তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বি ...পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। ...তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ...আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যা ...পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্র ...সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠ্য নীতিপুস্তক।

নীতিসার প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মা ...ঐ দ্বিতীয় ভাগ (পঞ্চদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মা ...নীতিসার তৃতীয় ভাগ (পঞ্চমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক ম ...শিশুর বিলাপ (পঞ্চমবার মুদ্রিত) মূল্য ৷০ ডাক মা ...গ্রীসের ইতিহাস (নূতন ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় অতি ...প্রকাশিত হইয়াছে) মূল্য ১ টাকা ডাক মাঃ ৵০ আনা।

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তক ...প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজে ...আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমলা কলিকাতা

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার রে ...ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল, ঘৃত সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধাল ...মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, ...আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন

নবীন অবলেহ।

ই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম-,অতিসার, রক্তাতিসার,গ্রহণী,অগ্নগ্রহণী,সূতিকা- ী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপ- থাকুক, তিন দিবস এই মহৌষধ সেবনে নিঃশেষ রোগ্য হইবে।

কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ শবরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া , তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত ছে। সর্ব্বসাধারণকে বিদিত করা যায়। উহা কিংবা বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করিতে রেন।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা। পাকিং ৵০ আনা

চক্ষনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার নেত্র রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

ই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্ব কার নূতন এবং পুরাতন নেত্র নিঃশেষ আরোগ্য । প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয় নির্গত হইলে ৩ মাত্রা এই ঔষধ সেবনে রোগের ন্তি শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও মূত্র- , স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব ং প্রস্রাব সংক্রান্ত যাবতীয় দোষ ঘোলা এই ঔষধ ারা অতি সত্বর আরোগ্য হয় এবং এই সকল গজনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, ের কক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ রোগের হিত অন্তর্দ্ধান হয়।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যথাবিধিক্রমে ন করিলে শরীরের নূতন রক্ত-কণিকা উৎপন্ন এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, সকল ীর যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শিরো- ড়া, অংকম্প, বৃদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির উৎসাহচীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবন- লে তেজ অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অকালে ইন্দ্রিয়- কারণে ধাতুর তরলতা ও আনুষঙ্গিক ধাতু ম,স্বপ্নভঙ্গ (পুরুষত্বহীনতা) প্রভৃতি রোগ সকল শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে। শে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

সুধাংশু তৈল।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ তৈল গর্ভস্থ হইয়া উহার ক্রিয়া ন করায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে- ষ্ঠ, শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, জলস্রাব, পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুপ্রসিদ্ধ তৈল সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা —প্যাকিং ৵০।

অমৃতাসব।

এই ঔষধ সেবনে উৎকাশী, কাশ, শ্বাসকাশ অর্থাৎ বায়ু নলিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরাম (শ্বাস প্রশ্বাস) ক্ষয়কাশ, যক্ষ্মাকাশ, রক্তোৎকাশ, এবং তৎসংযুক্ত বক্ষোবেদনা ; পার্শ্বশূল, অতি ঘর্ম্ম, জ্বর, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ- সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া থাকে। রাত্রিকালে বা যে সময়ে উক্ত রোগজনিত যাতনা বৃদ্ধি হয়,ইহার এক মাত্রা সেবনে রোগী তৎক্ষণাৎ আশাতিরিক্ত আরাম অনুভব করিবে।

এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা—প্যাকিং ৵০।

কল্পদ্রুম পঞ্চম ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পরিণামবাদের অসারতা, দেব- গণের মর্ত্তো আগমন, সাধিলেই সিদ্ধি, মন্ত্র- সংহিতা, অপূর্ব্ব মিলন (পদ্য), ক্ষীতিশবংশাবলী- চরিতম্, চিনির বলদ, এই ৭ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা—অসমর্থ পক্ষে ৩ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সকল সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড় ধুতি, চাদর জোড়া ১৷৵ হইতে ৭, টাকা পর্য্যন্ত, নানা প্রকার ছিটের জামা অঙ্গরাখা ও ছিটের ৸৵০ হইতে ৪, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩, হইতে ৬, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১, হইতে ২৸০ মোজা ৷০, ।৵০, ।০ জোড়া ; গাটার ৵১০, ৵০, ।৵,৸০, রুমাল রেসমী ১, ১৷০ ২৷০, সুতীরুমাল ।০, ৵০, ৵০, ৵০ তোয়ালে ৷০, ।৵০, ।১০, ৵০, নূতন নূতন ফেসা- নের গ্রেস ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১, ১৷০, ১৷০, ২, ২৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৪, ৬, ৭, বিলাতস্থ সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হইতে ৩৷০ লেভেণ্ডার ৸৵০ কুরিডা ৸০ পাইকারের ইউডি- কলং ৸০, ৷০ অন্যপ্রকার ।০, ৵১০ অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি হেমকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশ- বিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন ৩, ২৷০, ১৷০, ৸৵০, ।৵০, অটোডিরোজ (অর্থাৎ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৬, সিনরোনি ২, মেকেসার অয়েল ১৷০, ।৵০, উত্তম তাস ।০, ৷০, ১, ২, নানাপ্রকার এয়ারিং জোড়া ।৵০, ।০, ৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার জাল ।০, ।৵০, চিরুনী ৷৵০ হইতে ৷০ ব্রস ৷০ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কাপড়ে বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে, প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির ফিতা গজ ২, হইতে ৵১০, কক্ষটার, মোজা ও টুপি বুনিবার জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঞ্জিন পশম, পোস্ত ৪, এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কার্পেটের বেগ, সেটের বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

মনিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন দ্রব্যাদি পাঠাই না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) " আয়ুবর্দ্ধন " ৬ই খণ্ড। মূল্য ডাকমাসুল শুদ্ধ ১৷৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রাহক জীবন-যাত্রির নিকট এই পুস্তক ৬ই খণ্ড থাকা আবশ্যক।

(২) " শরীর রক্ষণ " ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাসুল শুদ্ধ ।/০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঘটিত আরোগ্য ও প্রসব

দি নিক্ষিপ্তে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ
করিতেছেন।
জল-কোরক, মাংস-কোরণ্ড, ও ২৫ শিলা, (বা
রী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে
া করেন।
প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রী রোগ চিকিৎ-
পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্য পাওয়া

নবীনচন্দ্র পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান
প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও ঢাকার
নবাববাটীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদার-
নাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে।
সম্প্রতি অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে।
পাততঃ প্রতি মাসে ইংরিজি অক্ষরে ৫০ পৃষ্ঠা
করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য গ্রাহকদিগের
জন্য প্রতি প্রত্যেক খণ্ডের ৵০, বিনা গ্রাহকদিগের
পক্ষে ।০ আনা; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে।
সমান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।
যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অ মূল্য দিবেন,
তাঁহাদিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

মহাভারত কার্য্যালয় } শ্রীঠবিদাস মুখো।
৩ অভয়ঘোষের লেন,বলিকাতা। } প্রকাশক

নূতন পুস্তক

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল ৵০।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড অথবা পুস্তকালয়ে
পাওয়া।

রোগাঙ্কুশ—শুক্রক্ষয় ও প্রমেহ। জনৈক
মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে এই ঔষধ সেবন করিলে
অল্প দিনেই সকল সবল হইয়া শুক্র বৃদ্ধি ও স্পৃহা
ক্তি ও পুরুষত্বের বিশেষ প্রাবল্য হয়। বাস্তবিক তিন
সপ্তাহ শুক্র বৃদ্ধির ও ক্ষমার প্রখরতার প্রমাণ
পাওয়া যায়, উদরাময় ও অজীর্ণের অল্প দিবসেই
প্রতিকার হয়। পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার
মূত্রের পীড়া ও শ্বেত প্রদর ২১ দিন মধ্যে আরোগ্য
হয়। প্রমেহ ঘটিত কিছু জ্বর থাকিলে ঔষধ সেবা,
কিন্তু অন্য প্রকার জ্বর সত্ত্বে সেবা নহে। প্রমেহ জন্য
অন্য রোগের বিষয়াদি লিখিবেন। ঔষধ
দিয়াছেন, খেয়াদি পত্র গৃহীত নহে, মূল্য মাশুলসহ
২ টাকা।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

সমজ্বরীবটীকা।

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ ব্যবহারে নূতন ও পুরাতন আমাশয়, রক্তামাশয়, গ্রহণী, উদরাময়, অজীর্ণ প্রভৃতি সকলপ্রকার অতি কঠিন পেটের পীড়া নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ইহা কেবল ব্যাধির প্রতিষেধক নহে; অগ্নি বৃদ্ধি ও ধাতু পুষ্টিকারক। ৬ই দিবস ব্যবহারে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। নিজের ঠিকানায় রোগীর অবস্থা ও বয়স লিখিয়া মণি-অর্ডারে মূল্য পাঠাইলে ব্যবস্থাসহ ঔষধ পাইবেন। মূল্য ২ টাকা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ দে।
গোয়াড়ি মালপাড়া কেলা নদীয়া।

রেজিষ্টারি করা  Registered

Dr. B. N. Dass's Gonorrhœa Mixture (মেহ মিশ্র) ইহাতে মেহ, (ধাতের পীড়া) শ্বেতপ্রদর ইত্যাদি সপ্তাহে আরোগ্য হয়। নানা স্থান হইতে অনেক ইহার সুখ্যাতি-পত্র দিয়াছেন ও বন্ধ্যা যাঁহারা অপর ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন "আপনার ঔষধে অবশেষে রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।" মূল্য ২, টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

Blood alterative (রক্তশোধক) ইহা ব্যবহারে গরমি ধাতুগত এবং রক্ত ও পদতল পারা ফোটা, ঘা ইত্যাদি রক্তদোষ পক্ষাধিক আরোগ্য হয়। মূল্য ১।০ প্যাকিং ।০ আনা।

ঠিকানা :—কলিকাতা, কলুটোলা, নং ৫৫ x চুনাগলি ডাক্তার শ্রীবিপ্রদাস দাস এণ্ড কোম্পানি।

সাধারণের প্রতি

ম্যালেরিয়া জ্বর আক্রান্ত যাঁহারা হইয়াছেন, ডাক্তারি চিকিৎসায় যাঁহারা মনে প্রাণে মারা পড়িতেছেন, ডাক্তার বৈদ্যের পাঁচ যাঁহারা আরোগ্য হইতে পারেন না, তাঁহাদের আমি সরল স্বল্প-চিকিৎসা পড়িতে অনুরোধ করি।

আগামী ১ লা ফাল্গুন হইতে খরিদ মাত্রেরা ২।০ আনার বদলে ১, এক টাকায় এক এক ডাগ সমল

ধাত্রী-শিক্ষা (২ ভাগ একত্র); ৩, ছয় টাকার বদলে
তিন টাকায় ১ম ভাগ চিকিৎসা-কল্পদ্রুম পাইবে

ডাকমাশুল—সমল ঔষধ চিকিৎসায় এক এক ভাগের
ধাত্রী-শিক্ষার /০, চিকিৎসা-কল্পদ্রুমের ৵০।

ঠিকানা—কলিকাতা, ২৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভি
কোম্পানির পুস্তকালয়।

রামিশন—২৫ ক্যাপ্সুল পাঠাইবার ডাকমাশুল ।০ আনা
ক্যাপ্সুলের নীচে পাঠাইবার টাকা।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ

ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর যে অবস্থাই হোক
না, সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ পাইলেই তার উপকার হইবেই হ
মূল্য প্রতি ১২ ড্রাম শিশি ১।০, ডাকমাশুল প
খরচা সমেত ৯৵০। আমার নিকট পাঠাইয়া দি

ডাক্তার শ্রীগিরিনাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা, ১৮০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।
সন ১২৮৯। ২৭ এ মাঘ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাক
সমেত বার্ষিক ১৩ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬॥
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোম
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
হইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লি
কলিকাতার দক্ষিণ সোণাগড়ার ডাকঘরে স
সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূতেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর
নোট, ওঠ, বরা• চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য
খিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অ
হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক
তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি
আনা হারের পর /০ ৬ আনাদিকে হইবে

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাগড়
হইয়া চাঁপাতলাপোতা কলদম যন্ত্রে মুদ্রিত
চন্দ্রবীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৭ শ ভাগ | "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" | ১৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ১৩ ই চৈত্র। ইং ১৮৮৩। ২৬ এ মার্চ্চ।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য, অসমর্থ
মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

বিজ্ঞাপন

সঙ্কীর্ত্তনী।

বিবিধ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

আকার সুপার রয়েল ৪ই ফর্ম্মা; বঙ্গবাসী হইতে মূল্য কলিকাতার জন্য বার্ষিক ১৷৷০ দেড় টাকা, মফস্বলে বার্ষিক ১৷ ৬ই টাকা। অগ্রিম মূল্য ভিন্ন কাহাকেও কাগজ দেওয়া যাইবে না। এমন অল্প মূল্যে এমন উৎকৃষ্ট কাগজ আর প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম সংখ্যা হইতেই ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ইউরোপ ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইবে। তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পত্রিকার লেখা লিখিবেন, এতদ্ভিন্ন কয়েকটী মহিলা ইহাতে সমালোচন লিখিবেন; তাঁহাদিগের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন বি, এ উপাধিধারিণী আছেন।

শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।
" নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" অক্ষয়কুমার রায় এম, বি, সি, এস (এডিন।
" মোহিনীমোহন বসু এম, ই।
" রাধাকুমার মিত্র বি, এ, (বুদ্ধদেব চরিত লেখক।)
" আনন্দচন্দ্র মিত্র (হেলেনা প্রভৃতি কাব্যের লেখক।)
" কালীশঙ্কর শুকুল এম, এ।
" ভৈরবচন্দ্র মৈত্র এম, এ।
" তারাকিশোর চৌধুরী এম, এ।
" হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
" গণেশনাথ সেন বি, এ।

এই লেখকদিগের মধ্যে এক জন বঙ্গবাসীর নীতি বিষয়ক প্রস্তাবের প্রধান লেখক ছিলেন; উক্ত পত্রে রাজনীতি বিষয়ক যে সকল উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি তাহার অধিকাংশের লেখক।

এই পত্র গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য সহ ১০ জনের অধিক গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় ৵০ আনা; যাঁহারা ৫০ জনের অধিক দিবেন, তাঁহাদিগকে ৶০ আনা এবং যাঁহারা ১০০ জনের অধিক দিবেন তাঁহাদিগকে ।০ আনা হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট—কলিকাতা। শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সরসীলতার গুপ্তকথা।

অত্যাশ্চর্য্য, চমৎকারজনক, মনোরম নবন্যাস। গত ফাল্গুন মাস হইতে মাসে এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইয়া ১২শ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। প্রতি খণ্ডের মাসুল সমেত মূল্য ৶০ আনা। গ্রাহকেচ্ছুক ব্যক্তিগণ একখণ্ড ৩খণ্ড হইলে মূল্য প্রেরণ করিবেন।

১২ নং নবাবী ওষ্ধালয়ের অধ্যক্ষ
লেন—কলিকাতা। শ্রীঅমরচন্দ্র সরকার।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কফ বটিকা!!!

কফকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, হুপিং, পুরাণ কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁদোনা, স্বরভঙ্গ, গলরোধ সহিত বক্ষ উষ্ণ, গাত্রজ্বর ও শুষ্ক কাসী সর্দ্দি সর্দ্দির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। আকারে গাঢ় গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০ বটিকা বিশিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ।০, ভাকমাশুল ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়। এবং বৃদ্ধ যুবা সকলেই মিশ্রযোগে ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অমা আয় কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌ রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

আগামী আষাঢ় মাস হইতে "নিরপেক্ষ সঞ্চারিণী সভা" মূল, টীকা এবং সরল বঙ্গানু সমেত "পঞ্চবিবেক-পঞ্চদীপ-পঞ্চানন্দাবয়বার্থি পঞ্চদশী" মুদ্রাঙ্কিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে অনুমান চতুর্দ্দশ খণ্ডে, ৬৫০ শত পৃষ্ঠায় শেষ হই মূল্য সুলভ, কাগজ ও ছাপা উত্তম। যাঁ আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য কালীন প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তিন টাকা আট আনা নির্দ্ধারিত করা হইয়া নচেৎ ৪৷৷০ পাঁচ টাকা আট আনা দিয়া ক্রয় ক হইবে। উহা এক সময়ে ৬৲ ছয় টাকা মূল্যে বিক্র হইয়াছিল। মূল্যাদি উপনিষৎ প্রকাশক শ্রীমহেশ পালের নিকট দেয়। ঘোড়াসাঁকো; ১৪১ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

(সচিত্র)

প্রবাহিনী।

বেণাল্ডস্ কৃত রহস্যাবলী (Mysteries of Lond and (Mysteries of the Court of London অবলম্বনে লিখিত আখ্যায়িকাবলী।

প্রথম উচ্ছ্বাস—পূর্ণ ফর্ম্ম প্রতি ভলুমের অগ্রিম ১ টাকা মাত্র। মফস্বলে ডাকমাশুল বার আনা।

শনি ও মঙ্গল বার ভিন্ন ৵০ আনা।

কার্য্যালয় হইতে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে সাপ্তাহিক খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, বৎসর মা

...া আখ্যায়িকা শেষ হইবে। পাঠে ...বঙ্গ রহস্য ...পত্রী গ্রন্থের ১৮০০ পৃষ্ঠায় দুই শত ফর্ম্মার অধিক ...ন সুন্দর সুন্দর শতাধিক চিত্রবিশিষ্ট এক শত ...সম্পূর্ণ হইবে। এতদূর সুলভ মূল্যে এরূপ বৃহৎ, ...এমন বড় ও সুন্দর সুন্দর চিত্রবিশিষ্ট বাঙ্গালা ...খিকা এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট ...হইবার পূর্ব্বে খণ্ড অর্দ্ধ আনা এবং ফর্ম্মা এক ...র হিসাবে পড়িবে।

...অন্ততঃ দুই টাকা পাঠাইলে সকলেই নির্দ্দিষ্ট ...ক হইবেন। মূল্য মণিঅর্ডার, পোষ্টাল নোট, ...বা অর্দ্ধ আনা মূল্যের ষ্টাম্প, (টাকায় এক আনা ...শন সহিত) আমার নামে পাঠাইবেন।

...চয়ের মধ্যে যাঁহারা সমস্ত মূল্য মিটাইয়া দিবেন, ...রা তরঙ্গ (মায় ডাক মাশুল) ৩৸৵০ পাইবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবাহিনী কার্য্যালয়
৮৯ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

...নয় লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থগুলি আমার ...ট প্রাপ্তব্য।

...সমরবাহিনী ঐতিহাসিক উপাখ্যান, প্রথম ও ...ীয় খণ্ড একত্রে মদনমোহন মিত্র প্রণীত মূল্য ...। হেমবাবুর দশ মহাবিদ্যা ॥৵০। কবিতাবলী ...ম ভাগ ১, বৃত্রসংহার ১॥০, ছায়াময়ী ৸০, আশা-...ন ১, তারাপচন্দ্র রাহার রণচণ্ডী ঐতিহাসিক উপ-...১, কোন ডাক্তার কর্ত্তৃক ডাক্তার বাবু নাটক ১, ...বাবুর কাননকুসুম উৎকৃষ্ট উপন্যাস ১।০, নবীন ...র পলাসীর যুদ্ধ ১।০, রঙ্গমতী ১।০ অবকাশ রঞ্জিনী ...মেঘবউ ॥৵০, সুরুচির কুটির ॥০, কুসুমবাবুর একা ...ী-উপন্যাস ॥০, উমেশ বাবুর আত্মসম্বিদায়িনী ...ঙ্কিম বাবুর, সঞ্জিব বাবুর, মাইকেল, ...বন্ধু, রমেশ বাবু, রবীন্দ্র, বিহারীন্দ্র, বাবুর ইত্যাদি ...ল রকমের ভাল পুস্তক পাওয়া যায়।

...ল মেডিকেল লাইব্রেরি } শ্রীগুরুদাস চট্টো-
...নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। } পাধ্যায়।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS.

Paris, 8, Rue Vivienne, 8, Paris.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, ক ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

...শূল পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট

কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো

ফস্‌ফাইট অব লাইম।

...রোগ যকৃৎ ও অন্ত্রের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হই-
...য়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফস্‌ফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, চাঁপকান, আমনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেব এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির মাটিকো ক্যাপসিউলস্ এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক মাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কুবা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিরক্তিজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহার্য্য।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্যকারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট মাটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের ক্ষীণতা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দোষলা।	গর্ভাবস্থার বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির হপ্তিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল, এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সহর কলিকাতার ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটে ৪৫ নম্বর ভবনে পরিষ্কার গো-বীজে টীকা দিবার কারণ একটী

নূতন "ডিপো" স্থাপিত হইল; যাঁহারা উক্ত টী... নায় আসিয়া টীকা লইবেন তিনি খরচে গোব... হইতে পারিবার বীজে তাঁহাদিগকে টীকা দে... যাইবে; আর যাঁহারা আপন আপন বাটীতে টী... লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে টীকাদারের গা... ভাড়া ও তাঁহার পরিশ্রমের কারণ কিঞ্চিৎ পুরস্ক... দিতে হইবে। ইতি—

উক্ত কার্য্যের ভারাবধায়ক, শ্রীযুক্ত বাবু বা... সুন্দর ঘোষ, রায় বাহাদুর, গো-বাজে টীকার ডেপু... সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকা...
কলেজের দক্ষিণ ৯৭ নং বাটীতে আম...
"সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়" ন...
দিয়া একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছি। ইহা...
নানা প্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বাঙ্গা...
পাঠ্যপুস্তক, নাটক, উপন্যাস ও ডাক্তা...
বহি রাখা হইয়াছে। সাধারণ ক্রেতা...
নিয়মিত কমিশন দিয়া পুস্তকাদি বি...
করা হয়। যে কোন গ্রন্থকার বিক্রয়...
এখানে পুস্তক দিবেন, আমরা স...
তাহা গ্রহণ করিব। কেহ বিদেশ হই...
পত্র লিখিলে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাই...
দেওয়া হয়। সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু...
এই উভয় পত্রই এখানে নগদ ম...
বিক্রীত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত
অন্যান্য কার্য্য এখান হইতে সম্পন্ন হ...
তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য যদি কেহ পাঠাই...
লিখেন, আমরা অতি অল্প কমিশন লই...
তাহাও কিনিয়া দিয়া থাকি। ইহার নি...
স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রব...

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ...
নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আ...
সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁ...
দিগের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূ...
কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হ...
তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সং...

ত্র বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে
াইবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
সহকারী সম্পাদক।

কল্পদ্রুমের মূল্য হ্রাস সংক্রান্ত।

য়েক ব্যক্তি আপনাদিগকে অসমর্থ জানাইয়া স্বল্প
া কল্পদ্রুম পাইবার আশায় আমাদিগকে পত্র লিখি-
ছেন। কিন্তু কাহারও প্রতি অনুগ্রহ ও কাহারও
ত নিগ্রহ হওয়া উচিত হয় না। সাধারণতঃ নিয়ম
রূপ হওয়াই উচিত। এই নিমিত্ত সোমপ্রকাশের
ন সমর্থ ও অসমর্থ-ভেদে মূল্যের তারতম্য আছে,
দ্রুমেরও সেইরূপ নিয়ম অবধারিত হইল। সমর্থ
অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ৩ টাকা।
র্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য
ত হইবে না। মাসিক যে ৷৷০ আট আনা গ্রহ-
নিয়ম, তাহাই অবধারিত রহিল। এই ১২৮৯
র চৈত্র মাস অবধি এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য
ব। গ্রাহকগণ জানিবেন, এ নিয়মটী বাস্তব-
অসমর্থের পক্ষে। কাল্পনিক অসমর্থের পক্ষে
।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

প্রেরিতপত্র

উদ্ধৃত করা গেল।

প্রায় চারি বৎসর অতীত হইতে চলিল, বাঙ্গালী
যাত্রীদিগের প্রতি একটী অত্যাচার হইতে
ন্ত হইতেছে। গয়াযাত্রীরা গয়ায় আসিয়া যে
ল বাটীতে অবস্থিতি করেন, গবর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত
র উপর কর ধার্য্য করিয়াছেন। টেক্সটীর
ার নাম উত্তরা কর। কেবল তাঁহারা কর দানের
ভোগ করিতেছেন, এমত নহে, তৎসঙ্গে কর
ায় উপলক্ষে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হই-
ছে। গয়ালীদিগের যাত্রী রাখিবার নির্দ্দিষ্ট বাটী
নির্দ্দিষ্ট সাব্যস্ত করিয়া গয়াতীর্থ হয়। তিনি
ধ যত লোক রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন,
র প্রত্যেক ব্যক্তি পাঁচ আনা ধরিয়া নিরূপিত
ক যত মুদ্রা হয়, তাহা কর দিবার নিয়ম। যদি
ত সংখ্যার অতিরিক্ত লোক যাত্রিভবনে রাখা
তাহা হইলে গয়ালীরা দণ্ডার্হ হন। গবর্ণমেণ্টের
কর্ম্মচারিগণ যখন ইচ্ছা, যাত্রিভবনে গতিবিধি করিতে
পারেন ও স্বেচ্ছানুসারে যাত্রি গণনায় সক্ষম হন।
সে বিষয়ে কোন প্রকার বিধি নিষেধ নাই। সুতরাং
কুলমহিলাগণের মান, সম্ভ্রম, লজ্জা রক্ষা ভার হইয়া
থাকে, এবং পুরুষদিগকে অপমানিত ও অসুখী
হইতে হয়। কোন যাত্রী তাঁহার গয়াপ্রবাসী বন্ধু বা
আত্মীয় ভবনে বাস করিতে পারেন না, করিলে
আশ্রয়দাতা দণ্ডিত হইয়া থাকেন। যিনি স্বাস্থ্যরক্ষা
ও গয়া শ্রাদ্ধ, উভয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার আশা
করেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইতে পারে না।
কারণ, স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে গেলে সচরের পরিষ্কার,
পরিচ্ছন্ন, নির্জ্জন স্থানে বাসা লইয়া বাস করিবার
প্রয়োজন হয়, কিন্তু যাত্রিভবনে অবস্থান না করিলে
শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার থাকে না।

পুরী যাত্রিভবন সংক্রান্ত আইন, গয়াধামে প্রচা-
রিত হইয়াছে। যে সকল যাত্রিভবনের ভাড়া লওয়া
হয়, তাহার কর ধার্য্য করা আইনের অভিপ্রেত।
কিন্তু গয়াতে তাহার কার্য্য চলিতে পারে না, কেন
না গয়ালীরা যাত্রিভবনের কর গ্রহণ করেন না।
কিন্তু আইন প্রচারের পর অবধি এখানে এই অনিষ্ট
ঘটিয়াছে, নিঃস্ব গয়ালীগণ যে পরিমাণে টাকা তাঁহাদের
গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়, তাহা যাত্রীর নিকট হইতে
আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং অনে-
কের পক্ষে গয়ায় আগমন দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে,
পূর্ব্বে ভিক্ষাজীবী ও দরিদ্র যাত্রীরা এক টাকা, আট
আনা অবলম্বন করিয়া গয়া করিতে আসিত। ঐ
অসমর্থ অর্থ দ্বারাই তাহাদের যথাকর্ত্তব্য সুসম্পন্ন
হইত, এখন আর তাহার সম্ভাবনা নাই। এখন
এক টাকা আট আনা শুদ্ধ কাল্পনিক প্রধান করিতে
হয়। গবর্ণমেণ্টের "উত্তরাকর" আনেকের ধর্ম্ম-
কার্য্যের অনুষ্ঠানে বাধা জন্মাইতেছে। গবর্ণমেণ্টের
প্রকারান্তরে হিন্দুধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হই-
য়াছে। করাক্রান্ত গয়ালীরা বলিয়া থাকেন, যাত্রি
ভবনের স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত উত্তরাকর প্রচলিত করা
হইয়াছে এবং তদুৎপন্ন আয়ের কিয়দংশ দ্বারা যাত্রীর
চিকিৎসালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহ করা হইতেছে। কর
প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, তাহার
দ্বারা যাত্রীর অবস্থান স্থানের কিছুমাত্র স্বাস্থ্যোৎকর্ষ
হয় নাই। কর প্রচলনের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের সঙ্গে বর্ত্ত-
মান সময়ের তুলনা করিলে এ কথা প্রমাণিত হইবে,
গত বৎসর (ইংরাজি ১৮৮২ সালের) মৃত্যুসংখ্যা এত
অধিক হইয়াছিল, কর গ্রহণ প্রারম্ভের পূর্ব্বকার দশ
বৎসরের মধ্যে তদ্রূপ কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ।
অধিকন্তু সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মিউনিসি-
পাল টেক্স দেওয়া হইতেছে, পুনরায় তদর্থ নূতন কর
গ্রহণের আবশ্যকতা কি? একটী বিষয়ের নিমিত্ত
দুটী কর লওয়া অন্যায় ও ন্যায়সঙ্গত বলিতে পারি
না। আর যে যাত্রীর চিকিৎসালয়ের কথা উল্লি-
খিত হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটী যাত্রীর চিকিৎ-
সালয় কি না, তদ্বিষয় বিচার-সাপেক্ষ। এই
চিকিৎসালয়টী উত্তরাকর হইবার বহু পূর্ব্বে সংস্থা-
পিত হয়। এ পর্য্যন্ত তাহার বায়াদি স্থানীয় জমীদার
ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের অর্থে নির্ব্বাহ হইয়া আসি-
তেছে। চিকিৎসালয়টী যাত্রিভবনের একাদিক্রমে দুই-
বর্ত্তী যে, তথায় গিয়া যাত্রিদিগের চিকিৎসা হওয়া
কি ঔষধ গ্রহণ করা একান্ত দুঃসাধ্য। উক্ত চিকিৎ-
সালয়টীতে প্রায় কখন কোন যাত্রীর চিকিৎসা
হইতে দেখা যায় নাই। যে চিকিৎসালয়ের দ্বারা
যাত্রিদিগের কোন প্রকার উপকার নাই, এবং যাহা
সাধারণ দাতব্য চিকিৎসালয়ের স্বরূপ, তাহাকে
কিরূপে যাত্রিচিকিৎসালয় বলা যাইতে পারে।
উহাকে যাত্রিচিকিৎসালয় না বলিয়া দাতব্য চিকিৎ-
সালয় বলা কি যুক্তিযুক্ত নহে? এরূপ এক একটী
চিকিৎসালয় ৺ প্রতি জেলায় রহিয়াছে। যে মহা-
পুরুষ এই চিকিৎসালয়ের নামকরণ করিয়াছিলেন,
তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি
বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যখন গয়াতীর্থে তীর্থকর
প্রচলিত হইবে, তখন এই নামের বলে করাক্রান্ত
মোদকদিগের পক্ষ সমর্থন কার্য্যের পুষ্টিসাধন
হইবে। উত্তরাকর উপলক্ষে যেরূপ উপকারের স্রোত
প্রবাহিত হইতেছে ও সময় সময় যে সকল ভয়ঙ্কর
প্রবৃত্তির অভিনয় হইয়া থাকে, তাহা আর বলিতে
চাহি না।

সম্প্রতি হিন্দু সাধারণের পক্ষ হইতে মহামান্য
গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকট কর রহিত করি-
বার প্রার্থনায় আবেদন করিবার উদ্যোগ হইতেছে।
আবেদন পত্রে মুসাবিদা প্রস্তুত হইয়াছে, অনুলিপি
ও অনুবাদ মুদ্রিত হইতে গিয়াছে, ত্বরায় ছাপা হইয়া
ভারতের দিগ্‌দিগন্তরে প্রেরিত হইবে। হিন্দুভ্রাতৃগণ
আইস আমরা এই সময় হইতে একযোগে কার্য্য
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, সকলে সম্মিলিত হইয়া যত্ন
করি, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, আমাদের ধর্ম্ম
বিরোধী উত্তরাকর উঠাইয়া দিতে পারি কি না।
আর্য্য বন্ধুগণ, গয়াতীর্থ তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ-
গণের অক্ষয় ধর্ম্মকীর্ত্তি, সেই চিরোজ্জ্বল তীর্থ ধামের
প্রাণসত্তা নষ্ট হইতেছে। একটী প্রধান ধর্ম্মক্ষেত্রে
বিচরণপথ সংকীর্ণ হইতেছে, বহু দিনের তীর্থ
প্রথায় পবিত্রতা মলিন হইতেছে, তোমাদের ভাই,
ভগ্নী, আত্মীয় স্বজনের উপর উপদ্রব হইতেছে।
বল দেখি তোমাদের আপনার বলিবার কি আছে?
কোন বিষয়েই স্বাধীনতা নাই। এক ধর্ম্মকার্য্যে
স্বাধীনতা ছিল, তাহাতেও বাধা পড়িতে লাগিল।

সবে। তাহা হইলেই উহাদিগের আনষ্ট হইল
দেশের প্রসিদ্ধ প্রবাদ এই, বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস
যেটী উন্নতির প্রকৃত মূল, উহার পশ্চিম অঞ্চলে
র তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। বিদ্যাশিক্ষাই সকল
ের নিদান। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল এ বিষয়ে
ক পিছিয়া পড়িয়া আছে। ঐ প্রদেশের উন্নতি
দিগের বাস্তবিক বাঞ্ছা, তাঁহাদিগের এ বিষয়ের
তসাধনেই সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। চাক-
বৃদ্ধি দ্বারা দেশের বাস্তবিক উন্নতি হইবার
নয়। ভারতের উন্নতি দর্শনে যাঁহাদিগের
পটলবে, তাঁহারা এ দেশীয়দিগকে চাকরীস্পৃহা
ত্যাগেরই উপদেশ দিয়া থাকেন। লর্ড রিপন
ত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান সভায় স্বয়ংই
বয়ের উপদেশ দিয়াছেন। আমরা আজ কাল
পদে দেখিতে পাই, যুবকদলের স্বাধীন ব্যবসায়
ধনের প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে।

আমরা অতি দুঃখে এ কথাগুলি কহিলাম,
পশ্চিম অঞ্চল বীরভূমি। ঐ খানে বীরত্বের
ক প্রকার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। আজ
বীরভূমির এই দুর্দশা। অতি নিস্তেজ কাপুরু-
অবলম্বনীয় যে চাটুবৃত্তি, উহা এখন ঐ বীর-
শের উপজীবা হইয়াছে! উপসংহারে আমরা
, চাটুবৃত্তি যে দেশের লোকের উপজীবা,
নকার লোকের মতামতের কি গৌরব আছে?
দের নিরপেক্ষ উচ্চমনা রাজপুরুষেরা কি সে
মতে বিচলিত হইবেন? আমরা অকপট ভারত-
ষী মহানুভব রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন বাহা-
ক এই গূঢ় বিষয়গুলি জানাইলাম, আমাদের
না এই, তিনি যেন উক্ত প্রদেশটীর উন্নতি-
ন বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখেন।

জমীদারের জমীদারী স্বত্ব ও প্রজার খাজনা স্বত্ব।

একজন হিন্দুস্থানী ছাত্র দায়ভাগ পাঠকালে
াপকের নিকটে কহিয়াছিলেন "জীমূতবাহন
ছা লিখিয়া কায় লেখেন শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার
ত লাগাইয়াছেন।" আমরাও সেইরূপ কহিতেছি,
মের ব্যবস্থাপকগণ বঙ্গদেশীয় খাজনা সংক্রান্ত
ইনটির উপরে যত কারক্রিয়া করিতেছেন, ততই
ত লাগান হইতেছে। উপমাটি প্রস্তাবিত বিষয়ে
রূপে সংলগ্ন হইল, পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া
ইয়া দিতে হইল। দায়ভাগ জীমূতবাহনের
। উহাতে বঙ্গদেশের ধনাধিকার সংক্রান্ত যাব
বিষয় লিখিত আছে। জীমূতবাহনের লেখার
ন কোন কোন তেমনি পরিষ্কার। প্রসাদগুণ
কাতে বুঝিবার কোন ত্রুটি হয় না. শ্রীকৃষ্ণ
লেখার উহার টীকা করিয়াছেন। তিনি লেখা-
ষিক। নৈয়ায়িকেরা প্রায় সহজ পথে চলেন না।
তাঁহারা নানা প্রকার কূট তর্কের অবতারণা করিয়া
কউড বাঁধাইয়া আপনাদিগের লেখাকে প্রায়ই কঠিন
করিয়া তুলেন। ঐ কারণে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের
লেখায় কউড় বাঁধিয়াছে। তাহাতেই হিন্দুস্থানী ছাত্র
ঐ কথা কহিয়াছিলেন। আমরাও ঐরূপ কহিতেছি।
১৮৫৯ অব্দের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের খাজনা সংক্রান্ত
আইনে গোলযোগ ছিল না। উহা সহজ ও সরল
ছিল। জমীদার নিজ স্বত্ব অনুসারে কাজ করিতেন,
প্রজারাও আপন আপন স্বত্বের ফলভাগী হইত।
যাহাদিগের মোকাসী স্বত্ব ছিল, তাহারা তদনুসারে
খাজনা দিত। জমীদার তাহাদিগের খাজনা বাড়া
ইতেন না, তাহাদিগের ভোগেরও উচ্ছেদ করি-
তেন না। যাহাদিগের সে স্বত্ব ছিল না, জমী-
দার স্বেচ্ছামত তাহাদিগের খাজনার হ্রাস বৃদ্ধি
করিতেন এবং স্বেচ্ছামত তাহাদিগের ভোগের
উচ্ছেদ করিয়া অপর প্রজাদিগকে ধরাইতে পারি-
তেন। তখন জমীদারের জমীদারী স্বত্ব অযুক্ত
ছিল। তিনি প্রজার উপরে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব প্রদর্শন
করিতে পারিতেন। প্রভুত্বের যেটী প্রকৃত ফল,
তাহা কার্য্যে প্রকাশিত হইত। তিনি কাহাকে
জমী ধরাইতেছেন, কাহাকে ছাড়াইতেছেন; কাহার
খাজনা বাড়াইতেছেন, কাহার খাজনা কমাইতেছেন,
কাহার খাজনা রেহাই করিতেছেন। জমীদারেরা
স্বেচ্ছানুসারে এই সকল কার্য্য করিতেন। তাহাতে
স্পষ্ট বুঝা যাইত, জমীদারই ভূস্বামী, ভূমির উপরে
জমীদারেরই সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। তিনি গবর্ণ-
মেণ্টের প্রাপ্য দিয়া ভূমির উপরে যথেচ্ছ ব্যবহার
করিতে পারিতেন। যথেচ্ছ ব্যবহারই প্রভুত্বের
অবিকল লক্ষণ। তাঁহাদিগের ঐ ব্যবহার দ্বারা স্পষ্ট
বোধ হইত, গবর্ণমেণ্ট আর জমীদার এই উভয়েই
ভূমির অধিপতি, অপর কেহ অধিপতি নয়।

তাহার পর ১৮৫৯ অব্দে প্রজাকে যখন দখলী
স্বত্ব দেওয়া হয় তখন কউড় বাঁধান হইল
কউড় বাঁধাইবার এই প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু এ কউড়
বাঁধাইবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। প্রজারাও
দখলী স্বত্ব পাইবার প্রার্থী হয় না। ব্যবস্থাপকেরা
জোর করিয়া অন্যায় করিয়া ঐ কার্য্যটী করিয়াছেন।
জোর করিয়া যে কাজ করা যায়, তাহা কখন সারবান্
হয় না। একটী সূতায় সামান্য কণ্টক যদি জোর
করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হয়, কত কষ্ট উপস্থিত হইয়া
থাকে। কারণে ১৮৫৯ অব্দে বঙ্গদেশীয় খাজনা
সংক্রান্ত আইনে ব্যবস্থাপকগণের হস্তক্ষেপ করিবার
প্রয়োজন হইয়াছিল, তদ্বিষয় স্থির, যদি বিচার করা
যায়, তাহা হইলে প্রমাণ হইবে, ব্যবস্থাপকগণ
অন্যদিক প্রজাহিতৈষিতা প্রদর্শনার্থ বলপূর্ব্বক
প্রজাকে নূতন দখলী স্বত্ব প্রদান করিয়াছেন।
অঙ্গে যে কারণে খাজনা সংক্রান্ত আইনে হস্ত
করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা এই। অত্যাচারী ব
জমীদারদিগের দারুণ দুর্নাম রটনা হয়। অ
জমীদার-সংসারে বাস্তবিক অত্যাচারও হ
অত্যাচার হইবার একটী বিশেষ কারণও ঘটিয়াছি
আমরা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়া
কতকেরা জমীদারকে সহজে খাজনা দিতে চায়
খাজনা না দেওয়া পক্ষপক্ষি প্রভৃতির নৈস
সংস্কারের ন্যায় তাহাদিগের স্বাভাবিক সং
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাদের সঙ্গতি আছে,
সম্বন্ধে তাহারা যেমন, আর যাহাদিগের সঙ্গতি ন
তাহারাও তেমনি। অনেক কৃষকদিগের সাধার
এই প্রকৃতি, তাহাতে আবার পূর্ব্ব সংস্কার
অতি সুলভ ছিল। যাহাদিগের ঐ সংস্কার থা
দিবার, পরিবার প্রতিপালন করিবার এবং সাং
রিক অন্য অন্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার এক
সম্বল, শস্যের মূল্য সুলভ থাকাতে তাহারা উ
দাঁড়াইয়া উঠিতে পারিত না। এই কারণে জমীদা
সহজে খাজনা দিত না। জমীদারেরও মাথার উ
বিপদরূপী পাথর টাঙ্গান। গবর্ণমেণ্টে তাঁহাকে
খাজনা দিতে হয়, নিয়মিত সময়ে তাহা দিতে
পারিলে তাঁহার নিস্তার থাকিবে না। সূর্য্য
নীলামে জমীদারী নীলাম হইয়া যাইবে। সু
তাঁহারা প্রজাকে খাজনার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি ক
তেন। তাঁহাদিগের মনঃপূত কর্ম্মচারী ন
খাজনা আদায়ের ভার দিতেন। কর্ম্মচারীরা ধ
আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনিতেন, সুতরাং অ
অত্যাচার হইয়া উঠিত। জমীদারের কর্ম্মচা
প্রায় সজ্জন নয়। তাহাদিগের সজ্জন হইবার
নাই। অসৎ কৃষক সংসর্গে তাহারা অসৎ
পড়ে। দুষ্টকেরা যে কিরূপ চরিত্রের লোক,
উপরেই বর্ণিত হইয়াছে।

এই অত্যাচারের নিবারণের নিমিত্তই বা
পকগণের বঙ্গদেশের খাজনা সংক্রান্ত আইনে
ক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হয়। যাহাতে অত
রের নিবারণ হয়, ব্যবস্থাপকগণের তাহার উ
করিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত ছিল। নিজ স্ব
সেই অত্যাচার নিবারণের যত উপায় করিতে প
না থাকুন, প্রজাকে তাহাদের স্বপ্রার্থিত দখলী
দিয়া কৃতকৃত্য হইয়া বসিলেন। অত্যাচারের
প্রকৃত মূল, তাহা উৎপাটিত হইল না। অত্যাচ
প্রকৃত মূল এই, কৃষকেরা সহজে খাজনা দে
জমীদারেরা সহজে খাজনা আদায় করিতে প
না। তাহাতেই অত্যাচার হয়। ব্যবস্থাপকগ-
খাজনা আদায়ের কোন সহজ উপায় করিয়া দি

তাহা হইলে আজ তাঁহাদিগকে বাস্ত হইতে হইত না। এবার যে পাতুলেখা করা হইয়াছে, তাহাতেও যে এ বিষয়ের কিছু সুবিধা হইবে, তাহার বোধ হইতেছে না। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ ও অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল তাহা স্পষ্টাক্ষরেই করিয়াছেন। প্রজার নিকট হইতে জমীদারের খাজনা আদায় করা যে কিরূপ কষ্টকর হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। যাহারা জমীদারের প্রজা হইয়া কৃষিকার্য্য করে, তাহাদিগের অধিকাংশই নিঃস্ব। তাহাদিগের এক এক খানি ভাঙ্গাঘর ও এক এক মেটে পাথর সম্বল। তাহাদিগের নিকটে খাজনার টাকা পড়িলে আদায় হওয়াই ভার। সেই টাকা আদায় করিবার কার্য্যপ্রণালী যে কেমন সঙ্কটময়, তাহাও পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। জমীদারের এরূপ ক্ষমতা নাই যে তিনি স্বয়ং বা তাঁহার কর্ম্মচারী আদালতের বিনা অনুমতিতে সেই ভাঙ্গাঘরে ও মেটে পাথরে হস্তক্ষেপ করেন যদি করেন তৎক্ষণাৎ ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইবেন। সেই এক হঙ্গামায় তাঁহার দুই শত টাকা খরচ হইয়া যাইবে। তিনি কি করিতে গিয়াছিলেন, পাঠকের যেন একবার স্মরণ থাকে। তিনি দশ টাকা পাওনা খাজনা আদায় করিতে গিয়াছিলেন। দুই শত টাকা খরচ হইয়া গেল। এই ত গেল, বে-আইনী কাজের ফল। আবার আইন করিয়া লইতে গেলে কত কষ্ট ও কত অর্থব্যয়, তাহাও পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।

আদালতে নালিশ করা হইল। আদালতের কত হঙ্গাম, কত কষ্ট, অর্থব্যয়, তাহা আমাদিগের অধিকাংশ পাঠকের অবিদিত নাই। কালাবিলম্বের ত কথাই নাই। এক মকদ্দমায় যে কতদিন ফেলিতে হয়, তাহার গণনা নাই। তাহার পর সাক্ষী সাবুদ দিয়া যদি মকদ্দমা ডিক্রী হইল, ডিক্রীজারী করিতে হঙ্গাম ও অর্থ ব্যয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দশ টাকা আদায়ের নিমিত্ত ১৫ টাকা খরচ করা হইল। শেষফলটি পাঠক অগ্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ভাঙ্গা ঘর ও মেটে পাথর বিক্রয়! এই দূষিত প্রণালীর সংশোধন করা একান্ত আবশ্যক। এ প্রণালী যে কেমন কষ্টকর, গবর্ণমেণ্ট স্বয়মস্থলে তাহার প্রমাণ পাইতেছেন। আপাততঃ অন্ততঃ এ ব্যবস্থা করা উচিত, কৃষকেরা খাজনা পরিশোধ না করিয়া দেশ হইতে পলা লইয়া যাইতে পারিবে না। যদি কোন জমীদার অন্যায় করেন, কৃষক আদালতে তাহার দেয় খাজনা জমা দিয়া সেখান হইতে অনুমতি লইয়া তাহার পর পলা উঠাইয়া লইবে। কৃষকদিগের যে কেমন হঙ্গাম, রেবিনিউ বোর্ডের ডাল্পিয়র সাহেব তাহা বিলক্ষণ ভোগ করিতেছেন। আমরা শুনিতে পাই, প্রজারা খাজনা বেচাই করাইবার নিমিত্ত ডাল্পিয়র সাহেবের পায়ে ধরে, তাঁহার গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। জমীদারেরা প্রজাদিগকে লইয়া যে কতদূর ব্যতিব্যস্ত, গবর্ণমেণ্ট এতদ্দ্বারাই তাহা অনুমান করিয়া লইতেছেন। ফলতঃ প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়ের যে একটী বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে দিন অনারেবল কৃষ্ণদাস পাল ব্যবস্থাপক সভায় কহিয়াছিলেন, জমীদারদিগের খাজনা আদায়ের সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্তই বর্ত্তমান পাতুলেখ্যের সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তাহাতপর তাহার পরিবর্ত্ত করা হয়। সর জর্জ্জ কাম্বেল ও সর রিচার্ড টেম্পল খাজনা আদায়ের সুবিধার প্রস্তাবন দেখাইয়া রোড ও পব্লিক ওয়ার্কসেস আদায়ের ভার জমীদারদিগের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই। এখনও আর ব্যবস্থাপকগণের টাল মাটাল করিয়া কাটান উচিত নয়; এখনও আর গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দীর্ঘসূত্রতা করা বিধেয় নয়। যাবৎ জমীদারদিগের খাজনা আদায়ের পথ সরল ও পরিষ্কৃত না হইতেছে, তাবৎ জমীদারে ও প্রজায় বিবাদের শান্তি হইবে না।

বঙ্গদেশে জমীদার বলিয়া একটী শ্রেণী বরাবর আছেন কি না, তাঁহাদিগের স্বত্ব বলিয়া একটী পদার্থ আছে কি না, এক্ষণে আমরা তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। যুক্তি, দেশ-ব্যবহার, কার্য্য এ সমুদায় দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট ও প্রজা উভয় মধ্যস্থলে একটী প্রধান শ্রেণী বরাবর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। যুক্তি এই, রাজা সমুদায় ভূমি আপনার বলিয়া তাহার উপরে আধিপত্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার স্বয়ং কর সংগ্রহাদি সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করা সাধ্যায়ত্ত হয় না। সুতরাং তাঁহাকে ক্ষমতাবান ও প্রধান লোক দেখিয়া কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত মধ্যস্থলে রাখিয়া তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। ঐ মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী ক্রমে ভূমিতে স্বামিত্ব লাভ করিয়া ভূস্বামী শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন। হিন্দুরা যখন শ্রাদ্ধ করেন "ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া ভূস্বামীদিগকে কিছু কিছু দান করেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে হিন্দুরাজত্ব সময়ে ভূস্বামী বলিয়া একটী শ্রেণী ছিলেন। মুসলমানেরাও জমীদারদিগকে মধ্যে রাখিয়া এ দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পরে ইংরাজেরা যখন এ দেশ জয় করেন, তখন তাঁহারা ঐ শ্রেণীর লোপ করেন নাই। লোপ করা বোধ হইতে পারে না। দ্বারভাঙ্গাকার লিখিয়াছেন যখন কোন নূতন রাজা কোন দেশ জয় করিয়া তাহাতে আধিপত্য লাভ করেন, তখন তাঁহার সেই জয়ার্জ্জিত রাজ্যে পূর্ব্ব রাজার যে স্বত্ব ছিল, সেই স্বত্ব জন্মে। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে এই স্থির হইতেছে, ইংরাজেরা মুসলমানদিগের নিকট হইতে যে রাজ্য জয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে মুসলমানদিগের যেরূপ স্বত্ব ছিল, ইংরাজদিগের তদ্রূপ স্বত্ব জন্মিয়াছে মুসলমানদিগের রাজত্বে জমীদার শ্রেণী ছিলেন। মুসলমান রাজত্বে তাঁহাদিগের যে স্বত্ব ও অধিকার ছিল, ইংরাজ রাজত্বেও তাহা অবিকল চলিয়া আসিতেছে অতএব তাহার কোন ব্যতিক্রম করা ইংরাজদিগের ন্যায়ানুগত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না. মুসলমান রাজত্বে যে জমীদার শ্রেণী ছিলেন, তাহার প্রধান প্রমাণ এই, তাঁহারা অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান রাজারা তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। মুসলমান অধিকারে জমীদারদিগের নিজের স্বত্বাপন্ন ভূমী না থাকিলে এরূপ ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান সম্ভবিতে পারে না। অতএব প্রমাণ হইতেছে, ইংরাজ ব্যবস্থাপকগণ কৃষকদিগকে দখলী স্বত্ব দান করিয়া জমীদারদিগের যে স্বত্ব লোপ করিয়াছেন ও করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা ন্যায়ানুগত হইতেছে না।

ইংরাজেরা এ দেশ জয় করিলে যে সকল ব্যক্তির উপরে প্রথম প্রথম শাসনের ভার সমর্পিত হয়, তাঁহারাও এ দেশে যে জমীদার শ্রেণী ছিলেন, তৎকালে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল সে দিন ব্যবস্থাপক সভায় স্ববাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ তাঁহার বাক্য হইতে দুই একটী প্রমাণ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। গবর্ণর জেনরল ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনাতর সহচর ফ্রান্সিস সাহেব ১৭৮৬ অব্দের ২২ এ জানুয়ারি যে এক মিনিট লেখেন, তাহাতে তিনি বলেন " এ দেশের ভূমিতে যে পৈতৃক স্বত্বাধিকার আছে, একমাত্র তদ্দ্বারা প্রচুররূপে প্রমাণ হইতেছে, যে ঐ সকল ভূমী জমীদার, তালুকদার ও অন্যের সম্পত্তি, উহারা দীর্ঘকাল উত্তরাধিকার ক্রমে ঐ সকল ভূমী ভোগ করিয়া আসিতেছেন। রাজার স্বত্ব জবর উপরে স্থাপিত। তিনি সেই জবর দ্বারা পরাজিত রাজার রাজ্যে অধিকারী হন। তিনি জয় করিয়াছেন, এই বলে যদি ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন না। বলপূর্ব্বক সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ইচ্ছা অসঙ্গত অনুচিত। ইহা ব্রিটীশ সাধুতা ন্যায় ও ব্যবহার বিরুদ্ধ। মোগলেরা যখন এ দেশ জয় করেন,

তাহারা জমীদারদিগকে ভূমীতে যে অনধিকার
হাছেন, ইহা হইলে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া
না। বরং এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যখন
দারেরা নূতন গবর্ণমেণ্টের নিকটে আপিল
দা স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে
ননা সহকারে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং তাহা-
র রাজভক্তি দৃঢ় করিবার নিমিত্ত তাহার উপায়
ন করা হইয়াছে।"

সাব জন সোর লিখিয়াছেন "আমি বিবেচনা
জমীদারেরা ভূমির স্বামী। তাঁহারা তাঁহা-
র ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে ঐ ভূমির অধিকারী
আসিতেছেন। অতএব তাঁহাদিগের উত্তরা-
ধী থাকিতে তাঁহাদিগকে ঐ ভূমি হইতে বঞ্চিত
কিম্বা ঐ ভূমির উপরে তাঁহাদিগের যে স্বত্ব
ছে, তাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্ত করা প্রধান
র কর্ত্তব্য হয় না। ভূমী বিক্রয় করিবার কিম্বা
দিবার জমীদারদিগের যে স্বত্ব আছে, তাহা
মূল যুক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদিগের
ধানী পাইবার পূর্ব্ব অবধি জমীদারেরা এই
অনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। উপরে
প বিচার করা হইল, তদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে
ণ হইতেছে, জমীদারেরা বঙ্গদেশের ভূস্বামী।
রা যখন ভূস্বামী হইলেন, তখন ভূমির উপরে
দিগের যথেচ্ছ বিনিয়োগ ক্ষমতা আছে। রাজ-
ষরা যদি সেই ক্ষমতারোধী কোন প্রকার নূতন
বস্ত করেন, সেটী বৈধ বলিয়া কোনরূপে
ত হইতে পারে না। তবে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ব বল-
তাঁহারা বলপূর্ব্বক সকল কাজই করিতে
ন। সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ইংলণ্ডের উদার
নীতি বলের অনুমোদন করেন না। সে পক্ষেও
দের রাজপুরুষেরা বলপূর্ব্বক জমীদারের স্বত্ব
ন অনুমত নহেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়,
তীয় ব্যবস্থাপকগণ জমীদারের সেই স্বত্বধ্বংসে
ত হইয়াছেন। কৃষককে দখলী স্বত্ব প্রদান
লে যে সেই স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে
য় নাই। অতএব স্বেচ্ছানুসারে জমীদারেরা
রাংশের উপযোগী কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া
পুরুষদিগের কর্ত্তব্য এই, যাহাতে জমীদার ও
া উভয়ের মঙ্গল হয়, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান
ন। সে কার্য্য কি? আমাদের বিবেচনায়
প্রণীত প্রণালীর অবলম্বন করিলে উভয় পক্ষেরই
ল হইতে পারে। আমরা গৌরবে করিয়া-
ম, পুনরায় করিতেছি, মধ্য একটী নির্দ্দিষ্ট হারে
র নিষ্কর হইতে কর গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়া গিয়া-
। সেরূপ একরূপ সদুপায় আর হইতে পারে
। তবে তাহার সময়ে একটী সুবিধা ছিল। ভূমির
উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করা হইত। যে ক্ষেত্রে
য পরিমাণে শস্য জন্মিত, সেই পরিমাণে তাহার
ষষ্ঠ অংশ গৃহীত হইত। তাহাতে ভূমির উত্তম বিশেষ
বিবেচনার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এখন উত্তম
রূপে বিবেচনা করিয়া একটী হার নির্দ্দিষ্ট করিতে
হইবে। সেই হারের নির্দ্ধারণকালে কেবল যে
ভূমির অবস্থার নির্ণয় করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে,
তাহা নহে। কৃষিকার্য্যের ব্যয়, কৃষকের লাভ,
জমীদারের প্রাপ্য ও গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য এই সমু-
দায়ের এবং অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি নিবন্ধন আশঙ্কিত
ক্ষতির গণনা করিয়া হার নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।
এখন ঠিকা প্রজারা যে জমীর যে খাজনা দেয় তাহা
ধরিয়া হার কল্পনা করিতে হইবে। এখন ঠিকা
প্রজারা ভূমিবিশেষে সাত আট চারি পাঁচ দুই তিন
টাকা এইরূপে খাজনা দিয়া থাকে। এই সকল বিবে
চনা করিয়া হার দির করাই ন্যায়সঙ্গত।

এইরূপে কার্য্য করিলে জমীদারের প্রতিও
অত্যাচার হইবে না, প্রজার প্রতিও অন্যায় করা
হইবে না। হার নির্দ্দিষ্ট হইলে প্রজাকে দখলীস্বত্ব
দিবার প্রয়োজন হইবেনা। যে কেহ হউক না, যে
নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দিবে, সেই প্রজা। প্রজার
ভূমি হস্তান্তর করিবারও বিধি করিতে হইবে না।
প্রজার ইচ্ছা হইলেই অনায়াসে ভূমি হস্তান্তর করিতে
পারিবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, ভূয়োদর্শন বলে আমা-
দের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, জমীদারের খাজনা
আদায়ের অসুবিধা এবং প্রজার দেয় খাজনার হার
বৃদ্ধি লইয়া জমীদার ও প্রজার গোলযোগের মূল।
ঐ দুটী বিষয়ের গোল নিষ্পত্তি হইলে সমুদায়
গোল নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।
আমরা উপরে যে দুটী উপায়ের নির্দ্দেশ
করিলাম, যদি তদনুসারে কার্য্য হয়, জমীদার প্রজা
ও গবর্ণমেণ্ট সকলের পক্ষেই মঙ্গল হইবে। ব্যবস্থা-
পকগণের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল এই, ভাবিয়া ভাবিয়া
মাথা ধরাইতে হইবে না এবং তাঁহাদের বহু মূল্য
সময় বৃথা ক্ষেপ করিতে হইবে না।

ভারতীয় প্রতিনিধি সভা।

বিলাতে ভারতীয় প্রতিনিধি সভা নামে একটী
সভা পরিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এ দেশীয়দিগের
যে বহুল পরিমাণে উপকার লাভ হইবে তদ্বিষয়ে
অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সভা কেবল যে ভারতের
শাসন সংক্রান্ত দোষের আলোচনা করিবেন এরূপ
নহে, মহারাণী প্রভৃতির সভ্যগণকে সকল বিষয়
বিদিত করিয়া তাঁহাদিগের ভারত শাসনকার্য্যের
সহায়তা করিবেন। ফলতঃ এদেশীয়েরা পশ্চাৎ
শিক্ষার গুণে ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়ে যেরূপ
আপনাদিগের কার্য্যদক্ষতা ও ক্ষমতা প্রদর্শন ক
তেছেন, তদ্দর্শনে অনেক নিষ্কারণয় ব্যক্তি আপন
দিগের স্বার্থহানির সম্ভাবনা হইতেছে ভাবিয়া হিংসা
দ্বেষে পূর্ণ হইতেছে বটে কিন্তু দায়িত্বশীল যদি বিশ
যুক্তির অনুমোদিত কার্য্য সকল একে একে সম্প
করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা উচ্চাশয় ব্যক্তি
দিগের স্নেহের ও ভক্তির পাত্র হইবেন তদ্বিষ
সন্দেহ নাই। এখনই দেখা যাইতেছে, উদারপ্রকৃ
অনেক মহাপুরুষ ভারতবাসীর বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধি
মত্তা দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছেন। ব্রিটিশ সিংহে
প্রবল পরাক্রমে যে সকল স্থান তাঁহাদিগের করায়
হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাদিগে
মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। ভারতবাসীরা তাঁহাদিগে
যেরূপ ভক্ত ও অনুরক্ত তাহাতে ভারতশাসনের ভ
ভবিষ্যতে যে তাহাদিগকে কোন প্রকার চিন্তাগ্র
হইতে হইবে না, তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখি
পাইতেছি। ইংরাজ রাজপুরুষগণ ভারতশাস
কালে যখন ভারতবাসীর পরামর্শ গ্রহণ কার
তাহার গুণ দোষ বিচার পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হ
বেন, ভারতবাসীকে অবিশ্বাস না করিয়া বিশ্ব
করিতে শিখিবেন তখন যে তাঁহারা অধিকতর নি
পদ হইবে, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। ভারত
হইতে যাঁহারা পূর্ব্বে ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করি
যাইতেন, রাজনীতি সম্বন্ধে ইংলণ্ডকে পরামর্শ অ
তাঁহাদিগের সাহায্যদান বিষয়ে তাদৃশ যত্ন, উ
সাহ ও অধ্যবসায় ছিল না, কিন্তু এখন ভারতব
যেমন শিক্ষা বিস্তৃতি হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে
গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবার বিষয়ে লোকের অনু
বাড়িতেছে। অতএব ইংলণ্ডে যে এ দেশীয় শিক্ষি
লোকের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইবে, তাহা স্পষ্ট বুঝি
পারা যাইতেছে। শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে
প্রস্তাবিত সভার কার্য্য যে উত্তরোত্তর উৎসাহে
উৎসাহসহকারে সম্পাদিত হইবে, তাহাতে সন্দে
নাই। সভা নিম্নলিখিত উপায়ে কার্য্য সম্পন্ন ক
বেন, স্থির করিয়াছেন।

প্রথমতঃ ভারতের দুঃখ, ক্লেশ ও অভাবাদির বি
অবগত হইবার নিমিত্ত এক সভা সমুদায় ব্যবস্থা
সভা ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট সংবাদ পত্রাদি লি
লেন। দ্বিতীয়তঃ এই সভা সকল বিষয় আ
হইয়া পার্লামেণ্টের ভারতহিতৈষী সভ্যগণের গো
করিবেন এবং মহাসভায় তাহার বিষয় আ
চনা হয়, তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান রাখিবেন। অ
নিষয়ের যাহাতে চিরকর ফল জন্মে তজ্জন্য যে
উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, সভা তদনুষ
চেষ্টার ত্রুটী করিবেন না। তৃতীয়তঃ মহা

ন্দোলনের যে ফল হইবে, তাহা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড
ভয় স্থলেই সাধারণে প্রচার করিবেন। এক্ষণে
রতস্থ প্রতি ব্যক্তিই এই কার্য্যের জন্য অর্থ ও
হবাদাদি দান দ্বারা প্রস্তাবিত সভার সাহায্যদান
রা কর্ত্তব্য। সভা উঁহাদিগের অনুষ্ঠান পত্রের
পসংহারে বলিয়াছেন "স্বদেশবাসী ভ্রাতৃগণ!
রতবর্ষ বহু দিবস অবধি নানা প্রকার দুঃখ, ক্লেশ
অভাব সহ্য করিয়া আসিতেছে। এই সকল
ময় একবার পার্লামেণ্টের গোচর করিবার কোন
ষ্টা করা হয় নাই। ভারতীয় প্রতিনিধি সভার
স্থাপন দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। ইহা
রা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটী নূতন
গের সৃষ্টি হইল। রাজা প্রজা সকলেরই মঙ্গল
াধন করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতে বিস্তর
ভা আছে সত্য কিন্তু শাসনকর্ত্তার দোষ বসিয়া
ারতবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার জন্য
ই প্রথম সভা। ইহা ভারতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা
র্দ্ধন করিবে। ইহার দ্বারা সকল প্রকার অভাব
াচন ও অবিচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার
বশেষ সুবিধা হইবে। ইহা একটী মধ্যবিন্দু স্বরূপ
হল। সময়ে এই মধ্যবিন্দুর চারি দিকে আমাদের
ন সম্পদ ক্ষমতা বুদ্ধির প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে। যে
ভপ্রায়ে এই সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং সেই
ভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য যে উপায় অবলম্বন করিবার
ংকল্প করা হইয়াছে তাহা বিধি সঙ্গত ইহা কেহই
অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমাদিগের
াতি ও ধর্ম্মগত যত কেন বিভিন্নভাব থাকুক না
আমাদিগের স্বার্থ এক। অতএব সিন্ধু হইতে ব্রহ্ম
পুত্র পর্য্যন্ত, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যত
অধিবাসী আছেন, আসুন আমরা সকলে এক প্রাণে
ও এক মনে মিলিয়া আমাদিগের সাধারণ মঙ্গল
ন ধন ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য
ষ্টা করি।"

এই বাক্যগুলি স্বয়ং উহার ব্যাখ্যা ও টীকার
পযোগী, আমার ব্যাখ্যা বা টীকা করিবার প্রয়োজন
দেখিতেছি না। এখন আমাদের কর্ত্তব্য এই, যদি
যেমন লোক, তাঁহার সাধ্যানুসারে তেমনি সাহায্য
করিয়া উক্ত সভার বল পুষ্ট করিবার চেষ্টা পাওয়া
উচিত। এস্থলে আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি,
উক্ত সভায় যে সকল এ দেশীয় সভ্য আছেন,
তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্ট সভায় প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা
করুন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইয়া আত্ম দুঃখ
নিবেদন করিতে না পারিলে প্রকৃত প্রস্তাবে অভীষ্ট
সিদ্ধ হওয়া কঠিন। যার দুঃখ তাহার মুখে শুনিলে
শ্রোতার মন যেমন আর্দ্র ও বিচলিত হয়, প্রতি-
নিধির মুখে শুনিলে সেরূপ হয় না। এই নিমিত্ত

ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রকারেরা স্বয়ং ও প্রতিনিধি
কৃত কার্য্যের ফলের বহু তারতম্যের কথা কহি
য়াছেন। অতএব জাতীয় প্রতিনিধি সভার সভ্য
গণের পার্লিয়ামেণ্ট সভায় প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা
পাওয়া একান্ত আবশ্যক। কথায় বলে, চেষ্টার অসাধ্য
কর্ম্ম নাই। বিশেষতঃ ইংরাজ জাতি সাধারণতঃ
গুণগ্রাহী। তাঁহারা গুণের গৌরব করিয়া লোকের
উৎসাহ বৃদ্ধি করেন; কিন্তু কখন গুণের অবমাননা
করেন না। তাঁহারা এত দিন এ দেশীয়দিগের
গুণের পরিচয় পান নাই, এই নিমিত্ত এ দেশীয়
দিগকে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সভ্য পদ দানে উৎসুক
হন নাই, এখন গুণের পরিচয় পাইয়াছেন এখন যে
উৎসুক হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন
অল্প চেষ্টাতেই কৃতার্থতা লাভ হইবে।

ন্যায়বান্ লোক যে অন্যায়ের পোষকতা করিতে
পারেন না এটী স্বতঃসিদ্ধ। যাঁহারা ফৌজদারী আই-
নের সংশোধন প্রস্তাবের পোষকতা করিতেছেন,
তাঁহারা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে সমাজে
বেড়াইয়াছেন, যেরূপে শিক্ষিত হইয়াছেন, প্রতি
বাদকারিগণও সেই দেশে জন্মগ্রহণাদি করিয়াছেন।
তবে পরস্পরের মতবৈষম্য হয় কেন? তাহার কারণ
স্বার্থপরতা। এই স্বার্থপরতা প্রণোদিত হইয়া কত
লোকে যে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন,
তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পাপী যেমন মৃত্যুকে ভয়
করে, সাধু কখন সেরূপ করেন না। তেমনি স্বার্থ-
পর ব্যক্তিরা এ দেশীয়ের হস্তে ইউরোপীয়ের বিচার
ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে অত্যাচারাদির ব্যাঘাত ঘটিবে,
ভবিষ্যতে এ দেশে চাকরী থাকা দুষ্কর হইবে
ভাবিয়া ইহার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিতেছেন।
পক্ষান্তরে যাঁহারা ধার্ম্মিক ন্যায়নিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ,
তাঁহারা অত্যাচারের নিবারণ চেষ্টা পাইতেছেন,
তাঁহাদিগের কার্য্যের যে কোনকালে কোন ব্যাঘাত
ঘটিবে না ইহাও তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, সুতরাং
এতদ্বিষয়ক তাঁহাদিগকে ভয়বিহ্বলও হইতে হয়
না। পাঠক! দেখুন কলিকাতা টাউনহলে কোম্পা-
নীর রবিন হুডের সাহেব ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাবিত
আইনের বিপক্ষে কোন কোন লোককে মত প্রকাশ
করিতে দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া ষ্টেটসম্যানে কেমন
একখানি যুক্তিপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। তিনি
বলেনঃ—মহাশয়! আপনার সংবাদদাতা শনিবারের
ষ্টেটসম্যানে একখানি পত্র লিখিয়া যে অভিপ্রায়
প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলি সত্য। ভারতবর্ষে
রাজপুরুষেতর অনেক ইউরোপীয় আছেন, তাঁহারা
কেবল যে ইলবার্টের প্রস্তাবিত বিষয়ের আন্দোলনে
সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন না এমন নহে,
এতদ্বিষয়ক তাঁহারা অত্যন্ত লজ্জিতও হইতেছেন
আমার নিজের সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি, এই
আন্দোলনে আমার অত্যন্ত অবরোধ হইতেছে
আমি বড় আশ্চর্য্য হইয়াছি, যাঁহারা বিজ্ঞ বলিয়া
পরিচিত, তাঁহারা এই অন্যায় বিষয়ের প্রোবক্ত
করিতেছেন। যাহা হউক, আমি এ বিষয়ে
করিতে ইচ্ছা করি না। ব্যবস্থাপক সভায়
বিষয়ে যে বক্তৃতা হইয়াছিল, যিনি দীর্ঘচি
তাহা পাঠ করিবেন ও ইহার প্রতিবাদে উ
মুক্ত হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত মত প্রকা
নিবন্ধন উপহসিত হইবেন। তবে আমি কেব
এই মাত্র বলিতে পারি, তাঁহারা যথার্থ ভদ্রলো
হইবেন, তাঁহাদিগের মতের আমার সহিত সামঞ্জ
হইবে। অন্য বিষয়ে আমাদিগের যত কেন ম
ভেদ হউক না, একটী বিষয়ে মতের সামঞ্জস্য হইবে
সেটী এই, যে ঐ কথাটী অসঙ্গতভাবে অনুচি
হইয়াছে।

যাহারা পাণ্ডুলেখের বিরোধী আমি স্বীকার ক
ন্যায় তাঁহাদের পক্ষে ন্যায় আছে কিন্তু ভারতবর্ষে
প্রজাদিগের যাহারা হৃদয়ে আঘাত লাগে তাঁহাদে
পক্ষ হইতে এরূপ পত্র ও প্রস্তাব লেখা
উচিত? প্রস্তাবিত বিষয়ে যুক্তির যদি সাবয়
থাকিত কখনই এরূপ লেখার আবশ্যকতা হইত না
যদি এরূপ লেখা অনাবশ্যক হইল তাহা হইলে
লেখা নিষ্ঠুর। আর যদি বিবেচনা পূর্ব্বক ইহা লিখি
হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা কাপুরুষোচিত। যা
বলা হইয়াছে তাহার অধিকাংশ বিবেচনাহীন হই
বলা হইয়াছে। ইংরাজেরা যে উদ্ধত প্রকৃতি
দেশীয় অনেক লোকে তাহা অবগত আছেন, অন
উত্তেজিত হইয়া তাঁহারা যাহা বলিয়া ছি আ
বিবেচনায় এ দেশীয়দিগের হৃদয়ে তাহা বদ্ধ
হইবে না।

আমরা প্রথমে উক্তজনার যে কোন ওজর ক
কিন্তু এখন সে সময় নাই। যদি সমাচারপত্র সম্প
হইতেরা উপযুক্ত প্রকার পত্র অগ্রাহ্য করেন এ
যে সকল প্রস্তাবের যে সকল বাক্য এ দেশীয়দি
হৃদয়ে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা, যদি সেই প্র
হইতে সেই বাক্যগুলি দূরীভূত করেন, তাহা হই
আমি আশা করি, ইংরাজেরা শত শত বর্ষ
এ দেশীয়দিগের সহিত সমসুখ দুঃখভাগী হইয়া জীবন যা
করিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

পারিস ১৬ ই মার্চ্চ। যাহাদিগের উৎসাহে আনেক
উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে খুব হইয়াছে

লণ্ডন ১০ ই মার্চ্চ। মন্ত্রণভা ও পার্লামেণ্ট মহাসভার ...রক্ষার পুলিষপ্রহরীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। সেণ্টজেম্স সাহেব বলিয়াছেন, হোয়াইটহলের ডুয়টিরা ... অনেক ডুয়টিনার পরিচায়ক। এই গুণপাত্র চলিল।

টাইম্স বলেন, ভারতবর্ষের অন্ত যাহা সম্পন্ন সন্তোষজনক। ...ডিনিউস ও ইহার অনুমোদন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে পুরস্কারের ... অল্প ঋণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই মার্চ্চ। হোয়াইটহল ষড়যন্ত্রকারীর যিনি সন্ধান দিয়া দিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১০০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। মেরিয়া আইনের সংশোধন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছিল। এই পাণ্ডুলিপি একণে গ্রাণ্ড কমিটীতে উপস্থিত করা হইয়াছে।

বৈদেশিক কার্য্যের অণ্ডার সেক্রেটারি প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, ম্যাডাগাস্কারে যে সকল ইংরাজ বণতরি আছে, তাহার ...ধ্যক্ষে গবর্ণমেণ্ট তথায় আর নূতন সৈন্য প্রেরণ করিতে ...ক নহেন।

ডব্লিনস্থ হাইকোর্ট প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, যে সকল অট্টালিকায় সাধারণের কার্য্য হইয়া থাকে...সেই সকল অট্টালিকা ...তে কেহ দগ্ধ করিতে না পারে, তজ্জন্য অতিরিক্ত ৫ শত ...রক্ষকারী নিযুক্ত করা হইবে।

মিশর শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে লর্ড হক্টন এক পত্র প্রচারিত করিয়াছেন। তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, যে ব্যবস্থানুসারে ...পে শাসন কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, যাবৎ তাহা বিশুদ্ধ ...পন্ন না হইবে, তাবৎ যে সকল লোক এই কার্য্যের সহায়তা ...তেছেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না।

লণ্ডন ২১ এ মার্চ্চ। বৈদেশিক কার্য্যের অণ্ডার সেক্রেটারি ... রাত্রিতে কমন্স হাউসে বলিয়াছেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেন ...কারে সন্ধিবন্ধন করিবারই চেষ্টা পাইবেন।

পারিস ২১ এ মার্চ্চ। এম, ডি রোজা অদ্য কঙ্গো নদীতে ...যাত্রা করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

ময়ূরভঞ্জের মহারাজ একটী দুই বৎসর বয়স্ক পুত্র ...খিয়া প্রাণত্যাগ করাতে তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনকে রাজ্য চালাইবার ভার দিতে অভিলাষী হন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের কথা ...না শুনিয়া সরকারী লোকের উপরে কর্তৃত্ব ভার ...র্পণ করাতে ওডনেল সাহেব একদা কমন্স হাউসে ...ারতবর্ষের অণ্ডার সেক্রেটারিকে এই অত্যা...রের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন, দেশীয় ...গণের রাজ্যের উপর যে আপনারা যথেচ্ছ অত্যাচার করেন, এপর্য্যন্ত তাহা কখনোই প্রমাণিত হয় ...ছে। এই কার্য্যের দ্বারা রাজ্ঞীর ১৮৫৭ অব্দের ...ঘোষণা ভঙ্গ হইতেছে। অণ্ডার সেক্রেটারি ক্রস ...হেব সংবাদ শুনিয়া ষ্টেট সেক্রেটারিকে এই বিষয় ...জ্ঞাসা করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, মন্ত্রভঙ্গ সংক্রান্ত ...ন্দোবস্ত সম্বন্ধে নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তিনি তাহা ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই বন্দোবস্তে বাস্তবিক অত্যাচার ঘটিয়াছে কি না, ওডনেল সাহেবের তদ্বৃত্তান্তটী সংগ্রহ করিয়া সভায় গোচর করা উচিত ছিল।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ঈডেন ইণ্ডিয়া কাউন্সিল পদ লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কপালে বিধি সুখ্যাতি লিখেন নাই। প্রথম প্রথম লর্ড হার্টিংটনের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু কিছু দিন তাঁহার সহিত ব্যবহারের পর লর্ড হার্টিংটন তাঁহাকে বড় কুসংস্কারাবিষ্ট দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। লর্ড কিম্বার্লে ষ্টেট সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি তাঁহার কিছুমাত্র আদর করেন নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলের উপর তিনি বড়ই প্রীত। ইংলণ্ড ভারতবর্ষ নয়। সেখানকার প্রধান ব্যক্তিদিগের কাণ্ডারী করা বড় কঠিন।

মান্দ্রাজে ডিক্রিডিভি নামে এক প্রকার বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। তত্রত্য রেবিনিউ বোর্ড বলেন, পিড়া দ্বারে এই বৃক্ষ ছয় বিঘা ভূমিতে রোপণ করা হইয়াছিল। লণ্ডনের বাজারে তাহার প্রত্যেক টন ১৯০ টাকার হিসাবে বিক্রীত হইয়াছিল। এই বৃক্ষের ফলে এরূপ উৎকৃষ্ট কালী প্রস্তুত হয় সে সেরূপ কালী কিছুতেই প্রস্তুত হয় না। এই বৃক্ষের অর্দ্ধ ছটাক দানার মূল্য বার টাকা।

ইণ্ডয়ানের অন্তর্গত সাইঠিভেল নামক স্থানে রঙ্ক নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বদা তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিত। রঙ্কের দৌরাত্ম্যে পাড়ার মেয়েরা পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। একদা রাত্রিতে রঙ্ক মদ খাইয়া চড়িয়া গাড়ার স্ত্রীকে গুরুতর প্রহার করিতে থাকে। রমণীর চীৎকারে দুই জন পুলিষকর্ম্মচারী তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা স্ত্রীলোকটীর দুর্দ্দশা দেখিয়া রঙ্ককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কতকগুলি রমণী ছদ্মবেশে আসিয়া পুলিষ কর্ম্মচারীদিগকে ধরিয়া রাখিয়া রঙ্ককে যথেচ্ছ প্রহার করিতে আরম্ভ করে। তন্মধ্যে শতমুখীর প্রহার এরূপ গুরুতর হইয়াছিল, যে রঙ্ককে হাসপাতালে গিয়া অবস্থান করিতে হয়। শতমুখী কেবল এদেশীয় মেয়েদের মহান্ত নয়।

ইটলী, জার্ম্মণি ও সুইজরলণ্ডে শবদাহ করিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। ১৮৮১ অব্দে ইটালীতে ৩৫০ টা শবদাহ করা হইয়াছে। ইউরোপে ও ভারতে ক্রমে পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ চলিত হইতে চলিল। ইউরোপের কতকগুলি প্রথা ভারতে চলিয়াছে, আবার ভারতের প্রথাও ইউরোপে চলিতে লাগিল: শতমুখী প্রহার তাহার প্রধান প্রমাণ।

এখন প্রতি সপ্তাহে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে ডাক গিয়া থাকে। গত বর্ষে এই ডাকের চিঠি পত্রাদির মাশুলে গবর্ণমেণ্ট ৭০০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অদ্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পত্নী ও কন্যা এবং হাইকোর্টের অন্যতর জজ সি, ডি, ফিল্ড সাহেব পেসোয়ার নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করিলেন।

এবার কলিকাতা মেডিকেল কালেজে বাবু মোহিনী মোহন রায়ের দানশৌণ্ডতা দর্শনে আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। সংস্কৃত শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ হইবে তাঁহার গুরু পুরস্কারের স্বরূপ ৬০ টাকা প্রাপ্ত হইবেন। এতদর্থ তিনি চারি টাকা সুদের দেড়হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়াছেন। এই পুরস্কার ক্ষেত্রমণি দেবী দত্ত পুরস্কার নামে অভিহিত হইবে। তিনি আর ৩ সহস্র টাকা দিয়াছেন। তাহার বার্ষিক সুদ ১২০ টাকা। যে যে ছাত্র উপাধি পরীক্ষায় দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাদিগের উপদেষ্টারা ৬০ টাকা করিয়া দুটী পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। এই পুরস্কার তাঁহার মৃত পিতা রামকৃষ্ণ রায়ের স্মরণার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি আর চারি সহস্র টাকা দিয়াছেন, তাহার বার্ষিক সুদ ১৬০ টাকা। কৃষ্ণনগর ও রাজসাহী কালেজের যে যে ছাত্র বি, এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারাই ৮০ টাকা করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। যে বৎসর কেহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে না পারিবেন সে বৎসর শিক্ষা বিভাগের ডাইরক্টার ইচ্ছানুসারে ঐ ঐ কালেজের এম, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে এই পুরস্কার দিতে পারিবেন।

যাঁহারা হলবার্ট সাহেবের আইনের বিরোধী তাঁহারা দেখুন, গোরা প্রভৃতির হস্তে পড়িয়া দেশীয় মেয়েরা কিরূপ বিব্রত হইতেছেন। গত ১১ ই মার্চ্চ বারাকপুর ছাউনির কয়েকজন গোরা একটী অসহায় দেশীয় রমণীকে দেখিয়া তাহার সতীত্ব হরণে চেষ্টা পায়। রমণী বিপদ বুঝিতে পারিয়া ভয়ে দৌড়িতে থাকে। দুরাত্মারা মৃগীর পশ্চাতে ব্যাঘ্রের ন্যায় ধাবমান হয়। রমণী বিপদ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সম্মুখস্থ একখানি দোকানে আশ্রয় লয়। নব-রাজসেবা ইহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া সেই দোকানে প্রবেশ করে এবং দোকানদারকে গুরুতর প্রহারপূর্ব্বক ভয়বিহ্বলা রমণীকে টানিয়া বাহির করিয়া আনে। শীকার হস্তগত হইল দেখিয়া তাহারা আনন্দচিত্তে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ির অনুসন্ধান করিতে থাকে। রমণী এই সময়ে সকলকেই ব্যস্ত সমস্ত ও অন্যমনস্ক দেখিয়া এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে পলায়ন করে,

ায়া আর তাহার কোনি উদ্দেশ পায় নাই। যাহা
ক, ঈশ্বর লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন বলিতে
ব কিন্তু এরূপ অত্যাচার করিলে প্রজারা কতক্ষণ
টতে পারে, আইনের বন্ধনশিথিলতা এবং বিচার-
ভিগের ইহাদিগের সহিত সমস্থ দুঃপতাই যে
অনর্থের মূল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ন
ন্তিক পশু শাসনের জন্য ভিন্ন আকারের দণ্ড-
র আবশ্যক হয়। দেশীয়দিগের জন্য যে দণ্ডের
ম আছে, সে দণ্ডে যথোচিত গোরা কদ্ধ হইবে
মাদিগের ত এরূপ বোধ হয় না।

প্রভাতীর উলুবেড়িয়াস্থ সংবাদদাতা লিখি-
ছেন "গত ২২এ ফাল্গুন তারিখে এ অঞ্চলে
ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এখনকার বৃদ্ধ
কেরা বলেন যে, এরূপ আশ্চর্য্য ঝড় তাঁহারা কখন
খেন নাই। ইহাতে মানুষ, গোরু, ছাগল, ও
ড়ী যে কত বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা
র না। আম, কাঁঠালের ত কথাই নাই। সাতক্ষীর
শ্চম দক্ষিণ কোণ হইতে প্রায় কেবল ১৫। ১৬
ত, একটী ভয়ানক বাতাস আরম্ভ হয়, ক্রমে সেই
তাস এত প্রবল বেগে বহিতে থাকে, যে কেহ
ড়ীর বাহিরে যাইতে পারেন নাই। একটী ছাত্র
হইতে আসিতে আসিতে উক্ত ঝড়ের মুখে
ড় এবং সামলাইতে না পারায় দূরে নিক্ষিপ্ত
পরিশেষে অনেক কষ্টে গৃহে আসিয়া পৌঁছে।
ন তাহার পুস্তক বস্ত্রাদি কোথায় যায়, তাহা
দ্ধারণ করা যায় নাই। অপর দুই জন ব্রাহ্মণ
ড়ের মুখে পড়েন এবং তাঁহাদের শরীর বাতাসের
তে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। চন্দ্রপুরের একটী
ুর মুখে শুনিলাম, একটী গোরু সেখানকার এক
ঠে পড়ে এবং বাতাসের বেগে তাহার মাথা এ পা
ক দিকে ও শরীরের অপরাংশটী আর এক দিকে
ছ। যাহারা ১৫। ১৬ হাত প্রস্থের বাড়ি র ছিলেন,
হারা ঝড় বলিয়া জানেনও নাই।

শিক্ষাবিভাগে ৩টী নূতন পদ সৃষ্টি করিবার কল্পনা
রা হইয়াছে। এক জন শিক্ষাসংক্রান্ত মন্ত্রী ও এক
ন তাঁহার সহকারী হইবেন। কে, ডবলু, এডগার
এ, ডবলু ক্রস্ট এই পদের প্রার্থী।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষ হইতে
ক্ষণ অষ্ট্রেলিয়ায় কুলি প্রেরণের অনুমতি দান
রিয়াছেন।

এবার কলিকাতার মেডিকাল কালেজ বঙ্গের পর
ন খোলা হবে সেই সময়ে পাঁচটী ইউরোপীয়
ফিরঙ্গি এবং একটী দেশীয় রমণী ইহাতে অধ্যয়ন
রতে আরম্ভ করিবেন।

প্রাইভেট ডনার নামে এক জন সৈনিকপুরুষ
ক জন দেশীয়কে গুলি মারিয়া বধ করাতে সেসা-
ন দ্বারা মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বোম্বাই হাইকোর্টের দায়রা
সোপর্দ্দ হইয়াছে। এ ব্যক্তি এখন পাগলামীর ভান
করিতেছে।

রঘুনাথগঞ্জে এক অদ্ভুত মানুষ আসিয়াছে। এক
দিন জঙ্গিপুরের নিকটস্থ শ্মশানভূমিতে একটী মৃত
দেহের অবশিষ্ট একখানা হাত কুকুরে খাইতেছিল।
উপরি উক্ত ব্যক্তি আসিয়া কুক্কুরকে তাড়াইয়া শব
হস্ত নিজেই খাইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে এক
জন কনষ্টেবল উহাকে দেখিতে পাইয়া ধরিয়া স্থানীয়
ডাক্তারখানায় আনে। এই তামাসা দেখিবার জন্য
তথায় নিত্য নিত্য অনেক লোকের সমাগম হই-
তেছে। সকলেই উহাকে এই প্রকারে সেই শবহস্ত
খাইতে দেখিয়াছে।

সুরভি শুনিয়াছেন "কোন কোন দেশের লোক-
দিগকে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে দেখা গিয়া থাকে।
মৃত্তিকা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর, তবে
অভ্যাস হইলে ইহা তত অপকার করে না। পশ্চিম
আফ্রিকার অন্তঃপাতী গিনিবাসী নিগ্রোরা কাউক-
নামক হরিদ্রাবর্ণের এক প্রকার মৃত্তিকা ভক্ষণ
করিয়া থাকে। তাহারা বলে ঐ মৃত্তিকা অতি
সুখাদ্য। কাহার কাহারও পক্ষে ইহা মাদক দ্রব্যের
ন্যায় হইয়া পড়ে। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে ইহা
ভক্ষণ না করিলে তাহারা অস্থির হয় বোধ করে
এবং মাদক দ্রব্য সেবনের ন্যায় মৃত্তিকা সেবন করি
বার অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে না। ওয়েষ্ট
ইণ্ডিয়া উপনিবেশবাসী ক্রীতদাসেরা পূর্ব্বে মৃত্তিকা
ভক্ষণ করিত, কিন্তু মৃত্তিকা খাইয়া তাহাদের স্বাস্থ্য
নষ্ট হইতে আরম্ভ হওয়াতে ইংরাজেরা উহা বন্ধ
করিয়া দেন। মার্টিনিকের লোকেরাও মৃত্তিকা ভক্ষণ
করিত, এক্ষণে উহা ফরাসিদিগের অধীন হওয়াতে
সে স্থানে ঐ কুপ্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। কিউবা
ও পর্টরিকোর লোকেরা পূর্ব্বে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিত।
পঙ্ক আসিবার নানা স্থানে এই কুপ্রথা প্রচলিত
আছে। মাদাগাস্কার দ্বীপে ভাল মৃত্তিকা লোকের আহারের
জন্য বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। সিকিমের
লোকেরা লাল মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে;
তাহারা বলে, উহা গলগণ্ড রোগের প্রধান ঔষধ।
দক্ষিণ ইউরোপের কোন কোন স্থানের লোকে
মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে। সুইডেনের উত্তর
প্রদেশে "ব্রেডমিল" নামে একপ্রকার মৃত্তিকা
জন্মে, শুনা যায় তাহা প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে
লোকের ভক্ষণার্থ বিক্রীত হইয়া থাকে। দক্ষিণ
জর্মণিতে যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষের সময় আহারাভাব
হইলে তদ্দেশবাসীরা এক প্রকার মৃত্তিকা ভক্ষণ
করিয়া থাকে, তাহাকে "মাউন্টেন মিল" বলিয়া
থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী অরিনকো
নদীতীরস্থ সিমণ এবং বোলীভিয়া ও পেরু রাজ্যস্থ
পার্ব্বত্য প্রদেশবাসিগণের মধ্যে মৃত্তিকা ভক্ষণ ক
বার প্রথা প্রচলিত আছে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানি
ও পরিব্রাজক হাম্বোল্ড বলেন যে মেটা নদীতীরব
অটোমেক নামক অসভ্যজাতি বৎসরের অধিক
কাল কেবল মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধা
করে। গ্রীষ্মকালে নদীর জল হ্রাস হইলে ম
ধরিয়া খাইয়া থাকে, কিন্তু মৎস্যের সহিত এ
মৃত্তিকা না পাইয়া থাকিতে পারে না। আশ্চর্য
বিষয় যে অটোমেকদিগের মধ্যে রোগের বি
প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। ইহা কেবল অভ্যা
গুণেই বলিতে হইবে।

বেঙ্গল হেরাল্ড প্লীহা-রোগের একটী অ
মহৌষধের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। ফৌজদারী আই
সংশোধনই সে মহৌষধ। ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে ক
প্লীহা ফাটিবে না। এই মহৌষধ কেবল ন্যায়প
দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গিবস, হণ্টার, লা
ওটরেম প্রভৃতি বৈদ্য এবং দেশীয় সংবাদপত্র স
দকেরা ইহার মহদুপকারিতা স্বীকার করিয়াছে
মূল্য—অধিক দিন বাঁচিবার ইচ্ছা। দেশীয়দি
প্লীহা যে ফাটিবে না তদ্বিষয়ে প্রতিভূ হে
হইয়াছে। আবশ্যক হইলে সিমলায় গবর্ণ
হাউসে বিপন ও ইলবার্ট সাহেবের নামে পত্র লি
হয়।

টাইমস আলেকজান্দ্রিয়া হইতে সংবাদ পা
ছেন, ভারতীয় লোকদিগের অসন্তোষ ক্রমে
হইতেছে। কি ইউরোপীয় কি তদ্দেশীয়
লোকেই অসন্তুষ্ট; দেশীয়েরা ইউরোপীয়ের
এবং ইউরোপীয়েরা দেশীয়ের দ্বারা অনিষ্ট
এই আশঙ্কায় বিব্রত। লোকজনের কা
এক প্রকার বন্ধ। নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয়দি
কষ্টের একশেষ হইয়াছে।

সিবিলিয়ানদিগকে ভারতবর্ষীয় আইন ও ভ
বাসিগণের ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বিলাতে শি
নিয়োগের কল্প অবধারিত হইয়াছে। অত
সিবিলিয়ানদিগকে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় উ
শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে।

সম্প্রতি ফিজিবিদ্যা কালেজের ছাত্রীদি
বিলক্ষণ সমারোহের সহিত পারিতোষিক দান
সম্পন্ন হইয়াছে। লর্ড রিপণ, মিস গ্ল
প্রভৃতি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। গত ব
পরীক্ষায় শ্রীমতী মোহিনী সেন, কুমারী রাধা
লাহিড়ী, কুমারী চারুবালা দত্তমতা মজুমদার, মো
দাস, নিস্তারিণী দেবী, লক্ষ্মিণা রায় ও বিন্দুবা
বসু প্রভৃতি উত্তীর্ণ ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে
মোহিনী সেন বার্ষিক ২০০ টাকার একটী বৃত্তি, ও

এবং কতকগুলি পুস্তক। ঘাসারাণী এক শত
র মূল্য একটী রৌপ্য নির্ম্মিত ঘড়ি ও কতকগুলি
ক পুরস্কার পাইয়াছেন। কুমারী চারুবালা
শত টাকার একটী বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।
রোপর রমণীরা কেবল পুস্তকাদি পুরস্কার প্রাপ্ত
য়াছেন।

আগামী সেপ্টেম্বর অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে
মেরিকার অন্তর্গত বোষ্টনে একটী প্রদর্শনী হইবে।
দেশের কল ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি ইহাতে
র্শিত হবে। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
তবর্ষীয় দ্রব্যের গুণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য কমি-
র মনোনীত হইয়াছেন।

আজ কাল কলের সহিত ইংরাজদিগের প্রণয়টা
ছু বেশী বেশী হইয়াছে। বোম্বাইয়ে কলের
ব্যবসায় আসিয়াছে। ইহাদিগের সম্বর্দ্ধনার্থ ২১ টী
াপ ছোড়া হইয়াছিল। সম্রাট যে দিন সিংহা-
ন অধিরোহণ করেন, সে দিন একপ তোপ ছোড়া
য়াছিল, যে বোম্বাইয়ে আর কখন সেরূপ হয়
ই।

ব্যারিষ্টার ব্রাডলা সাহেবকে লইয়া যে
ন্দোলন চলিয়াছে তাহা ত কিছুতেই থামিল
। তিনি ভাবগতি দেখিয়া ইংলণ্ডে যাওয়াই
র করিয়াছেন। তাঁহাকে টাউনহলে শীঘ্রই
ানভোজ দেওয়া হইবে।

বিলাতে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের দ্বারা "জাতীয়
তিনিধি সভা" নামে যে সভা সংগঠিত হইয়াছে,
তার একজন প্রতিনিধি সে দিন কমন্সসভাইসে
ষ্টিত হইয়া ভারতবর্ষের হিতকর কয়েকটী বিষয়
র করিয়াছিলেন। টাইমসের সংবাদদাতা এতদ্
ন বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং যথেচ্ছ গালি
ন। যিনি যাহা বলুন আমাদিগের সে কথা
নবার প্রয়োজন নাই। সকাযা মুক্তরেং প্রাজ্ঞঃ।

বঙ্গদেশে জমীদারের অধীনে যে সকল প্রজা আছে,
ধ্যে ৫ শত টাকার উর্দ্ধ কর দেয় এরূপ ২০০০০,
শত অবধি ৫শত টাকা পর্য্যন্ত ১২০০০০,
৩ অবধি পঞ্চাশ পর্য্যন্ত ৬৮০০০০, পাঁচ অবধি
৩ পর্য্যন্ত ১৮০০০০০, বার্ষিক পাঁচ টাকারও ন্যূন
দেয় ৬২০০০০০ করমা আছে। বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ
৯টী উপবিভাগ। ইহার এক একটী উপবিভাগে
ডিষ্টাবের অধীন গড়ে ৭১০০০ করিয়া প্রজা আছে।
'অফো কমিশনের রিপোর্ট আগামী ১লা জুন
র্পিত হইবে।

শনিবার তিন জন ফিরিঙ্গি যুবক ট্রামওয়ে
য়া কালীঘাটে যাইতে যাইতে ইলবার্ট সাহেবের
াজদারী আইনের সংশোধন বিষয়ে কথোপকথন
রিতেছিল। পথিমধ্যে তিন বার বাঙ্গালী বাবুদিগের

সহিত এতদুপলক্ষে তাহাদিগের বিরোধ হয়। চতুর্থ
বারে একজন বাঙ্গালী যুবক তাহাদিগের তীব্র বাক্য
সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে উক্ত বিষয়ের
কথোপকথনে বিরত হইতে উপদেশ দেন। একজন
ফিরিঙ্গী যুবা এই ঘটনায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া
তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন আমাদিগের কথোপকথনে
তোমার থাকিবার অধিকার কি? আমরা যাহা
ইচ্ছা তাহাই বলিব, এই বলিয়া তাঁহার কথা অগ্রাহ্য
করিয়া পুনরায় সেইরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।
ইহাতে বাবুর সহিত তাঁহাদিগের বিরোধ উপস্থিত
হইয়া ঘুসাঘুসি হইতে থাকে, এই সময়ে প্রায় ২০
জন বাঙ্গালী ইহাতে যোগদান করেন। উভয়
পক্ষই থানায় নালিশবদ্ধ হয়েন, কিন্তু বিচারের দিন
কেহই উপস্থিত হন নাই।

ফৌজদারী আইনের সংশোধন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে
রাজা শিবপ্রসাদ মত প্রদান করিয়াছেন বলিয়া কেহ
কেহ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পোড়াইবার
কল্পনা করিয়াছেন।

রাজমাহেন্দ্রীর বিধবা-বিবাহ প্রচারিণী সভা
নিরাশ্রয় বিধবাকন্যার বিবাহ অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ
করিয়াছেন। তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন এই প্রকার
বিবাহের যাঁহারা ঘটক হইবেন, তাঁহাদিগকে এক
শত টাকা, যাহারা কন্যা সংগ্রহ করিয়া দিবে, তাহা-
দিগকে ৫০ টাকা করিয়া দিবেন। প্রত্যেক বিবাহে
তাঁহাদিগের ১০০০ টাকা করিয়া ব্যয় হইবে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম বিভাগ।

রেজিষ্টরি নম্বর

১ বালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২ মধুসূদন দত্ত
৪ জগচ্চন্দ্র রক্ষিত
১০ সৈয়দ এহায়া হোসেন
১০ সৈয়দ আলী নবী
১১ মাহমুদ মসিকল হক
১৩ শিবপ্রসাদ সহায়
১৮ আবদুল গফার
১৫ জীবনকৃষ্ণ ঘোষ
১৬ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯ উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪০ অমৃতলাল দত্ত

দ্বিতীয় বিভাগ।

৫ কাশিচন্দ্র মিত্র
১২ গোপালচন্দ্র বসু
১৬ পুলিনবিহারি লাহিড়ি
১৯ সৈয়দ গোলাম কাদের
২৩ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১ সৈয়দ আহাদার রহিম
৫ অতুলচন্দ্র
১১ বলরামলাল বিশ্বাস
১৩ মহেশচন্দ্র দত্ত
১৫ কালীকুমার দত্ত
১৮ গিরিশ গিরি
১৯ একবাল হোসেন
২০ জিনকড়ি ঘোষ
২১ বিনোদবিহারি ভট্টাচার্য্য
২৩ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায়
২৮ অক্ষয়কুমার দাস
২৯ যষ্টিচরণ সেন
৩০ নিবারণচন্দ্র বসু
৩১ কেদারনাথ দত্ত
৩৫ ব্রজেন্দ্রসুন্দর ঠাকুর
৩৬ উমেশচন্দ্র ঘোষ
৩৭ রামচন্দ্র পালুলদার
৩৮ কৃষ্ণচন্দ্র ঘটক
৩৯ অক্ষয়কুমার দত্ত
৪৮ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৯ রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৫৩ দ্বারকানাথ বসু
৯ তারিণীদাস চট্টোপাধ্যায়
১০১ মদনমোহন চক্রবর্ত্তী
১০৩ বৈকুণ্ঠচরণ পাল
১০৫ রঘুনাথ সহায়
১০৮ শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১১১ ভবনাথ দে
১১২ রাধানাথ দাস
১১৩ লক্ষ্মীনাথ দাস
১১৪ গোবিন্দচন্দ্র দত্ত
১১৭ নীলকমল রায়
১১৯ কৈলাসচন্দ্র গুপ্ত
১২১ আনন্দচন্দ্র চৌধুরী
১২৬ আবদুল করিম
১৪২ চারুনাথ মিত্র
১৪১ রসিকলাল চক্রবর্ত্তী
১৪৩ বিভূতিহারি সরকার
১৪৮ মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬১ মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৮ গোষ্ঠবিহারি সেন
১৭৩ প্রকাশচন্দ্র ঘোষ
১৮১ শশিভূষণ তালুকদার

ভারতবর্ষীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে ৪টী পুরস্কার
ত হইবে। প্রত্যেকটীর মূল্য ১৮০ টাকা। একটী
াঙ্কিত কার্পেটের নিমিত্ত ও একটী মৃৎপাত্র নির্ম্মা-
র নিমিত্ত। এই দুটী বিভিন্ন বিষয়ে যে ব্যক্তি
াপেক্ষা সুনিপুণ হইবেন, তিনিই উহার অনাতব
ত প্রাপ্ত হইবেন। পুরস্কার প্রার্থী শিল্পিদিগকে
এ ডিসেম্বরের মধ্যে স্ব স্ব শিল্পদ্রব্য বোম্বাইয়ের
র জেমসেটজির শিল্প বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের
ট প্রেরণ করিতে হইবে।

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, ভারতস্থ
শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পরস্পর সংলাপাদির দ্বারা
মাত্মিক ও মানসিক উন্নত সাধনার্থ ১৮৮২ অব্দের
এ জুলাই কলিকাতায় ইণ্ডিয়া ক্লব নামে একটী
ঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার প্রথম রিপোর্ট
মাদিগের হস্তগত হইয়াছে। অনরেবল নর্থব্রুক,
উইলিয়ম মিউর, অধ্যাপক মোক্ষমূলর, মনিয়ার
টিয়মস, ই, বি, কাউয়েল প্রভৃতি অনেক প্রধান
পণ্ডিত ব্যক্তি উহার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।
মাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর উহার প্রতি-
াষক হইয়াছেন। বেতারের অন্তঃপাতী কুর্গের
রাজ ও আর কয় ব্যক্তি সভার প্রথম কল্পনা
রেন। তাঁহাদের উদ্যোগেই সভাটী প্রতিষ্ঠিত
য়াছে। নিম্ন লিখিত মহোদয় যাবজ্জীবনের
মিত্ত সভার সভ্য হইয়াছেন। ইহাঁরা বিলক্ষণ
র্থ সাহায্যও করিয়াছেন।

কুর্গের মহারাজ	২০০০ টাকা।
বর্দ্ধমানের মহারাজ	১০০০ "
কাতুয়ার মহারাজ	৫০০ "
বলিয়ার মহারাজ	৫০০ "
রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ	৫০০ "
কুমার রামেশ্বর সিং	৫০০ "
কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া	৫০০ "
নবাব আগাহুল্লা খাঁ বাহাদুর	৫০০ "

সভার নিয়ম এই, যাঁহারা উহার সভ্যপদ গ্রহণ
রিবেন, প্রথম প্রবেশকালে তাঁহাদিগকে ৫ টাকা
বং মাসে মাসে ৬ই টাকা করিয়া দিতে হইবে।
বে যাঁহারা কলিকাতায় না থাকিবেন, তাঁহা-
দিগকে তিন মাসে তিন টাকা দিতে হইবে। টাকা
াগ্রম দিবার নিয়ম।

সভার পুস্তকালয়, বিশ্রামগৃহ, পাঠগৃহ এবং
বলিয়ার্ড খেলিবার ঘর করা হইয়াছে। বিশ্রাম
হে পানে ভোজনাদিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে
ীয় সুরাপান নিষিদ্ধ। পাঠগৃহের নিমিত্ত ইউরো
ীয় ও এ দেশীয় সমাচার পত্র ও মাসিক পত্র গৃহীত
ইতেছে। বিলিয়ার্ড খেলা এবং পান ভোজনাদির
ব্যবস্থাটী আমাদের ভাল বলিয়া বোধ হইল না।
আমাদের মনে শঙ্কা জন্মিতেছে, এই ব্যবস্থাটী হও-
য়াতে পাছে ইণ্ডিয়া ক্লব আমোদস্থান হইয়া উঠে।
আমাদের মতে সভার নিয়মিত সময় দর্শন বিজ্ঞান
ও সমাজসংক্রান্ত বিষয়ের আন্দোলন করিয়া অতি
বাহিত করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই যথার্থ উপকার
হইবে, সভাটীর যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,
তাহা সুসিদ্ধ হইয়া উঠিবে। যে সমস্ত পণ্ডিত সভ্য
বিদেশে আছেন, তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করা
হউক, তাঁহারা সময়ে সময়ে এক একটী প্রস্তাব
পাঠাইয়া দিউন, সেই প্রস্তাব লইয়া সভায় তর্ক
বিতর্ক হউক।

রিউটার ইতিপূর্ব্বে তারযোগে সংবাদ দিয়াছি-
লেন, রুশের বৈদেশিক সেক্রেটারি প্রিন্স গরচেস-
কর্ফ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু টাইমস ইহার
প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, গরচাসকর্ফ মরেন
নাই, তাঁহার পীড়াও হয় নাই। তিনি এক্ষণে
রুশের অন্তর্গত বাডেন বাডেন নামক স্থানে সুস্থ
শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন। রিউটার ভবেত
মজবুত সংবাদদাতা।

মিশরের মন্ত্রিসভা সুলতানকে ইংরাজদিগের
সহিত রাজ-নৈতিক বিষয়ে মিলিত হইয়া কার্য্য
করিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু
সুলতান তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন। সুলতানের
মস্তক যাবৎ স্কন্ধে থাকিবে, তাবৎ তিনি মিলিত
হইতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

লর্ড কিম্বারলে ভারতবর্ষের ষ্টেট-সেক্রেটারি
হওয়াতে এদেশীয় ইংরাজী সংবাদ পত্রের লণ্ডনস্থ
কোন কোন সংবাদদাতা বড় চটিয়াছেন। তাঁহারা
বলেন, লর্ড হার্টিংটন তবু কথঞ্চিৎ ইংরাজদিগের
পক্ষে টানিতেন, কিন্তু কিম্বারলে হইতে তাহার
কিছুই হইবে না। লর্ড রিপনেরই পোষাবার, তিনি
যাহা মনে করিবেন, তাঁহার দ্বারা তাহাই করিয়া
লইতে পারিবেন। তাঁহারা বলিতেছেন, আয়ার-
লণ্ডের অগ্রে ভারতবর্ষে আত্মশাসন-পদ্ধতি প্রচলিত
হইল। ইংলণ্ডের শাসন পদ্ধতি ভারতের শাসন-
প্রণালীর প্রতিযোগী হইতে চলিল। সংবাদদাতা
গুলি ভারতের কেমন মিত্র; পাঠক দেখিবেন।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত কোকাণ্ডার ৬ বৎসর পূর্ব্বে
প্রথম বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়, এই বিবাহ
ইংরাজী ১৬ই মার্চ্চে হইয়াছিল। এবিষয়ের প্রধান
উদ্যোগী ব্যক্তিরা উহার স্মরণার্থ বর্ষে বর্ষে ঐ সময়ে
একটী করিয়া উৎসব করিয়া থাকেন। গত ১৬ই
মার্চ্চে ইহার ষষ্ঠ উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া
গিয়াছে। বিধবা বিবাহের প্রতি এইত অনুরাগের
কথা শুনিলেন, এখন পাঠক বলুন দেখি, বঙ্গদেশে
এবিষয়ে কেমন গাঢ় অনুরাগ!

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, নবদ্বীপ গুটকুমার
এঅঞ্চলে আসিয়া সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উৎসাহ
বর্দ্ধনার্থ বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, সিবি-
লিয়ান এইচ, এইচ, টোবিন সাহেব গত ১৪ই মার্চ্চ
কুর্সংতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি এদেশীয়দিগের
অতি হিতৈষী ছিলেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত বোয়াজারির জমীদার মৃত
ফজল আলী খাঁর পত্নীর উপর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
মা ক্লন সাহেব যে ঘোর অত্যাচার করেন র‍্যাডক
সাহেব তাহার তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন, ইহা
আজিও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জনরবে অনেক
কথা শুনিতেছি, কিন্তু রিপোর্ট না দেখিয়া কোন
অভিপ্রায় প্রকাশ করা উচিত হয় না। আমাদের
রাজপুরুষগণের যে রিপোর্ট লিখিবার ক্ষমতা আছে,
তাহাতে আমরা অনুমান করিতেছি, চোঁড়া হইয়া
যাইবে। বিষবৈদ্যের যদি গুণ থাকে; তিনি
গোখুরাকেও চোড়া করিয়া তুলিতে পারেন।

মেদিনীপুরের খাসমহলের প্রজাগণ রাজস্ব-
আদায়কারীদিগের দ্বারা যে কিরূপ উৎপীড়িত হন,
গত ১৭ই পৌষের সোমপ্রকাশে তদ্বিষয়ে একটী
প্রস্তাব লিখিয়া পাঠকদিগকে উপহার দেওয়া
হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এই
বিষয় গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হওয়াতে তাঁহারা
বোর্ডকে ইহার অনুসন্ধান করিতে বলেন, বোর্ড এই
ঘটনা বিষয়ে একটী সুন্দর মিনিট লিখিয়াছেন।
প্রজাদিগের উপর যে অত্যাচার হয়, ইহা বোর্ডেরও
জানা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আদেশানুসারে নিম্নোক্ত।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ম জিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পি, মোলান ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ ওয়াইয়ার বর্দ্ধমানের জামদনবীস হইলেন।

হুগলীর প্রাচীনবি অবেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি, ডে ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডেপুটী কালেক্টর বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ও ভবপু হোসায় রাণাঘাট হইতে কদমতলা পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ের বর্দ্ধিতাংশের নিমিত্ত ভূমি সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার অবেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এচ, ভাণ্ডারেল রাজমাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এ, হপ্‌কিন্স

...লী ও ফরিদপুরের এচ, ডি, সাহেব ... ১৫০
...ক্টরের স্থান সকল প্রাপ্ত হইলেন।
...লপুরে ... মাজিষ্ট্রর ... ডেপুটী ম
...বাবু ... ম

...ট্রেট ... মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
...ট্রেট ... ডেপুটী কালেক্টর বি, ই, ...
...ট্রেট ... ডেপুটী কালেক্টর বি, ই, এম,
...ট্রেট ... ডেপুটী কালেক্টর ...
...ট্রেট ... ডেপুটী কালেক্টর ...
...ট্রেট ... ডেপুটী কালেক্টর ...

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধ তৈলে কেশের
ল শক্ততা, টাকপড়া প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার শিরো-
অন্যূন দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য
শিশি ১৷৷০ টাকা ছোট শিশি ১ টাকা।

দন্তরোগাপহ চূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আদিশ,
ত গোড়ার ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত-
এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের
সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। মূল্য ।০ আনা ।

সুগন্ধ নারিকেল তৈল।

মূল্য বড় বোতল ১ টাকা, ছোট বোতল ৷৷০
।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা আরোগ্য প্রাপ্ত
র লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।
ক পাঠাইতে হইলে ডাকমাসুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র
গবে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের
শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য।

বাতান্তক তৈল।

এই তৈল ব্যবহার করিলে পুরাতন বাত, গেঁটে-
, অসাড় বাত, রক্ত বাত, স্নায়ুরোগ, অস্থিগত বাত,
াগত বাত, অঙ্গকম্পন, শিরঃশূল, অবশাঙ্গ বাত,
ঙ্গব্যাপক বাত, ইত্যাদি যে কোন প্রকারের বাত
গ হউক না নিশ্চয় অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে।
রাপর ঔষধ বহুকাল ব্যবহার করিয়া যাঁহাদের
শয় উপকার হয় নাই এই তৈল ব্যবহারে তাঁহা-
ও আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

একপোয়া শিশি প্যাকিং সুদ্ধ ৸৷০
অদ্ধপোয়া ঐ ঐ ঐ ১৷০

প্রসিদ্ধ চক্ষুরোগের মহৌষধ ঐ শিশি ২৷৷০
প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবহারের নিয়মাবলি
ন যায়। ডাক মাসুল গ্রাহককে দিতে হয়।

শ্রী প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বাঙ্গালীটোলা বারাণসী।

কল্পদ্রুম পঞ্চম ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত
য়াছে। উহাতে পরিণামবাদের অসারতা, দেব-
নর মর্ত্যে আগমন, সাধিলেই সিদ্ধি, মনু-
ক্তিতা, অপূর্ব্ব মিলন (পদ্য), ক্ষীতিশবংশাবলী-
রিতম, চিনির বলদ, এই ৭ টী বিষয় সন্নিবেশিত
ছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল
কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা—অসমর্থ পক্ষে ৩ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কদাচ প্রেরিত হয় না।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড় ধুতি, চাদর জোড়া ১৷৵ হইতে ৭, টাকা পর্য্যন্ত, নানা প্রকার তৈয়ারি জামা অস্লাকার ও ছিটের ৸৵০ হইতে ৪, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩, হইতে ৬, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১, হইতে ২৸০ মোজা ৷৷০, ৷৵০, ।০ জোড়া; গাটার /১০, ৵০, ৷৵,৸৵, রুমাল রেসমী ১, ১৷০ ২৷৷০, সুতীরুমাল ।০, ৵০, ৵০, /০ তোয়ালে ৷৷০, ৷৵০, ।১০, ৵০, নূতন নূতন ফেসানের প্লেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১, ১৷০, ১৷৷০, ২, ২৷৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৪, ৬, ৭, বিলাতস্থ সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হইতে ৩৷৷০ লেভেণ্ডার ৸৵০ ফুরিড়া ৸০ পাইভারের ইউডিকলং ৸০, ৷৷০ অন্যপ্রকার ।০, ৵১০ অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি হেমকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশবিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন ৩, ২৷৷০, ১৷০, ৸৵০, ৷৵০, অটো ডিরোজ (অথার) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৩, সিনথোনি ২, মেকেসার অয়েল ১৷০, ৷৵০, উত্তম ঘাস ।০, ৷৷০, ১, ২, নানাপ্রকার এস্রারিং জোড়া ৷৵০, ।০, ৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার তাল ।০, ৷৵০, চিরুনী ৷৷০ হইতে /০ ব্রস ৷৷০ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কাপড়ে বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে, প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির ফিতা গজ ২, হইতে ৵১০, ঝুলটার, মোজা ও টুপি বুনিবার জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পৌণ্ড ৪, এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কার্পেটের বেগ, সেটের বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

মণিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন দ্রব্যাদি পাঠাই না।

ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল।

ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই রকম বার খণ্ড প্রকাশিত হইলে গ্রন্থ শেষ হইবে। টীকা আছে, সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, ছাপা ভাল, কাগজ ভাল। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় শেষ হইবে।

শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল বাঙ্গালা ভাষার এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য, উজ্জ্বলতম রত্ন, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই গ্রন্থ কীট-দষ্ট পুঁথি আকারে, মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় অগৌরবে বিরাজ করিতেছিল। গোড়েশ্বর রাজা ইহার মূল সূত্র, ময়নাধিপতি লাউসেন ইহার নায়ক। ইহাতে বীররস আছে, করুণ রস আছে, প্রণয় রস আছে। কবিতা সকল সরল ও সহজ ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন ইহা বাল্মীকি, হোমর, মিল্টন, ব্যাঙ্গলের সমতুল।

এই কয়েক মাস মধ্যে ঘনরামের আশাতিরিক্ত গ্রাহক হইয়াছে। আমরা কখন ভাবি নাই জন সাধারণ এরূপ আগ্রহ সহকারে এ গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন। বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের দুই মাস মধ্যে দুই হাজার গ্রাহক হওয়া সামান্য কথা নহে। এত অধিক গ্রাহক হইয়াছেন বলিয়াই মূল্য আর ৸, চারি টাকা করিতে হইল না। এক্ষণে সমুদয় গ্রন্থের মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা স্থির হইয়াছে। অগ্রিম মূল্য ভিন্ন কাহাকেও ঘনরাম দেওয়া যায় না। নমুনা দেখিতে চাহিলে এক খণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা পাঠাইলেই হইবে। গ্রাহকগণ আমার নামে মণিঅর্ডর দ্বারা টাকা পাঠাইবেন।

কলিকাতা
৪১ নং চাঁপাতলা ফার্ষ্ট লেন,
কলেজ ষ্ট্রীট (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়)

শ্রীযোগেন্দ্রচ
বসু, ঘনরা
প্রকাশক

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "আয়ুবর্দ্ধন" দুই খণ্ড। মূল্য ডাকমাশু
শুদ্ধ ২৷৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যে
জীবন-যাত্রির নিকট এই পুস্তক দুই খণ্ড থা
আবশ্যক।

(২) "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ
বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশু
শুদ্ধ ৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ন থাকিয়া চি কৎসা-বিষয়ে গত ২৫ বৎসরের
শিকার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
লাকদের পীড়া কটিতি আরোগ্য ও প্রসব
াদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ
করিতেছেন।

ক্ত-শোধক, মাংস-কোরক, ও মূত্রকৃচ্ছ্র, (বা
রী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে
া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
।

সাবিত্রী পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান
প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বনাথ দত্ত ৪ টাকার
নবাবাটীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদার-
নাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে)
আরম্ভ অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে।
মাসতঃ প্রতি মাসে ত্রিশ ফর্ম্মা
হা প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য অগ্রিমকারী গ্রাহক-
র পক্ষে প্রত্যেক ফর্ম্মার ৵০, বিনা অগ্রিমকারী-
র ।০ আনা, মফস্বলে সতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে।
মানে ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।
যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দিবেন,
দিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

মহাভারত কার্য্যালয় } শ্রীকালীদাস মিত্র।
অহিরীটোলা লেন, কলিকাতা। } প্রকাশক।

নূতন পুস্তক

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল /০।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড আদি পুস্তক লয়ে
পুরা।

জীবনজরৌষধী।

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ ব্যবহারে নূতন ও পুরা-
আমাশয়, রক্তামাশয়, গ্রহণী, উদরাময়, অজীর্ণ
কঠিন কোষ্ঠকাঠিন্য ও কঠিন পেটের পীড়া নিশ্চয়
আরোগ্য করে। ইহা কেবল ব্যাধির প্রতিষেধক
নহে, পরমায়ুবৃদ্ধি ও ধাতু পুষ্টিকারক। ডাকটিকিট
পাঠাইলে প্রতি ঔষধ পাইবেন। নিম্নের ঠিকানায়
রোগীর অবস্থা ও বয়স লিখিয়া মণি-অর্ডারে মূল্য
পাঠাইলে ব্যবস্থাসহ ঔষধ পাইবেন। মূল্য ২ টাকা
মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ ঘোষ।
গোয়াড়ি মালপাড়া জেলা নদীয়া।

রেজিষ্টারি করা  Registered

Dr. B. N. Dose's Gonorrhoea Mixture
(মেহ মিশ্র) ইহাতে মেহ, (প্রস্রাবের পীড়া) শ্বেত
প্রদর ইত্যাদি সপ্তাহে আরোগ্য হয়। নানা স্থান
হইতে অনেকে ইহার সুখ্যাতি-পত্র দিয়াছেন ও
তন্মধ্যে যাঁহারা অপর ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন
তাঁহারা বলিয়াছেন "আপনার ঔষধে অবশেষে রোগ
হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।" মূল্য ১, টাকা, প্যাকিং
।০ আনা।

Blood alterative (রক্তশোধক)। ইহা ব্যবহারে
গরমি, ঘাত, গাত্রে এবং হস্ত ও পদতলে পারা ফোটা,
ঘা ইত্যাদি রক্তদোষ পক্ষান্তে আরোগ্য হয়। মূল্য
১।০ প্যাকিং ।০ আনা।

ঠিকানা।—কলিকাতা, বল্‌ টালা, নং ৪৫ x চুনা-
গলি শ্রীবিপ্রদাস দাস এণ্ড কোম্পানি।

সাধারণের প্রতি

ম্যালেরিয়া জ্বরের জ্বালায় যাঁরা জ্বালাতন হইয়া
ছেন, ডাক্তারি চিকিৎসায় যাঁরা মনে প্রাণে মারা
পড়িতেছেন, ডাক্তর বৈদ্যের যত্ন যাঁরা আর যোগা-
ইতে পারেন না, তাঁদের আমি সরল জর-চিকিৎসা
পাঠাইতে অনুরোধ করি।

আপনি ১ লা ফাল্গুন হইতে ঘরিয়া দাবেরা ১।০
আনার বদলে ১, এক টাকায় এক এক ভাগ সরল
জ্বর-চিকিৎসা ; ৩, ৩ টাকার বদলে ১০ এক টাকায়
ধাতু-শিক্ষা (১ শিশি ঔষধ) ; ৬, ছয় টাকার বদলে ১/
তিন টাকায় এক ভাগ চিকিৎসা-কল্পদ্রুম পাইবেন।

ডাকমাশুল— সরল জ্বর চিকিৎসার এক এক ভাগের /১০,
ধাতু-শিক্ষার ৵, চিকিৎসা-কল্পদ্রুমের ৵০।

ঠিকানা কালীনাথ ২৫ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, পি, বানার্জি
এণ্ড কোম্পানির পুস্তকালয়।

কমিশন ১৫ হাসির ৫ ও শতকরা ১২৷৷০ টাকা। ১৫
কপির নীচে ২০ কপির ও টাকা।

সর্ব্বজ্বরাক্রান্ত।

ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর যে অবস্থাই কেন ঘটুক
না, সর্ব্বজ্বরাক্রান্ত খাইলেই তার উপকার হইবেই হইবে।

মূল্য প্রতি ১২ ঔন্স শিশির ১৷০, ডাকমাশুল
খরচা সমেত ৸৵০। আমার নিকট পাইয়া যা
ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা, ১৮০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।
সন ১২৮৯। ২৪ এ মাঘ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের
পেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নিতাইচন্দ্র রায়—রাজনগর
" " হরচন্দ্র চৌধুরী—শেরপুর
" জে, ডবলিউ, ইয়ং—বহরমপুর
" জে কর, বিশ্বাস—কলিকাতা
" বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—নাকাশপুর
" " গোপালকিশোর সর —বগুড়া
" " রঘুনাথ গুহ -মাহিগঞ্জ
" " তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—মজঃফর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ ক
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা।
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোম
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
হবেন, তাঁহারা স্ব স্ব গ্রাম নাম স্পষ্ট করিয়া
কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে
সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গেশকুমার চক্রবর্ত্তীর
নোট, কাগ, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আমার অফি
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য
দিত হইবার পূর্ব্বে যে সোমপ্রকাশ গ্রহণে
হইলে অবশ্যই মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক
তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে

যে কোন সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি
আনা হিসাবে পরে /০ এক আনা দিতে হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপু
করিয়া চক্রবর্ত্তীদিগের কলকম নম্বর ষ্ট্রীট
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ” । ২০ সংখ্যা

গ্রাম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ২০ এ চৈত্র। ইং ১৮৮৩। ২ রা এপ্রেল।

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৫০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ৮

বিজ্ঞাপন।

অষ্টাদশ বিদ্যা।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় “ বিদ্যাবিনোদ ” ময় প্রণীত উক্ত নামধেয় পুস্তকের প্রথম খণ্ড ত হইয়াছে; মূল্য আট আনা মাত্র। আখ্যা- ের বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্রের মর্ম্ম এবং নুবঙ্গিক যুক্তি ও প্রমাণ বিশদরূপে এই গ্রন্থে ত আছে, বঙ্গপুর কাকিনীয়া গ্রন্থকারের নিকট বা কলিকাতা সভাপতির ইন্ডোপ যন্ত্রালয়ে া যায়। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই মুদ্রিত ব।

৮ই চৈত্র ১২৮৯। শ্রীপূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী। সহকারী সম্পাদক রংপুর দিক্‌প্রকাশ।

য়েক জন কম্পোজিটরের প্রয়োজন।

শান্তিপুর হিতকরী যন্ত্রালয়ের জন্য কয়েক জন পাজিটর ও এক জন প্রেসম্যানের আবশ্যক। া ছাপাখানার কাজে বিশেষ পারদর্শী ও শান্তি- যাঁহাদের জন্মভূমি, তাঁহারা শীঘ্র আমার নিকট বেদন করুন।

শান্তিপুর হিতকরী কার্য্যালয় ৬ই চৈত্র—১২৮৯। শ্রীশ্যামাচরণ সান্যাল।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত দেশ পর্ব্ব প্রয়ন্ত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়া কারে প্রতি মাসে ডিমাই বার পেজি বিংশতি র হিসাবে প্রকাশিত করা যাইবে। মূল্য স্বাক্ষর কারীর প্রতি আট আনা ও বিনা স্বাক্ষরকারীর প্রতি বার আনা। যাঁহারা শান্তিপুর হিতকরী সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে উক্ত মহা- ভারত পাইবেন। আপাততঃ এক হাজার গ্রাহক জুটিলেই মুদ্রণ কার্য্যারম্ভ করা যাইবে। গ্রহণেচ্ছু মহা- শয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পেড্‌ পত্র লিখিবেন।

শান্তিপুর হিতকরী যন্ত্রালয়, ৯ই চৈত্র ১২৮৯ সাল। শ্রীশ্যামাচরণ সান্যাল। শান্তিপুর হিতকরী সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

---

২ রা বৈশাখ শনিবার হইতে প্রকাশিত হইবে।

সঞ্জীবনী।

বিবিধ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

আকার সুপার রয়েল দুই ফর্ম্মা; বঙ্গবাসী হইতে বৃহৎ। মূল্য কলিকাতার জন্য বার্ষিক ১৷৷০ দেড় টাকা, মফস্বলে বার্ষিক ২, দুই টাকা। অগ্রিম না পাইলে কাহাকেও কাগজ দেওয়া যাইবে না। এমন সুলভ মূল্যের এমন উৎকৃষ্ট কাগজ আর প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম সংখ্যা হইতেই দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের ইউরোপ ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইবে। তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পত্রিকার লেখক থাকিবেন, এতদ্ভিন্ন কয়েকটী মহিলা ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখিবেন; তাঁহাদিগের মধ্যে বিশ্ব- বিদ্যালয়ের এক জন বি, এ উপাধিধারিণী আছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।
বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
ডাক্তার নন্দকুমার রায় এম, বি, সি, এস (এডিন)।
„ মোতিনীমোহন বসু এম, ডি।
বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ, (বুদ্ধদেব চরিত লেখক।)
„ আনন্দচন্দ্র মিত্র (হেলেনা প্রভৃতি কাব্যের লেখক।)
বাবু কালীশঙ্কর শুকুল এম, এ।
„ ভৈরবচন্দ্র মৈত্র এম, এ।
„ তারাকিশোর চৌধুরী এম, এ।
„ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
„ পরেশনাথ সেন বি, এ।

এই লেখকদিগের মধ্যে এক জন এতদ্দে রাজনীতিবিষয়ক প্রস্তাবের প্রধান লেখক ছিলে উক্ত পত্রে রাজনীতি বিষয়ক যে সকল উৎকৃষ্ট প্র প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি তাহার অধিকাংশের লে

এই পত্র গ্রাহকেচ্ছুগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নি পত্রাদি লিখিবেন।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য সহ ১০ জনের অধিক গ্রা সংগ্রহ করিয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় আনা; যাঁহারা ৫০ জনের অধিক দিবেন, তাঁ দিগকে ৫০ আনা এবং যাঁহারা ১০০ জনের অ দিবেন তাঁহাদিগকে ।০ আনা হিসাবে কমি দেওয়া যাইবে।

৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট—কলিকাতা। শ্রীগণপতচন্দ্র ঘোষ কার্য্যাধ্যক্ষ।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেণ্ট কক বটিকা!!!

ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, সুখো, পু কাশী, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক সেঁদেধরা, জ্বর, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা সহজ ও শুষ্ক ক সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্প গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০ বটিকা বিশিষ্ট এ মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ।০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের পাওয়া যায়। এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই নিরুদ্বেগে ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স জনা আ

ক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চোরবাগা
ষ্টিকেশন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

(সচিত্র)

প্রবাহিনী।

লন্ডন কৃত রহস্যাবলী (Mysteries of London)
l (Mysteries of the Court of London)
অবলম্বনে লিখিত আখ্যায়িকাবলী।
ঃ মাসিক—প্রথম সংস্করণ প্রতি খণ্ডের অগ্রিম মূল্য
টাকা মাত্র। মফস্বলে ডাকমাশুল বার আনা।
প্রতি সংখ্যা নমুনা পোষ্টে /১০ আনা।
মুদ্রণ হইতে পাক্ষিক খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে।
সাপ্তাহিক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া, বৎসর মধ্যে
এ আখ্যায়িকা শেষ হইবে। প্রতি খণ্ড রয়াল
পেপার ফর্ম্মার ১৬০০ পৃষ্ঠায় দুই শত ফর্ম্মায় অথবা
ব সুন্দর সুন্দর শতাধিক চিত্রবিশিষ্ট এক শত
সমাপ্ত হইবে। এতদূর সুলভ মূল্যে এরূপ বৃহৎ,
এমন বড় ও সুন্দর সুন্দর চিত্রবিশিষ্ট বাঙ্গালা
্যায়িকা এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট
ক হইলে প্রতি খণ্ড অর্দ্ধ আনা এবং ফর্ম্মা এক
ার হিসাবে পড়িবে।
অন্ততঃ দুই টাকা পাঠাইলে সকলেই নির্দ্দিষ্ট
ক হইবেন। মূল্য মণিঅর্ডার, পোষ্টাল নোট,
বা অর্দ্ধ আনা মূল্যের ষ্টাম্প, (টাকায় এক আনা
শন সহিত) আমার নামে পাঠাইবেন।
চকের মধ্যে যাঁহারা সমস্ত মূল্য মিটাইয়া দিবেন,
রা তরঙ্গ (মায় ডাক মাশুল) ৩৸৵০ পাইবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবাহিনী কার্য্যালয়
৮৯ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

GRIMAULT AND CO,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS: 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.
গ্রিমল্ট এণ্ড কোং
পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

যক্ষ্মঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভাগের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউল্স এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহার্য্য।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্টিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। যত প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অপেক্ষা সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আরোগ্যকারক।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদাহ।
বিবমিষা এবং উদরাধ্মান।	সবমন শিরঃশূল।
পেট সাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীতভা।	যকৃতের পীড়া।
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বমন।

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, স্নায়বিক কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, মুখশূল এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গুরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ সেবন এক সুবিধা ব্যবহারে ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

নিম্ন লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থগুলি আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

সমরশায়িনী ঐতিহাসিক উপাখ্যান, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্র মদনমোহন মিত্র প্রণীত মূল্য ১৸০। হেমবাবুর দশ মহাবিদ্যা ৸৵০। কবিতাবলী প্রথম ভাগ ১, বৃত্রসংহার ১৷৷০, ছায়াময়ী ৸০, আশা-কানন ১, তারাচন্দ্র রাহার রণচণ্ডী ঐতিহাসিক উপন্যাস ১, কোন ডাক্তার কর্ত্তৃক ডাক্তার বাবু নাটক ১, সূর্য্য বাবুর কাদম্বকুসুম উৎকৃষ্ট উপন্যাস ১৷০, ম
বাবুর পলাসীর যুদ্ধ ১৷০, চন্দ্রমতী ১৷০ অবকাশ র
২৷০, নেড়বউ ৷৵০, সুরুচির কুষ্ঠির ৷৷০, কুঞ্জবাবুর
কিনী উপন্যাস ৷৷০, উমেশ বাবুর আত্মসমিদ্ধা
১৷০, এতদ্ভিন্ন বঙ্কিম বাবুর, সঞ্জীব বাবুর, মাই
দীনবন্ধু, রমেশ বাবু, রবীন্দ্র, জিতেন্দ্র, বাবুর ই
সকল রকমের ভাল পুস্তক পাওয়া যায়।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি } শ্রীগুরুদাস চ
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা } পাধ্যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিক
কলেজের দক্ষিণ ৯৭ নং বাটীতে আ
"সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়" ন
দিয়া একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছি। ইহা
নানা প্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বাঙ্গ
পাঠ্যপুস্তক, নাটক, উপন্যাস ও ডাক্ত
রহি রাখা হইয়াছে। সাধারণ ক্রেতা
নিয়মিত কমিশন দিয়া পুস্তকাদি বি
করা হয়। যে কোন গ্রন্থকার বিক্র
এখানে পুস্তক দিবেন, আমরা সা
তাহা গ্রহণ করিব। কেহ বিদেশ হই
পত্র লিখিলে ঐ সকল দ্রব্য পাঠা
দেওয়া হয়। সোমপ্রকাশ ও কল্পত
এই উভয় পত্রই এখানে নগদ মূ
বিক্রীত হইয়া থাকে। এতৎ সংক্র
অন্যান্য কাজ এখান হইতে সম্পন্ন হ
তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য যদি কেহ পাঠাই
লিখেন, আমরা অতি অল্প কমিশন ল
তাহাও কিনিয়া দিয়া থাকি। ইহার নি
স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট
নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আ
সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁ
দিগের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের ম
কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা
তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সং

র বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে
াইবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
সহকারী সম্পাদক।

কল্পদ্রুমের মূল্য হ্রাস সংক্রান্ত।

য়েক বাক্তি আপনাদিগকে অসমর্থ জানাইয়া স্বল্প
া কল্পদ্রুম পাইবার আশায় আমাদিগকে পত্র লিখি-
ছেন। কিন্তু কাহারও প্রতি অনুগ্রহ ও কাহারও
ত নিগ্রহ হওয়া উচিত হয় না। সাধারণতঃ নিয়ম
রূপ হওয়াই উচিত। এই নিমিত্ত সোমপ্রকাশের
ন সমর্থ ও অসমর্থ-ভেদে মূল্যের তারতম্য আছে,
দ্রুমেরও সেইরূপ নিয়ম অবধারিত হইল। সমর্থ
ক অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ৩ টাকা।
মর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য
ও হইবে না। মাসিক যে ।৷০ আট আনা গ্রহ-
নিয়ম, তাহাই অবধারিত রহিল। এই ১২৮৯
লর চৈত্র মাস অবধি এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য
বে। গ্রাহকগণ জানিবেন, এ নিয়মটী বাস্ত-
অসমর্থের পক্ষে, কাল্পনিক অসমর্থের পক্ষে
ই।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

সরসীলতার গুপ্তকথা।

অদ্ভুতাশ্চর্য্য, চাসোদ্দীপক, মনোরম নবন্যাস।

ফাল্গুন মাস হইতে মাসে এক এক খণ্ড করিয়া
কাশিত হইয়া ১২শ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। প্রতি
ণ্ড মাসুল সমেত মূল্য ৵০ আনা। গ্রহণেচ্ছুক
ক্তিগণ একখণ্ড হস্তগত হইলে মূল্য প্রেরণ করিবেন।

৯ নং নবাব্বী ওস্তাগরের লেন—কলিকাতা। } অধ্যক্ষ
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার।

প্রেরিতপত্র।

কোন কোন বিজ্ঞাপনদাতার শঠতা।

মহাশয়! আজ কাল দেশমধ্যে বিজ্ঞাপনের ছড়া-
ড়ী হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ বিজ্ঞাপনের বিস্তৃতি
শের একটী কল্যাণ-চিহ্ন তাহাতে সন্দেহ নাই।
স্তু কখন কখন কোন কোন বিজ্ঞাপনদাতার দোষে
হার বিপরীত ফল লক্ষিত হইয়া থাকে। মফস্বলে
কোন ব্যক্তি কাহারও সহিত শঠতা করিলে তাহাকে অবিলম্বে দণ্ডবিধির অধীন হইতে হয়, আর কলিকাতা সহরের মধ্যে বসিয়া দেশবিখ্যাত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া শঠতা করিয়াও ধরা পড়ে না, ইহা কি কম সুবিধার কথা। কোন কষ্ট নাই, পরিশ্রম নাই, কেবল বিজ্ঞাপনের মূল্য দিলেই হইল। আর পায় কে? চারি দিক হইতে টাকা আসিয়া মুটা পূর্ণ হইতে থাকে। আমরা যে কারণে অদ্য এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম, তদ্বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিতেছি। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় সাধারণের হিতার্থ ইহা স্বীয় দেশবিখ্যাত পত্রিকা পার্শ্বে স্থান দান করিবেন।

আমরা বিগত বৈশাখ মাসে "কলিকাতা মাণিকতলা ১৯ নং নবাব্বী ওস্তাগরের লেন, ঠিকানা হইতে এ, সি, দাস দে এণ্ড কোং, স্বাক্ষরিত একখানি বিজ্ঞাপন পাইয়াছিলাম। বিজ্ঞাপনের মূল মর্ম্ম এই:—

"আগামী আষাঢ়মাস হইতে রাণী সরসীবালার গুপ্তকথা নামক একখানি অদ্ভুতাশ্চর্য্য চাসোদ্দীপক, মনোরমা নবন্যাস, প্রতি মাসে দুই দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক মূল্য ১৸৵০। পুস্তক শেষ করিতে না পারিলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।" বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম অবগত হইয়া এই স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত সাজি মহম্মদ ১৸৵০ আনা পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। মনিঅর্ডারের রসিদও আমাদের নিকটে আছে। তৎপরে আষাঢ় গেল, শ্রাবণ গেল, ভাদ্র গেল কিন্তু "রাণী সরসী বালা, আর আসিল না। আমরা অমনি পত্রের উপর পত্র লিখিতে লাগিলাম, কিন্তু উত্তর নাই। কেবল একখানি পত্রের পাইয়াছি, যথা, "কোন অকাট্য কারণে রাণী সরসীবালা প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল। আগামী অগ্রহায়ণ মাসে নিশ্চয় প্রকাশিত হইবে"। কিন্তু আমরা মাঘমাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলাম, তথাপি পুস্তক আসিল না।

গত ৮ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে দেখিলাম এ, সি, দাস দে এণ্ড কোং মহাশয় অধরচন্দ্র সরকার নাম ধরিয়া আবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। এবারেও বিজ্ঞাপনে শিষ্টাচারের অভাব নাই (যথা দুই খণ্ড হস্তগত হইলে এক খণ্ডের মূল্য দিবেন)। আমরা এবারেও পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু ফাল্গুন মাস ত (বিজ্ঞাপনে ফাল্গুন মাস হইতে পুস্তক বাহির হইবার কথা ছিল) গেল তবুও পুস্তক পাইলাম না।

আবার ৪ ঠা চৈত্রের বঙ্গবাসীতে বিজ্ঞাপন দেখিয়া, বড়ই চমৎকৃত হইয়াছি। এবার "রাণী সরসীবালার গুপ্তকথা" "সরসীলতার গুপ্তকথা" নাম ধারণ করিয়াছে, এবং "মাণিকতলা ১৯ নং নবাব্বী ওস্তাগরের লেন, ঠিকানার পরিবর্ত্তে কে "১৯ নং নবাব্বী ডাক্তারের লেন, লিখিত হইয়াছে কি আশ্চর্য্য! এত চাতুরী! এত পরিবর্ত্তন!! সম্পাদক মহাশয়। এইরূপ বিজ্ঞাপন দ্বারা সমাজের উপকার হইবে কি ক্ষতি হইবে তাহা আপনি বিবেচনা করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য অধরচন্দ্র সরকার মহাশয়কে অনুরোধ করি, যেন আমাদের মূল্যগুলি পাঠাইয়া দেন। আমাদের উপন্যাস পড়ার সক্ মিটিয়াছে আর কেন? এবং সাধারণকে অনুরোধ করি যেন তাঁহারা এরূপ শ্রুতিমধুর বিজ্ঞাপন দেখিয়া প্রতারিত না হন।

৭ ই চৈত্র
১২৮৯ সাল } শ্রীললিতমোহন দে।
শালডাঙ্গা জলপাইগুড়ি

সন ১২৯০ সালের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার ভ্রম।

ভ্রম হইবার অবশ্যই সম্ভাবনা, এমন কি নিতান্ত কেও ভুলিতে হইয়াছিল, আমরা ত অতি সামান্য কিন্তু ভট্টপল্লীস্থ নূতন পঞ্জিকাকার মহাশয়গণ করে যে, আমরা বিলেস পরিশ্রম করিয়া সূক্ষ্মরূপে এ গণের সঞ্চারাদি গণনা ও প্রতিদিনের সম্বোর এবং অস্ত ইংরাজী ঘণ্টার মতে বিশুদ্ধরূপে নি করিয়া এবং যাত্রা ও বিবাহাদি সমস্ত শুভকা যথাবিধি সময় ও দিন এবং শ্রাদ্ধাদির যথা ব্যবস্থা সম্বলিত বর্ত্তমান সনের পঞ্জিকা প্রস্তুত লাম, ইহাতে তাঁহাদের গর্ব্ব প্রকাশ করা হই মাত্র। আমরা দেখিলাম যে প্রথমতঃ দিনভুক্তি সূর্য্যের পাদ সঞ্চার তিথি এবং নক্ষত্র ও যো ত্রাহস্পর্শাদি যাহা বিশুদ্ধরূপে লিখিয়াছেন, প বর্গ সেই সমস্ত দেখিলেই বুঝিতে পারিবে ভট্টপল্লীস্থ গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকাকার মহাশয়গণের বাচালতা প্রকাশ, কিন্তু কার্য্যে বিশুদ্ধ নহে, অশুদ্ধ। ইহা বড় আশ্চর্য্য যে আমাদিগের পিতামহাদিগণ দিনমান ও রাত্রিমানের প গ্রহণ করিয়া যে সকল কার্য্য কলাপাদি করি লেন, এক্ষণে আমরাও তদনুবর্ত্তী হইয়া বৈধ কা করিতেছি, কিন্তু আমরা কখনই ইংরাজি ঘণ্টা কার্য্য করি নাই। ভট্টপল্লীস্থ মহাশয়গণের "ক রম্ভে লঘুক্রিয়া" প্রকাশ পাইতেছে।

কলিকাতা
বড়বাজার। } একান্ত বশম্বদ
শ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্ম

প্রতিবাদ।

মহাশয়! গত ১৩ ই চৈত্রের সোমপ্রক ইলবার্ট সাহেবের বিল সংক্রান্ত প্রস্তাবটী পাঠ ক

ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইলাম এবং তাহাতে যে কতক-
ভ্রান্তিসঙ্কুল কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাই
ইবার জন্য দুই এক কথা লিখিতে বাধ্য হই-
, আশা করি দৃষ্টিমাত্র মার্জ্জনা করিয়া নিম্ন লিখিত
ক পংক্তি পর্য্যন্ত কষ্ট করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার মতে শিবপ্রসাদের বক্তৃতা দ্বারা এ
শের প্রকৃতির পরীক্ষা হইয়াছে। কারণ আপনি
ন যে তিনি এ প্রদেশের প্রতিনিধি হইয়া বার
ক সভায় সভ্য হইয়াছেন। আমরা কিন্তু এ
স্বীকার করি না। কারণ, ব্যবস্থাপক সভায়
মেন্টের ন্যায় নির্ব্বাচনপ্রণালীতে সভ্য মনো-
করা হয় না, কেবল বড় লোক দেখিয়াই
া হইয়া থাকে। তাল আপনাকে জিজ্ঞাসা
শিবপ্রসাদকে কে সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়া-
? সাধারণ প্রজাবর্গ কি ? কখনই নহে। তবে
নি কিরূপে বলেন যে তিনি এ প্রদেশের প্রতি-
—তাঁহার কথাতে এ দেশের লোকের প্রকৃতির
কা হইল ? যদি যথার্থ এতদ্দেশীয় লোকের
তির পরীক্ষা করিতে চান, এতদ্দেশীয়দের লিখিত
দ পত্র পাঠ করুন, বুঝিতে পারিবেন। আমা-
স্থানীয় পত্রিকা সাহস, প্রয়াগ সমাচার, সুহৃদ-
ইত্যাদি কি বলেন, তাহা দেখুন—বুঝিতে
বেন যে একজন চাটুকারের কথাতে দেশ শুদ্ধ
কর প্রকৃতির পরীক্ষা হয় না।

ালাহাবাদের ইংরাজদের সভাস্থলে যে বাঙ্গা-
ইলবার্টের বিলের বিপক্ষে মত দিয়াছেন, এ
নিতান্ত অলীক। এখানে যে দুটী সভা হইয়া-
তাহার মধ্যে প্রথমটী মেওহলে হয় এবং ইহাই
শ্য সভা। এখানে বাঙ্গালি কেহই উপস্থিত
ন না, তবে আর বাঙ্গালির মত কোথা হইতে
স? ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বাক্য। দ্বিতীয় সভা
স্থলে এমেলগেমেটেড সোসাইটীর, তাহা সাধারণ
ই নহে। সেই সভাতে ৪।৫ জন বাঙ্গালি
উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে প্রধানতঃ কে, এম
ও বি, কে, বিশ্বাস এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বাক্
ন। তাঁহাদের মত এই যে "দেশীয় বিচারক
কে প্রস্তাবিত ক্ষমতা না দিয়া যাঁহারা কেবল
ত কর্ম্মচারী, তাঁহাদিগকেই এই ক্ষমতা দেওয়া
" বিলেরও মর্ম্ম এইরূপ, সুতরাং ইহাতে
ক্ষে মত না দিয়া বরং স্বপক্ষেই মত দেওয়া
। তবে আপনি যে পত্রান্তরে তাঁহাদিগকে
ক্ষবাদী বলিতে দেখিয়াছেন, উহা কেবল ইংরাজি
াদপত্র সম্পাদকের স্বকোপল-কল্পনা মাত্র। আমি
ঐ অকারণ নিন্দিত বাঙ্গালি বাবুর মুখে শুনি-
যে তিনি বিলের স্বপক্ষেই মত দিয়াছেন, এবং
ন্য ইংরাজ সভ্যগণের সহিত তাঁহার ঘোর বিত-
ণ্ডা হইয়াছিল। এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং "মিরর" পত্রিকায় যে প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, উহার-মতি মিরর সম্পাদক যদি তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত না হন, প্রকৃত কথা সমস্তই জানিতে পারিবেন। আমি এ বিষয়ে অধিক বলিতে চাহি না। ফলতঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে উচ্চবংশজাত সুশিক্ষিত সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট কোন বাঙ্গালি কি কোন ভারতবাসীই ইলবার্টের বিলের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইবেন না। যাঁহার ধমনীতে প্রকৃত ভারত-শোণিত প্রধাবিত হইতেছে, তিনি কখনই বলিবেন না যে ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ। আপনি মনোযোগপূর্ব্বক এমেলগেমেটেড সোসাইটীর কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেই ঐ বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। উক্ত সভায় যে কয়জন বাঙ্গালি সভ্য আছেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্যালোকসম্পন্ন ও বিজ্ঞ, যাঁহারা তাঁহাদিগকে না জানেন, তাঁহারাই বিশ্বাস করিতে পারেন যে তাঁহারা ন্যায়ের বিরোধী।

আর এক কথা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসিরা চির পরাধীন, তাহাদের সহবাসে মনস্বিতা ও তেজস্বিতা বিলুপ্ত হইয়া যায়, এরূপ বিবেচনা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। বঙ্গদেশ যবনরাজের করতলগত হইয়া কখন মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই; কিন্তু এতদঞ্চলে তখনও স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। আরও দেখা উচিত, বঙ্গে ইংরাজ রাজ্য বিস্তারের অনেক দিন পরে এখানে ইংরাজেরা বদ্ধমূল হন। তবে আর এ প্রদেশকে কিরূপে চিরপরাধীন বলিতে পারেন, বরং বঙ্গদেশই চিরপরাধীন বটে; ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আরও দেখা উচিত, যখন আজিও এই সন্নিহিত প্রদেশ হইতে অধিকাংশ সৈন্যদল নিয়োজিত হইতেছে, তখন এ দেশীয়দিগকে কিরূপে তেজো-বিহীন বলেন। রাজপুত ইত্যাদি হিন্দুদিগের উদারতাদি সদ্গুণ আজও অপ্রতিহত রহিয়াছে, তাঁহাদের সংসর্গে বাঙ্গালীর নীচ বুদ্ধি ও তেজোহীনতা কখনই সম্ভাবিত হয় না, হিন্দুস্থানিরা যে চাকরী বজায় রাখিবার জন্য সতত তোষামোদ করিয়া থাকেন, তাহা নহে, সে কেবল অশিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কার্য্য। কেন, পণ্ডিত রমসহায়ের ঘটনাটী কি আপনার স্মরণ নাই? তাদৃশ ঘটনা অনেক সময়েই ঘটে; তবে সচরাচর প্রকাশ হয় না। কেবল বেণে বক্তাদের উদাহরণে দেশ শুদ্ধকে একমত ভাবিবেন না।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য, যে আপনি যে মনে করেন, এ দেশীয়দিগকে চাকরী দিয়া উহাদের উন্নতিসাধন করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত ছল মাত্র, তাহা নহে: এ প্রদেশে পাশ্চাত্য বিদ্যা চর্চ্চা বঙ্গের অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে। এখনও অনেকে ইংরাজি পড়িতে ঘৃণা করে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপকার না দেখাইলে ইহারা ইহাতে অবহেলা করিবে সন্দেহ নাই। আর ইহাতে যে এতদ্দেশীয়দের বণিক প্রবৃত্তির হ্রাস হইবে এরূপ বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, বাণিজ্যকার্য্যে এ দেশীয়দের মধ্যে প্রায়শঃ বণিক্ কাটীয়েরাই নিযুক্ত, অপরাপর জাতি তদবলম্বনে বিরত। আমার বিবেচনায় বরং সুশিক্ষিত হইলে, ইংরাজদের উদাহরণে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এ কথা সর্ব্বথা হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং স্বজাতীয় বণিকদের সাহায্যে তৎকার্য্যের উন্নতিও করিবে তাহার সন্দেহ নাই। ইতি মধ্যেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন বোধে ক্ষান্ত রহিলাম। ফল কথা, একা শিবপ্রসাদের কথা শুনিয়াই যে এতদ্দেশীয় মাত্রেই চাটুকার এরূপ ভাবিবেন না, আর এ দেশীয়দের সহবাসে থাকিয়াই যে বঙ্গবাসী হীনতেজ হইতেছে, এরূপ মনে করিবেন না। দেখিবেন মিউর সাহেবের কঠিন রাজনীতি বিদারণ করিতে পারিলে—এতদ্দেশীয়দের সহিত বঙ্গীয় যুবকগণের সমাক্ সুহৃদ্ভাব হইলে এবং এ দেশীয়গণ বঙ্গীয় ভ্রাতাদের ন্যায় পাশ্চাত্য বিদ্যা চর্চ্চা করিতে পারিলেই এই ইংরাজ রাজ্য রামরাজ্য হইয়া উঠিবে। কুসংস্কারকে মনে স্থান দিও। পশ্চিমে বাঙ্গালী বা ছাতুখোর বলিয়া উপহাস করিবেন না।

পরিশেষে আনন্দ সহকারে জানাইতেছি, যে অতি সত্বরেই স্থানীয় বঙ্গীয় মহোদয়গণ ইলবর্ট বিলের স্বপক্ষে রিপন বাহাদুরের নিকট আবেদন করিবার জন্য একটী সাধারণ সভা করিবেন এবং প্রধান প্রধান হিন্দুস্থানীগণও তাহাতে যোগ দিতে সমাক্ প্রস্তুত আছেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। শুনিলাম আমাদের প্রিয় "Republican thinker" শম্ভুনাথ পণ্ডিত সাধ্যমত সাহায্য করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তখন আপনিও জানিবেন, এতদ্দেশবাসিদের মনোভাব কিরূপ। অদ্য আর অধিক লিখিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না।

আপনার সমস্বর—শ্রীঃ।

সোমপ্রকাশ

২০ এ চৈত্র সোমবার।

ভারতে কর্ত্তব্যজ্ঞান-দরিদ্রতা।

ভারতবাসিরা কেবল যে ধনে দরিদ্র, বিদ্যায় দরিদ্র, উৎসাহে দরিদ্র, অধ্যবসায়ে দরিদ্র। পরিশ্রমে

ন এবং অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবনে দরিদ্র, তাহা
কর্ত্তব্যজ্ঞানবিষয়েও বিষম দরিদ্র। আপ-
প্রতি, সমাজের প্রতি, স্বদেশের প্রতি যে কি কি
রা, অধিকাংশ ভারতবাসির সে জ্ঞান নাই।
জ্ঞান না থাকাতে ভারত উন্নতিপথের অনেক
ুতে পড়িয়া আছে। অধিকাংশ ভারতবাসী
বজ্ঞানহীন, এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার নিমিত্তই
আজ আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি
া নহে। যাঁহারা আমাদিগের রাজা; যাঁহারা
ত্তম জাতি বলিয়া আপনাদিগের অভিমান
ন; যাঁহারা আপনাদিগকে অদ্বিতীয় বিদ্যাবুদ্ধি
র বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন এবং ন্যায়নিষ্ঠ ও
ব্যাপরায়ণ বলিয়া আপনাদিগের অধিকতর গৌরব
ন, তাঁহারাও ভারতে আসিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে
দ্র হইয়া পড়িয়াছেন; এটী কি ভারতের কল
র দোষ? ইংরাজেরা ভারতে আসিয়া আর ইংরাজ
লেন না! তাঁহারা কি ভারতীয় নূতন জীব
া উঠিলেন?

ভারতস্থ যে সকল ইউরোপীয় ইলবার্ট সাহেবের
কদারী আইনের সংশোধন প্রস্তাব লইয়া তখনা
ও করিতেছেন, তাঁহাদের বিষয়েই কেবল আমরা
রি উল্লিখিত বাক্যগুলি বলিতেছি না, যাঁহারা
নদণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া রাজা চালাইতেছেন,
াদিগের অধিকাংশকেও আমরা কর্ত্তব্যসাধনস্থানে
ম দরিদ্র দেখিতে পাইতেছি। নিম্নে ৩টী বিষয়
খিত হইতেছে, তদ্দ্বারাই আমাদের বক্তব্য বিষয়
মাণ হইবে।

প্রথম, ভারতের শাসনপ্রণালীতে এত অন্যায়
র্য্যের অনুষ্ঠান আছে, যে গণনা করিয়া তাহার সীমা
দ্দেশ করা কঠিন। রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য
ুনের দরিদ্রতাই সেই অন্যায় অনুষ্ঠানের কারণ।
তে ইংরাজদিগের রাজত্ব সপ্তদশত বৎসর হইতে
ল, অনেক গবর্ণর জেনরল হইয়া গেলেন, অনেক
টনন্ট গবর্ণর হইলেন; কিন্তু কাহাকেও প্রায় এই
ায়ে নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ দেখিতে
না। ভারতবাসিরা ঐ অন্যায়ে এমনি ভাগা-
ও হইয়াছেন, যে যদি কেহ ঐ অন্যায় নিবারণের
নরূপ চেষ্টা পান, ইঁহাদিগের আনন্দের সীমা
ক না। তীব্রতর তপন তাপে তাপিত পথিক
র ছায়াতরুর আশ্রয় লাভে যেমন আনন্দের
য় হয়, তেমনি ভারতবাসিরা মহোদারপ্রকৃতি
কানিং বাহাদুরকে পাইয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও
নন্দিত হইয়াছিলেন। লর্ড রিপন বাহাদুরকে
য়া ইঁহাদের আহ্লাদতরঙ্গ বেলা অতিক্রম করিয়া
য়াছে, তাহার কারণ কি? কারণ এই, যে তিনি
ব্যাপরায়ণ। শাসনপ্রণালীমধ্যে যে সমস্ত অন্যায়
কার্য্যের বাহুল্য আছে, তিনি নিরপেক্ষ ভাবে তাহার
সংশোধন চেষ্টা পাইয়া আপনার কর্ত্তব্যপরতার
পরিচয় দিতেছেন। ভারতস্থ ইউরোপীয়েরা ঐ সকল
অন্যায়ে এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছেন, যে সেই সেই
অন্যায় নিবারণের চেষ্টা তাঁহাদিগের গাত্রে সূচির
ন্যায়বিদ্ধ হইতেছে। এমন প্রজাবৎসল ধার্ম্মিক রাজ
প্রতিনিধি যে তাঁহাদের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন,
অন্যায় নিবারণ চেষ্টা কি তাহার একমাত্র কারণ
নয়?

দ্বিতীয়, যে সকল রাজপুরুষ রাজধুরা বহন করি-
তেছেন, কর্ত্তব্যজ্ঞানবিষয়ে তাঁহাদিগের এতদূর
উপেক্ষা যে, আইনে, কার্য্যে, ব্যবহারে অন্যায়
এরূপ ওতপ্রোত হইয়াছে যে এক্ষণে তাহার উন্মূলন
হিমগিরির উৎপাটনের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার হইয়া
পড়িয়াছে। অদ্য আমাদিগের অন্য অন্য অন্যায়
কার্য্যের নাম বা প্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা নাই,
কে, ওক, ষ্টিফেন সাহেব অনরেবল ইলবর্ট কৃত ফৌজ-
দারী আইনের সংশোধন প্রবন্ধে লণ্ডন টাইম্‌সে যে
একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বপক্ষ
সমর্থনার্থ যে অন্যায় কার্য্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন,
আমরা এস্থলে তাহাই আমাদিগের বাক্যের প্রমাণ
স্বরূপ গ্রহণ করিতেছি। এস্থলে আমরা একটী বিস্ময়-
জনক কৌতুককর বাক্যেরও উল্লেখ করিতেছি। যখন
যিনি বিরোধে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সঙ্গতাসঙ্গত
বিবেচনা বিলুপ্ত হয়। ষ্টিফেন সাহেব ইলবার্ট সাহে-
বের কৃত ফৌজদারী আইনের সংশোধন প্রস্তাবের
বিরোধী হইয়াছেন। বিরোধী হইয়া তাঁহার অন্যায়
পক্ষ আশ্রয় করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। অন্যায়
পক্ষে যত যুক্তির সঙ্গতি ও প্রাদুর্ভাব থাকে, তাহা
বুদ্ধিমান্ পাঠকগণের অবিদিত নহে। অন্যায়-
পক্ষাশ্রয়ী ষ্টিফেন সাহেব অনন্যোপায় হইয়া কতক-
গুলি অন্যায় কার্য্যের উদাহরণ দিয়া আপনার
অন্যায় মতের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! কেমন
পাঠক। এটী কি বাস্তবিক বিস্ময়জনক ব্যাপার নয়?
অন্যায় কার্য্য দ্বারা কি অন্যায় কার্য্যের সমর্থন
করা যায়? আবার কেমন লোকে সে চেষ্টা
পাইতেছেন, সেটীও একবার বিবেচনা করা
উচিত। ১৮৭২ অব্দে যখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক
সভায় এই বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, তৎকালে
এই ষ্টিফেন সাহেব ঐ সভার অন্যতর সভ্য ছিলেন।
আইন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার
তাঁহারই ছিল। তাঁহার হস্তেই প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যের
ভার প্রথম সমর্পিত হয়। এই উচ্চ পদস্থ ষ্টিফেন
সাহেব যে যে অন্যায় কার্য্যের উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষ
সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা এই:—

ষ্টিফেন সাহেব লণ্ডন টাইম্‌স সংবাদপত্রের সম্পা
দককে সম্বোধন করিয়া লিখিতেছেন "আপনার প
যে সমস্ত ভারের সংবাদ ও অন্যান্য সংবাদ প্রকা
হইয়াছে; তদ্দ্বারা আমি জানিতে পারিতেছি, যে
পারী সম্বন্ধে ইউরোপীয় ও ভারতীয়ে যে প্র
আছে, তাহার লোপ করিয়া উভয়ের বাস্তবিক স
বৎ তুল্যতা বিধানের চেষ্টা হইতেছে না; তবে
স্বত্ব রক্ষা করা কর্ত্তব্য, তাহারই পরিবর্ত্তন চেষ্টা
তেছে। হাইকোর্ট সেসন জজ ও প্রথম শে
মাজিষ্ট্রেটের উপরে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা
বিচারকর্ত্তৃত্বভার আছে, তাহার পরিবর্ত্তন হইতে
না, তাহা এখন যেমন আছে, তেমনি থাকি
যে জজ ভারতবাসির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দি
পারেন, তিনি কোন ইংরাজের এক বৎসরের অ
কাল কারাবাসের আদেশ দিতে পারেন না;
মাজিষ্ট্রেট ভারতবাসির দুই বৎসরের অথবা মক
বিশেষে সাত বৎসরের কারাদণ্ড বিধান ক
পারেন, তিনি একজন ইংরাজকে তিন মাসের অ
কয়েদ করিতে পারেন না; আপীলের বিষ
বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। ইংলণ্ডেশ্বরীর ইউরো
প্রজাগণের যে কোন মকদ্দমায় এক বৎসরের অ
কারাদণ্ড হয়, হাইকোর্টে সে সমুদায়ের আ
হইয়া থাকে।" ইত্যাদি।

আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, ষ্টিফেন সাহে
কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ন্যায়ান্যায় জ্ঞান দুর্ব্বল বলিয়াই
সংকারে আইনগত ঐ অন্যায় বিধিগুলির উ
করিয়া আপনার অন্যায় মত সংস্থাপনের
পাইয়াছেন। ইউরোপীয়ে ও এ দেশীয়ে বি
কালে যে প্রভেদ করা হয়, তাহা কোন্ ন্যায়ে
কোন্ যুক্তির অনুমোদিত কার্য্য? যে ঈশ্বর ইউ
পীয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি ভারতব
সৃষ্টি করেন নাই? তাঁহার চক্ষে ও উ
ব্যবস্থায় উভয়ে কি সমান নহে? তিনি কি ই
পীয়দিগকে অধিক ইন্দ্রিয় ও বিচিত্র অঙ্গ
নির্ম্মাণ করিয়াছেন? তবে আইনে এ বৈল
কেন? ইউরোপীয়েরা যে খ্রীষ্টের উপাসক, খ্রী
কি এই প্রভেদ করিবার উপদেশ দিয়াছেন?
বল, ইউরোপীয়দিগের শরীরে বল অধিক, এ
দিগের বর্ণ শুক্ল, এ দেশীয়েরা দুর্ব্বল ও ইত্যাদি
বর্ণ কৃষ্ণ, এই নিমিত্তই ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা আ
ই সপক্ষপাত ব্যবহার করিয়াছেন। তদুত্তরে আ
জিজ্ঞাসা করি, বর্ণ ও বলভেদে যে আইনভেদ
কোন্ ন্যায় ও কোন্ যুক্তি এ উপদেশ দেয়? য
বলভেদে যদি আইনভেদ করা সঙ্গত হয়, তাহা হই
শিখদিগের নিমিত্ত এবং শিমলাশৈলবাসিদি
নিমিত্ত স্বতন্ত্র এবং বাঙ্গালিদিগের নিমিত্ত স্ব
আইন করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠে। বাঙ্গালিদি

পক্ষা শিখদিগের বল অনেক অধিক এবং যাহারা লাশৈলের আদিম বাসী তাহাদিগের বল বাঙ্গালি-র অপেক্ষা অনেক প্রবল। এই বলভেদ ও বল ভারতবাসিদিগের নিমিত্ত কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আইন হইয়া থাকে? ফলতঃ আমরা দেখিতেছি, ন সাহেবের মত এই, ইংরাজেরা এ দেশের । হেতুগণের নিমিত্ত আইনভেদ করা অবৈধ ঐ আইন ভেদ না করিলে ভারতবর্ষ ইংরাজ-র হস্তগত থাকা ভার হইয়া উঠিবে।

পাঠক দেখুন, ষ্টিফেন সাহেবের যুক্তি কি দুর্ব্বল! বড় উচ্চ পদস্থ লোকের তেমন তেজস্বিনী না যে এমন অসার যুক্তি প্রসব করে, ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। ব্যবস্থাপক সভার আইন-ক মন্ত্রামন্ত্রদাতা সভ্য হইলেই কি ঐরূপ অসার উদ্ভাবন করিতে হয়? সে দিন অডবোকেট বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় আত্মশাসন ক কতকগুলি অসার যুক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন। বিজিতত্ব সম্বন্ধে আইনভেদ করা যদি বৈধ তাহা হইলে এই আইন করিলেই ও উত্তম হয়, রতবাসিরা ইউরোপীয়দিগকে দেখিবামাত্র তাহা-র পদতলে গিয়া বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে, আর রোপীয়েরা তাহাদিগের পৃষ্ঠে লৌহবদ্ধ জুতার ত লাথি মারিতে থাকিবে।" এ বাক্যটী আপা-অনেকের বিষম খিরস ও প্রতিকটু বোধ হইবে ; কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এ টী নিম্বের ন্যায় পরিণামে মঙ্গলোপকারক হইবে। রা দুঃখিত চিত্তে দেখিতেছি, ইলবর্ট সাহেবের দারী কার্য্যবিধির সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধী ন সাহেব ও তৎসদৃশ ব্যক্তিদিগের বিপরীত ন্মিয়াছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, জেতা ও ত বলিয়া আইনভেদ না করিলে এবং জেতার কৃতক কতক স্বত্ব প্রদান না করিলে ভারত াদিগের হস্তপরিভ্রষ্ট হইবে। বোধ হয়, ইহার বিপরীত বুদ্ধি আর নাই। আমাদের বিবেচনায় া ও বিজিত বলিয়া আইনের যত ভেদ করা হইবে, হ ভারত ইংরাজের হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইবার প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে। প্রজারা যাধা-রা অসন্তুষ্ট থাকিলে রাজার কখন মঙ্গল হয় না। ার অনুরাগবলই রাজার প্রধান বল ও অবলম্বন। নরা ইহার একটী প্রমাণ দিতেছি। লর্ড লিটনের ধিকারে অস্ত্রসংক্রান্ত আইন, মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন ভৃতি কত আইন করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু এখন ওবাপরায়ণ লর্ড রিপন বাহাদুরের অধিকারে এরূপ নিষ্ঠুর ও কঠোর আইন করিতে হইতেছে? লর্ড টনের সভয়শঙ্কা ছিল, প্রজারা পাছে বিদ্রোহী এবং লর্ড মেয়োর ন্যায় তাঁহার শিরশ্ছেদের অভিনয় হয়। কিন্তু লর্ড রিপন বাহাদুরের এ সকল শঙ্কা নাই। শেষোক্ত মহাপুরুষ ভারতকে বিজিত দেশ বলিয়া পদদ্বারা দলিত করিবার ইচ্ছা করেন না, সৈন্যবল দ্বারাও দেশ স্বহস্তে রাখিবারও ইচ্ছা করেন না। এই নিমিত্ত তাঁহার ভেতার স্বতন্ত্র আইন করিবারও ইচ্ছা নাই। প্রজার অনুরাগই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। সে দিন ভলন্টিয়র সৈন্যদল কর্ম্ম পরিত্যাগের ভয়প্রদর্শন করাতে আলান হিউম সাহেব স্পষ্টাভিধানেই এ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভাল, আমরা জিজ্ঞাসা করি, লর্ড রিপন বাহাদুরের ন্যায় প্রজাবৎসল প্রধান পুরুষ ১৮৫৭ অব্দের পূর্ব্বে ভারতের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিলে কি এখানে ১৮৫৭ অব্দের ন্যায় দারুণ বিদ্রোহকাণ্ডের অভিনয় হইত?

অন্যায় পক্ষাশ্রয়ীর যুক্তি যে কেমন পূর্ব্বাপর-বিরোধিনী ও চমৎকারিণী হয়, ষ্টিফেন সাহেবের আরো দুই একটী বাক্যের উল্লেখ করিলে পাঠক তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। ষ্টিফেন সাহেব ইলবর্ট সাহেবের ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধী হইয়া কহিতেছেন, ইউরোপীয়দিগের স্বত্ব লোপ করা উচিত নয়। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের ফৌজদারী সম্বন্ধে যে স্বত্ব লোপ হইয়া গিয়াছে, তিনি আবার স্বমুখেই সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বে ভারতস্থ ইউরোপীয় অপরাধিদিগের একমাত্র হাইকোর্টেই বিচার হইত। সে বিচার আবার জুরিতে করিতেন। এ প্রথায় ইউরোপীয়দিগের অপরাধের বিচারই হইত না। এ কথা ষ্টিফেন সাহেব নিজ মুখেই করিয়াছেন। মফস্বলস্থ ইউরোপীয়েরা গুরুতর অপরাধ করিয়াও এই প্রথার প্রভাবে সহজে মুক্তিলাভ করিত। এই নিমিত্ত এই প্রথার পরিবর্ত্ত হয়। এ প্রথার যখন পরিবর্ত্ত হইয়াছে, তখন ইউরোপীয়দিগের প্রিয় স্বত্বের ধ্বংসও হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়দিগের অভেদ্য স্বত্বরূপ ভিত্তিতে পূর্ব্বেই ত বৃহৎ বিবর হইয়াছে। ইলবর্ট সাহেব তাহার কিছু আয়তন বৃদ্ধি করিতেছেন এই মাত্র। ইহাতে ষ্টিফেন সাহেবের ও তাঁহার সহচরদিগের এত অসন্তোষ কেন? ভারতস্থ ইউরোপীয়দিগের কপাল ত ভাঙ্গিয়াছে; এখন আর তাহা জোড়া লাগিবার যো নাই। তবে আর স্বত্ব স্বত্ব করিয়া চীৎকার করিয়া ফল কি? আমরা চীৎকারকারী ইউরোপীয়দিগকে অভয়দান করিতেছি, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন, তাঁহাদিগের ষ্টিফেন সাহেবের বর্ণিত স্বত্ব ধ্বংসে যখন কোন অনিষ্ট হয় নাই, তখন ইলবর্ট সাহেবের প্রস্তাবিত স্বত্ব ধ্বংসেও তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। তাঁহারা কেবল ভয়ার্ত্ত বালকের ন্যায় বৃক্ষের গাত্রে পতিত জ্যোৎস্নাকে শুক্লবস্ত্র পরিধারিণী শঙ্খচূর্ণী দেখিতেছেন। ব্যবধানের ভয়ভঞ্জন হইয়া পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান হইলে তখন সে বৃক্ষকে বৃক্ষ ও তাহার গায়ে পতিত জ্যোৎস্নাকে জ্যোৎস্নাই বোধ করিবে।

পাঠক! ষ্টিফেন সাহেবের আরো একটী কৌতুকাবহ যুক্তি শ্রবণ করুন। তিনি বলেন এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় অপরাধির বিচার ব্যবস্থা হইলে বড় সঙ্কট উপস্থিত হইবে। এ দেশের নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয়দিগের ভাষা ও মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন না। তাহাদিগের সহিত এ দেশীয় বিচারপতির সমসুখদুঃখতাও থাকিতে পারে না। কি অদ্ভুত যুক্তি! বিচারকালে বিচারপতির কি সমসুখদুঃখতা আবশ্যক? বিচারপতি সমসুখদুঃখী হইয়া যে বিচার করেন, তাহা কি ঠিক হয়? ইউরোপীয়ের নিকটে ইউরোপীয়ের বিচারকার্য্য এই সমসুখদুঃখতার ক্রিয়া সহজতঃ প্রসূত হয় বলিয়া কি ইউরোপীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয়ের বিচার হইবার নিমিত্ত এত প্রার্থনা? এত আগ্রহ? ইউরোপীয়ের প্রতি সমসুখদুঃখতাহীন এ দেশীয় বিচারপতিরা নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, ঠিক বিচার হইবে এবং অপরাধানুরূপ দণ্ড হইবে, ইউরোপীয়দিগের কি এই ভয় উপস্থিত হইয়াছে? ভাষা বুঝিবার বিষয়ে বক্তব্য এই, ইংরাজ বিচারপতি এ দেশের ছোট লোকের কথা কিরূপে বুঝিবেন? তাঁহারা যদি শিখিয়া লইতে পারেন, এ দেশীয় বিচারপতিরা পারিবেন না কেন? এ দেশের প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতা ছোট আদালতের এ দেশীয় বিচারপতিরা সেসনদিগের মকদ্দমা কিরূপে করেন? দেওয়ানী আদালতে বা নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয়দিগের বিচার কিরূপে হয়? অন্যায় পক্ষ আশ্রয় করিলে যুক্তির এইরূপ অসারতাই হইয়া থাকে!

উপসংহারে আমরা ষ্টিফেন সাহেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজেরাই ভারতবিজেতা তাহাদিগের হিতার্থ তিনি মত ও বক্তব্যজ্ঞান হইয়া যা ইচ্ছা তাই বলিতে ও যা ইচ্ছা তাই করিবার চেষ্টা পাইতে পারেন; কিন্তু ইউরোপ খণ্ডের অপর প্রদেশবাসিদিগের নিমিত্ত তাঁহার এত কেন? ইউরোপ খণ্ডের অপর প্রদেশবাসিদিগের অপেক্ষা ভারতবাসিরা কি তাঁহার অধিক আত্মীয় অন্তরঙ্গ নন? কাহার নিকট হইতে তাঁহার দেশের লোকের অধিক অর্থ লাভ হয়? কাহার হইতে ইংরাজজাতির মান সম্ভ্রম ও গৌরবের বৃদ্ধি হইতেছে? ভারতবাসির সহিত ইংরাজদিগের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, অন্য কোন প্রদেশ বা দেশের সহিত এরূপ সম্বন্ধ নয়। ভারতে ইংরাজের বাণিজ্য

চাকরীসম্বন্ধ বল, কুটিসম্বন্ধ বল, আর রাজত্ব বল, সকল সম্বন্ধই দৃঢ় অনুসূত্যত। এ প্রকার সম্বন্ধ অন্য কোন প্রদেশের সহিত হইবে না। প্রদেশের সহিত প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বতাই ঘটিয়া থাকে। ইংরাজের শ্রী দর্শন করিয়া কল প্রতিদ্বন্দ্বির মন বরং ঈর্ষ্যাকলুষিত হইয়া ক। অতএব ষ্টিফেন সাহেব অন্য অন্য ইউ-পীয়দিগকেও ভাবজ্ঞবিজেতা বোধ করিয়া সাধা- যে ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত একবিধ আইন বার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাও অল্প আশ্চর্য্যের নহে।

ভারতের পরিণাম ও জাতীয় বিদ্বেষ।

ইলবার্ট সাহেবের ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশো প্রস্তাবের বিরোধীদলের অনেকে বলেন; ইল সাহেব এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পরস্পরের জাতীয় বৈর উৎপাদন করিয়া দিয়াছেন। অত এ প্রস্তাবটী পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। প্রস্তা পরিত্যক্ত হইলে আর পরস্পরের হৃদয়ে জাতীয় রস প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। রা একথা বলেন, এটী তাঁহাদিগের অভীষ্ট নের অস্ত্র বলিয়া বোধ হয়। অনেকে প্রধান পুরুষ ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাবের অনুকূলে মত- ন করিয়াছেন। যদি প্রস্তাবটী পার্লিয়ামেণ্ট য় উপস্থিত হয়, রাজপুরুষদিগের অনুকূল মত- বাদী ইউরোপীয়দিগের অভীষ্টপথের প্রতিকূল বে সন্দেহ নাই। এই শঙ্কায় ষ্টিফেন সাহেব ন রাজপুরুষদিগের মতের গৌরব লাঘব করিবার প্রায়ে করিয়াছেন, তিনি যখন এদেশে ছিলেন খয়াছেন, রাজপুরুষের ইউরোপীয়দিগের সহিত পুরুষ ইউরোপীয়দিগের সদ্ভাব ছিল না। রাজ- দেরা যখন রাজপুরুষের ইউরোপীয়দিগের রাধী হইলেন, তখন আর তাঁহাদিগের মতের ব কি? এটী যেমন ষ্টিফেন সাহেবের রাজপুরুষ- গের মতের আদরণীয়তা লঘুকরণের কৌশল, ারা বলেন, ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাব পরস্পরের যে জাতিবের উৎপাদন করিয়াছে, সেটীও মনি তাঁহাদিগের কৌশল। এ জাতীয় বিদ্বেষ ন উৎপাদিত নয়, ইহা চির প্রচ্ছন্ন হইয়াই আছে, রা ইহার একটী বিশেষ প্রমাণ দিতেছি।

ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষার শব্দগত া ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির আকার প্রকারগত সাম্য করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতবাসীর ও রোপীয়ের এক আদিপুরুষ। ইহাদিগের পরস্পর ত্ব সম্বন্ধ। ইহাদিগের পরস্পর যে ভ্রাতৃত্ব আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা ব্যাসঙ্গ হেতু সেই ভ্রাতৃত্ব-বোধক মুখ্য প্রমাণের উল্লেখে বিরত হইয়াছেন। সে প্রমাণ এই, ভ্রাতৃত্বমূলক পরস্পরের হৃদয়ে বদ্ধমূল বিদ্বেষ। ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ ব্যতিরেকে এরূপ চিরপ্রঢ় বিদ্বেষ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। একজন কবি লিখিয়াছেন:—

"জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং"

যদি জ্ঞাতি থাকে অগ্নিতে প্রয়োজন হয় না।

ভারতস্থ ইউরোপীয়েরা ভারতবাসীদিগের সম্ভাবিত শুভ দর্শনে হিংসানলে যে দগ্ধ হইতেছেন, তাহাতে তাঁহারা যে ভারতবাসী, ভাই বটেন সে বিষয়ে সংশয় নাই। জ্ঞাতি-ভাই না হইলে তাঁহাদিগের হৃদয়ে কখন হিংসায় এত প্রকোপ হইত না। আর একজন কবি লিখিয়াছেন:—

"একামিষপ্রভবমেব সহোদরাণা
মন্যোন্যতে জগতি বৈরমিতি প্রসিদ্ধম্॥
পৃথ্বীনিমিত্তমভবৎ কুরুপাণ্ডবানাং
তীব্রস্তথাপি ভুবনক্ষয়কৃৎ বিরোধঃ॥"

এক লোভ্য দ্রব্য হইতে সহোদরদিগের শত্রুতা জন্মে এটী প্রসিদ্ধ কথা। যেহেতুক পৃথিবীতে আধিপত্য লাভের নিমিত্ত কুরুপাণ্ডবের ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়। ঐ বিরোধে সকলের উচ্ছেদ হইয়া যায়।

ভারতস্থ ইউরোপীয়েরা ও ভারতবাসিরা এক ত্যাজ্য দ্রব্যের অভিলাষী হইয়াছেন। ভারতবাসিগণ বহুকাল অবধি ভারতের স্বত্ব-ভাগের অভিলাষী হইয়া আছেন। ইউরোপীয়েরা নূতন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন। উভয়েরই চেষ্টা জন্মিয়াছে, ভারতের ধনে ধনী হইবেন। কি কৃষি, কি বাণিজ্য, কি চাকরি সকল বিষয়ে উভয়েরই তুল্য লালসা হইয়াছে। অতএব উভয়ের হৃদয়ে জাগরিত বৈর যে নির্ব্বাণ হইবে, তাহার সম্ভাবনা নয়, প্রত্যুত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। এত দিন অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, এক্ষণে তাহার স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন উভয়দলে উভয়দলের নানাপ্রকার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। শুনিতে পাই, পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হইলেই প্রথমে বাগ্‌যুদ্ধ তাহার পর বাহাবাহবি উপস্থিত হয়। এ ভাল বড় অশুভ লক্ষণ। গবর্ণমেণ্ট যদি অবিচলিত হস্তে তোলদণ্ড ধারণ করিয়া তুল্যরূপে উভয়ের প্রার্থনীয় বিতরণ করিতে না পারেন, আমরা শ্রেয়ের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া যদি এই বদ্ধমূল বৈরের উন্মূলন চেষ্টা না পান, তাহা হইলে প্রবলের সহিত দুর্ব্বল বিরোধিতার যে ফল ফলিয়া থাকে, ভারতের অদৃষ্টে সেই ফল ফলিবে। আমেরিকার আদিমবাসিদিগের যে দশা ঘটিয়াছে, ভারতবাসীর সেই শোচনীয় দশা ঘটিবে সন্দেহ নাই। এই ভয়ঙ্কর জাতিবৈরের নিবার্য অনেক সদাশয় ভদ্র ইউরোপীয় ও এ দেশীয় পরস্পর মিলিয়া সভা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে বাঞ্ছানুরূপ ফল হয় নাই, হইবে যে তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্টেরই এক মাত্র সমদর্শিতা ও নিরপেক্ষতা ও দৃঢ়তা প্রকৃত ঔষধ। তদ্ভিন্ন আমরা অন্য ঔষধ দেখিতে পাই না।

ভারতসভা ও স্বদেশের উন্নতি সাধন।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহাজনপ্রতীত বাক্যের তাৎপর্য্য সকলেই অবগত আছেন। যদি এই পৃথিবীতে,—এই ভোগে শোক ভরাকীর্ণ পৃথিবীর কোন স্থানে স্বর্গসুখ থাকে তাহা জননী ও জন্মভূমির ক্রোড়ে। রাজা ও দরিদ্র পতি হইতে দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেই এই স্বর্গের জন্য লালায়িত, এই স্বর্গের গৌরবে সকলেই আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন।

স্বদেশের পক্ষপাতী নহে এমত লোক কি এ পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে? পঞ্চমবর্ষীয় শিশু হইতে অশীতিবর্ষীয় স্থবির পর্য্যন্ত, অশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ শ্রমজীবী কৃষক হইতে সুশিক্ষিত, বহুদর্শী পণ্ডিত পর্য্যন্ত কেহই জন্মভূমির নিন্দা সহ্য করিতে পারে না। কি আশ্চর্য্য, যদিও দেখিতেছি ও জানিতেছি যে একই সূর্য্য কণ্ঠকর চক্র সমুদায় পৃথিবীর অন্ধকার নাশ করিতেছেন, তথাপি কে যেন প্রবাসী হৃদয়ে বলিয়া দেয় যে সূর্য্য তাঁহার দেশে উজ্জ্বল কিরণ বিতরণ করেন, চন্দ্র তাঁহার দেশে নিগ্ধতর রশ্মি প্রদান করেন।

যাঁহাদের দেশ ধূলিশূন্য, তৃণশূন্য ও অসীম বালুকাময়, যাঁহাদের দেশ দীনহীন, দুঃখমগ্নি যাঁহারা রাজ অত্যাচারে সর্ব্বদা প্রপীড়িত ও দাসত্ব শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ, তাঁহারাও স্বদেশের গৌরবে গৌরবান্বিত, স্বদেশের গুণকীর্ত্তনে বিমোহিত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে স্বদেশানুরাগিতা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, স্বদেশবাসীর প্রতি প্রেম মনুষ্যের ঈশ্বরদত্ত।

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি যে মুখে যে তুষারবারিধি, বা যে বালুকাসমুদ্রের অংশভাগী হইয়া যাহার সুখদুঃখের অংশভাগী হইয়াছি, আমি শব যাহার শ্যামল ক্ষেত্রোপরি মনের সুখে বিচরণ করিয়াছি, শীতার্ত্ত হইয়া যাহার বিরামদায়ক সুখসেব্য উষ্ণকিরণে পৃষ্ঠবিস্তার করিয়া স্বগৃহে স্বদেশে সুখ উপভোগ করিয়াছি, ক্ষুধার্ত্ত-নিদাঘ সূর্য্যে উত্তপ্ত হইয়া যাহার স্নিগ্ধকর বায়ুসংসেবিত, মনোহর বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছি, তা

ত মায়া, তাহার প্রতি অনুরাগ আপনা হইতেই
। উঠে, কাহাকেও শিক্ষা দিতে হয় না।
ঙ্কচ্ছট বাকো মনের ভাব উদ্ঘাটন করিয়া
দিগের নিকটে ও তাহাদিগের ভাষায় প্রথম
ভাব ব্যক্ত করিয়া মুগ্ধকারিত তাহাদের শৈশ-
র লাঘব করিয়াছি, স্তন্যময় বাহ্যজগতের
ন পরিচায়ক নেত্রের তাহাদের দেবমূর্ত্তি প্রথম
করিয়া অন্ধের অন্ধনাশের ন্যায় পুলকিত
াছে কর্ণদ্বয় প্রথমে তাহাদের দেবভাষা শ্রবণ
া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে ও রসনা অনেক
তাহাদের সেই শ্রেষ্ঠ মধুর সংগীত শিক্ষা করি-
. শৈশবকালে নিঃসহায় অবস্থায় ত্বক যাহা-
কোমল স্পর্শসুখ অনুভব করিয়াছে; বাল্য-
র হৃদয়দ্বয় যাহাদের সাহচর্য উৎসবে সম্মিলিত
য় জন্য চন্দ্রাকর্ষণে সাগরতরঙ্গের ন্যায়
াদে নৃত্য করিয়াছে ও অধীরভাবে রজনী-
ও প্রতীক্ষা করিয়াছে; যাহারা আশৈশব
নয় সহায় ও সহচর এক রাজা ও এক শাসন-
লীর অধীন, এক অত্যাচারে প্রপীড়িত বা
সুখে সুখী; দেশীয় এই শব্দ প্রয়োগ করিলে
দের সকলকেই বুঝায়; ধর্ম্মমতে কিয়ৎপরি-
পৃথক হইলেও তাহাদের প্রতি অনুরাগ, তাহা-
সহিত সহানুভূতি হইবেই হইবে, কোন রাজ-
ই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। এ
র স্থান ও এ প্রকার লোকের প্রতি অনুরাগ
াকা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অকৃতজ্ঞতার পরা

এ প্রকার লোক সর্ব্বদাই রাজবিদ্রোহীর
গণ্য ও পৃথিবীতে স্থান পাইবার যোগ্য নহে।
াল্যকাল হইতে মন যত উন্নত হয়, জ্ঞান ও
র্শিতা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এই অনুরাগ,
সহানুভূতি ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহা চিত্তো-
র মানদণ্ড।

এই হেতু মনুষ্য আদৌ স্বীয় পুত্রের পক্ষপাতী,
রে বয়স, জ্ঞান ও বহুদর্শিতা বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ
গ্রামের, তৎপরে স্বীয় প্রদেশের পক্ষপাতী হয়।
জ্য, বিদ্যা বা ভ্রমণ বাসনায় স্বীয় দেশ পরি-
া করিয়া দেশান্তরে গমন করিলে, অথবা অন্য
ন প্রকারে বিদেশীয়দিগের সহিত
ন স্বীয় আবাসভূমি এই ক্ষুদ্র গড় পৃথিবী
ত্যাগ করিয়া গ্রহান্তরে গমন করা সম্ভব
ল ও সেই গ্রহ পৃথিবীর অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে
ণে শ্রেষ্ঠ হইলেও নিশ্চয় আপন দেশের পক্ষ-
ী হইবে, কারণ ইহা তাহার মাতৃভূমি।
জগদীশ্বর এই অনুরাগ, এই পক্ষপাতিতা জগ-
র হিতের জন্যই মনুষ্যহৃদয়ে নিহিত করিয়াছেন।
ত এই অনুরাগদ্বারা নিরূপিত করিতে পারে

না, লৌহময় রাজশাসন এই হৃদয়প্রবাহের গতি-
রোধ করিতে পারে না, বরং ইহার স্বাভাবিক গতি
রোধের চেষ্টা করিলে ইহা নায়াগ্রা নদীর জলপ্রপা-
ন্যায় অত্যন্ত পর্ব্বত তুল্য প্রতিবন্ধক ও অতি-
ক্রম করতঃ ভীষণতর বেগে প্রধাবিত হয়। জগদী
শ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা, স্বভাবের কি আশ্চর্য্য
গতি! স্বার্থপর অত্যাচারী মনুষ্য হৃদয়নিহিত এই
দেবাগ্নি নিবারণের জন্য যে যে উপায় অবলম্বন
করে, তাহাই ইহাকে অধিকতর প্রজ্বলিত করিয়া
দেয়; এই অগ্নিতে জগদীশ্বর স্বয়ং ইন্ধন প্রদান
করিতেছেন, মনুষ্যের কি সাধ্য যে তাহা নিবারণ
করে?

একের যত্নে কিছুই হয় না, কিন্তু সমুদায়
লোকে একবাক্য ও এক উদ্দেশ্য হইলে কোন
কার্য্য না সুসম্পন্ন হইতে পারে? এই জন্যই করুণা-
ময় সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর স্বদেশের উন্নতিসাধন ও গৌরব-
বর্দ্ধনরূপ পবিত্রব্রতে দেশের সমুদায় লোককে এক-
মত করিবার জন্যই আমাদিগকে এই স্বদেশানু-
রাগিতা, এই স্বদেশপক্ষপাতিতা প্রদান করিয়াছেন।
জগদীশ্বরের পবিত্র রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি
এই পবিত্র ব্রতে ব্রতী না হয়, সে রাজবিদ্রোহী,
বিশ্বরাজের অভিপ্রায় ও নিয়মের বিরুদ্ধাচারী।

আত্মম্ভরিতা ও স্বদেশানুরাগিতা এই দুটী বিপ-
রীতার্থবোধক শব্দ। ইহাদের প্রতিশব্দ দিতে
গেলে সঙ্কীর্ণতা ও বিশালতা, ক্রূরতা ও উদারতা,
নির্দ্দয়তা ও সহৃদয়তা, কৃপণতা ও বদান্যতা, ধর্ম্মরতা
ও লজ্জাতা, তমসাচ্ছন্নতা ও আলোকপূর্ণতা এবং নর-
কোপযোগিতা ও স্বর্গভোগিতা প্রভৃতি শব্দ সকল
প্রয়োগ করিতে হয়।

আত্মম্ভরি ব্যক্তি শুদ্ধ নিজের সুখ ও নিজের
লাভের দিকে দৃষ্টি রাখে, আপনার ক্ষিত্র প্রমাণ লাভের
জন্য অপরের স্বর্গ সুখ ও ইহকালও নষ্ট করিতে
বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ,
বুদ্ধি থাকিতে নির্ব্বোধ, কারণ সে আত্ম বিষয় সম্বন্ধে
অত্যন্ত অন্ধ অতি নিকটে দেখিয়া থাকে। যেমত
কোন বস্তু চক্ষুর অতি সন্নিকটে থাকিলে তাহা ভাল
করিয়া দেখা যায় না, তদ্রূপ আত্মম্ভরি ব্যক্তি সর্ব্বদা নিজ চিন্তায় ব্যাকুল
থাকায়, আত্ম স্বার্থ জগদীশ্বরের অতি সন্নিকটে
ধারণ করায় আত্ম স্বার্থও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পায়
না, পরস্বার্থও কখন তাহার অবরুদ্ধ হৃদয়দর্পণে
প্রতিফলিত হয় না। পরের স্বার্থে দেশের মঙ্গলে
তাহার মঙ্গল যে অচ্ছেদ্যরূপে সংলগ্ন আছে ইহা
তাহাকে বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতে পারে না।
যাহাতে তাহার বর্ত্তমান সুখ সংযুক্ত আছে সে সর্ব্বদা
তাহার চিন্তায় নিরত। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে আকাশে
সমুদায় নিশ্চল থাকিবে, পৃথিবীর অবস্থা যেমত হ
না কেন, তাহার অবস্থা একরূপই থাকিবে। পরি
সে কি হইবে, কোন কার্য্যের শেষ ফল কি, ত
সে ভাবেও না, বুঝেও না। যাহাতে তাহার বর্ত্ত
সুখ স্বচ্ছন্দতার ক্ষণিক মাত্রও ব্যাঘাত জন্মায়, তা
সে বিষবৎ পরিত্যাগ করে। কোন কার্য্যে সমু
দেশের মঙ্গল, আমি না হই আমার পুত্র পৌত্র,
বান্ধবেরা তাহার ফলভোগী হইবে, এক প্রকার দু
ঘনাকৃপ মেঘ তাহার নির্ম্মল হৃদয়াকাশকে কখ
কলঙ্কিত করে না। কোন সাধারণ মঙ্গলকর কার্
অনুষ্ঠানে যদি আশু কথঞ্চিৎ অর্থ বা সময়
করিতে হয়, তবে সে লক্ষপতি বা নিঃস্বা হই
নানারূপ বাগ্বিতণ্ডা বিস্তার পূর্ব্বক নিষ্ফে সে ক
হইতে অবসৃত হইবার চেষ্টা করে এবং আপ
নীচাশয়তা গোপন করিবার জন্য উদারচিত্ত
ব্যক্তিদিগকেও আপনার দলভুক্ত করিবার
পায়। এ প্রকার লোক আবার ব্যয়কুণ্ঠ বা সময়
না হইতেও পারে। ইন্দ্রিয়সুখের জন্য, ক
মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য ইহাদের মধ্যে অনে
রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত
না; গল্প বা খেলা করিয়া অমূল্য সময়রত্ন ব্যয় ক
বার সময় সময়ের মূল্য ইহাদের স্মরণ থাকে
কিন্তু কোন সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান
লেই সাংসারিক কার্য্যে অর্থের বিষম প্রয়োজনী
ও মানব জীবনের স্বল্পতা তাহাদের দুর্ব্বল অ
করণকে নিতান্ত ভীত করিয়া তুলে।

এই জগতে স্বার্থ কে না চায়? স্বার্থশূন্য
এই পৃথিবীতে নাই। স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি স্বার্থ
হইলেও যথার্থ স্বার্থপর, আর আত্মম্ভরি ব্যক্তি এ
স্বার্থপর হইয়াও নিতান্ত স্বার্থশূন্য। এই বাক্য শু
আদৌ অর্থহীন বটে, কিন্তু প্রণিধান করিয়া দে
ইহার ভিতর গূঢ় অর্থ পাওয়া যায়। স্বদেশানুরাগ
আত্মম্ভরি ব্যক্তি উভয়েই স্বার্থের দাস, উভয়েই
ক্ষুদ্র আত্মপরায়ণ। কেবল প্রভেদ এই যে এক
উদ্দেশ্য উভয়ে ভিন্ন মূর্ত্তিতে নিরীক্ষণ করে ও
ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া সংসাধিত করিতে
করে। এক ব্যক্তি পূর্ণিমার পূর্ণ শশধরের অ
শোভায় বিমোহিত হইয়া তাহার সুধাপান লা
স্বর্গের দিকে ধাবিত হয়, অপর ব্যক্তি অগাধ জ
জলে তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র নিরীক্ষণ করিয়া
ঝম্প আত্মসহিত হইয়া অধোমস্তকে সমুদ্রজলে নি
ও অদৃশ্য হয়। এক ব্যক্তি ক্রমশঃ উর্দ্ধ গমন
পর ব্যক্তির ক্রমশঃ অধঃপতন হয়। চরমে
ব্যক্তি সুধাপান করিয়া উভয় লোকেই অমরত্ব
হয়, অপর ব্যক্তির ভাগ্যে কেবল অজ্ঞাত মৃ
নরকযন্ত্রণা ঘটিয়া থাকে।

এক জন কিসে শুদ্ধ আপনি আশু অধবান ও
ীয় হইব, এই ভাবনায় সর্ব্বদা ব্যাকুল, অন্য
কিসে শুদ্ধ আপনি নহে, তৎসঙ্গে দেশের সকলে
কালের জন্য মান্য, গণ্য ও সুখী হইবে এই
য় নিময়। এক জনের কয়েক জন দেশস্থ প্রতি-
ীর নিকট মাত্র প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা,
র ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা কি প্রকারে পৃথিবীস্থ প্রতি-
গণের নিকট আদরণীয় হইব। এক জন একা
ও সুখী হইবার ইচ্ছা করে, অপর ব্যক্তি পাঁচ
র সঙ্গে বড় ও সুখী হইবার আকাঙ্ক্ষা করে।
কজন স্বাভাবিক ক্রূরতা হেতু অন্যের ভাল দেখিতে
র না, অপর অন্যের দুঃখ দেখিলে আপনি দুঃখ
করে। এক ব্যক্তি কেবল আপনার আশু
ফল লাভের সম্ভাবনা আছে তাহাই গণনা করি-
ছে, অপর ব্যক্তি শুদ্ধ আশু নহে, চিরকাল ও
লের সম্বন্ধে কি ফল লাভের সম্ভাবনা তাহারই
া করিতেছে। এক ব্যক্তির কার্য্যের ফল নিজ
নের ও নিজ পরিবারের মধ্যেই পর্য্যবসিত হই-
ছে, অপর ব্যক্তির উদ্যোগ ও অধ্যবসায় বংশপর-
ায় ও দেশের সর্ব্ব উপাদেয় ফলপ্রদ হইতেছে।
ব্যক্তি হয় ত বিচারালয়ের পদাতিককে আপন
র্ত্তি ও সম্ভ্রম রক্ষণার্থে আক্রান্ত হইবার কারণ
বচনা করিয়া তাহার প্রতি পক্ষপাতশূন্য হইতেছে,
র ব্যক্তি তাহার তাবৎ নিষেধে অথবা প্রবল
চার রাজার রাজশাসনে অনুসন্ধান করিতেছে,
ং অদ্য আপনার প্রতি যে অত্যাচার হইল অন্য
তাহা প্রিয় দেশবাসী সকলের পক্ষেই হইতে
র মনে করিয়া তাহার মূলে আঘাত করিবার
করিতেছে। এক ব্যক্তি যদ্যপি ভাগ্যক্রমে বিষয়
ান নিজে কে ন উচ্চ আশ্রয় স্থান স্থির করিতে
ছে, তাহা হইলে তাঁর পিতা, শাসনপ্রণালী,
, সামাজিক ও অর্থনীতি প্রভৃতি সমুদায়
লম্রোতে ভাসিয়া যেরূপ হউক প্রক্ষেপও
র না, অপর ব্যক্তি এই বিষয়কালে আপনি নিরা-
হইলেও অচি সাধারণের স্বার্থের সহিত আপ
ও যে বিষয় বিপাকে উপনীত হইবে, উহা মনে
রিয়া সকলের আলোচনাযোগ্য হওয়াই নিস্প্রয়োজন
দাগী হয়। এক ব্যক্তি মনে করে যে সে নিজেই
সহানুভূতি বিহীন হইলেও অপর সকলে দেশবাসী
ণের সাহায্যার্থে ধাবমান, অপর ব্যক্তি মনে
র যে দুর্গাসাধ্য সাধারণের উপকার বিষয়ে যত্নবান
হইলে স্বদেশীয়দিগের অনুগ্রহ ও সহানুভূতির
র তাহার কোন সঙ্কট নাই। এক ব্যক্তি অনা-
হেতু নিজ ক্ষেত্রের শস্য শুষ্ক হইতেছে দেখিয়া
পুনঃ জলসঞ্চন সিঞ্চনে তাহা রক্ষা করিবার
া করিতেছে; অপর ব্যক্তি সাধারণের সহিত
যোগ দিয়া শুদ্ধ বর্ত্তমান সময়ে নহে, ভবিষ্যতেও
যেন কাহাকে আর এ প্রকার বিপদে পতিত হইতে
না হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতেছে।

সময়ে সময়ে এরূপও ঘটিতে পারে যে স্বদেশা-
নুরাগী ব্যক্তি আপনার সমস্ত চিত্তবৃত্তির বশবর্ত্তী ও
সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া নিজের বর্ত্তমান স্বার্থ
বিস্মৃত হইয়া যান; কিন্তু সামান্য আত্মত্যাগ
স্বীকার জন্য ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ লোকের যে দুঃখ
মোচন হইবে ইহা মনে করিয়া তিনি অসুখী হন
না। তাঁহার কার্য্যের ফল হয় ত তিনি নিজে ভোগ
করিতে পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার প্রিয়তম পুত্র,
ভ্রাতা, ভগিনী ও লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসিগণ যে তাঁহার
রোপিত বৃক্ষের অমৃত ফলের অধিকারী হইবে, এই
জ্ঞান তাঁহার পক্ষে অসামান্য আনন্দের বিষয় হয়;
তাঁহার প্রশস্ত অন্তঃকরণের উচ্চভাব হয় ত বর্ত্তমান
সময়ে সকল লোকে উপলব্ধি করিতে পারিল না, কিন্তু
ভবিষ্যতে তিনি যে দেবরূপে অঙ্কিত হইবেন,
তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, সমুদায় ইতিহাস
এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে আত্মম্ভরি ব্যক্তি
ক্ষণিক অকিঞ্চিৎকর স্বার্থের জন্য চিরস্থায়ী, অমূল্য
স্বার্থ ও গৌরব বিসর্জ্জন দেয়, সে একান্ত স্বার্থপর
হইয়াও নিতান্ত স্বার্থশূন্য। আর স্বদেশানুরাগী
মহাপুরুষ চিরস্থায়ী, সারবান্ স্বার্থের জন্য ভ্রমাত্মক
অসার স্বার্থকে অক্লেশে উপেক্ষা করিতে পারেন।
অতএব তিনি স্বার্থশূন্য হইয়াও যথার্থ স্বার্থপর।

আত্মম্ভরি ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অক
পট স্বদেশানুরাগী, উদারচিত্ত, প্রশস্তান্তঃকরণ দেব-
পুরুষের চরিত্র তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আত্মত্যাগ
ও সহানুভূতিই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, "পরোপ
কারায় সতাং জীবনং" তাঁহার মূলমন্ত্র, এবং "মন্ত্রং
বা সাধয়ং শরীরং বা পাতয়েৎ" এই উদার নীতিক
বাক্য তিনি কখনই বিস্মৃত হন না। জন্মভূমিই
তাঁহার জননী, এবং স্বদেশবাসীই তাঁহার সহোদর।
স্নেহময়ী জননী ও প্রিয়তম সহোদরের জন্য ক্ষতি
স্বীকার করিতে বা জীবন বিসর্জ্জন দিতে কোন সহৃ-
দয় ব্যক্তি কুণ্ঠিত হন?

স্বদেশানুরাগিতার কি আশ্চর্য্য মহিমা, কি চিত্ত-
কারিণী মোহিনী শক্তি! ইহা সন্তোষামৃত প্রাণসম
প্রিয়তম পুত্রশোককেও বিস্মৃত করাইয়া দেয়। মহা-
মহোপাধ্যায় বিজ্ঞতম পণ্ডিতগণ সংসারের মায়াময়ত্ব
ও ধর্ম্মের সারবত্তা সম্বন্ধে রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করিয়া
যে শোকাগ্নির নিবারণ করিতে পারেন নাই, এক
স্বদেশানুরাগিতা ও ত্রিযামাণা জননী জন্মভূমির উন্নতি
সাধনরূপ পবিত্র ব্রত সেই অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে
পারে।

এ প্রকার স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিকে অত্যাচার ব
দেখাইতে পারে না, এবং নিরাশতা তাঁহার ম
স্থান পায় না। তিনি অত্যাচারে পীড়িত জনগণ
এই বলিয়া আশ্বস্ত করেন—"ভরোষাস হইত
যখন চন্দ্রসূর্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তখন অত্যাচ
অবশ্যই নিবারিত হইবে" অর্থাৎ যখন জগদী
লোকের হিতের জন্য অদ্যও চন্দ্রসূর্য্যকে স্বীয় অ
গ্রহের সাক্ষীভূত করিয়া প্রতিনিয়ত মস্তকো
পরিভ্রমণ করাইতেছেন, যখন "ভয়ানাং ভ
ভীষণং ভীষণানাং" সেই সর্ব্বশক্তিমান, করুণা
পিতা আমাদের ভাবনা ভাবিতেছেন, তখন মনুষ্য
অত্যাচারী দুর্ব্বল মনুষ্য আমাদের কি করি
পারে? সকলে একমত হও, সকলে সহৃদয় ও স
হও এবং জগদীশ্বরকে সহায় করিয়া সকল ক
আরম্ভ কর, দেখিবে তোমরা অসাধ্য সাধন করি
পার কি না।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়ম
হইবে যে স্বদেশানুরাগ জগতের হিতের জন
মনুষ্যহৃদয়ে নিহিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলি
আমরা এ কথা বলিতেছি না যে এই স্বদেশানু
মনুষ্যকে একবারে হিতাহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশ
করিয়া ফেলিবে। কোন বিষয়েরই আতিশয্য ভ
নহে, সকলেরই নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। স্বদেশানু
জগতের অতি হিতকর পরম পবিত্র ধর্ম্ম বটে, কি
তাহা বলিয়া ইহা যে নীতি ও ধর্ম্মকে অতি
করিবে এমত নহে। স্বদেশানুরাগিতার আতি
হেতু জগতে যে কত অনিষ্ট ঘটিয়াছে ও ঘটি
তাহার সংখ্যা করা যায় না। স্বদেশের গৌর
নাম বিস্তারে উৎসাহিত হইয়া অনেক সময় আ
জাতি ধর্ম্ম ও নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া থা
স্বদেশবাসিগণ সহস্র দোষে দোষী হইলেও তা
দিগকে পবিত্রচরিত্র ও ন্যায়পরায়ণ বলি
প্রতিপন্ন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। অ
নামের কল্পিত স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য অপরের স্ব
বিক স্বত্ব পর্য্যন্ত অক্লেশে ভস্মসাৎ করিয়া ফে
নূতন মহাদেশ আমেরিকা এই প্রকার ভ্রান্ত স্বদে
নুরাগের জীবন্ত উদাহরণ ও সভ্যতাভিমানী ইউ
পীয়গণের দুরপনেয় কলঙ্কস্থল। এক সময় ঐ
দেশ দুর্ভাগ্য আদিম অধিবাসিগণে পরিপূরিত
এবং তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি সভ্য
প্রথম সোপানে অধিরোহণ করিতেও আরম্ভ ক
য়াছিল। কিন্তু হায়! কি কুক্ষণেই কলম্বস ক
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই আমে
আর আমেরিকা নাই বলিলেও কিছুমাত্র অত্যু
হয় না, আমেরিকা এক্ষণে নব ইউরোপ। স্ব
বৎসল আদিম আমেরিকান এক্ষণে কোথ

রা কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, যে চারিজন পূর্ণপুরুষগণের নাম রক্ষার্থ জীবিত ছে, হয় তাহারা দীন দরিদ্র দাস, না হয় বনবাসী পক্ষিগণের সহচর। ক্রমশঃ

পুস্তক সমালোচনা।

১। কুসুম কানন (১।। এখানি পদ্যময় গ্রন্থ। াহাতে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক কবিতা আছে। গুলি অনেক স্থলে অনেকানেক ভাব ও অলঙ্কারাদি া অলঙ্কৃত করিয়াছে; কিন্তু রচনার দোষে তাহা কয় নাই। মিষ্ট না হইবার প্রধান কারণ এই, লিখনের উপযোগী বহু শব্দ ইহাতে বিন্যস্ত য়াছে। স্থলে যে শব্দ সুন্দর হয়, স্থান ভিন্ন তাহা অনেক লেখক তাহা বুঝেন না। এই নিমিত্ত ময় গ্রন্থ গুলিকে সুমধুর করিয়া তুলিতে পারেন গভীর ভাবের সমাবেশ করিতে গেলে কবি-শালিতা থাকে না এটী গ্রন্থ মধ্যে আছে।

হৃদয়-প্রতিধ্বনি। বাবু পুলিনবিহারী দত্ত চিত। এখানি অনেক দিন হইল আমাদের গত হইয়াছে। ইহাতে কতিপয় সুন্দর ও হৃদয়-ী কবিতা আছে। কিন্তু ছন্দের পারিপাট্য ও াম্য, কি রচনার সৌকর্য্য ও কোমলত্ব, উভয় ই কবিতা গুলি আমাদের মনোহারী হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible]

বিবিধসংবাদ।

মৃতদেহ পরীক্ষা করা বড় গুরুতর বিষয়। যে সে ব্যক্তি পরীক্ষা করিলে সুফল না হইয়া অনেক সময়ে কুফলও ফলিয়া থাকে। নদীয়ার মুন্নুকচাঁদ চৌকী-দারের মৃত কন্যার দেহ একজন নেটীব ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া যে গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতেই গবর্ণমেণ্ট ইহার অপকারিতা বিলক্ষণ উপলব্ধী করিয়াছেন। এই নিমিত্ত এখন তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন, মৃতদেহ পরীক্ষা করিবে আবশ্যক হইলে সিবিল সার্জ্জনের নিকট পাঠাইতে হইবে, তিনি অধঃস্তন কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে সে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। পরীক্ষায় কোন দো প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে। তা যখন তিনি স্বয়ং উপস্থিত না থাকিবেন, তখ ভিন্ন সিবিল সার্জ্জন অপর লোকের উপর মৃতদে পরীক্ষার ভার দিতে পারিবেন। আর ঘটনা-স্থ হইতে দুই দিবসের রাস্তা দূরে যদি আসিষ্টা সার্জ্জন থাকেন, তাহা হইলে তিনিও পরীক্ষা করি পারিবেন। ফলতঃ মেটীব ডাক্তারেরা আর মৃ দেহ পরীক্ষা করিতে পারিবেন না।

মেলের সংবাদ এই, ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান ম গ্লাডষ্টোন ও ফসেট সাহেব উভয়েই মার্চ্চ কম সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা উভয়ে পীড়িত ছিলেন। সভায় উপস্থিত হইলে সক অকপট আনন্দ সহকারে তাঁহাদিগের অভ্যর্থ করিলেন। কিন্তু অনেকে এই অনুমান করে গ্লাডষ্টোন সাহেব যদি আবার অধিক পরিশ্রম করে পুনরায় তাঁহার পীড়া হইবে।

মাডাগাস্করে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত। এ খানি ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজ টামাটেভ বন্দরে এবং আ চারি খানি মাডাগাস্করের উত্তর পশ্চিম উপকূ উপনীত হওয়াতে মাডাগাস্করবাসিরা অতিশয় শঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যাত্রা দিবার উদ্যো করিতেছে। তথায় কোন ইংরাজ যুদ্ধ-জাহা উপস্থিত নাই। সভ্য হউন, আর অসভ্য হউ পররাজ্য আক্রমণের লোভ সম্বরণ করা বড় কঠিন দুর্ব্বলের কিছুতেই রক্ষা নাই। আমার প্র বেশী সভ্য, অতএব আমরে প্রতি অত্যাচার হ না, এ অভিমান কোন কালেই মঙ্গলের নয়; দু প্রবল রাজগণ সাধারণে যদি এরূপ একটী স কবেন যে কোন গবর্ণমেণ্ট যদি লোভান্ধ হইয়া কো দুর্ব্বল গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করেন, মৈত্রীবদ্ধ রা গণ তাহার রক্ষার চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে দুর্ব্বলের রক্ষা হইতে পারে।

মস্কট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সম্রাটের প্রাণসংহারের চক্রান্তকারী বলিয়া কয়েক জন ধ হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, ইউরোপী যেরা আর রাজশাসন ভাল বাসেন না, ইউরোপ খণ্ডের সকলেই প্রায় রাজ-শক্তির উচ্ছেদ চে চলিয়াছে। রুশসম্রাট আপনার অধীনস্থ প্রজা স্বরাজ্যে কেন ইংলণ্ডের ন্যায় পার্লেমেণ্টপ্রণালীর প্রতি করুন না? তাহা হইলে ত তিনি কেবল নিরাপ হইবেন এরূপ নয়, তাঁহার কীর্ত্তিও চিরস্থায়ি হইবে।

গত বুধবার কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা টমসনের ঔষধালয়ে দশ জন ইউরোপীয় নাবিক স্থিত হয় এবং ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা । দ্বারবান্ প্রভুর আদেশক্রমে দ্বার রক্ষা রতেছিল, সে তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করে। কদিগের সহিত এতদুপলক্ষে তাহার বিবাদ স্থিত হয়। তখন তাহারা তাহাকে ধৃত করিয়া প সাংঘাতিক প্রহার করিয়াছে যে তাহাতে ার জীবন সংশয় হইয়াছে। অপরাধীরা ধৃত য়াছে। ইহা কি দেশীয়দিগের সাহসিকতা ও ভক্তির পরিচায়ক নহে?

যে সকল এ দেশীয় ছাত্র সাইবেণসেটার কৃষি-্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে হারা পশুদিগের চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ পার-র্শিতা দেখাইতে পারিবেন, বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট র্ণর তাঁহাদিগের জন্য একটী ৫০০ ও একটী ২০০ কার বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের শিক্ষা ভাগের ডাইরেক্টারকে এ বিষয় কৃষিবিদ্যালয়ের াক্ষের গোচর করিতে বলা হইয়াছে এবং যাঁহারা কণে বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা কিরূপ তি করিতেছেন তাহাও জানাইতে বলি-ছেন।

শিক্ষাসমিতির সভাপতি চর্চটর সাহেব এক স্থলে ভাস দিয়াছেন, তিনি এ দেশের উচ্চশিক্ষার প্রতি ব্যতীত অবনতির ইচ্ছা করেন না। দেশের নিম্ন ণীর লোকদিগের ভিতর বিদ্যাশিক্ষার যাহাতে ল চর্চ্চা হয়, ইহা তাঁহার একান্ত অভিলাষ। যাবৎ নি কমিশনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাবৎ নি কলেজের ছাত্রদিগের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে বেচনা করিতেছিলেন, কিন্তু বিশেষ অনুধাবন রিয়া দেখিয়াছেন, এখন কলেজের বেতন বৃদ্ধি রিলে মধ্যবিত অবস্থার যে সকল বালক বিদ্যা-ক্ষা করিতেছে, তাহাদিগের বিশেষ অনিষ্টসাধন রা হইবে। কারণ, এখন তাহারা যে বেতন দিয়া ধ্যয়ন করিতেছে তাহা সুশৃঙ্খলে প্রদান করিতেও াহারা সক্ষম নহে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় বতন বৃদ্ধি করিয়া উচ্চশিক্ষায় ব্যাঘাত করা চবে না।

মিউনিচের অধ্যাপক পেসার সাহেব পরীক্ষা রিয়া বলিয়াছেন, নিরামিষভোজীদিগকে সংক্রা-ক রোগে যত শীঘ্র আক্রমণ করিতে পারে, ামিষ-ভোজীদিগকে সেরূপ আক্রমণ করিতে ারে না।

বেহার ও পশ্চিম বিভাগের ইনস্পেক্টার বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অবসর গ্রহণের নিমিত্ত বঙ্গ-দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়া-ছেন। ভূদেব বাবু যেরূপ পারদর্শিতাসহকারে দুটী বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া-ছেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় কোন যোগ্য বাঙ্গালীকে উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করিলে নিয়োগকর্ত্তার যে অধি-কতর গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পশ্চিম বিভাগের সহকারী ইনস্পেক্টার বাবু ব্রজ-মোহন মল্লিক এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য পাত্র।

ইতিপূর্ব্বে ইণ্ডিয়া ক্লবের যে অধিবেশন হয়, রাজা শিবপ্রসাদ তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর যে সকল বাঙ্গালী এই সভায় গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহই তাঁহার নিকটে উপবেশন, তাঁহাকে নিরীক্ষণ অথবা তাঁহার সহিত কথা পর্য্যন্ত কহেন নাই। অতীব দুঃখের বিষয় গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা ও বারাসতের লোকেরা বাদ্যাদি সহ-কারে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দগ্ধ করিয়াছে। এরূপ করা ভদ্ররীতির বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ ইহা ক্ষুদ্র অন্তঃ-করণের পরিচায়ক।

বঙ্গদেশের পাট লইয়া স্কটলণ্ডের অন্তর্গত ডণ্ডি চট প্রস্তুত করিয়া বিলক্ষণ লাভ করিতেছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে উত্তরোত্তর চটের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ডণ্ডির চট ব্যবসায়ীদিগের ক্ষতির আশঙ্কা জন্মিয়াছে। কলিকাতায় যে সকল চট প্রস্তুত হয়, তাহার অধিকাংশ সানফ্রান্সিসকো ও অষ্ট্রেলিয়াতে বিক্রীত হইয়া থাকে, কিন্তু ১৮৮১ অব্দ হইতে সানফ্রান্সিসকোয় ইহার রপ্তানী কিছু হ্রাস হয়। ১৮৭৯ অব্দে তথায় ১৮৮৮৯৫১৮; ১৮৮০ অব্দে ২২৪ ১২৭৭৯; ১৮৮১ অব্দে ১৯২২৭৭৭৪ ও ১৮৮২ অব্দে ১৬৪৯৫৩৮০ থলিয়া প্রেরিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষের জানুয়ারি মাসে ৭৬ লক্ষ ২০ হাজার ৯০০ শত থলিয়া কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইয়াছে। এদিকে অষ্ট্রেলিয়ায় ইহার রপ্তানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৭৯ অব্দে তথায় ১০৬০১৯৪২, ১৮৮০ অব্দে ১০২০০৫২৮; ১৮৮১ অব্দে ১৫৫০৩৮৫২ ও ১৮৮২ অব্দে ১৮৬৫২০৬১ রপ্তানী হইয়াছে।

ব্যাঙ্গালোর পোষ্ট আফিসে ৬টী কেরাণীর পদ খালী হওয়াতে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ ৬টী ইউরোপীয় রমণীকে উক্ত পদ প্রদান করিয়াছেন।

আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় একটী প্রদর্শনী হইবে। মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যাহারা সেই প্রদর্শনী দেখিতে আসিবেন মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেণ্ট তাঁহাদিগের নিকট অর্দ্ধ ভাড়া অর্থাৎ প্রতি মাইল ইংরাজী আট পাই হিসাবে লইবেন।

রৌপ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক থাকাতে উহার আম-দানী রপ্তানীর ক্ষতি হইতেছে। ভারতবর্ষে যে সকল রৌপ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, এই শুল্কে তাহার বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়া মান্দ্রাজবাসিরা রহিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে।

অদ্য কলিকাতা হাইকোর্টে দায়রার বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

পার্লামেণ্টের অন্যতর সভ্য ষ্টানহোপ সাহেব ভারতবর্ষের ব্যয় হ্রাস করিবার বিষয় এবার পার্লি-মেণ্টে প্রসঙ্গ করিবেন।

শুনা যায় ইতেছে, বোম্বাই ও পুনার আর্য্যমহিলা সমাজ ফৌজদারী আইনের সংশোধন প্রস্তাব সম্বন্ধে ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ অভিলাষিণী হইয়াছেন। এই আইনটী যাহাতে বিধিবদ্ধ হয় এবং ইউরোপীয়েরা যাহাতে দেশী-দিগকে যথেচ্ছা গালি না দেন, তদ্বিষয়ে তি যাহাতে উপদেশ দেন ইহাই তাঁহাদিগে প্রার্থনা।

গত বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ যত্নে চাকায় ইলবার্ট সাহেবের কৃত ফৌজদারী আ নের সংশোধন বিষয়ক পাণ্ডুলিপির উপযোগী সাধারণো প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুনরায় একটী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ষ্টেটসম্যান সম্পা দক তহাতে অনিষ্টকালের আশঙ্কা করিয়া উদ্যো ব্যক্তিদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি ব এরূপ সভার দ্বারা দেশীয় লোকদিগের মন অধিক উত্তেজিত হইবে, ইউরোপীয়দিগের সহিত তা দিগের বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পরস্প দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে এ আইনটী বিধিবদ্ধ কঠিন হইবে। ইউরোপীয়েরা উৎসাহিত হই ছেন বলিয়া গবর্ণমেণ্টের বিচলিত হইবার কিছু সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা যাহা কিছু বলুন, ধী গম্ভীরভাবে এখন সহ্য করাই আবশ্যক। আমরা তাঁহার কথা স্বীকার করিতে পারি না। ইউরোপীয়েরা উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা গালি দিউন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহা বসিয়া ধীর ও গম্ভীর বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। বরং ধীর ও গ ভাবে সংযুক্তির অবতারণা করিয়া এ বি আলোচনা করা উচিত। মন উৎসাহিত না কোন বিষয়ের আন্দোলনে অধ্যবসায় থাকে অতএব এরূপ সভা দ্বারা লোকের মনকে উৎসা করিতে পারিলে সেই আন্দোলন যে অবশ্য প্রবল পরিমাণে হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে ইউ পীয়েরা উৎসাহিত হইয়া যেরূপ নীচতা প্র করিতেছেন, দেশীয়েরা উৎসাহিত হইয়া সে না করেন, ইহার চেষ্টা পাওয়া উদ্যোগকর্ত্তাদি কর্ত্তব্য। এ সময়ে চুপ করিয়া থাকিলে গ

নেরল এ দেশীয়দিগের মনের ভাব সুস্পষ্টরূপে
গত হইতে পারিলেন না। সুতরাং ইউরোপীয়েরা
নয়া ছিলিবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বর্ত্তমানের অন্যতম
স্থলীর পণ্ডিত কাশীনাথ নারায়ণ আনরের টাইলের
ন্দর স্মৃতি শাস্ত্রে উত্তমরূপ পরীক্ষা দিতে পারে
, বঙ্গের সুবার্ডিনেট জজ বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র
াকে একটী রৌপ্য পদক পুরস্কার দিবেন বলিয়া
াবিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট একখানি পত্র
য়াছেন। এই পুরস্কার প্রতি বর্ষেই প্রদত্ত
বে।

শশিগিরী রাও নামক যে ব্যক্তি মান্দ্রাজ সেল
ভ্রমণকালে এক ইউরোপীয় রমণীকে অবমা-
করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন, বেঙ্গালো-
সেসন আদালতের বিচারে তাঁহার ৫০০ টাকা
ণ্ড হয় এবং আপীলে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া
ক্রাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রেলওয়ের
লকগণ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় তাঁহাকে
দেওয়াইবার অভিলাষে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের
টে এ বিষয়ে একখানি আবেদন করেন, কিন্তু
গিরী রাও এ কথা জানিতেন না। সম্প্রতি এক
যেমন তিনি নগরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন
নি পুলিষ তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করি-
। দেখা যাউক গবর্ণমেণ্ট কি করেন।

গত বৎসর বিলাতে যে বৃহৎ মৎস্যপ্রদর্শনী হয়
াতে প্রকাশিত হইয়াছে, বর্ষে বর্ষে ব্রিটেন হইতে
•••••••, রুশিয়া হইতে ৬০•••••••, ফ্রান্স
ত ৩৮•••••••, নরওয়েজিয়া হইতে ২৮•••••••,
লী হইতে ৮•••••••, ইউনাইটেড ষ্টেট হইতে
•••••• টাকা মূল্যের মৎস্য ধরা হইয়া থাকে।
ান্ত মহাসাগর হইতে চীন ও জাপানের লোকে
র মৎস্য আহরণ করিয়া থাকে। কিন্তু তুলনায়
বঙ্গের অপেক্ষা কোন স্থানেই অধিক মৎস্য
য় না।

বরদার গুইকুমার তত্রত্য ছয় জন স্ত্রীবৃদ্ধি গুপ্তকা-
বোম্বাইয়ের শিল্পবিদ্যালয়ে শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার্থ
ণ করিয়াছেন। দেশীয় রাজগণ যদি এইরূপ
া করেন, তাহা হইলে লুপ্তপ্রায় দেশীয় শিল্পের
ুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে।

৫৮ বর্ষের বয়স্ক আইরস সৈনিকদলের কাপ্তেন
ইবার সাহেব তাঁহার স্ত্রী ৪৮ বর্ষের হস্তার সৈনিক
লের এক পেন্সন ভোজ হোটেলে ইটালিয়ানের নামে
হাবের উচ্চ আদালতে অভিযোগ করিয়াছেন।
াহার স্ত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ যাহাতে ভঙ্গ হয়
ন্যথা যাহাতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৫০ হাজার টাকা
ন, ফরষ্টার সাহেবের তাহাই প্রার্থনা। কি লজ্জার
বিষয়! সভ্যতা অমূল্য পদার্থ, এ জ্ঞান ইউরোপীয়
দিগের কবে হইবে?

লর্ড রিপন এ দেশীয়দিগকে স্থানীয় আত্ম-
শাসনে অধিকার দান ও এ দেশীয়ের নিকট ইউ
রোপীয়ের বিচারপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা
পাইতেছেন দেখিয়া কলের একখানি সংবাদ পত্র
বলিয়াছেন, এগুলি প্রবর্ত্তয়িতার গভীর রাজনীতি-
জ্ঞতার পরিচায়ক। উপরি উক্ত নিয়মদ্বয় প্রবর্ত্তিত
হইলে ভবিষ্যতে রুশের ভারতে প্রবেশপথ যে রুদ্ধ
হইবে তাহা নিশ্চিত।

ভারতবর্ষের দুঃখ ও অভাবাদির বিষয় পার্লা-
মেণ্টের গোচর করিতে অভিলাষী হইয়া লণ্ডনস্থ
কতকগুলি এ দেশীয় লোক ওয়েষ্টমিনিষ্টারে একটী
সভা করিয়াছেন, এই সভায় বার জন প্রতিনিধি এত-
দ্বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য কমন্স সভায়
গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট
হইলাম, সভ্যগণ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগের প্রস্তাবের
অনুমোদন করিয়াছেন।

অনেক ইউরোপীয়ের ধারণা এই ভারতবর্ষস্থ
রাজপুরুষের ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের স্ত্রীরা
সমবেত হইয়া ফৌজদারী আইনের সংশোধন প্রস্তা
বের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট একখানি আবেদন
পত্র প্রেরণ করিতে পারিলে অধিকতর মঙ্গল লাভের
সম্ভাবনা। কতকগুলি ইউরোপীয় রমণী, ইউরোপীয়
দিগের রক্ষার্থ সভাকে এতদ্বিষয়ক একখানি আবেদন
পত্র প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন।

মিশরযুদ্ধের ব্যয় সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে বড়ই গোল-
যোগ উপস্থিত হইয়াছে। অধিকাংশ সভ্য বলিয়া-
ছেন, ভারতবর্ষ হইতে যে সকল সৈন্য মিশরযুদ্ধে
গিয়াছিল, তাহাদিগের যাবতীয় ব্যয় ইংলণ্ডকে
দিতে হইবে, কেবল আনস্‌লে সাহেব বলেন ভারত
বর্ষের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য গ্রহণ করিতে
হইবে।

এক জন পার্সি কলম্বো হাইকোর্টে টুপি মাথায়
দিয়া যান। বিচারপতি তাঁহাকে টুপি খুলিতে
বলেন, পার্সি ইতঃপূর্ব্বে করিতেছেন এমন সময়ে তিনি
বলিলেন একদা তিয়ানার তিনি একটী মঠ দেখিতে
গিয়াছিলেন, কিন্তু তথাকার তত্ত্বাবধারক তাঁহাকে
বিলাতি টুপি মাথায় দিয়া যাইতে দেন নাই। মিশ-
রের একটী মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে চাহিলে তত্রত্য
লোকেরা তাঁহাকে জুতা খুলাইয়াছিল। অতএব যাঁহার
যেখানে প্রাধান্য তিনি সেখানে যখন আপনার ইচ্ছা
মত কাজ করিয়া থাকেন, তখন ইংরাজদিগের অধীন
জাতিকে অবশ্য তাঁহার আদেশমতে চলিতে হইবে।
সাহেব এই যুক্তি দিয়া পার্সিকে টুপি খুলাইয়া ছাড়ি-
য়াছেন। কলম্বোতে এরূপ সাহেব কতগুলি আছেন?

পশু চিকিৎসা শিক্ষা দিবার জন্য কলিকা
একটী স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার
অবধারিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে যাহারা অ
য়ন করিবে, তাহাদিগকে অস্থি, ঔষধ ও রোগ
রোগ নির্ণয়, অস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইব
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা অনুত্তীর্ণ, মাই
ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণ ব্যতীত অ
কাহাকেও অধ্যয়নে অধিকার দেওয়া হইবে
তিন বৎসর এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে অধ্য
করিতে হইবে। প্রতি বর্ষে ২০ জনের অধিক ন
ছাত্র গৃহীত হইবে না। পূর্ণ সংখ্যা ৬০ জন
থাকিবে। শিক্ষার্থীরা যাবৎ পশুচিকিৎসার
জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ বলিয়া আপনাদিগকে বিবে
না করিবে তাবৎ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে চা
দিবার জন্য দায়ী থাকিবেন। পাঠকালে ছা
মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে। ইংরাজীভাষা
ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে প্রথ
বৎসর ২০ টাকা তৎপরে ৭ বৎসর ৩০ টাকা
তাহার পর ৪০ টাকা বেতন পাইবেন, কিন্তু যাঁহ
কেবল বাঙ্গালা জানিবেন, তাঁহারা প্রথম ৭ ব
১৫ তাহার পর ৭ বৎসর ২০ টাকা তৎপরে ৩০ ট
বেতন পাইবেন।

বিলাতের টাইমস পত্র বলিয়াছেন, ফৌজদা
আইনের সংশোধন করিয়া যদি দেশীয়দি
ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষ করিয়া তাহাদিগের ক্ষ
বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে ইউরোপীয়দি
ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। আর
হইলে সকল গোলও ঘুচিয়া যায়। ভারত
থাকিতে হইলে ভারতবাসিকে শাসন করিতে হ
তাহা না হইলে সকলে চলিয়া আসুন, তা
যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক। ভারতশাসকদি
মাধ্য কতৃপুরুষেরা যদি সামান্য দোষেরও অনুস
করিয়া দেশীয় সংবাদ পত্রে তাহা প্রকাশিত ক
আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দীর্ঘকাল ভারত শ
করিতে হইবে না। ইত্যাদি। কি অকাট্য যু
ন্যায়পরায়ণ বলিয়া যাঁহারা অভিমান করেন, ত
দিগের মুখে এ কথা শোভা পায় না। টা
সম্পাদকও যে ফিরিঙ্গিদিগের অপেক্ষা ঔদার্য
প্রকাশ করিতেছেন ইহা অল্প ক্ষোভের বিষয় ন

কলিকাতায় যেমন এক স্থানে গ্যাস সংগৃহীত
তথা হইতে নলসংযোগে সহরের সর্ব্বত্র আলো
করা হয়, সেইরূপ আমেরিকার অন্তর্গত বেলি
নগরে মাটীর ভিতর নল বসাইয়া তদ্দ্বারা উষ্ণাপ
বিস্তৃত করিয়া তত্রত্য কল কারখানা চালান হইতে
সুতরাং লোকে অতি অল্প ব্যয়ে দ্রব্যাদি প্রস্তুত ক
সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতে সক্ষম হইতেছে।

লাবস্তবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ফৌজদারী আইনের
সাধনবিষয়ক পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণ-
সমূহের কিরূপ অভিপ্রায় তাহা তাঁহাদিগকে
করিতে বলিয়াছেন।

রাজকুমার নাগাব কিছু দিন রেঙ্গুণে অবস্থিতি
য়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মরাজের বিপক্ষে বিদ্রোহ
স্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি সার্ন-
র দেশে যাইতেছেন।

অহিফেনের বর্ত্তমান বন্দোবস্ত সম্বন্ধে রিপোর্ট
বার জন্য শীঘ্রই একটী কমিশন বসিবে। অন-
ল রেণল্ডস্ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি পাকি-
। রেলি-উ বোর্ডের জুনিয়ার সেক্রেটারি
স সাহেব সেক্রেটারি হইবেন।

উত্তর পঞ্জাব ষ্টেট রেলওয়ের কতকগুলি এদেশীয়
চারী রাউলপিণ্ডির রেলওয়ে ভলণ্টিয়র (স্বেচ্ছা
স্ত সৈনিক) দলে প্রবিষ্ট হইবার প্রার্থনা করিয়া
ওয়ের ম্যানেজারের নিকট একখানি আবেদন
য়াছিলেন। ম্যানেজার আবার সেইখান
মেণ্টসমীপে প্রেরণ করেন। গত ৪ ঠা মার্চ্চ
মেণ্ট তাঁহাদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন।
মেণ্টের এই কার্য্যে কেহ কেহ অত্যন্ত বিরক্ত
য়াছেন এবং এ আদেশ যাহাতে রহিত হয়,
না প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

মহীসুর কমিশনের অন্যতর কমিশনর মেজর,
, জি কনিং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট
টী উচ্চ পদের প্রার্থী হন। সে প্রার্থনা পূর্ণ
ওয়াতে ২৬ এ মার্চ্চ মাদ্রাজে তিনি আত্মহত্যা
য়াছেন।

বঙ্গদেশে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় বালকদিগের
াশিক্ষার্থে যে সকল স্কুল আছে, তাহার পরিদর্শ-
র জন্য মাসিক ১৪০০ টাকা বেতনে একজন ইন-
ক্টর ও ৩ শত টাকা বেতনে একজন আসি-
ট ইনস্পেক্টার নিয়োগের কল্পনা করা হইতেছে।
াদিগের স্বতন্ত্র আপীস থাকিবে। সমুদায়ে ইহা-
গর জন্য মাসিক ২৩০০ টাকা ব্যয় হইবে।
ারা শিক্ষা বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীর
া পরিগণিত হইবেন। এরূপ করি
তাৎপর্য্য কি আমরা ত কিছু বুঝিতে পারিলাম
। যেরূপে কার্য্য চলিতেছিল, সেইরূপে চলিলেই
ত্তম হইত। যদি কার্য্য বাড়িয়া থাকে, তাহা
লে একজন ইনস্পেক্টর ও আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর
খিলেই ত চলিতে পারিত। শিক্ষাবিভাগের
ীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারী বলিয়া স্বতন্ত্র পদের সৃষ্টি
স্বতন্ত্র আপীস প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া ব্যয়
করিবার কারণ কি?

১৮৮১—৮১ অব্দে সেবিং ব্যাঙ্কের সংখ্যা কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে,

কেলা রেলওয়ে ব্যাঙ্কে ৪৫১৪ প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে ৭২৫০ বৃদ্ধি এবং সৈনিকদিগের ব্যাঙ্কে ১৩ হ্রাস হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপীয় সৈনিকের সংখ্যা হ্রাস করাতেই এই হ্রাস হইয়াছে।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, দেশীয় বিচারপতির নিকট ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার বিষয়ক পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা যে সকল প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহার যে যে অংশে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি দিগকে গালি দেওয়া হইতেছে, সেই সেই অংশ ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি-দিগের রক্ষার্থসভা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বিলাতে এই আইনের যে সকল প্রতিবাদী আছে তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। বিজিত ভারতবাসী হইতে জেতা ইউরোপীয়ের কিরূপ অবমান হইতেছে তাহা দেখাইয়া সাধারণের মনকে উত্তেজিত করিবার জন্য এই চেষ্টা পাওয়া হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গালির উত্তর গালি নহে। ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়েরা গায়ের জোরে যাহাই কেন বলুন না, কর্ত্তব্যপরায়ণ লর্ড রিপন ও ষ্টেট সেক্রেটরি কিম্বার্লে সাহেব কিছুতেই যে ন্যায়পক্ষ পরিত্যাগ করিবেন সে সম্ভাবনা নাই। প্রতিবাদিরা যতই ঈর্ষা প্রকাশ করিবেন, ততই তাঁহাদিগের নীচতা প্রকাশ হইবে। আমাদিগের ইচ্ছা এই এ দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা নীচতা দ্বারা প্রতিযোগিতা না করেন।

আমরা কাশী হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ কয়টী প্রাপ্ত হইয়াছি। "আজ মাসাধিক হইল দস্যুরা এখান কার একটী হিন্দুস্থানীর পঞ্চম বৎসরের বালককে রামাপুরা মহল্লায় খুন করিয়া মৃতদেহ একটী কূপে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করে। বালকের অঙ্গে কিছু অলঙ্কার ছিল।

আজ পাঁচ ছয় দিন হইল অনন্ত বাঙ্গালিটোলার সদর রাস্তার ঠিক সন্ধ্যার সময় এক বাঙ্গালি বিধবার গলা হইতে আড়াই ভরি সুবর্ণের পদক দস্যুরা ছিনাইয়া লইয়াছে। পাহারাওয়ালা একমিনিট পরে আসিয়া সেই বিধবাকে সান্ত্বনা করিয়া ঘরে যাইতে বলিল। সম্পাদক মহাশয়! এইরূপ ঘটনা এখানে প্রতি মুহূর্ত্তে কত হইতেছে, বলা কঠিন। কিন্তু পুলিষ ইহার কিছুমাত্র শাসন করেন না।

এখানে কয়েক দিন বৃষ্টি হইয়া গঙ্গার জল এরূপ ভার হইয়াছিল যে হঠাৎ লোকের চক্ষু মুখ ফুলিয়া বিভীষণের মত হয়, আজ যাহাকে ভাল দেখাইতেছে কাল তাহাকে আর চেনা যায় না, তবে সুখের বিষয় এই যে এতদ্নিবন্ধন কাহারও কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটে নাই।

এখানে এক জন পরম হংস আছেন, তাঁহার বয়স এক শত বৎসরেরও অধিক হইবে। বিলক্ষ
সরলতায়, কথাবার্ত্তায় জানা যায় তিনি প্রকৃ
চৈতন্য স্বামীর সমবয়স্ক, কাহারো নিকট কিছু
প্রার্থনা করেন না।

এবার দোল যাত্রায় হোলি উপলক্ষে কোনর
অশ্লীল ভাষা ব্যবহার না হয় এবং বহুলোক একত্র
জনতা না করে এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা
প্রচার করিয়াছিলেন।"

বঙ্গদেশের লোকের স্বাধীন প্রবৃত্তি যে কে
বলবতী হইতেছে এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য কর
হইবার যে কেমন কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতেছে
শিবপুর উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের ১৮৮১ অ
রিপোর্ট তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। ১৮৭৪ খ
বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট সা
নাই। কেবল সাধারণের সাহায্যে ও ছা
বেতনে বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।
রোত্তর বিদ্যালয়ের উন্নতি হইতেছে। গত
বৎসরে ছাত্রদত্ত বেতনে যে আয় হয়, তাহা পূর্ব
হইয়াছে। ১৮৮২ অব্দে ২২২৮।/১০ আয় হইয়া
স্কুলের স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে।
পূর্ব্ববাসিদিগের এ চেষ্টাও যে সফল হইবে, সে বি
সন্দেহ নাই। গৃহনির্ম্মাণের চাঁদায় এ প
৬৮৩৫ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শিবপুরের বাবু
কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০০ এবং কলিকাতার
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ৫০০ টাকা দিয়াছেন। অন্য
বাকি ৩০০,২০০,১০০, এরূপ দান করিয়াছেন।

সচিত্র মাসিক পত্র বিজ্ঞান দর্পণের প্রথম ভা
অষ্টম ও নবম সংখ্যা এ সপ্তাহে আমাদিগের
গত হইয়াছে। অনেক সারবান বিষয় ইহাতে
বেশিত হইতেছে। ঐ সকল বিষয় এ দেশে
প্রচারিত হইবে, ততই মঙ্গলের বিষয়।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন বসু বিদ্যাবিনোদবা
বেদ বেদাঙ্গাদি সংস্কৃত অষ্টাদশ বিদ্যার মূল-মন্ত্র
ভাষায় প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে অষ্টাদশ বি
নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রচার করিতে আ
করিয়াছেন। উহার প্রথম খণ্ড আমাদিগের
গত হইয়াছে। বিষয়গুলি যেরূপ বিশাল, আ
দিগের বিবেচনায় আরো কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ক
বর্ণন করিলে ভাল হইত। এই অষ্টাদশ বিদ্যা আ
দের দেশের সম্পত্তি; কিন্তু অনেকেই উহার স
ও গুণ জানেন না। এ গুলি দেশের লো
জানাইয়া দেওয়া অতিশয় আবশ্যক। আ
বিদ্যাবিনোদ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ধন্যবা
পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

আহ্লাদ সহকারে স্বীকার করিতেছি, ত্রিবাঙ্কু
রাজকন্যার গুপ্ত কথার পঞ্চম সংখ্যা এবং শ্রীযুক্ত

ক্রম সংখ্যা এ সপ্তাহে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ...কালের বিষয়ে আমাদের একজন পত্র প্রেরক যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার অনুমোদন করিতেছি, এখানি প্রকাশ না হইলেক হয়।

...কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু কৃষিকার্য্যের সাধনের নূতন নূতন উপায় প্রায় অবলম্বিত না। সচিত্র কৃষিতত্ত্ব সেই উপায়-বোধক এক-মাসিক পত্র। এ সপ্তাহে উহার পঞ্চম ভাগের ম সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

...লীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ...পুটী কালেক্টার এফ. আর. এস কলিয়র কিছু দিনের জন্য ...ষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

...লীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার এম. ওয়াট শ্রীরামপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

...বড়াঙ্গার প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ...নারায়ণ ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত ...এবং সদর ষ্টেশনে কার্য্য করিবেন।

...কুড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ...সিংহ ১৮৮০ অব্দের ... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

...লেট সোসৈটির জুনিয়র সেক্রেটরি এ. ফর্বস ... হইয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

...রের পাতালদহ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এম. ই. ... দিনের জন্য সোনামুখি সবডিবিসনের ভার লইবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

...সহরের অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের সদর মুন্সেফ বাবু জ্ঞানকীনাথ ...কারের ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা ...মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

...পুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী তবেহুল ও ...কুমার রায় ১৮৮০ অব্দের ১৩ আইনের ৩০ ধারা এবং ...ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আব্দুল জলিল ১৮৮২ অব্দের ... বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত ...

...ডেপুটী কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট ইরা ডপাকলস ১ম ... ম্যাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং মোমেরারী আই-... ধারা বিচার করিতে পারিবেন।

...মানভূমের অন্তর্গত ...পুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ...ষ্টারি বাবু ... মোক্তারী আইনের ১৮৮০ ... মেদিনীপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ...

এফ. এ, ডি, ফিলিপ্স ২২০ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরার অন্তর্গত কসবার মুন্সেফ হইলেন।

...রেড্ডীর মুন্সেফ মুন্সি ...হরচরণ লাল ১৮৮২ অব্দের ১০ আইনের ৩০ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

...পরগণার অন্তর্গত বাকইপুরের মুন্সেফ বাবু মতিলাল ...সরের ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা দাবীর মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

বাবু রাধানাথ সেন বাকইপুরের সহকারী মুন্সেফ হইলেন।

...পরগণার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের মুন্সেফ বাবু দ্বারকানাথ ভট্টা-চার্য্য সিঙ্গভূমের অন্তর্গত সিঙ্গভূর মুন্সেফ হইলেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০ আনা; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

স্ত্রীধর্ম্মের প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ (পঞ্চদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
নীতিসার তৃতীয় ভাগ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মা
বিদ্বেষের বিলাপ (প্রথমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মা
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তক প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদসম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল, ঘৃত সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয় মূল্য নিরূপণ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, অ... রক্ত, অতিসার, রক্তাতিসার, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, শুক্তি... গ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন ... থাকুক, তিন দিবস এই মহৌষধ সেবনে নিঃ... আরোগ্য হইবে।

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔ... বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দি... ছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মু... করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করা যায়। ই... নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সেবন করি... পারিবেন।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা। প্যাকিং ।০ আ...

চন্দনাসব।

(সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় স... প্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ নিঃশেষ আরো... হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত স... ধাতু নির্গত হইলে ৩ মাত্রা এই ঔষধ সেবনে বো... আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও মূ... কৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্র... এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ধোলা এই ঔ... দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয় এবং এই স... রোগজনিত মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বা... গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ বো... সহিত অন্তর্দ্ধান হয়।

এক শিশীর মূল্য—১ টাকা—প্যাকিং—৵০।

কন্দর্পোদ্দীপক রস।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এই মহৌষধ যত্নপূর্ব্বক যথানিয়... সেবন করিলে শরীরের নূতন রক্ত-কণিকা উৎ... হয় এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, ক... শারীর যন্ত্র সকলকে সবল ও কার্য্যক্ষম করে। শি...

পীড়া, হৃৎকম্প, বৃদ্ধি, মেধা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস উৎসাহহীনতা দৌর্ব্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া সকল সত্বর প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যৌবনস্বভাবসুলভ হেতু অপরিমিত শুক্রক্ষয়, অতিশয় ইন্দ্রিয়পরবশতা কারণে ধাতুর তরলতা ও আন্তরিক ধাতু নির্ব্বল, ধ্বজভঙ্গ (পুরুষত্ব হীনতা) প্রভৃতি রোগ সকল আশু শান্তি হয় এবং সমধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে অল্পদেশে এরূপ বলবীর্য্যকারক ঔষধ অতি বিরল।

এক শিশির মূল্য—৩ টাকা—প্যাকিং—৵০।

সুবাস্থ ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া করিয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, অসময়ে পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগা, ঋতুর পর ১২। ১৩ দিন পর্য্যন্ত শোণিত নির্গম হওয়া এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা ——প্যাকিং ৵০।

অমৃতাসব।

এই ঔষধ সেবনে উৎকাশী, কাশ, শ্বাসকাশ অর্থাৎ বায়ু নলিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরাম শ্বাস প্রশ্বাস) ক্ষয়কাশ, যক্ষ্মাকাশ, রক্তোৎকাশ, এবং তৎসংযুক্ত বক্ষোবেদনা ; পার্শ্বশূল, অতি ঘর্ম্ম, অম্ল, উদ্গারণ, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গসকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া থাকে। রাত্রিকালে বা যে সময়ে উক্ত রোগগুলির যাতনা বৃদ্ধি হয়, ঐ সময়ের এক মাত্রা সেবনে রোগী তৎক্ষণাৎ আশাতিরিক্ত আরাম অনুভব করিবে।

এক শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা—প্যাকিং ৵০।

কল্পদ্রুম পঞ্চম ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পরিণামবাদের অসারতা, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, সাধিলেই সিদ্ধি, মনুসংহিতা, অপূর্ব্ব মিলন (পদ্য), ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, চিনির বলদ, এই ৭ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা—অসমর্থ পক্ষে ৩ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাবপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড় ধুতি, চাদর জোড়া ১৷৵ হইতে ৭, টাকা পর্য্যন্ত, নানা প্রকার তৈয়ারি জামা অল্পাকার ও ছিটের ৸৵০ হইতে ৪, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩, হইতে ৬, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১, হইতে ২৸০ মোজা ৷৷০, ।৵০, ।০ জোড়া ; গাটার /১০, ৵০, ।৵৸৵, রুমাল রেসমী ১, ১৷০ ২৷৷০, সুতীরুমাল ।০, ৵০, ৵০, /০ তোয়ালে ৷৷০, ।৵০, ।১০, ৵০, নূতন নূতন ফেসানের প্লেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১, ১৷০, ১৷৷ ২, ২৷৷০, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৪, ৬, ৭, বিলাতস্থ সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হইতে ৩৷০ লেভেণ্ডার ৸৵০ কুরিডা ৸০ পাইনাপ্পেল ইউডিকলং ৸০, ৷৷০ অন্যপ্রকার ।০, ৵১০ অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি কেশকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশবিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন ৩, ২৷৷০, ১৷০, ৸৵০, ।৵০, অটো ডিরোজ (অর্থাৎ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ৩, সিনবোনি ২, মেকেসার অয়েল ১৷০, ৵০, উত্তম তাস ।০, ৷০, ১, ২, নানাপ্রকার এয়ারিং লোডা ।৵০, ।০, ৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার তাল ।০, ।৵০, চিরুনী ।৵০ হইতে /০ ব্রস ৷৷০ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কাপড়ে দিবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে, প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও জরির ফিতা গজ ১, হইতে ৵১০, কম্ফটার, মোজা ও টুপি বুনিবার জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পোণ্ড ৪, এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কার্ডপেটের বেগ, সেটের বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

মণিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন দ্রব্যাদি পাঠাই না।

ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল।

ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই রকম বার খণ্ড প্রকাশিত হইলে গ্রন্থ শেষ হইবে। টীকা আছে, সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, ছাপা ভাল, কাগজ ভাল। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় শেষ হইবে।

শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল বাঙ্গালা ভাষার এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য, উজ্জ্বলতম রত্ন, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই গ্রন্থ কীট-দষ্ট পুঁথি আকারে, মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় অগৌরবে বিরাজ করিতেছিল। গৌড়ের রাজা ইহার মূল সূত্র, ময়নাধিপতি লাউসেন ইহার নায়ক। ইহাতে বীররস আছে, করুণ রস আছে, প্রণয় রস আছে। কবিতা সকল সংস্কৃত ও সরস। ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন ইহা বাল্মীকি, হোমর, মিল্টন, বার্জ্জিলের সমকক্ষ।

এই কয়েক মাস মধ্যে ঘনরামের আশাতিরিক্ত গ্রাহক হইয়াছে। আমরা কখন ভাবি নাই জন সাধারণ এরূপ আগ্রহ সহকারে এ গ্রন্থ পাঠ করিবেন। বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের ৬৫ মাস মধ্যে দুই হাজার গ্রাহক হওয়া সামান্য কথা নহে। এত অধিক গ্রাহক হইয়াছেন বলিয়াই মূল্য আর ৸৵ চারি টাকা করিতে হইল না। এক্ষণে সমুদয় গ্রন্থের মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা স্থির হইয়াছে। অগ্রিম মূল্য ভিন্ন কাহাকেও ঘনরাম দেওয়া যায় না, নমুনা দেখিতে চাহিলে এক খণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা পাঠাইলেই হইবে। গ্রাহকগণ আমার নামে মণিঅর্ডার দ্বারা টাকা পাঠাইবেন।

কলিকাতা
৪১ নং চাঁপাতলা ফাষ্ট লেন,
কলেজ ষ্ট্রীট (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়)

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ঘনরাম প্রকাশক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) " আয়ুবর্দ্ধন " দুই খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ২৷৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবন-যাত্রির নিকট এক পুস্তক দুই খণ্ড থাকা আবশ্যক।

(২) " শরীর রক্ষণ " ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ।/০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঘটিত আরোগ্য ও প্রসব

ইত্যাদি নিক্কিয়ে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ
ত করিতেছেন।

কল-কোরণ, মাংস-কোরণ, ৫ মুক্তশিলা, (বা
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে
বসিয়া করেন।

সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
স্ত্রী দাতব্যচিকিৎসা, শিশু ও স্ত্রীজাতির সাদা চিকিৎ-
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

(৺ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান
প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও টাকার
নবাবগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদার-
নাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে)

সর্ব্বাগ্রে অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে।
আপাততঃ প্রতি মাসে ত্রিশ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য অগ্রিমকারী গ্রাহক-
দিগের প্রতি প্রত্যেক ফর্ম্মার ৵, বিনা অগ্রিমকারী-
দিগের ।০ আনা; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে।
অনুমান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।

যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দিবেন,
তাঁহাদিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

মহাভারত কার্য্যালয় | শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।
৯৮ অপরসার্কুলর রোড, কলিকাতা। | প্রকাশক

নূতন পুস্তক

কলেরোর যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল ৵।

১১৮ নং আপার চিৎপুর রোড আদি পুস্তকালয়ে
প্রাপ্তব্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

এই মহোদয় এক সপ্তাহ ব্যবহারে নূতন ও পুরা-
তন আমাশয়, বক্তামাশয়, গ্রহণী, উদরাময়, অজীর্ণ
প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অতি কঠিন পেটের পীড়া নিশ্চয়
আরোগ্য হয়। ইহা কেবল ব্যাধির প্রাদুর্ভাবক
নহে, অগ্নিবর্দ্ধক ও ধাতু পুষ্টিকারক। দুর্ব্বলেরা
ব্যবহারে পাকস্থলী সবল পাইবেন। নিম্নের ঠিকানায়
রোগীর অবস্থা ও বয়স লিখিয়া মণি-অর্ডারে মূল্য
পাঠাইলে ব্যবস্থাসহ ঔষধ পাইবেন। মূল্য ২ টাকা
মাত্র।

শ্রীশশিশেখর সেন।
পোঃ আঃ শিবনিবাস জেলা নদীয়া।

পঞ্চদশী।

আগামী আষাঢ় মাস হইতে "নিরলেক্ষধর্ম্ম-
সঞ্চারিণী সভা" মূল, টীকা এবং সরল বঙ্গানুবাদ
সমেত "পঞ্চবিবেক-পঞ্চদীপ-পঞ্চানন্দাবয়বাত্মিকা
পঞ্চদশী" মুদ্রাঙ্কিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।
অনুমান চতুষ্কা খণ্ড, ৬৫০ পৃষ্ঠায়, শেষ হইবে।
মূল্য সুলভ, কাগজ ও ছাপা উত্তম। যাঁহারা
আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য এক
কালীন প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ৩৷০
তিন টাকা আট আনা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।
নচেৎ ৩৷০ পাঁচ টাকা আট আনা দিয়া ক্রয় করিতে
হইবে। ইহা এক সময়ে ৩, ৬য় টাকা মূল্যে বিক্রীত
হইতেছিল। মুণ্ডকাদি উপনিষৎ প্রকাশক শ্রীমহেশচন্দ্র
পালের নিকট দেয়। মোড়াসাঁকো; ১৪১ নং
বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাধারণের প্রতি

মালেরিয়া জ্বরের জ্বালায় যাঁরা জ্বালাতন হইয়া
ছেন, ডাক্তারি চিকিৎসায় যাঁরা ধনে প্রাণে মারা
পড়িতেছেন, ডাক্তার বৈদ্যের খরচ যাঁরা আর যোগা-
ইতে পারেন না, তাঁদের আমি সরল জ্বর-চিকিৎসা
পড়িতে অনুরোধ করি।

আগামী ১ লা ফাল্গুন হইতে খরিদদারেরা ১৷০
আনার বদলে ১, এক টাকায় এক এক ভাগ সরল
জ্বর-চিকিৎসা; ২, ৬ টাকার বদলে ১০ এক টাকার
দাতব্যচিকিৎসা (২ ভাগ একত্র), ১, ছয় টাকার বদলে ৩
তিন টাকায় ৬ষ্ঠ ভাগ চিকিৎসা-কল্পদ্রুম পাইবেন।

[illegible]

[illegible]

কাশদল [illegible] কাশপত্র [illegible] ২৫
কাশের নীচে [illegible]

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

মালেরিয়া-জ্বরে রোগীর যে অবস্থাই কেন ঘটুক
না, সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ খাইলেই তার উপকার হইবেই হইবে।
মূল্য প্রতি ১২ ঔন্স শিশির ১৷০, ডাকমাশুল প্যাকিং
খরচা সমেত ৸৵০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীসদ্ভগবান মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা, ১৮০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
সন ১২৮৯। ২৪ এ মাঘ।

বৈদ্যরিকতত্ত্ব।

বৈদ্যরিকতত্ত্বের দানের সংখ্যা পূর্ণ হইয়া তিন
চারি হাজার আবেদন পত্র অতিরিক্ত হইয়াছে। অ
এর আর কেহ বিনা মূল্যে পাইবার জন্য পত্র লি
বেন না, কেহ ডাকি মাশুল পাঠ ইবেন না। আ
দাতব্য বৈদ্যরিক তত্ত্বের জন্য কি মূল্য কিম্বা ডাক মা
কিছুই গ্রহণ করিব না। সুলভ সংস্করণের সংখ্যা
পূর্ণপ্রায় হইয়াছে। যাঁহারা উহার গ্রাহক হই
চচ্ছা করেন, ১লা বৈশাখের পূর্ব্বে একবারে ম
সহিত পত্র লিখিবেন। ১ লা বৈশাখে বৈদ্যরিক
প্রকাশিত হইবে।

তাহেরপুর, উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে

জীবন, আত্মা ও মনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা
মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২, টাকা। কলিকা
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে এবং বগুড়ায় আ
নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র সেন

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমগ্রপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১৩ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৭৷০ ট
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা অস
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম ন

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য প
হইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লি
কলিকাতার দক্ষিণ সোণাগাছপুর ডাকঘরে সহ
সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, ষ্ট্যাম্প, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন
যাহাতে সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় ক
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নি
হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনি
হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করি
তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাগাছপুর
হইয়া চাঁদড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদা
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রি
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ২১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৯ সাল। ২৭ এ চৈত্র। ইং ১৮৮৩। ৯ ই এপ্রেল।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৵০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন

আর্য্য চিকিৎসালয়।

১৪৫ নং কৌড়দারিবালাখানা।

চিৎপুর রোড কলিকাতা।

দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা বঙ্গদেশে অতি ল, অথচ আয়ুর্ব্বেদের ভিতর নাড়িজ্ঞানের কথা াপি চুরকাদি গ্রন্থে উল্লিখিত নাই। কেবল াদিই "ভিষকাং যোগিনামপি" ইত্যাদি র অভাবে প্রণীত হয়, যে যোগশাস্ত্র পরিজ্ঞান ীত অতএব গতিবিজ্ঞান জন্মে না, নাড়িজ্ঞানই ল প্রকার চিকিৎসকের শ্লাঘনীয় পরীক্ষাদানের ন। আয়ুর্ব্বেদে মূলেরই অভাব। শাস্ত্রজ্ঞ পক্ষা যে কয়েক জন দৃষ্টকর্ম্মা এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ৎসক বঙ্গদেশে আছেন, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের উজ্জ্বল করিতেছেন, আয়ুর্ব্বেদ কি প্রকারে উন্নত অহরহ ঐ চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারাই যথার্থ দেশোপকারক। ধন্য! ধন্য!! তাঁহা-কেও একটী দোষ দিতেছি, যে এত নিদ্রিত ? তাঁহারা বিদিত আছেন, যে আপাত রমা-র মাত্রেই পরিণামগ্রহিত ফল প্রসব করে এবং ত স্থায়ী নহে। সোনা রূপা (কিমিয়া) রসায়ন কহে। পারা ব্যবহারের রসবাদ কহিতে বাহির হইয়াছে "আদৌ দোষ পশ্চাৎ লৌহেনিবেশয়েৎ" রসবাদে স্পষ্ট আছে, যে ১৪ বৎসর পারার উপর শ্রম দোষ নিরাকরণাদি দোষ মোচন করিতে পারা যায়, রা যদি ঐ রসবাদের মতে সোমনাথ রস প্রভৃতি র করি তাহা পুরুষানুক্রমিক উদ্যমের সম্পা-পারিব, তাহা স্থানীয় আবাল বৃদ্ধ সকলেই জ্ঞাত আছেন। ৺ যজ্ঞেশ্বর কবিরাজের নাম মাত্র পীড়া আরোগ্য হয় বলিয়া পাশ্চাত্য রাজবংশীয়ের প্রতীতি তিনিই আমার জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য, সেই সকল ঔষধ এখানে ব্যবহৃত হয় ও তাঁহারই নিকট হইতে যোগ বৈদ্যকাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদীয়, তন্ত্র, যোগ, আয়ুর্ব্বেদ, আটিল, ফকিরি, দৈব প্রভৃতি মতের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী মতে ঔষধ প্রস্তুত আছে। এক টাকা সাপ্তাহিক মূল্য অধিকাংশ ঔষধেরই নির্দ্দিষ্ট। তবে চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হয়, যোগ মতের চিকিৎসায় নিয়ম পালনের পরতন্ত্র হইতে হয় না ও ঔষধ ফল দেখাইলনা বলিয়া রোগী কুপথ্য করে, ভাগ বলিবার যো নাই। পথ্য পালনকারী রোগীর কুপথ্য হইলে ঐ রোগের পুনর্যন্ত্রণা উৎপত্তি হয়, এজন্য কুপথ্য গুলি ক্রমে সহ্য করাণই আমাদের উদ্দেশ্য ও তাহারই নাম চিকিৎসা, পথ্য দ্বারা আরোগ্য হইলে ঔষধের পরাক্রম কি নির্দ্দেশ হইল?

শ্রীকেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ।

উপন্যাস রত্নাবলী।

আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অপূর্ব্ব উপন্যাস সকল পাঠ করিয়া কোন্ বঙ্গবাসীর হৃদয় কখন আনন্দে উৎফুল্ল, কখন বা শোকে ম্রিয়মাণ এবং কখন বা প্রবল কৌতূহলে প্রদীপ্ত না হয়? সেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যে সকল উপন্যাসের অনুকরণে লিখিত; আজি বঙ্গবাসি! সেই অতুলনীয় উপন্যাস-ভাণ্ডার তোমার সমক্ষে উন্মুক্ত করিবার আয়োজন করা যাইতেছে।

ঐ সকল ইউরোপীয় অমর কবির উপমা রহিত উপন্যাস বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া আগামী বৈশাখমাস হইতে মাসিক হারে ৬ ফর্ম্মা আকারে প্রকাশিত হইবে। প্রবাহ সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই অনুবাদকার্য্য সম্পাদিত হইবে। ইংরাজি ভাব, বৈদেশিক ব্যবহার প্রভৃতি যথা সম্ভব যত্নে বঙ্গভাষায় বিবৃত হইবে এবং অনুবাদ যাহাতে হৃদয়গ্রাহী হয় তজ্জন্য যথেষ্ট যত্ন করা হইবে। প্রথম সংখ্যা হইতে উপন্যাসের আদি গুরু স্কটের "ব্রাইড অফ লামের মুর" কলিজের অদ্ভুতপূর্ব্ব কৌতূহলোদ্দীপক "উওম্যান ইন্ হোয়াইট" এবং ডিউমার অচিন্তনীয় রহস্যপূর্ণ "মণ্টিক্রিষ্টো" নামক উপন্যাসত্রয় প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ছাপা ও কাগজ পরিপাটী হইবে।

বঙ্গবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ! যদি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কিয়ৎকাল সাহিত্যালোচনার সুখ ও শান্তি লাভের বাসনা কর, যদি সংসারের পঙ্কময় খর্ব্বতা ভিন্ন ও দলিত হৃদয়কে প্রকুল্লিত করিতে অভিলাষ কর এবং যদি প্রবল দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনার অজ্ঞতা ও অপূর্ণতা ঘুচিয়া লইতে সাধ কর, তাহা হইলে এমন সুযোগ ত্যাগ করিও না।

১২ সংখ্যা উপন্যাস রত্নাবলী অর্থাৎ ৭২ ফর্ম্মা অগ্রিম মূল্য মায় মাশুল ৩৷৵০ পাঠাইলে প্রেরিত হওয়া যাইবে। উপন্যাস রত্নাবলীর প্রত্যেক উপন্যাসে স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক থাকিবে। এজন্য প্রত্যেক উপন্যাস সমাপ্ত হইলে গ্রাহকবর্গ তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া রাখিতে পারিবেন। শীঘ্র গ্রাহক না হইলে পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অগ্রিম মূল্য ও পত্রাদি আমার নিকট পাঠাইতে হইবে।

ঠিকানা।
নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।
১১ নং সিমুলিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপক

পাইকপাড়া—দ্রব্যগুণতত্ত্ব—নর্শরি ও গাছ—কৃষিতত্ত্ব—বীজ।

পেটণ। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ, বেনারসের মহারাজ, দ্বারভাঙ্গার মহারাজদ্বয়, কলিকাতার মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং মহারাজ নবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

আগামী বৈশাখ মাসে পাইকপাড়া নর্শরি হইতে দ্রব্যগুণতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইবে। পত্রিকার আকার ৮ পেজি ডিমাই ৬৪ ফর্ম্মা। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬৲ টাকা মাত্র। গ্রাহক হইবার সময় এক টাকা এবং তিন মাস পরে বাকি টাকা দিলেও চলিবে। বৈদ্যকুলতিলক কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন, পাইকপাড়া রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন কবিরাজ, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ কবিরাজ, সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভগবান্‌চন্দ্র রুদ্র এম, এ, এম, ডি, ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু এবং অপরাপর বৈদ্য ও ডাক্তার প্রভৃতির সাহায্যে আয়ুর্ব্বেদীয় এবং ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতামত লইয়া কি উদ্ভিজ, কি খনিজ প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যাদির গুণ প্রমাণ সহ অতি সরল ভাষায় লিখিত হইবে। যে সকল দ্রব্য আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি, যাহাদিগের সহিত আমাদের অতি নিকট সম্বন্ধ ঐ সকল দ্রব্যের গুণাগুণ জ্ঞাত হওয়া সকলেরই পক্ষে সমান আবশ্যক। অতএব যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা সত্বর স্ব স্ব নাম ধাম ও মূল্যাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন।

পাইকপাড়া নর্শরি হইতে প্রকাশিত চাষাদি সম্বন্ধীয় সচিত্র কৃষিতত্ত্ব মাসিক পত্রিকার ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ৩৲০ আনা মাত্র। যিনি উক্ত কৃষি ও দ্রব্যগুণ তত্ত্বের গ্রাহক হইবেন, আমরা তাঁহার নিকট এক টাকা কম লইয়া তাঁহাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিব। নর্শরির গাছ ও বীজাদির কেটালগ আবশ্যক হইলে ৬ট আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে। নর্শরির বীজ ও কৃষিতত্ত্বের গ্রাহক হইতে হইলে বার্ষিক ১৫ টাকা চাঁদা দিতে হয়। নূতন কেটালগ পাঠ করিলে নর্শরির আনুপূর্ব্বিক নিয়ম ও কৃষিতত্ত্বের পরিচয় জানিতে পারা যায়।

বিবিধ রোপণ উপযোগী নানাপ্রকার শাক সম্বন্ধীয় বীজ এখানে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে, মূল্য ফি প্যাকেট ১৷৷০ টাকা নানাপ্রকার ফুলের বীজ ফি প্যাকেট ১৷৷০ টাকা।

পাইকপাড়া নর্শরি, কলিকাতা। } শ্রীনগেন্দ্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ!!!

পেটেন্ট কফ বটিকা!!!

কফকাশ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, বুড়া, পুরাণ কাশী, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুক বেটেধরা, স্বরভঙ্গ, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা, সর্দ্দি প্রভৃতির শান্তিকারক উৎকৃষ্ট ঔষধ। অকৃত্রিম গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। ৩০ বটিকা বিশিষ্ট শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৷৷০, ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে পাওয়া যায়। এবং বৃদ্ধ যুবা সকলেই নিরুদ্বেগে এই ঔষধ সেবন করিতে পারেন। মেসার্স অলা আরাটুন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ১৪ নং চৌরঙ্গী রোড ষ্টিফেন্সন এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

GRIMAULT AND CO.,

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS. 8, RUE VIVIENNE, 8, PARIS.

গ্রিমল্ট এণ্ড কোং

পারিস ৮, রু ভিভিয়ান, ৮, পারিস।

বক্ষঃ পীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানীর সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম।

যাঁহারা বক্ষোভ্যন্তরের পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে কেবল গ্রিমল্ট সাহেবের সিরপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইমই যক্ষ্মা, হাঁপকাশ, শ্বাসনালী প্রদাহ এবং নানা প্রকার কাশরোগের একমাত্র আরোগ্যকারক ঔষধ। গ্রিমল্ট সাহেবের এই ঔষধ গোলাপী রংবিশিষ্ট এবং ঈষৎ গোলাকৃতি শিশির মধ্যে থাকে। শিশিতে গ্রিমল্ট কোম্পানির নাম সহি আছে।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ম্যাটিকো ক্যাপসিউল্‌স এবং ইঞ্জেকশন (পিচকারি দিবার ঔষধ)

সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা সচরাচর গ্রিমল্ট সাহেবের এই বিশেষ ফলদায়ক ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ এবং পুরাতন প্রমেহ রোগে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। এতৎসেবনে স্বাস্থ্যের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পিচকারির ঔষধ তরুণ ব্যাধিতে এবং ক্যাপসিউল পুরাতন ব্যাধিতে ব্যবহার।

গ্রিমল্ট সাহেবের এলিক্সর অব পেপসিন।

এই ঔষধের এরূপ ক্ষমতা যে, যখন গ্যাষ্ট্রিকজুস (অম্ল রস) নামক পাচক রস, পাকাশয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তখন এই ঔষধ সেবন করিলে অনায়াসে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। প্রকার এলিক্সর আছে, এই ঔষধ সকল অ
সুখসেব্য এবং নিম্নলিখিত পীড়াদির আ
করে।

অজীর্ণতা।	পাকাশয়ে প্রদা
বিবমিষা এবং উদ্‌গার।	সবমন শিরঃশূ
পেট কাঁটিয়া ধরা।	পেট জ্বালা।
পাকাশয়ের স্ফীততা।	যকৃতের পীড়া
পীড়াতে দৌর্ব্বল্য।	গর্ভাবস্থায় বম

হাঁপানি কাশী।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানি কাশী, শ্বা
কাশী, শ্বাসযন্ত্রপ্রদাহ, স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গ, মু
এবং অনিদ্রা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির গরানা (Guarana)

এই উদ্ভিজ্জ চূর্ণ কেবল এক পুরিয়া ব্য
ভয়ানক শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এই
দ্বারা উদরাময় আমাশয় এবং পরিপাক
বিকৃতি বশতঃ যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, সে স
আরোগ্য হয়। ঔষধ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ এ
নগরের বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

কয়েক জন কম্পোজিটরের প্রয়োজন

শান্তিপুর হিতকরী যন্ত্রালয়ের জন্য কয়েক
কম্পোজিটর ও এক জন প্রেসম্যানের আবশ
যাঁহারা ছাপাখানার কাজে বিশেষ পারদর্শী ও
পুর যাঁহাদের জন্মভূমি, তাঁহারা শীঘ্র আমার নি
আবেদন করুন।

শান্তিপুর হিতকরী কার্য্যালয়
১৬ ই চৈত্র—১২৮৯। } শ্রীশ্যামাচরণ সা

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভ
অষ্টাদশ পর্ব্ব প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ক
খণ্ডাকারে প্রতি মাসে ডিমাই ধাব পেজি বি
ফর্ম্মার হিসাবে প্রকাশিত করা যাইবে। মূল্য অ
কারীর প্রতি আট আনা ও বিনা স্বাক্ষরকারীর
বার আনা। যাঁহারা শান্তিপুর হিতকরী সভার
শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে উক্ত
ভারত পাইবেন। আপাততঃ এক হাজার এ
জুটিলেই মুদ্রণ কার্য্যারম্ভ করা যাইবে। গ্রহণেচ্ছু
শয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পেড্ পত্র লিখি

শান্তিপুর হিতকরী যন্ত্রালয়, ৯ ই চৈত্র ১২৮৯ সাল। } শ্রীশ্যামাচরণ সান্যাল
শান্তিপুর হিতকরী
অবৈতনিক সম্পাদক

বা বৈশাখ শনিবার হইতে প্রকাশিত হইবে।

সঞ্জীবনী।

বিবিধ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

আকার সুপার রয়েল দুই ফর্ম্মা; বঙ্গবাসী হইতে। মূল্য কলিকাতার জন্য বার্ষিক ১৷৷০ দেড় মফস্বলে বার্ষিক ২, দুই টাকা। অগ্রিম না লে কাহাকেও কাগজ দেওয়া যাইবে না। এমন মূল্যের এমন উৎকৃষ্ট কাগজ আর প্রকাশিত নাই। প্রথম সংখ্যা হইতেই ডাকার নিশিকান্ত পাধ্যায়ের ইউরোপ ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত ব। তদ্ব্যতীত বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ঐ পত্রিকার ক থাকিবেন, এতদ্ভিন্ন কয়েকটী মহিলা উহাতে মিতরূপে লিখিবেন; তাঁহাদিগের মধ্যে বিশ্ব- ালয়ের এক জন বি, এ উপাধিধারিণী আছেন।

ণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।
বু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
ক্তার নন্দকুমার রায় এম, বি, সি, এস (এডিন)।
" মোহিনীমোহন বসু এম, ডি।
বু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ, (বুদ্ধদেব চরিত লেখক।)
" আনন্দচন্দ্র মিত্র (হেলেনা প্রভৃতি কাব্যের লেখক।)
বু কালীশঙ্কর শুকুল এম, এ।
" ক্ষেত্রমোহন মৈত্র এম, এ।
" তারাকিশোর চৌধুরী এম, এ।
" দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
" পরেশনাথ সেন বি, এ।

এই লেখকদিগের মধ্যে এক জন বঙ্গবাসীর নীতিবিষয়ক প্রস্তাবের প্রধান লেখক ছিলেন; পত্রে রাজনীতি বিষয়ক যে সকল উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ াশিত হইয়াছে, তিনি তাহার অধিকাংশের লেখক। এই পত্র গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হিতে স্বাক্ষরকারীর নিকট াদি লিখিবেন।

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য সহ ১০ জনের অধিক গ্রাহক গ্রহ করিয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় ৵০ না; যাঁহারা ৫০ জনের অধিক দিবেন, তাঁহা- কে ৶০ আনা এবং যাঁহারা ১০০ জনের অধিক বেন, তাঁহাদিগকে ।০ আনা হিসাবে কমিসন ওয়া যাইবে।

নং সীতারাম ঘোষের } শ্রীগণেশ চন্দ্র হোম।
—কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

অষ্টাদশ বিদ্যা।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় "বিদ্যাবিনোদ" শের প্রণীত উক্ত নামধেয় পুস্তকের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে; মূল্য আট আনা মাত্র। আর্য্য- ভট্টাদির বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্রের সুসমর্থ এবং প্রয়োজনিক যুক্তি ও প্রমাণ বিশদরূপে এই গ্রন্থে লিখিত আছে, রঙ্গপুর কাকিনীয়া গ্রন্থকারের নিকট অথবা কলিকাতা বহুবাজার ষ্টান্হোপ যন্ত্রালয়ে পাওয়া যায়। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।

১০ ই চৈত্র } শ্রীপূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী।
১২৮৯। } সহকারী সম্পাদক রংপুর দিক্‌প্রকাশ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল কলেজের দক্ষিণ ৯৭ নং বাটীতে আমরা "সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়" নাম দিয়া একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছি। ইহাতে নানা প্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক, নাটক, উপন্যাস ও ডাক্তারি বহি রাখা হইয়াছে। সাধারণ ক্রেতাকে নিয়মিত কমিশন দিয়া পুস্তকাদি বিক্রয় করা হয়। যে কোন গ্রন্থকার বিক্রয়ার্থ এখানে পুস্তক দিবেন, আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিব। কেহ বিদেশ হইতে পত্র লিখিলে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুম এই উভয় পত্রই এখানে নগদ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ এখান হইতে সম্পন্ন হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য যদি কেহ পাঠাইতে লিখেন, আমরা অতি অল্প কমিশন লইয়া তাহাও কিনিয়া দিয়া থাকি। ইহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

আমরা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পুস্তকালয় খুলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদা সেই স্থানে থাকি। অতএব যাঁহা- দিগের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার সুবিধা হয়, তাঁহারা ঐ স্থানে পাঠাইবেন, আর সংস্কৃত

সংস্কৃত যন্ত্র বা গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
সহকারী সম্পাদক।

কল্পদ্রুমের মূল্য হ্রাস সংক্রান্ত।

কয়েক ব্যক্তি আপনাদিগকে অসমর্থ জানাইয়া মূল্যে কল্পদ্রুম পাইবার আশায় আমাদিগকে পত্র লি- খিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে প্রতি অনুগ্রহ ও কাহা- রও শক্তি নিগ্রহ হওয়া উচিত হয় না। সাধারণতঃ নি- য়মটি একরূপ হওয়াই উচিত। এই নিমিত্ত সোমপ্রকাশে যেমন সমর্থ ও অসমর্থ-ভেদে মূল্যের তারতম্য আছে, কল্পদ্রুমেরও সেইরূপ নিয়ম অবধারিত হইল। সমর্থ পক্ষে অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ৩ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। মাসিক যে ।০ আট আনা গ্রহণের নিয়ম, তাহাই অবধারিত রহিল। এই ১২৮৯ সালের চৈত্র মাস অবধি এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। গ্রাহকগণ জানিবেন, এ নিয়মটী যে কেবল আর্থিক অসমর্থের পক্ষে, কায়নিক অসমর্থের পক্ষে নহে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

প্রেরিতপত্র

রঙ্গপুরের ইতিবৃত্ত।

রঙ্গপুর একটী অতি পুরাতন স্থান, যদিও কত দিনের পুরাতন তাহা ঠিক বলিতে পারা না, তথাপি ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া অনু- করা যায়, যে ইহা সময়ে একটী সমৃদ্ধিশালী ছিল। সম্প্রতি ভগ্নাবশেষ মাত্রে পর্য্যবসিত যাছে। রঙ্গপুর পুনর্ভবা নদীতীরে অবস্থি পুনর্ভবা, ত্রিস্রোতা (তিস্তা) নদী হইতে বা হইয়া দিনাজপুরের মধ্য দিয়া আসিয়া রঙ্গপু অনতিদূরে মহানন্দা নদীতে সম্মিলিত হইয়া রঙ্গপুরের অনধিক এক মাইল দূরে, ত্রিগর্ত্ত মহারাজ সুশর্ম্মার রাজধানীর স্মৃতিচিহ্ন, ভগ্না- মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এই সুশর্ম্মার রাজধ রঙ্গপুরের অতীত গৌরবের একমাত্র সাক্ষী। ভগ্নাবশিষ্ট ওপ্তাক্ত ইষ্টকরাশি অদ্যাপি হৃদয়ে কালের অলঙ্ঘনীয় শাসনের কথা জাগ

রা বলিতেছে, দর্শক! কালোহি বলবত্তরঃ। দিন হইল, যে এই রাজধানী জনশূন্যা হইয়াছে, কে বলিতে পারে? তবে সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্র সমরের পর ভারতের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শ্মশানে সাত হইয়াছে।

এক্ষেত্র পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানই অতি দুরূহ। ার মধ্যে আবার ভারতবর্ষ। ইহার কত শত ীন কীর্ত্তি, কালের প্রখর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে শত পুরাতন কীর্ত্তিস্তম্ভ কালের কঠোর দণ্ডে চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে; কত শত মহানগরী দা নিবিড় অরণ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রচ্ছন্ন য়াছে, কে তাহার অনুসন্ধান বলিয়া দিবে? ীন ইতিহাস কোথায়? অধিক কি যে ক্ষত্রবীর-গণের জীবনী লইয়া পৃথিবীতে অতুলনীয় পঞ্চম মহাভারতের সৃষ্টি হইয়াছে; যে বীরকুল রগণের বীরদর্পে এক দিন পৃথিবীর এক প্রান্ত ত অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল; যে কেশরীগণের নিক্ষোষিতউন্নত করবালের তেজঃ- ার বিপক্ষদলের হৃদয়ফলক বলসিয়া গিয়াছিল; বীরাগ্রগণ্য ভীমার্জ্জুনাদির প্রতিযোদ্ধা মহারাজ য়ার রাজধানী কত দিন হইল, যে অনন্তকাল ে বিলীন হইয়া গিয়াছে কে তাহার তত্ত্ব া দিতে সক্ষম? সে তত্ত্ব জানিবার উপায় কি? হউক আজ যথাপরিজ্ঞাত ২।১ টী বিষয়ের লোচনা করিব।

শুশর্ম্মার জীবনী হিন্দু বা মহাভারত পাঠকগণকে য করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। কুরুক্ষেত্র র সময় অনেক বার ইঁহার যুদ্ধকৌশল দৃষ্ট াছিল। ইনি বিরাট রাজ্যে যুধিষ্ঠিরাদির অজ্ঞাত- সময়ে কৌরব পক্ষ হইতে গোনির্য্যাতন মানসে টের দক্ষিণ গোগ্রহ আক্রমণ এবং বাহুবলে ারাথকে পরাভূত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান য় রাজের মত ইঁহার পররাজ্য লালসা অতি বতী ছিল। ইনি স্বরাজ্য বিস্তৃতি জন্য সময়ে ত সন্নিহিত বিরাট রাজ্য আক্রমণ করিতেন; বিরাট সেনাপতি কীচকের কূটযুদ্ধ-কৌশলে বারও সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। তাই চক নিধন বার্ত্তা শ্রবণে স্ফীতবক্ষ হইয়া সবলে মৎ- র দক্ষিণ গোগ্রহ আক্রমণ করিতে সাহসী হন। এই নাবলী দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, বিরাটরাজ্য সুশর্ম্ম হধানীর অনতি ব্যবধানে স্থাপিত ছিল. এতাবতা াৎস্যের দক্ষিণাংশে জনশ্রুতিমূলক বিরাট রাজ ার প্রবাদশেষের বিশ্বাস স্থাপন করা অযুক্তিযুক্ত ণা বোধ হয় না। সুশর্ম্মার রাজ্যের গঠনপ্রণালী ারে বোধ হয়, ইনি অতি সুচতুরনীতিবিশা- ছিলেন। রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমে বক্রগামিনী গভীরজলা পুনর্ভবা নদী পাদতল বিধৌত করিয়া প্রবাহিত। দক্ষিণে একটী খাত, (খড়ে) বরাবর পশ্চিমাভিমুখে ঋজুভাবে আসিয়া পুনর্ভবায় সঙ্গত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে খাতটী জলশূন্য হয় বটে, কিন্তু বর্ষাগমে ইহার বেগ অতি প্রবল হয়। এই নদী ও খাত দ্বারা রাজ্যটী যেরূপ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ রমণীয় শোভা বিশিষ্টও হইয়াছে। সময়ে পুনর্ভবা যে প্রবল স্রোতস্বতী ছিল, তাহার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পূর্ব্ব সীমায় ব্রহ্মস্তোবণের সম্মুখে বিমলসলিলা সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা। সম্ভবতঃ রাজ্যের ত্রিসীমা, এইরূপ গর্ত্ত (গড়) বেষ্টিত হওয়ায় রাজ্যের নাম ত্রিগর্ত্ত হইয়া থাকিবে। মহাভারতের অনেক স্থানে সুশর্ম্মা ত্রিগর্ত্তপতি বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন।

১২৮৯ সাল। } ক্রমশঃ।
১৪ ই চৈত্র। } রহমপুর।

মহাশয়।

মাটি তত্ত্ব মাটি পদ মাটিক জীবন।
অসাধ্যসাধন করে শকতি এমন॥
রসহীন বটে কিন্তু রসের সাগর।
ষড় রস আছে তার শরীর ভিতর॥
ঘুমিতেছে সদা সেই অবনী ভিতরে।
স্থানাস্থান কদাচ সে বিচার না করে॥
যাহা কিছু কর তুমি তাহারই বলে।
উন্নতি বা অবনতি রেখেছে কবলে॥
বল দেখি হেন জীব আছে কোন দেশে?
বলিতে না পার যদি বলে দিব শেষে"।

বশম্বদ।
শ্রীনকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
মাহমুদপুর হেয়ার।

সোমপ্রকাশ।

২৭ এ চৈত্রে সোমবার।

ইউরোপীয়ের মনোরঞ্জন ও প্রজাপালন, ইহার কোন্‌টী ব্রিটিশজাতির প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম?

ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাব ও দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে। সকলেই ইহার সংবাদ গিয়াছে, সর্ব্বত্র ইহার আন্দোলন চলিয়াছে। কেবল রেণ্ডভাট ফকির ও ইষ্টিশানের চতুর্দ্দিকে চীৎক করিতেছে, তাহা নয়, আহূত অনাহূত স্বদেশী বিদেশীয় সকলেই উপস্থিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হই ছেন। যে সকল রাজপুরুষ ছোট আচার্য্য ও সদ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখনও তাঁহ স্ব স্ব কর্ত্তব্য হইতে অবসৃত হন নাই, কিন্তু তাঁহা যে দীর্ঘকাল কার্য্যস্থলে স্থিতিয়া থাকিতে পারে এরূপ বোধ হয় না। দক্ষয জ্ঞ এক সতী দহন করিয়াছিলেন, এ যজ্ঞে শত শত সতী অভিমা দেহত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। আমরা দেখিলাম, ই রোপীয় ও ইউরেশীয় রমণীগণ সভা করিয়া ভারে শ্বরীর নিকটে এই আবেদন করিতেছেন; তাঁ দিগকে এ দেশীয় বিচারপতির হস্ত হইতে পরিত্র করা হয়। এই সতীদিগের বাক্য রক্ষা না হইলে অসম্মাননা হইবে। অবমান দ্বিতীয় মৃত্যু। সতীদি এই জীবন্ত মরণ ঘটিলেই দৈত্যদানব নাচি থাকিবে। তখন কর্ম্মকর্ত্তা ভারতীয় রাজপুরুষদিগ কর্ম্মস্থল পরিত্যাগ করিয়া হয় ত দিগ্‌দিগন্তে পলা করিতে হইবে।

ফলতঃ যে ব্যাপার উপস্থিত, তাহাতে ভার রাজধর্ম্ম রক্ষারই মহা সঙ্কট দেখা যাইতেছে। ই আমাদের বিষম চিন্তার বিষয় হইয়াছে। ইল সাহেবের প্রস্তাব আমাদিগকে অনেক বিপরীতক দেখাইল। এ দেশে একটী চিরন্তন প্রবাদ আ "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" কত আড়ম্বর হইল, ম ধুমধাম হইল, শেষে ফলটী অতি সামান্য হই যেমন অগ্ন্যুদ্গম, ঋষিকৃত শ্রাদ্ধ, প্রভাতে মেঘের আ ম্বর। পর্ব্বতের মূষিক প্রসবও ইহার অন্যতর উ হরণ। কিন্তু ইলবর্ট সাহেবের প্রস্তাবে সাম ফলের নিমিত্ত বহু আড়ম্বর হইতেছে। এ দি ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়েরা সভা করিয়া হিন্দুদিগ গালি দিতেছেন, আইনটী যাহাতে বিধিবদ্ধ না পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সে চেষ্টা করিতেছেন, ষ্টি সাহেবও কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অন বিচারপতি পুইস জাকসন্ প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদিগ আপনাদিগের আনুকূল্যে মতপ্রকাশ করাইতেছে অন্য কথা কি, ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়েরা আপ দিগের রক্ষার্থ সভা নাম দিয়া একটী সভার করিয়াছেন। পাঠক! ইহার অভ্যন্তরে যে কে একটী কারিকরী আছে, তাহা কি বুঝিতে পারি ছেন? ভারতে কিছু এখন এমন কোন হাঁ খোক্‌স বা বাঘের ভয় উপস্থিত নয়, যে ইউরো ও ইউরেশিয়দিগকে মিলিত হইয়া আত্মরক্ষার পাইতে হয়। ভারতস্থ ইউরোপীয়দিগের বি বুদ্ধি ও কৌশলের যত পুঁজি আছে, ঐ সভাটী তা

* আমরা ছেলেবেলায় দেখিতাম, এরূপ হেয়ালি লইয়া অধিকাংশ লোকে বড়ই আমোদ করিতেন, কিন্তু এখন আর ইহার বড় আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যায় না। হয় ত অধিকাংশ পাঠক হেয়ালি পদার্থ কি জানেন না। তাহাদিগকে জানাইবার নিমিত্ত এ স্থলে আমরা এটী মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। সো—শ।

বনী শক্তির ফল। ঐ সভাটীর সৃষ্টির দ্বারা
ওস্থ হালপুরুষদিগকে এই জানান হইতেছে,
তে যে গবর্ণমেণ্ট আছেন, তাঁহারা ভারতস্থ ইউ
ীয়দিগকে রক্ষা করিতেছেন না, সুতরাং তাঁহা-
কে আপনাদিগের রক্ষার উপায় আপনাদিগকে
তে হইতেছে। ও দিকে পার্লিয়ামেণ্ট সভায়
র্ট সাহেবের প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। কেহ
জ্ঞাসা করিতেছেন, ভারতে ইউরোপীয়েরা
র্ট সাহেবের প্রস্তাব উপলক্ষে যে অসন্তোষ
াশ করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় চীফ সেক্রেটরি
ার সংবাদ পাইয়াছেন কি না? কেহ জিজ্ঞাসা
ছেন, ভারতের যে সকল লোককে আদালতে
স্থিতি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা
াব কত হইবেন? কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে-
ন ভারতীয় স্ত্রীগণকে আদালতে উপস্থিত হইতে
কি না?

এ সকল প্রশ্নের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য এই, যে
র্ট সাহেবের প্রস্তাবে যদি ভারতস্থ ইউরোপীয়েরা
অসন্তুষ্ট, তবে উহা বিধিবদ্ধ করিয়া কাজ নাই।
হারা ভারতবাসিদিগের আদালতে উপস্থিতি
তে অব্যাহতি লাভের অনুসন্ধান করিতেছেন,
হাদিগের অভিপ্রায় এই যে, যদি ভারতবাসিদিগকে
স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে, ইউরোপীয়দিগকে ভারত-
ীয় বিচারপতির হস্ত হইতে অব্যাহতি দিবার স্বত্ব
ওয়া না হয় কেন?

আমাদের বিবেচনায় এ সকলের অনুসন্ধানে
মূলের উৎপত্তি না হইয়া গরলেরই উৎপত্তি
ইবে। ইউরোপীয়দিগের উদর বড়, উহার আয়-
নও অতি বৃহৎ। অগ্নি মন্দ নয়, ক্ষুধা অত্যন্ত
র্ধিক। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে ভারতে যে কিছু
ধা আছে, তাঁহারা সমুদায় উদরসাৎ করেন। অপরে
াহার কিছু অংশ লইলেই তাঁহাদিগের অসন্তোষ
ন্মে। সেই অসন্তোষ নিবারণ যদি কাজ করিতে হয়,
র্ণমেণ্টের ও কোন কাজ করা হয় না। আদালতে
উপস্থিতি হইতে ভারতবাসিদিগের অব্যাহতিলাভের
বিষয়ে বক্তব্য এই, ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট অবজ্ঞেদাব-
স্থাতে এ অনুগ্রহ করেন নাই। তাঁহারা ব্যক্তি
বিশেষের গুণের ও সম্মাননার পুরস্কারার্থ ইচ্ছা করিয়া
এ অনুগ্রহ করিয়াছেন। অতএব এ অনুগ্রহ ভারত-
বাসির সাধারণ স্বত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।
ভারতবাসিনী সীমন্তিনীগণকে আদালতে উপস্থিতি
হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, এই যে কথা
লা হয়, সেটী কথার কথা মাত্র। প্রয়োজন হইলে
বিচারপতিরা ভারতীয় রমণীগণকে আদালতে উপ-
ত করিবার চেষ্টার বিমুখ হন না। অনেক মহা-
খ ঘোমটা খুলিয়া অবাধবন্দী না দিলেও সন্তোষ
লাভ করেন না। তবে যাঁহারা ভদ্র সৎ ও বিবে-
চক, তাঁহারাই ভদ্র স্ত্রীগণকে আদালতে আসয়ন
করেন না। এরূপ স্থলে ভারতীয় রমণীগণের স্বত্ব
কোথায়? তবে যাঁহারা এই বাক্যগুলির উল্লেখ
করিয়া স্বত্ব সমর্থনের চেষ্টা পান, তাঁহাদিগের
কৌশল মাত্র। যে রাজপুরুষেরা বিজিত ভারতে
সমদর্শী ও ন্যায়নিষ্ঠ হইয়া রাজধর্মরক্ষণে উৎসুক
নন, তাঁহারা যে বিজিত ভারতবাসিদিগকে কোন
প্রকার স্বত্বপ্রদান করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কি?
ভারতবাসিদিগের যে কিছু নৈসর্গিক স্বত্ব ছিল, মুসল-
মান রাজারা যে স্বত্বের উপরে হস্তক্ষেপ করেন নাই,
ক্রমে ক্রমে তাহারও সংহার করা হইয়াছে। অতএব এখন সে সকল স্বত্বের উল্লেখ স্বপ্নকল্পনার ন্যায় মাত্র, সন্দেহ নাই।

এই সকল মহা আড়ম্বরের ফল কি? ফল সামান্য মাত্র। যদি ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাবটী বিধিবদ্ধ হয়, ফল কি হইবে? রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন বাহাদুর স্বয়ংই বলিয়াছেন, বড় জোর পাঁচ জন এ দেশীয় ইউরোপীয়-অপরাধির অপরাধের বিচারকার্য্যে অনুমত হইবেন। কিন্তু আমরা বলি, অনুমত হইলেও এমনি কৌশলে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা হইবে, যে এ দেশীয়েরা কিছু বুঝিতে পারিবেন না, বুঝিতে পারিলেও বার কয়েক চীৎকার করিবেন এই মাত্র। এই সামান্য ফল হউক বা না হউক, এবিষয়ে আমরা দুঃখিত নহি। আমাদের দুঃখের বিষয় এই, গবর্ণমেণ্ট একটী ন্যায়ানুগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া যদি ইউরোপীয়দিগের ভয়ে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের হইতে রাজধর্ম্ম রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। ন্যায়ানুগামী ও সমদর্শী হইয়া বিধিব্যবস্থাপন করিয়া প্রজাপালন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম। যদি গবর্ণমেণ্ট এক শ্রেণীর ভয়ে সমদর্শী হইতে না পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করা হইল না। যথাবিধি প্রজাপালন না হইলে প্রজার মনে অসন্তোষ জন্মিবে সন্দেহ নাই। প্রজাবিরাগ রাষ্ট্রবিপ্লবের যে একটী প্রধানহেতু তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি বল, প্রজারা অনুরক্ত হউক আর বিরক্ত হউক, তাহাতে আইসে যায় না, সাংগ্রামিক উপায় অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে দমন করিয়া রাখা যাইবে। আমাদিগের বিবেচনায় সেই উপায় অন্তঃপ্রকৃত ক্ষত ব্রণের উপরিভাগে প্রলেপের তুল্য হইবে। কিন্তু ঐ ব্রণ সময়ে যখন ফাটিয়া পড়িবে ঐ প্রলেপে তাহার রক্ষা করিতে পারিবে না। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহি বিদ্রোহ ইহার নিদর্শন। সিপাহিরা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের সেই অসন্তোষ ১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহ হইয়া ফুটিয়া পড়িল। আর একটী কথা এই, প্রজারা বিরক্ত হইয়া যেন গবর্ণমেণ্টে কোন অনিষ্ট চেষ্টা না করুক, গবর্ণমেণ্ট অন্যা করিলে গবর্ণমেণ্টের প্রতি কি তাহাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিবে? ব্রিটিশজাতির উপরে কি তাহ দিগের ঘৃণা হবে না?

একটী বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ চিন্তা হই ছে। ভারত ব্রিটিশজাতির উপার্জ্জন স্থল, এদি এখানে তাঁহাদিগের রাজত্ব হইয়াছে, প্রজাপাল করিয়া রাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে। এখন এ এই, তাঁহারা ব্যবসায়ের অথবা রাজধর্ম্মের কা বেশী অনুরোধ রক্ষা করিবেন? যদি ব্যবসায়ে অনুরোধ রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে রাজধ করাঞ্জলি দেওয়া হইয়া উঠে। ফলতঃ রাজধর্ম্ম র করিতে গেলে ইউরোপীয়দিগের অনুরোধ রক্ষা হয় না, আবার ইউরোপীয়দিগের অনুরোধ র করিতে গেলে রাজধর্ম্ম রক্ষা হয় না, আমরা ক উভয় সঙ্কট উপস্থিত দেখিতেছি। ব্রিটিশজা কোনটীর অনুরোধ রক্ষা করেন এইবারে তা পরীক্ষা হইবে।

ভারতসভা ও স্বদেশের যথার্থ সাধন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কোন কোন জাতির আপনাদিগের পরিত্র ন্যায়পরতার এ প্রকার উচ্চজ্ঞান আছে যে তাঁহ সেই জ্ঞানকেই অমূল্য ধন স্বাধীনতা রক্ষণ করিবার প্রচুর কারণ মনে করেন এবং শ চার ও সুনীতি সংস্থাপনের নামে দস্যুবৃত্তি অব পূর্ব্বক নিরপরাধ কত শত দেশের বহু কালের স্ব নষ্ট করিয়া থাকেন। অতি দুঃখের বি তাঁহারা মনে করেন যে রক্তস্রোতে সভ্যতার বে ভাসাইতে পারিলেই দেবতা ও মানব উ নিকটেই প্রশংসনীয় হওয়া যায়।

এ প্রকার স্বদেশপ্রিয়তা দেশের হিতের ব না হইয়া শুদ্ধ অহিতেরই কারণ হয়। ইতি পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে এ প্রকার বি যার বশবর্ত্তী হইয়া কোন জাতিই অধিককাল উ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। যাঁহার অ স্বদেশানুরাগ আছে, তিনি অপরের স্বদেশানুরা স্বাধীনতাকে অবশ্যই পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় করিবেন। অন্যের তোমার প্রতি যে প্র আচরণ করা কর্ত্তব্য মনে কর, তুমিও তাহা প্রতি তদ্রূপ আচরণ করিবে" মহাত্মা খ্রীষ্টের নীতিগর্ভ বাক্যটী অভ্যুদয়কালে সকল জাতি হৃদয়পটে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

একতা ও অধ্যবসায়গুণে কি না হইতে পা ইটালি ও গ্রীসের অবস্থা কি ছিল, কি হইয়া ভারতের ন্যায় ইহারাও একবালে গৌরবান্বিত

ং বর্ত্তমান ভারতের ন্যায় ইংলণ্ডও এক সময়ে
াপন্ন ও দাসত্বশৃঙ্খলগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইটালি
ীস ত আবার ইটালি ও গ্রীস হইতেছে; ভারত
পুনরায় ভারত হইবে না কেন?

াধীন হইলেই যে উন্নতির পথ একেবারে অবরুদ্ধ
তাহা হয় না। আমরা এক্ষণে যে প্রকার পরা-
আছি, তাহা অনেক অংশে প্রার্থনীয় ও উন্নতির
পান স্বরূপ, কেবল কি প্রকারে সেই সোপানে
রোহণ করিতে হয়, তাহাই জানা আবশ্যক।
এক্ষণে অনেক সুশিক্ষিত, অধ্যবসায়শীল লোক
শের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, অথচ দেশের আশা-
প উন্নতি হইতেছে না কেন? এক্ষণে অনেকে
ানান্ধ দেশবাসিগণের পথ প্রদর্শক ও নেতা
ার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন, অথচ দেশের
াধর্ম্ম মোচন হইতেছে না কেন? ইহার কারণ
শের সাধারণ প্রজাবর্গের নিতান্ত হীনাবস্থা। সভা
দেশে নূতন বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, স্থানে
ন বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে
জন লোক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে? দ্বাবিংশতি
টী মানবের মধ্যে দশ, বিশ সহস্র লোক কিছু
বিদ্যাভ্যাস করিলে কি হইবে? সভা বটে
শে কয়েকখানি স্বাধীন চিন্তাশীল সংবাদপত্র
রচিত হইয়া লোকের মনে স্বাধীন চিন্তার স্রোত
হিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দেশের
রণ জ্ঞানান্ধতার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে
াদের যত্ন ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমানিশায় খদ্যোত
লোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। এক্ষণে জ্ঞানা
ক যে প্রকার বিরল, ও সাধারণ প্রজাবর্গের যে
ার হীনাবস্থা, তাহাতে কয়েক জন মাত্রের যত্নে
রণের মানসিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে
যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহাদের মধ্যেই জন
ক কোনপ্রকারে দাসত্বোপযোগী কিছু কিছু
াপার্জ্জন করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করি
ন। কিন্তু তদ্দ্বারা সাধারণ প্রজাগণের আর্থিক,
বৈজ্ঞানিক অবস্থার কি কোন উন্নতি হইতেছে?
ল প্রকৃতিবর্গের যে হীনাবস্থা সেই হীনাবস্থাই
য়াছে, বরং অনেক বিষয়ে হীনতর হইয়াছে।
তেলা মাথাতেই অনেকে তেল দিয়া থাকেন।
ও জমীদার, যাঁহাদের অর্থবল, বুদ্ধিবল ও সহায়-
আছে, তাঁহাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার
মস্ত স্থানে স্থানে সভা সংস্থাপিত হইয়াছে বটে,
র কাঙ্গালের মা বাপ কেহই নাই। তাহাদের
য়া দুটা কথা বলে, তাহাদের হীনাবস্থা মোচন
া কথঞ্চিন্মাত্রও যত্ন করে, এমত লোক কেহই
। ইহা সভ্যসোপানারোহী ব্রিটনীয় ভারতের
টী দুঃখনের কলঙ্ক।

এই অভাব, এই কলঙ্ক মোচন জন্য পরদুঃখ-কাতর, অনাথবন্ধু কয়েক জন সুশিক্ষিত স্বদেশানুরাগী মহাত্মা কলিকাতা মহানগরীতে ভারত সভা নামক এক মহাসভা সংস্থাপিত করিয়াছেন, ও সমুদায় ভারতবাসীকে তাঁহাদের সহকারী ও সহায় হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন।

ইঁহারা জ্ঞানরূপ তুঙ্গশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া উপত্যকাবাসী, মোহাভিভূত সহোদরবর্গকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছেন "কে কোথায় আছ, ভ্রাতৃগণ! জাগরিত হও, আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগের অনুবর্ত্তী হও। ঐ দেখ ভারতমাতা অদূরে অতল-সাগরে নিমগ্না হইতেছেন, সোণার প্রতিমা জলে ডুবিতেছেন। মাতা পরলোকগতা হইলে এই পৃথিবীতে আমাদিগকে আর আমার বলিবার কেহই থাকিবে না। মাতা সজলনয়নে, করুণস্বরে দক্ষিণ-হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পুত্রগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। ঐ শুন, না শুন, মাতা বলিতেছেন "আমার হস্ত-পদ অবশ হইয়া পড়িতেছে, বৎসগণ! আর আমি উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল প্রবল কাল-স্রোতে সন্তরণ দিতে পারিতেছি না, আমার আর দুঃখভার সহ্য হইতেছে না। বাঁচিয়া থাকিতে আর আমার সাধ নাই। এককালে সমুদায় পৃথিবীর হিংসার পাত্রী ও আদর্শ স্থল হইয়া এক্ষণে সকলের ঘৃণার পাত্রী হইলাম, আর আমার জীবনে ফল কি?"

মাতা প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার নিরাশ্রয়, সহায়হীন পুত্রগণের কি গতি হইবে, এই ভাবিয়া আজও তিনি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন ধারণ করিতেছেন, আজও এই দুর্ভাগ্যস্রোতে সন্তরণ দিতেছেন, নতুবা এত দিন কোন কালে রসাতলে গমন করিতেন। মাতা এত দুঃখে পড়িয়াও সন্তানগণের মঙ্গল কামনা করিতেছেন, এখনও তাঁহাদের মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া অবধি তিনি নিতান্ত কাতর আছেন, ও তাঁহার দুঃখের, ও দুরবস্থার একশেষ হইতেছে। কিন্তু পাছে সন্তানগণ আপনাদিগকে মাতৃহীন মনে করিয়া বিষণ্ণ হয়, এই ভয়ে এই অবিসহ্য শোকবেগ সম্বরণ করিয়াও বাহিরে প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন, এবং যাঁহারা অক্ষম সন্তানগণের লালন পালনের ভার গ্রহণ করিতেছেন, প্রচুর রত্নাদি উপহার দিয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের মনোরঞ্জন চেষ্টা করিতেছেন। কেবল এই কারণেই ভারতভূমি আজও রত্নপ্রসূ রহিয়াছেন, নতুবা এত দিন শ্মশান ও মরুভূমি হইয়া উঠিতেন। সন্তানগণ কালক্রমে উন্নত ও উপযুক্ত হইয়া আবার তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিবে, আবার তিনি মানিনী ভারতমাতা হইবেন, এই আশায় আজও বুক বাঁধিয়া আছেন। ভাগ্যক্রমে এক্ষণে যাঁহারা তাঁহার অকৃতী সন্তানগণের অদৃষ্টৈশ্বর্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহানুভূতি ও কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিয়া মাতার সাহস ও আশা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

অতএব ভ্রাতৃগণ! আইস আমরা সকলে আলস্য ও কাপুরুষোচিত নিশ্চেষ্টতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মাতৃদুঃখমোচনে ও গৌরববর্দ্ধনে যত্নবান হই। মাতৃস্নেহ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করি। তাহা হইলে আমাদের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই মঙ্গল হইবে। যে গৃহে মাতা সর্ব্বদা চক্ষের জল ফেলেন, সে গৃহস্থের কখন মঙ্গল হয় না। যদ্যপি জননীকে সুখী করিতে না পারিলাম, যদ্যপি মাতার একবার দুঃখেরও লাঘব করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমাদের জন্মগ্রহণ বৃথা, আমরা অকৃতজ্ঞ নরাধম, আমাদের জীবনে ধিক্। আমাদের আবার বিদ্যা বুদ্ধির গৌরব কি? আমরা কেবল দাসত্ব করিবার ও যমের ছাঁকমে পদে দলিত হইবারই যোগ্য।

উক্ত স্বদেশহিতৈষী মহাত্মারা জলদগম্ভীর করুণোদ্দীপক স্বরে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সমুদায় ভারতবাসীকেই আহ্বান করিতেছেন। অধিকাংশ ভারতবাসী এই আহ্বানে কাতর হইতেছেন, শুনিতেছেন, আমরাই কি নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন থাকিব? বাঙ্গালির কালি বাক্পটুতা, নিষ্পৃহতা, নির্ব্বীর্য্যতা, একতাশূন্যতা ও পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরতন্ত্রতা বলিয়া পৃথিবীময় যে লজ্জাকর দুর্নাম বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা ক্ষালন করিবার এই উপযুক্ত সময়।

আমরা এক্ষণে যে স্বাধীনতাপ্রিয়, উন্নতিশীল সুসভ্য ইংরাজজাতির শাসনাধীন হইয়াছি, তাঁহারা আকার ইঙ্গিতে ও আপনাদিগের কার্য্যপ্রণালীতে আমাদিগকে উন্নতির সোপান ও সুখের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। ইঁহাদের স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসলতা, কার্য্যদক্ষতা, একতা, নিরলসতা ও উদারশীলতা প্রভৃতি গুণগ্রাম দর্শন করিলে বোধ হয় যে ইঁহারা প্রত্যেকেই এক এক ধর্ম্মধামের অধীশ্বর হইয়া মানবজাতির অধিনায়ক হইবার জন্যই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

জগদীশ্বর ইঁহাদিগকে গুণানুযায়ী ফলও প্রদান করিয়াছেন। সমুদায় ভারতবর্ষের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বিস্তৃতি ও অধিবাসিসংখ্যায় ইংলণ্ড ভারতের একটী সামান্য প্রদেশেরও সমান হয় না। কিন্তু সাহস, উৎসাহ, একতা ও অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণগ্রামই শ্রেষ্ঠ, সংখ্যা ও বিস্তৃতি কোন কার্য্যকারক নহে। অধিবাসিদিগের পৌরুষ

ইংলণ্ডের লোক, ইংলণ্ডের ভাষা, ইংলণ্ডের প্রতাপ, ইংলণ্ডের ধর্ম, ইংলণ্ডের জাতীয়লোক সমুদায় পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

স্বাধীনতা-প্রিয়তা ইংলণ্ডীয় মহাবৃক্ষের বীজ, একতা তাহার মূল, উৎসাহ ও উদ্যমশীলতা তাহার স্কন্ধ, প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সুখকর সাম্মিলন তাহার শাখা, মন্ত্রী সভা তাহার শাখা, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ তাহার সমৃদ্ধিশালী পত্র, পুষ্প ও ফল, অসীম উন্নতিই তাহার উচ্চতা, সমুদ্র তাহার সহচরী ও বাণিজ্য তাহার ছায়া। অল্পে ক্ষুদ্র ও অল্পভূমিতে সংস্থাপিত হইলেও রোপণকারিগণের যত্ন ও অধ্যবসায়গুণে কালসহকারে এই মহা বৃক্ষ ক্রমশঃ সমুদায় পৃথিবী ব্যাপিয়াছে, স্থান পাইলে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত।

আবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঊর্ব্বরা ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ও পুরুষপুরুষগণের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়াও এখানে বৃক্ষসকলও অযোগ্য উত্তরাধিকারিগণের অমনযত্ন, অনৈক্য, স্বার্থপরতা ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব বশতঃ নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে এবং এই নূতন সজীবনীশক্তি বৃক্ষ দ্বারা সমাজ্জীবিত ও পুষ্টিকর সূর্য্যকিরণে রক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ বংশপ্রাপ্ত হইতেছে।

ক্রমশঃ।

জমীদারী স্বত্ব ও প্রজার দখলীস্বত্ব সম্বন্ধে প্রভাতীর প্রতিবাদ।

গত ১৩ই চৈত্র: সোমপ্রকাশে জমীদারীস্বত্ব ও দখলীস্বত্ব সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, তদ্বিষয় এ চৈত্রের প্রভাতীতে তাহার একটী প্রতিবাদ দৃষ্ট হইল। আমরা দুঃখিত হইলাম, প্রভাতী সম্পাদক আমাদিগের অভিপ্রায়টী সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়াই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে আমরা তাঁহার দোষ দিতে পারি না। বোধ হয়, আমাদের লিখিত প্রস্তাবটী বিশদ হয় নাই। যাহা হউক, আমাদের মতটী বিশদ করিয়া বলা আবশ্যক হইয়াছে। পূর্ব্ব সংখ্যাতে লিখিত হইয়াছে "সহযোগী (সোমপ্রকাশ সম্পাদক) জমীদারকে জমীদারীস্বত্ব দিতে চাহেন, কিন্তু প্রজাকে দখলীস্বত্ব দিতে চাহেন না। তাঁহার মতে জমীদারই ভূস্বামী, আর যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করে, সে ভূমির কেহই নহে।" প্রভাতী সম্পাদকের এই খানেই মহাভ্রম জন্মিয়াছে। আমরা জমীদারকেও জমীদারী স্বত্ব দিতে চাই নাই, প্রজাকেও দখলীস্বত্ব দিতে চাই নাই। যাহার যে স্বত্ব আছে, তাহারই যখন করিয়াছিলাম, এই আছে। গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক কাহারও স্বত্ব লোপ করেন এবং কাহাকে নূতন স্বত্ব প্রদান করিয়া একটী বিপ্লব উপস্থিত করেন কিম্বা এক সম্প্রদায়কে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন, আমাদিগের এ উদ্যম নয়। আমাদের ইচ্ছা এই, একটী সহজ সরল ব্যবস্থা করিয়া দেন যাহাতে জমীদারে প্রজাতে বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার কোন সদুপায় থাকে, তদবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। কৃষকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভূমির কর্ষণবপনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে সত্য; কিন্তু সাধারণে তাহাদিগের কোনপ্রকার স্থিরতর স্বত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদিগের যদি স্থিরতর স্বত্ব থাকিত, তাহা হইলে আজ তাহাদিগকে নূতন স্বত্ব দিবার প্রয়াস পাওয়া হইত না। যখন প্রয়াস পাওয়া হইতেছে, তখনই ত প্রমাণ হইতেছে, ভূমিতে তাহাদিগের কোনপ্রকার স্থায়ী স্বত্ব নাই। অধিকাংশ কৃষক ঠিকাদারের ভূমির চাষ আবাদ করে, খাজনা দেয়, সরিয়া যায়, এই ত তাহাদিগের স্বত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু রাজত্ব অবধি এইরূপে কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা বলেন, রাজা ভূমির অধিপতি, সমুদায় ভূমি তাঁহারই। তিনি কৃষকদিগকে ভূমির কর্ষণবপনাদি করিতে দেন, হিন্দু রাজার অধিকারে কৃষকেরা পরিশ্রমের মূল্য দশ আনা পাইত, আর রাজা ছয় আনা লইতেন। এই রীতি মুসলমান অধিকারে চলিয়া আসিয়াছে, ইংরাজেরাও ১৮৫৯ অব্দ পর্য্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই। হিন্দু রাজত্বকাল অবধি কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত কৃষক ও রাজা এই উভয়ের মধ্যস্থলে একটী মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী হইয়া আসিয়াছে। মুসলমানেরাও ঐ শ্রেণীর অবলোপ চেষ্টা পান নাই, ইংরাজেরাও ১৮৫৯ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ শ্রেণীর স্বত্বে আঘাত করিবার চেষ্টা করেন নাই। ঐ অব্দে যে চেষ্টা হইতেছে, সেটী নূতন চেষ্টা। ঐ শ্রেণীর স্বত্ব ভঙ্গ করিবার চেষ্টাতে বিশেষ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, বরং উভয়ের বিবাদ বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। আর এক কথা এই, কোন একটী অভূতপূর্ব্ব নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইলে মূল হইতে তাহার আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টই সকলের মূল। গবর্ণমেণ্ট এ নূতন বন্দোবস্তে কোনপ্রকার ক্ষতি সহ্য করিবেন না, যে ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, জমীদার-শ্রেণীই সহ্য করুন! আমাদের সহযোগী কি এ কার্য্যকে অন্যায় বলেন না? কর্ত্তার দোষ কি দোষ নয়?

এই নিমিত্ত আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া এই প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি, একটী হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া উপস্থিত গোলযোগের মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। সেই হার নির্দ্ধারণকালে গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজা এ তিনেরই লাভালাভ গণনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। একজন জমীদার হইবেন, আর এক ক্ষুদ্রিপ্রজা হইবেন, তাহা উচিত নয়। এরূপ যাহাতে হইতে না পারে সে কল, উহাতে সেই কল। সময় ও নির্দ্ধারিত হার অনুসারে খাজনা দিয়া কৃষকেরা ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে। ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হইলে প্রধানতঃ কৃষকেরই লাভ। গবর্ণমেণ্টই আর জমীদারই কি, কেহ নির্দ্দিষ্ট হারের অধিক করিতে পারিবেন না। আমাদের সহযোগী বলিয়াছেন নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বাস্তবিক তাহা নহে। এখনও ত হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া গবর্ণমেণ্টের খাসমহল ও যেখানে স্থায়ী স্বত্ব নাই, সেখানকার কার্য্য চালান হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যে যে স্থলে দশ বা বিশ বৎসর অন্তর কর বৃদ্ধি বা তাহার হ্রাস করেন, তার নির্দ্ধারণ বাড়িতে কি তাহা সম্পন্ন হয়?

আমরা সহযোগীর এক স্থানের লেখা দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন "(কৃষক) ভাবেন" আমি যত দিন খাজনা দিতে পারিব, তত দিন সসা ভোগ করিব, খাজনা দিতে অসমর্থ হইলে জমী আর এক জনের হাতে আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে, তবে কেন পরিশ্রম করিয়া ভূমিকে উর্ব্বরা করিতে প্রয়াস পাইব। যদি জমী ছাড়িয়া দিবার সময় উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করণের জন্য পারিশ্রমিক কিছু না পাই, তবে আমি কেন তাহার জন্য পরিশ্রম করিব, আমার যে শস্য সেই দিন কাল।"

আমরা সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি, খাজনা দিলেও ভূমী কৃষকের হস্তগত থাকে, এরূপ কোন বন্দোবস্ত আছে? অথবা হইতে পারে যে কোনরূপ বন্দোবস্ত হউক, প্রজাকে খাজনা দিতেই হবে, খাজনা না দিলে জমী কখন প্রজার হস্তে থাকিবে না। খাজনা না দিলেও ভূমি প্রজার হস্তে থাকিবে, কোন্ মূল হইতে তাঁহার এ সংস্কার জন্মিল? কোনকালে যে হারের পরিবর্ত্তন না হয়, এরূপ একটী হার নির্দ্দিষ্ট হইলে প্রজার তাহাতে সম্পূর্ণ মঙ্গল। প্রজা সেই হারে খাজনা দিয়া ভূমির যথেচ্ছ উপভোগ করিতে পারিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিবে। যখন ঐ ভূমি পরিত্যাগ করিবে, তখন বিলক্ষণ টাকা লাভও পাইবে। এখন ঠিকা প্রজারা যে খাজনা দেয়, তাহা ন্যায্য কি না, সহযোগী ঠিকা প্রজার জমী ধরিবার নিয়মটী জানিতেন, তাহা হইলে এ বাক্যের অবতারণা করিতেন না। ঠিকা প্রজারা জমীর অবস্থা দেখিয়া ইচ্ছামত জমীদারের নিকটে গিয়া খাজনা স্থির করিয়া লয়। তা

...পূর্ব্বক এ কার্য্য করে, তাহাতে ব্যাঘাতদায়ী ...বেদনের অবসর নাই। সকল বর্ষে যে সমান শস্য ...না, কৃষকেরা তাহা বিলক্ষণ জানে। তাহারা ...দি পথে নূনাধিক খাজনা দিয়া যে জমী লয়, ...হার কাছে এই, তাহারা জানে এক বৎসর বৃষ্টি ...ন্য কিছু ব্যাঘাত হয়, সে বৎসরে তাহা পোষা-...ইয়া যায়। কোন বৎসর ভাল কোন বৎসর মন্দ, ...মের অবস্থা বরাবর এইরূপ হইয়া আসিতেছে।

উপরোক্ত কথা এই, পাঁচ জনে প্রস্তাবিত ...ব প্রদর্শন করিতেছেন, দেখাদেখি আমাদের সম-...াদী প্রস্তাবী সম্পাদকও প্রস্তাবটি দেখাই-...ছেন। কিন্তু কিসে যে প্রজার বাস্তবিক উপকার ...ব, সে বিষয়টী তিনি কিরূপ বিবেচনা করেন ...াই। প্রজারা দখলী স্বত্ব পাইলেই কি সুখী হইবে? ...ল প্রজা দখলী স্বত্ব পাইয়াছে, তাহাদিগের ...বস্থার কি বৃদ্ধি হইতেছে না? খাজনার কখন ...দ্ধি কখন হ্রাস, ইহা কি প্রজার কল্যাণকর? ...জার দেয় খাজনার একটী হার নির্দ্দিষ্ট হইলে কি ...সকল উপদ্রবের শান্তির সম্ভাবনা নয়? গবর্ণ-...মেণ্ট চৌকিদার সম্বন্ধে যে উপায় অবলম্বন করিবার ...ংকল্প করিতেছেন, তাহাতে অনেক ভাঙ্গা গড়া ...রিতে হইবে, অনেক অন্যায় কাজ করিতে হইবে, ...থচ অভীষ্ট ফল লাভ হইবে না। কিন্তু আমরা ...ব উপায়ের কথা করিতেছি, তাহা সহজ। যে কিছু ...লযোগ করা হউক, একবারেই করা হইবে, ...হার আর ফিরিতে হইবে না। অনেক বিষয়ের ...বিধা হইয়া আসিবে। প্রজা জমীদার ও গবর্ণমেণ্ট ...কলেরই মঙ্গল হইবে। সভ্যবোধী জানিবেন, আমরা ...হার পক্ষের সুপারী হাঁয়া এ প্রস্তাব করি ...ই।

ব্রহ্মদেশের ইউরোপীয়েরা যে কিরূপ যথেচ্ছ ...চার করে, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। ...ম্প্রতি যে একটী কাণ্ড ঘটিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকা-...ত হইতেছে যে, বাগেরহাটের ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট এচ, ডিক্সনের ...ন্যায় বিচার, কোর্ট কেনানের একজন কণ্ট্রাক্টর। ...চুনীলাল সিংহ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার অধীনে ...কণ্ট্রাক্টের কাজ করিতেন। একদা তাঁহার মনে ...ন্দেহ হইল, চুনী তাঁহার বিস্তর টাকা অপহরণ ...রিয়াছেন, সুতরাং আদায় করিবার জন্য কতক-...গুলি কাগজ সমভিব্যাহারে তিনি তাঁহার বাটীতে ...গমন, এবং তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব নিজ বাটীতে লইয়া ...আসিলেন। কিন্তু কাহাতেও মন সন্তুষ্ট না হওয়াতে ...পাঁচ দিন তাঁহাকে অবরুদ্ধাবস্থায় রাখিয়া ...টাকা দিবার জন্য পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই আদায় হইল না দেখিয়া নিজ ...ভ্রাতাকে সঙ্গে দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বিডন তৎকালে ...মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ...এই পত্র পাইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে ...ভ্রাতার অনুরোধ-ক্রমে চুনীলালকে নিজ বাসালার ...আমাটীয়া তাঁহার হস্তের টাকা গুলি প্রত্যর্পণ ...করিতে বলিলেন, আর এ কথাও বলিয়া দিলেন, ...ইহার অন্যথাচরণ করিলে তাঁহাকে হাজতে যাইতে ...হইবে। চুনীলাল তদুত্তরে বলিলেন তিনি তাঁহার ...কিছুই লন নাই, অগ্রসর হিসাব দেখা হউক। যদি ...তাঁহার দেনা হয়, তিনি পরিষ্কার করিয়া দিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এই কথা শুনিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহার ...নিকট অভিযোগ করিতে পরামর্শ দিলেন। ভ্রাতাও তৎ-...ক্ষণাৎ সেই মর্ম্মে তাঁহার নিকট চুনীর নামে অভি-...যোগ করিলেন। চুনী অবিলম্বে ধৃত এবং বিচারার্থ ...বাগেরহাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইলে ...তিনি তাঁহাকে জামিনে খালাস দিলেন। চুনী ইহাতে অপমানিত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বিডনের নামে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বে-আইনি করেদ প্রভৃতির নালিশ করিলেন। কিন্তু ফৌজদারী আইন অনুসারে দেশীয় বিচারপতির নিকট ইউরোপীয়ের বিচার হইতে পারে না বলিয়া মকদ্দমা জেলার ম্যাজি-ষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইল। তিনি মকদ্দমা পাঠাইয়া এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও কমিশনরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা এই ব্যাপার তদারকের কমিশনরের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট এদিকে কটন স্ট্রীট নিবাসী বন্ধু ভদ্রকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টর প্রেরিত করিলেন। তিনি তাঁহাকে জামিনে খালাস দিলেন। চুনী ইহাতে অপমানিত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বিডনের নামে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা পাঠাইয়া দিল। চুনী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বীডন বক্তৃতা আহার অপহৃত দ্রব্য সকল পুলিষের তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রার্থনা করিল, কিন্তু তিনি তাহার কোন উত্তরই দিলেন না। চুনীলাল একাকীর সকল প্রার্থনা করিলেন, তাহাও তাহাকে দেওয়া হইল না। এমন কি কোন উকীল মোক্তার সাহস করিয়া তাঁহার মকদ্দমা লইলেন না। সুতরাং চুনীলাল অনন্যোপায় হইয়া এই সকল দুরবস্থা হাইকোর্টের গোচর করিয়া মকদ্দমা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রিকেটের নিকট হইতে যাহাতে অন্যত্র প্রেরিত হয় তজ্জন্য আবেদন করিলেন। বিচারপতিরা সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া মকদ্দমা স্থানান্তর করিবার বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বিডনের কি আপত্তি আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহার কি ফল হয়, আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

যুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত লণ্ডন হইতে লিখিয়াছেন "কল্য সন্ধ্যাকালে ৮ টা ৩০ মিনিটের সময় আট বৎসরাধিক মানব সমাধৃতে ৺যুক্ত 'দীননাথ' সান্যা...বৎসরের করিয়া নিজ বঙ্গের ভাইকাউণ্ট * * * একটী প্রস্তাব পাঠ করেন, সার আসলি ইডন সাহে... সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিটনকা... সাহেব অনেক দিন ভারতবর্ষের উচ্চ রাজপদে অধি... ছিলেন। তিনি যে ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্যে... উন্নতি সাধন বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল, তাহা তাঁহা... প্রস্তাব পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে। তিনি যখ... ভারতবর্ষে ছিলেন, তখন ভারতীয় কৃষকের ব্য... কাষ্ঠের ক্ষুদ্র লাঙ্গল, মোয়াল, মই, হাল, নিড়ান... করাইয়া লইয়াছিলেন। প্রস্তাব পাঠ করিবার সময়... তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রোতৃবর্গকে তাহার এক একটী দে... ইয়া বুঝাইয়া দেন। আমি আগামী মেলে প্রস্তাব... বাদানুবাদের রিপোর্ট পাঠাইয়া দিব, আপনি নিজে... সমস্ত বিচার করিতে পারিবেন। প্রস্তাব পাঠ শে... হইলে সভাস্থ লোকদিগের মতামত প্রকাশের ক... সভাপতি অনুরোধ করিলেন। ছই জন তাঁহাদের ম... প্রকাশ করিলে পর—আমি বলিলাম যে "ভারতে... দিন দিন কৃষিকার্য্যের উপযোগী অকর্ষ্য ভূমি... হইতেছে। ইহার কারণ কি? আমাকে বলি... হইয়াছে যখন ইংরাজেরা অধিকারের কাজ আ... দিকার তখন অকর্ষ্যের সংখ্যার মধ্যে কি... বিশেষরূপ সংযোগ করেন, তখন তাঁহাদের প্রকৃত... তাহা ইঁহারা বুঝিতে পারিতেন, তাহলে কি... নাশ করিতেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তর সাহেব যাহাতে... এ বিষয়ে আমার সহিত ঐকমত্য হয় নাই। কি... বলেন যে "মুসলমানের ও ইংরাজদের আহা... জন, যে গোহত্যা হয়, প্রতিদিন গরুর মূল্য মা... হইতে না পারে তাহা হইতেছে না। অত... পর পীড়ায় মরিয়া যায় বলিয়া গরু ছুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্র... হইতেছে।"

যখন তিনি ঐ প্রস্তাব করেন তখন আমার প্রতিবাদ করিবার সময় ছিল না। পীড়ায় গোরুর মৃত্যু হয় ইহা আমি স্বীকার করি, গরু দুষ্প্রাপ্য হইবার এটীও একটী কারণ হইতে পারে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই, প্রত্যহ যে শত শত গোরু হইতেছে, সেটী কি প্রকৃত কারণ নয়? বিলাতে গরু পালন করিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী আছে, তজ্জন্য এখানে গোবংশ বৃদ্ধি অতি সহজেই হইতে থাকে। কিন্তু ভারতে সে প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবসায় নাই—সুতরাং যে পরিমাণে গোহত্যা হইতেছে, সে পরিমাণে তাহার বংশবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। ৫ বৎসর পূর্ব্বে যে গরুর দাম ৫ টাকা ছিল, সেইরূপ একটী গরু ২৫ টাকার মূল্য হইয়াছে। ছোট লাট সাহেবের কথাই ঠিক হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসরেই গোমড়ক বৃদ্ধি হইতেছে, এরূপ বুঝিতে হইবে। তাহা যখন এইরূপে পরি...

ছ হইয়া যাইতেছে, তখন কি ইহার উপর প্রস্তাব প্রস্তাব পর অর্থ করিলে গ্রন্থের উপাদেয়তার বৃদ্ধি হইবে ইহা কি বিবেচনাসিদ্ধ নহে?

পুস্তক সমালোচনা।

. রামবিলাপ। শ্রীভূদেবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বির ত। এখানি ব্যাকরণ। দেবনাগরে লিখিত এবং বাঙ্গালায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভূদেব অম্বিকা কালনার সন্নিকটবর্ত্তী জানকীবেলবেলে গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহার বয়ঃক্রম ১৫।১৬ বৎসর মাত্র। সংস্কৃত কবিতা করিবার বিষয় ইহার অলৌকিক ক্ষমতা, মুখে মুখে অবলীলাক্রমে অতি সুললিত কবিতা প্রস্তুত করিতে পারে। সুতরাং এরূপ বালকের চিত্তোদ্ভূত কবিতা যে সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে, তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। রামবিলাপের কবিতা সমূহ যে কিরূপ পাণ্ডিত্য ও ভাবোৎপ্রেক্ষা পূর্ণ নিম্ন লিখিত কবিতাটী পাঠ করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। রাম সীতাহরণে শোকবিহ্বল হওয়াতে লক্ষ্মণ এক স্থলে কহিতেছেন:—

শোকোমোহ- মস্ত বিস্তৃতে সর্ব্বদেহে বিবাম
তুষাহৃৎ ছুরৌবিবর্দ্ধিমস্তুতেরণহৃৎ প্রাপ্তি।
স প্রাপ্তুং সমরস্তুতাদৌ পরং সম্প্রতোহাহ
ভবা চৈতত কৃতপশ্চাতে বীরকার্য্যং যথাবৎ॥

সমস্ত রোগের আধারস্বরূপ শোক সর্ব্বদাই মোহ বিস্তার করিয়া থাকে, অতএব সেই নিকৃষ্ট শোক বিরতি মনুষ্যগণের শ্রেয়স্কর হয়। এক্ষণে উহা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা বিবেচনা করিয়া হে গজগামিন্ যথাবৎ বীরকার্য্য সম্পাদন করুন, অর্থাৎ বীরগণ যেমন শত্রুর প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন, আপনিও সেইরূপ ধৈর্য্য অস্ত্র অবলম্বন করিয়া ঐ শোকের বিনাশ সাধনে যত্নবান হউন।

প্রাপ্ত।

এবার পদ্মানিশী হবো।
(প্রসাদী একতালী।)
এবার পদ্মানিশী হবো:
খেয়ে বিষফলে, পাপ প্রাণ জুড়াবো।
খেয়ে উঠে, আর না ছুটে,
আছে মিঠে হাওয়া খাবো।
বিয়ে, দোষের কড়া, মেয়ে কড়া,
ঘাঁটে মেটে শেষ ঘর নিকাবো।
আটন পরে, আটা ছেনে,
খুব সায়েবের আর না যাবো।

এবার, সাহেবো সাড়ী, ঘরেরো হাড়ী,
আল্লাবাক্সীর গিন্নি হবো।
চুচেট চপে, মর্ত্তে ফপে,
ধাড়ীর ধাক্কি আর না হবো:
এবার, খোমটা টেনে, ঘর বাঁধনে,
অন্নে অন্নর জুড়াবো।
পুকুর ঘাট, মুচকি হেসে,
হক্ক রসে আর না যাবো।
এবার, ছাড়বো আহার, বিলাস বিহার,
তুলসীতলার কলসী হবো।
রঙ্গের বিবি, সাজিয়ে ছবি,
রংয়ের ঘরে আর না রবো।
এবার, পরবো শাখা, মুখে পাবো আখা,
শাঁখনাড়া শাক ছাড়ে রাধিব।
ইসোহাগ টেকে, পাপ পরাণে,
রসের আগে আর না যাবো।
আগে, খাউয়ে দাসে, সবার শেষে,
হয় খাবো হয় অমনি মরো।
সধবা সনে, এয়োপনে,
ইচ্ছা মরণে আর না মরি।
বিয়ে, পুতের ভাতা, পুতোর কাপড়া,
পোড় কপাল চড়চড়ী খাব।
জোটিস্থানে, রোজ দানেতে,
শ্যামদিনে আর নাহি রোবো।
বিয়ে, শান্তিপুরে, প্রাণ্ডি দুরে,
প্রভুর পাদপদ্মে পীরো।
জলে ডুবে, চাচড়ি খেয়ে,
জীবন শেষেও আর না মরি।
মরে, মনমা পেয়ে, মন মজিয়ে,
নালসা দিয়ে এম যাবো।
যীশু খৃষ্ট, কলমা পড়ি,
ওঁর কোলে মা ছুটে হব।
ও হা, কপের ডুবা, জগত ছাই
ছাই এবার তাঁয় ভজিব।
ভেরুসেলাম, ভাগ কলিসাম,
আর কি সেলাম তায় দিব।
তুলে, তুলসী পাতা, মুক্তির মাথা,
বৃন্দাবনের বৃন্দা হবো।
দিয়ে গুড়ো, মুটের গুড়ো,
চাঁদ মুখে না আর মাখিব।
চোকা, তেল হলুদে, চাঁদটী ছেঁদে,
চাঁপটী কেটে পানটী খাব।
ছুট ছুট ছুট, মার টানে ছুট,
ঝাকরী বুট আর পায় না দিব।
এবার, রাঙ্গা পায়ে, আলতা দিয়ে,
আট গাছা মল ঝমঝমাবো।

উপর ভালো, সাব ন কচ
কারুর সাতরা আর না মারো।
ওমা, গঙ্গা বল, গঙ্গা কো
পাপ পুণ্যে খুব দুর দুরাবো।
অণাচারে, কুণ্ড কো
শমন ভোরে আর না মারবো।
দিব ধর্ম্মে মতি, সাধবো স
সাজ সেজুতীর মত সাজা।
পরের সাতে, আপন দিবী
পরকে আপা আপা না পাবো।
প্রেমে, প্রেমিক ভাতার, ম, ী
প্রেমটা চেনে ঘোমটা দিব।
নারী জন্ম, ই কী মে
ঝিয়ে কালা আর না কাঁদবো।
করো নিজের সাধী, দিজটে খা
তার পায়েতে সকলই দিব।
এ নাগোকা, জিনিস চে
সাধবের ভাবে আর না দিব।
এবার, ধাপপুরাণ, ঘরে ভু
পাপ পুণে তার ঘরঃ পীরালো।
ঝোলী ঝোড়ী, বিং,
ঘোমটা মাথ আর না দিবো।
ঘরের, সাধী মাধী পড়শী
ঝেকাঝেকীতে সাম,কাবো।
বিবি আনা, মাইরী
হেল ঘরিয়ার চাল ভাঙ্গিব।
দিয়ে, চরণী টাক, বেটী
যামের ঘাড়ের পাজ ভাঙ্গিব।
ঝোকর ঘ টী, মোড়া
ছট পলে না চেট ঝাড়িব।
ঝেড়ু, মেয়ে আপি, ভুলিয়ে
ঝোড়ে চেড়ে ধান আনিব।
পাইট পেলে, মাইট
মাইট ছেড়ে আর না যাবো:
ঘরে, ঝোলের মধু, ভুলো
কেন মধুপে মন দিবারো।
ঝোল ঝোলাবে, ব'স ম
মানের মুখে ছাই না দিব:
মাবো, পাকী ছেলে, ভুলে
ধাকী হতে কেনো যাব।
ঘরকার ছলে, নিজ ম
কমিশানে সাক্ষা দিব।
রবো, ইজ্জত মর্ত্ত, ম
প্রাণ থেকে মা মান খোয়াবো।
পৌটে খেয়ে, ঘি দু
[illegible]

না হয়, ঘুচিয়ে পারা, মাখিয়ে কালী,
ছাড় কালী মাস কালী কর।
নেহালে বলে, বেকাল ঢেলে,
কাল কুলিতে আর কি করো।
যখন, দেখবো যেমন, সাজবো তেমন,
ঢাল বুঝে কাল ভোগ দিবাস।
মেখে ঝালী, সাজবো কালী,
গোষ্ঠী লীলা সম্বরিব।
এসো, সবে মিলে, বকুল ফুলের,
[illegible] মালা গোঁথে কালীর গলায় দিবো।
[illegible] সাধন, শবীর পাধন,
হবের একটা হবে মরো।
[illegible], আরো কবি, পরদা নদী,
পরদা চোখের পরদা খাবো।
[illegible]চাঁদে, ফেলবো ফাঁদে,
গোলকধাঁধায় তায় ঘুরাবো।
[illegible] কালের ছোবে, ডঙ্কা মেরে,
কালকাটীকে কাল কাটাবো।
[illegible] পাবো নিধি হবো।
[illegible]থাকে, পিঞ্জরে, [illegible] প্রাণ উড়াবো।
[illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible]

লণ্ডন ৯ই এপ্রেল। ফ্রেঞ্চ [illegible] অদ্য [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] ইংরেজ [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] ইংলণ্ডের

...ছেন যে "হিন্দুরী" বঙ্গাক্ষর হইতে ...কৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত অষ্টা... প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়া প্রতি... বঙ্গাকারে প্রকাশ করিবেন ও "ভারত ভূমি" ...এক খানি সাপ্তাহিক পত্র এবং "মুদগর" নামে ...খানি মাসিক পত্র সম্পাদনে ব্রতী হইবেন। ...শে বোধ হইতেছে যে যদি কোন অনিবার্য্য প্রতি... না ঘটে তাহা হইলে আগামী বৈশাখ হইতে ...কার্য্যারম্ভ হইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমা... ঐকান্তিক ইচ্ছা এই যে বিদ্যোৎসাহী, দেশ... হিতৈষী, জ্ঞানগ্রাহক, সহৃদয় পাঠকেরা যেন কৃপা... করিয়া সাধ্যমত শান্তিপুর হিতকরী সভার সম্পাদক ...মহাশয়কে উৎসাহিত করিতে কৃপণব্রত অবলম্বন ...করেন। কারণ উৎসাহই সমাজের জীবন এবং ...সাহই উদ্যোগশীল ব্যক্তির সম্বল ধন।"

টেলিমেকস নামক এক ব্যক্তি বোম্বাই গেজেটে ...ধরাছেন লর্ড রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ...য়া অবধি নানাপ্রকারে এদেশীয়দিগের হিতসাধন ...তে ইউরোপীয়গণ প্রথম হইতে তাঁহার উপর ...ক্ত হইয়াছিলেন। ফৌজদারী আইনের সংশো... বিষয়ক পাণ্ডুলিপি সেই বিরক্তি প্রকাশের এখন ...রূপ হইয়া পড়িয়াছে। গবর্নর জেনেরলের ...এইটী প্রথম কার্য্য হইত তাহা হইলে কেহ বাচ... আপত্তি করিত না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন অতঃ... তাঁহাদিগের নিকট কোন সভা বা সম্প্রদায় কোন ...রূপ দরখাস্ত করিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত ...রূপে করিতে হইবে। যথা:—

(১) যে সকল ব্যবস্থার সহিত ভারতবর্ষীয় ...র্ণমেণ্টের সম্পর্ক অথবা যে সকল অনুষ্ঠানে ভারত... গবর্ণমেণ্টের অধিকার তাহার প্রতিবাদ করিতে ...লে আবেদনপত্র এককালে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে... নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিধি-ব্যব... ভারত গবর্ণমেণ্টের মতামত লইতে হইলে ...বেদনপত্র প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ ...তে হইবে।

(৩) প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্টের যে কার্য্যের সহিত ...নকর্ত্তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে তাহা রদ করাই... জন্য দরখাস্ত করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণ... টের দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে ...র্থনা করিতে হইবে। যে সকল দরখাস্ত সম্বন্ধে ...য় গবর্ণমেণ্টের মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক এবং ...সকল দরখাস্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ...পীলস্বরূপ সে সকল দরখাস্ত সম্বন্ধেও এই নিয়ম ...তিপালন করিতে হইবে।

(৫) প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কৃত আইনাদির বিরুদ্ধে আবেদন করিতে হইলে দরখাস্ত প্রাদে... শীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পাঠাইবার সময়ে একখানি প্রতিলিপি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আইন ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ে আবেদন করিবার সময়ে প্রতিলিপি দেওয়া না দেওয়া দরখাস্তকারির ইচ্ছা।

যে উপাদানে বিলাতি মদ্য প্রস্তুত হয় বাঁচিলার সাহেব সেই উপাদানে উষ্ণকাম্বুও বসিয়া মদ্য প্রস্তুত করিতে অভিলাষী হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিয়াছেন।

ভূমিকম্পে চীন ও জাপানে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ফরমোজা নামক দ্বীপের অধিকাংশ এককালে বিনষ্ট হইয়াছে। ২২ এ জানুয়ারি ফুটাগো নামক একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত হইতে বেগে অগ্ন্যুৎপাত হইতে থাকে তৎপরে ভয়ানক জলপ্লাবন হয়।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম শ্রীযুক্ত এ, ও, হিউম সাহেব বেরিলি কালেজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাহায্যকল্পে ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

মিশর হইতে ব্রিটিশ সৈন্য উঠাইবার নাম হওয়াতে তত্রত্য রাজকর্ম্মচারীরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সকলের অসন্তোষের উপেক্ষা করিয়া এ কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা ত আমাদিগের বোধ হয় না। শুনা যাইতেছে, তাঁহারা উহার বিরুদ্ধে আবেদন করিবেন।

মিশরের ফেদার্ভের অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল গবর্ণমেণ্টের নিকট জলসেচন কার্য্যের জন্য এক জন যোগ্য লোক চাহিয়াছেন। যিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তিনি মাসিক ২ সহস্র টাকা বেতন পাইবেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ডবলু মাকবি সাহেব ইলবার্ট সাহেবের কৃত ফৌজদারী আইনের সংশোধন প্রস্তাবের অনুকূলে টাইমস পত্রে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

লেথ নামক স্থানের বালিকা বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক একটী ছাত্রীর হস্তে বেত্রাঘাত করেন, বালিকার তাহাতে একটী অঙ্গুলিতে ক্ষত হইয়া বাঁকিয়া যাওয়াতে সে আদালতে শিক্ষকের নামে ২০০০ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিস করে। বিচারপতি তাহাকে ২০০ টাকা ডিক্রী দিয়াছেন।

১ লা এপ্রেল হইতে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ে দমদমা হইতে দত্তপুকুর পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে।

ভারতমিত্র শুনিয়াছেন, নেত্রকোণ অঞ্চলের প্রত্যেক জমীদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। এতদ্বিষয়ে তদঞ্চলের জমীদারদিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তথাকার মৌলবী সাহে... সহিত অনেক জমীদারের খাজনার দেনা পা... সম্বন্ধে মকদ্দমা চলিতেছে। যাবৎ ইহার কো... প্রকার নিষ্পত্তি না হইতেছে তাবৎ সাধারণ প্র... জমীদারকে খাজনা দিতে কোন ক্রমেই স... নহে।

ঈশ্বর পশ্চিমাঞ্চলের পোষ্ট আপীসের যে... ব্যাঙ্কে ৩০০০০ টাকা জমা আছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার সুদ দিতে হয় না। তথায় এক শ্রে... মুসলমান আছে তাহারা টাকা সুদে খাটান ...করে। এই কারণ তাহারা কাহাকেও ... গ্রহণ মানসে ঋণ দেয় না। ইহারা কেবল ট... গুলি নিরাপদে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য সে... ব্যাঙ্কে জমা দেয়। অন্য ব্যাঙ্কে জমা দিলে ... উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, এই কারণের সেবিং ব্যা... জমা দিয়াছে।

আগামী মে মাস হইতে পাটনা ও ভিয়া... মধ্যবর্ত্তী রেলওয়ে নৈত্যাহিক লোক চালিত হই... থাকিবে। এখন পাটনা হইতে বক্সার যাইতে হইলে ১১১ মাইল অগ্রে কিউল জাঙ্কিত-যে... চালিত হইলে ২৭ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে না...

কলিকাতার ট্রামওয়ে কোম্পানী হাবড়া পু... উপর দিয়া গাড়ী চালাইবার জন্য পুনরায় ... মেণ্টের নিকট দরখাস্ত ক... ছেন।

২৫ এ মার্চ্চ রবিবার রাত্রি আনুমানিক দ... সহিত বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত্যা-দিগের ঘরের দাঙ্গা ভ... গিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অত্যন্ত উপদ্রবাদি হইয়াছে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ১ লা এপ্রেল ভ... বনগাঁ, মহেশপুর, গোবরাপোতা, সাগরদাঁড়ী বন... গাড়ীটা নদীয়া জেলা হইতে খারিজ করিয়া য... করের অধীন করিবার আদেশ দিয়াছেন।

কলের নায় বিলাতেও নিম্নলিখিত দেশের ... উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। ওয়েষ্টমিনিষ্টার গ... মেণ্টের যে আপীস আছে, চক্রান্তকারীরা তাহা ... করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সময়াভাব প্রকারে কৃতকা... না হওয়াতে তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া ... ৬টা রাত্রি ৯টার সময়ে এই অট্টালিকার দ... পশ্চিম কোণে দাহ্যপদার্থ সংযোগে অগ্নি প্র... করে। অবিলম্বেই নিম্নের তালার কিয়দংশ উ... যায়। কিন্তু উপরের তালার কোন ক্ষতি হয় ন... এই অট্টালিকার যে সকল কাচ ভগ্ন হইয়াছে, ত... রই মূল্য ৪০০০০ টাকা। টাইমস সংবাদপ... আপিসটীও ঐরূপে ভগ্ন করিবার চেষ্টা পাওয়া ... ছিল। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে দাহ্যপদার্থপূর্ণ

ত ওয়াতে তাহারা কতকার্য্য হইতে পারে
।

ৎসরে ১০ সহস্র টাকা ব্যয়ে একটী চিকিৎসালয়
াপিত হইতেছে। এচ, ডিয়ার সাহেব ইহার
ীয় ন্যায় দান করিবেন বলাতে লেপ্টেনাণ্ট
র তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

তপূর্ব্ব আনেকষ্টা চইলি হোকস সাহেব বড়
র চইয়াছেন। তিনি চিকিৎসার্থ ফ্রোন্সে
ও বিলাতে আসিয়াছেন। নূতন নূতন আইন
ত তাঁহার যে বিদ্যাবুদ্ধি খরচ চইয়াছে, তাহাতে
ন্যায়াধীশ হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের নহে।

মরযুদ্ধ ভারতবর্ষ হইতে যে সকল সৈন্য
ছিল, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
টর উপর ঘৃণা করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করি-
ছেন। এ সংবাদ যদি সত্য হয়, উদার মনাবলম্বী
ম্প্রদায়ের কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবে না।

রাজা শিবপ্রসাদের বড় দুর্গতি হইল, তিনি
জদারী আইনের সংশোধন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত
াশ করাতে দেশীয়ের নিকট ঘৃণা হইয়াছেন,
ার ন্যায়পরায়ণ ইউরোপীয়দিগের নিকট তিনি
ার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ইংলিসম্যানের
জন ফিরিঙ্গি সংবাদ দাতা তাঁহাকে অতি অবজ্ঞা
য়াছেন। তাঁতি কুল বৈষ্ণব কুল দুঃ গেল।

মাদ্রাজের টাওাড় পত্র বলেন, এবার কলিকাতা বি
ল রমণী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন
াদিগের মধ্যে কেহ কেহ এল এ পড়িতে আরম্ভ
য়াছেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ অনার্স অব মেডিসিন

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পারদর্শিতা অনুসারে।

পালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মেডিকাল কলেজ
প্রসাদ বাগচি মেডিকাল কলেজ

ম্নে লিখিত ব্যক্তিগণ ফর্মস্থলে মোক্তারী পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মাধবচন্দ্র বসু, মধুসূদন বিশ্বাস, ভদ্রসেন দাস,
ীশচন্দ্র ঘোষ, রাধাকৃষ্ণ রায়, রামতারণ রায়,
য়র হোসেন, মহম্মদ খাঁ, মহম্মদ জামিন
ালী, মহম্মদ ফারুক, সৈয়দ মহম্মদ সাফ, সেখ মহ-
দ আব্দুল করিম, সদানন্দ ঝা, সেখ ওয়াইজল হক,
য়দ ওয়ালিয়েত হোসেন, আজর হোসেন, সেখ
ম্মদ ইসাক, আজর হোসেন, সেখ একলাক
াসেন, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দকুমার লাল,
ক্ষজীবন লাল, সৈয়দ মেয়াকত হোসেন, বাবু নন্দন
লাল, সৈয়দ আবদুল হক, চন্দ্রশেখর মজুমদার
ক্ষেমধারী লাল, সৈয়দ সুজাত হোসেন, সেখ ফজি-
লল হক, সেখ হোসেন বক্স, মধুসূদন লাল, মল্লিক
লতিফ হোসেন, বৈদ্যনাথ প্রসাদ, মহম্মদ আমীর
আসফ, নবাব উদ্দীন, মিথন লাল, মজলিস সরাফ,
ভয়গোপাল চৌধুরী, হৃদয়নাথ কুণ্ডু, লক্ষ্মীচন্দ্র শর্ম্মা,
চন্দ্রনাথ দত্ত, জগবন্ধু চৌধুরী, রমেশচন্দ্র দাস, রাম-
বক্স সিং, আমদাদ আলী খাঁ কালিচন্দ্র বসু, গণেশ্বর
মহান্তি, নীলমণি পাল, গৌরীস্বামী পাণ্ডা, রাধাকৃষ্ণ
পট্টনায়ক, করুণাকুমার সাহা, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, আব্দুল
হামেদ, রজনীকান্ত দে, রাধবিহারী মুখোপাধ্যায়,
চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, মহম্মদ আশ্চালি, অন্নদাচরণ
রায়, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, আব্দুল রহিম, যশোদাকুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ, ঈশানচন্দ্র ঘোষ,
শ্যামচাঁদ বসাক, দ্বারকানাথ সাহা, শ্যামাচরণ সেন,
মোহিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, অভয়াচরণ ঘোষ, দীনবন্ধু
বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, সেখ আসাদ-
দ্দীন, নফরবাসী দে, আবদুল রুপ, আবদুল খলিপ,
কালীমোহন মিস্ত্রী, রাজমোহন চৌধুরী, সৈদার
রহমন, কৃষ্ণকালী দাস, বলরুকুমার মিত্র, ইমেশচন্দ্র
শুক্ল, রহিমুদ্দিন মিয়া, মোহিনীচন্দ্র মৈত্র, হরনাথ
ঘটক, বদ্যেচরণ দাস, ফকীর আলি, রজনীকান্ত
রায়, গোপীনাথ সরকার, পূর্ণচন্দ্র বকসি, জানকীনাথ
চৌকিদার, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন দে,
অক্ষয়কুমার গুপ্ত, কালিকাচন্দ্র রায়, তমিজুদ্দিন আহ-
ম্মদ, আবদুল গণি, শ্রীনাথ ঘোষ, গোপালচন্দ্র দাস,
আবদুল মালিক মোল্লা, বদ্যেকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,
মধুরানাথ দাস, সাহের ভূঁয়া, সেখ মহম্মদ ইব্রাহিম,
সৈয়েদ আবদুল কাদের, সৈয়েদ আবদুর রহমান,
সৈয়েদ মকদুম বক্স, মজাহর আসান, অনন্তরাম
চৌধুরী, সৈয়েদ আবদুল রহমান, মালিক আবদুল
রাউফ, মালিক হাফেজল হোসেন, পরমেশ্বর দয়াল,
দেওকুনার লাল, আজর হোসেন, সৈয়দ আলি
মসীন, লোবরাজ লাল, গুরু চাঁদ, হালিদার খাঁ,
দাসরথী চট্টোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, জানকী-
নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর মিশ্র, মহেন্দ্রনাথ রায়
চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, পাচিলাল পাল, দীন-
নাথ বসু, সারদাপ্রসাদ দত্ত, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপা-
ধ্যায়, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ মিত্র,
রাজেন্দ্র লাল ঘোষ, অম্বিকাচরণ মজুমদার, দুর্গাচরণ
বসু, সীতানাথ সীকদার, রামরূপ বকসী, জগদীশ-
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বেণীমাধব দত্ত, গোপালপ্রসন্ন
পাল, কেদারনাথ রায়, গিরিশচন্দ্র গুপ্ত, নবীনচন্দ্র
ধর, গোপালচন্দ্র সিংহ, সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী, ওফায়েৎ আহম্মদ, রামনারায়ণ
রায়, মধুসূদন ভূমিদ, হরপ্রসাদ দাস, কালীপ্রসন্ন
মিত্র, আশুতোষ রায়, উমাকান্ত বিশ্বাস, কেদারনাথ
নাথ, বনমালিলাল গোস্বামী, অঘোরনাথ রায় অশ্বিনী
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ ঘোষাল, কালীকুমার
দত্ত, বৈকুণ্ঠকুমার দে, ঈশানচন্দ্র সরকার, কাশীকান্ত
দত্ত রায়, নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ চক্র-
বর্ত্তী, ললিতচন্দ্র বন্দ্যরায়, নন্দকুমার চৌধুরী, নগরবাসী
দে, কৃষ্ণনাথ ধর, বসন্তকুমার দত্ত, গোলাম হোসেন,
কালীকিশোর দাস, জগৎচন্দ্র রায় শ্যামাচরণ রায়,
গোবিন্দচন্দ্র দত্তরায়, চন্দ্রকিশোর চৌধুরী, দীননাথ
চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন রায়, জয়নাথ দে, কৃষ্ণনাথ
বিশ্বাস, মহম্মদ হোসেন, মহিমচন্দ্র নাগ, মনোমোহন
গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণাকুমার রায়, চন্দ্রনাথ সিংহ
চৌধুরী, জগবন্ধু নাথ, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্র-
নাথ আচার্য্য, গোপালচন্দ্র মৌলিক, মহেন্দ্রনাথ রায়
চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রকান্ত পাল,
মীর ওয়াজীদ আলি, মহাবীর সহায়, সেখ করিম
বক্স, মালিক নাজীর হোসেন, মহম্মদ ফকির উদ্দিন,
মীর এনায়ৎ হোসেন, সেখ মৌলা বক্স, মালিক আব-
দুল বরকৎ, মালিক আবদুল গণি, নন্দ লাল, সৈয়েদ
মহম্মদ কালিব, দীনেশ দত্ত, নবাব লাল, লুলফুল খাঁ,
সৈয়েদ তালাতুফ হোসেন, লালা বংশীধর, হাফেজ
মহম্মদ নাসের, মহম্মদ আবজাল, মহম্মদ ওয়ালী
হোসেন, দুর্গা প্রসাদ, সেখ মনিরুদ্দিন, সেখ রহমন
হোসেন, সা মহম্মদ ওয়াজীদ, সৈয়েদ মসাৎ হোসেন,
লালা ভবানী সহায়, কালী সহায়, সৈয়েদ মহম্মদ
লাহরুল হোসেন, কোরবান আলি, সৈয়েদ আজা
কবীম, সৈয়েদ মহম্মদ ইসাক হোসেন, হীরালাল,
সেখ আজিজল হক, সৈয়েদ মহম্মদ লাহফর
রহমন, চণ্ডী প্রসাদ জহরুদ্দিন আহম্মদ ফজ-
লল হক। গৌরহরি সাহা, বিপিনচন্দ্র নাগ, কবি-
দাস ঘোষ, ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী
সাহা, উমীর উদ্দিন মিয়া, রামব্রহ্ম ভাদুড়ি, কারুলাল
মিশ্র, কামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত
চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, জানকীনাথ নিয়োগী,
পারিমোহন মহালানবিশ, শশিভূষণ দাস, কালীনাথ
মিত্র, রাজাবালী মহম্মদ, বসন্তকুমার ঘোষ, নবীনচন্দ্র
দে, যদুনাথ রাহা, প্রসন্নকুমার সরকার, কালিকমল
তালুকদার, কৃপানাথ রায়, সারদাশঙ্কর মৈত্র, ভুবন-
মোহন দত্ত, বৈকুণ্ঠনাথ দে, প্রহ্লাদচন্দ্র বসু, আলী
আহম্মদ, ব্রজেন্দ্রকুমার ঘোষ, পরমানন্দ দাস, কেশব-
নাথ চৌধুরী, ভারতচন্দ্র দত্ত, আবদুল জব্বর, খাঁকি
বাহাদুর, সেখ জাওয়াদ হোসেন, বংশীলাল, ব্রজমোহন
সহায়, মুরৎ সহায়, দ্বারকাপ্রসাদ, সেখ আবদুল রহ-
মান, ভলেশ্বর প্রসাদ, লাল নারায়ণ, মনোহর লাল
সৈয়দ সুজাদ হোসেন, মজহর হোসেন, আখৌরী
জয়গোবিন্দ সহায়, ভাগবৎ সহায়, অখৌরী শ্রীগো-

এজ সর্দার, সেখ কাবিরুদ্দিন, শেখ আবতর রজাক, সেখ নেয়ামৎ আলি, সেখ জাহরদ হক, আগৌরি আহিতলাল, সৈয়দ ওয়াজিউদ্দিন, মহম্মদ গোলমল হক, জয়শঙ্কর শর্ম্মা, পূর্ণচন্দ্র বসু, অক্ষয়-কুমার মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র বসু, নবকিশোর দে, ঈশ্বরচন্দ্র সেন, ব্রজকিশোর দে, চন্দ্রকিশোর সিংহ, সাদত আলী, শিবচন্দ্র দে, রসিকচন্দ্র ঘোষ, আনন্দ কিশোর সেন, অভয়চরণ দে, আরানাথ শর্ম্মা, রাম সুন্দর দে, রামসুন্দর দে, কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার, আবদুল করিম, হরচরণ চক্রবর্ত্তী, তারিণী-চরণ গুপ্ত, ভবকুমার দত্ত রায়, তারিণীচরণ বর্দ্ধন, রজনীকান্ত ধর, নন্দলাল রায়, নবীনচন্দ্র রায়, সাদত আলী, বজচন্দ্র দে, গঙ্গাদাস দাস, উজির আলি কাদির, নীলকমল ভট্টাচার্য্য, ঈশ্বরচন্দ্র চন্দ্র, সরা-ফত উল্লা আহম্মদ, রামচরণ চট্টোপাধ্যায়, কৈলাস-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হরিশচন্দ্র রক্ষিত, ওবেদল্লা, আফসর উদ্দীন, আল্লাবাইলি, চন্দ্রকিশোর পাল, কালীদাস দেব। ভগবানচন্দ্র দাস, মোতাহি উল্লা, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষাল, রজনীকান্ত ঘোষ, তারা-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকুমার সেন, বৈকুণ্ঠনাথ আচার্য্য, শশীভূষণ কাঞ্জীলাল, হরচরণ ঘোষ, কালী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কদারনাথ চক্রবর্ত্তী, অম্বিকা-চরণ মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র বসু, প্রতাপচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুহ, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী দাস, কৃষ্ণকুমার রায়, দুর্গাচরণ দাস। প্রসন্নকুমার দত্ত, রাজমোহন দাস, চাইদার আলি, নীলকমল সেন, কৃপানাথ দাস গুপ্ত, রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দাস, প্রভাতচন্দ্র সেন, মথুরানাথ কর সরকার, গোপালকৃষ্ণ সেন, দুর্গাচরণ দাস, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, মহম্মদ হাফিজ, প্রসুদয়াল, লাতাফৎ হোসেন, গোকুল প্রসাদ, মহম্মদ আবু সাহেদ, সেখ মহম্মদ, আমীর উদ্দিন হোসেন, মহ-ম্মদ আবদুল্লা, চতুর্ভুজ সহায়, মোহিনাথ সহায়, মহম্মদ মনির আদম, বিষ্ণুমোহিলাল, গোবিন্দ সহায়, রামচরিত্র প্রসাদ, সেখ তাসুদক হোসেন, মহম্মদ নাজীর, খুব রাজাত, নাসীর হোসেন, সৈয়দ আবু জোহর, বলবীর প্রসাদ, গুরুপ্রসাদ সিংহ, আবদুল রহিম, বক্সিনাথ, সেখ আবদুস রহমন, মহম্মদ ইসাক, মনীর আলি, আফিম বক্স, চণ্ডীপ্রসাদ, বিহরচরণ, হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রকান্ত চৌধুরী, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, শ্রীনন্ত বসাক, কালীনাথ দত্ত, কলাশচন্দ্র নন্দী, মতিমাচরণ নাগ, রাধকানাথ দাস, মহম্মদ রহমান খাঁ, অযোধ্যারাম সাহা, মসীউল্লা মণ্ডল, কৃষ্ণধন সরকার, মঙ্গলাল ঘোষ, কৃপানাথ সরকার, কানাইলাল বিশ্বাস।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আদেশানুসারা নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মদনানন্দ সেন ঢাকা বিভাগের মধ্যে ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রামের অন্তর্গত ত্রিপুরা ও নওয়াপালীর বন্দোবস্তকার্য্যের জন্য ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহার উপর ১৮৮০ অব্দের ৯ আইন অনুসারে যে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া ছল, তাহা রহিত হইল।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু, সি, মলার ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

নওয়াপালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজনীকুমার দত্ত ১৮৮২ অব্দের ১০ আইনের ১৩১ ধারানুসারে বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় ও বাবু পূর্ণচন্দ্র বোষ ১৮৮২ অব্দের ১০ আইনের ১১০ ও ১৩৩ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র

হুগলী—২২ এ চৈত্র ১২৮৯।

পুলিষ অনুসন্ধানে কাঁকিনাড়া গ্রামের ডাকাইতির কি ফল দর্শে, তাহা পাঠক মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করিবার জন্য প্রতিশ্রুত আছি, কিন্তু আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, সে নৈহাটী পুলিষ তাহাতে এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হয়েন নাই। অধিকন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত ডাকাইতি তদারক করিবার সময়ে কালে পুলিষ উক্ত কাঁকিনাড়া গ্রামে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় গোবিন্দচন্দ্র সাঁতরা নামক এক গৃহস্থের দোকানঘরে ডাকাইতি হইয়াছিল। আমরা শুনিলাম যে, গোবিন্দ ভূমি বিক্রয় করিয়া অনেক-গুলি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল, সুতরাং এবারে ডাকাইতেরা বিলক্ষণ দশ টাকা রোজকার করিয়াছে, পুলিষ ঘটনাস্থলের অতি নিকট সদলবলে উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট লিখিয়াছেন, যে নৈহাটীর অন্তঃপাতী নারায়ণপুর গ্রামে ডাকাইতি হইয়াছে; কিন্তু এ সংবাদ অমূলক। উক্ত গ্রামে ডাকাইতি কি চুরি এ পর্য্যন্ত হয় নাই; তবে নৈহাটী থানার মধ্যে সকল গ্রামেই ভয় হইয়াছে। হিন্দুপেট্রিয়ট শুনি-ছেন, যে কাঁকিনাড়ার প্রথম ডাকাইতিতে পু নিয়মিত সময়ে তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন, আমরা শুনিয়াছিলাম, যে ডাকাইতির পর বাহুতা গ্রামে গ্রামবাসিদিগের একটী সভা হইয়া ভা বর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদিগের প্রতি থাকিবার প্রার্থনা করণের প্রস্তাব হয়, ঐ স পুলিষের কর্ত্তৃপক্ষগণ আহূত হইয়া উপস্থিত প্রায় অপরাহ্ণ ৪ টা পর্য্যন্ত ডাকাইতির স্থলে উপ হইতে পারেন নাই। তবে আমরা অবগত আছি, যে ধনাদিগের অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তার পুলিষ বিশেষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ চেষ্টা করিতে আমরা ভরসা করি, দস্যুদলের অক্ষুণ্ণ হইবে। প্রমোদামে দণ্ড না পাইলে পরি গৃহস্থের ধন প্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইবে।

ভাটপাড়ার দক্ষিণ কলমের কার্য্য মহা ধামের সহিত চলিতেছে। নিত্য পাঁচ ছয় কুলি কর্ম্ম করিতেছে। বন কাটিয়া রাস্তা পরিষ্কার হইতেছে। তবে দুঃখ এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা যোগ দিতেছেন। একটী মজুর পা চলিতে। আমরা দেখিতেছি, দেশের উন্নতি বা ইতর ব্যক্তিদিগের উন্নতি দ্বারায়। সে ভালই তবে সঙ্গে মধ্যবিত্তদিগের ধন বৃদ্ধি না হইয়া অপেক্ষা কৃত কৃষায় অনেকের কষ্ট হইয়াছে। বিদে পত্তনীর বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন প্র ব্যবহারাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ জন্য ও সামাজিক বিপ্লব ধীরে ধীরে উপস্থিত হইতে আমরা দেখিতেছি, একজন ভদ্রসন্তান ৯। ১০ ব ইংরাজি পড়িয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হই দশ টাকা বেতনের চাকুরির জন্য লালায়িত, অ মজুরেরা মজুরি করিয়া অনায়াসে ২০ টাকা মা উপার্জ্জন করিতেছে। অধিকন্তু ভদ্রসন্তানকে মান সম্ভ্রম ও সমাজের নিয়মানুযায়ী লোকলৌ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঘর বাটী বস্ত্র দিতে হইতেছে। ইহার কোন চিন্তা নাই, অনায়াসে অপেক্ষা অধিক আগম হইতে কাজেই বাল সমাজ আর পূর্ব্বভাবে অধিক চলিতে পারিবে না।

হুগলীর সেতুর কার্য্য সত্বর সম্পন্ন হইতে ভাগীরথীর পরপারে দুই খানি ক্ষুদ্র বাষ্পীয় যান দুটী সৌকর্য্যার্থ নিযুক্ত হইতেছে। ঐ দুটী যান উপর সেতু হইবে, আর উভয় তীরে পোয়া হ এইরূপ কথা শুনিতেছি। এ দিকে ভাগীরথী অপমানভয়ে শুকাইয়া যাইতেছেন। নদী অ সংকীর্ণ হইয়া দুই দিকেই শুষ্ক চর পড়িয়া যাইতেছে।

শান্তিপুর—নদীয়া।

গত ২০ এ চৈত্র রাত্রে শিবালয়ের সোমমূর্ত্তি ভস্মীভূত হইয়াছে; অগ্নেষ্টিক্রিয়ার সময় লোক প্রায়ই উপস্থিত হইয়াছিল। সাধু যুক্তি সমাচক্ষ পাল্‌ড়িবিশিষ্ট হাতার সম্মুখ হইয়া অনেক প্রধান উকীল মহাশয় ভাঁহার ধনদাতারদিগের নিকট প্রকাশ করেন। কে দিবার সময়ও বালবৃদ্ধ উচ্চস্বরে বলিয়া

আজি কহিছে পুড়াও অনলে
আর নাহি অনলে তারে—

পরিশেষে শান্তিমূর্ত্তির উপর অগ্নি দেওয়া হলে, সময় কেহ নিষ্ঠীবন প্রদান করিতে লাগিল, বা কাণ নাক মোলিয়া দিতে লাগিল, কিছুক্ষণ ধূধূয়মানা প্রতিমূর্ত্তি ভস্ম (১) পরিণত হইল। মূর্ত্তি পুড়াইয়া লোকের কত আনন্দ—না জানি শোণিতবিশিষ্ট বিগ্রহ যে দিন চিতানলে ভস্ম হইবে, সে দিন সাধারণের কত আনন্দ হয়। মাতঃ ভারতভূমি—তোমার কিছুই অবি নাই—মা—বল দেখি এমন বলহময় পুত্র আর কস্মিনকালে জন্মাইয়া ছিল কি না?

ঐ দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইংরাজি স্কুলের বালক কে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল। স্কুলের দক মহাশয় ইংরাজি ভাল জানেন না—তবু র্দ্দানার জন্য ইংরাজি ভাষায় লিখিত বিদ্যা- র বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিতে দিয়া সব- র ভঙ্গ পদ ভাঙ্গি। দিয়াছিলেন। সভাপতি তটি জবরদাস্ত হইয়াছিল।

ঐ দিবস স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বা- বধানে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, বার্দ্ধক্যময় হৈত্র এপ্রেলে অবসর হইয়াছেন। পুরের চেয়ারম্যান পদটী ইংরেজ ব ই একচেটে ছিল—ইনি বেধ হয় ভাল করেন ব "মুখপোড়াদের" সকল কার্য্যে নিকট ন। অনারারি কার্য্য আছে, শান্তিপুরে তাহাতে রা থাকে—শান্তিপুরের মিউনিসিপালিটির শ লা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা আশা , নূতন চেয়ারম্যানেরা এবার সাধারণের ক্ষত করিবেন।

শান্তিপুর হইতে একখানি বঙ্গালা দ হইতেছে।

১) ৺ঈশ্বরচন্দ্রের সেই কথাটা মনে হয়, হইতে, মোহ হইতে [illegible] আমাদের দেশে [illegible] হইয়াছে। দেশে দেশে ইংরাজ [illegible] না করিলে হয়ত আমাদের [illegible] হইতে [illegible] হইয়া অধিক হইলাছে।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম সম্বন্ধে নানাপ্রকার জনওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

তবে যাঁহারা বিনিময়ে সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রাদি দেন, তাঁহারা কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাটীতে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের অংকি গণনা বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপন প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা, /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

নীতিসার প্রথম ভাগ (অষ্টাদশবারমুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ (পঞ্চদশবার মুদ্রিত) মূল্য ৵০ ডাক মাঃ ১০
নীতিসার তৃতীয় ভাগ (পঞ্চমবার মুদ্রিত) মূল্য ।০ ডাক মাঃ ১০
বোধের বিকাশ (পঞ্চমবার মুদ্রিত) মূল্য ৷০ ডাক মাঃ /০
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

(সচিত্র)

প্রবাহিনী।

লেখাদ্বয় কৃত রহস্যাবলী (Mysteries of London) and (Mysteries of the Court of London) অবলম্বনে লিখিত আখ্যায়িকাবলী।

প্রথম উচ্ছ্বাস—প্রথম তরঙ্গ প্রতি তরঙ্গের অগ্রিম মূ ১ টাকা মাত্র। মফস্বলে ডাকমাশুল বার আনা।

প্রতি সংখ্যা মাত্র এগার/১০ আনা।

ফাল্গুন হইতে পাক্ষিক খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে শীঘ্রই সাপ্তাহিক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া, বৎসর ম তরঙ্গ বা আখ্যায়িকা শেষ হইবে। প্রতি তরঙ্গের আটপেজী ফর্ম্মার ১৬০ পৃষ্ঠায় ছয় শত ফর্ম্মার অধি বৃহৎ ও সুন্দর সুন্দর শতাধিক চিত্রবিশিষ্ট এক খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। এতদূর সুলভ মূল্যে এরূপ বৃহ এবং এমন বড় ও সুন্দর সুন্দর চিত্রবিশিষ্ট বাঙ্গা আখ্যায়িকা এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। নিয়ি গ্রাহক হইলে প্রতি খণ্ড আট আনা এবং ফর্ম্মা এ পয়সার হিসাবে পড়িবে।

অন্ততঃ দুই টাকা পাঠাইলে সকলেই নিয়ি গ্রাহক হইবেন। মূল্য মণিঅর্ডার, পোষ্টাল নো অথবা আট আনা মূল্যের ষ্টাম্প, (টাকায় এক আ কমিশন সহিত) আমার নামে পাঠাইবেন।

চৈত্রের মধ্যে যাঁহারা সমস্ত মূল্য মিটাইয়া দিবে তাঁহারা তরঙ্গ (মায় ডাক মাশুল) ৩৸৵০ পাইবেন

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যা

প্রবাহিনী কার্য্যালয়

৮৯ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাত

নিম্নলিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থগুলি আম নিকট প্রাপ্তব্য:

স্বপ্নলতা নী ঐতিহাসিক উপাখ্যান, প্রথম দ্বিতীয় খণ্ড একত্র মদনমোহন মিত্র প্রণীত মূ ১৸০। হেমবাবুর দশ মহাবিদ্যা ৷৵০। কবিতাব প্রথম ভাগ ১, বৃত্রসংহার ১৷০, ছায়াময়ী দ০, আ কানন ১, ভারতচন্দ্র রায়ের বৃহচ্চণ্ডী ঐতিহাসিক উ নাস ১, কোন ডাক্তার কর্ত্তৃক ডাক্তার বাবু নাটক সুধা বাবুর কালকুসুম উৎকৃষ্ট উপন্যাস ১৷০, নবী বাবুর পলাসীর যুদ্ধ ১৷০, রঙ্গমতী ১৷০ অবকাশ রঞ্জি ১ ১, মেঘনাদ ।৵০, সুরুচির কুটির ॥০, কৃষ্ণবাবুর এ কিনী উপন্যাস ॥০, উমেশ বাবুর আশুসঞ্জিবানি ১৷০, এ হরিহর বক্সম বাবুর, সঞ্জীব বাবুর, মাইকে দীনবন্ধু, রমেশ বাবু, রবীন্দ্র, জ্যোতিন্দ্র, বাবুর ইত্যা সকল রকমের ভাল পুস্তক পাওয়া যায়।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি } শ্রীগুরুদাস চট্টো
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা } ম্যানেজার।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধ তৈলে কে অকাল পক্কতা, টাকপড়া প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার শি রোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। বড় শিশি ১৷০ টাকা ছোট শিশি ১ টাকা।

অন্তরোগাপহ চূর্ণ।

ট চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আরিশ, র গোড়ার ক্ষত, মূলা, আল্‌গা হওয়া ও রক্ত-এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। মূল্য ।০ আনা।

সুগন্ধ নারিকেল তৈল।

মূল্য বড় বোতল ১ টাকা, ছোট বোতল ॥৵০ ।।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা আরোগ্য প্রাপ্ত র লোক গ্রাম দেশ বিদেশে খ্যাত আছে। ক পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র বে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য।

বাতান্তক তৈল।

এই তৈল ব্যবহার করিলে পুরাতন বাত, গেঁটে-, অর্শাঙ বাত, রক্ত বাত, জন্ত্রোগ, অস্থিগত বাত, গত বাত, অঙ্গকম্পন, শিরঃশূল, অবশাঙ্গ বাত, ঙ্গব্যাপক বাত, ইত্যাদি যে কোন প্রকারের বাত ন হউক না নিশ্চয় অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। রাপর ঔষধ বহুকাল ব্যবহার করিয়া যাঁহাদের ষধ উপকার হয় নাই এই তৈল ব্যবহারে তাঁহা- আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

একপোয়া শিশি প্যাকিং শুদ্ধ ৪॥০

অর্দ্ধপোয়া ঐ ঐ ঐ ২॥০

প্রসিদ্ধ চক্ষুরোগের মহৌষধ কি শিশি ২৵০

প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবহারের নিয়মাবলি ান যায়। ডাক মাশুল গ্রাহককে দিতে হয়।

শ্রী.প্রমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালীটোলা বানারস।

কল্পদ্রুম পঞ্চম ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের পঞ্চম ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত য়াছে। ইহাতে পরিণামবাদের অসারতা, দেব-য় মর্ত্যে আগমন, সাধিলেই সিদ্ধি, মনু-হিতা, অপূর্ব্ব মিলন (পদ্য), ক্ষিতীশবংশাবলী-তত্ত্ব, চিনির বলদ, এই ৭ টী বিষয় সন্নিবেশিত ছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল র্পে মুদ্রিত। ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা—অসমর্থ পক্ষে ৩ টাকা। গ্রহণেচ্ছু াদয়গণ সোণারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশের কারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র খিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ারের নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

এইচ দের জেনারেল ডিপো।

৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের ডিপো হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ ও বিক্রয় হইতেছে। সাধারণে আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন এই আমাদের অনুনয়।

(নিম্নে দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা)

দেওয়া গেল।

নানাবিধ দেশী বিলাতী ফরাসডাঙ্গার কাপড় ধুতি, চাদর জোড়া ১৵০ হইতে ৭, টাকা পর্য্যন্ত, নানা প্রকার তৈয়ারি জামা অল্পাকার ও ছিটের ৸৵০ হইতে ৪, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার থান ৩, হইতে ৬, পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ছেলেদের টুপি ১, হইতে ১৸০ মোজা ॥০, ।৵০, ।০ জোড়া; গাটার /১০, ৵০, ।৵, ৸৵, রুমাল রেসমী ১, ১।০ ২॥০, সুতীরুমাল ।০, ৵০, ৵০, /০ তোয়ালে ॥০, ।৵০, ।১০, ৵০, নূতন নূতন ফেসানের প্রেন ও ছিটের ফুলকাটা কামিজ ১, ১।০, ১॥০, ২, ২॥০, উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা ৬, ৬, ৭, বিলাতস্থ সুগন্ধকারকগণের নানাপ্রকার এসেন্স ।০ হইতে ৩॥০ লেভেণ্ডার ৸৵০ ফুরিডা ৸০ পাইভারের ইউডিকলং ৸০, ॥০ অন্যপ্রকার ।০, ৵১০ অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি হেমকুমারী তৈল গাত্রে মাখিলে ও কেশবিন্যাসকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ও কেশ সুগন্ধ ও সুশ্রী হয়, মূল্য ১৸০ ও ৸০, উৎকৃষ্ট সাবান ডজন ৩ ২॥০, ১।০, ৸৵০, ।৵০, অটোডিরোজ (অর্থাৎ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতি গোলাপী আতর প্রতি শিশি ১, সিনরোনি ২, মেকেসার অয়েল ১।০, ।৵০, উত্তম তাস ।০, ॥০ ১, ২, নানাপ্রকার এয়ারিং জোড়া ৵০, ।০, ৵০, স্ত্রীলোকদিগের মাথার জাল ।০, ।৵০, চিরুনী ।৵০ হইতে /০ ব্রস ॥০ হইতে ৵০, মাথায় দিবার ও কাপড়ে বসাইবার জন্য রেসমের লাল, সবুজ, বেগুনে, প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুলকাটা ও ঝরির ফিতা ১, ২, হইতে ৵১০, কন্ফটার, মোজা ও টুপি বুনিবার জন্য উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার রঙ্গিন পশম, পৌণ্ড ১, এ ভিন্ন নানাপ্রকার দেবদেবীর ছবি ও কার্পেটের বেগ, স্লেটের বোতাম, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

মণিঅর্ডারের দ্বারা অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে আমরা কাহাকেও কোন দ্রব্যাদি পাঠাই না।

ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল।

ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। "এই রকম আর খণ্ড প্রকাশিত হইলে গ্রন্থ শেষ হইবে। টীকা আছে, সুন্দর ছবি আছে, ছাপা ভাল, কাগজ ভাল। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় শেষ হইবে।

শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল বাঙ্গালা ভাষায় এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য, উজ্জ্বলতম রত্ন, প্রায় ছইশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই গ্রন্থ কীট-দষ্ট পুঁথি আকারে, মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় অগৌরবে বিরাজ করিতেছিল। গৌড়েশ্বর রাজা ইহার মূল সূত্র, ময়নাধিপতি লাউসেন ইহার নায়ক। ইহাতে বীররস আছে, করুণ রস আছে, প্রণয় রস আছে। কবিতা সকল সতেজ ও সুমধুর। ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন ইহা বাল্মীকি, হোমর, মিল্টন, বার্জ্জিলের সমতুল্য।

এই কয়েক মাস মধ্যে ঘনরামের আশাতিরিক্ত গ্রাহক হইয়াছে। আমরা কখন ভাবি নাই জন-সাধারণ এরূপ আগ্রহ সহকারে এ গ্রন্থ পাঠ করিবেন। বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের ছয় মাস মধ্যে ছই হাজার গ্রাহক হওয়া সামান্য কথা নহে। এত অধিক গ্রাহক হইয়াছেন বলিয়াই মূল্য আর ৪, চারি টাকা করিতে হইল না। এক্ষণে সমুদয় গ্রন্থের মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা স্থির হইয়াছে। অগ্রিম মূল্য ভিন্ন কাহাকেও ঘনরাম দেওয়া যায় না। নমুনা দেখিতে চাহিলে এক খণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা পাঠাইলেই হইবে। গ্রাহকগণ আমার নিকট মণিঅর্ডার দ্বারা টাকা পাঠাইবেন।

কলিকাতা
৪১ নং চাঁপাতলা ফ'ষ্ট লেন,
কলেজ ষ্ট্রীট (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়)

শ্রীযোগেন্দ্রচ
বসু, ঘনর
প্রকাশক

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির।

(১) "আয়ুবর্দ্ধন" ৬ষ্ঠ খণ্ড। মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ১৵০। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক ঔষধালয়ের নিকট এই পুস্তক ছই খণ্ড থাকা আবশ্যক।

(২) "শরীর রক্ষণ" ১৬৬ পৃষ্ঠাতে শেষ। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী মূল্য ডাকমাশুল শুদ্ধ ৵০।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগির।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ মালবিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া স্ত্রীলোকদের পীড়া ঋতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মুত্রাশয়, (বা পার্থরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার লিখিত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

(৺ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারত গ্রন্থের বর্ত্তমান প্রকাশক শ্রীযুক্ত-বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও ঢাকার নবাববাটীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেদারনাথ ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ সাহায্যে)

সর্ব্বাগ্রে অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে। আপাততঃ প্রতি মাসে ষোলশ অক্ষরে ছয় ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য স্বাক্ষরকারী গ্রাহকগণের প্রতি প্রত্যেক খণ্ডের ১/০, বিনা স্বাক্ষরকারীদিগের ।০ আনা; মফস্বলে স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে। অনুমান ২৮ খণ্ডে পুস্তক শেষ হইবে।

যাঁহারা সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য দিবেন, তাঁহাদিগের ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা লাগিবে।

মহাভারত কার্য্যালয় ৯ নং অভয়চরণের লেন, কলিকাতা। } শ্রীহরিদাস মাত্রা। প্রকাশক

নূতন পুস্তক

কনোজের যুদ্ধ।

মূল্য ১ টাকা, মাশুল /০।

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড আর্য্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জীবমঞ্জরী বটীকা।

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ ব্যবহারে নূতন ও পুরাতন আমাশয়, রক্তামাশয়, গ্রহণী, উদরাময়, অজীর্ণ প্রভৃতি সকলপ্রকার অতি কঠিন পেটের পীড়া নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ইহা কেবল ব্যাধির প্রতিষেধক নহে; অগ্নি বৃদ্ধি ও ধাতু পুষ্টিকারক। দুই দিবস ব্যবহারে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। নিম্নের ঠিকানায় রোগীর অবস্থা ও বয়স লিখিয়া মণি-অর্ডারে মূল্য পাঠাইলে ব্যবস্থাসহ ঔষধ পাইবেন। মূল্য ২ টাকা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ দে।

পোয়াড়ি বালপাড়া খেপা নদীয়া।

পঞ্চদশী।

আগামী আষাঢ় মাস হইতে " নিরপেক্ষস্বধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা " মূল, টীকা এবং সরল বঙ্গানুবাদ সমেত " পঞ্চবিবেক-পঞ্চদীপ-পঞ্চানন্দাবয়বব্যাখ্যা-পঞ্চদশী " মুদ্রাঙ্কিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অনুমান চতুর্দ্দশ খণ্ডে, ৬৫০ শত পৃষ্ঠায় শেষ হইবে। মূল্য সুলভ, কাগজ ও ছাপা উত্তম। যাঁহারা আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য এক কালীন প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ৩৲০ তিন টাকা আট আনা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। নচেৎ ৪৲০ পাঁচ টাকা আট আনা দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। ইহা এক সময়ে ৬৲ ছয় টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। মুণ্ডাদি উপনিষৎ প্রকাশক শ্রীমহেশচন্দ্র পালের নিকট দেয়। ঘোড়াসাঁকো; ১৪১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

সাধারণের প্রতি।

ম্যালেরিয়া জ্বরের আলায় যাঁরা আলাতন হইয়াছেন, ডাক্তরি চিকিৎসায় যাঁরা ধনে প্রাণে মারা পড়িতেছেন, ডাক্তর বৈদ্যের খরচ যাঁরা আর যোগাইতে পারেন না, তাঁদের আমি সরল জ্বর-চিকিৎসা পড়িতে অনুরোধ করি।

আগামী ১ লা ফাল্গুন হইতে খরিদ দারেরা ২।০ আনার বদলে ১, এক টাকায় এক এক ভাগ সরল জ্বর-চিকিৎসা; ১, দু টাকার বদলে ১, এক টাকায় ধাত্রী-শিক্ষা (১ভাগ একত্র); ৬, ছয় টাকার বদলে ৩, তিন টাকায় ১ম ভাগ চিকিৎসা-কল্পদ্রুম পাইবেন।

ডাকমাশুল—সরল জ্বরচিকিৎসার এক এক ভাগের /১০, ধাত্রী-শিক্ষার /০, চিকিৎসা-কল্পদ্রুমের ৵০।

ঠিকানা—কলিকাতা, ২৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বি, বানর্জি এণ্ড কোম্পানির পুস্তকালয়।

ফামসন্ —২৫ কাপির পেঃ পক্ষকরা ১২।০ টাকা। ২৫ কাপির নীচে পক্ষকরা ৫ টাকা।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।

ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর যে অবস্থাই কেন ঘটুক না, সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ খাইলে তার উপকার হইবেই হইবে। মূল্য প্রতি ১২ ঔন্স শিশির ১।০, ডাকমাশুল প্যাকিং খরচা সমেত ৸৵০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীরত্নাথ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা, ৮০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

সন ১২৮৯। ২৪ এ মাঘ।

জীবন, আত্মা ও মনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ৩, টাকা। কলিকাতার

সাধারণ [illegible] নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল দে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দেব—বালেশ্বর

" বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা

" " রামকিশোর দাস—শ্রীরামপুর

" " কেদারনাথ মণ্ডল—মেদিনীপুর

" " দ্বারকানাথ দাস—হরিনাভি ডুমুরদহ

" " গোলোকনাথ বসুরা—আলমবাজার

" " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

ভবানীপুর

" খনাইগাছা পবলিক লাইব্রেরি

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমগ্রপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৲০ অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অন্য পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ড্রাফ্ট, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় মূল্য প্রেরণ করিবেন। অষ্ট আনার অধিক মূল্যের টিকট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর হইয়া চাঁদড়িপোতা কলসকর বয়ে [illegible] চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৮ ভাগ ১৩৮ "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।" ২১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ... টাকা। বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৯০ সাল। ২৬ এ চৈত্র। ইং ১৮৮৪। ৭ ই এপ্রেল।

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

বিজ্ঞাপন।

আশ্চর্য্য চুল হইবার মহৌষধ।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন!!!

চুল না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

"দীর্ঘকেশী তৈল।"

বিন্ধ্যাচল আশ্রমী এক সন্ন্যাসীর নিকট প্রাপ্ত। ... বিশুদ্ধ কতিপয় উদ্ভিদ পদার্থে প্রস্তুত। ইহা ... ব্যবহারে কেশ ঘন, কোমল কুঞ্চিত ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ... হয়। কেশহীনতা (টাক) অকালপক্কতা নিবারণ ... করিয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত হয়। এক পক্ষ পরে কেশ-... বর্দ্ধিতা গুণ জানিতে পারিবেন। মস্তক ঘূর্ণনাদি ... রোগের শিরোরোগেরও বিশেষ উপকারক।

শিশির মূল্য ১ টাকা, প্যাকিং ৵০। ১২ শিশি ৯ টাকা প্যাকিং ৷৷৹।

৩৪৬ নং অপর চিৎপুর রোড কলিকাতা।

এ, সি, সরকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

খুলনা সাধারণ লাইব্রেরী।

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল খুলনা একটী ... জিলা হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক অন্যান্য ... নগরের ন্যায়, এখন পর্য্যন্ত ইহা উন্নতির সোপানে ... পদার্পণ করিতে পারে নাই। যাহাতে ইহা শীঘ্রই ... অন্যান্য জেলার অনুসরণ করে ইহা সকলেরই ... প্রার্থনীয়। তাহা করিতে হইলে উন্নতিশীল স্থান ... সমূহে কিরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ... হইতেছে এবং তথায়া সেই সেই স্থানের কিরূপ ... উন্নতি হইতেছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া যথাসাধ্য ... সেইগুলির অনুকরণ করাই শ্রেয়ঃ। যত শীঘ্র এই উপায় অবলম্বিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। এই উপায় অবলম্বন করিতে হইলে তন সাধারণের পঠোপযোগী কতকগুলি পুস্তক ও পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া একটী সাধারণ লাইব্রেরী স্থাপন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় মনে করিয়া আমরা এখানে একটী সাধারণ লাইব্রেরী সংস্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। মাননীয় রেভারেণ্ড গগনচন্দ্র দত্ত শ্রীযুক্ত বাবু হরিহর দাস ... ইঃ (খুলনা), শ্রীযুক্ত বিবী মিঃ উইক, সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি দেশহিতৈষী মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই লাইব্রেরীর পেট্রন হইতে স্বীকৃত হইয়া সাধ্যানুসারে ইহার জন্য যত্ন করিতেছেন।

অন্যত্র জনসাধারণ নিজ ব্যয়ে এইরূপ একটী লাইব্রেরী স্থাপন করিতে পারেন এমন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার জন্য দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের অনুগ্রহের উপরই আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। অতএব তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা এই যে তাঁহারা অর্থ, পুস্তক অথবা পত্রিকাদি প্রদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও বাধিত করেন।

বিনীত

খুলনা, ২৫ এ মার্চ্চ, ১৮৮৪। শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সম্পাদক।

(ডাক্তার ঘোষকৃত।)

গোদ, জলদোষ ও বাতরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিন্ধু-শোষক—ইহাতে গোদ ও জলদোষ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু এই দুটী রোগ অত্যন্ত পুরাতন এবং হাতে পায়ে চর্ম্ম অসাড় হইলে এ ঔষধে তাদৃশ ফল হয় না।—মূল্য—প্যাকিং ও সমেত এক শিশি ২৷০।

শীঘ্রাঞ্জন—ইহাতে বাতরোগ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বা পৈ... হইলে ইহাতে ফল হয় না। মূল্য—প্যাকিং ও সমেত এক প্যাকেট ২৷০।

এই দুটী ঔষধে পারা হরিতাল প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্য নাই। এই দুটী ঔষধ কলিকাতা ৫৬ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ডাক্তার ঘোষের বিদ্যা... চিকিৎসালয়ে বিক্রীত হয়।

বেদান্ত রত্নাবলী।

"নিষ্কাম বিদ্যুমার" শঙ্করাচার্য্যের "নিরঞ্জন... ভাষ্য সহিত "হস্তামলক সুবোধিনী ও মনোরঞ্জিনী টীকা সহিত "বেদান্ত সার" এই ... খানি গ্রন্থ একত্রে মূল ও বঙ্গানুবাদ সহিত ১৷৷৹ আনা, ডাঃ মাঃ ৵০ এক আনা। "উপ... পঞ্চদশী" প্রকাশক, শ্রীমহেশচন্দ্র পাল, ১৪২ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন!!!

ইহা দেশীয় কতিপয় উদ্ভিজ্জ দ্রব্যজাত কিন্তু ... ইহাতে রক্তামাশয়, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, ... ভেদ, অজীর্ণ ও অম্লপিত্তজনিত পেটের পীড়া নি... আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৬ পুরিয়া এক টাকা প্যা... ৵০। অর্শরোগের অব্যর্থ ঔষধ। ৭ দিবসে নি... আরোগ্য হইবে। মূল্য দুই টাকা প্যাকিং ... আরোগ্য না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিব। অন্য... স্থায়ী ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ব্রিটিশ চন্দননগর মূল্য শিষ্য

আমি অতি দুঃখিত হইয়া গ্রাহক-
কে জানাইতেছি, নানা কারণের বশ-
ঃ হইয়া আমাকে কল্পদ্রুমের সম্পাদ-
া পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর
া আর সোণারপুর ডাকঘরের অধীন
ড়িপোতায় প্রকাশিত হইবে না। যদি
হ ইহার স্বত্ব গ্রহণের অভিলাষী হন,
নি আমার নিকটে পত্র লিখিলে বিশেষ
াস্ত জানিতে পারিবেন।

৯০ সাল
লা চৈত্র

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।
চাঙড়িপোতা
সোণারপুর ডাকঘর ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
লিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
ডাকমাসুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ
ট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া
য়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক-
াসুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিতপত্র

প্রতিবাদ।

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়! ঘটনা ক্রমে সে দিন শ্রীযুক্ত
বাবু কৃষ্ণচন্দ্রায়প্রণীত "ভারতবর্ষের ইতিহাস"
আমার হস্তগত হয়। এখানি বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠ্য-
পুস্তক মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে। উহার একস্থানে
লিখিত হইয়াছে "ক্রমে এই চারি প্রধান বর্ণের
(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,) পরস্পর সহযোগে,
করা, বণিক, গোপ, ইত্যাদি বিবিধ সঙ্করজাতির
উৎপত্তি হয়; ইহারা পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসা অবলম্বন
করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ উপবীত-
ধারী দ্বিজপদবাচ্য; অন্যান্য জাতির উপবীত
নাই।" অর্থাৎ—১ ম, বৈশ্যেরা সঙ্করজাতি; ২ য়,
বৈশ্য, উপবীতধারী দ্বিজপদবাচ্য নহে। এক্ষণে
আমরা প্রমাণাদি দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদন
করিব যে, ১ ম টী ভ্রমসঙ্কুল, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়;
২ য় টী সত্যের অপলাপ, সুতরাং সাধুজনদিগের হেয়।

১ ম। সত্যাত্রেতাদ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রকন্যকা উপযেমিরে॥
তত্র বৈশ্যসুতায়াং যে ভজিরে তনয়া অমী।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥
শব্দ কল্পদ্রুম।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, যুগত্রয়ে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজা-
তিরা নিম্নশ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিতেন; এইরূপে
ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠের
জন্ম। এই সকল সন্তান বেদ-বেদাঙ্গপারগ মুনি
বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

ব্রাহ্মণাবৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥
মনু ১০ অ।

ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা বৈশ্য কন্যাতে জাত
অম্বষ্ঠ এবং শূদ্র কন্যাতে জাত নিষাদ, অপর
নাম পারশব।

বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপিবা॥
বৈশ্য শূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ তথা সুতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিপ্রাদ্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্য।

ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত,
বিবাহিতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) বিবাহিতা শূদ্রাতে
নিষাদ অপর নাম পারশব; ক্ষত্রিয় হইতে বিবাহিতা
বৈশ্যাতে মাহিষ্য, বিবাহিতা শূদ্রাতে উগ্র (আগুরি);
এবং বৈশ্য হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে করণের
(কায়স্থের) জন্ম। এ সমুদায় সন্তান বিধিপূর্ব্বক
জাত।

সত্যে বৈদ্যাঃ পিতুস্তল্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
পরাশর।
বৈশ্যাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠোব্রহ্মপুত্রকঃ।
শঙ্খঃ।
বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে।
উশনাঃ।
ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এবাং যথা-পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥
হারীত।

উক্ত বচন সমূহের তাৎপর্য্য যে, বৈদ্য বৈদ
ব্রাহ্মণসন্তান (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ. বি
ব্রাহ্মণের সবর্ণাজাত ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রি
জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত (ব্রাহ্মণ) হইতে নিম্নে স্থিত।

এক্ষণে দেখা যাউক সংহিতা বিধানানুসা
বর্ণসঙ্কর জাতিকে বলা যায়।

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদ্যসেবয়া চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥
মনু ১০ অ

ব্যভিচার দ্বারা সগোত্রাদি অবিবাহ্য বিবাহে
শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মত্যাগে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। অপ
আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥
নারদ সংহিতা

অনুলোমক্রমে যে জন্ম, তাহা বিধিপূর্ব্বক
জাত; যাহাদিগের প্রতিলোমক্রমে জন্ম, তাহা
বর্ণসঙ্কর।

বস্তুতঃ বিবাহ বিধিতে যে জন্ম হয়, তাহা বর্ণস
নহে। এই বিধি সৃষ্টির প্রক্রিয়াকাল হইতে দ্বা
যুগ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল; এবং ঋষিগণের বংশা
দৃষ্টে জানা যায় "যে প্রজাপতিদিগের দুহিতৃসন্তান
দৌহিত্রগুলিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইলেন, পে
গুলি রাজন্য বা ক্ষত্রিয় আখ্যা ধারণ করিলেন
এবং "প্রজাপতিদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে অদ্যাপি
লৌকিক ব্যবহারে দেখা যাইতেছে যে, সকল ব্যক্তি
অপেক্ষাকৃত মান্য ব্যক্তিদিগকে কন্যা সম্প্র
করিয়া থাকেন"। (সম্বন্ধ নির্ণয়) এই স
অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বে, বৈদ্য যদি সঙ্কর জাতি
তবে বলিতে পারি না সঙ্কর কাহাকে বলা যায়
বৈদ্যগণ একদিন উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ছিলে
উচ্চ হইতেই পতন হয়। অধুনা বৈদ্যদিগের অ
হইয়াছে। আজি বৈদ্যদিগের যে দশা ঘটিয়াছে,
পুরাকালের ন্যায় ধর্ম্মশাসন প্রবল থাকিত,
হইলে এক্ষণকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরও যে সেই
ঘটিত তাহার সন্দেহ নাই। তথাহি—

দ্বৌহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বেদ অধ্যয়ন বা ঈ
অন্যান্য অর্থশাস্ত্রাদিতে অতিশয় যত্ন করেন,
জীবিতাবস্থাতেই সবংশে অতিশীঘ্র শূদ্রত্ব
হয়েন। যাহা হউক, এবিষয়ে এক্ষণে আর অ
বলিবার প্রয়োজন নাই, তবে এই মাত্র বলি
যাঁহারা এই সকল বিবেচনা না করিয়া বৈ
অসম্মানিত করেন, তাঁহারা নিতান্ত অন্যায়
অবিবেচনার কার্য্য করেন সন্দেহ নাই।

২ য়। বৈদ্যের উপবীত সম্বন্ধে কেহ কেহ ব
যে, মধ্যে সকল বৈদ্যেরই যজ্ঞোপবীত লোপ হ